Regd. No. C2532

বাঙলার কথা

৩য় বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা] কলিকাতা, ১০ই নভেম্বর, ১৯৪১ [এক আনা

ভিসি সরকারের স্বৈরাচার

ফরাসী জনসাধারণ কর্ত্তৃক তীব্র বিরোধিতা

[মিঃ টমাস্ ক্যাডেট্ প্রদত্ত বেতার-বক্তৃতার অনুবাদ]

নাৎসী-পন্থী ভিসির দল এবং সত্যিকার ফ্রান্সের মধ্যে যে আকাশ পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে, উহার সম্যক উপলব্ধির উপর আমি বরাবরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া আসিতেছি। দেশটাকে নাৎসীদের হাতে তুলিয়া দেওয়াই ভিসির সমর্থকদের একমাত্র কামনা।

আমাদের সংবাদপত্রের মারফৎ আমরা প্রত্যহ জানিতে পারিতেছি যে, তথায় সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এই উভয় প্রকারে নানা ধ্বংসাত্মক এবং বিরোধিতামূলক কার্য্যাবলী অনুষ্ঠিত হইতেছে। ফলে জনসাধারণের মধ্যে দেশাত্মবোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

অনধিকৃত ফ্রান্সে বিরোধিতা ততটা প্রবল না হইলেও দার্লা যে তথায় বিশেষ সুবিধা করিতে পারিতেছেন না, উহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ফরাসী শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণের দরুণ সিনেটের প্রাক্তন স্পীকার এম. জেঁনানে বহুবার প্রকাশ্যে মার্শাল পেঁতাকে দোষারোপ করিয়াছেন। মার্কারী নামক আমেরিকার একখানি সাময়িক পত্রে এম. হ্যারিয়ট একটি প্রবন্ধে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ফ্রান্স এবং গ্রেট বৃটেনের আদর্শ এক এবং গ্রেট বৃটেন শেষ পর্য্যন্ত অপরাজেয় থাকিয়া যাইবে, ইহাই তাঁহার দৃঢ় অভিমত। ফরাসী জনসাধারণের মধ্যেও এমন হাজার হাজার লোক রহিয়াছে, যাহারা ভিসি কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্যাবলী আদৌ সমর্থন করে না।

কিন্তু এই চিত্রের অন্য একটা দিক্‌ও আছে। সত্যিকার-ভাবে যদি সমস্ত বিষয়টা বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে চিত্রের সে দিকটার প্রতিও আমাদিগকে তাকাইতে হইবে, উহাকে অস্বীকার করিলে চলিবে না। প্রথমতঃ আমরা ইহা বিশেষভাবে অবগত আছি যে, মতলব হাসিলের জন্য দুরুরা যেমন পিশাচের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে পারে, প্রয়োজন হইলে তেমনি তাহারা অমানুষিক নৃশংসতারও আশ্রয় গ্রহণ করিতেও আদৌ দ্বিধা বোধ করে না। প্রায়ই তাহারা শেষোক্ত নীতিরই অনুসরণ করে দেখা যায়।

প্যারিস শহরের রাস্তায় জনৈক জার্ম্মাণ সৈন্যকে সাংঘাতিকরূপে আহত করার জন্য যে তিন জন হতভাগ্য ফরাসীকে প্রতিভূস্বরূপ আটক রাখা হইয়াছিল, জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছেন। এক জন আহত জার্ম্মাণের জন্য তিন জন ফরাসীকে হত্যা করা অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপার। তদুপরি দেওয়ালের গায়ে জার্ম্মাণদের লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপাত্মক চিত্র লেখার অপরাধে গুলী করিয়া আরও ১২ জনকে হত্যা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এ সম্পর্কে আরও বহু লোককে গ্রেফতার করা হইয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অন্যায় নির্য্যাতিত না হইলে আমাদিগকেও ক্রীতদাস হইতে হইবে। পরিস্থিতি আয়ত্তাধীনে রাখার জন্য জার্ম্মাণরা অমানুষিক প্রতিহিংসা গ্রহণে আদৌ ত্রুটি করিতেছে না, ইহা বলাই বাহুল্য।

অদূর ভবিষ্যতেও বর্ত্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতির কোন পরিবর্ত্তন হইবে না, ইহা কল্পনা করা ভুল। কারণ জার্ম্মাণরা খুব শক্ত ভাবে ফ্রান্সের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া রহিয়াছে। তবে তাহাতে বড় বিশেষ কিছু আসে যায় না; কারণ ইহাকে এক রকম জোর করিয়া বলা চলে যে, বর্ত্তমান অশান্তি ও বিদ্বেষ বহ্নি প্রচ্ছন্নভাবে জ্বলিতেই থাকিবে।

এখনও এমন সহস্র সহস্র নির্ভীক ফরাসী আছে, যাহারা নাৎসীদিগকে অসুবিধায় ফেলার জন্য অকাতরে নিজেদের জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করিতে প্রস্তুত। নাৎসীদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অধিকৃত ফ্রান্সের সর্ব্বত্র নাৎসী-বিদ্বেষকে তীব্রতর করিয়া তুলিবে মাত্র।

এদিকে দার্লা তাঁহার দেশবাসীর স্বাধীনতার শেষ চিহ্ন-টুকু পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলার জন্য বিশেষ তৎপরতার পরিচয় দিতেছেন। রাষ্ট্রের বিরোধিতামূলক বলিয়া বিবেচিত উক্তি ও কার্য্যের জন্য সংশ্লিষ্ট লোকজনের বিচারার্থ স্পেশাল বিচারালয় স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের ক্ষমতা অসাধারণ; কারণ যে কোন ব্যক্তিকে যে কোন সময় যে কোন কারণে শাস্তি প্রদানের অধিকার ইহাদের আছে।

এ সকল ব্যাপারের পশ্চাতে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা রহিয়াছে।

তাঁহার দেশবাসীদিগকে জার্ম্মাণীর সহযোগিতার জন্য বাধ্য করা দার্লার ইচ্ছা। তাহা করিতে গেলেই শুধু বৃটেনের নয়, আমেরিকার সহিতও জটিলতা সৃষ্টি হইবে। মানচিত্রে ক্যাসাব্লাঙ্কা এবং ডাকারের অবস্থিতির প্রতি একবার লক্ষ্য করুন। এই স্থানগুলি জার্ম্মাণীর হস্তগত হইলে আটলান্টিকে তাহার বিশেষ সুবিধা হয় কারণ তথা হইতে সে শুধু বৃটেনের নয়, সমগ্র আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই করিতে পারে।

আমি ইহা বলিতেছি না যে, দার্লা এখনই ফ্রান্সকে তেমন পরিস্থিতির দিকে ঠেলিয়া দিবেন। সম্ভবতঃ তিনি রাশিয়ার যুদ্ধের গতি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন, উহার একটা কূল কিনারা না হওয়া অবধি তিনি বোধ হয় কিছু করিবেন না।

তদুপরি তিনি ইহাও বিশেষভাবে অবগত আছেন যে, জার্ম্মাণির সহিত সহযোগিতাকে তাঁহার দেশবাসীরা মোটেই পছন্দ করে না এবং সকলে উহাকে অপমানজনক বলিয়াই মনে করে। যিনি সহযোগিতার নীতি চালু করিতে উদ্যত হইবেন, তাঁহাকেও জাতি ঘৃণার চক্ষে দেখিবে। কিন্তু সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইলেই দার্লা তাঁহার নীতি চালাইতে চেষ্টা করিবেন; সেজন্য যদি নাৎসীদের অনুরূপ ব্যবস্থাও তাঁহাকে অবলম্বন করিতে হয়, তিনি ইতস্ততঃ করিবেন না। এ-ব্যাপারে ভবিষ্যৎ নীতি ফ্রান্সের জনসাধারণেরই হাতে। তবে ইহাও মনে মনে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, দার্লা যে তাহারা একটা ব্যাপক বিদ্রোহের সৃষ্টি করিবে, তাহা মনে করা ভুল, কারণ দেশবাসীরা প্রাণপণে যে কাজের বিরোধিতা করিবে, দার্লা সবদিক চিন্তা না করিয়া হঠাৎ তেমন কোন কাজে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন না।

একণে ফরাসী জনসাধারণের বিষয় কিছু বলা যাক্। তাহারা উপস্থিত বিপদে আবার নিজেদের সাহস, বুদ্ধিমত্তা এবং জাতিগত অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছে। জার্ম্মাণদের অধীনে থাকিয়া তাহাদেরই বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা কতটা সাহসের দরকার, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে সম্যক উপলব্ধি হইবে।

জার্ম্মাণ-অধিকৃত অঞ্চলের সর্ব্বত্র গোয়েন্দার লোকজন রহিয়াছে। খাস ফরাসী এলাকায় নিযুক্ত ফরাসী গুপ্তচর দল স্বদেশবাসীদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে এবং সুযোগ পাইলেই স্বাধীনতা প্রিয়তার জন্য তাহাদের ঘাড় মটকাইয়া দিতে আদৌ সঙ্কোচ বোধ করে না।

মোটের উপর ফ্রান্সে আজকাল সহজ ও সরল জীবন যাপন পর্য্যন্ত অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। খাদ্যের একান্ত অভাব এবং যাহা পাওয়া যায়, তাহাও অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরণের। ধনী ব্যক্তিরা ছাড়া অন্যের পক্ষে কাপড় জামা এবং জুতা ক্রয় করা এক রকম অসম্ভব, কারণ উহা সহজে পাওয়া যায় না এবং পাওয়া গেলেও এক জোড়া জুতা এবং স্যুট যথাক্রমে ১২ এবং ৪০ পাউণ্ড দাম পড়ে। তদুপরি ফ্রান্সে এমন কোন পরিবার প্রায় দেখা যায় না, যে পরিবারের একটি ভাই, ছেলে, স্বামী অথবা পিতা কোন না কোন বন্দী নিবাসে অন্তরাবদ্ধ অবস্থায় নাই।

এত সব অসুবিধার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতা হারাইয়া ফরাসীরা যতটা মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছে, অপর কোন-টার দরুণ ততটা ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। ইহা সত্ত্বেও গোপনে সংবাদপত্র ছাপাইয়া তাহারা দেশবাসীকে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত রাখিতেছে এবং শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইতে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে।

গাঢ় অন্ধকারের মধ্য দিয়া একণে ক্ষীণ আশার আলো দেখা যাইতেছে। শীঘ্র না হোক বিলম্বে হইলেও ফরাসী জাতি এক দিন নিশ্চয়ই তাহাদের শৃঙ্খল চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে সমর্থ হইবে, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটীশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজ-ছাড়ার যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,

ম্যানেজিং এজেণ্টস্, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১০ই নভেম্বর—১৯৪১

যুদ্ধ-বিভীষিকা ও ভাবীকালের জগৎ

যুদ্ধ কেবল ধ্বংস, বিভীষিকা ও অমঙ্গলই ডাকিয়া আনে না, এই ধ্বংসতাণ্ডবের ভিতর দিয়াও সময় সময় আশার আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া উঠে। কারণ, এই ধ্বংস ও মৃত্যু-বিভীষিকা দৃষ্টে স্বভাবতঃই মানুষের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় এবং কেমন করিয়া ধ্বংসের ভিতর দিয়া মঙ্গলের সূচনা সম্ভবপর, মানুষ তাহা চিন্তা করিতে উদ্বুদ্ধ হয়।

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে শান্তিকামী বৃটেনের জনগণ কিরূপ মনোবৃত্তি পোষণ করিত, তৎসম্বন্ধে মিঃ চার্চিলের ভাষায় (এপ্রিল ১৯৩৩) বলা চলে:—"নিজেদের ভাবপ্রবণতার মধ্যে তারা আত্মসমাহিত এবং যুদ্ধ-পরবর্ত্তী কালের শান্তিজনিত বিশ্রান্তির মধ্যে সমাহিত ছিল।" বৃটেন ও প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে সমগ্র বিশ্বই (জার্ম্মাণী, ইটালী ও জাপান ছাড়া) তখন হইতে জাতীয়তার আক্রমণমূলক নীতি ত্যাগ করিয়া বিশ্বময় একটি বিরাট আন্তর্জ্জাতিকতা গড়িয়া তোলার প্রয়াস পাইতেছিল।

শান্তিপূর্ণ ভাবে এরূপ একটি আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্র-সঙ্ঘ গড়িয়া তোলার জন্য সকলেই যে আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা পাইতেছিল, নানাভাবে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। জেনেভাস্থ জাতি-সঙ্ঘ প্রায় অর্দ্ধ ডজন ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সঙ্ঘর্ষের সম্ভাবনা শান্তিপূর্ণ উপায়ে তিরোহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল, অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গারীকে পুনর্গঠিত করিতে সফল হইয়াছিল এবং লক্ষ লক্ষ বিতাড়িত বা পলায়িত লোককে পুনরায় স্বদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, জার্ম্মাণী ও তুরস্কের অধীনস্থ উপনিবেশগুলির শাসন-পরিচালন ব্যবস্থাও জাতিসঙ্ঘ কর্ত্তৃক বেশ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইয়াছিল এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রায় ৩ কোটি লোকের শাসন-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারেও বহুলাংশে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকসমূহ দূর করা, অহিফেন নিবারণ ও দাস ব্যবসায় দমন এবং স্বাস্থ্য ও শ্রমিকদের অবস্থা উন্নয়ন ব্যাপারেও জাতিসঙ্ঘ অনেক কিছু করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সমগ্র জগতের আর্থিক পুনর্গঠন ও নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কেও সম্মেলনের অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল।

কিন্তু শান্তির জন্য জাতি-সঙ্ঘের এত চেষ্টা সত্ত্বেও সবই ব্যর্থ হইয়া গেল। কারণ, শান্তিকামী শক্তিগুলি যখন তলোয়ার ফেলিয়া দিয়া কলম ধারণ করাই সঙ্গত মনে করিল এবং নির্ব্বুদ্ধিতা বশে বিশ্বাস করিল যে, জার্ম্মাণী, ইটালী ও জাপানও অনুরূপ নীতিই অবলম্বন করিবে, সে সময় আক্রমণশীল শক্তিগুলি নূতনভাবে অস্ত্রসজ্জা করিয়া ও অবিরাম প্রচারকার্য্যের মধ্য দিয়া শান্তিকামীদের মধ্যে সন্দেহ জাগাইয়া দিবার চেষ্টা পাইয়া অবদমিতমূলক জাতীয়তাবাদের পরিচয় দিতেই অগ্রসর হইল।

যুদ্ধের প্রভাবে শান্তিকামীদের নীতি বর্ত্তমানে "যেমন করিয়াই হউক শান্তি চাই" হইতে "যদি প্রয়োজন হয় জোর করিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করিব" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সম্মিলিতভাবে যাহারা জগতের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপার পক্ষপাতী, এতদিন পর্য্যন্ত তাহারা সামরিক শক্তির সম্মুখীন হইতে ইচ্ছুক ছিল না; কিন্তু আজ তাহারাও কার্য্যকরী ব্যবস্থায় অগ্রসর হইয়াছে। কারণ, আজ ইহা পরিষ্কারই বুঝা গিয়াছে যে, সম্ভাব্য সর্ব্বপ্রকার উপায়ে শান্তি রক্ষার প্রয়াস না পাইলে আর চলিবে না।

যাহারা মনে করিতেছিল নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলেই চলে, বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে আজ তাহাদেরও মতের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যুদ্ধ-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের "প্রত্যেক জাতি ও ব্যক্তি নিজেরই জন্য" এই সঙ্কীর্ণ নীতিরও আজ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই সম্পর্কে আমেরিকার অধিবাসী মিঃ ম্যালোরী ব্রাউন বলিয়াছেন:—"সাধারণ বিপদের সম্মুখীন হইয়া আজ জনসাধারণ সকলের কথা মিলাইয়া ভাবিতে শিখিয়াছে। আমার মনে হয়—যুদ্ধের বিভীষিকা সত্ত্বেও বৃটেনে আজ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী সজ্জনতা বিরাজ করিতেছে।" যদিও বিভিন্ন জাতির মতবাদ স্বতন্ত্র হইতে পারে, তথাপি সাধারণ শত্রুর সম্মুখীন হইয়া আজ বৃটেন, আমেরিকান যুক্তরাজ্য ও রুশিয়া একই পথের পথিক সাজিয়াছে।

চরম বিপদের সময় মানুষ গভীরভাবে চিন্তা করিতে শিখে। কাজেই, বোমা বিস্ফোরণের মাঝে দাঁড়াইয়া আজ জনগণ জীবনের পরম কাম্যের সন্ধান পাইয়াছে। মোট কথা, বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে যে নূতন ভাবধারার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার ফলে ভাবীকালে নবীন জগৎ সৃষ্টিরই পথ হইয়াছে।

ইহুদীদের দুর্দ্দশা

"ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান" নামক সংবাদ-পত্রের সম্পাদকের নিকট লিখিত নিম্নোক্ত পত্রখানি বিগত ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে উক্ত কাগজে প্রকাশিত হয়:—

দুই মাস পূর্ব্বে সংবাদ পাওয়া যায় যে, ১৯৩৩ সন হইতে বার্লিনের সেন্ট্রাল ইহুদি প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ডাঃ অটো হাচ তৃতীয়বার গ্রেপ্তারের পর একটি জার্ম্মাণ বন্দীশিবিরে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মাত্র সে দিন ইহাও প্রকাশ পায় যে, বার্লিনের ইহুদিদিগকে যাহাতে চিনিতে কোন অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য রাস্তায় বাহির হওয়ার সময় তাহাদিগকে একটি বিশেষ ধরণের ব্যাজ পরিধান করিতে নির্দ্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। ইহুদিরা প্রায়ই এক শহর হইতে অন্য শহরে বিতাড়িত হইয়া থাকে।

টাইমস্ পত্রের কুখ্যাত সম্পাদক জুলিয়াস্ ষ্ট্রেচারের বাসভূমির নিকটবর্ত্তী ব্রেসলা শহরের ইহুদি সম্প্রদায়কে এই ভাবে নির্য্যাতিত হইতে হইয়াছে। সাম্প্রতিক ঘটনাগুলির মধ্যে ইহাও একটি। হ্যানোভার হইতে বিতাড়িত ১,০০০ ইহুদিকে শহরের কবরস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সম্প্রতি একটি নারী জার্ম্মাণী হইতে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে পলাইয়া যায়। তাহার নিকট জানিতে পারা গিয়াছে যে, জার্ম্মাণ বন্দী শিবিরগুলিতে ১৫০,০০০ ইহুদি রহিয়াছে। সক্ষম ব্যক্তিদের অধিকাংশকে সরকারী কাজ, কলকারখানা, রাস্তা ও বাড়ী নির্ম্মাণ এবং কৃষি কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে তাহাদিগকে আদৌ পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না; কোথা কোথাও তাহারা আর্য্য শ্রমিকদের সম-পরিমাণ মাহিনা পায়, তবে বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম হইতে তাহাদের উপর শতকরা ১৫ ভাগ স্পেশাল ট্যাক্স বসান হইয়াছে। ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে শুধু ইহারাই কাপড় জামা পাইয়া থাকে। অবশিষ্টদের কাপড় জামা ক্রয়ের জন্য কার্ড দেওয়া হয় না।

নানাবিধ জনহিতকর কার্য্যে সাহায্য

বাঙলা সরকার কর্ত্তৃক মঞ্জুর

বাঙলা গভর্ণমেণ্ট বর্দ্ধমান জেলার কন্টাখিল-শ্যামচণ্ডা উচ্চ প্রাইমারী স্কুলের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ২৫০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। স্থানীয় চাঁদা নগদ আদায় হইবার পর এই টাকা দেওয়া হইবে।

দামপুর সৌরি অনুপূরক খাল খনন পরিকল্পনার জন্য ২,৫০০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। তাহাতে সর্ত্ত করা হইয়াছে যে, জল নির্গম দ্বার ও খালটি সংরক্ষণের আর কোন ব্যয় এই তহবিল হইতে দেওয়া হইবে না।

রাজসাহী জেলার লালপুর ইউনিয়ন বোর্ড চিকিৎসালয়ের যমপাড়া ও বাবইগ্রাম ইউনিয়ন বোর্ড চিকিৎসালয়ের আসবাব সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য ৪০০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যদি মনে করেন যে, ইহার পৌনঃপুনিক ব্যয় বহন করিবার ব্যবস্থা নিশ্চিত হইবে, তাহা হইলেই এই টাকা দেওয়া হইবে।

বর্দ্ধমান জেলার সদর মহকুমার মণ্ডলগ্রাম উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের খেলার মাঠের উন্নতির জন্য আরও ৩৩০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। আইনসঙ্গতভাবে এরূপ চুক্তি করিতে হইবে যে, কোন সময় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রয়োজন বা বাঞ্ছনীয় মনে করিলে এই খেলার মাঠের দখলী স্বত্ব গভর্ণমেণ্টের হাতে যাইবে।

যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের সম্প্রসারণ জন্য জমি ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে বাঙলা গভর্ণমেণ্ট কলিকাতার মেডিক্যাল এইড ও রিসার্চ সোসাইটিকে এককালীন এক লক্ষ টাকা দান মঞ্জুর করিয়াছেন।

বরিশালের শিশুদের শুশ্রূষাগার ও শিশু-মঙ্গল কেন্দ্রের পরিচালন ব্যয় বাবদে চলতি আর্থিক বৎসরে ১,৫০০৲ টাকা দেওয়া মঞ্জুর করিয়াছেন।

২৪-পরগণা জেলার বারুইপুর মিউনিসিপ্যালিটি বারুইপুরে একটি মাতৃ-মঙ্গল ও শিশু-মঙ্গল কেন্দ্র খুলিবে। বাঙলা গভর্ণমেণ্ট উহার নির্ম্মাণ কার্য্যের জন্য এককালীন ৩,০০০৲ টাকা দান মঞ্জুর করিয়াছেন। ঐ কেন্দ্রে একটি স্বাস্থ্য-পরিদর্শকের জন্য মাসিক ৭৫৲ টাকা সর্ত্তাধীনে দেওয়াও মঞ্জুর করা হইয়াছে।

জলপাইগুড়ি জেলায় বাহাদুরপুর ইউনিয়নে জেলা বোর্ডের রাস্তা হইতে অমরখানার দিকে প্রায় অর্দ্ধ মাইল রাস্তার উন্নতি সাধনের জন্য গভর্ণমেণ্ট ৩০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই রাস্তার সংরক্ষণ ও মেরামতীর জন্য ভবিষ্যতে যে পুনঃ পুনঃ ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে, তাহা পাওয়া সম্বন্ধে জলপাইগুড়ির ডেপুটি কমিশনার নিঃসন্দেহ হইলে এই টাকা দেওয়া হইবে।

চট্টগ্রামে একটি মাতৃ ও শিশু-মঙ্গল কেন্দ্রের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য এককালীন ৪,০০০৲ টাকা এবং ঐ কেন্দ্রের স্বাস্থ্য-পরিদর্শকের বেতন বাবদে ১৯৪১ সনের এপ্রিল মাসের প্রথম হইতে মাসিক নির্দ্দিষ্ট ৭৫৲ টাকা গভর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছেন। কতিপয় সর্ত্তাধীনে এই টাকা দেওয়া হইবে।

বাঙলার চিফ্ কণ্ট্রোলার অব প্রাইসেস জানাইতেছেন—পঞ্চাশ কাঠিযুক্ত দিয়াশলাইর বাক্সের পাইকারী ও খুচরা সর্ব্বোচ্চ বাজার দর নিম্নরূপ হইবে। অবিলম্বে কলিকাতায় ও শহরতলীতে এই মূল্য প্রচলিত হইবে:—

৫০ কাঠিযুক্ত দিয়াশলাইর বাক্স—

প্রতি গ্রোস ৪৲ টাকা (কারখানার মূল্য)।
,, ,, ৪৲৩ পাই (পাইকারী)।
প্রতি ডজন ।/৩ সাড়ে পাঁচ আনা।
প্রতি বাক্স দুই পয়সা।

ঢাকার বর্ত্তমান দাঙ্গা-হাঙ্গামা

সরকারী বিবৃতিতে ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ

গত অক্টোবর মাসের ৫ই হইতে ২৮শে পর্য্যন্ত ঢাকার ঘটনাবলীর যথাযথ বিবরণ বাঙ্গলা সরকার ৩০শে অক্টোবর তারিখে একটি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, হিন্দু সভার নির্দ্ধারিত কার্য্যক্রমানুসারে ৫ই অক্টোবর রবিবারে ঢাকা শহরে হিন্দু দোকানদারগণ হরতাল পালন করে। সারাদিন কোনপ্রকার দুর্ঘটনা ঘটে নাই। কিন্তু সন্ধ্যা সাড়ে আটটার সময় তিনজন অজ্ঞাত ব্যক্তি জনৈক মুসলমানকে কুঠারাঘাতে আহত করে। এই ঘটনার পর ঐ দিন মধ্য-রাত্রির পূর্ব্বে চারিজন হিন্দু আক্রান্ত হয় এবং আহতদের মধ্যে দুইজন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। একজন মুসলমান বালকও ইটের আঘাতে সামান্যরূপে জখম হয়। ইহার পর হইতে ১২ই অক্টোবর রবিবার বেলা এগারটা পর্য্যন্ত ক্রমাগত মারপিট ও আক্রমণ চলিতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে সাতজন হিন্দু ও চারিজন মুসলমান নিহত এবং আটজন হিন্দু ও ১৮ জন মুসলমান আহত হইয়াছিল। ৫ই অক্টোবর রাত্রিকালেই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয় এবং ১৫ই অক্টোবরের অপরাহ্নে সতর্কতামূলক ব্যবস্থাগুলি কিয়ৎপরিমাণে শিথিল করা সম্ভবপর হয়। সান্ধ্য-আইনের সময় ক্রমে ক্রমে কমাইয়া দেওয়া হয় এবং ১৮ই অক্টোবর তারিখে মধ্যরাত্রি হইতে সান্ধ্য-আইনের আদেশ প্রয়োগ করার ব্যবস্থা হয়।

ঈদুল-ফেত্‌র আসন্ন দেখিয়া ২০শে অক্টোবর সান্ধ্য-আইন প্রত্যাহার করা হয় এবং কর্ত্তৃপক্ষ ঈদের মিছিলের আদেশ প্রদানের সিদ্ধান্তও করেন। ২২শে অক্টোবর পূর্ব্বাহ্নে নির্ব্বিঘ্নে ঈদের নামাজ সম্পন্ন হয় এবং শহরের আবহাওয়া এত শান্তিসূচক দেখা গিয়াছিল যে, কিছুকাল যাবৎ এরূপ দেখা যায় নাই। কিন্তু ঐ দিন সন্ধ্যা সাড়ে আটটার সময় একজন মুসলমান বালক সামান্যরূপে আহত হয় এবং ইহার প্রায় দুই ঘণ্টা পরে জনৈক বয়োবৃদ্ধ মুসলমান নিহত হয়। ২৩শে তারিখ সকালবেলা নর্থব্রুক হলের নিকট আর একজন মুসলমান ছুরিকাহত হইয়াছিল। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ইষ্টার্ণ ফ্রণ্টিয়ার রাইফেল সেনাদলকে শহরের শান্তি রক্ষার্থে নিযুক্ত করা হয় এবং যে সকল অঞ্চলে পূর্ব্ব রাত্রি হইতে প্রথমে গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছিল, সেই সকল স্থানের লোকের গতিবিধি ৪৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা হয়।

ঈদ-মিছিল আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণের সম্ভাবনায় কর্ত্তৃপক্ষ মিছিল বাহির করিবার সময়সূচি সম্বন্ধে পুনরায় বিবেচনা করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪ ঘণ্টার ঘটনাবলী বিবেচনা করিয়া, বিশেষতঃ এই সময় মধ্যে মুসলমানগণ আপত্তিকর কোন কিছু না করায়, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ বুঝিয়াছিলেন যে, ঈদ মিছিলের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করিলে মুসলমানদের মধ্যে নৈরাশ্য ও অসন্তোষের সৃষ্টি হইবে।

অনুমান বিপ্রহর বেলায় ধনগ্রাম ও ওয়ারীর সংযোগ-স্থলে জনৈক মুসলমানকে ছুরিকাঘাত করা হইয়াছিল। ঐ ব্যক্তি সেই সময় একটি হিন্দু গৃহে মাল ডেলিভারি দিতে গিয়াছিল। অপরাহ্নে নদীতে স্নানের সময় একজন মুসলমানকে ছুরিকাঘাতের চেষ্টা হইয়াছিল। সাড়ে পাঁচটার সময় ক্রুদ্ধ একদল মুসলমান ঈদ-মিছিলে যাইবার সময় মদনমোহন বসাক রোড ও নওয়াবপুর রোডের মোড়ের উপর তাহাদের প্রতি প্রস্তর নিক্ষিপ্ত হয়। ইহারা নওয়াবপুর রোডের কতকগুলি বাড়ীর জানালায় আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু কোন ক্ষতি করে নাই, যদিও তখনও এক হিন্দু জনতা তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেছিল। জনৈক অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ক্রুদ্ধ একদল পুলিশের সাহায্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় পক্ষ সম্বন্ধেই যথাবিহিত ব্যবস্থা করেন। ইহারও অল্পক্ষণ পরে ঢাকায় মোতায়েন ভারতীয় পদাতিক সৈন্যদল স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে উপদ্রুত অঞ্চলে কুচ মার্চ করিয়া নওয়াবপুর রোড দিয়া যায়। সমস্ত সন্ধ্যাকাল এই রাস্তায় হিন্দু জনতা সমবেত হইয়াছিল। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ, বাবু বিমলানন্দ দাশগুপ্ত ও অন্যান্য হিন্দু ভদ্রলোকের সহায়তায় এই জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়াছিলেন। রাস্তা জনশূন্য হইতে একঘণ্টার বেশী সময় লাগিয়াছিল।

সন্ধ্যা সাতটার সময় উর্দ্দু রোড হইতে মিছিল যাত্রা আরম্ভ করে। মিছিলের পুরোভাগে একখানি লরীতে কাঁদুনে গ্যাসের স্কোয়াড এবং পশ্চাতে অন্যান্য পুলিশ যাইতেছিল। শোভাযাত্রার শেষভাগেও দুইখানি লরী বোঝাই পুলিশ গিয়াছিল। শোভাযাত্রার সম্মুখ হইতে পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত সার্জ্জেণ্টগণ পায়ে হাঁটিয়া যাতায়াত করিতেছিল। বাবুবাজার ব্রীজের নিকট একটি ডাক্তারী ছাত্রদের মেস হইতে শোভাযাত্রার উপর ইটক নিক্ষিপ্ত হয়, ফলে একটি বালক জখম হয়। বাবুবাজার ফাঁড়ির নিকট একজন অতিরিক্ত জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট শোভাযাত্রার পুরোভাগে আসিয়া যোগদান করেন। জনৈক অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই ফাঁড়িতে কর্ত্তব্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি মিছিল-যাত্রীদের কোনপ্রকার অসদাচরণ দেখেন নাই বা অসদাচরণের কোন সংবাদও তিনি পান নাই।

ভিক্টোরিয়া পার্কে শোভাযাত্রা পৌঁছা পর্য্যন্ত আর কোন ঘটনা ঘটে নাই। তবে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল যে, শোভাযাত্রার উপর আরো ইটপাটকেল ছোঁড়া হইয়াছিল। প্রতিশোধ লইবার জন্য কতকগুলি লোক মিছিলের বাহিরে চলিয়া আসে; কিন্তু সার্জ্জেণ্টগণ শীঘ্রই তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনে। অতি সামান্যই ক্ষতি হইয়াছিল। ইহার পর মিছিলের পুরোভাগ নওয়াবপুর পুলের উত্তর দিকে অর্থাৎ হিন্দু-প্রধান স্থানে গিয়া পৌঁছে। নওয়াবপুর পুল হিন্দু ও মুসলমান অঞ্চলকে পৃথক করিয়াছে। এইস্থান হইতে শোভাযাত্রা নওয়াবপুর রোড ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বের গৃহের ছাদ হইতে অবিরত ইটপাটকেল নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে এবং উভয় পার্শ্বের কতকগুলি দোকানের দরজা জানালাও ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা ইটপাটকেল ছুড়িয়াছিল এবং প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে শোভাযাত্রীর দল দোকানের দরজা জানালা ভাঙ্গিয়াছিল। ইহার ফলে ৭০ জন মুসলমান আহত হইয়া হাসপাতালে প্রেরিত হয় এবং ইহাদের মধ্যে দুইজন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। পুলিশ অনুসন্ধান করিয়া দরজা ও কাঁচের জানালা ভগ্নাবস্থায় দেখিয়াছে। কতকগুলি কাঁচ ইটের আঘাতে ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। বাড়ীর ছাদের দিকে অনেক কাঁদুনে গ্যাস ছাড়িবার পর ইটক নিক্ষেপ থামিয়া যায়। শোভাযাত্রার কতকগুলি লোকেরও গ্যাস লাগিয়াছিল। মিছিল চলিয়া যাইবার পর মদনমোহন বসাক রোডের উপর সমবেত হিন্দু জনতার প্রতিও কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করিতে হইয়াছিল।

জনতা ছত্রভঙ্গ হইবার অব্যবহিত পরেই স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারিগণ সকল প্রকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুনরায় প্রবর্ত্তন করে, এবং নওয়াবপুর রোডে ক্রমাগত ৪৮ ঘণ্টা কাল গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করা স্থির করেন। পরদিন সকাল আটটা হইতে এই সকল নিয়ন্ত্রণ আদেশ বলবৎ হয়।

পূর্ব্ব সন্ধ্যার ঘটনাবলী ও মিছিলের প্রতি পূর্ব্ব দিনের প্রতিশোধ গ্রহণার্থ হিন্দুদের বিরুদ্ধে সম্ভবতঃ চেষ্টা চলিতে পারে, মনে করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ভারতীয় পদাতিক সৈন্যদলকে স্থানে স্থানে মোতায়েন রাখেন। রাত্রি ১২টা হইতে সাড়ে তিনটা পর্য্যন্ত একজন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও শহরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কয়েকজন নেতৃস্থানীয় মুসলমান ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া মুসলমান পল্লীগুলি পরিভ্রমণ করেন এবং উত্তেজনা প্রশমনে চেষ্টা পান। রাত্রি প্রায় সাড়ে বারটার সময় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দেখিতে পান যে নওয়াবপুর রোডের যে স্থানে ইটপাটকেল নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেখান হইতে ইটপাটকেল প্রভৃতি সরাইয়া ফেলা হইয়াছে। আশে-পাশের লোকেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই রাস্তা পরিষ্কার করিয়াছে বোঝা যায়।

মধ্য-রাত্রির অল্প কিছুক্ষণ পরে কায়েৎটুলিতে একটি ছোটখাট অগ্নিকাণ্ড হয়। মওলবী বাজারে একজন পশ্চিমা হিন্দুর দোকান লুট ও দোকানদারদিগকে প্রহার করা হইয়াছিল। তাহার পুত্রটিও নিখোঁজ হয়। পরে এই বৃদ্ধ দোকানীর মৃতদেহ আঘাত চিহ্নসহ নিকট-বর্ত্তী একটি কূপ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছিল। আঘাত চিহ্নগুলি মারাত্মক ধরণের ছিল। সুখের বিষয়, ঐ রাত্রিতে উল্লেখযোগ্য আর কোন ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। সারারাত্রি সশস্ত্র ভারতীয় পদাতিক সেনাদল ঘুরিয়া বেড়ায় এবং ভোর পর্য্যন্ত স্ব স্ব স্থানে উপস্থিত ছিল। ২৪শে অক্টোবর সকাল বেলা পর্য্যন্ত অবস্থা শান্ত ছিল। বিকাল বেলা কোম্পানীগঞ্জে জনৈক হিন্দু লাঠির আঘাতে আহত হয়। পুলিশ আততায়ীকে গ্রেপ্তার করে। পরে মাহিমপুরে আর একজন হিন্দুকে ছুরিকাঘাত করা হয়। এই দুইটি ঘটনাই শহরের উপকণ্ঠে ঘটিয়াছিল।

অপরাহ্নে নওয়াবপুর রোডের পূর্ব্ব দিক পর্য্যন্ত গতি-বিধি নিয়ন্ত্রণের আদেশ জারী করা হইয়াছিল। ২৫শে অক্টোবর সকালে পৌনে আটটার সময় নওয়াবগঞ্জে জনৈক মুসলমানকে ছুরিকাঘাত করা হইয়াছিল। ইহার পর মুসলমানগণ শহরের পশ্চিমপ্রান্তস্থিত কতকগুলি হিন্দুগৃহ আক্রমণ করিয়া অগ্নিসংযোগ করে। এখানে হিন্দু ও মুসলমানে মারামারিও হয়। পুলিশ হিন্দু ও মুসলমানের উপর গুলী চালনা করিতে বাধ্য হয়। ইহার ফলে একজন হিন্দু নিহত এবং একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান আহত হইয়াছে বলিয়া অনুমান। মৃত হিন্দুর দেহ খুঁজিয়া দেখা যায় যে, সে গুলীর আঘাতে নয়, বর্শা বিদ্ধ হইয়া মরিয়াছে। কতকগুলি দাঙ্গাকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেই সময় চৌধুরীবাজারেও দাঙ্গা হয়। পুলিশ দাঙ্গাকারীদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

বেলা সাড়ে দশটার সময় বাঙ্গলা দেওয়ান পট্টীর কয়েকটি বাড়ীর ছাদ হইতে ইটক নিক্ষিপ্ত হয় এবং কতকগুলি মুসলমান একটি ছোট হিন্দু দোকানে আগুন লাগাইয়া দেয়। সেই সময় রমনাপ্রান্তের অনেক কাছে উভয় পার্শ্বে বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই দোকান অগ্নিদগ্ধ হইয়াছে। পুলিশ, সরকারী কর্ম্মচারী, সিভিক গার্ড ও স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় অগ্নি নির্ব্বাপিত করা হয়। ঐদিন সকাল বেলার দিকে নওয়াব কাটরার রোডে একজন হিন্দুকে ছোরা মারা হয়; তাহার আঘাত গুরুতর নয়।

বৈকাল বেলা ওয়াটার ওয়ার্কস রোডের কাছে দেখা যায় যে, একজন মুসলমান মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সদর ঘাটের রোড হইতে একটু দূরে একজন হিন্দু জেল-ওয়ার্ডার মুসলমানের নিহত হয়। নর্থব্রুক হলের নিকটবর্ত্তী এলাকার উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছিল, ঐদিন বেলা ২ ঘটিকায় তাহার সময় অতিবাহিত হয় এবং ঐ অঞ্চলে শহরের অন্যান্য এলাকায় যেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল, তদপেক্ষা অপর কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হয় নাই।

[১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

ভারতের নবতম সীমান্ত . . .

সমুদ্র উপকূল ব্যাপি ভারত-সীমান্তের সুখের দিন আর নেই। বেতার, বিমানপোত, দ্রুতগামী জাহাজ, প্যারাসুটদল ও পঞ্চমবাহিনী বিভীষণদল দূরত্বের ব্যবধান ঘুচিয়ে ফেলেছে। আসন্ন বিপদ আর দুর্কার বেগে ঘনিয়ে উঠছে। আমেরিকার আত্মরক্ষার সম্মুখব্যূহ আটল্যান্টিক মহাসাগর, মৈত্রী ব্রিটেন কর্তৃক সুরক্ষিত। ভারতের বহির্দ্বার সুরক্ষিত করছে ঈজিপ্ট প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, ইরাক, পূর্ব্ব-আফ্রিকা ও মালয় দেশ।

সময়কালীন তৎপরতার তাগিদে ভারতের এই ঘাঁটিগুলিতে শত্রুর আক্রমণ নিশ্চিতভাবে প্রতিহত করতে বীরোচিত ভারতীয় ফৌজের সঙ্গে সমাবেশ হয়েছে, গ্রেটব্রিটেন, নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া ও অপরাপর মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ দেশের বীর সন্তানরা। এই সেনাদলই যে আমাদের সীমান্ত সুরক্ষিত রেখে নিশ্চিন্তে ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ে শান্তিতে দিন যাপন সম্ভবপর করে তুলেছে সে সত্য উপেক্ষা করা যায় না।

. . . রক্ষা করতে এদের সাহায্য করুন
ডিফেন্স্ সেভিংস্ সার্টিফিকেট্ কিনুন।

হজ্বযাত্রীদের সুবিধা

কলিকাতা হইতে জাহাজ ছাড়ার ব্যবস্থা

কলিকাতা পোর্ট হজ-কমিটির এক্‌জিকিউটিভ্ অফিসার নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন :—

১। বাঙলা ও আসামের হজযাত্রীদের সুবিধার্থে নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কলিকাতা হইতে মোগল লাইনের একখানা অত্যুৎকৃষ্ট জাহাজ ছাড়িবার বন্দোবস্ত ভারত সরকার করিয়াছেন। কলিকাতা বন্দর হইতে যাঁহারা জাহাজে উঠিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে ইংরেজী ১৬ই নভেম্বর ১৯৪১, বাংলা ৩০শে কার্ত্তিক ১৩৪৮, হিজরী ২৫শে শওয়াল ১৩৬০, রবিবার দিন বা উক্ত তারিখের অন্ততঃ ৪।৫ দিন পূর্ব্বে অবশ্য অবশ্য কলিকাতায় পৌঁছিতে হইবে। ঐ তারিখের পর আসিলে কলিকাতায় জাহাজ পাইবার আশা নাই।

২। এবার হজযাত্রীবাহী জাহাজে দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দোবস্ত নাই। জাহাজে শুধু ডেক ও প্রথম শ্রেণীর বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ভারত সরকার জানাইয়াছেন যে, একজন কলিকাতার ডেকযাত্রীর জন্য আরবে উটে যাতায়াত করিলে হজ ও মদিনা শরিফের জেয়ারত সহ ৬৬৪৲ টাকা লাগিবে। জাহাজে প্রথম শ্রেণী ও আরবে বাসে সফর করিলে ১,৫৫১৲ টাকা লাগিবে। জাহাজে প্রথম শ্রেণী ও আরবে মোটর কারে সফর করিলে ১,৯৭৫৲ টাকা লাগিবে। মদিনা শরিফের জেয়ারত না করিলে প্রথমোক্ত যাত্রীর জন্য ১৯৪।৵০; বাসে যাত্রীর জন্য ৩০৬৸০; এবং মোটর-কারে যাত্রীর জন্য ৪৫০।৵০ কম পড়িবে।

৩। বাঙলা ও আসামের যাত্রীদের জন্য কলিকাতা বন্দর হইতে জাহাজে উঠাই সুবিধাজনক; কারণ কলিকাতা বন্দর হইতে রওয়ানা হইলে কলিকাতা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ পথ রেলে যাওয়ার কষ্টভোগ এবং অতিরিক্ত খরচ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে। কলিকাতার জাহাজে সকল যাত্রীই বাঙলার ও আসামের লোক, তাহাদের চালচলন ও ভাষা একই প্রকার। কাজে কাজেই তাঁহারা পরস্পরে মিলিয়া মিশিয়া, বেশ সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে সফর করিতে পারিবেন।

কাপড় ও সুতার মূল্য বৃদ্ধি

কাপড়ের কলে কার্য্যকাল বৃদ্ধির ব্যবস্থা

সম্প্রতি সরবরাহের চেয়ে চাহিদা বৃদ্ধি হওয়ায় সুতা ও কাপড়ের মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণতঃ মূল্যের অবস্থার সমতা রক্ষার জন্য এবং যুদ্ধ সরবরাহ প্রচুর পরিমাণে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য গভর্ণমেন্ট মনে করেন যে, সুতা ও কাপড়ের কল ও কারখানার উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য ফ্যাক্টরী আইনের বিধান মতে ৫৪ ঘণ্টার স্থলে সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা কাজ চালাইতে দেওয়া অতীব প্রয়োজনীয়। সুতরাং ঐ সমুদয় মিল ও কারখানাকে ফ্যাক্টরী আইনের ৩৪ ধারার বিধানের কবল হইতে মুক্ত হইবার আদেশে বিজ্ঞপ্তিপত্র প্রচার করা হইয়াছে। এই অব্যাহতি আদেশের ফলে কারিগরগণের দৈনিক কার্য্যকাল দশ ঘণ্টাই থাকিবে। তাহারা পূর্ব্ববৎ সাপ্তাহিক ছুটিও ভোগ করিতে পারিবে এবং অতিরিক্ত কাজ করার জন্য প্রতি ৬ ঘণ্টায় সাধারণ বেতনের হারের ১।৪ সোয়াগুণ মজুরী পাইবে।

(প্রেস-নোট)

মিসেস চার্চিলের নেতৃত্বাধীনে ব্রিটেনে রাশিয়াকে সাহায্য দানের জন্য যে ফণ্ড খোলা হইয়াছে, তাহাতে রাজা এবং রাণী ১ হাজার পাউণ্ড এবং রাজমাতা মেরী ২০০ পাউণ্ড চাঁদা প্রেরণ করিয়াছেন। এই ফণ্ডে ইতি-মধ্যেই ১,৩৯,৩৮৮ পাউণ্ড উঠিয়াছে।

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় দেশবাসীর সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা

ইউনিয়ন-বোর্ড সম্মেলনে বাখরগঞ্জের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের বক্তৃতা

গত ২০শে সেপ্টেম্বর স্থানীয় টাউনহলে পিরোজপুর মহকুমার ইউনিয়ন বোর্ড এসোসিয়েশনের ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এফ, ও, বেল, আই-সি-এস, মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলভী সাদত হোসেন চৌধুরী, অন্যান্য স্থানীয় সরকারী কর্মচারীগণ ও নেতৃস্থানীয় বেসরকারী ভদ্রমহোদয়গণ সভায় যোগদান করেন। এই মহকুমার সতরটা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও প্রত্যেকটা ইউনিয়নের নির্বাচিত সদস্যগণ অধিক সংখ্যায় অধিবেশনে যোগদান করেন এবং আলোচ্য বিষয়সমূহে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন। ইউনিয়ন বোর্ডের কার্য্যাবলী এবং বিশেষভাবে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য গৃহীত হয়। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী একবাক্যে যুদ্ধ-চেষ্টায় সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করিবার জন্য মন্তব্য করেন এবং এই বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রদর্শনার্থ এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে সর্ব্বসমক্ষে আড়াইশত টাকার ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট ক্রয় করিবেন বলিয়া এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী ঘোষণা করেন। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনান্তে স্থিরীকৃত হয় যে, প্রতি ইউনিয়নের অবস্থাপন্ন ও সক্ষম ব্যক্তিগণকে যুদ্ধভাণ্ডারে স্বেচ্ছাকৃত চাঁদা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হইবে। যাহারা দরিদ্র বা আট আনার কম ইউনিয়ন রেট দিয়া থাকেন, তাহাদের নিকট চাঁদা চাওয়া যাইবে না।

যুদ্ধ-পরিস্থিতি সম্বন্ধে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন এবং এই সম্পর্কে যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির ব্যাখ্যা করিয়া দেশবাসীকে যথাশক্তি যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্যার্থ আহ্বান করেন। তিনি স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া বলেন যে, আট আনার কম ইউনিয়ন রেট যাঁহারা দিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট চাঁদা চাওয়া কোনমতেই সঙ্গত হইবে না এবং এই চাঁদা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন।

যুদ্ধ-পরিস্থিতি সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, এক কথায় বলিতে গেলে এ যুদ্ধে এক পক্ষে জার্ম্মাণী এবং অপর পক্ষে অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশগুলি, যথা, পোলাণ্ড, নরওয়ে, ফ্রান্স, হাঙ্গারী, গ্রীস, চেকো-শ্লোভাকিয়া, ইত্যাদি। জার্ম্মাণী এই সকল দেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে এবং ইহাদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা বিপন্ন হইয়া পড়ে। এই সকল ছোট বড় দেশকে বাঁচাইবার জন্যই বৃটেন জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় ও এই মহাযুদ্ধের বিরাট দায়িত্ব ও গুরুভার গ্রহণ করে। এই যুদ্ধে বৃটেনের উদ্দেশ্য পৃথিবীর স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিকতা রক্ষা করা। জার্ম্মাণীর সাম্রাজ্যলিপ্সার কবল হইতে সমুদয় জাতিকে মুক্ত করিয়া লওয়া।

তিনি আরো বলেন যে, আজ জার্ম্মাণী যাবতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টিকে উপেক্ষা করিয়া সমস্ত নিয়ম অমান্য করিয়া মানুষের উপর যে নিষ্ঠুর ও অমানুষিক অত্যাচার নিত্য করিতেছে, তাহা সর্ব্ববিদিত। অনাথ স্ত্রীলোক, শিশু, রোগী—তাহারাও এই অত্যাচারের কবল হইতে রক্ষা পাইতেছে না।

বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে পৃথিবীর অপরাপর জাতিসমূহ নিরস্ত্রীকরণ ও জগৎব্যাপী শান্তিপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় যখন ব্যাপৃত ছিলেন, জার্ম্মাণী তখন হইতেই এই ব্যভিচারমূলক যুদ্ধের জন্য আয়োজন করিতেছিল এবং তাহারই ফলে আজ আমাদের কৃষ্টি, সভ্যতা ও স্বাধীনতা সব কিছুই বিপন্ন করিয়াছে। মানবজাতির এই মহাশত্রুর হাত হইতে আমাদের রক্ষা পাইতে হইবে। এযাবৎ বিপুল ত্যাগ স্বীকার করিয়া বৃটেন আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। আমাদের ভারতবাসীকে এখনও যুদ্ধের কিছুমাত্র ক্লেশভোগ করিতে হয় নাই। তাই কেহ কেহ ভ্রমাত্মক ধারণার বশবর্ত্তী হইতে পারেন যে, এ যুদ্ধ শুধু ইউরোপীয় যুদ্ধই বটে। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, ইহা ভারতেরই যুদ্ধ এবং অন্য কিছুই নয়। এ যুদ্ধকে যদি দূর হইতেই আমরা অপসারিত করিতে না পারি, তাহা হইলে হয়ত একদিন সত্যসত্যই আমাদের ঘরেও ইহা করাঘাত করিবে। বিষয়টার প্রকৃত রূপটিকে আমাদের চিনিয়া লইতে হইবে এবং আমাদের আজ বুঝিবার প্রয়োজন এই যে, বিশেষ করিয়া আমাদের নিজেদের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যই যে বৃটিশ জাতি আমাদের ও অন্যান্য জাতির পক্ষ হইয়া সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার সাহায্য করা আবশ্যক।

তিনি জনসাধারণের নিকট এই আবেদন করেন যে, তাঁহারা যেন ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট ক্রয় করেন এবং মুক্তহস্তে যুদ্ধ-ভাণ্ডারে অর্থ দান করেন। দেশের যুবকগণ সামরিক কার্য্যে যোগদান করিতে পারেন।

সর্ব্বশেষে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন যে, আমাদের প্রচেষ্টা শুধু মৌখিক কথা ও শুভ প্রস্তাবেই যেন পর্য্যবসিত না হইয়া বাস্তবে পরিণত হয় এবং তিনি পল্লী-উন্নয়ন কাউন্সিলের পক্ষ হইতে ১,০০০৲ হাজার টাকার ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট ক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত সর্ব্বসমক্ষে ঘোষণা করেন।

জলাবাড়ীর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট বাবু প্রীশ চন্দ্র ঘোষ, পিরোজপুর গভর্ণমেণ্ট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান মৌলভী আবদুস্সাত্তার ও পিরোজপুরের সাবরেজিষ্ট্রার মৌলভী মহম্মদ ইসমাইল প্রভৃতি অপরাপর বক্তাগণও যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

স্থানীয় পল্লী-উন্নয়ন কাউন্সিলের একটি সাধারণ-সভার অধিবেশনও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

ব্যবস্থা পরিষদের পরিচালন-ব্যয়

গত বৎসরের হিসাব

১৯৪০ সালের মে মাস হইতে ১৯৪১ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কার্য্য পরিচালনা সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ, গত বৎসর ব্যবস্থা পরিষদের কার্য্য পরিচালনার ব্যাপারে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। সদস্যগণের বেতন বাবদ প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা এবং তাঁহাদের ট্র্যাভেলিং ও দৈনিক ভাতা বাবদ সাড়ে তিন লক্ষ টাকার চেয়েও অধিক টাকা খরচ হয়। অবশিষ্ট অর্থ স্পীকার, ডেপুটী স্পীকার ও পরিষদ কর্ম্মচারীগণের বেতন বাবদ ব্যয়িত হয়। আলোচ্য বৎসর পরিষদের তিনটী অধিবেশন হয়। মোট ৯২ দিন অধিবেশন চলে। তিনটী অধিবেশনে মোট ১ হাজার ৪ শত ৪৪টি প্রশ্ন, ৩২৭টি প্রস্তাব এবং ৪৬টি মুলতবী প্রস্তাব পরিষদে উত্থাপিত হয়। অনূ্যন ১০৯টি বিষয়ে ভোট গৃহীত হয়। ১৩টী নূতন সরকারী বিল এবং ১শত ১০টী বেসরকারী বিল পরিষদে পেশ করা হয়। গড়ে প্রায় দুইশত ৭জন সদস্য দৈনিক পরিষদে উপস্থিত ছিলেন।

অন্ধদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার

ব্রেইল পদ্ধতিতে ট্রেণিং দানের ব্যবস্থা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার্স ট্রেণিং বিভাগে ১৯৪০ সনের জুলাই মাসে অন্ধদিগের শিক্ষার জন্য শিক্ষকদিগকে ট্রেণিং দেওয়ার যে শিক্ষাধারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা এক বৎসরে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করিয়াছে। গত বৎসর মোট ৪১ জন শিক্ষার্থী—৩৬ জন পুরুষ ও ৫ জন মহিলা—এই শিক্ষাধারা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে ২৫ জন—২২ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলা—গত এপ্রিল মাসে পরীক্ষা দিয়াছিলেন। উভয়বিধ পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছিল—লিখিত ও হাতেকলমে। লিখিত পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদিগকে অন্ধদিগের শিক্ষার ঐতিহাসিক সূক্ষ্মানুসন্ধানী প্রশ্ন ও অন্ধদের দরুণ যে বিশেষ মনোবিজ্ঞানের উদ্ভব হয় তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছিল। হাতেকলমে পরীক্ষা বিভাগে শিক্ষার্থীগণকে ব্রেইল পদ্ধতিতে পঠন ও লিখনে ও অন্ধদিগের শিক্ষার জন্য অন্যান্য প্রচলিত পদ্ধতিতে উৎকর্ষতা প্রদর্শন করিতে হইয়াছে।

বর্ত্তমান বৎসরে এই শিক্ষা পর্য্যায়ে ৫৫ জন শিক্ষার্থী—৩০ জন পুরুষ ও ২৫ জন মহিলা—ভর্ত্তি করা হইয়াছে। এই ছাত্রদলের সম্বন্ধে প্রধান বিশেষত্ব এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের সহিত ডেভিড হেয়ার ট্রেণিং কলেজের, স্কটিসচার্চ্চ কলেজের ও লরেটো হাউসের ছাত্রগণও যোগ দিয়াছে এবং ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম একজন অন্ধ ছাত্র এই বিভাগে ভর্ত্তি হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম এই পদ্ধতি শিক্ষা-পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। আমেরিকার কয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে,—তন্মধ্যে বিখ্যাত কলাম্বিয়া ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় অন্যতম—এই শিক্ষা পদ্ধতি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রবর্ত্তন করিয়াছে। গ্রেট বৃটেনে তিনটি ক্ষেত্রে এইরূপ শিক্ষা প্রদান করা হয়।

অধ্যাপক এস, সি, রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, এই পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হওয়ায় এদেশে অন্ধদিগের শিক্ষায় নূতন যুগ আনয়ন করিয়াছে। কারণ যাহারা শিক্ষায় এই পদ্ধতিতে যোগদান করিয়াছে, তাহারা বি, টি, বিভাগের ছাত্র। কাজেই তাহারা অন্ধ ও দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট লোক উভয়কেই শিক্ষা দিতে পারিবে। এই পদ্ধতিতে ট্রেণিং-প্রাপ্ত শিক্ষকগণ শুধু অন্ধ বিদ্যালয়েই চাকুরী পাইবে না, ইহাদিগকে সাধারণ বিদ্যালয়েও নিয়োগ করা হইবে। কারণ ঐ সমুদয় বিদ্যালয়েও শীঘ্রই অন্ধদিগের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে। ইহা ছাড়া এই সমুদয় শিক্ষক সহরে ও পল্লীতে অন্ধ বালক বালিকা ও বয়স্কদিগকে, যাহারা অর্থাভাবে বা অন্য কোন কারণে স্কুলে শিক্ষা-লাভের সুযোগ পায় না, তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া সমাজের সেবা করিতে পারিবে।

বাঁকুড়া জেলায় নানাবিধ জনহিতকর কার্য্য

সরকারী সাহায্য মঞ্জুর

বাঁকুড়া জেলার জনহিতের বিভিন্ন কাজের জন্য বাঙলা গভর্ণমেণ্ট ৪৭৫৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১৫০৲ টাকা দক্ষিণপাড়া পল্লী-উন্নয়ন সমিতির একটি গ্রাম্য সভাগৃহ নির্ম্মাণের জন্য, ২৫৲ টাকা বাগানডাঙ্গা উচ্চ প্রাইমারী মক্তবের মেরামতী কাজের জন্য, ৫০৲ টাকা সিহর পল্লী-মঙ্গল সমিতির খেলার মাঠ তৈয়ার করিবার জন্য, ১০০৲ টাকা কড়ুলপুর স্বাস্থ্য সমিতিকে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য এবং ১৫০৲ টাকা কড়ুলপুর ইউনিয়ন বোর্ডের জন্য গ্রাম্য ঘর নির্ম্মাণের জন্য দেওয়া হইয়াছে।

জাতিগঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

মেদিনীপুর—

গত জুন মাসে কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত এগরা থানার অধীন দেরুয়া ইউনিয়নের তিন মাইল দীর্ঘ বাস মহল রাস্তা মূলতঃ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে মেরামত করা হইয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ড এই ব্যাপারে ১১৪৸৶ প্রদান করিয়াছে। প্রকৃত হিসাব করিলে দেখা যাইত যে, এই কার্য্যে উপরোক্ত অর্থের দশ গুণ ব্যয় হইত। এগরা ইউনিয়ন বোর্ড সাত মাইল দীর্ঘ একটি কাঁচা রাস্তা এবং অপর একটি পিচ্ ঢালা রাস্তার জন্য ১০৮৲ টাকা ব্যয় করিয়াছে। পাঁচরোল নামক স্থানে চারিটি বাঁশের পুল নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। বাথুয়া ইউনিয়ন বোর্ড অনুরূপভাবে তিনটি গ্রামে ১,০৫০ গজ পল্লী-পথ মেরামত করার কাজে ৭১৲ টাকা ব্যয় করিয়াছে। সিয়াড়ী বাসনদার পল্লী-উন্নয়ন সমিতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে পটাশপুর থানার অন্তর্গত ১৪ নং ইউনিয়নের মৌজা বামনদার নামক স্থানে ৫০ ফিট দীর্ঘ একটি নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং মোট দেড় মাইল লম্বা চারিটি পল্লী-পথের সংস্কার সাধন করিয়াছে। উক্ত থানার অন্তর্গত কামপুর মৌজায় প্রায় ১,৯০০ হাত রাস্তা স্থানীয় জনসাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত ৯৫৲ টাকা দ্বারা আমনগর সমিতি নির্ম্মাণ করিয়াছে। উক্ত ইউনিয়নেই তেপচিবার পল্লী সমিতি ৩৫০ হাত দীর্ঘ একটি নূতন রাস্তা তৈরী করিয়াছে। মুক্তাপুর মৌজার অন্তর্গত দাদাঁত-অক্সা রোড্ হইতে পল্লীর মসজিদ পর্য্যন্ত ১,২০০ ফিট দীর্ঘ একটি নূতন রাস্তা স্থানীয় প্রচেষ্টায় নির্ম্মিত হইয়াছে এবং এই রাস্তার উপর দুইটি বাঁশের পুল তৈরী করা হইয়াছে। এগরা থানার অন্তর্গত চোরাপলিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন মোট এক মাইল লম্বা তিনটি পল্লী-পথ স্থানীয় প্রচেষ্টায় নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার ভিতর একটি জল নিকাশের খালের উপর ৮৲ টাকা ব্যয়ে একটি কাঠের সেতু নির্ম্মাণ করা হইয়াছে; কাঠ ও তক্তা জনসাধারণ সরবরাহ করিয়াছে।

ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত পলাশপাই পল্লী-সংগঠন সমিতি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে অর্দ্ধমাইল লম্বা একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছে। অনুরূপভাবে সাতপোতা পল্লী-সংগঠন সমিতি এক মাইল দীর্ঘ একটি পল্লী-পথের সংস্কার সাধন করে এবং সয়লা পল্লী-সংগঠন সমিতি ১০০ গজ লম্বা একটি পল্লী-পথ মেরামত করে। বনশ্যামবাটি পল্লী-সংগঠন সমিতি শিমুলিয়া হইতে সাইবাসী পর্য্যন্ত তিন মাইল দীর্ঘ একটি পল্লী-পথের সংস্কার করে। নিমতলা মনোহরপুর পল্লী সংগঠন সমিতি আংশিকভাবে সরকারী সাহায্যলাভ করিয়া মনোহরপুর হইতে নিমতলা পর্য্যন্ত তিন মাইল দীর্ঘ একটি পল্লী-পথ নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাধা করে। মহাবলা ও কইজুরী পল্লী-সংগঠন সমিতি প্রত্যেকে অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ একটি করিয়া পল্লী-পথের সংস্কার সাধন করে। ভগবানচক পল্লী-সংগঠন সমিতি প্রায় ৭০০ ফিট লম্বা একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করে। ডেরী চাইপাট সমিতি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে ৯০০ ফিট দীর্ঘ একটি সরকারী রাস্তা মেরামত করে। বর্ত্তমানে উক্ত পথ দিয়া যাতায়াত এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল।

তমলুক মহকুমার শ্রীরামপুর পল্লীমঙ্গল সমিতি যাতায়াতের সুব্যবস্থা এবং চাষবাসের সুবিধার জন্য পুট-পুটিয়া, শ্রীকান্ত এবং কালাগাছা নামক মৌজার অন্তর্গত বাঁধগুলির সংস্কার সাধন করিয়াছে.

জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্যরক্ষা

জল সরবরাহ ও স্বাস্থ্য রক্ষার উন্নতি বিধানার্থ কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত এগরা থানার অধীন জগন্নাথপুর মৌজার ২ নং ইউনিয়নে দুইটি নলকূপ খনন করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড ৬০৲ টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছে, বাদবাকি টাকা জনসাধারণ চাঁদা হিসাবে সংগ্রহ করিয়াছে। এগরা থানার অন্তর্গত ৪ নং ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন হাট চৈচা এবং পটাশপুর থানার অন্তর্গত ৬ নং ইউনিয়নের অধীন তেপার পাড়া নামক স্থানে পানীয় জল সরবরাহের নিমিত্ত দুইটি পুষ্করিণী খনন করা হইয়াছে। এগরা থানার অন্তর্গত ১১ নং ইউনিয়নের অধীন চোরে পালিয়া নামক স্থানে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত শ্রমে তিনটি পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করা হইয়াছে। এগরা ইউনিয়ন বোর্ড জঙ্গল ও পুষ্করিণী পরিষ্কার করার জন্য ৮৯৷৶ আনা ব্যয় করিয়াছে এবং উক্ত অঞ্চলের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানার্থ যথেষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। এগরা থানার অন্তর্গত ৮ নং ইউনিয়নের দেবান নামক জায়গায় দুই হাজার গজ লম্বা জল নিকাশের খালের সংস্কার সাধন করা হইয়াছে। এগরা থানার অন্তর্গত ১১ নং ইউনিয়নের অধীন মির্জাপুর নামক স্থানে গ্রাম-বাসিগণ নেঙুয়া খাল হইতে মাটি কাটিয়া দেড় মাইল লম্বা একটি রাস্তা তৈরী করিয়াছে। এই রাস্তা বাঁধ হিসাবে উক্ত অঞ্চলকে রক্ষা করিবে এবং জল নিকাশের খাল পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের স্বাস্থ্যোন্নতি বিধানে সাহায্য করিবে।

ঘাটাল মহকুমায় রাধাবল্লভপুর ও সোনাখালি পল্লী-সংগঠন সমিতি প্রত্যেকে প্রায় পাঁচ বিঘা পরিমিত জমির মাপের বড় বড় পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। পক্ষান্তরে বালা সমিতি তিন বিঘা পরিমিত অঞ্চলের জঙ্গল সাফ্ করিয়াছে এবং গুচ্ছাটি, চাঁইপাট বেল-ডাঙ্গা এবং জোতেকেশব পল্লী-সংগঠন সমিতি প্রত্যেকে ১২ বিঘা পরিমিত জমির জঙ্গল সাফ্ করিয়াছে। এই ভাবে সোনাখালী, কইজুরী ও হাজংগেড়ি পল্লী-সংগঠন সমিতি উক্ত পরিমাণ জমি হইতে জঙ্গল সাফ্ করিয়াছে। সাতপোতা পল্লী-সংগঠন সমিতি ছয়টি পুষ্করিণী ও এগারটি ডোবা হইতে কচুরীপানা পরিষ্কার করিয়াছে। নাটোক, শ্যামগঞ্জ এবং সাগরপুর পল্লী-সংগঠন সমিতি তাহাদের অঞ্চলে আর নূতন করিয়া পানা জন্মাইতে দেয় নাই।

শ্যামগঞ্জ, নাড়ুক এবং সাইক মাজিতার পল্লী চিকিৎসালয়-সমূহ ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত রোগিগণের মধ্যে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিয়া অশেষ হিত সাধন করিতেছে। সোনাখালী পল্লী-সংগঠন সমিতি ১০টি পুষ্করিণী, ভগবান-চক সমিতি ৮টি পুষ্করিণী এবং পান্না সমিতি ৪টি পুষ্-করিণীর পানা পরিষ্কার করিয়াছে। গত মে মাসে চাই-পাট নামক স্থানে একটি নূতন পল্লী-চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং সেই সময় হইতে উহা বেশ আশানুরূপ কাজ করিতেছে। চৌকা ও ভগবন্তপুর সমিতিও গ্রামসমূহে উক্তরূপ চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে বিশেষ আগ্রহশীল হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে নিজ নিজ এলাকায় চাঁদা সংগ্রহ করিতেছে। আশা করা যাইতেছে যে, আগামী শীতকালের মধ্যেই এই দুইটি সমিতি দুইটি পৃথক ডিস্পেনসারী স্থাপনে সমর্থ হইবে। তমলুক মহকুমার অন্তর্গত কাপাসবেড়িয়া সমিতি পল্লী পথের উভয় পার্শ্বের জঙ্গল এবং খাল ও ডোবাসমূহ হইতে কচুরীপানা সাফ্ করিয়াছে।

শিক্ষা

শিক্ষা ও চিত্তবৃত্তির উন্নয়নার্থ কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত এগরা থানার অধীন বাকিলা নামক স্থানে ৩০ জন শিক্ষার্থী লইয়া একটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। এগরা থানার অন্তর্গত ৪ নং ইউনিয়নের অধীন মাট বাসিচা নামক স্থানে ১,০০০৲ টাকা ব্যয়ে একটি উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই গ্রামে ছাত্রগণ কর্ত্তৃক সাফল্যমণ্ডিতভাবে একটি নৈশ বিদ্যালয় সংগঠিত হইয়াছে।

পল্লী-গ্রন্থাগার সার্ভিস্ বাক্সগুলি পরস্পরের সহিত যথারীতি আদান প্রদান ও ব্যবহার করা হইয়াছে এবং চলতি নৈশ বিদ্যালয়গুলি আশানুরূপভাবে পরিচালিত হইতেছে।

গত এপ্রিল মাসে ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত পান্না-পল্লীসংগঠন সমিতি নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষার নিমিত্ত একটি নূতন শিক্ষা কেন্দ্র খুলিয়াছে। কুইপুর এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী রাধাবল্লভপুর, দাসপুর, উত্তর-বার, সোনাখালী, গুচছাটি, কাইজুরী, সয়লা, দোরী রাণী-চক এবং ইরফালা প্রভৃতি চলতি কেন্দ্রসমূহ আশানুরূপ কাজ করিতেছে। বহু সংখ্যক বয়স্ক ব্যক্তি এই সকল কেন্দ্রে উৎসাহ সহকারে যোগদান করিয়া শিক্ষা লাভ করিতেছে। কুইপুর, শ্যামগঞ্জ, উত্তরবার ও সাগরবার প্রভৃতি স্থানের গ্রন্থাগারসমূহ বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছে এবং জনসাধারণ উহার সদ্ব্যবহার করিয়াছে। ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার সার্ভিসে নূতন নূতন পুস্তক সরবরাহ করার ফলে জনসাধারণের মনে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছে। এই মহকুমার বিভিন্ন স্থানে ম্যাজিক-লণ্ঠন সহযোগে স্বাস্থ্য বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করা হইয়াছে। এই সকল বক্তৃতা শ্রবণ করিবার উদ্দেশ্যে বহু জনসমাগম হইয়াছে।

তমলুক ও অন্যান্য মহকুমার অন্তর্গত ক্লাব ও গ্রন্থাগারসমূহ বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ করিয়া চলিয়াছে। পল্লী অঞ্চলের গ্রন্থাগার সমূহে নূতন এবং চিত্তাকর্ষক পুস্তকাদি সরবরাহ করার ফলে সর্ব্বত্র একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে এবং পাঠক সমাজে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হইয়াছে।

কৃষিকার্য্য

কৃষিকার্য্যের উন্নতি ব্যাপারে কাঁথি মহকুমা পল্লী-সংগঠন সমিতি এরূপ একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, যাহার মধ্যে উন্নত ধরণের বীজ ও সার বুদ্ধিমান কৃষক-দিগের মধ্যে বিতরণ করিবার প্রস্তাব সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই সমিতি কুটির-শিল্পের উন্নতি বিধানার্থ অর্থ ব্যয় করিতে মনস্থ করিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে কাঁথি গুরু ট্রেনিং স্কুলে একটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। দরিয়াপুর নামক স্থানে যে বঙ্কিম-স্মৃতি মেলা হইয়াছিল, তাহাতে একটি কৃষি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। কৃষি বিষয়ক ব্যাপার এবং পশ্বাদির উন্নতি বিধানার্থ বহু প্রাচীর-পত্র সর্ব্বজন সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

রামনগর থানার অন্তর্গত বাদলপুর নামক স্থানে এক সপ্তাহের জন্য অনুরূপ একটি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। সরকারী সিনেমাপার্টি এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়া কৃষি, পশ্বাদির উন্নতি, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কিত বহু-বিধ ছবি প্রদর্শন করে। ঘাটাল মহকুমায় ডেরী পল্লী-সংগঠন সমিতি কৃষি কার্য্যের উন্নয়নার্থে সেচ কার্য্যের সুবিধার জন্য ২,০০০ ফিট দীর্ঘ একটি জল নিকাশের খাল খনন করিয়াছে। পাট, চীনা বাদাম এবং জোয়ারের উন্নত ধরণের বীজ বিতরণ করা হইয়াছিল এবং সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, উহাদের চাষ বেশ ভাল হইয়াছে। গত জুন মাসে নাড়ুক নামক স্থানে একটি কৃষি ফার্ম্ম স্থাপিত হইয়াছে।

ভারতে গ্যাস-প্রতিরোধক বস্ত্র প্রস্তুত

বিদেশ হইতে বিরাট অর্ডার লাভ

অষ্ট্রেলিয়া সরকার গ্যাস-প্রতিরোধক বস্ত্রের জন্য ভারতবর্ষে একটি বড় রকম অর্ডার দিয়াছেন।

কারখানার বিমান আক্রমণ সতর্কতার কার্য্যে ব্যবহারোপ-যোগী নূতন এক প্রকার তৈল-বস্ত্র সম্প্রতি কলিকাতায় প্রস্তুত হইতেছে। এই বস্ত্রের বিশেষ চাহিদা হইবে বলিয়া মনে হয়।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

ইংলণ্ডের উপকূলে জার্ম্মাণ বিমান ধ্বংস

বিমান বিভাগীয় এক ইস্তাহারে ২৮শে অক্টোবর ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ইংলণ্ডের পূর্ব্ব উপকূলের নিকট বৃটীশ জঙ্গীবিমানসমূহ দুইখানা শত্রুবিমান সমুদ্রে পাতিত করে।

রাজকীয় বিমানবাহিনী উত্তর ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের উপকূলে হানা দেয়। সমুদ্রে ভাসমান দুইখানা জার্ম্মাণ সামুদ্রিক বিমান ও তিনখানা জার্ম্মাণ জঙ্গীবিমান ধ্বংস হয়। হল্যাণ্ডের উপকূলের নিকট প্রহরাধীন একদল জার্ম্মাণ জাহাজের উপর বোমারু বিমানসমূহ আক্রমণ চালায়।

আর একখানি তৈলবাহী জাহাজ নিমজ্জিত

"বৃটিশ মেরিণার" নামক তৈলবাহী জাহাজ আমেরিকা হইতে বৃটেনে তৈলবহন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। প্রকাশ, গত ২০শে অক্টোবর সশস্ত্র জাহাজের পাহারায় প্রেরিত বাণিজ্য জাহাজবহরের উপর আক্রমণকালে মনরোভিয়া হইতে প্রায় ২৫০ মাইল পশ্চিমে উহার উপর টর্পেডো নিক্ষিপ্ত হয়। জাহাজখানা ডুবিয়া গিয়াছে। প্রকাশ, তৎপূর্ব্বদিন যে স্থানে "লেহি" নামক জাহাজ নিমজ্জিত হইয়াছিল—সেই স্থানের নিকটেই ঐ জাহাজের উপর আক্রমণ হয়।

৫ দিনে ২৫ হাজার জার্ম্মাণ সৈন্য হতাহত

মস্কো বেতারে জানান হইয়াছে যে, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ৫ দিনে ২৫ হাজার জার্ম্মাণ সৈন্য হতাহত হইয়াছে। ২৪শে সেপ্টেম্বর হইতে ১লা অক্টোবরের মধ্যে প্রথমবার ক্রিমিয়ার ব্যর্থ অভিযানে ৩০ হাজার জার্ম্মাণ সৈন্য হতাহত হইয়াছিল।

হিটলারের পরবর্ত্তী পরিকল্পনা

ন্যাশনাল জেইটুং নামক সুইস পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, তুর্কী সামরিক পর্য্যবেক্ষকদের ধারণা এই যে, জার্ম্মাণী খোদ বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণের পরিবর্ত্তে বৃটিশ সাম্রাজ্য আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত করিতে পারে। তুরস্কের ধারণা এই যে, এই প্রকার আক্রমণ ককেশাস হইতে আরম্ভ হইয়া ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইবে। সঙ্গে সঙ্গে মিসরের উপরও আক্রমণ আরম্ভ হইতে পারে।

রোষ্টভের প্রবেশ-পথে প্রচণ্ড যুদ্ধ

মস্কো বেতারে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ডন নদীর মোহনায় অন্যতম প্রধান বন্দর রোষ্টভের প্রবেশ-পথে যুদ্ধ চলিতেছে এবং এই বন্দরটি বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। শহরের চতুষ্পার্শ্বে এবং শহরের রাজপথেও সুরক্ষিত ঘাঁটি নির্ম্মাণ করা হইতেছে। ডোনেৎজ অববাহিকার, উত্তর-পশ্চিম দিকে বহু ঘণ্টা যাবৎ প্রচণ্ড যুদ্ধের পরে মালোয়ারোস্লাভেৎসের পূর্ব্ব দিকে জার্ম্মাণগণ সোভিয়েট ব্যূহ ভেদ করিয়াছে। কিন্তু লালফৌজ অবিরতবিক্রমে বাধা দেওয়ায় তাহারা ঐ পথে অগ্রসর হইতে পারে নাই। এই স্থানে শত্রুর প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে।

কার্কোভ অঞ্চলে পূর্ব্বের ন্যায় মতই ভয়াবহ যুদ্ধ চলিতেছে। জার্ম্মাণগণ এই স্থানে বহু ট্যাঙ্ক নিয়োজিত করিয়াছে। কিন্তু যে সকল ট্যাঙ্ক শহরে প্রবেশ করিয়াছিল সোভিয়েট গোলন্দাজগণ ও বিমানবহর তাহা প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়াছে।

আর একটি শহর দখলের দাবী

একটি জার্ম্মাণ ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, "ডোনেৎজ অববাহিকায় পলায়মান শত্রু সেনাদলের পশ্চাদ্ধাবন কার্য্য চলিতেছে। জার্ম্মাণ সৈন্যগণ ক্রামাটোর্স্কায়ায় প্রবেশ করে।"

খারকোভের নিকট লালফৌজের পশ্চাদপসরণ

মস্কো বেতারে বলা হইয়াছে যে, সদ্য আনীত জার্ম্মাণ-বাহিনীর চাপে খারকোভের নিকটে সোভিয়েট বাহিনী সামনা চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। শহরটি বিপন্ন হইয়াছে।

নূতন নূতন সৈন্যবাহিনীর দ্বারা শক্তিশালী হইয়া জার্ম্মাণরা খারকোভের উপকণ্ঠে আরও প্রবল আক্রমণ চালাইতেছে।

খারকোভে তিনদিন যাবৎ একটি সোভিয়েট সেনাদল জার্ম্মাণদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছে। প্রথম কয়েকটি আক্রমণ ব্যর্থ হইলেও সেনাপতির আদেশে উক্ত সোভিয়েট বাহিনী তাহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া পিছু হটিয়া গিয়াছে। এই যুদ্ধে জার্ম্মাণদের অভূতপূর্ব্ব ক্ষতি হইয়াছে। এক দিনের মধ্যেই ৩,০০০ জার্ম্মাণ সৈন্য হতাহত হয়। জার্ম্মাণদের মৃতদেহ, ভগ্ন ও বিধ্বস্ত ট্যাঙ্ক ও মোটরযানে রণক্ষেত্র আকীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

লেনিনগ্রাড অঞ্চলে সাফল্য

লেনিনগ্রাড রণাঙ্গনের উল্লেখ করিয়া বলা হয় যে, লালফৌজ কয়েকটি স্থান পুনরধিকার করিয়াছে এবং সৈন্য ও সমরসম্ভারের দিক হইতে শত্রুপক্ষের প্রভূত ক্ষতি সাধন করিয়াছে।

ওডেসায় আড়াই লক্ষ রুমানিয়ান সৈন্য হতাহত

সরকারী টাস এজেন্সী জানাইতেছেন যে, ওডেসার প্রবেশপথে যে সংগ্রাম হইয়াছে, তাহাতে আড়াই লক্ষাধিক রুমানিয়ান সৈন্য হতাহত হইয়াছে। জার্ম্মাণ সামরিক কর্তৃপক্ষ এখন রুমানিয়ান সৈন্যদিগকে অপেক্ষাকৃত অধিক বিপজ্জনক মধ্য (মস্কো) রণাঙ্গনে স্থানান্তরিত করিয়াছে।

রুশীয়ার পাল্টা আক্রমণ

মস্কো রণাঙ্গনের কয়েকটি অঞ্চলে সোভিয়েট বাহিনী পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে এবং জার্ম্মাণদের নারা নদী অতিক্রমের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ওকা নদীর পারাপারের স্থানও লালফৌজ দৃঢ়ভাবে নিজেদের অধিকারে রাখিয়াছে। ওরেল অঞ্চলে যুদ্ধ ক্রমেই তীব্র হইয়া উঠিতেছে।

মস্কো বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণ বিমানসমূহ মস্কোয় হানা দেয়। অধিকাংশ বিমানই বিমানধ্বংসী কামানের গোলা বর্ষণ ও লাল জঙ্গী বিমানের আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। জার্ম্মাণ বিমানগুলিকে মস্কোয় পৌঁছিতে দেওয়া হয় নাই। যে কয়টি বিমান নগরীর মধ্যে প্রবেশ করে, সেগুলি এলোপাথাড়িভাবে অতি বিস্ফোরক বোমাবর্ষণ করে। বোমাগুলি রাস্তায় ও আবাস গৃহসমূহের উপর পড়ে। কোন সামরিক লক্ষ্য বস্তুর ক্ষতি হয় নাই। কয়েকজন হতাহত হইয়াছে।

জার্ম্মাণদিগের ক্রিমিয়ায় প্রবেশের দাবী

হিটলারের হেডকোয়ার্টার হইতে প্রকাশিত একটি বিশেষ ঘোষণায় জার্ম্মাণরা ক্রিমিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। ঘোষণায় বলা হইয়াছে, "বিশেষ সুরক্ষিত ব্যূহ ভাঙ্গিয়া প্রবেশের সময় ১৮ই ও ২৮শে অক্টোবরের মধ্যে জার্ম্মাণরা ১৫ হাজার ৭ শত সৈন্যকে বন্দী করিয়াছে ও ১১টি ট্যাঙ্ক ও ১০৯টি কামান হস্তগত করিয়াছে। পরাজিত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করা হইতেছে।"

জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সির সংবাদে বলা হইয়াছে যে, দশদিনব্যাপী প্রচণ্ড যুদ্ধের পর জার্ম্মাণরা ক্রিমিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে। শত্রুসেনাদল পশ্চাদপসরণ করিতেছে ও তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হইতেছে।

কালিনিনের যুদ্ধে জার্ম্মাণদিগের আত্মরক্ষায়

২৯শে অক্টোবর অপরাহ্নে মস্কো বেতারে প্রচারিত হইয়াছে যে, মস্কো-লেনিনগ্রাড রেলপথের উপর, মস্কো হইতে ১১০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত কালিনিন শহর দখলের যুদ্ধে জার্ম্মাণদিগকে এক্ষণে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। শহরের প্রবেশ পথসমূহে নাৎসীদিগের ৫ হাজার সৈন্য হতাহত এবং ৪০টি কামান, ১২টি বিস্ফোরণ নিক্ষেপক কামান ও বহু রসদ বিনষ্ট হইয়াছে। এই অঞ্চলে জার্ম্মাণ সৈন্যদল এক্ষণে পুনর্গঠিত হইতেছে। একটি যন্ত্রসজ্জিত পদাতিক বাহিনীর এত বেশী ক্ষতি হইয়াছে যে, উহা "এক্ষণে সাধারণ একটি পদাতিক বাহিনীতে" পরিণত হইয়াছে।

ডন নদীর তীরে নূতন রুশীয় ব্যূহ রচনা

রয়টারের সমর সমালোচক জানাইয়াছেন যে, মার্শাল টিমোশেঙ্কো দক্ষিণ রণক্ষেত্রে ডন নদীর তীরে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি ব্যূহ রচনা করিতেছেন। অন্যদিকে ভলগা নদীর অপর তীরে, মস্কোর পূর্ব্ব দিকে ও রুশিয়ার মধ্যভাগে নূতন শক্তিশালী সৈন্যদল গঠন করার বিশেষ দায়িত্ব মার্শাল বুদেনী ও মার্শাল ভরোশিলভের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। জানা গিয়াছে যে, এই নূতন সৈন্যদলগুলির ট্যাঙ্ক বা আধুনিক সমরোপকরণের অভাব হইবে না।

উত্তর রণাঙ্গনের যুদ্ধ

রাশিয়ানরা বিশেষ দৃঢ়তার সহিত লেনিনগ্রাড ও লাডোগা হ্রদের মধ্যবর্তী যে অঞ্চল তাহাদের হাতে আছে, তাহা রক্ষা করিতেছে। লেনিনগ্রাডের লাল জঙ্গী বিমানবাহিনী বহুকাল জার্ম্মাণ বোমারু বিমানসমূহকে বাধাদানের জন্য শক্তি রাখে।

খারকভ নগরীর পতন

মস্কো, ৩০শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট সৈন্যরা ইউক্রেনের প্রধান নগরী খারকভ পরিত্যাগ করিয়াছে। গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ এই অঞ্চলে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছিল। খারকভ শহর একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প-কেন্দ্র। এই শহরের অধিবাসী-সংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষ হইবে।

মস্কো বেতারে সোভিয়েট বিমানসমূহ কর্তৃক বার্লিনের উপর বোমাবর্ষণের সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে। তীব্র বিস্ফোরক ও আগুনে বোমা এবং প্রচারপত্র শহরের উপর বর্ষিত হয়। জার্ম্মাণ বিমানসমূহ কর্তৃক মস্কোর উপর বোমাবর্ষণের সংবাদও ঘোষণা করা হইয়াছে।

রোষ্টভ বন্দরের বিপদ

মস্কো বেতারে বলা হয় যে, ডন নদীর মোহনাবর্ত্তী বিরাট বন্দর রোষ্টভের প্রবেশ-পথে এখন সংগ্রাম চলিতেছে এবং বন্দরের পক্ষে গুরুতর আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। শহরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গড়সমূহ সুরক্ষিত করা হইতেছে।

এই অঞ্চলের একটি যুদ্ধে জার্ম্মাণদের ৪৪টি ট্যাঙ্ক, ৪০টি পদাতিক সৈন্যবাহী লরী এবং ১ খানা বিমানপোত বিধ্বস্ত হয়। ৫ শত জার্ম্মাণের মৃতদেহ রণক্ষেত্রে পড়িয়া থাকে। উত্তর-পশ্চিমে ডোনেৎজ অববাহিকা অঞ্চলে কয়েক ঘণ্টা যাবৎ যুদ্ধের পর জার্ম্মাণরা মালোয়ারোস্লাভেৎসের পূর্ব্ব দিকে সোভিয়েট ব্যূহ ভেদে সমর্থ হয়, কিন্তু লালফৌজ কঠোর পণে বাধা দান করিয়া এই সাফল্যকে বেশীদূর অগ্রসর হইতে দেয় নাই। এই অঞ্চলে জার্ম্মাণদের ক্ষতি "খুব বেশী" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

[১০ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

বৃটেনে বিনামূল্যে দুগ্ধ বিতরণ

পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহে সরকার তৎপরতা

ব্রিটেনের স্বাস্থ্য-মন্ত্রী মিঃ আর্নেষ্ট ব্রাউন গত ২১শে অক্টোবর হাউস অব কমন্সে বলেন: যুদ্ধের প্রথম বৎসর ইংলণ্ডের জনস্বাস্থ্যের যেরূপ বিশেষ উন্নতি দেখা গিয়াছিল, যুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসরেও তাহা অব্যাহত রহিয়াছে। এই বৎসর ইংলণ্ডের উপর তুমুল বিমান আক্রমণ চলায় জনসাধারণকে নানারূপ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহাদের স্বাস্থ্যের কোনও অবনতিই লক্ষিত হয় নাই। শিশু মৃত্যু এবং ক্ষয় রোগে মৃত্যুর হার পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় সামান্য কিছু বৃদ্ধি পাইলেও সংক্রামক ব্যাধি অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হয়। খাদ্য দ্রব্যের বরাদ্দ অনেক ক্ষেত্রে বাঁধিয়া দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছে। কিন্তু উহার দরুণ অপুষ্টির যাহাতে অভাব না হয়, তাহারও বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সরকারী প্রচেষ্টায় সর্ব্বত্র "ব্রিটিশ রেস্তোরা" খোলা হইয়াছে। বিনা ব্যয়ে দুগ্ধ সরবরাহের বন্দোবস্ত হইয়াছে এবং স্কুলের ছাত্রদের বিনা ব্যয়ে আহারের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। উহা ছাড়া জনসাধারণের খাদ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি করা হইতেছে, যাহাতে তাহারা বাছিয়া উপযুক্ত খাদ্য খাইতে পারে।

ফ্রান্সে খাদ্যাভাব

শ্রমিকদের বেতন অসম্ভব স

ডেইলী টেলীগ্রাফের ওয়াশিংটনস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন:

ফ্রান্সে নাৎসীদের আলু, জলপাই, ময়দা, গরু, ভেড়া প্রভৃতি ক্রয়ের ফলে কি করিয়া ফ্রান্সে খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে তাহা "প্যারিস সয়ার" এর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক পিয়ারে লেজারেফ একটি বেতার বক্তৃতায় বিবৃত করেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভিশি হইতে প্রাপ্ত সরকারী কাগজপত্র হইতে জানা যায়, শ্রমিক, দোকানের কর্মচারী, সরকারী কর্মচারী প্রভৃতি প্রায় প্রত্যেকের মাহিয়ানা এত কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহা দ্বারা পরিবার লইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা প্রায় অসম্ভব।

ভারতীয় সৈন্যদের প্রশংসা

মার্কিন সাংবাদিকদের অভিমত

কলম্বিয়া বেতার প্রতিষ্ঠানের মিঃ সেসিল ব্রাউন অন্যান্য সাংবাদিকদের সহিত উত্তর মালয়ে অবস্থিত ভারতীয় সৈন্যদের পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "ভারতীয় সৈন্যেরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৈন্যদের মধ্যে গণ্য হইতে পারে"। ভারতীয় সৈন্যদের সবল দেহ, শিষ্টাচার, নিয়মানুবর্ত্তিতা, পরিচ্ছন্নতা এবং সজীবতা প্রভৃতি গুণ সাংবাদিকদের সকলকেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। ন্যাশন্যাল ব্রডকাষ্টিং প্রতিষ্ঠানের মিঃ জন ইয়ং বলেন, "ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে শিখ, পাঠান, পাঞ্জাবী মুসলমান, জাঠ, ডোগরা, দক্ষিণ ভারতীয় সকল জাতের ভারতীয়ই আছে। ইহাদের অধিকাংশই অভিজ্ঞ সৈনিক। উত্তর মালয়ের জঙ্গল ভূমির প্রচণ্ড গরমের মধ্যে ইহারা আশ্চর্য্য কর্ম-শক্তির পরিচয় দিতেছে। ইহারা জগতের সেরা সৈন্য-সৈন্যদের মধ্যে গণ্য হইবার উপযুক্ত"।

মালদহ জিলার হবিবপুর থানার একটি কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর জন্য বাঙলা গভর্ণমেণ্ট এই সর্ত্তে ৩০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন যে, মালদহের জিলা বোর্ড ২০০৲ টাকা দিবে এবং প্রদর্শনী স্থানীয় চাঁদায় ১০০৲ টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যে পরিমাণ শণের দড়ি প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে আশা হয়, এখন হইতে আর বিদেশ হইতে এই প্রকার দড়ি আমদানী করার প্রয়োজন হইবে না। এতদিন শণের দড়ির অধিকাংশই ব্রিটেন হইতে আমদানী করা হইত।

বিমান আক্রমণে চিকিৎসকগণের জ্ঞাতব্য

আক্রমণ সময়ে বাহির হইবার অনুমতি-পত্র

এইরূপ ধার্য্য করা হইয়াছে, যে সকল ডাক্তার এ, আর, পি, সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত নহেন তাঁহাদিগকে যদি বাস্তবিক রোগীদিগের আহ্বানে গাড়ী লইয়া রাজপথে বাহির হইতে হয়, তবে তাঁহাদের গাড়ীতে "ডাক্তার" এই কথা বিশেষ অনুমতি হিসাবে ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে। এই বিশেষ অনুমতি-পত্র কলিকাতায়—কলিকাতার পুলিশ কমিশনার এবং ২৪-পরগণার হাওড়া ও হুগলীতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জারি করিবেন।

নিম্নে যে আবেদন-পত্র মুদ্রিত হইল উক্ত ফর্মে আবেদন করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের রেজিষ্ট্রার, একটি হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কিম্বা কোন একটি থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের স্বাক্ষর উহাতে থাকা প্রয়োজন। এই অনুমতি-পত্র মোটরের "উইণ্ডস্ক্রিনে" আটকাইয়া দিতে হইবে।

এই অনুমতি-পত্রের অধিকারিগণ যখন রাত্রি বেলা গাড়ী বাহির করিবেন তখন সরকারের ৮ই মে (১৯৪১) তারিখের ৩১৪৪-পি নং নোটিশের ৭(২) প্যারাগ্রাফ অনুসারে গাড়ীর হেড্ ল্যাম্পের ওপর নীল রঙের একটি কাঁচে "Dootor" কথাটা ষ্টেন্সিল করাইয়া লইতে হইবে। এতদ্ব্যতীত উক্ত নোটিশের ৭(১)-(এ) (i) প্যারাগ্রাফ্ অনুসারে মোটরের অকুসাইড্ হেড্ ল্যাম্পের উপর ঢাকনীও লাগাইতে হইবে। কিন্তু এইরূপ অনুমতি-পত্রের মালিকের এ, আর, পি, কিম্বা সিভিল ডিফেন্স সার্ভিস সংক্রান্ত গাড়ীগুলির আগে যাইবার প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে না। পরন্তু বিমান আক্রমণের সময়ে তাঁহাদের জন্য ডাক্তারদের রাস্তা ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং তাঁহাদের আদেশানুসারে চিকিৎসকগণ গাড়ী থামাইতে বাধ্য থাকিবেন।

আবেদন-পত্র

আমি *বি, সি, এম, আর/*আয়ুর্ব্বেদিক জেনারেল কাউন্সিল/*হাকিমি জেনারেল কাউন্সিল/*ফ্যাকাল্টি অব্ হোমিওপ্যাথি অনুসারে রেজেষ্টীভুক্ত চিকিৎসা-ব্যবসায়ী এবং যথারীতি চিকিৎসা কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকি।

আমার রেজেষ্টী সংখ্যা..........................

আমার গাড়ীর রেজেষ্টী সংখ্যা....................

বিমান আক্রমণের সময় ব্যবসা সংক্রান্ত কারণে আহ্বান আসিলে আমি যাহাতে আমার গাড়ী রাজপথ দিয়া চালাইতে পারি, তদুদ্দেশ্যে আমি অনুমতি-পত্রের জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

স্বাক্ষর..........................

তারিখ..........................

কলিকাতা পুলিশ কমিশনার/জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট
বরাবরেষু।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল

নূতন বিভাগ প্রতিষ্ঠা

কলিকাতা শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে প্রাথমিক মানসিক ব্যাধি ও স্নায়ু ঘটিত রোগের বাহিরের রোগীদের চিকিৎসার জন্য একটি চিকিৎসা বিভাগ খোলা সম্বন্ধে বাঙলা গভর্ণমেণ্ট অনুমোদন প্রদান করিয়াছেন। এই বিভাগের নাম হইবে মানসিক রোগ চিকিৎসা ও আতুরও।

এই চিকিৎসা বিভাগ একজন অবৈতনিক চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকিবে এবং ইহা সপ্তাহে ২ দিন খোলা থাকিবে ও হাসপাতালের শীত চিকিৎসার কামরায় ইহা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

দিনাজপুর জেলায় উন্নয়ন প্রচেষ্টা

স্বেচ্ছাশ্রমে বহু কাজ সম্পন্ন

গত আগষ্ট মাসে দিনাজপুর জেলায় যে সকল পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার বিবরণী প্রদত্ত হইল:—

জনসাধারণ যাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ রীতিনীতি এবং কৃষি উন্নয়ন সম্পর্কিত ব্যাপারে ওয়াকিবহাল হইতে পারে, তজ্জন্য ভ্রাম্যমাণ কর্মচারিদল এবং পল্লী কল্যাণ সমিতিসমূহ প্রচারকার্য্য পরিচালনা করিয়াছে। পল্লী-সংগঠন সম্পর্কিত বহুবিধ সরকারী ইস্তাহার এবং প্রেস্-নোটসমূহ জেলার অভ্যন্তরে বিতরণ করা হইয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ড তহবিল প্রদত্ত ২,০৪৫৲ টাকার সাহায্যে। এলাকার ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের অন্তর্গত পল্লীপথের সংস্কার-সাধন করা হইয়াছে। কৃষিকার্য্যের উন্নতিবিধানার্থ জলনিকাশের নিমিত্ত ছোট ছোট খাল খননের পরিকল্পনা করা হইয়াছে; এবং যাহাতে পল্লী সমিতিসমূহ জেলার কৃষি অফিসারের সহিত সংযোগ সাধন করিয়া উন্নত ধরণের বীজের প্রবর্ত্তন করে, সেদিকে চাপ দেওয়া হইয়াছে। জনসাধারণ যাহাতে ব্যাপকভাবে পানীয় জল পাইতে পারে, তজ্জন্য বিভিন্ন ইউনিয়ন বোর্ড হইতে একুনে ২,৬৬৪৲ টাকা সাহায্য হিসাবে প্রদান করিয়া ৩৯টি কূপ খননের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাহাতে গ্রামবাসিগণ বিনামূল্যে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদিগকে গৃহ-সংলগ্ন শাক-সব্জীর উদ্যান করিতে উৎসাহিত করা হইয়াছে।

কুশমণ্ডী থানার এলাকাধীন মেডল নামক স্থানে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে এক মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা তৈরী করা হইয়াছে এবং বিরোল ইউনিয়ন বোর্ডে স্থানীয় পল্লী-মঙ্গল সমিতি একটি পুষ্করিণী হইতে সমস্ত কচুরী-পানা ও আগাছা পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। আরও অধিক পরিমাণে নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিবার যে প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা ভ্রাম্যমাণ অফিসারগণ তাহাদের ভ্রমণ ব্যপদেশে গ্রামবাসিগণ ও পল্লী-উন্নয়ন সমিতি-সমূহকে বিশেষ জোরের সহিত বুঝাইয়া দিয়াছেন। যাহাতে জনসাধারণ দেহের ও মনের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত উৎসাহিত হয়, তজ্জন্য চলতি গ্রন্থাগার ও ক্লাব-সমূহ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। কুটির শিল্পের দিকেও যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্টি প্রদান করা হইয়াছে এবং গ্রামবাসিগণ অবসরসময়ে যাহাতে কারুশিল্প ইত্যাদি সম্পাদন করিয়া নিজেদের অবস্থার উন্নতি সাধন করে, সে সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রচার করা হইয়াছে।

গ্রামবাসিগণ পূর্ব্ব হইতেই কৃষিসংক্রান্ত কাজে ব্যাপৃত ছিল বলিয়া উপরোক্ত ব্যাপারে বিশেষ কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। যাহাতে উদ্যম ও প্রচারের অভাবে এই প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল কাজ যথোপযুক্তরূপে সমাধা না হয়, সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। বিভিন্ন পল্লী সমিতি বেশ ভাল কাজ করিতেছে এবং আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে জনসাধারণ উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ডাকে অধিকতর পরিমাণে সাড়া দিবে।

ঢাকা নবাব এষ্টেটের জামুকি কাচারী (ময়মনসিংহ) সংলগ্ন প্রকাণ্ড পুষ্করিণীটি কিছুদিন যাবৎ কচুরিপানায় ভরিয়া গিয়া সম্পূর্ণ ব্যবহারের অযোগ্য হইয়াছিল। সম্প্রতি জামুকি পল্লীউন্নয়ন সমিতির সেক্রেটারী মৌলভী কাজী সৈয়দ আবদুল বারী ইমাম ও কাজী সাহেবের উদ্যোগে উক্ত সমিতির সভ্যগণ ও উক্ত নবাব এষ্টেটের এসিসট্যাণ্ট ম্যানেজার সাহেব এবং কর্মচারিগণ, হাই স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ ও স্থানীয় সকল শ্রেণীর ভদ্র-লোকগণ একত্রিত হইয়া অত্যন্ত উৎসাহের সহিত ক্রমাগত দুই দিন পরিশ্রম করিয়া উক্ত পুষ্করিণীর কচুরি-পানা সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়াছেন।

কৃষি-পল্লী—

কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসের চাষ-আবাদ

ক্ষেত খামার।—ভাদুই শস্যের পক্ষে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস যেমন, রবি-শস্যের পক্ষে কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাস তেমন; অর্থাৎ সমস্ত রবি-শস্যই এই সময়ে বোনা-বুনি হয়। বাঙলার সবচেয়ে বড় ফসল রোপা আমন ধান কাটারও এই সময়। সকল রবি-শস্যের মধ্যে রাই সরিষা ও মুসুর সকলের আগে পাকে, সুতরাং মাটিতে বীজ বুনিবার "জো" হইলেই এই দুইটি শস্য সর্ব্বপ্রথম বোনা উচিত। দেরী করিয়া ইহাদের বুনিলে বিশেষ কিছু ফসল পাওয়া যায় না। কৃষি-বিভাগের পরীক্ষিত ৭ নং টোরি সরিষা ও ৫ নং মুসুরের ফলন বেশী, চাষীদের ইহাই বোনা উচিত। গমও নাবি করিয়া বুনিলে ভাল ফলে না, সুতরাং রাই সরিষা ও মুসুরের পরেই গম বোনা উচিত। শুঁয়াবিহীন গমের মধ্যে ১২ নং পুসা গম গুণে ও ফলনে সব চেয়ে ভাল; যাঁহারা "ন্যাড়া" গম পছন্দ করেন, তাঁহাদের এই গমই বোনা উচিত। যে-সকল স্থানে পাখীর অত্যাচারে "ন্যাড়া" গমের চাষ করা যায় না, সেখানে ৫২ নং পুসা গম বোনা উচিত; শুঁয়াযুক্ত গমের মধ্যে এই গমই সবচেয়ে বেশী ফলে। যাঁহারা রোপা আমন ধান কাটিয়া সেই জমীতে রবি-শস্যের আবাদ করিবেন, তাঁহাদের উচিত ধানের জমীতে ছোলা, মটর, কুড়ি-কলাই প্রভৃতি ডাল-শস্যের চাষ করা। ধানের পরেই সে জমীতে গম চাষ করা উচিত নয়; কারণ, ধান ও গম একই জাতের উদ্ভিদ। এই জাতের গাছ মাটি হইতে নাইট্রোজেন নামক মূল্যবান সার পদার্থ শোষণ করে, সুতরাং ধানের পরে গম লাগাইলে মাটির মধ্যে নিহিত এই পদার্থের ভাণ্ডার বেশী ক্ষয় হইয়া মাটি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। অপর পক্ষে ছোলা, মটর প্রভৃতি ডাল-শস্য শিম-জাতীয় উদ্ভিদ, ইহাদের শিকড়ে এক প্রকার জীবাণু থাকে, তাহারা হাওয়া হইতে নাইট্রোজেন শোষণ করিয়া মাটিতে জমা করিয়া মাটির উর্ব্বরতা বাড়ায়। সুতরাং ধানের পরে এইজাতীয় শস্য আবাদ করিলে ধানের দ্বারা মাটির শক্তি-ক্ষয় ডাল-শস্যের দ্বারা পূরণ হয়। কৃষি-বিভাগের পরীক্ষিত ৪ নং সাবোর ও ৫৮ নং পুসা ছোলা এবং সাদা পাটনাই মটরের ফলন সবচেয়ে বেশী। রাই সরিষা বুনিবারও এই সময়। কৃষি-বিভাগের ৫ নং রাই সরিষা সবচেয়ে বেশী ফলে।

আখের ভাল ফসল পাইতে হইলে কার্ত্তিক মাস উহা লাগাইবার সবচেয়ে প্রশস্ত কাল। আশ্বিন মাস হইতে জমীতে চাষ সুরু করিয়া কার্ত্তিক মাসে মাটির বেশ "জো" হইলেই পুরা দুই হাত অন্তর "জুলি" কাটিয়া আখ লাগানো উচিত। "জুলি" (বা "দাড়া") কাটিয়া আখ লাগাইলে আখের ফলন অনেক বেশী হয়। ৪২১ নং কোয়েম্বাটুর আখ বেশ ভাল ফলন দিতেছে; চাষীদের এই আখ পরীক্ষা করা উচিত।

তামাকের চারা কার্ত্তিক মাসে রোপিয়া বসাইতে হয়। ভাল করিয়া লাঙ্গল ও মই দিয়া মাটি গুঁড়া করিয়া বেশ ঝুরঝুরে না করিলে তামাক ভাল জন্মায় না। বেশী রসযুক্ত মাটিতে তামাক লাগাইলে গাছের জোর হয় না; সুতরাং আশ্বিন মাস হইতে ঘন ঘন চাষ দিয়া মাটি শুকাইয়া লইয়া কার্ত্তিক মাসে ভাল রকম "জো" হইলে আকাশের অবস্থা বুঝিয়া তামাকের চারা লাগান উচিত। বর্ষা সম্পূর্ণ বন্ধ না হইলে তামাকের চারা বসান উচিত নয়। সাধারণ তামাকের অপেক্ষা কৃষি বিভাগের মতিহারী তামাকই সবচেয়ে লাভজনক। মাটির তেজ অনুসারে এক হাত হইতে দুই হাত পর্য্যন্ত তফাতে তফাতে তামাকের চারা বসাইতে হয়।

কার্ত্তিক মাস আলু বসাইবারও সময়। দোঁয়াশ না হেলে দোঁয়াশ মাটি ছাড়া আলুর চাষ করা উচিত নয়; আঁট মাটিতে আলু লাগাইলে আলু কম ফলে এবং ছোটও হয়। বর্ষাকাল সম্পূর্ণ শেষ হইয়া না যাইলে আলু লাগান উচিত নয়, কারণ আলু লাগাইবার পর বৃষ্টি হইলে বীজ আলু মাটির মধ্যে পচিয়া যাইবার ভয় থাকে এবং মাটিও চাপিয়া যায়। হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলার চাষীরা কালীপূজার অমাবস্যার পর আলু লাগাইতে সুরু করেন, কারণ কার্ত্তিকের অমাবস্যাই বর্ষাকালের শেষ সীমা, তাহার পর শীত পড়িতে সুরু করে এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে না। আলুর মাটি তামাকের মাটির মত ঝুরঝুরে করিয়া তৈয়ারী করিতে হয়। সকল জাতের আলুর মধ্যে দার্জ্জিলিং-এর লাল গোল আলুর ফলন সবচেয়ে বেশী। দেশী আলু এক হাত তফাতে এবং দার্জ্জিলিং, নৈনিতাল প্রভৃতি পাহাড়ী আলু দেড় হাত তফাতে লাইন করিয়া লাগাইতে হয়।

ভাদ্র মাসে বোনা মাটিকলাই ও মুগ অগ্রহায়ণ মাসে পাকে ও কাটা হয়। কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাস বোরো ধানের বীজতলা করিবার সময়। বোরো ধানের চারা আমন ধানের চেয়ে ধীরে ধীরে বাড়ে এবং তৈয়ারী হইতে দুই মাস হইতে আড়াই মাস সময় লাগে, সেই বুঝিয়া যথা সময়ে বীজ ফেলা উচিত।

শীতকালে গরুকে খাওয়াইবার জন্য সজী-শস্য হিসাবে মই ও মটরের মিশ্রণ সবচেয়ে ভাল। এই শস্য বেশ সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। বর্ষাকাল শেষ হইয়া যাইলে কার্ত্তিক মাসে নেপিয়ার ঘাসে একবার বেশ ভাল করিয়া কোপান বা লাঙ্গল দিয়া সমস্ত আগাছা বাছিয়া ফেলিয়া, কিছু পুরাতন গোবর সার গাছের গোড়ায় দিলে গাছ বেশ ভাল থাকে এবং পরবর্ত্তী বর্ষার পূর্ব্বে আর কিছু করিবার প্রয়োজন হয় না। বর্ষাশেষে কোপান দিলে মাটির রস ঢাকা থাকে, সহজে শুখায় না।

অগ্রহায়ণ মাসের শেষ দিক হইতে আখ মাড়াই ও গুড় তৈয়ারী সুরু হয়। ইহার পূর্ব্বে আখ পাকে না, সুতরাং সে আখে গুড় বা চিনি কম হয় এবং দানাও ভাল হয় না।

বাগ বাগিচা।—যাবতীয় দেশী ও বিলাতী শীতের সজী আবাদ করিবার এই সময়। পালং শাক কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ দুই মাসেই লাগান চলে। কিন্তু দেশী মূলা কার্ত্তিকের মাঝামাঝির পর লাগাইলে লাভ নাই; কারণ শীতের মূলা দুই মাসের পূর্ব্বে তৈয়ারী হয় না, মাঘ মাসে মূলা পুরাতন হইয়া যায়, তখন সাধারণতঃ কেহ খায় না, সুতরাং কার্ত্তিকের প্রথম অর্দ্ধের মধ্যে মূলা লাগানো শেষ করা উচিত। পূর্ব্বের বসানো বেগুণ বা লঙ্কার জমী বর্ষাশেষে একবার ভাল করিয়া কোপাইয়া দিলে খুব উপকার হয়। বর্ষায় মাটি চাপিয়া যায়, সুতরাং বর্ষাশেষে মাটি আলগা করিয়া দিলে মাটির রস ঢাকা থাকে এবং মাটির মধ্যে আলো-হাওয়া প্রবেশ করিলে গাছের জোর হয় এবং তাহার ফলনও বেশী হয়। ছাঁচি পেঁয়াজ ও রসুনের "কোয়া" এই সময়ে বসাইতে হয়। পাটনাই পেঁয়াজের বীজ কার্ত্তিকের দ্বিতীয় অর্দ্ধে বীজ-তলায় ফেলিতে হয় এবং অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি তাহার চারা নাড়িয়া বসাইতে হয়।

ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, বিট, শালগম, প্রভৃতি বিলাতী সজীর নাবী ফসল পাইতে হইলে সারা কার্ত্তিক মাস তাহাদের বীজ ফেলা চলে। কার্ত্তিকের পরে বীজ ফেলিলে তাহারা উঠিতে শীত ফুরাইয়া যায়, তখন গরমে বিলাতী সজী খারাপ হইয়া যায়। অনেক ফুলকপি আশ্বিনের শেষ দিক হইতে উঠিতে সুরু করে, কিন্তু কখনও বাঁধাকপি অগ্রহায়ণের পূর্ব্বে ওঠে না। অনেকের ধারণা আছে বাঁধাকপি বাঁধিয়া না দিলে উহার মাথা বাঁধে না, এ ধারণা ভুল; বাঁধাকপির স্বভাবই বাঁধা, সুতরাং উহা আপনিই বাঁধে কোনও রকম বাঁধ দিবার দরকার হয় না।

কার্ত্তিকের মাঝামাঝি হইতে শেষ পর্য্যন্ত পটল লাগাইবার ভাল সময়। পটলের পুরাতন গাছের গোড়া বা পাকা লতার এক-হাত, দেড়-হাত খণ্ড গোল করিয়া মাটিতে বসাইতে হয়। যে সকল গাছে ফল ধরিয়াছে, সেই সকল "মাদি" গাছেরই গোড়া বা লতা লাগাইতে হয়, তবে মধ্যে মধ্যে একটা করিয়া "মদা" গাছও না লাগাইলে ফল ধরে না। এই সময়ে মাঠ-কুমড়ার (চৈতালী কুমড়া) বীজও মাঠে লাগাইতে হয়। অগ্রহায়ণ মাস তরমুজ, ফুটি, কাঁকুড়, উচ্ছে শসা, প্রভৃতির বীজ লাগাইবার সময়। পলিযুক্ত বেলে মাটি এই সকল শস্যের খুব উপযোগী, তাই চর ও দিয়াড়া জমিতেই এই সকল ফসলের বিস্তৃত চাষ হয়।

শীতের যাবতীয় মরশুমী ফুলের চারা এই সময়ে নাড়িয়া বসাইতে হয়। দুই-তিন দফায় চারা বসাইলে অনেক দিন ধরিয়া ফুল ফোটে। শীতকালের শ্রেষ্ঠ ফুল গোলাপ ও চন্দ্রমল্লিকা যথাযথ প্রণালীতে গোলাপ-গাছ ছাঁটা এবং শিকড়ে রোদ্দুর দিয়া খাওয়ানোর পর গাছের গোড়ায় সার মিশ্রিত নূতন মাটি দিয়া গর্ত্ত ভরিয়া দেওয়ার পর নূতন ডাল গজাইয়া তাহাতে ফুল ধরিতে আরম্ভ করে। মাসে দুইবার করিয়া তরল সার প্রয়োগ করিলে এবং মাটি চাপিয়া যাইলে মধ্যে মধ্যে খুঁচিয়া আলগা করিয়া দিলে দীর্ঘকাল ধরিয়া ও প্রচুর পরিমাণে ফুল ফোটে এবং ফুলও বেশ বড় হয়। মাটির রস অনুসারে একদিন বা দুইদিন অন্তর জল দিতেও হয়। টাট্‌কা গোবর পাতলা করিয়া জলে গুলিলে বা খোল তিন চার দিন জলে ভিজাইয়া পচাইয়া ওই পচা খোল পাতলা করিয়া জলে গুলিলে ভাল তরল সার তৈয়ারী হয়। চন্দ্রমল্লিকাতেও ঠিক ওইভাবে সার দিয়া মধ্যে মধ্যে মাটি আলগা করিয়া দিলে গোলাপের মত উপকার হয়। হিম পড়িতে সুরু করিলে গাঁদা ফুল ফুটিতে আরম্ভ করে। গাঁদা ফুল না থাকিলে শীতকালে বাগানের শোভা অপূর্ণ থাকিয়া যায়।

আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল প্রভৃতি যে সকল ফল-গাছের শীতের শেষে ফুল ধরে এবং গ্রীষ্মকালে ফল পাকে, কার্ত্তিক মাসে সেই সকল গাছের চতুর্দ্দিকে ভাল করিয়া কোপাইয়া বা লাঙ্গল দিয়া পুরাতন গোবর-সার ও হাড়ের গুঁড়া প্রয়োগ করিলে ফল ধারণের শক্তি বাড়ে। বর্ষা-শেষে যে কোন ফুল বা ফল-গাছের চতুর্দ্দিক কোপাইয়া দিলে উপকার হয়।

কীট শত্রু ও রোগ।—এই ঋতুতে এক প্রকার কালো রঙের লেদা পোকা তামাক ও বিলাতী সজীর অতিশয় অনিষ্ট করে। ইহারা পাতার আক্রমণ করিয়া বীজতলার চারা গাছের বা মাঠে নাড়িয়া বসানো গাছের পাতা খাইয়া ফেলে। অনেক সময়ে ইহারা ছোট গাছের গোড়া কাটিয়া গাছটাকে একেবারে নষ্ট করিয়া দেয়। প্রথম আবির্ভাব লক্ষ্য হইলেই পাতার নীচে কালো রঙের পোকা গুলাকে বাছিয়া মারিয়া ফেলিয়া ইহাদের প্রথম বংশটা ধ্বংস করিয়া দিতে পারিলে আর বংশ বৃদ্ধি হইতে পারে না। আলুতেও এই পোকার আক্রমণ হয়। আর এক প্রকার সবুজ রঙের লেদা পোকা ফুলকপি ও বাঁধা-কপির অত্যন্ত অনিষ্ট করে। ইহারা পাতায় আক্রমণ করে এবং কচি পাতা খাইয়া ফেলিয়া গাছকে দুর্ব্বল করিয়া দেয়। ইহাদের দমন না করিলে পরে ফুলকপি ও বাঁধাকপির মাথা হইলে মাথায়ও ফুটা করিয়া প্রবেশ করে। এই পোকার স্ত্রী-প্রজাপতি পাতার নীচে এক সঙ্গে অনেক-গুলা ডিম পাড়ে এবং ওই ডিমের সমষ্টি একটা বি-রঙের

[১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

ঢাকার বর্ত্তমান দাঙ্গা-হাঙ্গামা

[৩য় পৃষ্ঠার জের]

কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্যার্থে ইণ্ডিয়ান ইনফ্যানট্রি ব্যাটেলিয়ান যে অঞ্চলে কার্য্য করিতেছিল, রমনাতগঞ্জ ও পার্শ্ববর্ত্তী এলাকাও তাহার সহিত যোগ করা হয়। বৈকাল ৪ ঘটিকা হইতে ৪৮ ঘণ্টার জন্য এই অঞ্চলেও গমনাগমনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। নওয়াবগঞ্জ এলাকায় দুইটী মহল্লার উপরও অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়।

সন্ধ্যাবেলা শহর হইতে বাহির হইবার পূর্ব্ব দিকের সীমান্তে ক্রমাগত ইট পাটকেল ছোঁড়া হইতে থাকে। এই আক্রমণকালের শোচনীয়তম ঘটনা হইতেছে যে, মুসলমানের দুইখানা ক্ষুদ্র দোকানসহ কতিপয় গৃহে অগ্নিসংযোগ করা হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া একদল দাঙ্গাকারী হিন্দুকে দেখিতে পায় এবং তাহাদিগকে ইটপাটকেল ছুড়িতে নিষেধ করা হইলে তাহারা উহা ত্যাগ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। পুলিশকে বাধ্য হইয়া গুলী বর্ষণ করিতে হয়। প্রকাশ গুলী বর্ষণের ফলে দুইব্যক্তি আহত হয় এবং পরে একজন মারা যায়।

প্রত্যুষে সেণ্ট্রাল জেল হইতে অনতিদূরে একখানা ছোট মুসলমানের দোকানে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হয়।

নওয়াবগঞ্জ রোড এলাকায় গমনাগমনে যে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছিল, ২৬শে অক্টোবর সকাল ৮টায় তাহার সময় অতিবাহিত হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু এই এলাকার অধিবাসীগণ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিবার জন্য যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিতে থাকে, তাহাতে আরও ২৪ ঘণ্টার জন্য নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়।

বেলা ১১-৩০ মিনিটের সময় কায়েতটুলীতে একজন হিন্দুকে ছোরা মারা হয় এবং বেলা ৩ ঘটিকায় মিউনিসিপ্যালিটীর বাহিরে কমলাপুরে আরও একজন হিন্দুকে ছোরা মারা হয়।

ঐ সময় হইতে এ পর্য্যন্ত আর কোন উল্লেখযোগ্য দুর্ঘটনা দেখা দেয় নাই।

২২শে অক্টোবর হইতে ২৭শে অক্টোবর সকাল ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, নিম্নে তাহার হিসাব প্রদত্ত হইল:—

মৃত্যু	..	৪ জন হিন্দু	৪ জন মুসলমান
আহত	..	২১ ,, ,,	১৬৬ ,, ,,
গ্রেফতার	..	২০৪ ,, ,,	১৪৪ ,, ,,

সকাল ৮টায় নওয়াবপুর রোড এলাকায় গমনাগমন নিষিদ্ধ করিয়া যে আদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাহার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়। বেলা ৪টায় নওয়াবগঞ্জ ও রমনাতগঞ্জ এলাকার সময়ও উত্তীর্ণ হয়। বেলা ৪ ঘটিকার কায়েতটুলি এলাকার উপরও ৪৮ ঘণ্টার জন্য গমনাগমন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

২৪শে অক্টোবর চীফ সেক্রেটারী ঢাকায় আগমন করেন; স্থানীয় অফিসারবৃন্দের সহিত আলোচনা করিয়া পরিস্থিতি পরিদর্শন করিয়া তিনি ২৭শে তারিখে ঢাকা ত্যাগ করেন। তিনি শহরে নানাস্থানে মুলাকেৎ করেন ও অনেক ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ঢাকা শহরের স্থায়ী সাম্প্রদায়িক গোলযোগের পরিণাম সম্পর্কে তিনি উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণকে বিশেষভাবে অবহিত হইতে অনুরোধ জানান।

২৫শে অক্টোবরের পর হইতে ঢাকায় ২৫০ জন অতিরিক্ত পুলিশ, একজন ইন্সপেক্টার ও ১১ জন সার্জেণ্ট প্রেরিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার ১২ জন সার্জেণ্ট প্রেরণ করিয়াছেন। চারি জন এসিষ্টাণ্ট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকেও ঢাকায় প্রেরণ করা হইয়াছে।

পুলিশের ইন্সপেক্টার-জেনারেল ঢাকায় গমন করিয়াছেন এবং এখন পর্য্যন্তও তিনি সেখানেই আছেন।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৭ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

টুলার সঙ্কটাপন্ন অবস্থা

মস্কো বেতারে "রেড ষ্টার" পত্রিকার সংবাদদাতা কর্ত্তৃক প্রেরিত এক খবরের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, মস্কোর দক্ষিণ-পশ্চিমে টুলা অঞ্চলের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। একখানা রুশ এশতেহারে ২৯শে অক্টোবর রাত্রে ভোলোকোলামস্ক, মোজাইস ও মালো ইয়ারোস্লাভেৎস্ অঞ্চলে সংগ্রামের সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে।

মস্কো রণাঙ্গন হইতে "রেড ষ্টার" কাগজের সংবাদদাতা জানাইতেছেন—জার্ম্মাণ সৈন্যগণ উল্লিখিত এলাকার ভোলো-কোলোমস্কের নিকটে নূতনভাবে অভিযান সুরু করিয়াছে। বহু ট্যাঙ্ক এবং মোটরারোহী পদাতিক সৈন্যসহ জার্ম্মাণগণ সামান্য অগ্রসর হইয়াছে। তবে জার্ম্মাণদের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে এবং রাশিয়ান সৈন্যগণ আপাততঃ শত্রুর অগ্রাভিযানে বাধাদানে সক্ষম হইয়াছে।

মার্কিণ ডেষ্ট্রয়ার নিমজ্জিত

আইসল্যাণ্ডের অদূরে মার্কিণ ডেষ্ট্রয়ার "রিউবেন জেম্‌স্" টর্পেডোর আঘাতে জলমগ্ন হইয়াছে।

গত ৩০শে অক্টোবর রাত্রিতে "রিউবেন জেম্‌স্" যখন আইসল্যাণ্ডের অদূরে আটলাণ্টিক মহাসাগরে রসদবাহী জাহাজের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, সে সময় তাহাকে ডুবাইয়া দেওয়া হয়।

ডোনেৎস নদী অতিক্রমের সংবাদ

জার্ম্মাণ হাই-কমাণ্ডের এক এশতেহারে বলা হইয়াছে যে, ক্রিমিয়া উপদ্বীপে জার্ম্মাণ ও রুমানিয়ান সৈন্যরা অবিশ্রান্তভাবে পরাজিত শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। ডোনেৎস অববাহিকা অঞ্চলে কতিপয় স্থানে উজানের দিকে ডোনেৎস নদী অতিক্রম করা হইয়াছে। রণাঙ্গনের উত্তরাঞ্চলে একটি পদাতিক বাহিনী কঠোর হাতাহাতি সংগ্রামের পর ভেলেচত্তের পশ্চিমদিকে শত্রুপক্ষের সুরক্ষিত ব্যূহ ভেদ করে এবং ৫১৩টী পিলবক্স দখল করে। লেনিনগ্রাডের সম্মুখভাগে শত্রুপক্ষ কয়েকবার নেভা নদী অতিক্রমের চেষ্টা করিলে তাহাদের বিতাড়িত করা হয়।

উত্তর-পশ্চিম জার্ম্মাণীতে ব্যাপক বিমান হানা

১লা নভেম্বর বিমান দফতরের এক এশতেহারে বলা হইয়াছে: "বোমারু বিমান বহরের শক্তিশালী এক ঝাঁক প্লেন ১লা নভেম্বর হামবুর্গ ও ব্রিমেন বন্দর সহ উত্তর-পশ্চিম জার্ম্মাণীর সামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলি আক্রমণ করে। ডানকার্ক ও বুলো বন্দরের ডকের উপরেও আক্রমণ পরিচালিত হয়।"

ইটালীয়ান হাই-কমাণ্ডের এশতেহারে বলা হইয়াছে যে, রাজকীয় বিমানবহর বেণ্ডুস্ ও সিসিলির দুইটী বন্দরেও হানা দিয়াছে।

ক্রিমিয়ার রাজধানী শত্রু-কবলিত

ক্রিমিয়ার রাজধানী সিমফেরোপোল জার্ম্মাণ বাহিনী গত ১লা নভেম্বর দখল করিয়াছে—এই মর্ম্মে জার্ম্মাণ হেডকোয়ার্টার হইতে এক বিশেষ ঘোষণায় দাবী করা হইয়াছে। উক্ত ঘোষণায় আরও বলা হইয়াছে যে, জায়লা পর্ব্বতমালার উত্তরাংশে জার্ম্মাণ বাহিনী পৌঁছিতে সক্ষম হইয়াছে। এক্ষণে জার্ম্মাণ ও রুমানিয়ান সেনা বাহিনী সেবাস্তোপোলের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, রাশিয়ানগণ কালিনিন শহরের একটি উপকণ্ঠ অঞ্চল পুনর্দখল করিয়াছে।

ইলেক্‌ট্রিসিটি
জীবনযাত্রা সহজ করে

দু'তলার ওপর অফিসে পৌঁছতে বৃদ্ধ ঠাকুরদাদাকে সিঁড়ী ভাঙতে হতো একশবার-ও বেশী— আর তাঁর সঙ্গে ছিল যাদের কাজ তাঁদেরও সে কষ্ট স্বীকার করতে হতো। আর এও আপনি ভাল করেই জানেন যে, লিফ্‌ট্ যেদিন খারাপ হয়, সেদিন সিঁড়ী ভাঙতে কী বিরক্তিই না লাগে? সময় ও শক্তির অপব্যয় বাঁচাবার জন্যে আজকাল প্রত্যেক নতুন বাড়ীতেই লিফ্‌ট্ বসানো হচ্ছে।

যত রকমে সম্ভব
ব্যবসায়ে
ইলেক্‌ট্রিক ব্যবহার করুন

KEC: 70.

সরকারী স্বাস্থ্য-বিভাগের কার্য্যাবলী

১৯৩৯ সনের বার্ষিক বিবরণী

বাঙ্গলার সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টরের ১৯৩৯ সনের কার্য্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। জন্ম-স্বাস্থ্যের দিক হইতে মোটের উপর এই বৎসরকে সুবৎসর বলা চলে। ১৯৩৮ সনের সাংঘাতিক বন্যার পর এই সনে বাঙ্গালী জাতি যেন বিশ্রামের অবসর পাইয়াছে। প্রধান প্রধান ব্যাধিগুলিতে মৃত্যুহার রীতিমতভাবে কম হইয়াছে। বাঙলার জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি-বিধানের জন্য গভর্ণমেণ্ট একটি ব্যাপক পরিকল্পনা সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন।

আলোচ্য সনে গভর্ণমেণ্ট স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানগুলির নিযুক্ত হেলথ অফিসারদের বেতন বাবদ সাহায্য দান ছাড়া পল্লী-অঞ্চলে থানা পাবলিক স্বাস্থ্য ইউনিটগুলির পরিচালনার জন্য ডিষ্টীক্ট বোর্ডগুলিকে ১১,৭২,০০০৲ টাকা সাহায্য করিয়াছে। পল্লী-অঞ্চলে জল সরবরাহের জন্য গভর্ণমেণ্ট আলোচ্য সনেও অতিরিক্ত সাড়ে সাত লক্ষ মঞ্জুর করিয়াছেন। আর ভারত গভর্ণমেণ্টের পল্লী-উন্নয়নের জন্য দেওয়া অর্থ হইতে এই বাবদ ২,১৯,৭০০৲ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের দেওয়া অর্থ হইতে পল্লী-অঞ্চলে ছোট ছোট স্বাস্থ্য পরিকল্পনার জন্য আরও ১৪,০০০৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। তাছাড়া স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে কালাজ্বর নিবারণের জন্য ১,২০,০০০৲ টাকা, বিনা মূল্যে টীকা দানের জন্য ২,০০০৲ টাকা, আর বিনা পয়সায় কুইনাইন বিতরণের জন্য ৪ লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের মত আলোচ্য সনেও যক্ষ্মা সমিতি ও কুষ্ঠনিবারণ সমিতিকেও ২০ হাজার টাকা হিসাবে দেওয়া হইয়াছে।

আলোচ্য সনে পূর্ব্ববর্ত্তী সনের ১,৫২১,২৫৪এর স্থানে আলোচ্য সনে জন্মসংখ্যা রেজেষ্টারী করা হইয়াছে ১,৫৯৭,৬৫১ ; ফলে বৃদ্ধি দাঁড়াইয়াছে ৭৬,৩৯৭। আলোচ্য সনে জন্ম-হার হাজার করা ৩২'০,—অর্থাৎ ১৯৩৮ সনের হার অপেক্ষা শতকরা ৪'৯ বেশী।

পূর্ব্ব সনে ১,৩১৫,৮৮৬ স্থলে ১৯৩৯ সনে মৃত্যুসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১,০৯০,৫৩০ অর্থাৎ আলোচ্য সনে ২২৬,৩৫৬জন লোক মরিয়াছে।

এই সনে মৃত্যুহার হাজার করা ২১'০ অর্থাৎ পূর্ব্ব সনের চেয়ে শতকরা ১৭'০ কম।

পাঁচ বৎসরে গড়ে ৩২'১ জন্মহার ও ২৪'৪ মৃত্যুহারের তুলনায় ১৯৩৯ সনের জন্ম ও মৃত্যু হাজার করা যথাক্রমে ০'২ ও ১০'৬ হ্রাস পাইয়াছে। মৃত্যু অপেক্ষা জন্ম বেশী দাঁড়াইয়াছে ৫০৭,১২১, ১৯৩৮ সনে এই বাড়তি দাঁড়াইয়াছিল ২০৫,৩৬৮।

একমাত্র কলিকাতাতে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু বেশী দাঁড়াইয়াছিল।

১৯৩৯ সনে মোট শিশু-মৃত্যু দাঁড়াইয়াছিল ২৩৪,৩০১ জন; ১৯৩৮ সনে দাঁড়াইয়াছিল, ২৮০,৯২৩, ১৯৩৮ সনে ১৩৪'৭এর স্থলে ১৯৩৯ সনে শিশু-মৃত্যুর হার দাঁড়াইয়াছিল ১৪৬'৬।

আলোচ্য সনে কলেরা বাবদ মৃত্যু সংখ্যা ২৩,২২১; অর্থাৎ হাজার করা ০'৭। বসন্তে ৭,৮২৯ জনের মৃত্যু ঘটে, হাজার করা মৃত্যুহার ০'১; জ্বরে মৃত্যুসংখ্যা ১৯৩৮ সনে ৮১৯,৭৬৩ হইতে ১৯৩৯ সনে ৬৮৭,৫৮'৫৭ জনে হ্রাস পাইয়াছে; পূর্ব্ব সনে ১৬-এর স্থলে আলোচ্য সনে মৃত্যু হার দাঁড়াইয়াছে ১৩'৬। ১৯৩৯ সনে ম্যালেরিয়ার মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে ৭৫,০০০ জন। ১৯৩৮ সনে এই রোগে মরিয়াছে ৪১৬,৫২১ জন। কালাজ্বরে মৃত্যুসংখ্যা ১৭,০৫৬; মৃত্যুহার হাজার করা ০'৩৪; ১৯৩৮ সনে এই দুই সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল যথাক্রমে ২১,৬৪২ ও ০'৪৩। শ্বাসযন্ত্রের পীড়া বাবদ মৃত্যুসংখ্যা ১৯৩৯ সনে ৮৩,৪৫৮, ১৯৩৮ সনে ৯৯,৯৬৩ জন; হাজার করা মৃত্যুহার যথাক্রমে ১'৮ ও ২'০।

নারী শ্রমিকদের সাহায্য ব্যবস্থা

বঙ্গীয় মেটারনিটী আইনের কার্য্যকারিতা

বঙ্গীয় মেটারনিটী বেনিফিট আইনের ১৯৪০ সনের পরিচালন রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, স্ত্রীলোক নিয়োগ করার দরুণ যে সমুদয় কারখানা উক্ত আইনের আমলে আসিয়াছে, তাহার সংখ্যা ৬৮৩টি এবং এই সমুদয় কারখানার দৈনিক নিয়োজিত স্ত্রীলোক মজুরের সংখ্যা মোট প্রায় ৫১,৩০০ জন। মঞ্জুরীকৃত দাবীর মোট সংখ্যা ছিল ৩,৭১৬টি এবং প্রদত্ত সাহায্যের পরিমাণ ছিল ১,১১,৯০৬৶৯ পাই।

রিপোর্টে আরোও বলা হইয়াছে যে, বড় কারখানাগুলিতে, যথা চটকল, কাপড়ের কল ও অনুরূপ কারখানায় সন্তান প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে স্ত্রীলোকদিগকে কার্য্যে বড় রাখা সম্বন্ধে যে নিষেধাত্মক বিধান আছে, তাহা কড়াকড়িভাবেই পালন করা হইয়াছে। এই বিষয়ে কোন অভিযোগ হয় নাই এবং ইনস্পেক্টরগণও তাঁহাদের পরিদর্শন ও তদন্তের সময় কোন অন্যায় ব্যবস্থা দেখিতে পান নাই।

ছোট ছোট কারখানা সম্বন্ধে বিশেষতঃ মফঃস্বলস্থিত বাদগায়ে প্রধানতঃ চাউলের কলে কিরূপ হয়, সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই যে, চটকলে ও বড় বড় কারখানায় যেখানে স্ত্রীলোক মজুর নিয়োগ করা হয়, তথায় নির্দ্ধারিত হারে সাহায্যের টাকা দেওয়া হইয়া থাকে এবং যে ভাবে দাবী ও টাকা প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতেই বুঝা যায় যে এই আইনের উদ্দেশ্যের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শন করা হইয়াছে অর্থাৎ বয়স্কা স্ত্রীলোকদিগের ও শিশুদের যত্ন ও সংরক্ষণের প্রতি মনোযোগ প্রদর্শন করা হইয়াছে। চটকলগুলি বিশেষভাবে সহানুভূতিসম্পন্ন, কারণ অনেক ক্ষেত্রে যেখানে স্ত্রীলোকের কার্য্যকাল পূর্ণ হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহবশতঃ কিম্বা অন্যান্য কারণে আইনতঃ দাবী টিকিতে পারে না, সেখানেও সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে।

এই আইন আমলে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক প্রতিষ্ঠানে শিশুপালনাগার ও চিকিৎসা কেন্দ্র অতি প্রয়োজনীয় স্থান অধিকার করিয়াছে এবং ইহা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ৩৭টি চটকলে শ্রমিক প্রতিষ্ঠান কাজ করিতেছে কিম্বা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ইহাতে উক্ত আইনানুমোদিত কার্য্যাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়া থাকে। ২৬টি কলে শিশুপালনাগার কার্য্য করিতেছে বা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে শিশুদিগের যত্ন, সাহায্যের টাকা প্রদান ও স্বাস্থ্যমূলক বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। ২৩টি কলে মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। এই সমুদয় প্রতিষ্ঠানে প্রসবের পূর্ব্বে ও পরে চিকিৎসক দ্বারা প্রসূতির ও শিশুদের জীবন রক্ষার ব্যবস্থা হয়। ইহা ব্যতীত আইন প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা অর্থহীন।

কাহারও বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়নের প্রয়োজন হয় নাই। আইন পরিচালনের সময় আইনের বিধানে সামান্য সামান্য ত্রুটি ধরা পড়িয়াছে, তাহা যথা সময়ে সংশোধন করা হইবে।

সেতু নির্ম্মাণে বাঙলা সরকারের দান

দিনাজপুর জেলায় ২,৯৬০৲ টাকা মঞ্জুর

দিনাজপুর জেলায় পার্ব্বতীপুরে গিলাবারী নদীর উপর একটি সেতু নির্ম্মাণের জন্য বাঙলা গভর্ণমেণ্ট ২,৯৬০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই সেতুর সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা যথেষ্ট ও সন্তোষজনক বলিয়া যদি ম্যাজিষ্ট্রেট মনে করেন এবং স্থানীয় চাঁদা ১,৫০০৲ টাকা সম্পূর্ণ সংগৃহীত হইলেই তবে গভর্ণমেণ্টের মঞ্জুরীকৃত টাকা দেওয়া হইবে।

কৃষি-পল্লী

[৯ম পৃষ্ঠার জের]

পর্দ্দায় ঢাকা থাকে। ডিমগুলা ফুটিলে ছোট ছোট ছানাগুলা প্রথম দিন-কয়েক একত্রই থাকে এবং পাতার নীচের দিকে উপরের স্তর খাইতে থাকে, তখন পাতার উপর দিকে সাদা দাগ ফুটিয়া উঠে। পাতায় ঐরূপ সাদা দাগ লক্ষ্য হইলেই ঐ সকল পোকাসমেত পাতাটা ছিঁড়িয়া কেরোসিন তেল মিশ্রিত জলে ফেলিয়া দিলেই পোকাগুলা সব মরিয়া যায়, আর তাহাদের বংশ-বিস্তার হয় না।

বাঙলার কোন কোন জেলায়, বিশেষতঃ উত্তর বঙ্গের জেলা সমূহে এক প্রকার সাদা ডোরা-কাটা বাদামী রঙের "সেঁউী" (এক জাতীয় শামুক) এই ঋতুতে সমস্ত পল্লী-শস্যের অত্যন্ত অনিষ্ট করে। এই "সেঁউী" দিবাভাগে, দিনের বেলায় ইহারা ঝোপ-ঝাড়ের নীচে লুকাইয়া থাকে এবং রাত্রে অন্ধকার গাঢ় হইয়া উঠিলে ঝাঁকে ঝাঁকে বাহির হইয়া আসিয়া সমস্ত পল্লী-শস্যের ও আলুর ছোট গাছ কাটিয়া খাইতে থাকে। ভোর-রাত্রে আলো ফুটিবার পূর্ব্বেই ইহারা চলিয়া গিয়া আবার ঝোপ-ঝাড়ের নীচে আশ্রয় লয় এবং রাত্রে পুনরায় বাহির হয়। কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে দিন কয়েক রাত্রি নয়টা বা দশটার সময় একটা লণ্ঠন ও "ডাং" লইয়া বাহির হইয়া ঐ "ডাং" দিয়া আঘাত করিয়া খোলা ভাঙ্গিয়া দিলে ইহারা মরিয়া যায়। এইরূপে খুব সহজে ও বিনা খরচে ইহাদের মারিয়া ফেলা যায়। চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া থাকিলে ইহারা পঁচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হয়। সুতরাং সকালে একটা ঝুড়িতে সমস্ত মরা সেঁউিগুলা উঠাইয়া কোনও ফল গাছের গোড়ার মাটিতে পুঁতিয়া দিলে এ-দুর্গন্ধ হয় না, অধিকন্তু ফল-গাছের ভাল সারের কাজ হয়। বর্ষাকালে ঝোপ-ঝাড়ের নীচে পঁচা পাতার উপরে ইহাদের অসংখ্য ছানা হয়। সুতরাং বর্ষা-ঋতুতে বাগানের মধ্যে বা চতুষ্পার্শ্বে ঝোপ-ঝাড় পরিষ্কার রাখিলে এই সেঁউি বা অন্যান্য অনেকপ্রকার কীট-পতঙ্গ বংশ বিস্তারের পথ বন্ধ হইয়া যায়।

এই ঋতুতে পানের মূল মরা রোগ এবং "কাইলা" বা "আক্সারি" রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। গত পূর্ব্ব সংখ্যা "কৃষি-কথায়" উক্ত রোগের লক্ষণ ও প্রতিকারের সম্বন্ধে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

যশোহর জেলায় সিংগুলী ও কাঁটাবিল্ল মাতৃ ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্রের জন্য বাঙলা গভর্ণমেণ্ট যথাক্রমে ৪,০০০৲ টাকা ও ৩,৮০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই উভয় কেন্দ্রে স্বাস্থ্যপরিদর্শকগণের মাসিক বেতন ৭৫৲ টাকাও মঞ্জুর করা হইয়াছে।

এ আর পি.

১। বঙ্গদেশের এয়ার রেইড ওয়ার্ডেনদের জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্রান্ত পুস্তক। (ইংরাজী ও বাংলা।) ৮ আনা (২ আনা)* প্রত্যেকখানি।
২। এয়ার রেইডস—সর্ব্ব সাধারণের অবশ্য জ্ঞাতব্য ও অবশ্য করণীয় কয়েকটি বিষয়। (ইংরাজী ও বাংলা।) ২ আনা (১ $\frac{1}{2}$ আনা)* প্রত্যেকখানি।
৩। আলো-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আদেশ। (ইংরাজী ও বাংলা।) ১ আনা (১ আনা)* প্রত্যেকখানি।
৪। আলো-নিয়ন্ত্রণ আদেশ সম্বন্ধে ফরম নং পি, এম/এ, আর, পি, ১৫, ১৬, ২০, ২১, ৩১। (ইংরাজী।) ৪ আনা (১ আনা)* প্রত্যেকখানি।
৫। গৃহস্থের জন্য এয়ার রেইডস, ১৯৪১। (ইংরাজী ও বাংলা।) ১ আনা (১ $\frac{1}{2}$ আনা)* প্রত্যেকখানি।

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস, পাব্লিকেশন্স্ ব্রাঞ্চ,
৩৮ নং গোপালনগর রোড, আলিপুর,
সেল্স অফিস, রাইটার্স বিল্ডিংস্, কলিকাতা
এবং
কলিকাতার সমস্ত পুস্তকবিক্রেতা।
*ডাকমাশুল।

ভারত-ব্রহ্ম ইমিগ্রেশন চুক্তি

ব্রহ্ম সরকারের বিবৃতি

ভারত-ব্রহ্ম ইমিগ্রেশন চুক্তি সম্বন্ধে বর্মা গভর্ণমেণ্ট বিগত ৭ই আগষ্ট তারিখে যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন, ভারতবর্ষে সকলের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা প্রকাশ করা হইল:—

সম্প্রতি ইমিগ্রেশন চুক্তির সর্তমতে বর্মা গভর্ণমেণ্ট উক্ত চুক্তির ২১শ দফার সর্তানুসারে ১৯৪১ সনের ১লা অক্টোবরের পূর্ব্বে ভারতবাসীদের বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত প্রবাসী হইবার দাবী সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে প্রতিশ্রুত। গভর্ণমেণ্ট মনে করেন যে, ব্রহ্মদেশে এমন অনেক ভারতবাসী আছে, যাহারা বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত প্রবাসী হইবার দাবী প্রমাণ করিতে সক্ষম হইবে; অথচ তাহারা বর্ত্তমানে ভারতবর্ষেই আছে এবং তাহারা ১লা অক্টোবরের পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারিবে না। এই শ্রেণীর লোকেরা ব্রহ্মদেশে পুনরায় যাওয়ার জন্য ভারতবর্ষে তাহাদের বিশেষ অধিকারের দাবী প্রমাণ না করিয়া সাময়িক সার্টিফিকেট লইয়া ব্রহ্মদেশে ফিরিয়া যাইতে উদগ্রীব। সেইজন্য বর্মা গভর্ণমেণ্ট ইমিগ্রেশন কনট্রোলার ও ডেপুটী কনট্রোলারকে উল্লিখিত অবস্থাধীনে দরখাস্তমূলে ও বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত প্রবাসী হওয়ার যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ প্রদর্শনে ভারতবাসীদিগকে সাময়িক সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।

বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত প্রবাসী কাহাকে বলে, তাহা চুক্তির ২১শ দফায় বর্ণনা করা হইয়াছে—ভারতবাসী যাহারা ১৯৩২ সনের ১৫ই জুলাই হইতে ১৯৪১ সনের ১৫ই জুলাই পর্য্যন্ত মোট সাত পঞ্জিকা-বৎসর ব্রহ্মদেশে বাস করিয়াছে বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিবে। সাত বৎসরের বসবাস প্রমাণ করিতে নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে বসবাস প্রমাণ করিতে হইবে; উহা একাদিক্রমে হওয়ার প্রয়োজন নাই। পঞ্জিকা-বৎসর অর্থে ইহা বুঝাইবে না যে, বৎসর ১লা জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হইবে ও ঐ বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বসবাস প্রমাণ করিতে হইবে। অধিকাংশ দেশেই গ্রেগরিয়ান পঞ্জিকা ব্যবহৃত হয় এবং এই পঞ্জিকা অনুযায়ী বৎসর গণনা করা হইবে। তবে কেহ যদি সেপ্টেম্বরের ১৩ই তারিখ হইতে পরবর্ত্তী বৎসরের ১২ই সেপ্টেম্বর বসবাস প্রমাণ করিতে পারে, তাহা হইলে উহাকেই জানুয়ারী ১লা হইতে ডিসেম্বর ৩১শে পর্য্যন্ত পূর্ণ এক বৎসর ধরা হইবে। অনুরূপভাবে ১৯৩৪ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৩৪ সনের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত

[২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য

শীতের প্রারম্ভে
ছেলেপিলেদের ও বয়স্ক-বয়স্কাদের
স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে
আমাদের ব্যাডমিন্টন

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

বাঙলার পাট ও শণে প্রস্তুত দ্রব্যাদি

১০ লক্ষ গজ ক্যাম্বিসের অর্ডার প্রাপ্তি

ইদানীং বাঙলাদেশে যুদ্ধে প্রয়োজনীয় কয়েক প্রকার কাপড় ইত্যাদি বিশেষভাবে প্রস্তুত হইতেছে। প্রধানতঃ শণ, পাট প্রভৃতি দ্রব্য হইতেই এগুলি প্রস্তুত হয় বলিয়া বাঙলাদেশেই এগুলি প্রস্তুত করিতে সুবিধা। সুতরাং এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে যে, শণ প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্রাদির সকল অর্ডারই সরবরাহ বিভাগ বাঙলার কণ্ট্রোলার অব সাপ্লাইয়ের নিকট পাঠাইয়া দিবে। ইহার ফলে অর্ডার তাড়াতাড়ি সরবরাহ করিতে পারা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

আরেক দিক দিয়া বাঙলাদেশের বয়ন-শিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে। চট প্রস্তুত করিবার তাঁতগুলিতে বর্ত্তমানে তুলার সূতায় প্রস্তুত ক্যাম্বিস প্রস্তুত হইতেছে। পাট বস্ত্র সম্পর্কীয় পরামর্শদাতার (অ্যাডভাইসার অব জুট সাপ্লাইজ) অনুরোধক্রমে দুইটি চট কল এইরূপ ক্যাম্বিসের নমুনা উপস্থিত করিয়াছে। বর্ত্তমানে এই নমুনা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।

মোটরের ছাদে ব্যবহারের উপযুক্ত ক্যাম্বিসও বর্ত্তমানে বাঙলাদেশে প্রস্তুত হইতেছে। সম্প্রতি কলিকাতার কোন একটি মিলকে ১০ লক্ষ গজ ক্যাম্বিস সরবরাহের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে।

হস্তচালিত তাঁতে বোনা কম্বলও বাঙলাদেশে বহু পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। বাঙলার সরকারী শিল্প বিভাগের ডাইরেক্টার ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসের মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী অর্ডার অনুযায়ী ৩০ হাজার ছাড়াও আরও ১৫ হাজার কম্বল সরবরাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

[১ম কলমের শেষ]

এবং ১৯৩৫ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৩৫ সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত বসবাস করিলে পূর্ণ এক বৎসর ধরা হইবে। সাময়িক সার্টিফিকেটের জন্য রেঙ্গুন সেক্রেটারীয়েট বিল্ডিংসে ডেপুটি কনট্রোলারের নিকট যাবতীয় দরখাস্ত প্রেরণ করিতে হইবে। দরখাস্তকারিগণকে সম্ভব হইলে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া দরখাস্ত দেওয়ার জন্য উপদেশ দেওয়া যাইতেছে। দরখাস্তের সমর্থনে উপযুক্ত ষ্ট্যাম্প দেওয়া এফিডেভিট বা শপথ-পত্র এবং অন্যান্য দলিলমূলক প্রমাণ দরখাস্তকারীকে উপস্থিত করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে ডেপুটি কমিশনার মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন। আদালতের কার্য্যব্যতীত অন্য কার্য্যে ব্যবহৃত ৷৷০ আনা মূল্যের ষ্ট্যাম্প দিয়া দরখাস্ত করিতে হইবে এবং তৎসহ দরখাস্তকারীর তিনখানি ফটোগ্রাফ দিতে হইবে। এই সমুদয় ফটোগ্রাফ পাসপোর্টের আকারের হইবে।

সাময়িক সার্টিফিকেট সম্বন্ধে কোন তথ্য অনুসন্ধান করিতে হইলে ডেপুটি কনট্রোলারের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারা যায়।

কনট্রোলার ও ডেপুটি কনট্রোলার ব্যতীত অন্য কেহ সাময়িক সার্টিফিকেট দিলে তাহা সিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা হইবে না।

ইমিগ্রেশন বিভাগের কোন অফিসার বা গভর্ণমেণ্টের শাসন বিভাগীয় কোন অফিসারের ভারতবাসী বা অন্য কোন লোককে ব্রহ্মদেশে স্থায়ী বাসিন্দা বলিয়া সার্টিফিকেট দেওয়ার কোন ক্ষমতা নাই।

ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্ট ইহাই স্থির করিয়াছেন যে, যাহাদিগের নিকট এই বিজ্ঞপ্তিপত্রের সর্ত্তমতে সাময়িক সার্টিফিকেট থাকিবে, তাহাদিগকে পাসপোর্ট ব্যতীত পুনরায় ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে।

বর্দ্ধমানে দুর্গাপূজার শোভাযাত্রা

সংবাদপত্রের মিথ্যা-প্রচারের প্রতিবাদ

বাঙলা সরকার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানাইতেছেন যে, বর্দ্ধমানের হিন্দু মহাসভার সেক্রেটারীর নিকট হইতে প্রাপ্ত বলিয়া কলিকাতার কোন কোন সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, রাত্রি ৯-৩০ মিনিটের পূর্ব্বে দুর্গাপূজার শোভাযাত্রা বাহির হইতে পারিবে না এবং শোভাযাত্রার জন্য একটি নূতন পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এই সংবাদ প্রকাশিত হইবার পর কলিকাতার কোন এক খানা সংবাদপত্রে বিগত ৩০শে সেপ্টেম্বর এই মর্ম্মে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে যে, হিন্দু মহাসভার সেক্রেটারীর সহিত সাক্ষাৎকালে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে, রাত্রি ৯-৩০ মিনিট অর্থাৎ নামাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি শোভাযাত্রা বাহির করার অনুমতি প্রদান করিবেন না।

দুইটা রিপোর্টই ভিত্তিহীন। ম্যাজিষ্ট্রেট রাত্রি সাড়ে নয়টার পূর্ব্বে শোভাযাত্রা বাহির করা সম্পর্কে কোন নিষেধাজ্ঞা জারী করেন নাই বা নূতন রাস্তায় শোভাযাত্রা বাহির করার নির্দ্দেশও দান করেন নাই। আসল কথা হইতেছে এই যে, হিন্দু মহাসভার সেক্রেটারী ভারতরক্ষা আইনের বিধান অনুযায়ী শোভাযাত্রা বাহির করার জন্য একখানা দরখাস্ত হস্তে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, প্রায় ২০ দল শোভাযাত্রী রাত্রি ৯-৩০ মিনিটের পরে শোভাযাত্রা বাহির করার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। তিনি কি ঐ সময়ে শোভাযাত্রা বাহির করিতে চান? কিন্তু তিনি সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১১টার মধ্যে শোভাযাত্রা বাহির করার অনুমতি লাভের জন্য জেদ করিতে থাকেন। কাজেই ব্যাপারটা এখানেই শেষ হইয়া যায়। এই ঘটনার পূর্ব্বে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট স্থির করেন যে, যে দুই দল শোভাযাত্রী সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১১টার মধ্যে শোভাযাত্রা বাহির করার জন্য আবেদন করিয়াছে, তাহাদিগকে অনুমতি প্রদান করা হইবে। কলিকাতার প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সেক্রেটারীকে রিপোর্ট প্রদানের পূর্ব্বেই বর্দ্ধমানের হিন্দু সভার সেক্রেটারীকে এই সংবাদ জানান হইয়াছিল। তাহাদের জন্য দুইখানা লাইসেন্স প্রস্তুত করা হয়, কিন্তু নামাজের জন্য নির্দ্ধারিত সময়ের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করার জন্য আপত্তি করা হইলে উহা বাতিল করিতে হয়। পরিশেষে ২৯শে সেপ্টেম্বর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বর্দ্ধমান হিন্দু মহাসভার প্রেসিডেণ্ট, মুসলমান সম্প্রদায়ের জনৈক প্রতিনিধি ও কতিপয় অফিসারের সম্মেলনে নামাজের নির্দ্ধারিত সময়ের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া শোভাযাত্রার সময় স্থির করার কথা বিবেচনা করেন। কারণ যে পথে শোভাযাত্রা বাহির করার কথা ছিল, সেই রাস্তার পার্শ্বে তিনটী মসজিদ ছিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সমস্ত মীমাংসা হইয়া যায় এবং লিখিতভাবে উহা গ্রহণ করা হয়। হিন্দু মহাসভার প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী এবং খান বাহাদুর নজির উদ্দীন আহমদ উহাতে স্বাক্ষর দান করেন। এই চুক্তির সর্ত্ত অনুযায়ী দুইখানা লাইসেন্স প্রদান করা হইলে ৩০শে সেপ্টেম্বর শান্তির সহিত শোভাযাত্রা নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়।

উপরোক্ত ঘটনাবলী হইতে প্রমাণিত হয় যে, আপোষ মীমাংসার সর্ত্ত অনুযায়ী লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছিল এবং কলিকাতার একখানা সংবাদপত্র এ-মর্ম্মে যে মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছিল যে, কলিকাতার কোন মহল হইতে প্রেরিত তারের ফলে উহা প্রদান করা হয়, তাহা সত্য নহে।

(প্রেস-নোট)

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C 2532

বাঙলার কথা

কলিকাতা, ১৭ই নভেম্বর, ১৯৪১ [এক আনা

LEGE ... LIBRARY

পূর্ব্ব রাশিয়ার অফুরন্ত খনিজ সম্পদ

দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা

উরাল অঞ্চলের জনৈক শিল্প-বিশারদ লণ্ডনস্থ সোভিয়েট দূতাবাস হইতে প্রকাশিত বুলেটিনের একটি সাম্প্রতিক সংখ্যায় প্রাচ্যে সোভিয়েট শিল্প কেন্দ্রগুলির আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাশিয়ায় যত সীসা উৎপন্ন হয়, তার শতকরা ৮৭ অংশ, দস্তা ও নিকেলের প্রায় সবটাই এবং তাম্রের শতকরা ৯৬·৫ ভাগ উরাল অঞ্চল ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী কাজাকস্থান জেলায় উৎপন্ন হয়।

রাশিয়ার বেশীর ভাগ স্বর্ণ, প্ল্যাটিনাম, টিন, টাংস্টেন্, ম্যালিবোডী এবং অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য ধাতু পূর্ব্ব রাশিয়ায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। তথায় এলমুনিয়াম ও গন্ধকের বিরাট কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অঞ্চলে ম্যাগ্নেসিয়ামও যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সোভিয়েট গণতন্ত্রের প্রয়োজনীয় পটাসিয়াম ও এস্বেস্টোস নামক এক প্রকার অদাহ্য ধাতু উরাল পর্ব্বতেই পাওয়া যায়।

লৌহ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, ১৯২৯ সনে যে-স্থলে উৎপন্ন লৌহের পরিমাণ ছিল ৮০ লক্ষ টন, "পঞ্চবার্ষিকী" পরিকল্পনানুসারে ১৯৩৭ সনে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৮২ লক্ষ টন। ইহার সবটাই পূর্ব্ব সোভিয়েটের খনি হইতে উত্তোলিত হয়। পরবর্ত্তী ৪ বৎসরে তৃতীয় দফার "পঞ্চবার্ষিকী" পরিকল্পনানুসারে পূর্ব্ব সোভিয়েট অঞ্চলে খনি হইতে আরও অধিক পরিমাণে লৌহ উত্তোলনের কার্য্য দ্রুত বিস্তার লাভ করিতে থাকে।

এখনও যে পরিমাণ লৌহ মৌজুদ আছে, ভবিষ্যতে উহা সমগ্র দেশের চাহিদা মিটাইতে পারিবে।

ম্যাগনিটনায়া পর্ব্বতে অতুল সম্পদ নিহিত আছে। বৈকাল হ্রদের তলদেশে যে লৌহ রহিয়াছে, উহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুইডিস্ লৌহ অপেক্ষা কোন দিক দিয়া নিকৃষ্ট নয়। খনিজে ক্রোমিয়াম, নিকেল, টিটানিয়াম প্রভৃতি বহুসংখ্যক মূল্যবান ধাতু পাওয়া যায়।

বিগত ১০ বৎসরে উত্তর মেরু প্রদেশ হইতে ইউরোপীয় রাশিয়ার পূর্ব্ব-দক্ষিণ অঞ্চলস্থিত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের প্রান্তের স্থানে স্থানে বিরাট লৌহ-কারখানা নির্ম্মিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া ম্যাগ্নিটোগর্স্ক এবং ট্যালিনিস্কের লৌহ ও ইস্পাতের কারখানাগুলিকে পৃথিবীর সর্ব্ববৃহৎ কারখানার পর্য্যায়ে ফেলা যাইতে পারে।

প্রথম "পঞ্চবার্ষিকী" পরিকল্পনা অনুসারে সমগ্র দেশে যত ইস্পাত উৎপাদিত হইয়াছিল, ১৯৩৭ সনে পূর্ব্ব সোভিয়েট অর্থাৎ উরাল, সাইবেরিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলে তদপেক্ষা ৬৩ লক্ষ টন অধিক ইস্পাত উৎপন্ন হয়। তৃতীয় "পঞ্চবার্ষিকী" পরিকল্পনার সময় বহু বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হয়। উরাল পার্ব্বত্য অঞ্চলের দক্ষিণ ভাগে বিভিন্ন ধাতু সংমিশ্রণের জন্য ব্যবহৃত কলকব্জা তৈরীর নিমিত্ত একটি বিরাট কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উহাতে নবনির্ম্মিত কারখানাগুলি উচ্চ শ্রেণীর ইস্পাত উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। দেশের চাহিদা মিটাইবার পক্ষে উহা পর্য্যাপ্ত। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর উৎপাদনের দিক্ দিয়া এই কারখানাগুলি নূতন রেকর্ডের সৃষ্টি করিয়াছে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ম্যাগ্নিটোগর্স্ক কারখানায় উৎপন্ন লৌহের পরিমাণ প্রায় দেড় গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

উপরোক্ত বিরাট কলকারখানাগুলি চালু রাখার জন্য যে পরিমাণ কয়লার আবশ্যক, পূর্ব্ব রাশিয়ার খনিগুলিতে তাহা আছে। পশ্চিম রাশিয়ার কুজনেস্ক নামক স্থানে অবস্থিত খনিতে অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর দাহ্য কয়লা পাওয়া যায়। যথা এশিয়ার কারাগাণ্ডা খনি হইতে উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। সম্প্রতি আকমোলিনস্ক হইতে কার্টালী নামক স্থান পর্য্যন্ত যে রেল খোলা হইয়াছে, উহার সাহায্যে কারাগাণ্ডার খনি হইতে সহজে কয়লা দক্ষিণ উরাল অঞ্চলে প্রেরণ করা যাইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, লৌহ ও ইস্পাতের কারখানাগুলি পরিচালনার জন্য উরাল অঞ্চলকে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।

বিগত ১৯৩৭ সনে শুধু পূর্ব্ব সোভিয়েট ইউনিয়নের কয়লার পরিমাণ ৪১,০০০,০০০ টন দাঁড়ায়। ইহা ১৯২৯ সনে সমগ্র রাশিয়ার উৎপন্ন কয়লারও অধিক এবং ১৯১৩ সনে ডোনেৎস্ অববাহিকায় উৎপন্ন কয়লার সমান। ইহা ছাড়া পীকলভ এবং কাজাকীস্থানেও নূতন খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

পূর্ব্ব সোভিয়েট গণতন্ত্রের নিজস্ব তৈলও আছে। বলোটভ অঞ্চলের বাসকিরিয়া, কাজাকস্থান ও ভার্কোলোভস্ক এবং কুর্জ্জবিশেভ জেলাসমূহে নূতন নূতন তৈল খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এসকল খনি প্রচুর পরিমাণ তৈল উৎপাদন করিতেছে। ১৯৩৮ সনে এই তৈলের পরিমাণ ছিল ৫,৫০০,০০০ টন। জার্ম্মাণীতে কয়লা হইতে যত তৈল উৎপন্ন হয়, ইহা তাহার তিন গুণ এবং ইটালিতে উৎপন্ন তৈল অপেক্ষা বেশী। পূর্ব্ব সোভিয়েটে যেসকল ধাতু পাওয়া যায়, উহা দ্বারা সে-খানেই যুদ্ধে ব্যবহারোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করা হয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পগুলিতেও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হওয়ার দরুণ নানা কলকব্জা তৈরী হইতেছে। এসকল যন্ত্রপাতি প্রতিষ্ঠার কার্য্যে আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রযুক্তিবিদ্গণ বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

মনে করুন, ককেশাসে প্রতিহত হইয়া জার্ম্মাণ সৈন্যবাহিনী নীপার নদী অতিক্রম পূর্ব্বক উত্তর ককেশাসে অবস্থিত গ্রজনি এবং মৈকপ্ তৈলখনি দখল করিয়া বসিল। তাহা হইলে জার্ম্মাণীর কতটুকু সুবিধা এবং রাশিয়ার কতটুকু লোকসান হইল দেখা যাক্।

মৈকপ্ এবং গ্রজনী খনি হইতে বৎসরে ৫,০০০,০০০ টন তৈল পাওয়া যায়। ইহা সমগ্র রাশিয়ায় উৎপন্ন অশোধিত তৈলের শতকরা ১৫ ভাগ মাত্র। এই অঞ্চলের তৈল শোধনাগারে বৎসরে ১০,০০০,০০০ টন তৈল শোধিত হইতে পারে। গ্রজনী হইতে তৈলের পাইপ লাইন রোষ্টব এবং মৈকপ্ হইয়া কৃষ্ণসাগরের তীরে অবস্থিত তোয়াপুসে বন্দর পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহা ব্যতীত গ্রজনী হইতে অপর একটি লাইন কাস্পিয়ান সাগরের তীরে অবস্থিত মাখাচকালা পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছে।

রাশিয়ানরা তৈল খনিতে অগ্নিসংযোগ এবং তৈল-শোধনাগারগুলি নষ্ট করিয়া দিবে মনে করা যাইতে পারে।

আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে জার্ম্মাণী তৈল খনিগুলির সংস্কার সাধনপূর্ব্বক অন্ততঃ কয়েক মাসের মধ্যেই খনি হইতে কতক পরিমাণ তৈল সংগ্রহ করিতে পারে; উপরন্তু তাহারা নূতন খনিও খনন করিতে পারে।

কিন্তু যতক্ষণ নূতন খনি হইতে প্রাপ্ত তৈল শোধিত না হইতেছে, উহা কোন কাজেই আসিবে না। বিধ্বস্ত শোধনাগারগুলির পুনঃনির্ম্মাণ সোজা ব্যাপার নয়। এমতাবস্থায় জার্ম্মাণীকে বাধ্য হইয়া অশোধিত তৈল তোয়াপুসে বন্দরে লইয়া যাইতে হইবে—তাহাও যদি জার্ম্মাণী তাড়াতাড়ি পাইপ লাইন সারিয়া লইতে পারে; অবশ্য সে উহা করিতে কোন ত্রুটি করিবে না। তথা হইতে তৈলবাহী জাহাজের সাহায্যে কনষ্টাঞ্জা কিম্বা দার্দ্দেনেলিসের মধ্য দিয়া এড্রিয়াটিকের পথে ট্রিয়েষ্ট বন্দরে চালান দেওয়া সম্ভবপর।

[১০ পৃষ্ঠায় দেখুন]

এ আর পি.

১। বঙ্গদেশের এয়ার রেইড্ ওয়ার্ডেনদের জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্রান্ত পুস্তক। (ইংরাজী ও বাংলা।) ৮ আনা (২ আনা)* প্রত্যেকখানি।

২। এয়ার রেইড্স—সর্ব্ব সাধারণের অবশ্য জ্ঞাতব্য ও অবশ্য করণীয় কয়েকটী বিষয়। (ইংরাজী ও বাংলা।) ২ আনা (১½ আনা)* প্রত্যেকখানি।

৩। আলো-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আদেশ। (ইংরাজী ও বাংলা।) ১ আনা (১ আনা)* প্রত্যেকখানি।

৪। আলো-নিয়ন্ত্রণ আদেশ সমূহে নম্বর নং বি, এস্/এ, আর, পি, ১৫, ১৬, ২০, ২১, ৩১। (ইংরাজী।) ৪ আনা (১ আনা)* প্রত্যেকখানি।

৫। পুরুষের জন্য এয়ার রেইড্স, ১৯৪১। (ইংরাজী ও বাংলা।) ১ আনা (১½ আনা)* প্রত্যেকখানি।

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস, পাব্লিকেশন্ ব্রাঞ্চ,
৩৮ নং গোপালনগর রোড, আলিপুর,
সেল্স অফিস, রাইটার্স বিল্ডিংস্, কলিকাতা
এবং
কলিকাতার সমস্ত পুস্তকবিক্রেতা।
*ডাকমাশুল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১৭ই নভেম্বর—১৯৪১

রুশীয়া ও মধ্য-প্রাচ্যের সংগ্রাম

আত্মম্ভরিতা নানা আকারে প্রকাশিত হয় এবং কোন কোন সময় তাহা এমন রূপ ধারণ করে যে, সাধারণ মানুষ তাহা সম্বরণ করিতে পারে না। ব্যাভারিয়ান পর্ব্বতমালার মধ্যে অবস্থিত হিট্‌লারের বাসভূমি বার্শেসগাডেনের লৌহ কপাট ও গুপ্ত-পথসমূহের মধ্যে নিয়ত যে হাস্য-রসাত্মক নাট্যের অভিনয় হইতেছে, জার্ম্মাণ জনসাধারণ অবশ্য তাহা নীরবেই সহ্য করিয়া যাইতেছে। বহু পূর্ব্বে হিট্‌লার ডাঃ রওশনিঙের নিকট যে অমানুষিক মতবাদ ব্যক্ত করিয়াছিলেন, গত ৪ মাস কাল ধরিয়া রুশীয়ায় তাহা কার্য্যকরী রূপ লাভ করিয়াছে। ১৯৩৩ সালে জার্ম্মাণীর এই নূতন 'ভাগ্যবাদী' ঘোষণা করিয়াছিলেন—"মূল্যবান রক্তধারা বহাইতে তিলমাত্র দ্বিধা না করিয়া আমি যদি জার্ম্মাণ জাতির তরুণ সমাজকে যুদ্ধের নরকে পাঠাইতে পারি, তাহা হইলে নিকৃষ্ট জাতির যেসব লোক দূষিত কৃমিকীটের মত জন্ম নিতেছে, তাহাদের লক্ষ লক্ষকে বিনাশ করার অধিকারও স্বভাবতঃই আমার রহিয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে।"

এই আদর্শের উপরই হিট্‌লার গত দুই বৎসরাধিক কাল ধরিয়া অবিরত বেপরওয়া নরহত্যালীলা চালাইয়া যাইতেছে। এই দ্বিগুণ হত্যালীলার অভিযানে শুধু যে হিট্‌লারেরই সমর্থন রহিয়াছে, তাহা নহে। নাৎসী প্রচার-বিভাগ অবিরত যেরূপ বেপরওয়াভাবে হতাহতের সংবাদ দিয়া যাইতেছে এবং ১,৮০০ মাইলব্যাপী রণক্ষেত্রের মৃত্যু-তাণ্ডব সম্পর্কে যেরূপ গর্ব্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হইতেছে, তাহাতে মনে হয়—আরো অনেক জার্ম্মাণেরই সমর্থন হিট্‌লারী ধ্বংস-নীতির পশ্চাতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

কিন্তু নাৎসীরা অন্য একটি রণক্ষেত্রের কথা একেবারেই উল্লেখ করিতেছে না। তাহা হইতেছে তুরস্ক হইতে তেহারাণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রণক্ষেত্র—যাহার দৈর্ঘ্যও প্রায় ১,৮০০ মাইল। এই রণক্ষেত্র দক্ষিণ দিকে বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত—যাহা কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্তও হিট্‌লারের দোসর মুসোলিনীর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই রণক্ষেত্রে অনেকগুলি সরবরাহ পথ রহিয়াছে এবং ইহা ক্রমশঃই বৃটিশ, রুশীয়ান ও আমেরিকান শক্তির মুঠার মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে। ইহা ভারতের প্রধান রক্ষণ ঘাঁটি এবং যদিও ইহাকে শক্তিশালী করিয়া তোলা খুবই কঠিন ব্যাপার, তথাপি অনেকাংশে নিশ্চয় করিয়াই বলা চলে যে, সম্ভবতঃ এখানে আসিয়াই অক্ষশক্তির তরঙ্গ আছড়াইয়া পড়িতে বাধ্য হইবে।

আজকার রাজনৈতিক মহলে, মধ্য-প্রাচ্যের অলিতে-গলিতে যেখানেই যুদ্ধের কতকটা প্রভাব পড়িতে হইয়াছে, সেখানেই আজ দুইটি নাম বরাবর উল্লিখিত হইতেছে। চার মাস আগে—যেসময়ে হিট্‌লার তাঁহার প্রতিবেশী রুশীয়ার উপর অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া বসিল, তখন হইতেই জেনারেল ওয়াভেল ও অচিনলেকের নাম সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়ে। সেসময়ে নানা লোকে নানারূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল এবং বিশেষভাবে জার্ম্মাণ ও ইটালীয়ান রেডিওর মধ্যস্থতায় চাপা বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণের প্রয়াস পাওয়া গিয়াছিল।

জেনারেল ওয়াভেল ও অচিনলেক পরস্পরের মধ্যে স্থান বিনিময় করিয়াছিলেন। তখন যাঁহারা 'পদোন্নতি' বা 'পদাবনতি' প্রভৃতি বিশেষণ খুঁজিয়া হয়রাণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা এই পরিবর্ত্তনের স্বাভাবিক পরিণতির কথা আদৌ ভাবিয়া দেখেন নাই। মধ্য-প্রাচ্যের সামরিক আওতা হইতে যে নূতন ব্যবস্থায় অনেক স্থান 'ভারতীয়' সামরিক আওতায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল, অনেকে তাহারও মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন নাই। রুশীয়া ও রুশীয় ভাষা সম্পর্কে জেনারেল ওয়াভেলের যে অনেক পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা রহিয়াছে, অনেকে সম্ভবতঃ সে-সময় তাহাও ভাবিয়া দেখেন নাই।

গত চার মাসের মধ্যে অবস্থার এত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে যে, সম্ভবতঃ অনেকেই আজ মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক-বাহিনী ও তাহাদের এসিয়াস্থ লক্ষ্যস্থলের মধ্যে যে অনেক-কিছু সংঘটিত হইতেছে, জেনারেল ওয়াভেলের নীরবতার জন্য তাহার রহস্য ভেদ করা বর্ত্তমানে সম্ভবপর নয়। কিন্তু নাৎসী বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে অভিযানে মিত্রপক্ষীয় সেনাদের মনোভাব দিনদিনই উগ্রতর হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি ভিক্টোরিয়া ক্রস্ প্রাপ্তির সম্মানে ভূষিত নিউজিল্যাণ্ডের জনৈক সার্জেণ্টের ভাষায় এই মনোভাবের বিশ্লেষণে বলা চলে: "এদেরকে জাহান্নামে পাঠাইতে হইবেই; চল—কে আমার সঙ্গে যাইবে।"

পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রচেষ্টা

হুগলী জেলায় প্রশংসনীয় কার্য্য

ভোলা সাইক্লোন রিলিফ ফণ্ডে হুগলী ও হাওড়া জেলার জুট রেগুলেশন ও ক্রপ্স্ রিকনষ্ট্রাকশন ষ্টাফ কর্ত্তৃক সর্ব্বমোট ৫০২।৶০ (পাঁচ শত দুই টাকা সাত আনা) আদায় করা হইয়াছে; তন্মধ্যে ৪৭৯৲ ক্রপ্স্ রিকনষ্ট্রাকশন বিভাগের ডিরেক্টর এবং জুট রেগুলেশন বিভাগের চিফ্ কণ্ট্রোলার মহোদয়ের নিকট ইতিমধ্যে জমা দেওয়া হইয়াছে এবং বাকী টাকা আরও চাঁদা আদায় হইলে তাহার সহিত যোগ করিয়া পরে পাঠান হইবে। এই ফণ্ডে আরও চাঁদা আদায় হইবার সম্ভাবনা আছে। দুর্গত ভোলাবাসীদিগের দুঃখে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার জন্য এই বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের প্রশংসনীয় উদ্যম পরিলক্ষিত হইতেছে।

এই জেলায় জুট রেগুলেশন ও ক্রপ্স্ রিকনষ্ট্রাকশন বিভাগের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। বর্ত্তমান Amendment Act অনুসারে পাটজমি নূতনভাবে রেকর্ড করাইবার জন্য দাবিদার দরখাস্তসমূহের তদন্ত ও শুনানী হইতেছে। এই আইনের দরুণ চাষীদের সমস্ত অভাব অভিযোগ অপসারিত হইয়াছে এবং এজন্য পাট চাষীরা গভর্ণমেণ্টকে অশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছে।

পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কে জোর প্রোপাগাণ্ডা চলিতেছে এবং লোকে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইতেছে।

সায়েন্টিফিক ও ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চের অধ্যক্ষ সম্প্রতি দুই প্রকার অদাহ্য (যাহা সহজে আগুনে পোড়ে না) ব্র্যাটিশ কাপড়ের নমুনা দাখিল করিয়াছেন। এই কাপড় ভারতবর্ষে পাওয়া সম্ভব কি না, সম্প্রতি নিউজিলাণ্ড সরকার তাহার খোঁজ করেন। সেই সম্পর্কেই এই প্রকার কাপড় প্রস্তুতের চেষ্টা করা হইয়াছে। নমুনা দুটিকে ইষ্টার্ণ গ্রুপ কাউন্সিলের নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে।

মধ্যপ্রাচ্য রক্ষায় তুরস্কের ভূমিকা

(সার রোনাল্ড ষ্টর্স)

তুরস্কের দিকে আবার সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। যদিও তুরস্ককে আক্রমণ করা হয় নাই, তবু ব্রিটেনের সহিত মৈত্রী বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য বর্ত্তমানে তাহার উপরে সর্ব্বপ্রকার চাপ দেওয়া হইতেছে। জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়াছে, তুরস্ক আক্রমণ করা হইবে না। কিন্তু তুরস্ক ইহাতে ভরসা পাইতেছে না। বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া এবং গ্রীসকেও অনুরূপ আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ঐ আশ্বাসের মূল্য কাহারও আর জানিতে বাকী নাই।

তুরস্কের নিরপেক্ষতার দরুণই মধ্য-প্রাচ্যে যুদ্ধ ছড়াইয়া পড়িতে পারিতেছে না।

স্থল, জল ও আকাশ পথে তুরস্ক আক্রান্ত হইতে পারে। তুরস্কের পশ্চিম সীমান্তে বুলগেরীয় সৈন্য ছাড়াও নিকটে একাধিক জার্ম্মাণ বাহিনী মোতায়েন আছে। তবে তুরস্কের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা বিশেষ রকম মজবুত। বুলগেরীয়রা তুরস্ক আক্রমণ করিতে গেলে উল্টা তুর্কীরাই সীমান্ত অতিক্রম করিয়া বুলগেরিয়ার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িবে।

দার্দানেলিস অতিক্রম করিবার দুরূহ চেষ্টা না করিয়াও জার্ম্মাণ অধিকৃত রুমানিয়া ও বুলগেরীয়ার বন্দরগুলি হইতে হালকা যুদ্ধ জাহাজ দ্বারা বা বিমান যোগে তুরস্কের উপর আক্রমণ চালান যাইতে পারে। মস্কো চুক্তির সর্ত্ত এড়াইবার জন্য সম্প্রতি এই অভিনব প্রচেষ্টা করা হইয়াছিল। অযুদ্ধমান বুলগেরীয়া ক্রয় করিয়াছে এই অজুহাত দেখাইয়া দার্দানেলিসের মধ্য দিয়া ইটালীর ক্রুজার-শ্রেণীর যুদ্ধ জাহাজ লইয়া যাইবার চেষ্টা হইতেছিল; কিন্তু খবরটা আগেই প্রকাশ হইয়া পড়ায় এই উদ্দেশ্য পণ্ড হয়।

বর্ত্তমানে তুরস্কের অবস্থা দুর্ব্বল নহে। গত ২০ বৎসরের মধ্যে তুরস্ককে কোনও গুরুতর রাজনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হয় নাই। পরলোকগত কামাল আতাতুর্কের বিরাট ব্যক্তিত্বের জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছে। আতাতুর্কের পদাভিষিক্ত প্রেসিডেণ্ট ইসমেত ইনোনু একজন কৃতী সৈন্যাধ্যক্ষ ও কূটনীতিজ্ঞ। ১৯২৩ সালের লুজানে শান্তি সম্মেলনে তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দেন, তাহাতে তাঁহাকে নিকট-প্রাচ্যের রাজনীতিকদের অগ্রগণ্য বলিয়া গণ্য করা হয়। প্রেসিডেণ্ট ইনোনু অত্যন্ত সুপুরুষ। কানে সামান্য কম শুনিলেও কাজ কর্ম্মে বিশেষ কোনও অসুবিধা হয় না। ইনি অতিশয় দক্ষ দাবা খেলোয়াড়। দাবা খেলায় তিনি মধ্য-নীতির পক্ষপাতী। রাজনীতিতেও তাঁহার মধ্য-নীতির প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিতে পাই। সম্প্রতি তুরস্ক জার্ম্মাণীর সহিত যে বাণিজ্য চুক্তি করিয়াছে, তাহাই ইহার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তুরস্ক জার্ম্মাণীকে ৯০ হাজার টন ক্রোম সরবরাহ করিতে রাজী হইয়াছে; তবে ১৯৪৩ সালের পূর্ব্বে তাহা সরবরাহ করিবে না। ইহাতে জার্ম্মাণীর উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে ব্যর্থ হইবে। জার্ম্মাণী তুরস্কের কাছ হইতে শুধু যে আরও অধিক পরিমাণ ক্রোম পাইবার আশা করিয়াছিল তাহাই নহে, ব্রিটেনকে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের অবিলম্বে ক্রোম সরবরাহ করা হইবে এরূপ আশাও করিয়াছিল।

ফ্রান্সের পতনের পর সামরিকভাবে তাহার অবস্থা মন্দের দিকে যায়। তখন হইতে সে আর যুদ্ধে যোগদান করিয়া ব্রিটেন বা গ্রীসকে সাহায্য করা সম্ভব মনে করে নাই। তবে বিদেশী সৈন্যকে তুরস্কের মধ্য দিয়া যাইতে দিবার প্রস্তাবে তুরস্ক কিছুতেই রাজী হয় নাই। কেহ যদি তুরস্কের মধ্য দিয়া সৈন্য চালনা করিতে চেষ্টা করে, তবে তুরস্ক প্রাণপণে বাধা দিবে।

দিনাজপুর ও রংপুরে গভর্ণর বাহাদুরের সফর

যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্পর্কে দেশবাসীর কর্ত্তব্য বিশ্লেষণ

বাঙলার গভর্ণর মহামান্য স্যার জন হার্বার্ট ২রা নভেম্বর তারিখে দিনাজপুরে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হইবার সময় যুদ্ধ তহবিলে মোট ২০,০০০৲ টাকার তোড়া প্রাপ্ত হইয়াছেন। মিঃ মজিবর উদ্দিন আনওয়ারী সর্ব্বপ্রথম বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিয়া মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরকে অভিনন্দিত করেন এবং তৎপর কয়েকটি টাকার তোড়া দেওয়া হয়। গভর্ণর বাহাদুর চাঁদা দাতাগণের দানশীলতা ও যুদ্ধপ্রচেষ্টায় উক্ত জেলা যে সাহায্য প্রদান করিয়াছে, তাহা স্বীকার করতঃ নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান করেন :—

আমি এক বৎসর পূর্ণ হইবার পর দিনাজপুরে ফিরিয়া আসিয়াছি ও উত্তর বঙ্গের অন্যান্য জেলাও পরিদর্শন করিব। আমার উদ্দেশ্য যতদূর সম্ভব বাঙলা দেশের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করা এবং প্রদেশের সর্ব্বত্র জনসাধারণের সহিত অবিরাম সংযোগ রক্ষা করা। আপনাদের মত লোকের সহিত সংযোগ স্থাপন ও রক্ষা করার উপর আমি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি এবং সম্প্রতি আমি যখন দার্জ্জিলিংএ জেলা-বোর্ডসমূহের চেয়ারম্যানদের কনফারেন্সের উদ্বোধন করি, তখন আমি অতি আনন্দের সহিত দেখিলাম যে সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে আমার অপরিচিত লোকের সংখ্যা অতি নগণ্য। আমাদের মধ্যে যত বেশী দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হইবে, তত সহজে আমরা পরস্পরের অভিমত বুঝিতে পারিব। আপনারা আমাকে অনেক জরুরী সংবাদ ও চিত্তাকর্ষক অভিমত জ্ঞাপন করেন এবং আমি কখনও কখনও দুষ্টতঃ ভ্রান্ত ধারণার কৈফিয়ৎ বা কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি।

গতবার যখন আমি দিনাজপুর পরিদর্শন করি, তখন যুদ্ধের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন ছিল। আজ বৎসরাধিক পরে উহা আরও সঙ্কটাপন্ন—কোন কোন ব্যাপারে সঙ্কট ভয়োদ্দীপক, যদিচ নিশ্চিত আশার অধিকতর হেতু বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমরা এখনও যুদ্ধ ক্ষেত্রের বহুদূরে, যদিও পূর্ব্বাপেক্ষা দূরত্ব কমিয়া গিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রের অস্তিত্ব ও যুদ্ধরত সৈন্যদের ভয়াবহ সংগ্রামের কথা আমাদিগকে সর্ব্বদা উপলব্ধি করিতে হইবে। অদূরদর্শী লোক যখন মনে করিত যে, যুদ্ধ ব্যাপার দক্ষিণ ইউরোপেই সীমাবদ্ধ থাকিবে এবং উহা ভারতের সন্নিকটে আসিবে না, তাহার পর অনেক মাস অতীত হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে অন্যান্য দূরদর্শী ব্যক্তিগণ পূর্ব্ব হইতেই পরিকল্পনা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, যাহার ফলে যুদ্ধ সন্নিকটে আসিবার ভীতির সম্মুখীন হইবার জন্য আমাদিগকে অধিকতর শক্তিশালী অবস্থায় উন্নীত করিয়াছে।

হিটলারের প্রচারিত মত

রাশিয়ার বর্ত্তমান অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে সংবাদ পর্য্যালোচনা করিয়া, হিটলার কথিত যুদ্ধজয়ের বর্ণনা হইতে নহে। আপনারা সর্ব্বদাই একথা স্মরণ রাখিবেন যে, প্রচারকার্য্য হিটলারের সৈন্য বাহিনীর একাংশ এবং ইহা তিনি সৈন্যবাহিনী হইতে পৃথক ভাবে কার্য্যে লাগাইয়া থাকেন। তাঁহার উদ্দেশ্যই হইল বিশ্ববাসীকে সত্য কথা না বলা, অথচ তাঁহার সৈন্য বাহিনীর আক্রমণকে সাফল্যভাবে সাহায্য করা। বর্ত্তমানে রুশের আক্রমণ সঙ্কটপূর্ণ, যদিও ইহা অত্যাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত না হইতে পারে। ইহার পতন হইলে রুশ সৈন্য বাহিনীকে বিভক্তভাবে পুনরায় ব্যূহবদ্ধ করা হইবে এবং ইহার সাফল্য নির্ভর করিবে বহুলাংশে ঘাঁটির দূরত্বের উপর ও সাহায্যের পরিমাণের উপর —এই প্রকার বাধা বৃটেন, আমেরিকা ও সম্ভাব্যভাবে অন্যান্য অংশ হইতে প্রদান করা হইবে, এবং স্বভাবতঃই ভারতবর্ষ ইহার অন্তর্ভুক্ত। এই সমুদয় দেশ স্বাধীনতা সংগ্রামে যেখানে যখন প্রয়োজন সেখানে সেই সময়েই তাহাদের সাহায্য প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প। রাশিয়ার যুদ্ধের গতি হইতেছে একজন ভয়ঙ্কর মুষ্টিযোদ্ধার গতির ন্যায়। তাহার অনুসরণকারিগণ তাহাকে কোণঠাসা করিতে চায় এবং তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিতাড়িত করিতে চায়, কিন্তু সে অতি পশ্চাদপসরণশালী এবং তাহাদিগকে এড়াইয়া চলে। এই হেতু প্রাচ্যের দিকে যুদ্ধের দৃশ্য অতি উৎসাহবর্দ্ধক ব্যাপার ও বিপদ উভয়ই—উৎসাহবর্দ্ধক, কারণ ইহাতে হিটলারের উদ্দেশ্য সফল হয় নাই; ইহাকে বিপদ সঙ্কেত মনে করা হয়, কারণ ইহাতে নূতন নূতন অঞ্চল বিপদাপন্ন হইতেছে।

প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন

বাঙলাদেশে স্বায়ত্তশাসনের ৫ম বর্ষ চলিয়াছে এবং ইহাতে পর্য্যালোচনা করা যাইতে পারে যে, প্রারম্ভ কাল হইতে যে সমুদয় প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিতেছে, তন্মধ্যে বাঙলা দেশ অন্যতম। এই শাসন পদ্ধতি সাধারণো ঘোষিত ও পুনরুক্ত আত্মনিয়ন্ত্রণ বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের পথে একটি অত্যাবশ্যক অবস্থা। সমগ্র বিশ্বের অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া এই সমস্যার প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে, ইহাতে দুইটি বিষয়ের মধ্যে যে কোন একটি নির্ব্বাচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে—

(১) হিটলার যদি বিজয়ী হন ইহাতে সমগ্র সভ্যজগত একজন উগ্র শাসনাধীনে আসিবে এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম লোপ পাইবে, বাক-প্রকাশক ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠানসমূহ নষ্ট হইবে। আমি জানি যে যাহাদিগের নিকট আমি অভিমত ব্যক্ত করিতেছি, তাহারা আমার সহিত একমত যে ইহাতে সমগ্র মানবজাতির শোচনীয় দুর্দ্দশা আনয়ন করিবে এবং বাঙলাদেশের লোকও তাহাতে বাদ যাইবে না। এই অবস্থা যাহাতে না আসে, তজ্জন্য আমাদিগকে পূর্ণ শক্তি দ্বারা অদম্য বাধা প্রদান করিতে হইবে।

(২) পক্ষান্তরে, আমরা জানি ও বিশ্বাস করি হিটলার পরাজিত হইবে এবং জাতিসমূহ একত্র হইয়া আধুনিক যুদ্ধের পুনরাভিনয় এবং ইহার বিভীষিকা নিবারণ করিবে। ইহার জন্য জাতীয় সেনাসমূহ হ্রাস করিতে এবং সম্ভবপর হইলে তুলিয়া দিতে হইবে এবং একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে বিরোধ মীমাংসা করিয়া দেওয়ার জন্য। এই কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে সৃষ্ট হইবে এবং উহার অনুসৃত নীতি বিভিন্ন অংশে প্রত্যেক অংশের বিভিন্ন শাখা কর্ত্তৃক পালিত হইবে অর্থাৎ প্রত্যেক জাতি, প্রদেশ, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ও সর্ব্বশেষ প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ নীতি অনুসারে চলিবে। এই কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশক নীতি যাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুসৃত হইবে তাহা বিরোধ মিটাইবার জন্য বল প্রয়োগ ও সর্ব্বযোচিত আইন তুলিয়া দিবে এবং আপোষে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রবর্ত্তন করিবে। একথা কেহ অস্বীকার করে না যে, বিরোধ থাকিবেই কিন্তু সেজন্য পৃথিবী কিম্বা উহার কোন অংশকে রক্তপাতে লিপ্ত হইতে দেওয়া হইবে না। বাণিজ্য বিরোধ, সম্পত্তি লইয়া বিরোধ বা ব্যক্তিগত বিরোধে এরূপ ঘটে না। বাণিজ্য বিরোধ ও সম্পত্তির বিরোধ নিরপেক্ষ আদালতে কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যস্থতায় ও পক্ষগণের স্বীকৃতিতে মীমাংসা হয় এবং প্রত্যেকেই একথা জানে যে, ব্যক্তি-বিরোধকে মধ্যস্থের কাছে হইতে নিবারণের জন্যই আদালত রহিয়াছে। এই নীতি, একমাত্র সত্যনীতি, যদি কার্য্যকরী করিতে হয়, তাহা হইলে সকল ব্যক্তি ও পক্ষকে এই নিরপেক্ষ আদালতের নির্দ্দেশ মানিয়া ও স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। আমরা সকলেই অবগত আছি যে, হিটলার সর্ব্বদাই প্রকাশ করিয়াছে যে তাহার দাবী পূর্ব্ব হইতেই মানিয়া লইলে তিনি কনফারেন্সে যোগদান করিতে প্রস্তুত। এই নীতিতে কোন কনফারেন্স সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না এবং সেইজন্য আজ আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইতেছে। এই নীতির প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, ইহার মূলতত্ত্ব জগতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকা চাই, ইহা শুধু রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে প্রয়োজন নয়; যাহারা সমিতি ও জাতি গঠন করে তাহাদের মধ্যেও ইহার প্রয়োজন। যদি ভারতবর্ষ যোগ্যভাবে তাহার অংশ গ্রহণ করিতে চায়, তাহা হইলে ভারতের প্রত্যেক অংশকে এই মূলতত্ত্ব গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা যুদ্ধের পরে করিলে হইবে না, এখনই করিতে হইবে। কারণ এখনও সমূহ বিপদ সম্মুখে এবং সমবেত চেষ্টা অত্যাবশ্যক। যখন আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, এই নীতিকে মানিয়া লওয়া হইতেছে না এবং বিরোধের মীমাংসার জন্য বল প্রয়োগ করা হইতেছে অথবা আপোষ মীমাংসায় অযথা বাধাপ্রদান করা হইতেছে, তখনই আপনারা জানিবেন যে, নিরাপত্তা রক্ষায় ও শান্তি স্থাপন প্রচেষ্টাকে ক্ষুণ্ণ ও নষ্ট করিয়া দেওয়া হইতেছে। যাঁহারা অদ্য অপরাহ্নে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, তাঁহারা জনসাধারণের নেতা। আপনারা নিজের মনে মনে জানেন যে, আমি যে নীতি বর্ণনা করিয়াছি উহাই উচ্চ নীতি এবং ইহা দ্বারাই সভ্যজীবন নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন। আমি আপনাদিগকে একথা বিশ্বাস করিতে অনুরোধ করিতেছি যে, এই নীতির প্রয়োগ রাজনীতিজ্ঞদের কনফারেন্সে যেমন দরকারী এখানে আপনাদের মধ্যে আপনাদের সমিতিসমূহ ও সম্প্রদায়ের মধ্যেও তেমনি দরকারী। আমি আপনাদিগকে উহা উপলব্ধি করিতে ও আপনাদের প্রভাব দ্বারা জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি, উহাই অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির ভিত্তি।

বাবু শৈলেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের বক্তৃতা বাংলা ভাষায় বুঝাইয়া দেন ও তৎপর ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। ধন্যবাদ প্রদান করিতে যাইয়া আবদুর রহমান চৌধুরী গভর্ণর বাহাদুরকে ঐ জেলার জনসাধারণের সাহায্য ও আনুগত্যের সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় হইতে অনুরোধ করেন। চা পানের পর গভর্ণর বাহাদুর সমাগত অতিথিদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ান। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডি, এম, বাষণ, আই-সি-এস, সকলের পরিচয় করাইয়া দেন।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর কলিকাতা হইতে দিনাজপুরে আসেন এবং রাজশাহী বিভাগের কমিশনার মিঃ এ, জে, ডাশ, সি-আই-ই, আই-সি-এস, ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। গভর্ণর বাহাদুর সার্কিট হাউসে পৌঁছিবার পর কতিপয় প্রধান প্রধান সরকারী ও বে-সরকারী ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তৎপর, প্রাতঃকালে গভর্ণর বাহাদুর সার্কিট হাউসে জেলা যুদ্ধ কমিটির সভ্যদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। খান সাহেব তজম্মল আলী যুদ্ধ কমিটির কার্য্য সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট পাঠ করেন। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর কমিটির কার্য্যের প্রশংসা করেন।

সর্ব্বশেষ যুদ্ধ তহবিলের চাঁদা মোট ৭৫,০০০৲ টাকা উঠিয়াছে এবং ডিফেন্স লোন কমিটি গত কয়েক মাসে ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট সম্বন্ধে অধিক টাকা দেওয়ার জন্য এই জেলায় সুখ্যাতি করিয়াছেন। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর মিতব্যয়িতার প্রয়োজন সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলেন। তিনি আরও বলেন যে, টাকা খাটাইবার প্রকৃষ্ট উপায় হইল যুদ্ধ-ঋণে ও সেভিংস সার্টিফিকেট ক্রয়ে টাকা খাটান; তাহাতে আর্থিক লাভ ত আছে, সঙ্গে সঙ্গে জাতির অতি বড় উপকার সাধিত হইবে।

[১০ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

যুদ্ধ-ভাণ্ডারে বাঙলার সাহায্য

বিভিন্ন জেলার দানের পরিমাণ

বিগত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিল এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফণ্ডে বিভিন্ন জেলা হইতে নিম্নোক্ত পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্বে প্রকাশিত হিসাবের পর যে পরিমাণ অর্থ উভয় তহবিলে সংগৃহীত হয়, শেষ দফায় তাহাও দেখান যাইতেছে।

		বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিল।	ইষ্ট ইণ্ডিয়া।	সাপ্তাহিক সংগৃহীত।
প্রেসিডেন্সী বিভাগ—				
(১) ২৪-পরগণা	..	৯১,৯৯৬৲	৯১,০৩০৲	৭,৮১৭৲
(২) যশোহর	..	৬৯,২২১৲	৬৮৩৲	..
(৩) খুলনা	..	৪৭,৯৬৫৲	৯৭৬৲	১,৬০৯৲
(৪) মুর্শিদাবাদ	..	৮১,৮০৯৲	১,৩২৮৲	৩০৲
(৫) নদীয়া	..	৮৪,২১১৲	২,৪৮৫৲	১,৪৬৬৲
মোট	..	৩,৭৫,২০২৲	৯৬,৫০৫৲	১০,৯২২৲
বর্দ্ধমান বিভাগ—				
(৬) বাঁকুড়া	..	৩১,৪৯০৲	৪৫৲	৫০৲
(৭) বীরভূম	..	২১,৬৬৫৲	১৩৩৲	..
(৮) বর্দ্ধমান	..	২,৫৮,৫৮২৲	৩৮,৮২৪৲	১৪,১৬১৲
(৯) হুগলী	..	৬৫,১৩৩৲	৯,৯৮৪৲	৪০৲
(১০) হাওড়া	..	৪০,৯১৮৲	৭০,৯৪৮৲	৩,১৫৯৲
(১১) মেদিনীপুর	..	৯১,৯৯০৲	৪,৩৪৪৲	৬,৮৩৭৲
মোট	..	৫,০৯,৭৭৮৲	১,২৪,২৭৮৲	২৪,২৪৭৲
চট্টগ্রাম বিভাগ—				
(১২) চট্টগ্রাম	..	১,১১,৭২১৲	৪৫,১২০৲	৪,৬৭৮৲
(১৩) পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	..	৮,১৪০৲	৬১৭৲	..
(১৪) নোয়াখালী	..	৭২,৫৬৩৲	২০২৲	৪৭৯৲
(১৫) ত্রিপুরা	..	১,৭২,৭৪৮৲	২,১৮০৲	৮৬৮৲
মোট	..	৩,৬৫,১৭২৲	৪৮,১১৯৲	৬,০২৫৲
ঢাকা বিভাগ—				
(১৬) বাখরগঞ্জ	..	১৪,০৫৮৲	৯৫,৩৬৫৲	৩,৫৫৯৲
(১৭) ঢাকা	..	১,৪৮,৫৬৬৲	৭৪,৩১৮৲	১১,৪০৫৲
(১৮) ফরিদপুর	..	৬১,৪৯৩৲	১,৬৫৮৲	১,৬০৫৲
(১৯) ময়মনসিংহ	..	১,৪৯,৪৯৯৲	৫,০১৬৲	১,৭৫০৲
মোট	..	৩,৭৩,৬১৬৲	১,৭৬,৩৯৭৲	১৮,৩১৯৲
রাজশাহী বিভাগ—				
(২০) বগুড়া	..	১০,৭৫০৲	২৫০৲	২৭২৲
(২১) দার্জ্জিলিং	..	৭৯,৭৭৮৲	৬৬,৮৩০৲	৩,৬৩০৲
(২২) দিনাজপুর	..	৭৪,৮৬৯৲	২৪৬৲	১,৪৬৮৲
(২৩) জলপাইগুড়ি	..	৫৮,৮৯৩৲	১,২২,৬২৯৲	৭,৫১৪৲
(২৪) মালদহ	..	৪২,৪৫৩৲	১,৫২২৲	১০১৲
(২৫) পাবনা	..	৩৯,৮৯৭৲	৯৩৩৲	৪৬৫৲
(২৬) রাজশাহী	..	৯০,১৫০৲	৪,৭৭১৲	৭১৲
(২৭) রংপুর,	..	৬০,১১০৲	১,২৫১৲	..
মোট	..	৪,৫৭,১২০৲	১,৯৮,৪৩২৲	১৩,৫২১৲

সংক্ষিপ্ত হিসাব

		বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিল।	ইষ্ট ইণ্ডিয়া।	সাপ্তাহিক সংগৃহীত।
বাঙলার বিভিন্ন জেলা হইতে সংগৃহীত		২০,৮১,০৮৮৲	৬,৪৩,৭৩১৲	৭৩,০১৪৲
বাঙলার বহির্ভূত জেলা হইতে প্রাপ্ত		৫,৪৭৩৲	২,৩৩,৯৩০৲	৭,৯৯৪৲
বঙ্গীয় মহিলা যুদ্ধ তহবিল	..	৭,৭৬,৩১৬৲	..	২১,৯২৩৲
ভারতীয় চা-কর সমিতি	..	২৫,০০০৲	...	..
ত্রিপুরা রাজ্য	..	৭,০০০৲	..	..
এ, বি, রেলওয়ে	..	১,০৪৭৲	১১,৪৩৮৲	৩৫৫৲
বি, এন, রেলওয়ে	..	১২৫৲	১,৩২,০৭৭৲	৬২৲
ই, বি, রেলওয়ে	..	৪৯১৲	৭৩,০২৭৲	৩,৭১৭৲
ই, আই, রেলওয়ে	..	৩১৭৲	১,৭৩,০০৬৲	৯,৮০০৲
মোট	..	২৮,৯৬,৮৫৭৲	১২,৬৭,২০৯৲	১,১৬,৮৬৫৲
কলিকাতা হইতে সংগৃহীত	..	৪,৯৬,৮৩৫৲	৪৮,৩০,১২৪৲	১,০৮,৮২২৲
সর্ব্ব মোট	..	৩৩,৯৩,৬৯২৲	৬০,৯৭,৩৩৩৲	২,২৫,৭০৭৲

বাঙলার আবহাওয়া ও ফসলের অবস্থা

দুই সপ্তাহের বিবরণী

গত ১৫ই অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় কোন কোন স্থানে অল্প বৃষ্টি হওয়া ছাড়া প্রদেশের সর্ব্বত্র প্রবল বারিপাত হইয়াছে। ইহার প্রভাব শীতকালীন শস্যের উপর বেশ ভালই হইবে। কিন্তু রবি শস্য কাটা সম্পর্কে উহা বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছিল। ত্রিপুরা জেলায় ৭,১৭৪ জন ব্যক্তিকে কর্ম্মের বিনিময়ে সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে এবং বীরভূম, হুগলী ও ত্রিপুরায় যথাক্রমে—৭,৭৫২, ৯৭৫, এবং ১০,০২৬ ব্যক্তিকে এই সপ্তাহে এককালীন দান প্রদান করা হইয়াছে। এই সপ্তাহে চাউল টাকায় ৬ সের ২ ছটাক হিসাবে বিক্রী হইয়াছে।

গত ২২শে অক্টোবর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় প্রদেশের সর্ব্বত্র কম-বেশী বারিপাত হইয়াছে। উঠ্‌তি ফসলের অবস্থা বেশ ভালই ছিল। বসন্ত কালের ফসল বপনের জমি তৈরী ও ফসল বপনের কাজ কোন কোন জায়গায় সুরু করা হইয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহে বীরভূম ও হুগলী জেলায় যথাক্রমে ৬,২৮২ এবং ৬৭৭ জন ব্যক্তিকে এককালীন দান প্রদান করা হইয়াছে। ত্রিপুরা জেলা হইতে কোন দুর্গতের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এই সপ্তাহে চাউলের দর টাকায় ৬ সের দুই ছটাক হিসাবে বিক্রী হইয়াছে।

চব্বিশ-পরগণা, ডায়মণ্ড হারবার, বারাকপুর, বারাসত ও বসিরহাটে টাকায় ৫ সের ১৩ ছটাক হইতে /৭ সের; নদীয়া, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও রাণাঘাটে /৬৷৷০ সাড়ে ছয় সের হইতে /৭ সাত সের; মুর্শিদাবাদ, লালবাগ, জঙ্গীপুর ও কান্দীতে টাকায় পৌনে ছয় সের হইতে /৭ সাত সের; যশোহর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল ও বনগ্রামে টাকায় পৌনে ছয় সের হইতে সোয়া সাত সের; খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাটে টাকায় সোয়া পাঁচ সের হইতে ছয় সের; বর্দ্ধমান, আসানসোল, কাটোয়া ও কালনায় ছয় সের হইতে সের দুই ছটাক; বীরভূম ও রামপুরহাটে টাকায় ছয় সের নয় ছটাক হইতে পৌনে সাত সের; বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে টাকায় সোয়া সাত সের হইতে সাত সের ছয় ছটাক; মেদিনীপুর, কাঁথি,, তমলুক, ঘাটাল ও ঝাড়গ্রামে সাড়ে পাঁচ সের হইতে সাত সের তের ছটাক; হুগলী, শ্রীরামপুর ও আরামবাগে /৬৷৵০ ছয় সের ছয় ছটাক হইতে পৌনে সাত সের; হাওড়া ও উলুবেড়িয়ায় ছয় সের দশ ছটাক হইতে সাত সের; রাজশাহী, নওগাঁ ও নাটোরে ছয় সের; দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁ ও বালুরঘাটে সাড়ে পাঁচ সের হইতে সাড়ে ছয় সের; জলপাইগুড়ি ও আলীপুরে /৫৷৷০ সাড়ে পাঁচ সের; দার্জ্জিলিং, কার্সিয়াং, শিলিগুড়ি ও কালিম্পংএ সাড়ে পাঁচ সের হইতে ছয় সের; রংপুর, নিলফামারী, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধায় পৌনে ছয় সের হইতে ছয় সের; বগুড়ায় টাকায় পাঁচ সের তের ছটাক; পাবনা ও সিরাজগঞ্জে /৬৷৷০ সাড়ে ছয় সের; মালদহে টাকায় /৭ সাত সের; কুচবিহারে টাকায় ৬ সের পাঁচ ছটাক; ঢাকা, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জে টাকায় পাঁচ সের দুই ছটাক হইতে সাড়ে পাঁচ সের; ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জে টাকায় সাড়ে পাঁচ সের হইতে সাড়ে ছয় সের; ফরিদপুর, গোয়ালন্দ, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জে টাকায় পাঁচ সের হইতে সাড়ে ছয় সের; বাখরগঞ্জ, পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও দক্ষিণ সাহাবাজপুরে টাকায় পাঁচ সের হইতে সোয়া পাঁচ সের; চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে টাকায় /৭ সাত সের হইতে /৮ সের; ত্রিপুরা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুরে টাকায় পৌনে ছয় সের হইতে সোয়া ছয় সের; নোয়াখালী ও ফেণীতে সোয়া ছয় সের হইতে সাড়ে ছয় সের; পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে টাকায় সাত সের; ত্রিপুরা রাজ্যে টাকায় /৬ সের হইতে সোয়া সাত সের।

পরিণামে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী

মিঃ চার্চ্চিল ও মঃ ষ্ট্যালিনের তেজোদৃপ্ত বক্তৃতা

মিঃ চার্চ্চিলের বক্তৃতা

গত ৭ই নভেম্বর উত্তর-পূর্ব্ব ইংলণ্ডে মিঃ চার্চ্চিল একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতায় তিনি ঘোষণা করেন—বৃটিশ জাতিকে তাহার সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করা কোনক্রমেই সম্ভব নহে। আকস্মিক আঘাত অথবা দীর্ঘস্থায়ী ক্লেশ, যে অবস্থাতেই আমরা পতিত হই না কেন, আমরা আমাদের আদর্শ এবং নীতির পরিবর্ত্তন করিব না। বর্ত্তমান যুদ্ধ এড়াইবার জন্য আমরা যতদূর সচেষ্ট ছিলাম এমন আর কোন দেশ ছিল কি না, জানি না। তবে, একথা নিঃসংশয়ে আমি বলিতে পারি, একদিন যাহারা আমাদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিল, যদি আজ তাহারাই আবার শান্তির আলোচনা চালাইতে অনুরোধ জানায়, তবে সেই ক্ষেত্রেও আমরা আমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদনে যথাসাধ্য সচেষ্ট হইব। অতীতে এইরূপ ঘটনা আরো বহুবার ঘটিয়াছে। বহুবার আমাকে প্রশ্ন করা হইয়াছে, এই যুদ্ধে আমরা কি ভাবে জয়লাভ করিব। এই প্রশ্নের সঠিক এবং চূড়ান্ত মীমাংসা আমি করিতে পারি নাই। তবে আমরা যথাসাধ্য আমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতেছি। আমাদের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। আমাদের নানা ভুলভ্রান্তি এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমাদিগকে শেষ পর্য্যন্ত লাভবানই করিয়া তুলিয়াছে। বিপজ্জনক পরিস্থিতি আমরা প্রায় অতিক্রম করিয়াছি। অতীতেও আমরা আমাদের কর্ত্তব্য হইতে কোন দিন বিচলিত হই নাই। আমাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি আমাদিগকে যে দিকে পরিচালিত করিয়াছে, শেষ পর্য্যন্ত তাহা সম্পাদন করিয়া গিয়াছি। সেদিন রণোন্মাদনায় যাহারা মাতিয়া উঠিয়াছিল, শেষ পর্য্যন্ত দেখিয়াছি তাহারাই রণক্ষেত্রে অস্ত্র ত্যাগ করিয়া শান্তি ও ক্ষমা যাচ্ঞা করিয়া আর্থিক সাহায্যের জন্য আমাদের নিকট ছুটিয়া আসিয়াছে। অতীতের সেই অভিজ্ঞতা আমরা পুনরায় অর্জ্জন করিব। আমরা সেই জন্য প্রস্তুত রহিয়াছি। মাঝে মাঝে ভাবিয়া বিস্মিত হই, একদিন যে শয়তান শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছিল, বীভৎস নাৎসী অত্যাচারের সুযোগ পাইয়া কি করিয়া তাহার পুনরুত্থান সম্ভব হইল। আবার আমাদিগকে সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও কঠোর আত্মত্যাগের সম্মুখীন হইতে হইতেছে। কিন্তু কষ্ট যত তীব্রই হউক, আমরা হতোদ্যম হইব না। একটু ভবিষ্যৎ চিন্তা এবং অধ্যবসায়ের সহিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া গেলে হইতে পুনরায় আমাদের জীবদ্দশায়—এমন কি আমাদের বংশধরদের আমলেও আর এই বিপদের পুনরুত্থান সম্ভব হইত না। যাহা হউক, নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদনে আমরা পশ্চাদ্‌পদ হইব না। ২ বৎসর ৩ মাস পূর্ব্বে সম্পূর্ণ একা আমাদিগকে পৃথিবীর মুক্তির অগ্রদূতরূপে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। সেদিনের সঙ্কল্প হইতে আমরা আজও বিচ্যুত হই নাই। সেদিনের যুদ্ধে আমাদের একটি অস্ত্রও অক্ষত হইয়া ফিরিয়া আসে নাই। ডানকার্ক হইতে আমরা আমাদের সৈন্যদের অপসারণ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমাদের সৈন্যগণ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া রিক্তহস্তে সমরাঙ্গন পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। সেদিন ইংলণ্ড অথবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে আর কোন দেশ আমাদিগকে সাহায্য করিতেও আসেই নাই, বরং তাহারা এই স্থির করিয়াছিল ইংলণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘনাইয়া আসিয়াছে,—ইংলণ্ডকে ভবিষ্যতে আর উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে না। কিন্তু তাহাতে আমরা পশ্চাৎপদ হই নাই। বরং শত্রুর সকল ক্ষমতা ও হুমকি উপেক্ষা করিয়া আমরা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়াছি। সংগ্রামের সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কটপূর্ণ সন্ধিক্ষণ অতিক্রম করিয়া আজ আমরা পুনরায় আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের শক্তি অর্জ্জন করিয়াছি। আজ আর আমরা একা বা বিচ্ছিন্ন নই। অতলান্তিক সনদে যে কথা আমরা ঘোষণা করিয়াছিলাম, তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতেছি যে, একদিকে আমাদের ন্যায় এবং আইনের আদর্শ এবং অপর পক্ষে শত্রুর পাপপূর্ণ অন্যায় নীতির দরুণ পৃথিবীর অন্যান্য বৃহৎ জাতিগুলি আজ স্বেচ্ছায় ব্রিটেনের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়াছে।

রাশিয়া আজ অমিতবিক্রমে সংগ্রাম করিতেছে এবং ইহার ফলাফলও বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। অনাদিকে আমেরিকা সমস্ত বিপদ-আপদের ঝুঁকি লইয়া আটলান্টিকের অপর তীর হইতে আমাদের সাহায্যার্থ সমরোপকরণ প্রেরণের জন্য আগ্রহশীল হইয়া উঠিয়াছে। মার্কিণ রণতরীসমূহ একদিকে রুশ, গ্রেট-বৃটেনে সমর সম্ভার প্রেরণে সাহায্য করিতেছে, তেমনি অন্যদিকে ব্রিটিশ রণতরীর সহিত একযোগে হইয়া আক্রমণকারী শত্রু জাহাজগুলির ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

পথ যত দুর্গম এবং বিস্তীর্ণ হউক, আমরা অবিচলিত ভাবে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইব। অতীতেও তাহাই করিয়াছি। ক্রুদ্ধ বা অনাবশ্যক কোন সুখ সম্পদের প্রতিশ্রুতি আমি কোন দিন কাহাকেও দেই নাই। বরং, এই পর্য্যন্ত আমি দুঃসংবাদ এবং নানা দুরবস্থার কথাই আপনাদিগকে শুনাইয়া আসিয়াছি। তবে পরিণামে আমাদেরই ভাল হইবে, এ সম্পর্কে আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার অবসান হইয়া সমগ্র পৃথিবীতে কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হইবে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আজ যাহারা সকল দুঃখ ক্লেশ বরণ করিয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহাদের নাম চির উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। সমগ্র মানব জাতির সম্মুখে তাঁহারা যে মহৎ দৃষ্টান্ত রাখিয়া গেলেন, সেজন্য মানুষ চিরদিন তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিবে।

মঃ ষ্ট্যালিনের বক্তৃতা

গত ৭ই নভেম্বর শুক্রবার সকালে মস্কোর রেড স্কোয়ারে সোভিয়েট সৈন্যবাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শনান্তে মঃ ষ্ট্যালিন এক বক্তৃতায় বলেন :—“দারুণ সঙ্কটের মধ্যে আমরা এবার অক্টোবর বিপ্লবের ২৪তম বার্ষিকী পালন করিতেছি। বিশ্বাসঘাতক জার্ম্মাণ দস্যুদের আক্রমণে আমাদের দেশ বিপন্ন হইয়াছে। সোভিয়েটের বীর নরনারী আজ গরিলাবাহিনী গঠন করিয়া আক্রমণকারী জার্ম্মাণবাহিনীর পশ্চাদ্‌ভাগে বিশৃঙ্খলা ঘটাইতেছে। সামরিক বিপর্য্যয় সত্ত্বেও আমাদের সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনী সমগ্র রণাঙ্গনে বিপুল বিক্রমে প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করিতেছে। কোন কোন অঞ্চল সাময়িক ভাবে শত্রু কবলিত হইয়াছে এবং জার্ম্মাণগণ আজ লেনিনগ্রাড ও মস্কোর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু ২৩ বৎসর পূর্ব্বে যে অবস্থা ছিল, তদপেক্ষা বর্ত্তমানে আমাদের অবস্থা অধিকতর সুবিধাজনক হইয়াছে। আজ আমরা কয়েকটি রাষ্ট্রকে মিত্ররূপে পাইয়াছি এবং তাঁহারা জার্ম্মাণ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে আমাদের সহিত সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠন করিয়াছেন। আমাদের লোকবল অফুরন্ত। কতকগুলি বিভীষিকাগ্রস্ত ক্ষীণবল বুদ্ধিজীবী আমাদের শত্রুদের যেরূপ শক্তিশালী বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে, তাহারা প্রকৃতপক্ষে সেরূপ শক্তিশালী নহে। লাল ফৌজ প্রতিরক্ষার সংগ্রামে তাহাদের অপেক্ষা বহুগুণ অধিক জার্ম্মাণ সৈন্যকে ভীত ও সন্ত্রস্তভাবে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছে। জার্ম্মাণীর অপরিমেয় ক্ষতি হইতেছে। শুধুই যে অধিকৃত দেশসমূহে বিদ্রোহের ঘনঘটা দেখা দিয়াছে তাহা নহে, খাস জার্ম্মাণীর জনগণও আজ বিদ্রোহোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার কোন সম্ভাবনাই তাহারা দেখিতেছে না।

জার্ম্মাণীর প্রকৃত অবস্থা বিচার করিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, তাহাদের সর্ব্বনাশ আসন্ন হইয়াছে।

মঃ ষ্ট্যালিন আরও বলেন :—“প্রতিপক্ষ ধারণা করিয়াছিল যে তাহারা প্রথম আঘাতেই আমাদের সৈন্যবাহিনী পর্য্যুদস্ত করিতে সক্ষম হইবে এবং আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি তাহাদের পদানত হইবে। কিন্তু তাহারা হিসাবে গোড়াতেই ভুল করিয়াছিল। সাময়িক বিপর্য্যয় সত্ত্বেও আমাদের সৈন্য বাহিনী সমগ্র রণাঙ্গনে বিপুল বিক্রমে শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করিতেছে ও তাহাদের বিপুল ক্ষতি করিতেছে। সমগ্র দেশ আজ এক অখণ্ড যোদ্ধ শিবিরে পরিণত হইয়াছে। এমন এক সময় ছিল, যখন আমাদের অবস্থা বিশেষ অসুবিধাজনক ছিল। ১৯১৮ সনে যখন আমরা অক্টোবর বিপ্লবের প্রথম বার্ষিকী পালন করি, ঐ সময়কার অবস্থা স্মরণ করুন। তৎকালে আমাদের দেশের তিন-চতুর্থাংশ বৈদেশিক শক্তির কবলিত ছিল। ইউক্রেন, ককেশাস, মধ্য-এশিয়া, উরাল অঞ্চল, সাইবেরিয়া এবং সুদূর প্রাচ্য আমাদের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। আমাদের কোন মিত্র রাষ্ট্র ছিল না বা লালফৌজও ছিল না। লালফৌজ মাত্র ঐ সময় আমরা গঠন করিতেছিলাম। দেশে খাদ্যাভাব—অসম্ভব ছিল না—পরিধেয় বস্ত্রেরও তৎকালে আমাদের অভাব ছিল। ১৪টি রাষ্ট্র ঐ সময় আমাদের দেশের উপর চাপ দিতেছিল; কিন্তু আমরা নিরুৎসাহ হই নাই। যুদ্ধের তাণ্ডবলীলার মধ্যে আমরা লালফৌজ গঠন করিয়াছিলাম ও সমগ্র দেশটিকে এক যোদ্ধ শিবিরে পরিণত করিয়াছিলাম। মহামানব লেনিন তৎকালে আমাদের অনুপ্রেরণা যোগাইয়াছিলেন। পরিণামে বৈদেশিক শক্তিবর্গকে পরাজিত করিয়া আমরা আমাদের হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধার করিয়াছিলাম।

সোভিয়েটের বিপুল সম্পত্তি

২৩ বৎসর পূর্ব্বেকার সেই অবস্থা অপেক্ষা আজ আমাদের অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে। খাদ্য শিল্প দ্রব্য ও কাঁচা মালের দিক হইতে আজ আমাদের দেশ পূর্ব্বাপেক্ষা বহু গুণে সমৃদ্ধ। আজ আমরা মিত্র-শক্তি লাভ করিয়াছি। আজ আমরা ফ্যাসিষ্ট অত্যাচারে নিষ্পেষিত ইউরোপীয় জনগণের সহানুভূতি লাভ করিয়াছি। আমাদের গৌরবোজ্জ্বল সৈন্য ও নৌবাহিনী জীবনপাত করিয়া তাহাদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে। খাদ্য, বস্ত্র এবং অস্ত্রশস্ত্রেরও আজ আমাদের তেমন অভাব নাই। ‟জার্ম্মাণীর হিংস্র ফ্যাসিষ্ট বাহিনীর পরাজয় ঘটানোর উদ্দেশ্যে আজ সমগ্র দেশ আমাদের সৈন্য ও নৌবাহিনীর সহিত সহযোগিতা করিতেছে এবং মহামতি লেনিনের স্মৃতি ও তাঁহার বিজয় পতাকা আজ আমাদের প্রেরণা যোগাইতেছে। এ অবস্থায় আমরা যে আক্রমণকারী জার্ম্মাণদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করিব—এ সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ আছে কি?

জার্ম্মাণীর অবস্থা

জার্ম্মাণীতে আজ দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য রাজত্ব করিতেছে। চারি মাসের যুদ্ধে তাহার ৪৫ লক্ষ সৈন্য ক্ষয় হইয়াছে ও তাহার সমস্ত সমর সম্পত্তি নিঃশেষপ্রায় হইয়াছে। আক্রমণকারী জার্ম্মাণগণ আজ তাহাদের শেষ শক্তি প্রয়োগ করিতেছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহারা কখনও এরূপ চাপ সহ্য করিতে পারিবে না। হিটলার কবলিত জার্ম্মাণী তাহার নিজের দুষ্কর্ম্মের চাপেই আর কয়েক

[৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

জাতিগঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

বাঁকুড়া (সদর)—

পুকুর মধ্যে বহু বাড়ী, ঘরদোর এবং রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা হইয়াছে এবং গত সেপ্টেম্বর মাসে গ্রামবাসিগণের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে একটা উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। মহকুমা এবং গঙ্গাজলঘাটি থানা পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কিত কতকগুলি সভা আহূত হইয়াছিল এবং সোনামুখী ও গঙ্গাজলঘাটিতে পল্লী-প্রদর্শনী খুলিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত স্বেচ্ছা-প্রণোদিত শ্রমে ঐ ইউনিয়ন বোর্ডের সাহায্যে মালিয়ারা কুষ্ঠাশ্রমের সংস্কার সাধন করা হইয়াছে।

যে সকল জমিতে অন্য কোন ফসলের চাষ হয় নাই, কৃষকগণকে সেই সকল জমিতে রবি শস্য বপন করিতে উৎসাহিত করা হইয়াছে এবং জেলা কৃষি কর্মচারীর নিকট উন্নত ধরণের বীজ চাহিয়া পাঠান হইয়াছে।

মেজিয়া পল্লী সমিতি একটি প্রকাণ্ড বিল হইতে জল নিকাশনের নিমিত্ত একটি খালের কিয়দংশ খনন করিয়াছে। এই বিল কতকগুলি ধানী জমিকে চাষের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এবং সকল সময় জলে ডুবাইয়া রাখিত। উক্ত খালের বাদবাকি অংশ খনন করিবার নিমিত্ত তাহারা ৩০০৲ টাকা কৃষি ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। আশা করা যায় যে, এই সংস্কারের ফলে এখন হইতে একশত বিঘা জমিতে ধান ও রবিশস্য বপন করা সম্ভবপর হইবে।

গঙ্গাজলঘাটি পল্লী-মঙ্গল সমিতি এবং শীতলা আদর্শ সমিতি কর্তৃক পরিচালিত ফুটবলের শিল্ড প্রতিযোগিতা শেষ হইয়াছে এবং এই ব্যাপারে বিশেষ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

জেলা বোর্ডের শিক্ষা বিভাগীয় কর্মচারীদল কর্তৃক সংগঠিত ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বক্তৃতা গঙ্গাজলঘাটি থানার অন্তর্গত দশটি গ্রামে এবং বড়জোড়া থানার অন্তর্গত দশটি গ্রামে প্রদত্ত হইয়াছিল।

জেলার ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার হইতে পল্লী গ্রন্থাগারসমূহে নূতন নূতন পুস্তক সরবরাহ করা হইয়াছে।

রাজশাহী—

গত আগষ্ট মাসে আরাণী অঞ্চলে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে যে সকল পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, নিম্নে তাহার বিবরণী প্রদত্ত হইল:—

হরিপুর ও ঝিনা পল্লী-উন্নয়ন সমিতি মিস্ত্রিপাড়া হইতে চক মাহাপুর এবং বগারবাড়িয়া হইতে হরিপুর পর্য্যন্ত এক মাইল দীর্ঘ একটি নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই নূতন রাস্তার উপর একটি কাঁচা পুলও তৈরী করা হইয়াছে।

ডাঙ্গাপাড়া চক যোনাবর পল্লী-উন্নয়ন সমিতি এক মাইল দীর্ঘ একটি পথ মেরামত, পরিপার্শ্বস্থ জঙ্গল সাফ্ এবং ডোবা ও পুষ্করিণীসমূহ হইতে বহু জঞ্জাল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে পরিষ্কার করিয়াছে।

আরাণী ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের আহ্বানে একটি পল্লী সংগঠন সম্পর্কিত সভার অধিবেশন হইয়াছে এবং উক্ত সভায় প্রায় চারি শত ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। পল্লী সংগঠন সম্পর্কিত কার্য্যের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা এবং প্রত্যেকের সেভিং ব্যাঙ্কে টাকা জমা করা সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট চাষের নিমিত্ত কৃষকগণের মধ্যে তুলার বীজ বিতরণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরাণী ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত দুর্গত, অভাবগ্রস্ত ও রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কুইনাইন বিতরণ করা হইয়াছে। স্পেশাল অফিসার সারুয়া ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত হলদিঘাটি নামক স্থানে পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কিত একটি সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সভায় বেশ জনসমাগম হইয়াছিল এবং সভাস্থলে মহকুমা হাকিম, স্পেশাল অফিসার, সার্কেল অফিসার এবং থানার আসিষ্টেণ্ট ইন্‌সপেক্টর পল্লী অঞ্চলের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য রক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন।

পাবা ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত একটি বয়ন বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। এই বিদ্যালয় হইতে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহা বাজারে বিক্রী করা হয় এবং জনসাধারণ সেই দ্রব্যাদি বিশেষ পছন্দ করে।

চরঘাট থানার অন্তর্গত আরাণী ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন সিন্ধা পাঁচপাড়া পল্লী-উন্নয়ন সমিতি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত শ্রমে একটি পল্লী মিলনাগার স্থাপন করিতেছে এবং গত সেপ্টেম্বর মাসে পুষ্করিণীসমূহ হইতে জঞ্জাল সাফ্ করিয়াছে।

ঝিনা পল্লী-উন্নয়ন সমিতি ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তার পাশের জঙ্গল সাফ্ করিয়াছে এবং আরাণী পল্লী-উন্নয়ন সমিতি আরাণী বাজার হইতে ব্রাহ্মণপাড়া পর্য্যন্ত যে আধ মাইল রাস্তা গিয়াছে, তাহার দুই পাশের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছে।

পাঁচপাড়া পল্লী-উন্নয়ন সমিতি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছা-প্রণোদিত শ্রমে আধ মাইল লম্বা একটি পুরাতন রাস্তার সংস্কার সাধন করিয়াছে।

আরাণী ইউনিয়ন বোর্ডের দাতব্য চিকিৎসালয় রোগাক্রান্ত লোকদিগের মধ্যে কুইনাইন বিতরণ করিয়াছে।

পুঠিয়ার ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি দেড় মাইল দীর্ঘ একটি জল নিকাশের খাল পুনরায় খনন করিয়া বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত পুঠিয়া থানার অন্তর্গত প্রায় প্রত্যেকটি ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল হইতে কচুরী-পানা পরিষ্কার করা হইয়াছে।

সার্কেল অফিসার চরঘাট, সরদা, হালিরকুৎসা এবং চাঁরপাড়া নামক স্থানে পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কিত সভা আহ্বান করিয়াছিলেন এবং স্থানীয় জনসাধারণকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত তিনি এই সকল সভায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রত্যেকটি সভায় জনসাধারণকে শারীরিক, আর্থিক, সংস্কৃতিমূলক এবং ধর্ম্ম বিষয়ক উন্নতি সাধন করিতে উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে।

তানোর পল্লী-উন্নয়ন সমিতি আলোচ্য মাসে একটি সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করিয়াছে।

পাবা পাটি-বয়ন বিদ্যালয়ে উৎপন্ন দ্রব্যাদি দেখিয়া জনসাধারণ বিশেষ প্রীত হইয়াছে।

এই জেলায় আরও অধিক সংখ্যক নৈশবিদ্যালয় ও পল্লী-উন্নয়ন সমিতি ক্রমশঃ স্থাপিত হইতেছে।

ঢাকা—

ঢাকা জেলার মনোহরদী থানার অন্তর্গত বাজনাব ইউনিয়নের অধীন বাজনাব 'পল্লীমঙ্গল সমিতি' অল্প দিন হইল স্থাপিত হইয়াছে। অত্যল্পকাল মধ্যেই ইহার কর্ম্মিগণ দীন দুঃখী পল্লীবাসীর অশেষ কল্যাণসাধন করিয়া প্রকৃত জনসেবকের পরিচয় দিয়াছেন।

বাজনাব ইউনিয়নের ১০ মাইল এরিয়ার মধ্যে কোন দাতব্য চিকিৎসালয় না থাকায় স্থানীয় লোকেরা বহুদিন যাবত চিকিৎসার ব্যাপারে অভাববোধ করিয়া আসিতেছিল। এই সমিতি একটী দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা কেন্দ্র খুলিয়া দরিদ্র জনগণের বিশেষ কল্যাণসাধন করিয়া দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। চিকিৎসালয়টী একজন পাশ করা ডাক্তার কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। আজ পর্য্যন্ত ইহাতে রোগীর সংখ্যা ১,০২৩ জন দাঁড়াইয়াছে।

এই সমিতি বিগত ইংরাজী ৭ই মে তারিখে বাজনাব ইউনিয়নের মধ্যের বিলের ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী চাষীদের সহযোগিতায় উক্ত বিলের সমুদয় কচুরীপানা ধ্বংস করিয়াছে।

বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণার্থে এই সমিতি তিনটী রজনী-বিদ্যালয় ও কয়েকটী মক্তব স্থাপন করিয়াছে। শিক্ষাদান কার্য্য রীতিমত চলিতেছে এবং খাতাপত্র যথারীতি রক্ষিত হইতেছে।

এই সমিতি ইউনিয়নের কয়েকটী পুলের পুনর্গঠনে কৃতসংকল্প হইয়াছে। অচিরেই ইহাদের কাজ আরম্ভ হইবে।

গোয়ালন্দ (ফরিদপুর)—

এই মহকুমার ১০ নং পল্লী-কল্যাণ শাখা গত আগষ্ট মাসে চর ভাদ্রত, দারোগা, বড় বস্তমর্দীয়া এবং অন্যান্য গ্রামে কাজ করিয়াছে। এই শাখা সংলগ্ন ডিস্পেনসারীতে বহু লোক চিকিৎসিত হইয়াছে এবং গড়ে ১০০ ব্যক্তি করিয়া ঔষধাদি প্রাপ্ত হইয়াছে। স্বাস্থ্য, শিল্প এবং কৃষি সম্পর্কে সরকার যে রেকর্ড তৈরী করিয়াছেন, তাহা জনসাধারণ বিশেষভাবে উপভোগ করিয়াছে। "হিন্দু-মুসলমান মিলন" এবং "অতিথি সৎকার" নামে যে দুইটি রেকর্ড বাজানো হইয়াছিল, তাহা বিশেষভাবে জনগণের মনোহরণ করিয়াছিল। ফিল্ম সহযোগে কৃষি কার্য্যের আধুনিক রীতিনীতি, পল্লী-উন্নয়ন, পল্লীর স্বাস্থ্যরক্ষা, নিরক্ষর বয়স্ক ও শিশুদিগের শিক্ষা, পশ্বাদির কল্যাণ এবং আরও অন্যান্য বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করা হইয়াছিল।

দুইটি এলাকার অন্তর্গত প্রত্যেকটি গ্রামে পল্লী-মঙ্গল সমিতি স্থাপন করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। চলতি নৈশ বিদ্যালয়গুলি বেশ সন্তোষজনকভাবে কাজ করিয়া চলিয়াছে।

পাতুলার ম্যালেরিয়া-নিবারণী সমিতি এবং পদমদীর মুসলীম যুবক সমিতি উক্ত অঞ্চলের জঙ্গল সাফ্ করিতেছে। কর্ম্মের বিনিময়ে সাহায্য ভাণ্ডারের তহবিল হইতে ব্যাপকভাবে কচুরী পানা ও জঙ্গল সাফ্ করা হইতেছে।

নাৎসীদের অস্ত্র-নির্ম্মাণ প্রচেষ্টা

ইউরোপের সর্ব্বত্র কারখানা চালাইবার মতলব

ডেইলী মেলের ফরাসী সীমান্তস্থিত সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, 'মন্ত্রণী তাঁবেদার এবং কারখানা মালিকদের সহায়তায় হিটলার আগামী শীতকালে ইউরোপের সর্ব্বত্র বিপুল পরিমাণে যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছে। বর্ত্তমানে বিবেনট্রপ এই পরিকল্পনাটি লইয়া ব্যস্ত আছেন। অধিকৃত এবং অনধিকৃত ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, নরওয়ে, এমন কি পোল্যাণ্ডেও জার্ম্মাণী যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতেছে। খোদ জার্ম্মাণীতে উৎপন্ন অস্ত্রাদি তো আছেই।

এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য দুইটি। প্রথমতঃ, পূর্ব্ব সীমান্তে জার্ম্মাণীকে যে বিপুল পরিমাণ রণ-সম্ভার হারাইতে হইয়াছে সেই ক্ষতি পূর্ণ করা, ও দ্বিতীয়তঃ, অস্ত্রনির্ম্মাণ কারখানাগুলিকে এমনভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া রাখা, যাহাতে রাজকীয় বিমান বাহিনীর পক্ষে এগুলিকে আক্রমণ করা কঠিনতর হইয়া উঠে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

ক্রিমিয়ার আর একটি শহরের পতন

হিটলারের হেডকোয়ার্টার হইতে প্রচারিত জার্মাণ হাইকম্যাণ্ডের এক এস্তাহারে পূর্ব্ব ক্রিমিয়ায় "কৃষ্ণসাগর উপকূলস্থ পোতাশ্রয় ও শহর থিয়োডোসিয়া" দখলের দাবী করা হইয়াছে। থিয়োডোসিয়া সেবেস্তপোলের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত এবং উহা কার্চের পূর্ব্ব দিক পর্য্যন্ত গিয়াছে। এস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে যে, ক্রিমিয়ায় "শত্রুপক্ষের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সৈন্যদল কর্ত্তৃক আঞ্চলিক প্রতিরোধের অবসান ঘটিয়াছে।"

মধ্য-রণাঙ্গনে রুশবাহিনীর সাফল্য

মস্কোয় আধা-সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণরা মস্কো রণাঙ্গনের যুদ্ধে বহুবার নারা নদী অতিক্রমের চেষ্টা করিলে সোভিয়েট সৈন্যরা প্রত্যেকবারই তাহাদের প্রতিহত করে। উক্ত সংবাদে মস্কো রণাঙ্গনের ভোলো কোলামস্ক অঞ্চলে শত্রুপক্ষের কয়েকবার আক্রমণ প্রতিহত করার সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে। মোজাইস্কের দিকে শত্রুরা বিশেষ দুরপ্রতিজ্ঞ হইয়া ব্যূহভেদের চেষ্টা করে। সোভিয়েট সৈন্যরা একস্থানে সাফল্যের সহিত পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া শত্রুপক্ষের গুরুতর ক্ষতি সাধন করে এবং অতঃপর নূতন ঘাঁটি দখলের জন্য অগ্রসর হয়।

ক্রিমিয়া ও কালিনিন অঞ্চলে প্রচণ্ড সংগ্রাম

সোভিয়েট নৈশ এস্তাহারে প্রকাশ: "৩রা নভেম্বর রুশীয় সৈন্যগণ সমগ্র রণাঙ্গন জুড়িয়া শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়াছে। ক্রিমিয়া এবং কালিনিনের দিকেই সংগ্রাম তীব্র হয়। ২রা নভেম্বর ১৩ খানা জার্ম্মাণ প্লেন ধ্বংস হয়। ৩টি রুশীয় বিমানপোত খোয়া যায়। ৩রা নভেম্বর মস্কোর প্রবেশপথে ২টি জার্ম্মাণ প্লেন ভূপাতিত করা হয়।

ক্রিমিয়ায় প্রচণ্ড যুদ্ধ

ক্রিমিয়ার রক্তপ্লাবিত রণক্ষেত্রে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। ক্রিমিয়ার অবস্থা এখনও খুব সঙ্কটজনক। ক্রিমিয়া রক্ষায় নিযুক্ত বাহিনী পিছু হটিয়া নূতন ব্যূহ রচনা করিতেছে। কোন কোন স্থানে জার্ম্মাণরা সোভিয়েট বাহিনীকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিয়াছে।

জার্ম্মাণরা সমগ্র ক্রিমিয়া দখল করে নাই

কুইবিশেভের সংবাদে জানা যায়, জার্ম্মাণরা "প্রায় সমগ্র ক্রিমিয়া" দখল করিয়াছে বলিয়া যে দাবী করিতেছে, মঃ লজভস্কি তাহা অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, রোস্তভের উপর প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে।

মস্কোর সকল অঞ্চলে জার্ম্মাণীর নূতন অভিযান

মঃ লজভস্কি জানাইয়াছেন যে, গত ৪৮ ঘণ্টায় মস্কো সীমান্তের সকল অঞ্চলে জার্ম্মাণরা পুনরায় নূতন অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। টুলা অভিমুখেই প্রচণ্ডতম আক্রমণ চালান হইয়াছে এবং এক্ষণে টুলার প্রবেশপথে সংগ্রাম চলিতেছে। অধিকৃত দেশসমূহ হইতে রিজার্ভ সেনাদল আনিয়াও জার্ম্মাণরা অগ্রসর হইতে পারে নাই।

কালিনিন অঞ্চলে জার্ম্মাণীর সৈন্য সমাবেশ

সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ক্রিমিয়া, মোজাইস্ক ও কালিনিনে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে।

মস্কো বেতারে বলা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণরা কুর্স্কের প্রবেশ পথে এবং কালিনিন অঞ্চলে নূতন আক্রমণ চালাইবার জন্য রিজার্ভ সৈন্যদল আনয়ন করিতেছে। কুর্স্কে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে এবং শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্কসমূহের রুশ ব্যূহ ভেদের চেষ্টা ব্যর্থ করা হইয়াছে। কালিনিন অঞ্চলের রিজার্ভ পদাতিক পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনীকে রণাঙ্গনে প্রেরণ করা হইতেছে। উক্ত অঞ্চলের একটি স্থানে জার্ম্মাণরা সোভিয়েট বাহিনীকে ভলগা নদীর দক্ষিণ তীর হইতে বাম তীরে হটিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছে।

সোভিয়েট বিমান বাহিনীর হানা

মস্কো বেতারে বলা হইয়াছে যে সোভিয়েট বিমান বাহিনী ষ্ট্যালিনো, কোয়েনিস্, সবাগ ও বিসার আক্রমণ চালায়। উক্ত স্থানগুলিতে বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড লক্ষ্য করা যায়।

ককেশাস অভিমুখে জার্ম্মাণ অভিযান

"আসোসিয়েটেড প্রেসের" সামরিক সংবাদদাতার অভিমত এই যে, ককেশাসের তৈল লাভের জন্য সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে এবং মস্কো অঞ্চলে তুষারপাতের দরুন রাস্তাগুলি শক্ত হওয়ায় জার্ম্মাণদের রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইবার সুযোগ হইয়াছে। জার্ম্মাণ বিমানবাহিনী ককেশাসের রেলপথসমূহ ও ভলগা নদীর ঘাঁটি অঞ্চলে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইতেছে। ক্রিমিয়া অধিকৃত হইলে জার্ম্মাণ বিমানসমূহ কৃষ্ণসাগরের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে এবং ককেশাসের যুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করিতে পারিবে। জার্ম্মাণ সৈন্যগণ উক্রেইনে ডনেটজ নদীর ঘাঁটি অঞ্চলের পশ্চিম দিকে কয়েকটি নূতন জায়গা অধিকার করিয়াছে বলিয়া দাবী করিতেছে। উহার আরও উত্তরে জার্ম্মাণ ও তাতারীয়ান সৈন্যগণ নাকি ডন নদীর দিকে অগ্রসর হইতেছে।

৩০ খানা শত্রুজাহাজ জলমগ্ন বা ঘায়েল

রাজকীয় বিমান বহরের বোমারু বিমানগুলি গত তিন মাসে জার্ম্মাণী ও জার্ম্মাণ অধিকৃত রাজ্যে একত্রিশ রজনীর উপর ক্রমবর্দ্ধমান হারে বোমাবর্ষণ করে। ইহাতে বুঝা যায় যে, শরৎকালীন দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও আক্রমণের বেগ হ্রাস পায় নাই।

সেপ্টেম্বর মাসে যে পরিমাণ বোমা নিক্ষিপ্ত হয়, অক্টোবর মাসে তাহার দ্বিগুণ বোমা বর্ষণ করা হয়।

উত্তর সাগর ও আটলাণ্টিক মহাসাগরে শত্রু জাহাজের উপর যে বোমাবর্ষণ করা হয়, তাহা এই হিসাবে ধরা হয় নাই। কেবল মাত্র অক্টোবর মাসেই বৃটিশ তটরক্ষী বোমারু ও উপকূলরক্ষী বিমানগুলি তিনশতাধিকবার আক্রমণ চালায়। আলোচ্য মাসে এই সমস্ত আক্রমণের ফলে প্রায় ৩০টা শত্রু জাহাজ ডুবিয়া যায় অথবা গুরুতরভাবে ঘায়েল হয়।

আটলাণ্টিকে উপদ্রবকারী জার্ম্মাণ জাহাজ নিয়েনা আন্‌ হোষ্ট ও প্রিন্স ইউজিন এখনও পোতাশ্রয়ে মেরামতাবস্থায় আছে।

দুই ডিভিশন জার্ম্মাণ সৈন্য নির্ম্মূল

অতিরিক্ত সোভিয়েট এস্তাহারে প্রকাশ, ৪ঠা নভেম্বর তারিখে পশ্চিম রণক্ষেত্রে মাত্র একদিনের সংগ্রামে রুশ বিমানবহর ৪০ খানা জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক, শত্রুর পদাতিক সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রসহ ২০০ খানা লরী, ১০০ খানা অশ্ববাহী গাড়ী, পাঁচটা বিমানধ্বংসী ও ১৫টি অন্যান্য ধরণের কামান, ৪টি প্লেন-ধ্বংসী কামানের ঘাঁটি এবং অস্ত্রশস্ত্রপূর্ণ বহু মালগাড়ী ধ্বংস করিয়াছে। উক্ত এস্তাহারে আরও প্রকাশ, রুশ সৈন্যগণ প্রায় দুই ব্যাটেলিয়ান পদাতিক শত্রুসৈন্য ছত্রভঙ্গ ও নির্ম্মূল করিয়াছে।

দক্ষিণ রণাঙ্গনে জার্ম্মাণদের সমূহ ক্ষতি

রুশদের অপর একখানা ইস্তাহারে প্রকাশ, দক্ষিণ রণক্ষেত্রে রুশদের একটি ট্যাঙ্ক ইউনিট ৩ খানা জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক, ২০টি ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান, ৪টি বিমানধ্বংসী ও ৬ খানা লরী বিধ্বস্ত এবং ৫০০ শত্রুসৈন্য নিহত করিয়াছে এবং একদল গোলন্দাজ সৈন্য দুই ব্যাটেলিয়ান পদাতিক সৈন্য ছত্রভঙ্গ ও নিহত এবং কতকগুলি জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক বিধ্বস্ত করিয়াছে।

ডোনেৎসে জার্ম্মাণদের পশ্চাদপসরণ

৬ই নভেম্বর রাত্রে মস্কো রেডিও হইতে বলা হইয়াছে যে, ক্লেটিমাকোভাকীর পরিচালনার লাল ফৌজ দক্ষিণ রাশিয়ার ডোনেৎস এলাকার একটি সেক্টরের সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছে। উক্ত বেতার-ঘোষক আরও বলেন, জার্ম্মাণগণ আহতদিগকে লইয়া এবং রাশি রাশি কামান ফেলিয়া রণাঙ্গন হইতে পশ্চাদপসরণ করিতেছে। ডোনেৎস অববাহিকার সর্ব্বত্র জার্ম্মাণদের প্রভূত ক্ষতি হইতেছে।

সোভিয়েট সৈন্যক্ষয়

টাস এজেন্সী জানাইতেছেন যে, মঃ ষ্টালিন তাঁহার বক্তৃতায় সোভিয়েট সৈন্যক্ষয়ের নিম্নলিখিত হিসাব দিয়াছেন:—

মৃত—	৩৫০,০০০
নিখোঁজ—	৩৭৮,০০০
আহত—	১,০২০,০০০

দুইটী বৃটিশ জাহাজ জলমগ্ন

আমেরিকার রুশ বিভাগীয় দপ্তরের খবরে প্রকাশ, দক্ষিণ আটলাণ্টিকে বৃটিশ মোটরশিপ "সিলভার প্রিন্সেস" উপর টর্পেডো মারা হয় এবং ৫৭ জন নাবিকের প্রাণহানি ঘটে। নাবিকেরা লাইফবোট নামাইবার সময় পায় নাই।

খবরে প্রকাশ, কোন প্রকার সতর্ক না করিয়াই টর্পেডোর আঘাত লাগে। একটি স্পেনীয় জাহাজ কর্ত্তৃক ১৭ জন ব্যক্তি উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। অবশিষ্ট নাবিকেরা জাহাজটির সহিত ডুবিয়া যায়। বিস্ফোরণের ফলে জাহাজটি উল্টাইয়া যায়।

বৃটিশ নৌ দপ্তরের খবরে প্রকাশ যে, কর্ভেট "গ্লাডিওলাস" জলমগ্ন হইয়াছে। হতাহতদিগের আত্মীয়বর্গকে জানান হইয়াছে।

মধ্য রণাঙ্গনে সংগ্রামের তীব্রতা

সমর-সমালোচক এলাবিষ্ট বলিতেছেন যে,—রাশিয়ানরা মধ্য রণাঙ্গনে সমস্ত তীব্রতার সহিত সংগ্রাম চালাইতেছে। জার্ম্মাণ ইস্তাহারে দাবী করা হইয়াছে, ক্রিমিয়ায় জার্ম্মাণ ও রুমানিয়ান সৈন্যবাহিনী সাফল্যের সহিত প্রতিপক্ষের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে এবং প্রতিপক্ষের ব্যূহের পশ্চাদ্ভাগ রক্ষাকারীনিযুক্ত সৈন্য দল প্রবল বাধা দিতেছে।

জার্ম্মাণদের দাবী

ভিসি রেডিওতে সোভিয়েট রাজধানী অভিমুখে নূতন জার্ম্মাণ অভিযানের কথা ঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু বার্লিনের জনৈক মুখপাত্র উহা অস্বীকার করিয়াছেন। বর্ত্তমানে দক্ষিণ দিক হইতেই রাজধানী অভিমুখে গুরুতর আক্রমণের আশঙ্কা বর্দ্ধমান রহিয়াছে। জার্ম্মাণরা দাবী করিয়াছে যে, ক্রিমিয়ার নৌ-ঘাঁটি সেবাস্তোপোল এক্ষণে তাহাদের পাল্লার মধ্যে আসিয়াছে। বার্লিনের জনৈক মুখপাত্র বলিয়াছেন যে, সেবাস্তোপোল শহরের জন্য সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, এবং দুই তিন দিনের মধ্যেই শহরের পতন হইবে বলিয়া আশা করা যায়। জার্ম্মাণরা শহর রক্ষার বহির্ব্যূহে পৌঁছিয়াছে। বেলগ্রেড হইতে প্রেরিত সংবাদে দাবী করা হইয়াছে, জার্ম্মাণ ও রুমানিয়ান বাহিনী মুরমান্স্কের রেল লাইন পশ্চিমে শ্বেত সাগরের তীরবর্তী একটি বন্দরের বিরুদ্ধে নূতন অভিযান শুরু করিয়াছে।

ফিনল্যাণ্ডের ঘোষণা

৬ই তারিখ ফিনিশ রেডিওতে ঘোষিত হয় যে, আমাদের দেশ সম্পর্কে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, আমাদের সামরিক কর্ম্মতৎপরতা শেষ হইয়াছে। বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে সংগ্রাম চলিতে থাকিলেও ফিনল্যাণ্ড তাহার নিরাপত্তা ও আত্মরক্ষার প্রয়োজনের অতিরিক্ত একদিনও যুদ্ধ করিবে না।

মিঃ চার্চ্চিল ও মঃ ষ্ট্যালিনের বক্তৃতা

[৫ম পৃষ্ঠার শেষ]

মাস—অর্দ্ধ বৎসর—অথবা এক বৎসরের মধ্যেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

আজ সমগ্র জগৎ আশা করে—সোভিয়েট শক্তি আক্রমণকারী জার্ম্মাণদের ধ্বংস করিতে সক্ষম হইবে। জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া আজ যে সমস্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্রের জনগণ দাসত্ব শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে, তাহারা সোভিয়েটকেই তাহাদের মুক্তিদাতা বলিয়া মনে করিতেছে। আজ সোভিয়েটের জনগণ মুক্তি-সংগ্রামে বৃতী হইয়াছে।

মঃ ষ্টালিন বলেন।—"আমাদের দেশে সোভিয়েট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ২৪ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। শান্তিপূর্ণ সংগঠনের সময় শেষ হইয়াছে। এখন জার্ম্মাণ রাজ্যগ্রাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় আসিয়াছে। আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে মুক্তির সংগ্রামে আমাদের সমস্ত চেষ্টা কেন্দ্রীভূত করা। শত্রু লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া, এস্তোনিয়া ও মোলডাভিয়া পদানত করিয়াছে। জার্ম্মাণ ফ্যাসিষ্ট রাজ্যগ্রাসীরা আমাদের দেশ লুণ্ঠ করিতেছে। তাহারা আমাদের শহর ও গ্রাম ধ্বংস করিতেছে। বন্য ফ্যাসিষ্ট দস্যুদল আমাদের দেশের শান্তিপূর্ণ অধিবাসিগণকে হত্যা করিতেছে। ইহাই জার্ম্মাণ সভ্যতা।

"আমাদের সৈন্যবাহিনী আশ্চর্য্য বীরত্ব দেখাইতেছে। কিন্তু শত্রু অগ্রসর হইতেছে। তাহার নৃশংস বাহিনীর সৈন্যদলসমূহকে আমরা অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিতেছি এবং তাহাকে ক্রমাগত নূতন নূতন সৈন্যদল আনিতে হইতেছে।

"পশ্চিম ইউরোপে বিদ্যুৎগতি সফল হইল কেন, আর পূর্ব্ব ইউরোপে ব্যর্থ হইল কেন? জার্ম্মাণ ফ্যাসিষ্ট সমরবিদ্‌গণ সোভিয়েটকে শেষ করিয়া ফেলিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। কিসের উপর নির্ভর করিয়া তাহারা এই ঘোষণা করিয়াছিল? প্রথমতঃ তাহারা মনে করিয়াছিল যে, তাহারা একমাত্র সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধেই লড়াই করিবে। তাহারা আশা করিয়াছিল যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনকে দলে টানিয়া তাহারা সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে একটা কোয়ালিশন তৈয়ারী করিতে পারিবে। হিটলার জানিত যে, শ্রেণী-বিপ্লবের বিরুদ্ধে তাহার জুয়া খেলার এবং এক রাষ্ট্রকে অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করার নীতি ফ্রান্সে সফল হয়; ফ্রান্সের শাসকরা বিপ্লবের ভূতের ভয়ে হিটলার-আক্রমণ মুখে আত্মসমর্পণ করে এবং তাহাদের আত্মরক্ষার অধিকার বিসর্জন দেয়। আমাদের দেশ আক্রমণের পূর্ব্বে ফ্যাসিষ্ট রাজ্যগ্রাসীরা মনে করিয়াছিল যে, তাহারা দেড় মাস বা দুই মাসের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নকে খতম করিয়া দিবে এবং এই অল্প সময়ের মধ্যে উরালে পেঁছিয়া যাইবে। জার্ম্মাণরা এই প্ল্যান লুকাইয়া রাখে নাই, বরং উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিল। এই প্ল্যান যে কত অদূরদর্শী ও বুদ্ধিহীন ছিল, তাহাই তাহারা প্রমাণ করিয়াছে। এই প্ল্যান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে।"

হেসের লণ্ডন গমনের কারণ

"সোভিয়েট ইউনিয়ন বিচ্ছিন্ন একক হইয়া পড়ে নাই। পক্ষান্তরে সে বৃটেনে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ও বহু জার্ম্মাণ অধিকৃত দেশে অনেক মিত্র পাইয়াছে। সোভিয়েটের বিরুদ্ধে বৃটিশ রাজনীতিকগণকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য হেসকে লণ্ডনে পাঠান হইয়াছিল; কিন্তু তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েটের পক্ষে আসিয়াছে।

লাল ফৌজ ও জার্ম্মাণ বাহিনী

"জার্ম্মাণরা লাল ফৌজ ও লাল নৌ-বাহিনীকে দুর্ব্বল মনে করিয়াছিল। এ ক্ষেত্রেও তাহারা ভুল করিয়াছিল। একথা সত্য যে, আমাদের সৈন্যবাহিনী ও নৌবাহিনী এখনও শিশু। কিন্তু আমাদের সৈন্যবাহিনীর নৈতিক দৃঢ়তা জার্ম্মাণদের চেয়ে বেশী; কারণ তাহারা স্বদেশকে রক্ষা করিতেছে এবং তাহাদের আদর্শকে ন্যায়সঙ্গত মনে করে।

দ্বিতীয় রণাঙ্গনের প্রয়োজন

"লাল ফৌজের সাময়িক বিপর্য্যয়ের কতকগুলি কারণ আছে। একটি কারণ হইতেছে এই যে, জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে ইউরোপে দ্বিতীয় কোন রণাঙ্গন নাই। বর্ত্তমানে ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য কোন বৃটিশ বা আমেরিকান সেনার অস্তিত্ব ইউরোপে নাই।

কিন্তু ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন দেখা দিলে আমাদের অবস্থা অনেক সহজ হইবে; দ্বিতীয় রণাঙ্গন নিকট-ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই দেখা দিবে।

ট্যাঙ্ক ও বিমানের ঘাটতি

"আধুনিক যুদ্ধে ট্যাঙ্ক ও যথেষ্ট বিমান সহযোগিতা ছাড়া পদাতিক সেনা দিয়া লড়াই করা খুব কঠিন। উপস্থিত আমাদের বিমান সংখ্যা জার্ম্মাণদের চেয়ে কম। আমাদের ট্যাঙ্ক জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; কিন্তু আমাদের অপেক্ষা জার্ম্মাণদের ট্যাঙ্ক সংখ্যা অনেক বেশী।

"জার্ম্মাণীর ট্যাঙ্কের আধিক্য বিলুপ্ত করিয়া তাহার সৈন্যবাহিনীর অবস্থা একেবারে বিপন্ন করিয়া তুলিবার একটি মাত্র উপায় আছে। তাহা হইতেছে আমাদের দেশে ট্যাঙ্ক উৎপাদন কয়েক গুণ বৃদ্ধি করা এবং সেই সঙ্গে ট্যাঙ্কধ্বংসী বিমান, ট্যাঙ্কধ্বংসী রাইফেল ও কামান এবং ট্যাঙ্কধ্বংসী হাত বোমা উৎপাদন দ্রুত বাড়ান।

হিটলারী দল যে জাতীয় সমাজতন্ত্রী (নাৎসী দল) এই ধারণাকে মঃ ষ্টালিন বিদ্রূপ করিয়া বলেন, "যে পাশবিক হিটলারী আক্রমণকারীরা ইউরোপের জাতিসমূহকে লুণ্ঠন ও নিপীড়ন করিতেছে, তাহাদের সহিত সমাজতন্ত্রের মিল কোথায়?

"জার্ম্মাণ আক্রমণকারীরা সোভিয়েট ইউনিয়নের জনসাধারণের বিরুদ্ধে বিনাশের যুদ্ধ চায়। আচ্ছা, সেই যুদ্ধই তাহারা পাইবে। এখন হইতে আমাদের কর্ত্তব্য হইবে, আমাদের দেশে আক্রমণকারী হিসাবে যে সকল জার্ম্মাণ ঢুকিয়াছে, তাহাদিগকে বিনাশ করা।"

মঃ ষ্টালিন বলেন যে, আক্রমণকারী সৈন্যদের নৈতিক অধঃপতন, জার্ম্মাণ বাহিনীর পশ্চাৎভাগের অনিশ্চয়তা, ইউরোপের নয়া ব্যবস্থার স্থিতিহীনতা—মূলতঃ এই বিষয়গুলিই হিটলারবাদের অপরিহার্য্য ধ্বংস ডাকিয়া আনিবে।

ইঙ্গ-মার্কিণ সাহায্য সম্পর্কে মঃ ষ্টালিন বলেন, "বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন একত্রে মিলিত হইয়া নাৎসী সাম্রাজ্যবাদী ও তাহাদের আক্রমণকারী বাহিনীকে পর্য্যুদস্ত করিবার কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিয়াছে।"

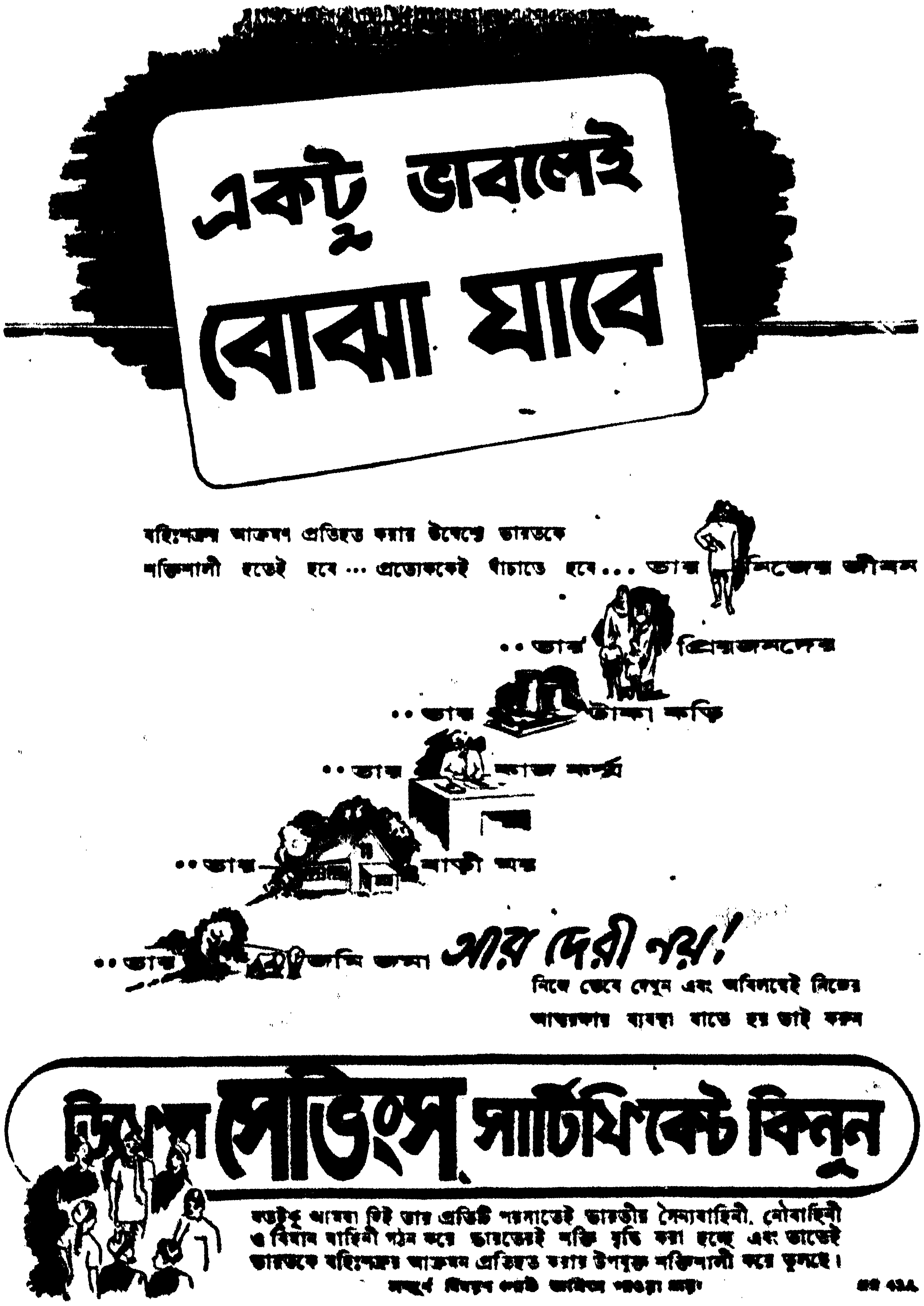

দলিলাদি রেজিষ্ট্রী করার ফিসের তালিকা

রেজিষ্ট্রী অফিসের কার্য্যক্রম সম্পর্কে সাধারণের জ্ঞাতব্য

জনসাধারণের রেজেষ্টারী আপিসসমূহের বিরুদ্ধে সময় সময় বে-আইনী টাকা পয়সা গ্রহণের অভিযোগ শুনা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তদন্তে এই সব ভিত্তিহীন প্রমাণিত হইয়াছে; দুই এক ক্ষেত্রে এরূপ অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে গভর্ণমেণ্ট অপরাধীর কঠোর শাস্তিবিধান করিয়াছেন। এই স্থলে সাধারণের অবগতির জন্য উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, উৎকোচাদি গ্রহণকারী এবং প্রদানকারী উভয়েই তুল্যরূপে অপরাধী। সুতরাং সাধারণকে সতর্ক করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন আইনসঙ্গত ফিসের অতিরিক্ত এক কপর্দকও কোন সরকারী কর্ম্মচারীকে প্রদান না করেন। দলিলাদি রেজিষ্টারী করিতে যে আইনসঙ্গত ফিস লাগে, তাহার মুদ্রিত তালিকা প্রত্যেক রেজেষ্টারী আপিসে সাধারণের দ্রষ্টব্য স্থানে ঝুলানো থাকে। উহাতে উল্লিখিত ফিস্ ছাড়া, দলিল রেজিষ্টারী করিতে অন্য কোন প্রকার ফিস্ বা টাকা কিছুই লাগে না। দলিলাদি সম্পাদন ও রেজিষ্টারী করিতে কত ষ্ট্যাম্প ও ফিস্ লাগে, তাহা সাবরেজিষ্ট্রারের নিকট হইতেও জানা যাইতে পারে।

পক্ষগণ নিজ নিজ দলিল স্বহস্তে কিম্বা আইনসঙ্গত প্রতিনিধির (legal representative) কিম্বা আমমোক্তারের (agent) মারফত সাবরেজিষ্ট্রারের নিকট পেশ করিতে পারেন। রেজিষ্টারী ফিস নিজেরা সাবরেজিষ্ট্রারের হাতে দিবেন এবং তাঁহার নিকট হইতে প্রদান সময়ে উপযুক্ত রসিদ গ্রহণ করিবেন। দলিলাদি রেজিষ্টারী করাইবার জন্য পেশাদার দলিল-লেখকরা অন্য কোন প্রকার টাউটের সাহায্য গ্রহণ করিবেন না; অন্যথায় প্রতারিত হইবার ভয় থাকিবে। দলিল রেজেষ্টারী সম্পাদিত হইবার পর পক্ষগণ নিজেরাই বা তাঁহাদের উল্লিখিত প্রতিনিধির দ্বারা সাবরেজিষ্ট্রারের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট দিনে উক্ত দলিল ফেরৎ লইবেন। এই সব বিষয়ে কোন প্রকৃত অভিযোগ থাকিলে তাহার প্রতিকারের জন্য জেলার রেজিষ্ট্রার সাহেবের নিকট জানাইবেন।

সাধারণের অবগতির জন্য দলিল রেজেষ্ট্রী করার আইনসঙ্গত ফিসের বিস্তারিত তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল:—

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখের নং ১৬৬টি, রেজিষ্ট্রেশন, সরকারী বিজ্ঞাপন-মতে প্রকাশিত ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টারীকরণ বিষয়ক ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের আইনানুসারে ফীর তালিকা।

[দ্রষ্টব্য।—এই দফাগুলিতে (ধারা) বলিতে ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টারীকরণ বিষয়ক ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের আইনের ধারা বুঝাইবে]

সাধারণ ফী

ক। (১) নিম্নে বর্ণিত দলিলগুলি রেজেষ্টারী করিবার জন্য দেয় ফী, যে অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থের সম্বন্ধে কথা তাহাদের মূল্য দলিলে প্রকাশ থাকিলে ঐ মূল্যানুসারে নিম্নলিখিত মূল্যানুযায়ী হারে ধরিতে হইবে:—

	টাঃ	আঃ।
মূল্য ৫০৲ টাকার অধিক না হইলে	০	১২
মূল্য ৫০৲ টাকার অধিক কিন্তু ১০০৲ টাকার অনধিক হইলে ..	১	২
মূল্য ১০০৲ টাকার অধিক কিন্তু ২৫০৲ টাকার অনধিক হইলে ..	১	৮
মূল্য ২৫০৲ টাকার অধিক কিন্তু ৫০০৲ টাকার অনধিক হইলে ..	৩	০
মূল্য ৫০০৲ টাকার অধিক কিন্তু ১,০০০৲ টাকার অনধিক হইলে ..	৪	০
এক হাজার টাকার অধিক অতিরিক্ত প্রত্যেক ১,০০০৲ টাকা কিংবা তাহার অংশের নিমিত্ত ..	২	০

দলিলের বিবরণ

সমর্পণপত্র এবং বিক্রয়কোবালা, দানপত্র বা যৌতুকপত্র, বন্দোবস্তপত্র, বণ্টনপত্র, পাট্টা, বন্ধকীপত্র বা আরও দায় বর্তাইবার নিদর্শনপত্র, ক্ষতিপূরণের নিবন্ধনপত্র ও জামিনি বণ্ড ছাড়া সকল প্রকারের নিবন্ধনপত্র, বা বন্ধকীপত্র দ্বারা রক্ষিত কোন স্বার্থের হস্তান্তরকরণপত্র, বীমাপত্র, হুণ্ডী ও প্রমিসরি নোট এবং সাধারণতঃ পূর্ব্বে উল্লিখিত তালিকার অপর সমস্ত দলিল*।

(২) সম্পর্কযুক্ত অধিকার, স্বত্ব ও স্বার্থের মূল্য প্রকাশ না থাকিলে ২০৲ টাকা ফী দেয় হইবে।

ব্যাখ্যা।—(১) সমর্পণপত্র এবং বিক্রয়কোবালার স্থলে যখন কোন মূল্য প্রকাশ না থাকে, সেই মূল্য দানপত্রের স্থলে তদ্দ্বারা প্রদত্ত সম্পত্তির মূল্য; যৌতুক বা বন্দোবস্তপত্রের স্থলে যৌতুকের টাকার পরিমাণ ও বন্দোবস্ত করা সম্পত্তির মূল্য; পাট্টা ছাড়া নির্দ্দিষ্ট কালান্তরে টাকা প্রদান সংরক্ষিতকরণার্থ কোন দলিলের স্থলে ঐ নির্দ্দিষ্ট কালান্তরে দেয় টাকা ভিন্ন ঐ দলিলের মূল্যস্বরূপ প্রদত্ত বা দেয় টাকা এবং ঐরূপ একটা নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত দেয় টাকা; এবং নিবন্ধনপত্র, বন্ধকীপত্র ও আরও দায় বর্তাইবার নিদর্শনপত্রের স্থলে তদ্দ্বারা সংরক্ষিত টাকা এই দফার অর্থানুযায়ী সম্পর্কযুক্ত অধিকার স্বত্ব বা স্বার্থের মূল্য বলিয়া ধরিতে হইবে।

(২) নিম্নে শ্রেণীবদ্ধ পাট্টাসমূহের স্থলে প্রত্যেক শ্রেণীর পার্শ্বে লিখিত টাকা এই দফার অর্থানুযায়ী সম্পর্কযুক্ত অধিকার, স্বত্ব ও স্বার্থের মূল্য বলিয়া ধরিতে হইবে:—

পাট্টাসমূহের শ্রেণী।	সম্পর্কযুক্ত অধিকার, স্বত্ব ও স্বার্থের মূল্যস্বরূপ ক. টাকা।
(ক) যে পাট্টাদ্বারা খাজানা নির্দ্দিষ্ট হয় কিন্তু যাহার সম্বন্ধে কোন সেলামি বা জরিমানা প্রদত্ত বা অর্পণ করা হয় না ও কোন টাকা অগ্রিম দেওয়া হয় না এবং যাহা—	
(/০) এক বৎসরের কম কালের নিমিত্ত প্রদত্ত হয়, কিংবা	এই পাট্টা মতে দেয় সমস্ত টাকা।
(৵০) এক বা ততোধিক কিন্তু দশ বৎসরের অনধিক কোন নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত প্রদত্ত হয়, কিংবা	গড় সাংবৎসরিক খাজানার সমান টাকা।
(৷০) দশ বৎসরের অধিক কোন কালের নিমিত্ত, কিংবা	দুই বৎসরের খাজানার সমান টাকা।†
(৷/০) কোন অনির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত কিংবা	দুই বৎসরের খাজানার সমান টাকা।†
(৷৵০) চিরকালের নিমিত্ত প্রদত্ত হয়।	দুই বৎসরের খাজানার সমান টাকা।†
(খ) কোন জরিমানা বা সেলামির নিমিত্ত অথবা অগ্রিম দত্ত টাকার নিমিত্ত যে পাট্টা প্রদত্ত হয় এবং যদ্দ্বারা কোন খাজানা সংরক্ষিত হয় না।	জরিমানার, সেলামির কিংবা অগ্রিম দত্ত টাকার পরিমাণ।
(গ) সংরক্ষিত খাজানা ছাড়া কোন জরিমানা বা সেলামির নিমিত্ত কিংবা অগ্রিম দত্ত টাকার নিমিত্ত যে পাট্টা প্রদত্ত হয়।	(১) জরিমানা, সেলামি কিংবা অগ্রিম দত্ত টাকার এবং (২) কোন জরিমানা, সেলামি বা কোন টাকা অগ্রিম দেওয়া না হইয়া থাকিলে (ক) দফামত পাট্টার স্থলে যে টাকা নির্ণীত হইত তাহার যোট।

(৩) বণ্টনপত্রের স্থলে ভারতবর্ষের ষ্ট্যাম্পবিষয়ক ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের আইনের প্রথম তফশিলের ৪৫ দফামতে যে অংশ বা অংশসমূহের উপর ষ্ট্যাম্প মাশুল দেয় তাহার মূল্যকেই এই দফার অর্থানুযায়ী সম্পর্কযুক্ত অধিকার, স্বত্ব ও স্বার্থের মূল্য বলিয়া ধরিতে হইবে।

কিন্তু—

(ক) কোন রায়তকে যে পাট্টা দেওয়া হয় এবং ঐ রায়ত কর্ত্তৃক ঐ পাট্টাসম্পর্কীয় যে কবুলিয়ত সম্পাদিত হয় তাহা রেজিষ্টারীর নিমিত্ত যদি একই সময়ে উপস্থিত করা হয়, তাহা হইলে কেবল পাট্টা উপস্থিত করা হইলে যত দেয় হইত ঐ পাট্টা রেজিষ্টারীকরণার্থে দেয় ফী তাহার অর্দ্ধেক হইবে এবং কবুলিয়ত রেজিষ্টারীকরণার্থে দেয় ফী ঐ পাট্টা রেজিষ্টারীকরণার্থে দেয় ফীর সমান হইবে।

(খ) কোন দলিল যদি এমনভাবে প্রস্তুত করা হয় যে, উহা উপরের বর্ণিত দুই বা ততোধিক প্রকারের দলিলের মধ্যে পড়ে, তাহা হইলে ঐ ভিন্ন ভিন্ন দলিল সম্পর্কে দেয় ফী ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার স্থলে ঐ সকল ফীর মধ্যে যে ফী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, ঐ দলিলের উপর সেই ফী আদায় করিতে হইবে।

(গ) যে দলিলে কতিপয় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিষয় থাকে কিংবা যে দলিল কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সম্পর্কীয় হয়, তাহার উপর যে ফী লইতে হইবে তাহা ঐরূপ একটি একটি বিষয়াত্মক বা বিষয় সম্পর্কীয় এক একখানি স্বতন্ত্র দলিলের উপর যে ফী লওয়া যাইতে পারে সেই ফীর সমষ্টি হইবে।

(ঘ) যখন কোন দলিলের পক্ষসমূহের মধ্যে কতকগুলি পক্ষ কর্ত্তৃক ঐ দলিল সম্পাদিত ও রেজিষ্টারীকরণার্থে উপস্থিত করা হয়, তখন ৬০ ধারামতে ঐ দলিলের পৃষ্ঠে রেজিষ্টারীকরণের সার্টিফিকেট লিপিবদ্ধ না হওয়া ও তাহা যথাবিধি স্বাক্ষরিত, মোহরাঙ্কিত ও তারিখযুক্ত না করা পর্য্যন্ত, অপর পক্ষগণ বা তাঁহাদের মধ্যে কেহ উপস্থিত হইয়া আর কোন ফী না দিয়া ঐ দলিল সম্পাদন করিতে ও তাঁহাদের দলিল সম্পাদন স্বীকার করিতে পারিবেন; কিন্তু ঐ দলিল রেজিষ্টারীকরণের কার্য্য সম্পাদিত হইয়া গিয়া থাকিলে রেজিষ্টারীকরণের নিমিত্ত উহা নূতন করিয়া উপস্থিত করিতে হইবে এবং দ্বিতীয়বার ফী দেয় হইবে।

(ঙ) যে সকল স্থলে প্রধান বা আসল দলিল যথাবিধি রেজিষ্টারী করা হইয়াছে বলিয়া রেজিষ্টারীকারী কর্ম্মচারীর সন্তোষমত প্রমাণিত হয় সেই সকল স্থলে, আনুষঙ্গিক, সাহায্যকারী, অতিরিক্ত বা উপকল্পিত প্রতিভূ বা অতিরিক্ত প্রত্যাবর্ত্তনস্বরূপ প্রতিভূ প্রদান করে এই বর্গের কোন দলিল রেজিষ্টারীকরণার্থে দেয় ফী ৪৲ টাকার অধিক না হইলে ঐ প্রধান বা আসল দলিলপত্রের ফীর সমান হইবে, কিন্তু কোন স্থলেই ৪৲ টাকার অধিক হইবে না।

[১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

দিনাজপুর ও রংপুরে গভর্ণর বাহাদুরের সফর

[৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ]

তিনি আরোও বলেন যে, কমিটি জনসাধারণের মতামতের প্রতিনিধিস্বরূপে যেন এদিকে লক্ষ্য রাখেন যে, পল্লী-অঞ্চলে জনসাধারণকে যুদ্ধের কারণ ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের বিষয় যেন ভালরূপ বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর সদর হাসপাতাল পরিদর্শন করেন এবং সিভিল সার্জন ডাঃ জে, আর, বামাজি বিভিন্ন ওয়ার্ড দেখান। তিনি বালিকাদের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ও পরিদর্শন করেন। প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিস্ এস, দাস মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে লইয়া যান। সন্ধ্যাবেলা মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর রংপুর যাওয়ার জন্য দিনাজপুর ত্যাগ করেন।

রংপুরে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর

রংপুরে বাঙ্গলার গভর্ণর মহামান্য স্যার জন হার্বার্টের অবস্থানের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম, বি, বাগাড, আই-সি-এস, ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকার একটি তোড়া গভর্ণর বাহাদুরকে প্রদান করেন। এই টাকা সমগ্র জেলা হইতে যুদ্ধ তহবিলের চাঁদা স্বরূপে সংগ্রহ করা হইয়াছে। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর এই চাঁদা গ্রহণ স্বীকার করিতে যাইয়া যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় এই জেলার সাহায্যের প্রশংসা করেন। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বলেন "আমি অবগত আছি যে, এই জেলা কৃষি-প্রধান এবং সম্প্রতি দুর্গতি দেখা দিয়াছে। তথাপি ব্যক্তিগতভাবে এই চাঁদা দিতে কেহ পশ্চাৎপদ হয় নাই; কারণ তাহারা অনুভব করিতে পারিয়াছে যে ইহা তাহাদের কর্ত্তব্য। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর এই জেলার মিতব্যয়িতা ও তাহার ফলে ঋণ সার্টিফিকেট ও ষ্ট্যাম্পে ২½ আড়াই লক্ষ টাকার বেশী দেওয়ার জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। সম্প্রতি কয়েক মাসের মধ্যে সেভিংস সার্টিফিকেট বিক্রয়ে এই জেলা বিশেষভাবে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা দ্বারা জাতীয় কাজে টাকা খাটাইবার প্রয়োজনীয়তার বাস্তব উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর এক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পরিদর্শনের কথা উল্লেখ করেন। তিনি ঐ সময়ের পরিচয় আবার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে আনন্দ জ্ঞাপন করেন। এইরূপ পরিচয় স্থাপন করাই হইল তাঁহার সফরের প্রধান উদ্দেশ্য ও সুযোগ। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর মনে করেন যে, স্থানীয় লোকদিগের অভিমত জানিবার সুযোগ হয় এবং তিনি ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান ও ইউরোপের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া যুদ্ধের অবস্থা ও ঘটনামূলক বিষয় সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তদনুযায়ী বিবরণ সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারেন। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বলেন "সর্ব্বদাই স্থানীয় স্বার্থ ও সিদ্ধান্তের বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়ার ঝোঁক থাকে এবং যেহেতু আমি যুদ্ধের ঘটনামূলক বিষয়ের ব্যাখ্যা দিতেছি না; আমি কয়েকটি বিষয় আপনাদিগকে লক্ষ্য করিতে বলিতেছি, তাহা হইতেই আপনারা অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। যুদ্ধক্ষেত্র এখান হইতে বহুদূর হইতে পারে; কিন্তু আপনারা একথা স্মরণ রাখিবেন যে বৃটিশ সৈন্যগণই উহা দূরে রাখিতেছে। এই সমুদয় সৈন্যদিগের সাহায্যের প্রয়োজন। কারণ রুশিয়ার সৈন্য যত পশ্চাতে হটিয়া যাইতেছে, ততই যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতে ক্ষতি হইতেছে। ভারতবর্ষ হইতে বিশেষ করিয়া বাঙ্গলাদেশে সাহায্যের প্রয়োজন; বাঙ্গলার শিল্পোন্নতি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর এই প্রদেশের আর্থিক জীবন দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া, বিশেষ মন্তব্য করেন—ইহা সম্ভবপর হইবে জাতীয় কল্যাণে বেশী টাকা খাটাইলে; কিন্তু জাতীয় অস্তিত্বের দৃঢ় ভিত্তিও কম প্রয়োজনীয় নহে। ইহা দ্বারা শান্তি, মিতব্যয়িতা ও সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে সহযোগিতা বুঝায়। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার অস্তিত্বকে নিরবচ্ছিন্ন করিতে হইবে; কেবলমাত্র দৃঢ় ও সমবেত সহযোগিতা দ্বারাই তাহা সম্ভবপর হইতে পারে। বাবু সুরেন্দ্র চন্দ্র রায় চৌধুরী বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিয়া মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরকে সম্বর্দ্ধনা করেন। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের বক্তৃতার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে যাইয়া মিঃ বিধুরঞ্জন লাহিড়ী বাংলা ভাষায় মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের বক্তৃতার কয়েকটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং সকলকে একতাবদ্ধ হইবার জন্য ও যুদ্ধ-প্রচেষ্টার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। চা পানের পর মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বহুসংখ্যক অভ্যাগত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তিনি রংপুর পরিত্যাগের পূর্ব্বে জেলা-বোর্ডের গৃহে হেলথ লেবোরেটরী পরিদর্শন করেন।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর দিনাজপুর হইতে রংপুর পৌঁছেন। কিছুক্ষণ কৃষি কার্য্যে অবস্থান করিবার পর মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বি, জি, টেকনিক্যাল স্কুলে গমন করেন এবং তথায় লৌহ, টিন ও কাঠের কারিগরদের শ্রেণীগুলি পরিদর্শন করেন। অতঃপর মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরকে সদর হাসপাতাল ও মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে লইয়া যাওয়া হয়। প্রাতঃকালে তিনি স্থানীয় প্রধান প্রধান সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি জেলা যুদ্ধ কমিটির একটি সভায়ও যোগদান করিয়াছিলেন। এই কমিটির সদস্যগণের কার্য্যে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর আনন্দ প্রকাশ করেন। এই জেলা হইতে এ পরিমাণ যুদ্ধের চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে যে, ইচ্ছা করিলে এই জেলার নামে একটি যুদ্ধ বিমান ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফোয়াড্রনে দেওয়া যাইতে পারে। আগামী মার্চ্চ মাসে ভারত রক্ষা বিভাগের ভ্রাম্যমাণ রেলগাড়ী আসিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর উল্লেখ করেন এবং তিনি আশা করেন যে, এই জেলার সন্নিকটে যে প্রধান রেল লাইন আছে, তাহার কতিপয় স্থানে ঐ গাড়ী থামিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ফিল্ম ও লাউড স্পিকারের দ্বারা সংবাদ ও প্রচারকার্য্য পরিচালন বিষয়েও তিনি আলোচনা করেন।

সন্ধ্যাকালে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর গাইবান্ধা যাওয়ার জন্য রংপুর হইতে রওয়ানা হন।

রাশিয়ায় প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণ

কাজান বেতারবার্তার ঘোষণা

পূর্ব্ব রাশিয়ার অন্তর্গত কাজানের নূতন বেতারবার্ত্তা হইতে গত ১লা নভেম্বর ঘোষণা করা হইয়াছে যে, কাজান ও বাসুীস জেলা দুইটিতে বর্ত্তমানে বিপুল পরিমাণে ট্যাঙ্ক, বিমানপোত, কামান, ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী কামান, মেসিন গান ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মিত হইতেছে। প্রত্যেকটি কারখানাতেই পুরাদমে কাজ চলিতেছে। ঘোষণাকারী আরও বলেন, আমাদের প্রিয় মস্কো আজ বিপন্ন। সুতরাং স্ত্রী পুরুষ প্রত্যেক কর্মীর নিকট আমাদের আবেদন এই যে, শত্রুকে ব্যর্থকাম করিবার জন্য যেন আমরা চেষ্টার কোনও ত্রুটি না করি। সোভিয়েট ও ষ্টালিন দীর্ঘজীবী হউক। অন্যান্য যাহারা দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়িতেছে, তাহারা দীর্ঘজীবী হউক।

পূর্ব্ব রাশিয়ার খনিজ সম্পদ

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

বোটের উপর জার্ম্মাণরা কয়েক মাসে সামান্য পরিমাণ মাত্র তৈল সংগ্রহ করিতে পারিবে। ইহার সাহায্যে জার্ম্মাণী তাহার তৈলাভাব কিয়ৎ পরিমাণে দূর করিতে হয়ত পারিবে।

তবে অদূর ভবিষ্যতে জার্ম্মাণী যে রাশিয়ানদের শিল্প ও কৃষি প্রতিষ্ঠানগুলি কাজে লাগাইতে পারিবে, তেমন সম্ভাবনা খুব বেশী নয়; কারণ রাশিয়ানরা উহার অধিকাংশকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। অনধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসীদের ব্যবহারের জন্য এবং সর্ব্বোপরি লরী, ইঞ্জিন, কলের লাঙ্গল প্রভৃতির জন্য প্রচুর পরিমাণ লুব্রিকেটিং তৈল এবং পেট্রোলের প্রয়োজন। ইহার পরিমাণ এত বেশী যে, এই অঞ্চলে উৎপন্ন তৈলের পরিমাণ ততটা নয়। ইউরোপের অন্য কোথাও হইতে উদ্বৃত্ত তৈল আনিয়া সেই ঘাটতি পূরণ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

মৈকপ্ ও গ্রজনীর পতনে রাশিয়ার বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না। তবে ডাগেষ্টানে যদি জার্ম্মাণী বিমান-ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে কাস্পিয়ান সাগরের পথে বাকুর তৈল প্রেরণ করা সহজসাধ্য হইবে না। উপরন্তু বাকু এবং বাটুম তৈল শোধনাগারে বোমাও বর্ষিত হইতে পারে। সুতরাং আমাদিগকে মনে করিয়া লইতে হইবে যে, রাশিয়ান সৈন্যবাহিনীকে এম্বা, উরাল প্রভৃতি তৈলখনি এবং তুর্ক্‌ম্যান ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন গণতন্ত্রের খনিগুলির উপর নির্ভর করিতে হইবে। দক্ষিণ ককেশাস এবং উত্তর ইরাণে অবস্থিত সৈন্যদের কাজের জন্য বাকুর তৈল ব্যবহার করা চলিতে পারে।

এম্বা, উরাল ও মধ্য এশিয়ার খনিগুলি হইতে বৎসরে ৩,০০০,০০০ লক্ষ টন তৈল পাওয়া যায়। ইহার পরিমাণ অনায়াসে আরও বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে। গুরয়ু, ষ্টালিনাবাদ্, উফা, সারাটোভ ও সৈজুন নামক স্থানে তৈল সংশোধনাগার রহিয়াছে। এসকল খনিতে খুব অধিক পরিমাণ তৈল পাওয়া যাইবে না সত্য, তবে ইহাও স্মরণ করা উচিত যে, উক্রেন ও লেনিনগ্রাডের শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং পশ্চিম রাশিয়ার অসামরিক অধিবাসীদের জন্য যখন আর তৈল পাঠান হইতেছে না, তখন এই অঞ্চলের চাহিদা মিটাইতে বিশেষ অসুবিধা হইবে না। ইহা ছাড়া উফাকে প্রচুর পরিমাণ তৈল রক্ষিত রাখা হইয়াছে। দূর প্রাচ্যের জন্য আমেরিকাই আছে। মধ্য এশিয়া ট্রান্স-ইরানিয়ান রেলযোগে আবাদান হইতে তৈল নিশ্চয়ই পাইবে। কাস্পিয়ান সাগরের পথও খোলা আছে। মোটের উপর উত্তর ককেশাস হাতছাড়া হইলেও রাশিয়া যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে পারিবে।

গো-মহিষাদির বাজার দর

এক সপ্তাহের বিবরণ

১লা নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সময়ে গৃহপালিত পশুর কলিকাতার বাজার দর:—

আলোচ্য সপ্তাহে ১৭৮টি দুগ্ধবতী গাভী কলিকাতায় আমদানী করা হইয়াছে; তন্মধ্যে ১১৬টি পাঞ্জাব হইতে ও অবশিষ্টগুলি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনা হইয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে ১৪৪টি মহিষ পাঞ্জাব হইতে ও ২৩২টি মহিষ অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে। দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষের মূল্য প্রত্যেকটি যথাক্রমে ৫৫৲—১২৫৲ ও ১০৫৲—১৬০৲ টাকা। গাভীর দুধের পরিমাণ প্রতিদিন ৴৬ ছয় সের হইতে ৴৮ সের এবং মহিষের দুধের পরিমাণ ৴৮ সের হইতে ।২ বার সের।

দলীলাদি রেজিষ্ট্রী করার ফিসের তালিকা

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

খ। কোন বিক্রয়কোবালার কিংবা বন্ধকীপত্রের বদলে মূল্য কিংবা কোন পাট্টা বাবদ খাজানা কিংবা কোন দলিলে প্রকাশিত অন্য মূল্যের নিমিত্ত টাকা দেওয়া কিংবা পাওয়া গেলে তাহার বাবদ স্বীকারপত্র রেজিষ্টারী করিবার ফী যত টাকা পাওয়া যায় তাহার উপর, ক দফায় নির্দিষ্ট হারে, হিসাব করিতে হইবে।

কিন্তু একই কার্যোপলক্ষে কোন দলিল পূর্ব্বেই রেজিষ্টারী করা হইয়া থাকিলে ফী ৪৲ টাকার অধিক হইবে না।

গ। উইলের জন্যে নিম্নলিখিতমত ফী দিতে হইবে:—

(/০) সীলমোহর করা খামের মধ্যে কিম্বা কোন উইল গচ্ছিত রাখিবার বা ফেরত লইবার নিমিত্ত .. .. ৪৲

(৵০) ঐরূপ খাম খুলিবার নিমিত্ত (নথি-ভুক্তকরণযুক্ত নকল দিবার জন্য ঘ দফায় লিখিত হারে ঐ দলিল নকল করিবার ফী ছাড়া) .. .. ৪৲

(৶০) উইল অথবা দত্তকগ্রহণের ক্ষমতাপত্র রেজিষ্টারী করিবার নিমিত্ত কিংবা যে নির্দ্দেশপত্র দ্বারা উইল রদ বা বাতিল করা হয় তাহার নিমিত্ত .. ৮৲

ঘ। চাকরি করিবার করারপত্র রেজিষ্টারী করিবার ফী কেবল ১৲ টাকা হইবে।

ঙ। পূর্ব্ববর্ত্তী দফাসমূহে লিখিত কিম্বা বর্ণিত হয় নাই এমন কোন দলিল রেজিষ্টারীকরণের ফী ২৲ টাকা** হইবে।

মন্তব্য।—ক দফার (গ) ও (ঘ) নিয়মবিধি খ, গ ও ঙ দফায় প্রযুক্তও থাকিবে।

চ। সূচীপত্র তল্লাস করিবার এবং রেজিষ্টারী বহি ইত্যাদি পরিদর্শন করিবার ফী নিম্নরূপ হইবে:—

(১) তল্লাস।—কোন নির্দ্দিষ্ট অফিসের প্রত্যেক দলিলে লিখিত ব্যক্তি বা সম্পত্তির নাম যাহা তল্লাস করার জন্য দরখাস্ত করা হয়, তাহার প্রতিটি নামের জন্য—

(/০) এক বৎসরের নিমিত্ত .. ১৲

(৵০) এক বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত—

প্রথম বৎসরের নিমিত্ত .. .. ১৲

এবং

প্রত্যেক অতিরিক্ত বৎসরের নিমিত্ত .. ॥০

(২) পরিদর্শন।—১নং, ৩নং কিংবা ৪নং রেজিষ্টারী বহির প্রত্যেকটি নির্দ্দিষ্ট দলিল দেখিবার নিমিত্ত কিম্বা অন্য কোন রেজিষ্টারী বহি বা পুস্তকের প্রতিটি বার দেখিবার নিমিত্ত, কিংবা কোন নির্দ্দিষ্ট দলিল দেখিবার নিমিত্ত কিংবা ফাইলের কোন কাগজ দেখিবার নিমিত্ত .. .. ১৲

কিন্তু—

(ক) কোন এক অফিসে কোন এক ব্যক্তির বা সম্পত্তির নামের জন্য সূচীপত্র তল্লাস করিবার ফী ২০৲ টাকার অধিক হইবে না।

(খ) কোন বিশেষ বৎসরের কোন বিশেষ বার দেখিবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন এরূপ ব্যক্তি যদি তাঁহার দরখাস্তের সর্ত্ত অনুযায়ী যতটুকু তথ্য চুকিয়া লইবার অধিকারী হন তাহার অধিক তথ্য চুকিয়া লন, তবে তাঁহাকে ২০৲ টাকা দিতে হইবে এবং উহা হইতে তিনি ইতিপূর্ব্বে যে ফী ইতিপূর্ব্বে দিয়াছেন, তাহা বাদ যাইবে।

(গ) কোন দলিলের নকলের জন্য দরখাস্তের সঙ্গে রেজিষ্টারী করা মূল দলিল বা তাহার ফটো নকল দেওয়া থাকিলে, কিংবা যেখানে দলিল রেজিষ্টারী করিবার সময়েই উহার নকলের জন্য দরখাস্ত করা হয় সেখানে, সূচীপত্র তল্লাস বা রেজিষ্টারী বহি পরিদর্শন করিবার জন্য কোন ফী দিতে হইবে না।

(ঘ) ৭২, ৭৩ বা ৭৪ ধারামত একটি নথির সমুদয় বা কোন কাগজপত্র পরিদর্শনার্থ, দরখাস্তের উপর চ (২) দফামতে কেবলমাত্র একটি ফী লাগিবে।

(৩) (/০) কোন রেজিষ্টারী করা দলিল পরিদর্শন করিবার জন্য দরখাস্ত করিবার পূর্ব্বেই সূচীপত্র তল্লাস করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট ফী দিতে হইবে।

(৵০) কোন রেজিষ্টারী করা দলিলের ফটো নকলের জন্য দরখাস্ত করিবার পূর্ব্বেই উপরোক্ত (গ) নিয়মবিধি বহাল রাখিয়া, সূচীপত্র তল্লাস ও রেজিষ্টারী বহি পরিদর্শনার্থ নির্দ্দিষ্ট ফী দিতে হইবে।

(৶০) অন্য কোন দলিল, তায় বা কাগজপত্রের নকলের জন্য দরখাস্ত করিবার পূর্ব্বে দলিল, তায় বা কাগজপত্র পরিদর্শনার্থ নির্দ্দিষ্ট ফী দিতে হইবে।

ছ। (ক) হেতু বর্ণনা করিবার, আদেশ বা দলিলসমূহের নকল†† প্রস্তুত বা প্রদান করিবার ফী নিম্নরূপ হইবে:—

(/০) দেশীয় ভাষায় প্রতি একশত কথা বা তাহার অংশের নিমিত্ত .. ৵০

(৵০) ইংরাজী ভাষায় প্রতি একশত কথা বা তাহার অংশের নিমিত্ত .. ।০

(খ) যদি কোন দরখাস্তকারী অফিসের অন্যান্য দলিল নকল করিবার অগ্রেই কোন নকল পাইতে চান, তাহা হইলে দুই টাকা অতিরিক্ত ফী, অথবা ঐ নকলটি প্রতি পৃষ্ঠায় তিনশত শব্দ থাকে এমন চারি পৃষ্ঠার অধিক হইলে, প্রত্যেক পৃষ্ঠার জন্য আট আনা হিসাবে অতিরিক্ত ফী দিতে হইবে।

মন্তব্য।—(১) দরখাস্তকারী যে দলিল রেজিষ্টারী করা হইয়াছে তাহার মুদ্রিত বা টাইপ করা নকল উপস্থিত করিয়া উহা উক্ত দলিলের অবিকল নকল বলিয়া সার্টিফিকেটের জন্য দরখাস্ত করিলে, উহা মিলাইয়া দেখিবার ফী এই দফামতে যে ফী ধার্য্য আছে, তাহার অর্দ্ধেক হইবে।

(২) বঙ্গদেশের মুসলমানদের বিবাহ ও তালাক রেজিষ্টারীকরণবিষয়ক ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের আইনের (১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় ১ আইন) ৬ ধারামতে যে এ, বি, সি ও ডি রেজিষ্টারী বহিগুলি রাখা হয় এবং যাহা ঐ আইনের ২৩ ধারামতে রেজিষ্ট্রারগণের অফিসসমূহে জমা রাখা হয়, সেই বহিগুলির সূচীপত্র তল্লাস করিবার এবং উহাদের লিখনসমূহের নকল প্রদান করিবার ফী উক্ত আইনের ১৬ ধারানুসারে নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(৩) যে নকলগুলির জন্য ফী লাগে না, সেগুলি ছাড়া অন্যান্য নকলের দরখাস্তের জন্য আদালতের রসুমবিষয়ক ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের আইন (১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ৭ আইন) মতে কেবলমাত্র দুই আনা কোর্ট ফী লাগিবে।

নোটসমূহ

উপরোক্ত তালিকায় *, †, ‡, § এবং †† চিহ্ন দ্বারা যে-সব নোটের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহাদের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:—

*নিম্নলিখিত প্রকারের দলিলসমূহও ইহার মধ্যে ধরিতে হইবে:—

"স্বীকারপত্র বা টাকা পাইবার আবাহন রসিদ, বিক্রয়ের সার্টিফিকেট, মুক্তিপত্র অথবা কোন ব্যক্তি পূর্ব্বে রেজিষ্টারী করা বন্ধকের বিপরীতক্রমে ঐরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে দাবী পরিত্যাগ করেন, বাটোয়ারার আদেশসূচক নিষ্পত্তিপত্র, অর্পণনামাপত্র, বন্ধকের দায়ের ঘোষণা, সম্পত্তির বিনিময়পত্র, মূল্য পাইয়া পাট্টা হস্তান্তরকরণপত্র, কোন অংশীদার কর্ত্তৃক অংশিত্ব ত্যাগ করিবার কালে মূল্যের পরিবর্ত্তে তাহার অংশীদারগণকে স্বীয় অংশ ও স্বার্থ হস্তান্তরকরণপত্র।" (রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের ইন্সপেক্টর-জেনারেলের ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৫, তারিখের ৯ নং সার্কুলার দ্রষ্টব্য।)

†দুই বৎসরের খাজানার টাকার হিসাব নিম্নলিখিত উপদেশমতে করিতে হইবে:—

(১) দশ বৎসরের অধিক কালের জন্য ইজারার বেলায় পাট্টায় উল্লিখিত সময়ের জন্য মোট সমস্ত টাকার হিসাব করিতে হইবে এবং ঐ সময়ের অর্দ্ধেক ধরিলে যে সংখ্যা হয় তদ্দ্বারা উহা ভাগ করিতে হইবে। এই প্রকারে বিশ বৎসরের জন্য ইজারা দেওয়া হইলে বিশ বৎসরের মোট খাজানাকে ১০ দিয়া ভাগ করিলে দুই বৎসরের খাজানা পাওয়া যাইবে।

(২) অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ইজারার বেলায়, প্রথম দশ বৎসরের জন্য মোট টাকার হিসাব করিতে হইবে এবং তাহার $\frac{1}{5}$ অংশই দুই বৎসরের খাজানা হইবে।

(৩) চিরস্থায়ী পত্তনির বেলায়: প্রথম ৫০ বৎসরের মোট খাজানার টাকার হিসাব করিয়া ২৫ দ্বারা তাহা ভাগ করিতে হইবে। ইহার ফলে দুই বৎসরের খাজানা পাওয়া যাইবে। (রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের ইন্সপেক্টর-জেনারেলের ৯ই জানুয়ারী ১৯৩০, তারিখের ২ নং সার্কুলার দ্রষ্টব্য।)

‡এই ধারার আমলে আনিবার যোগ্য হইতে হইলে পাট্টাকে প্রথম দৃষ্টিতে খাজনা পাট্টা অর্থাৎ চাষ করিবার উদ্দেশ্যে রায়তকে প্রদত্ত পাট্টা হইতে হইবে।

§মূল্য, খাজানা বা অন্য কোন বাবদ প্রদত্ত টাকা প্রাপ্তির স্বীকারপত্র রেজিষ্টারী করিবার ফী, যত টাকা পাওয়া যায় তাহার উপর ক দফায় নির্দ্দিষ্ট হারে হিসাব করিতে হইবে। যদি ঐরূপ স্বীকারপত্র বা রসিদ স্বতন্ত্র বা উক্ত কার্য্য সম্পাদন সম্পর্কে অপ্রধান দলিল হয়, তাহা হইলে প্রধান দলিল রেজিষ্টারী না হইয়া থাকিলে খ দফার ১ প্যারায় উল্লিখিত বিধান খাটিবে, অর্থাৎ স্বতন্ত্র বা অপ্রধান স্বীকারপত্র রেজিষ্টারী করিবার ফী, যত টাকা পাওয়া যায় তাহার উপর ক দফায় নির্দ্দিষ্ট হারে হিসাব করিতে হইবে। কিন্তু প্রধান দলিল রেজিষ্টারী করা হইয়া থাকিলে খ দফার নিয়মবিধি অনুসারে ফীর হিসাব করিতে হইবে, অর্থাৎ যত টাকা পাওয়া যায় তাহার উপর ক দফায় নির্দ্দিষ্ট হারে হিসাব করিতে হইবে, কিন্তু ফীর সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ৪৲ টাকার অধিক হইবে না। (রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের ইন্সপেক্টর-জেনারেলের ৭ই জুলাই ১৯১৪, তারিখের ৭ নং সার্কুলার দ্রষ্টব্য।)

**নিম্নলিখিত শ্রেণীর দলিলের উপর "ঙ" ফী ধরিতে হইবে:—

"যে মুক্তিপত্র দ্বারা পূর্ব্বে রেজিষ্টারী করা বন্ধকীর সম্পত্তি খালাস করা হয় তাহা, ইজারার ইস্তফাপত্র, চুক্তি ও সম্পাদন প্রত্যাহারপত্র, অংশিত্বের ও পুনঃসমর্পণ-করণের দলিল। (রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের ইন্সপেক্টর-জেনারেলের ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯২৫, তারিখের ৯নং সার্কুলার দ্রষ্টব্য।) অংশিত্ব বিলোপকরণ ও (উইল রহিতকরণ ভিন্ন অন্য) রহিতকরণের দলিল।"

††কলিকাতা-মেমন বিষয়ক ১৯২০ খৃষ্টাব্দের আইন (১৯২০ খৃষ্টাব্দের ৪৬ আইন অধীনে কলিকাতার রেজিষ্ট্রার বা সব-রেজিষ্ট্রারের নিকট যে জবানবন্দী দেওয়া হয়, তাহার বা তাহার অংশসমূহের নকলের জন্য ১৲ টাকা বাড়ী ফী দিতে হইবে।

(আগামী সংখ্যায় শেষাংশ প্রকাশিত হইবে)

LIBRARY OF THE B. K. M. LEGISLATURE

রাশিয়ার যুদ্ধে লাভ ও লোকসান

[উইকহ্যাম ষ্টিড্]

মস্কোর যুদ্ধ এখনও প্রবল বিক্রমে চলিতেছে। ইহার ফলাফল কি হইবে, সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা মূর্খতা। তবে হিটলারের রাশিয়া আক্রমণের লাভ ক্ষতি সম্বন্ধে একটা সাময়িক হিসাব প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

এখন হইতে ঠিক এক বৎসর আগে, ১৯৪০ সালের অক্টোবরের মাঝামাঝি জার্ম্মাণীকে "ব্রিটেনের যুদ্ধে" পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। অথচ জার্ম্মাণ প্রচারযন্ত্রেরা তখনও এই বলিয়া চীৎকার করিতেছিল যে ইংলণ্ডের পতন ঘটিতে আর দেরী নাই। বর্ত্তমানে জার্ম্মাণ প্রচারকেরা যখন বলিতেছে যে, রুশ সীমান্তে যুদ্ধের সম্পূর্ণ অবসান না হইলেও ইতিমধ্যেই রাশিয়ার প্রতিরোধ-ক্ষমতা বিচূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তখন যেন গত বৎসরে ইংলণ্ড সম্বন্ধে জার্ম্মাণীর মিথ্যা প্রচারের কথা স্মরণ রাখি। মস্কো হইতে সদ্য প্রত্যাগত অভিজ্ঞ আমেরিকান ও ইংরেজদের ধারণা এই যে, রাশিয়া শুধু যে অপরাজিত রহিয়াছে তাহাই নহে, রাশিয়ার প্রতিরোধ এবং প্রতিআক্রমণের ক্ষমতা অব্যাহত আছে।

এইবার পূর্ব্ব সীমান্তের যুদ্ধের একটা হিসাব নিকাশ প্রস্তুত করা যাউক। ক্ষতির হিসাবে রুশিয়ানের যে সকল স্থান জার্ম্মাণীর হস্তে সমর্পণ করিতে হইয়াছে, যে সকল কৃষির জমী এবং শ্রমশিল্প-কেন্দ্র নষ্ট হইয়াছে এবং রাশিয়ার যে সৈন্য ক্ষয় হইয়াছে তাহা ধরা যায়।

রুশিয়ানের লাভের হিসাবে দুইটি জিনিষ ধরা যাইতে পারে। আমার নিকট ক্ষতির তুলনায় লাভের পরিমাণ বেশী বলিয়াই মনে হয়। লাভের কিছুটা বা প্রত্যক্ষ, আবার কিছুটা অপ্রত্যক্ষ। ব্রিটেন ও আমেরিকা হইতে রাশিয়ার অজস্র পরিমাণ পণ্য প্রেরিত হইয়াছে। এই পণ্যের পরিমাণ এত অধিক যে, ষ্টালিনও তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া মস্কো সম্মেলনের ফলাফল ও ইঙ্গ-রুশ-মার্কিণ সহযোগিতায় ষ্টালিন যে সন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয়, সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্র-নায়কেরা ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহার নৈতিক এবং অর্থনৈতিক মূল্য অসাধারণ। "মুষ্টিমেয় ধনীনিয়ন্ত্রিত সাধারণতন্ত্র," "ধনতান্ত্রিকতা" এবং "গণতন্ত্র-বিরোধিতা" প্রভৃতি সকল বাদানুবাদের এবার অবসান ঘটিয়াছে।

হিটলার যখন রাশিয়া আক্রমণ করে, তখন সে কল্পনায়ও কখনও মনে করে নাই যে, ইহার ফলে ইঙ্গ-রুশ-মার্কিণ মৈত্রী সম্ভব হইবে। একপক্ষে ব্রিটেন ও আমেরিকা ও অন্য পক্ষে সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত এই মিলন নবযুগের সৃষ্টি করিতে পারে।

হিটলারের রাশিয়া আক্রমণের কারণ এই যে, রাশিয়ার অজস্র পণ্য হস্তগত না করিয়া সে ব্রিটেন আক্রমণ করিতে সাহস করে নাই। রাশিয়া জার্ম্মাণীকে আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছিল বলিয়া হিটলার যাহা বলিয়াছে তাহা একান্তই বাজে অজুহাত।

রাশিয়া আক্রমণ করিয়া হিটলার সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, ভবিষ্যতে জার্ম্মাণীর পরাজয়ের পর পরস্পর সহযোগিতায় ইউরোপের যে পুনর্গঠনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, ব্রিটেনের সহিত এইরূপে রাশিয়ার মৈত্রী সংঘটিত হওয়ায় তাহা বিনা বাধায় সংঘটিত হইতে পারিবে। রাশিয়া যদি নিরপেক্ষ থাকিত এবং জার্ম্মাণী পরাজিত হইবার পরও জার্ম্মাণীর সহিত তলে তলে তাহার একটা বুঝাপড়া থাকিত, তবে ইউরোপের পুনর্গঠনে নিশ্চিত বাধার সৃষ্টি হইত।

শীতকাল আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে জার্ম্মাণী রাশিয়ার যুদ্ধে নূতন অঞ্চল জয় করিতে পারুক বা না পারুক তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। ব্রিটেন ও আমেরিকার সাহায্য পাইয়া রাশিয়া নাৎসীদের পরিণামে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে।

ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট ও ষ্ট্যাম্প

বাঙলাদেশে বিক্রয়ের হিসাব

গত আগষ্ট মাসে বাঙলার বিভিন্ন জেলায় মোট ৪,৮৬,২৭০৲ টাকার ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট ও মোট ১১,১৪৮৲ টাকার ডিফেন্স সেভিংস্ ষ্টাম্প বিক্রয় হইয়াছে। নিম্নে বিভিন্ন জেলার হিসাব প্রদত্ত হইল :—

	জেলা।	সার্টিফিকেট।	ষ্টাম্প।
১।	ফরিদপুর	৩,২১০৲	৭২৸০
২।	ত্রিপুরা	৪,৬০০৲	৯২॥০
৩।	নোয়াখালী	৪,৮৭০৲	১৪।০
৪।	বাখরগঞ্জ	৮,৭৯০৲	১৪৭৲
৫।	নদীয়া	১,৩৬০৲	৩৪২॥০
৬।	হাওড়া	৩,৫৮০৲	১০০।০
৭।	দিনাজপুর	৫,১২০৲	৯৬॥০
৮।	রংপুর	১৪,৯৩০৲	১৪৬॥০
৯।	ঢাকা	১৪,৩০০৲	৩১৩৵০
১০।	বর্দ্ধমান	২৪,৩৮০৲	৮৯৫॥০
১১।	বীরভূম	৬,৮৭০৲	৫০।০
১২।	মালদহ	৩,২১০৲	১৪১৲
১৩।	মুর্শিদাবাদ	১,১৩০৲	১।০
১৪।	২৪-পরগণা	৪,৯৮০৲	৭১১।০
১৫।	মেদিনীপুর	১৭,০১০৲	২৫৫॥০
১৬।	বাঁকুড়া	৫৫০৲	৪৯৲
১৭।	ময়মনসিংহ	১,৮২০৲	১১১৲
১৮।	জলপাইগুড়ি	১,৭৭০৲	৪০৫৲
১৯।	দার্জিলিং	৩,৪৪০৲	৭৩॥০
২০।	কলিকাতা	২,৩০,৪৫০৲	৪,৮৯০॥০
২১।	যশোহর	২,১৬০৲	৫৪॥০
২২।	খুলনা	১০,৪৭০৲	৯১॥০
২৩।	চট্টগ্রাম	৭,০৩০৲	৩১৩৲
২৪।	পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	..	..
২৫।	বগুড়া	২,৩১৬৲	৬১৭॥০
২৬।	হুগলী	৫০,৭৪০৲	১৫৯৲
২৭।	রাজশাহী	২,৫২০৲	১৮১॥০
২৮।	পাবনা	৭,২৪০৲	২১১।০
	মোট	৪,৮৬,২৭০৲	১১,১৪৮৲

৩০ হাজার ফুট উঁচু হইতে লম্ফ

মার্কিণ বৈমানিকের দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতা

ডেইলী টেলিগ্রাফের সিকাগোস্থিত সংবাদদাতার সংবাদে প্রকাশ, প্যারাসুটযোগে অবতরণ সম্পর্কীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য আর্থার ষ্টার্কস নামক জনৈক মার্কিণ বৈমানিক ৩০ হাজার ফুট উচ্চে উড্ডীয়মান একটা "উড়ন্ত দুর্গ" শ্রেণীর বিমান হইতে নীচে লাফ দেয়। প্রায় ২৮,৫০০ ফিট বা পাঁচ মাইলেরও অধিক পর্য্যন্ত পড়িবার পর তবেই সে তাহার প্যারাসুট খোলে।

পতনকালে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস ও হৃৎস্পন্দনের দ্রুততা নির্ণয় করিবার জন্য ষ্টার্কসের দেহে উপযুক্ত পরিমাপক যন্ত্র বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বিদ্যুতের দ্বারা তাহার পোষাক গরম রাখিবার ব্যবস্থা ছিল এবং মুখে সে অক্সিজেন-যুক্ত মুখোস ব্যবহার করিয়াছিল। টুপিতে আঁটা একটি ক্ষুদ্র রেডিও যন্ত্রের সাহায্যে সে মাটিতে অবস্থিত পর্য্যবেক্ষকদের সহিত সংবাদ আদান প্রদানেও সমর্থ হইয়াছিল। উপর হইতে নীচে নামিতে তাহার ২ মিনিটেরও কম সময় লাগে। ঘণ্টায় সে ১৮০ মাইল বেগে পড়িতে থাকে। মাটিতে অবতরণ করিবার পর সে বলে যে নীচে পড়িবার সময় তাহার কোনও কষ্ট হয় নাই।

ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে যে পরিমাণ পণ্যের দড়ি প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে আশা হয়, এখন হইতে আর বিদেশ হইতে এই প্রকার দড়ি আমদানী করার প্রয়োজন হইবে না। এতদিন পণ্যের দড়ির অধিকাংশই ব্রিটেন হইতে আমদানী করা হইত।

আমেরিকার জাহাজ ডুবি

নিমজ্জিত জাহাজগুলির নাম

সম্প্রতি রুবেন জেম্স্ নামক মার্কিণ ডেষ্ট্রয়ার শ্রেণীর যুদ্ধ জাহাজটি জার্ম্মাণ সাবমেরিণ আক্রমণের ফলে নিমজ্জিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ৪ঠা সেপ্টেম্বরে গ্রীয়ার ও ১৭ অক্টোবরে কিয়ার্নি নামক আর দুইটি যুদ্ধ জাহাজও আক্রান্ত হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত ৭টি মার্কিণ সওদাগরি জাহাজ শত্রু আক্রমণের ফলে নিমজ্জিত হইয়াছে। নিম্নে সেগুলির নাম ও নিমজ্জনের তারিখ দেওয়া হইল :—

"চার্লস প্রাট" নামক জাহাজটি ১৯৪০ সালের ২৮শে ডিসেম্বর ২২ জন নাবিক ক্রুসহ জলমগ্ন হয়।

"রবিন মুর" ১৯৪১ সালের ২১শে মে তারিখে জলমগ্ন হয়।

"ষ্টিল সী-ফেয়ারার" ৫ই সেপ্টেম্বর সুয়েজখালে বোমা বর্ষণের ফলে নিমজ্জিত হয়।

ইহা ছাড়া "মোণ্টানা" ১১ই সেপ্টেম্বর, "পিঙ্ক ষ্টার" ১৯শে সেপ্টেম্বর, "আই সি হোয়াইট" ২৭শে সেপ্টেম্বর "গোল্ড ভেঞ্চার" ১৬ই অক্টোবর এবং "লে হাই" নামক জাহাজটি ১৯শে অক্টোবর শত্রু আক্রমণে জলমগ্ন হইয়াছে।

"নেতাকে চাই না, রুটী চাই"

জনসভায় জার্ম্মাণীর মনোভাব

যুক্তরাষ্ট্রের "নিউ লীডার" নামক সংবাদপত্রটি লিখিয়াছে—কিছু দিন পূর্ব্বে জার্ম্মাণ কারখানার এক জনসভায় বক্তৃতা দিবার জন্য নাৎসি ডাঃ রোবের্ট লে হামবুর্গে আসিয়াছিলেন। তিনি সভায় দণ্ডায়মান হইয়া যেই বলিলেন, "আমাদের নেতা হিটলার এই সভায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না বলিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত", অমনি ভীড়ের মধ্য হইতে কয়েকজন চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমরা নেতাকে চাই না, আমরা রুটী (খাবার) চাই।"

বার্লিনের যুদ্ধাস্ত্রনির্ম্মাণ কারখানাগুলিতে ইচ্ছাকৃত ক্ষতিসাধনের এইরূপ হিড়িক লাগিয়াছে যে, এই সকল কারখানার অপরাধী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ বন্দী-শিবির খোলা হইয়াছে। এই সকল বন্দী-শিবিরে শ্রমিক বন্দীদের সকলকেই খাটিতে হয়।

আগামী ২৭শে নভেম্বর তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের শীতকালীন অধিবেশন আরম্ভ হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটীশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজ-ছাড়ার যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

BENGAL ... LIBRARY

Regd. No. C 2532

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা] কলিকাতা, ২৪শে নভেম্বর, ১৯৪১ [এক আনা

মিত্র-শক্তিপুঞ্জের প্রতি তুরস্কের বিশ্বস্ততা

মধ্য-প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ কূটনীতি-বিশারদ ইসমেৎ পাশার কার্য্যাবলী

সংবাদপত্র মহলে তুরস্ককে লইয়া আবার নানা জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সত্য বটে, এখন পর্য্যন্ত তুরস্কের উপর সাক্ষাৎভাবে কোন আক্রমণ হয় নাই; তবে অনুরোধ, উপরোধ, ভীতিপ্রদর্শন এবং বাধা প্রদানের তরফে [illegible] উদ্দেশ্য করিয়া তাহার উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা-চরিত্রের অন্ত নাই। মিত্রশক্তি বৃটেনকে ত্যাগ করিয়া তুরস্ক যাহাতে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে চক্রশক্তির দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, তজ্জন্য তাহাকে অনবরত চাপ সহ্য করিয়া আসিতে হইতেছে। বাহিরের দিক হইতে তাহার আশঙ্কার কোন কারণ নাই, ইহা বারবার ঘোষণা করিয়াও তুরস্ক কি সেই আশ্বাসবাণীর উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে? নিশ্চয়ই না। কারণ বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, যুগোস্লাভিয়া এবং গ্রীস কি শুধু শান্তিতে বাস করার ইচ্ছাই পোষণ করিয়া আসিতেছিল না?

সুদৃঢ় দুর্গ-প্রাকারের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া তুরস্ক আজও মধ্য-প্রাচ্যকে যুদ্ধের ভয়াবহতা হইতে রক্ষা করিয়া আসিতেছে। তাহার সম্মতিক্রমেই হউক কিংবা প্রতারণা বা তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হউক, যদি একবার তুরস্ক যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়ে তাহা হইলে তাহার প্রতিবেশী রাষ্ট্র ইরাক, ইরাণ এবং সিরিয়ার পরিস্থিতি মন্দের দিকে গড়াইয়া পড়িবেই পড়িবে। অপর পক্ষে সিরিয়া, ইরাণ ও ইরাককে শত্রু সৈন্যের প্রভাব এবং ষড়যন্ত্র হইতে মুক্ত করার দরুণ মধ্য-প্রাচ্যে শুধু যে মিত্রশক্তির পক্ষে সাইপ্রাস রক্ষার ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে এমন নয়, অধিকন্তু তুরস্কেরও যথেষ্ট লাভ হইয়াছে। কারণ ইহার দ্বারা পশ্চিম সীমান্ত সম্পর্কে সে এখন এক রকম নিশ্চিন্তই আছে। এক্ষণে আর অতর্কিতভাবে পশ্চিম দিক হইতে কেহ তাহার পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিতে পারিবে না; কারণ সেইদিকে বহুল সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন করার সুযোগ তাহার হইয়াছে।

জল, স্থল ও আকাশ-পথে তুরস্ককে আক্রমণ করা যাইতে পারে। তাহার পশ্চিম সীমান্তে জার্মাণ-বুলগেরিয়ান মিশ্র সৈন্যবাহিনী ছাড়া শুধু জার্মাণদের লইয়া গঠিত কয়েক ডিভিশন সৈন্যও রহিয়াছে। কিন্তু আড্রিয়ানোপোলে তাহার খুব মজবুত ডিফেন্স লাইন রহিয়াছে এবং তথা হইতে দার্দেনেলিজ হইয়া স্যালোনিকা পর্য্যন্ত সমান্তরালভাবে সমশক্তিশালী ডিফেন্স লাইন বরাবর চলিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে গভীর হ্রদের সৃষ্টি করিয়া ইহাকে দুর্ভেদ্য করার ব্যবস্থাও সুদৃঢ় করা হইয়াছে। এসকল হ্রদের গভীরতা এবং স্রোতের সঠিক তথ্যাদি সম্পর্কে অবহিত না হইয়া জার্মান ট্যাঙ্কের সাহায্যে উহা পার হওয়ার সম্ভাবনা যাঁহারা দেখিতেছেন, তাঁহাদের কথা হাসির উদ্রেক করে।

বুলগেরিয়া যদি তুরস্ক আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে সে অবিলম্বে দেখিতে পাইবে যে, তুরস্কের সৈন্যবাহিনী তাহার সীমান্তে উপস্থিত হইয়া রহিয়াছে। জার্মাণী যদি না অতি কষ্টে স্যালোনিকা লাইন অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলেও তাহার বিশেষ লাভ নাই; কারণ প্রণালীর বাম তীরেই তাহাকে থাকিতে হইবে। মনে করা হইল যে, জার্মাণী বহু সাধসঞ্চিত জাহাজের সাহায্যে প্রণালী অতিক্রম করিল, কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তাহার বিপদ কাটিয়া যাইতেছে না। কারণ তখন তাহাকে আনাটোলিয়ার দারুণ শীতের সম্মুখীন হইতে হইবে। সময় সময় আনাটোলিয়ার শীতের প্রকোপ এত বৃদ্ধি পায় যে, তথাকার অধিবাসীরা পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ করে। আরও দক্ষিণে টরাস উপত্যকার যে-সকল রেলওয়ে সেতু আছে, ঐগুলি নিশ্চয়ই ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে। সর্ব্বদক্ষিণ সীমান্তে যে-স্থানে আলেকজাণ্ড্রা অবস্থিত, সেখানে পৌঁছামাত্রই বৃটিশ নৌবহর আক্রমণকারীদিগকে সাদর সম্ভাষণ জানাইবে।

দার্দেনেলিজের পথে না আসিয়া জার্মাণী অন্যভাবেও তুরস্ক আক্রমণ করিতে পারে। রুমানিয়া ও বুলগেরিয়া এক্ষণে তাহার পদানত। উক্ত রাষ্ট্রদ্বয়ের বন্দরসমূহ হইতে হাল্কা ওজনের জাহাজ এবং বিমানপোতের সাহায্যে সে তুরস্কের উপর আক্রমণ চালাইতে পারে। সম্প্রতি তুরস্কের চোখে ধূলি নিক্ষেপের একটা চেষ্টাও হইয়া গিয়াছে। মণ্ট্রো চুক্তিপত্রের বিধান অনুসারে যুদ্ধরত রাষ্ট্রসমূহের জাহাজ দার্দেনেলিজে প্রবেশ নিষিদ্ধ। কতকগুলি ইটালীয়ান ক্রুজারকে এই বলিয়া দার্দেনেলিজের পথে পাঠাইবার চেষ্টা হইতেছিল যে, ঐগুলি বুলগেরিয়া ক্রয় করিয়া লইয়াছে। কিন্তু ইহা পূর্ব্বাহ্নে জানাজানি হওয়ার সমস্ত ব্যাপারটা ফাঁসিয়া যায়।

সুইজারল্যাণ্ড হইতে সোভিয়েটের পর্য্যন্ত যতগুলি রাষ্ট্র আছে, তন্মধ্যে শুধু তুরস্ককেই বিগত ২০ বৎসরে কোন বড় রকমের রাষ্ট্রনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হয় নাই। ইহা তাহার ভূতপূর্ব্ব প্রথম প্রেসিডেণ্ট গাজী মোস্তফা পাশা কামাল আতাতুর্কের অসাধারণ রাষ্ট্রশক্তির দরুণ সম্ভবপর হইয়াছে। তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য ইসমেৎ ইনিনু একজন সাধারণ সৈন্য হইতে একজন রাষ্ট্রনীতিবিশারদে পরিণত হইয়াছেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে সাফল্যের পর তিনি ১৯২৩ সনে লোজেন শান্তি সভায় একজন সুদক্ষ রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় তুরস্কের অনুকূলে সন্ধিপত্র সম্পন্ন করাইয়া লইয়া মধ্য-প্রাচ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কূটনীতি-বিশারদ নামে পরিচিত হন। তিনি মধ্যমাকৃতির লোক, চক্ষু দুইটি অত্যন্ত উজ্জ্বল, নাক সরু ও খাড়া এবং হাত দুইটি ছোট, ঠিক যেন শিশুর হাতের ন্যায়। তিনি সামান্য কালা; তবে প্রয়োজনীয় কথা তিনি ঠিক ঠিক শুনিয়া লইতে সমর্থ। তিনি [illegible] পোষাক পরিচ্ছদ ভালবাসেন। অথচ [illegible] সংগীতের প্রতি তাঁহার আগ্রহ খুব কম; তবে কবিতা একটু কড়া হইলে তিনি উহা অধিক পছন্দ করেন।

প্রাচ্যের রাজনীতিজ্ঞদের অনেককে তাস খেলা খেলিতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু ইসমেৎ ইনিনু তাঁহাদের মধ্যে সেরা খেলোয়াড়। রাজনীতিক্ষেত্রের জটিলতার মধ্যেও তিনি এ-যাবৎ তুরস্ককে দক্ষতার সহিত পরিচালিত করিয়া আসিতেছেন। সময় সময় তিনি দুই একটা বড়ে মার খেয়ে সত্য, তবে উহা শুধু [illegible] দূরে ঠেকাইয়া রাখার জন্য। ইহার একটি সাম্প্রতিক উদাহরণ দিতেছি: জার্মাণীকে ৯০,০০০ টন ক্রোম সরবরাহের প্রতিশ্রুতিতে সম্প্রতি তুরস্ক তাহার সহিত এক চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে। চুক্তিতে উহাও আছে যে, ১৯৪৩ সনের পূর্ব্বে জার্মাণী উক্ত ক্রোম পাইবে না। অথচ জার্মাণী আশা করিয়াছিল, তুরস্কের সহিত চুক্তি করিয়া তুরস্ক অবিলম্বে তাহাকে ক্রোম সরবরাহ করিবে।

ফ্রান্সের পতনের পর কয়েকদিনের জন্য তুরস্ক কতকটা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এ-কারণে সে যুদ্ধে যোগদান পূর্ব্বক বৃটেন কিংবা গ্রীসের সাহায্য করিতে পারিবে বলিয়া মনে করিতে পারে নাই। কিন্তু সে বরাবর অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত জানাইয়া দিয়াছে যে, তাহার রাজ্যের উপর দিয়া সে কাহাকেও সৈন্য পরিচালনা করিতে দিবে না এবং আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত লড়াই সে করিবেই। পার্শ্ববর্তী আরব রাষ্ট্রগুলি দখল পূর্ব্বক পুনরায় তুরস্কের খেলাফৎ প্রতিষ্ঠায় যে প্রলোভন জার্মাণীর সংবাদপত্রসমূহ তাহাকে দিয়া আসিতেছে, তুরস্ক তাহাতে কাণ দিবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ দূরদর্শী ও মহান মোস্তফা কামাল বিশেষ চিন্তা করিয়াই খেলাফতের অবসান ঘটাইয়া দিয়াছেন।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজ-ছাড়ার যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

২৪শে নভেম্বর—১৯৪১

সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা

আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রনায়ক প্রেসিডেণ্ট উইলসন বিগত মহাসমরের পর ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, ভাবীকালের সংগ্রামে নিরপেক্ষ কোন দেশের অস্তিত্ব থাকিবে না। হিটলারও অনেকাংশে এই ধরণের অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু নাৎসীরা কোন-কোন জাতির নিরপেক্ষতার সাময়িক সুযোগ দিয়া পরে তাহাদের বিরুদ্ধে পাশব-শক্তি প্রয়োগের নীতিরই পরিচয় দিয়াছে; পক্ষান্তরে আমেরিকার এই খ্যাতনামা ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট তাঁহার উপরোক্ত উক্তিতে এই কথাই বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন যে, যদি কোন জাতি আক্রমণকারীর ভূমিকা অভিনয় করিতে অগ্রসর হয়—তাহা হইলে বিশ্বের অন্যান্য সকল জাতিকে তাহার বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে দাঁড়াইতে হইবে।

প্রেসিডেণ্ট উইলসনের এই আদর্শের উপরই "সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জগতের নিরাপত্তা রক্ষার" নীতি গড়িয়া উঠিয়াছে। আমরা প্রায়ই অভিযোগ করিয়া থাকি যে, শান্তি-প্রতিষ্ঠার এই নীতি বিশেষ কার্য্যকরী হয় নাই। কিন্তু কেন এরূপ হইয়াছে? এই নীতিকে কার্য্যকরী করার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাওয়া হয় নাই বলিয়াই এরূপ হইয়াছে। গত মহাসমরের পর যে কতিপয় বৎসর তথাকথিত "শান্তিতে" কাটিয়াছে, এই সময়ের মধ্যে অধিকাংশ জাতিই নিজেদের সমস্যা ছাড়া কোন-প্রকার বিশ্ব-সমস্যার ব্যাপারে গোলযোগের মধ্যে যাইতে সাহস করে নাই। মুসোলিনী যখন আবিসিনিয়া আক্রমণ করিয়াছিল, তখন একমাত্র বৃটেন ছাড়া আর কোন শক্তি এই অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করে নাই এবং বৃটেনও তখন এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার দায়িত্ব গ্রহণে অগ্রসর হয় নাই। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক "বয়কট ঘোষণা" তখন কতকটা আশাপ্রদ বলিয়া মনে হইয়াছিল; কিন্তু তাহাকেও পূর্ণ ভাবে কার্য্যকরী করা হয় নাই। এই "বয়কট" ঘোষণার ফলে তখন ইটালীয় জনসাধারণ কতকটা "চঞ্চল" হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ইহা দ্বারা মুসোলিনীর বিধ-বাষ্প উৎপাদনের কারখানাসমূহের কার্য্যে কোন বাধাই সৃষ্টি হয় নাই। সেই সময় হইতেই হিটলার "এক-একটি করিয়া" শত্রুকে পর্য্যুদস্ত করতঃ সমগ্র বিশ্ব-বিজয়ের পরিকল্পনা করেন। হিটলারী এই পরিকল্পনা হইতে ইটালীও যে বাদ পড়ে নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

অতঃপর হিটলার তাঁহার পরিকল্পনার দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ করিতে অগ্রসর হন। জার্ম্মাণীর যে নাৎসী বাহিনী সর্ব্ব-প্রথম পোলাণ্ডের সীমারেখা ভঙ্গ করিয়া অগ্রসর হইয়াছিল, তাহারাই পরোক্ষভাবে বলিয়া দিয়াছিল যে, অতঃপর হিটলারী পলিসী কি হইবে। অতঃপর গত সাতাইশ মাসের নিষ্ঠুর অত্যাচারলীলার ফলাফলে আজ প্রায় সমগ্র ইউরোপে দানবীয় রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথাকথিত "নব-বিধানের" ছুতায় ইউরোপ-খণ্ডের এক-একটি দেশকে সম্পূর্ণ অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া নাৎসী বর্ব্বরতার অবাধ অভিযান চালানো হইয়াছে। এই বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে অনেকেই বীরের সংগ্রাম করিয়া অবশেষে পরাজয় বরণ করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু এই পরাজয়ের ভিতর দিয়া এই শিক্ষাই জগতের প্রতিভাত হইয়াছে যে, সকল জাতি যদি সম্মিলিতভাবে জগতের এই সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হয়, তাহা হইলে আত্মরক্ষার কোন উপায়ই হইবে না। ইহা বলা বাহুল্য যে, এ-ক্ষেত্রে সম্মিলিত প্রচেষ্টার ভিতর দিয়াই নাৎসী-পদানত দেশগুলির জনগণের অন্তরে মনোবল আবার শত্রুর বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে।

কিন্তু শুধু ইউরোপ লইয়াই সমগ্র বিশ্ব নহে। আমেরিকান রাষ্ট্র-পরিষদের জনৈক সিনেটার বলিয়াছেন:—"হিটলার কোন কাজ অসমাপ্ত রাখার লোক নহেন। সমগ্র জগতের অভিশাপ মাথায় করিয়া তাঁহাকে হয়ত নির্ব্বাসনে জীবনযাপন করিতে হইবে; অথবা সমগ্র জগতের হত্যাকাণ্ডের পরই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবেন।" হিটলার যে রক্তরঞ্জিত পথে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহার ফলে আজ তাঁহাকে বিশ্বের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী জাতিনিচয়ের সম্মিলিত বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। সকল জাতি যদি সম্মিলিতভাবে এই সম্মিলনকে সর্ব্বপ্রকারে শক্তিশালী করিতে সচেষ্ট হয়, তবেই অবশ্য এই সম্মিলন কার্য্যকরী হইবে। সুখের বিষয়, রুশিয়া, মধ্য-প্রাচ্যের শক্তিবর্গ, অষ্ট্রেলিয়া ও আমেরিকা সকলেই এই ব্যাপারে একান্ত একাগ্রতার সহিত সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অগ্রসর হইয়াছে। ভারতবর্ষও এই বিপদের মাঝে এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, অদূর ভবিষ্যতে কয়েক মাসের মধ্যেই হয়ত তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রামের সম্মুখীন হইতে পারে। কিন্তু আশ্বাসের কথা এই যে, আজ ভারতবর্ষ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে শক্তিশালী ও প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

নরখাদক ব্যাঘ্র যদি আহত হয়, তবে সে আরো বেশী হিংস্র হইয়া দাঁড়ায়। হিটলারের বাহিনীও আজ রুশিয়ায় প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া ভীষণভাবে আহত হইয়াছে। "নাৎসী বাহিনী অজেয়" এই মিথ্যা ধারণার বুদ্বুদ রুশিয়ার সংঘর্ষে বিদীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, আহত ব্যাঘ্রের মতই এই নাৎসী বাহিনী ভবিষ্যতে আরো অধিকতর হিংস্র রূপ ধারণ করিবে।

কিন্তু সমগ্র জগতের সম্মিলিত শক্তির সামনে এই নাৎসী ব্যাঘ্রের দর্প যে পরিণামে চূর্ণ হইয়া যাইবে, এ বিশ্বাস অনায়াসেই করা যায়।

তিনজন ফরাসী যুবকের সামরিক বিচার

কর্ণেল হোলৎজের উপর গুলী চালনার জের

ডেইলী মেলের মাদ্রিদস্থ সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, নানটিসে কর্ণেল হোলৎজের উপর গুলী ছোঁড়া সম্পর্কে জার্ম্মাণরা যে তিনজন ফরাসী যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে, তাহাদিগকে অবিলম্বে বিচারার্থ সামরিক আদালতে হাজির করিবার জন্য অধিকৃত ফ্রান্সের জার্ম্মাণ সৈন্যাধ্যক্ষ জেন ষ্টুয়েলপনাগেল হুকুম জারি করিয়াছেন। বিচার খুব সহজেই হইয়া যাইবে। প্রমাণ থাকুক আর না থাকুক, অভিযুক্তেরা সকলেই দোষী সাব্যস্ত হইবে এবং বিচারের পরদিন প্রভাতেই তাহাদিগকে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলা হইবে।

তিনজনকেই গত ৭ই নভেম্বর সাম্যবাদ প্রচারের অপরাধে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। ফরাসী জনসাধারণের ধারণা এই যে, নানটিসের গুলী বর্ষণের পর যে তিনজন আততায়ী পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহাদের চেহারার সহিত বর্ত্তমানে অভিযুক্ত যুবকত্রয়ের কিছুটা আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকাতেই ইহাদিগকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

কলিকাতার অধিবাসী অপসারণ সমস্যা

সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে সরকারী বিবৃতি

একটি সরকারী প্রেস-নোটে বলা হইয়াছে:—

কলিকাতার উপর আক্রমণ সম্ভাবনা দেখা দিলে তথা হইতে অধিবাসিগণকে অপসারণ সম্পর্কে সংবাদপত্রসমূহে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে স্বাভাবিকভাবেই জনসাধারণের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট এই ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করা দরকার মনে করেন। তাঁহারা পরিষ্কারভাবে জানাইতে চাহেন যে;—

(১) সংবাদপত্রে যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা গভর্ণমেণ্টের ঘোষণা নহে,

(২) যে পরিকল্পনা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তাহা সমস্যার একটা দিক মাত্র, এবং

(৩) ইহা গভর্ণমেণ্টের অনুমোদনও লাভ করে নাই।

যাহা হউক, ইহা সত্য যে, গভর্ণমেণ্ট অধিবাসী অপসারণ সমস্যার বিভিন্ন দিক সূক্ষ্মভাবে পর্য্যালোচনা করিতেছেন। গভর্ণমেণ্টের চূড়ান্ত অনুমোদনের পর অধিবাসী অপসারণের সমস্ত আয়োজনের বিষয় সত্বর জনসাধারণকে জানান হইবে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, ব্যাপকভাবে শহরের সমগ্র অধিবাসীকে অপসারণ সম্পর্কে কোন বন্দোবস্ত করা হইবে না। গভর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, কলিকাতার জনসাধারণের অধিকাংশই অবিচলিত থাকিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য করিয়া যাইবেন এবং এরূপভাবেই শহরের সুনাম রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। এই ব্যাপারে মানুষের মনে দুর্ভাবনা আসাও স্বাভাবিক। কোন দূরদর্শী গভর্ণমেণ্টই এই বিষয়টির প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করিতে পারেন না। এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই বাঙলা গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন।

প্রশান্ত মহাসাগরে ইঙ্গ-মার্কিণ মিলিত ব্যবস্থা

হংকং এর সৈন্যবল বৃদ্ধি

সুদূর-প্রাচ্যে শক্তিবৃদ্ধি করিবার জন্য ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র শীঘ্রই মিলিত প্রচেষ্টা করিবে বলিয়া ওয়াশিংটনে গুজব শুনা যাইতেছে। ব্রিটেন ইতিমধ্যেই প্রশান্ত মহাসাগর রক্ষা ব্যবস্থায় কিছু কিছু অদল বদল করার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করিয়াছেন। এ অঞ্চলের আত্মরক্ষা ব্যবস্থায় হংকং একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি বলিয়া বিবেচিত হয়। ইহার সৈন্য এবং অস্ত্রবল বৃদ্ধি সম্বন্ধে ব্রিটেন আমেরিকার সহিত পরামর্শ করিয়াছে। খুব সম্ভব সুদূর-প্রাচ্যের পরিস্থিতি সম্পর্কে কানাডার সহিতও ব্রিটেনের আলোচনা চলিতেছে।

ঢালাইর কার্য্যে শিক্ষাদান

শিল্প বিভাগের প্রশংসনীয় উদ্যম

বাঙলা সরকারের শিল্প বিভাগ কতিপয় যুবককে ধাতু ঢালাই কার্য্যে ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কলিকাতার ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ্চ লেবরেটরীতে এই শিক্ষা দান করা হইবে এবং নয় মাস কাল শিক্ষালাভ করিতে হইবে। এই সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রকেই বাঙলা সরকারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে। (প্রেস-নোট)

বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যগণ বিভিন্ন রণক্ষেত্রে যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া শীঘ্রই ভারতসরকার কর্তৃক একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হইবে। ইহাতে সিরিয়ার যুদ্ধাবসান অবধি সমুদয় ঘটনাবলী বিবৃত থাকিবে। এই পুস্তিকার নাম দেওয়া হইবে "টাইগার ষ্ট্রাইক্স" বা "ব্যাঘ্রের আক্রমণ"।

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় দেশবাসীর সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা

বগুড়া, গাইবান্ধা ও নওগাঁতে গভর্ণর-বাহাদুরের বক্তৃতা

বগুড়ায়

"যদি যুদ্ধের ভয়াবহ দৃশ্যকে ভারতের নিকটবর্ত্তী হইতে না দেওয়াই অভিপ্রেত হয়, তবে আমাদের বর্ত্তমান যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে শুধু যে অব্যাহত রাখিতে হইবে এমন নয়, বরং উহাকে আরও বহুল পরিমাণে সম্প্রসারিত করিতে হইবে।" বিগত ৬ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত বগুড়ার একটি জনসভায় বাঙলার গভর্ণর মহামান্য স্যার জন হার্বার্ট উপরোক্ত মন্তব্য করেন। এক্ষণে রাশিয়ায় যুদ্ধ চলিতেছে। যুদ্ধে রাশিয়ার যে-ক্ষতি হইতেছে উহা পূরণ করিতে তাহার দীর্ঘ সময়ের আবশ্যক। ইত্যবসরে মিত্র-শক্তির বিভিন্ন উৎপাদনকেন্দ্রে সমর-প্রচেষ্টা দ্রুত সম্প্রসারণপূর্ব্বক ক্ষতির পূরণ করিতেই হইবে। উৎপাদন-কেন্দ্রগুলির মধ্যে বাঙলার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। আগুন নিভাইতে হইলে যেমন দমকলগুলিকে বিভিন্ন স্থানে নিয়োগ করিয়াও উহাদের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিতে হয়, তেমনি যুদ্ধের ব্যাপারেও সম্মিলিত প্রচেষ্টার একান্ত আবশ্যক।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের বক্তৃতা শ্রবণের জন্য সার্কিট হাউসের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে একটি বিরাট জনতার সমাবেশ হয়। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর তথায় উপস্থিত হইয়া সিভিকগার্ডবাহিনী পরিদর্শন এবং দলপতিগণের সঙ্গে আলাপ করেন। সভামঞ্চে পৌঁছিলে মৌলবী হাবিবুর রহমান ও বাবু নলিনী মোহন চক্রবর্ত্তী গভর্ণর বাহাদুরকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া বাংলায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

বগুড়ায় সর্ব্বপ্রথম আগমন উপলক্ষে তাঁহার প্রতি যে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে তজ্জন্য তিনি আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন, গভর্ণরের আগমনটা একটা পঞ্চবার্ষিকী ব্যাপার বলিয়াই এ-পর্য্যন্ত বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আমি বহু জেলা একাধিকবার পরিদর্শন করিয়াছি। ইহার কারণ এই যে, আমরা এক্ষণে যে সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি, উহার সহিত প্রত্যেকেই সংশ্লিষ্ট বলিয়া আমাদের মধ্যে এমন একটা নিবিড় সংযোগ থাকা আবশ্যক, যাহা আমি কলিকাতা বা দার্জিলিং-এ বসিয়া রাখিতে পারি না। শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই যুদ্ধের চূড়ান্ত মীমাংসা হয় না। ইহার গতি এবং ফলাফলের সহিত আমরা সকলে সমভাবে জড়িত। এই জন্য আমি আপনাদের সমস্যাগুলি সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হইতে চাই। আমার অভিজ্ঞতাও আপনারা জানিতে পারিবেন এবং তদ্দ্বারা উপকৃত হইবেন।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বলেন, বগুড়া জেলাটি খুবই ছোট এবং প্রধান কেন্দ্রস্থল হইতে বহুদূরে হইলেও ইহা একটি বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। বর্ত্তমান যুদ্ধে বাঙলা কিভাবে সাহায্য করিতেছে, তিনি বিস্তৃতভাবে তাহার উল্লেখ করেন। তিনি বঙ্গীয় সৈন্যবাহিনী ও উপকূলরক্ষীবাহিনীর গঠন, বাঙালী নাবিক কর্ত্তৃক সমুদ্রে সঙ্কটজনক অথচ অত্যাবশ্যক কার্য্যাদি সম্পাদন এবং বিমানবাহিনীতে বাঙালী পাইলটদের স্বার্থত্যাগের উল্লেখ করেন। বহু যুবক সুদক্ষ কারিগরের কাজে নিযুক্ত হইয়া পরোক্ষভাবে দেশের শিল্পোন্নতির যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে। অন্যান্যরা স্বেচ্ছায় সিভিকগার্ড এবং এ, আর, পি বিভাগে যোগদানপূর্ব্বক দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার মহান্‌ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। একথা আর গোপন নয় যে, কৃষিপ্রধান বাঙলাদেশ আজ রণসম্ভার সরবরাহের একটি বিরাট কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। স্বেচ্ছায় বাঙলা প্রায় ১ কোটি টাকা দিয়াছে। এই অর্থে তিনটি পূর্ণাঙ্গ ও সুসজ্জিত জঙ্গী বিমান স্কোয়াড্রন গঠিত হইতে পারিয়াছে। ইহাদের বীরত্বব্যঞ্জক কার্য্যাবলী এখন সর্ব্বজন বিদিত। ইহা ছাড়া উক্ত অর্থে সশস্ত্র মোটরযান, এম্বুলান্স ক্যান্টিন এবং আরও বহু আবশ্যক দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতে পারা গিয়াছে। যুদ্ধের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য এবং ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎকে নিরাপদ রাখার মানসে বাঙলাদেশ তাহার সঞ্চিত ১০ কোটি টাকা প্রদান করিয়াছে।

বাঙলাদেশ ইহা বেশ ভালভাবে উপলব্ধি করিয়া লইয়াছে যে, যুদ্ধকে দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে হইলে অগ্রবর্ত্তী বাহিনীকে যথেষ্ট পরিমাণ সমর-সম্ভার যোগাইতে হইবে। এইজন্যই বাঙলাদেশ এতটা ত্যাগের পরিচয় দিয়াছে। উপসংহারে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর ছোট বড় প্রত্যেক জেলার সহযোগিতার উপর বিশেষ জোর দেন।

বাবু শৈলেন্দ্র নাথ বাগচী অতি প্রাঞ্জল ভাষায় মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। খান বাহাদুর মোহাম্মদ আলি, এম, এল, এ, গভর্ণর বাহাদুরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর মিঃ আর, কে, রায়, আই, সি, এস, তাঁহার পক্ষ হইতে উহার সময়োচিত উত্তর প্রদান করেন।

বগুড়া পৌঁছিয়া গভর্ণর বাহাদুর মোটরযোগে কৃষিফার্ম্মে গমন করেন। তথায় তিনি শস্যের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ও মুরগী, হাঁস প্রভৃতি গৃহপালিত পক্ষীর লালনপালন ক্ষেত্র পরিদর্শন করেন। অতঃপর তিনি এডওয়ার্ড শিল্প বিদ্যালয়ে গমন করেন। এই স্কুলে ঘড়ি নির্ম্মাণ শিক্ষাদানের জন্য একটি বিভাগ আছে। বাঙলাদেশে আর কোথাও ঘড়ি নির্ম্মাণ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নাই। গভর্ণর বাহাদুর বিভিন্ন ক্লাশগুলিও পরিদর্শন করিয়াছেন। সদর হাসপাতাল পরিদর্শনের পর তিনি সার্কিট হাউসে জেলা যুদ্ধ-কমিটির সদস্যগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি ইঁহাদের সঙ্গে সমর তহবিল, যুদ্ধ প্রচেষ্টা সম্পর্কীয় প্রচার-কার্য্য এবং পল্লীবাসীদের মধ্যে উহাদের প্রভাব বিস্তার সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করেন। সন্ধ্যায় তিনি বগুড়া হইতে নওগাঁ যাত্রা করেন।

গাইবান্ধায়

খুব সম্ভব মহামান্য স্যার জন হার্বার্টের পূর্ব্বে বাঙলার অপর কোন গভর্ণর গাইবান্ধায় পদার্পণ করেন নাই। বিভিন্ন জেলার যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্পর্কীয় কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ উপলক্ষে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর গত ৫ই নভেম্বর গাইবান্ধায় গমন করেন। রংপুর হইতে প্রাতে গাইবান্ধায় পৌঁছিয়া কজিপাড়া ইউনিয়ন বোর্ড পরিদর্শনের জন্য মোটর যোগে তথায় গমন করেন। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও সদস্যগণের সহিত আলাপ-আলোচনার পর তিনি জ্ঞানেন্দ্র মোহন লাইব্রেরী পরিদর্শন করেন। স্থানীয় পল্লী-সংগঠন সমিতির কার্য্যবিবরণী পাঠ শেষ হইলে বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিলের জন্য তাঁহাকে ১,০০০ টাকার একটি তোড়া প্রদান করা হয়। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর উক্ত বদান্যতার জন্য ধন্যবাদ প্রদান প্রসঙ্গে ইউনিয়ন বোর্ড ও পল্লী-সংগঠন সমিতির কার্য্যাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, "ইউনিয়ন বোর্ডগুলি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মূলভিত্তি। কি উপায়ে সম্মিলিতভাবে উন্নত জীবন যাপন করিতে হয়, পল্লী-সংগঠন সমিতিগুলি তাহাই শিক্ষাদান করে"।

গাইবান্ধায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর সকালবেলা উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয় এবং মিউনিসিপ্যালিটির হাসপাতাল ও প্রসূতি-সদন পরিদর্শন করেন।

সায়াহ্নে তিনি জেলা বোর্ডের প্রাঙ্গণে মহকুমা যুদ্ধ কমিটির সদস্যগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। উপস্থিতির পর গভর্ণর বাহাদুর সর্ব্বপ্রথম সিভিকগার্ড দল পরিদর্শন করেন। কমিটি কি ভাবে সিভিক গার্ড দল গঠন করিয়াছে এবং জনসভার সাহায্যে কি ভাবে গ্রামে গ্রামে সংবাদ ও প্রচার-কার্য্য পরিচালনা করিয়াছে, সেই সম্পর্কীয় বিবরণী সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক মিঃ এ, বাগচী কর্ত্তৃক পঠিত হয়। বিবরণী পাঠ শেষে সমিতির তরফ হইতে অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক মৌলভী মেহেরউদ্দীন মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরকে ৬,০০০ টাকার একটি তোড়া উপঢৌকন প্রদান করেন। গভর্ণর এই টাকার তোড়া প্রদানের জন্য কমিটিকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং বলেন যে, ইহা দ্বারা সমগ্র মহকুমার সদিচ্ছা ও সহযোগিতাই সূচিত হইতেছে। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, মফঃস্বলের মহকুমায় গভর্ণরগণ সাধারণতঃ যান না—কিন্তু তাঁহার পক্ষে এই গতানুগতিক পন্থা পরিত্যাগ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে, এই কথা তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন। তিনি আরও বলেন "প্রথমতঃ আমি আপনাদের এই কথাই জানাইতে চাই যে, পল্লী অঞ্চল হইতে যে সহযোগিতা ও সমর্থন পাওয়া যায়—গভর্ণর তাহা যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। কলিকাতা কিম্বা দার্জিলিংএ আরাম গৃহে বসিয়া আপনাদের প্রচেষ্টাকে স্মরণ না করিয়া কি ভাবে আপনাদের কার্য্যাবলী আমি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি—ব্যক্তিগতভাবে আপনাদের সহিত দেখা করিয়া সেই কথা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত আমি আজ এইখানে উপস্থিত হইয়াছি। দ্বিতীয়তঃ পল্লী অঞ্চলের সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে যুদ্ধের গুরুত্ব কি ভাবে উপলব্ধ হইয়াছে, তাহা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিতে চাই এবং এখানে আসার ফলে আমি যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহা যথার্থ আশ্বাসজনক। বিশাল মনুষ্যজাতির সমষ্টি লইয়া এই যুদ্ধ গঠিত হইয়াছে এবং আপনাদের এই প্রচেষ্টা সমুদ্রে একটি বারি বিন্দু সদৃশ। বাঙলাদেশে প্রায় এক শতটি মহকুমা আছে—তাহার অধিকাংশই উহাপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু বাঙলার প্রচেষ্টা হিসাবে উহাদের সমবেত সহযোগিতা এত বেশী গুরুত্বপূর্ণ যে, উহাই এই দেশের অন্যতম বৃহৎ প্রদেশের মর্য্যাদাযুক্ত প্রচেষ্টার সূচনা করিবে।"

বাবু সুরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী একটি বাংলা বক্তৃতায় গভর্ণর বাহাদুরকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। মহামান্য গভর্ণর সভাত্যাগের পূর্ব্বে অধিকাংশ সদস্যের সহিত করমর্দ্দন করেন। সন্ধ্যাবেলা তিনি গাইবান্ধা পরিত্যাগ করিয়া বগুড়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন।

নওগাঁতে

গত ৭ই নভেম্বর নওগাঁতে মহকুমা যুদ্ধ কমিটির একটি সভায় বাঙলার মহামান্য গভর্ণর স্যার জন হার্বার্টকে ২২,০০০ টাকার একটি তোড়া প্রদত্ত হইয়াছে। গভর্ণর বাহাদুর কৃতজ্ঞতার সহিত এই উপঢৌকন গ্রহণ করেন এবং বলেন যে, যুদ্ধ তহবিলে একমাত্র নওগাঁ হইতেই ৬০,০০০ টাকা উপর সংগৃহীত হইয়াছে। কথা-প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, এই প্রচেষ্টা সত্যই বিপুল এবং বদান্যতার ক্ষেত্রে নওগাঁ'র স্থান অন্যান্য মহকুমার পুরোভাগে। এই সঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, স্থানীয় কোন প্রতিষ্ঠান কিম্বা সংস্থা কারণে এই অর্থ সংগৃহীত হয় নাই—তজ্জন্য ইহাকে বহু বন্ধুর একটা স্বার্থত্যাগও বলা যাইতে পারে। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, উত্তর বঙ্গে তাঁহার ভ্রমণ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই ভ্রমণ ব্যপদেশে তিনি একাধারে জেলার ও মহকুমার যুদ্ধ কমিটির সহিত মিলিত হইয়াছেন। পল্লী অঞ্চলে এই সম্পর্কে যে ধরণের কাজ সম্পাদিত হইয়াছে, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে,

[শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন]

ই, বি, রেলের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

গভর্ণর বাহাদুর কর্তৃক মেলার উদ্বোধন

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে ইতিপূর্ব্বে আর একবার যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য প্রদান করিয়াছিল। তখন ৮ই নভেম্বর তারিখে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফণ্ডের সাহায্যকল্পে কাঁচড়াপাড়ায় একটি উৎসব অনুষ্ঠান হইয়াছিল। মহামান্য স্যার জন হার্বার্ট এই উৎসব-অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করিয়াছিলেন এবং ইহা সর্ব্বাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর এই উৎসব-অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করিতে যাইয়া ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের জেনারেল-ম্যানেজার মিঃ এল, পি, মিশ্রকে ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং বলেন যে, কিছুদিন যাবত কাঁচড়াপাড়া পরিদর্শনের ইচ্ছা তাঁহার ছিল। কারণ ইহা ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলপথের কেন্দ্র এবং ইহা যুদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য অনেক কিছু করিয়াছে। প্রাতঃকালে কার্য্য পরিদর্শন করিয়া তিনি বিস্তারিত কিছু বলেন নাই; কারণ উহা দায়িত্বজ্ঞানশূন্য আলোচনা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। তিনি আরোও বলেন যে, তিনি একথা বলিতে পারেন যে, যাহা তিনি দেখিয়াছেন, তাহাতে তিনি আশান্বিত হইয়াছেন।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর মেলার উদ্বোধন করিতেছেন। ডান পার্শ্বে ই, বি, রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এল, পি, মিশ্র দণ্ডায়মান।

হয়ত একজন ব্যক্তি আছে যে, এই সব দেখিয়া সুখী হইবে না এবং সে লোকটি হের হিটলার। তিনি আরোও লক্ষ্য করিয়াছেন, সেখানে সকলে উৎসাহ, উদ্যমের ও দৃঢ়তার সহিত কঠোর সহিষ্ণুতায় বেশীক্ষণ যাবত কাজ করিতেছে। যাহা হউক শুধু অফিসে কার্য্য করিবার সময়ে নয় বরং অতিরিক্ত সময়ের কাজ ও প্রত্যেক ব্যক্তি যতটা অতিরিক্ত টাকা দিতে পারেন, তাহাই এই যুদ্ধ জয়ে সাহায্য করিবে।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর উল্লেখ করেন যে, ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে একটি বিমানের জন্য টাকা দিয়াছিল, এই বিমানটি দ্বিতীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া স্কোয়াড্রনে দেওয়া গিয়াছে এবং এই স্কোয়াড্রন জার্ম্মাণীর ৫৭টি বিমান ধ্বংস করিয়াছে। একটি কথা তিনি এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ জানিতে উৎসুক; তাহা হইল নিজেদের বিমান শত্রুর কতটি বিমান ধ্বংস করিয়াছে। তিনি মনে করেন ঐ স্কোয়াড্রনের কার্য্যের বিস্তারিত বিবরণ যখন পাওয়া যাইবে, তখন যথা সময়ে সে কথা জানা যাইবে। তিনি কিন্তু এ বিষয়ে স্থির নিশ্চয় যে, অন্য আর একটি রিপোর্ট পাওয়ার পূর্ব্বে এই স্কোয়াড্রন শত্রু পক্ষের শতাধিক বিমান বিনষ্ট করিতে পারিবে।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বলেন যে, কাঁচড়াপাড়ায় এইটি হইল দ্বিতীয় উৎসব অনুষ্ঠান। প্রথমটিতেই ৪,৫০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছিল এবং তাহা প্রশংসাযোগ্য।

২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

মাননীয় মিঃ মুকুন্দবিহারী মল্লিক

মুর্শীদাবাদ জেলায় সফর

সমবায় ও পল্লী-ঋণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এম, বি, মল্লিক, মুর্শিদাবাদ পরিদর্শন করেন ও তথায় প্রায় এক সপ্তাহ ছিলেন। তথায় থাকার সময়ে তিনি বহরমপুর ও লালবাগের বার লাইব্রেরীতে গমন করিয়াছিলেন এবং তথাকার ব্যবহারজীবিগণের সহিত বঙ্গীয় কৃষি-ঋণ আইনের প্রয়োগ ব্যাপারে কতিপয় বিষয় আলোচনা করেন ও ঋণ-সালিশী বোর্ডের কার্য্যের আরোও উন্নতি ও অগ্রগতি সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করিতে বলেন। এই আলাপে বিবাদ সন্দেহ যাহা ছিল, তাহা দূরীভূত হইয়াছে এবং তাঁহার প্রীতিপ্রদ ব্যবহার উকিলদের মনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ও উকিলগণ মিঃ মল্লিককে প্রভূত ধন্যবাদ প্রদান করেন।

এই সফরে মাননীয় মন্ত্রী বহরমপুর ও জিয়াগঞ্জের সমবায় সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক পরিদর্শন করেন এবং এই দুইটি ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহযোগিতায় একটি পরিকল্পনা স্থির করেন। ভগবানী ঋণ-সালিশী বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে। তথায় দুই সহস্রের অধিক লোক তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করে এবং তিনি সমাগত ব্যক্তিগণের সম্মুখে ঋণ-সালিশী বোর্ডের কার্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সুযোগে উপস্থিত লোকদিগকে যুদ্ধ ব্যাপার এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টা ও চূড়ান্ত জয়লাভের জন্য আমাদের কি কর্ত্তব্য, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

বিগত ১৫ই নভেম্বর তারিখে প্রাতঃকালে লালবাগ ঋণ-সালিশী বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ মাননীয় মন্ত্রীকে একখানি অভিনন্দনপত্র দেন। মিঃ মল্লিক ইস্লামপুর জন-সভায় যোগদান করেন। ঐস্থানে তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের একটি কনফারেন্স হইয়াছিল। ১২ই নভেম্বর তারিখে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সম্মানার্থে রায় বাহাদুর এইচ, এল, মুখার্জী একটি চা-পার্টির আয়োজন করিয়াছিলেন। ঋণ-সালিশী বোর্ডসমূহের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ লালবাগে একটি সান্ধ্য প্রীতি-সম্মিলনীতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আমন্ত্রণ করেন। সমস্ত ব্যবস্থা অতি চমৎকার হইয়াছিল এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মন্ত্রী মহোদয়ের এই সফরকে যথাসম্ভব সর্ব্বস্পর্শী করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই।

[১ম কলমের শেষাংশ]

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর এই উৎসব অনুষ্ঠানের সফলতার কয়েকটি কৌতুকপূর্ণ কারণ নির্দ্দেশ করেন। প্রথমতঃ কাঁচড়াপাড়ায় মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের এই প্রথম পরিদর্শন, দ্বিতীয়তঃ লেডী হার্বার্টের উপস্থিতিতে ইহা আরম্ভ করা হইল, তিনি জাহাজ জলে ভাসাইয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন; তৃতীয়তঃ ইহা স্যার জন হার্বার্টের সম্মুখে খোলা হইল, তিনিই বস্তুতঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফণ্ড ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া স্কোয়াড্রনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, সর্ব্বশেষে উল্লেখযোগ্য কারণ ইহা কাঁচড়াপাড়ায় খোলা হইল।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বলেন যে, তিনি কাঁচড়াপাড়ায় যে উদ্যম দেখিতে পাইলেন, সম্প্রতি তিনি যে সমুদয় স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন সর্ব্বত্রই ঐরূপ উৎসাহ লক্ষিত হইয়াছে। বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিয়া তিনি বলেন যে, বাঙ্গলাদেশের উদ্যম অতি চমৎকার। বিজয় লাভের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিই কিছু না কিছু করিতেছে।

উপসংহারে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর সমবেত সকলকে অনুরোধ করেন যে, এই উৎসব অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য তাঁহারা যেন মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করেন। সকলেই এই উপদেশ গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন।

কলিকাতার বাজার দর

এক সপ্তাহের বিবরণী

পণ্য।	চলতি দর।
	প্রতি মণ।
আগমার্ক আটা (কাগজের থলিতে ভর্ত্তী)	৬৸৴০
আগমার্ক আটা (চটের থলিতে ভর্ত্তী)	৬৸৴০
আগমার্ক আটা (কাপড়ের থলিতে ভর্ত্তী)	৭।০
আগমার্ক ঘৃত, কিশোর মার্কা ..	৬৯৲
অমৃতভোগ	৬৭৷৷০
প্রভাত	৬৭৲
রাণাপ্রতাপ	৫৭৲
শঙ্কর	৬৮৷৷০
সীতা	৬৯৲
শ্রী	৭১৲
চাউল—	
বাকতুলসী	৭৸০
পাটনাই	৬৷৷৴০
	হইতে ৭৷৷০
মোটা	৬।০
মুরগীর ডিম (শ্রেণী বিভক্ত)—	প্রতি কুড়ি।
"এ" শ্রেণী	৸৴০
"বি" শ্রেণী	৸০
"সি" শ্রেণী	৷৷৴০
"ডি" শ্রেণী	৷৷০
	প্রতি টাকায়।
দুগ্ধ	৩½ সের
আলু—	প্রতি মণ।
মাদ্রাজী	৭৴০
সিমলাই	৭।৴০
মৎস্য—	
রোহিত	২৬৲
	হইতে ২৮৷৷০
চিংড়ি	২০৷৷০
	হইতে ২২৷৷০
ইলিশ	১৮৲
ফল—	
	প্রতি শত।
আপেল (নৈনিতালী) ..	৬৲
	হইতে ১০৲
কমলালেবু (নাগপুরী) ..	২৷৷০
	প্রতি কুড়ি।
আনারস (আসামী) ..	৮৲
	হইতে ১১৲
	প্রতি ডজন।
কলা (সিঙ্গাপুরী) ..	।১০
পশ্বাদি—	

উর্দ্ধতম দুগ্ধদানের পরিমাণ।

গাভী	৮ সের	.. ১২০৲
মহিষ	১২ সের	.. ১৬০৲

নিম্নতম দুগ্ধদানের পরিমাণ।

গাভী	৬ সের	.. ৭০৲
মহিষ	৮ সের	.. ১২০৲

যুদ্ধ-ঋণ সংগ্রহের আন্দোলন

বঙ্গীয় কমিটির প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা

''বেঙ্গল ডিফেন্স লোন্ কমিটি'' গত জুলাই-আগষ্ট মাসে যে কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে, নিম্নে তাহার বিবরণী প্রদত্ত হইল:—

ডিফেন্স সেভিং সপ্তাহ

বঙ্গীয় ডিফেন্স লোন কমিটির প্রস্তাব ক্রমে জেলা যুদ্ধ কমিটিগুলিকে যে ''ডিফেন্স সেভিং সপ্তাহ'' পালন করিবার অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছিল, তাহাতে বিপুল সাড়া পাওয়া গিয়াছে। প্রত্যেক জেলায় কোন্ তারিখ হইতে কোন্ তারিখ পর্য্যন্ত এই সপ্তাহ পালন করা হইবে, সে বিষয়ে অবশ্য মতদ্বৈধ আছে। জেলার অধিবাসিগণের হাতে কোন্ সময়ে অর্থ থাকে এবং কখন ফসল-সংগ্রহ ও বিক্রয় হয়, সেই কথা বিবেচনা করার উপরই উহা নির্ভর করিতেছে। উপযুক্ত সময় নিরূপণের ব্যাপারে আবহাওয়ার কথাও বিশেষভাবে চিন্তা করিতে হইবে। কোন কোন জেলা আকস্মিক ঝটিকা এবং অন্যান্য ব্যাপারে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই সকল জেলায় তারিখ নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে জনসাধারণকে দুর্গতি হইতে সামলাইয়া উঠিবার একটা সুযোগ প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু যে সময়েই এই সপ্তাহ পালন করা হউক না কেন, প্রত্যেক জেলাই যে তজ্জন্য তৎপর হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছে। ইহার সমর্থনে এই কথাই বলা চলে যে, এই সম্পর্কে কমিটির ইস্তাহার বিলি হইবার পর হইতেই প্রত্যেক জেলায় সঙ্ঘবদ্ধভাবে ''সেভিং'' অভিযান শুরু করিবার কল্পনা জাগরিত হইয়াছে। এই কারণেই হউক, কিম্বা অন্য কোন কারণেই হউক—কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেটের বলে এই প্রদেশে মজুত অর্থের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, গত দুই সপ্তাহে মোটমাট দেড়লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে গত বার মাসের হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, প্রতি সপ্তাহে গড়ে ২৫হাজার টাকার বেশী সংগৃহীত হয় নাই। যখন বিবেচনা করা হয় যে এই সকল ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেটের আনুমানিক হিসাবই যুদ্ধ প্রচেষ্টায় জনসাধারণের অভিমত ব্যক্ত করে, তখন একথা অনায়াসেই বলা চলে যে বর্ত্তমানের অধিকতর মজুতের পরিমাণ ডিফেন্স লোন কার্য্যাবলীর বৃহত্তর অভিযানের সূচনা করিতেছে।

আসানসোল ও বার্ণপুরের অভিজ্ঞতাই এই ধরণের সপ্তাহ পালনের মূল্য যথার্থরূপে প্রতিভাত করিয়াছে এবং এই ধরণের সপ্তাহ পালন সাফল্যমণ্ডিত হইবে না বলিয়া যদি কেহ ধূয়া তোলে, তবে তাহা সম্পূর্ণরূপে বাতিল করিয়া দেয়। অবশ্য এরূপ একটি সপ্তাহ শুরু করার পূর্ব্বে আরও ভালভাবে প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন এবং জেলা কমিটিসমূহ যাহাতে উহা পুরাপুরিভাবে হৃদয়ঙ্গম করে, তজ্জন্য কমিটি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে।

কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী জেলাসমূহে এইরূপ ''ডিফেন্স সেভিং সপ্তাহ'' সংগঠন করিবার উদ্দেশ্যে ''কলিকাতা ও জেলা-ন্যাশনাল ডিফেন্স এণ্ড সেভিংস সপ্তাহ'' নামে বিশেষভাবে একটি কমিটি সংগঠন করা হইয়াছে। প্রচার-কার্য্য, আকর্ষণপূর্ণ অনুষ্ঠান, সামরিক কার্য্য প্রদর্শন এবং শ্রমিক, মধ্যবিত্ত এবং ধনী সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসার জন্য এই নূতন কমিটির পাঁচটি সাব-কমিটি গঠন করা হইয়াছে। এই কমিটি ''কলিকাতা সপ্তাহ''কে সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য নূতন কমিটিকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছে।

এডভার্টিজমেন্ট অফিসারের পরিদর্শন

কমিটি সম্প্রতি দুইটি সভা আহ্বান করিয়াছিলেন— এবং ভারত সরকারের এডভার্টিজমেন্ট অফিসার মিঃ সি, ডি, হোল্ডস্‌ওয়ার্থ সি-আই-ই, আই-সি-এস, এবং বেঙ্গল এডভারটাইজিং কমিটির কন্ট্রোলার মিঃ লেসলি, এবং বোজার্স উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই কমিটির সাক্ষাৎ হওয়ায় মিঃ হোল্ডস্‌ওয়ার্থ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন এবং উহার কার্য্যের বিশেষ প্রশংসা করেন। আলোচনা-প্রসঙ্গে মিঃ হোল্ডস্‌ওয়ার্থ অর্থের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, কোন কোন অঞ্চলে যদি কেহ বলে যে ভারত সরকারের অর্থের প্রয়োজন নাই, তবে কমিটির সদস্যগণকে উহার প্রতিবাদ করিতে অনুরোধ করেন। ইহা অপেক্ষা আর মিথ্যা কথা কিছু নাই। ভারত রক্ষার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন আছে এবং যুদ্ধজন্য ইতোমধ্যে যে সোনাদানা আনীত হইবে, একারণে তাহার জন্যও বটে। অবশ্য শেষকালে উহা বৃটিশ পাউণ্ড স্টার্লিংএ প্রদান করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময়ে গড়ে প্রতি সপ্তাহে এক কোটি করিয়া টাকা আসিতেছে। আগামী বৎসর হইতে ভারত সরকারের গড়ে ১০০ হইতে ১২০ কোটি টাকার প্রতিবৎসর প্রয়োজন হইবে। তদনুসারে ঐ অভিযানকে ক্রম-বর্দ্ধমান করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। মিঃ বোজার্স কতকগুলি কাগজের বিজ্ঞাপন ও প্রাচীর-পত্র ইত্যাদি সভায় প্রদর্শন করেন, উহা শীঘ্রই প্রকাশ করা হইবে। তৎপর তিনি কমিটিকে বুঝাইয়া দেন যে, প্রচার-কার্য্যের প্রথম ছয় মাস কাল ডিফেন্স লোনের উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। তৎপর অনুভূত হয় যে, স্থানীয় কমিটিগুলি ডিফেন্স লোন সম্পর্কে ভালভাবে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে। তদনুসারে এই প্রচেষ্টা ডিফেন্স সেভিং আন্দোলনের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং তৎপর ছয় মাসের মধ্যে তাহারা অল্প আয় বিশিষ্ট জনসাধারণের মধ্যে প্রচার-কার্য্য কেন্দ্রীভূত রাখে। বর্ত্তমানে আবার সেই পরিকল্পনা পরিবর্ত্তন করিবার সময় আসিয়াছে এবং সম্প্রতি উক্ত পরিকল্পনার তৃতীয় অংশ শুরু করা হইবে। উক্ত পরিকল্পনা মূলতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে এবং নিম্নে তাহা মোটামুটি-ভাবে উল্লিখিত হইল:—

(১) যুদ্ধ সংক্রান্ত সংবাদ, (২) জনসাধারণের সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির উদ্দেশ্যে আবেদন এবং (৩) ভাবপ্রবণতার উদ্দেশ্যে আবেদন। অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়, বিশেষভাবে জেলাওয়ারী প্রচার কার্য্য এবং প্রাচীর-পত্রের আকার ও সরবরাহ, সিনেমা স্লাইড্স, ডিফেন্স লোনে গচ্ছিত টাকার হিসাব, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন ইত্যাদি বিষয় মিঃ হোল্ডস্‌ওয়ার্থ ও মিঃ বোজার্সের সহিত আলোচিত হইয়াছিল।

পোষ্টাফিসের কার্য্য

ডিফেন্স সেভিংসএর কার্য্যের বিভিন্ন দিক আলোচনা করিবার জন্য কমিটি একটি বড় রকমের বৈঠকের ব্যবস্থা করিয়াছিল। মেসার্স এণ্ড্রু ইউল এণ্ড কোম্পানির অফিস গৃহে এই সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই সভা কার্য্য-বিধি সম্বন্ধে কতিপয় বিষয় ও জনসাধারণকে ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট দেওয়ায় বিলম্বের অন্যান্য কারণ আলোচনা করে। বিলম্বের একাধিক ঘটনা পোষ্টমাষ্টার-জেনারেলকে দেখাইয়া দেওয়া হয়, তাহার ফলে তিনি সমুদয় পোষ্টাফিস কর্ম্মচারীদিগের উপর একটি নোটিশ জারী করিয়াছেন। তাহাতে জনসাধারণের সহিত কাজের বেলায় তাহাদিগকে তৎপরতা ও ভদ্রতার সহিত নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন জেলায় ডিফেন্স সেভিংস ষ্ট্যাম্প বিক্রয়ের জন্য বর্ত্তমানে যে সুবিধা আছে, তাহা আরোও বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজনীয়তার উপর এই সভা গুরুত্ব আরোপ করে। সকলেই একমত যে, এরূপ করা খুবই বাঞ্ছনীয়।

প্রচার-কার্য্যের উপকরণ—পুস্তিকাদি

পেট্রল ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এই কমিটি মোটর ব্যবহারকারী জনসাধারণকে উপদেশ দেওয়ার সুযোগ পাইয়াছে যে, পেট্রল বিলের দরুণ যে টাকা তাহাদের হাতে উদ্বৃত্ত থাকিবে, তাহা দ্বারা ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট ক্রয় করিলে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহায়তা করা হইবে এবং নিজেরাও লাভবান হইতে পারিবেন।

''পেট্রল নিয়ন্ত্রণ'' নাম দিয়া একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকায় দেখান হইয়াছে কিরূপে ইহা সম্ভবপর হইতে পারে এবং ঐ ক্ষুদ্র পুস্তিকা জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে। এই বিতরণ কার্য্যে পাব্লিক ভেহিকল্‌স ডিপার্টমেন্ট ও অটোমোবাইল এসোসিয়েশন বিশেষ সহায়তা করায় ধন্যবাদার্হ।

[১০ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

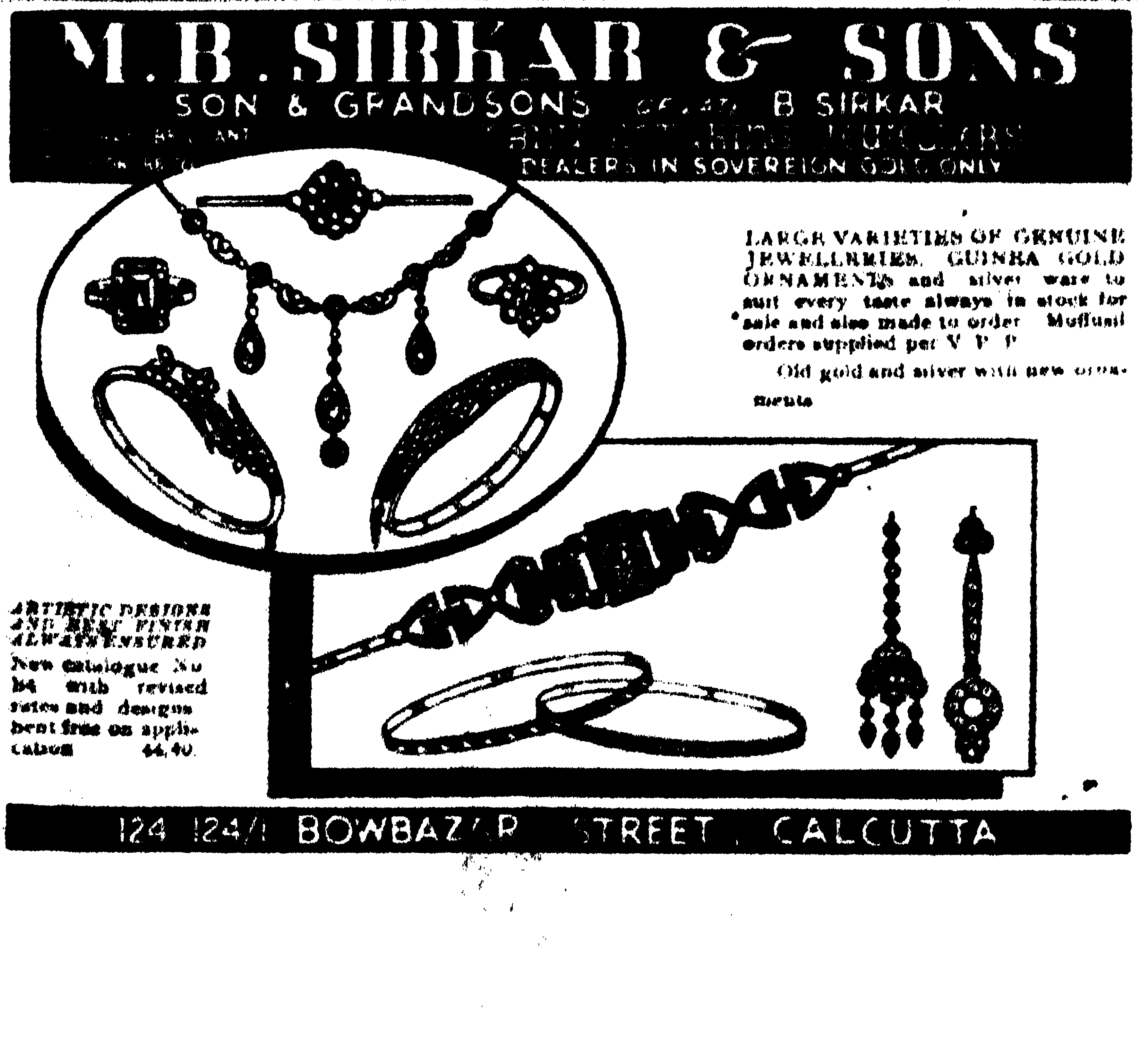

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

ভূমধ্য-সাগরে বৃটিশ নৌ-বহরের সাফল্য

৯ই নভেম্বর সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃটিশ নৌ-বাহিনী মধ্য-ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে চক্র শক্তির দশখানি সরবরাহ জাহাজ নিমজ্জিত করিয়াছে। একখানি ইটালীয় ডেষ্ট্রয়ারও নিমজ্জিত এবং অপর একখানি ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অন্য একখানি সরবরাহ জাহাজে অগ্নিসংযোগ করা হয়, উহা সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। বৃটিশ জাহাজসমূহের কোন প্রকার ক্ষতি হয় নাই।

লেনিনগ্রাড অঞ্চলে লালফৌজের পাল্টা আক্রমণ

৯ই নভেম্বর একখানা জার্ম্মাণ ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ইয়াল্টা দখল করা হইয়াছে।

মস্কো রেডিও হইতে বলা হইয়াছে যে, লেনিনগ্রাড রণাঙ্গনে উত্তর পূর্ব্ববর্ত্তী অঞ্চলে সোভিয়েট সৈন্যগণ আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামের স্থলে এখন আক্রমণমূলক সংগ্রাম চালাইতেছে। তিন দিন যাবৎ প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে। কমরেড কমলেং ও ইয়াকুবোভিচের সৈন্যদলসমূহ লাল ফৌজের অন্যান্য দলের সহিত একযোগে যুদ্ধ করিতেছে।

গোলন্দাজবাহিনীর আক্রমণের পশ্চাতে রুশ পদাতিক সৈন্যগণ অনেকবার আক্রমণ চালায়। জার্ম্মাণরা দুই মাস যাবৎ তাহাদের ঘাঁটি অধিকার করিয়া আছে এবং ঐগুলি ট্যাঙ্ক, পরিখা ও কাঁটাতারের বেড়া দিয়া সুরক্ষিত করিয়াছে। কমলেং ও ইয়াকুবোভিচের সৈন্যদল প্রায় এক মাইল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে।

হিট্‌লারের বক্তৃতায় অসম্ভব দাবী

৮ই নভেম্বর রাত্রিতে হিটলার মিউনিকে এক বক্তৃতায় বলেন যে, নিহত, আহত এবং বন্দীগণকে লইয়া প্রায় ৮০ লক্ষ হইতে এক কোটি সোভিয়েট সৈন্যকে যুদ্ধের কার্য্যে অকেজো করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই হিসাবের মধ্যে সামান্য রকমের আহত সেনাগণকে ধরা হয় নাই। সোভিয়েটের ১৫ হাজার বিমান ২০ হাজার ট্যাঙ্ক এবং ২৭ হাজার কামান বিনষ্ট হইয়াছে।

তিনি একথাও বলেন, জার্ম্মাণরা ১,৬৭০,০০০ বর্গ কিলোমিটার স্থান দখল করিয়াছে। সোভিয়েটের শতকরা ৬০ ভাগ হইতে ৭৫ ভাগ পর্য্যন্ত শিল্প দ্রব্য এবং কাঁচামাল এখানেই উৎপন্ন হইত।

ককেসাস রক্ষায় ইঙ্গ-সোভিয়েট সহযোগিতা

ন্যাশন্যাল বুডকাষ্টিং কোম্পানীর সংবাদদাতা মার্কিন আগ্রুনস্কী বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া আঙ্কারা হইতে বেতারযোগে জানাইতেছেন যে, ককেশাস রক্ষার জন্য লালফৌজের পাশে দেশে দণ্ডায়মান হইয়া বৃটিশ সেনা যুদ্ধ করিবে। আগ্রুনস্কী বলেন যে, লণ্ডন, মস্কো ও তেহেরাণে রীতিমতভাবে সম্মেলন আহ্বানের পর ককেশাস রক্ষার সিদ্ধান্ত ও কার্য্যক্রম স্থির করা হইয়াছে। জেনারেল ওয়েভেলের ভারতীয় সেনাপতিমণ্ডলীর বৃটিশ ষ্টাফ অফিসারগণ ইতিমধ্যেই লালফৌজের ককেশাসের হেড-কোয়ার্টার্স টিফলিসে সমবেত হইয়াছেন।

আগ্রুনস্কী আরও বলেন যে, নির্ভরযোগ্যসূত্রে যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয়, বৃটিশ সেনাগণ এখনও তাহাদের ককেশাসের ঘাঁটিগুলির দিকে অগ্রসর হয় নাই, তবে অদূর ভবিষ্যতে বৃটিশ সৈন্যদের গতিবিধি ও সমাবেশ সম্পর্কে বৃটিশ ষ্টাফ অফিসারগণ রুশ ষ্টাফ অফিসারদের সহযোগে ব্যাপক পরিকল্পনা স্থির করিতেছেন। বৃটিশ পক্ষ যতখানে উহাদের প্রাথমিক সামরিক আয়োজন, বিশেষতঃ ইরাণ ও ভারতবর্ষ হইতে ককেশাসের নিকট অধিকতর সমরোপকরণ ও সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছে। ভবিষ্যতেও কিছু সময় বৃটিশপক্ষ কার্য্যে ব্রতী থাকিবে। ইরাণ হইতে সদ্য-আগত পর্য্যটকদের মুখে প্রকাশ, ইরাণে এই আয়োজন পূর্ণ গতিবেগের সহিতই চলিতেছে।

পাঁচখানা ইটালীয়ান ডেষ্ট্রয়ার নিমজ্জিত

জানা গিয়াছে যে, গত ৯ই নভেম্বর সপ্তাহে মধ্য-ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌবহরের তৎপরতার ফলে তিনখানা ইটালীয়ান ডেষ্ট্রয়ার নিমজ্জিত এবং দুই খানা গুরুতর জখম হইয়াছে।

নৌ-বিভাগীয় এডমিরালটি হইতে বলা হইয়াছে যে, আরও যে সকল সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে নিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে যে, বৃটিশ নৌবাহিনীর আক্রমণে দুইখানি ইটালীয়ান ডেষ্ট্রয়ার নিমজ্জিত ও একখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহা লইয়া দুইটি ইটালীয়ান কনভয় সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল।

তিনজন জার্ম্মাণ জেনারেল নিহত

লেনিনগ্রাডের অঞ্চলে রুশ সৈন্যগণ নূতন পাল্টা আক্রমণে শত্রুর আরও বহু গোলন্দাজ সৈন্য নিধনের দাবী করিতেছে। মস্কো বেতারে তিনজন জার্ম্মাণ জেনারেল নিহত হওয়ার সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে একজন জেনারেল গরিলা সৈন্যদের হাতে নিহত হইয়াছে।

ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ সাবমেরিণের আক্রমণ

বৃটিশ নৌবিভাগ জানাইতেছেন, বৃটিশ সাবমেরিণ ভূমধ্যসাগরে সাফল্যের সহিত আরও কয়েকটি আক্রমণ চালাইয়াছে। আক্রমণের ফলে শত্রুপক্ষের ৪ খানা সৈন্যবাহী অথবা রসদবাহী জাহাজ এবং আরও ২ খানা জাহাজ নিমজ্জিত হয়। ইহা ছাড়া ২ খানা সশস্ত্র বাণিজ্য জাহাজ এবং ২ খানা তেলবাহী জাহাজ ঘায়েল হয়। নিমজ্জিত ১ খানা জাহাজই টর্পেডো সাহায্যে জলমগ্ন করা হয়। চতুর্থ জাহাজটি কামান দাগিয়া জলমগ্ন করা হয়। নিমজ্জিত অপর ২টি জাহাজের একটির উপর নাৎসী পতাকা উড্ডীন ছিল।

রোড্‌স ও সিসিলি দ্বীপে বোমা বর্ষণ

একখানা ইজিপ্সিয়ান যুদ্ধ এলাকা হইতে বলা হইয়াছে যে, রাজকীয় বিমান বহর ১১ই নভেম্বর রাত্রিতে পুনরায় রোড্‌স ও সিসিলি দ্বীপে এবং বেনগাজী বন্দরে বোমা বর্ষণ করিয়াছে।

বৃটিশ বিমানের সাফল্যপূর্ণ হানা

বৃটিশ বিমান-সচিবের একটি এলাকায় প্রকাশ, উপকূলবর্ত্তী বিমানবহরের একটি বিমানপোত গত ১১ই নভেম্বর ডাচ উপকূলের নিকট বোমা নিক্ষেপ করিয়া শত্রুপক্ষের একটি ক্ষুদ্র তোপবাহী জাহাজ ডুবাইতে সক্ষম হয়। বৃটিশ বর্ম্মী বিমান অধিকৃত ফ্রান্সের সমুদ্রবন্দরসমূহ আক্রমণ করে। একটি রেল লাইনের উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয় এবং শত্রু বিমান-ঘাঁটির একটি হ্যাঙ্গারে অগ্নি সংযোগ করা হয়। তাহা ছাড়া শত্রুর একটি কারখানার উপর মেশিনগানের গুলি বর্ষণ করা হয়।

ক্রিমিয়ায় জার্ম্মাণদের আরো অগ্রগতি

বুখারেষ্ট হইতে প্রেরিত একটি তারবার্ত্তায় প্রকাশ, ক্রিমিয়ার সর্ব্বশেষ পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত কার্চের দিকে অভিযানকারী জার্ম্মাণ ও রুমানিয়ান সৈন্যগণ কার্চ হইতে প্রায় ২০ মাইল দূরে থেরিয়েন্টাল দখল করিয়াছে। পশ্চিম ক্রিমিয়ায় ইয়াল্টা হইতে অগ্রসর সৈন্যদের সহিত সিবাস্তোপল রক্ষী সৈন্যদের সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছে।

জার্ম্মাণ এলাকাতে বলা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণ ও রুমানিয়ান সৈন্যগণ কার্চের দক্ষিণস্থ উপকূলে উপনীত হইয়াছে।

জার্ম্মাণ সৈন্যগণ ক্রিমিয়ায় বাকচিসরাই দখল করিয়াছে। শহরটী সিবাস্তোপল হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। জার্ম্মাণগণ বিমান ও স্থলপথে সিবাস্তোপলের উপর প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করিয়াছে।

আক্সিস সৈন্যগণ যখন সিবাস্তোপলের ৪০ মাইল দূরে ক্রিমিয়ার উত্তর উপকূলে অবস্থিত ইয়াল্টা শহরে প্রবেশ করে, তখন তাহারা শহরটীকে সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখিতে পায়।

এই বিখ্যাত স্বাস্থ্য-নিবাসের ঘরবাড়ীগুলি কেবলমাত্র চূণ-সুরকী ও লোহার স্তূপে পরিণত হইয়াছে।

কায়রোর সন্নিকটে শত্রু-বিমানের আক্রমণ

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গত ১২ই নভেম্বর কায়রোর সন্নিকটে হেলুয়ানে বিমান আক্রমণের ফলে ৩০ জন নিহত এবং ৪১ জন আহত হয়। কায়রো এবং মিসরের অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশেও বিমান আক্রমণ সংকেত ধ্বনি করা হয়।

[৮ম পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য]

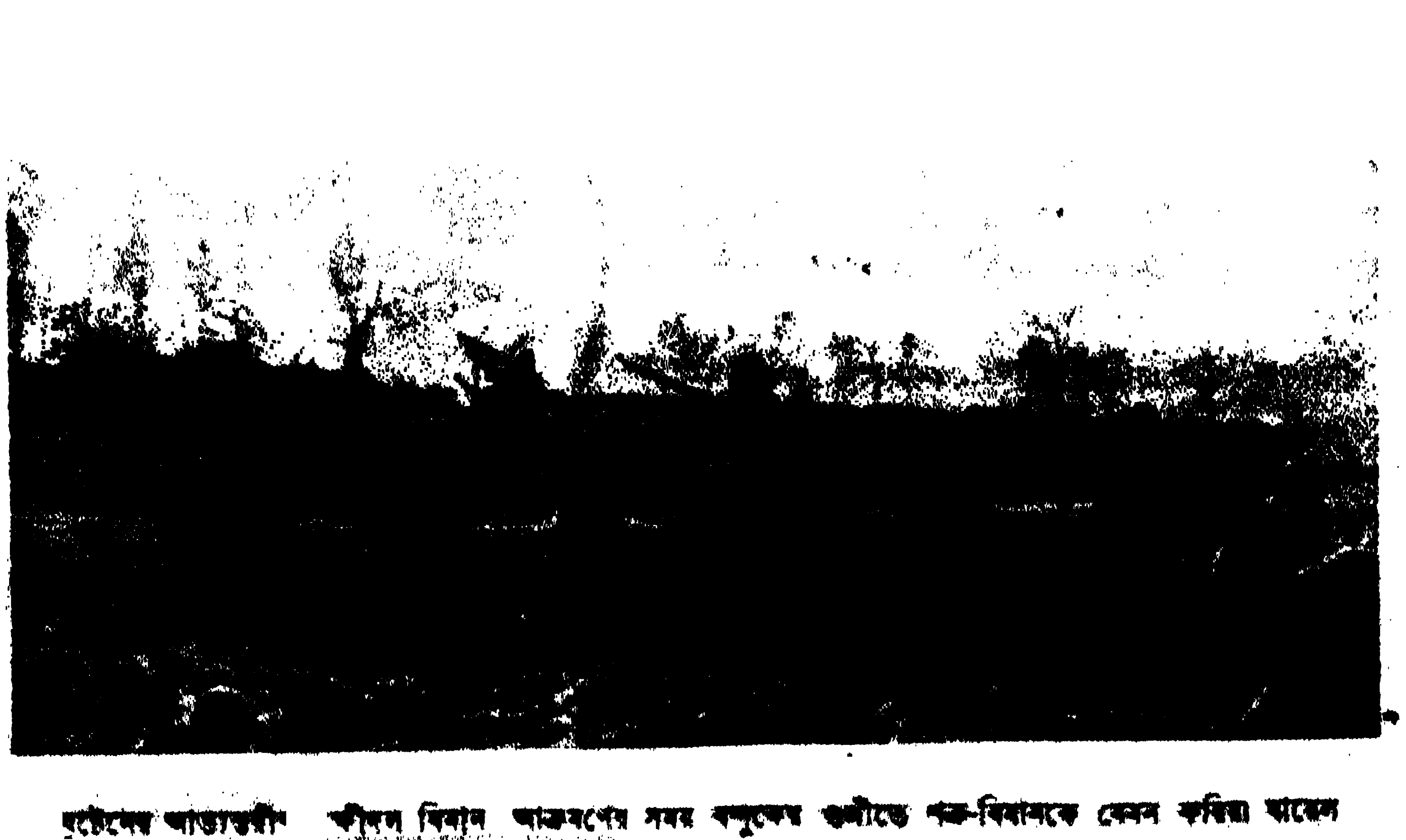

বৃটেনের আত্মরক্ষী বাহিনী বিমান আক্রমণের সময় বন্দুকের গুলীতে শত্রু-বিমানকে কেমন করিয়া ঘায়েল করিতে হইবে, তাহার কৌশল আয়ত্ত করিতেছে।

জাতিগঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

ত্রিপুরা জেলা—

গত আগষ্ট মাসে এই অঞ্চলের অধিবাসীদিগের আর্থিক অবস্থা পূর্ব্বের মতোই খারাপ ছিল। গ্রামবাসিগণ কৃষিকার্য্য লইয়া ব্যস্ত থাকায় পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কীয় কার্য্য বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। প্রায় প্রত্যেক ইউনিয়নেই অল্প-বিস্তর কচুরীপানা পরিষ্কার করা হইয়াছে। নৈশবিদ্যালয়গুলিও আগের মতই কাজ করিয়া চলিয়াছে। যাহাতে প্রতি গ্রামে একটি করিয়া পল্লী-উন্নয়ন সমিতি গঠিত হয়, তজ্জন্য সার্কেল অফিসারগণ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও সদস্যগণকে প্রণোদিত করিয়াছেন। আশা করা যাইতেছে যে, আগামী তিন মাসের মধ্যেই প্রতি গ্রামে একটি করিয়া পল্লী-উন্নয়ন সমিতি স্থাপিত হইবে।

সমগ্র ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমা বন্যায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই কারণে জনসাধারণ আশানুরূপভাবে পল্লী-সংগঠন সম্পর্কীত কার্য্য চালাইয়া যাইতে পারিতেছে না। কিন্তু বুধন্তি ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন ইসলামপুর পল্লীমঙ্গল সমিতি বহু পুষ্করিণী ও ডোবা হইতে কচুরীপানা পরিষ্কার করিয়াছে, জঙ্গল সাফ করিয়াছে এবং কতকগুলি পল্লী-পথের সংস্কার সাধন করিয়াছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সমবায় পল্লী-সংগঠন সমিতি নাসিরনগর ও সরাইল থানার অন্তর্গত বিভিন্ন ইউনিয়নে ২০টি নৈশবিদ্যালয় সংগঠন ও ২০টি গর্ত্ত পায়খানা খনন করিয়াছে।

স্থানীয় সমবায় পল্লী-সংগঠন সমিতি গত সেপ্টেম্বর মাসে নবীনগর ও বাঞ্ছারামপুর থানার অন্তর্গত বিভিন্ন ইউনিয়নে ৫০টি গর্ত্ত পায়খানা খনন এবং ২০টি নৈশ-বিদ্যালয় সংগঠন করিয়াছে। জল কমিয়া যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীরা পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কীত বাহিরের কোন কাজ করিতে পারে নাই।

গোকনগর, বুড়ীচঙ্গ, বাগশিমুল এবং রাজাপুর ইউনিয়নের অধিবাসীবৃন্দ মূলতঃ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কাদেজুরা ও ভুরভুরিয়া নামক খালে অস্থায়ী বাঁধের দুইটি ড্যাম বন্ধ করিয়াছে, ফরিদপুর, সাহাদৌলতপুর এবং নারায়ণপুর পল্লী-মঙ্গল সমিতির সদস্যগণ যদিও এই ড্যামে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই—তথাপি তাহারাও বন্ধ করার কাজে যোগদান করিয়াছিল। এই দুইটি ড্যাম প্রায় আশি বর্গ মাইল পরিমিত জমিকে জল প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছিল এবং উহা যদি খোলা থাকিত, তবে জনসাধারণ শীতকালীন ফসল বপন করিতে পারিত না। এই সম্পর্কে যে সকল অভিজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাঁহারা বর্ষার মধ্যে উহা বন্ধ করা সম্ভবপর হইবে কি না, সে সম্পর্কে বিশেষ সন্দিগ্ধ ছিলেন। কিন্তু জনসাধারণ সদর (উত্তর) মহকুমা হাকিমের সহিত সর্ব্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করায় উক্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার কার্য্যে পরিণত হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই কাজে খুব কম পক্ষে ৩,০০০ টাকা ব্যয় হইত।

যশোহর—

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন. এম. খান ও সদর মহকুমা হাকিম গত ১৮ই অক্টোবর ঝিকরগাছায় উপনীত হইয়া ঋণ-সালিশী বোর্ড পরিদর্শন করেন। বোর্ডের কার্য্যাবলী পরিদর্শন করিয়া তাঁহারা সন্তোষ প্রকাশ করেন। অধিকাংশ সালিশী ব্যাপার সন্তোষজনক মীমাংসা হইয়া গিয়াছে দেখিয়া তাঁহারা বিশেষভাবে আনন্দিত হইয়াছেন। একটি মামলায় দেখা যায় যে, ৬০ টাকার ঋণ মাত্র ১৭ টাকায় মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। জনসাধারণ যথারীতি বোর্ডে হাজিরা দেন দেখা গেল। যাহাতে জনসাধারণ অধিক উপকার লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য জেলার অন্যান্য বোর্ডগুলির এইভাবে কাজ করা উচিত।

গত ১৯শে অক্টোবর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নওয়াপাড়া ডিস্পেনসারী পরিদর্শন করেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তাঁহারা উদ্বৃত্ত ব্যয় করিবার জন্য কিছু সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি এই সর্ত্তে অর্থ প্রদান করিতে অস্বীকার করেন যে, যে সকল ইউনিয়ন এই ডিস্পেনসারী পরিচালনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা যথারীতি তাহাদের প্রতিশ্রুত চাঁদা প্রদান করিতেছে না। জনসাধারণের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এই ব্যাপার হইতে শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে।

যাহারা নিজেরা পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কিত কাজে সম্যক প্রচেষ্ট নহে, সরকার কিম্বা বাহিরের লোকের কাছে তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করার কোন অধিকার নাই।

মফঃস্বল হইতে যে সকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, এ বৎসর ম্যালেরিয়ার প্রকোপ খুব কম। এতদ্ব্যতীত ফসলের অবস্থাও বেশ ভাল। জনসাধারণের স্বাস্থ্য যদি এইরূপ ভাল থাকিতে থাকে, তবে যশোহর জেলার বিশেষ সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

যাহাতে আলোচ্য মাস শেষ হইবার পূর্ব্বেই দশ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়, সেদিকে নড়াইল মহকুমা যুদ্ধ কমিটি বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছে। এই সংগৃহীত অর্থ দ্বারা একটি সাঁজোয়া গাড়ী ক্রয় করা হইবে এবং উহার নামকরণ করা হইবে "নড়াইল"। এ পর্য্যন্ত ২৫০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এই চাঁদা সংগ্রহ ব্যাপারে সর্ব্বত্র বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হইবে।

গত ২৩শে অক্টোবর যশোহর জেলায় এই সর্ব্বপ্রথম বিশেষ আড়ম্বরের সহিত ঈদ উৎসব পালিত হয়। এস্থলে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত দিবস প্রাতঃকালে ঈদের নমাজ পড়া হইয়াছিল। ২২শে অক্টোবর সন্ধ্যা বেলা ঈদের চাঁদ যশোহরে দেখা যায় নাই। তাহার ফলে ২৩শে অধিকাংশ সকলে রোজা রাখেন। কিন্তু সকাল ১০টার মধ্যে কলিকাতা হইতে এই মর্ম্মে সংবাদ পাওয়া গেল যে, উক্ত দিবসই সেখানে ঈদ উৎসব সম্পন্ন হইতেছে। এই সংবাদে সকল মুসলমানই রোজা ভঙ্গ করেন। কিন্তু তাহাদের হওয়ার পক্ষে সেদিন বিশেষ দেরী হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং তৎপরবর্ত্তী দিবস উক্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে স্থির হয়। কালেক্টরীর নিকটস্থ ময়দানে বেলা ৩ ঘটিকায় ঈদ-মিলন উৎসব সম্পন্ন হয়। এই অনুষ্ঠানে ৫০০০ ব্যক্তি যোগদান করেন। এই সংগঠন ও সাফল্যের জন্য কমিটির চেয়ারম্যান খান সাহেব মৌলভী ... এবং সেক্রেটারী মৌলভী সৈয়দ আবদুল ... বিশেষভাবে ধন্যবাদের পাত্র। পুলিশ সাহেবের সৌজন্যে পুলিশ ব্যাণ্ড এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে এবং বাদ্য সহযোগে অনুষ্ঠানের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়। সন্ধ্যাকালে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে যুদ্ধ সংক্রান্ত সিনেমা প্রদর্শন করা হইয়াছিল। এই প্রদর্শনী বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল।

বাঙলা সরকার সদর মহকুমার অন্তর্গত সিঙ্গুলী নামক স্থানের ও নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত কলিয়া নামক স্থানের সমবায় শিল্পকলা কেন্দ্রের জন্য এককালীন ৪,০০০ ও ৩,৮০০ টাকা এবং মাসিক ৭৫ টাকা করিয়া সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। জানা গিয়াছে যে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সিঙ্গুলী কেন্দ্রের জন্য ৫৫০ টাকা এককালীন দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত বর্ষাকালে কলিকাতায় যে একটি শিল্পের সাহায্য প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহা হইতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে ২৫০০ টাকা আসিয়াছে। উক্ত অর্থ হইতে সিঙ্গুলীর ৫০০ টাকা পুরস্কৃত যশোহর জেলায় প্রদত্ত হইয়াছে। বর্ত্তমানে অবশিষ্ট টাকা সিঙ্গুলীতে প্রদান করা হইবে।

গত ১১ই অক্টোবর সদর কেন্দ্রীক স্কুল বোর্ড চালাইয়া যাইবার এবং আগামী ১৯৪২ সালের ১লা এপ্রিল হইতে শিক্ষা-কর ধার্য্য করিবার অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া জেলা বোর্ডের একটি সভায় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গত ২রা নভেম্বর টাউন হলের সম্মুখে সমবেত ৭৬ সিভিক গার্ড পরিদর্শন করেন। প্যারেড পরিদর্শন করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সিভিক গার্ডদের উদ্দেশ্য করিয়া উৎসাহ-ব্যঞ্জক বক্তৃতা প্রদান করেন। একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কয়েকদিন পূর্ব্বে এই সিভিক গার্ডদের মধ্যে একজন নিজ পাহারাকালে একটি চোর ধরিয়া ফেলিয়াছিল।

কিভাবে জনসাধারণ নিরাপদে টাকা জমাইতে পারে তাহা সকলকে অবগত করাইবার নিমিত্ত বর্ত্তমানে জেলার সর্ব্বত্র সভা আহ্বান করা হইতেছে।

গত ২রা নভেম্বর বৈকাল ৫ ঘটিকার সময় বনগাঁ ক্লাবে এই ধরণের একটি সভা আহূত হইয়াছিল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। উক্ত সভায় উপস্থিত কতিপয় ভদ্রলোক "ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট" ক্রয় করিবার বাসনা ব্যক্ত করেন। আশা করা যাইতেছে যে, আলোচ্য মাসে এক লক্ষের অধিক মূল্যের বণ্ড ক্রয় করা হইবে।

গত ৩রা নভেম্বর সোমবার একটি জনসভা আহূত হইয়াছিল এবং সেই সভায় আগামী প্রদর্শনীর কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে। আগামী ১৮ই জানুয়ারী সপ্তাহের প্রদর্শনী খোলা হইবে এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারী বন্ধ হইবে। এই জেলার কেহ যদি কিছু প্রদর্শন করিতে চাহেন, তবে তাঁহাকে প্রদর্শনীর যুগ্ম-সম্পাদকদিগের সহিত পত্রব্যবহার করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

ফল ও কৃষিজাত দ্রব্যের প্রদর্শনী

বাংলার গভর্ণর কর্ত্তৃক উদ্বোধিত হইবে

বাংলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের আনুকূল্যে কলিকাতা শহরে ফল, ফুল হইতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি, শাকসব্জী এবং কৃষিজাত পণ্যের একটি প্রদর্শনী খোলা হইবে। আগামী ১৯৪২ সালের ২রা জানুয়ারী স্বয়ং গভর্ণর বাহাদুর উক্ত প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিবেন। ফল ও কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদকগণ বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতে এই ব্যাপারে যোগদান করিবেন। ভারতবর্ষে এই প্রথম এই ধরণের প্রদর্শনী খোলা হইবে। এই উপলক্ষে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হইবে—তাহাতে বিশেষজ্ঞদের লিখিত ফল টিন ভর্ত্তি করার শিল্প, উৎপাদন, আমদানী ও রপ্তানীর সংখ্যানুপাতিক হার সহিত প্রবন্ধ, শাকসব্জী এবং তাহা হইতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি এবং সর্ব্বোপরি বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের বিভিন্ন ফল ও কৃষিজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনের কারখানার বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

আশা করা যাইতেছে, এই প্রদর্শনীর ফলে একটি শিল্প-শিক্ষার বিরাট সম্প্রসারণ হইবে এবং দেশে উহার বিপুল সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার জের]

লেনিনগ্রাড ভোলগদা রেলওয়ে বিচ্ছিন্ন

কুইবিশেভের সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ যে, লেনিনগ্রাডের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে টিকভিন অঞ্চলে জার্ম্মাণ আক্রমণ প্রতিরোধ করা হইয়াছে কিন্তু জার্ম্মাণদের চাপ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। জার্ম্মাণগণ লেনিনগ্রাড-ভোলগদা রেলওয়ে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে; উহা অতি গুরুত্বপূর্ণ পথ। জার্ম্মাণ বাদশ যান্ত্রিক ডিভিশন বলতিপূর্ণ কোন স্থান হইতে দুইবার বিতাড়িত হয়। লোক ও সমরোপকরণে তাহাদের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে।

"আর্ক-রয়াল" রণতরি নিমজ্জিত

সরকারীভাবে ১৪ই নভেম্বর ঘোষণা করা হইয়াছে যে, "আর্ক রয়াল" নিমজ্জিত হইয়াছে।

নৌ-দফতরের এতদ্ভাবে বলা হইয়াছে:—আডমিরালটী লোর্ড দুঃখের সহিত জানাইতেছেন যে, বিমানপোতবাহী রণতরী "আর্ক রয়াল" (ক্যাপ্টেন এল, ই, এইচ, মণ্ড) নিমজ্জিত হইয়াছে।

ইউবোট কর্তৃক টর্পেডো দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর জাহাজখানিকে টানিয়া আনার ব্যবস্থা করা হয়; কিন্তু পরে তাহা নিমজ্জিত হইয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে লোকজন খুব কমই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

প্রামাণ্যসূত্রে জানা গিয়াছে যে, "আর্ক রয়াল" জিব্রাল্টারের পূর্ব্বাঞ্চলে আক্রান্ত হয়।

মস্কো রণাঙ্গনে তীব্র যুদ্ধ

মস্কো হইতে প্রাপ্ত ১৫ই নভেম্বরের সংবাদে দেখা যায় যে, মস্কো দখলের জন্য যুদ্ধের আগুন আবার জ্বলিয়া উঠিতেছে।

রাশিয়া হইতে প্রাপ্ত সর্ব্বশেষ সংবাদে দেখা যায় যে, মস্কো রণাঙ্গনে তুমুল লড়াই চলিতেছে। সম্প্রতি যে নূতন ট্যাঙ্কবাহিনী আসিয়া হাজির হইয়াছে, জার্ম্মাণরা তাহাই রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিতেছে এবং রাজধানীর উপর চরম আঘাত হানিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

এক ডিভিশন জার্ম্মাণ সৈন্য পর্য্যুদস্ত

মস্কো রেডিও হইতে বলা হইয়াছে যে, রোষ্টভ অঞ্চলে এক ডিভিশন জার্ম্মাণ সৈন্য পর্য্যুদস্ত হইয়াছে।

জার্ম্মাণগণ কর্ত্তৃক কার্চ দখলের দাবী

জার্ম্মাণ ইস্তাহারে ১৭ই নভেম্বর কার্চ দখল করা হইয়াছে বলিয়া সরকারীভাবে দাবী করা হইয়াছে। ইস্তাহারে আরও দাবী করা হইয়াছে যে, ক্রিমিয়ায় ১ লক্ষ ১ হাজার ৬ শত সৈন্য বন্দী করা হইয়াছে।

মস্কো রণাঙ্গনে জার্ম্মাণ আক্রমণ প্রতিহত

মস্কো রণাঙ্গনের অবস্থা বর্ণনাকালে মস্কো রেডিয়োতে ১৭ই তারিখে বলা হইয়াছে, সর্ব্বত্রই জার্ম্মাণদের অগ্রগতি প্রতিহত হইয়াছে এবং রুশিয়ার সেনাদল পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে। কালিনিন হইতে মস্কো পর্য্যন্ত যে পথ গিয়াছে, তাহা দখলের জন্য জার্ম্মাণদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। তিনটি জার্ম্মাণ পদাতিক সেনাদল ৯০টি ট্যাঙ্কের সহযোগিতায় ভলোকোলামস্ক অঞ্চলে তিনটি স্থান অধিকার করে, কিন্তু উহার মধ্যে দুইটি স্থান রুশ সৈন্যগণ পুনরধিকার করে। এই রণাঙ্গনের অপর অংশে জার্ম্মাণ সেনাদলকে বিতাড়িত করা হয়। মালো-য়ারো-স্লাভেজ এলাকার রাশিয়ান গোলন্দাজ-বাহিনী একটি জার্ম্মাণ পদাতিক ডিভিশন ধ্বংস করিয়াছে এবং শত্রুপক্ষের প্রভূত ক্ষতিসাধন করিয়াছে।

ক্রিমিয়ার জার্ম্মাণদের নূতন সোভিয়েট ব্যূহভেদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, তবে অবস্থা খুবই গুরুতর। জার্ম্মাণরা সিবাস্তোপোল অধিকারের চেষ্টায় কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সহস্র সহস্র সৈন্যকে বলি দিতেছে।

হজ্জযাত্রা জাহাজের যাত্রা

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী কর্ত্তৃক বিদায়-অভিনন্দন জ্ঞাপন

একটি জাহাজে করিয়া ১,৩৫০ জন হজযাত্রী কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ৭০ জন স্ত্রীলোকও আছেন।

বাঙলা ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আগত উক্ত হজযাত্রীগণের সঙ্গে ৩৫ জন চৈনিক মুসলমান যাত্রীও আছেন। ইঁহারা স্থলপথে কানসু (চীন) হইতে তিব্বতের মধ্য দিয়া ৫ মাসে কলিকাতা পৌঁছেন।

প্রাতঃকাল হইতে হজযাত্রিগণ জাহাজে আরোহণ করিতে আরম্ভ করেন। অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত এইভাবে চলে। জাহাজ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রিগণ ডেকের উপর সারি করিয়া দাঁড়ান এবং আল্লাহো আকবর ধ্বনি করিয়া তীরে দণ্ডায়মান ব্যক্তিদের প্রতি বিদায়-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন।

যাত্রিগণ যাহাতে স্বচ্ছন্দে জাহাজে আরোহণ করিতে পারেন তজ্জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইণ্ডিয়ান ওভারসিজ ডিপার্টমেণ্টের স্পেশাল কার্য্যে নিযুক্ত মিঃ জে, এ, রহিম, আই-সি-এস, স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যাবতীয় ব্যবস্থার পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। পোর্ট হজ কমিটির প্রেসিডেণ্ট স্যার আবদুল হালিম গজনভী যাত্রিগণকে সামান্য জলযোগে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী, মাননীয় মিঃ তমিজউদ্দীন খান এবং আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি হাজীদিগকে বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতে জাহাজে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

গভর্ণর বাহাদুরের সফর

[৩য় পৃষ্ঠার জের]

বাঙলা দেশ যুদ্ধের গুরুত্ব বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। তিনি বলেন যে, আগামী নববর্ষের প্রথম দিকে ডিফেন্স ডিপার্টমেণ্টের একজিবিশন ট্রেণ সমস্ত বাঙলাদেশ ঘুরিয়া বেড়াইবে, সেই সময় নওগাঁর অধিবাসিগণ শান্তাহারে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার আর একটি সুযোগ লাভ করিবেন। মহামান্য লাট সাহেব আশা করেন যে, যাহাতে অধিক সংখ্যক লোক এই প্রদর্শনী দেখিতে পারে, সেদিকে কর্ত্তৃপক্ষ যেন বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। কারণ তাহার ফলে পল্লী অঞ্চলে প্রচারের শিক্ষা আরও অধিক পরিমাণে বোধগম্য ও কার্য্যকরী হইবে।

প্রাতঃকালে শান্তাহারে উপনীত হইয়া মহামান্য লাট সাহেব নওগাঁ যে জন্য বিখ্যাত, সেই গাঁজার চাষ পর্য্যবেক্ষণ করিতে গমন করেন।

আবগারী বিভাগের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মিঃ এস, সি, সেন গাঁজার চাষের কথা গভর্ণর বাহাদুরকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। পার্শ্ববর্ত্তী কতকগুলি চাষীর সহিত গভর্ণর কথাবার্ত্তা বলেন। একটু বেলা হইলে তিনি প্রাদেশিক দাতব্য চিকিৎসালয়ের নবগঠিত সন্ধ্যা হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। কে, ডি, হাই স্কুল পরিদর্শনের পর নওগাঁ গাঁজা-চাষীদের সমবায় সমিতিতে গভর্ণর বাহাদুরকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করা হয়। এইখানে তিনি বিশিষ্ট কয়েকজন রাজকর্মচারীর সহিত আলাপ-আলোচনা করেন। সায়াহ্নে বলিহারের জমিদার মিঃ বিমলেন্দু রায় তাঁহাকে একটি প্রীতি সম্মিলনীতে আপ্যায়িত করেন এবং সন্ধ্যাবেলা মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর শান্তাহার পরিত্যাগ করিয়া কাঁচড়াপাড়া অভিমুখে রওনা হন।

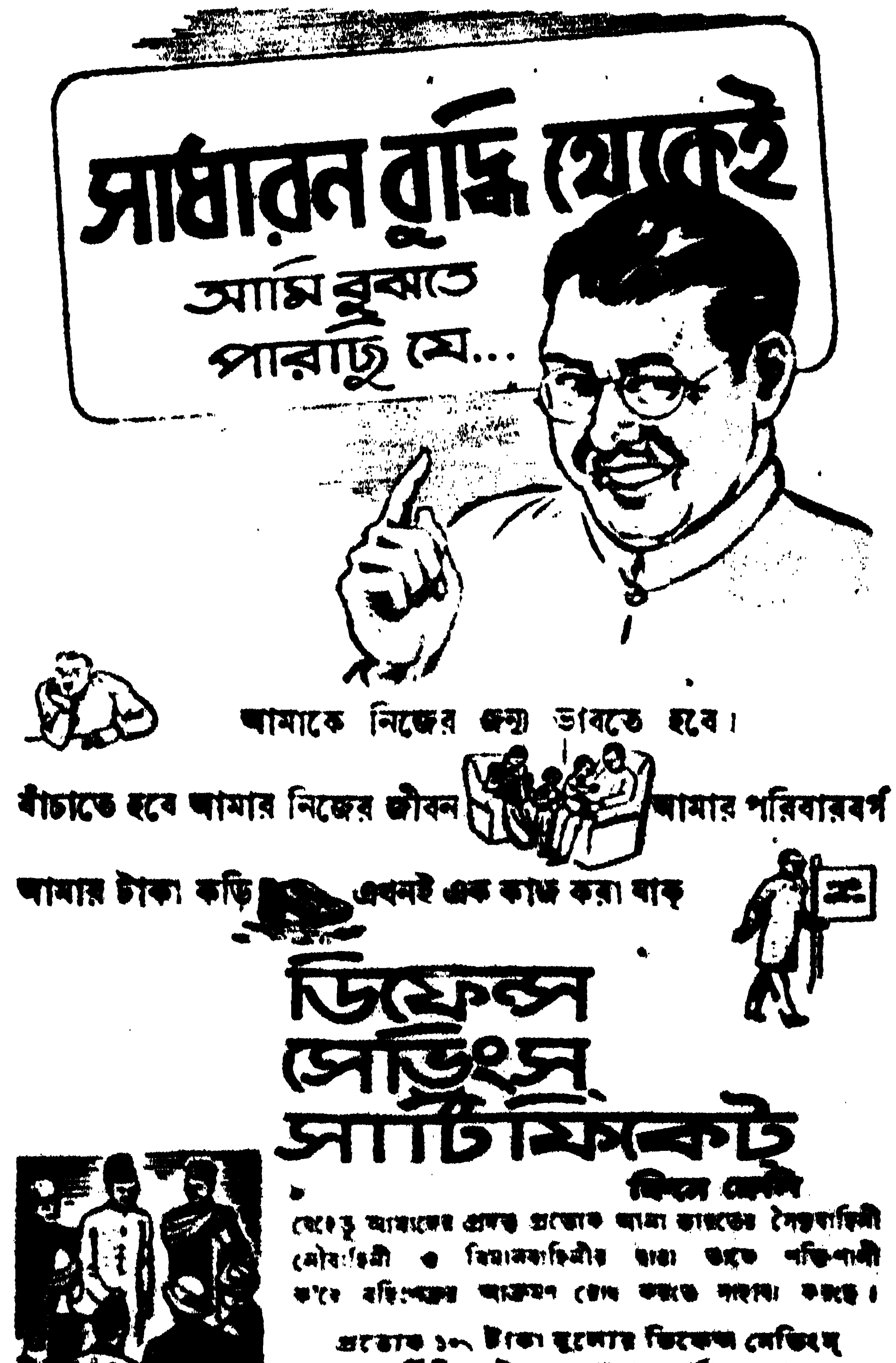

দলীলাদি রেজিষ্ট্রী করার ফিসের তালিকা

রেজিষ্ট্রী অফিসসমূহের কার্য্যক্রম সম্পর্কে সাধারণের জ্ঞাতব্য

[গত সংখ্যায় প্রকাশিতের পর]

অতিরিক্ত ফি

ক। কোন দলিল (কলিকাতার রেজিষ্ট্রার ভিন্ন অন্য) কোন রেজিষ্ট্রারের দ্বারা ৩০ ধারার (১) প্রকরণমত রেজিষ্টারীকরণের নিমিত্ত সাধারণ ফীর সমান এক অতিরিক্ত ফী কিংবা ১০৲ টাকার একটি অতিরিক্ত ফী অর্থাৎ এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম হয়, তাহাই লওয়া হইবে।

খ। যে সম্পত্তির কোন অংশ কলিকাতার রেজিষ্ট্রারের ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে অবস্থিত না থাকে, সেই সম্পত্তি সম্পর্কীয় কোন দলিল কলিকাতার রেজিষ্ট্রারের দ্বারা, ৩০ ধারার (২) প্রকরণমতে, রেজিষ্টারীকরণের নিমিত্ত ২০৲ টাকা ফী আদায় করা যাইবে।

ঞ। (১) কোন দলিল রেজিষ্টারীকরণার্থে গ্রহণ করিবার অথবা কোন দলিল গ্রহণ করিবার ও তাহা সম্পাদন করিবার স্বীকৃতি লিপিবদ্ধ করিবার অথবা কোন উইল গচ্ছিত রাখিবার জন্য গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ৩৮ ধারামতে ব্যক্তিবিশেষের বাটীতে কোন কর্ম্মচারীর যাইবার জন্য ২০৲ টাকা ফী লওয়া হইবে।

(২) কিন্তু যেখানে যাইতে হইবে, তাহা রেজিষ্টারীকরণের অফিস হইতে এক মাইলের অধিক দূরে অবস্থিত হইলে রেজিষ্ট্রারকে উক্ত ফী ছাড়া যাতায়াতের খরচা বাবদ প্রকৃতপক্ষে যত মাইল যাইতে হয়, তাহার মাইল প্রতি ।০ আনা এবং তাঁহার সঙ্গে যে পিওন যায় তাহাকে প্রতি মাইল /০ আনা হিসাবে দিতে হইবে।

কিন্তু যে সকল শহরে গাড়ী বা অন্যান্য যানবাহন ভাড়া পাওয়া যায়, সেই সকল শহরে, যতদূর ভ্রমণ করিতে হয় তাহা এক মাইলের অধিকই হউক কিংবা কমই হউক, যাতায়াতের খরচার পরিবর্ত্তে রেজিষ্টারীকারী কর্ম্মচারীকে সেই অঞ্চলে প্রচলিত হারে ঐরূপ যানবাহনের ভাড়া দিতে হইবে। কলিকাতার মিউনিসিপ্যালবিষয়ক ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের আইনের ৩ ধারার (/০) দফায় বর্ণিত মত কলিকাতার এলাকা মধ্যে এবং হাবড়া মিউনিসিপালিটীর সীমানার মধ্যে যাতায়াতের জন্য কলিকাতার রেজিষ্ট্রার ও সব-রেজিষ্ট্রার, আলিপুরস্থ ২৪-পরগণার ডিষ্ট্রিক্ট ও জয়েন্ট সব-রেজিষ্ট্রার, শিয়ালদহ, বেহালা ও কাশিপুর-দমদমের সব-রেজিষ্ট্রার এবং হাবড়ার ডিষ্ট্রিক্ট ও জয়েন্ট সব-রেজিষ্ট্রারগণকে তৎকালে ট্যাক্সি ভাড়ার যে হার প্রচলিত থাকে সেই হারে, প্রকৃতপক্ষে যত মাইল যাতায়াত করা হয় তত মাইলের জন্য, যাতায়াতের খরচা দিতে হইবে।

ট। (১) ৩৩ ধারার ৩ প্রকরণমত কোন কমিশন বাহির হইবার পূর্ব্বে কিংবা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মোক্তারনামা সম্পাদনকরণের সাক্ষ্য লইবার জন্য রেজিষ্টারীকারী কর্ম্মচারী বা ম্যাজিষ্ট্রেটের স্বয়ং কোন বসতবাটীতে কিংবা জেলে গমন করিবার পূর্ব্বে এবং ৩৮ ধারার (২) প্রকরণমত কোন কমিশন বাহির হইবার পূর্ব্বে কিংবা কোন ব্যক্তির পরীক্ষার নিমিত্ত রেজিষ্টারীকারী কর্ম্মচারীর স্বয়ং কোন বসতবাটীতে কিংবা জেলে গমন করিবার পূর্ব্বে, উপস্থিত হইবার দায় হইতে মুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির নিমিত্ত নিম্নলিখিত ফী দিতে হইবে:—

(ক) শারীরিক দুর্ব্বলতাবশতঃ মুক্ত আছেন এমন প্রত্যেক ব্যক্তি কিংবা জেলে আবদ্ধ থাকেন এমন প্রত্যেক ব্যক্তি এবং আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হইবার দায় হইতে আইনানুসারে মুক্ত আছেন এমন প্রত্যেক পর্দানশীন ভদ্রমহিলার নিমিত্ত ... ৫৲

(খ) আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হইবার দায় হইতে মুক্ত পর্দানশীন ভদ্রমহিলা ভিন্ন অপর প্রত্যেক ব্যক্তির নিমিত্ত ... ২০৲

(২) যে ব্যক্তির নামে কমিশন বাহির হয়, সেই ব্যক্তি, রেজিষ্টারীকারী কর্ম্মচারী কিংবা ম্যাজিষ্ট্রেটকে এবং পিওনকে উক্ত ফী ছাড়াও ঞ(২) দফা ও উহার নিয়মবিধি অনুযায়ী ভ্রমণের জন্য যে হারে যাতায়াতের খরচা দিতে হয়, সেই হারে যাতায়াতের খরচা দিতে হইবে।

ক, খ, ঞ এবং ট দফাসম্বন্ধীয় মন্তব্য

(/০) একই পক্ষগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত কোন দলিলের দুই কিংবা ততোধিক নকল একই সময়ে রেজিষ্টারী করিবার জন্য উপস্থিত করা গেলে প্রত্যেক নকলের নিমিত্ত একটি সাধারণ ফী দিতে হইবে, কিন্তু ক, খ, ঞ কিংবা ট দফামতে যে অতিরিক্ত ফী দেয় উক্ত দলিলের যতগুলি নকল রেজিষ্টারী করিবার জন্য উপস্থিত করা হউক না কেন তন্নিমিত্ত কেবল একখানি দলিলের ফী-স্বরূপ যত হয় তাহাই আদায় করা হইবে।

(৵০) কোন রেজিষ্ট্রার সব-রেজিষ্ট্রাররূপে কার্য্যকরতঃ কিংবা ২৮ ধারামতে যে সব-রেজিষ্ট্রার দলিল রেজিষ্টারী করেন তিনি উক্ত দলিল সম্পর্কীয় কার্য্যে স্বার্থ বিশিষ্ট এক পক্ষ থাকায় কোন রেজিষ্ট্রার ঐ দলিল রেজিষ্টারী করিলে কোন অতিরিক্ত ফী দিতে হইবে না।

(৶০) যে সকল স্থলে একই কার্য্য সম্পর্কীয় একই দলিল বা দলিলসমূহ সম্পাদন করেন এমন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একই সময়ে এবং ৩৮ ধারামতে কোন ব্যক্তিবিশেষের বাটীতে রেজিষ্টারী করিবার নিমিত্ত উহা বা উহার নকল উপস্থিত করেন কিংবা যে সকল স্থলে রেজিষ্টারীকারী কর্ম্মচারী বা ম্যাজিষ্ট্রেট ৩৩ বা স্থলবিশেষে ৩৮ ধারামতে একই সময়ে ঐরূপ দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে পরীক্ষা করেন অথবা ঐ ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত কমিশন বাহির করেন সেই সকল স্থলে, ঐ সকল ব্যক্তির যতদূর সম্পর্ক থাকে ততদূর রেজিষ্টারীকারী কর্ম্মচারীর যাইবার নিমিত্ত ঞ দফামতে কেবল একটি ফী অথবা রেজিষ্টারীকারী কর্ম্মচারী বা ম্যাজিষ্ট্রেটের যাইবার নিমিত্ত কিংবা স্থলবিশেষে কমিশন বাহির করিবার নিমিত্ত ট দফামতে কেবল একটি ফী আদায় করা যাইবে।

ঠ। মোক্তারনামা সম্পাদন প্রামাণ্য কিংবা প্রমাণীকরণার্থে দেয় ফী নিম্নমত হইবে:—

(ক) খাস মোক্তারনামার নিমিত্ত ... ২৲

(খ) আমমোক্তারনামার নিমিত্ত ... ৪৲

মন্তব্য ১।—মোক্তারনামায় যত ব্যক্তি স্বাক্ষর করেন তাঁহারা সকলে একযোগে পরীক্ষার্থ উপস্থিত হইলে, উহা তসদীক করিবার জন্য এক ফী আদায় করা যাইবে। একযোগে উপস্থিত না হইলে যে কয় ব্যক্তি এক এক বারে উপস্থিত হয়, সেই কয় ব্যক্তির জন্য প্রত্যেক বারে পৃথক ফী আদায় করা যাইবে।

মন্তব্য ২।—মোক্তারনামায় দুই বা তিন প্রস্থ নকল প্রামাণ্য করিবার জন্য উপস্থিত করিলে প্রত্যেকটি পৃথক মোক্তারনামা বলিয়া গণ্য হইবে ও তাহার জন্য পৃথক ফী আদায় করা যাইবে।

ড। ৬৪, ৬৫, ৬৬ ও ৬৭ ধারামতে অপর কোন অফিসে পাঠাইতে হইবে এবং কোন দলিলের প্রত্যেক নকল ও স্মারকলিপির নিমিত্ত** ক, খ কিংবা ঙ দফামতে দেয় ফীর সমান একটি অতিরিক্ত ফী দিতে হইবে।

কিন্তু একখানি নকলের ফী ২০৲ টাকার অধিক হইবে না এবং একখানি স্মারকলিপির ফী ২৲ টাকার অধিক হইবে না।

ঢ। যে দলিল এত দীর্ঘ যে তাহা লিখিতে রেজিষ্টারী বহির দুই পৃষ্ঠার অধিক লাগে, তাহা রেজিষ্টারী করিবার জন্য প্রথম দুই পৃষ্ঠার অতিরিক্ত প্রত্যেক পৃষ্ঠা কিংবা পৃষ্ঠার অংশপ্রতি, ক, খ, গ, ঘ এবং ঙ দফামতে দেয় ফী ছাড়াও, ॥০ আনা অতিরিক্ত নকল ফী দিতে হইবে।

মন্তব্য।—কোন দলিল উপস্থিত করা গেলেই, উহাতে কতগুলি শব্দ লিখিত থাকে তাহার একটা মোটামুটি হিসাব করিতে হইবে এবং এই দফামতে কোন ফী দেয় হইলে সেই ফীও সাধারণ ফীর সহিত আদায় করিয়া লইতে হইবে। দলিল উপস্থিত করিবার দিনে যে ফী আদায় করা হয়, তাহা দেয় ফীর টাকা হইতে কম হইলে, যত টাকা কমতি হয় তত টাকা দলিলের পিছনে টুকিয়া রাখিতে হইবে এবং দলিল ফেরত দিবার পূর্ব্বেই উহা আদায় করা যাইবে।

ণ। রেজিষ্টারীকরণ সমাপ্ত হইবার পর অথবা মোক্তারনামা হইলে উহা প্রামাণ্য করিবার জন্য উপস্থিত করিবার পর এক মাসের অধিক কাল দলিল বা মোক্তারনামা দাবী করা না গেলে, রেজিষ্টারীকরণান্তে বা প্রামাণ্য করিবার জন্য উপস্থিতকরণান্তে প্রথম মাসের পর প্রতি মাসের কিংবা মাসের কোন অংশের নিমিত্ত ॥০ আনা ফী লওয়া যাইবে, কিন্তু ঐরূপ ফী কোন স্থলেই মোট ১০৲ টাকার অধিক হইবে না।

ত। রেজিষ্টারী করিতে অস্বীকার করা যাইবার পর এক মাসের অধিক কাল দলিল দাবী না করা গেলে রেজিষ্টারী করিতে অস্বীকারকরণান্তে প্রথম মাসের পর প্রতি মাসের কিংবা মাসের কোন অংশের নিমিত্ত ॥০ আনা ফী লওয়া যাইবে কিন্তু ঐরূপ ফী কোন স্থলেই মোট ১০৲ টাকার অধিক হইবে না।

ণ এবং ত দফা সম্বন্ধে মন্তব্য

যেস্থলে রেজিষ্ট্রার দেখেন যে, ণ এবং ত দফামতে আদায়যোগ্য ফী লইলে স্পষ্টতঃ অন্যায় করা হইবে বা কষ্ট দেওয়া হইবে, সেস্থলে তিনি ঐ ফী সমস্ত কিংবা অংশতঃ ক্ষমা করিতে পারিবেন।

অব্যাহতি

নিম্নলিখিত শ্রেণীর দলিল ও কার্য্যসমূহের সম্পর্কে প্রত্যেকের স্থলে যতদূর খাটে ততদূর উপরে বর্ণিত দফাগুলির কোনটির অধীনে ফী দিতে হইবে না:—

(১) মহামহিমান্বিত সম্রাট কর্ত্তৃক কিংবা মহামহিমান্বিত সম্রাটের স্বপক্ষে বা অনুকূলে সম্পাদিত, দলিল যাহার উপর এই কারণে উপস্থিত সময়ের প্রচলিত কোন আইনমতে কোন ষ্ট্যাম্প মাসুল দেয় নহে, সেই সকল দলিল [ভারতবর্ষীয় ষ্ট্যাম্পবিষয়ক ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের আইনের ৩ ধারার (১) নিয়মবিধি দ্রষ্টব্য];

(২) মহামহিমান্বিত সম্রাটের সকল শ্রেণীর কর্ম্মচারী এবং তাঁহাদের আইনসম্মত প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক মহামহিমান্বিত সম্রাটের অনুকূলে যে সকল জামিন বন্ড এবং দখলিনামার বন্ড সম্পাদিত হয় তাহা;

(৩) মহামহিমান্বিত সম্রাটের নন-গেজেটেড কর্ম্মচারী বা ভৃত্যগণ তাঁহাদের কর্ত্তব্য-কার্য্য যথাবিধি সম্পাদনার্থে যে সকল নিরাপত্তাপত্র সম্পাদন করেন অথবা ঐ সকল কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনার্থে প্রতিভূস্বরূপ বে-সরকারী পক্ষগণ যে সকল নিরাপত্তাপত্র বা জমানতপত্র সম্পাদিত করেন, তাহা;

[১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

জঙ্গীপুরে পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

সার্কেল অফিসারের বিবৃতি

জঙ্গীপুরের সার্কেল অফিসার নিম্নোক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন :—

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনারা ইতিপূর্ব্বেই সরকারের পল্লী-উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্বন্ধে অনেক কিছু অবগত আছেন। এখন হইতে যাহাতে পল্লী-উন্নয়ন কার্য্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে এবং সুপরিকল্পিত নিয়মানুসারে পরিচালিত হয়, তজ্জন্য আমাদিগকে চেষ্টিত হইতে হইবে। ইতিপূর্ব্বেও যে আপনারা পল্লী-উন্নয়ন কার্য্য কিছুই করেন নাই তাহা বলা চলে না, তবে সুশৃঙ্খলা ও সুনিয়মের অভাবে আমাদের পূর্ব্বেকার প্রচেষ্টা তেমন ফলবতী হয় নাই। পরন্তু এখনকার মত ব্যাপক পরিকল্পনা, দৃঢ় বিশ্বাস ও অদম্য উৎসাহ লইয়া পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যে ব্রতী হওয়া ইতিপূর্ব্বে নানা কারণে সম্ভবও হয় নাই। কাজেই অতীতের অকৃতকার্য্যতার জন্য দুঃখিত হইবার কিছু নাই, বরং তাহাতে আমাদের শিক্ষণীয় অনেক আছে।

বঙ্গদেশের পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর পল্লী-উন্নয়ন সম্বন্ধে ইতিমধ্যে যে সমস্ত পরিকল্পনা ও উপদেশ প্রচার করিয়াছেন, তাহা আপনারা সংবাদ কাগজের মারফতে এবং আমাদের প্রেরিত পুস্তিকাদি ও পত্রিকাবলীতে সম্যক জানিতে পারিয়াছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনারা সেগুলি গভীর মনোযোগের সহিত বিবেচনা করিয়াছেন এবং সে সম্বন্ধে আপনাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছেন। পল্লী-উন্নয়ন-প্রচেষ্টা সুচারুভাবে পরিচালনা করার জন্য এবং তাহাতে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করার জন্য আপনার ও আপনার ইউনিয়ন বোর্ডের অশেষ দায়িত্ব রহিয়াছে। আশা করি, এ বিষয়ে আপনারা আমার সহিত একমত এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও একান্ত অনুরোধ, আপনারা এই গুরু দায়িত্ব সম্বন্ধে সতত জাগ্রত থাকিবেন এবং কায়মনোপ্রাণে পল্লীমঙ্গলকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবেন এবং দেশবাসীকে উক্ত কার্য্যে সতত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া আত্মনিয়োগ করিতে প্রবুদ্ধ করিবেন।

আপাততঃ আমাদিগকে প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি করিয়া আদর্শ পল্লী গঠন করিবার জন্য সংকল্প করিতে হইবে এবং উক্ত আদর্শ পল্লীকে কেন্দ্র করিয়া ক্রমে আমরা অন্যান্য পল্লীকে গঠন করিতে পারিব বলিয়া আমার বিশ্বাস। আদর্শ পল্লী স্থান ও অবস্থা ভেদে এবং প্রয়োজনানুসারে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপ হইবে। কাজেই আপাততঃ এমন কোন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুসম্পন্ন পরিকল্পনা করা সম্ভবপর নহে, যাহা সমস্ত ইউনিয়নে ও আদর্শ পল্লীর জন্য একান্তভাবে প্রয়োজন হইবে। দরকার অনুযায়ী আমাদের পরিকল্পনাকে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সহজেই করা যাইতে পারে। আমরা নিম্নে মোটামুটিভাবে একটি পরিকল্পনার নমুনা দিলাম এবং ইহা বিবেচনা ও সমালোচনার জন্য আপনাদের সম্মুখে পেশ করা হইল। ইহাকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে।

১ম বৎসর।

১। পল্লীমঙ্গল সমিতি গঠন।
২। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন ও শিক্ষিত করণ।
৩। পল্লী-উন্নয়ন সমিতির নিজস্ব গৃহ তৈয়ার করণ।
৪। সমিতির জন্য অর্থ সংগ্রহ করা ও ধর্ম্মগোলা স্থাপন।
৫। নৈশ-বিদ্যালয় ও প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন।
৬। কচুরীপানা ধ্বংসের ব্যবস্থা করণ।

২য় বৎসর।

৭। পল্লী যাতায়াতের ব্যবস্থার সুগম করণ।
৮। পল্লীর জলনিকাশের ও জলপথের সুব্যবস্থা করণ।

[২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

যুদ্ধ-ঋণ সংগ্রহের আন্দোলন

[৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

প্রাচীর-পত্র

যুদ্ধরত সৈন্যদিগের টেকনিক্যাল বিভাগে লোক ভর্ত্তির বিজ্ঞাপন সম্বলিত দুইখানি নূতন প্রাচীর-পত্র এই কমিটি পাইয়াছে। কলিকাতা ও বিভিন্ন জেলায় উহা বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সমুদয় প্রাচীর-পত্র ছাপাইতে যে নূতন ও প্রীতিপ্রদ ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে বাহিরে ব্যবহার করার জন্য উহার কতকগুলিতে বার্ণিশ দেওয়া হইয়াছে। এই বার্ণিশ দেওয়ার ফলে এই প্রাচীর-পত্রগুলি আবহাওয়ার প্রতিক্রিয়া হইতে রক্ষা পাইবে; তাহাতে দ্রব্যাদির মূল্য ও নূতন প্রাচীর-পত্র দেওয়ার ব্যয় অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে।

চলচ্চিত্র সহযোগে প্রচারকার্য্য

"ভারত রক্ষার ব্যাপারে" নাম দিয়া বোম্বে ফিল্ম এডভাইসরী বোর্ড প্রচার কার্য্যের জন্য একটি ফিল্ম প্রস্তুত করিয়াছে। উহা ডিফেন্স সেভিংস সপ্তাহ উপলক্ষে আসানসোলে প্রেরিত হইয়াছিল। আসানসোলে ইহা খুবই সমাদৃত হইয়াছিল এবং বেঙ্গল অফিসিয়াল এডভাইসরী বোর্ড জানাইতেছে যে, আসানসোলে দেখাইবার পরই এই ফিল্ম অন্যান্য জেলায় দর্শকবৃন্দকে দেখান হইয়াছে এবং তাহারা অভিনিবেশ সহকারে দেখিয়াছে।

এই কমিটি একটি প্রচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করিয়াছে, এই বিভাগে গভর্ণমেণ্টের ইণ্ডিয়া ডিফেন্স ঋণে টাকা লাগান সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ে জনসাধারণ সংবাদ পাইবেন। ১৪।১৫ নং ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটে এই বিভাগের জন্য স্থান দেওয়ার স্যার ভেভিড এজরা ধন্যবাদার্হ।

[১ম কলমের জের]

৯। পানীয় জলের সুব্যবস্থার জন্য পরিকল্পনা তৈয়ার করণ।
১০। ম্যালেরিয়া নিবারণের সুব্যবস্থা করা।

৩য় বৎসর।

১১। পল্লীর জন্য পাঠাগার স্থাপন।
১২। পল্লীর সাধারণ বিবাদ ও গোলমাল মীমাংসার জন্য পঞ্চায়েত বা সালিশী বোর্ড স্থাপন।
১৩। কুটির শিল্পের উন্নতির সম্প্রসারণ।
১৪। উন্নত ধরণের কৃষিকার্য্যে পল্লীবাসীকে শিক্ষিত করার জন্য আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন।
১৫। গোজাতির উন্নতির জন্য ব্যবস্থা।

৪র্থ বৎসর।

১৬। স্বাস্থ্যকর উন্নত প্রণালীতে গৃহ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা।
১৭। সাধারণের ব্যবহার্য্য পায়খানা ও গ্রাম্য রাস্তায় আলোর সুব্যবস্থা করা।
১৮। কৃষিজাত পণ্যদ্রব্যের যথোপযুক্ত দামে বিক্রয় করার ব্যবস্থা করা।

৫ম বৎসর।

১৯। জাতি নির্ব্বিশেষে বয়স্কশিক্ষার ব্যবস্থা।
২০। কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন ইত্যাদি।

কোনটির পর কোন্ পরিকল্পনাটি কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে তাহা আপনারা স্থির করিবেন; তবে আশা করি অনতিবিলম্বে আপনাদের ইউনিয়নে সর্ব্ব-বিষয়ে আদর্শস্থানীয় একটি পল্লী নির্ব্বাচন করিয়া সত্বর কার্য্য আরম্ভ করিবেন। আপনাদিগকে সর্ব্ব বিষয়ে সাহায্য করার জন্য ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করার জন্য আমি সতত প্রস্তুত থাকিলাম। স্থানীয় পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কর্ম্মচারিবৃন্দও অযোধ্যার আপনাদিগের সাহায্য করিবেন।

জাতীয় পতাকা ও সঙ্গীত নিষিদ্ধ

বাল্টিক রাজ্যগুলিতে নাৎসী শাসন

ডেইলী টেলিগ্রাফের ষ্টকহলমস্থিত বিশেষ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন :—অধিকৃত দেশ বা জার্ম্মাণদের ভাষায় "মুক্ত" দেশগুলিকে নাৎসীরা সর্ব্বক্ষেত্রেই পুরামাত্রায় শোষণ করিয়া আসিয়াছে। বাল্টিক রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেও এই নীতির অন্যথা হয় নাই। নাৎসীদের অধীনে বাল্টিক রাজ্যগুলির নাম হইয়াছে অষ্টল্যাণ্ড প্রদেশ। ইহাকে নাৎসীদের একটি বিরাট কারখানায় পরিবর্ত্তন করা হইতেছে। সুতরাং ব্যক্তি-স্বাধীনতা এই অঞ্চল হইতে লোপ পাইতে বসিয়াছে।

নাৎসীরা যখন প্রথম রাশিয়া আক্রমণ করে, তখন বাল্টিকের হাজার হাজার স্বাধীনতাকামী নরনারী রাশিয়া এবং জার্ম্মাণী উভয় রাজ্যের অধীনতা হইতেই মুক্তি পাইবার আশায় জার্ম্মাণ অর্থে পুষ্ট সোভিয়েট-বিরোধী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে যোগদান করিয়াছিল; এখন কিন্তু এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলিকেও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার জাতীয় সঙ্গীত, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয়তার নিদর্শক দ্রব্যাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রত্যেক বাল্টিক রাজ্যের জন্যই একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছে এবং ইহাদের সকলের উপরে আছেন গেলেটিয়ার হেনরিক লোস্। রিগাতে ইহার অফিস।

৫০খানা জাহাজ

ব্রিটেনের জন্য আমেরিকায় নির্ম্মাণ আরম্ভ

মার্কিণ নৌ-সচিব বিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ব্রিটেনের জন্য পঞ্চাশখানা রক্ষী জাহাজ নির্ম্মাণ করা হইতেছে।

এই জাহাজগুলির মধ্যে ২৪ খানা মেয়ার আইল্যাণ্ড (ক্যালিফোর্ণিয়া), বোষ্টনে ১২ খানা, পুগেট সাউণ্ডে (ওয়াশিংটন) ৮ খানা এবং ৬ খানা ফিলাডেলফিয়ায় তৈয়ারী হইতেছে। ঋণ ও ইজারা আইন অনুযায়ী প্রায় ৩০ কোটি ডলার ব্যয়ে এই জাহাজগুলি তৈয়ারী হইবে।

ভারত সরকারের প্রচার বিভাগের প্রধান অফিসার মিঃ জে. হেনেসীর স্থলে মিঃ জে. নটরাজন প্রধান প্রচার-অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। মিঃ হেনেসী আমেরিকাস্থিত ভারতীয় এজেণ্ট-জেনারেলের ইন্‌ফরমেশন অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন।

এ আর পি.

১। বঙ্গদেশের এয়ার রেইড্ ওয়ার্ডেনদের জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্রান্ত পুস্তক। (ইংরাজী ও বাংলা।) ৮ আনা (২ আনা)* প্রত্যেকখানি।
২। এয়ার রেইড্স—সর্ব্বসাধারণের অবশ্য জ্ঞাতব্য ও অবশ্য করণীয় কয়েকটি বিষয়। (ইংরাজী ও বাংলা।) ২ আনা ($১\frac{১}{২}$ আনা)* প্রত্যেকখানি।
৩। আলো-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আদেশ। (ইংরাজী ও বাংলা।) ১ আনা (১ আনা)* প্রত্যেকখানি।
৪। আলো-নিয়ন্ত্রণ আদেশ সম্বন্ধে ফরম নং বি, এল্/এ, আর, পি, ১৫, ১৬, ২০, ২১, ৩১। (ইংরাজী।) ৪ আনা (১ আনা)* প্রত্যেকখানি।
৫। গৃহস্থের জন্য এয়ার রেইড্স, ১৯৪১। (ইংরাজী ও বাংলা।) ১ আনা ($১\frac{১}{২}$ আনা)* প্রত্যেকখানি।

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস, পাব্লিকেশন্ ব্রাঞ্চ,
৩৮ নং গোপালনগর রোড, আলিপুর,
সেল্‌স অফিস, রাইটার্স বিল্ডিংস্, কলিকাতা
এবং
কলিকাতার সমস্ত পুস্তকবিক্রেতা।
*ডাকমাশুল।

দলিলাদি রেজিষ্ট্রী করার ফিসের তালিকা

[৯ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

(৪) বাড়ী নির্ম্মাণের নিমিত্ত অগ্রিম প্রদত্ত টাকার জন্য মহামহিমান্বিত সম্রাটের কর্ম্মচারিগণ প্রতিভূস্বরূপ মহামহিমান্বিত সম্রাটের অনুকূলে যে সকল বন্ধকীখত সম্পাদন করিয়া দেন, তাহা;

(৫) বাড়ী নির্ম্মাণের নিমিত্ত গৃহীত ঋণ পরিশোধ করিলে, মহামহিমান্বিত সম্রাট কর্ত্তৃক কিংবা তাঁহার পক্ষে মহামহিমান্বিত সম্রাটের কর্ম্মচারিগণের অনুকূলে যে সকল পুনঃসমর্পণপত্র সম্পাদিত হয়, তাহা;

(৬) কৃষিজীবিদিগের ঋণবিষয়ক ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের আইনমতে যে সকল ব্যক্তি অগ্রিম টাকা লন তাঁহারা বা তাঁহাদের জামিনদারগণ ঐরূপ অগ্রিম প্রদত্ত টাকা পরিশোধের নিমিত্ত প্রতিভূস্বরূপ যে সকল নিদর্শনপত্র সম্পাদন করেন, তাহা;

(৭) মহামহিমান্বিত সম্রাটের কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক মোটর গাড়ী, মোটর বোট, মোটর সাইকেল, ঘোড়া, সাইকেল বা টাইপ করার যন্ত্র কিনিবার জন্য অগ্রিম গৃহীত টাকা পরিশোধ করিবার জামিনস্বরূপ মহামহিমান্বিত সম্রাটের অনুকূলে যে বন্ধকীপত্র সম্পাদিত হয়, তাহা;

(৮) প্রকৃত সরকারী উদ্দেশ্যের নিমিত্ত মহামহিমান্বিত সম্রাটের কর্ম্মচারিগণ যে সকল দলিল, দলিল বা মানচিত্রের প্রতিলিপি চান সেই সকল প্রতিলিপি;

(৯) কলিকাতা কর্পোরেশন কিংবা বিশেষে কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কর্ম্মচারিগণ, তত্তৎ কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া তাহার নিদর্শনপত্র উপস্থিত করিয়া দরখাস্ত করিলে, কলিকাতা, ২৪-পরগণা এবং হাওড়া জেলার যে স্থান ঐ কর্পোরেশন বা বোর্ডের এলাকাধীন তাহার সম্পর্কে কলিকাতার রেজিষ্ট্রার ও ২৪-পরগণার রেজিষ্ট্রারের অফিসে যে সূচীপত্র ও ১ নং রেজিষ্টারী বহি রক্ষিত হয় তাহা এবং কলিকাতার সীমা রেজিষ্ট্রার, ২৪-পরগণার রেজিষ্ট্রার, বেহালা, শিয়ালদহ ও কাশিপুর-দমদমের সব-রেজিষ্ট্রারগণ এবং হাওড়ার রেজিষ্ট্রার ও জয়েণ্ট সব-রেজিষ্ট্রারের অফিসে যে সূচীপত্র ও ১ নং রেজিষ্টারী বহি রক্ষিত হয়, তাহা অনুসন্ধান ও পরিদর্শন;

(১০) মহামহিমান্বিত সম্রাটের কোন কর্ম্মচারীকে বাড়ী নির্ম্মাণ করিবার জন্য টাকা অগ্রিম দিবার দরুণ মহামহিমান্বিত সম্রাটের নিকট যে সম্পত্তি বন্ধক রাখিতে হয়, তাহার সম্পর্কে রেজিষ্টারী অফিসে সূচীপত্র অনুসন্ধান ও রেজিষ্টারী বহিসমূহ পরিদর্শন;

(১১) বঙ্গদেশের চাষী-খাতকবিষয়ক ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের আইনের (১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের বঙ্গীয় ৭ আইন) ৩ ধারামতে স্থাপিত কোন ঋণ-সালিসী বোর্ড কর্ত্তৃক ঐ আইন অনুযায়ী প্রদত্ত নিষ্পত্তিপত্র, আদেশ বা সার্টিফিকেট।

২। সমবায় সমিতিসমূহ বিষয়ক ১৯১২ খৃষ্টাব্দের আইন (১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২ আইন) মতে রেজিষ্টারী করা কোন সমবায় সমিতি কর্ত্তৃক কিংবা তৎপক্ষে সম্পাদিত অথবা ঐরূপ সমিতির কোন কর্ম্মচারী বা সভ্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং ঐ সমিতির কার্য্যসম্পর্কীয় সকল নিদর্শনপত্রের জন্য "ণ" ও "ত" দফা ব্যতীত উপরি-উক্ত অন্য কোন দফামতে আদায়যোগ্য কোন ফী দিতে হইবে না।

ফেরৎ দিবার যোগ্য ফীসমূহ

রেজিষ্টারীকারী কর্ম্মচারিগণ নিম্নলিখিত স্থলসমূহে ফীর টাকা ফেরৎ দিতে পারিবেন, যথা:—

(১) যে দলিল রেজিষ্টারী করিতে অস্বীকার করা হয় তাহার বাবদ উপরি-উক্ত কোন দফামতে যে সকল ফীর টাকা আদায় করা হয়, তাহা;

(২) রেজিষ্টারী করা দলিলের উপর জাবেদা-নকলের রেজিষ্টারীকরণ বিষয়ক ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের আইনমতে

[পরবর্ত্তী কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

বঙ্গীয় উপদ্রবপূর্ণ অঞ্চল অডিন্যান্স

আপাততঃ ঢাকা শহরে বলবৎ

ভারত শাসন আইনের ৮৮ ধারামতে বিগত ২৯শে সেপ্টেম্বর হইতে বঙ্গীয় উপদ্রবপূর্ণ অঞ্চল অডিন্যান্স জারী করা হইয়াছে। বে-আইনী কার্য্যের ফলে উপদ্রবপূর্ণ অঞ্চলে যদি কেহ আঘাত পায় বা কাহারও সম্পত্তি নষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের উপর পাইকারী জরিমানা বসাইয়া প্রাপ্ত অর্থে আহত ব্যক্তি বা সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ করার ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টকে দেওয়া হইয়াছে।

গভর্ণমেণ্ট ঢাকা শহরে এই অডিন্যান্সটি বলবৎ করিয়াছেন। জনসাধারণের শান্তিভঙ্গের কারণ বলিয়া প্রমাণিত কার্য্যাদি নিষিদ্ধ, দণ্ডনীয় এবং কোন কোন অপরাধের জন্য শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি, উপদ্রবপূর্ণ অঞ্চলে অনুষ্ঠিত অপরাধের বিচারের জন্য স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ ও সরাসরি বিচার প্রথা প্রবর্ত্তন সম্পর্কেও গভর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

এই ঘোষণাবাণী প্রচারের সঙ্গে গভর্ণমেণ্ট এপ্রদেশের সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণের নিকট আবেদন করিতেছেন যে, স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনার জন্য তাঁহারা যেন স্বকীয় চেষ্টা এবং সংবাদপত্রের সাহায্যে এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে সহযোগিতা করেন। (কমিউনিক)

ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট বিক্রয়ের পরিমাণ

সেপ্টেম্বর মাসের হিসাব

গত সেপ্টেম্বর মাসে বাঙলা দেশের বিভিন্ন জেলায় যথাক্রমে ৫,২৫,১৪০ ও ১৪,২০০৸৴ আনার ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট ও ষ্ট্যাম্প বিক্রীত হইয়াছে। (প্রেস-নোট)

[পূর্ব্ব কলমের শেষ]

যে নকল টাকা আদায় করা যাইতে পারে, তাহার অতিরিক্ত যে টাকা আদায় করা হয়, তাহা;

(৩) পরিদর্শন বা কমিশনের জন্য যে দরখাস্ত করা হয়, তাহা পরিদর্শন করিতে যাওয়ার পূর্ব্বে বা কমিশন সম্পাদিত হওয়ার পূর্ব্বে উঠাইয়া লওয়া হইলে সেই পরিদর্শন বা কমিশন বাবদ প্রদত্ত যে ফী, তাহা;

(৪) অনুসন্ধান, পরিদর্শন বা প্রত্যুত্তরের জন্য যে ফী দেওয়া হয়, সেই অনুসন্ধান বা পরিদর্শন করা না হইলে, যদি অনুসন্ধান বা পরিদর্শনের জন্য দরখাস্ত করিবার ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত ফী ফেরৎ পাইবার দরখাস্ত করা হয়, তবে সেই ফী; এবং

(৫) কোন নকলের জন্য যে ফী দেওয়া হয়, সেই নকলের কাজ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে উহার জন্য দরখাস্ত উঠাইয়া লওয়া হইলে সেই ফী।

নোটসমূহ

উপরোক্ত বিবৃতিতে * ও ** চিহ্ন দ্বারা যে নোটের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:—

*ক (২) এবং চ (২) দফায় উল্লিখিত "যাতায়াতের খরচা" যে সকল দলিল রেজিষ্টারী হয় তাহার সম্পর্কিত সমবায় সমিতিসমূহ, তাহাদের কর্ম্মচারী বা সভ্যদের নিকট হইতে আদায় করিতে হইবে। (রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের ইন্সপেক্টর-জেনারেলের ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮, তারিখের ১১নং সার্কুলার মেমোরাণ্ডাম দ্রষ্টব্য।)

**নকলের ফী ত (ক) এবং স্মারকলিপির ফী ত (খ) বলিয়া অভিহিত করিতে হইবে।

কয়েকটি ঋণ-সালিসী বোর্ড

নূতন ক্ষমতাপ্রাপ্তির ঘোষণা

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বঙ্গীয় কৃষি-খাতক আইন অনুযায়ী নিম্নোক্ত স্পেশাল ঋণ-সালিসী বোর্ডকে উক্ত আইনের ২২ ধারার ১ (ক) উপধারা অনুযায়ী ক্ষমতা পরিচালনের অধিকার প্রদান করিয়াছেন:—

বর্দ্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার আসানসোল স্পেশাল ঋণ-সালিসী বোর্ড।

নিম্নোক্ত স্পেশাল বোর্ডগুলিকে কৃষি-খাতক আইনের ২২ ধারার ১ (খ) উপধারা অনুযায়ী ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে:—

ত্রিপুরা জেলার সদর মহকুমার উমিয়াটগাছ স্পেশাল বোর্ড।

ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্পেশাল বোর্ড।

ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর মহকুমার চাঁদপুর স্পেশাল বোর্ড।

নিম্নোক্ত সাধারণ ঋণ-সালিসী বোর্ডসমূহকে কৃষি-খাতক আইনের ১৯ ধারার ১ (খ) উপধারা অনুযায়ী ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে:—

বাখরগঞ্জ জেলার পটুয়াখালী মহকুমার বগা, ভুড়িয়া, কমলাপুর, বালিপাড়া, আওলিয়াপুর, স্বর্ণকাঠি, মাদার-বুনিয়া, ডোটাবিবাই।

বাখরগঞ্জ জেলার পটুয়াখালী মহকুমার নিম্নোক্ত সাধারণ ঋণ-সালিসী বোর্ডসমূহের উপর ১৯ ধারার ১ (খ) উপধারা অনুযায়ী ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে:—

ডাকুয়া, মদনপুর, লাউকাঠি, বাসপাড়া, সেলুখালি, বিলবিলাস, কালিবুনিয়া, বেতাগী, মাধবীপাড়া ও মদনপুর।

নিম্নোক্ত বোর্ডসমূহের উপর ১৯ ধারার ১ (খ) উপধারা অনুযায়ী ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে:—

ত্রিপুরা জেলার সদর (দক্ষিণ) মহকুমার বাগমারা, নাটঘর, চুনাটি, গোলবাসা, লাকসাম, মুদফরগঞ্জ, বেতাসর, সোনাপাড়া, নাঙ্গলকোট, চৌদ্দগ্রাম, গোবিন্দপুর, বায়কোট, পশ্চিমগাঁও, পাইগাঁও, কড়াপাড়া, লক্ষ্মীপুর, উত্তরহাওলা, বেতুড়া, সাদেকপেচুয়া, গেওড়া, কালীরবাজার, গালিমপুর, কলাপাড়া, শিকমুড়ি, ঢিওড়া, আমতাতলি, উজীরপুর ও কাঞ্চনসীমী।

হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার খুসালিয়ানা, মদগ্রাম, কমলপুর, দিগড়ী, উদয়নারায়ণপুর, খাটনাথ, খালিসম, চণ্ডীপুর ও সাবোল।

বর্দ্ধমান সদর মহকুমার পল্লুসী, কোটা, পাঁশকুড়ী, সাতগাছিয়া, নূড়া, পালাস ও খাদার।

বর্দ্ধমানের কালনা মহকুমার সাতগাছিয়াম, আটঘরিয়া, বাঘনা, পাড়ুলী ও কুসুমগ্রাম।

বর্দ্ধমানের কাটোয়া মহকুমার কাশ্রা।

বর্দ্ধমানের আসানসোল মহকুমার মানাসপুর, হিজলগোড়া, কাঞ্জোরা, কাপোরা, দোমুয়া ও গোপালপুর।

খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার আশাশাসন, ফিঙ্গড়ী ও নলতাহাটা।

ডিস্পেন্‌সারী ভবন নির্ম্মাণে সাহায্য

বাঙলা সরকারের অতিরিক্ত দান

ঢাকা জেলার অন্তর্গত মুন্সীগঞ্জ থানার অধীন চর-কুমারিয়া নামক স্থানে একটি ডিস্পেন্‌সারী ভবন নির্ম্মাণ সাহায্য করিবার নিমিত্ত বাঙলা সরকার ২০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে এই শর্ত্তে ১,৮০০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছিল যে, এই বিশেষ পরিকল্পনাটির জন্য আর অতিরিক্ত কোন অর্থ মঞ্জুর করা হইবে না।

পল্লী অঞ্চলের ঋণ-সমস্যার সমাধান

বিভিন্ন জেলার উল্লেখযোগ্য কার্য্যাবলী

জেলা—মেদিনীপুর

দাঁইজুরী ঋণ-সালিশী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ১১০ নং মামলায় খাতক জয়হরি দাস মহাজন কৃষ্ণহরি দাসের নিকট হইতে গত ১৩৪০ সনে (বাঙলা) ১৫০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে এবং সুদ হিসাবে ২ বিঘা জমি মহাজনকে ভোগদখল করিতে দেয়। মহাজন উক্ত জমি হইতে কত লাভ করিয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া বোর্ড স্থির করে যে, ঋণের পরিমাণ ২৫৲ টাকা। তৎপর যাহাতে মহাজন সমস্ত ঋণ মাফ্ করিয়া দেয়, তজ্জন্য বোর্ড যথেষ্ট অনুরোধ করে। পরিশেষে মহাজন এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া খাতকের খত ফিরাইয়া দেয়। এই সঙ্গে জমিও প্রত্যার্পণ করা হয়।

জেলা—চট্টগ্রাম

১৯৪০ সালের ৫৭১১ নং মামলায় খাতক তমিজ গোলাপ এবং আরও অনেকে মহাজন আলিমাদারের নিকট ৮ কাণি ৫ গণ্ডা ৩ কড়া জমি সুদ হিসাবে ভোগদখল করিতে দিয়া কটকওলা শর্তে ৭২৫৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। মহাজন উক্ত জমি ১৫ বৎসর কাল ভোগ দখল করে। হিসাবে দেখা গেল ঋণ আর অবশিষ্ট নাই। মহাজন তখন আনন্দের সহিত খাতকের জমি প্রত্যার্পণ করে।

জেলা—রংপুর

খাগাখাড়াইবাড়ী ঋণ-সালিশী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ৯৮।১১ নং মামলায় খাতক নসীউদ্দীন সরকার মর্গেজ বন্ধক দিয়া মহাজন সফির উদ্দীন আহমদের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে। ঋণের পরিমাণ ছিল ৫২১৸৹ আনা। প্রথমে উক্ত খাতক ৪০০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। পরে সুদে-আসলে উক্ত ঋণের পরিমাণ ৫২১৸৹ আনায় দাঁড়ায়। মহাজন তাহার প্রাপ্য ১,০৪২৲ টাকা বলিয়া দাবী জানায়। খাতক মাঝে মাঝে সুদ হিসাবে মহাজনকে যাহা পরিশোধ করিয়াছে, তাহার পরিমাণ ৮৯৬৲ টাকা। বোর্ড স্থির করে তাহার আর কোন ঋণ নাই। মহাজন আনন্দের সহিত সমস্ত দাবী ত্যাগ করিয়া খত প্রত্যার্পণ করেন।

বঙ্গীয় বিক্রয়-কর আইন

সংবাদপত্রের অহেতুক সমালোচনা

বঙ্গীয় বিক্রয়-কর আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে কোন কোন সংবাদপত্রের সমালোচনার প্রতি গভর্ণমেন্টের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। ইহাদের অভিযোগ এই যে, বিলটি পরিষদে উপস্থাপনের পর মাননীয় অর্থ-সচিব নাকি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, "ক্রেতাকে নয় বরং বিক্রেতাকেই করভার "বহন করিতে হইবে।" ইহা আদৌ সত্য নয়। ক্রেতাকে উক্ত করভার বহন করিতে হইবে না, এ-মর্ম্মে পরিষদে মাননীয় অর্থ-সচিব কোন প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন নাই। অপর পক্ষে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পরিষ্কারভাবে জানান যে, বিক্রয়-করের আসল তাৎপর্য্যই হইল খরিদ্দার কর্ত্তৃক করভার বহন। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রদত্ত মাননীয় অর্থসচিবের বক্তৃতার নিম্নোক্ত উদ্ধৃত অংশ হইতে ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে:—

"ক্রেতা কর্ত্তৃক করভার বহন করাই যে বিক্রয়-কর আইনের আসল তাৎপর্য্য, তাহা গোপন রাখা আমার অভিপ্রায় নয়।" পুনরায় "সুতরাং ইহা পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক যে, বিক্রয়-কর দোকানদারকে দিতে হইবে না। বিক্রয়ের উপর ইহা বসান হইবে এবং খরিদ্দারই উহা বহন করিবে"। (প্রেস-নোট)

—বৃটীশ বিমান-বাহিনীর তৎপরতা—

নাৎসী-অধিকৃত ফ্রান্সের কোনও একটি সাবমেরিণ-ঘাঁটিতে বৃটীশ বিমান-সমূহের বোমাবর্ষণ। চিত্রে দেখা যাইতেছে—(১) প্রস্তুত করা হইতেছে, এমন একটি জাহাজের নিকটে বোমা বিদীর্ণ হইতেছে, (২) একটি সাবমেরিণের উপর অগ্নি-প্রজ্বালক বোমা বিদীর্ণ হইতেছে, (৩) একটি কারখানায় বোমা বিদীর্ণ হইতেছে এবং (৪) একটি রেলওয়ের মালগাড়ীর আড্ডায় বোমা বিদীর্ণ হইতেছে।

একটি শত্রু-বিমান-ঘাঁটিতে প্রকাশ্য দিবালোকে নিক্ষিপ্ত ৯টি বোমা বিদীর্ণ হইতেছে।

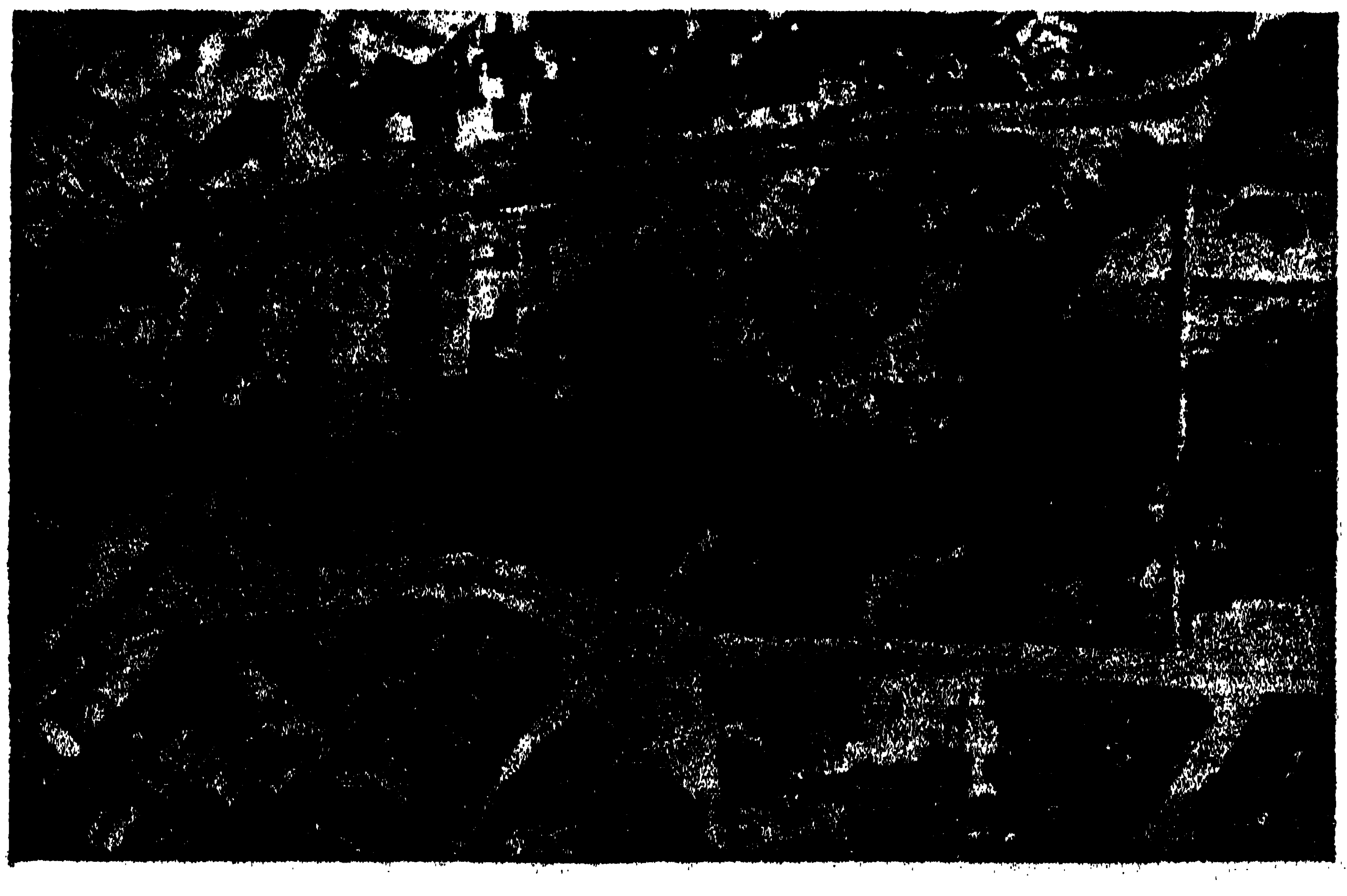

শত্রু-পক্ষের একটি রেলওয়ে কেন্দ্রে মালগাড়ী, পুল ও অন্যান্য প্রকার গাড়ীর উপর বোমা বিদীর্ণ হইতেছে।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY LIBRARY

Regd. No. C.2532

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা] কলিকাতা, ১লা ডিসেম্বর, ১৯৪১ [এক আনা

ইরাকের সামরিক গুরুত্ব

মধ্য-প্রাচ্য হইতে নাৎসী ষড়যন্ত্রের উচ্ছেদ

[স্যার রোনাল্ড ষ্টর্স লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ]

নূরী সৈয়দ পাশা এইবার লইয়া চতুর্থ বার ইরাকের প্রধান-মন্ত্রী এবং সপ্তম বারের জন্য দেশরক্ষা সচিব হইলেন। মধ্যপ্রাচ্যের জন্য ইহা একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার বটে।

বৃটেন যে-সকল আরব রাষ্ট্রকে বিগত মহাসমরের সময় তুরস্কের শাসন হইতে মুক্ত করিয়া দেয়, ইরাক উহাদের অন্যতম। শাসন-শৃঙ্খল অপসারিত হওয়ার পর ইরাকে মনোমালিন্য দেখা দেয়, শেষ পর্যন্ত উহা হইতে নানা গোলযোগের সৃষ্টি হয়। অতঃপর দামস্ক-বিজয়ী আমির ফয়সল স্বনামখ্যাত লরেন্সের সহযোগিতায় ইরাকের রাজা হন। বিগত ১৯৩০ সনে বাগদাদ শহরে এংলো-ইরাকী চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়। উক্ত চুক্তিপত্রে বৃটেন ইরাকের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লন। চুক্তিপত্রে এই মর্ম্মেও একটি বিধান রহিয়াছে যে, স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র দুইটির কোনটি যদি সংগ্রামে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে অপরটি উহাকে সাহায্য করিবে। ইহা ছাড়া প্রয়োজন বোধ করিলে বৃটেনকে বাগদাদ এবং ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিমে অবস্থিত হাব্বানিয়া নামক স্থানে বিমানঘাঁটি স্থাপন এবং সৈন্যদলের জন্য অত্যাবশ্যকীয় রাস্তাগুলির যোগাযোগ রক্ষার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সহিত ইরাকের বর্ত্তমান সম্বন্ধ বেশ সন্তোষজনক। ট্রান্স-জর্ডানের রাজা আমির আবদুল্লা ইরাকের পরলোকগত রাজা আমির ফয়সলের ভ্রাতা। ভিশি গভর্ণমেন্টের কবল হইতে মুক্ত হইয়া সিরিয়া স্বাধীন ফরাসীদের শাসনাধীনে আসায় আপাততঃ সে-দিক হইতে আশঙ্কার আর কোন কারণ নাই। ১৯৩৬ সনে আরব সৌভ্রাতৃত্বের চিহ্ন স্বরূপ রাজা এবনে সৌদের সহিত ইরাকের একটি সন্ধিপত্র সম্পাদিত হয়। পারস্য উপসাগরে প্রবাহিত "শাতিল-আরব" নামক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নদীটি সম্পর্কে বিগত ১৯৩৭ সনে ইরাণের সহিত একটি চুক্তি হইয়া গিয়াছে। এই ঘটনার মাত্র ৪ দিন পরে তুরস্ক, ইরাণ, ইরাক এবং আফগানিস্থানের মধ্যে একটি চতুঃশক্তি চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। ইহাকেই সা'দাবাদ চুক্তি বলা হয়। উক্ত চুক্তিপত্রে এই মর্ম্মে একটি বিধান আছে যে, স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগুলির কেহ অপরকে আক্রমণ করিবে না এবং তাহাদের সকলের সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে সকলে একত্রে আলাপ আলোচনা করিবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, ১৯৩৩ সনে ইরাকের বিচক্ষণ রাজা আমির ফয়সলের মৃত্যু হয়। ইঁহার মৃত্যু ইরাকের পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতি বিশেষ। তাঁহার পুত্রও বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। তাঁহার পুত্র রাজা দ্বিতীয় ফয়সলের বয়স মাত্র ছয় বৎসর। তাঁহার পক্ষে রিজেন্ট আমির আবদুল্লা রাজকার্য্য পরিচালনা করেন। নিয়মতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী সম্পর্কে অনভ্যস্ত হওয়ার দরুণ, উহা প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর দুইবার ইরাকী, বিশেষ করিয়া শাসনক্ষমতা হইতে বঞ্চিত লোকজনদের মধ্যে ভয়ঙ্কর অসন্তোষ পাকাইতে থাকে। ফলে নাৎসী প্রচারকগণ অসন্তোষের বীজ ছড়াইবার পক্ষে ইরাককে উপযুক্ত ক্ষেত্র মনে করিয়া লইয়াছিল।

১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে যুদ্ধ বাধিলে তখন ইরাক অবিলম্বে জার্ম্মাণীর সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করে; ফলে জার্ম্মাণীর দূত চর ইরাণে চলিয়া যায়। কিন্তু ইহার পর যখন ইটালীও যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িল, তখন ইরাক তাহার সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিল না বলিয়া ইরাকস্থ ইটালীয়ান রাজদূতাবাস প্রচারকার্য্যের একটা কেন্দ্র হইয়া উঠে। ইরাকের নিরপেক্ষতার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেন্ট নিজেরাই ইরাকের উপর বিশেষ চাপ না দেওয়ায় কোন কোন ইরাকী ইহাকে দুর্ব্বলতার চিহ্ন বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে বাগদাদের সংবাদপত্রগুলিও নাৎসী প্রভাবান্বিত হইয়া পড়ে।

গত এপ্রিল মাসে সৈয়দ রশিদ আলী গিলানী নামক কতিপয় জনৈক বিশৃঙ্খলাত্মক চরিত্রের দুর্নীতিপরায়ণ এবং উচ্চাভিলাষী কর্ণেলের সহযোগিতায় নিয়ম অনুসারে প্রতিষ্ঠিত মন্ত্রীসভাকে বিতাড়িত এবং রিজেন্টকে পদচ্যুত করিয়া শাসন ক্ষমতা হস্তগত করেন। গিলানী প্রথম প্রথম বৃটিশ গভর্ণমেন্টের সহিত সন্ধির মর্য্যাদা রক্ষার ভান করেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি বৃটিশের হাব্বানিয়াস্থ বিমান ঘাঁটি আক্রমণ করিয়া বসেন; বৃটিশ গভর্ণমেন্ট অবশ্য সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধ শুরু করেন। চক্রান্তকারিগণ নিজেদের সমস্ত ক্ষমতা ছাড়িয়া পলায়ন করে। ইহার পর বালক-রাজা এবং রিজেন্ট বাগদাদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নূতন মন্ত্রীসভা গঠনের ভার পড়িল জেনারেল নূরী সৈয়দ পাশার উপর। ইনি এংলো-ইরাকী চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ইনি বয়সে নবীন নন বটে, তবে ইঁহার উৎসাহ ও উদ্যম যথেষ্ট রহিয়াছে। ইঁহার বহু বিদেশ-পর্য্যটন প্রতিভাশালী আছে বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে।

গ্রীক দ্বীপটি দখল করিতে জার্ম্মাণীর অত্যধিক বিলম্ব এবং গিলানীকে প্রয়োজনের সময় সাহায্য করিতে না পারায় গিলানী নিজেও পর্যুদস্ত হইলেন, তুরস্কও দুর্দ্দশার প্রতিকার করিতে পারিলেন না। কারণ ইহা একপ্রকার ঠিকই ছিল যে, তুরস্ক যদি জার্ম্মাণীকে বাধা দিতে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে গিলানী তুরস্ককে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিয়া বসিবেন। ভূমধ্যসাগরের দিক হইতে যদি তুরস্ক আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে সৈন্য চলাচল এবং রসদপত্র প্রেরণের জন্য তাইগ্রিস নদী এবং বাগদাদ রেলওয়ে তাহার একান্ত আবশ্যক হইয়া দাঁড়ায়। ইরাককে পশ্চিম এশিয়ার "বর্ষা-বাহু" নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। কারণ তুরস্ক তুলা, বীজ, তিল, চিনি এবং খাদ্য প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী করিয়া থাকে। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত স্থানগুলির পক্ষে এ-সকল দ্রব্য লাভ করা খুব সহজ।

পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরের নিরাপত্তা এবং মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ-প্রবৃত্তি বৃদ্ধির পক্ষে ইরাকের তৈলের পাইপ লাইনগুলির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। উক্ত পাইপ লাইন সিরিয়ার ত্রিপলী এবং প্যালেষ্টাইনের হাইফা বন্দর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। নাৎসীদের উদ্দেশ্য ছিল, তৈলখনিগুলি দখল বা ধ্বংস সাধনপূর্ব্বক তাইগ্রিস নদীর পথে পূর্ব্ব দিকে অভিযান পরিচালনা। যুদ্ধের বাম পথের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার ভার অর্পিত হইয়াছিল চক্রশক্তির ভূমিকার অংশীদার ইটালীর উপর।

ইরাকে বৃটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং সা'দাবাদ চুক্তি নাৎসী ষড়যন্ত্রের মোক্ষম প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছে। আফগানিস্থান হইতে জার্ম্মাণ এবং নাৎসী গুপ্তচরদের বহিষ্কার মধ্য-প্রাচ্য চক্রশক্তির সমস্ত ষড়যন্ত্রের অবসান ঘটাইয়াছে। একণে ইরাক, ইরাণ, তুরস্ক ও আফগানিস্থান অধিকতর শক্তিশালী এবং একই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত।

বৃটেনের বিমানপোতবাহী জাহাজ

আরো অনেকগুলি রহিয়াছে

ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ানের নৌ-সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত বৃটেনের তিনটি বিমানপোতবাহী জাহাজ ডুবিয়াছে। প্রথম "কারেজাস" নামক জাহাজটি ডোবে। এটিকে টর্পেডো মারিয়া ডুবান হয়। অতঃপর নরওয়ের উপকূলে "গ্লোরিয়াস" নামক জাহাজটিকে ডুবান হয়। সর্ব্বশেষে "আর্ক রয়াল" ডুবিল।

এই ক্ষতি সত্ত্বেও বৃটেনের বহু বিমানপোতবাহী জাহাজ আছে। "আরগস" (১৪,৫৫০ টন), "ঈগল" (২২,৬০০ টন), "হার্মিস" (১০,৮৫০ টন), "ফিউরিয়াস" (২২,৪৫০ টন), এবং "ইলাসট্রিয়াস" (২৩,০০০ টন) নামক জাহাজগুলি বর্ত্তমানে বিমানপোত বহনের কার্য্যে নিযুক্ত আছে। শেষোক্ত শ্রেণীর আরও তিনটি জাহাজ প্রয়োজন হইলেই ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজ-ছাড়ার যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেন্টস্, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১লা ডিসেম্বর—১৯৪১

ধর্ম্মের বিরুদ্ধে নাৎসী অভিযান

বর্ত্তমান যুদ্ধে যদি হিটলার চরম বিজয়ের অধিকারী হইতে পারেন, তাহা হইলে পদানত দেশে নাৎসীরা কিরূপ নীতি অবলম্বন করিবে, কিছুদিন হইল প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাঁহার বক্তৃতায় তৎসম্বন্ধে কিছু আভাস প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বলেন—"এই পরিকল্পনা দ্বারা প্রোটেষ্টাণ্ট, ক্যাথলিক, ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী প্রভৃতি সকল প্রচলিত ধর্ম্মের উচ্ছেদ করা হইবে। সকল ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হইবে। ক্রুশ ও এবম্বিধ অন্যান্য ধর্ম্মীয় চিহ্নের ব্যবহার নিষিদ্ধ হইবে। ধর্ম্মযাজকদিগকে বন্দীনিবাসে প্রেরণের ভয় দেখাইয়া চিরকালের জন্য নীরব করিয়া দেওয়া হইবে। বর্ত্তমানেও বহুসংখ্যক এই শ্রেণীর ধর্ম্মযাজক তাঁহাদের ঈশ্বরপ্রীতির জন্য এই ধরণের বন্দী-নিবাসসমূহে নির্য্যাতিত হইয়া আসিতেছেন।"

এই ঘোষণা প্রচার করার সময়ই প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট জানিতেন যে, নাৎসীরা এই অভিযোগ অস্বীকার করিবে। তিনি পরিষ্কারই বলিয়াছিলেন—"আমি জানি, আগামী-কালই নাৎসী পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহ ও বেতারবার্ত্তার মারফৎ এই সব জলন্ত সত্যকে অস্বীকার করা হইবে।"

প্রকৃতপক্ষেও তাহাই হইয়াছিল। ভারতবর্ষ ও নিকট-প্রাচ্যে প্রচারিত নাৎসী বেতারবার্ত্তায় এই "পরিকল্পনাকে" অমূলক বলিয়া অভিহিত করিয়া বলা হয় যে, যাহাতে চীনা সৈন্যদল রুশীয়দের সহিত মিলিয়া যুদ্ধ করিতে উদ্বুদ্ধ হয়, তজ্জন্যই প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এই কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, নাৎসী-পদানত ইউরোপে আজ যেরূপ নির্ম্মমভাবে ধর্ম্মের উপর অত্যাচার চালান হইতেছে, নাৎসী বেতার তাহা অস্বীকার করিতে সাহস পায় নাই। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের অভিযোগ যে কতটা সত্য, নাৎসীদের নিম্নোক্ত মতবাদগুলি আলোচনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে:—

নাৎসী মুখপত্র "শীল্‌পোষ্ট" বিগত ১৯৩৭ সালের ২রা এপ্রিল তারিখের সংখ্যায় লিখিয়াছিল—"শিল্পকলা ও ঐতিহাসিকভাবে যেসব গীর্জ্জার মূল্য আছে, তাহাদিগকে অবশ্যই রক্ষা করা হইবে; কিন্তু খৃষ্টানধর্ম্মের সব প্রতীককে এই সব গীর্জ্জা হইতে বিদূরিত করা হইবে। বহু সংখ্যক ২য় ও ৩য় শ্রেণীর গীর্জ্জা অবশ্যই ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে।"

বিগত ১৯৪০ সনের ১২ই জানুয়ারী তারিখে জার্ম্মাণ তরুণদের উদ্দেশ্যে বেতারে নিম্নোক্ত ঘোষণা-বাণী প্রচার করা হইয়াছিল—"আমাদের যুগের ধর্ম্ম হইতেছে—আমরা হিটলারে বিশ্বাসী। পুরাণো ধর্ম্মের অতঃপর কি হইবে? বাইবেলের মৃত্যু হইয়াছে। আমাদের বর্ত্তমানে উপকথার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের নেতার হাতে।"

অন্যত্র জার্ম্মাণ পণ্ডিত ডাঃ হণ্টম্যান ঘোষণা করিয়াছেন—"জার্ম্মাণ জাতির কাছে প্রতিবেশীর জন্য দয়া ও ভালবাসার কোন স্থান নাই এবং সঠিক জাতির মতে—যীশুখৃষ্টের দয়ার বাণী হইতেছে—মাত্র কাপুরুষ ও নির্ব্বোধদেরই অনুসরণীয়।"

দিনাজপুরের প্রকৃত ব্যাপার

গত ১২ই অক্টোবর দিনাজপুরের বাবু যোগীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শবশোভাযাত্রা উপলক্ষে এক শ্রেণীর সংবাদপত্রে চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে বলা হইয়াছিল যে, ছুরি, ছোরা ও তলোয়ার প্রভৃতি অস্ত্রধারী মুসলমান জনতা কর্ত্তৃক উক্ত শবযাত্রা আক্রান্ত হইয়াছিল।

গভর্ণমেণ্ট এতদ্বিষয়ে বিশেষ তদন্ত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে যাহা ঘটিয়াছিল তাহার নির্ভরযোগ্য বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল। এই বিবরণী হইতে প্রমাণিত হইবে যে, সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত বিবরণ বহুলাংশে মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত ছিল।

বাবু যোগীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর শবশোভাযাত্রা গীতবাদ্য ও কীর্ত্তনাদি সহ সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিক্রমণ করে। বাবুপাড়া মসজিদের নিকট দিয়া যাইবার সময় একজন মুসলমান নমাজের সময় বলিয়া মসজিদের সম্মুখে গীতবাদ্য করার বিরুদ্ধে খুব নম্রভাবে প্রতিবাদ করে। শোভাযাত্রার নায়ক কংগ্রেস-পতাকাধারী বাবু প্রফুল্ল চন্দ্র সেন কোনরূপ গীতবাদ্য করা হইতেছে না বলিলে সামান্যরূপ ধ্বনি সহকারে শোভাযাত্রাকে বিনা বাধায় চলিয়া যাইতে দেওয়া হয়।

তারপর শোভাযাত্রা রেল-ষ্টেশনের দিকে যায়। শোভাযাত্রাকারীদের মধ্যে যাঁহারা বয়স্ক ছিলেন, তাঁহারা রাস্তার পার্শ্বস্থিত মসজিদ এড়াইবার জন্য সোজা রাস্তা দিয়া যাইতে চান। কিন্তু যুবকের দল তাঁহাদের এই প্রস্তাবে সম্মত হয় না এবং তাড়াতাড়ি বড় রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইতে থাকে। এই সময় তাহাদের বিবিধ চীৎকারধ্বনি, কীর্ত্তন এবং শঙ্খধ্বনির মাত্রা বৃদ্ধি পায়। শোভাযাত্রা মুন্সীপাড়া মসজিদের সম্মুখে আসিলে নমাজের সময় বলিয়া একজন মুসলমান প্রতিবাদ করিলেও কোন-প্রকার গুরুতর বাধা সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু উক্ত মুসলমানের এই আপত্তির প্রতি কর্ণপাত করা হয় না। তারপর শোভাযাত্রা শ্মশানের নিকটস্থ লালবাগ মসজিদের নিকটে যায়। এই অঞ্চলটি মুসলমান-প্রধান। ঐ সময় প্রায় ৩০০ মুসলমান এশা ও তারাবির নামাজ পড়িবার জন্য উক্ত মসজিদে সমবেত হইয়াছিল। দুইজন মুসলমান গীতবাদ্য থামাইবার জন্য বাবু পি, সি, সেনের নিকট করজোড়ে নিবেদন করে। তিনি শোভাযাত্রার পশ্চাদ্ভাগস্থ কীর্ত্তনীয়াদিগকে ঐ বিষয় বলিতে বলেন। কিন্তু শোভাযাত্রা গীতবাদ্য-সহ অগ্রসর হইতেই থাকে।

ইহাতে মুসলমান যুবকগণ বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠে। তাহাদের কাহারও কাহারও নিকট লাঠি ছিল। তাহারা পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ করিতে থাকে। পরিশেষে তাহারা বাবু পি, সি, সেনের হাত হইতে কংগ্রেস-পতাকা ছিনাইয়া লয় এবং রাস্তা বন্ধ করিয়া দাঁড়ায়। তলোয়ার বা ছোরা হাতে কোনও মুসলমানকেই দেখা যায় নাই। এই সময় শোভাযাত্রাকে কিছুক্ষণ থামিতে হইয়াছিল। তখন শোভাযাত্রার বিশিষ্ট পরিচালকগণ গীতবাদ্য থামাইবার নির্দ্দেশ দেন।

ইহার পর বয়স্ক হিন্দুগণ মসজিদের মধ্যে প্রবীণ মুসলমানদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই অবাঞ্ছিত ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। গীতবাদ্য থামিবার পর মুসলমানগণ আর কোন আপত্তি করে নাই। এক মিনিট কি দুই মিনিটকাল শোভাযাত্রা থামাইতে হয়; তারপর শোভাযাত্রা শ্মশান ঘাটে রওনা হয়। এই সময়ে কতিপয় মুসলমানও শোভাযাত্রায় যোগ দিয়াছিল। বাবু যোগীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে দিনাজপুরের হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই সমভাবে শ্রদ্ধা করিত। তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। সেইজন্য তাঁহার শব-শোভাযাত্রার বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল।

দামোদরের বন্যা

গত ৯ই ও ১০ই অক্টোবর বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত দামোদর নদে বন্যার ফলে বিষম ক্ষতি হইয়াছে, এই মর্ম্মে বিভিন্ন সংবাদপত্রে বাজে খবর প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত সংবাদে এই কথাও বলা হইয়াছে যে, বন্যার ফলে জেলার বিশাল অঞ্চলসমূহ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

প্রকৃত ব্যাপার হইতেছে এই যে, গত ৯ই অক্টোবর রাত্রে বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণ সীমানার দামোদর নদ কোন কোন জায়গায় কূল ছাপাইয়া কতিপয় জায়গা এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি অঞ্চল বন্যা-প্লাবিত করে। ইহার কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই প্রবল বৃষ্টি হইতেছিল বলিয়া ব্যাপারটি মোটেই অস্বাভাবিক নহে। জনসাধারণ পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের মূল্যবান দ্রব্যাদি নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করিয়া বন্যার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। নদীর তীরে এবং পার্শ্ববর্ত্তী নীচু জমিতে যে তিন-চারিশত গো-মহিষাদি চরিতেছিল তাহারা ডুবিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু কোন লোকের জীবন-হানি ঘটে নাই। এই জেলায় নদী তীরে ৯টি মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু জানা গিয়াছে যে, এই সকল লোক একটি নৌকাযোগে আসানসোলের দক্ষিণে কোন জায়গা দিয়া পার হইতেছিল এবং তাহাদের নৌকা উল্টাইয়া যায়। এই জেলার কোনো লোকের জীবন-হানি ঘটে নাই। এই বন্যার ফলে কৃষকদের কুঁড়ে ঘরগুলিই বিনষ্ট হইয়াছে। এই সকল ঘরগুলি শুধু ধ্বসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু কোনো জিনিষপত্র ভাসাইয়া লইয়া যায় নাই। অধিকন্তু এক মাইল]-প্রস্থ ও ৩০ মাইল দীর্ঘ নদী-তীরস্থ একটি অঞ্চলের উপরই ক্ষতি সীমাবদ্ধ ছিল। বাদবাকি সমগ্র জেলায় অপরপক্ষে এই বৃষ্টি উচ্চতি আমন ধানের পক্ষে বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই বন্যার ফলে যে ক্ষতি হইয়াছে, জেলার উচ্চতি ফসলের ক্ষেত্রে তাহা বহুগুণে ক্ষতিপূরণ করিয়াছে। দুর্গতদের জন্য অবিলম্বে সরকারী সাহায্য প্রেরণ করা হইয়াছে। দরিদ্রদিগের মধ্যে যে সকল লোকের বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, বন্যার তিন দিনের ভিতর তাহাদের মধ্যে এককালীন দান হিসাবে ২৭৫৲ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে এবং ১০ দিনের মধ্যে উহাদের মধ্যে আরও ৯২৫৲ টাকা বিতরণ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যাহারা গৃহ নির্ম্মাণ করিতে চাহিয়াছে, তাহাদিগকে উল্লেখযোগ্য অর্থ ঋণ হিসাবে প্রদান করা হইয়াছে। বিপন্ন অঞ্চলে বন্যার ফলে বহু পলিমাটি জমিয়াছে। যাহাতে কৃষকগণ ইহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া শীতকালীন শস্যের চাষ করিতে পারে, তজ্জন্য গভর্ণমেণ্ট প্রায় কুড়ি মণ রবি শস্য বিনামূল্যে বিপন্ন অঞ্চলে বিতরণ করিয়াছেন।

রুশিয়াকে বৃটেনের সাহায্য

কাজান রেডিয়োর উক্তি

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট রাশিয়াকে নানাভাবে যে সাহায্য করিতেছেন, সে সম্পর্কে রাশিয়ার কাজান রেডিয়ো সম্প্রতি তাহার ভাষায় প্রশংসাসূচক ঘোষণা করিয়াছে। এই ঘোষণায় বলা হইয়াছে—বৃটেনের কারখানাগুলি আমাদের জন্য এবং তাহাদের আত্মরক্ষার প্রয়োজনে রাত্রিদিন কাজ করিয়া প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র তৈয়ারি করিতেছে। দুইটি গণতান্ত্রিক দেশ যত প্রকারে সম্ভব আমাদের সাহায্য করিতেছে। আমরা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেছি এবং পরিণামে নিশ্চিতই জয়লাভ করিব।

জার্ম্মাণীর সরবরাহ সমস্যা

রাশিয়া ও জার্ম্মাণীর পারস্পরিক অবস্থা

আর্কেঞ্জেল, ভ্লাডিভোষ্টক এবং পারস্য-সাগর পথে ইরাণের মধ্য দিয়া ব্রিটেন এবং আমেরিকা হইতে রাশিয়ার সাহায্য প্রেরণ করা চলে। আমেরিকা আর্কেঞ্জেলের পথটি ব্যবহার করায় জাপান ইচ্ছা করিলেও আমেরিকা হইতে রাশিয়ার সাহায্য প্রেরণে বাধা দান করিতে পারে না। ভ্লাডিভোষ্টক পথে মাল পাঠাইতে হইলে সাইবেরিয়ার মধ্য দিয়া দীর্ঘ পথ রেলে অতিক্রম করিতে হয়। এই দিক হইতেও আর্কেঞ্জেল বন্দরটি সুবিধাজনক। তাহা ছাড়া ব্রিটেন হইতে রাশিয়ায় মাল পাঠাইতে আর্কেঞ্জেলের পথটি সবচেয়ে কম দীর্ঘ। সুতরাং আর্কেঞ্জেল বন্দরের অবস্থার কিছু উন্নতি বিধান, উপযুক্ত সংখ্যক বরফ পরিষ্কার, জাহাজের ব্যবস্থা ও বন্দর হইতে অধিক পরিমাণ মাল বহন করিবার জন্য রেলওয়ের মাল বহন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে পারিলে ভ্লাডিভোষ্টকের চেয়ে আর্কেঞ্জেলকেই অধিক সুবিধাজনক বন্দর বলা চলিবে।

ইরাণের পথে ভারতবর্ষ হইতে মাল চালান দিতে সুবিধা হইবে, তবে প্রয়োজন হইলে অন্যান্য দেশ হইতেও এই পথে রাশিয়ায় সাহায্য প্রেরণ করা চলিবে। ইরাণের রেলপথের গ্রজ (গেজ) ব্রিটিশ ও মার্কিণ রেলপথের অনুরূপ হওয়ায় এই দুই দেশ হইতে নূতন নূতন ইঞ্জিন ও মালগাড়ী ইরাণে চালান দেওয়া হইতেছে; ফলে ইরাণের রেলওয়েগুলির মাল বহন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে।

এ অবস্থায় জাপান জার্ম্মাণীর পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিলেও রাশিয়ায় সাহায্য প্রেরণ বন্ধ হইবে না। সমুদ্র-পথে ব্রিটেনের নৌবাহিনী এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী, সুতরাং আর্কেঞ্জেল বা পারস্য উপসাগর পথে মাল চালান বন্ধ করা অ্যাক্সিসের সাধ্যায়ত্ত নহে। মালগুলি একবার ডাঙ্গায় পৌঁছিতে পারিলে মিত্ররাজ্যগুলির মধ্য দিয়া অনায়াসেই তাহা গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারিবে।

ইহার তুলনায় জার্ম্মাণদের পক্ষে সৈন্যবাহিনীর নিকট খাদ্য ও যন্ত্রাদি সরবরাহ করা যে কতদূর কঠিন, তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখা যাক্। মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, লেনিনগ্রাড হইতে রোষ্টভ পর্য্যন্ত একটা রেখা টানিলে রাশিয়ার যে সকল অঞ্চলের উপর দিয়া যায়, ততদূর পর্য্যন্ত জার্ম্মাণ সৈন্যেরা অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে। লেনিনগ্রাড হইতে রোষ্টভের দূরত্ব প্রায় ১,৪০০ মাইল। সুতরাং জার্ম্মাণীর পক্ষে ১,৪০০ মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গন সৃষ্টি হইয়াছে, এবং রাশিয়ার সীমান্ত হইতে তাহারা প্রায় ৪০০ মাইল ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। এই বিস্তৃত অঞ্চলের লোকেরা সকলেই জার্ম্মাণদের বিপক্ষে। এ অবস্থায় সম্মুখবর্ত্তী সৈন্যবাহিনীকে রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ এবং পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করার জন্য জার্ম্মাণীকে কি পরিমাণ সৈন্য রাখিতে হইবে, একবার বিবেচনা করিয়া দেখা যাক। ১৯৪০ সালে ব্রিটিশ অভিযানকারী বাহিনীর অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, ৪ লক্ষ সৈন্যের মধ্যে ৮০ হাজার সৈন্যকেই ৪ শত মাইল বিস্তৃত অঞ্চলের যোগাযোগ রক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। অথচ যোগাযোগ রক্ষার পথটি এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ভাবে মিত্র-রাজ্যের মধ্যেই বিস্তৃত ছিল।

সুতরাং ধরিয়া লওয়া যায় যে, রাশিয়ায় বর্ত্তমানে ২০ লক্ষ জার্ম্মাণ সৈন্য যুদ্ধ করিতেছে (প্রকৃত সংখ্যা হয়ত ইহা অপেক্ষা বেশীই হইবে)। তবে ব্রিটিশ অভিযানকারী বাহিনীর অনুরূপ হিসাব অনুসারে তাহাকে মোট সৈন্য-বাহিনীর পঞ্চমাংশ বা প্রায় ৪ লক্ষ সৈন্য যোগাযোগ রক্ষার কার্য্যে নিয়োজিত রাখিতে হইবে। কিন্তু জার্ম্মাণদের রণাঙ্গন ১৪ শত মাইল বিস্তৃত, তাহার উপর শত্রু-অধ্যুষিত রাজ্যে ইহাদিগকে ৪ শত মাইল প্রবেশ

[দ্বিতীয় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

লণ্ডনে বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থার সাফল্য

(উপরে)—লণ্ডনের "টিচবোর্ন কোর্ট রোডে" বোমা-বর্ষণের পরের দৃশ্য।

(নিম্নে)—কয় মাস পরে দেখা যাইতেছে, সেই স্থানই যান-বাহন ও জনগণের যাতায়াতে প্রাণ-চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

[প্রথম কলমের শেষ]

করিতে হইয়াছে। সুতরাং জার্ম্মাণদের যুদ্ধরত সৈন্যদের খাদ্য ও যুদ্ধের সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য ১০ লক্ষ লোকের কমে চলিবে বলিয়া মনে হয় না। এ অবস্থায় সৈন্যবাহিনীর সহিত যোগাযোগ রক্ষার সমস্যা যে জার্ম্মাণ কর্ত্তাদের ভাবাইয়া তুলিবে, ইহা সহজেই অনুমেয়। ইহা ছাড়া অ্যাডমিরাল কানিংহামের অধীনে ভূমধ্যসাগরের ব্রিটিশ নৌবাহিনী লিবিয়া-যাত্রী জার্ম্মাণ "কনভয়" গুলিকে যেভাবে নাস্তানাবুদ করিয়াছে, তাহাতে জার্ম্মাণীর সরবরাহ সমস্যা আরও গুরুতর আকার ধারণ করিবে।

বাঙলা সরকারের দান

বাঙলা গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে ভারতীয় রেড ক্রস সোসাইটির প্রাদেশিক শাখা, বাঙলার মাতৃ-মঙ্গল কমিটিকে জেলায় প্রসূতি ও শিশু কল্যাণ কার্য্য চালু রাখার জন্য ৩,০০০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

যক্ষ্মা রোগ সম্বন্ধে তদন্তের ব্যবস্থা

গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ব্যয় মঞ্জুর

নিম্নোক্ত স্থানদ্বয়ে পল্লীর জনস্বাস্থ্য বিভাগ কর্ত্তৃক যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে আরো তদন্তকার্য্য উল্লিখিত তারিখ পর্য্যন্ত চালাইয়া যাওয়ার পরিকল্পনা বাঙলা সরকার মঞ্জুর করিয়াছেন:—

১। শ্রীরামপুর অঞ্চলের কারখানা শ্রমিকদের মধ্যে—আগামী ১৯৪২ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত।

২। বরিশাল অঞ্চলের মিউনিসিপ্যাল এলাকা ও গ্রাম্য জনসাধারণের মধ্যে—১৯৪২ সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত।

এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক স্থানের জন্য নিম্নোক্ত কর্ম্মচারিগণ এবং ব্যয়ও মঞ্জুর হইয়াছে:—

(১) মাসিক ৩০০ টাকা বেতনে একজন পুরুষ ডাক্তার। শ্রীরামপুরের ডাক্তার মাসিক ১০ টাকা করিয়া এবং বরিশালের ডাক্তার মাসিক ১৫ টাকা করিয়া এলাউন্স পাইবেন।

(২) দুইজন পুরুষ যক্ষ্মা-বিশেষজ্ঞ গৃহ-পরিদর্শক। প্রত্যেকে মাসিক ৬০ টাকা করিয়া বেতন ও ৫ টাকা করিয়া এলাউন্স পাইবেন।

(৩) দুইজন মহিলা যক্ষ্মা-বিশেষজ্ঞ গৃহ-পরিদর্শক। প্রত্যেকে মাসিক ৭৫ টাকা করিয়া বেতন ও যাঁহারা শ্রীরামপুরে কাজ করিবেন তাঁহারা মাসিক ৫ টাকা করিয়া এলাউন্স ও যাঁহারা বরিশালে কাজ করিবেন তাঁহারা মাসিক ১০ টাকা করিয়া এলাউন্স পাইবেন।

(৪) মাসিক ৬০ টাকা বেতনে একজন কেরাণী।

(৫) মাসিক ৪০ টাকা বেতনে একজন টাইপিষ্ট।

(৬) মাসিক ১০ টাকা বেতনে একজন ঝাড়ুদার।

(৭) মাসিক ১২ টাকা বেতনে একজন পিয়ন।

(৮) অন্যান্য ব্যয় বাবদ মাসিক ২৫ টাকা।

(৯) পরীক্ষা সময়ের জন্য রঞ্জন-রশ্মি ফিল্মের ব্যয় বাবদ ১,০০০ টাকা।

ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রী দল

নূতন বাসস্থানের ব্যবস্থা

লেডি ডাফরিন হোষ্টেলে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রীদের স্থান সঙ্কুলান হয় না বলিয়া গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, নার্সদের নূতন কোয়ার্টারে তাঁহাদের এই সর্ত্তে অস্থায়ীভাবে থাকিতে দেওয়া হইবে যে, নার্সদিগের প্রয়োজনমত উপযুক্ত সময়ের মধ্যে তাঁহারা এই স্থান ত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। ছাত্রীগণ ডাফরিন হোষ্টেলে যে আইনকানুন অনুসারে বসবাস করেন, নূতন নার্স কোয়ার্টারেও সেই নিয়মাবলীর অধীনে থাকিতে হইবে।

বীরভূম জেলায় যুব-কল্যাণ প্রচেষ্টা

সিউড়িতে লীডারশিপ ট্রেনিং ক্যাম্প

বীরভূম যুবকল্যাণ সংসদের উদ্যোগে এক সপ্তাহের জন্য সিউড়িতে লীডারশিপ ট্রেনিং ক্যাম্প খোলা হইয়াছিল। জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে ১৬জন সদস্যকে শিক্ষার জন্য তথায় প্রেরণ করা হয়। বীরভূমের ফিজিক্যাল এডুকেশনের জেলা অর্গানাইজার উক্ত ক্যাম্প স্থাপন এবং পরিচালনা করেন। শিক্ষার্থীগণকে বিভিন্ন খেলাধূলার নিয়মাবলী, ব্যায়াম ও শরীরচর্চা শিক্ষা, সমভাবে দলগঠন, ক্লাব প্রতিষ্ঠার কার্য্যাদি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল।

লেডি মেরী হার্বার্ট মহিলা যুদ্ধ-তহবিল

৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত প্রাপ্ত চাঁদার হিসাব

লেডী মেরী হার্বার্টের বঙ্গীয় মহিলা যুদ্ধ তহবিলে বিভিন্ন জেলা হইতে যে পরিমাণ অর্থ দেওয়া হইয়াছে, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

প্রেসিডেন্সী বিভাগ

১।	২৪-পরগণা	..	পরিমাণ জানা যায় নাই।
২।	যশোহর	..	১,৬৫৯৲
৩।	খুলনা	..	৩,৬৫৮৲
৪।	মুর্শিদাবাদ	..	৭,১৮৪৲
৫।	নদীয়া	..	২,২৬৭৲
	মোট	..	১৪,৭৬৮৲

বর্দ্ধমান বিভাগ

৬।	বাঁকুড়া	..	১,০১০৲
৭।	বীরভূম	..	১৫৯৲
৮।	বর্দ্ধমান	..	১৮,৮৯৯৲
৯।	হুগলী	..	৯,৯০৭৲
১০।	হাওড়া	..	৩,০০৭৲
১১।	মেদিনীপুর	..	৮৪,০৪৪৲
	মোট	..	১,১৭,০২৬৲

চট্টগ্রাম বিভাগ

১২।	চট্টগ্রাম	..	৫,১৮৫৲
১৩।	পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	..	..
১৪।	নোয়াখালী	..	৩,১৫০৲
১৫।	ত্রিপুরা	..	১১,৪১৭৲
	মোট	..	১৯,৭৫২৲

ঢাকা বিভাগ

১৬।	বাখরগঞ্জ	..	১,৭২০৲
১৭।	ঢাকা	..	১৭,৬৮৪৲
১৮।	ফরিদপুর	..	২,১১৯৲
১৯।	ময়মনসিংহ	..	৩,৭০১৲
	মোট	..	২৫,২৪৪৲

রাজশাহী বিভাগ

২০।	বগুড়া	..	৮৩০৲
২১।	দার্জিলিং	..	৩৫,৬০৬৲
২২।	দিনাজপুর	..	৮,৪১৮৲
২৩।	জলপাইগুড়ি	..	১০,০৫৭৲
২৪।	মালদহ	..	৩,২৬২৲
২৫।	পাবনা	..	১,১১০৲
২৬।	রাজশাহী	..	২,৩৬২৲
২৭।	রংপুর	..	৭,৯৫৭৲
	মোট	..	৬৯,৬০২৲

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

		৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত মোট।	সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে।
বাঙলাদেশের জেলা-সমূহ (৫ বিভাগের মোট)	..	২,৪৬,৩৯২৲	২৪,৫৩২৲
বাঙলার বাহিরের জেলাসমূহ হইতে		১,৫০০৲	..
কলিকাতা	..	৬,১০,৬২৭৲	৫৬,০২৭৲
চটকল ও কারখানা ইত্যাদি	..	৭৬,৭৭০৲	৫,২৮৮৲
সর্ব্ব মোট	..	৯,৩৫,২৮৯৲	৮৫,৮৪৭৲

"নেকড়ের দলের" দৌরাত্ম্য

ইউ-বোট দমন ব্যবস্থা

লিভারপুল হইতে "ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ানের" নৌ-সংবাদদাতা লিখিয়াছেন :—

ব্রিটেনের নৌবাহিনী এবং সওদাগরী নৌবাহিনী শীতকালীন যুদ্ধের জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হইয়াছে। পারস্য উপসাগর এবং শ্বেত উপসাগর পথে রাশিয়ার সাহায্য প্রেরিত হইতে থাকায় নৌবাহিনীকে এই পথগুলিও পাহারা দিতে হইতেছে। নৌবাহিনীর ধারণা এই যে, অজস্র ইউ-বোট ধ্বংস হওয়া সত্বেও প্রতি বৎসরেই শত্রুপক্ষের নৌ-আক্রমণ বৃদ্ধি পাইবে।

এখনও জার্ম্মাণদের বহু ইউ-বোট আছে বলিয়া অনুমিত হয়। দূর পাল্লার জার্ম্মাণ বিমানপোতগুলি বিভিন্ন অঞ্চল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কনভয় আক্রমণের সুবিধাজনক স্থান সম্বন্ধে ইউ-বোটগুলিকে নির্দ্দেশ দেওয়ায় তাহাদের বিশেষ সুবিধা হয়। বর্ত্তমানে একদলে বহু ইউ-বোট লইয়া আক্রমণ চালান হয়। এগুলিকে "উলফ্ প্যাক" বা "নেকড়ের দল" বলা হয়। অবশ্য পূর্ব্বের ন্যায় আলাদা আলাদা ইউ-বোট লইয়া একক আক্রমণেরও ব্যবস্থা আছে।

এরোপ্লেনের নক্সা অঙ্কনে মহিলা

বিমান কোম্পানীর নূতন বিদ্যালয়

ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ানের বিমান সংবাদদাতা লিখিয়াছেন :—

কুশলী নক্সাকারের অভাবই ব্রিটেনে আরও অধিক পরিমাণে বিমানপোত উৎপাদন না করিতে পারার অন্যতম কারণ। এজন্য ফিলিপ্স অ্যাণ্ড পাউয়িস এয়ারক্রাফ্ট নামক প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি নক্সা আঁকার কাজে মেয়েদের শিক্ষিতা করিবার জন্য একটি বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। কোম্পানীর প্রধান নক্সাকারের অধীনেই এই ক্লাশটি বসিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টার মিসেস এফ. সি. মাইলস্ এই ক্লাশের প্রতি ব্যক্তিগত দৃষ্টি রাখিয়াছেন। বিমান নির্ম্মাতাদের মহলে মিসেস মাইলস্ সুপরিচিতা। তিনি বহু বৎসর এরোপ্লেনের নক্সা আঁকার কাজ করিয়াছেন। হক নামক এরোপ্লেনটির নির্ম্মাণ কার্য্যে তিনি তাঁহার স্বামীকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

এই ক্লাসের ছাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ কারখানার শ্রমিক, কেহ চিত্রশিল্পী, কেহ পূর্ব্বে নক্সা আঁকার সাহায্য করিত, কেহ বা টাইপিষ্ট। একটি বেলজিয়াম মেয়েও আছে; সে পূর্ব্বে বৈদ্যুতিক চিকিৎসাপ্রক্রিয়া শিখিত। শিক্ষাকালে শিক্ষার্থিনীদের সকলকেই বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্টহারে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

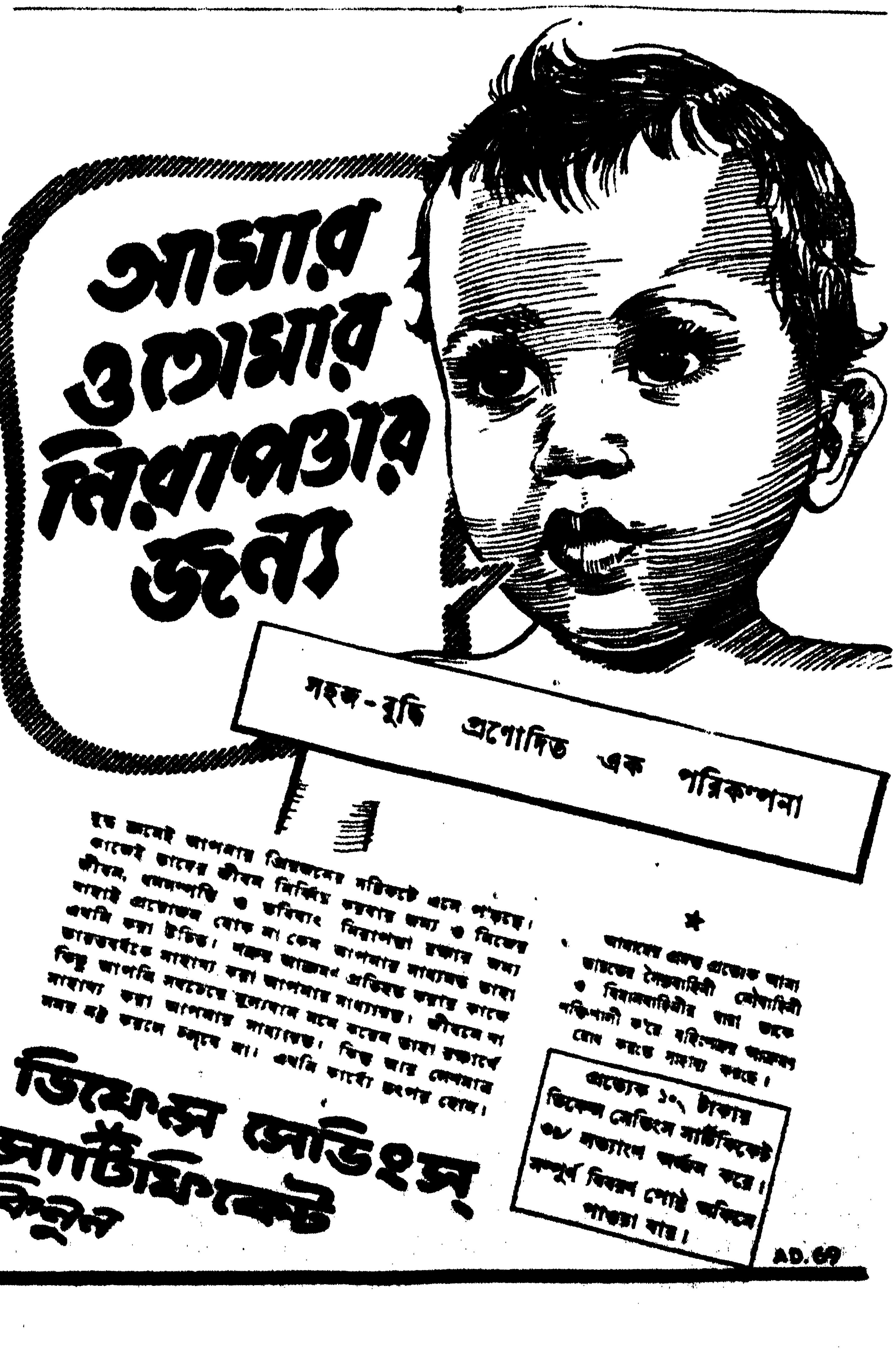

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

আবিসিনিয়ায় শেষ শত্রুঘাঁটির আত্ম-সমর্পণ

আবিসিনিয়ার কয়গোণ্ডা ও চান্দা হ্রদ অঞ্চলে অবস্থিত শত্রু সৈন্যদের আত্মসমর্পণ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া একখানা এশতেহারে ঘোষণা করা হইয়াছে।

টুলা ও কস্ক এলাকায় রুশীয়দের পাল্টা আক্রমণ

"প্রাভদা" পত্রিকার সমর-সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, রুশ সৈন্যদের সাফল্যজনক পাল্টা আক্রমণের ফলে টুলার পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। শত্রুপক্ষীয় পদাতিক সৈন্যরা দুইবার ট্যাঙ্কের সাহায্যে মস্কোর দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে সোভিয়েট ব্যূহ ভেদের চেষ্টা করিলে তাহাদের বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া বিতাড়িত করা হয়।

লেনিনগ্রাড অঞ্চলে রাশিয়ানদের সাফল্য

একটি সোভিয়েট সংবাদ এজেন্সীর লেনিনগ্রাড হইতে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ—রাশিয়ানগণ লেনিনগ্রাডের সম্মুখের ঘাঁটিগুলি হইতে জার্ম্মাণদিগকে স্থানচ্যুত করিতে সক্ষম হইয়াছে। শত্রুপক্ষ দুই মাসেরও অধিককাল এই সকল ঘাঁটিতে অবস্থান করিতেছিল।

সংবাদে বলা হইয়াছে যে, "শত্রুপক্ষ সুরক্ষিত ঘাঁটিগুলি হইতে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করিতেছে। সোভিয়েট সৈন্যদলকে প্রতি ফুট ভূমি দখল করিতে প্রবল প্রতিরোধ উপেক্ষা করিতে হইতেছে।"

উক্ত সংবাদে আরও জানা যায় যে, "সোভিয়েট বোমারু বিমান ও নিম্নগামী আক্রমণকারী জঙ্গী-বিমান, গোলন্দাজ বাহিনীর সহযোগিতায় শত্রুর কামানের ঘাঁটিগুলিকে চূর্ণ বিচূর্ণ ও নিস্তব্ধ করিয়া দেয়। ইহার ফলে পদাতিক বাহিনীর অগ্রগতির পথ পরিষ্কার হয়।"

হস্তচ্যুত স্থানগুলি দখলের জন্য জার্ম্মাণেরা পুনঃ পুনঃ পাল্টা আক্রমণ করে। কিন্তু প্রত্যেক বারই তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ হয়। সোভিয়েট সেনাদল বহু শত্রু-সৈন্য হতাহত করিয়া তাহাদের বিপুল সমরোপকরণ অধিকার করিয়াছে।

জার্ম্মাণদের নব-প্রচেষ্টা

পূর্ব্ব রণাঙ্গনের মধ্যভাগে প্রচণ্ড সংগ্রাম হইতে বোঝা যাইতেছে যে, জার্ম্মাণরা সোভিয়েট ব্যূহের দুর্ব্বল অংশের সন্ধান করিতেছে এবং সম্ভবতঃ ডনেৎস অববাহিকায় অভিযান পুনরায় আরম্ভ করিতেছে।

মস্কোর ২ শত মাইল দক্ষিণে ওরেলের পূর্ব্ব দিকে নূতন এক জার্ম্মাণ অভিযান আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। যে রেলপথযোগে মস্কোতে সমর-সম্ভারাদি আনীত হইয়া থাকে, সেই রেলপথে উপনীত হওয়ার জন্য নাৎসীরা এই অভিযান সুরু করিয়াছে। জার্ম্মাণরা ওরেলের ১ শত মাইল উত্তরে কয়েকটা গ্রাম দখল করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। রুশিয়ানরা টুলার পরিস্থিতির উন্নতিসাধন করিয়াছে। একটি অঞ্চলে জার্ম্মাণদের ২ সহস্র সৈন্য নিহত হইলে তাহারা পশ্চাদপসরণ করে।

টুলার দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে অভিযান

"প্রাভদা" পত্রিকার সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, শক্তিশালী জার্ম্মাণ বাহিনী টুলার দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভাগে আক্রমণ চালায়। যুদ্ধ খুবই তীব্র হইয়া উঠে, রুশিয়ানরা আক্রমণ প্রতিহত করে, যদিও এক স্থানে ট্যাঙ্কের সংখ্যাধিক্যের দরুণ জার্ম্মাণরা রুশিয়ানদের হটাইয়া দেয় এবং কীলকের আকারে ব্যূহ ভেদ করে। দিনের প্রথমার্দ্ধে জার্ম্মাণদের প্রায় এক রেজিমেন্ট পদাতিক সৈন্য হতাহত হয়।

"প্রাভদার" সমর-সংবাদদাতা জানাইতেছে যে, সোভিয়েট সৈন্যরা সাড়ে তিন হইতে ১২ মাইল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া কতকগুলি গ্রাম দখল করে। একাঞ্চলে জার্ম্মাণরা প্রভূত সৈন্য ক্ষয় করিয়াও সোভিয়েটের সৈন্যদের হটাইয়া দেয়। ১,৫০০ জন জার্ম্মাণ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিহত হয়।

শত্রু জাহাজ আক্রান্ত

উপকূলবর্ত্তী শত্রু জাহাজসমূহের উপর আক্রমণ চালানো হইয়াছিল বলিয়া গত ১৯শে নভেম্বর বিমান দপ্তরের এক এশতেহারে উল্লেখ করা হইয়াছে।

এশতেহারে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ জঙ্গী ও বোমারু বিমানসমূহ উত্তর ফ্রান্সের উপর হানা দেয়। একটি কারখানার উপর বোমাবর্ষণ করা হয় এবং একটি গাসগুদাম, একটি মালগাড়ী ও রেলওয়ে ইঞ্জিনগুলির উপর মেশিন-গানের গুলী বর্ষিত হয়।

এশতেহারে আরও বলা হইয়াছে যে, ফরাসী উপকূল-ভাগে একটি ক্ষুদ্র শত্রু জাহাজের উপর কামানের গোলা-বর্ষণ করা হয়। জাহাজটি নিমজ্জিত হইলে ইহার চূর্ণ সর্ব্বশেষ জলের উপর দেখা যায়। একখানা শত্রু জঙ্গী বিমান ধ্বংস হইয়াছে।

উপকূলরক্ষী বাহিনীর জঙ্গী বিমানসমূহ ওলন্দাজ উপকূলের অদূরে শত্রুর নিরাপত্তা জাহাজের উপর আক্রমণ চালায়। জাহাজের ব্রীজ ও ইঞ্জিনকক্ষের নিকট কামান ও মেশিনগান হইতে বহু গোলা বর্ষিত হয়।

রুশীয়ানদের কার্চ পরিত্যাগ

একখানা এশতেহারে স্বীকার করা হইয়াছে যে, রুশিয়ান হাইকম্যাণ্ডের নির্দ্দেশ অনুসারী কার্চ পরিত্যাগ করা হইয়াছে। সরকারী রুশিয়ান সংবাদ এজেন্সীর পূর্ব্ববর্ত্তী এক সংবাদে সোভিয়েট সৈন্যদের কার্চ অঞ্চলে ক্রমে পশ্চাদপসরণ করার সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছিল।

রুশ সৈন্যদের ক্রিমিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ পাহাড় অধিকার

সোভিয়েট সংবাদ এজেন্সীর এক খবরে প্রকাশ, ইস্তাহারিক বিমানের সহযোগিতায় রুশ সৈন্যরা ক্রিমিয়ার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পাহাড় দখল করিয়াছে। ফলে, জার্ম্মাণরা তাহাদের অধিকৃত স্থান ছাড়িয়া পশ্চাদপসরণ করিয়া নূতন ব্যূহ রচনা করিতে বাধ্য হয়।

সরকারী সোভিয়েট সংবাদ এজেন্সী খবর দিতেছে যে, জার্ম্মাণরা ককেশাসের উত্তরদিকস্থ প্রবেশ-পথ ডন নদীর তীরবর্ত্তী রস্তভ দখলের জন্য হঠাৎ রুশ সৈন্যদের পার্শ্বদেশে আক্রমণ চালায়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয়। জার্ম্মাণরা রস্তভের প্রায় ২৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত নভোচেরকাস্কের নিকটবর্ত্তী একটি অঞ্চলে আটক পড়ে এবং তীষণভাবে পর্য্যুদস্ত হয়। তাহাদের সহস্র সহস্র সৈন্য নিহত ও ১১৩টি ট্যাঙ্ক, ২৭৩ খানা লরী ও বহু কামান খোয়া যায়।

আফ্রিকায় বৃটিশ বাহিনীর বিরাট অভিযান

সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, সাইরেনাইকায় ব্যাপক অভিযান সুরু হইয়াছে। বৃটিশ বাহিনী ইতি মধ্যেই ৫০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে।

অতর্কিত আক্রমণে শত্রুপক্ষ দিশেহারা ও হতভম্ব হইয়া পড়ে। বহু শত্রুসৈন্য বন্দী হইয়াছে, ইহারা সকলেই জার্ম্মাণ। বৃটিশ নৌবহর বেনগাজীর উপর গোলাবর্ষণ করে।

আক্রমণের প্রাক্কালে সাম্রাজ্য বাহিনীকে মিঃ চার্চ্চিলের বিশেষ বাণী পাঠ করিয়া শুনান হয়। একখানা ইটালীয়ান এশতেহারে সাইরেনাইকায় বৃটিশ অভিযানের সংবাদ স্বীকার করা হইয়াছে। এশতেহারে বলা হইয়াছে যে, ২০০ কিলোমিটার দীর্ঘ রণক্ষেত্র ব্যাপিয়া যুদ্ধ চলিতেছে।

জেনারেল ওয়েগাঁ পদচ্যুত

ওয়াশিংটনে সরকারীভাবে জানা গিয়াছে যে, ভিচি মন্ত্রিসভা জেনারেল ওয়েগাঁকে উত্তর আফ্রিকার রেসিডেন্ট জেনারেল ও সমগ্র আফ্রিকার সর্ব্বোচ্চ সৈন্যাধ্যক্ষ পদ হইতে বরখাস্ত করিয়াছে।

মার্কিণ কূটনৈতিক মহল যে সমস্ত সংবাদ পাইয়াছে তাহাতে প্রকাশ, নাৎসীদের সহিত নিবিড়তর সহযোগিতা স্থাপনের উদ্দেশ্যেই ভিচি কর্তৃপক্ষ জেনারেল ওয়েগাঁকে পদচ্যুত করিয়াছে।

[৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

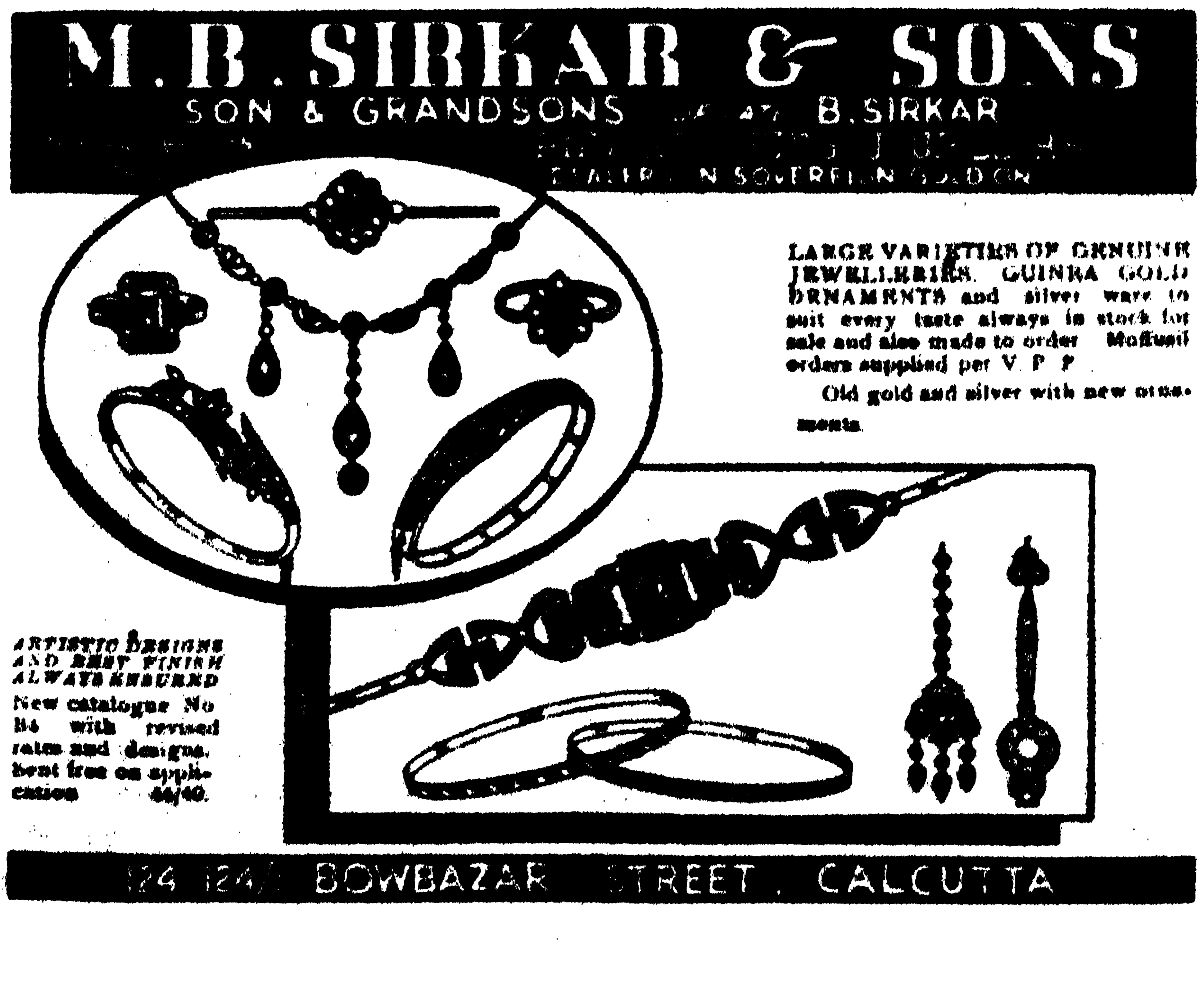

বর্দ্ধমান জেলায় শিক্ষার অগ্রগতি

১৯৪০-৪১ সালের বিশেষ বিবরণী

১৯৪০-৪১ সালে বর্দ্ধমান জেলায় শিক্ষা সম্পর্কিত যে উন্নতিসাধন হইয়াছে, নিম্নে তাহার একটি বিশেষ বিবরণী প্রদত্ত হইল:—

১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ্চ যে আর্থিক বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই সময় শিক্ষাসংক্রান্ত যে সকল কাজ বর্দ্ধমান জেলায় হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই বিবরণীতে পাওয়া যাইবে।

সীমানা ও লোকসংখ্যা

২,৭০৫ বর্গ মাইল পরিমিত জমি লইয়া এই জেলা গঠিত। গত ১৯৩১ সালের আদম-শুমারীর হিসাবে জেলার লোকসংখ্যা ১,৫৭৫,৬৯৯; তন্মধ্যে ৮১৪,৮৯১ জন পুরুষ এবং ৭৬০,৮০৮ জন স্ত্রীলোক। মোট লোক-সংখ্যার অনুপাতে হিন্দুর সংখ্যা ১,২৩৮,৮৭২ অথবা শতকরা ৭৮·৬ এবং মুসলমানের সংখ্যা ২৯২,৪৭১ অথবা শতকরা ১২·২। এই জেলায় ৬টি মিউনিসি-প্যালিটি আছে। জেলা ২৩টি থানা এবং ২০৮টি ইউনিয়নে বিভক্ত।

নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানসমূহ

শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারিবৃন্দ, জেলা ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডসমূহ, ভারতীয় ও অভারতীয় মিশনারী প্রতিষ্ঠান-সমূহ এবং ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে এই জেলায় শিক্ষা প্রচার নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং মহকুমা হাকিম সাধারণতঃ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত থাকেন এবং তাঁহারা শিক্ষাপ্রচার সম্পর্কে সম্পর্কিত বিভাগের সহিত বিশেষ সহযোগিতা করেন।

মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও তাহার ছাত্র

বালকদিগের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৯ হইতে ৬১ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে; কিন্তু মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১০০ হইতে কমিয়া ১০৪ হয়। ছাত্রসংখ্যা ২৪,৪৪৪ হইতে ২৫,১১৮ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে।

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়গুলির মধ্যে ২৫টি সাহায্য-প্রাপ্ত এবং বাকি ৩৬টি কোনরূপ সাহায্য লাভ করে নাই। মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়গুলির মধ্যে ৩টি জেলা বোর্ডের পরিচালনাধীনে চলিত, ১৫টি সরকারী সাহায্য লাভ করিত, ৬৫টি বিদ্যালয়কে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ সাহায্য করিত এবং ২১টি বিদ্যালয় কোন সাহায্য পায় নাই।

ব্যয়

বালকদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৭,২৪,১১৭৲ টাকা; তন্মধ্যে ৭৮,৫৫০৲ টাকা সরকারী তহবিল হইতে সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

গত বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বৎসরেও মাত্র দুইটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় কার্য্য শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

কৃষি বিষয়ক শিক্ষা

অমরপুর এবং উখাগ্রাম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে কৃষি সম্পর্কিত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল এবং শেষবর্ত্তী বিদ্যালয় এই উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ১২০৲ টাকা সাহায্য লাভ করিয়াছিল।

শরীরচর্চ্চা বিষয়ক শিক্ষা

প্রত্যেকটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সংশোধিত পাঠ্যক্রমে শরীরচর্চ্চা বিষয়ক শিক্ষা দান করা হইয়াছে। জেলার শরীরচর্চ্চা সম্পর্কিত সংগঠনকারী প্রত্যেক বিদ্যালয়ে শরীরচর্চ্চার উন্নয়নকল্পে যথেষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

বয়স্কাউট

১৪টি উচ্চ ইংরাজী এবং ২টি মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় বয়স্কাউট দল সংগঠন করিয়াছে, স্কাউট মাষ্টারদের ট্রেনিং দানের ব্যবস্থা করিয়াছে এবং স্কাউটদের জন্য রীতিমত ক্যাম্পের ব্যবস্থা করিয়াছে। দার্জ্জিলিং শহরে টোয়েন্টি ক্লাবসমূ শিল্ডের যে গত প্রতিযোগিতা হয়, তাহাতে কালনা-রাজ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের দল দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

পল্লী উন্নয়নে সাহায্য

পল্লী-উন্নয়ন সাহায্য তহবিল হইতে দুইটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ৫০০৲ টাকা সাহায্য পাইয়াছে। এই টাকার সাকুল্যই উভয় বিদ্যালয়সংলগ্ন খেলার মাঠের উন্নতি-কল্পে ব্যয়িত হইয়াছে।

ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

বত্রিশটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে কিছু দিন পর পর ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইবার ব্যবস্থা আছে।

কেন্দ্র পরীক্ষার ফল

গত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ১,২৬৮ এক হাজার দুইশত আটষট্টিজন পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছিল, ইহাদের মধ্যে ৩৩ জন বালিকাও ছিল; তন্মধ্যে ১৮ জন বালিকা সহ ৮২০ জন পরীক্ষায় পাশ হইয়াছে। গত মিডল স্কলারশিপ পরীক্ষায় ১২০ জন ছাত্র উপস্থিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে ১২ জন বৃত্তি পাইয়াছিল, ইহার মধ্যে একটি মুসলমানের জন্য ও দুইটি তপশীলভুক্ত জাতি ও শিক্ষায় অনুন্নত শ্রেণীর জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল।

পেন্সন ও প্রভিডেণ্ট ফণ্ড

বর্দ্ধমান রাজ কলেজিয়েট ও কালনা রাজ হাই স্কুলের শিক্ষকগণ পেন্সন পাইবার অধিকার ভোগ করিতেছেন। জেলাবোর্ড পরিচালিত তিনটি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে জেলাবোর্ডের প্রভিডেণ্ট ফণ্ড পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে। গভর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত সমুদয় উচ্চ ইংরেজী ও মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় এবং কয়েকটি মাত্র জেলাবোর্ডের সাহায্যপ্রাপ্ত মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের সুযোগ ভোগ করিতেছে।

বালকদের প্রাথমিক শিক্ষা

বালকদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস পাইয়া ১,৪৩৪ স্থলে ১,৩০৪টি হইয়াছে, কিন্তু ঐসব বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৫৩,১৯১ জনের স্থলে ৫৩,৫৪২ জন হইয়াছে। বিদ্যালয়ের সংখ্যা স্পষ্টতঃ হ্রাস পাইবার কারণ এই যে, অনেকগুলি নির্জ্জীব, অকেজো ও অল্প আসবাব যুক্ত একজন শিক্ষক পরিচালিত বিদ্যালয়কে পার্শ্ববর্ত্তী কতকগুলি কার্য্যকরী ও সুপরিচালিত ৪ জন শিক্ষকবিশিষ্ট বিদ্যালয়ের সহিত একত্র করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই শেষোক্ত শ্রেণীর বিদ্যালয়ই পল্লীবাসী বেশী পছন্দ করে—তাহার প্রমাণ এই যে, প্রতিবৎসরই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। গত পরীক্ষায় ২,১৩১ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল, তন্মধ্যে ১,৬৮৭ জন পাশ করিয়াছে; ইহার পূর্ব্ব বৎসর ১,৯২২ জন পরীক্ষা দিয়াছিল এবং ১,৫৯২ জন পাশ করিয়াছিল।

পরিচালনা ভেদে স্কুল

ছেলেদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২টি গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত, ৩৭টি জেলাবোর্ড পরিচালিত ও ১৬টি মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত; ১,১৮৭টি স্কুল সাহায্য পায় এবং ৬২টি স্কুল কোন সাহায্য পায় না। প্রত্যেকটি স্কুল গড়ে ২·০২টি গ্রামের শিক্ষার ব্যবস্থা করে এবং উহার এলাকার পরিমাণ ২·০৭ বর্গ মাইল।

ছাত্রসংখ্যার হ্রাস

একজন শিক্ষক পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা অত্যধিক বেশী থাকায় এতদিন উপরের শ্রেণীতে যে ছাত্রসংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিতেছিল, তাহা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। কারণ ঐ ধরণের স্কুলের স্থলে এখন ৪ জন শিক্ষকবিশিষ্ট সুপরিচালিত কার্য্যকরী স্কুলসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

ব্যয়

প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের জন্য মোট প্রত্যক্ষ ব্যয় হইয়াছে ২,৬৯,৮৪৪৲ টাকা; তন্মধ্যে ১,২৯,৮৪৩৲ টাকা সরকারী রাজস্ব হইতে দেওয়া হইয়াছে।

শিক্ষক

প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে মোট শিক্ষক সংখ্যা ছিল ২,৫৮৯ জন; তন্মধ্যে ১,১০৭ জন বা শতকরা ৪২·৭ জন ট্রেনিংপ্রাপ্ত।

নিম্ন পরিকল্পিত প্রাথমিক স্কুল

এই প্রকারের প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা পূর্ব্ববৎ ১৯টি ছিল এবং তাহাতে ছাত্রসংখ্যা ছিল ২,৬৯৭ জন। এই শ্রেণীর স্কুলের মধ্যে ১৩টি মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত, ৩টি জেলাবোর্ড পরিচালিত ও ৩টি বেসরকারী স্কুল। এই সব স্কুলের পরিচালন-ব্যয় হইয়াছে ৩৫,৮৭৮৲ টাকা, ইহার পূর্ব্ব বৎসরের ব্যয় ছিল ৩২,৮৬৬৲ টাকা।

বোর্ড ও পঞ্চায়েত ইউনিয়ন স্কুল

পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও এই প্রকার স্কুলের সংখ্যা ছিল ৩৪টি। ইহার ছাত্রসংখ্যা ছিল ১,৬১৭ জন; পূর্ব্ব বৎসরে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১,২৬৮ জন। এই প্রকারের স্কুলগুলির পরিচালন-ব্যয় হইয়াছে ৭,৬১৯৲ টাকা।

কয়লার খনির স্কুল

এই প্রকার স্কুলের সংখ্যা ছিল ৯টি এবং আসানসোল মহকুমার খনিগুলিতে কার্য্যরত ব্যক্তিগণের ছেলেদের শিক্ষার উদ্দেশ্যেই এই সব স্কুল স্থাপিত। এই সব স্কুলে ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩৯২ জন এবং ইহার জন্য ব্যয় হইয়াছে ২,৮০৭৲ টাকা।

বয়স্কদিগের বিদ্যালয়

আলোচ্য বর্ষে এই জেলায় বয়স্কদিগের শিক্ষার জন্য ৬২টি স্কুল কার্য্যকরীভাবে পরিচালিত হইয়াছে। এই সব স্কুলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১,৪৮১ জন এবং ব্যয় হইয়াছে ২,১৮৯৲ টাকা।

অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা

এই জেলায় অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন হয় নাই। তথাপি এই জেলায় বিভিন্ন স্থানে স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া শিক্ষা বিস্তারের জন্য সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করা হইতেছে এবং তজ্জন্য স্থানীয় প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখা হইতেছে, এবং ৪টি শ্রেণীবিশিষ্ট স্কুল স্থাপন করিয়া প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে।

স্ত্রী-শিক্ষার বিদ্যালয় সমূহ ও শিক্ষার্থী

বালিকাদিগের জন্য অনুমোদিত স্কুলের সংখ্যা ছিল ৩২৯টি এবং তাহাতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৯,৬৯৬ জন।

মাধ্যমিক স্কুল

বালিকাদের জন্য ৩টি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও ৩টি মধ্য ইংরেজী স্কুল ছিল এবং তাহাতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ৪৫০ ও ৮৪৪ জন ছিল। মাধ্যমিক স্কুলের প্রত্যক্ষ ব্যয়ের পরিমাণ ৪১,৫১৯৲ টাকা, তন্মধ্যে ১৭,৩১১৲ টাকা সাধারণ রাজস্ব হইতে দেওয়া হইয়াছে।

[আগামী সংখ্যায় শেষ হইবে]

বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির ত্রুটি-বিচ্যুতি

জলপাইগুড়িতে মাননীয় মিঃ পি, ডি, রায়কতের বক্তৃতা

বাঙ্গলার বন ও আবকারী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ পি, ডি, রায়কৎ মহোদয় সম্প্রতি জলপাইগুড়ি গুরুট্রেনিং স্কুলের এক বিশেষ সভায় নিম্নোক্ত বক্তৃতাটি প্রদান করিয়াছিলেন :—

"আমাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহে বর্ত্তমানে যে শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসৃত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে আমার ধারণা কি, আপনাদিগকে তাহা বলিবার জন্যই আমি আজিকার এই প্রীতি-সম্মেলনে আপনাদের সম্মুখীন হইয়াছি। প্রথমে আমি আপনাদিগকে বলিতে চাই যে, এই অভিমত আমার ব্যক্তিগত অভিমত মাত্র। দ্বিধাহীনভাবে আমাকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি সকল শ্রেণীর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেই বর্ত্তমানে যে পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে, তাহা তরুণ সম্প্রদায়ের প্রয়োজনানুরূপ নহে। এই শিক্ষা-পদ্ধতি ছাত্রদের চরিত্রের দৃঢ়তা-সাধনে যেমন বিশেষ সহায়ক হয় না, তেমনি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ত্যাগের পর জীবনের বাস্তবতার সম্মুখীন হওয়ার মত উপযুক্ত শিক্ষাও তাহারা ইহা দ্বারা যথোচিতভাবে পায় না। বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে কোথাও যে প্রকৃতই গলদ রহিয়াছে ও কোনও ধ্বংসকর কীট যে দীর্ঘ দিন ধরিয়া আমাদের তরুণ সমাজের জীবনী-শক্তি নষ্ট করিতেছে এবং ক্রমে ক্রমে শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার সাধন করিয়া এই ধ্বংসকর কীটের মূলোচ্ছেদ যে একান্ত প্রয়োজন, আমরা প্রত্যেকেই তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছি। এই সংস্কার সাধনের ব্যাপার, বিশেষজ্ঞদের কর্ত্তব্য এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহারা ইতিমধ্যেই এই ব্যাপারে উদ্যোগী হইয়াছেন।"

ইহা সর্ব্ববাদীসম্মতভাবে স্বীকৃত হইয়াছে যে, শিশুদের শিক্ষা প্রদানের মত কঠিন ও কঠোর ব্যাপার আর কিছু নাই। শিশু তার মধ্যেই জগতকে দেখে; কোন প্রকার পূর্ব্ব-সংস্কারবর্জ্জিত অবস্থায় নিষ্পাপভাবে এই বিশ্বে শিশুর যাত্রারম্ভ হয়; জগতের প্রত্যেকটা জিনিষই শিশুর কাছে একান্ত নূতন-অভিনব এবং এই জন্যই যাহা দেখে তৎপ্রতিই সে আকৃষ্ট হয়। গুরুট্রেনিং স্কুলের শিক্ষকবর্গের দায়িত্ব হইতেছে—শিশুর অনুপ্রেরণায় উৎসাহ প্রদান করিয়া তাহার গঠনমূলক স্বভাবকে সঠিক পন্থায় পরিচালিত করা। কোন একটি বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মাইতে হইলে যেমন খুব যত্নের সঙ্গে তাহা রোপণ করিয়া অঙ্কুরোদ্গম হওয়ার পর চারা গাছের বিশেষ যত্ন লইতে হয়, তদ্রূপই শিশুদিগকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিশেষ যত্ন ও সতর্কতার সহিত গড়িয়া তোলার প্রয়াস পাইতে হইবে। আমাদের পরবর্ত্তী বংশধরগণ—যাহারা প্রকৃতপক্ষে আমাদের সুনাম বহন করিবে—তাহাদের জীবন গঠনের প্রাথমিক স্তরে যদি সুশিক্ষার ব্যবস্থা হয়, তবে তদপেক্ষা আনন্দের বিষয় প্রকৃতই আর কিছুই হইতে পারে না। আমাদের প্রত্যেকেরই বাড়ীতে যে শাক-সব্জীর বাগান রহিয়াছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ তাহারই মত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কর্ত্তব্য হইতেছে চারা গাছের মতই আমাদের শিশুদের পরিচর্য্যা ও তাহাদের প্রয়োজনানুরূপ মনের খোরাক যোগান। প্রকৃতই এই কাজ অতি মহৎ। আমি বলিতে চাই যে, আপনারা—প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবর্গ—হইতেছেন প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ গঠনকর্ত্তা। আমি আশা করি, আপনাদের সম্মুখে কি বিরাট কর্ত্তব্য রহিয়াছে, আপনারা তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং এই বিদ্যালয়ে আপনারা যে ট্রেনিং লাভ করিতেছেন, তাহা উক্ত বিরাট কর্ত্তব্য উদ্‌যাপনে প্রকৃতই আপনাদের সহায়ক হইবে।

পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব

আপনাদের (শিক্ষকদের) যে অভাব-অসুবিধা রহিয়াছে, আমি তাহাও উপলব্ধি করিতেছি। এই সব অসুবিধার মধ্যে কতক হইতেছে আর্থিক কারণে এবং কতক হইতেছে পারিপার্শ্বিকতা-জাত। কিন্তু আপনারা যদি মহৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া এই কাজকে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সূর্য্যালোকে যেমন করিয়া তুষার দ্রবীভূত হয়, তেমনিভাবে এসব অসুবিধাও বিদূরিত হইয়া যাইবে। আমাদের দেশ

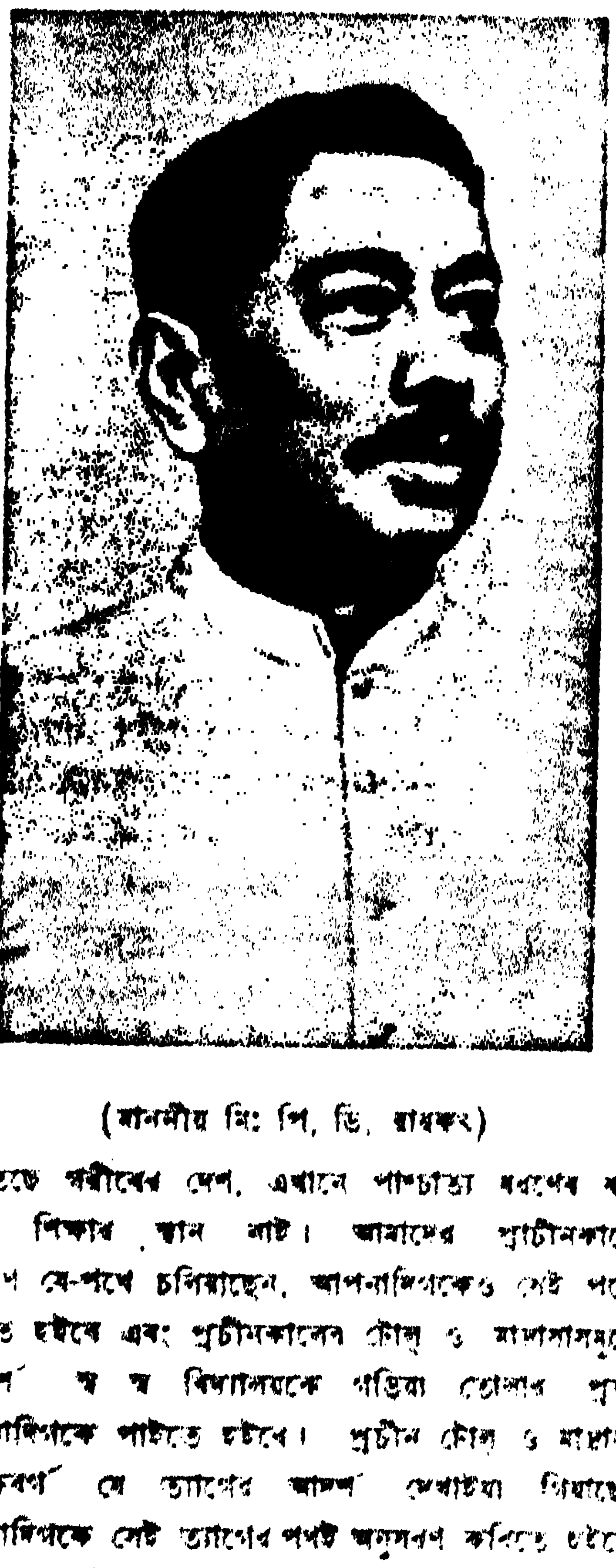

(মাননীয় মিঃ পি, ডি, রায়কৎ)

হইতেছে ঋষীদের দেশ, এখানে পাশ্চাত্য ধরণের বাহ্য-সর্ব্বস্ব শিক্ষার স্থান নাই। আমাদের প্রাচীনকালের গুরুগণ যে-পথে চলিয়াছেন, আপনাদিগকেও সেই পথেই যাইতে হইবে এবং প্রাচীনকালের টোল ও মাদ্রাসাসমূহের আদর্শে স্ব স্ব বিদ্যালয়কে গড়িয়া তোলার প্রয়াস আপনাদিগকে পাইতে হইবে। প্রাচীন টোল ও মাদ্রাসার শিক্ষকবর্গ যে ত্যাগের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, আপনাদিগকে সেই ত্যাগের পথই অনুসরণ করিতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমাদের প্রাচীনকালের গুরুদের মত ব্রতী জীবন যদি আপনারা বরণ করিয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে আপনাদের অনেক অসুবিধারই অবসান হইবে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা-পদ্ধতি হইতে আমাদের গ্রহণযোগ্য বহু জিনিষ রহিয়াছে—যেরূপ খেলাধূলার ভিতর দিয়া পাশ্চাত্যে শিক্ষা প্রচার করা হয়, তাহা। শিশুর কাছে খেলাধূলার চেয়ে প্রিয় জিনিষ আর কিছু নাই। এই জন্যই পাশ্চাত্য শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে খেলাধূলার আদর্শ সংযুক্ত হইয়াছে এবং এইরূপভাবেই শিক্ষাকে ছেলেমেয়েদের পক্ষে প্রীতিপ্রদ করিয়া তোলা হইয়াছে। বিদ্যাভ্যাস মুখস্থ করার নীতি পরিহার করিতে হইবে এবং শিশুদেরকে নিজেদের স্বভাবসিদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তির পথে স্বচ্ছন্দভাবে চলার সুযোগ দিতে হইবে। সুতরাং শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে খেলাধূলার আদর্শ প্রয়োগ করিয়া শিশুদিগকে যথোচিত প্রেরণা যোগাইবারই প্রয়াস পাইতে হইবে।

বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি

আমার বক্তব্য শেষ করার পূর্ব্বে বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা ও আমাদের কর্ত্তব্য সম্পর্কে কিছু বলা আমি প্রয়োজন মনে করিতেছি। আপনারা সকলেই নিশ্চয় ইহা অবগত আছেন যে, যে শত্রু আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী দেশগুলির দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, সেই শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অন্যান্য দেশ কিরূপভাবে সাহায্য করিতেছে। ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই শত্রুকে আমাদের পবিত্র বাসভূমি হইতে দূরে রাখার জন্য সর্ব্বপ্রকারে আলস্য-জড়তা ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে। সুতরাং যাহার সামান্য কিছুও সঞ্চয় করার মত ক্ষমতা রহিয়াছে, তাহারই উচিত—ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট ও ষ্ট্যাম্প ক্রয় করিয়া বা অন্যবিধ উপায়ে যুদ্ধভাণ্ডারে সাহায্য করা। এইরূপভাবে সাহায্য করিলে একদিক দিয়া আপনাদের অর্থ সঞ্চয় হইবে, অন্য দিক দিয়া আপনাদের প্রিয় জন্মভূমির রক্ষাকার্য্যে সাহায্যও করা হইবে। আমাদের এই জেলায় বহুসংখ্যক তরুণ বেকার আছে। এই সব বেকার তরুণ সেনা-বিভাগের বিভিন্ন কার্য্যে যোগদান করিয়া প্রমাণ করিতে পারেন যে, সামরিক কার্য্যের দিক দিয়াও বাঙ্গালী পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না। আমি আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি এবং আপনাদের মধ্যস্থতায় জেলার তরুণ সমাজের প্রতি বলিতে চাই যে, আমাদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় তাঁহারা দলে দলে আগাইয়া আসুন ও এইরূপভাবে অর্থ ও জনবল উভয় দিক দিয়া যেন আমরা গভর্ণমেণ্টকে ব্যাপকভাবে সাহায্য করিতে সমর্থ হই। আমি আশা করি, আপনারা আমার এই বাণী জেলার দূরবর্ত্তী স্থানে বাসকারী তরুণদের কাছে পৌঁছাইবেন।

আমি আন্তরিকতার সহিত যাহা ভাবি, তাহা আপনাদিগকে জানাইবার এই সুযোগ প্রদানের জন্য আপনাদের নিকট, বিশেষভাবে এই প্রতিষ্ঠানের হেডমাষ্টার ও স্থানীয় শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। আমি আপনাদের নিকট অনুরোধ করি—শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যবান জাতি গড়িয়া তুলিতে আপনারা নিজেদের সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন। পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহে এত দ্রুত অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে যে, যদি আমরা সম্মিলিতভাবে আমাদের বর্ত্তমান ও ভাবী বংশধরদের সুযোগ্য শিক্ষার ব্যবস্থায় অগৌণে অগ্রসর না হই, তাহা হইলে আমাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আমি পুনরায় বলিতে চাই যে, শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদিগকে সকল ভেদ-বিভেদ ভুলিয়া সম্মিলিতভাবে কাজ করিতে হইবে।

ঋণ-সালিশী বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর
রায় বাহাদুর সাবিত্রী মোহন ঘোষ কৃত

বঙ্গীয় মহাজন আইন

এই পুস্তক ঋণ-সালিশী বোর্ডের বিশেষ উপযোগী করার জন্য পরিশিষ্ট ও বিশেষ পরিশিষ্ট দেওয়া হইয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—বর্ত্তমানে আবার একটি বেঞ্চে বোর্ডের অত্যাবশ্যকীয় হাইকোর্টের বাংলার আধুনিক নজীর দেওয়া হইল, যথা :—(১) ঋণ ও বাড়ক সম্বন্ধে বিভাগে বোর্ডের একমাত্র অধিকার; (২) কৃষিকার্য্যের দেনা, বিজাতী দেনা প্রভৃতি, কিন্তু খেলাপের দাবী ডিক্রীর সম্বন্ধে দুর্গা বা বর্গা। বাকি ডিক্রি ঋণ নহে; (৩) বাড়ের দ্বিতীয় দরখাস্ত করণ, (৪) দায়িকারী করিতে যেমন আছে পূর্ব্বে বি ডিক্রিজারীর একতরফা দ্বারা আদালতে দখল দেওয়া; (৪ক) উচ্ছেদের মোকদ্দমা বা ডিক্রিজারীর মুলতবী; (৫) ১১ (২) ধারার অপর পরিবর্ত্তন পূর্বা একপ কর্জ আদায় দেওয়া যাইবে; (৬) ঐ ধারার মতুকের পর একতরফা বা ডিক্রিজারী বা অন্য পর্য্যন্ত আদালতের মোকদ্দমা মুলতবী; (৭) ১৯৪০ সনের পূর্ব্বে ও পরের দাবী সম্বন্ধে; (৮) জমির দরুণ দাখিলের পক্ষে সরকারী ১৯ ধারার নোটিশ সম্বন্ধে; (৯) একতরফার ডিক্রিজারী টাকা বাবদ আদালতে দাখিল; (১০) চক্রবৃদ্ধি সুদ কখন দুষ্য; (১১) কোন কোন ক্ষেত্রে সুদ আদালতে অতিরিক্ত হইতে পারে; (১২) কোন কোন স্থলে ডিক্রি পুনঃবহাল হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি বহু প্রয়োজনীয় হাইকোর্টের নজীর দেওয়া হইয়াছে।

মূল্য এক টাকা। তবে পুস্তকের ঋণ-সালিশী বোর্ডের ডিরেক্টর বাহাদুর চেয়ারম্যান ও মেম্বারদিগকে উঁহাদের কার্য্যের সুবিধার জন্য মাত্র দুই আনায় পাইবেন বিনা ডাক খরচে।

প্রাপ্তিস্থান :—এস্, কে, ঘোষ, ১৯, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

প্রতিপক্ষের যান্ত্রিকবাহিনীর উপর প্রবল বোমাবর্ষণ

২০শে নভেম্বর এক বৃটিশ ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, "আমাদের সৈন্যদের অগ্রবর্ত্তী দল তব্রুকের বহির্দুর্গের ১০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে একটি টিলার উপর অবস্থিত রেজেগ দখল করে। এই রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইবার সময় বৃটিশ সাঁজোয়া সৈন্যগণ বিরেলগোবি অঞ্চলে ইটালীয় সাঁজোয়া সৈন্যদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ইটালীয়দের কতকগুলি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করা হয় এবং ২৫০ জন সৈন্য বন্দী করা হয়।

"কাপুজোর ৩৫ মাইল পশ্চিমে জার্ম্মাণ ট্যাঙ্কদলকে দেখা যায়, কিন্তু তাহাদের সহিত লড়াই বাধাইবার পূর্ব্বেই তাহারা সরিয়া পড়ে।

"সিদি ওমর-এ এবং হালফায়াতে যুদ্ধের গতি সন্তোষজনক। পশ্চিম দিকে অগ্রসর শত্রু ট্যাঙ্ক ও যান্ত্রিক উপকরণের উপর এবং বিমানঘাঁটির উপর বৃটিশ বিমানবহর প্রবল বোমাবর্ষণ করে। ৫টি যুঙ্কার, ২টি মেসারস্মিট ও ৩টি ইটালীয় বিমান ধ্বংস হয়। বেনগাজী ও ত্রিপলিতে হানা দেওয়া হয়।"

মস্কোর নিকটে সঙ্কটজনক অবস্থা

২২শে নভেম্বর প্রাতে মস্কো রেডিওতে বলা হইয়াছে, "মস্কোর নিকটে অবস্থা গুরুতর। নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে, তবে আমরা অধিকতর শক্তিশালী হইয়াছি। এখন আমাদের অবস্থা এক মাস পূর্ব্বের অবস্থা অপেক্ষা ভাল। আমরা নিশ্চয়ই শত্রুকে চূড়ান্ত আঘাত করিব। মস্কো শান্ত ও দৃঢ়। প্রত্যেকের মুখে উচ্চারিত হওয়া উচিত, 'এক পাও পিছু হটিব না। শত্রু যেন রাজধানীর নিকটে না আসে'।"

রোষ্টভ দখলের দাবী

এক বিশেষ জার্ম্মাণ ইস্তাহারে রোষ্টভ অধিকার করা হইয়াছে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। মস্কো রেডিওতে ঘোষিত "রেড ষ্টার"এর একটি খবরে প্রকাশ, "তুলার দক্ষিণ-পূর্ব্বে যুদ্ধের প্রচণ্ডতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। এই অঞ্চলে জার্ম্মাণদের পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি আক্রমণের চেয়ে এবারকার আক্রমণের জোর অনেক বেশী। তুলার দক্ষিণ-পশ্চিমেও গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। জার্ম্মাণরা যাহাতে ঘেরাও করিয়া না ফেলিতে পারে, সেজন্য সোভিয়েট সৈন্যেরা চেষ্টা করে। তাহারা রাজধানীর দূরবর্ত্তী প্রবেশপথসমূহে শত্রু সৈন্যগণকে ছত্রভঙ্গ করিয়া ফেলিবার প্রয়াস পায়।"

একজন জার্ম্মাণ জেনারেল হত

হিটলারের হেডকোয়ার্টার্স হইতে প্রচারিত এক বিশেষ ঘোষণায় বলা হইয়াছে, পদাতিক বাহিনীর দল বুগেন নামক একজন জেনারেল ২০শে নভেম্বর পূর্ব্ব রণাঙ্গনে হত হইয়াছেন।

"প্রাভদা"র বিশেষ সংবাদদাতার মতে বর্ত্তমান সময়ে মস্কো শহরে প্রবেশ করিবার পথে সম্ভবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা বড় যুদ্ধ চলিতেছে। উহাতে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র নিয়োজিত করা হইয়াছে। রুশগণ স্থানে স্থানে হটিয়া নূতন ব্যূহ রচনা করিয়া পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে।

আফ্রিকার রণাঙ্গনে বৃটিশ বাহিনীর সাফল্য

কর্তৃপক্ষীয় মহল হইতে ২২শে নভেম্বর এরূপ জানা গিয়াছে যে, লিবিয়ার সংগ্রাম বেশ ভালভাবেই চলিতেছে। বৃটিশ সাঁজোয়া বাহিনী সোজাসুজি সম্মুখদিকে অগ্রসর হইতেছে এবং তব্রুকের দক্ষিণে কোন এক স্থানে ঘাঁটিসমূহ অধিকার করিয়াছে। সীমান্তে জার্ম্মাণদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে এবং সোলুম, এলগোবি ও তব্রুকের মধ্যবর্ত্তী ত্রিভুজাকৃতি এলাকায় ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে।

বৃটিশ নৌসচিব মিঃ আলেকজাণ্ডার বলেন, "লিবিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের জন্য আমরা বহু দিন হইতে প্রস্তুত ছিলাম। এই অভিযান বেশ ভালভাবে চলিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। আমি এরূপ আভাষ পাইয়াছি যাহা দ্বারা আমার উপরোক্ত অভিমত সমর্থিত হইতেছে। এই অভিযান পূর্ব্ব ও উত্তর রণাঙ্গনে যুদ্ধরত আমাদের মিত্রপক্ষীয়দের পক্ষে প্রকৃতই গুরুত্বপূর্ণ অভিযান।"

পৃথিবীর বৃহত্তম যুদ্ধ

রয়টারের সংবাদদাতা বলিতেছেন যে, লিবিয়ায় এক্সিস ও বৃটিশ সাঁজোয়া বাহিনীর মধ্যে যে সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা সামরিক কূটকৌশলের দিক হইতে পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম যুদ্ধের মধ্যে পরিগণিত হইবে। মাসের পর মাস ধরিয়া মধ্যপ্রাচ্যে সমরসম্ভার আমদানী করিয়া পশ্চিম মরুভূমি অঞ্চলে প্রেরিত হইতে থাকে। তারপর বৃটিশ সহসা একদিন সীমান্ত অতিক্রম করিয়া জার্ম্মাণদের উপর সম্পূর্ণ অতর্কিতভাবে আক্রমণ চালায়। তাহারা এক্ষণে হালফায়া গিরিসঙ্কট ও উপকূলভাগ ত্যাগ করিয়া পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইবার জন্য মরিয়া হইয়া সংগ্রাম করিতেছে। আক্রমণের প্রথমভাগে বাধাবিঘ্ন সুরু হওয়ায় এক্সিসের পক্ষে বৃটিশ বাহিনীর গতিবিধির সংবাদ জানার ব্যাঘাত ঘটে।

তব্রুকের অবস্থা

রয়টারের সংবাদদাতা জানাইতেছেন, তব্রুকের দশ মাইল দূরবর্ত্তী রেজেগ দখল করার পর হইতে রেজেগের উত্তরদিকস্থ জার্ম্মাণ বাহিনী বৃটিশ বাহিনীর লৌহবেষ্টনী ভেদ করিয়া পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। সমগ্র মিসর এক্ষণে আগ্রহচিত্তে বৃটিশ বাহিনী ও তব্রুক রক্ষাকারী বৃটিশ, পোলিশ ও চেক সৈন্যদলের সম্মিলিত হইবার সংবাদ ঘোষণার প্রতীক্ষা করিতেছে। তব্রুক হইতে বৃটিশ বাহিনী সহসা প্রচণ্ডবেগে বাহির হইয়া আক্রমণ চালায়। এই সময় তাহাদিগকে কতকগুলি মাইন-অধ্যুষিত অঞ্চলের সম্মুখীন হইতে হয়, কিন্তু উহা অতিক্রম করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। তবে তাহাদিগকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হইতে হইতেছে। তব্রুকরক্ষী বৃটিশ বাহিনীর ও দক্ষিণদিক হইতে অগ্রসরমান বৃটিশ বাহিনীর মধ্যে ব্যবধান ছিল সাত মাইল। তবে উহার মধ্যে পদাতিসংখ্যক প্রতিপক্ষীয় সৈন্যও রহিয়া গিয়াছে।

ঘোরতর ট্যাঙ্কযুদ্ধ

২২শে তারিখ অপরাহ্নে কায়রোর কর্তৃপক্ষীয় মহলে বলা হইয়াছে যে, লিবিয়ার রণাঙ্গনে ৩০ হইতে ৪০ স্কোয়ার মাইল জুড়িয়া যে বিরাট ট্যাঙ্ক যুদ্ধ চলিয়াছে, তাহার উপর সমস্ত নির্ভর করিতেছে। উভয়পক্ষের লৌহবর্ম্মাবৃত ট্যাঙ্ক বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ চলিতেছে। লিবিয়ার জার্ম্মাণ ট্যাঙ্কের অস্তিত্ব লোপ করাই এই ট্যাঙ্কযুদ্ধের উদ্দেশ্য। রণক্ষেত্রের পূর্ব্ব দিকস্থ জার্ম্মাণরা পশ্চিমদিকে আসিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে।

বহু জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক ধ্বংস

কায়রোর কর্তৃপক্ষ স্থানীয় সামরিক মহল হইতে জানা গেল, কাপুজোর ৪৫ মাইল পশ্চিমে লিবিয়ার প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ হয়। জার্ম্মাণরা তিনটি পৃথক আক্রমণ করে; কিন্তু প্রত্যেকবার তাহাদিগকে হটাইয়া দেওয়া হয় এবং বৃটিশ পক্ষ অপেক্ষা তাহাদের বেশী ট্যাঙ্ক খারেজ হয়। কর্তৃপক্ষ বলিতেছেন যে, এ পর্য্যন্ত জার্ম্মাণদের অর্দ্ধেক ট্যাঙ্ক বিনষ্ট হইয়াছে; তাহাদের ট্যাঙ্কের ক্ষতি ইংরেজদের তিনগুণ। জেনারেল রোমেল বৃটিশ ব্যূহ ভেদ করিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার অবস্থা অনুকূল নয়।

মস্কোর দিকে বিরাট জার্ম্মাণ অভিযান

২১শে নভেম্বর প্রাতে রুশ বেতারে সোভিয়েট নিউজ এজেন্সীর নিকট প্রেরিত এক সংবাদে মস্কোর উপর নূতন আক্রমণের বর্ণনা করা হয়। উহাতে বলা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণরা এই সংগ্রামে বহু সংখ্যক নূতন নূতন সৈন্য ও ট্যাঙ্ক আমদানী করিতেছে। শত্রুর নূতন আক্রমণে ভারকর ট্যাঙ্ক অভিযান উল্লেখযোগ্য। সর্ব্বত্র রক্তপাতপূর্ণ প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও জার্ম্মাণরা মস্কো অভিমুখী প্রধান রাস্তা পার হইতে চাহিতেছে। কয়েকটি অঞ্চলে সোভিয়েট বাহিনী অতিরিক্ত শত্রু সেনার চাপে পিছু হটিয়া গিয়া আত্মরক্ষার্থে নূতন ব্যূহ রচনা করিতেছে।

রষ্টোভের রাজপথে যুদ্ধ

"রেডষ্টার" পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতার প্রেরিত সংবাদ উল্লেখ করিয়া সোভিয়েট নিউজ এজেন্সী জানাইয়াছেন যে, জার্ম্মাণরা রষ্টোভের দক্ষিণ দিকের আত্মরক্ষা ব্যূহ ভেদ করিয়াছে এবং শহরের রাজপথে যুদ্ধ চলিতেছে। রেলষ্টেশনেই প্রবল যুদ্ধ চলিতেছে।

মস্কো রণাঙ্গনে জার্ম্মাণদের অগ্রগতির সংবাদ

প্রাভদার সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, জার্ম্মাণরা মস্কো রণাঙ্গনে ভলোকোলামস্ক ও মোজাইস্কের দিকে এবং তুলার দক্ষিণ-পূর্ব্বে একটি এলাকায় কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে। কোন কোন স্থানে রুশ সেনাবাহিনী পশ্চাদপসরণ করিয়া নূতন ব্যূহ রচনা করিয়াছে। জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনী ক্রমাগত চাপ দিতেছে। উক্ত সংবাদে আরও প্রকাশ যে, জার্ম্মাণরা কালিনিন-মস্কো পথে ক্লিনের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে এবং ভলোকোলামস্কের পথে অগ্রসর হইবার জন্য অবিরাম চেষ্টা করিতেছে। আরও দক্ষিণে জার্ম্মাণরা নারা নদী অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিলে তাহাদিগকে হটাইয়া দেওয়া হয়।

তুলা রণাঙ্গনে রুশ ব্যূহের উপর পুনঃপুনঃ আক্রমণ

তুলা রণক্ষেত্রে অবস্থিত সরকারী সোভিয়েট নিউজ এজেন্সির বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, যান্ত্রিক পদাতিকবাহিনীর সহযোগিতায় জার্ম্মাণ ট্যাঙ্কবহর তুলায় রুশ ব্যূহের বামপার্শ্বে বারংবার আক্রমণ চালায়। কয়েকটি স্থানে জার্ম্মাণগণ পাঁচ ছয়বার আক্রমণ করে এবং বোমারু বিমানগুলি স্থল সেনাবাহিনীর পথ করিয়া দিবার চেষ্টা করে।

লিবিয়ায় বৃটিশ বাহিনীর অগ্রাভিযান

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ যে, নিউজিল্যাণ্ডবাহিনী ফোর্ট কাপুজোতে প্রবেশ করিয়াছে।

২৩শে নভেম্বর প্রাতে কায়রোর বৃটিশ হেডকোয়ার্টার্স হইতে একটি ইস্তাহারে বার্দিয়া ও সিদিওমর অধিকারের সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, 'বর্ত্তমানে সিদি রেজেগের নিকটবর্ত্তী স্থানই বৃটিশ ও জার্ম্মাণ সাঁজোয়া বাহিনীর ট্যাঙ্ক যুদ্ধের কেন্দ্রস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। নিউজিল্যাণ্ডের সেনাদল প্রতিকূল আবহাওয়ার অবস্থা উপেক্ষা করিয়া তাহাদের সিদিওমরের পশ্চিম দিকস্থ ঘাঁটি হইতে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করে এবং দ্রুত সিদি-আজিজ ও কাপুজো অধিকার করিয়া পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। তাহারা বার্দিয়া অধিকারের জন্য একটি দল রাখিয়া গাম্বাটের দক্ষিণে পৌঁছে। বার্দিয়া হইতে শত্রুপক্ষ পূর্ব্বেই সরিয়া গিয়াছিল। এই সমস্ত যুদ্ধ যখন চলিতেছিল, তখন ভারতীয় সৈন্যগণ সিদিওমর অধিকার করে। বর্ত্তমানে তাহারা হালফায়া ও সিদিওমরের মধ্যবর্ত্তী ব্যূহের পশ্চাদ্ভাগের যেখানে ভেদ করিয়াছে তাহা আরও প্রসারিত করিতেছে। তব্রুকের বৃটিশ সৈন্যগণ পুনরায় অনেক শত্রুসেনা বন্দী করিয়াছে। ইহার মধ্যে শতকরা ৬০ জন জার্ম্মাণ।

শত্রুপক্ষীয় ক্রুজার নিমজ্জিত

নৌ-বিভাগের একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ভূমধ্যসাগরের নৌবহরের সাবমেরিন শত্রুপক্ষের একটি ক্রুজারকে টর্পেডো মারিয়াছে এবং উহা খুব সম্ভব নিমজ্জিত হইয়াছে।

কৃষি-কথা—

বাঙলায় ধানের উন্নতি

মানুষ বহুপ্রকার শস্য চাষ করে, তাহাদের মধ্যে ধান সবচেয়ে পুরাতন। পণ্ডিতগণের মতে অনেক হাজার বছর ধরিয়া পৃথিবীতে ধানের চাষ চলিতেছে এবং ধানই সর্ব্বপ্রথম শস্য, যাহা আদিম মানুষ খাদ্যের জন্য প্রথম চাষ করিতে সুরু করে। অনেকে বলেন এই ভারতবর্ষই ধানের আদি জন্মস্থান এবং এখান হইতেই ইহা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ক্রমে প্রচারিত হইয়াছে। সারা পৃথিবীতেই ইহার অল্পবিস্তর চাষ আছে এবং সকল প্রকার খাদ্য-শস্যের মধ্যে ইহার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। বাঙলা দেশে মোট আবাদের দশ ভাগের নয় ভাগ জমীতে ইহার চাষ হয়। এ দেশে ধানের গুরুত্ব যে কতখানি ইহা হইতেই তাহা সম্যক উপলব্ধি হয়।

ধান ঘাস-জাতীয় গাছ। এই শ্রেণীর গাছের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, অন্যান্য শ্রেণীর গাছের ন্যায় মাটির উপরে ইহাদের ডাল-পালা বাহির হয় না, মাটির ভিতরে গোড়া হইতে "বিয়ান" ছাড়িয়া গাছ ক্রমশঃ ঝাড়াল হইয়া ওঠে। যব, গম, মই, ভুট্টা, কাওন প্রভৃতি শস্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত। পৃথিবীর নানা দেশে নানা প্রকার মাটি, আবহাওয়া এবং অবস্থানের মধ্যে অনেক হাজার বছর ধরিয়া আবাদের ফলে ধানের অসংখ্য জাতের উদ্ভব হইয়াছে। সারা পৃথিবীতে দশ হাজারেরও বেশী জাতের নাম শোনা যায়; একমাত্র বাঙলা দেশেই ধানের প্রায় চার হাজার জাত আছে। কিন্তু সত্য সত্যই এতগুলি সুনির্দ্দিষ্ট পৃথক জাত আছে বলিয়া মনে হয় না; কারণ প্রায়ই দেখা যায় একই ধান বিভিন্ন জেলায় বা বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন নামে পরিচিত।

বাঙলা দেশে পাঁচটি সুস্পষ্ট শ্রেণীর ধানের চাষ হয়:—

(১) ডাঙ্গা জমীর আউশ ধান—এ শ্রেণীর ধান উঁচু জমীতে সাধারণতঃ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ছিটাইয়া বোনা হয় এবং শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে কাটা হয়। বর্ষাকালে এ ধানের মাটি সম্পূর্ণ ভিজা থাকে বটে, কিন্তু এ শ্রেণীর ধানে দাঁড়ানো জলের দরকার হয় না।

(২) রোপা আমন বা হৈমন্তিক ধান—জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বীজতলায় বীজ বুনিয়া আষাঢ়-শ্রাবণে জমীতে কাদা করিয়া এ ধানের চারা রোপণ করা হয়। কার্ত্তিক মাস হইতে পৌষ মাস পর্য্যন্ত এই ধান কাটার সময়। এই শ্রেণীর ধানই বাঙলার সর্ব্বপ্রধান শস্য এবং আবাদী ধানের প্রায় বারো-আনা এই ধান। বাঙলার মিহি ও মাঝারি ধানের প্রায় সবই এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

(৩) নীচু জমীর আউশ ধান—এ ধান নীচু বিল-জমীতে প্রথম বৃষ্টিতে মাঘ-ফাল্গুন মাসে মাটির শুকনা অবস্থায় ছিটাইয়া বোনা হয়। পরে গাছ বড় হইলে এই সকল জমীতে বানের জল আসে এবং তিন-চার হাত গভীর জলে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে এ ধান কাটা হয়।

(৪) নীচু জমীর আমন ধান—উপরোক্ত আউশ ধানেরই মত, কিন্তু উহার চেয়ে আরও নীচু জমীতে এই ধান একই সময়ে ছিটাইয়া বোনা হয় এবং অগ্রহায়ণ, পৌষ মাসে ইহা কাটা হয়। এ ধান বানের জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে এবং ইহার এমন জাত আছে, যাহা কুড়ি হাত পর্য্যন্ত জল সহ্য করিতে পারে।

(৫) বোরো বা গ্রীষ্মকালের ধান—কার্ত্তিক মাসে বীজতলায় বীজ বুনিয়া পৌষ-মাঘ মাসে নদী-তীরবর্ত্তী বা বিল জমীতে জল সরিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাদার উপরে এই ধানের চারা রোপণ করা হয় এবং চৈত্র-বৈশাখ মাসে ইহার ফসল কাটা হয়। অনাবৃষ্টির সময়ে এই ধান জন্মায়, সেইজন্য খুব নীচু জমীতে যেখানে সাধারণতঃ জল একেবারে শুকাইয়া যায় না বা যে সকল জমীতে প্রয়োজন হইলে জলসেচন করার সুবিধা আছে, এই রকম জমীতেই এ ধানের চাষ হয়।

উপরোক্ত নানা শ্রেণীর ধান কেবল তাহাদের নির্দ্দিষ্ট অবস্থার মধ্যে জন্মায়। অন্য অবস্থার মধ্যে তাহাদের চাষ করিলে, হয় তাহারা জন্মায়ই না, বা অতি সামান্য ফসল দেয়। এই পাঁচ শ্রেণীর ধানের প্রত্যেকটির মধ্যে আবার বহু জাতের ধান আছে। কিন্তু সকল শ্রেণী ও সকল জাতের ধানই এক আদি জাতেরই বংশধর, কেবল নানা পরিবেষ্টনের মধ্যে বহুকাল ধরিয়া জন্মানোর ফলে ক্রমশঃ তাহাদের নানা বৈশিষ্ট্যের বিকাশ হইয়া পৃথক জাতের উদ্ভব হইয়াছে। সুতরাং কোনও বিশেষ অবস্থার উপযোগী ধানকে অন্য অবস্থার মধ্যে অনেক বৎসর চাষ করিয়া তাহাকে ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত অবস্থার উপযোগী করিয়া তোলা অসম্ভব নয়। কিন্তু আউশ ও আমন ধানের বিশেষত্বের মধ্যে একটা প্রভেদ বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। প্রত্যেক জাতের আউশ ধানের বোনা হইতে ফুলধরার বা পাকার একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সময় আছে, যে কোনও সময়েই সে ধান বোনা যাক, সেই নির্দ্দিষ্ট কাল পরেই তাহার ফুল ধরিবে বা ধান পাকিবে। যথা, কোনও আউশ ধানের যদি তিন মাস পরে ফুলধরার কথা থাকে, তবে সে ধান ফাল্গুন মাসে বুনিলে জ্যৈষ্ঠ মাসে ফুল ধরিবে, আবার সেই ধানই জ্যৈষ্ঠ মাসে বুনিলে ভাদ্র মাসে তার ফুল ধরিবে। এইজন্য আউশ ধান বোনার সময়ের তারতম্যে তাহার ফসলের বিশেষ কিছু তারতম্য হয় না। কিন্তু আমন ধানের এরূপ কোনও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সময় নাই, আবহাওয়ার উপরে তাহার ফুলধরা নির্ভর করে। আমন ধান যে কোনও সময়েই লাগানো যাক, দিন পড়িতে সুরু হইয়া বায়ুর তাপ নামিতে আরম্ভ করিলেই তাহার ফুল আসে। প্রত্যক্ষ দেখা যায় আমন ধান আষাঢ়, শ্রাবণ বা ভাদ্র যে কোনও মাসেই রোপণ করা হোক, আশ্বিনের শেষে বা কার্ত্তিকের প্রথমে তাহা ফুলায়। এই শ্রেণীগত বিশেষত্ব ছাড়াও প্রত্যেক জাতের ধানের মধ্যে একটা জাতিগত বিশেষত্ব দেখা যায়। যথা, কোনও ধান অপর একটা ধানের আগে ফুলায়; কোনও ধান অনাবৃষ্টি সহ্য করিতে পারে, অন্য ধান তাহা পারে না; কোনও ধানের বিয়ান ছাড়ে বেশী, অর্থাৎ বেশী ঝাড় বাঁধে, অপর একটা ধানের বিয়ান হয় কম; কোনও ধানের শীষ লম্বা, অন্য একটা ধানের শীষ ছোট; কোনও ধানের দানা মিহি, অন্য ধানের দানা মোটা; কোনও ধানের শুঁয়া আছে, অন্য ধানের শুঁয়া নাই, কোনও ধানের খড় লম্বা, কোনও ধানের খড় ছোট। এইরূপ প্রত্যেক জাতের ধানের নানারূপ জাতিগত বৈশিষ্ট্য আছে।

সুন্দরবন এলাকার উৎপন্ন "পাটনাই" ধান ছাড়া বাঙলা দেশ হইতে অন্য কোনও ধানের বিদেশে রপ্তানী নাই। বাঙলার উৎপন্ন অন্যান্য সকল ধানই প্রায় বাঙলাতেই ব্যবহৃত হয়; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় নানা ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙলায় সবচেয়ে বেশী ধানের চাষ হওয়া সত্ত্বেও বাঙলায় যে ধান উৎপন্ন হয়, তাহাতে বাঙলার সব প্রয়োজন মেটে না, শতকরা প্রায় ১৫ ভাগ ধানের জন্য বাঙলাকে বর্ম্মার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। বর্ত্তমানে যুদ্ধের কারণে মাল আমদানী-রপ্তানীর প্রভৃত বিঘ্ন ঘটায় বাঙলার প্রয়োজনমত ধান বর্ম্মা হইতে আমদানী হইতেছে না এবং মূলতঃ সেই কারণেই চাহিদা ও সরবরাহের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে ধান-চালের দর খুব চড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং ধানের ফসল বাড়াইয়া বাঙলাকে আত্মনির্ভর করাই বাঙলার কৃষির একটা বড় সমস্যা এবং তাই বঙ্গীয় কৃষি বিভাগে ধানের যে পরীক্ষা ও গবেষণা চলিতেছে, তাহার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বেশী ফসলবিশিষ্ট জাতের ধান আবিষ্কার করা।

বাঙলা দেশে চাষীরা সচরাচর যে সকল ধানের চাষ করেন, তাহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ খাঁটি জাতের ধান দেখাই যায় না, প্রায় সকল ধানই বহু জাতের সংমিশ্রণ। চাষীদের অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্যই এই সংমিশ্রণের মূল কারণ। নানা জাতের ধান তাঁহারা চাষ করেন, কিন্তু অল্প-পরিসর খামারে সে সকল ধান মাড়াই, ঝাড়াই হওয়ার মিশিয়া যায়। বীজ নির্ব্বাচন ব্যাপারেও চাষীদের কোনও চেষ্টা নাই, ভাল জাতের ধানের শীষ পৃথক ভাবে কাটিয়া, পৃথকভাবে মাড়াই করিয়া ও রৌদ্রে শুকাইয়া পৃথক গোলায় পর বৎসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা চাষীদের রেওয়াজ নাই। বীজ-ধান ও সাধারণ ধানের মধ্যে তাঁহারা কোনও পার্থক্য করেন না, সাধারণভাবে রক্ষিত ধানের গোলা হইতেই প্রয়োজনমত ধান লইয়া তাঁহারা বীজ হিসাবে ব্যবহার করেন। বৎসরের পর বৎসর এইরূপ বিশৃঙ্খলভাবে চাষের ফলে ধানের বিশুদ্ধতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং সব ধানই নানা ভাল-মন্দ জাতের সংমিশ্রণে পরিণত হইয়াছে। এইভাবে দীর্ঘদিন ধরিয়া বীজের অবনতি হওয়ার ফলে ধানের ফসল ক্রমশঃ খারাপ হইয়া গিয়াছে। তাই বাঙলা ধানের আদিভূমি হইলেও আজ পৃথিবীর অন্যান্য সকল দেশের তুলনায় আমাদের দেশে ধানের ফসল সবচেয়ে কম।

এখন, এইরূপ ধানের উন্নতি করিতে হইলে দুইটি পৃথক ও নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে করা যায়—(১) মিশ্রিত ধানের ভিতর হইতে খারাপ জাতগুলাকে পৃথক করিয়া দিয়া ভাল গুণবিশিষ্ট খাঁটি জাতের ধানকে বাছিয়া লওয়া, এবং (২) বিভিন্ন জাতের ভাল গুণকে কৃত্রিম উপায়ে একত্র করিয়া "সঙ্কর" জাতের সৃষ্টি করা। ঠিক এই দুই প্রণালীতেই কৃষি-বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ ভাল ভাল জাতের ধান আবিষ্কার বা সৃষ্টি করিয়াছেন। এই দুই প্রণালীর একটু বিশদভাবে আলোচনা করিলে ব্যাপারটা আরও সহজে বোধগম্য হইবে। প্রথমে বাঙলার নানা জেলা হইতে সমস্ত নামজাদা ধানগুলিকে সংগ্রহ করা হয়। তারপর সরকারী কৃষিক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের নিজ তত্ত্বাবধানে একই অবস্থার মধ্যে পাশাপাশি চাষ করিয়া সেই সকল ধানের মধ্যে মিশ্রিত নির্দ্দিষ্ট গুণবিশিষ্ট জাতগুলিকে পৃথক করা হয়। তারপর এই সকল জাত-গুলা শুদ্ধ থাকে কি না, তাহার পরীক্ষা হয়। শুদ্ধ ও অশুদ্ধ জাতের পরিচয় এই যে, বৎসরের পর বৎসর চাষে শুদ্ধ জাতের গুণের কোনই পরিবর্ত্তন হয় না, সে সকল গুণ স্থির থাকে, কিন্তু অশুদ্ধ জাতের গুণের পরিবর্ত্তন হয়। এইভাবে কয়েক বৎসর খুব সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষার পর যখন ভাল গুণবিশিষ্ট শুদ্ধ জাতের বীজ আবিষ্কৃত হয়, তখন সেই সকল নির্ব্বাচিত বীজ সরকারী কৃষিক্ষেত্রে বড়সড়কারে বিস্তৃতভাবে চাষ করিয়া তাহাদের বেশী করিয়া উৎপাদন করা হয় এবং সেই বীজ চাষীদের মধ্যে সরবরাহ করা হয়। নানা জাতের মধ্যে মিশ্রিত ভাল ভাল গুণকে কৃত্রিম উপায়ে মিলিত করিয়া ঐ গুণসমন্বিত জাতিতে পরিণত করাকে "সঙ্কর" করা বলে। যথা, কোনও জাতের ধানের ফসল খুব ভাল, কিন্তু বড় দেরীতে পাকে, অপর একটা জাত খুব আগে পাকে, কিন্তু ফসল তেমন ভাল নয়। এখন, এই দুইটি জাতের একটির বেশী ফসল ও অপরটির আগে পাকা, এই দুইটি ভাল গুণকে একত্র করিয়া যদি একটা "সঙ্কর" জাতের সৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে সেই "সঙ্কর" জাত একটা খুব ভাল গুণবিশিষ্ট জাত হয় যাহা বেশী ফলে এবং আগেও পাকে। আবার একটি জাতের ধান বেশ ভাল ফলে, কিন্তু তাহার খড় খুব ছোট;

[১১ পৃষ্ঠায় দেখুন]

বঙ্গীয় বিক্রয়-কর আইন

উদ্দেশ্য সম্পর্কে সরকারী বিবৃতি

সংবাদপত্রে অনবরত আন্দোলন চলিয়া আসিতেছিল যে, ১৯৪১ সনের বঙ্গীয় ফাইনান্স আইন (বিক্রয়-কর) সংক্রান্ত কতিপয় বিষয়ের ব্যাখ্যার জন্য গভর্ণমেণ্টের একটি কর্ত্তৃত্বমূলক প্রচার করা প্রয়োজন; এই সমুদয় বিষয়ে জনসাধারণের মনে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব। এতদিন কলিকাতার তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে একটি ফৌজদারী মকদ্দমা চলিতেছিল; কাজেই গভর্ণমেণ্ট এতদিন কোন কর্ত্তৃত্বমূলক প্রচার করেন নাই, কারণ তাহাতে বিচারাধীন বিষয়ে পক্ষপাতিত্বের ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। এখন ঐ মকদ্দমা ডিসমিস হইয়াছে এবং গভর্ণমেণ্ট মনে করেন যে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা সাহায্যমূলক হইবে এবং ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করিবে। নিম্নলিখিত প্যারাগ্রাফগুলি জনসাধারণের অবগতির জন্য লেখা হইল এবং ইহাকে আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষের ঘোষণা বলিয়া ধরা হইবে না।

বঙ্গীয় বিক্রয়-কর আইনের প্রধান উদ্দেশ্য হইল কতক-শ্রেণীর বিক্রয়ের উপর কর সংগ্রহ করা। এই কর্ত্তৃত্বমূলক ইহা বলাই যথেষ্ট হইবে যে, উক্ত আইনে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদির উপর কোন কর ধার্য্য করার ব্যবস্থা নাই:—

(১) কতকগুলি দ্রব্য তালিকায় উল্লেখ করা হইয়াছে যাহা বিক্রয় কালে কোন ট্যাক্স আদায় হইবে না (আইনের ষষ্ঠ ধারা ও তালিকা দ্রষ্টব্য)।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য।—ইহা লক্ষ্য করা যায় যে, দরিদ্রদিগকে এই করভার হইতে অব্যাহতি দেওয়ার জন্যই প্রধান প্রধান আবশ্যক দ্রব্যকে কর ধার্য্যের বহির্ভূত রাখা হইয়াছে।)

(২) বাঙলার বাহিরে কাহারও নিকট প্রেরিত মালের জন্য বিক্রয়-কর দিতে হইবে না।

(৩) বিক্রয়-কর আইনের ৫ (২) (ক) (৩) ধারায় উল্লিখিত কতিপয় ক্রেতার নিকট বিক্রয়ের উপর কোন ট্যাক্স বসিবে না।

(৪) কোন ব্যবসায়ী তাহার নাম রেজেষ্টারী করাইলে তাহার সার্টিফিকেটে উল্লিখিত দ্রব্যের বিক্রয়ের উপর কর দিতে হইবে না।

এমন অনেক দ্রব্য আছে যাহা প্রস্তুতকারক বা আমদানীকারক ও শেষ ক্রেতার মধ্যে কয়েকবার বিক্রিত হয়। বঙ্গীয় বিক্রয়-কর আইন এইরূপ ক্রয়-বিক্রয়ের একটি মাত্র বিক্রয়ে কর ধার্য্যের বিধান করিয়াছে। শাসন পরিচালনার সুবিধার জন্য গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্টারীকৃত ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে কর-দেয় দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য কর সংগ্রহ করেন, কিন্তু এই রেজিষ্টারীকৃত ব্যবসায়ী গভর্ণমেণ্টকে যে কর প্রদান করে, তাহা তাহার ক্রেতাদের নিকট হইতে আদায় করে, এই সমুদয় ক্রেতা অরেজেষ্টারী ব্যবসায়ী হইতে পারে কিম্বা ব্যবহারকারীও হইতে পারে। অরেজেষ্টারী ব্যবসায়ী মালক্রয় করিবার সময় রেজিষ্টারীকৃত ব্যবসায়ীকে যে ট্যাক্স বা কর দিবে, অর্থনৈতিক কারণে অনুরূপভাবে সে ঐ দেয় কর তাহার ক্রেতাদের নিকট হইতে আদায় করিবার প্রয়াস পাইবে।

অর্থনৈতিক বিভিন্ন স্বার্থের অবাধ সংঘর্ষকে সংযত করিবার অথবা রেজেষ্টারীকৃত ব্যবসায়িগণ অরেজেষ্টারী ব্যবসায়ীর বা ব্যবহারকারীদের নিকট হইতে কর আদায়ের ব্যবস্থার নির্দ্দেশ কিম্বা অরেজেষ্টারী ব্যবসায়ী কি ভাবে ক্রেতার নিকট হইতে কর আদায় করিবে, তাহার কোন নির্দ্দেশ এই আইনে বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হয় নাই। কোন কোন ব্যবসায়ী বিলে এই কর পৃথকভাবে লেখে না কিন্তু জিনিষের দামের মধ্যে উহা ধরিয়া লয়; আবার অনেক ব্যবসায়ী তাহাদের বিলে পৃথকভাবে এই কর লিখিয়া দিয়া থাকে। উভয় পদ্ধতিই নিষিদ্ধ নহে।

[২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

গভর্ণর বাহাদুরের মহানুভবতা

মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দান

বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর মুর্শিদাবাদ জেলা পরিদর্শন উপলক্ষে স্বীয় ইচ্ছাধীন তহবিল হইতে নিম্নোক্ত পরিমাণ অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন:—

১।	সিলিং মণ্ডলের একটি ছায়া-বিহীন ল্যাম্প ক্রয়ের জন্য বহরমপুরের সদর হাসপাতালে ..	১,১০০৲
২।	একটি সেলাইর কল ও আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য বহরমপুর মূক-বধির বিদ্যালয়ে	২৫০৲
৩।	চক্ষু চিকিৎসার ব্যবহারোপযোগী এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য জিয়াগঞ্জ এল, এম, এস, হাসপাতালে	৪৫০৲
৪।	আসবাবপত্র, কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে শিক্ষাদানের জন্য যন্ত্রপাতি এবং লাইব্রেরীর পুস্তকের জন্য গোরা-বাজার বালিকা মক্তবে ..	২০০৲

[১ম কলমের শেষ]

ব্যবসায়ী তাহার ব্যয়ের অংশ স্বরূপেই এই কর আদায় করিয়া থাকে এবং বিলে যে মোট মূল্য প্রদর্শন করা হয়, তাহাতে উহা মূল্যের মধ্যে ধরিয়া লউক বা পৃথক ভাবেই লিখিয়া দিক উহাকেই জিনিষের প্রকৃত মূল্য মনে করিতে হইবে।

সংবাদপত্রে বর্ত্তমানে যে সমুদয় পত্রাদি প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, কোন অ-রেজেষ্টারী ব্যবসায়ীকে গভর্ণমেণ্টের কর দিতে হয় না; কাজেই সে ক্রেতাদের নিকট হইতে কোন কর আদায় করিতে পারে না। এইরূপ বিবৃতি আইনের বিধান সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাপ্রসূত। অ-রেজেষ্টারী ব্যবসায়ী যখন রেজেষ্টারীকৃত ব্যবসায়ীর নিকট হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করে, তখনই তাহাকে ঐ ট্যাক্স বা কর দিতে হয় এবং সে ঐ প্রদত্ত কর পূরণ করিবার জন্য বিক্রয়মূল্যে টাকায় ৫০ এক পয়সা বৃদ্ধি করিয়া দেয়।

ব্যবসায়ী তাহার বিলে করের পরিমাণ পৃথকভাবে লিখিয়া দেয় বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে। উপরের প্যারাগ্রাফেই দেখান হইয়াছে যে, এইরূপ লিখিয়া দেওয়া আইন বিগর্হিত নহে এবং অন্ততঃপক্ষে ইহার একটা সুবিধা আছে। ইহাতে বেপরোয়া ব্যবসায়ীগণ বিক্রয় করের অজুহাতে মূল্য অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে পারে না। যদি কর পৃথকভাবে বিলে লেখা হয়, তাহা হইলে ক্রেতা জানিতে পারে করের জন্য কত প্রকৃত পক্ষে মূল্যের মধ্যে ধরিয়া নেওয়া হইয়াছে। পেট্রল বিক্রেতারা নোটিশে লিখিয়া দেয় এক গ্যালন পেট্রলের মূল্য কত এবং কর বাবদে মূল্য কত বৃদ্ধি হইয়াছে। এই নিয়ম উহার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

এই কর অতি সামান্য। এই কর প্রবর্ত্তনের জন্য মূল্য যাহা বৃদ্ধি পাইবে, তাহা ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাভাবিক অবস্থায় বর্দ্ধিত মূল্য অপেক্ষা অনেকাংশে কম। এই প্রদেশের কল্যাণের জন্যই গভর্ণমেণ্টকে অতি অনিচ্ছার সহিত এই কর ধার্য্য করিতে হইয়াছে। জাতি-গঠন বিভাগের জন্য ও দুঃস্থদিগের সাহায্য প্রদানের জন্য গভর্ণমেণ্টকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের আয় ব্যয়ের চেয়ে অনেক কম এবং জাতি-গঠন পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ও জনসাধারণের কল্যাণের জন্যই এই কর ধার্য্য করিতে হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট আশা করেন, জনসাধারণ গোটা প্রদেশের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই সামান্য স্বার্থ-ত্যাগ করিবেন।

বাঙলা সরকারের জন-কল্যাণ প্রচেষ্টা

বিভিন্ন কার্য্যের জন্য অর্থ মঞ্জুর

বাঙলা সরকার নিম্নের শর্ত্তাধীনে যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমার অন্তর্গত নবগ্রামস্থিত জুনিয়র মাদ্রাসার গৃহ নির্ম্মাণকল্পে ৪,০০০৲ সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন:— (১) প্রথমে স্থানীয় চাঁদা নগদ আদায় করিতে হইবে; (২) মাদ্রাসা চালু রাখার পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সম্পর্কে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিশ্চয়তা এবং (৩) এই পরিকল্পনার জন্য আর কোন অর্থ দেওয়া হইবে না।

পৌনঃপুনিক ব্যয়সঙ্কুলান সম্পর্কে নিশ্চয়তা এবং প্রথমে স্থানীয় চাঁদা আদায়ের শর্ত্তে বাঙলা সরকার বর্দ্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার অন্তর্গত দোমোহনী গ্রামের সভাগৃহ এবং উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয় ভবনের ছাদ ও মেঝের জন্য ২০০৲ মঞ্জুর করিয়াছেন।

সংক্রামক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য নোয়াখালি জেলা-বোর্ড যে ৫ জন কম্পাউণ্ডার এবং হেলথ্ এসিষ্টাণ্ট নিযুক্ত করিয়াছিলেন, বাঙলা সরকার তাহাদের চাকুরীর মেয়াদ আরও এক মাস বাড়াইয়া দিয়াছেন।

পল্লীগ্রামে ও মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে অনূর্দ্ধ দুই মাস কাল ম্যালেরিয়া নিবারণী কার্য্যের জন্য অস্থায়ীভাবে মেডিক্যাল সনদপ্রাপ্ত কতিপয় লোক নিয়োগকল্পে বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে বাঙলা সরকার আরও ৭,০০০৲ ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন।

বাঙলা সরকার যশোহর জেলার জন্য আরো ২,৭০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। তন্মধ্যে যশোহর জেলার অন্তর্গত সদর মহকুমার পূর্ব্ব সীমানায় মধুমতী নদীর পার্শ্ববর্ত্তী লোহাগড়াতে একটি ভবন নির্ম্মাণ এবং বাওইসোনা ইউনিয়ন বোর্ড অফিসের ঘর তৈরী করার জন্য ১,৫০০৲ টাকা পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। উপরোক্ত ভবন গ্রামবাসীদিগের মিলনাগার হিসাবে ব্যবহৃত হইবে। এতদ্ব্যতীত উক্ত জেলার মাগুরা মহকুমার অন্তর্গত গঙ্গা-রামপুর ইউনিয়নের অধীন পুলুম নামক স্থানে একটি ভবন নির্ম্মাণকল্পে ১,২০০৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। উক্ত ভবনে ইউনিয়ন বোর্ডের অফিস বসিতে পারিবে এবং এখানে একটি সাধারণ গ্রন্থাগারও স্থাপন করা যাইবে ও পুস্তকাদিও ক্রয় করা হইবে। নিম্নলিখিত তিনটি চুক্তিতে উক্ত অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে:—

(ক) এই কার্য্যে স্থানীয় চাঁদা প্রথমতঃ আদায় করিতে হইবে।

(খ) জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এমন ব্যবস্থা করিবেন, যাহাতে উক্ত ভবন গভর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে এবং

(গ) এই পরিকল্পনার জন্য এই তহবিল হইতে আর অর্থ প্রদান করা হইবে না।

যশোহর জেলার কসবা ইউ, পি, মক্তবের জন্য করোগেট টিনের গৃহ নির্ম্মাণার্থ গভর্ণমেণ্ট ১৫০৲ টাকা এই শর্ত্তে মঞ্জুর করিয়াছেন যে, গৃহ নির্ম্মাণের বাকী ব্যয় স্থানীয়ভাবে পূর্ব্বে নগদ আদায় করিতে হইবে এবং বিদ্যালয়টি পরিচালনার ব্যাপারে কোন অসুবিধা হইবে না—জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে এরূপ নিশ্চয়তা প্রদান করিতে হইবে।

থাইল্যাণ্ডে যুদ্ধ কি আসন্ন?

ব্যাঙ্কক রেডিয়োর ঘোষণার প্রতিক্রিয়া

কিছুকাল ধরিয়াই থাইল্যাণ্ডে যুদ্ধের আতঙ্ক সৃষ্টি হইয়াছিল। সম্প্রতি ব্যাঙ্ককের সরকারী রেডিয়ো হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, এই বৎসর বা আগামী বৎসরের মধ্যেই থাইল্যাণ্ডকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইবে। এই ঘোষণার পর যুদ্ধের আতঙ্ক চরমে উঠিয়াছে।

থাইল্যাণ্ডবাসীর আতঙ্কের একটি বড় কারণ এই যে, থাইল্যাণ্ডে বর্ত্তমানে বর্ষা ঋতু শেষ হইয়াছে। দু এক সপ্তাহের মধ্যে পথঘাটের জলকাদাও শুকাইয়া যাইবে। সুতরাং থাইল্যাণ্ড আক্রমণের পক্ষে ইহাই উপযুক্ত সময়।

বাঙলার ধানের উন্নতি

[১ম পৃষ্ঠার জের]

অপর একটা জাতের ফলন ভাল নয়, কিন্তু খড় খুব লম্বা। এ দুইটি বিভিন্ন জাতের ফলন ও লম্বা খড় এই গুণ দুইটার "সঙ্কর" করিলে এমন জাতের উদ্ভব হয়, যাহা ফলনেও বেশী এবং খড়ও লম্বা। এই উপায়ে কৃষি-বিভাগের পণ্ডিতগণ নানা জাতের ধানের ভাল ভাল গুণের সন্মিলন ঘটাইয়া অনেক গুণী জাতের সৃষ্টি করিয়াছেন।

উপরে বর্ণিত উপায়ে যে সকল নির্ব্বাচিত বা সঙ্কর বীজের প্রবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাকেই কৃষি-বিভাগের উন্নত ধানের বীজ বলে। এই সকল বীজের প্রত্যেকটিরই বেশী ফসল দেওয়ার গুণ আছে। কিন্তু ধান বাঙলা দেশে বহু প্রকার মাটি, আবহাওয়া ও অবস্থানের মধ্যে চাষ হয়। সুতরাং একই জাতের ধান যে এইরূপ নানা বিভিন্ন পরিবেষ্টনের মধ্যে সমানভাবে ভাল ফল দিবে, তাহা কখনও সম্ভব নয়। কৃষি-বিভাগ এ বিষয়েও সচেতন, তাই বিভিন্ন এলাকার উপযোগী বিভিন্ন জাতীয় ধান তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সকল উন্নত ধানের মধ্যে আউশের নাম—কটকতারা, সুর্য্যমুখী, ধারিয়াল, চানক, কুমারী, ধাঁজি, ভুতমুড়ি এবং ১৮নং ঢাকা। যে সকল জায়গা বানে ডুবিয়া যায়, সেই সকল জায়গার উপযোগী করিয়া জলদি-পাকা "সঙ্কর" আউশ ধানের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের নাম—পি × এস্ (৮) এবং ডি × এস্ (২৮), ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত ধানটি বাঙলা দেশের সকল জাতের আউশ ধানের মধ্যে সবচেয়ে শীঘ্র পাকে। উন্নত আমন ধানের মধ্যে এইগুলি প্রধান—ইন্দ্রশাল, দুধসর, ঝিঙাশাল, লতিশাল, ভাসামানিক, ৬৫নং বাদকলমকাটি এবং ২১নং ঢাকা সঙ্কর। ইহাদের মধ্যে ৬৫নং বাদকলমকাটি কার্ত্তিক মাসে পাকে এবং সকল প্রকার আগাম-পাকা আমন ধানের মধ্যে ইহা সবচেয়ে ভাল। ভাসামানিক বাঙলার প্রায় সকল রকম মাটিতেই বেশ সুফল দেয়। এ সকল ধান ছাড়া বোরো এবং গভীর জলের ধানেরও উন্নত জাতের আবিষ্কার হইয়াছে। উপরোক্ত নানা ধানের মধ্যে কোন্ ধান একটা স্থানের মাটি ও অবস্থানের উপযোগী, তাহা জানিতে হইলে স্থানীয় জেলা কৃষি-কর্ম্মচারীর কাছে জানিতে হইবে। সেই সঙ্গে প্রত্যেক চাষীরও উচিত দুই-তিনটা জাতের বীজ লইয়া স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখা কোন্ ধানে তাঁহার সব চেয়ে বেশী সুবিধা হয়।

কৃষি-বিভাগের প্রবর্ত্তিত প্রত্যেক উন্নত ধানেরই বেশী ফসল দিবার গুণ আছে। সুতরাং চাষীরা যদি স্থানীয় নিকৃষ্ট বীজের পরিবর্ত্তে এই সকল উন্নত ও খাঁটি বীজের চাষ করেন, তাহা হইলে অন্যদিকে কোনও পরিবর্ত্তন না করিলেও শুধু ভাল বীজের গুণে বিঘাপ্রতি অন্ততঃ দেড় মণ, দুই মণ ধান তাঁহারা বেশী পাইতে পারেন এবং বাঙলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এই সকল উন্নত ধানের চাষ হইলে চাষীরও অবস্থার উন্নতি হয় এবং বাঙলাকে এক ছটাকও চালের জন্য বর্ম্মার দিকে তাকাইয়া থাকিতে হয় না। কিন্তু একবার বীজ পরিবর্ত্তন করিলেই যে চিরস্থায়ী উন্নতি হইবে, তাহা নহে। প্রতি বৎসর নিজে তাঁহার শস্য হইতে বীজ নির্ব্বাচন করিয়া চাষীকে ওই বীজের গুণ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে; তাহা না করিলে কয়েক বৎসর পরে ওই সকল ভাল বীজের অবস্থা স্থানীয় বীজের অবস্থায় পরিণত হইবে। বীজের জন্য ফসল সাধারণ ফসল হইতে পৃথক করিয়া বিশেষ যত্নের সহিত চাষ করা উচিত, তারপর ওই ফসল হইতে বেশ লম্বা ও সুপরিপুষ্ট শীষ কাটিয়া লইয়া পৃথকভাবে মাড়িয়া ও রৌদ্রে শুকাইয়া পৃথক গোলায় বা পাত্রে রাখিয়া দেওয়া উচিত। তাহা হইলে বীজ খুব সবল হয়, খাঁটি থাকে এবং অন্য জাতের সঙ্গে মিশিয়া

[২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের টাকা

আর বাজার-চলতি থাকিবে না

"গেজেট অফ ইণ্ডিয়া"তে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, আগামী ১৯৪২ সালের ৩১শে মের পর হইতে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড মোহরাঙ্কিত টাকা ও আধুলি আর বাজার-চলতি থাকিবে না।

ভারত সরকার এই নীতি অবলম্বন করিয়াছেন যে, ধীরে ধীরে ষ্ট্যাণ্ডার্ড রৌপ্যমুদ্রার বদলে ৬ষ্ঠ জর্জের নামাঙ্কিত মজা-সমন্বিত ধার বিশিষ্ট মুদ্রার প্রবর্ত্তন করিবেন। ইহার ফলে অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় রৌপ্যের ব্যবহার হ্রাস পাইবে এবং জাল করাও বন্ধ হইবে। রাজা ৬ষ্ঠ জর্জের নামাঙ্কিত মুদ্রা এরূপ ধাতুতে ছাঁচ তোলা হয়, যাহা বিশেষ শক্ত এবং যদ্বারা জাল করা বিশেষ অসুবিধা-জনক। পক্ষান্তরে—খোলা-সমন্বিত ধার জাল করা বিশেষ কষ্টকর ও ব্যয় সাপেক্ষ।

রাজা ৬ষ্ঠ জর্জের নামাঙ্কিত বহু টাকা এবং এক টাকার নোট চলতি ও জমা আছে। কাজেই সপ্তম এডওয়ার্ড নামাঙ্কিত টাকা ফেরৎ চাহিলে জনসাধারণের বিশেষ অসুবিধা হইবে না।

১৯৪২ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সপ্তম এডওয়ার্ড নামাঙ্কিত টাকা প্রত্যেক সরকারী ট্রেজারী, পোষ্ট অফিস এবং রেলওয়ে ষ্টেশনে গ্রহণ করা হইবে। তাহার পর হইতে পুনরায় বিজ্ঞাপন না দেওয়া পর্য্যন্ত বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের "ইস্যু ডিপার্টমেণ্টে" গৃহীত হইবে।

বাঙলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

এক সপ্তাহের বিবরণ

গত ১৮ই অক্টোবর যে-সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে-সপ্তাহে ৬৩২ জন কলেরায় আক্রান্ত হয়, তন্মধ্যে কুচ-বিহার রাজ্যে ১০০ জন, ময়মনসিংহে ১৪১, চট্টগ্রামে ১১৯ এবং নোয়াখালিতে ১৩০ জন। ঐ সপ্তাহে কলেরায় মোট ২৯৪ জনের মৃত্যু হয়, তন্মধ্যে চট্টগ্রামে ৯৭, ময়মনসিংহে ৭০ এবং নোয়াখালিতে ৭০ জন।

ত্রিপুরা রাজ্যে ৫২ জন ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়। কলিকাতায় ইতস্ততঃ মেনিঞ্জাইটিস দেখা দিয়াছিল। কেহ প্লেগে আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়া জানিতে পারা যায় নাই। (প্রেস-নোট)

[১ম কলমের শেষাংশ]

যাইতে পারে না। অনেক জাতের ধানের চাষ এবং অপ্রশস্ত খামারে তাহাদের মাড়াই বীজ মিশ্রিত হওয়ার প্রধান কারণ। অনেক জাতের ধান চাষ করায় বিশেষ কোনই সুবিধা নাই; সুতরাং তাহা না করিয়া সাধারণ চাষীরা যদি আউশ ধানের মধ্যে একটা মাত্র সবচেয়ে ভাল জাত এবং আমন ধানের মধ্যে দুইটি ভাল জাতের চাষ করেন, তাহা হইলে বীজ মিশ্রিত হওয়ার ভয় থাকে না। পাশাপাশি অন্য জাত না থাকায় আপনা হইতে "সঙ্কর" হইবারও আশঙ্কা থাকে না। একই মাটির বীজ বৎসরের পর বৎসর সেই মাটিতে চাষ করিলে ধীরে ধীরে তাহার অবনতি ঘটে; তাই চার-পাঁচ বৎসর পরে পরে সমস্ত বীজ পাল্টাইয়া লইলে ভাল হয়। চাষীরা পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান করিয়া বীজ পাল্টাইলে অতি সহজে এবং বিনা ব্যয়ে ইহা সম্পন্ন হয়।

এইভাবে বাঙলার চাষীদের কুঅভ্যাস ও কুপ্রথার পরিবর্ত্তন হইয়া ধানের উন্নতির প্রতি যদি তাঁহারা সজাগ হন, তাহা হইলে ধানের ফসল যথেষ্ট বাড়িতে পারে এবং বাঙলার অন্ন বাঙলার মাটিতেই উৎপন্ন হয়—অন্য দেশ হইতে আমদানীর প্রতীক্ষায় তাহাকে থাকিতে হয় না। (কৃষিকথা, সেপ্টেম্বর ১৯৪১)।

পত্তনী তালুক নিলাম

পূর্ব্ব-সংবাদের প্রতিবাদে সরকারী বিবৃতি

বন্ধ ও বন্যা পীড়িত জেলাগুলিতে বৎসরের মাঝা-মাঝি সময়ে পত্তনি তালুক নিলামে উঠা সম্বন্ধে সংবাদপত্র-সমূহে যে সংবাদ বাহির হইয়াছে, তাহাতে প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণারই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুণ বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, বীরভূম প্রভৃতি জেলায় যে শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিয়া গভর্ণমেণ্ট ঐ সমস্ত জেলার কালেক্টরদিগকে এই আদেশ দেন যে, তাঁহারা যেন বিক্রয় আইনের ১৮ ধারা অনুসারে প্রাপ্ত ক্ষমতার বলে এই দুর্যোগের দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত তালুকগুলি বাকী খাজনার জন্য আগামী ফসলের সময় পর্য্যন্ত নিলামে না তোলেন। এই আদেশ জারি করিবার সময় গভর্ণমেণ্টের এই বিশ্বাস ছিল যে, তালুকসমূহের মালিকগণও ঐরূপে দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত তাহাদের প্রজাদের উপর জুলুম করিয়া খাজনা আদায় করিবেন না—এবং গভর্ণমেণ্ট মালিকদিগকে যে সুবিধা দিয়াছেন, মালিকরাও প্রজাদিগকে সেই সুবিধা দিবেন। কিন্তু সরকারের এই আশা ফলবতী হয় নাই। সরকারের আদেশের বলে সুবিধাপ্রাপ্ত কতিপয় মালিক ১৮১৯ সালের পত্তনিতালুক নিয়ন্ত্রণ আইনের ৮ ধারানুসারে কালেক্টরদিগের নিকট তাহাদের অধীনস্থ পত্তনি তালুক-গুলি বাকী খাজনার জন্য নিলামে চড়াইবার জন্য দরখাস্ত করে। তাহাদের এই দরখাস্ত পাইয়া কালেক্টরগণকে বাধ্য হইয়াই ঐসব তালুক নিলামের নোটিশ দিতে হয়। কারণ আইন অনুসারে শুধু মালিকদের সম্মতিক্রমেই এরূপ নিলাম-বিক্রয় বন্ধ রাখা সম্ভবপর। গভর্ণমেণ্ট এই সংবাদ জানিতে পারিয়া কালেক্টরদিগকে এইরূপ নির্দ্দেশ দেন যে, কালেক্টরগণ যেন ঐ সমস্ত সম্পত্তির মালিকদিগকে বুঝাইয়া দেন যে, যদি তাঁহারা নিলাম স্থগিত করিতে সম্মত না হন, তবে তাহাদিগকে যে সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল তাহা অতঃপর প্রত্যাহার করা হইবে। আশা করা যায় যে, সম্পত্তির মালিকগণের সুবুদ্ধির উদয় হইবে এবং তাহারা পত্তনিতালুকসমূহ নিলামে তোলার প্রার্থনা উঠাইয়া লইবেন।

বঙ্গীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান মিঃ এফ, ডবলু, রবার্টসন ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। সম্ভবতঃ আগামী মার্চ্চ মাসে তিনি এই নূতন পদে যোগদান করিবেন।

এ আর পি.

১। বঙ্গদেশের এয়ার রেইড ওয়ার্ডেনদের জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্রান্ত পুস্তক। (ইংরাজী ও বাংলা।) ৮ আনা (২ আনা)* প্রত্যেকখানি।

২। এয়ার রেইড্‌স—সর্ব্ব সাধারণের অবশ্য জ্ঞাতব্য ও অবশ্য করণীয় কয়েকটী বিষয়। (ইংরাজী ও বাংলা।) ২ আনা (১ $\frac{১}{২}$ আনা)* প্রত্যেকখানি।

৩। আলো-নিয়ন্ত্রণ আদেশ সমূহে ফরম নং বি, এস্/এ, আর, পি, ১৫, ১৬, ২০, ২১, ৩১। (ইংরাজী।) ৪ আনা (১ আনা)* প্রত্যেকখানি।

৪। গৃহস্থের জন্য এয়ার রেইড্‌স, ১৯৪১। (ইংরাজী ও বাংলা।) ১ আনা (১ $\frac{১}{২}$ আনা)* প্রত্যেকখানি।

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস, পাব্লিকেশন্‌ ব্রাঞ্চ,
৩৮ নং গোপালনগর রোড, আলিপুর,

সেল্‌স অফিস, রাইটার্স বিল্ডিংস্‌, কলিকাতা
এবং
কলিকাতার সমস্ত পুস্তকবিক্রেতা।

*ডাকমাশুল।

লণ্ডনে বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থার সাফল্য

জার্মাণ বিমান-বাহিনীর আক্রমণে বিধ্বস্ত লণ্ডনের "কিংসওয়ে" ও "গ্রেট কুইন ষ্ট্রীটের" সংযোগস্থলের দৃশ্য। আক্রমণের অব্যবহিত পরে এই ছবি গৃহীত হইয়াছিল।

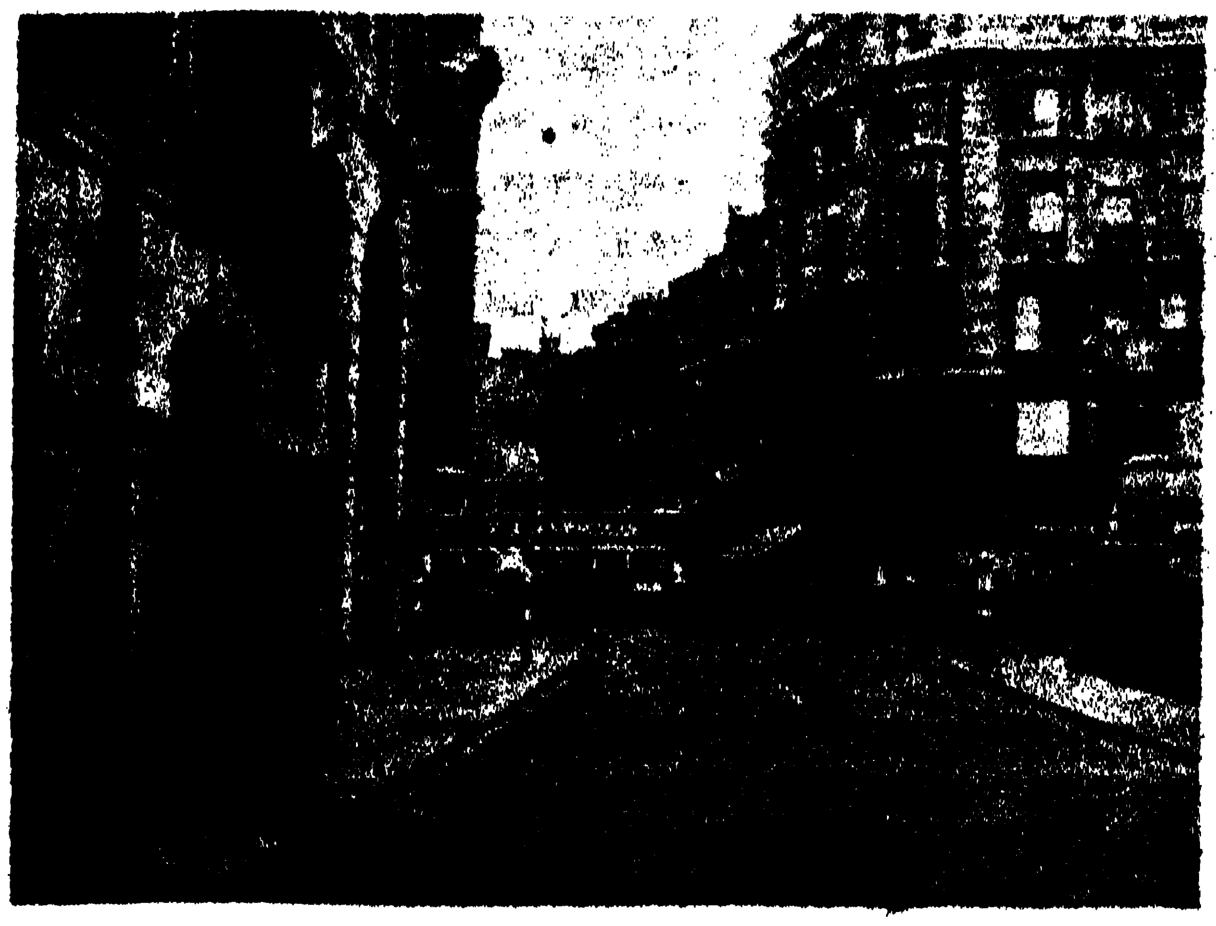

আক্রমণের সাত মাস পরে "কিংসওয়ে" ও "গ্রেট কুইন ষ্ট্রীটের" সংযোগস্থলের দৃশ্য। ছবিতে দেখা যাইতেছে—বিধ্বস্ত একটি গৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে এবং অন্যান্য স্থান মেরামত করিয়া সম্পূর্ণ নূতনের মত করা হইয়াছে।

পার্লিয়ামেণ্টের "কমন্স মহাসভার" চত্বরে বোমা বর্ষণের পরবর্তী দৃশ্য। ছবিতে চারিদিকে ধ্বংসস্তূপ দেখা যাইতেছে।

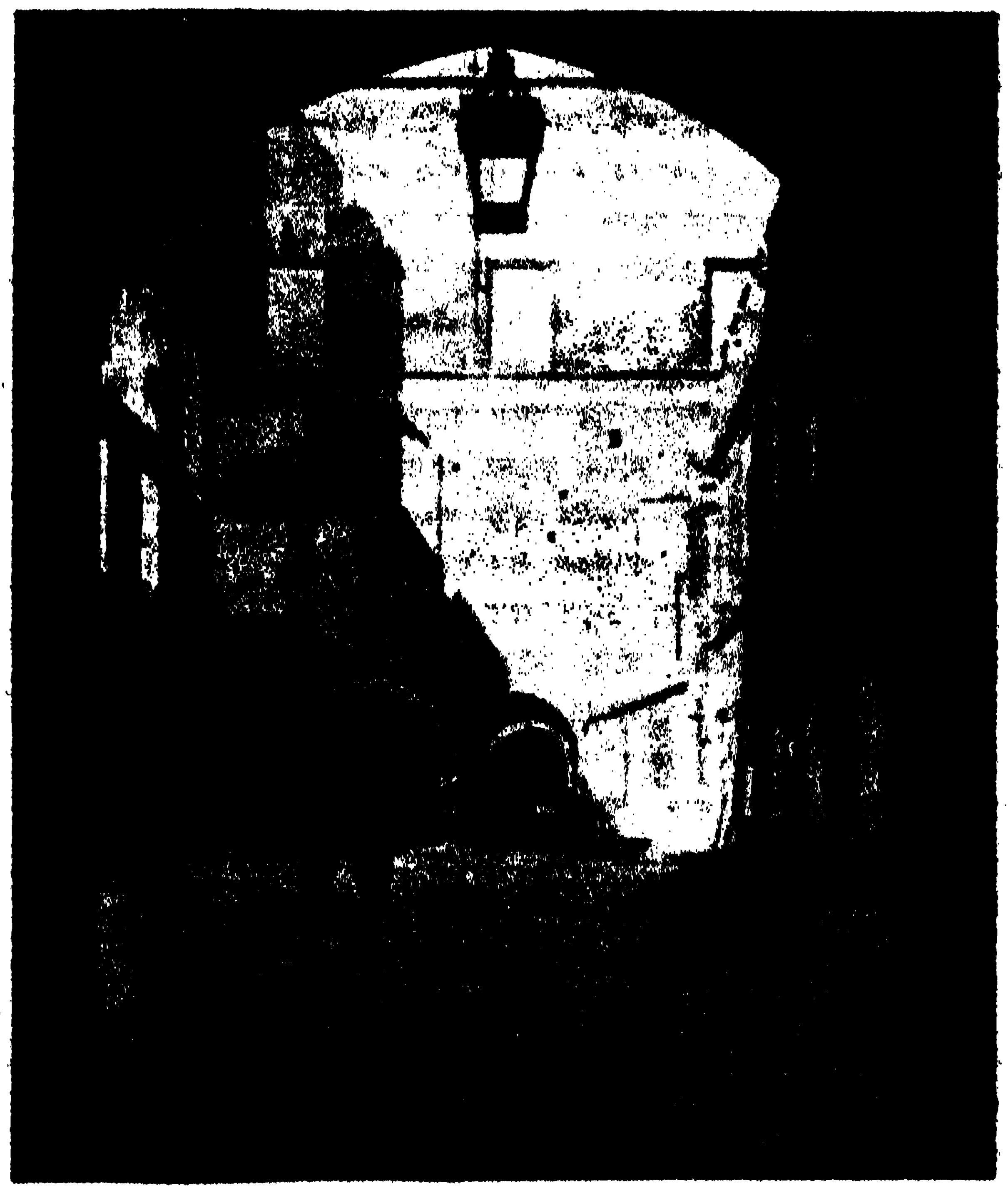

আক্রমণের তিন মাস পর "কমন্স মহাসভার" চত্বরের দৃশ্য। দেখা যাইতেছে—সকল ভগ্ন স্থান মেরামত করা হইয়াছে এবং জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইষ্টার্ণ গ্রুপ সাপ্লাইর অর্ডার

ভারতবর্ষ হইতে বিভিন্ন জিনিস ক্রয়

ইষ্টার্ণ গ্রুপ সাপ্লাই কাউন্সিল গত সেপ্টেম্বর মাসে ভারতবর্ষে ১৫ লক্ষ গজ খাকির কাপড়ের অর্ডার দিয়াছে। আগের মাসগুলির মত ইঞ্জিনিয়ারিং জিনিসপত্র ছাড়াও ইষ্টার্ণ গ্রুপ কাউন্সিল কাপড়ের ফিতা, ধোয়া খাস কাপড়, খাকী পট্টী প্রভৃতির অর্ডার দিয়াছে। শার্ট, কুর্তা, হাসপাতালের আর্দালীদের উর্দী প্রভৃতি অনেক জিনিসেরও অর্ডার আসিয়াছে। ইঞ্জিনিয়ারিং জিনিসপত্রের মধ্যে ইলেকট্রিক পাখা, জলের ট্যাঙ্ক প্রভৃতি অনেক জিনিসের জন্য কাউন্সিল অর্ডার দিয়াছে। নারিকেলের ছোবড়ার পাপোষ, বাঁশের খুঁটি, জুতার ফিতা ইত্যাদির জন্যও ভারতবর্ষে অর্ডার দেওয়া হইয়াছে।

উপরে প্রকাশিত লণ্ডনের কয়েকটি স্থানের দৃশ্য হইতে বুঝা যাইবে—কিরূপ মনোবলের সহিত লণ্ডনের নাগরিকগণ জার্মাণ বিমান-বাহিনীর আক্রমণ সহ্য করিয়াছে। বোমা-বিধ্বস্ত স্থানগুলি যেরূপভাবে মেরামত করা হইয়াছে, তাহা দেখিলে মনে হয় না যে, কোন সময়ে এগুলি বিধ্বস্ত হইয়াছিল। লণ্ডন শহরের নাগরিকগণ শত্রুর আক্রমণকে কিরূপ দৃঢ়তার সহিত প্রতিরোধ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে—প্রকাশিত ছবিগুলি হইতে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। অপর পৃষ্ঠায় এই সম্পর্কে আরো একখানা ছবি প্রকাশিত হইল।

যদি এদেশে—কলিকাতায়

বিমান-আক্রমণ হয়, তাহা হইলে আমাদের নাগরিকগণও অনুরূপ মনোবলের পরিচয় দিতে পারিবেন, গভর্ণমেণ্ট ইহাই আশা করেন।

মাসে চারিশত ট্যাঙ্ক

ফোর্ড কোম্পানীর উদ্যম

অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার্স সোসাইটির প্রেসিডেণ্টের এক বিবৃতিতে প্রকাশ, সম্প্রতি আমেরিকাতে মাসিক ৫,০০০ বিমান ইঞ্জিন তৈয়ারি হইতেছে। নাৎসীরা মাসিক ১,০০০ বিমান ইঞ্জিন তৈয়ারি করিতেছে বলিয়া প্রকাশ।

আমেরিকার এসোসিয়েটেড প্রেসের একটি সংবাদে প্রকাশ, ফোর্ড কোম্পানী মাসিক ৪০০ ট্যাঙ্ক নির্মাণের একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। এই পরিমাণ ট্যাঙ্ক নির্মাণ করিতে পারিলে ফোর্ড কোম্পানী আমেরিকার ট্যাঙ্ক নির্মাণকারী কারখানাগুলির অগ্রগণ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C 2532

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা] • কলিকাতা, ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ [এক আনা

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় মহিলাদের কর্ত্তব্য

মহিলা-সম্মেলনে লেডী মেরী হার্বার্টের বক্তৃতা

যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সহিত সংশ্লিষ্ট বাঙলার—বিশেষ করিয়া কলিকাতার মহিলাবর্গ বিগত ২৩শে নভেম্বর কলিকাতার লাইট-হাউস সিনেমায় সম্মিলিত হইয়াছিলেন। যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে অধিকতর ব্যাপক এবং তীব্র করিয়া তোলাই, এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল। লেডী মেরী হার্বার্ট উক্ত সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

সম্মেলনের প্রারম্ভে তিনি উপস্থিত মহিলাগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন :—

আগন্তুকগণকে বক্তৃতা দানের জন্য আহ্বান জ্ঞাপনের পূর্ব্বে আমি অদ্যকার সম্মেলন সম্পর্কে সর্ব্বপ্রথমে একটি কথা বলিতে চাই। নাৎসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-পরিচালনায় সাহায্যের জন্য আগ্রহশীলা বিভিন্ন শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের মহিলাগণের সমবায়ে এই সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইয়াছে। ইহাকে মহড়াও বলা চলে; কারণ যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় যাঁহারা নানাভাবে সাহায্য করিতে একান্ত ইচ্ছুক, তাঁহারা এই স্থানে সমবেত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে নিজেদের সমস্ত উৎসাহ ও উদ্যম উক্ত উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োগ করিতে পারিবেন। যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় আপনারা যে প্রত্যেকে সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করিতে কৃতসঙ্কল্প তাহা প্রদর্শনের সুবর্ণ-সুযোগ যখন উপস্থিত হইবে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনারা সে সুযোগ কাজে লাগাইবেন। যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় ইতস্ততঃভাবে যে-সকল কাজ হইতেছে, উহাদের মধ্যে একটা যোগাযোগ স্থাপন এবং সামঞ্জস্য সাধনের ব্যবস্থা করাও এই সম্মেলনের অপর একটি উদ্দেশ্য। এতদ্বারা মহিলাদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা অধিকতর কার্য্যকরী হইয়া উঠিবে এবং ইহাও আশা করা যায়, আরও বহু সংখ্যক স্বেচ্ছা-সেবিকা আমাদের সঙ্গে যোগদানের জন্য অনুপ্রেরণা লাভ করিবেন। আপনারা কত বিভিন্ন প্রকারে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য করিতে পারেন, তাহা এই সম্মেলনের কার্য্য শেষ হওয়ার পূর্ব্বে আপনাদিগকে জানাইবার সুযোগ গ্রহণ করিব। আপনাদিগকে বিভিন্ন বক্তাগণের বক্তৃতা শ্রবণের সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে আমি এক্ষণে ইহার অধিক কিছু বলিয়া সময় নষ্ট করিতে চাই না। যুদ্ধ এবং আমাদের প্রত্যেকের সাহায্যের আবশ্যকতা সম্পর্কে যাঁহারা অধিক কিছু বলিতে সমর্থ, তাঁহাদের অনেককে আজ এই সম্মেলনে উপস্থিত পাইয়া আমরা বাস্তবিকই নিজেদের সৌভাগ্যবান্ মনে করি।

স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার নানা দায়িত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও আমাদের জন্য কিছু সময় দিতে পারিয়াছেন। আমি তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি। বর্দ্ধমানের মহারাণী সুচারু দেবীকে আমি সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। কলিকাতায় তিনি সুপরিচিতা। মিসেস মুর্শেদ এবং মিঃ চ্যাটার্জীও কলিকাতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট; সুতরাং নূতন করিয়া তাঁহাদের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক।

স্যার রামস্বামীর বক্তৃতা

ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য মাননীয় স্যার রামস্বামী মুদালিয়র বলেন, বৃটেন ও মিত্র-শক্তিপুঞ্জ বর্ত্তমানে যে সংগ্রামে লিপ্ত আছেন, উহাকে ধর্ম্ম যুদ্ধ বলা যাইতে পারে; কারণ বিগত ২,০০০ বৎসরে মানব জাতি যাহা গড়িয়া তুলিয়াছে উহাদের উচ্ছেদকারী নর-পিশাচদের বিরুদ্ধেই তাঁহারা অস্ত্র ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। নাৎসী বাহিনী কর্ত্তৃক অধিকৃত রাষ্ট্র-সমূহের স্ত্রীলোকদের দুঃখ-দুর্দ্দশার উল্লেখ করিয়া বলেন, হিটলার যদি জয়ী হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর বুকে যে দুঃসময়ের অভিনয় হইবে, তাহা নাৎসী পদানত রাষ্ট্রসমূহের নারী জাতি যতটা উপলব্ধি করিতে পারে, অন্যান্য দেশের স্ত্রীলোকরা ততটা পারে না। নাৎসীরা যুদ্ধে জয়ী হউক, ইহা আমরা কল্পনায়ও আনিতে পারি না। হিটলারকে পর্য্যুদস্ত করার জন্য আমরা যাহাতে সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হই, বর্ত্তমান যুদ্ধ আমাদিগকে তাহাই শিক্ষা দিতেছে।

(মাননীয়া লেডী মেরী হার্বার্ট)

মহিলা কর্ম্মিবৃন্দ যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় কত প্রকারে সাহায্য ও সহযোগিতা করিতেছেন, চলচ্চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কলিকাতার মহিলা কর্ম্মিগণের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা আরও ব্যাপক এবং তীব্র হওয়া একান্ত আবশ্যক। উহা কিছুতেই হ্রাস পাওয়া উচিত নয়। উদাহরণ স্বরূপ আমি ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেটের উল্লেখ করিতেছি। বর্ত্তমান যুদ্ধে অর্থই সব কিছু। সর্ব্বাগ্রে আমাদের যুদ্ধের পক্ষে অপরিহার্য্য অস্ত্রাদিতে শক্তিশালী হইতে হইবে। নৌ-বহরই যুদ্ধকে আজও ভারত হইতে বহু দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে, এ-জন্য নৌ-বিভাগকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করাও একান্ত প্রয়োজন।

ইহা ছাড়া আরও বহু ব্যাপারে কলিকাতা ও বাঙলার মহিলাগণ সমবেতভাবে সাহায্যদান করিতে পারেন, যথা সৈন্যদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান এবং যুদ্ধে আহত ব্যক্তিদের জন্য হাসপাতালের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ ইত্যাদি। কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টি শুধু সৈন্যদের উপর নিবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছে, তাহাদের পরিজনবর্গ এবং তাহাদের উপর নির্ভরশীল লোকজনের প্রতিও মনোযোগী হইতে হইবে।

মেডিক্যাল বিভাগে বহু সংখ্যক মহিলার প্রয়োজন; কারণ আহতদের সেবাশুশ্রূষার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক লোক নাই। নার্সের কাজ অত্যন্ত সম্মানজনক এবং ইহা মহিলাদের দ্বারাই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়। এ-বিভাগে যাহাতে আবশ্যক সংখ্যক মহিলা যোগদান করেন, তজ্জন্য কলিকাতার মহিলাগণ বিশেষ চেষ্টা করিবেন বলিয়া তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস।

অন্যান্য দেশে মহিলাগণ যুদ্ধ সম্পর্কিত নানা কাজ কর্ম্ম করিয়া থাকেন; গ্রেট বৃটেনের মহিলাগণ যুদ্ধে পর্য্যন্ত যোগদান করিয়াছেন। ভারতে এখনও সে-সময় আসে নাই, তবে মহিলাগণ বাক্যবলে ও প্রচারকার্য্যে অনায়াসে যোগদানপূর্ব্বক যুদ্ধে সাহায্যদানের জন্য অপরকে অনুপ্রেরণা যোগাইতে পারেন। উপসংহারে তিনি তাঁহাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে বাস্তবরূপ প্রদান করিয়া কলিকাতার সুনাম রক্ষা করিতে অনুরোধ জানান।

বর্দ্ধমানের মহারাণী তাঁহার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, যুদ্ধ ক্রমেই ভারতের দিকে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, এ-সময় সকলে প্রত্যেকে যেন সাধ্যানুসারে সাহায্য করেন।

বেগম হাসিনা মোর্শেদ

অতঃপর বেগম হাসিনা মোর্শেদ, এম, এল, এ, বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন :—এ-প্রদেশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় আমরা কার্য্যকরীভাবে কতটা সাহায্যদান করিতে পারি, সে-বিষয়ের আলোচনার জন্য আজ আমরা এ-স্থানে সমবেত হইয়াছি। যুদ্ধ এক্ষণে আর বহু দূরে নাই বরং উহা ভারতের সীমান্তের নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে। ভারতও যে এখন বিপজ্জনক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

আমি এস্থলে এমন একটি প্রশ্নের উত্তর প্রদানের সুযোগ চাই, যাহা অদ্যকার সম্মেলনে উত্থাপিত না হইলেও আমাদের কাহারও কাহারও অন্তরে জাগ্রত আছে। হয়ত কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, ভারতবাসীরা এই যুদ্ধে সাহায্য দান করিবে কেন? আমার চাইতে উচ্চস্তরের বহু বিচক্ষণ ব্যক্তি এই প্রশ্নের পক্ষে ও বিপক্ষে নানা যুক্তি প্রদর্শন ও আলোচনা সমালোচনা করিয়াছেন। আমার মনে হয়, ইহার একটি সুন্দর উত্তর রহিয়াছে। সাধারণ জ্ঞান এবং নিজেদের রক্ষা করার ইচ্ছাই আমার উক্তিটি সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইবে।

যাঁহারা যুদ্ধে সাহায্য দানের প্রশ্নে আমাদের বাধ্য-বাধকতার কথা তোলেন, তাঁহাদের প্রতি আমার উক্তটি এই :—দেশপ্রেমের জন্য। ইহা খুবই সত্য যে, ভারত ও গ্রেট বৃটেনের ভাগ্য একই সূত্রে গ্রথিত। সুতরাং বৃটেনের পতনে ভারতের পতন, বৃটেনের জয়ে ভারতের জয়।

[১১ পৃষ্ঠায় দেখুন]

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

৮ই ডিসেম্বর—১৯৪১

ভারতে যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণ

বিগত ৭ই নভেম্বর তারিখে দিল্লীতে বর্ম্মাবৃত যান ও টাঙ্কের যে বিশেষ প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণে ভারতের অগ্রগতি স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইয়াছে। দুই প্রকারের বর্ম্মাবৃত যুদ্ধ-যান (যাহা এখন ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইতেছে) সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এর মধ্যে একটি বর্ম্মাবৃত মালবাহী গাড়ী সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এযাবৎ অন্যান্য দেশে এই প্রকারের যত গাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে, ভারতের এই গাড়ী নিঃসন্দেহে তাহা অপেক্ষা উন্নত ধরণের। এই বর্ম্মপাত অতি উৎকৃষ্ট এবং ইহা টাটা কোম্পানীতে তৈয়ারী হইয়াছে এবং ইহার মূলগাড়ীখানা ভারতীয় রেলওয়ে কারখানায় পরিকল্পিত ও তৈয়ারী হইয়াছে। এই প্রকারের মালবাহী গাড়ী বর্ত্তমানে বহুপরিমাণে তৈয়ারী হইতেছে এবং ভারতে প্রস্তুত গাড়ী ভারতের বাহিরেও কাজে লাগান হইতেছে।

দ্বিতীয় ভারতে প্রস্তুত বর্ম্মাবৃত যান এরূপ বর্ম্মাবৃত গাড়ী যে, তাহার বর্ম্ম সকল প্রকার বর্ম্মভেদী ছোট কামানের গোলায় ভেদ করিতে পারে না। এতদিন যাবৎ যেরূপ পাত হাল্কা বর্ম্মাবৃত গাড়ীতে ব্যবহৃত হইত, এ পাত তাহা অপেক্ষা বেশী সহনশীল। এই উভয়বিধ গাড়ী দেশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে লইয়া যাওয়ার পক্ষে সুবিধাজনক। জরুরী প্রয়োজনীয় খাদ্য ও জল লইয়া এই গাড়ী তিন দিন চলিতে পারে; এমন কি ইহার চাকাগুলি ফাটিয়া গেলেও ইহা বহুদূর চলিতে পারে। সুতরাং মরুভূমিতে যুদ্ধের জন্য এগুলি বেশ উপযোগী।

তীব্র বিস্ফোরক দ্রব্য ও অন্যান্য শক্তি সঞ্চারক দ্রব্য দ্রুত প্রস্তুত হইতেছে। বিগত ৭ই নভেম্বরের বিজ্ঞপ্তিপত্রে বলা হইয়াছে যে, গন্ধকদ্রাবক ঘনীভূত করিবার ভারতবর্ষে প্রস্তুত প্রথম যন্ত্র পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহা বেশ ভাল হইয়াছে। এই ধরণের আরোও যন্ত্র ভারতবর্ষে প্রস্তুত করার আদেশ হইয়াছে, তাহা দ্বারা তীব্র বিস্ফোরক দ্রব্যের কারখানা বৃদ্ধি করা হইবে।

ইষ্টার্ণ গ্রুপ আর একটি কারখানার সম্প্রসারণ করিতেছিল। তাহার কাজ শেষ হইয়াছে এবং কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং ঐ প্রকার শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র প্রস্তুত হইতেছে।

গত কয়েক সপ্তাহে ইষ্টার্ণ গ্রুপের আর একটি পরিকল্পনার কাজ অনেক অগ্রসর হইয়াছে, ইহাতে টোলীন সরবরাহ বৃদ্ধি পাইবে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উন্নতি হইল কার্পাস বস্ত্র, পোষাক, চামড়ার দ্রব্যাদি, কাঠ, খাদ্যদ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও অন্যান্য নানা প্রকারের দ্রব্য প্রস্তুত; এ সমুদয়ই অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত সামরিক বিভাগের আরও নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে।

ফ্রান্সে নাৎসী আধিপত্যের পরিণাম

ইয়র্কশায়ার পোষ্টের ভূতপূর্ব্ব প্যারিসের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন :—

জার্ম্মাণীর সহিত "সহযোগিতার নীতি" অবলম্বনের ফলে বর্ত্তমান শীতকালেই ফ্রান্সে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে বলিয়া আশঙ্কা হয়।

জার্ম্মাণরা সর্ব্বদাই ফ্রান্সে খাদ্যদ্রব্যের অভাব দিতেছে। যে সকল ক্ষেত্রে খাদ্যদ্রব্য সরাসরি জার্ম্মাণীতে রপ্তানী হয় না, সে সকল ক্ষেত্রেও তাহা বিবিধ প্রকার ধাতু দ্রব্যের মূল্য হিসাবে স্পেনে প্রেরিত হয়। জুতা একবার ছিঁড়িয়া গেলে এখন ফ্রান্সে জুতা মেরামত করাও মুস্কিল। কয়লা প্রায় নাই বলিলেই চলে। বন হইতে কাঠকুটা কুড়াইয়া আনাও ফরাসীদের পক্ষে নিষেধ; কারণ এই সকল জ্বালানি জার্ম্মাণদের জন্য মজুদ করা হইতেছে। শীতের প্রকোপ এড়াইবার জন্য সন্ধ্যা বেলায় বাড়ীর সমস্ত লোক আসিয়া একটি মাত্র ঘরে জড়ো হয়।

কতকগুলি খাদ্যদ্রব্য কেবল নির্দ্দিষ্ট দিনে বা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ছাড়া বিক্রয় করিতে দেওয়া হয় না। আধ সের চিনি, দুই সের আলু, এক সের মাংস এবং এক পোয়ারও কম চাউলে চার সপ্তাহ চালাইতে হইবে। ছোটখাট মাছ ছাড়া সকল মাছই জার্ম্মাণদের জন্য বাঁধা আছে। রেস্তোরাঁগুলিতে কাঠবিড়ালী ও কাকের মাংস দেওয়া আরম্ভ হইয়াছে। কয়েক মাস আলু এবং মাংস মোটেই পাওয়া যায় নাই। সুতরাং এ অবস্থায় যে প্যারিসের মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাইবে, ইহা বিস্ময়কর নহে। ১৭ই নভেম্বরের হিসাবে দেখা যায়, প্যারিসের মৃত্যুর হার শতকরা ২১ জন হিসাবে বাড়িয়া গিয়াছে।

ফ্রান্সে এখন জামাকাপড় ক্রয় করা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। বিশেষ খোঁজখবর না করিয়া কাহাকেও জামাকাপড় কিনিবার অনুমতি-পত্র দেওয়া হয় না। সম্প্রতি এক নিয়ম প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে যে, একটি নূতন সুটের বদলে দুইটি পুরান সুট না দিলে নূতন সুট কিনিবার অনুমতি-পত্র দেওয়া হয় না।

বাইনাকুলার, কম্পাস ও রিভলভার

গভর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়া লইবেন

ভারতবর্ষের জনসাধারণের কাছে ইতিপূর্ব্বে এক আবেদন প্রচারিত হইয়াছিল যে, যাঁহাদের কাছে দূরদর্শন যন্ত্র, কম্পাস কিম্বা রিভলভার আছে, তাহা সরকারের কাছে দাখিল কিম্বা বিক্রয় করিতে পারা যাইবে।

যাঁহাদের কাছে উক্ত দ্রব্যসমূহ আছে, তাঁহারা হয় নিকটবর্ত্তী অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করার কারখানায় কিম্বা অর্ডন্যান্স অফিসার অথবা জেলার হেডকোয়ার্টারে জমা দিবেন অথবা নিম্নলিখিত ব্যক্তির রেজেষ্ট্রীযোগে পাঠাইয়া দিবেন :—

দূরদর্শন যন্ত্র ও কম্পাসের পক্ষে—চিফ্ অর্ডন্যান্স অফিসার, আর্সিন্যাল, রাওলপিণ্ডি।

রিভলভারের পক্ষে (উহা ইন্সিওরও করিতে হইবে)—চিফ্ অর্ডন্যান্স অফিসার, আর্সিন্যাল, ফিরোজপুর।

পরীক্ষা করিয়া যদি দেখা যায় যে, মাল উত্তম অবস্থাতেই আছে তবে কাঁচা রসিদ প্রদান করা হইবে। যথাক্রমে রাওলপিণ্ডি ও ফিরোজপুরের অর্ডন্যান্স অফিসার উহাদের কার্য্যকরী পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া মূল্য নিরূপণ করিবেন এবং যাঁহারা নিজ নিজ মাল বিক্রয় করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে জেনারেল ইম্পিরিয়াল সেক্রেটারিয়েটের সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর অব্ কনট্রাক্টস মারফৎ উহা সম্পাদন করিতে হইবে।

আর্ক-রয়েলের শেষ কয় ঘণ্টা

ডুবিবার সময়কার চাক্ষুষ বৃত্তান্ত

(নর্মান স্মিথ লিখিত)

১৩ই নভেম্বর বৈকাল ৩-৪০ মিনিটের সময় "আর্ক-রয়েল" জাহাজের বিরাট ভোজন-কক্ষে বসিয়া আমি চা পান করিতেছিলাম। বৈদ্যুতিক টোষ্টে এক টুকরা রুটি টোষ্ট্ করিয়া তাহাতে মাখন মাখাইয়া কেবলমাত্র মুখে দিয়াছি, এমন সময় একটা প্রচণ্ড শব্দ শুনিয়া চমকাইয়া উঠিলাম।

চকিতে সমস্ত আলো বন্ধ হইয়া গেল। আর্ক রয়েলের ৩ শত গজ লম্বা খোলটা এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিল, সমুদ্রের মধ্যে বড়ো হাওয়ার দাপটে জেলে ডিঙির মত বিরাট জাহাজটা পাক খাইতে আরম্ভ করিল। প্লেট, চায়ের পেয়ালা, পিরিচ, চামচ, রুটি সব কিছুই মেঝের উপর ছিটকাইয়া পড়িল।

নিমেষে কমাণ্ডার মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বিদ্যুতের মত দ্রুত দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। এরোপ্লেন উড়িবার ডেকটায় আসিয়া দেখি জাহাজটা ইতিমধ্যেই ডান দিকে কাৎ হইয়া পড়িয়াছে। অনতিবিলম্বেই উদ্ধারার্থ একটি ডেষ্ট্রয়ার শ্রেণীর ব্রিটিশ জাহাজ আসিয়া উপস্থিত হইল।

"বাজাজি" কমাণ্ডার মহাশয় (পে-মাষ্টার কমাণ্ডার) তাঁহার নথিপত্র এবং দুই সুটকেশ ভরা নোট এবং ষ্ট্যাম্প প্রভৃতি লইয়া বাহিরে উপস্থিত হইলেন। একটা দড়িতে আটকাইয়া তাঁহার জিনিষপত্র ডেষ্ট্রয়ারে প্রেরণ করা হইল। কিন্তু বিপদের উপর বিপদ। হাতল খুলিয়া যাওয়ায় একটা সুটকেশ জলে গিয়া ছিটকাইয়া পড়িল।

বাজাজি মহাশয় চীৎকার করিয়া কহিলেন, সুটকেশ উঠাইতে হইবে, যেমন করিয়া হউক উহা উঠাইতেই হইবে। আমরা দড়ি দিয়া বড়শির মত করিয়া সুটকেশটা উঠাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। নাবিকেরা অনেকেই কারণ বুঝিতে পারে নাই। তাহারা মনে করিল হয়ত বাজাজি মহাশয়ের পায়জামা আর শার্টের সন্ধান চলিতেছে। যাহা হউক এইরূপে কতক্ষণ চেষ্টা করিবার পর সুটকেশটা গাঁথিয়া তোলা হইল।

জাহাজের বিড়ালগুলির মধ্যে একটি বেপরোয়াভাবে হাঁটিতে হাঁটিতে আগাইয়া আসিল, আলস্যভরে হাই তুলিল এবং নিশ্চিন্তে সেখানেই শুইয়া পড়িল। কিন্তু একজন নাবিক তাহার শান্তিতে ব্যাঘাত করিল। আস্তে উঠিয়া তাকে ডেষ্ট্রয়ারে পার করিয়া দিল।

এদিকে অন্যান্য ব্রিটিশ যুদ্ধ-জাহাজ জার্ম্মাণ সাবমেরিণটির খোঁজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। কতগুলি এরোপ্লেনও আসিয়া জুটিয়াছে এবং শত্রু সাবমেরিণের অনুসন্ধানে সাহায্য করিতেছে। দু এক সেকেণ্ড পরে পরেই ডেপ্থ্ চার্জ ছোঁড়া হইতেছে। জিব্রাল্টার হইতে ছোটখাট বহু জাহাজ আসিয়া উপস্থিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল। ডেষ্ট্রয়ারের ডেক হইতে দেখিলাম দূরে আর্ক-রয়েলকে ছায়ার মত দেখা যাইতেছে। কয়েক জনের চোখ সজল হইয়া উঠিল।

মধ্য রাত্রে আমরা জিব্রাল্টারে পৌঁছিলাম।

সারা রাত ধরিয়া আর্ক-রয়েলকে বাঁচাইবার চেষ্টা চলিয়াছিল। দারুণ অধ্যবসায় সহকারে জল সেঁচিয়া ফেলা হইলেও শেষ রাত্রের দিকে অথৈ জল জমিয়া গেল। ব্যর্থ চেষ্টা ভাবিয়া নাবিকেরা প্রভাতের পূর্ব্বেই ক্ষান্ত হইল। অতঃপর আরও দুই ঘণ্টা জলের উপর থাকিয়া ক্রমে ক্রমে আর্ক রয়েল সমুদ্রের বক্ষে বিলীন হইয়া গেল। নাৎসী কর্ত্তৃক বহুবার "নিমজ্জিত" বিমান-পোতবাহী জাহাজটি অবশেষে সত্যই ডুবিল।

ভারতীয় সৈন্যগণের বীরত্ব-কাহিনী

(স্যার আর্চিবল্ড ওয়াভেল)

মধ্য-প্রাচ্যে দুই বৎসর জঙ্গী লাট হিসাবে আমার যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, তাহা হইতে বলিতে পারি, মিসরের পশ্চিম মরুভূমি হইতে মার্শাল গ্রাৎসিয়ানীর অভিযানকারী বাহিনী ধ্বংস করিতে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ব্রিটিশ এবং ভারতীয় সৈন্যেরা অসীম বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে। কেরেন বিজয়ে ইহারা যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে, তাহা ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর পক্ষে চিরকালের স্মরণীয় ঘটনা হইয়া থাকিবে।

১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি হইতে আরম্ভ করিয়া মে মাসের মাঝামাঝি এই চার মাসের মধ্যে ৪র্থ এবং ৫ম সংখ্যক ভারতীয় সৈন্যদল দুইটি এরিট্রিয়া এবং আবিসিনিয়ার উত্তরার্দ্ধ সম্পূর্ণ জয় করিতে সমর্থ হয়। ইহা বিশেষ কৃতিত্বের কথা। মাত্র দুই ডিভিশন সৈন্য অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ গোলাগুলীর সাহায্যে এত অল্প সময়ের মধ্যে এইরূপ কঠিন কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারে, তাহা আমরা পূর্ব্বে ভাবিতে পারি নাই।

ইটালীয় পূর্ব্ব-আফ্রিকার যুদ্ধে দুইজন ভারতীয় সেনানীকে ভিক্টোরিয়া ক্রস্ পদক দান করিয়া ভারতসম্রাট এই বীরত্বের যোগ্য মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। ইহাদের একজন লেফটেনেণ্ট ভগৎ ও অপর জন পরলোকগত সুবাদার রাছপাল সিং। শিক্ষিত ভারতীয় যুবকেরা রণক্ষেত্রে কিরূপ যোগ্যতা দেখাইতে পারে, লেফটেনেণ্ট ভগৎ তাহার নিদর্শন।

ব্রিটিশ পক্ষের অধিকাংশ সৈন্যই যখন গ্রীসে প্রেরিত হইয়াছিল, তখন মেচিলিতে পুরা দুইদিন ধরিয়া ভারতীয় মোটর ব্রিগেডের সৈন্যেরা শত্রুপক্ষকে যেরূপভাবে বাধা দিতে সমর্থ হয়, তাহা সাহস এবং দৃঢ়তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অধিক সংখ্যক ট্যাঙ্ক ও কামানাদি দ্বারা সশস্ত্র শত্রু বাহিনী কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইলেও ইহাদের অধিকাংশই শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই ব্রিগেডের অষ্টাদশ দলটি পাঁচ মাসেরও অধিক কাল ধরিয়া তব্রুক রক্ষায় সাহায্য করিয়াছে। সম্প্রতি এই দলটিকে অন্যত্র সরাইয়া লওয়া হইয়াছে।

কয়েকজন যন্ত্র-বিশেষজ্ঞ ছাড়া অন্য কোনও ভারতীয় সৈন্যকেই গ্রীসের যুদ্ধে অথবা ক্রীট রক্ষায় নিযুক্ত করা হয় নাই। তবে এই সময়ে তাহারা ভারত রক্ষার পক্ষে একটি অতি প্রয়োজনীয় ঘাঁটি ইরাকের যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিল।

এপ্রিলের মধ্যভাগে ইরাকে রশীদ আলীর উৎপাতের সময় একটি ভারতীয় ব্রিগেডকে বসরায় প্রেরণ করা হয় এবং ঐ মাসেরই শেষের দিকে আরেকটি ব্রিগেডকে আনা হয়। একদল গুর্খা সৈন্যকে বসরা হইতে বিমানযোগে হাব্বানিয়া অঞ্চলে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। সেইখানে ইহারা হাব্বানিয়ার বিমান ঘাঁটি রক্ষায় বিশেষ সাহায্য করে। অবশিষ্ট ভারতীয় সৈন্যেরা ইরাকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া শৃঙ্খলা স্থাপনে সাহায্য করে।

সিরিয়ার যুদ্ধে ৪র্থ ভারতীয় ডিভিশনের একটি ব্রিগেড বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। প্রকৃতপক্ষে ইহাদের আক্রমণের ফলেই দামাস্কাস অধিকার করা সম্ভব হইয়াছিল। দামাস্কাসের পতনের ফলেই যে সিরিয়ার যুদ্ধ শীঘ্র শেষ হইতে পারিয়াছে, এ বিষয়ে বিতর্ক নাই। মেজি নামক স্থানে শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্ক আক্রমণ ও গোলাবর্ষণের ফলে ইহাদের মধ্যে বহুলোক হতাহত হয়, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহারা অন্য কোনও সৈন্যদলের সাহায্য ব্যতিরেকেই দামাস্কাস জয় করিয়া বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দেয়। ইহাদের মধ্যে অনেকে ভিসি সরকারের হস্তে বন্দী হয়, কিন্তু যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরের পরেই ইহারা মুক্তি লাভ করিয়াছে।

[২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

যুদ্ধে ভারতীয় জিনিষ সরবরাহ

ইষ্টার্ণ গ্রুপভুক্ত দেশগুলি হইতে প্রাপ্ত অর্ডার

ইষ্টার্ণ গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি গত অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষে সুতী সার্ট, খাকী হাফপ্যাণ্ট, প্যাণ্ট, খাকী ড্রিল বস্ত্র, তুলার সুতায় প্রস্তুত শার্ট, সবুজ রঙ্গা ড্রিলের কোট, খাকী জাল-কাপড়, খাকী পাজামা, টুইল, ডোরা কাটা ফ্লানেল, সবুজ ও সাদা রঙের মশারি, সুতী মোজা, বিছানার চাদর ও টেবিলের চাদর, তোয়ালে, মশারির কাপড় প্রভৃতি বস্ত্র ক্রয়ের অর্ডার দিয়াছে। ইহা ছাড়া বনাত ক্লথ, বর্ষাতি কাপড়ের ঢাকনি, দ্রব্য বহন করিবার জন্য "হ্যাভার থলে" লোহ-জাল, তাঁবু, দড়ির সতরঞ্চি, বালু ভরিবার থলে, সেলাই করিবার সুতা প্রভৃতিরও অর্ডার পাওয়া গিয়াছে। অন্যান্য জিনিষের মধ্যে [illegible] ও বুট, জুতার ফিতা, চুলের ব্রাশ, বস্তু [illegible] করিবার জন্য সুতা, আঠা, গ্রিসির তৈল, [illegible] বিভিন্ন প্রকারের বার্ণিশের রং, ধাতুদ্রব্য পরিষ্কারের পালিশ, সিমেণ্ট, টেবিল, তাঁবু খাটাইবার খুঁটি ও অন্যান্য খুঁটিনাটি ও কাঠের দ্রব্যের অর্ডার পাওয়া গিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়া, সিংহল, দক্ষিণ এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি হইতেই বেশী অর্ডার আসিয়াছে।

ইষ্টার্ণ গ্রুপ সরবরাহ কাউন্সিলের মারফতে দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সম্প্রতি সাড়ে চার লক্ষ পাউণ্ড ভারতীয় চা সরবরাহের এক অর্ডার পাওয়া গিয়াছে।

কিছুদিন পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়া সরকারের নিকট হইতে ৫,৮৩,২০০ পাউণ্ড ও ৭,২০,৬৮০ পাউণ্ড সরবরাহের জন্য দুইটি অর্ডার পাওয়া গিয়াছিল। এই অর্ডার দুইটি সরবরাহ করা হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া সরকার আবার ১১,৬১,৬০০ পাউণ্ডের একটি নূতন অর্ডার দিয়াছেন।

[১ম কলমের শেষ]

সর্ব্বশেষে ভারতীয় সৈন্যেরা ইরাণে যে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় সৈন্যেরা সকল ক্ষেত্রেই বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। ইহাদের শিক্ষা, নিয়মানুবর্ত্তিতা, দৈহিক সৌষ্ঠব এবং সাহসিকতা সকলেরই প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। ইহাদের কার্য্যাবলীর দ্বারা মধ্যপ্রাচ্যে ভারতীয় সৈন্যদের সামরিক সুনাম বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট ও ষ্ট্যাম্প

অক্টোবর মাসে বিক্রীর হিসাব

বিগত অক্টোবর মাসে বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় মোট ৩,৭৪,১১৫৲ টাকার ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট এবং ১১,৬৫০৲ টাকার সেভিংস ষ্ট্যাম্প বিক্রয় হইয়াছে। নিম্নে বিভিন্ন জেলার হিসাব স্বতন্ত্রভাবে প্রদত্ত হইল:—

			সার্টিফিকেট।	ষ্ট্যাম্প।
১।	কলিকাতা	..	২,২৫,৮৯৫৲	৬,৫৩১৲
২।	হাওড়া	..	১৪,৭৭৫৲	৫১০৸৶
৩।	হুগলী	..	১,৮০০৲	১১৫৲
৪।	বর্দ্ধমান	..	১৩,২৪০৲	৩৭৪৸৶
৫।	রাজসাহী	..	১,৫১০৲	১২৪৲
৬।	পাবনা	..	৩১০৲	৪৭৷৷৹
৭।	ফরিদপুর	..	১,৪৭৫৲	১,৩৫৪৸৶
৮।	ত্রিপুরা	..	১,২১০৲	১৬১৲
৯।	নোয়াখালী	..	..	৬৷৹
১০।	মেদিনীপুর	..	২,১৬০৲	১৭৲
১১।	বাঁকুড়া	..	৫৫৲	৬৲
১২।	মালদহ	..	১,১৬০৲	৩৫৸৶
১৩।	খুলনা	..	১,০৬০৲	৭৬৲
১৪।	বাখরগঞ্জ	..	২২,১৭৫৲	৪৮৲
১৫।	২৪ পরগণা	..	৫,৪৭৫৲	৫১৮৷৷৹
১৬।	ঢাকা	..	৬,৬৪৫৲	১০০৷৷৹
১৭।	বগুড়া	..	১,৬৪৫৲	২৪৷৷৹
১৮।	দিনাজপুর	..	১৬০৲	৪১৷৹
১৯।	রংপুর	..	৫৩,৬৪৫৲	১৫৫৷৹
২০।	ময়মনসিংহ	..	৭,৫৭৫৲	৭৪৸৶
২১।	চট্টগ্রাম	..	৪,৫৫৫৲	১৪৭৸৶
২২।	পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম		..	২৲
২৩।	বীরভূম	..	১৫৫৲	৬৷৹
২৪।	যশোহর	..	৪,২৬৫৲	২৫৸৶
২৫।	মুর্শিদাবাদ	..	১৫৲	১৫৷৹
২৬।	নদীয়া	..	৫৬৫৲	৭৭৲
২৭।	জলপাইগুড়ি	..	১,৩৩০৲	৪১৩৸৶
২৮।	দার্জিলিং	..	২,১৪৫৲	৪৪৭৲
	মোট	..	৩,৭৪,১১৫৲	১১,৬৫০৲

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকার স্যার মোহাম্মদ আজিজুল হক লণ্ডনে ভারতের হাই-কমিশনার পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

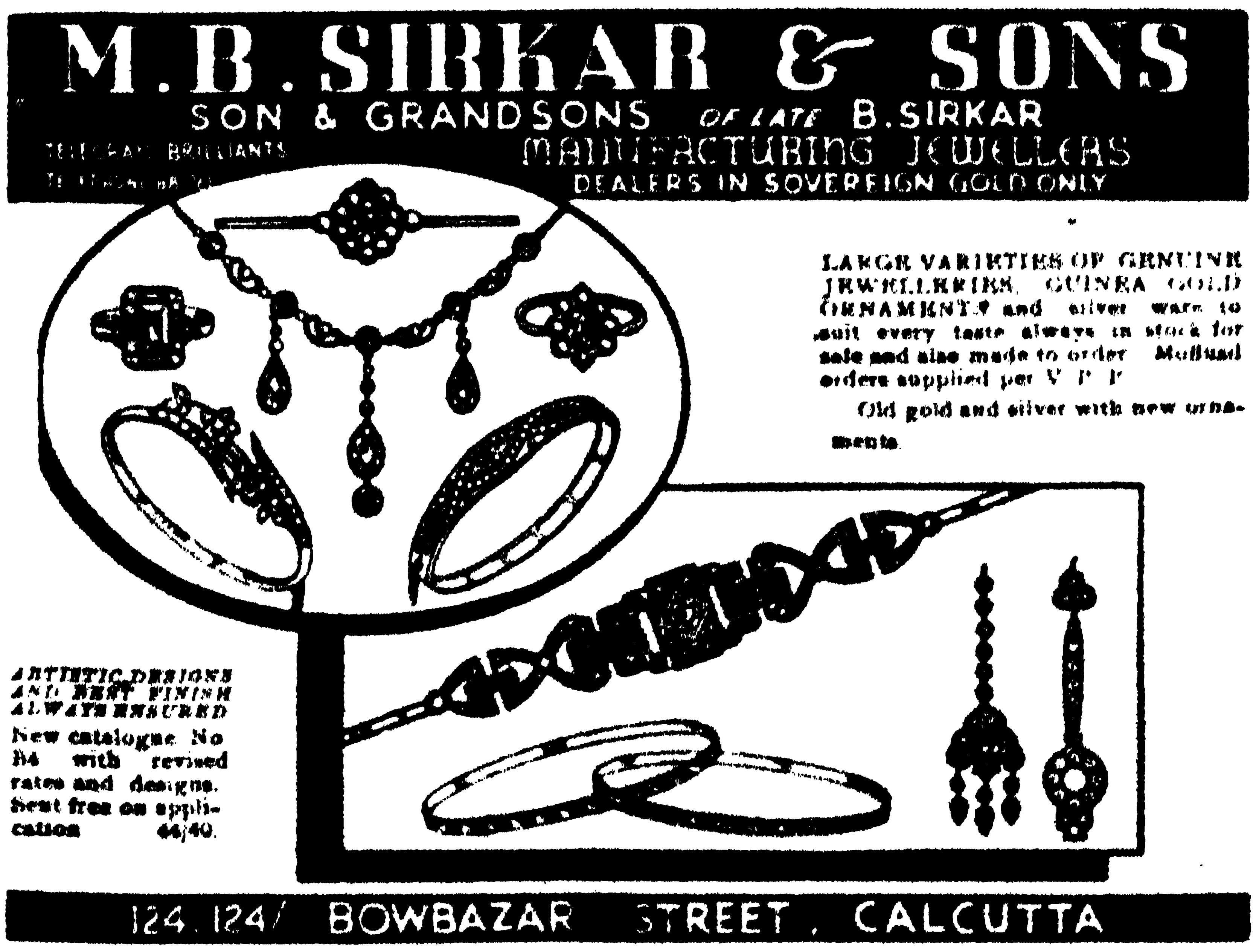

"আগমার্ক" বিশিষ্ট দ্রব্যাদির দোকান

মার্কেটিং অফিসারের বিবৃতি

আগমার্কাযুক্ত দ্রব্যাদি অর্থাৎ যে সমুদয় দ্রব্য ১৯৩৭ সনের কৃষিজাত পণ্য আইনের নিয়মানুসারী চিহ্নিত ও শ্রেণীবিভক্ত করা হয়, সেগুলির শ্রেষ্ঠত্ব ঐ সব পণ্য ব্যবহারকারিগণ অনেকদিন যাবত উপলব্ধি করিয়া আসিয়াছেন। বাঙলা দেশে ঘি, আটা, ডিম ও সরিষার তৈল শ্রেণীবিভক্ত করিয়া চিহ্নিত করা হয় এবং সেগুলি কলিকাতা শহর ও এই প্রদেশের প্রধান প্রধান মফঃস্বল শহরে পাইকারী ব্যবসায়ীদের দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে। দিন দিন এই সমুদয় দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং শ্রেণীবিভক্ত দ্রব্যের আরও প্রচার উদ্দেশ্যে ভারত গভর্ণমেণ্টের কৃষিজাত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় পরামর্শদাতা একটি পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন; তাহাতে খুচরা ব্যবসায়ীরাও অনুমোদিত "আগমার্ক" হল বা পণ্য-বীথিতে ঐ সমুদয় দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে পারিবে। ক্রেতাগণ যাহাতে সহজে এই সব দ্রব্য পাইতে পারে, তজ্জন্যই এই ব্যবস্থা করা হইবে। এই সব দ্রব্যের নিশ্চিত অকৃত্রিমতার জন্য ইহা লোকের নিকট আদরণীয়। বিক্রেতারাও বিজ্ঞাপন বিতরণ বা ক্রেতা সংগ্রহের চেষ্টা না করিয়াও অধিক মূল্য পাইয়া থাকে। মনে হয় যে, কলিকাতার মত শহরে আগমার্ক পণ্য-বীথি বেশ লোকপ্রিয় হইবে। অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতা স্বরূপে লিপিভুক্ত হওয়ার জন্য দরখাস্তের ফরমের জন্য কিম্বা এই বিষয়ে আরও সংবাদের জন্য ব্যবসায়িগণ ৮নং লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা, ঠিকানায় বাঙলা দেশের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসারের নিকট পত্র লিখিতে পারেন। (প্রেস-নোট)

ঋণ-সালিসী বোর্ডের স্পেশাল অফিসারদল

দমদমে ট্রেনিং সমাপ্ত

গভর্ণমেণ্ট সম্প্রতি ঋণ-সালিসী বোর্ডের ৩০ জন স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন। এই নব-নিযুক্ত অফিসারগণ প্রেসিডেন্সী বিভাগের ঋণ-সালিসীর ডেপুটি ডিরেক্টর মিঃ সি, সি, সেনের তত্ত্বাবধানে দমদম কো-অপারেটিভ ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে ট্রেনিং লাভ করিয়াছেন। পুঁথিগত বক্তৃতা ব্যতীত এই সকল যুবক অফিসারগণকে বিভিন্ন দলে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে অবস্থিত ঋণ-সালিসী বোর্ডগুলি পরিদর্শন করিতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এই অফিসারগণের নিজ নিজ কর্মস্থলে চলিয়া যাওয়ার পূর্বে গত ৭ই নভেম্বর মাননীয় মিঃ মুকুন্দ বিহারী মল্লিক সেক্রেটারী মিঃ বি, সরকার, আই, সি, এস, সমভিব্যাহারে উপরোক্ত কো-অপারেটিভ ট্রেনিং ইন্সটিটিউটে উপস্থিত হইয়া নব-নিযুক্ত অফিসারগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। মাননীয় মন্ত্রীর চিত্তাকর্ষক বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত হইয়া শিক্ষার্থীন অফিসার দল তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

কো-অপারেটিভ ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের ভারপ্রাপ্ত অফিসার খান সাহেব জয়নাল আবেদীন এই সম্পর্কে সকল ব্যাপারের সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বাজে পাট হইতে কলিকাতায় একপ্রকার ছিপি প্রস্তুত হইতেছে। ইহা কর্কের (ছিপির) পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। চিকিৎসা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ এবং প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ইহার নমুনা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। আশা করা যায় ইহার বহুল প্রচার হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষকদের অপূর্ব সুযোগ

শিক্ষক মহোদয়গণ নিজ নিজ পুস্তক নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে একবার আমাদের প্রকাশিত পুস্তকগুলির কথা স্মরণ করুন। শিক্ষা-জগতে সব কয়টি জ্যোতিষ্কই আমাদের পুস্তকগুলির রচয়িতা। শিক্ষক মহোদয়গণ আমাদের পুস্তক নির্ব্বাচন করিয়া সরাসরি আমাদের দোকানে অর্ডার দিলে অর্ডারি পুস্তকের সহিত শিক্ষকগণের প্রাপ্য কমিশন ও নির্ব্বাচিত পুস্তকগুলির নমুনা কপি পাঠাইব।

বিনীত—ম্যানেজার,
ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড্ পাবলিসিং কোং লিমিটেড,
৮ সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রন্থকারদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :—

(১) "শিশু-গণিতের" গ্রন্থকার অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, এম-এ, বি-এল, বাংলার একজন কৃতী সন্তান। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা রিপণ কলেজের ভূতপূর্ব্ব গণিতের অধ্যাপক ও বর্ত্তমানে রংপুর কারমাইকাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। তাঁহার রচিত সহজগণিত, পাটীগণিত শিক্ষকদের দ্বারা প্রশংসিত ও সমাদৃত হইয়াছে।

(২) "ছোটদের পড়ার" গ্রন্থকার অধ্যাপক শ্রীঅনাথ নাথ বসু, এম-এ (লণ্ডন), টি-ডি (লণ্ডন), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, টি, কলেজের অধ্যক্ষ। তিনি তাঁহার জীবনের সমস্ত সময় শিক্ষার উন্নতিকল্পে নিয়োগ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি বাংলাদেশের শিশু শিক্ষার উন্নতির জন্য শিশুদের উপযোগী পুস্তকের একান্ত অভাব মোচন করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকজন সহযোগীর সহযোগিতায় পুস্তক রচনা করিতেছেন।

(৩) "ছোটদের ধর্ম্ম-কর্ম্মের" রচয়িতা অধ্যাপক শ্রীঅশোক নাথ শাস্ত্রী, এম-এ, পি-আর-এস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। তিনি সমস্ত পরীক্ষা কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারসিপ্ ও বহু স্বর্ণ পদক লাভ করিয়াছেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। দেশগৌরব শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসুর কুলপুরোহিত। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। ধর্ম্ম বিষয়ে পুস্তক লেখার অধিকার যে একমাত্র অশোক বাবুরই আছে তাহা সুধীজন মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

ইহা ছাড়া আমাদের "প্রাথমিক সাহিত্যের" রচয়িতা অধ্যাপক শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগচী, এম-এ (স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত)। তিনি ময়মনসিংহ ও রাজসাহী কলেজের ভূতপূর্ব্ব বাংলার অধ্যাপক। বর্ত্তমানে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলার অধ্যাপক। তাঁহার রচিত পুস্তকের সহিত বহু শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পরিচয় আছে।

আমাদের প্রত্যেক গ্রন্থকারই শিক্ষা-জগতে সুপরিচিত। বিজয় বাবু, জ্যোতিষ বাবু, নির্ম্মল বাবু, প্রিয়রঞ্জন সেন প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া অধ্যাপনার কাজে ব্রতী আছেন।

আমাদের প্রকাশিত প্রাইমারী পুস্তকাবলী

শিশু শ্রেণীর জন্য

১। আমার বই—অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু, এম-এ (লণ্ডন) টি ডি (লণ্ডন) .. ৵১০
২। নূতন বাংলাপাঠ—শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, এম-এ .. ৶০
৩। শিশুবোধ বাংলাপাঠ—শ্রীঅজিতকুমার বসু, বি-এ .. ৴৫

প্রথম শ্রেণীর জন্য

১। ছোটদের পড়া—অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু, এম-এ (লণ্ডন), টি ডি (লণ্ডন) .. ৶০
২। শিশু-গণিত (১ম ভাগ)—অধ্যাপক শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, এম-এ, বি-এল (বহু স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত) .. ।০
৩। অঙ্কের বই (১ম ভাগ)—শ্রীশরৎচন্দ্র দত্ত, বি-এস সি .. ।০
৪। হাতের লেখা (১ম ভাগ)—শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এ .. ৵১০
৫। হাতের লেখা (১ম ভাগ)—শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, এম-এ .. ৵১০

দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য

১। প্রাথমিক সাহিত্য (১ম ভাগ)—অধ্যাপক শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগচী, এম-এ (স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত) .. ।৵১০
২। পড়ার বই দুই—জ্যোতিষচন্দ্র রায়, বি-এ ।৴০
৩। সুকুমার সাহিত্য (২য় ভাগ)—মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন .. ।৵১০
৪। শিশু-গণিত (২য় ভাগ)—অধ্যাপক শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, এম-এ, বি-এল (বহু স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত) .. ।৴০
৫। অঙ্কের বই দুই—শ্রীশরৎচন্দ্র দত্ত, বি-এস-সি ।৴০
৬। কোরাণ ও [illegible] শিক্ষা—মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন .. ।০
৭। হাতের লেখা (২য় ভাগ)—শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এ .. ৵১০
৮। হাতের লেখা (২য় ভাগ)—শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, এম-এ .. ৵১০
৯। **My Spelling Book**—Bijoykumar Bhattacharjee, M. A. .. ৶০

তৃতীয় শ্রেণীর জন্য

১। পড়ার বই (তিন)—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায় ।।০
২। শিশু-গণিত (৩য় ৪র্থ ভাগ)—শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, এম-এ, বি-এল (বহু স্বর্ণ পদক) .. ।।০
৩। অঙ্কের বই (৩য়, ৪র্থ ভাগ)—শ্রীশরৎচন্দ্র দত্ত, বি এস-সি .. ।।০
৪। দেশ-বিদেশ—অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু এম-এস-সি (স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত) .. ।৶০
৫। বিজ্ঞান-বিকাশ—অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম-এস-সি .. ।৴০
৬। শিশু-শিক্ষা—মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন ।৴০
৭। ছোটদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম—অধ্যাপক শ্রীঅশোক-নাথ শাস্ত্রী, এম-এ, পি-আর-এস ।০
৮। বর্ণ-কার্য্যে হাতে খড়ি—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাভূষণ .. .. ।০
৯। দর্শ (৩য়, ৪র্থ)—শ্রীরামপতি মুখোপাধ্যায়, এম-এ .. .. ।০
১০। হাতে খড়ি (৩য় ভাগ)—শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এ .. ৶০
১১। হাতের লেখা (৩য় ভাগ)—শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, এম-এ .. ৶০
১২। **Golden Primer**—by Prof. P. C. Banerjee, M. A. & R. N. Kar, B. A. ৶১০
১৩। প্রাথমিক ব্যাকরণ—শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, এম-এ .. ।০
১৪। **New Primary Word Book**—J. M. Ganguly, B. A. .. ।০

চতুর্থ শ্রেণীর জন্য

১। পড়ার বই (চার)—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায়, বি-এ, ... ।।৶০
২। নূতন বই (৪র্থ ভাগ)—অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল .. .. ।।৶০
৩। সুকুমার সাহিত্য (৪র্থ ভাগ)—মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন .. .. ।।৶০
৪। শিশু-গণিত (৩য়, ৪র্থ ভাগ)—অধ্যাপক শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, এম্-এ, বি-এল্ .. ।।০
৫। অঙ্কের বই (৩য়, ৪র্থ ভাগ)—শ্রীশরৎচন্দ্র দত্ত, বি-এস্-সি .. .. ।।০
৬। দেশ-বিদেশ—অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, এম্-এস্-সি .. .. ।৶০
৭। বিজ্ঞান-বিকাশ—অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, এম্-এস্-সি, ... ।৴০
৮। শিশু-শিক্ষা—মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন .. .. ।৴০
৯। ছোটদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম—অধ্যাপক শ্রীঅশোক-নাথ শাস্ত্রী, এম্-এ, পি-আর-এস্ .. ।০
১০ বর্ণ-কার্য্যে হাতে খড়ি—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাভূষণ .. .. ।০
১১। দর্শ (৩য়, ৪র্থ)—শ্রীরামপতি মুখোপাধ্যায়, এম্-এ .. .. ।০
১২। হাতে খড়ি (৪র্থ ভাগ)—শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এ ৶০
১৩। হাতের লেখা (৪র্থ ভাগ)—শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, এম্-এ ৶০
১৪। **New Reader**—by Prof. S. C. Mukherjee, M.A. .. ।৴০
১৫। **English Reader II**—by Prof. Priyaranjan Sen, M.A., P.R.S. ।৴০

কলিকাতা পুলিশের বার্ষিক প্যারেড

মাননীয় খাজা স্যার নাজিমুদ্দীনের বক্তৃতা

বিগত ২৪শে নভেম্বর তারিখে কলিকাতা পুলিশের বার্ষিক প্যারেড অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর প্যারেড পরিদর্শন করিয়া পারিতোষিক ও মেডেলাদি বিতরণ করিয়াছিলেন। প্যারেডে কলিকাতা পুলিশের সকল বিভাগের কর্মচারিবর্গ, স্পেশাল কনষ্টেবল দল ও নগররক্ষী-বাহিনীর লোকেরা যোগদান করিয়াছিল। মাননীয় খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন প্যারেডে সমবেত কর্মীদিগকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নোক্ত বক্তৃতা প্রদান করেন :—

"অতি সঙ্কটসঙ্কুল সময়ে আমরা আজ এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। ইউরোপ মহাদেশের অধিকাংশ দেশই আজ দানব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে এবং বীর বিক্রমে বাধা দান সত্ত্বেও রুশীয়ার বহু অঞ্চল আজ শত্রুর কবলগত হইয়াছে। বহু প্রতিশ্রুতি ও সন্ধিসর্ত এ-যাবত ভঙ্গ করা হইয়াছে এবং যে সব দেশে সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া শান্তি বিরাজ করিতেছিল, সেসব দেশে বর্ব্বর দানবীয় লীলার অবাধ অনুষ্ঠান চলিয়াছে। এ-যাবত এই প্রদেশ যুদ্ধের বিভীষিকা হইতে দূরে থাকার সুযোগ পাইয়াছে, কিন্তু কখন যে বিপদ আরম্ভ হইবে—কেহই তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। যেসব সাহসী সৈনিকের প্রচেষ্টায় যুদ্ধ এ-পর্য্যন্তও এদেশের কাছে আসিতে পারে নাই, এই বক্তৃতার প্রারম্ভেই তাহাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমি প্রয়োজন মনে করি।

বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে আমাদের দেশ রক্ষার দায়িত্ব যেমন সেনাদলের, তেমনি দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব রহিয়াছে পুলিস বাহিনীর। কলিকাতা পুলিশের অফিসার ও কর্মীদল এবং নগররক্ষী-বাহিনীর কর্মীদের কার্য্যের উপরই প্রকৃতপক্ষে এই নগরীর আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা নির্ভর করিতেছে এবং এরূপ শান্তি-শৃঙ্খলা ব্যতীত ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি, জাতিগঠনমূলক পরিকল্পনার সাফল্য বা কোন আদর্শের বাস্তব বিকাশ সম্ভবপর নহে। প্রকৃতপক্ষে বলা চলে—পুলিশ বাহিনীর অস্তিত্ব না থাকিলে এই প্রদেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বিপন্ন হইয়া পড়িবে।

এহেন দায়িত্বপালন শান্তির সময়েই খুব কঠিন ব্যাপার; যুদ্ধের দিনে ইহা যে আরো কঠোরতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। আলোক-নিয়ন্ত্রণ আদেশ যাহাতে কার্য্যকরী হয়, যাহাতে পেট্রল-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চলে এই সব ব্যাপারে আপনাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইতেছে। বিমান-আক্রমণ-সতর্কতা বাহিনী আপনাদের প্রচেষ্টায় গড়িয়া উঠিয়াছে এবং যাহাতে এই প্রতিষ্ঠানের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়, এজন্য আপনাদিগকে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শহরের বিশিষ্ট বিশিষ্ট এলাকা ও প্রয়োজনীয় কলকারখানা পাহারা দেওয়ার কাজ, অন্ধকারাচ্ছন্ন রাস্তাঘাট প্রহরা দেওয়া প্রভৃতি কাজও আপনাদিগকে করিতে হইতেছে। যুদ্ধের ফলে এখানে যেসব লোক বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে বা বাহির হইতে যাহারা আশ্রয়ের জন্য এখানে আসিতেছে—এমন সব লোকের সুব্যবস্থার ভারও আপনাদেরই উপর। আমি আনন্দের সঙ্গে বলিতেছি যে, অবশ্য কাজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কতক লোকও আপনাদের মধ্যে বাড়ান হইয়াছে। কিন্তু ইহাও না বলিয়া পারা যায় না যে, নূতন লোককে ট্রেনিং দিতে যে কয়েককাল সময় লাগে, এই সময়ে কর্ম্মরত পুরাণো কর্মীদিগকে নূতন লোকের ট্রেনিং দানের ব্যাপারে অতিরিক্ত সময় খাটিতে হয়। সুতরাং আমি বুঝিতে পারিতেছি—যুদ্ধের জন্য আপনাদের কাজ কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আমি ও আমার সহকর্মিগণ প্রকৃতই আপনাদের কর্ম্মশক্তির মূল্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি।

যুদ্ধের ফলে যে নূতন কর্ত্তব্যের সম্মুখীন আপনারা হইয়াছেন, সেই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে যাইয়া আপনারা সিভিকগার্ড ও এ-আর-পি কর্মীদের সহিত যে প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাও প্রকৃতই প্রশংসার্হ।

সিভিক-গার্ড বাহিনী

যদিও সিভিক-গার্ড প্রতিষ্ঠান নূতন গঠিত হইয়াছে, তথাপি ইহার কর্মিদল ইতিমধ্যেই যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে যথেষ্ট। কারণ, শান্তিকামী জনসাধারণ ও পুলিশের মধ্যে সম্ভবতঃ ইহাই একমাত্র যোগসূত্র। এই প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে আমাদের নাগরিকদের এক বিরাট অংশ পুলিশের গুরু দায়িত্ব ও কঠোর কর্ত্তব্যের বিষয় কতকাংশে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন এবং অপরপক্ষে পুলিশও জনসাধারণের ঘনিষ্ঠতর সংস্পর্শে আসার বেশী সুযোগ পাইবে। এরূপ সম্পর্কের ফল সুদূরপ্রসারী হইতে বাধ্য এবং ইহা দ্বারা যে কেবল শান্তিরক্ষার পথেই সুবিধা হইবে শুধু তাহাই নহে, বরং পুলিশের সঙ্গে জনসাধারণের সহযোগিতার ফলে অশান্তি দমনে যে সাহায্যই করে দেশবাসীর মনে এই নাগরিক কর্ত্তব্যের অনুভূতিও জাগ্রত হইবে।

আমি জানি—মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর সিভিক-গার্ড প্রতিষ্ঠানের কার্য্য সম্পর্কে কতটা আগ্রহশীল। আমি তাঁহাকে এই আশ্বাস দিতে পারি যে, এই ব্যাপারে তিনি আমাদের সকলের সমর্থন লাভ করিবেন। তিনি এই ব্যাপারে আমাদিগকে যে উৎসাহ দিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। যেসব কর্ম্মচারীর প্রচেষ্টায় এই প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান উন্নততর অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাঁহাদিগকেও আমি ধন্যবাদ দিতেছি। সিভিক-গার্ড প্রতিষ্ঠানের অফিসার ও কর্ম্মিগণ স্বেচ্ছায় যে জন-কল্যাণের কাজ গ্রহণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকেও আমি ধন্যবাদ দিতেছি। একমাত্র কলিকাতায় গত ৩ মাস যাবৎ প্রত্যেক দিন রাত্রে বারো শত সিভিক-গার্ড প্রহরার কাজ করিয়া আসিতেছেন।

স্পেশাল কনেষ্টবল

আর একটি ভলান্টিয়ার প্রতিষ্ঠান—যাহা আমাদিগকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছে—তাহা হইতেছে স্পেশাল কনেষ্টবল দল। ইহারাও আজ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছেন। মিঃ ম্যাথজেন, মিঃ কিড্ এবং তাঁহাদের অধীনস্থ অফিসারগণের অধিনায়কত্বে স্পেশাল কনেষ্টবলগণ বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে তাঁহাদের কর্ত্তব্য করিয়া যাইতেছেন। বিশেষভাবে গুরু-অঞ্চলে ইহাদের কার্য্য বিশেষ সাহায্য হইয়াছে। কারণ, ইন্সপেক্টর ও সার্জেন্টগণ যে সময়ে পেট্রল কুপন বিলি করা বা বিদেশীদের উপর লক্ষ্য রাখার কর্ত্তব্যে নিয়োজিত থাকেন, সে-সময়ে এই স্পেশাল কনেষ্টবলগণের কাজ বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়।

নগররক্ষী বাহিনী

কেহই বুঝা যাইতেছে যে, যুদ্ধ এদেশেও বিস্তৃত হইতে পারে, ততই প্রত্যেকে ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, যদি এখানে অগ্নি-প্রজ্বালক বোমা বর্ষিত হয়, তবে কি হইবে। অসংখ্য বস্তি-অঞ্চলপূর্ণ এবং প্রায় ২১ লক্ষ লোকের বাসস্থান এই কলিকাতা নগরীর জন্য এই সমস্যা প্রকৃতই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

কাজেই বলা চলে—আজিকার এই প্যারেডে যে নগররক্ষী-বাহিনীর একটি দল যোগদান করিয়াছে, তাহা খুবই স্বাভাবিক হইয়াছে। এই দলে কলিকাতার বাসিন্দা কতিপয় উৎসাহী আমেরিকানও রহিয়াছেন। নগররক্ষী-বাহিনীর সম্প্রসারণের জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা হইয়াছে এবং কলিকাতার আমেরিকান অধিবাসিগণ একটি নূতন নগরক্ষী গঠনের জন্য যে চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই উদ্দেশ্যে টাউন-হলে যে "ভ্রমাসার" আয়োজন করা হইয়াছিল, বিরাট জনতা তাহাতে যোগদান করাতে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, আমেরিকানদের এই মহৎ প্রচেষ্টা বিশেষভাবে নাগরিকদের সমর্থন লাভ করিয়াছে।

নগররক্ষী-বাহিনীর সম্প্রসারণের কাজ অতি দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। যেরূপ যোগ্যতার সঙ্গে নূতন "রিক্রুটদিগকে" ট্রেনিং দেওয়া হইতেছে এবং যেরূপভাবে নূতন ষ্টেশন-সমূহ স্থাপন করা হইয়াছে, তজ্জন্য মিঃ টাকার ও তাঁহার সহকর্মিগণের প্রশংসা অবশ্যই করিতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহা হইলে কলিকাতার নগররক্ষী-বাহিনী ও তাহার সহকারী প্রতিষ্ঠান-সমূহ নিজেদের কর্ত্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবে।

কলিকাতার পুলিশ-বাহিনীর কর্ম্মদক্ষতা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা সম্বন্ধে আমি বলিতে চাই যে, বর্ত্তমান কমিশনার মহোদয় এই দিক দিয়া বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া আসিতেছেন এবং কোন পুলিশ-কর্ম্মচারীর কোনরূপ দোষত্রুটি দেখিলে তাহার সমুচিত দণ্ড বিধান করিতে তিনি সদাই চেষ্টিত। নাগরিকদের সহিত পুলিশের প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার দিকেও তাঁহার প্রখর দৃষ্টি রহিয়াছে এবং এই ব্যাপারে সিভিক-গার্ডদল বিশেষ সহায়ক হইয়াছে। আমি আশা করি, জন-সাধারণের সহিত পুলিশের সম্পর্ক দিন দিনই আরো অধিকতর প্রীতিপূর্ণ হইতে থাকিবে।

সুদূর-প্রাচ্যের সমস্যা

সুদূর-প্রাচ্যে যে জটিলতর পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে এবং তার ফলে কলিকাতায় বিমান-আক্রমণের সম্ভাবনা সম্পর্কে আমি এক্ষণে আলোচনা করিব। সংবাদপত্র-সমূহে ও বেতারবার্তায় এ সম্পর্কে অনেক কিছু বলা হইতেছে এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই ব্যাপারে জনসাধারণকে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত থাকার জন্য উপদেশ দিতেছেন। আমি নিজেও সম্প্রতি এই প্রদেশের জনগণ বিশেষতঃ কলিকাতার নাগরিকদের দৃষ্টি সম্ভাব্য বিপদের প্রতি আকর্ষণ করিয়াছি। দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে যে, কলিকাতায় যে বিমান-আক্রমণ হইতে পারে, জনসাধারণ তৎসম্পর্কে একেবারেই উদাসীন বলিয়া মনে হইতেছে। একদল এক শ্রেণীর লোক রহিয়াছে—যাহারা মনে করে যে, এই সম্পর্কে কোন সতর্ক-বাণী ঘোষণা করিলে সাধারণের মনে অহেতুক ত্রাসের সঞ্চার হইবে। আমি জানি, এরূপ উদ্ভট মতবাদী লোকই ইংলণ্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে ছিল এবং তাহাদিগকে অবশেষে ঠেকিয়াই শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইয়াছে। আমার মতে—বর্ত্তমানে যে পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে, আমরা যদি পূর্ব্ব হইতে তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে চেষ্টিত না হই, তাহা হইলে বিষম ভুলই করা হইবে।

মাননীয় খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন অতঃপর বিমান-আক্রমণের সম্ভাবনা ও তাহা প্রতিরোধ করিতে হইলে এ-আর-পি প্রতিষ্ঠানে যে আরো বেশীসংখ্যক লোকের যোগদান করা প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে আলোচনা করেন এবং যাহাতে দলে দলে যুবকগণ এ-আর-পি ভলান্টিয়ার দলে যোগদান করে, তজ্জন্য আবেদন জানান।

উপসংহারে স্যার নাজিমুদ্দিন পুলিশ কমিশনার মিঃ ফেয়ারওয়েদারের কর্ম্মদক্ষতা ও যোগ্যতার প্রশংসা করিয়া বক্তৃতা শেষ করেন।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

রুশীয় সৈন্যদের একটি শহর দখল

সোভিয়েট সেনাদল লেনিনগ্রাড-মস্কো রেলওয়ের উপর অবস্থিত মালাভিশেরা শহর হইতে জার্ম্মানদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে। শহরটী নভগোরোড হইতে ৪০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। এইস্থানে জার্ম্মানীর সংখ্যাধিক সৈন্য ক্ষয় হইয়াছে এবং তাহারা পিছনে হটিয়া গিয়াছে।

রুশ সৈন্যদের প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ

২৪শে নভেম্বর সকালে মস্কো রেডিওর এক বিশেষ ঘোষণায় রষ্টোভের পশ্চিম দিকে দক্ষিণ রণাঙ্গনে সোভিয়েট পাল্টা আক্রমণের বিবরণ দেওয়া হয়। তাহাতে গত তিনদিনের সংগ্রামের বিবরণ দিয়া ৬০ কিলোমিটার অগ্রসর হওয়ার দাবী করা হয়।

বৃটিশবাহিনী কর্ত্তৃক ১৫ হাজার ইটালীয়ান বন্দী

বৃটিশ বাহিনী গাম্বুৎ দখল করিয়াছে।

১৫ সহস্র ইটালীয়ানকে বন্দী করিয়া লিবিয়ায় আনয়ন করা হয়। উক্ত ১৫ সহস্র ইটালীয়ানের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যদের ৮ হাজার ইটালীয়ানকে বন্দী করে।

লিবিয়া যুদ্ধ-সম্পর্কিত একটি জার্ম্মান ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বাদ্ধিয়া-সোল্লুম রণাঙ্গনে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে।

বাদ্ধিয়া ও সোল্লামের মধ্যবর্ত্তী পাইপ-লাইন কর্ত্তিত

নিউজিল্যাণ্ড বাহিনী বাদ্ধিয়া এবং সোল্লামের মধ্যবর্ত্তী একটি পাইপ-লাইন কর্ত্তন করিয়াছে। ফলে সীমান্তে শত্রু-সৈন্যের অসুবিধা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

জার্ম্মানদের প্লেনযোগে লিবিয়ায় সৈন্য প্রেরণের চেষ্টা

প্রকাশ, জার্ম্মানগণ গ্রীস ও ইটালি হইতে, এমন কি জার্ম্মানী পর্য্যন্ত হইতে, লিবিয়ার ক্ষেত্রে সৈন্য ও সমরোপকরণ প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেছে। ক্রীট দ্বীপে অবস্থিত বৃটিশের প্লেনগুলির সন্ধান লাভ করিয়া তাহারা এইগুলি ব্যবহার করিতেছে। তবে জার্ম্মানগণ এইভাবে যে খুব বেশী সৈন্য ও সমরোপকরণ, বিশেষতঃ সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ট্যাঙ্ক ও পেট্রল পাঠাইতে পারিবে না, তাহা সহজেই অনুমেয়। বৃটিশ বিমানবহর এ সম্বন্ধে জার্ম্মানদের সকল অসুবিধারই সৃষ্টি করিবে।

একটি অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ, যখন আক্রমণ আরম্ভ হয়, তখন জেনারেল রোমেল ক্রীট দ্বীপে ছিলেন। তাঁহাকে সত্বর প্লেনযোগে লিবিয়ায় ফিরিয়া আসিতে হয়।

রষ্টোভ রণাঙ্গনে সোভিয়েট অগ্রগতি

লালফৌজ দক্ষিণ রণাঙ্গনে প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে বলিয়া ২৬শে নভেম্বর সংবাদপত্রের বিশেষ প্রকাশ। রষ্টোভের নিকট রুমানিয়ান সৈন্যদল প্রতি ঘণ্টায় এক মাইল করিয়া অগ্রসর হইতেছে। ডন নদীতীরে রষ্টোভের পশ্চিমে সোভিয়েট সেনা ৬০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে।

জার্ম্মাণীর দুইটী পদাতিক রেজিমেন্ট ধ্বংস

সরকারী টাস নিউজ এজেন্সীর এক সংবাদে প্রকাশ, লেনিনগ্রাড রণাঙ্গনের একটি সেক্টরে মোট ৩ হাজার সৈনিকসহ ২টী জার্ম্মাণ পদাতিক রেজিমেন্ট সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়াছে।

মস্কো রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনীর সাফল্য

প্রাভদার বিশেষ সমর-সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, মস্কো রণাঙ্গনে সোভিয়েটের অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নতি হইয়াছে। এই রণাঙ্গনের উভয় বাহুর দিকেই লড়াই প্রচণ্ডতর হইয়াছে। ভোলোকোলামস্ক সাব-সেক্টরে লাল-ফৌজ দল দৃঢ়ভাবে ঘাঁটি রক্ষা করিয়া প্রবল পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে।

লিবিয়ায় বৃটিশ বাহিনীর আরো অগ্রগতি

মধ্যপ্রাচ্যের একটি ইস্তাহারে অস্ট্রেলিয়ান অধিকারের সংবাদ ২০শে নভেম্বর ঘোষিত হইয়াছে।

উক্ত ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে যে, তোব্রুক হইতে প্রচণ্ডবেগে ধাবিত হইয়া বৃটিশ বাহিনী ২ হাজার শত্রু-সৈন্যকে বন্দী করে।

সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, ১৮ই নভেম্বর হইতে ২৫শে নভেম্বর মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত ১৯৭টী শত্রুপ্লেন ধ্বংস করা হইয়াছে।

৬০ লক্ষ জার্ম্মাণ সৈন্য হতাহত

সোভিয়েট বেতারে ২৬শে নভেম্বর ঘোষণা করা হইয়াছে যে, রুশ যুদ্ধে জার্ম্মানীর নিহত আহত অথবা বন্দী সৈন্যের সংখ্যা প্রায় ৬০ লক্ষ।

সোভিয়েট ইনফরমেশন ব্যুরোর হিসাবের উল্লেখ করিয়া মস্কো বেতার ঘোষণাকারী বলেন, সোভিয়েটের প্রায় ২১ লক্ষ ২২ হাজার সৈন্য ক্ষয় হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪ লক্ষ ৯০ হাজার নিহত, ১১ লক্ষ আহত ও ৫ লক্ষ ২০ হাজার নিখোঁজ হইয়াছে।

জার্ম্মাণদের ১৫ হাজারের অধিক ট্যাঙ্ক, ১১ হাজার প্লেন ও ১৯ হাজার কামান ধ্বংস হইয়াছে। পক্ষান্তরে সোভিয়েটের ৭ হাজার ৯ শত ট্যাঙ্ক, ৬ হাজার ৪ শত প্লেন ও ১২ হাজার ৯ শত কামান খোয়া গিয়াছে।

মস্কো রণাঙ্গনের পরিস্থিতি

প্রাভদার সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, মস্কো রণাঙ্গনের উত্তর, দক্ষিণ এবং মধ্য সেক্টরে সোভিয়েট সেনাবাহিনী জার্ম্মাণ অভিযান প্রতিহত করিয়া রাখিয়াছে। ক্লীনের দিকে উত্তর-পূর্ব্বে শত্রুপক্ষ কয়েকটি গ্রাম দখল করিতে সমর্থ হয়, এই স্থানে জার্ম্মাণ আক্রমণের গতি পূর্ব্ব দিকে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভোলোকোলামস্ক ও মালোইয়ারোস্লাভেৎসের দিকে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা হয়। প্রতিপক্ষ প্রধান তুলা-মস্কো রোড দখলের চেষ্টা করিলে তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে শত্রুপক্ষের বিপুল ক্ষতি হয়।

আরও দক্ষিণদিকের রণাঙ্গনের অবস্থা সম্বন্ধে প্রাভদার সংবাদদাতা জানান যে, ইয়েপিফানের দিকে পদাতিক ও ট্যাঙ্ক বাহিনীর অতি শক্তিশালী দল আক্রমণে নিয়োজিত করিয়া নাৎসী দল দেড় শত ট্যাঙ্কসহ সোভিয়েট ব্যূহ ভেদ করিতে সক্ষম হয়।

বৃটিশ বাহিনীর আর একটি স্থান দখল

একটি ইস্তাহারে ২৬শে নভেম্বর প্রকাশ করা হইয়াছে যে, বৃটিশ দক্ষিণ-আফ্রিকা বাহিনী ভারতীয় সৈন্যদের সহযোগিতায় "জালো" দখল করিয়াছে।

জানা গিয়াছে যে, লিবিয়া রণাঙ্গনে এখন পর্য্যন্ত প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। উভয় পক্ষেরই প্রভূত ক্ষতি হইতেছে। লিবিয়ায় যুদ্ধ আবার চরম হইয়া উঠিতেছে বলিয়াই মনে হয়। রণাঙ্গনের চেহারায় বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। সিদি রেজেঘের পশ্চিমে বৃটিশ বিমানবহর শত্রুর একটি মোটর-বহরকে জমায়েৎ হইতে দেখে। উহাতে মনে হয় শত্রু-সৈন্য বৃটিশ পরিবেষ্টনী ভেদ করার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। শত্রুর এ-মোটরবহরের উপর বোমাবর্ষণ করা হয়। সোল্লাম এলাকায় জার্ম্মাণ-সৈন্যগণ এখন পর্য্যন্ত পরিবেষ্টনীর মধ্যে আটক রহিয়াছে।

তিনদিক হইতে টুলা পরিবেষ্টিত

টুলা সেক্টরের উত্তর-পূর্ব্বে যুদ্ধ সমান তালে চলিতেছে। এই স্থানে জার্ম্মাণরা উত্তর দিক ব্যতীত অন্যান্য তিন দিক হইতে টুলা ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।

২৭শে নভেম্বর সকালে মস্কো বেতারে বলা হয় যে, নাৎসীরা শতাধিক ট্যাঙ্ক ও ২ শত লরী বোঝাই পদাতিক সৈন্য আমদানী করিয়াছে। এই সকল সেনাদল আরও উত্তরে মস্কোর দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা পশ্চিম দিকে সারপুকোভ-টুলা রোড দখল করিয়া টুলা শহরটি সম্পূর্ণ অবরোধ করার চেষ্টা করিতেছে। টুলা শহরটী ক্রমাগত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া সরাসরি আক্রমণ প্রতিহত করিতে সক্ষম হইয়াছে।

ক্রিমিয়ায় লক্ষাধিক শত্রুসৈন্য নিহত

সেবাস্তোপোলের সর্ব্বশেষ খবরে প্রকাশ, লালফৌজদল ও কৃষ্ণসাগরীয় নৌবহর ঘাঁটি অধিকার করিয়া রহিয়াছে, শত্রুপক্ষ ব্যূহ ভেদ করিতে চেষ্টা করিয়া অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ক্রিমিয়া অভিযানে শত্রুপক্ষ এপর্য্যন্ত সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতি সহ্য করিয়াছে। এখানে তাহাদের লক্ষাধিক সৈন্য খোয়া গিয়াছে।

মস্কো রণাঙ্গনে বিপুল সংগ্রাম

ইজভেস্তিয়ার বিশেষ সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে, জার্ম্মানরা মস্কো রণাঙ্গনে আপনাদের পরিকল্পনা সফল করিবার জন্য যে কোন মূল্য দিতে সঙ্কল্প করিয়াছে। জার্ম্মাণ আক্রমণের একাদশ দিবস অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইহা পরিস্ফুট হইয়াছে। মৃতদেহ ও বিধ্বস্ত ট্যাঙ্কে রণভূমি পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। রুশ গোলন্দাজ বাহিনী ও বোমারুসমূহ সমগ্র জার্ম্মাণ সেনাদল ধ্বংস করিয়াছে। কিন্তু জার্ম্মাণ সেনাপতিগণ এই বলিয়া সৈন্যদিগের উপর মস্কো অভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য চাপ দিতেছেন যে, এরূপ না করিলে তাহারা এই যুদ্ধে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইবে। তাহারা বিপুল ক্ষতি গ্রাহ্য না করিয়া ইউরোপের সকল স্থান এমন কি আফ্রিকা হইতেও সৈন্য আমদানী করিতেছে।

ডিভিবি নিউজ এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ: মস্কো হইতে টাস এজেন্সীর সংবাদে জানিতে পারা গিয়াছে যে, ভলোকোলামস্ক শহর ও নারোফোমিন্স্ক অঞ্চলে জার্ম্মাণ আক্রমণ ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

৬টি জার্ম্মাণ জাহাজ জলমগ্ন

উত্তর রণাঙ্গনে নরওয়ে উপকূলের নিকট পরিভ্রমণের সময় সোভিয়েট সাবমেরিণসমূহ শত্রুপক্ষের একটি তৈলবাহী জাহাজ এবং পাঁচটি সৈন্য ও সমরসম্ভারবাহী জাহাজ ডুবাইয়া দেয়।

রষ্টোভে লালফৌজের সাফল্য

সরকারী টাস এজেন্সীর একটি সংবাদে বলা হইয়াছে যে, গত কয়েকদিন রোষ্টভ এলাকার যুদ্ধে বহুসংখ্যক জার্ম্মাণ সৈন্য পর্য্যুদস্ত হইয়াছে। দশ সহস্র জার্ম্মাণ হতাহত এবং ৫০টির অধিক ট্যাঙ্ক ও ১৩০টি কামান খোয়া গিয়াছে বলিয়া বলা হইয়াছে।

বৃটিশ অভিযানের সাফল্য

২৮শে নভেম্বরের একখানা ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ এবং নিউজিল্যাণ্ডবাহিনী শত্রুপক্ষীয়দের দৃঢ় প্রতিরোধ সত্ত্বেও তোব্রুকের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইতেছে।

লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষীয় মহল বলিয়াছেন যে, লিবিয়া যুদ্ধের অবস্থা উন্নতির পথেই চলিতেছে। জানা গিয়াছে যে, জার্ম্মাণ আক্রমণকারী দল বাদ্ধিয়া হালফায়া এবং সিদি আজেজের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে শত্রুপক্ষীয়দের একটি ক্ষুদ্র সেনাদলের সহিত যোগদান করিতে সক্ষম হইয়াছে।

[৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

কলিকাতায় শ্রমিক-সঙ্ঘ সম্মেলন

মাননীয় মিঃ সোহ্‌রাওয়ার্দ্দীর উদ্বোধন বক্তৃতা

গত ২২শে নভেম্বর মোহাম্মদ আলি পার্কে বাঙলার শ্রমিকসঙ্ঘসমূহের সপ্তম বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে মাননীয় মিঃ এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দ্দী বলেন :—

"সম্মেলনের প্রথমবস্থায় মাত্র অল্প কয়টি ট্রেড ইউনিয়ন ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহাদের প্রেরণা যোগাইবার কেহ ছিলেন না, উপযুক্ত কোন পরিচালক ছিলেন না এবং এই ইউনিয়নগুলিকে কেহ কোন আমলই দিত না। শ্রমিকরাও যে ইহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিত না, এমন নহে। সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সঙ্ঘ একদিকে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী দাওয়ার জন্য একদিকে যেমন সংগ্রাম করিতেছে অপরপক্ষে দেশের ও রাষ্ট্রের শ্রীবৃদ্ধির জন্যও তেমনি মিল-মালিকদের সহিত নিবিড় সহযোগিতা করিতে আসিতেছে।

"আপনাদের শক্তি এত অধিক যে, কেহ এখন আপনাদিগকে অগ্রাহ্য করিতে সাহস পাইবে না। আপনাদের সঙ্ঘগুলি বিশেষ বিধি ব্যবস্থা অনুসারে গঠিত বলিয়া আপনাদের শক্তি অসীম। এইজন্য অনেকে আপনাদের সহিত সহযোগিতা করিতে আগ্রহান্বিত। এই সম্মেলনে ১১৪টি ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ হইতে ৪৯৬ জন প্রতিনিধি উপস্থিত আছেন। উপরোক্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলির মোট সদস্য সংখ্যা ১৩৮,৪[illegible] জন। ইহা বাস্তবিকই একটি গৌরবের বিষয়।

"সততা, আনুগত্য এবং উদ্দেশ্যের দৃঢ়তার জন্য আপনারা শ্রমিক ও মিল মালিকদের বিশ্বাস অর্জন করিতে পারিয়াছেন। মিল মালিকদের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হইলে বিরোধ নিষ্পত্তি ও আপোষ ব্যবস্থার নীতি আপনারা মানিয়া চলিতেছেন বলিয়া গভর্ণমেণ্টও আপনাদের প্রতি সহানুভূতিশীল।

"সমাজের নিকট হইতেও আপনারা শ্রমের যথোপযুক্ত মর্য্যাদা দাবী করিতে পারেন। কারণ জগতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনকার্য্যে আপনারা একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

"মিল মালিকদের নিকটও আপনারা সমানভাবের দাবী করিতে পারেন। দেশের যে উন্নতির মূলে আপনাদের হাত রহিয়াছে, উহার একটা ন্যায্য অংশ ও সুবিচারের দাবী রাষ্ট্রের নিকটও আপনারা ন্যায়তঃ করিতে পারেন।

"নিয়মতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়নগুলি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। আপনাদের বহু শত্রু আছে। আপনাদের ভিতরেও এমন বহু শ্রমিক নেতা আছে, যাহাদের উদ্দেশ্য শুধু আপনাদিগকে শোষণ করা। রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও বহু নেতা আপনাদের মধ্যে ঘুরাফেরা করিয়া থাকে। ইহারা আপনাদের মধ্যে অসন্তোষ জাগাইয়া তুলিতে চায়। তাহাদের প্রদর্শিত পথে আপনারা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারিবেন না।

"মিল মালিকদের মধ্যে যাহারা অবিবেচক, তাহারা শ্রমিকদের শত্রু। তাহারা মনে করে, শ্রমিকদের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করার অধিকার তাহাদের আছে। ইহাদিগকে আমি শুধু এই টুকু জানাইয়া দিতে চাই, তাহারা যদি বিধি-ব্যবস্থানুযায়ী গঠিত শ্রমিক সঙ্ঘগুলি মানিয়া না লন, তাহা হইলে আইন সভার সদস্যগণ বাধ্য হইয়া অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইবেন। বাঙলাদেশকে ট্রেড ইউনিয়নের আবাস ভূমি বলা যাইতে পারে। ভারতের ইহাই সর্ব্ববৃহৎ শ্রমিক কেন্দ্র। বাঙলার সমিতিভুক্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলির সদস্যের সংখ্যাও অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় ইউনিয়নগুলির সদস্যের অনেক বেশী।

তিনি আরও বলেন "ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় আপনারা যেরূপ চমৎকারভাবে হিন্দু-মুসলমান সৌহার্দ্দ্য বৃদ্ধি করিয়াছেন, সেজন্য আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। শ্রমিক জগতে হিন্দু শ্রমিক ও মোস্লেম শ্রমিকের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই; যাহা কিছু সুবিধা হইয়াছে উভয়ের সমানই হইবে। আমি আশা করি আপনারাও এই মত পোষণ করিবেন এবং [illegible] করিবেন কোন কারণে এই সৌহার্দ্দ্য ক্ষুণ্ণ না হয়। সৌভাগ্যবশতঃ কিছু দিন যাবত কলিকাতায় কোন প্রকার অশান্তি ও উৎপাত দেখা যায় নাই। আসুন, আমরা প্রার্থনা করি যেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার অভিশাপ হইতে আমরা সম্পূর্ণ মুক্ত থাকিতে পারি। কিন্তু এরূপ দুর্ভাগ্য যদি আসে এবং ঐরূপ অবস্থার মধ্যে আমরা পড়ি, তাহা হইলে আমি এই নিবেদন করি যে, আপনারা ও আপনাদের সহকর্ম্মী হিন্দু এবং মুসলমানগণ যেন একযোগে কাজ করেন এবং অঙ্কুরেই উহার বিনাশ সাধন করেন।

যুদ্ধ ও শ্রমিকগণ

"আমাদের পক্ষে, বিশেষভাবে শ্রমিকগণের পক্ষে [illegible] বিষয় অতি জরুরী এখন সেই সম্বন্ধে কিছু বলিব। এই যুদ্ধ প্রকৃত শ্রমিকগণের যুদ্ধ। নাৎসীবাদ ও ফ্যাসিষ্টবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা প্রত্যেক [illegible] ইউনিয়নের কর্ত্তব্য। ঐ দুই দানবিক শক্তি শ্রমিক সঙ্ঘসমূহকে ধ্বংস করিয়াছে এবং শ্রমিকদিগকে রাষ্ট্রের দাসে পরিণত করিয়াছে। উহারা শ্রমিক নেতাদিগকে [illegible] আবদ্ধ করিয়াছে, শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে বন্ধ করিয়া দিয়াছে, ব্যক্তিত্বের ধ্বংস সাধন করিয়াছে।

[illegible] গণতন্ত্রের শিক্ষা, সমতার আদর্শ, [illegible] ও ন্যায় উৎকর্ষ হইয়াছিল। জীবনের [illegible] অনুভূত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। [illegible] উদ্দেশ্য এবং মানব সমাজ [illegible] উন্নত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। [illegible] নিক্ষেপ করা হইয়াছে এবং [illegible] ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা [illegible] সমাজকে সর্বাঙ্গসুন্দর, [illegible] করিতে হইবে; কারণ যে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক বা বিশেষ ধর্মাবলম্বী [illegible] জন্য প্রস্তুত। ইহা হইল [illegible] এক-জন নাৎসী সৈনিককে [illegible] তাহারা ৫০ জন নিরীহ ব্যক্তিকে গুলী করিয়া মারিতে পারে, তাহাদের সম্বন্ধে কি বলা যায়। তাহারা মনুষ্যপদবাচ্যের কত দূরে।

শ্রমিকদিগের সংগ্রাম

"সুতরাং এই সমর আমাদের যুদ্ধে পরিণত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা শ্রমিকদিগের যুদ্ধ এবং গণতন্ত্রমূলক দেশসমূহের শ্রমিকগণ ইহা তাহাদের নিজেদের যুদ্ধে পরিণত করিয়াছে। সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যে আমাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টার তুলনা নাই। আমাদের বণিক দল বাণিজ্য জাহাজসমূহ পরিচালনা করে; তাহারা বৃটিশের জীবন-তরী উন্মুক্ত রাখিয়াছে এবং তাহারা চরম স্বার্থত্যাগ করিয়াছে এবং করিতেছে। আমাদের শ্রমিক দল যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও পোষাক-পরিচ্ছদাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে এবং তাহারা আরও প্রস্তুত করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর। প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকগণই দাবী করে যে, তাহাদের আসন উৎপাদনে আপনি পূর্ণ এবং ঐশ্বর্য্যশালী করিতে আরও অধিক নিজের বিকাশ হওয়া উচিত। তাহাতেই দেশের সমগ্র লোকের কর্মতৎপরতা ও কর্মশক্তি নিয়োগ করা সম্ভবপর হইবে। আমরা কোন প্রকার শান্তি কামনা করি না—শ্রমিক দল যদি কোন শান্তি কামনা করে তবে তাহা হইতেছে—'নাৎসিজম' ও 'ফ্যাসিজমের' ধ্বংস।

"সৌভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষ যুদ্ধের ভয়াবহ কোন অভিজ্ঞতা লাভ করে নাই (ধ্বনি—যুদ্ধ আমাদের নিকট হইতে দূরে থাকুক)। যদি ভারতবাসী এই কামনাই করে যে যুদ্ধ তাহাদের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করুক, তবে ভারতের উপকূল হইতে বহুদূরে ভারতকে যুদ্ধ পরিচালনা করিতে হইবে। আজ একদিকে সম্মুখ সীমান্ত অপর দিকে ইরাক, ইরাণ এবং সিরিয়া ভারতবর্ষের সীমান্ত হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের সৈন্যদলকে যতদূর সম্ভব যুদ্ধ সম্পর্কিত দ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়া যুদ্ধ জয়ে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করা তাহাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

"এই যুদ্ধ শ্রমিক জগতের [illegible] প্রমাণ করিয়াছে। ইহা সপ্রমাণ করিয়াছে যে, শ্রমিক দলের পরিপূর্ণ ভাবে অধিকতর সুখময় জীবন-যাপন করিবার অধিকার আছে। রাষ্ট্রের তরফ হইতে তাহাদিগকে আরও সহানুভূতিপূর্ণ ও সদয় দৃষ্টিতে দেখা হউক এবং চিরস্থায়ীভাবে তাহাদের কল্যাণ সাধন করা হউক, সে দাবী তাহারা করিতে পারে। তাহাদের নিয়োগকর্তাদিগের নিকট হইতে তাহারা তাহাদের কার্য্যের ফল হইতে একটি বিশেষ অংশ দাবী করিতে পারে।

নিয়োগকর্তাদিগকে উপদেশ

যে সকল নিয়োগকর্তা এই ধারণা পোষণ করেন যে, কিছু বেতন বৃদ্ধি করিলে শ্রমিকদের দুঃখ দূর হইবে না, তাঁহাদিগের নিকট আমি এই প্রস্তাব করি যে, শ্রমিকদিগের কল্যাণসাধনার্থে বেশ কিছু অর্থ পৃথকভাবে সঞ্চিত রাখা হউক। উহা দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদের শ্রমিকদের সন্তানদের উত্তম ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারেন। এক-কালীন দান এবং পেন্সনের জন্যও অর্থ পৃথক করিয়া রাখা যাইতে পারে। তাহাদের উপকারার্থে [illegible] স্থাপন করা যাইতে পারে। তাহাদিগকে ঋণমুক্ত করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে। তাহারা যাহাতে রোগাক্রান্ত হইলে [illegible] চিকিৎসিত হইতে পারে, সুতরাং হাসপাতাল প্রভৃতির ব্যবস্থা করা উচিত। এতদ্ব্যতীত শ্রমিকদিগের সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও বয়স্ক-দিগের জন্য আমোদ-প্রমোদেরও ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এই সকল ব্যবস্থা অতি সত্বরই অবলম্বন করা যাইতে পারে। আমার মনে হয় শ্রমিকগণ উহা দাবী করিতে পারে এবং আশা করি উহা তাহাদিগকে প্রদত্ত হইবে।

"আপনাদের সম্মেলন সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হউক, ইহাই কামনা করি। আপনারা যে পথ দিয়া চলিতেছেন কণ্টকময় হইলেও তাহা বিপদে পরিপূর্ণ। কিন্তু শ্রমিকদিগের উন্নতির জন্য আপনারা যে পতাকা বাহিয়া চলিয়াছেন, তাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার পূর্ব্বে আপনারা যে দুঃখ, কষ্টসহ্য, স্বার্থত্যাগ ও বিরুদ্ধবাদীদের লাঞ্ছনা ভোগ করিবেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসা-মণ্ডিত হওয়া উচিতই।

মন্ত্রী-সভার পদত্যাগ

গভর্ণর কর্ত্তৃক বিবেচনাধীন

গত ১লা ডিসেম্বর তারিখে বাঙলার মন্ত্রী-মণ্ডলীর সকল সদস্যই গভর্ণর বাহাদুরের নিকট পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিয়াছেন। এই সম্পর্কে নিম্নোক্ত ইস্তাহার গভর্ণমেণ্ট হাউস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে :—

"বাঙলার মন্ত্রিগণ মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের নিকট পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিয়াছেন। পদত্যাগ-পত্রসমূহ গ্রহণ করা হইবে কিনা, গভর্ণর সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত না করা পর্য্যন্ত মন্ত্রিগণ নিজ নিজ দপ্তরের কাজ করিতে থাকিবেন।"

ঢাকা "ফজলুল হক্ মুসলীম হল"

গভর্ণর কর্ত্তৃক ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন

গত ২৫শে নভেম্বর বড়লাটের গভর্ণর বাহাদুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ফজলুল হক মুসলীম হলের" ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে গিয়া তিনি নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান করেন:—

আমি বিশেষ আনন্দের সহিত ফজলুল হক মুসলীম হলের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি এবং আমার বিশ্বাস যে, আপনাদের বার্ষিক উপাধি বিতরণ উৎসবের দিবস এই অনুষ্ঠান হওয়া সমুচিতই হইয়াছে। এই হল কি উদ্দেশ্য সাধন করিবে তাহা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ব্যক্ত করিয়াছেন এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় সমাজবদ্ধ জীবন-যাত্রা প্রণালী প্রচলনের জন্য আর একটি সোপান উন্নীত হওয়ায় আপনারা যে সন্তোষ লাভ করিয়াছেন, আমিও সম্পূর্ণরূপে তাহার অংশ গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু আমি এই ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিতে গিয়া একটি সাবধানবাণী উচ্চারণ করিব। আর্থিক অস্বচ্ছলতার মধ্যে বর্ত্তমানে আমরা বাস করিতেছি। এই সময় নূতন কোন পরিকল্পনা সম্পর্কে বিশেষ সাবধানতা সহকারে অর্থ ব্যয় করিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে একাধিক অনুষ্ঠানে আমি এই অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছি যে, শিক্ষা-ব্যাপার কোন কিছু অপেক্ষা ন্যূন নহে এবং উহার প্রগতি সমসাময়িক দুর্দ্দিন এবং শান্তির অবস্থায় সমভাবে অগ্রসর হইবে। আমার সেই সদিচ্ছাকে বিশেষরূপে চিহ্নিত করিবার নিমিত্তই আমি অদ্য এই ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি। কলিকাতার ইসলামিয়া কলেজের নিমিত্ত বহু পূর্ব্বে—বিগত ১৯১৫ সালে—জমি খরিদ করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৯২৪ সালে লর্ড লিটন উহার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিবার পূর্ব্বে উহার নির্ম্মাণ কার্য্য সুরু করা সম্ভবপর হয় নাই। যাঁহার নামানুসারে এই হলের নামকরণ হইবে, তাঁহার কর্ম্মদক্ষতার উপর ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য বহুলাংশে নির্ভর করে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা দেখিতে তিনি কাহারও অপেক্ষা কম উৎসুক নহেন। সেই অনাগত দিনের অপেক্ষা করিবেন না।

একজন বিখ্যাত মুসলমান নেতার নামানুসারে সলিমুল্লাহ হল স্থাপনের পর হইতে মুসলীম ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির যে বিবরণী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে আমি সাতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি। অবশ্য আমি এই আশাই পোষণ করি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণসঞ্চার কার্য্যে ও শিক্ষা ব্যাপারে ফজলুল হক হলের দান শুধু ছাত্র সংখ্যার দ্বারাই গণনা করা হইবে না। পাশ্চাত্য দেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় রেসিডেন্সিয়াল কলেজ দ্বারাই স্বীয় বৈচিত্র্য ও সম্মান লাভ করিয়াছে এবং তাহাদের ছাত্রসংখ্যা দীর্ঘকাল ধরিয়া "অপরিবর্ত্তিতই রহিয়াছে। আমি এই কামনা করি যে, এই হল এইরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিবে যে, সংখ্যাধিক্য অপেক্ষা গুণই যেন উহার লক্ষ্য হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার উল্লেখ করিয়াছেন যে, একজন বিখ্যাত মুসলমান নেতার নামানুসারে ইহার নামকরণ করা হইয়াছে। ইহার সহিত আমি আর একটি কথা যোগ করিতে চাই যে, বাঙলার সর্ব্বপ্রথম প্রধান-মন্ত্রীর নামানুসারেই ইহার নামকরণ করা হইয়াছে এবং সেই প্রধানমন্ত্রী প্রদেশের সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। এই প্রতিষ্ঠানও অনুরূপভাবে সকল সম্প্রদায়ের চিন্তাধারার নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে এই আশা পোষণ করিয়া আমি ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতেছি।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

শত্রুপক্ষের বার্দিয়া ত্যাগ

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ যে, শত্রুবাহিনী বার্দিয়া ত্যাগ করিয়া গিয়াছে এবং বৃটিশ বাহিনী শহরের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত প্রতিরোধকারী বাহিনীকে অপসারণের চেষ্টায় নিযুক্ত রহিয়াছে।

তোব্রুকে নূতন সৈন্য আমদানী

বৃটিশ নৌবহর চক্রশক্তির মরু অঞ্চলে স্থিত সেনাবাহিনীর চোখের সামনেই সমগ্র তোব্রুকের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া নূতন সেনা আমদানী করিয়াছে। শত শত মাইল ব্যাপী মরুভূমি জুড়িয়া যখন সংঘর্ষ চলিতেছে এবং ঊর্দ্ধে আকাশে যখন চক্রশক্তির বোমারু বিমানসমূহ হানা দিয়া বেড়াইতেছে, তখনই বৃটিশ স্থল, নৌ এবং বিমান বাহিনীর পারস্পরিক সহযোগিতায় এই বিরাট কার্য্য সাধিত হইয়াছে।

আবিসিনিয়ায় ইটালীয় ঘাঁটির আত্ম-সমর্পণ

রোমের এক ইস্তাহারে স্বীকার করা হইয়াছে যে, ২৭শে নভেম্বর বেলা দুইটার সময় গোণ্ডার আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

বৃটিশ বাহিনীর দখলে আর একটি স্থান

একটি ইস্তাহারে ২৯শে নভেম্বর বলা হইয়াছে যে, তোব্রুকের দক্ষিণ-পূর্ব্ব এলাকায় প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিয়াছিল। পূর্ব্ব দিকে বৃটিশ সৈন্যগণ বীর এল-হামিদের উত্তরে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে এবং কয়েক শত ইটালীয় সেনা বন্দী করে।

জার্ম্মাণগণ কর্ত্তৃক ভলোকোলামস্ক দখলের দাবী

জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সী দাবী করিয়াছে যে, জার্ম্মাণরা ভলোকোলামস্ক অধিকার করিয়াছে।

কালিনিনে রুশ অগ্রগতি

মস্কো বেতারে বলা হয় যে, কালিনিন অঞ্চলে সোভিয়েট বাহিনী অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। একটি পদাতিক বাহিনীর আক্রমণের ফলে ৮টি বসতি অঞ্চল হইতে জার্ম্মাণরা বিতাড়িত হইয়াছে। যুদ্ধ প্রচণ্ড হইতে প্রচণ্ডতর হইতেছে।

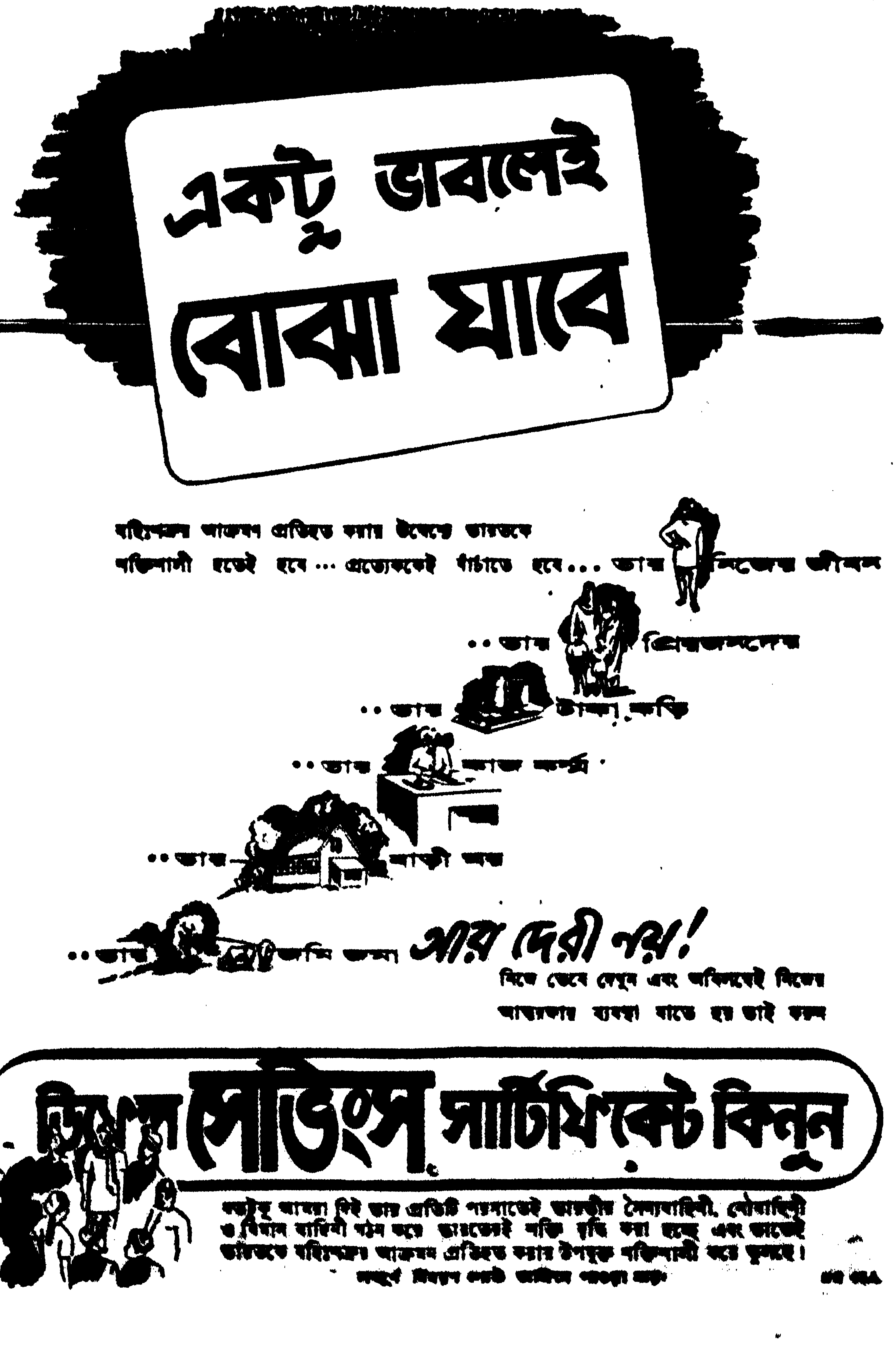

পিরোজপুরে বিভাগীয় কমিশনারের সফর

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় এক হাজার টাকার থলি প্রদান

ঢাকা বিভাগের কমিশনার মিঃ জে, আর, ব্লেয়ার, সি, আই, ই, আই, সি, এস, মহোদয় দুই দিবসের কর্মোপলক্ষে গত ১৭ই নভেম্বর তারিখে পিরোজপুরে গমন করেন। উক্ত দিবস প্রাতঃকালে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সাদাৎ হোসেন চৌধুরী, অন্যান্য স্থানীয় সরকারী কর্মচারিগণ ও সহরের কতিপয় বিশিষ্ট বেসরকারী ভদ্রমহোদয় ঘাটে উপস্থিত থাকিয়া অবতরণ কালীন তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন। অতঃপর তিনি নেতৃস্থানীয় বেসরকারী ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও স্থানীয় কয়েকটী প্রতিষ্ঠান ও মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অফিস পরিদর্শন করেন।

উক্ত দিবস অপরাহ্নে স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ হইতে একটী সম্মেলনে তাঁহাকে আপ্যায়িত করা হয়। মিসেস ব্লেয়ার মহোদয়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন। জনসাধারণের পক্ষ হইতে খান বাহাদুর সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল, এম, এল, এ, মিসেস ব্লেয়ার ও কমিশনার মহোদয় যে কষ্ট স্বীকার করিয়া যোগদান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এই প্রসঙ্গে তিনি বর্ত্তমান যুদ্ধ-পরিস্থিতি সম্পর্কে উল্লেখ করেন। যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় উৎসুক্য-প্রদর্শনার্থ জনসাধারণের পক্ষ হইতে তিনি কমিশনার মহোদয়কে ১,০০১ এক সহস্র এক টাকার একটী থলি প্রদান করেন। তাঁহার আগমনের মাত্র কয়েক দিন পূর্ব্বে সংগৃহীত ও এই সম্মিলনের উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারাই এই থলি রচনা করা হয়।

কমিশনার মহোদয় সর্ব্বসাধারণ তাঁহাকে যে সম্বর্দ্ধনা ও আতিথ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তাঁহাকে যে ১,০০১ টাকার একটী থলি প্রদান করা হয়, তজ্জন্য তিনি বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, অনেক ব্যক্তিই যে এজন্য ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, ইহা তাহারই পরিচায়ক। যুদ্ধ-ভাণ্ডারে দানের মধ্য দিয়া বাখরগঞ্জ জিলা যে উদারতার পরিচয় দিয়াছে, এ সম্বন্ধে তাঁহার সম্পূর্ণ স্পষ্ট প্রত্যয় জন্মিয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ড সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এই বোর্ডসমূহে যে প্রতিনিধিগণ রহিয়াছেন, তাঁহারাই অন্য যে কোন লোক অপেক্ষা দেশে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার জন্য সত্যিকার কাজ করিতেছেন এবং যে সকল এক নায়কত্ব পরিচালিত রাজ্যের সহিত আজ আমাদের সঙ্ঘর্ষ, তাহাদের উদ্দেশ্য এই স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া। জন-শিক্ষার ব্যাপারে পিরোজপুর মহকুমা যে অগ্রগতি লাভ করিয়াছে এবং অধুনা ইহার যে বিস্তৃতি সাধন করা হইয়াছে, তাহাতে তিনি পরম সন্তোষ প্রকাশ করেন। জলের কল, খেলার মাঠ ও কতিপয় ভরাট খাল খনন সম্পর্কে তিনি যথাসম্ভব সাহায্য করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন।

সহরের উপকণ্ঠে কমিশনার বাহাদুর দুইটী নৈশ-বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন এবং যে ভাবে নিরক্ষরতা মোচনের কার্য্য অগ্রসর করান হইতেছে, তাহা দেখিয়া তিনি বিশেষ আকৃষ্ট হন।

পরদিন প্রাতঃকালে কমিশনার মহোদয় দুই দল নগর-রক্ষী (সিভিক গার্ড) পরিদর্শন করেন এবং তাহাদের সংগঠন প্রণালী দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন। নগর-রক্ষী আন্দোলন ও তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা দেন।

অপরাহ্নে পিরোজপুর পল্লী-উন্নয়ন কাউন্সিল কর্ত্তৃক একটী মিলনী অনুষ্ঠিত হয় এবং তথায় কমিশনার মহোদয়কে আপ্যায়িত করা হয়। মিসেস ব্লেয়ার ও জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এফ, ও, বেল, আই, সি, এস, মহোদয়ও অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহাতে যোগদান করেন। পল্লী-উন্নয়ন কাউন্সিলের সহকারী সভাপতি বাবু উপেন্দ্র নাথ এদবর, এম, এল, এ, মহাশয় কাউন্সিলের উৎপত্তি ও কার্য্যাবলী সম্পর্কে একটী চমৎকার রিপোর্ট পাঠ করেন এবং কাউন্সিল ফণ্ড হইতে ১,০০০ টাকার ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট ক্রয় করার যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় সকলেই প্রশংসা-ধ্বনি করেন। কাউন্সিলের অপরাপর কার্য্যাবলীর মধ্যে মহকুমার সর্ব্বত্র ৫০০টীর অধিক নৈশ-বিদ্যালয় ও ৬টী মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন এবং বিনা ব্যয়ে স্বেচ্ছাকৃত পরিশ্রমের ফলে ২টী বড় বড় ভরাট খাল খনন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত নৈশ-বিদ্যালয়গুলি স্থাপনের ফলে মাত্র ৮ মাস কালের মধ্যে এই মহকুমার প্রায় ২০,০০০ হাজার নিরক্ষর লোকের অজ্ঞানতা বিদূরিত হইয়াছে এবং এই বিদ্যালয়গুলির কাজ পুনরায় বর্ত্তমান বৎসরেও আরম্ভ করা হইয়াছে। এই বিদ্যালয়-গুলির ব্যয় বহনের নিমিত্ত মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং তাঁহার অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারিগণের ও প্রধান নেতৃস্থানীয় কর্ম্মিগণের সহায়তায়, মহকুমার অধিবাসীদের নিকট হইতে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত দান স্বরূপ ১৮,০০০ টাকা চাঁদা আদায় করিতে যে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহা রিপোর্টের সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার বিষয়।

কমিশনার মহোদয় এই মহকুমার পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যাবলী সম্পর্কে যে বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করেন এবং তাহার নিদর্শন ও এই শিক্ষা আন্দোলনে তাহার আগ্রহের পরিচয় স্বরূপ নিজ পকেট হইতে ৫০ টাকা পল্লী-উন্নয়ন কাউন্সিলে দান করেন। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট এই দান সর্ব্ব সমক্ষে ঘোষণা করিলে সকলে ইহাতে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। এই আন্দোলনে বে-সরকারী ভদ্রমহোদয়দের সহায়তা কিরূপ অধিক পরিমাণে প্রয়োজন, তৎসম্পর্কে তিনি পুনরায় অভিমত ব্যক্ত করেন এবং সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, তাঁহারা অগ্রণী হইয়া এই আন্দোলনের পুষ্টির জন্য যত্নবান না হইলে সবই নিষ্ফল হইয়া যাইতে পারে। এই আন্দোলনটিকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারিগণ ও বে-সরকারী ভদ্রমহোদয়গণ অশ্রান্ত যত্নে যেরূপ কার্য্য করিতেছেন, তাহা অবগত হইয়া তিনি খুবই সন্তোষ লাভ করেন। ১,০০০ টাকার ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট ক্রয় করিবার যে সিদ্ধান্ত কাউন্সিল করিয়াছেন, তাহাতে তিনিই বড়ই সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য করার যে অকৃত্রিম ইচ্ছা ইহার আড়ালে রহিয়াছে, তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

অপরাহ্নে বিপুল বিদায় সম্বর্দ্ধনা ও হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি পিরোজপুর হইতে গমন করেন।

আর্ট
ইন
ইণ্ডাষ্ট্রি
একজিবিশন
১৯৪২

১৯৪২ সালের "আর্ট ইন ইণ্ডাষ্ট্রি" একজিবিশনের জন্য এন্ট্রি গভর্ণমেণ্ট স্কুল অফ আর্ট-এ আগামী ৫ই থেকে ২৪শে জানুয়ারীর মধ্যে দেওয়া হবে।

এই একজিবিশনটি ১২টি বিভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক বিভাগেই মোট ৪৫০ টাকার পুরস্কার দেওয়া হবে। বাঙলার লাটসাহেব এবং নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি পুরস্কার দেবেন: যথা—বাটা সু কোম্পানী লিঃ; বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফারমাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ; বার্ম্মা-শেল অয়েল ষ্টোরেজ এণ্ড ডিষ্ট্রিবিউটিং কোং অফ্ ইণ্ডিয়া লিঃ; সিমেণ্ট মার্কেটিং কোং; ডানলপ রবার কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ; মেটাল বক্স কোম্পানী অফ্ ইণ্ডিয়া লিঃ; রেলওয়ে বোর্ড; টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ; ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপ্যানশান্ বোর্ড; মহালক্ষ্মী কটন মিলস লিঃ; আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড।

এ ছাড়া যে প্রদর্শনীতে প্রাচ্যদেশীয় চিত্রকলার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের যে কোনটি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে, তাকে শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহা ৫০০ টাকার একটি অতিরিক্ত পুরস্কার দেবেন।

এর বিধিব্যবস্থা ও নিয়মাবলী যে কোন পুরস্কারদাতা অথবা উদ্যোক্তাদের কাছে পাওয়া যাবে।

উদ্যোক্তা — বার্ম্মা-শেল

BSK. 95.

বীরভুম ও বর্দ্ধমান জেলায় শিক্ষার অবস্থা

নানাদিক দিয়া উন্নতির আভাষ

বীরভুম জেলার শিক্ষা সম্বন্ধে ১৯৪০-৪১ সনে যে স্পেশাল রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

যদিও জেলার সর্ব্বত্র দুর্ভিক্ষ বিদ্যমান তথাপি বীরভুম জেলায় আলোচ্য বর্ষে প্রাথমিক শিক্ষার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১,০৭২টি, ১৯৪০-৪১ সনে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১,০৯০টি হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৩৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪টি শ্রেণী আছে। পূর্ব্ব বৎসরে অনুরূপ স্কুলের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৯৮টি, আশা করা যায় আগামী আর্থিক বৎসরে এইরূপ স্কুলের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যাইবে। ছাত্র সংখ্যাও গত বৎসরের চেয়ে ১,০০০ এক হাজার বৃদ্ধি পাইয়াছে। বালক ও বালিকাদের প্রাথমিক স্কুলসমূহ পরিচালনার ব্যয় ১৯৩৯-৪০ সনে ১,৫২,৩০৯৲ টাকা ছিল। আলোচ্য বর্ষে উহা ১,৫৫,৩০৭৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে, অর্থাৎ প্রায় ৩,০০০৲ টাকা অধিক ব্যয় হইয়াছে।

ফাইনাল প্রাইমারী (মক্তব) পরীক্ষা পাশ করিয়াছে এরূপ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১,৩০০ জন; ১৯৩৯ সনের সংখ্যা ছিল ১,১৬৬ জন। প্রাথমিক স্কুলসমূহে পুরুষ শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ১,৬২৫ জন, ইহার মধ্যে ৮৯১ জন ট্রেনিংপ্রাপ্ত, ১৯৩৯-৪০ সনে এরূপ ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৮৫৪ জন এবং মোট সংখ্যা ছিল ১,৫৫০ জন।

এই সমুদয় সংখ্যা ও বিবরণ সহিত এ কথাও বিবেচনা করিতে হইবে যে, এবৎসর অত্যন্ত দুর্ভিক্ষের বৎসর এবং শিক্ষা-কর এখনও ধার্য্য করা হয় নাই। যদি এইরূপ প্রতিকূল অবস্থা না থাকিত, তাহা হইলে যে উন্নতি প্রদর্শিত হইল তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ উন্নতি দেখান সম্ভবপর হইত।

প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে হাতের কাজ প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা সর্ব্বদাই হইতেছে। কতিপয় বালিকা বিদ্যালয়ে সেলাইর কাজ প্রবর্ত্তন করিবার ফল বেশ ভালই হইয়াছে। কুলাগার কুটির শিল্প ও ছোট রাজিবপুর বালক মক্তব, যেখানে ভিক্ষুকদের ছেলে মেয়ে পড়ে, চাবড়ার কাজ ও খেলনা প্রস্তুতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আজগ্রাম উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে তালপাতার পাখা তৈয়ার করা হইতেছে এবং এই হস্ত প্রস্তুত পাখা দেখিতে বেশ সুন্দর ও কার্য্যকরী হইয়াছে; এমন কি ইহা বিক্রয়ের জন্য বাজারে প্রেরণ করার যোগ্য হইয়াছে।

সুলতানপুর ও নন্দহাটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে বেসরকারী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে কৃষি-শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পরিকল্পনামতে সাধারণ পাঠ্যতালিকা ছাড়াও কৃষি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এই স্কুলগুলিতে সূতাকাটা ও বয়ন-শিক্ষাও দেওয়া হয়। রামপুর মধ্য ইংরাজী স্কুলে ৭ম ও ৮ম শ্রেণী পরিচালনা করা যাইতেছে। তাহার উদ্দেশ্য যে, এই দুই শ্রেণীতে বালকদিগকে কৃষির দিকে আকৃষ্ট করা হইবে।

সিউড়িতে যে মুক-বধির স্কুল স্থাপিত হইয়াছে, তাহা ক্রমশ: লোকপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে এবং প্রতি বৎসর ইহার ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলা বোর্ডের হেলথ অফিসার ও পরিদর্শক অফিসারগণ ও জনসাধারণ এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি-সম্পন্ন ও তাঁহারা ইহার উন্নতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়া থাকেন—যাহাতে এই দুর্ভিক্ষের বৎসরও ইহা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে এবং এই প্রদেশের এই স্থানে এই জনহিতকর কার্য্যটি সাফল্যমণ্ডিত হয়। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ ক্রমশ: ব্যায়াম শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতেছেন। বিভিন্ন প্রকারের দেশীয় খেলা ও অন্যান্য প্রকারের শারীরিক ব্যায়াম মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বিগত মার্চ্চ মাসে জেলার ব্যায়াম শিক্ষা সংগঠনকারী শরীরচর্চ্চা বিষয়ে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদিগের জন্য দুবরাজপুর ও নলহাটিতে ট্রেনিং কেন্দ্র খুলিয়াছিলেন।

বর্দ্ধমান জেলায় শিক্ষার অগ্রগতি

[গত সংখ্যায় প্রকাশিতের পর]

বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়

বালিকাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১২০টি। এই সব স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা ৮,৪০২ জন ও পরিচালন ব্যয় ১৯,৭৪৪৲ টাকা; তন্মধ্যে সরকারী রাজস্ব হইতে সাহায্য করা হইয়াছে ২০,২২৮৲ টাকা।

সহ শিক্ষা

বালিকাদিগের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৭,০৪৮ জন বালিকা অধ্যয়ন করিয়াছে। উহার পূর্ব্ব বৎসরে এই সব স্কুলে বালিকার সংখ্যা ছিল ৭,১৭৬ জন। পূর্ব্বের ন্যায় সহ-শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষাস্তরেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে।

মুসলমানদের শিক্ষা

সর্ব্বশ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোসলেম ছাত্র সংখ্যা ছিল ২১,২৬৭ জন, ইহার মধ্যে ১৬,৭৭০ জন বালক ও ৪,৪৯২ জন বালিকা।

বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

পাঠশালা ও মক্তব নাম উঠাইয়া দেওয়ায় শুধু জুনিয়ার মাদ্রাসাকেই এই শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলিয়া এ জেলায় ধরা যায়। আলোচ্য বর্ষে জুনিয়ার মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ৮টি এবং তাহাতে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৮০৭ জন। এই সব প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যয় হইয়াছে মোট ১৭,২২৮৲ টাকা, ইহার মধ্যে সরকারী রাজস্ব হইতে দেওয়া হইয়াছে ৬,৫০৫৲ টাকা।

বৃত্তি

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষায় মুসলমানদের জন্য বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল। আলোচ্য বৎসরে ৩টি মধ্য ইংরেজী বৃত্তি ও ১১টি প্রিলিমিনারী প্রাথমিক বৃত্তি ছেলেদের জন্য ও একটি মেয়েদের জন্য মুসলমান প্রার্থিগণ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

বিশেষ সম্প্রদায়সমূহের শিক্ষা

১৯৪১ সনের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে অনুমোদিত ও অননুমোদিত সর্ব্বশ্রেণীর বিদ্যালয়ে বিকার অনুন্নত সম্প্রদায়ের ৮,৭০২ জন বালক ও ১,৪২৬ জন বালিকা শিক্ষা লাভ করিয়াছে। ইহা আশ্বাসের বিষয় যে, এই সব সম্প্রদায়ের ছাত্রেরা ২টি মধ্য ইংরেজী, ২টি প্রাথমিক ফাইনাল ও ৩টি প্রাথমিক প্রিলিমিনারী বৃত্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহা ছাড়া অনুন্নত ও শিক্ষায় পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের ছাত্রদিগকে এই জেলায় বিভিন্ন উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে বৃত্তি প্রদানের জন্য গভর্ণমেণ্ট ১,৫৪২৲ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

ব্যবসা ও কারিগরী শিক্ষা

বর্দ্ধমান বোধাক্তলে মেডিক্যাল স্কুলে, বর্দ্ধমান জেলা বোর্ড টেকনিক্যাল স্কুলে, সরিষাবাদে রাসায়ন বয়ন বিদ্যালয়ে, কার্ত্তিক শিল্প বিদ্যালয়ে ও বর্দ্ধমানে আরোও দুইটি কমার্শিয়াল স্কুলে বিভিন্ন প্রকারের ব্যবসা ও কারিগরী শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছে। এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪০৭ জন এবং ব্যয় হইয়াছে মোট ৭৫,৪৩১৲ টাকা; সরকারী রাজস্ব হইতে দেওয়া হইয়াছে ১৯,০৬৯৲ টাকা।

গুরু ট্রেণিং স্কুল

পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বর্ষেও এই জেলায় গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত ২টি প্রাথমিক ট্রেনিং স্কুল ছিল। দুইটিই উন্নত ধরণের স্কুল এবং তাহাতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭১ জন, এবং ব্যয় হইয়াছে ১২,৭২৭৲ টাকা। আলোচ্য সময় মধ্যে বর্দ্ধমান প্রাথমিক ট্রেনিং স্কুলে দুই সপ্তাহব্যাপী উৎকর্ষ পাঠ্য-তালিকার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, পাঁচ বৎসরের অধিক কাল স্থায়ী প্রাথমিক স্কুল-সমূহ হইতে শিক্ষকগণ ইহাতে যোগদান করিয়াছিল।

সংস্কৃত টোল

১৯৪১ সনের ৩১শে মার্চ্চ তারিখের হিসাবে দৃষ্ট হয় যে, টোলের মোট সংখ্যা ছিল ৫৩টি, ইহার মধ্যে ২টি জেলা বোর্ড কর্ত্তৃক পরিচালিত, ৩৬টি সাহায্যপ্রাপ্ত ছিল, আরোও ১৫টি কোন প্রকার সাহায্য পায় নাই। এই সমুদয় প্রতিষ্ঠানে মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ৫৫৭ জন।

শারীরিক ব্যায়াম শিক্ষা

এই বিষয়ে চারিদিক হইতেই বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল। জেলা ব্যায়াম-শিক্ষা সংগঠনকারী অফিসারের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে তিনটি কেন্দ্রে অল্প দিন স্থায়ী ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। তাহাতে উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়, মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়, জুনিয়ার মাদ্রাসা ও প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে শিক্ষকগণ যোগদান করিয়াছিলেন এবং ১ তিন সপ্তাহের জন্য ট্রেনিং পাইয়াছিলেন।

একাধিক কন্‌ফারেন্স

জেলার সদরে স্কুল পরিদর্শকগণের একটি কনফারেন্স হইয়াছিল। তাহাতে প্রাইমারী স্কুলগুলিকে একত্রীকরণ, যে যে স্থানে স্কুল নাই তথায় স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পরিদর্শনকে আরোও কার্য্যকরী করার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। স্কুল সব-ইন্‌স্পেক্টরদের তত্ত্বাবধানে তাঁহাদের এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষকগণের কনফারেন্স বিভিন্ন পর পর অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাতে শিক্ষা, পল্লী-উন্নয়ন, সমাজ কল্যাণ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে।

জাহাজ চলাচলের উপর তীক্ষ্ন নজর

আলেকজান্দ্রাটায় জার্ম্মাণদের কার্য্যকলাপ

তুরস্কের আলেকজেণ্ড্রাটা নামক বন্দরটির জাহাজ চলাচল সম্বন্ধে অক্ষ-প্রতিনিধিরা বিশেষ কৌতুহল প্রদর্শন করিতেছে। সম্প্রতি আঙ্কারার জার্ম্মাণ সামরিক প্রতিনিধি (মিলিটারী এট্যাসে) এ বন্দরে কয়দিনের জন্য "অবসর যাপন" করিতে আসিয়াছিলেন। ইহাকে জাহাজ চলাচলের উপর বিশেষ নজর দিতে দেখা গিয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে সিরিয়া সীমান্তের বরাবর মোটর চালনা করিতে না দেওয়াতেই প্রতিনিধি মহাশয় আলেকজেণ্ড্রাটা অঞ্চল ত্যাগ করেন।

তুরস্কের জার্ম্মাণ প্রচার প্রতিনিধি (প্রেস এট্যাসে) সিফুইও সম্প্রতি আলেকজেণ্ড্রাটা ঘুরিয়া আসিয়াছে। তাহার সঙ্গে জার্ম্মাণীর ভোয়েলকিস্কার বিওবাখটের নামক পত্রিকাটির বিশেষ সংবাদদাতাও ছিল।

ইদানীং আলেকজেণ্ড্রাটাতে জার্ম্মাণদের একটি সহকারী রাষ্ট্রদূতের অফিস স্থাপিত হইয়াছে। এই রাষ্ট্রদূতাবাসটি সমুদ্রতীরে অবস্থিত বলিয়া এখান হইতে জাহাজ চলাচলের উপর দৃষ্টি রাখা চলে।

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় মহিলাদের কর্ত্তব্য

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

দেশকে আমরা ভালবাসি বলিয়াই উহার স্বাধীনতার জন্য আমরা এতটা উদ্‌গ্রীব। বর্ত্তমান সংগ্রামে যদি বৃটেন জয়ী হইতে পারে, তাহা হইলে ৫-বৎসর কি ২০ বৎসর পরে হৌক, এক দিন না এক দিন আমাদের স্বাধীনতা আসিবেই আসিবে।

অপর পক্ষে আমাদের দেশটি যদি হিটলারের পদানত হয়, তাহা হইলে স্বাধীনতা দুইশত বৎসরেরও অধিক সময়ের জন্য পিছাইয়া পড়িবে। আমাদিগকে আবার নূতন করিয়া যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে।

নাৎসীরাও নিশ্চেষ্ট থাকিবে না। তাঁহারা আমাদের উপর নিষ্ঠুর নিপীড়ন চালাইতে থাকিবে। নাৎসীদের মতে প্রাচ্য জাতিগুলি উচ্চ শিক্ষা লাভেরও অনুপযুক্ত। এমতাবস্থায় যদি সেই দুর্দ্দশার হাত হইতে আমাদিগকে বাঁচিতে হয়, তাহা হইলে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় যথাসাধ্য সাহায্য-দান এবং মিত্রশক্তিপুঞ্জকে রণসম্ভারে শক্তিশালী করিয়া তোলা ব্যতিরেকে অন্য উপায় নাই।

(বেগম হামীদা মোমেদ, এম-বি-ই, এম-এল-এ)

কেহ কেহ বলিতে পারেন, শুধু পুরুষেরাইতো যুদ্ধে অধিকতর কার্য্যকরীভাবে সাহায্য করিতে সক্ষম। আমি ইহা স্বীকার করি না। পুরুষের মনের উপর নারীরা কতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে তাহা বুঝা যায়। প্রাচীন ভারতের নারীরা তাঁহাদের স্বামী, পুত্র এবং ভাইদের প্রাণে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ অস্ত্র ধারণের জন্য কতই না অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছেন। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ভারতের নারী জাতি শিক্ষায় এখনও পুরুষের পশ্চাতে পড়িয়া আছে। তবে গত একশত বৎসরে তাহাদের মধ্যে জাগরণের বিরাট সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধ তাহাদের প্রগতির বিশেষ সাহায্য করিবে।

অতঃপর মিঃ বি, সি, চাটার্জি বক্তৃতা প্রদান করেন।

সর্ব্বশেষে লেডী বেরী হার্বার্ট সম্মেলনে সারগর্ভ বক্তৃতার জন্য বক্তাগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি এ-প্রসঙ্গে বলেন যে, "অর্থ সাহায্য, বিভিন্ন কার্য্য সম্পাদন এবং সঞ্চয় এই ত্রিবিধ উপায়ে যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সাহায্য করা যাইতে পারে"।

প্রথমে দানের কথাই হউক। আপনারা যুদ্ধ সাহায্য সম্পর্কীত যে কোন তহবিলে দান বা ঐ সম্পর্কীত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইয়া বা অর্থ সাহায্য করিয়া যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সাহায্য করিতে পারেন। যুদ্ধ তহবিলের টাকা

[২য় কলমে দেখুন]

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে পল্লী-কল্যাণ

বাঙলা সরকারের এককালীন দান

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের নিম্নলিখিত পল্লী-কল্যাণ সম্পর্কীত কার্য্যের নিমিত্ত বাঙলা গভর্ণমেণ্ট ৫,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন:—

(১)	পল্লী-পথের উন্নতিবিধানার্থ ..	২,০০০৲
(২)	জল-নিকাশের ব্যবস্থার উন্নতি-বিধানার্থ ও মাটগড়ে প্রোথিত বৃক্ষকাণ্ড দূরীকরণার্থ ..	৬৩৮৲
(৩)	পানীয় জল, পুষ্করিণী ও নল-কূপের উন্নতি বিধানার্থ ..	১,৫০০৲
(৪)	কৃষিকার্য্য ও কমলালেবু চাষের নিমিত্ত বীজের ব্যবস্থার জন্য ..	৫০০৲
(৫)	যাযাবর অধিবাসিগণের জন্য বেড়ার সেট ক্রয়ার্থ ..	৩৬২৲
	মোট ..	৫,০০০৲

[১ম কলমের শেষাংশ]

শুধু অস্ত্র-শস্ত্র নির্ম্মাণে ব্যয়িত হয় না। যুদ্ধে যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাদের এবং তাহাদের পোষ্যদের দুঃখ-দুর্দ্দশা নিবারণ কল্পেও বহু অর্থ খরচ হয়।

দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন কার্য্য সম্পাদন:—বর্ত্তমানে নার্সের অত্যন্ত অভাব। সেণ্ট জন এম্বুলান্স ব্রিগেড, ভলাণ্টারী নার্সিং সার্ভিস, সিভিল নার্সিং রিজার্ভ এবং এ-আর-পি-র জন্য স্বেচ্ছাসেবিকা আবশ্যক। যদি আপনারা উহার কোন একটিতে যোগ দিতে না পারেন, তাহা হইলে হাসপাতালের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহে নিযুক্ত দলে যোগদান করা যাইতে পারে।

তৃতীয়তঃ সঞ্চয়:—অর্থ সঞ্চয়ের জন্য আমি আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। ঐ অর্থে আপনারা ন্যাশনাল ডিফেন্স সার্টিফিকেট ও ষ্টাম্প ক্রয় করুন। অর্থের পরিমাণ যতই অকিঞ্চিৎকর হউক না কেন, উহার দ্বারা যথেষ্ট সাহায্য করা যায়।

বর্ত্তমানে যে-সকল প্রতিষ্ঠান কাজ করিতেছে, আমি উপরে শুধু উহাদের বিষয়ই উল্লেখ করিয়াছি। যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সহিত সংযুক্ত স্বেচ্ছামূলক কার্য্যাদি করিতে ইচ্ছুক মহিলাগণের একটি তালিকা প্রণয়নের ইচ্ছা আমি পোষণ করি। উহা কলিকাতা মহিলা যুদ্ধ কমিটির ১, বাঁড়ু ষ্ট্রীট অফিসে রাখা হইবে। যে-সকল মহিলা যুদ্ধ সম্পর্কিত স্বেচ্ছামূলক কার্য্যাদি করিবেন, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের নাম উক্ত তালিকাভুক্ত করাইয়া লইতে পারিবেন এবং অনুমোদিত ব্যাজও পরিধান করিতে পারিবেন। উহার সুবিধা হেতু রূপ; সেণ্টজন এম্বুলান্স ব্রিগেড; এ, আর, পি, কর্মীদল এবং অপরাপর স্বেচ্ছা-সেবিকাগণকে দেওয়া হইবে। আমি আশা করি, কলিকাতা হইতে যথেষ্ট সংখ্যক মহিলার নাম উক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবে। আগামী জানুয়ারী মাস হইতে উক্ত তালিকা খোলা হইবে এবং কি প্রণালীতে নাম লিখান যাইবে, তাহা সংবাদপত্রের মারফৎ সকলে জানিতে পারিবেন।

আমি এ-প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতে চাই। কলিকাতার বহু মহিলা স্বাধীন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং সমাজ সেবার কাজে নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা যেখানে যে আছেন, সে-খানে থাকিয়া যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় অবসর সময়টুকু দান করিলে অনেক কিছু হইতে পারে।

মাসিক ৩০৲ হইতে ৫০৲ টাকা বেতনে প্রতি ইউনিয়নে ও থানায় অর্গানাইজার আবশ্যক। আবেদন করুন।

দি সেবক প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ,
২৪নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

বিমান আক্রমণে শ্রমিকদের নিরাপত্তা

রাইটার্স বিল্ডিংসে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সভা

কলিকাতার শ্রমিক দল এবং শিল্প অঞ্চলের উপর বিমান আক্রমণের প্রভাব এবং তাহারা কর্ম্মে নিযুক্ত থাকা কালে তাহাদের নিরাপত্তার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে, সেই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য গত ২৯শে নভেম্বর রাইটার্স বিল্ডিংসে একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল এবং মাননীয় স্বরাষ্ট্র-সচিবের অনুপস্থিতিতে চিফ্ সেক্রেটারী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন:—

বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স—মাননীয় মিঃ আর, আর, হাডো, মিঃ ডাব্লু, এ, এম, ওয়াকার, এম-এল-এ, মিঃ ডি, গ্লাডিং, সি-আই-ই, মিঃ জি, ডি, ফরেষ্টার এবং মিঃ পি, এফ, এস, ওয়ারেন।

মুসলীম চেম্বার অফ কমার্স—খানবাহাদুর জি, এ, দোসানী।

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স—মিঃ ডি, পি, খৈতান, মিঃ এম, এল, শা; মিঃ আর, এল, দোসানী, মিঃ এম, জি, ভগৎ।

মারোয়াড়ী চেম্বার অফ কমার্স—মিঃ আর, এন, পোদ্দার এবং মিঃ কে, এল, ঝাজারিয়া।

বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স—মিঃ এস, সি, রায় এবং মিঃ সি, এল, বাজোরিয়া।

কলিকাতা ট্রেডস এসোসিয়েশন—মিঃ এস, আর, ম্যাকুকার্লিন।

বেঙ্গল মিল ওনার্স এসোসিয়েশন—মিঃ এস, ভাট্, মিঃ বি, এম, বাগরী, মিঃ ডি, এন, দত্ত, মিঃ জি, চক্রবর্ত্তী এবং মিঃ এস, ভট্টাচার্য্য।

মিঃ সি, ডাব্লু, টাইসন, সি-আই-ই, (চেয়ারম্যান, পাবলিক রিলেশন্স্ কমিটি, বেঙ্গল এণ্ড কলিকাতা)।

মিঃ পি, ডি, মার্টিন, ও-বি-ই, আই-সি-এস (স্বরাষ্ট্র বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী)।

যুগোশ্লাভিয়ার গুপ্ত আততায়ী কর্ত্তৃক ২৬ জন জার্ম্মান নিহত হওয়ার জার্ম্মান কর্ত্তৃপক্ষ গত দুই সপ্তাহে ৭,৩০০ বেসামরিক অধিবাসীকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছে বলিয়া লণ্ডনস্থিত যুগোশ্লাভ গভর্ণমেণ্টের নিকট সংবাদ আসিয়াছে। ইহা ছাড়া ১৬ হইতে ১৮ বৎসর বয়স্ক হাজার হাজার ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকজনকে ইতিমধ্যে হত্যাও করা হইয়াছে।

এ, আর, পি,

সার্ভিসের গেজেট

পড়ুন

মূল্য এক আনা—ডাক মাশুল স্বতন্ত্র

প্রাপ্তিস্থান—বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেস,
(পাব্লিকেশন ব্রাঞ্চ),
৩৮ নং গোপালনগর রোড, আলিপুর,
এবং
সেলস অফিস, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা

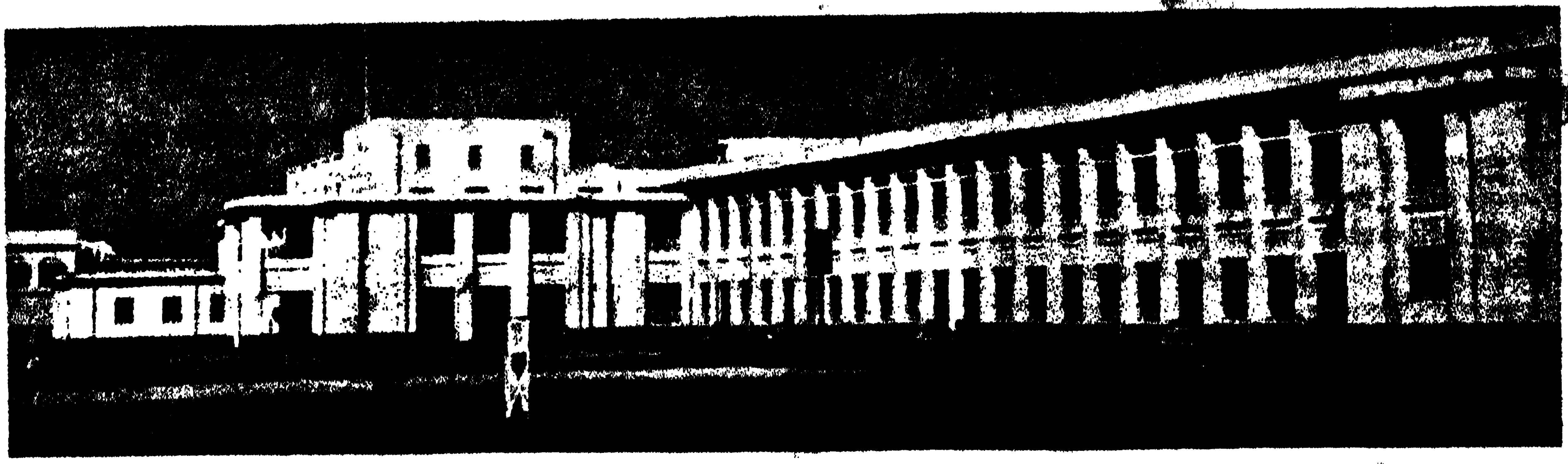

নব-প্রতিষ্ঠিত লেডী-ব্রাবোর্ণ কলেজের নূতন অট্টালিকা।

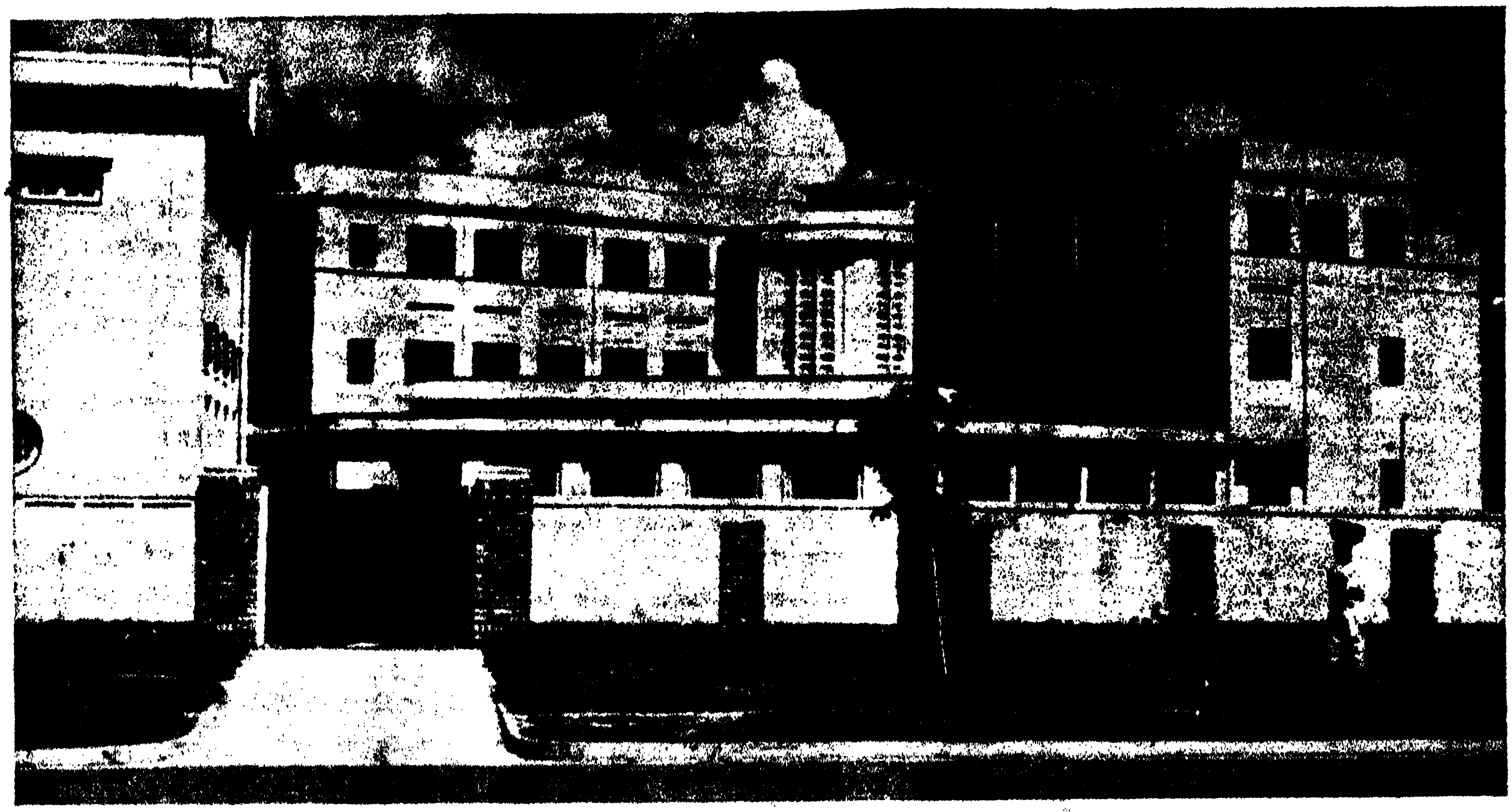

লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজের হোষ্টেল।

যুদ্ধ-সম্ভার নির্ম্মাণ কারখানায় কয়লা সরবরাহ

মালগাড়ী পাঠাইবার বিশেষ ব্যবস্থা

সরবরাহ বিভাগের একটি প্রেস-নোটে বলা হইয়াছে :—

বর্ত্তমানে যুদ্ধসম্ভার নির্ম্মাণরত কারখানাগুলির কয়লা পাইতে বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। কয়লার অভাবে যাহাতে এই সকল কারখানার কাজে বাধা না পড়ে, তাহার ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন। এই জন্য ভারত সরকার রেলওয়ে বোর্ডের কয়লা খনির ভারপ্রাপ্ত প্রধান ইঞ্জিনিয়ারকে যুদ্ধসম্ভার নির্ম্মাণকারী কারখানাগুলির একটি ফর্দ পাঠাইয়াছেন এবং সরবরাহ বিভাগের কণ্ট্রোলারদের নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, এই সকল কারখানার কোনগুলির মজুদ কয়লা ২০ দিনের প্রয়োজনীয় পরিমাণের কম পড়ে কি না, সে সম্বন্ধে খোঁজ করিয়া যেন প্রধান ইঞ্জিনিয়ারকে জানাইয়া দেওয়া হয়। এই কারখানাগুলির কোনটার যদি ২০ দিনের উপযোগী কয়লা মজুদ না থাকে, তবে তাহাদের কয়লা পাওয়ার যাহাতে সুবিধা হয় সেজন্য প্রধান মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারকে মালগাড়ী সম্পর্কে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ঐ সকল যে কোন কারখানার মালিক কয়লা আমদানীর জন্য মালগাড়ী চাহিলে এই ক্ষমতা বলে তিনি তাহার দাবী সর্ব্বাগ্রে গণ্য করিয়া মালগাড়ীর ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমানে যে বিশেষ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা সমাধানের জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল এবং বলা বাহুল্য ইহা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র।

জার্ম্মাণীর চামড়ার অভাব

ফরাসী কারবার যোগে আমদানীর চেষ্টা

ব্রিটেনের অর্থনৈতিক যুদ্ধ-সচিব দপ্তরের সংবাদে প্রকাশ, দক্ষিণ আফ্রিকার বন্দরে সম্প্রতি ভিশি সরকারের যে জাহাজটি আটক করা হইয়াছে, তাহাতে অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে তৈয়ারী চামড়া এবং কাঁচা চামড়া ও তাহার সংস্কারের দ্রব্যাদিও ছিল। জার্ম্মাণী এবং জার্ম্মাণ-অধিকৃত রাজ্যগুলিতে বর্ত্তমানে চামড়ার বিশেষ অভাব দেখা দিয়াছে।

যুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণী প্রয়োজনীয় চামড়ার তিন-চতুর্থাংশই বিদেশ হইতে আমদানী করিত। এই বৎসর চামড়ার অভাব সম্পর্কে জার্ম্মাণ পত্রিকাগুলিতে একাধিক স্বীকৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, অথচ ফ্রান্সের চামড়ার শতকরা ৯০ ভাগই জার্ম্মাণীতে চালান যাইতেছে। জার্ম্মাণীর মোট চামড়া আমদানীর দুই-তৃতীয়াংশই ইউরোপের বহির্ভূত দেশগুলি হইতে আসিত বলিয়াই বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীতে চামড়ার এত অভাব।

ইটালীতে জুতার চাহিদা এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, পরিচয়-পত্র না দেখাইলে কাহাকেও জুতা বিক্রয় করা হয় না। কিন্তু যে সকল জার্ম্মাণ ইটালীতে আছে তাহাদের সম্পর্কে কোন কড়াকড়ি নাই। বাজারে তৈয়ারী কিম্বা নকল কাঠের জুতার পরিবর্ত্তে ইটালীতে প্রস্তুত চামড়ার জুতা কিনিতে পারিয়া জার্ম্মাণরা উল্লাস প্রকাশ করিতেছে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটীশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজ-ছাড়ার যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,

ম্যানেজিং এজেণ্টস্, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ সুভাষ চন্দ্র বসুর আসন শূন্য বলিয়া ঘোষিত হওয়ায় ঢাকা বিভাগের অমুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে তাঁহার স্থলে আর একজনকে সদস্য নির্ব্বাচন করিতে আহ্বান করা হইয়াছে। আগামী ১১ই ডিসেম্বর রিটার্ণিং অফিসারের নিকট মনোনয়ন-পত্র দাখিল করিবার শেষ তারিখ এবং ১৩ই ডিসেম্বর উক্ত পত্রসমূহ পরীক্ষা করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। (প্রেস-নোট)

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C2532.

BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা] কলিকাতা, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৪১ [এক আনা

জার্ম্মাণ মনোবলের অগ্নি-পরীক্ষা

চরম দুঃখ-দুর্দ্দশাকে তাহারা কতদিন সহ্য করিতে পারিবে ?

যুদ্ধের ফলে জার্ম্মাণীর যে বিরাট সংখ্যক নারী বিধবা বা পুত্রহারা হইয়াছে, তাহাদের লইয়া হিটলার প্রভৃতই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। এই চিত্রে দেখা যাইতেছে যে, শোকাতুরা নারীদের প্রতি "ফুয়েরার" সহানুভূতি প্রদর্শনের অভিনয় করিতেছেন; কিন্তু লক্ষ লক্ষ অসহায়া মাতা, ভগিনী, স্ত্রী জানে—হিটলারের দাম্ভিক ক্ষুধা নিবৃত্তির পথে তাহাদের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আর পূর্ণ হইবার নয়।

নাৎসী নির্ম্মমতা অন্তর্নিহিত কারণ কি ?

অধিকৃত দেশগুলিতে নাৎসীদের পৈশাচিক অত্যাচার বাড়িয়াই চলিয়াছে; এমন কি নিরপরাধ পুরুষ-নারীরা পর্য্যন্ত ইহাদের হাতে দলে দলে প্রাণ হারাইতেছে, অন্যোন্য প্রতিভূস্বরূপ আবদ্ধ ব্যক্তিরাও বন্দুকের গুলী হইতে রেহাই পাইতেছে না।

পূর্ব্ব রণক্ষেত্রে বন্দী সোভিয়েট সৈন্যদের উপর নাৎসীদের অমানুষিক অত্যাচার-নিপীড়ন দেখিলে আদিম যুগের বর্ব্বরতার কথাই মানুষের মনে জাগে। এ সকল ব্যাপার কি লক্ষণ অন্তরেই সূচনা করিতেছে ?

বামপার্শ্বের ছবির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন, উহাতেই এই প্রশ্নের উত্তর আছে।

এডল্ফ হিটলারের দুরাকাঙ্খা পরিতৃপ্তির জন্য প্রায় ২০ লক্ষ বিধবা ও মাতা তাহাদের স্বামী এবং পুত্রকে যমের হাতে তুলিয়া দিয়া এক্ষণে শোকে-দুঃখে মুহ্যমান-প্রায়। কারণ উহারাই তো ছিল জার্ম্মাণ পুরুষদের মধ্যে সেরা লোক। রাশিয়ার যুদ্ধ প্রান্তরে ইহারা প্রত্যহ দলে দলে প্রাণ দিতে বাধ্য হইতেছে, অথচ হিটলারের প্রতিশ্রুত বিজয়-গৌরব এখনও দূরে—বহু দূরে রহিয়াছে।

গোয়েবল্‌সের সুর পরিবর্ত্তন

জার্ম্মাণ সংবাদপত্রগুলিতে আজকাল আর আসল সমরক্ষেত্রের কোন উল্লেখ থাকে না, থাকে শুধু কতকগুলি কৈফিয়ৎ এবং স্বীকারোক্তি। যুদ্ধে জার্ম্মাণীর জয়লাভের তারিখ সম্বন্ধে গোয়েবেল্‌স ইতিপূর্ব্বে যে তিনবার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, উহার একটাও সত্য প্রতিপন্ন না হওয়ায় এক্ষণে আর তিনি সময় সম্বন্ধে কিছু বলেন না, যা' কিছু বলেন, তাহা শুধু যুদ্ধের চরম পরিণতি সম্পর্কে।

প্রথম ১৮ মাসে জার্ম্মাণীর যত সৈন্য ক্ষয় হইয়াছিল, গত ৫ মাসেই শুধু উহার ৬ গুণ অধিক জার্ম্মাণ সৈন্য নিহত হইয়াছে। গত মহাসমরের সময় হতাহতদের সুদীর্ঘ তালিকা দর্শনে জার্ম্মাণ জনসাধারণের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়ে। একারণে বর্ত্তমান যুদ্ধে হতাহতদের তালিকা প্রকাশ করা হয় না, ফলে জনসাধারণ অধিকতর চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

প্রতিদিন সহস্র সহস্র আহত জার্ম্মাণ সৈন্য রণক্ষেত্র হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিতেছে। সেইসঙ্গে তাহাদের নিকট হইতে রুশদের দুর্দ্দশার কথা লুকানো থাকিতে পারিতেছে না। শুধু উহাই নয়, লক্ষ লক্ষ জার্ম্মাণ সৈন্যের কোন পাত্তাই নাই, ইহারা রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে বরফের নীচে অসহায় অবস্থায় রহিয়াছে।

স্মোলেনস্ক, লেনিনগ্রাড প্রভৃতি স্থানে জার্ম্মাণী যে ব্যাপক সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিল, উহা ক্রমশঃ মলিন ও নিষ্প্রভ হইয়া উঠিয়াছে।

জার্ম্মাণ সৈন্যদের দুর্দ্দশার কথা

আহতদের নিকট হইতে তাহাদের দুর্দ্দশার অনেক কথাই শোনা যায়। ইহারা কামানের সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ আছে মনে করা যাইতে পারে। পাছে ইহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সরিয়া না পড়ে, এজন্য এইরূপ করা হইয়াছে।

[১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১৫ই ডিসেম্বর—১৯৪১

ভারতের নৌ-বাহিনী

বৃটেনের রাজকীয় নৌবাহিনী জগতের নৌবাহিনী-গুলির মধ্যে শুধু যে প্রাচীনতম তাহা নহে, দক্ষতার দিক হইতেও ইহাকে অতুলনীয় বলা চলে। সুতরাং ইহাকে আদর্শ করিয়াই ভারতের নৌবাহিনী গঠন করা হইতেছে।

জলযুদ্ধে প্রথমশ্রেণীর দক্ষতার প্রয়োজন। এই দক্ষতা প্রদর্শন করিতে হইলে বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগের একযোগে কার্য্য করা প্রয়োজন। বিভিন্ন অঙ্গ পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়া না চলিলে যেমন মানব-দেহ বিকল হইয়া পড়ে, নৌবাহিনীর বেলায়ও তাহাই।

বর্ত্তমানের যুদ্ধ জাহাজগুলি সকলই নানা জটিল যান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্বলিত। ন্যূনতম স্থানের মধ্যে যাহাতে অধিক যুদ্ধাস্ত্র সন্নিবেশিত হইতে পারে এবং এগুলি চালনা করিতে যাহাতে বেশী লোকের প্রয়োজন না হয়, সর্ব্বক্ষেত্রেই তাহার চেষ্টা করা হয়। যান্ত্রিক জটিলতাও এই জন্য বৃদ্ধি পায়।

জাহাজ যতই ছোট হইবে, শত্রুপক্ষের নিশানা ঠিক করিতে ততই অসুবিধা হইবে। জাহাজে যত বেশী কামান থাকিবে, শত্রুকে ততই তীব্রভাবে আক্রমণ করা যাইবে। যতই কম লোকে যুদ্ধ জাহাজ চালান যাইবে, ততই বেশী জাহাজ নামান যাইবে। এ সকল এবং অন্যান্য যুদ্ধ-কৌশল সম্বন্ধীয় বিষয় বিবেচনা করিয়া তবে যুদ্ধ জাহাজের আকার ঠিক করা হয়।

বর্ত্তমানে রাজকীয় ভারতীয় নৌবহরের জাহাজগুলি সবই ছোট। তবে অল্প পরিধির মধ্যে যথাসম্ভব বেশী কামান বসান হইয়াছে।

নৌবাহিনী সম্পর্কীয় সকল বিভাগেই বুদ্ধি এবং কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার প্রয়োজন। সুতরাং ভারতের নৌবাহিনীতেও অশিক্ষিতের স্থান নাই। নৌবাহিনীর যোদ্ধাবিভাগের লোকদের সম্বন্ধে ইহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নৌসেনার কাযও জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

জলযুদ্ধের সময় কোন নৌসৈন্য আহত বা নিহত হইলে অন্যেরা আসিয়া যাহাতে তাড়াতাড়ি তাহার যুদ্ধাস্ত্রটির ভার লইয়া অখণ্ডভাবে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে পারে, সেজন্য প্রত্যেক নৌসৈন্যকেই বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে হয়।

নৌসৈনাদের বহুপ্রকার কাজ শিখিতে হয়। জাহাজের হাল চালনা, পালে বা বাষ্পে চলা নৌকা চালনা, পাল তৈয়ারি, সেলাই, দড়ি বা তারের দুইমুখ জোড়া দেওয়া, লোহার হাইসের ব্যবহার, মাইন পরিষ্কার, কামান চালনা এবং কামান চালনা সম্পর্কীয় যন্ত্রপাতি এবং সাবমেরিণ আবিষ্কার-যন্ত্র ব্যবহার এবং ডেপথ্ চার্জ নিক্ষেপ প্রভৃতি শিক্ষা করা ইহাদের সকলের পক্ষেই প্রয়োজন। ইহা ছাড়া জলের গভীরতা মাপা, বায়ু যন্ত্র দেখিয়া আসন্ন আবহাওয়া সম্বন্ধে পূর্ব্ব হইতেই ধারণা করিবার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ, জাহাজ বাঁধা বন্দা এবং না করিতে শিক্ষা, রাইফেল, মেসিনগান, বেয়োনেট প্রভৃতির ব্যবহার এবং অশ্বারিক বাহিনীর সেনা সৈন্যদের সমান স্থল যুদ্ধে শিক্ষা লাভ করা প্রভৃতিও নৌসৈনাদের পক্ষে আবশ্যক। গ্যাস প্রতিরোধ যন্ত্র ব্যবহার, নিশান বা আলোর সাহায্যে সঙ্কেত জানান এবং প্রাথমিক চিকিৎসা সম্বন্ধেও ইহাদের শিক্ষা লাভ করিতে হয়।

চৌকার বা খালাসীদের যদিও প্রধানতঃ ইঞ্জিন ঘরের এবং বয়লারের কাজ করিতে হয়, তবু আবশ্যক হইলেই তাহাদিগকে নৌসেনার কাজও চালাইতে হইতে পারে। সুতরাং চৌকারদেরও নৌসেনাদের শিক্ষণীয় বিষয়ের অনেক কিছু শিখিতে হয়। তবে প্রধানতঃ ইহাদের জাহাজের যন্ত্রপাতি সম্বন্ধেই বিশেষ করিয়া জানিতে হয়। ইঞ্জিনের পাম্প এবং বয়লারের কাজ, মোটর বোট চালনা এবং বিদ্যুতের মামুলী কাজই ইহাদের প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়।

শত্রুপক্ষের সহিত নৌ-যুদ্ধে জাহাজ জখম হইতে পারে। তখন জাহাজ মেরামতের ভার বেশীর ভাগই চৌকারদের উপর পড়ে। এই মেরামতির কাজ তাহাদের আগে হইতেই শিখান হয়।

ইঞ্জিনঘরের কারিগর (আর্টিফাইসার), বিদ্যুতের কারিগর, যুদ্ধাস্ত্রের কারিগর এবং জাহাজের ছুতার (সীপ-রাইট)—ইহারাই জাহাজের যন্ত্রপাতি ও সাজসজ্জা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারী। জাহাজ সমুদ্রে ভাসমান বা তীরে নোঙ্গর করা উভয় অবস্থায়ই ইহারা জাহাজের যন্ত্রপাতির মেরামতি বা তত্ত্বাবধানের কার্য্যে নিযুক্ত থাকে।

ইঞ্জিনঘরের কারিগরকে জাহাজের ইঞ্জিনের তত্ত্বাবধান করিতে হয়; সুতরাং তাহার জাহাজের ইঞ্জিন সম্পর্কীয় নানা বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া প্রয়োজন। ফিটার মিস্ত্রী এবং কামারের কাজ হইতে আরম্ভ করিয়া বাষ্প শক্তি সৃষ্টি সম্বন্ধীয় বিবিধ তথ্য তাহাকে জানিতে হয়।

বিদ্যুতের কারিগরের বিদ্যুত সম্পর্কীয় বিশেষ জ্ঞান এবং ব্যবহারিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

যুদ্ধাস্ত্র সম্পর্কীয় কারিগরকে জাহাজ যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিত করিবার ভার লইতে হয়। কামান, বন্দুক এবং মেশিন গান প্রভৃতি তাহাকেই পরীক্ষা করিতে হয়। এগুলির মেরামতের ভারও তাহারই।

বেতার ও সঙ্কেত প্রেরণের ভার যোগাযোগ রক্ষা বিভাগের। বেতার টেলিগ্রাফের কর্মীদের বাহির হইতে প্রেরিত বার্ত্তা গ্রহণ ও জাহাজ হইতে বার্ত্তা প্রেরণ করিতে হয়। বেতার টেলিগ্রাফ সম্বন্ধে অধিক জ্ঞান ছাড়া বেতার টেলিগ্রাফির যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ ও মেরামতের সকল কাজও ইহাদের শিখিতে হয়। নিশান বা আলো লইয়া সঙ্কেত করা এবং সাঙ্কেতিক ভাষা উদ্ধারের দক্ষতা থাকাও ইহাদের পক্ষে প্রয়োজন।

সিগন্যাল-ম্যানদের নিশান বা আলোর দ্বারা সঙ্কেত করিবার প্রক্রিয়া, বৈদ্যুতিক আলোকের দ্বারা সঙ্কেত এবং যন্ত্রের মেরামতি প্রভৃতি জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সাঙ্কেতিক ভাষা ব্যবহার বা সেই ভাষায় প্রেরিত সংবাদের অর্থ-উদ্ধার, সূর্য্যকিরণ সাহায্যে সাঙ্কেতিক বার্ত্তা প্রেরণের পদ্ধতি প্রভৃতি স্থল-যুদ্ধে প্রয়োজনীয় টেলিফোন বার্ত্তা প্রেরণের নিয়মকানুন সকলই ইহাদের শিখিতে হয়।

যোগাযোগ রক্ষা বা কম্যুনিকেশন বিভাগের ন্যায় একাউণ্ট বিভাগও দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ কাগজ-পত্রের কাজ করে এবং অন্য ভাগ খাদ্যাখাদ্য এবং অন্যান্য দ্রব্যের কাজ করে।

সকল যুদ্ধ জাহাজে ডাক্তার থাকে না। ফলে ডাক্তারী বিভাগকেই জাহাজের অসুস্থদের পরিচর্য্যার ভার লইতে হয়। ইহারা শুধু যে ছোটখাট অসুখ বিসুখে চিকিৎসা করে তাহাই নহে, জল যুদ্ধে আহতদেরও ইহাদের পরিচর্য্যা করিতে হয়। এই বিভাগে যে সকল রেটিং নিযুক্ত থাকে, তাহাদের রেটিং-এর শিক্ষণীয় অন্যান্য বিষয় ছাড়াও রোগী-পরিচর্য্যা ও ঔষধ প্রস্তুত করিতে শিখিতে হয়।

বোম্বাইয়ের নৌ-শিক্ষাকেন্দ্রে উপরোক্ত সমস্ত বিষয়েই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। নৌ-বিদ্যা বিশেষ ব্যাপক এবং ইহা শিক্ষা করাও বিশেষ কষ্টসাধ্য।

নৌ-শিক্ষাকেন্দ্রের নূতন শিক্ষার্থীদের কাহাকে কোন বিভাগে লওয়া হইবে, তাহা ঠিক করিয়া সেই অনুসারে বিভিন্ন কেন্দ্রে শিক্ষার্থী গ্রহণ করা হয়। আংশিক-ভাবে ব্যারাকে এবং আংশিকভাবে সমুদ্রে নোঙ্গর করা শিক্ষাকেন্দ্রের নিজস্ব জাহাজে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহাতে শিক্ষার্থীরা ক্রমে ক্রমে সমুদ্রের পারিপার্শ্বিকে অভ্যস্ত হইয়া উঠে। অতঃপর রেটিংদিগকে যুদ্ধ-জাহাজে প্রেরণ করা হয় এবং সেখানে তাহারা শিক্ষাকেন্দ্রে লব্ধ-বিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগের সুযোগ লাভ করে।

শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রকার ক্রীড়ায় যোগদানে উৎসাহিত করা হয়। তাহাদের জন্য বিভিন্ন প্রকার আমোদ-প্রমোদেরও বন্দোবস্ত আছে।

ভারতীয় নৌবাহিনী দ্রুতগতিতে বাড়িয়া উঠিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই; তবে দেশ রক্ষায় যদি ইহাকে বৃটেনের রাজকীয় নৌবাহিনীর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়, তবে ইহাকে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে।

ডেনমার্কের রাজার পদত্যাগ?

কমিণ্টার্ণ চুক্তি সাক্ষরের জের

ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ানের কূটনৈতিক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন :—

ফিনল্যাণ্ড ও ডেনমার্কে কমিণ্টার্ণ বিরোধী-চুক্তি স্বাক্ষর করাতে এ দেশ দুইটিতে বিশেষ অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। ফিনল্যাণ্ডের জনসাধারণ অর্দ্ধ-লজ্জিত। ফিনল্যাণ্ডের অনেকেই ইহাকে গুরুত্বহীন ব্যাপার বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে।

এই চুক্তি সম্পাদনের ফলে ডেনমার্কে বিশেষ সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। এমন কি রাজা ক্রিষ্টিয়ানের সিংহাসন ত্যাগ করাও অসম্ভব নহে। জনসাধারণ এ ব্যাপারে বিশেষ রুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে এবং নানা স্থানে বিক্ষোভও প্রদর্শন করিতেছে। ডেনমার্ক ক্ষুদ্র দেশ। জার্ম্মাণরা ডেনমার্কবাসীদের সহিত অপেক্ষাকৃত সদয় ব্যবহারই করিয়াছে। কিন্তু তবু ডেনমার্কের জনসাধারণ যে বৃটিশদের প্রতিই অনুকূল মনোভাবাপন্ন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। গত মহাযুদ্ধের সময়েও তাহারা বৃটিশদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল।

অধিকাংশ দেশবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কমিণ্টার্ণ বিরোধী-চুক্তিতে স্বাক্ষর করিতে হওয়ায় রাজা ক্রিষ্টিয়ানও বুঝিয়াছেন যে, প্রকৃত ক্ষমতা তাঁহার হাতে কিছুই নাই। সুতরাং তাঁহার সিংহাসন ত্যাগও অসম্ভব নহে বলিয়া মনে করা হইতেছে। যদি তিনি সিংহাসন ত্যাগ করা সিদ্ধান্ত করেন, তবে বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ডের ন্যায় তাঁহাকেও নিজের রাজ্যে বন্দী হইয়া থাকিতে হইবে।

সমরবিভাগের বিভাগের একটি প্রেস-নোটে প্রকাশ, সম্প্রতি লাহোরে একটি চর্ম্ম-শিল্প অঞ্চল গঠনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। অশ্বারোহীদের ঘোড়ার সাজ সরঞ্জাম ও জিন প্রভৃতি তৈয়ারি করিবার একটি শাখা কারখানা স্থাপন করা হইবে। এই নূতন অঞ্চলটি লইয়া ভারতবর্ষে তিনটি চর্ম্মশিল্প অঞ্চল স্থাপিত হইল। অপর দুইটি বাঙলা দেশ ও যুক্ত প্রদেশে অবস্থিত।

এই নব-গঠিত অঞ্চলে চর্ম্ম-শিল্পের জন্য যে সকল ধাতু-নির্ম্মিত দ্রব্যাদির প্রয়োজন হইবে, তাহাও যাহাতে এই অঞ্চলেই তৈয়ারি হইতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা হইতেছে।

সিউড়ি বালিকা বিদ্যালয়ের নূতন গৃহ

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর কর্তৃক উদ্বোধন

বিগত ২৮শে নভেম্বর তারিখে সিউড়ির আর. টি. বালিকা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের নব-গৃহের উদ্বোধন উপলক্ষে বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন :—

এই স্কুলের নূতন গৃহের উদ্বোধন ঘোষণা করিবার পূর্বে কিছু বলিবার সুযোগ পাইয়া আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি এবং আপনারা আমাকে যে 'অভিনন্দন' দিয়াছেন, তজ্জন্য সর্ব্ব প্রথমে আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার সহধর্মিণী এই সফরে আমার সহিত আসিতে পারেন নাই; আমি জানি এই উৎসবে উপস্থিত থাকিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল। আপনাদের স্কুলের সুদীর্ঘ ইতিহাস রহিয়াছে; তাহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে এই জেলায় মেয়েদের শিক্ষার সুবিধা ও সুযোগ বৃদ্ধি করার জন্য বিশেষ আগ্রহ রহিয়াছে। স্থানীয় বদান্যতায় ইহার শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে এবং ইহা আনন্দের সহিত উল্লেখ করা যায় যে, এই নূতন গৃহের নির্ম্মাণ ব্যয়ের অর্দ্ধেকের বেশী স্থানীয় তহবিল হইতেই দেওয়া হইয়াছে।

বাঙলাদেশে মেয়েদের শিক্ষার প্রসার অতি দ্রুত হইতেছে। যে দিনে ইহাকে অনাবশ্যক বিলাসিতা মনে করা হইত, সেদিন আর নাই। বর্ত্তমানে যখন মেয়েরা জন-সেবার কাজে অধিকতর অংশ গ্রহণ করিতেছেন, তখন তাঁহাদের শিক্ষাও উন্নত স্তরের হওয়া অপরিহার্য্য। কিন্তু এই শিক্ষা বর্ত্তমান সময়ের প্রয়োজনানুরূপ হওয়া দরকার এবং ইহা ছেলেদের শিক্ষার হুবহু অনুকরণ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। যাহাদের উপর বালিকা বিদ্যালয়সমূহ পরিচালনের ভার ন্যস্ত রহিয়াছে, তাহাদিগকে এই সব প্রয়োজনের কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। যে কাজ পুরুষে করিত সেই কাজ মেয়েরা করিবে ইহাই নিতান্ত প্রয়োজনীয় নয়, বরং যে কাজে মেয়েরা বিশেষ-ভাবে উপযোগী সেইটাই সবচেয়ে প্রয়োজন। উদাহরণ-স্বরূপে বাঙলাদেশে মেয়ে ডাক্তার ও নার্সের বিশেষ প্রয়োজন; মেয়ে ডাক্তারগণ পর্দানশীন স্ত্রীলোকদের চিকিৎসা করিবে। কারণ পুরুষ ডাক্তারদিগকে সহজে ঐরূপ চিকিৎসার ডাকা হয় না এবং নার্সেরা ডাক্তারদের কাজে সাহায্য করিবে। একথা সত্য যে যুদ্ধের জন্য এই প্রয়োজন আরও তীব্রতর হইয়াছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহা যাহা একটা চাহিদার সৃষ্টি হইতেছে, যাহা যুদ্ধ অবসানেও শেষ হইবে না। অতএব বালিকা বিদ্যালয়সমূহের কাজ হইল এই যে, পরিবর্ত্তনশীল জগতে শিক্ষার্থী বালিকাগণ যেন যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিতে পারে। প্রগতিশীল জগতে উন্নততর জীবন-যাত্রার প্রয়োজন হইবে এবং তাহা বাড়ীতে ও পরিবারের মধ্যেই আরম্ভ হইতে পারে। ইহাও দেখিতে হইবে যে, বিদ্যালয়সমূহে বালিকাদিগকে এই পরিবর্ত্তন আনয়নের উপযোগী করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইতেছে কি না। সুশ্রীর কাজ, হাতের কাজ, রান্না ও পারিবারিক স্বাস্থ্য ও ছেলেমেয়েদের যত্ন ও পালন সম্বন্ধে শিক্ষার প্রয়োজন এবং ইহার উপরই পরবর্ত্তী কালের লোকের উন্নতি প্রধানতঃ নির্ভর করিতেছে। কিন্তু ইহা শুধু শিক্ষার ব্যাপারই নয়। উন্নততর জীবন-যাপন কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে। এই বিদ্যালয় ভবিষ্যৎ বংশের উপর প্রভাব বিস্তারে পশ্চাৎপদ থাকিবে না এবং ভবিষ্যতে সাফল্য লাভ করিবে বলিয়া আশা নিয়াই আমি এই গৃহের উদ্বোধন ঘোষণা করিতেছি।

কলিকাতার অতিরিক্ত চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খানবাহাদুর ওয়াজিউর রহমান কার্য্য হইতে শীঘ্রই অবসর গ্রহণ করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

বাঙলায় ইউরোপীয় ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শিক্ষা

প্রাদেশিক বোর্ডের সভা

বাঙলা প্রদেশের এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয়ান শিক্ষার প্রাদেশিক বোর্ডের ৩২শ অধিবেশন বিগত ৩রা নভেম্বর তারিখে রাইটার্স বিল্ডিংসএ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কলিকাতার লর্ড বিশপ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। আন্তঃপ্রাদেশিক বোর্ড ভারতবর্ষে ইউরোপীয়ান ও এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান বিদ্যালয়সমূহে গৃহশিল্প সম্বন্ধে স্কুল সার্টিফিকেট ও জুনিয়ার সার্টিফিকেটের যে পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত করিয়াছে, তাহা বোর্ড কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। ক্যাম্ব্রিজ জুনিয়ার পরীক্ষায় সচিত্র নাইনস্পিং এবং এলিমেণ্টারী বুককিপিংও বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা স্থির হইয়াছে, যদি স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় ঐ সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁহারা ইহাই সুপারিশ করিয়াছেন যে, স্কুল সার্টিফিকেট এবং জুনিয়ার পরীক্ষায় উচ্চ সংখ্যা নিম্ন হইবে একটি এবং তাহার সংখ্যা হইবে আটটি।

অর্থকরী শিক্ষা সম্বন্ধে ইহাই স্থির হয় যে, বালিকাদের জন্য যে শিক্ষা-তালিকা চলিয়া আসিতেছে এবং আলোচিত হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট। বালকদিগের বেলায় কিন্তু ইহাই স্থির হইয়াছে যে, নিয়োগকারিগণ ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণের অভিমত গ্রহণ করা হইবে এবং ছেলেদের হাইয়ার গ্রেড্ স্কুলের শিক্ষা-পদ্ধতি ঐ অভিমতের উপর নির্ভর করিয়া পরিবর্ত্তন করা হইবে। হাইয়ার গ্রেড্ স্কুলে ভারতীয় ভাষাসমূহ শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা আলোচিত ও অনুমোদিত হইয়াছে এবং ইহাই সুপারিশ করা হইয়াছে যে, অবিলম্বে ইহা হাইয়ার গ্রেড্ স্কুলসমূহে জানাইয়া দেওয়া হইবে যে, ১৯৪২ সনে ও তৎপরবর্ত্তী কালে যে ফাইনাল পরীক্ষা হইবে, তাহাতে ভারতীয় ভাষা বাধ্যতামূলক পরীক্ষার বিষয় হইবে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে কারুশিল্প ও শারীরিক শ্রমসাধ্য কার্য্য শিক্ষা সম্বন্ধে যে পরিচালনা বা উপদেশ দেওয়া হইয়াছে বা হইতেছে, তাহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ সেক্রেটারী প্রদান করেন।

বোর্ডের আগামী সভা ১৯৪২ সনের ৫ই জানুয়ারী তারিখে হইবে।

কলিকাতা হইতে যে হাজীর জাহাজ ছাড়িয়াছিল, তাহা নিরাপদে জেদ্দায় পৌঁছিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ব্যাপক পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

বর্দ্ধমান বিভাগে বাঙ্‌লা সরকারের দান

বাঙলা সরকার ১৯৪১-৪২ সালে বর্দ্ধমান বিভাগের থানা-ডিস্পেন্সারীর জন্য ৫০০৲ টাকা এবং গ্রাম্য ডিস্পেন্সারীর নিমিত্ত ২৫০৲ টাকা হারে নিম্নলিখিতভাবে অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন :—

১। বর্দ্ধমান (৬,৫০০৲)—

থানা-ডিস্পেন্সারী—ভাতার ও ফরিদপুর।

পল্লী-ডিস্পেন্সারী—কৃষ্ণদেবপুর, বর্দ্ধমান, সিঙ্গী, শ্রীখণ্ড, কাঁদরা, মৌগ্রাম, রাজুর, নিগো, আমড়া, পাটুলি, অগ্রদ্বীপ, শ্রীগ্রাম, বৈদ্যপুর, মোল্লারদীঘি, আখাপুর, বিজুর, দিগনগর, কুড়কুড়া, গোটা বোলপোতা, আমার, শিবগ্রাম এবং নিয়ামতপুর।

২। বীরভূম (৬,৭৫০৲)—

থানা-ডিস্পেন্সারী—নানুর, মহম্মদবাজার, রাজনগর এবং লাভপুর।

পল্লী-ডিস্পেন্সারী—ভদ্রপুর, তারাস, পুরন্দরপুর, খয়রাশোল, পাইকর, ময়ূরেশ্বর, কেন্দুয়াডিহি, বাড়িকার, বীরচন্দ্রপুর, নারায়ণপুর, সাগ্রা, পালসা, কিরনাহার, সাতোর ডিহিকা, কুণ্ডলা, সোনারকুণ্ডু, তারাপুর এবং লোকপাড়া।

৩। বাঁকুড়া (২,৭৫০৲)—

থানা-ডিস্পেন্সারী—সিমলাপাল ও রাণীবাঁধ।

পল্লী-ডিস্পেন্সারী—জয়পুর, পাথান্না এবং রামহিরা।

৪। মেদিনীপুর (৪,০০০৲)—

থানা-ডিস্পেন্সারী—পাঁশকুড়া।

পল্লী-ডিস্পেন্সারী—মুরারপুর, দাঁতাসবাধ, ইকলাজ, সাহাসপুর, বোলবেড়িয়া, কেলোমাল, বীরসিংহ, খোরিন্দা, উচিতপুর, সোনাখালী, গিলন, গুড়াপদ্মদীঘি, প্রতাপপুর এবং চাঁদসেরপুর।

৫। হাওড়া (৬,০০০৲)—

থানা-ডিস্পেন্সারী—বাগনান, শিবপুর, সাতপাড়িয়া এবং ডোমজুড়।

পল্লী-ডিস্পেন্সারী—জগৎবল্লভপুর, চাঁদিপুর, নাকোল, হরিপুর, গড়-ভবানীপুর, কামারপুর, উদং, বাগপুর, মোড়হাট, বালি, বোয়ার, পানপুর, শিবুরা, সাতপুর, মুন্সীরহাট এবং চৌধুরীপুর।

৬। হুগলী (১০,২০০৲)—

থানা-ডিস্পেন্সারী—পাণ্ডুয়া, চণ্ডীতলা, খানাকুল, সিঙ্গুর, গোঘাট, পোলবা, পলতা, ভদ্রকালী এবং ৩৬টি পল্লী-ডিস্পেন্সারী।

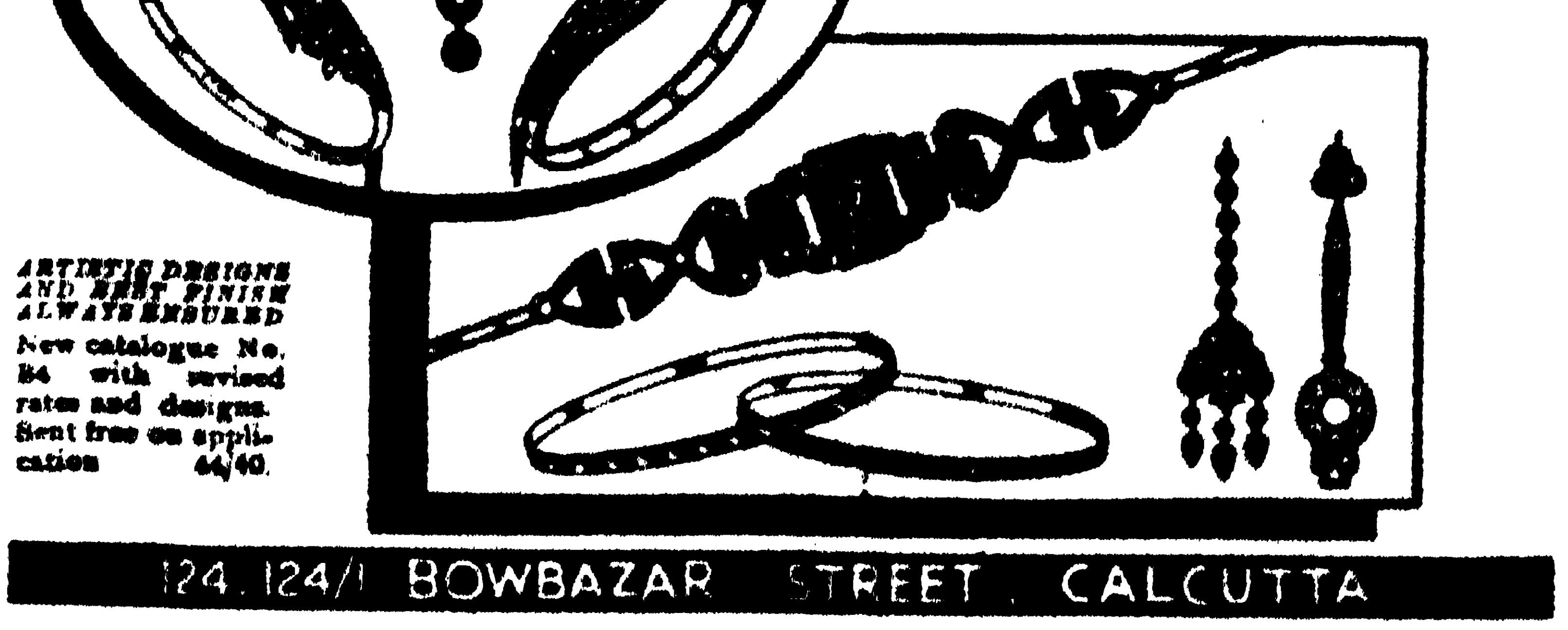

বঙ্গীয় যুদ্ধ-তহবিল ও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ফণ্ড

২০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত প্রাপ্ত সাহায্যের বিবরণী

গত ২০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত বঙ্গীয় যুদ্ধসংক্রান্ত তহবিল এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফণ্ডে একযোগে যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

জেলা।	বঙ্গীয় যুদ্ধ-সংক্রান্ত তহবিল।	ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফণ্ড।	মোট।
১। প্রেসিডেন্সী বিভাগ—			
(১) ২৪-পরগণা	৯১,০৯৭৲	৯১,১৬৭৲	১,৮৬,৯৬৪৲
(২) যশোহর	৭১,২২৩৲	৬৮১৲	৭১,৯০৪৲
(৩) খুলনা	৪৯,২৪৩৲	৯৭৬৲	৫০,২১৯৲
(৪) মুর্শিদাবাদ	৮১,২২২৲	১,৩০৮৲	৮২,৫৩০৲
(৫) নদীয়া	৬৪,৭১৬৲	৩,০৪০৲	৬৭,৭৫৬৲
মোট	৩,৮৩,৭০৯৲	৯৮,৩২৪৲	৪,৮২,০৩৩৲
২। বর্দ্ধমান বিভাগ—			
(৬) বাঁকুড়া	১১,৪৯০৲	৪০৲	১১,৫৩০৲
(৭) বীরভূম	২১,৬৮৭৲	১১১৲	২১,৭৯৮৲
(৮) বর্দ্ধমান	২,৬৪,০৬৯৲	৩৮,৪১৭৲	৩,০২,৪৮৬৲
(৯) হুগলী	৬৫,৮৩৩৲	১০,৪৩৭৲	৭৬,২৭০৲
(১০) হাওড়া	৪০,৯১৮৲	৭২,৪৬৬৲	১,১৩,৩৮৪৲
(১১) মেদিনীপুর	৯১,৯৯৫৲	৪,৪৩০৲	৯৬,৪২৫৲
মোট	৫,১৫,৪৬০৲	১,২৬,৪১১৲	৬,৪১,৮৯৮৲
৩। চট্টগ্রাম বিভাগ—			
(১২) চট্টগ্রাম	১,১৩,৮৩৯৲	৪৬,৪৩৯৲	১,৬০,২৭৮৲
(১৩) পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	৮,১৪০৲	৬২৭৲	৮,৭৬৭৲
(১৪) নোয়াখালী	৭২,৭৮৪৲	২০৮৲	৭২,৯৯২৲
(১৫) ত্রিপুরা	*১,৭৩,৮৫১৲	২,২৫০৲	১,৭৬,১০১৲
মোট	৩,৬৮,৬১৪৲	৪৯,৫২৪৲	৪,১৮,১৩৮৲
৪। ঢাকা বিভাগ—			
(১৬) বাখরগঞ্জ	১৪,০৫৮৲	৯৫,৩৮৫৲	১,০৯,৪৪৩৲
(১৭) ঢাকা	১,৫৫,০১৯৲	৭৯,৬৮০৲	২,৩৪,৬৯৯৲
(১৮) ফরিদপুর	৬৮,৯২৭৲	১,৬৭৩৲	৭০,৬০০৲
(১৯) ময়মনসিংহ	১,৪৯,৯১৯৲	৫,০৭১৲	১,৫৪,৯৯০৲
মোট	৩,৮৭,৯২৩৲	১,৮১,৮০৯৲	৫,৬৯,৭৩২৲
৫। রাজসাহী বিভাগ—			
(২০) বগুড়া	১০,৭৫০৲	২৫০৲	১১,০০০৲
(২১) দার্জ্জিলিং	৭৯,৭৭৮৲	৭১,২৭২৲	১,৫১,০৫০৲
(২২) দিনাজপুর	৯৬,১৯৪৲	২৪৬৲	৯৬,৪৪০৲
(২৩) জলপাইগুড়ি	২১,৮৯৩৲	১,৪৭,৮০৭৲	১,৬৯,৭০০৲
(২৪) মালদহ	৪২,৪৫৩৲	১,০২২৲	৪৩,৪৭৫৲
(২৫) পাবনা	৪০,০৭০৲	৯৩৩৲	৪১,০০৩৲
(২৬) রাজসাহী	১,১৩,১৮৯৲	৪,৮০২৲	১,১৭,৯৯১৲
(২৭) রংপুর	৭৭,৩৩০৲	১,২৫১৲	৭৮,৫৮১৲
মোট	৫,২১,৮৫৭৲	২,০৮,০৮৩৲	৭,২৯,৯৪০৲

সংক্ষিপ্ত বিবরণী

(ক) মফঃস্বলের জেলাসমূহ (অর্থাৎ ১ম হইতে ৫ম)	২১,৭১,৫৬৮৲	৬,৬৪,৭৭৩৲	২৮,৩৬,৩৪১৲
(খ) বাঙলা দেশের বাহিরের জেলাসমূহ	৫,৪৭৩৲	২,৪০,১৬৩৲	২,৪৫,৬৩৬৲
(গ) খুচরা দান (যাহা "ক" ও "খ"র অন্তর্ভুক্ত নহে)—			
বঙ্গীয় মহিলা যুদ্ধ তহবিল	৮,১৪,১৬৮৲		৮,১৪,১৬৮৲
ভারতীয় টি এসোসিয়েশন	৬৫,১৬৯৲		৬৫,১৬৯৲
ত্রিপুরা ষ্টেট	১৪,০০০৲		১৪,০০০৲
এ-বি রেলওয়ে	১,০৪৭৲	১১,৭১৪৲	১২,৭৬১৲
বি-এন রেলওয়ে	১২৫৲	১,১২,০৭৭৲	১,১২,২০২৲
ই. বি. রেলওয়ে	৪৯১৲	৮১,৩৯৪৲	৮১,৮৮৫৲
ই. আই. রেলওয়ে	১১৯৲	১,৭৮,৫২৬৲	১,৭৮,৬৪৫৲
মোট খুচরা	৯,১৬,৩৫৯৲	৪,০৫,৭১১৲	১৩,২২,০৭০৲
মোট (ক+খ+গ)	৩০,৯৩,৪০০৲	১৩,১০,৬৪৭৲	৪৪,০৪,০৪৭৲
কলিকাতা	৫,০৭,৭৮৪৲	৪৯,০৫,০৫৫৲	৫৪,১২,৮৩৯৲
সর্ব্বসাকুল্যে	৩৬,০১,১৮৪৲	৬২,১৫,৭০২৲	৯৮,১৬,৮৮৬৲
গত হিসাবের পরে প্রাপ্ত	(২,০৭,৪৯২৲)	(১,১৮,৩৬৯৲)	(৩,২৫,৮৬১৲)

*রাজা কমলারঞ্জন রায়ের ৮০,০০০৲ টাকার একটি চুক্তিবদ্ধ দান এতৎসহ যুক্ত আছে।

পল্লী-অঞ্চলের ডাক্তারখানায় সরকারী সাহায্য

ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের জন্য মঞ্জুর

বাঙলা সরকার ঢাকা বিভাগের নিম্নোক্ত ডাক্তারখানা-সমূহের জন্য সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। প্রত্যেক থানা ডিস্পেন্সারীর জন্য ৫০০৲ টাকা করিয়া ও গ্রাম্য ডাক্তারখানাগুলিতে ২৫০৲ টাকা করিয়া সাহায্য প্রদত্ত হইবে। এই দান ১৯৪১-৪২ সনের জন্য।

ঢাকা জেলা—৩,৫০০৲ টাকা

ভাটপাড়া, মাজিদপাগলা, যশলং, পোয়ালদিয়া, চৈতন্যকান্দা, সোনারং, বজ্রযোগিনী, নবগ্রাম, কাঞ্চনপুর, উসুমারা, ধামরাই, রূপগঞ্জ, তেরশ্রী ও পারসগঞ্জহাট নামক স্থানের গ্রাম্য ডাক্তারখানাসমূহের জন্য।

ময়মনসিংহ জেলা—৮,৫০০৲ টাকা

পাকুন্দিয়া, কালিয়াচর, বাসাইল, মাদারীল, নিকলী, হোসেনপুর, কলিমগঞ্জ, মেলান্দহ, মধুপুর, নান্দাইল, ঈসলামপুর, পূর্বধলা এবং গোপালপুর নামক স্থানসমূহের থানা ডিস্পেন্সারীর জন্য; এবং

নাগিরপাজার, তেঁতুলিয়া, কামিয়ারি, মহিরামকুল, সরারচর, গাঁকরাইল, মাদিনা ও মিটামাইন নামক স্থানসমূহের গ্রাম্য ডাক্তারখানার জন্য।

ফরিদপুর জেলা—১৫,২৫০৲ টাকা

ভাঙ্গিয়া, গোপালগঞ্জহাট, নরিয়া, রাজৈর, নগরকান্দা ও কালিয়ানীর থানা ডিস্পেন্সারীর জন্য।

এতদ্ব্যতীত ৪৯টি গ্রাম্য ডাক্তারখানার জন্যও ফরিদপুর জেলায় টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

বাখরগঞ্জ জেলা—৪,০০০৲ টাকা

পাতারহাট, বামনা, বেতাগী, পাথরঘাটা, বাকেরগঞ্জ, রাজাপুর ও স্বরূপকাঠি নামক স্থানসমূহের থানা ডিস্পেন্সারীর জন্য; এবং

চরামদ্দী ও দেহেরগাতি নামক স্থানদ্বয়ের গ্রাম্য ডাক্তারখানার জন্য।

বাঙলা গভর্ণমেণ্ট চট্টগ্রাম বিভাগে ১৯৪১-৪২ সনের জন্য থানা ডিস্পেন্সারীতে ৫০০৲ টাকা হিসাবে ও গ্রাম্য ডিস্পেন্সারীতে ২৫০৲ টাকা হিসাবে নিম্নলিখিত সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন :—

চট্টগ্রাম (৩,৭৫০৲ টাকা)

থানা ডিস্পেন্সারী—মহেশখালি, রামু, উখিয়া, টেকনাফ ও মিরসরাই।

গ্রাম্য ডিস্পেন্সারী—ফতেপুর, কাপ্তাইহাট, মহামুনী, দামরাল ও নাজিরহাট।

ত্রিপুরা (৪,২৫০ টাকা)

থানা ডিস্পেন্সারী—হোমনা, কচুয়া, বুড়িচং ও দেবীদ্বার।

গ্রাম্য ডিস্পেন্সারী—গুণিয়াউক, দুর্গাপুর, মহম্মদপুর, কপর্দি, মোহনপুর, শাখাইর, শাশিদপুর, পত্তন ও মোগরাচর।

নোয়াখালী (৩,২৫০৲ টাকা)

গ্রাম্য ডিস্পেন্সারী—সোনাইমুড়ী, হাজিরপাড়া, দাগোনভূঁইয়া, দত্তপাড়া, কালিদহ, বাটাজোড়, বড়িগঞ্জ, মুন্সিরহাট, দলতা, পাঠানগর, চরিহর মেমোরিয়াল, সোনাবাজার ও রিমা।

নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে সরবরাহ বিভাগ হইতে প্রায় ১ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা মূল্যের রেলওয়ে সম্পর্কিত ও অন্যান্য প্রকার ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। নিকট ও মধ্যপ্রাচ্যের সম্মিলিত সৈন্যবাহিনীর জন্যই ইহার অধিকাংশ মাল প্রেরণ করা হইবে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

রুশীয়ার সংগ্রাম

রষ্টভ রণাঙ্গনে জার্ম্মাণদের পরাজয়

সোভিয়েটের এণতেহারে প্রকাশ, নালচৌক রষ্টভ রণাঙ্গনে পরাজিত শত্রু সৈন্যদের অপ্রান্তগতিতে পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। শত্রুপক্ষকে বিপুল ক্ষতিসাধন করিয়া বিতাড়িত করা হইয়াছে।

মস্কো অভিমুখী অভিযান এখনও আশঙ্কাজনকই রহিয়া গিয়াছে, তবে প্রাণপণে সংগ্রাম চলিতেছে।

মস্কো রণাঙ্গনে জার্ম্মাণ সৈন্যদের অগ্রগতির সংবাদ

একখানা জার্ম্মাণ এণতেহারে, সোভিয়েট সৈন্যদের কঠোরপণে পাল্টা আক্রমণের মুখে পদাতিক সৈন্য ডাইভ-বোমারের সাহায্যে আক্রমণ চালাইয়া মস্কো রণাঙ্গনে আরও কিয়ৎপরিমাণ অগ্রগতির দাবী করা হইয়াছে। একখানা রুশ এণতেহারে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া সমগ্র রণাঙ্গনে যুদ্ধের সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে।

মস্কো রণাঙ্গনের মোজাইস্ক অঞ্চলে জার্ম্মাণরা প্রায় দুই ডিভিশন পদাতিক সৈন্য এবং কতকগুলি ট্যাঙ্কের সাহায্যে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু সোভিয়েট সৈন্যরা তাহাদের ঘাঁটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে বলিয়া মস্কো বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে। ভোলোকোলামস্ক অঞ্চলে জার্ম্মাণদের মূল অভিযান দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে পরিচালিত হইতেছে।

নাৎসীদের তৎপরতা বৃদ্ধি

মস্কো অভিমুখী সমস্ত প্রধান স্থানীয় অঞ্চলগুলিতে যে বিপুল পরিমাণ জার্ম্মাণ সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছিল, তাহারা ক্রমশ: অধিকতর পরিমাণে তৎপর হইয়া উঠিয়া মোজাইস্ক ও মালোইয়ারোস্লাভেৎসের দিকে আক্রমণ চালাইতেছে। এই সকল অঞ্চলে পদাতিক বাহিনীর সহযোগিতায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ট্যাঙ্কবহর আক্রমণের পুরোভাগে প্রেরণ করা হইয়াছে। "মস্কো নদীর নিকট-বর্ত্তী একটি সঙ্কীর্ণ অঞ্চলে শত্রুপক্ষের দুই ডিভিশন সৈন্য একটি শক্তিশালী ট্যাঙ্কবহরের সহযোগিতায় আক্রমণে অংশ গ্রহণ করে। সন্ধ্যার দিকে শত্রুপক্ষ কতিপয় গ্রাম অধিকারে সমর্থ হয়। মোজাইস্ক অঞ্চলে রুশীয় সৈন্যরা তিনটা গ্রাম দখল করে, যদিও শত্রুপক্ষের একটি ট্যাঙ্কবহর ব্যূহ ভেদ করিয়া "কে" পল্লীতে উপনীত হইতে সমর্থ হয়। পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়াছে।"

"সোভিয়েট সৈন্যরা ক্লিন ও টালিনেগোরস্ক অঞ্চলে আক্রমণ চালাইতেছে এবং কতিপয় গ্রাম পুনরধিকার করিয়াছে। মস্কো বেতারে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট অশ্বারোহী বাহিনীর চাপে শত্রু-সৈন্য দক্ষিণ দিকে পশ্চাদপসরণ করিতেছে।

জার্ম্মাণ আক্রমণ শিথিল

"প্রাভদা"র বিশেষ সংবাদদাতা ৪ঠা ডিসেম্বর সংবাদ দিতেছেন যে, মস্কো অভিমুখে অভিযানের সপ্তদশ দিবস পর সোভিয়েট বাহিনীর পার্শ্বভাগে জার্ম্মাণ আক্রমণ শিথিল হইয়া আসিয়াছে। ক্লিন এলাকায় জার্ম্মাণরা আত্মরক্ষামূলক রণকৌশল অবলম্বন করিয়াছে এবং টালি-নোগোরস্ক এলাকায় জার্ম্মাণরা ক্রমশ: দক্ষিণ দিকে পশ্চাদপসরণ করিতেছে। তদুপরি উক্ত সংবাদদাতা ইহাও বলিয়াছেন যে, মোজাইস্ক এলাকার অবস্থা এখনও গুরুতর রহিয়াছে এবং তুলা এলাকায় ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে এবং জার্ম্মাণরা যে কোন মূল্যে তুলা অধিকারের চেষ্টা করিতেছে। এক সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, মস্কোর দক্ষিণ-পশ্চিমের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং সোভিয়েট বিমান বাহিনী প্রতিপক্ষের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিতেছে। কুইবিশেভের সংবাদে বলা হইয়াছে যে, সমগ্র জার্ম্মাণ বাহিনী এক্ষণে টাগানরোগ হইতে মারিউপোলের দিকে পশ্চাদপসরণ করিতেছে।

জার্ম্মাণ ইস্তাহারে দাবী

জার্ম্মাণ হাইকমাণ্ডের এক ইশতেহারে দাবী করা হইয়াছে যে, ডোনেৎস অববাহিকায় প্রতিপক্ষের প্রবল আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছে। প্রতিপক্ষের লেনিনগ্রাদের বেষ্টনী ভেদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। জার্ম্মাণ বিমান-বহর লেনিনগ্রাদের উপর দিবারাত্রি বোমা বর্ষণ করিতেছে। ফিনিস বাহিনী ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের প্রবেশপথে অবস্থিত সোভিয়েট নৌঘাঁটি হাঙ্গো উপদ্বীপ দখল করিয়াছে। হাঙ্গো হইতে পলায়নপর সোভিয়েট সৈন্যবাহী জাহাজ "ষ্টালিন" (১২,০০০ টন) মাইনের আঘাতে ধ্বংস হয়। দুইটি জার্ম্মাণ পেট্রলবোট উহাকে টানিয়া একটি জার্ম্মাণ ঘাঁটিতে লইয়া আসে।

রুশ সৈন্যদের মার্তিনোভ পুনরধিকার

মস্কো হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, রুশসৈন্যগণ ডোনেৎস অববাহিকায় ষ্টালিনো শহরের পূর্ব্বে অবস্থিত খনি-প্রধান শহর মার্তিনোভ পুনরধিকার করিয়াছে। জার্ম্মাণগণ বিস্তর হতাহত সেনা রণক্ষেত্রে ফেলিয়া রাখিয়া পলায়ন করিয়াছে এবং শত্রুপক্ষের বিস্তর সমরোপকরণও রুশদের হস্তগত হইয়াছে।

রণক্ষেত্র হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, রুশ সৈন্যগণ টাগানরোগের প্রবেশপথে জার্ম্মাণদের ব্যূহ ভেদ করিয়া শত্রুর সহিত আক্রমণ করিতেছে।

মস্কোর যুদ্ধ

মস্কো অধিকারের জন্য যে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহা পুনরায় ভীষণ আকার ধারণ করিতেছে। জার্ম্মাণরা রাজধানীর উত্তরে—রাজধানী হইতে প্রায় ৪০ মাইলের মধ্যে পৌঁছিয়াছে। তাহারা যে স্থানে উপনীত হইয়াছে, তাহা ক্লিন এবং লেনিনগ্রাড-মস্কো রাজপথের মধ্যে অবস্থিত।

"প্রাভদা"র সংবাদদাতা অবগত হইয়াছেন যে, এই অঞ্চলে জার্ম্মাণরা আরও এক ডিভিশন ট্যাঙ্ক, এক ডিভিশন যন্ত্রসজ্জিত সৈন্য ও দুই ডিভিশন পদাতিক সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে। মস্কো হইতে প্রায় ৪০ মাইল দূরে কোন এক স্থানে জার্ম্মাণ বাহিনী রুশ রক্ষাব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু পরে তাহাদিগকে বিতাড়িত করা হইয়াছে। পশ্চাদপসরণের সময় তাহাদিগের গুরুতর ক্ষতি হয়। আরও দক্ষিণ দিকে—তুলা অঞ্চলে জার্ম্মাণরা মস্কো-তুলা রেলপথের নিকট পৌঁছিয়াছে। প্রবল যুদ্ধ চলিতেছে।

রুশ সৈন্যগণ মস্কো রণক্ষেত্রের কালিনিন অঞ্চলে দুই স্থানে পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। প্রথমে উত্তর পশ্চিম দিক হইতে যে আক্রমণ করা হয়, তাহার ফলে একস্থানে জার্ম্মাণ সৈন্যশ্রেণী বিচ্ছিন্ন হয় এবং রুশ সৈন্যগণ একখানি গ্রাম অধিকার করে। রুশ সৈন্যগণ এখনও অগ্রসর হইতেছে এবং তাহার ফলে রুশদিগের এই অঞ্চলে সুবিধা হইয়াছে। দক্ষিণ হইতে দ্বিতীয় আক্রমণ করা হয়। তাহার ফলে অবস্থার আরও উন্নতি হইয়াছে। এই আক্রমণে দুই ডিভিশন জার্ম্মাণ সৈন্যের গুরুতর ক্ষতি হয়।

[৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

ইলেক্‌ট্রিসিটি
জীবনযাত্রা সহজ করে

আজ আপনি ভুলে গেলেও খুব বেশী দিনের কথা নয়, পৃথিবীর নানা দিকে ডাক-হরকরা ও ঘোড়ার গাড়ীতে করেই সংবাদ চলাচল করতো; সামান্য বোম্বে থেকে ক'লকাতায় আসতেই সময় লাগতো সপ্তাহের পর সপ্তাহ। ইলেক্‌ট্রিসিটির কল্যাণে আজ এ সবের রীতি বদলে দিয়েছে, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও রেডিওর সাহায্যে যে কোন সংবাদ এখন মাত্র একটি ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে। আজ টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের সহায়তায় এখন একবেলায় যত কাজ করা যায় আগে তা বোধ হয় এক মাসেও হয়ে উঠতো না।

যত রকমে সম্ভব
অফিসে
ইলেক্‌ট্রিক ব্যবহার করুন

কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন কর্তৃক প্রচারিত
CESC

CKK. 67.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের বক্তৃতা

মহামান্য স্যার জন হার্বার্ট বিগত ২৫শে নভেম্বর তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কনভোকেশনে নিম্নলিখিত অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন :—

আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি যে, ১৯৪১ সন অতীত হইবার পূর্বেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি দ্বিতীয়বার আসিবার সুযোগ পাইয়াছি, যদিও উহা বহিত করা হইয়াছিল। আজ আমি চতুর্থবার ঢাকায়, আমার পরিচিত আবেষ্টনীর মধ্যে আসিয়াছি।

মিঃ ভাইস-চ্যান্সেলার, আমি আপনার সদয় অভিনন্দনের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি এবং আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণের জন্য আমার সর্বদাই লক্ষ্য থাকিবে। বর্তমান সময়ের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য পরিকল্পিত নূতন শিক্ষা-তালিকা প্রবর্তনের জন্য যে চেষ্টা ও উদ্যম হইতেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসারের যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা আপনার অভিভাষণ হইতেই স্পষ্ট। এ সমুদয়ই শুভ ও উত্তম প্রগতির লক্ষণ।

ঢাকার দাঙ্গা সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার অভিপ্রায় আমার নাই; তথাপি যে সব ঘটনার সহিত বিশ্ববিদ্যালয় এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তাহার উল্লেখ না করিলে আমার বক্তৃতা অসম্পূর্ণ হইবে। আমি কিন্তু এই কথাই বলিতে চাই যে, এখানে সেখানে বর্বরতার প্রভাব দেখা দিলেও সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয় নিরাশ বা ভীত হইবে না। পক্ষান্তরে এই প্রকার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় যে নীতির প্রতীক, সেই নীতি সমর্থন করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব ও শক্তি প্রয়োগের প্রকৃষ্ট সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমার ভিতরে একটি ছাত্রের হত্যা অত্যাচারের বিরুদ্ধে এরূপ অশ্রদ্ধা ও সতর্কের সৃষ্টি করিবে যে দাঙ্গাহাঙ্গামার অবসান ঘটিবে, এবং সভ্যতাসম্মত নীতি রক্ষার প্রতিভূ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান যদি কোন প্রকার দুর্বলতা দেখায়, তাহাতে শুধু গুণ্ডাদেরই দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পায়।

ভাইস-চ্যান্সেলার জার্মাণীর যে অবস্থার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অন্য প্রকারের। ঐ সমুদয় বিশ্ববিদ্যালয় ভাবধারা ও প্রভাবের কেন্দ্রস্বরূপে বর্বরোচিত প্রচারকার্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়াছে। এখানে বর্বরতা বাহিরে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে এরূপ শক্তিশালী হইতে হইবে, যাহাতে ঐ বর্বরতা প্রশমিত হয়।

পরিবর্তনশীল দেশ

অদ্যকার দিন বিদায়-সম্ভাষণের দিন। মিঃ ভাইস-চ্যান্সেলার, আপনার অভিভাষণেই ইঙ্গিত আছে যে, যাহারা থাকিবে তাহারা এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবে, যাহা বর্তমান সময়ের প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তিত হইবে এবং কাজ করিবে। যাহারা বিশ্ব-বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া যাইবে তাহারা ঘটনা পরম্পরায় দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে প্রবেশ করিবে। ভারতবর্ষও পরিবর্তনশীল দেশ, যাহার শিল্প দিন দিন গড়িয়া উঠিতেছে এবং যাহারা জলেস্থলে আমাদের চতুর্দিকে থাকিয়া এই বিশাল দেশকে রক্ষা করায় নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহাদের জন্য অস্ত্র-শস্ত্র ও যুদ্ধসরঞ্জাম সরবরাহ করিতেছে। আজ আমরা যে ছবি দেখিতেছি তাহাতে এই দেশের বিরুদ্ধে কামান পাতা হইয়াছে। আমাদের সর্ব-প্রধান কাজ হইল সেগুলি অকেজো করিয়া দেওয়া এবং যে দেশ দেড় শত বৎসর শান্তি উপভোগ করিয়াছে, সেই ভারতের বিরুদ্ধে শত্রুর আক্রমণ নিরোধ করা।

যদিও আমি অপেক্ষাকৃত অল্প দিন হইল বাঙলা-দেশে আসিয়াছি, তথাপি আমি অবগত হইতে পারিয়াছি যে এই দেশের লোকে দেশকে কতটা ভালবাসে ও "দেশ" অর্থে কি বুঝায়। আমি জানি আপনারা অনেকেই নিজের মাতৃভূমির রক্ষার জন্য অগ্রগামী সেনার সহিত সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু আমি আপনা-দিগকে বলিতে চাই যে, যে গভর্ণমেন্ট অপর্যাপ্ত অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত ও আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র না দিয়া একটিমাত্র সেনাকেও যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠায়, সে গভর্ণমেন্ট আস্থাভাজন নহে। পূর্বকালে জনশক্তি যুদ্ধের চরম পরিণতি আনয়ন করিত, কিন্তু বর্তমান কালে আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও ক্ষমতা দ্বারা যুদ্ধের ফলাফল নির্দিষ্ট হয়। এই যুদ্ধাস্ত্র হইল—কামান, মেশিন গান্, রাইফল ও বিভিন্ন প্রকারের যুদ্ধোপকরণ। উদাহরণে বলা যাইতে পারে যে, একটি আধুনিক সেনাদল যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেছে, তাহাদের বিভিন্ন প্রকারের ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন এবং তাহারা প্রায় সম্পূর্ণরূপে যান্ত্রিক যানবাহনের উপর নির্ভর করে, এবং যে বিষয়ের উপর এই সৈন্যবাহিনীর শক্তি নির্ভর করে, তাহা লোক সংখ্যার উপর নির্ভর করে না, কিন্তু কি পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত হইতে পারে ও ঐ সমুদয় লোকদের জন্য সরবরাহ করা যায় তাহার উপরই নির্ভর করে। যে সমুদয় সৈন্য যুদ্ধে অগ্রগামী হইয়াছে, যাহারা এখন ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছে, তাহারা আমাদের উপর, যাহারা পশ্চাতে রহিয়াছে, তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার ও তাহাদিগকে পৌঁছাইবার জন্য নির্ভর করিতেছে। সর্বগ্রাসী যুদ্ধে সকলেই সমানভাবে জড়িত এবং যে সম্মান ও গৌরব শুধু অগ্রগামী সেনাদের এক-চেটিয়া ছিল। যাহারা যুদ্ধে যায় নাই অথচ খুব শ্রম স্বীকার করিয়া সৈনাদিগকে সমুদয় সরবরাহ করিতেছে, তাহারাও এখন ঐ সম্মান ও গৌরবের সমান অধিকারী। যাহারা এই বিশ্ব-বিদ্যালয় ছাড়িয়া যাইতেছেন তাহাদের অনেকেই বিভিন্ন উপায়ে এই দেশ রক্ষার জন্য সাহায্য করিতে পারেন। আপনারা কেহ কেহ সেনাদলে ভর্তি হইতে পারেন, অনেকে টেকনিক্যাল বিভাগে কাজ করিতে পারেন, অন্যান্য অনেকে শিল্প কারখানায় কাজ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে পারেন। আপনারা যে কাজই করুন না কেন, আপনাদের মনে হইবে নাৎসী ভীতি হইতে ভারতকে রক্ষা করিবার যুদ্ধে আপনারা অংশ গ্রহণ করিতেছেন। নাৎসী আধি-প্রভুদের নীতি যাহা "মেঁ ক্যাম্পে" বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আপনারা সকলেই জ্ঞাত আছেন এবং নাৎসীরা যে দেশ জয় করিয়াছে, তথায় নাৎসীদের ব্যবহার দ্বারা পরিস্ফুট হইয়াছে। কাজেই এই বিপদ এই দেশে যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজনীয়তা আপনারা উপলব্ধি করিবেন।

নূতন সুবিধা

এখন এমন সময় উপস্থিত হইয়াছে, যখন লোকে চিন্তা করিতেছে যুদ্ধাবসানে জগতকে কিভাবে উন্নততর করিয়া গড়া যাইবে। আপনারা, যাহাদের সম্মুখে আমি বক্তৃতা দিতেছি, এই জগতে অংশ গ্রহণ করিবেন এবং ইহার সাফল্য নির্ভর করিবে অনেকাংশে আপনাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর। সেই জগতে বৃহত্তর সুবিধা উপস্থিত হইবে, তাহাতে অপেক্ষাকৃত উদার দৃষ্টির প্রসার আবশ্যক হইবে এবং সেতুর, কার্যকরী শক্তি ও সহযোগিতার প্রয়োজন হইবে। বাঙলা দেশে শিল্পের যে প্রসার হইয়াছে দুই বৎসর পূর্বে তাহা ধারণারও বাহিরে ছিল। আপনাদিগকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, যুদ্ধের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যে শিল্প গড়িয়া উঠিল উদ্যম অভাবে সেগুলি নষ্ট হইয়া না যায়। একথা স্মরণ রাখিবেন যে, গত শতাব্দীর প্রারম্ভে শিল্প-বিপ্লবের ফলে বৃটেন ও প্রতীচ্যে ইতিহাসের যে ধারা পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে, তাহা গভর্ণমেন্টের দান নহে, বরং নূতন সুযোগ-সুবিধা ও সম্পদের সৃষ্টি প্রচেষ্টার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণের ফল।

শিল্প ছাড়াও বাঙলার এমন কৃষি-সম্পদ আছে, যাহা জগতের আর কোথাও নাই। কিন্তু এই সম্পদকে নূতন আবিষ্কৃত সম্পদ ধরা যাইতে পারে। কারণ অল্প দিন হইল ইহার প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করা হইয়াছে। আমি আশা করি বর্তমান বৎসরের প্রথম ভাগে এই শহরে আমি যে কলেজের উদ্বোধন করিয়াছি, তাহার সাহায্যে এই উপলব্ধি দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে। এই কলেজের গ্রাজুয়েটগণ এ প্রদেশের প্রধান শিল্পের উন্নতি করিবে, এই শিল্প হইল জীবনের ভিত্তি স্বরূপ-এটি হইল কৃষি। দেশ-হিতৈষণার কার্যের সকল শাখায় নূতন কর্মীর কাজের সুযোগ রহিয়াছে, এবং আপনারাই সে স্থান পূর্ণ করিবেন। এক সময় ছিল যখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার পর তিনটি ব্যবসায়ে সাধারণতঃ লোকে আত্মনিয়োগ করিত। এখন ইংলণ্ডের মত এখানেও গত বৎসরের শেষ ভাগে উহার অবসান হইয়াছে। বর্তমান সময়ের প্রয়োজন হইল বুদ্ধিমত্তার সহিত বিশ্ব-সমস্যা অনুধাবন করা, ক্ষিপ্রগতি দূরত্বকে আয়ত্তে আনার দরুণ বিশ্বের বিভিন্ন অংশের পরস্পর নির্ভরতা যথাযথভাবে উপলব্ধি করা, দৃষ্টির প্রসার সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়া বিশ্বব্যাপী করিতে হইবে। যে সমস্ত লোক আধুনিক জগতে সভ্যতাকে উন্নততর করিবে, তাহাদের থাকা চাই সতেজ ও প্রয়োজনমাফিক মন, সহজাত শক্তি অসমসাহসিকতা, সাহস, এবং তৎসঙ্গে পরমতসহিষ্ণুতা ও উদারতা।

" স্যার এস, রাধাকৃষ্ণনকে বক্তৃতা দিতে আহ্বান করার পূর্বে আমি আর অধিক কিছু বলিতে চাই না, কিন্তু মিঃ ভাইস চ্যান্সেলার আপনি এই প্রদেশের বাহিরের একজন ব্যক্তি যিনি এখন আর এখানে বাস করেন না অথচ বহু বৎসর যিনি তাঁহার অনেক দান দ্বারা বাঙলা দেশকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার যে যথাযোগ্য প্রশংসাবাদ করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমি বিশেষভাবে আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না।

ভারতে প্রস্তুত ঘোড়ার জিন

চার মাসে ২৫ হাজার সেট সরবরাহ

বিদেশ হইতে প্রাপ্ত ঘোড়ার জিন (গদি) এর সাজ-সরঞ্জামের জরুরী অর্ডার সরবরাহ করিবার জন্য হার্নেস অ্যাণ্ড স্যাডলারি কোম্পানী এবং তাহার অধীনস্থ কারখানাটি মার্চ হইতে জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে বিভিন্ন কিস্তিতে ১৫,২০০ জিন সরবরাহ করিবার কণ্ট্রাক্ট লয়। ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই কণ্ট্রাক্ট লওয়া হইয়াছিল। প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে প্রত্যেকটি দ্রব্যই সরবরাহ করা হইয়াছে।

কাচ ও পিতলের উপর ফটো খোদাই

ভারতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্র নির্মাণ প্রচেষ্টা

পিতল বা কাঁচের স্কেল, সেট স্কোয়ার প্রভৃতি গাণিতিক যন্ত্রাদি নির্মাণ করিতে কলের সাহায্যে ধাতু দাগ খোদাই করিতে হয়, যাহাতে ফটোগ্রাফিক প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে ধাতু বা কাঁচের উপর দাগ কাটিয়া ঐ সকল যন্ত্র নির্মাণ করিতে পারা যায়, সে বিষয়ে গাণিতিক যন্ত্র নির্মাণ অফিসে গবেষণা ও পরীক্ষা চলিতেছে। এ পর্যন্ত যে ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহা বিশেষ উৎসাহজনক। ইহা পুরাপুরি সাফল্যমণ্ডিত হইলে ভারতবর্ষে ঐ ধরণের যন্ত্র নির্মাণের বিশেষ সুবিধা হইবে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

জার্ম্মাণদের পশ্চাদপসরণ

জেনারেল সুইজলার নেতৃত্বে জার্ম্মাণ বাহিনী ডন অববাহিকার মধ্য এলাকায় যে আক্রমণ সুরু করিয়াছিল, তাহা প্রতিহত হইয়াছে এবং সোভিয়েট সেনাগণ এখন ভীষণভাবে শত্রুদিগকে পিছনে হটাইয়া দিতেছে।

ভোলোকোলামস্কে দশ হাজার জার্ম্মাণ হতাহত

মস্কোর উত্তর-পশ্চিমে ভোলোকোলামস্কের দিকে রুশ সৈন্যেরা কর্ম্মতৎপর আছে ও কিছু স্থান পুনর্দখল করিয়াছে। মস্কোর সংবাদে প্রকাশ যে, এখানে এক সপ্তাহের যুদ্ধে জেনারেল রোকোসোভস্কির সেনাবাহিনী দশ হাজার জার্ম্মাণ সৈন্য হতাহত করিয়াছে।

মোজাইস্ক অংশে জার্ম্মাণদের সর্ব্বশেষ আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছে।

নাৎসী সৈন্যের একাংশ বিচ্ছিন্ন

জেনারেল রেমিজভের অশ্বারোহী বাহিনী ও কসাক সেনাদলই নাৎসী সেনার একাংশ বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। জার্ম্মাণরা যে পথে পশ্চাদপসরণ করিতেছে সে পথ পরিত্যক্ত গাড়ী ও অস্ত্রশস্ত্রে আকীর্ণ। রুশীয় বিমানবহর পশ্চিম অভিমুখে অপসরণশীল নাৎসী সৈন্যদলের উপর ভীষণ আক্রমণ চালাইতেছে।

কালিনিনে জার্ম্মাণদের ভয়াবহ ক্ষতি

কুইবিশেভ হইতে রয়টার ৬ই ডিসেম্বর সংবাদ দিতেছেন, কালিনিন রণাঙ্গনে সোভিয়েট পাল্টা আক্রমণ চলিতেছে; ভীষণ গোলাবর্ষণ সত্ত্বেও জার্ম্মাণ অবস্থানগুলি দখল করা হইয়াছে। জার্ম্মাণ কামানবাহিনী স্তব্ধ হইয়াছে এবং জার্ম্মাণরা বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। সংগ্রামের প্রারম্ভে একটি পদাতিক জার্ম্মাণ রেজিমেণ্ট ধ্বংস, ২০টি ট্যাঙ্ক, ৩টি কামান এবং ২৪০ ও ১০০ নং পদাতিক রেজিমেণ্টের হেডকোয়ার্টারগুলি নষ্ট হয়। মস্কো রেডিও ঐ আক্রমণের বর্ণনা প্রসঙ্গে জানায়, কয়েকটি সোভিয়েট ব্যাটেলিয়ান বরফাচ্ছাদিত ভল্গা নদীর কয়েকস্থান অতিক্রম করিয়া যায় এবং তুমুল যুদ্ধের পর অপর তীরে দুইটি উল্লেখযোগ্য অবস্থান দখল করিয়াছে।

লিবিয়ার সংগ্রাম

সিদি-রেজেগ অঞ্চলে যুদ্ধ

লণ্ডনের কর্তৃপক্ষ মহল যে সমস্ত সংবাদ পাইয়াছেন উহাতে জানা যায়, সিদিরেজেগ অঞ্চলে জার্ম্মাণদের অগ্রগতি প্রতিরোধ করার জন্য বৃটিশ বাহিনী যে পাল্টা আক্রমণ চালাইয়াছিল, উহা সামরিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়। লিবিয়ার রণক্ষেত্রে বৃটিশ সৈন্যদল লিবিয়ার সিদি-ওমার নামক একটি গ্রাম আক্রমণ করে ও প্রতিপক্ষের প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়।

জেনারেল রোমেলের অধীনস্থ বাহিনীর সাফল্য

ঘোরতর সংগ্রামের পর জেনারেল রোমেলের অধীনস্থ পঞ্চদশ এবং একবিংশতিতম পানৎসের বাহিনী তব্রুকের ২৪ মাইল পূর্ব্বে জাফরানে অবস্থিত জার্ম্মাণ বাহিনীর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু জার্ম্মাণদের এই সাফল্যে সাম্রাজ্যিক বাহিনীর সহিত তব্রুকের সৈন্যদলের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয় নাই। জেনারেল রোমেলের বাহিনী সিদিরেজেগ এবং বীর-এল-হামেদ পুনরায় দখল করিয়াছে।

জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক অফিসার বন্দী

মিসরে অনবরত রণক্ষেত্র হইতে বন্দী সৈন্য আসিয়া পৌঁছিতেছে। বন্দীদের মধ্যে জার্ম্মাণ আফ্রিকান কোরের একজন সিনিয়র ট্যাঙ্ক অফিসার আছেন।

জেনারেল রোমেলের সাঁজোয়া ডিভিশন পরিচালন

লিবিয়ায় সাঁজোয়া বাহিনীর সহিত রয়টারের যে বিশেষ সংবাদদাতা আছেন, তিনি তথাকার সামরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাইয়াছেন যে, তব্রুকের দক্ষিণ পূর্ব্বে গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামে বৃটিশ ও শত্রুপক্ষীয় সেনাবাহিনী দুর্দ্ধর্ষ লড়াই করিতেছে এবং উভয় পক্ষের উচ্চ পদস্থ সেনাপতিগণ স্বয়ং তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রগামী সেনাদল পরিচালিত করিতেছেন।

জেনারেল রোমেল ২১শে অথবা ১৫শে সাঁজোয়া ডিভিশনের সহিত আছেন বলিয়া জানা গিয়াছে; যে সাঁজোয়াবাহিনী মিশর সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছিল, তিনি স্বয়ং তাহা পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা নিঃসন্দেহে বোঝা যাইতেছে, বৃটিশ সাঁজোয়া বাহিনীকে শক্তিহীন করার জন্য তিনি মরিয়া হইয়া ট্যাঙ্ক বাহিনী পরিচালনা করিতেছেন।

বৃটিশদের জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক ধ্বংসের চেষ্টা

কায়রোর ৪ঠা ডিসেম্বর সংবাদে প্রকাশ, বৃটিশ অনুসন্ধানী দল এখন জার্ম্মাণদের ট্যাঙ্ক ধ্বংসের চেষ্টায় সমবেত হইতেছে; অপরপক্ষে জেনারেল রোমেল তব্রুক ও সমুদ্রের মধ্যে একমাত্র বাহিরগামী বৃটিশ অবস্থানকে ঠেকাইয়া রাখিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলিয়া মনে হয়।

রণক্ষেত্রের অধিকাংশ অংশ বৃটিশের করায়ত্ত

সিদি আজীজের নিকট একদল শত্রু সৈন্যকে আক্রমণ করিয়া গত ৪ঠা তারিখ সাম্রাজ্যিক বাহিনী ৪০জন জার্ম্মাণকে নিহত, চারটি কামান হস্তগত এবং বহুসংখ্যক সৈন্যবাহী মোটর-লরী বিধ্বস্ত করিয়াছে।

সমস্ত রণক্ষেত্রের অধিকাংশ অংশ এখন সাম্রাজ্যিক বাহিনীর করায়ত্ত। ফোর্ট কাপুজ্জোর পশ্চিমে একদল আফ্রিকান সৈন্যেরও সাক্ষাৎ মিলিবে না। জার্ম্মাণরা তব্রুকের বাহিরে পরিখা খনন করিতেছে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এখন পর্য্যন্ত সমর্থিত হয় নাই, তবে ইহা স্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। বৃটিশ সেনাগণ এখনও কাপুজ্জো অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সোল্লামেও তাহাদের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত, তবে আফ্রিকান দল সিদি রেজেগ ও গাম্বুত দখল করিয়া লইয়াছে। অনুসন্ধানী একটি দল রণক্ষেত্রের নানা স্থানে বেশ ভাল কাজ করিয়াছে। ইহারা কতকগুলি আফ্রিকান ট্যাঙ্ক ধ্বংস করিয়াছে। ঐগুলি সাময়িকভাবে অচল হইয়া পড়িয়াছে।

আল-দুদায় শত্রু আক্রমণ প্রতিহত

এক এলাহাবাদে ৫ই ডিসেম্বর বলা হইয়াছে যে, আল-দুদায় দুইবার শত্রুপক্ষের প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছে এবং বহু শত্রু সেনা হতাহত হইয়াছে।

৩ সহস্র ইটালীয় ও ২ সহস্র জার্ম্মাণ বন্দী

৬ই ডিসেম্বর শনিবার সামরিক প্রধান কেন্দ্রের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, এল-দুদায় জার্ম্মাণদিগের কবলে যে সামান্য স্থান ছিল, তাহা পুনর্দখলকৃত হইয়াছে।

বৃটিশ ঘাঁটিতে মোট ৩ সহস্রের অধিক ইটালীয় এবং প্রায় ২ সহস্র জার্ম্মাণ বন্দী আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

বির-আল-গোবী এলাকায় যুদ্ধ

জনৈক মুখপাত্র লিবিয়ার যুদ্ধ এলাকার সর্ব্বত্র লড়াই তীব্রতর হইয়াছে বলিয়া খবর দিয়াছেন। এখানে দুইটি স্থানে প্রধান লড়াই চলিতেছে। এই স্থানে উভয় পক্ষের সাঁজোয়া বাহিনী লড়াইয়ে যোগ দিয়াছে। এই দুইটি স্থানের যুদ্ধের আর কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই, তবে উক্ত মুখপাত্র ঘোষণা করেন যে, বির-আল-গোবী এলাকায় সাম্রাজ্যবাহিনী প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের সংগ্রাম

বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধ-ঘোষণা

জাপান বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। প্রকাশ, জাপ বিমানের বোমাবর্ষণে পার্ল হারবারের ঘাঁটি ও হনলুলু শহরের অবর্ণনীয় ক্ষতি সাধিত হইয়াছে।

ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, হোয়াইট হাউস হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জাপানীগণ বিমানযোগে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পার্ল হারবারের উপর আক্রমণ চালাইয়াছে।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বলিয়াছেন যে, ওয়াহু দ্বীপের সমস্ত ঘাঁটি এবং সামরিক লক্ষ্যবস্তুসমূহের উপর আক্রমণ চালান হয়।

হনলুলুর নিকটবর্ত্তী বহির্ভাগ যৌদ্ধ চলিতেছে।

মার্কিণের সমরসজ্জা

ওয়াশিংটনের এক সংবাদে প্রকাশ, সমর বিভাগ যুক্তরাষ্ট্রীয় বাহিনীর সমুদয় লোককে সমবেত হইতে আহ্বান করিবার আদেশ জারী করিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার্থে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সমর ও নৌ বিভাগকে কতকগুলি আদেশ পালনের আদেশ দিয়াছেন। এই সকল আদেশ গোপন রাখা হইয়াছে।

জাপ-থাইল্যাণ্ড চুক্তি

জাপ যুদ্ধ বিভাগ হইতে ৮ই ডিসেম্বর ঘোষণা করা হইয়াছে যে, থাইল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া জাপ সৈন্যদের যাইবার অধিকার লইয়া জাপান ও থাইল্যাণ্ডের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে। জাপ সৈন্যরা থাইল্যাণ্ডে প্রবেশ করিতেছে।

ফিলিপাইনে জাপ প্যারাশুট সৈন্য

প্রকাশ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে জাপ প্যারাশুট সৈন্যদল অবতরণ করিয়াছে। থাইল্যাণ্ড আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ সমর্থিত হইয়াছে। জাপ যুদ্ধ জাহাজগুলি ব্যাংককের উপর গোলাবর্ষণ এবং প্লেনগুলি শহরের উপর বোমাবর্ষণ করিয়াছে।

জাপ জাহাজগুলি উত্তর মালয়ে সৈন্য নামাইতে চেষ্টা করিলে পর, ডাচদের যুদ্ধপ্লেনগুলি ঐ সমস্ত জাহাজ আক্রমণ করিয়া তাড়াইয়া দেয়।

সিঙ্গাপুরে দ্বিতীয়বার বিমান আক্রমণ

৮ই ডিসেম্বর সকাল সাড়ে দশটার সময় সিঙ্গাপুরের উপর পুনরায় বিমান আক্রমণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম বারের বিমান আক্রমণে ৬০ জন নিহত ও ১৩৩ জন আহত হইয়াছে।

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১১ খানা বিমান সিঙ্গাপুরের উপর হানার অংশ গ্রহণ করে। ঘাঁটির উপর বোমাবর্ষণ করা হয় নাই। সিঙ্গাপুর দ্বীপে ৫০ হইতে ১০০ জন লোক হতাহত হইয়াছে।

হংকং-এর উপর আক্রমণ

টোকিও রেডিওর প্রকাশ, জাপ সৈন্যবাহিনী ও বিমানবহর নৌ-বহরের সহযোগিতায় হংকং-এর উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করিয়াছে।

মালয়ে জাপানীদের অবতরণ

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জাপানীরা উত্তর মালয়ে অবতরণ করিয়াছে এবং সেখানে যুদ্ধ চলিতেছে।

জাপানীরা প্রথমে সৈন্য নামায় থাই ও থাইল্যাণ্ড সীমান্তের নিকটে মালয়ের উত্তরাংশে কোটাবারু নামক স্থানে। এই আক্রমণ প্রতিহত করা হয়। অতঃপর জাপানীরা আরও ১৩ মাইল দক্ষিণে সাবকে সৈন্য নামাইয়াছে।

উত্তর মালয় হইতে সকাল ৭টা ৪০ মিনিটের সময়ে সরকারীভাবে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, শত্রুপক্ষীয় জাহাজগুলি দ্রুত পশ্চাতে প্রত্যাবর্তন করিতেছে। উপকূলে যে সামান্য পরিমাণ সৈন্য ছিল, তাহাদের উপর প্রচণ্ডভাবে মেশিনগানের গুলীবর্ষণ করা হইতেছে।

যুদ্ধ তহবিলে বাঙলার এক কোটী টাকা দান

মহামান্য বড়লাট ও গভর্ণরের বাণী

বঙ্গীয় যুদ্ধসংক্রান্ত তহবিলে এ পর্য্যন্ত মোট এক কোটি টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মহামান্য বড়লাট বাহাদুর নিম্নলিখিত বাণী প্রেরণ করিয়াছেন:—

"বাঙলার জনসাধারণ স্বেচ্ছা-প্রণোদিতরূপে যুদ্ধ-সংক্রান্ত তহবিলে এক কোটি টাকার উপর সাহায্য প্রদান করিয়াছেন বলিয়া আমি বাঙলার অধিবাসী এবং প্রাদেশিক যুদ্ধ কমিটি এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফাণ্ডের কমিটিকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এই উল্লেখযোগ্য কার্য্যের জন্য বাঙলার জনসাধারণ বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করিতে পারেন। আপনারা এবিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইবেন যে, আপনাদের প্রচেষ্টার ফলে সকলের সমভাবে প্রয়োজনীয় "জয়লাভ" আমাদের আরও নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। এই প্রচেষ্টা বর্দ্ধমান বলিয়া উহার পরিমাণ চতুর্গুণ করিয়া তুলুন,—যতদিন না জয় আমাদের করতলগত হয়।"

বাঙলার জনসাধারণকে উদ্দেশ করিয়া মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর নিম্নলিখিত বাণী প্রদান করিয়াছেন:—

"কঠোর পরিশ্রম, সৌজন্য এবং যুদ্ধের বাস্তবরূপ হৃদয়ঙ্গম করার ফলে বাঙলার জনসাধারণের সাফল্য-মণ্ডিত প্রচেষ্টায় আমি সত্যই গর্ব্বিত। এই সাফল্য কলিকাতার "ন্যাশন্যাল ডিফেন্স এণ্ড সেভিং" সপ্তাহের সহিত অঙ্গাঙ্গিভূত হইয়া যুদ্ধ জয় সম্পর্কে আমাদিগকে নূতন প্রেরণা প্রদান করুক। এখন হইতে প্রাপ্ত প্রতিটি মুদ্রা আমাদিগকে আর একটি কোটি টাকা সংগ্রহে সাহায্য করিবে।" (কর্ণিউনিক)

কলিকাতার বিরাট দান

দান ও বিবিধ প্রকার যুদ্ধ-ঋণে যে টাকা দাখিল করা হইয়াছে, তাহা মিলাইয়া বিগত ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত যুদ্ধ-ভাণ্ডারে কলিকাতার মোট দানের পরিমাণ ৭,৮১,৬৬,৩৫৪৲ টাকা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

কুলটিতে "স্পিটফায়ার" সপ্তাহ পালন

যুদ্ধ তহবিলে উল্লেখযোগ্য অর্থ সংগৃহীত

কুলটির জনসাধারণ ইতিপূর্ব্বে ২২,১৬২।৵১০ সংগ্রহ করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফাণ্ডে প্রদান করিয়াছে এবং উহা দ্বারা একটি "স্পিটফায়ার" বিমান ক্রয় করা হইবে, এতদুদ্দেশ্যে সেই অর্থ পৃথক করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানের স্মরণার্থ গত ১২ই অক্টোবর হইতে ১৮ই অক্টোবর পর্য্যন্ত কুলটিতে "স্পিটফায়ার" সপ্তাহ পালন করা হইয়াছে।

এই উপলক্ষে একটি পতাকা দিবসও পালিত হইয়াছে এবং ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের সহযোগিতা পাওয়া গিয়াছে।

পরিশেষে সিনেমা প্রদর্শনী ও একটি ভোজের পর এই অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এই অনুষ্ঠানে মোট ৬,৩৭৫৶৫ সংগৃহীত হইয়াছে।

কলিকাতার একটি কারখানা সম্প্রতি হ্যামিল্টন টিউব প্রস্তুত করিয়াছে। টেলিগ্রাফের তার খাটাইতে এই টিউব বা নলের প্রয়োজন হয়।

পোষ্ট অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ বিভাগের কারখানায় এগুলি পরীক্ষিত হইয়া সন্তোষজনক বিবেচিত হইয়াছে। এই টিউবগুলিকে পেরেক দিয়া জোড়া লাগানই প্রথা, কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এগুলিকে পিটিয়া জোড়া লাগান হইয়াছে।

বিভিন্ন ধরণের হ্যামিল্টন টিউব সরবরাহ করিবার জন্য এই কারখানাটিতে বড় রকম একটা অর্ডার দেওয়া হইতেছে।

বাঙলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

এক সপ্তাহের বিবরণী

গত ১লা নভেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় বাঙলাদেশে কলেরা রোগে মোট ১,৪৫১ জন ব্যক্তি আক্রান্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে পাবনায় ১৯৫ জন, ঢাকায় ২৫৭ জন, ময়মনসিংহে ৩৯৬ জন, চট্টগ্রামে ১৩৯ জন এবং ত্রিপুরায় ২০৯ জন ব্যক্তি উক্ত রোগাক্রান্ত হয়। উক্ত সময়ে মোট ৭৩৬ জন ব্যক্তি কলেরা রোগে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। তন্মধ্যে পাবনায় ১০৭ জন, ঢাকায় ১১৭ জন, ময়মনসিংহে ২১৫ জন, চট্টগ্রামে ১১৩ জন এবং ত্রিপুরায় ১২৯ জন মারা যায়।

২৪-পরগণা, দার্জ্জিলিং এবং ত্রিপুরা ষ্টেটে মোট ১৮১ জন লোক ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়।

কলিকাতায় ইতস্ততঃ মেনিঞ্জাইটিস্ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে; প্লেগ রোগে আক্রান্ত হওয়ার কোন বিবরণী পাওয়া যায় নাই। (প্রেস-নোট)

বাঙালী ক্যাডেটের সাফল্য

বড়লাটের স্বর্ণপদক পুরস্কারের জন্য মনোনীত

"ডাফ্রিন্" জাহাজে নৌ-বিদ্যা শিক্ষার্থী সিনিয়র ক্যাডেট ক্যাপ্টেন কে, এস, শাহাবুদ্দীন এই বৎসরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ক্যাডেট বিবেচিত হওয়ায় বড়লাটের স্বর্ণপদক পাইবার যোগ্য বলিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সচ্চরিত্রতা ও নেতৃত্ব গুণের জন্য ক্যাডেটগণ নিজেরাই তাঁহাকে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। সিনিয়র ক্যাডেট ক্যাপ্টেন বি, এন, মিত্র রাণার-আপ হইয়া গভর্ণিং-বডির পুরস্কার লাভের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন। ইহারা উভয়েই বাঙালী। বাঙালী ক্যাডেটের সংখ্যা পাঁচ-জনের বেশী নহে। ক্যাপ্টেন শাহাবুদ্দীন ঢাকা নবাব পরিবারের মিঃ খাজা শাহাবুদ্দীনের পুত্র।

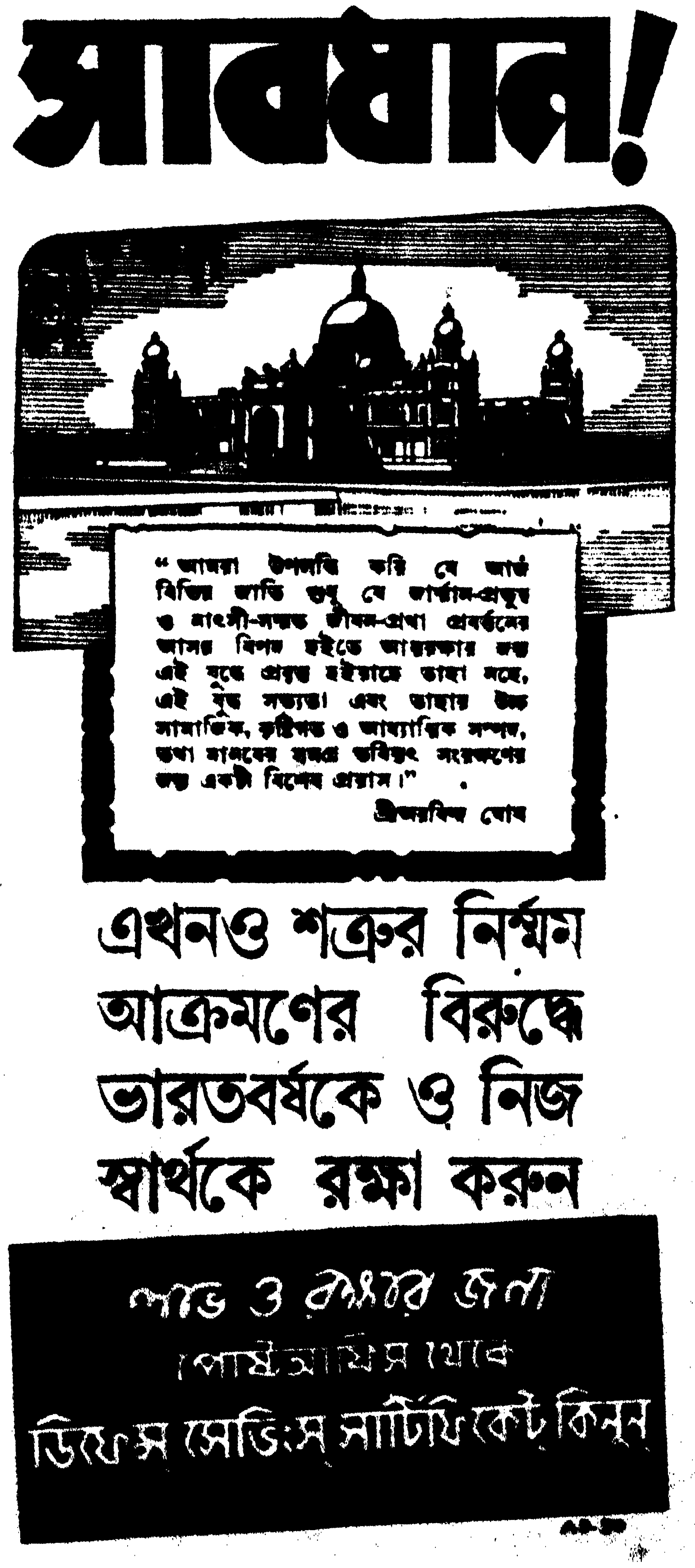

কৃষি-পল্লী—

পৌষ-মাঘ মাসের চাষ-আবাদ

ক্ষেত-খামার।—পৌষ মাস চাষীর সবচেয়ে আনন্দের মাস। বাঙলার সর্ব্বপ্রধান ফসল আমন ধান এই মাসে পুরাদমে মাড়াই হয় এবং সম্বৎসরের ভাত চাষী ঘরে তোলে। বোরো ধানের চারা রোপণ করিবার এই সময়। নদীতীরবর্ত্তী বা বিল জমিতে জল নাবিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাদার উপরে বোরো ধানের চারা রোপণ করিতে হয়। মাঘ মাসে বৃষ্টি হইলেই একটা বা দুইটা চাষ দিয়া সমস্ত ধান-জমি খুলিয়া রাখা উচিত। এই চাষে অনেক উপকার হয়। খনার বচনে আছে—"ধন্য রাজার পুণ্য দেশ, যদি বর্ষে মাঘের শেষ।" মাঘ মাসে ধানের জমি খুলিয়া রাখিলে ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখের প্রখর উত্তাপে সমস্ত আগাছা এবং যে-সকল অনিষ্টকর পোকা-মাকড় ধানগাছের গোড়ায় বা মাটির মধ্যে বিশ্রাম করে, তাহা নষ্ট হইয়া যায়, মাটির মধ্যে রোদ ও হাওয়া প্রবেশ করায় একটা পচন-ক্রিয়া হইয়া মাটির উর্ব্বরতা বাড়ে, পূর্ব্ব হইতে জমিতে চাষ দেওয়া থাকিলে পরে বীজ বুনিবার সময়ে বা কাদা করিবার সময়ে জমি শীঘ্র তৈয়ারী করা যায়। শুধু ধান-জমি নয়, যে কোনও জমি খালি থাকিলেই মাঘ মাসে চাষ দিয়া খুলিয়া রাখিলে উপকার হয়।

কার্ত্তিক মাসে লাগানো নূতন আখে এই সময়ে একবার নিড়ান দিয়া সমস্ত আগাছা বাছিয়া ফেলা উচিত এবং বৃষ্টিতে মাটিতে "চটা" বাঁধিয়া যাইলে সে "চটা" ভাঙ্গিয়া দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এই ঋতুতে আখ কাটা ও গুড় তৈরী পুরাদমে চলে। "ম্যাকগ্লাসেন ফারনেস্" নামক উন্নত প্রণালীর চুলায় গুড় জ্বাল দিলে খুব পরিষ্কার গুড় তৈয়ারী হয় এবং সে চুলায়, শুধু আখের শুকনা পাতা ও ছিবড়ায় ("ছোবা") রস জ্বাল দেওয়া যায়, অন্য কোনও জ্বালানীর প্রয়োজন হয় না। স্থানীয় জেলা কৃষি-কর্ম্মচারী বা কৃষি-প্রদর্শকের নিকটে অনুসন্ধান করিলেই এই চুলি সম্বন্ধে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়।

পৌষ মাসে তামাকের ডগা এবং পাতার কোল হইতে যে কলি বাহির হয়, তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। তাহা না করিলে পাতা ছোট ও পাতলা হইয়া যায়। যে-সকল তামাকগাছ বীজের জন্য রাখা হয়, তাহাদের পাশের কলি ভাঙ্গিতে হয়, কিন্তু ডগা রাখিতে হয়। পৌষের প্রথমেই বাছিয়া প্রয়োজনমত গুটিকয়েক সবচেয়ে সবল ও সতেজ গাছ কাঠি দিয়া বীজের জন্য চিহ্নিত করিয়া রাখিয়া বাকী সকল গাছেরই পাশের কলি ও ডগা ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত। ওই সঙ্গে গাছের সব-নীচের ছোট পাতাগুলাও (ইহাদের "বিষপাতা" বলে) কাটিয়া লইতে হয় এবং প্রত্যেক গাছের তেজ ও বৃদ্ধি অনুসারে ছয়টি হইতে নয়টি পর্য্যন্ত বেশ মোটা ও বড় পাতা রাখিয়া কাণ্ডের বাকী অংশ একেবারে কাটিয়া ফেলিতে হয়। এই সকল বিষ-পাতা ফেলিয়া না দিয়া আঁটি বাঁধিয়া আসল পাতার ন্যায় তৈয়ারী করা যায়। আসল পাতার ন্যায় বিষ-পাতার ঝাঁজ ("মজা") হয় না বটে, কিন্তু তবু তাহাদের কিছু দামে বিক্রয় করা যায়। পাশের কলি ও ডগা একবার ভাঙ্গিয়া দিলেও কিছুদিন পরে তাহারা পুনরায় বাহির হয়, সুতরাং দ্বিতীয়বার তাহাদের ভাঙ্গিবার প্রয়োজন হয়।

আখ, আলু, তামাক, গম প্রভৃতি লাভজনক শস্যে এই ঋতুতে প্রয়োজনমত জল সেচন করিলে ফসল অনেক বেশী ফলে। পৌষ মাসের প্রথমে আলুতে সেচের মাটি চাপাইয়া ভাল করিয়া ভিলি বাঁধিয়া দিতে হয়।

পৌষ মাসে রাই সরিষা এবং মাঘ মাসে মুসুর কাটা ও মাড়াই হয়। আদা, হলুদ এবং মিঠাআলুও এই সময়ে ওঠে। আমন, কদু এবং রাবী অড়হরও উঠিবার এই সময়। মাঘ মাসের শেষ দিক হইতে গোল আলু উঠানো সুরু হয়, কিন্তু আলুর গাছ সম্পূর্ণ শুকাইয়া যাওয়ার পূর্ব্বে আলু উঠাইলে সে আলু বেশী দিন টেঁকে না।

শাক-সব্জী বাগিচা।—এই দুই মাস শীতের সব্জীর পুরা মরশুম, যাবতীয় দেশী ও বিলাতী শীতের সব্জী এই সময়ে পুরাদমে ওঠে। নাবি-লাগানো সব্জীতে এই সময়ে প্রয়োজনমত দুই-একবার জলসেচন করিলে ফসল অনেক বেশী হয় এবং তাহাদের দীর্ঘ দিন জমিতে রাখা যায়। মাটিতে রসের অভাব হইলে ফুলকপি ফুটিয়া যায়, বাঁধাকপি বেশ আঁট হইয়া বাঁধে না এবং ওলকপি, শালগম প্রভৃতি শক্ত হইয়া যায়। ঢেঁড়স, ঝিঙ্গা, পালা-শসা, করলা, বরবটি, নটেশাক, ডেঙ্গো, ডাঁটা প্রভৃতি গ্রীষ্ম ও বর্ষার সব্জীর জলদি ফসল পাইতে হইলে মাঘের শেষদিক হইতে ইহাদের বীজ বোনা চলে। পৌষ মাসে পটলের লতা চতুর্দ্দিক ছড়াইতে থাকে, সুতরাং এই মাসে পটলের জমিতে একবার ভাল করিয়া কোপান দিয়া সমস্ত আগাছা বাছিয়া দিলে গাছের জোর হয়। মাঘ মাস হইতে নূতন পটল উঠিতে থাকে। মাঘের শেষে বা ফাল্গুনের প্রথমে বর্ষাতি লঙ্কা ও বেগুনের বীজ বীজতলায় ফেলা যায়। শীতের বেগুন ও লঙ্কার মাঘ মাসের শেষ দিকে মাটির রস টানিয়া যাইলে একবার ডাল কাটিয়া "ছেঁচ" দিলে বেশীদিন ধরিয়া ফসল পাওয়া যায়। পৌষ মাসে পেঁয়াজের কলি বাহির হইলে সে কলির প্রয়োজন না হইলেও ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত, কলি রাখিয়া দিলে পেঁয়াজ ছোট হইয়া যায়।

গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা ও গাঁদা এই সময়ে বাগান আলো করিয়া থাকে; শীতের যাবতীয় মরশুমী ফুলেরও এখন চরম সময়। গোলাপে এই সময়ে মাসে দুইবার করিয়া তরল-সার প্রয়োগ করিয়া প্রয়োজনমত জল দিলে এবং মাটি চাপিয়া যাইলে মধ্যে মধ্যে খুঁড়িয়া দিলে গ্রম না পড়া পর্য্যন্ত বড় ও প্রচুর ফুল ফোটে। তরল-সার প্রস্তুতের প্রণালী এই বৎসরের প্রথম ও চতুর্থ সংখ্যা "কৃষি-কথা"য় বর্ণিত হইয়াছে। মাঘ মাসে বেল, যুঁই, চামেলী প্রভৃতি সুগন্ধি ফুলের গাছের ডাল ছোট করিয়া ছাঁটিয়া চতুর্দ্দিক ভাল করিয়া খুঁড়িয়া তরল-সার প্রয়োগ করিলে এবং প্রয়োজনমত জল দিলে নূতন ডাল বাহির হইয়া প্রচুর বৃদ্ধি করে। জবা, টগর, রঙ্গন, মুচকুন্দ, করবী, স্থলপদ্ম প্রভৃতি ফুলের গাছের ডালও মাঘ মাসে ছাঁটিয়া দিয়া, গোড়া খুঁড়িয়া পুরাতন গোবর-সার দিলে ও মধ্যে মধ্যে জল দিলে নূতন ডাল গজাইয়া বেশী ও বড় ফুল ফোটে, পুরাতন ডালে ইহাদের ফুল কম এবং ছোট হয়। রজনীগন্ধা, সকল প্রকার লিলি এবং ক্যানার "গেঁড়" মাঘ মাসে মাটি খুঁড়িয়া উঠাইয়া, রোদে শুকাইয়া, শুকনা বালির মধ্যে রাখিয়া দেওয়া পরে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে পুরাতন গোবর ও পাতা-পচা সার দিয়া নূতন করিয়া মাটিতে বসাইলে ফুল বড় হয় ও বেশী ফোটে।

পাতি, কাগজি, বাতাবী প্রভৃতি সকল প্রকার লেবুর মাঘ মাসের প্রথমে ডাল ছাঁটিয়া গাছের চতুর্দ্দিক ভাল করিয়া কোপাইয়া সার দিলে নূতন ডালে ফল বড় ও বেশী হয়। কাঠের বা পাতার ছাই সকল প্রকার লেবুর পক্ষে খুব উপকারী। পেয়ারা, আতা এবং আনারস গাছেরও চতুর্দ্দিক মাঘ মাসে খুঁড়িয়া সার দিলে বেশী ফলে। আনারসে পাতা-পচা বা আবর্জনা-পচানো সার বিশেষ উপকারী। পৌষ মাসে কাঁঠালের এবং মাঘ মাসের শেষে আম, জাম, লিচু, লক্‌কাট প্রভৃতি ফল-গাছের মুকুল ধরে।

কীট-পতঙ্গ ও রোগ।—এই ঋতুতে আলুর একপ্রকার অনিষ্টকর পোকার (পশ্চিমবঙ্গে ইহাকে "গুটি পোকা" বলে) আবির্ভাব হয়। এই পোকা প্রথমে মাঠে আলুর গাছকে আক্রমণ করে, পরে যে সকল আলু জমির বাহিরে আসিয়া পড়ে সেই সকল অনাবৃত আলুকে আক্রমণ করে। তাহার পরে আলু উঠিলে ইহা গুদামজাত আলুতেও সংক্রমিত হয়। ইহার দ্বারা গুদামে বহু আলু লোকসান হয়। এই পোকার বিবরণ ও প্রতিকার-বিধি বর্ত্তমান মাসের "কৃষি-কথা"র "প্রশ্ন ও উত্তর" শীর্ষক পরিচ্ছেদে লেখা হইয়াছে। সেখানে বর্ণিত সহজ উপায় অবলম্বন করিয়া এই ক্ষতিকর পোকার দমন করা প্রত্যেক আলু-চাষীর উচিত।

এ বৎসরের দ্বিতীয় সংখ্যা "কৃষি-কথা"র "কৃষি-পল্লী" শীর্ষক পরিচ্ছেদে বর্ণিত "আঁচা" বা "বিছা" (একপ্রকার শুঁয়া পোকা) এই সময়ে তোরিয়া, সরিষা, খেসারি, মুসুর প্রভৃতি ডাল-শস্যের অনিষ্ট করে। খুব বেশী প্রাদুর্ভাব হইলে ইহারা গাছের সমস্ত পাতা খাইয়া ফেলিয়া শুধু ডাঁটা অবশিষ্ট রাখে; সুতরাং এ পোকার উপর লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রথম অবস্থায় ইহাদের দমন করা সহজ, কিন্তু সমস্ত ক্ষেতে ছড়াইয়া পড়িলে তাহা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। "কাটুই পোকা" বা "ভোমা পোকা" নামে আর একপ্রকার পোকা এই সকল ডাল-শস্যের কাঁচা শুঁটিতে ফুটা করিয়া ভিতরের কচি বীজ খাইয়া ফেলে। প্রথম আবির্ভাব লক্ষ্য হইলেই হাতে বাছিয়া ইহাদের মারিয়া ফেলা ছাড়া দমনের অন্য কোনও সহজ উপায় নাই, বংশ বিস্তার হইয়া ছড়াইয়া পড়িলে ইহাদের দমন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

গত সংখ্যার "কৃষি-কথা"য় বর্ণিত ফুলকপি ও বাঁধা-কপির পোকার উৎপাত এ ঋতুতে পুরাদমে চলে। তামাকের জল মিহি পিচকারী দ্বারা গাছে ভাল করিয়া ছিটাইয়া দিলে ওই পোকার দমন হয়। তামাকের জল প্রস্তুতের প্রণালী এইরূপ—প্রথমে ২॥ সের তামাক-পাতা ১০ সের জলে ২৪ ঘণ্টা ভিজাইতে বা আধ ঘণ্টা ধরিয়া সিদ্ধ করিতে হয়। তাহার পরে ওই জলে এক-পোয়া কাপড়-কাচা সাবান গুলিয়া ফুটাইতে হয়। ওই দশ সের জল ৭ গুণ জলে গুলিয়া পাতলা করিয়া লইয়া মিহি পিচকারী দিয়া গাছের উপর ছিটাইতে হয়। প্রয়োজনমত পরিমাণে এই অনুপাতে তামাকের জল তৈয়ারী করিয়া চলে।

"মুড়ি" আখ হইতে আখের পোকার উদ্ভব হয়। সুতরাং মুড়ি আখ রাখিলে আখ কাটিবার সময় মাটি ঘেঁষিয়া আখ কাটিয়া জমি খালি হইলেই ক্ষেতে আগুন ধরাইয়া দিলে গোড়ার মধ্যে লুক্কায়িত সমস্ত পোকা মরিয়া যায়। পরে, বৃষ্টি হইয়া মাটিতে রস হইলেই দুইবার লাঙ্গল দিয়া বা কোদাল দিয়া ভাল করিয়া কোপাইয়া বিঘাপ্রতি ২ মণ খোল ও ২ মণ "এ্যামোনিয়াম সালফেট" নামক বিলাতী সার বিলাইয়া গোড়ার চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিলে খুব ভাল ফসল হয়। দুর্ব্বল আখের মুড়ি রাখা উচিত নয়। বস-রোগাক্রান্ত আখের মুড়ি রাখা আদৌ উচিত নয়। সে ফসলের গোড়া সম্পূর্ণভাবে উঠাইয়া ফেলিয়া দুই বৎসর জমিতে আখ না লাগানোই উচিত। তাহা না করিলে এই মারাত্মক রোগের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয় না।

[১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

মাসিক ৩০৲ হইতে ৫০৲ টাকা বেতনে প্রতি ইউনিয়নে ও থানায় অর্গানাইজার আবশ্যক। আবেদন করুন।

দি সেবক প্রেভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ,
২৪নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

জার্ম্মাণ মনোবলের অগ্নি-পরীক্ষা

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

রাশিয়ার অসহ্য শীত নিবারণোপযোগী বস্ত্র ইহাদিগকে দেওয়া হয় নাই। এই দারুণ শীতের মধ্যেও যুদ্ধ করা ছাড়া অন্য গত্যন্তর নাই, কারণ রাশিয়ান গরিলা বাহিনী পশ্চাৎদিক এবং রাশিয়ান সৈন্যরা সম্মুখ হইতে আক্রমণ করিয়া ইহাদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিতেছে। বিনাযুদ্ধে রাশিয়ানরা এক বর্গ গজ পরিমিত ভূমিও ছাড়িয়া দিতেছে না।

অধিকৃত অঞ্চলের সমস্যা

অধিকৃত অঞ্চলগুলির অবস্থাটাই বা কি? পূর্ব্ব রণ-প্রাঙ্গনে অনবরত সেনা পাঠাইতে হইতেছে বলিয়া এসকল অঞ্চলে জার্ম্মাণ সেনা সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। স্বদেশভক্ত চেক্, পোল্, যুগোস্লাভ ও বেলজিয়ানরা ঠিক এই সুযোগেরই প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। সুবিধা পাইলেই ইহারা নাৎসী অফিসারকে হত্যা করিয়া ফেলে। খুব অল্প সংখ্যক সৈন্যের সাহায্যে এসকল অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে দাবাইয়া রাখিতে হয় বলিয়া জার্ম্মাণরা এক্ষণে ভয় প্রদর্শনের নীতি গ্রহণ করিয়াছে। ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, অন্যের প্রতিভূস্বরূপ আবদ্ধ ব্যক্তিদের গুলী করিয়া মারা ইত্যাদি নানা অমানুষিক অত্যাচার তথায় চলিতেছে। কিন্তু হত্যাকাণ্ডের দ্বারা কোন স্বাধীনতাপ্রিয় জাতির আকাঙ্খাকে চাপিয়া রাখা সম্ভবপর নয়, পরং ইহাতে শত্রুদের প্রতি তাহাদের বিদ্বেষভাব শুধু বর্দ্ধিত হয় মাত্র। ইহা ছাড়া আরও দুইটি কারণ রহিয়াছে। সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাহাও প্রকাশিত হইয়াছে।

(১) প্রথম কারণ—রাশিয়ান বন্দী এবং রাশিয়ার হস্তচ্যুত অঞ্চলের বেসামরিক অধিবাসীদের উপর নাৎসীদের অমানুষিক অত্যাচার ;

(২) দ্বিতীয়তঃ, তথাকথিত সাম্প্রতিক ইউরোপীয় রাষ্ট্র সম্মেলন। উক্ত সম্মেলনে কমিণ্টার্ণ বিরোধী চুক্তির আয়ুষ্কাল বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। জার্ম্মাণ রেডিওর মতে ইহাই ইউরোপে "নববিধান" প্রবর্ত্তনের প্রথম সোপান বিশেষ।

জার্ম্মাণ সভ্যতার নমুনা

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং খাটি জাতি বলিয়া যাহারা বড়াই করিয়া বেড়ায়, এবার তাহাদের বর্ব্বরতার নমুনা দেখুন—

বন্দীদের শরীরে তপ্ত লৌহশলাকা লাগানো, চক্ষু-উৎপাটন, নাসিকা ও কর্ণচ্ছেদন পর্য্যন্ত করা হয়। কাহারও কাহারও পেটের নাড়ীভুঁড়ি টানিয়া বাহির করা হয়, আর কাহাকেও ট্যাঙ্কের সহিত বাঁধিয়া দিয়া নিষ্পেষিত করা হয়।

সমস্ত রণাঙ্গনে উক্তরূপ নির্ম্মম অত্যাচার জোর-জুলুম অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইউক্রেণের কোন একটি গ্রামে ৪ জন রাশিয়ানের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের হাত পা একটি কাষ্ঠখণ্ডের সহিত পেরেক দ্বারা শক্তভাবে আঁটা এবং ইহাদের সর্ব্বাঙ্গে তপ্ত লৌহের সাহায্যে অঙ্কিত স্বস্তিকা-চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়। অন্য একটি গ্রামে জনৈক রাশিয়ান সৈন্যকে পোড়াইয়া মারা হইয়াছে।

সঙ্গীনের ভয় দেখাইয়া বন্দীদিগকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের গাড়ীগুলি চালাইতে বাধ্য করা হইতেছে। এমন কি আহত সৈন্যদের পরিহিত গরম কাপড় জামাগুলি পর্য্যন্ত জার্ম্মাণরা ছিনাইয়া লইয়া যায়।

অপর এক স্থলে ১৭ জন আহত বন্দীকে তাহারা টেলিগ্রাফ খুঁটির সঙ্গে বাঁধিয়া রাখে। তখনও ইহাদের ক্ষতস্থান হইতে রক্ত পড়িতেছিল। ঐ অবস্থায় ৩ জনের মৃত্যু ঘটে, সোভিয়েট ট্যাঙ্ক ঘটনাস্থলে আসিয়া পড়ায় অবশিষ্ট লোকগুলি রক্ষা পায়। নাৎসীরা যখন যুদ্ধে অগ্রসর হয়, তখন বন্দীদিগকে তাহারা সম্মুখে রাখে।

শাসকোজনের কোন হাসপাতাল জার্ম্মাণদের হাতে পড়িলে তাহারা চিকিৎসাধীন সৈন্যদিগকে নানা অপমান-জনক ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। মহিলা-ডাক্তার এবং নার্সদিগকেও তাহারা মারপিট করিতে ছাড়ে নাই, এমনও দৃষ্টান্ত রহিয়াছে।

বন্দীশিবিরে রুগ্ন এবং আহত সৈন্যদের জন্য চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই। এমন দারুণ শীতের সময়ও তাহাদিগকে কোন একটি শিবিরে খোলা জায়গায় রাত কাটাইতে হইতেছে। স্বাস্থ্যের অবস্থা যাহাই হৌক না কেন, লাঠি-সোটার আঘাতে ইহাদের নিদ্রার অবসান ঘটাইয়া কাজে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

ইউক্রেনের একটি শিবিরে একদিনেই ৯৫ জন বন্দীকে গুলী করিয়া হত্যা করা হয়। সোভিয়েট বন্দীদের খতমের জন্য জার্ম্মাণরা বন্দী শিবিরগুলিতে নিষ্ঠুর নির্য্যাতনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। অন্যান্য দেশের বন্দীদের তুলনায় সোভিয়েট বন্দীদিগকে অপেক্ষাকৃত জঘন্য এবং অল্প খাবার দিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

সোভিয়েট সরকার নন্-এক্সিস শক্তিপুঞ্জের নিকট যে নোট প্রেরণ করিয়াছেন, উহাতে এই ঘটনার উল্লেখ আছে। এ-সকল ঘটনা মনের দুর্ব্বলতার পরিচায়ক মাত্র।

বিশ্বাসঘাতকদের সম্মেলন

সম্প্রতি বার্লিনে অনুষ্ঠিত কুইস্লিংদের সম্মেলন সম্পর্কেও ইহা সমান প্রযোজ্য। যে-সময় অধিকৃত দেশগুলিতে হত্যার তাণ্ডবলীলা চলিতেছে, সে-সময় এ-সকল দেশের প্রত্যেকটি হইতে এক একজন কুইস্লিং বার্লিনে উপস্থিত হইয়া হিটলারকে অন্ততঃ ইহা বলার সুযোগ দান করিয়াছে যে, "ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি" একতাবদ্ধ হইয়াছে।

কিন্তু এই কুইস্লিং প্রদর্শনীতে রিবেনট্রপ গোপন তথ্য বেফাঁস করিয়া দিয়াছেন। উপস্থিত কুইস্লিংদের সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন, "মিঃ চার্চিলের পক্ষে ইহা জানিয়া রাখা উচিত যে, নিরস্ত্রীকৃত দেশসমূহে ট্যাঙ্ক এবং ছোঁ-মারা বিমান বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে দূর করিয়া দিবে"। কি চমৎকার স্বীকারোক্তি!

রিবেনট্রপের সকাশে নিরস্ত্রীকৃত রাষ্ট্রসমূহের তথাকথিত যে-সকল প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়া ছিলেন, তাঁহারা মনে করেন ইউরোপের বিভিন্ন জাতির সহযোগিতায় একটি "নববিধানের" বুনিয়াদ খাড়া করাইবার জন্যই তাঁহারা স্বেচ্ছায় তথায় গমন করিয়াছিলেন। ইহা সত্ত্বেও মিঃ চার্চিলের কথার জওয়াবে রিবেনট্রপকে ইহা বলিতেই হইয়াছে যে, অধিকৃত দেশে বিদ্রোহ দমনের জন্য জার্ম্মাণীকে ট্যাঙ্ক এবং ছোঁ-মারা বিমান ব্যবহার করিতে হয়। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, অধিকৃত রাষ্ট্র-গুলির তথাকথিত নেতৃবর্গের মুখের উপরই রিবেনট্রপ উপরোক্ত কথা কয়টি বলিয়া দিয়াছেন।

আসল কথা এই যে, জার্ম্মাণদের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই বার্লিন প্রদর্শনীতে পুতুল-অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

রাশিয়া পরাজিত হয় নাই, বৃটেন এখন পর্য্যন্ত যে শুধু অনাক্রান্ত রহিয়াছে এমন নয়, সে জার্ম্মাণীকে প্রচণ্ডভাবে আঘাতও দিতেছে। জগতে জার্ম্মাণ একাধি-পত্য এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কোনটাই যদি না হইল, তবে এতটা ক্ষতি স্বীকারের উদ্দেশ্য কি? জার্ম্মাণরা ইহাই এখন জিজ্ঞাসা করিতেছে।

পরিকল্পনার ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং আশা-আকাঙ্খা সকল হইতে বিজয়ের লক্ষণ ক্ষুদ্র হিটলার এক্ষণে নরহত্যা এবং অমানুষিক অত্যাচার অবিচারের অনুষ্ঠান করিয়া উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেছে।

আর কত কাল?

কিন্তু এ-ভাবে আর কতকাল জার্ম্মাণদিগকে বোকা বানিয়ে রাখা যাইবে? যুক্তরাজ্যের শক্তি সামর্থ্য সম্পর্কে এ-পর্য্যন্ত তাহাদিগকে কত কিছুই না বলা হইয়াছে। এক্ষণে তাহারা প্রত্যহ আর, এ, এফ-এর শক্তির পরিচয় পাইতেছে। তাহাদের শহর ও কারখানা-গুলি একটির পর একটি করিয়া ধ্বংস স্তূপে পরিণত হইতেছে। বৃটেনে যে-সময় পর্য্যাপ্ত পরিমাণ আহার্য্য দ্রব্য সকলে ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতেছে, সে-সময় জার্ম্মাণীতে প্রত্যেকে শুধু এক পাত্র খাবারে দিন কাটাইতে বাধ্য হইতেছে।

উপরন্তু দিন দিন বৃটিশ বোমার আকার বাড়িয়া চলিয়াছে, জার্ম্মাণীর উপর রাজকীয় বিমানবহরের হানা প্রচণ্ড হইতে প্রচণ্ডতর হইয়া উঠিয়াছে এবং জার্ম্মাণীর ক্ষতির পরিমাণও সে অনুপাতে ভীষণ ও ব্যাপক হইয়া দাঁড়াইতেছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে, জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে সবে মাত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

এই প্রচণ্ড আঘাতের মুখে জার্ম্মাণরা দৃঢ় চিত্ততার সহিত আর কত দিন টিকিয়া থাকিতে পারিবে?

বৃটেন গত বৎসর যে ভাবে আঘাতের পর আঘাত বুক পাতিয়া লইয়াছিল, জার্ম্মাণী কি তাহা পারিবে?

ময়দা ও আটার মূল্য নিয়ন্ত্রণ

কলিকাতা ও শহরতলীতে কার্য্যকরী হইল

বাঙলা সরকারের প্রধান মূল্য নিয়ন্ত্রণকারী গত ৩রা ডিসেম্বর নিম্নলিখিত প্রেস্-নোট প্রকাশ করিয়াছেন :—

গত ১১ই সেপ্টেম্বর যে সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে এবং ১৮ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা গেজেটে মুদ্রিত হইয়াছে তাহা সংশোধন করিয়া নিম্নলিখিত পণ্যের পাইকারী ও খুচরা দর দ্রব্যের পার্শ্বে লিপিবদ্ধ করা হইল। এই আদেশ অবিলম্বে কলিকাতা ও শহরতলীতে কার্য্যকরী হইবে।

পণ্য।	পাইকারী, প্রতি মণ।	খুচরা, প্রতি সের।
গম (পাঞ্জাব দানা)	৬॥০	..
ময়দা (গৃহস্থালী নং ১)	৮৸০	৵১৫
আটা ("ডি") ..	৭৲	৵০
করাচী ময়দা ..	৭॥০	৵৫
চাক্কী আটা ..	..	৵১॥০ পাই।

(প্রেস্-নোট)

বাঙলা সরকারের নব-প্রচেষ্টা

গ্রামোফোন রেকর্ডের মধ্যস্থতায় জনহিতকর প্রচারকার্য্য

বাঙলা সরকারের বিভিন্ন বিভাগে কিরূপ জনহিতকর কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, দেশবাসীর মধ্যে তৎসম্বন্ধে ব্যাপক প্রচার-কার্য্যের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট মিঃ আব্বাস উদ্দীন আহমদের পরিচালনায় কতিপয় গ্রামোফোন রেকর্ড প্রস্তুত করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রথম রেকর্ড "হিন্দু-মুসলমান মিলন-গীতি" সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছে। সম্প্রতি শিল্প বিভাগের "হারানো মাণিক" নামক দুইখানা এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগের "মুক্তির পথে" নামক দুইখানা রেকর্ডও বাহির হইয়াছে। সমস্ত গ্রামোফোনের দোকানে এই সব রেকর্ড কিনিতে পাওয়া যায়।

নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ২৪শে হইতে সুরু করিয়া ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত যশোহর জেলায় "বিশেষ ডিফেন্স সপ্তাহ" পালিত হইয়াছে। এই আহ্বানে যে সাড়া পাওয়া গিয়াছে তাহার ফলে এক সপ্তাহের মধ্যেই ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেটে ৭৫,০০০৲ এবং ডিফেন্স সেভিং বণ্ডে মোট ৫০,০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

নাৎসীদের ধর্ম্মবিরোধী অভিযান

অধিকৃত দেশগুলির কাহিনী

নাৎসী সৈন্যেরা যে সমুদয় দেশে গিয়াছে তথায় তাহারা ধর্ম্মে যেরূপ হস্তক্ষেপ করিয়াছে, তাহার কতিপয় উদাহরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

পোল্যাণ্ড—পোল্যাণ্ডের প্রধান খৃষ্টীয় ধর্ম্মাচার্য্যের অধীনস্থ ৫ জন ধর্ম্মযাজককে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে, ২৭ জনকে বন্দী নিবাসে আবদ্ধ করা হইয়াছে, ১৯০ জনকে অন্যান্য জেলে প্রেরণ করা হইয়াছে, ৩৫ জনকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, ১১ জন জেলে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, ১১ জন গুরুতর পীড়িত এবং ১২২টি যাজক পল্লীতে একটিও ধর্ম্মযাজক নাই।

গ্রীস—নাৎসীরা দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপে তাহাদের আধিপত্য বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে গ্রীসের প্রাচীনপন্থী ধর্ম্ম-যাজকদিগকে অর্থ দ্বারা বশ করিতে গর্হিত ও দুঃসাহসিক চেষ্টা করে। গ্রীসে পোপের নিযুক্ত ধর্ম্মযাজককে ৩০টি জার্ম্মাণ রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে জার্ম্মাণ ধর্ম্ম-যাজক সেরাফিমকে প্রাচীন পন্থাবলম্বী গির্জ্জাসমূহের অধ্যক্ষ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্ররোচনা দেওয়া হয়। ইহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া নাৎসীরা অত্যন্ত কুপিত হইয়া সমস্ত বলকানের গির্জ্জাসমূহের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে।

যুগোশ্লাভিয়া—মিসরের সংবাদপত্র ওয়াফদ্ এল মিস্রী পত্রিকায় মাহমুদ এল হাসিমি বলিয়াছেন, যখন হিট্‌লার তাহার সেনাদিগকে যুগোশ্লাভিয়ার ছাড়িয়া দিয়াছে, তখন মোস্লেম-অধ্যুষিত সহর ও পল্লীর ক্ষতি হইয়াছে সবচেয়ে বেশী—সারাজেভোর সুরম্য মসজিদ ধূলিস্মাৎ করা হইয়াছে। এখন মোস্লেম শহরে সব নীরব ও ম্রিয়মান।

এলবানিয়া—এলবানিয়ার মোস্লেমদিগের ভাগ্যে দেখা দিয়াছে দারুণ অনাহার। মসজিদ ও ধর্ম্মস্থান চূর্ণ বিচূর্ণ ও লুণ্ঠিত এবং আনন্দমুখরিত পল্লী এখন বন্দীনিবাসে পরিণত।

পৌষ-মাঘ মাসের চাষ-আবাদ

[৯ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

বাঙলার কোনও কোনও জেলায়, বিশেষতঃ উত্তর বঙ্গের জেলাসমূহে, এই ঋতুতে একপ্রকার মূল-পরগাছার প্রাদুর্ভাব হয়। ইহার নাম "ভুলকি" বা "পোড়ামূল"। ইহা অতিশয় অনিষ্টকর শত্রু এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইহার দমন না করিলে ইহা শীঘ্র ছড়াইয়া পড়ে। ইহা প্রথমে আসল গাছের অতি নিকটে বেটে রঙের একটা নরম ডাঁটার আকারে মাটি খুঁড়িয়া বাহির হয়, ক্রমে ইহার একটা গুচ্ছ হয় এবং পরে ইহার মাথায় একসারি ফিকে বেগুণে রঙের ফুল বাহির হয়। ইহা আট-দশ আঙুলের বেশী উঁচু হয় না। মাটি খুঁড়িয়া লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় যে, অন্যান্য গাছের ন্যায় ইহার নিজস্ব কোনও শিকড় নাই যাহা দ্বারা মাটি হইতে ইহা খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে। ইহার গোড়ার গ্রন্থির মত একটা অংশ আছে; তাহা দ্বারা ইহা আসল গাছের শিকড়কে আঁকড়িয়া ধরে এবং আসল গাছের শিকড়ের দ্বারা সংগৃহীত খাদ্য আসল গাছে না যাইয়া ইহা দ্বারা শোষিত হয়। তাহার ফলে আসল গাছ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং এই পরগাছা পরিপুষ্ট হয়। তামাক, সরিষা এবং ফুলকপি, বাঁধাকপি ও ওলকপিতেই ইহা সাধারণতঃ আবির্ভূত হয় এবং এই সকল শস্যের ইহা ঘোর অনিষ্ট করে। ইহার দমনের উপায় দুইটি—(১) প্রথম আবির্ভাবের সময়ে (ফুল ফুটিবার পূর্ব্বে) মাটি সরাইয়া গোড়াশুদ্ধ ইহাদের উপড়াইয়া ফেলা, এবং (২) শস্য-পর্য্যায় অর্থাৎ যে জমিতে ইহার আবির্ভাব হয়, সে জমিতে অন্ততঃ দুই বৎসর উপরোক্ত কোনও শস্য একেবারেই চাষ না করা।

প্রাথমিক শিক্ষকদের অপূর্ব্ব সুযোগ

শিক্ষক মহোদয়গণ নিজ নিজ পুস্তক নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে একবার আমাদের প্রকাশিত পুস্তকগুলির কথা স্মরণ করুন। শিক্ষা-জগতে সব কয়টি জ্যোতিষ্কই আমাদের পুস্তকগুলির রচয়িতা। শিক্ষক মহোদয়গণ আমাদের পুস্তক নির্ব্বাচন করিয়া সরাসরি আমাদের দোকানে অর্ডার দিলে অর্ডারি পুস্তকের সহিত শিক্ষকগণের প্রাপ্য কমিশন ও নির্ব্বাচিত পুস্তকগুলির নমুনা কপি পাঠাইব।

বিনীত—ম্যানেজার,
ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড্ পাব্লিশিং কোং লিমিটেড,
৮ সি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রন্থকারদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :—

(১) "শিশু-গণিতের" গ্রন্থকার অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, এম-এ, বি-এল, বাংলার একজন কৃতী সন্তান। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা রিপন কলেজের ভূতপূর্ব্ব গণিতের অধ্যাপক ও বর্ত্তমানে রংপুর কারমাইকেল কলেজের প্রিন্সিপাল। তাঁহার রচিত সহজবোধ্য, পাঠ্যপুস্তক শিক্ষকদের দ্বারা প্রশংসিত ও সমাদৃত হইয়াছে।

(২) "ছোটদের পড়ার" গ্রন্থকার অধ্যাপক শ্রীঅমরনাথ বসু, এম-এ (লণ্ডন), টি-ডি (লণ্ডন), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, টি, কলেজের অধ্যক্ষ। তিনি তাঁহার জীবনের সমস্ত সময় শিক্ষার উন্নতিকল্পে নিয়োগ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে তিনি বাংলাদেশের শিশু শিক্ষার উন্নতির জন্য শিশুদের উপযোগী পুস্তকের একান্ত অভাব মোচন করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকজন সহযোগীর সহযোগিতায় পুস্তক রচনা করিতেছেন।

(৩) "ছোটদের ধর্ম্ম-কর্ম্মের" রচয়িতা অধ্যাপক শ্রীঅশোক নাথ শাস্ত্রী, এম-এ, পি-আর-এস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। তিনি সমস্ত পরীক্ষা কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপ্ ও বহু স্বর্ণ পদক লাভ করিয়াছেন। তিনি একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। দেশগৌরব শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসুর কুলপুরোহিত। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। ধর্ম্ম বিষয়ে পুস্তক লেখার অধিকার যে একমাত্র অশোক বাবুরই আছে তাহা সুধীজন মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

ইহা ছাড়া আমাদের "প্রাথমিক সাহিত্যের" রচয়িতা অধ্যাপক শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগচী, এম্-এ (স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত)। তিনি ময়মনসিংহ ও রাজসাহী কলেজের ভূতপূর্ব্ব বাংলার অধ্যাপক। বর্ত্তমানে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলার অধ্যাপক। তাঁহার রচিত পুস্তকের সহিত বহু শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পরিচয় আছে।

আমাদের প্রত্যেক গ্রন্থকারই শিক্ষা-জগতে সুপরিচিত। বিজয় বাবু, জ্যোতিষ বাবু, নির্ম্মল বাবু, প্রিয়রঞ্জন সেন প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া অধ্যাপনায় কাজে ব্রতী আছেন।

আমাদের প্রকাশিত প্রাইমারী পুস্তকাবলী

শিশু শ্রেণীর জন্য

১। আমার বই—অধ্যাপক শ্রীঅমরনাথ বসু, এম্-এ (লণ্ডন), টি-ডি (লণ্ডন) .. /১০
২। নূতন ধারাপাত—শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, এম্-এ ৶০
৩। শিশুবোধ ধারাপাত—শ্রীঅজিতকুমার বসু, বি-এ .. .. /৫

প্রথম শ্রেণীর জন্য

১। ছোটদের পড়া—অধ্যাপক শ্রীঅমরনাথ বসু, এম্-এ (লণ্ডন), টি-ডি (লণ্ডন) .. ৵০
২। শিশু-গণিত (১ম ভাগ)—অধ্যাপক শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, এম্-এ, বি-এল্ (বহু স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত) .. .. ।০
৩। অঙ্কের বই (১ম ভাগ)—শ্রীশরৎচন্দ্র বসু, বি-এস্-সি .. .. ।০
৪। হাতে খড়ি (১ম ভাগ)—শ্রীবীরনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এ .. .. /১০
৫। হাতের লেখা (১ম ভাগ)—শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, এম্-এ .. .. /১০

দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য

১। প্রাথমিক সাহিত্য (২য় ভাগ)—অধ্যাপক শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগচী, এম-এ (স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত) ৷৴১০
২। পড়ার বই দুই—জ্যোতিষচন্দ্র দত্ত, বি-এ ৷৴০
৩। মুকুলের সাহিত্য (২য় ভাগ)—মৌলবী মোজাম্মেল হোসেন ৷৴১০
৪। শিশু-গণিত (২য় ভাগ)—অধ্যাপক শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, এম্-এ, বি-এল্ (বহু স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত) ৷৴০
৫। অঙ্কের বই দুই—শ্রীশরৎচন্দ্র বসু, বি-এস্-সি ৷৵০
৬। ভূগোল ও বিজ্ঞান শিক্ষা—মৌলবী মোজাম্মেল হোসেন .. .. ।০
৭। হাতে খড়ি (২য় ভাগ)—শ্রীবীরনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এ .. .. /১০
৮। হাতের লেখা (২য় ভাগ)—শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, এম্-এ .. .. /১০
৯। My Spelling Book—Bijoykumar Bhattacharjee, M. A. .. ৶০

তৃতীয় শ্রেণীর জন্য

১। পড়ার বই (তিন)—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র দত্ত ৷৷০
২। শিশু-গণিত (৩য় ৪র্থ ভাগ)—শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, এম্-এ, বি-এল্ (বহু স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত) ৷৷০
৩। অঙ্কের বই (৩য়, ৪র্থ ভাগ)—শ্রীশরৎচন্দ্র বসু, বি-এস্-সি ৷৷০
৪। দেশ-বিদেশ—অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু এম্-এস্-সি (স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত) .. ৷৵০
৫। বিজ্ঞান-বিতান—অধ্যাপক শ্রীসুরেশনাথ ঘোষ, এম্-এস্-সি ৷৴০
৬। শিশু-বিজ্ঞান—মৌলবী মোজাম্মেল হোসেন ৷৵০
৭। ছোটদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম—অধ্যাপক শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী, এম্-এ, পি-আর-এস্ ।০
৮। ধর্ম্ম-কর্ম্মের হাতে খড়ি—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাভূষণ .. .. ।০
৯। বর্ণ (৩য়, ৪র্থ)—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্-এ .. .. ।০
১০। হাতে খড়ি (৩য় ভাগ)—শ্রীবীরনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এ ৶০
১১। হাতের লেখা (৩য় ভাগ)—শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, এম্-এ ৶০
১২। Golden Primer—by Prof. P. C. Banerjee, M. A. & R. N. Kar, B. A. ৵১০
১৩। প্রাথমিক ব্যাকরণ—শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, এম্-এ .. .. ।০
১৪। New Primary Word Book—J. M. Ganguly, B. A. .. ।০

চতুর্থ শ্রেণীর জন্য

১। পড়ার বই (চার)—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র দত্ত, বি-এ, ... ৷৷৵০
২। নূতন বই (৪র্থ ভাগ)—অধ্যাপক শ্রীসুধীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম-এ, বি-এল্ ৷৷৵০
৩। মুকুলের সাহিত্য (৪র্থ ভাগ)—মৌলবী মোজাম্মেল হোসেন ৷৷৵০
৪। শিশু-গণিত (৩য়, ৪র্থ ভাগ)—অধ্যাপক শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, এম্-এ, বি-এল্ .. ৷৷০
৫। অঙ্কের বই (৩য়, ৪র্থ ভাগ)—শ্রীশরৎচন্দ্র বসু, বি-এস্-সি ৷৷০
৬। দেশ-বিদেশ—অধ্যাপক শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু, এম্-এস্-সি ৷৵০
৭। বিজ্ঞান-বিতান—অধ্যাপক শ্রীসুরেশনাথ ঘোষ, এম্-এস্-সি, ... ৷৴০
৮। শিশু-বিজ্ঞান—মৌলবী মোজাম্মেল হোসেন ৷৴০
৯। ছোটদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম—অধ্যাপক শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী, এম্-এ, পি-আর-এস্ .. ।০
১০। ধর্ম্ম-কর্ম্মের হাতে খড়ি—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাভূষণ .. .. ।০
১১। বর্ণ (৩য়, ৪র্থ)—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম্-এ .. .. ।০
১২। হাতে খড়ি (৪র্থ ভাগ)—শ্রীবীরনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এ ৶০
১৩। হাতের লেখা (৪র্থ ভাগ)—শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, এম্-এ ৶০
১৪। New Reader—by Prof. S. C. Mukherjee, M.A. .. ৷৴০
১৫। English Reader II—by Prof. Priyaranjan Sen, M.A., F.R.S. ৷৴০

—কয়েকখানা যুদ্ধের ছবি—

জার্মাণীর কোন একটি শহরে বৃটীশ বিমানের ধ্বংসলীলা।

রুশীয়ার যুদ্ধে বন্দী জার্মাণ সৈন্যদিগকে বন্দী-নিবাসে লইয়া যাওয়া হইতেছে।

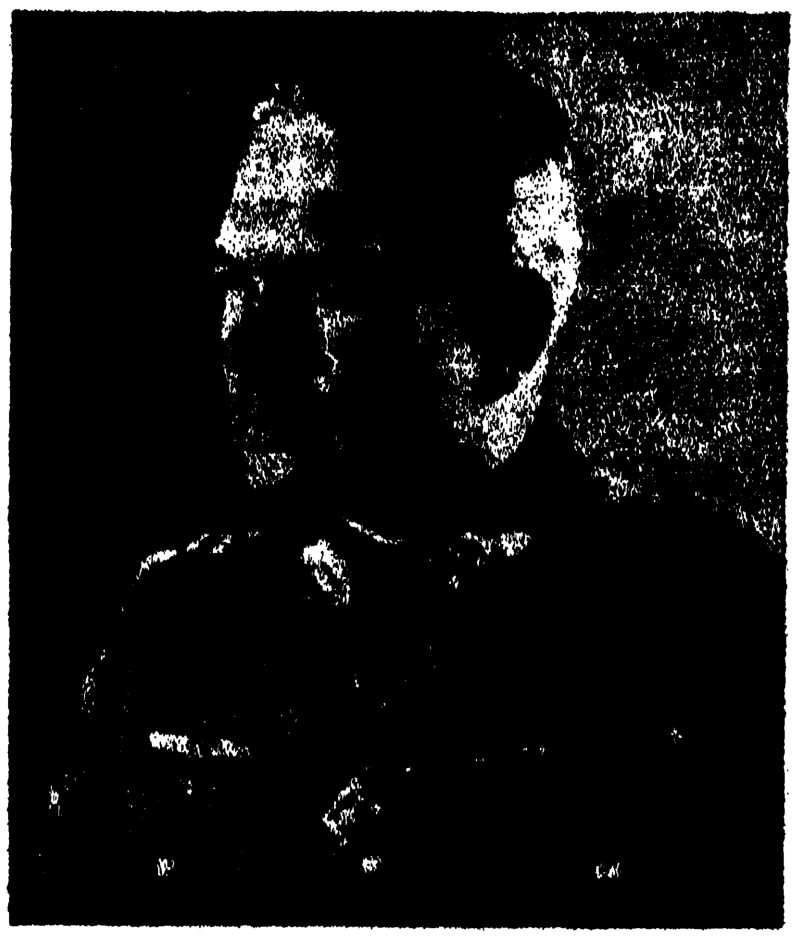

জার্মাণ পাঞ্জার ডিভিশনের গঠনকর্তা জেনারেল ওভারিয়ান রুশীয়ার রণক্ষেত্রে নিহত হইয়াছেন।

জার্মাণীতে বর্তমানে এমন খাদ্যাভাব হইয়াছে যে, বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের পরিবর্তে মাত্র এক রকম খাদ্য দ্বারাই জন-সাধারণকে বর্তমানে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইতেছে।

আলোক নিয়ন্ত্রণে সাময়িক ব্যতিক্রম

সরকারী ব্যবস্থার বিশদ ব্যাখ্যা

জনসাধারণ অবগত আছেন যে, কয়েক মাস পূর্বে সরকার কলিকাতা এবং কলিকাতার শিল্প অঞ্চলে আলোক নিয়ন্ত্রণ করা হইবে এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন এবং তদনুসারে আলোক নিয়ন্ত্রণ করিবার আদেশ জারি করেন। জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার্থ যদি প্রয়োজন হয় তবে গৃহের মধ্যে, গৃহের বাহিরে অথবা গৃহের কাঠামের উপর আলো জ্বালাইবার ব্যবস্থা উক্ত আদেশে ছিল।

মাঝে মাঝে ব্যক্তিগতভাবে আলো জ্বালাইবার অনুমতি দেওয়া ব্যতীত গভর্ণমেণ্ট গত দুর্গা পূজা, লক্ষ্মী পূজা, কালীপূজা এবং জগদ্ধাত্রী পূজায় আলোক নির্বাপণ সম্পর্কে কোন কোন আদেশ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিয়াছিলেন।

সরকার সম্প্রতি স্থির করিয়াছেন যে, যে সকল ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান যুদ্ধ-তহবিলের নিমিত্ত চাঁদা সংগ্রহ করিবে তাহাদের পূর্বোক্ত আদেশের কোন কোন ব্যাপার হইতে রেহাই দেওয়া হইবে এবং এই আদেশ যাহাতে কার্যকরী করা হয়, তজ্জন্য যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষকে যথারীতি উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে।

যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের অধীনে আলোক-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে ব্যতিক্রমের সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে কিম্বা হইবে, তাহাতে একথা সূচিত হইবে না যে, সরকার আলোক-নিয়ন্ত্রণের আদেশ অবহেলা করিবার অনুমতি প্রদান করিতেছেন। গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প যে, আলোক-নিয়ন্ত্রণকালে আংশিক আলো বন্ধ রাখিবার নীতি অবশ্যই কার্যকরী থাকিবে এবং এই আদেশকে কার্যকরী করার দায়িত্বে নিযুক্ত কর্তৃপক্ষকে যথারীতিভাবে উহা জানানো হইয়াছে। এই নীতিকে কার্যোপযোগী রাখার ব্যাপারে জনসাধারণের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য এবং সরকারের দৃঢ় ধারণা যে এই সহযোগিতা অবশ্যই পাওয়া যাইবে।

ভূমধ্যসাগরে অক্ষশক্তির জাহাজ ডুবি

গত দুই মাসের হিসাব

ডেইলী টেলিগ্রাফের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—

গত দুই মাসে রাজকীয় নৌবাহিনী ভূমধ্যসাগরে শত্রুপক্ষের মোট ৩৩টি জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে এবং ২১টি জাহাজ জখম করিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও ১৪টি জাহাজ আক্রান্ত হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ সেগুলিও সকলই ডুবিয়াছে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটীশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজ-ছাড়ার যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C2532.

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা] • কলিকাতা, ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৪১ [এক আনা

নাৎসী অত্যাচার-অতিষ্ঠ ইউরোপের আর্ত্ত চীৎকার

সর্ব্বত্র স্বাধীনতাকামী জনগণের অভিমতের অভিব্যক্তি

হল্যাণ্ড

"ব্রীজ্ নেদারল্যাণ্ড" পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ এম, ভান্ ব্ল্যাঙ্কেনষ্টিন্ বহু বর্ষ যাবতই তাঁহার দেশবাসীকে নাৎসী-বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করিয়া আসিতেছিলেন। লণ্ডন হইতে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন—"অন্যায়ভাবে আমার দেশ যাহারা দখল করিয়া বসিয়াছে এবং যাহারা প্রকৃতপক্ষে মানবতার অভিশাপ স্বরূপ, তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালনার সুযোগ পাইয়া আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করিতেছি।"

ফ্রান্স

স্বাধীনতাবাদী ফরাসীদের মুখপত্র "ফ্রান্স" পত্রিকার সম্পাদকের নাম রাজনৈতিক কারণে গোপন রাখা হইয়াছে। উপরের ছবিতে যাঁহাকে দেখা যাইতেছে, তিনি হইতেছেন এই পত্রিকার সেক্রেটারী এম, সি, গমবল্ট। ইনি পূর্ব্বে "প্যারিস্ সয়ের" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। "ফ্রান্স" পত্রিকার এক সংখ্যায় লেখা হইয়াছে—"বিরাট একটি গণতন্ত্ররূপে ফ্রান্সের আসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হউক, ফ্রান্সে পুনরায় মানুষের ও নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হউক এবং একটি গণতান্ত্রিক শক্তিরূপে ফ্রান্সের পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া আসুক।"

সমগ্র বিশ্বের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করাই জার্ম্মাণীর মুখ্য উদ্দেশ্য। ইউরোপের বেশীর ভাগ এক্ষণে নাৎসীদের পদানত।

জার্ম্মাণী সন্ত্রাসবাদী নীতিই বাছিয়া লইয়াছে। হিটলারের অধীনতা পাশে আবদ্ধ প্রত্যেক দেশে এই সন্ত্রাসবাদ নীতি পুরাদমে চলিতেছে।

নাৎসীদের উদ্দেশ্য এবং নীতি সম্পর্কে তাহারা কিছুই গোপন রাখে না।

গত ১৮ই নভেম্বর তারিখে ডাঃ লেইস্ ইভোয়ার্ট বলিয়াছেন: "জার্ম্মাণী যে অবিচ্ছেদ্য মৈত্রীর কথা এতটা ঢেঁড়াপিটিত করিতেছে, উহার সঙ্গে স্বাধীনতা খাপ খায় না"।

ইহার মাত্র ৮ দিন পর অর্থাৎ ২৬শে নভেম্বর তারিখে রিবেনট্রপ বলেন, "জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক এবং ডাইভ-বোমারু বিমান নিরস্ত্রীকৃত দেশসমূহে বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে দূরে ঠেকাইয়া রাখিবে"।

যে-পশুবলের সাহায্যে "নব বিধানের" প্রবর্ত্তন সম্ভবপর হইয়াছে, ঠিক সেই পশুবলেরই সাহায্যে উহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। অধিকৃত এবং লুণ্ঠিত রাষ্ট্রগুলি দাবাইয়া রাখার জন্য হিটলারের সৈন্যবাহিনী তথায় যে-অমানুষিক অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিতেছে, সে সম্পর্কে অনেক কিছু বলা হইয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণদের পৈশাচিক অত্যাচার ও জোর-জুলুম সম্পর্কে সম্প্রতি যে সকল ঘটনা জানাজানি হইয়া পড়িয়াছে, উহা হইতেই অবস্থার ভয়াবহতা ও ব্যাপকতা সম্যক উপলব্ধ হইবে।

"দ্বিতীয় ফ্লিট ষ্ট্রীট"

ইতিমধ্যে জার্ম্মাণ-পর্য্যুদস্ত রাষ্ট্রগুলি হইতে অসংখ্য পুরুষ, নারী, বালক-বালিকা নিষ্কৃতি লাভের জন্য বৃটেনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। উহাদের মধ্যে সহস্র সহস্র লোক বৃটিশ ও সাম্রাজ্য বাহিনীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চূড়ান্ত জয়ের জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে।

সংগ্রামের অপর যে একটা দিক সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানাজানি হয় নাই, তাহা পরিচালিত হয় কলম কাগজের সাহায্যে—অস্ত্রের সাহায্যে নয়। লণ্ডনের বুকে এক্ষণে আর একটি "ফ্লিট ষ্ট্রীট" গজাইয়া উঠিয়াছে। জার্ম্মাণ-পদানত দেশগুলির লোকজনেরা তাহাদের স্ব স্ব ভাষায় এই স্থান হইতে সংবাদপত্র বাহির করে। যাঁহারা এ-সকল সংবাদপত্রের সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মুক্তিলাভ ও শত্রুর উপর প্রতিশোধ গ্রহণের অদম্য আকাঙ্ক্ষা সদা জাগ্রত রহিয়াছে। ইহারাই স্বাধীনতার প্রতীক।

"বাঙলার কথা"র এই সংখ্যায় উপরোক্ত সংবাদপত্রসমূহ এবং উহাদের নির্ভীক সম্পাদকগণের ছবি প্রকাশ হইল।

[১২ পৃষ্ঠায় দেখুন]

বেলজিয়াম

"বেলজিক্ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট" পত্রিকার সম্পাদক এম, এ, আর্নো ইতিপূর্ব্বে বেলজিয়ামের স্বাস্থ্য ও প্রচার বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। এই পত্রিকায় লেখা হইয়াছে—"দেশে ও বিদেশে আমাদের জাতির যে শক্তি রহিয়াছে, তাহাকে পুনরায় সম্মিলিত করা এবং অধিকৃত অঞ্চলে, বেলজিয়াম কঙ্গোতে বা বিদেশে বেলজিয়ামের যে সৈনিক ও কার্য্যকরী শক্তি রহিয়াছে, তাহাকে সঙ্ঘবদ্ধ করাই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য।"

নরওয়ে

সমগ্র জগতে নরওয়ের একমাত্র স্বাধীন পত্রিকা হইতেছে "নর্স্ক্ টাইডেণ্ড।" মিঃ এম্, এ, ফাইভ্ এই পত্রিকার সম্পাদক। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য বর্ণন প্রসঙ্গে সম্পাদক লিখিয়াছেন—"বিদেশে অবস্থিত নরওয়ের অধিবাসীদের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও তাহাদের উৎসাহ অব্যাহত রাখাই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। যাহারা নরওয়েতে রহিয়াছে, তাহাদের মনোবল বৃদ্ধি করা এবং নরওয়ে যে পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিবে—এই বিশ্বাস দৃঢ়তর করাও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

ছুটী

বড়দিনের ছুটী উপলক্ষে ছাপাখানা ও অফিসাদি বন্ধ থাকিবে বিধায় আগামী ২৯শে ডিসেম্বর (১৯৪১) ও ৫ই জানুয়ারী (১৯৪২) তারিখে "বাঙলার কথা" প্রকাশিত হইবে না।

বাঙলার কথা

২২শে ডিসেম্বর—১৯৪১

জাপানের বিশ্বাসঘাতকতা ও বাঙলার কর্ত্তব্য

অযোগ্য অনুসারী যখন তার প্রভুর কাজের নকল করিতে যায়, তখন সে সীমা লঙ্ঘন না করিয়া পারে না। জাপান নিজের সাম্প্রতিক আচরণ দ্বারা এই কথাটির সত্যতা প্রমাণিত করিয়াছে।

জাপানী দূত যে-সময়ে ওয়াশিংটনের রাষ্ট্র বিভাগে আমেরিকার সহিত "শান্তির" কথা আলোচনা করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই জাপানী নৌ ও বিমান-বাহিনী বিশ্বাসঘাতকতার অনুষ্ঠানে রত হইয়াছিল। অপ্রস্তুত দেশকে কোন রকমে সতর্ক না করিয়া, এমন কি অনেক স্থলে সম্প্রীতির বন্ধনকে অস্বীকার করিয়াও, সম্পূর্ণ অতর্কিতভাবে আক্রমণ চালাইয়া নাৎসীরা ইতিপূর্ব্বেই সমর-নীতির ইতিহাস কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং তাহাদের প্রাচ্য অনুসারীদল যে এ-হেন বিশ্বাসঘাতকতার অভিযানে আর এক ধাপ অগ্রসর হইবে, তাহা মোটেই বিচিত্র নহে।

যাহারা নীতি-ধর্ম্মের কোন পরওয়া করে না এবং যাহাদের সম্মানবোধও বিশেষ নাই, এমন সব শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাইয়া বৃটেন ও তাহার মিত্রশক্তিবর্গ যে পরাণো যুদ্ধ-নীতির সম্মানজনক পন্থাই অনুসরণ করিতেছেন, ইহা প্রকৃতই হতাশার বিষয়। কিন্তু ইহা সত্য যে, সাময়িকভাবে বিশ্বাসঘাতক দল কতকটা সুবিধা করিয়া লইতে পারিলেও, পরিণামে সত্য ও ন্যায়েরই জয় হইয়া থাকে।

প্রশান্ত মহাসাগরের দুর্ব্বার সংগ্রামে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির প্রথম প্রথম যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা মোটেই অস্বাভাবিক নহে। কারণ, ঝোপের আড়ালে লুক্কায়িত আততায়ীর অতর্কিত আক্রমণে অসতর্ক ব্যক্তির পক্ষে বিপন্ন হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং জাপান যে প্রাথমিকভাবে কতকটা সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা দ্বারা প্রাচ্যের এই সংগ্রামের চরম পরিণতি সম্পর্কে কোনরূপ ধারণা করা মোটেই সঙ্গত হইবে না। আমেরিকা, বৃটেন, চীন ও ওলন্দাজ গণতন্ত্রের সম্মিলিত শক্তি (A, B, C, D Front) দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। জাপানের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে এই গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সমন্বয় আরো দৃঢ়তর হইয়াছে এবং ইহা নিশ্চিত যে, তাহাদের দৃঢ় মনোবল ও অফুরন্ত সম্পদ পরিণামে চরম বিজয় আহরণ করিতে সমর্থ হইবেই।

কিছুদিন পূর্ব্বে যখন মধ্য-প্রাচ্যে ও মালয়ে ভারতীয় সৈন্য-বাহিনীকে প্রেরণ করা হইয়াছিল, তখন কেহ কেহ এই ব্যবস্থার সমালোচনায় অগ্রসর হইয়াছিল। এক্ষণে কিন্তু পরিষ্কারই বুঝা যাইতেছে যে, ভারতের বাহিরে এই দুই সীমান্তে পূর্ব্ব হইতে সৈন্য প্রেরণ করাটা দূরদর্শিতার পরিচায়ক হইয়াছিল।

বাঙলায় প্রত্যক্ষভাবে বিমান-আক্রমণ কখন আরম্ভ হইতে পারে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা চলে না। যদি এরূপ আক্রমণ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে যাহাতে উপযুক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে, তজ্জন্য গভর্ণমেণ্ট বেসামরিক জনগণের নিরাপত্তা বিধানের জন্য ভলাণ্টিয়ার বাহিনী গঠন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থায় যথাসাধ্য অগ্রসর হইয়াছেন। বাঙলার জনসাধারণকে এই ব্যাপারে আর উদাসীন থাকিলে চলিবে না। গত কয় মাস যাবত যে সব পুস্তিকা ও বিজ্ঞপ্তি ব্যাপকভাবে প্রচার করিয়া জন-সাধারণকে এই ব্যাপারে নানারূপ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, এক্ষণে বিশেষভাবে সে সব উপদেশ অনুসরণ করিয়া চলাই সকলের উচিত। দেশের সক্রিয় রক্ষণকার্য্য যে সেনা-বাহিনী ও গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, তাহা বলাই বাহুল্য এবং ইহা বলাও নিষ্প্রয়োজন যে, এই কর্ত্তব্য যথোচিত সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করা হইবে। কিন্তু নিষ্ক্রিয় রক্ষণকার্য্য যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে, তজ্জন্য জন-সাধারণকে প্রস্তুত হইতে হইবে এবং প্রত্যেক লোককেই নিজের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদনে ব্রতী হইতে হইবে। এই চরম বিপদের দিনে নিজেদের মধ্যে সকল ভেদ-বিভেদের অবসান করিয়া সম্মিলিতভাবে সকলে কাজ করিতে পারিবে, বাঙলা ইহাই কামনা করে।

এই চরম সঙ্কটের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্বতঃই আজ এই প্রশ্ন জাগিতেছে—আমরা কি এখনও নিজেদের মধ্যে বিভেদ লইয়াই মত্ত থাকিব, প্রকৃত বিপদের অনুভূতি কি আমাদের মধ্যে জাগ্রত হইবে না?

নাৎসী "নব-বিধানের" স্বরূপ

জার্ম্মাণ পররাষ্ট্র-সচিব ভন্ রিবেনট্রপের নাম অনেকদিন পর্য্যন্ত শুনা যায় নাই। সম্প্রতি বার্লিনে অনুষ্ঠিত এক সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা উপলক্ষে সংবাদপত্রসমূহে তাঁহার নাম আবার প্রকাশিত হইয়াছে। জার্ম্মাণ প্রচার-বিভাগ ইতিপূর্ব্বে বহুবার রুশীয় বাহিনীকে 'পর্য্যুদস্ত' করার দাবী করিলেও, এ-যাবতও রুশীয়ার যুদ্ধ মস্কো সীমান্তের পূর্ব্বে সম্প্রসারিত হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। কিন্তু এরূপ অবস্থায়ও রিবেনট্রপ সাহেব জোর গলায় ঘোষণা করিতে পারিয়াছেন যে, "জার্ম্মাণী ও তাহার মিত্রশক্তিসমূহের প্রধান সেনাবাহিনী জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে বৃটেন আক্রমণ করিবে এবং ফলে বৃটেন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে এবং শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক তাহাকে পরাজয় বরণ করিতেই হইবে।"

"জার্ম্মাণীর মিত্রশক্তিসমূহ" এই বাক্য দ্বারা কোন্ কোন্ শক্তিকে বুঝাইতেছে, প্রকৃতই তাহা ভাবিবার বিষয়। ক্রোশিয়া, মাঞ্চুকুও বা শ্লোভাকিয়ার মত মিত্রশক্তিবর্গই কি জার্ম্মাণীর বৃটেন অভিযানে সাহায্য করিবে? অবশ্য ইটালীর কথা এই ব্যাপারে বিবেচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু গত ১৯৪০ সনের নভেম্বর মাসে ইংলণ্ডের উপর বিমান-আক্রমণে জার্ম্মাণীর সহযোগিতা করিতে যাইয়া ইটালীয়ান বিমান-বাহিনী যে শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছে, তাহার পরও কি তাহারা বৃটেনে নূতন অভিযান পরিচালনায় জার্ম্মাণীর সহযোগিতায় অগ্রসর হওয়ার সাহস করিবে? তাহা ছাড়া, ইটালী ও অন্যান্য জার্ম্মাণ অধিকৃত রাষ্ট্রে যে ক্রমে বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে, ভন্ রিবেনট্রপ তাঁহার বক্তৃতায় সে-কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। এই সব বিদ্রোহ দমনের জন্য যে-সব বর্ব্বর আচরণের পরিচয় দেওয়া হইতেছে, জার্ম্মাণ বৈদেশিক সচিব তাহাও উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। এই বর্ব্বর অত্যাচারের স্বরূপ কি, নিম্নোক্ত উক্তিগুলি দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইবে:—

"যেসব প্রতিভূ ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে, তাহাদের এই দণ্ড মানবতার কল্যাণের জন্যই মনে করিতে হইবে।"—(৭ই নভেম্বর তারিখের জার্ম্মাণ বেতারবার্ত্তা।)

"যে মানবতার প্রতিষ্ঠার্থ জার্ম্মাণগণ চেষ্টা পাইতেছে, তাহার সহিত স্বাধীনতার কোন মিল নাই।"—(ডাচদের উদ্দেশ্যে ১৮ই নভেম্বর তারিখে প্রদত্ত সিস্-ইন্‌কুয়ার্টের বক্তৃতা।)

"নিরস্ত্রীকৃত দেশসমূহে যাহাতে বিদ্রোহ দেখা দিতে না পারে, তজ্জন্য ট্যাঙ্ক ও বোমারু হোঁয়াকা বিমানগুলি পূর্ব্ব হইতেই ব্যবস্থা করিতেছে।"—(২৬শে নভেম্বর তারিখে বার্লিনে প্রদত্ত রিবেনট্রপের বক্তৃতা।)

বলকান অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের দেশপ্রেমিক নেতৃবর্গ যেরূপ বীরত্বের সঙ্গে জার্ম্মাণদের সহিত সংগ্রাম চালাইয়া আসিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়—ট্যাঙ্ক ও বোমার সাহায্যে বিদ্রোহ দমন করা সম্বন্ধে ভন্ রিবেনট্রপ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য নহে। তবে এরূপ হওয়া বিচিত্র নহে যে, যেসব দেশপ্রেমিক বীর বিদ্রোহ-ধ্বজা উত্তোলন করিয়া পার্ব্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, জার্ম্মাণ বর্ব্বরতার অভিযান বর্ত্তমানে তাহাদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হইতেছে। এরূপ অভিযানে সাফল্য লাভ করিতে না পারিয়া জার্ম্মাণগণ যে "নিরস্ত্রীকৃত অঞ্চলের" নিরীহ জনসাধারণের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের প্রয়াস পাইতেছে, রিবেনট্রপের উক্তিতে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

নাৎসীদের তথাকথিত "নব-বিধানে" পশু-শক্তির অবাধ প্রতিষ্ঠা যে অপরিহার্য্য, ইতিমধ্যেই বিশেষভাবে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। নাৎসী নেতৃবর্গ স্বীকার করিয়াছেন যে, কেবলমাত্র শান্তি-প্রতিষ্ঠার জন্যই সাময়িকভাবে "পাশব-শক্তির" ব্যবহার প্রয়োজন নহে; বরং দেশ-শাসনের স্বাভাবিক অঙ্গ হিসাবেই চিরস্থায়ীভাবে এদের "পাশব-শক্তির" প্রয়োগ অপরিহার্য্য। সুতরাং বুঝা যায়—এই 'নব-বিধানের' মধ্যস্থতায় সমগ্র জগতে ট্যাঙ্ক ও বোমার রাজত্ব প্রতিষ্ঠাই জার্ম্মাণীর উদ্দেশ্য এবং তাহার বিনিময়ে বেপরোয়া লুণ্ঠনই তাহার কাম্য।

গৃহস্থালীর কার্য্যে ব্যবহৃত কয়লার দর

সরকার কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত

বাঙলা সরকারের প্রধান মূল্য নিয়ন্ত্রক গত ১১ই ডিসেম্বর নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন:—

কলিকাতা ও শহরতলী অঞ্চলে—গৃহস্থালীর কার্য্যে ব্যবহৃত কয়লার সর্ব্বোচ্চ পাইকারী ও খুচরা দর নিম্নলিখিতরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই দর অবিলম্বে কার্য্যকরী হইবে:—

পাইকারী—মণপ্রতি ৸৴০ আনা (ডিপোতে)।
খুচরা—" মণপ্রতি ১৴০ আনা (কুলী খরচ সহ)।

জেইনী হেরাল্ডের মস্কো সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, রুশীয়েরা সম্প্রতি যে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী বিমানপোত তৈয়ারী করিতেছে, তাহা দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট অতিশয় দ্রুতগামী পোত। ইহাতে বহু মেশিন্ গান্ সন্নিবিষ্ট থাকে। ইহা একাধারে লড়িয়ে এবং বোমারু বিমান।

একটি ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী বিমান বহর গত তিন মাসে জার্ম্মাণদের ৬০৮টি ট্যাঙ্ক, ১,৭৫২টি মোটর লরী এবং ২৫টি সাঁজোয়া গাড়ী ধ্বংস করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

প্রশান্ত মহাসাগরে গণতান্ত্রিক শক্তি-চতুষ্টয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টা

[জাপানের যুদ্ধ ঘোষণার ফলে প্রশান্তমহাসাগর অঞ্চলে গণতান্ত্রিক যে চারিটী শক্তি সম্মিলিতভাবে এই আক্রমণ প্রতিরোধে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা হইতেছে আমেরিকা, বৃটেন, চীন ও ডাচ (হল্যাণ্ড)। ইংরাজী বর্ণমালার প্রথম চারিটী অক্ষর এ, বি, সি, ডি, হইয়াছে এই চারিটী শক্তির নামের আদ্যক্ষর। যুদ্ধ ঘোষণার পর এই চারি শক্তির চারিজন কর্ণধার যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, এই পৃষ্ঠায় আমরা তাহাই প্রকাশ করিলাম।

A

(আমেরিকা)

"স্থল-বাহিনী ও নৌ-বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসাবে আমি নির্দ্দেশ দান করিয়াছি যে, আমাদের আত্মরক্ষার জন্য সর্ব্ব-প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে। কিন্তু আমাদের সমগ্র জাতিকে সর্ব্বদা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের বিরুদ্ধে কিরূপ আঘাত উদ্যত হইয়াছে।"

"পূর্ব্ব-সঙ্কল্পিত এই অভিযান প্রতিহত করিতে আমাদের যত সময়ই লাগুক না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না; আমেরিকার জনগণ তাহাদের সত্যাশ্রিত শক্তির বলে চরম বিজয়ের অধিকারী হইবেই।"

"আমি দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতে চাই যে, আমরা যে শুধু চরমভাবে আমাদের আত্মরক্ষারই ব্যবস্থা করিব, তাহাই নয়—বরং যাহাতে এই শ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা পুনরায় আমাদের বিপদ উপস্থিত হইতে না পারে, তাহারও নিশ্চিত ব্যবস্থা করা হইবে। আমার বিশ্বাস—এই অভিমতের ভিতর দিয়া আমি কংগ্রেসের (আমেরিকান পার্লিয়ামেণ্ট) ও জনগণের ইচ্ছারই অভিব্যক্তি করিতেছি।"

—(বিগত ৮ই ডিসেম্বর তারিখে কংগ্রেসের প্রতি উক্তির বাণীতে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের উক্তি)

B

(বৃটেন)

"জাপানীরা জগতের ইংরাজী-ভাষাভাষী অংশের (অর্থাৎ আমেরিকা) উপর আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। যুক্তরাজ্যের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার পূর্ব্ব-পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রই প্রয়োগ করা হইয়াছে।....একণে যখন প্রত্যক্ষভাবেই পরিস্থিতির স্বরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, তখন বড় বড় গণতন্ত্রসমূহের উচিত, বিধাতৃ-প্রদত্ত পূর্ণ শক্তি লইয়া নিজেদের কর্ত্তব্যের সম্মুখীন হওয়া।....যে উন্মাদোচিত উচ্চাভিলাষ ও অপূরণীয় আকাঙ্ক্ষার পরিণামে যুদ্ধের এই ব্যাপক বিস্তৃতি সম্ভবপর হইয়াছে, যখন আমরা তাহার কথা ভাবিতে অগ্রসর হই, তখন স্বভাবতঃই ধারণা হয় যে, হিট্লারের পাগলামী জাপানীদের মধ্যেও সংক্রমিত হইয়াছে এবং মূলতঃ এই আপদকে একেবারে উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে।"

—(গত ৮ই ডিসেম্বর তারিখে, কমন্স মহাসভায় প্রদত্ত বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী মিঃ উইন্‌ষ্টন্ চার্চ্চিলের বক্তৃতা)

C

(চীন)

"যে-পর্য্যন্ত না জাপান এশিয়ায় তাহার আক্রমণমূলক নীতি পরিত্যাগ করিয়া চীনদেশ হইতে সৈন্য অপসারণ করিতেছে, সে পর্য্যন্ত চীন-জাপান যুদ্ধের অবসান হইতে পারে না। যত বর্ব্বর ব্যবস্থাই সে (জাপান) অবলম্বন করুক না কেন, তাহাতে আমাদের নীতির কোন পরিবর্ত্তন হইবে না।....আমাদের শত্রু আজ অতি সঙ্কটজনক অবস্থায় পতিত হইয়াছে। সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক—সকল দিক দিয়াই সে আজ ভাঙ্গন ও পরাজয়ের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। বিজয় সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত এবং আমাদের সমগ্র প্রতিরোধের উপরই ভাবী জগতের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে বলিয়া স্বভাবতঃই আমাদিগকে আরো বিচক্ষণতার সহিত কাজ করিতে হইবে; আমাদিগকে আরো বেশী সতর্ক থাকিতে হইবে এবং যাহাতে দিন দিনই আমাদের শক্তি বর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য কঠোরভাবে চেষ্টা পাইতে হইবে।"

—(চীনা পার্লিয়ামেণ্ট 'কুওমিন্‌টাং'এ জেনারেল চিয়াং কাইশেকের বক্তৃতা)।

D

(ডাচ বা হল্যাণ্ড)

"এরূপ আক্রমণের ভীতি দেখা দিয়াছে বলিয়া 'ডাচ ইষ্ট-ইণ্ডিজ' মোটেই সাহসহারা হইবে না। চরম বিপদের দিনে 'ইণ্ডিজের' অধিবাসিগণ হল্যাণ্ডের সাথী ছিল। আজ যখন 'ইষ্ট-ইণ্ডিজ' (পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ) শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিতে সচেষ্টবান হইতেছে, তখন হল্যাণ্ড ও হল্যাণ্ডের অধীনস্থ পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ স্বভাবতঃই ইষ্ট-ইণ্ডিজের সঙ্গের সাথী হইবে। আমাদের নৌ-বাহিনী, স্থল-বাহিনী ও বিমান-বাহিনী এবং সকল বেসামরিক কর্মচারীবর্গের যুদ্ধ-সম্পর্কীত কর্ত্তব্য একণে আরম্ভ হইয়াছে এবং আমি তাঁহাদের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করি। পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সকল জনগণের সাহস, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও সহিষ্ণুতার উপর আমি ও আমার সকল প্রজা বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছি।"

—(হল্যাণ্ডের রাণী উইলহেলমিনার ৮ই ডিসেম্বর তারিখের ঘোষণা-বাণী)

সুদূর-প্রাচ্যের রণাঙ্গণ ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল

এই ম্যাপে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে অবস্থিত বৃটিশ, আমেরিকান, চৈনিক, ডাচ ও জাপানী ঘাঁটি-সমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে।

কলিকাতায় টেলিগ্রাফ সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা

বিমান আক্রমণকালে কি করা হইবে

সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হইতেছে যে, শত্রুর আক্রমণের ফলে যদি কলিকাতা সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিস ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে উহা সম্পূর্ণ রূপে অকেজো হইয়া পড়িবে। সে ক্ষেত্রে পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ বিভাগ অন্যভাবে টেলিগ্রাফ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

সাধারণতঃ এই পোষ্টাফিসে যে সকল টেলিগ্রাফ লওয়া হইত, তাহা টাউনের যে সকল সাব-অফিস টেলিগ্রাফের কাজ করে সেইখানে প্রেরণ করা হইবে। বাহির হইতে যে সকল টেলিগ্রাফ আসে, তাহাও টাউনের কতকগুলি সাব-অফিস হইতে বিলি করার ব্যবস্থা করা হইবে।

টেলিগ্রাম যত সত্বর গ্রহণ ও বিলি করা সম্ভবপর তাহার প্রচেষ্টা করা হইবে। অবশ্য এই ব্যাপারে বিলম্ব হওয়াই স্বাভাবিক এবং প্রেরকের দায়িত্বেই তখন টেলিগ্রামসমূহ গ্রহণ করা হইবে।

ইথিয়োপিয়ার ভবিষ্যৎ

ব্রিটেন হইতে নানাবিধ সাহায্য

টাইমস্ একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

পূর্ব্ব আফ্রিকায় সর্ব্বশেষ ইটালীয় বাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং পূর্ব্ব আফ্রিকায় ইটালীয় সাম্রাজ্যের পরিপূর্ণ অবসানের ফলে ঐ অঞ্চলে একটি সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে। ইথিয়োপিয়ার উন্নতির জন্য দক্ষ পুলিশবাহিনী, শাসন এবং বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পরামর্শ দানের জন্য উপযুক্ত বিদেশী পরামর্শদাতা এবং অর্থ এ সমস্তই প্রয়োজন। ইথিয়োপিয়ার মুক্তি সাধনের সঙ্গে ব্রিটেনকে এ বিষয়েও দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে এবং যথাসাধ্য তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে। এ সমস্ত বিষয়ে শীঘ্রই সম্রাট হাইলে সেলাসির সহিত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের একটি চুক্তি হইবার সম্ভাবনা। তবে যুদ্ধের অবসান হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সামরিক দিকটা বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। কারণ ইথিয়োপিয়া বর্ত্তমান যুদ্ধের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলির অতি নিকটেই অবস্থিত।

বন্যা প্রপীড়িতদের সাহায্য ভাণ্ডার

বর্দ্ধমান-ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রশংসনীয় উদ্যম

বর্দ্ধমানের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর জে, পি, রায়, বর্দ্ধমানের বন্যা-প্রপীড়িতদের সাহায্যের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। বন্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুইজন সিভিল অফিসার দুঃস্থ লোকজনকে খয়রাতী দান বিতরণ করিতে যান। পরে আরও ৪ জন সিভিল অফিসার প্রেরিত হন। এই ব্যবস্থার ফলে সব অঞ্চলে একই সঙ্গে সাহায্য দেওয়া সম্ভবপর হয়। গত ৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত খয়রাতীদান বাবদ ৪,০৩০৲ বিতরিত হইয়াছে।

"ইণ্ডিয়ান পিপলস্ ট্রাষ্ট ফাণ্ড" হইতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ৯,০০০৲ টাকা পাইয়াছেন। বন্যার যাহাদের ঘরবাড়ী নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে গৃহনির্ম্মাণের জন্য এই অর্থ হইতে বিনা সুদে টাকা দেওয়া হইবে। যথাসম্ভব শীঘ্র সিভিল অফিসারগণ এই অর্থ বিতরণ করিয়া দিবেন। বার্ণীর সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ঐ একই উদ্দেশ্যে ৫০০৲ টাকা দিয়াছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলের সংগ্রাম

উত্তর মালয়ে তীব্র যুদ্ধ

৯ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, জাপানীরা উত্তর-মালয়ে সৈন্য নামাইয়াছে। ঐ অঞ্চলে আরও নূতন বৃটিশ সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছে।

মালয়ের আরও দক্ষিণে নূতন সৈন্য নামানো হইয়াছে বলিয়া জাপ ও জার্মাণ তরফ হইতে যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, সিঙ্গাপুরের এক সরকারী বিবৃতিতে তাহার প্রতিবাদ করা হইয়াছে। এই অভিযানে কোটাবারুই জাপ স্থলবাহিনীর মূল লক্ষ্য।

হংকং-এ ব্যাপক অবরোধ ব্যবস্থা

জাপ নিউজ এজেন্সীর নিকট প্রেরিত সাংহাইয়ের এক সংবাদে প্রকাশ, চীনা দরিয়াস্থিত জাপ নৌবহরের প্রধান সেনাপতি ভাইস এডমিরাল নিসেটী কোগার এক ঘোষণাক্রমে জাপ নৌ-বাহিনী কর্ত্তৃক হংকং-এর বিরুদ্ধে ব্যাপক অবরোধ অবস্থার সৃষ্টি করা হইয়াছে।

দুইখানা বৃটীশ রণতরী নিমজ্জিত

সরকারীভাবে ১০ই ডিসেম্বর ঘোষিত হইয়াছে যে, "প্রিন্স অব ওয়েলস" ও "রিপালস" জাহাজ নিমজ্জিত হইয়াছে।

লণ্ডন হইতে নৌ-বিভাগের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, "প্রিন্স অব ওয়েলস" ও "রিপালস" জাহাজ মালয় অভিযানকারী জাপানীদের সহিত যুদ্ধ করিবার কালে নিমজ্জিত হইয়াছে। "প্রিন্স অব ওয়েলসের" ক্যাপ্টেন ছিলেন জে, সি, লিচ এবং উহাতে এ্যাডমিরাল স্যার টম ফিলিপস্ ছিলেন। "রিপালস" জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন ডব্লিউ, জি, টেনান্ট।

জাপানের এক সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, দুইখানি জাহাজই বিমান আক্রমণে নিমজ্জিত হইয়াছে।

"প্রিন্স অব ওয়েলস" ৩৫ হাজার টনের বৃটিশ ব্যাটল্ শিপ। প্রশান্ত মহাসাগরে বৃটিশ নৌবহরে ইহা "ফ্ল্যাগ-শিপ" (নৌবহরের কেন্দ্রীয় জাহাজ) ছিল। গত ২রা ডিসেম্বর এই জাহাজ সিঙ্গাপুরে আনা হয়। ১৯৩৯ সালের মে মাসে ইহা জলে ভাসান হয়। ইহাতে ১৫ শত লোক থাকার ব্যবস্থা ছিল। দৈর্ঘ্যে ৭৩৯ ফুট। ৪টি বিমান ইহাতে যাওয়া চলিত। অস্ত্রসজ্জা: ১৪ ইঞ্চি মুখের ১০টি ও ৫.২৫ ইঞ্চি মুখের ১৬টি কামান, ৪টি মালটিপোল্ পম-পম গান এবং আরও অনেকগুলি ছোট ছোট কামান।

"রিপালস" ৩২ হাজার টনের ব্যাটল ক্রুজার। ১৯১৫-১৬ সালে ইহা নির্মিত হয়। ইহার প্রধান অস্ত্র ১৫ ইঞ্চি মুখের ৬টি এবং ৪ ইঞ্চি মুখের ১৭টি কামান ও ৩ ইঞ্চি মুখের ২টি বিমানধ্বংসী কামান। দৈর্ঘ্যে ৭৯৪ ফুট এবং প্রস্থে ৯০ ফুট। গতি ঘণ্টায় ৩১ নট।

জাপ বাহিনীর ফিলিপাইন অভিযান

জাপানীরা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে অভিযান আরম্ভ করিয়াছে—এই খবর সমর্থিত হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হেডকোয়ার্টার্স হইতে বলা হইয়াছে যে, জাপ বাহিনী লুজনের উত্তর উপকূলে অবতরণ করিয়াছে।

উত্তর মালয়ে সংগ্রাম

উত্তর মালয়ে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে। কয়েকবার বিমান আক্রমণ হয়। ৮ই ডিসেম্বর বিমান হানার নিহতদের মধ্যে অধিকাংশই ভারতীয় ও চীনা। বৃটিশ ও মার্কিণ প্রজাগণ ব্যাঙ্ককের বৃটিশ দূতাবাসে আশ্রয় লইয়াছেন। উহাদিগকে রেঙ্গুণে স্থানান্তরিত করা হইবে।

এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ যে, উত্তর মালয়ে জাপ সৈন্য স্থল ও বিমান পথে আক্রমণ চালায়, তবে বিশেষ সাফল্যলাভে সক্ষম হয় নাই।

সিঙ্গাপুর হইতে নিম্নোক্ত মর্ম্মে এক সরকারী ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছে,—"কোটাবারুর দক্ষিণ অঞ্চলে আমাদের সেনাবাহিনী ব্যূহ পুনর্গঠন করিয়াছে। অন্যান্য অঞ্চলেও আমাদের ব্যূহ অটুট আছে। কুয়াণ্টান অঞ্চলে আমাদের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় আছে।"

একটি পাঞ্জাবী মোটর ইউনিট ৭টি শত্রুপক্ষীয় ট্যাঙ্ক ধ্বংস করিয়াছে।

ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ হইতে নৌ ও বিমান সাহায্য

ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ হইতে সিঙ্গাপুরে নৌ ও বিমান সাহায্য আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

মালয়ের পূর্ব্ব উপকূলে কুয়াণ্টানের উত্তরে জাপানীরা সৈন্য নামাইতে চেষ্টা করে। বৃটিশ সেনা ও বিমান বাহিনী প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। প্রথমে যে জাপ সৈন্য মালয়ে অবতরণ করিয়াছে, উহাদের সাহায্যার্থে আর কোন জাপ সৈন্য নামাইবার চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

জাপানে বোমাবর্ষণ

ম্যানিলার এই অসমর্থিত সংবাদ প্রচারিত হয় যে, মার্কিণ বিমান বহর টোকিও, কোবে ও ফর্মোসায় বোমা বর্ষণ করিয়াছে।

গুয়ামে জাপ সৈন্যের অবতরণ

জাপানী ইম্পিরিয়াল হেড কোয়ার্টার হইতে দাবী করা হইয়াছে যে, জাপ স্থল ও নৌ-সেনা সাফল্যের সহিত গুয়ামে অবতরণ করিয়াছে।

সরকারীভাবে স্বীকৃত হইয়াছে যে, জাপানী সৈন্য অ্যাপারীতে অবতরণ করিয়াছে।

জাপ রণতরী নিমজ্জিত

মার্কিণ সমর-সচিব মিঃ ষ্টিমসন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের নিকটে মার্কিণ বিমান বহরের আক্রমণে ২৯ হাজার টন জাপ রণতরী "হারুণা" নিমজ্জিত হওয়ার সংবাদ ঘোষণা করিয়াছেন।

ফিলিপাইনে জাপ প্যারাশুট সৈন্য

ম্যানিলার এক সংবাদে প্রকাশ, অ্যাপারির ৮০ মাইল দক্ষিণে ইসাবেলা প্রদেশে ইলাগানের ৬ মাইল দূরবর্ত্তী এক বিমান বন্দরে জাপ প্যারাশুট সৈন্যরা অবতরণ করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

হংকং-এর উপর জাপ আক্রমণ প্রতিহত

হংকং-এ সাংহাই-এর দিক হইতে জাপানীদের দুই দফা প্রতিহত এবং পরিখিতদের বিতাড়ন করা হইয়াছে। হংকং-এর পূর্ব্ব উপকূলে দুইখানা নৌকা-যোগে শত্রুসেনা অবতরণের চেষ্টা করিলে তাহাদের উপর গুলীবর্ষণ করা হয় এবং নৌকাগুলি নিমজ্জিত হয়।

দুই সহস্রাধিক নৌ-সৈন্যের জীবনরক্ষা

"প্রিন্স অব ওয়েলস্" ও "রিপালসের" দুই সহস্রাধিক নৌ-সৈনা রক্ষা পাইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

"প্রিন্স অব ওয়েলস্" ও "রিপালসের" হতাবশিষ্ট ৬ হইতে ৭ শত জন নৌ-সেনা সিঙ্গাপুরে আনীত হইয়াছে।

"রিপালসের" ক্যাপ্টেন উইলিয়ম টেনাণ্ট নিরাপদে রক্ষা পাইয়াছেন।

মালয়ে আক্রমণের প্রচণ্ডতা

উত্তর মালয়ে জাপ আক্রমণ অপ্রতিহত প্রচণ্ডতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। বৃটিশ সৈন্যরা কোটাবারুর চতুর্দ্দিকে নিজেদের পুনরায় সংগঠন করিতেছে।

সম্মিলিত সেটেলমেন্টস বিভাগে বোমা বর্ষণ

অ-সামরিক দেশরক্ষা বিভাগের ইস্তাহারে ১১ই ডিসেম্বর বলা হইয়াছে যে, ১১ই ডিসেম্বর অপরাহ্ন ৪টার সময় পেনাঙের বিভাগে কয়েকটি জাপ বিমান বোমাবর্ষণ করে। ৭ জন হতাহত হইয়াছে।

বিভিন্ন দিক হইতে পুনরায় আক্রমণ

ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ—সমর-দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, পূর্ব্ব এবং পশ্চিমউপকূলের বিভিন্ন দিক হইতে জাপানীরা পুনরায় আক্রমণ করিয়াছে।

চার হাজার জাপ সৈন্যের সলিল সমাধি

ব্যাটাভিয়ার এক সংবাদে প্রকাশ, মালয়ের উপকূলে নেদারল্যাণ্ড ইণ্ডিজের সাবমেরিণসমূহ যে চারখানা সৈন্যবাহী জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে, তাহার ফলে প্রায় চার হাজার জাপানী জলে ডুবিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে বলিয়া এক অসমর্থিত সংবাদে জানা গিয়াছে।

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

M. B. SIRKAR & SONS
SON & GRANDSONS OF LATE B. SIRKAR
MANUFACTURING JEWELLERS
DEALERS IN SOVEREIGN GOLD ONLY

LARGE VARIETIES OF GENUINE JEWELLERIES, GUINEA GOLD ORNAMENTS and silver ware to suit every taste always in stock for sale and also made to order Moffusil orders supplied per V. P. P.

Old gold and silver with new ornaments.

ARTISTIC DESIGNS AND BEST FINISH ALWAYS ENSURED

New catalog No. B4 with revised rates and designs. Sent free on application

124 124/1 BOWBAZAR STREET, CALCUTTA

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

পিনাং-এর উপর হানা

পিনাং-এর এক সংবাদে প্রকাশ, পুনরায় পিনাং-এর উপর শত্রুপক্ষীয় বিমানসমূহ হানা দেয় এবং শত্রুপক্ষীয় সী-প্লেনগুলি ভিনপার শহর ও নিকটবর্ত্তী জেলাগুলির উপর আক্রমণ চালায়। সম্পত্তির যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে, কিন্তু সমগ্র শহর হইতে অধিবাসী অপসারণ করায় হতাহত বেশী হয় নাই।

ফিলিপাইনে জাপ বিপর্য্যয়

ম্যানিলা হইতে প্রচারিত এক বেতারবার্ত্তায় জানা গিয়াছে যে, লুজনের পশ্চিম উপকূলে ভিগান ও ম্যানিলার মাঝামাঝি লিঙ্গায়েনে জাপানীদের যে শক্তিশালী সৈন্যদল অবতরণ করিয়াছিল, তাহাদের ধ্বংস করা হইয়াছে।

থাইল্যাণ্ডে চীনা-সৈন্যের অভিযান

জাপানীসূত্রে প্রাপ্ত আর একটি সংবাদে প্রকাশ, চীনা-সৈন্যগণও সীমান্ত অতিক্রম করিয়া থাইল্যাণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে এবং থাই-সৈন্যগণ তাহাদের প্রতিরোধ করিতেছে।

মালয়ের নিকট ২টি জাপ-জাহাজ জলমগ্ন

ব্যাটাভিয়া রেডিওর এক বিশেষ ঘোষণায় প্রকাশ, মালয়ের পূর্ব্ব উপকূলের অনতিদূরে নেদারল্যাণ্ড সাব-মেরিণসমূহের আক্রমণে দুইটি শত্রু জাহাজ নিমজ্জিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি মালবাহী ও অপরটি তৈলবাহী জাহাজ।

হংকং-এ প্রচণ্ড যুদ্ধ

হংকং-এ প্রচণ্ডতম সংগ্রাম চলিতেছে। হংকং-এর বহির্ভাগস্থিত চীনাবাহিনী ক্যাণ্টন কোলুন রেলপথের পার্শ্ব দিয়া জাপবাহিনীর উপর আক্রমণ চালাইতেছে। একটি সংবাদে প্রকাশ যে, জাপ সৈন্যদল মধ্য ইয়াংসিতে হ্যাঙ্কো ও ইচাং হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে।

ফিলিপাইনের যুদ্ধ

সৈন্য বিভাগের একজন মুখপাত্র বলেন যে, লুজনের আপারী, ভাইগান ও লেগাস্পি নামক যে তিনটি স্থানে জাপানীরা অবতরণ করিয়াছিল, সেই তিনটি স্থানে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলিতেছে। অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

মালয়ের অবস্থা

সিঙ্গাপুর হইতে রয়টারের সংবাদদাতা লিখিতেছেন :—

প্রথম কয়েকদিন আমাদের বিমানের যে গুরুতর সংখ্যাল্পতা ছিল, ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজের বিমান ও বৈমানিক আসায় তাহার অনেকটা প্রতিকার হইয়াছে। ইহার অর্থ এই নয় যে, এখন মালয়ের উপর বিমান-আধিপত্য হইয়াছে। তাহা আদৌ নয়। মালয়ের সামরিক বাহিনী ও অসামরিক রক্ষীগণের একান্ত প্রয়োজন হইতেছে আরও বিমান—যাহারা এই অঞ্চলটি রক্ষা করিবে, শত্রু-ঘাঁটি আক্রমণ করিবে এবং বৃটিশ স্থল ও জল আক্রমণে সহযোগিতা করিবে।

বৃটিশ হাইকমাণ্ডের স্থির বিশ্বাস যে, বিমানের স্বল্পতা সত্তেও পরিস্থিতি বেশ আয়ত্তে আছে। আমাদের কয়েকটি স্থান হইতে সরিয়া আসিতে হইতে পারে। এমন কি, সিঙ্গাপুর দ্বীপ পর্য্যন্তও আমাদের হটিয়া আসিতে হইতে পারে, যদিও কার্য্যতঃ তাহা হয়ত হইবে না। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে হাইকমাণ্ড মনে করেন যে, অন্য স্থান হইতে সৈন্য ও সমরোপকরণ, বিশেষতঃ বিমান আসিয়া না পৌঁছান পর্য্যন্ত আমরা দীর্ঘ অবরোধ সহ্য করিতে পারিব।

ব্রহ্মদেশে জাপ সৈন্যের প্রবেশ লাভ

রেঙ্গুনের ১৫ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ যে, ব্রহ্মের সর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ ভূখণ্ড ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট হইতে ক্ষুদ্র বৃটিশ বাহিনীটি পশ্চাদপসরণ করিয়াছে।

মালয়ের উত্তরাঞ্চলে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া জাপ বাহিনী প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও কতকটা স্থান অধিকার করিয়াছে। দুর্গম দক্ষিণ কেদা অঞ্চলে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিয়াছে এবং সঠিক অবস্থা কিছুই জানিতে পারা যাইতেছে না। কেদা রণাঙ্গনের একটি সংবাদে জানা যায় যে, বৃটিশ পক্ষের সৈন্যেরা সামান্য পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। কোলানতান অঞ্চলে কিছু কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

টোকিওর এক সংবাদে প্রকাশ যে, লুজন দ্বীপে সংগ্রামরত জাপ বাহিনী সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতেছে। জাপ সীমান্ত হইতে সিঙ্গাপুর অভিমুখে অভিযানকারী জাপ বাহিনী ১৫ই ডিসেম্বর তারিখ পূর্ব্ব উপকূলে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে।

সিঙ্গাপুরের এক সংবাদে জানা যায় যে, হংকং অবরোধ আরম্ভ হইয়াছে। দুই মাইল দূরবর্ত্তী কোলুন হইতে জাপানীরা যে কামান দাগিতেছে, উহার গোলা আসিয়া হংকং-এর বুকে পড়িতেছে। নিশ্চিতভাবে জানা গিয়াছে যে, হংকং-এর বিপরীত দিকে মূল চীনে অবস্থিত কৌলুন জাপানীদের হস্তগত হইয়াছে। বৃটিশ পক্ষ কৌলুন হইতে হংকং-এ তাহাদের সৈন্য সরাইয়া আনিতেছে।

রুশীয়ার রণাঙ্গণ

মস্কো রণাঙ্গণে জার্ম্মাণ সেনাদল বিতাড়িত

৯ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, মস্কো রণাঙ্গনের কয়েকটি স্থানে জার্ম্মাণ সেনাদল বিতাড়িত হইয়াছে। শত্রুপক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছে। কৃষ্ণসাগরে শত্রুপক্ষের একখানা ৪ হাজার টনের সৈন্যবাহী জাহাজ নিমজ্জিত হইয়াছে।

রুশীয়ার বিমান আধিপত্য

লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষীয় মহল এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, রাশিয়ানরা সমগ্র রণাঙ্গন জুড়িয়া বিশেষভাবে মস্কো এলাকায় বিমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যে দাবী করিয়াছে, তাহার যথাযথ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। রাশিয়ার ভারী ট্যাঙ্ক বাহিনীও বিশেষভাবে মস্কো এলাকায় সাফল্যের সহিত আক্রমণ চালাইতেছে। সোভিয়েট বাহিনী আজভ সাগরের তীর দিয়া জার্ম্মাণদিগকে হটাইয়া দিতেছে। "ইজভেস্তিয়া"র জনৈক সংবাদদাতার প্রেরিত সংবাদে জানা যায় যে, টাগানরোগের প্রবেশপথসমূহে ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে।

ডোনেৎস অববাহিকা ও ক্রিমিয়ার অবস্থা

পূর্ব্ব রণাঙ্গন হইতে ডিনি নিউজ এজেন্সীর নিকট প্রেরিত সংবাদে জানা যায় যে, ডোনেৎস অববাহিকায় লালফৌজের পাল্টা আক্রমণ ক্রমশঃ ব্যাপক হইয়া উঠিতেছে। খারকভ হইতে অনুমান ২৫ মাইল দূরে সংগ্রাম চলিতেছে। উক্ত সংবাদ হইতে জার্ম্মাণ অবস্থান ঘাঁটিসমূহের কতক পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

টিকভিন পুনরধিকার

মস্কো রেডিওতে প্রকাশ, সোভিয়েট ইনফরমেশন ব্যুরো ঘোষণা করিয়াছেন যে, সোভিয়েট সৈন্য টিকভিন পুনরধিকার করিয়াছে।

টিকভিন লেনিনগ্রাডের পশ্চিমে। কিছুদিন পূর্ব্বে ইহা জার্ম্মাণেরা দখল করে।

[৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

বাঙলার নবীন মন্ত্রী-সভা

তৃতীয় বারের জন্য মাননীয় মিঃ ফজলুল হক্ প্রধান-মন্ত্রী হইলেন

মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক্ নূতন মন্ত্রী-মণ্ডলী গঠন করিয়া তৃতীয় বারের জন্য বাঙলার প্রধান মন্ত্রী হইলেন। গত ১১ই ডিসেম্বর গভর্ণমেন্ট হাউস হইতে নিম্নলিখিত সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে :—

যাঁহারা সম্মিলিতভাবে উক্ত আইন-সভার বিশ্বাসভাজন হইতে পারেন, প্রয়োজনীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহ হইতে এক বা একাধিক সদস্য সহ মন্ত্রী হিসাবে যোগদান করিতে সমর্থ, এইরূপ লোকের নাম সুপারিশ করিবার জন্য মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর মিঃ এ, কে, ফজলুল হক্‌কে আমন্ত্রণ করেন।

মিঃ এ, কে, ফজলুল হক্ মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই সুপারিশ করিয়াছেন যে, তিনি স্বয়ং, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং ঢাকার নবাব খাজা হবিবুল্লাহ্ বাহাদুরকে লইয়া মন্ত্রী-সভা গঠিত হইবে; অন্যান্য মন্ত্রীদিগের নিয়োগ পরে হইবে। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বিশেষ আনন্দের সহিত এই সুপারিশ মঞ্জুর করিয়াছেন।

(মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী মহোদয়)

পরে গত ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে নিম্নোক্ত ৬জন মাননীয় মন্ত্রীর নামও ঘোষিত হইয়াছে। ইঁহাদের লইয়া মন্ত্রীসভার মোট সদস্য-সংখ্যা বর্ত্তমানে ৯ জন হইল :—

১। মিঃ সন্তোষ কুমার বসু, ২। মিঃ প্রমথ নাথ ব্যানার্জী, ৩। খান বাহাদুর এ, আব্দুল করীম, ৪। মিঃ শামসুদ্দীন আহমদ, ৫। খান বাহাদুর মৌঃ হাশেম আলী খান, এবং ৬। মিঃ উপেন্দ্র নাথ বর্ম্মণ।

বিমান-আক্রমণকালে বিপন্নদের সাহায্য.

কলিকাতার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার আয়োজন

কলিকাতা শহরে বিমান আক্রমণের ফলে যে সমুদয় লোক আশ্রয়হীন হইবে, তাহাদিগকে সাময়িক সাহায্য প্রদানের জন্য গভর্ণমেণ্ট কলিকাতা কর্পোরেশনের সহিত পরামর্শ করিয়া একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন।

এই পরিকল্পনা মতে কলিকাতা শহরকে কর্পোরেশনের ৩২টি ওয়ার্ডে ৩২টি কেন্দ্রে বিভক্ত করা হইয়াছে। আবশ্যক হইলে গভর্ণমেণ্ট পতিত জায়গাসমূহ সাময়িকভাবে কাজে লাগাইবেন এবং তাহাতে অস্থায়ী হোগলা-পাতার চালাঘর নির্ম্মাণ করিবেন। প্রত্যেকটি চালায় ২৫০ জন লোকের থাকার স্থান করা হইবে। সরকারী এমারতাদি ও খালি বাড়ীগুলিও গভর্ণমেণ্ট কাজে লাগাইবেন ও সাহায্য-কেন্দ্রস্বরূপে ব্যবহার করিবেন। এই চালাঘরসমূহে রান্নাঘরও থাকিবে, ভাণ্ডার, ঘর ও খাওয়ার স্থানের ব্যবস্থা থাকিবে; জলনিকাশের ও জল সরবরাহের ব্যবস্থা এবং প্রক্ষালনাগার থাকিবে। যে সমুদয় বাড়ীতে লোকদিগকে আশ্রয় দেওয়া হইবে, সেখানেও অনুরূপ ব্যবস্থা করা হইবে। এই সমুদয় আশ্রয় কেন্দ্রে নিরাশ্রয় ব্যক্তিগণকে সাধারণতঃ ৭ দিনের অনধিক কালের জন্য থাকিতে দেওয়া হইবে। এই সময়ের মধ্যে নিরাশ্রয় ব্যক্তি স্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা বা অন্য বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া লইবে। বিশেষ অবস্থায় খাদ্য ও জল রসদবাহী লরীসমূহ দ্বারা সরবরাহ করা হইবে। ৩২টি আশ্রয় কেন্দ্রে ও সাময়িকভাবে নিয়োজিত বাড়ীগুলিতে খাদ্যসম্ভার ইত্যাদিও লরীযোগে দেওয়া হইবে।

প্রত্যেক ওয়ার্ডের কাজ ২০ জন সদস্য দ্বারা গঠিত ওয়ার্ড কমিটি দ্বারা পরিচালিত হইবে। এই ওয়ার্ড কমিটিতে ওয়ার্ডের কাউন্সিলারগণ, চিফ্ এয়ার রেইড ওয়ার্ডেনগণ, ঐ ওয়ার্ডের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিবর্গ থাকিবেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের চিফ্ এক্সিকিউটিভ্ অফিসারের সুপারিশ মতে মেয়র ও ডেপুটি মেয়র ওয়ার্ড কমিটিসমূহের সদস্যগণকে মনোনয়ন করিবেন। ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ও ডিষ্ট্রিক্ট হেলথ অফিসার পদাধিকার বলে ঐ সব কমিটির সদস্য থাকিবেন। ওয়ার্ড কমিটি নিজেদের অঞ্চল ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করিয়া লইবেন এবং এই ছোট অঞ্চলের কার্য্য পরিদর্শনের জন্য নিজেদের মধ্য হইতে সাব-কমিটিসমূহ গঠন করিয়া লইবেন। ওয়ার্ড কমিটির কাজ নিম্নলিখিত মত হইবে:—

(১) বিমান আক্রমণে নিরাশ্রয় ব্যক্তিগণের জন্য অস্থায়ী আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করা।

(২) ঐ লোকদিগকে খাদ্য বিতরণের কার্য্য তত্ত্বাবধান করা।

(৩) বিমান আক্রমণে আহত ব্যক্তিগণকে সাহায্য করিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন করা।

কর্পোরেশনের চিফ্ এক্সিকিউটিভ্ অফিসার তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ সহ ওয়ার্ড কমিটিসমূহের কাজের সমন্বয় সাধন করিবেন। সাহায্যের ব্যাপারে কি নীতি অবলম্বন করা হইবে, তাহা চিফ্ এক্সিকিউটিভ্ অফিসার নির্দ্ধারণ করিবেন এবং রান্নাঘরগুলির কাজের ব্যবস্থা সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিবেন। রান্নাঘরসমূহের পরিচালন কার্য্য কর্পোরেশনের চিফ্ এক্সিকিউটিভ্ অফিসার অথবা তাঁহার নিয়োজিত কোন অফিসারের নির্দ্দেশমতে চলিবে।

বিমান আক্রমণের ফলে যাহারা আশ্রয়হীন হইবে, তাহাদিগের মধ্যেই সাহায্যের কাজ সীমাবদ্ধ রাখিবার জন্য টিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এবং বিমান আক্রমণ ওয়ার্ডেনগণ ও প্রথম সাহায্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত অফিসারগণ এই সব নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে বিনামূল্যে খাদ্যদ্রব্য ও আশ্রয়স্থল দেওয়ার জন্য টিকেট দিবেন। অস্থায়ী চালাঘরসমূহ ও আশ্রয়স্থল স্বরূপে ব্যবহারের জন্য যে সমুদয় গৃহ লওয়া হইবে, তাহার প্রত্যেকটিতে একখানি রেজিষ্টারী বই রাখা হইবে, তাহাতে আশ্রিত ব্যক্তিগণের নাম ও আশ্রয় কেন্দ্র হইতে তাহারা কোন স্থানে যায়, তাহার উল্লেখ থাকিবে। কাজেই কোন ব্যক্তি তাহাদের আত্মীয়স্বজন, যাহাদের গৃহাদি ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদের সংবাদ আশ্রয় কেন্দ্রসমূহে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিবে। কলিকাতার জন্য একটি সেণ্ট্রাল ইনফরমেশন ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হইবে। তথায় প্রত্যেক সাহায্য কেন্দ্র হইতে বিমান আক্রমণে হতাহতের একটি তালিকা প্রতিদিন দেওয়া হইবে, যাহাতে একই স্থান হইতে সর্ব্বসাধারণ বিমান আক্রমণে হতাহতের সংবাদ জানিতে পারিবে।

বিমান আক্রমণে নিরাশ্রয় ব্যক্তিগণকে আশ্রয় দান করা ও তাহাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি উদ্ধারের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত ওয়ার্ড কমিটিসমূহ যোগসূত্র স্থাপন করিবেন। কোন আশ্রিত ব্যক্তি ঐ সমুদয় কর্তৃপক্ষের সাহায্য ও উপদেশ পাইতে ইচ্ছা করিলে ওয়ার্ড কমিটিসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহিত তাহার যোগাযোগ স্থাপন করিয়া দিবেন। (প্রেস-নোট)

মস্কো রণক্ষেত্রে ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক

প্রথম আবির্ভাবের চমকপ্রদ কাহিনী

ডেইলী টেলীগ্রাফের ইকহলমস্থিত বিশেষ সংবাদদাতার সংবাদে প্রকাশ, মস্কো রণাঙ্গনে বর্ত্তমানে বহু ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছে। এগুলি হালকা শ্রেণীর এবং অতিশয় শক্ত ও দ্রুতগামী।

মস্কো হইতে একটি বেতার বক্তৃতায় রণাঙ্গনে ইহাদের প্রথম আবির্ভাবের একটি চমকপ্রদ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। মস্কো রণাঙ্গনের কোনও একটি অঞ্চলে রুশীয় গোলন্দাজেরা জার্ম্মানদের পাঁচ পাঁচটি ট্যাঙ্ক বাতেল করিয়া দিলে অবশিষ্ট ট্যাঙ্কগুলি একযোগে একটি রুশীয় কামানের ঘাঁটির উপর গোলা বর্ষণ আরম্ভ করে ইহাতে একটি ছাড়া সেই ঘাঁটির আর সমস্ত কামানই স্তব্ধ হইয়া যায় এবং অবশিষ্টটিও অকেজো হয়। অবস্থা যখন এইরূপ তখন রুশীয় সৈন্যেরা সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, নূতন ধরণের এক ট্যাঙ্কবাহিনী পশ্চাৎদিকের বন হইতে বাহির হইয়া জার্ম্মানদের আক্রমণ করিতে চলিয়াছে। এইগুলি সকলই ছিল সদ্য আমদানী করা ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক; সময়মত ইহারা আসিয়া পড়ায় সঙ্কট নিবারিত হয় এবং জার্ম্মানদের সাঁজোয়া বাহিনী পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়।

নাৎসী অত্যাচার-অতিষ্ঠ ইউরোপের আর্ত্ত চীৎকার

[১২ পৃষ্ঠার শেষ]

ক্রোশিয়া

ইউষ্টাসি কর্ত্তৃক অবিরাম হত্যাকাণ্ডের দরুণ ক্রোশিয়া হইতে ৫ লক্ষ লোক পলাইয়া গিয়া সার্ভিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। যুগোশ্লাভিয়ার পররাষ্ট্র সচিব গত ২৪শে নভেম্বর বলেন, জার্ম্মানরা গোটা যুগোশ্লাভ জাতিটাকে নিশ্চিহ্ন করিবার চেষ্টায় আছে। গরিলা বাহিনীর কার্য্যাবলীর প্রতিশোধ স্বরূপ জার্ম্মানরা গোলাবর্ষণ করিয়া বেলগ্রেড শহরটি উড়াইয়া দেওয়ার ভয় প্রদর্শন করিয়াছে বলিয়া শোনা যায়।

পোল্যাণ্ড

গত ১৮ই অক্টোবর মাত্র ১০ মিনিটের নোটিশে জার্ম্মানীর ২০,০০০ ইহুদিকে পোল্যাণ্ডে নির্ব্বাসিত করা হয়। গেষ্টাপোর লোকজন জোরজবরে পোল্যাণ্ডের পশ্চিম অংশ হইতে ৯০ লক্ষ পোল জাতীয় লোককে মধ্য পোল্যাণ্ডে স্থানান্তরিত করিতেছে। জার্ম্মান কল-কারখানায় কাজ করার জন্য মধ্য পোল্যাণ্ডের লোকজনের উপর বল প্রয়োগ চলিতেছে। পোল্যাণ্ডে ৮২ হাজার লোককে হত্যা করা হইয়াছে এবং পোলিশ গরিলাদিগকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য ধোঁয়াবাহী বিমান ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

"ফ্রি অষ্ট্রিয়া" পত্রিকার সম্পাদক মিঃ ফ্রেডরীচ এরিস্ট একবার নাৎসীদের দ্বারা বন্দী-নিবাসে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি বলেন—"অষ্ট্রিয়ার মুক্তির জন্য এই পত্রিকাখানা চেষ্টা পাইতেছে। জগতের বিভিন্ন স্থানে যেসব অষ্ট্রিয়ান রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যোগসূত্র হিসাবেও ইহা কাজ করিবে।"

বেলজিয়াম

বেলজিয়ামে ব্রুসেল্স, ঘেণ্ট ও এণ্টোয়ার্প হাসপাতালের সমস্ত রোগীকে সরাইয়া পূর্ব্ব-সীমান্তের যুদ্ধে আহত জার্ম্মান সৈন্যদের স্থান করা হইয়াছে। এরূপভাবে হাসপাতাল হইতে বহিষ্কৃত রোগিগণ অনেক স্থলে বিপন্নভাবে রাস্তায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে।

চেকোশ্লোভাকিয়া

"ব্ল্যাক-গার্ড" দলের নায়ক হাইনরিচ হিমলারকে যে লোকেরা "নিষ্ঠুর কসাই" নাম দিয়াছে, চেকোশ্লোভাকিয়ায় সে তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিয়াছে। চেক্‌জাতীয় ছাত্রদের বিরুদ্ধে অতি নির্ম্মমভাবে প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে। যেসব ছাত্রকে ইতিপূর্ব্বে জেলে পাঠানো হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেককে হত্যা করা হইয়াছে এবং প্রায় ৮,০০০ ছাত্রকে জার্ম্মানীতে বেগার খাটুনীর জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। অস্ত্র-শস্ত্র রাখার অপরাধে প্রায় প্রত্যহই বহু লোককে ফাঁসী দেওয়া হইতেছে।

[শেষ কলমের শেষ]

নরওয়ে

ওস্‌লো ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী শহরতলী অঞ্চলের কারাগারসমূহ একেবারে ভর্ত্তি হইয়া রহিয়াছে। রুশীয় রণাঙ্গনে জার্ম্মান সৈন্যদের ব্যবহারের জন্য নিজেদের তাঁবু, বিছানার চাদর, কম্বল প্রভৃতি দিতে অস্বীকার করার অপরাধে বহু লোককে বন্দী-নিবাসে প্রেরণ করা হইয়াছে। গুপ্তভাবে ক্ষতি সাধনের জন্য বহু লোককে ফাঁসীকাঠে ঝুলান হইতেছে এবং অর্থনৈতিক গোলযোগের অপরাধেও অসংখ্য লোককে গ্রেফ্‌তার করা হইতেছে।

ফ্রান্স

অপরাধীর বিনিময়ে অন্য লোককে ধরিয়া নিপীড়ন করার ব্যাপার ফ্রান্সে বর্ত্তমানে অল্পকালের জন্য কম হইলেও, বহু কৃষককে নিয়ত অন্ন রাখার ও অন্যায়ভাবে ক্ষতি করার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইতেছে। ফ্রান্সের বেকার-সমস্যা সমাধানের নাম করিয়া প্রায় ৭৫,০০০ জন ফরাসী শ্রমিককে জার্ম্মানীতে "বেগার" খাটানের জন্য লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

[পূর্ব্ববর্ত্তী কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

সোভিয়েট বাহিনী কর্ত্তৃক ইলেটস্ পুনরধিকৃত

মস্কো রেডিও হইতে প্রচারিত একটি বিশেষ ঘোষণায় ১১ই ডিসেম্বর বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট বাহিনী ইলেটস পুনরধিকার করিয়াছে। ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে জার্ম্মাণগণ উহা দখল করে। জার্ম্মাণদের দুইটি পদাতিক ডিভিশন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ১২ হাজার জার্ম্মাণ সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

রুশ রণাঙ্গনের জার্ম্মাণ সেনাপতি অপসারিত

স্টকহোম হইতে "নিউইয়র্ক টাইমস" অবগত হইয়াছেন যে, জেনারেল ভন বুককে মস্কো রণাঙ্গনের নাৎসী বাহিনীর অধিনায়ক পদ হইতে অপসারিত করা হইয়াছে।

জার্ম্মাণ হেড কোয়ার্টারে বোমা নিক্ষেপ

"কে" নামক গ্রামে গরিলা সৈন্যরা গোপনে প্রবেশ করিয়া জার্ম্মাণ হেড কোয়ার্টারে উপস্থিত হয় এবং হাত বোমা ছুঁড়িয়া মারে। রাইফেল দ্বারা দুইজন সেনাপতি এবং ১১ জন সৈন্যের প্রাণনাশ করা হয়।

জার্ম্মাণ বাহিনীর সুনিশ্চিত পরাজয়

একখানা অতিরিক্ত ইস্তাহারে ঘোষিত হইয়াছে যে, মস্কো রণক্ষেত্রে জার্ম্মাণ বাহিনীর সুনিশ্চিত পরাজয় ঘটিয়াছে।

মস্কো যুদ্ধে ৬৫ হাজার জার্ম্মাণ নিহত

১৬ই নভেম্বর হইতে ৬ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মস্কো যুদ্ধে ৬৫ হাজার জার্ম্মাণ নিহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

১৮ লক্ষ জার্ম্মাণ সৈন্য নিহত

আমেরিকার সরকারী মহলের প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধে এপর্য্যন্ত জার্ম্মাণদের ১৮ লক্ষ সৈন্য নিহত হইয়াছে। গত মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণদের সরকারী হিসাবে দেখা যায়, মোট ১৮ লক্ষ ৮ হাজার ৫ শত ৪৫ জন সৈন্য নিহত হইয়াছিল।

সোভিয়েট বাহিনার বিরাট জয়

সোভিয়েট প্রচার বিভাগের এক বিশেষ এলতেলাবে ১৩ই ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় রণক্ষেত্রের পশ্চিম ভাগে সোভিয়েট বাহিনীর প্রচণ্ড জয়লাভের সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে। এই অঞ্চলে লালফৌজ পোগারেভ, সোলনেক, মোগোরস্ক, ক্লিট্টা, ট্যালিনোগোরস্ক, ডিমে, রিঠাইলোক প্রভৃতি বহু স্থান পুনরায় দখল করিয়া ক্লিন শহর ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।

রুশ সৈন্যগণ যে সমস্ত শহর পুনরায় অধিকার করিয়াছে সেইগুলি মস্কো রণক্ষেত্রের উত্তর, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ এই তিনটি সেক্টরে অবস্থিত। উত্তরের ক্লিন সেক্টরে খোদ ক্লিন শহরটাই পরিবেষ্টিত হইয়াছে। রুশগণ রোগাচেভ ও ইয়াখরোমা শহর পুনরধিকারের সংবাদও ঘোষণা করিয়াছে। শহর দুইটা ডিমিট্রক ও সোলনেক মোগোরস্ক শহরের মধ্যে অবস্থিত।

দক্ষিণ-পশ্চিমে নারোফোমিনস্ক রণক্ষেত্রে ইট্টা, কুলবিরাক্সিন ও লোকোটনিয়া নামক তিনটী শহর পুনরায় সোভিয়েট সৈন্যদের দখলে আসিয়াছে।

তৃতীয় সেক্টরটির নাম টুলা; এই অঞ্চলে বিস্তীর্ণ এলাকা সোভিয়েট বাহিনী পুনরায় অধিকার করিয়াছে। এই অঞ্চলে ভেনেভ, ট্যালিনোগোরস্ক, মিখাইলোভ ও ইয়েপিটান শহর লালফৌজ কর্ত্তৃক পুনরধিকৃত হইয়াছে।

ট্যালিনোগোরস্ক অঞ্চলে জার্ম্মাণদের পশ্চাদপসরণ

মার্শাল টেমেন্ডের অধিনায়কত্বে রুশ বাহিনী ট্যালিনোগোরস্ক অঞ্চলে জার্ম্মাণদের প্রচণ্ড আক্রমণ শুধু ব্যর্থ করিয়াই দেয় নাই, তাহারা জার্ম্মাণদের নূতন ব্যূহে হটাইয়া লইয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণরা এখনও পশ্চাদপসরণ করিতেছে। ষ্টোরভেমস্ক ও ট্যালিনোগোরস্কের মধ্যবর্ত্তী রাজপথ জার্ম্মাণ সৈন্যদের শব ও সমর সম্ভারে আকীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

সোভিয়েট বাহিনীর চারি শতাধিক শহর ও গ্রাম অধিকার

"প্রাভদা"র সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, মস্কোর প্রায় ২৩০ মাইল দক্ষিণে য়েলেটস অঞ্চলের চারি শতাধিক শহর ও গ্রাম হইতে জার্ম্মাণরা বিতাড়িত হইয়াছে। সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, য়েফ্রেমভ ও লিভনি পুনরধিকারের পর রুশ সেনারা শত্রুবাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন ও ধ্বংস সাধন করিতেছে। জার্ম্মাণ বাহিনী প্রবল বাধা দিতেছে বটে, তবে রুশ আক্রমণের সম্মুখে তাহারা পিছু হটিতে বাধ্য হইতেছে। সোভিয়েট অশ্বারোহী বাহিনী দুইটি গ্রাম হইতে শত্রু বিতাড়ন কালে দুইটি পদাতিক-বাহিনী ধ্বংস, দুই শত লরী ও ২৫ খানা মোটর চূর্ণ বিচূর্ণ করে এবং গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র হস্তগত করে। অপর এক গ্রাম অধিকারের যুদ্ধে সোভিয়েট সেনা ১৪ খানা কামান ও ৩০ খানা লরী অধিকার করে।

সোভিয়েট গভর্ণমেন্টের মস্কো প্রত্যাবর্ত্তন

প্রকাশ যে, সোভিয়েট গভর্ণমেন্টের মস্কো প্রত্যাবর্ত্তনের এক সংবাদের উপরে ইকহলমে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এই সংবাদ সমর্থিত হইলে উহা জার্ম্মাণদের ব্যর্থতার সুনিশ্চিত প্রমাণ বলিয়া সুইডিশদের মনে দৃঢ় ধারণার সৃষ্টি হইবে। তদুপরি ইকহলমের সংবাদে ইহাও বলা হইয়াছে যে, পূর্ব্ব রণাঙ্গনের সামরিক কর্ম্মতৎপরতা সম্পর্কে জার্ম্মাণরা যদিও এখনও পর্য্যন্ত তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছে, তথাপি তাহারা ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, রাশিয়ানদের মধ্যে প্রবল সামরিক কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হইতেছে।

জার্ম্মাণদের পশ্চাদপসরণ

মস্কো রেডিওতে ঘোষিত হইয়াছে যে, জেনারেল কুজনেটজভের পরিচালনাধীন সোভিয়েট বাহিনী চারদিন-ব্যাপী ঘোরতর সংগ্রামের পর ইয়াখাটমা দখল করিয়াছে এবং জার্ম্মাণদের পশ্চাদনুসরণ করিতেছে। জার্ম্মাণরা ক্লিনের দক্ষিণ-পশ্চিমে পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। জেনারেল কুজনেটজভ ১৪ সংখ্যক জার্ম্মাণ মোটরাইজড ডিভিশন, ২৩ সংখ্যক পদাতিক ডিভিসন ও ৬ সংখ্যক জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক ডিভিসনের ছত্রভঙ্গ ও হতাবশিষ্ট সৈন্যদলের পশ্চাদনুসরণ করিতেছেন। তাঁহার সৈন্যদল ৪২টি বসতিপূর্ণ অঞ্চল শত্রুকবলমুক্ত করিয়াছে।

আফ্রিকার সংগ্রাম

বৃটিশ কবলে সিদি-রেজেগ

৮ই ডিসেম্বর লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষীয় মহল হইতে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ সৈন্যবাহিনী আবার সিদি রেজেগ দখল করিয়াছে। সিদি রেজেগ হইতে বারদোরী পর্য্যন্ত যে লাইন গিয়াছে এবং পূর্ব্ব দিকে সীমান্ত পর্য্যন্ত অঞ্চলের মধ্যে আর একজন শত্রুসৈন্যও নাই।

জার্ম্মাণ বাহিনী পরিবেষ্টিত

লিবিয়ার যান্ত্রিক জার্ম্মাণ বাহিনীর সহিত অন্য এক কেন্দ্রীয় যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। লণ্ডনের ওয়াকেবহাল মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, শত্রুপক্ষের সমস্ত যান্ত্রিক বাহিনী বর্ত্তমানে আল-আদমের দক্ষিণে এবং আল-গোবীর উত্তর-পশ্চিমে একটী ক্ষুদ্র অঞ্চলে সমবেত করা হইয়াছে। একই সময়ে তিন দিক হইতে এই স্থানের উপর আক্রমণ আরম্ভ করা হইয়াছে।

বৃটিশ অধিকারে গোজাম

গত ৬ই তারিখ হইতে যে ট্যাঙ্কের লড়াই আরম্ভ হইয়াছে, তাহা অব্যাহত গতিতে চলিতেছে। ৮ই ডিসেম্বর বৈকালে লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষীয় মহল হইতে বলা হইতেছে গোজাম সেনানিবাস বৃটিশের হাতেই রহিয়াছে।

বৃটিশ বাহিনী কর্ত্তৃক এল-আদেম পুনরধিকার

লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষীয় মহলের সংবাদে জানা যায় যে, বৃটিশ বাহিনী পুনরায় এল আদেম দখল করিয়াছে। ইহাতে তব্রুকের বিপদ যে কাটিয়া গিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। মধ্য-প্রাচ্যের একটি সামরিক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণ আফ্রিকান ও ভারতীয় সৈন্যেরা এল আদেমে তব্রুকের বৃটিশ বাহিনীর সহিত মিলিত হইয়াছে। তদুপরি উক্ত পত্রিকায় ইহাও বলা হইয়াছে যে, প্রতিপক্ষের পশ্চিমদিকবর্ত্তী রক্ষা ঘাঁটিসমূহে এখনও প্রতিপক্ষ শক্তিশালী রহিয়াছে।

শত্রুদের ট্যাঙ্ক-বাহিনী বিনষ্ট

লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষ মহলে ১১ই ডিসেম্বর সংবাদ লইয়া জানা গিয়াছে যে, লিবিয়ার উপকূলে বৃটিশ ট্যাঙ্কবাহিনী শত্রুর কারখানার মধ্যে ৩৮টি ট্যাঙ্ক বিনষ্ট করিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও ২৭টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করা হইয়াছিল।

লিবিয়া অভিমুখে নূতন জার্ম্মাণ বিমান বহর

ইকহলমের "টিডনিঙ্গেন" পত্রিকার বার্লিনস্থ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, জার্ম্মাণ বিমান বাহিনীর একটা বড় অংশকে রুশ সীমান্ত হইতে সরাইয়া ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের সংগ্রামে অংশ গ্রহণের জন্য তথায় প্রেরণ করা হইতেছে।

ইটালীয় ক্রুজার বিধ্বস্ত

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মধ্য ভূমধ্যসাগরে একখানা ইটালীয় ক্রুজার নিমজ্জিত এবং আর একখানা গুরুতররূপে জখম হইয়াছে। বৃটীশ ডেষ্ট্রয়ার "শিখ", "লিজিয়ন" ও "মাওরী" এবং নিদারল্যাণ্ডের ডেষ্ট্রয়ার "আইজাক সুইপস" দুইখানা ইটালীয় ক্রুজার, একখানা টর্পেডো-বোট ও একখানা ইউ-বোটের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হয়। উভয় ক্রুজারেই গোলা লাগে। প্রথম ক্রুজারখানা ভীষণ জ্বলিতে থাকে এবং পরে বিলুপ্ত হয়। অপরখানাকে সম্মুখভাগ হইতে পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত জ্বলিতে দেখা যায়। টর্পেডো-বোটখানা ভীষণভাবে জখম ও ইউ-বোট খানা জলমগ্ন হয়।

সাম্রাজ্যবাহিনীর অগ্রগতি

একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, গাজালার দক্ষিণ-পশ্চিমে কয়েকটি স্থানে যে সমস্ত জার্ম্মাণ ও ইটালীয় সৈন্য আছে, তাহাদের প্রবল বাধা সত্ত্বেও আমাদের প্রধান সৈন্য-বাহিনী আগাইয়া চলিয়াছে। গাজালার চতুর্দ্দিকে যে সমস্ত শত্রুসৈন্য আছে, আমাদের সৈন্যদল তাহাদিগকেও ঘিরিয়া ফেলিতেছে। বীর হাকিমের উত্তর-পশ্চিমে কয়েকটি ইটালীয় ট্যাঙ্ক ধ্বংস হইয়াছে এবং ১৮টি কামান হস্তগত করা হইয়াছে। প্রায় পাঁচ শত জার্ম্মাণ ও ইটালীয়কে বন্দী করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমানে যে সমস্ত স্থানে যুদ্ধ চলিতেছে, সেই সমস্ত স্থানেও শত্রু সৈন্য বন্দী করা হইতেছে। গাজালার পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে এবং দার্ণার পশ্চিমে বৃটিশ বিমানবাহিনী শত্রুপক্ষের সৈন্যবাহী মোটরশ্রেণীর উপর বোমাবর্ষণ করে।

বৃটিশ সৈন্য কর্ত্তৃক চিরবা অধিকার

বৃটিশ সৈন্য কর্ত্তৃক চিরবা অধিকারের সংবাদ লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষীয় মহলে স্বীকার করা হইয়াছে। চিরবাতে শত্রুসৈন্য বৃটিশ বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছিল। হালফায়া ও বার্দিয়া এখনও শত্রুসৈন্যের অধিকারে আছে।

ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ সাবমেরিনের কৃতিত্ব

সরকারীভাবে ১৫ই ডিসেম্বর ঘোষিত হইয়াছে যে, ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ সাবমেরিনের আক্রমণে একটি মাঝারি যোগানদার জাহাজ, একটি কুসার ও একটি হাল্কা জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। তদুপরি টর্পেডো নিক্ষেপের ফলে ১২,০০০ টনের একটি ইটালীয়ান যাত্রীবাহী জাহাজও জলমগ্ন হইয়াছে।

কচুরী-পানা সপ্তাহের আয়োজন

পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের বিবৃতি

পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় নিম্নোক্ত দুইখানা বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন :— *

(১)

আপনারা হয়ত শুনিয়াছেন যে, এই শীতকালে বাঙলা দেশের সর্ব্বত্রই "কচুরীপানা সপ্তাহ" পালন করা হইবে। কোন্ স্থানে কোন্ সময়ে উহা পালন করা হইবে, তাহা জেলার কালেক্টর মহোদয় সময়মত জানাইয়া দিবেন।

কচুরীপানা ধ্বংসের ন্যায় একটি বৃহৎ ও জটিল ব্যাপারে এলোপাথাড়িভাবে কাজ না করিয়া সঠিক পরিকল্পনা ও কার্য্যপদ্ধতি স্থির করিয়া তবে এই কাজে নামিতে হইবে। এই পরিকল্পনা ও কার্য্যপদ্ধতিকে দুই ভাগে ভাগ করা বিশেষ দরকার : (ক) কচুরীপানার কর্ত্তৃক আবৃত স্থান পরিষ্কার ও (খ) বাহির হইতে কচুরীপানার আগমন, নিবারণ।

কচুরীপানার বংশবৃদ্ধি ও উহাকে ধ্বংস করিবার উপায় সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান না থাকিলে কোন পরিকল্পনা বা কার্য্য-পদ্ধতি কার্য্যকরী হইবে না।

সুতরাং আমার অনুরোধ নিম্নলিখিত উপদেশগুলি স্মরণ রাখিয়া আপনারা কচুরীপানা ধ্বংসকার্য্যে অগ্রসর হইবেন :—

(১) কচুরীপানার গোড়ার দিকের শক্ত কাণ্ড হইতেই নূতন গাছ জন্মায়।

(২) উহা এত তাড়াতাড়ি বাড়ে যে, মাত্র একটি গাছ ৩।৪ মাসের মধ্যে বংশ বিস্তার করিয়া ৩০ গজ লম্বা ও ৩০ গজ চওড়া একটি জায়গা ছাইয়া ফেলিতে পারে।

(৩) কচুরীপানাকে মারিতে হইলে উহার শক্ত কাণ্ডটিকে নষ্ট করিতে হইবে; কারণ উহা হইতেই কচুরীপানার খুব বেশী বংশবিস্তার হয়। কেবল রৌদ্রে শুকাইলে উহা মরে না। রৌদ্রে ভালরূপ শুকাইয়া আগুনে পোড়াইয়া ফেলিতে হয়। যে সকল কাণ্ড পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে না, সেগুলি জড়ো করিয়া ২।৩ হাত গভীর একটি গর্ত্তের ভিতর পুঁতিয়া রাখিতে হইবে।

(৪) কচুরীপানার বীজ হইতেও নূতন গাছ জন্মায়। সাধারণতঃ কার্ত্তিক হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত বীজ হয়। বীজ জলে পড়িবার পূর্ব্বে অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসের পূর্ব্বেই কচুরীপানা ধ্বংস করা দরকার। তাহা হইলে বীজ এবং কাণ্ড উভয়েই নষ্ট হইবে।

(৫) কচুরীপানা ডাঙ্গায় অথবা জলে পঁচাইয়াও নষ্ট করা যায়।

ডাঙ্গায়।—একটি গর্ত্তের ভিতরে অথবা মাটির উপর কচুরীপানা উঁচু স্তূপ করিয়া তাহার ভিতর কিছু গোবর ও চুণ দিয়া খুব চাপিয়া দিলে তাহা সহজেই পঁচিয়া যাইবে।

জলে।—কচুরীপানা জলের মধ্যে স্তূপ করিয়া একটি বাঁশের সাহায্যে জলে ঠাসিয়া রাখিলে পঁচিয়া যাইবে।

(৬) কচুরীপানা একবার পরিষ্কার করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলেই চলিবে না। জলে কোন গোড়া পড়িয়া রহিল কি না, বীজ হইতে নূতন গাছ জন্মাইল কি না প্রতি সপ্তাহে সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহা ধ্বংস করিতে হইবে।

পঁচা কচুরীপানা এবং কচুরীপানা পোড়ানো ছাই জমির পক্ষে ভাল সার।

(৭) বন্যার জলে অথবা ঝড়ে ভাসিয়া আসা কচুরী-পানা হইতে ফসল রক্ষা করিতে হইলে বাঁশ অথবা কাঠের শক্ত বেড়া দিতে হইবে। ধঞ্চে গাছের বেড়া অনেক সময় খুব কাজে লাগে।

(৮) খালের ভিতর গাছের ডাল, বাঁশ, জঞ্জাল ইত্যাদি পড়িতে দিলে, যেখানে সেখানে নৌকা ডুবাইয়া রাখিলে এবং মাছ ধরার জন্য বেড়া দিলে নিজেদের সর্ব্বনাশ ডাকিয়া আনা হয়। ইহাতে কচুরীপানা আটকাইয়া নৌকা চলাচল বন্ধ করে এবং স্রোত বাধা পাওয়ায় পলি জমিয়া খাল বুজিয়া যায়।

(৯) পাট পঁচাইবার জন্য ও মাছ জিয়াইয়া রাখিবার জন্য কচুরীপানা ব্যবহার করা নিজের গলায় ফাঁসি লাগানোরই সামিল। ঘন কচুরীপানায় দম বন্ধ হইয়া মাছ মরিয়া যায়।

(১০) গ্রামের সকলকে একই সময়ে একজোটে কচুরীপানা ধ্বংস করিতে হইবে। তাহা না হইলে কচুরীপানার হাত হইতে কোন কালেই নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে না।

(১১) যিনি এবিষয়ে সামান্য গাফিলতি করিবেন, তিনি দেশের ও দশের শত্রু।

(১২) বাড়ীর আশপাশে, ক্ষেতে খামারে কচুরীপানা রাখাও না, দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষাও তা।

(১৩) জগতে এমন কোন কঠিন কাজ নাই যাহা সকলের সমবেত ও আন্তরিক চেষ্টার দ্বারা করা যায় না। সুতরাং কচুরীপানা ধ্বংস করা মোটেও শক্ত নয়, চাই কেবল দৃঢ় পণ ও সেই অনুসারে একজোটে কাজ।

(১৪) কচুরীপানাকে সমূলে বিনাশ করিতে না পারিলে উহাই আমাদিগকে বিনাশ করিবে।

(২)

কচুরীপানা আমাদের দেশের যে কত বড় শত্রু এবং সেই শত্রু আমাদের দেশের কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, মৎস্য প্রভৃতির কত যে ক্ষতি করিতেছে, তাহা কাহাকেও বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিবার দরকার নাই; আমাদের সুখ-শান্তির জন্য এই শত্রুকে যে অবিলম্বে বিনাশ করা একান্ত দরকার, তাহাও সকলে বিশেষভাবে বুঝিয়াছেন এবং উহাকে ধ্বংস করিবার জন্য অনেকে অনেক দিন হইতে কঠিন পরিশ্রম ও চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহাদের এই কঠিন পরিশ্রম ও চেষ্টা সত্ত্বেও এই শত্রুর হাত হইতে এখনও নিষ্কৃতি ত পাওয়া গেলই না, পরন্তু উহা আগের মতই আমাদের অনিষ্ট করিতেছে। এই কারণে অনেকে এই শত্রুর বিনাশ সম্বন্ধে প্রায় হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন ও প্রায় হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। অনেকের মধ্যে হয়ত এই ধারণাও জন্মিয়াছে যে উহাকে বিনাশ করা আমাদের পক্ষে এক-বারে অসম্ভব—অতএব উহাকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করা বৃথা—যাহা অদৃষ্টে আছে তাহাই হইবে। কিন্তু এইরূপ ভুল ধারণা করিয়া হতাশ হইবার কোনই কারণ নাই। এই প্রসঙ্গে সত্য কথা বলিতে হইলে বলিতে হইবে যে, কচুরীপানা ধ্বংস সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যে চেষ্টা হইয়াছে বা হইতেছে তাহার মধ্যে অনেক ভুল-ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে; ঠিক যেভাবে চেষ্টা করা উচিত ছিল তাহা করা হয় নাই। সুতরাং অনেকের পরিশ্রম ব্যর্থ হইয়াছে।

সমবেত এবং আন্তরিক চেষ্টার দ্বারা এবং উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত প্রণালী অবলম্বন করিলে যে কচুরীপানা ধ্বংস করা যায়, তাহা বিশেষভাবে শিক্ষা দিবার জন্যই আবার "কচুরীপানা সপ্তাহ" পালনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, কেবল "কচুরীপানা সপ্তাহেই" এই শত্রুকে আক্রমণ বা ধ্বংস করিলে চলিবে না—এই শত্রু যেমন সর্ব্বদাই নিজেদের বংশ বৃদ্ধি করিয়া আমাদের অনিষ্ট করিবার জন্য সজাগ আছে, আমাদিগকেও সেইরূপ সর্ব্বদাই উহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে হইবে এবং উহা যাহাতে বংশ বৃদ্ধি করিতে না পারে, সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আমরা যদি উহার বংশবৃদ্ধি নিবারণ করিতে পারি, তাহা হইলেই এই শত্রুর অত্যাচার ও অনিষ্ট হইতে আমরা সম্পূর্ণভাবে না হইলেও অনেক পরিমাণে নিষ্কৃতি পাইব। সুতরাং উহাকে ধ্বংস করিতে হইলে উহার বংশবিস্তার কিভাবে হয় এবং উহা কি উপায়ে নিবারণ করা যায়—এই দুইটী বিষয়ে আমাদের সঠিক জ্ঞান থাকা বিশেষ আবশ্যক। এবং সেই জ্ঞান অনুসারে সকলে যদি একাগ্রমনে সমবেতভাবে কচুরীপানা ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে উহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালান, তাহা হইলে অচিরে আমরা যে এই শত্রুকে বিনাশ করিতে পারিব, সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। চাই কেবল এ সম্বন্ধে জ্ঞান, সেই জ্ঞান অনুসারে বিপুলভাবে কাজ এবং সমবেত চেষ্টা।

দুইভাবে কচুরীপানার বংশবৃদ্ধি হয় :—

(১) সকলেই দেখিয়াছেন যে, কচুরীপানার গাছের গোড়ার দিকে আধ ইঞ্চি হইতে এক ইঞ্চি লম্বা একটি শক্ত কাণ্ড আছে; এই কাণ্ডে অনেক পাতা থাকে এবং প্রত্যেকটী পাতার গোড়া হইতে এক একটি শিকড় বাহির হয়; আবার প্রত্যেক শিকড়ের আগায় একটী করিয়া কুঁড়ি থাকে; শিকড় বড় হইলে উহা পাতার গোড়া হইতে ছিঁড়িয়া যায় এবং উহার কুঁড়ি হইতে একটি নূতন গাছ জন্মায়। মোটামুটিভাবে বলিতে পারা যায় যে, কোন জলাশয়ে যদি একটী মাত্র কচুরীপানা থাকে, তাহা হইলে তাহা হইতে এইরূপে নূতন গাছ উৎপন্ন হইয়া কয়েক মাসের মধ্যে ৩০ বর্গ গজ পরিমিত স্থান পানায় ভরিয়া যাইতে পারে। সাধারণতঃ এইরূপেই কচুরীপানা অতি দ্রুত গতিতে উহার বংশ বিস্তার করে। এই কারণেই কোনো একটি পুকুর বা জলাশয় হইতে কঠিন পরিশ্রম করিয়া কচুরীপানা তুলিয়া ফেলিবার অল্প দিনের মধ্যেই উহা আবার কচুরীপানায় ভরিয়া যায়; সাধারণতঃ কচুরীপানার গাছ তুলিয়া ফেলিবার পর জলে উহাদের যে সকল কাণ্ড বা কাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন কুঁড়িযুক্ত শিকড় পড়িয়া থাকে এবং যাহা সহজে নজরে পড়ে না, তাহা হইতে আবার নূতন কচুরীপানার গাছ উৎপন্ন হইয়া পুকুর বা জলাশয়টিকে আবার উহার দ্বারা ভরিয়া ফেলে। এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, কচুরীপানার পাতা হইতে গাছ জন্মায় না, কাণ্ড হইতেই গাছ জন্মায়। সুতরাং কচুরীপানার পাতা তুলিয়া ফেলিলেই কচুরীপানা ধ্বংস করা হইল বলা যায় না।

(২) উপরোক্তভাবে বংশবৃদ্ধি হওয়া ছাড়াও কচুরী-পানার বীজ হইতেও নূতন গাছ জন্মায়। বর্ষাকালে কচুরীপানার ফুল হয় এবং কার্ত্তিক হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ফুল হইতে বীজ উৎপন্ন হইয়া উহা জলের নীচে মাটিতে পড়িয়া যায়। কচুরীপানা জলজ উদ্ভিদ; সুতরাং উহার বীজ জলে পড়িয়া থাকিলেও পঁচিয়া যায় না। এমন কি পাঁচ ছয় বৎসর পর্য্যন্ত এই বীজের জীবনীশক্তি থাকে এবং সুযোগ পাইলেই এই বীজ হইতে নূতন গাছ উৎপন্ন হয়।

[১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

মাসিক ৩৫ হইতে ৫০ টাকা বেতনে প্রতি ইউনিয়নে ৫ বামার অর্গানাইজার আবশ্যক। আবেদন করুন।

দি সেবক প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ,
২৪নং ষ্টাণ্ড রোড, কলিকাতা।

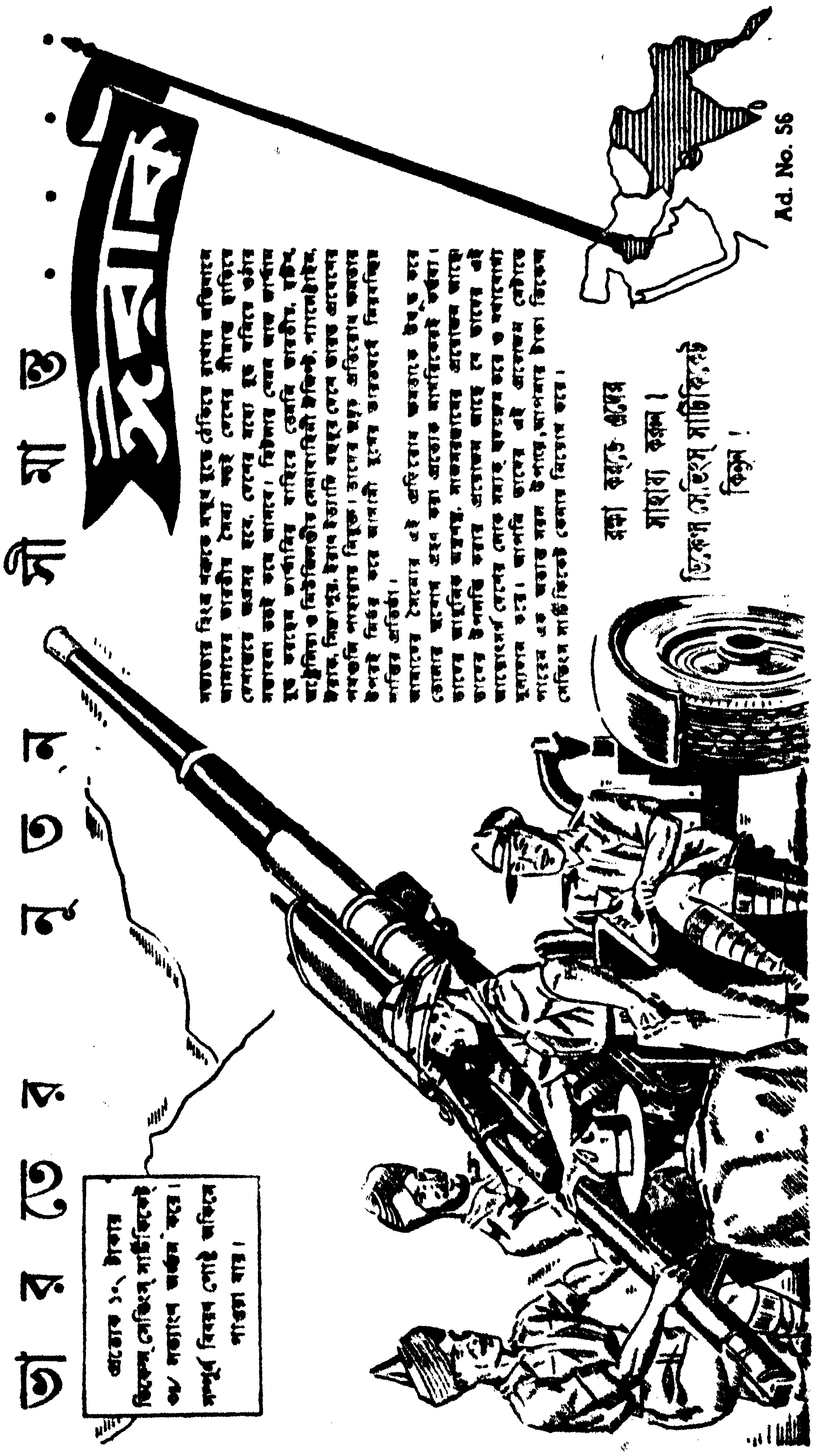

চট্টগ্রামে অব্যবহার্য্য ধাতু-দ্রব্যাদি

যুদ্ধ-তহবিলে বহু অর্থ সংগৃহীত

কিছুদিন পূর্ব্বে চট্টগ্রাম জেলায় যে অব্যবহার্য্য লৌহ, তাম্র, পিত্তল, কাংস ইত্যাদি সংগ্রহের সপ্তাহ পালিত হইয়াছে, তাহাতে চট্টগ্রাম জেলা যুদ্ধ কমিটিতে ২,০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এই উপলক্ষে যে সকল দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছিল তাহার অধিকাংশই ভাঙ্গা বাসনপত্র ঘরের কোণে কিম্বা বাড়ীর পিছনে পড়িয়া থাকিয়া গৃহকার্য্যের অসুবিধা ও বিরক্তি উৎপাদন করিতেছিল।

সামান্য সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় ও জনগণের নিকট হইতে সাড়া পাওয়ার ফলে এই গুলি সংগৃহীত হইয়া ও বাছাই করিয়া ২,০০০৲ টাকায় বিক্রীত হয়।

[অব্যবহার্য্য ধাতু দ্রব্যাদির বিরাট স্তূপ]

অনেকেই বলিতে পারেন—ইহার ফলে কি হইবে? ইহার ফলে চট্টগ্রাম জেলা কতকগুলি অব্যবহার্য্য জিনিষ হইতে মুক্ত হইয়া প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা—৪০টি পিস্তল অথবা ২০টি রাইফেল অথবা ৩,২০০ বুলেট সহ একটি মেশিনগান ক্রয় করিতে পারে।

আমাদের দেশে এই ধরণের বহু অব্যবহার্য্য জিনিষ পড়িয়া আছে এবং উপযুক্ত সংগঠন ও সহযোগিতার ফলে চট্টগ্রামের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এই সকল অকেজো জিনিষের পরিবর্ত্তে মাতৃভূমি রক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

এনোজ ক্রুটসল্টের সংশোধিত দর

নূতন সরকারী বিবৃতি

বাঙলা সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত চিফ্ কণ্ট্রোলার গত ২৯শে নভেম্বর নিম্নলিখিত প্রেস্‌নোট প্রকাশ করিয়াছেন:—

গত ২৪শে এপ্রিল বাঙলা সরকার "এনোজ ক্রুট্ সল্ট" সম্পর্কে প্রেস্-নোট প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা গত ১লা মে কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি উক্ত পণ্যের পাইকারী ও খুচরা দরের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া নিম্নলিখিত রূপ মূল্য নিরূপণ করা হইয়াছে। গত ১লা ডিসেম্বর হইতে কলিকাতা ও শহরতলীতে এই দর কার্য্যকরী হইয়াছে:—

এনোজ ক্রুট সল্ট।		পাইকারী দর (প্রতি ডজন)	খুচরা দর (প্রতিটি)
সল্ট—			
"হাউস্ হোল্ড"	..	২৸৶০	২৷৵০
"হ্যাণ্ডি"	..	১৯৸০	১।৵০
"ট্রায়াল"	..	৪॥০	।৵০

কচুরীপানা সপ্তাহের আয়োজন

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

কচুরীপানা ধ্বংস করিবার উপায়

(১) কচুরীপানার বংশবৃদ্ধি সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, সম্পূর্ণভাবে কচুরীপানার বিনাশ করিতে হইলে পাতাসমেত উহার কাণ্ডকে এবং ফুল হইতে বীজ উৎপন্ন হইবার আগেই ফুলগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে। বৎসরের যে কোন সময়েই কচুরীপানা যেখানে জন্মে, সেখান হইতে উহাকে উঠাইয়া উহার কাণ্ড নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারা যায়। কচুরীপানা তুলিবার সময়ে বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, কেবল পাতাসমেত কচুরীপানার গাছ তুলিয়া ফেলিলেই চলিবে না—জলে যে সকল কাণ্ড, শিকড়, ফুল ইত্যাদি ভাসিয়া থাকে, তাহাও যতদূর সম্ভব তুলিয়া ফেলিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, কচুরীপানা দ্রুতবীজের ঝাড়; ইহার একটি কাণ্ডই আমাদের মহা অনিষ্ট করিতে পারে।

যেখানে জলাশয়ের নিকট উঁচু জমি আছে সেখানে জল হইতে কচুরীপানার গাছ, কাণ্ড, শিকড়, ফুল ইত্যাদি উঠাইয়া সেই উঁচু জমিতে আনিয়া উত্তমরূপে রৌদ্রে শুকাইতে হইবে; এইরূপে রৌদ্রে শুকাইবার উঁচু জায়গাটি জলাশয় হইতে কিছু দূরে হইলে ভাল হয়; কারণ ঐ জায়গাটি জলাশয়ের অতি নিকটে থাকিলে কচুরীপানার কাণ্ড, শিকড়, ফুল ইত্যাদি কোন কারণে জলাশয়ে পড়িয়া আবার বংশ বিস্তার করিতে পারে। রৌদ্রে উত্তমরূপে শুকাইয়া যাইবার পর শুষ্ক কাণ্ড, শিকড়, ফুল ইত্যাদিকে একত্রে জড়ো করিয়া সম্পূর্ণভাবে পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, কচুরীপানার শক্ত কাণ্ডই আমাদের যত অনিষ্টের মূল। সুতরাং কাণ্ডটি সম্পূর্ণভাবে মারিয়া ফেলাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে। এই কাণ্ড রৌদ্রে শুকাইলেও মরে না—এমন কি আগুনে পোড়াইয়া সম্পূর্ণভাবে ছাই করিয়া না ফেলিলে জল পাইলে উহা পুনরায় বাঁচিয়া উঠে এবং উহা হইতে নূতন গাছ জন্মায়। সেইজন্য যে সকল শক্ত কাণ্ড একেবারে পুড়িয়া যাইবে না, উহাদিগকে ২।৩ হাত গভীর গর্ত করিয়া পুঁতিয়া ফেলিতে হইবে।

(২) ইহা ছাড়া কচুরীপানা, উহার কাণ্ড, শিকড়, ফুল ইত্যাদি খড়ের গাদার ন্যায় গাদা দিয়া পঁচাইতে পারা যায়। প্রথমে একটা গাদা করিয়া উহা ভাল করিয়া চাপিয়া দিতে হয়; ঐ গাদার ভিতরে কিছু গোবর ও চুণ দিলে উহা শীঘ্র শীঘ্র পঁচিয়া যাইবে। প্রথম গাদাটি পঁচিয়া যাইলে উহার উপর আর একটি গাদা করিতে হইবে এবং উহাকে আবার ভাল করিয়া চাপিয়া উহার ভিতর গোবর ও চুণ দিতে হইবে; এইরূপে একটি গাদার উপর পর পর একটি করিয়া গাদা নির্মাণ করা যাইতে পারে। শেষ গাদার উপরে কিছু মাটি চাপাইয়া দিলে ভাল হয়। কিছুদিন পর এই গাদাগুলি পঁচিয়া কালো সারে পরিণত হইবে।

কচুরীপানার ছাই ও এইভাবে পঁচানো কচুরীপানা অতি উত্তম সার।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, ইহাতেই কর্তব্য শেষ হইল না। ইহার সঙ্গে সঙ্গে যে জলাশয় হইতে কচুরীপানা তোলা হইয়াছে, তাহার দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কারণ সেই জলাশয়ে পরিত্যক্ত কাণ্ড ও বীজ হইতে নূতন কচুরীপানা জন্মাইতে পারে। পুকুরে যখনই নূতন গাছ জন্মাইবে, তখনই উহা তুলিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে।

(৩) যেখানে উঁচু জমি পাওয়া যাইবে না, সেখানে জলের ভিতরই বাঁশের বেড়া দিয়া একটা খোঁয়াড় প্রস্তুত করিয়া তাহার ভিতর সমস্ত কচুরীপানা গাদা করিতে হইবে। তাহা সম্ভব না হইলে জলের ভিতর একটি বাঁশ পুঁতিয়া তাহার চারিধারে খড়ের গাদার ন্যায় কচুরীপানার গাদা জলের মধ্যেই করিতে হইবে। তাহা হইলে কিছুদিনের মধ্যেই কচুরীপানা পঁচিতে আরম্ভ করিবে। উপরের গাদা সহজে পঁচে না। কিছুদিন পর পর তাহা পঁচা গাদার মধ্যে ঠাসিয়া দিতে হইবে। এইরূপে জলের মধ্যে পঁচাইলে পঁচা গাদার গাদা জলের উপর ভাসিয়া থাকে। উহার উপর লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স প্রভৃতি তরকারীর চাষ করা যায়।

(৪) বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, কোন জলাশয় হইতে কচুরীপানা ধ্বংস করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলেই চলিবে না। বাহির হইতে কচুরীপানা ভাসিয়া আসিয়া যাহাতে পরিষ্কৃত স্থান নষ্ট না করে বা ফসল নষ্ট না করে, তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। ফসল ও খাল বিলকে বেড়া দ্বারা কচুরীপানার আক্রমণ হইতে রক্ষা করা যায়। বেড়া কাঠের বা বাঁশের দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু তাহা ব্যয়সাধ্য। আপন আপন জমির আইলে এবং নদী ও খালের জল যেখানে পাড়ে ছাপাইয়া উঠে সেখানে নদী বা খালের পাড়ে বন ধঞ্চে গাছের বেড়া দিলে কচুরীপানার আক্রমণ অনেকটা নিবারণ করা যাইতে পারে এবং ইহা খুব সস্তায় হয়।

(৫) যেখানে জলের স্রোত আছে এবং কচুরীপানা স্রোতে ভাসিয়া বড় নদীতে পড়িতে পারে, সেখানে উহাকে ভাসাইয়া বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) খালে বিলে মাছ ধরিবার জন্য জেলেরা নানারূপ বেড়া দেয়; অনেক সময় খালের জলে নৌকা ডুবাইয়া বাঁধ দেয়। ইহা ছাড়া খালের পাড়ের গাছের ডাল, বাঁশ, জঙ্গল ইত্যাদি জলে পড়িয়া কচুরীপানা আটকাইয়া রাখে। ইহাতে একদিকে যেমন স্রোতে কচুরীপানা ভাসিয়া যাইতে পারে না ও নৌকা চলাচলের অসুবিধা হয়, অন্যদিকে এই আটকানো কচুরীপানায় জলের স্রোত বাধা পাওয়ায় সেখানে বালি জমিয়া খালকে বুজাইয়া ফেলে। সুতরাং এই সব বাধা দূর করিয়া দিতে হইবে।

(৭) পাট পঁচাইবার জন্য অথবা মাছ ধরিবার জন্য কচুরীপানা ব্যবহারের প্রথাকে সম্পূর্ণরূপে তুলিয়া দিতে হইবে।

(৮) পরিশেষে মনে রাখিতে হইবে যে, কচুরীপানা ধ্বংস সম্বন্ধে উদাসীন হইলেই উহা বিস্তারলাভ করিয়া আমাদের স্বাস্থ্য, সুখ ও সম্পদ গ্রাস করিবে। সুতরাং এই "কচুরীপানা সপ্তাহ" পালন করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না; "কচুরীপানা সপ্তাহে" কাজের সূচনা হইল মাত্র এইরূপ মনে করিয়া যতদিন না এই শত্রুকে সমূলে নিধন করা যায়, ততদিনই চেষ্টা করিতে হইবে। মোট কথা খানা, খাল, মাঠ ইত্যাদি যে কোন স্থানেই এমন কি যদি একটি তাজা কচুরীপানা বা শুষ্ক কচুরীপানার গাছ কিংবা কাণ্ড দেখা যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ উহা তুলিয়া সম্পূর্ণভাবে মারিয়া ফেলিতে হইবে। গ্রামের জনসাধারণের সমবেত চেষ্টাই কচুরীপানা ধ্বংসের গোড়ার কথা—এমন কি এ সম্বন্ধে একজনের গাফিলতিতে সকলের চেষ্টা পণ্ড হইয়া যাইবে। একই সময়ে একযোটে যার যার নিজের জমির কচুরীপানা উপযুক্তভাবে বিনাশ না করিলে আপোষের মত সকল চেষ্টাই বিফল হইয়া যাইবে।

ভারত-সরকারের প্রচার-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় সদস্য স্যার আকবর হায়দরী গত ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন।

কয়েকটি স্বল্প-সালিশী বোর্ড

নূতন ক্ষমতাপ্রাপ্তির ঘোষণা

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর নিম্নোক্ত স্পেশাল ঋণ-সালিশী বোর্ডসমূহের উপর কৃষি-খাতক আইনের ২২ ধারার ১ (খ) উপধারা অনুযায়ী ক্ষমতা পরিচালনের অধিকার প্রদান করিয়াছেন:—

রাজশাহী জেলার সদর মহকুমার "রাজশাহী পশ্চিম সার্কেল" ও "রাজশাহী পূর্ব সার্কেল" বোর্ড।

রাজশাহী জেলার নাটোর মহকুমার "নাটোর" স্পেশাল বোর্ড।

রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার "নওগাঁ" ও "নওগাঁ পশ্চিম সার্কেল" বোর্ড।

দিনাজপুর সদর মহকুমার "দিনাজপুর" ও "পার্বতীপুর" বোর্ড।

দিনাজপুর বালুরঘাট মহকুমার "বালুরঘাট" বোর্ড।

দিনাজপুর ঠাকুরগাঁও মহকুমার "ঠাকুরগাঁও" বোর্ড।

রংপুর সদর মহকুমার "রংপুর" বোর্ড।

রংপুর নিলফামারী মহকুমার "নিলফামারী" বোর্ড।

রংপুর গাইবান্ধা মহকুমার "দক্ষিণ গাইবান্ধা" ও "উত্তর গাইবান্ধা" বোর্ড।

রংপুর কুড়িগ্রাম মহকুমার "কুড়িগ্রাম" বোর্ড।

নিম্নোক্ত সাধারণ বোর্ডসমূহের উপর কৃষি-খাতক আইনের ১৯ ধারার ১ (খ) উপধারা অনুসারে ক্ষমতা পরিচালনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে:—

বাঁকুড়া জেলার সদর মহকুমার—সিমলাপাল, রাণীবাঁধ, কামারাবাদ, ছাতনা, মেজিয়াভোর, শালতোড়া, গোড়াবাড়ী, বড়জোড়া, পুরন্দরপুর, নাকুড়া-কুলিয়া, নিত্যানন্দপুর, বেলিয়া-রামচন্দ্রপুর, গঙ্গাজলঘাটি, বেট্যালা-পাথরডিহা, দ্বারকেশ্বর-ভাটগ্রাম-বসুনাথপুর, মানকানালি-কুসবেদিয়া, চুয়ামসিপুর।

নিম্নোক্ত স্পেশাল বোর্ডগুলিকে আইনের ২২ ধারার ১ (খ) উপধারা অনুযায়ী ক্ষমতা পরিচালনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে:—

বগুড়া সদর মহকুমার "বগুড়া" বোর্ড।

পাবনা সদর মহকুমার "পাবনা সদর" বোর্ড।

পাবনা সিরাজগঞ্জ মহকুমার "সিরাজগঞ্জ" বোর্ড।

নিম্নোক্ত স্পেশাল বোর্ডগুলিকে আইনের ২২ ধারার ১ (ক) উপধারা অনুযায়ী ক্ষমতা পরিচালনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে:—

জলপাইগুড়ি সদর মহকুমার "ময়নাগুড়ি" বোর্ড।

নোয়াখালী সদর মহকুমার "সন্দ্বীপ" বোর্ড।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজ-ছাড়ার যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

"চেকোস্লোভাক" পত্রিকার সম্পাদক এম, বগাস্ বেনেস্ ১৯৩৮ সনে প্রেসিডেন্ট বেনেসের সঙ্গে ইংলণ্ডে গমন করেন। এই পত্রিকায় লেখা হইয়াছে "আজ দেশ ও বিদেশের সকল চেকোস্লোভাক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে। তাহারা সর্ব্ব-শক্তি লইয়া বৃটেন, রাশিয়া, পোলাণ্ড ও অন্যান্য মিত্র শক্তির পক্ষভুক্ত হইয়া হিটলারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে।"

নাৎসী অত্যাচার-আতঙ্ক ইউরোপের আর্ত্ত চীৎকার

জার্মাণ অত্যাচার সম্পর্কে যে সকল রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকটির বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে।

সার্ভিয়া

সার্ভিয়ায় জার্মাণরা বে-পরোয়াভাবে হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতেছে। কার্লোভাজ নামক স্থানে ৭০০ লোককে ৮ দিন পর্য্যন্ত গবাদি পশু টানার একখানি খোলা গাড়ীতে আটক রাখে। বানালিকায় ১২,০০০ সার্ভ জাতীয় লোক বাস করিত। এক্ষণে উহা জন-মানবশূন্য। গোপনে অগ্নি সংযোগ করায় প্রতিশোধ-স্বরূপ গোটা ডাবেক্ শহরটি ধুলিস্যাৎ করা হইয়াছে। গত ১২ই অক্টোবরের আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী ১,৪০,০০০ লোককে হত্যা করা হইয়াছে।

গ্রীস

বিগত ২৬শে সেপ্টেম্বর একটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে এম, সৌডারস্ বলেন, জার্মাণরা যে-সকল গ্রীক শহরের উপর বোমা বর্ষণ করিয়াছে, তন্মধ্যে ২৯টি ধ্বংসস্তূপে পরিণত

[১ম কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

"জিয়েনিক পল্‌স্কী" পোলাণ্ডবাসীদের স্বাধীনতাকামী পত্রিকা। ইহার সম্পাদক মিঃ মার্সেলী কার্সেভস্কী। এই পত্রিকায় বলা হইয়াছে—"আজ আমরা অত্যাচার হইতে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিতেছি।"

গণতন্ত্রবাদী একটি জার্মাণ পত্রিকা হইতেছে—"জিটাং"। ডাঃ হান্স্ লোথার ইহার সম্পাদক। এই পত্রিকায় বলা হইয়াছে—"বর্ত্তমান যুদ্ধে ইংলণ্ড শুধু নিজের স্বাধীনতার জন্যই সংগ্রাম করিতেছে না, বরং এই সংগ্রাম হইতেছে সমগ্র ইউরোপের স্বাধীনতার জন্য।"

[শেষ কলমের জের]

হইয়াছে। ক্রীট দ্বীপে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করা হইয়াছে, লোকের ধন সম্পত্তি লুন্ঠিত এবং অগ্নিসংযোগে বিধ্বস্ত এবং অন্যত্র আশ্রয়প্রার্থীদিগকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইয়াছে। হত্যা করার পূর্ব্বে জার্মাণরা এই সকল লোককে দিয়া তাহাদের নিজ নিজ সমাধি খনন করাইয়া লয়। পূর্ব্ব ম্যাসিডোনিয়া হইতে ১ লক্ষ লোক বিতাড়িত হইয়াছে। ১৯ জন বুলগেরিয়ান সৈন্যের প্রাণনাশের প্রতিশোধ হিসেবে ১০,০০০ গ্রীককে হত্যা করা হইয়াছে।

হল্যাণ্ড

বৃটিশ রেডিও শ্রবণের জন্য প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। জার্মাণরা যাহাতে আলামি দ্রব্যাদি পায় তজ্জন্য স্থানীয় অধিবাসীদিগকে অসিদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করিতে নির্দ্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। অনাহারক্লিষ্ট জনসাধারণকে পর্য্যন্ত রুটিদানে বাধা করা হইতেছে। রুটির জন্য দোকানের সম্মুখে ভীড় জমাইলে পুলিশকে গুলী চালাইবার নির্দ্দেশ প্রদান করা হইয়াছে।

[৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

"ফ্রি ডেনমার্ক" হইতেছে—স্বাধীনতাকামী ডেনিস্ পত্রিকা। ইহার সম্পাদক মিঃ ই, ক্রিস্টেন্‌ সেন্ডেন্স্ বলিয়াছেন—"যে-পর্য্যন্ত না ডেনমার্ক পুনরায় স্বাধীন হইতেছে, সে-পর্য্যন্ত আমরা ডেনমার্কের মর্য্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করিতেছি।"

Printed and published by George Wilfrid Davis at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: Altaf Husain

Regd. No. C3532.
NATIONAL LIBRARY

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ... সংখ্যা] কলিকাতা, ১২ই জানুয়ারী, ১৯৪২ [এক আনা

বিমান আক্রমণে জনসাধারণের কর্ত্তব্য

গ্যাস, বিদ্যুৎ ও জল সম্পর্কে নির্দ্দেশ

গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানীয় জল

বিমান আক্রমণে গ্যাস, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ-কেন্দ্র, সরবরাহ পাইপ, তার, ফিটিংস্ ইত্যাদির ক্ষতি-সাধিত হইতে পারে। ব্যবহারকারীর বাড়ীর মধ্যে যদি ইহাদের কোন ক্ষতি সাধিত হয়, তাহা হইলে ব্যবহারকারী স্বয়ং উহাদের মেরামতের জন্য দায়ী হইবেন।

সরবরাহ-কর্ত্তৃপক্ষের দায়িত্ব এক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, কেন না গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ-কর্ত্তৃপক্ষ শুধু মিটার এবং জল সরবরাহ-কর্ত্তৃপক্ষ রাস্তার যে-সকল সংযোজক পাইপ রহিয়াছে, উহার ইপ ভালুভ মেরামতের জন্য দায়ী থাকিবেন।

বিপদ উপস্থিত হইলে যাহাতে উহাদের সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তজ্জন্য ব্যবহারকারিগণকে গ্যাস, জল এবং বিদ্যুৎ-সরবরাহ-তার কাটার পদ্ধতি শিখিয়া রাখিতে নির্দ্দেশ প্রদান করা যাইতেছে।

যদি জল সরবরাহ বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে একটু সতর্কতার সহিত ব্যয় করিলে বাড়ীর ট্যাঙ্ক ও চৌবাচ্চার জলে স্বচ্ছন্দে দুই এক দিন কাজ চালানো যাইতে পারে। চৌবাচ্চা উত্তমরূপে পরিষ্কৃত করা হইলে উহার জল পান করাও যাইতে পারে; কিন্তু কোন রকমের সন্দেহ থাকিলে পানীয় জল সিদ্ধ করিয়া লওয়া উচিত হইবে।

কলিকাতার জল সরবরাহ সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, নলকূপের সাহায্যেও জলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে গরম জল সরবরাহের ব্যবস্থাও এমনভাবে করা হইয়াছে যে, প্রজ্বলিত আগুনের মুখেও জলের আধারগুলি ফাটিয়া যাইবে না। তবে জলের আধারগুলি একেবারে জলশূন্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে তাড়াতাড়ি আগুন নিভাইয়া দেওয়া উচিত হইবে।

বিমান আক্রমণের সময় ও পরে যতটা সম্ভব কম জল খরচ করা একান্ত আবশ্যক। কেন না অগ্নি নির্ব্বাপণ ও রাস্তা পরিষ্কারের জন্য বিপুল পরিমাণ জলের প্রয়োজন হইবে। বাড়ীর নিত্য কাজকর্ম স্নান ইত্যাদি সারিয়া লওয়ার পর বাড়ীর জলাধারগুলি প্রত্যহ রাত্রে পূর্ণ করিয়া রাখা ব্যবহারকারিগণের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য।

ব্যবহারকারিগণের নিজস্ব বাড়ীতে বা বাসভবনে যদি পাইপ, তার এবং ফিটিংস্ নষ্ট হয়, তাহা হইলে আবশ্যক অর্থ দিলে গ্যাসকোম্পানী, কলিকাতা কর্পোরেশন ও ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের লোকজনের সাহায্যে উহা মেরামত করাইয়া লইতে পারা যাইবে। কিন্তু যদি ইলেকট্রিসিটি সম্পর্কিত কোনরূপ ক্ষতি সাধিত হয়, তাহা হইলে কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের লোকজনের সাহায্যে নয়, বরং প্রাইভেট ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বা মিস্ত্রীদের দ্বারা উহা সারাইয়া লইতে হইবে।

ইলেকট্রিক প্রধান তার ছিঁড়িয়া ব্যবহারকারিগণের মিটারবোর্ডের ক্ষতি হইলে কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের সেন্ট্রাল ডিপোতে খবর পাঠাইতে হইবে। উহার টেলিফোন নম্বর দুইটি যথা, ক্যালকাটা ৩৩ এবং ক্যালকাটা ৩১৬৭। কিন্তু যদি কোন কারণে উপরোক্ত দুইটি নম্বরই ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কোম্পানীর হেড অফিসে খবর দিতে হইবে, উহার টেলিফোন নম্বর ক্যালকাটা ৬২০৩ অথবা ক্যালকাটা ১৪১৪। গ্যাস কোম্পানীর লোকজনের কোন সাহায্য গ্রহণ করিতে হইলে বড়বাজার ৩০০১ নম্বরে টেলিফোন করিতে হইবে।

গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সঞ্চয় করুন

বিমান আক্রমণ হইলে যাহাতে আপনি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির কোন অভাব বোধ না করেন, তজ্জন্য এখন হইতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করুন।

জরুরী অবস্থা না-ও উপস্থিত হইতে পারে। যদি তেমন অবস্থা দেখা দেয়, তাহা হইলে আপনি যেন অপ্রস্তুত না হন।

খুব সম্ভব আপনি প্রত্যহ আপনার প্রয়োজনীয়, চাউল, ময়দা, আটা, ডাল, তৈল, আলু ক্রয় করিয়া থাকেন। বিপদ কালে ব্যবহারের জন্য আপনার ভাণ্ডারে কিছু কিছু জমা রাখা কত আবশ্যক, তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন।

পানীয় জল, কয়লা, কেরোসিন, দেয়াশলাই আপনার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। এ-সকল জিনিষ আপনার পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে কি না দেখুন।

ইহার দ্বারা আশু বিমান-আক্রমণের সম্ভাবনায় সূচনা করে না। বিমান-আক্রমণ একেবারে না-ও হইতে পারে। কিন্তু যুদ্ধের সময় সকল প্রকার জরুরী অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকা নাগরিকগণের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ। সরকারের পক্ষ হইতেই এই সতর্কবাণী প্রচার করা হইতেছে। অবহেলা করিবেন না।

বিমান আক্রমণ সঙ্কেত

বিগত ১৯৪১ সনের ৩রা মার্চ্চ তারিখে প্রকাশিত প্রেস-নোটের পরিবর্ত্তে এক্ষণে জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, শত্রুপক্ষের বিমানপোতের আক্রমণ এবং প্রস্থানে নিম্নোক্ত জ্ঞাপনসমূহ নিম্নোক্তরূপে সঙ্কেত জ্ঞাপন করা হইবে:—

সাইরেন ও হুইসল ধ্বনির সাহায্যে জনসাধারণকে বিপদের আশঙ্কা জ্ঞাপন করা হইবে। ওয়ার্ডেন, পাহারাদার ইত্যাদি স্ব স্ব টহল-কালে হুইসেল ধ্বনি করিবেন। বিমান-আক্রমণ সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য দুই মিনিট কাল স্থায়ী সঙ্কেতজ্ঞাপক শব্দ করা হইবে। শব্দের উচ্চ নীচ থাকিবে। প্রত্যেকটা শব্দ ৩ হইতে ৮ সেকেণ্ড স্থায়ী হইবে। অথবা ৩ সেকেণ্ড পর পর ৪ সেকেণ্ড অবিরাম ধ্বনি করা হইবে। অনেক ক্ষেত্রে সঙ্কেতধ্বনি পরিষ্কারভাবে শোনা যাইবে না বলিয়া দূরপাল্লার সঙ্কেত ব্যবহৃত হইবে, যথা উভয় হাত মাথার উপরের দিকে তুলিয়া নাড়াচাড়া করা হইবে।

আগুনে বোমার আক্রমণ

আগুনে বোমার আক্রমণের সময় হুইসেলে পর পর শব্দ করা হইবে।

আক্রমণকারীদের প্রস্থানে

একটা স্থির মাত্রায় দুই মিনিট কাল স্থায়ী অবিরাম সঙ্কেত জ্ঞাপক ধ্বনি ও ৫ সেকেণ্ড পর পর হুইসেল ধ্বনি।

গ্যাস সতর্কতা

হাতের সাহায্যে এক মিনিট কাল উচ্চ উচ্চ শব্দ করা হইবে। মিলিটারী ইউনিটের জন্য একটি খালি ১৮ পি আর কার্ট্রেজ খাপে প্রায় ১ মিনিট কাল শব্দ করা হইবে।

নিরাপত্তা

নিরাপত্তা জ্ঞাপনের জন্য হাতে ঘণ্টা ধ্বনি করা হইবে। মিলিটারী ইউনিটের অবগতির জন্য "আক্রমণকারীদের প্রস্থানে" যে হুইসেল ধ্বনি করা হয়, এ ক্ষেত্রেও উহার পুনরাবৃত্তি হইবে।

বিমান আক্রমণে হতাহতের স্থান সঙ্কুলান

মেডিক্যাল কলেজের বিভিন্ন বিভাগ বন্ধ

গত ১৯শে ডিসেম্বর নিম্নলিখিত সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে:—

সম্ভাবিত বিমান আক্রমণে হতাহতের স্থান সঙ্কুলানের নিমিত্ত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নিম্নলিখিত বিভাগসমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে:—

(১) ডিপ্থেরিয়া ও ধনুষ্টঙ্কার আক্রান্তদের বিভাগ।
(২) কর্ণ, নাসিকা ও কণ্ঠ সংক্রান্ত ব্যাধিতে রোগীদিগের বিভাগ।
(৩) দন্ত সংক্রান্ত ব্যাধিতে রোগীদিগের বিভাগ।
(৪) চর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যাধিতে রোগীদিগের বিভাগ।
(৫) যৌন ব্যাধিগ্রস্ত ব্যাধিতে রোগীদিগের বিভাগ।
(৬) যক্ষ্মা সংক্রান্ত ব্যাধিতে রোগীদিগের বিভাগ।
(৭) সাইকিয়া (মস্তিষ্ক) ও বিদ্যুৎশক্তি চিকিৎসা বিভাগ।

(প্রেস-নোট।)

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সুদূর-প্রাচ্য ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজ-ছাড়ার যে-সব বিবরণ পাওয়া সম্ভবপর, তাহা এবং যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেন্টস্, বি-আই-এস-এন কোং লিঃ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগে কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১২ই জানুয়ারী—১৯৪২

জার্ম্মাণীর নূতন ফেউ

ঠিক আঠার মাস আগে একটি ফেউ যুদ্ধ-মঞ্চে প্রবেশ করে। ইটালীর কথাই বলা হইতেছে। শত্রুর সহিত সংগ্রামে আহত ও শক্তিহীন বলিয়া বিবেচিত বৃটেনের শেষ রক্তবিন্দু শোষণের জন্য ইটালী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ইহার ফলে বৃটেনকে সোমালিল্যাণ্ড ছাড়িয়া আসিতে হইয়াছিল। এ-সম্পর্কে বিগত ১৯৪০ সনের ২০শে আগষ্ট মিঃ চার্চিলের উক্তি সবিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন:—

"মধ্যপ্রাচ্যে আরও বিরাট আকারে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার গতি সম্পর্কে আমি কোন ভবিষ্যদ্বাণী করিতে চাই না।......... আমরা যথাযোগ্যভাবে আমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প আছি।"

প্রথম নম্বরের ফেউটার কি ব্যবস্থা করা হইবে না হইবে, সে-সম্পর্কে মিঃ চার্চিল কোন দাম্ভিক উক্তি করেন নাই। দুই নম্বরের শেয়াল সম্পর্কেও তিনি এখন পর্য্যন্ত কোন লম্বাচৌড়া কথা বলেন নাই। তিনি শুধু এইটুকু বলিয়াছেন যে, "আমরা যথাসাধ্য আমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিব।" চার্চিলের মুখনিঃসৃত এই "যথাসাধ্য" শব্দটি কি বুঝায়, মুসোলিনীর সৈন্য, নাবিক এবং বৈমানিকরা তাহা জাপানকে সবিশদ বুঝাইয়া বলিতে পারে।

বৃটেন ও তাহার সাম্রাজ্য হিটলারের এই নূতন ফেউর সহিত একাকী লড়িতেছে না। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র এবং নেদারল্যাণ্ড ইষ্ট-ইণ্ডিজ কার্য্যকরীভাবে বৃটেনকে সহায়তা করিতেছে। শুধু ইহাই নয়। জাপানী রণ-বিশারদগণ দীর্ঘ সাড়ে চারি বৎসর কাল অবিরাম সংগ্রাম ও অমানুষিক অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিয়াও যে বীর চীন জাতিকে তাহাদের নিকট নতি স্বীকারে বাধ্য করাইতে পারে নাই, সেই জাতির যোগ্য সেনাপতি চিয়াং কাইশেক এখনও জাপানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন।

ধূর্ত্ত জাপানীরা পূর্ব্ব হইতে বিশ্বাসঘাতকতার মতলব আঁটিয়া রাখায় প্রথম প্রথম কিছুটা সাফল্য অর্জ্জন করিবে বৈ কি। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত টোকিও গভর্ণমেণ্টকে পৃথিবীর শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের সম্মুখীন হইতেই হইবে। বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করিয়া সামরিক দিক দিয়া নিজের সুবিধা করিয়া লইতে ব্যর্থকাম হইয়া জাপান অগত্যা একই সঙ্গে উভয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

চক্রশক্তিকে চূড়ান্তভাবে পর্য্যুদস্ত করার পূর্ব্বে জাপান স্বেচ্ছায় ও একান্ত অনাবশ্যকভাবে সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ায় মানব জাতির দুঃখদুর্দ্দশা আরও বাড়িয়া যাইবে। জাপান সমগ্র বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করায় একণে সমগ্র বিশ্বই তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসরমান হইয়াছে।

মস্কোর পতন অনিবার্য্য মনে করিয়া গত অক্টোবর মাসে একদল সুযোগসন্ধানী লোক জাপানী মন্ত্রীসভা গঠন করে। সোভিয়েট রাজধানীর পতন হওয়া দূরে থাকুক, উহা অদ্যাবধি বীরত্বের সহিত আত্মরক্ষা করিতেছে। শুধু তা' নয়, শত্রুকেও প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করিতেছে। সম্ভবতঃ এই কারণে নাৎসীদের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও জাপান এখনও সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই।

প্রাথমিক অভাবনীয় সাফল্যের দরুণ জাপানীরা মালয়, বর্ম্মা এবং ভারতের দিকেই তাহাদের আক্রমণ পরিচালনা করিয়া আসিতেছে। আত্মরক্ষার ব্যাপারে ভারত কতটা শক্তিশালী, একণে তাহা স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে। সিঙ্গাপুর হইতে রেঙ্গুন এবং রেঙ্গুন হইতে ভারো পর্য্যন্ত ভারতের আত্মরক্ষার সুদীর্ঘ বহির্ব্যূহ রচনা করিয়া আমাদের সৈন্যরা শত্রুকে ভারতের পূর্ব্ব সীমান্ত হইতে দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। ভারতের রণসম্ভার নির্ম্মাণের কারখানাগুলি শত্রুর গুলীগোলার পাল্লার বাহিরে। এমতাবস্থায় ভারত যদি সাধ্যানুযায়ী চেষ্টাচরিত্র করে, তাহা হইলে শত্রু তাহার কোন ক্ষতিই করিতে পারিবে না।

সামরিক বিভাগে ডাক্তার নিয়োগ

ডাক্তারগণ যাহাতে ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসের জরুরী কমিশনে যোগদানের জন্য আবেদন করে, তজ্জন্য বাঙলা সরকার স্থির করিয়াছেন যে, যুদ্ধকালে বঙ্গীয় মেডিক্যাল সার্ভিসের উচ্চ স্তরের সকল নিয়োগ অস্থায়ীভাবে করা হইবে এবং যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইবার পরে যখন এই সকল পদে স্থায়ীভাবে লোক নিয়োগ করা হইবে, তখন তাঁহারা বঙ্গীয় মেডিক্যাল সার্ভিস হইতে আসিয়াছেন কিম্বা বেসরকারী অবস্থা হইতে সরাসরি নিযুক্ত হইয়াছেন তাহা গ্রাহ্য না করিয়া, যাঁহারা মিলিটারী সার্ভিসে ছিলেন এবং মিলিটারী কর্ত্তৃপক্ষ যাঁহাদের ব্যাপারে উচ্চমনে সুপারিশ করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনা করা হইবে। এতদ্ব্যতীত যে সকল ডাক্তার বঙ্গীয় মেডিক্যাল সার্ভিসের উচ্চ স্তরে উল্লেখযোগ্য পদে অধিষ্ঠিত আছেন কিম্বা ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসের জরুরী কমিশনে যোগদান করিয়াছেন কিম্বা ভবিষ্যতে করিবেন, বাঙলা সরকার তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত সুবিধা প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছেন:—

(১) একজন স্থায়ী অ্যাসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন মিলিটারী ডিউটি হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াও সিভিল নিয়োগে তাহার দাবী বজায় রাখিতে পারিবেন।

(২) যদি কোন অ্যাসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন চাকুরীর অস্থায়ী অবস্থায় মিলিটারী ডিউটিতে যোগদান করেন, তবে যথারীতি দুই বৎসরের অস্থায়ী চাকুরীর পর তাঁহাকে পাকা করা হইবে। এই দুই বৎসরের আংশিক সময় মিলিটারী কাজে ব্যয় হইতে পারে, কিন্তু সর্ত্ত থাকিবে এই যে মিলিটারী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে সন্তোষজনক রিপোর্ট লাভ করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত চাকুরীতে পাকা হইবার পর সিভিল নিয়োগে তাহার দাবী অব্যাহত থাকিবে।

(৩) কোন অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন যে সময়টা মিলিটারী ডিউটিতে অতিবাহিত করিবেন, সেই সময়ের জন্য তিনি প্রাদেশিক মেডিক্যাল বিভাগ অনুসারে বেতন, প্রমোশন ও পেনসনের দাবী করিতে পারিবেন এবং সিভিল আইন অনুসারে তাঁহার ছুটি জমিতে থাকিবে।

(৪) কোন কোন ক্ষেত্রে যদি মিলিটারী বেতন সিভিল বেতন অপেক্ষা কম হয়, তবে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট গত যুদ্ধের অনুরূপভাবে তাহার ব্যবস্থা করিবার বিষয় বিবেচনা করিবেন। তাছাড়া সরকার কোন কোন ক্ষেত্রে চিকিৎসকগণের অভিজ্ঞতা ও চিকিৎসা সম্পর্কিত যোগ্যতানুযায়ী সময় হইতে বয়স বিবেচনা করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী তারিখ নির্দ্দেশ করিয়া চাকুরীর সময়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতেও সম্মত হইয়াছেন।

হিটলারবাদের ধ্বংসই আমাদের কাম্য

কানাডার পার্লিয়ামেণ্টে মিঃ চার্চিলের বক্তৃতা

কানাডার পার্লামেণ্টকে লক্ষ্য করিয়া মিঃ চার্চিল গত ৩০শে ডিসেম্বর এক বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, কানাডার সৈন্যগণ এমন এক স্থানে অবস্থিত আছে যে, শত্রুরা আক্রমণ আরম্ভ করিলে ঐ সৈন্যগণ তাহাদিগকে বিশেষভাবে বাধা দিতে সমর্থ হইবে। এই বিশ্ব-যুদ্ধে কানাডাকে হয়ত এক সাংঘাতিক সংগ্রামে রত হইতে হইবে। সত্য বটে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা শান্তি-প্রিয় লোক, কিন্তু তাহারা চিনির পুতুল নহে। শত শত বৎসর তাহারা বৃথা কাটায় নাই। যদি কেহ শক্ত খেলা খেলিতে চাহে, তবে তাহারাও শক্ত খেলা খেলিতে জানে।

মিঃ চার্চিল বলেন "এই যুদ্ধ আমরা আরম্ভ করি নাই। বরং এই যুদ্ধ হইতে বিরত থাকার জন্যই আমরা সাধ্যাতীত চেষ্টা করিয়াছিলাম। আজ মিত্রশক্তি বদ্ধ-পরিকর হইয়া সওয়ারমান। হিটলারের অত্যাচার, জাপানী-দের উন্মত্ততা এবং মুসোলিনীর আস্ফালন চিরতরে অবসান করার চিন্তা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তা মিত্রশক্তির নাই। এ বিষয়ে কোন আপোষ কোন মীমাংসা চলিবে না, আমাদের শত্রুবর্গ সর্ব্বাত্মক যুদ্ধ কামনা করিয়াছে। সেই সর্ব্বাত্মক যুদ্ধই আমরা করিব। ফ্রান্সের পতনের পর জনৈক জার্ম্মাণ সেনাপতি বলিয়াছিলেন যে, তিন সপ্তাহের মধ্যে মুর্গীর বাচ্চার মত ইংলণ্ডের টুটি ছিঁড়িয়া ফেলা হইবে। কেহ কেহ দেখিতেছি মুর্গীর বাচ্চার মতই কথা বলে। বৃটিশ সাম্রাজ্য এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ওলন্দাজদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছে। আমরা একযোগে জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব। আমরা একযোগে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি, আবার একযোগেই জয়লাভ করিব।"

ফ্রান্সের কথা উল্লেখ করিয়া মিঃ চার্চিল বলেন যে, ফ্রান্স পুনর্ব্বার তাহার মুক্তিদাতা বিজেতা জাতিসমূহের সঙ্গে যথাস্থান লাভ করিতে পারিবে।

বক্তৃতার উপসংহারে মিঃ চার্চিল বলেন "আমাদের যত ত্যাগ, যত ক্ষতি স্বীকার করিতেই হউক না কেন, আমরা একে অপরের সঙ্গে থাকিয়া আমাদের কর্ত্তব্য পালন করিবই।"

দুর্গতদের জন্য সরকারী সাহায্য

ব্যাপকভাবে কৃষিঋণ বিতরণ

এই প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘটিকা, বন্যা ও অনা-বৃষ্টির ফলে দুর্গতদের সাহায্যদানের নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট এক কোটি টাকার উপর কৃষিঋণ প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পল্লী অঞ্চলে কৃষিঋণ প্রদান করিবার নিমিত্ত সমবায় সমিতিগুলির মারফৎ ৪৫ লক্ষ টাকা দাদন হিসাবে প্রদত্ত হইয়াছে এবং এতদুদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ককে নগদ ৪৫ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছে। এই আদায় অর্থ যায় মাসে শোধ দিতে হইবে। এই অর্থ আদায় প্রদান করিতে সরকারী টাকার ঘাটতি পড়িয়াছিল এবং বাকী প্রয়োজনীয় অর্থ তিন মাসের ট্রেজারী বিলে সংগৃহীত হয়। বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট এই ট্রেজারী বিল পরিশোধ করিতে পারিবে না। এমতাবস্থায় গভর্ণমেণ্ট দেড় কোটি টাকার জন্য বার মাসের বিল জারি করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ঋণের দাদনের প্রাপ্ত টাকা হইতে এই বিল পরিশোধ করা হইবে এবং আশা করা যায় যে, আগামী ১৯৪২ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে মূল ঋণ পরিশোধ করা হইবে। এতদ্ব্যতীত উক্ত সময়ের মধ্যে "মিয়াদ ঋণ" হইতেও এক বৎসরের প্রাপ্য আদায় হইবে।

বর্তমান সংগ্রামে ভারতের অবদান

নববর্ষে জেনারেল ওয়াভেলের বাণী

"বর্তমান সংগ্রামে ভারতবর্ষ গৌরব ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে—যুদ্ধে ভারতের অবদান ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। ১৯৪১ সনে লিবিয়া, ইটালিয়ান পূর্ব্ব আফ্রিকা, সিরিয়া, ইরাক, পারস্য, মালয় ও হংকংয়ে ভারতীয় সৈন্যগণ যে সংগ্রাম করিয়াছে, তজ্জন্য তাহারা ন্যায়সঙ্গত গর্ব্ব অনুভব করিতে পারে। ভারতীয় সৈন্যগণ এমন সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন এবং এত বেশী প্রশংসা আর কখনও লাভ করিতে পারে নাই। আর তাহারা যেরূপ কৃতিত্ব ও সামরিক সুবিধা অর্জন করিয়াছে, তাহার তুলনায় তাহারা খুব কমই হতাহত হইয়াছে।"

গত ১লা জানুয়ারী সন্ধ্যায় ভারতের মহামান্য প্রধান সেনাপতি স্যার আর্চিবল্ড ওয়াভেল্ এক বেতার বক্তৃতায় এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

আশার বাণীসহ তিনি বলেন—"১৯৪২ সালের নববর্ষের প্রথম দিনে রক্ত-রঞ্জিত প্রভাতই চোখে পড়িতেছে, এই প্রভাত ভয়ঙ্কর, আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক সংগ্রাম অবলোকন করিতেছে। এরূপ ব্যাপক সংগ্রাম মানবজাতির ইতিহাসে আর কখনই অনুষ্ঠিত হয় নাই। কতকগুলি জাতি বিরাট শক্তি আবিষ্কার করিয়া সেইগুলি মানুষের মত ব্যবহার করিতে শিক্ষালাভ করে নাই। যে সমস্ত জাতি যুদ্ধের অনল জ্বালিয়াছে, অনায়াসেই তাহাদের নাম করিতে পারি। আন্তর্জাতিক সুরুচি ও সুব্যবহারে অনভ্যস্ত কুশিক্ষাপ্রাপ্ত ও নির্ব্বোধ জার্ম্মাণী ও জাপানই যুদ্ধের জন্য দায়ী। তাহাদের নির্ব্বোধ ছোট বোন ইটালিও তামাসা দেখিবার উদ্দেশ্যে এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছে; ফলে ইটালিকে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফল ভোগ করিতে হইতেছে।

"এখন আমাদের অবস্থাটা বুঝিয়া দেখা যাক। চীন ও জাপান সাড়ে চার বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ করিতেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্য জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে আড়াই বৎসর আর ইটালীর বিরুদ্ধে ১৮ মাস যুদ্ধ চালাইতেছে, রুশিয়া ৬ মাস যাবৎ জীবন-মরণ সংগ্রামে ব্রতী হইয়াছে; কেবলমাত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সবেমাত্র যুদ্ধে যোগদান করিয়াছে।

"নানাপ্রকার ক্ষতি ও বিপর্য্যয় সত্ত্বেও ১৯৪১ সাল সম্পর্কে আমরা মোটের উপর আশান্বিতই হইতে পারি। এই বৎসরে আমাদের গুরুতর পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। পোলাণ্ড, নরওয়ে, হলাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের পতনের পর আমাদিগকে একরূপ একাকীই সংগ্রাম চালাইতে হয়। পরিশেষে গ্রীস ও যুগোশ্লোভিয়ারও পতন ঘটে। জার্ম্মাণী ইউরোপের ভাগ্য-নিয়ন্তায় পরিণত হয়। হিটলার ১৯৪১ সনের মধ্যেই জার্ম্মাণ জাতির নিকট চরম জয়লাভের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। অতঃপর ইউরোপে নিষ্কণ্টকে রাজ্য পরিচালনের উদ্দেশ্যে হিটলার তাহার মিত্র রুশিয়াকে কায়েম করিতে উদ্যত হয়। ইচ্ছা ছিল, ইউক্রেনের শস্য ও ককেশাসের তৈল আহরণ করিয়া মধ্য-প্রাচ্যের বৃটিশ এলাকাগুলি কাড়িয়া লইবে। হিটলার এইভাবে ১৯৪১ সনের পরিকল্পনা স্থির করে।

"এখন বৎসর শেষে হিটলার ইউরোপের প্রভু বলিয়া আস্ফালন করিতে পারেন নিশ্চয়ই, কিন্তু তিনি অসন্তোষে পরিপূর্ণ জনগণের উপরই প্রভুত্ব করিতেছেন। হিটলার তাঁহার আস্ফালনগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। তাঁহার সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হইয়াছে, তাঁহার সমস্ত উক্তিই আজ প্রতিধ্বনি হইতেছে। তাঁহার অজেয় বাহিনী রুশিয়া হইতে পরাভূত অবস্থায় পশ্চাদপসরণ করিতেছে। লিবিয়াতেও জার্ম্মাণবাহিনী পরাভূত ও বিধ্বস্ত হইয়াছে। তাঁহার ভাগ্যে দুঃখ কষ্ট সবই জুটিয়াছে, আর তেল একবিন্দুও লাভ হয় নাই। এখন তাঁহাকে শেষ মৌজুদ রসদটুকু নিঙড়াইয়া যুদ্ধ চালাইতে হইবে, আর তাঁহার স্বজাতীয়দের সামনে রহিয়াছে আরও বেশী ভয়ঙ্কর শীত ঋতু। শত্রুকে মোটের উপর দুঃখ কষ্টের মধ্যেই ১৯৪২ সনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইতেছে। হিটলার এখনও বিশাল সামরিক শক্তির অধিকারী, তিনি এখনও অনেক কিছু ধ্বংসলীলা বিস্তার করিবেন। কিন্তু তিনি বুঝিতেছেন যে, জগজ্জয়ের স্বপ্ন তাঁহার বিলীন হইয়াছে।

"১৯৪১ সনে যুদ্ধের ফলে আমাদের শক্তি হ্রাস হওয়া দূরে থাকুক, আমাদের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। লিবিয়া, সাইপ্রাস, ইরাক ও ইরানে আমরা ন্যায়সঙ্গত সুবিধা লাভ করিয়াছি; সাইরেনিকা আমাদের হস্তগত হওয়ায় শত্রুর মিশর অভিযানের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। ইটালির আফ্রিকান সাম্রাজ্যও ভূমিসাৎ হইয়াছে। অন্যভাবে বৃটেনকে পদানত করিবার উদ্দেশ্যে পরিচালিত আটলাণ্টিকের সংগ্রামেও হিটলারের পরাজয় হইয়াছে।

১৯৪১ সালের শেষ মাসে বিশ্বাসঘাতক জাপান শত্রুপক্ষে যোগদান করিয়াছে, কিন্তু প্রাথমিক সাফল্যও লাভ করিয়াছে। গুপ্ত ঘাতক তস্কর বা প্রতারক যে ভাবে প্রাথমিক সাফল্য লাভ করে, এই সাফল্য সেই ধরণের। আর এর মেয়াদ ততদিন, যে পর্যন্ত পুলিশ প্রস্তুত হইয়া তাহাকে সমুচিত শিক্ষা দান না করে।

"১৯৪১ সনে ভারত যুদ্ধের আরও বেশী নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। ১৯৪২ সনে ভারতে আমরা সকলে নূতন বিপদ ও নূতন দায়িত্বের সম্মুখীন হইয়াছি। এতবড় যুদ্ধ পৃথিবীতে আর কখনও সংঘটিত হয় নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্য, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, রুশিয়া ও চীন এই চারিটি বিরাট শক্তিপুঞ্জ আজ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষও শক্তি চতুষ্টয়ের পতাকামূলে সমবেত, আর দাসত্ব শৃঙ্খলে নিবদ্ধ জাতি নিচয়ের সহিষ্ণুতা তাহারা লাভ করিয়াছে। এই যুদ্ধের চরম ফলাফল দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট। ভারতের অস্ত্র নির্ম্মাণের কারখানাগুলিতে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারী হইতেছে। ভারত এদিক দিয়াই বর্তমান যুদ্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছে।

"উপসংহারে আমি বলিতে চাই যে, যুদ্ধ অবশ্যই ভয়াবহ ও ঘৃণার বস্তু, কিন্তু সময়ে সময়ে ইহা প্রশান্তি ও মানুষের মধ্যে আপোষ মীমাংসার পথও পরিষ্কৃত করিয়া থাকে। যুদ্ধে জয় লাভের পর যদি আমরা বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে যুদ্ধের সময়কার সাহস ও বীরত্ব শান্তি ও প্রশান্তি সাধনে প্রয়োগ করিয়া আমরা বিশ্বের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে পারিব।

"১৯৪১ সনে আমরা অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। যুদ্ধে জয়লাভ সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ। ১৯৪২ সালে আপনারা সৌভাগ্য লাভ করুন, এই কামনা করিতেছি। আপনারা যে কোন অবস্থায় সম্মুখীন হওয়ার মত মনের শক্তিও লাভ করুন, আর জয়লাভ যে আমাদের হইবেই এ-সম্বন্ধে আপনাদের হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস বদ্ধমূল হউক।"

পল্লী সংগঠন বিভাগের ডিরেক্টারের আবেদন

গণ শিক্ষার ব্যাপক প্রসার পরিকল্পনা

বাঙলা সরকারের পল্লী-সংগঠন বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এইচ, এম, এস্ ইসহাক্, আই, সি, এস, কিছুদিন পূর্ব্বে সমগ্র বাঙলার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় এবং সিনিয়র ও জুনিয়র মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকগণের নিকট একটি আবেদন প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, নূতন ধরণে বয়স্কগণের শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে ট্রেনিং লাভ করিবার নিমিত্ত প্রদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একরূপ দুই একজন করিয়া শিক্ষক সরবরাহ করিতে পারিবেন কিনা, যাঁহারা ছয় হইতে আট মাস কাল শিক্ষা লাভের পর নিজ নিজ অঞ্চলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নির্ব্বাচিত স্থানীয় শিক্ষকগণকে ট্রেনিং দানের নিমিত্ত শিবির পরিচালনা করিতে পারেন। তিনি বলেন যে, বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এই আহ্বানে সাড়া দিয়াছিল, কিন্তু বহুবিধ কারণে এই পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করা সম্ভবপর হয় নাই। একটি বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, অন্যান্য দেশের জাতি-গঠন কার্য্যে প্রফেসর, শিক্ষক এবং ছাত্রগণ বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক ও অকপট কর্ম্মীদল সরবরাহ করিয়া থাকেন। তিনি আশা করেন যে, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্ম্মীদল সংগঠন করিয়া ইহার সূচনা করা যাইতে পারে এবং এইভাবে বয়স্কগণের শিক্ষাসংক্রান্ত আন্দোলনে একটা প্রেরণা জাগাইবার নিমিত্ত সমগ্র প্রদেশে ব্যাপকভাবে শিক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করা যাইতে পারে।

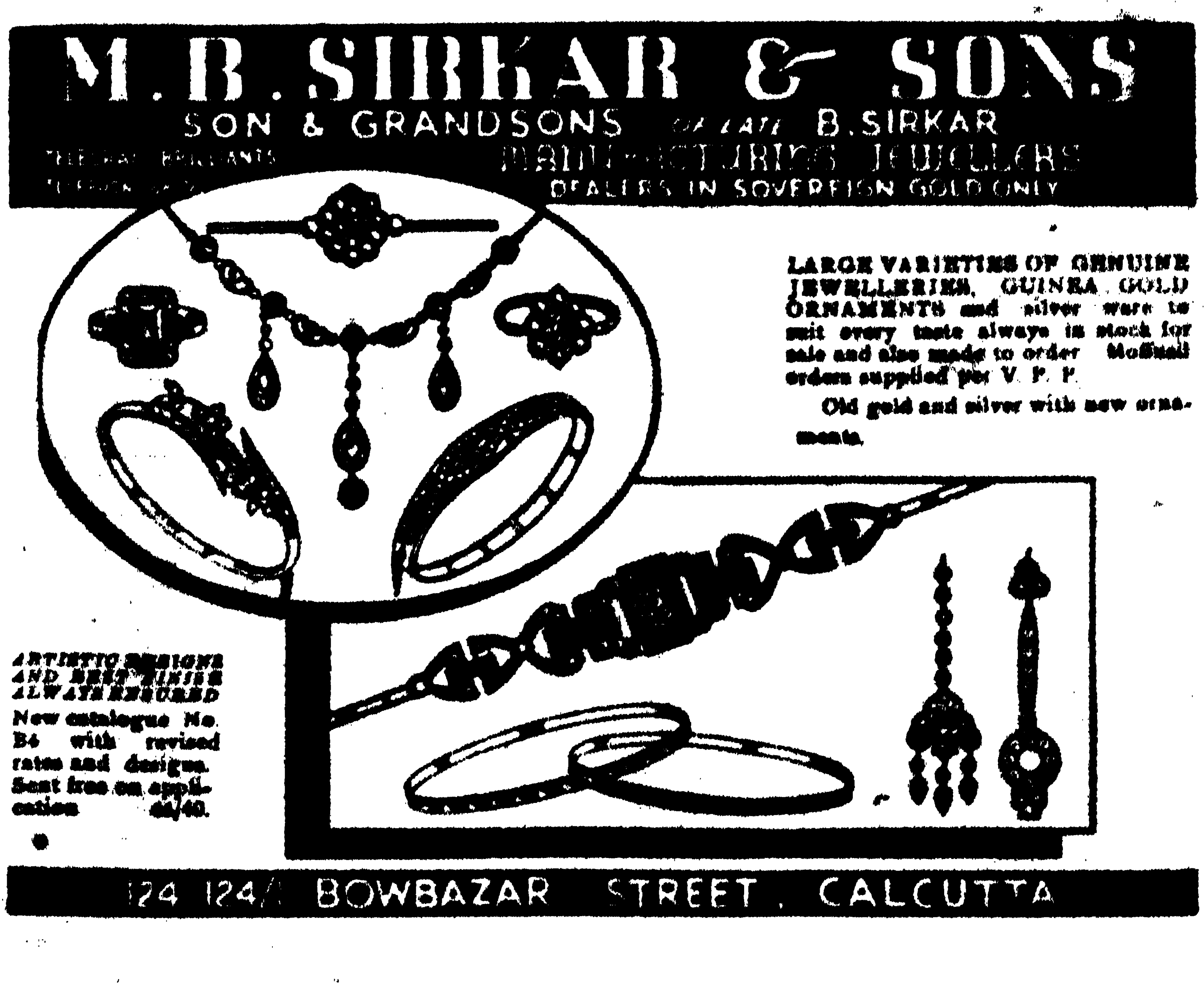

বিমান-আক্রমণকালে জনসাধারণের কর্ত্তব্য

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর বেতার বক্তৃতা

গত ৫ই জানুয়ারী বাঙলার প্রধান-মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক কলিকাতা বেতার-কেন্দ্র হইতে বিমানাক্রমণকালে জনসাধারণের কর্তব্য সম্বন্ধে হিন্দুস্থানী ভাষায় একটি বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন যে, বিমানাক্রমণের সঙ্কেত-ধ্বনি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জনসাধারণের আশ্রয়স্থলে যাওয়া সঙ্গত।

মাননীয় মিঃ হক বলেন, রেঙ্গুন হইতে প্রাপ্ত সংবাদাদিতে স্পষ্টই দেখা গিয়াছে যে, এই প্রাথমিক অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যের প্রতি যেখানেই মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে, সেখানেই হতাহতের সংখ্যা হইয়াছে নিতান্ত কম এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা যেখানে উপেক্ষিত হইয়াছে ও জনসাধারণ সেখানে অসতর্ক রহিয়াছে, হতাহতের সংখ্যা হইয়াছে সেখানেই সর্বাপেক্ষা বেশী। রেঙ্গুন কর্তৃপক্ষ আমাদেরই উপকারের জন্য জানাইয়াছেন যে, জনসাধারণ বিমান আক্রমণ কালে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়ায় হতাহতের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হইয়াছে। পক্ষান্তরে যেখানে তাহারা গৃহে বা আশ্রয়স্থল অথবা ট্রেঞ্চের (খাদ) মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে, সেখানে হতাহতের সংখ্যা খুব কমই দাড়াইয়াছে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, একস্থানে জনসাধারণ কর্তৃপক্ষের আদেশ মান্য করিয়া আশ্রয়স্থলে আশ্রয় গ্রহণ করে, ফলে সেখানে একজনেরও মৃত্যু হয় নাই, কয়েকজন সামান্যরূপে আহত হইয়াছে মাত্র। বোমার টুকরা-টাকরির ফলেই লোকে হতাহত হয়; কিন্তু জনসাধারণ যদি বিমানাক্রমণ-সঙ্কেত-ধ্বনি শোনামাত্রই কোন স্থানে আশ্রয় লয়, তাহা হইলে খুব কম লোকই হতাহত হইয়া থাকে।

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী আরো বলেন যে, বাঙলা সরকার স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের মারফতে জনসাধারণ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, জনসাধারণের পক্ষে সব চাইতে নিরাপদ পন্থা হইল—তাদের নিজেদের ঘরে অথবা বাহিরে থাকিলে কোন আশ্রয়স্থলে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করা। তা'ছাড়া জনসাধারণের মধ্যে পুস্তিকা বিতরণ করিয়া ইহাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, প্রত্যেকেরই নিজ নিজ বাটিতে আশ্রয় গ্রহণের নিমিত্ত একটি ভিন্ন ঘর রাখা দরকার। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্পষ্ট ভাষাতেই বলা হইয়াছে যে, যে সমস্ত অঞ্চলে উপযুক্ত ঘর বা বাড়ী নির্মাণ করা সম্ভব নয়, সে সব অঞ্চলে গৃহ বা বাড়ীর উঠানে অগভীর খাদ কাটিয়া জনসাধারণকে রক্ষা করা চলে। এই সমস্ত খাদে বাড়ীর লোক জন যদি বিমানাক্রমণকালে শুইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের জীবনহানির কোন আশঙ্কাই থাকে না।

গভর্ণমেণ্ট নিজেও যত সত্বর সম্ভব এইরূপ বহু সংখ্যক খাদ কাটিবার, আদেশ দিয়াছেন। জনসাধারণ তাহাদের নিজ নিজ জমিতে এইরূপ খাদ কাটিবার সহযোগিতা করিলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। ইতিপূর্বে বহু খাদ কাটা হইয়াছে—বিশেষ করিয়া ময়দানেই হইয়াছে বেশী।

উপসংহারে মাননীয় মিঃ হক বলেন, "সাইরেন বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করুন—এইরূপ নির্দেশ-লিখিত বহু পোষ্টার ছাপান হইতেছে। প্রদেশের যেসব স্থানে বিমানাক্রমণের ভয় আছে, সেই সব স্থানে এগুলি বিলি করা হইবে। বাঙলা, হিন্দী, উর্দ্দু এবং ইংরাজীতে লেখা লক্ষ লক্ষ পুস্তিকাও বিলি করা হইবে।"

স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগীয় মন্ত্রী মাননীয় মিঃ সন্তোষ কুমার বসুও কলিকাতা বেতার-কেন্দ্র হইতে বাংলায় অনুরূপ একটি বক্তৃতা দেন।

বিমান-আক্রমণকালে সতর্কতার ব্যবস্থা

ধাতু-নির্ম্মিত নিদর্শন ফলক অঙ্গে ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা

শত্রুর বিমান-আক্রমণের ফলে যেসব লোক নিহত হইবে, যদি যথা-সম্ভব শীঘ্র তাহাদের মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে শহরের জনগণের স্বাস্থ্য-হানি হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এইজন্য বাঙলা সরকার বেসামরিক যুদ্ধ-মৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থাবলম্বনের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের সঙ্কল্প করিয়াছেন। যেসব মৃত ব্যক্তির কোন ওয়ারিশ পাওয়া যাইবে না, তাহাদের দেহের সংকারের ব্যবস্থা করাও এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কর্তব্য হইবে। এরূপ সব মৃতের দেহে যেসব মূল্যবান দ্রব্যাদি পাওয়া যাইবে, প্রথমতঃ তাহা নিরাপদ স্থানে রক্ষা করা হইবে এবং পরে উপযুক্ত দাবীদারদের নিকট তাহা প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা হইবে। মৃতদেহের সংকারের পূর্বে মৃত ব্যক্তিদের তালিকাসম্বলিত একটি নোটিশ বিভিন্ন নির্দিষ্ট স্থানে লট্‌কাইয়া দেওয়া হইবে—যেন মৃতের আত্মীয়স্বজন যথা-সময়ে খবর পাইতে পারেন। যাহাতে এরূপ প্রচার করা সম্ভবপর হয় এবং যাহাতে মৃতদেহের সঙ্গে প্রাপ্ত মূল্যবান দ্রব্যাদি পরে উপযুক্ত দাবীদারদের মধ্যে ফিরাইয়া দেওয়া যায়, তজ্জন্য মৃতদেহগুলি যথাযথভাবে সনাক্ত হওয়া উচিত।

যুদ্ধ-আহতদের সাহায্য সম্পর্কীত অর্ডিনান্স অনুযায়ী সাহায্য দাবী করার জন্যও মৃতদেহের সনাক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। বর্ত্তমান যুদ্ধ যতদিন চলিতে থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত যে-সব লোক কোনও বে-সামরিক রক্ষণ-প্রতিষ্ঠানের কর্মী কিম্বা কোনরূপ ব্যবসা-বাণিজ্য বা চাকুরীতে নিযুক্ত থাকাকালে শারীরিকভাবে আহত হইবে, তাহাদের সাহায্যের জন্যই উপরোক্ত অর্ডিনান্স মহামান্য বড়লাট বাহাদুর কর্তৃক সম্প্রতি জারী করা হইয়াছে।

বোমার আঘাতে বস্ত্রাদি বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে, সুতরাং পকেটে রক্ষিত কার্ডে-লেখা নাম-ঠিকানা খুব নির্ভরযোগ্য না-ও হইতে পারে। এই সম্পর্কে সবচেয়ে নিরাপদ ব্যবস্থা হইতেছে—ধাতু-নির্ম্মিত একখানা চাক্তিতে নাম-ঠিকানা খোদাই করিয়া গলায় বা হাতের কব্জিতে ধারণ করা। যাহাতে সহজেই পাঠ করা যায়, এরূপভাবে ধাতুফলকে নাম-ঠিকানা খোদাই করিতে হইবে। যাহাতে এই সম্পর্কে কোন গোলযোগ না হয়, তজ্জন্য ইংরাজীতে নাম-ঠিকানা লিখিতে হইবে এবং প্রথমে নিজের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া তাহার নীচে নিকটতম আত্মীয়ের নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপভাবে লিখিতে হইবে:—

অমুক চন্দ্র দাস,
৭নং কাসুন্দিয়া রোড, হাওড়া;
c/o অমুক চন্দ্র পাল,
৫৭নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন,
কলিকাতা।

বিমান-আক্রমণের সময় এরূপ ধাতু-নির্ম্মিত নিদর্শন ফলক অঙ্গে ধারণ করা কতটা প্রয়োজন, আশা করি জনসাধারণ তাহা বেশ ভালরূপই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। কারণ, এরূপ নিদর্শন ফলক সঙ্গে না থাকিলে মৃতদেহ সনাক্ত করা যেরূপ কঠিন হইবে, অর্ডিনান্স অনুযায়ী সাহায্য দাবী করাও সেরূপ কঠিন হইবে। সুতরাং এই নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়া সকলে চলিবেন, সরকার ইহাই কামনা করেন।

বিগত ২রা জানুয়ারী তারিখে বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর কলিকাতা টাউন-হলে বস্ত্র ও কম্বলজাত দ্রব্যাদির এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

বেসরকারী ইউরোপীয়দের জ্ঞাতব্য

ভারত সরকারের ঘোষণা

গত ১৮ই ডিসেম্বর নিম্নলিখিত সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে:—

ভারত সরকার এই ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১৯৪০ সালের (১৯৪০ সালের ১ নং) রেজিষ্ট্রেশন (এমার্জেন্সি পাওয়ার্স) আইনের ২ ধারার (ক) প্রকরণে বর্ণিত কোন ইউরোপীয় পুরুষ বৃটিশ প্রজা—যিনি বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে অবস্থান করিতেছেন এবং যাঁহার বয়স ১৬ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে কিন্তু ৫০ বৎসরের অনূর্দ্ধ, যিনি সরকারী চাকুরীর হিসাবে কিম্বা গভর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া অথবা বৃটিশ ওভারসিজ্ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন লিমিটেডের কর্ম্মচারী হিসাবে ভারতবর্ষের বাহিরে যাইতেছেন না, তিনি কোন মিলিটারী জেলা কিম্বা কোন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ব্রিগেড্ অঞ্চলের কমাণ্ডারের লিখিত অনুমতি-পত্র ব্যতিরেকে ভারতের বাহিরে যাইতে পারিবেন না।

বঙ্গীয় অর্থনৈতিক তদন্ত-বোর্ড

দুই বৎসরের কার্য্যবিবরণী

বাঙলার অর্থনৈতিক তদন্ত বোর্ডের ১৯৩৯-৪১ সনের রিপোর্টে প্রকাশ, প্রথমে চেয়ারম্যান সহ মোট ২১ জন সদস্য লইয়া বোর্ডটি গঠিত হয়। বিগত ১৯৩৪ সনের গোড়ার দিকে বোর্ডের সর্ব্বপ্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের ১৯৩৪-৩৬ এবং ১৯৩৬-৩৮ সনের কার্য্যকালে ইহা যে-সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের তদন্তে লিপ্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে নিম্নের কয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

বাঙলার চাষীদের মধ্যে রাজস্বশ্রেণীভুক্ত লোকজনের ঋণের বিবরণ এবং পরিমাণ নির্দ্ধারণ, তন্তবায় এবং তাঁত শিল্পের অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত, কাগজের মণ্ড তৈয়ারীর জন্য বাঁশের উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুসন্ধান, কাশ এবং কুশ ঘাসের অর্থনৈতিক ব্যবহার সম্পর্কে তদন্ত ইত্যাদি।

বোর্ডের তদন্তের ফলাফলকে ভিত্তি করিয়া বঙ্গীয় কৃষি-খাতক আইন রচিত হয়। ইহা ছাড়া বোর্ড গভর্ণমেণ্টকে ভারতীয় কেন্দ্রীয় জুট কমিটির গঠনপ্রণালী, বাঙলার মৎস্য ব্যবসায়ের উন্নতি এবং বাঙলার ছোট ছোট কৃষিক্ষেত্রগুলি সংযোজনের সম্ভাবনা সম্পর্কে পরামর্শ দান করেন। বিগত ১৯৩৯ সনে ২১ জন সদস্য লইয়া বোর্ডের পুনর্গঠন হয়। পদাধিকারবলে বাঙলার লেবার কমিশনার ও বাঙলার সিনিয়ার মার্কেটিং অফিসার বোর্ডের সদস্য হওয়ায় উহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২৩ হয়।

বোর্ড নিম্নোক্ত কার্য্যাদি করিয়া থাকে :—

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট যে-সকল অর্থনৈতিক ব্যাপার বোর্ডের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করেন, তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং যে-সকল ব্যাপার গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত হয় নাই, গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষে উহাদের সম্পর্কেও উদ্যোগী হইয়া তদন্ত করা।

গত ১৯৩৮-৩৯ সনে যখন বোর্ডের পুনর্গঠন সম্পর্কিত প্রশ্ন বিবেচনাধীন ছিল, তখন ধান ও পাটের সমস্যা সমাধানের জন্য বাঙলা গভর্ণমেণ্ট একটি স্পেশাল কমিটি নিয়োগ করেন। সে-সময় শিল্প তদন্ত কমিটিও গঠিত হয়। বোর্ডের বিবেচনাধীন কোন কোন বিষয় সার্ভে কমিটি এবং অন্যান্য স্পেশাল কমিটির তদন্ত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বোর্ড ঐগুলি তাহাদের কার্য্যসূচী হইতে বাদ দিয়া নিম্নোক্ত সমস্যাগুলির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন :—

(১) অধিকতর প্রয়োজনীয় শিল্প ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিকদের সংসারযাত্রার খরচের সাংখ্যিক তালিকা রচনার জন্য শিল্প শ্রমিকদের পারিবারিক আয়-ব্যয়ের তদন্ত ;

(২) বাঙলার কৃষিজাত দ্রব্যাদির জন্য গুদাম-ঘর স্থাপনের সমীচীনতা ;

(৩) বাঙলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকার সমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান ;

(৪) কৃষক, কৃষি-শ্রমজীবি ও পল্লীগ্রাম এবং শহরবাসী অন্যান্য শ্রেণীর লোকজনের আর্থিক অবস্থা এবং বেকারের সংখ্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান ;

(৫) বাঙলার প্রধান শস্যগুলির উৎপাদনের হার এবং গড়পড়তা ব্যয় নিরূপণ সম্পর্কে অনুসন্ধান।

উপরোক্ত বিষয়গুলির তদন্ত সম্পর্কে অনেকদূর অগ্রসর হওয়া গিয়াছে। গুদামঘর স্থাপন সম্পর্কিত তদন্তের খসড়া রিপোর্ট প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। নিম্নে এই তদন্তের উদ্দেশ্য ও ক্ষেত্র সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে :—

গত ১৯৩৮ সনে বাঙলা সরকার বোর্ডকে শিল্প-শ্রমজীবিদের পারিবারিক আয়-ব্যয় সম্পর্কে তদন্তের নির্দ্দেশ প্রদান করেন। এই উদ্দেশ্যে পরীক্ষামূলকভাবে অনুসন্ধান, পরিকল্পনা রচনা এবং তদন্তের ব্যয় নিরূপণের জন্য একটি ক্ষুদ্র কমিটি গঠিত হয়। ১৯৪০ সনের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪১ সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত পরীক্ষামূলক পর্য্যবেক্ষণ কার্য্য চলে এবং এ মর্ম্মে একটি পরিকল্পনাও রচিত হয় যে, নির্ব্বাচিত অঞ্চলের শিল্প-শ্রমজীবিদের মধ্য হইতে ন্যূনপক্ষে শতকরা ২ জনের পারিবারিক আয়-ব্যয়ের তথ্য সংগ্রহ করা হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক অঞ্চলে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের ব্যয়-তালিকা রচনার জন্য দ্রব্যাদির দর নির্ণয় করা হইবে। পরে কমিটির এজেণ্টস্বরূপ উক্ত কাজের ভার ভারতীয় সংখ্যাতথ্য ইনষ্টিটিউটের উপর অর্পিত হয়।

বাঙলার কৃষিজাত দ্রব্যাদির জন্য গুদাম স্থাপনের সমীচীনতা সম্পর্কে রিপোর্টে বর্ণিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর বহু উন্নত দেশে কৃষিজাত দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে অর্থ সরবরাহের জন্য গুদামঘরগুলি মধ্যস্থতার কাজ করে। গুদামজাত করার ব্যবস্থার অভাবহেতু বাঙলায় অথবা ভারতের অন্যান্য অংশে ব্যাঙ্ক উহার বিশেষ কোন সুযোগই গ্রহণ করিতে পারে নাই। এই কারণে কৃষিজাত দ্রব্যাদির ব্যবসাক্ষেত্রেও নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং গুদামঘর স্থাপন করিলে এ দেশের পক্ষে উহা মঙ্গলজনক হইবে কি না এবং যদি হয় তাহা হইলে কি প্রণালীতে উহার প্রতিষ্ঠা এবং চালু রাখা যাইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করাই হইবে উক্ত তদন্ত কমিটির উদ্দেশ্য।

বাঙলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কত লোক বেকার আছে এবং বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে, তদন্ত কমিটি তাহা ঠিক করিয়া দিবেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকারদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য কমিটি একটি পরীক্ষামূলক পরিকল্পনার উদ্ভাবন করিয়াছেন। বিভিন্ন অঞ্চলে বেকারদের সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য অবৈতনিক ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের সমীচীনতা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক বিবেচিত হওয়ায় কলিকাতা ও হাওড়া ব্যতীত বাঙলার অবশিষ্ট মিউনিসিপাল অঞ্চলে কমিটি উক্ত উপায়ে সংখ্যা নির্ণয়ে প্রবৃত্ত আছে। শেষোক্ত দুই স্থানে বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে।

পল্লীঅঞ্চল সম্পর্কে কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, আবশ্যক সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য তাঁহারা স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড কর্ত্তৃপক্ষের সাহায্য চাহিবেন। ইতিপূর্ব্বে বাঙলা, বোম্বাই এবং পাঞ্জাবে বেকারদের সংখ্যা সম্পর্কিত যে-সকল রিপোর্ট বাহির হইয়াছিল, কমিটি সেইগুলি সংগ্রহ পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। পল্লী-গ্রাম এবং শহরবাসী বিশেষ করিয়া চাষী এবং কৃষি-শ্রমিকদের ক্রয় ক্ষমতা কতটুকু, তাহা জানিবার জন্যই কমিটি পল্লীগ্রাম এবং শহরবাসীদের আর্থিক অবস্থার তদন্ত করিতেছেন। ইহাদের বেকার সমস্যা সম্পর্কে তদন্ত করাও কমিটির কাজ।

বাঙলার প্রধান প্রধান শস্যগুলির উৎপাদনের হার এবং গড়পড়তা ব্যয়ের তদন্তের প্রশ্ন সম্পর্কে কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, কি প্রণালীতে এবং সামঞ্জস্য অর্থ ব্যয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহাই সর্ব্বাগ্রে নির্ণয় করিতে হইবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়াও কমিটি নিম্নোক্ত বিষয় সম্পর্কেও আর্থিক অনুসন্ধান করিতেছেন :—

(১) জল সেচ এবং জল নিকাশের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক ছোট ছোট জমাবন্দী বা এক ফসলের জমিতে ফসল আবাদ বা অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের সম্ভাবনা ;

(২) পতিত, অনুর্ব্বর এবং জলাভূমিসমূহের অর্থনৈতিক ব্যবহারের সম্ভাবনা ;

(৩) বাগানের উৎকর্ষতা সাধনের সম্ভাবনা ও

(৪) বাঙলার গবাদি পশুর উন্নতির সম্ভাবনা।

সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, অশিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে যে গুজব রটিয়াছে যে, স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট পোষ্টাফিসে জমা দেওয়া টাকা মণি-অর্ডার যোগে পাঠাইতেছেন না এবং উক্ত মণি-অর্ডার ডেলিভারী দেওয়ার সময় টাকা প্রতি দুই আনা কাটিয়া রাখা হয়, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা।

বাঙলা ও বিহারের পোষ্টমাষ্টার-জেনারেল এতদ্যোগে এই বিবৃতি প্রকাশ করিতেছেন।

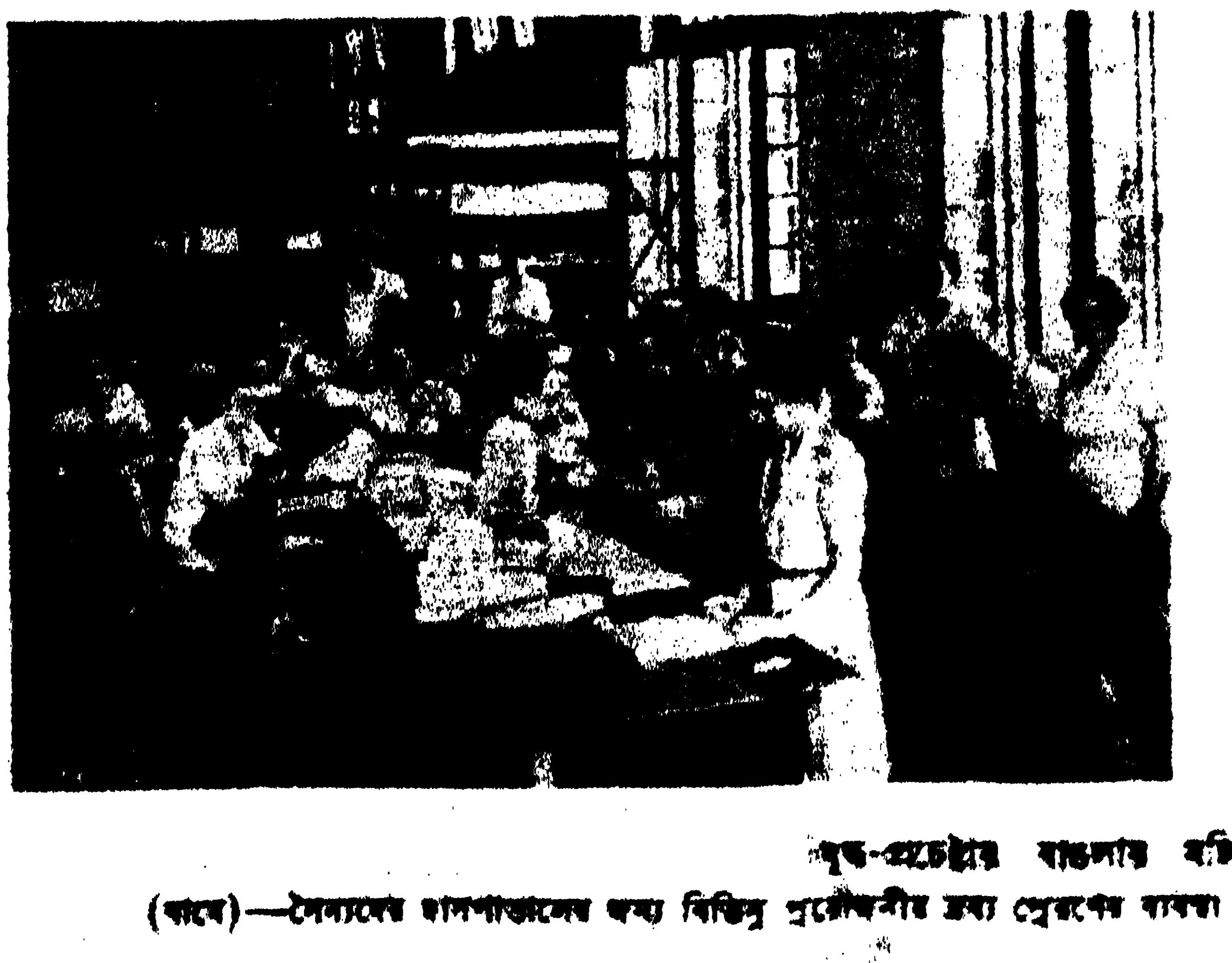

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বাঙলার মহিলাদের ব্যাপক সাহায্য

(বামে)—সৈন্যদের হাসপাতালের জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রেরণের ব্যবস্থা হইতেছে। (ডানে)—আহত সৈনিকদের জন্য ব্যাণ্ডেজ জড়ানো হইতেছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

বড়দিনের ছুটী উপলক্ষে যে দুই সপ্তাহকাল "বাঙলার কথা" প্রকাশিত হয় নাই, এই সময়ের মধ্যে যুদ্ধ-পরিস্থিতিতে বিরাট রকমের কোন পরিবর্তন হয় নাই। তবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ইহাই যে, রুশিয়ার রণাঙ্গনে জার্মাণবাহিনী ক্রমাগতই পিছনে হটিতে বাধ্য হইয়াছে এবং লিবিয়ারও জেনারেল রোমেলের অধীনস্থ জার্মাণ সেনাদলের অবস্থা অতি শোচনীয়। প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গণের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হইতেছে—বৃটীশ বাহিনী কর্তৃক হংকং ত্যাগ ও ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলার পতন। গত কয় দিনের সংবাদ আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় সংগ্রামক্ষেত্র

ম্যানিলা অঞ্চল হইতে সৈন্য অপসারণ

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে সেনাদলীয় সর্ব্বশেষ ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ মার্কিণ সেনাদল ম্যানিলা অঞ্চল হইতে সরিয়া আসিতেছে।

উত্তর এবং দক্ষিণ দিক হইতে শত্রুপক্ষ প্রবল বেগে আক্রমণ চালাইতেছে। শত্রুপক্ষীয় বিমানসমূহ রাস্তাঘাটগুলি তাহাদের আয়ত্তে লইয়া গিয়াছে। জাপানীরা বহুসংখ্যক ট্যাঙ্ক এবং সাঁজোয়া বাহিনী নিয়োগ করিতেছে।

ম্যানিলার ৪৫ মাইল দূরে জাপবাহিনীর উপস্থিতি

মার্কিণ বাহিনীকে লিঙ্গায়েন উপসাগর অঞ্চল হইতে সম্পূর্ণ সরাইয়া আনা হইয়াছে।

ম্যানিলার সংবাদে প্রকাশ:—যে সকল জাপবাহিনী ম্যানিলার দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবতরণ করিয়াছিল, তাহারা যুদ্ধ করিতে করিতে দুইটি স্থানে (ম্যানিলা হইতে বিমান-পথে প্রায় ৪৫ মাইল দূরবর্ত্তী) উপস্থিত হইয়াছে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, উক্ত দুই স্থানের জাপ সৈন্যগণ পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে।

ম্যানিলার উত্তরে জেনারেল ম্যাকআর্থার মার্কিণ বাহিনীর নূতন ব্যূহ সঙ্কুচিত করিয়া উহাকে মজবুত করিয়া গড়িয়াছেন। ঐ ব্যূহ ম্যানিলার উত্তরে প্রায় ১২০ মাইল দূরবর্ত্তী আর্রা গোগার ভিতর দিয়া পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। এই রণাঙ্গনে জাপবাহিনীর প্রকৃত অবস্থা জানা যায় নাই। তবে তাহারা মার্কিণ ব্যূহের কয়েক মাইল উত্তরে আছে বলিয়া বোধ হয়। উভয় পক্ষের ব্যূহদ্বয়ের মধ্যে জাপ টিগুলার সৈন্যগণ কর্ম্মতৎপর রহিয়াছে।

মার্কিণ নৌ-বিভাগীয় ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, মিডওয়ে দ্বীপ আমেরিকার অধিকারে আছে।

সিঙ্গাপুরে শত্রুর বিমান আক্রমণ

একটি ইস্তাহারে প্রকাশ, গত ৩০শে ডিসেম্বর রাত্রিতে সিঙ্গাপুরের একটি বিমানঘাঁটি শত্রুপক্ষের বিমানবহর কর্তৃক আক্রান্ত হয়।

পরদিনের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, সোমবার রাত্রির বিমান হানায় সিঙ্গাপুরে মাত্র চারিজন লোক হতাহত হইয়াছে। কিন্তু জনৈক সামরিক মুখপাত্র বলেন যে, ১১জন হতাহত হইয়াছে বলিয়া এখন জানিতে পারা গিয়াছে। তাঁহার মতে উক্ত আক্রমণ নিষ্ফল হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশে শত্রুসেনার গতিরোধ

১লা জানুয়ারী সেনা বিভাগের হেডকোয়ার্টার হইতে প্রকাশিত এক ইস্তাহারে ভিক্টোরিয়া পয়েণ্টের উত্তরে সামান্যরূপ সামরিক কর্ম্মতৎপরতার খবর পাওয়া যায়। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, মার্গুই জেলার বোকপাইনে জাপানীদের ক্ষুদ্র একটি দল প্রবেশ করে, আমাদের সেনাদল উহাদের অবস্থান স্থান খুঁজিয়া বাহির করিয়া উহাদের উপর গুলী চালায়। উহারাও পাল্টা গুলী চালাইতে থাকে। আমাদের সেনাদলকে উহাদের অবস্থান দখল করিতে আদেশ দেওয়া হয়। আমাদের সেনাদল ঐখানে যাইয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই উহারা সরিয়া পড়ে—উহাদের কয়েকজনের মৃতদেহ ঐখানে পড়িয়া ছিল।

ব্রহ্মদেশে শত্রু সৈন্যের সহিত এই প্রথম সংঘর্ষ। বৃটিশ নৌবাহিনী নিকটেই আছে, সম্ভবতঃ ইহা জানিতে পারিয়াই জাপানীরা দ্রুত পলায়ন করিয়াছে। মার্গুই জেলার বোকপাইনের নিকটবর্ত্তী একটা বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র গ্রাম কিছুকালের জন্য জাপানীরা দখল করিয়া রাখিয়াছিল। ঐখানে মাত্র কয়েকজন পুলিশ প্রহরী মোতায়েন ছিল। বিতাড়িত হইবার পূর্ব্বে জাপানীরা গ্রামের সমস্ত খাদ্যদ্রব্য লুণ্ঠন করে ও দুইজন গ্রামবাসীকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। দুইজন জাপানী অফিসার এবং ৮ জন সেনা নিহত হয়, ১২ জন আহত হয়।

৫০ জন জাপানী নিহত

রেঙ্গুণের সংবাদে জানা যায় যে, দক্ষিণ ব্রহ্মের মার্গুই অঞ্চলে জাপানীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। বৃটীশ সেনাদল উহাদিগকে বিতাড়িত করে—উহাদের ৫০ জন নিহত হয়।

মৌলমেন বিমান ঘাঁটিতে হানা

১লা জানুয়ারী প্রাতে প্রকাশিত বিমান ও সেনা বিভাগীয় যুক্ত ইস্তাহারে জানা যায় যে, মৌলমেন বিমান-ঘাঁটির উপর কতিপয় শত্রু বিমানের সহিত আমাদের বিমান বাহিনীর সংঘর্ষ হয়। তিনখানি জাপ বিমানকে গুলী করিয়া ভূপাতিত করা হয়। অপর ৪ খানি ভূতলে অবতরণ করিলে বিনিষ্ট করা হয়। বিমানঘাঁটির কোন ক্ষতি হয় নাই—আমাদের কোন বিমানও খোয়া যায় নাই।

বহির্জগতের সহিত ফিলিপাইনের যোগাযোগ ব্যাহত

ওয়াশিংটনের নৌ বিভাগ কর্তৃক ম্যানিলার সহিত সংবাদ আদান-প্রদানের যে ব্যবস্থা এখনও সংরক্ষিত হইতেছে, তাহা ব্যতীত পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের সহিত ম্যানিলার আর কোনও যোগাযোগ নাই।

মালয়ের অবস্থা

লণ্ডনে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, মালয়ে জাপ-সৈন্যবাহিনী ইপোর নিকটে উপস্থিত হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশে চীনা সৈন্য

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ব্রহ্মদেশে বহু সংখ্যক চীনা সৈন্য প্রবেশ করিয়াছে এবং ইহারা জেনারেল ওয়াভেলের পরিচালনাধীনে আছে।

জনৈক চীন সামরিক মুখপাত্র এক বিবৃতিতে জানাইতেছেন যে, চীনা বাহিনী ইতিমধ্যে ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, চীনা সৈন্যদল বিশেষ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত।

ম্যানিলার পতন

ওয়াশিংটন, ২রা জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলার পতন হইয়াছে এবং জাপবাহিনী নগরীর মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়াছে।

লণ্ডনের কর্তৃপক্ষ মহল ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের বর্ত্তমান সামরিক পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইপোর দক্ষিণ অঞ্চলে শত্রু বাহিনীর সহিত সামান্য সংঘর্ষ হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

একশত মাইল ব্যাপী রণাঙ্গণে সংগ্রাম

জেনারেল ম্যাক আর্থার বলেন যে, সেনা বাহিনী প্রায় একশত মাইল ব্যাপী রণাঙ্গনে যুদ্ধ চালাইতেছে। কেভাইট নৌঘাঁটি, ম্যানিলা এবং কেভাইট, রিজলি, বুলাকান, প্যাম্পা, বাগনা, জীমবোলেস বাটান প্রভৃতি ছয়টি প্রদেশ এই ব্যাপক রণক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হইয়াছে।

প্রধান-সেনাপতি পদে জেনারেল ওয়াভেল

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও মিঃ চার্চ্চিল ঘোষণা করিয়াছেন যে, জেনারেল ওয়াভেল দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় সম্মিলিতভাবে সৈন্য পরিচালনায় প্রধান সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। মেজর জেনারেল জি এইচ ব্রেট সহকারী প্রধান সেনাপতি হইলেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এশিয়াস্থিত নৌবাহিনীর সেনাপতি এডমিরাল হার্ট জেনারেল ওয়াভেলের অধীনে উক্ত এলাকায় সম্মিলিত বাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলেন।

সিঙ্গাপুরের বৃটিশ প্রধান সেনাপতি জেনারেল স্যার হেনরী পাওনাল জেনারেল ওয়াভেলের চীফ অফ ষ্টাফ হইবেন।

উত্তর-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর এলাকা বলিতে সিঙ্গাপুর, মালয়, ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে বুঝাইবে।

চীনের রণাঙ্গনে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিচালনায় মার্শাল চিয়াং কাইশেক সম্মিলিত জাতিসমূহের স্থল ও বিমান বাহিনীর সর্ব্বাধিনায়কত্ব গ্রহণ করিবেন।

সিঙ্গাপুরে পুনরায় বিমান আক্রমণ

২রা জানুয়ারী রাত্রে সিঙ্গাপুরে ৪ বার বিমান আক্রমণের সঙ্কেতধ্বনি হয়। কতিপয় বোমা পতনের শব্দ শ্রুত হয়। জ্যোৎস্না থাকিলেও আকাশে ছোট ছোট মেঘ ছিল। শত্রু বিমানগুলি ছুটাছুটি করিয়া মেঘের আড়ালে যাইতে থাকায় বিমানধ্বংসী কামান চালানো কষ্টকর হয়।

পেরাক রণাঙ্গণে ৪।৫ শত জাপ সেনা হতাহত

১লা জানুয়ারী সিঙ্গাপুরের হেডকোয়ার্টার হইতে প্রকাশিত ইস্তাহারে জানা যায় যে, পেরাক রণাঙ্গনে শত্রু বাহিনী নূতন করিয়া চাপ দিয়াছে। পূর্ব্ব দিন শত্রু সৈন্য তিনবার আক্রমণ চালায়, কিন্তু উহাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই সকল সংঘর্ষে ৪ শত হইতে ৫ শত শত্রু সৈন্য হতাহত হয়। দক্ষিণ পেরাকে যে জাপ সেনাদল অবতরণ করিয়াছে, উহারা ছাড়া আরও এক দল জাপ সেনা অবতরণের চেষ্টা করিলে ওলন্দাজ বাহিনী উহাদের উপর গোলা চালায়। শত্রু পক্ষের একখানি ছোট ষ্টীমারে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয় এবং উহাকে জলমগ্ন হইতে দেখা যায়। ৪ খানি মালবাহী নৌকা জলমগ্ন হয়, অপর জলযানগুলি সরিয়া পড়ে।

কুয়ান্টানের উপকণ্ঠে জাপ সেনা

কুয়ান্টান রণাঙ্গনে জাপানীদের অগ্রগতি পরিলক্ষিত হইতেছে। উহারা বিমানঘাঁটি অধিকারের চেষ্টায় শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছিয়াছে।

[৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

এক্সিস-বিরোধী শক্তি-সঙ্ঘ

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত

এক্সিস-বিরোধী বিভিন্ন রাষ্ট্র এই মর্ম্মের এক অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন যে, এক্সিস শক্তির বিরুদ্ধে তাঁহারা নিজেদের সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিবেন এবং কেহ পৃথকভাবে এক্সিসের সহিত সন্ধি করিবেন না।

যুক্ত অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষরকারীদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন, অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, কোষ্টারিকা, কিউবা, চেকোস্লোভাকিয়া, দি ডোমিনিকান রিপাবলিক, সালভেডর, গ্রীস, গুয়াটেমালা, হাইতি, হনডুরাস, ভারতবর্ষ, লাক্সেমবুর্গ, দি নেদারল্যাণ্ডস্, নিউজিল্যাণ্ড, নিকারাগুয়া, নরওয়ে, পানামা, পোলাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও যুগোস্লাভিয়া।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও মিঃ চার্চিল যথাক্রমে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের তরফ হইতে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। আন্তর্জাতিক মৈত্রী সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, হিটলারবাদের বিরুদ্ধে এই বিজয় অভিযানে অন্যান্য সমস্ত জাতি এই প্রচেষ্টায় সাহায্য করিতে পারিবে। উক্ত ঘোষণায় আরও বলা হইয়াছে যে, ত্রিশক্তি চুক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যেক গভর্ণমেণ্টকে সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিতে হইবে, ত্রিশক্তির সহযোগী অন্যান্য গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধেও অনুরূপ পন্থা গ্রহণ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ উক্ত যুক্ত অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষরকারী প্রত্যেক শক্তির সহিত পারস্পরিক সহযোগিতা করিতে হইবে এবং কোন গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করিতে পারিবে না।

সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষ হইতে মিঃ লিটভিনফ এবং চীনের পক্ষ হইতে মিঃ সুঙ উক্ত যুক্ত অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করেন। অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষ হইতে মিঃ কেইসি, কানাডার পক্ষ হইতে মিঃ লেটন ম্যাকার্থি, নিউজিল্যাণ্ডের হইয়া মিঃ ফ্রাঙ্ক ল্যাংষ্টোন, ভারতের হইয়া মিঃ বাজপেয়ী এবং দক্ষিণ আফ্রিকার তরফ হইতে মিঃ ক্লোস্ উক্ত অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করেন।

সকালের দিকে এক্সিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধমান ডাচ, নরউইজান, লাক্সেমবুর্গ, বেলজিয়াম এবং দক্ষিণ আমেরিকার সবগুলি গণতন্ত্রের প্রতিনিধিগণ উক্ত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিবার জন্য সহকারী রাষ্ট্র-সচিব মিঃ সাম্‌নার ওয়েলসের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মিঃ গাড়িয়া বলেন যে, উক্ত চুক্তিপত্রে গ্রাণ্ডিস না সাস্তাপাহি স্বাক্ষর পড়িয়াছে।

একজন ল্যাটিন আমেরিকান কূটরাজনীতিবিদ উক্ত অঙ্গীকার-পত্রে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিয়া বলেন যে, আটলাণ্টিক সনদে স্বাক্ষর করিয়াই তিনি ও আর সকলে এই অঙ্গীকার-পত্রের বিধানগুলি মানিয়া লইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পরীক্ষা তারিখ পরিবর্ত্তিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের এক জরুরী বৈঠকের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক ইস্তাহার প্রেরণ করিয়াছেন :—

কলিকাতায়, কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে এবং বাঙলা প্রদেশের অপর কয়েক স্থানের বর্ত্তমান অনিশ্চিত অবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীপে জানানো হইয়াছে যে, বড়দিনের ছুটির পর স্কুল ও কলেজসমূহ খুলিবার তারিখ অন্ততঃপক্ষে একপক্ষকাল পিছাইয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় বিশেষ সতর্কতা সহকারে বিবেচনার পর ভাইস-চ্যান্সেলার ও সিণ্ডিকেট এইরূপ নির্দ্দেশ প্রদান করিতেছেন যে কলিকাতা, চট্টগ্রাম ও আসানসোলে অবস্থিত এবং উহার প্রত্যেক স্থান হইতে ৩০ মাইল পর্য্যন্ত এলাকার মধ্যে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত স্কুল ও কলেজ সমূহের কর্ত্তৃপক্ষ ১৮ই জানুয়ারী (১৯৪২) পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখিতে পারেন।

পরীক্ষাসমূহের তারিখ পরিবর্ত্তন

ভাইস-চ্যান্সেলার ও সিণ্ডিকেট আরও এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, আই-এ ও আই-এসসি, ম্যাট্রিকুলেশন এবং বি-এ ও বি-এসসি পরীক্ষাসমূহ পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট তারিখসমূহে আরম্ভ না হইয়া নিম্নলিখিত তারিখ সমূহে আরম্ভ হইবে :—

আই-এ ও আই-এসসি—১৮ই মার্চ্চ, ১৯৪২।

ম্যাট্রিকুলেশন—১৫ই এপ্রিল, ১৯৪২।

বি-এ ও বি-এসসি—১লা মে, ১৯৪২।

ফিস দাখিলের তারিখ অপরিবর্ত্তিত

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফিস দাখিলের তারিখের কোনই পরিবর্ত্তন করা হয় নাই।

১৯৪১ সনে বিমান-ধ্বংসের খতিয়ান

এক্সিস পক্ষের ১,২০০ বিমান বিনষ্ট

প্রেস এসোসিয়েশনের বিমান সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ১৯৪১ সালে পশ্চিম ইউরোপে ও মধ্য-প্রাচ্যে এক্সিস প্লেনের মোট ১৩,০০০ খানি ও ব্রিটিশের ২,১৬৯ খানি বিমানপোত বিনষ্ট হইয়াছে।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত এক্সিস পক্ষের প্রায় ৯,০৩৫ খানি প্লেন ও ব্রিটিশের মোট ৩,৯৬১ খানি প্লেন ধ্বংস হইয়াছে। রাশিয়ার রণাঙ্গনে বিমান ক্ষতির হিসাব ইহাতে ধরা হয় নাই। সোভিয়েটগণ দাবী করিতেছে যে, তাহারা ৫,০০০ হাজার জার্ম্মাণ প্লেন ধ্বংস করিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ১৩,০০০ হাজার এক্সিস প্লেন ধ্বংস হইয়াছে।

হুগলী জেলায় পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যাবলী

ছয়মাসের উল্লেখযোগ্য কর্ম্ম-তালিকা

হুগলী জেলা হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, কর্ত্তৃপক্ষের ব্যাপক প্রচারকার্য্যের ফলে গত এপ্রিল মাস হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত পল্লী-সংগঠন সম্পর্কিত কার্য্য সন্তোষজনকভাবে পরিচালিত হইয়াছে।

পল্লী-সংগঠন সমিতিসমূহ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে সভা-সমিতির আয়োজন করা হইয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টগণকে এই সকল সমিতির সহিত বিশেষভাবে সহযোগিতা করিতে এবং উহারা যাহাতে জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিতে পারে, সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করা হয়। পূর্ব্বের ন্যায় কচুরীপানা পরিষ্কার, পুষ্করিণীর সংস্কার এবং পথ নির্ম্মাণকার্য্য সন্তোষজনকভাবে পরিচালিত হইতেছে। আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত মধুখালি পল্লী-মঙ্গল সমিতি গ্রামের মধ্যে একটি প্রসূতি-সদন এবং শিশু-কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছে।

পূর্ব্বে যে সকল জমিতে পাটচাষ হইত, তাহার কতক অংশে কৃষকগণ আউস ধান বপন করিয়াছেন। উন্নত ধরণের বীজের জন্য ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা রহিয়াছে। ইউনিয়নসমূহে সভা আহ্বান করিয়া কৃষকগণকে জলহীন এবং পতিত জমিতে শাক-সব্জীর চাষ করিতে বলা হইয়াছে।

খেলার মাঠের উন্নতিকল্পে শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত জঙ্গীপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং আকুনী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে গভর্ণমেণ্ট ১০০, টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছে। উক্ত মহকুমাতেই জনাই ও খোড়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের খেলার মাঠের কাজ সমাধা হইয়াছে। আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত মধুখালি পল্লী-মঙ্গল সমিতি ছেলেদের জন্য একটি খেলার মাঠ তৈয়ারী করিয়াছে।

সদর মহকুমার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া নামক স্থানে একটি পল্লী-মিলনাগার ও একটি প্রত্নশালের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করা হইয়াছে।

হাতে কলমে উন্নত ধরণের বয়ন শিক্ষাদানকারী সরকারী ভ্রাম্যমাণ দল বাঙ্গলাটি নামক স্থানে আগমন করিয়া স্থানীয় তাঁতীদিগকে উন্নত ধরণের বয়ন বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করিয়াছে।

মহামান্য বড়লাট বাহাদুর কলিকাতায় তাঁহার শীতকালীন সফর শেষ করিয়া গত ৩রা জানুয়ারী কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন।

২৫০৲ ১৯৪২ সালের 'আর্ট ইন ইণ্ডাষ্ট্রি' এক্‌জিবিশনের নূতন দুটি বিভাগের প্রত্যেকটির জন্য ভারত সরকার ২০০, টাকা করে পুরস্কার দিতে মনস্থ করেছেন। বিভাগ দুটি 'ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স' এবং 'এ-আর-পি' কর্ম্মী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শ্রেষ্ঠতম পোষ্টারের জন্য নির্দিষ্ট। এই বিভাগ দুটিতে প্রতিযোগিতা করার জন্য যে সব পোষ্টার পাঠানো হবে তা যেন বিভিন্ন ভাষায় ছাপানোর উপযুক্ত হয় এবং সেগুলি ছাপাতে যেন ৪টির বেশী রং ব্যবহার করতে না হয়। ছবির সর্ব্বাধিক মাপ চওড়ায় ২০ ইঞ্চি এবং গভীরতায় ৩০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত চলবে—অথবা এই মাপের অনুপাতে কিছু ছোট হলেও চলবে।

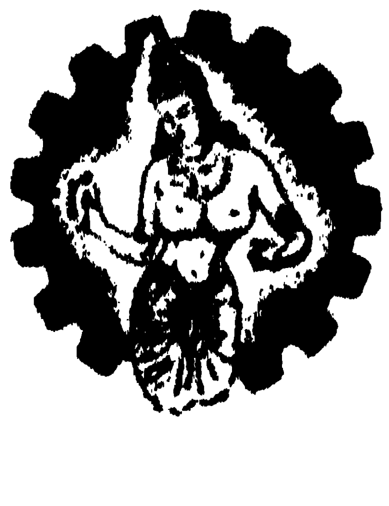

আর্ট ইন্ ইণ্ডাষ্ট্রি এক্‌জিবিশন্

১৯৪২ সালের ৫ই থেকে ২৪শে জানুয়ারীর মধ্যে সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব্ আর্টএ এণ্ট্রি গ্রহণ করা হবে।

B S K 95A

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার জের]

ফিলিপাইন রণাঙ্গনের অবস্থা

৩রা জানুয়ারী শনিবার পর্য্যন্ত যে সকল সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া মার্কিণ সমর বিভাগ নিম্নোক্ত ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন:—

ম্যানিলা উপসাগরে অবস্থিত করিজিডর দ্বীপের উপর পাঁচ ঘণ্টা ব্যাপী বিমান আক্রমণ হইয়াছে। আক্রমণকারী প্রতিপক্ষীয় বিমানবহরে অন্যূন ৬০ খানি বিমান ছিল। দ্বীপের উপর যে সকল যন্ত্রপাতি বসান আছে, তাহার বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। এই আক্রমণের ফলে ১১ জন নিহত এবং ৩৫ জন আহত হইয়াছে। বিমানধ্বংসী কামানের গোলায় প্রতিপক্ষের অন্যূন তিনখানি বিমান ভূপাতিত হইয়াছে। ফলে প্রতিপক্ষীয় আক্রমণের তীব্রতা অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। মার্কিণ এবং ফিলিপিনো সৈন্যদিগকে নূতন স্থানে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। তাহারা নূতন স্থান হইতে সঙ্ঘবদ্ধভাবে জাপ আক্রমণ প্রতিরোধ করিবে। মার্কিণ স্থলসৈন্যদল যে অঞ্চলে রহিয়াছে, তথায় প্রতিপক্ষীয় বিমানবহরের কর্ম্মতৎপরতা দেখা যায়। অন্যান্য অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটে নাই।

ক্যাভিট নৌঘাঁটি পরিত্যক্ত

জাপানীদের ম্যানিলা প্রবেশের পূর্ব্বেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাভিট নৌঘাঁটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। সমস্ত যন্ত্রপাতি ও রসদসম্ভার অপসারণ করা হয়। তৈল প্রভৃতি শিল্প ও সরবরাহের সুযোগ বিনষ্ট করা হয়। নৌবিভাগীয় হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষগণ আহতদিগের শুশ্রূষার জন্য থাকিয়া যান। সমস্ত জাহাজ ও নৌকর্ত্তৃপক্ষ স্থানান্তরিত হয়।

পেরাক রণাঙ্গনে জাপানীদের ক্ষতি

একখানা ইস্তাহারে বলা হইয়াছে:—উত্তর পেরাক রণাঙ্গনে শত্রুপক্ষের চাপে আমাদের সেনাদল আরও দক্ষিণ দিকের ঘাঁটিতে সরিয়া গিয়াছে। শত্রুপক্ষের সাঁজোয়া বাহিনী দ্রুতগতিতে আমাদের সেনাদলের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল। সাফল্যের সহিত উহাদিগকে প্রতিআক্রমণ করা হয়। শত্রুপক্ষের হতাহতের সংখ্যা খুব বেশী বলিয়া মনে হয়।

সিঙ্গাপুরে ২৪ খানি জাপ বিমানের হানা

৩রা জানুয়ারী রাত্রে ২৪খানি জাপ বিমান সিঙ্গাপুরে হানা দিয়া বোমা বর্ষণ করে, উহাতে অতি সামান্য ক্ষতি হইয়াছে। কতিপয় বে-সামরিক লোক হতাহত হইয়াছে। একখানি শত্রু বিমান গুরুতরভাবে জখম হইয়াছে। একখানি জাপ বিমান সেলাঙ্গরে জঙ্গলের মধ্যে পড়িয়া ধ্বংস হইয়াছে।

উত্তর বোর্ণিও'য় জাপ বাহিনীর অবতরণ

বৃটিশ উত্তর বোর্ণিও হইতে খবর পাওয়া গিয়াছে যে, ব্রুনেইর একশত মাইল উত্তরে ওয়েষ্টন নামক স্থানে জাপানীরা অবতরণ করিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ান বিমান-ঘাঁটি আক্রান্ত

এক ইস্তাহারে প্রকাশ যে, কতিপয় দূরপাল্লার জাপ বিমান বিসমার্ক আর্কিপেলেগোর উপর উড়িয়া ৪ঠা জানুয়ারী দুপুরবেলা রাবলের বিমান ঘাঁটি আক্রমণ করে। কয়েকটি বোমা বর্ষণের ফলে সামান্য ক্ষতি হয়। কয়েক জন দেশী লোক হতাহত হইয়াছে, কিন্তু কোন শ্বেতাঙ্গ হতাহত হয় নাই। আক্রমণের পরই বিমানগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। উহারা জাপ ম্যাণ্ডেটভুক্ত দ্বীপপুঞ্জের কোন ঘাঁটি হইতে আসিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়।

রাত্রি প্রায় ৮টার সময় প্রতিপক্ষীয় বিমান বহর রাবলের উপর দ্বিতীয়বার আক্রমণ করে এবং উহারা আশেপাশে কয়েকটি বোমা বর্ষণ করে। দ্বিতীয়বারের আক্রমণে কেহ হতাহত হয় নাই।

রেঙ্গুণে আবার বিমানহানা

৩রা জানুয়ারী শনিবার শেষ রাত্রে রেঙ্গুণে চন্দ্রালোকে প্রথম বিমান হানা হয়। আর্মি হেডকোয়ার্টার্স ও রাজকীয় বিমানবাহিনীর এক সম্মিলিত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে,—"শত্রুপক্ষীয় বিমানসমূহ পূর্ব্ব দিক হইতে আসিয়া শহরের উপকণ্ঠে অতি অল্পসংখ্যক বোমা নিক্ষেপ করে। সামরিক লক্ষ্যবস্তুসমূহের কোন ক্ষতি হয় নাই।"

৪ঠা তারিখ রবিবার বেলা এক ঘটিকার অব্যবহিত পূর্ব্বে রেঙ্গুণে দ্বিতীয়বার বিমানহানার সঙ্কেতধ্বনি হয়। সেনা ও বিমান বিভাগের যুক্ত ইস্তাহারে প্রকাশ, শত্রু বিমান শহরতলীর উপরে আসে, আমাদের বিমান উহাদিগকে আক্রমণ করে। একখানা শত্রু বিমান ধ্বংস হইয়াছে—কতকগুলি জখম হইয়াছে। ঐগুলি সম্ভবতঃ উহাদের ঘাঁটিতে পৌঁছিতে পারিবে না।

ব্রহ্ম রক্ষার ব্যাপক আয়োজন

ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর জনৈক বিশেষজ্ঞ লিখিতেছেন:—ভারতীয় সৈন্যেরা ব্রহ্মের পূর্ব্ব সীমায় জুড়িয়া ব্যূহ রচনা করিয়াছে। তাহারা হাজার হাজার বর্ম্মী সৈন্য ও শক্তিশালী চীনা সৈন্যের সহিত সেই সব অঞ্চলে এক অবিচ্ছিন্ন দুর্গ সারি রচনা করিয়াছে—যেসব অঞ্চলে প্রতিপক্ষীয় আক্রমণ প্রত্যাশা করা যায়।

রেঙ্গুনের উপর ৪ বার বিমান যুদ্ধে ৬০ খানি জাপ বোমারু বিমান বিনষ্ট

রবিবার রাত্রিশেষে অর্থাৎ সোমবার প্রত্যুষে রেঙ্গুণ বিমানঘাঁটির নিকট জাপ বিমান যে হানা দিয়াছিল, উহাতে বিশেষ কোনই ক্ষতি হয় নাই। জাপানীদের দুইখানি বিমান ধ্বংস হইয়াছে এবং আরও ৪ খানি ভূপৃষ্ঠে অবতরণের পূর্ব্বেই অগ্নিদগ্ধ হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। কোন নিউজ এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ যে, রেঙ্গুণে ৪ বার বিমান যুদ্ধে ৬০ খানি জাপ বোমারু বিমান বিনষ্ট হইয়াছে। মার্কিণ ও চীনা বৈমানিকগণ এই যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। মার্কিণ বিমান বাহিনীর ৪ খানি বিমান ও দুইজন বৈমানিক বিনষ্ট হইয়াছে।

চ্যাংসায় জাপানীদের বিরাট পরাজয়

৫ই জানুয়ারী প্রাতঃকালের চীনা ইস্তাহারে চ্যাংসায় জাপানীদের বিরুদ্ধে চীনাদের কয়েকটি সাফল্যের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, প্রায় পঞ্চাশ হাজার জাপানী হতাহত হইয়াছে। যুদ্ধের দ্বিতীয় দিন জাপানী ব্যূহ টলিতে আরম্ভ করে। চ্যাংসা রক্ষাকারিগণ জাপানীদের সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছে।

পেরাক রণাঙ্গনে সঙ্গীন অবস্থা

ইপোর ঠিক দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বৃটিশ বাহিনী পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। দক্ষিণ পেরাকে জাপানীরা যে স্থানে অবতরণ করিয়াছে, ঐ স্থান হইতে একটি রাস্তা আসিয়া যেখানে উত্তর হইতে দক্ষিণদিকগামী বড় রাস্তাটিতে মিশিয়াছে, কিম্বা দক্ষিণদিকবর্ত্তী ঐ স্থান হইতেই সম্ভবতঃ নূতন বৃটিশ ব্যূহ রচিত হইয়াছে। কিন্তু কুয়ালালামপুরের ৭০ মাইল উত্তরে। জাপানীরা দ্রুত বৃটিশ বাহিনীর পশ্চাদনুসরণ করিতেছে। জাপ স্থল বাহিনী বিমান বাহিনীর পূর্ণ সহায়তা পাইতেছে এবং বৃটিশ বাহিনী যাহাতে দ্রুত সরিয়া যায়, একন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। বৃটিশ বাহিনীকে পশ্চাদ্ভাগ রক্ষার জন্য উহাদের সহিত কঠোর সংগ্রাম চালাইতে হইতেছে। বৃটিশ বিমান বাহিনীর অবস্থার অনেকটা উন্নতি হইয়াছে। মালয়ের পশ্চিম উপকূলে জাহাজ হইতে অবতরণকারী জাপ সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জাপানীরা অধিকতর সৈন্য আমদানীর চেষ্টা করিতেছে। জাপানীদের ঐ নৌবহরের উপর বোমা ও মেশিনগান চালান হইতেছে। সেলাঙ্গরে একখানি শত্রু বিমানকে ভূপাতিত করা হয়। রবিবার রাত্রে সিঙ্গাপুরে ২৪ খানি জাপ বিমান হানা দিয়া কোন সামরিক লক্ষ্য বস্তুর বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই। ১০ জনের বেশী লোক হতাহত হয় নাই। মাত্র কতকগুলি চালাঘর বিনষ্ট হইয়াছে। কুয়া‍ন্টান ও কুয়ালালামপুরের নিকট দুইখানি শত্রু বিমান ধ্বংস হইয়াছে। রবিবার রাত্রে সিঙ্গাপুরে বিমান হানায় কয়েকজন বে-সামরিক মাত্র হতাহত হইয়াছে এবং সামান্য ক্ষতি হইয়াছে।

কুয়াণ্টান বিমান ঘাঁটি আক্রমণ

কুয়ালা-সেলাঙ্গর অঞ্চলে শত্রুর আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পেরাক রণাঙ্গণ হইতে বৃটিশ বাহিনীকে স্থানচ্যুত করাই উহাদের উদ্দেশ্য। কুয়াণ্টান বিমানঘাঁটির উপর শত্রু সৈন্য আক্রমণ চালায়। ইহাতে বৃটিশ বাহিনীর পশ্চিমাভিমুখীন গতি কিছু ব্যাহত হয়। উভয়পক্ষে কিছু হতাহত হইয়াছে।

পশ্চিম মালয়ে আরও জাপ সৈন্যের অবতরণ

৫ই জানুয়ারী লণ্ডনে কর্ত্তৃপক্ষীয় মহল হইতে বলা হইয়াছে যে, মালয়ের পশ্চিম উপকূলে বেরাক ও বার্ণাম নদীদ্বয়ের মোহনার নিকটে আরও জাপ সৈন্য অবতরণ করিয়াছে। তাহাদের সংখ্যা অধিক নহে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে; কিন্তু বৃটিশ বাহিনীর বাম পার্শ্বের বিপদ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

লিবিয়ার রণাঙ্গণ

রোমেলের হেড-কোয়ার্টারে বৃটীশ সৈন্য

এডমিরাল স্যার রোজার কীজের পুত্র কর্ণেল কীজের সাহায্য লইয়া একদল বৃটিশ সৈন্য কিভাবে শত্রুব্যূহের দুই শত মাইল পশ্চাতে জেনারেল রোমেলের হেডকোয়ার্টারে প্রবেশ করিয়াছে, লিবিয়া হইতে প্রাপ্ত এক রিপোর্টে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। লিবিয়ায় বৃটিশ অভিযান আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পরেই এই আক্রমণ আরম্ভ হয়। বৃটিশ সৈন্যরা জেনারেল রোমেলকে ধরিবার আশাই করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার অদৃষ্ট ভাল ছিল বলিয়া তিনি সে সময় সেখানে ছিলেন না। কর্ণেল কীজ গুরুতর আহত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছিল; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

জেদাবিয়ার দক্ষিণে যুদ্ধ

কায়রোর একখানা ইস্তাহারে জেদাবিয়ার দক্ষিণে এক প্রচণ্ড যুদ্ধের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই যুদ্ধে জার্মাণদের যানবাহন বিশেষভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

জানা যায় যে, জেনারেল রোমেল জেদাবিয়ায় কোণঠাসা হইয়া পড়িয়া বর্ত্তমানে চারিদিক হইতে বেষ্টনের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। যে লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় যে, যে লৌহ বেষ্টনী ক্রমশঃ তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিতেছে, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টায় তিনি সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই।

দক্ষিণ আফ্রিকার সৈন্য-বাহিনীর কৃতিত্ব

কায়রোর এক এগুহেতোরে বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণ আফ্রিকার সৈন্যদলগুলি বৃটিশ ট্যাঙ্ক ও কামানসমূহের সহায়তায় বার্দিয়ার শত্রুর আত্মরক্ষা-ব্যূহের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ঘাঁটিগুলি ভেদ করিয়া ছয় শত শত্রু সৈন্য বন্দী করিয়াছে।

[১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

কৃষি-কথা—

বাঙলাদেশে শণের চাষ

আঁশ-ফসল হিসাবে শণের চাষ ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন কাল হইতেই পরিচিত। প্রায় সকল রকম মাটিতেই ইহা জন্মায় এবং আঁশের জন্য ছাড়া শস্য সব্জী-খাদ্য হিসাবে বা মাটির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির জন্যও ইহার চাষ হয়। ইহার আঁশ খুব মজবুত ও তাহা হইতে সুতলি, দড়ি, কাছি, জাল, ক্যাম্বিস প্রভৃতি নানা প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈয়ারী হয়। সেইজন্য পৃথিবীর সব দেশেই ইহার বেশ চাহিদা আছে। বৎসরে প্রায় চার লক্ষ মণ শণ ভারতবর্ষ হইতে অন্যান্য দেশে রপ্তানী হয়।

শণ শিম-জাতীয় উদ্ভিদ। এই জাতীয় গাছের শিকড়ে যে ছোট ছোট দানার ন্যায় পদার্থ দেখা যায়, উহাদের মধ্যে একপ্রকার জীবাণু বাস করে, তাহারা হাওয়া হইতে নাইট্রোজেন নামক সারপদার্থ শোষণ করিয়া মাটিতে জমা করে। সুতরাং শণের চাষে মাটির উর্ব্বরতা বাড়ে। অধিকন্তু, শণ-গাছ কাটার পর "জাগ" দিবার পূর্ব্বে গাছের নরম আগা আধ-হাত পরিমাণ কাটিয়া ফেলিতে হয়, ওই কাটা অংশ জমিতে চষিয়া দিলে পচিয়া মাটিকে আরও উর্ব্বর করে, বা উহা গরুকে বেশ খাওয়ানও যায়। সব্জী-সারের জন্য শণ সবচেয়ে ভাল ফসল। দুই-তিনটা চাষের পর শণের বীজ বুনিয়া গাছ নরম থাকিতে থাকিতে, অর্থাৎ শক্ত কাঠ হইবার পূর্ব্বে, জমিতে চষিয়া দিলে মাটির তেজ বেশ বাড়ে। আখ, আলু, তামাক, বিলাতী সব্জী প্রভৃতি লাভজনক শস্যে শণের সব্জী-সার করিলে ফসল অনেক বেশী হয়।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আঁশ রপ্তানী হইলে ভারতীয় শণের যথেষ্ট চাহিদা আছে। কিন্তু এ দেশের চাষীদের অজ্ঞতা ও অবহেলার দরুণ এখানকার শণ তেমন সন্তোষজনক নয়। এদেশের শণে প্রায়ই পচা ডাঁটার টুকরা বা ছালের অংশ মিশ্রিত থাকে। এই অপরিচ্ছন্নতার কারণে বিদেশের সওদাগরদের কাছে ভারতবর্ষের শণের আদর কমিয়া যাইতেছে, পুরা দরও পাওয়া যাইতেছে না এবং অন্য প্রকার আঁশ শণের স্থান বেদখল করিতেছে। ইহাতে চাষীদেরই লোকসান। সুতরাং আঁশের পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে তাঁহাদের অবহিত হওয়া উচিত।

জাত—খরিফ ও রবি দুই খন্দেই শণের চাষ হয়। পশ্চিম বঙ্গ ও রাজশাহী জেলায় উঁচু জমিতে খরিফ খন্দের চাষই প্রচলিত। পাবনা, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জেলার বানে-ডোবা জায়গায় রবি খন্দেই সচরাচর শণের চাষ হয়। শেষোক্ত জাতের আঁশ মাদারীপুর জাত নামে খ্যাত। এই জাতের আঁশ মিহি ও চক্‌চকে, তাই বিদেশের ব্যবসায়ীরা এই জাতই সবচেয়ে বেশী পছন্দ করেন।

মাটি—শণ দাঁড়ানো জল সহ্য করিতে পারে না, সুতরাং জলনিকাশের সুবিধাযুক্ত দোঁয়াশ মাটিই শণের পক্ষে সবচেয়ে ভাল। খরিফ খন্দে চাষ করিতে শণের জন্য ডাঙ্গা জমি নির্ব্বাচন করা চাই।

জমি তৈয়ারী—শণের জন্য জমি পাটের মত মিহি করিয়া তৈয়ারী করিবার দরকার হয় না। দোঁয়াশ মাটিতে ঠিক "জো"তে তিন-চার বার চাষ ও মই দিলেই জমি বীজ বুনিবার যোগ্য হয়।

বীজ-বপন—শণের বীজ পাটের ন্যায় ছিটাইয়া বুনিতে হয়। খরিফ খন্দে চাষ করিলে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস শণ বুনিবার সময়, রবি খন্দের চাষে আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে বীজ বুনিতে হয়। নানা জেলায় বিঘাপ্রতি নানা হারে শণের বীজ বোনা হয়, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে বিঘায় আধ-মণ হিসাবে বীজ বোনাই সবচেয়ে ভাল। এইরূপ ঘন বোনার একটা প্রধান সুবিধা এই যে, ঘন গাছের চাপে আগাছা সকল মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে না এবং অবশেষে নষ্ট হইয়া যায়, অধিকন্তু ঘন ফসলে গাছ সরু হওয়ায় আঁশ মিহি ও চক্‌চকে হয়। শণে পাটের ন্যায় নিড়ান দিতে হয় না, বীজ বোনা ও ফসল কাটার মধ্যে শণের চাষে কোনই কাজ নাই।

ফসল কাটা—ফলগুলি যখন বড় হয় অথচ তখনও বেশ কাঁচা থাকে, তখনই শণ কাটার সবচেয়ে ভাল সময়। ইহার পূর্ব্বে কাটিলে মিহি ও উজ্জ্বল রঙের আঁশ পাওয়া যায়, কিন্তু ফলন কম হয়। কোনও কোনও স্থানে ফল ও বীজ সম্পূর্ণ পাকিয়া যাইলেও ফসল কাটা হয়, যদিও ইহাতে আঁশ একটু মোটা এবং ময়লা হয়, তবুও উৎপন্ন বীজের দাম ধরিলে ইহাতে লাভ মোটের উপর বেশীই হয়। চাষীরা পাটের ন্যায় কাটিয়া শণের ফসল সংগ্রহ করেন। তাহা না করিয়া গাছগুলা টানিয়া উপড়াইয়া লওয়াই ভাল প্রণালী। ইহাতে ফসল বেশী হয় এবং বিদেশের ব্যবসায়ীরা এইরূপ সমগ্র গাছের আঁশই বেশী পছন্দ করেন। শণে একটা সুবিধা এই যে, গাছ উঠাইয়া পাটের ন্যায় সদ্য সদ্য "জাগ" না দিলেও ক্ষতি হয় না। সুতরাং গাছ সংগ্রহের সময়ে "জাগ" দিবার জলের অভাব হইলে গাছগুলা শুকাইয়া আঁটি বাঁধিয়া পরবর্তী বর্ষাকালের অপেক্ষায় রাখিয়া দেওয়া চলে।

পচান—গাছগুলা সংগ্রহের পর এক কুট বোঝা করিয়া আঁটি বাঁধিতে হয়। আঁটি বাঁধার পর ডগার আধ-হাত পরিমাণ কাটিয়া ফেলা উচিত। ইহার কারণ, ডগায় বিশেষ কিছু আঁশ থাকে না, কিন্তু ডগাসমেত "জাগ" দিলে ওই স্থানের মিহি ডাঁটা পচিয়া টুকরা টুকরা হইয়া আঁশকে অতিশয় অপরিষ্কার করে। অপর পক্ষে ডগা কাটিয়া ফেলিলে আঁটিগুলা হালকা হইয়া নাড়াচাড়া করার সুবিধা হয় এবং কাটা ডগাগুলার জমির সার হয় বা গরুকে খাওয়ানো যায়। শণ খুব বেশী জলের নীচে ডুবাইয়া "জাগ" দেওয়া উচিত নয়, কারণ তাহাতে সমস্ত আঁটি সমানভাবে পচে না। পরিষ্কার এবং ধীরে ধীরে প্রবাহিত জল শণ পচানোর পক্ষে সবচেয়ে ভাল, বদ্ধ ময়লা জলে পচাইলে আঁশের রং খুব ময়লা হয়। সাধারণতঃ তিন-চার দিনেই শণ কাচিবার উপযুক্ত হয়, জল বেশী ঠাণ্ডা হইলে পচিতে ইহার চেয়ে বেশী দিন সময় লাগে।

আঁশ বাহির করা—কাচার প্রণালীর উপরে শণের আঁশের গুণাগুণ নির্ভর করে। শণ কাচার নানা প্রণালী প্রচলিত আছে। কোথাও কোথাও চাষীরা প্রত্যেক গাছের ছাল পৃথকভাবে ছাড়াইয়া লইয়া পরে কাচিয়া লন। এ প্রণালীতে অত্যন্ত সময় লাগে এবং আঁশও সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হয় না। আবার কোথাও চাষীরা পচা আঁটি খুব জোরে জলের উপরে আছড়াইয়া আঁশগুলা প্রথমে আলগা করিয়া লন, তাহার পর কাঠি-সমেত আঁটিগুলা রৌদ্রে শুকাইয়া পরে কাঠি হইতে আঁশ পৃথক করিয়া লন। এ প্রণালীতে আছড়াইবার সময় আঁশগুলা জোট পাকাইয়া যায়, পাশাপাশি সমানভাবে থাকে না; এইরূপ জোটপাকানো আঁশের দাম কম হয়।

শণ কাচার সবচেয়ে ভাল প্রণালী—প্রথমে বাঁশ, বা কাঠের একটা চ্যাপ্টা "ডাং" দিয়া পচা আঁটির মাঝখানে পিটিয়া কাঠিগুলা সম্পূর্ণভাবে ভাঙ্গিয়া লইতে হয়, যাহাতে আঁটিটা ভাঙ্গিয়া দুইখণ্ড হইয়া কেবল আঁশের দ্বারা সংলগ্ন হইয়া থাকে। তারপর ওই ভাঙ্গা আঁটির একটা খণ্ড ধরিয়া অপর খণ্ডের কাঠগুলা পৃথক করিয়া ফেলিয়া পরে অপর খণ্ডের আঁশ মুঠার মধ্যে ধরিয়া জলের মধ্যে বারকয়েক ঝাঁকানি দিলে প্রথম খণ্ডের

[১১ পৃষ্ঠায় দেখুন

ইলেক্‌ট্রিসিটি

জীবনযাত্রা সহজ করে

ভেবে দেখুন বাড়ীতে একটি ইলেক্‌ট্রিক কেৎলি থাকার মত সুবিধে আর কি হতে পারে? চা-খাওয়ার অভ্যাস একটি নৈমিত্তিক ব্যাপার—কিন্তু সাধারণ কেৎলিতে করে উনোনের গন্‌গনে আঁচে চা তৈরী করা এক অত্যন্ত বিরক্তিকর কাজ। হঠাৎ কোনদিন দেরী ক'রে বাড়ী ফিরে শোবার আগে এক পেয়ালা চা-ই যখন আপনি মনে মনে কামনা করছেন তখনই দশ মিনিটের মধ্যে এক পেয়ালা গরম চা খেতে খেতে আপনি বুঝতে পারবেন বাড়ীতে একটি ইলেক্‌ট্রিক কেৎলি থাকার সুবিধে কত।

যত রকমে সম্ভব

বাড়ীতে

ইলেক্‌ট্রিক ব্যবহার করুন

ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন কর্তৃক প্রচারিত

CESC

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

-[৮ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

বৃটীশ বাহিনীর বার্দ্দিয়া দখল

সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, বার্দ্দিয়া শহর বৃটিশবাহিনী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে এবং এক হাজার বৃটিশ বন্দীকে মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে।

দুইখানা বৃটীশ জাহাজ নিমজ্জিত

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃটিশ ক্রুজার "নেপচুন" মাইনের আঘাত লাগিয়া ভূমধ্যসাগরে জলমগ্ন হইয়াছে।

বৃটিশ ডেষ্ট্রয়ার "কান্দাহার"ও নিমজ্জিত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

[নেপচুন—৭,১৭৫ টনের বৃটিশ ক্রুজার। ইহাতে ৬ ইঞ্চি মুখের ৮টি কামান ও ৪ ইঞ্চি মুখের ৮টি বিমান-ধ্বংসী কামান ছিল।]

আমেরিকান ডেষ্ট্রয়ার ষ্ট্যানলি নিমজ্জিত

আর একটি নৌ-বিভাগীয় ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, একটি কনভয়ের উপরে আক্রমণকালে আমেরিকার ডেষ্ট্রয়ার "ষ্ট্যানলি" ও সাহায্যকারী জাহাজ "অডাসিটি" নিমজ্জিত হইয়াছে। এই আক্রমণের সময় অন্ততঃ তিনখানি ইউ-বোট নিমজ্জিত করা হইয়াছে এবং দুইখানি নক্সার-উলফ শ্রেণীর বিমান ভূপাতিত হইয়াছে।

কনভয়ে ৩০ খানি জাহাজ ছিল; তন্মধ্যে ২খানি বাণিজ্য জাহাজ নিমজ্জিত হইয়াছে।

জার্ম্মাণ মেজর-জেনারেল বন্দী

কায়রো হইতে প্রচারিত বৃটিশ জেনারেল হেড-কোয়ার্টার্সএর ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বার্দ্দিয়ার ইটালীয় ও জার্ম্মাণদের সহিত আফ্রিকা সানসের বাহিনীর চীফ এডমিনিষ্ট্রেটিভ ষ্টাফ অফিসার মেজর জেনারেল সিমডার্ও বন্দী হইয়াছেন।

রুশিয়ার যুদ্ধ-ক্ষেত্র

কার্চ্চ ও ফিওডোসিয়া পুনরায় রুশীয়ার দখলে

সোভিয়েট কর্ত্তৃপক্ষের একটি বিশেষ ঘোষণায় দাবী করা হইয়াছে যে, রুশ সৈন্যগণ ক্রিমিয়ায় কার্চ ও ফিওডোসিয়া পুনরধিকার করিয়াছে। রুশ বাহিনী ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছে। একটি রুশ ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, সম্প্রতি যে সকল স্থান পুনরধিকার করা হইয়াছে, তন্মধ্যে কোজেলস্ক ও উডোভস্কি জাভোড অন্যতম।

মঃ ষ্ট্যালিনের বাণী

কার্চ ও ফিওডোসিয়া পুনরধিকৃত হওয়ায় মঃ ষ্ট্যালিন ককেশাস রণাঙ্গনের রুশ বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল কোজলোভ ও কৃষ্ণসাগরীয় নৌবাহিনীর অধিনায়ক ভাইস-এডমিরাল ওকটিয়াব্রিস্কিকে অভিনন্দন জানাইয়া বাণী প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত বাণীর উপসংহারে বলা হইয়াছে, "ক্রিমিয়াকে জার্ম্মাণ আক্রমণকারিগণ ও তাহাদের রুমানিয়ান ইটালীয়ান তাঁবেদারদের কবল হইতে মুক্ত করিতেই হইবে।"

জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক সেবাষ্টোপোলের ঘাটি দখলের দাবী

এক জার্ম্মাণ ইস্তাহারে দাবী করা হইয়াছে যে, সেবাষ্টোপোলে সুরক্ষিত ঘাঁটিসমূহ দখল করা হইয়াছে।

রুশীয়ানদের আরো অগ্রগতি

সোভিয়েট এগ্‌ভেন্সীতে কালুগা পুনরধিকারের ঘোষণা করিয়া বেলভের অংশে সোভিকিভিচি এবং আরও কতক-গুলি স্থান দখলের দাবী করা হইয়াছে।

মস্কো রণাঙ্গণে হিটলারের উপস্থিতি

লণ্ডন হইতে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক তার পাওয়া গিয়াছে,—হিটলার স্বয়ং তাঁহার সৈন্যবাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণের জন্য বিমানযোগে মস্কো রণাঙ্গনে চলিয়া গিয়াছেন,—"ডেলী মেলের" ষ্টকহলমস্থ সংবাদদাতা ইহা জানিতে পারিয়াছেন। কালুগায় জার্ম্মাণ বাহিনীর গুরুতর পরাজয়ের সংবাদ ইষ্টারবর্গস্থিত হিটলারের গুপ্ত হেডকোয়ার্টার্সে পৌঁছিলে তিনি তাড়াতাড়ি চলিয়া যান। স্বয়ং উপস্থিত হইলে তাঁহার উৎসাহহীন পলায়ন-পর সৈন্যবাহিনীর মনোবল দৃঢ় হইবে, এই আশায় তিনি তৎক্ষণাৎ যাত্রা করেন।

ফিনিশ রণাঙ্গনে লালফৌজের সাফল্য

ষ্টকহলম হইতে প্রেরিত ফিনিশ সামরিক বিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট বাহিনী ফিনিশ রণাঙ্গনের বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ চালাইয়াছে এবং উত্তর অঞ্চলে এক স্থানে ফিনিশ ব্যূহ ভেদ করিয়াছে।

সোভিয়েট বাহিনীর আরো অগ্রগতি

মস্কো হইতে প্রাপ্ত শেষ সংবাদে বলা হইয়াছে যে, মোজাইস্ক সোভিয়েট সৈন্যগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইবার উপক্রম ঘটিয়াছে। মোজাইস্ক হইতে ২৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি শহর সোভিয়েট সৈন্যগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বেই উত্তরদিকে ভলোকোলামস্ক ও ক্লিন হইতে এবং দক্ষিণ দিকে মালোইয়ারোস্লাভেৎস হইতে মোজাইস্কের বিপদ আসন্ন হইয়াছে।

ক্রিমিয়ায় জার্ম্মাণীর কাহিল অবস্থা

ক্রিমিয়ায় সোভিয়েট সৈন্যগণ সেবাষ্টোপোলের নৌ সৈন্যদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতেছে। রণক্ষেত্র হইতে প্রাপ্ত সংবাদে ক্রিমিয়ার উপকূল বরাবর সোভিয়েট সৈন্যদের অগ্রসর হওয়ার উল্লেখ করা হইয়াছে।

জার্ম্মাণ সামরিক ইস্তাহার

জার্ম্মাণ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, রুশিয়ার মধ্য রণাঙ্গনে (মস্কো) সোভিয়েটের বহু আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছে। অন্যান্য অঞ্চলে কেবল স্থানীয় তৎপরতা ছিল। ক্রিমিয়ার ফিওডোসিয়া অঞ্চলে রুশ জাহাজ ও অবতরণের উপর প্রচণ্ড বিমান-আক্রমণ চালান হইয়াছে।

কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী

পাণ্ডুয়ায় অনুষ্ঠানের আয়োজন

ইতিহাস প্রসিদ্ধ পাণ্ডুয়ার পীরপুকুরের মেলা আগামী ১লা মাঘ, ইং ১৫ই জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার হইতে এক-মাসকাল চলিবে। এতদুপলক্ষে ১১ই মাঘ, রবিবার হইতে সপ্তাহকালব্যাপী পাণ্ডুয়ার ডাকবাঙলার নিকটস্থ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে একটি সুবৃহৎ কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী হইবে। সেই সময় গো প্রদর্শনীও হইবে। উৎকৃষ্ট শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের জন্য উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হইবে। পণ্যাদি বিক্রয়ের জন্য বহু ষ্টলের বন্দোবস্ত করা হইতেছে এবং বিদেশী ষ্টলহোল্ডার-দের থাকিবার সুবন্দোবস্ত করা হইতেছে। আশা করা যায়, বাঙলার মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী মহাশয় প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া জনসাধারণকে বিশেষ উৎসাহিত করিবেন। ষ্টলের জন্য, একজিবিট পাঠান ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট সত্বর আবেদন করুন—

ডি, এন, চক্রবর্ত্তী, সাব-ডেপুটি কালেক্টর ও সেক্রেটারী, পাণ্ডুয়া একজিবিশন কমিটি, প্রতাপপুর, পোঃ হুগলী।

নৌ-বিভাগে চাকুরীর সুযোগ

তরুণ সমাজের বিশেষ জ্ঞাতব্য

বাঙলা ও আসামে ভারতীয় নৌবিভাগের লস্কর সংগ্রহের সুবিধার জন্য একখানি পুস্তিকা প্রচার করা হইতেছে। যাঁহারা ভারতীয় নৌবিভাগে কাজ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এই পুস্তিকায় যাবতীয় সংবাদ ও তথ্য দেখিতে পাইবেন। নৌবিভাগে পাঁচটি শাখা রহিয়াছে। প্রত্যেক শাখায় প্রযোজ্য সাধারণ নিয়মাবলীর সংক্ষিপ্তসার নিম্নে দেওয়া হইল:—

মোট দশ বৎসর কার্য্যকালের পাঁচ অথবা তাহার কম সময় নৌ-বাহিনীতে থাকিতে হইবে এবং বাকী সময় রিজার্ভ। এই সময় উত্তীর্ণ হইলে যদি উপযুক্ত বিবেচিত হয় এবং যদি পদ শূন্য থাকে, তাহা হইলে অধিকতর সময়ের জন্য নিয়োগ করা হইবে।

প্রয়োজন না থাকিলে সকল লস্করকেই কর্ম্মচ্যুত করা হইবে। যথেষ্ট পরিমাণ আমিষ খাদ্য দ্রব্য দেওয়া হইবে। ভর্ত্তি হওয়ার সময় কতক পোষাক দিয়া শিক্ষা-সমাপ্তির পর পূর্ণ পোষাক দেওয়া হইবে।

ছয়মাসকাল চাকুরির পর প্রত্যেক লোককে সাজ সজ্জার দরুণ ভাতা বাবদ প্রতি মাসে নগদ সাত আনা হইতে দশ আনা পর্য্যন্ত দেওয়া হইবে।

ওয়ারেণ্ট র‍্যাঙ্কে উন্নীত হইলে সাজসজ্জা বাবদ প্রথমে এককালীন সাড়ে চারি শত টাকা ও সরকারী খরচায় একখানি তরবারী দেওয়া হইবে। কর্ম্মচারীর কার্য্য-দক্ষতা, লোক-পরিচালনার ক্ষমতা এবং এরূপ পদ খালি থাকিলে উচ্চতর পদে উন্নতির সম্ভাবনা আছে। বুদ্ধিমান ও কার্য্যক্ষম লোক সাড়ে ছয় বৎসরের মধ্যে পেটি অফিসারের বেতন ও ভাতা পাইতে পারে। কিন্তু যুদ্ধের সময় এই সময় কমাইয়া দুই বৎসর করার সম্ভাবনা আছে। সচরাচর লস্করগণকে বৎসরে ৬০ দিনের ছুটি ও স্বদেশে আসা-যাওয়ার ভাড়া দেওয়া হয়। সাড়ে সতর হইতে বাইশ বৎসর ও বাইশ বৎসরের উপর বিভিন্ন সময়ের দৈহিক যোগ্যতা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পুস্তিকায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। বেতন ছাড়াও যুদ্ধ-কালের জন্য ওয়ারেণ্ট অফিসারকে মাসিক বাইশ টাকা এবং লস্করগণকে সাত টাকা হারে ভাতা দেওয়া—এতদ-ভিন্ন ভাতা প্রভৃতির ব্যবস্থাও রহিয়াছে। নৌবিভাগে নাবিক, ষ্টোকার, সংবাদ আদান-প্রদান, হিসাব-নিকাশ ও চিকিৎসা প্রভৃতি পাঁচটী শাখা রহিয়াছে।

১৮ বৎসরের কম বয়স্ক যুবকগণকে নাম লিখাইবার পূর্ব্বে তাহাদের পিতা অথবা অভিভাবকের লিখিত সম্মতি দাখিল করিতে হইবে। কমাণ্ডিং অফিসার, আর, আই, এম, ডিপো, বোম্বাই—এই ঠিকানায় দরখাস্ত প্রেরণ করিতে হইবে এবং খামের উপর "রিক্রুট" ও তাহার পার্শ্বে শাখার নাম লিখিয়া দেওয়া দরকার—যেমন "রিক্রুট, সিমেন"।

সংবাদ আদান-প্রদানের শাখা বিভাগে চাকুরীর জন্য কোলাবা, বোম্বাই আর, আই, এন, সিগন্যাল স্কুলের অফিসার-ইন্‌-চার্জ্জের বরাবর দরখাস্ত করিতে হইবে।

দরখাস্তে, বয়স, কোথায় এবং কতদূর পড়িয়াছে, ইংরাজী, হিন্দুস্থানী, উর্দ্দু লিখিতে পারে কি না, কোন বিভাগে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক ও পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা, বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী রেল-ষ্টেশন, বর্ণ, জাতি, সম্প্রদায় বা গোত্র উল্লেখ করিতে হইবে।

জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি "গঙ্গাসাগর মেলা" বসিবে। মেলায় সাধারণতঃ কলেরা ও বসন্তের প্রাদুর্ভাব ঘটে। মেলায় রওয়ানা হওয়ার পূর্ব্বে তীর্থযাত্রিগণের কলেরা ও বসন্তের টিকা গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

টিকা যাঁহারা লেন, তাঁহাদের প্রদত্ত সার্টিফিকেট সঙ্গে থাকিলে মেলায় আর পুনরায় টিকা লইতে হইবে না।

বাঙ্গালাদেশে শণের চাষ

[৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ]

কাটিগুলা খুলিয়া যায় এবং আঁশগুলা শুকাইয়াও যায়। এ প্রণালীতেও আঁশগুলা কিছু জোট পাকায়, পাটের ন্যায় সম্পূর্ণভাবে পাশাপাশি থাকে না।

আঁশ আঁচড়ানো ও পিটানো—শণ যত ভালভাবেই কাচা যাক, কিছু না কিছু পচা ডাঁটার টুকরা ও ছালের দাগ আঁশে লাগিয়া থাকে। কিন্তু ঠিকভাবে আঁচড়ানো ও পেটা হইলে এ দোষ সহজেই দূর হয় এবং ঠিক প্রণালীতে আঁচড়াইলে ও পিটিলে আঁশের রং ভাল হয়, আঁশ মোলায়েমও হয়। শণ আঁচড়াইবার ও পিটিবার সহজ ও ভাল প্রণালী নিম্নে বর্ণিত হইল :—

একখানা এক ফুট চওড়া ও প্রায় চার ফুট লম্বা কাঠের তক্তা একটা মোটা পাটা বা কাঠের চাপের উপর খাড়াভাবে আটকাইয়া লইতে হয়। অপর একখানা পাটায় লোহার বা বাঁশের ছুঁচালো গোঁজ পাশপাশি লাইনে অনেকগুলা বসাইয়া লইতে হয়। প্রথমে ভিজা আঁশের গোছা ওই গোঁজের উপর জোরে আঁছড়াইয়া আঁশ-গুলা আলগা করিয়া লইতে হয়। তাহার পর ওই আঁছড়ানো আঁশের গোছার একটা প্রান্ত বাম হাতে উপরোক্ত খাড়া তক্তার মাথায় ধরিয়া ডান হাতে আড়াই ফুট লম্বা কানের মত বাঁশের বা কাঠের একটা চ্যাপ্টা খণ্ড লইয়া ওই আঁশের উপর পিটাইতে হয়। এইরূপে পিটাইয়া এক প্রান্ত পরিষ্কার হইয়া যাইলে উল্টাইয়া লইয়া অপর প্রান্তও ঠিক এইভাবে পরিষ্কার করিতে হয়। এই প্রণালীতে আঁচড়াইলে ও পিটিলে পচা ডাঁটার টুকরা ও ছালের দাগ যাহা কিছু আঁশে লাগিয়া থাকে, সবই বেশ পরিষ্কার হইয়া যায় এবং সেই সঙ্গে আঁশগুলা চকচকে ও মোলায়েম হয়। এইরূপ পরিষ্কার ও চকচকে আঁশ ময়লা অপরিষ্কার আঁশের চেয়ে যে অতিরিক্ত দামে বিক্রয় হয়, তাহা আঁচড়ানো ও পেটার সামান্য খরচের চেয়ে অনেক বেশী। সুতরাং তাহাতে চাষীর বেশী আয় হয়।

শণের চাষ বা উপরোক্ত আঁচড়ানো ও পেটার প্রণালী সম্বন্ধে কোনও প্রকার উপদেশ ও পরামর্শ বা আরও বিশদ তথ্য প্রয়োজন হইলে বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের তন্তু-তত্ত্ববিদের নিকট নিম্নোক্ত ঠিকানায় লিখিলে তিনি সানন্দে সকল তথ্য দিবেন :—

ফাইবার এক্সপার্ট, বেঙ্গল, পোষ্ট তেজগাঁও, জেলা ঢাকা।

আখের ধসা রোগ

এই রোগকে ইংরাজীতে "রেড্-রট্" বলে। আখের যতপ্রকার রোগ আছে, তাহাদের মধ্যে এই রোগ সব চেয়ে মারাত্মক। ইহা অতিশয় সংক্রামক। প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত গাছগুলি উঠাইয়া ক্ষেত হইতে সরাইয়া লইয়া আগুন দিয়া পুড়াইয়া না ফেলিলে এ রোগ এক গাছ হইতে অপর গাছে ও এক ক্ষেত হইতে অপর ক্ষেতে দ্রুত ছড়াইয়া পড়ে এবং সমস্ত ফসল নষ্ট করিয়া দেয়।

রোগের লক্ষণ—বর্ষাঋতুতে গাছের রং বেজায় বিবর্ণ হইয়া যায়, এই রোগে প্রথমে ডগার কচি পাতাগুলা সেইরূপ ক্যাকাশে হইয়া ক্রমশঃ সমস্ত পাতাটা শুকাইয়া পড়িয়া শুখাইয়া যায় এবং অবশেষে সমস্ত গাছটা শুকাইয়া মরিয়া যায়। আক্রান্ত গাছ লম্বালম্বি চিরিলে ভিতরটা লালচে রঙের দেখা যায় এবং ওই লালের মধ্যে আড়-ভাবে সাদা সাদা দাগ দেখা যায়।

বেশী জল ও নীচের "ডগা" বাছিয়া না লাগাইলে বা যত্ন করিয়া আবাদ না করিলে এবং যে সকল জমিতে বেশী বান আসে বা বর্ষায় অনেক জল দাঁড়াইয়া থাকে,

[২য় কলমের নিম্ন দেখুন]

ভারতে প্যারাসুট প্রস্তুত

কাশ্মীর সিল্কের উপযোগিতা

ভারতবর্ষে ক্রমেই অধিক পরিমাণে প্যারাসুট ও শিরস্ত্র (চ্যাপিটুট) তৈয়ারি হইতেছে। রেশমের গুটি হইতে প্রস্তুত যে সকল সিল্কের থান কাশ্মীর সরকারের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা দ্বারা প্যারাসুট সিল্ক তৈয়ারি হইতেছে। প্যারাসুট প্রস্তুতে প্রয়োজনীয় কাপড়, দড়ি, ফিতা, সেলাইয়ের সুতা প্রভৃতি দ্রব্য দেশীয় সিল্কের দ্বারাই পরীক্ষামূলকভাবে প্রস্তুত করা হইতেছে। রাজকীয় বিমান বাহিনী নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে বিশদভাবে পরীক্ষা করিবার পর ভারতে প্রস্তুত প্যারাসুট ও চ্যাপিটুটের কতগুলি নমুনাকে সর্ব্বাংশে সন্তোষজনক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

[প্রথম কলমের জের]

এইরূপ নীচু জমিতে আখ লাগাইলে এই রোগের আক্রমণের খুব সম্ভাবনা থাকে।

এই রোগের প্রতিরোধ করাই ইহার দমনের সবচেয়ে ভাল উপায়। আখের ফসলে এ রোগ বিস্তৃতভাবে ছড়াইয়া পড়িলে তখন প্রতিকারের কোনও উপায় নাই। সুতরাং যাহাতে এ রোগের আক্রমণ না হইতে পারে, সে বিষয়ে প্রত্যেক আখ চাষীর প্রথম হইতেই সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত।

নিম্নলিখিত নিয়মগুলি ঠিকভাবে পালন করিলে এ রোগের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়—

(১) ক্ষেতে লাগাইবার জন্য রোগাক্রান্ত বা "মুড়ি" আখ হইতে কখনও "ডগা" লইবেন না, কেবল মাত্র সুস্থ ও সবল আখ হইতে ডগা লইবেন। ডগাগুলা ভাল করিয়া দেখিয়া লইবেন, কোনও ডগার কাটা অংশে কিছুমাত্রও লাল দাগ লক্ষ্য হইলে বা পোকার আক্রমণের চিহ্ন থাকিলে সে ডগা একেবারে বাতিল করিয়া দিবেন।

(২) জমির ভালরূপ পাইট করিয়া আখের আবাদ করিবেন এবং যে ক্ষেতের জল বেশ সহজে নিকাশ হইয়া যায়, কেবল এইরূপ ক্ষেতে আখ লাগাইবেন।

(৩) মধ্যে মধ্যে আখের ক্ষেত ভাল করিয়া পরীক্ষা করিবেন এবং রোগের কোনও লক্ষণ দেখামাত্রই আক্রান্ত গাছ গোড়াসমেত উঠাইয়া দূরে সরাইয়া লইয়া গিয়া আগুন ধরাইয়া নিশ্চয়ই পোড়াইয়া ফেলিবেন।

(৪) রোগাক্রান্ত ফসল কাটা শেষ হইলেই মাটি খুঁড়িয়া সমস্ত "মোথা" উঠাইয়া ক্ষেতের মধ্যে শুখনা পাতায় আগুন ধরাইয়া দিবেন। ইহাতে রোগের বীজ পুড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়, অধিকন্তু ছাইয়ে জমিতে সারের কাজ হয়। তাহার পর মোথাগুলা জমি হইতে সরাইয়া, সম্ভব হইলে, মাটিতে গর্ত করিয়া পুতিয়া ফেলিবেন।

(৫) যে সকল অঞ্চলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয় সেখানে কখনই "মুড়ি" আখ রাখা উচিত নয় এবং রোগাক্রান্ত জমি হইতে উপরোক্তভাবে মোথা উঠাইয়া পুড়াইয়া ফেলিয়া সে জমিতে অন্ততঃ দুই বৎসর আর আখ লাগাইবেন না।

এই ভয়ঙ্কর রোগ বাঙ্গলা দেশে দ্রুত ছড়াইয়া পড়িতেছে। সুতরাং এখন হইতে সতর্ক হইয়া উপরোক্ত উপায়সমূহ ঠিকভাবে অবলম্বন করিয়া এ রোগের উচ্ছেদ না করিলে পরিণামে চাষীদের হাহাকার করিতে হইবে।

এ সম্বন্ধে আরও কোনও উপদেশ বা পরামর্শ প্রয়োজন হইলে নিজ জেলার কৃষি কর্মচারী ("ডিষ্ট্রিক্ট এগ্রিকালচারেল অফিসার") বা পোষ্ট তেজগাঁও, জেলা ঢাকা—এই ঠিকানায় বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের কৃষি-রসায়নবিদের ("এগ্রিকালচারেল কেমিষ্ট") নিকট অনুসন্ধান করিলে সকল তথ্য পাইবেন।

চুয়াডাঙ্গায় যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট ও ষ্ট্যাম্প বিক্রয়

ডিফেন্স সেভিং আন্দোলনের সূচনা হইতে যাহাতে লোকে অধিক পরিমাণে সেভিং সার্টিফিকেট ও ষ্ট্যাম্প ক্রয় করে, সেইভাবে জনমত সংগঠন করিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে এবং এই ব্যাপারে কিছুং পরিমাণে উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ডিফেন্স সেভিংসের কর্ম-পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে এবং গত অক্টোবর মাস হইতে ধারাবাহিক কর্মপন্থায় পরিচালিত হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে স্থানীয় মহকুমা-যুদ্ধ-কমিটির একটি সভায় মহকুমা হাকিম যুদ্ধের বর্ত্তমান পরিস্থিতি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন যে, মহকুমার সর্ব্বত্র ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট এবং ষ্ট্যাম্প বিক্রী চালু করিয়া তুলিতে হইবে। থানা-যুদ্ধ-কমিটিসমূহের মারফৎ জনসাধারণের মধ্যে আবেদন করা হইয়াছে এবং কার্য্যকরী পন্থায় ডিফেন্স সেভিং আন্দোলনের অন্তর্নিহিত নীতিকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য দেশ মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য্য চালানো হইতেছে।

উপযুক্ত স্থানসমূহে মহকুমা হাকিম যুদ্ধ সম্পর্কিত চিত্র দেখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বিমান আক্রমণ প্রতিরোধমূলক অনুষ্ঠান এবং সাম্রাজ্যের যুদ্ধ সম্পর্কিত বিলিতী খাদ্যের আয়োজনের ক্রীড়া ব্যতীত একটি যুদ্ধ বিষয়ক সিনেমাও প্রদর্শিত হইয়াছে। লোকে ডিফেন্স বণ্ড কেনার পরিবর্ত্তে টাকা জমাইয়া রাখাকে ভাল বলিয়া বিবেচনা করায় ফলে কিরূপ বিপদে পতিত হয়, সে ব্যাপার সিনেমার ভিতর দিয়া সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রতিটি যুদ্ধ কমিটির সভায় মহকুমা হাকিম তাহাদের রক্ষার বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জনসাধারণের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। ডিফেন্স সেভিং ষ্ট্যাম্প এবং সার্টিফিকেট ক্রয় করিলে যে একাধারে নিজের সঞ্চয় ও ভারত সংরক্ষণ ব্যাপারে সাহায্য করিবে, তাহা জনসাধারণ বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। এই সম্পর্কে জনগণকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টগণ মারফৎ মহকুমার প্রত্যেক বিশিষ্ট লোকের নিকট বর্ত্তমান যুদ্ধের পরিস্থিতি এবং নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী ডিফেন্স সেভিং ষ্ট্যাম্প ও সার্টিফিকেট ক্রয় করিবার অনুরোধ জানাইয়া একটি বিশেষ আবেদন প্রচার করা হইয়াছে। এই আবেদন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মারফৎ অভিভাবক-গণের নিকটও প্রেরিত হইয়াছে।

যাহাতে দেশের অভ্যন্তরে গ্রামবাসিগণও অতি সহজে ডিফেন্স সেভিং ষ্ট্যাম্প ক্রয় করিতে পারে, তজ্জন্য মহকুমা হাকিম থানা যুদ্ধ কমিটির সেক্রেটারীদিগের (স্যানিটারী ইন্সপেক্টর) নিকট আগার, ষ্ট্যাম্প ও প্রয়োজনীয় কার্ডসমূহ প্রেরিত হইয়াছে। যে সকল গ্রামে পোষ্টাফিস্ নাই, সেখানেও ষ্ট্যাম্প পাইতে কোন অসুবিধা হইবে না। যে সকল লোক পোষ্টাফিসে যাইতে অনিচ্ছুক, তাহারা যদি ডাকের কাছে ষ্ট্যাম্প ও সার্টিফিকেট পায়, তবে ক্রেতার পক্ষে উহা বিশেষ প্রেরণার কাজ করিবে এবং এই সম্পর্কে যে কার্য্যকরী প্রচেষ্টা হইয়াছে তাহা অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

সর্ব্বত্রই ডিফেন্স সেভিং আন্দোলনকে জনপ্রিয় করিবার রীতিমত প্রচেষ্টা চলিয়াছে। জনসাধারণের যাহাতে নিশ্চয় জন্মে এবং তাহাদের মন হইতে ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হয়, তজ্জন্য মহকুমা হাকিম ও মহকুমা যুদ্ধ কমিটির প্রেসিডেণ্ট মিঃ কে, কে, ব্যানার্জি, বি, সি, এস্, স্বয়ং ৫,০০০ টাকার ডিফেন্স বণ্ড ক্রয় করিয়াছেন। সার্কেল অফিসার মিঃ এ, কে, বিশ্বাস এ পর্য্যন্ত ৮টী দশ টাকার ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট ক্রয় করিয়াছেন এবং প্রতি মাসে একটি করিয়া বণ্ড ক্রয় করিবেন।

কলিকাতার ময়দানে ১,৬০০ ছাত্র কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত শরীর-চর্চা কৌশলের প্রদর্শনী।

ভারতীয় বিমান-বাহিনীর বৈমানিকগণ যাত্রার পূর্ব্বে একটি ম্যাপ পরীক্ষা করিতেছে।

ভারতীয় বিমান-বাহিনীর [illegible] অফিসারগণ [illegible] বিমান-ঘাঁটিতে একটি বিমানের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

১৭৭ টন ওজনের একটি বিরাটকায় ট্যাঙ্ক। ডিফেন্স সপ্তাহে ইহা কলিকাতায় প্রদর্শিত হইয়াছিল।

কলিকাতায় ন্যাশন্যাল ডিফেন্স সেভিংস্ সপ্তাহ

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা ও শহরতলি অঞ্চলে যে ন্যাশন্যাল ডিফেন্স সপ্তাহ প্রতিপালিত হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণী আমরা স্থানাভাবে পূর্ব্বে প্রকাশ করিতে পারি নাই। অনুষ্ঠানটি অতিশয় চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল বলিয়া আমরা এই সঙ্গে তৎসম্পর্কিত কয়েকখানা ছবি ও অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশ করিলাম। এই বিচিত্র কর্ম্মসূচীর মধ্যে যুদ্ধাস্ত্রের প্রদর্শনী, কুচকাওয়াজ এবং মিলিটারী ব্যাণ্ড অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতদ্ব্যতীত বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে মিলিটারী কুচকাওয়াজ ইত্যাদিরও ব্যবস্থা ছিল। বাঙলাদেশের শরীর-চর্চ্চা সম্পর্কিত ট্রেনিংএর ডিরেক্টর মিঃ জেমস্ বুকাননের তত্ত্বাবধানে একটি শরীর-চর্চ্চা সম্পর্কিত কুচকাওয়াজ মোহনবাগান স্পোর্টিং গ্রাউণ্ডে প্রদর্শিত হইয়াছে এবং মিলিটারী ব্যাণ্ড ও ড্রাম সহযোগে অস্ত্রশস্ত্র ড্রিল দেখাইবার ব্যবস্থাও ছিল।

ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে বাজী পোড়ানো দেখিতে বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল। ইহার খেলা বিশেষ মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল। ভারতীয় বিমান বাহিনী একটি নকল গ্রামে বোমা ফেলার যে কলা-কৌশল দেখাইয়াছিল এবং এ, আর, পি, দল সেই সম্পর্কে যে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিল, তাহা সকল দিক দিয়া বিশেষ শিক্ষামূলক হইয়াছিল।

এই সপ্তাহের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের ১৮টি বিমানের সম্মিলিতভাবে উড্ডয়ন এবং তৎপর একটি নকল গ্রামের উপর বার বার শত্রুর আক্রমণের দৃশ্য বিশেষভাবে দর্শনযোগ্য ছিল। গ্রামের একটি সুউচ্চ গৃহে আগুন লাগার ফলে একটি লোক কিভাবে আটকাইয়া গিয়াছিল এবং ফায়ার ব্রিগেডদল কিভাবে তাহাকে রক্ষা করে, সেই দৃশ্যটি উল্লেখযোগ্য। মহামান্য জেনারেল ওয়াভেলকে সমবেত জনতার নিকট পরিচিত করিয়া মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করেন।

স্যার আজিজুল হক বাংলায় একটি বক্তৃতা প্রদান করেন এবং কলিকাতার নাগরিকদিগের পক্ষ হইতে জেনারেল ওয়াভেলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন।

জেনারেল স্যার আর্চিবল্ড ওয়াভেল এই উপলক্ষে অনুষ্ঠান শেষে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। এই উপলক্ষে তিনি কলিকাতার যুদ্ধ-প্রচেষ্টার জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট দর্শক হিসাবে বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর এবং লেডি মেরী হার্বার্টের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ডিফেন্স ও সেভিংস্ সপ্তাহের শেষ দিবস কলিকাতা ফুটবল গ্রাউণ্ডে একটি নৌযুদ্ধের মহড়া প্রদর্শিত হয়। রয়াল ইণ্ডিয়ান নেভি এবং মার্কেণ্টাইল মেরিনের অফিসার ও লোকজন এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। দুইটি জাহাজের মধ্যে যুদ্ধের দৃশ্যটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। সমগ্র সপ্তাহে মোট ১০ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল।

মাসিক ৩০, হইতে ৫০, টাকা বেতনে প্রতি ইউনিটকে ও থানার কর্ম্মচারী আবশ্যক। আবেদন করুন।

দি বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ,
২৪নং ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা।

বাঙলার ভারতীয় নৌ-বাহিনীর গোলন্দাজ দল কামান হইতে গুলী-বর্ষণের কার্য্যে নিয়োজিত রহিয়াছে।

ভারতীয় সেনা-বাহিনীর সৈনিকগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত একটি আধুনিক ধরণের বিমানধ্বংসী কামান।

নবগঠিত ভারতীয় নৌ-বাহিনীর জনৈক গোলন্দাজ কামানের লক্ষ্য স্থির করিতেছে।

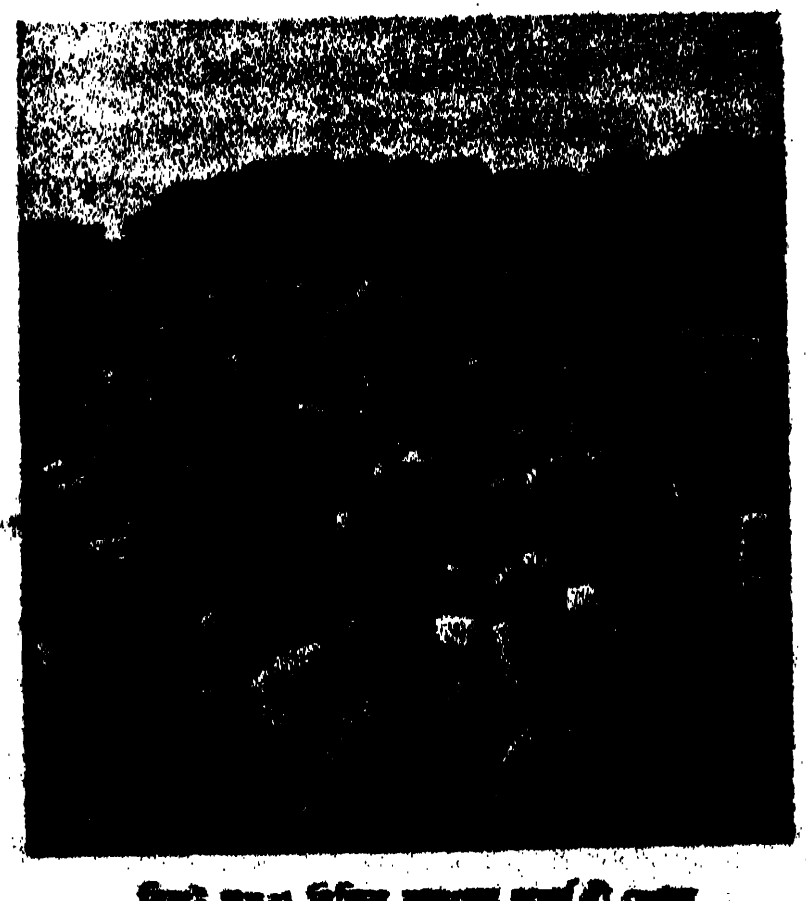

বিরাট [illegible] বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্র প্রদর্শনী দেখার জন্য সমবেত হইয়াছে।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C2532.

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা] কলিকাতা, ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৪২ [এক আনা

বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের ব্যাপক ক্ষমতাপ্রাপ্তি

দ্রব্যাদির মূল্য-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন এবং ঐ নীতি প্রচলন করিতে যে অসুবিধা ও বাধা আছে, তাহা গভর্ণমেণ্ট কতিপয় কমিউনিক প্রচার করিয়া জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা এই ব্যাপারে সীমাবদ্ধ ছিল—শুধু কতিপয় তালিকা-ভুক্ত দ্রব্য সম্বন্ধে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকার ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হওয়ায় প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ করিবার ও নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ মজুত রাখা নিবারণ করিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকায় অতিরিক্ত লাভ নিবারণের জন্য যথোপযুক্ত ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারেন না বলিয়া জনসাধারণের মনে যে ধারণা ছিল, তাহা অমাত্মক। গভর্ণমেণ্ট নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষপত্র-সমূহের অত্যধিক লাভের পথ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন।

ব্যবসায়ী ও মজুতকারীদের প্রতি সতর্ক-বাণী

নিত্যান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি সম্পর্কে বর্ত্তমানে বাঙলা সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন:—ময়দা, আটা, সরিষার তৈল, মটর, কলাই প্রভৃতি ডাল, লবণ, কয়লা (বাড়ীতে ব্যবহৃত), কতিপয় শ্রেণীর মশলা, কেরোসিন তৈল ও দিয়াশলাই। কিছুদিন যাবৎ এই সকল জিনিষের দাম সামান্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কয়লার দর অত্যধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। মাল গাড়ীর অভাবে কয়লার সরবরাহ কমিয়া যাওয়ায় দর বিশেষ বৃদ্ধি পায়। কয়লার এই অভাব দূর করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে। ভারত সরকারের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে। আশা করা যায় শীঘ্রই কয়লার দর স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়া যাইবে। মাল গাড়ীর অভাবই দরবৃদ্ধির প্রধান কারণ। পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে গমের দরবৃদ্ধিতে কিছুকাল পূর্ব্বে আটা ও ময়দার দরবৃদ্ধিরও লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। সমগ্র ভারতের গমের পাইকারী ও খুচরা সর্ব্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দিয়া এই সমস্যার সমাধান করা হইয়াছে। সরকার যতদূর খবর পাইয়াছেন, তাহাতে এই সকল পণ্যের জন্য ব্যবসায়ীরা কোনপ্রকার অতিরিক্ত লাভ দাবী করে নাই। এখনও চাউল, চিনি, মোটা কাপড়, ঘি, আলু ও শাকসব্জীর দর নিয়ন্ত্রণ করা হয় নাই। ইহার মধ্যে কয়েকটি জিনিষের দর-নির্দ্ধারণের কথা বর্ত্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। প্রয়োজন অনুযায়ী দর বাঁধিয়া দেওয়া, শাসন-ব্যবস্থা ও জনসাধারণের প্রয়োজন এবং উভয় দিক দিয়া বিশেষ সুবিধাজনক।

সরকারের নিয়ন্ত্রিত মূল্য যথাযথভাবে কার্য্যকরী হইতেছে কি না, তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য মূল্য-নিয়ন্ত্রণের ইন্সপেক্টরবৃন্দকে বাঁধাধরা কাজ ছাড়িয়া অবাধে বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিতে বলা হইয়াছে এবং অহেতুক লাভের যে কোন ঘটনার কথা জানাইতে বলা হইয়াছে। জনসাধারণ যদি এই ব্যাপারে সরকারের সহিত যথাসম্ভব সহযোগিতা করে এবং কেহ যাহাতে অতি মাত্রায় লাভ করিতে না পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখে, তাহা হইলে সরকার বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

খাদ্যদ্রব্য ও জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার পক্ষে প্রয়োজনীয় অপরাপর দ্রব্যের মূল্য শতকরা ১০৲ টাকার বেশী লইলেই তাহাকে অতিরিক্ত লাভ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

জনসাধারণকে অবশ্য একথা মনে রাখিতেই হইবে যে, জিনিষের দর কতক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবেই। কেন না, যুদ্ধ সুরু হইবার পর যে সকল অর্থনৈতিক কারণে দর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার উপর প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের কোনই হাত নাই।

(কমিউনিক)

বিমান-আক্রমণকালে আশ্রয় গ্রহণের গুরুত্ব

রেঙ্গুণের অভিজ্ঞতা হইতে প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভ

বাঙলা সরকার সর্ব্বসাধারণকে বিশেষ জোরের সহিত এই কথাই জ্ঞাত করাইতেছেন যে, তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ ব্যবস্থা হইতেছে গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করা অথবা বাহিরে থাকিলে বিমান-আক্রমণ কালে আশ্রয় গ্রহণ করা।

রেঙ্গুনে গত ২৩শে ডিসেম্বর যে বিমান আক্রমণ হয়, তাহাতে জনসাধারণ গৃহাভ্যন্তরে কিম্বা পরিখায় আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া আলোকিত রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছিল; ফলে বহু লোক হতাহত হইয়াছিল।

অপর একটি অঞ্চলে জনতা আজ্ঞা পালন করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করায় ফলে কোন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই এবং কয়েকটি লোক সামান্য আহত হয়।

রেঙ্গুনের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, আশ্রয় গ্রহণ করার গুরুত্ব কতখানি। সতর্কধ্বনি করার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণ যদি আজ্ঞা পালন করিত, তবে বোমা হইতে ছিটকাইয়া পড়া টুকরায় খুব অল্প লোকই হতাহত হইত।

একটি কথা বিশেষ জোরের সহিত বলা যাইতেছে যে, যে সকল অঞ্চলের বাড়ী খুব মজবুত নহে সেখানে গৃহের অভ্যন্তরে কিম্বা প্রাঙ্গণে পরিখা খনন করিলে ভাল রকম আশ্রয় লাভ করা যাইতে পারে। বিমান আক্রমণের কালে সেই পরিখার মধ্যে একটি খাট কিম্বা একটি টেবিলের তলায় থাকিবার পরামর্শ দেওয়া হইতেছে।

নিখিল ভারত গো-মহিষাদি প্রদর্শনী

উন্নত ধরণের পশু-প্রজনন ব্যবস্থা

ভারতবর্ষে গো-মহিষাদির উন্নতিকল্পে এবং যাহারা গো-মহিষাদি পালনে জীবিকা নির্ব্বাহ করে তাহাদের উপকারার্থ, প্রতিযোগিতামূলক পশু-উন্নয়ন প্রচেষ্টার নিমিত্ত এই বৎসর সর্ব্বপ্রথম দিল্লীর যথারীতি প্রদর্শনী ব্যতীত পশ্চিমে ভাবনগর এবং দক্ষিণে বাঙ্গালোরে দুইটি প্রদর্শনী খুলিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিভিন্ন প্রজনন সমূহে গো-মহিষ, ভেড়া এবং ছাগল প্রদর্শিত হইবে।

আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৮ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত দিল্লীতে নিখিল-ভারত গো-মহিষাদির প্রদর্শনীর সহিত নিখিল-ভারত পক্ষী-পালন প্রদর্শনীও খোলা হইবে।

উত্তর অঞ্চল এবং নিখিল-ভারত দুগ্ধ গো-মহিষাদির প্রদর্শনী মহাদিল্লীতে আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২১শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত খোলা হইবে।

পঞ্চম বার্ষিক নিখিল-ভারত গো-মহিষাদি প্রদর্শনীতে এই সর্ব্বপ্রথম ১৭ ধরণের ভেড়া ও ১২ ধরণের প্রজাতির ছাগল প্রদর্শিত হইবে। তিনটি প্রদর্শনীতেই উপযোগী নমুনা প্রদর্শন করা হইবে।

এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য হইতেছে ভারতের গো-মহিষাদির ব্যবসাকে সাহায্য করা এবং উন্নত ধরণের প্রজনন ব্যবস্থা দেশের সর্ব্বত্র যাহাতে বিস্তার লাভ করে, সেই সম্পর্কে প্রচার করা। এইখানেই ভারতের প্রকৃত সম্পদ কার্য্যকরীভাবে প্রদর্শিত হইবে এইরূপ অনুমান করা যাইতেছে; এবং যে সকল প্রদেশে ও রাজ্যে উন্নত প্রজনন ব্যবস্থা নাই, তাহারা এই স্থান হইতে উন্নত ধরণের পশু সংগ্রহ করিতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত বিদেশের পশুপালনকারিগণও ভারতের প্রজনন ব্যবস্থা সম্পর্কে কার্য্যকরী তথ্য অবগত হইতে পারিবেন।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে সুযোগমত জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেন্টস্,
বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)।

নিয়মাবলী

সম্পাদকীয়।—"বাঙলার কথায়" প্রকাশের জন্য যাঁহারা সংবাদ বা প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লিখিয়া উক্ত রচনা "সম্পাদক, বাঙলার কথা"— রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা—ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন। অমনোনীত রচনা কোন সময়েই ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

বার্ষিক চাঁদা।—"বাঙলার কথার" বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা করিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। অর্ডারের সঙ্গেই চাঁদা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হইবে না এবং যখনই গ্রাহক হওয়া যাউক না কেন, প্রথম সংখ্যা হইতেই বর্ষ গণনা করা হইবে। চাঁদার জন্য কাহারও নিকট ভি-পি প্রেরণ করা হইবে না। চাঁদার টাকা মনি-অর্ডারযোগে "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং, আলিপুর, কলিকাতা" এই ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে এবং মনি-অর্ডার কুপনে টাকা প্রেরণের উদ্দেশ্য ও প্রেরকের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লিখিতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১৯শে জানুয়ারী—১৯৪২

বিমান-আক্রমণে হতাহতের সাহায্য

নিম্নোক্তরূপ একটি সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে :—

খানসামা, ধোপা, পাচক ও মোটরগাড়ীর চালক প্রভৃতি পারিবারিক ভৃত্য বিমান-আক্রমণে আহত হইলে তাহারা সাহায্যলাভ করিতে পারিবে কি না, এই সম্পর্কে একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে। যে সকল ব্যক্তি কোনও প্রকার আয়ের কাজে নিযুক্ত আছে, তাহারা বিমান আক্রমণে হতাহত হইলে সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধে আহতদের সম্পর্কে যে পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন, তদনুসারে তাহাদের জন্য কয়েকটি সুবিধার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। যে ব্যক্তি কোনরূপ ব্যবসা বাণিজ্য, বৃত্তি, অফিসের কাজ বা পেশায় নিযুক্ত আছেন এবং যিনি গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য সম্পূর্ণরূপে অথবা মোটামুটিভাবে উহাদের উপর নির্ভরশীল তিনিই আয়ের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া বিবেচিত হইবেন। যে সকল ভৃত্য গৃহের কার্য্যে নিযুক্ত আছে, তাহাদিগকে উপরোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা হইবে। সুতরাং যুদ্ধে আহতদের সম্পর্কিত পরিকল্পনা অনুসারে যে সকল সুবিধা লাভের ব্যবস্থা আছে, তাহারা সেই সকল সুবিধা লাভের অধিকারী হইবে।

গভর্ণমেণ্ট সংক্ষেপে উপরোক্ত সুবিধাসকল বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল সুবিধার মধ্যে বিমান-আক্রমণে আহতদের জন্য গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ে বিনা খরচায় চিকিৎসা ও আহত ব্যক্তি বা তাঁহার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য আর্থিক ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সমগ্র প্রদেশে বিভিন্ন অনুমোদিত চিকিৎসালয় ও হাসপাতালসমূহে প্রয়োজনানুসারে মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল উভয়বিধ চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকিবে। গভর্ণমেণ্ট "আবশ্যকানুযায়ী কৃত্রিম" অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অথবা সার্জিক্যাল বা অন্যবিধ যন্ত্রপাতির জন্য অর্থব্যয় করিতেও প্রস্তুত থাকিবেন। বিভিন্ন প্রকার আর্থিক ভাতা দিবার ব্যবস্থা থাকিবে। যদি কেবলমাত্র অল্প কয়েকদিনের জন্য কোনও ব্যক্তি অক্ষম হইয়া পড়ে, তবে তাহাকে মাসিক সাড়ে ১৩॥০ টাকা হারে সাময়িক ভাতা দেওয়া হইবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সুবিধার জন্য মাসে দুই কিস্তিতে উক্ত ভাতা দেওয়া যাইতে পারে। যদি কোনও ব্যক্তি গুরুতররূপে বা দীর্ঘ কালের জন্য অক্ষম হইয়া পড়ে, তবে তাহাকে অক্ষমতার অবস্থানুসারে মাসিক ৬৲ টাকা হইতে সাড়ে ১৩॥০ টাকা পর্য্যন্ত পেন্সন দেওয়া হইবে। চিকিৎসা সম্পর্কিত কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যতকাল আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করিবেন, ততকাল পর্য্যন্ত উহা দেওয়া যাইতে পারে। কোনও ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে তাহার বিধবা স্ত্রীকে এবং বিধবা স্ত্রী না থাকিলে পরিবারের মধ্যে জীবিত অন্য কোনও উপযুক্ত ব্যক্তিকে অর্থাৎ পিতা, মাতা, পুত্র বা কন্যাকে মাসিক ৮৲ টাকা হারে পারিবারিক পেন্সন অর্থাৎ পরিবারের ভরণপোষণের জন্য ভাতা দেওয়া হইবে। পারিবারিক ভাতাসহ প্রত্যেক অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুর জন্য মাসিক ২ টাকা হারে ভাতা দিবার ব্যবস্থা থাকিবে।

গভর্ণমেণ্ট এই সকল পেন্সন ও ভাতা দিবেন এবং মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করিবেন। যে সকল ক্ষেত্রে ভাতা দেওয়া হইবে, সেই সকল ক্ষেত্রে ডাক ঘর হইতে উহা লওয়া যাইতে পারিবে। এইরূপ আশা করা যায়, এই ইস্তাহারে যুদ্ধে আহতদের সম্পর্কিত পরিকল্পনায় যে সকল সুবিধার কথা বলা হইয়াছে, নিয়োগকারীগণ তাঁহাদের ভৃত্যদিগকে তাহার বিষয় বুঝাইয়া দিবেন। যে সকল ভৃত্য তাহাদের কার্যত্যাগ করিবে, তাহারা যে এই সকল সুবিধা লাভের অধিকারী হইবে না, তাহা বলাই বাহুল্য।

বিমান-আক্রমণ ও ভিক্ষুক-সমস্যা

বিমান আক্রমণের সম্ভাবনায় কলিকাতায় ভিক্ষুক সমস্যা সমাধান একান্ত আবশ্যক হওয়ায় তৎসম্বন্ধে আলোচনার জন্য বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ ভবনে সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের এক কনফারেন্স হয়। জনস্বাস্থ্য ও স্বায়ত্বশাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ সন্তোষকুমার বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কলিকাতা কর্পোরেশন, রোটারী ক্লাব, রামকৃষ্ণ মিশন, স্যালভেশন আর্মি ও আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ কনফারেন্সে যোগদান করেন।

রোটারী ক্লাবের প্রস্তাবিত ভ্যাগ্রেন্সী বিলের পরিকল্পনাকে বর্তমান জরুরী অবস্থার উপযোগী করিয়া অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত করিবার প্রস্তাব কনফারেন্সে গৃহীত হয়।

প্রস্তাবিত বিলের সময়োপযোগী সংশোধন করিবার জন্য কনফারেন্সে একটি ছোট কমিটি গঠিত হয়। তাহাতে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গ মিঃ এন, কে বসু, মিঃ সিদ্দিকী, ডাঃ এ, সি, উকিল, মিঃ আবদুর রহিম এবং মিঃ হল্যাণ্ড সদস্য নির্ব্বাচিত হন। মাননীয় মিঃ সন্তোষকুমার বসু উক্ত কমিটির এক্স-অফিসিও চেয়ারম্যান হন।

আবশ্যক হইলে সরকার জরুরী অবস্থার উপযোগী আইন প্রণয়ন করিয়া প্রস্তাবিত ভ্যাগ্রেন্সী বিল কার্য্যে পরিণত করিবেন। সেজন্য আবশ্যকীয় প্রাথমিক খরচ সরকার বহন করিবেন। ব্যয় বরাদ্দ সম্বন্ধে আইনসভার পরে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারিবে, উক্তরূপ মর্ম্মেও কনফারেন্সে প্রস্তাব পাশ হয়।

ভ্যাগ্রেন্সী বিলের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস বিবৃত করিয়া সভাপতি মাননীয় মিঃ বসু বলেন যে, ২০ বৎসরের অধিককাল যাবৎ কলিকাতার ভিক্ষুক সমস্যা বাঙলা সরকার, কলিকাতা কর্পোরেশন এবং কয়েকটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। যুদ্ধের দরুণ এই সমস্যার সমাধান অবিলম্বে প্রয়োজন হইয়াছে।

মিঃ ই ডবলু হল্যাণ্ড, পুলিশের ডেপুটি কমিশনার মিঃ কে, এফ, লোভান, মিঃ এ, আর, সিদ্দিকী, খান বাহাদুর ওয়ালি-উল-ইসলাম, মিঃ এস, চ্যাটার্জি, কর্ণেল ক্যানিংহাম (স্যালভেশন আর্মি), মিঃ জে, সি, গুপ্ত, মিঃ আবদুর রহিম মিঃ সিমন্স এবং লেঃ কর্ণেল এন, বারওয়েল কনফারেন্সে বক্তৃতা করেন।

মোটরের "হেড লাইট" ঢাকিবার ব্যবস্থা

জনসাধারণের বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়

গত ৮ই জানুয়ারী ২০৪পি নং যে সরকারী বিবৃতি জারি করা হইয়াছে, সেদিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। উক্ত ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, পুলিশ অফিসার, এ, আর, পি, সংক্রান্ত ব্যক্তি এবং কলিকাতায় পুলিশ কমিশনার এবং মফঃস্বলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক এই সম্পর্কে যে সমস্ত ব্যক্তি লিখিতভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের মোটর গাড়ীর নিকটবর্তী পার্শ্বস্থ হেডল্যাম্প নিম্নলিখিতভাবে ঢাকনা দিবেন :—

যে কাচের ভিতর দিয়া আলো বাহির হয়, তাহার মাঝামাঝি তিন ইঞ্চি পাশে একটি লম্বালম্বি রেখা ব্যতীত আর সবটাই সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। উপর্য্য-উপরি তিনটি পৃথক মোটা 'বাফ' কিম্বা উক্তরূপ অন্য কোন কাগজে এই স্থান বন্ধ করিয়া দিতে হইবে এবং কাচের ভিতর দিকে কালো কালি দ্বারা এ, আর, পি, কথাটি আঁকিয়া দিতে হইবে।

যে সকল ব্যক্তি উপরোক্তভাবে নিজেদের মোটরের হেডল্যাম্প আবৃত করিবেন, তাঁহাদিগকে যথাক্রমে কলিকাতায় হইলে পুলিশ কমিশনার এবং মফঃস্বল অঞ্চলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের লিখিত অনুমতি লইয়া এই ব্যবস্থা করিতে হইবে; নতুবা ভারতরক্ষা আইনের ৫২ ধারার উপধারা (৫) অনুসারে দণ্ডনীয় হইবেন।

(প্রেস্-নোট)

ইটের দর নির্দ্ধারিত

বাঙলা সরকারের বিজ্ঞপ্তি

বাঙলা সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, এ, আর, পি কাজের জন্য সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বহুল পরিমাণে ইটের প্রয়োজন হওয়ায় জানান হইয়াছে যে, মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান কন্ট্রোলারের বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে ২৪-পরগণা, ব্যারাকপুর ও বারাসত মহকুমার সদরে, হাওড়ার সদর মহকুমার এবং হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার ১ম ও ২য় শ্রেণীর কোন ইটের ক্রয়-বিক্রয় হইতে পারিবে না। ভাটি হইতে ডেলিভারীর সর্ত্তে এই সকল ইটের সর্ব্বোচ্চ দর যথাক্রমে ২৩ টাকা ও ২১ টাকায় বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে।

পরলোকে স্যার আকবর হায়দরী

বিরাট প্রতিভাদীপ্ত জীবনের অবসান

১৭ দিন রোগ ভোগের পর স্যার আকবর হায়দরী গত ৮ই জানুয়ারী অপরাহ্ন ৫টা ৪৫ মিনিটের সময় পরলোকগমন করিয়াছেন।

স্যার আকবর হায়দরী কলিকাতা সফর হইতে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের পর পীড়িত হইয়া পড়েন। কলিকাতায় অবস্থানকালে তিনি সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ১৭ দিন পীড়িত অবস্থায় থাকাকালে দীর্ঘ সময় অন্তর অন্তর তিনি সামান্য সংজ্ঞা লাভ করিতেন।

স্যার হায়দরীর মৃত্যুকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মিঃ এম, এস, এ, হায়দরী ও তাঁহার পত্নী এবং অপর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু উপস্থিত ছিলেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

রাইট অনারেবল স্যার আকবর হায়দরী গত জুলাই মাসে বড়লাটের সম্প্রসারিত শাসন পরিষদে সদস্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ভারত সরকারের প্রচার বিভাগের ভার তাঁহার উপর দেওয়া হইয়াছিল।

১৯২৮ সালে তিনি "নাইট" এবং ১৯৩৬ সালে প্রিভি-কাউন্সিলার হন। ১৯৩৭ সালে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-সি-এল ডিগ্রী পাইয়াছিলেন। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও তিনি অনারারী এল-এল-ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

গত ১৮৬৯ সালে ৮ই নভেম্বর তারিখে স্যার আকবর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চারি পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

বোম্বাই সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি ১৮৮৮ সালে ইণ্ডিয়ান ফাইন্যান্স ডিপার্টমেণ্টে যোগদান করেন। ১৮৯০ সালে তিনি যুক্তপ্রদেশের এসিষ্টাণ্ট একাউণ্টাণ্ট জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৮৯৭ সালে তিনি বোম্বাইয়ের ডেপুটি একাউণ্টাণ্ট জেনারেল হন। ১৯০০ সালে তিনি মাদ্রাজে বদলী হন। ১৯০১ সালে তিনি গভর্ণমেণ্ট প্রেস একাউণ্টসের একজামিনার নিযুক্ত হন। ১৯০৩ সালে তিনি ভারতের ট্রেজারীসমূহের কনট্রোলার হন। ১৯০৫ সালে তিনি হায়দরাবাদ রাজ্যের একাউণ্টাণ্ট জেনারেলের কাজ করিবার জন্য ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রেরিত হন। ১৯০৭ সালে তিনি হায়দরাবাদ রাজ্যের ফাইন্যান্সিয়াল সেক্রেটারী হন। ১৯১১ সালে তিনি হায়দরাবাদ রাজ্যের স্বরাষ্ট্র বিভাগের (বিচার, পুলিশ, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি) সেক্রেটারী হন। ইহা ছাড়া ১৯১৯ সালে তিনি শিল্প বাণিজ্য বিভাগের অস্থায়ী ডিরেক্টর জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৯২০ সালে তিনি বোম্বাইয়ের একাউণ্টাণ্ট জেনারেল হন। ১৯২১ সালে তিনি হায়দরাবাদ রাজ্যের শাসন পরিষদের অর্থ ও রেলওয়ে বিভাগের সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯২৭ সালে সমবায় সমিতি ও খনি বিভাগের ভারও তাঁহার উপর অর্পিত হয়। ১৬ বৎসর কাল তিনি হায়দরাবাদ রাজ্যের অর্থ-সচিবের কাজ করিবার পর ১৯৩৭ সালে রাজ্যের শাসন পরিষদের প্রেসিডেণ্ট হন। বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি ঐ পদে ছিলেন।

হায়দরাবাদ প্রতিনিধি দলের নেতারূপে তিনি ১৯৩১, ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালে লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি পার্লামেণ্টারী জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটিরও সদস্য ছিলেন।

তিনি দেশীয় রাজ্য মন্ত্রী-কমিটির প্রেসিডেণ্ট ছিলেন।

তিনি হায়দরাবাদ রাজ্যের শিক্ষা ও অর্থ বিভাগের সংস্কার সাধন করেন। তাঁহারই চেষ্টায় ১৯৩০ সালে ১,২০০ মাইল দীর্ঘ রেলপথ নিজাম সরকারের ভারত হইতে ক্রয় করা হয়। ১৯৩৬ সালের বেরার চুক্তির মূলেও তিনি ছিলেন। তিনি ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠিত করিয়া উর্দ্দুকে শিক্ষার বাহন করেন। তাঁহারই চেষ্টায় নিজাম সরকার পুরাতত্ত্ব বিভাগ খোলেন। ইহার ফলে অজন্তার শিল্প-সম্পদ ও দাক্ষিণাত্যের ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়। হায়দরাবাদ রাজ্যের বর্ত্তমান শাসন সংস্কারের পরিকল্পনা প্রধান-মন্ত্রীরূপে তিনিই করিয়াছিলেন।

বিদ্যোৎসাহী ও দার্শনিক হিসাবে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

মাননীয় মিঃ ফজলুল হকের শ্রদ্ধাঞ্জলি

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক স্যার আকবর হায়দরীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া বলেন, "স্যার আকবর হায়দরীর মৃত্যু যদিও অপ্রত্যাশিত নয়, তথাপি ইহা আমাদিগের নিকট অত্যন্ত বেদনাদায়ক। স্যার আকবর ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিতেছিলেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়। ফলে তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি। তাঁহার মৃত্যুতে ভারত তাহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাগরিককে হারাইল এবং মাতৃভূমি তাহার একজন বিশিষ্ট দেশসেবককে হারাইল। প্রবীণ ও নূতন যুগের সীমা নির্দ্দেশক তিনি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাব পূরণ সময়সাপেক্ষ। তিনি সকল সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধাভাজন ও অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট দেশসেবক, রাজনীতিবিদ ও আদর্শ ভদ্রলোক ছিলেন।"

মাননীয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির শোক প্রকাশ

মাননীয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন:—
"স্যার আকবর হায়দরীর মৃত্যুতে ভারত তাহার একজন কৃতী সন্তানকে হারাইল। তিনি একজন বিশিষ্ট শাসক, রাজনীতিবিদ, বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও জাতিধর্ম্মের সীমা রহিত সংস্কৃতির অধিকারী ছিলেন। সম্প্রতি তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমলা লেকচারার হিসাবে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তৎপূর্ব্বেই আমাদিগকে তাঁহাকে হারাইতে হইল।"

মাননীয় মিঃ সন্তোষকুমার বসু

"নাগরিক-সংরক্ষণ" কার্য্যাবলীর দায়িত্ব গ্রহণ

বাঙলা সরকার বর্ত্তমানে কলিকাতা অঞ্চলে এবং সাধারণ ভাবে সমগ্র প্রদেশের সিভিল ডিফেন্সের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কে বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন। অন্যান্য বিষয়ের সহিত গত ৭ই জানুয়ারীতে মন্ত্রিমণ্ডলীর একটি বৈঠকে স্থির করা হয় যে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগে সিভিল ডিফেন্স সম্পর্কে যে যথাবিধ কার্য্য পরিচালিত হয়, তাহার সমতা সাধনের নিমিত্ত উহা সমগ্রভাবে একজন মন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত করা হইবে। স্বায়ত্ত শাসন, চিকিৎসা ও জন-স্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ সন্তোষ কুমার বসু এই দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। (অফিসিয়াল)

প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত সীতাকুণ্ড নামক স্থানে শিবরাত্রির মেলা বসে। বর্ত্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সেখানে যাত্রী সমাগম না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই জনতাকে লক্ষ্য করিয়া শত্রুপক্ষ বিমান আক্রমণ চালাইতে পারে এবং তাহার ফলে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। সুতরাং জনসাধারণকে মেলায় যোগদান না করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। সর্ব্ব-সাধারণের অবগতির জন্য আরও জানানো যাইতেছে যে, এ বৎসর সীতাকুণ্ডে যাত্রীগণের থাকিবার কোন ব্যবস্থাই হইবে না। এতদ্ব্যতীত এ বৎসর রেলওয়ের সুবিধা পাওয়া যাইবে না এবং বিশেষ কোন ব্যবস্থাও থাকিবে না। (প্রেস-নোট)

মহামান্য সম্রাট যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতের একটি কারখানা পরিদর্শনে গিয়া সেখানে প্রস্তুত টেলিফোন যন্ত্রের একটি অংশ পরীক্ষা করিতেছেন।

রাসায়নিক পরীক্ষা বিভাগের বিবরণী

চিত্তাকর্ষক ও তথ্যপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয়

১৯৪০ সালের রাসায়নিক পরীক্ষা বিভাগের ৬৬তম বার্ষিক বিবরণীতে বিবৃত হইয়াছে যে, আলোচ্য বর্ষে ২২,০০৭টি দ্রব্য পরীক্ষিত হইয়াছে; উহার পূর্ব্ব বৎসর পরীক্ষিত জিনিষের পরিমাণ ছিল ২০,২৭৮; ফলে দেখা গেল যে, দ্রব্যের পরিমাণ ১,৭২৯ বর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রত্যেক বিভাগের বিভিন্ন শাখা হইতে অধিক সংখ্যক জিনিষ প্রাপ্তির ফলে দ্রব্যের পরিমাণ সর্ব্বসাকুল্যে বর্দ্ধিত হইয়াছে। যেসব জিনিষ পরীক্ষা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে বাঙলা হইতে ১৮,২৫৮টি, বিহার হইতে ২,৫০১টি, উড়িষ্যা হইতে ৭৪৮টি, আসাম হইতে ২৯৫টি, ভারত সরকারের ও অন্যান্য গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগ হইতে ৫৫টি এবং বিবিধ উপায়ে ১৪৪টি জিনিষ পাওয়া গিয়াছিল।

সাধারণ বিশ্লেষণে এবং আবগারী বিভাগে ১৫,১৭৪টি জিনিষ পরীক্ষিত হইয়াছে; উহার পূর্ব্ব বৎসর পরীক্ষিত জিনিষের পরিমাণ ছিল ১৩,৯৫৭; ফলে দেখা যায় যে, মোট দ্রব্যের পরিমাণ ১,২১৭ বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হইতেছে বাঙলাদেশে এই কয়েক বৎসরের মধ্যে ঔষধ প্রস্তুত শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি। মোট যে সকল দ্রব্যাদি পরীক্ষিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৪,৭৫৬টি বাঙলাদেশ হইতে আসিয়াছে। চিকিৎসা সম্পর্কিত আইন বিভাগে ৬,৮৩৩টি দ্রব্য পরীক্ষিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে ঐ বিভাগে ২,৭৭৩টি কেস পাঠানো হইয়াছিল।

এই বিভাগ কতকগুলি গবেষণামূলক কাজও করিয়াছে। গত ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ২৮শে যে অধিবেশন হইয়াছে, তাহাতে পাঠের জন্য দুইটি চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ প্রেরিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একটির বিষয়বস্তু হইতেছে মানুষের চুলে ধাতব পদার্থ এবং দ্বিতীয়টির বিষয়—হিন্দু স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের মধ্যে শীসক-বিষের সংক্রমণ। শেষোক্ত প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, হিন্দু নারীগণ সিঁদুর ব্যবহার করেন এবং শিশুগণ তাঁহাদের সংস্পর্শে আসে। এইভাবে উভয়ের মধ্যেই বিষ সংক্রামিত হয়। খাঁটি সিন্দুর পারা হইতে উৎপন্ন হয় এবং উহা চীন হইতে আমদানী করা হয়। সাধারণতঃ সিন্দুরের মধ্যে লাল শীসা এরূপভাবে থাকে যাহা জলে ধৌত হয় না এবং সেই সঙ্গে আরও জিনিষও থাকে। উহা শরীরের লোম কূপ, প্রস্রাব ও মুখমণ্ডলের ভিতর দিয়া নারীদের দেহ বিষময় করে এবং তাহার ফলে রক্তশূন্যতা, উদ্যমহীনতা, নিদ্রাহীনতা এবং ঋতু-ঘটিত রোগ জন্মে। তদুপরি বহুমূত্র এবং অন্যান্য রোগও জন্মিয়া থাকে। এই প্রবন্ধে সিন্দুর সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণ করা হইয়াছে এবং স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য জনসাধারণকে শীসকহীন সিন্দুর ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।

সাধারণতঃ হিন্দু নারীরা যে ধরণের চলতি সিন্দুর ব্যবহার করেন, ব্যাপকভাবে তাহার বিশ্লেষণ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং তাহার কাজ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার মিশ্রি জিনিষ বর্জ্জিত বলিয়া উক্ত ২৫ রকমের সিন্দুর পরীক্ষা করা হইয়াছে। দেখা গিয়াছে অধিকাংশই লাল শীসার সহিত অন্যান্য দ্রব্যাদি মিশ্রিত করিয়া উহা তৈয়ারী করা হইয়াছে। কেবলমাত্র একটি নমুনা দেখা গিয়াছিল, যাহা একেবারে শীসা হইতে মুক্ত এবং খাঁটি চীনা সিন্দুর। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে—উহাতেই দেখা যাইতেছে যে, হিন্দু রমণীগণ কি পরিমাণে শীসা ব্যবহার করিয়া বিভিন্ন রোগ এবং শীসক-বিষে আক্রান্ত হন।

এই বিবরণীতে চিকিৎসা সম্পর্কিত আইনের ব্যাপারের যে কতকগুলি চিত্তাকর্ষক বিবরণী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে মজঃফরপুরের অন্তর্গত সীতামারী মহকুমার মেডিক্যাল অফিসার যে কেসটি পাঠাইয়াছিলেন, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই মেডিক্যাল অফিসার যথাক্রমে ১৯ এবং ৫০ বৎসর বয়স্কা দুইটি স্ত্রীলোকের নাড়ীভুড়ি প্রেরণ করিয়াছিলেন। কোন গ্রামের গ্রামবাসিগণ একটি পরিবারের সমস্ত স্ত্রীলোক-দিগকে ডাইনী বলিয়া সন্দেহ করে এবং একদিন তাহারা সমবেত হইয়া স্ত্রীলোকদিগকে কুটির হইতে বলপূর্ব্বক বাহিরে আনয়ন করিয়া এক প্রকার সাদা জিনিষ খাইতে বাধ্য করে। ফলে প্রত্যেকের বমি ও দাস্ত হইতে থাকে এবং কয়েক ঘণ্টা পরে তাহাদের মধ্য হইতে দুইটি স্ত্রীলোক মারা যায়। উভয়ের পাকস্থলীতেই আর্সেনিক পাওয়া গিয়াছিল।

(প্রেস-নোট)

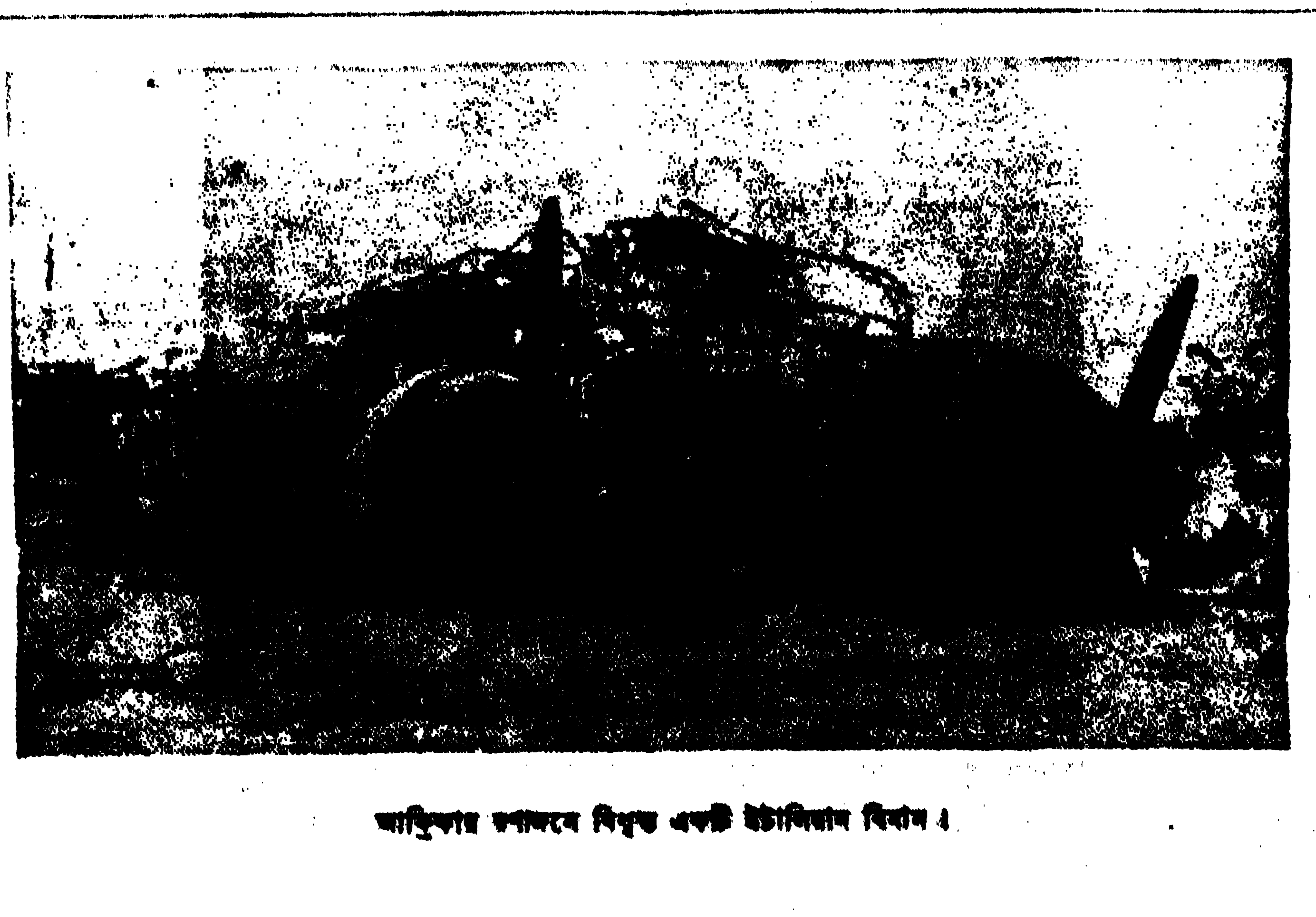

আফ্রিকার রণাঙ্গনে বিধ্বস্ত একটি ইটালিয়ান বিমান।

যুদ্ধের সংবাদ

[১০ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

মধ্যপ্রাচ্যের ব্রিটিশ ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, লিবিয়ার রণাঙ্গনের অগ্রবর্ত্তী এলাকায় ঝড়ো আবহাওয়ার দরুণ বৃটিশ পেট্রল ও বিমান বাহিনীর কর্ম্মতৎপরতা ব্যাহত হয়। হালফায়া এলাকায়ও বিমান আক্রমণের ব্যাঘাত ঘটে। বৃটিশ বাহিনী প্রতিপক্ষের বিচ্ছিন্ন সৈন্যঘাঁটি-সমূহ পরিবেষ্টন করিতেছে। মধ্যপ্রাচ্যের বৃটিশ বিমান বিভাগের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, লিবিয়ার রণাঙ্গণে দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও বৃটিশ ও ফরাসী বিমানবহর হালফায়া এলাকায় প্রতিপক্ষের ঘাঁটিসমূহের উপর হানা দেয়। তদুপরি বৃটিশ বিমানবহর ত্রিপলীতে হানা দেয় এবং সিসিলি দ্বীপের ক্যাসল ভেট্রাণো বিমানঘাঁটিতে হানা দেয়। তথায় কয়েকবার হানা দিয়া প্রতিপক্ষের ৪০টি বিমান ধ্বংস করে। প্রতিপক্ষ তব্রুক পোতাশ্রয়েও হানা দেয়, কিন্তু সামান্য ক্ষতি হয়।

জার্ম্মাণদের জেদাবায়া ত্যাগ

• সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, প্রচণ্ড তুষার-ঝঞ্ঝার সুযোগ গ্রহণ করিয়া প্রতিপক্ষ জেদাবায়া ত্যাগ করিতেছে। দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সত্ত্বেও অগ্রবর্ত্তী বৃটিশ বাহিনী প্রতিপক্ষের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। হালফায়া এলাকায় ধুলিঝঞ্ঝা সত্ত্বেও বৃটিশ বিমানসমূহ সারাদিন ধরিয়া প্রতিপক্ষের ঘাঁটিসমূহের উপর আক্রমণ চালায়।

• মাল্টায় ক্রীটের ন্যায় অভিযান সম্ভাবনা

ষ্টেনস্কা দাগব্লাডেট-এর বার্লিনস্থিত সংবাদদাতা বলিতেছেন যে, মাল্টার উপর প্রবল বিমান-আক্রমণ হইতে ইহাই সূচিত হইতেছে যে, ক্রীটে যেরূপভাবে অভিযান হইয়াছিল, মাল্টার উপরও সেইরূপভাবে অভিযান হইতে পারে।

লণ্ডন হইতে নিম্নলিখিত তার পাওয়া গিয়াছে—ডেলী মেলের বিশেষ সংবাদদাতা কর্ত্তৃক ফরাসী সীমান্ত হইতে প্রেরিত তারে বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণ ইউরোপের সমস্ত স্থান হইতে এই মর্ম্মে বহু সংবাদ আসিতেছে যে, সিসিলি ও ইটালীর দক্ষিণ প্রান্ত দেশে মাল্টার উপর বিরাট আক্রমণ চালাইবার জন্য সন্নিবেশিত জার্ম্মাণ বিমানসমূহ দেখা যাইতেছে। ঐ সব সংবাদে বলা হইতেছে, এই আক্রমণের জন্য জার্ম্মাণ বিমানবাহিনী স্পোলেনজ-এর আদেশ প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। ঐ স্থানে ক্রুমারের পূর্ব্ব রণাঙ্গনস্থিত হেডকোয়ার্টার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আক্রমণের জন্য বহু সৈন্য ও রণসম্ভারবাহী বিমান, বোমারু এবং জঙ্গী বিমান সন্নিবেশিত হইয়াছে। যেসব বিমান রাশিয়া হইতে মেরামত করার জন্য প্রেরিত হইতেছিল, তাহা পুনরায় বহু ক্ষেত্রে সিসিলিতে প্রেরণ করা হইতেছে। ক্রীটে যেরূপভাবে আক্রমণ চালানো হইয়াছিল, সেইরূপভাবে বিপুল প্যারাসুট সৈন্য, গ্লাইডার, বিমান ও হাল্কা জাহাজের সাহায্যে আক্রমণ চালাইবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। তদুপরি ব্রিটিশ রণতরী-সমূহকে দূরে রাখিবার জন্য ডাইভ বোমারুবহর নিয়োগ করা হইবে।

শত্রুপক্ষের দুইখানা জাহাজ নিমজ্জিত

বৃটিশ নৌ-বিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার প্রধান নৌ-সেনাপতি প্রেরিত সংবাদে জানা যায় যে, বৃটিশ সাবমেরিনসমূহ আইওনিয়ান সাগরে প্রতিপক্ষের একটি বৃহদাকার সৈন্যবাহী জাহাজ এবং মাঝারি যোগানদার জাহাজের উপর টর্পেডো নিক্ষেপ করে। সৈন্যবাহী জাহাজটি জলমগ্ন হয়। যোগানদার জাহাজটি জলমগ্ন হইতে দেখা যায় নাই বটে, তবে উহা এরূপ গুরুতরভাবে জখম হইয়াছে যে, উহা ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে।

বাঙলাদেশে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের কার্য্যকারিতা

১৯৩৯-৪০ সনের বার্ষিক বিবরণী

ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, পাবনা, বীরভূম ও যশোহরে যে পাঁচটি জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক ছিল, তাহাদের প্রাথমিক পরীক্ষামূলক সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট খুলনা, বর্দ্ধমান, রাজশাহী, ঢাকা ও ফেণীতে (নোয়াখালী) আর পাঁচটি এরূপ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন।

পূর্ব্ব হইতে প্রতিষ্ঠিত পাঁচটি ব্যাঙ্কের কার্য্যের প্রসার যেরূপ দ্রুত হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল, অবশ্য সেরূপ হয় নাই। কার্য্যের এরূপ শিথিলতার কারণ হইতেছে নিম্নরূপ:—

(১) বন্ধকী জমীর সম্পর্কে সহযোগী অংশীদারদের অনিচ্ছা, এবং

(২) জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের কাছে সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ঋণ গ্রহণ করিলে একান্ত প্রয়োজনের সময়ও আর কোন স্থান হইতে পরে ঋণ সংগ্রহ করা যাইবে না বলিয়া ধারণা।

সংশোধিত প্রজা-স্বত্ব আইনে এজমালী সম্পত্তির অংশ-বিশেষ স্বতন্ত্র করিয়া লওয়ার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে সহযোগী অংশীদার সম্পর্কিত অসুবিধা বহুলাংশে দূরীভূত হইয়াছে।

জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের খাতকদিগকে ফসল সম্পর্কিত ঋণদান সমিতিসমূহের সদস্য হওয়ার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে—যেন তাহারা কৃষিকার্য্যের জন্য ঋণ সংগ্রহ করিতে পারে। জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কে সম্পত্তি বন্ধক থাকিলে অন্যত্র হইতে কোন ঋণ পাওয়া যায় না বলিয়া যে ধারণা, এই ব্যবস্থার ফলে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে দূর হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে ৫টি জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের মোট সদস্য সংখ্যা ২,২২২ জন হইতে বাড়িয়া ২,৪৮২ জন হয়। যে-সব সদস্যকে ঋণ দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা ১,২৮৬ জন হইতে বাড়িয়া ১,৫৭০ জন হয় এবং মোট কার্য্যকরী মূলধন ৫ লক্ষ ৫ হাজার হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫ লক্ষ ৬৫ হাজারে দাঁড়ায়। আলোচ্য বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত ঋণের জন্য মোট ৫,৩০৫টি দরখাস্ত পাওয়া যায় এবং এই সব দরখাস্তে মোট ২৫,০২,৯৩৪৲ টাকা ঋণ চাওয়া হইয়াছিল। ২,০৫৭টি দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া ৯,৮৩,১০৮৲ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। ৩,০০৪টি দরখাস্ত নামঞ্জুর করা হয়। এই সব দরখাস্ত দ্বারা মোট ১৪,০৯,৯১৭৲ টাকা ঋণ প্রার্থনা করা হইয়াছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দরখাস্ত নামঞ্জুর করার কারণ ইহাই যে, যে-সব জমি বন্ধক দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছিল, তাহাদের আয় অতি সামান্য এবং অধিকাংশ স্থলেই ঋণ-প্রার্থীদের টাকা প্রত্যর্পণের ক্ষমতা ছিল না।

আলোচ্য বর্ষে ৫টি জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক গড়ে প্রত্যেকে ২৮৪ জন খাতককে ১,২৩,২৭০৲ টাকা করিয়া ঋণ দিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে গড়ে ১৭৯ জন খাতককে ৭৪,৩৩৩৲ টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছিল। বন্ধকী সম্পত্তির মূল্যের শতকরা ৩৯৲ টাকা পরিমাণ ঋণ প্রদত্ত হইয়াছিল।

যেসব লোককে ঋণ দেওয়া হইয়াছিল, তাহাদের পূর্ব্বকার ঋণ ১০·২৭ লক্ষ ছিল; তাহা ৬.৬৭ লক্ষ টাকায় মীমাংসা করিয়া দেওয়া হয়। কাজেই দেখা যায়, এরূপ মীমাংসার ফলে মাত্র শতকরা ৬৫৲ টাকা দিয়া মীমাংসা করা সম্ভবপর হইয়াছিল।

ঋণ গ্রহীতাদের বার্ষিক উদ্বৃত্ত আয়ের পরিমাণ ছিল ১.৮২ লাখ এবং এই টাকা হইতে তাহাদিগকে সুদ-সমেত ১.০২ লক্ষ টাকা কিস্তি হিসাবে প্রদান করিতে হইয়াছে।

নিম্নোক্ত হিসাবে এযাবৎ প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকার ঋণ, ঋণ গ্রহীতাদের সংখ্যা ও মোট ঋণের পরিমাণ উল্লেখিত হইল:—

	ঋণ গ্রহীতাদের সংখ্যা।	ঋণের পরিমাণ।
১০০৲ টাকার নিম্নে ঋণ	৫	৩৯৮৲
১০০৲ হইতে ৩০০৲ পর্য্যন্ত	৬৩৩	১,২৩,৪৬৭৲
৩০০৲ হইতে ৫০০৲ পর্য্যন্ত	৪৪০	১,৬০,৮৯৮৲
৫০০৲ হইতে ১,০০০৲ পর্য্যন্ত	৩৫৮	২,৩১,০০৫৲
১,০০০৲ হইতে ১,৫০০৲ পর্য্যন্ত	৭৯	৮৭,৮২৫৲
১,৫০০৲ হইতে ২,০০০৲ পর্য্যন্ত	৩০	৪৯,৫০০৲
২,০০০৲ হইতে ২,৫০০৲ পর্য্যন্ত	১২	২৪,৭০০৲
২,৫০০৲ টাকার উপর	১১	৪২,৩০০৲
মোট	১,৫৭০	৭,২০,০৯৩৲

এই সব ঋণ গ্রহণের কারণ সম্পর্কে একটি বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

	টাকা।
১। বন্ধকী সম্পত্তি খালাস করা এবং অন্যান্য ঋণ পরিশোধের জন্য	৬,০৯,৬৮৬
২। জমির উৎকর্ষ সাধনের জন্য	৪,৭১৬
৩। জমি খরিদ করার জন্য	২,৬৮১
৪। জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের শেয়ার ক্রয়ের জন্য	৩৫,২৬৪
৫। অন্যান্য কারণে	৬৭,৭৪৬
মোট	৭,২০,০৯৩

গৃহীত ঋণের শতকরা প্রায় ৯২৲ টাকা পূর্ব্ববর্ত্তী ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যয়িত হইয়াছিল। জমির উৎকর্ষ-সাধন ও জমি ক্রয়ের সুযোগও যে এই সব ব্যাঙ্ক হইতে পাওয়া যাইতে পারে, অধিকাংশ লোকই এখন পর্য্যন্ত তাহা উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

আলোচ্য বর্ষে মোট ৪৮,৭৬৮৲ টাকার ঋণ পরিশোধ করা হইয়াছে; তন্মধ্যে ১৬,৩৪২ টাকা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বের ঋণ। মোট ৫১,৩৩৭৲ টাকা আদায় হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু ৩২,৪২৬৲ টাকা আদায় হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায় বছরের শেষে ২০,৯১১৲ টাকা অনাদায়ী রহিয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে অনাদায়ী টাকার পরিমাণ ছিল ১৭,৩০৬৲ টাকা। পাটের মূল্য কম হওয়াতেই টাকা আদায় আশানুরূপ হয় নাই।

কোন কোন ক্ষেত্রে সার্টিফিকেটের ক্ষমতা প্রয়োগে ঋণের টাকা আদায় করা হইয়াছিল; কিন্তু যেখানে উপযুক্ত কারণে খাতক ঋণ পরিশোধ করিতে পারে নাই, সেরূপ ক্ষেত্রে সার্টিফিকেটের ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় নাই।

পূর্ব্বের মতই প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক হইতে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কসমূহের মূলধন সরবরাহ হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে মোট ১,০৮,০০০৲ টাকা প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক হইতে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কে প্রদত্ত হইয়াছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে এই টাকার পরিমাণ ছিল ৫৯,৫০০৲ টাকা। আনন্দের বিষয় ইহাই যে, বৎসরের শেষে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কসমূহের পক্ষ হইতে প্রাদেশিক ব্যাঙ্কে দেয় কোন টাকা বাকী ছিল না। বরং ৬,২৫৫৲ টাকা আসল মূলধনের মধ্যেই প্রদান করা হইয়াছিল।

ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও বীরভূমের জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক সম্পূর্ণ স্বাবলম্বীভাবে নূনাধিক লাভে কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সুতরাং এই তিনটী ব্যাঙ্কে সরকার হইতে কোন সাহায্য প্রদানের প্রয়োজন হয় নাই; বরং সরকার-প্রদত্ত সমুদয় অর্থ তাহারা প্রত্যর্পণ করিতে সক্ষম হয়। পাবনা ও যশোহরের ব্যাঙ্কের অবস্থাও কতকটা উন্নত হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাহারা স্বাবলম্বী হইতে পারে নাই। পাবনা ব্যাঙ্ক গভর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য স্বরূপ ১,০৭৪৲ টাকা এবং যশোহর ব্যাঙ্ক ৪২৭৲ টাকা পাইয়াছিল।

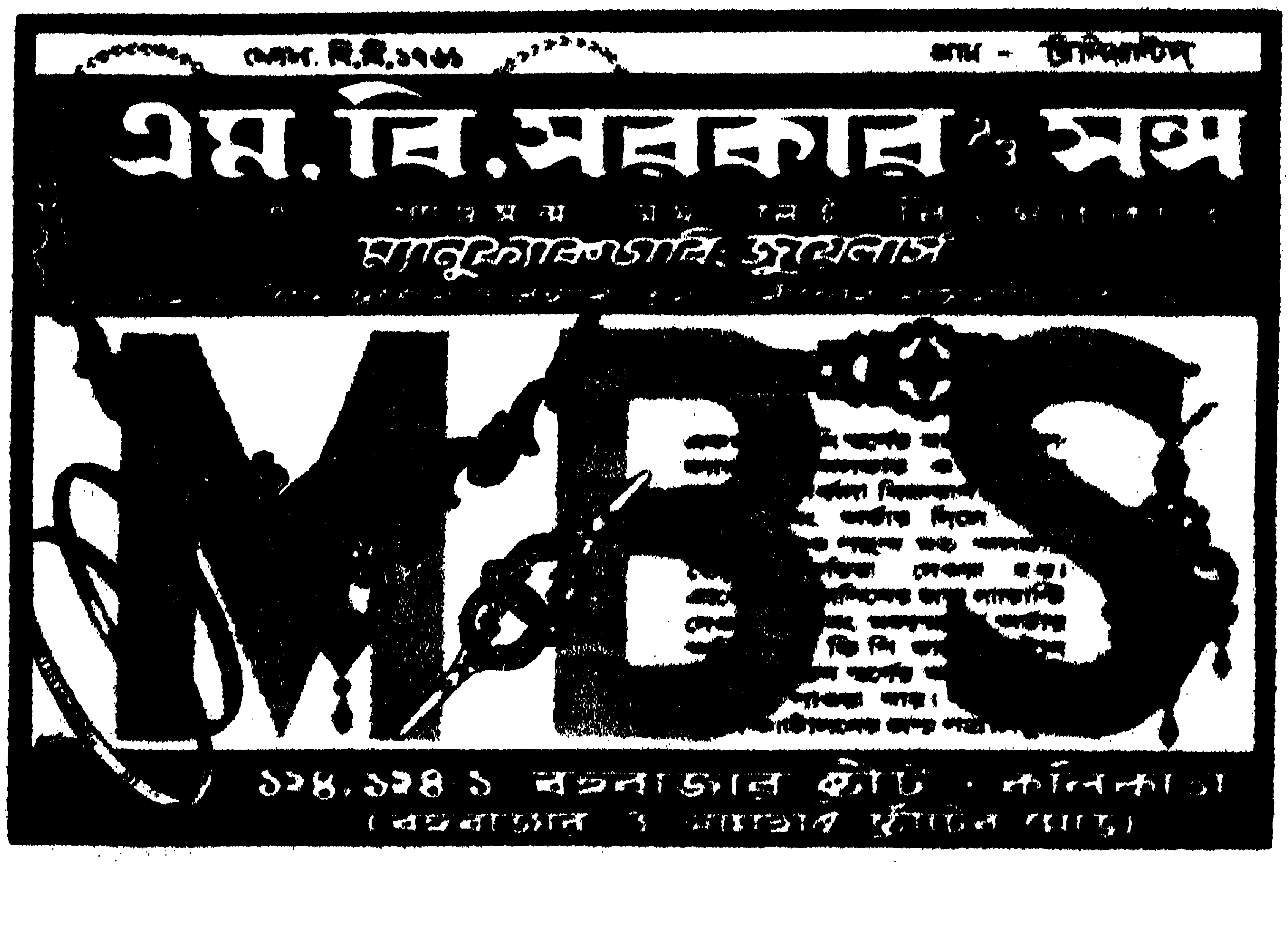

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

প্রশান্ত মহাসাগরীয় সংগ্রাম-ক্ষেত্র

ফিলিপাইনে প্রচণ্ড বিমানহানা

আমেরিকার সামরিক মহলে ফিলিপাইন রণাঙ্গনের অবস্থা সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, জেনারেল ম্যাক আর্থারের ব্যূহ সঙ্কীর্ণতর করিয়া ১০ মাইলেরও কম করা হইয়াছে এবং প্রবল প্রতিরোধ চলিতেছে।

অনূ্যন ৫০ খানি শত্রুবিমান ম্যানিলা উপসাগর, করিজিডর ও মারিভেলেস বোমা বর্ষণ করে; কিছু সম্পত্তির ক্ষতি হইয়াছে এবং কিছু প্রাণহানি ঘটিয়াছে। ম্যানিলা উপসাগরে ৪ ঘণ্টাব্যাপী বিমান হানা কালে ৭টি জাপ-বিমান ধ্বংস হয়।

রেঙ্গুণের নিকটে আবার বিমানহানা

বিমান ও সেনা বিভাগের এক যুক্ত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে—৬ই জানুয়ারী প্রাতে রেঙ্গুণের নিকটবর্ত্তী এক বিমানঘাঁটির উপর জাপ বিমান হানা দেয়। বহু-সংখ্যক বিমান এই আক্রমণে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। আক্রমণ বিফল হইয়াছে এবং কেহ হতাহতও হয় নাই।

রাত্রি শেষে রেঙ্গুণে বিমান হানা

জাপানীরা পর পর তিনদিন শেষরাত্রে রেঙ্গুণের উপর হানা দিতে আসে।

৬ই তারিখ রাত্রে শত্রু-বিমান কয়েকটি অপেক্ষাকৃত ভারী বোমা বর্ষণ করিয়া দ্রুত পলায়ন করে।

কুয়াণ্টান এলাকায় বৃটিশ সেনাদলের পশ্চাদপসরণ

৬ই জানুয়ারীর সিঙ্গাপুর ইস্তাহারে কুয়াণ্টাম এলাকায় বৃটিশ সৈন্যদলের পশ্চাদপসরণের বিষয় যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, লণ্ডনের সামরিক মহলে তাহা সমর্থিত হইয়াছে। সেখানে যে বিমানঘাঁটি আছে তাহা সিঙ্গাপুর হইতে দুইশত মাইলের কম দূরে অবস্থিত। এই বিমানঘাঁটি এক্ষণে জাপানীদের দখলে গিয়াছে।

পেরাক রণাঙ্গনের অবস্থা

৭ই জানুয়ারীর ইস্তাহারে প্রকাশ, "আমাদের সৈন্যদলের বাম পার্শ্ব শত্রুপক্ষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা হেতু উহা নিবারণের উদ্দেশ্যে পেরাক রণাঙ্গনে আমাদের সৈন্যদল আরও কিছু সরিয়া গিয়াছে। কুয়ালাসেলাঙ্গরের দক্ষিণে শত্রুপক্ষ অবতরণ করে নাই।

জোহোরে বিমান হানা

গত ৭ই তারিখ শত্রুপক্ষীয় বিমান জোহোরে লক্ষ্য-বস্তুসমূহ আক্রমণ করে। উহার ফলে কিছু ক্ষতি হইয়াছে। বিমানবিধ্বংসী কামানের গুলীতে শত্রুপক্ষের একখানি বিমান নিশ্চিতভাবে ভূপতিত হইয়াছে। আর একখানি জখম হইয়াছে।

মৌলমেনে বোমা বর্ষণ

সেনা ও বিমান বিভাগের সম্মিলিত ইস্তাহারে প্রকাশ, ৭ই তারিখ অপরাহ্ন ৩-৪০ মিনিটের সময় মৌলমেনের আকাশে শত্রুবিমান পরিদৃষ্ট হয়। অপরাহ্ন ৫টার সময় খবর পাওয়া যায় যে, শত্রু বিমান মৌলমেনে বোমা বর্ষণ করিতেছে।

পাহাং হইতে বৃটিশ সৈন্যের পশ্চাদপসরণ

পাহাং হইতে পরিকল্পনা অনুযায়ী বৃটিশ সৈন্যেরা পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। প্রতিপক্ষের বিমান কুয়াং আক্রমণ করে। কেহ হতাহত হইয়াছে বা কোনরূপ ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া যায় নাই।

জাভায় জেনারেল ওয়াভেলের হেডকোয়ার্টার

সিঙ্গাপুর রেডিও বাটাভিয়ার এক সংবাদ সমর্থন করিয়া জানায় যে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার সর্ব্বাধিনায়ক জেনারেল ওয়াভেল নেদারল্যাণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিজের প্রধান ভূখণ্ড জাভায় তাঁহার হেডকোয়ার্টার করিবেন।

জাপবাহিনী কর্ত্তৃক প্রতিরোধ ব্যূহ ভেদ

প্রকাশ যে, দক্ষিণ পেরাক অঞ্চলে শত্রুপক্ষের পদাতিক ও ট্যাঙ্ক বাহিনীর চাপ পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল। এক স্থানে উহারা বৃটিশ প্রতিরোধ ব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ হয়। বৃটিশ বাহিনী কুয়ালালামপুরের ৫০ মাইল উত্তরে নাইয়া ঘাঁটি লইয়াছে।

জাপ মেজর-জেনারেল নিহত

সিঙ্গাপুর বেতারে বলা হইয়াছে, মালয়ে জাপ ব্যূহের পশ্চাতে সম্মিলিত ভারতীয় ও অষ্ট্রেলিয়ান বাহিনীর কর্ম্ম-তৎপরতা পরিলক্ষিত হইতেছে। এই সম্মিলিত বাহিনীর একটি দল উত্তর মালয়ে গরিলা যুদ্ধ চালাইতেছে। এই সম্মিলিত বাহিনীর একটি দল জনৈক জাপ মেজর-জেনারেলকে পাকড়াও করিয়া হত্যা করিয়াছে। ইহারা শত্রুপক্ষের অগ্নিসংযোগ, উহাদের যোগসূত্র ছিন্নকরণ ও জাপানীদিগকে দেখা মাত্র নিধন করার কার্য্যে ব্যাপৃত আছে।

বৃটিশ বিমানের হানা

সিঙ্গাপুরের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, আমাদের বিমান ব্যাঙ্কক অঞ্চলে কয়েকটি বিমানঘাঁটিতে বোমা বর্ষণ করিয়া ৮ খানি বিমানকে ধ্বংস করিয়াছে। কেলাণ্টান বিমানঘাঁটিতে বৃটিশ বিমান বাহিনীর হানা দিবার সংবাদও সিঙ্গাপুর ইস্তাহারে ঘোষিত হইয়াছে। বহুসংখ্যক অতি বিস্ফোরক ও অগ্নিপ্রজ্বালক বোমা লক্ষ্যবস্তুর উপর পতিত হয়। কুয়াণ্টান বিমানঘাঁটির উপরও আমাদের বিমান বহুসংখ্যক বোমা বর্ষণ করিয়াছে।

ম্যানিলায় জাপানী অত্যাচার

সিঙ্গাপুর বেতারে প্রকাশ, জাপানীরা ম্যানিলা অঞ্চলে সামরিক আইন জারী করিয়াছে। যাবতীয় মোটরকার, যাবতীয় হাসপাতাল ও জনগণের জীবনযাত্রার পক্ষে সুখ-সুবিধামূলক সব কিছু জাপানীরা হস্তগত করিয়াছে। ম্যানিলা হইতে কিছু বাহিরে আসিতে দেওয়া হয় না, বাহির হইতেও কিছু ম্যানিলায় যাইতে দেওয়া হয় না।

জাপ বাহিনীর আক্রমণ তীব্রতর

সিঙ্গাপুরের বিমান ও সেনা বাহিনীর ৯ই জানুয়ারীর সম্মিলিত হেডকোয়ার্টার হইতে প্রচারিত ইস্তাহারে শত্রুপক্ষের চাপ আরও তীব্রতর হইয়াছে বলিয়া জানান হইয়াছে। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, পূর্ব্ব দিন সমস্ত দিন আমাদের সেনা বাহিনী প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। শত্রুপক্ষের পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনী প্রধান সড়ক হইতে আক্রমণ চালায়। অতি প্রচণ্ড সংগ্রাম চলে এবং উভয়পক্ষে প্রভূত সৈন্য হতাহত হইয়াছে। সিঙ্গাপুর রেডিও জানাইয়াছে যে, দক্ষিণ সেলাঙ্গরের উপর আক্রমণ চালান হইতেছে। দক্ষিণ পেরাক ও সেলাঙ্গরের সীমান্তবর্ত্তী বেরনাম নদীর তীরবর্ত্তী তেলুকানসন বন্দর খাদের উপর জাপ সেনারা বর্ত্তমানে আক্রমণ চালাইতেছে। জাপানীরা দক্ষিণ পেরাকের যুদ্ধে ১০।১২ টনের ট্যাঙ্ক ব্যবহার করিতেছে।

সিঙ্গাপুরের অপর এক ইস্তাহারে প্রকাশ, স্লিম নদী অঞ্চলে সমস্ত দিন ধরিয়া শত্রু বাহিনীর সহিত আমাদের সেনাদলের প্রচণ্ড সংগ্রাম চলে। জাপ পদাতিক বাহিনীর আক্রমণের পর শত্রুপক্ষ ট্যাঙ্ক ও মোটরবাহিত পদাতিক বাহিনীর সাহায্যে বড় রাস্তা ধরিয়া প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। প্রাপ্ত খবরে জানা যায় যে, লড়াই খুব তীব্র হইয়াছিল এবং উভয়পক্ষে বহু লোক হতাহত হইয়াছে।

বৃটিশ বাহিনীর পশ্চাদপসরণ

গত ৮ই জানুয়ারী বৃটিশ সেনাপতিমণ্ডলীর হেড্-কোয়ার্টার হইতে এক ইস্তাহার জারী করিয়া বলা হইয়াছে যে, জাপানী পদাতিক বাহিনী বৃটিশ সৈন্যদের ব্যূহ ভেদ করিলে পশ্চিম মালয়ে বৃটিশ বাহিনী আরও খানিকটা পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। স্লিম নদীর দক্ষিণে নিম্ন পেরাকের দিকে তাহারা খানিকটা ক্ষতি স্বীকার করিয়া হটিয়া আসে। স্লিম বার্ণাম নদীর একটি উপনদী এবং উহা দ্বারা পেরাক ও সেলাঙ্গর বিভক্ত হইয়াছে।

সিঙ্গাপুরে বিমানহানায় ৭ জন হতাহত

সিঙ্গাপুরের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, শত্রু বিমান ক্লুয়াং-এর উপর হানা দেয়। অল্প কয়েকজন লোক হতাহত হইয়াছে।

৮ই জানুয়ারী রাত্রে শত্রু বিমান সিঙ্গাপুরে কতিপয় বোমা বর্ষণ করে। বে-সামরিক সম্পত্তির সামান্য ক্ষতি হইয়াছে। এতাবৎ ৭ জন হতাহত হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

বৃটিশ বিমানের হানা

বৃটিশ বিমান আনাম্বাস দ্বীপপুঞ্জের উত্তরে একখানা জাপ জাহাজের উপর বোমা বর্ষণ করে। কুয়াণ্টাম মোহানায় শত্রুপক্ষীয় বাণিজ্য জাহাজগুলির উপরও বোমা বর্ষণ করা হয়। দুইখানি জাহাজের উপর সরা-সরি বোমা পড়ে। মিত্রপক্ষীয় সাবমেরিণ ২,২৫০ টনের একখানা জাপ মালবাহী জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে।

মৌলমেনে বিমান হানার ফলাফল

৮ই তারিখ মৌলমেনে যে বিমান হানা হইয়াছিল, উহাতে অতি অল্পসংখ্যক বোমা বর্ষিত হইয়াছিল। সামরিক কোন সম্পত্তির কোন ক্ষতি হয় নাই। হতা-হতের সংখ্যা জানা যায় নাই।

মার্ত্তাবানে বিমানহানায় ১১ জন হত

গত ৮ই জানুয়ারী প্রাতে মার্ত্তাবানে বিমানহানায় একটি ধর্ম্ম-মন্দিরের উপর অন্যূন তিনটি বোমা পড়ে। ১১ জন লোক নিহত হইয়াছে, ৮ জন গুরুতরভাবে জখম হইয়াছে।

কুয়ালালামপুরের উত্তরে প্রচণ্ড সংগ্রাম

কুয়ালালামপুরের উত্তরে বৃটিশ ঘাঁটির উপর জাপানীরা প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়াছে। উভয়পক্ষে বহুলোক হতাহত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। জাপানীরা এরূপ প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ চালাইয়াছে যে, উহারা প্রতিরোধকারী বাহিনীকে ঠেলিয়া যেন একেবারে কুয়ালালামপুরের উপর আনিয়া ফেলিতে চায়। সরকারী-ভাবে জানা গিয়াছে যে, জাপানীরা ১৩-১২ টনের ট্যাঙ্ক ব্যবহার করিতেছে। উহারা পূর্ব্বে দুইজন লোকবাহী ট্যাঙ্ক ব্যবহার করিতেছিল। প্রতিরোধ ঘাঁটি দখল করিয়া অগ্রসর হইবার কার্য্যেই ভারী ট্যাঙ্কগুলি ব্যবহৃত হইতেছে। উহাদের পেছনে লরীতে পদাতিক বাহিনী অগ্রসর হয়।

রয়টারের সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, পর্য্যাপ্ত বিমান বল না থাকায় বৃটিশের যথেষ্ট অসুবিধা হইতেছে। স্থল-পথে বৃটিশ বাহিনী জাপানীদের অগ্রগতি রোধে সমর্থ, কিন্তু উপর হইতে জাপ বিমান যখন স্থল বাহিনীর

[৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

পল্লী অঞ্চলে ঋণ-সমস্যার সমাধান

বিভিন্ন স্থানে সালিসী-বোর্ডে প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা

বর্দ্ধমান জেলা—

মহকুমা আসানসোল, বনবাহাল
ঋণ-সালিসী বোর্ড

মোকদ্দমা নং ১৯, সন ১৯৪১ সাল

শ্রীমতি শতরবালা দাসী রাণীগঞ্জের মহাজন নেপাল চন্দ্র সাহার নিকট ৭,৩০৫৲ টাকা ঋণী ছিল।

ঋণ-সালিসী আইনের ১৮ এবং ১৯ (১)(ক) ধারার বিধানমত এই দাবীর পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয় ৪,৭৩৯৲ টাকা।

মহাজন ১২টি সমান কিস্তিতে ৩৬৫ টাকা পাইবে এবং শেষ কিস্তিতে ৩৫৯৲ টাকা দিতে হইবে।

উভয় পক্ষই এই নিষ্পত্তিতে স্বীকৃত হইয়াছে।

ফরিদপুর জেলা—

চরবিষ্ণুপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড, থানা সদরপুর

মোকদ্দমা নং ১৫৪, সন ১৯৪০ সাল
নিষ্পত্তির তারিখ ১৮ই মে, ১৯৪১

মহাজনের দাবী ২,০৪১৷৵০ আনা। মহাজনী আইনের ১৮ ধারামতে ঋণ সাব্যস্ত হয় ২,০৪১৷৵০ আনা (দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীমূলে) মহাজনী আইনের ১৯ (১)(ক) ধারামতে ১০০৲ টাকায় আপোষ নিষ্পত্তি করা হয়। টাকা নগদ দেওয়া হইয়াছে।

উত্তরপুর ঋণ-সালিসী বোর্ডের ১৯৩৯ সালের ১১৭ নং মোকদ্দমায় মহাজনী আইনের ১৯ ধারায় বিধানমতে ধার্য্য ২১০৲ টাকার দাবীকে আপোষে ১৮০৲ টাকায় নিষ্পত্তি করা হয়। নয় বৎসরে ৯টি কিস্তিতে এই টাকা দেওয়া হইবে। সুদের পরিবর্তে মহাজন যে জমি ভোগ করিতেছিল, তাহা আপোষে খাতকের দখলে ছাড়িয়া দিয়াছে।

জেলা দিনাজপুর—

মোকদ্দমা নং ৮৫, সন ১৯৪০ সাল
ধইরারাম দাস গং—খাতক,
বনাম
ভোলানাথ দাস গং—মহাজন

মহাজনের দাবী—(১) ১৩৩৪ সনে ২৯৯৲ টাকার জন্য সম্পাদিত রেহেনী দলিল মূলে ৫৯৮৲ টাকা; (২) ১৩৩৫ সনে ১৬৭৲ টাকার জন্য সম্পাদিত সাধারণ খতমূলে ৩৩৪৲ টাকা।

(১) ঋণের বিবরণ এই যে ১৩১৯ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে ২৯৯৲ টাকার জন্য একটি রেহেনী দলিল সম্পাদন করা হয়। ১৩৩১ সনে ঐ দলিল বদলাইয়া দেওয়া হয়, তাহাতে ৬৯৯৲ টাকা আসল বলিয়া উল্লেখ করা হয়। ১৩৩৪ সনের চৈত্র মাসে খাতক আসল ৭৯৫৲ টাকা ও সুদ স্বরূপ ৯১৪৲ টাকা, মোট ১,৭০৯৲ টাকা মহাজনকে আদায় করে এবং তৎপর পুর্ব্ব আসল ২৯৯৲ টাকার জন্য নূতন একটি দলিল সম্পাদন করে। ইহাই বর্ত্তমান নালিশী দলিল। বোর্ড এই সিদ্ধান্ত করেন যে ঐ ঋণ পরিশোধিত হইয়াছে এবং তদনুযায়ী নিষ্পত্তিপত্র প্রদান করিয়াছেন।

(২) দ্বিতীয় দাবী সম্বন্ধে বস্তুতঃ উভয় পক্ষে কোন তর্ক ছিল না। বোর্ড দেনা সাব্যস্ত করেন ৩২৮৲ টাকা এবং তাহা ৩১০৲ টাকায় নিষ্পত্তি করিয়া দেন। এই টাকা ১৯ কিস্তিতে আদায় করিতে হইবে।

জেলা রংপুর—

মহমপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড
মোকদ্দমা নং ৪২২
সন্ ১৯৩৮ সন
খাতক—সদারাম দাস প্রামাণিক
বনাম
মহাজন হাজারু মণ্ডল

বহু বৎসর পূর্ব্বে খাতকের পিতা মহাজনের নিকট হইতে ১০০৲ টাকা কর্জ্জ লইয়াছিল, কিন্তু কিছু আদায় করিতে পারে নাই। যখন ১৩৩৬ সনে ঐ দলিল তামাদি হইবার উপক্রম হয়, তখন খাতক ৬০০৲ টাকার জন্য একটি রেহেনী দলিল সম্পাদন করিয়া দেয়; তাহাতে সুদের হার শতকরা মাসিক ৪৲ টাকা উল্লেখ করা হয়। মহাজনী আইনের ১০ ধারায় বিধানমতে ঋণের পরিমাণ সাব্যস্ত হয় ৫২৫৲ টাকা। কিন্তু মহাজনকে ধন্যবাদ দিতে হয়, ঋণ-সালিসী বোর্ডের অনুরোধে খাতকের নিতান্ত গরীব অবস্থা বিবেচনা করিয়া মহাজন মাত্র ৩০০৲ টাকায় আপোষ করিতে স্বীকৃত হন এবং এই ৩০০৲ টাকাও ২০টি সমান কিস্তিতে আদায় করিতে হইবে।

যশোহর জেলা—

(১) কুলবাড়ি ঋণ-সালিসী বোর্ডে ১৯৪০ সনের ১৯৬।১১ নং মোকদ্দমায় মহাজন তাহার খাতকের বিরুদ্ধে ১,৫২৩৲ টাকার জন্য দাবী আনয়ন করে, কিন্তু বোর্ড অনেক চেষ্টার পর ঐ মোকদ্দমা মাত্র ২০০৲ টাকায় নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছে এবং উভয় পক্ষই সানন্দে উহা স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

(২) বেণীপুর ঋণ-সালিসী বোর্ডে ১৯৩৯ সনের ১১২।৪ নং মোকদ্দমায় মহাজনের দাবী ছিল ১৬২৲ টাকা; কিন্তু বোর্ড হিসাবান্তে দেখিতে পাইল যে, মহাজন তাহার খাতকের নিকট হইতে পাওনার চেয়ে অধিক টাকা পাইয়াছে। তখন বোর্ড মহাজনকে অনুরোধ করে যে, খাতককে দাবী হইতে অব্যাহতি দেওয়া হউক। মহাজন ইহাতে স্বীকৃত হইয়া সানন্দে দাবী ছাড়িয়া দিয়াছে।

মহাজন নুরমহাম্মদ শেখ গং
খাতক মানু খাঁ।
মোকদ্দমা নং ১৬৮।১২, সন ১৯৪০ সাল

মহাজনের সংখ্যা ছিল ৭। মহাজনী আইনের ১৮ ধারা অনুসারে স্থিরীকৃত ঋণের পরিমাণ ৩০০৲ টাকা। খাতকের মাত্র দুই একর জমি আছে এবং তাহার পরিবারের ৫ জন লোককে ভরণপোষণ করিতে হয়। খাতকের যাহা আয় হয়, তাহা দ্বারা পরিবারের খরচ বাদে তাহার নিকট কিছুই বাকী থাকে না, যাহা ঋণ-পরিশোধের জন্য মহাজনকে দিতে পারে। বোর্ডের সদস্যগণের অনুরোধে প্রধান মহাজন নুরমহাম্মদ শেখ, সাং ইটনা, থানা লোহাগাড়া, যাহার পাওনা সাব্যস্ত হইয়াছিল ১৫০৲ টাকা খাতককে তাহার পাওনা টাকা ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং অন্যান্য মহাজনরাও দাবী হইতে খাতককে অব্যাহতি দিতে স্বীকৃত হন। এইভাবে খাতক ঋণের দায় হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইয়াছে।

রাজশাহী জেলা—

থানা নাটোর, মাধনগর ঋণ-সালিসী বোর্ড।
মোকদ্দমা নং ১৯, সন ১৯৪০ সাল।
মহাজন গিরিন্দ্র নাথ ঘোষ
বনাম
খাতক নরেশ চন্দ্র ঘোষ

খাতক সাধারণ রেহেনী দলিল দিয়া ১,০০০৲ টাকা কর্জ্জ গ্রহণ করে এবং দলিল সম্পাদনের পর বিভিন্ন সময়ে ১,১৪০৲ টাকা আদায় করে। বোর্ড কর্ত্তৃক ঋণের পরিমাণ সাব্যস্ত হয় ৮৬০৲ টাকা। খাতকের আয় হইতে খরচাদি বাদ মাত্র ৬৲ টাকা অতিরিক্ত থাকে বলিয়া দেখা যায়। এই অবস্থা দৃষ্টে মহাজন ৭৪০৲ টাকার দাবী ছাড়িয়া দিয়াছে এবং ২০ টি কিস্তিতে মাত্র ১২০৲ টাকা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছে।

সেরকোল ঋণ-সালিসী বোর্ড
মোকদ্দমা নং ২২, সন ১৯৪০ সাল

খাতক কসুর ফকির বিগত ১৩৪৩ সনের ১৭ই শ্রাবণ তারিখে মহাজন সারদা প্রসাদ ঘোষের নিকট হইতে ভোগ রেহেণ দলিলমূলে ৪১৲ টাকা কর্জ্জ গ্রহণ করে এবং ১.৭৯ একর জমি মহাজনের দখলে ছাড়িয়া দেয়। মহাজনী আইনের ১৮ (৫) ধারার বিধানমতে স্থিরীকৃত হয় যে, মহাজনের কিছুই পাওনা নাই। মহাজন রেহেণী জমি খাতকের দখলে পুনরায় ছাড়িয়া দিয়াছে।

আমনাম ঋণ-সালিসী বোর্ড
মোকদ্দমা নং ১৪, সন ১৯৪০ সাল
খাতক বেটু মণ্ডল
মহাজন ক্ষিতীশ চন্দ্র নন্দী।

লক্ষণবাড়িয়া নিবাসী বেটু মণ্ডল ১৩৩১ সনে একখানি সাধারণ হ্যাণ্ডনোট দিয়া ৫০৲ টাকা লইয়াছিল। বিভিন্ন সময়ে খাতক ২৭৲ টাকা মহাজনকে দিয়াছে। তৎপর ১৩৩৯ সনে খাতক মহাজনের বরাবরে ১২৬৲ টাকার জন্য পূর্ব্ব দলিল বাতিল করিয়া একখানি কিস্তিবন্দী দলিল দেয়। ইহার পর খাতক আরোও ৪৫৲ টাকা দিয়াছিল। মহাজন ৪১১৲ টাকা দাবী করে। বোর্ড সাবেক দলিলের উপর বিচার করিয়া মহাজনের পাওনা ঋণের পরিমাণ ১৫৲ টাকা ধার্য্য করেন। খাতক ঐ টাকা নগদ দিয়া দিয়াছে।

ডাঙ্গারদীঘি ঋণ-সালিসী বোর্ড
মোকদ্দমা নং ৫০২, সন ১৯৪০ সাল

খাতক নহিমুদ্দি মণ্ডল একখানি ভোগ রেহেণ দলিল সম্পাদন করিয়া মহাজন জাবেদ মোল্লার নিকট হইতে ৮৪৲ টাকা কর্জ্জ গ্রহণ করে এবং ৭ পাখ বিঘা জমি ১২ বৎসরের জন্য মহাজনের দখলে ছাড়িয়া দেয়। আপোষে উভয় পক্ষ স্বীকৃত হয় যে, ১৩৪৭ সন পর্য্যন্ত ঐ জমি ভোগ করিলে ঋণ পরিশোধিত হইয়াছে বলিয়া ধরা হইবে এবং ১৩৪৮ সনের প্রথমেই মহাজন খাতকের দখলে জমি ছাড়িয়া দিবে।

নগর ঋণ-সালিসী বোর্ড
মোকদ্দমা নং ২৬৮, সন ১৯৪০ সাল
মোসাঃ উজির মণ্ডল........খাতক
বনাম
তরুবালা দেবী ....মহাজন।

খাতক ১৩৩৮ সনে সাধারণ রেহেন দলিলমূলে ৬৭০৲ টাকা কর্জ্জ গ্রহণ করিয়াছিল। খাতকের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া বোর্ড মাত্র ২০০৲ টাকায় এই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছে। টাকাটা নগদ আদায় করিতে হইবে।

[১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

ক্রিমিয়ার রণাঙ্গণে রুশী জনৈক কাপ্তান সৈন্য ভগ্নাবশেষে দুইজন রুশীর সেনাপতির সহিত আলাপ করিতেছেন।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার জের]

সাধ্যমাধ অগ্রসর হইয়া বোমা বর্ষণ করিতে থাকে, তখনই জাপানীদের অগ্রসর হইবার সুবিধা হয়।

জাপানীগণ কর্ত্তৃক কুয়ান্টান দখল

মালয়ের পূর্ব্ব উপকূলে জাপানীরা যে সৈন্য আমদানী করিয়াছে, উহারা উপকূল ধরিয়া অগ্রসর হইয়া কুয়ান্টান দখল করিয়াছে। একটা ঘাঁটি স্থাপনে সক্ষম হইয়া জাপানীরা এখন খুব সম্ভব ইন্দোচীন হইতেই জাহাজ-যোগে সৈন্য আমদানী সুরু করিয়া দিয়াছে। বৃটিশ বিমান বাহিনী সৈন্য আমদানীতে বাধা দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। উহারা জাপ সৈন্যবাহী জলযানগুলির উপর বোমা বর্ষণ করিতেছে। আনাম্বাস দ্বীপের অদূরে জাপ জাহাজের উপরও বৃটিশ বিমান বোমা বর্ষণ করিতেছে।

বৃটিশ বিমান-বাহিনীর তৎপরতা

৮ই তারিখ সিঙ্গাপুরে ২ বার বিমান আক্রমণের সঙ্কেত-ধ্বনি হয়, কিন্তু কোন বোমা বর্ষিত হয় নাই। বৃটিশ বিমান শত্রুপক্ষের বিভিন্ন ঘাঁটির উপর ব্যাপকভাবে আক্রমণ চালায়। সিঙ্গেটপাটানীর বহু স্থানে বৃটিশ-বোমা বর্ষণে আগুন ধরিয়া যায়। টপো বিমান ঘাঁটিতে এবং সিঙ্গোরা নৌঘাঁটি, রেলওয়ে ষ্টেশন ও সামরিক দালানগুলিতে বোমা বর্ষণে আগুন ধরিয়া যায়।

বিমান হানায় ৭ জন হত ও ১১ জন আহত

সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, সিঙ্গাপুরে ৮ই তারিখের বিমান হানায় ৭ জন মারা গিয়াছে ও ১১ জন আহত হইয়াছে।

লুজনের উপর পুনরায় জাপ আক্রমণ

ওয়াশিংটনের ১০ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ যে, সমর বিভাগের ইস্তাহারে, ফিলিপাইন রক্ষাকারী এবং জাপ আক্রমণকারীদের মধ্যে প্রচণ্ড গোলা বর্ষণের সংবাদ ঘোষণা করিয়া বলা হইয়াছে যে, প্রতিপক্ষ আরও বহু সৈন্য আমদানী করিয়াছে ও করিতেছে দেখিয়া মনে হয় যে, তাহারা লুজনের উপর পুনরভিযানের আয়োজন করিতেছে।

জাপ বিমানঘাঁটিতে আক্রমণ

সিঙ্গাপুর রেডিও রেঙ্গুণের একটি সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া ঘোষণা করে যে, ব্রিটিশ বিমানবহর ব্রহ্ম সীমান্তের নিকট একটি জাপ বিমান ঘাঁটির উপর বোমা বর্ষণ করিয়া ১৮খানি জাপ জঙ্গী বিমান ধ্বংস করিয়াছে। জানা গিয়াছে যে, জাপ বোমারু বিমানগুলিকে পাহারা দিয়া রেঙ্গুণের উপর আসিবার উদ্দেশ্যে প্রতিপক্ষ ব্রহ্ম সীমান্তের নিকট যে সকল বিমান ঘাঁটি করিয়াছে, তাহা হইতে জাপ বিমানগুলিকে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যেই এই আক্রমণ করা হইয়াছিল। জাপ অধিকৃত বিমান ঘাঁটিগুলির উপর আক্রমণ চালাইয়া এ পর্য্যন্ত ২৬খানি জাপ বিমান ধ্বংস করা হইয়াছে বলিয়া নিশ্চিতভাবে জানা গিয়াছে। তন্মধ্যে ১০খানি অথবা তাহারও অধিক বোমারু বিমান। এই সকল আক্রমণে মাত্র একখানি ব্রিটিশ বিমান খোয়া গিয়াছে।

বৌলজিন ও টেভয়ের উপর বিমান হানা

বৌলজিন ও টেভয়ের উপর প্রতিপক্ষের বিমানগুলি বোমা বর্ষণ করিয়াছে; কিন্তু কোন ক্ষতি বা কেহ হতাহত হয় নাই।

জাপ বিমানের আরো আক্রমণ

সিঙ্গাপুরের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, "গত ১০ই জানুয়ারী জাপ বিমানসমূহ মালয়ে লক্ষ্যবস্তুসমূহের উপর আক্রমণ চালায়। বোমাবর্ষণের ফলে তেবগয়ে রেলপথের সামরিক ক্ষতি হয় ও ৭ জন নিহত ও ২০ জন আহত হয়। বুধবারের উপরও বিমান আক্রমণ হয়। হতাহত বা ক্ষতির বিবরণ জানা যায় নাই।

ভারতীয় বাহিনীর চমৎকার সংগ্রাম

এক ভারতীয় সমর-সমালোচক কর্ত্তৃক প্রেরিত সংবাদ হইতে জানা গিয়াছে যে, উত্তর ও মধ্য মালয়ের যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়ক স্যার লুই হিথ বলিয়াছেন—

"ভারতীয় বাহিনী যেখানেই প্রতিপক্ষের সহিত সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ পাইতেছে, সেখানেই তাহারা চমৎকার যুদ্ধ করিতেছে। জাপ বাহিনী যতদূর ঘুরিয়া পাশ কাটাইয়া অগ্রসর হইতেছে। তাহারা সরাসরি আক্রমণ এড়াইয়া চলিতেছে।"

লেঃ জেনারেল স্যার হিথের অভিমত অনুসারে জাপ সৈন্যদের মাত্র অর্দ্ধ ইউনিফর্ম পরিহিত; বাকি অর্দ্ধাংশ অত্যন্ত নোংরা পোষাক পরিহিত।

ফিলিপাইনে জাপ আক্রমণ প্রতিহত

ওয়াশিংটনের ১১ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, জেনারেল ম্যাক আর্থারের বাহিনী একটি জাপ আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছে। জাপানীদের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মার্কিণ সৈন্যদলের বোমারু বিমানসমূহ ডাভাও উপসাগরের অদূরে প্রতিপক্ষীয় একটি ব্যাটলশিপের উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল, জাহাজটিতে সরাসরি বোমার আঘাত লাগে। মার্কিণ বিমান-সমূহ সেলিবিস সাগরে প্রতিপক্ষীয় একখানি ক্রুজার ও দুইখানি সৈন্যবাহী জাহাজের উপর আক্রমণ চালায়।

জাপানের নেদারল্যাণ্ডস্ ইষ্ট ইণ্ডিজ অভিযান আরম্ভ

সিঙ্গাপুরের সংবাদে প্রকাশ বোর্ণিওর উত্তর-পূর্ব্ব দিকস্থ তারাকান দ্বীপের তৈলকেন্দ্রে এবং উত্তর সেলিবিসে মিনাহাসার তিন স্থানে সৈন্য নামাইয়া জাপান তাহার নেদারল্যাণ্ডস্ ইষ্ট ইণ্ডিজ অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। নেদারল্যাণ্ডসের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে,—"ক্রুজারসমূহের পাহারাধীনে বহু জাপ সৈন্যবাহী জাহাজ তারাকান অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং রাত্রিতে সৈন্য নামাইতে আরম্ভ করে।" ইস্তাহারে সেলিবিসে সৈন্য নামার কথাও বলা হইয়াছে।

ডাভাও হইতে জাপ বাহিনীর অভিযান

নিউইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ, ন্যাশনাল ব্রডকাষ্টিং কোম্পানীর জনৈক সংবাদদাতা বাটাভিয়া হইতে বেতার-যোগে ঘোষণা করিয়াছেন যে, তারাকানে এবং মিনাহাসা আক্রমণকারী জাপ সৈন্যদল সম্ভবতঃ ফিলিপাইন দ্বীপ-পুঞ্জের দক্ষিণদিকস্থ মিণ্ডানাও দ্বীপের ডাভাও হইতে রওনা হইয়াছিল।

রাবাউল অঞ্চলে জাপ বিমানবহর

সিডনীর সংবাদে প্রকাশ, 'সিডনী সান' পত্রিকার রাবাউলস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, ৪ঠা জানুয়ারী হইতে রাবাউল অঞ্চলে প্রত্যহ বিমান-আক্রমণ সঙ্কেত-ধ্বনি অথবা বিমান-আক্রমণ হইয়াছে। জাপ বিমান-সমূহ প্রত্যহই এই অঞ্চলে দেখা দিয়াছে। রাবাউল নিউগিনির এলাকাভুক্ত।

কুয়ালালামপুরের পতন,

সমর-সমালোচক জানাইয়াছেন:—সৈন্য ও বিমানের দিক হইতে জাপানীদের বিপুল সংখ্যাধিক্যের চাপেই মালয়ের দ্বিতীয় মহানগরী কুয়ালালামপুর পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সমর সমালোচক বলেন,—সামরিক গুরুত্বের দিক হইতে কুয়ালালামপুর স্থান খুব বিশেষ ক্ষতিকর নয়। কেননা উহার বিমান ঘাঁটিটি শহর পরিত্যাগের পূর্ব্বেই অথবা তাহা তখনই নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে। কিন্তু কুয়ালালামপুরের পতনে পশ্চিম তীরবর্ত্তী বন্দর সোয়েটেনহামও হারাইতে হইল বলা চলে।

জোহোরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অঞ্চলে মালয়ের স্থানীয় অধিবাসীদের বেশে সজ্জিত ৯ জন জাপানী অবতরণ করিয়াছিল, সামরিক আদালতে উহাদের বিচার হইবে।

বৃটিশবাহিনীর পশ্চাদপসরণ

মালয় হইতে এক ইস্তাহারযোগে বলা হইয়াছে যে, প্রবল প্রতিপক্ষের চাপে বৃটিশবাহিনী আরও খানিকটা হটিয়া আসিয়াছে। তবে কুয়ালালামপুর দখল করা হইয়াছে বলিয়া জাপানীরা যে দাবী করিয়াছে, তাহার কোন সমর্থন পাওয়া যায় নাই।

কুয়ালালামপুরের ৩৫ মাইল দক্ষিণে ব্রিটিশ ব্যূহ

কুয়ালালামপুরের ৩৫ মাইল দক্ষিণে সেরাম্বানে নূতন ব্রিটিশ ব্যূহ স্থাপিত হইয়াছে। এই স্থানটি পর্ব্বত ও সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত এবং ইহা আয়তনে ৪০ মাইল দীর্ঘ ও ১০ মাইল প্রস্থ।

ব্রহ্মদেশে বিরাট চীনা বাহিনী

চুংকিং-এর ১২ই জানুয়ারী তারিখের সংবাদে প্রকাশ, জনৈক বৈদেশিক ভ্রমনকারী সম্প্রতি কুনমিং আসিয়া পেঁছিয়াছেন। ইনি জানাইয়াছেন যে, ট্যাঙ্ক মোটর-বাহী কামান, ব্রেনগান ও অপরাপর সমরসজ্জা সহ হাজার হাজার চীনা সৈন্যের পশ্চিমাভিমুখী বিরাট অভিযানে ব্রহ্ম রোড কানায় কানায় ভরিয়া গিয়াছে।

রেঙ্গুনে বিমান হানা

১২ই তারিখ সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে রেঙ্গুনে দুইবার বিমান আক্রমণের সঙ্কেত হয়। প্রথমবার শহরের উত্তর দিকে কয়েকটি বোমা পড়ে। বিমানধ্বংসী কামানের গুরু গর্জ্জন শ্রুত হয় এবং প্রতিপক্ষের বিমান তাড়াতাড়ি চলিয়া যায়। কেহ হতাহত হয় নাই বা কোন ক্ষতি হয় নাই। দ্বিতীয়বারের সঙ্কেত স্বল্পকাল স্থায়ী হয় এবং তাহাতে কোন কিছু ঘটিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া যায় নাই।

থাই সীমান্তে টহলদার বাহিনীর সহিত সঙ্ঘর্ষ

সিঙ্গাপুর রেডিও জানাইয়াছে যে, উত্তর থাই সীমান্তে ব্রিটিশ টহলদার বাহিনীর সহিত শত্রুপক্ষের টহলদার বাহিনীর সঙ্ঘর্ষ হয়। শত্রুপক্ষের কয়েকজন সৈন্য হতাহত হইয়াছে। ব্রিটিশ বাহিনীর কোন ক্ষতি হয় নাই।

তারাকান দ্বীপের পতন আসন্ন

বাটাভিয়া রেডিও প্রচার করিয়াছে যে, বিপুল জাপ সৈন্যের চাপ প্রতিরোধ করিয়া বেশীদিন তারাকান দ্বীপ আত্মরক্ষা করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। তবে ইতিপূর্ব্বেই যে তৈলখনিগুলি নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়া গিয়াছে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

রুশীয়ার রণাঙ্গণ

মোজাইস্ক অঞ্চলে জার্ম্মাণদের শোচনীয় অবস্থা

মস্কোর ৬ই জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, মোজাইস্ক অঞ্চলে কয়েকটি জার্ম্মাণ ডিভিশন গুরুতরভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। প্রাভদা পত্রিকা লিখিয়াছেন —"আমরা আমাদের জয়লাভে আস্থাবান। আমাদের এই আস্থা অপরিণামদর্শিতা-প্রসূত নহে। বিশ্বাসযোগ্য ঘটনাবলীর ভিত্তিতে আমরা এরূপ আস্থা প্রকাশ করিতেছি। * * * শত্রুকে পরাজিত করার জন্য মাসের পর মাস যুদ্ধ করিতে হইবে। একই রণক্ষেত্রে মাসের পর মাস এরূপ কঠোর সংগ্রাম চালাইতে হইবে, যাহার ফলে ১৯৪২ সালে আমাদের বিজয়লাভে চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া যাইবে।"

[১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বাঙলাদেশে হাঁস-মুরগী পালন

আনুসঙ্গিক উপজীবিকা হিসাবে ইহার প্রয়োজনীয়তা

গুরুত্ব।—বাঙলা দেশে সাধারণ চাষীদের পক্ষে একটা আয়কর, আনুসঙ্গিক জীবিকা হিসাবে হাঁস-মুরগী পালনের বেশ একটা গুরুত্ব আছে। এ দেশের অনেক চাষী শখ করিয়া হাঁস-মুরগী পালন করে এবং তাহাদের ডিমে বা মাংসে শুধু যে ঘরে খাওয়ার জন্য একটা পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া যায় তাহা নহে, বিক্রয় করিলে সংসারের আয়ও বাড়ে। বাঙলায় গৃহপালিত হাঁস-মুরগীর সংখ্যা প্রায় তিন কোটি দশ লক্ষ; ইহা সারা ভারতবর্ষের মোট হাঁস-মুরগীর শতকরা প্রায় ১৬ ভাগ। ইহা হইতেই পল্লী-শিল্প হিসাবে হাঁস-মুরগী পালনের গুরুত্বের একটা ধারণা করা যায়। প্রত্যেকটি চার আনা হিসাবে দাম ধরিলে বাঙলার উক্ত হাঁস-মুরগীর দাম হয় আশী লক্ষ টাকার কাছাকাছি এবং তাহাদের দ্বারা যে ডিম উৎপন্ন হয়, তাহা মোটামুটি হিসাবে ভারতবর্ষে উৎপন্ন মুরগীর ডিমের শতকরা ১২ ভাগ এবং হাঁসের ডিমের শতকরা ৩৪ ভাগ। এই ডিমের বাৎসরিক দাম এক-কোটি টাকারও বেশী। ভারতবর্ষ হইতে যে ডিম বিদেশে রপ্তানী হয়, তাহার মধ্যে বাঙলার অংশ শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী। বিদেশে রপ্তানী ছাড়াও ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙলা হইতে অন্যান্য প্রদেশে যে ডিম চালান যায়, তাহাও সামান্য নহে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে হাঁস-মুরগীর ডিম বা মাংস আমিষ-ভোজীদের একটা উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য। এই খাদ্যে "প্রোটিন্" নামক ছানাজাতীয় উপাদান খুব বেশী থাকে এবং এই "প্রোটিন" প্রাণিজ বলিয়া প্রাণী-দেহ গঠনের পক্ষে খুব মূল্যবান। ইহাদের ডিম দেহে জৈব চর্ব্বি, ধাতব পদার্থ এবং "ভিটামিন-এ" নামক খাদ্যপ্রাণ সরবরাহ করে। এই সকল উপাদান সহজে জীর্ণ হয় এবং দেহের স্বাস্থ্যরক্ষায় খুব সহায়তা করে। হাঁস-মুরগী হইতে উৎপন্ন এইরূপ পুষ্টিকর খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে আহার করিলে যে জাতির স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান বাঙলার লোকে মাথাপিছু যে ডিম খায়, তাহা অত্যন্ত কম। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বাঙালী বৎসরে মাথাপিছু প্রায় ৫॥ টা হিসাবে ডিম খায়। ইহার তুলনায় সারা ভারতবর্ষের লোকে গড়ে প্রায় ৮, বর্ম্মায় ১২, বিলাতে ১৫৮, আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে ২৩৬ এবং কানাডায় ২৬০ টা ডিম খায়। দুধ আর একটি খুব পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্য-রক্ষাকর খাদ্য, কি এ দেশে তাহারও ব্যবহার অন্যান্য দেশের তুলনায় অতিশয় কম। সুতরাং এ দেশের লোকের এত কম ডিম খাওয়া একটা গভীরভাবে চিন্তা করিবার বিষয়। এই দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে ইহা নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে, বিদেশে আরও রপ্তানির কথা ছাড়িয়া দিলেও ঘরে বেশী করিয়া খাওয়ার জন্যও হাঁস-মুরগী পালনের প্রসারের যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে।

হাঁস-মুরগীর মল একটা ভাল জৈব সার, ইহা জমিতে প্রয়োগ করিলে মাটির উর্ব্বরতা খুব বাড়ে। একটা পূর্ণবয়স্ক পাখী হইতে বৎসরে গড়ে দেড়-মণ সার পাওয়া যায়। এই সার মাটিতে জৈব পদার্থ বাড়ানো এবং রাসায়নিক ও জীবাণুর ক্রিয়ার সহায়তা করা ছাড়া উদ্ভিদের খাদ্যের যে উপকরণ সরবরাহ করে, তাহা "স্যালফেট অফ এ্যামোনিয়া", "সুপারফস্ফেট" এবং "সালফেট অফ পটাশ" নামক বিলাতী সারের পরিমাণে হিসাব করিলে নিম্নোক্ত পরিমাণ হয় :—

সালফেট অফ এ্যামোনিয়া	.. ৪॥ সের হইতে ৬ সের।
সুপারফস্ফেট	.. ৩ সের হইতে ৪ সের।
সালফেট অফ পটাশ	.. ৴॥ সের হইতে ৩ সের।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় হাঁস-মুরগীর মল কত উপকারী সার এবং ঠিকভাবে সংরক্ষিত ও প্রযুক্ত হইলে ইহা দ্বারা মাটির উর্ব্বরতার কতদূর উন্নতি হয়। কিন্তু সাধারণ লোকে ইহা উপলব্ধি করে না, তাই এই সকল মল তাঁহারা তুচ্ছ আবর্জ্জনা মনে করিয়া ফেলিয়া দিয়া এমন একটা তেজস্কর সারের অপচয় করে।

হাঁস-মুরগী নানাজাতীয় পোকা-মাকড় ভুক্তির সহিত খায়। সুতরাং ফল-বাগানে তাহাদের ছাড়িয়া দিলে মাটির উপরে অপকারী কীটপতঙ্গ নষ্ট করিয়া দেয়, তাহাতে বাগানের উপকার হয়; অধিকন্তু, বাগানে মলত্যাগ করিয়া গাছে সার দেওয়ার কাজ করে। গাছও ইহার প্রতিদানে ওই পাখীদের ছায়া দান করে। সুতরাং ফল-বাগান এবং হাঁস-মুরগী পালন একসঙ্গে করিলে ব্যবহারিক দিক হইতে কত সুবিধা হয়, তাহা উপলব্ধি করিবার বিষয়। এইরূপ মিশ্রিত চাষের সুবিধা এই প্রবন্ধের লেখক পাঞ্জাব প্রদেশে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন। সেখানে গত কয়েক বৎসর কোনও সার না দিয়া শুধু হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠার জোরে একটা লেবুর বাগানে তিনি প্রচুর ফল পাইতে দেখিয়াছেন।

বর্ত্তমান অবস্থা।—এই প্রবন্ধের প্রথম দিকে হাঁস-মুরগী হইতে বাঙলার আয় সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, বর্ত্তমানে বাঙলায় যেভাবে ইহাদের পালন করা হয়, তাহা বেশ উন্নত এবং সুব্যবস্থিত। বরং দুঃখের বিষয় যে বাস্তবিক পক্ষে তাহা নয় এবং এ ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতি করিবার আছে। বাঙলার সাধারণ মুরগী অতিশয় নিকৃষ্ট নমুনার এবং বংশ-পরিচয়হীন। ইহা কোনও বিশেষ জাতিরও অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই এ মুরগী "দেশী" নামে অভিহিত হয়। ইহাদের আকার খুব ছোট, জীবন্ত অবস্থায় ইহাদের ওজন মোটামুটি পাঁচ-পোয়া। ইহাদের মাংসও নিকৃষ্ট এবং ইহারা বড় হইতেও দেরী হয়। এ মুরগী অনেক দিন দেরী করিয়া ডিম পাড়ে এবং বৎসরে ৪০।৫০টির বেশী ডিম দেয় না; ইহাদের ডিম আকারে ছোট ও ওজনে গড়ে ৩ তোলা। স্বভাবতঃই এই সকল দোষের জন্য মানুষের খাদ্য উৎপাদনের কার্য্যে এ জাতের মুরগী লাভজনক নয়। এ মুরগীর একমাত্র গুণ যে, ইহাদের ধাত খুব শক্ত, অর্থাৎ বাঙলার পল্লীর সঙ্কীর্ণ ও প্রতিকূল পরিবেষ্টনের মধ্যেও ইহারা বেশ বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

সাহেবদের দেশের হাঁস-মুরগী।—সাহেবদের দেশে যত্ন ও নিপুণতার সহিত প্রজনন করিয়া সুনির্দ্দিষ্ট জাতের হাঁস-মুরগীর উদ্ভব হইয়াছে। এমন কি একই জাতির মধ্যে সুস্পষ্ট লক্ষণ ও বিশিষ্ট-পরিচ্ছন্ন নানা বংশের সৃষ্টি হইয়াছে। যাহা আকৃতি, শরীরের গঠন, বয়ঃপ্রাপ্তির গতি, শরীরের ওজন, মাংসের গুণ, ডিম দেওয়ার প্রবৃত্তি এবং ডিমের আকার ও সংখ্যা প্রভৃতি সকল বিষয়েই একটা জাতি হইতে আর একটা জাতির অনেক প্রভেদ থাকে। ভারী জাতের মুরগীর ওজন ৴৩॥ সের হইতে ৴৬ সের পর্য্যন্ত হয় এবং তাহাদের মাংস খুব মোলায়েম ও সরস হয়, তবে তাহারা ডিম পাড়ে কম। হালকা জাতের মধ্যে এমন মুরগী আছে যাহারা সারা বৎসর দিনে একটা করিয়া ডিম পাড়ে এবং সে ডিমের ওজন গড়ে প্রায় ৫ তোলা। অবশ্য ভারী জাতের মুরগীর চেয়ে হালকা জাতের মুরগীর মাংস কম হয়। অপর পক্ষে সাধারণ প্রয়োজনের জন্য এমন জাত আছে, যাহা ওজনে ও ডিম-পাড়ায় উপরোক্ত দুই জাতের মাঝামাঝি। এই জাতের মুরগীদের ওজন হয় ৴২॥ সের হইতে ৴৩॥ সের এবং তাহারা বৎসরে প্রায় ১২০ টা ডিম পাড়ে।

বাঙলার আবহাওয়ায় কয়েকটি বিদেশী জাতের মুরগী পালন করিয়া দেখা হইয়াছে। স্বভাবতঃই ওই সকল বিভিন্ন জাতের মুরগীর এ দেশের অবস্থার মধ্যে বাঁচার শক্তির প্রভেদ দেখা গিয়াছে। রোড্ আইল্যান্ড লাল মুরগীর জাতই খুব সম্ভব এ দেশে সবচেয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছে। তবে সব বিদেশী জাতেরই এই গুরুতর দোষ দেখা যায় যে, পল্লীগ্রামের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে—যেখানে খাদ্য অপ্রচুর ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর, রোগের প্রাদুর্ভাব খুব প্রবল এবং গ্রীষ্মের উত্তাপ অতিমাত্র প্রখর ও কষ্টদায়ক—এই সকল সবল জাতের মুরগীরা ভাল টেঁকে না।

উন্নতির সুযোগ।—বোধ হয় ইহা সকলে ভালরূপ জানেন না যে, ভারতবর্ষই মুরগীর আদি জন্মস্থান এবং সাহেবদের দেশের বর্ত্তমান প্রায় সমস্ত উন্নত জাতই এ দেশের বন্য মুরগী হইতে উদ্ভূত। সেই সঙ্গে ইহাও অনেকে উপলব্ধি করেন না যে, যেখানে সাহেবদের দেশে নিপুণভাবে প্রজনন করিয়া, বিবেচনার সহিত খাওয়াইয়া এবং ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া এত উন্নত জাতের মুরগীর উদ্ভব হইয়াছে, সেখানে আমাদের দেশে বিশৃঙ্খল প্রজনন, অবিবেচক আহার-দান এবং অযত্নে পালনই খারাপ মুরগীর কারণ। সাহেবদের দেশে যে উন্নতি হইয়াছে এ দেশেও সে উন্নতি নিশ্চয়ই সম্ভব, শুধু সে দেশের প্রণালী অনুসরণ করিতে হইবে।

বাঙলা দেশে মুরগী সম্বন্ধে গবেষণা।—বাঙলা দেশে মুরগীপালনের বিরাট অর্থনৈতিক গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ গত কয়েক বৎসর ধরিয়া ঢাকা সরকারী কৃষি-ক্ষেত্রের পশু-পালন শাখায় মুরগীর উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। এই কাজ বেশ সফল হইয়াছে। স্থানীয় "চট্টগ্রাম" জাতীয় মুরগীর সঙ্গে "রোড্ আইল্যান্ড লাল" জাতের মুরগীর সঙ্কর করিয়া একটা নূতন জাতের বিকাশ হইয়াছে। এই সঙ্করের মধ্যে উক্ত দুই জাতেরই ভাল গুণ-গুলি সংযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং এ দেশের অবস্থার মধ্যে দেশী বা বিদেশী যে-কোনও জাতের চেয়ে এ জাত বেশী উপযোগী। বাঙলার গ্রামে এই জাতের প্রবর্ত্তন করা হইতেছে।

মুরগী-প্রদর্শন কার্য্য।—যে ঢাকা কৃষি-ক্ষেত্রে এই নূতন জাতের উদ্ভব হইয়াছে, শুধু সেখান হইতে এ মুরগীর প্রচলন করিলে যে অতি দীর্ঘ সময় লাগিবে, ইহা বুঝিয়া অল্প সময়ে এ কার্য্য সমাধার জন্য গভর্ণমেণ্ট পরীক্ষামূলকভাবে তিন বৎসরের জন্য বাঙলায় পাঁচটা মুরগী-বর্দ্ধন কেন্দ্র ("পোল্ট্রি মাল্টিপ্লিকেশান সেণ্টার") স্থাপিত করিয়াছেন। বাঙলার পাঁচটি শাসন-বিভাগের প্রত্যেকটির মধ্যে একটি করিয়া এই মুরগী-বর্দ্ধন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। যে সকল চাষী মুরগী-প্রদর্শন কেন্দ্র ("পোল্ট্রি ডিমন্‌ষ্ট্রেশান সেণ্টার") নামে সমিতি তাঁহাদের মধ্যে গঠন করিবার এবং দেশী মোরগকে সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিয়া কেবল এই উন্নত জাতের মোরগের দ্বারা তাঁহাদের মুরগীর প্রজনন করিবার সর্ত্ত স্বীকার করিবেন, এই সকল মুরগী-বর্দ্ধন কেন্দ্র হইতে এই জাতের ডিম ও মোরগ শুধু তাঁহাদের মধ্যেই বিনামূল্যে বিতরণ করা হইবে। এইরূপ মুরগী-প্রদর্শন কেন্দ্র ইতিমধ্যেই ১০০টী গঠিত হইয়াছে। জেলায় জেলায় বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের যে সকল পশু-পালন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন, এই মুরগী-প্রদর্শন কেন্দ্র গঠন করা তাঁহাদের অন্যতম কর্ত্তব্য। ওই মুরগীর ডিম বা মোরগ পাইতে ইচ্ছা করিলে বা মুরগী-পালন সম্বন্ধে যে কোনও উপদেশ বা পরামর্শের প্রয়োজন হইলে স্থানীয় পশু-পালন কর্ম্মচারী অথবা ঢাকার পশু-পালন বিশেষজ্ঞের (লাইভ্ ষ্টক্ এক্সপার্ট, বেঙ্গল") নিকট সন্ধান লইতে হইবে।

যথোচিত আহার-দান এবং পরিচালনা একান্ত আবশ্যক।—ইহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করা চাই যে, সুফল পাইতে হইলে এই উন্নত জাতের মুরগীদের যথোচিত আহার দেওয়া এবং ভালভাবে পরিচালনা করা একান্ত আবশ্যক। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে এই সকল বিষয়ে বিশদভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। কৃষি-বিভাগ হইতে যে-সকল পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এ বিষয়ে সকল তথ্য পাওয়া যায়। ওই পত্রিকা ঢাকার বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগের পশু-পালন বিশেষজ্ঞের নিকট হইতে বিনামূল্যে পাওয়া যায়।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৮ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

মধ্য রণাঙ্গনে লালফৌজের অগ্রগতি

রণক্ষেত্র হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, রাশিয়ার মধ্য রণাঙ্গনে যে সোভিয়েট বাহিনী "ট্রিম" হইতে জার্ম্মাণদের বিতাড়িত করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহারা দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। ট্রিম কুরুস্ক হইতে ৪০ মাইল পূর্ব্বে। সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণদের পাল্টা আক্রমণ লাল ফৌজের অগ্রগতি প্রতিহত করিতে পারে নাই।

ক্রিমিয়ার ৪৫ মাইল ভিতরে রুশ সৈন্য

ককেশীয় রণাঙ্গন হইতে রেভটারের সংবাদদাতা খবর দিতেছেন যে, রুশ সৈন্যদল ক্রিমিয়ার ৪৫ মাইল ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। সংবাদদাতা আরও বলেন যে, লে: জেনারেল স্নভ-এর অধিনায়কত্বে রুশ সৈন্যদল সমস্ত কার্চ উপদ্বীপ হইতে নাৎসী সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিয়াছে।

রুশীয়ানদের দখলে মোজাইস্ক

মস্কো হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা যায় যে, রাশিয়ানরা মস্কো এলাকার অন্যতম প্রধান শহর মোজাইস্ক পুনর্দখল করিয়াছে। ইকহলমের সংবাদে প্রকাশ যে, বার্লিনের ওয়াকিবহাল মহল হইতে জানা যায় যে, রাশিয়ানরা অতর্কিতভাবে ফিনল্যাণ্ড উপসাগরস্থিত হোগল্যাণ্ড দ্বীপে অবতরণ করে।

জার্ম্মাণীর বিমান ক্ষতি

লণ্ডনে এরূপ অনুমান করা হইয়াছে যে, গত জুন মাস হইতে এ পর্য্যন্ত রুশ রণাঙ্গনে ৬ সহস্র হইতে ৮ সহস্র জার্ম্মাণ বিমান খোয়া গিয়াছে।

সেবাস্তোপোল এলাকায় রুশ সাফল্য

টাস্ এজেন্সীর এক খবরে প্রকাশ, সেবাস্তোপোল-রক্ষীরা ক্রমশ: আক্রমণাত্মক রণকৌশল গ্রহণ করিতেছে এবং উক্ত এলাকায় একদিনে সোভিয়েট সৈন্যেরা তিন হইতে পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। মস্কো রণাঙ্গন হইতে প্রেরিত টাস এজেন্সীর আর এক খবরে প্রকাশ, একস্থানে সোভিয়েট সৈন্যেরা জার্ম্মাণ ব্যূহের মধ্যে প্রায় আড়াই মাইল প্রবেশ করিয়াছে। উক্ত এলাকায় জার্ম্মাণ ব্যূহ সাড়ে চার মাইলের মত প্রশস্ত।

রণাঙ্গনে সোভিয়েটের নূতন সৈন্য

কমন্স সভায় মি: এণ্টনী ইডেন ঘোষণা করেন যে, রুশিয়ার রণাঙ্গনে দলে দলে নূতন সোভিয়েট সৈন্য যুদ্ধে যোগ দিতেছে। সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট বাহিনী আরও বহু জনবহুল অঞ্চল দখল করিয়াছে এবং জার্ম্মাণদের পরিখা খননের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।

বিরাট সাঁড়াশী আক্রমণ

মস্কো রণাঙ্গনে রুশদের বিরাট সাঁড়াশী আক্রমণে ক্রমশ:ই জোর ধরিতেছে। তাহাদের চেষ্টায় প্রতিপক্ষ এক বিপদ্জনক আবেষ্টনীর মধ্যে পড়িয়াছে। রুশ বাহিনীর এক বাহু গিয়াছে মস্কো হইতে ১৩০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং আর এক বাহু গিয়াছে মস্কোর ১০০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে।

হিটলারের পরাজয়

কুইবিশেভের সংবাদে প্রকাশ যে, রুশ রণাঙ্গনের বিভিন্ন এলাকা হইতে গত কয়েকদিন যাবৎ যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, সৈন্য বাহিনীর পরিচালনভার গ্রহণের পর হইতে হের হিটলার তাঁহার সর্ব্বপ্রথম যুদ্ধে হারিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার অগ্রবর্ত্তী বাহিনীর ঘাঁটিসমূহ রক্ষা করিতে সক্ষম হন নাই। জার্ম্মাণরা মস্কোর খুব কাছাকাছি আত্মরক্ষার ব্যূহ করিতে পারিবে বলিয়া আশা করিয়াছিল। কিন্তু সোভিয়েট বাহিনীর চাপে জার্ম্মাণ অগ্রবর্ত্তী বাহিনী হটিয়া আসিয়া এক স্থানে ব্যূহ রচনা করিতে বাধ্য হয়। সোভিয়েট বাহিনী এই ব্যূহও ভেদ করিতেছে। ইতিমধ্যেই ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, হিটলার এই ব্যূহ রক্ষা করিতে পারিবেন না। জার্ম্মাণরা সুরক্ষিত ঘাঁটি করা সত্ত্বেও সোভিয়েট বাহিনী অগ্রসর হইতেছে।

মস্কো রণাঙ্গনে লালফৌজের সাফল্য

রণাঙ্গন হইতে প্রাপ্ত সর্ব্বশেষ সংবাদে জানা যায় যে, মস্কো রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনী বেপরোয়া আক্রমণ চালাইয়া জার্ম্মাণদিগকে হটাইয়া দিতেছে। ৩রা জানুয়ারী তারিখে মালোইয়ারোস্লাভেৎস দখল করার পর হইতে এই অগ্রগতি আরম্ভ হইয়াছে। জার্ম্মাণদের প্রবল প্রতিরোধ প্রতিহত করা হইতেছে। রুশ রণাঙ্গন সম্পর্কে একটি জার্ম্মাণ ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ক্রিমিয়া ও দক্ষিণ রণাঙ্গনে সামান্য যুদ্ধ হয়। উত্তর ও মধ্য রণাঙ্গনে ঘোরতর আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম চলিতেছে।

জার্ম্মাণদের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ

এক জার্ম্মাণ ইস্তাহারে বলা হইয়াছে,—"পূর্ব্ব রণাঙ্গনের মধ্য ও উত্তর অংশে জার্ম্মাণগণ আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে শত্রুর গুরুতর ক্ষতিসাধন করিয়াছে।

সোভিয়েট বাহিনী কর্ত্তৃক বালাক্লাভা দখল

তিনি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের পূর্ব্ব রণাঙ্গনস্থ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, রুশ সৈন্যবাহিনী সেবাস্তোপোলের ১০ মাইল দক্ষিণস্থ বালাক্লাভা দখল করিয়াছে।

লিবিয়ার রণক্ষেত্র

জেনারেল রোমেলের লিবিয়া ত্যাগ

বিশ্বস্ত নিরপেক্ষ সূত্রে জানা গিয়াছে যে, জেনারেল রোমেল লিবিয়া হইতে জার্ম্মাণীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন বলিয়া জার্ম্মাণীতে এবং জার্ম্মাণ সীমান্তে সংবাদ রটিয়াছে।

সোলুম এলাকায় ব্রিটিশের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ

৭ই জানুয়ারী ইটালীয়ান হাই-কমাণ্ডের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, লিবিয়ায় সোলুম-হালফায়া এলাকায় ইটালীয়ান ঘাঁটিসমূহের উপর প্রবল গোলা বর্ষিত হইতেছে।

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

পল্লী-অঞ্চলে ঋণ-সমস্যার সমাধান

[৭ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

যশোহর জেলা—

মোকদ্দমা নং ৩১, সন ১৯৩৯ সাল।
গোপাল দাস বৈরাগী......মহাজন
বনাম
এনায়েৎ মোল্লা........খাতক

এই মোকদ্দমায় খাতক দেড় বিঘা জমি রেহেন দিয়া ২৫০৲ টাকা কর্জ লইয়াছিল; সুদের হার ছিল শতকরা ২৫৲ টাকা। মহাজনের দাবী ছিল ৪২৮৲ টাকা। মহাজনী আইনের ১৮ ধারামতে ঋণের পরিমাণ সাব্যস্ত হয় ৪০০৲ টাকা। যেহেতু মহাজন ৩ বৎসর জমির উপস্বত্ব ভোগ করিয়াছে, সেই হেতু ঋণ পরিমাণ কমাইয়া ৭০৲ টাকা ধার্য্য করা হয়। এই টাকা ৭ কিস্তিতে দিতে হইবে এবং জমি খাতককে ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে।

বেন্দা ঋণ-সালিসী বোর্ড
বিপিন বিহারী দাস........খাতক
বিপিন বিহারী পাল গং........মহাজন

খাতক ২৫০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে এবং মহাজনকে তাহার ২½ আড়াই বিঘা জমির উপস্বত্ব ভোগ করিতে দেয়। ১৮ বৎসর অতীত হওয়ায় মহাজন স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া জমি খাতককে ফিরাইয়া দিয়াছে।

মোকদ্দমা নং ১৭৫।১২, সন ১৯৪০ সাল।
পূর্ণ চন্দ্র পাল........মহাজন

খাতক ৪½ সাড়ে চারি বিঘা জমির পাট্টা দলিলমূলে ৪০০৲ টাকা কর্জ গ্রহণ করে। বোর্ড সাব্যস্ত করে যে, জমির উপস্বত্ব ভোগ দ্বারা দাবী পরিশোধিত হইয়াছে এবং জমি খাতককে ফেরৎ দেওয়া হইয়াছে।

বাঁকুড়া জেলা—

পাত্রসায়র ঋণ-সালিসী বোর্ড
মোকদ্দমা নং ২০।২, সন ১৯৪০ সাল

এই মোকদ্দমায় ক্ষুদিরাম সিংহ খাতক ও জিতেন্দ্রনাথ হালদার গং মহাজন ছিল। খাতক মহাজনদের নিকট ৩৫৪৮৴ আনা ঋণী ছিল। বোর্ড ঋণের পরিমাণ স্থির করে ২৭২৸৵ আনা। আপোষে নগদ মাত্র ৬৩৲ টাকা দেওয়ায় সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধিত হইয়াছে।

"ভি"-আন্দোলনের প্রবর্ত্তক এম, ভি, লেভুলে। ইনি একজন বেলজিয়ান। নাৎসী বাহিনী কর্ত্তৃক বেলজিয়াম পদানত হইলে পর ইনি স্বদেশ পলায়ন করেন। নাৎসী অধিকৃত সকল দেশে এবং জগতের অন্যান্য স্থানেও "ভি" চিহ্ন আজ জনগণের মনে বিজয়ের স্পৃহা জাগ্রত করিতেছে।

ভারতে টর্চ্চ লাইটের ব্যাটারী নির্ম্মাণ

"ড্রাই সেল" সম্পর্কে পুস্তিকা প্রকাশ

বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্প সম্পর্কীয় গবেষণার অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "ড্রাই সেল নির্ম্মাণ" নামক একটি পুস্তিকা বাহির হইয়াছে। ইহাতে ড্রাই সেল (টর্চ্চ লাইটের ব্যাটারী) প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া এবং উহার প্রয়োজনীয় বিভিন্ন মাল মশলা সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির নাম, গবেষণাগারের বৈজ্ঞানিকদের উদ্ভাবিত কতগুলি বিশেষ যন্ত্রপাতির বিশদ বর্ণনা এবং তৈয়ারী সেলগুলিকে পরীক্ষা করিবার বিভিন্ন প্রক্রিয়াও এই পুস্তিকায় দেওয়া হইয়াছে। ড্রাই সেল নির্ম্মাণের খরচপত্র ও ব্যবসায়ের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কেও আলোচনা করা হইয়াছে।

অপেক্ষাকৃত অল্পদিন হইল ভারতবর্ষে বৈদ্যুতিক ড্রাই সেল নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে। অধিকাংশ কারখানাই এ পর্য্যন্ত কাঁচামাল বিদেশ হইতে আমদানী করিত। সুতরাং তাহাদের অংশ জোড়া লাগাইবার কারখানা ছাড়া আর বেশী কিছু বলা চলে না।

শ্রমশিল্প সম্পর্কীয় রিসার্চ্চ প্রতিষ্ঠানে (ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ্চ ব্যুরো) ১৯৩৫ সালে ড্রাই সেল নির্ম্মাণ সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করা হয়। এই সঙ্গে ড্রাই সেল নির্ম্মাণের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সম্পর্কেও গবেষণা করা হয়, যাহাতে বিদেশ হইতে আমদানী করা দ্রব্যের স্থলে দেশী জিনিষ ব্যবহার করা সম্ভব হইতে পারে।

যে সকল ড্রাই সেলের কারখানায় নিজেদের আলাদা গবেষণাগার রাখিবার সামর্থ্য নাই, এমন কয়েকটি কারখানাকে সাধারণ বৈজ্ঞানিক বিষয়ে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ্চ ব্যুরো হইতে কিছু কিছু সাহায্যও করা হইয়াছে।

কলিকাতাবাসী উড়িয়াদের প্রতি

উড়িষ্যার জনৈক মন্ত্রীর আবেদন

উড়িষ্যার মন্ত্রী মাননীয় মিঃ গোদাবরী মিশ্র সম্প্রতি কলিকাতার উড়িয়া অধিবাসীদের উদ্দেশ্য করিয়া নিম্নলিখিত আবেদন প্রচার করিয়াছেন:—

গত কয়েক দিন যাবৎ আমি এই মর্ম্মে সংবাদ পাইতেছি যে, কলিকাতা হইতে সাঙ্ঘাতিকভাবে লোকে ভর্ত্তী গাড়ী উড়িষ্যায় আসিতেছে। সম্ভবতঃ উড়িয়াগণ ভীতিগ্রস্ত হইয়া কলিকাতা হইতে উড়িষ্যায় চলিয়া আসিতেছে এবং তাহারই ফলে এই আকস্মিক জনতা। শত্রু সৈন্য আক্রমণ করিবে কেবলমাত্র এই সংবাদেই সর্ব্বশ্রেণীর লোকেরা ভীতিগ্রস্ত হইবে, ইহা অপেক্ষা কোন জাতির অধিকতর অধঃপতন ঘটিতে পারে না। অবশ্য নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিদের পক্ষে একথা প্রযোজ্য নহে। আমার যে সকল উড়িয়া ভাই বর্ত্তমানে পরিবার লইয়া কলিকাতায় বাস করিতেছেন, তাঁহারা যত সত্বর সম্ভব তাঁহাদের স্ত্রী, পুত্রকন্যাগণকে অবশ্যই স্থানান্তরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন; পক্ষান্তরে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ কাজে নিযুক্ত থাকা কর্ত্তব্য।

কলিকাতা কিম্বা তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে আমি আশু আক্রমণের সম্ভাবনা দেখিতেছি না। কেবলমাত্র সন্ত্রাসই কলিকাতা শহরের শান্তি নষ্ট করিয়াছে। আমি আশা করি যে, আমার কলিকাতার উড়িয়া ভ্রাতৃগণ তাড়াহুড়া করিয়া একটা কাজ করিবার পূর্ব্বে ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আমি ভরসা করি যে, তাঁহারা ধৈর্য্য সহকারে এই ভয়ের সম্মুখীন হইবেন এবং অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা যে ভাবে বর্ত্তমানে কলিকাতায় বাস করিতেছেন, সেই ভাবে থাকিতে চেষ্টা করিবেন।

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় রুশীয় নারী

(জনৈক রুশীয় নারী কর্ত্তৃক লিখিত)

বর্ত্তমানে রাশিয়ার বিভিন্ন অফিস, কারখানা এবং কৃষিক্ষেত্রে তিন কোটি নারী নিযুক্ত আছে। ইহাদের অনেকে উচ্চ দায়িত্বপূর্ণ পদও অধিকার করিয়া আছেন। নারীরা একজন মজুরও কৃষির প্রশংসা করিতে পারিবে কারখানার ম্যানেজার হইয়া উঠিতে পারে, নারী বলিয়া উন্নতির পথে কোনও বাধা নাই। অনেক সময় কৃষিক্ষেত্রের পরিচালনে ট্রাক্টরের যন্ত্রী যুবতীদের দেখিতে পাওয়া যায়। জার্ম্মানদের হাত হইতে যখন আর রক্ষার উপায় থাকে না, তখন ইহারাই শস্য এবং কৃষিযন্ত্রপাতি নষ্ট করিবার আদেশ দেয়।

রুশীয় নারীরা দেশরক্ষায় যে সাহায্য দান করিতেছে, তাহাকে চমকপ্রদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ইহা আকস্মিক ব্যাপার নহে, ইহার জন্য রুশীয় নারীরা পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। নারীর পার্লামেন্টগুলির ৫ লক্ষ এবং সুপ্রিম সোভিয়েটের প্রায় তিন শত নারী কর্ম্মচারী আছে। ইহারা রুশীয় নারীদের সংগঠনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই বহু সহস্র রুশীয় নারী বিমানপোতে উড়িতে শিখিয়াছিল। সৈন্যদের সহিত নারীদেরও বিমান আক্রমণ, রাসায়নিক যুদ্ধ এবং আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়। শহর এবং গ্রাম প্রত্যেক স্থানেই এ সম্পর্কে যথোচিত বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বেই এ সকল বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করায় মস্কোতে নগর রক্ষার ব্যাপারে নারীরা বিশেষরূপ সাহায্য করিতে সমর্থ হইয়াছে। নারী এআর পেড (বিমান আক্রমণ) ওয়ার্ডেনদের তৎপরতায় মস্কোর একাধিক দালান রক্ষা পাইয়াছে।

সোভিয়েট নারীদের সৈন্য বা বিমান বাহিনীতে যোগদান করিয়া লড়িতে দেওয়া হয় না এবং যে সকল কাজে গুরুতর শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন, সেগুলিতেও নারী নিয়োগ নিষেধ। নারীদের সন্তানের জননী হইতে হইবে, তাহাদের স্বাস্থ্যের কোনও ক্ষতি হইলে তাহা সমস্ত দেশের পক্ষেই ক্ষতিজনক। এই জন্যই এই সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া আর সকল ক্ষেত্রেই নারীদিগকে ইচ্ছামত বৃত্তি নির্ব্বাচনের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। সৈন্যদলে বহু নারী ডাক্তার আছে। সামরিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্য সরবরাহের কাজগুলিতে বহু নারী নিযুক্ত আছে। সওদাগরী জাহাজ, অ্যাম্বুলেন্স গাড়ী এবং বেসামরিক বিমান চালনা বা এ বিষয়ে শিক্ষাদান কার্য্যে নারীরা সর্ব্বত্রই সাহায্য করিতেছে। যেয়েরা শিকার করিয়া গুলী ছোড়া বিদ্যায় যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহা খুব কাজে লাগিতেছে। গরিলা বাহিনী হিসাবে ইহাদের দক্ষতা সর্ব্বজন স্বীকৃত।

এক কথায় রুশীয় নারীরা দেশরক্ষায় সর্ব্বপ্রকারের পুরুষদের সাহায্য করিতেছে। ইহাদের প্রচেষ্টা সম্মুখ-যুদ্ধ হইতে কম গুরুত্বপূর্ণ নহে।

পাটের সর্ব্বোচ্চ পাইকারী মূল্য

বাংলা সরকার কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত

বাংলা সরকারের প্রধান মূল্য-নিয়ামক গত ৬ই জানুয়ারী নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন:—

গত ১৬ই ডিসেম্বরের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত গত ৯ই ডিসেম্বরের একটি প্রেস-নোটে পাটের সর্ব্বোচ্চ পাইকারী মূল্য মণ প্রতি ৫৸৴ আনা করিয়া ধার্য্য করা হইয়াছিল। তাহার আংশিক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া জানানো যাইতেছে যে, উহা "চাপোশী" সহ সর্ব্বপ্রকার মিডি ও বোঝা পাটের উপরই প্রযোজ্য হইবে।

—বাঙলার নবীন মন্ত্রী-সভা—

মাননীয় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ।
(অর্থ-সচিব)

প্রধান-মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক ।
(স্বরাষ্ট্র ও প্রচার বিভাগ)

মাননীয় নওয়াব খাজা হবিবুল্লাহ্ বাহাদুর ।
(কৃষি ও শিল্প বিভাগ)

মাননীয় মিঃ সন্তোষকুমার বসু ।
(জনস্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগ)

শিক্ষা, বাণিজ্য ও শ্রম বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী
মাননীয় খান বাহাদুর এম, আবদুল করিম ।
[নিজের ফটোগ্রাফ্ প্রকাশে মাননীয় মন্ত্রী ইচ্ছুক নহেন বলিয়া তাহা প্রকাশ করা সম্ভবপর হইল না ।]

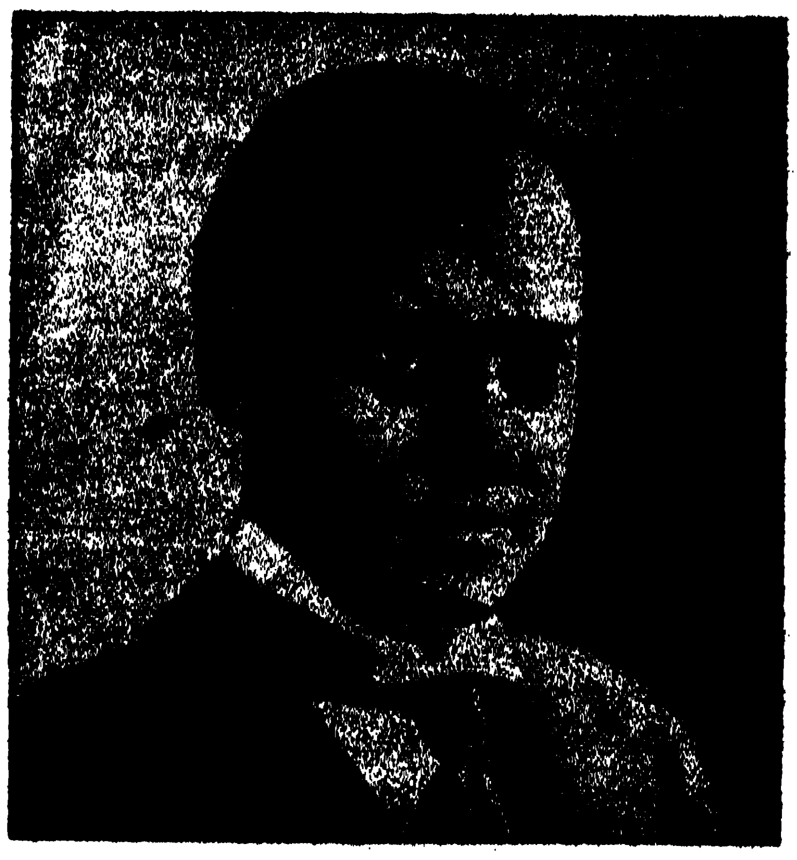

মাননীয় মিঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জী ।
(রাজস্ব, বিচার ও আইন-প্রণয়ন বিভাগ)

মাননীয় খান বাহাদুর মৌঃ হাশেম আলী খান ।
(সমবায় ও পল্লী-ঋণ বিভাগ)

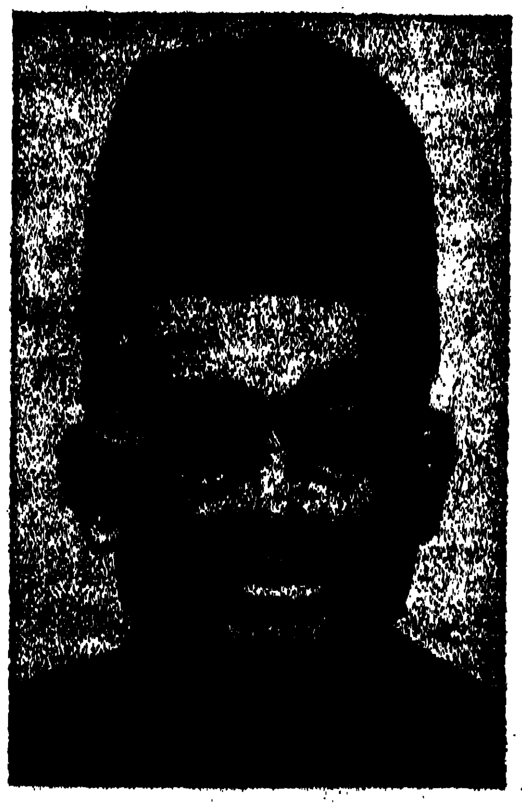

মাননীয় মিঃ শামসুদ্দীন আহমদ ।
(কমিউনিকেশন্ ও ওয়ার্কস বিভাগ)

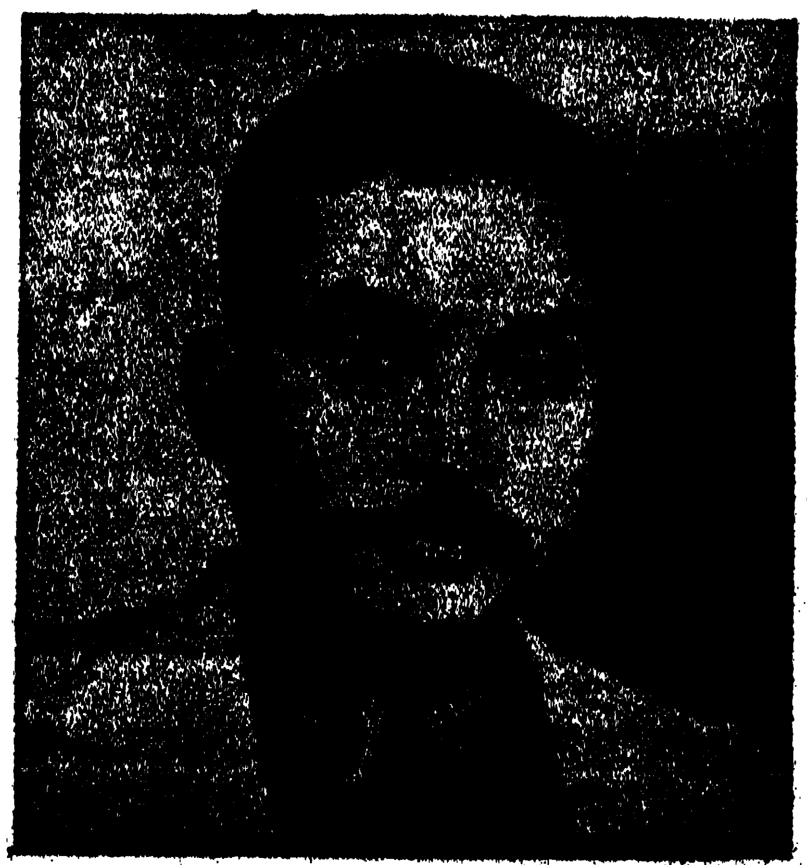

মাননীয় মিঃ উপেন্দ্র নাথ বর্মণ ।
(বন ও আবকারী বিভাগ)

বিমান-আক্রমণ সতর্কতা-ব্যবস্থায় (এ-আর-পি) তৎপর হউন!

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C532

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা] কলিকাতা, ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪২ [এক আনা

সৈন্যদল ও বিমান-বাহিনীর জন্য কারিগর গঠন

বাঙলাদেশে "টেক্‌নিক্যাল্ ট্রেণিং স্কীমের" সাফল্য

দেশের তরুণ সমাজ যাহাতে কারিগরী শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা ব্যাপকভাবে পাইতে পারে, তজ্জন্য গত কয়েক বৎসর যাবতই বাঙলাদেশে এবং অন্যান্য প্রদেশে বিশেষভাবে দাবী উত্থিত হয়। জন-সাধারণের এই দাবীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া গভর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে যথাসাধ্য মনোযোগ প্রদান করেন এবং ফলে কারিগরী শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। যাহাতে কারিগরী শিক্ষার প্রতি তরুণদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, তজ্জন্য বহু সংখ্যক বিশেষ বৃত্তি ও ষ্টাইপেণ্ডেরও ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এতৎসত্বেও দেশব্যাপী তরুণ সমাজের চাহিদা মিটাইবার মত ব্যাপক ব্যবস্থা সম্ভবপর হয় নাই। কাজেই বিরুদ্ধবাদিগণ এই ব্যাপারে সরকারের সমালোচনা করিতে যাইয়া মত-প্রকাশ করিতে থাকে যে, বিভিন্ন ধরণের কারিগরী শিক্ষা লাভ করিয়া তরুণ সমাজ যাহাতে উপযুক্ত জীবিকার সংস্থান করিতে পারে, গভর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে উদাসীন।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অবস্থা এই ছিল।

কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে এবং নানাদিক দিয়া তরুণ সমাজের সামনে নূতন নূতন সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সব সুযোগের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে ভারত সরকারের টেক্‌নিক্যাল ট্রেণিং স্কীম। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সহস্র সহস্র বেকার তরুণ নানাবিধ কারিগরী শিক্ষার সুযোগ পাইয়াছে।

পরিকল্পনাটির ব্যাপক প্রসার

প্রথমতঃ পরিকল্পনা করা হইয়াছিল যে, ৩,০০০ অর্দ্ধনিপুণ কারিগর তৈরী করা হইবে। কিন্তু শীঘ্রই বুঝা যায় যে, এই সংখ্যা একান্ত অকিঞ্চিৎকর। দেশরক্ষা বিভাগের কারিগরী শাখা এবং অস্ত্র-শস্ত্র তৈরীর কারখানাসমূহের চাহিদা মিটাইবার জন্য ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসের শেষ পর্য্যন্ত ১৫,০০০ কারিগরকে শিক্ষা প্রদানের সিদ্ধান্ত অবশেষে গৃহীত হয়। স্থির হয় যে, এই ১৫,০০০ কারিগরের মধ্যে ৭,০০০ হইবে ফিটার, ২,৫০০ টার্ণার, ১,৫০০ মেশিনিষ্ট, ১,২৫০ ইলেক্‌ট্রিশিয়ান, ৫৫০ কর্ম্মকার, ৪৫০ টিন ও তামার মিস্ত্রী, ৪০০ মোল্ডার, ৩০০ ড্রাফ্‌টসম্যান, ২০০ ছাঁচের কারিগর ও ২০০ কাঠের মিস্ত্রী।

গত ১৯৪১ সালের জুলাই মাস পর্য্যন্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানের ৭৮টি কেন্দ্রে ৬,০০০ কারিগরের শিক্ষা চলিতে থাকে এবং আরো ৬,০০০ কারিগরের শিক্ষার জন্য ১০৪টি নূতন কেন্দ্র গঠন করা হইতে থাকে।

কিন্তু সমর-শিল্পের চাহিদা এত ব্যাপক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, আগামী ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত মোট ৪৮,০০০ কারিগরকে শিক্ষা প্রদানের সিদ্ধান্ত শেষ পর্য্যন্ত গৃহীত হইয়াছে এবং ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ইহাদের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রদান কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে। এই সব প্রতিষ্ঠান ও কারখানায় ২০,০০০ শিক্ষার্থীর স্থান সঙ্কুলান হইবে। এক এক দল শিক্ষার্থী শিক্ষা শেষ করিয়া বাহির হইলে তাহাদের স্থানে অন্য দল প্রেরিত হইবে এবং এইরূপভাবে শেষ পর্য্যন্ত ৪৮,০০০ কারিগরের শিক্ষা শেষ হইবে।

ট্রিবিউনাল্ প্রার্থীদিগকে পরীক্ষা করিতেছেন।

বাঙলায় এই পরিকল্পনার প্রসার

বাঙলাদেশ এই পরিকল্পনার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতেছে। প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ৩৬টি শিক্ষাকেন্দ্রে ১,৭০০ বাঙালী তরুণ কারিগরী শিক্ষা লাভ করিতেছে। ফিটার, টার্ণার, মেশিনিষ্ট, ওয়েল্ডার, মিলরাইট, কর্ম্মকার, রঙের মিস্ত্রী, টিন ও তামার মিস্ত্রী, ইলেক্‌ট্রিশিয়ান, মোল্ডার, কাঠের মিস্ত্রী, ছাঁচের মিস্ত্রী, মোটর মেকানিক, যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী, ড্রাফ্‌টসম্যান্, মিলার, গ্রাইণ্ডার এবং বয়লারের মিস্ত্রী প্রভৃতি নানাবিধ কাজ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কিরূপে লোক সংগ্রহ করা হয়, তাহা অবগত হওয়ার জন্য অনেকেই উৎসুক হইতে পারেন। প্রাদেশিক নির্বাচন কমিটি কর্ত্তৃক শিক্ষার্থী নির্ব্বাচনকার্য্য সম্পন্ন হয়। এই কমিটির চেয়ারম্যান হইতেছেন মিঃ ডব্লু. এ. এস. লিউইস্, আই-সি-এস। কমিটির অন্যান্য সদস্য হইতেছেন—টেক্‌নিক্যাল রিক্রুটিং অফিসার (অথবা সহকারী টেক্‌নিক্যাল রিক্রুটিং অফিসার), বাঙলা সরকারের নিয়োগ-উপদেষ্টা, বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল্ (অথবা তাঁহার প্রতিনিধি), ঢাকা আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের প্রিন্সিপাল (অথবা তাঁহার প্রতিনিধি) এবং এই পরিকল্পনার আঞ্চলিক ইন্সপেক্টর মিঃ জি. এস. তার্কার।

জেলায় রিক্রুটমেণ্ট কমিটিসমূহ

কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে ১৪টি জেলা রিক্রুটমেণ্ট কমিটিও রহিয়াছে। এই সব কমিটি চট্টগ্রাম, দার্জিলিং ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, রংপুর, নদীয়া, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর হাওড়া, পাবনা, খুলনা, বাখরগঞ্জ, কুমিল্লা ও ঢাকায় অবস্থিত। এই ১৪টি কমিটি সারা বাঙলার জন্য কাজ করিতেছে এবং কোন কোন কমিটি পার্শ্ববর্ত্তী জেলা সমূহেও কাজ করিয়া থাকে।

রিক্রুটিং কর্ত্তৃপক্ষকে কিরূপ বিপুলভাবে কাজ করিতে হয়, নিম্নোক্ত সংখ্যা-বিবরণী হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে:—

বিগত ১৯শে অক্টোবর (১৯৪১) তারিখ পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় কমিটি ৪১,৭০০ আবেদনের ফর্ম্ম বিতরণ করিয়াছে।

কেন্দ্রীয় কমিটি ১০,৯৩৪ খানা আবেদন প্রাপ্ত হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় কমিটি কর্ত্তৃক ৭,৯২০ জন প্রার্থীকে সাক্ষাতের জন্য ডাকা হইয়াছিল।

কলিকাতায় কেন্দ্রীয় কমিটির সামনে ৪,৩০১ জন প্রার্থী উপস্থিত হইয়াছিল।

কেন্দ্রীয় কমিটি কর্ত্তৃক ২,২০৪ জন প্রার্থী নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

[৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪২

বিমান-আক্রমণে সতর্কতার ব্যবস্থা

একখানি সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ যে, বিমান-আক্রমণ কালে অগ্নিনির্ব্বাপক প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথোচিত সুযোগ সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাঙলার গভর্ণর জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট-গণকে অগ্নিনির্ব্বাপক বাহিনী নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা সম্পর্কে যে কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। ঐ সকল ব্যক্তিগণকে নিম্নলিখিত কার্য্যের জন্য নিয়োগ করা হইবে:—

অগ্নিনির্ব্বাপক বাহিনীর কার্য্যে বাধা প্রদানকারী যে কোন ব্যক্তিকে অপসারণ, অগ্নিনির্ব্বাপণ অথবা উহার বিস্তৃতি বন্ধ করার জন্য যে কোন বাড়ী ভাঙিয়া ফেলা, কোন পুষ্করিণী অথবা জলের কল হইতে জল বহন করিয়া আনা এবং অগ্নির বিস্তৃতি বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কিত যে কোন কার্য্য।

কলিকাতায় পরিখা খনন

কলিকাতায় সর্ব্বত্রই বহু লোক নিযুক্ত করিয়া পরিখা খনন করা হইতেছে। কলিকাতার সকল পার্কগুলিতে কর্পোরেশন, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট অথবা সাধারণ লোকের দখলে সমস্ত খোলা জায়গাগুলিতেই এই প্রকার নালা কাটা হইতেছে। পার্কগুলি জনসাধারণের জন্য ২৪ ঘণ্টাই খুলিয়া রাখা হইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ নর্দ্দামার নালা খুঁড়িবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহাতে কলিকাতার অন্ততঃ এক-চতুর্থাংশ লোকের আশ্রয় মিলিবে।

৯ই জানুয়ারী তারিখ পর্য্যন্ত মোট প্রায় ১৪,০০০ লোক ধরে এইরূপ ৫৫০টি পরিখা কাটা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ময়দানেও বহু পরিখা কাটা হইয়াছে। ১৯-২০ এবং ২১ নং ওয়ার্ডে ৩১টি পাকা আশ্রয়-কক্ষ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

বিমান আক্রমণের সময় অযথা ভয় পরিহার করা একান্ত প্রয়োজন। আক্রমণ হইলে জনসাধারণ দৌড়া-দৌড়ি না করিয়া ধীরে ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিখায় আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। পরিখায় আশ্রয় না মিলিলে অথবা নিকটে কোন বাড়ীঘর না থাকিলে কানে আঙুল দিয়া সটান উপুড় হইয়া জমির উপর শুইয়া পড়িবেন।

বিমান আক্রমণে নাগরিকগণের কর্ত্তব্য

বিমান আক্রমণের পূর্ব্বে, স্থিতিকালে এবং পরে জন-সাধারণের কর্ত্তব্য সম্পর্কে বাঙলা সরকার একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ পুস্তিকা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হইয়াছে।

এই পুস্তিকায় বলা হইয়াছে: "স্মরণ রাখিবেন জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবন সহজভাবে পরিচালনার দায়িত্ব আপনার উপর নির্ভর করিতেছে। কিছুই যেন ঘটে নাই, এইরূপ মনোভাব লইয়া আপনার কার্য্যই, অবিলম্বে অর্থাৎ কর্ম্মস্থলে যোগদান করুন। এতদ্দ্বারা আপনি আপনার উপার্জ্জনে নিজেকে এবং অন্যান্যদিগকে কাজ বন্ধ না করার জন্য সাহায্য করিতে থাকিবেন।"

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট ঐ পুস্তিকা প্রেরণের সঙ্গে একখানি করিয়া পত্রও প্রেরণ করা হইয়াছে। ঐ পত্রে বলা হইয়াছে যে, বড় বড় ফ্যাক্টরীতে কর্ম্মীদিগকে এই ব্যাপারে উপদেশ প্রদানের জন্য লাউড স্পীকার খুব কার্য্যকরী। সম্ভব হইলে এইসব প্রতিষ্ঠানে লাউড স্পীকার বসানোর জন্যও অনুরোধ করা হইয়াছে।

উপদেশগুলি ছয়ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—যথা: বর্ত্তমান সময়ে কি করিতে হইবে, বিমানাক্রমণের পরে আহত হইলে, জিনিষপত্র হারাইলে এবং আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের অনুসন্ধান সম্পর্কে ব্যবস্থা এবং বাসস্থানের জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার কথা এই পুস্তিকায় স্থান পাইয়াছে।

উক্ত পুস্তিকায় আরও বলা হইয়াছে যে, "বোমা নিক্ষেপের ফলে আপনি যদি গৃহহারা হন, এবং আপনার যদি কোথায়ও যাওয়ার স্থান না থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে আপনি আপনার পরিবারকে সঙ্গে লইয়া নিকটতম আশ্রয়কেন্দ্রে চলিয়া যাইবেন। উহা কোথায় অবস্থিত তাহা পুলিশ এবং ওয়ার্ডেনগণ আপনাকে জানাইবেন। আপনার শহরে এইরূপ আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ খোলা হইবে। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ গৃহহারাদের আহার্য্যের ব্যবস্থা করিতেছেন। এইসব ভোজনকেন্দ্রগুলি সাধারণতঃ একইস্থানে অবস্থিত হইবে; আর যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে নিকটবর্ত্তী একটা গৃহে হইবে।

আশ্রয়-কেন্দ্রে বিশ্রাম এবং আহার্য্য গ্রহণের পরে আপনি আপনার কাজে যাইবেন। যদি আপনার উপযুক্ত পোষাকাদি না থাকে, তাহা হইলে যাহাদের অবশ্য কাজে যাইতে হইবে, তাহাদিগকে পোষাক সরবরাহ করা হইবে। উদার হৃদয় বন্ধুবান্ধবগণ এইগুলি দিবেন।"

ভারতীয় সৈন্যদের জন্য চা

ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপ্যানশান্ বোর্ডের পরিকল্পনা

ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড ভারতের বাহিরে অবস্থিত সৈন্যগণের জন্য চায়ের গাড়ী পাঠাইবার এক পরিকল্পনা করিয়াছেন। প্রকাশ, শীঘ্রই পঁচিশখানি চায়ের গাড়ী বাহিরে প্রেরণের জন্য বোম্বাইতে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করা হইবে। ইণ্ডিয়ান টি মার্কেট এক্সপ্যানশান বোর্ডের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। সৈন্যগণকে সুস্বাদু ও উত্তম চা সরবরাহ করা ছাড়া গ্রামোফোন, রেডিও প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের আনন্দ বর্দ্ধনের ব্যবস্থাও এই সকল গাড়ীতে করা হইয়াছে। সমবেত সৈন্যগণের নিকট প্রয়োজনীয় ঘোষণা প্রচারের জন্য গাড়ীতে মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক চায়ের গাড়ী দুইটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। ইহাতে একই সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানগণকে চা সরবরাহ করা সম্ভব হয়। প্রকোষ্ঠ দুইটিতে চা তৈয়ারের ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ছয় শত কাপ চা একসঙ্গে তৈয়ার করিয়া বিতরণ করা যায়। মধ্য-প্রাচ্যের বিভিন্ন রণক্ষেত্রে নিয়োজিত ভারতীয় যোদ্ধৃগণের নিকট সুন্দর এক কাপ চা খুবই যে সমাদর লাভ করিবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

[শেষ কলমের শেষ]

বর্ত্তমান যুদ্ধে মিত্রশক্তির সাফল্য কামনা, কামরা ইউনিয়ন মহিলা সমিতি গঠন এবং কামরা নারী-কল্যাণ কেন্দ্র ও বনগ্রাম গার্লস হাই স্কুল প্রতিষ্ঠায় আনন্দ প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কামরার অধিবাসী পাঁচ পরিবারের মহিলারা সমবেত মহিলাদিগকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত অভ্যর্থনা করেন।

বনগ্রামে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

মহিলা কমিটির কার্য্যকারিতা

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বনগ্রামে একটী "মহিলা কমিটি" স্থাপিত হইয়াছে। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্নী মিসেস্ নীজামুর রহমান উক্ত কমিটির উদ্যোক্ত্রী ও প্রেসিডেণ্ট। মাস খানেকের চেষ্টায় কমিটি রেডক্রস যুদ্ধ তহবিলে ৬০০৲ দিয়াছে। প্রায় ৩০০ মহিলা কমিটির সভ্য হইয়াছেন।

২৭শে ডিসেম্বর শার্শা থানার কামরা গ্রামে একটী মহিলা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। কামরা ইউনিয়নের প্রায় ২০০ মহিলা উপস্থিত ছিলেন। মিসেস্ নীজামুর রহমান সভা-নেত্রীত্ব করেন এবং নারী শিক্ষা, নারী জাগরণ ও যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। কামরা ইউনিয়ন মহিলা কমিটী গঠিত হয়।

মাতৃ ও শিশু-কল্যাণ

অশিক্ষিতা মায়েদের পক্ষে সন্তানের লালন-পালনও সম্ভব হয় না। পঁড়োগায়ে তাই হাজার হাজার শিশু অকালে মারা যায়। কায়রাতে একটী মাতৃ ও শিশু-কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙলা সরকার ১,৮০০৲ টাকা মঞ্জুর করায় মিসেস্ রহমান আনন্দ প্রকাশ করেন এবং উক্ত কেন্দ্রের মারফতে যে মহিলার প্রথম প্রসব করান হইবে, তাঁহাকে একটী পুরস্কার দিবার ঘোষণা করেন।

যুদ্ধের পরিস্থিতি

বর্ত্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে মিসেস্ রহমান বলেন—"ইহা আদর্শের লড়াই। গায়ের জোরে জার্ম্মাণী কতকগুলি ছোট দেশকে পদানত করিয়াছে। হিটলারী বর্ব্বরতায় দুনিয়ার শান্তি ও সভ্যতা বিপন্ন হইয়াছে। বাধ্য হইয়া আমাদের রাজাকে যুদ্ধ করিতে হইতেছে। গায়ের জোর প্রবল হইলে দুনিয়ার সমাজ ব্যবস্থা উলট-পালট হইতে বাধ্য। এই পাশবিক নীতিকে প্রতিরোধ করিতেই হইবে।

রাশিয়া, আমেরিকা ও চীন এবং অন্যান্য দেশ বৃটিশের সহিত একযোগে লড়িতেছেন। ন্যায়ও সত্য মিত্রশক্তির পক্ষে। ন্যায়ের জয় হইবেই। রাশিয়ার রণক্ষেত্রে হিটলারী ফৌজ নাজেহাল হইতেছে। হিটলারকে স্বয়ং সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইয়াছে প্রাক্তন সেনাপতিকে বরখাস্ত করিয়া। জার্ম্মাণীর পক্ষে উহা সুসংবাদ নহে নিশ্চয়ই।

যুদ্ধ ও নারী-প্রচেষ্টা

অন্যায়ের প্রতিকারে নারীদের নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না। যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় নারীদের যথাসাধ্য করা উচিত। যুদ্ধের জন্য আমাদের সম্রাটকে দৈনিক বহু কোটী টাকা খরচ করিতে হইতেছে। দুই বৎসরের বেশী যুদ্ধ চলিতেছে, আরো হয়তো বহুদিন চলিবে।

আমরা বেশীর ভাগ গরীব হইলেও আমাদের পক্ষে যথাসাধ্য করা উচিত রাজশক্তির সহিত সহানুভূতির চিহ্নস্বরূপ। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির জলে দেশ ভাসিয়া যায়।" সভানেত্রীর আবেদনে সমবেত মহিলাদের কয়েক-জন মহিলা তহবিলে দান করেন।

উপসংহারে মিসেস রহমান বলেন—"নারীদের নিশ্চেষ্ট থাকিবার দিন আর নাই। সমাজের কাজে তাঁহাদের নিজস্ব অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। নিজেদের অধিকার ও মর্য্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হইতে হইবে। যুদ্ধের ঘোর কাটাইয়া, জাগিতে, ভাবিতে, কাজে লাগাইতে হইবে।"

নারী জাগরণ

কলিকাতা সাখাওয়াৎ মেমোরিয়েল বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী মিস্ রাজিয়া সোলতানা "নারী জাগরণ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন।

[২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

মাননীয় মন্ত্রী-মণ্ডলীর মফঃস্বল সফর

সর্ব্বত্র রাজোচিত সম্বর্দ্ধনা লাভ

বরিশালে সফর

কয়েকজন মাননীয় মন্ত্রী সম্প্রতি যে বরিশাল পরিভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন—নিম্নে তাহার সরকারী বিবরণী প্রদত্ত হইল:—

গত ৮ই জানুয়ারী বাঙলা সরকারের সমবায় ও পল্লী-ঋণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় খান বাহাদুর হাশেম আলি খান কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া বরিশাল অভিমুখে রওনা হন। পথে খুলনা শহরে খুলনার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও সরকারী কর্ম্মচারিবৃন্দ, জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং অনুন্নত সম্প্রদায় সহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট প্রতিনিধিগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। এতদ্ব্যতীত বিরাট জনতা তাঁহাকে আন্তরিকভাবে সম্বর্দ্ধনা জানায় এবং পুষ্পমাল্যে ভূষিত করে। পরদিন সকাল বেলায় তিনি সরকারী লঞ্চে নিজ গ্রামে উপনীত হন। লঞ্চ হইতে অবতরণ কালে প্রায় ২০,০০০ হাজার লোক সমবেত হইয়া তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে।

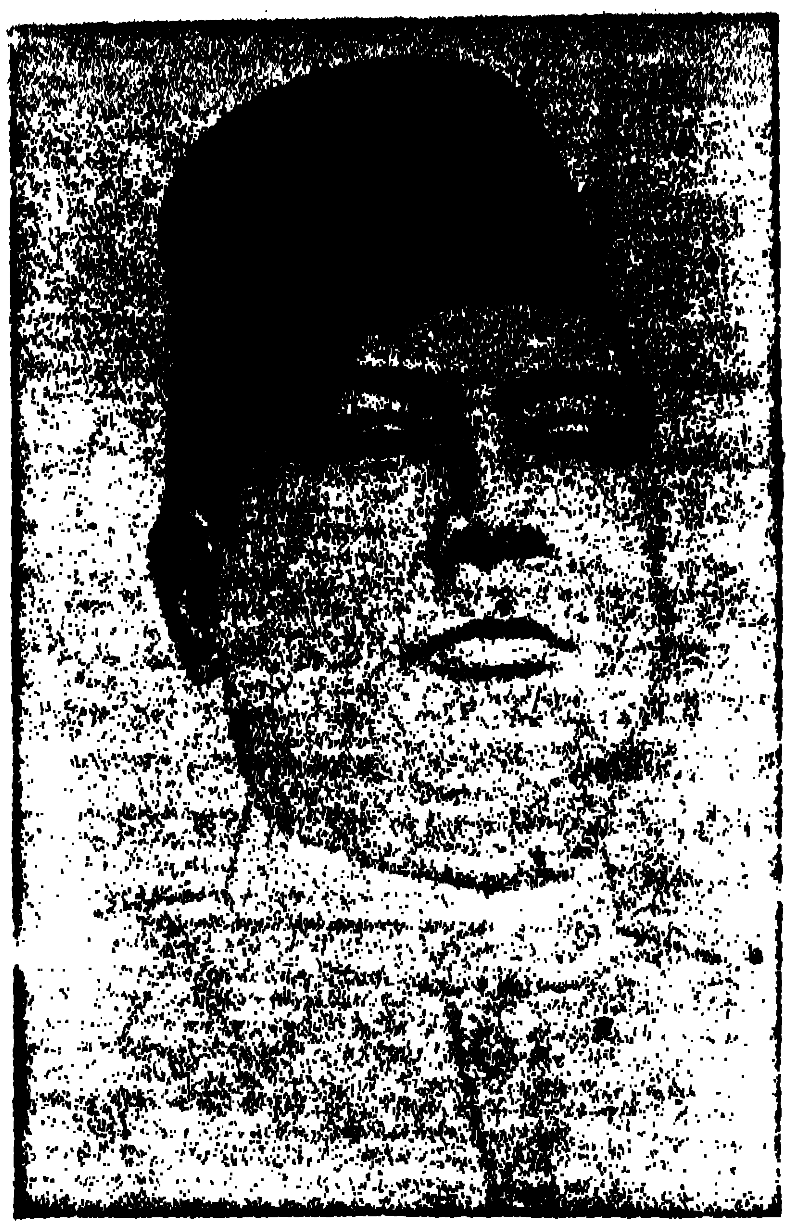

(প্রধান-মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক)

প্রায় ৩০টি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গ তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন এবং তিনি প্রায় প'চিশটি মানপত্রের যথোপযুক্ত উত্তর প্রদান করেন। অতঃপর একটি বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হয় এবং তিনি ভুলুয়ার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং শামসুন্নেসা জুনিয়র মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন। উহার পর তিনি নিজ হাতে কয়েকজন দীন-দুঃখীকে বস্ত্র প্রদান করেন। অপরাহ্ণে তিনি বরিশাল শহরে উপনীত হন এবং গার্ড অব অনার গ্রহণ করেন এবং প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণ ঘাটে তাঁহার সহিত মিলিত হন। তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত প্রায় ২০,০০০ লোক পথিপার্শ্বে সমবেত হইয়াছিল। তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত জেলা স্কুল অতি মনোরমভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল। এই স্থানে জনগণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করা হয় এবং তিনি বক্তৃতাযোগে যথোপযুক্ত উত্তর প্রদান করেন। ইতিমধ্যে বরিশালের বিভিন্ন রাজপথে "হক মিনিষ্ট্রি জিন্দাবাদ", "প্রোগ্রেসিভ পার্টি জিন্দাবাদ" এবং "খান বাহাদুর মৌলভী হাশেম আলি খান জিন্দাবাদ" ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে। বর্ত্তমান যুদ্ধে দেশ কিরূপ বিপদের সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে এবং জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে যে সকলের সর্ব্বপ্রযত্নে আগত শত্রুর সহিত যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য, তাহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া মাননীয় মন্ত্রী বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর তিনি চায়ের একটি প্রীতি সম্মিলনীতে জেলা বোর্ডের কর্ম্মচারিবৃন্দের সহিত মিলিত হন এবং মিঃ কে, আহমদের গৃহে রাত্রির আহার সমাধা করেন।

১০ই জানুয়ারী প্রাতঃকালে মাননীয় মন্ত্রী জেলা বোর্ডের সদস্যগণের সহিত মিলিত হন এবং পরে সরকারী কর্ম্মচারীদের সরকারীভাবে দর্শন দান করেন। তিনি দুইটি বিশেষ ঋণ সালিশী বোর্ড এবং কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। অতঃপর তিনি বার লাইব্রেরী পরিদর্শন করেন এবং অপরাহ্ণে বরিশাল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের ডিরেক্টারদের সহিত মিলিত হন এবং বিশেষ মনোযোগের সহিত তাঁহাদের অভাব অভিযোগ শ্রবণ করেন। তিনি অবিলম্বে এই সম্পর্কিত সমস্যার মীমাংসা করিয়া সমবায় আন্দোলনকে দৃঢ় করিবার আশ্বাস প্রদান করেন। অতঃপর তিনি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ঋণ-সালিশী বোর্ড পরিদর্শন করেন। "মিনিষ্টিরিয়াল অফিসার্স এসোসিয়েশন" এবং "প্রেস সার্ভিস এসোসিয়েশন" হইতে তাঁহাকে মানপত্র প্রদান করা হয়। উহার জবাবে তিনি জানান যে, বর্ত্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বেতন বৃদ্ধির কোনরূপ আশ্বাস দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে—তবে এ সম্পর্কে যাহা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত আছে, তাহা তিনি করিবেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, যুদ্ধ সম্পর্কে বাংলার প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া দূর করা কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত দেশকে রক্ষা করার নিমিত্ত তিনি যুবকগণকে দলে দলে সৈনিক ও নাবিকরূপে যোগদান করিতে অনুরোধ করেন। অপরাহ্ণে "অফিসার্স ক্লাব" তাঁহাকে প্রীতি-সম্মিলনীতে আপ্যায়িত করেন এবং রাত্রিকালে "ইসলামিয়া আববান ব্যাঙ্ক" তাঁহার নৈশ-আহারের ব্যবস্থা করেন।

গত ১১ই জানুয়ারী মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী, মাননীয় মিঃ শামসুদ্দীন আহমদ, মাননীয় ঢাকার নবাব বাহাদুর ও মাননীয় মিঃ প্রমথনাথ ব্যানার্জি বরিশাল শহরে গমন করেন।

মাননীয় খান বাহাদুর হাশেম আলি খান এবং উপস্থিত মন্ত্রিমণ্ডলী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও মহকুমা হাকিমের সহিত মিলিত হইয়া জেলার দুর্ভিক্ষের অবস্থা এবং কৃষি-ঋণ বিতরণ ও সাহায্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। হাজি মহম্মদ ইসমাইল চৌধুরীর গৃহে জলযোগের পর মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রিমণ্ডলী এ, কে, ইনষ্টিটিউশনে একটি বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। এই জনসভায় গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান নীতি এবং বর্ত্তমান মন্ত্রীসভা গঠনের কারণ বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। মাননীয় খান বাহাদুর হাশেম আলি খানের গৃহে প্রায় দুই হাজার মুসলমানকে ভোজন করানো হয়। অপরাহ্ণে বার লাইব্রেরী একটি প্রীতি-সম্মেলনে মন্ত্রিমণ্ডলীকে আপ্যায়িত করেন এবং মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী এবং তাঁহার অপর দুইজন সহকর্মী এরোপ্লেনযোগে বরিশাল পরিত্যাগ করেন।

(মাননীয় নওয়াব হবিবুল্লাহ্ বাহাদুর)

তৎপর দিবস মাননীয় মিঃ শামসুদ্দীন আহমদ ভোলায় রওনা হইয়া যান এবং মাননীয় খান বাহাদুর হাশেম আলি খান পাতারহাটে গমন করেন। প'াচ হাজার লোকের একটি বিরাট মিছিলে উঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয় এবং তিনি থানা, পাতারহাট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, সাব রেজিষ্ট্রেশন অফিস এবং ঋণ-সালিশী বোর্ড পরিদর্শন করেন। অতঃপর মাননীয় মন্ত্রী পাঁচ হাজার লোকের একটি জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করেন এবং এই স্থানে তাঁহাকে বিভিন্ন মান-পত্র প্রদান করা হয়। উহার উত্তর প্রদান কালে—বর্ত্তমানে কেন "জাতীয় গভর্ণমেণ্ট" প্রয়োজন, সে সম্পর্কে তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উত্তর প্রদান করেন। তৎপর তাঁহাকে একটি প্রীতি-সম্মিলনীতে আপ্যায়িত করা

৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

মাননীয় মিঃ সন্তোষ কুমার বসু ও মাননীয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী আসানসোল কুষ্ঠ-হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। চিত্রে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, মহকুমা-হাকীম ও হাসপাতাল-কমিটির সদস্যদের সহিত মাননীয় মন্ত্রী-মহোদয়গণকে দেখা যাইতেছে।

সৈন্যদল ও বিমান-বাহিনীর জন্য কারিগর গঠন

[১ম পৃষ্ঠার জের]

এবং বেঙ্গো রোডে সহকারী রিক্রুটিং অফিসার ৪২৩ জন প্রার্থীকে মনোনীত করেন।

পরে কাজ খালি হইলে নিয়োগের জন্য ৮৩১ জন প্রার্থীকে মনোনীত করিয়া রিজার্ভ লিষ্টে রাখা হইয়াছে।

মফঃস্বলস্থ কমিটিসমূহ নিম্নোক্ত সংখ্যক প্রার্থী নির্ব্বাচন করিয়াছে:—(১) চট্টগ্রাম কমিটী —৩২৬ জন; (২) দার্জিলিং কমিটী— ৫৯ জন; (৩) ময়মনসিংহ কমিটী—১৬৪ জন; (৪) ফরিদপুর কমিটী—১৩১ জন; (৫) রংপুর কমিটী—৮৪ জন, (৬) নদীয়া কমিটী—৭৩ জন; (৭) বর্দ্ধমান কমিটী—৫৭ জন; (৮) মেদিনীপুর কমিটী—৬১ জন, (৯) হাওড়া কমিটী—২১১ জন, (১০) পাবনা কমিটী—৪২ জন; (১১) খুলনা কমিটী—৯০ জন, (১২) বাখরগঞ্জ কমিটী—১১০ জন এবং কুমিল্লা কমিটী—৪৬ জন। (ঢাকা কমিটীর কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে)। মোট—১,৪০৪ জন।

বাঙলায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ

বাঙলাদেশে যে ৫৬টি কেন্দ্রে শিক্ষা প্রদান করা হয়, তাহাতে মোট ২,৩৭৭ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ রহিয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ১৭,০০০ প্রার্থী ট্রেনিং গ্রহণ করিতেছে; কিন্তু ২,৮০৬ জন প্রার্থীকে ট্রেনিংয়ে যোগদানের জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে। উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাবে ৬৬১টি পদে আদৌ লোক গ্রহণ করা হয় নাই; তবে শীঘ্রই যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এ পর্য্যন্ত প্রায় ২৪৬ জন লোক ট্রেনিং শেষ করিয়া বাহির হইয়াছে এবং তন্মধ্যে ১৯৩ জন ইণ্ডিয়ান আর্মি অর্ডিন্যান্স কোরে যোগদানও করিয়াছে।

ট্রেনিংকেন্দ্রে উপস্থিত হইলে পর সেখানকার প্রিন্সিপাল বা ম্যানেজার প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তাহার বাসস্থান হইতে ট্রেনিংকেন্দ্র পর্য্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর রেলভাড়া ও ৫ মাইলের বেশী পথ সড়কে ভ্রমণ করিলে প্রতি মাইল এক আনা হিসাবে প্রদান করিয়া থাকেন।

যেসব প্রার্থী ট্রেনিং অবসানে চাকুরীর জন্য মনোনীত হয়, তাহাদিগকে চাকুরীর স্থল পর্য্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর রেলভাড়া, সড়কে ভ্রমণের জন্য ৴০ আনা মাইল হিসাবে এলাউন্স ও দৈনিক ৸০ আনা হিসাবে খোরাকী প্রদান করা হইয়া থাকে। ট্রেনিংকেন্দ্রের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক এই সব খরচ প্রদান করা হইয়া থাকে এবং পরে বিল করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ হইতে টাকা আদায় করা হয়।

স্বাস্থ্য-পরীক্ষা

ট্রেনিং আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে অথবা সামান্য কিছু দিন পর ন্যাশনাল সার্ভিস লেবার ট্রাইবুন্যাল কর্ত্তৃক

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মেশিন বিভাগে কারিগর দল শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে।

শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। ট্রেনিং শেষ হওয়ার পর টেক্নিক্যাল রিক্রুটিং অফিসারের ব্যবস্থামত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। কোন প্রার্থী ট্রেনিংকেন্দ্রে যোগদানের পর যদি স্বাস্থ্য-পরীক্ষায় অযোগ্য প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে কার্য্য হইতে বিদায় দিয়া তাহার বাড়ী পর্য্যন্ত গাড়ী ভাড়া দিয়া দেওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের খরচায় এককালীন ঊর্দ্ধ পক্ষে ১০৲ টাকা ব্যয় পর্য্যন্ত বিনা পয়সায় শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা করা হয়। কোন প্রার্থীর চিকিৎসার জন্য যদি ইহার চেয়ে বেশী ব্যয় পড়ে, তাহা হইলে তজ্জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের মঞ্জুরী লইতে হয়।

শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি

যেসব প্রার্থী মেট্রিকুলেশন পাশ তাহারা মাসিক ২৫৲ টাকা করিয়া এবং যাহারা ম্যাট্রিক পাশ নহে তাহারা মাসিক ২০৲ টাকা করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার হইতে বৃত্তি পাইয়া থাকে। এই টাকা দ্বারাই শিক্ষার্থীদের আহার বাসস্থানের খরচ সঙ্কুলান করিতে হয়। এই সব শিক্ষার্থীর বেলায়ও শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন প্রযোজ্য এবং ট্রেনিং গ্রহণকালে যদি কোন দুর্ঘটনা হয়, তজ্জন্য তাহারা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী।

শিক্ষা প্রদানকারী দল

বিভিন্ন ট্রেনিং কেন্দ্রের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োজিত করা হইয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে বিশেষভাবে শিক্ষিত লোক ইংলণ্ড হইতে আনা হয়। এ-পর্য্যন্ত এরূপ ৫০ জন বিশেষভাবে শিক্ষিত লোক বিলাত হইতে আনা হইয়াছে এবং তন্মধ্যে ১২ জন বাঙলার বিভিন্ন কেন্দ্রে কাজ করিতেছেন।

ট্রেনিং শেষে চাকুরীর সুযোগ

ট্রেনিং সমাপনের পর চাকুরীর কি সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে, অনেকে এই প্রশ্ন করিতে পারেন। এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হয় যে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ ৭৫ জন ইণ্ডিয়ান আর্মী অর্ডন্যান্স কোরে চাকুরী পাইবে এবং বাকী সকলে অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা প্রভৃতিতে নিযুক্ত হইবে। যেসব লোক ফিটার, ইলেক্ট্রিশিয়ান, কাঠের মিস্ত্রী, কর্ম্মকার, যন্ত্রাগারের মিস্ত্রী, যান-বাহনাদির গদি প্রভৃতি প্রস্তুতের মিস্ত্রী, মোটর মেকানিক, ভালকানিষ্ট এবং টিন ও তামার মিস্ত্রীর কাজ শিক্ষা করিয়াছে, প্রধানতঃ ইণ্ডিয়ান আর্মী অর্ডন্যান্স কোরে এরূপ লোকেরই চাকুরীর সম্ভাবনা।

যেসব লোক টার্ণার, মেশিনিষ্ট, ড্রাফটসম্যান, যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী, ঢালাইর কাজ, ছাঁচের মিস্ত্রী প্রভৃতি কাজ শিক্ষা করিবে, নানাবিধ কল-কারখানায় ও অস্ত্রশস্ত্রের কারখানায় এসব লোকের চাকুরীর সুযোগ হইবে।

শিক্ষার্থীগণ নিজেরাই কাজ বাছিয়া লয়

প্রত্যেক প্রার্থীকেই তাহার ইচ্ছামত কাজ বাছিয়া লওয়ার সুযোগ যথাসাধ্য দেওয়া হয়। যখন শিক্ষার্থীরা শিক্ষা-সমাপনের পরীক্ষায় সম্মুখীন হয়, তখন পুনরায় তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয়—তাহারা সামরিক বিভাগে কাজ চায়, না কারখানায় প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক। যথা-সম্ভব শিক্ষার্থীদের অভিপ্রায় অনুযায়ীই কাজ করা হয়।

"সিভ্ মিল" পরিকল্পনা

সম্প্রতি "সিভমিল" পরিকল্পনা নামে একটি নূতন স্কীম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী যেসব শিক্ষার্থী ফিটার ও ইলেক্ট্রিশিয়ানরূপে শিক্ষা

[৭ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

পরীক্ষার জন্য প্রার্থীগণকে ট্রাইবুন্যালের সাম্‌নে একে একে আহ্বান করা হইতেছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

প্রশান্ত মহাসাগরীয় সংগ্রাম-ক্ষেত্র

চ্যাংসার যুদ্ধে ৫০ হাজার জাপানী নিহত

সিঙ্গাপুরের বেতার বার্ত্তায় প্রকাশ, চুংকিং-এ চীনের সমর বিভাগের প্রতিনিধিস্থানীয় কোন ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, চ্যাংসার যুদ্ধে এ পর্য্যন্ত ৪৫ হইতে ৫০ হাজার জাপ সৈন্য নিহত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ১ হাজার জাপ সৈন্য বন্দী হইয়াছে।

টারাকানের আত্মসমর্পণ

১১ই জানুয়ারী রাত্রিতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, প্রবল আক্রমণের সম্মুখীন হইয়া টারাকানের (বোর্ণিয়োর উত্তর-পূর্ব্ব উপকূলের অদূরে অবস্থিত) রক্ষী সৈন্যদল শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে। রক্ষী সৈন্যদিগের এক ক্ষুদ্র দল বোর্ণিয়োর উপকূলে পৌঁছিতে সমর্থ হয়।

সিঙ্গাপুরে বিমান আক্রমণের প্রাবল্য

গত ১৩ই তারিখ শত্রু বিমানগুলি দলবদ্ধভাবে সিঙ্গাপুরের উপর যে আক্রমণ চালায়, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। ১৪ জন হতাহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ওলন্দাজ সৈন্যদের পাল্টা আক্রমণ

ওলন্দাজ পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সৈন্যগণ জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রবল পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। ঘোষণা করা হইয়াছে যে, দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রশক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাধ্যক্ষ জেনারেল ওয়াভেল তাঁহার নূতন হেডকোয়ার্টার স্থাপনের জন্য ওলন্দাজ পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে গমন করিয়াছেন। ওলন্দাজ বিমানসমূহ শত্রু অধিকৃত তারাকানে এবং দক্ষিণ ফিলিপাইনে একটি জাপ নৌ-ঘাঁটিতে বোমাবর্ষণ করিয়াছে।

১৪টি জাপ জাহাজে বোমাবর্ষণ

ওলন্দাজ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ওলন্দাজ-বোমারুরা তারাকান দ্বীপের দক্ষিণে ১৪টি জাপানী জলযানের উপর বোমাবর্ষণ করিয়াছে। ছয়টি বড় ক্রুজার এবং ছয়টি টর্পেডো বোট এই জাহাজগুলিকে পাহারা দিয়া লইয়া আসিতেছিল।

বৃটিশ বাহিনীর পশ্চাদপসরণ

সুদূরপ্রাচ্য সম্পর্কে লণ্ডনে ১৪ই তারিখ মাত্র এই একটি সংবাদই পাওয়া গিয়াছে যে, মালয়ে বৃটিশ বাহিনী এখনও পশ্চাদপসরণ করিতেছে।

রেঙ্গুণে এক হাজার নিহত

গত ২৩শে ডিসেম্বর অর্থাৎ প্রথম দিন রেঙ্গুণের উপর যে বিমানহানা হয়, তাহাতে প্রায় হাজার লোক নিহত এবং ৯৫০ জন আহত হইয়াছে। হাসপাতালে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বেই যাহাদের মৃত্যু হইবে বলিয়া বুঝা গিয়াছিল, তেমন লোকদিগকেও নিহত ব্যক্তিদের হিসাবেই ধরা হইয়াছে। বর্ম্মী ও ভারতীয়দের হতাহতের সংখ্যা আধাআধি। কতক লোক হাসপাতালে মারা গিয়াছে।

সিঙ্গাপুরের ১২০ মাইল দূরে শত্রু-সৈন্য

টোকিও হইতে দাবী জানাইয়াছে যে, জাপানী সৈন্যেরা মালাক্কা সীমান্তে টাম্পিন শহরে পৌঁছিয়াছে; উহা সিঙ্গাপুর দ্বীপ হইতে ১২০ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রতিপক্ষীয় অপর সৈন্যদল গেমাসে পৌঁছিয়াছে বলিয়া দাবী করা হইয়াছে; উহা মালাক্কার ৪৫ মাইল উত্তরে এবং সিঙ্গাপুর ও উপকূলবর্ত্তী সেরেম্বান হইতে ১৫০ মাইল দূরে অবস্থিত।

মালয়ের বিমান ঘাঁটিসমূহ ব্রিটিশ হস্তচ্যুত

প্রকাশ, বর্ত্তমানে মালয় উপদ্বীপে বৃটিশদের অধিকারে একটিও বিমান ঘাঁটি নাই। তবে তাঁহাদের অধিকারে এখনও কয়েকটি অবতরণক্ষেত্র রহিয়াছে এবং সিঙ্গাপুরে কয়েকটি বিমান ঘাঁটি তাহাদের আছে।

ব্রিটিশ বাহিনীর পশ্চাদপসরণের কারণ

লণ্ডন হইতে নিম্নোক্ত মর্ম্মে এক তার পাওয়া গিয়াছে :— "মালয়ে অবস্থিত 'টাইমস' পত্রিকার সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, প্রধানতঃ তিনটি কারণে বৃটিশ বাহিনীকে পশ্চাদপসরণ করিতে হইতেছে : প্রথমতঃ জাপ সৈন্যের বিষম সংখ্যাধিক্য, দ্বিতীয়তঃ অবিরত ৬ সপ্তাহের উপর লড়াই চালাইয়া সৈন্যগণ অতিমাত্র শ্রান্ত। উহারা যদি শ্রান্ত-ক্লান্ত না হইত তাহা হইলে সংখ্যাধিক্য হওয়ায় পিছু আসিয়া যাইত না; সৈন্যেরা এরূপ ক্লান্ত যে, দাঁড়াইতে বসিয়াই তাহারা ঘুমাইয়া পড়িতেছে। তারপর উহাদের মনে দিবারাত্র এক বিষম আতঙ্ক লাগিয়া আছে, বিমান-শক্তির অভাব আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জঙ্গলের জন্য অগ্রগামী বাহিনী জানিতে পারিতেছে না, তাহাদের সম্মুখে কি আছে। গোলন্দাজ বাহিনীও পর্য্যবেক্ষণ ঘাঁটির অভাবে ভাল কাজ করিতে পারিতেছে না। যাহা হউক, বৃটিশ বাহিনী পরিখাযুদ্ধ চালাইয়া শত্রুর অগ্রগতি ব্যাহত করিতেছে। সৈন্য বাহিনীর মধ্যে শতকরা ৭০ জন ভারতীয় ও শতকরা ৩০ জন ইংরেজ সেনা আছে।

জাপবাহিনীর পরাজয়

একটি ক্ষুদ্র জাপ পদাতিক ও ট্যাঙ্ক বাহিনী পরাজিত হয়। মালাক্কার উত্তরে উপকূলবর্ত্তী অঞ্চলে সংগ্রাম চলে। কিছুকাল ব্যাপী সংগ্রামের পর একটি ধ্বংসোন্মুখ সেতু দিয়া একটি জাপ সাঁজোয়া বাহিনীকে অগ্রসর হইতে দেওয়া হয়। উহারা সেতু অতিক্রম করা মাত্র সেতুটি ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয় এবং বৃটিশ গোলন্দাজ বাহিনী শত্রু সৈন্যের উপর প্রবল আক্রমণ চালায়। জাপানীরা আত্মগোপনের সন্ধানে ইতস্ততঃ ছুটিতে থাকে, উহাদের বহুলোক হতাহত হয়। ১৪খানি ট্যাঙ্ক ও ১০খানি সাঁজোয়া গাড়ী ধ্বংস হয়।

মালয়ে যুদ্ধরত অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যদল

এক সরকারী ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মালয়ে মেজর জেনারেল গর্ডন বেনেটের অধীনে অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যদল যুদ্ধরত হইয়াছে।

মৌলমেনে বিমান হানায় ভারতীয়গণ হতাহত

খবর পাওয়া গিয়াছে যে, গত ৭ই জানুয়ারী তারিখে মৌলমেনে যে বিমান হানা হয়, উহাতে ২৫ জন ভারতীয় মারা গিয়াছে, ১৪ জন গুরুতর আহত হইয়াছে এবং ৪৩ জন সামান্য জখম হইয়াছে।

পাঁচখানা জাপ জাহাজ জলমগ্ন

মার্কিণ নৌ-বিভাগের সংবাদে জানা যায় যে, সুদূর প্রাচ্যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় মার্কিণ নৌ-বাহিনীর আক্রমণে প্রতিপক্ষের তিনখানি সৈন্যবাহী ও দুইখানি রসদবাহী মালবাহী জাপ জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে।

সিঙ্গাপুরের ১০০ মাইল দূরে জাপানী বাহিনী

১৭ই জানুয়ারী সংবাদে প্রকাশ যে, জাপানীগণ সিঙ্গাপুরের একশত মাইলের মধ্যে আসিয়াছে।

সিঙ্গাপুরের ১৭ই জানুয়ারী তারিখের সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব্ব রাত্রে কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া সিঙ্গাপুরের উপর জাপ বিমান বোমা বর্ষণ করিয়াছে। মালয় রণাঙ্গনের পূর্ব্বাংশের অবস্থার কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। উভয় পক্ষেই টহলদারী কার্য্যতৎপরতা মাত্র চলিতেছে। রণাঙ্গনের পশ্চিম অংশেও বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যাইতেছে না। ব্রিটিশ বিমান মুয়ার নদীর মোহনায় শত্রুপক্ষের কতকগুলি মালবোঝাই বড় নৌকা বোমা বর্ষণ করিয়া ডুবাইয়া দিয়াছে।

মুয়ার নদীর দক্ষিণ তীরে শত্রু ঘাঁটি

পরবর্ত্তী সংবাদে জানা যায় যে, রণাঙ্গনের পশ্চিম অংশে মুয়ার নদীর দক্ষিণ তীরে শত্রুপক্ষের অগ্রগামী বাহিনী ঘাঁটি স্থাপনে সক্ষম হইয়াছে। রণাঙ্গনের পূর্ব্ব দিকে ব্রিটিশ গোলন্দাজ বাহিনী শত্রুর অগ্রগতিতে বাধা দিতেছে। ১৭ই জানুয়ারী সিঙ্গাপুরের বিমান হানায় ১৫০ জন বেসামরিক হতাহত হইয়াছে। ১৬ই জানুয়ারী সিঙ্গাপুরে বিমান হানায় উক্ত অঞ্চলের সামান্য ক্ষতি হইয়াছে এবং ৬ জন মারা গিয়াছে ও ২২ জন আহত হইয়াছে। এই দিন দ্বিতীয় দফা বিমান হামলায় বিভিন্ন অঞ্চলে নির্বিচারে বোমা বর্ষণ করা হয়। কতিপয় চীনা ও ভারতীয় হতাহত হইয়াছে। একটা রাস্তায় বোমা পড়িয়া কতকগুলি লোক নিহত হইয়াছে। কাঁচের টুকরায় কতকগুলি চীনা ভীষণ আহত হইয়াছে। সিঙ্গাপুরের উপকণ্ঠবর্ত্তী একটি গ্রামের কিয়দংশ জাপ বিমানের নিক্ষিপ্ত বোমায় জ্বলিয়া গিয়াছে।

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

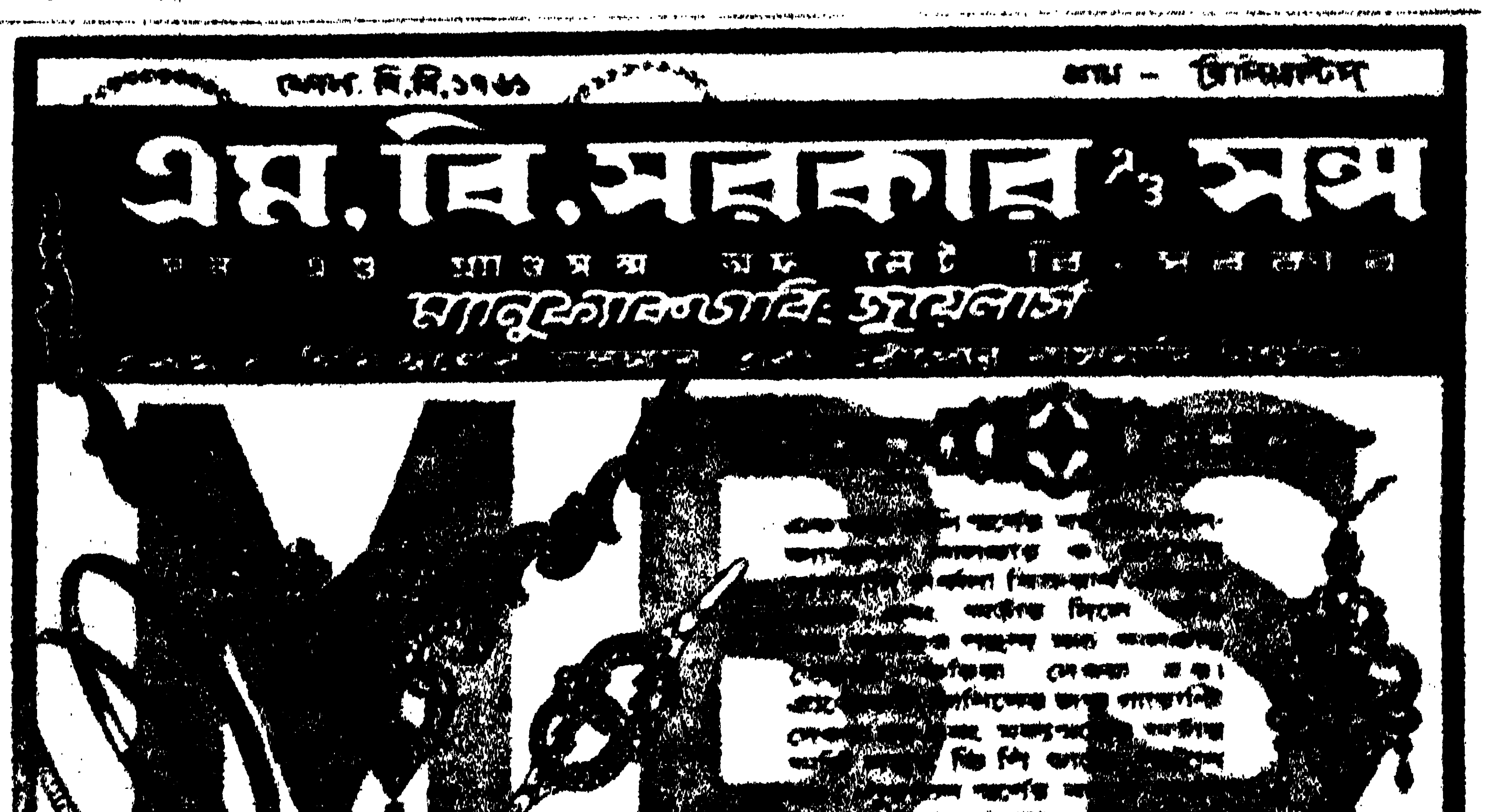

যুদ্ধের সংবাদ

[৫ম পৃষ্ঠার জের]

ব্রহ্মে জাপ বাহিনীর সহিত সংঘর্ষ

দক্ষিণ ব্রহ্মে রেঙ্গুণ হইতে ২৯০ মাইল এবং থাই সীমান্ত হইতে ২০ মাইল দূরবর্তী নামটাগা নামক স্থানে গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখে জাপ ও ব্রিটিশ বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হইয়াছে। ঐ অঞ্চলের অবস্থা ব্রিটিশ অনুকূলে। ঐ অঞ্চলে ১,২৫০ জন জাপ সৈন্য আছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

মুয়ার নদীর এলাকায় জাপানী চাপ

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন, জাপানীরা পশ্চিম উপকূলে বৃটিশ সাম্রাজ্য বাহিনীর উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। বজরা ও ছোট নৌকাযোগে আরও জাপ সৈন্য মুয়ার নদীর দক্ষিণে অবতরণ করে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। যদিও মুয়ার এলাকা বৃটিশ সৈন্যের আয়ত্বে আসিতেছে এরূপ লক্ষণ পরিস্ফুট, তথাপি এই সর্ব্বশেষ অবতরণ স্বল্পসংখ্যক রক্ষী সৈন্যের পক্ষে আশঙ্কা বৃদ্ধি করিয়াছে। যে প্রথম অবতরণ স্থানের সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা সিঙ্গাপুর হইতে ৯০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। গেমাস এলাকায় কামানযুদ্ধ চলিতেছে এবং অষ্ট্রেলিয়ান গোলন্দাজেরা প্রতিপক্ষীয় অবস্থানগুলি বিচুর্ণ করিতেছে।

ট্যাভয় শহর ত্যাগ

রেঙ্গুণ রেডিও সেনা ও বিমান বিভাগের সম্মিলিত নিম্নোক্ত মর্ম্মের ইস্তাহারখানি প্রচার করিয়াছেন:—আমাদের সেনা বাহিনী সংখ্যাধিক্যবলে বলীয়ান শত্রু সৈন্যের চাপে টেনাসেরিম অঞ্চলের ট্যাভয় শহর ত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক ঘাঁটিতে সরিয়া গিয়াছে।

ট্যাভয় বিমানঘাঁটি শত্রু হস্তে পতিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ঐ অঞ্চলের আশেপাশে যে সকল বৃটীশ বিমান কর্ম্মতৎপর রহিয়াছে, ঐ সকল বিমানের বৈমানিকদের নিকট হইতে জানা যায় যে, ট্যাভয় বিমান-ঘাঁটিতে জাপ জঙ্গী বিমান রহিয়াছে।

সর্ব্বত্র রুশীয়দের বিরাট সাফল্য

সোভিয়েট সৈন্য ইস্তাহারে ১৬ জানুয়ারী ভেরিজারোভো পুনরধিকারের সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে।

মস্কো হইতে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত হাজার মাইলব্যাপী রণাঙ্গনে চারিটি প্রধান শহর রুশ সৈন্যগণ কর্ত্তৃক পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে। আজও লাগোপারি ট্যাগানরোগের রাস্তায় মার্শাল টিমোশেঙ্কোর সৈন্যবাহিনী উপস্থিত। তাঁহার গোলন্দাজবাহিনী শহরের উপর গোলাবর্ষণ করিতেছে। ইউক্রেণের প্রধান শিল্পকেন্দ্র খারকভের বহিঃরক্ষাব্যূহে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। রক্ষাব্যূহ এক স্থানে ভেদ করা হইয়াছে।

ক্রিমিয়ায় সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী সেবাস্তোপোলের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

মস্কো রণাঙ্গনে রুশ সৈন্যেরা মোজাইস্ক অভিমুখে সরাসরি আক্রমণ তীব্রতর করিয়া তুলিতেছে। এই অঞ্চলে এক লক্ষ সুনির্ব্বাচিত জার্ম্মাণ সৈন্যের অবরুদ্ধ হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

লেনিনগ্রাদ রণাঙ্গনে সোভিয়েট সেনেরা ভোলখভ নদীর পশ্চিম তীরে জার্ম্মাণ রক্ষাব্যূহ ভেদ করিয়াছে।

দুইটি শহর পুনরধিকার

সোভিয়েট সৈন্য ইস্তাহারে প্রকাশ, ১৭ই জানুয়ারী রুশ সৈন্যগণ শত্রুর প্রতিরোধ ব্যর্থ করিয়া অগ্রসর হয় এবং মস্কো অঞ্চলে ম্যালোয়ারোস্লাভেটস ও লটোসাইন (জেলার সদর কার্য্যালয়) এবং আরও কয়েকটি জনপদ অধিকার করিয়াছে।

মালদহে "ডিফেন্স সেভিংস্ সপ্তাহ"

সাফল্যপূর্ণ অনুষ্ঠান

বিগত ৩রা ডিসেম্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ১০ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মালদহে "ডিফেন্স সেভিংস্ সপ্তাহের" অনুষ্ঠান হয়। এই সম্পর্কে ব্যবস্থা করার জন্য উদ্যোগ-আয়োজন পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথমতঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের খাস কামরায় বিশিষ্ট কর্ম্মীদের একটি আলোচনা সভা হয় এবং পরে ১৬ই নভেম্বর (১৯৪১) তারিখে স্থানীয় যুদ্ধ-কমিটীর একটি সভা হয়। এই সভায় কমিটীর প্রেসিডেণ্ট, রায়বাহাদুর পঞ্চানন মজুমদার, মিঃ জহর আহমদ চৌধুরী এম-এল-এ, বাবু বিজয়কুমার নিয়োগী এম-এ, বি-এল, বাবু প্রবোধ কুমার রায় বি-এল, বাবু কালীপ্রসন্ন সাহা বি-এল, খানসাহেব মৌঃ আব্দুল গণি এবং মহকুমা-হাকীম বক্তৃতা প্রদান করেন।

এই সভার পর ১৬টি কেন্দ্রের জন্য স্থানীয় কমিটী-সমূহ গঠন করা হয়। জেলার যে-সব এলাকায় ভাদুই ফসল জন্মে, এই সব স্থানীয় কমিটী সেই সব এলাকায় (জেলার মোট ১৫টি থানার মধ্যে ১০টি থানার) গঠিত হয়। অন্য পাঁচটি থানায় আমন ধান কাটা না হওয়া পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

যাহাতে এই "সপ্তাহের" অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে, তজ্জন্য ডাক বিভাগ বিশেষভাবে সহায়তা করে। স্থিরীকৃত হয় যে, প্রত্যেক সভায় একজন করিয়া পোষ্ট-মাষ্টার "সেভিংস্ সার্টিফিকেট" বিক্রীর জন্য উপস্থিত থাকিবেন। যেসব স্থলে স্থানীয় পোষ্ট অফিসে এরূপ সার্টিফিকেট বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল, সেখানকার পোষ্টমাষ্টার স্বয়ং এই সব সভায় উপস্থিত ছিলেন। বাকী ৬টি কেন্দ্র ইংরাজবাজারের পোষ্টমাষ্টার সদর হইতে গমন করিয়া সভাগুলিতে উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেক সভার দুই এক দিন পূর্ব্বে কতিপয় সরকারী কর্ম্মচারী ও বিশিষ্ট বেসরকারী ভদ্রলোক বিভিন্ন কেন্দ্রের বাড়ী বাড়ী গমন করিয়া সাধারণকে "সপ্তাহের" উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। জনসাধারণকে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, সাধারণ কারেন্সী নোটের যে মূল্য, প্রকৃতপক্ষে "সেভিংস্ সার্টিফিকেটের" মূল্যও অনুরূপ এবং নোট চলতি থাকা অবস্থায় "সার্টিফিকেটের" মূল্য সম্বন্ধে ভাবনার কোন কারণ নাই। কাঁচা টাকা জমাইয়া রাখার ব্যর্থতাও সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

ইহাও সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, "সেভিংস্ সার্টিফিকেটের" সহিত যুদ্ধ-ভাণ্ডারের কোন সম্পর্ক নাই।

প্রধানতঃ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের নিকটেই "সেভিংস্ সার্টিফিকেট" ক্রয়ের জন্য আবেদন জানান হয়। "সপ্তাহের" মধ্যে মোট ৫৬,১০০৲ টাকার "ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট" বিক্রয় হইয়াছিল। ইহার মধ্যে সভাগুলিতে উপস্থিত পোষ্টমাষ্টারগণ ৪৬,০০০৲ টাকার সার্টিফিকেট বিক্রয় করেন এবং অবশিষ্ট সভার পর "সপ্তাহের" বাকী সময়ে বিক্রয় হইয়াছিল।

সৈন্যদল ও বিমান-বাহিনীর জন্য কারিগর গঠন

[৪র্থ পৃষ্ঠার জের]

যুব[illegible] করিতেছে, তাহারা শিক্ষা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই ইচ্ছা করিলে সামরিক বিভাগের চাকুরীতে যোগদান করিতে পারিবে। এরূপ শিক্ষার্থীর শিক্ষাকাল ৪ মাসের কম হইলে তাহাকে সামরিক বিভাগের অধীনে "সিভিলিয়ান" কেন্দ্রে শিক্ষা শেষ করিতে হইবে। যদি শিক্ষার্থীর শিক্ষাকাল ৪ মাসের বেশী হইয়া থাকে, তবে তাহাকে বাকী ট্রেনিং শেষ করার জন্য সরাসরি একটি সামরিক কেন্দ্রে পাঠান হয়। বাঙ্গলাদেশে ঢাকা আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল ও যাদবপুরস্থিত ক্যালকাটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে দুইটি "সিভিলিয়ান" কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

বিমান-বাহিনীর মেকানিক ট্রেনিং

বিমান-বাহিনীর জন্য লোক সংগ্রহের জন্য সিভিল এভিয়েশনের ডিরেক্টরের তত্ত্বাবধানে ট্রেনিং প্রদানের এক পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইয়াছে।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বিমান-যানের কলকব্জা সম্পর্কে প্রতিবর্ষে ২,০০০ করিয়া দুই বৎসর পর্য্যন্ত একদল লোককে শিক্ষাদান করা হইবে। এই ধরণের শিক্ষা যাহারা পাইবে, তাহারা যে কেবল বিমান-বাহিনীতেই চাকুরী পাইবে, তাহা নহে—যুদ্ধের অবসানে নানাবিধ বেসামরিক কল-কারখানায়ও তাহারা চাকুরীর সুযোগ পাইবে।

গত অক্টোবর মাসের শেষ সময় পর্য্যন্ত ২৫০ জন বাঙ্গালী তরুণ বিভিন্ন কেন্দ্রে এতদ্বিষয়ক শিক্ষা গ্রহণ করিতেছিল। ৪ মাস শিক্ষা গ্রহণের পর যাহারা প্রাথমিক টেষ্ট পরীক্ষায় পাশ করে, তাহাদিগকে বিমান-যন্ত্র সম্পর্কে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য আম্বালায় বিমান-বাহিনীর ট্রেনিং স্কুলে প্রেরণ করা হইয়া থাকে।

বিমান-বাহিনীর জন্য এই শ্রেণীর শিক্ষার্থী ৩ নং বেকার রোড (বালিগঞ্জ) ঠিকানায় বিমান-বাহিনীর রিক্রুটিং কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া থাকে। শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এবং দমদমস্থ "ইণ্ডিয়ান এয়ার সার্ভে এণ্ড ট্রান্সপোর্ট লিমিটেডের" তত্ত্বাবধানেও এই শ্রেণীর শিক্ষা প্রদান করা হইয়া থাকে।

এই পরিকল্পনানুযায়ী চারি মাস কাল শিক্ষা দান করা হইয়া থাকে। চারি মাসের শেষ ভাগে ট্রেনিং প্রাপ্ত শিক্ষার্থিগণকে একটি পরীক্ষা দিতে হয়। এই পরীক্ষার ফল এবং গত চারিমাসের হাতে-কলমে শিক্ষা দৃষ্টে প্রয়োজন অনুসারে ইহাদের মধ্য হইতে সর্ব্বোত্তম ছাত্রকে বাছাই করিয়া ভারতীয় এয়ার ফোর্স ভলান্টিয়ার রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া উন্নত ধরণের ট্রেনিং লাভার্থ আম্বালায় "এয়ার ফোর্স টেকনিক্যাল ট্রেনিং স্কুলে" পাঠান হয়।

এই সকল শিক্ষার্থীর বয়স ১৮ হইতে ৩২ বৎসরের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং তাহাদিগকে ম্যাট্রিক কিম্বা অনুরূপ কোন পরীক্ষায় পাশ হইতে হইবে। যাহারা ইতিমধ্যেই উপযুক্তরূপ টেকনিক্যাল ট্রেনিং লাভ করিয়াছে তাহাদের সম্পর্কে এই নিয়ম শিথিল করা হইবে।

আই, এ, এফ, ভি, আর-এ

নির্ব্বাচিত শিক্ষার্থীকে সঙ্গে সঙ্গে "ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স ভলান্টিয়ার রিজার্ভে"র অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হয়। এবং তাহাকে যে কোন সময় সেনাবাহিনীতে আহ্বান করা যাইতে পারে।

এই পরিকল্পনা অনুসারে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ২৫৲ টাকা করিয়া ভাতা দেওয়া হয়। যখন কোনো শিক্ষার্থীকে আম্বালায় উন্নত ধরণের শিক্ষা লাভের জন্য নির্ব্বাচন করা হয়, তখন সে বিমান বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে এবং তখন তাহাকে আর সাধারণ নাগরিক বলা চলে না। তখন তাহাকে খাদ্য, বসন, বাসস্থান প্রভৃতি সরবরাহ করা হয় এবং প্রতিমাসে ৩০৲ টাকা হিসাবে প্রদান করা হয়। যখন সেই শিক্ষার্থী সন্তোষজনকভাবে আম্বালায় উন্নত ধরণের ট্রেনিং লাভ করে (এই শিক্ষালাভ করিতে তিন মাস হইতে ছয় মাস পর্য্যন্ত সময় লাগে), তখন তাহাকে পুরাপুরি "এয়ার ক্র্যাফ্ট মেকানিক" বলা চলে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই পরিকল্পনানুযায়ী ইতিমধ্যেই ২৫০ জন বাঙ্গালী যুবককে নির্ব্বাচন করা হইয়াছে।

শিক্ষা-কেন্দ্রে জীবনযাত্রা-প্রণালী

এই উভয়বিধ পরিকল্পনাধীনে বিভিন্ন শিক্ষা-কেন্দ্রে শিক্ষার্থিগণ কিভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে এবং কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের সম্পর্কে কিরূপ যত্নশীল, তৎসম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিলে বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কঠিন পরিশ্রম, পুষ্টিকর আহার্য্য, পরিচ্ছন্ন বাস-ব্যবস্থা, প্রচুর বিশুদ্ধ বায়ু, ব্যায়াম এবং প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা এই সমস্ত এক সঙ্গে যোগাযোগ করিলে এখানকার জীবনযাত্রা-প্রণালীর কাহিনী সুপরিস্ফুট হইবে। বাঙ্গলার দূরতম অঞ্চল হইতে এইখানে যুবকগণ যোগদান করিতে আসে; কেহ কেহ বা পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতেও আসিয়া থাকে। কিন্তু এই সকল কেন্দ্রে যোগদান করিবার কিছুদিন পরেই তাহারা একেবারে নূতন মানুষ হইয়া গড়িয়া উঠে। তাহাদের বেকার-সমস্যা ঘুচিয়া গিয়াছে, তাহাদের জীবনে একটা উদ্দেশ্য দেখা দিয়াছে, নিজের কাজ শিক্ষা করিতে তাহারা উৎসুক, তাহারা সুনিয়ন্ত্রিত জীবন যাপন করিতে শুরু করিয়াছে এবং তাহারা সঙ্ঘশক্তি অর্জ্জন করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত অধিকাংশ শিক্ষা-কেন্দ্রে ভিন্ন প্রদেশের শিক্ষার্থী যথা বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী এবং অন্যান্যের সহিত এক সঙ্গে মিলিত হইয়া কাজে লাগিয়াছে, একই উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, একই প্রকার জীবন যাপন করিতেছে, একইরূপ কাজ শিক্ষালাভ করিতেছে এবং দৃষ্টিভঙ্গী সম্প্রসারিত করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের মধ্যে এবং বাঙ্গালী ও পাঞ্জাবী প্রভৃতির মধ্যে প্রতিযোগিতাও রহিয়াছে, ইহার পরিণাম শুভ ছাড়া আর কিছু নহে। ইহাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী আপন আপন কাজ শিখিতে বিশেষ যত্নশীল হয় এবং অধিকতর অল্প সময়ের মধ্যে নিজেকে যোগ্যতাসম্পন্ন করিয়া তোলে।

একটি প্রতিবন্ধক

অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট নহে, এইরূপ একটি মনোরম চিত্র আঁকিতে গিয়া "কিন্তু" বলিয়া আসিবার অবকাশও এখানে রহিয়াছে। একটি প্রতিবন্ধক এখানে

[৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে শিক্ষার্থিগণ আহার করিতেছে।

শিক্ষার্থিগণ শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে মেশিনারীর বিভিন্ন অংশ প্রস্তুত করিতেছে।

মাননীয় মন্ত্রী-মণ্ডলীর মফঃস্বল সফর

[৩য় পৃষ্ঠার জের]

হয়। অপরাহ্নে তিনি ঝিকরা নামক স্থানে উপনীত হন; সেখানে প্রায় ১৫,০০০ হাজার লোক ঘাটে তাঁহার অভ্যর্থনা করে। এই স্থানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে প্রদত্ত বহু মান-পত্রের উত্তরে তিনি যাহা বলেন সমবেত জনতা তাহা মন্ত্রমুগ্ধের মত শ্রবণ করে। অতঃপর তিনি ঝিকরা ঋণ-সালিসী বোর্ড পরিদর্শন করেন এবং সেখানকার কাজের বহুবিধ অসুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করেন। ইতিপূর্ব্বে যে সকল ঋণ প্রদান করা হইয়াছে, তাহা পরিশোধ সম্পর্কে তিনি অনুসন্ধান করেন। প্রত্যেক জনসভায় মাননীয় মন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন যে, জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকের আইনগত অধিকার ও প্রয়োজনীয়তা বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট বিশেষ ন্যায়পরতার সহিত বিবেচনা করিবেন। জমিদার এবং মহাজনের তরফ হইতে তাহাদিগকে আর অত্যাচার সহ্য করিতে হইবে না এবং পক্ষান্তরে প্রজা খাজনা দিবে না কিম্বা ঋণ শোধ করিবে না, এইরূপ মতিগতিও বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট সহ্য করিবেন না। একদিকে তাঁহারা দুঃস্থ প্রজাকে বিপদে-আপদে সাহায্য করিবেন—অপরদিকে যাহাদের বকেয়া দেনা শোধ করিবার ক্ষমতা আছে, সেদিকে চাপ দিতে হইবে। তিনি পল্লী-জীবনে সাম্প্রদায়িক সমতা রক্ষা ও বিরোধের ভাব দূর করা সম্পর্কে বিশেষরূপে গুরুত্ব আরোপ করেন। ইহার ফলে গভর্ণমেণ্ট শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় উন্নত ধরণের জীবন-যাত্রার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

বিভিন্ন মান-পত্রে জন-সাধারণ গত যে মাসের প্রবল ঝটিকায় ক্ষতির কথা উল্লেখ করিয়াছে এবং বর্ত্তমান বৎসরে যাহাতে কৃষি-ঋণ আদায় না হয়, সে জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছে, সমবায় ঋণের হার কমাইতে অনুরোধ জানাইয়াছে; স্থানিক পরিদর্শন দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে প্রার্থনা জানাইয়াছে; প্রবল ঝটিকায় যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহারা আর্থিক সাহায্য কামনা করিয়াছে; জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের দাবী জানাইয়াছে এবং বিভিন্ন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের বহুবিধ প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করিয়াছে। মাননীয় মন্ত্রী ইহার প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেন এবং তাঁহাদিগকে এই আশ্বাস-বাণী প্রদান করেন যে, তাহাদের ভোটে নির্ব্বাচিত পরিষদের সদস্য হিসাবে, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান-রূপে, জেলার বিভিন্ন গ্রাম ক্রমাগত পরিভ্রমণ করিয়া তাহাদের নিজেদের চাইতে তিনি তাঁহাদের অভাব-অভিযোগের কথা সম্যক অবগত আছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি একথাও জানান যে, জন-সাধারণ সর্ব্বান্তঃকরণে সহযোগিতা না করিলে সরকারের পক্ষে তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূরীভূত করা সম্ভবপর নহে। এতদ্ব্যতীত কোন গভর্ণমেণ্টই এক দিন কিম্বা এক বৎসরের মধ্যে তাহাদের প্রয়োজন উপযোগী চাহিদা মিটাইতে পারেন না। বিশেষ করিয়া যখন গভর্ণমেণ্টকে যুদ্ধে বিপুল ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করিতে হইতেছে এবং তাহাদের সমগ্র প্রচেষ্টা যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে কেন্দ্রীভূত করিতে হইতেছে, তখন উহা আরো সম্ভবপর নহে। বর্ত্তমান সময়ে সরকারের প্রধান এবং প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য হইতেছে তাহাদের জন্মভূমিকে রক্ষা করা এবং একাধারে গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের এখন একমাত্র কার্য্য হইতেছে তাহাদের সমগ্র প্রচেষ্টাকে এইদিকে কেন্দ্রীভূত করা উচিত।

গভর্ণমেণ্টের পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা রহিয়াছে এবং সেই অনুসারে পল্লী-জীবনকে উন্নততর করিতে তাহারা অনবরত উৎসাহিত করিতেছিলেন, কিন্তু সরকারের আর্থিক অবস্থা যতদিন এইভাবে আছে এবং যতদিন যুদ্ধ চলিতে থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রিমণ্ডলী পল্লী-অঞ্চলের উন্নয়ন পরিকল্পনার দ্বারা মনস্থ করিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যকরী করা এক প্রকার অসম্ভব বলিলেই চলে।

গত ১৩ই জানুয়ারী মাননীয় মন্ত্রী বুলগী নামক স্থানে আগমন করেন এবং ওখানকার উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও ঋণ-সালিসী বোর্ড পরিদর্শন করেন। উক্ত বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তিনি একটি জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। এই স্থানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তাঁহাকে মান-পত্র প্রদান করা হয়। অতঃপর তিনি কাশিমচর পরিদর্শন করেন। সন্ধ্যা ৬ টায় তিনি বরিশাল প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ষ্টিমার ঘাট হইতেই সোজা রওনা হইয়া আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয়, আলেকান্দা হাই মাদ্রাসা এবং বেঙ্গল কো-অপারেটিভ্ পারফিউমারী কোম্পানী পরিদর্শন করেন। শেষোক্ত স্থানে তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র প্রদান এবং জল-যোগে আপ্যায়িত করা হয়।

মাননীয় মন্ত্রীদের পশ্চিমবঙ্গ সফর

অর্থ-সচিব মাননীয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং স্বায়ত্তশাসন ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ সন্তোষ কুমার বসু সম্প্রতি আসানসোল পরিদর্শন করিয়াছেন। আসানসোলের জনসাধারণ ও সরকারী কর্ম্মচারিগণ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। মাননীয় মন্ত্রীগণ তৎপর "লেইটন মেমোরিয়াল" হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। অতঃপর তাঁহারা গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থা পরিদর্শনার্থ আসানসোলের অন্তর্গত একটি গ্রামে গমন করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা শহরের সীমান্তে কুষ্ঠাশ্রম পরিদর্শন করিয়া উহার সংগঠন ব্যবস্থায় বিশেষ প্রীতি লাভ করেন। আসানসোলের মিউনিসিপাল কমিশনারগণ ইহার পর তাঁহাদিগকে মানপত্র প্রদান করেন।

মাননীয় মিঃ বসু বিশেষ আন্তরিকভাবে এই আবেদন করেন যে, এ, আর, পি, এবং সিভিল ডিফেন্স সংক্রান্ত কাজে সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য এবং মিউনিসি-প্যালিটি এ সম্পর্কে ইতিমধ্যেই যে কাজ শুরু করিয়াছে, তাহা মানিয়া লওয়া প্রয়োজন।

মাননীয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন এবং জানান যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা ও সমতা রক্ষা করাই ইহার কাজ। এই কোয়ালিশন দলের হিন্দু সদস্যদিগের কর্ত্তব্য হইবে মুসলমানের স্বার্থ সংরক্ষণ করা এবং পক্ষান্তরে মুসলমান সদস্যবৃন্দের কাজ হইবে—হিন্দু স্বার্থ সংরক্ষণ করা। এই বিরাট ও ব্যাপক কাজের জন্য তিনি সকল সম্প্রদায়ের সহযোগিতা কামনা করেন।

মিউনিসিপ্যাল অফিসের অনুষ্ঠান শেষে মাননীয় মিঃ বসু প্রাথমিক-চিকিৎসা এবং এ, আর, পি, কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করেন; উহার সংখ্যা সাতটির কম নহে। পরিদর্শন কালে বিভিন্ন কেন্দ্রের কর্ম্মীদলকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি উৎসাহবাণী প্রদান করেন।

অতঃপর মাননীয় মিঃ বসু সিভিক গার্ড অধিনায়ক মিঃ কে, সি, পরামাণিক সমভিব্যাহারে আসানসোলের সিভিক গার্ড সংগঠন পরিদর্শন করেন।

মিউনিসিপ্যাল কমিশনার এবং ভূতপূর্ব্ব ভাইস চেয়ারম্যান মিঃ এ, রশিদের সভাপতিত্বে অপরাহ্নে যে জনসভা হয়, তাহাতে মাননীয় মিঃ বসু বক্তৃতা প্রদান করেন।

মিঃ বসু বক্তৃতা প্রসঙ্গে নূতন কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার নীতি বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন এবং বলেন যে, তাঁহাদের লক্ষ্য হইতেছে প্রদেশের দুইটি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে একতা ও সমতা রক্ষা করা। তিনি উভয় সম্প্রদায়ের লোককে এই আশ্বাস দান করেন যে, এই নূতন গভর্ণমেণ্ট দ্বারা তাঁহাদের উভয়ের স্বার্থই সংরক্ষিত হইবে এবং এই নূতন ব্যবস্থায় কোনো সম্প্রদায়ের লোকেরই শঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই।

সৈন্যদল ও বিমান-বাহিনীর জন্য কারিগর গঠন

[৭ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

আছে, যে সকল যুবক এখানে শিক্ষা লাভের জন্য আসিয়া থাকে, তাহাদের সকলেরই উহার প্রশংসনীয় নহে। এরূপ দেখা গিয়াছে যে, আগন্তুকের আপন-সহ দুই একটি আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া গিয়াছে এবং তাহার পর আর সে এই অভিজ্ঞতা পছন্দ করে নাই।

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, এখানে কোন কোন ক্ষেত্রে কঠোর নিয়মতন্ত্রাধীনে থাকিতে হয়। এরূপ কেহ কেহ থাকিতে পারে, যাহারা ট্রেনিংএর কঠোরতায় অস্বস্তি বোধ করিতে পারে; কেহ কেহ আবার বৃথা পদ-মর্য্যাদা লইয়া এখানে আসে, যাহা পরিপূরণ হয় না। সৌভাগ্যের বিষয়, এই ধরণের ব্যাপার খুবই কম এবং অধিকাংশ যুবক এই ব্যাপক পরিকল্পনায় বিশেষ উদ্যম লইয়া ইহার সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া নিয়াছে। সে যাহা হউক, যাহারা কোন কোন ব্যাপারে অনিচ্ছুক তাহাদের উদ্দেশ্যে সাবধান বাণী রূপে ইহার উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই পরিকল্পনায় যে সকল সুবিধা আছে, তাহা তাহাদের জন্য নহে।

আশা করা যায় যে, এই প্রবন্ধে যেরূপ বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা হইয়াছে এবং যে ধরণের চিত্র সন্নিবেশ করা হইয়াছে, তাহাতে পাঠক সম্প্রদায় এই ট্রেনিংএর ব্যাপকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং ইহা দ্বারা কিরূপ নিয়োগ লাভ করা যায়, তাহাও সম্যক জানা যাইবে। যদি কেহ সত্যিই ইহার ব্যাপকতা অবগত হইতে চাহেন, তবে তাঁহাকে এই ধরণের কয়েকটি শিক্ষা-কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া যুবকগণ কিভাবে কাজ করিতেছে, তাহা অবলোকন করিতে হইবে। ইহাও জনসাধারণ সম্যক অবগত নহেন যে, বহু বাঙালী যুবক এই পরি-কল্পনানুযায়ী ট্রেনিং লাভ করিয়া ইতিমধ্যেই বাঙলা প্রদেশের অন্তর্গত কয়েকটি 'সিভিল আর্ম্মামেণ্ট' এবং মিউনিশন ফ্যাক্টরীতে চাকুরী লাভ করিয়াছে। তাহারা যে কেবলমাত্র এইরূপ জিনিষ নির্ম্মাণে ব্যাপৃত আছে যাহা শেষকালে হিটলারকে পরাজিত করিবে, তাহা নহে—পরন্তু যুদ্ধান্তের পর তাহাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান করিয়া সমগ্র প্রদেশের শিল্পোন্নতির পক্ষেও সাহায্য করিবে। অপর সকলে পূর্ব্ব লিখিত প্রতিষ্ঠানে বাঙালী যুবকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে। ইতি-পূর্ব্বে এই প্রতিষ্ঠানে বাঙালী যুবককে একপ্রকার দেখা যাইত না বলিলেও চলে। একটি চলতি প্রবাদে সত্যিই বলা হইয়াছে যে, এরূপ কোন মেঘ নাই যাহার রূপালী আঁচল না দেখা যায়। যুদ্ধ যতই ক্ষতিকর হউক না কেন—উহা একাধারে বাঙালী ও গোটা ভারতবর্ষের যুবক সম্প্রদায়ের জন্য নূতন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়াছে। আশা করা যায় যে, বাঙালী তরুণ দল সম্পূর্ণরূপে ইহার সুযোগ গ্রহণ করিবে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে সুযোগমত জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্,
বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (ইংলণ্ডে সম্মিলিত)।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

W. BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY LIBRARY

Regd. No. C2532.

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা] কলিকাতা, ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ [এক আনা

রেঙ্গুণের বিমান-আক্রমণ ও তাহার শিক্ষা

মিঃ এইচ, এস, ই, ষ্টেভেন্‌স্‌-এর বেতার-বক্তৃতা

"বিগত ২৩শে ডিসেম্বর এবং পরে ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে জাপানীরা রেঙ্গুণ শহরে বোমা বর্ষণ করে। তারপর হইতে আর রেঙ্গুণ শহরে এ-পর্য্যন্ত আর কোন বিমান-আক্রমণ হয় নাই। অবশ্য রেঙ্গুণের পার্শ্ববর্ত্তী বিমানাবতরণ ক্ষেত্রে রাত্রিযোগে কয়েকবার হানা দেওয়ার চেষ্টা পাওয়া হইয়াছিল। এই সব নৈশ বিমান আক্রমণে ক্ষতি অতি সামান্যই হইয়াছে। কারণ, বিমান-ঘাঁটির মোটেই ক্ষতি হয় নাই এবং বোমাগুলি উন্মুক্ত মাঠে ও স্থান-বিশেষে বিমানঘাঁটি হইতে অনেক দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।"—মিঃ এইচ, এস, ই, ষ্টেভেন্স, সি-আই-ই, আই-সি-এস মহোদয় সম্প্রতি রেঙ্গুণে গিয়া সেখানে অবস্থানকালে বিমান আক্রমণের যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিতে যাইয়া কলিকাতা বেতার-কেন্দ্র হইতে উপরোক্ত কথাগুলি বিবৃত করেন। তিনি আরো বলেন:—

"২৩শে ও ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে দিবাভাগে যে আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে অনেকগুলি জাপানী বোমারু বিমান কতকগুলি জঙ্গী বিমানের রক্ষণাধীনে আসিয়া বোমা বর্ষণ করিয়াছিল। এই ব্যাপার হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, থাইল্যাণ্ডে অবস্থিত জাপানী উড়োজাহাজের আড্ডাগুলি হইতে রেঙ্গুণের দূরত্ব খুব বেশী নহে। যেরূপ অধিক সংখ্যক বিমান এই আক্রমণে যোগদান করিয়াছিল, তাহা বিবেচনা করিতে গেলে বলিতে হয় এই আক্রমণে যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা মোটেই সাংঘাতিক নহে। বিশেষতঃ পাকা দালানসমূহের ক্ষতি অতি সামান্যই হইয়াছে। শহরের কোন কোন অঞ্চলে অগ্নিকাণ্ডে যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সাংঘাতিক সন্দেহ নাই; কিন্তু আক্রমণের ব্যাপকতার সহিত তুলনা করিলে এই সব ক্ষতিকেও সামান্যই বলিতে হয়।"

শৈথিল্যের পরিণাম

"২৩শে তারিখের প্রথম আক্রমণে অনেকগুলি হাল্কা বোমা বেপরওয়াভাবে বর্ষিত হওয়ায় বেসামরিক নাগরিকদের মধ্যে বহু লোক হতাহত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যাহারা কোনও আশ্রয়-স্থলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে শৈথিল্য করিয়াছিল, প্রধানতঃ এরূপ লোকদের মধ্যেই হতাহতের সংখ্যা বেশী। এই ধরণের বোমা সাধারণতঃ খোলা জায়গায় সমবেত জনগণের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হওয়ার উপযোগী এবং ইহা হইতেই বুঝা যায়, জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়া পরিস্থিতি লণ্ডভণ্ড করিয়া তোলার জন্য বেপরওয়া নরহত্যা করাই জাপানীদের উদ্দেশ্য ছিল।

"রেঙ্গুণের এই বোমাবর্ষণ যে সম্পূর্ণ বেপরওয়াভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সামরিক লক্ষ্যবস্তুসমূহের প্রতি মোটেই লক্ষ্য করা হয় নাই, এই ব্যাপার হইতেই তাহা বুঝা যাইবে যে, ১৬,০০০ হইতে ১৭,০০০ ফিট পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধ হইতে বোমা বর্ষণ করা হইয়াছিল। এরূপ ঊর্দ্ধ হইতে কোনও নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর উপর বোমা ফেলা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং বলা চলে বেসামরিক জনগণকে ব্যাপকভাবে হতাহত করাই যদি জাপানীদের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের উদ্দেশ্য প্রকৃতই কতকাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

"২৬শে ডিসেম্বর তারিখে যখন পুনরায় বোমা বর্ষণ হয়, তখনও জাপানীরা পূর্ব্বের দিনের মতই নীতি অবলম্বন করিয়াছিল। এই দিনও কোন সামরিক লক্ষ্য বস্তুর বিশেষ ক্ষতি তাহারা করিতে পারে নাই এবং বেসামরিক জনগণের ক্ষতিও এই দিন সামান্যই হইয়াছিল।

"এই দুই দিনের বিমান-আক্রমণে জাপানীরা যে সামান্য সাফল্য অর্জন করিয়াছিল, তাহার তুলনায় তাহাদের ক্ষতি হইয়াছে অনেক বেশী। কারণ, তাহাদের ৮০টি বিমান একেবারে ধ্বংস করা হইয়াছে এবং আরো কয়েকখানার বিশেষ ক্ষতি করা সম্ভবপর হইয়াছিল। মোটের উপর বলা চলে, যে পরিমাণ বিমান আক্রমণে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার মধ্যে শতকরা অন্ততঃ ৩০ খানাকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। সম্ভবতঃ এরূপ বিরাট ক্ষতির জন্যই রেঙ্গুণে আর দিবাভাগে বিমান আক্রমণের প্রয়াস পাওয়া হয় নাই। এই ব্যাপারে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, জাপানীদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ব্রহ্মের দক্ষিণে মালয় উপদ্বীপের উপরই। এতদ্‌সত্ত্বেও যখন রেঙ্গুণ আক্রান্ত হইল, তখন আমাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা পূর্ণভাবে কার্য্যকরী হইয়াছে এবং আক্রমণের পর এই রক্ষণ-ব্যবস্থা আরো দৃঢ়তর করা হইয়াছে।"

আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা

"প্রথম দিনের বিমানাক্রমণের সময় যেসব লোক বাহিরে খোলা জায়গায় ছিল, তাহাদের মধ্যেই হতাহতের সংখ্যা বেশী। যেসব লোক কোনও পরিখা বা পাকা আশ্রয়স্থল বা কোনও পাকা দালানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ মারা যায় নাই। এই ব্যাপার হইতেই বুঝা যায় যে, যেসব লোকের সামরিক রক্ষী-বাহিনী সংশ্লিষ্ট কোন কর্ত্তব্য থাকিবে না, তাহাদের সকলের পক্ষেই বিমান-আক্রমণের সতর্কতা-ধ্বনি শোনা মাত্রই কোন-না-কোন প্রকার আশ্রয়স্থলে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না নিরাপত্তার ধ্বনি হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেরূপ আশ্রয়ে থাকাই একান্ত কর্ত্তব্য। রেঙ্গুণের বিমান-আক্রমণের অভিজ্ঞতা হইতে এই বড় শিক্ষাই আমাদের আয়ত্ত করা কর্ত্তব্য।"

এ-আর-পি প্রতিষ্ঠান

"মোটের উপর 'অবিলম্বে আশ্রয় গ্রহণ কর' ইহাই হইতেছে রেঙ্গুণের বড় শিক্ষা। পরিখা, রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী পাকা আশ্রয়স্থল ও মজবুত পাকা দালানে আশ্রয় গ্রহণ করিলে বিমান-আক্রমণের সময় সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করা চলে। অবশ্য দালানে আশ্রয় গ্রহণকালে অবশ্য দরজা-জানালা ও জানালার কাঁচ হইতে যথাসম্ভব দূরে অবস্থান করিতে হইবে।

"রেঙ্গুণের অভিজ্ঞতার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য শিক্ষা হইতেছে ইহাই যে, বিমান-আক্রমণের পর যাহাতে অবিলম্বে শহরের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনা সম্ভবপর হয়, তজ্জন্য একটী সুশৃঙ্খল ও ব্যাপক প্রতিষ্ঠান গঠন একান্ত অপরিহার্য্য। কলিকাতার মত বিরাট শহরে এরূপ প্রতিষ্ঠানের জন্য সহস্র সহস্র লোকের প্রয়োজন এবং তাহাদিগকে পরিচালিত করার জন্য বহুসংখ্যক বুদ্ধিমান ও সাহসী লোকের প্রয়োজন।

"কলিকাতা ও শহরতলী অঞ্চলে এ-আর-পি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইয়াছে। বিভিন্ন ধরণের কাজের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখা রহিয়াছে। বিভিন্ন স্থানের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়াই এই প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইয়াছে এবং রেঙ্গুণের অভিজ্ঞতা হইতেও বুঝা গিয়াছে যে, আমাদের এই প্রতিষ্ঠান মূলতঃ দৃঢ় ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"

আরো লোক চাই

"রেঙ্গুণের অভিজ্ঞতা হইতে ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে যে, এ-আর-পি প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীদিগকে যেরূপভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক। মোটের উপর বলা চলে—রেঙ্গুণে আমি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি এবং লোকের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে ইহাই বলিতে হয় যে, কলিকাতা নগরী ও ইহার নাগরিকদের রক্ষার জন্য আমরা যে প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে অগ্রণী হইয়াছি, তাহার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কারণ নাই।

"কিন্তু এখনও আমাদের আরো অনেক লোকের প্রয়োজন। আরো কয়েক সহস্র কর্ম্মী এবং বহুসংখ্যক শিক্ষিত তরুণের প্রয়োজন—যাহাদিগকে পরিচালক হিসাবে ট্রেনিং দিয়া গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হইবে। প্রয়োজন এত বেশী যে, প্রত্যেক দেশহিতৈষী শিক্ষিত ব্যক্তিরই উচিত এই ব্যাপারে যথাসাধ্য কাজ করার জন্য আগাইয়া আসা। অবিলম্বে এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করা সমর্থ ও কর্ম্মী লোকদের উচিত। কারণ যখন প্রয়োজন দেখা দিবে—তখন বহু লোক কর্ম্মী হিসাবে যোগদান করিতে অগ্রসর হইলেও, উপযুক্ত ট্রেনিং-এর অভাবে তাহাদের সেবা তখন বিশেষ কার্য্যকরী হইবে না।"

গত নভেম্বর মাসে (১৯৪১) সমগ্র বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় যথাক্রমে—৫, ৫৬, ৯৯০ এবং ২৬,৯৬৬।।০ আনার ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট ও ষ্ট্যাম্প বিক্রীত হইয়াছে।

নিয়মাবলী

সম্পাদকীয় ।—"বাঙলার কথার" প্রকাশের জন্য যাঁহারা সংবাদ বা প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লিখিয়া উক্ত রচনা "সম্পাদক, বাঙলার কথা"—রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা—ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন। অমনোনীত রচনা কোন সময়ই ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

বার্ষিক চাঁদা।—"বাঙলার কথার" বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অর্ডারের সঙ্গেই চাঁদা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হইবে না এবং যখনই গ্রাহক হওয়া যাউক না কেন, প্রথম সংখ্যা হইতেই বর্ষ গণনা করা হইবে। চাঁদার জন্য কাহারও নিকট ভি-পি প্রেরণ করা হইবে না। চাঁদার টাকা মনি-অর্ডারযোগে "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং, আলিপুর, কলিকাতা" এই ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে এবং মনি-অর্ডার কুপনে টাকা প্রেরণের উদ্দেশ্য ও প্রেরকের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লিখিতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২

ঝটিকা-বিধ্বস্ত অঞ্চলে প্রদত্ত কৃষিঋণ

বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলার ঝটিকাবিধ্বস্ত অঞ্চলে যে সকল কৃষি-ঋণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা আদায় করিবার প্রশ্নের দিকে সরকারের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। সম্প্রতি রাজস্ব-মন্ত্রী এবং অপর কয়েকজন মন্ত্রী সমভিব্যাহারে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী কয়েকটি জেলার ঝটিকাবিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারী ও জনসাধারণের প্রতিনিধিগণের সহিত এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই আলোচনার ফলে এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে:—

যে সকল অঞ্চলে কৃষি-ঋণ বিতরণ করা হইয়াছে, তাহাকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—(১) যে সকল অঞ্চলে আমন ধান নষ্ট হইয়াছে, (২) যে অঞ্চলে ধান কম হইয়াছে এবং (৩) যে অঞ্চলে ধান ভাল হইয়াছে।

স্থির করা হইয়াছে যে, যে-সকল অঞ্চল ১নং এবং ২নং বিভাগের মধ্যে পড়িয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে এই বৎসর কৃষি-ঋণ আদায় করা হইবে না। কিন্তু যে সকল অঞ্চলে প্রচুর আমন ধান জন্মিয়াছে, সেখানকার অধিবাসিগণের আর্থিক অবস্থা স্বভাবতঃই একটু ভাল হইয়াছে। যদি সাধারণ সুবন্দোবস্ত জন্য কৃষি-ঋণ দেওয়া হইয়া থাকে, তবে সমস্ত ঋণই আদায় করা চলিতে পারে। বর্ত্তমান অবস্থায় অবশ্য এই ক্ষতি সম্পূর্ণ রূপে অপ্রত্যাশিত এবং তাহার ফলে বহু সম্পত্তির ক্ষতি হইয়াছে। মনে হয় যে ফসল বিক্রীর কিছু টাকা এ বৎসর বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের অধিবাসিবৃন্দের হাতে থাকিবে ঝটিকার ক্ষতি তাহারা কিছু পরিমাণে সামলাইয়া লইতে পারিবে। এই সকল অঞ্চলে ঋণে লিখিত মত এক দফায় ঋণ আদায় না করিয়া দুই দফায় আদায় করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত যে সকল অঞ্চলে প্রাপ্যের অর্দ্ধেক দেওয়াও কৃষকদের পক্ষে কষ্টকর বলিয়া মনে হইবে, সেখানে স্থানীয় অফিসারগণকে নিজেদের বিচার-বুদ্ধি দ্বারা অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা দিতেও নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

বিমান-আক্রমণের সতর্কতা-ধ্বনি

সম্প্রতি মাঝে মাঝে বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে এই মর্ম্মে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, কলিকাতা অঞ্চলে শত্রু-বিমানের আবির্ভাব ঘটিলে অনেকক্ষণ ধরিয়া সঙ্কেতধ্বনি করা হইবে, জনসাধারণের মধ্যে এইরূপ একটা ধারণা জন্মিয়াছে। সেদিকে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাস যে, শত্রুবিমানের আক্রমণের সময়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া সঙ্কেতধ্বনি করা হইবে, এইরূপ ধারণা থাকা সত্যই মারাত্মক এবং এই সুযোগে সরকার বিশেষ দৃঢ়তা সহকারে জানাইতেছেন যে, সঙ্কেতধ্বনি করার সঙ্গে সঙ্গেই জনসাধারণ বিমান আক্রমণ আশঙ্কা করিয়া তদনুসারে কাজ করিবেন।

বঙ্গীয় যুদ্ধ-সংক্রান্ত তহবিল

সম্প্রতি বঙ্গীয় যুদ্ধ-সংক্রান্ত তহবিলে আরও এক লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এই সংগৃহীত অর্থের মধ্যে মেসার্স বামার লরি এণ্ড কোং লিমিটেড ৬০,০০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছে। ভারতের রক্ষার নিমিত্ত এই অর্থের দ্বারা চারটি সাঁজোয়া গাড়ী ক্রয় করা হইবে। এতদ্ব্যতীত ভারতীয় রেড ক্রসের বঙ্গীয় শাখা এবং সেণ্ট জন অ্যাম্বুলেন্স ১৫,০০০৲ টাকা লাভ করিয়াছে; পক্ষান্তরে—সেণ্ট ডানষ্টান, "দি লর্ড মেয়রস লণ্ডন এয়ার রেড ডিষ্ট্রেস ফাণ্ড," "কিংস্ ফর্ক ফাণ্ড ফর সেইলার্স" এবং আহত সৈনিকদের সাহায্যার্থ তহবিলের প্রত্যেকটিতে ১০,০০০৲ টাকা করিয়া প্রদান করা হইয়াছে। "ডিউক অফ গ্লচেষ্টার রেড ক্রস ফাণ্ড" ও "ইণ্ডিয়ান কমফর্টস" ফাণ্ডে ৫,০০০৲ টাকা করিয়া দান করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সম্প্রতি মহামান্য বড়লাট বাহাদুর কর্ত্তৃক উদ্বোধিত কলিকাতার "সিমেন্স হোম"এ মেসার্স ম্যাকনীল এণ্ড কোং ৭,৫০০৲ টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছেন।

রয়াল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব

বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর গত ১৩ই জানুয়ারী "রয়াল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাবের" সিনিয়র ষ্টুয়ার্ড মিঃ কে, জে, নিকলসনের নিকট নিম্নলিখিত চিঠিখানি প্রেরণ করিয়াছেন:—

বেলবোর্ণ কাপ সুইপ হইতে সম্প্রতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফাণ্ডে যে ১২,১১৮৮০ আনা প্রেরিত হইয়াছে, তাহাতে যুদ্ধ সংক্রান্ত তহবিলে উক্ত ক্লাবের দীর্ঘ দানের তালিকাকে দীর্ঘতর করিল। ইহাতে প্রতীয়মান হইল যে, ক্লাব দেশের আবেগে সময়োচিত কার্য্যেই দান করিয়াছে। এই উল্লেখযোগ্য সহযোগিতার জন্য আমি ষ্টুয়ার্ডগণকে গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

[পরবর্তী কলমের নিম্নে দেখুন]

বার্ণপুর, হীরাপুর ও কুলটিতে মাননীয় মন্ত্রীদের সফর

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মানপত্র প্রদান

বাঙলা সরকারের অর্থ-সচিব মাননীয় ডাঃ শ্যামা-প্রসাদ মুখার্জি এবং স্বায়ত্তশাসন ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় মিঃ সন্তোষ কুমার বসু সম্প্রতি বার্ণপুর, হীরাপুর ও কুলটি গমন করিয়া এই সকল স্থানের এ, আর, পি, এবং সিভিল ডিফেন্স সংগঠনসমূহ পরিদর্শন করেন। তৎপর তাঁহারা রাণীগঞ্জের কয়লার খনি এবং সীতারামপুরের উদ্ধার-কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

অতঃপর মাননীয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উক্ত মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, কার্য্যকরী সমিতি এবং ছাত্রগণের অভিভাবকবৃন্দের একটি সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় স্থির হয় যে, জরুরী এলাকার যে সকল বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এ, আর, পি, ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, কেবলমাত্র সেই সকল প্রতিষ্ঠানই খোলা থাকিতে পারিবে।

বিভিন্ন মানপত্র প্রদান

বাঙলা সরকারের জনস্বাস্থ্য, স্বায়ত্ত-শাসন ও সিভিল ডিফেন্স সম্পর্কীত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ সন্তোষ কুমার বসু কুলটি পরিদর্শন করিতে গিয়া একটি বিরাট জনসভায় মানপত্র দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হন। কুলটি ইউনিয়ন বোর্ডও তাঁহাকে একটি মানপত্র প্রদান করে।

মাননীয় মিঃ বসু এই সম্বর্দ্ধনার প্রত্যুত্তরে বলেন যে, সিভিল ডিফেন্স যে শুধু বর্ত্তমান পরিস্থিতেই প্রয়োজনীয় তাহা নহে, পরন্তু ভারতের স্বায়ত্ত শাসন সম্পর্কীত দাবীর উহা ভিত্তি স্বরূপ।

মাননীয় মিঃ বসু অতঃপর বরাকর এবং দিসগড় পরিদর্শন করেন এবং অম্বিকা চরণ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণের একটি সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। একটি বিশিষ্ট কয়লার খনির মালিক মিঃ ইউ, এন, মণ্ডল মাননীয় মন্ত্রীকে চা-পানে আমন্ত্রণ করিয়া আপ্যায়িত করেন।

[২য় কলমের শেষ]

কলিকাতা ফায়ার ব্রিগেড্

বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর কলিকাতা ফায়ার ব্রিগেডের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মিঃ এফ, এ, টাকারকে নিম্ন-লিখিত পত্রখানি লিখিয়াছেন:—

আপনারা যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া তহবিলে ৫,০৫০৲ টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি এই পত্রযোগে আপনাকে এবং আপনার অফিসারবৃন্দ ও কর্ম্মীদলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের ন্যায় ফায়ার ব্রিগেডও এই জরুরী সময়ে শুধু নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করিয়াই সন্তুষ্ট নহে, পরন্তু স্বেচ্ছাপ্রণোদিতরূপে কিছু দান করিতেও উৎসুক। এই মনোবৃত্তিই যুদ্ধ জয় করিবে এবং কলিকাতার তাহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমি সত্যই গর্ব্বিত।

"অটোমোবাইল এসোসিয়েশন"

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বঙ্গদেশীয় "অটোমোবাইল এসোসিয়েশনের" সেক্রেটারী মিঃ জে, বি, জেমসের নিকট নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছেন:—

আমি জানিতে পারিয়াছি যে, মাসিক কিস্তি হিসাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফণ্ডে বাঙলা দেশের অটোমোবাইল এসোসিয়েশনের দান বৎসরের শেষে মোট ১২,৫০০৲ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এসোসিয়েশনের সদস্যগণ যুদ্ধ-সংক্রান্ত ব্যাপারে যে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এই ধরণের নিরবিচ্ছিন্ন সাহায্য যুদ্ধ-সংক্রান্ত ব্যাপারে সত্যি মূল্যবান। তাঁহারা যে স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন—সে সম্পর্কে আমি বিশেষ সচেতন।

মাননীয় মন্ত্রীবর্গের মফঃস্বল সফর

নোয়াখালী, ত্রিপুরা ও জলপাইগুড়িতে বিরাট অভ্যর্থনা

নোয়াখালীতে মাননীয় মিঃ ফজলুল হক

মাননীয় মিঃ এ. কে. ফজলুল হক, মাননীয় মিঃ হাশেম আলী খান, মাননীয় খান বাহাদুর আবদুল করিম, মাননীয় মিঃ শামসুদ্দিন আহমদ বিগত ১৮ই জানুয়ারী তারিখে নোয়াখালী পদার্পণ করিলে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন।

বিগত ১৯শে জানুয়ারী তারিখে মাননীয় মন্ত্রিগণ বহু সাক্ষাতপ্রার্থী ও প্রতিনিধিবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করেন। জনসাধারণের পক্ষ হইতে মাননীয় মন্ত্রিগণকে অভিনন্দিত করা হয় এবং তথায় মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা শিক্ষক-সমিতি, জমিয়াৎ-উল-উলামা, প্রাথমিক শিক্ষক-সমিতি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়।

(মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী)

বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে অভিনন্দনপত্রগুলির উত্তর দিতে দাঁড়াইয়া মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী বলেন যে, কতিপয় হতাশা-পীড়িত ব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী সর্ব্বজনীন সমর্থন লাভ করিয়াছে। তিনি বলেন যে, সাম্প্রদায়িক শান্তি ও ঐক্যের সমস্যার (বাংলাদেশে যাহার সমাধান হওয়া সম্ভবপর নয় বলিয়া লোকে মনে করিত) সমাধান হইয়াছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের উল্লেখ করিয়া মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী বলেন যে, দেশের সর্ব্বত্র এই বিলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল, বিশেষভাবে হিন্দুরাই এরূপ করিয়াছিল। সংখ্যাধিক্যের সুযোগ লইয়া এই বিলকে আইনরূপে সহজেই পাশ করান যাইত, কিন্তু সকলের সম্মতি লইয়া ইহার সমাধান করার উদ্দেশ্যে সমস্ত দলের একটি কনফারেন্স আহ্বান করা সঙ্গত মনে করা হয়। যখন আমরা প্রায় একটি সর্ব্বসম্মত সমাধানে উপনীত হইয়াছি, তখনই যুদ্ধের সঙ্কট দেখা দেয়। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী পুনরায় ঐ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং আমি আপনাদিগকে এরূপ আশ্বাস দিতে পারি যে, আগামী বাজেট সেশনে সকলের সম্মিলিত মতানুসারে নিশ্চয়ই এই বিল আইনে পরিণত করা হইবে।

অভিনন্দনপত্রে উল্লিখিত স্থানীয় অভাব-অভিযোগের সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী বলেন যে, ঐ সমুদয় বিষয় গভর্ণমেণ্ট যথাযথভাবে বিবেচনা করিবেন।

অতঃপর মাননীয় মিঃ শামসুদ্দিন আহমদ কাচারী প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সভায় ৫,০০০ পাঁচ হাজারের অধিক লোক সমবেত হইয়াছিল।

মন্ত্রীর-সঙ্কটের ও মাননীয় মিঃ ফজলুল হকের বিরুদ্ধে অভিযোগের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, শেষ মন্ত্রি-মণ্ডলীর পতন মিঃ ফজলুল হক আনয়ন করেন নাই, স্যার নাজিমুদ্দিন এবং মিঃ এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দী এই পতন আনয়ন করিয়াছেন। তিনি হক বিরোধী আন্দোলনকে মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলিয়া উল্লেখ করেন এবং এই বলিয়া সতর্কবাণী করেন যে, সাম্প্রদায়িক বিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা করিলে তাহাতে পাকিস্থান বা হিন্দুস্থানের সৃষ্টি হইবে না, উহাতে এমন 'স্থান' সৃষ্ট হইবে যাহাতে কাহারও সুবিধা হইবে না।

মন্ত্রিগণ চৌমোহনী গমন করেন এবং তথায় জনসভায় বক্তৃতা করেন। তথা হইতে তাঁহারা লক্ষ্মীপুর ও রামগঞ্জ গমন করেন।

নোয়াখালী ও ত্রিপুরায় অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ

মাননীয় খান বাহাদুর হাশেম আলী খান এবং মাননীয় মিঃ শামসুদ্দীন আহমদ গত ১৬ই জানুয়ারী তারিখে চট্টগ্রাম মেলযোগে কলিকাতা হইতে ফেণী যাত্রা করেন। কলিকাতা হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত প্রত্যেক ষ্টেশনে বিরাট জনতা তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করে এবং বহু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে মাল্যভূষিত করা হয়। কুষ্টিয়া, গোয়ালন্দ ও চাঁদপুরে এরূপ বিরাট জনতার সমাবেশ হইয়াছিল যে, ট্রেন ও ষ্টীমার অর্দ্ধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত দেরীতে ছাড়িতে হইয়াছিল। গোয়ালন্দ ঘাটে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণকে স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ হইতে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হইয়াছিল এবং তাঁহারা অভিনন্দনের উপযুক্ত উত্তর প্রদান করেন। চাঁদপুর ষ্টেশনে তাঁহারা সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বর্ত্তমান মন্ত্রী-সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন এবং বলেন যে, সর্ব্বপ্রকার বিরোধের অবসান করিয়া সম্মিলিত বাংলা গঠনই মন্ত্রী-মণ্ডলীর উদ্দেশ্য। মাননীয় খান বাহাদুর আবদুল করিম চাঁদপুর ষ্টেশনে আসিয়া তাঁহার উপরোক্ত দুইজন সহকর্মীর সহিত মিলিত হন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ যখন ফেণীতে পৌঁছেন, তখন বিরাট জনতা তাঁহাদিগকে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করেন এবং বাদ্যভাণ্ডসহ শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহাদিগকে সহরে লইয়া যাওয়া হয়। স্থানীয় ডাক-বাংলায় তাঁহারা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় খান বাহাদুর হাশেম আলী খান মহোদয় স্থানীয় সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও ঋণ-সালিশী বোর্ড পরিদর্শন করেন এবং অতঃপর মন্ত্রী মহোদয়গণ জন-সভায় যোগদানের জন্য গমন করেন। এই সভায় বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে মাননীয় খান বাহাদুর হাশেম আলী খান দেশের বর্ত্তমান অবস্থা প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়া দেন এবং বলেন যে, যে শত্রু আজ ভারতের দ্বারে করাঘাত করিতেছে, তাহাকে দমন করার জন্য জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল দেশবাসীর সরকারের সহিত সহযোগিতা করা উচিত। এই সভায় লক্ষাধিক লোক সমবেত হইয়াছিল। ১৮ই তারিখ প্রাতে মাননীয় মন্ত্রীবর্গ বসুরহাট নামক স্থানে এক জন-সভায় যোগদানের জন্য গমন করেন। সেদিন অপরাহ্নে তাঁহারা মোটর-যোগে নোয়াখালীতে গমন করেন। বসুরহাটের সভায়ও প্রায় এক লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল।

১৯শে জানুয়ারী তারিখে মাননীয় সমবায় মন্ত্রী নোয়াখালী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক সেপারেশন বোর্ড পরিদর্শন করেন। বেলা প্রায় ১১টার সময় তিনি একটি দরবারে যোগদান করেন এবং সেখানে বিভিন্ন সভা-সমিতির পক্ষ হইতে মন্ত্রীবর্গকে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয়। বিকাল প্রায় ৩টার সময় মাননীয় মন্ত্রীবর্গ চৌমোহনীতে একটি জন-সভায় যোগদানার্থ গমন করেন। সভার অবসানে মাননীয় খান বাহাদুর কো-অপারেটিভ ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ইউনিয়ন ও ঋণ-সালিশী বোর্ড পরিদর্শন করেন এবং অতঃপর সার্কিট-হাউসে গমন করেন। ২০শে তারিখে প্রাতে মাননীয় মন্ত্রীবর্গ লক্ষ্মীপুর হইয়া রায়পুরায় গমন করেন। উভয় স্থানেই মাননীয় খানবাহাদুর হাশেম আলী জন-সভায় বক্তৃতা করেন এবং রায়পুর সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও লক্ষ্মীপুর সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও সেপারেশন বোর্ড পরিদর্শন করেন। সেদিন রাত্রে মাননীয় মন্ত্রী সার্কিট-হাউসে ফিরিয়া আসেন। ২১শে তারিখে তিনি মোটরযোগে সোনাইমুড়িতে গমন করিয়া এক জন-সভায় যোগদান করেন। অতঃপর তিনি স্থানীয় ঋণ-সালিশী বোর্ড পরিদর্শন করেন এবং বেলা প্রায় ২টার সময় ট্রেনযোগে কুমিল্লা যাত্রা করেন।

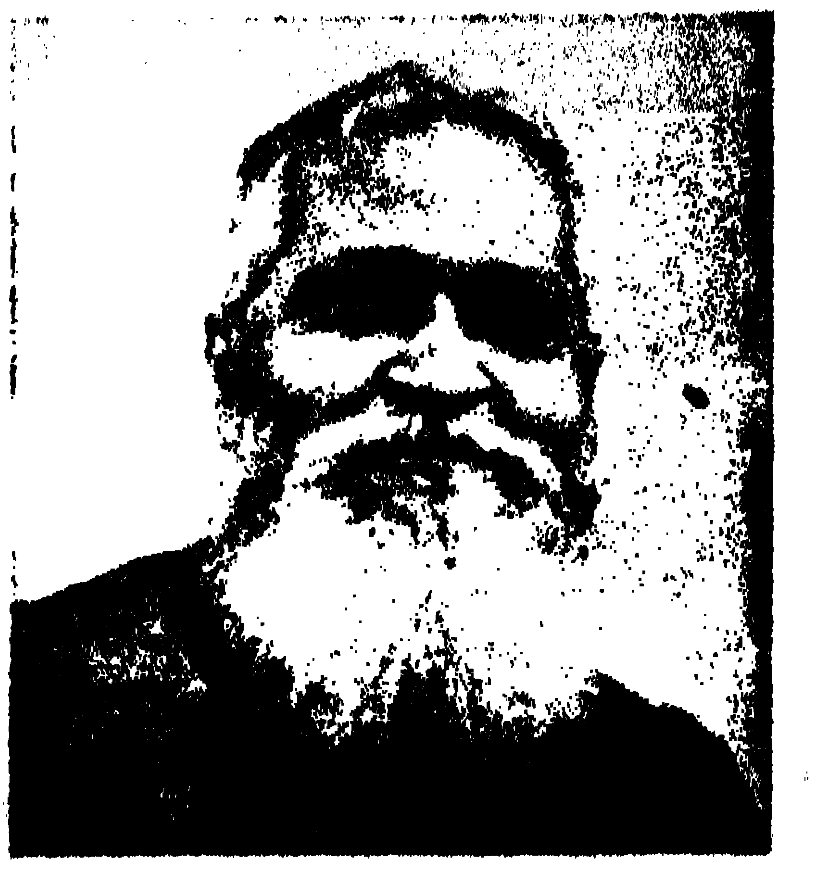

(মাননীয় খানবাহাদুর হাশেম আলী খান)

কুমিল্লায় শিক্ষা-মন্ত্রী, জেলা জজ, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও অন্যান্য বিশিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারী ও বেসরকারী ব্যক্তিগণ তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন। ষ্টেশনে মাননীয় মৌলভী শামসুদ্দিন আহমদ, মাননীয় খান বাহাদুর হাশেম আলী খান ও মাননীয় খান বাহাদুর আবদুল করিম সাহেবকে মাল্য-অর্ঘ্য-অর্পণ প্রদর্শন করা হয়। অতঃপর মন্ত্রীমহোদয়গণকে সার্কিট-হাউসে লইয়া যাওয়া হয় এবং মন্ত্রিগণ তথায় সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মধ্যাহ্নভোজনের পর তাঁহারা মোটর-যোগে কুমিল্লা হইতে ১২ মাইল দূরে সাউদকান্দি গমন করেন এবং একটি জনসভায় যোগদান করেন। তথায় মন্ত্রীমহোদয়গণকে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয় এবং মন্ত্রিগণ ঐ সমুদয় অভিনন্দন-পত্রের উত্তর প্রদান করেন।

অতঃপর মাননীয় খানবাহাদুর সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সেপারেশন বোর্ড ও স্থানীয় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, থানা ও গুরু ট্রেনিং স্কুল পরিদর্শন করেন এবং রাত্রি ৮টার সময় সার্কিট-হাউসে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বিগত ২২শে জানুয়ারী সমবায় বিভাগের মন্ত্রীমহোদয় কো-অপারেটিভ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ সেপারেশন বোর্ড এবং ঋণ-সালিশী বোর্ড পরিদর্শন করেন এবং

[৯ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

যুদ্ধ-ভাণ্ডারে বিভিন্ন প্রদেশের দানের পরিমাণ

বাঙলাদেশের শীর্ষস্থান অধিকার

গত ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত ভারতের ১১টি প্রদেশ এবং সামন্ত-রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চলসমূহ "ভারতীয় ডিফেন্স লোনে" যে সাহায্য প্রদান করিয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

অঞ্চল।	শতকরা ৩½ সুদের ডিফেন্স লোন।		সুদহীন ঋণ।		ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট।			মোট।	৩, ৫ ও ৯ নং কলমের সর্ব্ব-সাকুল্য।
	১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে।	মোট।	১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে।	মোট।	১৯৪১ সালের নভেম্বরে মোট বিক্রী।	১৯৪১ সালের নভেম্বরে ক্যাশ আদায়।	১৯৪১ সালের নভেম্বরে মোট বিক্রী।		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	টাকা।	টাকা।	টাকা।	টাকা।	টাকা।	টাকা।	টাকা।	টাকা।	টাকা।
বাঙ্গলা	৬,৯০,৫২,০০০	১৮,৪১,০৮,৮০০	৭২,২৫১	৩৭,৭২,৭১৭	৫,৩৭,২৭০	৬৭,৯৩০	৪,৬৯,১৪০	৬০,৭৪,৮৪০	৩৯,১৯,৫৬,৩৫৭
বোম্বাই	১,৭২,৪৯,০০০	৩৬,৪৫,২২,২০০	১,২৯,৬৯১	১,১৮,৯৭,৭১১	১,১২,৬৯০	৪৮,৯০০	২,৮১,৭৪০	৭৪,২০,৯৮০	৩৮,৭৮,৪০,৯১১
পাঞ্জাব	১৮,২৮,৮০০	৪,৯১,৪১,০০০	১১,৮৫১	১২,৮০,৬০৭	২,৪৬,১৮০	৬১,১৮০	১,৮১,০০০	৪৭,০৪,৮২০	৫,২৪,২৬,৪২৭
মাদ্রাজ	২০,৫৮,৪০০	১,০১,৬৬,২০০	৭,৬০০	৮,১৪,৫৫৬	১,৭৯,২১০	৪১,১৯০	১,৭৮,০৫০	২৮,২৫,৬৭০	১,৯০,২৬,৪১৮
যুক্ত-প্রদেশ	১৪,৫৪,৪০০	২,৮৫,৭০,৯০০	১,১৯৫	৭,৮৬,৪৯৮	২,২২,১০০	৫৬,৯৮০	১,৯৫,১২০	৫১,১১,৭০০	৪,৪৯,২৯,০৯৮
বিহার	৬,২৯,৭০০	৭০,৪৭,১০০	৬৭০	৫,৫১,১৮৪	১,১২,৭৫০	১০,৫৮০	১,১৭,১৭০	২১,১৪,১৪০	১,০৪,৮০,৬১৪
সিন্ধু	১,১৮,৮০০	৭৫,১৮,৮০০	১,২০০	২,৪৪,৭১৬	৯১,২৬০	১,৫৬০	৮৯,৭০০	১২,৬৫,০০০	৯০,৬০,৫৪৬
দিল্লী	৭,০০,০০০	৪৮,৯৬,০০০	১০০	১,৫১,৬০১	৪৭,১৫০	২০,১০০	২৬,৮০০	৬,১৭,৭৭০	৫৬,৬৫,৩৭১
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	২১,৪০০	৫১,১৭,০০০	১০২	১,১৬,০৪৬	৯০,১৯০	১৭,০৮০	৫১,১১০	১৯,১১,২২০	৪১,৮৬,১৬৬
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ..	৮৪,৬০০	১২,৮৮,০০০	১৫১	৯০,৭৪৩	১৯,৫৪০	৭,১৭০	১২,১৭০	৪,৯৯,৮২০	২৫,৭৮,৫৬৩
বেলুচিস্তান	২২,৬০০	১০,৯৮,১০০	১০০	৫১,৬৪৪	২৯,৭১০	২,১৭০	২৭,০৪০	৩,০১,৬৪০	১৯,৫১,৫৯৪
আসাম	২১,৮০০	৬,০৮,৭০০	৫১	১৯,২৬৬	২৯,৫৮০	১,৭২০	২৭,৮৬০	৫,১৮,০১০	১১,৪৫,৯৭৬
আজমীর-মাড়োয়ারা ..	১,৫২,১০০	৮,৫১,৫০০	..	১৬,৪৫১	৫,৭৭০	১,০৫০	৪,২২০	১,৪৬,৮৫০	১০,১৪,৮০১
উড়িষ্যা	২৪,৭০০	৬,০৪,১০০	১০০	৪,৯৬০	৯,৮৬০	২,০১০	৭,১১০	৩,২৭,৫১০	৯,৩৭,৫৭০
কুর্গ	..	১,৮০০	..	..	..	..	..	১১,১০০	১৪,১০০
ভারতীয় রাজ্য এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় সূত্রে প্রাপ্ত।	১৫,৬৯,৯০০	২,১৭,৯৮,৪০০	১১,৮০২	৬৪,৬১,২৭৭	১,৮০,৮৭০	৬১,৯৪০	১,১৮,৯১০	৩৩,০০,১৯০	৩,১৬,৪১,৮৩৭
মোট	৯,৯০,০৫,৭০০	৯১,৪৭,১৪,৮০০	২,৫৯,০৯৯	২,৬৩,৮৭,০১৭	২১,৭০,৬৩০	৪,১২,০৪০	১৭,৬৩,০৮০	৩,৭৯,৫৭,৫৭০	৯৭,৯০,০৯,৩৮৭

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—যে স্থানে যে টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, সেই স্থানের নামেই উল্লিখিত হইল। তাহা যে সেই অঞ্চলেরই লোক, ইহা দ্বারা তাহা বুঝায় না।

মহামান্য সম্রাট সম্প্রতি নৌ-বাহিনী পরিদর্শনে গমন করিয়াছিলেন। চিত্রে দেখা যাইতেছে—"কিং জর্জ ফাইভ" নামক রণতরীর উপর এডমিরাল স্যার জন টোভির সহিত তিনি দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

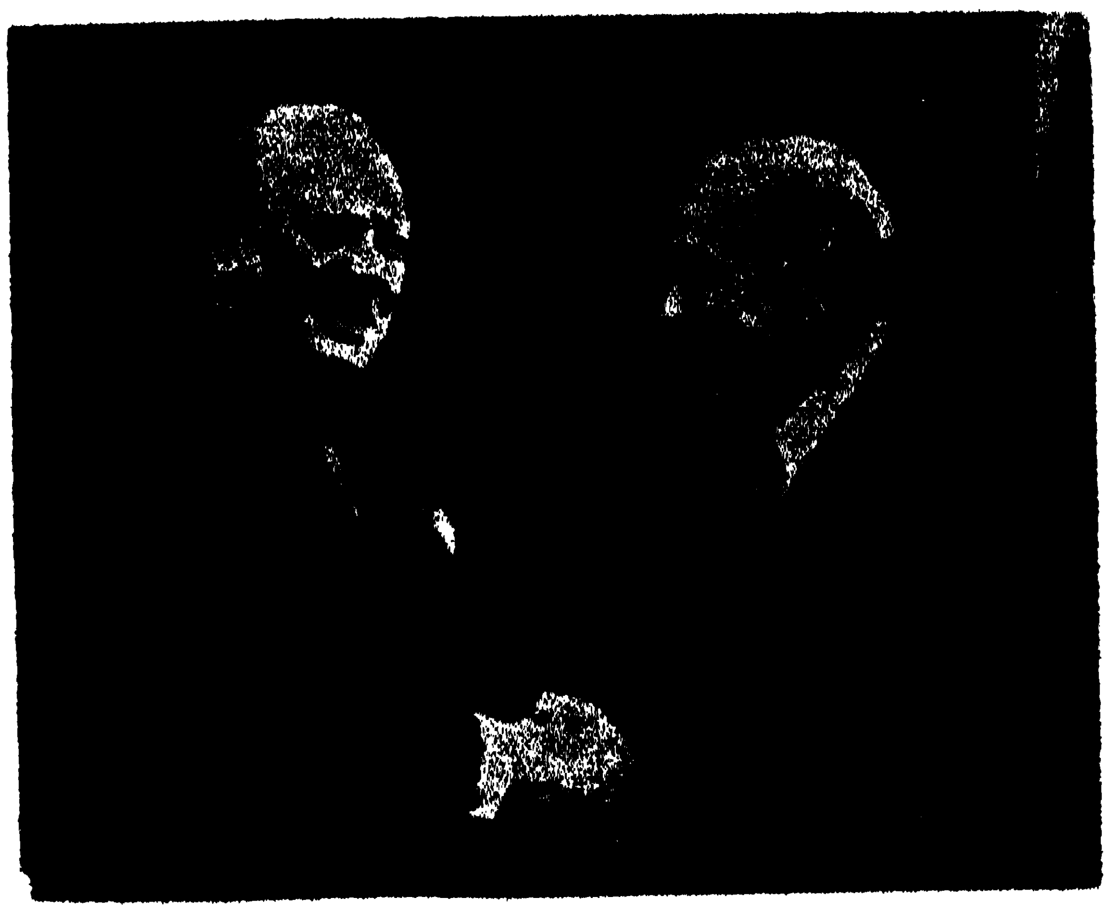

মিঃ চার্চ্চিল ক্যানাডার প্রধান-মন্ত্রী মিঃ ম্যাকেঞ্জী কিংকে অভ্যর্থনা করিতেছেন।

রুশীয় রণাঙ্গনে বন্দী একদল জার্ম্মান সৈন্য।

পল্লী-অঞ্চলের চিকিৎসালয়-সমূহে ব্যাপক সরকারী দান

বাঙলা সরকারের পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টায় উৎসাহ

বাঙলা সরকার ১৯৪১-৪২ সালের জন্য রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত বিভিন্ন জেলার থানা-ডিস্পেন্সারীর নিমিত্ত ৫০০৲ এবং পল্লী-চিকিৎসাগারের জন্য ২৫০৲ টাকা হারে নিম্নলিখিতভাবে সাহায্য প্রদান করিয়াছেন :—

রাজশাহী বিভাগ

রাজশাহী (৪,৫০০৲)—

থানা-ডিস্পেন্সারী—সাওহাটা, গুরুদাসপুর, মোহনপুর, রাণীনগর এবং নিয়ামতপুর।

পল্লী-চিকিৎসাগার—নসরৎপুর, হাড়ুয়া, মোহনগঞ্জ, নন্দনদি, জবরীপুর, পারোইল, বাজুবা ও দিশা।

দিনাজপুর (১১,০০০৲)—

থানা-ডিস্পেন্সারী—বোরাঘাট, কালিয়াগঞ্জ, ঘামোইর-হাট, বংশীহারী, হেমতাবাদ, চিরিরবন্দর, বিরল, ইটাহার, পার্ব্বতীপুর এবং খানসামা।

পল্লী-চিকিৎসাগার—কিশোরীগঞ্জ, বিরামপুর, আটোয়ারী, মাবোল, লাউদপুর, গড়েয়া, নির্জাপুর, সাপাহার, নীহিট, সোনাপাড়া, বসেরা, ভবিতাবপুর, হিলি, ভেওর, ভাদুরিয়া, বলিকপুর, বিন্দোল, চিন্তামনি, করধা, বাসপুর, কচিয়া, বালিয়া এবং সর্ব্বমঙ্গলা।

জলপাইগুড়ি (৭৫০৲)—

পল্লী-চিকিৎসাগার—পানুকতলা, শীকারপুর, শালডাঙ্গা এবং রাংধামালী।

রংপুর (৬,৭৫০৲)—

থানা-ডিস্পেন্সারী—কিশোরগঞ্জ, ভুষভাণ্ডার, ফুলবাড়ী, সৈয়দপুর, ফুলছড়ি এবং হাতিবান্ধা।

পল্লী-চিকিৎসাগার—বাহার হজরতপুর, বীরগঞ্জহাট, চৈত্রকোল, বিরাট, নাকাইহাট, দেবপুর দুর্গাদাস, কামদিয়া, বালিয়াখালি, কাপুলা, কুতুবপুর-নাগালীপাড়া, বালুয়া-মাসমালা, তাম্বুলপুর, ইটাকুমারী, মোগলহাট ও সোনারপাড়া।

বগুড়া (৪,৫০০৲)—

থানা-ডিস্পেন্সারী—শিবগঞ্জ, গাবতলী এবং কাহালু।

পল্লী-ডিস্পেন্সারী—কুশুম্বার, ছাতিনগ্রাম, আমানগঞ্জ, জোড়গাছা, সোনামুখী, শাজাহান, রামেশ্বরপুর, নিমগাছী, দুর্গাপুর, মুরনপুকুর, সোনাতলা এবং মালঞ্চ।

মালদহ (২,৭৫০৲)—

থানা-ডিস্পেন্সারী—বামুয়া, শিবগঞ্জ এবং ভোলাহাট।

পল্লী-চিকিৎসালয়—ভালুকা, মিলকি, আড়াইডাঙ্গা, বেদপুর এবং জীমগোল।

পাবনা (৫,৫০০৲)—

থানা-ডিস্পেন্সারী—সাঁথিয়া, আমিনপুর-কাশীনাথপুর, রায়গঞ্জ, বেড়া, সারা, আটঘরিয়া এবং সুজানগর।

পল্লী-চিকিৎসাগার—রাজনারায়ণপুর, বেড়ুপাড়া, নতুন ভারেঙ্গা, মাকালিয়াবাজার, বড়ালবাড়ী, নামলা, সমাজনী এবং রামবাড়ী।

প্রেসিডেন্সী বিভাগ

২৪-পরগণা (৯,৭৫০৲)—

থানা-ডিস্পেন্সারী—ভাঙ্গোড়, সন্দেশখালী, আমডাঙ্গা, স্বেতুরিয়া-দেগঙ্গা এবং ছোট মহেশতলা—এতদ্ব্যতীত ২৯টি পল্লী-চিকিৎসালয়।

নদীয়া (১২,০০০৲)—

থানা-ডিস্পেন্সারী—হাজদিয়া, শ্রীরামপুর, ডেবামারা, দেপাইতপুর এবং খোক্সা—এতদ্ব্যতীত ৩৮টি পল্লী-চিকিৎসালয়।

মুর্শিদাবাদ (৯,০০০৲)—

থানা-ডিস্পেন্সারী—বাহিওয়ান, সুতি, জলঙ্গী, রাণীনগর, নবকুল-আজিমগঞ্জ এবং বড়গ্রাম।

পল্লী-চিকিৎসালয়—মানিকচক, মেনিয়াগ্রাম, নিমতিতা, নর্ত্তনপুর, পাঁচগ্রাম, শিবপুর, দাফেরপুর, পুরন্দরপুর, ইস্লামী, সাহেদ, রাজারামপুর, সাহোরা-হেমাজিনী, নগরবাটী, সাতন, সুন্দরপুর, ইসলামপুর, মির্জাপুর, চাঁদপুর, শিমুলিয়া, মোরগ্রাম, ঝিল্লি, গাংগা, কাঁদিপুর, সাদিকাবাদে এবং বাগিরপাড়া।

যশোহর (১০,০০০৲)—

থানা-ডিস্পেন্সারী—আলকাডাঙ্গা, পাইকগাছা, মণিরামপুর, শালীপুর, মহম্মদপুর, ঝিকরগাছা, কালিয়া, শৈলকুপা এবং কালিগঞ্জ।

পল্লী-চিকিৎসালয়—সিকিমালা, বাগুটিয়া, শায়পুর, গোপালনগর, মেবুতলা, ইছিনা, হরিশঙ্করপুর, চিলপুর, পালিয়া, জঙ্গলবাঁধাল, চৌগাছা, সিংহসোনগর, অমৃতবাজার, নন্দনারপুর, মহাটী, গোবরাপোতা, চুইনার, বিনোদপুর, লাহুড়া, মুনাপাড়ি, বাজিতপুর, খালিসপুর এবং অযাদিয়া।

খুলনা (৩,৫০০৲)—

থানা-ডিস্পেন্সারী—শ্যামনগর। পল্লী-চিকিৎসালয়—সেনহাটি, লাবসা, গোয়ালমঠ, বজিয়া, সালুটা, গাজীর, ভবানীপুর এম্-বি, পারকুমিরা টি, এম্, অক্সাপর এবং দক্ষিণডিহি।

ডিফেন্স সার্টিফিকেট ও ষ্ট্যাম্প

নভেম্বর মাসে বিক্রয়ের হিসাব

বাঙলার বিভিন্ন জেলায় গত নভেম্বর মাসে (১৯৪১) মোট ৫.৫১,৯৯০ টাকার ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট ও ২৬,৯৬২।।০ আনার সেভিংস্ ষ্ট্যাম্প বিক্রয় হইয়াছে। নিম্নে বিভিন্ন জেলার হিসাব স্বতন্ত্রভাবে প্রদত্ত হইল :—

	সার্টিফিকেট।	ষ্ট্যাম্প।
(১) যশোহর ..	৫২,৭২০৲	৪৮৯।০
(২) খুলনা .	১,৫৫০৲	৩০।।০
(৩) নদীয়া .	১,৪৮০৲	১৫১।।০
(৪) ২৪-পরগণা	১৩,৪৭০৲	৭১৮।০
(৫) ত্রিপুরা ..	৭,৫১০৲	৯৮।।০
(৬) নোয়াখালী	১৫০৲	৫২।।০
(৭) বর্দ্ধমান ..	৯,৭৪০৲	৩৭৮।।০
(৮) বাখরগঞ্জ ..	১,৫৮০৲	২১৮।।০
(৯) বগুড়া ..	৬৮০৲	৪৪৭।০
(১০) দিনাজপুর	২,৫৫০৲	১২১।।০
(১১) রংপুর	১২,৭৯০৲	২৬৫।০
(১২) ফরিদপুর	৪,৫৭০৲	১০৭৸০
(১৩) চট্টগ্রাম	৩,২৮০৲	৬৯৮৲
(১৪) পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	১০০৲	..
(১৫) মেদিনীপুর	৬,১১০৲	১৩৯৲
(১৬) বাঁকুড়া	২,৩৪০৲	৪৬।।০
(১৭) হাওড়া	৫,৯৭০৲	৪৫৭৲
(১৮) হুগলী	৫,১৯০৲	৪৩৪।০
(১৯) ঢাকা	১৫,৯৭০৲	২৭৮৸০
(২০) রাজশাহী	২৭০৲	৩৬৮।০
(২১) পাবনা	৫৫০৲	৮৭।০
(২২) বীরভূম	২২,৪৯০৲	৮১৲
(২৩) মালদহ ..	১৩,৭৬০৲	১৯৫।।০
(২৪) মুর্শিদাবাদ	৬,১৪০৲	২৪।।০
(২৫) কলিকাতা	৩,৫২,৭৫০৲	১৯,৭৫০।।০
(২৬) ময়মনসিংহ	৭,৫৪০৲	১১২।।০
(২৭) জলপাইগুড়ি	১,১১০৲	৪০২।।০
(২৮) দার্জ্জিলিং	২,৪১০৲	৬৫৮৲
মোট	৫,৫৭,৯৯০৲	২৬,৯৬২।।০

বিমান-আক্রমণের সতর্কতা-ধ্বনি কলিকাতার সকল স্থান হইতে ঠিকমত শোনা যায় কিনা গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখ সকালে তাহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে।

জাতিগঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

নেত্রকোণা (ময়মনসিংহ)—

ময়মনসিংহ জিলার নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত পূর্বধলা থানার অধীন বিভিন্ন ছয়টী ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট, ইউ, বি মেম্বার ও উৎসাহী ১৫ জন উপযুক্ত লোক লইয়া একটি সার্কেল পল্লী-উন্নয়ন সমিতি গঠন করা হইয়াছে। স্থানীয় জুট রেগুলেশনের এসিষ্টেণ্ট ইন্সপেক্টর ও প্রোপাগাণ্ডা এসিষ্টেণ্ট যথাক্রমে সমিতির প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী নির্বাচিত হইয়াছেন।

উক্ত সমিতির নেতৃত্বাধীনে প্রত্যেক ইউনিয়নেই একটি করিয়া ইউনিয়ন সমিতি গঠন করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক ইউনিয়ন সমিতির অধীনে প্রতি পল্লীতে একটি করিয়া গ্রাম্য পল্লী-উন্নয়ন সমিতি গঠন করিবার চেষ্টা চলিতেছে। প্রত্যেক সমিতি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা পরিচালনার সন্তোষজনক চাঁদা আদায়ের চেষ্টা করিতেছে।

স্থানীয় গোহালাকান্দা (পাবনগঞ্জ) ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট এবং এগ্রিকালচারেল ডিমনষ্ট্রেটার সাহেবের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রতি গ্রামে সভা আহ্বান করিয়া জনসাধারণকে পল্লী-উন্নয়নের কর্ম্মধারা, উন্নত ধরণের কৃষিপ্রণালী, গো-প্রজনন, বয়স্কদের শিক্ষা, কচুরিপানা ও আবর্জ্জনা ধ্বংস করতঃ আবর্জ্জনা সার তৈয়ারী, যাতায়াতের সুবিধার জন্য প্রত্যেক গ্রামে রাস্তা ঘাট তৈয়ারী ইত্যাদি নানা বিষয়ে ধারাবাহিক ভাবে বক্তৃতা দ্বারা ও সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিক লণ্ঠনের চিত্তাকর্ষক ছবি দ্বারা জনসাধারণকে সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হইতেছে।

স্থানীয় জুট রেগুলেশনের সহকারী ইন্সপেক্টর নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী ও কর্ম্মধারা সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া পারদর্শিতার সহিত সমিতিগুলি পরিচালনা করিতেছেন। গত ২৬শে অক্টোবর (১৯৪১ সন) তারিখে নেত্রকোণা মহকুমার জুট রেগুলেশনের চীফ্ ইন্সপেক্টর, ইন্সপেক্টর ও সহকারী ইন্সপেক্টর, সেনিটারী ইন্সপেক্টর ও এগ্রিকালচারেল ডিমনষ্ট্রেটার এবং পল্লী-উন্নয়ন সমিতিসমূহের মেম্বার মহোদয়গণ ও নৈশ বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণ এবং স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সহযোগিতায় পাবনগঞ্জ হাই স্কুল প্রাঙ্গনে এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান হয়। উক্ত সভার কৃতবিদ্য শিক্ষকগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ প্রত্যেক উৎকৃষ্ট ধরণের নৈশ বিদ্যালয়ে একটি করিয়া সুদৃশ্য বাতি ও বিভিন্ন চার্ট উপহার প্রদান করা হয়। এই অঞ্চলে পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ সাড়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়।

গাইবান্ধা (রংপুর)—

গত ২১শে জানুয়ারী তারিখে গাইবান্ধার অন্তর্গত রসুলপুর হাই স্কুল প্রাঙ্গনে জুট রেগুলেশন ও পল্লী-উন্নয়ন বিষয়ক এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। সভায় বাবু গিরীশ চন্দ্র সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। গাইবান্ধা চার্জের জুট রেগুলেশন ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের স্পেশাল প্রোপাগাণ্ডা অফিসার মৌলভী সামসুল আলম সাহেব বর্ত্তমান অর্থনৈতিক জগৎ ও গ্রামবাসীর আর্থিক দুর্দ্দশা ও তাহার সমাধানকল্পে সরকার বাহাদুরের পরিকল্পনা বিষয়ক ও পল্লীবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সরল ভাষায় বক্তৃতা করেন। রংপুর জেলা বোর্ডের সদস্য মৌলভী সিরাজউদ্দিন সাহেব পল্লীবাসীর মনের পরিবর্ত্তন ও নূতন উদ্যমে গ্রামের উন্নতিকল্পে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজে যোগদানের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন এবং হাই স্কুলের নিকট একটি কৃষি প্রদর্শনী ক্ষেত্র স্থাপন করার জন্য প্রস্তাব করেন। ফরিদপুর সার্কেলের এসিষ্টেণ্ট ইন্সপেক্টর বাবু যোগেন্দ্র কুমার পাল পল্লীউন্নয়ন বিষয়ক বক্তৃতা দেন।

এই অঞ্চলে পল্লী-উন্নয়নের জন্য জনসাধারণের মধ্যে জাগরণের ভাব দেখা দিয়াছে এবং তাহারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে রাস্তা মেরামত, বিদ্যালয় স্থাপন ইত্যাদি কাজ আরম্ভ করিয়াছে। প্রায় ১০০ শত ভলাণ্টিয়ার গত ১ মাসের মধ্যে ৬।৭টী বড় রাস্তা নূতনভাবে গঠন করিয়া লোকের চলাচলের বিশেষ সুবিধা করিয়াছে।

ঢাকা—

গত ২৬শে নভেম্বর ঢাকা জিলার অন্তর্গত শ্রীপুর থানার ডাকবাংলা প্রাঙ্গনে জুট রেগুলেশন, পল্লী-উন্নয়ন ও যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে ঢাকা জিলার উত্তর মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী আবদুল আজিজ, বি-সি-এস মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়।

এস, ডি, ও মহোদয় প্রপাগাণ্ডা অফিসার, এসিষ্টেণ্ট ইন্সপেক্টার ইত্যাদি জুট রেগুলেশন ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের কর্ম্মচারীদের ও স্থানীয় লোকদের বিশেষ চেষ্টায় ও আগ্রহে শ্রীপুর থানায় যে ৪৫টী পল্লী-মঙ্গল সমিতি, ৮০টী নৈশ-বিদ্যালয়, ৫টী খেলার মাঠ ও লাইব্রেরী ইত্যাদি হইয়াছে, তজ্জন্য তাহাদিগকে ধন্যবাদ ও উৎসাহ দান করেন। তিনি সকলকে জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে অনুরোধ জানান।

তিনি যুদ্ধ সম্বন্ধে বলেন যে, পৃথিবীকে হিটলারী অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, উহাতে বৃটিশের জয় অবশ্যম্ভাবী। তবে হিটলারকে পরাজয় করিতে যত বেশী দেরী হবে, জগতের ক্ষতি ততই বৃদ্ধি পাইবে। হিটলারী অত্যাচার হইতে পৃথিবীকে রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীরই তাহার অর্থ, শক্তি ও যথাসর্ব্বস্ব দিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করা উচিত। তাঁহার বক্তৃতায় সভার সকলে মুগ্ধ হইয়া তখনই নং ৫২, টাকা যুদ্ধ তহবিলে দান করেন।

প্রপাগাণ্ডা অফিসার মৌলবী ফজলুল করিম, বি-এ ও প্রপাগাণ্ডা এসিষ্টেণ্ট বাবু মণিন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঐ বিষয়গুলি সুন্দররূপে সকলকে বুঝাইয়া দেন। প্রপাগাণ্ডা অফিসার কোরাণ ও হাদিস হইতে কয়েকটী আয়াত ও হাদিস বলিয়া সকলকে আত্মনির্ভরশীল হইতে বলেন এবং কৃষকগণ কিরূপে তাহারা নিজেরাই তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিতে পারেন, তাহা বুঝাইয়া দেন। যুদ্ধ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, হিটলারের যে অত্যাচার আজ ইউরোপের বুকের চলিয়াছে ও আমাদের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, উহা বর্ব্বরতার চরম সীমা ব্যতীত আর কিছুই নয়। উহার ধ্বংস হইবেই হইবে।

ঢাকা জিলার, রায়পুরা থানার পাড়াতলী ইউনিয়নের অন্তর্গত পাড়াতলী মোসলিম এম, ই, স্কুল প্রাঙ্গণে বিগত ২৪।১২।৪১ ইং তারিখে স্থানীয় সিংরাপুর বাজুয়ালি পল্লী-মঙ্গল সমিতির সেক্রেটারী মৌলবী হাফিজুর রহমান সাহেব ও অন্যান্য সভ্যগণের চেষ্টায় এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়।

উক্ত সভায় স্থানীয় জুট কমিটির চেয়ারম্যান মৌলবী মজলুর রহমান সাহেব সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভার কার্য্য আরম্ভ হওয়ার প্রারম্ভেই মোঃ সামসু উদ্দিন মিঞা পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ ও ও পল্লী-উন্নয়ন সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন। তারপর নারায়ণগঞ্জ চার্জের প্রোপাগাণ্ডা অফিসার, ও রায়পুরা ৫ নং সার্কেলের এ, আই, ও অন্যান্য বক্তাগণ পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

রাজশাহী—

জেলা রাজশাহীর অন্তর্গত পবা থানার অধীন ১ নং হজুরীপাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকায় বিল নেপালপাড়া গ্রামে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামের বিচার এবং কৃষির উন্নতিকল্পে একটি "সমিতি" গঠিত হয়।

এই সমিতি বহু পুষ্করিণী ও ডোবা হইতে কচুরীপানা পরিষ্কার করিয়াছে, জঙ্গল সাফ করিয়াছে এবং দুইটি গ্রাম্য পথের সংস্কার সাধন করিয়াছে। গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তিদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য "রহিমীয়া নাইট স্কুল" নামে একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। এই নৈশ-বিদ্যালয়ে ২০ বিশ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ৬০ ষাইট বৎসর বয়সের লোকেরাও লেখাপড়া করিতেছে। প্রত্যহ রাত্রিতে পড়াশুনা শেষ হওয়ার পর ছাত্রগণকে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল কৃষি বিষয়ের জ্ঞান দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে এই নৈশ বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা ৩৬ জন। গত সেপ্টেম্বর মাসে ২৫ জন, অক্টোবর মাসে ২০ জন এবং নভেম্বর মাসে ২৭ জন দৈনিক উপস্থিতির গড় ছিল।

খুলনা—

খুলনা গুরু-ট্রেনিং স্কুলে জানুয়ারীর প্রথম দুই সপ্তাহে খুলনা জিলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের নির্ব্বাচিত শিক্ষকদের জন্য Refresher Courseএর ব্যবস্থা হয়। জিলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় ৩০ জন গুরু যোগদান করেন। শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ বক্তারা বক্তৃতা করেন। সরকারী শিক্ষা এবং অন্যান্য বিভাগের বিশেষতঃ পশু-চিকিৎসা বিভাগের কর্ম্মচারীরা সহযোগিতা করেন। "কোর্সের" শেষ দিনে খুলনা জিলার স্কুল ইন্সপেক্টর মিঃ এস, কে, দত্ত, এম-এ (কলিকাতা), ডিপ-এড্ (এডিন ও ডাবলিন), বর্ত্তমান মহাসমরে শিক্ষকদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ উপদেশমূলক বক্তৃতা দিয়া গুরুদিগকে বিদায় দেন। তিনি সকলকে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া শত্রুদের প্রতিহত ও পরাভূত করিতে বলেন। গুরু-ট্রেনিং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকও ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে সকলের সমবেত প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

গভর্ণমেণ্টের কাছে সংবাদ আসিয়াছে যে, প্রতি বস্তা বালির দর বর্দ্ধিত হইয়া ৮৫ হওয়ায় অনেকের পক্ষে কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। তদনুসারে পুনরায় উহার দর হ্রাস করিয়া ৮০ আনাই ধার্য্য করা স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং উক্ত দর চিরকাল বলবৎ থাকিবে।

আশা করা যাইতেছে যে, জনসাধারণ এই মূল্য হ্রাসের সুযোগ গ্রহণ করিয়া যতদূর সম্ভব সত্বর তাহাদের প্রয়োজন মত বালি সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন। (কমিউনিক)

রায় মৃত্যুঞ্জয় লাল ভাগুরিয়া বাহাদুর তাঁহার সদস্য পদ ত্যাগ করায় বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের মাড়োয়াড়ী এসোসিয়েশন ক্ষেত্রে তাঁহার স্থলে একটি নূতন সদস্য নির্ব্বাচিত হইবে।

বঙ্গদেশীয় মেডিক্যাল স্কুল-সমূহের বার্ষিক বিবরণী

১৯৩৯-৪০ সালের উল্লেখযোগ্য কার্য্যাবলী

বঙ্গদেশীয় মেডিক্যাল স্কুলের ১৯৩৯-৪০ সালের বাৎসরিক বিবরণীতে বিবৃত হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে বাঙলা দেশে মোট ৯টি মেডিক্যাল স্কুল আছে। তন্মধ্যে ৬টি সরকারী এবং বাকী তিনটি বেসরকারী কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত হয়। বাঙলা দেশের ষ্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকাল্টির ফাইনাল লাইসেন্সিয়েটশিপ্ পরীক্ষার অনুপাতেই এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদান করা হইয়া থাকে। একমাত্র জলপাইগুড়ির অন্তর্গত জ্যাকসন মেডিক্যাল স্কুল ব্যতীত সমস্ত সরকারী মেডিক্যাল স্কুলেই কম্পাউণ্ডারদিগের ট্রেনিং ক্লাসের ব্যবস্থা আছে।

আলোচ্য বৎসরের প্রথম ভাগে লাইসেন্সিয়েট ছাত্রের সংখ্যা ছিল ২,৯৯১; উহার পূর্ব্ব বৎসর উক্ত ছাত্রের সংখ্যা ছিল ২,৯৪০। আলোচ্য বৎসরে মোট ৭৫০ জন নূতন ছাত্র ভর্ত্তী হইয়াছে, তন্মধ্যে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ১১৪ জন; ১৯৩৮-৩৯ সালে নূতন ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৭১০ এবং মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ছিল মোট ৮১ জন। ১৯৩৯-৪০ সালের বঙ্গদেশীয় ষ্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকল্টির ফাইনাল লাইসেন্সিয়েটশিপ্ পরীক্ষায় মোট ৪৬৬ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছিল, উহার পূর্ব্ব বৎসর পরীক্ষা উত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৩৬৪ জন। ক্যাম্পবেল এবং ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে সাব্‌-অ্যাসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জনদের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা ছিল। আলোচ্য বর্ষে কেবল মাত্র ৭ জন জেলা বোর্ডের ডাক্তার ঢাকা মেডিক্যাল স্কুল হইতে ট্রেনিং লাভ করিয়াছিল। সমস্ত মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রগণের ব্যবহার ও উপস্থিতি মোটামুটি বেশ সন্তোষজনকই ছিল। একটি মাত্র ঘটনা ব্যতীত ছাত্রগণের নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করিবার কোনো উদাহরণ নাই। ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রগণের একটি অনশন ধর্ম্মঘট হইয়াছিল। অবশ্য খুব অল্প সময়ের মধ্যেই উহার সন্তোষজনক মীমাংসা হইয়া গিয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল স্কুলের মূল দালানের সহিত ৪০ জন ছাত্রের বাসপযোগী যে ব্লক তৈরী করা হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে একথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যুদ্ধের দরুণ আলোচ্য বিভাগ খণ্ডভাবে বিপর্য্যস্ত থাকিলেও উপযুক্তভাবে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থাকে বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হয় নাই।

১৯৩৯-৪০ সালে বাঙলা দেশের ৯টি মেডিক্যাল স্কুলে যে পরিমাণ ছাত্র ছিল, নিম্নের তালিকা হইতে প্রতীয়মান হইবে:—

বিদ্যালয়।	ছাত্র সংখ্যা।
ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল	৭২৮
ঢাকা মেডিক্যাল স্কুল	৪৬৩
লিটন মেডিক্যাল স্কুল (ময়মনসিংহ)	২১৮
বোলাক্ডে মেডিক্যাল স্কুল (বর্দ্ধমান)	২২০
চট্টগ্রাম মেডিক্যাল স্কুল	২০৯
জ্যাকসন মেডিক্যাল স্কুল (জলপাইগুড়ি)	১১১
কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল	৩৯৯
বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল স্কুল	২২৮
ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইন্সটিটিউট	৪১০

(প্রেস-নোট)

লেডী লেবী হার্ব্বার্টের মহিলা যুদ্ধ-ভাণ্ডারের প্রদত্ত অর্থে লণ্ডনের বিপন্নদের সাহায্যার্থ যে কতিপয় খাদ্যবাহী মোটর-যান ক্রয় করা হইয়াছে, তাহার একখানার প্রতিচ্ছবি। এই সম্পর্কে আরো ২ খানা ছবি ১২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল।

বিনাব্যয়ে টিকা দিবার ব্যবস্থা

বিভিন্ন জেলা বোর্ডে সরকারের দান

১৯৪১-৪২ সালে বিভিন্ন পল্লী-অঞ্চলে বিনাব্যয়ে টিকা দিবার ব্যবস্থা করার জন্য বাঙলা সরকার নিম্নলিখিত জেলা বোর্ডসমূহে নিম্নলিখিতরূপ সাহায্য প্রদান করিয়াছেন:—

বর্দ্ধমান	২,৪৯০৲
বীরভূম	৮৭০৲
বাঁকুড়া	৭০০৲
মেদিনীপুর	২,০৩০৲
হুগলী	৬১০৲
হাওড়া	৭৮০৲
২৪-পরগণা	২,১৮০৲
নদীয়া	১,৩৫০৲
মুর্শিদাবাদ	১,০২০৲
যশোহর	১,৪২০৲
খুলনা	১,২৪০৲
রাজশাহী	১,৫৩০৲
দিনাজপুর	১,৪৮০৲
জলপাইগুড়ি	৯১০৲
দার্জিলিং	১,০৭০৲
রংপুর	১,৮৫০৲
বগুড়া	৪,৩৯০৲
পাবনা	১,৮২০৲
মালদহ	২৭০৲
ঢাকা	১,৮৬০৲
ময়মনসিংহ	৪,৩৫০৲
ফরিদপুর	১,৪৬০৲
বাখরগঞ্জ	২,৪১০৲
চট্টগ্রাম	১,৭৪০৲
নোয়াখালী	১,২৫০৲
ত্রিপুরা	১,৫৯০৲

চুয়াডাঙ্গায় সম্মেলনের অনুষ্ঠান

যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোচনা

গত ২০শে নভেম্বর তারিখে চুয়াডাঙ্গা মহকুমার ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের প্রেসিডেণ্ট, মেম্বার ও পাট সমিতির চেয়ারম্যান মহোদয়গণের এক সম্মিলনীতে মহকুমা হাকিম মিঃ কে, কে, ব্যানার্জি, ইউনিয়ন বোর্ড-পরিচালনা, পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ, লোকগণনা ও কচুরীপানা ধ্বংস কার্য্যে পারদর্শিতার জন্য পদক, প্রশংসাপত্র ও পুরস্কার বিতরণ করেন। ঐ সঙ্গে সরকারী শিল্প বিভাগের সহযোগে চুয়াডাঙ্গায় অনুষ্ঠিত বাৎসরিক প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত দ্রব্যাদিতের উৎকর্ষ অনুযায়ী শিল্পীদিগকে প্রশংসা-পত্র দেওয়া হয়।

সম্মেলনের প্রারম্ভেই মহকুমা হাকিম একটী সারগর্ভ বক্তৃতায় রাজকর্ম্মচারীদিগের সহিত জনসাধারণের ও গণপ্রতিষ্ঠানসমূহের সর্ব্বাঙ্গীন সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি ঐ সঙ্গে বিশ্বব্যাপী মহাসমরের বর্ত্তমান পরিস্থিতির সহিত ভারতের সম্বন্ধ উল্লেখ করেন ও এই যুদ্ধকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য ভারতবাসীগণ কিভাবে সাহায্য করিতে পারেন, তাহা বিশদভাবে বিবৃত করেন।

ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট ও ষ্ট্যাম্প ক্রয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

সর্ব্বশেষে বক্তা মহামান্য ভারত সম্রাটের সমর্থনে বাণী হইতে নির্ব্বাচিত অংশ পাঠ করিয়া এক অপূর্ব্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন। সভায় বহু বিশিষ্ট ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন।

'আরও বেশী দুধ খাও'

দুধের ব্যাপক ব্যবহারের আন্দোলন

কিছুদিন হইতে একটা রব উঠিয়াছে—"Drink more milk" অর্থাৎ "আরও দুধ খাও"। সত্যই, মানুষের সুস্থ ও বলিষ্ঠ দেহ গঠনের জন্য খাদ্যের মধ্যে যে সকল উপাদানের প্রয়োজন হয়, দুধের মধ্যে তাহা যথেষ্ট পরিমাণে আছে; সুতরাং দুধ যে মানুষের একটা খুব পুষ্টিকর ও প্রয়োজনীয় খাদ্য সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে লোকে দিনে কত দুধ খায় এবং ভারতবর্ষে বা বাঙলাদেশে কত খায়, তাহার তুলনা করিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। কৃষিপণ্য বিক্রয় বিষয়ে ভারত-সরকারের পরামর্শদাতার ("এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং এ্যাডভাইসার") "ভারতবর্ষে দুধের ব্যবসা ও বাণিজ্য" সম্বন্ধে সম্প্রতি যে বিবরণী বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশে লোকে মাথা-পিছু গড়ে দৈনিক এক সেরেরও বেশী দুধ খায়; ইহার তুলনায় ভারতবর্ষের লোকে গড়ে তিন ছটাক দুধ খায় এবং অনেকেই বোধ হয় বিশ্বাস করিবেন না যে, বাঙালী মাথা-পিছু গড়ে দৈনিক মাত্র আধ ছটাক দুধ খায়। আসামের অবস্থাও ঠিক এই প্রকার। আবার শহর ও গ্রামের মধ্যে, শহরে চাকুরী, কারবার ও অন্যান্য নানাপ্রকার পেশার দরুণ লোকের আর্থিক অবস্থা গ্রামের লোকের তুলনায় অনেক ভাল, তাই জিনিষ কিনিবার সামর্থ্যও শহরের লোকের অনেক বেশী। সুতরাং বাঙালীর মাথা পিছু এই আধ ছটাক দুধের অধিকাংশই শহরের লোকে খায়; গ্রামে শুধু নিতান্ত দুধ-পোষা শিশুদের ভাগ্যে সামান্য কিছু দুধ জোটে—কোনও কোনও স্থানে তাহাও জোটে না। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি অনেক স্থানে দুধের অভাবে খালি জলে সিদ্ধ করিয়া শিশুদের খাইতে দেওয়া হয়। বাঙলার গ্রামের শতকরা নব্বই জন লোক দিনে এক ফোঁটা দুধও খাইতে পায় না। যে জাতির দেহের ভিৎ এইরূপ আলগা সে জাতি সুস্থ-সবল হইয়া কি করিয়া বাঁচিতে পারে। শোনা যায় যে, সাহেবদের দেশের লোকের গড় পরমায়ু ৪৩ বৎসর এবং ভারতবর্ষের লোকের পরমায়ু মাত্র ২৩ বৎসর—অর্থাৎ, প্রায় অর্দ্ধেক। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের মধ্যে বাঙলার লোকের গড় পরমায়ু আরও কম এবং বাঙলার চাষী সবচেয়ে দুর্ব্বল, সুতরাং স্বভাবতঃই অলস ও পরিশ্রম-বিমুখ। বাঙলার অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া ইহার অন্যতম কারণ বটে, কিন্তু ইহার মূল কারণ যে এই দুধের অভাব, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। সুতরাং বাঙলার চাষের সর্ব্বাঙ্গ উন্নতি করিতে হইলে অন্যান্য দিকের সঙ্গে সঙ্গে চাষীর পরিশ্রম করিবার শক্তিও বাড়াইতে হইবে এবং চাষীর শক্তিহীনতার মূল কারণ যে দুধের অভাব, তাহা দূর করিতে বাঙলায় দুধের উৎপাদন বাড়াইতেই হইবে।

সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙলা ও আসামের গরু সবচেয়ে হীন, অথচ ইহারাও সবচেয়ে কম দুধ দেয়। তাহার উপর বাঙলার লোকসংখ্যা যেরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে, সে অনুপাতে গরুর সংখ্যা বাড়িতেছে না এবং গরুর জাতেরও ক্রমশ: অবনতি ঘটিতেছে। ইহার ফলে বাঙালীর দুধ খাওয়া আরও কমিয়া যাইতেছে। বাঙলার গরুর এই যে হীনতা ও অবনতি, ইহার প্রত্যক্ষ যে কোনও কারণই থাকুক, ইহার মূল কারণ ভাল ষাঁড় ও উপযুক্ত পুষ্টির অভাব। বাঙলায় প্রায় সর্ব্বত্রই অনাহারক্লিষ্ট, দুর্ব্বল ও ছোট জাতের ষাঁড় দ্বারা গাইয়ের প্রজনন হয়। খারাপ বীজে যেমন ভাল ফসল জন্মাইতে পারে না, তেমনি এইরূপ ষাঁড়ের দ্বারা কখনও ভাল গরুর জন্ম হইতে পারে না এবং সে গরুর দুধ দিবার শক্তিও বেশী থাকে না। তারপর, বাঙলাদেশে আবাদী জমীর শতকরা নব্বই ভাগ জমীতেই ধানের চাষ হয়, সুতরাং ধানের খড়ই বাঙলার গরুর প্রায় একমাত্র খাদ্য। সরকারী কৃষি বিভাগে নানাপ্রকার পশু-খাদ্যের মধ্যে পুষ্টিকর পদার্থের পরিমাণ বিষয়ে যে পরীক্ষা-কার্য্য চলিতেছে, তাহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে, ধানের খড়ের মধ্যে গরুর পুষ্টিকর খাদ্য বিশেষ কিছুই নাই এবং যে গরুকে শুধু ধানের খড় খাইয়াই জীবনধারণ করিতে হয়, তাহার দেহ গঠিত হওয়া দূরে থাক, দেহের স্বাভাবিক ক্ষয় পর্য্যন্ত পূরণ হয় না, অর্থাৎ ধীরে ধীরে তাহার দেহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং অবশেষে তাহার অকালমৃত্যু ঘটে। এই কারণেই বাঙলায় মানুষের ন্যায় বাঙলার গরুরও পরমায়ু খুব কম। এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকারকল্পে সরকার হইতে যথেষ্ট চেষ্টা হইতেছে। বাঙলায় ভাল জাতের ষাঁড়ের অভাব সরকার বাহাদুর দূর করিতেছেন, ভাল পাঞ্জাবী ষাঁড় জেলায় জেলায় বিনামূল্যে বিতরিত হইতেছে এবং যাহাতে খারাপ ষাঁড়ের দ্বারা প্রজনন হইতে না পারে সে উদ্দেশ্যে খারাপ ষাঁড়দের খাসি করিয়া প্রজননের অযোগ্য করিয়া দিতেছেন। সরকারের এই প্রচেষ্টা সুরু হওয়ার পর গত পাঁচ বৎসরে বাঙলা দেশে মোট ২,০৮০ ভাল জাতের ষাঁড় বিনামূল্যে বিতরণ করা হইয়াছে এবং প্রায় দুই লক্ষ অকর্ম্মণ্য খারাপ ষাঁড় খাসি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। শুধু ভাল ষাঁড় বিতরণ করিয়াই সরকার ক্ষান্ত নহেন, ওই সকল ষাঁড়দের সযত্নে পালন ও তাহাদের স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য জেলায় জেলায় শিক্ষিত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু শুধু ভাল ষাঁড় হইলেই গোজাতির স্থায়ী উন্নতি হইতে পারে না। ভাল ষাঁড়ের দ্বারা ভাল বাছুর জন্মায়, কিন্তু ঐ সকল ভাল বাছুর যদি উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্টিকর আহার না পায়, তাহা হইলে তাহাদের অবনতি হইতে হইতে কয়েক পুরুষ পরে তাহারা বাঙলার বর্ত্তমান গরুরই অবস্থায় পরিণত হইবে। কিন্তু সরকার হইতে এই সকল ষাঁড় ও তাহাদের অসংখ্য বাছুরদের প্রতি বৎসর খোরাক যোগানো কার্য্যত: সম্ভব নয়। তথাপি গরুর জন্য সব্জী-খাদ্য চাষের বিষয়ে চাষীদের উৎসাহিত করিবার জন্য এই কয় বৎসরে প্রায় সাড়ে নয় হাজার মণ নেপিয়ার ঘাসের "ডগা" এবং জোয়ার, ভুট্টা, বরবটি প্রভৃতি সব্জী-শস্যের বীজ চাষীদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন। সুতরাং নিজের গরুকে ভাল করিয়া খাওয়ানোর ভার চাষীকে নিজেই গ্রহণ করিতে হইবে। গরুকে ভাল খাওয়ানো কিছুই কঠিন সমস্যা নয়। পল্লীগ্রামে যে সকল পতিত জমি, ঝোপ, ঝাড়, জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া আলো-হাওয়া রোধ করিয়া শুধু গ্রামের অস্বাস্থ্যের কারণ হয় বা মশা ও সাপের নিরাপদ বাসস্থল হইয়া উঠে, সেই সকল পতিত জমি সাফ করিয়া নেপিয়ার ঘাস লাগাইয়া দিলে গ্রামের স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হয় এবং গরুর বেশ একটা পুষ্টিকর সব্জী-খাদ্যও পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে মাঠে নানাপ্রকার শস্য চাষের মধ্যে মধ্যে শস্য-পর্য্যায় অনুসারে দু'-এক বিঘা করিয়া ভুট্টা, জোয়ার, বরবটি, মই বা মটর লাগাইলে গরুর ভাল খাবারের অভাব হয় না। বাঙলায় একটা প্রবাদ আছে—"গরুর মুখে দুধ", ইহা ধ্রুব সত্য। ভাল করিয়া খাওয়াইলে যে গরুর দুধ অনেক বাড়ে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে, ভাল ষাঁড়ের দ্বারা প্রজনিত দেড় সের বা দুই সের দুধ দেওয়া দেশী গাইয়ের বাছুর ভাল খাইতে পাইলে প্রথম বিয়ানেই পাঁচ-ছয় সের দুধ দেয়। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় বাঙলার গরুর দুধ কতদূর বাড়ানো যাইতে পারে। সুতরাং গরুকে খাওয়াইলে কোনও লোকসান নাই, বরং লাভ, কারণ শুধু যে দুধরূপে তাহার অনেক বেশী ফিরিয়া পাওয়া যায় এবং বলদের বেশী করিয়া ও ভাল করিয়া লাঙ্গল টানিবার শক্তি আসে তাহা নয়, পেট ভরিয়া গরুকে খাওয়াইলে তাহার গোবর বেশী হয়। গোবরের উপকারিতা চাষীদের বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং যে দুধের অভাবে বাঙলার চাষী আজ দুর্ব্বল অকর্ম্ম বাঙলার অধিবাসী স্বাস্থ্যহীন ও অল্পায়ু এবং যে সারের অভাবে বাঙলার মাটিতে ষোল-আনা ফসল ফলে না, সে দুধের অভাব ও সারের অভাব চাষীরা একটু উদ্যোগী হইলেই ঘুচাইতে পারেন। সারা পৃথিবীতেই সকল জাতির মধ্যে একটা দ্রুত পরিবর্ত্তন চলিয়াছে, জ্ঞান-বিজ্ঞান মানুষকে কত নূতন নূতন তথ্যের সন্ধান দিতেছে; মানুষের এই প্রগতির দিনেও বাঙলার চাষী যদি পূর্ব্বের ন্যায় অসাড় ও উদ্যম-হীন হইয়া হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকেন, মানুষের মাঝখানে মানুষের মত হইয়া বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের মনে না জাগে, তবে জগতের কোনও শক্তিই ধ্বংসের পথ হইতে তাঁহাদের ফিরাইতে পারিবে না।

সেনাদল ও বিমান-বাহিনীর জন্য কারিগর তৈরীর পরিকল্পনা অনুযায়ী যে বিরাট সংখ্যক লোককে বিভিন্ন কেন্দ্রে ট্রেণিং দেওয়া হইতেছে, তাহাদের মধ্যে একদলকে উপরের ছবিতে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কাঠের কাজ শিখায় রত দেখা যাইতেছে। এই সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ গত সংখ্যায় "বাঙলার কথায়" প্রকাশিত হইয়াছিল।

মাননীয় মন্ত্রিগণের মফঃস্বল সফর

[৩য় পৃষ্ঠার জের]

তৎপর চাঁদপুরে একটি জনসভায় যোগদান করেন, এখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হয় এবং তিনি সে সমুদয়ের যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করেন। সভা শেষ হইবার পর মাননীয় মৌলভী শামসুদ্দিন আহমদ ও মাননীয় খান বাহাদুর হাশেম আলী খান মোটরযোগে লাকসাম গমন করেন এবং তথায় সমবায় বিভাগের মন্ত্রীমহোদয় ঋণ-সালিশী বিশেষ বোর্ড পরিদর্শন করেন এবং কো-অপারেটিভ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের উদ্বোধন করেন। মধ্যাহ্নভোজনের পর মন্ত্রীমহোদয়গণ একটি জনসভায় বিকাল ৩টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সভায় ২০,০০০ বিশ হাজারের অধিক লোক সমবেত হইয়াছিল। অতঃপর তাঁহারা ট্রেনযোগে নাঙ্গলকোট গমন করেন ও তথায় জনসভায় বক্তৃতা করেন। সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহোদয় অসুস্থতা নিবন্ধন এই সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই। সভা ভঙ্গ হইবার পর মন্ত্রিগণ লাকসামে ফিরিয়া আসেন ও তথায় ট্রেনে রাত্রি যাপন করেন।

জানুয়ারী ২৩শে তারিখে মাননীয় মন্ত্রিগণ লাকসাম পরিত্যাগ করিয়া হাজিগঞ্জে গমন করেন। স্থানীয় ডাক-বাংলায় তাঁহারা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীমহোদয় স্পেশাল ঋণ-সালিশী বোর্ড পরিদর্শন করেন এবং তৎপর হাজিগঞ্জ রেলওয়ে মাঠে জনসভায় যোগদান করেন। তথায় কৃষক সমিতি ও জনসাধারণের পক্ষ হইতে বিভিন্ন অভিনন্দন পত্র পাঠ করা হয় এবং মাননীয় মন্ত্রিগণ যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করেন।

সমবায় বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে, বাঙলাদেশের দুইটি সম্প্রদায়, স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিগণের দ্বারা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হইয়া আসিতেছিল, এই উভয় সম্প্রদায়ের সম্মিলিত চেষ্টায় অনেক ভাল কাজ সম্ভব হইবে। মাননীয় মন্ত্রী একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন এবং উপসংহারে বলেন যে, বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্য্যে জনসাধারণের নিশ্চিত আস্থা থাকা প্রয়োজন; কারণ বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর উদ্দেশ্য হইল বাঙলাদেশে ঐক্য স্থাপন করা এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য উভয় সাম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি না করা। বর্ত্তমান বড়ই সঙ্কটাপন্ন সময়। জনসাধারণের প্রধান কর্ত্তব্য হইল গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহায়তা করা এবং শত্রুদিগের অনুষ্ঠিত বিপদের সহিত সংগ্রাম করিয়া দেশকে ধ্বংসকর দুষ্কৃতের হাত হইতে রক্ষা করা। সন্ধ্যায় সভা শেষ হইলে মাননীয় মন্ত্রিগণ চট্টগ্রাম মেইলে চাঁদপুর ফিরিয়া আসেন এবং তথা হইতে ২৪শে জানুয়ারী তারিখে কলিকাতা পৌঁছিয়াছেন।

জলপাইগুড়িতে মাননীয় মিঃ উপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বন ও আবকারী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ উপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ বিগত ৮ই জানুয়ারী তারিখে জলপাইগুড়ি পদার্পণ করিয়াছিলেন। কার্য্যভার গ্রহণ করিবার পর এই প্রথম তিনি তাঁহার জন্মভূমি জলপাইগুড়ি শহরে গমন করেন। তাঁহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে গার্ড অব অনার প্রদর্শন করা হয় এবং ডিপুটি কমিশনার ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারিবৃন্দ তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন। ষ্টেশনে বিরাট জনতা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিল এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিগণ তাঁহাকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করিয়াছিলেন। ঐ দিন স্থানীয় উকিল লাইব্রেরীর সভাগণ—তিনিও এই লাইব্রেরীর একজন সভ্য ছিলেন—তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন ও তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। উক্ত প্রদান প্রসঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রতিনিধিত্বমূলক বৈশিষ্ট্যে নিজের আস্থা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন যে, এই মন্ত্রিমণ্ডলী উত্তমরূপে এই প্রদেশের সত্যিকার সেবা করিতে পারিবে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আরও কতিপয় অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। জেলা মুসলিম এসোসিয়েশন ও ক্ষত্রিয় সমিতি একত্রে মন্ত্রী মহোদয়কে এক অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিয়াছে। বিগত ১১ই জানুয়ারী তারিখে

(মাননীয় মিঃ উপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ)

জলপাইগুড়ির হিন্দু ও মুসলমান একত্রে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আর্য্যনাট্য সমাজ হলে এক অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়াছেন।

এই অভিনন্দনপত্রের উত্তরে মন্ত্রী মহোদয় বিগত আড়াই বৎসর যাবত ইউরোপে যে যুদ্ধ চলিতেছে এবং বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের উপকণ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে সেই যুদ্ধের গুরুতর পরিস্থিতির উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, জার্ম্মাণী, ইটালী ও জাপান জগতের শিক্ষা, সভ্যতা ও উন্নতিতে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গর্ব্ব করিত, তাহারা মানবতার অনুভূতিকে বিসর্জ্জন দিয়া তাহাদের পশু-প্রবৃত্তিকে উদ্দাম করিয়া দিয়াছে। এখন ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ বিরোধ ও বৃটেনের সহিত বিবাদ মিটাইয়া ফেলিতে হইবে এবং বৃটেনের সহিত যোগদান করিয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে।

তিনি বিস্তারিতভাবে যুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসের কথা বর্ণনা করেন এবং এই জীবন-মরণ যুদ্ধে জয়লাভ করিবার জন্য বর্ত্তমানে চরম প্রচেষ্টা করা আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য—ইহাও দৃঢ়তার সহিত বলেন। জনসাধারণকে সৈন্যদলে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া তিনি গত মহাযুদ্ধে বাঙালী সৈন্যদের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করেন এবং তিনি বলেন যে, উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে এই প্রদেশের যুবকগণ অতি উত্তম সৈন্য হইতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, যখন আমরা স্বাধীনতার সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিব, তখন বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে নিজেদের রক্ষা করিবার জন্য ইংরেজের দিকে চাহিয়া থাকিব—ইহার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণই থাকিতে পারে না। এই সুযোগে আমাদের নিজের বাড়ী ঘর রক্ষার জন্য আমাদের দৃঢ় কল্পনা প্রমাণ করিতে হইবে। তিনি যুব ও সক্ষম ব্যক্তিগণকে সিভিক গার্ড ও সিভিল ডিফেন্স কার্য্যে যোগদান করিতে অনুরোধ করেন। উপসংহারে তিনি বলেন যে, বর্ত্তমান মহা যুদ্ধের জন্য প্রতিদিন কোটি কোটি টাকা ব্যয় হইতেছে; অতএব বিত্তশালী লোকদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, তাহাদের নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য মুক্তহস্তে ও দ্বিধাহীনভাবে যুদ্ধ তহবিলে সাহায্য করা তাহাদের কর্ত্তব্য, অন্ততঃ পক্ষে ঋণ স্বরূপে টাকা দেওয়া তাহাদের একান্ত উচিত।

সাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেন যে, বাঙলাদেশ এখন ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে এবং মন্ত্রিমণ্ডলীর পক্ষে একথা তিনি প্রকাশ করেন যে, সকল সম্প্রদায় তাহাদের বিরোধ ভুলিয়া গিয়াছে এবং একত্রে দেশ-সেবার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে।

মিঃ ডব্লু. সি. প্যাট্ন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপদ ইস্তফা দেওয়ায় দার্জিলিং ইউরোপীয়ান নির্ব্বাচক মণ্ডলীকে তৎস্থলে অপর একজন সভ্যকে নির্ব্বাচন করার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। ইহা জানান হইতেছে যে, আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারী রিটার্ণিং অফিসারের নিকট মনোনয়ন পত্র দাখিল করিবার শেষ দিন এবং ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ঐ সমুদয় আবেদন-পত্র পরীক্ষা করা হইবে।

সৈন্যদল ও বিমান-বাহিনীর জন্য কারিগর গঠন পরিকল্পনা অনুযায়ী শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে একজন শিক্ষার্থী হাতের কাজ শিক্ষা করিতেছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

মৌলমিন অঞ্চলে যুদ্ধ

মারাওয়াড্ডীর উত্তরে থাই ও জাপ সৈন্যরা মৌলমিনের বিরুদ্ধে যে অভিযান চালাইতেছিল, তাহা প্রতিহত করা হইয়াছে।

মৌলমিনের পূর্ব্বাঞ্চলের যুদ্ধ সম্পর্কে প্রাপ্ত সংবাদ হইতে জানা যায় যে, একদল থাই সৈন্য মারাওয়াড্ডীর প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত পালুর পশ্চিমদিকের সীমান্ত অতিক্রম করে এবং পালুস্থিত একটী ঘাঁটী আক্রমণ করে। উহার পর জাপ সৈন্যরা মুকলী ও মারাওয়াড্ডীর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ করে।

বাটুপাহাট অঞ্চলে জাপ-প্রাধান্য

মরচার্কের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ইহা সাধারণভাবে স্বীকৃত হইয়াছে যে, জাপ চাইকদাও সুকৌশলে মালাক্কা প্রণালী ও তাহার পরবর্ত্তী বাটুপাহাট পর্য্যন্ত এলাকায় জাপ আধিপত্যের সুযোগ গ্রহণ করিতেছে। বাটুপাহাট, সিঙ্গাপুরের উত্তর পশ্চিমে প্রায় ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত উপকূলের একটি বন্দর, এই স্থানে খেয়া পারাপার হইয়া থাকে।

মৌলমিন অঞ্চলে বৃটীশ বাহিনীর পশ্চাদপসরণ

লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষীয় মহলের সংবাদে প্রকাশ, মৌলমেনের পূর্ব্বে বৃটিশ বাহিনী পশ্চাদপসরণ করিতেছে এবং জাপ বাহিনী দ্রুত উহাদের অনুসরণ করিতেছে। এই বাহিনীটাই কাউকারেইক অঞ্চলে কর্ম্মতৎপর ছিল। জাপ বাহিনী উহাদের উপর বিশেষ চাপ দিতে পারিতেছে না।

নিউগিনিতে জাপ-সৈন্যের অবতরণ

লণ্ডন, ২৫শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ,—অষ্ট্রেলিয়ার সমর-সচিব মিঃ ফোর্ড ঘোষণা করিয়াছেন যে, জাপ নৌ-সৈন্যগণ কেভিয়েংএ অবতরণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অষ্ট্রেলিয়ান সেনাগণ রাবাউল উপদ্বীপের পশ্চিম প্রান্তে ঘাঁটি করিয়া রহিয়াছে।

লে নগরী পরিত্যক্ত

গত ২২শে জানুয়ারী জাপানী বিমানবহর নিউগিনির 'লে' নগরীর উপর বোমাবর্ষণ করে। এক্ষণে এই নগরটি পরিত্যক্ত হইয়াছে।

কেণ্ডারী ও বালিকপাপানে জাপ-সৈন্যের অবতরণ

বাটাভিয়ার সংবাদে প্রকাশ, সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জাপ সৈন্যদল কেণ্ডারী এবং বালিক-পাপানে অবতরণ করিয়াছে। প্রতিরোধকারী সৈন্যদল অবতরণকারী জাপ সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম চালাইতেছে।

মাকাসার প্রণালীতে জাপ জাহাজ ডুবি

মার্কিণ নৌবিভাগীয় ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, মার্কিণ ডেষ্ট্রয়ারগুলি মাকাসার প্রণালীতে প্রতিপক্ষীয় জাহাজের উপর নৈশ আক্রমণ করে। মার্কিণ সৈন্যদল প্রতিপক্ষীয় ডেষ্ট্রয়ারে সৈন্যবাহী জাহাজগুলির উপর কয়েকবার টর্পেডো মারে এবং কামানের গোলাবর্ষণ করে। ফলে প্রতিপক্ষের একটি বৃহৎ জাহাজ ধ্বংস হয়, দ্বিতীয়টি ডুবিয়া যায় এবং তৃতীয়টিকে দূর হইতে কাৎ হইয়া থাকিতে দেখা যায়। আরও ১২খানি জাহাজের যথেষ্ট ক্ষতি হয়।

বঙ্গোপসাগরে দুইখানি বাণিজ্য জাহাজ নিমগ্ন

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে জানা গিয়াছে যে, বৃটিশ-বিরোধী পক্ষের কর্ম্মতৎপরতার বঙ্গোপসাগরে দুইখানি বাণিজ্য জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। জাহাজ দুইখানির উদ্ধারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কূলে পৌঁছিয়াছে।

চীনা বাহিনীর ব্যাপক আক্রমণ

তিনটি রণাঙ্গনে চীনারা আক্রমণাত্মক কার্য্যক্রম অবলম্বন করিয়াছে।

চীনা ইস্তাহারে প্রকাশ, ক্যাণ্টন-কৌলুন রেলপথের ৩০ মাইল পূর্ব্বে তামসুইয়ের উপর কয়েকদল চীনা সৈন্য আক্রমণ চালায়। চব্বিশ ঘণ্টা তুমুল যুদ্ধের পর চীনা সৈন্যেরা শহরটি অধিকার করে এবং চারিশত জাপানী হতাহত হয়। অবশিষ্ট জাপানীরা দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে কৌলুন সীমান্তের দিকে পশ্চাদপসরণ করিতেছে এবং চীনারা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে।

পশ্চিম হুপে প্রদেশে চীনা সৈন্যেরা চাঙ্গিয়াঙের পশ্চিমদিকে এবং ইচাংয়ের উত্তরপূর্ব্ব দিকে জাপানীদের আক্রমণ করিতেছে।

দক্ষিণ য়োনান প্রদেশে চীনারা পিনহান রেলপথ ছিন্ন করিয়া সিনইয়াঙের উত্তর দিকে জাপানীদিগকে আক্রমণ করিতেছে।

মাণ্ড্যৈ নগরী পরিত্যক্ত

রেডিও প্রচারিত আর্ম্মি হেডকোয়ার্টার হইতে প্রকাশিত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে,—মাণ্ড্যৈতে আমাদের একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল ছিল, উহাদিগকে সরাইয়া আনা হইয়াছে। ঐ স্থানে যে সকল সাজসরঞ্জাম এবং যানবাহন ছিল, সমস্তই উক্ত সেনাবাহিনী সরাইয়া লইয়া আসিয়াছে; কর্ম্মচারীরা সকলেই ঐ স্থান হইতে সরিয়া আসিয়াছে।

আর্ম্মি হেড কোয়ার্টারের উক্ত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে :—আরও যুদ্ধ চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইবার উদ্দেশ্যে মৌলমেন শহরটিকে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তৃত্বাধীনে আনা হইয়াছে। ডাক, তার বিভাগ এবং এ-আর-পি বিভাগ সামরিক রক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকিবে।

ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা আগামী ১৯৪৩ সনের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে দিল্লীতে আরম্ভ হইবে। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, কলিকাতার পুলিশ কমিশনার এবং ইষ্টার্ণ ষ্টেট এজেন্সীর রেসিডেণ্ট কর্ত্তৃক দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ ১৯৪২ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী।

২। নির্দ্ধারিত দরখাস্তের ফর্ম, পরীক্ষার নিয়মাবলী, পঠিতব্য বিষয় ইত্যাদি বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট কলিকাতা, রাইটার্স বিল্ডিংসে দরখাস্ত করিলে পাওয়া যাইবে।

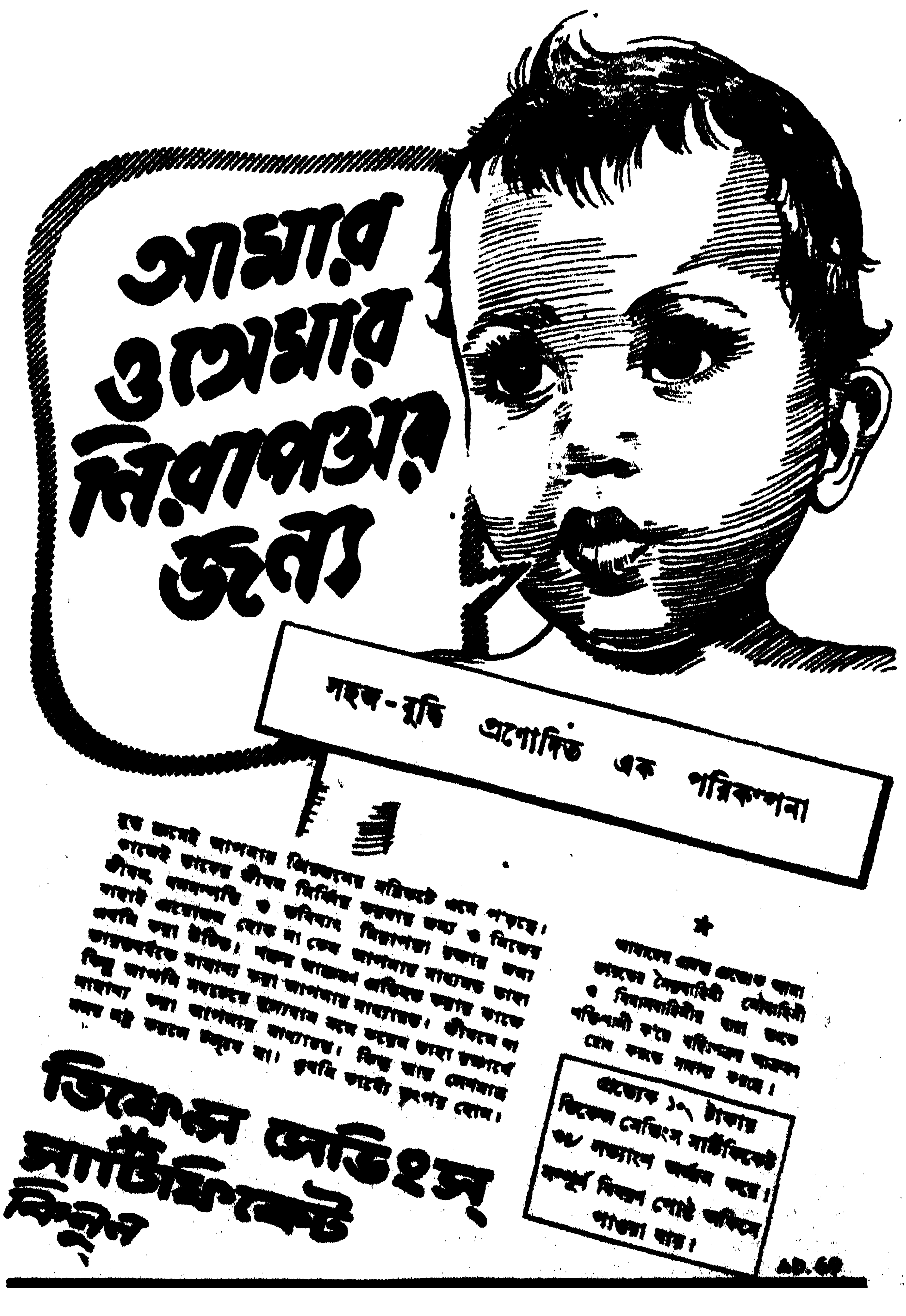

ইটের ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ

সরকারী নীতির বিশ্লেষণ

(১)

ইটের বিক্রয় ও মূল্য-নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন কিছুদিন যাবত গভর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। বর্ত্তমানে এ, আর, পি কার্য্যের উদ্দেশ্যে ও অন্যান্য যুদ্ধসংক্রান্ত কার্য্যে গভর্ণমেণ্ট ও সাধারণ প্রতিষ্ঠানসমূহের বহু পরিমাণ ইটের প্রয়োজন এবং ইহার জন্য প্রথম ও ২য় শ্রেণীর ইটের ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

এই সমুদয় কাজের জন্য যাহাতে প্রচুর পরিমাণ ইট পাওয়া যাইতে পারে, তজ্জন্য আদেশ প্রচার করিয়া ১ ও ২ নং ইটের বিক্রয় বা হস্তান্তর বাঙলা সরকারের প্রধান মূল্য-নিয়ন্ত্রণকারী অফিসারের অনুমতি ব্যতিরেকে নিষেধ করা হইয়াছে। এই আদেশ ২৪-পরগণার সদর, ব্যারাকপুর ও বসিরহাট মহকুমা, হাওড়া জেলার সদর মহকুমা ও হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার জন্যই প্রচার করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর ইটের মূল্য ইটখোলার স্থানের বাহিরে প্রতি হাজার যথাক্রমে ২৩৲ টাকা ও ২১৲ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে।

এই মৌসুমে কলিকাতা করপোরেশন, পোর্টকমিশনার্স প্রভৃতি সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলির কি পরিমাণ ইটের প্রয়োজন, তাহা নির্দ্ধারণ করা হইতেছে এবং ঐ সমুদয় প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করা হইতেছে যে, তাহারা ইটখোলা হইতে ইট স্থানান্তরিত করার কি ব্যবস্থা করিতেছেন তাহা যেন গভর্ণমেণ্টকে জানান হয়। কারণ ইট জমা হইয়া থাকিলে ইটের পাঁজায় ইট প্রস্তুত করিতে অসুবিধা হইবে। এইরূপ অসুবিধা যাহাতে না হয়, সেরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জরুরী অবস্থার জন্যই এই সমুদয় কাজ করিতে হইতেছে এবং আশা করা যায় যে, জনসাধারণ এই অবস্থা উপলব্ধি করিবেন এবং যাহাতে এই সমুদয় অত্যাবশ্যক কাজের জন্য প্রয়োজন-মত ইট সরবরাহ হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে জনসাধারণ গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিবেন।

(২)

সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট ইট বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য যে জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে কয়েকটি বিষয় জনসাধারণকে জ্ঞাত করান প্রয়োজন বিবেচিত হওয়ায় নিম্নে তাহা দেওয়া গেল:—

(ক) ব্যক্তিবিশেষের দালান নির্ম্মাণের জন্য ইট সরবরাহ বন্ধ করা হইয়াছে কি না?

ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব দালান নির্ম্মাণের জন্য ইট সরবরাহ গভর্ণমেণ্ট এখন পর্য্যন্ত বন্ধ করেন নাই, কিন্তু এ, আর, পি কার্য্যের উদ্দেশ্যে ও অন্যান্য যুদ্ধ সম্পর্কীয় জরুরী কাজে, বোমার ক্ষতি-নিবারণের জন্য দেওয়াল প্রস্তুত করিতে ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজনে, এ, আর, পি আশ্রয়-স্থল প্রস্তুত করিতে এবং এইরূপ কার্য্যে ইটের প্রয়োজন বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা হয় যে, ব্যক্তিবিশেষের দালান নির্ম্মাণ কার্য্যে যুদ্ধপ্রচেষ্টার সহিত যে কার্য্যের কোন সম্পর্ক নাই কিম্বা বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধে যাহা কাজে লাগিবে না, এরূপ কার্য্যের জন্য প্রচুর পরিমাণ ইট হয়ত পাওয়া যাইবে না।

আশা করা যায় যে, জনসাধারণ অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রয়োজন হইলে বর্ত্তমানে সাধারণ দালান নির্ম্মাণের কাজ বন্ধ রাখিবেন।

(খ) এই নিয়ন্ত্রণ আদেশ প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে ইট প্রস্তুতকারকদের নিকট যে ইটের অর্ডার দেওয়া হইয়াছে, সে সমুদয় অর্ডারের সম্পর্কেও এই নিয়ন্ত্রণ আদেশ প্রযোজ্য হইবে কি না?

এই আদেশ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা কার্য্যকরী হইয়াছে। এই আদেশ দ্বারা বিনানুমতিতে ইট বিক্রয় বা হস্তান্তর নিষেধ করা হইয়াছে। সুতরাং ইহা সুস্পষ্ট যে, ইট প্রস্তুতকারকদের নিকট এই আদেশের পূর্ব্বে অর্ডার দিয়া থাকিলে কিম্বা প্রস্তুতকারকগণ ঐ অর্ডার গ্রহণ করিয়া থাকিলেও বিনানুমতিতে বিক্রয় বা হস্তান্তরের নিষেধ আদেশ প্রযোজ্য হইবে। ঐ সমুদয় ইট হস্তান্তর করিতে হইলেও অনুমতির প্রয়োজন হইবে।

এই সম্পর্কে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে ইহাও জানান যাইতেছে যে, বাঙলা গভর্ণমেণ্টের প্রধান মূল্য-নিয়ন্ত্রণ অফিসার তাঁহার পক্ষে অনুমতি দেওয়ার জন্য সহকারী মূল্য-নিয়ন্ত্রণ অফিসারকে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। সহকারী মূল্য-নিয়ন্ত্রণ অফিসারের ঠিকানা—৮ নং কুমিড ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

খুরুস খালের পুনঃসংস্কার

বাঙলা সরকারের বদান্যতা

চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত খুরুস নদী বহুদিন হইল শুকাইয়া মরা খালে পরিণত হইয়াছে। ফলে আশে-পাশের বহু জমি অনুর্ব্বর হইয়া পড়ে। অবশেষে সদাশয় গভর্ণমেণ্ট এই খালের পুনঃসংস্কারের জন্য ২৬,৩৬৭৲ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়া খাল কাটার কণ্ট্রাক্ট দিয়াছেন।

গত ৩১শে ডিসেম্বর রোজ বুধবার কণ্ট্রাক্টার বাবু প্রাণধন বসু তাঁহার লোকজন সহ খালের প্রাথমিক খনন-কার্য্য আরম্ভ করিতে উপস্থিত হইলে খালের উভয় পার্শ্বের প্রায় ৫,০০০ হাজার লোক আনন্দে আত্মহারা হইয়া খননের স্থানে ছুটিয়া আসে। খননকার্য্যে হস্তক্ষেপ করার আগে বাবু পূর্ণচন্দ্র পাল চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক সভা বসে।

জনসেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইবার আগ্রহে বহু গণ্যমান্য লোক প্রথমে নিজ হস্তে মৃত্তিকা খনন আরম্ভ করেন।

এই খাল পুনঃসংস্কার হইলে অর্দ্ধ লক্ষ গরীব জনসাধারণের অন্নসংস্থান হইবে এবং সাময়িকভাবে বহু লোকের বেকার সমস্যার সমাধান হইবে সন্দেহ নাই।

বিভাগীয় কমিশনারের দিনাজপুর পরিদর্শন

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য সম্পর্কে আলোচনা

বিগত ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে রংপুর, বগুড়া, ও দিনাজপুর জেলার কতিপয় ভদ্রলোককে সনদ ও ব্যাজ প্রদান করিবার জন্য এবং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও ঋণ-সালিশী বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য কয়েক ব্যক্তিকে ইউনিয়ন বোর্ড ও সালিশী-বোর্ড পরিচালনার জন্য এবং কচুরীপানা দূরীকরণ সংক্রান্ত বিবিধ কাজের নিমিত্ত পারিতোষিক বিতরণার্থে বিভাগীয় কমিশনার মহোদয় কর্ত্তৃক এক মনোজ্ঞ দরবার অনুষ্ঠিত হয়। দরবারে প্রায় দুই শত ভদ্রলোক সমবেত হইয়াছিলেন।

কমিশনারের অনুমতিক্রমে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক দরবার আরম্ভ হইল বলিয়া ঘোষিত হয়। অতঃপর বড়কাট খানপুর কর্ত্তৃক উপাধিদানে সম্মানিত ব্যক্তিগণকে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব একে একে মঞ্চের সম্মুখে লইয়া গিয়া কমিশনারের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। তৎপর কমিশনার তাঁহাদের কার্য্যাবলীর উল্লেখ করিয়া সনদ ও ব্যাজ প্রভৃতি বিতরণ করেন। মহকুমা হাকিমগণ কর্ত্তৃক প্রায় শতাধিক ব্যক্তির নাম পঠিত হয় এবং তাঁহাদিগকে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

তৎপর কমিশনার মহোদয় অভিভাষণ প্রদান করেন। বাঙলা নিশাদির পরিমাণ প্রদর্শন করিয়া কমিশনার সালিশী বোর্ডগুলির উচ্চ প্রশংসা করেন এবং ঐ সকল বোর্ড-পরিচালনায় নিযুক্ত ব্যক্তিগণ কিরূপ অনুযোগ-বদনে মুখেই ক্ষতি স্বীকার করিয়াও কাজ করিতেছেন, তার উল্লেখ করেন। ইউনিয়ন বোর্ড প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই জেলার বিভিন্ন অংশে বহু নৈশ বিদ্যালয়, অবৈতনিক-ভাবে শিক্ষা বিতরণ করিতেছে। পল্লী-মঙ্গল সমিতির উদ্যোগে বহু দীর্ঘ পথ নির্ম্মিত হইয়াছে, কৃষকদের দুর্দ্দশা মোচনকল্পে ৯ লক্ষেরও অধিক টাকা বিতরণ করা হইয়াছে। এইভাবে পল্লী-উন্নয়নের কাজ অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে কমিশনার যুদ্ধ-ভাণ্ডারে রাজশাহী বিভাগের কোন জেলা কি পরিমাণ অর্থসাহায্য করিয়াছে, তার উল্লেখ করেন। সৈন্য বিভাগে যোগদানের উপর তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বলেন যে, এ-পর্য্যন্ত এই বিভাগে যোগদান অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক হইয়াছে। কিন্তু তিনি এই আশা প্রকাশ করেন যে, পুনর্ব্বার যখন লোক-নিয়োগ আরম্ভ হইবে, তখন জনমত অধিকতর সাড়া দিবে।

কমিশনার, মহোদয় শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলেন, যুদ্ধ সম্পর্কে উদাসীন মনোভাব পরিহার করিতে হইবে। যুদ্ধ ভাণ্ডারে যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত, যাহাতে ভারত-রক্ষাকল্পে নিয়োজিত সৈন্যদল পর্য্যাপ্ত পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যাদি পাইতে পারে। তিনি অদূর ভবিষ্যতে সমরবলী-বাহিনীতে কঠোরতর কর্ত্তব্য-পালনে প্রস্তুত থাকিতে বলেন, এবং জনসাধারণকে নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদনে রত থাকিতে আহ্বান করিয়া অভিভাষণ সমাপ্ত করেন। অতঃপর সদর মহকুমা-হাকিম রায় সাহেব এস্, সি, দাস এই অভিভাষণের বঙ্গানুবাদ পাঠ করেন। লাউড স্পীকারের ব্যবস্থা থাকায় মণ্ডপের সর্ব্বাংশ হইতেই বক্তৃতা শ্রুত হইয়াছিল।

ঐ দিবস অপরাহ্নে, উক্ত মণ্ডপে ইউনিয়ন বোর্ড-প্রেসি-ডেণ্টগণের এক সম্মেলন হয়। জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান মৌঃ হাসান আলী সভাপতিত্ব করেন এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডি, এল, মজুমদার, আই, সি, এস্, মহোদয় একটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়া সভার উদ্বোধন করেন। উক্ত সম্মেলনে বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত করা হয়।

৪-৩০ মিনিটে প্রেসিডেণ্টগণ কমিশনারের সহিত এক চা-সম্মেলনে মিলিত হন। প্রায় দুইশত অতিথি উপস্থিত ছিলেন। কমিশনার তাঁহাদের সহিত ব্যক্তিগতভাবে আলাপ আলোচনা করেন।

১৬ই ডিসেম্বর প্রাতঃকালে পল্লীর স্বাস্থ্য-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের চীফ্ কনেষ্টবল মিঃ এইচ্ এম্, ইসহাক স্বাস্থ্য-নিয়ন্ত্রণ ও লোকশিক্ষাকার্য্যে কৃতিত্বপূর্ণ কাজের জন্য সার্টিফিকেট ও পুরস্কার বিতরণ করেন। এই সুযোগে তিনি পল্লী-সংস্কার সম্পর্কে একটী সুন্দর উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা করেন।

[শেষ কলমের শেষ]

[পূর্ব্ববর্তী কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

—যুদ্ধে বাঙলার মহিলাদের সাহায্য—

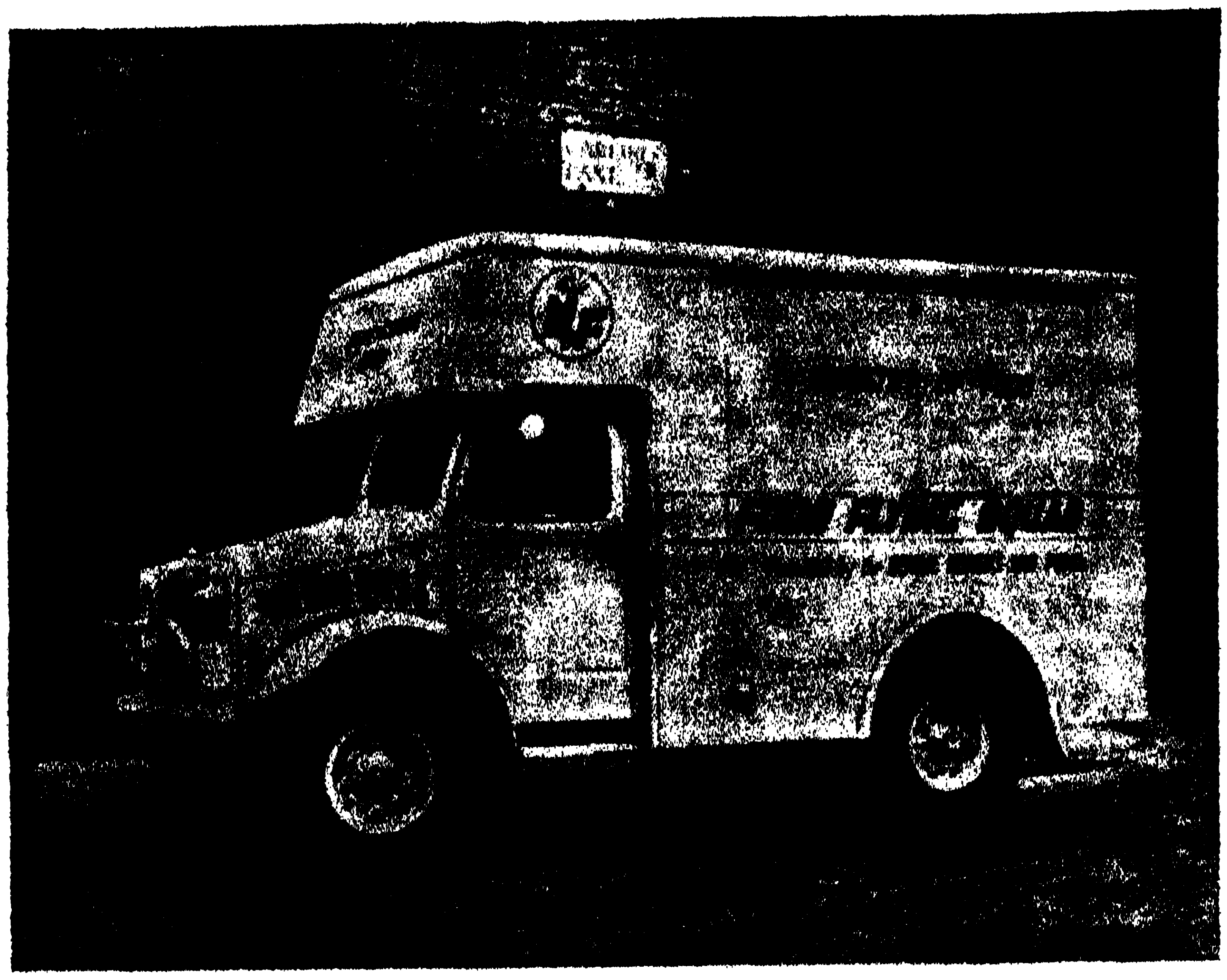

মাননীয়া লেডী [illegible] বাংলার মহিলা যুদ্ধ-কমিটির পক্ষ হইতে যে 'ভ্যান' [illegible] প্রেরিত হইয়াছে, তাহা [illegible] "ব্যাণ্ড-ক্যান্টিন" [illegible] হইয়াছে। এই সব 'ভ্যান' হইতে সিপাহীদের মধ্যে খাদ্য বিতরিত হয়। উপরের ছবিতে [illegible] এবং নীচের ছবিতে [illegible] দেখা যাইতেছে।

বিভিন্ন দ্রব্যের পাইকারী ও খুচরা দর

সরকার কর্তৃক নির্দ্ধারিত

১৯৪০ সালের ৫ই জুলাই যে সরকারী প্রেস-নোট জারী করা হইয়াছে এবং ১১ই জুলাইয়ের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আংশিকভাবে সংশোধন করিয়া নিম্নলিখিত দ্রব্যাদির বাজার দর নিম্নিত্তরূপ করা হইল:—

নাম।	পাইকারী, প্রতি ডজন।	খুচরা, প্রতিটি। টাকা।
ওয়াটার বেরিজ কম্পাউণ্ড (বড়) ..	৩৪৷৷০	৩
ওয়াটার বেরিজ কম্পাউণ্ড (ছোট) ..	১৯৷৵০	১৷০
চেম্বারলেন্স কফ রেমেডি (বড়) ..	২০৷৵০	১৸৵০
চেম্বারলেন্স কফ রেমেডি (ছোট) ..	১০৷৶০	৸৵০

১৯৪১ সালের ১৮ই জুলাই যে সরকারী প্রেস-নোট জারী করা হইয়াছে এবং ২৪শে জুলাইয়ের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সংশোধন করিয়া এম, এণ্ড, বি, ৬৯৩ নং ট্যাবলেটের বাজার দর নিম্নলিখিতরূপ ধার্য্য করা হইল:—

নাম।	খুচরা দর। প্রত্যেকটি। টাকা।
এম এণ্ড বি ট্যাবলেট (একশত বড়িসহ বোতল)	১৩৷৷০
এম এণ্ড বি ট্যাবলেট (পঁচিশটি বড়িসহ বোতল)	৩৷৷০
এম এণ্ড বি ট্যাবলেট (একটি বড়ি)	৵১৩

উপরোক্ত দর কলিকাতা ও শহরতলীতে অবিলম্বে কার্য্যকরী হইবে।

"অষ্টার মিল্কের" সর্ব্বোচ্চ খুচরা ও পাইকারী বাজার দর বাঁধিয়া দিয়া গত ১১ই জুলাই (১৯৪১) যে সরকারী প্রেস-নোট জারী হইয়াছিল এবং ১৭ই জুলাই তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার সংশোধন করিয়া সম্প্রতি নিম্নলিখিতরূপ দর ধার্য্য করা হইল:—

নাম।	পাইকারী, প্রতি ডজন। টাকা।	খুচরা, প্রতিটি। টাকা।
অষ্টার মিল্ক (দুই পাউণ্ডের বোতল) ..	৪৮৲	৪৷০
অষ্টার মিল্ক (এক পাউণ্ডের বোতল) ..	২৫৷৷০	২৷০

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটীশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম ও পারস্যোপসাগর তীরবর্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে সুযোগমত জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেন্টস্,
বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (ইংলণ্ডে রেজিষ্টারিকৃত)।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C2532

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা] • কলিকাতা, ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ [এক আনা

সামরিক ট্রেণিং প্রদান ব্যবস্থার সম্প্রসারণ

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে দশ লক্ষ সৈন্য নিয়োজিত

শান্তির সময় ভারতবর্ষে যে পরিমাণ সৈন্য রাখা হয়, তাহা বৃদ্ধি করিয়া ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক শান্তিরক্ষা ও প্রয়োজনীয় অভিযান পরিচালনা করিবার উপযোগী করিয়া যুদ্ধ সময়ের বিপুল সেনাবাহিনী গঠন করা হইয়াছে। মিশর, আবিসিনিয়া, ইরাক, ইরাণ, সিরিয়া ও মালয়ে, এক কথায় ভারতের বাহিরের রক্ষণ-ঘাঁটিসমূহে অভিযানকারী সেনাবাহিনী প্রেরণ করা ও তাহাদিগকে আরোও শক্তিশালী করিয়া যুদ্ধকে ভারতবর্ষ হইতে দূরে রাখিবার জন্য ব্যবস্থা গত দুই বৎসর যাবতই করা হইয়াছে। ১৯৩৯ সনের প্রারম্ভেই ইহা বুঝা গিয়াছিল যে, আধুনিক সেনাবাহিনীর অসাধারণ আক্রমণ ক্ষমতা ও দ্রুতগতিতে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনাগমন শক্তি বিবেচনা করিয়া ভারতীয় রক্ষী সেনাবাহিনীকে ভবিষ্যত যুদ্ধে শুধু ভারতের সীমান্ত রক্ষা করিবার জন্য না রাখিয়া ভারতের বাহিরে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বহিঃঘাঁটিসমূহ রক্ষা করিবার উপযোগী করিয়া তথায় প্রেরণ করিতে হইবে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরই এই সমস্ত পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করা হইয়াছিল এবং তাহাতে বিরাট সাফল্যও লাভ হইয়াছে।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার প্রথম আট মাসের মধ্যেই ৫৩,০০০ হাজার অতিরিক্ত লোক সৈন্যদলে ভর্তি করা হয়। ১৯৪০ সনের যে মাসে যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত আধুনিক সৈন্যদল গঠনের জন্য আরোও অতিরিক্ত ১০০,০০০ এক লক্ষ লোক ভর্তি করিবার বিরাট পরিকল্পনা করা হয় এবং বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বেই উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য ভর্তি করা হয়। ১৯৪১ সনে সৈন্য বৃদ্ধি করার নূতন পরিকল্পনা করা হয়। তাহাতে ভারতের বাহিরে যে সৈন্য আছে তাহাদিগকে লইয়া সৈন্য সংখ্যা ৫০০,০০০ পাঁচ লক্ষ করার প্রস্তাব হয়। কিন্তু মার্চ্চ মাস অতীত হইবার পূর্ব্বেই ইহা ঘোষণা করা হয় যে, শুধু ভারতেই আমাদের সৈন্য সংখ্যা পাঁচ লক্ষের অধিক হইয়াছে। ইহার পরে যে সৈন্য ভর্তি করা হইতেছে তাহাও দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া প্রতি মাসে ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজারের অধিক, দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে ইহাই বুঝায় যে, ভারতে প্রায় দশ লক্ষ লোক সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে।

কিন্তু সৈন্য বৃদ্ধির পরিকল্পনা নির্ভর করে অনেক বিষয়ের উপর। তন্মধ্যে সাজ-সরঞ্জাম ও নূতন সৈন্যদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষিত অফিসার ও বিভিন্ন ট্রেণিং স্কুল ও সৈন্যদলের শিক্ষা প্রদানের ক্ষমতা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কাজেই এই সমুদয় ট্রেণিং কেন্দ্রের সম্প্রসারণ অতিশয় আবশ্যিক বলিয়া করা হইয়াছে, অধিকন্তু আরও শিক্ষিত উপদেষ্টা কর্মচারী দরকার পড়িয়া গিয়াছে, তাই আরোও বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

ভারতের এই নূতন সৈন্যদলের পরিচালনার জন্য নূতন অফিসারের প্রয়োজন হইয়াছে। ইহার জন্য উপযুক্ত ভারতীয় যুবকদেরকে বিপুল সংখ্যায় বিভিন্ন প্রকারের সামরিক কার্য শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। নূতন ট্রেণিং স্কুল খোলা হইয়াছে এবং পুরাতন স্কুলগুলিতেও অধিক সংখ্যক লোকের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পূর্ব্ব পর্য্যায় অনুসারে নৌ-বিভাগীয় ও বায়ুসেনার অফিসারদের ট্রেণিং স্কুলে শতকরা ২৫ জনের অধিক ব্যক্তিকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। সম্প্রতি কার্য্যক্ষম অফিসারের বাৎসরিক মোট সংখ্যা ২,৬০০ জনেরও অধিক। ইহা ছাড়া এই যুদ্ধ শুধু মানুষের যুদ্ধের চেয়ে অধিকতরভাবে যন্ত্রাদের ও শিল্প বিশেষজ্ঞদের যুদ্ধ। সেইজন্য সামরিক পূর্ত্ত বিভাগদিগকে নূতন ইঞ্জিনীয়ার অফিসারগণের ট্রেণিং স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, যাহাতে আধুনিক যুদ্ধ ব্যাপারে শিল্প বিষয়ে জটিল সমস্যাসমূহ তাহারা নিশ্চিতরূপে সমাধান করিবার জন্য বিশেষজ্ঞ হইতে পারেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরে দেরাদুনের ভারতীয় সামরিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-সংখ্যা তিনগুণ করা হইয়াছে। কাকিনাড় টেকনিক্যাল স্কুলে গত বৎসর একটি ক্যাডেট শ্রেণী যোগ করা হইয়াছে এবং তাহাতে ঐ স্কুল হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা শতকরা ৬০ জন বৃদ্ধি পাইবে। ইন্টেলিজেন্স স্কুল, আর্মি সিগন্যাল স্কুল, কারোক্লুজ স্কুল ও ইণ্ডিয়ান হস্পিটাল কোর স্কুলের অনুরূপ পরিবর্ত্তন ও সম্প্রসারণ করা হইয়াছে।

বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর সম্প্রতি আসানসোল গমন করিয়া স্থানীয় এ-আর-পি ও বেসামরিক রক্ষণ-ব্যবস্থা পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

ফেণী কলেজের ব্যাপার

প্রকৃত অবস্থার বিশ্লেষণ

ফেণী কলেজের অধ্যক্ষ সম্প্রতি ঐ কলেজের কতিপয় মুসলিম ছাত্রকে নিয়মানুবর্ত্তিতা ভঙ্গের জন্য শাস্তি দেওয়ার সেই সম্বন্ধে কোন কোন সংবাদপত্রে অযথার্থ বিবরণ ও বিবৃতি প্রকাশিত হইতেছে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মাননীয় শিক্ষা-মন্ত্রী ও তাঁহার কতিপয় সহকর্মীর ফেণী পরিদর্শন উপলক্ষে কলেজ মুসলিম হোষ্টেলের কয়েকজন ছাত্র কলেজের অধ্যক্ষ এবং জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট (যিনি কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি) এই উভয়ের উপস্থিতিতে গুরুতরভাবে নিয়মানুবর্ত্তিতা ভঙ্গ করে। সুতরাং নিয়মানুবর্ত্তিতা রক্ষার জন্য তাঁহার কর্ত্তব্য যথাবিধি পালন করিতে যাইয়া অধ্যক্ষ মহোদয় ছাত্রদিগকে শাস্তি প্রদান করিয়াছেন। ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা যে, মাননীয় শিক্ষা-মন্ত্রী অথবা মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মহোদয়ের পরামর্শ পূর্ব্বে গ্রহণ করিয়া এই প্রকার শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে, কিম্বা মন্ত্রী মহোদয়গণের কেহ প্রথমেই কলেজের অধ্যক্ষকে অপরাধী ছাত্রদিগকে শাস্তি দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন। মন্ত্রী মহোদয়গণ এই ঘটনার পরের দিন ফেণীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

নিয়মাবলী অনুযায়ী কলেজের অধ্যক্ষ এবং কলেজের পরিচালক সমিতির নিয়মানুবর্ত্তিতা বিষয়ক শাস্তি প্রদানের পূর্ণ ক্ষমতা রহিয়াছে এবং এইরূপ ব্যাপারে গভর্ণমেন্টের পরামর্শ গ্রহণের কোন প্রয়োজন উঠিতেই নাই। ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দুইটি ছেলের সম্বন্ধে কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয় তাহাদের গভর্ণমেন্ট বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য যে সুপারিশ করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমানে মাননীয় শিক্ষা-মন্ত্রীর বিবেচনাধীনে আছে।

(প্রেস-নোট)

আমাদের সম্রাজ্ঞী সম্প্রতি রাজকুমারীদের সহ স্যাণ্ডহার্ষ্ট সামরিক কলেজ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। চিত্রে দেখা যাইতেছে—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্যাডেটকে সম্রাজ্ঞী রৌপ্যনির্ম্মিত একখানা পুরস্কার তরবারি উপহার দিতেছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২

কলিকাতায় নলকূপ

বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে কলিকাতায় নলকূপ খনন পরিকল্পনা সম্বন্ধে মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে যে সকল অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছে, সে দিকে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। এই সকল অভিযোগ সাধারণতঃ পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করা সম্পর্কে বিলম্ব, নলকূপ বসাইবার উপযুক্ত স্থান, নলকূপের আকার ও গভীরতা এবং নলকূপ হইতে কি ধরণের ও কি পরিমাণ জল পাওয়া যাইবে, তৎসম্পর্কেই করা হইয়াছে। এই সকল ব্যাপারে উপযুক্ত তথ্য সম্পর্কে অজ্ঞতাবশতঃই সম্ভবতঃ এই প্রকার অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে। এই ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত করার উদ্দেশ্যেই গভর্ণমেণ্ট এই সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিতেছেন। পরিকল্পনাটির সারেই প্রতীয়মান হয় যে, কলিকাতার বর্ত্তমান পানীয় জলসরবরাহ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হইলে প্রায় ২,৫০০ হাজার নলকূপের সাহায্যে অন্য উপায়ে জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হইবে। জনস্বাস্থ্য বিভাগের চিফ্ ইঞ্জিনিয়ারের উপর এই কার্য্যের ভার অর্পণ করা হইয়াছিল। নিম্নলিখিত তালিকা দৃষ্টে বোঝা যাইবে, উক্ত কার্য্য এখন পর্য্যন্ত কতদূর অগ্রসর হইয়াছে:—

(১) প্রস্তাবিত নলকূপের সংখ্যা .. ২,৪৯৬

(২) এ পর্য্যন্ত যতগুলি নলকূপ খনন করা হইয়াছে .. ২,০৩২

(৩) যে পরিমাণ প্রতিক্ষ প্রস্তাব নিযুক্ত করা হইয়াছে .. ৬৫

(৪) যতগুলি নলকূপের জল বিশ্লেষণ করা হইয়াছে .. ৬৬৮

(৫) পরিকল্পনাটির কার্য্য যত দিনের মধ্যে সমাপ্ত হইবে, তাহার আনুমানিক তারিখ .. ১৫ই মার্চ্চ, ১৯৪২।

মূলতঃ পাইপের অভাবেই পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ হইতে পারিতেছে না। যখন টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল, তখন কোন ফার্মই তাহাদের মজুত মাল হইতে প্রয়োজনীয় সমস্ত পাইপ সরবরাহ করিবে এরূপভাবে চুক্তিবদ্ধ হইতে পারে নাই। তদনুসারে এই মর্ম্মে একটি অতিরিক্ত চুক্তি করা হইল যে, বিশেষ একটি তারিখের মধ্যে আমেরিকার পাইপ আনাইয়া সরবরাহ করিতে হইবে। জাহাজ চলাচলে গোলযোগ হেতু এই সকল পাইপ পাঠাইতে বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। কোম্পানী বর্ত্তমান পাইপ [illegible] জন্য গত মাস হইতে এই কাজে মজুরের অভাব ঘটিয়াছে। যে সকল নলকূপ ইতিপূর্ব্বে খনন করা হইয়াছে, তাহার পাম্প, কোন কোন অংশ চুরি গিয়াছে, কিংবা উহার ক্ষতি করা হইয়াছে এরূপও দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। তদনুসারে উক্ত নলকূপগুলির পাম্প ও প্রয়োজনীয় অংশবিশেষ পুনরায় না লাগানো পর্য্যন্ত উহা অকেজো হইয়াই থাকিবে। [illegible] যে, এই সকল অতিরিক্ত কাজ বিলম্বের কারণ হইয়াছিল।

কলিকাতা কর্পোরেশনের অফিসারদিগের সহিত আলোচনা করিয়াই নলকূপ বসাইবার স্থান নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। [illegible] তার, জল এবং গ্যাস মেইন, উপরকার তার, খাদে খাদে ড্রেইন ও প্রস্রবণের [illegible] কোন কোন অঞ্চলের অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া, বিশেষ করিয়া গলিগুলিতে যানবাহন চলাচলের কথা বিবেচনা করিয়া, নলকূপ হইতে জল তুলিয়া লইয়া যাইবার জন্য যথেষ্ট স্থানের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া, অনেক লোক যাহাতে জলের জন্য নলকূপের কাছে পৌঁছিতে পারে এরূপ ব্যবস্থা রাখিয়া (জরুরী অবস্থায় নিশ্চয়ই এরূপ জনতার সমাবেশ হইবে) নলকূপ বসাইবার স্থান নিরূপণ যে কতটা কষ্টসাধ্য, তাহা সহজেই অনুমেয়। অধিকন্তু, নলকূপ বসাইবার নির্ব্বাচিত স্থান যে দরিদ্র শ্রেণী, বস্তি অঞ্চল, বাজার, ধর্ম্ম সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং জনসমাকীর্ণ অঞ্চলের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে, সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছে। সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণ, হাসপাতাল, শিক্ষা কিম্বা অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে নলকূপ বসাইবার প্রস্তাব এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নহে। কিন্তু উহাদের নিকটত্ব সম্পর্কে বিবেচনা করিতে হইবে। পক্ষান্তরে বহুলোক তাহাদের বাড়ীর সন্নিকটে নলকূপ খনন সম্পর্কে তুমুল প্রতিবাদ উত্থাপন করিয়াছিল।

সাধারণতঃ নলকূপগুলির পরিধি ১½ ইঞ্চি এবং গভীরতা ২৫০ ফিট। নলকূপগুলি ৫০ হইতে ৭০ ফিট পর্য্যন্ত খনন করা হইয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে, উহা একেবারে ভিত্তিহীন। কারণ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এরূপ নিম্নে জলধারা-বাহী নালি নাই। প্রত্যেকটি নল-কূপের জল কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান বিশ্লেষণকারী বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, জল পানের সম্পূর্ণ উপযোগী। যে সকল নলকূপের জল বিশ্লেষণে সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, তাহাদের জল পুনরায় একমাস অপেক্ষা করিয়া পরীক্ষা করা হইবে ব্যবস্থা হইয়াছে। সাধারণতঃ ২৫০ ফিট গভীর স্তর হইতে যে জল আসে তাহার মধ্যে জীবাণু থাকে না। যে সকল ক্ষেত্রে উহার ব্যতিক্রম ঘটিবে, সেখানে জলে ক্লোরিণ প্রদত্ত হইবে।

জলের পরিমাণ সম্পর্কে বলা চলে যে, অধিকাংশ নলকূপেই প্রচুর জল পাওয়া যাইতেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নলকূপের গোলমাল হওয়ায় কম জল পাওয়া যাইতেছে বটে; কিন্তু তজ্জন্য যতশীঘ্র সম্ভব যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে।

ঢাকা জেলার পল্লী-উন্নয়ন চেষ্টা

স্বেচ্ছাশ্রমে রাস্তা প্রস্তুত

মনোহরদি থানার কৃষি ডেভেলপমেন্ট ও জনাব সিকন্দ-হুকুমদার বিভাগের এসিষ্ট্যাণ্ট ইন্সপেক্টর ও প্রপাগাণ্ডা অফিসারের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া বিগত ২৩শে জানুয়ারী তারিখে উক্ত থানার [illegible] ইউনিয়নস্থিত [illegible], [illegible] ও বিশেষতঃ [illegible] গ্রামের পল্লী-সংস্কার সমিতিসমূহের উদ্যোগে, [illegible] বাজার হইতে ব্রহ্মপুত্র নদের তীর ঘাট পর্য্যন্ত প্রায় ২,৫০০ পঁচিশ শত গজ দীর্ঘ ও অনুমান ৯ নয় গজ প্রস্থ অতীব প্রয়োজনীয় একটি রাস্তার প্রস্তুতকার্য্য উক্ত গ্রামগুলির প্রায় ৪০০ চারিশত লোক সমবেত চেষ্টায় সম্পন্ন করিয়াছে। স্থানীয় কৃষি ডেভেলপমেন্ট বিভাগের অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ, বিশেষতঃ স্থানীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট সাহেবের উৎসাহ ও কর্মতৎপরতা এই এলাকার অধিবাসীবর্গের মধ্যে যে সাড়া জাগাইয়াছে, তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, মনোহরদি অঞ্চলের [illegible] কর্তৃক ৪০০ শত গজ দীর্ঘ অনুরূপ আরও একটি পথ [illegible] প্রস্তুত করা হইয়াছে।

বিমান-আক্রমণকালে কাচের জানালার ব্যবস্থা

বন্ধ রাখা অপেক্ষা খোলা রাখাই নিরাপদ

জানালাগুলি সম্পূর্ণ রূপে ইটের গাঁথুনি কিম্বা ঐ জাতীয় শক্ত কোন জিনিষ দ্বারা বন্ধ করিয়া না দিলে দারুণ বিস্ফোরক বোমা হইতে নিক্ষিপ্ত টুকরা হইতে জানালার কাচ-তাড়া বন্ধ করা যাইবে না। কিন্তু অভিজ্ঞতার দেখা গিয়াছে যে, বাঙলার চলতি আবহাওয়ায় জানালা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া রাখা সম্ভবপর নহে।

যে সকল স্থানে সম্পূর্ণরূপে কাচ সরাইয়া ফেলা সম্ভবপর নহে, সেখানে নিক্ষিপ্ত খণ্ডিত কাচ দ্বারা আহত হওয়া বন্ধ করিতে কিম্বা তাহার পরিমাণ হ্রাস করিতে অথবা কাচ ভাঙ্গিয়া গেলেও সে ঘরকে বাসোপযোগী রাখার জন্য নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে:—

(১) জানালা ও দরজার কাচগুলি আধ ইঞ্চি জাল দ্বারা ভিতর বাহির মুড়িয়া দিতে হইবে। এই জাল কাঠের ভিতর এক ইঞ্চি প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে এবং একবার সিধা ও অপর দিক উল্টা ভাবে বসাইতে হইবে।

যাহাতে জানালাগুলি পরিষ্কার ও বন্ধ করিতে পারা যায়, তজ্জন্য সুবিধামত খুলিয়া লওয়া যাইতে পারে এইরূপ ফ্রেমে জাল আটকাইয়া জানালার সহিত কিছু করিলে কাজের বিশেষ সুবিধা হয়। এতদ্ব্যতীত এই ব্যবস্থার ফলে কাচ যদি ভাঙ্গিয়া যায়, তবে ঐ জালই সাময়িকভাবে অনেকটা প্রতিরোধ কার্য্য করিতে পারিবে।

(২) ভিতরের দিকে কাচের খুব কাছাকাছি হালকা পর্দা লাগানো অথবা কাপড়ের টুক্রা কাচের সহিত [illegible] করিয়া সাঁটিয়া দেওয়া যাইতে পারে। যে কাপড়ের টুক্রাগুলি কাচের সহিত সাঁটিয়া দেওয়া হইবে, তাহা জানালা কিম্বা কাঠের ফ্রেমের উপর দেড় ইঞ্চি হইতে দুই ইঞ্চি পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকা আবশ্যক।

উপযোগীভাবে জানালার সহিত পর্দা খাটাইলে ভাঙ্গা কাচ ছুটিয়া গেলেও তাহা জানালার কাছাকাছিই পড়িবে। পর্দাগুলি এ ভাবে খাটাইতে হইবে যেন সহজে খুলিয়া লওয়া যাইতে পারে, তাছাড়া যাহাতে বাহিরের বিক্ষিপ্ত কিছু গুঁড়াগাড়ার কাহারও দেহে আসিয়া লাগিতে না পারে। বিমান-আক্রমণের কালে এই রকমের নিরাপত্তামূলক পর্দা যাহাতে যথাযথভাবে লাগানো থাকে, সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

একথা স্মরণে রাখিতে হইবে যে, দরজা জানালার কাচ বন্ধ অবস্থার চেয়ে খোলা অবস্থাতেই বাহিরের আঘাতে কম ভাঙ্গিবে। বিমান-আক্রমণ কালে কাচের জানালা-দরজা যতদূর সম্ভব খোলা রাখাই প্রশস্ত; কিন্তু কেবল মাত্র খুলিয়া রাখিলেই অন্যবিধ নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা কমে না।

নদীয়ায় পল্লী-উন্নয়ন প্রচারকার্য্য

পল্লীগ্রামে জন-সভার অনুষ্ঠান

গত ২৫শে জানুয়ারী তারিখে কৃষি ডেভেলপমেন্ট বিভাগের নদীয়া সদর চার্জের প্রোপাগাণ্ডা অফিসার মৌলবী আবদুল গণি বলদেবপুর নামক গ্রামে আলোকচিত্রের সাহায্যে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ, নৈশ-বিদ্যালয় এবং পল্লী-মঙ্গল সমিতি প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রায় তিন শত লোক উপস্থিত হইয়াছিল। কৃষি কমিটির মেম্বার মৌলবী সামসুদ্দীন আহমদ সাহেব [illegible] কাজ এবং নৈশ-বিদ্যালয় সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

চট্টগ্রামে এ-আর-পি ও সিভিল-ডিফেন্স ব্যবস্থা

মাননীয় মিঃ সন্তোষ কুমার বসু কর্ত্তৃক পরিদর্শন

"শত্রু নির্দ্দয়ভাবে আমাদের দ্বারে আঘাত করিতেছে। আপনারা—ভারতের পূর্ব্ব-সীমান্তের জনগণ—অন্যান্য স্থান অপেক্ষা শত্রুর আক্রমণের বেশী সামনে অবস্থিত রহিয়াছেন। এরূপ পরিস্থিতির মাঝে আপনারা আজ এখানে সমবেত হইয়াছেন—অবস্থা বিবেচনা করার এবং নিজেদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য। এই সময়ের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় ব্যাপার হইতেছে—কোনরূপে আতঙ্কিত না হওয়া এবং সকল সম্প্রদায়ের সম্মিলিতভাবে কাজ করা—যেন আমরা প্রয়োজনের সময় সুষ্ঠুভাবে বেসামরিক রক্ষণ-ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিতে পারি।"

বাঙলা সরকারের স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন, জনস্বাস্থ্য ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ সন্তোষকুমার বসু বিগত ২৩শে জানুয়ারী তারিখে চট্টগ্রামে গমন করিলে পর স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তাঁহাকে যে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হইয়াছিল, তাহার উত্তর দান প্রসঙ্গে তিনি উপরোক্ত কথাগুলি বলেন।

মাননীয় মন্ত্রী আরো বলেন,—"এখানে যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে এবং তাঁহাদের মধ্যস্থতায় অন্যান্য লোককেও আমি এই অনুরোধ করিতে চাই যে, নিজেদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার কার্য্যে আপনারা পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করুন। জনসেবক হিসাবে ইহা আমাদের কর্ত্তব্য যে, এই দুর্দ্দিনে আমরা যেন স্ব স্ব কর্ত্তব্য যথোচিতভাবে সম্পন্ন করিতে পারি। এই কর্ত্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে হইলে সকলের মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজন এবং এই সহযোগিতার জন্য সাম্প্রদায়িক মিলন ও সম্প্রীতি একান্ত আবশ্যক। এই মিলনের নীতির উপর ভিত্তি করিয়াই বর্ত্তমান মন্ত্রী-মণ্ডলী গঠিত হইয়াছে এবং যাহাতে এই প্রদেশের সকল শ্রেণীর জনগণ সম্মিলিত-ভাবে দেশের কল্যাণ সাধনে সমর্থ হয় ও নিজেদের ঘর-সংসার রক্ষা করিতে পারে—তাহাই মন্ত্রী-মণ্ডলীর উদ্দেশ্য।"

মাননীয় মিঃ বসু অতঃপর বলেন,—"বাঙলার নবীন মন্ত্রী-সভা মাননীয় মিঃ এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত হইয়াছে। তিনি বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতে নানাভাবে সমাজ-সেবার পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন। বাঙলার সম্পূর্ণ শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠাই এই মন্ত্রী-সভার উদ্দেশ্য।"

জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যদিগের সম্মুখে বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী পল্লী-অঞ্চল হইতে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর দূরীকরণের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং বলেন,—"গত কয়েক বৎসর যাবতই গভর্ণমেণ্ট কালাজ্বরকেন্দ্র রক্ষার জন্য ও কালা-জ্বরের ঔষধ বিতরণের উদ্দেশ্যে প্রতি বর্ষে ১,২০,০০০৲ টাকা করিয়া জেলা-বোর্ডসমূহকে দিয়া আসিতেছেন। গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে আরো ব্যাপকভাবে অর্থ মঞ্জুরের পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই পরিকল্পনানুযায়ী স্থায়ী-ভাবে ম্যালেরিয়া-কালাজ্বর নিবারণের জন্য প্লাবন-পরিকল্পনা বা উক্তাকার অন্যান্য পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে সাহায্য করা হইবে। পল্লী-অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের ব্যাপারে বার্ষিক সাড়ে সাত লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া জেলা-বোর্ড ও স্থানীয় অন্যান্য কমিটিসমূহের সহযোগিতায় গভর্ণমেণ্ট ব্যাপকতর পরিকল্পনা করিয়াছেন।"

কর্ণফুলী নদীর মোহনায় যোগেশপাড়ে এই প্রদেশের অধিবাসীদের জন্য একটি সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্বাস্থ্য-নিবাস প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জেলা-বোর্ড যে উদ্যোগী হইয়াছে, তজ্জন্য মাননীয় মন্ত্রী আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, এই প্রদেশে যক্ষ্মরোগের পীড়ার পরিমাণ দিন দিনই যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, এরূপ অবস্থায় এই শ্রেণীর স্বাস্থ্য-নিবাস অনেক পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল।

(মাননীয় মিঃ সন্তোষ কুমার বসু)

মাননীয় মন্ত্রী ইউনিয়ন-বোর্ডসমূহের প্রেসিডেণ্ট ও মেম্বরগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, গ্রাম্য পুলিশ-ব্যবস্থা ও তাহার ব্যয় সঙ্কুলান ব্যাপারে চৌকীদারী তদন্ত কমিটি বিবেচনা করিয়াছে এবং উক্ত কমিটির সোপারিশ-গুলি এক্ষণে গভর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

মাননীয় মন্ত্রী তাঁহার বক্তৃতায় চট্টগ্রামের কবি নবীনচন্দ্র সেন ও কবি আলাওলের প্রশংসা করেন।

চট্টগ্রাম পরিদর্শনের পর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া মাননীয় মিঃ বসু চট্টগ্রামের এ-আর-পি ব্যবস্থা ও বেসামরিক কর্মী-বাহিনীর প্রশংসা করেন। শহরের বিভিন্ন স্থানে যেসব ওয়ার্ডেনের কেন্দ্র ও পরিচালনা-গৃহ রচিত হইয়াছে এবং এম্বুলেন্স প্রভৃতির যে ব্যবস্থা হইয়াছে, মাননীয় মিঃ বসু তাহা পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, এ-আর-পি ও সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের ট্রেণী প্রদান করা হইতেছে। যাহাতে যথেষ্ট সংখ্যক লোক এই উভয় প্রতিষ্ঠানে স্বেচ্ছাকর্মী হিসাবে যোগদান করে, তজ্জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ফারেমন বিশেষভাবে চেষ্টা পাইতেছেন বলিয়া মাননীয় মন্ত্রী উল্লেখ করেন। যুদ্ধ হইতে যে সব আশ্রয়প্রার্থী চট্টগ্রামে আসিতেছে, তাহাদের ব্যবস্থাও যে বেশ সুষ্ঠুভাবে করা হইতেছে এবং হাসপাতালের ব্যবস্থাও যে তথায় বেশ উত্তম, মাননীয় মন্ত্রী তাহাও বলেন। জরুরী প্রয়োজনের জন্য ডাক্তার ও প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থাও যে বিশেষ আয়োজন হইতেছে এবং নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের অস্থায়ী বাসস্থান ও খাদ্য-সরবরাহের আয়োজনও যে করা হইয়াছে, মাননীয় মন্ত্রী তাহারও উল্লেখ করেন।

উপসংহারে মাননীয় মন্ত্রী বলেন,—"চট্টগ্রাম পরিদর্শনে আমার এই ধারণাই জন্মিয়াছে যে, পরিস্থিতির জন্য চট্টগ্রাম বেশ প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। তবে কর্মীদলে আরো বেশী সংখ্যক লোকের যোগদান প্রয়োজন।"

যুদ্ধ-ভাণ্ডারে দান

টিটাগড় পেপার মিলস্ কোং লিমিটেড

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর টিটাগড় পেপার মিলস্ কোং লিমিটেডের মিঃ আর. ডাবল্, মেলরকে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছেন:—

"অন্তরের প্রথম ভাগে টিটাগড় পেপার মিলস্ হইতে যে পুনরায় ৫০,০০০৲ টাকা সাহায্য প্রেরিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ সমাদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে। আপনার কোম্পানী হইতে এই দ্বিতীয়বার এইরূপ সাহায্য পাওয়া গেল এবং একথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ছয় মাস পূর্ব্বে প্রদত্ত সাহায্য দ্বারা যে দুইটি অ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করা হইয়াছে, তাহা আপনার কোম্পানীর নাম বহন করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। রেড ক্রস এবং যুদ্ধে আহত সৈনিকদের সুবিধার জন্য আপনারা যে সাহায্য প্রদান করিয়াছেন—সুদূর প্রাচ্য অঞ্চলে যুদ্ধ বিস্তৃতি লাভ করায় উহার প্রয়োজনীয়তা আরও বহু গুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। আপনার সহকর্মীগণ যুদ্ধ প্রচেষ্টায় যে মূল্যবান সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে আমি কৃতজ্ঞ থাকিব।"

জাতিগঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

যশোহর, নদীয়া ও ২৪-পরগণা

যশোহর, নদীয়া ও ২৪-পরগণা জেলার গত জুন মাস হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যের বিবরণীতে প্রকাশ যে, এই সব জেলার সর্ব্বত্র বেশ কর্ম্ম-চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে এবং যাহাতে পল্লীবাসীরা আত্মনির্ভরশীল হইয়া ও সমবেতভাবে তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে পারে, সেজন্য জোর প্রচারকার্য্য চলে।

যশোহর

মহাটিদ ও খোলাডাঙ্গা (সদর) কেন্দ্রে জুট রেগুলেশন বিভাগের কর্ম্মচারীদের ট্রেনিং প্রদান করা হয়। এই সমস্ত শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টায় বহু জঙ্গল পরিষ্কার ও কচুরী-পানার ধ্বংস সাধিত হইয়াছে। সমবায় বিভাগের নির্দ্দেশা-নুযায়ী কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কসমূহের সেক্রেটারীবৃন্দের ট্রেনিং প্রদানেরও ব্যবস্থা হইয়াছিল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সভাপতিত্বে বি, সরকার মেমোরিয়েল হলে জেলার ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের এক বিরাট সম্মেলন হয় এবং সেই অনুষ্ঠানে যোগ্য প্রেসিডেণ্ট ও মেম্বার মহোদয়গণকে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়। এই সম্মিলনী বেশ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বিরাট জনতার সম্মুখে মহাইদে শিল্প বিভাগের প্রদর্শনী ইউনিট দ্বারা অনুষ্ঠিত এক প্রদর্শনীর উদ্বোধনকার্য্য সম্পন্ন করেন। প্রকাশ যে, এই ইউনিট স্থানীয় কুটীর-শিল্পীদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করিবে এবং লুপ্তপ্রায় পল্লী-শিল্পের পর্য্যবেক্ষণকার্য্য করিবে—যদ্দ্বারা জনসাধারণ বিশেষ উপকৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। পল্লী-উন্নয়ন সমিতিগুলি জঙ্গল পরিষ্কার, অস্বাস্থ্যকর ডোবা-গুলি ভরাট করা ও রাস্তা নির্ম্মাণ প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্য করিতেছে। মহাইদ সাবডিভিসনে সর্ব্বমোট ১১টি সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। চাকুরী-পুষ্করিণী সমিতি একটি দাতব্য ঔষধালয়, একটি অবৈতনিক প্রাইমারী স্কুল, বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্য একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছে এবং ম্যালেরিয়াগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য বিনা-মূল্যে কুইনাইন বিতরণ করিতেছে। আউড়িয়া সমিতি একটি ভাল লাইব্রেরী এবং নলদিতে একটি ডিফেন্স পার্টি পরিচালনা করা হইতেছে। নরাপাড়াতে (সদর) নারিকেল ছোবড়ার বয়ন প্রদর্শনকারী দল অনেক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদান করিতেছে। কাইবা (বনগাঁও) ও সিংগুলী (সদর) কেন্দ্রের জন্য এই জেলায় তিনটি শিশু ও মাতৃ-মঙ্গল প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে যথাসাধ্য চেষ্টা চলিতেছে এবং জেলায় অন্য কেন্দ্রের জন্য জেলা বোর্ড কর্ত্তৃক প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ কার্য্য চলিতেছে। মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় সিনেমা প্রদর্শনী দ্বারা সংগৃহীত ১,১২৫৲ টাকা, সরকারী কর্ম্মচারিগণের স্ত্রী ও অন্যান্য ভদ্রমহিলাগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত অর্থ এবং মিউনিসিপ্যালিটির সাহায্য সমস্তই এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্যে নিয়োজিত হইবে।

নদীয়া

কৃষ্ণনগরে জুট রেগুলেশন কর্ম্মচারীদের জন্য একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হয় এবং তথায় তাহাদিগকে পল্লীসংস্কার কার্য্যেও শিক্ষা প্রদান করা হয়। তাহাদিগকে আনুষ্ঠানিক ও কার্য্যকরী উভয় প্রকার শিক্ষাই প্রদান করা হয় এবং শিক্ষার্থীন কর্ম্মচারিগণ প্রচার ও পল্লীমঙ্গল সমিতি সংগঠন-কার্য্য পরিচালনা করেন। চুয়াডাঙ্গায় পুলিশ হলে অনুষ্ঠিত শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী বর্ত্তমানের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কার্য্য এবং তথায় নানা প্রকার চিত্তাকর্ষক দ্রব্য, নানা বিষয়ের প্রদর্শনী, সিনেমা ও বক্তৃতাদি দ্বারা পল্লী-উন্নয়ন বিষয়ক শিক্ষা প্রচার করা হয়। জুলাই মাসে সদর সাবডিভিসনের নানাস্থানে অন্ততঃ পক্ষে বিশটি জনসভা আহূত হয়। চুয়াডাঙ্গা সাবডিভিসনে কাবালপুর নামক স্থানে সদ্যস্থাপিত গুরু ট্রেনিং স্কুল পল্লী-উন্নয়ন সমিতি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছে। বহুস্থানে জঙ্গল পরিষ্কার করা হয় এবং প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন উদ্দেশ্যে আয়োজন করা হইতেছে। জুট রেগুলেশন বিভাগের কর্ম্মচারিবৃন্দ তেহট্টতে একটি নূতন সমিতি স্থাপন করিয়াছে এবং পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলি ব্যতীত আরও চারিটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। মাচাইনগর সমিতি (আনন্দডাঙ্গা থানায়) দুই বিঘা স্থানের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছে এবং ৮০ ফুট দীর্ঘ একটি নর্দ্দমা খনন করিয়াছে। তেজপুর ইউনিয়নে স্থানীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতি আট বিঘা জমির জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছে এবং প্রায় ২৬ ফুট দীর্ঘ একটি নর্দ্দমা কর্ত্তন করিয়াছে। কুষ্টিয়া সাবডিভিসনে চাপড়া ও বড়গাম ইউনিয়নের মধ্যবর্ত্তী সীমানা দিয়া প্রবাহিত খালটি পুনরায় খনন করা হয় এবং শুকদেবপুর, মহানগর, ও চারপাড়ার স্থানীয় অধিবাসিগণ স্বেচ্ছাশ্রমে তিনটি রাস্তার সংস্কার সাধন করে। রাণাঘাট সাবডিভিসনে বিভিন্ন গ্রামের স্বেচ্ছাসেবকেরা নিজ এলাকাস্থিত খাল এবং বিলের কচুরীপানা ধ্বংস করে। রাণাঘাট সাবডিভিসনে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত স্থানসমূহে কৃষি-ঋণ বিতরণ করা হয় এবং জুন মাস হইতে অতিরিক্ত আরও দশটি ঋণ-সালিশী বোর্ড কার্য্যারম্ভ করে।

২৪-পরগণা

বারাকপুর সাবডিভিসনে সেউলপাড়া নামক স্থানে (নৈহাটি থানায়) আহূত জনসাধারণের এক সভায় পল্লী-সংস্কার কার্য্যের তাৎপর্য্য বর্ণনা করা হয়। বাঁকড়া, ইটালগাছা, বিলকান্দি, বন্দিপুর, শিউলী এবং আড়িয়া-দহিপাড়া ইউনিয়নে ইউনিয়ন ও পল্লী-সমিতি সংগঠন করা হয়। বসিরহাট সাবডিভিসনে জঙ্গল পরিষ্কার, রাস্তার সংস্কার এবং নর্দ্দমা খনন প্রভৃতি কার্য্য করা হয় এবং তথায় সাচুরিয়া পল্লীমঙ্গল সমিতি কর্ত্তৃক একটি রাস্তার নিম্নস্থ জলনির্গম প্রণালীও প্রস্তুত করা হয়। সদর এবং বারাসত সাবডিভিসনে কচুরীপানা নির্ম্মূল করা হয়। জেলার সর্ব্বত্র নৈশ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। তবে বিশেষভাবে অনন্তপাড়া, মির্জাপাড়া, হেইকিপাড়া প্রভৃতি স্থানে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বেশ সন্তোষজনক। বসিরহাট সাবডিভিসনে সাচুরিয়া সমিতি সভ্যগণের নিকট হইতে মুষ্টিভিক্ষা ও চাঁদা সংগ্রহ করিয়া একটি নৈশ-বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেছে। ডায়মণ্ডহারবার সাবডিভিসনে সীতারামপুর ও ভজিপুর প্রত্যেক স্থানে একটি করিয়া প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে এবং বারাকপুরে বন্দিপুর নামক স্থানেও অনুরূপ একটি কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে।

লণ্ডনের ওয়াকিবহাল মহলের মতে জানুয়ারী মাসে এক্সিস পক্ষের মোট ৩৬৫ খানি বিমান ধ্বংস হইয়াছে এবং বৃটিশ পক্ষের মাত্র ১২৩ খানি বিমান বিনষ্ট হইয়াছে। ব্রিটেনের উপর দশখানি জার্ম্মান এবং তিনখানি ব্রিটিশ বিমান বিনষ্ট হইয়াছে। ইউরোপের উপর ৫৮ খানি ব্রিটিশ ও ছয়খানি জার্ম্মান বিমান বিনষ্ট হইয়াছে। মধ্য-প্রাচ্যে ব্রিটিশ পক্ষে ৯১ খানি এবং সুদূর প্রাচ্যে ২৫৩ খানি জাপ বিমান বিনষ্ট হইয়াছে। নৌবহর দুইখানি জার্ম্মান বিমান গুলি করিয়া ভূপাতিত করিয়াছে।

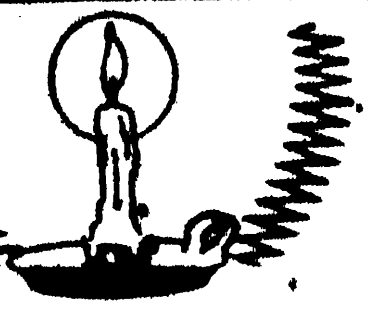

ইলেকট্রিসিটি

জীবনযাত্রা সহজ করে

অনেকেই এই কথাটি বুঝতে পারেন না যে, একটি সাধারণ চলতি বাতির সঙ্গে একটি ১০০-ওয়াট্ বাল্বের পার্থক্যে তাঁদের সুখ ও স্বাস্থ্যের কতখানি পার্থক্য নির্ভর করে। প্রকৃতপক্ষে আমরা অনেকেই কম ওয়াটের বাতি ব্যবহার করি বটে কিন্তু আসলে বেশী ওয়াটের বাল্বে খরচ মোটেই বাড়ে না—যা এত সামান্য বাড়ে যে সেদিকে লক্ষ্য না করলেও চলে; এদিকে ঢের বেশী আলো হয় বলে এতে আমাদের চোখের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। লেখাপড়া, সেলাই-ফোঁড়াই, বা ছুরি শাণান ইত্যাদি যে সব কাজে একাগ্রতার দরকার সে সব ক্ষেত্রে চোখ ও মাথা ভাল রাখতে জোরালো আলো চাই-ই চাই।

যত রকমে সম্ভব

বাড়ীতে

ইলেক্ট্রিক ব্যবহার করুন

কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন কর্ত্তৃক প্রচারিত

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

রুশীয় রণাঙ্গণ

মস্কো-লেনিনগ্রাড অঞ্চলে লালফৌজের অগ্রগতি

মস্কো ও লেনিনগ্রাডের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে লালফৌজের অগ্রগতি লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষ মহলে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বর্ণনা করা হইতেছে। রুশ সৈন্যদল সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চিমে টোরোপেট্‌জ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। তাহারা গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে ষ্টেশন ভেলিকিলুকির খুব নিকটে আসিয়াছে। সোভিয়েট বাহিনী স্মোলেনস্কের উত্তরে ১৩০ মাইল দূরে আসিলেও তাহারা কার্য্যতঃ লাটভিয়ার পশ্চিমে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। যেহেতু অঞ্চলের জার্ম্মাণগণ বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছে; তবে ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, জার্ম্মাণদের লেনিনগ্রাড অবরোধ এখনই পরিত্যাগ করিতে হইবে।

শীতে জমিয়া সহস্র সহস্র জার্ম্মাণ সৈন্যের মৃত্যু

সোভিয়েট ইস্তাহারের এক ক্রোড়পত্রে প্রকাশ, রুশ রণক্ষেত্রে সহস্র সহস্র জার্ম্মাণ শীতে জমিয়া মারা গিয়াছে। এক জার্ম্মাণ ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, এক্লিসবাহিনী রুশ রণাঙ্গনের মধ্য অঞ্চলে সাফল্যসহকারে আক্রমণ চালাইয়া প্রতিপক্ষের প্রভূত ক্ষতি করিয়াছে।

তিন লক্ষাধিক জার্ম্মাণ নিহত

২৬শে জানুয়ারী সোভিয়েট তথ্যবিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গত ৬ই ডিসেম্বর হইতে ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে জার্ম্মাণ বাহিনীর তিন লক্ষের অধিক অফিসার ও সৈনিক নিহত হইয়াছে। উক্ত ঘোষণায় আরও বলা হইয়াছে যে, আহত, পীড়িত এবং তুষারাহত হওয়ায় জার্ম্মাণ সৈন্যদলের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা কঠিন। তবে এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই যে, এই সমস্ত কারণে তাহাদের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে।

মেদিভোড্‌ডো পুনরায় অধিকৃত

২৭শে জানুয়ারী তারিখের সোভিয়েট নৈশ ইস্তাহারে প্রকাশ, রেজেভ রেলপথের উপর অবস্থিত মেদিভোড্‌ডো পুনরায় অধিকার করা হইয়াছে।

সোভিয়েট সৈন্যদল কর্ত্তৃক চারিটি শহর পুনরায় দখল

সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ২৯শে জানুয়ারী রুশীয় সৈন্যদল প্রতিপক্ষীয় সৈন্যদের সহিত তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হয়। জার্ম্মাণ ফাসিষ্ট সৈন্যেরা কয়েকটি অঞ্চলে পাল্টা আক্রমণ চালায়, কিন্তু প্রভূত ক্ষতি সাধন করিয়া তাহাদিগকে হটাইয়া দেওয়া হয়। রুশীয় সৈন্যদল অতঃপর অগ্রসর হইয়া কতকগুলি জনপদ দখল করে। সুখেভিচি মরাটলেভো, লোজোভাইয়া এবং বোরভেনকোভা শহরগুলিও সৈন্যদের দখলে আসে।

দশ দিনের যুদ্ধে পঁচিশ হাজার জার্ম্মাণ সৈন্য নিহত

মস্কো হইতে ২৯শে জানুয়ারী রাত্রে একটি বিশেষ সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, ১৮ই জানুয়ারী রুশীয় সৈন্যদল দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ রণাঙ্গনে অগ্রসর হইতে সুরু করে। ভীষণ সংগ্রামের পর তাহারা প্রতিপক্ষীয় সৈন্যদের ব্যূহ ভেদ করে। ১৮ই হইতে ২৭শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত রুশীয় সৈন্যেরা তাহাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া একশত কিলোমিটার অগ্রসর হইয়া বোরভেনকোভা ও লোজোভাইয়া নামক দুইটি শহর দখল করে এবং একশত জনপদ দখল করে। নিম্নোক্ত সমরসম্ভারগুলি রুশীয় সৈন্যদের হস্তগত হইয়াছে:—

৮৪৩ কামান, ৬৫৮ বন্দুক, ৪০ ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ী, ৩৩১ ট্রেঞ্চ মর্টার, ৩,০১৩ লরী, ৪১৩ মোটর সাইকেল, ১,০৯৫ বাই-সাইকেল, ২৩ বেতার ঘাঁটি, লক্ষাধিক মাইন, ৪০ হাজার গোলাগুলি, ১০ লক্ষাধিক কার্তুজ, ৭৫ মাইলের অধিক টেলিফোন তার, ২৩ হাজার হাতবোমা, ৪৩০ গাড়ী সমরোপকরণ, রসদসহ ৮খানা সৈন্যবাহী জাহাজ, সামরিক দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ ২৪টি গুদাম, ২,৪০০ ঘোড়ার গাড়ী ও ২,৮০০ ঘোড়া।

এই সময়ের মধ্যেই রুশীয় সৈন্যদল প্রতিপক্ষের ২৮ ট্যাঙ্ক, ২৬ বন্দুক, ৪৭ ট্রেঞ্চ মর্টার, ৭ কামান, ১৩৩ মাল গাড়ী, ৪ জাহাজী কাঠের লরী, ১২ খানা ইঞ্জিন, ১,০৭১ লরী, ২৫খানা বিমান ধ্বংস করিয়াছে। ২৯, ৬৮ ও ২৫৭নং ডিভিসন, ২৩৬ ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী রেজিমেণ্ট, ৫৭নং ডিভিসনের ১৭৯নং পদাতিক রেজিমেণ্ট এবং একটি হাঙ্গেরিয়ান অশ্বারোহী বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়। ৪৪নং ও ২৯৫নং পদাতিক ডিভিসন ও ৬২নং ডিভিসনের একটি অংশ এবং ৪৬ ও ৯৪নং পদাতিক রেজিমেণ্টের ভীষণ ক্ষতি সাধন করা হইয়াছে। ১৮ই হইতে ২৭শে জানুয়ারীর মধ্যে জার্ম্মাণদের ২৫ হাজার সৈন্য নিহত এবং কয়েক শত বন্দী হইয়াছে। এই যুদ্ধে মেজর জেনারেল গোরোডনিয়ানস্কি, লে: জেনারেল মিয়াখিশেভো এবং মেজর জেনারেল গ্রেচকো'র সৈন্যদল বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে।

মার্শাল টিমোশেঙ্কোর সাফল্য

মার্শাল টিমোশেঙ্কোর বাহিনী নীপারের ৫০ মাইলের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে। তিনি ইউক্রেনের বিরাট শিল্পকেন্দ্র খারকোভের পাশ কাটাইয়া সরাসরি নীপ্রো-পেট্রোভস্কের দিকে আক্রমণ চালাইতেছেন।

নীপ্রো-পেট্রোভস্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে জংশন। জার্ম্মাণরা ডোন অববাহিকায় রসদ প্রেরণের জন্য উক্ত ষ্টেশনটি বিশেষভাবে ব্যবহার করিতেছে।

সোভিয়েট পক্ষ হইতে জার্ম্মাণ বিমান-বাহিনীর যথেষ্ট ক্ষতি সাধনের যে খবর দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, আবহাওয়া পরিষ্কার হওয়ায় জার্ম্মাণ বিমান বহর তৎপর হইয়াছে।

বর্ত্তমানে খারকোভ, ওরেল, ব্রিয়ানস্ক ও ভেলিকিলুকি এই চারটি বৃহৎ শহর বিপন্ন হইয়াছে।

কালিনিনে রুশ সাফল্য

"রেডষ্টার" পত্রিকায় প্রকাশ যে, কালিনিন রণক্ষেত্রে রুশ সৈন্যেরা একটি নদী পার হইয়া সামরিক গুরুত্বপূর্ণ একটি শহরের কাছে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

সুদূর-প্রাচ্যের রণক্ষেত্র

সিঙ্গাপুরের উপর ব্যাপক বিমান হানা

৩১শে জানুয়ারী ২৪ ঘণ্টায় প্রতিপক্ষ সিঙ্গাপুরের উপর অধিকতর ব্যাপকভাবে বিমান আক্রমণ চালাইয়াছে এবং ফলে কিছুটা ক্ষতি হইয়াছে। দুইখানি জাপ বিমান ধ্বংস করা হয়।

সিঙ্গাপুর সেতুপথের ১৮ মাইল দূরে জাপ বাহিনী

লণ্ডনে বলা হইতেছে যে, মালয় রণক্ষেত্রের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে জাপবাহিনী সিঙ্গাপুর সেতুপথের ১৮ মাইল দূরে পশ্চিমাঞ্চলের ২৬ মাইল দূরে এবং পূর্ব্বদিকের প্রায় ৪৫ মাইল দূরে রহিয়াছে। সিঙ্গাপুরের উপকূলভাগে দক্ষিণে মোরোর, জাপানীরা ঐদিকে ৩০ মাইলের কিছু বেশী দূরে রহিয়াছে।

৫৪খানি জাপ জাহাজ নিমজ্জিত

বাটাভিয়া হইতে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, জাপান যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পর হইতে ডাচদের আক্রমণে এ পর্য্যন্ত ৫৪ খানি জাপ জাহাজ জলমগ্ন অথবা খারাপ হইয়াছে। মার্কিণ সমর বিভাগের সংবাদে বুর্ণিও দ্বীপের খাটান রণাঙ্গনে দলে দলে নূতন জাপ সৈন্যের আগমনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। জাপ দ্বীপের পশ্চাদ্‌ভাগে এরূপ সৈন্যচলাচল দ্বারা পুনরায় ব্যাপক আক্রমণের সম্ভাবনা সূচিত হইতেছে। বাটাভিয়ার সংবাদে বলা হইয়াছে যে, পূর্ব্ব বোর্ণিওর বালিক পাপনের রাস্তায় রাস্তায় সংগ্রাম চলিতেছে।

মৌলমেন অঞ্চলে সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি

রেঙ্গুণ রেডিওর খবরে জানা যায়, মৌলমেনের পূর্ব্ব দিকে সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং মৌলমেনের দক্ষিণেও সংগ্রাম চলিতেছে।

বৃটিশ বাহিনীর মৌলমেন ত্যাগ

৩১শে জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, সকল অস্ত্রশস্ত্র এবং রসদাদি পূর্ব্বেই সরাইয়া দিয়া বৃটিশ বাহিনী মৌলমেন ত্যাগ করিয়াছে।

শতাধিক জাপ বিমান ধ্বংস

রেঙ্গুণ এলাকায় প্রথম আক্রমণের পর হইতে এই পর্য্যন্ত বৃটিশ ও মার্কিণ বিমানসমূহ ১১০টি জাপ্‌ বিমান ধ্বংস করিয়াছে।

মালয় হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারিত

মালয়ের যুদ্ধ শেষ হইয়াছে এবং সিঙ্গাপুরের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। সমস্ত বৃটিশ সৈন্যকে মালয় হইতে সাফল্যের সহিত সিঙ্গাপুরে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জহোরের সেতুপথটি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে।

জাপ বাহিনীর পন্টিয়ান কেসিল দখল

টোকিওর সংবাদে প্রকাশ, জাপ অগ্রগামী বাহিনী মালয়ের পশ্চিম উপকূল পথে অগ্রসর হইয়া পন্টিয়ান কেসিল নামক স্থানটি দখল করিয়া লইয়াছে। জহোরবারুর যে সেতুপথ সিঙ্গাপুর দ্বীপকে মালয়ের সহিত সংযুক্ত রাখিতেছে, পন্টিয়ান কেসিল তাহা হইতে প্রায় ৩০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

[৭ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

ফুটবল ! (খেলার দম।) ফুটবল !! (খেলার দম।)

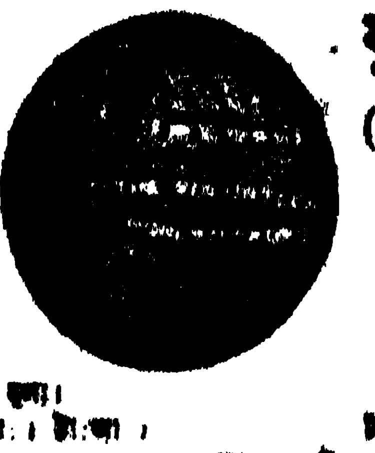

সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুযোগ ক্রয় করুন

	মূল্য টা: আ:			মূল্য টা: আ:	
'মোহন' নং ১	... ১	৮	পাম্প ফোর্ট	... ১	৪
'মোহন' নং ২	... ৪	৩	পাম্প মাঝারী	... ৪	৮
'মোহন' নং ৩	৪	৮	পাম্প ছড়	... ৩	৮
সিঙ্গল ইউরো নং ৩	... ৫	৮	ব্লেডার পাম্প	৪	৩
সিঙ্গল ইউরো নং ৪	... ৭	৪	ব্লাডারদস	৪	৫
সিঙ্গল ইউরো নং ৫	... ১১	৪	ব্লাডার নং ১	... ৩	১০
"ষ্ট" স্পেশ নং ৩	... ৬	৮	ব্লাডার নং ২	... ৩	১৩
"ষ্ট" স্পেশ নং ৪	... ৭	৮	ব্লাডার নং ৩	... ৩	১৪
"ষ্ট" স্পেশ নং ৫	... ১০	৮	ব্লাডার নং ৪	... ১	৩
ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল নং ৫	... ১৩	৮	ব্লাডার নং ৫	... ১	৪

ভি: পি: তে মাল পাঠান হয়। বিস্তারিত তালিকার জন্য লিখুন।

মোহন ব্রাদার্স, লিঃ,
১৪ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

বঙ্গীয় যুদ্ধ-তহবিল ও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ফাণ্ড

২৯শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত আদায়ী টাকার হিসাব

গত ২৯শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত "বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিল" এবং "ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফাণ্ডে" যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, নিম্নে তাহার বিস্তৃত বিবরণী প্রদত্ত হইল:—

জেলা।	বঙ্গীয় যুদ্ধ সংক্রান্ত তহবিল।	ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফাণ্ড।	এ পর্য্যন্ত সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ।
	টাকা।	টাকা।	টাকা।
১। প্রেসিডেন্সী বিভাগ—			
(১) ২৪-পরগণা	৯৯,২০৪	১,১১,৯১০	২,১১,১১৪
(২) যশোহর	৭৫,৯২১	৬৮৩	৭৬,৬০৪
(৩) খুলনা	৫৩,৭০৭	৯৭৬	৫৪,৬৮৩
(৪) মুর্শিদাবাদ	৮৪,৪৪৫	১,৪৮৩	৮৫,৯২৮
(৫) নদীয়া	৮৭,৫৫২	২,৮৬০	৯০,৪১২
মোট	৪,০০,৮২৯	১,১৭,৯১২	৫,১৮,৭৪১
২। বর্দ্ধমান বিভাগ—			
(৬) বাঁকুড়া	৩৪,৪৯০	৪৫	৩৪,৫৩৫
(৭) বীরভূম	২৫,১১৯	১৩৩	২৫,২৫২
(৮) বর্দ্ধমান	২,৮৩,৮৩২	৩৯,৮৭৪	৩,২৩,৭০৬
(৯) হুগলী	৬৫,৯৫৮	১১,৭৪৩	৭৭,৭০১
(১০) হাওড়া	৪৩,৯১৮	৭৪,১৬৮	১,১৮,০৮৬
(১১) মেদিনীপুর	১,২০,৩৯৪	৫,০০২	১,২৫,৩৯৬
মোট	৫,৭৩,৭১১	১,৩০,৯৬৫	৭,০১,৬৭৬
৩। চট্টগ্রাম বিভাগ—			
(১২) চট্টগ্রাম	১,১৯,৭৪২	৪৯,৩৭৪	১,৬৯,১১৬
(১৩) পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	৯,১২৩	৬২৭	৯,৭৫০
(১৪) নোয়াখালী	৭৪,৩৯৮	২০৮	৭৪,৬০৬
(১৫) ত্রিপুরা	১,৭৩,৯৭১*	২,৫০২	১,৭৬,৪৭৩
মোট	৩,৭৭,২৩৪	৫২,৭১১	৪,২৯,৯৪৫
৪। ঢাকা বিভাগ—			
(১৬) বাখরগঞ্জ	১৪,১৬৬	৯৯,৭৮৭	১,১৩,৯৫৩
(১৭) ঢাকা	১,৫৭,৪৯১	৮৫,৯৩৭	২,৪৩,৪২৮
(১৮) ফরিদপুর	৯৫,৪২১	১,৭৯৫	৯৭,২১৬
(১৯) ময়মনসিংহ	১,৫৮,০৭৯	৫,১৩৪	১,৬৩,২১৩
মোট	৪,২৫,১৫৭	১,৯২,৬৫৩	৬,১৭,৮১০
৫। রাজসাহী বিভাগ—			
(২০) বগুড়া	১০,৭৫০	২৫০	১১,০০০
(২১) দার্জিলিং	৯৫,৩৭৮	৭৮,৫৯০	১,৭৩,৯৬৮
(২২) দিনাজপুর	৯৯,৭৫৪	২৪৬	১,০০,০০০
(২৩) জলপাইগুড়ি	৬৭,৩৯৩	১,৪১,৮১৪	২,০৯,২০৭
(২৪) মালদহ	৪২,৪৫৩	১,৫২২	৪৩,৯৭৫
(২৫) পাবনা	৪১,২৫২	৯৫৩	৪২,২০৫
(২৬) রাজসাহী	১,১৪,২১৫	৪,৮৮১	১,১৯,০৯৬
(২৭) রংপুর	৭৭,১৩০	১,২৫১	৭৮,৫৮১
মোট	৫,৪৮,৫২৫	২,২৯,৫০৭	৭,৭৮,০৩২

সংক্ষিপ্ত বিবরণী

(ক) বাঙলার অন্তর্গত জেলাসমূহ (অর্থাৎ ১ হইতে ৫ নং পর্য্যন্ত)	২৩,২২,৪৫৬	৭,২৩,৭৪৮	৩০,৪৬,২০৪
(খ) বাঙলার বাহিরের জেলাসমূহ	৫,৫০৫	২,৫৯,৭৮০	২,৬৫,২৮৫
(গ) খুচরা আদায় [যাহা (ক) ও (খ)র অন্তর্ভুক্ত নহে]—			
বঙ্গীয় মহিলা যুদ্ধ তহবিল	৯,৪৩,১৭৬	..	৯,৪৩,১৭৬
ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েশন	৭৯,৫২১	..	৭৯,৫২১
ত্রিপুরা ষ্টেট	১৪,০০০	..	১৪,০০০
বি এণ্ড এ রেলওয়ে	১,৬৪৯	১,০২,৪১৩	১,০৪,০৬২
বি, এন, রেলওয়ে	১২৫	১,৭২,০৭৭	১,৭২,২০২
ই, আই, রেলওয়ে	৩২৫	১,৯২,৭০৩	১,৯৩,০২৮
খুচরা মোট	১০,৩৮,৭৯৬	৪,৬৭,১৯৩	১৫,০৫,৯৮৯
(ক)+(খ)+(গ) মোট	৩৩,৬৬,৭৫৭	১৪,৫০,৭২১	৪৮,১৭,৪৭৮
কলিকাতা	১১,৯২,৫৬৭	৫৩,১৫,৬৬৬	৬৫,০৮,২২৩
সর্ব্বসাকুল্যে প্রাপ্ত	৪৫,৫৯,৩২৪	৬৭,৬৬,৩৭৭	১,১৩,২৫,৭০১
(আগের হিসাবের পরে প্রাপ্যের মোট পরিমাণ)	(২,০৭,৮২০)	(১,৮৯,৬২৬)	(৩,৯৭,৪৪৬)

*রাজা [illegible] রায়ের ৮৫,০০০ টাকার একটী ফাইটার দান উহার অন্তর্ভুক্ত।

বর্ত্তমান জরুরী অবস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতায় বালিকাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা

বর্ত্তমান জরুরী অবস্থা যতদিন চলিবে, ততদিন কলিকাতায় অনুমোদিত বালিকা বিদ্যালয়সমূহের ১ম মান হইতে ৫ম মান পর্য্যন্ত সমস্ত শ্রেণী বন্ধ থাকিবে বলিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ষষ্ঠ মান হইতে দশম মান পর্য্যন্ত শ্রেণীগুলিতে যে সব বালিকা পাঠ করে, তাহাদের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষ কলিকাতায় বিভিন্ন স্থানে মোট ৭টি বালিকা বিদ্যালয় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান জরুরী অবস্থাকালীন যে সব বালিকা কলিকাতায় থাকিবে, তাহাদিগকে শিক্ষা দানের জন্য কলিকাতায় ঐ ৭টি বিদ্যালয় খোলা থাকিবে।

কলিকাতায় ছাত্রীদের জন্য নিম্নলিখিত ৭টি বিদ্যালয় খোলা রাখা হইবে:—

(১) বালীগঞ্জ গার্লস এইচ ই স্কুল, হিন্দুস্থান রোড, বালীগঞ্জ; (২) স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র মেমোরিয়াল গার্লস্ এইচ ই স্কুল, ১৫, যোগেশচন্দ্র মিত্র রোড, ভবানীপুর; (৩) ইউনাইটেড মিশনারী গার্লস্ হাই স্কুল, ২, আশুতোষ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর; (৪) ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন, ৭৮বি, আপার সার্কুলার রোড; (৫) সেণ্ট মার্গারেটস্ হাই স্কুল, ১৯, ডাফ ষ্ট্রীট, (৬) বেথুন কলেজিয়েট গার্লস্ স্কুল, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, (৭) ডাফ স্কুলে অবস্থিত নিউ গার্লস্ স্কুল।

কলিকাতার শহরতলী অঞ্চলগুলিতে এবং অন্যান্য অঞ্চলসমূহের—যেখান হইতে ছাত্রীদের উপরোক্ত ৭টি বিদ্যালয়ে যোগদান করা সম্ভব হইবে না, সেই স্থানগুলিতে বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে আর্থিক ব্যাপার ও ছাত্রীদের যাতায়াত ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিজেদের দায়িত্বে খোলা রাখিতে অনুমতি দেওয়া যাইবে; তবে তৎপূর্ব্বে উক্ত বিদ্যালয়গুলিতে বিমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করিতে হইবে। নিম্নলিখিত বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে এতদনুযায়ী বিমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা করা হইয়াছে:—(১) কুমার আশুতোষ ইনষ্টিটিউশন, দমদম; (২) চেতলা গার্লস্ স্কুল, চেতলা; (৩) শুভা কন্যা বিদ্যালয়, বেলেঘাটা; (৪) ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী (বালিকা বিভাগ), চিৎপুর; (৫) শ্রীব-শিব মিশন কিরণচন্দ্র গার্লস স্কুল, কাঁকুড়গাছি। এইরূপ জানা গিয়াছে যে, বালিকা বিদ্যালয়সহ কলিকাতায় মোট ১৬১টি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে; তন্মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ মাত্র ৫টি বিদ্যালয়কে এই মর্ম্মে সার্টিফিকেট দিয়াছেন যে, এই স্কুলগুলিতে বিমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুতরাং এই স্কুলগুলি জরুরী অবস্থা চলিতে থাকা কালেও খোলা রাখা যাইবে।

বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থার দিক হইতে বিবেচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ১৫টি স্কুলের দালান ক্লাস করিবার পক্ষে অনুপযুক্ত।

পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন যে, ১৯৪২ সালে বি, এ, এবং বি, এস-সি, পরীক্ষার্থী যে সমস্ত ছাত্র কলিকাতা, চট্টগ্রাম অথবা বিপজ্জনক এলাকায় অবস্থিত অন্য কোন কেন্দ্রে পরীক্ষা দিবার জন্য নাম রেজিষ্টারী করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বিপজ্জনক এলাকার বাহিরে অবস্থিত কেন্দ্রে পরীক্ষা দিবার জন্য যথাসম্ভব সুবিধা দেওয়া হইবে। যাঁহারা ১৯৪২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখের পূর্ব্বে এতদুদ্দেশ্যে পরীক্ষা-কেন্দ্র পরিবর্ত্তনের জন্য আবেদন করিবেন, তাঁহাদের নিকট হইতে কোনও ফি লওয়া হইবে না।

২০শে ফেব্রুয়ারীর পরেও ২৭শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত পরীক্ষা-কেন্দ্র পরিবর্ত্তনের জন্য আবেদনপত্র গৃহীত হইবে। কিন্তু যাঁহারা ২০শে ফেব্রুয়ারীর পরে আবেদন করিবেন, তাঁহাদিগকে ৫৲ টাকা ফি দিতে হইবে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

সাফল্যপূর্ণ অপসারণ-কার্য্য

বৃটেনের কর্তৃপক্ষীয় মহল বলিতেছেন, বস্তুতঃ জাপানীদের হাতে বন্দী না হইয়া বৃটিশ সেনারা মালয় উপদ্বীপ হইতে সাফল্যের সহকারে সরিয়া গিয়া সিঙ্গাপুর দ্বীপে পৌঁছিয়াছে। যে সেতুপথটি মালয়ের সহিত সিঙ্গাপুরকে যুক্ত করিতেছে, তাহা পৌনে এক মাইল লম্বা। কংক্রিট এবং শক্ত পাথরে উহা তৈয়ারী বলিয়া উহার সবটা ধ্বংস করিয়া ফেলা কষ্টকর হইবে। সেতুপথটি ৬০ ফিট প্রশস্ত, রেলপথ এবং পায়ে হাঁটা পথ দুইটি উহাতে রহিয়াছে। ছোট ছোট নৌকা চলিবার জন্য ক্ষুদ্র একটি বাঁধ এই পুলে রহিয়াছে। মালয় এবং সিঙ্গাপুরের মধ্য দিয়া জহোর প্রণালী চলিয়া গিয়াছে। উহার গভীরতা ২৪ হইতে ৩২ হাতের মধ্যে।

সিঙ্গাপুরের একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ৩০শে জানুয়ারী রাত্রিতে জহোরের দক্ষিণাংশ হইতে আমাদের সৈন্যগণকে সিঙ্গাপুর দ্বীপে সরাইয়া আনা হইয়াছে। শত্রুপক্ষ ইহাতে বাধা দিতে চেষ্টা করে নাই। জহোরের সেতুপথটিকে বৃটিশ নৌ ও বিমানবাহিনীর সহযোগিতায় সাফল্যের সহিত ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। মালয়ের প্রধান সেনাধ্যক্ষ বলিয়াছেন, মালয়ের যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, সিঙ্গাপুরের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রায় দুই মাসকাল আমাদের সেনাগণ প্রধান ভূখণ্ডে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছে। শত্রুপক্ষের বিমান সংখ্যা অনেক বেশী এবং সমুদ্রপথে তাহাদের চলাচলের যথেষ্ট সুবিধা আছে। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল শত্রুপক্ষের ক্ষতিসাধন করা এবং সুদূর প্রাচ্যে এই যুদ্ধের জন্য মিত্রপক্ষীয়দের বাহিনীগুলিকে সমাবেশের জন্য সময় করিয়া দেওয়া। এক্ষণে আমরা আমাদের দ্বীপদুর্গে অবরুদ্ধ হইয়াছি। সাহায্য আসিয়া পৌঁছা পর্য্যন্ত আমরা এই দুর্গ রক্ষা করিব। নিশ্চয়ই এই সাহায্য আসিবে। এই দ্বীপ রক্ষার জন্য আমরা দ্বীপের প্রত্যেক নরনারীর কার্য্যকরী সহায়তা চাহি। আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু করিবার আছে। আমাদের এই দ্বীপে যে শত্রু পদক্ষেপ করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে যথোচিত শিক্ষা দিতে হইবে। আমাদের দুর্গমধ্যে শত্রুপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করিতে হইবে। এখন আর অসাবধান গালগল্প ও গুজব রটানো চলিবে না। অটুট সাহস লইয়া আমরা নিশ্চয়ই জয়লাভ করিব।

জেনারেল ম্যাক আর্থারের আত্মসমর্পণ দাবী

বাকিন সমর-বিভাগের একটি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, ফিলিপাইনে জাপানীরা জেনারেল ম্যাক আর্থারের আত্মসমর্পণ দাবী করিয়া প্রচারপত্র বিলি করিয়াছিল। জেনারেল ম্যাক আর্থার ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এখন ফিলিপিনো সৈন্যদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে বলা হইতেছে।

জাপানীদের যোগাযোগ রক্ষা ব্যবস্থার উপর গোলা বর্ষণ

সিঙ্গাপুরের সংবাদে প্রকাশ, বৃটিশ কামানশ্রেণী দক্ষিণ জোহোরে প্রতিপক্ষের যোগাযোগ রক্ষা ব্যবস্থার উপর গোলা বর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে বিব্রত করে। প্রতিপক্ষীয় আক্রমণের সম্মুখ কর্মতৎপর ছিল এবং তাহারা কয়েকবার আক্রমণও করিয়াছিল। সিঙ্গাপুরের উপর বিমানহানার ৩ খানি জাপ জঙ্গী বিমান ধ্বংস করা হয়। একখানি বৃটিশ বিমান নিখোঁজ হইয়াছে।

সিঙ্গাপুর পরিত্যাগ করা হইবে না

চীনা নেতাদের মধ্যে পঠিত এক প্রতিনিধিমণ্ডলী সিঙ্গাপুরের গভর্ণর স্যার শেণ্টন টমাসের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকারের পর ইহাদের এক বিবৃতি চীনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। সিঙ্গাপুর পরিত্যাগ করা হইবে বলিয়া সহরে যে ভুয়া গুজব রটিয়াছে, উহার উল্লেখ করিয়া বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, গভর্ণরের সহিত সাক্ষাতের পর চীনা নেতৃবৃন্দের মনে এই দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, "সিঙ্গাপুর পরিত্যাগ করা হইবে না"—এই দ্বীপ রক্ষা করা হইবে।

অস্ট্রেলিয়ার রাজধানীর পতন ?

টোকিয়োর জাপানী ইম্পিরিয়াল হেডকোয়ার্টার্স কর্তৃক সেলিবিসের জানানো হোয়াইট যোগিত'র রাজধানী পদচিহ্নাতক অধিকারের দাবী করা হইয়াছে।

জাপানীদের পরবর্ত্তী লক্ষ্য

নৌবহরের দিক হইতে জাপানীরা এখন পালাবার মধ্যে যোরদার ঘাঁটিতে উপস্থিত হইয়াছে। এই ঘাঁটি মার্তাবান সহরের ঠিক বিপরীত দিকে। ঘাঁটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইতিমধ্যেই এই সহরের উপর জাপানী বিমান কিছু কিছু বোমা ফেলিয়াছে। মনে হয় যে, স্থল বাহিনীর দিক হইতে অগ্রসর হইবার সঙ্গে জাপানীরা এখন এই সহরটি দখল করিতে প্রয়াস পাইবে।

ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে মার্তাবানের একটি বিশেষ খ্যাতি আছে। এক সময়ে এখানে স্যা আইয়ের সহিত শ্যাম-দেশীয় এবং ব্রহ্মদেশীয়দের সহিত বিরাট যুদ্ধ হইয়াছিল। স্যা লাইং ব্রহ্ম রাজবংশেরই একটি শাখা। এই স্থান হইতেই ব্রহ্মদেশ সর্ব প্রথম দক্ষিণ প্রাচ্যাভিমুখে অভিযান চালাইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে মার্তাবান ব্রহ্মদেশ রক্ষার একটি প্রধান কেন্দ্র।

৪,১০০ জন জার্ম্মাণ সৈন্য নিহত

তিন দিনের যুদ্ধে রুশীয়ার রক্ষা ব্যূহবলে ৪,১০০ জন জার্ম্মাণ সৈন্য নিহত হইয়াছে এবং ৬০টি জনপদ শত্রুকবল হইতে মুক্ত করা হইয়াছে।

জার্ম্মাণ জেনারেল নিহত

সোভিয়েট বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ৩২তম জার্ম্মাণ বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ব্রুইকেল নিহত হইয়াছেন।

রুশ বাহিনীর আর একটি নূতন সাফল্য

আজব সমুদ্রের তীরবর্ত্তী উপকূলভাগের প্রায় ১ শত মাইল পশ্চিমে ক্রিমিয়ার পথে বাহিনীগণ সৈন্যদল দখল করিয়া লইয়াছে।

ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট কিনুন

আপনার প্রদত্ত প্রত্যেক আনা ভারতের সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী গঠনের দ্বারা ভারত শক্তিশালী হবে বহিঃশত্রুর আক্রমণ রোধ করতে সাহায্য করবে।

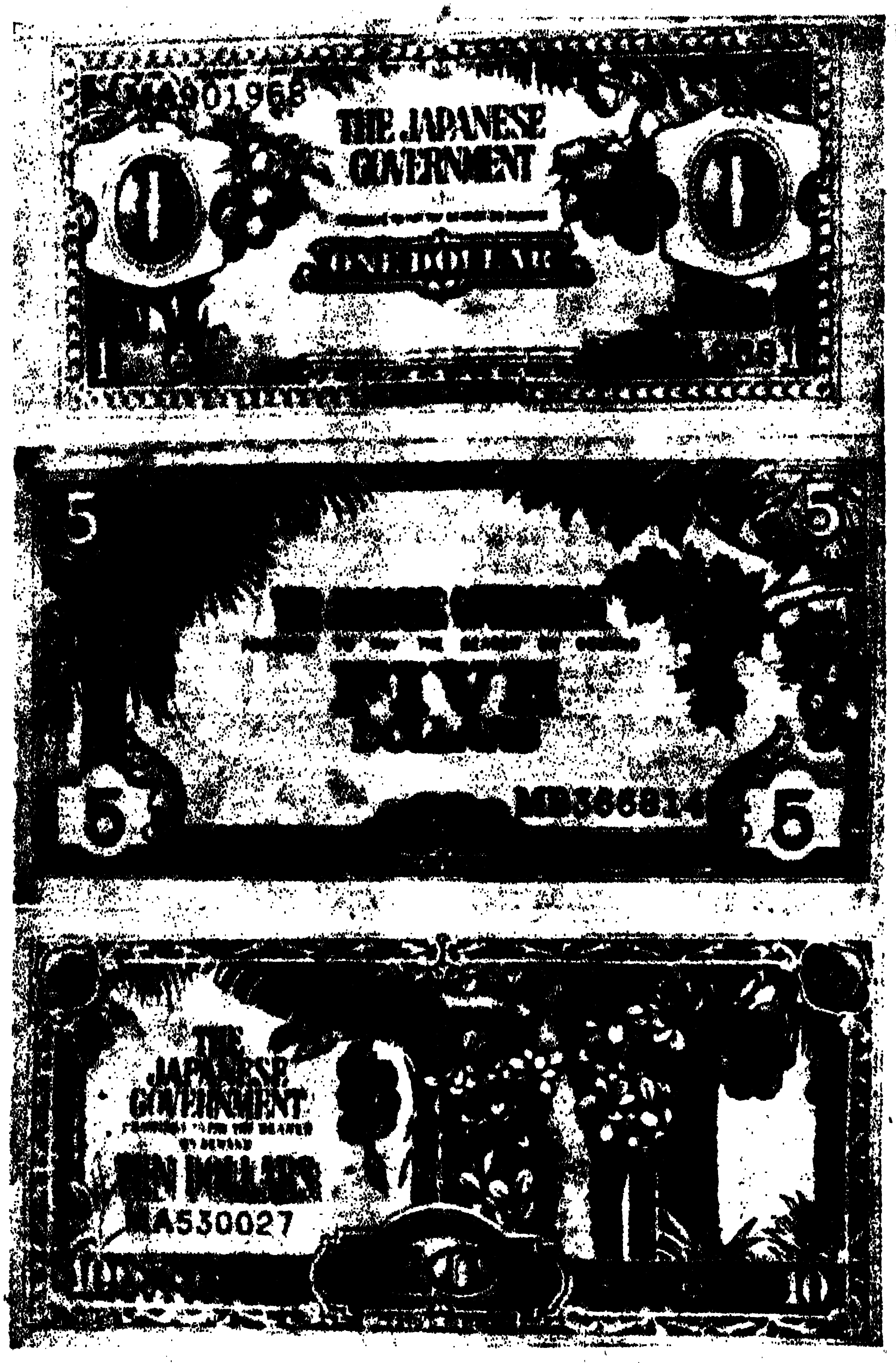

বিজিত অঞ্চলে জাপানী নোটের প্রচলন

বিজিত মালয় অঞ্চলে জাপানীরা সম্প্রতি যে সব নোট প্রচলন করিয়াছে, তাহার তিনখানার ফটোগ্রাফ উপরে প্রকাশিত হইল। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কোন নোটেই কর্তৃপক্ষীয় কোন ব্যক্তির স্বাক্ষর নাই।

লণ্ডনে আনীত একদল ইটালীয়ান যুদ্ধ-বন্দী

এই সব বন্দীকে বন্দী-নিবাসে লইয়া যাওয়ার সময় ষ্টেশনে এই ফটোগ্রাফ গৃহীত হয়।

কয়েকটি ঋণ-সালিশী বোর্ড

নূতন ক্ষমতাপ্রাপ্তির ঘোষণা

নিম্নোক্ত স্পেশাল ঋণ-সালিশী বোর্ডসমূহকে বঙ্গীয় কৃষি-খাতক আইনের ২২ ধারার অন্তর্গত (১) উপধারার (খ) প্রকরণ অনুযায়ী ক্ষমতা পরিচালনের অধিকার দেওয়া হইয়াছে:—

ঢাকা সদর মহকুমার "সদর (উত্তর) স্পেশাল বোর্ড"।

ঢাকা সদর মহকুমার "সদর (দক্ষিণ) স্পেশাল বোর্ড"।

ঢাকা মাণিকগঞ্জ মহকুমার "মাণিকগঞ্জ স্পেশাল বোর্ড"।

ঢাকা নারায়ণগঞ্জ মহকুমার "নারায়ণগঞ্জ স্পেশাল বোর্ড"।

যশোহর সদর মহকুমার "যশোহর স্পেশাল বোর্ড"।

নিম্নোক্ত সাধারণ ঋণ-সালিশী বোর্ডসমূহকে বঙ্গীয় কৃষি-খাতক আইনের ১৯ ধারার অন্তর্গত (১) উপধারার (গ) প্রকরণ অনুযায়ী ক্ষমতা পরিচালনের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে:—

ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার—শিবচর, শিরুয়াইল, মধ্যাসান, কদেশ্বর, ভোজেশ্বর, কবিরাজপুর, ডশার ও বাহাদুরপুর বোর্ড।

নিম্নোক্ত সাধারণ ঋণ-সালিশী বোর্ডসমূহকে বঙ্গীয় চাষী খাতক আইনের ১৯ ধারার অন্তর্গত (১) উপধারার (খ) প্রকরণ অনুযায়ী ক্ষমতা পরিচালনের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে:—

চট্টগ্রাম সদর (এ) মহকুমার—পশ্চিম গুজারা, বেতাগী, রাজানগর, ভোজপুর, খোলশহর, পাঁচুরিয়া, ফতেপুর, ধৈয়াছড়া ও মজপুর বোর্ড।

চট্টগ্রাম সদর (বি) মহকুমার—বরকাল-বামনা, খাটালী, শ্রীপুর-খরন্দ্বীপ, হানুয়া ও চরখা বোর্ড।

নিম্নোক্ত স্পেশাল বোর্ডদ্বয়ের উপর বঙ্গীয় কৃষি-খাতক আইনের ২২ ধারার অন্তর্গত (১) উপধারার (খ) প্রকরণ অনুযায়ী ক্ষমতা পরিচালনার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে:—

ত্রিপুরা সদর মহকুমার "লাকসাম স্পেশাল বোর্ড"।

ত্রিপুরা চাঁদপুর মহকুমার "হাজীগঞ্জ স্পেশাল বোর্ড"।

নিম্নোক্ত সাধারণ বোর্ডসমূহকে বঙ্গীয় কৃষিখাতক আইনের ১৯ ধারার অন্তর্গত (১) উপধারার (গ) প্রকরণ অনুযায়ী ক্ষমতা পরিচালনার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে:—

চট্টগ্রাম সদর (এ) মহকুমার—পশ্চিম গুজারা, বেতাগী, রাজানগর, ভোজপুর, খোলশহর, পাঁচুরিয়া, ফতেপুর, ধৈয়াছড়া ও মজপুর বোর্ড।

চট্টগ্রাম সদর (বি) মহকুমার—জমুরী, সাধনপুর, কাঞ্চনা, বরকাল-বমনা, খাটালী, শ্রীপুর-খরন্দ্বীপ, হানুয়া, সাদুয়া ও চরখা বোর্ড।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম ও পারস্যোপসাগর তীরবর্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে সুযোগমত জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্,
বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (ইংলণ্ডে রেজিষ্টার্ড)।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C2532.

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা] কলিকাতা, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ [এক আনা

নাৎসী-কবলিত ইউরোপের অন্তরের বাণী

হল্যাণ্ড, নরওয়ে, পোলাণ্ড ও গ্রীসের প্রধান-মন্ত্রীর ঘোষণা

(হল্যাণ্ডের প্রধান-মন্ত্রী) (নরওয়ের প্রধান-মন্ত্রী) (পোলাণ্ডের প্রধান-মন্ত্রী) (গ্রীসের প্রধান-মন্ত্রী)

হল্যাণ্ড

[illegible]

নরওয়ে

[illegible]

পোলাণ্ড

[illegible]

গ্রীস

[illegible]

নিয়মাবলী

সম্পাদকীয়।—"বাঙলার কথায়" প্রকাশের জন্য যাঁহারা সংবাদ বা প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লিখিয়া উক্ত রচনা "সম্পাদক, বাঙলার কথা"—রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা—ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন। অমনোনীত রচনা কোন সময়ই ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১৬ই ফেব্রুয়ারী—১৯৪২

পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ

মালবাহী লরীর মালিকদের নিকট হইতে যে সকল অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, যে নীতি অনুসরণ করিয়া লরীগুলিকে পেট্রোল সরবরাহ করা হইতেছে তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করা হয় নাই। তদনুসারে সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নলিখিত সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে :—

১৯৪২ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত মালবাহী লরীর ওজনের তারতম্য অনুসারে এক কোয়ার্টারের জন্য ১৩০ অথবা ২২০ গ্যালন করিয়া পেট্রোল সরবরাহ করা হইত। এতদ্ব্যতীত প্রয়োজনবোধে বিশেষ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সরবরাহও মঞ্জুর করা হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে সুদূর-প্রাচ্যের পরিস্থিতির জন্য পেট্রোল সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় নাগরিকদের ব্যাপারেও যে অতিরিক্ত বিধি-নিষেধ আরোপ করা হইয়াছে, তাহার ফলে বর্ত্তমানে যে প্রথায় পেট্রোল সরবরাহ করা হইতেছে, তাহা বজায় রাখা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। এখন হইতে প্রত্যেকটি মালবাহী লরীর ব্যাপারে স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করিয়া কেবলমাত্র যুদ্ধ সংক্রান্ত কিম্বা বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিষের আদান-প্রদানের ব্যাপারে, এবং যে সকল অঞ্চলে পশু-চালিত শকটের প্রচলন নাই কিম্বা পাওয়া যায় না—সেই সকল ক্ষেত্রেই প্রধানতঃ পেট্রোল সরবরাহ করা হইবে।

এতদুদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা বিশেষ কার্য্যকরী হইবে বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে :—

লরীর মালিকগণকে (১) কাজের ধারা, (২) বিশেষ সময়ের মধ্যে কি পরিমাণ মাল একটি লরী বহন করিবে, (৩) মাল পাঠাইতে কতবার গাড়ীকে যাতায়াত করিতে হইবে (গাড়ীর ভিতরকার স্থানের পরিমাণ অথবা মাল-বহন ক্ষমতা হিসাব করিয়া) এবং (৪) মালবহন কার্য্যে কতটা রাস্তা চলাচল করিতে হইবে, এইগুলি বিশদরূপে জানাইয়া আবেদন করিতে হইবে। এই আবেদনপত্রে সংশ্লিষ্ট ফার্ম্ম অথবা সরকারী বিভাগের অনুমোদন থাকা

কোন একটি লরীতে একটি বিশেষ কাজের জন্য একবার কুপন প্রদান করিলে—সেকার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে এই মর্ম্মে নিয়োগকর্ত্তার নিকট হইতে সার্টিফিকেট না পাওয়া গেলে পুনর্ব্বার আর পেট্রোল সরবরাহ করা হইবে না। ইহাতে একথা বুঝায় না যে, কোন একটি বিশেষ সময়ের জন্য—ধরা যাউক এক মাস। উক্ত লরীকে আর পেট্রোল সরবরাহ করা হইবে না। উহার আসল উদ্দেশ্য হইতেছে যে, নূতন করিয়া পেট্রোল সরবরাহ করার পূর্ব্বে পুরাতন সরবরাহ করা পেট্রোলের হিসাব-নিকাশ দাখিল করিতে হইবে।

রেঙ্গুণের অভিজ্ঞতা

রেঙ্গুনে যে আগুনে বোমা নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, উহা তিন ফিট লম্বা এবং ৭ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত ক্যানেস্তা নির্ম্মিত একটি নল এবং উহাতে কিছু পরিমাণ লাল গুঁড়া, তিলাকৃতি ধূসর রবারে নির্ম্মিত কতকগুলি চিন জাতীয় পদার্থ ছিল। সেই সঙ্গে কিছু পরিমাণ কস্তুকদাস মিশ্রিত ছিল; উক্ত তিলাকৃতি পদার্থটি লম্বায় $১\frac{১}{১৬}$ ইঞ্চি এবং ব্যাসে ১" ইঞ্চি ছিল।

বোমার বিস্ফোরণের পর অত্যুজ্জ্বল চিন জাতীয় পদার্থ-গুলি বিস্ফোরণ স্থান হইতে ৫০ ফিট দূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। বোমা পতনের সঙ্গে সঙ্গে কিম্বা পতিত হইবার দুই এক মিনিটের মধ্যেই উক্ত গুঁড়া ও চিন জাতীয় পদার্থগুলি জ্বলিয়া উঠে এবং চারি ইঞ্চি হইতে ছয় ইঞ্চি পর্য্যন্ত উহার শিখা ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। পূর্ব্বোক্ত চিনগুলি পাঁচ হইতে সাত মিনিট কাল জ্বলে এবং উহা হইতে ধূসর রঙের ধোঁয়া এবং রবারের গন্ধ বাহির হয়।

এই সকল পদার্থ অতি সহজেই জল ঢালিয়া কিম্বা উহার উপর বালি অথবা মাটি নিক্ষেপ করিয়া নিভাইয়া ফেলিতে পারা যায়। শুকাইয়া যাইবার পর অথবা বালি কিম্বা মাটি সরাইয়া ফেলিবার পর উপরোক্ত চিনগুলি আবার জ্বলিয়া উঠে বলিয়া উহা অনতিবিলম্বে ধাতু নির্ম্মিত চামচ কিম্বা কোদাল জাতীয় যন্ত্র দ্বারা সংগ্রহ করিয়া এক পাত্র জলে ডুবাইয়া দিতে হইবে। অতঃপর উক্ত পাত্রটিকে নিরাপদ কোন খোলা যায়গায় লইয়া যাইয়া এরূপভাবে ছড়াইয়া দিতে হইবে যাহাতে কোন-রূপ অনিষ্ট সাধন না করিয়া তাহারা আপনা-আপনি পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া যাইতে পারে।

অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে যে, বোমার অভ্যন্তরে কতকগুলি চিন জাতীয় পদার্থ থাকে। উহাও খালি যায়গায় পুড়িয়া যাইতে দেওয়া উচিত। তারপর উক্ত বোমার বাহিরের আবরণ কোদাল ইত্যাদির দ্বারা চাড় দিয়া খুলিয়া ফেলিয়া বাদবাকি অদগ্ধ চিন কিছু অবশিষ্ট থাকিলে সে গুলিকেও আপনা-আপনি পুড়িতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

বোমার অভ্যন্তরটা যদি কোন দালানের ভিতর পতিত হয়, তবে তাহার উপর জল-সিঞ্চন করিতে হইবে। মাটি যে পর্য্যন্ত নরম থাকিবে—সেই সময়ের মধ্যে চিন-গুলি বাহির করিয়া লইয়া উপরোক্ত উপায়ে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সকল চিন হাত দিয়া স্পর্শ করা উচিত নহে—কারণ চর্ম্মের সংস্পর্শে আসিলে উহা ভীষণ অত্যুগ্র সৃষ্টি করে। উহার উপর দিয়া হাঁটিয়া যাওয়াও যুক্তিযুক্ত হইবে না—কারণ উহা বুট কিম্বা জুতার সোল পোড়াইয়া—ভেদ করিয়া যাইতে পারে। বোমার টুকরাগুলিও স্পর্শ করা বিধেয় নহে—কারণ সেগুলি বিস্ফোরক গুঁড়া দ্বারা আবৃত থাকাই সম্ভবপর। বোমা সরাইতে যে সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হইবে, তাহা কার্য্য সমাধা হইবার পর সম্পূর্ণ জলে

কোন কাপড়ে আগুন ধরিলে তাহা সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা জলে ডুবাইয়া দিতে হইবে এবং তৎপর তন্নতন্নভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে উহার ভিতর "কণিকাণু" লাগিয়া রহিয়াছে কি না। যদি কোন কাপড়ের [illegible] উহার সংস্পর্শে আসে, তবে তাহা ফেলিয়া দেওয়া [illegible]।

অদগ্ধ চিন জাতীয় এই সব পদার্থ হইতে এক প্রকার বিশ্রী গন্ধ বাহির হয়। উহা বিষাক্ত নাও হইতে পারে—তবে যে সকল লোক এই ধরণের জাপানী-বোমা নিভাইবে তাহারা যতদূর সম্ভব উহার বাষ্প হইতে দূরে থাকিলেই ভাল হয়।

বিমান-আক্রমণের সতর্কতা হিসাবে দালানের রঙ পরিবর্ত্তন

সংশ্লিষ্ট অফিসারের পরামর্শ গ্রহণ বিধেয়

শত্রুর চক্ষুকে ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ী রং করার কাজ যদি যথোচিতভাবে সম্পাদিত না হয়, তবে তাহা শত্রুর দৃষ্টিকে আরও বেশী আকৃষ্ট করে। ইহা অপেক্ষা আদৌ রং না করিয়া ফেলিয়া রাখাও ভাল। এতদ্ব্যতীত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দালানের আশে পাশে যদি অবৈজ্ঞানিক ভাবে কোন দালানের রং বদলানো হয়, তবে তাহার ফলে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দালানের উপরও দৃষ্টি পতিত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

সুতরাং সকলের স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শত্রুর দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়ার নিমিত্ত বাড়ীর রং বদলাইবার কাজ পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া নিয়ন্ত্রণ ও সম্পাদন করিতে হইবে। যদি পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের সহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া যাচ্ছেতাই রং করা সম্ভবপর না হয়, তবে দালানের রং আদৌ পরিবর্ত্তন করা উচিত হইবে না।

এই উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকারের একজন অফিসার নিযুক্ত আছেন এবং তাঁহার অফিস্ রাইটার্স বিল্ডিংসে অবস্থিত। এই সম্পর্কীত কোন কাজে হাত দেওয়ার পূর্ব্বে এতদ্বিষয়ের সমস্ত পরিকল্পনা উপরোক্ত অফিসারকে জানানো ও তৎসন্নিধানে প্রয়োজনীয় তথ্যানুসন্ধান কর্ত্তব্য।

বিপজ্জনক এলাকার ছাত্রগণ

অন্যত্র ভর্ত্তি হওয়া সম্পর্কে ব্যবস্থা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত ছাত্রদিগের কলেজসমূহের অধ্যক্ষদের নিকট এই মর্ম্মে একটি সার্কুলার জারী করিয়াছেন যে, যে সকল ছাত্র বিপজ্জনক ১নং এলাকার বাহিরের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জরুরী ট্রান্সফার সার্টিফিকেট লইয়া যোগদান করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে পুরাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ট্রান্সফার ফী অথবা নূতন শিক্ষায়তনে ভর্ত্তি হইবার ফী দিতে হইবে না। জরুরী অবস্থার অবসানে তাহারা যে সময়ে পুনরায় তাহাদিগের পুরাতন শিক্ষায়তনে ফিরিয়া আসিবে, তখনও তাহাদিগকে উপরোক্তরূপ কোন ফী দিতে হইবে না। যে সকল ছাত্র বিপজ্জনক এলাকার কলেজসমূহে বিনা বেতনে পড়িয়া থাকে, তাহারা বিপজ্জনক এলাকার বাহিরের কলেজে যোগদান করিলে তাহাদিগকে তাহাদের পুরাতন কলেজ স্কুলের ন্যায্য বেতনের এক-চতুর্থাংশ মাত্র নূতন শিক্ষায়তনে মাহিনা হিসাবে দিতে হইবে। অবশ্য নূতন শিক্ষায়তন উপরোক্ত ছাত্রগণের নিকট বেতন দাবী করিলেই ঐ ছাত্রদিগকে উপরোক্তভাবে মাহিনা দিতে হইবে। যে সকল ছাত্র গভর্ণমেণ্টের বৃত্তি পাইয়া থাকে, তাহাদিগকে কলেজের মাহিনা দিতে হইবে না। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কেবলমাত্র এক বৎসরের মেয়াদে জরুরী ট্রান্সফার

বাঙলাদেশে শিক্ষা বিস্তার

১৯৩৯-৪০ সনের বার্ষিক বিবরণী

বাঙলা দেশের শিক্ষা বিভাগের ১৯৩৯-৪০ সনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ইহার পূর্ব বৎসরে বাঙলা দেশে যে অর্থ-নৈতিক মন্দা দেখা দিয়াছিল, এই বৎসরেও তাহার প্রভাব দেখা গিয়াছিল, কিন্তু শিক্ষা ক্ষেত্রে এই বৎসর নিশ্চলতার স্থলে অগ্রগতিই দেখা গিয়াছে। শিক্ষার সকল স্তরেই সাধারণতঃ ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং শিক্ষার পদ্ধতিরও উন্নতি সাধন করা হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

১। বি-টি ট্রেনিং ও মোয়াল্লিম ট্রেনিং বিদ্যালয়সমূহে পরিবর্তিত শিক্ষা-তালিকার প্রবর্তন।

২। আটটি জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পরিবর্তিত পাঠ্য-তালিকার প্রবর্তন।

৩। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকগণের অল্প-দিনের জন্য পুনরায় ট্রেনিং দেওয়া।

৪। চৌদ্দটি জেলায় জেলা স্কুল বোর্ড পূর্বেই স্থাপিত হইয়াছিল; এই বৎসরে হাওড়া ও ২৪-পরগণা জেলায় দুইটি জেলা স্কুল বোর্ডস্থাপন এবং চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ফরিদপুর, চব্বিশ-পরগণা এবং জলপাইগুড়িতে শিক্ষা-কর ধার্য্য করা হয়।

৫। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের সঙ্গে ৩২ বত্রিশটি প্রাথমিক ট্রেনিং-ক্লাস স্থাপন।

৬। দার্জিলিং, বগুড়া, পাবনা, বাঁকুড়া, হুগলি চুঁচুড়া ও কলিকাতা সাউথ সুবার্বান মিউনিসিপ্যালিটিতে তিন বছরের পরিকল্পিত অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন।

৭। নূতন পাঠ্যবিধি অনুসারে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিয়া ১৯৪০ সনের মার্চ মাসে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা প্রথম গ্রহণ।

৮। শিক্ষা বিভাগের সাময়িক ব্যয়-বরাদ্দে বালক ও বালিকাদের উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য, কতিপয় পল্লী-অঞ্চলে বালিকাদের প্রাথমিক স্কুলের জন্য এবং মুস্লিম ছাত্রদিগকে বৃত্তি ও ভাতা দেওয়ার জন্য অধিকতর সাহায্যের ব্যবস্থা।

৯। কলিকাতায় মহিলাদের জন্য দুইটি কলেজ প্রতিষ্ঠা—লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজ ও দক্ষিণ কলিকাতা মহিলা কলেজ।

১০। পুরুষদের জন্য তিনটি আর্টস কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করিয়াছে—(১) মুন্সী-গঞ্জের হরগঙ্গা কলেজ, (২) বগুড়ার এ. এইচ. কলেজ এবং (৩) চট্টগ্রাম বিভাগে কানুনগোপাড়ার স্যার আশুতোষ কলেজ।

১১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকগণের ডিপ্লোমা কোর্সের প্রবর্তন।

১২। হুগলী মাদ্রাসাকে ইসলামিয়া ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের পর্য্যায়ে উন্নীত করা।

১৩। বরিশালে সৈয়দুন্নেসা পর্দানশীনের প্রতিষ্ঠা—ইহাতে পর্দানশীন বালিকাদিগের উচ্চতর আদর্শানুসারে শিক্ষার জন্য উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের উপরের ৪ চারিটি শ্রেণির শিক্ষাদান ও বালিকাদের ব্যবস্থা আছে।

১৪। তপশিলভুক্ত জাতির ছেলেরা যে সব স্কুলে অধিকসংখ্যায় অধ্যয়ন করে, ঐ সব স্কুলের তপশিলভুক্ত হিন্দুদের জন্য বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং বিশেষ বৃত্তি দেওয়ারও বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

১৫। মাদ্রাসা শিক্ষার সমস্যা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ।

১৬। বাঙলাদেশে একদল মিলিটারী ডিপ্লোমা ও মহিলাদের জন্য শারীর-চর্চা শিক্ষার একটি কলেজ স্থাপন।

অনুমোদিত ও অননুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬৩,৩০৪টি এবং তাহাতে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৩,৬৮৮,৫৩২ জন, তন্মধ্যে ২,৮৮৬,৪৫৯ জন পুরুষ ও অবশিষ্ট মহিলা ছিল।

প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে উন্নততর পরিকল্পনামতে পুনর্গঠিত করার ফলে স্কুলের সংখ্যা কমিয়া গেলেও ছাত্রসংখ্যা (বালক ও বালিকা) প্রাথমিক স্কুলে বৃদ্ধি পাইয়াছে। একাধিক স্কুল একত্রিত করিবার ও সংযোজন-নীতি অবলম্বন করায় অনুপযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে এবং অপেক্ষাকৃত ভাল সাজ-সরঞ্জাম ও ভাল শিক্ষকবিশিষ্ট বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৫৪,৪৬০টি এবং তাহাতে ছাত্র সংখ্যা ছিল ২,৭৫৯,৩৯০ জন। আলোচ্য বর্ষে ভারতীয় বালকদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া ৪১,৭১২টির স্থলে ৪১,২৬৬টি দাঁড়াইয়াছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষারত ছেলেদের মধ্যে ৯৯৮,৯৫৩ জন হিন্দু ও ১,২৪৬,৪০০ জন মুসলমান ছিল। কলিকাতায় ছেলেদের প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৫৫০টির স্থলে ৫৭৩টি হইয়াছে এবং তাহাতে ছাত্র সংখ্যা ৪৫,৪৪৩ জনের স্থলে ৪৬,২৬১ জন হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশনের অধীনে ১৪৯টি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল।

১৯৩০ সনের বঙ্গীয় পল্লী প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুসারে ১৪টি জেলায় স্কুল বোর্ড স্থাপিত হইয়াছিল, তৎপর আরোও দুইটি নূতন স্কুল বোর্ড হাওড়া ও চব্বিশ-পরগণায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১,৪০৯টি, মধ্য ইংরেজী স্কুলের সংখ্যা ছিল ২,১৮১টি এবং তাহাতে মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ৬৩৪,১৬৪ জন। ছেলেদের মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৩,১৮১টির স্থলে ৩,৩২১টি হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ও ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট বোর্ডের হাই স্কুল ফাইনাল ও সেকেণ্ডারী এডুকেশনে ১৯৪০ সনে ৩৯,১৫২ জন ছাত্র উপস্থিত ছিল। মাধ্যমিক স্কুলসমূহে পুরুষ শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ২৬,৫৭২ জন, তাঁহাদের মধ্যে ৬,১৮২ জন ট্রেনিং প্রাপ্ত।

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়—

আলোচ্য বর্ষে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থাপূর্ণ প্রতিষ্ঠা। কৃষি, রসায়ন-বিজ্ঞান ও মৃত্তিকা বিজ্ঞানের তিনটি নূতন বিভাগ খোলা হইয়াছে। চিকিৎসা শিক্ষার প্রস্তাবিত ফ্যাকাল্টি সম্বন্ধেও সন্তোষজনক অগ্রগতি হইয়াছে। মুস্লিম ছাত্র-দিগের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহাদের হোষ্টেলের বর্দ্ধিতের জন্য দ্বিতীয় মুস্লিম হল খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ১,৫০৯ জন, তন্মধ্যে ৯৫ জন মহিলা।

বাঙলাদেশে আর্টস কলেজের মোট সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৫১টির স্থলে ৫৮টি হইয়াছে; তন্মধ্যে ৪৮টি পুরুষদের জন্য ও ১০ দশটি মহিলাদের জন্য। পুরুষদের এই ৪৮টি কলেজের মধ্যে ইসলামিয়া ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ সহ ১১টি গভর্ণমেণ্টের খরচায় পরিচালিত, ২২টি সাহায্যপ্রাপ্ত ও ১৫টিতে কোন প্রকার সাহায্য দেওয়া হয় না। এই সমুদয় কলেজে আলোচ্য বর্ষে মোট ছাত্র ছিল ৩৪,৮৮৮ জন, তন্মধ্যে ২৭,২৯৪ জন হিন্দু ও ৬,৯২১ জন মুসলমান।

হুগলি মাদ্রাসাকে ইসলামিয়া ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে উন্নীত করায় গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত কলেজের সংখ্যা দশের স্থলে ১১টি হইয়াছে। এই প্রদেশে পুরুষদের জন্য আরোও ৩৭টি আর্টস কলেজ আছে, তন্মধ্যে ২২টি কলেজ গভর্ণমেণ্ট হইতে নির্দিষ্ট সাহায্য পাইয়া আসিতেছে এবং ১৫টি কলেজ বেসরকারী প্রচেষ্টায় পরিচালিত হইতেছে। আলোচ্য বর্ষে গভর্ণমেণ্ট বৃত্তি প্রদানের নূতন পরিকল্পনা প্রবর্তন করিয়াছেন।

ব্যবসা ও কারিগরী শিক্ষা

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ল কলেজ, রিপন ল কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন শিক্ষা বিভাগ এই তিনটি আইন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ১,৭৪৮ জন শিক্ষার্থী ছিল। তিনটি প্রতিষ্ঠানে উন্নততর চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের নাম কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ, কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ এবং কলিকাতা ট্রপিক্যাল মেডিসিন ও হাইজিনের স্কুল। বাঙলাদেশে মেডিক্যাল স্কুলের সংখ্যা ছিল নয়টি; তাহাতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২,৪৬৯ জন; তন্মধ্যে ৮২ জন মহিলা। শিবপুরের বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ৩৫০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করিয়াছে এবং ঢাকার আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪৫৮ জন।

এই প্রদেশে তিনটি কৃষি-শিক্ষার স্কুল ও দুইটি রেশম কীট পালন শিক্ষা স্কুল ছিল এবং তাহাতে মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ২১৪ জন।

ভারতীয় বালিকা ও মহিলাগণের শিক্ষা

ভারতীয় বালিকাগণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা কমিয়া ১৪,৯৭৩টির স্থলে ১৩,৮৩৯টি হইয়াছিল। শিক্ষা-রত মোট বালিকার সংখ্যা ছিল ৭৯৬,২৭৯; তন্মধ্যে ৩৪৩,২০৯ জন হিন্দু ও ৪২৯,০৬৪ জন মুস্লিম। মহিলাদের আর্টস কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৭ সাতটির স্থলে ১০ দশটি হইয়াছে এবং তাহাতে সর্ব্ব মোট শিক্ষার্থিনীর সংখ্যা ছিল ১,৮৩৬ জন। ইহা ছাড়া পুরুষদের আর্টস কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৮৫ জন মহিলা শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করিয়াছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়

ভারতীয় বালিকাদের জন্য মোট উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল ৮৭টি, তন্মধ্যে দশটি গভর্ণমেণ্টের দ্বারে পরি-চালিত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষারত বালিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯,৬৬৫ জনের স্থলে ২৪,৭৮২ জন হইয়া-ছিল। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ৩,৩৪৭ জন ছাত্রীকে পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল; তন্মধ্যে ১,৮৭৭ জন কৃতকার্য্য হইয়াছিল।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষারত বালিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৬৫০,৬২২ জনের স্থলে ৭১৮,১৪২ জন হইয়াছিল।

ভারতীয় বালিকাদের জন্য ৬৮টি টেকনিক্যাল ও অন্যান্য বিশেষ প্রতিষ্ঠান ছিল এবং তাহাতে ছাত্রী-সংখ্যা ছিল ৩,০৬৮ জন।

[৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

যক্ষ্মারোগের প্রতিকার ব্যবস্থা

প্রাদেশিক ব্যাপক পরিকল্পনা

গত কিছুদিন যাবৎ বাঙলা দেশে যক্ষ্মারোগ নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে একটি ব্যাপক পরিকল্পনা প্রবর্ত্তনের প্রশ্ন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। কার্য্যকরীভাবে এই রোগ নিয়ন্ত্রণের সর্ব্বপ্রথম সোপান হিসাবে গভর্ণমেণ্ট এই প্রদেশের শহর ও পল্লীর কতকগুলি বিশেষ অঞ্চল নির্ব্বাচন করিবার পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন। একটি বিশেষ অঞ্চলের একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ও জাতির বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন বর্ণের শিশু স্ত্রীপুরুষ কি ভাবে এই রোগাক্রান্ত হয়, তাহা নিরূপণের উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। ব্যাপকভাবে ইহার তালিকা প্রস্তুত করার কার্য্য ইতিপূর্ব্বেই শুরু হইয়া গিয়াছে এবং অতি সত্বরই সমাধা হইবে।

ইত্যবসরে সরকারী জন-স্বাস্থ্য বিভাগ উক্ত রোগ প্রশমনের নিমিত্ত একটি প্রাদেশিক পরিকল্পনা তৈরী করিয়াছে। বিভিন্ন বিষয় লইয়া এই পরিকল্পনা সংগঠিত হইয়াছে এবং ধাপে ধাপে উহার প্রবর্ত্তন করা হইবে এইরূপ প্রস্তাবিত হইয়াছে। রোগ নিয়ন্ত্রণের এই ধরণের একটি পরিকল্পনা বিশেষ সাবধানতার সহিত শুরু করিতে হইবে এবং পরিকল্পনার যে অংশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, প্রথমে তাহা লইয়াই কাজ শুরু করিতে হইবে। যক্ষ্মার বিরুদ্ধে এই অভিযান ব্যাপারে উহার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। তদনুসারে স্থির করা হইয়াছে যে, যে সকল বিষয়ের গুরুত্ব সর্ব্বাধিক তাহা লইয়া কাজ আরম্ভ হইবে।

১। যক্ষ্মাসংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষ ট্রেনিং দান ব্যবস্থা। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের এই শিক্ষা প্রদান করা হইবে:—

(ক) মেডিক্যাল ও হেলথ অফিসার।

(খ) হোম ভিজিটার।

২। সদর হাসপাতালের যক্ষ্মারোগীদের উন্নত ধরণের চিকিৎসা ও পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত—১৯৩৮-৩৯ সালের স্বাস্থ্য ও মেডিক্যাল বাজেট হইতে ৫,০০০৲ ও ১৫,০০০৲ টাকা এবং পরিণামে যথাক্রমে ২৫,০০০৲ এবং ৭৫,০০০৲ টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছে। সম্প্রতি নিম্নলিখিত আর দুইটি বিষয় প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করা হইয়াছে:—

৩। জেলার সদরে যক্ষ্মপরীক্ষাগারের ব্যবস্থা।

৪। আলোচ্য বর্ষে গণ্ডীবদ্ধ পল্লীক্ষেত্র স্থাপন।

আলোচ্য বৎসরের বাজেটে ৪ নং বিষয়ের নিমিত্ত ৪০,০০০৲ হাজার টাকা এবং পরিণামে ১,২০,০০০৲ টাকার বরাদ্দ (তিন বৎসরের নিমিত্ত) করা হইয়াছে।

বক্ষ পরীক্ষাগার

প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, এই সকল পরীক্ষাগার সদর হাসপাতালসমূহে স্থাপন করা হইবে। এতদুদ্দেশ্যে কাজও শুরু হইয়া গিয়াছে এবং সেই সকল স্থানে বক্ষ-চিকিৎসাবিদগণ ও উক্ত কার্য্যে পটু শিক্ষিত অফিসার নিযুক্ত করা হইয়াছে। যে সকল সরকারী মেডিক্যাল অফিসার কিম্বা বেসরকারী চিকিৎসককে উক্ত পরীক্ষাগারের ভার প্রদান করা হইবে, তাঁহাদের অতিরিক্ত কোন পারিশ্রমিক প্রদান করা হইবে না বলিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে। যাহাতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ এইরূপ বক্ষ-পরীক্ষাগার স্থাপন করিতে পারে, তজ্জন্য এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ভবন নির্ম্মাণের জমির জন্য অর্থ প্রদান করিলে অথবা বিনামূল্যে জমি সরবরাহ করিলে এবং মোট ব্যয়ের অর্দ্ধেক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান চালু রাখিবার খরচ বহন করিতে স্বীকৃত হইলে ভবন নির্ম্মাণ ও সাজসরঞ্জাম ক্রয়ের নিমিত্ত এককালীন

উর্দ্ধতম ২,০০০৲ টাকা ও হোম-ভিজিটারের মাসিক বেতন ৪০৲ টাকা হিসাবে প্রদান করা হইবে।

গণ্ডীবদ্ধ পল্লীক্ষেত্র

প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, যক্ষ্মারোগীরা যাহাতে পৃথকভাবে বাস করিতে পারে, তজ্জন্য তাহার আত্মীয়স্বজনের পৃথক কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। উক্ত অঞ্চলের কোন শিক্ষিত চিকিৎসকের হাতে রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলে রোগী পিছু ২৲ টাকা করিয়া মাসিক সাহায্য প্রদান করা হইবে।

হাসপাতালের বহির্বিভাগে (Out-door Department) বক্ষ-চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইবে এবং সপ্তাহে দুই দিন অপরাহ্নে এই কার্য্য পরিচালিত হইবে। বর্ত্তমানে যে দালান আছে তাহাতে যদি স্থানসঙ্কুলান না হয়, তবে অতিরিক্ত জায়গার ব্যবস্থা করা হইবে। বহির্বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার যথারীতি ট্রেনিং লাভ করিলে অতি সহজেই এই কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং উহা তাঁহার হাসপাতালের দৈনন্দিন কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে। যদি কোন কারণে কোন স্থানে এই ব্যবস্থা সম্ভবপর না হয়, তবে বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন চিকিৎসককে এই ভার গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করা যাইতে পারে।

গভর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ এই প্রস্তাবের সদ্ব্যবহার করিবে এবং যতদূর সম্ভব সত্বর উপরোক্ত পন্থায় বক্ষ-পরীক্ষাগার ও গণ্ডীবদ্ধ পল্লীক্ষেত্র-স্থাপন করিবার প্রস্তাব লইয়া সরকারের নিকট উপস্থিত হইবে।

এস্থলে একথা বিশেষভাবে স্মরণ করিতে হইবে যে, এ সম্পর্কে সাহায্য করিবার জন্য যে অর্থ পরিষদ কর্ত্তৃক বাজেটে মঞ্জুর করা হইয়াছে, তাহা সীমাবদ্ধ। এতদ্ব্যতীত একথাও এখানে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, সরকারের মনোনীত নীতি অনুসারে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান মূল ব্যয়ের যে অংশ বহন করিবে—তাহা পূর্ব্বে জনসাধারণের নিকট হইতে চাঁদাস্বরূপ আদায় করিয়া উপরোক্ত পরিকল্পনায় ব্যয় করিতে হইবে, তৎপর সরকারী সাহায্য কাজে লাগাইবার প্রশ্ন উঠিবে।

বঙ্গীয় যক্ষ্মা এসোসিয়েশনে সাহায্য

যক্ষ্মা প্রতিরোধমূলক কাজ করিবার জন্য বাঙলা সরকার "বঙ্গীয় যক্ষ্মা এসোসিয়েশনে" ১০,০০০৲ টাকা সাহায্য হিসাবে প্রদান করিয়াছেন।

বাঙলা সরকারের বদান্যতা

বিভিন্ন পরিকল্পনায় অর্থ সাহায্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্ট বাঁকুড়া জেলার বাসন্দর থানার অধীনস্থ শিমুলিয়া গ্রাম পুষ্করিণী খননের জন্য এবং দুর্ভিক্ষ ও কালাজ্বর হইতে রেহাইক পর্য্যন্ত একটি রাস্তা পুনর্গঠনের জন্য ১,০০০৲ দান মঞ্জুর করিয়াছেন।

জলপাইগুড়ি জেলার খালীপুর-সুরাপ মধুপুর শিল্পাশ্রমী তাতশালা ও তৎসংলগ্ন তাঁতঘর বস্ত্রাদি নির্ম্মাণার্থ বাঙলা-সরকার ৩,০০০৲ টাকা দান মঞ্জুর করিয়াছেন।

যশোহর জেলার মৌঃ আবেদ আলী আনসারী সম্পাদিত "মুসলিম দেশেরী" নামক সাপ্তাহিক পত্রের আর্থিক সাহায্য হিসাবে গভর্ণমেণ্ট ১০০৲ দান মঞ্জুর করিয়াছেন।

ভারতে চীনের রাষ্ট্র-নায়ক

মার্শাল চিয়াং কাইশেক ও তাঁহার পত্নীর দিল্লী আগমন

এক ইস্তাহারে প্রকাশ, মার্শাল চিয়াং কাইশেক ৯ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহার সহিত ম্যাদাম চিয়াং কাইশেক এবং একদল অফিসারও আসিয়াছেন। তাঁহারা বড়লাটের অতিথিরূপে কয়েক দিন অবস্থান করিবেন।

চীন ও ভারতের সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কতকগুলি ব্যাপারে ভারত গভর্ণমেণ্ট বিশেষতঃ ভারতের বড়লাটের সহিত পরামর্শের জন্য মার্শাল চিয়াং কাইশেক ভারতে আসিয়াছেন। এখানে অবস্থানকালে ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায় আছে।

কিছুদিন আগে জেনারেল ওয়াভেল চুংকিং গিয়া যে আলোচনা করিয়া আসেন, মার্শাল চিয়াং কাইশেকের সফর কাল অভিপ্রায় এখানে তাহাই আরও বিশদভাবে আলোচনা করিবেন। চুংকিং সাক্ষাৎকারের পর যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, প্রধানতঃ তাহাই আলোচনার বিষয় হইবে বলিয়া মনে হয়।

বড়লাট কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধনা

৯ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে বড়লাট তাঁহার আবাসে মার্শাল চিয়াং কাইশেক ও তাঁহার পত্নীকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যগণ এই সম্বর্দ্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সম্রাটের নামে বড়লাট মার্শাল ও ম্যাদাম চিয়াং কাইশেককে ভারতবর্ষে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া বলেন, —"আমরা বিশ্বাস করি যে, আমাদের এই সাক্ষাৎকারের ফলে শুধু চীন ও ভারতবর্ষের নহে, পরন্তু সমগ্র জগতের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে।"

সম্বর্দ্ধনার উত্তরে মার্শাল চিয়াং কাইশেক সমগ্র চীনা জাতির পক্ষ হইতে বড়লাটকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, চীনের অন্যতম মিত্রশক্তি এবং প্রতিবেশী ভারতবর্ষ পরিদর্শনের এই সুযোগ লাভ করিয়া তিনি আনন্দিত হইয়াছেন। শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে অধিকতর সহযোগিতা লাভের জন্য তিনি বড়লাট এবং ভারতবর্ষের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

বাঙলাদেশে শিক্ষা বিস্তার

[৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ]

ইউরোপীয়ান ও এংলো-ইণ্ডিয়ানদের শিক্ষার জন্য ৬৫টি প্রতিষ্ঠান ছিল; তাহাতে ছাত্রসংখ্যা ছিল ১২,৬৪০ জন।

ভারতীয়দের সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মোট মুস্লিম ছাত্রসংখ্যা ছিল ১,৬৫০,২১৪ জন; তন্মধ্যে বালিকার সংখ্যা ছিল ৪৯,০৬৪ জন। মোট ছাত্রের মধ্যে মুস্লিম ছাত্রদের সংখ্যানুপাত ছিল শতকরা ৫৪.১ জন।

সর্ব্বশ্রেণীর অনুমোদিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষারত মুস্লিম বালিকার সংখ্যা ছিল ৪২৯,০৬৪ জন। মুস্লিম শিক্ষার্থিগণ বিশেষ সুবিধা ভোগ করিয়াছে, কারণ গভর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহে তাহাদিগকে ভর্ত্তি করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, বিশেষ বৃত্তি, আহার ও বিনা বেতনে পড়ার ব্যবস্থা ছিল।

বর্ষ ও চরিত্র গঠন

শুধু সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহে নয় মাদ্রাসা, টোল, মক্তব এবং বিশেষ স্কুলে প্রত্যক্ষভাবে ধর্ম্মনৈতিক শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন স্কুলে স্কুলের কাজ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কিম্বা ছুটির পর প্রতিদিন সমবেত প্রার্থনার ব্যবস্থা ছিল। অধিকাংশ প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষায়তনে অনুষ্ঠানে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে নৈতিক শিক্ষা দান করা হইয়াছে।

বাঙলা দেশে গোজাতির উন্নতি প্রচেষ্টা

"হারিয়ানা" ষাঁড় আমদানীর সুফল

বাঙলার দীন গরুর উন্নতির প্রচেষ্টা প্রথমে সুরু হয় ১৯৩৬-৩৭ সালে। পল্লী-উন্নয়ন কল্পে ভারত-সরকারের প্রথম দান একলক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকার সাহায্যেই এই কার্য্যের পত্তন হয়। বাঙলার পাঁচটি শাসন-বিভাগের প্রত্যেকটির অন্তর্গত দুইটি করিয়া জেলা নির্ব্বাচন করিয়া মোট দশটি জেলায় এই কাজ আরম্ভ হয় এবং প্রত্যেক জেলায় ১০০টি করিয়া "হারিয়ানা" নামক ভাল জাতের পাঞ্জাবী ষাঁড় উক্ত টাকা হইতে বিতরিত হয়। এই এক হাজার ষাঁড় যাহাতে ঠিকমত পালিত হয় এবং তাহাদের দ্বারা বাঙলার গাইয়ের প্রজননের সুবিধা জনসাধারণে পায়, তাহার তত্ত্বাবধান করিবার জন্য দুইটি জেলার জন্য একজন হিসাবে পশু-পালন কর্মচারী (লাইভ্ ষ্টক্ অফিসার) এবং প্রত্যেক জেলার একজন করিয়া সহকারী পশু-পালন কর্মচারী (এ্যাসিষ্টাণ্ট্ লাইভ্ ষ্টক্ অফিসার) নিযুক্ত হন। এই সকল কর্মচারীর বেতন, রাহা-খরচ ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক খরচ বাঙলা সরকার বহন করেন। উপরোক্ত ষাঁড় বিতরণ ছাড়া ওই সকল ষাঁড়দের পুষ্টির সজী-খাদ্যের জন্য মোট ৩,০২৬ মণ নেপিয়ার ঘাসের "ডগা" বিনামূল্যে বিতরণ করা হইয়াছিল।

প্রথম দুই বৎসর এই সকল ষাঁড়ের প্রতি বাঙলার উদাসীন ও প্রাচীনপন্থী পল্লীবাসীদের আগ্রহের উদ্রেক করা খুব দুঃসাধ্য হইয়াছিল।

সরকারী ষাঁড়ের দ্বারা প্রজাত দেশী গাইয়ের বাছুর।
ইহার বয়স মাত্র ৫ মাস, এই বয়সেই ইহা ইহার মা'র সমান উঁচু।

পর বৎসর ১৯৩৭-৩৮ সালে এই প্রচেষ্টা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে বাঙলার আরও দশটি জেলায় বিস্তৃত হইয়াছিল। এই পরিকল্পনা অনুসারে পল্লী-উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ভারত-সরকারের দ্বিতীয় দানের সাহায্যে ৩৯০টি ভাল ষাঁড় বিতরিত হইয়াছিল। তাহাদের তত্ত্বাবধানের জন্য অস্থায়ীভাবে ৪ জন পশু-পালন কর্মচারী ও ১৩ জন সহকারী পশু-পালন কর্মচারী নিযুক্ত হন এবং তাঁহাদের বেতন ও অন্যান্য খরচ ভারত-সরকারের দান হইতেই নির্ব্বাহ হইয়াছিল।

এই বৎসরে পশু-পালন কর্মচারীদের দ্বারা ১৬,৯৮০টি দেশী ষাঁড়কে খাসি করিয়া প্রজননে অক্ষম করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, উন্নত ষাঁড়দের দ্বারা প্রজাত ৪,৯০০ বাছুরকে চিহ্নিত করা হইয়াছিল এবং ৫,৩৫৮ মণ নেপিয়ার ঘাসের "ডগা" বিতরিত হইয়াছিল।

১৯৩৮-৩৯ সালে আরও দুইটি জেলায় এই কার্য্যের বিস্তার হয়, তখন মোট ২২টা জেলা এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। ১৭৫টি পাঞ্জাবী ষাঁড়, ১৮৫ মণ সজী-শস্যের বীজ এবং ২৫,৩১২ মণ নেপিয়ার ঘাসের "ডগা" এবৎসর বিতরণ করা হইয়াছিল। উপরোক্ত দান হইতে তিনজন সহকারী পশু-পালন কর্মচারী নিযুক্ত হন; অধিকন্তু বাঙলা-সরকারের ব্যয়ে কুড়িজন ষাঁড়-রক্ষক (ষ্টক্ম্যান্) স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন।

এই বৎসরে উন্নত ষাঁড়ের দ্বারা মোট ৫৬,৪৭৭টা দেশী গাইয়ের প্রজনন করা হইয়াছিল। পশু-পালন শাখার কর্মচারীদের দ্বারা ৩০,২৭০ দেশী ষাঁড় খাসি হইয়াছিল এবং উন্নত ষাঁড়ের দ্বারা প্রজাত ২৫,২৭০ বাছুরকে চিহ্নিত করা হইয়াছিল।

৮ মাস বয়সের বাছুর। এই বয়সেই উহা উহার মা'র চেয়ে উঁচু।

১৯৩৯-৪০ সালে ৩০০ ষাঁড় এবং ৫২০ মণ সজী-শস্যের বীজ বিতরিত হইয়াছিল। জেলায় ষাঁড়দের তত্ত্বাবধানের জন্য ৫ জন পশু-পালন কর্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এবৎসর উন্নত ষাঁড়ের দ্বারা ৬৮,৯৬৬ গাইয়ের প্রজনন করা হইয়াছিল, ৫২,৪৮২ দেশী ষাঁড় খাসি হইয়াছিল এবং ৫৪,১২৫ উন্নত ষাঁড়ের বাছুর চিহ্নিত হইয়াছিল।

এবৎসর আরও ২০ জন ষাঁড়-রক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

১৯৪০-৪১ সালে ১৫০ ষাঁড়, ৬২২ মণ নেপিয়ার ঘাসের "ডগা" এবং ১,৫২২ মণ সজী-শস্যের বীজ বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছিল। এবৎসর উন্নত ষাঁড়ের দ্বারা ৮৫,২০১ গরুর প্রজনন করা এবং পশু-পালন কর্মচারীদের দ্বারা ৯৯,৫৭৭ দেশী ষাঁড় খাসি এবং ৬২,৬৭০ উন্নত বাছুর চিহ্নিত হইয়াছিল।

১৯৪১ সালের জুলাই মাস হইতে আরও ২০ জন ষাঁড়-রক্ষকের নিয়োগ সরকার মঞ্জুর করিয়াছেন।

এখন ভাল ষাঁড়ের উপকারিতা জনসাধারণ বেশ উপলব্ধি করিতেছেন এবং গো-পালন বিষয়ে পশু-পালন কর্মচারীদের উপদেশ ও পরামর্শের একটা চাহিদা হইয়াছে। দার্জিলিং জেলাতেও এই পরিকল্পনার প্রবর্তন সরকার মঞ্জুর করিয়াছেন এবং যশোহর, চট্টগ্রাম ও রংপুর জেলায় এই কার্য্যের পরিকল্পনা মঞ্জুরের জন্য সরকারে পেশ হইয়াছে।

বর্তমানে দেশী ষাঁড়ের বাছুর হইতে গাভীদের যাহা আয় হয়, এই সকল সরকারী ষাঁড়ের বাছুর হইতে তাহার আড়াই-গুণ বেশী আয় হইতেছে। এই সকল ষাঁড়ের দ্বারা প্রজাত বকনা বাছুররা বড় হইয়া তাহাদের মায়ের চেয়ে ৬ হইতে ৮ গুণ পরিমাণ বেশী দুধ দেয়।

গরুর উন্নতির তত্ত্বাবধান করা ছাড়া পশু-পালন কর্মচারিগণ বাঙলার নানা জেলায় ২১০টি মুরগী-পালন প্রদর্শন-ক্ষেত্রেরও তত্ত্বাবধান করেন।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, গরুর উন্নতি-কার্য্য বাঙলা দেশে বেশ সন্তোষজনক-ভাবে চলিতেছে।

এখন এ দেশে ভাল জাতের ষাঁড়ের সংখ্যা মোট ২,৫৮০। এ পর্যন্ত মোট ১৯৯,৩০৯টি দেশী ষাঁড় খাসি করা হইয়াছে এবং ১৪৭,৪৬৫টি উন্নত বাছুর চিহ্নিত হইয়াছে; গরুর সজী-খাদ্য চাষের প্রবর্তনের জন্য মোট ৩৪,৫১৮ মণ নেপিয়ার ঘাসের "ডগা" এবং ২,২৪৭ মণ জোয়ার, বরবটি প্রভৃতি সজী-শস্যের বীজ বিনামূল্যে বিতরিত হইয়াছে।

ভাল ষাঁড়ের দ্বারা দেশী গাইয়ের কিরূপ বাছুর জন্মাইতেছে, তাহার দুইটি ছবি দেওয়া হইল।

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বিরাট দান

মেসার্স ডানকান ব্রাদার্স এণ্ড কোং লিমিটেড

বাঙলার মাননীয় গভর্ণর বাহাদুর মেসার্স ডানকান ব্রাদার্স এণ্ড কোং লিমিটেডের সিনিয়র ডিরেক্টর মিঃ জে, এন, গ্রেহামকে নিম্নলিখিত পত্রখানা লিখিয়াছেন :—

মেসার্স-ডাইরেক্টার "ডিফেন্স সপ্তাহে" সংগৃহীত ৮২,০০০ টাকা এবং করেক আনা যে টাই ফণ্ডিয়া করে সাহায্য প্রদত্ত হইয়াছে, তজ্জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এই ধরণের যে সকল সাহায্য দেশের সকল দিক হইতে আসিতেছে, উহাই হইতেছে যুদ্ধ প্রচেষ্টার প্রকৃত সমর্থন। আমার এই ধন্যবাদ যথাস্থানে প্রদান করিলে আমি সত্যই কৃতজ্ঞ থাকিব।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গণ

পা-আন অঞ্চলে সংঘর্ষ

রেঙ্গুণ বেতারে ঘোষিত সেনা বিভাগের ইস্তাহারে প্রকাশ, সালুইন তীরবর্তী পা-আন অঞ্চলে একটি বৃটিশ বাহিনী শত্রু সৈন্যের উপর সঙ্গীন আক্রমণ চালায়। হাতাহাতি সংগ্রামে শত্রুপক্ষের কিছু হতাহত হয়। বৃটিশ ঘাঁটির উপর পরে কামান চালান হয়।

জাপানীগণ কর্তৃক সমগ্র বোর্ণিও দখলের দাবী

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী জাপানীরা সমগ্র বোর্ণিও দখলের দাবী জানায়। নেদারল্যাণ্ডের অধীনে এখনও কিছু জায়গা রহিয়াছে এবং একেবারে অভ্যন্তরদেশে এখনও কয়েকটি গুপ্ত বিমানক্ষেত্র আছে; সেগুলি জাপানীরা আবিষ্কার করিতে পারে নাই।

সেলিবিসের সমস্ত প্রধান ঘাঁটিগুলি জাপানীরা দখলের দাবী করা সত্ত্বেও সেখানে প্রতিরোধ চলিতেছে।

জাভায় জাপানীদের অবতরণের সম্ভাবনা

জাভায় অবতরণের প্রস্তাবনাস্বরূপ জাপ বিমান-হানা চলিতেছে—নেদারল্যাণ্ডস্ ইণ্ডিজ সংবাদপত্রগুলিতে এরূপ আভাষ দেওয়া হইয়াছে। এরূপও বলা হইয়াছে যে, এই আক্রমণের গৌণ লক্ষ্য সম্ভবতঃ দ্বীপটির রক্ষা-ব্যবস্থা পরীক্ষা করা।

বহুসংখ্যক জাপ সৈন্যের গতিবিধি

বিমান বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ যে, জোহরের দক্ষিণ অংশে বহুসংখ্যক জাপানী সৈন্যের গতিবিধি লক্ষিত হইয়াছে।

সিঙ্গাপুরে জাপানীদের বিমান-আক্রমণ

৫ই তারিখ জাপানীরা সিঙ্গাপুরের উপর হানা দেয়।

জাপ বিমানসমূহ অতি উচ্চ হইতে সোজাসুজি হঠাৎ নীচে নামিয়া সিঙ্গাপুরে বোমা এবং মেশিনগানের গুলী বর্ষণ করিয়াছে। ক্ষতির কিংবা হতাহতের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম।

সিঙ্গাপুর বন্দরের জাহাজগুলির উপরও বোমা বর্ষণ করা হয়। নৌঘাঁটির নিকট একখানা তৈলবাহী জাহাজে জাপানীদের বোমা বর্ষণে আগুন লাগে।

সরকারীভাবে জানা গিয়াছে যে, সিঙ্গাপুরে ৪ঠা তারিখের বিমানহানায় ৪১ জন মারা গিয়াছে এবং ১৩৮ জন আহত হইয়াছে।

উভয়পক্ষে গোলাবর্ষণ

সিঙ্গাপুরের এক এশুতোহারে বলা হইয়াছে যে, পরিস্থিতিতে সামান্যই পরিবর্তন দেখা গিয়াছে। বৃটিশ গোলন্দাজ বাহিনী জোহরবারু অঞ্চলে শত্রুপক্ষের উপর গোলাবর্ষণ করিতেছে। শত্রুপক্ষ সিঙ্গাপুর দ্বীপের উত্তর অংশের উপর মাঝে মাঝে গোলাবর্ষণ করে। শত্রুপক্ষীয় বিমান তৎপরতাও অব্যাহতভাবে চলিতেছে এবং বৃটিশ বাহিনীর উপর খুব নীচু হইতে মেশিনগানের গুলী ও বোমাবর্ষণ হইতে থাকে। শত্রুপক্ষীয় একখানা জঙ্গী বিমান ভূপাতিত ও তিনখানা জখম করা হয়।

জাপানীদের গোলাবর্ষণের তীব্রতা বৃদ্ধি

অষ্ট্রেলিয়ার গভর্ণমেণ্টের একজন পর্য্যবেক্ষক সিঙ্গাপুর হইতে খবর দিতেছেন যে, গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সিঙ্গাপুরের উপর গোলাবর্ষণের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। থোকাথুকিভাবে অনবরত গোলাবর্ষণ বাড়াইতে চালানো যায়, তদুপরি জাপানীরা পর্য্যাপ্ত পরিমাণ কামান আনিয়াছে। কিন্তু সিঙ্গাপুর রক্ষাকারী গোলন্দাজগণ পাল্টা গোলাবর্ষণে রত রহিয়াছে।

ম্যানিলা অঞ্চলে মার্কিণ কামানশ্রেণীর তৎপরতা

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মার্কিণ কামানশ্রেণী হইতে গোলাবর্ষণ করিয়া ম্যানিলা উপসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব তীরস্থিত জাপানী কামান মঞ্চগুলি ধ্বংস করা হইয়াছে।

সরকারীভাবে জানান হইয়াছে যে, লিঙ্গায়েন উপসাগরের বন্দরগুলিতে ৯টী জাপ সেনাবাহী জাহাজ আসিয়া ভিড়িয়াছে। ঐ সকল জাহাজ হইতে বাতান এবং লুজনের অন্যান্য অঞ্চলগুলিতে প্রেরণের জন্য আরও সৈন্য নামানো হইতেছে।

চন্দ্রালোকে রেঙ্গুণে বিমান হানা

গত ৬ই তারিখ রাত্রে জাপ বোমারু বিমানগুলি রেঙ্গুণ এলাকার উপর যেরূপ প্রচণ্ড বিমানাক্রমণ চালায়, চন্দ্রালোকের মধ্যে এতবড় আক্রমণ আর হয় নাই। বেসরকারীভাবে জানা যায় যে, রাত্রি ৩টা হইতে প্রায় ৪ ঘণ্টা যাবত জাপ বিমানগুলি ৬ বাকে শহরের উপর ক্রমাগত আবির্ভূত হয়। বাহ্যতঃ মনে হয় যে, রেঙ্গুণের উত্তর দিকস্থ বিমান ঘাঁটি এবং শহর এলাকাই তাহাদের লক্ষ্য বস্তু ছিল। বৃটিশ নৈশ জঙ্গীবিমানগুলির গোঁ গোঁ শব্দও জাপানী বোমারু বিমানগুলির শব্দের সহিত মিশিয়া যায় এবং মেশিনগানের শব্দ হইতে থাকে।

বেসরকারী সংবাদে প্রকাশ, আক্রমণের কালে আকাশে উজ্জ্বল অগ্নিশিখা পরিদৃষ্ট হওয়ায় মনে হয় যে, একখানা জাপ বোমারু বিমান ভূপাতিত হয়। এই পর পর তিন রাত্রি ধরিয়া জাপানী বিমানগুলি হানা দিল এবং তাহারা অধিক সংখ্যক বিমানপোত ব্যবহার করিয়াছে এবং দীর্ঘ সময় ধরিয়া আক্রমণ চালাইয়াছে। পরদিন সকাল ৯টায় পুনরায় জাপ বিমানগুলি আবির্ভূত হয় এবং বোমা ফেলে। আমেরিকান স্বেচ্ছাবাহিনী পরিচালিত বিমানগুলি ও জঙ্গী বিমানসমূহকে জাপ বিমানগুলির পশ্চাদ্ধাবন করিতে দেখা যায়।

রাজকীয় বিমান বহর ও মার্কিণ স্বেচ্ছাবাহিনী জাপানীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পুনরায় বিপুল সাফল্য অর্জন করিয়াছে। বেসরকারী হিসাবে প্রকাশ, ৩০ খানা জাপানী বিমানের মধ্যে ৮ খানা সুনিশ্চিতভাবে এবং সম্ভবতঃ আরও সাতখানা ধ্বংস করা হয়।

সিঙ্গাপুরে কামানের গোলাবর্ষণ

৭ই ফেব্রুয়ারী শনিবার প্রত্যুষে প্রতিপক্ষ কামান হইতে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করে। প্রথমে গোলা শহরের বাহিরে পড়িয়াছিল, কিন্তু পরে কয়েকটি উপকণ্ঠে পতিত হয়।

গোলাবর্ষণের ফলে জাপ কামানসমূহ নিস্তব্ধ

সিঙ্গাপুরের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে—"আমাদের গোলন্দাজবাহিনী জোহরবারু এলাকায় শত্রুপক্ষের কামান-সমূহের উপর গোলাবর্ষণ করিয়া উহাদিগকে নিস্তব্ধ করে। শত্রুপক্ষ প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে; উহার ফলে দ্বীপের উত্তরাংশে কয়েকজন হতাহত হইয়াছে। গোলা-বর্ষণের ফলে লোকের বসতিপূর্ণ অঞ্চলেও কিছু ক্ষতি হইয়াছে। শত্রুপক্ষের বিমানসমূহ ৮ই তারিখ প্রাতে পুনরায় হানা দিয়া গোলাবর্ষণ করিয়াছে। উহার ফলে কিছু ক্ষতি হইয়াছে। সুদূর প্রাচ্য বিমানবহরের জঙ্গী বিমানসমূহ শত্রুপক্ষের একটি বিমান ধ্বংস এবং দুইটি যখম করিয়াছে। সমস্ত বৃটিশ বিমান নিরাপদে ঘাঁটিতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

জোহর প্রণালীর তীরস্থ নৌঘাঁটি হইতে সেনা ও সমরোপকরণ স্থানান্তর

সিঙ্গাপুর রক্ষী বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল পার্সিভাল এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন,—সিঙ্গাপুর আমরা রক্ষা করিব—এ বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। তিনি বলেন,—সিঙ্গাপুরের বাহির হইতে এখনও সাহায্য পাওয়া যাইতেছে। সেনাবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি সম্পর্কে তিনি বলেন যে, সেনা-সাহায্য যদি কার্য্যতঃ সিঙ্গাপুরে আসিয়া না-ও পৌঁছাইতে পারে, তাহা হইলেও প্রাচ্য রণাঙ্গনে অন্য স্থান হইতে সেনা-সাহায্যের উপস্থিতিতেই সিঙ্গাপুরে অতিরিক্ত সেনা-সাহায্য আসার প্রায় সমতুল্য কাজ হইবে। জেনারেল পার্সিভাল বলেন, যথোচিত নিরাপদ ঘাঁটি ব্যতীত বিমানবহর কাজ করিতে পারে না।

জেনারেল পার্সিভাল বলেন, কতকটা সেনা ও সমরোপকরণ স্থানান্তরিত করায় এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, বিমান-সাহায্য আর পাওয়া যাইবে না। জোহর প্রণালীর তীরস্থ নৌঘাঁটি হইতে সমরসম্ভার ও কর্ম্মচারী-দিগের স্থানান্তরিত করা সম্পর্কেও এই কথাই খাটে; কেন না ঐ নৌঘাঁটি হইতে শত্রুপক্ষের গোলাবর্ষণের

[৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

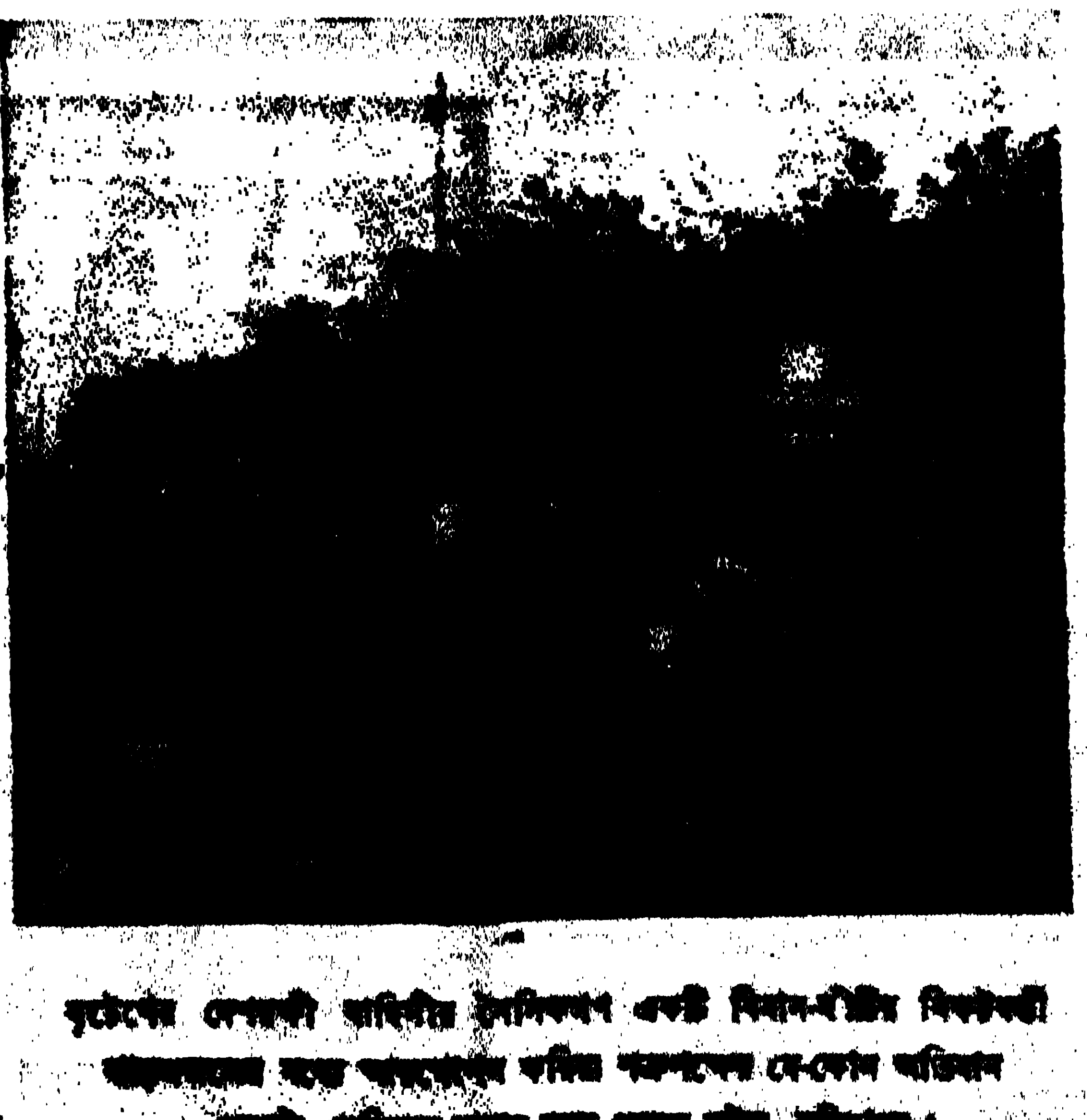

বৃটেনের দেশরক্ষী বাহিনীর সৈনিকগণ একটি বিমান-ঘাঁটির নিকটবর্তী আত্মগোপনের মত [illegible] করিয়া শত্রুপক্ষের যে-কোন অভিযান [illegible] প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

পল্লী-চাষীর ঋণ-সমস্যার সমাধান

যশোহর জেলায় সালিশীবোর্ডসমূহের প্রশংসনীয় উদ্যম

যশোহর সদর নর্থ সার্কেলে একজন স্পেশাল অফিসারের পরিচালনাধীনে ২৬টী বোর্ড কার্য্য চালাইতেছে। অল্প-দিন পূর্ব্বেও সমস্ত মহকুমার বোর্ডসমূহ একজন অফিসারের পরিচালনাধীনে ছিল। সুতরাং প্রথম হইতে এই সার্কেলে কি পরিমাণ কাজ হইয়াছে, তাহার পৃথকভাবে সংখ্যা দেওয়া সম্ভবপর নহে। এই বৎসর ভাল ফসল হওয়াতে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা কিছু স্বচ্ছল হয়। যাহাতে এই সুযোগে বোর্ডের বিচারাধীন মোকদ্দমাসমূহ নিষ্পত্তি হয়, তজ্জন্য গত জুলাই মাস হইতে সুবিবেচিত পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ চলিতে থাকে। ইহাতে আশাতীত ফল পাওয়া গিয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসের শেষে কয়েকটি বোর্ড ব্যতীত অপর সমস্ত বোর্ডে ১৯৪০ সন এবং তৎপূর্ব্বে দায়েরী সমস্ত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। সদর থানার চূড়ামনকাটি বোর্ড বিচারাধীন সমস্ত মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়াছে, কোন মোকদ্দমা আর বিচারাধীন নাই। যশোহর জেলায়, ইহাই সর্ব্ব প্রথম বোর্ড যাহা এই প্রকার প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখাইল। ইহা ছাড়া অপর ৫টি বোর্ড, যথা, হাবডপুর, কাছিমপুর, নরেন্দ্রপুর, পানিসারা এবং রামনগর বোর্ড অতি অল্পদিনের মধ্যেই অবশিষ্ট মোকদ্দমাগুলি নিষ্পত্তি করিয়া ফেলিবে।

গত নবেম্বর মাসে এই সার্কেলে ৫০,০০০ টাকা দাবী সম্বলিত ৫৫০ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করা হইয়াছে। ডিসেম্বর মাসের কাজ আরও চমকপ্রদ। এই মাসে ১,০০,০০০৲ এক লক্ষ টাকার দাবী সম্বলিত ৯০০ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করা হয়।

নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নিষ্পত্তির বিবরণ দেওয়া গেল :—

বীকড়া বোর্ড

১। মোকদ্দমার নং ৯৩।১৯৪০

মহাজন—নাজিরদ্দিন চাষী।

খাতক—এবাদ আলি চাষী।

পাওনাদার খতমূলে ৩০০৲ দাবী করেন, বোর্ড ১৮ ধারামতে ঐ টাকাই নির্দ্ধারণ করিয়া খাতকের আয়-ব্যয় পর্য্যালোচনান্তরে তাহাকে ২২ ধারামতে দেউলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য সুপারিশ করিতেছিল। মহাজন এই অবস্থায় ২৪ টাকায় উক্ত ঋণ মীমাংসা করেন।

২। মোকদ্দমা নং—৭৯।১৯৪১।

মহাজন—বাবু শিবনাথ বিশ্বাস।

খাতক—শরৎচন্দ্র ঘোষ।

মহাজন কয়েকখানা খতের দরুণ ২,২০৬৸০ দাবী করেন; বোর্ড ১৮ ধারা মতে ২,০৯২৷৷০ নির্দ্ধারণ করিয়া খাতকের উদ্বৃত্ত আয় হিসাব করিয়া উক্ত দেনা ৮০০৲ টাকায় ২০ বৎসর কিস্তিতে নিষ্পত্তি করেন।

৩। মোকদ্দমা নং ২৩।১৯৪১।

মহাজন—কানু মণ্ডল।

খাতক—মোবারক গাজী।

পাওনাদার কিস্তিবন্দি খতমূলে ২১০৲ টাকা দাবী করেন। বোর্ড সাক্ষী প্রমাণ নিয়া জানিতে পারেন যে, প্রকৃতপক্ষে খাতক বহুদিন পূর্ব্বে মাত্র ২০০৲ টাকা কর্জ গ্রহণ করেন। খাতক কিস্তিবন্দি খত দেওয়ার পূর্ব্বে ৩০০৲ টাকা আদায় করিয়াছে এবং কিস্তিবন্দির পর ১৬৬৲ টাকা আদায় করিয়াছে। সুতরাং মহাজন ২০০৲ টাকা কর্জ দিয়া ৪৬৬৲ টাকা পাইয়াছেন। ১৮ ধারামতে মহাজন কোন টাকা পাইবে না বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে।

কাছিমপুর বোর্ড

৪। মোকদ্দমা নং ৩।১৯৩৮।

মহাজন—যশোহর ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক ও অপর ৪ জন।

খাতক—নিয়ামত মজুমদার।

সমস্ত পাওনাদারগণের মোট দাবী ২,৮০৮।৴০ ; বোর্ড ১৮ ধারামতে ১,৪১৯।৴০ নির্দ্ধারণ করিয়া ৭৫৬৲ টাকায় নিষ্পত্তি করেন। পাওনাদার ব্যাঙ্ক ডিক্রী মূলে ৫২৯।০ দাবী করেন। বোর্ড ১৮ ধারা মতে ঐ টাকা নির্দ্ধারণ করিয়া ২৭৫৲ টাকা ৬০ বৎসর কিস্তিবন্দীতে নিষ্পত্তি করেন।

৫। মোকদ্দমা নং ১৬।১৯৩৯।

মহাজন—মোক্তার বিশ্বাস ও অপর ৪ জন।

খাতক—করেম শেখ।

সমস্ত পাওনাদারগণের দাবী ১,৪১৩।৶০ ; বোর্ড ১৮ ধারামতে ৮২৮৶০ নির্দ্ধারণ করিয়া ৩৩৮৶০ নিষ্পত্তি করেন। পাওনাদার মোক্তার বিশ্বাস কিস্তিবন্দী খতমূলে ৫৫০ টাকা দাবী করেন। বোর্ড সাক্ষী প্রমাণ গ্রহণ করিয়া জানিতে পারেন যে, প্রকৃতপক্ষে খাতক বহুদিন পূর্ব্বে মাত্র ১০০৲ টাকা কর্জ গ্রহণ করিয়াছিল এবং এই পর্য্যন্ত খাতক ৬০৲ টাকা আদায় করিয়াছে। সুতরাং বোর্ড মূল আসল ১০০৲ টাকা সাব্যস্ত করে সুদ আসল ওয়াশীল বাদ ১৪০৲ টাকা দেনা ধার্য্য করেন। খাতকের দারিদ্র্যের কারণে দয়াপরবশ হইয়া মহাজন মাত্র ৪০৲ টাকা নগদ নিয়া উক্ত ঋণ মীমাংসা করেন।

নরেন্দ্রপুর বোর্ড

৬। মোকদ্দমা নং ১০৪।১৯৩৯, ২৬৭, ৪০৬।১৯৪০।

খত, ডিক্রি, রেহেন, হ্যাণ্ডনোটমূলে, ৫১ জন মহাজন মোট ২,২৯৯৲ দাবী করেন। বোর্ড ১৮ ধারা মতে ১,৩৪৩।৬ নির্দ্ধারণ করেন এবং ১০০০৲ টাকা ৫০ বৎসর কিস্তিতে নিষ্পত্তি করেন।

৭। মোকদ্দমা নং ১৪০।১৯৪১।

পাওনাদার হাণ্ড নোট মূলে ১২৬ দাবী করেন। বোর্ড সাক্ষী প্রমাণ নিয়া জানিতে পারেন যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে খাতক ৩৩ মণ ধান্য কর্জ করিয়াছিল; কোন টাকা দেওয়া হয় নাই। তৎকালীন ধান্যের মূল্য হিসাব করিয়া উক্ত দেনা মাত্র ১০৲ টাকা নির্দ্ধারণ করেন এবং ঐ টাকাতেই নিষ্পত্তি করা হয়।

এই প্রকার আরও অনেক প্রশংসনীয় নিষ্পত্তি আছে।

শিক্ষিত বেকারদিগের চাকুরীর সুযোগ

সরকারী নিয়োগ-পরামর্শদাতার নিকট নাম প্রেরণের প্রস্তাব

বাঙ্গলা সরকারের নিয়োগ-পরামর্শদাতার অন্যতম কর্ত্তব্য হইতেছে—শিক্ষিত বেকারগণ যাহাতে উপযুক্তরূপ কাজে নিযুক্ত হইতে পারে, সে সম্পর্কে সাহায্য করা। এই উদ্দেশ্যে উক্ত বিভাগ বেকার লোকদের নামের একটি তালিকা রাখার প্রস্তাব করিতেছে। যাঁহারা নিজের নাম এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাখিতে চান, তাঁহা-দিগকে তাঁহাদের যোগ্যতার বিশদ বিবরণ, বয়স, প্রার্থিত চাকুরীর ধরণ ও নিম্নতম মাহিয়ানার কথা উল্লেখ করিয়া—কলিকাতার ৮ নং হুইলার স্ট্রীটে, বাঙ্গলা সরকারের নিয়োগ-পরামর্শদাতার নিকট আবেদন করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। (প্রেস-নোট)

নূতন ধরণের "ম্যাটিল্ডা" ট্যাঙ্কসহ সজ্জিত অষ্ট্রেলিয়ান ট্যাঙ্ক-বাহিনীর একদল যোদ্ধা রণাঙ্গনে গমনের জন্য বৃটেনের কোনও স্থানে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

বৃটেনে মোতায়েন একদল অষ্ট্রেলিয়ান বৈমানিক একটী দিনে জার্ম্মাণী, নরওয়ে, হল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের শত্রু-অধিকৃত এলাকায় আক্রমণ পরিচালনা করিয়া আসিয়া নিজেদের মধ্যে আক্রমণের সাফল্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষ]

জন্য আর কাজ চালান যাইতেছে না। নারীদিগকে স্থানান্তরিত করা হইতেছে; কেন না প্রয়োজনের অতিরিক্ত নারীদিগের জন্য কর্তৃপক্ষ আর খাদ্য ব্যয় করিতে রাজী নহেন। বে-সামরিক জনগণকে যথাসাধ্য সামরিক কার্যে যোগদানের অনুরোধ জানাইয়া জেনারেল পার্সিভাল বলেন যে, অন্যথায় দুর্গরক্ষী সেনাদিগকে ঐ সকল কার্যে সময় ব্যয় করিতে হইবে।

ফিলিপাইনের সংগ্রাম

ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, সমরবিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে,—"ফিলিপাইন রণাঙ্গনে ম্যানিলা উপসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষিত প্রতিপক্ষীয় কামানশ্রেণী আমাদের বন্দর রক্ষা ব্যবস্থার উপর প্রায় তিন ঘণ্টাকাল প্রবল গোলাবর্ষণ করে। ড্রাম দুর্গের উপরই প্রধানতঃ গোলাবর্ষণ করা হইয়াছিল। মিলস্ দুর্গ এবং হিউজেস্ দুর্গের দিকেও গোলা নিক্ষিপ্ত হয়। বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই। আমাদের কামানশ্রেণীও প্রত্যুত্তর দেয়।"

মার্কিণ সৈন্যগণকে আত্মসমর্পণ করিতে অনুরোধ

ওয়াশিংটনে সমরবিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, জাপানীরা মার্কিণ ও ফিলিপিনো সেনাগণকে আত্মসমর্পণ করিতে বলিয়া ক্রমাগত বেতার প্রচার করিতেছে ও ইস্তাহার ছড়াইতেছে।

ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ নৌবহর অটুট

বাটাভিয়ার সংবাদে প্রকাশ, বিমান আক্রমণ দ্বারা ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ নৌবহর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হইয়াছে বলিয়া জাপানীগণ যে দাবী করিয়াছে, তৎসম্পর্কে ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজের ইস্তাহারের ক্রোড়পত্রে বলা হইয়াছে যে, নৌবহর সম্পূর্ণ অটুট এবং সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে বলিয়া ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ নৌবহরের কম্যাণ্ডার জানাইয়াছেন।

আম্বয়না দ্বীপের অধিকাংশ জাপ কবলিত

নেদারল্যাণ্ডস ইষ্ট ইণ্ডিজের হেড কোয়ার্টার্স হইতে প্রকাশিত এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে,—"আম্বয়নার যুদ্ধের আরও যে সকল সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, উহাতে জানা যায়, জাপানীগণ বিপুল সৈন্যাধিক্যে এই দ্বীপটি আক্রমণ করিয়াছিল। এখনও দ্বীপের এখানে সেখানে শত্রুর বিরুদ্ধে গরিলা বাহিনীর কার্যকলাপ চলিতেছে। তবে দ্বীপের অধিকাংশই বর্তমানে জাপানীদের হস্তগত হইয়াছে। দ্বীপরক্ষী সৈন্যদের একাংশ দ্বীপটি পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

জাপ বাহিনী কর্তৃক পণ্টিয়ানাক দখল

এক্ষণে নিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে যে, জাপ বাহিনী ডাচ বোর্ণিওর রাজধানী পণ্টিয়ানাক দখল করিয়াছে।

সুরাবায়ার উপর বিমান হানা

জাপ বিমানসমূহ সুরাবায়ার উপর পুনরায় আক্রমণ চালায়। বন্দর অঞ্চলে কয়েকটী বোমা পড়ে এবং নৌ-ঘাঁটির কারখানায় সামান্য ক্ষতি হয়। নৌঘাঁটির আর কোন ক্ষতি হয় নাই।

বাটাভিয়ার উপর আক্রমণ

বাটাভিয়ার সংবাদে প্রকাশ যে, ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজের হেড কোয়ার্টার্স হইতে প্রকাশিত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, বাটাভিয়া এবং তাহার আশেপাশে জাপ বিমান বহর আক্রমণ চালায়। বালিক পাপেনের দক্ষিণাঞ্চলে স্থানে স্থানে জাপানীদের কর্মতৎপরতা দেখা যায়। ছোট ছোট জাপ ট্যাঙ্কবাহী দল দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতেছে। সম্ভবতঃ তাহারা ব্যাণ্ডুং অথবা বেনিনে পৌঁছিতে চায়।

জেনারেল ম্যাক আর্থার কর্তৃক জাপ আক্রমণ প্রতিহত

ওয়াশিংটনে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জেনারেল ম্যাক আর্থার সমস্ত জাপ আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছেন।

সিঙ্গাপুর দ্বীপে জাপ সৈন্যের অবতরণ

৯ই ফেব্রুয়ারী সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জাপ সৈন্য ৮ই তারিখ রাত্রে সিঙ্গাপুর দ্বীপের পশ্চিম উপকূলে অবতরণ করিয়াছে। যুদ্ধ চলিতেছে।

সিঙ্গাপুর দুর্গ আক্রমণ?

টোকিও হইতে প্রচারিত ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখের জাপ ইম্পিরিয়েল হেডকোয়ার্টারের এক ইস্তাহারে জানান হইয়াছে যে, জাপ সেনারা জোহর প্রণালী পার হইতে সমর্থ হইয়াছে এবং সিঙ্গাপুর দুর্গ আক্রমণ সুরু করিয়াছে। সিঙ্গাপুরের এক ইস্তাহারে জানা যায় যে, রবিবার রাত্রি ১১টা হইতে ১টার মধ্যে জাপানীরা সিঙ্গাপুর দ্বীপে অবতরণ করিয়াছে। অগ্রবর্তী বৃটিশ-বাহিনীকে স্থানে স্থানে পেছনে ঠেলিয়া আনা হইয়াছে। আত্মগোপন করিয়া পূর্ব দিকেও কিছু জাপসেনা ঢুকিয়া গিয়াছে। অবতরণকারী শত্রুদের উচ্ছেদসাধনে পাল্টা আক্রমণের ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে; তবে ফলাফল জানিতে পারা যায় নাই।

নৌঘাঁটি অপসারিত: ডক জলমগ্নীকৃত

জোহর প্রণালীর উপর ৮ই তারিখ শেষ রাত্র পর্যন্ত কামান তৎপরতা চলিয়াছে। সারাদিনব্যাপী উভয়পক্ষেই গোলাবর্ষণ অবিরাম ধারায় চলিয়াছে। রক্ষা-ব্যবস্থার উত্তর প্রান্তে বহুসংখ্যক গোলা পতিত হয়। দ্বীপটির উত্তর উপকূলের নৌঘাঁটি আংশিকভাবে অপসারণ করা হইয়াছে এবং শুষ্ক ডক জলমগ্ন করিয়া প্লাবিত করা হইয়াছে।

কি পরিমাণ জাপসেনা সিঙ্গাপুরে অবতরণ করিয়াছে, লণ্ডনের কর্তৃপক্ষীয় মহলে সে সম্বন্ধে কোন খবর পৌঁছায় নাই। জাপানীরা যে স্থানে অবতরণ করিয়াছে, ঐ স্থানটি অসমতল জলাভূমি ছাড়া আর কিছু নয়। ঐ অঞ্চলে কেবলমাত্র রবার ও আনারসের চাষ আছে। জোহর প্রণালীর যে স্থান দিয়া জাপানীরা সিঙ্গাপুরে অবতরণ করিয়াছে, ঐখানে জোহর প্রণালী ১ মাইল হইতে পৌনে এক মাইল পর্যন্ত প্রশস্ত। যে স্থানে জাপানীরা অবতরণ করিয়াছে ঐ স্থানে অষ্ট্রেলিয়ান, নিউ সাউথ ওয়েলস্ ও কুইন্সল্যাণ্ডবাহিনী মোতায়েন আছে। জাপানীরা সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে অবতরণ করিয়া আসিয়াছিল। এরূপ অনুমান করা হইতেছে যে, অন্ধকারের আচ্ছাদন ব্যতীত জাপানীরা কোন সেনা সমাবেশ করিতে পারিবে না। জাপানীরা দশ মাইল পরিমিত স্থানের স্থানে স্থানে অবতরণ করিয়াছে।

[১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় দেশবাসীর সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা

জলপাইগুড়িতে মাননীয় মিঃ উপেন্দ্রনাথ বর্মণের বক্তৃতা

বাংলার বন ও আবকারী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ উপেন্দ্র নাথ বর্মণ কিছুদিন পূর্ব্বে জলপাইগুড়ি পরিদর্শনে গমন করিলে পর স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তাঁহাকে যে অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল, তাহার প্রত্যুত্তর দান প্রসঙ্গে তিনি নিম্নোক্ত বক্তৃতা করেন :—

আমি আজ আপনাদের কাছে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমি আমার এই দেশকে ভালবাসি, আমি আমার এই দেশের সেবা করতে চাই। আপনাদের সমস্ত অভাব-অভিযোগ জানিয়ে তার প্রতিকারের দাবী আমাদের কাছে করবেন, এই আশাতেই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে করি। সেই সঙ্গে এই প্রতিশ্রুতিও দিতে পারি যে, আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যদি কিছু করা সম্ভব হয়, তাহা আমি করিব। দেশের ও দশের সেবাই আমার জীবনের মূল লক্ষ্য হোক।

আমরা আজ এক দুর্দ্দিনের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। আড়াই বৎসর হইয়া গিয়াছে ইউরোপখণ্ডে মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব্ব মৃত্যু ও অশান্তিকে সারা দেশের উপর ব্যাপক-ভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে। সেই মহামারী আজ ভারতের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। আজ আমাদের একথা স্বীকার না ক'রে উপায় নাই যে, যদি এই ভীষণ সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধ সত্যই বাঙলার মাটিতে আসিয়া প্রবেশ করে, যদি একদিনের জন্যও শত্রুপক্ষ আমাদের তুলনায় অধিক শক্তিশালী হয়, তাহা হইলে আমাদের, বিশেষ করিয়া দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দুর্দ্দশার অন্ত থাকিবে না। আমাদের আত্মীয়বর্গ, আমাদের ধনসম্পদ, আমাদের জীবন ও কর্ম্মশক্তি এবং সর্ব্বোপরি আমাদের প্রিয় দেশ এক মহাশ্মশানে পরিণত হবে। আজ ২॥০ বৎসরকাল ধরে ক্রমাগতই দেখছি যে, শিক্ষা জ্ঞান ও কর্ম্মশক্তির প্রাচুর্য্যে যে সকল দেশ পৃথিবীতে বিশেষ পরিচিত ছিল, সেই জার্মাণী, ইটালী ও জাপান তাদের সমস্ত মনুষ্যত্ব এক-যোগে বিসর্জ্জন দিয়ে হিংস্র পশুবৃত্তিই অবলম্বন করেছে। আর সেই হিংস্রবৃত্তি আজ আমাদের দরজায় হানা দিয়েছে। এ সময় আমাদের অগ্রপশ্চাৎ চিন্তার সময় নাই, আজ আমাদের নিজেদের তুচ্ছ মান-অভিমানের কোনও অবকাশ নাই, আজ আমাদের এক হয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন, কিরূপে আমরা এই বিপদকে দূরে সরিয়ে দিতে পারি।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব? আপনারা সকলেই হয়ত ভাবছেন একটা কেমন করে সম্ভব হয়? সত্য বটে ভারতে ৪০ কোটি লোকের বাস এবং সারা পৃথিবীর লোকসংখ্যা ২০০ কোটির বেশী নয়। কিন্তু আমরা দরিদ্র আর নিরস্ত্র হলেও একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, আমাদের প্রাণ আমাদের ধর্ম্ম আমাদের জাতীয় [illegible] আমাদের কাছে কম প্রিয় নয়। আজ ইউরোপের ক্ষুদ্র বিজিত দেশগুলির দিকে চেয়ে দেখুন, চীন দেশের বিভিন্ন অংশের দিকে চেয়ে দেখুন, সেখানে জাতীয় তার অধিকার নিয়ে থেকে প্রত্যেক [illegible] কিভাবে [illegible] হয়েছে। [illegible] যে কত প্রাণনাশ হবে এবং কি [illegible] যে [illegible] করবে, তাহা কেহই জানে না। শত শত লোকের একাধারে প্রাণনাশ [illegible] [illegible] শিল্পী [illegible] [illegible] [illegible] প্রাণনাশ হয়ে যাবে। জাপান সত্য হতে পারে, এশিয়া মহাপ্রদেশের অধিবাসী হতে পারে, আমাদের প্রতিবেশীও সে দাবী করতে পারে, কিন্তু একটা ঠিক যে, ভারতের অপেক্ষা চীনের সঙ্গেই তার অধিক নৈকট্য। ইতিহাসই বলে যে, আধুনিক জাপানীরা চীনা বংশীয়। কিন্তু আপনারা সকলেই জানেন গত পাঁচ বৎসর ধরে জাপানীরা চীনের উপর কি অমানুষিক অত্যাচারই না করেছে। তাই সবদিক বিবেচনা করে এছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না যে, পূর্ণ সহযোগিতা আজ প্রয়োজন, —আমাদের শাসক সম্প্রদায়ের সুবিধার জন্য নয়, আমাদের নিজেদের বাঁচবার জন্য, আমাদের ভবিষ্যতের জন্য, সমগ্র ভারত তথা বাঙলা দেশকে আজ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য।

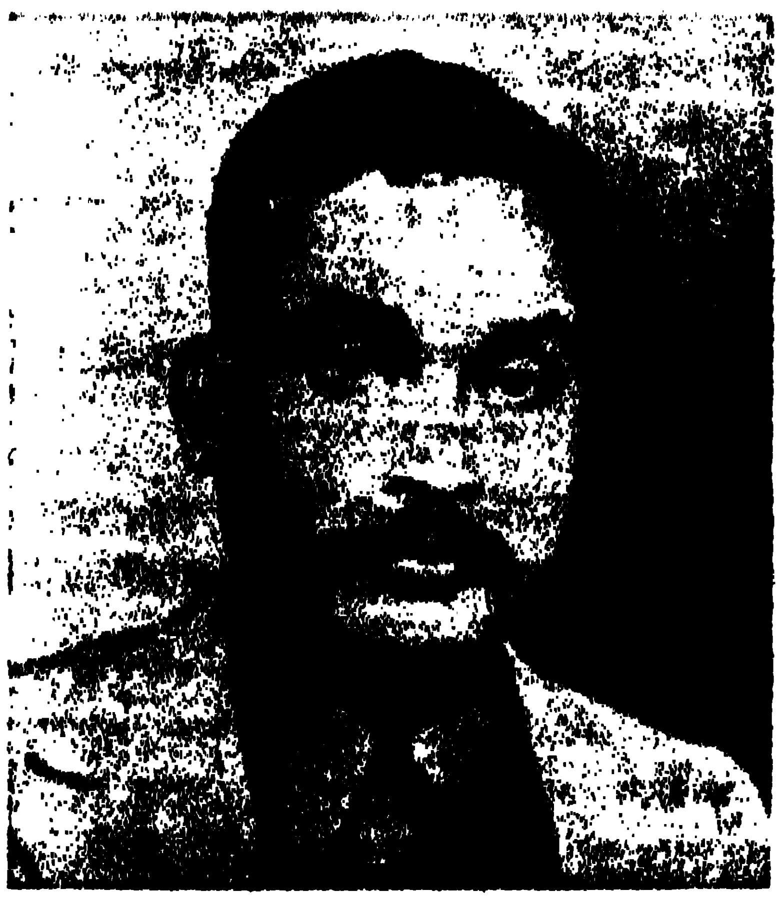

(মাননীয় মিঃ উপেন্দ্র নাথ বর্মণ)

মনে আমাদের যত দুঃখই থাক না কেন, কাজে আমাদের এক হতে হবে। আজ ইংরেজ ও ভারতবাসীকে এক ও অবিচ্ছেদ্য হয়ে বহিঃশত্রুর সম্মুখীন হতে হবে। আমাদের মধ্যেকার দাবী আজ এর কাছে তুচ্ছ, কারণ এই আসন্ন বিপদ আজ আমাদের উভয়েরই বিপদ। ইংরেজের ক্ষতি আজ আমাদের মৃত্যু। গরীবের ঘরে আজ যা কিছু অর্থ আছে, ধনী ভারতের ভাণ্ডারে আজ যা কিছু সম্পদ আছে, ভারতীয়দের দেহে আজ যা কিছু বল আছে, তা আজ নিঃশেষে দান করতে হবে— তার বিনিময়ে বিপদ থেকে মুক্ত হতে হবে। জীবন ও মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ আমাদের কঠোর অগ্নি-পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হতে হবে।

কি করে এই সহযোগিতা সম্ভব হয়, এ প্রশ্ন পূর্ব্বেই উত্থাপিত হ'য়েছে এবং তার উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। এর মোটামুটি উত্তর এই যে, ইচ্ছাশক্তির কর্ম্মশক্তির প্রথম ও প্রধান উৎস। যুদ্ধ প্রচেষ্টার কতকগুলি বিভাগ আছে। প্রথমতঃ—আত্মরক্ষা বা Civil Defence। যে তাণ্ডব আজ পৃথিবী জুড়ে চ'লেছে, তাহা কখন বাঙলার বুকে রক্তের নগ্ন নাচন সুরু ক'রবে এবং তাহাতে বাঙলার নগর, প্রান্তর যে কিছুই বাদ যাবে না, তাহা বর্ত্তমান ইউরোপ, চীন, শ্যামদেশ ও ব্রহ্মদেশ প্রভৃতির দিকে দেখলেই উপলব্ধি হবে। যদি অকস্মাৎ একদিন এই জলপাইগুড়ি [illegible] [illegible] হয় অথবা এর উপরে কোন বাহিত হয়ে আকস্মিক শান্তি বিপর্য্যয় হয়, সে কোন দুর্দ্দিনে এই বিপর্য্যস্ত সহরের শান্তি রক্ষা, মা বোনদের রক্ষা, আহতদের শুশ্রূষা, দুর্ভিক্ষের অন্নের ব্যবস্থা, সর্ব্বোপরি গুণ্ডা প্রভৃতির লোকদের হাত হতে ধন-প্রাণ রক্ষার সমস্যা অতি বৃহৎ হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের civic guard দল গঠন তাহার একমাত্র প্রতিকার। সুতরাং দলে দলে সমর্থ যুবকদের civic guards দলে ভর্ত্তি হয়ে অবিলম্বে শিক্ষিত ও প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক।

দ্বিতীয় বিভাগ—সাক্ষাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে। বীরপ্রসবিনী বাঙলার প্রাণশক্তি যে আজও নিঃশেষ হয় নাই, তাহার প্রমাণ রণক্ষেত্রে পাওয়া গেছে। আর ক্ষাত্রশক্তির চর্চ্চা ও উৎকর্ষ লাভ না করে যদি আমরা স্বরাজ চাই, তবে তাহাও অরণ্যে রোদন মাত্র। আমাদের নিজ দেশরক্ষার সামর্থ্য নাই, তার পক্ষে স্বরাজ চাওয়া বাতুলতা ছাড়া কি? ইংরেজ আমাদিগকে বহিঃশত্রুর হাত হতে রক্ষার জন্য পাহারা দিবে, আর আমরা স্বরাজ ভোগ করব, একটা নিছক কল্পনা মাত্র। অতীতে কথাই বলুক না কেন, সে জন্য আপশোষ করে লাভ নাই; কিন্তু আজ যে সুযোগ দিয়েছে সে সুযোগ আমাদের গ্রহণ করিতেই হবে—আত্ম বিপদমুক্ত হওয়ার জন্য এবং ভবিষ্যতে স্বরাজের দাবীকে জয়যুক্ত করার জন্য। উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণের পর যে আমাদের যুবকেরা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে, গত মহাযুদ্ধে তাহা সপ্রমাণিত হয়েছে।

তৃতীয় বিভাগ—আর্থিক সাহায্য। এই যুদ্ধ চালাতে এবং জয়লাভের দৈনিক কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন। আমাদের মধ্যে যাহারা বিত্তশালী আছেন, তাঁহাদের কর্ত্তব্য ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করে বর্ত্তমানে যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য করা। আজ যদি ইংরেজ রাজত্বের অবসান হয়, তাহলে ধনিকশ্রেণীর ধন স্বপ্নের মত বিলয় প্রাপ্ত হবে। কিন্তু যদি তাহারা তাহাদের অর্থ যুদ্ধতহবিলে অন্ততঃ ঋণ হিসাবেও প্রদান করেন, ভারতবর্ষকে রক্ষার সাহায্য করেন, তবে তাহাদের অর্থ অক্ষুণ্ণ থেকে যাবে। নিজেদের স্বার্থের দিক দিয়ে বিবেচনা করে তাহাদের অকাতরে অর্থ-সাহায্য করা উচিত।

আর সর্ব্বোপরি আবশ্যক আভ্যন্তরিক একতা। বাঙলার প্রধান দুইটি সমাজ হিন্দু ও মুসলমান। অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলতে হয়, পরস্পর বিবাদ করে বাঙলা মায়ের এই দুই সন্তান শত্রু কয়েক বৎসরে এমনই বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়েছিল যে, শেষ পর্য্যন্ত বাঙলার ২য় নগরী ঢাকা সহরে ও আশেপাশে মহকুমায় ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের তাণ্ডব প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে। প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এই আত্মঘাতী দ্বন্দ্বকে নিরাকরণ করতে বদ্ধপরিকর। তার পর জাপান ভারতের দ্বারদেশে উপস্থিত হয়ে এই মিলনের প্রয়োজনকে আরও জয়যুক্ত করেছে।

[১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে সুযোগমত জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেন্টস্,
বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (ইংলণ্ডে সম্মিলিত)।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৮ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

রুশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র

লেনিনগ্রাড এলাকায় তীব্র যুদ্ধ

লেনিনগ্রাড বেতারের ঘোষণায় প্রকাশ, লেনিনগ্রাড রণাঙ্গনের কয়েকটি এলাকায় তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে। তথায় শত্রুপক্ষের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। একটি সোভিয়েট ইউনিট ৫ শত জার্ম্মাণ সৈন্য নিহত করে এবং শত্রু অধিকৃত একটি রেলওয়ে ষ্টেশন ধ্বংস করে। তথায় ২৬টি গাড়ী বোঝাই সরঞ্জাম ধ্বংস করা হয়। মধ্য রণাঙ্গনে আমেরিকান বিমানসমূহ খুব কৃতিত্ব দেখাইতেছে। আমেরিকান বিমানসমূহ দিনের বেলা ৭ খানা জার্ম্মাণ বিমান ভূপাতিত করে।

খারকোভ এলাকায় লালফৌজের অগ্রগতি অব্যাহত

বেতারযোগে মস্কোতে জানান হইয়াছে যে, "কুর্স্ক-খারকোভের দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে লালফৌজের অগ্রগতি অব্যাহত আছে। লালফৌজের একটি ইউনিট জার্ম্মাণ সৈন্য সন্নিবেশের মধ্যে একটি দুর্ব্বল স্থান আবিষ্কার করে এবং তথায় আক্রমণ করিয়া ব্যূহভেদ করিতে সক্ষম হয়। ঐ সেক্টরে সমস্ত শত্রুসৈন্য ধ্বংস হয়। এই রণাঙ্গনে সোভিয়েট বিমান বহর শত্রুর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া তাহাদের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে এবং শত্রুসৈন্য ছত্রভঙ্গ ও অস্ত্রশস্ত্র ধ্বংস হয়।

সোভিয়েট মধ্যরাত্রির এস্তেহারে প্রকাশ, ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রুশীয় সেনাবাহিনী আরও অগ্রসর হয়। ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর বিমান যুদ্ধে ২২ খানি শত্রুবিমান ভূপাতিত হয় এবং ভূপৃষ্ঠে ১৬ খানা ধ্বংস হয়। এই দিন মোট ৩৮ খানি শত্রু বিমান বিধ্বস্ত হয়। ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে মস্কোর প্রবেশপথে ৯ খানি শত্রুপ্লেন ভূপাতিত হয়।

জার্ম্মাণদের নূতন সৈন্য সংগ্রহ

ইউরোপের কোন স্থান হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, বিভিন্ন কারখানা হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া এবং প্রবাসী জার্ম্মাণদিগকে তলব করিয়া জার্ম্মাণী রাশিয়ার বিরুদ্ধে আরও ভূমিকম্প সৈন্য প্রেরণ করিতে পারিবে বলিয়া আশা করিতেছে। তবে বসন্তকালীন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে জার্ম্মাণীকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইতেছে। কারণ, রাশিয়ানদের অগ্রগতি প্রতিহত করার জন্য জার্ম্মাণীকে অতিরিক্ত রিজার্ভ বাহিনী প্রেরণ করিতে হইতেছে। এরূপ গুজব রটিয়াছে যে, বসন্তকালীন আক্রমণের জন্য লেফটেনান্ট ও সাইবেরিয়ার অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন সৈন্যকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। তবে ইহার অধিকাংশকেই ইতিমধ্যে রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে হইয়াছে। এরূপ জানা গিয়াছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে জার্ম্মাণবাহিনী যাহা সৈন্য দলকে বসন্তকালীন আক্রমণের পূর্ব্বে বিশ্রাম দিবার জন্য রণাঙ্গন হইতে সরাইয়া আনিয়াছে।

রুশ সৈন্য কর্ত্তৃক জার্ম্মাণ ব্যূহ ভেদ

রণক্ষেত্র হইতে প্রেরিত এক সোভিয়েট সংবাদে দাবী করা হইয়াছে যে, লেনিনগ্রাডের উত্তর-পূর্ব্বে কালিনিন রণাঙ্গনে রুশ সৈন্যেরা জার্ম্মাণ ব্যূহ ভেদ করিয়াছে এবং দুইটি শিবির-পুর, বহু মেশিনগান ঘাঁটি ধ্বংস এবং অন্যান্য জিনিষ হস্তগত করিয়াছে।

৩৫ হইতে ৪০ সহস্র জার্ম্মাণ হতাহত

সেবাস্তপোল দুর্গ রক্ষার ভারপ্রাপ্ত জেনারেল পেট্রভ বলেন যে, সেবাস্তপোলের উপর আক্রমণ চালাইবার সময় ৩৫ হইতে ৪০ সহস্র জার্ম্মাণ হতাহত হইয়াছে।

বিমান-আক্রমণ সঙ্কেত-ধ্বনি

নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত

কলিকাতায় এবং ২৪-পরগণা, হাওড়া, হুগলী, আসানসোলের কলকারখানাবহুল অঞ্চলে এবং বর্দ্ধমান, রাণীগঞ্জ, অণ্ডাল, দার্জিলিং, ময়মনসিংহ, খুলনা, খড়্গপুর (মেদিনীপুর), চাঁদপুর (ত্রিপুরা), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম শহরে ও বন্দরে শত্রু-বিমান-আক্রমণের আশঙ্কায় সতর্কীকরণের জন্য এবং শত্রু-বিমান চলিয়া গেলে বিপন্মুক্ত-জ্ঞাপক ধ্বনি কিভাবে করা হইবে, তৎসম্পর্কে গত ১৩ই ডিসেম্বরে প্রচারিত সরকারী বিজ্ঞপ্তি বাতিল করিয়া দিয়া বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট ৬ই জানুয়ারী নিম্নোক্তরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন :—

বিমান-আক্রমণ সতর্কতা-ধ্বনি

সাইরেন, হুটার প্রভৃতি বাজাইয়া ব্যাপকভাবে সতর্কতা-জ্ঞাপক ধ্বনি করার নিয়ম :—

৪ মিনিট কাল সাইরেণ ধ্বনি—একবার তীব্র স্বরে, একবার মৃদু স্বরে, ৩ হইতে ৮ সেকেণ্ড অন্তর স্বর উঁচু করিয়া ও নামাইয়া সাইরেণ বাজিবে। অথবা পুনঃ পুনঃ সাইরেণ বা হুটার বাজাইতে হইবে; প্রতিবারে ৫ সেকেণ্ড সাইরেণ বাজিবে ও তৎপর ৩ সেকেণ্ড উহা নীরব থাকিবে।

বিমান-আক্রমণের অবসান অথবা শত্রু-বিমানের বিদায় সংবাদজ্ঞাপক ধ্বনি :—

না থামাইয়া একই স্বরে ৪ মিনিট কাল সাইরেণ বাজাইতে হইবে।

মহল্লার আভ্যন্তরীণ জনগণকে নির্দ্দিষ্ট প্রকারের বিপদ সম্বন্ধে সতর্কতা

মহল্লার ভিতরে ওয়ার্ডেন, শাস্ত্রী প্রভৃতি কর্ত্তৃক হুইসেল প্রভৃতি বাজাইয়া স্থানীয় বিপদজ্ঞাপক ধ্বনি করার নিয়ম :—

বিমান-আক্রমণ-সতর্কতা জ্ঞাপন করিতে হইলে কয়েকবার থামাইয়া থামাইয়া হুইসেল বাজান হইবে; হুইসেলের শব্দ প্রত্যেকে শুনিতে পায় কি না, সন্দেহ থাকায়, মাথার উপরে দুই হাত তুলিয়া হাত দুলাইয়া ইসারা করা হইবে।

আগুনে বোমা সম্পর্কে সতর্কতা জ্ঞাপন করিতে হইলে বহুক্ষণ অন্তর অন্তর কয়েকবার হুইসেলের ধ্বনি করা হইবে।

বিমান-আক্রমণের অবসান বা শত্রু-বিমানের বিদায় জ্ঞাপক ধ্বনি করিতে হইলে,—

৫ সেকেণ্ড অন্তর দুইবার দীর্ঘকাল হুইসেল বাজান হইবে।

গ্যাস প্রয়োগ সম্পর্কে সতর্কতা জ্ঞাপন করিতে হইলে,—

প্রায় ১ মিনিট কাল বারবার ঘণ্টা বাজান হইবে। চোঙার খানি বাদ্যে বারবার জোরে আওয়াজ দ্বারা শব্দ করিয়া লোকদিগকে সতর্ক করা হইবে।

সম্পূর্ণ বিপন্মুক্তির কথা জানাইতে,—

ঘণ্টা বাজান হইবে।

এই সম্পর্কে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, বিপন্মুক্তি জ্ঞাপক-ধ্বনির অর্থ গ্যাস প্রয়োগ সম্পর্কে সতর্কতাজ্ঞাপক ধ্বনি প্রত্যাহার (এবং যে সকল স্থানে ঐরূপ ধ্বনি করা হয় নাই, তথায়) শত্রু-বিমানের বিদায় সংবাদ পুনরায় জ্ঞাপন।

ভারত গভর্ণমেণ্টের একজন মিঃ খলিলুর রহ আই-সি-এস বাঙ্গলা সরকারের অস্থায়ী বিভাগে অতিরিক্ত ডেপুটি সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বিভিন্ন দেশে পাটের ব্যবহার

নানাপ্রকার তন্তু জাতীয় উদ্ভিদের চাষের ব্যবস্থা

ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল জুট কমিটি উহাদের মাসিক বুলেটিনে জানাইয়াছেন যে, ১৯৪১ সালের ১লা জুলাই হইতে ৬ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পাট আমদানীর যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বিভিন্ন চটকলে ও কলিকাতার বাজারে মোট ৩৩,৭৪,০০০ গাঁট পাট আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে এই সময়ে মোট ৩৭,১১,০০০ গাঁট পাট আমদানী হইয়াছিল। ১৯৪১ সালের ১লা জুলাই হইতে ৬ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কলিকাতা ও চট্টগ্রাম হইতে মোট ৭,৯৪,০০০ গাঁট পাট বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ঐ সময়ে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৪,১৩,০০০ গাঁট।

আর্জ্জেণ্টাইন সরকারের ব্যবস্থা

একটি বিশেষ ঘোষণা দ্বারা আর্জ্জেণ্টাইন সরকার জানাইয়াছেন যে, দেশে যে সকল পাটের বস্তা ও ক্যানভাস মজুত রহিয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে যাহা আমদানী হইবে এবং অক্টোবর মাসে যে সকল মাল আর্জ্জেণ্টাইনে প্রেরিত হইবে, সরকার বর্ত্তমান বৎসরের শস্যের জন্য একচেটিয়াভাবে তাহা বিলি করিবেন। কৃষিদপ্তরের অধীনে গঠিত বিভিন্ন কমিটি এই বিলিব্যবস্থার তদারক করিবেন। পুরাতন দর বহাল থাকিলেও এই ব্যবস্থার ব্যয় বাবদে প্রতি থলিয়ার জন্য দেড় সেণ্টাভো (আর্জ্জেণ্টাইনের মুদ্রা) অতিরিক্ত দিতে হইবে। আর্জ্জেণ্টাইনে উৎপন্ন শস্য কতক পরিমাণে বিনষ্ট হওয়ায় গত অক্টোবর মাসের মজুত থলিয়াই বর্ত্তমান বৎসরের প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে।

ব্রেজিলের আমদানী

১৯৪১ সালের প্রথম ৮ মাসে ব্রেজিলে মোট ৭,৬২০ টন পাট আমদানী হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ঐ সময় ব্রেজিলে ২১,২০২ টন পাট আমদানী হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বেই জানান হইয়াছে যে, ব্রেজিলিয়ান কঙ্গোতে "কঙ্গো-জুট" নামে এক শ্রেণীর উদ্ভিদের চাষ শুরু হইয়াছে। ক্রমান্বয়ে এই জাতীয় উদ্ভিদের চাষ বৃদ্ধি পাইতেছে। এই তন্তু ভারতীয় পাট হইতে সস্তা এবং উন্নততর শ্রেণীর বলিয়া দাবী করা হইতেছে। এই তন্তু দ্বারা কৃত্রিম রেশম এবং এমন কি কাপড় পর্য্যন্ত তৈরী হইতেছে।

জাপানের শন-ব্যবহার কমাইবার চেষ্টা

কলাগাছের খোসা হইতে এক প্রকার তন্তু নিষ্কাশন করিয়া জাপান শনের ব্যবহার কমাইবার চেষ্টা করিতেছে। শোনা যাইতেছে যে, এই পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে এবং এই তন্তু উৎপাদনের জন্য শীঘ্রই বিরাট একটি কারখানা স্থাপিত হইতেছে।

ইকুয়েডরে "ক্যাবুয়া" তন্তু

ইকুয়েডরে ব্যাপকভাবে ক্যাবুয়া নামক একপ্রকার উদ্ভিদের চাষ হইতেছে। এই উদ্ভিদের তন্তু হইতে দড়ি, দেলত, পাপোষ ও আরও অনেক জিনিষ তৈরী হইতেছে।

গত ২৬শে জানুয়ারী তারিখে দুই মেডেলের বিভাগের সহিত সদর মহকুমার প্রোপাগাণ্ডা অফিসার মৌলবী আব্দুল গনি সাহেব ধীরপুর নামক গ্রামে ব্যাপক আন্দোলনে ও ভাষণে পল্লী-উন্নয়ন, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, বনিয়াদী শিক্ষা, উন্নত ধরণের চাষ প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামের অধিবাসীদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। প্রায় পাঁচ শত লোক সভায় উপস্থিত হইয়াছিল।

জলপাইগুড়িতে মাননীয় মিঃ উপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণের সফর

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

আজ একটা খুবই আনন্দের বিষয় যে, এই দিনকে পূর্ব্বভাব বাঙলার দেখা দিয়েছে। বিগত দিনগুলোর মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়েছিল, আপনারা জানেন বাঙলাদেশ আজ সেই বিভেদকে ভুলে গিয়ে এক হয়ে দাঁড়িয়েছে। মন্ত্রীমণ্ডলীর তরফ থেকে সামনে আজ একটুকুই বোঝা যাচ্ছে যে, হিন্দু মুসলমান ও অপরাপর সকল সম্প্রদায় আজ মনে প্রাণে একত্র হয়ে দেশের কর্তব্যভার গ্রহণ করেছে। রাষ্ট্রগত ব্যাপারে আমরা সবাই বাঙালী, বাঙলাদেশবাসী। বাঙলার উন্নতিতে আমাদের সকলেরই উন্নতি, বাঙলার দারিদ্র্য আমাদের সকলেরই ঘরে হাহাকার জাগিয়ে তোলে, বাঙলার সমৃদ্ধি আমাদের সকলেরই মুখে হাসি ফুটাবে। যারা আজ পিছিয়ে আছে, তাদের দিকে আমরা আজ বেশী করে নজর দেব। যারা অনগ্রসর তাদেরই সহায় হয়ে থাকবো। বাঙলা দেশের সকল শ্রেণী যাতে সমান তালে পা ফেলে চলতে পারে, একের সহিত অপরের বৈষম্য যাতে দূরীভূত হয়, সেই সমস্ত দিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের নূতন পথের যাত্রা। আপনাদের কাছে আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—আপনারা আমাদের সেই পথের সহযাত্রীরূপে, পরিচালকরূপে, বন্ধুরূপে সহায়তা করুন, যাতে আমরা সম্মিলিত শক্তি দিয়ে উন্নতির পথে দ্রুতপদে এগিয়ে যেতে পারি।

আপনারা আমার অন্তরকে প্রকাশ করবার যে সুযোগ দিয়েছেন, সেই সুযোগে আরও একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই। আধুনিক যুগে দেশের মুক্তি যেমন একদিকে, তেমনি জাতির মুক্তিও তার অর্থনৈতিক একদিকে। জাতির শ্রী জাতির সম্পদের উপরই নির্ভর করে। ভারতের সম্পদ তথা বাঙলার সম্পদ প্রচুর। কিন্তু এই প্রাচুর্য্যের বিলাসিতা যেন আমাদের পঙ্গু করে না রাখে। ক্ষেত্র, খনি, অরণ্য ও প্রাকৃতিক শক্তি—এদের সম্বন্ধে কৃষি, শিল্প ও নানাবিধ বাণিজ্য, দেশের সম্পদ হচ্ছে এই। বাঙলাদেশে জমির অভাব নেই, জমিতে উর্ব্বরতারও অভাব নেই, আমাদের বাহুতে শক্তিরও অভাব নেই, শুধু অভাব আছে কেবল আমাদের ইচ্ছা ও চেষ্টার। আপন আপন প্রয়োজনীয় ভোগ্যবস্তু যদি আমরা আমাদের ক্ষেত থেকে তুলতে পারি, যদি গ্রামের শিল্পীরাই গ্রামের প্রাথমিক প্রয়োজন মিটিয়ে ফেলতে পারে, তাহলে পরের কাছে হাত পাতার দীনতা আমাদের থাকবে না।

আমার বিশ্বাস, আপনারা একটু চেষ্টা করলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে স্বল্পদিনে ফিরিয়ে আনতে পারেন। দৈনন্দিন জীবনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তা যেন নিজেরাই প্রথম থেকে তৈরী হয় এই দিকে সকলেরই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। দোকান থেকে কোন কিছু কেনার আগে ভেবে নিন, সেটা কোথাকার তৈরী। যদি নিজের দেশের তৈরী সেটা না হয়, তবে তা কিনবেন না, জীবন-ধারণের জন্য সেটা যদি একান্তই অপরিহার্য্য হয়, তবে ভেবে দেখুন সেটা আপনি কত সহজে তৈরী করতে পারেন, যদি একা না পারেন অপরের সাহায্যে, সমবায়ের সাহায্যে। যদি তাও না সম্ভব হয়, বাঙলা সরকারের শিল্পবিভাগের সাহায্যে প্রস্তুত করুন। আমাদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত আমরা স্বাবলম্বী হব, আমরা আমাদের দেশকে স্বয়ংপূর্ণ করে তুলবো। আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তি যে এরই উপর নির্ভর করে।

এই স্থানে সমবেত আপনাদেরই, আমরা আপনাদেরই প্রতিনিধি, আপনাদের প্রতিনিধিরূপে থেকে মন্ত্রিসভায় দেশের সেবা করতে চাই, আপনাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে আপনাদের সুনির্দিষ্ট নির্দ্দেশ নিয়ে পরিচালিত হওয়াই আমরা সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।

শিলিগুড়িতে মাননীয় মন্ত্রীর সফর

গত ১লা ফেব্রুয়ারী শিলিগুড়ি শহরে বাঙলার অন্যতম মন্ত্রী মাননীয় মিঃ উপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ মহোদয়ের শুভাগমন হইয়াছিল। মন্ত্রী মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে কয়েকদিন পূর্ব্বে শিলিগুড়ি শহর ও তন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে লইয়া একটী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছিল।

মধ্যাহ্নে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জলপাইগুড়ি হইতে শিলিগুড়িতে আগমন করিয়া মিঃ লক্ষ্মীনারায়ণ মজুমদার, এম-এ, বি-এল, (লোকাল বোর্ডের ভাইস্-চেয়ারম্যান) মহাশয়ের গৃহে বিশ্রাম করেন। তথা হইতে হাই স্কুলের ছাত্রবৃন্দ ও বীণা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ মন্ত্রী মহোদয়কে মাল্যভূষিত করিয়া অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ ও অন্যান্য বহু লোক শোভাযাত্রা সহকারে সুসজ্জিত শোভাযাত্রায় মিলিত হইয়া মন্ত্রী মহোদয়কে সুসজ্জিত সভামণ্ডপে লইয়া যান। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শিলিগুড়ি বালিকা বিদ্যালয়ের তিনটী ছাত্রী একটী সুললিত আবাহন সঙ্গীত দ্বারা মন্ত্রী মহোদয়কে সম্বর্দ্ধিত করে। কবিরাজ রবীন্দ্র নাথ গুপ্ত স্বাগত-অভিনন্দন পাঠ করেন এবং রেশমীবস্ত্র খণ্ডে মুদ্রিত অভিনন্দনপত্র মন্ত্রী মহোদয়ের হস্তে অর্পণ করেন। অতঃপর কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি মন্ত্রী মহোদয়কে সাদর সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনপূর্ব্বক এতদঞ্চলের অধিবাসিগণের অভাব-অভিযোগ কিছু কিছু বিবৃত করেন। সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের পর তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে মন্ত্রী মহোদয় বক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান হয়েন। সভায় শহর ও পল্লী-অঞ্চল হইতে ধনী, দরিদ্র ও জাতিবর্ণ সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। মন্ত্রী মহোদয় তাঁহার বক্তৃতার প্রথমে স্বাগত অভিনন্দনের জন্য সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলেন যে, শিলিগুড়িবাসিগণের "ভাই" ও "বন্ধু" সম্বোধন তাঁহার পক্ষে চিরগৌরবের বস্তু, তাঁহাদেরই প্রতিনিধিরূপে ও সেবার নিমিত্ত তিনি আইন-সভায় ও মন্ত্রিমণ্ডলীতে স্থান গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার নিকট এতদঞ্চলবাসিগণের যে কোনও প্রকার অভাব-অভিযোগ উত্থাপিত হইলে তিনি যথাশক্তি প্রতীকারের নিমিত্ত সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিবেন। কৃষিজীবিগণের দুর্গতি সম্পর্কে তিনি বলেন যে, গভর্ণমেণ্ট এ বিষয় অবহিত আছেন এবং কৃষকগণকে যথাসম্ভব সাহায্য করিতে সর্ব্বদা উৎসুক, কিন্তু কৃষক সম্প্রদায় স্বয়ং সংগঠিত ও সঙ্ঘবদ্ধ না হইলে বাহিরের কোনও প্রকার সাহায্যই তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ ফলবান হইবে না। কৃষক সম্প্রদায়কে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া শক্তি সঞ্চয় করিয়া তাঁহাদের উপস্থিত সকলকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, কৃষক সম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করিয়া অন্য সকলে দাঁড়াইয়া আছেন। কৃষি, শিল্প, অর্থনীতি ইত্যাদি বহু বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানলাভের নিমিত্ত শিক্ষার অধিক পরিমাণে প্রসারের আবশ্যকতা বিশদভাবে তিনি ব্যাখ্যা করেন এবং কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিষয়ে উদাসীনতার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। অতঃপর সাম্প্রদায়িক অশান্তি সম্বন্ধে মন্ত্রী মহাশয় বলেন যে, স্বার্থপর দুরভিসন্ধিপরায়ণ কুচক্রী লোকের প্ররোচনাতেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটিয়া থাকে। অনেক সময় অন্যত্র হইতে তাহার অনুপ্রবেশ হইয়া থাকে। বৈদেশিক শত্রু ব্রহ্মদেশের প্রান্তে হানা দেওয়ায় আমাদের দেশের সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের তীব্রতা হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। উপসংহারে মন্ত্রী মহোদয় বলেন যে, আত্মরক্ষার্থে আমাদের নিজেদের প্রাণ, সম্পত্তি ও মান-সম্মান প্রভৃতির রক্ষার্থ এবং দেশের সর্ব্বসাধারণের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার্থ আমাদের এক্ষণে ধনীদরিদ্রনির্ব্বিশেষে যথাশক্তি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য দান করা একান্ত আবশ্যক।

বাঙলাদেশে সেচ-ব্যবস্থা

১৯৩৯-৪০ সালের বিবরণী

বাঙলা সরকারের পূর্ত্ত বিভাগের সেচ শাখার ১৯৩৯-৪০ সালের একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, মধ্য ও পশ্চিম বাঙলার কোন কোন অঞ্চলের বাহিরের সীমানা জরীপের কাজ সমাধা হইয়াছে। আশা করা যায় যে, এই জরীপের ফলে যে তথ্যাদি পাওয়া গিয়াছে, তদনুযায়ী এরূপ কিছু কার্য্যকরী ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা যাইবে, যাহা বাঙলার উন্নয়ন আইনের উপযোগী এবং লাভজনক হইবে। বর্দ্ধমান, হুগলী এবং হাওড়া জেলার আনুমানিক ৯১৬ বর্গ মাইল জমির সেচ কার্য্য ও জমি নিষ্কাশন করার প্রস্তাব উক্ত পরিকল্পনার অন্তর্গত এবং উহার নক্সা তৈরী হইয়া গিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে তিনটী সার্কেল, ১১ ডিভিশন এবং ২৮টী সাব-ডিভিশন লইয়া কার্য্যকরী বিভাগটির বিস্তৃতি ও নূতন করিয়া সংগঠন করিবার প্রস্তাব মঞ্জুর হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে মূল হিসাবে মোট খরচ হইয়াছে ১৪,৫৮০৲ টাকা। রাজস্ব হিসাবে খরচের পরিমাণ ৩৪,১৭,২৪৭৲ টাকা। রাজস্ব হিসাবে মোট পাওনা গিয়াছে ১৩,৫৯,৩০২৲ টাকা।

দামোদর, ইডেন, বক্রেশ্বর, মেদিনীপুর, সাঁকরাইল, আমতোর এবং কালিয়াঘাই খালের দ্বারা মোট ২,৩৪,৩১৭ একর জমির সেচ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে।

দামোদর ক্যানেল অঞ্চলে ১০৬,০০০ একর এবং মেদিনীপুর ক্যানেল অঞ্চলে ১১,০০০ একর জমি প্লাবিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে নিম্নলিখিত নূতন কাজগুলি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে:—

যশোহরের ভৈরব পরিকল্পনা, খুলনার সাতক্ষীরা খাল পরিকল্পনা, ফরিদপুরের ভাঙ্গিয়াবাড়ী খাল পরিকল্পনা, নদীয়ার জলঙ্গী নদী পরিকল্পনা এবং বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত দামোদর নদীর দক্ষিণ তীরকে প্লাবন হইতে রক্ষা করিবার পরিকল্পনা।

পল্লী-উন্নয়নার্থ বাঙলা সরকারের নিকট গ্রাম উন্নয়ন বাবদ মঞ্জুর হইতে যে পরিকল্পনা দাখিল করা হইয়াছিল, তাহার কাজ যথাযোগ্যভাবে পরিচালিত হইয়াছে এবং বৎসরের শেষে ১২টী বিভিন্ন পরিকল্পনা সম্পাদিত হইয়াছে। বাঙলাদেশের খাল প্রভৃতির উন্নয়ন কার্য্য পরিচালনের নিমিত্ত একটী নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রশ্ন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত গভর্ণমেণ্ট পৃথক পৃথক পরিকল্পনায় স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লইয়া আনুমানিক ২৫ হাজার টাকা ব্যয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্ম-প্রচেষ্টা পরিচালনা করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনাধীনে জেলা বোর্ডসমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে পারে। বাঙলা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশ—এই তিন প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট যুক্তভাবে গঙ্গা-নদীর খর নিবারণার্থ একটী কমিশন গঠন করা স্থির করিয়াছেন এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রাথমিক উদ্যোগ আয়োজন করার নিমিত্ত একটী কমিটি গঠিত হইয়াছে।

অনুরূপভাবে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর খর নিবারণ করিবার জন্য বাঙলা ও আসাম প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট একটী কমিশন স্থাপন করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন এবং এতদুদ্দেশ্যে একটী কমিটি গঠিত হইয়াছে।

কুমিল্লা টাউনে হিন্দু তীর্থযাত্রী ও দর্শনার্থীদের জন্য একটী ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠার্থ কুমিল্লার বাবু জগদীশ চন্দ্র দত্ত ৬,০০০৲ টাকা দান করায় গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

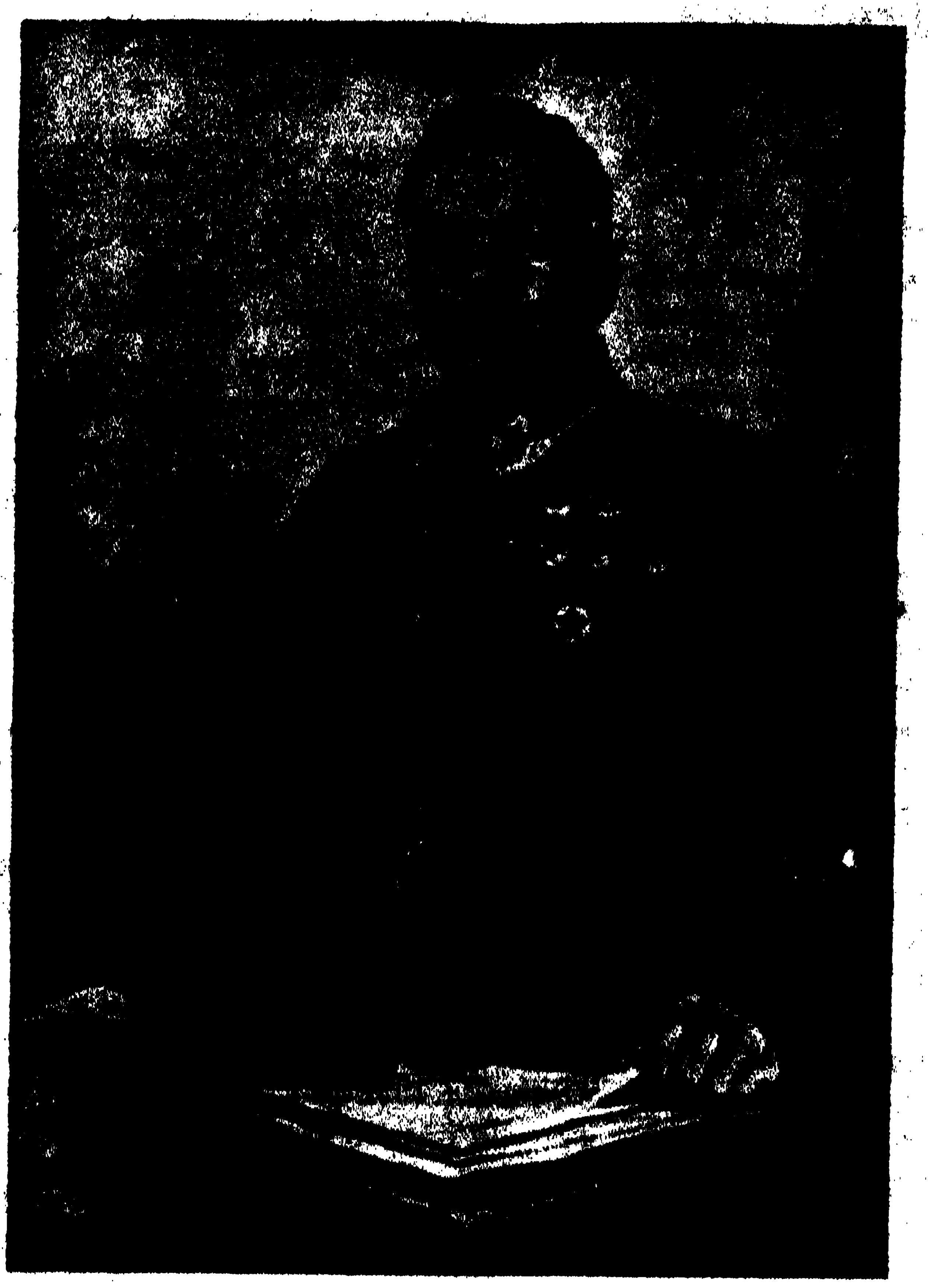

লেনিনগ্রাডের রক্ষাকর্তা মার্শাল ভরোশিলভ। তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন—"শত্রু কখনও আমাদের এই সুন্দর নগরীতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে না।"—পরিণামে এই উক্তি সত্যে পরিণত হইয়াছে।

সোভিয়েট দক্ষিণ বাহিনীর অধিনায়ক মার্শাল টিমোশেঙ্কো। ইঁহার আক্রমণে জার্মাণ সেনাদল সমস্ত রণাঙ্গনের মধ্যে বিশৃঙ্খলভাবে [illegible] করিতেছে।

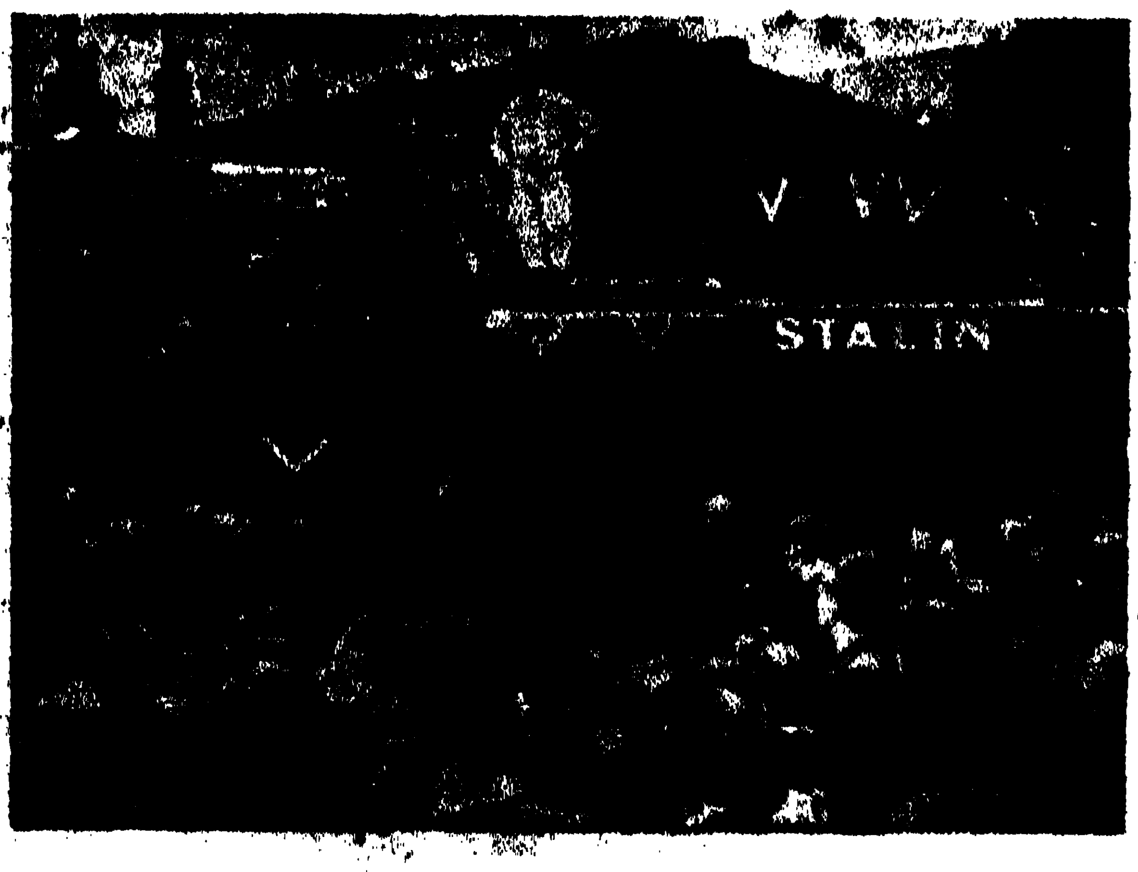

কলখোজ চাষীগণের দান হইতে প্রস্তুত ট্যাঙ্ক-বহরের পুরোভাগের নামকরণ করা হইয়াছে "ষ্টালিন"। সভাপতি সোভিয়েট [illegible] এম. কেলিনী এই সব ট্যাঙ্ক প্রস্তুতকারী শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করিতেছেন।

একটি বৃটিশ জেটিতে নাবিকগণ শত্রু সাবমেরিন-ধ্বংসী 'ডেপথচার্জ' পুনরায় শত্রু নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত করিতেছে।

বি-আই-এস-এন কোম্পানীর জাহাজ। বিলাতের পক্ষ হইতে সম্প্রতি একটি এম্বুলেন্স দল প্রেরিত হইয়াছে। বাম পার্শ্বের চিত্রে দেখা যাইতেছে—স্যার এ. পি. [illegible], মিঃ পি. ডাইসে, আই-সি, মিঃ সি. ই. এস. [illegible] ও [illegible] এই এম্বুলেন্স দল পরিদর্শন করিতেছেন। ডান দিকের চিত্রে এই দলের অফিসারগণ ও কতিপয় কর্মীকে দেখা যাইতেছে।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

Regd. No. C2352

বাঙলার কথা

৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা] কলিকাতা, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪২ [এক আনা

নাৎসী-কবলিত ইউরোপের অন্তরের বাণী

চেকোস্লোভাকিয়া, স্বাধীন ফ্রান্স, যুগোস্লাভিয়া ও বেলজিয়ামের চারজন রাষ্ট্রনেতার ঘোষণা

চেকোস্লোভাকিয়া

চেকোস্লোভাক গণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট এডওয়ার্ড বেনেস্ এক ঘোষণায় বলিয়াছেন:—

"জার্মানরা যেদিন আমাদের দেশে অভিযান করিল, সেদিন হইতেই তাহারা আমাদের শত্রুতে পরিণত হইয়াছে। যে-পর্যন্ত না চেকোস্লোভাকিয়ার প্রত্যেকটি জার্মানকে আবার তাদের স্বদেশে বিতাড়িত করা সম্ভবপর হইবে, সে-পর্যন্ত তাহারা আমাদের শত্রুই থাকিবে। কেবলমাত্র স্বাধীন রাষ্ট্রই ও সব কার্যকে বর্জন করিয়াছে। তাহারা জানে যে, বিজয়ী একটি দেশে তাহারা বাস করিতেছে এবং আমার দেশবাসীর বিরুদ্ধতা তারা প্রতিপদেই অনুভব করিতেছে।

"অপরের মনোভাব বুঝার ব্যাপারে নাৎসীরা হইতেছে জগতের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট জাতি। তাহারা আমাদের দেশের সর্ব-সাধারণকে ক্ষিপ্ত করিয়াছে; অথচ একসময়ে মধ্য ইউরোপের মধ্যে চেকোস্লোভাকিয়া অন্যতম সমৃদ্ধ দেশ ছিল। তাহারা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং অনেকগুলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও বন্ধ করা হইয়াছে। তাহারা মনে করে আমাদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাই যথেষ্ট। এই সব অনাচারের অনুষ্ঠান করিয়াও ইহারা তথাকথিত 'নব-বিধান' প্রবর্তনে আমাদের সমর্থন চাহিতেছে। তাহারা বলে—কেবল স্বাধীন রাষ্ট্র জার্মান নীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকুক—প্রকৃতি তাহা নির্দেশ করিয়া দিয়াছে এবং এই জন্যই তাহারা একান্তভাবে চেষ্টা পাইতেছে যেন ভবিষ্যতে শান্তি-সম্মেলনে কোন দেশ যেন উচ্চ দাবীতে স্বাধীন হওয়ার দাবী করিতে সমর্থ না হয়।

"কিন্তু ইহারা একটি ভুল বুঝিয়াছে। [illegible] শিল্প-প্রধান অঞ্চলের সঙ্গে [illegible] এ সম্বন্ধে [illegible] [illegible] করিয়াছে। [illegible] জনসাধারণ [illegible] [illegible] করিয়া দিয়াছে। [illegible] 'চেকো-[illegible]' [illegible] [illegible] যে, কেবল [illegible] তাহারা [illegible] বিপ্লবের চেষ্টা করিতে পারিবে। কিন্তু কেবল ও চেকোস্লোভাক [illegible] কার্যপদ্ধতি প্রস্তুত করিয়াছে। তাহারা এ সম্বন্ধে কোন আশঙ্কার [illegible] নাই। [illegible] [illegible] [illegible]; কিন্তু আর তাহারা বুঝিবে যে, কোন জাতি তাহাদের [illegible] জাতির স্বাধীনতা নষ্ট করিতে পারিবে না।"

স্বাধীন ফ্রান্স

স্বাধীনতাকামী ফ্রান্সের নায়ক জেনারেল দ্য গল এক ঘোষণায় বলিয়াছেন:—

"জার্মানরা সমগ্র ফ্রান্সকে লুণ্ঠিত ও ধ্বংস করিয়াছে। নিজেদের জন্য খাদ্যদ্রব্যাদি জার্মানগণ লইয়া যাওয়ায় দেশে এমন খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছে যে, নূতন শস্যের উৎপাদন বাড়াইবার আশাও মিটে নাই। অর্থনীতির দিক দিয়া দুর্দশা চরমে আসিয়াছে। সর্বত্র নাৎসী অত্যাচারের ফলে বিশৃঙ্খলা ও দুর্দশা দেখা দিয়াছে।

"এক বৎসরের কাজ করিয়া জার্মানগণ নিজেদের একটি সম্ভবপর নির্দিষ্ট প্রমাণ পাইয়াছে। এই সম্ভবপর হইতেছে যুদ্ধের জন্য সোভিয়েট রুশিয়ার জনগণকে তাদের স্বদেশে ও কার্যক্ষেত্রে বলিয়া দিয়া নিজেদের কাজে লাগানো।

"এই সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী বন্দীদিগকে ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া দিয়াও জার্মানরা আর এক লক্ষাধিক বন্দী করিয়াছে। এরূপ নীতির ফলে ফরাসীদের মধ্যে একরূপ প্রবণতা সৃষ্টির প্রয়াস পাওয়া যাইতেছে যে, যদি তাহারা জার্মানদের কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে, তবেই তাহাদের আত্মীয়-বান্ধব, যাহারা এখনও বন্দী-শিবিরসমূহে দুঃখ ভোগ করিতেছে, তাহাদের মুক্তি সম্ভবপর হইবে।

"এই শ্রেণীর দুর্বৃত্ত আক্রমণের প্রতিবাদে [illegible] কোন প্রকারই তিনি সমর্থন করেন নাই। [illegible] যে পৌঁছিয়া গিয়াছে, বার্লিন পৌঁছে ও তাহার সহিত 'সহযোগিতার' আদর্শে [illegible] ব্যক্তি নিজেকে ক্রমে ক্রমে হইতে তাহা গোপন রাখিয়া প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন।

"[illegible] [illegible] ও [illegible] '[illegible]' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পারিতেছে না। [illegible] [illegible] ও [illegible]—[illegible] [illegible] হয় যে, [illegible] [illegible] [illegible] হয় নাই। [illegible] [illegible] [illegible] পর্যবসিত হয় নাই।

"[illegible] নির্যাতিত ও [illegible] [illegible] মধ্যে যে বিপ্লবাত্মক সংগ্রাম চলিতেছে, এই সংগ্রামে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অনুভব করিতেছি।"

যুগোস্লাভিয়া

যুগোস্লাভিয়ার প্রধান-মন্ত্রী জেনারেল সিমোভিচ এক ঘোষণায় বলিয়াছেন:—

"নির্দয় শত্রু আজ যুগোস্লাভিয়ার অভ্যন্তরে তাণ্ডব সৃষ্টি করিয়াছে। এই সঙ্কটময় মুহূর্তে যাঁহারা স্বাধীনতার পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিতে চান এবং যাঁহারা যুগোস্লাভিয়ার জনগণের স্বাধীনতা কামনা করেন, তাঁহাদিগকে একেবারে ধ্বংস করিয়া দেওয়াই নাৎসী জার্মানী ও তাহার দোসরদের অনুচরদের উদ্দেশ্য।

"সার্বিয়ার অধিকৃত অঞ্চলে অমানুষিক সন্ত্রাসের অনুষ্ঠান চলিতেছে। জার্মান গোয়েন্দা পুলিশ-দলের (গেষ্টাপো) নির্দেশে এবং হাঙ্গেরিয়ান, বুলগেরিয়ান ও ইটালিয়ানদের সহযোগিতায় জার্মানগণ আমার দেশের শত শত নির্দোষ লোককে হত্যা করিতেছে এবং প্রাণভয়ে বহু লোককে পর্বত অঞ্চলে পলায়ন করিতে হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে এই সব পলাতিত লোকই দলবদ্ধ হইয়া সেনাদল গঠন করিতেছে। সম্মুখ যুদ্ধে না নামিয়া যে সব বর্বর অত্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহা প্রকৃতই দুঃসহ। কিন্তু সার্বিয়ানগণ 'পরাধীনতার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়ঃ' প্রেরণা লইয়া যুদ্ধ করিয়াছে এবং একেবারে নিজেদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া শত্রুকে প্রতিরোধ করার প্রয়াস পাইতেছে।

"যুগোস্লাভিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের অবস্থাও অনুরূপ। ক্রোশিয়ার জনগণ আজ বিভিন্ন শত্রুর অত্যাচারে নিষ্পিষ্ট হইয়া আসিতেছে। একদিকে বিশ্বাসঘাতক প্যাভেলিক পরিচালিত সেনাবাহিনী [illegible] অত্যাচার চালাইতেছে এবং অপর দিকে দিয়া ইটালিয়ান ও জার্মানদের নিপীড়ন সমানভাবে চলিতেছে।

"স্লোভেনিয়াতে জার্মানী ও ইটালীর অত্যাচার, [illegible] [illegible] হইয়াছে এবং স্লোভেনীয় [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে।

"কিন্তু [illegible] আমার দেশের [illegible] প্রতিরোধ [illegible] [illegible] হইয়াছে এবং [illegible] আমার এই [illegible] [illegible] যে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও যুগোস্লাভিয়ার [illegible] পূর্ণ স্বাধীনতা [illegible] [illegible] হইবে।"

বেলজিয়াম

বেলজিয়ামের প্রধান-মন্ত্রী এম্. পিয়ারলট এক বিবৃতিতে [illegible] বলিয়াছেন:—

"অধিকৃত দেশগুলি [illegible] যেন [illegible] পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে ইহাই প্রমাণ দিয়াছে যে, জার্মানগণ নির্দিষ্টভাবে [illegible] বৃদ্ধি করিয়াছে এবং আন্তর্জাতিক আইন ও মানবতার মৌলিক নীতিগুলিকে বেপরোয়াভাবে অবজ্ঞা করিয়া চলিতেছে।

"নাৎসী গোয়েন্দা পুলিশের ও বিভিন্ন দল সংস্থার অত্যাচারে প্রজা [illegible] হইয়াছে। দেশের প্রতিটি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রতিরোধ করিয়াছিল, তাহাদিগকে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] প্রেরণ করা হইয়াছে।

"নিয়মভাবে 'রেক্সিষ্ট' ও ফ্যাসিষ্ট জাতীয় দলগুলিকে [illegible] [illegible]-ভাবে পরিচালিত করে। দেশের সমস্ত [illegible] [illegible] জনগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ [illegible] [illegible] [illegible] পাওয়া গিয়াছে।

"দুর্ভিক্ষ [illegible]-[illegible] [illegible] থাকিয়া যে-সব বেলজিয়ান [illegible] [illegible] করিতেছে, সেখানে [illegible] তাহাদের জন্য [illegible] করে। আমাদের নৌ-বাহিনীর নাবিকেরা [illegible] তাহারা প্রশংসা [illegible] করে। [illegible] [illegible] বেলজিয়ান [illegible] [illegible] [illegible] এই শ্রেণীর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিয়া প্রাণ দিয়াছে।

"অধিকৃত দেশগুলির মধ্যে বেলজিয়ামই সর্বাপেক্ষা বেশী [illegible] মধ্যে পড়িয়াছে। দেশের জনগণের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গিয়াছে। কারণ, বেলজিয়ামের বহু জনগণ দেশকে স্বাধীন করার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পাইয়াছে।

"বেলজিয়ানদের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] নাই। [illegible] দিকে [illegible] [illegible] প্রতিরোধ চলিতেছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আমাদের [illegible] যে বাণী [illegible] [illegible], সকলের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চলিয়াছে। এই বাণীতে [illegible] [illegible]—'[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রতিরোধ [illegible] [illegible]।'"

নিয়মাবলী

সম্পাদকীয় ।—"বাঙলার কথার" প্রকাশের জন্য যাঁহারা সংবাদ বা প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লিখিয়া উক্ত রচনা "সম্পাদক, বাঙলার কথা"—রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা—ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন। অমনোনীত রচনা কোন সময়ই ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

বার্ষিক চাঁদা ।—"বাঙলার কথার" বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা ধরিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অর্ডারের সঙ্গেই চাঁদা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হইবে না এবং যখনই গ্রাহক হওয়া যাউক না কেন, প্রথম সংখ্যা হইতেই বর্ষ গণনা করা হইবে। চাঁদার জন্য কাহারও নিকট ভি-পি প্রেরণ করা হইবে না। চাঁদার টাকা মণি-অর্ডারযোগে "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং, আলিপুর, কলিকাতা" এই ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে এবং মণি-অর্ডার কুপনে টাকা প্রেরণের উদ্দেশ্য ও প্রেরকের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লিখিতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

২৩শে ফেব্রুয়ারী—১৯৪২

মফঃস্বল অঞ্চলে বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ

সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও অন্যত্র এই মর্ম্মে অভিযোগ উত্থাপন করা হইয়াছে যে, যে-সকল অঞ্চলে বিপদের সম্ভাবনা আছে সেই সকল স্থান হইতে বহুসংখ্যক লোক মফঃস্বলে চলিয়া যাওয়ায় ঐ সকল স্থানের বাড়ী ভাড়া অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এরূপ ব্যাপারকে সরকার বিশেষ লজ্জাজনক বলিয়া মনে করেন। বর্ত্তমানের এই জরুরী পরিস্থিতিতে বাড়ীর মালিকগণের এভাবে তাহাদের দেশবাসীর অসুবিধার সুযোগ গ্রহণ করা উচিত নহে এবং তাহাদিগকে এরূপ নীতি অবলম্বনের সুযোগ প্রদান করা হইবে না। এই বিষয়ে একাধারে বাড়ীর মালিক ও ভাড়াটিয়ার আইনসঙ্গত স্বার্থ বিবেচনা করিয়া গভর্ণমেণ্ট বাড়ী ভাড়া সম্পর্কিত ব্যাপারে অসঙ্গত দাবী বন্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় অঞ্চলে গত ১লা ডিসেম্বর হইতে বাড়ীর যথোপযুক্ত ভাড়া স্থির করিবার জন্য একজন কণ্ট্রোলার নিযুক্ত করার ব্যাপারে একটি বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারি করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। বাড়ীর মালিকগণ ঐ তারিখে যে ভাড়া পাইতেন, তাহা হইতে বড় জোর শতকরা ১৫ হইতে ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত বাড়াইতে পারেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত তারিখের পর যদি বাড়ীর সংস্কার কিম্বা পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, তবে সেই পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য যে ব্যয় হইয়াছে, তাহার শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে মাসিক ভাড়া বাড়াইবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। যে সকল লোক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বসবাস করিতেছেন, তাহাদিগকে উচ্ছেদের হাত হইতে রক্ষা করা হইবে। অপর পক্ষে বাড়ীর মালিকের সুখ-সুবিধার বিবেচনা করিয়া তাহাদের দাবী ন্যায্য বাড়ীর বর্দ্ধিত ভাড়া স্থির করা কিম্বা উপযুক্ত কারণ থাকিলে ভাড়াটিয়াকে তুলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থাও করা হইবে। কণ্ট্রোলারের আদেশের বিরুদ্ধে জেলা জজদিগের নিকট আপীল করা চলিবে। আশা করা যায় যে, বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত ব্যাপারে সরকারের এই সমিচীন ঘোষণার ফলে বাড়ীর মালিক ও ভাড়াটিয়া উভয়েরই উপকার হইবে।

বিমান-আক্রমণকালে যান-বাহনাদির চলাচল

সম্প্রতি বাঙলা সরকারের নিকট যে বিভিন্ন সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে এই কথাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বিমান-আক্রমণ কালে (অর্থাৎ সাইরেণ বাজিবার পর) কলিকাতা এবং ২৪-পরগণা, হাওড়া ও হুগলী জেলার শিল্প অঞ্চলের যানবাহন কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে, সে সম্পর্কে যে সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা জনসাধারণের সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয় নাই।

মূল আদেশে বলা হইয়াছিল যে, বিমান-আক্রমণসূচক সঙ্কেতধ্বনি করার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখিতে হইবে। পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখা গেল যে, উহার ফলে রাস্তা-ঘাট একেবারে গাড়ী ঘোড়ায় বন্ধ হইয়া যায় এবং এ, আর, পি, ও সিভিল ডিফেন্স সংক্রান্ত যান-বাহন তাহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারে না। তদনুসারে গত ডিসেম্বর মাসের ২০ তারিখ ১০৬৮৮ পি নং নোটিশ অনুসারে সংশোধিত আদেশ জারি করা হইয়াছে। সাধারণের অবগতির জন্য উক্ত নোটিশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। উক্ত নোটিশে বলা হইয়াছে যে, দ্রুতগামী গাড়ীগুলির যদি এ, আর, পি, কিম্বা সিভিল ডিফেন্স সংক্রান্ত কর্ত্তব্য না থাকে (কারণ কাজ থাকিলে তাহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবে), তবে তাহা যত শীঘ্র সম্ভব গৃহে কিম্বা গ্যারেজে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে হইবে।

কিন্তু স্লথ গতিসম্পন্ন শকটগুলি (যথা গরুর গাড়ী, মহিষের গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী প্রভৃতি) ঠিক সময়ের মধ্যে রাস্তা হইতে সরাইয়া ফেলা সম্ভবপর নহে; সুতরাং বিমান-আক্রমণের সঙ্কেতধ্বনি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার বাম পার্শ্বে উহাদিগকে থামাইয়া রাখিতে হইবে। তবে এদিকে নজর রাখিতে হইবে যে, এক লাইনে উহাদিগকে সারি বন্দী করিয়া রাখিতে হইবে। গাড়ী পার্ক করার সময় ঘোড়া, গরু ও মহিষদিগকে গাড়ী হইতে খুলিয়া দিয়া পা বাঁধিয়া নিরাপদ স্থানে রাখিয়া দিতে হইবে। বিমান-আক্রমণকালে ট্রাম চলাচল বন্ধ থাকিবে না। সঙ্কেতধ্বনি হইবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রামগুলিকে থামাইয়া যাত্রিগণকে নামিবার সুযোগ প্রদান করা হইবে। তৎপর ট্রামগুলিকে বিশেষ সাবধানতার সহিত চালাইয়া লইয়া যাওয়া হইবে এবং কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানী হইতে যে নির্দ্দেশ জারি করা হইবে, চালকগণ তদনুসারেই কাজ করিবে। কোম্পানীর আদেশ অনুসারে যখন ট্রাম গাড়ী থামানো হইবে, যাত্রীদের কর্ত্তব্য হইবে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া আশ্রয়-স্থল খুঁজিয়া লওয়া। এ সময় তাঁহাদের গাড়ীর ভিতর বসিয়া থাকা উচিত হইবে না।

গত ২০শে ডিসেম্বর ১০৬৮৮পি নং নোটিশ অনুসারে যে আদেশ জারি করা হইয়াছিল, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"(৪) (ক), (৫) ও (৬) নং উপ-প্রকরণ অনুসারে মোটর গাড়ী ব্যতীত অন্যান্য যান-বাহন রাস্তার বাম পার্শ্বে নিয়মিত চালিত হইয়া থাকিবে এবং উহার আরোহিগণ আশ্রয়-স্থল খুঁজিয়া লইবেন। গাড়ীগুলিকে রাস্তার একেবারে বাম পার্শ্বে সারিবন্দীভাবে দাঁড় করাইয়া রাখিতে হইবে।

(খ) ঘোড়াগুলিকে গাড়ী হইতে খুলিয়া ফেলিয়া পায়ে বাঁধন দিয়া নিরাপদ স্থানে রাখিয়া দিতে হইবে এবং গরু ও মহিষগুলিরও তদ্রূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৫) (ক) এই উপ-প্রকরণের (খ) ধারার মধ্যে বর্ণিত মোটর গাড়ীগুলি বাদে অন্যান্য মোটরগুলি অবিলম্বে নিজ নিজ গ্যারেজে চলিয়া যাইবে এবং সেই স্থানেই অবস্থান করিবে। যে সকল মোটর গাড়ী এই ভাবে অগ্রসর হইতে পারিবে না, সেগুলি (৪) নং উপ-প্রকরণের (ক) ধারা অনুসারে কাজ করিবে।

(খ) ভারত রক্ষা আইনের ৮৯ নং ধারা অনুসারে যে সকল মোটরের মালিককে বিমান-আক্রমণ কালে উক্ত গাড়ীগুলিকে কর্তৃপক্ষের হাতে তুলিয়া দিবার জন্য নোটিশ জারি করা হইয়াছে, তাঁহারা আরোহীদিগকে নামাইয়া দিয়া, যেস্থলে যাইতে তাঁহাদের উপর নির্দ্দেশ দেওয়া আছে, সেই স্থানের উদ্দেশ্যে রওনা হইবেন।

(গ) ট্রাম গাড়ীগুলিকে থামাইয়া ফেলা হইবে এবং আরোহীদিগের মধ্যে যাঁহারা ইচ্ছা করেন গাড়ী হইতে নামিয়া আশ্রয়-স্থলের সন্ধান করিয়া লইবেন। তৎপর ট্রামওয়ে কোম্পানীর নিয়ামক কর্ম্মচারীদিগের উপদেশানুযায়ী ট্রামগুলি বিশেষ সাবধানতার সহিত নিজ নিজ-পথ ধরিয়া অগ্রসর হইবে।

(৬) কলিকাতার পুলিশ কমিশনার এবং অন্যত্র জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অনুসারে যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের অধীনে মিলিটারী গাড়ী, পুলিশের গাড়ী, অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার ইঞ্জিন, লরি, সিভিল ডিফেন্স ও এ, আর, পি, গাড়ী এবং ঐ জাতীয় অন্যান্য শকট নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইয়া যথাযোগ্য কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবে।

মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

সাধারণের বিশেষ জ্ঞাতব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিতেছেন যে, মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন হাসপাতালসমূহে পূর্ব্ববৎ জনসাধারণের সেবাকার্য্য চলিতে থাকিবে। বাহিরের রোগীদের চিকিৎসা বিভাগের অধিকাংশই খোলা আছে। কেবল কয়েকটি বিশেষ বিভাগ যথা স্নায়ু বিজ্ঞান, চর্ম্ম, দাঁত ও অস্ত্র চিকিৎসা বিভাগ বন্ধ করা হইয়াছে। বাহিরের রোগীদের সাধারণ চিকিৎসা বিভাগের কাজ রীতিমত চলিতেছে; তবে কতকটা সংক্ষেপ করা হইয়াছে মাত্র। অনুরূপ ভাবে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও কণ্ঠনালী বিভাগ, ধাত্রী ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসা বিভাগের কাজ চলিতেছে।

এই হাসপাতালগুলি সামরিক হাসপাতালরূপে ব্যবহৃত হইবে না কিংবা অন্যান্য যুদ্ধ অঞ্চল হইতে আনীত অধিক সংখ্যক রোগীর জন্য এই সব হাসপাতাল ব্যবহার করা হইবে না।

এ বিষয়ে জনসাধারণকে আশ্বাস দেওয়া হইতেছে এবং তাহাদিগকে জানান হইতেছে যে, আতঙ্ক ভীতির কোন কারণ নাই।

বাঙলার আগামী বর্ষের বাজেট

জনরক্ষার জন্য ৪ কোটী টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ

অর্থ-সচিব মাননীয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জীর বক্তৃতা

বাঙলার অর্থ-সচিব মাননীয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী সোমবার অপরাহ্নে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাঙলা সরকারের আগামী বর্ষের বাজেট বরাদ্দ পেশ করিয়াছেন। ১৯৪২-৪৩ সালে রাজস্ব-খাতে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। রাজস্বখাতে আয় ১৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ও রাজস্বখাতে ব্যয় ১৬ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা অনুমিত হইয়াছে।

মাননীয় ডাঃ মুখোপাধ্যায় বলেন:—তিনি যে বাজেট রচনা করিয়াছেন, তাহা অনেকটা সামরিক বাজেটের অনুরূপ; কেননা উহাতে জনরক্ষার ব্যয় বাবদ কিঞ্চিদধিক ৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হইয়াছে; তন্মধ্যে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে সঙ্কুলান করিতে হইবে; প্রধানতঃ ঐ কারণেই বাজেটে ঘাটতি পড়িয়াছে।

নূতন যে তিনটি কর প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, যথা বিক্রয়-কর, পাট ফসল বিক্রয়-কর ও মোটর স্পিরিট বিক্রয়-কর হইতে ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা আয় অনুমিত হইয়াছে। আয়-করের অংশ বাবদ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ২৬ লক্ষ টাকা বেশী পাওয়া যাইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে; কিন্তু পাট রপ্তানী করের অংশ বাবদ আয় অত্যধিক হ্রাস পাইবে। ঐ বাবদ গত ২ বৎসর গড়ে ২ কোটি ২১ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল—আগামী বৎসর মাত্র ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা আয় হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই বৎসর না করিলে নয় এমন কোন কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজের জন্য ব্যয় বরাদ্দ করা হয় নাই। বিশেষ বরাদ্দের মধ্যে সাম্প্রদায়িক প্রীতি সংস্থাপনার্থ এক লক্ষ টাকা এবং বিশ্বভারতীর জন্য ২৫ হাজার টাকা বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য।

যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে ৩৫ হাজার টাকা সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

যতদিন পর্য্যন্ত সঙ্কটকালীন ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন কালক্ষেপযোগ্য কোন পরিকল্পনায় অর্থব্যয় করা সমীচীন হইবে না ধরিয়া লইয়া এই বাজেট রচিত হইয়াছে। বাজেটে নূতন কোন কর প্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করা হয় নাই।

বাজেট রচনা করিতে যে অসুবিধা ঘটিয়াছে, ডাঃ মুখোপাধ্যায় তাহার আভাষ দেন। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা মাত্র দুইমাস দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন; মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার পরে তিন সপ্তাহের মধ্যেই তাঁহাদিগকে বাজেট প্রস্তাব রচনা করিতে হইয়াছে।

অর্থ-সচিবের বক্তৃতা

১৯৪২-৪৩ সালের আয়ব্যয়ের আনুমানিক বরাদ্দ পেশ করিবার সময় মাননীয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমান সঙ্কটজনক অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এবারকার আয়ব্যয়ের বরাদ্দের হিসাবকে কতকটা জঙ্গী হিসাব বলা যায়। কেন না যুদ্ধকালীন আপদ-বিপদ হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য অনেক টাকা ব্যয় বরাদ্দ করিতে হইয়াছে। এই বাজেটে এবার "জনরক্ষা" শব্দটি "জাতিগঠন" শব্দটির স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

বিমান-আক্রমণের বিপদ হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এবং তজ্জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় অপরিহার্য্য, তাহার বর্ণনা করিতে অর্থ-সচিব বলেন—"সঙ্কটকালীন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইলে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের দরকার, সে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিবার মত সঙ্গতি এই প্রদেশের নাই। সুতরাং আমাদিগকে যথোচিত ব্যবস্থা সম্পাদনের জন্য ভারত সরকারের দিকে তাকাইয়া থাকা ব্যতীত গতি নাই। এই পরিষদের সকলেই একথা স্বীকার করিবেন যে, যতদিন পর্য্যন্ত এই জরুরী অবস্থা থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত এই প্রদেশের অর্থব্যয় না করিলে নয় এমন ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন কার্য্যে হাত দেওয়া চলিবে না।"

১৯৪০-৪১ সালের হিসাব

১৯৪০-৪১ সালের হিসাবের কথা আলোচনা করিতে যাইয়া মাননীয় অর্থ-সচিব বলেন—"সংশোধিত হিসাবে অনুমান করা গিয়াছিল যে, রাজস্ব খাতে ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে। কিন্তু কার্য্যতঃ ৯১ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে। খরচের খাতে ৪০ লক্ষ টাকা কম খরচ করা হইয়াছে এবং রাজস্বের খাতে ২৮ লক্ষ টাকা কম আয় হইয়াছে। অন্যান্য খাতে ৭৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া তুলনা করা গিয়াছিল, কিন্তু কাজের বেলায় দেখা গেল যে, ১৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িয়াছে; অর্থাৎ এই খাতে মোট ৯৫ লক্ষ টাকা টান পড়িয়াছে। আশা করা গিয়াছিল হিসাবান্তে তহবিলে ১ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা থাকিবে। কিন্তু কার্য্যতঃ ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা মাত্র দাঁড়ায়।"

১৯৪১-৪২ সালের কথা

১৯৪১-৪২ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব আলোচনা করিয়া মাননীয় অর্থ-সচিব বলেন—"চলতি ১৯৪১-৪২ সালের হিসাবে অনুমান করা হইয়াছিল যে, ১ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকার তহবিল লইয়া বর্ষারম্ভ এবং ১১ লক্ষ টাকা লইয়া বর্ষ শেষ করা যাইবে। কিন্তু পরে সংশোধিত হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা লইয়া বর্ষারম্ভ হইয়াছে এবং বর্ষশেষে ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। রাজস্বের খাতে আনুমানিক হিসাবের উপরেও ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বেশী আয় হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু ব্যয়ের দিকেও ৯৪ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় হইবে বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য খাতে ২৫ লক্ষ টাকার ঘাটতি পড়িবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছিল; কিন্তু সংশোধিত হিসাবে ঐ খাতে ১ কোটি ৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে; অর্থাৎ ঐ খাতে ১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা বেশী আয় হইবে।

বর্ষান্তে তহবিলে ৮২ লক্ষ টাকা বেশী পাওয়া যাইবে বলিয়া যে হিসাব করা হইয়াছে, তাহার বিবরণ এরূপ:—

মজুদ তহবিলে কমতি ৮৩ লক্ষ টাকা।

রাজস্ব খাতে অতিরিক্ত প্রাপ্তি ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বাদ অতিরিক্ত ব্যয় ৯৪ লক্ষ টাকা।

অন্যান্য খাতে অতিরিক্ত প্রাপ্তি ১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা।

দেখা যাইতেছে যে, চলতি বৎসরে আনুমানিক হিসাবে উত্তরদিকের খুব বেশী বদল হইয়াছে। ইহার একটা কারণ বর্ত্তমান যুদ্ধ; আর একটা কারণ দেশের মধ্যে অনেক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। এই বৎসরটাই অত্যন্ত দুর্বৎসর গিয়াছে। বৎসরের প্রথম ভাগে অনা-বৃষ্টির ফলে অনেক জেলার বোরো ধান মারা যায়। আবার এপ্রিল ও মে মাসে পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থানে অতি-বৃষ্টির ফলে পাটের প্রভূত ক্ষতি হয়। ২৫শে ও ২৬শে মে তারিখ বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জেলার উপর দিয়া প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি বহিয়া যায়। তাহার ফলে অনেক সাংঘাতিক ক্ষতি হয়, বহু ঘর বাড়ী বিনষ্ট হয়, অনেক লোক এবং গরু বাছুর মারা যায়। একদিকে চট্টগ্রাম এবং ময়মনসিংহে প্রবল বৃষ্টির ফলে বন্যা হয়, অপর দিকে বীরভূম ও বাঁকুড়া অনাবৃষ্টির প্রভাবে পীড়িত হয়।

এই সমস্ত দৈবদুর্য্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য বহু টাকা ব্যয় করিতে হয়। ঝড়ের ফলে যে সমস্ত স্কুল, থানা এবং সরকারী বাড়ী নষ্ট হইয়াছিল, সেগুলিকে আবার নির্ম্মাণ করিতে হয়। বন্যার্ত্তদের সাহায্যের জন্য অনেক টাকার ব্যবস্থা করিতে হয়। এই দিকের জন্য

[৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

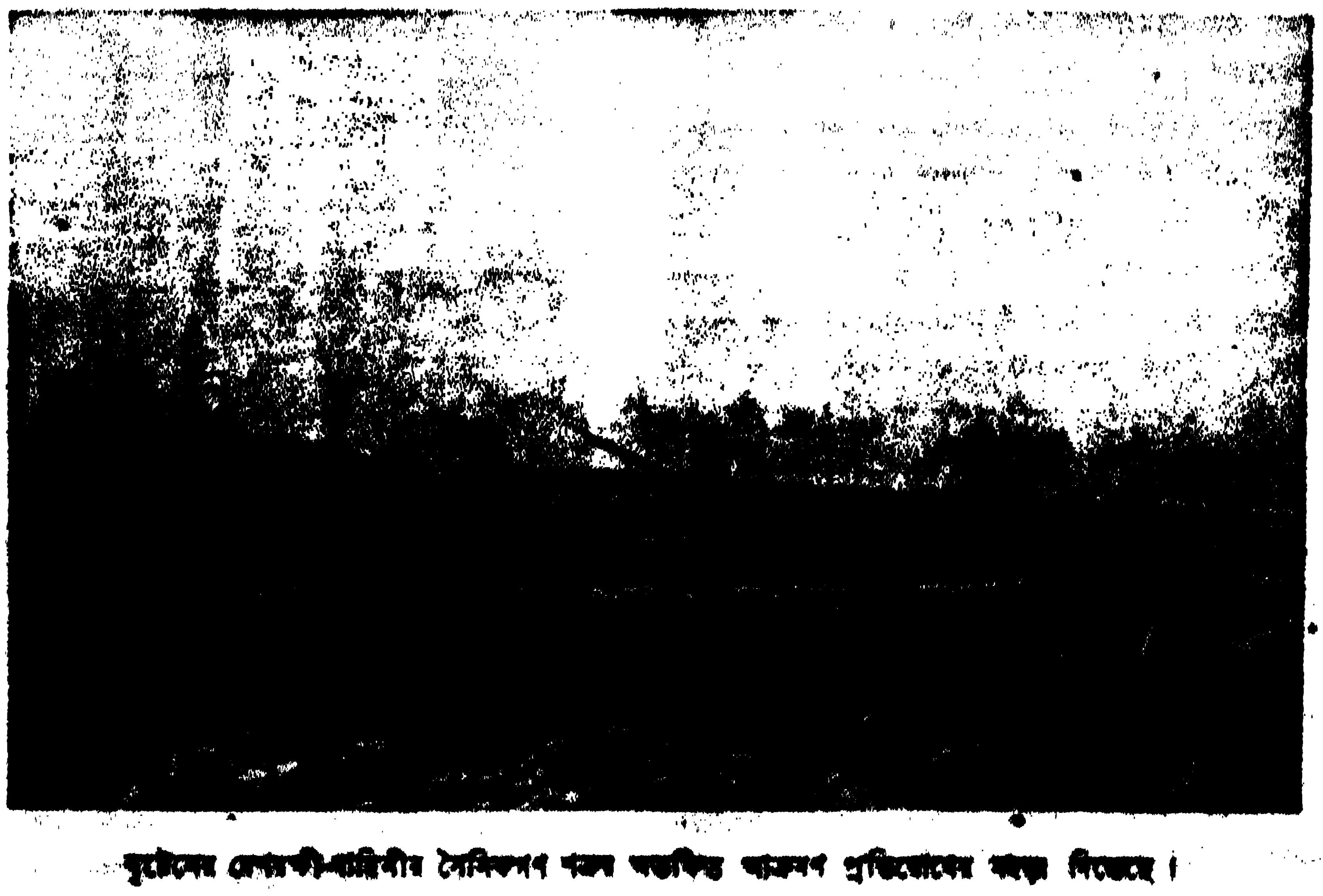

বৃটেনের হোমগার্ড-বাহিনীর সৈনিকগণ নকল অতর্কিত আক্রমণ প্রতিরোধের মহড়া দিতেছে।

বাজেট বক্তৃতা—

[৩য় পৃষ্ঠার শেষ]

টাকার ব্যবস্থা করিতে হয়। বাখরগঞ্জের ভূমিহীন মধ্যবিত্ত লোকদের বাড়ী পুনর্নির্মাণের জন্য টাকা কর্জ দিতে হয় এবং অন্যান্য জেলায় দুঃস্থ তাঁতি ও শিল্প-কারদিগকেও টাকা কর্জ দিতে হয়।

তারপর ঢাকা শহর ও জেলাতে দীর্ঘকাল শোচনীয় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা চলিতে থাকায় ফলে প্রাদেশিক তহবিলের উপর ভাল রকমেই চাপ পড়ে।

আলোচ্য বর্ষে তিনটি নূতন ট্যাক্সের আইন হইয়াছে যথা:—(১) বিক্রয় শুল্ক, (২) মোটর স্পিরিট শুল্ক এবং (৩) কাঁচা পাট বিক্রয় শুল্ক। বৎসরের মধ্যভাগে এই কয়টি শুল্ক বসান হয়। সুতরাং আয়-ব্যয়ের বরাদ্দ করার সময় এই সমস্ত শুল্ক হইতে কি পরিমাণ টাকা পাওয়া যাইবে, তাহা ধরা হয় নাই। এক্ষণে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, চলতি বৎসরে বিক্রয় শুল্ক হইতে ২৫ লক্ষ টাকা, পেট্রোল শুল্ক হইতে ২ লক্ষ টাকা এবং পাট শুল্ক হইতে ৮ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট ৩৫ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে। দেখা যাইতেছে যে, এই তিনটি শুল্কে আমাদের তহবিলে বেশ টাকা আসিবে।

রাজস্বের খাতে আয় একদিক দিয়া ৩১ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে। আগের বৎসর জুন ও জুলাই মাসে যে পাট খরিদ করিয়া রাখা গিয়াছিল, গত সেপ্টেম্বর মাসে সে পাট বিক্রয় করিয়া ৩১ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহাকে হিসাবের অতিরিক্ত রাজস্ব বলা যায় না; আসলে ইহা জিনিষকে টাকায় পরিণত করা।

যুদ্ধের ফলে বাঙলার আয়-ব্যয়ের কি তারতম্য ঘটিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া মাননীয় অর্থ-সচিব বলেন যে, যুদ্ধের ফলে দেশে শিল্প প্রচেষ্টা প্রসার লাভ করিয়াছে এবং তাহাতে আয়কর হইতে রাজস্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। অপর দিকে পাটের রপ্তানী কমিয়া যাওয়ায় পাট রপ্তানী শুল্ক বাবদ প্রাপ্তি হ্রাস পাইয়াছে। এ-আর-পি ব্যবস্থা ও যুদ্ধ-সম্পর্কিত জরুরী অবস্থার দরুণ অন্যান্য দিক দিয়াও যে ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে, মাননীয় অর্থ-সচিব তাহাও উল্লেখ করেন।

রাজস্বের খাতে মোটমাট ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। এতন্মধ্যে আয়কর বাবদ ৫৮ লক্ষ, অন্যান্য কর বাবদ ৩৯ লক্ষ, অপ্রত্যাশিত আয় বাবদ ১৪ লক্ষ, কৃষি বাবদ ৩০ লক্ষ টাকা বেশী পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু পাট রপ্তানী শুল্ক বাবদ আয় ২০ লক্ষ টাকা এবং ভূমিরাজস্ব বাবদ আয় ৬ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে।

ব্যয়ের খাতে যে ৯৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার মধ্যে মোটা টাকা গিয়াছে দুর্ভিক্ষের দফায় এবং "বিশেষ খরচের" খাতায়। দুর্ভিক্ষের জন্য ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল মাত্র আড়াই লক্ষ টাকা, কিন্তু নানা প্রাকৃতিক দুর্বৈবের জন্য কার্যতঃ দাঁড়াইতেছে ৩০ লক্ষ টাকার উপর। তদুপরি অপ্রত্যাশিত ব্যয় বাবদ বরাদ্দ করা হইয়াছিল মাত্র সাড়ে সাত লক্ষ টাকা, কিন্তু কার্যতঃ তাহা দাঁড়াইয়াছে প্রায় ৭৮ লক্ষ টাকা।" যুদ্ধ-পরিস্থিতির জন্য কোন দফায় অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন হইয়াছে, মাননীয় মন্ত্রী এস্থলে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত আভাষ প্রদান করেন।

"মোটামুটি চলতি বৎসরের তহবিলে ১ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা থাকিবে। ইহার মধ্যে ট্রেজারি বিল বাবদ কর্জ করা ১ কোটি [illegible] টাকা আছে। কাজে কাজেই কার্যতঃ তহবিলে ঘাটতি পড়িবে কিঞ্চিৎ ৬০ লক্ষ টাকা।"

১৯৪২-৪৩ সালের হিসাব

মাননীয় অর্থ-সচিব অতঃপর আগামী বর্ষের আনুমানিক হিসাব সম্বন্ধে বলেন:—

"তহবিলে ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা লইয়া এবৎসরের হাল খাতা খোলা হইবে। এবৎসর রাজস্বের খাতে আয় ধরা হইয়াছে ১৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ আগের বৎসরের সংশোধিত হিসাব অপেক্ষা ৪১ লক্ষ টাকা বেশী। রাজস্বের খাতে ব্যয় ধরা হইয়াছে ১৬ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ চলতি বৎসর অপেক্ষা ৪৪ লক্ষ টাকা বেশী।

এই হিসাব অনুসারে রাজস্বের খাতে ঘাটতি পড়িবে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। অন্যান্য খাতে ৬৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এই ঘাটতি ও বাড়তির মোট ফলে বর্তমান তহবিল হইতে ৩৬ লক্ষ টাকা টান পড়িবে। সুতরাং বর্ষশেষে তহবিলে ৭৯ লক্ষ টাকা থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়।

রাজস্ব খাতে 'অন্যান্য কর ও শুল্ক' এই দফায় প্রাপ্তি বৃদ্ধির আশা করা যায়। এই দফায় বিক্রয় শুল্ক, পাট শুল্ক এবং মোটর শুল্ক পড়ে। এই দফায় ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি ধরা হইয়াছে। অবশ্য কলিকাতা এবং অন্যান্য ব্যবসায় স্থানগুলিতে যদি বিমান হানা বা অন্য কোনও প্রকার উপদ্রব না হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ঠিকমত চলিতে থাকে, তাহা হইলেই এই প্রাপ্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

পরিকল্পনা অনুসারে যদি শিল্পের প্রসার লাভ করিতে থাকে, তাহা হইলে আয়কর বাবদও আগামী বর্ষে ২৬ লক্ষ টাকা বেশী পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। সুতরাং আয়কর ও প্রাদেশিক কর বাবদ মোটমাট ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা বেশী পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। ইদানীং প্রশান্ত মহাসাগরে যে বিপর্যয় ঘটিয়াছে, তাহাতে রপ্তানী বাণিজ্যে জাহাজের অসুবিধা ঘটিবে। কাজেই পাট-রপ্তানী শুল্ক বাবদ প্রাপ্তি ৩৫ লক্ষ টাকা কম করিয়া ধরা হইয়াছে।

ব্যয়

আগেই বলা হইয়াছে যে, রাজস্বের খাতে ব্যয় বরাদ্দ ৪৪ লক্ষ টাকা বেশী ধার্য্য করা হইয়াছে। ১৯৪২-৪৩ সালের হিসাবে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে, এই অঙ্কের দ্বারা তাহার ঠিক ঠিক পরিচয় পাওয়া যাইবে না। আশা করা যায় যে, এবৎসর দুর্ভিক্ষ, ঝড়, বন্যা প্রভৃতির দরুণ যে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে, আগামী বৎসর তাহার পুনরাবৃত্তি হইবে না। এবৎসর 'দুর্ভিক্ষ' দফায় আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে। সুতরাং আসলে দফাের বরাদ্দ ৪৪ লক্ষ টাকার উপর আরও বাড়ে ২৭ লক্ষ অর্থাৎ মোট সমেত ৭১ লক্ষ টাকা।

অতিরিক্ত ব্যয়ের অধিকাংশই ধরা হইয়াছে 'অসাধারণ খরচ'-এর দফায়। জনরক্ষার বাবদ ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। বর্তমান বর্ষে হইয়াছিল ৭৮ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ আগামী বর্ষে অতিরিক্ত ব্যয় হইবে ৪৭ লক্ষ টাকা। ভারতীয় নাবিকদের জন্য একটি আবাস প্রতিষ্ঠার জন্য ২ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে।

অন্যান্য অতিরিক্ত ব্যয়ের মধ্যে শিক্ষা বিভাগে ৬ লক্ষ, জন-স্বাস্থ্য বিভাগে ৬ লক্ষ, পূর্ত-সচিবি বিভাগে ৩ লক্ষ, সাধারণ রাজকার্য্য বিভাগে ২ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইবে।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য জেলা স্কুল বোর্ড-সমূহকে অতিরিক্ত ৫ লক্ষ টাকা দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারকল্পে চলতি বৎসরের মত আগামী বৎসরের জন্যও দেড় লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-দিগকে ট্রেনিং দিবার জন্য ৯২ হাজার টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ করা হইয়াছে। ঝড়ের ফলে যে সমস্ত স্কুল ঘর নষ্ট হইয়াছে, সে সমস্ত স্কুল ঘর পুনর্নির্মাণের জন্য ৮০ হাজার টাকা দেওয়া হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কত টাকা দিতে হইবে, সে সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় নাই। ১৯৩৭-৩৮ সালেই ব্যবস্থা হইয়াছিল যে, পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতি বৎসর থোক ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা হিসাবে দেওয়া হইবে। ঐ পাঁচ বৎসর শেষ হইলে পর বিষয়টির পুনর্বিবেচনা হইবে। একটা মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত আগের মত ৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দরুণ বরাদ্দ করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ইসলামী শিক্ষার যে ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় করিয়াছে, তাহার জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ও গভর্ণমেন্ট বহন করিবেন।

চলতি বৎসরের মত আগামী বৎসরের দরুণও পল্লী অঞ্চলে পানীয় জলের বাবদ ১০ লক্ষ, বিনামূল্যে কুইনাইন বিতরণ বাবদ ৬ লক্ষ, ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য আড়াই লাখ, প্রসূতি ও শিশু-কল্যাণের জন্য ৫০ হাজার, যক্ষ্মা চিকিৎসার জন্য ৫০ হাজার এবং কুষ্ঠ চিকিৎসার জন্য ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালের জন্য ৩৫ হাজার টাকা বিশেষ দান বরাদ্দ করা হইয়াছে। বিভিন্ন জেলার সদর হাসপাতালের উন্নতির জন্য ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা মঞ্জুর হইয়াছে।"

[৯ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

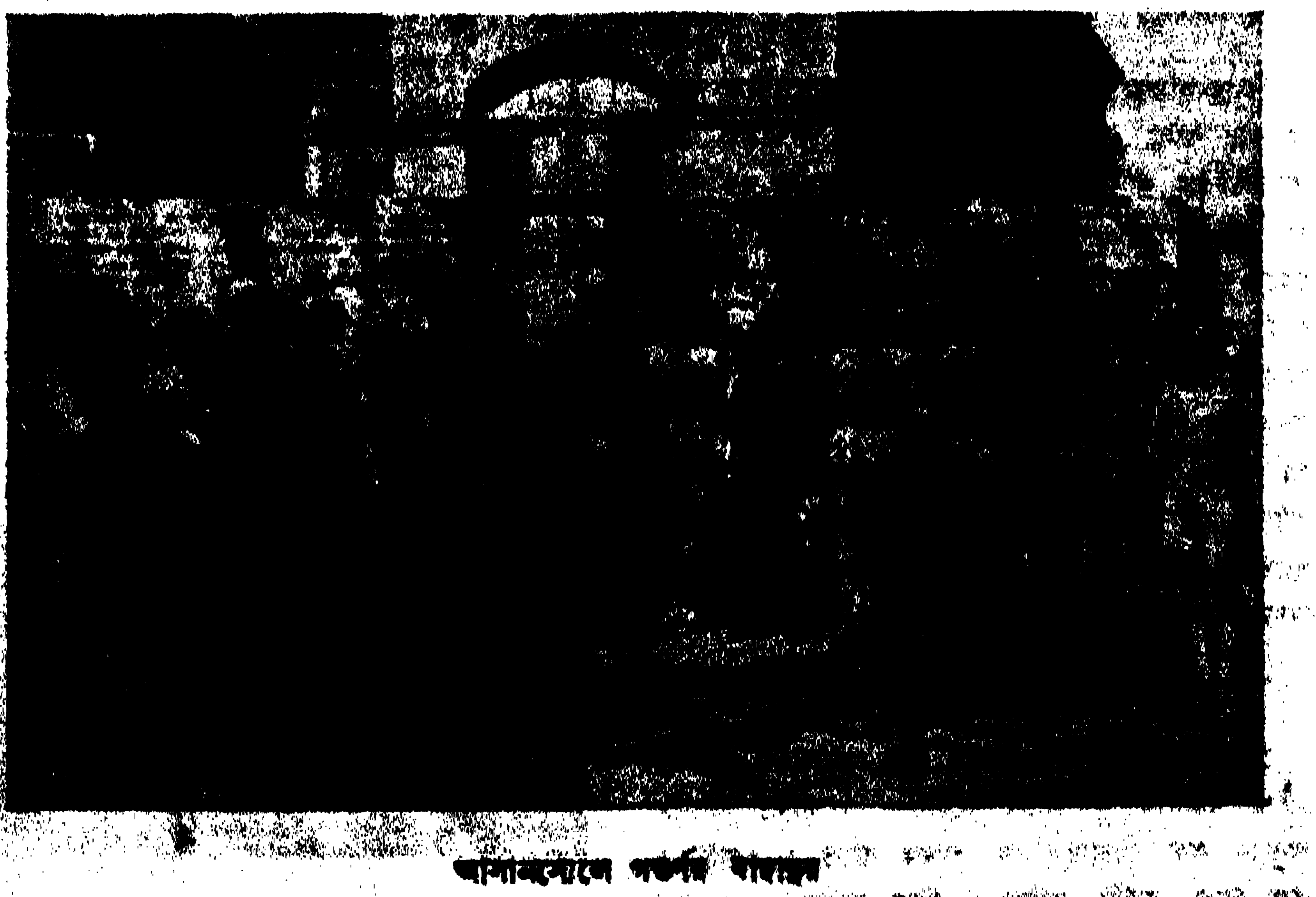

আসানসোলে গভর্ণর বাহাদুর
স্থানীয় এ-আর-পি কর্মীদের সঙ্গে মহামান্য গভর্ণরকে দেখা যাইতেছে।

আসানসোলে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর

বেসামরিক রক্ষণ ব্যবস্থা ও এ-আর-পি বাহিনী পরিদর্শন

বিগত ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে বাঙলার গভর্ণর বাহাদুর বিমানযোগে বেসামরিক রক্ষণ-ব্যবস্থা পরিদর্শন উপলক্ষে অল্প সময়ের জন্য কলিকাতার বাহিরে গিয়াছিলেন। অতি প্রত্যূষে তিনি বিমানযোগে আসানসোল গমন করিয়াছিলেন এবং সেখানকার সামরিক, বেসামরিক ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত রক্ষণ-সমস্যাগুলির আলোচনায় সমস্ত দিন ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার পরিদর্শন সময়ে বিমান-আক্রমণের মহড়া হইয়াছিল, ঐ সময়ে তিনি পরিচালন-কেন্দ্রে ছিলেন। অপরাহ্নে তিনি কয়লার খনির ওয়ার্ডেন কমিটি এবং রাণীগঞ্জ, বরাকর, বার্ণপুর ও কুলটির এ, আর, পি, কণ্ট্রোলারগণের সহিত বেসামরিক রক্ষণ-ব্যবস্থার আলোচনা করেন। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর সমস্ত দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করেন।

গমন করেন এবং তথায় এ, আর, পি, কর্মিগণের এক সমাবেশ পরিদর্শন করেন। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর সমবেত এ, আর, পি, কর্মিগণকে একটি সংক্ষিপ্ত অথচ উৎসাহব্যঞ্জক অভিভাষণ দ্বারা সম্মানিত করেন। জনসেবার স্পৃহায় উদ্বুদ্ধ হইয়া এত অধিক সংখ্যক লোক এ, আর, পি, প্রতিষ্ঠানে যোগদান করায় তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেন। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর লণ্ডনের উপর যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেন এবং সমবেত ব্যক্তিগণকে লণ্ডনবাসীদের অনুকরণ করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন এবং আরও বলেন যে, ১৯৪০এর যুদ্ধে চরম বিজয় লাভ হইয়াছে বিমান প্রতিরোধক গোলাবর্ষী কামানশ্রেণী, জঙ্গী বিমান, বেলুন বাঁধের দ্বারা উৎকৃষ্ট রক্ষণ ব্যবস্থার চেয়ে লণ্ডনবাসীদের কঠোর ও শান্তিপূর্ণ সাহসের ও প্রকৃষ্ট নৈতিক বলের দরুণ।

আসানসোলে এ-আর-পি অফিসারদের সহিত মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর

এ, আর, পি, প্রদর্শনী

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বিমানযোগে সিজা পৌঁছেন এবং তথা হইতে মোটরযোগে আসানসোল মিউনিসিপ্যালিটির অফিসে [illegible] করেন। সেখানে আসানসোলের এ, আর, পি, কণ্ট্রোলার মিঃ কে, এ, মজুমদার এ, আর, পি, কর্মকর্তাগণকে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। তিনি তথায় প্রধান কেন্দ্র ও রিপোর্ট-কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং তিনি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, কণ্ট্রোলার ও অন্যান্য অফিসারদের সহিত এ, আর, পি, ও বেসামরিক রক্ষণ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন। বিমান-আক্রমণ হইলে কিভাবে আশ্রয়স্থলে যাইতে হইবে তাহার একটি অভিনয় করা হয় এবং মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর উহা বেশ আগ্রহের সহিত দর্শন করেন। পরিচালন-কেন্দ্র হইতে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর এ, আর, পি, সিজা-কেন্দ্রে গমন করেন, তথায় [illegible] [illegible] সাহায্যে আগুনে বোমা আয়ত্তে আনিবার কৌশল প্রদর্শন করা হয়।

সিজা-কেন্দ্র হইতে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর মোটরযোগে বাবুকা এ, আর, পি, ডিপো ও প্রাথমিক সাহায্য-কেন্দ্রে

বাবুকা ডিপো হইতে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর আসানসোল ক্লাবে গমন করেন ও তথায় ডেপুটি নিবাসী রায় সাহেব এস, পি, রায় ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের সহিত আহার করেন। মধ্যাহ্নভোজের পর মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বরাকর, রাণীগঞ্জ, কুলটি, বার্ণপুরের এ, আর, পি, কণ্ট্রোলার ও কয়লার খনির ওয়ার্ডেনগণের সভায় যোগদান করেন এবং আসানসোল মাইনস বোর্ড অব হেলথ অফিসে বেসামরিক রক্ষণ-ব্যবস্থা [illegible] আবশ্যক ও সামরিক কার্যাদির ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

অপরাহ্নে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বিমানযোগে আসানসোল হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

ফরিদপুর জেলার [illegible] [illegible] পরিকল্পনার জন্য বাঙলা সরকার [illegible] টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন—(১) [illegible] [illegible] আংশিক খননের নিমিত্ত, (২) [illegible] হইতে [illegible] খাল হইয়া সিন্দু বাঁকুড়া পর্যন্ত এবং অতঃপর সিন্দু বাঁকুড়া হইতে [illegible] খাল হইয়া [illegible] খাল পর্যন্ত একটি খাল খননের জন্য এবং কালীবাড়ী খাল হইতে [illegible] বিল পর্যন্ত ও অতঃপর [illegible] বিল হইতে [illegible] পর্যন্ত আর একটি খাল খননের] জন্য এবং (৩) [illegible] আংশিক খনন কার্যের জন্য।

যক্ষ্মারোগীদের চিকিৎসা-ব্যবস্থা

বিভিন্ন হাসপাতালে বাঙলা সরকারের ব্যাপক দান

বাঙলা সরকার বর্তমান আর্থিক বৎসরে দার্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটির সদর হাসপাতাল ও যক্ষ্মা হাসপাতালে ১২,০০০৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। এই সকল হাসপাতালে যে সমস্ত যক্ষ্মারোগী চিকিৎসিত হয়, তাহাদের পুষ্টিকর খাদ্য ও উন্নত ধরণের চিকিৎসার জন্য এই অর্থ ব্যয় করা হইবে।

এতদ্ব্যতীত ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতাল এবং ২৪-পরগণার শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের চলতি সাহায্য যথাক্রমে ২,৯০০৲ এবং ১০০৲ বর্দ্ধিত করা হইয়াছে এবং উক্ত অর্থ দ্বারা যক্ষ্মা রোগীদের পুষ্টিকর আহার্য ও উন্নত ধরণের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইবে।

উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে মঞ্জুরীকৃত অর্থ যত শীঘ্র সম্ভব সরবরাহ করা হইবে।

নিম্নলিখিতভাবে বিভিন্ন হাসপাতালেও অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে:—

	টাকা।
ক্রাইস্ট হাসপাতাল (বর্দ্ধমান)	৯৫০
সিউড়ী সদর হাসপাতাল (বীরভূম)	১৬৪
সদর হাসপাতাল (বাঁকুড়া)	১০০
কে, ই, এম, সদর হাসপাতাল (মেদিনীপুর)	১০০
ইমামবাড়া হাসপাতাল (হুগলী)	১০০
হাওড়া জেনারেল হাসপাতাল	২,১০০
কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতাল (নদীয়া)	১,১০০
সদর হাসপাতাল (যশোহর)	১০০
বহরমপুর সদর হাসপাতাল (মুর্শিদাবাদ)	১৫০
[illegible] সদর হাসপাতাল (খুলনা)	২০০
এস, কে, হাসপাতাল (ময়মনসিংহ)	[illegible]
সদর হাসপাতাল (ফরিদপুর)	১০০
সদর হাসপাতাল (বরিশাল)	৭৫০
জেনারেল হাসপাতাল (চট্টগ্রাম)	৬০০
সদর হাসপাতাল (কুমিল্লা)	১১০
সদর হাসপাতাল (নোয়াখালী)	২৫০
রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতাল (পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম)	১৪০
সদর হাসপাতাল (রাজসাহী)	৪০০
সদর হাসপাতাল (দিনাজপুর)	১০০
জেনারেল হাসপাতাল (জলপাইগুড়ি)	১,৮৭০
সদর হাসপাতাল (রংপুর)	২৭০
সদর হাসপাতাল (বগুড়া)	১০০
সদর হাসপাতাল (পাবনা)	১,১০০
ইংলিশ বাজার সদর হাসপাতাল (মালদহ)	২২০
ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল (দার্জিলিং)	১০০
টি, বি, হাসপাতাল (দার্জিলিং)	১,০৫০

মহামান্য নিজামের পুত্রবধূ

বিমানবহরের জন্য দান

বেরারের মহামান্যা প্রিন্সেস হায়দ্রাবাদ মহিলা যুদ্ধ-প্রচেষ্টা কেন্দ্রের প্রেসিডেণ্ট। তিনি স্বহস্তে একটি পুলওভার বুনিয়াছিলেন; সম্প্রতি উহা হায়দ্রাবাদে নিলামে বিক্রয় করিয়া ২,২০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

মহামান্যা প্রিন্সেস এই টাকা বড়লাটের যুদ্ধ তহবিলে প্রেরণ করিয়া রাজকীয় বিমানবহরের সাহায্যে স্থানযোগে প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

মহামান্য বড়লাট বাহাদুর এই দানের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন এবং প্রিন্সেসের চেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

প্রশান্ত মহাসাগরীয় সংগ্রাম-ক্ষেত্র

মার্ত্তাবানের উত্তরে সংঘর্ষ

সেনা বিভাগের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, মার্ত্তাবানের উত্তরে ক্ষুদ্র একদল শত্রু সৈন্যের সহিত বৃটিশ সেনাদের সংঘর্ষ হইয়াছে।

সেলিবিস দ্বীপে জাপানীদের অবতরণ

১০ই ফেব্রুয়ারী বাটাভিয়া হইতে প্রচারিত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে,—জাপানীগণ ম্যাকাসারের নিকটে দক্ষিণ-পশ্চিম সেলিবিসে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ডাচ কর্ত্তৃপক্ষ সমস্ত জিনিষ ধ্বংস করিবার জন্য যে আদেশ দিয়াছিলেন, উহা পালিত হইয়াছে। আক্রমণকারিগণ প্রবল বাধা পাইতেছে।

নিউ বৃটেনে জাপানীদের অবতরণ

ক্যানবেরার ১০ই ফেব্রুয়ারীর ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, জাপানীরা নিউ বৃটেন দ্বীপের দক্ষিণ উপকূলস্থ গাসমাটা নামক স্থানে অবতরণ করিয়াছে। এই দ্বীপ বিসমার্ক আর্কিপেলেগোর অন্তর্ভুক্ত।

বাটানে প্রচণ্ড সংগ্রাম

ওয়াশিংটন হইতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, নূতন আমদানী করা জাপানী সৈন্যদল ম্যানিলা উপসাগরের নিকটে অবতরণ করিয়াছে। বাটানে অতি প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে।

বাটাভিয়া ও সুরাবায়ার উপর যুগপৎ আক্রমণ

রয়টারের সংবাদদাতা বাটাভিয়া হইতে জানাইতেছে জাপানীরা সুরাবায়ার প্রায় ৩৫০ মাইল সোজা উত্তরে দক্ষিণ বোর্ণিওর ব্যাঞ্জের-মাসিন বন্দর দখল করিতে চেষ্টা করিতেছে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, জাপ অভিযান-কারী সৈন্যদল উত্তর-পশ্চিম বোর্ণিওতে অবস্থিত পন্টিয়ানাকে সমবেত হইতেছে। কোন কোন মহলের অভিমত এই যে, যাভার পশ্চিম পার্শ্বস্থ বিরাট পোতাশ্রয়ে বাটাভিয়ার উপর পৃথক অভিযানের সূচনা দেখা যাইতেছে। সম্ভবতঃ বাটাভিয়া এবং সুরাবায়ার উপর যুগপৎ আক্রমণ চালান হইবে।

সিঙ্গাপুর শহর হইতে ১০ মাইল দূরে জাপবাহিনী

লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষীয় মহল ১০ই ফেব্রুয়ারী এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, জাপানীরা সম্ভবতঃ সিঙ্গাপুর হইতে ১০ মাইল দূরে আছে। সুঙ্গেই মাণ্ডাই এবং সুঙ্গেই ক্রাঞ্জি এই স্থানের মধ্যে জাপানীরা অবতরণ করিয়াছে। স্থান দুইটির মধ্যে নাকি অনুমান দুই মাইল ব্যবধান। সুঙ্গেই মাণ্ডাই একটি ছোট খাঁড়ি—ইহা সিঙ্গাপুর রেলপথের উত্তরে এবং জালানবার এক মাইল পশ্চিমে।

সাম্রাজ্যিক বাহিনীর আত্মসমর্পণের দাবী

বৃটিশ, অষ্ট্রেলিয়ান, নিউজিল্যাণ্ড ও ভারতীয় সৈন্যগণ এবং চীনা স্বেচ্ছাসেবকদিগকে লইয়া গঠিত-বৃটিশ বাহিনী জাপানীদের প্রচণ্ড চাপ প্রতিহত করিতেছে। জাপানীরা ডাইভ বিমানের সাহায্যে বোমাবর্ষণ করিতেছে। আত্ম-সমর্পণের জন্য অনুরোধ করিয়া জাপানীরা দ্বীপের সর্ব্বত্র প্রচারপত্র নিক্ষেপ করিতেছে।

মার্ত্তাবানে জাপানী সৈন্য

১১ই ফেব্রুয়ারী একটি সামরিক এশতেহারে বলা হইয়াছে: "জাপানীরা নৌকাযোগে মার্ত্তাবানের উত্তর-পশ্চিম ভাগে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী নামাইতে সক্ষম হইয়াছে। মার্ত্তাবানের পশ্চিম এবং পূর্ব্ব ভাগে বিভিন্ন স্থানে বহু শত্রু সৈন্যকে হতাহত করা হয়; কিন্তু মার্ত্তাবান শহরটি জাপানীরা দখল করিয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

জাপানীদের কবলে মালবেট দ্বীপ

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জাপানীরা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত মাসবেট দ্বীপটি দখল করিয়াছে।

জাপ বাহিনীর পলায়ন

মার্ত্তাবান অঞ্চলে একদল বৃটিশপক্ষীয় সেনা জাপ বাহিনীর খুব নিকটে যাইয়া পড়ে এবং তাহাদিগকে সঙ্গীণ লইয়া চার্জ্জ করে। ফলে জাপ সেনারা অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া পলায়ন করে। তাহাদের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। বৃটিশ পক্ষে ক্ষতি বা হতাহতের পরিমাণ সামান্য।

পা-আন অঞ্চলে প্রচণ্ড সংগ্রাম

রেঙ্গুন বেতারে প্রকাশ, সালুইন রণাঙ্গনে পা-আন অঞ্চলে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে। শত্রু বাহিনীর প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

যাভা দ্বীপে মার্কিণ সৈন্য

"নিউইয়র্ক টাইমস" পত্রিকায় প্রকাশ, যাভা দ্বীপে মার্কিণ সৈন্য আসিয়া পেঁছিয়াছে। পত্রিকা বলিতেছে যে, মার্কিণ সৈন্যরা ঐ দ্বীপে বৃটিশ ও অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যদের সহিত একত্রে মোতায়েন হইয়াছে।

ব্যাঞ্জের-মাসিন অধিকৃত

বাটাভিয়ার এক ইস্তাহারে প্রকাশ, দক্ষিণ বোর্ণিওর ব্যাঞ্জের-মাসিন জাপানীগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

পালেম্বাং-এ জাপানী প্যারাস্যুট সৈন্যদল

বাটাভিয়ার একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণ সুমাত্রার মিত্রপক্ষীয় গুরুত্বপূর্ণ তৈলশোধন ঘাঁটি পালেম্বাং-এর নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে জাপ প্যারাস্যুট সৈন্য অবতরণ করিয়াছে বলিয়া সরকারীভাবে জানা গিয়াছে। পালেম্বাং হইতে প্রতি বৎসর ৪২॥০ লক্ষ টন তৈল পাওয়া যায়।

সিঙ্গাপুর রণাঙ্গনে বৃটিশ ট্যাঙ্ক বাহিনী

সিঙ্গাপুরস্থিত সাম্রাজ্য বাহিনী অন্ততঃ এক স্থানে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ চালায় এবং একটি নূতন লাইন প্রতিষ্ঠা করে। এই প্রথম সিঙ্গাপুরে বৃটিশ ট্যাঙ্ক বাহিনী জাপানীদের বিরুদ্ধে কার্য্যরত হইয়াছে।

... সমস্ত সাধারণ কাজ-কারবার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মাত্র একখানা সংবাদপত্র বাহির হইতেছে।

সুমাত্রায় জাপানী সৈন্যের অবতরণ

১৫ই ফেব্রুয়ারী সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, জাপানীরা সুমাত্রায় বহুসংখ্যায় অবতরণ করিতেছে।

জাপানীদের হস্তে আনাম্বা দ্বীপপুঞ্জ

মালয়ের পূর্ব্বদিকে আনাম্বা দ্বীপপুঞ্জ জাপানীগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। দক্ষিণ সুমাত্রাগামী জাপ জলযানসমূহের উপর ডাচ বিমান আক্রমণ চালায়। মাসটক ব্যাঙ্কার অদূরে একটি জাপ কনভয়ের উপরও ডাচ বিমান হানা দেয়।

সিঙ্গাপুরের আত্মসমর্পণ

১৫ই ফেব্রুয়ারী সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, সিঙ্গাপুর আত্মসমর্পণ করিয়াছে। বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী মিঃ চার্চিল সমগ্র জগতের নিকট এক বেতার-বাণীতে ঘোষণা করেন যে, সিঙ্গাপুরের পতন হইয়াছে।

১৫ই তারিখ রাত্রে জাপ ইম্পিরিয়াল হেড কোয়ার্টার হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, সেদিন রাত্রি ৭ ঘটিকার সময় (সিঙ্গাপুর টাইম) সিঙ্গাপুরের বৃটিশ বাহিনী বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। ডোমেই এজেন্সীর সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় (সিঙ্গাপুর টাইম) যুদ্ধবিরতি ঘটিয়াছে।

সিঙ্গাপুর শহর হইতে ৫ মাইল দূরে বুকিট টিমা নামক স্থানে ফোর্ড মোটর কারখানায় মালয়ের জাপ বাহিনীর অধিনায়ক লেঃ জেনারেল টমোয়ুকি ইয়ামাসিটা এবং বৃটিশ বাহিনীর অধিনায়ক লেঃ জেনারেল পার্সিভাল আত্মসমর্পণের সর্ত্ত-পত্রে স্বাক্ষর করেন। সিঙ্গাপুর দ্বীপের মধ্য অংশে সিঙ্গাপুর শহর মধ্যে শত্রুপরিবেষ্টিত এবং জাপানীদের বোমা ও কামানের মুখে আত্মরক্ষার অক্ষম নিজদিগের অসহায় অবস্থা বিবেচনা করিয়া বৃটিশ-পক্ষ আত্মসমর্পণের সর্ত্তের জন্য আবেদন করেন।

সিঙ্গাপুরের নাম পরিবর্ত্তন

পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, জাপানীরা সোমবার সকালে সিঙ্গাপুর শহরে প্রবেশ করে এবং সমস্ত সরকারী দালানে জাপানী পতাকা উড্ডীন করে। ষ্ট্রেটস্ সেটেলমেণ্টের গভর্ণরকে সিঙ্গাপুরে অন্তরীণ করা হইয়াছে। জাপানীরা সিঙ্গাপুরের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'শোনান' রাখিয়াছে।

[১১শ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বৃটেনের যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত কারখানায় মজুর দলে দলে নারীরা কর্মী হিসাবে যোগদান করিয়াছে। উপরের চিত্রে দেখা যাইতেছে—দুইটি তরুণী কামানের চুলীর বহির্দেশ মসৃণ করিতেছে।

কলিকাতায় নাগরিকদিগের নিরাপত্তার ব্যবস্থা

মাননীয় মন্ত্রী মিঃ সন্তোষকুমার বসুর আবেদন

গত ১লা ফেব্রুয়ারী সিভিল ডিফেন্স বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ সন্তোষকুমার বসু কলিকাতার অক্টারলোনি মনুমেন্টের পাদদেশে একটি সভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে নাগরিকদিগের নিরাপত্তা সংগঠন ব্যাপারে সরকার যে প্রচেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে কলিকাতার নাগরিকদিগকে সহযোগিতা করিতে আহ্বান করেন।

নাগরিকদিগের নিরাপত্তা সম্পর্কিত সংগঠন ব্যাপারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া মিঃ বসু বলেন যে, সঙ্কটের সম্মুখীন হওয়ার সাহস তাঁহাদের সকলেরই থাকা প্রয়োজন। যে সমস্ত ঘটনা ঘটা স্বাভাবিক তাহা অনুমান করিবার দূরদৃষ্টি তাঁহাদের প্রত্যেকেরই থাকা প্রয়োজন এবং উহা প্রতিকার করিবার যথাযোগ্য জ্ঞানও তাঁহাদের থাকা বাঞ্ছনীয়। বাজে গুজব এবং নাগরিক জীবনের সমতা বজায় রাখার ব্যাপারে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা বিশেষভাবে কাম্য। নাগরিকদিগের নিরাপত্তা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন এবং ভবিষ্যতে কি করিবেন, সে ব্যাপারে তাঁহারা জনসাধারণকে যতই ওয়াকিবহাল রাখিবেন এবং তাহাদের বিশ্বাস অর্জন করিবেন, ততই তাঁহারা বাজে গুজব দূরীভূত করিয়া জনসাধারণের মন হইতে ভয় দূর করিতে সমর্থ হইবেন।

(মাননীয় মিঃ সন্তোষকুমার বসু)

কলিকাতার জনসাধারণ যদি শতে শতে এবং হাজারে হাজারে সিভিল ডিফেন্স প্রতিষ্ঠানের কাজে যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করে, তবে তাহাদের ভীত হইবার কিছুই নাই। এই প্রতিষ্ঠানের সাজ-সরঞ্জাম রহিয়াছে, কেবল তাহা যথাযোগ্যভাবে পরিচালিত করিতে হইবে। তিনি মনে-প্রাণে এই কামনাই করেন যে, এমন সময় যেন আসিবে না যখন উক্ত সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করার প্রয়োজন হইবে;—তিনি এ আশাও করেন যে, এই শহর ও এই প্রদেশ শত্রুর নৃশংস বিমান-আক্রমণ হইতে বাঁচিয়া থাকিবে। কিন্তু সর্বপ্রকার শুভ কামনা করিয়াও সর্বাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকাই বাঞ্ছনীয়।

অতঃপর বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, আমাদের নিজেদের জীবন রক্ষা, প্রতিবেশীদের বহির বিপ্লাস ঠেকাইবার সুযোগ প্রদান, ক্ষতি ও অগ্নিদাহ হইতে সকল সম্পত্তি রক্ষা এবং আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের শৃঙ্খলা ও সমতা রক্ষার গুরু দায়িত্ব আমাদের নিজেদের স্কন্ধে তুলিয়া নিতে হইবে। শত্রুর লক্ষ্য ঐ দিকেই থাকিবে এবং উহাই আমাদের প্রতিরোধ করিতে হইবে।

কথা-প্রসঙ্গে মিঃ বসু আরও বলেন যে, নাগরিক নিরাপত্তা চারিটি পন্থায় পরিচালিত হইতে পারে। প্রথম পন্থা হইতেছে—বোমা হইতে রক্ষা এবং আহতদিগের যত্ন ও চিকিৎসা-ব্যবস্থা; দ্বিতীয় পন্থা হইতেছে—নাগরিক কার্যাবলী অক্ষুণ্ণ রাখা; তৃতীয় পন্থা হইতেছে—যাহারা গৃহহীন হইয়া পড়িয়াছে কিংবা স্ব ইচ্ছায় গৃহত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের যথাযোগ্য যত্ন, সাহায্য প্রদান ও অব্যবস্থিত জীবনের সমতা সাধন এবং চতুর্থ পন্থা হইতেছে—জনসাধারণের উৎসাহ উদ্দীপনাকে সঞ্জীবিত রাখা, প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রদানে ওয়াকিবহাল রাখা এবং প্রত্যেকের মনে সাহস সঞ্চার করা।

সংরক্ষণ ব্যবস্থা

নাগরিকদিগের সংরক্ষণ ব্যবস্থার জন্য কলিকাতায় বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধমূলক প্রতিষ্ঠান ও এ. আর. পি. ওয়ার্ডেন সার্ভিসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় লোক কি তাহাতে সংগৃহীত হইয়াছে? তিনি কামনা করেন যে, কলিকাতার যুবকবৃন্দ এই দায়িত্ব নিজেদের স্কন্ধে তুলিয়া লউক। নিজ নিজ গৃহগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখা, নিজেদের মানব-ধর্ম প্রদর্শন এবং যে কোন সঙ্কটজনক পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনিবার মহান দায়িত্ব তাহাদেরই।

এই সংগঠন সম্পর্কিত ব্যাপারে যদি তাহাদের কিছু বলিতে হয়, তবে সহযোগিতার উপর ভিত্তি করিয়াই তাহা ব্যক্ত করা কর্তব্য। নিজ নিজ এলাকার বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধমূলক প্রতিষ্ঠান ও প্রাথমিক চিকিৎসা-কেন্দ্রকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার নিমিত্ত কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকগণের কর্তব্য হইতেছে ওয়ার্ড কমিটি-সমূহ সংগঠন করা এবং বিমান-আক্রমণের পূর্বে ও পরে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, সে সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করা এবং সর্বোপরি সকলকে মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া কাজ করিতে বলা।

এতদ্ব্যতীত কলিকাতা কর্পোরেশনের মারফৎ ব্যাপকভাবে কার্যাবলীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বাংলা সরকার এবং ভারত সরকার এই সম্পর্কে তাহাদের বিশেষভাবে আর্থিক সাহায্য করিবেন। অপরভাবে পানীয় জল সরবরাহের একটি পরিকল্পনায় ইতিমধ্যেই হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে এবং বহু সংখ্যক নলকূপ খনন করিয়া ব্যাপকভাবে উক্ত পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা হইয়াছে।

যদি সত্যই কলিকাতায় বিমান-আক্রমণ হয়, তবে এমন অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে যাহা পূর্বে কেহই অনুমান করে নাই। উপযুক্ত পুলিশের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কতক লোক আতঙ্ক ও অপ্রয়োজনীয় ত্রাসের বশবর্তী হইয়া একযোগে নিজেদের ইচ্ছামতভাবে একযোগে কলিকাতা শহর পরিত্যাগ করিয়া যাইবার চেষ্টা করিতে পারে। সে ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কর্তব্য হইবে তাহাদের নিরাপদ স্থানে আনিয়া তাহাদের বসবাসের ব্যবস্থাকে পুনর্বহাল করা। মানবধর্ম উহাই দাবী করে। সর্বোপরি ভারত সরকারের পুনর্বাসনে ইহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুতরাং একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ধরণের বিবিধ কাজের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সৈনিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তব্য এই সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা।

মন্ত্রিদের কুষ্টিয়া পরিদর্শন

সর্বত্র রাজোচিত সম্বর্দ্ধনা লাভ

গত জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে মাননীয় মিঃ শামসুদ্দীন আহমদ এবং মাননীয় মিঃ পি. এন. ব্যানার্জি চট্টগ্রাম মেলযোগে কুষ্টিয়ায় গমন করেন। ষ্টেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ এবং জেলা ও মহকুমার অফিসারগণ তাঁহাদের স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। মাননীয় মন্ত্রিগণ প্ল্যাটফর্মে অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য ও অফিসারগণের সহিত পরিচিত হইবার পর প্রায় ৫,০০০ হাজার লোক তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে। অতঃপর তাঁহাদের সজ্জিত গাড়ীতে করিয়া বাদ্যভাণ্ড ও শোভাযাত্রা সহকারে শহরের ভিতর দিয়া লইয়া যাওয়া হয়। এই শোভাযাত্রা এক মাইলেরও উপর লম্বা হইয়াছিল। কৃষক-প্রজা পতাকা ও স্বেচ্ছাসেবকদলকে সর্বত্রই দেখা গিয়াছিল এবং শহরের সমস্ত লোক মাননীয় মন্ত্রী মিঃ শামসুদ্দীনকে তাঁহার নিজের এলাকায় সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল। মাননীয় মন্ত্রীর ভ্রাতা ডাঃ সদরউদ্দীন আহমদের গৃহে আসিয়া শোভাযাত্রা শেষ হয়। অপরাহ্নে মাননীয় দুই জন মন্ত্রীই বার এসোসিয়েশন পরিদর্শন করেন এবং সদস্যগণের সহিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন।

অতঃপর স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে মাননীয় মন্ত্রীদ্বয়কে জনসাধারণের পক্ষ হইতে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই উদ্দেশ্যে দুই হাজার লোকের বসিবার জায়গার ব্যবস্থা করিয়া একটি বিরাট প্যাণ্ডেল সজ্জিত করা হইয়াছিল এবং উহাতে তিলধারণের স্থান ছিল না। ঐখানে প্রায় ৫,০০০ হাজার লোক উন্মুখ আগ্রহে মন্ত্রীদের বক্তৃতা শ্রবণ করে।

অভ্যর্থনা সমিতির তরফ হইতে দুইটি সুদৃশ্য রৌপ্যাধারে মাননীয় মন্ত্রীদ্বয়কে মানপত্র প্রদান করা হয়।

(মাননীয় মিঃ শামসুদ্দীন আহমদ)

মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলের বহু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে মাননীয় মিঃ শামসুদ্দীন আহমদকে ১৭টিরও অধিক মানপত্র প্রদান করা হইয়াছে। মাননীয় মিঃ শামসুদ্দীন আহমদ এবং মাননীয় মিঃ পি. এন. ব্যানার্জি বাংলায় যথাযোগ্য জবাব প্রদান করেন এবং কৃষক-প্রজা রাজনীতির উপর ভিত্তি করিয়া মাননীয় মিঃ শামসুদ্দীন আহমদ, মাননীয় মিঃ পি. এন. ব্যানার্জি এবং মিঃ আবু হোসেন সরকার প্রাঞ্জল ও উদ্দীপনামূলক বক্তৃতা প্রদান করেন।

সন্ধ্যাকালে শিবকালী মেমোরিয়াল ভবন-সঙ্ঘ মাননীয় মিঃ শামসুদ্দীন আহমদকে মানপত্র প্রদান করে এবং তিনি তাহার যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করেন। মাননীয় মন্ত্রী বড়টেনে নামক স্থানে একটি বিরাট সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

গড়াই নদী যেখানে উহার শাখার সহিত বিভিন্ন হইয়াছে, মাননীয় মন্ত্রী মিঃ শামসুদ্দীন আহমদ সেই স্থান পরিদর্শন করেন। এই স্থান পরিদর্শনকালে মহকুমা হাকিম, মেসার্স রেনউইক এণ্ড কোম্পানীর মিঃ রে এবং আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

অন্ধদিগের কল্যাণ বিধান

এসোসিয়েশনের জন্য সাহায্য প্রার্থনা

বাঙলা গভর্ণমেন্টের মন্ত্রী মাননীয় মি: সন্তোষকুমার বসু বিগত ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নিখিল ভারত অন্ধ-কল্যাণ সমিতির অনুষ্ঠিত সভায় নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে সভাপতিত্ব করিয়াছেন এবং সেই প্রসঙ্গে তিনি উক্ত সমিতিকে সাহায্য করিবার জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

মাননীয় মি: বসু এই বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অন্ধদিগের শিক্ষার জন্য যেরূপ সুযোগ-সুবিধা আছে, ভারতবর্ষে সেরূপ সুযোগ-সুবিধা নাই। তাহা ছাড়া দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তিগণের শিক্ষার উন্নতির জন্য গবেষণামূলক কার্য্যেরও তেমন কোন উন্নতি এদেশে হয় নাই। যে এসোসিয়েশনের চেষ্টায় এই সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে সেই এসোসিয়েশন এই ব্যাপারে বেশ প্রশংসাযোগ্য কাজ করিয়াছে। কাজেই এই অনুষ্ঠানকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করা জনসাধারণের কর্ত্তব্য, যাহাতে এই এসোসিয়েশনের কল্যাণকর কার্য্য আরো অগ্রসর হইতে পারে।

এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী-জেনারেল ডা: অমল শাহ্ বিশেষভাবে যুদ্ধে সৈনিক ও বেসামরিক যে সমস্ত ব্যক্তি অন্ধ হয়, তাহাদিগের শিক্ষা ও ট্রেনিং দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন যে, এসোসিয়েশন যুদ্ধে অন্ধত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের শিক্ষার জন্য চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ সাহায্য প্রদান না করিলে এইদিকে বিশেষ অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর নয়। ডা: শাহ্ বলেন যে, এই এসোসিয়েশন একজন ইউরোপীয়ান সামরিক কর্মচারীকে, যিনি যুদ্ধে দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছেন, শিক্ষা প্রদান করিয়াছে এবং ঐ কর্মচারী বিলাতে চলিয়া গিয়াছেন। "আউট অব নাইট" নামক একটি চলচ্চিত্র দেখান হইয়াছিল; এই ছবিতে দেখান হইয়াছে বিলাতে অন্ধদিগের শিক্ষা ও ট্রেনিং-এর জন্য ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট ফর দি ব্লাইণ্ড কিরূপ কাজ পরিচালনা করিতেছে। আরোও কয়েকটি ছবি দেখান হইয়াছিল, তাহার মধ্যে "এ কম টু ইওর কনসান্স" নামক একটি নাৎসী ছবিও দেখান হইয়াছিল—এই ছবিতে জার্ম্মাণ আক্রমণকারী সৈন্য রাশিয়ায় কি প্রকার ধ্বংস লীলা সম্পাদন করিয়াছে, তাহাই দেখান হইয়াছে।

মধ্যাহ্নের উপপ্রকোষ্ঠে কলিকাতা ব্লাইণ্ড স্কুলের ছাত্রগণের একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং তাহাতে সকলের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

অন্ধদিগের জন্য সাহিত্য

অন্ধদিগের নিখিল ভারত "আলোক-নিকেতনে" সম্প্রতি সাহিত্য সেবক সমিতির একটি সভা হইয়াছিল। খ্যাতনামা গ্রন্থকার মি: বিভূতিভূষণ ব্যানার্জি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কয়েকজন প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যিক সভায় যোগদান করিয়াছিলেন এবং অন্ধ-চরিত্র সম্বন্ধে গল্প ও কবিতা পাঠ করেন।

নিখিল ভারত অন্ধদিগের "আলোক সংঘ ভবনের" সেক্রেটারী ডিরেক্টর ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রফেসর এস. সি. রায় একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহাতে তিনি বলেন যে, বাংলা সাহিত্যে অন্ধচরিত্র সম্বন্ধে যে সমুদয় গল্প ও কবিতা তিনি পাঠ করিয়াছেন, তাহাতে অন্ধদিগের জীবনের মানসিক আবেগ সম্বন্ধে মনস্তত্ত্ব দৃষ্টির অভাব রহিয়াছে। তিনি বলেন যে, ইংরেজী সাহিত্যে ও ইংরেজী ছায়াচিত্রে যে সমস্ত অন্ধ চরিত্র দেখা যায়, তাহাতে অন্ধ ব্যক্তিগণের জীবনের বাস্তবতার অনেকটা সামঞ্জস্য রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, তাঁহার সহিত ডক্টর রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং তিনি কবিবরকে অনুরোধ করায় কবিবর একজন অন্ধ ব্যক্তির বাস্তব জীবন সম্বন্ধে একখানা পুস্তক লিখিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কবিবরের মৃত্যু হওয়ায় উহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

তিনি সভায় সমবেত লেখকদিগকে এই প্রয়োজনীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করেন এবং কেহ কেহ তাহাতে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

প্রফেসর রায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ও আমেরিকায় অন্ধদিগের পড়ার কি সুব্যবস্থা আছে, তাহা উদাহরণসহ উল্লেখ করেন।

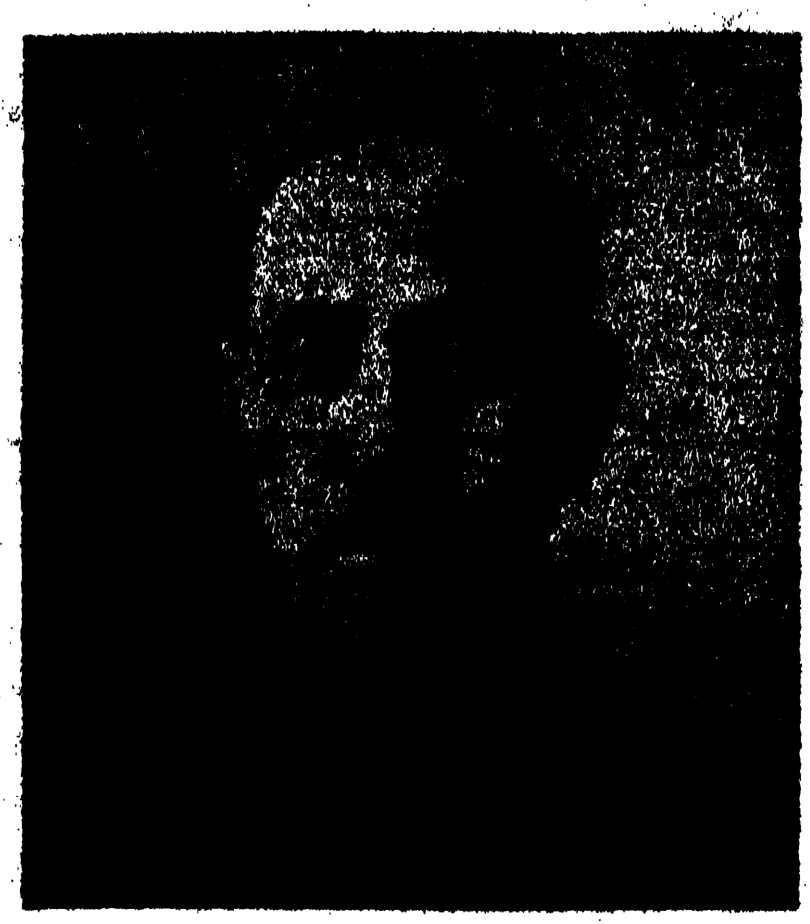

চীনের রাষ্ট্র-নায়ক মার্শাল চিয়াং কাইশেক

পাঠকগণ অবগত আছেন—মার্শাল চিয়াং কাইশেক ও তাঁহার পত্নী কতিপয় চৈনিক অফিসারসহ সম্প্রতি ভারতে আগমন করিয়াছেন। কয়েকদিন দিল্লীতে অবস্থান করার পর তাঁহারা গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় আগমন করেন। বহু বিশিষ্ট ভারতীয় নেতার সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করিয়া বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করিয়াছেন।

যুদ্ধের জন্য জাপানীরা কেমন করিয়া প্রস্তুত হইতেছিল

বিভিন্ন দ্বীপে গুপ্তচরের উপনিবেশ স্থাপন

বর্ত্তমানে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানীগণ গত ৩০ বৎসর যাবত—ব্যবসা-বাণিজ্য হিসাবেই হউক আর উপনিবেশ স্থাপন উদ্দেশ্যেই হউক—যে কার্য্য পরিচালনা করিয়াছে, তাহা সমস্ত আক্রমণাত্মক পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করিয়াই করা হইয়াছে।

থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোচীনের ব্যাপারে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

হাওয়াই ও ফিলিপাইনের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, যেখানেই জাপানীগণ বেশী সংখ্যায় বসবাস সুরু করিয়াছে, সেইখানেই যুদ্ধের সময় সাহায্য করিবার জন্য একদল সক্রিয় পঞ্চম বাহিনী গড়িয়া তুলিয়াছে।

গত ৪০ বৎসর যাবত জাভা অঞ্চলে প্রায় ২০,০০০ জাপানী কৃষক, মৎস্যজীবী ও ব্যবসায়ী উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। জাপানী প্রচেষ্টায় যে সকল বন্দর তৈরী হইয়াছে, সেই সকল স্থানকে ভিত্তি করিয়াই বর্ত্তমানে বৃটিশ ও ওলন্দাজ-যোদ্ধাদের উপর আক্রমণ চালানো হইয়াছে। উক্ত স্থানে আক্রমণকারিগণ জাপানীদের লৌহ খনি ও চাষ-বাসের অঞ্চল হইতে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বহু খনি ও কৃষিক্ষেত্রের জাপানী মালিকগণ অনেক দিন ধরিয়া গুপ্তচরের কাজ করিয়া আসিতেছে। সময় উপস্থিত হইবামাত্র তাহারা আক্রমণকারীদিগকে রাস্তা ঘাটের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তৈরী ম্যাপ ও সংবাদ ইত্যাদি সরবরাহ করিয়াছে। ইহার সাহায্যে জাপানী সৈন্যগণ বিশেষ বিপদসঙ্কুল অঞ্চলও অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এইরূপভাবে সারাওয়াক ও বোর্ণিও জাপানীদের পঞ্চম বাহিনীতে পূর্ণ ছিল। উহারা কৃষক, মৎস্যজীবী, ব্যবসায়ী প্রভৃতিরূপে আদর্শ নাগরিক হিসাবে বসবাস করিতেছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহারা ছিল শত্রুদের এজেণ্ট। ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিজেও বহু সংখ্যক জাপানী ছিল এবং যুদ্ধের ঠিক প্রাক্কালে প্রায় ৭,০০০ এই রকমের লোক বসবাস করিতেছিল।

মোটর-সাইকেল আরোহী একদল বৃটিশ সেনা পূর্ব্ব ইংলণ্ডের কোনও স্থানে যুদ্ধের মহড়া দিতেছে।

বাজেট বক্তৃতা—

[৪র্থ পৃষ্ঠার শেষ]

২০টি নূতন ধন-দায়িনী বোর্ড স্থাপনের জন্য ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের জন্য ৩৩ লক্ষ টাকার মত বরাদ্দ করা হইয়াছে। কৃষি কার্য্যের ছোটখাট উন্নতির ব্যবস্থার জন্যও কিছু টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য সাধারণ শাসন বিভাগের ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে ১ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে।

ঋণ ও দাদন খাতায় তিনটি বিষয় রহিয়াছে। প্রথমতঃ কলিকাতা হইতে উদ্বৃত্ত অপসারণের ব্যবস্থা। এবাবদ ২ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির টাকার ব্যবস্থা করার জন্য ৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। কিছু কাল আগে এরূপ পাঁচটি ব্যাঙ্ক বঙ্গীয় সমবায় ব্যাঙ্কের অর্থ সাহায্যে চলিতেছিল; আগামী বৎসর আরও পাঁচটি এইরূপ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

তৃতীয় বিষয়টি হইতেছে পুষ্করিণী সংস্কার। বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ এবং মালদহ জেলায় প্রায়ই অনাবৃষ্টি হয় বলিয়া এসমস্ত জেলায় পুষ্করিণী সংস্কার বাবদ এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

জন রক্ষা

জনরক্ষার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থার কথা হইয়াছে, তাহার দরুণ মোট ৪ কোটি টাকার কিছু বেশী খরচ পড়িবে। ইহা হইতে এ-আর-পির বিভিন্ন বিভাগের লোকদিগের বেতন বাবদ প্রায় দুই কোটি টাকা দিতে হইবে। আশ্রয়-স্থল নির্মাণের জন্য ৩৫ লক্ষ, বিমান-আক্রমণে গৃহ-হারাদের সাহায্যার্থ ১৫ লক্ষ এবং ট্রেলার পাম্প, রেসপিরেটার, লোহার টুপি এবং চোখের ঠুলি ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য ৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। অবশিষ্ট এক কোটি টাকার মধ্যে আর্ডের শুশ্রূষা বাবদ ৯ লক্ষ, কারার ব্রিগেড সম্প্রসারণের জন্য ৫ লক্ষ, রাস্তার বাতির অগ্নিনির্ব্বাপণের জন্য ১৫ লক্ষ, লোক উদ্ধার কার্য্যের জন্য ৮ লক্ষ এবং বিমান-আক্রমণে আহতদের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ৩১ লক্ষ টাকা ধরা হইয়াছে।

কলেরা এবং বসন্তের টিকা দিবার জন্য দুইলক্ষ এবং সংক্রামক রোগের হাসপাতালের ব্যবস্থার জন্য ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে।"

কমাফল

মাননীয় অর্থ সচিব অতঃপর বলেন:—"এক্ষণে আমি আর্থিক ব্যবস্থার কমাফলের কথা আলোচনা করিব। অবশ্য না করিলে চলে না, এরূপ কার্য্য ছাড়া অন্য কোন কার্য্যের ব্যবস্থা না করা সত্বেও আগামী বর্ষে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবার সম্ভাবনা। একমাত্র জন-রক্ষার জন্য ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা দিতে হইবে; কাজেকাজেই এই ঘাটতি অনিবার্য্য। এই অস্বাভাবিক ব্যয় করিতে না হইলে আমাদের কিছু টাকা বাঁচিয়া যাইত।

এখানে আমি বর্ষ শেষের তহবিলের সম্পর্কে বলিব। আগেই বলিয়াছি যে, বর্ষশেষে তহবিলে ৭৯ লক্ষ টাকা থাকিবে। ইহার মধ্যে অনেক অর্থ জমা টাকা ধরা হইয়াছে। চলতি বৎসরে ভারত সরকার জনরক্ষার ব্যবস্থার জন্য ৭৫ লক্ষ টাকা কর্জ দিয়াছেন। আগামী বৎসর তন্মধ্যে ১৫ লক্ষ টাকা পরিশোধ করিতে হইবে; বাকী ৬০ লক্ষ টাকা পরে পরিশোধ করা হইবে। আগামী বৎসর এই জনরক্ষার দরুণ আবার ভারত সরকারের নিকট ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা কর্জ লইতে হইবে। কাজে কাজেই আমাদের তহবিলে কর্জ করা টাকার পরিমাণ হইয়া দাঁড়াইবে ১ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা। এই কর্জের পরিমাণ যে খুবই বেশী, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তজ্জন্য আমি কোন আশঙ্কার কারণ দেখি না। আমরা খুব সুবিধাজনক সর্ত্তে এই কর্জ পাইয়াছি। অধিকন্তু চাষী এবং অন্যান্য লোকদিগের নিকট আমাদের ২ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা পাওনা বাকিল। তদুপরি আমাদের ৪৬ লক্ষ টাকার সিকিউরিটিও আছে। উহা আমরা যখন তখন ভাঙ্গাইয়া লইতে পারিব। তাহা ছাড়াও ফেমিন-ইনস্যুরান্স ফণ্ডে ১৪ লক্ষ টাকার সিকিউরিটি আছে। লোকের দুঃখ কষ্ট নিবারণের জন্য আমরা সেই টাকা ব্যয় করিতে পারি।

উপসংহার

আসন গ্রহণ করিবার আগে আমি এই বাজেট বিন্যাস করিতে যে গুরুতর অসুবিধা হইয়াছে, সেই সম্পর্কে দুই একটি কথা বলিতে চাহি। মাত্র দুই মাস হইল বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিন সপ্তাহের মধ্যে তাঁহাদিগকে এই বাজেট প্রস্তুত করিতে হইয়াছে। স্বাভাবিক অবস্থায়ও তিন সপ্তাহের মধ্যে বাজেট প্রস্তুত করা কঠিনাব্য, তদুপরি মন্ত্রিমণ্ডলকে বৎসরের শেষভাগে কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তাঁহাদিগকে আগের মন্ত্রীদের প্রস্তাব অনেক কার্য্য করিতে হইয়াছে। সেই সমস্ত কার্য্য প্রদেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে হয়ত পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন হইতে পারে। আমি বলিতে পারি যে, যদি আমরা বুঝিতে পারি যে, পূর্ব্ব মন্ত্রিসভার প্রস্তাব কোন কার্য্যের অবলম্বন করা উচিত, তাহা হইলে আমরা সেই অবলম্বন করিব।"

মাননীয় মন্ত্রী সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন।

পটুয়াখালীতে উন্নয়ন প্রচেষ্টা

প্রচার-সভার অনুষ্ঠান

বরিশাল জেলার পটুয়াখালী মহকুমার পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের কর্মচারিগণের উদ্যোগে কলাপাড়া থানার হাই স্কুলে ২১শে জানুয়ারী বুধবার বেলা ২ ঘটিকার সময় এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সভায় বহু লোকের সমাগম হয়। স্থানীয় সার্কেল অফিসার, থানা অফিসার, পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ইন্সপেক্টর ও এসিষ্টাণ্ট ইন্সপেক্টর, স্কুল মাষ্টার এবং অন্যান্য অনেক সরকারী কর্মচারীও উপস্থিত ছিলেন। পাটচাষ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ইন্সপেক্টর পল্লী-উন্নয়নের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

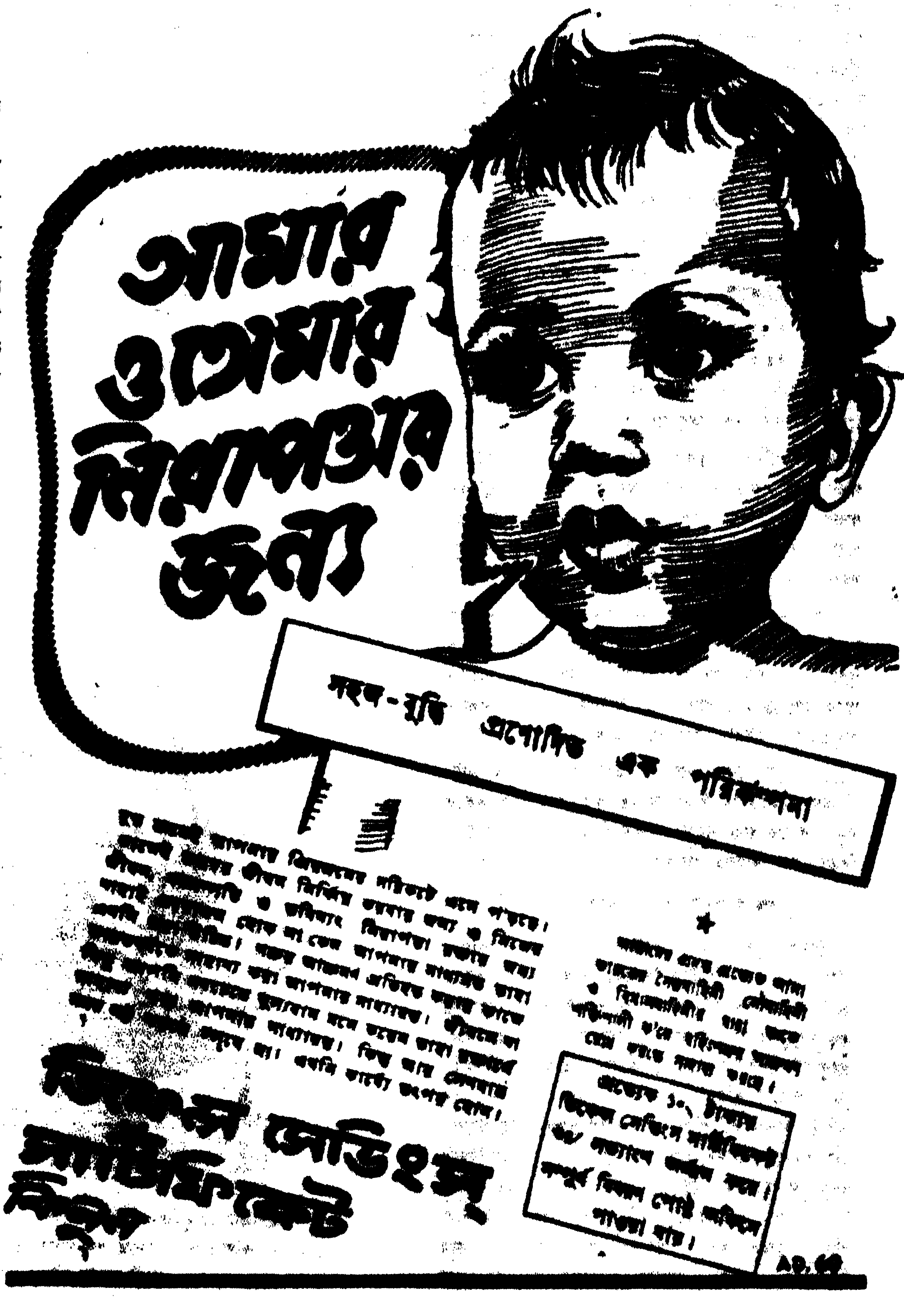

পাটের দর-সমস্যা ও পাটের ব্যবহার

সেণ্ট্রাল পাট কমিটির তথ্যানুসন্ধান পরিকল্পনা

গত বৎসর বাঙলাদেশে পল্লীবাসীরা নিজেদের কাজে যে পাট লাগাইয়াছে, তাহার পরিমাণ মোট ৬ ছয় লক্ষ বেল। সম্প্রতি মিঃ পি, এম, খারেগাট সি, আই, ই, আই, সি, এসের সভাপতিত্বে ভারতীয় সেণ্ট্রাল জুট কমিটির যে সভা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে উপরোক্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

পাটচাষীরা পাটের আবাদী জমির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া পাটের মূল্য কমবেশ করার কতটা সহায়তা করিয়াছে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কমিটি একটি পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন। তাহাতে কাঁচা পাটের মূল্য ও পাট আবাদী জমির পরিমাণের কি সম্বন্ধ, তাহা তদন্ত করা হইবে। অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ অপর একটি বিষয়ের তদন্ত কমিটি মঞ্জুর করিয়াছেন। তাহাতে পাটের কটকা বাজারের সাংখ্যিক বিবরণ বিশেষভাবে বিবেচনা করা হইবে, তাহার উদ্দেশ্য হইবে মূল্যের কমবেশের পরিমাণ সংগ্রহ করা এবং পাটের স্থানীয় মূল্য ও কটকা বাজারের মূল্যের সম্পর্ক নির্দ্ধারণ করা। এই উভয় তদন্ত দ্বারা পাট ব্যবসায়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফল পাইবার আশা করা যায়।

পাটের পূর্ব্বাভাষ

কমিটি পাট-আবাদী অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে নমুনা সংগ্রহ করিয়া তথ্যানুসন্ধান সম্বন্ধে যে পরীক্ষামূলক কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে অল্প ব্যয়ে পাটের নির্ভরযোগ্য পূর্ব্বাভাষ পাওয়ার পদ্ধতি স্থির হইবে। এই পরীক্ষামূলক কার্য্য সফলকাম হইবে বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, বাঙলা গভর্ণমেণ্টকে এই পদ্ধতি গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইবে।

এরূপ অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, বাঙলা গভর্ণমেণ্ট অতঃপর পাট-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রবর্ত্তন করার ফলে যদিও অবস্থা অনেকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তথাপি নিম্নলিখিত কারণে নমুনা সংগ্রহ করিয়া তথ্যানুসন্ধান প্রথা গ্রহণ করার সুপারিশ করা যাইতে পারে:—

(ক) নমুনা সংগ্রহ করিয়া পাট আবাদের পরিমাণ নির্দ্ধারণ অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে হইতে পারে এবং তাহাতে পৃথকভাবে পাট-নিয়ন্ত্রণের পরিমাণ ধার্য্য করা যাইতে পারে এবং তাহাতে পাট-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা অত্যাবশ্যকরূপে অকৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

(খ) যদি কোন কারণে ভবিষ্যতে কখনও পাট-নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার কাজ স্থগিত করা হয়, তাহা হইলে নমুনা সংগ্রহ দ্বারা পাটের আবাদ নির্দ্ধারণের প্রথার উপর নির্ভর করা যাইতে পারে।

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় পাটের দ্বারা সাহায্য

পাটের নূতন ও পরিবর্দ্ধিত ব্যবহারের ব্যাপারে, বিশেষভাবে যুদ্ধ প্রচেষ্টার সহায়তা করে এরূপ কার্য্যে ভারতীয় সেণ্ট্রাল জুট কমিটি গত জুলাই মাসে নিয়োজিত এড্ হক্ সাব কমিটির রিপোর্ট অনুমোদন করিয়াছেন এবং তদনুযায়ী তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে কৃত্রিম আবরণ রচনার কাজ বর্ত্তমানে বিলাতী আমদানীর খাঁশ ও শণ দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহা পাওয়ার পাটের দ্বারা সম্ভব কি না, সে বিষয়ে তদন্ত কার্য্য করা হইবে। এই সম্পর্কে আর একটি বিষয়ে তদন্ত করা হইবে, মোটা রঙীন বারাপ পাট দ্বারা কাপড় প্রস্তুত করার সম্ভাবনা আছে কি না। অন্য [illegible]

প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ভবিষ্যতে এই শিল্পের উন্নতি আশা করা যাইতে পারে। সেইজন্য কমিটি মনে করেন যে, ডাক্তার স্যার এস্, এস্, ভাটনগর এই বিষয়ে যে অভিমত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে পাটের আঁশ ঐ সমুদয় দ্রব্যের সহিত ব্যবহার করিবার প্রস্তাব রহিয়াছে। কমিটি এই প্রকার পরিকল্পনা বিশেষ মনোযোগের সহিত বিবেচনা করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছেন।

কো-অপারেটিভ সেল্ সোসাইটি

আর একটি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব কমিটি গ্রহণ করিয়াছেন। সেটি হইল বাঙলাদেশে কমিটির পাটের শ্রেণী বিভাগ কেন্দ্রের কাজের সহায়তার জন্য এই প্রদেশে পাটের সেল-সোসাইটি স্থাপন করা। কারণ পাটের শ্রেণী বিভাগ কেন্দ্রের কার্য্য করিতে যাইয়া দেখা গিয়াছে যে, পল্লী-অঞ্চলে পাট-চাষীদের সুনিয়ন্ত্রিত সমিতির প্রয়োজন রহিয়াছে, এই সব স্থানে পাটচাষীরা বাছাই করিয়া তাহাদের পাটের ফসল বিক্রয় করিয়া থাকে।

বরিশাল জেলার পটুয়াখালি মহকুমার কালিকাপুর ইউনিয়নে পাটচাষ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ইন্সপেক্টর মৌলবী এ, কে, এম, আবদুল লতিফ্ সাহেবের সভাপতিত্বে এক সভার অধিবেশন হয়। সভায় বহু লোকের সমাগম হয়। প্রেসিডেণ্ট সাহেব পল্লী-উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে এক সারগর্ভ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন।

ঢাকা জেলায় পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

প্রচার সভার অনুষ্ঠান

ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার নরসিংদী থানার অন্তর্গত উলসিয়া গ্রামে মৌলভী আবদুর রাজ্জাক সাহেবের উদ্যোগে গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখে একটী বিরাট পল্লী-উন্নয়ন সভার অনুষ্ঠান হয়। সভায় জুট রেগুলেশন বিভাগের নরসিংদী রেঞ্জের ইন্সপেক্টর মৌলভী আব্দুস সোভান সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত সভায় বর্ণিত উলসিয়া ও পার্শ্ববর্ত্তী চান্দেরপাড়া, রসদেরকান্দা, মধুখালী, গাজীরগাঁও, বালুসাইর, বালুচর, মহিষাশুরা প্রভৃতি গ্রামের প্রায় ৫০০ শতাধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল। সভায় মৌঃ আব্দুল গফুর, মৌঃ তৈয়বউল্যা, মৌঃ আকবর আলী প্রভৃতি বক্তাগণ, শিক্ষা, সাস্থ্য, মৈত্রী সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করেন। তৎপর জুট রেগুলেশন বিভাগের নরসিংদী সার্কেলের প্রপাগাণ্ডা এসিষ্টাণ্ট মৌলভী মহাম্মদ ওয়াজেদ আলী সাহেব ও সভাপতি মৌঃ আব্দুস সোভান, বি,এ, সাহেব বর্ত্তমানে কৃষকদের আর্থিক সমস্যা এবং কিরূপে উহার সমাধান হইতে পারে, জন-স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন, গ্রামের জলনিকাশের ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, গো-মহিষাদি পশুর উন্নতিবিধান ও গো-খাদ্যের চাষ প্রচলন, উন্নত ধরণের চাষবাস ও কৃষিযন্ত্রের প্রচলন ও বৈজ্ঞানিক সার-ব্যবহার শিক্ষাদান, পল্লীবাসিগণের অজ্ঞতা ও মূর্খতা দূরীকরণার্থে নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন, অবসর সময়ে কৃষকদের কার্য্যের সংস্থান মানসে কুটীর-শিল্পের প্রচলন ও প্রবর্ত্তন, পল্লী-উন্নয়নে গভর্ণমেণ্টের প্রচেষ্টা, সংঘবদ্ধ স্বেচ্ছামূলক কার্য্যের দ্বারা গ্রামের উন্নতি-মূলক কার্য্য সম্পাদন মানসে গ্রামে গ্রামে পল্লী-মঙ্গল সমিতি গঠন করার উপকারিতা ও আবশ্যকতার বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করেন এবং বর্ত্তমান যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় গভর্ণমেণ্টকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে অনুরোধ জানান।

উক্ত সভায় বর্ণিত উলসিয়া গ্রামে একটী পল্লী-মঙ্গল সমিতি গঠিত হয়।

লোকালয়ের দুইজন অষ্ট্রেলিয়ান সৈনিকের সঙ্গে থাকিয়া শত্রু বিমান সন্ধান করিতেছে। নিম্নে দেখা যাইতেছে—একজন অষ্ট্রেলিয়ান সাজিবার নিমিত্ত [illegible] দিতেছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

রুশীয় রণাঙ্গণ

বহু জনপদ জার্মাণ কবলমুক্ত

সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান জানাইতেছেন যে, মধ্য রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনী একদিনে ৩ মাইল অগ্রসর হইয়া ২৫টি গ্রাম শত্রু কবলমুক্ত করিয়াছে। সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান জানাইতেছেন—"আর্ত বাহিনী এই সংগ্রামে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে। গ্রাম-গুলি পরিত্যাগ করিয়া যাওয়ার কালে ফ্যাসিষ্ট সৈন্যদল ঐগুলিতে অগ্নি সংযোগ করিতেছে। অনেকগুলি জার্মাণ কামান, মেসিনগান, মাইন ও শেল দখল করা হইয়াছে।"

মস্কো হইতে প্রচারিত ইস্তাহারে ঘোষিত হইয়াছে যে, স্মোলেনস্ক এলাকায় এবং খারকভে আরও কতকগুলি সহর ও গ্রাম পুনরধিকার করা হইয়াছে। স্মোলেনস্ক এলাকায় লালফৌজের কী পরিচিত টিমলার সৈন্যগণ একটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ সহরের মধ্যবর্ত্তী রাস্তাসমূহ বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। স্মোলেনস্কের উত্তর-পূর্ব্বে যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে উক্ত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, একদল রুশ সৈন্য পার্শ্ব আক্রমণ দ্বারা মেসিনগানের গুলীর সাহায্যে একশত জার্মাণ সৈন্য এবং ট্রেঞ্চ মর্টারের গোলায় তিন শত জার্মাণ অফিসার ও সৈন্য হত করে। খারকভ এলাকায় লাল ফৌজ আরও ১০টি জনপদ পুনরধিকার করিয়াছে।

রুশীয়দের প্রচণ্ড আক্রমণ

টুকহলমের সংবাদে প্রকাশ যে, ১২ই ফেব্রুয়ারী মস্কো হইতে প্রেরিত সংবাদে জানা যায় যে, রাশিয়ানরা লেনিন-গ্রাদে জার্মাণ বাহিনীর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ সুরু করিয়াছে। ল্যাডোগা ও ইলমেন হ্রদ হইতে অভিযানকারী সোভিয়েট বাহিনী শীতকের আশ্রয়ে বিভিন্ন স্থানে বহু দূর পর্য্যন্ত জার্মাণ-ব্যূহ ভেদ করিয়াছে। মধ্য রণাঙ্গনে পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। এই স্থানে জার্মাণরা যেকোন প্রকারে উদ্দেশ্যে রণক্ষেত্রে একটি নূতন আর্মি কোরের সমস্ত সৈন্য প্রেরণ করিয়াছে। মার্শাল টিমোশেঙ্কোর সৈন্যদল নীপার নদীর নিকটবর্ত্তী হইতেছে। তাঁহার সৈন্যদলের বাম পার্শ্বভাগ আজভ সাগর হইতে অনুমান ৭৫ মাইল দূরে আছে বলিয়া অনুমিত হয়।

রুশীয়দের অব্যাহত অগ্রগতি

টকহলমের সংবাদে প্রকাশ যে, পোল্যাণ্ডের প্রাক্তন সীমা ও ভিল্না অঞ্চল হইতে সোভিয়েট বাহিনী এক্ষণে মাত্র ৭২ মাইল দূরে আসিয়াছে। প্রকাশ যে, লেনিনগ্রাদ এলাকায় রাশিয়ানরা দুইটি ট্যাঙ্ক এবং ৮৩টি কামান হস্তগত করে। আট শত জার্মাণ অফিসার ও সৈন্য নিহত হয়। মস্কোর পশ্চিমে ২৫১ সংখ্যক জার্মাণ পদাতিক ডিভিসন প্রায় সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তদুপরি ইহাও বলা হইয়াছে যে, এই ডিভিসনের সাবেক সৈন্যসংখ্যা ছিল বারো হাজার; তন্মধ্যে অনুমান ছয় শত মাত্র অবশিষ্ট আছে।

ইঙ্গ-জার্ম্মান যুদ্ধে বিমান ক্ষতি

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বৃটিশ, জার্মাণ ও ইটালীর বিমান ক্ষতির নিম্ন-লিখিত সংশোধিত হিসাব বিমান সচিব স্যার আর্চিবল্ড সিনক্লেয়ার এক লিখিত উত্তরে কমন্স সভায় বলেন:—

"১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ধ্বংস হয় জার্মাণ বিমান—৬৩ ও বৃটিশ বিমান—৩২। ১৯৪০ সালের জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট ধ্বংস হয় জার্মাণ বিমান—৪,০৯৯, ইটালীর বিমান—৪৪২ ও বৃটিশ বিমান—১,৭৫১। ১৯৪১ সালের জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট ধ্বংস হয় জার্মাণ

(পরবর্ত্তী কলমের নিম্ন দ্রষ্টব্য)

কৃষি-কথা

সয়াবীনের চাষ

উঁচ জাতীয় গাছের চাষের মধ্যে সয়াবীন চাষের ন্যায় অন্য কোন চাষ এত অধিক কাজে আসে বলিয়া এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। খাদ্য হিসাবে সয়াবীন একটি উৎকৃষ্ট খাদ্য তো বটেই, তাছাড়া শিল্প জগতেও ইহার বিশেষ প্রচলন আছে। সয়াবীনে এত অধিক খাদ্যপ্রাণ আছে যে, দুধ ছাড়া আর কোন খাদ্যদ্রব্যে তত খাদ্যপ্রাণ নাই। ইহার তৈল সাবান শিল্পে ও অনেক স্থলে যন্ত্রপাতিতে বহিচ্য যন্ত্রের কার্য্যে ব্যবহৃত হয়; এ ছাড়া মেশিনের তৈল (Lubricating oil) হিসাবেও সয়াবীনের তৈলের অনেক দর আছে। সয়াবীন ও সয়াবীনের খৈ অতি পুষ্টিকর খোরাক। ইহা ছাড়া আমরা আরও একটি অতি মূল্যবান বস্তু এই চাষে পাই; সেটি হইতেছে জমির উর্ব্বরতা। সয়াবীন গাছের মূলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটি আছে; ইহার মধ্যে এক প্রকার বীজাণু থাকে, তাহারা বায়ু হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করিয়া মাটিতে জমা করে, ইহাতে জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সয়াবীনের খৈলও কৃষিজগতে একটি উত্তম সার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

প্রায় দুইশত প্রকারের সয়াবীন আছে। ইহাদের গাছগুলি দুই রকমের হয়। এক রকমের গাছ খাড়াল, ও আর এক রকমের গাছ লতান স্বভাবের। দোয়াঁশ মাটিই সয়াবীন চাষের বিশেষ উপযোগী। তবে এঁটেল জমিতেও ইহার চাষ চলিতে পারে। যে জমিতে সয়াবীন চাষ করিতে হইবে, সেই জমির পূর্ব্বকার ফসলেতে যদি সার দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার চাষে সারের আর তেমন প্রয়োজন হয় না, কিন্তু অন্যান্য অসার জমিতে ২০।৩০ মণ গোবর সার দেওয়া দরকার। গোবর সার অন্ততঃ ২ বৎসরের পুরাণো হওয়া উচিত; তাহা না হইলে "উই" কি আরও নানা রকমের পোকামাকড়ের উপদ্রব হয়। কাঠের ছাই বা কচুরী-পানা পোড়াইয়া সেই ছাইও সার হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। গোয়ালের আবর্জনাও সয়াবীনের একটি উৎকৃষ্ট সার।

ভাদ্র মাসে ২ বার ও আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি একবার জমি উত্তমরূপে চষিয়া বীজ বপন করিতে হয়। বিঘা-প্রতি সাড়ে তিন সের কি চার সের বীজ আবশ্যক হয়। বীজগুলি ভাল হওয়া দরকার; কেন না ভাল বীজের অভাবে অনেক স্থলে এই চাষে তেমন লাভ হয় না। বীজ ভাল কি মন্দ তাহা চিনিবার সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় হইতেছে যে, বীজগুলি যেন পরিষ্কার ও চকচকে হয়; এ ছাড়া যে বীজ টিপিলে তৈলাক্ত পদার্থ বাহির হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট বীজ।

সয়াবীনের বীজ হইতে চারা বাহির হইলে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন চারাগুলি খুব ঘেঁস বা ঘনভাবে না হয়। তাই বীজ হইতে চারা বাহির হইবার পর একটা চারা হইতে আর একটা চারা ১৮ ইঞ্চি কি ২০ ইঞ্চি ফাঁকা রাখিয়া মাঝের চারা তুলিয়া ফেলিতে হয়। জমিতে বাগানে ঘাস কি আগাছা জন্মাইতে না পারে, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সয়াবীন তিন মাসের মধ্যেই পাকিয়া যায় এবং বিঘায় [illegible] মণ ফসল পাওয়া যায়।

[১ম কলমের শেষাংশ]

বিমান—[illegible], ইটালীর বিমান—১,৬৭৭ ও বৃটিশ বিমান—[illegible]। [illegible] পর্য্যন্ত বৃটিশ বিমান ধ্বংস হইয়াছে মোট ৩,৯৮১; [illegible] বিমান ধ্বংস হইয়াছে মোট ৮,[illegible], তন্মধ্যে ৬,৪৪০টি জার্মাণ এবং ২,১১০টি ইটালীয়। [illegible] ফরাসী বিমানবহর কর্ত্তৃক বিনষ্ট বিমান ও [illegible] ক্ষতির হিসাবে ধরা হইয়াছে; কিন্তু নৌবাহিনীর বিমান এবং বৃটিশ বন্দরী ও বাণিজ্য জাহাজের কামান [illegible] বিমান ধ্বংস করিয়াছে, তাহাদিগকে ধরা হয় নাই। বৃটিশ বিমান ক্ষতির হিসাবের মধ্যে স্বাধীন ফরাসী বিমানবহরের ক্ষতি ধরা হয় নাই।"

সাঁওতাল অঞ্চলে রাজসাহীর কালেক্টর

জন-সভায় সাঁওতালদের অভাব-অভিযোগ শ্রবণ

গত ২৬শে জানুয়ারী রাজসাহী জেলার কালেক্টর জেলার বারিন্দ অঞ্চল পরিদর্শন করেন এবং কড়ুই হাট নামক একটি স্থানে প্রায় হাজার সাঁওতালের এক বিরাট সভায় সভাপতিত্ব করেন। কালেক্টর সাহেব দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র সাঁওতালী বাদ্য ও সাঁওতালী নৃত্যে তাহারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। অতঃ-পর একটি ছোট সাঁওতালী সঙ্গীত গীত হয় এবং সাঁও-তালী ভাষায় লিখিত দুইটি অভিনন্দন-পত্র পাঠ করা হয়। কিভাবে তাহারা তাহাদের আবাস-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া এইখানে চলিয়া আসে এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই অঞ্চলের জঙ্গল ও পতিত জমিকে বাসোপযোগী করিয়া এইখানেই বসবাস শুরু করে, তাহার কাহিনী ব্যক্ত করে। তাহারা অতঃপর বিশেষ দুঃখের সহিত জানায় যে, জমিদার ও মহাজনদিগের অপকীর্ত্তির ফলে ঐ সমস্ত জমি একেবারে তাহাদের হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা একেবারে দিন-মজুর হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের স্বার্থ রক্ষায় রাখিবার নিমিত্ত একজন স্পেশ্যাল অফিসার নিযুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া তাহারা বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করে এবং ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই প্রকারের ব্যবস্থা হইলে যে তাহাদের কত উপকার হইত, সেকথা কালেক্টর সাহেবের নিকট নিবেদন করে। কারণ তাহা হইলে সাঁওতাল-দিগের ইতিহাস অন্যরূপভাবে লিখিত হইত।

অন্যান্য ব্যাপারের সহিত তাহারা তাহাদের শিক্ষা, পানীয় জল-সরবরাহ এবং কৃষি ও শিল্প বিষয়ক শিক্ষার নিমিত্ত অর্থ সাহায্য চায়। এতদ্ব্যতীত চলতি কোর্ট-গুলি অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং কোর্ট সংক্রান্ত কাজে বহু বাজে লোক তাহাদের ঠকাইয়া থাকে বলিয়া তাহারা তাহাদের জন্য বিশেষ বিচারালয় স্থাপন করিবার প্রার্থনা জানায়। কালেক্টর বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহাদের অভাব-অভিযোগ শ্রবণ করেন এবং স্বাবলম্বী হইয়া তাহাদের নিজ নিজ অবস্থার উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করেন। মনে-প্রাণে নিজেদের মধ্যে উন্নত হইবার একটা কামনা না জাগিলে, বাহিরের হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হউক না কেন, তাহাদের আশা পরিবর্ত্তন সম্ভবপর নহে।

কালেক্টর সাহেব তাহাদের শিক্ষা ও পানীয় জল-সরবরাহ সম্পর্কিত দাবী বিশেষ সহবেদনার সহিত বিবেচনা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন।

রাজসাহী জেলার সমবায় সমিতিসমূহের ইন্সপেক্টর এবং রাজসাহী "বাসুড়ি পাথপাড়া কো-অপারেটিভ সোসা-ইটী"র অভিটার অতঃপর বক্তৃতা প্রদান করেন। সকল বক্তৃতাই পরে সাঁওতালী ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

এই সভার ফলে সাঁওতালদিগের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও আশার সঞ্চার হয় এবং তাহাদের নেতাগণ এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, সাধারণ বাঙ্গালীর মত বাঙ্গলার সব আপদে তাহাদের সমাজ-সম্প্রদায় যখন সকলের পাশে দাঁড়াইয়া একই কারণে কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিবে—সে সময়ের আর বেশী বিলম্ব নাই।

অতঃপর কালেক্টর সাহেব বারিন্দ অঞ্চলের অভ্যন্তর সম্পর্কে একটা চাক্ষুষ পরিচয় লাভের জন্য এবং সাঁওতাল-গণ কিভাবে বসবাস করে তাহা দর্শন মানসে ভুতুপিয়া-পাড়া নামক একটি গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

তিনি কয়েকটি পুষ্করিণী পরিদর্শন করেন এবং তাহাদের সংস্কার সম্পর্কে যে বিবেচনা করিবেন, সে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। এখানে একথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সমগ্র বারিন্দ অঞ্চল ব্যাপিয়া এই ধরণের বহু পুষ্করিণী আছে কিন্তু উপযুক্ত সংস্কার অভাবে [illegible] তাহা দ্বারা লোকেদের সম্পর্কিত কোন উপকারই সাধিত হয় না। অতীত পুষ্করিণী উদ্ধার কার্য্যের সাহায্যে তিনি যে এই সম্পর্কিত ব্যাপারে বিশেষ বিবেচনা করিবেন কালেক্টর সাহেব সে প্রতিশ্রুতিও প্রদান করেন।

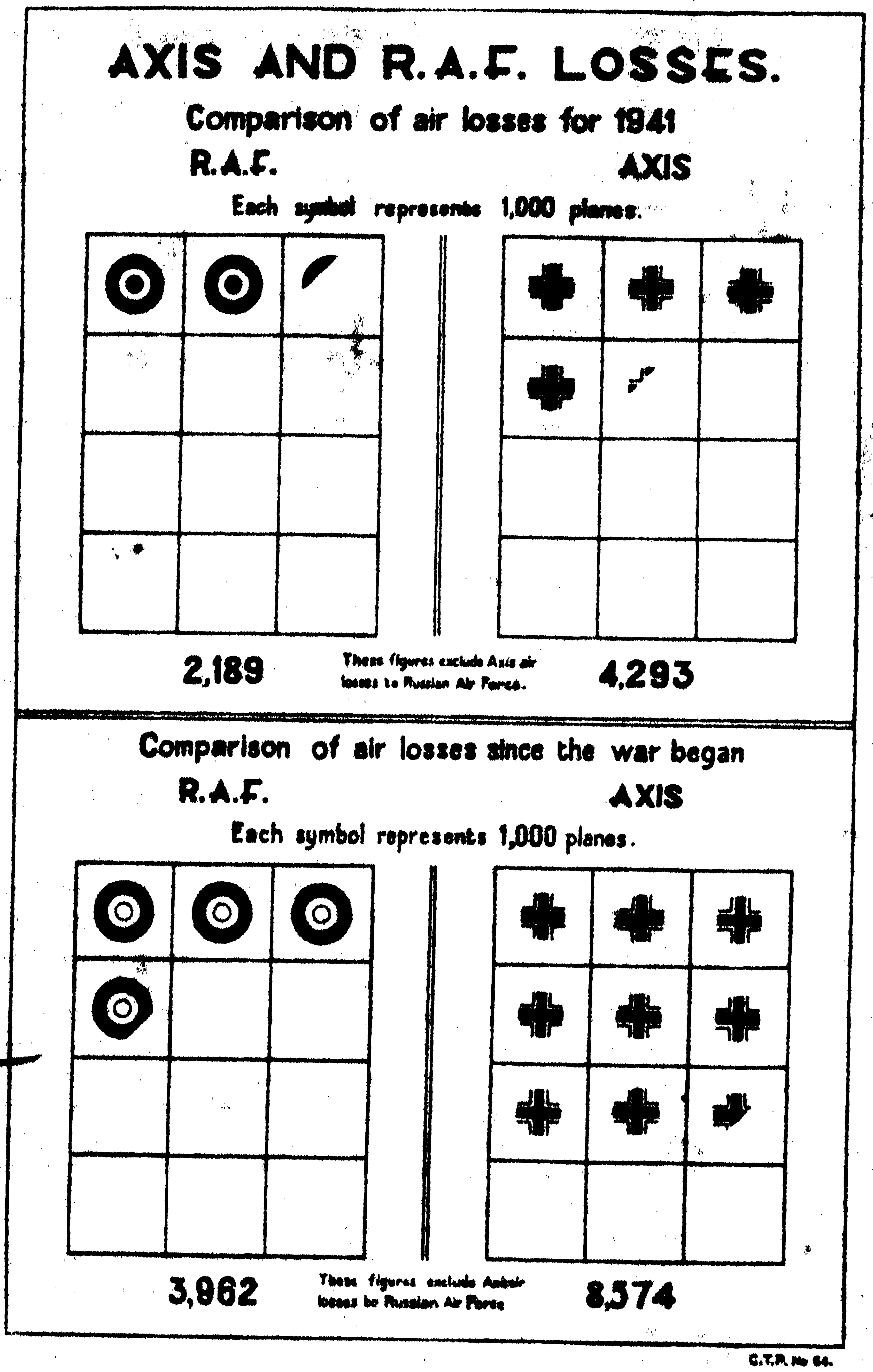

উপরের নক্সায় বৃটিশ শক্তি ও অক্ষশক্তি পক্ষের বিমান-ধ্বংসের তুলনামূলক হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে। দেখা যাইবে যে, ১৯৪১ সালে যে স্থলে বৃটেনের ২,১৮৯টি বিমান নষ্ট হইয়াছে, সে স্থলে অক্ষশক্তি পক্ষের ৪,২৯৩টি বিমান বিনষ্ট হইয়াছে। যুদ্ধের সূচনা হইতে শুরু করিয়া এ-পর্যন্ত বৃটেনের ৩,৯৬২টি বিমান বিনষ্ট হইয়াছে এবং অক্ষশক্তি পক্ষের ৮,৫৭৪টি বিমান নষ্ট হইয়াছে।

একটী বৃটিশ বোমারু বিমান শত্রু-অধিকৃত বন্দরে শত্রু জাহাজের উপরে বোমা বর্ষণ করিতেছে।

নওগাঁ মহকুমার যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

ডিফেন্স সেভিংস আন্দোলন

নওগাঁ মহকুমা যুদ্ধ তহবিলে ৩৬,০০০ সাহায্য প্রদান করিয়াছে এবং বিশেষ উৎসাহের সহিত ডিফেন্স সেভিংস আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে। মহকুমার সর্বত্র এক সঙ্গে ডিফেন্স সেভিংস সপ্তাহ উদ্‌যাপন করার পরিকল্পনা বিশেষ কোন লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই, এজন্য মহকুমার বিত্তশালী ব্যক্তিগণকে ব্যক্তিগতভাবে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, বি, নকীব, সি, পি, এস, সরকারী ও বেসরকারী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণসহ মফঃস্বলে ভ্রমণ করা আরম্ভ করিয়াছেন। আশা করা যায় যে, স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সাহায্য প্রদান যেরূপ কার্য্যকরী হইয়াছিল এবং যাহাতে আত্রাইয়ের মিঃ বাবকা যাহা দান একাকী ৫,১০০ টাকা দিয়াছিলেন ব্যক্তিগতভাবে ডিফেন্স সেভিংস আন্দোলনও সেইরূপ কৃতকার্য্য হইবে। এই আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সার্টিফিকেট ও ষ্ট্যাম্প ৪,০০০ টাকার বিক্রয় হইয়াছে। ইহাছাড়া যাঁহারা মাসিক বেতন পান, তাঁহারা প্রত্যেক বেতনের তারিখে সার্টিফিকেট ও ষ্ট্যাম্প ক্রয় করিতেছেন। রাজশাহী বিভাগের পোষ্টাফিসসমূহের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কে, সি, মুখার্জী এই ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ সহকারে কাজ করিতেছেন এবং পোষ্টাফিস হইতে দূরবর্তী স্থানে সত্বরগতিতে অফিসার প্রেরণ করিতেছেন।

এ-আর-পি কর্ম্মীদের কর্ত্তব্য

ভিত্তিহীন গুজবের প্রতিবাদ

গভর্ণমেণ্ট জানিতে পারিয়াছেন, এরূপ গুজব রটিয়াছে যে, যাহারা এ, আর, পি, কার্য্যে ভর্ত্তি হইতেছে তাহাদিগকে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিতে হয় এবং শপথ গ্রহণ করিতে হয় যে—

(ক) তাহাদিগকে এই প্রদেশের যে কোন স্থানে কাজে নিয়োগ করা যাইবে এবং

(খ) এখানে কিম্বা ভারতের বাহিরে কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছানুযায়ী তাহাদিগকে সামরিক কার্য্যে নিয়োগ করা যাইবে। এই সমুদয় গুজব সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট দৃঢ়তার সহিত জানাইতেছেন যে, এ, আর, পি, কর্ম্মিগণকে তাহাদের নিজ এলাকার বাহিরে কোথাও প্রেরণ করা হইবে না। যাহারা ওয়ার্ডেনের কাজে নিযুক্ত হইবেন, তাহাদিগের কাজ নিজেদের বাড়ীর কয়েক শত গজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে।

কোন অবস্থাতেই এ, আর, পি, কর্ম্মীদিগকে সামরিক কাজ করিতে বাধ্য করা হইবে না।

সকল প্রকার এ, আর, পি, কর্ম্মী, যানবাহনাদির চালকগণের পক্ষেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

চীন, ব্রহ্মদেশ, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম ও পারস্যোপসাগরের তীরবর্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে সুনিয়মিত জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্,
বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (বিলাতে রেজিষ্টার্ড)।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY LIBRARY

Regd. No. C2532.

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা] কলিকাতা, ২রা মার্চ্চ, ১৯৪২ [এক আনা

প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনের পরিস্থিতি

সিঙ্গাপুরের পতনে নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই

[সিঙ্গাপুর দুর্গের পতন হওয়ায় প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনে যে পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে, তাহার গুরুত্ব ও পরিণাম সম্বন্ধে জনৈক সমর-সমালোচক এক প্রবন্ধে যে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, পাঠকদের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিলাম।]

সিঙ্গাপুরের পতন হইয়াছে এবং ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, অবস্থা অতি সঙ্কটাপন্ন। সিঙ্গাপুরের বিরাট নৌ-ঘাঁটির প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার প্রভৃতিকে জাপানীদের দ্বারা উড়াইয়া দেওয়া বিগত আগষ্ট মাসে রুশিয়ানদের নীপার বাঁধ ধ্বংসের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই বিরাট বাঁধ ধ্বংস, যদিও বিপুল ক্ষতিসূচক ছিল, তথাপি ইহা কঠোর সঙ্কল্প ও দৃঢ় প্রত্যয়ের পরিচায়ক; ইহাতে প্রতীয়মান হইয়াছে যে আক্রমণকারীকে বাধা দেওয়ার জন্য রুশিয়া কতটা ক্ষতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছে। সিঙ্গাপুর নৌঘাঁটি বিপুল অর্থ ব্যয়ে ও শ্রমে প্রস্তুত হইয়াছিল; উহার ধ্বংস সাধনও অনুরূপ সঙ্কল্পের পরিচায়ক।

নৈতিক ক্ষতি

যদিও এই দ্বীপের এক অংশে অধিক সময়ের জন্য যুদ্ধাপ্রয়াস করা হইয়াছিল, তথাপি ইহার সামরিক গুরুত্ব সমস্ত দ্বীপ এবং নৌঘাঁটি ও মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণ অংশ রক্ষার গুরুত্বের সমতুল্য ছিল না। ঐ সমস্তটা রক্ষার ব্যবস্থা হইলে সৈন্যদানের সুবিধা ও অবকাশ পাওয়া যাইত। প্রধান ঘাঁটি হাতছাড়া হওয়ায় সিঙ্গাপুরের সামরিক গুরুত্ব বিশেষ কিছু ছিল না; তবে ইহা মালাক্কা প্রণালীর প্রবেশ-পথ স্বরূপ ছিল। ইহার পতনের ফলে উত্তর-পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের সেনাপতিমণ্ডলীর সম্মুখে রক্ষণ-ব্যবস্থার অন্য উপায় চিন্তা করিবার সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। এখন সিঙ্গাপুরের পতন হওয়ায় এই সমস্যা আরোও জটিল হইয়াছে। গত দুই মাসের ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টি করিলে সিঙ্গাপুরের পতনে বাস্তব ক্ষতির চেয়ে নৈতিক ক্ষতি অধিকতর হইয়াছে বলিতে হয়। ক্ষতি এত যদিও অধিক ছিল, তথাপি এই আকস্মিক ঘটনার ফলাফল দূরদৃষ্টি পূর্ণভাবেই বিবেচনা করিতে হইবে।

সিঙ্গাপুর ও মালয় রক্ষা করায় অসামর্থ্যের যে কারণ তাহার অনুসন্ধান না করে করিলে কোন ফল হইবে না; কারণ যে সমুদয় সংবাদের ভিত্তি করিয়া সঠিক সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব, তাহা বহির্জগতে প্রচারিত হয় নাই। এখন ইহাতে যেরূপ দূরদৃষ্টির গুরুত্ব অনেক বেশী এবং ভারতবর্ষ, সুমাত্রা, অষ্ট্রেলিয়া, ডাচ ইষ্টইণ্ডিজ এবং চীনের সর্ব্বত্র প্রশ্ন উঠিতেছে—অন্য কি ব্যবস্থা করিয়া ঐ সকল দেশসমূহ এবং উহাদের অপরিহার্য্য সংযোগ-পথ রক্ষা করা যাইতে পারে।

ইহা অতি সত্য যে, আমাদের দেশের লোক সিঙ্গাপুরের পতনকে অতি সঙ্কটজনক বলিয়া মনে করে। গত দুই মাস তাহারা দারুণ আগ্রহের সহিত ফলাফল লক্ষ্য করিতেছিল এবং ইহার উপর বাস্তবের চেয়েও বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। কাজেই ইহা খুব সম্ভব যে, এই দুর্গের পতনের কথা শুনিয়া তাহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, ইহার পরেই বাঙলাদেশ ও ভারতের অন্যান্য স্থান সমুদ্রপথে আক্রান্ত হইবে। প্রকৃতপক্ষে এই আশঙ্কা চারিদিকেই প্রকাশিত হইয়াছে। এই কারণে সিঙ্গাপুর ও মালয় হাতছাড়া হওয়ায় আক্রমণাত্মক ও রক্ষণমূলক উভয়বিধ ব্যবস্থার দিক দিয়া কতটা ক্ষতি হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা অনুধাবন করা প্রয়োজন।

সিঙ্গাপুরের গুরুত্ব

আক্রমণাত্মক গুরুত্বই অবশ্য প্রথমে বিবেচ্য; কারণ সিঙ্গাপুর ও ইহার নৌঘাঁটি মিত্রশক্তির দেশ ও স্বার্থ রক্ষা করার চেয়ে জাপানের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইবার জন্য অপরিহার্য্য ছিল। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে আক্রমণ চালাইবার জন্য জাপানের প্রধান সহায়ক হইল তাহার নৌশক্তি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই অঞ্চলের সমুদ্রে জাপান তাহার নৌশক্তি দলে প্রভুত্ব করিতে পারিবে, ততক্ষণই জাপান যেকোন স্থান আক্রমণ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্য লইয়া যাইতে পারিবে। মিত্রশক্তির নৌবল একত্রিত হইয়া অধিকতর শক্তিশালী হইলে জাপানের এই সমুদ্রের প্রভুত্ব নষ্ট করিয়া তাহার নৌ-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা যাইতে পারে। কিন্তু এই নৌশক্তির সমাবেশ নির্ভর করে জাহাজ রাখিবার ও মেরামত করিবার মত সুবিধা-যুক্ত নৌঘাঁটির উপর এবং প্রাচ্যে সিঙ্গাপুরই একমাত্র ঘাঁটি ছিল, যেখানে প্রথম শ্রেণীর নৌবহরের জন্য ঐসব সুযোগ-সুবিধা, সরবরাহ ছিল। সিঙ্গাপুর হাতছাড়া হওয়ায় মিত্রশক্তির নৌবহরকে অপেক্ষাকৃত দূরে অথবা দূরবর্ত্তী কোন নৌঘাঁটির আশ্রয় লইতে হইবে। তাহাতে শক্তির যথেষ্ট অপচয় হইবে এবং আক্রমণাত্মক কাজের জন্য দুরত্ব বেশী হইবে। কাজেই মিত্রশক্তিকে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে নৌযুদ্ধে অধিকতর শক্তিশালী হইতে হইলে শুধু নৌবাহিনীর পরিচালনার উপরই নির্ভর করিলে না; তাহার হাত হইতে দেশসমূহ ও নৌঘাঁটি পুনরুদ্ধারের জন্য স্থলপথে বিরাট যুদ্ধ করিতে হইবে। ইহাতে সময়ের প্রয়োজন হইবে। যদি সিঙ্গাপুরের নৌঘাঁটি এবং মালয় উপদ্বীপের কতকাংশ মিত্রশক্তির হাতে থাকিত, তাহা হইলে শক্তিশালী নৌবহরের সমাবেশ করিয়া দুই এক মাসের মধ্যে জাপানের নৌশক্তির আধিপত্য ক্ষুণ্ণ করা ও পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্বত্র জাপানের সৈন্যদিগকে পর্য্যুদস্ত করা সম্ভবপর হইত।

এখন কার্য্যোপযুক্ত নৌঘাঁটি না পাওয়া পর্য্যন্ত এ কাজ হইবে না। ইহা মনে করিয়াই সামরিক সমালোচকগণ বলেন যে, সিঙ্গাপুরের পতন হওয়ায় জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বহুদিন চলিবে।

আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা

এখন আমাদের আত্মরক্ষামূলক বিষয়টির দিকে দৃষ্টিপাত করা যাউক। এখনও কেহ কেহ পরিস্থিতিকে অত্যন্ত করুণ বলিয়া মনে করেন, তাহাটা নহে। যদিও আমাদের একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সিঙ্গাপুর ও মালয়কে হারানো এবং বর্ম্মা, অষ্ট্রেলিয়া ও সিংহল হইতে বঞ্চিত হইতে হইলে আমাদের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও সঙ্কটজনক হইয়া পড়িবে। সিঙ্গাপুর ও মালয় হস্তচ্যুত হওয়ার ফলে ভারত তাহার কার্য্যকরী ও অর্থনৈতিক আত্মরক্ষামূলক প্রথম সীমারেখাকে হারাইবে। কিন্তু ইহার ফলে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন অসম্ভব ত' নহেই, বিশেষরূপে সঙ্কটজনকও করিয়া তুলিতে পারিবে না। জাপান বর্ত্তমানে ভারতবর্ষ আক্রমণের প্রচেষ্টা করিবে কিম্বা অষ্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য অঞ্চলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবে—আমরা সেই আলোচনা হইতে সম্প্রতি বিরত থাকিব। আমরা অনুমান করিয়া লইব যে, ভারতবর্ষ আক্রমণের কল্পনা জাপানের আছে এবং আমাদের দেশের সমুদ্রতীরবর্ত্তী অঞ্চলসমূহ রক্ষা করা ব্যতীত—আত্মরক্ষামূলক আর কি কি ব্যবস্থা আমরা অবলম্বন করিতে পারি, তাহা অনুধাবন করিতে হইবে। ভারতবর্ষ অভিমুখে জাপানের এই আক্রমণাত্মক অভিযান স্থলপথে বর্ম্মার ভিতর দিয়া অথবা জলপথে মালয় হইতে বঙ্গোপসাগরের মধ্য দিয়া আসিতে পারে। প্রথমোক্ত স্থানের সহিত সিঙ্গাপুর সরাসরিভাবে সংযুক্ত নহে, পরন্তু শেষোক্ত ব্যবস্থার সহিত

[৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে সুযোগমত জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্,
বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)।

নিয়মাবলী

সম্পাদকীয় ।—"বাঙলার কথায়" প্রকাশের জন্য যাঁহারা সংবাদ বা প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লিখিয়া উক্ত রচনা "সম্পাদক, বাঙলার কথা"—রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা—ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন। অমনোনীত রচনা কোন সময়ই ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

বার্ষিক চাঁদা ।—"বাঙলার কথায়" বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অর্ডারের সঙ্গেই চাঁদা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হইবে না এবং যখনই গ্রাহক হউন না কেন, প্রথম সংখ্যা হইতেই বর্ষ গণনা করা হইবে। চাঁদার জন্য কাহারও নিকট ভি-পি প্রেরণ করা হইবে না। চাঁদার টাকা মনি-অর্ডারযোগে "সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং, আলিপুর, কলিকাতা" এই ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে এবং মনি-অর্ডার কুপনে টাকা প্রেরণের উদ্দেশ্য ও প্রেরকের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লিখিতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

২রা মার্চ—১৯৪২

চেক্-রাষ্ট্রে নাৎসী নিপীড়ন

নাৎসীগণ দ্বারা নিহত চেকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে।

৩১শে অক্টোবর জার্ম্মাণ সরকারী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করিয়াছে যে, রাইখের নব-নিযুক্ত শাসনকর্তা রিণহার্ড হেড্রিক যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে জার্ম্মাণ রক্ষণাধীন বোহেমিয়া এবং মোরাভিয়া রাষ্ট্রে যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছিল, তাহা দূরীভূত হইয়াছে এবং অবস্থা আয়ত্তাধীন করা হইয়াছে।

লণ্ডনস্থ চেক সরকারী মহলে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, হেড্রিক চেকগণের গ্রেপ্তারের সংবাদ ঘোষণা করার পাঁচ সপ্তাহ পরেই তিনশত পঁয়ত্রিশ জন চেক নেতাকে হত্যা করা হয়। এই বিবরণীতে শুধু লণ্ডনস্থ চেক সরকার কর্ত্তৃক অবগত নিহত ব্যক্তিদেরই সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে নিহত ব্যক্তিদের সংখ্যা অনেক বেশী—সম্ভবতঃ ইহা সরকারী প্রদত্ত সংখ্যার কয়েক-গুণ বেশী হইবে। নিহত ব্যক্তিদের সংখ্যা যে এক হাজারের কম হইবে না, তাহা নিশ্চিত।

জার্ম্মাণরা সাধারণতঃ আদালতে দণ্ডিত ব্যক্তিদেরই নাম প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু গ্রেপ্তার কালে যে সমস্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়, তাহাদের নাম প্রকাশিত হয় না এবং এই প্রকারের নিহত ব্যক্তির সংখ্যা অসংখ্য।

৩১শে অক্টোবরের ঘোষণার পরও অবস্থা আয়ত্তাধীন হয় নাই। কারণ তাহার পরও নূতন হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ৭ই নভেম্বর প্রাহার আরও সাতজন চেককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ৮ই নভেম্বর আবার তিন জনকে ফিরেনাজে নামক সরকারী কার্য্য বিশৃঙ্খল করিয়া তোলার অভিযোগে ফাঁসী দেওয়া হয়।

এই সময়ে নাৎসীদের বিরুদ্ধে ভীষণ আক্রোশ প্রকাশ করে। শ্রমিক ও সমবায় আন্দোলনের অনেক নেতা প্রাণ হারাইয়াছেন। জার্ম্মাণগণ বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া দখলের পর হইতেই এই সমস্ত দলগুলিকে তথা-কথিত 'সম-বিধান'—বিশেষ করিয়া নাৎসী শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোজিত করিবার জন্য প্রযোজিত করিবার চেষ্টা করে। এই কার্য্য সমাধা করিবার জন্য নাৎসীগণ ভীতিপ্রদর্শন ও প্রতিশ্রুতি দুই পন্থাই অবলম্বন করিয়াছিল; কিন্তু কোন ফল লাভ হয় নাই। ফলে উভয় দলের নেতাগণের উপর নাৎসীদল ভীষণভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। ইচ্ছাপূর্ব্বক যুদ্ধ-সংশ্লিষ্ট শিল্পের ক্ষতি করিবার ষড়যন্ত্রমূলক কার্য্যে লিপ্ত থাকার অভিযোগে ট্রেড-ইউনিয়নগুলির নেতাগণকে অশেষ নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে। শ্রমিক ও ব্যবহার-কারী এবং কৃষিজীবী সমবায় এই দুই প্রতিষ্ঠানের নেতাগণও অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রমূলক কার্য্য করিবার অভিযোগে শাস্তি ভোগ করিয়াছেন।

নাৎসীগণ দ্বারা নিহত সমবায় নেতৃবর্গের তালিকায় চেক ফেডারেশন অব কনজিউমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটির সভাপতি ফ্রেনটিসেক ভেসেলি, প্রেগের কো-অপারেটিভ কোম্পানীর যোসেফ ভাইস, এবং রোডনিসের যোসেফ বেনেস অন্যতম। কিছু দিন পূর্ব্বে যে সমস্ত শ্রমিক নেতা নিহত হইয়াছেন, তাহার মধ্যে উড-ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের জেন এলেসের এবং ফেডারেল মাইনার্স ইউনিয়নের সম্পাদক এলস সাসকার নাম উল্লেখযোগ্য। সমস্ত দেশময় এই দুই আন্দোলনের স্থানীয় বহু নেতাকে হয় হত্যা করা হইয়াছে, নতুবা গেষ্টাপোর নির্য্যাতন-কক্ষে বা জার্ম্মাণীর বন্দীনিবাসে প্রেরণ করা হইয়াছে।

সোস্যাল ডিমোক্রেটিক পার্টি এবং ভূতপূর্ব্ব শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান মেটাল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সুবিখ্যাত নেতা এণ্টোনিন হেমপুল দ্বিতীয় বারের জন্য কারাগারে প্রেরিত হইয়াছেন।

পরিচয়জ্ঞাপক চাক্তি

সৈন্যদলে যে প্রকার সনাক্ত করার চাক্তি সরবরাহ করা হয়, ঠিক সেই ধরণের ১৫ লক্ষ চাক্তি এ, আর, পি, অঞ্চলের নাগরিকদিগের মধ্যে সরবরাহ করিবার পরিকল্পনা সম্প্রতি ভারত সরকারের বিবেচনাধীন আছে। এই সকল সনাক্ত-করণ চাক্তি কাঠের তৈরী হইবে এবং উহাতে সেলুলোজ পেইণ্ট লাগানো হইবে। উক্ত চাক্তির উপর ক্রমিক সংখ্যা ছাপানো থাকিবে এবং ধারণকারী কোন ধর্ম্মাবলম্বী তাহা জানাইবার জন্য উহার সহিত একটি অক্ষর বসানো থাকিবে। এইভাবে হিন্দুর জন্য H, মুসলমানদের জন্য M, জৈনের জন্য J, ইহুদীর (জু) জন্য Jo, প্রভৃতি সন্নিবেশিত থাকিবে। এই সকল চাক্তি খুব অল্প মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইবে এবং পোষ্টাফিস, বড় বড় দোকান এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সুবিধানুযায়ী অন্যান্য স্থানে বিক্রীত হইবে।

চাক্তি বিক্রয় করার সময় কার্ব্বন কপি সহ একটি ছাপানো ফর্ম্ম পূরণ করিতে হইবে এবং উহাতে ক্রমিক সংখ্যা, ক্রেতার নাম ও ঠিকানা, পিতা অথবা স্বামীর নাম, জাতি, বা ধর্ম্ম এবং কোন নিকট-আত্মীয়ের নাম সন্নিবেশ করিতে হইবে। কার্ব্বন কপিটি ক্রেতার কাছে থাকিবে এবং আসল কপিটি স্থানীয় সিভিল রেজিষ্ট্রেশন ব্যুরোতে প্রেরিত হইবে। সেখানে উহা সূচিপত্র অনুসারে এমনভাবে রক্ষিত হইবে যে, প্রয়োজন-মতো তৎক্ষণাৎ বাহির করা যায়। এই চাক্তি ধারণ করিলে যুদ্ধ আহতদের রাজকীয় আইন অনুসারে দাবী করিবার পক্ষে সহজ হইবে, বিমান-আক্রমণে আহত ব্যক্তির পরিবার-বর্গের নিকট সংবাদ পাঠানো সহজসাধ্য হইবে এবং সম্পূর্ণরূপে জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার্থই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কয়েকটি ঋণ-সালিশী বোর্ড

নূতন ক্ষমতাপ্রাপ্তির ঘোষণা

নিম্নোক্ত স্পেশাল ঋণ-সালিশী বোর্ডগুলিকে বঙ্গীয় কৃষি-খাতক আইনের ২২ ধারার অন্তর্গত (১) উপধারার (খ) প্রকরণ অনুযায়ী ক্ষমতা পরিচালনার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে :—

বাখরগঞ্জ জেলার সদর (নর্থ) স্পেশাল বোর্ড।

বাখরগঞ্জ জেলার সদর (সাউথ) স্পেশাল বোর্ড।

নিম্নোক্ত সাধারণ ঋণ-সালিশী বোর্ডসমূহকে বঙ্গীয় কৃষি-খাতক আইনের ১৯ ধারার অন্তর্গত (১) উপধারার (গ) প্রকরণ অনুযায়ী ক্ষমতা পরিচালনার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে :—

ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার কালাপাহাড়িয়া ঋণ-সালিশী বোর্ড।

বীরভূম রামপুরহাট মহকুমার পাইকপাড়া, চাতড়া ও বানিওর ঋণ-সালিশী বোর্ড।

নিম্নোক্ত সাধারণ ঋণ-সালিশী বোর্ডসমূহকে বঙ্গীয় কৃষি-খাতক আইনের ১৯ ধারার অন্তর্গত (১) উপধারার (খ) প্রকরণ অনুযায়ী ক্ষমতা পরিচালনার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে :—

নদীয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার ষোড়াদহ, সাহেবনগর, মটাভাঙ্গা, নারায়ণপুর ও গোপালবেড়িয়া বোর্ড।

ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার জোকা বোর্ড।

বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমার পাইকপাড়া, চাতড়া ও বানিওর বোর্ড।

ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার চিনিশপুর, পাঁচকেরচর, কবিরপুর-মহেশপুর-চন্দ্রদীঘলী, শিলমন্দী, দৌলতপুর, চন্দনবাড়ী-বড়চাপা, মহেশপুর, খিদিরপুর, বাঁশবাড়ী, আদিয়াবাদ ও শ্রীনগর-পাড়াভদি বোর্ড।

মিঃ জালালুদ্দীন হাশেমী

পরিষদের ডেপুটী-স্পীকারপদে নিযুক্ত

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি স্পীকার মিঃ আশরফ আলী খান চৌধুরীর মৃত্যুতে পরিষদের ডেপুটি স্পীকারের যে পদটি শূন্য হইয়াছিল, সেই পদের জন্য মোট ১৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। অবশেষে প্রত্যেকেই প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির সদস্য সৈয়দ জালালুদ্দীন হাশেমী এবং মিঃ আবুল হাসেমের অনুকূলে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে সরিয়া দাঁড়ান। ব্যালট প্রথানুযায়ী ভোট গ্রহণ করা হয় এবং সৈয়দ জালালুদ্দীন হাশেমী বিপুল ভোটাধিক্যে পরিষদের ডেপুটি স্পীকারের পদে নিযুক্ত হন।

মিঃ হাশেমীর এই নির্ব্বাচনে স্পীকার এবং বিভিন্ন দলের দলপতিগণ তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। মিঃ হাশেমীও তাহার যোগ্য প্রত্যুত্তর দেন।

বাঙলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

এক সপ্তাহের বিবরণী

গত ২৪শে জানুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় বাঙলা দেশে মোট ১,০৯৯ জন লোক কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে ময়মনসিংহে ১২৭ জন, বাখরগঞ্জে ৪৮১ জন এবং ত্রিপুরায় ৪৯১ জন ব্যক্তি ঐ রোগাক্রান্ত হয়। সেই সময় মোট ৬৯০ জন ব্যক্তি কলেরা রোগে মারা যায়; তন্মধ্যে বাখরগঞ্জে ২৯৬ জন এবং ত্রিপুরায় ২৬৬ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। [illegible] মোট ৬৪ জন লোক বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়।

মিঃ ই, এন, ব্ল্যাণ্ডির অবসর গ্রহণ

সরকারী দপ্তরে বিদায়-অভিনন্দন জ্ঞাপন

মিঃ ই, এন, ব্ল্যাণ্ডি, সি-এস্-আই, সি-আই-ই, আই-সি-এসের স্থলে পূর্বে ঢাকা বিভাগের কমিশনার মিঃ জে, আর, ব্লেয়ার, সি-আই-ই, আই-সি-এস্, বাঙলা গভর্ণমেণ্টের চীফ্ সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন এবং গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

মিঃ ব্লেয়ার ইতিপূর্বেই সেক্রেটেরিয়েটে এবং এই প্রদেশে বিশেষভাবে পরিচিত। গত ১৯১৪ সালে তিনি ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন এবং এই দীর্ঘ কাল ধরিয়া বিভিন্ন দায়িত্বে তিনি বাঙলার সেবা করিয়াছেন। তিনি বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলী, ময়মনসিংহ এবং ২৪-পরগণা জেলার অতিরিক্ত জেলা ও সেশন জজ, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর হিসাবে কাজ করিয়াছেন। গত ১৯২৭ সালে তিনি রাজনীতি ও নিয়োগ বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারী নিযুক্ত হন এবং সেই সময় হইতেই তিনি বাঙলা সরকারের দপ্তরের বহু দায়িত্বপূর্ণ কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। গত ১৯৩৬ সালে তিনি স্বরাষ্ট্র বিভাগের অতিরিক্ত সেক্রেটারী ছিলেন এবং তৎপর কয়েক বৎসর পরে পূর্ত্ত বিভাগের সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করিয়াছেন। কেবল মাত্র দেড় বৎসর পূর্ব্বে তিনি ঢাকা বিভাগের কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

মিঃ ই, এন, ব্ল্যাণ্ডিও ভারতীয়দের প্রতি তাঁহার সৌজন্য, সমবেদনা এবং আন্তরিকতার জন্য এই প্রদেশে বিশেষভাবে পরিচিত। ৩২ বৎসরেরও বেশী কাল ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে কাজ করিয়া তাঁহার কার্যভার অপর হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। তিনি বাঙলার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বহুকাল ধরিয়া বাঙলা সরকারের দপ্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং স্যার হেনরী টুইনাম, কে-সি-আই-ই মধ্য প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত হওয়ায় বাঙলা সরকারের দপ্তরের চীফ্ সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে আরও বহুবার তিনি চীফ্ সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করিয়াছেন। তিনি অর্থ বিভাগেরও সেক্রেটারী ছিলেন এবং কয়েক বৎসর উক্ত বিভাগের পেন্স্যান অফিসার হিসাবে কাজ করিয়াছেন।

মিঃ ব্ল্যাণ্ডির অবসর গ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্বে বাঙলা সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগ গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী একটি বিদায় অভিনন্দনের আয়োজন করিয়াছিলেন। স্বরাষ্ট্র, প্রচার ও আইন বিভাগের অফিসার ও কর্মচারিবৃন্দের সমবেত আলোক-চিত্র গ্রহণের পর রাইটার্স বিল্ডিংসের

[২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য

সৈন্যদলের জন্য সিগারেট সরবরাহ

ভারতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহই করে

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর হইতে ডিফেন্স সার্ভিসে ভারতবর্ষ যত সিগারেট সরবরাহ করিয়াছে, তাহার সীমাসংখ্যা করা যায় না।

সরবরাহ বিভাগ বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যদলের জন্য সম্প্রতি যে চালান পাইয়াছে, তাহার পরিমাণ ১,১৮২ লক্ষ। ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে প্রাপ্ত টেণ্ডার অনুযায়ী এই পরিমাণটা সমস্ত সিগারেট প্রস্তুতকারকদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে বহু সিগারেট প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান আছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের নমুনা পরীক্ষা করিয়া যথাযোগ্য রিপোর্ট দেওয়ার জন্য রসদ ডিরেক্টোরেটের টেষ্ট ইন্সপেক্টর উহা মাঝে মাঝে সংগ্রহ করিয়া কসৌলীর মিলিটারী ফুড ল্যাবরেটরীতে প্রেরণ করেন। যদি উহা মনোনীত হয়, তবে ভবিষ্যতে মাল দেওয়া সম্পর্কে বিবেচনা করিবার নিমিত্ত সেই সকল প্রতিষ্ঠানের নাম ডিরেক্টোরেটের তালিকাভুক্ত করিয়া রাখা হয়।

সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, গ্রীষ্মকালে সাধারণতঃ বাঙলা সরকারের দপ্তর যেভাবে কলিকাতা হইতে দার্জিলিং স্থানান্তরিত হয়, তাহা বর্ত্তমান বৎসরে প্রতিপালিত হইবে না।

১ম কলমের শেষ]

বারান্দায় এই উপলক্ষে একটি চায়ের মজলিসের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। মিঃ ব্ল্যাণ্ডি সেক্রেটেরিয়েটের অফিসার ও কর্মচারিবৃন্দের প্রতি কিরূপ সমবেদনা-পূর্ণ ব্যবহার করিতেন এবং দীর্ঘদিন সময়ের কতবেশী কাল তিনি কাজ করিয়াছেন, তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া স্বরাষ্ট্র বিভাগের রেজিষ্ট্রার মিঃ ডি, এন, গুপ্ত তাঁহার কর্মকাল সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করেন।

মিঃ ব্ল্যাণ্ডি ধন্যবাদ প্রদান করিতে উঠিয়া সেক্রেটেরিয়েটের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার কালে কর্মচারিবৃন্দ তাঁহার সহিত যেভাবে সহযোগিতা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের ধন্যবাদ প্রদান করেন। কর্ম্ম-জীবনে তিনি নিজেকে যে সাধারণের এবং এই দেশের সেবকরূপে মনে করিতেন, তাহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, তাঁহার সহিত যে সহযোগিতা ও সাহায্যপরায়ণ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সকলে কাজ করিয়াছেন, তাঁহার সুযোগ্য স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি মিঃ জে, আর, ব্লেয়ারও তাহা হইতে বঞ্চিত হইবেন না।

ঢাকা জেলায় পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

কেরাণীগঞ্জে জন-সভার অনুষ্ঠান

ঢাকা জিলার এডিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, এ, এল, ট্রাপি, আই, সি, এস সাহেবের উদ্যোগক্রমে পাটনিয়ন্ত্রণ বিভাগের স্থানীয় চীফ্ ইন্সপেক্টর অন্যান্য সকলের সহযোগে কেরাণীগঞ্জ থানার শাক্তাপুরে গত ২৫শে জানুয়ারী বেলা ১ ঘটিকার সময় জনসাধারণের একটি সভা আহ্বান করেন। প্রায় দুই হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন। মিঃ ট্রাপি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, কে, মজুমদার, সমবায় বিভাগের এসিষ্টেণ্ট রেজিষ্ট্রার মিঃ এইচ্ রহমান, পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের এসিষ্টেণ্ট কণ্ট্রোলার মিঃ এম, এইচ্ আলী, জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ এস, এ, সোবিহ, এম, এল, এ, মিঃ এস্ আলম, এম, এল, এ, [illegible] এস, আহমদ, সার্কেল অফিসার মিঃ এইচ্ আলী, জিলা কৃষি-অফিসার খান সাহেব সামসুদ্দিন আহমদ এবং অন্যান্য গণ্যমান্য বহু ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া সভার কার্য্যে যোগদান করেন। পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় কৃষকদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বর্ণনা করতঃ পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, অন্যান্য দেশ যেভাবে নিজেদের উন্নতি করিয়াছে, বঙ্গদেশকেও সেই পথে চলিতে হইবে, কেবল অনবরত প্রার্থনা লইয়া গভর্ণমেণ্টের দিকে চাহিয়া থাকিলে যে চলিবে না, সে বিষয়ে অনেকের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিতে তিনি চেষ্টা করেন। পল্লী-উন্নয়নের ধারা, উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা সম্বন্ধে তিনি সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। তৎপর যথাক্রমে সমবায় বিভাগের এসিষ্টেণ্ট রেজিষ্ট্রার, জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্য ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিভাগের কার্য্য পরিচালনা সম্বন্ধে জনসাধারণকে উপদেশ দেন।

স্থানীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট বাবু অমূল্য কুমার রায় উপস্থিত অফিসার ও অন্যান্য মাননীয় ব্যক্তিদিগকে জলযোগে আপ্যায়িত করেন।

বৃটিশ-নির্ম্মিত জেট্টিয়ার 'সুলতানহিসার'

তুর্কীর নৌ কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ

১৪ শত টনের একখানি বৃটিশ নির্ম্মিত জেট্টিয়ার 'সুলতানহিসার' আলেকজেন্দ্রাতায় পৌঁছিয়াছে। বৃটিশ নাবিকগণ উক্ত জেট্টিয়ারখানিকে তুর্কীর নৌ কর্তৃপক্ষের হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। বৃটেনের নিকট তুর্কী যে কয়খানি জেট্টিয়ার নির্ম্মাণের অর্ডার দিয়াছে, তন্মধ্যে 'সুলতানহিসার'ই সর্ব্বপ্রথম আসিয়া পৌঁছিল।

বাঙলা সরকারের ভূতপূর্ব্ব চীফ্ সেক্রেটারী মিঃ ই, এন, ব্ল্যাণ্ডির অবসর গ্রহণ উপলক্ষে স্বরাষ্ট্র বিভাগ, বিচার বিভাগ ও প্রচার বিভাগের অফিসার ও কর্মচারিবৃন্দের পক্ষ হইতে তাঁহাকে যে বিদায়-অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল, উক্ত অনুষ্ঠানে এই ফটো তোলা হইয়াছিল। মধ্যের সারির মধ্যস্থলে (ডান দিক হইতে সপ্তম) মিঃ ব্ল্যাণ্ডিকে ও তাঁহার বামে নূতন চীফ্ সেক্রেটারী মিঃ জে, আর, ব্লেয়ারকে দেখা যাইতেছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনের পরিস্থিতি

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

ইহার যোগাযোগ রহিয়াছে। ভারতের দিকে যে অভিযান-কারী বাহিনী প্রেরিত হইবে, তাহাকে সম্যকরূপে কার্য্যকরী করিতে হইলে বৃহৎ ও ব্যাপক করিতে হইবে, এবং এই আক্রমণাত্মক অভিযানকে বিশাল করিতে হইলে পারাপারের জন্য বৃহৎ নৌ-বাহিনী এবং শক্তিশালী যুদ্ধ জাহাজ শ্রেণীর প্রয়োজন। জাপান যে বাহিনী ভারতবর্ষ অভিমুখে প্রেরণ করিবে, তাহার আয়তন ও শক্তি নিম্ন-লিখিত দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করিবে:—

(১) কিরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত তাহারা সিঙ্গাপুর ঘাঁটি মেরামত করিয়া প্রয়োজনীয় বাণিজ্য জাহাজ ও যুদ্ধ জাহাজ মোতায়েন করিবার পক্ষে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে পারে।

(২) কি পরিমাণ যুদ্ধজাহাজ ও বৃহদাকার রণতরী জাপানীগণ ভারত মহাসাগরে ও বঙ্গোপসাগরে অভিযান-বাহিনী আনয়নের জন্য নিয়োজিত করিতে পারিবে। এই উভয়বিধ ব্যাপারেই বহু অসুবিধা বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রথমতঃ পূর্ব্ব ব্যবস্থানুযায়ী—যে ভাবে সিঙ্গাপুরের ধ্বংস সাধন করা হইয়াছে—তাহাতে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে উহাকে ব্যবহারোপযোগী করিয়া তোলা সম্ভবপর নহে; এবং দ্বিতীয়তঃ—যতক্ষণ আমেরিকার নৌ-বাহিনী প্রশান্ত মহাসাগরে আছে, ততক্ষণ জাপানীগণ খুব বেশী সংখ্যক জাহাজ উক্ত অঞ্চল হইতে স্থানান্তরিত করিতে পারিবে না।

এইভাবে যদি বর্ত্তমানে জলপথে কোন আক্রমণাত্মক পরিকল্পনা করা হইয়া থাকে, তবে তাহা সমগ্র শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইতে পারিবে না।

এই ধরণের একটি বিপদের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা এরূপ নহে যে, সাফল্যের যথোপযুক্ত সম্ভাবনা না রহিয়াছে। ভারতবর্ষ, বর্ম্মা অথবা সিংহলের বিরুদ্ধে অভিযান ব্যবস্থা অবলম্বনার্থ ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করিতে হইলে এখনো যাভা ও সুমাত্রা বাধার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। যতদিন এই স্থানসমূহ মিত্রপক্ষের হাতে থাকিবে এবং সৌরবায়াতে নৌ-ঘাঁটি ও অভ্যন্তরে বিমান ঘাঁটি বিদ্যমান রহিবে, ততদিন উহারা মালয় ও সিঙ্গাপুরের অভাব মোচন করিবে এবং মালাক্কা প্রণালীর ভিতর দিয়া যে জাপানী অভিযান আসিবে তাহা প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ব-ভারতীয় ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জে একটি অ্যাংলো-আমেরিকান-ওলন্দাজ নৌ-ঘাঁটি এবং যথেষ্ট পরিমাণে পদাতিক ও বিমান-বাহিনী রহিয়াছে। যদি সেই সৈন্যের পরিমাণ সমস্ত বিপদের মুখে দ্বীপটিকে রক্ষা করিবার পক্ষে যথোপযুক্ত না-ও হয়, তথাপি তাহারা যে যুদ্ধ পরিচালনায় বহু সময়ক্ষেপ করিতে পারিবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

তাহা ছাড়া সিংহল দ্বীপের কলম্বো ও ত্রিকোমালীতে ঘাঁটি স্থাপন করিয়া ভারত মহাসাগরে এবং বঙ্গোপসাগরে যথেষ্ট পরিমাণে বৃটিশ ও ভারতীয় নৌবহর মোতায়েন রহিয়াছে। মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই বুঝা যাইবে, শত্রুসৈন্য সাগর পথে ভারত বা বর্ম্মার দিকে অগ্রসর হইলে তাহারা আমাদের সৈন্যদল দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইবে এবং যদি অভিযানকারী সৈন্যদল খুব বেশী শক্তিশালী নৌবহর দ্বারা বেষ্টিত না থাকে, তবে তাহাদিগকে নতুন বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে।

এই সমস্ত বিষয় বিচার করিলে বুঝা যায়, অদূর ভবিষ্যতে সাগর পথে ভারত বা বর্ম্মা আক্রমণের কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাহা হইতে ইহা মনে করা ভুল হইবে যে, ভারতের নিকটস্থ সমুদ্রে জাপানী সাবমেরিণের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে না বা শত্রুর যুদ্ধ-জাহাজগুলির বা তাহাদের আক্রমণকারী অতিরিক্ত জাহাজগুলির কর্ম্ম-তৎপরতা বৃদ্ধি পাইবে না। এই সমস্ত আক্রমণের উদ্দেশ্য হইবে ভারত হইতে বা ভারতের দিকে সমস্ত যাতায়াতের পথে বাধা সৃষ্টি করা এবং বর্ম্মাতে পাল্টা আক্রমণ চালাইবার জন্য যাহাতে শক্তিশালী স্থল ও বিমান শক্তি একত্রীভূত করা না যাইতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তাহারা কোন কোন বন্দর বা সমুদ্র তীরবর্ত্তী শহরেও আক্রমণ পরিচালনা করিতে পারে। এই সমস্ত আক্রমণে বিমানবাহী রণতরীও ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা আছে এবং তাহার ফলে কলিকাতা বা মাদ্রাজের মত বড় বড় শহরে বিমান আক্রমণ হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু এই সমস্ত বিমানবাহী জাপানী জাহাজের রক্ষণ-ব্যবস্থার দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে বলা চলে জাপ নৌ-সেনাপতি উপযুক্ত রক্ষী যুদ্ধ-জাহাজের প্রহরাধীন ব্যতীত উহাদিগকে ভারত মহাসাগরে বা বঙ্গোপসাগরে পাঠাইতে সাহস করিবেন না। কাজেই বলা চলে সমুদ্রে বা সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী শহরসমূহে সমুদ্র পথে যেরূপ উপদ্রব হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, আকাশ পথে বিমান দ্বারা ভারতীয় শহরগুলি আক্রান্ত হইবার তত সম্ভাবনা নাই।

এই প্রকার আক্রমণে আমাদের আত্মরক্ষার কৃতকার্য্যতা নির্ভর করিবে শত্রুপক্ষের ও আমাদের পারস্পরিক শক্তির উপর। বর্ত্তমানে জাপান অবশ্য শক্তিশালী নৌবহরের সাহায্য পাইতেছে; কিন্তু তাহারা যেরূপ বিক্ষিপ্তভাবে নানা স্থানে অভিযান পরিচালনা করিয়াছে, তাহাতে ভারত মহাসাগরে বা বঙ্গোপসাগরে উভয় পক্ষের নৌ-শক্তির অসাম্য খুব বেশী হইবে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু আরও একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যে কোন শক্তির যত শক্তিশালী নৌবহরই থাকুক না কেন, তাহাদ্বারা সমুদ্রে শত্রুর সামরিক যানা কোন উপায়েই বন্ধ করা যায় না। ইউরোপে বৃটিশের সমুদ্রের উপর এতবড় আধিপত্য থাকা সত্ত্বেও বৃটিশ নৌবহর জার্ম্মাণ আক্রমণকারী জাহাজগুলির গমনাগমনের পথ একেবারে রুদ্ধ করিতে সক্ষম হয় নাই।

জাপানের চূড়ান্ত জয় অসম্ভব

সিঙ্গাপুরের পতনের পর ভারতের নৌ ও সামরিক অবস্থায় যে পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে, তৎসম্বন্ধে এই যে আলোচনা করা হইল তাহাতে মার্কিণ বা গ্রেট ব্রিটেন হইতে স্থল, নৌ ও বিমান শক্তি সরবরাহ করিবার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে মোটেই বিবেচনা করা হয় নাই। কিন্তু সমগ্র ব্যাপারের মূল এখানেই নিহিত রহিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরে এবং পূর্ব্ব এশিয়ায় উভয় পক্ষই সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিতেছে। যদি জাপানকে একান্তই জয় লাভ করিতে হয়, তবে তাহাকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহা করিতে হইবে; নতুবা বিজয় লাভের আশা তাহাকে চিরতরেই বিসর্জন দিতে হইবে। প্রথম আঘাতে এবং স্বাধীন শ্রেষ্ঠতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করার দরুণ সে অবশ্য কতক জয় লাভে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু চরম ও পূর্ণ জয় লাভ তাহার পক্ষে এখনও চরম সমস্যা-সঙ্কুলই রহিয়াছে। মিত্রপক্ষের দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া জাপান হয়ত ইতিমধ্যে দক্ষিণপশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে দুর্গাদি প্রস্তুত করিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিবে এবং তাহার প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল সংগ্রহ করিবে—বস্তুতঃ তাহার পতন বিলম্বিত হইতে পারে। এই দিক দিয়াই শুধু মিত্রপক্ষকে বর্ত্তমান অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ তড়িৎ গতি আক্রমণের ফলেই যে তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া যাইবে, তাহা নয়। ইহাই এই ব্যাপারে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্ত্তমানের পরাজয় যতই তীব্রভাবে অনুভূত হউক না কেন, প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধের সঠিক ধারণা করিতে হইলে আমাদিগকে একথা মানিয়া লইতে হইবে যে, মিত্রপক্ষের যে অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহা শুধু প্রাথমিক অসতর্কতার দরুণই—কোন মৌলিক কারণে নহে।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

কণ্ঠরোগ ও যক্ষ্মা-চিকিৎসা বিভাগ

মেডিক্যাল কলেজে কণ্ঠরোগ ও যক্ষ্মারোগের চিকিৎসা বিভাগ বন্ধ করিয়া দেওয়া সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণকে একথা জানাইতেছেন যে, কলিকাতায় জরুরী অবস্থা ঘোষিত হওয়ায় যে কোন মুহূর্ত্তে বিমান-আক্রমণে হতাহত ব্যক্তিগণের জন্য হাসপাতালে ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছে। সুতরাং হাসপাতালসমূহের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টদিগকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, ঐ সমুদয় রোগী বাড়ী যাইতে সক্ষম তাহাদিগকে যেন হাসপাতাল হইতে অপসারিত করা হয় এবং সাধারণরূপে আক্রান্ত ব্যক্তিগণকে যেন ভর্ত্তি করা না হয়। কণ্ঠরোগ ও যক্ষ্মারোগের চিকিৎসা বিভাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মূল দালানের ছাদের উপর অবস্থিত ছিল এবং বিমান-আক্রমণ হইলে বিপদের আশঙ্কা আছে। কাজেই ঐ বিভাগগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

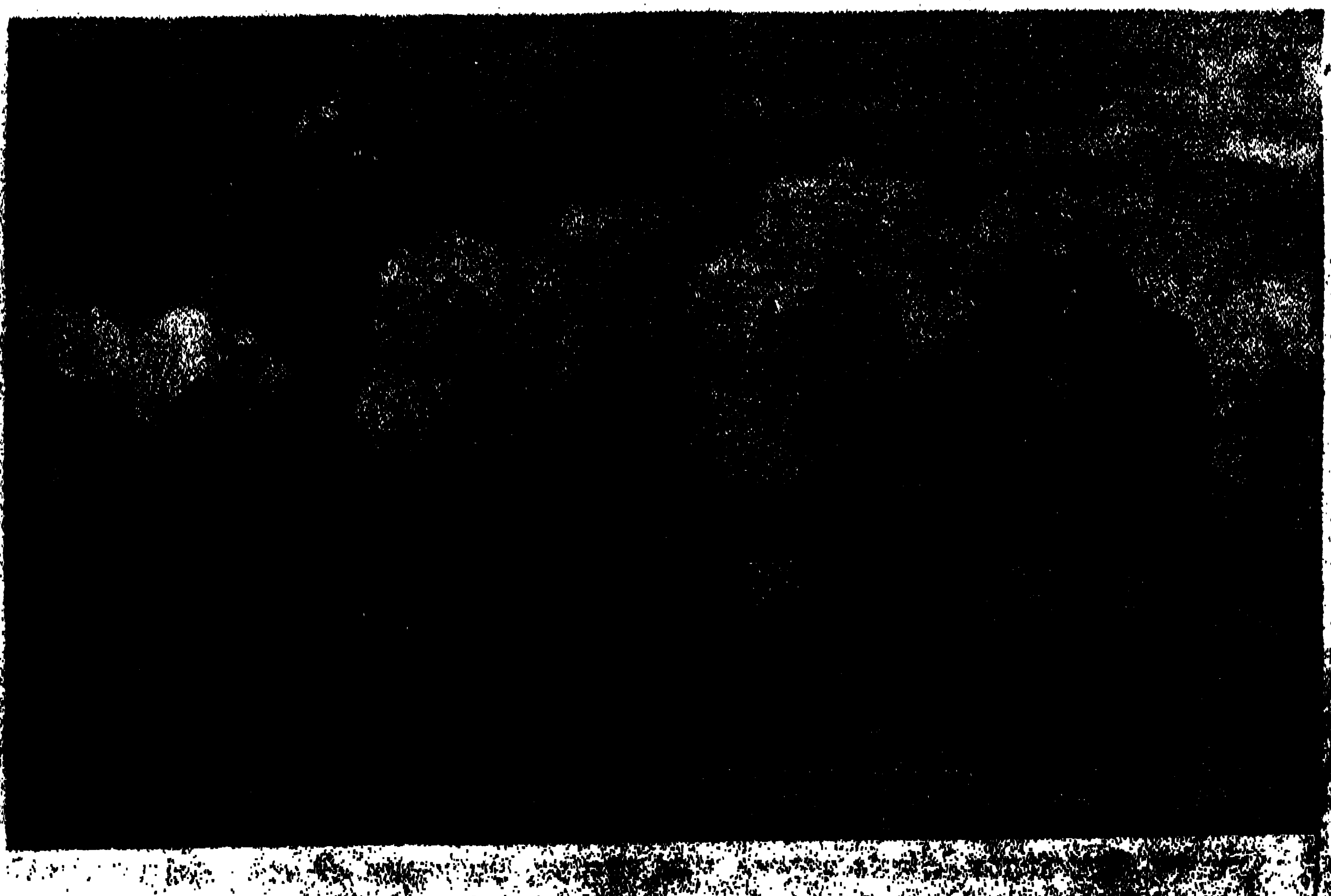

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গন

ব্রহ্মের যুদ্ধ

লণ্ডনের কর্তৃপক্ষীয় মহলের সংবাদে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মে বৃটিশ পক্ষীয় সেনাদল নিজেদের ঘাঁটি রক্ষা করিতেছে না, এরূপ মনে করিবার কোনই কারণ নাই। বৃটিশ ও ভারতীয় সেনারা পাশাপাশি দাঁড়াইয়া লড়াই করিতেছে।

বিলিন রণাঙ্গনে প্রচণ্ড সংগ্রাম

১৯শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নের ইস্তাহারে বিলিন রণাঙ্গনে প্রচণ্ড সংগ্রামের কথা বলা হইয়াছে। বিলিন নদীর পরপারে সরিয়া আসিবার পর সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। শত্রুবাহিনী প্রথমতঃ বিলিন নদীর উত্তরে বৃটিশ ব্যূহের পশ্চিম দিকের অংশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে সমর্থ হইয়াছিল। জাপানীরা বিলিন নদী অতিক্রমের চেষ্টা করে, কিন্তু বৃটিশ সৈন্যেরা উহাদিগকে নদীর মধ্য ঠেলিয়া নামায়। প্রচণ্ড সংগ্রাম চলে, উভয় পক্ষে বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

শ্যাম ও ইন্দোচীন হইতে ৩০ হাজার জাপ সৈন্য

ইহা হইতে ব্রহ্মে জাপানীদিগকে বাধাদানের তীব্রতা অনুমান করা যাইতে পারে যে, ইন্দোচীন ও শ্যামদেশ হইতে ৩০ হাজার জাপ সৈন্য ব্রহ্ম রণাঙ্গন অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। সালুইন নদীতীর হইতে প্রতি মাইল অগ্রগতির জন্য জাপানীদিগকে প্রচণ্ডভাবে লড়িতে হইতেছে।

বিলিন নদীর পূর্ব দিকে জাপ বাহিনীর পশ্চাতে বৃটিশ বিমান বোমাবর্ষণ করিয়া জাপানীদিগকে অবিরত ব্যতিব্যস্ত রাখিতেছে।

অষ্ট্রেলিয়ার ডারউইন বন্দরে বোমা বর্ষণ

অষ্ট্রেলিয়ার ডারউইন বন্দরের উপর বোমা বর্ষিত হইয়াছে।

১৯শে তারিখ পুনরায় দুই এঞ্জিনের ২১খানি বোমারু বিমান ডারউইনে হানা দিতে যায়। ৪ খানি বিমানকে ভূপাতিত করা হয়।

প্রথমবারের বিমানহানায় ৭২ খানি বোমারু বিমান কতিপয় জঙ্গী বিমানের রক্ষণাধীনে এক ঘণ্টাব্যাপী ডারউইনের উপর বোমাবর্ষণ করে। প্রথমবারের বিমানহানায় গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে বলিয়া প্রধান-মন্ত্রী জানাইয়াছেন। শহরের উপর এবং বন্দরের জাহাজসমূহের উপর বোমা বর্ষিত হয়।

থাইল্যাণ্ডে চীনাবাহিনীর অগ্রগতি

জনৈক চীনা সামরিক মুখপাত্রের নিকটে জানা যায় যে, রেঙ্গুনের উপর জাপ বাহিনীর চাপ কমাইবার জন্য চীনা বাহিনী থাইল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে অগ্রসর হইতেছে। চীনারা আক্রমণ চালাইতেছে।

টিমর-দ্বীপে জাপানী সৈন্য

জাপানের প্রধান সামরিক কেন্দ্র হইতে ২০শে ফেব্রুয়ারী ঘোষণা করা হইয়াছে, জাপানী সৈন্যরা টিমর দ্বীপের দুই জায়গায় অবতরণ করিয়াছে। এই দ্বীপের অর্দ্ধেক অংশ পর্তুগালের, অপর অর্দ্ধেক ওলন্দাজ পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত।

জাপ অধিকৃত এলাকায় বৃটিশ প্রজাগণ

বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর সুইস কর্তৃপক্ষ মারফতে জাপান এবং জাপ অধিকৃত এলাকায় অবস্থিত ভারতীয় এবং অন্যান্য বৃটিশ প্রজাদের সম্পর্কে যে সংবাদ পাইয়াছেন, তাহাতে [illegible] জানা যায় যে, ডিসেম্বর মাসের শেষে সাংহাই, হ্যাঙ্কাও, টিয়েনসিন এবং পিকিং-এর বৃটিশ কর্মচারীদিগকে হোটেল অথবা বাণিজ্য দূতাবাসের কম্পাউণ্ডে আটক রাখা হইয়াছিল এবং তাহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা হইয়াছিল। অন্যান্য বৃটিশ প্রজাদিগকে অন্তরীণ করা হয় নাই। সাধারণ অবস্থা মোটের উপর সন্তোষজনক; তবে জনসাধারণের প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্য সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। জানা গিয়াছে যে, বর্তমানে ১৫ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্ক ১,৩৪৩ জন বৃটিশ এবং ভারতীয় প্রজা ইন্দোচীনে আছে। স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই। এ পর্য্যন্ত জাপ কর্তৃপক্ষ তাহাদের কাহারও উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই বা কাহারও গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করা হয় নাই।

ব্রহ্মে জাপানীদের অগ্রগতির চেষ্টা

রেঙ্গুনের সংবাদে জানা যায়, জাপানীরা সিটাং নদী অতিক্রম করিয়া পেগুতে পৌঁছিবার চেষ্টা করিতেছে এবং ব্রহ্মদেশের উপকূলে সৈন্য নামাইবার জন্য মালাক্কা প্রণালী দিয়া সৈন্য ও সমরোপকরণবাহী জাহাজ প্রেরণ করিতেছে। থাটন অঞ্চল হইতে সৈন্য আনাইয়া তাহারা এখন বিলিন নদীর তীরে সমগ্র রণক্ষেত্রে প্রবল আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। বৃটিশ বিমানবাহিনী জাপানীদিগের উপর অবিরাম বোমাবর্ষণ করিতেছে।

চারিদিক হইতে যবদ্বীপের উপর আক্রমণ

বাটাভিয়ার এক সংবাদে প্রকাশ, জাপানীরা চারিদিক হইতে যবদ্বীপের উপর আক্রমণ চালাইতেছে—পশ্চিমে সুমাত্রা হইতে, উত্তরে বোর্ণিও এবং সেলিবিস হইতে, পূর্ব্বে বালীদ্বীপ হইতে আক্রমণ চালান হইতেছে। শত্রুপক্ষকে প্রচণ্ড বাধাদানের জন্য যবদ্বীপ প্রস্তুত হইতেছে।

বালীদ্বীপের অদূরে নৌযুদ্ধ

বাটাভিয়া হইতে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, বালীদ্বীপের অদূরে এক নৌযুদ্ধে মিত্রপক্ষের একখানা ডেষ্ট্রয়ার ধ্বংস হইয়াছে। প্রকাশ যে, ১৯শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে বাডার অদূরে সম্মিলিত ডাচ ও মার্কিণ নৌবহরের একটি তোরাস্থুপ জাপ জলযানবহরকে আক্রমণ করে। জাপ জলযানবহরের মধ্যে ৬ ইঞ্চি কামান বিশিষ্ট কয়েকখানি ক্রুজারও ছিল। জাপানীদের দুইখানি ক্রুজার ও দুইখানি ডেষ্ট্রয়ার গুরুতরভাবে জখম হইয়াছে। একখানি জাপ ক্রুজারে টর্পেডোর আঘাত হানিবার পর আগুন জ্বলিতে দেখা যায়।

জানা গিয়াছে যে, ম্যাকাসার প্রণালীর নৌযুদ্ধ অপেক্ষা এই নৌযুদ্ধ অধিকতর ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছিল।

বালীদ্বীপ হইতে দেড় মাইল দূরে অবস্থিত বাডার পূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী বাঞ্জোয়েঙ্গিতে জাপ বিমান বোমা বর্ষণ করিয়াছে। পশ্চিম যবদ্বীপের একটি বিমান ঘাঁটির উপর জাপ বিমান বোমা বর্ষণ করিয়া কিছু ক্ষতিসাধন করিয়াছে, ১২ জন আহত হইয়াছে। বাঞ্জোয়েঙ্গিতে ১৩টি বোমা ফেলা হয়, ফলে ১৩ জন বেসামরিক লোক মারা গিয়াছে, ১৫ জন আহত হইয়াছে। এই স্থানে একটি আশ্রয়স্থানের উপর সরাসরি বোমা পড়িয়াছিল।

মেদিনে বোমা বর্ষণ

এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, জাপ বিমান ২১শে ফেব্রুয়ারী মেদিনে বোমা বর্ষণ করিয়াছে। প্রকাশ যে, মান্দালয়ে বিমানহানায় একটিমাত্র অট্টালিকা ধ্বংস হইয়াছে, আর কোন ক্ষতি হয় নাই। মান্দালয় দুর্গের মধ্যে অবস্থিত প্রাচীন রাজপ্রাসাদের কোন ক্ষতি হয় নাই। মাত্র ৬ জন লোক মারা গিয়াছে, আর কয়েকজন আহত হইয়াছে।

চীনা বাহিনীর সহিত সংঘর্ষ

চীনা সমর বিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম-থাই সীমান্তের নিকট চীনা সেনারা আর একটি জাপ আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছে। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, উত্তর থাইল্যাণ্ডে অবস্থিত জাপ বাহিনী কেংটেংএর পশ্চিমে মংপানের দিকে মেকং নদী পার হইয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হইবার জন্য একদল সৈন্য পাঠায়; কিন্তু চীনা ও মিত্রপক্ষীয় বাহিনী সাফল্যজনকভাবে ঐ আক্রমণ প্রতিহত করে।

বালীদ্বীপ ও দক্ষিণ সুমাত্রায় প্রবল সংগ্রাম

বাটাভিয়ার সংবাদে প্রকাশ, মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদল বালীদ্বীপে এবং দক্ষিণ সুমাত্রায় প্রবলভাবে বাধা দান করিতেছে। দক্ষিণ সুমাত্রার প্রধান বন্দর উস্টহ্যাভেনে জাপানীগণ এখনও পৌঁছিতে পারে নাই। ডাচ বাহিনী পালামবাং ও উস্টহ্যাভেনের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত সেতু ও রেলওয়ে ধ্বংস করায় শত্রুপক্ষের অগ্রগতি বিশেষভাবে ব্যাহত হইতেছে।

ব্রহ্মে অপ্রতিহত যুদ্ধ

২২শে ফেব্রুয়ারীর এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে—বিলিন ও সিটাং নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে যুদ্ধ অপ্রতিহতভাবে চলিতেছে। বৃটিশপক্ষীয় সৈন্যগণের আক্রমণে শত্রুপক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হইতেছে।

অসামরিক দেশরক্ষা বিভাগের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, মেরিও শহরে বিমানহানা হইয়াছে। কয়েকজন হতাহত ও কিছু ক্ষতি হইয়াছে।

বালীদ্বীপে জাপ সৈন্যের অবতরণ

সরকারীভাবে ২৩শে ফেব্রুয়ারী ঘোষিত হইয়াছে যে, যে সকল জাপ সেনা বালীদ্বীপে অবতরণে সক্ষম হইয়াছে, উহারা বালীদ্বীপের একাংশ দখল করিয়া ফেলিয়াছে—বিমান ঘাঁটিও উহাদের আয়ত্তে রহিয়াছে।

অভিযাত্রী জাপ নৌবহরের উপর মিত্রশক্তিপক্ষীয় নৌবহর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইতেছে। এজন্য কোন জাপ জাহাজই অবতরণকারী সেনাদিগকে রসদাদি সরবরাহের জন্যও বালীদ্বীপের নিকটে ভিড়িতে পারিতেছে না। জাপানীদের গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

যাভার বিমান ঘাঁটিতে হানা

২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রকাশিত ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজের সেনা বিভাগের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, জাপ বিমান বহর যাভার বহু বিমান ঘাঁটিতে ২২শে তারিখ বোমা বর্ষণে বিশেষভাবে ব্যাপৃত ছিল। বাটাভিয়ার নিকটবর্ত্তী বুইটেনজর্গ, ডোকজা কার্টা, সুরাবায়া ও মালাং বিমান ঘাঁটিতে বোমা বর্ষণ করা হয়। মালয়ের ন্যায় যাভারও জাপানীরা বিমান প্রাধান্য অর্জনের জন্য বিমান-ঘাঁটিসমূহের উপর আক্রমণ সীমাবদ্ধ রাখিয়াছে।

ডাচ টিমরের কোয়েপাংয়ের উপরও বিমান আক্রমণ চালান হয়।

মিত্রপক্ষীয় বিমানের হানা

দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বিমান বাহিনী কেনপাসারে জাপ অধিকৃত বিমান-ঘাঁটিগুলিতে হানা দেয়। বাকুকা প্রণালীতে একখানি জাপ জাহাজে বোমা বর্ষণ করা হয়, অপর কতকগুলি জাহাজের উপর মেসিনগান চালান হয়।

সুমাত্রায় যুদ্ধ

বাটাভিয়া বেতারে বলা হইয়াছে, পালেম্বাংয়ের পতনের পর সুমাত্রায় যুদ্ধ শেষ হয় নাই, ঐ অঞ্চলে প্রচণ্ড যুদ্ধ

[৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

পল্লী অঞ্চলে ঋণ-সমস্যার সমাধান

বিভিন্ন স্থানের সালিসীবোর্ডের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা

রাজশাহী—

হজুরীপাড়া ঋণ-সালিসী বোর্ড

মোকদ্দমা নং ১০৯, সন ১৯৪১ সাল।

মহাজনেরা ১০১৲ টাকা দাবী করিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করে। ইহাতে দাবীর পরিমাণ ধার্য্য করা হয় ১০০৲ টাকা এবং নগদ ৮।৶০ আট টাকা ছয় আনা আদায়ে এই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করা হইয়াছে।

জিতপাড়া ঋণ-সালিসী বোর্ড

মোকদ্দমা নং ১১১, সন ১৯৪০ সাল।

অখাই প্রামাণিক........খাতক

বনাম

রামদেব সোমানী, সাং পুটিয়া....মহাজন।

মহাজন ৩৪৮৲ টাকা দাবী করে। ইহার মোট আসল ছিল ১৫৪৲ টাকা। বোর্ড ১৮ ধারামতে দাবীর পরিমাণ সাব্যস্ত করেন ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা এবং ১৯ (১) ধারামতে নগদ ৫০৲ টাকা দিয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া দেন।

নগর ঋণ-সালিসী বোর্ড

মোকদ্দমা নং ১৫৭, সন ১৯৪১ সাল।

নাজীর মোল্লা................খাতক

বনাম

বনমালী সান্যাল...............মহাজন

দুইটি বিভিন্ন দলিলমূলে যথাক্রমে ৩৫৭।।০ আট আনা ও ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা খাতকের নিকট মহাজনের পাওনা সাব্যস্ত হয়। এই টাকার উপর কোর্ট-ফি আদায় করা হয়। খাতকের অবস্থা বিবেচনা করিয়া কেবল মাত্র পঞ্চাশ টাকায় এই দেনা নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া হয় এবং খাতক তাহা নগদ আদায় দেয়।

মোকদ্দমা নং ২১, সন ১৯৪১ সাল।

কেদার নাথ রক্ষিত..........মহাজন।

বনাম

মাছের মণ্ডল................খাতক।

খাতক কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ৮১৲ টাকা ধার নিয়াছিল এবং বিভিন্ন তারিখে ১৪০৲ টাকা আদায় করিয়াছে। ইহার পর মহাজন দেওয়ানী আদালতে ১৬২৸৶০ আনা ডিক্রী করে। এই মোকদ্দমা মাত্র ১৫৲ টাকায় নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া হয় এবং খাতক নগদ ঐ টাকা আদায় দেয়।

বর্দ্ধমান—

আমগ্রাম ঋণ-সালিসী বোর্ড

মোকর্দ্দমা নং ৯১।১২, সন ১৯৪০ সাল।

রাধানাথ মণ্ডল গং..........খাতক

বনাম

পৌরাণী জমিদারী লিঃ......১নং মহাজন

বাকী খাজনা ও তাহার সুদ বাবদে ১৪৯৸৶০ আনার জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয়। বঙ্গীয় কৃষি-খাতক আইনের ১৮ ধারামতে দাবীর পরিমাণ হ্রাস করা সম্ভব না হওয়ায় ১৪৯৸৶০ আনাই দাবীর পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়। পরে আপোষ নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হয় এবং বোর্ড দাবীর পরিমাণ হ্রাস করিয়া ১৩৪।৶০ আনা স্থির করিয়া দেন। এই টাকা ৩ বৎসরের কিস্তিতে আদায় করা হইবে।

উপরোক্ত মোকদ্দমায় ২নং পাওনাদার আশুতোষ পাল ১৪০৲ টাকা দাবীতে মোকদ্দমা উপস্থিত করে। এই মোকদ্দমা আইনের ১৯ (১) (ক) ধারামতে নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই টাকা ১০৲ দশ টাকা কিস্তিতে ১৫ বৎসরে গ্রহণ করিবার জন্য মহাজনকে স্বীকৃত করা হয়। উক্ত মোকদ্দমায় ৩নং পাওনাদার গোষ্ঠবিহারী মাঝী ৩৭১৸৶০ আনার জন্য দাবী করে এবং বোর্ড ১৮ ধারামতে দাবীর পরিমাণ ২৪০৲ টাকা সাব্যস্ত করেন। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, মহাজন খাতকের ৪ বিঘা জমি নিজের দখলে নিয়া ৪ বৎসর উহার উপস্বত্ব ভোগ করিবে এবং তাহাতেই সমস্ত পাওনা আদায় হইয়া যাইবে।

বোলসদীঘি ঋণ-সালিসী বোর্ড

মোকদ্দমা নং ৪২।৯, সন ১৯৩৯ সাল।

এই মোকদ্দমায় খাতকের নাম প্রাণকৃষ্ণ নায়ক, সাং বনকাটী ইউনিয়ন। মহাজন গোষ্ঠবিহারী মোল্লাই ৩০৮৸৶৯ পাই পাওয়ার জন্য দাবী উপস্থিত করে। এই টাকার জন্য আসানসোলের দ্বিতীয় মুন্সেফী আদালত কর্ত্তৃক এক ডিক্রী হাসিল করিয়াছিল। এই টাকা খাজনার দাবীর জন্য পাওনা ছিল, তথাপি বোর্ড চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য আপোষে দাবী হ্রাস করিয়া ২৪৭৲ টাকা টাকা সাব্যস্ত করেন। আইনের ১৯(১) (ক) ধারামতে মীমাংসা-পত্র দেওয়া হয়।

মণ্টেশ্বর ঋণ-সালিসী বোর্ড

মোকদ্দমা নং ৬১।৬, সন ১৯৪১ সাল।

খাতক আবেদ সরকার মহাজন কেনারাম ঘোষের নিকট হ্যাণ্ডনোট দিয়া ২৪৮৲ টাকা কর্জ গ্রহণ করিয়াছিল। মহাজন ৪৩৮৲ টাকা দাবী করে কিন্তু বোর্ড ১৮ ধারামতে দাবীর পরিমাণ ৪০০৲ টাকা সাব্যস্ত করেন। শেষে ১৬০৲ টাকায় এই ঋণ মিটাইয়া দেওয়া হয় এবং দশটি বাৎসরিক কিস্তিতে এই টাকা আদায় করিতে হইবে।

মোকদ্দমা নং ৭১।৮, সন ১৯৪১ সাল।

উক্ত মোকদ্দমায় আমগোরিয়া নিবাসী শ্রীমতী সিন্ধুবালা দাসী কাটোয়ার দেওয়ানী আদালতের ডিক্রীমূলে ৪০৸৶০ আনার দাবী করে। বোর্ড এই দাবীর পরিমাণ কমাইয়া ১১৪৲ টাকায় নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন। এই টাকা ১৭টি বাৎসরিক কিস্তিতে আদায় করা হইবে।

মেদিনীপুর—

ঝাড়গ্রাম শোলাজ ঋণ-সালিসী বোর্ড

মোকদ্দমা নং ১২৩, সন ১৯৪১ সাল।

খাতক ২০ বিঘা জমি ভোগ রেহেণ দিয়া মহাজনের নিকট হইতে ৭০০৲ টাকা কর্জ গ্রহণ করিয়াছিল। হিসাব করিয়া দেখা গেল উপস্বত্ব ভোগ করিয়া মহাজন মোট ৩,১২৭৲ টাকা লাভবান হইয়াছে এবং ইহা আসল টাকার দ্বিগুণ ১,৪০০৲ টাকার চেয়ে অনেক বেশী, কাজেই বোর্ড ঘোষণা করেন যে, খাতকের কোন ঋণ নাই। এই নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্ব্বেই জমি খাতকের দখলে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে মহাজন মহাকুমা হাকিমের নিকট আপীল দায়ের করিয়াছিল। মহকুমা হাকিম ঐ আপীল ডিসমিস করিয়াছেন। ইহার পর জেলা জজের নিকট পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করা হইয়াছিল। জেলা জজ সে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

মোকদ্দমা নং ১৭, সন ১৯৩৯ সাল।

এই মোকদ্দমায়ও ভোগ রেহেণ দলিলমূলে পাওনা ছিল। বোর্ড আইনের ১৮ ধারামতে খাতকের নিকট পাওনার পরিমাণ ২০৭৲ টাকা সাব্যস্ত করেন।

উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে ১৯ (১) (গ) ধারামতে বোর্ড এই নিষ্পত্তি করিয়া দেন যে, দুই বৎসর পর নির্দ্ধারিত তারিখে মহাজন সালিশী জমি খাতকের দখলে ছাড়িয়া দিবে এবং মহাজনের পাওনা আর কিছু থাকিবে না।

আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে আমদানিকৃত নূতন ধরণের ট্যাঙ্ক। বৃটিশ সামরিক বাহিনীর একজন সৈনিক এই ধরণের ট্যাঙ্কের কার্যকারিতা পরীক্ষা করিতেছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

চলিতেছে। শুধু পালেম্বাংয়েই নহে, সর্ব্বস্থানের যাবতীয় তৈলই বিনষ্ট করা হইয়াছে। একখানি ডাচ হাসপাতাল জাহাজের উপর বোমা বর্ষণ করিয়া জাপানীরা গুরুতর ক্ষতি সাধন করিয়াছে। দুইজন লোক মারা গিয়াছে।

রেঙ্গুন হইতে ৩৫ মাইল দূরে জাপানাদের অবতরণ

রেঙ্গুণ হইতে ৩৫ মাইল দূরে সমুদ্র তীরে জাপানীরা অবতরণ করিয়াছে বলিয়া জাপানীরা যে দাবী করিতেছে, লণ্ডনে তাহার কোনই সমর্থন পাওয়া যায় নাই।

বিলিন ও সিতাং নদীর মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে সংগ্রাম

রেঙ্গুণ হইতে প্রাপ্ত বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, যুদ্ধের অবস্থা অপরিবর্ত্তিত। বিলিন ও সিতাং নদীর মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে। বৃটিশপক্ষীয় সেনাদল জাপ সেনাদের প্রভুত ক্ষতি সাধন করিতেছে। মিত্রপক্ষীয় বিমান আক্রমণে তিনখানি জাপ বিমান ধ্বংস হইয়াছে। মিত্রপক্ষীয় বিমান বিলিন অঞ্চলে জাপ সৈন্য সমাবেশের উপর প্রচণ্ড হানা দেয় ও জাপানীদের বহু লোক ক্ষয় করে। জাপ বিমান বাহিনীর সহিত ঐ অঞ্চলে বিমানযুদ্ধে ৫ খানি জাপ বিমান ধ্বংস হয়।

অন্যান্য রণাঙ্গনের সংবাদ

উত্তর সাগরে তিনখানি জার্ম্মাণ যুদ্ধ জাহাজ

ইংলণ্ডের রেডিও হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ক্রুজ টাপিজ, এডমিরাল শেয়র এবং এডমিরাল হিপার নামক তিনখানি বৃহদাকার জার্ম্মাণ যুদ্ধ জাহাজ নরওয়ের উপকূল ধরিয়া উত্তর সাগরে অগ্রসর হইতেছে। উক্ত বেতার ঘোষণায় আরও বলা হইয়াছে যে, ইংলণ্ড এবং যুক্তরাষ্ট্র হইতে যাহাতে উত্তর রাশিয়ায় কোন সরবরাহ পৌঁছিতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে সেই পথ আটকাইবার জন্য জাহাজ তিনখানিকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ব্রেষ্ট হইতে যে তিনখানি নাৎসী জাহাজ পলায়ন করিয়াছে, সেগুলিকে ট্রণ্ডহিমে রাখা হইয়াছে।

নরওয়ের উপকূল ধরিয়া তিনখানা বড় বড় জার্ম্মাণ যুদ্ধ জাহাজ উত্তরদিকে অগ্রসর হইতেছে, এই সংবাদের সত্যতায় লণ্ডনের কর্তৃপক্ষ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

রুশীয়ার রণক্ষেত্রে জার্ম্মাণ পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত

লালফৌজ আরও অগ্রগতি চালাইয়া জার্ম্মাণ পাল্টা-আক্রমণ ব্যাহত করিয়াছে। খারকভ রণাঙ্গনে ট্যাঙ্ক লইয়া জার্ম্মাণ বাহিনী যে পাল্টা আক্রমণ চালাইয়াছিল, সোভিয়েট বাহিনীর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের মুখে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় জার্ম্মাণ বাহিনী দুইশত সৈন্য ও বহু ট্যাঙ্কের ক্ষতিসহ পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

লেনিনগ্রাদ বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে, সোভিয়েট বাহিনী লেনিনগ্রাদ রণাঙ্গনে পুরাদমে যুদ্ধ চালাইয়াছে।

লেনিনগ্রাদ রণাঙ্গনে ৩টি দুর্গ অধিকার

লেনিনগ্রাদ রণাঙ্গনে দুই দিনের যুদ্ধে জার্ম্মাণদের পাঁচশত সৈন্য নিহত হয় এবং বহু পরিমাণ রণসম্ভার সহ তিনটি দুর্গ রুশীয় সেনাদল কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে।

[illegible] রণাঙ্গনের বর্ত্তমান অবস্থা

মধ্য প্রাচ্যের এক যুদ্ধ ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, বৃটিশ পেট্রোল বাহিনী সাবাসার পশ্চিম দিকে উপকূল হইতে দক্ষিণে [illegible] পর্য্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে শত্রুকে যেখানেই পাইয়াছে সেখানেই আক্রমণ চালাইয়াছে। মেকিলির চতুর্দ্দিকে বহু শত্রু সৈন্য রহিয়াছে। বৃটিশ বোমা-বর্ষী বিমানসমূহ শত্রুর পশ্চাদ্ভাগে কয়েকটি যানবাহনের উপর সাফল্যজনক আক্রমণ চালাইয়াছিল।

বৃটিশ নৌবহরীয় বিমানসমূহ ইটালীয় যুদ্ধ জাহাজসমূহের উপর সাফল্যজনক আক্রমণ চালাইয়াছিল বলিয়া এক ইস্তাহারে প্রকাশ। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে—নৌবহরীয় বিমানসমূহ ভূমধ্যসাগরে একটি শক্তিশালী ইটালীয় নৌবহরের উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল। দুইখানা ক্রুজার ও একখানা ডেষ্ট্রয়ারের উপর টর্পেডো নিক্ষিপ্ত হয়। অপর একখানা ডেষ্ট্রয়ারের উপরও সম্ভবতঃ টর্পেডো পতিত হইয়াছে। একখানা ক্রুজারের পশ্চাৎ দিকে আগুন ধরিয়া গিয়াছিল।

সোভিয়েট বাহিনীর আরো অগ্রগতি

২৩শে ফেব্রুয়ারী বিপ্রহরে প্রচারিত সোভিয়েট ইস্তাহারের এক ক্রোড়পত্রে বলা হইয়াছে যে, "পশ্চিম রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনী আর দুইটি জনপদ শত্রুকবলমুক্ত করে এবং চারটি কামান, ২০টি ট্রেঞ্চ মর্টার, ২৮টি মেশিনগান ও বহু পরিমাণ কার্ত্তুজ ও অন্যান্য দ্রব্যসম্ভার হস্তগত করে। কালিনিন এলাকায় লালফৌজ একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম দখল করে। দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে কুদ্রত লালফৌজের একটি দল একদিনের যুদ্ধে ৪টি কামান, দুইটি ট্রেঞ্চ মর্টার ধ্বংস করে এবং বারটি মেশিনগান ও চারটি ট্যাঙ্ক নিষ্ক্রিয় করিয়া দেয়। তদুপরি একটি বৃহদাকার কামান, তিনটি মেশিনগান, দুইটি সাব-মেশিনগান ও ১১৪টি রাইফেল হস্তগত করে। প্রতিপক্ষের ৪৫০ জন সৈন্য ও অফিসার বিনষ্ট হয়। ওরেল এলাকায় গরিলা বাহিনীর একটি দল কোন এক গ্রামে জার্ম্মাণ সৈন্যদলের হেডকোয়ার্টারে হানা দেয়।

[শেষ কলমের জের]

বহু শহর ও শত শত গ্রামকে মুক্ত করা হইয়াছে। জার্ম্মাণীর মিত্রবর্গ রহিয়াছে যাহারা তাহার পক্ষে লড়িতেছে। কিন্তু এযাবৎ আমাদের অবস্থা তদনুরূপ হয় নাই; কিন্তু আমরা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি।"

"আমাদের যে শহর ও গ্রামবাসীরা যুদ্ধের পূর্ব্বে স্বাধীন ও মনুষ্যোচিত জীবনযাপন করিত তাহারা আজ নির্য্যাতিত, লুণ্ঠনপীড়িত ও অনাহারক্লিষ্ট। লালফৌজের কর্ত্তব্য জার্ম্মাণ অভিযানকারীদের কবল হইতে সোভিয়েট ভূখণ্ড ও এই সব জনসাধারণকে মুক্ত করা। লালফৌজের প্রত্যেকটি সৈন্য জানে যে, ইহা ন্যায়ের যুদ্ধ। ইহা মুক্তির যুদ্ধ। লালফৌজের আদর্শ মহান; এই কারণেই এই যুদ্ধে সহস্র সহস্র বীর ও বীরাঙ্গনার উদ্ভব হইতেছে; তাহারা দেশের জন্য প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত।"

মঃ ষ্টালিন বলেন, "জার্ম্মাণদের জাতিতত্ব এবং জাতিবিদ্বেষের দরুণ স্বাধীনতা-প্রেমিক মাত্রেই জার্ম্মাণ ফ্যাসিষ্টদের শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পক্ষান্তরে সোভিয়েট ইউনিয়নে জাতিসাম্যের দরুণ স্বাধীনতা-প্রেমিক দেশমাত্রেই ইহার বন্ধু হইয়াছে।"

মঃ ষ্টালিনের বক্তৃতায় প্রকাশ পায় যে, ক্লিন, সুখিনিচি, [illegible]পোল ও ভোলোকোলামস্কের জার্ম্মাণ সৈন্যদিগকে আক্রমণের পূর্ব্বে রুশসৈন্যেরা আত্মসমর্পণ করিতে বলে; কিন্তু [illegible] হওয়ায় বহু জার্ম্মাণ সৈন্য নিহত হয়।

মঃ ষ্টালিন উপসংহারে বলেন, "সুহৃদগণ, লালফৌজের ২৪তম বার্ষিকী উপলক্ষে আমি আপনাদিগকে অভিনন্দন জানাইতেছি। জার্ম্মাণ ফ্যাসিষ্ট অভিযানকারীদের উপর আপনাদের পূর্ণ জয়লাভ হউক, লালফৌজ ও নৌবহর দীর্ঘজীবী হউক। মহাবীরনিষ্ঠাবান গরিলাবাহিনী দীর্ঘজীবী হউক। আমাদের গৌরবোজ্জ্বল মাতৃভূমি, ইহার স্বাধীনতা ও সুখ্যাতি দীর্ঘজীবী হউক। মহান বলশেভিক পার্টি [illegible] হউক।"

রুশীয়ার সর্বত্র লাল পতাকা উড়িবে

মঃ ষ্ট্যালিনের বীর-বাণী

"আমরা শত্রুকে লেনিনগ্রাদের দ্বার হইতে বিতাড়িত করিব, হোয়াইট রুশিয়া, ইউক্রেন ও ক্রিমিয়াকে মুক্ত করিব এবং যে সকল স্থানে লাল পতাকা উড়িত, তাহার প্রত্যেক স্থানে পুনরায় ঐ পতাকা উড্ডীন করিব"—লাল ফৌজের ২৪তম বার্ষিকী উপলক্ষে মঃ ষ্টালিন এক বাণীতে এই কথা ঘোষণা করেন। তিনি আক্রমণকারীর পরাজয় সমাধা করিবার জন্য ঐক্যবদ্ধ জাতিকে খুব বেশী উদ্যোগী হইতে বলেন।

হিটলার ইতিমধ্যেই পরাজিত হইয়াছেন, এইরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তিনি জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দেন; কিন্তু বলেন যে, জার্ম্মাণদের শেষ সুবিধা হইতেছে আকস্মিকতা—"এই উপাদানটাই ছিল তাহাদের মূল শক্তি। এখন যুদ্ধ অন্য রকম হইবে; কারণ আকস্মিকতার জন্য যে পার্থক্য হইয়াছিল, তাহা আর নাই। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী প্রমাণ করিয়াছে যে, একবার যদি এই উপাদান দূরীভূত হয়, তাহা হইলে জার্ম্মাণ বাহিনী যাহা ছিল, তাহা আর থাকে না।"

"আমাদের সম্মুখে যে কঠোর সংগ্রাম রহিয়াছে" তাহার উল্লেখ করিয়া মঃ ষ্টালিন বলেন, "জয় অর্জনের জন্য নূতন নূতন সৈন্যদল রণাঙ্গনে পাঠাইতে হইবে। শ্রমশিল্পকে দ্বিগুণ উদ্যমে কাজ করিতে হইবে। প্রতিদিন সৈন্যবাহিনীর আরও ট্যাঙ্ক, বিমান, কামান, মেশিনগান ও অন্যান্য অস্ত্র পাওয়া দরকার। সেখানেই সৈন্যবাহিনীর শক্তি।"

লালফৌজ জার্ম্মাণ জাতিকে ধ্বংস করিতে চায়, এই উক্তিকে মঃ ষ্টালিন "দুষ্টবুদ্ধিপ্রণোদিত নির্ব্বোধ কুৎসা" বলিয়া নিন্দা করেন। তিনি বলেন, "এই যুদ্ধের ফলে হিটলার-চক্র খুব সম্ভব বিনষ্ট হইবে; কিন্তু সেই চক্রকে জার্ম্মাণ জাতি ও জার্ম্মাণ রাষ্ট্রের সহিত এক করিয়া দেখা হাস্যকর। ইতিহাস হইতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, হিটলার স্বরূপ লোকেরা আসে ও যায়, কিন্তু জার্ম্মাণ জাতি ও জার্ম্মাণ রাষ্ট্র টিকিয়া থাকে।"

"লালফৌজ জার্ম্মাণীর যে কোন জিনিষের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ জার্ম্মাণগণকে নিধন করে, সুতরাং কোন সৈন্য বন্দী করা হয় না"—এই অভিযোগও তিনি অস্বীকার করেন। তিনি উহাকে "মূঢ় মিথ্যা" বলিয়া বর্ণনা করিয়া বলেন যে, যখনই জার্ম্মাণরা আত্মসমর্পণ করে, তখনই লালফৌজ তাহাদিগকে বন্দী করে; কিন্তু যখন তাহারা আত্মসমর্পণ করিতে অস্বীকার করে তখন তাহাদিগকে নিধন করা হয়। "লালফৌজ জার্ম্মাণগণকে জার্ম্মাণ বলিয়া নিধন করে না, লালফৌজ তাহাদিগকে এই কারণে নিধন করে যে, তাহারা আমাদের দেশকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে চায়। অন্য যে কোন সৈন্যবাহিনীর ন্যায় নিজের দেশের স্বাধীনতাহারিগণকে জাতি-নির্বিশেষে নিধন করিবার অধিকার লালফৌজের আছে।"

মঃ ষ্টালিন প্রথমেই বলেন যে, সোভিয়েট জনসাধারণ পূর্ব্বেই জার্ম্মাণ আক্রমণ স্মরণ করিয়া সম্ভাব্য আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। জার্ম্মাণী যখন গুপ্ত ভাবে আমার বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমাদের আক্রমণ করিয়াছিল, তখন হিটলার তাহার নূতন প্রচুর শক্তি ক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছিল। আমরা পশ্চাদপসরণ করি, কিন্তু পশ্চাদপসরণ করিবার সময় আমরা শত্রুকে প্রচণ্ড আঘাত দিতে থাকি। আমাদের মনে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না যে, শত্রুকে প্রতিহত করা হইবে এবং পরিশেষে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া হইবে। অবশেষে লালফৌজের আক্রমণ আরম্ভ করার সময় আসে। টিখভিনে ও রষ্টভে, ক্রিমিয়াতে ও তারপর মস্কোতে শত্রুকে পরাজিত করা হয়। মস্কো ও তুলা অঞ্চল হইতে শত্রুকে উচ্ছেদ করা হইয়াছে।

[২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

বিমান-আক্রমণে সতর্কতা

প্রতিগৃহে বালুকাপূর্ণ বস্তা ও জল সঞ্চয় বাঞ্ছনীয়

বিমান আক্রমণের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিপদ হইতেছে এই যে, আগুনে বোমার নাগরিকদিগের গৃহ এবং দোকানসমূহে আগুন লাগিয়া যায়। আগুনের প্রথমাবস্থায় যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে খুব সহজেই উহা নিভাইয়া ফেলা যায়। যদি উহার কোন প্রতিকার করা না হয়, তবে ভীষণ অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া অভাবনীয় ক্ষতি সাধন করিতে পারে। আগামী বোমা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেবলমাত্র বাড়ীর মালিক অথবা বাসিন্দাই উহার সম্পর্কে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। উক্ত অগ্নি বিস্তার-লাভ করিবার পূর্ব্বে তাহা দমন করিবার জন্য খুব কমপক্ষে দরকার বালি, বালুকাপূর্ণ চটের থলি এবং জল। গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের অতি-বড় দরিদ্রের ঘরেও গৃহের মালিক, বাসিন্দা কিম্বা নিয়োগকর্ত্তার কাজ হইতেছে এই সকল প্রাথমিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখা। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমাত্রকেই এ সম্পর্কে দায়িত্বশীল করার জন্য ভারত-রক্ষা আইন অনুসারে এক আদেশ জারি করা হইয়াছে এবং উক্ত আদেশ ২৫শে ফেব্রুয়ারী হইতে বলবৎ হইবে।

গভর্ণমেণ্টের দৃঢ় ধারণা যে, এই আদেশকে কার্য্যকরী করার জন্য স্ব স্ব স্বার্থ-সিদ্ধির নিমিত্তই জনসাধারণ সহযোগিতা করিবেন।

ভারতীয় সেনাদল

গোলন্দাজবাহিনীর প্রসার

বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে ভারতীয় গোলন্দাজবাহিনী আড়াইগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতীয় গোলন্দাজবাহিনীতে সামান্য কয়েকটি মাউণ্টেন ব্যাটারি ছিল; কিন্তু অন্যান্য ভারতীয় সৈন্য-বাহিনীর ন্যায় ইহারাও প্রসারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে আধুনিক কামান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বহু সংখ্যক ভারী, মধ্য এবং হাল্কা গোলন্দাজবাহিনী এবং ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী ও বিমান-ধ্বংসী বাহিনী আছে।

নূতন গোলন্দাজ দল গঠন করা ছাড়া কতকগুলি পদাতিক বাহিনীকেও গোলন্দাজ বাহিনীতে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতগুলি দলকে সম্প্রতি ট্যাঙ্ক-ধ্বংসী ও বিমান-ধ্বংসী দলে পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে।

ময়মনসিংহে পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

কুলিয়ারচরে সম্মেলনের অনুষ্ঠান

কিছুদিন পূর্ব্বে ময়মনসিংহ জেলার তাতারকান্দী হাই স্কুলের করনেশন মাঠে সুসজ্জিত মণ্ডপে ময়মনসিংহের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর্থার হিউজ, আই, সি, এস, মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট পল্লী-উন্নয়ন সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় পল্লী-উন্নয়ন বিভাগ ও পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। বেলা ৮ ঘটিকা হইতে উক্ত দিবস সুদূর পল্লীসমূহ হইতে সহস্র সহস্র স্বেচ্ছাসেবক, গ্রাম্যরক্ষী দল, পল্লী-উন্নয়ন সমিতির কর্ম্মিবৃন্দ নিজ নিজ পতাকা, বাদ্য ও সময়োচিত গান গাহিতে গাহিতে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দলে দলে সম্মেলনে যোগদান করিতে থাকে। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের পাব্লিসিটি ডিপার্টমেণ্টের সৌজন্যে সম্মেলনে মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা ছিল। বাঙ্গলার পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টর ও পাট-নিয়ন্ত্রণের চীফ কণ্ট্রোলার মিঃ এইচ, এস, ইসহাক, আই, সি, এস, এবং কিশোরগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, মিঃ এস্, সেন, আই, সি, এস, মহোদয়গণও সম্মেলনে যোগদান করেন। জেলার বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে সরকারী কর্ম্মচারী ও বে-সরকারী ভদ্রমহোদয়গণসমেত প্রায় ১৫ হাজার লোক সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে বিশাল জন-সমুদ্র রেলওয়ে ষ্টেশনে আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে। বেলা ১১ ঘটিকা হইতে ১ ঘটিকা পর্য্যন্ত ক্রীড়া উৎসব সম্পন্ন হয়। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় উহাতে পতাকা উত্তোলন ও সভাপতিত্ব করেন।

বেলা ২।।০ ঘটিকা হইতে পল্লী-উন্নয়ন সম্মেলনের কার্য্য আরম্ভ হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, মওলবী এ, এফ, এম্, নুরুল্লাহ্, বি-এ, সম্মেলনে সমাগত অতিথিবর্গকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করতঃ পল্লী-উন্নয়ন ও পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণমূলক সমস্যা সম্পর্কে এক সুচিন্তিত অভিভাষণ প্রদান করেন।

বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের প্রোপাগাণ্ডা অফিসার মিঃ নির্ম্মল দেব কৃষি সম্বন্ধে এক গবেষণাপূর্ণ চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন।

তারপর বাঙ্গলার পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এইচ, এস, এম, এসহাক, আই, সি, এস, তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান হন। তিনি সম্মেলনে প্রায় পৌনে দুই ঘণ্টা কাল বাংলা ভাষায় সমগ্র বাঙ্গলা প্রদেশের পাট-নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন সমস্যা সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন।

এতদ্ব্যতীত ঢাকা বিভাগের এসিষ্টাণ্ট কনট্রোলার মিঃ এম, এইচ, আলী, বি, সি, এস, কিশোরগঞ্জের পাট-

ভারতীয় অ্যাম্বুলেন্সের শ্রেষ্ঠত্ব

জার্ম্মাণ মেডিক্যাল অফিসার কর্ত্তৃক স্বীকৃত

বর্ত্তমান সিরিয়ার যুদ্ধে—জার্ম্মাণ বাহিনী কর্ত্তৃক দখল নেওয়ার পর—ভারতীয় অ্যাম্বুল্যান্সকে কাজ করিতে দেখিয়া জার্ম্মাণ মেডিক্যাল অফিসারগণ উহা যেরূপ সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত তাহাতে বিস্ময় ও ঈর্ষা প্রকাশ করেন।

জার্ম্মাণ বাহিনীর আহত সৈন্যাধ্যক্ষকে অন্যত্র সরাইবার জন্য উহার প্রয়োজন হয় এবং একজন ভারতীয় কিন্তু অ্যাম্বুল্যান্স কর্ম্মীদল তক প্রাজ্ঞ ব্যবহারের নীতি অনুসরণ করেন। সিনিয়র জার্ম্মাণ মেডিক্যাল অফিসার উহা দেখিয়া বিশেষরূপে আকৃষ্ট হন এবং দুঃখ প্রকাশ করিয়া এই অভিমত জ্ঞাপন করেন যে, জার্ম্মাণদের এই ধরণের এত ভাল জিনিষ নাই। অতঃপর তিনি তাঁহাদের কয়েকজন মেডিক্যাল অফিসারকে উহার কলা-কৌশল পর্য্যবেক্ষণ করিতে পাঠাইয়া দেন।

অবশ্য পরে আমাদের এক সৈন্য বাহিনী উক্ত অ্যাম্বুলেন্স পুনরধিকার করিয়া লয় এবং এখনও উহা উত্তমরূপে কাজ করিয়া চলিয়াছে। কিন্তু জার্ম্মাণগণ চিকিৎসা বিষয়ক সমস্ত দ্রব্যাদি সরাইয়া ফেলিয়াছিল বলিয়া উহা পুনরায় যথাযোগ্যভাবে সজ্জিত করিয়া লওয়া হইয়াছে।

[২য় কলমের শেষ]

নিয়ন্ত্রণ বিভাগের চীফ ইনসপেক্টর, মওলবী আবদুল কুদ্দুস, বি, এল, এবং পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রোপাগাণ্ডা অফিসার মহোদয় সময়োপযোগী বক্তৃতা প্রদান করেন।

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় অনিবার্য্য কারণে সভাস্থল ত্যাগ করিলে কিশোরগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, সেন, আই, সি, এস, সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মিঃ সেন ক্রীড়ায় বিজয়ীগণকে পুরস্কার বিতরণ করেন। অতঃপর সভাপতির বক্তৃতা দানের পর তুমুল উৎসাহের মধ্যে রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় সম্মেলনের কার্য্য সমাপ্ত হয়।

কুলিয়ারচর ইয়ুথ ওয়েলফেয়ার ক্লাব পল্লীবাসীর পক্ষ হইতে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় ও পল্লী-উন্নয়নের ডিরেক্টরকে তাঁহাদের কুলিয়ারচরে আগমন উপলক্ষে সম্বর্দ্ধনাসূচক মানপত্র প্রদান করে।

রাত্রি ১০।।০ ঘটিকায় কুলিয়ারচর পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের সহকারী ইন্সপেক্টর, মৌঃ মোহাম্মদ খোরাস্‌ খাঁ লিখিত "চাষীর মুক্তি" শীর্ষক নাটক অভিনীত হয়। মিঃ ইসহাক ও মিঃ সেন উভয়েই উক্ত নাটক দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করেন এবং উহার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

স্থলপথে সেনা-বাহিনীর অগ্রগতির পথে যে-সব নদী-নালা পড়ে, বৃটিশ ইঞ্জিনিয়ার ও সেনার বাহিনীর চেষ্টায় কেমন করিয়া ভারী ট্যাঙ্কসমূহ সে-সব প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হয়, এই চিত্রে তাহাই দেখা যাইতেছে।

বৃটেনে যোদ্ধাদের বর্ণিত আবিষ্কার এই তরুণ বৈমানিকটি একদিন ইংলিশ-চ্যানেলে মাত্র অর্দ্ধ মিনিট সময়ের মধ্যে দুইটি জার্মান বোমারু বিমানকে গুলী করিয়া ধ্বংস করিতে সমর্থ হন।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ALTAF HUSAIN.

BENGAL ... LIBRARY

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা] কলিকাতা, ৯ই মার্চ, ১৯৪২ [এক আনা

বর্ত্তমান যুদ্ধ-পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক

চরম বিজয় সম্বন্ধে হতাশ হওয়ার কোন কারণ নাই

বর্ত্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতীয় জনমতের বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে বলিতে হয়—প্রকৃতই আমাদের মধ্যে কোন ধৈর্য্য নাই। আমাদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যথাসম্ভব শীঘ্রই যেন যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইবে, অথবা যদি কোন অঘটন ঘটে, তবে তাহাও যেন শীঘ্রই সংঘটিত হইবে। যাহারা এরূপ মনোভাব পোষণ করে, তাদের এই দুর্ব্বলতাকে অগ্রাহ্য না করিয়া ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াই প্রতিকার ব্যবস্থায় অগ্রসর হওয়া উচিত। ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের দিক দিয়া বিবেচনা করিতে গেলে বলিতে হয় যে, আমাদের এরূপ মনোভাবে মোটেই সামরিক সঙ্কট নয়, বরং ইহা একটি মানসিক বিকার মাত্র।

মজার ব্যাপার ইহাই যে, এখন আমরা মনে করি যুদ্ধের ভাল-মন্দ যা' হয় একটা পরিণতি শীঘ্রই হইয়া যাইবে, তখন আমরা মোটেই ভাবি না যে, এরূপ ধারণা পূর্ব্বেও বহুবার আমরা করিয়াছি; কিন্তু কার্য্যতঃ এ-পর্য্যন্ত এরূপ কিছুই ঘটে নাই। ১৯৪০ সালের গ্রীষ্মকালে ফ্রান্সের পতনের পর ইংলণ্ড অভিযান হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধেরও পরিসমাপ্তি হইয়া যাইবে, এরূপ ধারণা সে-সময়ে অনেকেই পোষণ করিয়াছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ হইয়াছে কি? রুশীয় সংগ্রামের প্রথম দিকে লেনিনগ্রাড ও মস্কোর পতন অবশ্যম্ভাবী এবং রুশিয়ানরা জার্ম্মানদের সামনে যে মোটেই দাঁড়াইতে পারিবে না, এরূপ ভবিষ্যদ্বাণীও অনেকে করিয়াছিল; কিন্তু কার্য্যতঃ আজ আমরা সম্পূর্ণ বিপরীত দৃশ্যই অবলোকন করিতেছি। "তারপর গত এপ্রিল মাসে মধ্য-প্রাচ্যের সংগ্রামক্ষেত্রের কথা আলোচনা করিতে যাইয়া অনেকেই মনে করিয়াছিল যে, সোয়েজ-ক্যানেল অঞ্চলের পতন হইতে আর দেরী নাই; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার কোন আভাস এ পর্য্যন্তও পাওয়া যায় নাই।

বর্ত্তমান যুদ্ধের সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার ইহাই যে, যুদ্ধ কোন্ ধারায় পরিচালিত হইতেছে এবং কোন্ সব ব্যাপারের উপর এই যুদ্ধের পরিণতি নির্ভর করে, [illegible] জনসাধারণের এ-সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই। [illegible] সুতরাং হইতেই আমরা এই ব্যাপারে একটা কল্পিত [illegible] গঠন করিয়া লইয়াছি। বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধের ব্যাপারে যেসব সঙ্কট দেখা দিয়াছে, তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কতকগুলি মতামত সংগ্রহ করিয়া এই প্রবন্ধের লেখক ভারতীয় মতামত সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা গঠনের চেষ্টা করিয়া একেবারেই হতাশ হইয়াছেন। কারণ এই সব মতামতের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ ঘটনাবলীর উপর নির্ভর করা হইয়াছে,—নৈতিক ও কার্য্যকরী অন্যান্য যেসব শক্তি ভিতরে ভিতরে এই ব্যাপারে কাজ করিতেছে, সেগুলির প্রভাব সম্বন্ধে কেহই মোটেই বিবেচনা করেন নাই।

বহুলকল্পিত এই সব অভাবনীয় ব্যাপার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ চার্চিল, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও মিঃ ষ্ট্যালিনের আধুনিক বক্তৃতাগুলি সম্বন্ধে যদি বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে কতকটা আশ্বস্ত হওয়া যায়। অবশ্য এই সব বক্তৃতার মধ্যেও ঘটনাবলীর অন্ধকার দিক সম্বন্ধেই বেশী করিয়া আলোচনা করা হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের বেতার বক্তৃতা ও বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী মিঃ চার্চিলের কমন্স-সভার বিবৃতিতে যুদ্ধের সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করিলে যুদ্ধের পরিস্থিতি সম্বন্ধে ভাল-মন্দ উভয় দিক দিয়াই অনেকটা পরিষ্কার ধারণা করা যায়।

বর্ত্তমানে যে পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে, তৎসম্বন্ধে এই উভয় রাষ্ট্র-নায়কের বক্তৃতায় প্রকৃত অবস্থা গোপন করার কোন প্রয়াস পাওয়া হয় নাই। বর্ত্তমান পরিস্থিতি যে খুবই শোচনীয়, উভয়েই তাহা সরলভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং এ কথাও বলিয়াছেন যে, আরো কিছুদিন এরূপ শোচনীয় অবস্থা বিদ্যমান থাকা সম্ভবপর। সাধারণের স্বকল্পিত অভিমত ও এই উভয় রাষ্ট্র-নায়কের অভিজ্ঞতালব্ধ অভিমতের মধ্যে পার্থক্য ইহাই যে, যেস্থলে এক শ্রেণীর লোক বর্ত্তমান শোচনীয় পরিস্থিতিকে যুদ্ধের চরম পরিণতির দ্যোতক মনে করিতেছে, সেস্থলে মিঃ চার্চিল ও প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট মনে করেন যে, বর্ত্তমান পরিস্থিতির শোচনীয়তা মোটেই যুদ্ধের চরম পরিণতির আভাস নহে।

আরো পরিষ্কারভাবে বলিতে গেলে বলা চলে, ভারতের সাধারণ শ্রেণীর জনসাধারণ ধারণা করিয়া লইয়াছে—(১) হংকং, সিঙ্গাপুর, মালয় ও ব্রহ্মের কতকাংশ এবং পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কতকাংশ জাপানীদের হাতে চলিয়া যাওয়ায় ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, মিত্রপক্ষ জাপানীদের সহিত সাফল্যের সঙ্গে সংগ্রাম পরিচালনায় অযোগ্য; (২) এই সব অঞ্চল ও ঘাঁটিসমূহ হারানোর ফলে মিত্রপক্ষ জাপানীদিগকে চরমভাবে পরাজিত করিতে অসমর্থ হইবে; এবং (৩) কাজে কাজেই পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-এশিয়ায় জাপানী আধিপত্য স্বীকার করিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

সাধারণ শ্রেণীর লোকের স্বকল্পিত ধারণা যেখানে এরূপ, সেস্থলে মিঃ চার্চিল ও প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট পরিস্থিতির যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই লক্ষ্য করিবার মত। বলা হইয়াছে—(১) দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে মিত্রপক্ষকে আপাততঃ যে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ হইতেছে জাপানের ভৌগলিক অবস্থানের সুযোগ-সুবিধা ও দ্বিতীয় কারণ হইতেছে বৃটেন ইউরোপে জার্ম্মানীর সঙ্গে ব্যাপক সংগ্রামে ব্যস্ত থাকায় প্রাচ্যে জাপানের প্রতি যথোচিতভাবে মনোযোগ দেওয়া বৃটেনের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই; (২) বর্ত্তমানে যেসব অসুবিধা দেখা দিয়াছে, তাহা অস্থায়ী ব্যাপার মাত্র, ইহার উপর যুদ্ধের পরিণতি [illegible] নির্ভর করে না; (৩) দক্ষিণ-পশ্চিম [illegible] অঞ্চলের ঘাঁটিসমূহ যে মিত্রপক্ষের হাতছাড়া হইয়াছে, তাহা দুঃখজনক হইলেও জাপানের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে সংগ্রাম পরিচালনার পথ যে ইহাতে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, এরূপ মনে করার কোন হেতু নাই; কারণ আরো এমন সব ঘাঁটি এখনও মিত্রপক্ষের হাতে রহিয়াছে, যেখান হইতে অনায়াসে জাপানের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করা যাইবে। তবে, অবশ্য এরূপ প্রতি-আক্রমণ চালান সময়-সাপেক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এবং (৪) মিত্রপক্ষের সমর-সম্ভারের প্রাচুর্য্য পরিণামে নিশ্চয়ই কার্য্যকরী হইবে।

এক্ষণে বিবেচ্য, উপরে যে দুই রকম অভিমতের কথা বলা হইল, তন্মধ্যে কোন্ অভিমতকে অধিকতর সঙ্গত ও সুবিবেচ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? এই ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহের সুযোগ দেওয়া মোটেই উচিত হইবে না। কোনও "বিশেষ ঘটনা" এবং "পরিস্থিতির গতি" এই দুই ব্যাপারের মধ্যে যে প্রকৃতই বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে, মিঃ চার্চিল তাঁহার পূর্ব্বতন এক বক্তৃতা হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া তাহা প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন:—

"যুদ্ধের গতি সম্বন্ধে হতাশ হওয়ার কোন কারণ নাই। অবশ্য বর্ত্তমানে আমাদের খুব দুর্দ্দিন যাইতেছে এবং সুদিন আসার পূর্ব্বে হয়ত আমাদিগকে আরো বেশী দুর্দ্দিনের সম্মুখীন হইতে হইবে। কিন্তু যদি আমরা সব আঘাত সহ্য করিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে সুদিন যে অবশ্যই আসিবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতীতের সব যুদ্ধে কোনও "বিশেষ ঘটনা" দ্বারা মোটেই জয়-পরাজয় নির্দ্ধারিত হয় নাই, বরং "পরিস্থিতির গতি" দ্বারাই চরম নিষ্পত্তি হইয়াছিল। বর্ত্তমানের যুদ্ধে এই সত্যটি আরো বেশী করিয়া প্রযুক্ত হইতে পারে। কোনও বিশেষ ব্যাপারে চাঞ্চল্যকর বিজয়ের অধিকারী না হইয়াও হয়ত চরমে বিজয় লাভ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে না। এমন কি, পুনঃ পুনঃ হতাশাব্যঞ্জক ঘটনাবলীর অনুষ্ঠান হইতে থাকিলেও আমাদের পক্ষে চরম বিজয়ের অধিকারী হওয়া অসম্ভব হইবে না।"

[৭ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে সুযোগমত জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্,
বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের কার্য্য সম্পর্কীয় অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু [illegible] বা সরকারী [illegible] প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

৯ই মার্চ—১৯৪২

বিমান-আক্রমণ ও প্রাথমিক চিকিৎসা-কেন্দ্র

জনসাধারণ এ, আর, পি, সম্পর্কিত প্রাথমিক চিকিৎসা-কেন্দ্রের কর্ত্তব্য ও কার্য্যকারিতা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেছেন বলিয়া অনুমিত হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসা নিম্নলিখিত ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হইবে :—

(ক) প্রাথমিক চিকিৎসার দল।

(খ) প্রাথমিক চিকিৎসার কেন্দ্র।

এতদ্ব্যতীত ওয়ার্ডেনগণও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন।

সমগ্র বাঙলাদেশে যে ধরণের এ, আর, পি, প্রতিষ্ঠান আছে, কলিকাতা অঞ্চলকে তাহার একটি নমুনা স্বরূপ গণ্য করিয়া উক্ত দলগুলি এবং কেন্দ্রগুলি কোথায় অবস্থিত তাহা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে।

কলিকাতায় ৮ কিম্বা ততোধিক ডিপো রহিয়াছে এবং তাহার প্রত্যেকটিতে আহতদিগের সেবার জন্য প্রাথমিক চিকিৎসার দল এবং উদ্ধারকারী দল আছে। এতদ্ব্যতীত ষ্ট্রেচার, আরাম কেদারা সহ গাড়ী এবং প্রত্যেক দলের বাহিরে যাওয়ার গাড়ী সহ অ্যাম্বুলেন্সেরও ব্যবস্থা আছে। কণ্ট্রোল রুম হইতে—যে অঞ্চলে বোমা পড়িবে তাহার নিকটবর্ত্তী ডিপোতে আদেশ দেওয়া হইবে যে, এতগুলি দল ও অ্যাম্বুলেন্স প্রয়োজন ও এই ঠিকানায় বোমা পতিত হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই ডিপোগুলি ফায়ার-বিগেডের অনুরূপই কাজ করিবে। এস্থলে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, প্রাথমিক চিকিৎসার দল ভ্রাম্যমান হইবে এবং তাহারা গাড়ীযোগে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইবে। যে কোনভাবে লোকে আহত হইলে তাহার যথোপযুক্ত ব্যাণ্ডেজ করিবার সমস্ত সাজ, সরঞ্জাম এই সকল দলের সহিত থাকিবে। ঘটনা-স্থলে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া ক্ষতের গুরুত্ব হিসাবে আহত ব্যক্তিদের নিকটবর্ত্তী সাহায্য-কেন্দ্র কিম্বা হাসপাতালে পাঠাইতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে।

অতঃপর প্রাথমিক চিকিৎসা-কেন্দ্রের কথা আলোচনা করা যাউক। মোটামুটি বলিতে গেলে এই সমুদয় কেন্দ্র বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সুবিধামত বাড়ী নির্ব্বাচন করিয়া স্থাপন করা হইয়াছে। প্রত্যেক কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন ডাক্তার এবং তাহার অধীনে প্রথম চিকিৎসাকার্য্যের জন্য কতিপয় লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই সমুদয় কর্ম্মচারীর সকলেই ট্রেনিংপ্রাপ্ত অথবা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারের নিকট ট্রেনিং পাইতেছে। অনেক কেন্দ্রে নার্সেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সব কেন্দ্রে সরঞ্জাম, ঔষধ ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধার উপাদান প্রভৃতি রাখা হইয়াছে—যাহাতে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু একথা বুঝিতে হইবে, [illegible] জনসাধারণ ইহা উপলব্ধি করেন যে, এই সব দল ও তাহার নির্দ্দেশিত কেন্দ্র শুধু প্রাথমিক চিকিৎসার জন্যই রহিয়াছে। [illegible] এই ব্যবস্থার মূল কথা। ইহাও বিশেষ [illegible] যে এই সব কেন্দ্রে একসঙ্গে বেশী লোক জমা না হয়, [illegible] অন্য দলের জন্য [illegible] করিতে [illegible] চিকিৎসার পর এই সমুদয় কেন্দ্রে রোগী [illegible] হইবে না। অবশ্য এরূপ অনেক রোগী আসিবে যাহাদের কিছু সময় এই কেন্দ্রে শয়ন করিয়া থাকা প্রয়োজন হইবে এবং সেজন্য প্রত্যেক কেন্দ্রে ষ্ট্রেচার রাখা হইয়াছে। এই সমুদয় কেন্দ্রে শয্যা বা বিছানাপত্রের ব্যবস্থা করা আবশ্যক মনে করা হয় নাই; তাহার কারণ উপরেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সমুদয় পরিষ্কার রাখায় অনেক অসুবিধাও আছে।

এই সমুদয় কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারগণ রোগীদিগকে তাহাদের অবস্থা বিবেচনা করিয়া বাড়ীতে কিম্বা হাসপাতালে প্রেরণ করিবেন। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, আহত ব্যক্তি যেস্থানে আহত হইবে সেখানেই প্রাথমিক চিকিৎসাকারী দল দ্বারা চিকিৎসিত হইবে (চিকিৎসক দল পৌঁছিবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ ওয়ার্ডেন তাহার ভার লইবেন)। তৎপর তাহাকে এম্বুলেন্সযোগে সোজা হাসপাতালে অথবা প্রাথমিক চিকিৎসা-কেন্দ্রে প্রেরণ করা হইবে। যদি শেষোক্ত স্থানে প্রেরণ করা হয়; তাহা হইলে ঐ কেন্দ্রের ডাক্তার প্রথমে তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন, পরে তাহাকে হাসপাতালে বা বাড়ীতে পাঠাইয়া দিবেন। যাহাকে বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে তাহাকে পরামর্শ দেওয়া হইবে যে, পরের দিন যেন বাহিরের রোগী হিসাবে হাসপাতালে উপস্থিত হন কিম্বা নিজে ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করান।

প্রাথমিক চিকিৎসক দল বা কেন্দ্র প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্যই থাকিবে। তাহারা কঠিন অস্ত্রোপচারের কাজ করিবে না এবং এই সমুদয় কেন্দ্রে কোন রোগীকে দুই এক ঘণ্টার বেশী থাকিতে দেওয়া হইবে না।

সর্ব্বশেষে কতকগুলি চিকিৎসা-কেন্দ্র গঠনের কাজ চলিতেছে, যেগুলি একস্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া চলিবে এবং ঐগুলি গতিশীল চিকিৎসা-কেন্দ্রের কাজ করিবে। প্রত্যেক গতিশীল কেন্দ্র বিশেষ জরুরী ঘটনা-স্থলে একজন ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে প্রেরণ করা হইবে।

আর একখানা বর্ম্মাবৃত যান

বঙ্গীয় পুলিশ-বাহিনীর দান

বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বিগত ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বাঙলাদেশের পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল মিঃ এ, ডি, গর্ডন, সি-আই-ই, আই-পি, মহোদয়ের নিকট নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করিয়াছেন :—

বাঙলাদেশের পুলিশ বিভাগের অফিসার ও কর্ম্মচারিগণ বর্ত্তমান যুদ্ধ প্রচেষ্টায় গত বৎসর বিশেষ সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। এ বৎসরও অনুরূপ সাহায্য প্রদান করিয়াছেন দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। তাঁহারা নবম বর্ম্মাবৃত যান ক্রয় করিবার জন্য যে আমাকে ১০,০০০ দশ হাজার টাকা দিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহারা স্বভাবতঃই গর্ব্ব অনুভব করিতে পারেন। তাঁহাদের এই উদার সাহায্য আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছি। এ কথা সংশ্লিষ্ট সমস্ত ব্যক্তিগণকে দয়া করিয়া জানাইয়া দিবেন।

[শেষ কলমের শেষ]

স্থানীয় কমিটি কর্ত্তৃক এই প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়াছিল। প্রদর্শনীতে সাহায্য হিসাবে গভর্ণমেণ্ট ৩০০৲ টাকা ও জেলা বোর্ড ১০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত স্থানীয়ভাবেও কতক চাঁদা পাওয়া গিয়াছিল। প্রদর্শিত দ্রব্যাদির জন্য কৃষিকার্য্যের যন্ত্রাদি দ্বারা পুরস্কার প্রদত্ত হইয়াছিল।

[illegible] সাঁওতালদের উন্নয়ন [illegible]

বারিন্দ অঞ্চলে প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান

মালদহ জেলার বারিন্দ অঞ্চলে সাঁওতাল ও অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতিদের কল্যাণের জন্য [illegible] ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল দূরবর্ত্তী আদিনা নামক স্থানে সম্প্রতি এক কৃষি-শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। কৃষি, গৃহপালিত পশুপালন, পশু চিকিৎসা, গুটীপোকার চাষ, বয়ন, প্রাথমিক শিক্ষা, সূচী-শিল্প ও বাঁশ বেতের কাজ প্রভৃতি পল্লী অঞ্চলের প্রয়োজনীয় বহুবিধ বিষয় সম্পর্কে ষ্টল খোলা হইয়াছিল এবং প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল। নূতন নূতন ফসলের চাষ সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রচারকার্য্য চালানো হইয়াছিল এবং বারিন্দ অঞ্চলে বিলাতী সজীর বৈ চাষ হইয়াছে, তাহার নমুনা দেখিয়া সকলেই বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। সাঁওতালি ভাষায় বক্তৃতা দিয়া বারিন্দ অঞ্চলে কৃষির অসুবিধা ও সাঁওতাল চাষীদের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করা হইয়াছিল। প্রদর্শনীর বয়ন বিভাগে শিল্প-বিভাগের সাঁওতাল শিক্ষার্থিগণ পরিচালিত উন্নত ধরণের তাঁতে বস্ত্র বয়ন পদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রদর্শনীর একটি ষ্টলে সাঁওতাল শিক্ষকগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত নানারূপ শিক্ষা বিষয়ক চার্ট দ্বারা সজ্জিত একটি আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিচালন পদ্ধতি প্রদর্শিত হইয়াছিল। সাঁওতালী ও বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিয়া স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষণ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করা হইয়াছিল।

বাংলা সরকারের জন-সেবা সঙ্ঘের কর্ম্মীদল প্রত্যহ বিকালে নানা উপদেশমূলক বিষয়ে ছায়াচিত্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং বিরাট জনতা এই সব ছায়াচিত্র দর্শন করিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিল। শরীর-চর্চ্চা বিষয়ক উপদেষ্টা কর্ত্তৃক পরিচালিত সাঁওতাল বালকগণের সমবেত ব্যায়াম, সাঁওতাল ও অ-সাঁওতালদের দড়ি টানাটানি, সাঁওতালী নাচ প্রভৃতি এই প্রদর্শনীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ ছিল। সাঁওতালদের ডাইনী বিদ্যায় বিশ্বাস, মদ্যপান এবং ইত্যাকার অন্যান্য কদভ্যাসের নিন্দা করিয়া সাঁওতালী ভাষায় লিখিত একটি নাটক সাঁওতাল অভিনেতৃবৃন্দ কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছিল। প্রত্যহ রাত্রিতে প্রদর্শনী প্রাঙ্গণে গম্ভীরা ও আলকাপ প্রভৃতি স্থানীয় গণ-সঙ্গীতের আয়োজন করা হইয়াছিল।

রাজশাহী বিভাগের কমিশনার মিঃ এ, জে, ড্যাশ, সি-আই-ই, আই-সি-এস, এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিয়াছিলেন এবং বোর্ড-অব্-রেভেনিউর মেম্বার মিঃ এস, আর, ফকাস, সি-আই-ই, আই-সি-এস, কর্ত্তৃক পুরস্কার বিতরিত হইয়াছিল। পার্ব্বত্য জাতিদের স্পেশাল অফিসার মিঃ এস, সি, চৌধুরী বাংলা ও সাঁওতালী ভাষায় সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়া এই উভয় উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারীকে সমাগত জন-মণ্ডলীর কাছে পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। মৌঃ জহুর আহমদ চৌধুরী, এম-এল-এ, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান্, বাবু আশুতোষ চৌধুরী, বুলবুলচণ্ডীর জমিদার বাবু অমরেন্দ্র নারায়ণ রায়, আইহোর জমিদার মৌঃ এনায়েত হোসেন চৌধুরী প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বারিন্দ অঞ্চলে এই শ্রেণীর প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান এই প্রথম হওয়ায় মোট ১২,০০০ লোকের বেশী ইহাতে যোগদান করিয়াছিল।

স্থানীয় জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ বিবৃত করিয়া বিভাগীয় কমিশনারকে একটি অভিনন্দন পত্র দেওয়া হইয়াছিল এবং কমিশনার মহোদয় বাংলা ভাষায় তাহার উত্তর প্রদান করেন। তিনি পার্ব্বত্য জাতীয় লোকদিগকে এ-বিষয়ে আশ্বাস প্রদান করেন যে, তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য গভর্ণমেণ্ট চেষ্টিত।

মালদহের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন, বি, হাচার্ড ওবেদ্, আই-সি-এস, মহোদয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত এক

[২য় কলমের নিম্ন দেখুন]

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

প্রশান্ত মহাসাগরীয় সংগ্রাম-ক্ষেত্র

তিনখানি জাপ জাহাজ জলমগ্ন

বাটাভিয়ায় এই মর্ম্মে এক ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মাকাসারের নিকটে জাপানীদের তিনখানি সৈন্যবাহী জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে। আর কয়েকখানি জাহাজও জলমগ্ন হইয়াছে।

টাইমোরে জাপ প্যারাসুট সৈন্য

অষ্ট্রেলিয়ার বিমান সচিবের পবিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ওলন্দাজ টাইমোরের রাজধানী কোয়েপাং-এ জাপ প্যারাসুট সৈন্যদের নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে। পর্তুগীজ টাইমোরের ভেলি পোতাশ্রয়ে একটি শক্তিশালী শত্রুবাহিনীকে দেখা গিয়াছে।

ব্রহ্মে জাপ বিমান-বাহিনীর ক্ষতি

ব্রহ্মের বিমান বিভাগীয় বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, মিত্রশক্তির বিমানবাহিনী জাপ বিমান ও স্থলবাহিনীর উপর প্রচণ্ড আঘাত করিয়াছে। মৌলমেনের নিকট বোমারু বিমানের আক্রমণে জাপানীদের দুইখানা ছোট জাহাজ নিমজ্জিত হইয়াছে। জাপানীদের বহু সংখ্যক বিমান ধ্বংস হইয়াছে।

ব্রহ্ম রণাঙ্গনে চীনা সৈন্যের যোগদান

জনৈক অষ্ট্রেলিয়ান সংবাদদাতা বিমানযোগে রেঙ্গুণ হইতে চুংকিং পেঁছিয়াছেন। তিনি জানাইতেছেন যে, বিপুল সংগ্রামের জন্য শক্তিশালী চীনা সৈন্যদল ব্রহ্মে প্রেরিত হইতেছে। রেঙ্গুণের বাহিরে বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যেরা কালহরণের জন্য যুদ্ধ করিতেছে এবং প্রতিপক্ষ যদি মান্দালয় অভিমুখে দুইশত মাইলব্যাপী অভিযানে উত্তরদিকে আক্রমণ করে, তবে সেই বিরাট সংগ্রামের সম্মুখীন হইবার জন্য চীনা সৈন্যেরা দক্ষিণ দিকে আসিয়া ব্যূহ রচনা করিতেছে।

সিতাং নদীর পূর্ব্ব তীর ধরিয়া উত্তর দিকে জাপানীদের অগ্রগতি

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশিত সেনা বিভাগের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, শত্রুসেনা সিতাং নদীর পূর্ব্ব তীর ধরিয়া উত্তর-দিকে আগাইয়া চলিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বহু স্থান জাপ কবলিত

দক্ষিণ সেলিবিসে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে, পশ্চিম বোর্ণিওর সিংকাং পণ্টিয়ানক হইতে অভিযানকারী জাপ-বাহিনী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। বাজারীপও জাপানীগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে বলিয়া মনে করা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত দক্ষিণ সুমাত্রার পশ্চিমদিকের অংশ ও টাণ্ডং কারাং জাপবাহিনী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে।

সুণ্ডা প্রণালী বিপন্ন

দক্ষিণ সুমাত্রার বহুলাংশ জাপ কবলিত হওয়ায় পশ্চিম যবদ্বীপ ও সুমাত্রার মধ্যবর্ত্তী ভারত মহাসাগরের প্রবেশ-মুখ সুণ্ডা প্রণালী প্রত্যক্ষভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বাটাভিয়া ও সুরাবায়ার উপর প্রত্যহ জাপ বিমান হানা দিয়া সরবরাহ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টায় আছে। বলীদ্বীপের দক্ষিণ অংশে জাপ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সমগ্রভাবে দ্বীপটির উপর জাপ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে একথা বলা চলে না।

জেনারেল ওয়াভেল

ওয়াশিংটনের সংবাদে প্রকাশ, মিঃ ষ্টিমসন জানাইয়াছেন যে, সিঙ্গাপুরের পতনের ৩৬ ঘণ্টা পূর্ব্বে জেনারেল ওয়াভেল সিঙ্গাপুরে ছিলেন। সিঙ্গাপুর ত্যাগ করার সময় এক বিমান দুর্ঘটনায় তাঁহার পাঁজরার একখানি হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

আন্দামানে শত্রু-বিমানের হানা

আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী এবং আন্দামানের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত পোর্ট ব্লেয়ারের উপর ২৪শে এবং ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখ তিনখানি জাপ বিমান বাইয়া বোমা বর্ষণ করিয়াছে বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখ বিমানঘাঁটির উদ্দেশ্যে আক্রমণ চালান হয় এবং ৪টি বোমা বর্ষণ করা হয়। বিমানঘাঁটির লোকজনের উপর মেসিনগান হইতে গুলী বর্ষণও করা হয়। সামরিক লোকজন কেহ মারা যায় নাই, দুইজন বে-সামরিক নিহত এবং ৫ জন আহত হইয়াছে। ২৬শে তারিখে পোর্ট ব্লেয়ারের উপর পুনরায় জাপ বিমান হানা দেয়, ৫০ মিনিটের অধিককাল বোমাবর্ষী বিমান শহরের উপর ছিল। বিমানঘাঁটিতে এবং অপরাপর বিভিন্ন স্থানে ১২টি বোমা বর্ষণ করা হয় এবং মেসিনগানের গুলী চালান হয়।

যাভা সাগরে নৌযুদ্ধ

বাটাভিয়ার এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী মিত্রপক্ষীয় নৌবহর যাভা সাগরে কনভয় পাহারারত একটি বড় রকমের জাপ নৌবহর আক্রমণ করে। এই সংগ্রামে উভয়পক্ষেরই ক্ষতি হইয়াছে।

মার্কিণ ও ফিলিপিনো বাহিনীর আক্রমণ

নিউ ইয়র্ক-এ প্রাপ্ত এক রেডিওর সংবাদে বলা হইয়াছে যে, মার্কিণ ও ফিলিপিনো বাহিনীর আক্রমণে জাপানীরা উত্তর লুজন-এর আপ্তা এলাকা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

জাপ জাহাজের উপর আক্রমণ

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, মিত্রপক্ষীয় বোমারু বিমান-বহর ১৭খানি জাপানী সৈন্যবাহী জাহাজ ও ১০খানি মাঝারি আকারের জাহাজের উপর সরাসরি আঘাত হানিতে সক্ষম হইয়াছে। একখানি সৈন্যবাহী জাহাজ অবিলম্বে নিমজ্জিত হয় ও ৪টি সরাসরি আঘাতের ফলে একখানি যুদ্ধ-জাহাজ বিদীর্ণ হয়।

যাভায় জাপানী সৈন্যের অবতরণ

বাণ্ডোয়েং হইতে সরকারীভাবে জানান হইয়াছে যে, উত্তর জাভা উপকূলের তিন স্থানে জাপানীরা অবতরণ করিয়াছে।

মিত্রপক্ষীয় নৌ ও বিমানবহর সারারাত্রি অবতরণ কার্য্যে রত জাপানীদের উপর আক্রমণ চালায় এবং তাহাদের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে।

বাণ্ডোয়েং-এর সংবাদে প্রকাশ, যাভায় জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে সংগ্রাম চলিতেছে। মিত্রপক্ষীয় বাহিনী জাপানীদের প্রবল বাধা দিতেছে এবং তাহাদের বিমান-বহর উপকূলের অদূরে জাপ জাহাজসমূহের উপর বোমা বর্ষণ করিতেছে। মিত্রপক্ষীয় ক্ষুদ্র নৌবহর মরিয়া হইয়া বাধাদান করা সত্ত্বেও জাপানীগণ ৫০খানি সৈন্য-বাহী জাহাজ যাভার উত্তরে পাহারা দিয়া লইয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছে।

৪ ডিভিশন জাপ সৈন্যের অবতরণ

যাভায় কত সৈন্য অবতরণ করিয়াছে, তাহার সঠিক সংখ্যা জানা যায় নাই। তবে বেসরকারী ব্যক্তিগণ কয়েক হাজার হইতে ৪ ডিভিশন সৈন্য পর্য্যন্ত অবতরণ করিয়াছে বলিয়া অনুমান করিতেছেন।

উক্তভূমির সংগ্রামের অবস্থা বর্ত্তমানে এলোমেলো রহিয়াছে। জাপানীগণ কোন কোন অঞ্চলে আত্মগোপন করিয়া দ্বীপের অভ্যন্তরভাগে ঢুকিয়া পড়িতে সক্ষম হইয়াছে; কিন্তু বিপদাপন্ন অঞ্চলে মিত্রপক্ষীয় বাহিনী দ্রুত প্রেরণ করা হইতেছে। জাপানীগণ বাটাভিয়াকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলার চেষ্টা করিতেছে এবং বেসামরিক রাজধানী ও সামরিক হেডকোয়ার্টারের মধ্যে যোগসূত্র ছিন্ন করার চেষ্টা করিতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ব্ব দিকে রেম্বাং-এ যাহারা অবতরণ করিয়াছে, তাহারা সুরাবায়াকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করিতেছে।

চেপোর তৈলখনি বিনষ্ট

জাপানীগণ অভিযান সুরু করিয়াছে বলিয়া জানা গেলে চেপোর তৈলখনি ও তৈল শোধনাগার ধ্বংস করা হয়। চেপো রেম্বাং হইতে প্রায় ৩০ মাইল দূরে।

নৌ সংগ্রামের ফলাফল

নৌ সংগ্রামের যে বিবরণ প্রকাশ করা হইয়াছে, উহাতে জানা যায়, জাপানীদের একখানি ভারী ক্রুজার নিমজ্জিত হইয়াছে। ২খানি ক্রুজার গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং আরও তিনখানি ডেষ্ট্রয়ার প্রজ্বলিত অবস্থায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। মিত্রপক্ষের দুইখানি ক্রুজার ও একখানি ডেষ্ট্রয়ার নিমজ্জিত হইয়াছে। সবগুলিই ডাচ জাহাজ।

জাপ সৈন্যবাহী জাহাজের উপর আক্রমণ

বাণ্ডোয়েং-এর সংবাদে প্রকাশ—একখানি সরকারী ডাচ ইস্তাহারে বলা হইয়াছে,—"১লা মার্চ্চ প্রত্যুষে বৃটিশ পক্ষীয় জঙ্গী বিমানসমূহ তুবান ও রেম্বাং-এর মধ্যে প্রায় ২০ খানি জাপ সৈন্যবাহী জাহাজের উপর ও জাহাজ হইতে অবতরণকারী সৈন্যদের উপর আক্রমণ চালায়। সৈন্য নামানোর জন্য ব্যবহৃত 'সলুপ'গুলির উপর মেসিন-গানের গুলীবর্ষণ করা হয় এবং কয়েকটি, বাদে উহাদের সবগুলিই ডুবিয়া যায়। 'সলুপ'গুলির অধিকাংশই সৈন্য ও ট্যাঙ্ক বোঝাই ছিল।"

উত্তর যাভার উপকূল বরাবর যুদ্ধ

যাভায় বৃটিশ সৈন্যদল ডাচ সৈন্যদের পাশে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতেছে। উত্তর যাভার উপকূলে বরাবর যুদ্ধ চলিতেছে। জাপানীগণ যাভায় আর সৈন্য নামাইতে সক্ষম হয় নাই। মিত্রপক্ষীয় বিমানবহর বিশেষ কর্ম্মতৎপর রহিয়াছে।

ব্রহ্মে জাপানীদের অগ্রগতি

সরকারীভাবে ২রা মার্চ্চ ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জাপানীরা ব্রহ্মের সীতাং নদী অতিক্রম করিয়াছে এবং বর্ত্তমানে পেগুর নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে যুদ্ধ চলিতেছে।

বিপুল চীনা বাহিনীর সমাবেশ

চীনারা ব্রহ্ম রোড রক্ষার জন্য পাঁচ ডিভিশন সৈন্য ব্রহ্মে সমাবেশ করিয়াছে। মান্দালয়ে ২৫ হাজার, লাশিওতে এক ডিভিশন এবং সীমান্ত অঞ্চলে বৃটিশ সৈন্যের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য তিন ডিভিশনেরও অধিক চীনা সৈন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে।

রেঙ্গুণ ও বর্ম্মা রোডের জন্য প্রচণ্ড সংগ্রাম

সিতাং রণাঙ্গন এলাকায় অবস্থিত এসোসিয়েটেড প্রেসের বিশেষ সংবাদদাতা এইরূপ তার করিয়াছেন,—এক সময় ব্রহ্মের যে স্থানে শান্তিপূর্ণ বাগানক্ষেত্র ছিল, এখন সেই স্থানে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে। রেঙ্গুণ বন্দর এবং এতদিন যাহা চীনের প্রাণস্বরূপ ছিল, সেই বর্ম্মা রোডের দক্ষিণাংশ অধিকারের জন্যই এই সংগ্রাম। জাপানীদের পক্ষে রেঙ্গুণে পেঁছিবার প্রধান ও একমাত্র প্রাকৃতিক বাধা এখনও সিতাং নদী হইলেও ব্যূহ বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায়, সেরূপ কোন ব্যূহ সিতাং-এ নাই।

[৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

জাতিগঠন ও পল্লী-উন্নয়ন

ঢাকা—

গত ২৫শে জানুয়ারী তারিখে ঢাকা জেলার বৈদ্যের-বাজার থানার অন্তর্গত গজারিয়ার বাজারে (মেরাকেন্দ্র) পল্লী-উন্নয়ন আন্দোলন উপলক্ষে বিরাট জনসভা হইয়া গিয়াছে। সভায় প্রায় ১,০০০ গ্রামবাসী উপস্থিত হইয়া ধীরভাবে বক্তাদের বক্তৃতা শ্রবণ করেন। কাঁচপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত আমগাও নিবাসী মৌলবী তাজউদ্দিন আহমদ সাহেব সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বৈদ্যেরবাজার থানার অন্তর্গত পাট-নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের এসিষ্টাণ্ট ইন্সপেক্টর বাবু অরুণজিৎ সেনগুপ্ত, বি-এ, প্রোপাগাণ্ডা এসিষ্টাণ্ট বাবু সুশীল কুমার দে সরকার এবং বৈদ্যের বাজার হেলথ্ সার্কেলের স্যানিটারী ইন্সপেক্টর মৌলবী আব্দুর সামেদ্ ভূঞা সাহেব পল্লী-উন্নয়ন আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য, উপকারিতা এবং কার্য্যকারিতা বক্তৃতার দ্বারা সরল ভাষায় বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন।

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বৈদ্যেরবাজার থানার অন্তর্গত চানচাদীর (বৈদ্যেরবাজার ইউনিয়ন) জমিদার বাবু ফণীন্দ্রধর দাশগুপ্ত মহাশয়ের বাটীর প্রাঙ্গনে পল্লী-উন্নয়ন আন্দোলন প্রসারের উদ্দেশ্যে এক বিরাট জনসভা হইয়া গিয়াছে। বৈদ্যেরবাজার ইউনিয়নের সমস্ত মৌজা হইতে বহু গ্রামবাসী প্রায় ২,০০০ ব্যক্তি এই সভায় যোগদান করেন। সভায় বৈদ্যেরবাজার ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট মৌলবী আকাজউদ্দিন সরকার সাহেব সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বৈদ্যের বাজার থানার পাট নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের এসিষ্টাণ্ট ইন্সপেক্টর, প্রোপাগাণ্ডা এসিষ্টাণ্ট এবং বালিয়া দিঘীরপাড় নিবাসী মৌলবী মোসলেহ্উদ্দিন সাহেব পাট-নিয়ন্ত্রণ এবং পল্লী-উন্নয়ন সম্বন্ধে সরল ভাষায় বক্তৃতা করেন।

শিবালয় সার্কেলের অন্তর্গত উথালী ইউনিয়নে অবস্থিত কুস্তুলিয়া গ্রামে জুট রেগুলেশন বিভাগের উদ্যোগে আর একটী পল্লী-মঙ্গল সমিতি ও একটী নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। গত ৫ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় উক্ত স্কুল প্রাঙ্গনে এক বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান হয়। জুট রেগুলেশন বিভাগের শিবালয়ের হেড ইন্সপেক্টর মৌলবী আব্দুল জব্বার সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

রাজশাহী—

গত নভেম্বর মাসের পল্লী-সংস্কার কার্য্যবিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

চারঘাট থানায় আরাণী ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকাস্থিত চকসিংহ, সোণাদহ এবং পাঁচপাড়া পল্লী-উন্নয়ন সমিতিগুলি সম্পূর্ণ স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে একটি নূতন রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছে। এই রাস্তাটি চকসিংহ জেলা বোর্ডের রাস্তা হইতে হরিণাগ্রাম পর্য্যন্ত গিয়াছে এবং ইহা দৈর্ঘ্যে চার মাইল এবং প্রস্থে বার ফুট।

পূর্ব্ব-উল্লেখিত ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনস্থ জারতীপাড়া ও চকসোনাদহ পল্লী-উন্নয়ন সমিতি দুইটিও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক একটি সিকি মাইল দীর্ঘ ও ছয় ফুট প্রশস্ত রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছে।

এই মহকুমার অনেক গ্রামে পল্লী-উন্নয়ন সমিতিগুলি দ্বারা কচুরীপানা বিনাশ, জঙ্গল পরিষ্কার, রাস্তার পুনর্নির্ম্মাণ, নৈশ-বিদ্যালয় ও গ্রাম্য লাইব্রেরী পরিচালনার উদ্দেশ্যে চাঁদা সংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে।

পবা এবং মোহনপুর এলাকায় যে রাস্তাটি তেবরিয়া হইতে রামচন্দ্রপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সেই রাস্তাটির পুনঃ-সংস্কার করা হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলকভাবে করা হইয়াছে।

আরাণী ইউনিয়ন বোর্ডে পল্লী-সংস্কার বিষয়ে একটি সভা আহূত হইয়াছিল এবং উহাতে প্রায় পাঁচ শত লোক উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিল।

প্রায় দেড় মাইল দীর্ঘ একটি "খাড়ি" আগাছা ও তৃণগুল্মাদি দ্বারা এরূপ আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল যে, মোহানাবাদ বিল হইতে প্রবাহিত জলস্রোত প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ফলে প্রায় দুই হাজার বিঘা জমির পাকা ধান সংগ্রহ কার্য্য সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নাই। বিলের জল বহির্গমনের পথ উন্মুক্ত করিবার জন্য প্রায় দুই শত গ্রামবাসী কৃতকার্য্যতার সহিত এই সমস্ত আগাছা পরিষ্কার করে। পশ্চিম এলাকার সার্কেল অফিসার স্বয়ং এই কার্য্যে উপস্থিত থাকিয়া এবং গ্রাম্য সর্দ্দারগণ গ্রামবাসীদিগকে কার্য্যে উৎসাহিত করিয়াছিল।

গোদাগাড়ী থানায় থাতেরা গ্রামে জনসাধারণকে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে একটি পুষ্করিণী সংরক্ষিত করা হইয়াছে।

নৈশ-বিদ্যালয়গুলি রীতিমতভাবে চলিতেছে এবং আরও কতকগুলি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। মোহনপুর এলাকায় একটি পুস্তকাগারও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পবা পাট বয়ন স্কুলটি উহার সাধারণ উদ্যমে কার্য্য করিয়া যাইতেছে।

গাইবান্ধা (রংপুর)—

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী গাইবান্ধা চার্জের চীফ্ ইন্সপেক্টর মৌঃ আজিজর রহমান, স্পেশাল প্রোপাগাণ্ডা অফিসার মৌঃ শামছুল আলম, এগ্রিকালচারাল ডিমন্‌ষ্ট্রেটার বাবু নৃপেন্দ্র চন্দ্র মৌলিক ও সাদুল্যাপুর রেঞ্জের ইন্সপেক্টর মৌঃ আবদুল জব্বার খন্দকার ও ৪নং সার্কেলের এসিষ্টেণ্ট ইন্সপেক্টর বাবু শচীন্দ্রকুমার নাগ সমভিব্যাহারে রসুলপুর গ্রামে গমন করেন ও স্থানীয় পল্লী-মঙ্গল সমিতির মেম্বারগণ সহ একটী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় একটী এগ্রিকালচারাল ডিমন্‌ষ্ট্রেশন ফার্ম স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য মৌলভী মহব্বর সাহেব নিজ দখলীয় ১০ বিঘা জমি ছাড়িয়া দেন।

পরদিন ১১ ঘটিকার সময় সকলেই জামালপুর গমন করেন এবং পল্লী-উন্নয়ন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর রাস্তা নির্ম্মাণকার্য্য পরিদর্শন করেন। তথায় ৩টী রাস্তা (১৫ হাত প্রস্থে ৩ মাইল পরিমাণ দৈর্ঘ্যে) নির্ম্মিত হয়। সন্ধ্যার মৌঃ ইস্‌মাইল হোসেন মিয়ার সভাপতিত্বে পল্লী-উন্নয়ন সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় ৫০০ শত গ্রামবাসী যোগদান করেন। চীফ্ ইন্সপেক্টর ও স্পেশাল প্রোপাগাণ্ডা অফিসার উক্ত সভায় বক্তৃতা করেন ও পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যে প্রেরণা দেন। এগ্রিকালচারাল ডিমনষ্ট্রেটার বাবু নৃপেন্দ্র চন্দ্র মৌলিক বৈজ্ঞানিক চাষ-আবাদের প্রণালী সুন্দরভাবে চাষীদিগকে বুঝাইয়া দেন এবং উক্ত প্রণালী প্রয়োগ করিলে চাষীর অর্থ-সমস্যা কিছুই থাকিবে না বলিয়া আশ্বাস দেন।

নওগাঁ (রাজশাহী)—

বিগত জানুয়ারী মাসে জুট রেগুলেশন এবং পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের কর্ম্মচারিগণ ব্যাপক প্রচার এবং আন্তরিক চেষ্টা ও গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় নওগাঁ রেঞ্জের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বয়স্কদের শিক্ষা বিস্তার কল্পে ২০টী নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন, কতিপয় ধর্ম্মগোলা ও ৬টি রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আত্রাই থানার অন্তর্গত বলরামচক গ্রামে একটী নারী-মঙ্গল সমিতি এবং পাইকড়া গ্রামে একটি মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। হাটকালুপাড়া ইউনিয়নের অন্তর্গত বিল হইতে কচুরীপানা ধ্বংস করা হইয়াছে। এই সকল জনহিতকর কার্য্য গ্রামবাসিগণের স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রচেষ্টায় নিষ্পন্ন হইয়াছে এবং উহার আর্থিক মূল্য আনুমানিক ১,৫০০ টাকা হইবে। এতদ্ব্যতীত চকপ্রসাদে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসাইগাড়ীতে একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। মোল্লা-দীঘার একটী জুনিয়ার মাদ্রাসা, মগর কুসুম্বীতে একটী মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় ও কীর্তিপুরে একটী মধ্য ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয় এবং চক এনায়েতে একটী চিকিৎসালয় স্থাপনের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া আসিয়াছে।

সর্ব্বত্রই উৎসাহ উদ্দীপনা ও কর্ম্মপ্রেরণার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে।

যে-সকল গ্যাসের কারখানায় লৌহ ও ইস্পাতের প্রয়োজন আছে তাঁহাদিগকে আমদানীর "চিফ্ কণ্ট্রোলারের" নিকট হইতে মুদ্রিত আবেদন-পত্র সংগ্রহ করিয়া আগামী এপ্রিল হইতে জুন মাস এবং জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাসে কি পরিমাণ লৌহ ও ইস্পাতের প্রয়োজন হইবে, তাহা বাঙলা সরকারের স্বরাষ্ট্র (পুলিস) বিভাগের মারফৎ পেশ করা যাইতেছে।

বহরমপুরের মিসেস্ লিলি চক্রবর্ত্তী

যুদ্ধ-ভাণ্ডারের সাহায্যার্থ ইনি এক অভিনয়-অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে ৭৫০ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের বহরমপুর পরিদর্শন উপলক্ষে লেডী কেসী হাসপাতাল ও যুদ্ধ-ভাণ্ডারের জন্য ও ইনি ২,০০০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বহরমপুরের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় এই মহিলার অবদান প্রকৃতই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সামরিক শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা

জলন্ধর, ঝিলাম ও আজমীঢ় স্কুলের বিবরণ

জলন্ধর, ঝিলাম এবং আজমীঢ় এই তিন জায়গাতে একটি করিয়া মিলিটারী স্কুল আছে। ভারতীয় সামরিক অফিসার এবং সৈনিকের ছেলে-পিলেদের সৈন্যদলের কার্য্যের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্যই এই স্কুলগুলি খোলা হইয়াছিল। শিক্ষার কোর্স এক বৎসর হইতে তিন বৎসর পর্য্যন্ত। এই সময়ে ইহাদের লেখা-পড়া, ড্রিল, খেলাধূলা, যান্ত্রিক জ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়।

জাপানী এবং জার্ম্মাণদের বাধা দেওয়ার জন্য অধিক সংখ্যক ভারতীয়কে সামরিক শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হওয়াতে সৈন্য বৃদ্ধির পরিকল্পনার অংশ হিসাবে এই স্কুলগুলিতে অধিক সংখ্যক ছাত্র গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এখন হইতে এই স্কুলগুলির প্রত্যেকটিতে প্রতি বৎসর আরও একশত করিয়া বেশী ছাত্র লওয়া হইবে।

সামরিক শিক্ষার্থীদের শিখাইবার জন্য অন্যান্য যে সকল স্কুল আছে, এইগুলির জীবনযাত্রাও অনেকটা সেইরূপ। দক্ষতা, সপ্রতিভতা এবং স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য এই স্কুলগুলিতেও বিশেষ যত্ন লওয়া হয়। প্রত্যেক স্কুলেই তিনটি করিয়া ছাত্রাবাস আছে, প্রত্যেকটিতে ১২০ জন করিয়া ছাত্র থাকিতে পারে। প্রশস্ত শোবার ঘর, খাওয়ার ঘর, হল, লেকচার-ঘর প্রভৃতি ছাড়াও প্রত্যেক ছাত্রাবাসে বিজ্ঞান-ঘর, ছুতারখানা, মোটরের মডেল তৈয়ারীর ঘর, ড্রয়িং আঁকার ঘর, যন্ত্রাদি ফিট করার ঘর এবং গ্যারেজ আছে। এখানে ছাত্রেরা মোটরের যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে এবং মোটর গাড়ী ঠিক অবস্থায় রাখিবার জ্ঞানও লাভ করে।

অসুস্থ ছাত্রদের জন্য ভাল হাসপাতালের ব্যবস্থা আছে। ধর্ম্ম শিক্ষা প্রত্যেক ছাত্রের পক্ষে আবশ্যক, এই জন্য প্রতি স্কুলের সহিত হিন্দুদের জন্য একটি মন্দির, মুসলমানদের জন্য একটি মসজিদ এবং শিখদের জন্য একটি গুরুদ্বার আছে।

চারুকলা পরিষদ, অভিনয় পরিষদ, বাগান তৈয়ারীর দল, বিতর্ক সভা প্রভৃতি ছাত্রদের মানসিক উন্নতির সহায়তা করে। স্কুলগুলিতে সিনেমা দেখাইবার ব্যবস্থা আছে, এখানে ভূগোল ও ভ্রমণ সম্পর্কিত এবং অন্যান্য শিক্ষাবিষয়ক ছবি এবং নানা প্রকার হাসির ফিল্ম দেখানো হয়।

ছাত্রদের দিনে চারবার খাইতে দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া প্রত্যেক ছাত্রকে দৈনিক আধ সের করিয়া দুধ খাইতে দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার ফলে প্রত্যেক ছাত্রেরই স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে দেখা গিয়াছে।

এই স্কুলগুলি হইতে ছাত্রেরা ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট এবং ইংরাজীর দ্বিতীয় শ্রেণীর সার্টিফিকেট লইয়া পাশ করিয়া বাহির হইতে চেষ্টা করে। মেধাবী ছাত্রেরা ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর বিশেষ শ্রেণীর সার্টিফিকেট এবং ইংরাজীর প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট পাওয়ার চেষ্টা করে। উভয় প্রকার সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ছাত্রেরাই হয় সরাসরিভাবে, নয়ত যে সকল রেজিমেণ্ট তাহাদের মনোনীত করিয়া শিক্ষা দেওয়ার জন্য রাখিয়াছিল, তাহাদের মারফত কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার হিসাবে শিক্ষিত হইবার জন্য মনোনয়ন প্রার্থনা করিতে পারে। স্কুলগুলির একাধিক ভূতপূর্ব্ব ছাত্র সৈন্য বাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত এবং কমিশনবিহীন অফিসার হিসাবে সুনাম অর্জন করিয়াছে।

নূতন পরিকল্পনা অনুসারে এই স্কুলগুলিতে ১৫ হইতে ১৭ বৎসরের ছাত্রদের ভর্ত্তি করা হইবে। ১৮ বৎসরে পড়িলে বিশেষ মেধাবী ছাত্রদের কিচনার কলেজে শিক্ষার্থ প্রেরণ করা হইবে; অবশিষ্টেরা যে সকল সৈন্যদল তাহাদের মনোনয়ন করিয়াছিল, সেগুলির অন্তর্ভুক্ত হইবে। ইহারা অবশ্য পরে কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার হিসাবে মনোনীত হইবার অথবা উন্নীত হইয়া ভাইসরয়ের কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার অথবা কমিশনবিহীন অফিসার হইবার সুযোগ পাইবে।

এই স্কুলগুলিতে ভর্ত্তি হইতে হইলে প্রার্থীদের অন্ততঃ মধ্য-ইংরাজী স্কুলের পরীক্ষায় পাশ করা চাই এবং ইংরেজী ভাষা পরীক্ষায় অন্যতম বিষয় থাকা চাই। ইহার সমপর্য্যায়ের অন্য পরীক্ষায় পাশ হইলেও চলিবে। কোনও রেজিমেণ্টের মনোনয়নের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট অথবা স্কুলের কম্যাণ্ডাণ্ট বা অধ্যক্ষের নিকট সরাসরি ভর্ত্তির আবেদন পাঠান যাইতে পারে। ছাত্রের অভিভাবক যদি ছাত্রকে সঙ্গে করিয়া স্কুলের কম্যাণ্ডাণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তবে আরও ভাল হয়।

স্কুলের মাহিনা মাসিক ১০৲ টাকার বেশী পড়ে না। ছাত্রপ্রতি প্রতি মাসে ইহার উপর ৪০০৲ টাকা করিয়া খরচ পড়ে; এই খরচ গভর্ণমেণ্টই বহন করিয়া থাকেন। অনাথ ছাত্রদের সমস্ত খরচই গভর্ণমেণ্ট বহন করেন।

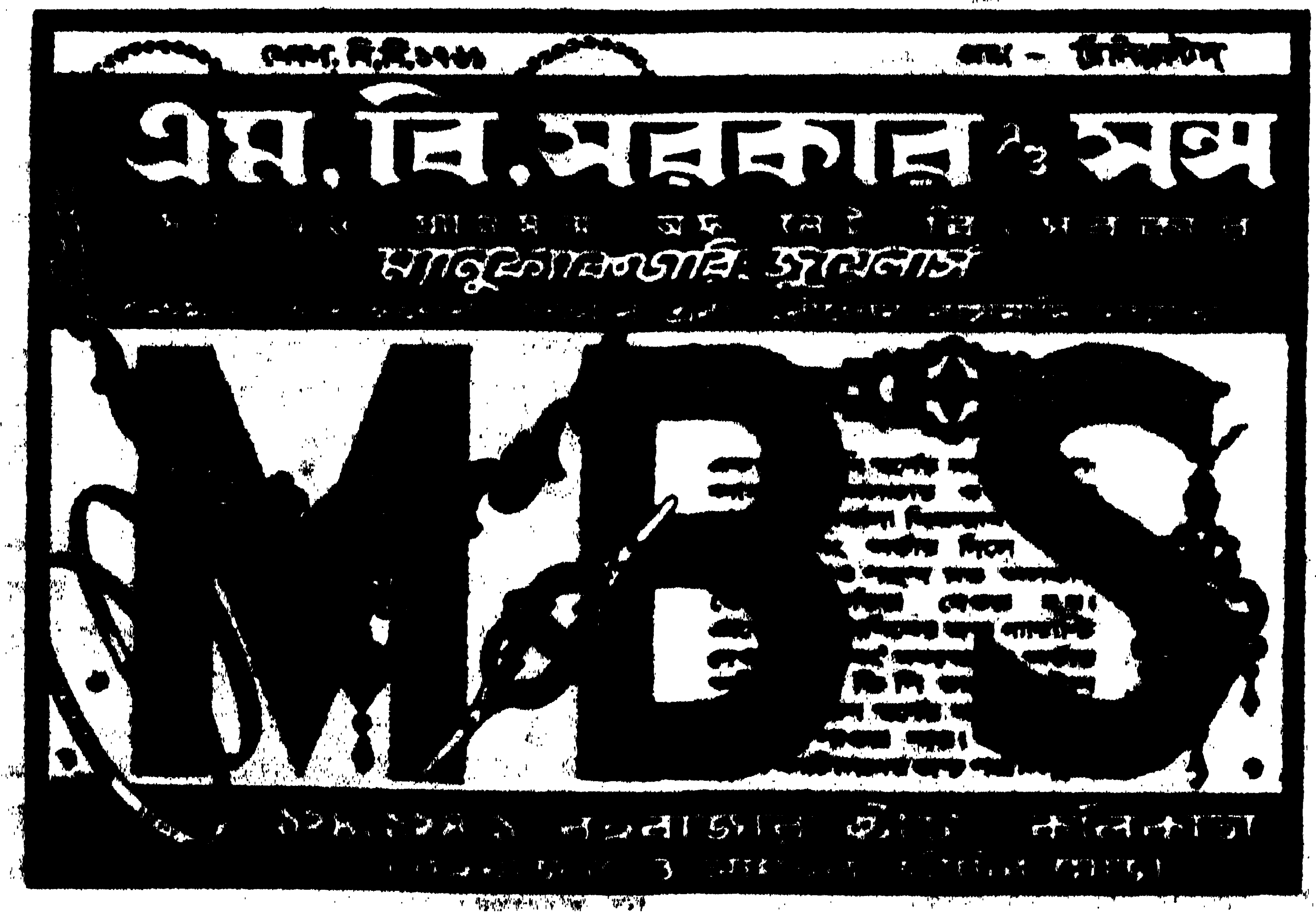

নাৎসী বর্ব্বরতা ও মোস্লেম অভিমত

আরবীয় সংবাদপত্রের মন্তব্য

"আলুহালিস্" নামক বস্‌রাদের একখানা সংবাদপত্র নাৎসীদিগকে আরবদের প্রকৃত শত্রু বলিয়া তাহাদের প্রতারণামূলক প্রচারকার্য্যের নিন্দা করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন:—"আরব, ইহুদী, এবং নিগ্রোগণের পক্ষে অধিকৃত এবং অনধিকৃত ফ্রান্সের সীমানা অতিক্রম করা নিষিদ্ধ। আরবগণ ইহাকে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন? ফ্রান্সে নাৎসীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত আরবীয় ও মুসলমানগণের হত্যাকাণ্ডের কি ব্যাখ্যা তাঁহারা করিবেন? ইহা কি আরবীয়গণের প্রতি নাৎসীদের তথাকথিত সমবেদনার পরিচায়ক? এই তিনজন আরবীয়ই যে নাৎসীদের দ্বারা নির্ম্মমভাবে নিহত হইয়াছে, শুধু তাহাই নহে; বরং যে সমস্ত আরবীয় ও মুসলমান নাৎসী অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, নাৎসী গোষ্টাপো তাঁহাদের অনেকের একটি গোপনীয় তালিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে।

"জার্ম্মাণগণ কর্ত্তৃক মুসলমানগণ নিহত হওয়ার সংবাদ প্রায় প্রতিনিয়তই আমরা পাইতেছি। ফ্রান্সে, পোলাণ্ডে এবং রাশিয়ায় নাৎসীগণ তাহাদিগকে নির্দ্দয় এবং অমানুষিকভাবে হত্যা করিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে প্যারিস শহরে তাহারা একজন আলজেরীয় মুসলমানকে গুলী করিয়া হত্যা করিয়াছে। কিন্তু কেন? কারণ তাহারা আরবীয়গণকে ঘৃণা করে। মুসলমানগণের বাড়ী ও মসজিদ বোমার আঘাতে ধ্বংস এবং অপবিত্র করার মনোবৃত্তি হইতে তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে। উপাসনার মন্দিরকে তাহারা দুর্গে পরিণত করিয়া উহা অপবিত্র করিয়াছে।

"আরবীয়রা খুব ভালভাবেই জানে নাৎসী জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে তাহাদের স্থান কোথায়—নাৎসীরা তাহাদিগকে পশুর তুল্যই মনে করিয়া থাকে। মুসলমান এবং আরবীয়গণকে প্রতারিত করিবার সময় চলিয়া গিয়াছে। তাহারা জার্ম্মাণদের সেকড়ে বাঘের মত বন্ধুত্ব এবং তাহাদের মিষ্ট বাক্যাবলী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ রহিয়াছে। জার্ম্মাণরা বুঝুক যে, নাৎসী অত্যাচারের প্রতি আরবীয়দের ঘৃণার ভাব ক্রমবর্দ্ধমান।"

অকেজো সেলুলয়েডের ব্যবহার

শিল্প-বিভাগ কর্ত্তৃক পুস্তিকা প্রচার

বাঙলা সরকারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর "অকেজো সেলুলয়েডের ব্যবহার" নামক একটি পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন। কলিকাতা ৭নং কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটে ডিরেক্টরের নিকট দরখাস্ত দিলে উক্ত পুস্তিকা বিনামূল্যে পাওয়া যাইবে। এই পুস্তিকার অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অকেজো সেলুলয়েড সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ক্ষুদ্র টুকরা বা অতি সূক্ষ্ম সূত্ররূপে এই সেলুলয়েড প্রচুর পরিমাণে ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। এই পুস্তিকায় বর্ণনা করা হইয়াছে যে, অকেজো সেলুলয়েড পূর্ব্বে বার্ণিশ প্রস্তুতে ব্যবহৃত হইত এবং এখনও আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে সাধারণ অল্প মূল্যের বার্ণিশ প্রস্তুত কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইহা ছাড়া বার্ণিশের ভিত্তি স্বরূপে ইহা দ্বারা সহজে ও লাভজনকভাবে ছাঁচে ঢালা দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতে পারে।

এই পুস্তিকার শেষাংশে বলা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে প্রচুর বার্ণিশের প্রয়োজন হয়। কাজেই অকেজো সেলুলয়েড হইতে ঐরূপ বার্ণিশ প্রস্তুত কার্য্যে যথাযোগ্য মনোযোগ দেওয়া যাইতে পারে। মিঃ এম, এ, আজম এম-এস-সি ও মিঃ আর এন, দাস বি-এস-সি এই পুস্তিকা সঙ্কলন করিয়াছেন।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ]

রুশীয়ার রণাঙ্গন

স্মোলেনস্ক এলাকায় লাল ফৌজের অগ্রগতি

টকহলমের এক সংবাদে প্রকাশ, স্মলেনস্ক অভিমুখে অভিযানে লালফৌজ ভোরোগবুজা পার হইয়া গিয়াছে এবং স্মলেনস্কের আরও নিকটে একটি স্থান দখল করিয়া লইয়াছে। লেনিনগ্রাড এলাকায় ষ্টারায়ারুশার নিকটে সোভিয়েট সৈন্যরা ইতিপূর্ব্বে এক বিরাট জয়লাভ করিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে তাহারা আর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া লইয়াছে। ইউক্রেণ অঞ্চলে পোলটাভা এবং নীপার অভিমুখে সাফল্যপূর্ণ অভিযান চলিতেছে।

গুরুত্বপূর্ণ সংকল্প

স্মলেনস্ক পুনরধিকারের জন্য পূর্ব্বাদমে আক্রমণ চালাইবার সঙ্গে সঙ্গে রুশ বাহিনী উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনে লেনিনগ্রাডকে শত্রু বেষ্টনী হইতে মুক্তি দিবার সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করিয়াছে। সোভিয়েট প্রচার বিভাগের পক্ষ হইতে মস্কো বেতারের বিশেষ ঘোষণায় বলা হয় যে, ইলমেন হ্রদের দক্ষিণ ২০ মাইল এবং লেনিনগ্রাডের দক্ষিণ-পশ্চিমে ১৪০ মাইল দূরে ষ্টারায়ারুশা জেলায় লেঃ জেনারেল কুরোচকিনের অধীনস্থ সোভিয়েট বাহিনী জেনারেল ভন বুশের অধীনস্থ ১৫শে জার্ম্মাণ আর্মিকে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। জার্ম্মাণ বাহিনী আত্মসমর্পণ করিতে অস্বীকার করিলে লালফৌজ আক্রমণ চালায়। প্রথম আক্রমণে প্রায় ১২ হাজার জার্ম্মাণ সৈন্য নিহত হয়। বিপুল সমর-সম্ভার সোভিয়েট বাহিনীর হস্তগত হইয়াছে।

বিরাট জার্ম্মাণ বাহিনী পরিবেষ্টিত

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ যে, সোভিয়েট বাহিনী কর্ত্তৃক ষ্টারায়ারুশা এলাকায় ৯৬ সহস্র জার্ম্মাণ সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়াছে।

রুশীয় সৈন্যদের আরো অগ্রগতি

১লা মার্চ্চ মস্কো রেডিওতে প্রচারিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, "প্রতিপক্ষের লোকবল ও রণসম্ভার ধ্বংস করিয়া সোভিয়েট বাহিনী ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছে। কমরেড গোলুবেভে-এর পরিচালনাধীন সোভিয়েট সৈন্য-দল পশ্চিম রণাঙ্গনে প্রতিপক্ষের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে। ইহারা দুইটি পদাতিক ব্যাটালিয়ান নিশ্চিহ্ন করিয়াছে এবং দুইটি জার্ম্মাণ পদাতিক রেজি-মেণ্টের হেডকোয়ার্টার ধ্বংস করিয়াছে। জার্ম্মাণরা মরিয়া হইয়া তাহাদের আত্মরক্ষা-ব্যূহের প্রত্যেক ঘাঁটি আগলাইতেছে। এই রণাঙ্গনের বিভিন্ন এলাকায় জার্ম্মাণরা ট্যাঙ্ক বাহিনীর সাহায্যে প্রচণ্ড আক্রমণ সুরু করিয়াছে।

"রেড ষ্টার" পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন রণাঙ্গন হইতে প্রেরিত সংবাদে জানা যায় যে, লেনিনগ্রাদ এলাকা ও সেবাস্তোপোল রণাঙ্গনে কঠোর সংগ্রাম চলিতেছে। মস্কো রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনী প্রতিপক্ষের বহু গুরুত্ব-পূর্ণ ঘাঁটি ধ্বংস করিয়াছে।

রেডস্টারগ্রাজেট-এর সংশ্লিষ্ট সংবাদদাতা জানাই-তেছেন যে, সোভিয়েট বাহিনী লেনিনগ্রাদ এলাকায় ২০ মাইল অগ্রসর হইয়াছে। ওরেল এলাকায় জার্ম্মাণ কামানের সাতটা শ্রেণী ধ্বংস হইয়াছে এবং ডন এলাকায় তিনটি জার্ম্মাণ ডিভিসন পর্য্যুদস্ত হইয়াছে। উক্ত পত্রিকার বাসিনস্থিত সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে, রাশিয়ানরা দক্ষিণ রণাঙ্গনে, বিশেষভাবে ক্রিমিয়ায় ব্যাপক আক্রমণ চালাইয়াছে। ক্রিমিয়া হইতে জার্ম্মাণ বাহিনীকে বিতাড়িত করার জন্য সোভিয়েট বাহিনী নূতন অভিযান সুরু করিয়াছে।

অন্যান্য রণাঙ্গনের সংবাদ

আমেরিকার উপকূলে শত্রু বিমান

২৫শে ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালে আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে দুই ঝাঁক শত্রু বিমান হানা দিয়াছিল। লস এঞ্জেলস হইতে প্রাপ্ত পূর্ব্ববর্ত্তী সংবাদে দেখা যায়, অতি প্রত্যুষে বলডুইন হিলসের শহরতলীর আকাশে একটি জিনিষকে ঘুরাফেরা করিতে দেখা গেলে বিমান মারা কামান হইতে মুহুর্ম্মুহু গোলাবর্ষণ করা হইয়াছে।

বৃটীশ প্যারাসুট বাহিনীর কৃতিত্ব

নৌ, সমর ও বিমান দপ্তরের এক সম্মিলিত ইস্তাহারে বলা হইয়াছে,—বৃটিশ নৌ, বিমান ও সৈন্যবাহিনীর সম্মিলিত কার্য্যের ফলে ফ্রান্সের উত্তর তীরবর্ত্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ রেডিও ঘাঁটি সাফল্যের সহিত আক্রান্ত হয়। বৃটিশ বিমান বহরের বোমারু বিমানসমূহ হইতে প্যারা-সুট সৈন্যদল নামান হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্য্য সমাধা হয় এবং শেষের দিকে প্যারাসুট সৈন্যদল পদাতিক সৈন্যদের সাহায্য পাইয়াছিল। প্যারাসুট সৈন্য দলকে নৌবহরের সাহায্যে ফিরাইয়া আনা হইতেছে।

মধ্য আটলাণ্টিকে ইউবোটের আক্রমণ

কানাডার পূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী কোন এক বন্দরে আগত মিত্রপক্ষীয় চারখানি জাহাজের উদ্ধারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিকট হইতে জানা যায় যে, মধ্য আটলাণ্টিকে ইউবোট বহরের তিন দিনব্যাপী আক্রমণে একটি কনভয়ের ছয় হইতে নয়খানি জাহাজ জলমগ্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

মাল্টার উপর প্রচণ্ডতম বিমান হানা

গত ১লা মার্চ্চ মাল্টার উপর প্রচণ্ডতম বিমান-আক্রমণ হয়। ডিসেম্বর হইতে এরূপ প্রচণ্ড বিমান হানা আর হয় নাই। প্রাতঃকালে সামান্য আক্রমণ হয় এবং দ্বিপ্রহরে প্রধান আক্রমণ সুরু হয়। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রতিপক্ষীয় বিমান ঝাঁকে ঝাঁকে হানা দিতে থাকে। অতি অল্পসংখ্যক সামরিক লোকজন হতাহত হইয়াছে, কিন্তু বেসামরিক সম্পত্তির ক্ষতি হইয়াছে। জার্ম্মাণ হাইকম্যাণ্ডের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, জঙ্গী বিমান পরিরক্ষিত জার্ম্মাণ বোমারু বিমানসমূহ মাল্টার লা ভ্যালেটার উপর বোমাবর্ষণ করে।

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বিরাট দান

পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের উদ্যম

বাঙলার গভর্ণর বাহাদুর নিম্নলিখিত চিঠিখানি গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বাঙলার পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের চিফ কণ্ট্রোলার এবং পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টার মিঃ এইচ, এস, এম, ইসহাক, আই, সি, এস-এর নিকট লিখিয়াছেন—"আপনারা আমার প্রতিষ্ঠিত যুদ্ধ ভাণ্ডারে যে ২৫,০০০ টাকা দান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাকে ও পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কর্ম্মচারিবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এই বিরাট দানের মধ্যে বহু ব্যক্তি হইতে কিছু পরিমাণ সংগৃহীত হইয়া দান করিয়াছে এবং ইহা হইতেই কর্ম্মচারিবৃন্দের আত্মোৎসর্গকারী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। আপনি তাঁহাদিগকে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ রহিব এবং তাঁহাদিগকে এই অনুরোধ জানাইবেন, যে উদ্দেশ্যে ইহা প্রেরিত হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যেই ইহা ব্যয়িত হইবে।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন

মহামান্য চ্যান্সেলার বাহাদুরের বক্তৃতা

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কনভোকেশন হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারস্বরূপে বাঙলার গভর্ণর মহোদয় তাঁহার বক্তৃতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে তৃতীয়বার সভাপতিত্ব করা উপলক্ষে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ভাইস-চ্যান্সেলারকে ধন্যবাদ দেন। তিনি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরলোক গমনের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তাঁহার শূন্য স্থান কখনও পূর্ণ হইবে না। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ, স্যার গঙ্গানাথ ঝা ও স্যার আকবর হায়দরীর মৃত্যুর উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, তাঁহাদের মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয় বিশিষ্ট সন্তানদিগকে হারাইল।

স্যার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার পদে পাকাপাকিভাবে বহাল হওয়ায় গভর্ণর তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডক্টর-অব-ল উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিয়া তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

তিনি আরও বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় গত কয়েক মাসে বাঙলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে পথ প্রদর্শন করিয়াছে। অসামরিক দেশরক্ষার প্রশ্ন সম্পর্কে গভর্ণ-মেণ্টের সহিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃপক্ষের সহযোগিতা বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছে।

দুই বা একটি কেন্দ্রে এত অধিক সংখ্যক উচ্চ শিক্ষায়তন থাকা বাঙলার শিক্ষার পক্ষে হিতকর হইতে পারে না, ভাইস-চ্যান্সেলারের এই অভিমত সমর্থন করিয়া তিনি বলেন যে, পরিণামে যুদ্ধ এই অবস্থার প্রতিকারে সাহায্য করিবে।

বাঙলার কাঁচা মালের সদ্ব্যবহার ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া তোলা সম্পর্কে গভর্ণর বাহাদুর গ্র্যাজুয়েটগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, তাঁহারা শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিবার অনেক সুযোগ পাইবেন। তিনি আরও বলেন যে, কিছুকাল যাবৎ তিনি বিশ্ববিদ্যা-লয়ের গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে বেকারের বিপুল সংখ্যা দেখিয়া উদ্বিগ্ন আছেন; কিন্তু তাঁহার মনে হয়—শিল্প ও কারিগরী বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, উহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা হইতেছে না। তিনি আশা করেন যে, নিয়োগ বোর্ড এই ব্যাপার উপেক্ষা করিবেন না। তিনি এই আশাও প্রকাশ করেন যে, বাঙালী প্রতিভা যুদ্ধ হইতে উদ্ভূত নূতন সুযোগসমূহ গ্রহণ করিতে পশ্চাদপদ হইবে না।

মহামান্য চ্যান্সেলার আরও বলেন যে, দেড়শত বৎসরের মধ্যে ভারতে এই প্রথম যুদ্ধের ছায়া পতিত হইয়াছে। উহা এখনও ছায়া থাকিলেও তাঁহাদিগকে বাস্তবের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। কলিকাতায় কখন বোমা বর্ষিত হইবে এবং আদৌ হইবে কিনা, বলা যায় না। তিনি সকলকে যে কোন অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকিতে এবং বিমান আক্রমণ হইলে লণ্ডনের অধিবাসীদের ন্যায় সাহস ও দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে উপদেশ দেন। তিনি সকলকে ত্রাণ প্রচেষ্টাকার্য্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হইয়া উহা [illegible] করিতে উপদেশ দেন।

ভারতের হাই কমিশনার পদে যোগদানার্থ ভাইস-চ্যান্সেলার স্যার আজিজুল হকের লণ্ডন যাত্রার উল্লেখ করিয়া গভর্ণর স্যার আজিজুল হকের গুণাবলী বিবৃত করেন এবং তাঁহার শুভ কামনা করেন।

[illegible] জোটি সামরিক সভাবহনকারী কর্মচ্যুত [illegible] [illegible] করিবার জন্য আমাদের মুসলিম যুদ্ধ [illegible] ভারতের গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধ ভাণ্ডারে ১,২০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুদ্ধ-পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

মিঃ চার্চিলের বক্তৃতার এই শেষ উক্তিটির প্রতি বিশেষভাবে সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত। কারণ ইহাতে শুধু যে আশা ও আশ্বাসের বাণী রহিয়াছে, তাহাই নহে; বরং অতীতের বিভিন্ন যুদ্ধের সহিত সংশ্লিষ্ট শক্তিগুলির পরিণাম সম্বন্ধে ইতিহাসের সত্যও উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ইতিহাসের এই শিক্ষা হইতেছে ইহাই যে, বিশেষ কোন রণাঙ্গনের জয়-পরাজয় বা কোনও শক্তির তথাকথিত সামরিক যোগ্যতা দ্বারা মোটেই যুদ্ধের চরম পরিণতি নির্ণীত হয় না। দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধে হ্যানিবাল যে পুনঃ পুনঃ বিরাট বিজয়ের অধিকারী হইয়াছিল, নেপোলিয়ান যে সমগ্র ইউরোপের বিরুদ্ধে অবিরত জয়ের পর জয় করিয়া চলিয়াছিল, কিম্বা বিগত মহাসমরে জার্মাণী যে অব্যাহত বিজয় অভিযান চালাইতে সমর্থ হইয়াছিল, এসব ব্যাপার মোটেই চরম বিজয়ের সূচনা করে নাই। পক্ষান্তরে এই সব ব্যাপারে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, যে পক্ষ চরম বিজয়ের অধিকারী হইয়াছিল, (১) চরম অসুবিধার মধ্যেও তাহাদের দৃঢ় সঙ্কল্প ও উন্নত মনোবল; (২) পুনঃ পুনঃ সামরিক অসুবিধার মধ্যেও তাহাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর দৃঢ়তা এবং (৩) শ্রেষ্ঠতর আর্থিক অবস্থাই চরম বিজয়ের সহায়ক হইয়াছিল।

এই সমুদয় মৌলিক বিষয় সম্বন্ধে আমরা উভয় দিকের কথা এখন বিবেচনা করিব। যে বিষয়টি সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য করিতে হইবে, সেটি হইল বর্ত্তমানে অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে বিশ্বের তিনটি বড় শক্তি— বৃটিশ সাম্রাজ্য, সোভিয়েট রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র; ইহাদের সঙ্গে আছে শক্তিশালী চীন। ইহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকে যে, এই সমুদয় শক্তির প্রকৃত ও প্রচ্ছন্ন সঙ্গতি অক্ষশক্তির সঙ্গতির চেয়ে অনেক বেশী এবং অক্ষশক্তির মধ্যে জার্মাণী ও জাপানকে শুধু ধরা যাইতে পারে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বলিয়াছেন যে, অক্ষশক্তির শিল্প-প্রচেষ্টা চরমে উঠিয়াছে; কিন্তু মিত্রশক্তির এবং বিশেষ করিয়া আমেরিকার শিল্প-প্রচেষ্টা কেবলমাত্র অগ্রগতির দিকে চলিয়াছে। আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হইল এই, ১৯৪০ সনের জুন মাস হইতে ১৯৪১ সনের জুন মাস পর্য্যন্ত যখন বৃটিশ সাম্রাজ্য একাকী যুদ্ধ করিতেছিল, তখন অক্ষশক্তি বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে নিশ্চয়াত্মক কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে নাই। এখন অক্ষশক্তির নিজের কার্য্য দ্বারা রাশিয়া ও আমেরিকাকে যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য করিয়াছে। রাশিয়া যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় কৃতকার্য্যতার সহিত জার্মাণীর স্থল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বৃটেনের স্থলসৈন্য প্রস্তুত করার সমস্যার অনেকাংশে সমাধান হইয়াছে। আমেরিকা যুদ্ধে যোগদান করায় বৃটেনের নৌশক্তির সমস্যাও অনুরূপভাবে সহজ হইয়া উঠিয়াছে। এই সমুদয় বিষয় বিবেচনা করিয়াই এবং সম্মিলিত জাতিসমূহের জনশক্তি ও দ্রব্যসম্ভারের কথা মনে করিয়াই মিঃ চার্চিল হাউস অব কমন্সে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, বৃটেনের অবস্থা গত দুই বৎসর নহে, বরং গত কয়েক মাসে যথেষ্টরূপে উন্নত হইয়াছে। গভীরভাবে চিন্তা না করিলে এই বিবরণ স্ববিরোধী উক্তি বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত সত্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

যে তুলনামূলক বিষয়ের উল্লেখ করা হইল, তাহা বিবেচনা করিলে স্বভাবতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, মিত্রশক্তির সঙ্কল্প ও নৈতিক বল সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কে এই যুদ্ধে জয়লাভ করিবে, সে সম্বন্ধে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও মিঃ চার্চিলের মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। প্রেসিডেণ্ট বলিয়াছেন "শীঘ্র আমরা আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চালাইব, আমাদের [illegible] থাকিবে না। আমরা (আমাদের শত্রুরা নহে) যুদ্ধে চরম বিজয়ী হইব এবং আমরাই চরম সন্ধি সর্ত্ত স্থির করিব।" কমন্স মহাসভায় মিঃ চার্চিল এবং স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ঠিক ঐ কথা না বলিলেও ঐ ধরণের কথাই বলিয়াছেন এবং মিত্রজাতিসমূহের [illegible] সমস্ত দেশেই এবং চীন দেশেও চরম বিজয় সম্বন্ধে এই একই প্রত্যয়।

অক্ষশক্তির নৈতিক বলের প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করা শক্ত। কিন্তু ইটালীর নৈতিক বল দুর্ব্বল। জার্মাণীর নৈতিক বল এখনও অক্ষুণ্ণ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু পুনঃ পুনঃ আশা দিয়া জার্মাণ সেনা যুদ্ধ শেষ করিতে পর পর অসমর্থ হওয়ায় নিশ্চয়ই প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে জাপানীরা হর্ষোৎফুল্ল ও বিজয়ী কিন্তু তাহারাও একথা জানে যে, যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী ও কঠোর হইবে। তিনশক্তিই জানে যে তাহাদের এই অভিযান জুয়াখেলার মত এবং তাহারা সর্ব্বজয়ী বা সর্ব্বহারা হইবার জন্য সময়ের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করিতেছে। ইহা মনোবিজ্ঞানসম্মত স্থায়িত্বের সহায়ক নহে।

সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তিতে মিত্রশক্তি নিঃসন্দেহরূপে শত্রুপক্ষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। জার্মাণীতে নাৎসী শাসন ও ইটালীতে ফ্যাসিষ্ট শাসন এবং জাপানে বর্ত্তমান সামরিক শাসন বিধিবিরুদ্ধ অবস্থারই সৃষ্টি এবং ঐ সব দেশের স্থায়ী সামাজিক ব্যবস্থার অংশ নহে। এই প্রকারের শাসন জাতীয় শক্তিকে নষ্ট করিয়া দেয়, ইহার বাস্তব স্থায়িত্ব নাই এবং এইরূপ শাসন অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে আশু সামরিক ও রাজনৈতিক কৃতকার্য্যতার প্রয়োজন। যখনই ঐরূপ উদ্দীপনা থামিয়া যায়, তখনই ঐরূপ শাসনের অবসান ঘটে।

ফ্যাসিষ্ট ও ফ্যাসিষ্টবিরোধী শক্তিসমূহের আর্থিক অবস্থার তুলনা করা নিষ্প্রয়োজন। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সংযতভাবে বলিয়াছেন যে, জাপান যে পরিমাণ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে সমর্থ, আমেরিকা তাহার চেয়ে অনেক বেশী দ্রব্য সম্ভার প্রস্তুত করিতে সক্ষম এবং শেষে জাপানকে জলপথে, স্থলপথে ও আকাশে পরাজয় করিতে সক্ষম। এ কথা সমস্ত ফ্যাসিষ্ট বিরোধী শক্তির সম্বন্ধে বলা চলে। বৃটিশ সাম্রাজ্য, আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া একত্রে জার্মাণী, ইটালী ও জাপানের চেয়ে বেশী দ্রব্য সম্ভার প্রস্তুত করিতে সর্ব্বদাই সক্ষম।

এই সমুদয় মৌলিক বিষয়ের উপরই যুদ্ধের চরম নিষ্পত্তি হইবে। নিরপেক্ষ ভাবে বিবেচনা করিলে মিত্র শক্তির জয়ের সম্ভাবনা দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে গুরুতর অবস্থা সত্ত্বেও এক বৎসরের পূর্ব্বের চেয়ে বর্ত্তমানে অধিকতর বেশী। এই শেষোক্ত অবস্থা খুবই সঙ্কটাপন্ন; কিন্তু এই পরাজয়ের জন্য অন্তর্নিহিত মূল শক্তির কথা ভুলিয়া যাওয়া অদূরদর্শিতার কাজ হইবে।

বিপদ এসে পড়লে কোন বিবেচক ব্যক্তিই তাঁর সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তুকে রক্ষা করতে দ্বিধা করেন না। এখন যুদ্ধ আপনার প্রিয়জনের নিকটে এসে পড়েছে —আপনার এবং তাদের সুখ, সম্পত্তি, স্বাধীনতা, এমন কি ভবিষ্যতের সংস্থানও নষ্ট ক'রে দেবে। আপনার সর্ব্বশক্তি দিয়ে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা আপনার কর্ত্তব্য— এখনই সাহায্য করুন।

প্রত্যেক ১০৲ টাকা মূল্যের ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট [illegible] আনা লাভ অর্জ্জন করে।

ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট কিনুন

[illegible] ভারতের স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী গঠনের দ্বারা ভারত শক্তিশালী করে [illegible]) আক্রমণ রোধ করতে সাহায্য করছে।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী

সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠান সম্পন্ন

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কৃষি, শিল্প, ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর শেষ অনুষ্ঠান বিগত ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সম্পাদিত হইয়াছে। কুমিল্লার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট খানবাহাদুর মৌলভী কফিলউদ্দিন আহমদ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় বাহাদুর জে, এম, রায়, আই, পি, পুলিশের সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হক, আই, পি, মিঃ এ, এ, শাহ, আই, সি, এস, মিঃ ডি, জি, ভট্টাচার্য্য, আই, সি, এস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হইয়াছিল। ইহাতে এই প্রতিষ্ঠানের সহিত মহকুমাবাসীর কল্যাণ ও জীবনপ্রবাহ কতটা বিজড়িত, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে পুরস্কার বিতরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে যাইয়া মিঃ শাহ সংক্ষেপে এই মেলার ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম হইতেই এই মেলা চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু মিঃ এস, এম, খান, আই, সি, এস, যে বিপুল প্রেরণা যোগাইয়াছিলেন, তাহার ফলেই এই মেলা বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মিঃ এস, এম, খান, আই, সি, এস, পল্লী-উন্নয়নের যে কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহার নাম এই মহকুমার প্রত্যেকের নিকট সুপরিচিত। এই প্রদর্শনীর বিভিন্ন কল্যাণকর দিক আলোচনা করিয়া মিঃ শাহ প্রতিযোগীদের হিতকর প্রতিযোগিতার কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন—এইরূপ প্রচেষ্টাই সমুদয় উন্নতিশীল আন্দোলনের মূল। পল্লী অঞ্চলের অজ্ঞানতা ও অলসতা দূর করিতে হইলে এরূপ প্রতিযোগিতা খুবই উপযোগী।

এই প্রসঙ্গে মিঃ শাহ দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন জাতি-গঠন বিভাগ, সব সময়ে যতটা উৎসাহ তাহাদের নিকট হইতে আশা করা যায়, ততটা উৎসাহ প্রদান করিতে অগ্রসর হয় না এবং অনেক সময়ে ধীরে সুস্থে কাজ করিবার সরকারী নীতি বহু অকৃত্রিম ও উৎসাহী কর্মীকেও ভগ্নোৎসাহ করিয়া ফেলে।

বর্ত্তমান অশান্তির মধ্যে এই প্রদর্শনী খোলার বিরুদ্ধে সমালোচনার উত্তরে মিঃ শাহ বলেন যে, জাতীয় জীবনে উৎসাহ আনিবার প্রচেষ্টা এত জরুরী যে, এই প্রদর্শনী যে অগ্রগতির সূচনা করিয়াছে, সে কার্য্যে এক মুহূর্ত্তও নষ্ট করা উচিত নয়।

মিঃ শাহ্ শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন—কি প্রকারে সরকারী পল্লী উন্নয়ন সমিতির কাজ করিবার সুযোগ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে—যাহাতে এই প্রদর্শনীর পরিকল্পনা ও তার কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য শক্তিশালী ও প্রতিপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে ইহা কার্য্যভার প্রদান করিতে পারে। তিনি বিশেষ করিয়া মিঃ ভট্টাচার্য্যের নাম উল্লেখ করেন; তাহার উৎসাহ ও কর্মপ্রেরণা অনেক পরিমাণে এই প্রদর্শনীর সাফল্যে সহায়তা করিয়াছে।

কমিটির সুযোগ্য সেক্রেটারী মিঃ বিধুভূষণ বর্দ্ধন বিশেষরূপে পরিশ্রম করিয়াছেন এবং মিঃ শাহ্ তাঁহার এই সেবার প্রশংসা করেন।

এই কাজের সাফল্যের জন্য অন্যান্য যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, মিঃ শাহ্ তাঁহাদিগকেও অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করেন

অতঃপর বহু প্রতিযোগী ও দ্রব্য প্রদর্শনকারীকে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বাঙলা গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগ সার ও কৃষির যন্ত্রাদি পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করেন এবং প্রদর্শনী কমিটি কাপ, পদক ও দক্ষতার সার্টিফিকেট বিতরণ করেন

ঘোড়দৌড়, কুকুর, পশু ও পক্ষী প্রদর্শন, হাডুডু, গোল্লাডাণ্ডা, ব্যাড্মিণ্টন ও ভলিবল প্রতিযোগিতা দেখিবার জন্য বিপুল জনতা হইয়াছিল। মিঃ ভট্টাচার্য্য ঘোড়-দৌড়ে জয় লাভ করেন এবং তাঁহার এলসাসিয়ান গ্যাংটার কুকুরটি প্রদর্শনীতে প্রথম স্থান অধিকার করে।

জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে কৃষি প্রদর্শনীতে দ্রব্যাদির প্রদর্শক আসিয়াছিল এবং উহা খুবই সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শিল্প ও কলা প্রদর্শনীতেও নানাপ্রকার দ্রব্যাদির সমাবেশ হইয়াছে ও উহা অকৃত্রিম প্রচেষ্টার নিদর্শন ছিল। তাহাতে বিচারকদের পুরস্কার নির্দ্ধারণে বেশ সময় লাগিয়াছিল। ছায়াচিত্র, কবি, যাত্রা ও প্রাচ্য নৃত্যের ব্যবস্থা থাকায় যে দুই সপ্তাহ প্রদর্শনী ছিল, সেই সময়ে নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী স্থান হইতে বহু দর্শক আসিয়াছিল এবং তাহারা প্রদর্শনীর শিক্ষামূলক ও আমোদপ্রদ কার্য্য তালিকায় অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছে।

এই সমস্ত ব্যাপারের যে কাজটি বাকী ছিল, তাহা সমাধা করার জন্য অর্থাৎ কমিটির চেয়ারম্যানকে ধন্যবাদ প্রদান করার জন্য মিঃ ভট্টাচার্য্য বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি সকলকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, এবারের প্রদর্শনীর সাফল্যের মূলে অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে মিঃ শাহের নেতৃত্ব ও প্রেরণাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মিঃ শাহ্ এই মহকুমায় নূতন আসিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাকে এ স্থানে প্রেরণ করার জন্য গভর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। কারণ পল্লীউন্নয়নের যে বিরাট পরিকল্পনা করা হইয়াছে, সেজন্য মিঃ শাহের সহানুভূতি, উৎসাহ ও নেতৃত্বের প্রয়োজন।

ইহার পর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট একটি সুন্দর ও উপদেশ-মূলক বক্তৃতা দিয়া কার্য্যসূচী সমাপ্ত করেন। তিনি বক্তৃতায় রায়তদিগের অর্থনৈতিক দুরবস্থার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন এবং বর্ত্তমান দুর্দ্দশার প্রকৃত কারণ বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন যে, কৃষিজাত দ্রব্যের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য ইহার চেয়েও বেশী প্রতি-যোগিতা হওয়া দরকার এবং তাহার দ্বারাই কেবলমাত্র দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান হইতে পারে। তাহা হইলেই দেশ, যে রাজনৈতিক অগ্রগতির জন্য আন্দোলন করিতেছে, তাহা সম্ভবপর হইতে পারে। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, কাজেই রাষ্ট্রের ভিত্তি গঠন করিতে হইলে, স্বরাজের স্বপ্ন সফল করিতে হইলে তাহা সুখী ও সম্পদশালী কৃষিজীবী জনসাধারণের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

১৯৪১ সনের ১৮ই ডিসেম্বরের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত ১৯৪১ সনের ১১ই ডিসেম্বর তারিখের সরকারী প্রেস-নোটের সংশোধনে কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে গৃহে ব্যবহৃত কয়লার সর্ব্বোচ্চ পাইকারী ও খুচরা দর নিম্নোল্লিখিতরূপে ধার্য্য করা হইল। এই ব্যবস্থা অবিলম্বেই কার্য্যকরী হইবে।

পাইকারী—ডিপোতে ১৵০ আনা মণ দরে।

খুচরা—কুলি খরচ সহ ১।০ আনা মণ দরে।

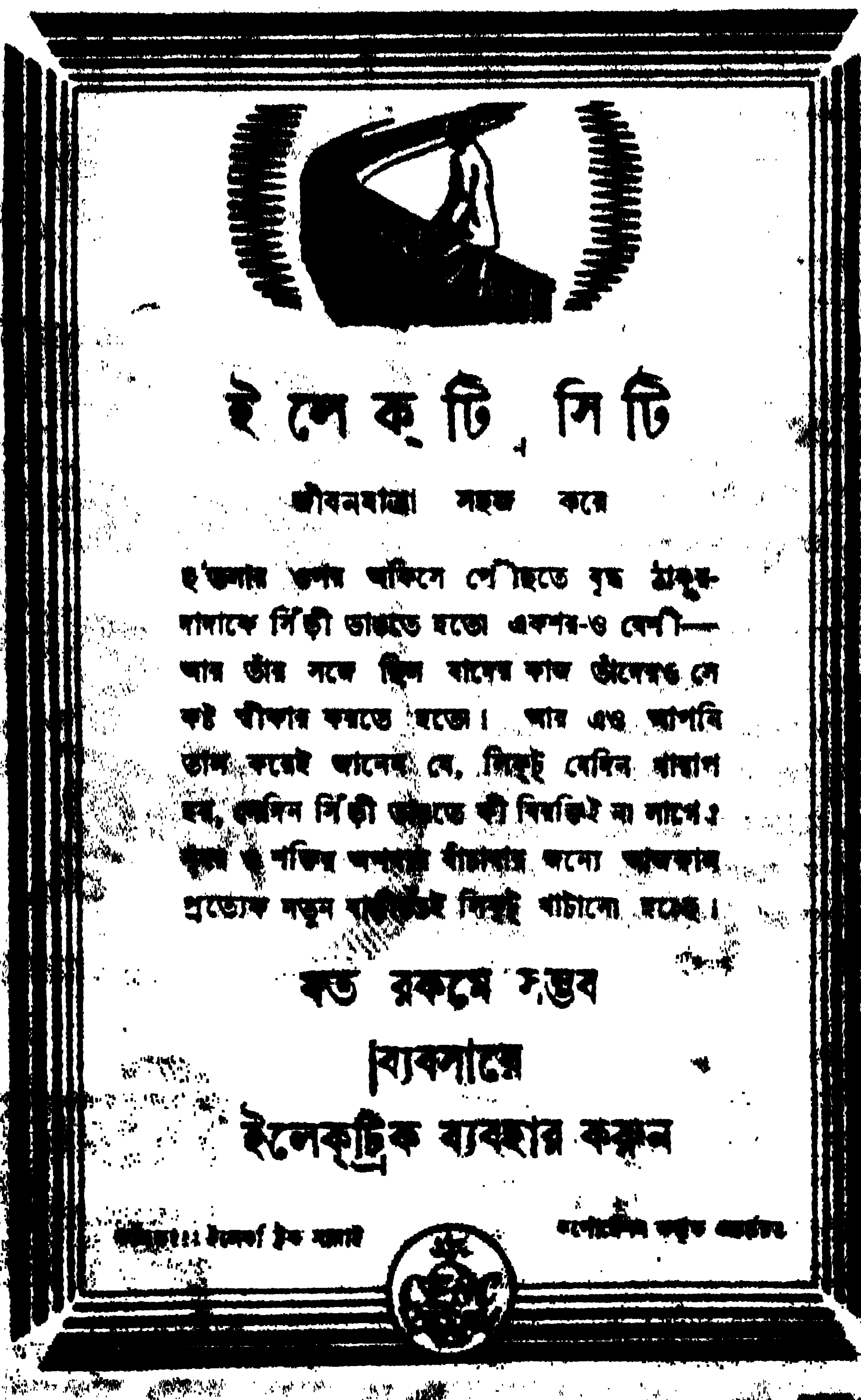

Regd. No. C2532

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা] কলিকাতা, ১৩ই মার্চ, ১৯৪২ [এক আনা

চীনের বিস্ময়কর প্রতিরোধ ক্ষমতা

দৃঢ় সঙ্কল্প ও অদম্য সাহস কিছুতেই ব্যর্থ হইবার নয়

চীন যেরূপভাবে জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া চলিয়াছে, বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী মিঃ চার্চিল গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দুইবার তাঁহার বক্তৃতার সেকথা উল্লেখ করিয়াছেন। আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর পার্লিয়ামেণ্টের কমন্স-মহাসভায় এক বিবৃতি দিতে যাইয়া মিঃ চার্চিল প্রথমে চীন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র হইতে যে শিক্ষা তিনি আহরণ করিয়া আনিয়াছেন, তাহা হইতেছে চীনের শিক্ষা। তিনি ইহাও বলেন যে, বিশ্বের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য বর্তমান সংগ্রামে চীন যে বিরাট অবদান দিয়াছে, তাহাকে কিছুতেই উপেক্ষা করা চলে না।

অতঃপর সিঙ্গাপুরের পতনের পর মিঃ চার্চিল সমগ্র বিশ্বের উদ্দেশ্যে যে বেতার বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতেও একথা বলিয়াছিলেন যে, নানা অসুবিধার মধ্যেও চীনের দৃষ্টান্ত আশা ও আশ্বাসের সঞ্চার করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা চীনদেশে গিয়াছেন এবং ১৯৩৭ সাল হইতে এ-পর্য্যন্ত চীনের বিস্ময়কর প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রতি যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন,—বিশেষতঃ চীনের নব-জাগরণ আন্দোলনের প্রতি লক্ষ্য করার অবসর যাঁহাদের হইয়াছে, তাঁহাদের প্রত্যেকেই মিঃ চার্চিলের উক্তির সত্যতা স্বীকার করিবেন। চীনারা যাহা করিয়াছে এবং করিতেছে, এই সব দর্শনকারী যে তাহার প্রশংসাই করেন শুধু তাহা নহে, বরং তাঁহাদের অভিমত ইহাই যে, চীনের এই দৃঢ় সঙ্কল্প ও সাহস কিছুতেই ব্যর্থ হইবার নয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু চীনদেশে ভ্রমণ করিয়া আসিয়া ১৯৩৯ সালে অনুরূপ উক্তিই করিয়াছিলেন। তিনি তখন বলিয়াছিলেন যে, চীনদেশে যাহা তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার এই ধারণাই জন্মিয়াছে যে, চীন কখনও পরাজিত হইবে না।

শত্রুপক্ষের প্রশংসা

পণ্ডিত নেহেরুর এই উক্তিকে কেহ কেহ হয়ত চীনের একজন ভক্তের পক্ষপাতমূলক উক্তি বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন। কিন্তু জার্ম্মাণ নাৎসীদের অভিমতকে কেহ এরূপ পক্ষপাতদুষ্ট অভিমত বলিয়া মনে করিতে পারেন না। বর্তমান নাৎসী জার্ম্মাণীর অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তি হইতেছেন ডাঃ কার্ল হসুহোফার। তিনি জার্ম্মাণ বাহিনীর একজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল এবং বিজ্ঞানিকখ্যাত "জিও-পলিটিক্স্ ইন্সটিটিউটের" প্রধান পরিচালক। জেনারেল ডাঃ কার্ল ও "ইহার এই ইন্সটিটিউটের আজ তলেন নাই, তাঁহাদের অবগতির জন্য বলা যাইতে পারে যে, হিট্‌লার তাহার বিশ্বজয়ের প্রত্যেক পরিকল্পনার ব্যাপারে এই প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রকাশ, হিট্‌লারের উপর ডাঃ কার্লের বিশেষ প্রভাব রহিয়াছে।

এহেন জার্ম্মাণ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে ১৯৩৮-১৯৩৯ সনেই ইহা স্বীকার করা হইয়াছে যে, পরিণামে চীনদেশে জাপানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

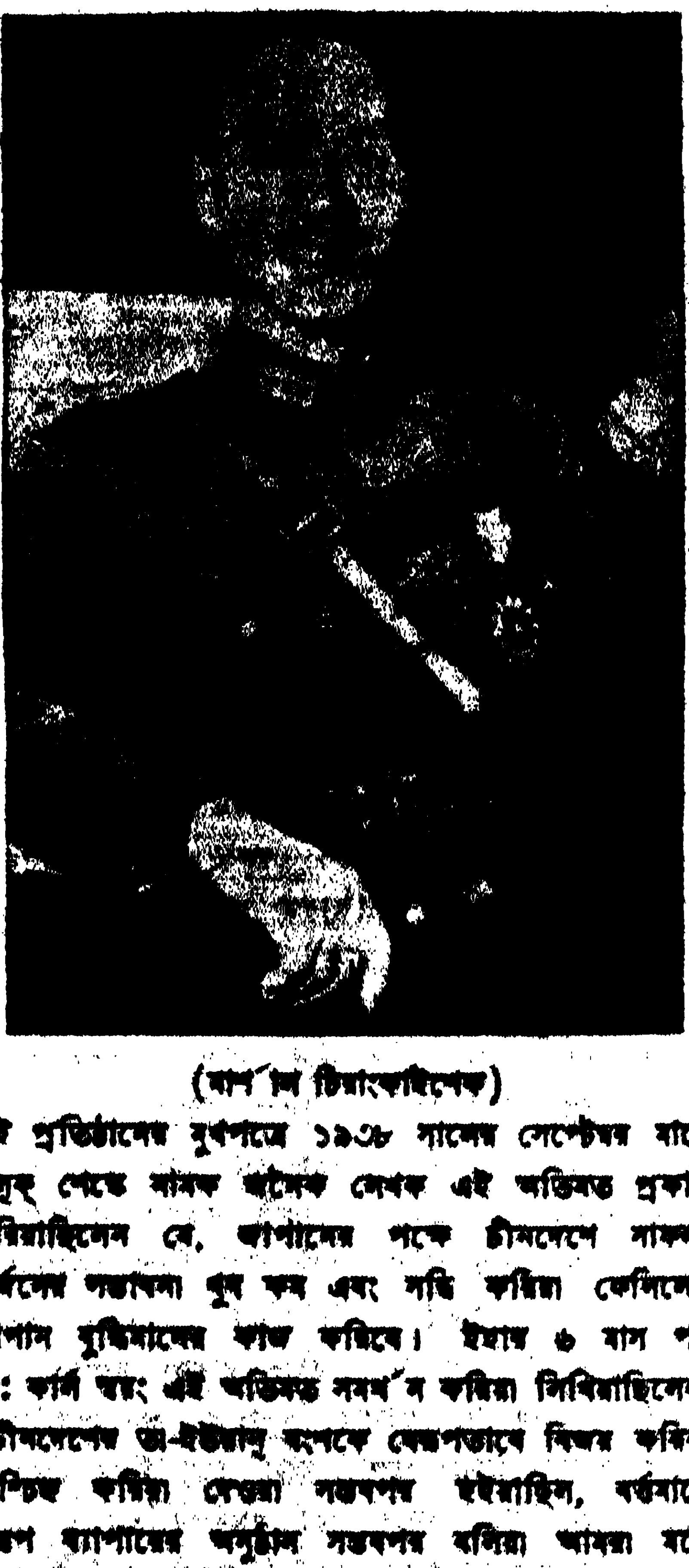

(মার্শাল চিয়াংকাইশেক)

এই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্রে ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ওয়ুর্ সেণ্ডে নামক জনৈক লেখক এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, জাপানের পক্ষে চীনদেশে সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা খুব কম এবং শক্তি ক্ষয়িয়া কেবলই জাপান দুর্ব্বলতর হইতে থাকিবে। ইহার ৬ মাস পর ডাঃ কার্ল স্বয়ং এই অভিমত সমর্থন করিয়া লিখিয়াছিলেন, "চীনদেশের জা-ইজাদ্ দলকে যেরূপভাবে বিজয় করিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল, বর্তমানে এরূপ ব্যাপারের অনুষ্ঠান সম্ভবপর বলিয়া আমরা মনে করি না। আলেকজাণ্ডার বা মঙ্গোলদের বিজয়াভিযানের মত সাফল্য অর্জনও বর্তমানে সম্ভবপর নহে। কারণ চীনদেশের ৪৫ কোটি লোক বিরাট ক্ষতি সহ্য করিয়াও বিশেষ সতর্ক হইয়া রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, ভারতেরও ৩৬ কোটি লোকের সহানুভূতি চীনাদের প্রতি বিদ্যমান। সুতরাং জাপানের পক্ষে আপোষ করিয়া ফেলাই সঙ্গত হইবে।"

সুতরাং দেখা যায় চীনের সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দুর্বলতর উপেক্ষার বিষয় নহে। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরে অবশেষে যুদ্ধ বাধার পূর্ব্বে এই দিকে বিশেষভাবে [illegible]

ইহাই মনে করিয়া আসিতেছিল যে, জাপানের সামরিক শক্তির দুর্ব্বলতার জন্যই এতদিন পর্য্যন্ত চীন নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া আসিয়াছে—তাহার নিজের শক্তিতে নহে। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরীয় সংগ্রামে বৃটেন ও আমেরিকার মত বিরাট শক্তির বিরুদ্ধেও জাপান প্রথম অভিযানে যে সামরিক সাফল্য লাভ করিয়াছে, তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, জাপানের সামরিক শক্তি মোটেই দুর্ব্বল নহে। ফলে সঙ্গেই ইহাও প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, চীন নিজের শক্তির জন্যই এতদিন পর্য্যন্ত টিকিয়া রহিয়াছে। প্রকৃতই ইহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয় যে, উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও এবং বিমান-শক্তির দিক দিয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়াও, দীর্ঘ সাড়ে চার বৎসর যাবত চীন সম্পূর্ণ একক্রমভাবে কেমন করিয়া জাপানী অভিযান প্রতিরোধ করিয়া আসিয়াছে। স্বাভাবিকভাবেই চীনারা যেরূপ অহিংস ও যুদ্ধ-বিরোধী মনোবৃত্তি পোষণ করিয়া থাকে, তাহার দিক দিয়া বিবেচনা করিতে গেলে চীনের আধুনিক প্রতিরোধ ক্ষমতা দেখিয়া আরও বিস্মিত হইতে হয়।

[৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন]

পাব্‌লিক সার্ভিস্ কমিশনের চেয়ারম্যান্

মিঃ রবার্টসনকে বিদায়-অভিনন্দন জ্ঞাপন

অতীত পাব্‌লিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান মিঃ এফ, ডব্লিউ, রবার্টসন, সি-এস-আই ; সি-আই-ই ; বেঙ্গল পাব্‌লিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান পদে উন্নীত হইয়াছেন। মিঃ রবার্টসন বাঙলার অন্য বিভাগে কাজ করিয়া গিয়াছেন। সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ হওয়ার পর ১৯৩৭ সালে তিনি বঙ্গীয় পাব্‌লিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হন।

তাঁহার বিদায়ের পূর্ব্বে পাব্‌লিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যগণ ও অফিসের কর্মচারিবর্গ তাঁহাকে এক বিদায় অভিনন্দন প্রদান করেন।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ, যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম ও পারস্যোপসাগর তীরবর্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে সুযোগমত জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিষয় ও বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,

ম্যানেজিং এজেণ্টস্,

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (উপরের সর্ববিষয়ক)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১৬ই মার্চ—১৯৪২

রেলে ভ্রমণের পরিমাণ হ্রাস করুন

যাত্রীবাহী ট্রেণসমূহের সংখ্যা আরো কমাইয়া সেনাদল ও যুদ্ধ-সম্ভারের এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অবাধ চলাচল বৃদ্ধির জন্য ভারতীয় রেলপথসমূহের পক্ষ হইতে "রেলে ভ্রমণ কমাইবার" এক প্রচার-অভিযান আরম্ভ করা হইয়াছে। জানা গিয়াছে যে, যাহাতে সাধারণের যাতায়াতের অন্য রকম ব্যবস্থা হইতে পারে, তজ্জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ ক্রমে রেল ও অন্যবিধ চলাচল ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের উপায় সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন। সম্প্রতি এই সম্পর্কে নয়া-দিল্লী হইতে যে এক প্রেস্-নোট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় রেলপথসমূহ ক্রম-বর্দ্ধমান সামরিক প্রয়োজন যথোচিতভাবে মিটাইতে সমর্থ নহে, অথবা একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চলাচল ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যাহাতে শিল্প-বাণিজ্য অব্যাহতভাবে চলিতে পারে, দ্রব্যাদির মূল্য সন্তোষজনক থাকিতে পারে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাহাতে দ্রব্যাদির প্রয়োজনীয় সরবরাহ অক্ষুণ্ণ থাকে, এরূপ ব্যবস্থা করিতেও সমর্থ নহে। রেলের বহন ক্ষমতা একান্তই সীমাবদ্ধ এবং এই জন্যই একান্ত প্রয়োজনীয় চলাচল ব্যবস্থার জন্য যথোচিত স্থান সঙ্কুলানের উদ্দেশ্যে যাত্রীবাহী ট্রেণের সংখ্যা কমান অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে।

সুতরাং এই ব্যাপারে কর্ত্তৃপক্ষের সহিত জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করা যাইতেছে এবং আশা করা যায় যে, রেলে ভ্রমণের পরিমাণ কমাইয়া তাঁহারা রেল-কর্ত্তৃপক্ষকে এইরূপভাবে সাহায্য করিবেন—যেন একান্ত প্রয়োজনীয় চলাচল ব্যবস্থার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ইঞ্জিন ও কর্ম্মচারী পাওয়া যাইতে পারে এবং যাহাতে যথেষ্ট যানেরও সঙ্কুলান হয়। বিশেষতঃ যুদ্ধের জন্য সেনাদল, যুদ্ধ-বন্দী, সমর-সম্ভার ও অস্ত্রাদির চলাচলের জন্য বহু সংখ্যক স্পেশাল ট্রেণ চলাচলেরও প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বিগত ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে যে ৯ মাস শেষ হইয়াছে, শুধু এই সময়ের মধ্যে এরূপ ১,৯৭৪টি স্পেশাল ট্রেণ চালাইতে হইয়াছিল।

এই সব বিষয় বিবেচনা করিয়া যাহাতে একান্ত প্রয়োজনীয় রেল চলাচল ব্যবস্থা কোনরূপে ব্যাহত হইতে না পারে, তজ্জন্য ভবিষ্যতে যাত্রীবাহী ট্রেণের সংখ্যা আরও কমাইবার প্রয়োজন হইতে পারে। সুতরাং মনে রাখিবেন "রেলে ভ্রমণের পরিমাণ হ্রাস করুন; বিনা প্রয়োজনে রেলে ভ্রমণ করিবেন না এবং যখন একান্ত প্রয়োজন হইবে মাত্র তখনই রেলে ভ্রমণ করিবেন।"

ব্রহ্মদেশ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের সুখ-সুবিধা

ব্রহ্মদেশ হইতে যে সমুদয় আশ্রয়প্রার্থী বাঙলাদেশে আসিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করার বিষয় সম্প্রতি আলোচিত হইয়াছে। বাঙলা গভর্ণমেণ্ট ইহা জানাইয়া দিতেছেন যে, তাহাদের অভ্যর্থনার জন্য ও তাহাদিগকে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। আশ্রয়প্রার্থীরা বেশী সংখ্যায় কলিকাতা ও চট্টগ্রামে আসিয়া পৌঁছিতেছে। কলিকাতায় ষ্টীমারযোগে ও কোন কোন সময় মাদ্রাজ হইতে রেলযোগেও লোক আসিতেছে এবং চট্টগ্রামে জলপথে ও আকিয়াব হইতে স্থলপথে হাটিয়া লোক আসিতেছে। কতক কতক আশ্রয়প্রার্থী মণিপুরের পথে হাটিয়া আসিতেছে এবং ট্রেনযোগে কলিকাতায় পৌঁছিতেছে। যাহারা স্থলপথে চট্টগ্রাম আসিতেছে তাহাদের অধিকাংশই নিঃসম্বল। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, কতিপয় স্থানীয় লোক ও উপনিবেশিকদের তত্ত্বাবধানকারী কর্ম্মচারী তাহাদের সকল প্রকার ব্যবস্থা করিতেছেন। দুইটি আশ্রয়-নিবাস প্রস্তুত করা হইতেছে এবং চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। জাহাজে যে সমুদয় আশ্রয়প্রার্থী আসে, তাহাদের জন্য জেটি হইতে বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়। নিঃসম্বল ব্যক্তিগণকে পুনঃ প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে খোরাকী ও বাড়ী যাওয়ার জন্য ট্রেনের টিকেট দেওয়া হয়। এই কাজের জন্য চট্টগ্রামের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ২,০৩,০০০৲ দুই লক্ষ তিন হাজার টাকা দেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেক দিন চট্টগ্রাম রেলষ্টেশন ছাড়িবার পর জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট কতজন আশ্রয়প্রার্থী ঐ ট্রেণে ভ্রমণ করিতেছে, তাহা তার যোগে জানাইয়া দেন এবং সে সংবাদ কলিকাতায় অভ্যর্থনা সমিতিকে জানান হয়। এই কমিটি একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। তাহারা প্রতিদিন ডাক্তার সহ শিয়ালদহ ষ্টেশনে ট্রেণের সময় উপস্থিত থাকেন। আশ্রয়প্রার্থিগণকে ধর্ম্মশালায় প্রেরণ করা হয়; সেখানে তাহাদিগকে খাদ্যদ্রব্য ও বিশ্রামের স্থান দেওয়া হয় এবং পরবর্ত্তী যে ট্রেণ পাওয়া যায় তাহাতে তাহাদের গন্তব্য স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। অভ্যর্থনা কমিটি ও অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান চা বিস্কুট সরবরাহ করে এবং আশ্রয়প্রার্থির সংখ্যা বেশী হইলে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে অতিরিক্ত গাড়ী এবং ট্রেনের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। যে সকল আশ্রয়প্রার্থী অন্যান্য স্থান হইতে চলিয়া আসিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা সকল সময় আশানুরূপ হইতে পারে নাই। কারণ বার্ম্মা হইতে যাত্রী ও নিরাশ্রয়দিগের যে তালিকা পাওয়া যায় তাহা যথার্থও নহে এবং সময়মত সে সংবাদ পাওয়াও যায় না। এইভাবে একটি জাহাজ জানাইয়াছিল যে ৫০ জন লোক লইয়া আসিতেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা গেল—লোকের সংখ্যা ছিল ১,১৮৯। বজবজে সত্বর ঘাঁটি খবর সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা সম্প্রতি করা হইয়াছে। অন্ধকার হইবার পূর্ব্বেই আশ্রয়প্রার্থীদের তীরে নামাইয়া দিবার প্রচেষ্টা করা হয়, কিন্তু জোয়ার-ভাটার জন্য ইহা সকল সময় সম্ভবপর হয় না এবং কতকগুলি জাহাজে ব্ল্যাক-আউটের মধ্যেই যাত্রী নামাইয়া দিতে হয়। জাহাজ ভিড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী কর্ম্মচারী এবং বিভিন্ন অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ উপস্থিত থাকেন। উক্ত ঘাটেই খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করা হয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক যানবাহনের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন এবং আশ্রয়প্রার্থীদের ধর্ম্মশালা কিম্বা মুসাফেরখানায় লইয়া যাওয়া হয়, কিম্বা যে ষ্টেশন দিয়া তাহারা চলিয়া যাইবে—পুলিশ লরীর মারফৎ সেখানে তাহাদের পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত সেণ্ট-জন্স অ্যাম্বুলেন্স এসোসিয়েশন ষ্টেশনে এবং অস্থায়ী বাসস্থানে নার্সের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। চট্টগ্রামের ন্যায় নিরাশ্রয়দিগের টিকেট ও থাকিবার স্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আশ্রয়প্রার্থীরা যাহাতে পথিমধ্যে বিলম্ব না করিয়া সরাসরি তাহাদের গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা হয়।

গভর্ণমেণ্ট এতদুদ্দেশ্যে বিশেষ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কিত শাখা স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহারা ইতিমধ্যে [illegible] রওনা হইয়াছে—তাহাদের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যরক্ষার সুব্যবস্থার জন্য চট্টগ্রামের সিভিল সার্জ্জনকে উক্ত শাখাগুলি সহ আকিয়াব অভিমুখে রওনা হইতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি

ভারতীয় কেন্দ্রীয় জুট কমিটির ফেব্রুয়ারী মাসের বুলেটিনে সম্প্রতি যে সাংখ্যিক হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে ১৯৪২ সনের জানুয়ারী মাসে পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার ইহার পূর্ব্ব মাসের চেয়ে বৃদ্ধি পাইয়াছে। জানুয়ারী মাসে যদিও পাটজাত দ্রব্য ১০,০০০ টন কম হইয়াছিল এবং পাটনির্ম্মিত দ্রব্যাদির মৌজুত পরিমাণ ১৪,০০০ টন কম ছিল, তথাপি ৪,০০০ টন দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কাঁচা পাটের বাজারে কিন্তু কোন প্রকার উন্নতি দৃষ্ট হয় নাই এবং এই মাসে অনেক কম পরিমাণ পাট রপ্তানী হইয়াছে। জানুয়ারী মাসে পাটের মূল্য সবদিকেই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিদেশে পাটের অল্পতা

কাঁচা পাট প্রচুর পরিমাণে না পাওয়ার দরুণ চিলি দেশের চটকল (যেখানে ৭০০ লোক কাজ করিত) বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আর্জেণ্টাইন রিপাব্লিক হইতে গমের বস্তার অভাবের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং সেজন্য মালিকগণ শস্য কাটিবার, মাড়াইবার ও বস্তাবন্দী করিবার কলগুলি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট চাষীদিগকে শস্য জানুয়ারী মাসের শেষ পর্য্যন্ত স্তূপীকৃত করিয়া রাখিবার জন্য প্রতি কুইণ্ট্যালে ২০ সেণ্টাভো এবং শস্য মাড়াই করিয়া মাঠে স্থাপিত অস্থায়ী আধারে রাখার জন্য প্রতি কুইণ্ট্যালে ১০ সেণ্টাভো অতিরিক্ত লভ্যাংশ দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

তুলার ব্যবহার

আর্জেণ্টাইনের বস্তার অভাব হওয়ায় তুলার বস্তা প্রস্তুতের চেষ্টা আরোও বৃদ্ধি পাইয়াছে; এই তুলার বস্তাই পাটের বস্তার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়।

আমেরিকার বস্তা প্রস্তুতকারকগণ বস্তার জন্য বেশী পরিমাণে কার্পাস বস্ত্র ব্যবহার করিতেছে। যে সব উপাদান হইতে তুলাজাত বস্তা তৈয়ারী হয়, তাহার পরিমাণ বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবনের জন্য কটন টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট একটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছে।

সারিবদ্ধভাবে বপনের সাফল্য

ভারতীয় কেন্দ্রীয় জুট কমিটির কৃষি-গবেষণাগারসমূহ এলোমেলো ভাবে বীজ বপন না করিয়া সারিবদ্ধভাবে বীজ বপনের যে পরীক্ষামূলক তথ্যানুসন্ধান করিয়াছেন, তাহার ফল বেশ আশাজনক হইয়াছে। সারিবদ্ধভাবে বীজ বপন করায় কতকগুলি জমিতে উল্লেখযোগ্য বেশী ফসল জন্মিয়াছে।

বাঙলা গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, কতিপয় শ্রেণীর দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত কয়েদীকে অনুকম্পা স্বরূপে তাহাদের দণ্ডকাল অতীত হওয়ার পূর্ব্বেই ছাড়িয়া দেওয়ার আদেশ দেওয়া হইবে। গর্হিত অপরাধের জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না, কিন্তু অবস্থা বিবেচনা করিয়া বার্দ্ধক্য অথবা অসুস্থতার জন্য ঐরূপ কয়েদীও অনুকম্পা পাইতে পারে। এই আদেশের ফলে এই প্রদেশের জেলসমূহে কয়েদীর ভীড় কমিয়া যাইবে।

কলিকাতায় শিল্প-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের উদ্বোধন বক্তৃতা

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী "আর্ট ইন্ ইণ্ডাষ্ট্রী" প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন:—

ঠিক এই মুহূর্তে আমার অপেক্ষা মিঃ মুকুল দের একটা বিশেষ সুবিধা রহিয়াছে। এই চিত্র প্রদর্শনীতে যে সকল ছবি রক্ষিত আছে তাহা তিনি দেখিয়াছেন, কিন্তু আমি তাহা এখনো দেখিবার সুযোগ লাভ করি নাই; কাজেই আমি তাহাদের সম্পর্কে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারি না। যাহা হউক, আমি শুধু এই কথা বলিতে পারি যে, এই জাতীয় শিল্পে ভারতবর্ষের যথেষ্ট যোগ্যতা আছে বলিয়াই নহে, পরন্তু এই প্রদর্শনী চিত্রকলা ও শিল্পকে সমসূত্রে গাঁথিয়াছে বলিয়াই গত বৎসরের প্রদর্শনী আমার মনে বিশেষ ছাপ রাখিতে পারিয়াছে।

যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান পুরস্কার প্রদান করিয়াছে এবং এই প্রদর্শনীতে যাহাদের বিভিন্ন বিভাগ রহিয়াছে, তাহাদের এইভাবে একই জায়গায় সমবেত করা বড় সহজ-সাধ্য কাজ নহে। প্রায় প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানই এখানে প্রতিনিধিত্ব করিতেছে এবং তৎসহ একটি বিশিষ্ট বাঙলা সংবাদপত্র এবং চারুকলার পৃষ্ঠপোষক মিঃ বি, সি, লাহা এই শিল্পের সহিত একযোগে কাজ করিয়া চলিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তিনজন বিশিষ্ট নাগরিক তরুণ ছাত্রদিগের জন্য বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। অন্যান্য দেশে চারুকলার পৃষ্ঠপোষকতায় এইরূপ সাফল্যমণ্ডিত যোগাযোগ ঘটিয়াছে কি না, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে এবং মিঃ মুকুল দের বক্তব্য অনুসারে বলা চলে যে, তাঁহাদের এই সূচনা যথোপযুক্তভাবে পুরস্কৃত হইবে।

কোন কোন লোকের এই ধারণা হইতে পারে যে, যখন আমরা জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আসিয়া উপনীত হইয়াছি, তখন যুদ্ধ জয় না করা পর্য্যন্ত শিল্পকলাকে তাকে তুলিয়া রাখিতে হইবে।

এই ধারণা যে কতটা ভ্রমাত্মক, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আজিকার দিনে ভারত-সরকারের এবং আমাদের এমন বহু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আছে, যাহা আমরা জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে চাই। তন্মধ্যে ডিফেন্স সেভিং বিষয়টি আমি উল্লেখ করিতে চাই। উহা এই প্রদর্শনীর অন্তর্ভুক্ত হউক আমি এই মতামত প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং আমি আশা করি তাহা আমরা দেখিতে পাইব। বিভিন্ন প্রাচীরপত্রদ্বারা এ, আর, পি, এবং ভারতীয় এয়ার ফোর্সে লোক সংগ্রহার্থ ভারত সরকার এই প্রদর্শনীর সুযোগ গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন এবং আমি আশা করি যে, এই প্রদর্শনী বিশেষ যোগ্যতা-সহকারেই তাহা সম্পাদন করিবে; নতুবা উহা একেবারে লোক চক্ষুর অন্তরালেই থাকিয়া যাইত। সত্য কথা বলিতে হইলে আমাকে এই কথাই বলিতে হয় যে, আজিকার মত প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীর প্রয়োজন ইতিপূর্ব্বে আর হয় নাই। আমাদের মিত্রপক্ষ চীন দেশে একটি চলতি প্রবাদ আছে যে—"হাজার কথার চেয়ে একখানি ছবির দাম বেশী" এবং গভর্ণমেণ্ট উচ্চাঙ্গের সমর সম্পর্কিত প্রচারকার্য্যের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন।

এদেশের প্রাচীরপত্র সম্পর্কে একটা কথা আমার বর্ত্তমানে মনে হইয়াছে যে, উহা সাধারণতঃ জটিল হইয়া থাকে। কিন্তু বিন্যাসের সরলতার উপরই প্রাচীরপত্রের যোগ্যতা নির্ভর করে। আমি আশা করি যে, এই প্রদর্শনীর পরে তাহা সম্ভবপর হইবে এবং তাহা ভবিষ্যতে শিল্পিবৃন্দকে পথ প্রদর্শন করিবে। বিশেষ করিয়া কারু-শিল্প সম্পর্কিত ব্যাপারে গঠনমূলক সমালোচনার সকল সময়েই প্রয়োজন আছে এবং যদি "আর্ট ইন্ ইণ্ডাষ্ট্রী" প্রদর্শনীর সংগঠনকারিগণ ভারতীয় শিল্পিবৃন্দের মধ্যে ব্যবসায়ী-শিল্পের কলাকুশলতা সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান জন্মাইতে পারেন, তবে তদ্দ্বারা উল্লেখযোগ্য কার্য্য সম্পাদিত হইবে।

পরিশেষে আমি আশা করি যে, ভারতের বিভিন্ন অংশের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক শিল্প-প্রদর্শনী বলিয়াই ইহা গণ্য হইবে। কারণ আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি যে, যদি ইহাকে মূলতঃ বাঙলাদেশের প্রদর্শনী বলিয়া গণ্য করা হয়, তবে ইহার যথার্থ মূল্য অনেকাংশে কমিয়া যাইবে। প্রদর্শনীর চিত্রের তালিকা দৃষ্টে আমি জানিতে পারিতেছি যে, লক্ষ্ণৌ, লাহোর এবং মাদ্রাজের শিল্প-কেন্দ্র হইতে কোন চিত্র আসে নাই বলিলেই চলে। আমি আশা করি যে, আগামী বৎসর আমরা এই দেশের অন্যান্য শিল্প-কেন্দ্রের ছবিও দেখিতে পাইব। আজিকার এই উদ্বোধন-উৎসব সম্পাদন করিতে আসিয়া আমি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছি এবং এ বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চয় যে, আগামীকালে এই প্রদর্শনী এ দেশের চিত্র ও শিল্প জগতের বিশেষ উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত হইবে। সেই সঙ্গে আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট যথার্থ প্রতিভার আবিষ্কার এবং ভারতের যে সকল শিল্পী বহু শতাব্দী যাবৎ জগতের শিল্পানুরাগীদের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতে এই প্রদর্শনীর সম্যক সুযোগ গ্রহণ করিবেন।

মিঃ মুকুল দের বক্তৃতা

মিঃ মুকুল দে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন যে, স্যার জন হার্বার্ট বাঙলাদেশে আসার পর হইতে এই দেশের শিল্প এবং সরকারী শিল্প-বিদ্যালয় সম্পর্কে যথেষ্ট যত্নশীল হইয়াছেন এবং আজ সেই বিদ্যালয়-ভবনে আমরা এই ধরণের এক শিল্প-প্রদর্শনী দেখিতে পাইতেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই প্রদর্শনী ক্রমেই অধিকতর প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিবে।

বার্মাশেল কোম্পানী কর্ত্তৃক ইহার প্রবর্ত্তনের পর হইতে আমি এবং আমার শিল্প বিদ্যালয় এই প্রদর্শনীর সহিত যুক্ত আছি বলিয়া প্রকৃতপক্ষে আমি বিশেষ প্রীত হইয়াছি।

সাধারণভাবে স্বীকৃত হইয়াছে যে, আমাদের প্রথম প্রদর্শনী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে এবং সেই প্রাথমিক প্রচেষ্টার ফলে আমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তদ্দ্বারা এই বৎসর যে প্রদর্শনী পরিচালনা করিবে, তাহাতে শিল্পী এবং শিল্প অধিকতরভাবে উপকৃত হইবে। গত বৎসরের প্রদর্শনী সম্পর্কে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর ব্যক্তিগতভাবে যেরূপ যত্নশীল ছিলেন, তাহাতে আমরা বিশেষরূপে উৎসাহিত হইয়াছি এবং এ বৎসরও স্যার জন স্বয়ং একটি যুদ্ধ বিষয়ক প্রাচীর-পত্র বিভাগ খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

গত বৎসরের তুলনায় এ বৎসরের প্রদর্শিত চিত্রাবলী যে অনেক উচ্চাঙ্গের, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইংলণ্ড এবং আমেরিকার অনুরূপ ব্যবসায়-শিল্প অর্জন করিতে হইলে আমাদের অনেক পথ অতিক্রম করিতে হইবে। এ বিষয়ে আমার দৃঢ় ধারণা যে—এই প্রদর্শনী বৎসরের পর বৎসর সমভাবে চলিয়া যাইবে এবং সমগ্র দেশব্যাপী ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করিবে। আমাদের বিচারক ও অভিজ্ঞগণের বক্তব্য অনুসারে শিল্পীগণ তাঁহাদের কাজের স্তরের উন্নতি সাধন করিবেন এবং ভারতবর্ষে ব্যবসায়ী শিল্পীকে উচ্চাঙ্গের করিয়া তুলিবেন। কিন্তু সেই সঙ্গে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে—ব্যবসায়-শিল্প কলা-শিল্পের একটি বিশেষ অঙ্গ। একটি বিশেষ বাণী ইহা দ্বারা পরিষ্কাররূপে ও সরলভাবে সকলের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিতে হইবে এবং তদুপরি উহা অনায়াসে মুদ্রণ ও বহু সংখ্যায় তৈয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমগ্র জগৎব্যাপী প্রতিষ্ঠাবান শিল্পীগণ এই ব্যবসায়-শিল্প সম্পর্কে অধিকতর আত্মনিয়োগ করিতেছেন। এই প্রদর্শনীর দ্বারা যে ফল পাওয়া যাইবে, তদ্দ্বারা ইহার উদ্যোক্তাগণ পুরস্কৃত হইবেন বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

মিঃ ষটমুণির বক্তৃতা

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে মিঃ ষটমুণি বলেন যে, ভারতের কারু-শিল্প বহু যুগ ধরিয়া প্রচলিত আছে; কিন্তু ব্যবসায়-শিল্প এই দেশে একেবারে নূতন। আমার মনে হয় এই প্রদর্শনীর অন্তর্গত যে সাড়ীর পাড়ের বিভাগ আছে, তাহা সত্যই অতি উচ্চাঙ্গের হইয়াছে। পক্ষান্তরে প্রচার-পত্র, বিজ্ঞাপন সাজানো প্রভৃতির কাজ ভারতীয় শিল্পীদের কাছে একেবারে নূতন এবং তজ্জন্য তাঁহাদের আরো পরিশ্রম করিতে হইবে। এই সকল বিশিষ্ট শিল্পে রাতারাতি নৈপুণ্য লাভ করা সম্ভবপর নহে এবং উহা আন্তর্জাতিক স্তরের হইবে এরূপ আশা করা ভুল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই প্রদর্শনী ভারতীয় ব্যবসায়-শিল্পের প্রগতির সহায়তা সাধন করিবে এবং সর্ব্বোপরি শিল্পী ও শিল্পের সহিত যোগসূত্র রক্ষা করে বলিয়া উহার মূল্য অনেক বেশী। আমার বলিবার কথা এই যে, যে কোন যোগ্যতাসম্পন্ন শিল্পী সত্যিকারের রসজ্ঞ ও প্রথম শ্রেণীর শিল্প-কলাকারীদের সম্মুখে এই প্রদর্শনীর মারফৎ তাঁহার গুণপনা প্রদর্শন করিতে পারেন এবং বহু শিল্পী যে এই প্রদর্শনীর ভিতর দিয়া তাহাদের উজ্জ্বল শিল্পী-জীবনের সূত্রপাত করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

বাঙলা সরকারের বিরাট দান

বিভিন্ন হিতকর কার্য্যের জন্য অর্থ মঞ্জুর

বাঙলা সরকার নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য সম্প্রতি নিম্নলিখিত পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন:—

১। মিউনিসিপ্যাল্ এলাকায় ম্যালেরিয়া-নিবারণী কার্য্য চালানের জন্য কুমিল্লা মিউনিসিপ্যালিটিকে ১,২৯০৲ টাকা।

২। বাঁকুড়া কুষ্ঠাশ্রমে প্রাপ্তবয়স্ক কুষ্ঠরোগী ও কুষ্ঠ রোগীদের সন্তানদের জন্য ৬,১৫২৲ টাকা।

৩। রাণীগঞ্জ কুষ্ঠাশ্রমে প্রাপ্তবয়স্ক কুষ্ঠরোগী ও কুষ্ঠরোগীদের সন্তানদের জন্য ১,৪০৪৲ টাকা।

৪। বাঙলায় দেশীয় দাইদের ট্রেনিং-এর জন্য ১৫,০০০৲ টাকা।

৫। জনস্বাস্থ্য ও পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কিত প্রচারকার্য্যের জন্য বেঙ্গল সোস্যাল সার্ভিস লীগে ১৫,০০০৲ টাকা।

৬। মিউনিসিপ্যাল্ এলাকায় ম্যালেরিয়া-নিবারণী কার্য্য চালাইয়া যাওয়ার জন্য আরামবাগ মিউনিসিপ্যালিটিকে ২,০০০৲ টাকা।

৭। ম্যালেরিয়া-নিবারণী কার্য্যের জন্য বীরনগর পল্লী-মণ্ডলীকে ৩০০৲ টাকা।

৮। ম্যালেরিয়া-নিবারণী কার্য্যের জন্য কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটিকে ১,২৫০৲ টাকা।

৯। ম্যালেরিয়া-নিবারণী কার্য্যের জন্য শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটিকে ১,৫৮৮৲ টাকা।

১০। ম্যালেরিয়া-নিবারণী কার্য্যের জন্য রাণী-গঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটিকে ১,০০০৲ টাকা।

১১। ম্যালেরিয়া-নিবারণী কার্য্যের জন্য খুলনা মিউনিসিপ্যালিটিকে ১,৫০০৲ টাকা।

যুদ্ধ-ভাণ্ডারে বাঙলার দান

২৬শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত হিসাব

জেলা।	বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিল। টাকা।	ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফণ্ড। টাকা।	মোট। টাকা।
১। প্রেসিডেন্সি বিভাগ—			
(১) চব্বিশ-পরগণা ..	১,০০,৪১৮	১,১৪,২৯৬	২,১৪,৭১৪
(২) যশোহর ..	৭৮,৬২১	৬৮৩	৭৯,৩০৪
(৩) খুলনা ..	৫৬,১০৬	৯৭৬	৫৭,১০২
(৪) মুর্শিদাবাদ ..	৮৫,৭৮৪	১,৬৫৮	৮৭,৪৪২
(৫) নদীয়া ..	৯১,৪১১	২,৯১০	৯৪,৩২১
মোট ..	৪,১২,৩৯০	১,২০,৫২৩	৫,৩২,৯১৩
২। বর্দ্ধমান বিভাগ—			
(৬) বাঁকুড়া ..	৩৪,৪৯০	৪৫	৩৪,৫৩৫
(৭) বীরভূম ..	২৫,১১৯	১৩৩	২৫,২৫২
(৮) বর্দ্ধমান ..	২,৮৯,৩৫৪	৪৩,২৭৬	৩,২৯,৬৩০
(৯) হুগলী ..	৬৬,৩০৯	১২,৪৪৩	৭৮,৪৫২
(১০) হাওড়া ..	৪০,৯১৮	৮৩,০২০	১,২৩,৯৩৮
(১১) মেদিনীপুর ..	১,২০,৩৯৪	৫,০৮৩	১,২৫,৪৭৭
মোট ..	৫,৭৬,২৮৪	১,৪১,০০০	৭,১৭,২৮৪
৩। চট্টগ্রাম বিভাগ—			
(১২) চট্টগ্রাম ..	১,২০,৩৭৭	৫০,৫৪৬	১,৭০,৯২৩
(১৩) পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ..	৯,১২৩	৬২৭	৯,৭৫০
(১৪) নোয়াখালী ..	৭৪,৩৯৮	২০৮	৭৪,৬০৬
(১৫) ত্রিপুরা ..	১,৭৪,৮০২	২,৬০৭	১,৭৭,৪০৯
মোট ..	৩,৭৮,৭০০	৫৩,৯৮৮	৪,৩২,৬৮৮
৪। ঢাকা বিভাগ—			
(১৬) বাখরগঞ্জ ..	১৪,২২৬	১,০২,৩৩২	১,১৬,৫৫৮
(১৭) ঢাকা ..	১,৫৯,৩২৮	৮৭,৬৬৮	২,৪৬,৯৯৬
(১৮) ফরিদপুর ..	১,১০,৩০৯	১,৮০৫	১,১২,১১৪
(১৯) ময়মনসিংহ ..	১,৬১,৬৫৭	৬,১৪৪	১,৬৬,৮০১
মোট ..	৪,৪৫,৫২০	১,৯৬,৯৪৯	৬,৪২,৪৬৯
৫। রাজশাহী বিভাগ—			
(২০) বগুড়া ..	১১,৭১৯	২৫০	১১,৯৬৯
(২১) দার্জ্জিলিং ..	৯৪,৩৭৮	৮০,২৩২	১,৭৪,৬১০
(২২) দিনাজপুর ..	১,০১,৩৯৪	২৪৬	১,০১,৬৪০
(২৩) জলপাইগুড়ি ..	৬৭,৪০৩	১,৫১,১৭৮	২,১৮,৫৮১
(২৪) মালদহ ..	৪২,৪৫৩	১,৫২২	৪৩,৯৭৫
(২৫) পাবনা ..	৪১,৯২০	৯৫৩	৪২,৮৭৩
(২৬) রাজশাহী ..	১,১৪,৯০৫	৪,৯২১	১,১৯,৮২৬
(২৭) রংপুর ..	৭৭,৩৩০	১,২৫৩	৭৮,৫৮১
মোট ..	৫,৫২,৪৭২	২,৪০,৫৫৩	৭,৯৩,০২৫

সংক্ষিপ্ত-সার

(ক) বঙ্গদেশে অন্তর্ভুক্ত জেলা সমূহ (অর্থাৎ (১) হইতে (৫) পর্য্যন্ত)	২৩,৬৫,৩৬৬	৭,৫৩,০১৩	৩১,১৮,৩৭৯
(খ) বঙ্গদেশের বহির্ভাগস্থিত জেলাসমূহ ..	৫,৫৭০	২,৬৬,৪৩৩	২,৭২,৪০৩
(গ) যুক্তা দান (ক এবং খ এর অন্তর্ভুক্ত নহে) ..	..	..	
বঙ্গীয় মহিলা যুদ্ধ তহবিল	১০,৩৮,৪৫৭	..	১০,৩৮,৪৫৭
ইণ্ডিয়ান টী এসোসিয়েশন	৭৯,৬২১	..	৭৯,৬২১
ত্রিপুরা রাজ ষ্টেট	১৪,০০০	..	১৪,০০০
বি এণ্ড এ রেলওয়ে ..	১,৭০৪	১,০৫,৪৭৮	১,০৭,১৮২
বি এন রেলওয়ে ..	১২৫	১,৭২,০৭৭	১,৭২,২০২
ই, আই, রেলওয়ে ..	৩২৮	১,৯৯,৬৮৩	২,০০,০১১
মোট ..	১১,৩৪,৬৫৫	৪,৭৭,২৩৮	১৬,১১,৮৯৩
কলিকাতা ..	১২,৩০,৫৫৩	৫৩,৮৭,৪৮৭	৬৬,১৮,০৩০
মোট সর্ব্বসাকুল্যে	৪৭,৩৬,১২৪	৬৮,৮৪,৫৭১	১,১৬,২০,৬৯৫

মালদহের সিভিক-গার্ড বাহিনী

ডেপুটী ইন্সপেক্টার-জেনারেল কর্তৃক পরিদর্শন

বঙ্গীয় পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টার-জেনারেল মিঃ ই, হডসন, আই, পি, গত ১৬ই জানুয়ারী মালদহ পৌঁছেন। তিনি ষ্টেশনে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সিভিক গার্ডদলের ডিষ্ট্রিক্ট কমাণ্ডাণ্ট এবং আরও ৩/৪ জন কর্ম্মচারী কর্তৃক অভ্যর্থিত হন।

১৭ই জানুয়ারী সকাল আট ঘটিকার সময় সারকিট হাউসের নিকটবর্ত্তী ময়দানে তিনি সিভিক গার্ড বাহিনী পরিদর্শন করেন। ডিষ্ট্রিক্ট কমাণ্ডাণ্ট মিঃ পি, কে, রায়, বি, এল, মৌলবী এ, আলী, মৌলবী জে, আহমদ, মিঃ এ, কে, রায় এবং মিঃ এন, জি, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কর্ম্মচারিবৃন্দকে ইন্সপেক্টার-জেনারেলের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। গ্রুপ কমাণ্ডারগণের অধীনে পরিচালিত সিভিক গার্ডদলগুলি ইন্সপেক্টার-জেনারেলকে কুচ্-কাওয়াজ প্রদর্শন করে। ইন্সপেক্টার-জেনারেল সিভিক গার্ডগণকে লাঠি ড্রিল ও বালতি লইয়া কাতার ড্রিল শিক্ষা করিবার জন্য উপদেশ দেন। উপস্থিত সিভিক গার্ডগণের সম্মুখে পুলিশ বাহিনী উক্ত বিষয়ে প্রদর্শনী দেখাইয়াছিল। ইন্সপেক্টার-জেনারেল স্থানীয় সিভিক গার্ডগণের সম্বন্ধে বলেন যে, এই সিভিক গার্ড-দলটি বাঙলা দেশের শ্রেষ্ঠতম দলগুলির মধ্যে অন্যতম। সিভিক গার্ডগণের শিক্ষার নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং তাহাদের প্রদর্শনী দর্শন করিয়া ডেপুটি ইন্সপেক্টার-জেনারেল অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ডিষ্ট্রিক্ট কমাণ্ডেণ্ট এবং আর্ম ইন্সপেক্টারকে অভিনন্দিত করেন। ডিষ্ট্রিক্ট কমাণ্ডাণ্টের আদেশে গ্রুপ কমাণ্ডার মৌলবী জে, আহমদ এবং মিঃ এ, কে, রায় সিভিক গার্ডদলগুলির কুচ্ কাওয়াজ পরিচালনা করেন। অস্থায়ী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী এম, হোসেন, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এম, এইচ, খান, আই, পি, এবং আর্ম ইন্সপেক্টার সব সময়ই উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত দিবসেই কিছুক্ষণ পরে সিভিক গার্ড সংক্রান্ত কতকগুলি জরুরী বিষয়ে ডেপুটি ইন্সপেক্টার-জেনারেল, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং ডিষ্ট্রিক্ট কমাণ্ডাণ্টের সহিত আলোচনা করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানটির আরও উন্নতি ও সম্প্রসারণকল্পে তিনি উল্লেখযোগ্য উপদেশ প্রদান করেন।

১৭ই জানুয়ারী বৈকালে ডিষ্ট্রিক্ট কমাণ্ডাণ্ট মিঃ পি, কে, রায়, জুবিলী রোডস্থিত তাঁহার নিজ বাসস্থানে ডেপুটি ইন্সপেক্টার-জেনারেলকে চা-পানে আপ্যায়িত করেন। অনুষ্ঠানটি তাঁহার বাড়ীর সম্মুখস্থিত সুসজ্জিত বাগানে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অস্থায়ী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম, হোসেন, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এম, এইচ, খান, আই পি, এসিষ্টেণ্ট সেসন জজ মিঃ এম, এম, পাঠক, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ এ, টি, চৌধুরী এবং রায় বাহাদুর পি, মজুমদার প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণ সহ অনেক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী ও বেসরকারী ভদ্রমহোদয়গণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ডিষ্ট্রিক্ট কমাণ্ডাণ্ট উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে ডেপুটি ইন্সপেক্টার-জেনারেলের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। এই অনুষ্ঠানটি বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

রেলে ভ্রমণের পরিমাণ হ্রাস করুন।

বিনা প্রয়োজনে ভ্রমণ করিবেন না !!

একান্ত প্রয়োজনের সময়ই মাত্র রেলগাড়ী ব্যবহার করিবেন !

বাঙলাদেশে সমুদ্রতীরে স্বাস্থ্য-নিবাস

দিঘার উন্নয়ন পরিকল্পনা

বাঙলাদেশে এক হাজার মাইলের অধিক সমুদ্রতট আছে; কিন্তু তথাপি বাঙলাদেশের লোকদিগের জন্য সমুদ্রতীরে কোন স্বাস্থ্যনিবাস নাই। পুরীতে লোক সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হইয়াছে, দার্জ্জিলিংএ থাকা ব্যয়সাপেক্ষ এবং উচ্চস্থান যাহাদের স্বাস্থ্যের জন্য উপযোগী নয়, তাহাদের পক্ষে ঐ স্থানের আবহাওয়া সহ্য হয় না। এই সমুদয় বিষয় বিবেচনা করিয়া বাঙলাদেশে সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটি স্বাস্থ্যনিবাসের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। ইহা ছাড়া আরও একটি অত্যাবশ্যক বিবেচ্য বিষয় রহিল যে, সমুদ্রতীরে বাঙলাদেশে একটি স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপন দেশহিতৈষণার কাজ হইবে। কারণ বাঙলাদেশের লোক আবহাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য এখন অন্যান্য প্রদেশে যাইয়া যে টাকা ব্যয় করিতেছেন, তাহা নিজের দেশেই ব্যয় করিবার সুবিধা-সুযোগ পাইবেন।

মেদিনীপুরের ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর ও বাঙলা সরকারের বর্ত্তমান রাজস্ব সেক্রেটারী মিঃ বি, আর, সেন, আই-সি-এস মহোদয়ের উদ্যোগে বাঙলা গভর্ণমেণ্ট বাঙলাদেশের লোকের জন্য সমুদ্রতীরে একটি স্বাস্থ্যনিবাস তৈয়ারী করিবার উদ্দেশ্যে মেদিনীপুর জেলায় কাঁথি মহকুমার সমুদ্র তীরবর্ত্তী দিঘা নামক গ্রামের উন্নয়ন বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। ঐ স্থানে বিস্তীর্ণ সমুদ্রতট থাকায় স্থানটির দৃশ্য অতি মনোরম এবং সমুদ্র তীরবর্ত্তী স্বাস্থ্যনিবাসের উপযোগী নানা প্রকারের সুবিধা আছে। বর্ত্তমানে মাত্র কাঁথি-দিঘা নামক একটি রাস্তা দিয়া ঐ স্থানে যাতায়াত করা যায়। কলিকাতা হইতে যাইতে ঐ স্থানের সব চেয়ে নিকটবর্ত্তী রেলওয়ে ষ্টেশন হইল কাঁথি রোড ষ্টেশন। এই ষ্টেশন হইতে দিঘার দূরত্ব ৫৭ মাইল। মেদিনীপুরের জেলা বোর্ড এই রাস্তাটি পাকা করিয়াছেন, কিন্তু দিঘা পর্য্যন্ত যাইতে আরোও ১০ মাইল রাস্তা পাকা করিতে হইবে। এই অবশিষ্ট ১০ মাইল রাস্তার ৪ মাইল জেলা বোর্ড নিজ ব্যয়ে পাকা করিতে প্রস্তুত আছেন, যদি গভর্ণমেণ্ট অবশিষ্ট ৬ মাইল রাস্তা পাকা করিবার ব্যয় বহন করেন।

যে পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে গভর্ণমেণ্ট দিঘা গ্রামে ৫২৬.২৬ একর জমি খাস করিবেন এবং তৎপর প্রয়োজনীয় রাস্তাদি প্রস্তুত করিয়া সুবিধামত প্লট করিয়া বন্দোবস্ত দিবেন। ৫২৬.২৬ একর জমি খাস করা হইবে, তন্মধ্যে ৩২০.৮৩ একর বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে। অবস্থান ও সুবিধাভেদে এই বন্দোবস্তী এলাকাকে ৬ ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে।

শ্রেণী।	জমির পরিমাণ। একর।
১ম শ্রেণী	৪২.৩৭
২য় "	২৯.২৭
৩য় ..	২৮.৩৩
৪র্থ ..	২৪.২৬
৫ম ..	১৯.১৭
৬ষ্ঠ ..	৮২.৩৫

এই উন্নয়ন-পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে কাঁথি-দিঘা রাস্তার কাঁচা অংশ পাকা করিতে হইবে। জল-সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থাও করিতে হইবে; ইহার সহিত ম্যালেরিয়া-নিবারণী পরিকল্পনাও থাকিবে; সেজন্য জরিপ কার্য্য চলিতেছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

প্রশান্ত-মহাসাগরীয় রণাঙ্গণ

যবদ্বীপের অবস্থা

একখানি ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ ইস্তাহারে ৪ঠা মার্চ্চ প্রকাশ করা হইয়াছে যে, যবদ্বীপ আক্রমণকারী জাপবাহিনী প্রবল বাধার সম্মুখীন হইলাও আরও কিছুদূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে।

সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, যবদ্বীপের সর্ব্বত্র বড় বড় কল কারখানা ও বিশিষ্ট সামরিক সম্পত্তি ইত্যাদি ধ্বংস করা হইয়াছে।

সামরিক গুরুত্বপূর্ণ রেল ষ্টেশন অধিকার

৪ঠা মার্চ্চ রাত্রে রণক্ষেত্র হইতে প্রেরিত জাপ সংবাদে দাবী করা হইয়াছে যে, জাপ সৈন্যেরা বাটাভিয়া ও বাণ্ডোয়েংয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থলে একটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ রেল ষ্টেশন দখল করিয়াছে।

সংবাদে আরও দাবী করা হইয়াছে যে, জাপানীরা সুমাত্রায় পালেমবাংয়ের ১৩০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে মোয়েরা-বোয়েংগো অধিকার করিয়াছে।

বহু জাপ সৈন্যের সলিল সমাধি

সরকারীভাবে ৫ই মার্চ্চ ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে সুবিক উপসাগরে জাপ জাহাজসমূহের উপর বিমান-আক্রমণের কালে সহস্র সহস্র জাপ-সৈন্য জলমগ্ন হইয়াছে।

জেনারেল ম্যাকআর্থার খবর দিতেছেন যে, ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে সুবিক উপসাগরে জাপানী জাহাজসমূহের উপর জেনারেল ম্যাকআর্থারের বিমান বহরের আকস্মিক আক্রমণের ফলে তিনখানা বৃহদাকার শত্রু জাহাজ নিমজ্জিত হইয়াছে। ঐ সকল জাহাজে জাপ সৈন্য বোঝাই ছিল। মনে হয় যে, জাহাজগুলি যখন নিমজ্জিত হয়, তখন সহস্র সহস্র জাপ সৈন্য জলমগ্ন অথবা জাহাজের মধ্যস্থিত গোলাবারুদের বিস্ফোরণের ফলে নিহত হয়।

শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ পরিচালনের নির্দ্দেশ

বাণ্ডোয়েং-এর সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ ক্রমে লণ্ডনস্থিত রাজকীয় নেদারল্যাণ্ডস্ গভর্ণমেণ্ট এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, সমস্ত কম্যাণ্ডারগণ, এমনকি যাহাদের এককভাবে যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহাদেরও শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইতে হইবে।

বাটাভিয়ার এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, পরিস্থিতি আশঙ্কাজনকই রহিয়া গিয়াছে, তীব্র প্রতিরোধ সত্ত্বেও শত্রুপক্ষ অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে। অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, ডাচদের কথিত "ধ্বংস নীতি" পূর্ণ মাত্রায় অনুসৃত হইয়াছে।

বাণ্ডোয়েং-এ সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, জাপানীরা সুনির্দ্দিষ্ট বিমানপ্রাধান্যের অবলম্বনে ক্রমশ: অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সত্ত্বেও আরও কতকগুলি স্থান জাপবাহিনী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। তাহারা পশ্চিম জাভার জেরিবাং, পোয়েরো-ওয়াকার্টা, টাংগেরাং এবং পুরু বাজার সোকো ও বন-জোকোয়ার্টো হস্তচ্যুত হওয়ার কথা স্বীকার করিয়াছে।

জাপানীরা কালিজাতি বিমানঘাটি দখল করিয়াছে। এই বিমানঘাটি বাণ্ডোয়েংয়ের অদূরে অবস্থিত। মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের উপর বোমা ও মেশিনগানের গুলীবর্ষণের উদ্দেশ্যে তাহারা এই বিমানঘাটী ব্যবহার করিতেছে।

বাটাভিয়া হইতে সৈন্য অপসারিত

৬ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, সমগ্র পশ্চিম যবদ্বীপ একরূপে জাপ কবলিত হইয়াছে এবং মিত্রশক্তি বাহিনীকে অন্যত্র সরাইয়া নেওয়া হইয়াছে।

বাণ্ডোয়েং-এ সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে, বাটাভিয়া হইতে সৈন্যগণকে সরাইয়া নেওয়া হইয়াছে। বুইটেনজরগ জাপানীদের হস্তগত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

জাপানীদের বাটাভিয়ায় প্রবেশ

যবদ্বীপ হইতে জাপ সরকারী নিউজ এজেন্সী সংবাদ পাইয়াছে, ৫ই মার্চ্চ রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় জাপানীরা বাটাভিয়ায় প্রবেশ করে। সে সময় তাহাদিগকে কোন বাধা দেওয়া হয় নাই। জাপানীরা শহর দখল করিয়া লইবার পর এখন সেখানে সম্পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছে।

পেগুর চতুর্দ্দিকে প্রচণ্ড সংগ্রাম

৬ই মার্চ্চের রেঙ্গুণের ইস্তাহারে উল্লিখিত হইয়াছে, "রেঙ্গুণের ও উত্তর রণাঙ্গনের অবস্থায় কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। দক্ষিণ রণাঙ্গনে পেগুর চতুর্দ্দিকে কয়েক দফা প্রচণ্ড সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। উহাতে ব্রিটিশ বাহিনী বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। পদাতিক ও গোলন্দাজ সেনাদলের সহায়তায় ব্রিটিশ বাহিনী আক্রমণ চালাইয়া প্রতিপক্ষের বহু সৈনিককে হতাহত করে এবং ৪টি বিমানবিধ্বংসী কামান ও অন্যান্য দ্রব্যাদি হস্তগত করে। ৬০টির অধিক প্রতিপক্ষের শব গণনা করা হয়। ব্রিটিশ বাহিনীর হতাহতের সংখ্যা অতি সামান্য।

পেগু রণাঙ্গনে ব্রিটিশ পক্ষে ট্যাঙ্ক ব্যবহার

পেগু রণাঙ্গন হইতে এসোসিয়েটেড প্রেসের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, "ইহা প্রকাশ পাইয়াছে যে, কতকগুলি ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক রেঙ্গুনে পৌঁছিয়াছে। ঐ সমস্ত ট্যাঙ্কের সৈন্যগণ পৃথিবীর মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট ও বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। জাপানীদের ট্যাঙ্ক এবং ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান নাই; তাহারা ট্যাঙ্কধ্বংসী কামানের অভাব পূরণের জন্য পরিখায় গোলাবর্ষণকারী মর্টার ব্যবহার করে। সৈন্যসংখ্যার গুরুতর পার্থক্য সত্ত্বেও শেষ মুহূর্তে ট্যাঙ্কসমূহের আগমন শুদ্ধ যুদ্ধের গতি পরিবর্ত্তিত করিতে পারে। মিত্রপক্ষের পদাতিক সৈন্যদের পৃষ্ঠপোষকতা করিবার জন্য এই সমস্ত লৌহদানব যুদ্ধে যোগ দেওয়াতে বহু জাপ সৈন্য হতাহত হইতেছে।

নিউগিনিতে জাপানীদের অবতরণ

নিউগিনির উত্তর-পূর্ব্ব উপকূলে পোর্ট মোর্সবি হইতে ১৭০ মাইল দূরের একটি স্থানে জাপানীরা অবতরণ করিয়াছে।

বাটাভিয়ায় জাপানীদের সামরিক শাসন

বাটাভিয়া হইতে প্রাপ্ত এক তারে জানা গিয়াছে, বাটাভিয়ার জাপ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ নেদারল্যাণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিজে সামরিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়াছে।

বাটাভিয়ার মেয়র এবং অপরাপর সরকারী কর্ম্মচারীকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে,—

(১) জাপ সেনা বাহিনীর অধিনায়ক গভর্ণর-জেনারেলের কার্য্য গ্রহণ করিবেন।

(২) সামরিক শাসন ব্যবস্থার ব্যাপারে ব্যাঘাত না হইতে পারে, এমনভাবে স্থানীয় আইন বলবৎ থাকিবে।

(৩) জাপ কর্ত্তৃপক্ষ স্থানীয় জনসাধারণের ধর্ম্ম এবং জীবন ধারণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিবেন।

(৪) শত্রুদের সহিত যোগাযোগ রাখিলে, ধনসম্পত্তি বিনষ্ট করিয়া আর্থিক জীবনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে।

ঘোষণায় বলা হইয়াছে, সকলের সম্মিলিত ধনসম্পত্তি এবং জীবনরক্ষার নীতি অবলম্বন করিয়াই জাপ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ নেদারল্যাণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিজে শান্তি-শৃঙ্খলা এবং স্বাভাবিক জীবনের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে।

মোরেসবি বন্দরে বিমান হানা

অষ্ট্রেলিয়ান বেতারে বলা হইয়াছে—নিউ গিনির মোরেসবি বন্দরে জাপ বিমান বোমা বর্ষণ করিয়াছে, কোন ক্ষতি বা হতাহতের বিবরণ পাওয়া যায় নাই। দুই ঝাঁকে বিভক্ত হইয়া বিমানগুলি সামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর হানা দেয়। নিউগিনি হইতে ৪ শত অধিক পুরুষ, ১৮ শত স্ত্রীলোক ও শিশু অষ্ট্রেলিয়ায় পৌঁছিয়াছে।

এডিলেডে যবদ্বীপের গভর্ণর

যবদ্বীপের লে: গভর্ণর ডাঃ ভনমুক, বিমান বাহিনীর অধিনায়ক, ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ গভর্ণমেণ্ট কাউন্সিলের

[৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

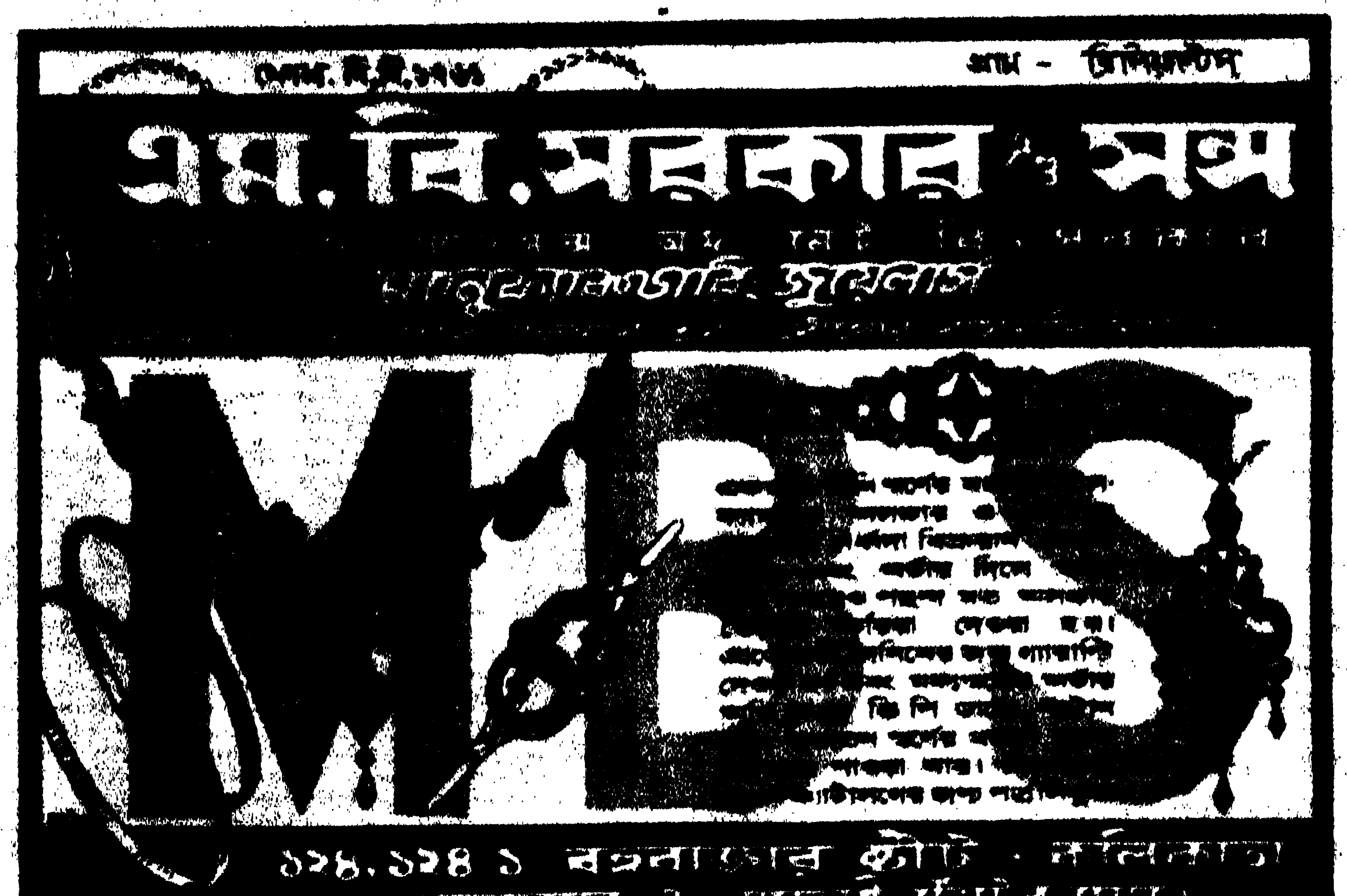

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় মহিলাদের অবদান

কলিকাতাস্থ মহিলা যুদ্ধ-কমিটীর বহুমুখীন কার্য্যধারা

নূতন বৎসরের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় মহিলাগণ দ্বারা অনুষ্ঠিত সমস্ত বিভাগের কার্য্যাবলীতে বিশেষ অগ্রগতি পরিলক্ষিত হইতেছে এবং নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইল।

কাজ করিবার জন্য নয়টি নূতন দল গঠিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে তাহার সর্ব্বমোট সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২২৪টি।

দলগুলির কার্য্যাবলীর এবং কার্য্যের আদান-প্রদানের সুবিধার্থে কলিকাতায় চারিটি সাব-ডিপো খোলা হইয়াছে।

কিছু দিন পূর্ব্বে লোক-সংগ্রহ ব্যাপারে যে আবেদন করা হইয়াছিল, তাহাতে বেশ সাড়া পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু এখনও বহু স্বেচ্ছাসেবকের প্রয়োজন আছে।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে পাক্ষিক পত্রিকাদি প্রেরিত হয়। বৃটিশ মিলিটারী হাসপাতাল, ইণ্ডিয়ান মিলিটারী হাসপাতাল এবং কলিকাতার চারিদিকস্থ বৃটিশ এবং ইণ্ডিয়ান ইউনিট প্রভৃতি হাসপাতালগুলিতে মাসিক পত্রিকাদি প্রেরিত হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট, ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স ব্যাটেলিয়ান, ডিমজানস্থিত "আর, এস, এফ", খিদিরপুরে অবস্থিত "সেয়াইন ক্লাব" এবং রেঙ্গুণ হইতে প্রত্যাগত বিমান-আক্রমণে আহত ব্যক্তিদিগকে সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মধ্য প্রাচ্যে দশ বাক্স গরম বস্ত্র প্রেরণ করা হইয়াছিল।

১,৪২৬ পাউণ্ড উল বিতরণ করা হয় এবং ২,৪৮৫টি তৈয়ারী পোষাক পাওয়া যায়।

নার্সিং ডিভিশনের সভ্যাগণ রেঙ্গুণ হইতে আগত বিমান-আক্রমণে আহত ব্যক্তিগণকে রেলগাড়ীতে উঠাইয়া দেওয়ার কার্য্যে সাহায্য প্রদান করেন। বাকী সভ্যাগণের মধ্যে একটি দল অন্তরীণাবদ্ধ ব্যক্তিদের সহকারী প্রহরী-রূপে কাজ করেন এবং অন্য দল রেঙ্গুণ-প্রত্যাগত ব্যক্তিদের সাহায্যে অগ্রসর হয়।

এ, আর, পির মহিলা বিভাগে জানুয়ারী মাসে সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মব্যস্ততা পরিলক্ষিত হয় এবং নিম্নে উল্লিখিত স্থান-সমূহে প্রাথমিক সাহায্য এবং এ, আর, পি বিষয়ে ৭২টি বক্তৃতা প্রদান করা হয়, যথা:—প্রধান কেন্দ্রসমূহ, সেণ্ট জেমস্ স্কুল, ডাফরিণ হাসপাতাল, গার্ডেন রিচ, বেথুন কলেজ, ব্রাবোর্ণ কলেজ, ধর্ম্মতলা ও সার্কাস রোডস্থিত সেলভেশান আর্মি এবং আলিপুরস্থিত ইউনাইটেড মিশনারী গার্লস স্কুল এবং লি মেমোরিয়েল স্কুল।

ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবকগণ বহু সাব-এরিয়াতে প্রচার কার্য্য পরিচালনা করেন এবং প্রয়োজনীয় সংবাদাদি প্রদানের জন্য তাহাদিগকে শিক্ষিত করিয়া তোলা হয়। ভারতীয় প্রার্থিগণের বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য প্রধান কেন্দ্রগুলিতে তিনজন স্কুল শিক্ষক কার্য্য করিতেছেন এবং এই কার্য্য দ্বারা তাঁহারা অমূল্য সাহায্য প্রদান করিতেছেন।

প্রাথমিক সাহায্য প্রদানের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা বেশ আশাপ্রদ। সম্পূর্ণ কার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য পরিচালকগণকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়। কারণ স্বেচ্ছাসেবকগণের বেশীর ভাগই সপ্তাহে মাত্র কয়েক ঘণ্টার বেশী ব্যয় করিতে সক্ষম নহেন।

আলিপুর, বালিগঞ্জ এবং বালিগঞ্জ ষ্ট্রীটে সন্ধান এবং নিখোঁজ বিভাগ খুলিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

তিনজন মহিলা গভর্ণমেণ্টের তৃতীয় গ্রেড ইন্সট্রাক্টার পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং একজন সভ্যা ৯০ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

জানুয়ারী মাসে বস্ত্রের ২৫,১০০৲ টাকা সহ ডিফেন্স সেভিংসএ ৪১,৪৭৮।।০ আনা সংগৃহীত হইয়াছে। এই বিভাগ কর্ত্তৃক সংগৃহীত অর্থের সর্ব্বমোট পরিমাণ বর্ত্তমানে ৭,৪৬,৮৮৫।০ আনা।

ভিজিটিং গ্রুপের সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ আশানুরূপ হয় নাই; কারণ যাহাদের নিকট হইতে সহানুভূতি পাওয়া যাইত, তাঁহাদের প্রায় অনেকেই শহর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

উপহার দ্রব্যের বিক্রয় লব্ধ অর্থ বেশ সন্তোষজনক হয়। আজ পর্য্যন্ত ২,০০০৲ টাকার দ্রব্য বিক্রয় হইয়াছে এবং সমস্ত ডিপোতে এই বিক্রয় কার্য্য চলিতেছে।

মহিলা বার্ত্তাবহনকারী প্রতিষ্ঠানের সভ্যাগণ ফোর্ট উইলিয়মে সামরিক যান চালনা করিতেছেন।

প্রত্যহ নিয়মিতভাবে সংরক্ষণ ও লরি চালনা শিক্ষাদান উদ্দেশ্যে ক্লাস চলিতেছে এবং কয়েকজন সভ্যা লরি চালনা পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এই শিক্ষাকার্য্য তিন মাস স্থায়ী হয়।

লেডি হার্বার্ট কর্ত্তৃক স্থাপিত বঙ্গীয় মহিলা যুদ্ধ ভাণ্ডারে জানুয়ারী মাসে ৬০,২৫৭৵৯ পাই সংগৃহীত হইয়াছে এবং সর্ব্বমোট দাড়াইয়াছে ১১,৭৬,৫১৮/৮ পাই।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কাপে জানুয়ারী মাসের ১১,০৭৫৲ টাকা সহ মহিলা বিভাগের মারফৎ এ পর্য্যন্ত সর্ব্বমোট ১,৯৩,৫০৯৮/৭ পাই সংগৃহীত হইয়াছে।

অতিরিক্ত ৩,০৯৫।।০ আনা এক্সকুইজিট সেলের কমিটির নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে।

ভারতীয় মহিলা সমিতি কর্ত্তৃক ভারতীয় সামরিক হাসপাতালটির পরিদর্শন কার্য্য নিয়মিতভাবে চলিতেছে। হাসপাতালটি পুরাপুরি ভর্ত্তী রহিয়াছে এবং তথাকার সৈন্যগণের সাপ্তাহিক আমোদ প্রমোদের জন্য মহিলাগণ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বোলানডসেহাট বর্ত্তমানে আমোদ প্রমোদের একটি জনপ্রিয় কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। এখানে সাপ্তাহিক নাচ অনুষ্ঠিত হয় এবং সামান্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সৈন্যদের জন্য চা পানের এবং আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়।

হুগলী জেলার পল্লীতে প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী কর্ত্তৃক উদ্বোধন

হুগলী জেলার সদর মহকুমার চোপরার নিকটবর্ত্তী সোনাটিকরী নামক স্থানে গত ফেব্রুয়ারী মাসের ৮ই তারিখ হইতে ১৫ই তারিখ পর্য্যন্ত কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য এবং চারুকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বাঙলার প্রধান-মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক প্রদর্শনীর উদ্বোধন কার্য্য সমাধা করেন এবং মাননীয় মিঃ শামসুদ্দিন আহমদও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান-মন্ত্রী স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড, ধন-সালিনী বোর্ড, এম, ই, স্কুল, ডিষ্ট্রিক্ট এগ্রিকালচারেল এসোসিয়েশন ও প্রদর্শনী কমিটি কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হন। মিঃ পি, সি, রায় এবং মিঃ নীলমণি যথাক্রমে ম্যাজিক এবং শরীরচর্চ্চার কৌশল প্রদর্শন করেন। হাওড়ার পুলিশ ব্যাণ্ডদল এবং চন্দননগর এবং বিষরা হইতে আগত বালিকা গায়িকা দল উপস্থিত জনতাকে তাঁহাদের যন্ত্র এবং কণ্ঠ সঙ্গীত দ্বারা আমোদিত করেন এবং হুগলীর মহেজ স্কাউট দল অভ্যাগতগণকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে। প্রথম দিনের কার্য্যসূচীতে একটি লাঙ্গলচালনা প্রতিযোগিতার এবং গো-মহিষাদির একটি বিরাট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। প্রদর্শনীতে অন্যান্য আকর্ষণীয় বস্তুর মধ্যে ভর্জা গান, সার্কাস এবং ছায়াচিত্র প্রদর্শন উল্লেখযোগ্য।

প্রদর্শনীর প্যাণ্ডেল এবং ষ্টলগুলি নানাবিধ কারুকার্য্যে সজ্জিত করা হইয়াছিল। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গভর্ণমেণ্টের সমস্ত বিভাগ, কলিকাতা করপোরেশন, বঙ্গীয় কুষ্ঠ নিবারণী সমিতি, যক্ষ্মা নিবারণী সমিতি, ন্যাশনাল ওয়েলফেয়ার ইউনিট, বাঁকুড়া ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ইউনিয়ন, সরোজনলিনী এসোসিয়েশন, বেঙ্গল সোসিয়াল সার্ভিস লীগ, হুগলী বোবাসী টেকনিকেল স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছিল। পাবলিক রিলেশন কমিটির প্রচার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত যান প্রত্যহ যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রচারকার্য্য করে। প্রদর্শনীতে মহিলাগণের এক বিরাট সভা এবং শিশু প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। হুগলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্নী মিসেস মজিদ মহিলা সভায় সভাপতিত্ব করেন। বিভাগীয় বক্তাগণ ছাড়া ডাঃ ডি, এম, মৈত্র এবং মিঃ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী প্রদর্শনীতে চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা করেন। শেষ দিনের অনুষ্ঠানে বিভাগীয় কমিশনার মিঃ এস, কে, হালদার সভাপতিত্ব করেন এবং মিসেস্ হালদার উপযুক্ত প্রদর্শন-কারিগণকে পুরস্কার বিতরণ করেন।

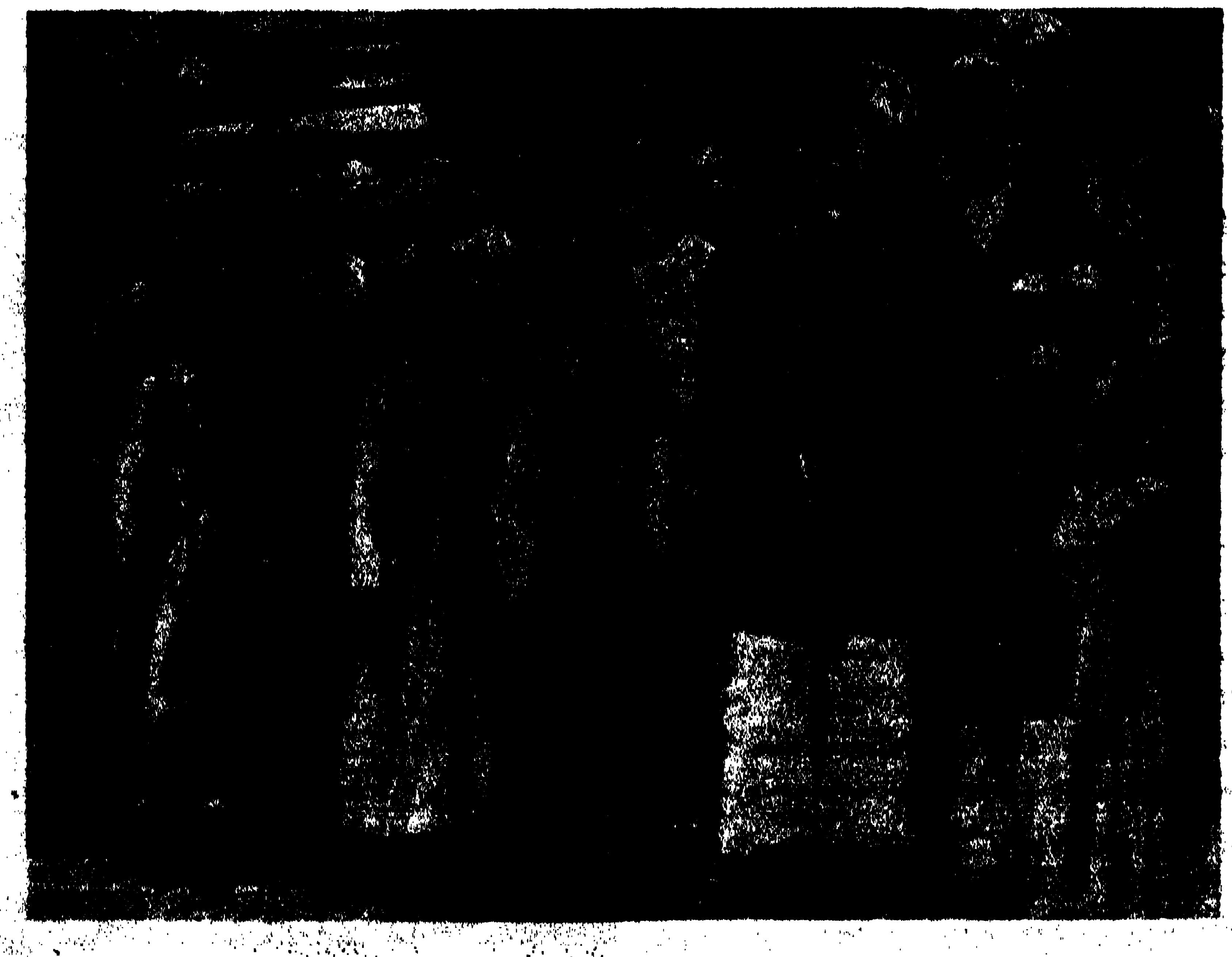

সোনাটিকরী প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী ও মাননীয় মিঃ শামসুদ্দীন আহমদ।

পল্লী অঞ্চলে ঋণ-সমস্যার সমাধান

বিভিন্ন স্থানে সালিসী-বোর্ডসমূহের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা

খুলনা—

রাজাপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড।

মোকদ্দমা নং ৭৮, সন ১৯৩৯ সাল।

আমির কবির..........খাতক

বনাম

আকবর উদ্দিন শেখ........মহাজন।

উপরোক্ত মোকদ্দমায় খাতক মেয়াদী পাট্টা সম্পাদন করিয়া মহাজনের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল। মহাজনের পাওনা ৭টি কিস্তিতে দেওয়া হইয়াছে এবং জমির দখল খাতককে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যেহেতু মেয়াদী পাট্টামূলে এই ঋণ করা হইয়াছিল; খাতক দেওয়ানী আদালতে অনুরূপ সুবিধা লইতে পারিত না।

চুণখোলা ঋণ-সালিসী বোর্ড, থানা মোল্লাহাট।

মোকদ্দমা নং ৬২, সন ১৯৩৮ সাল।

এই মোকদ্দমায় খাতক বাংলা ১৩৩১ সনে দশ কাঠা সনের জমি রেহেন রাখিয়া মহাজন বিজয় বিশ্বাসের অনুকূলে সাধারণ রেহেনী দলিল সম্পাদন করিয়া ২০০৲ দুই শত টাকা কর্জ গ্রহণ করিয়াছিল। রেহেনী দলিলে শতকরা ১৫৲ টাকা সুদ দেওয়ার সর্ত্ত ছিল। খাতক সুদের টাকা দিতে অপারগ হইয়া রেহেনী ভূমি মহাজনের দখলে ছাড়িয়া দেয় এবং মহাজন ঐ জমির উপস্বত্ব ১৬ বৎসর ভোগ করে। বোর্ড নিষ্পত্তি করেন যে, খাতকের নিকট মহাজনের আর কিছুই পাওনা নাই এবং জমি খাতকের দখলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

নোয়াখালী—

রামপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড, থানা কোম্পানীগঞ্জ।

মোকদ্দমা নং ১১৯, সন ১৯৩৯ সাল।

এই মোকদ্দমায় মহাজনদের দাবী ছিল ২৭০৲ টাকা। আদালত উহা কমাইয়া মাত্র ৫৲ টাকায় মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া দেন। ঐ স্থানেই নগদ টাকা আদায় করা হয়।

বাটৈয়া ঋণ-সালিসী বোর্ড, থানা সুধারাম।

মোকদ্দমা নং ৫৬।৪, সন ১৯৩৭ সাল।

এই মোকদ্দমায় রেহেনী দলিলমূলে পাওনা দাবী ছিল ১,২০০৲ টাকা। বোর্ড কর্ত্তৃক দাবীর পরিমাণ ধার্য্য করা হয় ৫০০৲ টাকা এবং ৪০০৲ টাকায় মোকদ্দমা আপোষ নিষ্পত্তি করা হয়। ইহার উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল যে, ৪০০৲ চারিশত টাকাই ঐস্থানে নগদ দেওয়া হয়।

দিয়াজপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড, থানা সুধারাম।

মোকদ্দমা নং ৮২, সন ১৯৩৭ সাল।

এই মোকদ্দমায় বাদীর দাবী ছিল ১,৩৫৪৲ টাকা। বোর্ড দাবীর পরিমাণ সাব্যস্ত করেন ১,২৫৭৲ টাকা এবং মাত্র ২৬০।।০ আট আনায় মোকদ্দমায় নিষ্পত্তিপত্র প্রদান করেন। এই ডিক্রীর টাকার ৭৭৲ টাকা নগদ আদায় করা হয় এবং অবশিষ্ট টাকা ১০ কিস্তিতে আদায় করা হইবে।

জলপাইগুড়ি—

বাকপুর-বেসাগ্রাম ঋণ-সালিসী বোর্ড।

সারদামণী দেব্যা..........খাতক

বনাম

রাজেশ্বরী বর্ম্মণী..........মহাজন।

এই মোকদ্দমায় মোট দাবী ছিল ৩৫০৲ টাকা। বোর্ড কর্ত্তৃক দাবীর পরিমাণ সাব্যস্ত হইয়াছিল ২২৲ টাকা এবং টাকা নগদ দিয়া মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া হয়।

মেদিনীপুর—

বাহিরী ঋণ-সালিসী বোর্ড, মহকুমা কাঁথী।

এই মোকদ্দমায় মহাজন খাতকের নিকট ৯৪৮৲ টাকা দাবী করিয়াছিল। বোর্ড কর্ত্তৃক আপোষে নিষ্পত্তি করা হয় যে, ৭ কিস্তিতে ৩০০৲ টাকা আদায় করিতে হইবে। বোর্ড মহাজনকে অনুরোধ করিয়া সাকুল্য সুদ ও আসল টাকা হইতে ৫০৲ টাকা ছাড়িয়া দিতে সম্মত করেন।

যশোহর—

ত্রিবেণী ঋণ-সালিসী বোর্ড।

মোকদ্দমা নং ১৫৮।১০, সন ১৯৪০ সাল

উপরোক্ত বোর্ড অতি চিত্তাকর্ষকভাবে আপোষে এই মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন। মহাজনের দাবী ছিল ১,০৫২৲ টাকা; কিন্তু বোর্ড মাত্র ১০০৲ টাকায় এই মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন।

মুর্শীদাবাদ—

নিমতিতা ঋণ-সালিসী বোর্ড।

মোকদ্দমা নং ২৮।২, সন ১৯৩৯ সাল

রমণী কান্ত কর্ম্মকার............খাতক

বনাম

উদয়চন্দ্র সাহা...............মহাজন।

মহাজন ১৯৩৯ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এই মোকদ্দমা দায়ের করে। মোট দাবীর পরিমাণ ছিল ৮২৩।।০ আট আনা। আসল ঋণের পরিমাণ ছিল ৬৭৩।।০ আট আনা। বোর্ড আইনের ১৮ ধারা মতে ঋণের পরিমাণ ধার্য্য করেন ৮০৲ টাকা এবং ১৯৪১ সনের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে ৮০৲ টাকায় মোকদ্দমা আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া দেন। যখন মহাজন তাহার দাবী উপস্থিত করে, খাতক বর্ণনা দেয় যে, মহাজনকে সে অনেক টাকা দিয়াছে এবং তাহার নিকট মহাজনের আর অল্প মাত্র পাওনা রহিয়াছে। যেহেতু খাতক সময় মত টাকা আদায় করিতে পারে নাই, সেইজন্যই ঋণ ক্রমশ: বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং একাধিক বার দলিল পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। খাতক আরোও বলে যে, তাহার ১ এক বিঘা ২৮ ডেসিমেল পরিমিত জমি মহাজনকে ৬ বৎসর ভোগ করিতে দিয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে মহাজন খাতককে ঋণের দায় হইতে মুক্তি দিয়াছে, কিন্তু দলিল ফেরৎ দেয় নাই কিম্বা কোন রসিদ দেয় নাই। খাতক তাহার বর্ণনার পোষকতায় বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য উপস্থিত করিয়াছিল। কাজেই ঋণের পরিমাণ ৮০৲ টাকা ধার্য্য করা হয়। এই টাকা ৭ বৎসরে আদায় করা হইবে।

বেলডাঙ্গা ঋণ-সালিসী বোর্ড।

মোকদ্দমা নং ৭২।১২, সন ১৯৪০ সাল

বিষ্ণু চরণ মুখার্জী.............খাতক

বনাম

মণীন্দ্র ব্যাঙ্ক লিঃ, বহরমপুর........মহাজন।

খাতক ১৯৪০ সনের ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে এই মোকদ্দমা আনয়ন করে। অন্যান্য পাওনাদারের সহিত খাতক মণীন্দ্র ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নামও মহাজনদের নামের মধ্যে উল্লেখ করে; কিন্তু ব্যাঙ্কের পাওনা স্বীকার করে না। ব্যাঙ্ক বর্ণনা দিয়া ৫৪৮/৯ পাই দাবী করে। বোর্ড ঋণ সাব্যস্ত করিবার সময়ে ব্যাঙ্ক উহার দাবী পরিত্যাগ করে। কারণ খাতকের টাকা আদায় দিবার সঙ্গতি অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে এবং ব্যাঙ্ক সুদের যে টাকা পাইয়াছে, তাহাতে খাতকের দেনা পরিশোধিত বলিয়া ধরা দিয়াছে। ১৯৪১ সনের ২১শে সেপ্টেম্বর নিষ্পত্তি পত্র দস্তখত করা হয়। এই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে কোন আপীল দায়ের করা হয় নাই।

রংপুর—

মোকদ্দমা নং ২২৩, সন ১৯৩৯ সাল

খাতক সাহানউদ্দিন মহাজন রহিমউদ্দিনের নিকট হইতে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১২৫৲ টাকা ধার করিয়াছিল। কয়েকবার দলিল পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক পরিবর্ত্তনের সময় কিছু কিছু আদায় করিয়া খাতক মোট ১৩৮৲ টাকা পরিশোধ করে। অবশেষে বাংলা ১৩৪২ সনে খাতক মহাজনের অনুকূলে ৪০০৲ টাকার একখণ্ড কিস্তিবন্দী দলিল সম্পাদন করে। খাতক ইহার পর কিস্তিমতে টাকা আদায় দিতে পারে নাই এবং মহাজন ৪০০৲ টাকার জন্য একটি ডিক্রি হাসেল করে। খাতকের প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন আয় নাই এবং পুনরায় কিস্তিবন্দী করায় কোন ফল হইবে না। বোর্ড অনেক চেষ্টা করিবার পর মাত্র ২০৲ টাকায় এই মোকদ্দমা আপোষ নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন। টাকা নগদ দিতে হইয়াছে। ঋণ হ্রাস ব্যাপারে অনুরোধ উপরোধ ও নগদ টাকা দিয়া অনেক অভাবনীয় নিষ্পত্তি করা সম্ভবপর হইতে পারে।

উলবাকী ঋণ-সালিসী বোর্ড।

মোকদ্দমা নং ৯৩, সন ১৯৪০ সাল

আতন আলী সরকার.............খাতক

বনাম

তাকাতমল ওসওয়াল............মহাজন।

খাতক মহাজনের নিকট ২০০৲ টাকার ঋণী ছিল। খাতকের পক্ষে এত টাকা আদায় দেওয়া অসম্ভব ছিল। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ২০০৲ টাকা ধার্য্য করেন। কিন্তু মহাজনের বদান্যতা ও বোর্ডের অনুরোধ উপরোধের জন্য মহাজন খাতকের নিতান্ত দরিদ্র অবস্থা বিবেচনা করিয়া মাত্র ৫০৲ টাকায় নিষ্পত্তি করিতে স্বীকৃত হয়। খাতক নগদ ৫০৲ টাকা আদায় দেয় এবং ঋণমুক্ত হয়।

মুর্শীদাবাদ—

নিমতিতা ঋণ-সালিসী বোর্ড।

মোকদ্দমা নং ১৯০।৪, সন ১৯৩৯ সাল

কবির মণ্ডলের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র গোলাই সেখ গং ....খাতক

বনাম

অশ্বিনী কুমার সরকার..........মহাজন।

এই মোকদ্দমা ১৯৩৯ সনের ১৭ই এপ্রিল তারিখে মহাজন কর্ত্তৃক উপস্থিত করা হয়। মহাজনের মোট দাবীর পরিমাণ ছিল ২০০৲ দুই হাজার টাকা। সাবেক আসল ঋণ ছিল ৮০০৲ টাকা। বোর্ড কর্ত্তৃক দাবীর পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয় ৭০০৲ টাকা এবং ৪-৯-১৯৪১ তারিখে ৬৬০৲ টাকায় নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া হয়।

মহাজন রেজিষ্টীকৃত রেহেনী দলিলমূলে ২,০০০৲ টাকা দাবী করিয়া বোর্ডে মোকদ্দমা আনয়ন করে। যেহেতু খাতকের অধিকাংশ জমিজমা নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের অবস্থা অতি খারাপ হইয়া গিয়াছে, সেইজন্য খাতকগণ বোর্ড ও মহাজনকে দাবী কমাইয়া দিতে অনুরোধ করে। বোর্ড নগদ ৭০০৲ টাকা গ্রহণ করিয়া মহাজনকে খাতকদের সহিত নিষ্পত্তি করিতে অনুরোধ করেন। খাতকেরা ৬৬০৲ টাকার অধিক সংগ্রহ করিতে পারে নাই। খাতকেরা যাহা দিতে পারিয়াছে, মহাজন তাহাই গ্রহণ করিয়াছে।

পটুয়াখালী মহকুমার পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের কর্ম্মচারীদের উদ্যোগে বগুনা থানার ছোট বৌবিচণা জুনিয়ার মাদ্রাসায় ২২শে জানুয়ারী এক সভার অধিবেশন হয়। কুলজুরি ইউনিয়ন পল্লী-উন্নয়ন সমিতির এবং ছোট বৌবিচণা ও অন্যান্য পল্লী-উন্নয়ন সমিতির সদস্যগণ স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ও মাদ্রাসার ছাত্র সহযোগে পতাকা উড়াইয়া বিরাট মিছিল করে। সভায় অসংখ্য লোকের সমাগম হয়। মাদ্রাসার হেড মাষ্টার ও স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের বক্তৃতার পর পল্লী-উন্নয়ন ও পাট-নিয়ন্ত্রণের ইন্সপেক্টর পল্লী-উন্নয়নের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৫ম পৃষ্ঠার জের]

সদস্যগণ এবং উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারিগণ সহ দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়ার এডিলেড শহরে পেঁৗছিয়াছেন।

আত্মসমর্পনের সংবাদ

যবদ্বীপের ডাচগণ আত্মসমর্পণ করিয়াছে বলিয়া জাপানীরা যে দাবী করিয়াছে, লণ্ডনের ডাচ গবর্ণমেণ্টের হেড কোয়ার্টারে উহার কোন সমর্থনসূচক সংবাদ পাওয়া যায় নাই। লণ্ডনের ডাচ গভর্ণমেণ্টের মুখপাত্র এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে সকল স্থানে বাধাদান সফল হইবার কোন আশা ছিল না, হয়ত সেই সকল স্থানে ডাচগণ আত্মসমর্পণ করিয়াছে। তিনি বলেন,—"এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, ডাচগণ সর্ব্বজনীনভাবে আত্মসমর্পণ করে নাই।"

রেঙ্গুণের পতন ?

জাপানীগণ কর্ত্তৃক রেঙ্গুণ অধিকৃত হইবার সংবাদ লণ্ডনে সমর্থিত হয় নাই, তবে লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষীয় মহল সোমবার দিবস এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, রেঙ্গুণের অবস্থা যে সঙ্কটজনক তাহাতে সন্দেহ নাই। কর্ত্তৃপক্ষীয় মহল উহাও প্রকাশ করিয়াছেন যে, জাপানীদের কাজে লাগিতে পারে এইরূপ কলকারখানা, যন্ত্রপাতি ও বাড়ীঘরগুলির ধ্বংস সাধন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

রেঙ্গুণ হইতে বৃটিশ বাহিনী অপসারণ

৯ই মার্চ্চ তারিখ প্রকাশিত নয়াদিল্লীর এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম হইতে প্রাপ্ত বিভিন্ন সংবাদে জানা যায় যে, গত ৭ই মার্চ্চ তারিখেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল যে, সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কলকারখানা, গৃহ ও সাজসরঞ্জামাদি ধ্বংস করিবার পর বৃটিশ বাহিনীকে রেঙ্গুণ হইতে সরাইয়া লওয়া হইবে। মধ্য ব্রহ্মের যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে সরকারী সূত্রে কোন নূতন সংবাদ পাওয়া যায় নাই; তবে জানা গিয়াছে যে এক সময়ে জাপ বাহিনীর আক্রমণে রেঙ্গুণ হইতে উত্তরদিকগামী বড় রাস্তাটি বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। মিত্রপক্ষীয় বিমান বাহিনীর সম্মিলিত প্রচণ্ড আক্রমণে এই বিপদাশঙ্কা বিদূরিত হয়। প্রকাশ যে, ঐ অঞ্চল হইতে শত্রু সৈন্যকে সম্যক বিদূরিত করা হয়।

বে-সামরিক রাজকর্ম্মচারিগণ অপসারিত

লণ্ডনের ৯ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, সরকারীভাবে জানা গিয়াছে যে, ব্রহ্ম গবর্ণর ব্রহ্ম সচিবকে জানাইয়াছেন যে, চূড়ান্ত ধ্বংসকার্য্য সাধিত হইবার কয়েকদিন পূর্ব্বেই রেঙ্গুণ হইতে বেসামরিক সরকারী কর্ম্মচারিগণ এবং ব্যবসায়িগণকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

অন্যান্য রণাঙ্গণের সংবাদ

লেনিনগ্রাড রণক্ষেত্রে জার্ম্মাণদের দুর্দ্দশা

মস্কো হইতে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, লেনিনগ্রাড রণাঙ্গনে জার্ম্মাণেরা বিমানযোগে যে সকল সেনাবাহিনী আনিয়াছিল তাহার একটি ডিভিশন সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। এখানে দুই হাজার জার্ম্মাণ সেনা নিহত হইয়াছে এবং লালফৌজ ১৪টী সুরক্ষিত ঘাঁটি অধিকার করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রচুর সমরোপকরণ হস্তগত হইয়াছে। টাস্‌রা রুশায় সোভিয়েট সেনাবাহিনী পরিবেষ্টিত জার্ম্মাণ ১৬শ বাহিনীর উপর অধিকতর চাপ দিতেছে। এই বাহিনীর মোট ৯৬ হাজার জার্ম্মাণ সৈন্য অবরুদ্ধ হইয়াছিল। তন্মধ্যে এখন মাত্র ৬০ হাজার অবশিষ্ট আছে। টাস্‌রা রুশ শহরে শতাবধি জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক অকিলায় আটক পড়িয়াছে।

মধ্য-রণাঙ্গণে রুশীয়দের অগ্রগতি

"প্রাভদায়" এই মর্ম্মে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, ইয়কনুভ দখল করিয়া লইয়া রাশিয়ানরা আরও চাপ দিতেছে এবং জার্ম্মাণরা পশ্চিম দিকে হটিয়া যাইতেছে।

"ইয়কনুভ" একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। মালয়ো-য়ারোস্লাভেটস মারোকোবিনস এবং মোজাইস্ক অঞ্চলের সৈন্যদের জন্য জার্ম্মাণরা উহাকে সরবরাহ ঘাঁটিতে পরিণত করিয়াছিল। তাহারা এখানে একটি বিমান ঘাঁটিও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল।

টাস এজেন্সী বলেন যে, টাবারা রুশায় ৫ম জার্ম্মাণ ডিভিশনের কয়েকদল সৈন্য কর্ত্তৃক রুশ বাহিনীর বেষ্টনী ভেদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ৫৬নং চসার রেজিমেণ্ট বিধ্বস্ত এবং কয়েকটি জার্ম্মাণ সৈন্যদল গুরুতরভাবে পরাজিত হইয়াছে।

জার্ম্মাণীর বসন্ত অভিযান

ডিসি নিউজ এজেন্সীর সংবাদদাতা ষ্টকহলমে প্রাপ্ত যে সংবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, নাৎসী সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ বসন্ত অভিযানের জন্য বিপুল উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন। "স্বেনস্কা ডাগেব্লাডেট" পত্রিকার বার্লিনস্থ সংবাদদাতা বলেন যে, পূর্ব্ব রণাঙ্গনের জন্য নূতন সংগৃহীত তরুণ সৈন্য বোঝাই লরীসমূহের দীর্ঘ সারি বার্লিন ষ্টেশনে উপস্থিত হইতেছে এবং সারি সারি নূতন সাঁজোয়া গাড়ী ও লরী জলস্রোতের ন্যায় রাস্তা দিয়া পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইতেছে।

ডোনেৎস রণাঙ্গণে বিরাট আক্রমণ

বার্লিনে স্বীকার করা হইয়াছে যে, ডোনেৎস রণাঙ্গণে এক ডিভিশন রুশ সৈন্য প্রবল আক্রমণ সুরু করিয়াছে।

চল্লিশ সহস্র জার্ম্মাণ নিহত

মস্কো রেডিওতে প্রচারিত সোভিয়েটের এক বিশেষ ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, ৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে ৫ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত ৪৩ খানা ট্যাঙ্ক, ২৮৫ কামান, ৮৩ ট্রেঞ্চ মর্টার, ৪৯১ মেশিনগান, ২৩৬ অটোমেটিক রাইফেল, ৩৮০ রাইফেল, ২৮ খানি বিমান, ৪খানি গ্লাইডার, ৭৯০ খানি লরী, প্রচুর বোমা ও গোলাগুলী সহ প্রভূত রণসম্ভার সোভিয়েটের হস্তগত হইয়াছে। এই সময়ে অন্যূন ৪০ সহস্র জার্ম্মাণ সৈন্য ও অফিসার নিহত হয় এবং লুকনিগি, মুকনও ও ডোরাবুরুজ সহ ২৬৩টি জনপদ জার্ম্মাণদের কবলমুক্ত করা হয়।

মাল্টার উপর ব্যাপক বিমানহানা

৯ই মার্চ্চ সমস্ত দিন ধরিয়া মাল্টার উপর বিমান হানা চলিয়াছে। বোমারু বিমানের সহিত জঙ্গী বিমান এবং বিমান ধ্বংসী কামানের তুমুল সংগ্রাম হয়। পূর্ব্ব রাত্রে মাল্টার নয়বার বিমান হানার সঙ্কেতধ্বনি করা হয়। বেসামরিক অধিবাসীদের কিছুটা ক্ষতি হয়। সেদিন অপরাহ্নে বোমারু বিমান এবং জঙ্গী বোমারু বিমান-শ্রেণী মাল্টার উপর হানা দিয়া সরকারী সম্পত্তির খানিকটা ক্ষতি করিয়াছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কিছু লোক হতাহত হইয়াছে।

রেলে ভ্রমণের পরিমাণ হ্রাস করুন।

বিনা প্রয়োজনে ভ্রমণ করিবেন না !!

একান্ত প্রয়োজনের সময়ই মাত্র রেলগাড়ী ব্যবহার করিবেন।

[illegible] প্রদর্শনী ট্রেন

মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ায় বিরাট জনতা কর্ত্তৃক দর্শন

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ডিফেন্স প্রদর্শনী ট্রেণটি মেদিনীপুরে পেঁৗছে। সমবেত প্রায় বিশ হাজার লোকের সমক্ষে জেলা মেজিষ্ট্রেট মিঃ এন, এম, খান, আই-সি-এস, তাঁহার প্রারম্ভিক অভিভাষণে জনতাকে চূড়ান্ত জয়লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহাদের সমর-প্রচেষ্টা বৃদ্ধি করিবার জন্য আবেদন জানান। জেলার গণ্যমান্য অধিবাসিগণকে প্রদর্শনীটি দর্শন করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। মহকুমার সমস্ত জায়গা হইতে বহু হাজার মহিলা এবং বালক বালিকা প্রদর্শনী ট্রেণটি দর্শন করিবার জন্য আগমন করে। ছাত্রদের ট্রেণটি পরিদর্শনের সুবিধার্থে স্থানীয় কলেজ এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ঐদিন বন্ধ রাখা হয়। কলেজের হইতেও বহু ছাত্র আগমন করিয়াছিল। সিভিক-গার্ডের সহায়তায় প্রহরী মোতায়েনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ট্রেণটি বাঁকুড়ায় গমন করে। জেলা মেজিষ্ট্রেট মিঃ এ, কে, ঘোষ, আই-সি-এস, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, মহকুমা হাকিম এবং স্থানীয় অন্যান্য কর্ম্মচারী সমভিব্যাহারে ট্রেণের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বহু সংখ্যক মহিলাসহ প্রায় পনের হাজার লোক তথায় গমন করে। সমবেত জনতার নিকট জেলা মেজিষ্ট্রেট ডিফেন্স প্রদর্শনী ট্রেণটির সারবত্তা বর্ণনা করেন এবং ডিফেন্স বণ্ড লোন এবং সার্টিফিকেট ক্রয় করিবার জন্য আবেদন করেন। তিনি যুব সম্প্রদায়কে সৈন্যদলে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করেন। প্রদর্শনী গাড়ীটি দর্শন করিবার জন্য হাজার হাজার লোক আগমন করে এবং পুলিশ অত্যন্ত সন্তোষজনকভাবে চলাচল নিয়ন্ত্রিত করে। ইহার পর প্রায় বিশ হাজার লোকের উপস্থিতিতে এক ছায়াচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয় এবং উহা উপস্থিত জনতা কর্ত্তৃক বেশ সমাদৃত হয়। এই প্রদর্শনী ট্রেণটির উপস্থিতিতে জেলার সর্ব্বত্র চাঞ্চল্য এবং আলোড়নের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

কয়েকটি ঋণ-সালিসী বোর্ড

নূতন ক্ষমতাপ্রাপ্তির ঘোষণা

নিম্নোক্ত ঋণ-সালিসী বোর্ডসমূহকে বঙ্গীয় কৃষি-খাতক আইনের ১৯ ধারার অন্তর্গত (১) উপধারার (গ) প্রকরণ অনুযায়ী ক্ষমতা পরিচালনের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে:—

ঢাকা জেলার সদর (দক্ষিণ) মহকুমার মাত্তোকাইল-শ্যামপুর, বেরাইদ-হাতারকুল, ডেমরিয়া, উত্তরখান, কালাতিয়া, কয়াইসু, বারতা, আগলা, কোন্ডা, শানিলপুর, কলপাড়া ও মদনগপুর বোর্ড।

বিগত ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সপ্তাহে বাঙ্গলা প্রদেশে কলেরা রোগে মোট ৬৭৫ জন লোক আক্রান্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে ৩১২ জন খাখরগঞ্জ জেলায় এবং ২৪০ জন ত্রিপুরা জেলায় আক্রান্ত হইয়াছে। বাখরগঞ্জে ১৯০ জনের ও ত্রিপুরায় ১২২ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

আসানসোল ও কলিকাতায় মাঝে মাঝে বেরিবেরিজনিত রোগের আক্রমণ দেখা গিয়াছিল। প্লেগে আক্রমণের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

চীনের বিস্ময়কর প্রতিরোধ ক্ষমতা

[১ম পৃষ্ঠার জের]

চীনের শিক্ষা

কিন্তু দুর্দিনে পড়িয়াও চীনবাসীরা প্রায় অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছে। প্রত্যেক সামরিক বিপর্যয়ে তাহাদের সাহস দমিয়া যাওয়ার পরিবর্তে আরও উদ্বুদ্ধ হয়। জাপানীদের সেনাপতিমণ্ডলী ও উহার সঙ্গে সঙ্গে বহির্জগতও আশা করিয়াছিল যে, সাংহাই, নানকিং ও হাংকং পর পর জাপানীদের হস্তগত হওয়ার পর চীনাদের আর বাধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকিবে না। কিন্তু চীন গভর্ণমেণ্ট ও চীনজাতি যুদ্ধের প্রত্যেক স্তরে যে অবসর পাইয়াছে সেই সময়ের মধ্যে পশ্চাৎভাগে বাধাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহারা চীনের সমস্ত পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের পশ্চাদ্বর্তী প্রদেশ সংগঠন করিয়া তুলিয়াছেন এবং সেইজন্য বর্তমানে চীনের জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্থল পূর্ব সমুদ্রতট হইতে অভ্যন্তর ভাগে স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং পশ্চিম দিকে সম্পূর্ণ নূতন চীন গড়িয়া উঠিয়াছে।

জাপানকে চীনের বাধা দানের এই অদম্য শক্তি স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধরত সমস্ত জাতিকে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এইরূপ শিক্ষা প্রদান করিতেছে যে, সকলেই ইহার রহস্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন। ইহার প্রথম এবং প্রধান নিগূঢ় তত্ত্ব হইল নৈতিক বল। যেভাবে নানা প্রকার অসুবিধার মধ্যেও অবিরাম যুদ্ধ করিয়া চীনের লোকগণ নূতন ও বেশী সংখ্যক সৈন্যকে শুধু ট্রেণিং দিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিতেছেন না, সঙ্গে সঙ্গে নূতন ভাবে চীনা কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তিও গড়িয়া তুলিতেছে, তাহার তুলনা ইতিহাসে নাই বলিলেই চলে। বর্তমানে চীনের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হইল শিল্প প্রতিষ্ঠান। এই শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য চাই যন্ত্রাদি ও কলকব্জা, সেগুলির জন্য চীনকে বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়। ইউরোপের যুদ্ধের জন্য ও জাপানীদের অবরোধের দরুণ সেগুলি পাইবার উপায় এক প্রকার বন্ধ। তথাপি বৃটেন ও আমেরিকা হইতে যতটা সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে, তাহা লইয়াই চীন গভর্ণমেণ্ট চীনের দক্ষিণ-পশ্চিম তিনটি প্রধান প্রদেশ সেজওয়ান, কিউচাউ ও ইউনানে বিরাট শিল্প অঞ্চল গড়ার পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করিয়াছেন।

জাতীয় একতা

জাপানীদের আক্রমণাত্মক অভিযানের ফলে যেভাবে অল্প সময়ের মধ্যে চীনাদের মধ্যে জাতীয় একতা স্থাপিত হইয়াছে, উহাই সম্ভবতঃ চীনাদের নৈতিক বলের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বিরোধীদলসমূহ অবিলম্বে নিজেদের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করতঃ বিদেশী আক্রমণের সম্মুখে সর্বপ্রকার বিরোধ মিটাইয়া ফেলিয়াছে। চারি বৎসর পূর্বে মাদাম চিয়াং কাইশেক জাপানের চীন আক্রমণকে জাতীয় একতার বিরুদ্ধে অভিযান বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। জাপানীরা মনে করিয়াছিল যে, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট ও কম্যুনিষ্টদের মধ্যে বিরোধ মিটিয়া যাওয়ার ফলে চীনদেশে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং চীনাজাতির এই একতা স্থাপনে বাধা দেওয়ার জন্যই ১৯৩৭ সনে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দেয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা এই ঐক্য স্থাপনের কাজ তাড়াতাড়ি সম্পাদনে সাহায্যই করিয়াছে।

চীনের বাধাদানের সাফল্যের আর একটি প্রধান কারণ হইল তাহাদের রণনীতি ও রণকৌশল—যাহা তাহারা অধিকতর শিক্ষিত ও সজ্জিত জাপানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতেছে। চীনের সামরিক নেতাগণ একথা বেশ জানেন যে, জাপানী আক্রমণকারীদের উপর চরম আঘাত শুধু অনুরূপ সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত নিয়মিত সৈন্যের দ্বারাই হইতে পারে। তথাপি তাহারা যথাসম্ভব বিপুলভাবে বাধাদানে বিরত থাকেন নাই। এই বাধাদানে প্রত্যেক সামরিক, শ্রমিক বা কৃষক তাহার কর্তব্য করিয়াছে এবং সাহায্য করিয়াছে।

লক্ষ্য করার বিষয়

জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে চীনের বাধাদানের পদ্ধতিকে তিনটি বিভিন্ন অবস্থা ও শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম অবস্থা হইল জাপানী নিয়মিত সৈন্যের বিরুদ্ধে চীনাদের খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ এবং ধরিয়া লওয়া যায় যে শেষ পর্যন্তও অনুরূপভাবে পরিচালিত হইবে। কিন্তু ইহার মধ্যবর্তী অবস্থা হইল নিয়মিত ও অনিয়মিতভাবে বাধা প্রদান। এই অনিয়মিতভাবে যুদ্ধ প্রথম চীনা কমিউনিষ্ট সৈন্যদলের নেতারা প্রবর্তন করেন; এই কমিউনিষ্ট সৈন্যদল অষ্টম রুট আর্মি নামে বিশেষ পরিচিত। এই প্রকারের যুদ্ধ এখন শুধু কমিউনিষ্টদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে এবং তাহাদের নেতা মাওসি চাং তাহার ভাষায় ইহার সর্বোৎকৃষ্ট বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি বলেন চীনের আত্মরক্ষার যুদ্ধ সমবেত ট্রেঞ্চ এবং বিরাট দুর্গ শ্রেণী সন্নিবেশের চেয়ে বহু স্থান ব্যাপী অনির্দিষ্ট রণক্ষেত্রের পরিকল্পনায় পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। নির্দিষ্ট স্থানে যুদ্ধ করিয়া অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী জাপানী সজ্জিত সেনা কর্তৃক বিধ্বস্ত হওয়ার সম্ভাবনা পরিহার করিতে হইবে। কোন কোন শহর শত্রু হাতে পতিত হইলে কিম্বা রেলযোগে যাতায়াত বন্ধ হইলেও কিছু আসে যায় না। কারণ চীনে বিক্ষিপ্ত ভূমি বিষয়ক অর্থনীতি বিদ্যমান এবং তাহার কতিপয় শিল্প ও আর্থিক কেন্দ্র না থাকিলেও কাজ চলিতে পারিবে। পক্ষান্তরে যতদিন দেশবাসী বিরুদ্ধভাবাপন্ন ও অসহযোগী থাকিবে, ততদিন অধিকৃত অঞ্চলসমূহ আক্রমণকারীদের কোন উপকারে আসিবে না। অধিকৃত স্থানসমূহকে অর্থ সম্পদের জন্য কাজে লাগাইতে না পারিলে আর্থিকভাবে দুর্বল জাপানকে সুদীর্ঘ ও ব্যয়বহুল যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতে হইবে। তাহাতে লোকক্ষয়, অর্থক্ষয় ও নৈতিক দুর্বলতা আনয়ন করিবে। শেষে নিপ্পন গভর্ণমেণ্ট দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং তখন চীন আক্রমণ চালাইবে।

চারিটি মূলনীতি

এই প্রকারের যুদ্ধ পরিচালনা পদ্ধতিকে চারিটি সহজ মূলনীতিতে বর্ণনা করা যাইতে পারে—যখন শত্রুরা আক্রমণ করে তখন আমরা পিছনে হটিয়া যাই; যখন তাহাদের অগ্রগতি থামিয়া যায় তখন আমরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া উত্যক্ত করি; যখনই তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়ে তখন আমরা তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করি; যখন তাহারা পলায়ন করে তখন আমরা তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া যাই। এই নীতিকে কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করিতে হইলে সৈন্যবাহিনীর সহিত শত্রুকে বাধাদানে উদ্যত ও সংগঠিত জনসাধারণের মধ্যে যথাসম্ভব নিবিড় সহযোগিতার প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে এই প্রকারের যুদ্ধে প্রধান দায়িত্ব নিয়মিত সৈন্যদের উপর নহে, ঐ দায়িত্ব পক্ষাবলম্বী গ্রামবাসী ও কৃষকদের দলগুলিকেও বহন করিতে হয়। এই সমস্ত গ্রামবাসী ও কৃষককে নিয়মিত সৈন্যগণ ট্রেণিং দিবে।

এই প্রকারের প্রতিআক্রমণকে সাধারণভাবে "গরিলা" যুদ্ধ বলা হয়। ইহাতে ভাল ভাল ব্যবস্থা বা সরঞ্জামের অভাব নাই। পক্ষান্তরে অনেক বৎসর পর্যালোচনা করিয়া যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি স্থির

[১১ পৃষ্ঠায় দেখুন]

মাদাম চিয়াং কাইশেকের একখানা আধুনিক ফটো।

মাননীয় খানবাহাদুর হাশেম আলী খান

নদীয়া, পাবনা ও রাজশাহী জেলায় সফর

মাননীয় খান বাহাদুর হাশেম আলী খান সাহেব সম্প্রতি যে সফর করিয়া আসিয়াছেন, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদত্ত হইল:—

বাঙলা সরকারের সমবায় ও পল্লী-ঋণ বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় খান বাহাদুর হাশেম আলী খান সাহেব সম্প্রতি কৃষ্ণনগর পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, মহকুমা হাকিম, অন্যান্য সরকারী কর্মচারী এবং মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সহ অন্যান্য বেসরকারী ভদ্রমহোদয়গণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। তাঁহাকে গার্ড অব অনার দ্বারা সম্মানিত করা হয়। তৎপর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে সার্কিট হাউসে লইয়া যান এবং তথায় তিনি কয়েকজন বিশিষ্টজনকে সাক্ষাৎ প্রদান করেন। পরদিন তিনি জাহাঙ্গীরপুর কো-অপারেটিভ ফার্ম পরিদর্শন করেন এবং উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য তিনি সমবায়ীগণকে শৈথিল্য প্রদর্শন না করিবার জন্য অনুরোধ করেন। মাননীয় মন্ত্রী তাঁহাদের সম্মিলিত প্রয়াসের উপর বিশেষ জোর দেন এবং বলেন যে, তাঁহাদের এই প্রচেষ্টাদ্বারা শুধু তাঁহারা নিজেরাই যে উপকৃত হইবেন তাহা নয় বরং জনসাধারণের সম্মুখে একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া দেশের একটি মহৎ উপকারও করিবেন। তৎপর তিনি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে ফিরিয়া আসেন এবং তথায় তিনি সদর ঋণ-সালিশী বোর্ড, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, স্পেশাল বোর্ড, নদীয়া সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এবং কৃষ্ণনগর সিটি কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ব্যাঙ্কসমূহের কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করেন। তারপর তিনি কৃষ্ণনগর হইতে চুয়াডাঙ্গা চলিয়া যান এবং স্থানীয় হাই স্কুলের ছাত্রগণ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সভ্যবৃন্দ দ্বারা মাল্যভূষিত হন। ইহার পর তিনি সার্কিট হাউসের দিকে রওয়ানা হন এবং তথায় তাঁহাকে গার্ড অব অনার দ্বারা সম্মানিত করা হয় এবং তৎপর তিনি সরকারী উচ্চ কর্মচারিগণকে সাক্ষাৎ প্রদান করেন।

তিনি পাবনা সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, স্পেশাল ঋণ-সালিশী বোর্ড, সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক পরিদর্শন করেন এবং বহুক্ষণ ধরিয়া ডিরেক্টারগণের সঙ্গে ব্যাঙ্কের উন্নতি-বিধানকল্পে আলোচনা করেন। পাবনা কলেজ প্রাঙ্গণে মৌলবী আজহার আলী, এম, এল, এ, কর্ত্তৃক আহূত এক জনসভায় মাননীয় মন্ত্রী বক্তৃতা করেন। তিনি জনসাধারণর অভাব-অভিযোগ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন এবং যুদ্ধসৃষ্টির মধ্যে আসন্ন বিপদের মুখে তিনি তাহাদের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার জন্য কি করিতে পারেন, তাহা জিজ্ঞাসা করেন। তিনি সমস্ত ভেদাভেদ সম্পন্ন মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করিবার জন্য তাহাদিগকে অনুরোধ করেন এবং পূর্ব্ব সীমান্তে যে বিপদাশঙ্কা আজ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে, তাহা দূরীভূত করিবার জন্য তাহাদের সকলের বুদ্ধি ও শক্তিকে নিয়োজিত করিবার জন্য অনুরোধ করেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেন যে উভয় সম্প্রদায়কে একযোগে মিলিত-ভাবে কাজ করা এবং একের ক্ষতি সাধন করিয়া অন্যের লাভবান্ হওয়ার প্রচেষ্টা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ইসলাম ধর্ম্মের মূল বাণী হইল "শান্তি", সুতরাং ভেদনীতি ইসলামের লক্ষ্য নয়, বরং ইহার লক্ষ্য হইতেছে ভ্রাতৃভাব রক্ষণ করা। যদি এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া কাজ করা যায়, তবে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিতে পারে না এবং এই বিদ্বেষ ভাবের অনুপস্থিতিতে দেশ ধ্বংসের মুখ হইতে পুনরায় উন্নতির দিকে আগাইয়া যাইবে। বঙ্গীয় মহাজনী আইন এবং বঙ্গীয় কৃষি-খাতক আইনের মধ্যে যে প্রভেদ বিদ্যমান ছিল, মাননীয় মন্ত্রী তাহা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেন। শেষোক্ত আইনে যে সমস্ত ত্রুটি বিদ্যমান ছিল, তাহা প্রজাদের কল্যাণকল্পে যে কোন সময়ে সংশোধন করা যাইত। এই সমস্ত সংশোধনদ্বারা গরীব প্রজারা যাহাতে উপকৃত হইতে পারে, সরকার সে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। সেকেণ্ডারী এডুকেশন বিল সম্বন্ধে জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণা অপসারণ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বলেন যে, তাহাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সরকার এরূপ একটি বিল আনয়ন করিবেন, যাহাতে কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থ হানির কোন প্রকার সম্ভাবনা থাকিবে না। এই সভা প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ চলে। তৎপর মাননীয় মন্ত্রী প্রধান-মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উল্লাপাড়া রওয়ানা হন। মাননীয় মিঃ শামসুদ্দিন আহমদের অনুরোধে তিনি এবং মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী উল্লাপাড়া হইতে লাহিড়িমোহনপুরে এক জনসাধারণের সভায় বক্তৃতা করিতে যান এবং ঐ সভাতে বহুসংখ্যক মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষ হইলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ উল্লাপাড়া হাই স্কুল প্রাঙ্গণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সভ্যবৃন্দ দ্বারা অভ্যর্থিত হন। তৎপর মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী, মাননীয় মিঃ শামসুদ্দিন আহমদ এবং মাননীয় খান বাহাদুর হাশেম আলী খান বক্তৃতা দান করেন।

সভা শেষ হওয়ার পর মাননীয় মন্ত্রী উল্লাপাড়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ সভার সভাপতিত্ব করেন। অতঃপর তিনি উল্লাপাড়া পরিত্যাগ করিয়া নাটোরে উপস্থিত হন। সেখানে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, মহকুমা হাকিম, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস্-চেয়ারম্যান, এবং জনসাধারণের বিপুল জনতা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন এবং বাদ্যভাণ্ড ও পতাকা সহযোগে শোভাযাত্রা করিয়া ডাক-বাংলোতে লইয়া আসেন। সেখানে তিনি বহুসংখ্যক স্থানীয় ভদ্রলোক ও সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে দর্শন দান করেন। তৎপর এক বিরাট জনসভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন।

ইহার পর মাননীয় মন্ত্রী স্পেশ্যাল ঋণ-সালিশী বোর্ড এবং সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক পরিদর্শন করেন। অতঃপর ডাক-বাংলা হইতে আট মাইল দূরবর্তী হাতীবান্দা নামক একটি গ্রাম দেখিতে গমন করেন। তৎপর তিনি নাটোর পরিত্যাগ করিয়া নওগাঁ অভিমুখে রওনা হন এবং ষ্টেশনে মহকুমা হাকিম, সরকারী কর্ম্মচারী ও বেসরকারী ভদ্রলোকের সহিত বিপুল জনতা তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন। তৎপর তাঁহাকে সোসাইটি ক্লাবে লইয়া যাওয়া হয়। সন্ধ্যা বেলায় পঁচিশ হাজার লোকের একটি জনসভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন।

সভায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে মানপত্র পাঠ করা হইয়াছে এবং তিনি প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে মনোজ্ঞ উত্তর প্রদান করিয়া বলেন যে, যথাবিধ সম্প্রদায়ের লোক দ্বারাই বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট সংগঠিত হইয়াছে এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই দরিদ্রের দুঃখ দূর করিয়া তাহাদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হইবেন। যাহা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত সেইভাবে দরিদ্র জনসাধারণের অবস্থা উন্নয়নের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা করিবেন—এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন।

অতঃপর মাননীয় মন্ত্রী নওগাঁ সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এবং স্পেশ্যাল ঋণ-সালিশী বোর্ড পরিদর্শন করেন। অতঃপর তিনি শহরের সন্নিকটে বোয়ালিয়ার অন্তর্গত বালিপাকুড়ি ও চাত্তোরে গাঁজার চাষ পরিদর্শন করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি শিকারপুর ঋণ সালিশী বোর্ড এবং নওজোয়ান সমিতি পরিদর্শন করেন।

অতঃপর তিনি নওগাঁ পরিত্যাগ করিয়া সান্তাহার রওনা হন এবং নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস যোগে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পল্লী-অঞ্চলে মাননীয় মন্ত্রীর সফর

বাঙলা সরকারের সমবায় এবং পল্লী-ঋণ বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় খান বাহাদুর হাশেম আলী খান গত ২২শে ফেব্রুয়ারী রবিবার সকাল সাড়ে আটটার সময় কলিকাতা হইতে ৭৬ মাইল দূরবর্তী সন্দ্বীপ মোবারকনগর পরিদর্শনে যাত্রা করেন। পথে তিনি যাত্রা ভঙ্গ করিয়া পুকুরিয়া ইউনিয়ন বোর্ড অফিসে গমন করেন এবং তথায় তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করা হয় এবং তিনি উহার প্রত্যুত্তর প্রদান করেন। সন্ধ্যাতে তিনি ঋণ-সালিশী বোর্ড এবং ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল কো-অপারেটিভ সোসাইটি পরিদর্শন করেন। তৎপর তিনি শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন কার্য্য সমাপন করেন এবং জনসাধারণের এক সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সমবায় বিভাগের এসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রার, ইন্সপেক্টার, মহকুমা হাকিম এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের সহিত স্থানীয় বয়নশিল্পীদের অবস্থা উন্নয়নকল্পে কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে, সে বিষয়ে আলোচনা করেন।

ব্রহ্মদেশ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদল

চট্টগ্রামে স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা

দৈনিক সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বর্ম্মা হইতে দলে দলে আশ্রয়প্রার্থীরা চট্টগ্রাম জেলায় সমবেত হওয়ার ফলে অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে এবং উহা জন-স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিজনক হইবে। এই পরিস্থিতিতে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। জেলার স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অফিসারের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য একজন অভিজ্ঞ অফিসারকে প্রেরণ করা হইয়াছে। এই অঞ্চলে ইতিমধ্যে দশজন বিশেষ চিকিৎসককে প্রেরণ করা হইয়াছে এবং অনতিবিলম্বে আরও বার জনকে প্রেরণ করা হইতেছে। দেড় টন ব্লিচিং পাউডার এবং ৫০,০০০ সি, সি কলেরা প্রতিষেধক টিকার বীজ সহ ১০টি কলেরা প্রতিষেধক ঔষধের বাক্স এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রেরণ করা হইয়াছে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম এলাকার জনস্বাস্থ্য বিভাগের অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টার ডাঃ দত্তের উপর এই ব্যাপক কার্য্যের দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে এবং যদি তিনি প্রয়োজন বোধ করেন, তবে চট্টগ্রাম-বর্ম্মা অঞ্চলের সীমানায় তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের যথাযোগ্য কাজ করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিতে পারিবেন। ডাঃ দত্ত এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানানো হইয়াছে যে, যদি তাঁহারা মনে করেন যে, যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে তাহা যথেষ্ট নহে, তবে টেলিগ্রাম্ করার সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইবে।

১৯৪২ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে কলিকাতায় যে সমুদয় দুগ্ধবতী গাভী আনীত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা ২১টি এবং উহার মধ্যে নয়টি পাঞ্জাব হইতে এবং বাকীগুলি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনীত হইয়াছে। উক্ত সময়ের মধ্যে পাঞ্জাব হইতে একটি এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে ১৬টি মহিষ আনীত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে শুশ্রূষা ব্যবস্থার উন্নতি

গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রশ্নপত্র প্রেরণ

ভারতবর্ষে শুশ্রূষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য সরকারী বিভাগসমূহে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট, বেসরকারী হাসপাতালসমূহ ও বিভিন্ন প্রকারের প্রতিষ্ঠানসমূহ ও নার্সদের সেবা শিক্ষা ও কর্মসাধন ব্যবস্থা সম্বন্ধে যাহারা সংশ্লিষ্ট, তাহাদের নিকট প্রশ্নাবলী প্রেরণ করা হইবে।

ভারতবর্ষে নিযুক্ত ডাক্তারের মোট সংখ্যা ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার, সেস্থলে নিযুক্ত নার্সের (শুশ্রূষাকারী) সংখ্যা ৫,০০০ পাঁচ হাজার। ডাক্তার ও নার্সের কর্মনীতি কর্তব্য অনুসারে ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যানুপাত উহার বিপরীত হওয়া প্রয়োজন ছিল।

ভারতবর্ষের আরোও অধিক সংখ্যক হাসপাতালে নার্সের ট্রেণিং না হইবার অন্যতম কারণ হইল যথেষ্ট পরিমাণ উপযুক্ত পরিচালক ও শিক্ষকের অভাব। ভারতবর্ষে যে সমুদয় নার্স পরিচালনা ও শিক্ষা কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা ও বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করে, তাহাদের জন্য পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে দ্রুত অগ্রগতি সম্ভবপর হইতে পারে। যদিও প্রাদেশিক চিকিৎসা বিভাগসমূহ ও অন্যান্য বেসরকারী শুশ্রূষা ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলি সকলেই উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন, তথাপি প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহ ঐ শিক্ষায়তনে ট্রেণিংএর জন্য শিক্ষার্থী প্রেরণ করিয়া তৎপর তাহাদিগকে নার্সরূপে চাকুরী দিয়া কতটা সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহা স্থির করা প্রয়োজন। এই সংবাদ ঠিকভাবে জানা গেলে নিখিল ভারত পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট নার্সিং স্কুল প্রতিষ্ঠার বাস্তব প্রস্তাব উপস্থিত করিবার সুবিধা হয়।

উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্য ও আদর্শ রক্ষা করার জন্য এবং আন্তঃপ্রাদেশিক নার্সিং সার্টিফিকেটের তুল্য সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরামর্শ বোর্ড কেন্দ্রীয় নার্সিং কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করার পরামর্শ দিয়াছেন।

চীনের বিস্ময়কর প্রতিরোধ ক্ষমতা

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

করা হইয়াছে এবং যাহারা এইরূপ যুদ্ধ পরিচালনা করে, তাহাদিগকে নিয়মানুবর্ত্তিতা, সাহস, রণকুশলতা ও ব্যক্তিগতভাবে নেতৃত্ব গ্রহণে সুশিক্ষিত করা হয়। সর্ব্বোপরি গরিলা দলভুক্ত লোকদিগকে জনসাধারণের সহিত বেশ মিলমিশ দিয়া থাকিতে হয়, কারণ তাহাদিগকে আশ্রয়ের জন্য জনসাধারণের উপরই নির্ভর করিতে হয়। এই সমুদয় দলের নেতারা জনসাধারণের সহিত সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করিতে ও জাপানকে বাধাপ্রদানের স্পৃহা সৃষ্টি করিতে বিশেষ নিপুণ।

ইহা পূর্ব্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে যে, জাপানের বিরুদ্ধে বাধাপ্রদানে চীন শুধু গরিলা যুদ্ধই করিতেছে না, সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত সৈন্যগণও যুদ্ধ করিতেছে এবং গরিলা যুদ্ধ দ্বারা নিয়মিত যুদ্ধের বিশেষ সহায়তা করা হইতেছে। চীন যে উৎসাহ নিয়া গরিলা যুদ্ধ করিতেছে, তাহাতে জাপানের বিরুদ্ধে চীনের দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকটিত হইয়াছে। এই উৎসাহ অনমনীয় ও অপরাজেয়। দক্ষিণ সাগরে মিত্রশক্তির ভাগ্যবিপর্য্যয় অথবা দক্ষিণ প্রান্তে বর্মা রোড বন্ধ হওয়ার যাহারা মনে করেন যে, চীনবাসীদের সঙ্কল্পে শিথিলতা আসিবে তাহাদের ধারণা ভ্রমাত্মক হইবে। চীন জাতির মুখপাত্রগণ পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন যে, অন্যত্র যাহাই ঘটুক না কেন, তাহারা শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবেন এবং তাহারা সত্য কথাই বলিয়াছেন। এই যুদ্ধে চীনের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং চীনের নিজের জন্য ও তাহার বন্ধু ও মিত্রশক্তির জয়ে বিজয় লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত এই গুরুত্ব সমভাবেই থাকিবে।

সিভিল ডিফেন্স ইন্‌ফরমেশন অফিস

সাধারণের বিশেষ জ্ঞাতব্য

বাংলা সরকার কর্তৃক কলিকাতার ১৪নং বেণ্টিক ষ্ট্রীটে সিভিল ডিফেন্স ইন্‌ফরমেশন অফিস নামে একটি নূতন অফিস খোলা হইয়াছে। ইহা বাংলা সরকারের প্রচার বিভাগের একটি অংশ বিশেষ এবং প্রচার বিভাগের ডিরেক্টার মহোদয়ের কর্তৃত্বাধীন থাকিবে।

এই নূতন অফিসটি বিমান-আক্রমণের পর যে সমস্ত ব্যক্তি নিহত বা আহত বা গৃহহীন হইবে, তাঁহাদের সংবাদ সরবরাহ কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবে। সিভিল ডিফেন্স ইন্‌ফরমেশন অফিসে যাহাতে সমস্ত থানা, হাসপাতাল এবং সাহায্য-কেন্দ্রগুলি হইতে অনতিবিলম্বে সংবাদ প্রেরিত হইতে পারে এবং তথায় এই সমস্ত সংগৃহীত সংবাদাদি তালিকাভুক্ত এবং একত্রীভূত হইয়া পুনরায় সমস্ত থানাগুলিতে প্রেরিত হইতে পারে, সে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিমান-আক্রমণের পর সংবাদাদি সংগ্রহ, তালিকাভুক্ত ও প্রচারের নিমিত্ত উক্ত অফিসটি কেন্দ্রীয় অফিস হিসাবে ব্যবহৃত হইবে এবং উপস্থিত বা টেলিফোনে যথাসম্ভব সত্বর অনুসন্ধানের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা হইবে। কিন্তু বিমান-আক্রমণের পর জনসাধারণ তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী থানাতে অনুসন্ধান

[শেষ কলমের নিম্নে দেখুন]

ম্যালেরিয়া-নিবারণী প্রচেষ্টা

রংপুর জেলার জন্য বাংলা সরকারের দান

ম্যালেরিয়া-নিবারণী পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য যে খরচ লাগিবে, গভর্ণমেণ্ট তাহার দুই-তৃতীয়াংশ বহন করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় রংপুর জেলা বোর্ডকে গভর্ণমেণ্ট আরও অতিরিক্ত ৯,৪৬৬ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন এবং ইহাদ্বারা দুইটি পরিকল্পনার গভর্ণমেণ্টের অর্দ্ধেক হইতে বর্দ্ধিত দুই-তৃতীয়াংশ খরচ বহন করিবার প্রচেষ্টা প্রতীয়মান হইবে।

পূর্ব্ব-উল্লেখিত পরিকল্পনা দুটি নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ঘেঘেরা নদী সংস্কার পরিকল্পনা ..	২৯,২০০
ঝাড়ীন এবং উহার সংশ্লিষ্ট খালসমূহের পুনঃ খনন পরিকল্পনা ..	২৭,৬০০

[২য় কলমের শেষাংশ]

করিলেই ভাল হয়। কারণ তথায় তাঁহাদের অবগতির জন্য বিমান-আক্রমণ ঘটিত সমস্ত দুর্ঘটনার এক একত্রীভূত তালিকা প্রস্তুত হইবে। এতদুদ্দেশ্যে কলিকাতার সমস্ত থানাসমূহে প্রচার বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে।

ইতিমধ্যে ১৪নং বেণ্টিক ষ্ট্রীট অফিসটি মার্কেণ্টাইল বিল্ডিংস্থিত কেন্দ্রীয় এ, আর, পির প্রচার এবং নিয়োগ বিভাগের এ, আর, পির অতিরিক্ত প্রচার শাখারূপে কাজ করিতেছে।

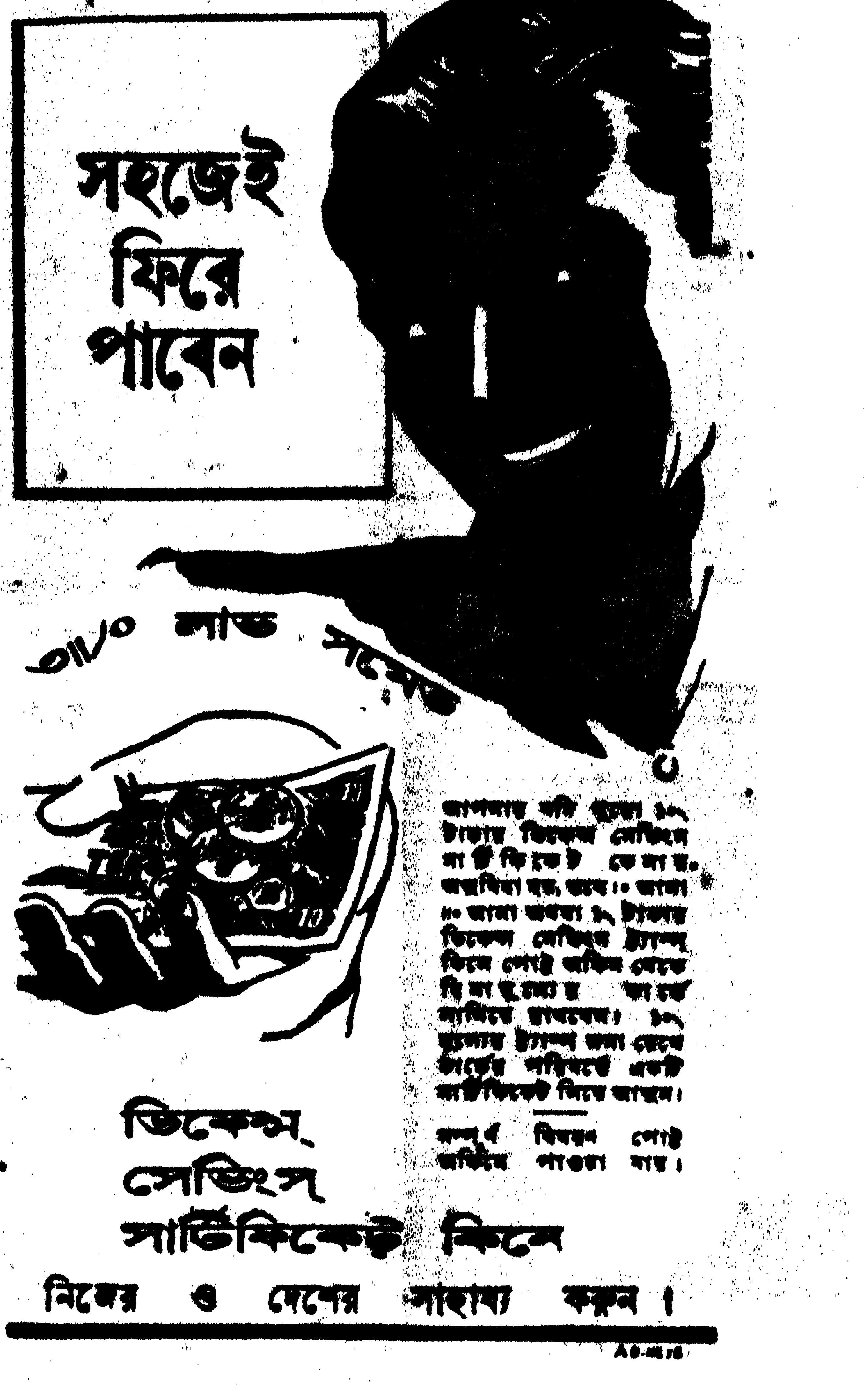

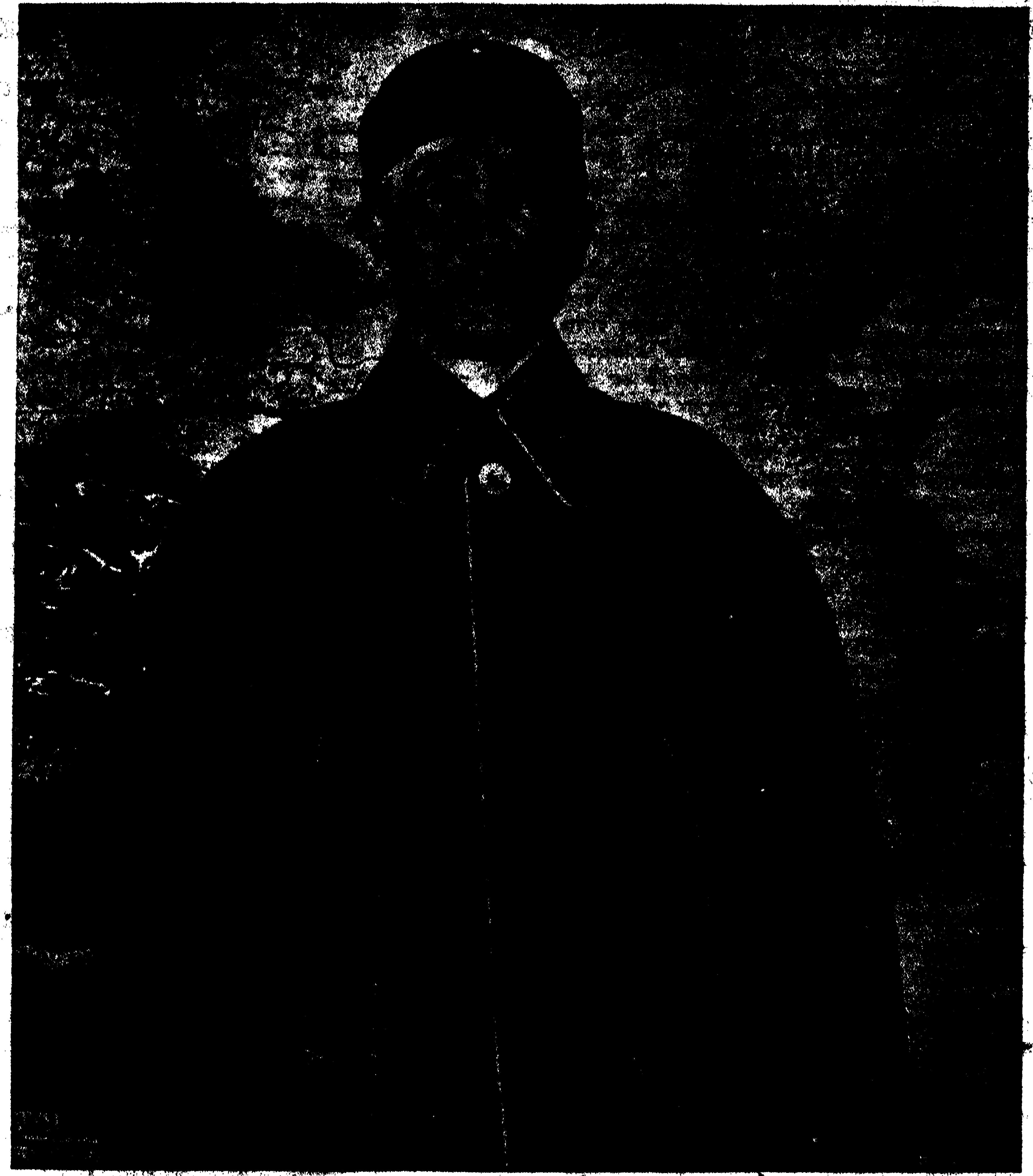

চীনের রাষ্ট্র-নায়ক মার্শাল চিয়াংকাইশেক

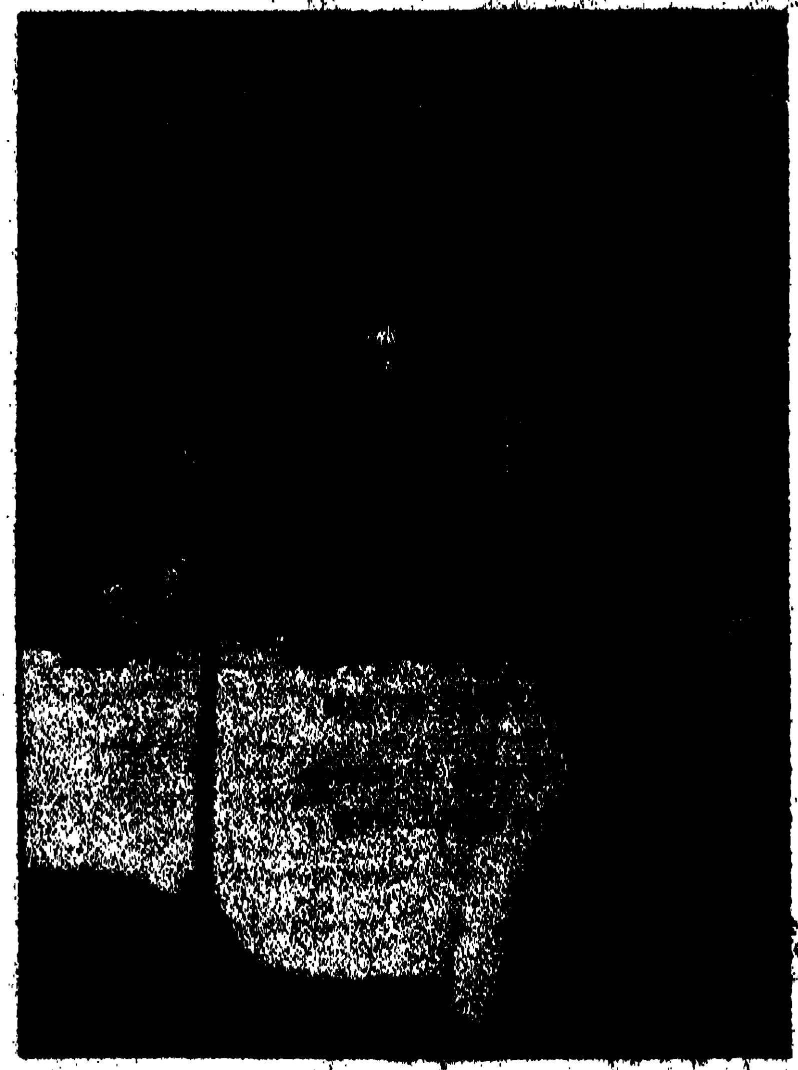

মাদাম চিয়াংকাইশেক

সমগ্র ভারতে চীন-দিবসের অনুষ্ঠান

বিগত ৭ই মার্চ রবিবার দিন সমগ্র ভারতে চীন-দিবসের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য সভা-সমিতির অনুষ্ঠান হইয়াছিল এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর জনগণ বিরাট সংখ্যায় এই সব অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া চীনের প্রতি ভারতের আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ দিয়াছিল। কলিকাতার এই উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং নানা স্থান হইতে বহু লোক শোভাযাত্রা করিয়া চীনের প্রতি শুভেচ্ছাজ্ঞাপক নানারূপ ধ্বনি উচ্চারণ করিতে করিতে এই সব সভায় যোগদান করিয়াছিল। বাংলা গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে এই উপলক্ষে বিশেষভাবে মুদ্রিত এক প্রকার ষ্ট্যাম্প বাহির করা হইয়াছিল। "... সামরিক পতাকার" সম্মুখে সর্বাধিনায়ক জেনারেল চিয়াং কাইশেকের ছবি এবং তাহার নিম্নে লেখা ছিল—"ভারত চীনকে অভিবাদন করিতেছে।" প্রত্যেক ষ্ট্যাম্পের মূল্য এক আনা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল এবং এই ষ্ট্যাম্প বিক্রয় হইতে যে অর্থ পাওয়া যাইবে, তাহা চীনা রেডক্রস প্রতিষ্ঠানে দান করা হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। কলিকাতার চীনাপাড়ায় বিভিন্ন অট্টালিকায় চৈনিক পতাকা উত্তোলন করা হইয়াছিল এবং চীনাদের দোকান প্রভৃতিতে রাষ্ট্র-নায়ক মার্শাল চিয়াংকাইশেকের প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হইয়াছিল। কলিকাতার ময়দানে চীনা স্কাউট দলের কুচকাওয়াজ প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং তাহা দেখার জন্য তথায় বিরাট জনতার সমাবেশ হইয়াছিল।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও সর্ব্বত্র চীন-দিবসের অনুষ্ঠান অনুরূপভাবে সাফল্যের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ABU HENA.

Regd. No. [illegible]532.

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ১৮শ সংখ্যা] কলিকাতা, ২৩শে মার্চ, ১৯৪২ [এক আনা

চীনের গণতান্ত্রিক মানসিকতা

জাপানের প্রতি দেশবাসীর তীব্র ঘৃণার অভিব্যক্তি

[চীনের গণতান্ত্রিক মানসিকতা ও তাহার ফলে সমগ্র চীনদেশ ব্যাপিয়া যে এক্সিস-বিরোধী ভাবধারা জাগিয়া উঠিয়াছে, "জাপান ক্রনিকেল্" পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক মিঃ ডি, জে, ইভান্স এক প্রবন্ধে অতি সুন্দরভাবে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। পাঠকদের অবগতির জন্য আমরা উক্ত প্রবন্ধের অনুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিলাম]

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহ আজ ইহা বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছে যে, চীনদেশের জনগণের নিকট তাহারা কি বিরাটভাবে ঋণী। এক্সিস পক্ষাবলম্বী শক্তিবর্গ এবং বিশেষভাবে জাপানের বিরুদ্ধে চীন এমন বিক্রমতার অভিযানে অগ্রসর হইয়াছে কেন? জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে নানা অসুবিধা সত্ত্বেও চীনের জনগণ অব্যাহতভাবে যে প্রতিরোধ চালাইয়া যাইতেছে, তাহার অন্তর্নিহিত প্রেরণার উৎস কোথায়?

এই প্রশ্নের উত্তরে সর্বপ্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় যে, অতি আদিম যুগ হইতেই চৈনিকগণ গণতান্ত্রিক মানসিকতার অধিকারী। সম্রাটের পক্ষ হইতে যে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত হইত, তাহার সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে দেশের জনসাধারণের বিশেষ কোন সম্পর্কই ছিল না। দেশের বিরাট আয়তনের জন্য পল্লী-অঞ্চলের জনসাধারণের পক্ষে রাজধানীর সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রায় অসম্ভব ছিল বলা চলে। কাজেই কোটী কোটী চীনা কৃষক, শিল্পী ও ব্যবসায়ী মূলতঃই আত্ম-নিয়ন্ত্রিতভাবে চলিবার শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছে। নিজেদের ক্ষুদ্র সহর বা গ্রামের ভালমন্দের দিকেই মাত্র তাহাদের লক্ষ্য ছিল, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট বা রাজধানীর প্রতি নির্ভর করার সুযোগ তাহারা আদৌ পায় নাই। অধিকাংশ লোকই এই ধারণাই পোষণ করিত যে, কেন্দ্রীয় রাজ-সরকারে নির্দ্দিষ্ট খাজানা প্রদান করিয়া তাহার দাখিলা পাইলেই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি তাহাদের কর্ত্তব্য শেষ হইল।

চীনে দেশদ্রোহীর স্থান নাই

চীনের সরল প্রাণ কঠোর পরিশ্রমী জনসাধারণ রাজনৈতিক আর্থিক অবস্থা বা সমাজ-বিজ্ঞানের উচ্চ ধারণা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিলেও, স্বভাবতঃই তাহারা গণতান্ত্রিক মানসিকতার অধিকারী ছিল; কারণ তাহারা সমাজবদ্ধ জীবনের উপকারিতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ ছিল। রাষ্ট্রের নির্দ্দেশের জন্য কোনরূপে অপেক্ষা না করিয়াই নিজেদের প্রয়োজনীয় সব ব্যাপার নিজে নিজেই সম্পন্ন করার শিক্ষা তাহারা অনেক যুগ হইতেই পাইয়া আসিয়াছে। চীনদেশে এখন সহস্র সহস্র গ্রাম রহিয়াছে—যেখানে বহুদিন হইতেই আত্ম-নিয়ন্ত্রিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছিল। কেন্দ্রীয় সরকার হইতে আদেশ আসিলে পর যথাবিহিত কর্ত্তব্য করা হইবে—এরূপ মনোবৃত্তির বশে সরকারের মুখের দিকে চাহিয়া না থাকিয়া চীনের জনগণ তাহাদের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা অনুযায়ী গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ, মাতব্বর, পুরোহিত প্রভৃতির সহায়তায় গ্রামের প্রয়োজনীয় সকল কাজ সম্পন্ন করিয়া আসিতেছিল।

চৈনিক গণতন্ত্রী মানসিকতার জনক এইসব গ্রাম্য প্রধান সকল স্থানীয় ব্যাপারের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজেরাই বহন করিয়া থাকেন।

এরূপ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে যাহারা গোড়া হইতেই গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহারা যে বর্তমান বিংশ শতাব্দীর অভিশাপ এক-নায়কত্ব শাসনের বিরোধী স্বভাবতঃই হইবে, তাহা না বলিলেও চলে।

আত্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রেরণা

নানকিং-এ নিজেদের মনোমত "জাপানী সমর্থক" একটি গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হওয়ায় জাপানী প্রধান-মন্ত্রী জেনারেল টোজো সম্প্রতি এক বক্তৃতায় তাঁহার দেশবাসীকে উদ্দেশ করিয়া ঘোষণা করেন:—"এশিয়ায় শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জাপানের সহিত চীনারা সহযোগিতা করিতেছে।" কিন্তু জেনারেল টোজোর এই উক্তি মোটেই সত্য নহে। অবশ্য মুষ্টিমেয় একদল দেশদ্রোহীর অস্তিত্ব চীন দেশে রহিয়াছে—যাহারা তথাকথিত "নব-বিধান" প্রতিষ্ঠায় জাপানের সহিত সহযোগিতা করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু এই শ্রেণীর দেশদ্রোহীদের কোন প্রভাবই যে চীনের জনগণের উপর নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। স্বয়ং জেনারেল টোজোকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, নানকিং-এ "গেরিলা-বাহিনীর" উপদ্রব দেখা যায়। দেশদ্রোহী কুইস্লিংদের বিরুদ্ধে চীনের কোটী কোটী নরনারী সংগ্রামরত রহিয়াছে এবং তাহারা কিছুতেই জাপানী অত্যাচারীদের সহিত সহযোগিতা করিতে সম্মত নহে।

জাপানী কর্তৃপক্ষ এবং নানকিং-স্থিত তাহাদের আশ্রিত তথাকথিত চীনা গভর্ণমেণ্টের পরিচালকগণ মনে করিয়া থাকেন যে, চুংকিং-এ যে চীনা জাতীয় গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত হইতেছে, তাহার কোন মূল্য নাই—মুষ্টিমেয় চীনা এবং একদল ইংরাজের স্বার্থরক্ষার জন্যই মাত্র এই চুংকিং গভর্ণমেণ্ট কাজ করিতেছে। কিন্তু ইহা কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না যে, নানকিং-এ যে তথাকথিত গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইয়াছে এবং যে গভর্ণমেণ্টকে জাপান, জার্মাণী, ইটালী ও তাহাদের সাঙ্গোপাঙ্গ দল স্বীকার করিয়া লইয়াছে, তাহাও মূলতঃ জাপানীদের

[১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটীশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম ও পারস্যোপসাগর তীরবর্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে সুযোগমত জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্,
বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (ইংলণ্ডে সম্মিলিত)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

২৩শে মার্চ্চ—১৯৪২

বিমান-আক্রমণে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা

বিমান-আক্রমণের আশ্রয়স্থল হিসাবে পরিখা খনন করিয়া জনসাধারণের নিরাপত্তার যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, উহা সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণে পূর্ব্বেই প্রচার করিয়াছেন যে, উন্মুক্ত স্থানে আক্রান্ত হইলে পরিখাই একমাত্র উপযুক্ত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট আশ্রয়স্থল হইবে এবং বর্ত্তমানেও গভর্ণমেণ্ট উহা জোরের সহিত প্রচার করিতেছেন।

রেঙ্গুনে বিমান-আক্রমণের সময় যাঁহারা পরিখায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলেন। পরিখায় মেশিন গানের গুলীতে আহত হওয়া প্রায় অসম্ভব এবং তাহা ধারণার বহির্ভূত বলিলেও চলে।

যাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে পরিখা খনন করিবেন, তাঁহারা উহা উন্মুক্ত স্থানে না করিয়া কোন গাছের নীচে করিলেই সঙ্গত হইবে। এ বিষয়ে জোর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্ট ১৯৪১ সনের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে ৯৪০৩পি নম্বর বিজ্ঞপ্তির দ্বারা প্রকাশিত বেঙ্গল এয়ার রেইড অর্ডারের তৃতীয় ধারার তৃতীয় অনুচ্ছেদের প্রতিও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। উক্ত ধারায় বর্ণিত হইয়াছে যে, যাহারা কোন সিভিল ডিফেন্স বা এ, আর, পি সংক্রান্ত কাজে সংশ্লিষ্ট নহেন এবং যাঁহারা কোন মজবুত বিল্ডিং-এর আশ্রয়ে আছেন, তাঁহারা কোন সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী বাড়ী ত্যাগ করিবার প্রয়োজন না হইলে তথায়ই অবস্থান করিবেন এবং যাঁহারা কোন মজবুত বাড়ীতে অবস্থিত নন, তাঁহারা পরিখা বা অন্য কোন আশ্রয়স্থলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন। জনসাধারণকে এই উপদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন বিমান-আক্রমণের সময় তাঁহাদের বাড়ী ত্যাগ করিয়া পরিখা অভিমুখে ধাবমান না হন।

বস্তিগুলি যে বিশেষ সমস্যার উদ্ভব করিয়াছে, তাহার সমাধান কল্পে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে।

বিমান-আক্রমণ কালে কোথায়ও আশ্রয় লইবার জন্য পূর্ব্বেই জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। বিমান-আক্রমণ কালে যেসব লোক উন্মুক্ত স্থানে থাকিবে, তাহারা যাহাতে আশ্রয় লইতে পারে সে ব্যবস্থা করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট কলিকাতার সর্ব্বত্র অনেকগুলি বাড়ী জনসাধারণের আশ্রয়স্থলরূপে পৃথক করিয়া রাখিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। কয়েকজন সমাজহিতৈষী উদ্যোগী ভদ্রলোক তাঁহাদের বাড়ীর অংশ বিশেষ আশ্রয় স্থলরূপে ব্যবহার করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট অর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে আরও বহু বাড়ীর প্রয়োজন বলিয়া বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণের নিকটও এই আবেদন করিতেছেন যে, তাঁহারাও উক্তরূপে নিজেদের বাড়ী বিমান-আক্রমণের আশ্রয়স্থলরূপে ব্যবহারের সুযোগ করিয়া দিতে অগ্রণী হইবেন।

সুদূর-প্রাচ্যে সৈন্যদিগের অবস্থা

সামরিক জেনারেল হেডকোয়ার্টার্সে প্রতিদিন ভারতবাসীদের নিকট হইতে বহু সংখ্যক পত্র আসিতেছে। তাহাতে তাহারা জাপানীদের অধিকৃত সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধক্ষেত্রে কার্য্যরত তাহাদের আত্মীয়স্বজনের কুশল সংবাদ জানিতে চাহিতেছে।

ভারতবর্ষে আত্মীয়-স্বজনদের এই উৎকণ্ঠার সহিত জেনারেল হেডকোয়ার্টার্সের পূর্ণ সহানুভূতি রহিয়াছে এবং জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স এই বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য প্রকৃতই ব্যগ্র এবং তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত জানাইতেছেন যে, ঐ সমুদয় অঞ্চলে আমাদের সৈনিকদের সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে; কিন্তু সংবাদ পাওয়ায় কিছু বিলম্ব হইবে।

জাপানী গভর্ণমেণ্ট এই সম্পর্কিত সংবাদাদি জেনেভায় আন্তর্জাতিক রেডক্রস প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করিতেছে। তথা হইতে দ্রুততম উপায়ে ভারতবর্ষে এই সংবাদ প্রেরণ করা হইবে। ভারতবর্ষের আত্মীয়স্বজনকে আশ্বাস দেওয়া হইতেছে যে, সংবাদ এখানে পৌঁছামাত্রই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট-আত্মীয়দিগকে জানাইয়া দেওয়া হইবে। যাহাতে ঠিকমত সংবাদ দেওয়া যাইতে পারে, সেইজন্য নিকটতম আত্মীয়দের ঠিকানায় কোন পরিবর্ত্তন হইলে অফিসারদিগের বেলায় জেনারেল হেডকোয়ার্টার্সে ও অন্যান্য শ্রেণীর সৈনিকদিগের বেলায় সংশ্লিষ্ট ট্রেণিং ব্যাটেলিয়ন রেকর্ড অফিসে বা কেন্দ্রে তাহা জানাইতে হইবে।

যুদ্ধ-সাহায্য ভাণ্ডার

মেহেরপুরের উল্লেখযোগ্য দান

নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুর মহকুমায় ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট এবং ষ্ট্যাম্প বিক্রী বৃদ্ধি করার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা করা হইয়াছে।

মহকুমা হাকিম মিঃ জি, সি, মণ্ডলের সভাপতিত্বে সমস্ত ভ্রাম্যমান অফিসার, ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের প্রেসিডেণ্ট, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সভাপতি এবং শহরের বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণের একটি সভা আহুত হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয় এই অভিযানকে সকল দিক দিয়া সাফল্য-মণ্ডিত করার জন্য আবেদন করেন। এই সময়ের মধ্যে মহকুমা-হাকিম এবং ভ্রাম্যমান সরকারী কর্ম্মচারীগণ মহকুমার মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারকার্য্য পরিচালনা করেন এবং এতদুদ্দেশ্যে দেশের বহু ব্যক্তির বাসায় যান। ইহার ফলে ১৩,২০৮৲ টাকার সার্টিফিকেট ও ষ্ট্যাম্প বিক্রী হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে সার্টিফিকেটের জন্য ১২,৬২০৲ এবং ষ্ট্যাম্পের দরুণ ৬০৮৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

প্রচার-বিভাগের নূতন ডিরেক্টর

মিঃ আবুহেনা নিযুক্ত

রাজশাহী কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ এবং ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক মিঃ আবু হেনা মির্জাফরী মিঃ আসফাক হোসেনের স্থলে বাঙলা গভর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ হেনা বিগত ১লা মার্চ্চ তারিখে মিঃ আসফাক হোসেনের নিকট হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রচার বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর মিঃ আবদুল জাহুর যুদ্ধ ও বাণিজ্য বিভাগে স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ একফড়ি বসু, যিনি গভর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগে প্রায় ২০ বৎসর যাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছেন, মিঃ জাহুরের স্থলে সহকারী ডিরেক্টর নিয়োজিত হইয়াছেন।

হিন্দু-মুসলমান মিলন সম্মেলন

শক্তিশালী কার্য্যকরী কমিটি গঠিত

বাঙলার মাননীয় মন্ত্রী খান বাহাদুর হাসেম আলি খানের বাস-ভবনে হিন্দু-মুসলীম মিলন সম্পর্কিত একটি ঘরোয়া সম্মেলন আহ্বান করা হয়। হিন্দু ও মুসলমান-দিগের মধ্যে বিভিন্ন চিন্তাধারার প্রায় ৭০ জন লোক এই সম্মেলনে যোগদান করেন। মাননীয় মন্ত্রী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় সভাপতি মহোদয় উক্ত সভার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে প্রথমে কিছু বলেন। তৎপর বিভিন্ন বক্তা বিভিন্ন দিক হইতে এ সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করেন। সর্ব্বশেষে, নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে লইয়া "বঙ্গীয় সাম্প্রদায়িক মিলন সমিতি" নামে প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হয়:—

সভাপতি—মাননীয় মৌলভী এ, কে, ফজলুল হক।

সহকারী সভাপতি—মাননীয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, মাননীয় মিঃ এম্, কে, বসু, মাননীয় খান বাহাদুর মৌলভী হাশেম আলি খান, মিঃ এল, কে, সেহ্‌ওয়ানী, ডাঃ বি, সি, রায়, অধ্যাপক জে, সি, ভট্টাচার্য্য, বাবু বিরাট চন্দ্র মণ্ডল, কাজি নজরুল ইস্‌লাম, খান বাহাদুর ফজলুল করিম এবং রায় বাহাদুর সুরেন্দ্র নারায়ণ সিংহ।

কোষাধ্যক্ষ—মিঃ ডি, পি, খৈতান।

সাধারণ সম্পাদক—খান বাহাদুর মোহাম্মদ আনওয়ারুল আজিম।

সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্তা লীলা রায়, মিঃ রকীবউদ্দীন তালুকদার, এম, এল, এ, ডাঃ বেণীমাধব বড়ুয়া, শ্রীযুক্ত কে, পি, বাগচী, শ্রীযুক্ত আর, কে, গাঙ্গুলী এবং এইচ, ডি, ঘোষ।

সংগঠন সম্পাদক—মিঃ এ, এম, এ, জামান, এম, এল, এ।

প্রচার-সম্পাদক—শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার গাঙ্গুলী।

কমিটির সদস্যগণ—মৌলভী আবদুল মালেক, মৌলভী আফতাবুল ইস্‌লাম, মৌলভী আসদ্ আলি বেগ, কাজি এম্, আহমদ, মৌলভী এ, হাকিয়ানী, মৌলবী এ, কে, এম, আবদুস্ সোভান, মৌলভী আবদুল হাই, মৌলভী এ, আহমদ, বাবু বি, গুহ, বাবু অজিত কুমার নাগ, বাবু পি, সি, নাগ, বাবু আর, গোস্বামী, বাবু হরেন্দ্র ঘোষ, বাবু আর, কে, মল্লিক, বাবু হরিপদ সেন, বাবু অমিয় দত্ত, বাবু জে, এন, মৌলভী আবদুল হাকিম, মৌলভী এ, মজিদ, মৌলভী আর, রহমান, মোহাম্মদ ই, হোসেন, খান সাহেব এ, হোসেন, বাবু এইচ, ঘোষ, মৌলভী এইচ, আহমদ, মৌলভী নুরুল ইস্‌লাম চৌধুরী, বাবু পি, ভট্টাচার্য্য, এবং বাবু এ, এইচ, মিত্র।

পৃষ্ঠপোষকগণ—মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর, ঢাকার নবাব বাহাদুর, নবাব মুশারফ হোসেন, মিঃ বি, ডি, বিড়লা, স্যার হরিশঙ্কর পাল, কলিকাতার মেয়র, স্যার এ, এইচ, গজনবী, মিঃ আর্থার মুর, কলিকাতার লর্ড বিশপ, কলিকাতার শেরিফ, মিঃ কে, সি, মুখার্জী, কুমার পি, রায়, স্যার এম, এন, মুখার্জী এবং ডাঃ এইচ, কে, মুখার্জী।

কলিকাতার ক্লাইভ জুট মিলের ম্যানেজিং কোম্পানীর পরিচালক ডিরেক্টর মিঃ উইলিয়ম এণ্ডারসন মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের যুদ্ধ তহবিলে আরোও ১,০০,০০০৲ এক লক্ষ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। এই টাকা দেওয়ার পর মিঃ এণ্ডারসনের নিকট হইতে প্রাপ্ত সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়াইল ২,২০,০০০৲ দুই লক্ষ বিশ হাজার। মহামান্য বড়লাট বাহাদুর আনন্দের সহিত এই দান গ্রহণ করিয়াছেন।

বাংলাদেশে পাটের চাষ

অবিলম্বে গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবে

১৯৪২ সনে পাটের আবাদ ১৯৪০ সনের আবাদের ।।৵০ অংশ পরিমাণ হইবে বলিয়া গত ডিসেম্বর মাসে যে ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহা আরোও কমাইয়া দেওয়া হইবে কিনা সে সম্বন্ধে বাঙলা গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক বিগত ১০ই মার্চ্চ তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে পাট-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে মৌলবী আজহার আলী, এম, এল, এর প্রশ্নের উত্তরে নিম্নলিখিত বর্ণনা প্রদান করেন:—

"পাট সমস্যা আমাদের প্রত্যেকেরই বিশেষ বিবেচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের অনেকেরই অভিমত যে, পাটের আবাদ হ্রাস করা হউক। এই সময় ভারত গভর্ণমেণ্টের বাণিজ্য-সচিব কলিকাতায় আগমন করেন। তাঁহার সহিত আমাদের আলোচনা হয় এবং তিনি আমাদিগকে আশ্বাস দেন যে, যে সমুদয় সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে তিনি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন যে, কাঁচা পাটের চাহিদা যথেষ্ট হইবে এবং আমেরিকা হইতে এরূপ প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়াছে যে, যদি পাটের সমস্ত জমিতেও পাট আবাদ করা হয় তাহা হইলেও আমেরিকা সমস্ত উৎপন্ন পাট ক্রয় করিবে। ইহার পর জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করায় অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং আমি স্বয়ং দিল্লী গিয়াছিলাম। বর্ত্তমান অবস্থা হইল এই যে, ভারত গভর্ণমেণ্ট আমাদিগকে আশ্বাস দিতেছেন যে, পাটের চাহিদা কম হইবে না; তবে একমাত্র কারণ হইতেছে পাট বিদেশে পাঠাইবার সুযোগ সুবিধা থাকিবে কি না। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা এ আশ্বাসও দিয়াছেন যে, যদি কোন কারণে পাটের দর খুব কমিয়া যায় তাহা হইলে তাহারা আমাদের সহায়তা করিবেন, এবং যতদূর সম্ভব সাহায্য করিবেন। আমরা অবশ্যই নিজের দায়িত্বে পাটের আবাদ কমাইয়া দিতে পারি। কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্টের উপদেশ উপেক্ষা করিয়া ঐরূপ করিলে যদি পাটের মূল্য হ্রাস পায়, তাহা হইলে তখন আমরা ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট কোন সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারিব না। পক্ষান্তরে যদি আমরা ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাব এখন গ্রহণ করি এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ অবস্থা খারাপ হয়, তাহা হইলে আমরা ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট সকল প্রকার সাহায্য চাহিতে পারিব। এখনও আমরা ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত পত্রালাপ করিতেছি এবং অনতিবিলম্বেই আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে পারিব। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আরোও বলেন যে, পাট-নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধানমতে যে পরামর্শ বোর্ড গঠন করা হইয়াছে, তাহাতে পাটচাষীদের যে সব প্রতিনিধি আছেন, তাঁহারা ১৯৪১ সনের আবাদের পরিমাণের চেয়ে বেশী জমিতে পাট আবাদ করার বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তাহাদের এই পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন নাই; কারণ ঐরূপ করিলে বিভিন্ন দেশ হইতে পাটজাত দ্রব্যের বিশেষ ও জরুরী চাহিদা মিটাবার জন্য আবশ্যক কাঁচা পাটের ঘাটতি হইবার সম্ভাবনা।

গত ৭ই মার্চ্চ শনিবারে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সে সপ্তাহে কলিকাতায় যে সমস্ত দুগ্ধবতী গাভী আনীত হইয়াছে তাহার সংখ্যা ৬০টি এবং তন্মধ্যে ৩০টি পাঞ্জাব হইতে ও অবশিষ্টগুলি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনীত হইয়াছে। উক্ত সময়ের মধ্যে পাঞ্জাব হইতে যদিও কোন মহিষ আমদানী হয় নাই, তবুও অন্যান্য প্রদেশ হইতে ৫৫টি আমদানী করা হইয়াছে।

মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের বাণী

জনসাধারণের প্রতি কর্ত্তব্যের আহ্বান

বিগত ১০ই মার্চ্চ তারিখে মহামান্য বড়লাট বাহাদুর নিম্নোক্ত বাণী প্রচার করেন:—

"জাতি, ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক মতামত-নির্ব্বিশেষে ভারতবাসী সমস্ত নরনারীর উদ্দেশ্যে আমি এই বাণী প্রচার করিতেছি। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আপনাদিগকে জাতীয় রণাঙ্গনে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করা হইবে। আমাদের এই বাসভূমি আজ বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে। ইহা আমাদের প্রত্যেকের জন্যই কর্ত্তব্যের আহ্বান স্বরূপ। যে আক্রমণকারীর আচরণ তাহার অধিকৃত শান্তিপূর্ণ দেশসমূহে বর্ব্বরোচিত ও নির্দ্দয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, সেই আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সকল তেজোতেজ তুলিয়া ও দৃঢ়ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হউন।

"ভারতীয় সৈনিকগণ তাহাদের মাতৃভূমির নিরাপত্তা ও ইহার প্রাচীন গৌরব রক্ষাকল্পে এবং ভারতবর্ষের ভবিষ্যতের আশা পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সগৌরবে যুদ্ধ করিয়াছে ও করিতেছে।

"বর্ত্তমান কালের যুদ্ধে স্বভাবতঃই রণাঙ্গন বহু বিস্তৃত এবং আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এক একজন সৈনিক বিশেষ। দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হউন, সাহসীকে উৎসাহ দান করুন, দুর্ব্বলচেতার মনে বলের সঞ্চার করুন, বাচালকে ভর্ৎসনা করুন এবং গুপ্ত বিশ্বাসঘাতকদের উচ্ছেদ সাধন করুন।

"দেশরক্ষার ব্যবস্থায় আজ পূর্ণ প্রাণে আত্মনিয়োগ করুন। অতঃপর জয়লাভের জন্য অগ্রসর হউন। কারণ, জয়লাভ করিতে না পারিলে জগতে স্বাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের, সংস্কৃতির এবং দয়া-মায়ার কোন অস্তিত্ব থাকিবে না। চীন, রুশিয়া, আমেরিকা, বৃটেন ও আরোও অনেক দেশ আজিকার অভিযানে আমাদের উপযুক্ত সঙ্গী। আসুন, আমরা ভারতের প্রত্যেক অধিবাসী আমাদের দেশের ও সহযোগীদের গৌরব রক্ষায় যেন নিজদিগকে উপযুক্ত প্রতিপন্ন করিতে পারি। কারণ এই ভাবেই আমরা আমাদের বিজয়লাভকে দ্রুত ও নিশ্চিত করিয়া তুলিতে পারিব। আপনাদের সাহসের উপর আমি নির্ভর করিতেছি।"

মেদিনীপুর জেলার পল্লীতে প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান

বাগুয়াড়ি কৃষি, শিল্প, ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী হইতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বাগুয়াড়ি থাত সমবায় পল্লীউন্নয়ন-সমিতির উদ্যোগে একটী কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কাঁথির মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ প্রফুল্ল মোহন দাস গুপ্ত মহোদয় প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। বঙ্গীয় স্বাস্থ্য-বিভাগ, বঙ্গীয় পশুচিকিৎসা-বিভাগ, বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ ও বিশ্বভারতী হইতে নানা প্রকার দ্রব্য-সম্ভার উক্ত প্রদর্শনীর কলেবর বর্দ্ধন করিয়াছিল। প্রত্যহ সন্ধ্যায় নানা প্রকার শিক্ষনীয় বিষয়ে ম্যাজিক লণ্ঠন বক্তৃতা হইয়াছিল, ও জনসাধারণের চিত্ত বিনোদনের জন্য যাত্রা ইত্যাদিরও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

২২শে তারিখে সমিতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত গ্রাম্য মিলন মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব সম্পন্ন হয়।

২৮শে তারিখে পুরস্কার বিতরণী সভার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি জমিদার মিঃ দেবেন্দ্র নাথ নন্দ মহাশয় সভাপতিত্ব করেন।

বরিশালে পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

বিভাগীয় ডিরেক্টরের সফর

পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টার এবং পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের চিফ কণ্ট্রোলার মিঃ এইচ, এস, এম, ইসহাক, আই, সি, এস, সম্প্রতি বরিশালে সফরে গিয়াছিলেন। তথায় তিনি স্থানীয় কলেজ হলে কলেজের বহু ছাত্রের উপস্থিতিতে পল্লী-উন্নয়ন বিষয়ে এবং তাহাতে ছাত্রদের কোন অংশ গ্রহণ করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাকালে তিনি ছাত্রদিগকে নিজ নিজ গ্রামে তাহাদের অবসর সময়ে পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার জন্য উপদেশ দেন। তিনি তাঁহার বক্তব্য অত্যন্ত পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ বাংলায় প্রকাশ করেন। প্রথমে তিনি পল্লীগ্রামে পল্লী-উন্নয়ন কর্ম্মিগণকে সুসংবদ্ধ করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলেন এবং তৎপর সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম-পন্থা অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে উপদেশ দেন। তৎপর তিনি এই সমস্ত কার্য্যসূচীকে কার্য্যকরী করিবার জন্য তহবিল সংগ্রহ করিতে বলেন। এই উপলক্ষে তিনি বলেন যে, তহবিল সংগ্রহ কার্য্যে মুষ্টিভিক্ষা প্রথাই প্রকৃত পন্থা। তিনি পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা করেন। তিনি মনে করেন যে, পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যের সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করে জনসাধারণের শিক্ষার উপর।

তৎপর তিনি বরিশালের পার্শ্ববর্ত্তী দুই মাইল দূরে অবস্থিত রূপতালি নামক গ্রামে গমন করেন এবং তথায় সমবেত ১ হাজার লোকের এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। অন্যান্য বিষয়ের সহিত তিনি পল্লী সংস্কার সমিতি, পল্লী সমবায় ব্যাঙ্ক গঠন এবং প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের শিক্ষাদান সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং তিনি জনসাধারণকে পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যে মাসে অন্ততঃ একবার করিয়া শারীরিক পরিশ্রম দান করিতে অনুরোধ করেন। তিনি মনে করেন—বৎসরে একরূপ বারবার পরিশ্রম দান করিলে পল্লীর অনেকখানি সংস্কারকার্য্য সাধিত হইবে। গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, রায় বাহাদুর সুরেন্দ্র নাথ দত্ত, পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের ভূমিরাশিত এসিষ্টেণ্ট কণ্ট্রোলার, বরিশালের চীফ ইন্সপেক্টার মহোদয় উপস্থিত ছিলেন এবং পল্লী-সংস্কার বিষয়ে বক্তৃতা দেন। পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কর্ম্মচারিবৃন্দ এই সভাকে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন।

ডাক্তারদের সম্বন্ধে ব্যবস্থা

বাঙলা সরকারের ঘোষণা

বাঙলা সরকার এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যত দিন যুদ্ধ চলিতে থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত বেঙ্গল মেডিক্যাল সার্ভিসের (উর্দ্ধতন) সমস্ত পদগুলিতে অস্থায়ীভাবে লোক নিয়োগ করা হইবে এবং যুদ্ধের পর যখন ঐ পদগুলিতে স্থায়ীভাবে লোক নিয়োগ করা হইবে, তখন যাঁহারা সামরিক সাহায্য প্রদান করিয়াছেন বা অন্য কোনরূপে উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবেন, তাঁহাদের দাবীই অগ্রগণ্য হইবে।

বাঙলা সরকার আরও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বেঙ্গল জেনারেল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত মেডিক্যাল কলেজ এবং স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিনের শিক্ষা বিভাগের সমস্ত পদগুলিতেও (যাহাতে নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকালের স্থায়িত্ব বিবেচনা করিয়া লোক নিয়োগ করা হয়) ভবিষ্যতে পুনর্বিবেচিত হইবার সর্ত্তে বর্ত্তমানে অস্থায়ীভাবে লোক নিয়োগ করা হইবে।

সরকারের এই সিদ্ধান্ত সরকারী মেডিক্যাল কর্ম্মচারিগণকে সামরিক কার্য্যে যোগদান করিবার জন্য অনুপ্রাণিত করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

সিভিক গার্ডদিগের বাৎসরিক কুচকাওয়াজ

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা

গত ১লা মার্চ্চ বিভিন্ন অঞ্চলের বার্ষিক ড্রিল প্রতিযোগিতা উপলক্ষে কলিকাতা পুলিশ ট্রেণিং স্কুলে সিভিক গার্ড প্যারেডকে উদ্দেশ্য করিয়া বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে প্রায় ১,২০০ সিভিক গার্ড যোগদান করিয়াছিল এবং তৎপর সমস্ত জেলার সমবেত দল মার্চ্চ প্রদর্শন করিয়াছিল।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বলেন, যে শত্রুর সহিত আমরা সম্প্রতি যুদ্ধে লিপ্ত আছি তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক অস্ত্র "প্রচার কার্য্যে"র যথাযথরূপ ব্যবহার করিতেছে। একথা বলাই বাহুল্য যে, যুদ্ধ অপরিহার্য্যরূপে কতকগুলি গুজবের জন্মদান করিয়া থাকে; তন্মধ্যে কতকগুলি ইচ্ছাপূর্ব্বক অনিশ্চয়তা ও হতাশা সম্বলিত মনোভাব জন্মাইবার জন্য প্রচার করা হইয়া থাকে এবং অপর কতকগুলি গুজবের সৃষ্টি হয় বাস্তবতাকে বাদ দিয়া সংবাদপত্র হইতে অধিকতর কিছু পড়িবার ও জানিবার আগ্রহে।

সিভিক গার্ডদলের সদস্যগণের একথা সকল সময় হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে যে, যে-কোন সন্দেহমূলক গুজব সম্পর্কে লালবাজারের অনুসন্ধান ব্যুরোতে অনুসন্ধান করিয়া সত্যকে উদ্ঘাটন করা যাইতে পারে। যে সকল গুজবের মূলে কোন সরকারী স্বীকারোক্তি নাই—তাহা সমূলে উৎপাটন করাই তাহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। এই সকল গল্প যাহারা রটনা করিয়া বেড়ায় তাহারা উহা কাহার নিকট হইতে শুনিয়াছে এবং আসলে কি কথা শুনিয়াছে, তাহা তাহাদের জিজ্ঞাসা করা একান্তভাবে কর্ত্তব্য। এইভাবে সেই সমস্ত লোককে প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করিয়া এইরূপ অতিশয়োক্তি অনেকাংশে বন্ধ করিতে পারিলে সত্যিকারের কাজই করা হইবে।

বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধি এবং সিভিক গার্ডের অন্যান্য যে অফিসারগণ এই আন্দোলনের সূচনায় জনহিতকর স্পৃহা ও নাগরিক জীবনের দায়িত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, আমি এবং এই গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। ভবিষ্যতে তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে ভাবে সম্পাদন করিবেন, তদনুযায়ীই আমাদের এই কৃতজ্ঞতা বহুগুণে বর্দ্ধিত হইবে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি সিভিক গার্ড প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সিভিক ডিফেন্স ও এ, আর, পি, প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য ধারণা করিয়া কতকগুলি সিভিক গার্ড প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। আমি আপনাদিগকে এই আশ্বাস প্রদান করিতেছি যে, এই ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগতভাবে দৃষ্টিপাত করিতেছি; যদি অসন্তোষের কোন কারণ থাকিয়া থাকে তবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহা পরীক্ষা করা হইবে এবং আবার বিশ্বাস তাহার প্রতিকারও হইবে।

সিভিক গার্ডগণ ইতিমধ্যে যে কাজ সম্পাদন করিয়াছেন, তাহা সত্যই মূল্যবান। আলোক-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে পুলিসকে সাহায্য করা এবং বড়বাজার অঞ্চলে কতকগুলি ট্র্যাফিক পোষ্ট গ্রহণ করা সম্পর্কে যে সাহায্য পাওয়া গিয়াছে, তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিব। এই সকল কাজ এবং ১২,০০০ হাজার সিভিক গার্ড যে রাত্রিযোগে পাহারা দিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসার্হ।

আমি এ সংবাদ শুনিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি যে, কোন কোন ক্ষেত্রে বিলম্বে হইলেও, সন্তোষজনকভাবে

[২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

ব্রহ্ম হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের সুখ-সুবিধা

চট্টগ্রামে গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা

রেঙ্গুণ হইতে বহু সংখ্যক আশ্রয়প্রার্থী স্থল এবং জল পথে এখনও চট্টগ্রামে আসিয়া পৌঁছিতেছে। গভর্ণমেণ্ট এই সমস্ত আশ্রয়প্রার্থীকে সাময়িকভাবে আশ্রয় দান ও পরে তাহাদিগকে গন্তব্যস্থানে প্রেরণ করিবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। আশ্রয়প্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট কাজ করিবার জন্য একজন অভিজ্ঞ কর্মচারীকে চট্টগ্রামের অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে নিয়োগ করা হইয়াছে এবং তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য বার জন সাব-ডেপুটি কলেক্টর প্রেরণ করা হইয়াছে। বেশীর ভাগ আশ্রয়প্রার্থীই সর্ব্বহারা অবস্থায় আসিয়া পৌঁছে বলিয়া যে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা না হয়, সে পর্য্যন্ত সরকারী খরচে তাহাদের ভরণপোষণ করিবার জন্য হুকুম দেওয়া হইয়াছে। আশ্রয়প্রার্থীদিগের মধ্যে সংক্রামকব্যাধি নিবারণকল্পে চট্টগ্রামে কয়েকজন অতিরিক্ত মেডিক্যাল এবং সেনিটারী অফিসার নিযুক্ত করা হইয়াছে। ভারতে আসার পথে আরাকানে একদল ভারতীয় কলেরা রোগে আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ পাওয়ায় আকিয়াবে চার জন ডাক্তার প্রেরণ করা হইয়াছে। চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার ও আকিয়াবের কমিশনারের মধ্যে টেলিফোনের যোগাযোগ রহিয়াছে এবং আকিয়াবের কমিশনারের প্রার্থনা অনুযায়ী সত্বর সাহায্য প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় গত ডিসেম্বর মাসে ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট এবং ষ্ট্যাম্প সর্ব্বসাকুল্যে যথাক্রমে ১৬,৮০,৭৩০৲ টাকা এবং ৬৬,৬৭৩৷০ আনার বিক্রয় হইয়াছে।

[১ম কলমের শেষাংশ]

সিভিক সার্ভিস ক্লাবসমূহ স্থাপিত হইতেছে। এই ধরণের ক্লাব যথারীতিরূপে সংগঠন করিয়া পরিচালন করিলে প্রত্যেক অঞ্চলের প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ রক্ষার নিমিত্ত যথেষ্ট সাহায্য করিবে এবং এই ধরণের একটি বিরাট আন্দোলনের সাফল্যের নিমিত্ত সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার উৎসাহকে সঞ্জীবিত রাখিবে।

তৎপর তিনি সিভিক গার্ডদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন যে, এই নাগরিক সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠানে আপনাদের কার্য্যের গুরুত্ব অনেকখানি এবং আমার দৃঢ় ধারণা যে, যাহাই ঘটুক না কেন যোগ্যতাসম্পন্ন ও বলিষ্ঠ দেহের অধিকারী আপনারা যে কোন বিপদের সম্মুখীন হইয়া তৎপরতার সহিত সব কিছু সম্পাদন করিতে সক্ষম। যাঁহারা সিভিক গার্ডদলে যোগদান করিয়াছেন, তাঁহারা সকলে নাগরিকের উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন। যেভাবে তাঁহারা নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা চিন্তাশীল জনগণের কৃতজ্ঞতাভাজনই হইয়াছেন। কারণ জনগণ সকল সময়েই শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা একান্তভাবে অনুভব করে।

আমি আপনাদের ভবিষ্যতের সর্ব্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি; আপনারা যেভাবে স্বার্থত্যাগ করিয়া সিভিক গার্ডরূপে আসিয়া কাজ করিতেছেন, তাহা আমরা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। আপনাদের উপর যে কার্য্যভার ন্যস্ত আছে তাহা যে আপনারা সেবাধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়াই করিবেন বলিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন, তাহা আমরা জানি এবং আপনাদের উপর তদনুসারে যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করিয়াও থাকি।

সিভিক সার্ভিসের ডেপুটি কমিশনার মিঃ পি, মর্টন জোন্স এই প্যারেডের অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন।

জোড়াবাগান অঞ্চল এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করে। বেলিয়াঘাটা অঞ্চল দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

চীনের নব-জাগরণ

মার্শাল চিয়াংকাইশেক ও তাঁহার পত্নীর কর্ম্মময় জীবন

মার্শাল চিয়াংকাইশেক শুধু একজন সৈনিকই নন, তিনি একজন বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ। ৫৩ বৎসর পূর্ব্বে চিকিয়াং প্রদেশে ফেংহুয়া নামক একটি ছোট শহরে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি শুধু চীনের জাতীয় সম্মান বা স্বাধীনতার জন্যই নহে, বরং সমগ্র পৃথিবীর পুনর্গঠনের জন্য জাপান এবং তাহার দোসর জার্ম্মাণী এবং ইটালীর বিরুদ্ধে ৪,৭৫০ লক্ষ চৈনিক লোকের নেতৃত্ব করিতেছেন।

(মার্শাল চিয়াংকাইশেক এক সভায় বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন)

জীবনের প্রথম ভাগে মার্শাল চিয়াং প্রথমে চীনে এবং পরে জাপানে তাঁহার সামরিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি সর্ব্বদা চীন গণতন্ত্রের জন্মদাতা ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের বিপ্লবী মনোভাবকে শ্রদ্ধা করিতেন। চীনে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি সাংহাইতে চৈনিক সৈন্যদলে প্রবেশ করেন এবং তথায় তিনি সৈনিকরূপে যথেষ্ট গুণপনার পরিচয় প্রদান করেন। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের সৈন্যদলে তিনি একজন সেনাপতি ছিলেন।

এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান চৈনিক সৈন্যদলের উৎপত্তিস্থান কেণ্টনের হোয়াংপু মিলিটারী একাডেমির কমাণ্ডাণ্ট নিযুক্ত হন। ১৯২৪ সালে তিনি চৈনিক সৈন্যদলকে উত্তর দিকে সরাইয়া লইয়া যান এবং ১৯২৭ সালে নানকিংএ চীনের জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। মার্শাল চিয়াং যে শুধু চীনা সৈন্য বাহিনীর উন্নতির দিকেই লক্ষ্য রাখেন তাহা নহে, বরং জনসাধারণের হিতের জন্যও তাহার তীব্র দৃষ্টি আছে।

প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে সাংহাইতে মাদাম চিয়াং কাইশেকের সহিত তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার নাম ছিল মিস মি-লিং সুন; তিনি মার্কিনের ওয়েলেসলী কলেজের একজন গ্র্যাজুয়েট এবং চীনের এক বিখ্যাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ভগ্নী চীন গণতন্ত্রের জন্মদাতা ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের স্ত্রী ছিলেন এবং তাঁহার ভাই বর্ত্তমানে চীনের বৈদেশিক মন্ত্রী। মাদাম চিয়াং একজন কর্ম্মকর বিদুষী মহিলা এবং চৈনিক জনসাধারণের সংশোধন কল্পে তিনি বহু আন্দোলন পরিচালনা করেন এবং তাঁহার অন্যান্য আন্দোলনের মধ্যে নিউ লাইফ আন্দোলন সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

তাঁহাদের বিবাহের পর হইতে মাদাম চিয়াং একটি আধুনিক চীন সাম্রাজ্য গঠন করিবার প্রয়াসে মার্শাল চিয়াংকাইশেককে সাহায্য করিতেছেন। পৃথিবীতে মার্শাল এবং মাদাম চিয়াং সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত এবং আদরণীয় দম্পতি বলিয়া পরিচিত।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

তৈল-সংশোধনাগার ধ্বংস

রেঙ্গুণ হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত বৃহৎ সিরিয়াম তৈল সংশোধন কারখানাটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হইয়াছে। উহা আর মেরামত করা চলিবে না এবং ৩০০ মাইল উত্তর হইতে যে সকল পাইপে তৈল আসিত, তাহা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে।

জাপানীদের রেঙ্গুণে প্রবেশ

এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদদাতা ১০ই মার্চ জানাইয়াছেন, "এই সংবাদ প্রেরণের সময় জাপানীরা সম্ভবতঃ রেঙ্গুণের পরিত্যক্ত বাড়ীগুলিতে প্রবেশ করিয়া ভস্মীভূত গৃহাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে।"

সংবাদদাতা আরও জানাইতেছেন যে, ভস্মীভূত শহরের বুকে মণিমুক্তাখচিত বিশ্ববিখ্যাত শোয়েডাগন প্যাগোডা এখনও মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রেঙ্গুণের সংগ্রাম শেষ হইল; এখন ব্রহ্মের সংগ্রাম চলিতে থাকিবে।

থারাওয়াডী দখলের দাবী

জার্মাণ রেডিও হইতে প্রচার করা হইয়াছে যে, জাপানীরা রেঙ্গুণের ৬০ মাইল উত্তরে ইরাবতী নদীর তীরবর্ত্তী থারাওয়াডী শহরটি দখল করিয়াছে বলিয়া দাবী করিতেছে।

রেঙ্গুণের ধ্বংসকার্য্য সমাধা

গভর্ণমেণ্ট ইস্তাহারে প্রকাশ, রেঙ্গুণের অপসারণকার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। ধ্বংসের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা হয় এবং জলের সরবরাহ ও তৈল পরিশোধনাগার এবং কলকব্জা প্রভৃতি যে সব জিনিষ অপসারণ করা সম্ভব হয় নাই, সে সব ধ্বংস করা হইয়াছে।

রেঙ্গুণ ত্যাগের কারণ

এক সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে:—

"পেগুতে আমাদের সৈন্য বাহিনীর এক অংশ সাময়িক-ভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এবং শত্রুপক্ষ বাকিব নদীর উত্তর তীরে ও রেঙ্গুণ নদীর দক্ষিণ তীরে অবতরণ করায় রেঙ্গুণ হইতে আরও পূর্ব্বে সৈন্য অপসারণ করিতে হয়। এক্ষণে প্রকাশ করা যাইতে পারে যে, ভারতীয় নৌবহরের "হিন্দুস্থান" নামক জাহাজ ৬ই মার্চ্চ তারিখে রেঙ্গুণ নদীর মোহনায় শত্রুপক্ষের সংস্পর্শে আসিয়া একটি নৌকা হস্তগত করে; কিন্তু উহা অগভীর বাকিব নদীতে শত্রুপক্ষের অবশিষ্ট নৌকাগুলি হস্তগত করিতে পারে নাই। রাজকীয় বিমান বাহিনীর জঙ্গী বিমানসমূহ পরে ঐ সমুদয়ের সন্ধান পাইয়া উহাদের উপর মেসিনগানের গুলী বর্ষণ করে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে উহাদের মাল খালাস হইয়াছিল।

পেগু এলাকায় শত্রুগণ জঙ্গলপূর্ণ পাহাড়ের মধ্য দিয়া প্রবেশ করে। তাহারা পেগুস্থিত বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ী প্রভৃতি সহ পশ্চিম দিকে আক্রমণ করে। জাপানীদের অবতরণের ফলে রেঙ্গুণ নদীর দ্বীপে অসামরিক কর্তৃপক্ষের বিশেষ ক্ষতির রেঙ্গুণ ত্যাগ করিয়া মধ্য-ব্রহ্মে মিত্র সেনাদের পাশাপাশি যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার সিদ্ধান্ত হয়।

সর্ব্বশেষ পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ যে, রেঙ্গুণ হইতে আমাদের সৈন্যদের পশ্চাদপসরণের সময়ে শত্রুপক্ষ রেঙ্গুণের ২৫ মাইল উত্তরে রেঙ্গুণ-প্রোম রোড বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হয়। প্রথম আক্রমণে শত্রুপক্ষকে স্থানচ্যুত করা যায় নাই; কিন্তু পরে প্রচণ্ড যুদ্ধে উভয়পক্ষে বহু লোক হতাহত হওয়ার পরে জাপানীরা অগ্রসর হয়। জাপানীরা তাহাদের সৈন্যদের সাহায্যার্থ জঙ্গী বিমান ও বোমারু বিমান ব্যবহার করিয়াছিল।

নিউগিনিতে আরো জাপ-সেনার অবতরণ

নিউগিনির ফিনসচ্যাফেন নামক স্থানে তৃতীয় দফা জাপ সৈন্য অবতরণ করিয়াছে।

টোকিও হইতে ঘোষিত হইয়াছে যে, মধ্য ও পূর্ব্ব যবদ্বীপে এখনও যুদ্ধ চলিতেছে। শুধু ব্যাণ্ডোয়েংয়ে যুদ্ধ বিরতি ঘটিয়াছে।

জাপানীদের বর্ব্বরতা

হংকংএ অনুষ্ঠিত জাপানীদের নৃশংসতা সম্পর্কে যে সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, সেই বিবৃতিতে জানান হইয়াছে যে, অত্যাচারিত ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজনগণের মনঃকষ্টের কথা বিবেচনা করিয়া এই সকল অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার বিবরণ নিঃসন্দেহভাবে সমর্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট তাহা প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করেন নাই। কিন্তু যাহারা হংকং হইতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে, এমন নির্ভরযোগ্য প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবৃতি হইতে ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে, হংকং-এর নিরস্ত্র সামরিক বন্দী এবং অসামরিক অধিবাসীদের উপর জাপানীরা জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে যে অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে, তাহা ১৯৩৭ সালের নানকিং হত্যাকাণ্ডের অনুরূপ।

জানা গিয়াছে যে, পঞ্চাশ জন অফিসার ও সৈনিককে হস্তপদ বদ্ধ অবস্থায় সঙ্গীনের খোঁচায় হত্যা করা হইয়াছে। আত্মসমর্পণের দশ দিন পর যখন নিহত ব্যক্তিদিগকে পাহাড়ের উপর হইতে লইয়া আসা হইতেছিল, তখন জাপানীরা মৃত ব্যক্তিদের সমাহিত করিতে দেয় নাই।

আরও জানা গিয়াছে, কি শ্বেতাঙ্গ, কি অশ্বেতাঙ্গ স্ত্রীলোকদের উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছে এবং একটি সমগ্র চীনা অঞ্চলকে গণিকালয় বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

দুর্গ মধ্যস্থ বৃটিশ, ভারতীয়, চীনা এবং পর্তুগীজ সৈন্যদিগকে একটি শিবিরের মধ্যে ঠাসাঠাসি করিয়া রাখা হয়। শিবিরের কুটীরগুলির দরজা, জানালা বা আলোক ও বায়ু চলাচলের পথ নাই। ফলে জানুয়ারীর শেষ পর্য্যন্ত ১৫০ জন আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়, কিন্তু চিকিৎসা বা ঔষধপত্রের কোনই ব্যবস্থা করা হয় নাই। মৃতদেহগুলি শিবিরেরই এক অংশে কবর দেওয়া হইয়াছে।

জাপ প্রহরীরা অতিশয় নিষ্ঠুর; বৃটিশ সেনাপতি জেনারেল মাল্টবিকে জাপ সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে তাঁহার অনুরোধ সরাসরি অগ্রাহ্য করা হয়। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে, জাপ হাইকমাণ্ডের নির্দ্দেশেই এই সকল ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ফেব্রুয়ারীর শেষ দিকে জাপানীরা জানায় যে, বন্দীদের মধ্যে ৫,০৭২ জন বৃটিশ, ১,৬৮৯ জন ক্যানাডিয়ান, ৩,৮২৯ জন ভারতীয় এবং ৩৫৭ জন অন্যান্য দেশীয় এই সর্ব্বশুদ্ধ ১০,৯৪৭ জন।

অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীকেই সৈনিকদের ন্যায় অন্তরীণ করা হইয়াছে। বন্দীদের মধ্যে অনেকে গুরুতর-রূপে পীড়িত। সামান্য ভাত ও জল এবং মধ্যে মধ্যে দুই এক টুকরা অন্য খাদ্য তাহাদিগকে খাইতে দেওয়া হয়। রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বা আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটির প্রতিনিধিকে হংকং পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হয় নাই। বস্তুতঃ অধিকৃত দেশসমূহ হইতে সমস্ত বৈদেশিক বাণিজ্য দূতাবাস অপসরণ করিতেই বলা হইয়াছে। কাজেই বন্দীদের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্ত সম্ভবপর নহে।

অষ্ট্রেলিয়া আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরাঞ্চল দ্রুত একটি বিশিষ্ট রণাঙ্গনে পরিণত হইবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে অষ্ট্রেলিয়ার উপর আক্রমণ চালান হইবে। জাপানীরা সম্ভবতঃ বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন কেন্দ্রে বিপুল সংখ্যায় সৈন্য নামাইবার চেষ্টায় আছে। পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যের ফলে দেখা গিয়াছে, জাপানীরা নিউগিনির সালামাউয়া, লে ফিনসচ্যাফেন প্রভৃতি স্থানে সৈন্য নামাইবার পর ঐ সকল স্থানকে সমরঘাঁটি কেন্দ্রে পরিণত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে।

জাপ নৌবহর আক্রান্ত

নিউগিনি উপকূলের অদূরে জাপানীদের অভিযানকারী নৌবহরের উপর বৃটিশ বিমান বাহিনী প্রচণ্ডভাবে হানা দেয়। ৪খানি জাপানী জাহাজে আগুন জ্বলিতে দেখা যায়। একখানি জাপানী যুদ্ধ জাহাজের (হয় ক্রুজার না হয় ডেষ্ট্রয়ার) উপরও সরাসরি বোমা পড়ে।

[৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

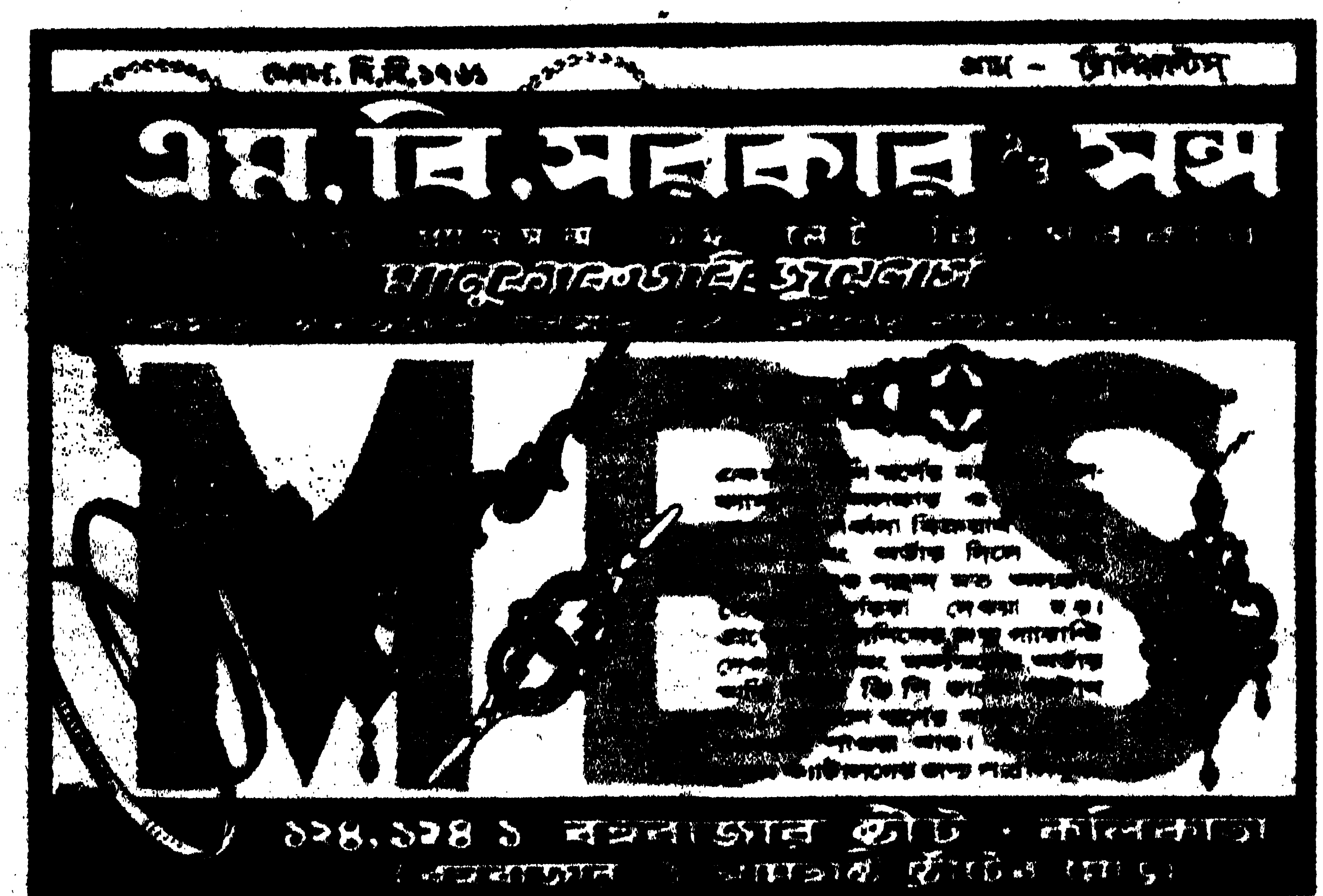

জাতিগঠন ও পল্লীউন্নয়ন

রংপুর—

জেলা রংপুর, মহকুমা গাইবান্ধা, থানা সুন্দরগঞ্জের অন্তর্গত তারাপুর ইউনিয়নে বিগত ২৩শে জানুয়ারী শুক্রবার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মহাশয়ের আহ্বানে তারাপুর গ্রামে পল্লী-সংগঠন সম্পর্কিত একটি জনসভার অধিবেশন হয়। সভায় তারাপুর পল্লীমঙ্গল সমিতির সভ্যগণ এবং গ্রামবাসী বহু লোক উপস্থিত ছিলেন। পল্লীমঙ্গল বিভাগের প্রোপাগাণ্ডা অফিসার মহোদয় সভায় উপস্থিত থাকিয়া জনসাধারণকে পল্লীসংগঠন কার্য্যের উপকারিতা এবং প্রয়োজনীয়তা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন।

এই ইউনিয়নে ইতিপূর্ব্বে জুট রেগুলেশন বিভাগের এসিষ্ট্যাণ্ট ইন্সপেক্টর ও ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মহাশয়ের চেষ্টায় বিভিন্ন মৌজায় ১০টী পল্লীমঙ্গল সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক সমিতির অন্তর্গত নৈশ-বিদ্যালয়গুলির কার্য্য যথারীতি পরিচালনা করা হইতেছে।

বিগত ২৬শে জানুয়ারী তারিখে তারাপুর পল্লী-উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে গ্রামবাসিগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে প্রায় ১ মাইল দীর্ঘ ১টী রাস্তা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে এবং সুন্দরগঞ্জ হইতে তারাপুর মৌজার ভিতর দিয়া তিস্তানদীর খেয়াঘাট পর্য্যন্ত প্রায় ৪ মাইল ব্যাপী ১টী রাস্তা সংস্কার কার্য্যের প্রস্তাব সমিতি গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথমোক্ত রাস্তা নির্ম্মাণ কার্য্যে ৩০০ শতাধিক গ্রামবাসী যোগদান করিয়াছেন। জুট রেগুলেশন বিভাগের হেড ইন্সপেক্টর, এসিষ্টাণ্ট ইন্সপেক্টর ও বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারা নিজ হস্তে মাটি কোপাইয়া গ্রামবাসীগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

নদীয়া—

নদীয়া জেলার চাপড়া থানার পাটনিয়ন্ত্রণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণের চেষ্টায় স্থানীয় এলাকায় পল্লী-উন্নয়ন তথা গণ-জাগরণ আন্দোলন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। প্রতি গ্রামে সমিতি প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক গঠনমূলক কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র গ্রামের লোকের সহানুভূতি ও সদিচ্ছার উপরে প্রতিষ্ঠানগুলি কিভাবে আদর্শস্থানীয় হইতে পারে, তাহা এগুলির কার্য্য বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায়। মহেশপুর ইউনিয়নের অধীনস্থ নারায়ণপুর পল্লী-উন্নয়ন সমিতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। দুই মাইল দীর্ঘ ও ১৮ ফিট প্রস্থ একটী রাস্তা নির্ম্মাণ, নৈশ বিদ্যালয় ও স্কুল ঘরের জন্য ঘর তৈয়ারী, গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার ও অন্যান্য কার্য্য সমিতির তথা গ্রামবাসীদের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতারই পরিচায়ক। গত ২৭।২।৪২ তারিখে সার্কেল অফিসার মহোদয় ইহা পরিদর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। এই সমিতিগুলির অধীনে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার জন্য ৮০টী নৈশ-বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে। ২৫।১।৪২ তারিখে চাপড়া মুসলমানপাড়া নৈশ-বিদ্যালয়টীর কার্য্য পরিদর্শন করিয়া সদর এস. ডি. ও তাঁহার মন্তব্যে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

রাণাঘাট (নদীয়া)—

নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট মহকুমার গত জুন মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যের বিবরণীতে প্রকাশ যে, এই মহকুমার সর্ব্বত্র বেশ কর্ম্ম-চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। যাহাতে পল্লীবাসীরা আত্ম-নির্ভরশীল হইয়া ও সমবেতভাবে তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে পারে, সেজন্য জোর প্রচার-কার্য্য চলিতেছে। অবগতির জন্য এই মহকুমার অধীন ছয়টি সার্কেলের কার্য্য বিবরণীর সংক্ষিপ্ত আভাস দেওয়া হইতেছে।

রাণাঘাট থানার অধীন ১৭টী ইউনিয়নে ১১৪টী সমিতি ও ১১৩টী নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। নৈশ-বিদ্যালয়সমূহে বর্ত্তমানে ২,২০৫ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। বিদ্যালয়গুলি বেশ ভালভাবে চলিতেছে। জুট রেগুলেশন বিভাগের কর্ম্মচারিগণ বিদ্যালয়সমূহের তথা জনশিক্ষা ও বয়স্কশিক্ষার উন্নতি কল্পে যথাবিধি যত্ন লইয়া থাকেন। পায়রাডাঙ্গাতে একটী পল্লী-উন্নয়ন শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত করিয়া জনগণের সর্ব্ববিষয়ক শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। রাণাঘাটে এস. ডি. ও মহোদয় গত ৭।১১।৪১ তারিখে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এবং সার্কেল অফিসার ও জুট রেগুলেশনের ইন্সপেক্টর মহোদয়ের পরিচালনায় শিক্ষাকেন্দ্রের কার্য্য বেশ ভালভাবেই চলিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য ইউনিয়নের কার্য্যও বেশ প্রশংসার্হ। বেলঘরিয়া এবং পুটখালিতে সমিতির জন্য স্থায়ী গৃহের নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতেছে। নেঠোপাড়া, কাজিপাড়া, চিনা-পুকুরিয়া, মোল্লাবাড়ীয়া, সরিষাডাঙ্গা, রাখালগাছি, পূর্ব্ব পুটখালি, উত্তরখাসপুর, বিনামন্দপুর, সাহেবডাঙ্গা, দপাড়া, তিলডাঙ্গা, গাজীপুর, আইসতলা, নূতনগ্রাম প্রভৃতি স্থানের সমিতি-সমূহ হইতে প্রভূত কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। এই সমুদয় স্থানে মুষ্টিভিক্ষার প্রচলন করা হইয়াছে এবং জঙ্গল পরিষ্কার, রাস্তা নির্ম্মাণ প্রভৃতি পল্লী-উন্নয়ন বিষয়ক কার্য্যাদি যথাযথভাবে উক্ত সমিতিসমূহ দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। রাখালগাছি ও মোল্লাবাড়ীয়া গ্রাম দুইটাকে আদর্শ গ্রামে পরিণত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। এই প্রসঙ্গে রঘুনাথপুর ইউনিয়নের কার্য্যাবলীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। উক্ত ইউনিয়ন সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট বাবু অনাদি নাথ সেনের উৎসাহে রঘুনাথপুরে নৈশ বিদ্যালয় ব্যতীত একটী লাইব্রেরীও স্থাপিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত রঘুনাথপুরের বালিকা বিদ্যালয়, ক্রীড়াক্ষেত্র, পার্ক প্রভৃতি পল্লী-উন্নয়নের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। রঘুনাথপুর ইউনিয়ন সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট মহোদয়ের উৎসাহে কয়েকটী গ্রাম্য দলাদলিরও নিষ্পত্তি হইয়াছে।

জুট রেগুলেশন বিভাগের চেষ্টায় শান্তিপুরের ৮টী ইউনিয়নে ৬৬টী সমিতি ও ৫৪টী নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই সমুদয় বিদ্যালয়ের মোট ছাত্র সংখ্যা ১,১৮৫। বিদ্যালয়সমূহের কার্য্য বেশ ভালভাবেই চলিতেছে এবং জুট রেগুলেশন বিভাগের কর্ম্মচারিগণ ঐ সমুদয় বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া ইহাদিগের উন্নতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেছেন।

এতদ্ব্যতীত রাস্তা ঘাটের অবস্থা ভাল হইয়া যাহাতে জনগণের চলাচল সুবিধাজনক হয়, সেদিকেও জুট রেগুলেশন বিভাগ হইতে দৃষ্টি রাখা হইতেছে। জুট রেগুলেশন বিভাগের উৎসাহে ও বাবু ফণিভূষণ মুখার্জীর সহযোগিতায় গয়েশপুর ইউনিয়নে একটী রাস্তা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ঐ রাস্তার দৈর্ঘ্য এক মাইলেরও বেশী ও প্রস্থে ১০ হাত পরিমাণ হইবে। ইহা ছাড়া সগুনা ইউনিয়নেও একটী রাস্তা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। সগুনা হইতে আলুইপাড়া পর্য্যন্ত এই রাস্তা নির্ম্মাণে জনসাধারণের চলাচলের বেশ সুবিধা হইয়াছে।

হাঁসখালি থানার অধীন ইউনিয়নসমূহে ৪৬টী সমিতি ও ৫৭টী নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যালয়-সমূহের মোট ছাত্র সংখ্যা ১,২০০। জুট রেগুলেশন বিভাগের কর্ম্মচারিগণ এই সমস্ত বিদ্যালয়গুলির উন্নতি-কল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। বগুলিপাড়া, পায়রাডাঙ্গা, মবারকপুর, বাজিতপুর, গয়েশ প্রভৃতি স্থানের নৈশ বিদ্যালয়গুলি গ্রামবাসীদের নিজের চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত গাজনা ইউনিয়নের অধীন শ্যামনগর গ্রামে একটী রাস্তা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। মযুরী ইউনিয়নের অধীন গয়েশ গ্রামের রাস্তাটী বহুদিন হইতে ভগ্নদশায় পতিত হইয়া জনগণের ব্যবহারের অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছিল। এই রাস্তারও সংস্কার হইয়াছে এবং সর্ব্বসাধারণের চলাচলের বেশ সুবিধা হইয়াছে।

চাকদহ থানার অধীন বিভিন্ন ইউনিয়নে ১৪৮টী সমিতি ও ৫০টী নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়-সমূহে বর্ত্তমানে ১,৭০০ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। নৈশ বিদ্যালয়গুলির ২৫টার কার্য্য বেশ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে এবং সমিতির মধ্যে ২০টার অবস্থা বেশ ভাল। চাটিমতলা, সমন্তপুর, মদনপুর, চান্দুরিয়া, মাজিচাগড়, ইটাপুকুরিয়া, যাত্রাপুর, রাজদিয়া প্রভৃতি স্থানের সমিতিসমূহ দ্বারা জঙ্গল পরিষ্কার, রাস্তাদির সংস্কার, কচুরীপানা ধ্বংসের কার্য্য বেশ ভালভাবেই হইয়াছে। জুট রেগুলেশনের কর্ম্মচারিগণ সমুদয় কার্য্য ভালভাবে সুনিয়ন্ত্রিত হইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে।

হরিণঘাটা থানার অধীন ইউনিয়নসমূহে ৪৪টী সমিতি ও ২১টী নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছেন।

যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সাহায্য হিসাবে ফরিদপুরের সেটেলমেণ্ট কর্ম্মচারিবৃন্দ যে পাঁচটি মোটর এম্বুলান্স দান করিয়াছেন, তাহার একখানার ছবি।

বঙ্গীয় কাঁচা পাট-কর আইন

জুট মিলগুলিকে ত্রৈমাসিক হিসাব দাখিল করিতে হইবে

বর্ত্তমান সালের গত ১লা জানুয়ারী হইতে বঙ্গীয় কাঁচা পাট-কর আইন (১৯৪১) পাশ হইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই তাহা কার্য্যকরী হইয়াছে। জুট মিলের মালিক ও পাট চালানকারীদিগের অবগতির জন্যে নিম্ন-লিখিত বিবরণী প্রকাশ করা হইল:—

গত ১৯৪১ সালের ২৭শে নভেম্বর উহার খসড়া কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং পরে গত ২৯শে জানুয়ারী অনুমোদিত নিয়মাবলী উক্ত গেজেটে প্রকাশিত হয়।

এই আইন বলবৎ রাখা সম্পর্কে কার্য্যকরী ব্যাপার ২৮ বি পোলক ষ্ট্রীটে (কলিকাতা) কমাশিয়াল ট্যাক্সের কমিশনার পরিচালন করিবেন।

এই আইন অনুসারে—

(১) গত ১৯৩৪ সালের ফ্যাক্টরী আইন অনুসারে যে সকল ফ্যাক্টরী সমগ্র কিম্বা আংশিকভাবে পাট হইতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি তৈরী করার কাজে নিযুক্ত থাকিবে, তাহাকে "জুট মিল" বলিয়া অভিহিত করা হইবে।

(২) জুট মিলের উপর যাঁহার চরম ক্ষমতা রহিয়াছে এবং এই ক্ষমতা যখন একজন ম্যানেজিং এজেণ্টের উপর ন্যস্ত থাকে, তাহাকে জুটমিলের মালিক বলিয়া অভিহিত করা চলে।

(৩) যে ব্যক্তি কাঁচা পাট ক্রয় করিয়া এজেণ্ট কিম্বা নিজেরাই মারফৎ বাঙলাদেশের বাহিরে নিজের কিম্বা কোন লোকের নিকট সরবরাহ করে, তাঁহাকে "শিপার অব্ জুট" বলিয়া অভিহিত করা হয়।

রেজিষ্ট্রেশন—

(ক) জুট মিল হিসাবে যে ভবন ব্যবহৃত হইবে, মিলের মালিককে তাহা রেজিষ্ট্রী করিয়া লইতে হইবে। আইন কার্য্যকরী হওয়া কালে অর্থাৎ ১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারী যদি সেই ভবন জুট মিল হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তবে ১৯৪২ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে রেজিষ্ট্রেশনের কাজ সমাধা করিতে হইবে।

তদনুসারে, যে সকল ব্যক্তি এবং ফার্ম "শিপার অব জুট" হিসাবে পাটের ব্যবসা চালাইতেছেন, তাহাদিকেও ১৯৪২ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে রেজিষ্ট্রেশন শেষ করিতে হইবে। অন্য কোন ব্যক্তি কিম্বা ফার্ম যদি উপরোক্তভাবে পাটের ব্যবসায় চালাইতে চাহেন, তবে তাঁহাকে পূর্ব্ব হইতেই আবেদন করিতে হইবে।

(খ) পাট সংক্রান্ত যে কোন ট্যাক্স অফিসারের অফিসে জুট মিল কিম্বা "শিপার অব্ জুট" রেজেষ্ট্রী করিবার আবেদনপত্র পাওয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেসের ভারতীয় জুট মিল এসোসিয়েশনেও জুট মিল রেজেষ্ট্রী করিবার আবেদনপত্র পাওয়া যাইবে।

(গ) যথাযোগ্য পাট ট্যাক্স অফিসারের নিকট রেজেষ্ট্রী করিবার নিমিত্ত আবেদন করিতে হইবে, অর্থাৎ যে ট্যাক্স অফিসারের এলাকাধীনে জুট মিলের মালিক অথবা শিপারের কারবারের স্থান অথবা একাধিক কারবারের স্থান হইলে হেড অফিস অবস্থিত। লোক মারফৎ কিম্বা ডাকযোগে আবেদনপত্র প্রেরণ করা যাইতে পারে এবং উহা অগৌণে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। রেজেষ্ট্রীর সার্টিফিকেট কলিকাতার জুট মিলের অথবা শিপারের মালিকদের নিকট ডেলিভারী দেওয়া হইবে এবং মফঃস্বলে জুট ট্যাক্স অফিসার উহা ডেলিভারী দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন এবং শিপার ও মালিককে যথাযোগ্য ভাবে জানাইয়া দিবেন।

(ঘ) যে সকল জুট মিলের মালিক ও পাটের শিপারগণ এখনও আবেদন করেন নাই, তাঁহাদিগকে অবিলম্বে আবেদন করিতে বলা হইতেছে। সাধারণতঃ আবেদনপত্র পাওয়ার ৭ দিনের মধ্যে রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেট জারি করার জন্য প্রস্তুত করা হইবে। জুট মিলের মালিক-গণকে যথাক্রমে ৩১শে মার্চ্চ, ৩০শে জুন, ৩০শে সেপ্টেম্বর এবং ৩১শে ডিসেম্বর তাঁহাদের ত্রৈমাসিক হিসাব দাখিল করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। একটি ত্রৈমাসিক কাল শেষ হইবার পরবর্ত্তী মাসের মধ্যে এই হিসাব দাখিল করিতে হইবে। কিন্তু শিপারগণকে ইংরেজী ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী মাসিক হিসাব দাখিল করিতে হইবে। প্রতি মাস শেষ হইবার পর পরবর্ত্তী মাসের ১৫ দিনের মধ্যে এই হিসাব দাখিল করা বাঞ্ছনীয়। এই প্রত্যেকটি হিসাবের সহিত কতকগুলি বিবরণী থাকা প্রয়োজনীয়। যে কোন জুট ট্যাক্স অফিসারের অফিসে হিসাব ও বিবরণী দাখিল করিবার মুদ্রিত ফর্ম্ম পাওয়া যাইবে।

যে সকল জুট মিলের মালিক এবং শিপারের ব্যবসায়-স্থল অথবা হেড্ অফিস কলিকাতায় অবস্থিত, তাঁহাদিগকে মণপ্রতি দুই আনা হারে ট্যাক্স সরাসরি কলিকাতার রিজার্ভ ব্যাঙ্কে প্রেরণ করিতে হইবে। কিন্তু যাঁহাদের ব্যবসায় স্থল অথবা হেড্ অফিস কলিকাতার বাহিরে সে ক্ষেত্রে যে মহকুমার অধীনে ঐ স্থান অবস্থিত, তাহার ট্রেজারী অথবা সাব-ট্রেজারীতে উক্ত ট্যাক্স প্রেরণ করিতে হইবে।

যে সকল জুট মিলের মালিক বাঙলার বাহিরে পাট রপ্তানী করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে "শিপার" বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং তাহাদিগকে উক্ত রপ্তানী কার্য্য পরি-চালনার জন্য পৃথক রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আবেদন করিতে হইবে এবং শিপার অব্ জুট হিসাবে আইনানুযায়ী অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ও দাখিল করিতে হইবে।

যদি কোন জুট মিলের মালিক অথবা শিপার কোন বিশেষ ব্যাপার বিশদরূপে বুঝিতে চাহেন, তবে যথাযোগ্য ট্যাক্স অফিসারকে জানাইলেই তিনি আনন্দের সহিত তাঁহাদের সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিবেন।

এই আইনকে কার্য্যকরী করার নিমিত্ত কমাশিয়াল ট্যাক্স অফিসারগণ পাট ট্যাক্স অফিসারদিগের এলাকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন।

গত বৎসরের ন্যায় এবারও আগামী ২৮শে মার্চ্চ তারিখে বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসাম এই চারিটি প্রদেশের ১৯৪১ সনের পাট উৎপাদনের একত্রীভূত এক অতিরিক্ত হিসাব প্রকাশিত হইবে।

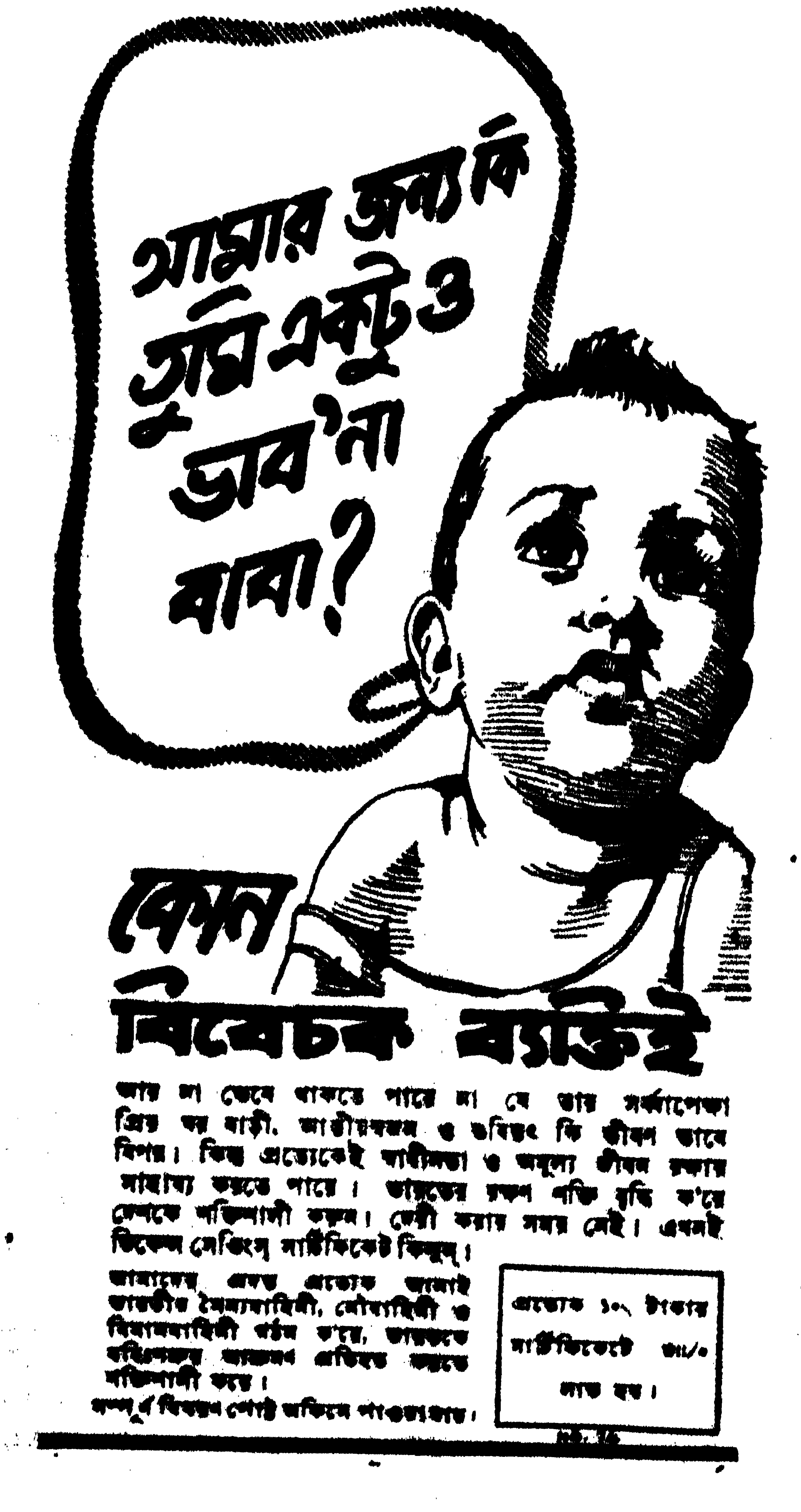

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৫ম পৃষ্ঠার জের]

সুমাত্রায় এখনও বাধাদান চলিতেছে

ডাঃ ভ্যান মুক মেলবোর্ণ হইতে জানাইয়াছেন যে, উত্তর ও মধ্য সুমাত্রার সহিত তিনি টেলিফোনে সংযোগ স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি বলেন, ডাচ সেনারা ঐ সকল স্থানে এখনও দৃঢ়তার সহিত সংগ্রাম চালাইতেছে। তাহাদের মানসিক বল অটুট আছে। ডাচ বাহিনী আত্মসমর্পণ করিয়াছে বলিয়া যে দাবী জাপানীরা করিতেছে, এতদ্বারা তাহার অসারতা সপ্রমাণ হইতেছে। মেডানের সহিত ডাঃ ভ্যান মুকের সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তিনি নিশ্চিতভাবে জানিতে পারিয়াছেন যে, সুমাত্রায় মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর বাধাদান চলিতেছে। সুমাত্রা ও যবদ্বীপ হইতে যে সকল ডাচ সেনাকে অষ্ট্রেলিয়া আনা হইয়াছে, তাহাদিগকে কি করিয়া কাজে লাগান যায়, অষ্ট্রেলিয়ান সমর নায়কদের সহিত ডাঃ ভ্যান মুক তাহারই আলোচনা করিতেছেন।

নিউগিনিতে জাপানীদের তৎপরতা

সংবাদে জানা যায় যে, জাপানীরা নিউগিনির উত্তর পশ্চিম উপকূলে দ্রুতগতিতে জঙ্গী বিমানের ঘাঁটিসমূহ প্রতিষ্ঠা করিতেছে। বৃটিশ বিমান বিভাগের জনৈক মুখপাত্র জানান যে, মোরিসবি বন্দরের উপর আক্রমণ চালাইতে পারে, এরূপ একটি জাপ নৌবহর সালামাউয়াতে আছে।

নিউগিনির দরিয়ায় ১৩ খানি জাপ জাহাজ জলমগ্ন

নিউগিনির দরিয়ায় জাপানীদের ক্ষতি সম্পর্কে নানারূপ বিবরণ পাওয়া যাইতেছে। মেলবোর্ণের এক সংবাদে জানা যায় যে, অন্যূন ১৩ খানি জাপ সৈন্যবাহী জাহাজ নিউগিনির দরিয়ায় জলমগ্ন হইয়াছে। এই হিসাব সম্ভবতঃ নির্ভুল; বলা হইয়াছে যে, সালামাউয়ায় ৭খানি সৈন্যবাহী জাহাজ ধ্বংস হইয়াছে এবং গত কয়েক সপ্তাহে রাবাউল অঞ্চলে অপর ৬খানি ধ্বংস হইয়াছে।

পাঁচটি জাপ জাহাজ নিমজ্জিত

নৌবিভাগীয় ইস্তাহারে প্রকাশ, সুদূর প্রাচ্যে মার্কিণ সাবমেরিণ জাপ এলাকায় চারটি জাপ মালবাহী জাহাজ ও একটি যাত্রীবাহী জাহাজ নিমজ্জিত করিয়াছে। মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে ১০ই মার্চ মিডওয়ে দ্বীপের নিকট দুইটি সিপ্লেন দৃষ্টিগোচর হয় এবং ঐ দ্বীপের চারটি জঙ্গী বিমান তাহাদিগকে বাধা দেয়। একটি প্রতিপক্ষীয় বিমান পতিত হয় এবং অপরটি পলাইয়া যায়।

মালয়ে হতাহত অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্য

মালয়ের যুদ্ধে অষ্ট্রেলিয়ান বাহিনীর ক্ষতি সম্পর্কে সেনা-সচিব জানান যে, মালয়ের যুদ্ধে অষ্ট্রেলিয়ান বাহিনীর ক্ষতির পরিমাণ মধ্যপ্রাচ্য, ক্রীট, গ্রীস, সিরিয়া এবং আফ্রিকার রণাঙ্গনে মরু অঞ্চলের যুদ্ধে হতাহতের পরিমাণ অপেক্ষা বেশী। এক সরকারী বিবরণে জানা যায় যে, মালয়ে ও সিঙ্গাপুরে বন্দী এবং হতাহত অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যের সংখ্যা ১৭,০৩১ হইবে। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে ৯,৩৩৫ জন অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্য হতাহত হইয়াছিল।

মিঃ ফোর্ড জানান, সিঙ্গাপুরের প্রকৃত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই ২৮৭ অফিসার যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারান। সিঙ্গাপুর হইতে কয়েকজন বৈমানিক পলাইয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু অনুমান হয় যে, ১৬,১৪৪জন অফিসার ও সেনার কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না।

জাপানীদের আত্মরক্ষাব্যূহ রচনা

এক সাংবাদিক সম্মেলনে চীনা সামরিক মুখপাত্র বলেন, রেঙ্গুণের চল্লিশ মাইল উত্তরে সড়ক ও রেলপথের কেন্দ্র পেগু শহরের দশ মাইল উত্তরে জাপানীরা আত্মরক্ষাব্যূহ রচনা করিতেছে। [illegible] ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে এবং উত্তর অভিমুখে অভিযান পরিচালনার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না।

অষ্ট্রেলিয়ায় মার্কিণ সৈন্য

বড় বড় শিরোনামা দিয়া সিকাগো সান পত্রিকা কানবেরা ও সিডনী হইতে পাওয়া নিম্নলিখিত সংবাদটি ১৪ই মার্চ্চ প্রকাশ করিয়াছে:—

মার্কিণ সৈন্যরা অষ্ট্রেলিয়ায় অবতরণ করিয়াছে।

বুকা দ্বীপে জাপ নৌবহর

সলোমনের বুকা দ্বীপে একটি জাপ নৌবহর গিয়াছিল। তাহারা তীরে অবতরণ করিয়াছে কি না জানিতে পারা যায় নাই।

ব্রহ্ম যুদ্ধের অবস্থা

সমর সমালোচক ব্রহ্মদেশ সম্পর্কে তাঁহার সামরিক ভাষ্যে বলিতেছেন:—

চীনা সৈন্যরা রেঙ্গুণ এবং পেগু হইতে পলায়িত জেনারেল আলেকজাণ্ডারের সৈন্যদের সহিত মিলিত হইয়াছে। পলায়ন কালে ব্রিটিশ সৈন্যদিগকে যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিতে হইলেও যতটা ক্ষতির আশঙ্কা করা গিয়াছিল ততটা হয় নাই। জাপরা উত্তরগামী পথ রোধ করিয়াছিল। ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক, পদাতিক ও মোটর বাহিনীর জন্য জাপ ব্যূহের ভিতর দিয়া পথ করিয়া দেয়। জাপদিগকে প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে।

একটী সংবাদে প্রকাশ যে, শত্রু সিটাং নদীর উজানের দিকে ধাওয়া করিবার চেষ্টায় আছে। তবে তাহাদের এই চেষ্টা এখনও পর্য্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করে নাই।

থার্সডে দ্বীপের নিকটে জাপ বিমানের হানা

মেলবোর্ণের সংবাদে প্রকাশ, একখানি সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, জাপ বোমারু বিমানসমূহ "থার্সডে" দ্বীপের সন্নিহিত কয়েকটি দ্বীপের উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল। যে সকল দ্বীপের উপর আক্রমণ চালান হইয়াছিল, ঐগুলি অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব্ব উপকূল হইতে মাত্র ৩০ মাইল দূরে অবস্থিত।

জাপ দখলে ওয়ে দ্বীপ

টোকিওর সংবাদে প্রকাশ, সরকারী জাপ এজেন্সী হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সুমাত্রার উত্তরপ্রান্তবর্ত্তী ক্ষুদ্র ওয়ে দ্বীপ জাপ সৈন্যদল কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে।

সিংহলে সামরিক কর্ত্তৃত্ব

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বর্ত্তমান জরুরী অবস্থায় গভর্ণমেণ্ট সিংহলকে "সিংহলের প্রধান সেনাপতি" নামে একজন সামরিক কর্ম্মচারীর পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীনে আনার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অ্যাডমিরাল এডমিরাল স্যার জিওফ্রে লেটন এই নূতন পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং সিংহলের সামরিক, নৌবিভাগীয়, বিমান বিভাগীয় এবং বে-সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহারই নির্দ্দেশ অনুসারে চলিবে। সিংহল রক্ষার জন্য যাহাতে প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় এবং সামরিক ও বে-সামরিক ব্যবস্থাদির মধ্যে যাহাতে পূর্ণ যোগাযোগ সাধিত হয়, তজ্জন্য তিনি দায়ী থাকিবেন।

বেসিন শহর জাপানীদের হস্তে?

১৬ই মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, জাপানীরা দাবী করিতেছে যে, তাহারা বেসিন শহর দখল করিয়াছে। সম্ভবতঃ বেসিন শহর জাপানীদের করতলগত হইয়াছে।

ইরাবতী বদ্বীপের দক্ষিণাংশ জাপানীদের করতলগত হইয়াছে। চীনারা বৃটিশ বাহিনীর উত্তর দিকে রহিয়াছে, [illegible] করিতেছে।

বৃটিশ বাহিনী কর্ত্তৃক একটি শহর ও দুইটি গ্রাম পুনরধিকার

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, বৃটিশ বাহিনী প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ চালাইয়া সোয়েজিন নামে একটি শহর এবং অপর দুইটি গ্রাম পুনরধিকার করিয়াছে।

ক্ষুদ্র সোয়েজিন শহরটি রেঙ্গুণের একশত মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত—সম্প্রতি শহরটি জাপানীরা অধিকার করিয়াছিল।

বৃটিশ বাহিনীর প্রচণ্ড হানা

নয়াদিল্লীর ১৬ই মার্চ্চের এক সংবাদে প্রকাশ, রেঙ্গুণের ১১০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে সিতাং নদীর নিকটে বৃটিশ বাহিনী জাপ বাহিনীর উপর ব্যাপকভাবে আক্রমণ চালাইয়াছিল।

অন্যান্য রণাঙ্গণের সংবাদ

বহু জার্ম্মাণ সৈন্য হতাহত

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, ১০ই মার্চ্চের সোভিয়েট ইস্তাহারের ক্রোড়পত্রে বলা হইয়াছে যে, দুই দিনের যুদ্ধে সোভিয়েট সৈন্যগণ মধ্য রণাঙ্গনে দুই হাজার জার্ম্মাণ অফিসার ও সৈন্য নিহত করিয়াছে।

তিন দিক হইতে খারকভ বিপন্ন

টকহলমের সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব্ব রণাঙ্গনে রুশ বাহিনীর সাফল্য সম্পর্কে মস্কো হইতে যে সকল বিবরণ পাওয়া গিয়াছে উহাতে জানা যায়, ঘোরতর সংগ্রামের পর রুশ সৈন্যদল ওরেলের দক্ষিণ-পশ্চিমে ডিমিট্রোভস্কের ৬ মাইল দক্ষিণে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়াছে। ডাগেন নাইহেডের পত্রিকায় মস্কোর সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, খারকভ এক্ষণে তিন দিক হইতে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। রুশ-সৈন্যদল বস্কেভের দক্ষিণে সিচভেভকা নামক স্থানটি পুনরধিকার করিয়াছে বলিয়াও এই সংবাদদাতা জানাইয়াছেন। লেনিনগ্রাদ রণাঙ্গনে লালফৌজ স্লুসেলবার্গ অভিমুখে আক্রমণ সুরু করিয়াছে। জার্ম্মাণগণ বরফের উপর মোটর চলাচলের রাস্তা নির্ম্মাণ করিতেছে।

দক্ষিণ রণাঙ্গণে রুশীয়দের বিরাট আক্রমণ

টুলো রেডিও এক নিরপেক্ষ সূত্রের সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া জানায়, সমগ্র দক্ষিণ রণাঙ্গন জুড়িয়া রুশ সৈন্যেরা প্রায় এক সঙ্গে প্রবল আক্রমণ চালাইয়াছে। উক্ত সংবাদে আরও জানা যায়, শীত সুরু হইবার পর এই আক্রমণটি নিঃসন্দেহে সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য। রুশগণ প্রায় সবুই ডিভিশন সৈন্য নিয়োজিত করিয়াছে। তাহাদের আক্রমণের লক্ষ্য প্রধানতঃ খারকভ-টাগানরোগ এলাকা ও টাগানরোগ। বিশেষ করিয়া খারকভের উত্তর-পূর্ব্ব ও দক্ষিণের সংগ্রামই অধিকতর তীব্র।

কালিনিন রণাঙ্গণে ৪৯,৭০০ জার্ম্মাণ সৈন্য হত

এক বিশেষ ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, ৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে ৮ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত কালিনিন রণাঙ্গনে জার্ম্মাণদের ৪৯,৭০০ সৈন্য হত হইয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে রুশগণ কর্ত্তৃক ১৬১টি জনপদ পুনরধিকৃত, ২৭৭টি জার্ম্মাণ বিমান ভূপাতিত এবং ৭৮টি ট্যাঙ্ক ও ১৭২টি কামান হস্তগত হইয়াছে।

লালফৌজের অগ্রগতি

মস্কো রেডিও ১৪ই মার্চ্চ দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের এক সংবাদের উল্লেখ করিয়া বলিতেছে যে, সোভিয়েট সৈন্যগণ একটি গুরুত্বপূর্ণ জার্ম্মাণ প্রতিরোধ ব্যূহ ভেদ করিয়া ৫টি পল্লী দখল করিয়াছে। লালফৌজ বাহিনী পশ্চিম দিকে অগ্রগতি চালাইতেছে এবং শত্রুর বহু সৈন্য ও রণসম্ভার ধ্বংস করিতেছে। সোভিয়েট সৈন্যগণ স্মোলেনস্ক রণাঙ্গণে ১১টি পল্লী অধিকার করিয়াছে।

[১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

কয়েদীদের জন্য নানারূপ সুখ-সুবিধা

বঙ্গীয় জেলসমূহের ১৯৪০ সালের বিবরণী

বাঙলাদেশের জেলসমূহের শাসন সংক্রান্ত ১৯৪০ সনের রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, আলোচ্য বৎসরে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল বাঙলাদেশের জেলের শিল্প শাখার, জেলের শ্রমিক ও তাহাদের আয় সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটি তদন্ত কমিটির নিয়োগ। জেলের শিল্প সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য কমিটির হাতে ব্যাপক অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। কমিটী আলোচ্য বৎসরে কোন জেল পরিদর্শন করেন নাই।

এই প্রদেশের জেলের উন্নতি সাধনের জন্য অনেকগুলি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বিবেচনা করা হইয়াছিল এবং তাহার ফলে কয়েকটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং তাহা আলোচ্য বর্ষে কার্য্যকরীও করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে বহরমপুর জেলে অপ্রাপ্ত বয়স্ক কয়েদীদের শিক্ষা ও অর্থকরী ব্যবসায়ে ট্রেণিং দেওয়ার জন্য এক সর্ব্ব সময়ের জন্য নিয়মিত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অধীনে ঐ বিভাগের পুনর্গঠন অন্যতম। ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত কাজগুলি উল্লেখযোগ্য :—

সেণ্ট্রাল ও ডিষ্ট্রিক্ট জেলে খেলাধুলা ও শারীরিক ব্যায়ামের এবং সেণ্ট্রাল জেলে বার্ষিক খেলাধুলার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা।

এই প্রদেশের জেলসমূহে স্থায়ীভাবে পাঠাগার পরিচালন জন্য পৌনঃপুনিক ১,০০০৲ এক হাজার টাকা ব্যয় মঞ্জুর ও বিভিন্ন জেলে ঐ পাঠাগার ব্যবহারকারীর সংখ্যানুপাতে ঐ টাকা বিভাগ করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীর মধ্যে যাঁহারা কাপড় ধুইতে ও তৈজষপত্র পরিষ্কার করিতে অনভ্যস্ত তাহাদিগকে ঐরূপ কাজ হইতে অব্যাহতি প্রদান।

যে সমুদয় জেলে জলের প্রাচুর্য্য আছে, ঐ সব জেলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের জন্য সন্ধ্যায় স্নানের ব্যবস্থা ও কয়েদীদিগকে অতিরিক্ত পোষাক দেওয়ার ব্যবস্থা এবং যে সমুদয় কয়েদী বিশেষভাবে যোগ্য বিবেচিত হইবে তাহাদের দণ্ডাদেশ এক-চতুর্থাংশের অধিক এবং এক-তৃতীয়াংশ পর্য্যন্ত হ্রাস করিয়া দেওয়ার জন্য গভর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতে পারিবেন বলিয়া ব্যবস্থা।

শাসন সংক্রান্ত উন্নতি সম্বন্ধে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হইল অধিক সংখ্যায় বাঙালী কারারক্ষী নিয়োগ। প্রেসিডেন্সী জেল ব্যতীত অন্যান্য জেলে নবনিযুক্ত কারারক্ষীদের শতকরা ৭৫ জন বাঙলা দেশবাসী হইবে এবং প্রেসিডেন্সী জেলে শতকরা ৫০ জনের অধিক বাঙালী নিযুক্ত হইবে না। ছয় মাস পরে প্রেসিডেন্সী জেলের এই নিয়োগ ব্যাপার পুনরায় বিবেচনা করা হইবে।

আর একটি উন্নতি হইল যে, ঢাকার জেলে স্বাস্থ্য-যোগ্যতা, স্বাস্থ্যযোগ্যতা, বায়ুচলাচল ও নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসহ কয়েদীদের সহিত সাক্ষাৎকারীদের জন্য আধুনিক ধরণের ৪টি কামরা প্রস্তুত। এই প্রকারের কামরা খুবই উন্নতিবিধায়ক এবং ইহাকে সমস্ত জেলের জন্য আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। অর্থের ব্যবস্থা হইলে মফঃস্বলের সাক্ষাৎকারের কামরার মত কামরা অন্যান্য জেলেও প্রস্তুত করা হইবে। ইহা ছাড়া আলোচ্য বৎসরে শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে আরোও কতিপয় পরিকল্পনা মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং বৎসরের শেষভাগে আরও অনেকগুলি পরিকল্পনা গভর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন ছিল।

প্রেসিডেন্সী, আলিপুর ও ময়মনসিংহ জেলে নিয়োজিত শিক্ষকগণ সম্বৎসর কিশোর ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক কয়েদীগণকে শিক্ষা দান করিয়াছেন এবং এই সমস্ত জেল অভ্যন্তরস্থ স্কুলসমূহে মোটামুটি শিক্ষা কার্য্য বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে। ঢাকা, রাজশাহী এবং মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে বেতনভোগী শিক্ষকগণ এই সমুদয় জেলে প্রাপ্তবয়স্ক কয়েদীগণকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। এই সমুদয় জেলে যে সব বয়স্ক কয়েদী লেখাপড়া শিক্ষা করিতে উৎসাহী, তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষিত কয়েদীগণকে শিক্ষক স্বরূপে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। বেতনভোগী শিক্ষকেরা এই সমুদয় কয়েদী শিক্ষকগণকে ট্রেণিং দিয়াছেন, তাহাদের শিক্ষাকার্য্য পরিদর্শন করিয়াছেন এবং কয়েদী শিক্ষার্থীদের সাময়িক পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার ফল এত সন্তোষজনক হইয়াছে যে, অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় শতকরা ২৫-৩০ জন শিক্ষার্থী লিখন-পঠনক্ষম হইয়াছে এবং সমস্ত কয়েদীর মধ্যে এই ব্যাপারে খুবই উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছে। বয়স্কদিগের শিক্ষা পরিকল্পনা কয়েদীদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাঁহারা তাহাদের অবসর সময়টুকু লিখন-পঠনে ব্যয় করিতে আগ্রহশীল হইয়াছে। তাহার ফলে জেলে ছোটখাট অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। বয়স্কদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যাপক পরিকল্পনা ও শিক্ষকগণের উন্নতি বিধানের ব্যাপক পরিকল্পনা বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন। প্রেসিডেন্সী জেলেও বয়স্ক অশিক্ষিত কয়েদীগণকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বেতনভোগী শিক্ষকগণের তত্ত্বাবধানে কয়েদী শিক্ষক নিযুক্ত করার অনুরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং তাহার ফল সন্তোষজনক হইয়াছে।

নিম্নলিখিত জেলার জেলসমূহ বয়স্ক কয়েদীদিগকে শিক্ষাদানবিধি প্রবর্ত্তনের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা করিয়াছে এবং আলোচ্য বর্ষে তাহারা সন্তোষজনক উন্নতি লাভ করিয়াছে।

রংপুর জেল, দার্জিলিং জেল, দিনাজপুর জেল, বগুড়া জেল, সিউড়ী জেল, কুমিল্লা জেল এবং বর্দ্ধমান জেল।

বৎসরের প্রথমে জেলসমূহে ৮০ জন সন্ত্রাসবাদী কয়েদী ছিল; তন্মধ্যে দুইজন ভবিষ্যতে শান্তিপূর্ণ ভাবে জীবনযাপন করিবে এইরূপ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল এবং অপর একজন কারাবাস কাল শেষ হওয়ায় মুক্তি পায়। তদনুসারে বৎসরের শেষে ৭৭ জন সন্ত্রাসবাদী জেলে অবরুদ্ধ ছিল।

বৎসরের প্রথমে ১৪,৭৭৮ জন পুরুষ এবং ১১৪ জন স্ত্রীলোক অপরাধী জেলের ভিতর ছিল। সরাসরি কোর্ট হইতে যে সকল কয়েদী পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ৩৫,২৯৩ জন পুরুষ এবং ৫৯৬ জন স্ত্রীলোক ছিল। সর্ব্বশুদ্ধ ১৯ জন অপরাধীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল; কিন্তু তাহা হইতে তিনজনের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করা হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে মোট ৫৩৯ জন সাধারণ অপরাধীকে পোর্ট ব্লেয়ারে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৬৩ জন বাঙালী। এই প্রদেশের সমস্ত অপরাধী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে সেখানে বসবাস সুরু করিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে মোট ৫৯৬ জন স্ত্রীলোক কয়েদী জেলে ভর্ত্তি হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৩১৫ জন হিন্দু ও শিখ, ১৬৯ জন মুসলমান এবং বাদবাকি অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী।

বাঁকুড়া চরিত্র-সংশোধন বিদ্যালয়।—আলোচ্য বর্ষে এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৪৩ জন; ইহার পূর্ব্ব বৎসর শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৪৮ জন। ১২৬ জন যুবক অপরাধী এই বিদ্যালয়ে গ্রহণ করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১২৫ জনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। গত বৎসর এই মুক্ত অপরাধীর সংখ্যা ছিল ১১২ জন।

১৯৪০ সালের শেষ ভাগে যুবক অপরাধী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৪৭ জন।

বয়সের তারতম্য অনুসারে বালকগণকে লাল, নীল, সবুজ ও সাদা এই চারিটি গৃহে পৃথক করিয়া রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বিভিন্ন গৃহের বালকগণকে পৃথক পৃথক বর্ণে থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল। যাহাতে প্রত্যেক গৃহই বিদ্যালয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে, তজ্জন্য প্রতিটি গৃহের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত যথাযোগ্য ভাবে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ছেলেদের ব্যক্তিগত ব্যবহার, স্বাস্থ্য ও বুদ্ধিমত্তা দৃষ্টে সাধারণ, তারকা, বিশেষ তারকা এবং অপরাধপ্রবণ শ্রেণীরূপে বিভক্ত করা হইয়াছে। ভর্ত্তী হওয়ার সময় দেখা গিয়াছিল যে, অধিকাংশ বালকই নিরক্ষর; তদনুসারে মূলতঃ প্রাথমিক শিক্ষারই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু পরে প্রয়োজনমত উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষা ব্যবস্থা করা হয়—এমন কি প্রবেশিকা শ্রেণীর অনুপাতে শিক্ষাও প্রবর্ত্তন করা হয়। ১৯৪০ সাল পর্য্যন্ত এই বিদ্যালয় হইতে ১৭ জন বালক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

এই বিদ্যালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল—বালকদিগকে কুটির ও কারুশিল্পে এরূপভাবে কারিগর করিয়া তোলা যাহার ফলে তাহারা সৎভাবে জীবিকার্জ্জন করিয়া পুনরায় সমাজে ফিরিয়া আসিতে পারে। বেতনভোগী শিক্ষকদিগের অধীনে ছাত্রদল প্রত্যহ প্রয়োজনীয় শিল্প বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছে। যাহাতে তাহাদের শারীরিক উন্নতি হয়, তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকার সুবিধার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্কুল সংলগ্ন একটি ক্লাব রুম আছে; সেখানে ছেলের দল নানারূপ খেলা ও গীতবাদ্যাদি করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত নিজ নিজ ধর্ম্ম অনুসারে ছাত্রদিগকে উৎসব-অনুষ্ঠান করিবার অনুমতিও দেওয়া হইয়াছিল।

আইন অনুসারে যতদূর সম্ভব বিভিন্ন কয়েদীকে নিজ নিজ ধর্ম্ম বিষয়ক উৎসবে যোগ দিতে দেওয়া হইয়াছে। জেল সংশ্লিষ্ট অবৈতনিক ধর্ম্ম উপদেষ্টাগণ কয়েদীগণকে ধর্ম্ম-উপদেশ প্রদান করিবার নিমিত্ত যথারীতি জেলে গমন করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা সম্পর্কে মহিলা ধর্ম্ম-উপদেষ্টাদের কাষ বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। নিজ নিজ ধর্ম্ম অনুসারে কয়েদীগণকে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য পর্ব্ব উপলক্ষে ছুটি প্রদান করা হইয়াছে।

ঔষধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

জনসাধারণের জ্ঞাতব্য

১৯৩৯ সালের গত ২৬শে ডিসেম্বর এবং ১৯৪০ সালের ৯ই জানুয়ারী যে দুইটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি যথাক্রমে ১৯৪০ সালের ১১ই এবং ১৮ই জানুয়ারী কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার আংশিক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া নিম্নলিখিত দ্রব্যাদির উচ্চতম পাইকারী ও খুচরা দর নিম্নলিখিতরূপে ধার্য্য করা হইয়াছে। এই দর কলিকাতা ও শহরতলীতে অবিলম্বে কার্য্যকরী হইবে।

পণ্য।		পাইকারী দর।	খুচরা দর।
একোনেবেরিন্ বৃহৎ (১ ও ২ নং)	..	২২৸৹ প্রতি ডজন।	২৲ প্রতিটি।
কোরাভন	..	..	৩৷৵৹ প্রতিটি।

ডিফেন্স লোন এবং সুদবিহীন বণ্ড

বাঙলার বিভিন্ন জেলায় জানুয়ারী মাসে বিক্রয়ের হিসাব

গত জানুয়ারী মাসে বাঙলাদেশে শতকরা ৩৲ টাকা সুদের ১৯৪৯-৫২ সালে পরিশোধ্য দ্বিতীয় ডিফেন্স লোন্ এবং ৩ বৎসরের মেয়াদী সুদবিহীন ডিফেন্স বণ্ড বিক্রয়ের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

	দ্বিতীয় ডিফেন্স লোন্।		সুদবিহীন বণ্ড।	
	জানুয়ারী মাসে (১৯৪২)।	৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯৪১) হইতে ৩১শে জানুয়ারী (১৯৪২) পর্য্যন্ত।	জানুয়ারী মাসে (১৯৪২)।	১০ই জুন (১৯৪১) হইতে ৩১শে জানুয়ারী (১৯৪২) পর্য্যন্ত।
	টাকা।	টাকা।	টাকা।	টাকা।
কলিকাতা	২,৯৪,২০০	২০,৬০,২৪,০০০	৮,০২৩	৩৭,৭২,২২৭৵০
বাখরগঞ্জ	..	১৭,০০০	..	..
বাঁকুড়া	..	১,০০০	..	..
বীরভূম	৮০০	১,০০০	..	..
বগুড়া	৩,৩০০	১৩,৬০০	..	..
বর্দ্ধমান	১০০	২,৪৭,৯০০	১২৭	২,৬৮২
চট্টগ্রাম	১০,০০০	১,৩৩,৭০০	..	২,০০০
ঢাকা	৪,৭০০	১,১১,৪০০	২,০০০	৫৪,৮০০
দার্জ্জিলিং	২,০০০	২,৯৪,৫০০	..	২৩,৬৩৮
দিনাজপুর	৩০,০০০	৩০,০০০	..	..
ফরিদপুর	..	২০০	..	..
হুগলী	..	৩১,০০০	..	..
হাওড়া	..	৩,৮১,১০০	..	২,৫৫১
জলপাইগুড়ি	৪৪,৪০০	১,৫৬,১০০	..	৬,৬০০
যশোহর	..	৫০,০০০	..	..
খুলনা	..	২৫,৫০০	..	..
মালদহ	..	..	..	..
মেদিনীপুর	..	২০,৬০০	..	..
মুর্শিদাবাদ	৩৭,০০০	৫০,০০০	..	..
ময়মনসিংহ	৫৩,০০০	২,৩২,০০০	..	..
নদীয়া	১০০	১০০	..	৫,০০০
নোয়াখালী	..	২৫,০০০	..	..
পাবনা	..	১,৫০০	..	..
রাজশাহী	..	১০০	..	..
রংপুর	..	৫৫,০০০	..	..
ত্রিপুরা	..	৮৯,২০০	..	৩০০
২৪-পরগণা	৫০০	৫৪,১০০	..	৫০০
মোট	৪,৮০,১০০	২০,৮০,৪৮,১০০	১০,১৫০	৩৮,৭০,২৯৮৵০

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কনভোকেশন

স্যার আজিজুল হককে ডি-লিট উপাধি দান

গত ১২ই মার্চ্চ অপরাহ্নে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংএর হলঘরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ সমাবর্ত্তন উৎসব হয়। তাহাতে বিদায়ী ভাইস-চ্যান্সেলার লেঃ কর্ণেল মাননীয় স্যার মোহাম্মদ আজিজুল হককে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-লিট (ডক্টর অব লিটারেচার) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী স্যার আজিজুল হককে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার স্যার জন হার্বার্টের সম্মুখে উপস্থিত করিলে লাট সাহেব তাঁহাকে উপাধিভূষিত করেন। বক্তৃতার উপসংহারে স্যার জন হার্বার্ট ঘোষণা করেন যে, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্ত্তী ভাইস-চ্যান্সেলার হইলেন। বর্ত্তমান মাসের শেষ ভাগে স্যার আজিজুল হক ভারতের হাই-কমিশনাররূপে কার্য্যে যোগদান করার জন্য লণ্ডন যাত্রা করিবেন।

বাঙলার শিক্ষাক্ষেত্রে স্যার মোহাম্মদ আজিজুল হকের দানের উল্লেখ করিয়া চ্যান্সেলার মহোদয় বলেন,—স্যার মোহাম্মদ আজিজুল হক যখন ভাইস-চ্যান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন শিক্ষার উন্নতিকল্পে বিশ্ববিদ্যালয় বহুবিধ পরিকল্পনায় মনোনিবেশ করেন। মুসলমান ছাত্রদের বিজ্ঞান ও অন্যান্য শিক্ষার সুবিধার জন্য মহসীন ফণ্ড হইতে বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া স্যার আজিজুল হক মুসলমান শিক্ষার অগ্রগতির পথে সাহায্য করিয়াছেন। ইংরেজীর পরিবর্ত্তে বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিবার ব্যাপারে তাঁহার অনেকখানি হাত ছিল। স্যার আজিজুল হকের প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা এখনও বলবৎ আছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের স্পীকাররূপে তিনি গুরুতর পরিস্থিতির সময় গভীর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। নিরপেক্ষভাবে ন্যায়ের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। সাড়ে তিন বৎসরকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি উহাকে ঠিক পথে পরিচালিত করিয়াছেন। স্যার আশুতোষ মুখার্জির আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক সংস্কৃতি ও ইতিহাস শিক্ষার জন্য একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিয়া বহুকালের অভাব দূর করিয়াছেন।

বঙ্গীয় পাবলিক সার্ভিস্ কমিশনের বিদায়ী চেয়ারম্যান্ মিঃ এফ, ডব্লু, রবার্টসনের বিদায়-অভিনন্দন উৎসবে এই ফটো গৃহীত হইয়াছিল। মধ্যস্থলে মাল্যভূষিত অবস্থায় মিঃ রবার্টসনকে দেখা যাইতেছে। তাঁহার ডান পার্শ্বে কমিশনের সদস্য মিঃ এম, এন, বসু ও বামপার্শ্বে খানবাহাদুর আব্দুল হাই উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

যুদ্ধের সংবাদ

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

[illegible] জার্মাণ সৈন্যদের বিদ্রোহ

স্বাধীন [illegible] দলের গোপন সদর কার্য্যালয়ে খবর আসিয়াছে যে, ফ্রান্সের কয়েকটী স্থানে জার্মাণ সৈন্য বাহিনীতে [illegible] বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে। প্রকাশ, জার্মাণ সৈন্যরা তাহাদের নিজেদের অফিসারগণকে [illegible] করিয়া [illegible]। বলা হইয়াছে যে, গোপনভাবে প্রচারকার্য্য ফ্রান্সের জার্মাণ সৈন্যদিগকে প্রভাবিত করিতেছে।

রুশীয়দের আক্রমণাত্মক সংগ্রাম

"প্রাভদার" সামরিক সংবাদদাতা জানাইতেছেন, "সোভিয়েট সৈন্যগণ পশ্চিম ও মধ্য রণাঙ্গনে শত্রুপক্ষের একটির পর আর একটি প্রতিরোধ কেন্দ্র ধ্বংস করিয়া আক্রমণাত্মক যুদ্ধ চালাইতেছে। তাহারা জার্মাণদের প্রচণ্ড প্রতিরোধ প্রতিহত করিয়া অগ্রসর হইতেছে। এই অগ্রগতি প্রতিহত করিবার বৃথা চেষ্টায় শত্রুপক্ষ আক্রমণকারী সৈন্যদের বিরুদ্ধে কামানশ্রেণী হইতে প্রচণ্ড গোলা বর্ষণ করিয়াছে এবং স্থানে স্থানে পাল্টা আক্রমণ চালাইয়াছে। ঐ সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছে। সোভিয়েট সৈন্যদের আক্রমণের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। রণাঙ্গনের যে সমস্ত অংশে সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র যুদ্ধ হইতেছে, সেই সমস্ত অংশে জার্মাণদের প্রভূত ক্ষতি হইতেছে। একটি ইউনিট তিন দিনব্যাপী যুদ্ধে ১,৩০০ জার্মাণ অফিসার ও সৈন্য হত এবং প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র হস্তগত করিয়া শত্রুপক্ষের একটি সুরক্ষিত ঘাঁটি পুনরধিকার করিয়াছে।

দশ হাজার জার্মাণ হত

এক বিশেষ বক্তৃতায় বলা হইয়াছে যে, ৭ই হইতে ১২ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে দশ হাজার জার্মাণ অফিসার ও সৈন্য হত হইয়াছে।

ইংলিশ চ্যানেলে নৌ-সংগ্রাম

নৌবিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ১৪ই মার্চ্চ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ইংলিশ চ্যানেলে ব্রিটিশ টহলদার জাহাজসমূহের সহিত শত্রুপক্ষের হাল্কা নৌবহরের সংঘর্ষ হয়। আমাদের জন্য ভাড়িৎগতিতে সংগ্রাম চলে এবং যুদ্ধ মাত্র আড়াই মিনিটকাল স্থায়ী হয়। এই সময় একটি ই-বোট বিদীর্ণ এবং দ্বিতীয় ই-বোট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্রিটিশ পক্ষের কেহ হতাহত হয় নাই।

[২য় কলমের শেষাংশ]

আমাদিগকে অবিলম্বে এই বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। এখন ভারতবর্ষ রক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হয়। স্থলে, জলে এবং আকাশে আমরা ভারতবর্ষ রক্ষার জন্য যে আয়োজন করিয়াছি বা করিতেছি, তৎসম্পর্কে আপনারা আমার নিকট হইতে বিস্তারিত বিবরণ জানিতে চাহিবেন না। উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে একটি শক্তিশালী বিমান বাহিনী গঠিত হইতেছে। এই বিমান বাহিনী শুধু রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবে না, এই বিমান বাহিনী শত্রুকে আক্রমণও করিবে। পূর্ব্ব হইতে বিমান বাহিনী এবং বিমান ঘাঁটিসমূহের অস্তিত্ব আছে। আরও বিমান ঘাঁটি নির্ম্মিত হইতেছে এবং নূতন নূতন সৈন্যদল আসিতেছে।"

উপসংহারে স্যার আর্চিবল্ড ওয়াভেল শত্রুপক্ষের অসুবিধার কথা সতর্কভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেন যে, জাপানীরা অধিকৃত অঞ্চল বুঝিয়া এবং তাহাদের দেশ হইতে দূরে যুদ্ধ চালাইতেছে।

ভারত রক্ষার ব্যাপক আয়োজন

স্যার আর্চিবল্ড ওয়াভেলের বিবৃতি

"ব্রহ্মদেশে শত্রুর বিরুদ্ধে আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া যুদ্ধ চালাইয়া যাইব। রেঙ্গুন হারাইয়া আমাদের যে ক্ষতি হইয়াছে, সেই ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে নূতন যোগপথ উন্মুক্ত করিবার জন্য আমরা সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিতেছি।" জেনারেল স্যার আর্চিবল্ড ওয়াভেল সম্প্রতি সাংবাদিকগণের বৈঠকে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি পূর্ব্বোক্ত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। জেনারেল স্যার আর্চিবল্ড ওয়াভেল যখন ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজে ছিলেন, অতঃপর সেই সময়ের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, ঐ সময়েই তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগকে সময়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। যথাসময়ে জাপানীদের দক্ষিণাভিমুখী অগ্রগতি রোধ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা নূতন স্থলসৈন্য এবং বিশেষ করিয়া বিমান বাহিনীর সাহায্য পাইবেন কিনা, ইহাই ছিল তাঁহাদের সমস্যা। অতঃপর স্যার আর্চিবল্ড ওয়াভেল বলেন:—"আমরা সর্ব্বদাই ঘড়ির পিছনে ছিলাম এবং সময়ের সহিত প্রতিযোগিতায় আমরা ৪।৫ সপ্তাহ পিছাইয়া পড়িয়াছিলাম।"

"আমরা যেরূপ আশা করিয়াছিলাম, জাপানীরা তাহার চেয়েও দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়াছিল এবং আমরা যে সময় নূতন সৈন্য ও সমরোপকরণ পাইব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম, সমরোপকরণ এবং সৈন্যদল সেই সময়ের পরে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।"

অতঃপর স্যার আর্চিবল্ড ওয়াভেল বলেন যে, মালয় ও সিঙ্গাপুর কি জন্য আরও বেশী দিন রক্ষা করা যায় নাই, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কোনও লাভ নাই। এই সম্পর্কে তিনি আরোও বলেন:—'আমি আপনাদিগকে এই আশ্বাস দিতে পারি যে, কর্ত্তৃপক্ষ এই সমস্ত কারণের প্রতি সম্পূর্ণরূপে অবহিত আছেন এবং এই সমস্ত পরাজয়ের কারণ এবং ইহাতে যে শিক্ষণীয় বিষয় আছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন।"

অতঃপর রেঙ্গুনের কথা উল্লেখ করিয়া স্যার আর্চিবল্ড ওয়াভেল বলেন:—"রেঙ্গুনে এবং নিম্নব্রহ্মের একটি বৃহৎ অংশ আমাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে। সিঙ্গাপুর হারাইবার ফলে আমাদের যে ক্ষতি হইয়াছে, কোনও কোনও দিক দিয়া আমাদের এই ক্ষতি তাহার চেয়েও গুরুতর। ইহা যুদ্ধকে ভারতবর্ষের আরও নিকটে লইয়া আসিয়াছে এবং ইহার ফলে আমাদের মিত্রশক্তি চীনের সহিত আমাদের যে যোগাযোগ আছে, তাহা বিপন্ন হইবার উপক্রম করিয়াছে। মালয়ে যেরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল, ব্রহ্মদেশে প্রায় সেইরূপ ব্যাপারই ঘটিয়াছে। আমরা সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিলাম না; নূতন সৈন্য এবং সমর-সম্ভার অত্যন্ত বিলম্বে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল এবং সৈন্যগণও উপযুক্ত শিক্ষা পায় নাই। কিন্তু ইহা ছাড়া আমাদের উদ্যোগ-আয়োজনে এবং যুদ্ধে আমরা অনেক সময়ে অনেক ভুল করিয়াছিলাম। শত্রুপক্ষ তাঁহাদের আক্রমণের ক্ষিপ্রতা এবং অরণ্যাবৃত দেশে তাঁহাদের অবলম্বিত যুদ্ধকৌশলদ্বারা আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়াছে। যাহা হউক, আমাদের সৈন্যদল নিরুপায় অবস্থার মধ্যেও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৃঢ়তা এবং সাহস সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিল।"

অতঃপর জাপানীদের বহু বিস্তৃত রণাঙ্গনের উল্লেখ করিবার পর স্যার আর্চিবল্ড ওয়াভেল বলেন—"জাপানীরা আড়ম্বরই করুক না কেন, এসম্বন্ধে বিশেষ কোনও সন্দেহ নাই যে, চীনের সহিত যোগপথ বিচ্ছিন্ন করিবার এবং বিমান ঘাঁটি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা উত্তর অভিমুখে অগ্রসর হইবে। এই সমস্ত বিমান ঘাঁটি হইতে ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইতে পারে।

(পূর্ব্ববর্তী কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য)

চীনের গণতান্ত্রিক মানসিকতা

[১ম পৃষ্ঠার জের]

সৈন্যদল সিদ্ধির অস্ত্র ছাড়া আর কিছুই নহে। নানকিং-এর এই তথাকথিত গভর্ণমেণ্টের পশ্চাতে যে জনমতের সমর্থন রহিয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রমাণই পাওয়া যায় নাই। নানকিং গভর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগ (জাপানী ও জার্মাণ বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে পরিচালিত) মনে করে—চীনের জাপানী অধিকৃত অঞ্চল হইতে যেসব সংবাদপত্র বাহির হয়, তাহাদের বক্তব্যই খাঁটি। জাপানী পুলিশ ও সেনাদলের সাহায্যে স্বাধীন মতাবলম্বী অন্যান্য সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করিতেও নানকিং সরকারের বাধে না। একজনেরও চীনের বিরাট জনসমষ্টি যে জাপানকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে, এই মনোভাবকে প্রশমিত করা সম্ভবপর হয় নাই।

জাপানীদের 'বন্ধুত্বের' স্বরূপ

জাপানের সর্ত্ত মানিয়া লইয়া তাহাদের সহিত সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করিতে যে চীনারা আদৌ লালায়িত নহে, এ-পর্য্যন্ত তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ওয়াং-চিংওয়ে ও তাহার দলবল যে জাপানীদের সঙ্গে মিতালী প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহাদের "বন্ধুত্বের" মূল্য যে কতখানি, চীনের জনসাধারণের তাহা বুঝিতে মোটেই বেগ পাইতে হয় না। গত ১১ বৎসর কাল ধরিয়া এই তথাকথিত "বন্ধুর" দল চীনের নিরীহ বেসামরিক জনগণের উপর যে অত্যাচার চালাইয়া আসিয়াছে, চীনাদের স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেরূপভাবে ধ্বংস করা হইয়াছে, চৈনিকগণের পক্ষে তাহা বিস্মৃত হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে। নিপীড়িত নারী ও শিশুদের এ-হেন আর্ত্ত-চীৎকারকে ওয়াংচিংওয়ে ও তাঁহার দলবল "বুঝার ভুল" বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারে, কিন্তু চীনের জনগণ কিছুতেই তাহা ভুলিতে পারে না।

ইংরাজদের অপেক্ষা জাপানীদের সহিত সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করিলে যে ভাল হইবে—চীনের কোন বুদ্ধিমান লোকই তাহা বিশ্বাস করে না। পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে চীনের প্রতি পাশ্চাত্য জাতিগুলির মনোভাব যাহাই থাকুক না কেন, বিপ্লবের পরবর্তী সময় হইতে ইংরাজদের নীতি যে ক্রমেই চীনের প্রতি অধিকতর বন্ধুভাবাপন্ন হইয়াছে, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। পক্ষান্তরে ইহাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, চীনের প্রতি জাপানীদের মনোভাব দিন-দিনই অধিকতর বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইংরাজগণ চাহিতেছে—চীনে দিন দিনই গণতান্ত্রিক নীতির ব্যাপক প্রসার সম্ভবপর হউক এবং চীন বিশ্বের সম্মুখে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হউক। কিন্তু জাপানীরা তাহা আদৌ কামনা করে না; বরং চীনের পতনই তাহাদের কাম্য। কারণ চীনে যদি গণতন্ত্রের অভ্যুদয় হয়, তাহা হইলে স্বভাবতঃই জাপানেও সামরিক কর্ত্তৃত্বের অবসান হইবে বলিয়া জাপানী কর্ত্তৃপক্ষ আশঙ্কা করে।

জাপান, কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ায় গণতান্ত্রিক মতবাদ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে এবং জেনারেল তোজোর আশ্রিত নানকিং গভর্ণমেণ্টের প্রভাব দেশে প্রতিষ্ঠিত হইলে চীনের যে কি দশা হইবে, চীনের জনসাধারণ তাহা বেশ ভালরূপেই অবগত আছে। ইংরাজ ও তাহাদের মিত্রশক্তিবর্গ যে অত্যাচার লীলার অবসান করার জন্য বর্ত্তমান সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছে, চীনের জনগণ দৃঢ়ভাবে এই নীতি সমর্থন করিতেছে এবং তাহারা বেশ ভালভাবেই ইহা উপলব্ধি করিতেছে যে, চীনের শান্তি ও প্রগতি অত্যাচারী জাপানের পরাজয়ের উপরই নির্ভর করিতেছে।

১৬ই মার্চ্চ কলিকাতায় বিমান আক্রমণ সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক করিবার জন্য এক মহড়া দেওয়া হয়। অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় সতর্কতাসূচক সংকেতধ্বনি করা হয় এবং ৬-২০ মিনিটের সময় নিরাপত্তাসূচক সংকেত ধ্বনি করা হয়। মহড়ার সময় বিমান বিধ্বংসী কামান হইতে গোলা বর্ষণ করা হয়।

চীনের রণক্ষেত্রে পীত-নদীর তীরে একদল চীনা সৈন্য পরিখার মধ্যে রহিয়াছে।

আর একদল চীনা সৈন্য পরিখার মধ্য হইতে পুরবর্তী পর্বতশীর্ষে জাপানী ঘাঁটির দিকে লক্ষ্য করিতেছে।

হুংওয়াম সীমান্তে চীনা সৈন্যগণ মেশিন-গান প্রভৃতি লইয়া শত্রুর আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতেছে।

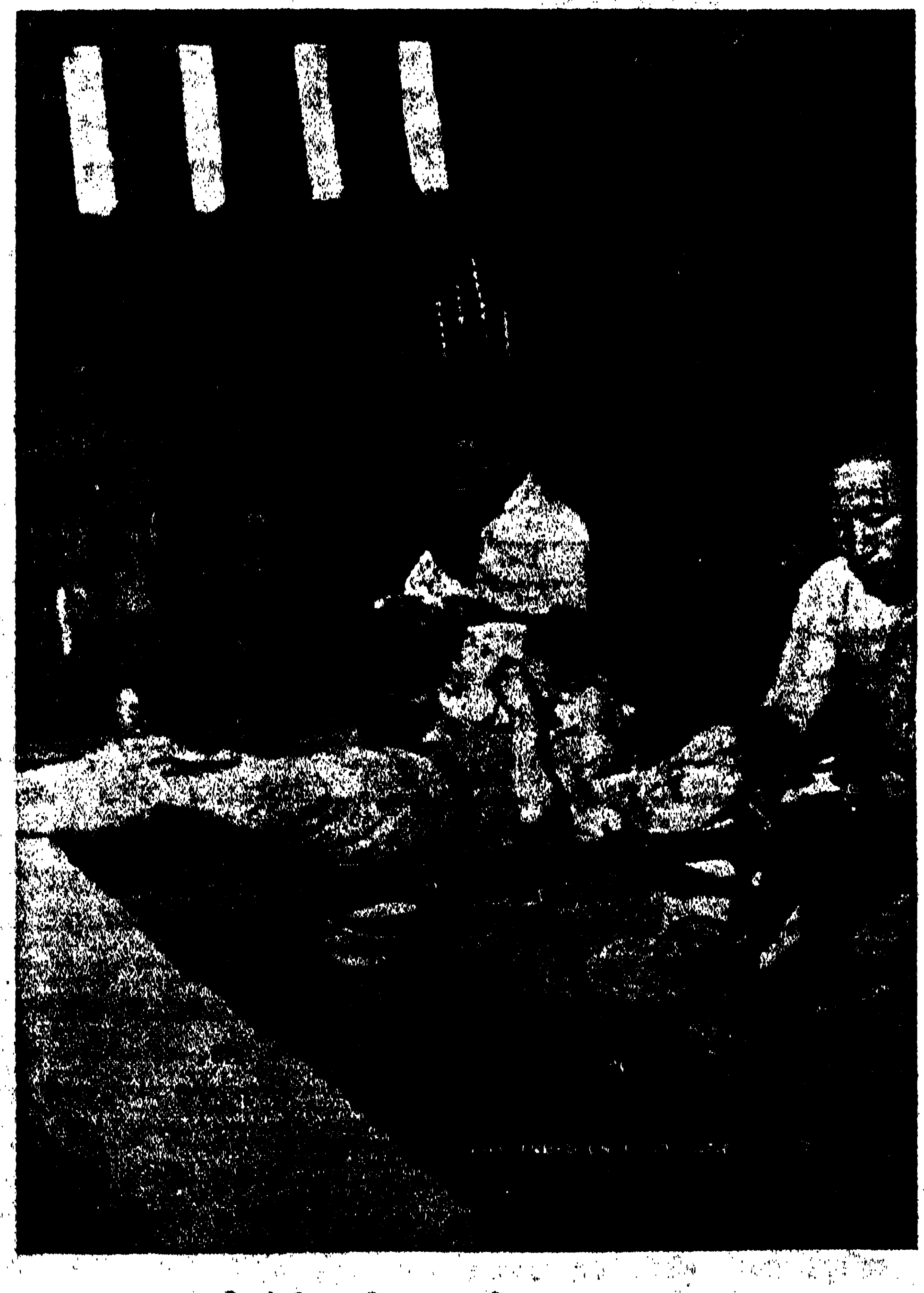

চীনা সৈনিকদের বিমান ধ্বংস প্রতিরোধক আয়োজন।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ABU HENA.

Regd. No. [illegible]

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা] কলিকাতা, ৩০শে মার্চ্চ, ১৯৪২ [এক আনা

সিঙ্গাপুরে ভারতীয়দের অপূর্ব্ব বীরত্ব

জনৈক ভারতীয় ব্যারিষ্টারের অভিজ্ঞতার কাহিনী

[মিঃ এম, এ, মালান্ লিখিত]

গত [illegible]য়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে আমি সিঙ্গাপুর হইতে বোম্বাইয়ে [illegible] ছিয়াছি। বোম্বাই বন্দরে পদার্পণ করামাত্র [illegible] প্রথম যে আওয়াজ আমাদের কর্ণে প্রবিষ্ট [illegible], তাহা হইতেছে বিমান-আক্রমণের সতর্কতা-ধ্বনি। সিঙ্গাপুর [illegible] তে যে অভিজ্ঞতা লইয়া আমরা বোম্বাইয়ে পদার্পণ [illegible]রিয়াছিলাম, এরূপ অবস্থায় পুনরায় বিমান-আক্রমণের সতর্কতাধ্বনি শ্রবণের জন্য আমরা মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমাদের এই ধারণাই ছিল যে, সিঙ্গাপুর ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই বিমান-আক্রমণ ও তাহার স[illegible] সংশ্লিষ্ট যত সব অপ্রীতিকর ব্যাপারের মুখি [illegible] হব।

[illegible] পাইলাম এ-আর-পি বাহিনীর সুচ-[illegible] হইতেছে এবং তাহা দেখিয়া এই [illegible] যে আশ্বাসের সঞ্চার হইল যে, বিমান-আক্রমণের [illegible] প্রতিরোধ ব্যবস্থায় ভারত প্রস্তুত হইয়া [illegible]।

সিঙ্গাপুরে থাকিতে আমরা মোটেই ভাবি নাই যে, জাপানীরা মালয় আক্রমণ করিবে। প্রকৃতপক্ষে যখন আক্রমণ আরম্ভ হইল, আমরা তখনও মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। জনসাধারণের জন্য কোন আশ্রয়স্থল তখন পর্য্যন্তও নির্ম্মিত হয় নাই এবং ব্যক্তি বিশেষের নিজস্ব আশ্রয়স্থলের অস্তিত্বও খুব কমই ছিল। শহরের ব্যবসায়-প্রধান স্থানসমূহে মাত্র কয়েকটি লৌহ ও কংক্রিট নির্ম্মিত গৃহ ছিল [illegible] অফিসের সময়ে বিমান-আক্রমণ হইলে আশ্রয় লওয়া [illegible] ছিল। জাপানী আক্রমণ সুরু হওয়ার পর হইতে আমরা নিজেদের বাগানে আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণ আরম্ভ করি এবং শহরের পার্ক ও অন্যান্য খোলা জায়গায় জনসাধারণের জন্য পরিখা খননের ব্যবস্থা হয়। যে-সমস্ত পরিখা খনন করা হইয়াছিল, তাহাও তিন চার ফিটের বেশী গভীর করা সম্ভবপর হয় নাই; কারণ তাহার বেশী খনন করিলে পরিখায় জল উঠে। অন্য রকম আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণের কোন কথাই উঠিতে পারিত না; কারণ লৌহ ও সিমেণ্টের একান্তই অভাব ছিল। পরিখাগুলির দুই পার্শ্বের দেওয়াল মজবুত করার জন্য আমাদিগকে বাধ্য হইয়া কাঠের তক্তা ব্যবহার করিতে হইয়াছিল এবং ইহা বলাই বাহুল্য যে, এই পরিখাগুলি বোমার বারুদ ও গোলার বিচ্ছিন্ন টুকরার বিরুদ্ধে আশ্রয়স্থল হিসাবে বেশ কার্য্যকরী হইয়াছিল।

[illegible] বেসামরিক রক্ষণ-ব্যবস্থা

৮ই ডিসেম্বর তারিখে জাপানীরা মালয় আক্রমণ করে। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জনসাধারণ রক্ষণ-ব্যবস্থার ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেয় নাই। ৮ই ডিসেম্বর তারিখে যখন সর্ব্বপ্রথম সিঙ্গাপুরে বোমা বর্ষিত হইল, তখন জনসাধারণ দলে দলে বিভিন্ন রক্ষণ-ব্যবস্থায় কর্মী হিসাবে যোগদান করিতে আরম্ভ করে। সিঙ্গাপুরে বিভিন্ন জাতীয় লোকের বাস। ভারতবাসী, চীনা, মালয়বাসী, ওলন্দাজ, বৃটিশ, ফরাসী ও অন্যান্য আরো বহু জাতীয় লোক সিঙ্গাপুরে বাস করিয়া থাকে। কিন্তু বিপদের মুখে এই সর্ব্ব শ্রেণীর লোকই সম্মিলিতভাবে আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় তৎপর হইয়া উঠে।

যদিও কর্মীদিগকে উপযুক্ত ট্রেনিং দানের মত যথেষ্ট অবসর আমাদের ছিল না, তথাপি প্রত্যেক কর্মীই তাহার নির্দ্দিষ্ট কাজ আন্তরিকতার সঙ্গে সম্পন্ন করার প্রয়াস পাইয়াছিল এবং ফলে দেখা গেল যে, যখন জাপানীরা তীব্রভাবে বোমা বর্ষণ সুরু করিয়াছে, তখন শহরের বেসামরিক রক্ষণ ব্যবস্থা বেশ সুষ্ঠুভাবে কাজ করিয়াছে। এ-আর-পি, স্থানীয় রক্ষী বাহিনী, চিকিৎসক দল ও অন্যান্য অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে বহু সংখ্যক ভারতবাসী যোগদান করিয়াছিল। আমি গর্ব্বের সঙ্গে একথা ঘোষণা করিতে পারি যে, সাহস, ধৈর্য্য ও কর্ত্তব্যস্পৃহার দিক দিয়া ভারতীয় কর্মীদল অন্য কাহারও চেয়ে কোন অংশে ন্যূন ছিল না।

দক্ষিণ ভারতীয় শ্রমিকদের প্রশংসা

সিঙ্গাপুরের অধিকাংশ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানই দক্ষিণ ভারতীয় শ্রমিকদের দ্বারা পরিচালিত। আপনারা সকলেই জানেন তামিল শ্রমজীবীরা কিরূপ গো-বেচারা ধরণের লোক। আমরা আশঙ্কা করিয়াছিলাম যে, অবিরত বোমা বর্ষণের ভীতির মধ্যে ইহারা নিজেদের কর্ত্তব্য যথোচিতভাবে সম্পন্ন করিতে পারিবে না। কিন্তু আনন্দের সঙ্গে আমাকে বলিতে হইতেছে যে, তামিল শ্রমিক দল ও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চীনা শ্রমিকরাও এই সঙ্কট সময়ে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিজেদের কর্ত্তব্য গৌরবের সঙ্গে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

একদিন বিমান-আক্রমণের সময় আমি যে অঞ্চলে বাস করিতাম, সেখানে ব্যাপকভাবে বোমা বর্ষিত হইয়াছিল। অনেকগুলি গৃহ ভূমিস্যাৎ হইয়া গিয়াছিল এবং আমার নিজের বাড়ীরও অংশ বিশেষ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অতি অল্প লোকেরই এই আক্রমণে প্রাণহানি হইয়াছিল; কারণ বিমান-আক্রমণের সময় কোনও আশ্রয়স্থলে গমন করার যৌক্তিকতা আমরা আগে হইতেই উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

যেসব লোক বিমান-আক্রমণের সময় কোনও আশ্রয়-স্থলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বা খোলা জায়গায় মাটির উপর শায়িতভাবে শুইয়া পড়িতে অবহেলা করিয়াছিল, এই শ্রেণীর লোকেরাই মাত্র সেদিনকার আক্রমণে হতাহত হইয়াছিল। আমার রাস্তার বাড়ীর উঠানে আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণকার্য্যে নিয়োজিত চারিজন শ্রমিকের মধ্যেও একজন এইদিন নিহত হইয়াছিল। আশ্রয়স্থলটির নির্ম্মাণকার্য্য তখন মাত্র অর্দ্ধ-সমাপ্ত হইয়াছিল। বিমান-আক্রমণ আরম্ভ হইলে পর চারিজন শ্রমিকের মধ্যে ৩ জন তাড়াতাড়ি নিকটস্থ পরিখার মধ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে এবং চতুর্থ ব্যক্তি পরিখায় আশ্রয় লওয়া সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে না করিয়া দৌড়িয়া ঘরের মধ্যে আশ্রয় লওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু ঘরে পেঁছিার পূর্ব্বেই সে নিহত হয়। যদি সে-ও তাহার অপর তিনজন সঙ্গীর মত পরিখায় গিয়া আশ্রয় লইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাকে প্রাণ হারাইতে হইত না। যে বোমার আঘাতে এই লোকটির মৃত্যু হয়, উক্ত বোমাটি আমার বাড়ীর ঘর হইতে মাত্র কয়েক গজ দূরে পতিত হইয়াছিল। সেই গৃহে কয়েকজন মহিলা ও বালক-বালিকা ছিল; কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ কোন প্রকারে আঘাতপ্রাপ্ত হয় নাই।

এই দিনের বোমা বর্ষণের ফলে বহু স্থানে টেলিফোনের তার বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। ঘটনার দুই দিন পর একদল তামিল শ্রমিককে আমার গৃহের নিকটবর্ত্তী স্থানে টেলিফোনের তার মেরামত করিতে দেখি। ঠিক সেই সময়েই পুনরায় বিমান-আক্রমণ হয় এবং শ্রমিকগণ আস্তে ধীরে টেলিফোন্ তারের স্তম্ভ হইতে নামিয়া নিজেদের যন্ত্রপাতি গুছাইয়া লয় ও নিকটবর্ত্তী ড্রেনে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। সেদিনও বহু সংখ্যক বোমা বর্ষিত হয় এবং কয়েকটি বোমা শ্রমিকরা যেখানে কাজ করিতেছিল, তাহার নিকটেই বিদীর্ণ হইয়াছিল। আক্রমণকারী শত্রু বিমানগুলি চলিয়া যাওয়ার পর শ্রমিকগণ পুনরায় আসিয়া নিজেদের কার্য্যে যোগদান করে এবং তাহাদের ভাবভঙ্গীর ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল যে, যেন কিছুই হয় নাই। আমার দেশবাসী এই সব শ্রমিকের সাহস ও কর্ত্তব্যপ্রীতি দেখিয়া সেদিন প্রকৃতই আমার গৌরব বোধ হইয়াছিল।

[১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

[illegible] যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে সুযোগমত জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেন্টস্,
বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (বিলাতে সমিতিবদ্ধ)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

ছুটী

ইষ্টার পর্ব্বের জন্য ছাপাখানা ও সরকারী অফিসাদি বন্ধ থাকিবে বলিয়া আগামী ৬ই এপ্রিল তারিখে "বাঙলার কথা" প্রকাশিত হইবে না।

বাঙলার কথা

৩০শে মার্চ্চ—১৯৪২

বিমান-আক্রমণের সময় কলিকাতায় জল-সরবরাহের ব্যবস্থা

বিমান-আক্রমণে পাইপ নষ্ট হইবার দরুণ কলিকাতায় নিয়মিত জলসরবরাহের ব্যাঘাত ঘটিলে অন্য উপায়ে জল-সরবরাহ করার জন্য কতটি নলকূপ সাধারণের জন্য প্রয়োজন হইতে পারে, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে যাইয়া গভর্ণমেণ্ট একথাও বিবেচনা করিয়াছেন যে, এই শহরে ৯০০ নয় শত বেসরকারী নলকূপ রহিয়াছে এবং আবশ্যক হইলে জনসাধারণ এই সমুদয় নলকূপ হইতেও জল সংগ্রহ করিতে পারিবে। যে সমুদয় নলকূপ হইতে হস্ত পরিচালিত পাম্প দ্বারা জল তোলা হয়, তাহার মালিকগণ ঐ অঞ্চলের জনসাধারণকে পাম্প ব্যবহার করিতে দিলেই হইবে। বৃহত্তর নলকূপগুলির বেলায় যেখানে জল ট্যাঙ্কে তুলিয়া পরে পাইপের সাহায্যে লওয়া হয়, সেই সমুদয় কূপের মালিকগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন বাড়ীর কোন সুবিধামত স্থানে একটি পাইপ সংযোগ করিয়া দেন এবং তাহাতে দুই একটি ট্যাপ লাগাইয়া দেন—যাহাতে জনসাধারণও তথা হইতে জল নিতে পারে। যদি কোন মালিক নিজে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি যেন কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান এক্সিকিউটিভ অফিসারের নিকট সরকারী ব্যয়ে ঐ কাজ করাইয়া দেওয়ার জন্য দরখাস্ত করেন।

যুদ্ধ-প্রদর্শনী ট্রেণ

জনসাধারণকে যুদ্ধের আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার উদ্দেশ্যে ভারত গভর্ণমেণ্ট যে ডিফেন্স-প্রদর্শনী ট্রেণ সংগঠন করিয়াছেন, তাহা সম্প্রতি বাঙলা দেশে আসিয়াছে। এই ট্রেণ অন্যান্য প্রদেশে ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করিয়াছে। বাঙলা দেশের অন্যান্য জায়গার সহিত ট্রেণখানি বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, রাজবাড়ী, রাজশাহী, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি এবং বর্দ্ধমান ঘুরিয়া আসিয়াছে। ইহার প্রত্যেক জায়গায় হাজার হাজার লোক প্রদর্শিত দ্রব্যাদি দেখিবার জন্য সমবেত হইয়াছে এবং ট্রেণের ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারী ও স্থানীয় অফিসারগণ সকল ব্যাপার উপস্থিত জনগণকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। প্রত্যেক স্থানেই বহু-সংখ্যক লোক এই প্রদর্শনী সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছে এবং বিশেষ আগ্রহ সহকারে ট্রেণের আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছে। এই সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠায় উক্ত ট্রেণ এবং তাহাতে প্রদর্শিত দ্রব্যের কয়েকখানা ছবি প্রকাশিত হইল।

জাপানের মতলব কি?

জাপানী বেতারে সম্প্রতি বিলিতে যে ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহাতে বলা হয় যে চৈনিক রাষ্ট্র-নায়ক মার্শাল চিয়াং কাইশেক জাপানকে ভারতীয়দের নিকট আক্রমণকারী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু জাপান শুধু একটি "আদর্শের" জন্যই সংগ্রাম করিতেছে।

"আদর্শ"টি যে কি, জাপানী বেতার ঘোষণাকারী তাহাও এক কথায় বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "ভারত শুধু ভারতীয়গণ এবং এশিয়াবাসীদের জন্য"।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে জাপানীরা যখন এশিয়াবাসীগণের কথা বলে, তখন তাহারা চীনাগণ হইতে ভারতীয়গণকে কোন অংশে বেশী মর্য্যাদা দান করে না। তাহারা "এশিয়া শুধু এশিয়াবাসীদের জন্য" বলিয়া যে রব তুলিয়াছে, তাহার প্রকৃত অর্থ "এশিয়া শুধু জাপানের জন্য" ছাড়া আর কিছুই নয়।

জাপান পূর্ব্ব এশিয়ার নাৎসী প্রতিনিধি ছাড়া আর কিছুই নয় এবং ভারতকে তাঁহাদের উপনিবেশে পরিণত করিতেই অভিলাষী।

মোটর-গাড়ীর মালিকদের জ্ঞাতব্য

জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণার্থ সমস্ত মোটর যানের (প্রাইভেট কার ও যাতায়াতের মোটর যান) ঠিকানার একটা তালিকা তৈরী করা সরকারের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। তদনুসারে বাঙলা গভর্ণমেণ্ট ভারত-রক্ষা আইন অনুসারে প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করিয়াছেন এবং সরকারের দৃঢ় ধারণা যে মোটরের মালিকগণ এই আদেশ পালনে স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করিবেন। ১৯৩৯ সালের মোটর যান আইনের ৩০(১) ধারা অনুসারে নিয়ম আছে যে, মোটরের মালিকগণ ঠিকানা পরিবর্ত্তনের ৩০ দিনের মধ্যে উহা যথারীতি রিপোর্ট করিয়া জানাইয়া দিবেন। কিন্তু এই নিয়ম সকল সময় প্রতিপালিত হয় না এবং বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে এই ব্যবস্থা যথোপযুক্ত নহে।

সংক্ষেপে এই নূতন আদেশকে চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে: (১) রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেটে যে ঠিকানা দেওয়া আছে, তাহা হইতে তফাৎ হইলে মালিকগণ তাহাদের বর্ত্তমান ঠিকানা জানাইয়া দিবেন, (২) ভবিষ্যতে যদি স্থায়ীভাবে ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তবে তাহা জানাইতে হইবে, (৩) যে সকল মোটর-যানের অস্থায়ীভাবে দশ দিনের বেশী ঠিকানার পরিবর্ত্তন হইবে, তাহাও জানানো প্রয়োজন এবং (৪) মালিকের বাসগৃহের ঠিকানা এবং যেখানে গাড়ী থাকে তাহার ঠিকানা যদি পৃথক হয়, তবে তাহা রিপোর্ট করিতে হইবে।

বঙ্গীয় যুদ্ধ-তহবিল

কলিকাতাস্থ বিদেশীদের বিরাট দান

মিত্র পক্ষীয় দেশসমূহের প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নৃত্যের আসর দ্বারা বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিলে ১৪,৭৬৫৫/৯ পাই সংগৃহীত হইয়াছে। মিত্রপক্ষীয় দেশসমূহের প্রতিনিধিগণ কিরূপ মনোরম উপায়ে আমাদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সাহায্য করিতেছেন, ইহা তাহার অন্যতম নিদর্শন।

সৈন্য বাহিনীর জন্য নূতন ধরণের বুট জুতার যে নমুনা প্রেরণ করা হইয়াছে, সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

এই ধরণের জুতা প্রবর্ত্তিত হইলে পুরাতন ধরণের জুতা অপেক্ষা ইহার উৎপাদন শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বিমান-আক্রমণে সতর্কতা-ব্যবস্থা

আলোক-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নিয়মাবলী

(১)

১৩৮প্রেশ নং, ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪২।—ভারত রক্ষা আইনের ৫২ ধারার (১) উপধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গভর্ণর নিম্নোক্ত নির্দ্দেশ জারী করিয়াছেন, যথা:—

১। পরে অন্য ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন সাপেক্ষে এই আদেশ অবিলম্বেই বলবৎ হইবে।

২। সাধারণ হারিকেনের আলো অপেক্ষা উজ্জ্বল কোনও বাতি বা ইলেকট্রিকের আলো বাড়ীর ভিতরে ব্যবহার করিতে হইলে, উহা এমনভাবে রাখিতে বা ঢাকিয়া দিতে হইবে যে, বাড়ীর বাহির হইতে কোনও-ভাবে উহার আলো সরাসরিভাবে বাহির হইয়া আসিতে দেখা যাইবে না এবং উহার প্রতিবিম্বিত রশ্মি বা ছটাও বাহির হইতে চোখে পড়িবে না:

তবে, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনও ব্যক্তি জনস্বার্থের খাতিরে প্রয়োজন মনে হইলে বাড়ীর অভ্যন্তরস্থ কোনও বাতি বা বাতি-সমষ্টিকে তাঁহার বিবেচনানুযায়ী প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত শর্ত্তাধীনে এই প্যারাগ্রাফের ব্যবস্থার আওতা হইতে রেহাই দিতে পারিবেন।

৩। এই আদেশের অন্তর্ভুক্ত ৪র্থ ও ৫ম প্যারাগ্রাফের ব্যবস্থা সাপেক্ষে কোনও ইলেকট্রিক বাতি বা সাধারণ হারিকেনের আলো অপেক্ষা উজ্জ্বল কোনও বাতি, আলোকসজ্জা, বিজ্ঞাপন বা অপর কোনও উদ্দেশ্যে কোনও বাড়ী, প্রাকার, খুঁটি, গাছ বা কোনও জমির উপরিভাগে ব্যবহার বা প্রদর্শনের জন্য স্থাপন করা যাইবে না:

তবে, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনও ব্যক্তি জনস্বার্থের খাতিরে প্রয়োজন মনে হইলে স্বীয় বিবেচনানুযায়ী প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত শর্ত্তাধীনে কোনও বাড়ী, প্রাকার, খুঁটি, গাছ বা কোনও জমির উপর সংস্থাপিত কোনও আলো বা আলোকসজ্জাকে এই বিধানের আওতা হইতে রেহাই দিতে পারিবেন।

৪। সমস্ত বড় ও ছোট রাস্তা এবং সরকারী স্থানকে আলোকিত করণের উদ্দেশ্যে যে সকল ইলেকট্রিক বাতি বা হারিকেনের আলো অপেক্ষা উজ্জ্বল আলো ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা জ্বালানো যাইতে পারিবে; তবে ঐ সকল বড় ও ছোট রাস্তা এবং সরকারী স্থানে চলাচলকারী জনসাধারণ ও যানবাহনের নিরাপত্তার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ঐ সকল আলো যথাসম্ভব মৃদু করিয়া রাখিতে হইবে এবং জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট এতৎসম্পর্কে যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবেন, তাহাদের সিদ্ধান্তের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আলোক-প্রজ্বালনের ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষ ঐ সকল আলো মৃদুভাবে জ্বালার ব্যবস্থা করিবেন।

৫। ইলেকট্রিক টর্চের আলো প্রকাশ্য স্থানে ব্যবহার করা যাইবে, তবে ঐ টর্চ সব সময়ে মাটির দিকে ফিরাইয়া রাখিতে হইবে এবং টর্চের কাচ এক প্রস্থ খবরের কাগজ বা অনুরূপ পুরু কোনও পদার্থ দ্বারা আবৃত করিয়া দিতে হইবে:

তবে, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ইচ্ছা করিলে জনস্বার্থের খাতিরে প্রয়োজনবোধে কোনও ইউনিফর্মধারী পুলিস অফিসারকে স্বীয় বিবেচনানুযায়ী প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত শর্ত্তাধীনে এই বিধানের আমল হইতে রেহাই দিতে পারিবেন।

৬। ৫ নং প্যারাগ্রাফের ব্যবস্থাসাপেক্ষে, কোনও ব্যক্তি সাধারণ হারিকেনের আলো অপেক্ষা উজ্জ্বল কোনও আলো হাতে বা অন্য কোনভাবে লইয়া প্রকাশ্য স্থান দিয়া যাইতে পারিবে না। তবে, ৫ নং প্যারাগ্রাফের

[৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

কচুরীপানা ধ্বংসের অভিযান

খুলনা ও বগুড়ায় সাফল্যমণ্ডিত প্রচেষ্টা

খুলনা এবং বগুড়া হইতে কচুরীপানা সপ্তাহের যে বিবরণী পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, উক্ত জেলাদ্বয়ে প্রচুর পরিমাণে কচুরীপানা বিনাশ করা হইয়াছে। পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনা ও কার্যসূচী, ব্যাপক প্রচারকার্যাদি এবং সরকারী কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে পল্লীবাসিগণের কার্যে যোগদানের ফলে এই "সপ্তাহটির" অনুষ্ঠান বেশ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। এই "সপ্তাহ" খুলনায় গত নভেম্বর মাসে ২রা তারিখ হইতে ১০ই তারিখ পর্যন্ত এবং বগুড়ায় ১৭ই তারিখ হইতে ২৩শে তারিখ পর্যন্ত প্রতিপালিত হয়। খুলনার যে অঞ্চলগুলিতে কচুরীপানা বেশী পরিমাণে ছিল, সে অঞ্চলগুলিকে ছোট ছোট বিভাগে বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেকটি বিভাগ একজন সরকারী কর্মচারীর অধীনে রাখা হয়। যে সমস্ত জমিদার বা রায়তের জমিতে বেশী পরিমাণে কচুরীপানা ছিল, তাহাদিগকে নোটিশ প্রদান প্রভৃতির জন্য প্রাথমিক ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় অধিবাসিগণের সাহায্য ব্যাপক কার্যে নিয়োগ করা হয় এবং ফলে সদর মহকুমার চিত্রা নদী, বরাসত, বাবনডাঙ্গা, ভুটিয়াল, এবং পদ্ম বিল, কোলা, হরিখালি, কাগদিয়া, ভেরখালী, কচুকাটা, হাটকাটা এবং বাগেরহাট মহকুমার বলেশ্বরী, কোদালিয়া, নাককাটি, সিঙ্গাটি, সপরি, এবং কেন্দুয়া বিল, মোল্লাহাট এবং ফকিরহাট প্রভৃতি স্থান হইতে যথেষ্ট পরিমাণে কচুরীপানা ধ্বংস করা হয়। সাতক্ষীরা মহকুমার কতক স্থানে আগাছা পরিষ্কার করা হয়।

বগুড়া জেলার ইউনিয়নগুলিকে ছোট ছোট এলাকায় বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেকটি এলাকা জেলা বোর্ডের এক একজন সেনিটারী ইন্সপেক্টার এবং পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের এক একজন ইন্সপেক্টার, এসিষ্টেণ্ট ইন্সপেক্টার এবং প্রাইমারী লাইসেন্সিং এসিষ্টেণ্টের তত্ত্বাবধানে দেওয়া হয়। মহকুমা হাকিম, সার্কেল অফিসারগণ স্পেশাল অফিসারগণ, পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের চিফ ইন্সপেক্টারগণ এই সমস্ত কার্য্য পরিদর্শন করেন। মিউনিসিপ্যাল এলাকারও অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। যথেষ্ট পরিমাণ এলাকা কচুরীপানামুক্ত করা হয় এবং কর্মীগণ তাহাদের আন্তরিক সহযোগিতা প্রদর্শন করে।

কতিপয় জনহিতকর পরিকল্পনা

বাঙলা সরকার কর্তৃক অর্থমঞ্জুর

বাঙলা সরকার ফরিদপুর জেলার ছয়টি গ্রাম্য চিকিৎসালয়ের প্রত্যেকটিকে ২৫০৲ টাকা করিয়া মঞ্জুর করিয়াছেন। মফঃস্বল ও পল্লী অঞ্চলে ম্যালেরিয়া-নিবারণী কার্য্য পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যে অনধিক দুই মাসের জন্য মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে ও নির্দ্ধারিত ২০৲ টাকা যাতায়াত খরচা সহ কয়েকজন অস্থায়ী লাইসেন্সিয়েট ডাক্তার নিয়োগ করিবার জন্য বাঙলা সরকার অনধিক আরও ৭,০০০৲ সাত হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

কালিম্পং জলের কলের পাইপগুলি পুনর্গঠন এবং ডেভেলপমেণ্ট অঞ্চলে ১ম ভাগের জমিগুলিতে ড্রেনাচ্চা স্থাপন করিবার পরিকল্পনা দুইটির জন্য সরকার যথাক্রমে ৪৩,২০০৲ টাকা এবং ১৭,৯০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। বর্ত্তমান বৎসরে সরকার উক্ত পরিকল্পনার জন্য ৪৫,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

পাবলিক হেলথ বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে উক্ত পরিকল্পনার জন্য সর্ব্বসাকুল্যে ৬১,১০০৲ টাকা ব্যয় করিবার জন্য সরকার ক্ষমতা দিয়াছেন।

ভারতীয় কেন্দ্রীয় জুট-কমিটি

গবেষণা কার্য্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে দান

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যাহাতে পাট-সম্পর্কীত গবেষণা-কার্য্য পরিচালিত হয়, তজ্জন্য ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটি নিম্নলিখিতভাবে বিতরণ করিবার নিমিত্ত ১৯৪২-৪৩ সালে ১৬,৫৮০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন:—

		টাকা।
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে—		
অধ্যাপক এস, এন, সাহা কর্তৃক পাটের আঁশের উপর রঞ্জন-রশ্মির গবেষণা সম্পর্কিত পরিকল্পনার জন্য	..	৫,০৬০
ডাঃ এম বি, সি, গুহ কর্তৃক পাটের ও অপ্রয়োজনীয় পাটের রাসায়নিক ব্যবহার সম্পর্কে গবেষণার জন্য	..	২,৮০০
ডাঃ বি, সি, গুহ কর্তৃক পাটের শ্রেণী নিরূপণ সম্পর্কে বায়োকেমিক্যাল গবেষণার জন্য	..	২,৩০০
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে—		
ডাক্তার কে, কে, চৌধুরী কর্তৃক নবীন আঁশের সহিত উপযুক্ত কেমিক্যাল মিশ্রিত করিবার পরিকল্পনার জন্য		৩,৩০০
প্রেসিডেন্সী কলেজে—		
অধ্যাপক বি, সি, কুণ্ডু কর্তৃক পাটের আঁশের বৃদ্ধি ও উন্নতি সম্পর্কিত গবেষণার জন্য	..	৩,১২০

কমিটি স্থির করিয়াছে যে, এই সকল গবেষণা-কার্য্যের নিমিত্ত মোটামুটি তিন বৎসর সময় লাগিবে এবং তজ্জন্য আনুমানিক ৪৬,৯৮০৲ টাকা ব্যয় হইবে।

ভারত সরকার ১৯৪২ সালের সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধনে অবিক্রীত সংবাদপত্র ফেরৎ দেওয়া নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

সংবাদপত্রের কাগজ সম্পর্কে আরও বেশী মিতব্যয়িতার জন্যই উক্ত সংশোধন করা হইয়াছে। তবে অবিক্রীত সংবাদপত্র পরিত্যক্ত কাগজ হিসাবে বিক্রয় বা জিনিষপত্র মুড়িবার জন্য ব্যবহার করা এবং যে সমস্ত কাগজ শত্রু দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় বিক্রয় করা যায় নাই, সে সমস্ত সংবাদপত্র ফেরৎ দেওয়া এই সংশোধন অনুযায়ী নিষিদ্ধ নহে।

সেভিংস সার্টিফিকেট ও ষ্ট্যাম্প

ডিসেম্বর মাসে বিক্রয়ের হিসাব

গত ডিসেম্বর মাসে বাঙলার বিভিন্ন জেলায় ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট এবং ষ্ট্যাম্প বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

		সার্টিফিকেট। টাকা।	ষ্ট্যাম্প। টাকা।
নদীয়া	..	১২,৮৩০	৮৪৪৸০
ত্রিপুরা	..	১৯,১৭০	২০১।০
বাখরগঞ্জ	..	৯,৮২০	১১৬
যশোহর	..	৭৩,৮৮০	৪৬২॥০
খুলনা	..	৫,১৩০	১০৪৸০
বর্দ্ধমান	..	৪,২৩০	১৭৮৸০
বগুড়া	..	৮৪০	৯৭।০
দিনাজপুর	..	২,১৯০	৪২০
রংপুর	..	২৪,৮৯০	৭১
চব্বিশ পরগণা	..	২,৩২,১৩০	২৮,১১৩৸০
রাজসাহী	..	১,২৪০	২,২০০
পাবনা	..	৮৯,৭২০	১,০৫০॥০
মেদিনীপুর	..	১৭,৩৮০	৩০৭
বাঁকুড়া	..	৪০	৫২
ঢাকা	..	১০,৪০০	৩০৬৸০
কলিকাতা	..	৯,৮৪,৫৪০	২২,৭৬৪।০
চট্টগ্রাম	..	৭,২৩০	১,৯১৪
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	..	১০০	৫।০
নোয়াখালী	..	৬০	১২
জলপাইগুড়ি	..	৭,৩৩০	৬৭৮৸০
দার্জিলিং	..	২,৪৬০	৬৮৪।০
ফরিদপুর	..	১৩০	১৪৫
হাওড়া	..	৬০,৬৩০	২,৪৮৪।০
হুগলী	..	৫০,০৬০	৩,১১৯
বীরভূম	..	১১,৩৩০	২৯৸০
মালদহ	..	৫৬,২০০	৩২৬॥০
মুর্শিদাবাদ	..	১,৯৫০	৩৮।০
ময়মনসিংহ	..	৩,৪৮০	১৩৫৸০
মোট	..	১৬,৮০,৭৩০	৬৬,৬৭৩।০

ব্রহ্মদেশ প্রত্যাগত আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্যার্থে মহামান্য গভর্ণর-জেনারেল তাঁহার যুদ্ধ তহবিল হইতে বাঙলার গভর্ণরের নিকট ১০,০০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

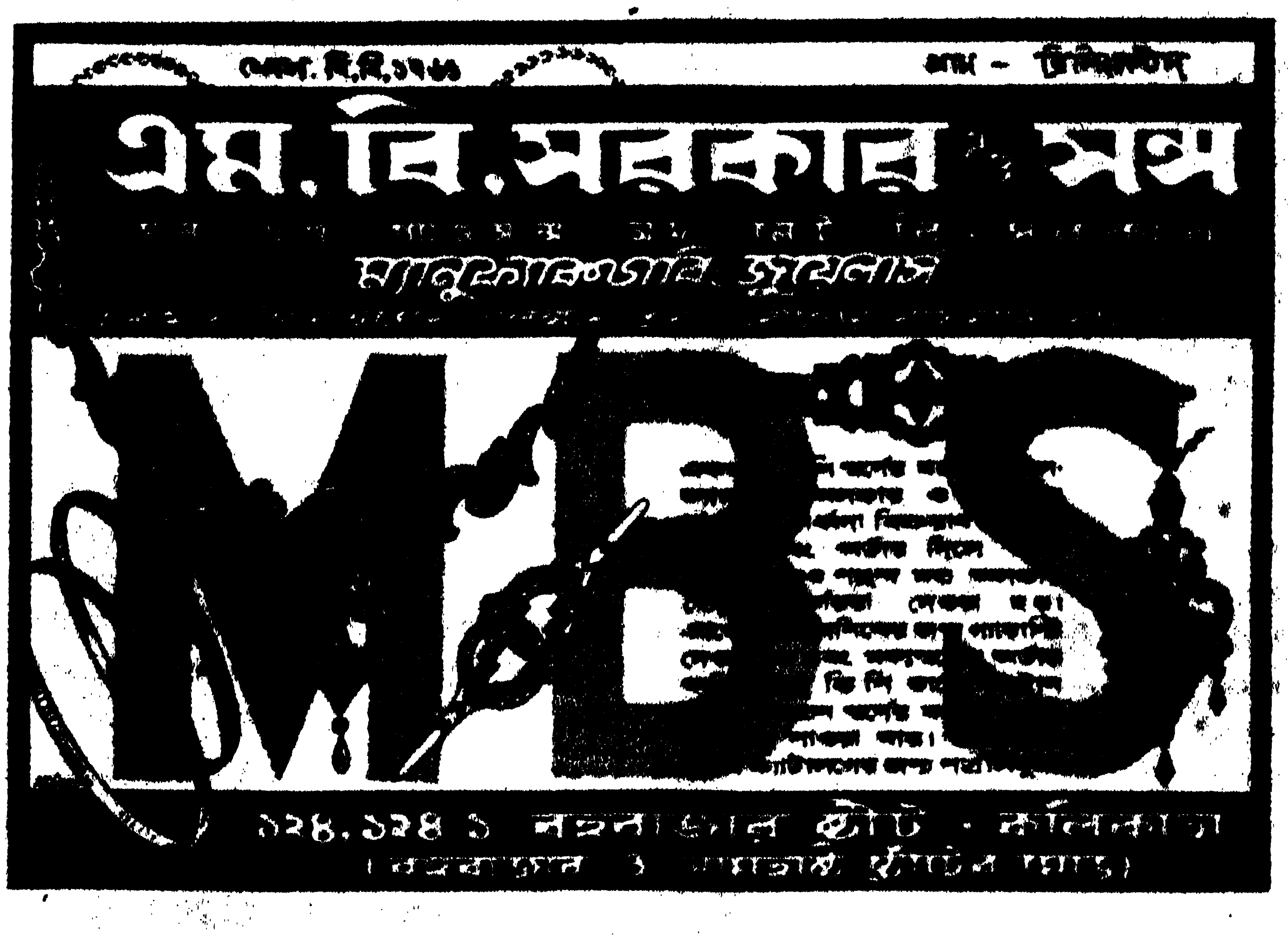

জঙ্গীপুরে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান

জঙ্গীপুর মহকুমার (মুর্শীদাবাদ) জনসাধারণ ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট ক্রয় করিয়া ও পোষ্টাল ডিফেন্স সেভিং ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিয়া যুদ্ধ তহবিলে মুক্তহস্তে সাহায্য করিতেছে। মিঃ জে, সি, চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় ও নেতৃত্বে তাঁহারা একটি আনন্দ মেলার আয়োজন করিয়াছিল। উহার সঙ্গে সঙ্গে ৫ই মার্চ্চ তারিখ হইতে ৯ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত একটি প্রদর্শনীও খোলা হইয়াছিল। ইহা হইতে যে টাকা আয় হইয়াছে, তাহা যুদ্ধ তহবিলে দেওয়া হইবে। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট রায় এইচ, এল, মুখার্জী বাহাদুর মেলার উদ্বোধন করেন। তিনি পশু-প্রদর্শনীতেও সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

মেলায় খ্যাতনামা যাদুকর প্রোফেসার শঙ্কর দত্তের অসাধারণ বিস্ময়জনক কৌশল ও বাঙলার খ্যাতনামা কবিওয়ালা গুমানী ও বসন্তের গান জনসাধারণকে শুধু আমোদ-প্রমোদ ও চিত্তবিনোদনের সুযোগ প্রদান করে নাই, তথায় শিক্ষামূলক চার্ট প্রভৃতি দ্বারা মহকুমার খেলাধুলার প্রতিযোগিতা, বাগ্‌যুদ্ধ ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার সাহায্যে দর্শকদিগকে উপদেশ প্রদানের ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া শিশু-প্রদর্শনী ও গানের প্রতিযোগিতায় মেলার সাফল্য অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সরকারী কর্ম্মচারী ও বেসরকারী লোক দ্বারা পরিচালিত নানা প্রকার ষ্টল খোলা হইয়াছিল। স্থানীয় ব্যবসায়িগণ এই সমুদয় স্থলে বিনামূল্যে দ্রব্যাদি প্রদান করিয়াছিল এবং বিক্রয়লব্ধ টাকা যুদ্ধ তহবিলে দেওয়া হইয়াছে। মেলার প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত উৎকৃষ্টতম প্রজনন ষাঁড়ের ও সাধারণ লোকের ষাড়ের ও দুগ্ধবতী গাভীর একটি প্রদর্শনী হইয়াছিল এবং যথেষ্ট পরিমাণ পুরস্কার বিতরণ করা হইয়াছে।

৮ই মার্চ্চ তারিখের অনুষ্ঠান বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক ছিল। প্রাতঃকালে মহকুমা স্পোর্ট এসোসিয়েশনের উদ্যোগে খেলাধুলা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহাতে বিভিন্ন বয়সের ছেলে মেয়েরা বিভিন্ন প্রকারের খেলায় দলবদ্ধ হইয়া যোগদান করিয়াছিল। তাহাদের ক্রীড়া কৌশল দেখিয়া ভবিষ্যৎ আশাপূর্ণ বলিয়া মনে হইয়াছিল। ইহার পর একটি শিশু-প্রদর্শনী হইয়াছিল, স্থানীয় ডাক্তারগণ শ্রেষ্ঠতম শিশুদিগকে বাছাই করিয়াছিলেন এবং কি প্রকারে শিশুদিগকে সুস্থ ও সবল করা যায় এবং লালনপালন করিতে হয়, সে বিষয় বক্তৃতা প্রদান করেন।

শিক্ষা বিষয়ক প্রদর্শনী দিনে, চার্ট, ম্যাপ ও অন্যান্য ট্রেণিংএর যন্ত্রাদি, ছাত্রদের অঙ্কিত ছবি ও অন্যান্য হাতের কাজ দেখান হইয়াছিল এবং এগুলি শুধু উপদেশমূলক ছিল না, চিত্তাকর্ষকও ছিল। স্থানীয় খ্যাতনামা শিক্ষাবিদগণ এগুলির মূল্য ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। আবৃত্তি, বক্তৃতা, প্রবন্ধ লেখা ও গানের প্রতিযোগিতা হওয়ার বালক বালিকাগণের মধ্যে নির্দ্দোষ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জাগরূক হইয়াছিল। মেলা বেশ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

গভর্ণমেণ্ট পুনরায় ইহা জোরের সহিত ঘোষণা করা প্রয়োজন মনে করিতেছেন যে, বিমান-আক্রমণের সঙ্কেত-ধ্বনি হইবামাত্র জনসাধারণ নিজেদের নিরাপত্তার জন্য কোন আশ্রয়স্থলে আশ্রয় লইবেন এবং বিপদ মুক্তির সঙ্কেত-ধ্বনি ঘোষণার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহারা তথায়ই অবস্থান করিবেন। নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে কোন বোমা পতনের শব্দ শুনিতে পাওয়া না গেলেও, যাহারা আশ্রয় লইতে অবহেলা করিবেন, বিমান-ধ্বংসী কামান হইতে নিক্ষিপ্ত গোলার টুকরা দ্বারা তাঁহাদের আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

ভারতীয় বৈদ্যুতিক আইন

১লা ডিসেম্বর হইতে বাঙ্‌লার অন্যান্য অঞ্চলেও কার্য্যকরী হইবে

১৯৩৭ সালের ভারতীয় বৈদ্যুতিক আইনের ৪৮ (১) ধারা অনুসারে যথাক্রমে কণ্ট্রাক্টর, সুপারভাইসর এবং ইলেক্ট্রীকের মিস্ত্রীদিগকে লাইসেন্স, যোগ্যতার সার্টিফিকেট এবং অনুমতি প্রদানের যে আইন-কানুন বাঙলা সরকার লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা কলিকাতা, ২৪-পরগণা, হাওড়া এবং হুগলী জেলার সদর ও শ্রীরামপুর মহকুমার গত ১৯৩৭ সালের ২৭শে মার্চ্চ এবং বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আসানসোল মহকুমায় গত ১৯৩৭ সালের ১লা অক্টোবর কার্য্যকরী হয়। কাজে মিস্ত্রী দ্বারা খারাপভাবে বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ, নিকৃষ্ট শ্রেণীর দ্রব্যাদির ব্যবহার কিম্বা উভয়বিধ কারণেই যে বিদ্যুৎ সম্পর্কিত দুর্ঘটনা ঘটে, তাহা হ্রাস করিয়া বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ সাধন সম্পর্কিত কাজের উন্নতি বিধানই এই আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

যে সময়ে এই আইন কার্য্যকরী করা হয়, সে সময় বাঙলা দেশে বৈদ্যুতিক শিল্পের অবস্থা এরূপ ছিল যে, উক্ত আইনের প্রয়োগ একটু শিথিলভাবেই করিতে হইত।

তৎকালে এবং এখনও দোকান সহ এমন বহু ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান আছে, যাহারা বৈদ্যুতিক তার সংযোগের ছোটখাট গোলমাল দূর করিয়া এবং সামান্য তার সংযোগের কাজ করিয়া জীবিকার সংস্থান করে। এই সম্পর্কিত বড় বড় যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে তাহারাও আইন অনুসারে সকল রকম কাজ করিতে পটু; ইহা ছাড়া ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানও যাহাতে নিজেদের যোগ্যতাসম্পন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদিগকেও লাইসেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

উপরোক্ত অঞ্চলসমূহে বৈদ্যুতিক আইন জারি করার ফলে যে বৈদ্যুতিক-সংযোগ সম্পর্কিত কাজের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তদনুসারে সাব্যস্ত হইয়াছে যে, আগামী ডিসেম্বর মাসের ১লা তারিখ হইতে বাঙলা দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও এই আইন কার্য্যকরী করা হইবে।

বর্ত্তমানে কলিকাতা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে ২৫০টির অধিক লাইসেন্সপ্রাপ্ত বৈদ্যুতিক কাজের কণ্ট্রাক্টরের প্রতিষ্ঠান আছে এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই যোগ্যতা-সম্পন্ন সুপারভাইজার ও মিস্ত্রী নিয়োগ করিতেছে। গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, এই সকল রেজিষ্টার্ড কণ্ট্রাক্টরের প্রতি সুবিবেচনা করিয়া এবং যে সকল লোক বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন তাঁহাদের স্বার্থ রক্ষার্থ ১৯৩৭ সালের ভারতীয় বৈদ্যুতিক আইন দৃঢ়ভাবে কার্য্যকরী করা হইবে।

এখন হইতে লাইসেন্সহীন কণ্ট্রাক্টরগণকে ল্যাম্প, পাখা, ফিউজ, প্রভৃতি বদলী করা সম্পর্কিত ছোটখাটো কাজে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। তাহারা এখন কোন নতুন কাজ, সংযোগের প্রসার, বৈদ্যুতিক সংযোগ বদল করা, সংস্কার করা এবং এই সম্পর্কিত কোন ব্যবস্থা করিতে পারিবে না।

অতি ছোটখাটো কাজ ব্যতীত অন্য কোন ব্যাপারে কণ্ট্রাক্টর কিম্বা সুপারভাইজারকে নিযুক্ত করার পূর্ব্বে জনসাধারণকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দেওয়া হইতেছে, যেন তাহারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থ প্রয়োজনীয় লাইসেন্স অথবা যোগ্যতার সার্টিফিকেটের অধিকারী কি না, তাহা যাচাই করিয়া লন।

জনসাধারণকে একথাও স্মরণ করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে, ১৯৩৭ সালের ভারতীয় বৈদ্যুতিক আইনের ৪৮ ধারা ভঙ্গ করিলে কণ্ট্রাক্টর, মিস্ত্রি বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহার

[শেষ কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

কৃষি-শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী

আমতায় অনুষ্ঠিত

হাওড়া জেলার আমতা থানা ইউনিয়ন বোর্ড এসোসিয়েশন কর্ত্তৃক হাওড়া জেলা কৃষি, শিল্প এবং স্বাস্থ্য প্রদর্শনী ৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১১ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত আমতাতে অনুষ্ঠিত হয়। উলুবেড়িয়ার মহকুমা হাকিম মিঃ এস, এন, সরকার উদ্বোধন কার্য্য সম্পাদন করেন।

তামাক পাতা, কাঁচা শাকসব্জি, বিলাতি শাকসব্জি আখ, পাট প্রভৃতি সহ নানা প্রকার প্রদর্শনীর দ্রব্য প্রদর্শিত হয়। হস্তচালিত তাঁতে প্রস্তুত বস্ত্রাদি এবং স্থানীয় নানাপ্রকার কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রদর্শিত হয়। শ্রীমতি নিহারিকা মুস্তফি, মিঃ পান্নালাল এবং খগেন পাল কর্ত্তৃক উপস্থাপিত কলা প্রদর্শনী বিশেষ আকর্ষণীয় হয়।

গড়ে প্রায় পাঁচ হাজার লোক প্রত্যহ প্রদর্শনীটি দর্শন করিতে আসে। জেলা বোর্ডের সমস্ত কর্ম্মচারী আন্তরিকতার সহিত সহযোগিতা করেন এবং তাঁহারা প্রকৃতই প্রশংসার পাত্র।

মহিলাদিগের সুবিধার্থে ৭ই ফেব্রুয়ারী "মহিলা দিবস" বলিয়া ঘোষিত হয়। ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, নিকট এবং দূর হইতে হাজার হাজার মহিলা প্রদর্শনীটি দর্শন করিবার জন্য আসে। প্রদর্শনী কর্ত্তৃপক্ষের অনুরোধে "মহিলা দিবসে" অনুষ্ঠিত মহিলাদিগের সভায় প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীমতি অনুরূপা দেবী সভাপতিত্ব করেন। বক্তৃতা কালে তিনি স্ত্রীশিক্ষার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি যুদ্ধ পরিস্থিতি বর্ণনা কালে জাপানীদের বর্ব্বরোচিত আক্রমণের উল্লেখ করিয়া উপস্থিত মহিলাবৃন্দকে কোনরূপ শঙ্কিত হইতে বা প্রচলিত গুজব বিশ্বাস না করিতে উপদেশ দেওয়াতে জনতার মধ্যে বেশ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

ইহা ছাড়া ছায়াচিত্র প্রদর্শনী, নাটক, শরীর-চর্চ্চা ও ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন, গান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। প্রদর্শনী কমিটি কৃষি, পশুচিকিৎসা ও পশুপালন বিষয়ে জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় বক্তৃতা প্রদানের ব্যবস্থা করেন।

শেষ দিন আমতার মুন্সেফ মিঃ ডি, এন, দাসগুপ্তের সভাপতিত্বে পুরস্কার-বিতরণী সভার অনুষ্ঠান হয়। প্রদর্শনকারীগণকে উৎসাহ প্রদানের জন্য বহুসংখ্যক মেডেল, সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

জানা গিয়াছে যে, ভারত গভর্ণমেণ্ট টেকনিক্যাল ট্রেণিং পরিকল্পনামতে শিক্ষার্থীদের ভাতা বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যাহারা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ তাহাদের ভাতা ২৫৲ টাকার স্থলে ২৭৲ টাকা ও যাহারা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ নহে তাহাদের ভাতা ২০৲ টাকার স্থলে ২২৲ টাকা হইবে এবং গত ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে এই বর্দ্ধিত হারে ভাতা দেওয়া হইবে।

[২য় কলমের শেষ]

করেন, বিদ্যুৎ সম্পর্কিত যন্ত্রপাতির মালিক এবং যাহার পরিচালনাধীনে কাজ হইয়াছে, ইহার প্রত্যেককে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করা চলিবে।

এক টাকা ব্যয় করিলে কলিকাতার ১নং হরিশ মুখার্জী রোডে (পোঃ এলগিন রোড) অবস্থিত বঙ্গীয় লাইসেন্সিং বোর্ডের সেক্রেটারীর নিকট লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইলেক্‌ট্রিক্যাল কণ্ট্রাক্টরদিগের তালিকা পাওয়া যায়।

মুর্শিদাবাদে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

অভিনয় অনুষ্ঠান দ্বারা অর্থ সংগ্রহ

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের যুদ্ধ তহবিলের সাহায্যার্থে মুর্শিদাবাদের শ্রীশ্রী চন্দ্রী হাউসে একটি অভিনয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। মুর্শিদাবাদের জেলা মেজিষ্ট্রেট রায় এইচ্, এস, মুখার্জি বাহাদুরের সভাপতিত্বে "শাহজাহান" নামক নাটকটি অভিনীত হয় এবং অভিনয়ে তিনি নিজেও সামান্য একটুখানি অংশ গ্রহণ করেন। লালগোলার কুমার ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায় অভিনয়ে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়া বেশ আগ্রহের পরিচয় দেন। জেলা মেজিষ্ট্রেটের কন্যা এবং পুত্রগণ অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন। অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণ যাঁহারা সহযোগিতা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রায় বাহাদুর অনিল কুমার চ্যাটার্জি, এম্, বি, ই, বাবু পান্নালাল মুখার্জি এবং বাবু প্রফুল্ল কুমার মজুমদার অন্যতম। বালিকাগণ দ্বারা অনুষ্ঠিত প্রাচ্য সঙ্গীত এবং নৃত্যও কার্য্যসূচীতে স্থান পাইয়াছিল।

অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট উপস্থিত বিরাট জনতার সম্মুখে বক্তৃতাকালে বর্ত্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং দেশের এবং নিজেদের প্রতি তাঁহাদের কি কর্ত্তব্য তাহা বর্ণনা করেন।

অনুষ্ঠানটি জনতা কর্ত্তৃক, সমাদৃত হয় এবং প্রায় ৪,০০০ টাকা সংগৃহীত হয়।

বাঙলা সরকার স্থির করিয়াছেন যে, সরাসরি আইন-জীবীদের মধ্য হইতে একজন লোক সংগ্রহ করিয়া এই প্রদেশের একটি অস্থায়ী জেলা ও সেশন জজের পদ পূর্ণ করা হইবে। এতদুদ্দেশ্যে আবেদন পত্র আহ্বান করিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইতেছে যে, আগামী ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে এই আবেদন পত্র বাঙলা সরকারের চিফ্ সেক্রেটারীর নিকট পৌঁছা আবশ্যক। পদপ্রার্থীর কি ধরণের যোগ্যতা আবশ্যক, তাহা উক্ত বিজ্ঞাপনেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

রংপুর জেলায় জাতিগঠন ও পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

সৈয়দপুর সম্মেলনের অনুষ্ঠান

গত ৪ঠা মার্চ্চ রংপুর জেলার সৈয়দপুর থানার খুলিয়া জুনিয়ার মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে মওলানা সৈয়দ ইয়াকুব আলী শাহ ফকির সাহেবের সভাপতিত্বে এক বিরাট পল্লী-উন্নয়ন সম্মেলনের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় পল্লী-উন্নয়ন ও পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। উক্ত সম্মেলনে পার্শ্ববর্ত্তী বহু গ্রামের প্রায় সহস্রাধিক লোক যোগদান করিয়াছিল।

বেলা ১ ঘটিকার সময় "চল কোদাল চালাই, ভুলে মানের বালাই" গানের তালে তালে মাদ্রাসার ছাত্র ও পল্লী-উন্নয়ন সমিতির কর্ম্মিগণ কর্ত্তৃক প্রায় ২০০ শত গজ লম্বা একটি প্রশস্ত রাস্তা তৈয়ার করা হয়। বেলা ২ ঘটিকা হইতে সম্মেলনের কার্য্য আরম্ভ হয়। সৈয়দপুর সার্কেলের পাট-নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের এসিষ্টান্ট ইনস্পেক্টার মিঃ, এ, এফ্, সাইদুল্লাহ্ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের তিনখানা প্রচার পত্রিকার সারমর্ম্ম জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেন। অন্যান্য দেশের জাতি-গঠন কার্য্যের ন্যায় স্বাবলম্বী হইয়া পল্লীবাসিগণ নিজ নিজ অবস্থায় উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করেন।

অতঃপর নিলফামারী রেঞ্জের ইনস্পেক্টার মিঃ দীনবন্ধু সরকার, বি, এ, পাট-নিয়ন্ত্রণ, পল্লী-উন্নয়ন ও বর্ত্তমান যুদ্ধ সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি পল্লীবাসিগণের অজ্ঞতা ও মূর্খতা দূরীকরণার্থে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন ও স্বেচ্ছামূলক কার্য্যের দ্বারা গ্রামের উন্নতি সম্পাদন মানসে গ্রামে গ্রামে পল্লী-উন্নয়ন সমিতি গঠন করার উপকারিতা ও আবশ্যকতার বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করেন।

উক্ত সম্মেলনে খলিফা খুলিয়া গ্রামে একটি নৈশ বিদ্যালয়, একটি খেলার মাঠ ও একটি পল্লী-মঙ্গল সমিতি গঠিত হয়।

সংবাদপত্রের হেডিং

বাঙলা সরকারের নূতন আদেশ

এই প্রদেশে প্রকাশিত সমস্ত সংবাদপত্রের হেড লাইনের দৈর্ঘ্য ও আকার-নিয়ন্ত্রণ করে বাঙলা সরকার একটি আদেশ প্রচার করিয়াছেন। এই প্রদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রগুলিতে ব্যবহৃত দুই কলামের বেশী পরিমিত স্থান (অর্থাৎ সাড়ে চারি ইঞ্চি) হেড লাইনের জন্য ব্যবহার এবং বেশী বড় অক্ষরে হেডিং ছাপান নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

প্রেস এডভাইসারী কমিটির সহিত পরামর্শ করিয়া উক্ত আদেশ জারী করা হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা জনসাধারণের নৈতিক বল ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, এইরূপ কোন সংবাদ প্রকাশ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই প্রকার সংবাদ প্রচারকার্য্যকে কমিটি এবং সমস্ত সম্পাদকই নিন্দা করিয়াছেন।

সংবাদ নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে নহে, বরং যাহাতে আতঙ্ক বা ভীতির সঞ্চার না হইতে পারে, তজ্জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

হেডিং-এর জন্য কিরূপ আকারের টাইপ ব্যবহার করা চলিবে, উক্ত আদেশের সঙ্গে তাহারও নমুনা প্রচার করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান অবস্থায় সিভিল ডিফেন্স সংক্রান্ত যে অতিরিক্ত কাজের চাপ পড়িয়াছে, কর্পোরেশনের মেথর ধাঙ্গড় প্রভৃতি এবং গাড়ী গুলিকে যাহাতে এই সমস্ত কাজে নিয়োজিত করা যায় এবং তাহাদিগকে অতিরিক্ত পরিশ্রম হইতে মুক্তি দেওয়া যায়, সেজন্য জনসাধারণের নিকট অনুরোধ করা যাইতেছে যে, যাঁহাদের বাড়ীতে বাগান বা খোলা জায়গা আছে, তাঁহারা বাগানের বা অন্যান্য আবর্জ্জনা যাহা পোড়াইয়া ফেলা যায়, তাহা যেন নিজ নিজ জায়গাতেই পোড়াইয়া ফেলেন।

বাঙলা-সরকারের প্রচার-বিভাগের ভূতপূর্ব ডিরেক্টর মিঃ আলতাফ হোসেনের বিদায় সম্বর্দ্ধনা উপলক্ষে প্রচার-বিভাগের অফিসার ও কর্মচারিবৃন্দ বিগত ৯ই মার্চ্চ তারিখে এক পার্টির আয়োজন করিয়াছিলেন। এই ছবিখানা উক্ত পার্টিতে গৃহীত হইয়াছিল। চিত্রে সম্মুখের সারির মধ্যস্থলে বামদিকে উপবিষ্ট অবস্থায় বাঙলা সরকারের চীফ্ সেক্রেটারী মিঃ জে. আর, ব্লেয়ার এবং তাঁহার বামপার্শ্বে মিঃ আলতাফ্ হোসেন ও তাঁর পার্শ্বে প্রচার-বিভাগের ভূতপূর্ব সহকারী ডিরেক্টর মিঃ আব্দুল ওয়াদুদকে (ইনি বাণিজ্য ও শ্রম বিভাগে বদলী হইয়াছেন) দেখা যাইতেছে। মিঃ আলতাফ হোসেনের বামপার্শ্বে দুইজনকে বাদ দিয়া বামদিকে উপবিষ্ট অবস্থায় প্রচার-বিভাগের নূতন ডিরেক্টর মিঃ আপ্পু রেজাকে দেখা যাইতেছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গণ

শ্যামদেশীয় সৈন্যদের সহিত চীনা সৈন্যের সজ্মর্ষ

ব্রহ্মের সেনা বিভাগের ইস্তাহারে ১৭ই মার্চ্চ বলা হইয়াছে :—শ্যামদেশীয় টহলদার সেনাদের সহিত চীনা-বাহিনীর এক সজ্মর্ষ হইয়া গিয়াছে—চীনাবাহিনী এক শত শত্রুসৈন্যকে নিহত করিয়াছে। কংটংয়ের দক্ষিণ-পূর্ব্বে তিন শত শ্যামদেশীয় সৈন্যের সহিত চীনাবাহিনীর সজ্মর্ষ হয়। এক শত শত্রু সৈন্য নিহত হয় ; অবশিষ্ট সকলে পলায়ন করে।

অষ্ট্রেলিয়ায় জেনারেল ম্যাকআর্থার

অষ্ট্রেলিয়া গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে জেনারেল ম্যাক-আর্থার অষ্ট্রেলিয়ায় গমন করিয়াছেন। জেনারেল ম্যাক-আর্থার অষ্ট্রেলিয়া ও ফিলিপাইন উভয় স্থানেরই প্রধান সেনাপতির কার্য্যভার পরিচালনা করিবেন। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নির্দ্দেশে জেনারেল ম্যাকআর্থার ফিলিপাইন হইতে তাঁহার হেডকোয়ার্টার অষ্ট্রেলিয়ায় স্থানান্তরিত করিয়াছেন।

প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের ক্ষতি

সাপ্তাহিক "ফরেন করেস্পণ্ডেন্স"এ প্রকাশ, জাপান প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনে ১ লক্ষ ৪০ হাজার সৈন্য হারাইয়াছে। পত্রিকা এই হিসাব খুব বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছে বলিতেছে।

এই মোট সংখ্যার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ জলমগ্ন হইয়াছে। জাপান যত সৈন্য নিয়োজিত করিয়াছে এই ক্ষতি তাহার অর্দ্ধেক। পত্রিকা লিখিয়াছে, এই প্রাণ ক্ষয়ের পিছনে জাপানীদের এই বিশ্বাস রহিয়াছে যে, যুদ্ধে যদি জয়লাভ করিতে হয় তবে ১৯৪২ সালের মধ্যেই জয়লাভ করিতে হইবে।

পত্রিকার আরও প্রকাশ, ওয়াশিংটনের হিসাব এই যে, জাপানের সমগ্র সৈন্যবল হইতেছে ৭২ ডিভিশন ; উহাতে মোট ২০ লক্ষ সৈন্য আছে। ইহার মধ্যে ১২টি ট্যাঙ্ক ডিভিশন আছে।

পত্রিকা আরও বলিয়াছে, টোকিওতে নিরপেক্ষ দেশের মিশনের সহিত যে সকল লোক আছেন তাঁহাদের নিকট হইতে ও অন্যান্য সূত্রে জানা যায় যে, সাইবেরিয়ার উপর জাপানী আক্রমণ আসন্ন।

নিউগিনির অদূরে নৌ-যুদ্ধ

প্রকাশ, মার্কিণ ও অষ্ট্রেলিয়ান বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে ৮খানি জাপানী যুদ্ধ জাহাজ জলমগ্ন বা গুরুতর-ভাবে জখম হইয়াছে, তন্মধ্যে দুইখানি জাপানী ভারী ক্রুজার এবং একখানা হাল্কা ক্রুজার জলমগ্ন হইয়াছে বলিয়া মনে করা হইতেছে। আরও একখানি জাপ ক্রুজার জখম এবং আরও একখানা ডেষ্ট্রয়ার ডুবিয়া গিয়াছে। দুইখানি জাপ ডেষ্ট্রয়ার সম্ভবতঃ জলমগ্ন হইয়াছে, একখানি বড় ডেষ্ট্রয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, ৫খানি মালবাহী জাহাজ ধ্বংস হইয়াছে, দুইখানি সৈন্যবাহী জাহাজে বোমা পড়ে, দুইখানি জাপ গানবোট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, একখানি মাইন উত্তোলনকারী জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে, তিনখানি উড়োজাহাজ গুলী করিয়া নামাইয়া ফেলা হয়, বহু সংখ্যক ছোট ছোট নৌকা ধ্বংস করা হয়। নিউগিনির অদূরে সম্প্রতি এক নৌ-যুদ্ধে জাপানী-দের এইরূপ ক্ষতি হইয়াছে।

ব্রহ্ম যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব্ব

ব্রহ্মে বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে এসোসিয়েটেড প্রেসের যে বিশেষ সংবাদদাতা আছেন, তিনি জানাইয়াছেন :—

"রেঙ্গুণ জাপানীদের হস্তগত হওয়ার সঙ্গে ব্রহ্ম যুদ্ধের প্রথম পর্ব্বের অবসান হওয়ার পর এখন যে কোন মুহূর্ত্তে দ্বিতীয় পর্ব্ব আরম্ভ হইতে পারে। ইহা নিঃসন্দেহ যে, পূর্ব্ব দিকে মান্দালয় রোড (টঙ্গুর ভিতর দিয়া গিয়াছে) এবং পশ্চিম দিকে প্রোম রোড ব্রহ্মের এই দুইটি বড় সড়ক কেন্দ্র করিয়া ভবিষ্যৎ যুদ্ধ হইবে ; কারণ ট্যাঙ্ক ও মোটরযানসমূহের পক্ষে কোন কোন অঞ্চল ব্যতীত সড়ক ছাড়িয়া যাওয়া কঠিন।

"জাপানীদের মূল অভিযান মান্দালয় হইতে ১৯০ মাইল দক্ষিণস্থ টঙ্গু অভিমুখে ; কিন্তু প্রোম রোডের সমান্তরাল ইরাবতী নদীতে জাপানীদের কার্য্যকলাপ হইতে বুঝা যায় যে, জাপানীরা ঐ অঞ্চলেও অগ্রসর হইবার আয়ো-জন করিতেছে।

"পেগু-সুয়েগিন এলাকায় ও মান্দালয় রোডে জাপ সৈন্যগণ প্রোম রোডের জাপ সৈন্যদের অপেক্ষা অধিক উত্তরে রহিয়াছে। ইহার ফলে জাপানীরা প্রোম রোডে তাহাদের সৈন্য বাহিনীর উত্তরে বৃটিশ সৈন্য বাহিনী বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে মান্দালয় হইতে পশ্চিম দিকে প্রোম রোডে আসিবার চেষ্টা করিতে পারে। সুতরাং ব্যূহ সোজা করিবার এবং জাপানীদের এইরূপ অগ্রগতি নিষ্ফল করিবার উদ্দেশ্যে বৃটিশ সৈন্যগণ থারাওয়াডির উত্তরে কোন স্থানে না পেঁছা পর্য্যন্ত প্রোম রোডে জাপানীদিগকে বিশেষ বাধা দিবে না।

"প্রধান রাস্তাগুলির মধ্যবর্ত্তী ৭০ মাইলব্যাপী জঙ্গলের ভিতর দিয়া জাপানীরা অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলে তাহাদিগকে তখনকার বাধাদানের ব্যবস্থা করা হইতেছে। জাপানীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া ইরাবতী নদীপথে ভেলায় চড়িয়া উজানে অগ্রসর হইবার চেষ্টাও করিতে পারে। এই নদী প্রোম এবং তৈলখনি অঞ্চলের ভিতর দিয়া মান্দালয় পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে।"

উত্তর অভিমুখে জাপ অভিযান সুরু ?

এনালিষ্ট লিখিতেছেন :—ব্রহ্মদেশে প্রতিপক্ষ উত্তর অভিমুখে অভিযান সুরু করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। অবশ্য ইহা বুঝা যাইতেছে না যে, ইহাই আক্রমণ অথবা ইহা কেবলমাত্র ব্রিটিশ রক্ষাব্যূহের সামর্থ্য পরীক্ষা মাত্র। তবে ইহা স্পষ্ট যে, তাহারা দক্ষিণে তাহাদের অবস্থান-গুলি সংহত করিতেছে।

শোয়েজিন অঞ্চল হইতে পশ্চাদপসরণ

ব্রহ্মের সেনা বিভাগের ইস্তাহারে প্রকাশ,—১৫ই মার্চ্চ তারিখে শোয়েজিন এলাকা হইতে আমাদের অগ্রগামী বাহিনীকে সরাইয়া আনিবার সময় কুয়াকটাগার দক্ষিণে আমাদের টহলদার বাহিনীর সহিত শত্রু বাহিনীর সজ্মর্ষ হয়। ১৬ই মার্চ্চ তারিখে আমাদের অগ্রবর্ত্তী বাহিনীর বামপার্শ্ব জাপ বাহিনী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, কিন্তু ঐ আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া পশ্চাদপসরণ চলিতে থাকে।

নিউগিনির অভ্যন্তরের দিকে অগ্রগতি

পোর্ট মোরেসবি হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, এক বিরাট জাপ বাহিনী নিউগিনিস্থ তাহাদের অবতরণ ভূমি লে হইতে মারকাম উপত্যকার মধ্য দিয়া নিউগিনির অভ্যন্তরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। অষ্ট্রেলিয়ান বাহিনীর সহিত শীঘ্রই জাপানীদের সজ্মর্ষ হইবে। জাপানীরা এক্ষেত্রে এখনও আত্মগোপন করিয়া দেশের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার নীতি অনুসরণ করিতেছে না। তবে বিমানঘাঁটির জন্য তাহারা সম্ভবতঃ একটি জায়গা দখলের চেষ্টায় আছে।

ফিজির দিকে জাপ অভিযান

ফিজির দিকে জাপ অভিযানের আশঙ্কার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া নিউজিল্যাণ্ডের প্রধান-মন্ত্রী মিঃ ফ্রেজার বলেন, বর্ত্তমানে যে অবস্থা আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে মিত্রশক্তির আর একটিও ভুল করিবার সময় নাই। অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডকে আত্মরক্ষা ও আক্রমণের ঘাঁটি হিসাবে এবং আমেরিকার সহিত সংযোগ রক্ষার যোগসূত্র হিসাবে রক্ষা করা অত্যাবশ্যক। ব্রিটিশ ও মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট নিউজিল্যাণ্ডকে প্রভূত সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। বহুল পরিমাণে সমরসম্ভার নিউ-জিল্যাণ্ডের পথে রাস্তায় রহিয়াছে। নিউজিল্যাণ্ডের অভিজ্ঞ বহু সমরবিশারদ ব্রিটেন ও অন্যান্য স্থান হইতে নিউজিল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। নিউজিল্যাণ্ডের বিমানশক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্রিটেন ও আমেরিকা উপকরণাদি পাঠাইতেছেন।

মোরসবি অভিমুখে বিরাট জাপ বাহিনী

জাপানী স্থল সৈন্যের একটি বড় বাহিনী পোর্ট মোরসবি অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, উহা পোর্ট মোরসবি হইতে ২৪০ মাইল দূরবর্ত্তী একস্থানে পেঁছিয়াছে।

জাপানী নৌ-বাহিনীর উপর আক্রমণ

জাপানীদের জাহাজসমূহ বিমান ও বিমানঘাঁটিসমূহের উপর ডাচ টিমরের কোয়েপাং হইতে অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত সলোমন দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত ১৬ শত মাইল-ব্যাপী অঞ্চলে প্রত্যহ অধিকতর তৎপরতার সহিত বৃটিশবাহিনী হানা দিতেছে। জাপানীদের অভিযানকারী নৌবাহিনীর উপরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ চালান হইতেছে—এই নৌবাহিনীর উপরই দক্ষিণ দিকে জাপ অভিযানের সাফল্য নির্ভর করিতেছে।

নিউনাও দ্বীপে অতর্কিত আক্রমণ

সমর বিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে :—

মিণ্ডানাও দ্বীপস্থ জেনারেল ওয়েন রাইটের মার্কিণ এবং ফিলিপাইনীয় সেনাগণ উক্ত দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যে জাপ সৈন্য আছে, তাহাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করিয়া বহু সৈন্য হতাহত করে।

জাপানীদের টিমর অভিযান শেষ

টিমরের সংবাদে প্রকাশ, অবশিষ্ট মিত্রপক্ষীয় সৈন্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া জাপ সৈন্যেরা ঐ দ্বীপে তাহাদের কাজ শেষ করিয়াছে। মিত্রপক্ষীয় সৈন্যরা পর্ত্তুগীজ টিমরের রাজধানী ডিলীর পশ্চিমাংশে আশ্রয় লইয়াছিল।

চীনা বাহিনীর সহিত জাপ বাহিনীর সজ্মর্ষ

এসোসিয়েটেড প্রেসের বিশেষ সংবাদদাতা লিখিতেছেন, ব্রহ্মের চীনা অভিযানকারী বাহিনীর সহিত পিউ-এর দক্ষিণে প্রথম সজ্মর্ষ হইয়াছে। এই স্থানটি মান্দালয় রোডের উপর এবং টঙ্গুর ৪০ মাইল দক্ষিণে। জাপানীদের দলে পদাতিক এবং অশ্বারোহীতে মিলিয়া ৪০০ শত লোক ছিল এবং তিনখানি সাঁজোয়া গাড়ী ছিল। সাঁজোয়া গাড়ীগুলি ধ্বংস হইয়াছে, এক শত জাপানী হতাহত হইয়াছে।

[৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

গত ৬ই ডিসেম্বর লিবিয়ার আলুওবিতে যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য দুইটি পুরস্কার বিতরণ করা হইয়াছে। অগ্রবর্ত্তী বাহিনী ট্যাঙ্ক দ্বারা বিধ্বস্ত হওয়া সত্ত্বেও ৫ম মারাঠা লাইট ইনফেন্ট্রির লেফ-টেনেণ্ট-কর্ণেল এস, পি, শ্যাকাটাস যেভাবে তাঁহার সৈন্যগণকে স্থান ত্যাগ না করিবার জন্য উৎসাহিত করেন, সে জন্য তিনি ডি, এস, ও সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহা দ্বারা বাহিনীটি একটি বিপদ-জনক পরিস্থিতি হইতে রক্ষা পায়।

মধ্য ভারত অশ্বারোহী সৈন্যদলের মেজর মোহাম্মদ বাহাদুর খান রাত্রে এবং দিনে শত্রু এলাকার পার্শ্বদেশ এবং পশ্চাৎ দিক দিয়া নিজ বাহিনীকে পরিচালিত করিবার সময় যে সাহসিকতার পরিচয় প্রদান করেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ইণ্ডিয়ান ডিষ্টিংগুইস্ড সার্ভিস মেডেল প্রদান করা হয়।

আলোক-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নির্দ্দেশাবলী

[২য় পৃষ্ঠার শেষ]

বিধানগুলি পালন করিয়া আলোক লইয়া যাইতে পারিবে; অন্য ঐরূপ ক্ষেত্রে, আলোক এমনভাবে আবৃত ও ব্যবহার করিতে হইবে, যাহাতে বাতির রশ্মি নীচের দিকে বা তির্য্যকভাবেই কেবল পড়ে এবং সরাসরিভাবে না পড়িতে পারে।

৭। (১) এই প্যারাগ্রাফের (২) নং উপ-প্যারাগ্রাফের ব্যবস্থাসাপেক্ষে, সমস্ত মোটর গাড়ীতে ব্যবহৃত বাতির আলো আচ্ছাদনের জন্য সর্ব্বদা নিম্নোক্ত ব্যবস্থা রাখিতে হইবে:—

(ক) নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে—

(১) অফ্‌সাইড হেডল্যাম্প বা সিঙ্গল হেডল্যাম্পের ক্ষেত্রে, বাতিতে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত ঢাকনা বা টোপর লাগাইতে হইবে:

তবে, এই উপ-দফার ব্যবস্থাবলী প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঘোষিত তারিখ হইতে বলবৎ হইবে এবং বলবৎ না হওয়া পর্য্যন্ত, যে সকল অফ্‌সাইড হেডল্যাম্পে বা সিঙ্গল হেডল্যাম্পে অনুমোদিত ঢাকনা লাগানো নাই, একখণ্ড করিয়া পাতলা বাদামী কাগজ সেগুলির কাচের উপর লাগাইয়া দিতে হইবে এবং কাচের উপরার্দ্ধে আর একখণ্ড কাগজ পূর্ব্বোক্ত কাগজের উপর লাগাইয়া দিতে হইবে।

(২) নিয়ার সাইড হেডল্যাম্পের কাচ অস্বচ্ছ করিয়া ফেলিতে হইবে এবং বাল্‌ব্ খুলিয়া রাখিতে হইবে!

যদি নিয়ার সাইড-লাইট বা উহার সমতুল্য বাতি হেডল্যাম্পের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা হইলে হেডল্যাম্পের ইলেক্‌ট্রিক তার এমনভাবে বদলাইতে হইবে, যাহার ফলে কেবল উক্ত সাইড-লাইট অথবা হেডল্যাম্পের লোয়ার ইনটেন্সিটি বাল্‌বই মাত্র ব্যবহার করা সম্ভব হইবে এবং এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত সাইড-লাইট বা উহার সমতুল্য বাতি হইতে আলোক নিষ্ক্রমণ নিবারণের জন্য হেডল্যাম্পের কাচের যে পরিমাণ অংশ অস্বচ্ছ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন, তাহা করিলেই চলিবে।

(৩) সাইড-লাইট, টপ্‌-লাইট এবং রিয়ার-লাইটের যে সকল কাচের মধ্য দিয়া আলোক নিষ্ক্রান্ত হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে এক টুক্‌রা করিয়া খবরের কাগজ দিয়া আবৃত করিয়া দিতে হইবে এবং আলোক নিষ্ক্রান্ত হয় এইরূপ স্বচ্ছ বা অস্বচ্ছ কোনও প্যানেল পার্শ্বে, পশ্চাতে বা উপরে থাকিলে উহাও সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া দিতে হইবে। সাধ্যতামূলক হেডল্যাম্প ছাড়া রিয়ার-ল্যাম্পের সমস্ত ফাঁক এবং টপ-লাইট থাকিলে উহা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদন করিতে হইবে।

(খ) ফগ্‌-লাইট, পাস্‌-লাইট, স্পট্ লাইট বা এই উপ-প্যারাগ্রাফের (ক) দফায় বর্ণিত বাতিসমূহ ছাড়া অপর কোনও বাতি থাকিলে উহার বাল্‌ব্ খুলিয়া ফেলিতে হইবে এবং কাচ অস্বচ্ছ করিয়া ফেলিতে হইবে।

(গ) দিক-নির্দ্দেশক বাতি থাকিলে উহার অস্বচ্ছ আলোকোজ্জ্বল পার্শ্বভাগকে এমন করিতে হইবে, যাহার ফলে আলো উভয় পার্শ্বের কোন দিক দিয়া না বাহির হইয়া কেবলমাত্র তীরাকৃতি ফাঁকের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসিবে। আলোক নির্গমনের এই কাটি-করা পথের কোনও অংশ ১/৮ ইঞ্চির বেশী প্রশস্ত হইতে পারিবে না।

(২) এই প্যারাগ্রাফের অন্তর্ভুক্ত (১১) উপ-প্যারাগ্রাফের ব্যবস্থাসমূহ পুলিস অফিসার, বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধের কার্য্যে নিযুক্ত কর্ম্মচারীসমূহ অথবা এতদ্ব্যাপারে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মোটর গাড়ী সম্পর্কে প্রযুক্ত হইবে; তবে ঐ সকল গাড়ীর নিয়ার সাইড হেডল্যাম্প প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত ব্যবস্থানুযায়ী আবৃত করিয়া দিতে হইবে।

(৩) এই প্যারাগ্রাফের (১) ও (২) নং উপ-প্যারাগ্রাফের কোনও ব্যবস্থা সত্ত্বেও জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার স্বকীয় ইচ্ছানুসারে লিখিতভাবে কোনও সাধারণ বা বিশেষ নির্দ্দেশ প্রচার করিয়া সম্রাটের সম্পত্তিরূপে পরিগণিত কোনও মোটর গাড়ী পুলিসের কার্য্যে বা দমকল বা অ্যাম্বুলান্সের কার্য্যে ব্যবহৃত হওয়ার কালে, তৎকর্ত্তৃক অনুমোদিত অনাচ্ছাদিত কোনও বাতি ব্যবহৃত হইতে দিতে পারিবেন।

(৪) জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সাধারণ বা বিশেষ নির্দ্দেশ ব্যতিরেকে কোনও মোটর গাড়ীর সম্মুখভাগে সাদা আলো ছাড়া অপর কোনও আলো ব্যবহৃত হইতে পারিবে না।

৮। মোটর গাড়ী ছাড়া অন্যান্য গাড়ীতে (বাই-সিকেলও ইহার অন্তর্ভুক্ত), সাধারণ হারিকেন বাতি বা ঘোড়া অথবা গরুর গাড়ীতে ব্যবহৃত বাতি অপেক্ষা উজ্জ্বল আলো নিষ্ক্রান্ত হয়, এরূপ কোনও বাতি ব্যবহৃত হইতে পারিবে না এবং এই আলোক এমনভাবে আবৃত করিয়া দিতে হইবে, যেন উহার রশ্মি নিম্নদিকে বা তির্য্যকভাবে ছাড়া সরাসরি বাহিরে আসিতে না পারে।

৯। রাত্রিতে গাড়ীর মধ্যের বাতিগুলিকে এমনভাবে রাখিতে বা ঢাকিয়া দিতে হইবে যে, উহার রশ্মি বা ছটা নীচের দিকে পড়া ছাড়া সরাসরিভাবে বাহিরে আসিয়া পড়িতে পারিবে না।

১০। নিম্নোক্ত বিধানগুলি পালন না করিয়া কোনও মোটর গাড়ী ব্যবহার করা যাইবে না, যথা:—

(ক) মোটর সাইকেল ছাড়া সমস্ত মোটর গাড়ীর ক্ষেত্রে, বাম্পার ও রানিং বোর্ডের বহির্দ্দিকস্থ প্রান্তভাগ এবং মাডগার্ডের (থাকিলে) উপরের দিকে প্রান্তভাগ হইতে দুই ইঞ্চি পরিমাণ চওড়া করিয়া সাদা ম্যাট রং লাগাইতে হইবে।

যদি কোনও মোটর গাড়ীর বাম্পার না থাকে, তাহা হইলে প্রায় ৩ ইঞ্চি চওড়া, $\frac{৩}{৮}$ ইঞ্চি পুরু ও মোটরের প্রসারের সমান লম্বা দুই খণ্ড কাঠকে মোটরের সম্মুখে ও পশ্চাতে যেখানে বাম্পার থাকে সেইখানে দৃঢ়ভাবে আঁটিয়া দিতে হইবে এবং এই কাঠখণ্ডগুলিতে সাদা ম্যাট্ রং লাগাইতে হইবে।

(খ) মোটর সাইকেলের ক্ষেত্রে, পিছন দিকের মাডগার্ডের প্রান্তভাগ হইতে ১২ ইঞ্চি পরিমাণ স্থানে সাদা ম্যাট্ রং লাগাইতে হইবে এবং যদি উহার সাইড কার থাকে, তাহা হইলে সাইড কারের মাডগার্ডেরও বহির্দ্দিকে অনুরূপভাবে রং লাগাইতে হইবে।

১১। বাংলার কারখানাসমূহের চীফ ইন্সপেক্টার বা কোনও ফ্যাক্টরী-ইন্সপেক্টার, কোনও পুলিস অফিসার বা জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে এতৎসম্পর্কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনও ব্যক্তি বাড়ীর ভিতরে বা বহির্ভাগে অথবা কোনও প্রাকার, খুঁটি, গাছ বা জমিতে বা উহার উপরিভাগে সংস্থাপিত কোনও বাতি, অথবা কোনও গাড়ীর মধ্যে অবস্থিত বা কাহারও হস্তধৃত আলোক এই নির্দ্দেশের ব্যবস্থানুযায়ী মৃদু করিয়া দিতে, ঢাকিয়া দিতে বা প্রচ্ছন্নভাবে রাখিতে নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন এবং যদি উক্ত অফিসার মনে করেন যে, উক্ত বাতি এই নির্দ্দেশের অন্তর্ভুক্ত ব্যবস্থাবলীর সহিত সঙ্গতি রাখিতে পারিতেছে না, তাহা হইলে উহা অপসৃত বা নির্ব্বাপণ করিতেও নির্দ্দেশ দিতে পারিবেন।

১২। যদি কোনও ব্যক্তি এই নির্দ্দেশের অন্তর্ভুক্ত কোনও বিধানকে অমান্য করে, তাহা হইলে তাহাকে

[শেষ কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

পল্লী-অঞ্চলে ঋণ-সমস্যার সমাধান

কয়েকটি সালিসী-বোর্ডের প্রচেষ্টা

কদমতলা ঋণ-সালিসী বোর্ড (বাখরগঞ্জ)

১৯৩৭ সালের ১৫২ (৭) নং মামলায় খাতক বংশীধর সাহা মহাজন রজনীকান্ত সাহার নিকট হইতে গত ১৩৪০ বাঙ্গলা সনে বর্গেজী দলিল বলে ১,০০০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। কিন্তু ১৩২৮ সালে বর্গেজী রেজেষ্টী দলিলে আসল ঋণ গ্রহণ করা হয় ২০০৲ টাকা। চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের পরিমাণ খুব বেশী হইয়া যায় এবং খাতক ১৩৪০ সালে পুনরায় ৬০০৲ টাকা লইয়া ১,০০০৲ টাকার একটি নতুন দলিল লিখিয়া রেজেষ্টী করিয়া দেয়। ঋণের পরিমাণ ৯৯২৲ টাকা স্থির হয় এবং সালিসীতে ৬০০৲ টাকা সাব্যস্ত হয়। এই অর্থ কুড়িটি সমপরিমাণ কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে।

তাঁরাস ঋণ-সালিসী বোর্ড (পাবনা)

১৯৪০ সালের ৭৪২ নং মোকদ্দমায় মহাজনের দাবীর পরিমাণ ছিল ৫৯৩৲ টাকা। এইজন্য মহাজন খাতকের পাঁচ পাখী জমি দুই বৎসর ভোগ-দখল করিয়াছে। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ৪৬৲ টাকা বলিয়া ধার্য্য করে এবং আপোষে স্থির হয় যে, খাতক উক্ত অর্থ ১৫টি বার্ষিক কিস্তিতে শোধ করিবে।

সরকানা ঋণ-সালিসী বোর্ড (পাবনা)

১৯৩৮ সালের ৩১০নং মামলায় মুন্সেফী কোর্টের ডিক্রী অনুসারে মহাজনের দাবীর পরিমাণ ছিল ৮৯১৲ টাকা। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ৫০০৲ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করে এবং উভয় দলের সালিসীতে উহা ২০৲ টাকা বলিয়া ধার্য্য হয়। খাতক নগদ টাকা প্রদান করিয়া ঋণ শোধ করে।

১৯৩৮ সালের ২৮ নং মামলায় মহাজন শ্রীমতী শরৎ সুন্দরী দেবীর দাবীর পরিমাণ ছিল ৩৮১৲ টাকা। আট বৎসর পূর্ব্বে একটি সাধারণ খৎ দিয়া খাতক এই অর্থ গ্রহণ করে। বোর্ড উহাই মহাজনের প্রাপ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করে। সালিসী দ্বারা ঋণের পরিমাণ ৮৲ টাকায় নিষ্পত্তি হয় এবং স্থির হয় যে, খাতক ৪টি সমপরিমাণ বার্ষিক কিস্তিতে এই ঋণ পরিশোধ করিবে।

বেলটৈল ঋণ-সালিসী বোর্ড (পাবনা

১৯৩৭ সালের ৬৬নং মামলায় সিভিল কোর্টের ডিক্রী অনুসারে মহাজন মুকুন্দলাল সাহার দাবীর পরিমাণ ছিল ২১২৲ টাকা। বোর্ড স্থির করে যে, উক্ত অর্থই মহাজনের প্রাপ্য। উভয় পক্ষের মধ্যে সালিসীর ফলে উহা ২৪৲ টাকায় নিষ্পত্তি হয়। খাতক বোর্ডের সম্মুখে নগদ টাকা প্রদান করিয়া ঋণ মুক্ত হয়।

[২য় কলমের শেষ]

৬ মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড অথবা উভয় প্রকার দণ্ডেই দণ্ডিত করা যাইবে।

১৩। ১৯৪১ সালের ৮ই মে তারিখে প্রচারিত ৩১৪৪ পি নং বিজ্ঞপ্তি ১৯৪১ সালের ২৬শে মে প্রচারিত ৩৮১৮পি নং বিজ্ঞপ্তি এবং ১৯৪১ সালের ১৩ই ডিসেম্বরে প্রচারিত ৯৫৫৭পি নং বিজ্ঞপ্তি যে সকল অঞ্চল সম্পর্কে প্রযুক্ত হয় নাই, সেই সকল অঞ্চলে এই নির্দ্দেশ বলবৎ হইবে, কিন্তু এই নির্দ্দেশের অন্তর্ভুক্ত দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ প্যারাগ্রাফের বিধানাবলী এবং গাড়ীর মধ্যে বা বাহিরে ব্যবহৃত আলোক সংক্রান্ত ব্যবস্থা বাদ দিয়া ১১ নং প্যারাগ্রাফ যে অঞ্চলে ১৯৪১ সালের ২৮শে অক্টোবর তারিখে প্রচারিত ৭০৩৬ পি নং প্যারাগ্রাফ প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই অঞ্চলে বলবৎ হইবে না এবং মাঝে মাঝে যে সকল এলাকাগুলিকে সামরিক এলাকা বলিয়া বিজ্ঞাপিত করা হইবে বা রেলওয়ের বাতি সম্পর্কেও ইহা প্রযুক্ত হইবে না।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

টঙ্গুর দিকে জাপ অগ্রগতি

জাপ বাহিনীকে পেগুর ৮০ মাইল উত্তরে মান্দালয় রোডের উপরে কামাভাকাটিন নামক স্থানে দেখা গিয়াছে। উহারা টঙ্গুর দিকেই যাইতেছে মনে হয়। প্রকাশ যে, জাপানীরা শ্যামের উত্তর-পশ্চিমে রাস্তা ও রেলের সংযোগস্থল চিয়েঙমিতে তাহাদের প্রধান ঘাঁটি করিয়া তথায় প্রভূত সেনা ও সমরোপকরণ সমাবেশ করিয়াছে। দক্ষিণদিক হইতে টঙ্গুর দিকে অভিযান চালাইবার সঙ্গে সঙ্গেই জাপানীরা টঙ্গুর পূর্ব্ব দিকে শ্যাম দেশের সীমান্তবর্ত্তী মেহংসন হইতে আক্রমণ চালাইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে, চীনা বাহিনীকে মান্দালয় রোড ধরিয়া উত্তরদিকে জাপ অভিযান প্রতিরোধের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব দিকের আক্রমণও প্রতিরোধ করিতে হইবে—বস্তুতঃ মেহংসনের ৩০ মাইল পূর্ব্বে, টঙ্গুর ৭০ মাইল পূর্ব্বে ওয়াটাহিট অঞ্চলে জাপ পরিচালিত থাই সেনাদের সহিত বৃটিশ সেনার সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে।

বৃটিশ ও চীনা বাহিনীর পাশাপাশি সংগ্রাম

প্রোমের লেটপাডান অঞ্চলে বৃটিশ বাহিনী এখনও জাপ সেনাদলগুলির সংহার সাধনে ব্যস্ত আছে। টঙ্গু রোডে চীনা অশ্বারোহী বাহিনী জাপানীদের উপর সাফল্যমণ্ডিত-ভাবে আক্রমণ চালাইয়াছিল। জানা গিয়াছে যে, সিতাং রণাঙ্গনে বৃটিশ ও চীনা বাহিনী পাশাপাশি দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতেছে।

ফিলিপাইনে আমেরিকান সৈনাদের আত্মসমর্পণ দাবী

সমর বিভাগের এক সংবাদে প্রকাশ, ফিলিপাইনস্থ জাপ সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল ইয়ামাসিটা ২২শে মার্চ্চ মধ্যাহ্নের মধ্যে ফিলিপাইনস্থ আমেরিকান ও ফিলিপিনো সৈন্যদের আত্মসমর্পণ দাবী করিয়াছেন।

জাপানীদের দাবী সম্পর্কে সমর বিভাগ আরও জানাইয়াছেন, "কোন উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন ছিল না এবং জেনারেল ওয়েনরাইট কোন উত্তরও দেন নাই।"

অন্যান্য রণক্ষেত্রের সংবাদ

জার্ম্মাণ-বাহিনীর পুনঃ পরাজয়

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, ষ্টারায়া রাশায় অবরুদ্ধ ষোড়শ জার্ম্মাণ বাহিনী পুনরায় এক পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। রণক্ষেত্র হইতে প্রেরিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ ঘাঁটি 'এন' নামক গ্রামটি লালফৌজ পুনরধিকার করিয়াছে। সংগ্রামে ১,৫০০ জার্ম্মাণ সৈন্য হতাহত হইয়াছে। সোভিয়েট সৈন্যগণ প্রতিপক্ষের ৪৫টি কামান, ২৫৪টি লরী, ৪৪টি যাত্রীবাহী গাড়ী, ৬টি ট্রাক্টর, ৫খানি এম্বুল্যান্স গাড়ী, ২১টি মোটর সাইকেল এবং অন্যান্য বহু সমরোপকরণ হস্তগত করিয়াছে।

ডোনেৎস অববাহিকায় জার্ম্মাণ ব্যূহ ভেদ

"প্রাভদার" এক সংবাদে প্রকাশ যে, ডোনেৎস অববাহিকায় এক গ্রামের জন্য প্রচণ্ড যুদ্ধে সোভিয়েট সৈন্যগণ জার্ম্মাণদের আত্মরক্ষা ব্যূহ ভেদ করিয়াছে। সোভিয়েট সৈন্যগণ আরও দুইটি জনপদ অধিকার করিয়াছে। ১৫টি জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক অকর্ম্মণ্য করা হইয়াছে। দক্ষিণ রণাঙ্গনে চারিটি জার্ম্মাণ বিমান গুলীর আঘাতে ভূপাতিত করা হইয়াছে।

মধ্য রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনীর অগ্রগতি

মধ্য রণাঙ্গনে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। এই রণাঙ্গনের এক এলাকায় সোভিয়েট গোলন্দাজ বাহিনী একটি সুরক্ষিত জার্ম্মাণ ঘাঁটি দখল করে। জার্ম্মাণদের বহু সৈন্য হতাহত হয়। এই রণাঙ্গনের অন্য এক এলাকায় জার্ম্মাণরা প্রবল পাল্টা আক্রমণ চালায়। কিন্তু তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত হয়। কালিনিন রণাঙ্গনে তিনখানি গ্রাম জার্ম্মাণদের কবলমুক্ত করা হয়। এই যুদ্ধে ৬৫০ জন জার্ম্মাণ নিহত হয়। লেনিনগ্রাড এলাকায় গরিলারা পূর্ণোদ্যমে জার্ম্মাণদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে। গরিলাদের আক্রমণে উক্ত এলাকায় তিনজন কর্ণেলসহ ৯০০ জন জার্ম্মাণ নিহত হইয়াছে। প্রচুর রণসম্ভার বিনষ্ট হইয়াছে। ২২টি ট্যাঙ্ক এবং ১০৬ খানি লরী উহার অন্যতম।

মার্শাল ব্রাউশিচকে আহ্বান

হিটলার যে মার্শাল ফন ব্রাউশিচকে গত বৎসর প্রধান সেনাপতির পদ হইতে অপসারিত করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই রুশদের হস্তে খারকভ নগরের পতন রোধ করিবার উদ্দেশ্যে শেষ চেষ্টা করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। জেনারেল ফন বককে পরামর্শ দিবার জন্য তিনি মার্শাল ফন ব্রাউশিচকে খারকভ রণাঙ্গনে পাঠাইয়াছেন। তথায় জেনারেল ফন বক-এর সৈন্যগণ রুশদের একটি অতি প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে মরিয়া হইয়া যুদ্ধ করিতেছে। মার্শাল টিমোশেঙ্কো খারকভ নগরের জার্ম্মাণ বহির্ব্যূহে প্রচণ্ড আঘাত করিতেছেন।

খারকভে তীব্র সংগ্রাম

ডিসি নিউজ এজেন্সীর ২১শে মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, খারকভের নিকট জার্ম্মাণ অবস্থানের উপর লাল ফৌজের চাপ অব্যাহত আছে। আজভ সাগরের উপর টাগানরোগের উত্তরেও প্রবল সংগ্রাম চলিতেছে।

লিবিয়ায় যুদ্ধের অবস্থা

কায়রোর এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ অষ্টম আর্ম্মির একটা দল মিমির নিকটবর্ত্তী এলাকায় সাফল্যের সহিত প্রতিপক্ষের ঘাঁটির উপর এবং মার্তুবার নিকট প্রতিপক্ষের বিমান ঘাঁটিসমূহের উপর আক্রমণ চালায়। প্রতিপক্ষের ১৫০ জন সৈন্যকে বন্দী করা হয়। বৃটিশ সাউথ আফ্রিকান ও স্বাধীন ফরাসী বাহিনী আক্রমণে হানা দেয়। সিরেনাইকার অগ্রবর্ত্তী এলাকাসমূহে পুনরায় জঙ্গী বিমান বহরের কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। ২১শে মার্চ্চ রাত্রিতে বের্কা, দের্ণা ও বেনগাজীর লক্ষ্যবস্তুসমূহের উপর আক্রমণ চালান হয়।

"জনসেবাই মন্ত্রিমণ্ডলীর উদ্দেশ্য"

মাননীয় খানবাহাদুর হাশেম আলী খাঁর সফর

গত ৫ই মার্চ্চ তারিখে বাঙলা সরকারের সমবায় এবং পল্লী-ঋণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় খানবাহাদুর হাশেম আলী খান উত্তর বঙ্গ সফরে বাহির হন। প্রথমে তিনি গোপালপুর আখ উৎপাদনকারী সমিতি এবং তথায় আট বৎসর যাবৎ যে কারখানাটি চলিতেছে, তাহা পরিদর্শন করিবার জন্য যান। ঈশ্বরদি পৌঁছিবার পর তাঁহাকে তথায় অভ্যর্থনা করা হয় এবং তৎপর তিনি মহকুমা হাকিম, সমবায় বিভাগের ডেপুটি রেজিষ্ট্রার ও এসিষ্টাণ্ট রেজিষ্ট্রার সমভিব্যাহারে গোপালপুর গমন করেন। পরে মিছিল সহকারে তাঁহাকে গোপালপুর আখ উৎপাদনকারী সমিতিতে লইয়া যাওয়া হয়। ৫ই মার্চ্চ অপরাহ্নে গোপালপুর ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত পল্লী-ঋণ সমিতি, তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় এবং পাট উৎপাদনকারী সমিতির সদস্যগণ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। ইউনিয়নের জনসাধারণের নিকট বক্তৃতাকালে তিনি বলেন যে, ইউনিয়নের উদ্দেশ্য হইবে অধিবাসীদের অবস্থার উন্নতি সাধন এবং তাহাদিগকে ঋণ মুক্ত করা। সমিতির সদস্যগণের লক্ষ্য এক হইতে হইবে এবং ইউনিয়নের কার্য্যক্রম হইতে যে লাভ বা ক্ষতি হইবে, তাহা বহন করিবার জন্য তাঁহাদের প্রয়োজনীয় মনোবল রাখিতে হইবে। সর্ব্বত্র স্বার্থান্বেষী লোকগণ বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করিবে এবং ইউনিয়নের সাহায্যে তাঁহারা যে লাভের অধিকারী হইবেন, উক্ত ব্যবসা ভিন্নভাবে করিলে তদপেক্ষা বেশী লাভবান হইবে বলিয়া তাহারা মিথ্যা প্রচার করিবে। মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর বলেন যে, ব্যবসায়ে লাভের আশা করা নিশ্চয় ভাল; কিন্তু সে উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় বিচক্ষণতা থাকা দরকার। কারণ বিচক্ষণতার অভাবে লাভের পরিবর্ত্তে ক্ষতিই হইবে এবং সমস্ত ব্যবসায়ে গোলযোগের সৃষ্টি হইয়া যে কাঠামোর উপর সমিতিটি দণ্ডায়মান, তাহা অচিরেই বিনিষ্ট হইয়া যাইবে।

"ইউনিয়ন বলিতে কোন ব্যক্তি বিশেষকে বুঝায় না। প্রত্যেককেই তাহার যথাসম্ভব প্রচেষ্টায় মনোনিবেশ করিতে হইবে। যদি কেহ ব্যবসা হইতে কোন লাভ করিতে বদ্ধপরিকর হন, তবে তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উন্নত এবং স্থায়ী শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে তাঁহাদের মস্তিষ্ক চালনা এবং একান্তভাবে সহযোগিতা করিতে হইবে।" আর একটি কারখানা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি বলেন যে, যখন একটি কারখানার জন্যই কাঁচা মাল সরবরাহ যথেষ্ট নহে, তখন দ্বিতীয় একটি কারখানা স্থাপন করা বিবেচনার বহির্ভূত। কারখানার প্রয়োজনাতিরিক্ত জমির উৎপাদিকা শক্তি থাকিলেই সরকার এই বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে পারেন। তাহা ছাড়া বর্ত্তমানে এইরূপ কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নহে। কারণ অর্থাভাবে জনসাধারণের উন্নতিকল্পে কোন নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। দেশবাসিগণকে যুদ্ধের বিভীষিকা হইতে রক্ষা করিবার জন্য দেশের সমস্ত সম্পদ যুদ্ধ প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হইতেছে।

সুদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, পৃথিবী যতদিন স্থায়ী হইবে তত দিনই এই অভিযোগ থাকিবে এবং এই সমিতিগুলির অস্তিত্ব ততদিনই থাকিবে যতদিন ঋণ গ্রহণেচ্ছু সমাজ থাকিবে। কারণ কোন শক্তি ঋণ গ্রহণের এই মনোভাবকে দমন করিতে পারিবে না। সরকার হয়ত আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে সুদ ছাড়িয়া দিতে পারেন, কিন্তু তদ্দ্বারা জনসাধারণের বিশেষ কোন উপকার হইবে না; কারণ তাঁহারা সামান্য প্রয়োজনেই ঋণ গ্রহণে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছেন।

তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, যদি কাহাকেও পৃথিবীতে বাঁচিতে হয়, তবে তাহার অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সরকার সমস্ত পল্লীবাসীকে প্রাথমিক শিক্ষার সুবিধা প্রদানের উপায় অন্বেষণ করিতেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উহা এবং অনুরূপ অন্যান্য জরুরী বিষয়ে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। সভাভঙ্গের পর মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর গোপালপুর চিনির কারখানা পরিদর্শন করেন। কিন্তু জরুরী বিষয়ের জন্য ৬ই মার্চ্চ তারিখে অপরাহ্নে তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হয় এবং সেই রাত্রেই দার্জিলিং মেলে সেতাবগঞ্জে রওয়ানা হন। সকাল সাতটায় তথায় গিয়া পৌঁছেন। কলেক্টার, মহকুমা হাকিম, এসিষ্টাণ্ট রেজিষ্ট্রার এবং অন্যান্য গণ্যমান্য সরকারী এবং বেসরকারী ব্যক্তিবৃন্দ তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

সকাল ১০টার সময় তিনি বোচাগঞ্জ ঋণ-সালিশী বোর্ড এবং সেতাবগঞ্জ আখ উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি পরিদর্শন করেন। অপরাহ্ণ চারটার সময় তিনি চিনির কারখানা পরিদর্শন করেন। তৎপর তিনি ধনতলা কাচারী ময়দানে জনসাধারণের এক সভায় বক্তৃতা করেন। তথায় মাননীয় মন্ত্রী চীনবাসীদের দুর্ভাগ্য ও তাহাদের মাতৃভূমিকে শত্রু কবল হইতে চিরদিনের জন্য মুক্ত করিবার জন্য তাহাদের অদম্য আকাঙ্ক্ষার কথা উল্লেখ করেন। তিনি জোরের সহিত বলেন যে, প্রথমে শত্রুকে বিতাড়িত করিবার জন্য আমাদের চীনবাসীদের অনুকরণ করা কর্ত্তব্য এবং তৎপর আমরা উন্নত জীবনধারণের বিষয় চিন্তা করিব।

জনসাধারণের অভিযোগ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, চিরদিনই মানবের বাসনা অতৃপ্ত এবং তাহার একটি না একটি অভিযোগ লাগিয়াই আছে। কোন ইউনিয়ন, কোন কারখানা বা এমন কোন সরকার নাই যে, সমস্ত অভিযোগগুলির প্রতিকার করিতে সমর্থ। তবে অতি প্রয়োজনীয় অভিযোগগুলির প্রতিকারের চেষ্টা এবং অন্যান্য বাধা অতিক্রম করিবার পথ প্রদর্শন করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর বলেন যে, জনসাধারণের প্রাথমিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ঋণ-সালিশী বোর্ড স্থাপন করা হয়, যদি তাহারা খাঁটি অভিযোগ লইয়া অগ্রসর হন এবং বোর্ডের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন, তবে তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করা হইবে। পাট উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, যদি পাট উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ না করা হইত, তাহা হইলে কখনই পাটের মূল্য বৃদ্ধি পাইত না এবং জনসাধারণও তাহাদের পরিশ্রমের আশানুরূপ প্রতিদান না পাইয়া হয়ত দেশব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত করিত। তিনি প্রত্যেককে নিজ নিজ অংশ এবং ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করেন। কারণ ইউনিয়নের সংগঠন কার্য্য যতই উন্নততর হইবে, ততই তাহা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে।

৮ই তারিখ প্রাতঃকালে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিনাজপুরে পৌঁছেন এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অনুরোধে গাড়ী হইতে অবতরণ করেন এবং দিনাজপুর জেলা অনুন্নত সমাজ সমিতি ও উপস্থিত ছাত্র মহোদয়গণের পক্ষ হইতে প্রদত্ত অভিনন্দনপত্র গ্রহণ করেন। অভিনন্দনপত্র পাঠ শেষ হইলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আসাম ও বাঙলা দেশ যে ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে, তাহা সমবেত লোকদিগকে বলেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান সকলকে বর্ত্তমানে সকল প্রকার বিভেদ ভুলিয়া যাইতে বলেন এবং একে অন্যের স্বার্থ হানি না করিয়া একযোগে মিলিত হইয়া কাজ করিতে অনুরোধ করেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেন "এখন এমন সময় উপস্থিত হইয়াছে যখন অতীত ও ভবিষ্যৎ ভুলিয়া যাইয়া আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য এবং আসাম ও বাঙলাদেশের মধ্যে যে বর্ব্বর সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের ধ্বংসাত্মক কার্য্য হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করা প্রয়োজন।" যদি বাঙলার সুসন্তানগণ তাহার গৌরব রক্ষা না করে, তাহা হইলে বাঙলার গৌরব চিরতরে ক্ষুণ্ণ হইবে এবং বাঙলার পতন হইলে সমস্ত ভারতবর্ষের শান্তি নষ্ট হইবে এবং শত্রুর হস্তে ইহা ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সকলকে আশ্বাস প্রদান করেন যে, সুদিন আসিলে তিনি তাহাদের অভিযোগের কারণ নিরসন করিবেন। ইহার পর তিনি দিনাজপুর হইতে পার্ব্বতীপুরে গমন করেন। কার্য্য-তালিকামতে তাঁহাকে ডাকবাংলায় লইয়া যাওয়া হয়। তথায় সমবায় বিভাগের কর্ম্মচারীগণের ব্যবহারে অসন্তোষ জ্ঞাপনের জন্য বহু সংখ্যক লোক সমবেত হইয়াছিল। তিনি বিস্তারিত ভাবে সমুদয় অভিযোগ শ্রবণ করেন এবং তিনি বলেন যে, টাকা ধার নিয়া যদি লোকে উহা সম্পূর্ণ বা আংশিক আদায় না করে, কিম্বা সুদ আদায় না করে তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট কিভাবে সাহায্য করিতে পারেন এবং যে সমুদয় লোক কখনও টাকা কর্জ্জ করে নাই অথচ অসহায় অবস্থায় পড়িয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট এখন সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে, তাহাদিগকে কোথা হইতে গভর্ণমেণ্ট সাহায্য দিতে পারেন? সকলেরই তাহাদের ঋণ ক্রমশঃ আদায় করিবার চেষ্টা করা উচিত; নতুবা পুনর্ব্বার প্রয়োজন হইলে তাহারা টাকা পাইবে না। অতঃপর ঋণ-সালিশী বোর্ডের পক্ষ হইতে একটি অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয় এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তাহার যথোচিত উত্তর প্রদান করেন। ইহার পর তিনি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও লোকাল ঋণ-সালিশী বোর্ডের হিসাব পরিদর্শন করেন এবং মন্মথপুরে চাউলের কল দেখিবার জন্য গমন করেন। তথায় তাঁহাকে পার্ব্বতীপুর কো-অপারেটিভ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের এবং চাউলের কলের পক্ষ হইতে, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণের পক্ষ হইতে এবং পার্ব্বতীপুরবাসীর পক্ষ হইতে বিভিন্ন অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়। সমবেত জন সংখ্যা ১০,০০০ দশ হাজারের অধিক হইয়াছিল। এই সমুদয় অভিনন্দনপত্র ও স্থানীয় লোকের উৎসাহের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদানের পর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেন যে, পল্লীর দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি পল্লীবাসীর দুঃখকষ্ট বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন এবং সমাজের প্রকৃত সেবকও পল্লীবাসীর অভাব-অভিযোগ দূর করাই হইল তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করিয়া বলেন যে, যখন ব্যবস্থা পরিষদে দেশের প্রতিনিধিগণ সদস্য হইবার উদ্দেশ্য ভুলিয়া গেলেন এবং যখন তাহাদের শাসননীতি জনগণের আশা-আকাঙ্খার পরিপন্থী হইয়া উঠিল, দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল এবং পূর্ব্ব মন্ত্রিমণ্ডলীর পতন ঘটিল। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী বিভিন্ন মতাবলম্বী দলের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হইয়াছে এবং তাঁহারা ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনের জন্য শাসনভার গ্রহণ করেন নাই, বরং দেশের অবস্থা উন্নত করাই তাহাদের লক্ষ্য। বর্ত্তমান যুদ্ধের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষের যুদ্ধ সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা নাই। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেন "যুদ্ধ কাহাকে বলে, তাহা আমরা কেবল ইতিহাসেই পড়ি। জার্ম্মাণী ও হিটলারের বাহিনীর প্রতি লক্ষ্য করুন। বহু সংখ্যক নিরপরাধ দেশের ধ্বংস সাধন করিয়া নিজের গৌরব বৃদ্ধি করাই হইল হিটলারের যুদ্ধ ঘোষণার একমাত্র উদ্দেশ্য। সে তাহার এই বাতুল অভিসন্ধি ইউরোপে পরিচালনা করিতেছে এবং ভারতবর্ষ কখনও ভাবে নাই যে, উহাকেও আক্রমণ

[১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

সিঙ্গাপুরে ভারতীয়দের বীরত্ব

[১ম পৃষ্ঠার জের]

মালয়ের সর্ব্বত্রই বেসামরিক জনগণ যে সাহসের পরিচয় দিয়াছে, তৎসম্বন্ধে অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা চলে। সংবাদপত্রেও মধ্যে মধ্যে এই ধরণের ঘটনাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। আমি আনন্দের সঙ্গে বলিতে পারি যে, সিঙ্গাপুরের বাসিন্দা সকল শ্রেণীর ভারতীয়ই সঙ্কট সময়ে নিজেদের কার্য্য দ্বারা গৌরবের অধিকারী হইয়াছে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাভাবিক অবস্থা

ভারতে ফিরিয়া আসার পর অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—বোমা বর্ষণের ফলে সিঙ্গাপুরের বেসামরিক জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হইয়াছিল কিনা। এই প্রশ্নের উত্তরে আমাকে বলিতে হয় যে, এক শ্রেণীর লোক ছাড়া (ইহাদের সম্বন্ধে আমি পরে আলোচনা করিব) অপর কাহারও মধ্যে মোটেই আতঙ্ক সৃষ্টি হয় নাই। সকল ব্যাঙ্ক, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, হোটেল ও বহু দোকান খোলা ছিল এবং ব্যবসা-বাণিজ্য স্বাভাবিকভাবে চলিতেছিল। এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীদের মধ্যে অধিকাংশই হইতেছে ভারতীয় ও চীনা। বেসামরিক রক্ষণ-ব্যবস্থা সম্পর্কিত কার্য্যে ইহাদের অধিকাংশকেই দৈনিক কয়েক ঘণ্টা করিয়া নিয়োজিত থাকিতে হইলেও, ইহারা সকলেই নিয়মিতভাবে নিজেদের অফিসের কার্য্যে যোগদান করিতেছিল। প্রকৃতই ইহা বিস্ময়কর যে, কিরূপ কঠোরভাবে এই সব লোককে কাজ করিতে হইয়াছিল।

দিবাভাগে যখন রক্ষণ-ব্যবস্থা সম্পর্কিত কোন কাজ থাকিত না, তখন আমরা নিজেদের অফিসে থাকিতাম। কাজের সময় একান্তই সীমাবদ্ধ থাকায় বিমান-আক্রমণের সঙ্কেত-ধ্বনির মধ্যেও আমাদিগকে অনেক সময় কাজ করিতে হইয়াছিল। প্রত্যেক দালানের ছাদের উপরই আমরা প্রহরী মোতায়েন রাখিতাম—যেন শত্রু বিমানের আগমন সম্পর্কে তাহারা আমাদিগকে সতর্ক করিতে পারে। শহরের অন্য অঞ্চলে বোমা বর্ষিত হইতে দেখিলে প্রহরীগণ মোটেই সঙ্কেত-ধ্বনি করিত না; যখন দেখিত যে, বিমানটি আমাদের অঞ্চলের দিকে আসিতেছে, তখনই সতর্কতা-ধ্বনি করিত এবং তখন আমরা নীচের তলায় গিয়া আশ্রয় লইতাম। এরূপভাবে অনেক মূল্যবান্ সময় বৃথা নষ্ট না করিয়া আমরা কাজে লাগাইয়াছি।

যানবাহনাদির অসুবিধা

শহরের যে শ্রেণীর লোকেরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই হইতেছে দোকানদার শ্রেণীর লোক। বহু দোকানদার তাহাদের দোকানসমূহ বন্ধ করিয়া পল্লীগ্রামে চলিয়া গিয়াছিল। ফলে শহরের লোকদিগকে জিনিষপত্রাদির জন্য বিশেষ অসুবিধা বোধ করিতে হইয়াছে। শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত খাবারের দোকানগুলি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় কেরাণীদের অনেককেই মধ্যাহ্ন ভোজন বাদ দিয়াই কাজ করিতে হইয়াছিল। নিজেদের বাসস্থানে গিয়া যে আহার করিয়া আবার ফিরিয়া আসিবে, সে সুবিধাও কেরাণীদের ছিল না। কারণ সময়ের একান্তই অভাব ছিল এবং যানবাহনাদির সুবিধাও বিশেষ ছিল না। বাড়ী হইতে সঙ্গে করিয়া খাবার আনাও তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না; কারণ অধিকাংশকেই বেসামরিক রক্ষণ-ব্যবস্থা সম্পর্কিত কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া সেখান হইতেই সরাসরি কার্য্যস্থলে আসিতে হইত। সুখের বিষয়, আমাদের এই দেশে গরু, ঘোড়া প্রভৃতি দ্বারা চালিত গাড়ী যথেষ্ট পরিমাণ রহিয়াছে। সিঙ্গাপুরে ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়িয়া যাওয়ায় ট্রাম চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং পেট্রোলের অভাবে মোটর-বাস চলাচল কম হইয়া যায়। কেবলমাত্র ঘোড়দৌড়ের মাঠ ছাড়া সিঙ্গাপুরে অন্য কোথাও ঘোড়ার অস্তিত্ব ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে দোকানদারগণ আমাদিগকে বিশেষ বিপদেই ফেলিয়াছিল এবং আমার অভিমত ইহাই যে, জরুরী অবস্থায় একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির পূর্ণ কর্তৃত্ব গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে গ্রহণ করিয়া তৎসমুদয়ের খুচরা বিক্রীর ব্যবস্থা হওয়া উচিত। খাদ্য-দ্রব্যাদির অভাব ঘটিলে বা তৎসমুদয় ক্রয়ের সুযোগ না থাকিলে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ জাগ্রত হওয়া একান্ত স্বাভাবিক।

সহযোগিতার প্রয়োজন

সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত সংবাদাদি হইতে জানা গিয়াছে যে, ভারতের কোন কোন শহরে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ হইতে স্বতন্ত্র বেসামরিক রক্ষীদল গঠনের প্রয়াস পাওয়া হইতেছে এবং সরকারের সহযোগিতায় তাহারা কাজ করিতেছে না। প্রকাশ, গভর্ণমেণ্ট ও রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে রাজনীতি-ঘটিত মতানৈক্যের জন্যই এরূপ হইয়াছে।

কোনও নগরীর বেসামরিক রক্ষণ-ব্যবস্থা পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে উক্ত ব্যবস্থা সুশৃঙ্খলভাবে এবং একই কেন্দ্র হইতে পরিচালিত হওয়া উচিত। সামরিক কর্তৃপক্ষ (যাহারা এ-আর-পি প্রতিষ্ঠানকে শত্রু-বিমানের আক্রমণ সংবাদ জানায়), এ-আর-পি প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসক বাহিনী, অগ্নি-নির্ব্বাপনকারী দল, ভগ্ন দালানাদির আবর্জনা পরিষ্কারক দল, পুলিশ ও সিভিক গার্ডদলের মধ্যে কার্য্যের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। যদি এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ না থাকে, তাহা হইলে সকল ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল হইয়া যাইতে বাধ্য।

কাজেই আমি অনুরোধ করি—বেসরকারী রক্ষীদল গঠনের কোন চেষ্টা যেন না হয়। কারণ, একই কার্য্যের জন্য একাধিক প্রতিষ্ঠান থাকিলে উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রেষারেষী ও তার ফলে কার্য্যের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

সকলেরই ইহা উপলব্ধি করা উচিত যে, বেসামরিক রক্ষণ-ব্যবস্থার সঙ্গে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নাই। যখন আকাশ হইতে বোমা বর্ষিত হয়, তখন রাজনৈতিক মতামত বিচার করিয়া বোমা পড়ে না। নিক্ষিপ্ত বোমাটি কংগ্রেসী, মোসলেম-লীগপন্থী বা কোনও সরকারী কর্ম্মচারীর ঘাড়ে বা বাড়ীতে পড়িল কি না, তাহা বিবেচনা করা বোমা-বর্ষণকারীরা মোটেই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে না। কাজেই বেসরকারী রক্ষীদল গঠনের পরিকল্পনা পরিহার করা উচিত। যে সময়ে মূল্যবান্ মানব-জীবন বিপন্ন, সে-সময়ে সকল দলাদলি ভুলিয়া একযোগে সেবার কাজে আমাদের অগ্রসর হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

সিঙ্গাপুর শহর ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে জাপানীরা যেসব বোমা ফেলিয়াছিল, তাহাদের আকার খুব বড় নয়। সুদূর জাপান হইতে শত্রুপক্ষকে বোমা আমদানী করিতে হয়। সুতরাং বেসামরিক জনগণের উপর ভারী বোমা নিক্ষেপ করিয়া অযথা অপব্যয়ে শত্রুরা যে অগ্রসর হইবে না, তাহা আমরা গোড়া হইতেই অনুমান করিয়াছিলাম। আমার দৃঢ় ধারণা যে, যদি ভারতেও কোন স্থানে বোমা বর্ষিত হয়, তবে সেসব বোমা ছোট আকারেরই হইবে এবং এ সবের দ্বারা ক্ষতিও হইবে খুবই সামান্য।

আশ্রয়স্থলে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা

দৃঢ়ভাবে নির্ম্মিত কোনও দ্বিতল বাড়ীর উপর বোমা পতিত হইলে প্রায় ক্ষেত্রেই ছাদ এবং দ্বিতলের মেঝে ভেদ করিয়া একতলা পর্য্যন্ত আসিয়া বোমাটি পৌঁছিতে পারে না। ইটের দেওয়াল ও টালীর ছাদবিশিষ্ট গৃহের উপর পতিত এই ধরণের বোমার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধেও

[শেষ কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

হায়দরাবাদে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

পতাকা-দিবসের অনুষ্ঠান

হায়দ্রাবাদের রেসিডেণ্ট মহামান্য গভর্ণর-জেনারেলের যুদ্ধ তহবিলে ১৩,৮৭৫৲ টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। উক্ত টাকা সেকেন্দ্রাবাদ ও আওরঙ্গাবাদ ক্যাণ্টনমেণ্টে লেডী গিভনে এবং তাঁহার যুদ্ধ-কমিটি দ্বারা অনুষ্ঠিত পতাকা দিবসে সংগৃহীত হইয়াছে।

মহামান্য গভর্ণর-জেনারেলের স্বাক্ষরযুক্ত পতাকা বিক্রয় দ্বারা যে ৫,০০৯৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে, তাহাও পূর্ব্ব-উল্লেখিত টাকার মধ্যে ধরা হইয়াছে।

এই সংগৃহীত অর্থ নিম্নলিখিত বিষয়ে ব্যয় করা হইয়াছে :—

মালয় এবং ব্রহ্মদেশ হইতে প্রত্যাগত ভারতীয় আশ্রয়-প্রার্থীদের সাহায্যার্থে।

ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজের নাবিকদের কিং জর্জেস ফণ্ডের সাহায্যার্থে।

যুদ্ধে হত ভারতীয় সৈন্যগণের পরিবারবর্গের সাহায্যার্থে।

“চীন দিবস” উদ্‌যাপন করিবার জন্য মহামান্য গভর্ণর-জেনারেল যে আবেদন করিয়াছিলেন, সেই উদ্দেশ্যে ব্যয় করিবার জন্য।

ভারতে এবং বাহিরে এম্বুলেন্স গাড়ী ব্যবহার করিবার জন্য।

চ্যারিটি কমিটিকে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর তাঁহার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বঙ্গদেশে যে সমস্ত লোক কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা সর্ব্বসাকুল্যে ৫০৩ এবং তন্মধ্যে বাখরগঞ্জ জেলায় ১৬৫ জন, ত্রিপুরা জেলায় ২৩৬ জন এবং নোয়াখালী জেলায় ১০২ জন আক্রান্ত হয়। মোট ১৫১ জন লোক কলেরা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তন্মধ্যে ত্রিপুরাতেই ১১৫ জন লোক মারা গিয়াছে। ঢাকায় ৬৬ জন লোক বসন্ত রোগে এবং দার্জিলিংএ ৫৭ জন লোক ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হয়।

কলিকাতায় ইতস্ততঃ মেনিঞ্জাইটিস রোগের আবির্ভাব হয়। প্লেগ রোগে কেহ আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

[২য় কলমের জের]

আমি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি। যদিও এই সব গৃহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, তথাপি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গৃহের বাসিন্দাদের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, দেখা গিয়াছে।

এই ধরণের বোমা বর্ষণের প্রধান উদ্দেশ্যই হইতেছে—আতঙ্ক সৃষ্টি করা—লোকজনের প্রাণ নাশ করা নয়। সুতরাং উপযুক্ত আশ্রয়স্থলে গেলে এই শ্রেণীর বোমা হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকা যাইবে। আকাশে বিমানের আওয়াজ, বোমা বিদীর্ণ হওয়ার শব্দ, বিমান-বিধ্বংসী কামানের গোলার আওয়াজ—এই সবে মিলিয়া বিমান-আক্রমণের সময় প্রকৃতই বিরাট একটা হট্টগোলের সৃষ্টি হয় এবং প্রথমতঃ ভীতির সঞ্চার হওয়া মোটেই বিচিত্র নহে। সুতরাং আমি বলিতে চাই—আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণ করিয়া যদি যথাসময়ে তাহাতে আশ্রয় লওয়া যায়, তবে আশঙ্কার আর কোন কারণ থাকিবে না।

যে সমস্ত ভারতীয় সৈন্য মালয়ে যুদ্ধ করিয়াছে, তাহারা অপূর্ব্ব বীরত্বের প্রমাণ দিয়াছে এবং ভারতীয় বেসামরিক জনগণও সাহস, ধৈর্য্য ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়া সকলের প্রশংসার অধিকারী হইয়াছে। আমি আশা করি, যদি প্রয়োজন হয়—ভারতেও আমার স্বদেশবাসী অনুরূপ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিতে পারিবেন।

জনদ্রোহী মন্ত্রিমণ্ডলীর উদ্দেশ্য

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

করা হইবে। দুর্ভাগ্য বশতঃ জাপানীরা ভারতের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং হয়ত অদূর ভবিষ্যতে বাঙলা দেশকেও আক্রমণ করা হইবে। বর্ত্তমানে আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য গভর্ণমেণ্টকে বিপুল অর্থ ব্যয় করিতে হইতেছে। যখন দেশ বিপন্ন সেই সময় বিরোধ সৃষ্টি করার সুযোগ গ্রহণ করাও নিজের জীবনকে বিপদাপন্ন করা কাহারও পক্ষে উচিত নয়। যাহারা ইসলামের নামে প্রচারকার্য্য করিয়া থাকে এবং মিঃ হকের বিরুদ্ধে যোগাযোগ করে, তাহারা দেশের জন্য কিছুই করে নাই। ঐক্য স্থাপন করাই বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর লক্ষ্য এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়াই তাঁহারা কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দেশবাসীর পূর্ণ সমর্থন না থাকিলে কোন মন্ত্রিমণ্ডলী বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আরোও বলেন "মিঃ হক নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন নাই; সুতরাং তথাকথিত দেশহিতৈষীদের চক্ষুশূল হইবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।"

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় লোকদিগকে সমবায়ের মূলীভূত কল্যাণ ও কি প্রকারে লোকের শুভেচ্ছা ও সাহায্যের উপর সমবায় নির্ভর করে, তাহা ভালরূপে বুঝাইয়া দেন।

সমবায়ের সদস্যগণ অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাদের অংশের জন্য মোটা লাভ আশা করিতে পারেন না। শিক্ষার অভাবহেতু নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। দেশের উপকারের জন্য হাট স্থাপন বা স্কুল প্রতিষ্ঠা সকলের সাহায্য সহানুভূতি ছাড়া ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা কখনও সম্ভবপর হয় না। নিরক্ষরতা অসুবিধার কারণ। শিক্ষাবলেই মানুষ অনেক বিষয় চিন্তা করিতে পারে এবং দেশের মঙ্গলের জন্য অধিকতর ভাল কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ করিতে পারে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় লোকদিগকে মৎস্যের চাষ করার জন্য সমিতি স্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। গভর্ণমেণ্টের লক্ষ্য হইল দেশের শিল্পোন্নতি, যাহাতে লোকের জীবন সুখকর হয়। তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টও সুচারুরূপে কাজ করিতে পারে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দুঃখ করিয়া বলেন যে; দেশের লোকের প্রকৃত অভিযোগ সম্বন্ধে বিবেচনা করার জন্যই ঋণ-সালিশী বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক লোকই ঋণমুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে এই সমুদয় কোর্টে উপস্থিত হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে কর্জ্জ টাকা আদায়ের জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে। গভর্ণমেণ্ট সাময়িক সাহায্য প্রদানের জন্যই ঋণ দিয়া থাকেন, যদি এই টাকা আদায়ের দায় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার অভিপ্রায়ে টাকা আদায় করা না হয়, তাহা হইলে পাওনাদারের নিকট হইতে কোন সাহায্যের আশা আর থাকে না। পক্ষান্তরে কোন পাওনাদারই তথাকথিত খাতকের কষ্টের কথা চিন্তা করিবে না। একথা সকলেরই বোঝা উচিত যে, মানুষের প্রয়োজন আজীবন থাকে এবং যতদিন সে জীবিত থাকিবে, ততদিন কোন না কোন সাহায্য অপরের নিকট চাহিতে হইবেই। অযোগ্য ব্যক্তিকে সর্ব্বদাই নিরাশ হইতে হয় এবং অবশেষে সে খুবই অসহায় অবস্থায় পড়ে—এমন তাহার অন্ন প্রভৃতির জন্য সকল প্রকারের সাহায্য তাহার জন্য বন্ধ হইয়া যায়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে প্রমাণ করিয়া দেখান যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রত্যেক মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য হইল ঋণমুক্ত হওয়া। টাকা ধার করা আনন্দের ব্যাপার নয় কিন্তু নিজের সম্মান রক্ষার জন্য ঋণ পরিশোধ করা খুবই আনন্দের কাজ, কেননা ঋণী ব্যক্তিকে সর্ব্বদাই মাথা নত করিয়া থাকিতে হয় এবং ঋণ করিব না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হইলে মানুষের অভাব কখনও দূর হয় না।

[২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

লালগোলার গৃহপালিত পশু-প্রদর্শনী

উত্তম গাভী ও প্রজনন ষাঁড়গুলির মালিককে পুরস্কার প্রদান

সম্প্রতি লালগোলায় একটি গৃহপালিত পশু-প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্যার এইচ, এন, মুখার্জী বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট এবং লালগোলা রাজ ওয়ার্ড এষ্টেট কর্ত্তৃক বিতরিত ১৮টি প্রজনন ষাঁড় সহ ৫০০ শত গৃহপালিত পশু লালগোলা মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়। ইহার অধিকাংশ গাই গরু সরকারী প্রজনন ষাঁড় দ্বারা উৎপাদিত এবং সেই জন্য তাহাদের গঠন বিশেষ সুন্দর হইয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই প্রদর্শনী সম্পর্কে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন এবং জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় এস্, এন, সিংহ বাহাদুর, জেলা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান খান বাহাদুর একরামুল হক, পশু-বিশেষজ্ঞ, সার্কেল অফিসার, রাজ ওয়ার্ড এষ্টেটের ম্যানেজার এবং আরও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি সমভিব্যাহারে সমগ্র প্রদর্শনী ঘুরিয়া প্রত্যেকটি জিনিষ বিশেষভাবে পরীক্ষা করেন।

স্থানীয় কৃষকদিগের মধ্যে এই প্রদর্শনী বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এবং প্রায় পাঁচ হাজার লোক উহা পরিদর্শন করে।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কৃষকদিগের সহিত খোলাখুলিভাবে মেলামেশা করেন এবং কিভাবে তাহারা গো-মহিষাদিকে খাওয়ায় সে বিষয়ে অনুসন্ধান করেন এবং যথাযোগ্য ভাবে খাদ্যের ব্যবস্থা ও উন্নত ধরণের পশ্বাদির যত্ন লওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

এই উপলক্ষে আহুত সভায় জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ভাইস্-চেয়ারম্যান, লালগোলা রাজ ওয়ার্ড এষ্টেটের ম্যানেজার এবং পশু-বিশেষজ্ঞ জনগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন।

প্রদর্শনীতে যে সকল সরকারী প্রজনন ষাঁড় আনীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে সর্ব্বোত্তম দুইটিকে ২৫৲ টাকা করিয়া পুরস্কার প্রদান করা হয়। উত্তম গাভী, বলদ ও সরকারী ষাঁড় প্রদর্শনকারীদিগের মধ্যে কিছু অর্থ পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, বাঙলার চিফ কণ্ট্রোলার অফ প্রাইসেস বাঙলা সরকারের বাণিজ্য ও শ্রম বিভাগের জয়েণ্ট সেক্রেটারীরূপে কাজ করেন এবং রাইটার্স বিল্ডিংসএ তাঁহার অফিস রহিয়াছে। দ্রব্যাদির দাম এবং সরবরাহ বিষয়ে বিশেষ জরুরী সমস্ত চিঠিপত্রাদি কলিকাতা ৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটের পরিবর্ত্তে রাইটার্স বিল্ডিংসএর ঠিকানায় লিখিতে হইবে।

[১ম কলমের শেষ]

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় লোকদিগকে মাবর্নিষ্ঠ হইতে অনুরোধ করেন এবং বলেন যে তাহারা তাহাদের দুর্নীতিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে তাহাদের অসুবিধা মোচনের জন্য তিনি এবং তাহার সহকর্মিগণ নিশ্চয়ই চেষ্টা করিবেন। ইহার পর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সম্প্রতি যে নূতন নিয়মাবলী পাশ হইয়াছে এবং যাহা এখন বাঙলা লাটের মঞ্জুরী সাপেক্ষ রহিয়াছে, তাহার উল্লেখ করেন। এই নিয়মাবলীর সাহায্যে সর্ব্বসাধারণ তাহাদের জমিদারদিগের নিকট হইতে মুক্ত সম্পত্তি উদ্ধার করিতে পারিবে। অতঃপর তিনি রবিবার ১৮—৫৪ মিনিটের সময় মন্মথপুর পরিত্যাগ করেন ও ব্যবস্থা পরিষদের কার্য্যে যোগদান করিবার জন্য ১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস যোগে কলিকাতায় পৌঁছেন।

ঔষধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

জনসাধারণের জ্ঞাতব্য

পূর্ব্বে বিভিন্ন তারিখে প্রকাশিত প্রেস-নোটগুলির সংশোধনে বেসার্স মার্টিন এণ্ড হেরিস লিমিটেড কোম্পানী কর্ত্তৃক উৎপাদিত সমস্ত দ্রব্যাদির পাইকারী ও খুচরা দর নিম্নলিখিতভাবে ধার্য্য হইল। এই দর কলিকাতা এবং নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে অবিলম্বে কার্য্যকরী হইবে। মাল আমদানী করিবার জন্য খরচ বাড়িয়া যাওয়ায় জিনিষের দাম কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

		পাইকারী দাম। পুটি ডজন।	খুচরা দাম। প্রত্যেকটি।
এরামাইড (ছোট)	..	২৩॥০	৬/০
এরামাইড (বড়)	..	৪৭৲	৪/০
এরাবিয়ামাইড ইমালসান (বড়)	..	৩৬॥০	৩৮০
এরাবিয়ামাইড ইমালসান (মধ্যম)	..	১৯৷০	১৸০
বাইকলেট (টীণ কোম্পানীর)	..	৩৬৲	৩৶০
কেমিকোফিয়াস সিরাপ অফ ফিগস্ (ছোট)		১৪৲	১৶৬
কেমিকোফিয়াস সিরাপ অফ ফিগস্ (বড়)		২৪॥৶০	২৶০
ক্লোরডোইন্স কাফ মিক্সচার (ছোট)	..	১০৸৶০	১৲
ক্লোরডোইন্স কাফ মিক্সচার (বড়)	..	২১৲	১৸৶০
ডোকোলেট (টীণ কোম্পানী)	.	১৪৲	১৶০
ইন্ডিয়ান ডাইজেষ্টিভ স্পিরাইন (চার আউন্স)	.. ..	২৪॥৶০	২।১
কোলাসিনিথ টেবলেট (২৫ বটির বোতল)		১১।০	১৲
লিভিমিন্ট মিক অফ মেগ্নেসিয়া (চার আউন্স)	.. ..	১০৲	৸৶০
লিভিমিন্ট মিক অফ মেগ্নেসিয়া (বার আউন্স)	.. ..	১৯৷০	১॥৶০
সেনাটোজেন (ছোট)	.	৪৩॥০	৩৸০
সেনাটোজেন (বড়)	..	৭০৲	৬।৶০
স্লোন্স লিনিমেণ্ট	..	১১৶০	১৲
ওয়াটারবারির কম্পাউণ্ড (ছোট)	..	২০৲	১৸৩
ওয়াটারবারির কম্পাউণ্ড (বড়)	..	৩৯৲	৩৶০

খুলনায় সমর-প্রচেষ্টা

স্কুল ইন্সপেক্টরের সফর

সম্প্রতি খুলনা জেলার স্কুলসমূহের ইন্সপেক্টর মিঃ এস্, কে, দত্ত মিসেস্ দত্ত সমভিব্যাহারে ডুমুরিয়া থানার অন্তর্গত শাপুরভদ্রা পরিদর্শন করিয়াছেন। যুদ্ধ-প্রচেষ্টার উদ্দীপনা সঞ্চারের নিমিত্ত উক্ত স্থানেই জনসভা আহ্বান করা হইয়াছিল। পৃথিবীব্যাপী এই যুদ্ধের ফলে বর্ত্তমানে জগতের কি অবস্থা হইয়াছে, বিশেষ করিয়া সুদূর প্রাচ্যে সমরানল প্রজ্বলিত হওয়ায় কি ভাবে যুদ্ধ আমাদের দ্বার-প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সে সম্পর্কে মিঃ দত্ত বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি সমবেত জনগণকে সর্ব্বান্তঃকরণে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন। তৎপর তিনি তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার সঙ্কটের জন্যই প্রস্তুত থাকিতে বলেন এবং সন্ত্রস্ত না হইয়া নিজ নিজ গৃহ রক্ষা করার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করেন।

মিসেস্ দত্তও অনুরূপভাবে বক্তৃতা প্রদান করেন। তদ্ব্যতীত তিনি মহিলাদের উদ্দেশ্য করিয়া একটি পৃথক সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

উক্ত খুলনার স্কুলসমূহের সাব-ইন্সপেক্টর বাবু শশধর মণ্ডল জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু হিমাংশু কুমার রায় সৈন্যদলে যোগদান করিয়া বর্ত্তমানে ট্রেনিংএ আছেন। শশধর বাবু সমবেত জনতাকে তাঁহার অনুসরণ করিয়া রাজা ও দেশের জন্য নিজ নিজ সন্তানকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রেরণ করিবার আবেদন জানাইয়া বক্তৃতা প্রদান করেন।

অতঃপর মৌলভী মোহাম্মদ সাজের হোসেন এবং অন্যান্য কয় বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন।

যুদ্ধ-প্রদর্শনী ট্রেণ

যুদ্ধ-প্রদর্শনী ট্রেণের বহির্দৃশ্য।

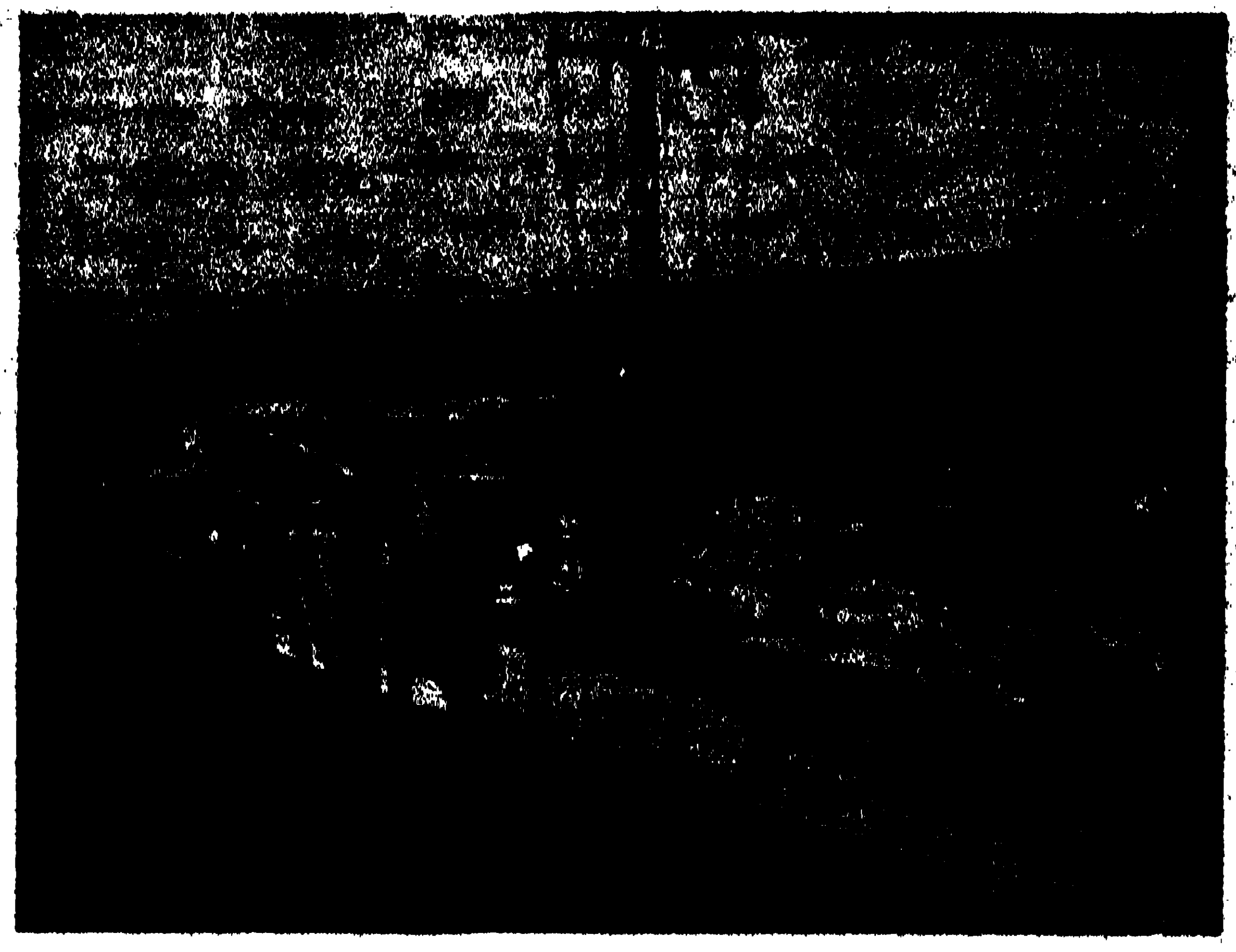

প্রদর্শনী ট্রেণের আর একটি দৃশ্য। যুদ্ধ-জাহাজের মাস্তল ও কামান লক্ষ্য করার যোগ্য।

কোনও ষ্টেশনে প্ল্যাটফর্মের দুই পার্শ্বে প্রদর্শনী ট্রেণখানা রাখা হইয়াছে।

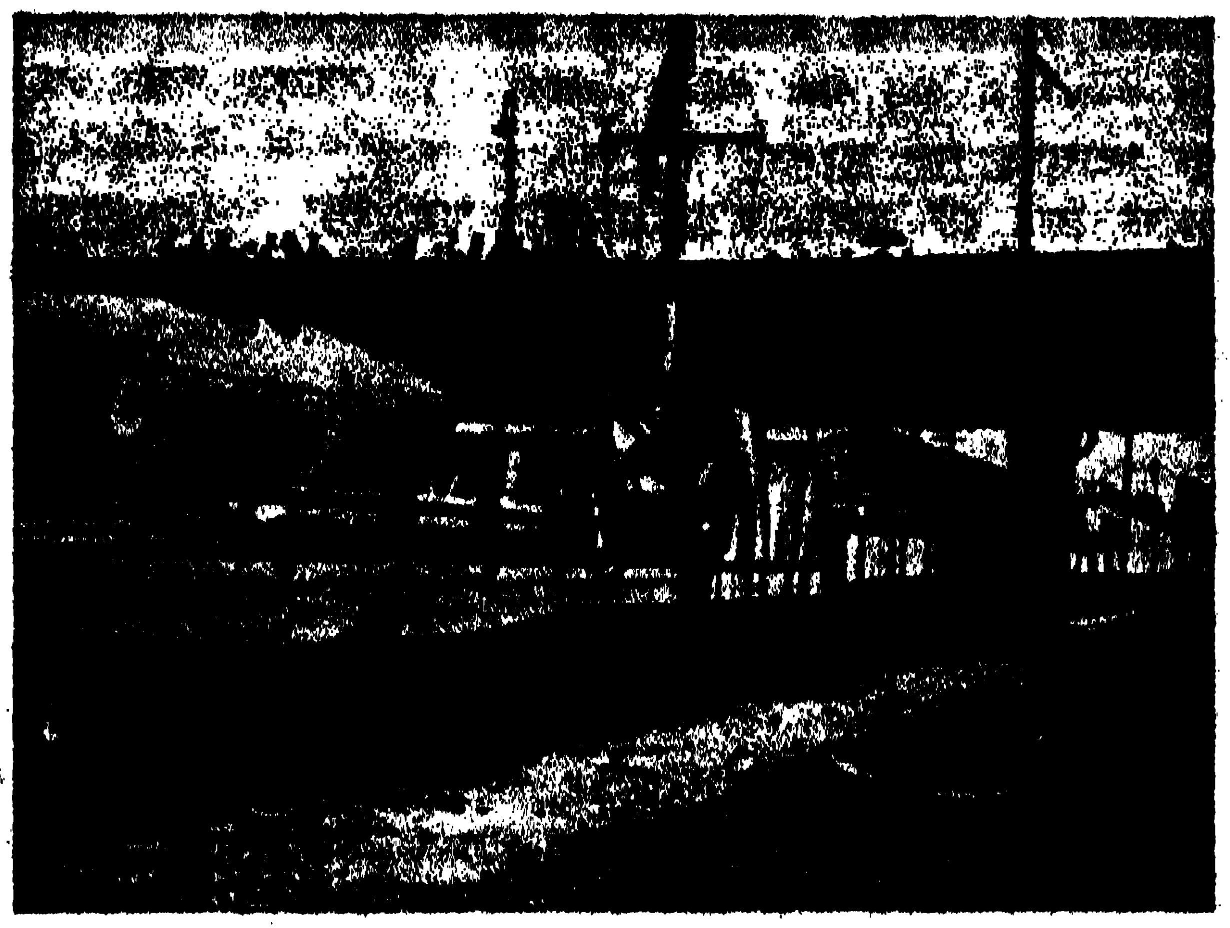

প্রদর্শনী ট্রেণের উপর একখানা এরোপ্লেনের মডেল ও নৌ-বাহিনীর কামান দেখা যাইতেছে।

যুদ্ধ-জাহাজের মাস্তল এবং একখানা সামরিক বিমানের মডেল।

প্রদর্শনী ট্রেণের উপর মোটর-গাড়ী, এম্বুলেন্স প্রভৃতি রক্ষিত রহিয়াছে।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ABU HENA.

Regd. No. C532.

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ২৫শ সংখ্যা] কলিকাতা, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৪২ [এক আনা

যুদ্ধাবসানে ভারতে পূর্ণ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন

স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌ কর্ত্তৃক বৃটিশ সমর-মন্ত্রীসভার প্রস্তাব প্রকাশ

বৃটিশ সমর-মন্ত্রী-সভার পক্ষ হইতে স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌ ভারতের ভাবী শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে যে প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছেন, বিগত ২৯শে মার্চ্চ তারিখে সাংবাদিকদের এক বৈঠকে তিনি তাহা প্রকাশ করেন। এই প্রস্তাবে প্রধানতঃ যুদ্ধাবসানে ভারতে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে; ঘোষণার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

"স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌ ভারতীয় নেতাদের সহিত আলোচনার জন্য বৃটিশ সমর মন্ত্রণা-সভার নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ বহন করিয়া আনিয়াছেন। এই সমস্ত সিদ্ধান্ত কার্য্যে পরিণত হইবে কি না, এই প্রশ্ন এখন যে সমস্ত আলোচনা চলিতেছে, তৎসমুদয়ের ফলাফলের উপর নির্ভর করে।

"ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, তৎসমুদয় পূরণ সম্বন্ধে গ্রেট বৃটেনে ও ভারতে যে উদ্বেগ প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যতদূর সম্ভব সত্বর ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তনের জন্য যে সমস্ত উপায় অবলম্বনে মনস্থ করিয়াছেন, তাঁহারা তৎসমুদয় সুস্পষ্ট ভাষায় ও পরিষ্কারভাবে নির্দ্দেশ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

"এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইতেছে—এরূপ এক নূতন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা, যাহা সম্রাটের প্রতি সাধারণ আনুগত্য দ্বারা ইউনাইটেড কিংডম (বৃটেন) ও অন্যান্য ডোমিনিয়নের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং সর্ব্ব বিষয়ে উহাদের সমান মর্য্যাদাসম্পন্ন ডোমিনিয়নে পরিণত হইবে। উহা আভ্যন্তরীণ ও বহির্ব্যাপারে কোন দিক দিয়াই কাহারও অধীন হইবে না।

"সুতরাং বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিতরূপ ঘোষণা প্রচার করিতেছেন:—

(ক) যুদ্ধ-বিরতির অব্যবহিত পরেই ভারতের জন্য একটি নূতন শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্বভার অর্পণ করিয়া ভারতে একটি নির্ব্বাচিত প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইবে। কি ভাবে ইহা গঠিত হইবে, তাহা পরে বিবৃত করা হইতেছে।

(খ) শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠানে যোগদানের জন্য দেশীয় রাজ্যগুলির অংশ গ্রহণের নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা করা হইবে।

(গ) বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এইরূপভাবে রচিত শাসনতন্ত্র নিম্নলিখিত সর্ত্তে অবিলম্বে গ্রহণ করিয়া উহা কার্য্যে প্রযুক্ত করিতে প্রস্তুত আছেন:—

(১) বৃটিশ ভারতের কোনও প্রদেশ নূতন শাসনতন্ত্র গ্রহণ করিতে সম্মত না হইলে তাহাকে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র বজায় রাখিতে দেওয়া হইবে। পরবর্ত্তী কালে ঐ প্রদেশ যদি পরবর্ত্তী যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানে ইচ্ছুক হয়, তবে তাহারও ব্যবস্থা থাকিবে। যে সব প্রদেশ যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানে রাজী হইবে না, তাহারা ইচ্ছা করিলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট উহাদের জন্য 'ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের' অনুরূপ পূর্ণ মর্য্যাদাসম্পন্ন অন্য একটি নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করিতে প্রস্তুত থাকিবেন; উহাও এই স্থলে উল্লিখিত ভাবেই প্রণীত হইবে।

(২) বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ও শাসনতন্ত্র রচনাকারী উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আলোচনান্তে একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইবে। এই সন্ধিতে বৃটিশের নিকট হইতে ভারতীয়দের নিকট সম্পূর্ণ দায়িত্ব হস্তান্তরিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সমস্যার সমাধান থাকিবে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট জাতি ও ধর্ম্মবিষয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠদের রক্ষার জন্য যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, এই সন্ধিতে তাহা রক্ষার বিধান থাকিবে। কিন্তু এই সন্ধি বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের সহিত ভারতীয় ইউনিয়নের সম্পর্ক নির্দ্ধারণের ক্ষমতার উপর কোন বিধিনিষেধ আরোপ করিবে না।

কোনও দেশীয় রাজ্য এই শাসনতন্ত্রে যোগ দিতে ইচ্ছা করুক বা না করুক, নূতন অবস্থায় প্রয়োজন বুঝিয়া উহাদের সন্ধিসর্ত্তগুলির পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত আবশ্যকীয় আলোচনা চালাইতে হইবে।

(ঘ) প্রধান প্রধান ভারতীয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ যুদ্ধ বিরতির পূর্ব্বে নিজেদের মধ্যে অন্য কোনরূপ ব্যবস্থায় সম্মত না হইলে শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠান নিম্নলিখিত-রূপে গঠিত হইবে:—

যুদ্ধবিরতির অব্যবহিত পরে প্রাদেশিক আইন-সভাগুলির নির্ব্বাচনের ফল প্রকাশ হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক নিম্ন পরিষদসমূহের সকল সদস্য একটি নির্ব্বাচকমণ্ডলীরূপে সংখ্যানুপাতে শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন। নির্ব্বাচকমণ্ডলীর আনুমানিক এক-দশমাংশ সদস্য লইয়া এই নূতন প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে। বৃটিশ ভারতের জনসংখ্যার যে অনুপাত অনুসারে বৃটিশ ভারতের প্রতিনিধি এই শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠানে থাকিবেন, সেই অনুপাতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে দেশীয় রাজ্যসমূহকেও আহ্বান করা হইবে এবং বৃটিশ ভারতের সদস্যগণের যে অধিকার থাকিবে, দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদেরও সেই অধিকার থাকিবে।

(ঙ) বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের যে সঙ্কটকাল যাইতেছে, যতদিন তাহা দূরীভূত না হয় এবং যতদিন নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করা সম্ভব না হয়, ততদিন নিশ্চিতই বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতরক্ষার দায়িত্ব বহন করিবেন এবং জগদ্ব্যাপী যুদ্ধসংগ্রাম-প্রচেষ্টার অংশ স্বরূপ তাহা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করিবেন। কিন্তু ভারতবর্ষের সামরিক, নৈতিক ও উপকরণগত যে সকল সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে, উহা পুরাপুরি সংগঠন করিবার দায়িত্ব থাকিবে ভারত গভর্ণমেণ্টের এবং ভারত গভর্ণমেণ্ট এতদুদ্দেশ্যে ভারতবাসীদের সহযোগিতা গ্রহণ করিবেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের, বৃটিশ কমনওয়েলথের ও সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের পরামর্শদান ব্যাপারে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান দলসমূহের নেতৃবর্গের ত্বরিত ও সক্রিয় যোগদান কামনা করেন ও তজ্জন্য আহ্বান জানাইতেছেন। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার জন্য যাহা অতি গুরুত্ব-পূর্ণ ও অপরিহার্য্য, এইভাবে তাঁহারা সেই কার্য্য সম্পাদনে কার্য্যতঃ এবং গঠনমূলকভাবে সাহায্য করিতে পারিবেন।"

স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপ্‌সের বিবৃতি

এই দলিল প্রকাশ সম্পর্কে এক বিবৃতিদান প্রসঙ্গে স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌ বলেন,—বৃটিশ সমর পরিষদের সিদ্ধান্তের একটি অনুলিপি আপনাদের নিকট উপস্থিত করিবার কালে যে আকারে এই দলিলের খসড়া রচনা করা হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দিতে ইচ্ছা করি। ভারতের ভবিষ্যৎ এবং ভারত সরকার ও দেশরক্ষার আশু সমস্যা সম্পর্কে ইহা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের একটি ঘোষণা স্বরূপ। বর্ত্তমানে আমি ইহা একটি প্রস্তাব হিসাবে আপনাদিগকে প্রকাশ করিতে দিতেছি। ইহা সমর পরিষদ কর্ত্তৃক ভারতের নেতৃবৃন্দের নিকট পেশ করা হইয়াছে। ইহা প্রকাশের অর্থ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ঘোষণা প্রকাশ নহে। পক্ষান্তরে ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ যদি ইহা ব্যাপকভাবে সমর্থন এবং অনুকূলভাবে গ্রহণ করেন, তবেই তাঁহারা ইহাকে একটি ঘোষণা বলিয়া প্রচার করিতে প্রস্তুত আছেন।

"আপনারা এই বিবৃতি সকলকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিবেন, আপনাদের সকলের উপরেই আমি নির্ভর করিতে পারি।

"দ্বিতীয়তঃ ভারতের এবং জগতের সর্ব্বত্র প্রত্যেকখানি সংবাদপত্র গভীর গুরুত্ব এবং দায়িত্ব সহকারে এই দলিলের পর্য্যালোচনা করিবেন বলিয়া আমি তাঁহাদের উপর অবশ্যই নির্ভর করিতে পারি।

"যেভাবে আপনারা এই বিষয়ের আলোচনা করিবেন তাহাতে আপনাদের যথেষ্ট সুযোগ এবং বিরাট দায়িত্ব রহিয়াছে।

"এই সমস্যা অপেক্ষা একটি বৃহত্তর সমস্যার কথা কল্পনা করা কঠিন; কারণ ইহার উপরে ৩৫ কোটি নরনারীর সুখ ও স্বাধীনতা নির্ভর করিবে।

[২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে সুযোগমত জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন্‌ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,

ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌,

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১৩ই এপ্রিল—১৯৪২

পাটের জমির পরিমাণ

বঙ্গীয় পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে গভর্ণমেণ্ট গত ১লা ডিসেম্বর এই মর্ম্মে এক আদেশ জারি করিয়াছেন যে, গত ১৯৪০ সালে যে সকল জমিতে পাটের চাষ করা হইয়াছে ১৯৪২ সালে তাহার ১৬ ভাগের দশ ভাগ জমিতে পাটের চাষ করিতে হইবে।

কি পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইবে এবং ১৯৪২-৪৩ সালে সারা জগতে পাটের চাহিদা কিরূপ হইবে, তাহা বিভিন্ন দেশের পাটজাত দ্রব্যাদির উৎপাদক প্রধান প্রধান ব্যবসায়ীদিগের চাহিদার পরিমাণ হইতে মোটামুটি হিসাব করিয়া গভর্ণমেণ্ট ১৯৪০ সালের দশ আনী পরিমাণ জমি পাটচাষের জন্য মঞ্জুর করিয়াছেন। এই সম্পর্কে ভারত সরকারের সহিতও আলোচনা করা হইয়াছে এবং তাঁহারা এই প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন।

জাপানের যুদ্ধে যোগদান এবং প্রশান্ত মহাসাগরের পরিস্থিতি জটিল হওয়ার ব্যাপার ইতিপূর্ব্বে ধারণা করা যায় নাই। তদনুসারে গভর্ণমেণ্ট এই সম্পর্কে পুনরায় বিবেচনা করিয়াছেন এবং ভারত সরকারের সম্মতি লাভ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় দশ আনী জমিও অত্যাধিক বলিয়া বিবেচিত হইবে। বর্ত্তমানে উভয় গভর্ণমেণ্টের সুচিন্তিত ধারণা এই যে, যদি মিত্র-পক্ষীয় দেশগুলিতে যুদ্ধ সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাইতে হয়, তবে ১৯৪০ সালে যে পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে, তাহার আট আনীর কম জমিতে ১৯৪২ সালে পাটের আবাদ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

তদনুসারে সরকার ঘোষণা করিতেছেন যে, যদিও পাটচাষিগণকে ১৯৪০ সালের দশ আনী পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করিবার লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে, তথাপি তাঁহারা সকলকে বিশেষভাবে পরামর্শ দিতেছেন—যেন কেহ আট আনীর (অর্থাৎ ১৯৪০ সালের তুলনায় অর্দ্ধেক জমিতে) বেশী পরিমাণ জমিতে পাটের আবাদ না করেন। অর্থাৎ চাষিগণ ১৯৪০ সালের তুলনায় দশ আনী জমিতে পাটের আবাদ করিবার যে লাইসেন্স পাইয়াছে, তাহাকে আট আনীর লাইসেন্স বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। বাঙলা দেশে যাহাতে প্রধান খাদ্য-শস্যের অভাব না ঘটে, তজ্জন্য অন্যান্য জমিতে খাদ্য-শস্য—বিশেষ করিয়া ধান রোপণ করিবার পরামর্শ দেওয়া যাইতেছে।

যাহাতে পাটচাষিগণ এই উপদেশ গ্রহণ করিয়া তদনুসারে কাজ করে, তজ্জন্য গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন।

কয়লা-সমস্যা

জনসাধারণ অবগত আছেন যে, সম্প্রতি কলিকাতার ও পার্শ্ববর্ত্তী কারখানা-অঞ্চলে গৃহস্থালীর কার্য্যে ব্যবহৃত কয়লার যথেষ্ট অভাব পড়িয়া গিয়াছিল। ইহার মুখ্য কারণও জনসাধারণের অবিদিত নাই। কয়লা আমদানী করা সম্পর্কে গাড়ীর অভাবের জন্যই এরূপ হইয়াছিল। এই জটিল অবস্থা একটু সহজ হইয়া আসিয়াছে এবং বর্ত্তমানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গভর্ণমেণ্ট এই সকল অঞ্চলে গৃহস্থালীর উপযুক্ত কয়লা প্রেরণ করিবার জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কয়লার নিয়ন্ত্রিত মূল্য বর্ত্তমানে—পাইকারী ১৵০ হিসাবে এবং খুচরা ১।০ হিসাবে মণ। এই দর ব্যবসায়ীরা মানিয়া চলে না বলিয়া যে অভিযোগ উত্থাপন করা হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমানে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। গত সপ্তাহে খনি অঞ্চলে কয়লার দর যথেষ্ট পরিমাণে নামিয়া গিয়াছে এবং নিয়ন্ত্রিত মূল্যকে বর্ত্তমানে মোটামুটি সঙ্গত বলা চলে। বর্ত্তমানে নিয়ন্ত্রিত মূল্যের অদল-বদল করা উচিত হইবে না বলিয়াই সাব্যস্ত করা হইয়াছে। ইহার প্রথম কারণ এই যে, মূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রথম নীতি হইতেছে উচ্চতম দর এরূপভাবে রাখা যাহাতে সরবরাহের কাজে একটা আকর্ষণ থাকে। দ্বিতীয়তঃ অনেক ডিপোর মালিক এই মতামত প্রকাশ করিতেছেন যে, কয়লার যোগানে ঘাটতি পড়ায় তাঁহারা তাঁহাদের খরচ পোষাইতে পারিতেছেন না।

ডিপোর মালিকদিগের এই অভিযোগক্রমে জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার্থ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, মাত্র কয়েকজন ডিপোর মালিককে লাইসেন্স প্রদান করা হইবে এবং তাঁহারাই আগে যে সকল গাড়ী পাঠানো হইবে, তাহার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন। তাঁহাদের কাছে প্রচুর মাল সরবরাহ করা হইবে বলিয়া তাঁহারা নিয়ন্ত্রিত মূল্যে মাল বিক্রয় করিতে কোনরূপ অসুবিধা বোধ করিবেন না। এই সকল লাইসেন্সপ্রাপ্ত ডিপোর মালিকগণ কেবল খুচরাভাবে মাল বিক্রয় করিবেন। এই সকল মালিকগণকে এমনভাবে মনোনীত করা হইবে, যাহাতে সকল অঞ্চলেই তাঁহাদের ডিপো থাকে। যথা—শিয়ালদহ, উল্টাডাঙ্গা, হাওড়া এবং সালিখায়। গৃহস্থালীর কার্য্যে ব্যবহৃত কয়লার ব্যবসায়ীদিগকে এই মর্ম্মে সাবধান করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে, সরকার কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত মূল্য যদি তাঁহারা বজায় না রাখেন, তবে তাঁহাদিগকে মাল সরবরাহ বন্ধ করিয়া কেবলমাত্র লাইসেন্সধারী ব্যবসায়ীদিগকে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া ছাড়া গভর্ণমেণ্টের আর কোন গত্যন্তর থাকিবে না।

কলিকাতা হইতে নাগরিক অপসারণের সমস্যা

নিম্নোক্ত মর্ম্মে এক সরকারী প্রেস-নোট প্রচারিত হইয়াছে:—

ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার এবং কিছুদিন পূর্ব্বে ব্যবস্থা পরিষদের বিতর্ক উপলক্ষে গভর্ণমেণ্ট উপদেশ দিয়াছিলেন যে, যাঁহাদের কলিকাতায় থাকিবার প্রয়োজন নাই এবং যাঁহারা কলিকাতা হইতে অন্যত্র যাইয়া বসবাসের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন, তাঁহাদের কলিকাতা ত্যাগ করা উচিত। এই উপদেশের পুনরাবৃত্তি করিয়া সরকার পুনরায় জানাইতেছেন যে, যাহারা কোন প্রয়োজনীয় কার্য্য, যুদ্ধোপকরণ নির্ম্মাণ শিল্প, সিভিল ডিফেন্স অথবা সাধারণ জীবনযাত্রা সংক্রান্ত কোন কার্য্যের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন, তাঁহাদের সুবিধামত অনতিবিলম্বে কলিকাতা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে কলিকাতার জনসংখ্যা কমান দরকার মনে করিয়া সরকার এই উপদেশ দিতেছেন না, বরং যদি কখনও বিমান-আক্রমণ হয় তখন কতক পরিমাণে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে বাধ্য এবং এরূপ অবস্থায় যাহাতে অসুবিধা যথাসম্ভব কম হয়, তজ্জন্যই এই উপদেশ দেওয়া হইতেছে।

সম্মানিত গভর্ণর-জেনারেল বাহাদুর মাননীয় স্যার এডরু ক্লো, কে-সি-এস-আই; সি-আই-ই; আই-সি-এস-কে এক মাসের ছুটি মঞ্জুর করিয়াছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে মাননীয় মিঃ এম, এস, আর, সি-এস-আই; সি-আই-ই; আই-সি-এস, গভর্ণর-জেনারেল বাহাদুরের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের অস্থায়ী সদস্যরূপে কাজ করিবেন এবং যাতায়াত এবং রেলওয়ে বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইবেন।"

যুদ্ধাবসানে ভারতে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

"আপনারা এ সম্বন্ধে যাহাই বলুন না কেন, আমি জানি, আমি আপনাদের উপর এই বিশ্বাস রাখিতে পারি যে, আপনারা সম্যকরূপে এই সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কথা বলিবেন এবং যেভাবে আপনারা এই দলিলটি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং যেভাবে আপনারা ইহা প্রচার করিবেন, তদ্দ্বারা আপনারাও এই কঠিন সমস্যার সমাধানে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান দলের নেতৃবর্গের নিকট এই দলিল দাখিল না করা পর্য্যন্ত এবং তাঁহারা তাঁহাদের সহকর্মীদের নিকট ইহা পেশ না করা পর্য্যন্ত আমি এই দলিল সাধারণ্যে প্রকাশ করি নাই। এখন ইহা আরও ব্যাপকভাবে প্রচার করিতে হইবে এবং আমি এই বিশ্বাস লইয়া ইহা আপনাদের হস্তে সমর্পণ করিতেছি যে, এ সম্বন্ধে আপনাদের মতামত যাহাই হউক না কেন, আপনারা ভারতবাসীদিগকে এক মতাবলম্বী করিতে চেষ্টা করিবেন এবং বিরোধ ও বিভেদের সৃষ্টি করিবেন না।"

সাংবাদিকগণের বৈঠকে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড

দুই ঘণ্টাব্যাপী একটি বৈঠকে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ সাংবাদিকগণের সহিত আলোচনা করেন। তিনি যে প্রস্তাবের খসড়া লইয়া আসিয়াছেন, তৎসম্পর্কে এই বৈঠকে তিনি প্রায় পাঁচশত প্রশ্নের উত্তর দেন।

এই বৈঠকে তিনি বলেন যে, নূতন ভারতীয় যুক্ত-রাষ্ট্রকে যেরূপ মর্য্যাদা দানের প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহাতে এইরূপ ব্যবস্থা আছে যে, ভবিষ্যতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে বৃটিশ কমনওয়েলথ্-এর সহিত তাহার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে।

ব্রহ্মদেশের ক্যাস্ সার্টিফিকেট

ভারতেও টাকা পাওয়া যাইবে

১৯৩৭ সনের ১লা এপ্রিল তারিখে বর্ম্মা-ভারত বিচ্ছেদের পর ব্রহ্মদেশে যে সমস্ত ক্যাস্ সার্টিফিকেট বিক্রয় করা হইয়াছে, তৎসমুদয় ভারতের যে সমস্ত পোষ্ট অফিসে সেভিংস ব্যাঙ্কের কার্য্যাদি করা হয়, সেই সমস্ত পোষ্ট অফিসে বর্ত্তমান ১লা এপ্রিল বা তৎপরবর্ত্তী যে কোন সময়ে ভাঙ্গাইবার সুবিধাদানের জন্য বর্ম্মা সরকারের সহিত বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান নিয়মানুযায়ী এবং স্থানীয় পোষ্টমাষ্টারের নির্দ্ধারিত কতকগুলি সর্ত্তানুযায়ী এই প্রকার সার্টিফিকেট ভাঙ্গাইবার জন্য পোষ্ট অফিসসমূহে নির্দ্দেশ প্রদান করা হইয়াছে। যাহারা বর্ম্মা পোষ্ট অফিস ক্যাস্ সার্টিফিকেট ক্রয় করিয়াছেন, তাহাদের নিকটস্থ যে সমস্ত পোষ্ট অফিসে সেভিংস ব্যাঙ্কের কার্য্যাদি করা হয়, সেই সমস্ত পোষ্ট অফিসে আবেদন করিবার জন্য জানান হইতেছে।

বর্ম্মা-ভারত বিচ্ছেদের পূর্ব্বে যে সমস্ত সার্টিফিকেট বিক্রয় করা হইয়াছে, তাহা যে কোন পোষ্ট অফিসে ভাঙ্গান যায় এবং তৎসম্বন্ধে নূতন কোন নির্দ্দেশের প্রয়োজন নাই।

রেল-কর্ম্মচারীর বিরাট ত্যাগ

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্যার্থ বেতনের অর্দ্ধেক টাকা দান

বেঙ্গল এণ্ড আসাম রেলওয়ের চীফ্ কমার্শিয়াল ম্যানেজার জানাইয়াছেন:—

২৪-পরগণা জেলার এলাকাধীন সন্তোষপুর ষ্টেশনের ষ্টেশনমাষ্টার বাবু বীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সাহায্য হিসাবে প্রতি মাসে তাঁহার বেতনের অর্দ্ধাংশ (৪৮৲ টাকা) যুদ্ধ-তহবিলে দান করিতেছেন। মিঃ দত্ত বাঙলা সরকারের চীফ্ সেক্রেটারীর নিকট এক পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, যত দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিতে থাকিবে, ততদিন প্রতি মাসে "ডবি-আর যুদ্ধ-সাহায্য কমিটির" অবৈতনিক অস্থায়ী সেক্রেটারীর মারফৎ এই দান নিয়মিতভাবে প্রদত্ত হইবে। মিঃ দত্তের এই দান প্রকৃতই বিরাট ত্যাগের পরিচায়ক।

বাঙলাদেশে যক্ষ্মা-নিবারণী প্রচেষ্টা

বঙ্গীয় যক্ষ্মা-সমিতির সভায় গভর্ণর বাহাদুরের বক্তৃতা

বিগত ১৯শে মার্চ্চ তারিখে লাট-প্রাসাদে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় যক্ষ্মা-নিবারণী সমিতির বার্ষিক সভায় বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর সভাপতিত্ব করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন:—

"ডাঃ বি, সি, রায় পুনরায় এই সমিতির চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হওয়ায় সর্ব্বপ্রথমেই আমি তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতে চাই। এই সমিতির কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য গত তিন বৎসর ধরিয়া তিনি বিশেষ চেষ্টা পাইয়া আসিয়াছেন এবং আমি আশা করি তাঁহার পরিচালনায় ভবিষ্যতেও সমিতির কাজ আরো উন্নততরভাবে পরিচালিত হইবে।"

সমিতির সদস্যবর্গকে উদ্দেশ করিয়া গভর্ণর বাহাদুর অতঃপর বলেন: "আপনাদিগকে পুনরায় লাট-প্রাসাদে সম্বর্দ্ধনা করার সুযোগ পাওয়ায় আমি প্রকৃতই অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। গত বৎসর যখন আমি আপনাদের সম্মুখে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলাম, তখন এই বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম যে, ১৯৩৭ সালের পর হইতে সমিতির সদস্যসংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। আমি দেখিয়া এক্ষণে আনন্দিত হইলাম যে, বর্ত্তমান বর্ষে সমিতির আজীবন সভ্য ও বার্ষিক সভ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমি মনে করি সমিতির সদস্য-সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাওয়া উচিত এবং আশা করি যে, সম্প্রতি সমিতির পক্ষ হইতে যে আবেদন প্রচারিত হইয়াছে, তাহার ফলে যথোচিত সাড়া পাওয়া যাইবে।

"দার্জিলিং জেলার পেশক নামক স্থানে একটি স্থায়ী যক্ষ্মা-নিবাস স্থাপনের বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের যে প্রস্তাব আছে, আমি তাহার কথাও উল্লেখ করিয়াছিলাম। তখন আমি হয়ত একটু বেশী আশাবাদেরই পরিচয় দিয়া ফেলিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনাদের নিকট এই সম্বন্ধে কিছু বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া আমি প্রয়োজন মনে করি। পেশক নামে যে স্থানটি নেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছিল, তাহা একটি চা-বাগানের অংশ বিশেষ ছিল। উক্ত চা-বাগান যে কোম্পানীর সম্পত্তি ছিল, উক্ত কোম্পানী জমিটা ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যাপারে তীব্র আপত্তি উত্থাপন করে এবং ফলে অবস্থা এই দাঁড়ায় যে, প্রকৃতই জমিটা নিতে হইলে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ চা-কোম্পানীকে অনেক বেশী টাকা দিবার প্রয়োজন দেখা দেয়। এত অধিক টাকা দিয়া জমি নেওয়া সঙ্গত মনে হয় নাই।

"ইহার পর লাবিদুং নামক স্থানে অন্য একটি জায়গা মনোনীত করা হয়। পূর্ত্ত বিভাগ অতঃপর যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করে, তাহাতে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি রাস্তা নির্ম্মাণ এবং ৩০০ রোগীর উপযোগী দালানাদি নির্ম্মাণে ৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া হিসাব করা হয়। বর্ত্তমানে যুদ্ধের দরুণ দালানাদি প্রস্তুত কার্য্যে ব্যবহৃত দ্রব্যাদির মূল্য অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং রক্ষণ-ব্যবস্থা সম্পর্কিত ব্যাপারে পূর্ণ মনোযোগ দিতে হওয়ায়, আমি মনে করি এই পরিকল্পনাটিকে কার্য্যকরী করার জন্য আরো কিছুদিন অপেক্ষা করাই উচিত হইবে। আমাকে প্রকৃতই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, যে পরিকল্পনাটি অনেক দিন হইতে রচনা করা হইয়াছে, নানা দুর্বিপাকে তাহা কার্য্যকরী করার দিন ক্রমশঃই পিছাইয়া যাইতেছে। যাহা হউক, কতকটা আশ্বাসের কথা ইহাই যে, ভারতীয় যক্ষ্মা সমিতির তত্ত্বাবধানে কলোনীতে যে যক্ষ্মা-নিবাস স্থাপন করা হইয়াছে, তাহাতে বাঙালী রোগীদের জন্য ৬টি শয্যা স্বতন্ত্র করিয়া রাখার ব্যবস্থা হইয়াছে। আমি আশা করি, পরিকল্পিত যক্ষ্মা-নিবাসটি প্রতিষ্ঠার ব্যাপার পিছাইয়া যাওয়ায় অন্যান্য দিক দিয়া সমিতির কার্য্যে কোন শৈথিল্য দেখা দিবে না।

"সমিতির সেক্রেটারী যে রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন, তাহার ২ ও ৩ পৃষ্ঠার প্রতি আমি বিশেষভাবে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমি [illegible] [illegible] পোষ্টার, প্রদর্শনী, ম্যাজিক লণ্ঠন, বেতার-বক্তৃতা, ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের বক্তৃতা, যাত্রা প্রদর্শনী প্রভৃতির সাহায্যে ব্যাপকভাবেই প্রচারকার্য্য চালান হইয়াছে। রোগ উপশম হওয়ার পরও অনেক দিন পর্য্যন্ত রোগীর যে পরিচর্য্যা ও পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন, এই দিক দিয়া সমিতির আরো জোর দেওয়া উচিত বলিয়া আমি মনে করি। রিপোর্ট হইতে আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, শতকরা ৭০ জন রোগীই অতি দরিদ্র এবং চিকিৎসার পর পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা

(মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর)

তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। অর্থাভাবে সমিতি শতকরা মাত্র ৮ জন রোগীর জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছে। যক্ষ্মা-নিবারণী প্রচেষ্টার এই বিশেষ ব্যাপারে মনোযোগ না দিলে সমিতির সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। মানুষের যত কিছু শত্রু আছে, তাহার মধ্যে যক্ষ্মা হইতেছে এমন শত্রু—যে মরিয়াও মরিতে চায় না। চিকিৎসার পর উপযুক্ত পরিচর্য্যা অব্যাহত রাখিতে পারিলেই মাত্র রোগের পুনঃ প্রাদুর্ভাব সম্ভবপর হয় না। এই কার্য্যের জন্যও যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন এবং আমি আশা করি সমিতির আবেদনের ফলে নানা দিক দিয়া অর্থের ব্যবস্থা হইবে।

[শেষ কলমের নিম্নে দেখুন]

সেভিংস সার্টিফিকেট ও ষ্ট্যাম্প

জানুয়ারী মাসে বিক্রয়ের হিসাব

বাঙলার বিভিন্ন জেলায় গত জানুয়ারী মাসে ডিফেন্স সার্টিফিকেট ও ষ্ট্যাম্প বিক্রয়ের হিসাব নিম্নরূপ:—

			সার্টিফিকেট। টাকা।	ষ্ট্যাম্প। টাকা।
১।	ফরিদপুর	..	১,৩৪০	৭০
২।	নদীয়া	..	৪,৪৬০	৩০০
৩।	যশোহর	..	২,১৭০	১২৫
৪।	খুলনা	..	২,৬২০	৫৯।০
৫।	চব্বিশ-পরগণা	..	৫,৬১০	১,১১৫।০
৬।	বাখরগঞ্জ	..	৫,২৪০	৫৪২॥০
৭।	হাওড়া	..	৫,০৫০	১,৪০৭।০
৮।	হুগলী	..	১১,৭৭০	১,২৮৩৷৵০
৯।	ঢাকা	..	১০,৪৩০	১১২।০
১০।	বগুড়া	..	৬৪০	২৮৭
১১।	রংপুর	..	৯,৪১০	৩৭২।০
১২।	দিনাজপুর	..	৭,২৮০	২৮৮
১৩।	রাজসাহী	..	১,৯২০	৭৬২।০
১৪।	পাবনা	..	১৬,৫১০	১,১০৩৷৵০
১৫।	ত্রিপুরা	..	২,৭৮০	৯৭৷৵০
১৬।	নোয়াখালী	..	৫০	৯৷৵০
১৭।	চট্টগ্রাম	..	৩,১৯০	২৫১
১৮।	বর্দ্ধমান	..	৮,৫৮০	৩৮২
১৯।	পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম		..	১
২০।	বীরভূম	..	৫৩০	২৫
২১।	মালদহ	..	৬,১১০	২১৭৷৵০
২২।	মুর্শিদাবাদ	..	১০,৭৯০	২৫।০
২৩।	জলপাইগুড়ি	..	১৫,২৯০	৯৮৬॥০
২৪।	দার্জিলিং	..	৬,৫০০	১,১০৯॥০
২৫।	মেদিনীপুর	..	৩০,৯৭০	৩৭০॥০
২৬।	বাঁকুড়া	..	৩২০	২১
২৭।	ময়মনসিংহ	..	২৭,১৬০	৩২১।০
২৮।	কলিকাতা	..	১,৬৪,৭৭০	৭,০৯৩৷৵০
			৩,৮৩,৮৯০	১৮,৯৫৯॥০

[২য় কলমের শেষাংশ]

"আমি জানি—বর্ত্তমানে যে পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে, এই অবস্থায় সমিতির সর্ব্বমুখীন কার্য্যধারা অব্যাহত রাখা সম্ভবপর নয়। কিন্তু যুদ্ধের বিভীষিকার জন্য যক্ষ্মা-নিবারণী প্রচেষ্টায় শৈথিল্য প্রকাশ কোনক্রমেই সঙ্গত হইবে না। যুদ্ধের ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, যে অবস্থায় যক্ষ্মার আরো বিস্তৃতি সম্ভবপর; কিন্তু এই জন্যই আমাদিগকে আরো তীব্রভাবে কার্য্যে অবতীর্ণ হওয়া কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি আশা করি, বাঙলা দেশ হইতে যক্ষ্মা-রাক্ষসীকে বিতাড়নে আপনাদের প্রচেষ্টা পূর্ণোদ্যমে চলিতে থাকিবে। এই ব্যাপারে আমার পূর্ণ সহযোগিতা আপনারা পাইবেন, ইহাও আমি বলিতে চাই।"

জলপাইগুড়িতে যুদ্ধ-প্রদর্শনী ট্রেণ

বিরাট জনতা কর্ত্তৃক পরিদর্শন

গত ১৫ই মার্চ্চ তারিখে জলপাইগুড়িতে ডিফেন্স সার্ভিস এক্‌জিবিশন ট্রেনটি দর্শন করিবার জন্য ১০,০০০ হাজারেরও উপর লোক উপস্থিত ছিল। ডেপুটি কমিশনার মিঃ ডাবলিউ, জে, পামার, আই, সি, এস, ট্রেনের কর্ম্মচারিবৃন্দ ও দর্শনার্থিগণের উদ্দেশ্যে বাংলায় এক বক্তৃতা করেন। মহকুমা হাকিম মিঃ জি, এস, কলিন, আই, সি, এস, উক্ত বক্তৃতাটি হিন্দিতে বুঝাইয়া দেন। ইহার পর প্রদর্শনীর জন্য নির্দ্ধারিত স্থানে প্রদর্শনী দেখান আরম্ভ হয়। মাইক্রোফোনের সাহায্যে বর্ত্তমান যুদ্ধে ব্যবহৃত কতকগুলি মারাত্মক অস্ত্রের ব্যবহার দর্শনার্থিগণের নিকট বর্ণনা করা হয়। যে গাড়ীগুলিতে উড়োজাহাজ, যুদ্ধ জাহাজ, কামান, গোলা, টর্পেডো প্রভৃতির বিভিন্ন নমুনা এবং বর্ত্তমান যুদ্ধে ব্যবহৃত সৈন্যদের সাজ সজ্জা এবং হাসপাতালের বাসস্থাদি প্রদর্শন করিবার জন্য আয়োজন করা হইয়াছিল, দর্শনার্থিগণকে সেই সমস্ত গাড়ী প্রদর্শন করা হয় এবং কমাণ্ডিং অফিসার ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ উপস্থিত জনসাধারণের নিকট সেই সমস্ত জিনিষ বিশদভাবে বর্ণনা করেন। ক্রেমেন যুদ্ধের একটি উজ্জ্বল এবং হৃদয়স্পর্শী মডেল প্রদর্শন করা হয় এবং উক্ত যুদ্ধে যে দুইজন বীর যোদ্ধাকে 'ওয়ার মেডেল দ্বারা সম্মানিত করা হয়, তাঁহারা যুদ্ধ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত প্রদান করেন। মহিলাদিগের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয় এবং প্রায় তিন চার হাজার মহিলা প্রদর্শনীটি দর্শন করেন। অপরাহ্নে সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত ট্রেণের কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক একটি ছায়াচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। সেনা-বাহিনী, নৌবহর, যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণ কার্য্যে ভারতীয়গণের স্থান প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষণীয় বহু যুদ্ধ বিষয়ক ছবি প্রদর্শন করা হয়। মিসেস ড্যাশ্‌ কতিপয় মহিলার সাহায্যে উপস্থিত ভদ্রমহোদয় এবং মহিলাগণের নিকট "V" চিহ্নিত পতাকা বিক্রয় করেন। ডাক বিভাগ ডিফেন্স বণ্ড্‌ এবং সার্টিফিকেট বিক্রয় করিবার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছিল। রাজশাহী বিভাগের কমিশনার মিঃ এ, জে, ড্যাশ্‌, সি, আই, ই ; আই, সি, এস, রাজশাহী অঞ্চলের ডেপুটি ইন্সপেক্টার-জেনারেল অফ্‌ পুলিশ মিঃ মানুচ, এসিষ্টেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডি, এল, পাওয়াল, নওয়াব মোশারর্‌ফ হোসেন, এম, এল, এ, এবং শহর হইতে বহু ইউরোপীয় মহিলা, ভদ্রলোক, এবং সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারী প্রদর্শনী দর্শনার্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ

ডি-টি-এম পরীক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ডিপথেরিয়া বিভাগ বন্ধ করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে এবং সাধারণতঃ এপ্রিল মাসে ডি-টি-এমএর যে পরীক্ষা হইয়া থাকে, তাহা মার্চ্চ মাসের শেষ সপ্তাহে হইবে বলিয়া সম্প্রতি সংবাদপত্রে দুইটি বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে। জানা গিয়াছে যে, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইহার পর হাসপাতালে অল্পসংখ্যক ডিপথেরিয়া রোগী ভর্ত্তী করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

ডি-টি-এর পরীক্ষা সম্বন্ধে বলা যায় যে, উক্ত বিষয়ের ক্লাশ ১৫ই অক্টোবর অথবা পূজার বন্ধের পর হইতে আরম্ভ হইয়া পরীক্ষা গ্রহণের আট দিন পর ১৪ই এপ্রিল তারিখ পর্য্যন্ত চলে। বর্ত্তমান সেশন গত অক্টোবর মাসের ১৫ই তারিখ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সাধারণ অবস্থায় বর্ত্তমান বৎসরে উক্ত পরীক্ষা ৩১শে মার্চ্চ হইতে আরম্ভ হইয়া ১১ই এপ্রিল তারিখে শেষ হওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু বর্ত্তমান জরুরী অবস্থার জন্য পরীক্ষাটি ২৩শে মার্চ্চ হইতে ১লা এপ্রিল তারিখের মধ্যে গ্রহণ করিবার জন্য স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনএর ডিরেক্টারকে অনুজ্ঞা প্রদান করা হইয়াছে। উক্ত ব্যবস্থার ফলে ছাত্রগণ দশ দিন আগেই তাঁহাদের পরীক্ষা শেষ করিতে পারিবেন।

সৈন্যগণের আচরণ

বাজে গুজবের প্রতিবাদ

ভারত এবং সিংহলের শহরগুলিতে বৃটিশ এবং ভারতীয় সৈন্যগণের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার সম্বন্ধে ভারত এবং সিংহলের সর্ব্বত্র দুরভিসন্ধিমূলক গুজব প্রচার করা হইতেছে।

সৈন্যগণ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইবার সময়—বিশেষভাবে বন্দরগুলিতে অশিষ্ট আচরণ যে দুই এক ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয় নাই, তাহা অস্বীকার করা যায় না। তবে অপরাধিগণের বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও যখন প্রমাণ পাওয়া যাইবে, অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হইতে গুজব অনেক বেশী প্রচার হইতেছে এবং সৈন্যগণের উপর বৃথা দোষারোপ এবং তাহাদের এবং বেসামরিক অধিবাসিগণের মধ্যে অপ্রীতিকর অবস্থা সৃষ্টিকল্পে শত্রু-প্রতিনিধি বা শত্রুর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ দ্বারাই যে মূলতঃ এই সমস্ত গুজব প্রচার হইতেছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। যাহারা প্রকৃত প্রমাণ ব্যতীত এই সমস্ত গুজব বিশ্বাস করেন এবং জনসাধারণে তাহা প্রচার করেন, তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে হইলেও তাঁহারা শত্রুর পরিকল্পিত নীতি অনুযায়ী কাজ করিতেছেন।

পাটনা ষ্টেটের উর্দ্ধতন অফিসার এবং কর্ম্মচারিগণ, স্বেচ্ছায় তাঁহাদের এক দিনের বেতন সর্ব্বসাকুল্যে ৭১৬৸৴০ মহামান্য গভর্ণর-জেনারেলের যুদ্ধ তহবিলে প্রদান করেন।

চীনে মোস্‌লেম জাগরণ

জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে জাপানের সহিত যখন চীনের যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন হইতে চীনে যে সমস্ত উন্নতি সাধন হয় তন্মধ্যে, চাইনিজ ইসলামিক ন্যাশন্যাল সেলভেশন ফেডারেশনের গঠন এবং উহার অগ্রগতি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কিয়াংসু প্রদেশে বিরাট মুসলিম জনতার উপস্থিতিতে এই প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয় এবং ইহার সদস্যগণের মধ্যে চাংকিং চেম্বার অফ কমার্সের চেয়ারম্যান, সামরিক পরিষদের পলিটিক্যাল এফেয়ার্স কমিশনের সেক্রেটারী, উত্তর পশ্চিম প্রদেশসমূহের ইকনমিক ইনভেষ্টিগেশন কমিশনার এবং ইউয়ান আইন পরিষদের একজন সদস্য অন্যতম। জাপানীদের অনধিকৃত অঞ্চলসমূহে ফেডারেশনের ১৯টি শাখা রহিয়াছে। চীনে মুসলমানগণ বিশেষভাবে পশ্চিম এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশসমূহেই বাস করে এবং তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৫০,০০০,০০০ ; চীনের যুদ্ধে তাহারা বিরাট অংশ গ্রহণ করিতেছে। জাপানের আক্রমণের কিছু দিন পরেই মুসলমান ক্যাডেটগণকে মুসলমান শিক্ষকের অধীনে শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য সেণ্ট্রাল মিলিটারী একাডেমি করেনিসে একটি বিভাগ স্থাপন করেন এবং এ পর্য্যন্ত ৭০০ ক্যাডেট কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছে। যুদ্ধ যতই ভারতের নিকটবর্ত্তী হইবে, ভারত এবং চীনের মুসলমানগণের মধ্যে ততই প্রগাঢ় ও নিকটতর সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে।

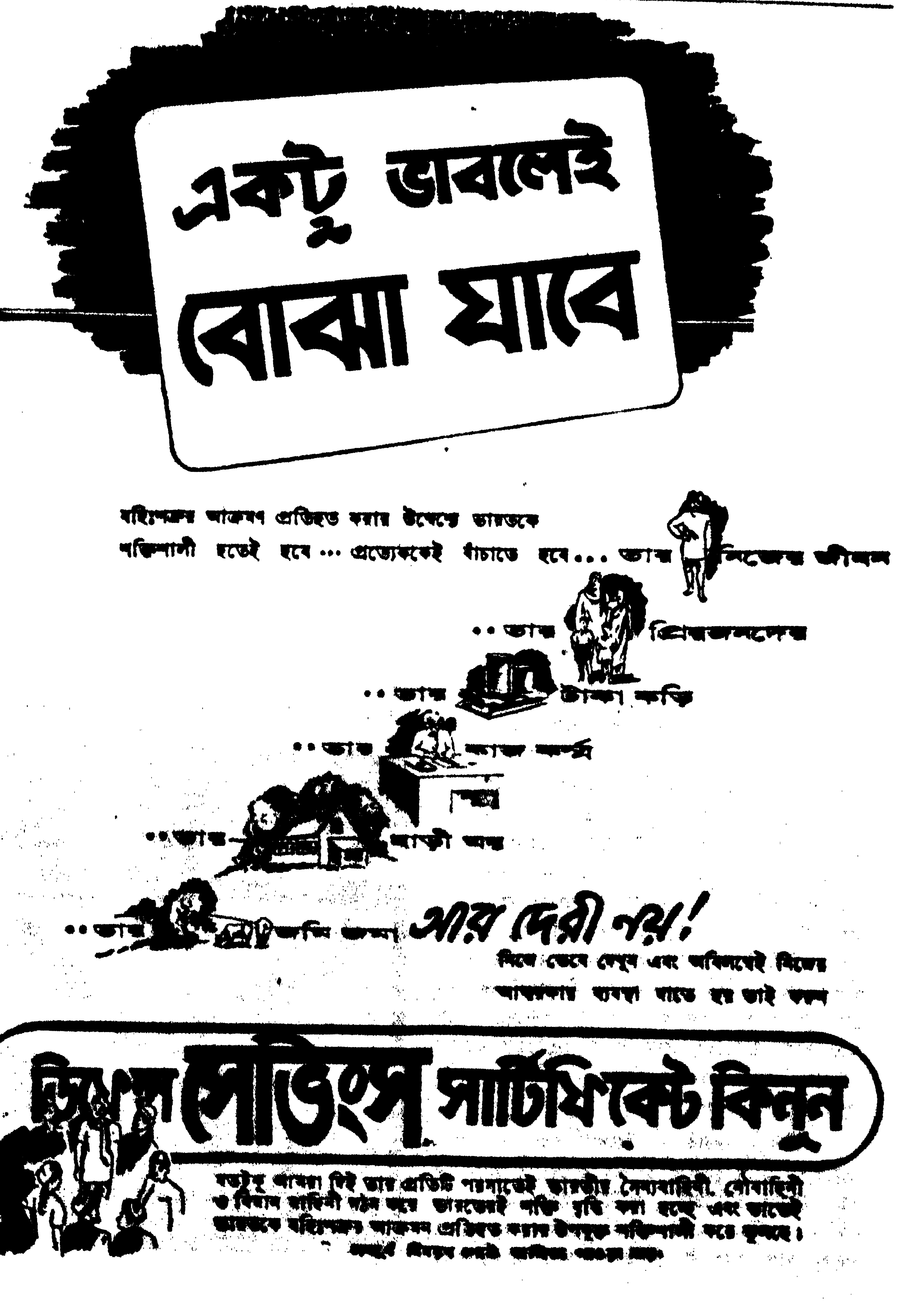

বিমান-আক্রমণে সতর্কতা ব্যবস্থা

আলোক-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিধি-নিষেধ

[আলোক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বাঙলা সরকারের পক্ষ হইতে যেসব বিধি নিষেধ জারী করা হইয়াছে, গত সংখ্যায় আমরা তৎসম্বন্ধে একটি আদেশ প্রকাশ করিয়াছি। পাঠকদের অবগতির জন্য নিম্নে আরো এটী নির্দেশ প্রকাশিত হইল]

(২)

কলিকাতা শহর ও ২৪-পরগণা, হাওড়া, হুগলী এবং তারবত্ত হারবারের কারখানা-অঞ্চলসমূহ, চট্টগ্রাম, আসানসোল, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বর্দ্ধমান, ময়মনসিংহ, চাঁদপুর, খুলনা, দার্জিলিং, রাণীগঞ্জ ও খড়গপুর শহর এবং অণ্ডাল ও বরাকর গ্রাম ছাড়া বাঙলা প্রদেশের সর্ব্বত্র এই আলোক-নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী প্রযোজ্য হইবে।

১৯৪২ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতা গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় আলোক-নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যে নির্দেশ প্রচারিত হইয়াছে, জনসাধারণের দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট করা যাইতেছে।

জনসাধারণ লক্ষ্য করিবেন যে, যে সকল স্থানে আলোক-নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী ইতিপূর্ব্বেই বলবৎ হইয়াছে, এই নির্দেশ সেই সকল অঞ্চলে প্রযুক্ত হইবে না। বর্ত্তমান নির্দেশ অবিলম্বেই বলবৎ হইবে। বর্ত্তমানে এই প্রদেশ জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হওয়ায় এই ব্যবস্থা অনুসৃত হইতেছে এবং যে সকল আলোক সম্পর্কে এই বিধান প্রযুক্ত হইবে, সেগুলিকে অবিলম্বে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য।

কিছুদিন যাবৎ এই প্রদেশের কতিপয় শহরে যে আলোক-নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত এক নির্দেশ বলবৎ আছে, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। প্রদেশের অন্যান্য অংশে অনুরূপ নির্দেশ বলবৎ করা অযৌক্তিক এবং অপ্রয়োজনীয় বলিয়াই গভর্ণমেণ্ট মনে করেন। তবে তাঁহারা মনে করেন যে, মফঃস্বল অঞ্চলে কতকগুলি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনে অবহেলা করা বা জোরালো আলোকগুলিকে নিয়ন্ত্রণ না করা অবিবেচিত কার্য্য হইবে।

তাঁহাদের মতে, সাধারণ হারিকেনের আলো অথবা অনুরূপ বা উহার অপেক্ষা কম জোরালো আলো বাড়ীর ভিতরে বা রাস্তায় অথবা উন্মুক্ত কোন স্থানে, বা লোকের হাতে, যেখানেই থাকুক না কেন, উহা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন করে না। মফঃস্বল অঞ্চলে এই সকল আলো আচ্ছাদনের নির্দেশ দিলে যে জনসাধারণের অসুবিধারই সৃষ্টি হইবে এবং উহা যে অপ্রয়োজনীয়, তাহা তাঁহারা অনুধাবন করেন।

তবে যে সকল বাতি হইতে সাধারণ হারিকেন বাতির অপেক্ষা উজ্জ্বল আলোক নির্গত হয়, সেগুলি আবৃত করার ব্যবস্থা এই নির্দেশে রহিয়াছে। ফলতঃ সমস্ত ইলেকট্রিক লাইট, পেট্রোমাক্স অথবা উজ্জ্বল আলোক-বিশিষ্ট ম্যাণ্টলের বাতি অথবা হারিকেন অপেক্ষা বৃহদাকারের তৈল-বাতি এই নির্দেশ অনুযায়ী আবৃত করিতে হইবে।

সরকারী রাস্তার আলোক প্রজ্বালনের কাজে ছাড়া, অন্য কোন কাজে বাহিরে হারিকেন অপেক্ষা উজ্জ্বল আলো ব্যবহার করা যাইবে না। পরন্তু, ঐ সকল আলোকও যথোপযুক্তরূপে আবৃত করিতে হইবে। এই সকল আলোক যদি আবৃত না করা হয়, তাহা হইলে দূর হইতেও সুস্পষ্টভাবে দেখা যায় এবং পরিণতিতে বিপদের হেতু হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

এতৎসম্পর্কে বিবিধ নির্দেশ জারী করা হইলেও একথা পূর্ণরূপেই অনুধাবন করা হইতেছে যে, এই নির্দেশকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালনের ব্যবস্থাদি সম্পাদনে অনিবার্য্যভাবে কিছু সময় লাগিবে। এই নির্দেশ বলবৎ করার সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারীরাও ইহা পূর্ণরূপে অনুধাবন করেন এবং নির্দেশ সংক্রান্ত ব্যবস্থাবলী পালনের তোড়জোড় সাপেক্ষে জনসাধারণ যাহাতে কোনরূপ অসুবিধাগ্রস্ত না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা হইবে।

এই নির্দেশ সাফল্যের সহিত প্রযুক্ত করিতে হইলে জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন এবং গভর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, বর্ত্তমানের ন্যায় সময়ে তাঁহারা সকলের পূর্ণ সহযোগিতা পাইবেন বলিয়া নির্ভর করিতে পারেন।

---

(৩)

কলিকাতা শহর ও ২৪-পরগণা, হাওড়া, হুগলী, এবং তারবত্ত হারবারের কারখানা-অঞ্চলসমূহ, চট্টগ্রাম, আসানসোল, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বর্দ্ধমান, ময়মনসিংহ, চাঁদপুর, খুলনা, দার্জিলিং, রাণীগঞ্জ ও খড়গপুর শহর এবং অণ্ডাল ও বরাকর গ্রাম ছাড়া বাঙলা প্রদেশের অন্যত্র গৃহাভ্যন্তরস্থ আলোক-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে নিম্নোক্ত নির্দেশাবলী প্রযোজ্য :—

১। রাত্রিতে যদি আলোকগুলিকে পুরাপুরিভাবে প্রচ্ছন্ন রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহার পরিণতিতে জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, এমন কি, দীর্ঘ সময়ের জন্য বায়ু চলাচল ব্যাহত হওয়ায় তাঁহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষেও গুরুতর ক্ষতি দেখা দিতে পারে।

২। বর্ত্তমানে যে আলোক-নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নির্দেশ প্রবর্ত্তিত করা যাইতেছে, তাহাতে আলোকগুলিকে পুরা-দস্তুররূপে আবৃত করার কোনও নীতি প্রযুক্ত করার চেষ্টা অনুসৃত হইতেছে না। পূর্ব্বেকার আলোক-নিয়ন্ত্রণ আদেশ হইতে রেহাই প্রাপ্ত যে সকল অঞ্চলের আলোক আবৃত করার জন্য বর্ত্তমান নির্দেশ জারী করা যাইতেছে, সেই সকল অঞ্চলে সাধারণ হারিকেনের বাতির আলো বাড়ীর ভিতরে বা সদর রাস্তায় অথবা অন্য কোনও উন্মুক্ত স্থানে বা লোকের হাতে থাকিলেও উহা আচ্ছাদন করার প্রয়োজন হইবে না। একথা অনুধাবন করা হইতেছে যে, ঐ সকল আলো আচ্ছাদিত করার নির্দেশ জারী করা হইলে উহার ফলে জনসাধারণের অসুবিধার সৃষ্টি হইবে এবং উহা যুক্তিসঙ্গত বা প্রয়োজনীয় নহে।

৩। ইলেকট্রিকের আলো বা সাধারণ হারিকেনের অপেক্ষা উজ্জ্বল কোনও আলোর রশ্মি যাহাতে বাড়ীর বহির্ভাগ হইতে সরাসরি দেখা না যায়, তদুপযোগী ব্যবস্থা করিতে হইলে ঐ আলো এমনভাবে বসাইতে বা পর্দা কি শেড দ্বারা ঢাকিয়া দিতে হইবে, যাহাতে উহার রশ্মি সরাসরি বাহির হইতে পরিলক্ষিত না হয়। ঐ সকল পর্দা বা শেড্ অস্বচ্ছ পদার্থ দ্বারা তৈয়ারী করিতে হইবে।

৪। আয়না বা চক্‌চকে পালিস করা কোনও বস্তুর উপর পড়িয়া ঐ আলোক-রশ্মি যাহাতে প্রতিফলিত না হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। উপরে তৃতীয় প্যারাগ্রাফে বর্ণিত পন্থানুসরণে প্রতিফলনকারী বস্তুকে আচ্ছাদিত করিয়া বা আলোক ও ঐ বস্তুর মধ্যে পর্দা বা আচ্ছাদন স্থাপন করিয়া উহা নিবারণ করিতে হইবে।

৫। সরাসরি রশ্মি পড়িলে বা প্রতিফলিত হইলে উহাকে ছটা বলে না। নির্দেশে বর্ণিত ছটা নিম্নোক্ত কারণে হইতে পারে :—

(ক) পর্য্যাপ্ত পরিমাণে স্বচ্ছ নয় এরূপ শেডের ব্যবহার। উহার প্রতিবিধান করিতে হইলে যে উপাদান দিয়া শেড তৈয়ারী করা হইবে, তাহা যাহাতে তৃতীয় প্যারাগ্রাফে নির্দেশিত উপাদান অপেক্ষা স্বচ্ছ না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(খ) আলোক পড়িয়া কোনও স্থানকে অতিরিক্ত উজ্জ্বল করিলে আলোকের উৎস, আলোর দূরত্ব এবং স্থানের বর্ণের উপরই স্থানের ঔজ্জ্বল্যের পরিমাণ নির্ভর করে। সাদা রং সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়; সমান দূর হইতে একই আলো অন্য কোনও বর্ণের স্থানের উপর হইলে উহা তত উজ্জ্বল দেখায় না।

একটা অনাবৃত হারিকেন বাতি রাখিলে কয়েক ফুট স্থানে যে পরিমাণ আলোক প্রতিফলিত হয়, কোনও স্থানের ঔজ্জ্বল্য বাড়ীর উপরিভাগ হইতে লক্ষ্য করিলে যেন তদপেক্ষা উজ্জ্বল না দেখায়।

৬। আলোক আচ্ছাদনের কালে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে :—

(ক) যে সকল ক্ষেত্রে শেডের অভ্যন্তর ভাগ বাড়ীর বহির্ভাগ হইতে পরিদৃষ্ট হয়, সেক্ষেত্রে শেডের অভ্যন্তর ভাগ কালো ম্যাট রং দ্বারা চিত্রিত করিতে হইবে।

(খ) বাল্‌বে রং লাগাইলে অথবা উহার সংলগ্নভাবে শেড দিলে কি কাগজ দ্বারা বাল্‌ব আবৃত করিলে, বাল্‌ব অতিরিক্ত উত্তপ্ত হইবে এবং পরিণতিতে উহা দীর্ঘস্থায়ী হইবে না। চতুর্দ্দিকের আলোর পরিমাণ হ্রাস করিতে হইলে বাল্‌ব বদলাইয়া অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল বাল্‌ব লাগানোই ভালো। বিদ্যুৎশক্তি কম খরচ হওয়ার দরুণ নূতন বাল্‌ব কেনার খরচ উঠিয়া যাইবে। ১৫ ওয়াটের বাল্‌ব পর্য্যন্ত ইহা চলিতে পারে। ১৫ ওয়াটের অপেক্ষা কম শক্তির বাল্‌ব দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

(গ) যদি বালবের একদিকে আচ্ছাদন লাগানো হয়, তাহা হইলে ঐ আচ্ছাদন ঘুরাইয়া দিয়া সরাসরি রশ্মি যাহাতে বাহির হইয়া না আসে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(ঘ) একথা মনে রাখা দরকার যে, আলোক-আচ্ছাদন সম্পর্কে নীল বা অন্য রং-এর বাতি ব্যবহার করিয়া কোনও লাভ নাই। কারণ, রঙীন আলোর সরাসরি বা প্রতিফলিত রশ্মি সম্পর্কেও সাদা আলোর ন্যায় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

(ঙ) জানালার আবছায়া কাচ বা পাতলা সাদা কাগজ দ্বারা আবৃত কাচ পরিষ্কার কাচ অপেক্ষা অধিক ছটার সৃষ্টি করে। ঘরের আলোর প্রতিফলিত রশ্মি যদি খুব জোরালো হয়, তাহা হইলে জানালার অনুরূপ কাচগুলিকে অস্বচ্ছ বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিতে হইবে।

(চ) এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, উজ্জ্বল আলো যদি সাদা বিছানার চাদর, টেবিল-ক্লথ, কাগজ প্রভৃতির উপর পড়ে, তাহা হইলেও কিয়ৎ পরিমাণ ছটার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভব। এই সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট ব্যবস্থা প্রবর্তন কষ্টকর হইলেও, উপযুক্তরূপ পর্দা দিয়া সর্ব্বদা উহা নিবারণের চেষ্টা করিতে হইবে।

(ছ) যে ক্ষেত্রে জানালা আচ্ছাদনের জন্য পর্দা ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেক্ষেত্রে ঐ পর্দার উপর আলোক যদি আংশিকভাবে প্রতিফলিত না হয়, তাহা হইলে ঐগুলির রং কালো হওয়ার দরকার করে না। কাপড়ের ঘনতা বা বুনাটের উপরই উহার আলোক-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বা অস্বচ্ছতা নির্ভরশীল, রং-এর উপর উহা নির্ভরশীল নয়। কিন্তু আলোক যদি উহাতে প্রতিফলিত হয়, তাহা হইলে রং ও শেডের গুরুত্ব আছে।

---

(৪)

কলিকাতা শহর ও ২৪-পরগণা, হাওড়া, হুগলী ও তারবত্ত হারবারের কারখানা-অঞ্চলসমূহ এবং চট্টগ্রাম, আসানসোল, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বর্দ্ধমান, ময়মনসিংহ, চাঁদপুর, খুলনা, দার্জিলিং, রাণীগঞ্জ ও খড়গপুর শহর ও অণ্ডাল ও বরাকর গ্রাম ছাড়া বাঙলা প্রদেশের অন্যান্য স্থানের রাস্তার আলো-আচ্ছাদনের সম্পর্কে প্রযোজ্য।

[১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

জাতিগঠন ও পল্লী উন্নয়ন প্রচেষ্টা

বিভিন্ন জেলায় গঠনমূলক কার্য্যের অনুষ্ঠান

বাখরগঞ্জ—

বাখরগঞ্জ জেলায় ৮৯টি পুষ্করিণী এবং সাড়ে দশ মাইল লম্বা একটি খাল কচুরীপানামুক্ত করা হয় এবং কচুরীপানা আইন অনুসারে ছয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে নোটিশ জারি করা হয়। উত্তর সদরে তিন মাইল, দক্ষিণ সদরে ছয় মাইল এবং পিরোজপুর এবং পটুয়াখালী মহকুমায় ছয় মাইল বিস্তৃত স্থান হইতে জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়। অন্যান্য জায়গার মধ্যে গাজিপুরের উত্তর দিকে, চাণ্ডালবাড়ী, গাগ্গাড়ী, গড়িয়া, গাভা, মালিকান্দা প্রভৃতি স্থানে এবং উত্তর সদরে গাজিপুর খালের এবং সদর মহকুমায় সিদ্ধকাঠি ইউনিয়নে কতকগুলি খালের সংস্কারকার্য্য চালান হয়। উত্তর সদরে নগরবাড়ীয়ালি পল্লী-উন্নয়ন সমিতির সদস্যগণ প্রায় অর্দ্ধ মাইল ব্যাপী স্থান জঙ্গল-মুক্ত করেন। বাসান্দা এবং মাধুপাশা ইউনিয়নে তিন মাইল লম্বা খাল হইতে কচুরীপানা বিনাশ করা হয়। দক্ষিণ সদর মহকুমায় বিমারপাড়া পল্লীমঙ্গল সমিতি দুইটি খাল এবং গ্রাম্য রাস্তা হইতে জঙ্গলাদি পরিষ্কার করে। উত্তর সদর মহকুমায় পল্লীমঙ্গল সমিতিগুলি কতকগুলি কলেরা রোগীর চিকিৎসা করে।

প্রায় ২৪৪ মাইল রাস্তার পুনঃসংস্কার করা হয় এবং ১১৭ মাইল রাস্তা প্রস্তুত করা হয়। ১৫ মাইল দীর্ঘ পায়েহাঁটা রাস্তা পুনঃসংস্কার এবং প্রস্তুত করা হয়। পিরোজপুর মহকুমায় দেড় মাইল, পটুয়াখালীতে পাঁচ মাইল, দক্ষিণ সদর মহকুমায় আড়াই মাইল দীর্ঘ খাল পুনরায় খনন করা হয়।

পিরোজপুর মহকুমায় কিছুদিন পূর্ব্বে একটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এ পর্য্যন্ত তথায় অনধিক ৫৫২টি নৈশ-বিদ্যালয় চলিতেছে এবং প্রায় ত্রিশ হাজার বয়স্ক ব্যক্তি তথায় শিক্ষা লাভ করিতেছে। নৈশ-বিদ্যালয়গুলি অশেষ উপকার সাধন করিতেছে। শিক্ষার্থীগণের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং উহার ফলাফল বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে।

দক্ষিণ সদর মহকুমায় একটি নূতন পাঠাগার স্থাপন এবং পটুয়াখালী মহকুমায় তিনটি খেলার মাঠ তৈয়ার করা হয়।

দক্ষিণ সদর এবং পটুয়াখালী মহকুমায় দুইটি বয়ন-শিল্প প্রদর্শনকারী দল কাজ করে এবং নারিকেল ছোবড়া হইতে প্রস্তুত বিভিন্ন শিল্প প্রদর্শনকারী চতুর্থ দলটি এবং জুতা ও বুট প্রস্তুতকারী দলটি উত্তর সদর মহকুমায় যথাক্রমে হরিনাথপুর, এবং মেহেন্দীগঞ্জে কাজ করে। ন্যাশনাল ওয়েলফেয়ার ইউনিট কুমারখালী, মিজামিয়া, তালবাহাত, নলচিটি, নবগ্রাম, বরিশাল জেলখানা, ওয়াতন, সাচুরিয়া, গালুয়া, হাবিবপুর, এবং রহমতপুর প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করে এবং হিতকর প্রচার-কার্য্য চালায়।

ঘাটাল (মেদিনীপুর)—

কিছুদিন পূর্ব্বে ঘাটাল মহিলা সমিতি মাতৃ ও শিশু-মঙ্গল এবং চারু শিল্পের এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়াছিল। মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় দেবেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য্য বাহাদুর উহার উদ্বোধন কার্য্য সমাপন করেন। তিনি উক্ত সমিতিকে উহার ভবিষ্যৎ জনহিতকর কার্য্যাবলীর জন্য ১০০৲ টাকা মঞ্জুর করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। সুব্যবস্থার দরুণ প্রদর্শনীতে বহু জনসমাগম হইয়াছিল, বিশেষতঃ মহিলা দর্শনার্থিগণেরই সংখ্যাধিক্য ছিল। "স্বাস্থ্য বিভাগ" উৎকৃষ্ট আদর্শ দ্বারা পল্লী-সমস্যা সমাধান-পদ্ধতি প্রদর্শন করিয়াছিল এবং চার্ট এবং মডেলের সাহায্যে সেনিটারী ইন্সপেক্টার এই সমস্ত সমস্যা সমাধানকল্পে কিরূপে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে, তাহা বর্ণনা করেন। সমিতির সদস্যগণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত সূচীকার্য্যাদি লেস এবং কম্ফার্টার প্রভৃতি জনসাধারণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়াছিল এবং তথায় বহু জিনিষ বিক্রয় হইয়াছিল। বিক্রয়লব্ধ অর্থের একাংশ সমিতির তহবিলের জন্য সংরক্ষিত হয়। প্রদর্শনীর কার্য্যসূচী অতি চমৎকার হইয়াছিল। সোসিয়াল সার্ভিস লীগের ডাঃ ডি, এন, মিত্র, সরোজ নলিনী এসোসিয়েশনের পণ্ডিত কামাখ্যা চরণ শাস্ত্রী এবং জেলা হেলথ অফিসার ডাঃ এ, কে, মুখার্জি প্রভৃতি মহোদয়গণ বিভিন্ন দিন সময়োপযোগী জীবনের নানাপ্রকার সমস্যার সমালোচনা করেন। শিশু-প্রদর্শনীর এবং মেয়েদের ক্রীড়া কৌতুকের ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। "শিশু-প্রদর্শনীর" দিন দরিদ্র শিশু-দিগের মধ্যে জামা এবং দুধ বিতরণ করা হয়। প্রদর্শনীটি বেশ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।

কিছুদিন পূর্ব্বে মহকুমা হাকিমের সভাপতিত্বে ঘাটাল স্কুলে এক বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মহকুমা হাকিম বর্ত্তমান যুদ্ধ-পরিস্থিতির সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং জনসাধারণকে আতঙ্কজনক গুজব সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দেন এবং দলে দলে সিভিক গার্ডে যোগদান করিবার জন্য আবেদন করেন।

ইণ্টার-স্কুল স্পোর্টস এসোসিয়েশন এবং এথলেটিক ক্লাবসমূহ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বহু প্রতিযোগী যোগদান করার ফলে উহাতে তীব্র প্রতি-যোগিতা চলে। সিনিয়র এবং জুনিয়র গ্রুপে ঘাটাল স্কুল এবং ইণ্টারমিডিয়েট গ্রুপে সোনাখালী স্কুল চ্যাম্পিয়ান-শিপ লাভ করে। সাধারণ প্রতিযোগিতায় বাবু বাণীপদ সিংহ নামে ফ্রেণ্ডস রিক্রিয়েশান ক্লাবের জনৈক সদস্য চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেন। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পুরস্কার বিতরণ করেন।

ঋণ-সালিশী বোর্ডসমূহের জনপ্রীতি যথেষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। বেশীর ভাগ খাতকই তাহাদের কিস্তি আদায় করিতেছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, কিস্তি বণ্টন করিবার পূর্ব্বে খাতকের ঋণ পরিশোধ ক্ষমতা বিবেচিত হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া (ত্রিপুরা)—

গত জানুয়ারী মাসে এই মহকুমায় দুইটি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। যথাক্রমে পত্তন ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় স্বাস্থ্য, পশু এবং কৃষি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। পত্তনের প্রদর্শনী গত ২৩শে, ২৪শে ও ২৫শে জানুয়ারী খোলা হইয়াছিল এবং ত্রিপুরার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে, সেন, আই, সি, এস্, উহার উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সরকারী কর্ম্মচারী এবং বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ এই দুই প্রদর্শনীতে যোগদান ও ইহার সাফল্যের জন্য সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন।

বিভিন্ন বিভাগের সরকারী কর্ম্মচারীগণ, জনসেবাসঙ্ঘের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এবং অন্যান্য শিক্ষিত ভদ্রলোক উন্নত ধরণের কৃষিকার্য্য, পশু প্রজনন, গো-মহিষাদির ব্যাধি, সমবায় আন্দোলন, পল্লী শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রসূতি পরিচর্য্যা, শিশুকল্যাণ, বাইকে উপযুক্ত শিক্ষাদান, শিল্প, পরস্পরকে সাহায্য, পল্লী সংগঠন ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত-শ্রম সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত গত ২৫শে জানুয়ারী একটি শিশু প্রদর্শনীও খোলা হইয়াছিল।

বাঙলা সরকারের কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর পুরস্কার প্রদান করিবার নিমিত্ত ২৫০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

জনসেবা সঙ্ঘের তরফ হইতে প্রজিয়াক্টে সিনেমা সহযোগে বক্তৃতা প্রদান করা হইয়াছে এবং জনসাধারণ তাহা বিশেষভাবে উপভোগ করিয়াছে। জনসেবা সঙ্ঘের সহিত সংযুক্ত চিকিৎসকগণ বহু রোগীর চিকিৎসা করেন এবং এই উপলক্ষে কুইনিন ও ঔষধ বিতরণ করেন। স্থানীয় অঞ্চলের ইহাতে বিশেষ উপকার হইয়াছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রদর্শনী একটি বার্ষিক ব্যাপার। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সমবায় পল্লীসংগঠন সমিতির পরিচালনা-ধীনে গত ২৮শে জানুয়ারী হইতে এই প্রদর্শনী বিশেষ সাফল্যমণ্ডিতভাবে ১৫ দিনের জন্য খোলা ছিল। অবসর-প্রাপ্ত জেলা ও সেশন জজ মিঃ মহম্মদ মসীহ বার-অ্যাট-ল ইহার উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন করেন এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পারিতোষিক বিতরণ করেন। এই প্রদর্শনী বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

চাঁদপুর (ত্রিপুরা)—

আলোচ্য মাসে এই মহকুমায় পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যে বিশেষ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ এবং পল্লী-সংগঠন বিভাগের ভ্রাম্যমান কর্ম্মচারীদলের প্রচার কার্য্যের ফলে এই আন্দোলন বিশেষভাবে প্রেরণা লাভ করে। চলতি পল্লী-উন্নয়ন সমিতিগুলি কচুরীপানা পরিষ্কার, জঙ্গল সাফ, স্বেচ্ছাপ্রণোদিতশ্রমে রাস্তা নির্ম্মাণ এবং নৈশ-বিদ্যালয়ের পরিচালনে যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে।

সদর মহকুমা (ত্রিপুরা)—

আলোচ্য মাসের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ হইতেছে গুমতি বাঁধের বেসরকারী অংশকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে আরও দৃঢ় করা। খোলনল ইউনিয়নে সুযোগ্য প্রেসিডেণ্ট বাবু চন্দ্র শেখর সেনের তত্ত্বাবধানে উক্ত ইউ-নিয়নের অধিবাসিগণ বাঁধের প্রায় চারি মাইল পরিমিত স্থান দৃঢ় করিয়াছে। খুব অল্প ব্যয়েও যদি এই কাজ সম্পাদিত হইত, তবে আনুমানিক ২,০০০৲ টাকা খরচ হইত।

দেবীদ্বার থানার অন্তর্গত সোনারা নামক গ্রামে এক পল্লী মঙ্গল সমিতি সংগঠন এবং গ্রামের ভিতর দিয়া একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। গত পৌষ সংক্রান্তি মেলায় উক্ত সমিতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে; এই অনুষ্ঠানে প্রায় দশ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল। মুরাদনগর থানার অন্তর্গত কাজুর পল্লী-মঙ্গল সমিতি বালকবালিকাদিগের জন্য একটি বিদ্যালয় এবং বয়স্কদিগের জন্য একটি নৈশ্য বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত সমিতি বহু জঙ্গল সাফ এবং কতিপয় রাস্তার সংস্কার সাধন করিয়াছে।

আলোচ্য মাসে সদর-দক্ষিণ মহকুমায় পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কীয় কাজ এক প্রকার হয় নাই বলিলেও চলে। আদর্শ পল্লীর পরিকল্পনা অনুসারে আদর্শ পল্লী নির্ম্মাণার্থ বাগুরা ইউনিয়নের অন্তর্গত নগুয়া নামক গ্রামে পল্লী-কর্ম্মীদের একটি সমিতি স্থাপন করা হইয়াছে। কতকগুলি ইউনিয়নে কচুরীপানা পরিষ্কার করা হইয়াছে। অধি-কাংশ নৈশ-বিদ্যালয় সন্তোষজনক কাজ করিতেছে। এই মহকুমায় বিশেষ অর্থসঙ্কট দেখা দিয়াছে এবং গত বন্যার দরুণ ক্ষতির জেরই লোকে সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। বাঙলা সরকারের পল্লী-সংগঠন বিভাগের ডিরেক্টর এই মাসে যে সকল বুলেটিন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ সাড়া পাওয়া যায় নাই।

বাহির হইতে কাঁচা তুলা আমদানীর উপর ভর কমাইবার পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত সরকার কতক পরিমাণ ভারতীয় কাঁচা তুলা ক্রয় করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রথমতঃ নির্দ্ধারিত পরিমাণ হইতে সমস্ত ... কাঁচা তুলা ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করা হইবে। অন্যান্য এখনও বিবেচিত আয়োজন করা হইতেছে।

জাপানী বর্ব্বরতার অব্যাহত অভিযান

ভারতীয় নারীদের উদ্দেশ্যে মাদাম চিয়াংকাইশেকের বাণী

"যুদ্ধ আপনাদের বারপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। যখন আমি কলিকাতা হইতে দিল্লী আগমন করি, তখন আমি আপনাদের সুন্দর ও উর্ব্বর দেশ দেখিতে পাই এবং মনে মনে প্রার্থনা করি যে, চীনে আমাদিগকে যে দুর্ভাগ্য সহিতে হইতেছে, আপনাদিগকে যেন তাহা সহ্য করিতে না হয়।" মাদাম চিয়াং কাইশেককে অভ্যর্থনা করিবার উদ্দেশ্যে দিল্লীতে মহিলাদিগের যে সভা হয়, তাহাতে মাদাম চিয়াং কাইশেক এক উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই কথাগুলি উল্লেখ করেন। মিসেস পণ্ডিত কর্ত্তৃক অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের পর যথারীতি উত্তর দিয়া তিনি এই বক্তৃতাটি করেন। বক্তৃতার জন্য তিনি পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিলেন না।

মাদাম চিয়াং কাইশেক বলেন:—"কিন্তু এই দুর্ভাগ্যের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে, নিজেদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আপনাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। কারণ নিষ্কৃতি পাইবার একমাত্র পন্থা হইতেছে প্রস্তুত থাকা। আমি বিশ্বাস করি যে, আপনারা বাস্তবে বিশ্বাসী। যদিও আমাদের দেশে হাজার হাজার বৎসর যাবৎ উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত দর্শন গভীরভাবে ক্রম-বিকশিত হইয়াছে এবং পৃথিবীর অন্য কোন অংশেই যাহার তুলনা পাওয়া সম্ভবপর নয়, তথাপি চীন এবং ভারতের জনসাধারণ বাস্তববাদী। আপনারা জানিবেন যে, আপনাদিগকে এমন এক শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে—যাহাদের মজ্জায় রহিয়াছে বিশ্বাসঘাতকতা। জাপানীরা যে কি ধরণের মনুষ্য তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্য, আমি বিগত পাঁচ বৎসর যাবৎ ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। চীনে তাহারা যে কি করিতেছে, তাহাও আমি জানাইয়া আসিতেছি। কিন্তু পাশ্চাত্য জগৎ তাহাদের নিজেদের সমস্যা লইয়া এতই তন্ময় রহিয়াছিল যে, তাহারা আমার কথাগুলিকে প্রচারকার্য্য বলিয়া অভিহিত করে। কিন্তু এখন যখন সিঙ্গাপুর এবং ম্যানিলায় তাহারা জাপানীদের কার্য্যকলাপের কিঞ্চিৎ আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাহারা বুঝিতেছে যে, আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা কল্পনা নহে, তাহা বাস্তব ঘটনা। ১৯৩২ সালে সাংহাইতে তখন চীন ও জাপান কতকগুলি সর্ত্তে রাজি হইয়া এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিবার প্রায় উপক্রম করিয়াছিল, ঠিক সেই রাত্রেই জাপানীরা চাপাই-এর নিদ্রিত জনগণের উপরে বোমা এবং অগ্নি বর্ষণ করিয়া লক্ষ লক্ষ লোককে নিহত এবং আহত করে। প্রশান্ত মহাসাগর উপকূলে সংগ্রাম আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে যখন আমেরিকায় জাপানী রাজদূত এবং মিঃ কুরসু মিঃ হালের সহিত আলোচনা চালাইতেছিলেন, ঠিক তখনই তাহারা পার্ল বন্দরের উপরে অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। যে জাতির আন্তর্জাতিক নীতি এরূপ শঠতায় পূর্ণ, তাহাকে কখনই বিশ্বাস করা চলিতে পারে না। জাপানীরা ইতিমধ্যেই আপনাদের দেশের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইতিমধ্যেই তাহারা চীন এবং ব্রহ্মকে ধ্বংস করিতেছে। কে জানে যখন তাহারা ভারত আক্রমণ করিবে, তখন কি হইবে? তাহারা আপনাদের নিকটে বলিবে—'আমি তোমাদের মুক্তি দিতে আসিতেছি।' কিন্তু ইহা মিথ্যা কথা। নানকিংএ যাহা ঘটিয়াছিল, আপনারা কি তাহা জানেন? আমাদের সৈন্য পশ্চাতে হটিয়া গেলে জাপানীরা সেখানকার প্রত্যেকটি সক্ষম লোককে গ্রেপ্তার করে। তাহাদের কব্জিতে কব্জিতে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া তাহারা তাহাদিগকে শহরের বাহিরে লইয়া যায়। তাহাদিগকে প্রহার করা হয় এবং সঙ্গীনবিদ্ধ করা হয়। পরে জাপানীরা সঙ্গীন ও গুলী আর বেশী ব্যবহার করে নাই। তাহারা জনসাধারণকে কবর খুঁড়িতে বাধ্য করে এবং তাহাতেই তাহাদিগকে জীবন্ত প্রোথিত করে।"

শিশু গোয়েন্দা

চীনের নারীদিগের উপরে জাপানীরা যে ব্যবহার করিয়াছে, তাহা বর্ণনা করিবার পর মাদাম চিয়াং কাইশেক বলেন—"আমাদের শিশুদিগের উপরেই বা তাহারা কি ব্যবহার করিয়াছে? তাহারা শিশুদিগকে ধরিয়া নিজেদের সৈন্যদিগের জন্য তাহাদের শরীর হইতে রক্ত ফুঁড়িয়া লইয়াছে। দেশদ্রোহী করিয়া তুলিবার শিক্ষা দিবার জন্য তাহারা শিশুদিগকে নৌকা ভর্ত্তি করিয়া অন্যত্র চালান দিয়াছে। আমরা অনেক শিশু গোয়েন্দা ধরিয়াছি। তাহারা বলিয়াছে যে, আমাদিগের বিরুদ্ধে কাজ করিবার জন্য জাপানীরা তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছে। ১৯৩২ সালে মাঞ্চুরিয়া অধিকার করিবার পর তাহারা বিশেষ করিয়া এইরূপ কার্য্য করিয়াছে। ঐ সময় তাহারা হাজার হাজার শিশুকে লইয়া গিয়াছিল। নিজেদের পিতৃ-ভূমির বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য জাপানীরা তাহাদিগকে বিশেষভাবে শিক্ষা দেয়। জাপানীরা যখন কোন শহর দখল করে তখন যে তাহারা মাত্র জনসাধারণের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে তাহা নয়, তাহারা জনসাধারণের দেহ এবং মনের ধ্বংস সাধন করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত হত্যা করিয়া থাকে। যদি কাহাকেও জাপানীরা শ্রমিকের কাজে লাগায় তাহা হইলে মজুরীর পরিবর্ত্তে তাহারা তাহাদিগকে আফিং এবং মরফিয়া [illegible] করে। শত্রু হিসাবে জাপানীরা অবিশ্বাস্যরূপে নির্দ্দয় এবং মনুষ্যোচিত সুখ-দুঃখ বোধ শূন্য।"

ভারতীয় নারীর কর্ত্তব্য

ভারতীয় নারীদিগকে প্রস্তুত হইবার জন্য আহ্বান করিয়া তিনি বলেন:—"প্রথম দিকে জাপানীদের ঠাণ্ডা করিবার জন্য আমরা সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করি। প্রস্তুত হইবার জন্য তখন আমাদের সময়ের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যখন আমরা জাপানীদিগের নিষ্ঠুরতা জানিতে পারিলাম, তখন আমরা অস্ত্র গ্রহণ করিলাম। আমাদের তখন অস্ত্রশস্ত্রাদির পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য। কিন্তু আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, মৃত্যু যতই বেদনাদায়ক হউক না কেন, দেহের এবং মনের দাসত্ব তদপেক্ষা অধিক বেদনাদায়ক। চীনকে এখন গণতন্ত্রের এক মিত্রশক্তি বলিয়া স্বীকার করা হয়। কিন্তু আমরা আমাদের দেহের রক্তমাংস উৎসর্গ করিয়া এবং পশ্চাৎ অপসরণ কালে নিজেদের প্রয়োজনীয় যথাসর্ব্বস্ব শত্রুর হাতে যাহাতে না পড়ে এইজন্য ধ্বংস করিয়া এই সুনাম অর্জ্জন করিয়াছি। যাহাতে শত্রু কোন কিছু না পাইতে পারে তজ্জন্য আমরা আমাদের শস্যক্ষেত্র অগ্নিদগ্ধ করিয়াছি এবং আমাদের গৃহ ও সম্পত্তি ধ্বংস করিয়াছি। যুদ্ধ যখন আরম্ভ হইল, তখন আমরা এক নারী-উপদেষ্টা সঙ্ঘ সংগঠন করি। আমরা প্রত্যেক প্রদেশে অনুরূপ এক একটি প্রাদেশিক সমিতি গঠন করি এবং প্রত্যেক জেলায় তাহার এক একটি শাখা স্থাপন করি। যুদ্ধ জয়ে সাহায্য করিবার জন্য আমরা এক সুনির্দ্দিষ্ট কার্য্যপন্থা গ্রহণ করি। যুদ্ধ যে কি, তাহা দেশের সর্ব্বত্র বুঝাইয়া বলিবার জন্য আমরা হাজার হাজার যুবতীকে শিক্ষা দিয়াছি এবং এখনও দিতেছি। ভারতে নিশ্চয়ই এখনও অনেকে আছেন, যাঁহারা যুদ্ধ সম্পর্কে কিছুই অবগত নহেন। তাঁহাদিগকে তাহা নিশ্চয়ই বুঝাইয়া বলিতে হইবে। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এরূপ বহু নারীকে শিক্ষা দিয়াছি। এই শিক্ষা গ্রহণের পর নারীরা অন্য যে সমস্ত কার্য্য করিতেছেন, তাহা হইতেছে সৈন্য এবং জনসাধারণের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করা।

"প্রথম প্রথম কর্ত্তৃপক্ষ প্রশ্ন করিত যে, সৈন্যরা যখন অত্যন্ত রুক্ষ, তখন মেয়েদিগের পক্ষে বড় বড় হাসপাতালে যাইয়া কার্য্য করা কি করিয়া সম্ভব হইবে। কিন্তু এখন আমরা ক্রমেই অধিক সংখ্যায় নারী নার্স এবং নারী কর্ম্মী প্রেরণ করিবার জন্য প্রত্যহ শত শত টেলিগ্রাফ পাইয়া থাকি। ভারতের মতই আমাদের দেশেও বহু অশিক্ষিত লোক ছিল। আমাদের নারীরা জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করিয়াছে। রোগযন্ত্রণার মধ্যেও সৈন্যরা লেখাপড়া শিক্ষা করিতেছে। আমাদের বহু শিল্প ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আমরা তাই কুটিরশিল্প গ্রহণ করিয়াছি এবং বিভিন্ন উৎপাদন কেন্দ্রে উহাদের সংগঠন করিয়াছি। যে সকল জেলায় এইরূপ কেন্দ্র রহিয়াছে, সেখানকার জনসাধারণের জীবন-যাত্রা প্রণালী যে মাত্র উন্নত হইয়াছে, তাহা

[১০ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

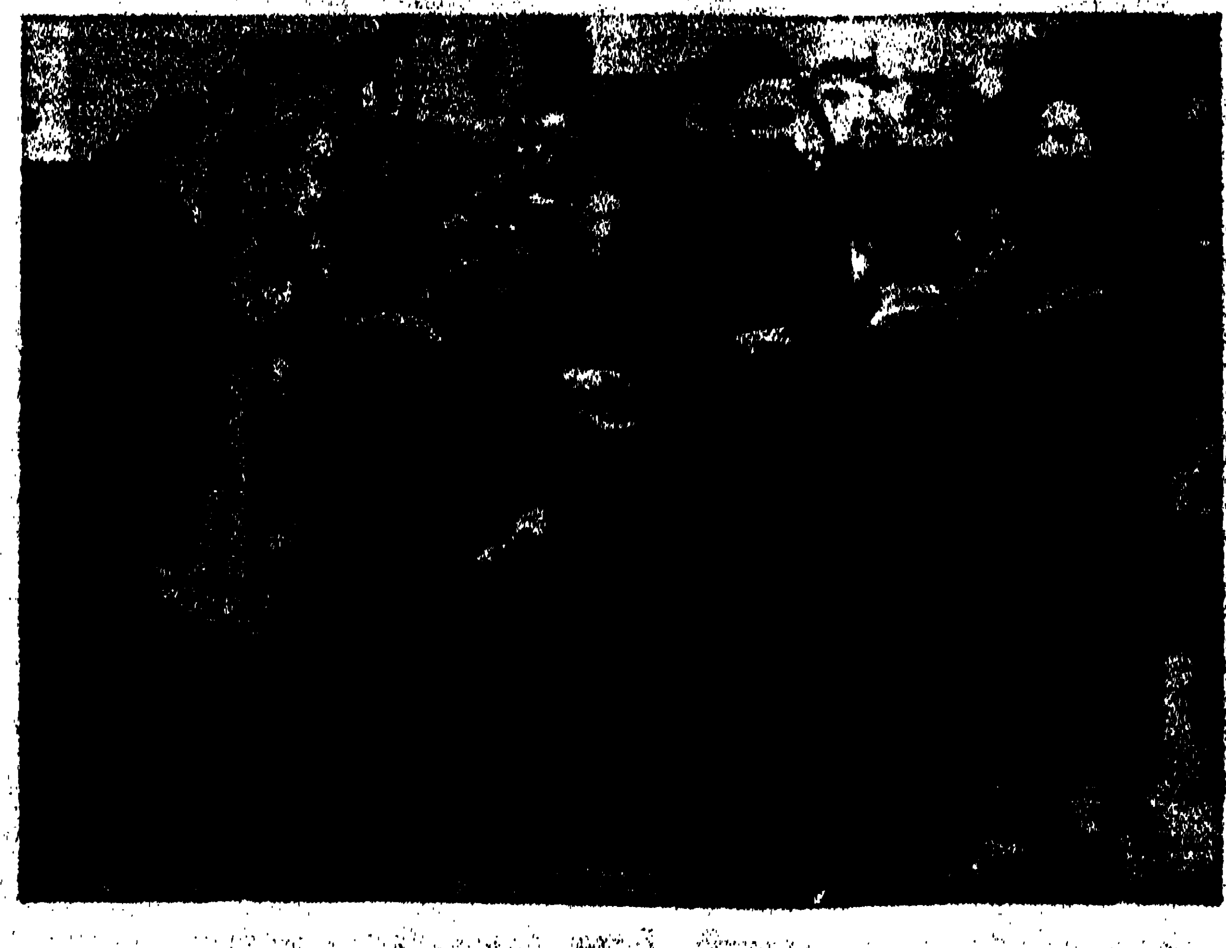

জাপানী বর্ব্বরতার ফলে নিরাশ্রয় একদল বালক-বালিকাকে মাদাম চিয়াংকাইশেক খাদ্য বিতরণ করিতেছেন।

মাদাম চিয়াংকাইশেক একটি আহত সৈনিকের পায়ে পটি বাঁধিয়া দিতেছেন। তাঁহার নার্সের পোষাক বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত।

মেদিনীপুরে দরবারের অনুষ্ঠান

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও সদস্যদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ

ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও সদস্যগণ এবং পল্লী-পঞ্চায়েৎগণের মধ্যে বার্ষিক পুরস্কার ও সার্টিফিকেট বিতরণ করা উপলক্ষে মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরে একটি দরবার আহ্বান করা হইয়াছিল। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন্, এম্. খান, আই, সি, এস্, সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই উৎসব বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। যোগ্যতাসম্পন্ন কাজ করিবার নিমিত্ত ঋণ-সালিসী বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে হাত ঘড়ি এবং ডাকাত ধরার কাজে সাহায্য করার নিমিত্ত কয়েকজন ব্যক্তিকে ১,০০০৲ টাকা পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে। স্থানীয় সরকারী ও বেসরকারী ভদ্রমহোদয় এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ব্যতীত জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় ৫০০ প্রেসিডেণ্ট ও সদস্য এই দরবারে উপস্থিত ছিলেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ ও জ্ঞানগর্ভ হইয়াছিল এবং উপস্থিত ব্যক্তিগণ উহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

দরবার শেষ হইবার পর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে একটি ইউনিয়ন বোর্ড সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে ইউনিয়ন বোর্ড পরিচালনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, "ইউনিয়ন বোর্ডগুলিকে যথার্থভাবেই সর্ব্বত্র বেসামরিক শাসন ব্যবস্থার মেরুদণ্ড হিসাবে গণ্য করা হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই সকল প্রতিষ্ঠান জনগণের সহিত সাক্ষাৎ-ভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়া খুব ভাল কাজ করিতে পারে এবং পক্ষান্তরে পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যে উহাদের দ্বারা চরম ক্ষতিও সাধিত হইতে পারে। এই জেলার ইউনিয়ন বোর্ডগুলি তুলনামূলকভাবে সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিলেও চলে। যদিও তাহাদের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা বিস্তার লাভ করিতেছে, তথাপি একথা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, অন্যান্য জেলার ইউনিয়ন বোর্ডের তুলনায় আলোচ্য জেলার কাজ যথেষ্ট কম। যাহাতে ইহার অগ্রগতি যথেষ্টরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেদিকে আমাদের সকলেরই দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। যদি আমরা সকল সুযোগের সদ্ব্যবহার করি তবে আমাদের কাজের যথেষ্ট উন্নতি দেখাইতে পারিব। ১৯৪১ সালে যাঁহারা উল্লেখ-যোগ্য কাজ করিয়াছেন, সেই সকল প্রেসিডেণ্ট ও সদস্য-গণকে বিশেষ আনন্দের সহিত এইমাত্র পুরস্কার বিতরণ করিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছে। আমি কামনা করি যাঁহারা পুরস্কার লাভ করিয়াছেন—তাঁহারা তাঁহাদের পুরাতন কর্ম্ম-প্রচেষ্টার আরও উন্নতি সাধন করিবেন এবং যাঁহারা পুরস্কার লাভ করেন নাই, তাঁহারা একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব মনে পোষণ করিয়া আরও অধিক পরিমাণে প্রেরণা লাভ করিবেন।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "ইউনিয়ন বোর্ড-গুলি কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিধান সম্পর্কে সরাসরিভাবে যত্নশীল হইলে আমি সত্যই আনন্দ লাভ করিব। এই জেলার বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, জমিতে সার প্রদান এবং সেচ-কার্য্য সম্পর্কে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিলে প্রত্যেক ফসলই এখানে জন্মিতে পারে। আমি সম্প্রতি "পারসীয়ান চাকা" দ্বারা জল তুলিবার বিশেষ ব্যবস্থা এই জেলায় প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিতেছি। ভদ্রমহোদয়গণ, আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি যে, গ্রামবাসিগণ যাহাতে ইহার ব্যবহার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হইতে পারে তজ্জন্য আপনারা আমাকে সাহায্য করিবেন। বর্ত্তমানে তাহারা যে ফসল পায় উহার সাহায্য গ্রহণ করিলে এই ফসলের দ্বিগুণ এমন কি তিন গুণ শস্য পর্য্যন্ত তাহারা জন্মাইতে পারিবে। প্রসঙ্গক্রমে আমি অনুরূপ প্রিয় আর একটি বিষয়ের কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আমি তুলার চাষের বিস্তৃতির কথাই উল্লেখ করিতেছি। এই জেলায় লম্বা আঁশযুক্ত তুলার চাষের পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহা সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়। জনগণের উন্নতি সম্পর্কে তুলার চাষ অপেক্ষা প্রয়োজনীয় সমস্যা আর কিছু নাই। প্রত্যেক কৃষক যাহাতে অন্ততঃ এক বিঘা জমিতে তুলার চাষ করে, সে বিষয়ে তাহাদিগকে প্ররোচিত করা কর্ত্তব্য। পাঞ্জাবের বিত্তশালী জনপদ-সমূহ তাহাদের বর্ত্তমান স্বচ্ছল অবস্থার জন্য তুলার চাষের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। পাট সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, আমরা এমন একটা অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি যখন উহার চাষ সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে। তুলার চাষ কখনও সে অবস্থায় উপনীত হইবে না। এ দেশের অধিকাংশ লোক প্রয়োজনীয় বস্ত্র পরিধান করিতে পারে না। এই চাহিদা মিটাইতে হইলে বেশ কিছু সময়ের প্রয়োজন হইবে। এই কাজে রাজনৈতিক মত নির্ব্বিশেষে বিভিন্ন ব্যক্তি সাহায্য করিতে পারেন। একনিষ্ঠ ও খাঁটি কর্ম্মী এক বৎসরের মধ্যে কৃষকদিগের দ্বারে দ্বারে তুলার চাষ সম্পর্কে প্রচার-কার্য্য চালাইতে পারেন। তুলার চাষ করিবার সময় আসিতেছে। আমি আশা করি যে, আগামী বৎসর হাজার হাজার একর জমিতে তুলার চাষ করা হইবে।"

বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "জেলার বহু স্থানে আমরা সিভিক গার্ড প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছি। আরও লোক যাহাতে এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে, আমি সেই কামনাই করি। উচ্চাঙ্গের সেবাকার্য্য করিবার একটা বিশেষ সুযোগ আসিয়াছে। বঙ্গীয় যুদ্ধ-সাহায্য তহবিলে এই জেলা উল্লেখযোগ্য সাহায্য প্রদান করিয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যুদ্ধ যতই ভারতের নিকটবর্ত্তী হইবে এই সাহায্য-দানের পরিমাণ ততই বৃদ্ধি পাইবে। আজ আমি আপনাদিগকে সঞ্চয়-আন্দোলনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে বলি। আগামী সপ্তাহে আমরা "ডিফেন্স সেভিং সপ্তাহ" পালন করিতেছি। লেডী বেরী হার্বার্টের মহিলা-যুদ্ধ তহবিলে সাহায্য-দান সম্পর্কে এই জেলা যেরূপ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে, আপনাদের সহযোগিতা ও সমর্থনে আমি এই ব্যাপারেও জেলাকে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান প্রদান করিতে পারিব বলিয়া আশা করি। সত্য কথা বলিতে হইলে বলিতে হয় যে, আমাদের দেশের লোকেরা অমিতব্যয়ী। তাহা যদি না হইত তবে সমগ্র জেলায় ঋণ-সালিসী বোর্ডের কাজ করিতে হইত না। ধনী ব্যক্তিদের অপেক্ষা দরিদ্র শ্রেণীর লোকদেরই সঞ্চয়ের অধিক প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। আমাদের যতদূর সাধ্য কৃষকগণ এবং সামান্য মূলধনের ব্যবসায়ীদের অল্প অল্প করিয়া টাকা জমাইয়া সেভিং ষ্ট্যাম্পে সঞ্চয় করিতে প্ররোচিত করিব। যাহাতে সকল পোষ্টাফিসেই যথেষ্ট পরিমাণে ষ্ট্যাম্প ও সার্টিফিকেট পাওয়া যায়, তাহার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। "ডিফেন্সের জন্য সঞ্চয় কর"—ইহাই আমাদের আগামী সপ্তাহের মূল-মন্ত্র হওয়া উচিত।"

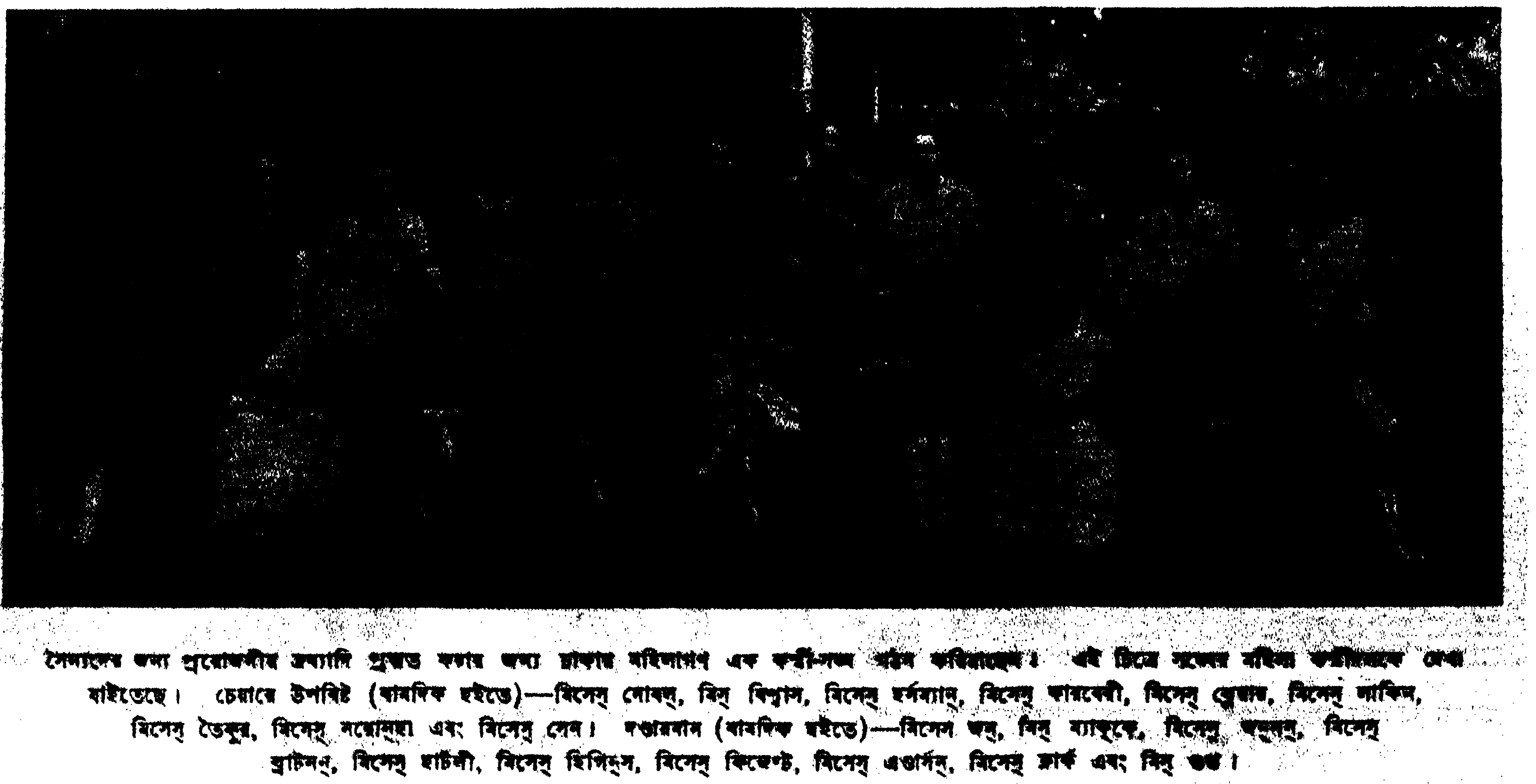

সৈন্যদের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করার জন্য ঢাকার মহিলাগণ এক কর্ম্মী-সঙ্ঘ গঠন করিয়াছেন। এই চিত্রে সঙ্ঘের মহিলা কর্ম্মীদিগকে দেখা যাইতেছে। চেয়ারে উপবিষ্ট (বামদিক হইতে)—মিসেস্ গোবল্, মিস্ বিশ্বাস, মিসেস্ হার্মান্, মিসেস্ কাবেরী, মিসেস্ ব্রেডার, মিসেস্ আকিম, মিসেস্ টেকুর, মিসেস্ মজোমদার এবং মিসেস্ সেন। দণ্ডায়মান (বামদিক হইতে)—মিসেস্ বসু, মিস্ ব্যাস্কে, মিসেস্ অশ্লম্, মিসেস্ ব্রাউনস্, মিসেস্ হার্টলী, মিসেস্ হিগিন্স, মিসেস্ ক্লিমেন্ট, মিসেস্ এডার্মস্, মিসেস্ ক্লার্ক এবং মিস্ গুপ্ত।

বেসামরিক রক্ষণ ব্যবস্থার কথা

কেন্দ্রীয় পরিষদে মিঃ সাইমন্সের বক্তৃতা

"বেসামরিক রক্ষণ ব্যবস্থা রাজনীতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং আমরা বিভিন্ন দল হইতে সাহায্য, পরামর্শ এবং সমালোচনা আহ্বান করিতেছি। কোন কোন মহলে এই বাসনা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, সিভিল ডিফেন্স কর্ত্তৃপক্ষের সংগঠিত প্রতিষ্ঠানে যোগদান না করিয়া অন্যভাবে সহযোগিতা করিতে তাঁহারা প্রস্তুত আছেন। ইহার ফলে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রতিষ্ঠান গভর্ণমেণ্টের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া পাশাপাশি কাজ করিয়া যাইবে—জনসাধারণের তরফ হইতে ভারত সরকার এরূপ কোন দাবীর কথা পাঠ করেন নাই।

"পক্ষান্তরে বোম্বাইয়ে সম্প্রতি শেরিফের আহ্বানে যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে সরকারী সিভিল ডিফেন্স পরিকল্পনার সহিত একান্তভাবে সহযোগিতা বজায় রাখিয়া কাজ করিবার বাসনারই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষের অবস্থার সম্পূর্ণ উপযোগী এবং ভারতবর্ষে যাহা সাফল্যমণ্ডিতভাবে কাজ করিয়া চলিবে, সিভিল ডিফেন্স বিভাগ এরূপ ধরণের একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবারই প্রচেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং যদি সমাজের বিরাট কোন অংশ নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ না করিয়া বিশেষ কোন কাজ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে চাহেন, তবে ভারত সরকার কিছুতেই তাহা প্রত্যাখ্যান করিবেন না।"

গত ১০ই মার্চ্চ কেন্দ্রীয় সরকারের সিভিল ডিফেন্সের নীতি সম্পর্কে ইউরোপীয়ান দলের মিঃ পি, জে, গ্রিফিথস্ ভারু নগনের একটি ছাঁটাই প্রস্তাবের আলোচনা সম্পর্কে জবাব দিতে গিয়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে সিভিল ডিফেন্স বিভাগের জয়েণ্ট সেক্রেটারী মিঃ এন, ভি, এইচ, সাইমন্স বিবৃতি প্রদান প্রসঙ্গে উপরোক্ত কথাগুলির অবতারণা করেন। মিঃ সাইমন্স আরো বলেন:—

"এই পরিষদে বহু বিশিষ্ট বক্তার কণ্ঠের আওয়াজ ধ্বনিত হইয়াছে। সেখানে আমি বিশেষ সঙ্কোচের সহিত প্রথম বক্তৃতা করিতে উঠিলাম। কারণ গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ সম্রাটের অধীনে কাজ করিয়া আমার ভাগ্যে তাঁহাদের সম্পর্কে বহুবিধ বিষয় লিখিতে হইয়াছে, কিন্তু কখনো প্রকাশ্যভাবে বক্তৃতা প্রদান করিতে হয় নাই। সেজন্য আমি পরিষদের কাছে ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। কিন্তু এই কাজ কাম্য বলিয়া আমি ইহাকে সহজসাধ্য বলিয়াই বিবেচনা করি।

পরিপুষ্টি সাধনের প্রয়োজনীয়তা

"সাধারণভাবে যাঁহারা ছাঁটাই প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করেন তাঁহারা উহাকে ক্লান্তিজনক বলিয়াই মনে করেন। কিন্তু বৃটিশ ভারতের প্রতিনিধিগণ সিভিল ডিফেন্স সম্পর্কে কিরূপ চিন্তা করেন, তাহা শুনাইবার ব্যবস্থা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন বলিয়া সিভিল ডিফেন্স বিভাগ বিশেষরূপে আনন্দিত।

"সিভিল ডিফেন্স বিভাগ বর্ত্তমানে শিশু অবস্থায় আছে। স্বরাষ্ট্র বিভাগ দুই বৎসর সিভিল ডিফেন্স বিভাগের পরিপুষ্টি সাধন করিয়া গত ফেব্রুয়ারী মাসে উহার স্বতন্ত্র সত্তা দান করিয়াছে। পৃথকভাবে কয়েক মাস টিকিয়া থাকিবার পর অল্পদিনেই উহার পুষ্টিবৃদ্ধি হইতেছে। এই প্রতিষ্ঠানের আরও পরিপুষ্টি সাধনের নিমিত্ত আমরা সাহায্যের জন্য আবেদন করিতেছি এবং যাহা আমরা চাই তাহা সাধারণতঃ আমরা লাভ করিয়া থাকি। এই প্রতিষ্ঠান যে শুধু শিশু প্রতিষ্ঠান তাহাই নহে—পরন্তু আংশিকভাবে আমাদিগকে অন্ধকারে কাজ করিতেও হইতেছে। যদিও আমরা ইংলণ্ড, বর্ম্মা ও মালয়ের প্রকৃত বিমান-আক্রমণের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি এবং ঐ সকল স্থানের শিক্ষা ভারতে কি ভাবে কাজে খাটানো যাইতে পারে, সে সম্পর্কে আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত আমাদের এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে—যাহা অন্যত্র কাজ করে নাই, কিন্তু এখানে যাহার কাজে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

"আমাদের এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদপত্রে যে সকল উল্লেখযোগ্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, হলিউডের কোন সিনেমা-তারকা তাহা অপেক্ষা অধিক প্রশংসা লাভ করে না। আমাদের নীতি গড়িয়া তোলা সম্পর্কে জনসাধারণের মতামতের বিশেষ প্রয়োজন আছে। কেবলমাত্র ইহাই নহে। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণের সহিত মাঝে মাঝে আমাদের ঘরোয়া বৈঠক বসে; তাহার ভিতর হইতে এমন বহু বিষয়ের উদ্ভাবন হইয়াছে—যাহা জনসাধারণকে সত্যই পীড়া দিতেছিল এবং যাহা আমাদের মনে আদৌ জাগে নাই। আমরা এই সকল বিষয় সম্পর্কে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছি এবং উহার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদপত্রের প্রতিনিধিবর্গকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

"প্রথম বক্তৃতা হিসাবে আমার বক্তব্য সঙ্কোচ-বিহ্বল হইতে পারে। কিন্তু আমি আপনাদিগকে এই আশ্বাস-বাণী শুনাইতেছি যে, এই বিভাগের অন্যান্য অফিসার এবং আমার কর্ম্মপদ্ধতি সম্পর্কে সঙ্কোচের কিছু নাই। সত্য কথা বলিতে গেলে যখন আমরা আমাদের কর্ম্ম-পদ্ধতিকে আশ্রয় করিয়া থাকি, তখন আমাদিগকে ভাগ্যের মতো নিষ্ঠুর বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। যে সকল প্রবীণ সরকারী কর্ম্মচারী এই প্রতিষ্ঠানের নীতি সংগঠন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই অন্ততঃপক্ষে একটি যুদ্ধে লড়িয়াছেন এবং প্রচণ্ড বিস্ফোরক বোমা নিক্ষিপ্ত হইলে মানুষ ও তাহাদের সম্পত্তির কি অবস্থা হয়, তাহা আমরা সবিশেষ অবগত আছি। এ ক্ষেত্রে কেবল যে সৈনিক-দিগের কথাই উল্লেখ করা হইতেছে তাহা নহে, পরন্তু নাগরিকদিগেরও বটে।

প্রখর বাস্তবতার সম্মুখে

"এই বিভাগে সকল সময় একটা প্রখর বাস্তবতা বিরাজ করিতেছে। আমরা সাধারণতঃ ফাইলের দীর্ঘসূত্রতার মধ্য দিয়া না গিয়া সম্মেলন ও আলোচনা দ্বারা কর্ম্ম-তালিকা তৈরী করি। আমরা ফাইলে নোট লিখিয়া কাজের হাত এড়াইতে চাই না, পরন্তু হাতে-কলমে যে কাজ হইবে সেই সমস্যার সমাধান করিতে চাই। ধীরে-সুস্থে কাজ করার যে সরকারী নীতি সম্পর্কে আজ আমরা অনেক কিছু শুনিতে পাইলাম, তার পরিবর্ত্তে আমাদের বিভাগে রহিয়াছে বিদ্যুৎ-জীবন।

"কেন্দ্র, অন্যান্য বিভাগ কিম্বা অপরাপর প্রদেশের সহিত আমাদের কারবার সম্পর্কে আমরা মাননীয় সদস্যদের নিকট হইতে লিখিত দীর্ঘ উপদেশ অথবা পত্রালাপ অপেক্ষা ব্যক্তিগত সান্নিধ্যই অধিকতররূপে কামনা করি।

"আমাদের চক্ষু সজাগ এবং আমাদের মন সর্ব্বদা সচেতন রহিয়াছে। জনসাধারণ এ সম্পর্কে কোন্ ধারায় চিন্তা করে তাহা আমরা জানিতে চাই। এতদ্ব্যতীত সমগ্র জনগণকে সঙ্গে লইয়া দেশরক্ষা নীতির এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারকে কিভাবে কার্য্যকরী করিয়া তোলা সম্ভবপর, তাহাও জানিতে আমরা উৎসুক।

"কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে তাঁহাদের মনে খট্‌কা ছিল বলিয়া প্রকাশ্যভাবে তাহার আলোচনা করার জন্য ছাঁটাই প্রস্তাবের উত্থাপকদিগের কাছে আমি সত্যই কৃতজ্ঞ।

"আরও অন্যান্য যে সকল বিষয় উত্থাপিত হইয়াছে, তৎসম্পর্কে আলোচনা করার পূর্ব্বে আমি শুধু এই কথাই বলিতে চাই যে, ছাঁটাই প্রস্তাবে সিভিল ডিফেন্স সম্পর্কে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে অবলম্বিত ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণের মনে একটা সহজ ভাব আসিয়াছে এবং উক্ত বিষয়ের সম্পর্কে ঔদাসীন্য প্রকাশ পায় নাই।

"এই ছাঁটাই প্রস্তাবে স্বল্প তাত্তাব সরকারী চাকুরে, সংবাদ ও অনুন্নত সম্প্রদায়, এমন কি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উন্নয়ন সম্পর্কে যে সকল আলোচনা শ্রবণ করিলাম, তাহাকে আমি শান্তিকালীন সমস্যা বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। ইহাতে কি এই প্রতীয়মান হয় যে, বৃটিশ ভারতের জনগণ দ্বারপ্রান্তে শত্রু-আক্রমণ প্রতিহত করা অপেক্ষা আভ্যন্তরিক অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কে অধিকতর মনোযোগী? যদি সত্যই তাহা হইয়া থাকে, তবে বর্ত্তমান দৃষ্টিভঙ্গীকে বিপজ্জনক বলিয়া অভিহিত করা চলে। এই সকল আভ্যন্তরিক ব্যাপার চিরদিন একভাবে না একভাবে বর্ত্তমান থাকিবে; কিন্তু যদি আমরা এই সঙ্কট কালে বহিঃশত্রুকে প্রতিহত করিবার নিমিত্ত আমাদের সমবেত চিন্তা ও শক্তি ও দৃঢ় সংকল্পকে কেন্দ্রীভূত না করি, তবে জাপানী এবং নাৎসীগণ উপরোক্তভাবে চিরকাল টিকিয়া থাকিবে।

সম্পূর্ণরূপে রাজনীতির সম্পর্কহীন

"দেশের বেসামরিক রক্ষণ-ব্যবস্থার সহিত রাজনীতির কোনই সম্পর্ক নাই এবং আমরা সকল দলের লোক হইতে সাহায্য, উপদেশ ও সমালোচনা সাদরে আহ্বান করিতেছি। কোন কোন দলের লোক এই বেসামরিক রক্ষণ-ব্যবস্থায় সাহায্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু তাঁহারা এই ব্যবস্থার কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কাজে যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবস্থার পাশাপাশি পৃথকভাবে কাজ করিতে ইচ্ছা করেন। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট এই প্রকারের প্রকাশ্য উক্তিসমূহের মধ্যে এরূপ কোন মতলব আছে বলিয়া মনে করেন না যে, সত্যই প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানসমূহ খোলা হইবে এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া কাজ করা হইবে।

"পক্ষান্তরে উপমা স্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে, ইহা দেখা গিয়াছে যে সম্প্রতি বোম্বাইর শেরিফ যে সভা আহ্বান করিয়াছিলেন তাহাতে এরূপ অভিপ্রায়ই প্রকাশ করা হইয়াছে যে, বেসামরিক দেশরক্ষা-ব্যবস্থার সাধারণ পরিকল্পনার সহিত পূর্ণ সমন্বয় রাখিয়াই কাজ করা হইবে।

"আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বেসামরিক দেশরক্ষা-বিভাগ এরূপভাবে কার্য্য প্রণালী সংগঠন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, যাহা ভারতীয় অবস্থার সম্পূর্ণ উপযোগী এবং ভারতবর্ষে যাহা সাফল্যের সহিত করা যাইতে পারে। সুতরাং সমাজের সংগঠিত বৃহৎ বৃহৎ দলসমূহ যদি এই দেশরক্ষা ব্যবস্থার বিশেষ ও সমষ্টিগত কোন কাজ তাহাদের পৃথক সত্তা রক্ষা করিয়া সমাধা করিবার ইচ্ছা করেন, তাহাতে ভারত গভর্ণমেণ্ট কোনই আপত্তি করিবেন না।"

পূর্ব্ব কেন্দ্রীয় পাঞ্জাবের মুসলমান প্রতিনিধি মৌলানা জাফর আলী খাঁ বলেন—আমি মাননীয় সদস্যকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, ইতিপূর্ব্বে আমি যখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিবকে একথা বলি যে, গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য যেমন দেশের লোকের স্বার্থ রক্ষা করা, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মোস্লেম লীগের স্বেচ্ছাসেবকগণের উদ্দেশ্যও সেইরূপ; কিন্তু তাহাদিগকে সন্দেহের চক্ষে দেখা হয়। তখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিব বলেন যে, গভর্ণমেণ্ট তাহাদের সহযোগিতা সাদরে গ্রহণ করিবেন।

[১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

আলোক-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিধি-নিষেধ

[৫ম পৃষ্ঠার জের]

যদি শত্রুভাবাপন্ন বিমান কখনও বাঙলা অভিমুখে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে রাস্তার উজ্জ্বল আলো যাহাতে উহার লক্ষ্য আকর্ষণ না করিতে পারে, তজ্জন্য ব্যবস্থা-অবলম্বন একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে শহরে আলো-গুলিকে এমনভাবে ঢাকিয়া দিতে হইবে যে, ইলেকট্রিক লাইট বা অন্যান্য বাতি হইতে সাধারণ হারিকেনের অপেক্ষা উজ্জ্বল রশ্মি বাহির না হয় এবং তির্য্যকভাবে ছাড়া সরাসরি ঐ আলোর রশ্মি বাহিরে পড়িতে না পারে। জোরালো আলোগুলির তীব্রতাও হ্রাস করিতে হইবে।

আলোকের এই তীব্রতা হ্রাসের পর উহা যাহাতে জনসাধারণের উপকারে আসে, তজ্জন্য সমগ্র রাস্তার উহা যথাসম্ভব সমানভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে হইবে, অর্থাৎ বাতির নীচে পর্য্যাপ্ত আলো এবং দুইটী বাতির মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে জমাট অন্ধকার যাহাতে না থাকিতে পারে, তজ্জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ইংলণ্ডে গবেষণা-পরিচালনা ও লব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গিয়াছে যে, আলোকের উপরিভাগ আচ্ছাদন করিলে এবং বাতির ঠিক নীচে একটি ক্ষুদ্র বাটি লাগাইয়া দিলে সর্ব্বত্র সমানভাবে আলোক বণ্টিত হইতে পারে। নীচে ক্ষুদ্র বাটিটি বসানোর ফলে আলোর ঠিক নীচের জমিতে বেশী আলো না পড়িয়া উহা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং উপরের শেডের দরুণ সরাসরি রশ্মি বাহিরে পড়িতে পারে না। উহার ফলে, বাতির ঠিক নীচে যে আলোক পড়ে তাহা প্রতিফলিত হয় এবং যে সকল দূরবর্ত্তী স্থানে প্রতিফলিত আলোক যথেষ্ট নয়, সেখানে সরাসরি রশ্মির সুবিধা পাওয়া যায় এবং যথেষ্ট পরিমাণ অঞ্চল প্রায় সমভাবে আলোকিত হয়।

আলোকের উৎসের ঔজ্জ্বল্য (অর্থাৎ বাল্‌ব অথবা ব্যাগ বার্ণারের আকার) এবং শেডের অভ্যন্তর ভাগ নিয়ন্ত্রণ করিয়া আলোকের গড় ঔজ্জ্বল্যের মধ্যে তারতম্য থাকিতে পারে, কিন্তু মৌলিক নীতি একই থাকিয়া যায়। ইংলণ্ডে রাস্তার আলোকের ঔজ্জ্বল্য খুবই কম, অর্থাৎ তারার আলোকের সমান রাখিতে দেওয়া হয় এবং বিশেষ কোনও পণ্য উৎপাদনের অঞ্চলে কেবলমাত্র উজ্জ্বল চন্দ্রালোক সদৃশ আলোক রাখিতে দেওয়া হয়, কিন্তু উহাও অল্প সময়ের মধ্যেই নির্ব্বাপিত করার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এখানে আলোকের ঔজ্জ্বল্য উজ্জ্বল চন্দ্রালোকের সমান রাখিতে দেওয়া হইতেছে।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ব্রিটিশ ষ্ট্যাণ্ডার্ড স্পেসিফিকেশন বি-এস/এ-আর-পি ২০ অনুযায়ী বিশেষভাবে প্রস্তুত সরঞ্জামাদি ব্যবহার দ্বারাই উপরোক্ত ফললাভ সর্ব্বাপেক্ষা সহজে সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু ঐ ধরণের সরঞ্জাম এখন ভারতে পাওয়া যায় না বলিয়া বর্ত্তমান শেডগুলির কিয়ৎ পরিমাণ পরিবর্ত্তন দ্বারা অনেকাংশে অনুরূপ ফললাভ সম্ভব হইতে পারে।

শেডের মধ্যে ল্যাম্প হোল্ডারকে ঠিকভাবে বসাইয়া, প্রয়োজনক্ষেত্রে নূতন একটা শেডের বেষ্টনী লাগাইয়া এবং আলোকের উৎসের ঠিক নীচে একটা বাটি বা মোচাকৃতি বস্তু লাগাইয়া উপযুক্ত ফললাভ হইতে পারে। গ্যাসের আলোর ক্ষেত্রে, বণ্টনের কাচের উপযুক্ত পরিমাণ স্থান ব্যাপিয়া রং লাগাইয়া এবং যথোপযুক্ত বাটি লাগাইয়া অনুরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

এইরূপ পরিবর্ত্তনের বেলায়, সর্ব্বক্ষেত্রেই আলোকের উৎসকে শেডের মধ্যে যথাস্থানে সন্নিবেশ এবং বাটি বা মোচাকৃতি পাত্রকে ঠিকভাবে বসাইতে পারার উপরই উহার কার্য্যকারিতা সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভরশীল। রাস্তার আলোক প্রজ্বালন সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষ এতৎসম্পর্কে নিম্নোক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে পারেন:—

সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, ইলেকট্রিক্যাল সার্কেল, কম্যুনিকেশনস এ্যাণ্ড ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট অব বেঙ্গল, ৮নং রয়েল্স রোড, কলিকাতা।

কলিকাতা হইতে লোক অপসারণের সমস্যা

মাননীয় মিঃ সন্তোষকুমার বসুর দৃঢ় অভিমত

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে গত ২০শে মার্চ্চ বে-সামরিক দেশরক্ষা বাজেটের আলোচনার উত্তর দানকালে বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বে-সামরিক দেশরক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় সন্তোষকুমার বসু এইরূপ ঘোষণা করেন যে, কলিকাতা হইতে লোক অপসারণের কোন কথা গভর্ণমেণ্ট চিন্তা করিতেছেন না। আমরা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই শহরে অবস্থান করিয়া সহজ ও সাধারণ-ভাবে আমাদের কার্য্য চালাইয়া যাইতেই ইচ্ছা করি।

মাননীয় মিঃ বসু আরও বলেন যে, এতৎসঙ্গে তিনি এইরূপ বলিতেছেন যে, শহরের অত্যাবশ্যক কার্য্যাদির জন্য যাঁহাদের থাকিবার প্রয়োজন নাই ও যাঁহারা অন্যত্র তাঁহাদের বাসস্থানের সংস্থান করিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে আতঙ্কিত হইয়া ভীত হইয়া শহর ত্যাগ না করিয়া সুশৃঙ্খল ও সংযতভাবে শহর হইতে চলিয়া যাইবার পথ খোলাই আছে। মন্ত্রী মহোদয় দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, কলিকাতাকে 'উন্মুক্ত শহর' বলিয়া ঘোষণা করার প্রস্তাবে যে মনোবৃত্তি প্রকাশ পায়, তাহা অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় পরাজয়ের মনোবৃত্তি আর কি হইতে পারে?

জেকোস্লোভাকিয়ায় নাৎসী বর্ব্বরতা

ছাত্রসমাজকে ভীতি-প্রদর্শনের জঘন্য পন্থা

আমেরিকার জেকোস্লোভাক্ ন্যাশন্যাল কাউন্সিল কর্ত্তৃক প্রাপ্ত একটি সংবাদে জানা যায় যে, জেকোস্লো-ভাকিয়ার রাজধানী প্রেগে নাৎসীরা আরও ভয়াবহ ব্যাপার সম্পাদন করিয়াছে। শিক্ষকদিগের সহিত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে জেকোস্লোভাকিয়ার স্বদেশ-প্রেমিকদের শাস্তি-বিধান দেখিবার জন্য যাইতে বাধ্য করা হইয়াছিল, যাহাতে জীবনে তাহারা সেই দৃশ্য ভুলিতে না পারে। যে সকল শিক্ষক ভয় দেখাইয়া শিক্ষা দেওয়ার এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ শাস্তি প্রদান করা হয়। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে গত ১৭ই অক্টোবর প্রেগে ৩ জন এবং ব্রুনোতে চারজন শিক্ষকের শাস্তি বিধান করা হইয়াছে। কমিউনিষ্ট দলের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন লোককে শাস্তি দেওয়ার অজুহাতে প্রেগ, তাহার শহরতলী এবং ক্লাড্‌নোর বহু শিক্ষককে কারাগারে প্রেরণ করা হইয়াছে। এই সময়ই ব্যাপকভাবে শিক্ষকগণকে ধর পাকড়ের ফলে প্রেগ এবং ক্লাড্‌নো জেলার বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিল্পবিদ্যালয় এবং শিক্ষকদিগের কলেজ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

জাপানী বর্ব্বরতার অভিযান

[৭ম পৃষ্ঠার জের]

নয়, সে সকল স্থানের নারীগণ এই সকল ক্ষেত্রে নিয়োজিত হইবার ফলে পুরুষরা সৈন্যদলে যোগ দিতে সমর্থ হইয়াছে।

নব্য চীনের প্রাণশক্তি হইতেছে—প্রত্যেকে সকলের জন্য এবং সকলে প্রত্যেকের জন্য। দুঃখের মধ্য দিয়া আমরা একতাবদ্ধ হইয়াছি, আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হইবে। প্রত্যেক সাধু-প্রচেষ্টার পশ্চাতে এমন লোকের সাহায্য পাওয়া যায়, যাহারা তাহার সাফল্যের জন্য নিজেদের যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতেও প্রস্তুত। চীনের জনসাধারণ—চীনের বীরগণ, যাহাদের লইয়া এখনও কোন গাঁথা রচিত হয় নাই—তাহারাই এই ধরণের মানুষ। চীনের মতই ভারতের মূল শক্তি গভীর তলদেশে অবস্থিত। চীনের দেশভক্ত সেনা অথবা অসামরিক জনসাধারণ—যাহাদের রক্তে অদ্য চীনের উর্ব্বর ভূমি সিক্ত হইতেছে, একদিন ভবিষ্যতে তাহা হইতে নিশ্চয়ই সুফল ফলিবে। চীনে একটি কথা আছে—'বীজ বপনের কথাই মনে রাখিতে হইবে, ফসল কাটিবার কথা চিন্তা করিবে না। আমরা যাহা বপন করিতেছি তাহার ফসল আমরা পাইব না, কিন্তু আগামী যুগের আমাদের বংশধরগণ আমাদের ত্যাগের ফসল নিশ্চয়ই ভোগ করিবে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ একদিন যে শ্রম করিয়াছিলেন তাহার ফল যেমন আমরা ভোগ করিতেছি, তেমনি আমরাও যেন আমাদের সন্তান-সন্ততির জন্য আন্তরিকভাবে বীজ বপন করিতে থাকি।''

হংকং ও সিঙ্গাপুরের ইংরেজ বন্দী

জাপানীদের হীন আচরণ

ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকার কূটনৈতিক সংবাদদাতার তারে প্রকাশ, আর্জেণ্টাইন গভর্ণমেণ্ট হংকং ও সিঙ্গাপুরের বন্দীদের জন্য রসদাদিপূর্ণ একটি রেডক্রশ জাহাজ পাঠাইবার জন্য জাপানের নিকট অনুমতি চাহেন, কিন্তু জাপান আর্জেণ্টাইন গভর্ণমেণ্টের ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। আর্জেণ্টাইনের সুদূর-প্রাচ্যস্থিত কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ হংকংএ যাইয়া সেখানকার অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করার অনুমতি চাহিলেও জাপান তাহাতে অসম্মত হয়। তাহাতেই বুঝা যায় হংকং এবং সিঙ্গাপুরে বন্দীদের উপর জাপানীরা যে ব্যবহার করিতেছে, তাহা অপরকে জানাইতে উহারা অনিচ্ছুক।

জাপ গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, ইংরেজ বন্দীরা জাপানী সৈন্যদের ন্যায়ই সমান খাদ্য ও পরিচ্ছদ পাইতেছে এবং বন্দী ও অন্তরীণ ব্যক্তিরা কোন কিছুরই অভাব অনুভব করিতেছে না।

নূতন ধরণের বৃটিশ বর্ম্মী-বিমানগুলিতে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ইঞ্জিন ও অধিক সংখ্যক কামান সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই ছবিতে এই শ্রেণীর বিমানের দুইটি কামান দেখা যাইতেছে।

কেন্দ্রীয় পরিষদে মিঃ সাইমন্সের বক্তৃতা

[১ম পৃষ্ঠার জের]

মিঃ সাইমন্স বলেন—আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের আজ্ঞানুসারে ও সম্মতিক্রমেই এই বিবরণ প্রদান করিতেছি। আমি বলিতেছি যে, যদি কোন সম্প্রদায়ের সংগঠিত বৃহৎ বৃহৎ দলসমূহ দেশরক্ষা-ব্যবস্থার কোন বিশেষ ও সমষ্টিগত কোন কাজ নিজেদের পৃথক সত্তা রক্ষা করিয়াও করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহাতে ভারত গভর্ণমেণ্ট কোন আপত্তি করিবেন না।

বাঙলার মন্ত্রী মহোদয়ের উক্তি

বাঙলার বে-সামরিক দেশরক্ষা-ব্যবস্থা বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় মিঃ সন্তোষকুমার বসু এতৎসম্পর্কে প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে নিম্নলিখিত বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন:—

"আমি এই পরিষদে পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি যে, বর্ত্তমানে যেরূপ উপদেশ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে শত্রু যখন বিমান-আক্রমণ বস্তুতঃই আরম্ভ করিয়াছে, তখন এ-আর-পির কার্য্যের জন্য পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে পৃথক পৃথকভাবে কাজ করিতে দেওয়া সম্ভব নহে। আমি ইহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছি যে, বেসামরিক দেশরক্ষা কার্য্যের অন্যান্য বিষয়ে, যথা হতাহতদিগকে যে অঞ্চল হইতে স্থানান্তরিত করা হইবে তাহার বাহিরে আহতদিগের সেবা যত্ন, গৃহহীনদিগকে সাহায্য, শহরত্যাগী লোকদিগকে সাহায্য, আগুন হইতে গৃহাদির রক্ষাকার্য্য ইত্যাদিতে সংগঠিত বেসরকারী প্রচেষ্টাকে সাদরে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এ-আর-পি সম্বন্ধে অজ্ঞ ও অশিক্ষিত লোকদিগকে উপদেশ দেওয়া আর একটি বিশেষ জরুরী কাজ যাহাতে ওয়ার্ডেন সার্ভিসের সহিত সর্ব্ব-প্রকারের সহযোগিতায় গ্রহণীয়। আশ্রয়প্রার্থিগণের সম্বর্দ্ধনা ও তত্ত্বাবধান বেশীরভাগ বেসরকারী ব্যবস্থার হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং এ বিষয়ে সাহায্য সর্ব্বথা সাদরে গ্রহণ করা হইবে।

কেন্দ্র ও প্রদেশসমূহ

মহাশয়, মিঃ লসন প্রথম কথা উল্লেখ করিয়াছেন যে, ভারত গভর্ণমেণ্টের কার্য্য কতটা উপদেশাত্মক ও কতটা কার্য্যকরী। কিছুদিন পূর্ব্বেও এই অবস্থা ছিল যে, ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রদেশসমূহের উপর খুব কঠোর ও কড়া কর্ত্তৃত্ব পরিচালন করিতেছিলেন। ইহা এত কঠোর ছিল যে, দেশরক্ষা ব্যবস্থার যে কোন পরিকল্পনা দিল্লীতে পাঠাইতে হইত এবং ইহা মঞ্জুরী পাওয়ার পূর্ব্বে বিভিন্ন বিভাগে উহা বিবেচিত ও পরীক্ষা করা হইত। এই ব্যবস্থায় কাজ তাড়াতাড়ি হইতে পারিত না। এই অবস্থা এখন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং প্রদেশগুলিকে এরূপ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে যাহা স্বায়ত্ত-শাসিত প্রদেশ পাইতে পারে এবং বেসামরিক দেশরক্ষা সম্বন্ধে সমজ্ঞবুদ্ধি-পরিচালিত উপায়ে ও ভারত গভর্ণমেণ্ট সাধারণভাবে যেরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন, সেইভাবে কাজ করিয়া যাইতে পারেন।

যেহেতু কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে শেষে ব্যয়ের একটা বড় অংশ দিতে হইবে, সেইজন্য আমাদের হাতে এই ব্যবস্থা রহিয়াছে যে, যদি কোন প্রদেশ আমাদের নির্দ্ধারিত সাধারণ নির্দ্দিষ্ট আদর্শ (অথবা অভিপ্রায়ভাবে আদর্শের অনুসরণ করার নির্দ্দেশ দেওয়া থাকিতেছে না) এবং আদর্শ পরিকল্পনার ব্যতিক্রমে কাজ করিয়াছে বলিয়া প্রমাণিত হয় এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট যে আদর্শ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন তাহা হইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম হয়, কিম্বা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের প্রদত্ত উপদেশের বিশেষ ব্যতিক্রম করা হয়, তাহা হইলে যে প্রদেশ আদেশ ও আদর্শের এইরূপ ব্যতিক্রম করিবে সেই প্রদেশকে উহার সমস্ত কাজের ব্যয় বহন করিতে হইবে এবং ঐ কাজের জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট কিছুই দিবেন না।

এইটি হইল আমাদের শ্রেষ্ঠ অনুমোদন এবং আমি যতদূর অবগত আছি বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ও ইংলণ্ডের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ এই একমাত্র অনুমোদন ব্যবস্থাই রাখিয়াছেন।

আমার সংযোগ রক্ষার ব্যবস্থা

কিন্তু উল্লিখিত ব্যবস্থা ছাড়াও আর কিছু আমরা করিয়া থাকি। সিভিল ডিফেন্স বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেল তাঁহার হেডকোয়ার্টার্সে যত সময় থাকেন, তাহার বেশী সময় পরিদর্শন কার্য্যে ব্যয় করেন। তিনি যে সমুদয় প্রদেশে গমন করেন সেই সমুদয় প্রদেশকে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের মতামত বিশেষভাবে জানাইয়া দেন। মাননীয় সদস্য বাহিরে অনেক স্থান পরিদর্শন করেন এবং এখন আমরা কতকগুলি অফিসার নিযুক্ত করিতেছি যাঁহারা ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁহাদের সমস্ত সময় কাটাইবেন এবং তাঁহারা ইহাও দেখিবেন যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ঠিকমতই সিভিল ডিফেন্সের কাজ করিতেছে। যদি বিশেষ কোন ব্যতিক্রম দেখা যায়, তাহা হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে জানান হইবে এবং তখন আমরা প্রয়োজনানুসারে ব্যবস্থা অবলম্বন করিব।

বন্দর, রেলওয়ে ও কারখানা সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, এই সমুদয় কেন্দ্রীয় বিষয় ঐ সম্বন্ধে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলি যথারীতিভাবে করিতেছে কিনা, সে সম্বন্ধে ভারত গভর্ণমেণ্ট সবিশেষ সংবাদ লইয়াছেন কি না। মহাশয়! এই সব বিষয় প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের করণীয় বিষয়ের বহির্ভূত।

ভারত গভর্ণমেণ্ট রেলওয়ে বোর্ডের মধ্যস্থতায় রেলওয়ে সম্বন্ধে সাক্ষাৎভাবে সমস্ত ব্যবস্থা করেন। কমিউনিকেশন বিভাগের মধ্যস্থতায় বন্দর ও শ্রম বিভাগের মধ্যস্থতায় জরুরী জাতীয় কাজে নিযুক্ত কারখানাসমূহের ব্যবস্থা করা হয়।

অতঃপর তিনি বলেন, যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে শ্রমিকগণের সম্বন্ধে, যাহারা বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত হইয়াছে তাহাদের জন্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট রেঙ্গুনের অবস্থা বিবেচনা করিয়া তদনুসারে দ্রুত কাজ করিয়াছে এবং শুধু শ্রমিকদের জন্য যথেষ্ট আশ্রয়স্থল প্রস্তুত করা হয় নাই, তাহাদের পরিবারবর্গের জন্যও আশ্রয়স্থল করা হইয়াছে।

মহাশয়, মিঃ লসন ইংলণ্ডের এ, আর, পি সম্বন্ধে শিক্ষার বিষয় যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমি ইতিপূর্ব্বেই সংক্ষেপে বলিয়াছি আমরা এখানে ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকেই পাইয়াছি। আমাদের সৌভাগ্য যে ইংলণ্ড হইতে কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হইয়াছে এবং তাঁহারা এখানেই আছেন। যে সমুদয় সার্কুলার ও উপদেশাবলী দেশরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী বিলাতে প্রচার করিয়াছেন, সেগুলিও আমরা পাইয়াছি। উহার কতকগুলি আমরা এখানে কাজে লাগাইতে পারি না, কতকগুলি আমরা সাক্ষাৎভাবে কাজে লাগাইতে পারি এবং ঐ সম্বন্ধে উপদেশাদি প্রচার করিতে পারি; আর কতকগুলি বিষয় আছে যাহা ভারতীয় অবস্থার উপযোগী করিয়া কার্য্যকরী করিতে হইবে। ইংলণ্ডে এ, আর, পি কার্য্যে বহুরূপে অভিজ্ঞ এবং ভারতবর্ষের সহিতও যাহাদের দীর্ঘদিনের সংস্রব রহিয়াছে এরূপ অফিসারদিগকেই এই সমুদয় কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং আমি মনে করি যে এইভাবেই আমরা ঐ সমুদয় অভিজ্ঞতা কার্য্যে লাগাইতে পারিব।

রেঙ্গুনের অভিজ্ঞতা

এরূপ বলা হইয়াছে যে, রেঙ্গুনে যে টেকনিক্যাল ট্রেনিং দেওয়া হইয়াছিল, তাহার যার আরাই কোন কাজে লাগে নাই। আমার মনে হয় ভ্রান্ত ধারণার উপর এইরূপ উক্তি করা হইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে রেঙ্গুনে বিমান আক্রমণ হওয়ার পর রেঙ্গুনে দশ দিন অবস্থান করিয়া ডিরেক্টর-জেনারেল নিজে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা আমি যথাযথ এখানে পাঠ করিতেছি। তিনি বলেন—

আমরা ভারতবর্ষে যেভাবে এ, আর, পি সংগঠন করিতেছি রেঙ্গুনেও সেইভাবের ব্যবস্থাই করা হইয়াছিল। সেখানে এই ব্যবস্থা বিশেষ কার্য্যকরী না হইলেও অনেকটা ভাল কাজ হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠান নূতন বলিয়া নেতৃত্ব ও নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাব ছিল এবং ট্রেনিং অল্প দিন দেওয়া হইয়াছিল, সেইজন্যই অতটা সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। এমন কিছু নাই যাহা দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে, আমাদের বা তাহাদের ব্যবস্থায় ত্রুটি ছিল কিম্বা লিখিত পরিকল্পনা ও সবিশেষ ট্রেনিং মূল্যহীন ছিল। কিন্তু যখন পরীক্ষার সময় উপস্থিত হয়—এবং ইহাই হইল প্রকৃত পরীক্ষা—তখন বিস্তারিত কার্য্যপদ্ধতির অধিকাংশই কাজে আসে না এবং টেকনিক্যাল জ্ঞানের চেয়ে পরিচালনা ও সাহসে অনেক বেশী কাজ হইয়া থাকে। অনেক স্থানে আয়োজন পূর্ণ করিতে বিলম্ব হইয়াছে এবং রেঙ্গুন ঐ স্থানসমূহের অন্যতম। ইহাই হইল রেঙ্গুনের অভিজ্ঞতা।

ইলেক্ট্রিক্যাল সার্ভিসের অস্থায়ী সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার মিঃ এইচ, ডি, মার্চেণ্ট সাময়িকভাবে গভর্ণমেণ্টের এ-আর-পি আলোক সম্পর্কিত ব্যাপারে পরামর্শদাতা নিযুক্ত হইয়াছেন এবং মিঃ জে, ডি, এ, ভিনসেণ্টের এম-আই-ই-ই, এ-সি-জি-আই, এম-আই-ই (ইণ্ডিয়া)র পরিবর্ত্তে তাঁহাকে এ-আর-পির আলোক সম্পর্কিত বাহিরের যে কোন অনুসন্ধান ব্যাপারে সমাপ্তি ব্যবস্থা করিবার দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে।

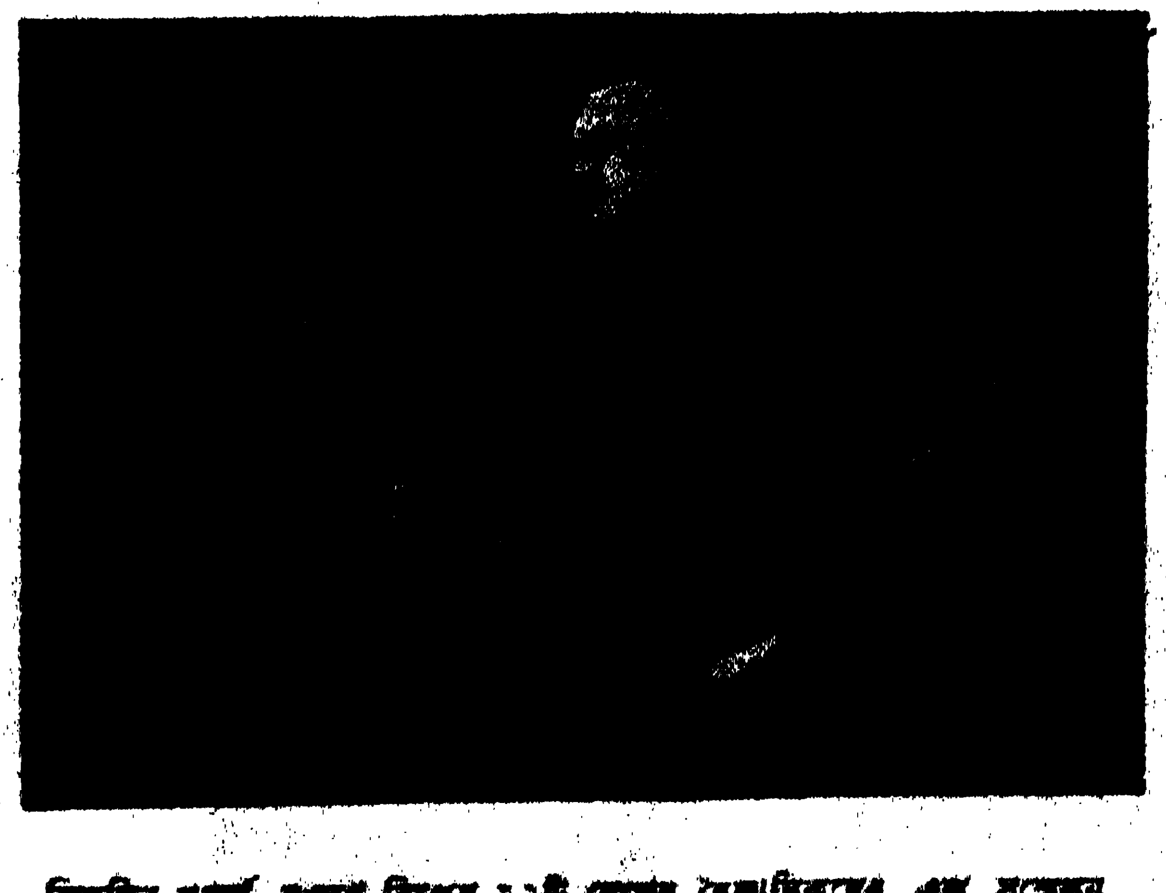

কিছুদিন পূর্ব্বে লণ্ডনে বিশ্বের ২২টি দেশের বৈজ্ঞানিকদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই চিত্রে প্রফেসার এ, ভি, হিলকে বক্তৃতা প্রদান করিতে দেখা যাইতেছে।

৩

বৃটিশ বিমান-বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত জনৈক আমেরিকান বৈমানিক

[illegible] কোনও কারখানায় একটি ক্ষতিগ্রস্ত বৃটিশ জঙ্গী-বিমানকে মেরামত করা হইতেছে

একটি বৃটিশ বোমাবর্ষী বিমানের চালক শত্রু এলাকায় আক্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রার পূর্বে পথের নক্সা পরীক্ষা করিতেছে

জাপান নৌ-বাহিনীর জনৈক কর্মচারীকে সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া বন্দী হিসাবে বন্দরে আনয়ন করা হইয়াছে

সমুদ্রে পতিত বৃটিশ বৈমানিকদের ব্যবহারের জন্য এই ধরনের ক্ষুদ্র রবারের নৌকা প্রস্তুত হইয়াছে

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ABU HENA.

Regd. No. C632.

বাঙলার কথা

৩য় বর্ষ, ৪৩শ সংখ্যা] কলিকাতা, ২০শে এপ্রিল, ১৯৪২ [এক আনা

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের সতর্কবাণী

জনসাধারণের নৈতিক বলের প্রয়োজন

বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যগণকে সম্বোধন করিয়া নিম্নোক্ত মর্ম্মে একটি বক্তৃতা করেন :—

মিঃ স্পীকার ও সদস্যগণ,

পরিষদের অধিবেশন শেষ হইবার পর যে আমি আপনাদিগকে কিছু বলিতে চাহিতেছি, তাহার কারণ এমন কতকগুলি ব্যাপার আছে, আপনারা স্ব স্ব নির্ব্বাচন-মণ্ডলীতে প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে সেগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন বলিয়া আমি আশা করি। ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন শেষ না হইলে আমি উভয় পরিষদের সদস্যগণকে একত্রে সম্বোধন করিতাম। যাহা হউক, আমি আপনাদিগকে যাহা বলিতে চাহিতেছি, তাহা আপনাদের নিজেদের এবং আপনাদের নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

বাঙলাদেশ বহু দিন পর মহা সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। হয়ত পরিষদের পুনরধিবেশনের পূর্ব্বেই বহু ঘটনা ঘটিয়া যাইবে।

বিমান আক্রমণ

শত্রুপক্ষের আক্রমণ নানা আকার ধারণ করিতে পারে। প্রথমে বিমান আক্রমণের সম্ভাবনার কথা ধরা যাউক। বৃটেনে যে বিমান আক্রমণ হইয়াছিল, শুধু বৃটিশ বিমান-বহর তাহার প্রতিরোধ করে নাই; বস্তুতঃ জনসাধারণের নৈতিক শক্তি অটুট ছিল বলিয়াই বৃটেনে শত্রু আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছে। চুংকিংয়েও অধিবাসীদের দৃঢ়তার জন্য জাপানীরা সুবিধা করিতে পারে নাই। বিমান আক্রমণ হইতে কোন শহর রক্ষা করিতে হইলে কামান, বিমান এবং জনসাধারণের নৈতিক শক্তি এই তিনটির প্রয়োজন হয়। বলা বাহুল্য, জনসাধারণের নৈতিক শক্তিই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান্। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা শহরে থাকিবেন তাঁহারা জনসাধারণের নৈতিক শক্তি অটুট রাখার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিবেন—আমি এই আশা করি।

লুটতরাজের আশঙ্কা

শত্রু আক্রমণের ফলে দেশের দুর্ব্বৃত্তগণ মাথা তুলিতে চেষ্টা করে এবং শহরে লুটতরাজের আশঙ্কা দেখা দেয়। এ সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। সামরিক শক্তি ছাড়াও শহরের পুলিশের সংখ্যা বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। সর্ব্বোপরি এই ধরণের অপরাধের বিচারের জন্য বিশেষ আদালত গঠিত হইয়াছে এবং সরাসরি বিচার করিয়া অপরাধীদের কঠোরতম সাজার ব্যবস্থা করা হইবে।

খাদ্যাদি বিতরণের ব্যবস্থা

গভর্ণমেণ্ট খাদ্যদ্রব্য বিতরণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বড় বড় কর্ম্মচারীদিগকে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা অনেক দোকানদারী প্রতিষ্ঠান করিয়াছেন। অনেকে স্বয়ং স্ব স্ব কর্ম্মচারীদের জন্য দোকানও খুলিয়াছেন। মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং সরবরাহ সম্পর্কেও গভর্ণমেণ্ট যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

পুলিশ ও সিভিকগার্ড দল

প্রদেশের সর্ব্বত্র পুলিশের সংখ্যা বাড়ান হইয়াছে এবং তাহাদের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য সিভিকগার্ড দলকে নূতন করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ইহা ছাড়া স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করিয়া তাহারা যাহাতে জনসাধারণকে সংবাদ প্রদান করে এবং আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষায় সাহায্য করিতে পারে, তজ্জন্য ব্যবস্থা করা হইতেছে।

স্থল বা জলপথে আক্রমণ

বিমান আক্রমণ ছাড়া, স্থল ও জলপথে আক্রমণেরও আশঙ্কা আছে। সে অবস্থায় অসামরিক অধিবাসীদের কর্ত্তব্য কি হইবে, তাহা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে বলিতে চাই যে, শত্রুর হাতে পড়িলে তাহার সুবিধা হইতে পারে এরূপ কোন জিনিষ বা মালমশলা যাহাতে তাহাদের হস্তগত না হয়, এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ সম্পর্কে কতকটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াই এ বিষয়ের উল্লেখ করা আমি প্রয়োজনীয় মনে করিতেছি।

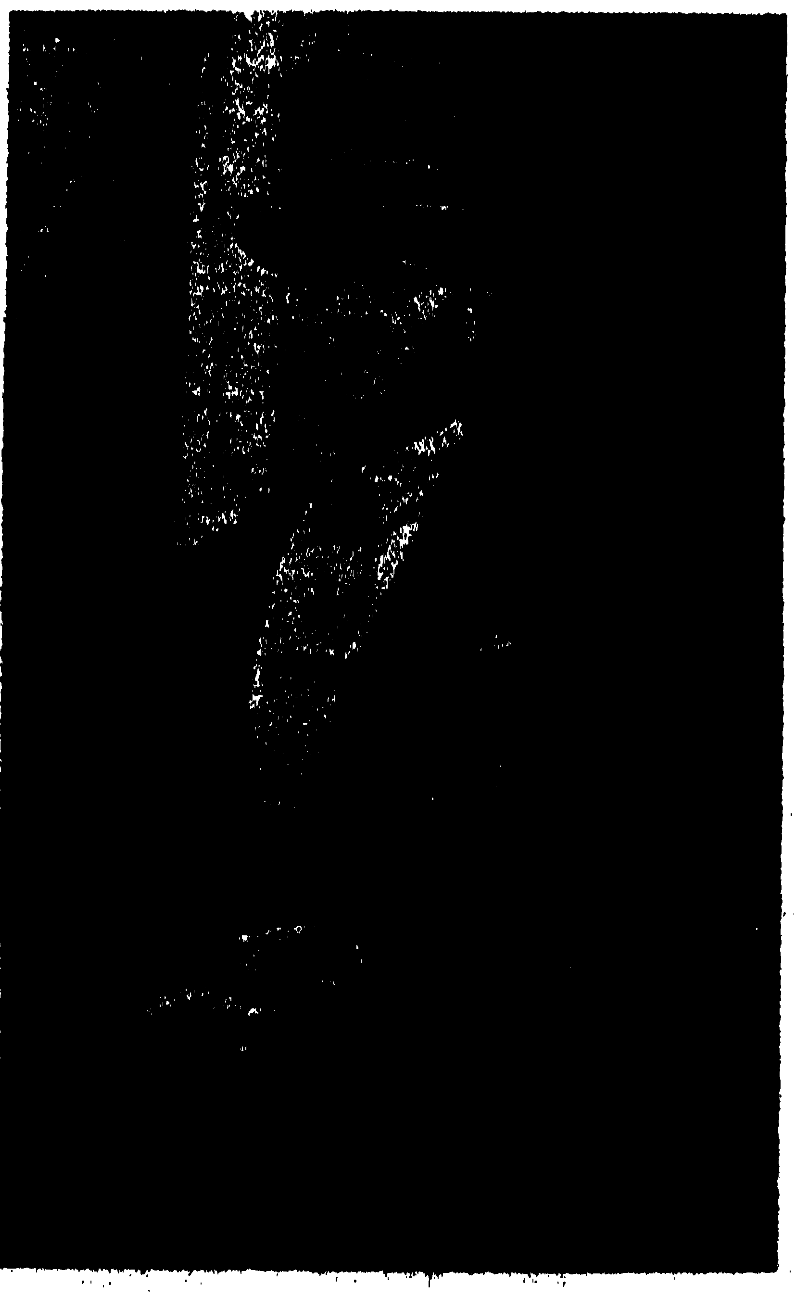

বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর

'পোড়ামাটি' নীতি

রাশিয়াতে যে "পোড়ামাটি" নীতি অনুসরণ করা হইয়াছে তাহার কথা আমি বলিতেছি না। কেন না আমি আপনাদিগকে নিশ্চিতরূপে জানাইতে পারি যে, বাঙলা দেশে কোন জেলায় সেরূপ কোন নীতি অনুসরণের অভিপ্রায় গভর্ণমেণ্টের নাই। গ্রাম পোড়ান অথবা গ্রামবাসীদের সঙ্গতি সম্পত্তি অপসারণ করা ইত্যাদি কোন অভিপ্রায় গভর্ণমেণ্ট বা সেনাদলের নাই। তবে কোন জেলায় অতিরিক্ত শস্য বা ফসল থাকিলে, সেগুলি শত্রুর হস্তে পড়িলে, অথবা জেলার অধিবাসীদের মধ্যে অভাব এবং দুর্ভিক্ষ হইতে পারে বলিয়াই স্থির করা হইয়াছে যে, অতিরিক্ত ফসল অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হইবে। কিন্তু জেলার সাধারণ প্রয়োজনের জন্য যে শস্যাদির প্রয়োজন তাহা স্থানান্তরিত করা হইবে না।

যানবাহনাদি নিয়ন্ত্রণ

যানবাহনাদি যাহাতে শত্রু হস্তে না পড়ে, তজ্জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। মালয় ও ব্রহ্ম হইতে যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, তাহাতেই বোঝা যায় যে, মোটর গাড়ী, পেট্রল, সাইকেল, নৌকা প্রভৃতি শত্রু হস্তে পড়িলে সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং কোন অঞ্চল শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে সে অঞ্চলের অধিবাসীদের সহযোগিতায় সমস্ত যানবাহন সরাইয়া ফেলা হইবে এবং সেজন্য ক্ষতিপূরণও দেওয়া হইবে। সাইকেলগুলি ধ্বংস করিয়া দিতে অথবা নৌকাগুলি কোন নিরাপদ স্থানে রাখিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইতে পারে। নৌকার প্রয়োজন পূর্ববঙ্গে, বিশেষতঃ পূর্ব্ব বঙ্গে কত বেশী তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি; কিন্তু এ অঞ্চলের নৌকাগুলি শত্রু হস্তে না পড়িলে অন্যান্য অঞ্চল রক্ষা পাইবে, এই বিবেচনায় এই ব্যবস্থা করা হইতেছে। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন যে, এই উপায়ে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, কতিপয় ডিভিসন সৈন্য অপেক্ষাও মূল্যবান্। এই কারণে আমার অনুরোধ যে, আপনারা দেশবাসীকে বুঝাইবেন যে, এই সকল অসুবিধার ফলে দেশরক্ষা হইবে। এই বিবেচনায় তাহারা যেন এ বিষয় স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করে।

আর আমাদিগকে একথা বুঝিতে হইবে যে, সামরিক কার্য্য নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা প্রাদেশিক কর্ত্তব্যের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও সর্ব্ববিধ উপায়ে সহযোগিতা করিয়া এই সামরিক কার্য্য পরিচালনা সহজসাধ্য করা গভর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণের কর্ত্তব্য। এইজন্যই এবং এই আইন-সভা প্রধানতঃ গ্রামাঞ্চলের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হইয়াছে বলিয়া আমি আজ আপনাদের নিকট বক্তৃতাকালে গ্রামাঞ্চলের লোকদের কর্ত্তব্যের উপর এতখানি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছি। যে বিরাট শ্রম-শিল্পাঞ্চলের জন্য আমরা গৌরব অনুভব করি এবং এ প্রদেশের সমৃদ্ধির অনেকখানি যাহার উপর নির্ভর করে সেই অঞ্চলের সমস্যা এক পৃথক সমস্যা এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট এই সমস্যা সম্পর্কে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত। এই বিষয়ের সহিত যাঁহাদের স্বার্থ জড়িত তাঁহারা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট নিজেদের মতামত জানাইবার পূর্ণ সুযোগ পাইতেছেন। সুতরাং আমার পক্ষে এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নীতি বিস্তারিতভাবে জানান প্রয়োজন করে না এবং এই আইন-সভা উক্ত নীতি ঘোষণার পক্ষে উপযুক্ত স্থানও নহে। কিন্তু আমি এইটুকু বলিতে পারি যে, শহরে এবং শিল্পাঞ্চলে শেষ ব্যবস্থা হিসাবে শত্রুপক্ষকে সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরীভাবে অসুবিধায় ফেলার জন্য আমাদের পরিকল্পনায় ব্যবস্থা থাকিবে বটে; কিন্তু শিল্প সম্পদ ও অসামরিক ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্বিচারে ধ্বংস করার কোন অভিপ্রায় আমাদের নাই।

সিভীরণ বাহিনীর কার্য্যকলাপ

সিভীরণ বাহিনীর কার্য্যকলাপ সম্পর্কে আমার গভর্ণমেণ্টের মনোভাব আমি পূর্ব্বে সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং কোন শ্রেণী কোন রকম বিপদের ঝুঁকি লইতে

[শেষাংশ তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় [illegible] সঠিক সংবাদ [illegible] করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" মুদ্রণ করিয়া থাকেন। [illegible] লিফলেট বা সরকারী [illegible] প্রাপ্তব্য [illegible] বলিয়া ঘোষিত [illegible] অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

২০শে এপ্রিল—১৯৪২

সাইকেল ও দেশীয় নৌকা

দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য বাঙলা গভর্ণমেণ্ট সাইকেল ও দেশীয় নৌকা রেজেষ্ট্রী করিবার আদেশ প্রচার করিয়াছেন।

বিগত ২৮শে মার্চ্চ তারিখে যে আদেশ প্রচার করা হইয়াছে তাহাতে সাইকেলের মালিকদিগকে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অথবা কলিকাতায় পুলিশ কমিশনারের আদেশ মতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিকটতম থানায় সাইকেল সহ উপস্থিত হইয়া সাইকেল রেজেষ্ট্রী করিতে হইবে। রেজেষ্ট্রী হওয়ার পর বিনা খরচায় তাহাদিগকে রেজেষ্ট্রী নম্বর ও একখানি প্লেট দেওয়া হইবে। এই আদেশে আরোও বলা হইয়াছে যে রেজেষ্ট্রী করিবার নির্দ্দিষ্ট তারিখ অতীত হইয়া গেলে রেজেষ্ট্রী প্লেট ছাড়া কোন সাইকেল কোন রাস্তায় ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে না। সাইকেল হস্তান্তর করিলে এবং রেজেষ্ট্রী প্লেট হারাইয়া গেলে বা নষ্ট হইলে মালিককে তাহা রিপোর্ট করিতে হইবে এবং নিজ ব্যয়ে ঐ নম্বর ও প্লেট বদলাইয়া লইতে হইবে। যাহারা সাইকেলের ব্যবসা করে কিম্বা মজুত রাখে তাহাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহারা ব্যবসায়ী বা মজুতকারী হিসাবে রেজেষ্ট্রীর দরখাস্ত দিতে পারে, তাহাদিগকে ব্যবসায়ীর রেজেষ্ট্রী নম্বর ও সার্টিফিকেট দেওয়া হইবে। তাহাদিগকে রেজেষ্ট্রীর জন্য তাহাদের সমস্ত সাইকেল থানায় উপস্থিত করিতে হইবে না। কিন্তু বিক্রয়ের পূর্ব্বে যদি কোন সাইকেল রাস্তায় বাহির করা হয় তাহা হইলে ঐ সাইকেলে ব্যবসায়ীর রেজেষ্ট্রী নম্বর-যুক্ত স্বতন্ত্র লাল রেজেষ্ট্রী প্লেট লাগাইতে হইবে। এই সমুদয় প্লেটের ব্যবস্থা তাহারা নিজেরাই করিয়া লইবে কিন্তু ব্যবসায়ী হিসাবে রেজেষ্ট্রী করার জন্য কোন ফি দিতে হইবে না। রেজেষ্ট্রী করার জন্য দরখাস্তের ফর্ম, সাপ্তাহিক রিটার্ণ দাখিলের নির্দ্দিষ্ট ফর্ম এবং রেজেষ্ট্রীর সার্টিফিকেট বিনামূল্যে দেওয়া হইবে। সমস্ত সাইকেলের রেজেষ্ট্রী যাহাতে অতি অল্প সময়ে সমাধা হয় সেজন্য গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণকে সহযোগিতা করিতে আবেদন জ্ঞাপন করিতেছেন। দেশীয় নৌকা সম্বন্ধেও গভর্ণমেণ্ট অনুরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, যে সমুদয় নৌকা ১০ দশ জন বা ততোধিক লোক বহন করিতে পারে এবং সমস্ত মালবাহী নৌকা থানায় রেজেষ্ট্রী করিতে হইবে। নৌকার মালিক বা তত্ত্বাবধানকারী যে থানার এলাকায় বাস করে সেই থানায় রেজেষ্ট্রী করিতে হইবে। ২৫ ফিট বা ততোধিক লম্বা মালবাহী নৌকার জন্য কোন এক জেলার অথবা সেই জেলার আংশিক ও অন্য জেলার আংশিক যাতায়াত করার জন্য সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে। এই আদেশ প্রচার করার উদ্দেশ্য হইল দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য দেশীয় নৌকার সংখ্যা ও কোথায় রাখা হয় সে বিষয় জ্ঞাত হওয়া, কারণ প্রয়োজন হইলে ঐ গুলিকে বিপদজনক এলাকা হইতে দূরে লইয়া যাওয়ার আদেশ দেওয়া হইবে। রেজেষ্ট্রী করিতে বা লাইসেন্স লইতে কোন ব্যয় লাগিবে না এবং যে সমুদয় নৌকাকে স্থানান্তরিত বা নষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে তজ্জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। একথা বেশ বোঝা যায় যে এই আদেশ কার্য্যকরী করায় অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হইবে কিন্তু আশা করা যায় যে, [illegible] করা হইতেছে [illegible] নিযুক্ত করিয়া নৌকার মালিকগণ [illegible] সহিত [illegible] সহযোগিতা করিবেন [illegible] রেজেষ্ট্রী করা ও লাইসেন্স গ্রহণের কাজ শেষ হইতে পারে। যথাসম্ভব নৌকার নিয়মিত চলাচল ও সাধারণ ব্যবসায় হস্তক্ষেপ পরিহার করিতে হইবে।

সিভিল পাওনিয়ার কোর্স অর্ডিন্যান্স (১৯৪২)

সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়দের লইয়া গঠিত হইবে

১৯৪২ সালের সিভিল পাওনিয়ার কোর্স অর্ডিনান্স (১৯৪২ সালের ১০নং অর্ডিনান্স) এবং তাহা হইতে যে সকল নিয়ম-কানুন সংগঠন করা হইয়াছে এবং গত ২১শে মার্চ্চের ভারত সরকারের শ্রম বিভাগের ডি, আর, এ—১০৯২ (৩) নং আদেশ যাহা গত ১লা এপ্রিল কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে, তৎপ্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।

কেবল মাত্র ভারতবর্ষে কাজ করিবার নিমিত্ত প্রায় ১০,০০০ সংগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিকে লইয়া "সিভিল পাওনিয়ার কোর্স" গঠিত হইবে। ইহা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়দের দ্বারাই গঠিত হইবে এবং ভারতীয়গণই অফিসার নিযুক্ত হইবেন। প্রাদেশিক শাখা হিসাবে বাঙলা দেশ হইতে মোটামুটি ১,২০০ জন ব্যক্তি সংগ্রহ করা হইবে।

এই কোর্সের কর্ত্তব্য অর্ডিন্যান্সের ৪ নং ধারায় লিপিবদ্ধ করা আছে এবং উক্ত শাখা কিম্বা উহার অংশবিশেষ প্রাদেশিক সরকার অথবা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত ক্ষমতার অধীনে প্রদেশের অন্তর্গত যে কোন স্থানে কাজ করিতে প্রস্তুত থাকিবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশে প্রদেশের বাহিরেও তাহারা কাজ করিতে প্রস্তুত থাকিবে।

সৈন্যদলের অনুরূপভাবে ইহাদের নিয়মানুবর্ত্তিতা রক্ষিত হইবে এবং তালিকাভুক্ত ব্যক্তিগণকে অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী সৈন্যদলের আইন অনুসারে দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে।

এই অর্ডিন্যান্সের অধীন সমস্ত আইন-কানুন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট তৈরী করিয়াছেন এবং সকল ক্ষমতা সেই সরকারের হাতেই ন্যস্ত আছে। আইন-কানুনে বর্ণিত পাওনিয়ার ইউনিটের সাধারণ শাসন ব্যবস্থা এবং কাহার নিকট আপিল করা চলিবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের হস্তেই ন্যস্ত থাকিবে।

প্রাদেশিক শাখার সেক্রেটারী সাময়িকভাবে ঢাকায় থাকিবে। মিঃ ই, হজসনকে (আই-পি, ডেপুটি ইন্সপেক্টার জেনারেল অব্ পুলিশ, সিভিল গার্ড) তাঁহার নিজ কার্য্য ব্যতীতও এই পরিকল্পনা [illegible] অফিসার নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহার অফিস ঢাকায় থাকিবে। বাঙলা সরকারের নিয়োগ-পরামর্শদাতা এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণ যাহাতে নিঃ [illegible] এই দলে লোক সংগ্রহ করিতেছেন এবং নাম তালিকাভুক্ত করার নিমিত্ত সংবাদপত্রেও যথারীতি বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। এই প্রাদেশিক কার্য্যকাল সাধারণতঃ যুদ্ধের স্থিতিকালের জন্য এবং তাহার পরে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনানুসারে এক বৎসরের বেশী থাকিবে না।

বেতনের হার, খাদ্য, পোষাক এবং ব্যক্তিগত সাজ-সরঞ্জামের কথা রেগুলেশনেই উল্লিখিত আছে। এতদ্ব্যতীত আইন-কানুনে একাধারে লাভ, যুদ্ধে আহত হওয়ার জন্য এবং ছুটির ব্যবস্থাও আছে।

খাদ্য-শস্যের আবাদ বৃদ্ধি

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের কৃষি ও শিল্প বিভাগ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, প্রয়োজন হইতে খাদ্যশস্য অবশ্যই [illegible] ও খাদ্যশস্যাদির উৎপাদনের [illegible] বাঙলাদেশে [illegible] অনুযায়ী [illegible] উৎপাদন [illegible] গভর্ণমেণ্টের [illegible] করিবার, জেলা বোর্ডসমূহের চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টদিগকে ও জনসাধারণকে আবেদন করা হইয়াছে যে, তাঁহারা যেন খাদ্য ও অন্যান্য খাদ্যশস্যের অধিকতর আবাদ করিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। পুস্তিকা ও প্রাচীর-পত্র শীঘ্রই ছাপা হইবে ও প্রদেশের সর্ব্বত্র বিতরণ করা হইবে।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে ও গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কর্ম্মচারিগণকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহারা যেন গভর্ণমেণ্ট পক্ষের উপরোক্ত আবেদন পল্লী-অঞ্চলের জনসাধারণের গোচরীভূত করেন। আশা করা যায় যে, প্রত্যেকে এবং সকলেই এই বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিবেন এবং এই প্রচারকার্য্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিবেন।

জাপানীরা এসিয়াবাসীদের ঘৃণা করে

চীনা সংবাদপত্রের অভিমত

লণ্ডন হইতে ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখের রয়টারের সংবাদ।—চুংকিং রেডিওতে প্রকাশ যে, চীনদেশের খবরের কাগজ "তা কুং পাও" এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলিয়াছে "৪৫ কোটি চীনবাসীর নেতা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ সশস্ত্র সৈনিকের সর্ব্বময় কর্ত্তা জেনারেল চিয়াং কাইশেকের এ সময় ভারত পরিদর্শনে যাওয়া অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা"।

এই খবরের কাগজখানি সকলকে মনে করাইয়া দিতেছে যে, দুই বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু চুংকিংয়ে আসার সময় ঐ কাগজখানি ভারতের এই নেতাকে বলিয়াছিল—(১) জাপানীরা এসিয়ার মধ্যে বর্ব্বর জাতি, (২) জাপানীরা এসিয়ার লোক হইলেও অপর এসিয়াবাসীদিগকে ঘৃণা করে। মাঞ্চুকুও দ্বীপ এবং কোরিয়া ছাড়াও এসিয়ার বহু জাতির স্বাধীনতা জাপান কাড়িয়া নিয়াছে এবং এসিয়ার সকল জাতিকে বশ করার উদ্দেশ্যে আর এক ধাপ অগ্রসর হইবার জন্য চীনের অধিবাসীদেরও দাসত্বে আনার চেষ্টা করিতেছে। এই সকল কারণে জাপানের বিরুদ্ধে চীনের যুদ্ধকে যথার্থ ই এসিয়াবাসীদের রক্ষার জন্য ধর্ম্মযুদ্ধ বলা যায়।

পণ্ডিত নেহেরুর আসার পরেও চীন একাকী যুদ্ধ চালাইতেছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় জাপান ইতিমধ্যে ইন্দোচীন দখল করিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর শ্যামদেশে আক্রমণ হইয়াছে, মালয় দেশ অধিকার করা হইয়াছে, সিঙ্গাপুরের পতন দক্ষিণ সমুদ্রের ভিতরও জাপানীরা ঢুকিয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের আক্রমণের শিখা ক্রমশঃ ভারতের দ্বারের দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

সিঙ্গাপুরের দুর্ভাগ্য এই বার্লিন টোকিওতে খুব আনন্দের উদ্রেক করিতেছে। ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখের বক্তৃতায় প্রধান মন্ত্রী তোজো বলিয়াছেন যে, সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধ এখনও চরমে পৌঁছে নাই।

যুদ্ধ সম্পর্কে জাপানীদের মনের কথা এবং নাৎসি পত্রিকার অনুকরণে লিখিয়া জানাইয়া দেখিলে তোজোর বক্তৃতার এই অর্থ বুঝা যায় যে, আক্রমণ পশ্চিম-দিকে ভারতবর্ষে এবং উত্তরদিকে সোভিয়েট ইউনিয়নে যাইয়া পৌঁছিবে। ইহা ভবিষ্যদ্বাণী নয়—ক্রমশঃ একথা সত্য বলিয়া দেখা যাইবে। ঠিক এই সময়ে জেনারেল চিয়াং কাইশেক বৃটিশ ও ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলাপের জন্য ভারতে আসিয়াছিলেন। আলোচনার বিষয়গুলির প্রধানই ছিল যুদ্ধ বিষয়ে সহযোগিতার প্রশ্ন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, জেনারেল চিয়াং কাইশেক ভারতে আসার ফলে চীন, বৃটেন ও ভারতের মধ্যে সহযোগিতার ব্যাপারে সুফল লাভ হইবে।

খাদ্য-শস্য অধিক পরিমাণে উৎপাদন প্রয়োজন

মাননীয় মন্ত্রী এ, কে, ফজলুল হক ও কে, হবিবুল্লা বাহাদুরের আবেদন

কৃষক বন্ধুগণ,

আজ যুদ্ধ আমাদের দ্বারে উপস্থিত। বাহির হইতে খাদ্য-শস্য আমদানী প্রায় বন্ধ। বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য চাউল। এদেশে মোট উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ, চাহিদা অপেক্ষা অনেক কম। বাকি চাউল বর্মা হইতে আসিত। যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমানে বর্মা চাউলের আমদানী বন্ধ। সুতরাং এখন হইতে আপনারা যদি ধানের চাষ বেশী করিয়া না করেন, তবে শীঘ্রই দেশে খাদ্যাভাব দেখা দিবে। দেশের লোক খাদ্য-শস্যের জন্য আপনাদের উপরই এখন নির্ভর করিতেছে। এইজন্য ধান্য ও অন্যান্য খাদ্য-শস্যের চাষ বাড়াইবার জন্য আমরা আপনাদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

বীজের অভাব হইলে নিজ নিজ এলাকার কৃষি কর্মচারী, কৃষি ডিমনষ্ট্রেটার, সার্কেল অফিসার, পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের অফিসার অথবা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের নিকট খবর দিলে তাঁহারা এ বিষয়ে আপনাদের যথোচিত সাহায্য করিবেন।

সরকারী কৃষি বিভাগ এ বিষয়ে আপনাদের সহযোগিতা কামনা করেন।

গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কমিটি নিয়োগ

কৃষি বিভাগ হইতে ১৯৩৩ সন হইতে ১৯৪১ সন পর্য্যন্ত ধান্য ফসলের যে চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাষ প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার বার্ষিক উৎপন্নের গড় পরীক্ষা করিয়া এই প্রদেশের আনুমানিক চাহিদা তুলনা করিয়া দেখা গেল যে, গড়ে ১,৫০০,০০০ টন প্রয়োজনের চেয়ে কম জন্মায়। যে বৎসর বেশ ভাল ফসল জন্মে সে বৎসর ৫০০,০০০ টন পরিমাণ বেশী উৎপন্ন হয় কিন্তু এরূপ সুবৎসর পাঁচ বৎসরে একবার দেখা যায়। এতদিন এই ঘাটতি ফসল বাহিরের আমদানী দ্বারা পূরণ করা হইত। বর্ত্তমানে বর্মা হইতে চাউল, ধান্য আমদানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং দ্রব্যাদি একস্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরণের সুবিধাও কমিয়া গিয়াছে, সুতরাং স্বাভাবিক অবস্থায় বাঙলা দেশে খাদ্য শস্যের ঘাটতি দেখা দিবে। বাঙলা গভর্ণমেণ্ট বিশেষজ্ঞ সরকারী ও বেসরকারী সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন, এই কমিটি প্রদেশের উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ, প্রত্যেক জেলার রপ্তানী ও আমদানী পরীক্ষা করিয়া একটি উপযোগী পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন যাহাতে এই প্রদেশের বিভিন্ন অংশ যতদূর সম্ভব প্রধান খাদ্যশস্য সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত হইতে পারে। কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, উৎপন্ন শস্যের যে পরিমাণের সংখ্যা পাওয়া যাইবে তাহাতে কোন স্থানের ঘাটতি শতকরা ১০ ভাগের অধিক হইলে ঐ স্থানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। চাষীদিগকে কৃষি বিভাগ হইতে অনুমোদিত বীজ বপন করিবার জন্য যথেষ্ট প্ররোচনা দেওয়ার আবশ্যকতাও এই সভায় বিবেচিত হইয়াছিল। বাঙলা গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর ধান্য ও সরিষার উন্নত শ্রেণীর বীজ ক্রয় ও বিতরণ করার দুই পরিকল্পনা পেশ করিয়াছেন। তাহাতে যথাক্রমে ১৬,১০,২০০ এবং ১,৫৮,২৭৬ টাকা ব্যয় হইবে। গভর্ণমেণ্ট এই পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন। "সোয়াইয়া" প্রথামতে এই বীজ বিতরণ করা হইবে অর্থাৎ একমণ বীজ দিলে ফসল কাটার পর ১।০ সোয়া মণ ধান দিতে হইবে।

"অধিকতর খাদ্য-শস্য উৎপাদন কর" বলিয়া প্রচারকার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী এবং কৃষি ও শিল্প বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়ের স্বাক্ষরিত আবেদন-পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। সরকারী ও বেসরকারী যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতাও গ্রহণ করা হইবে।

কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশ করিয়াছেন:—

(১) কৃষি বিভাগের একজন উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীকে এই কাজের ভার অর্পণ করা হউক যাহাতে ভালরূপ পরিদর্শন ও উপযুক্ত তত্ত্বাবধান হইতে পারে।

(২) বিভিন্ন অঞ্চলের উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে কোথায় ঘাটতির পরিমাণ বেশী

(৩) ঐ সমুদয় অঞ্চলে বিশেষভাবে দেখিতে হইবে আরও অধিক পরিমাণ জমি আবাদ করা যাইতে পারে কি না।

(৪) ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, স্থানীয় বিভিন্ন প্রকার ধান্যের মধ্যে যে ধান্য বেশী ফলে সেই ধান্যের আবাদ বৃদ্ধি করিয়া উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় কি না।

(৫) কৃষি বিভাগের ডিরেক্টরকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, এই পরিকল্পনা মতে কাজ চলিতে থাকাবস্থায় তিনি যেন বিভিন্ন অঞ্চলের ফলাফলের বিবরণ সংগ্রহ করেন।

(৬) যে সমুদয় অঞ্চলে খাদ্যশস্যের ঘাটতি দেখা যাইবে তথায় পাটের জমিতে ধান্য আবাদের বিষয় বিবেচনা করা হইবে।

(৭) খাদ্য সমস্যা পরিপোষণের দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বিবেচনা করিতে হইবে।

(৮) পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহের সহযোগিতা লাভ করিতে হইবে।

(৯) পাম্প দ্বারা বা অন্য উপায়ে জল সরবরাহ করিয়া আরও অধিক জমি আবাদ করার সুযোগ আছে কি না তাহাও বিবেচ্য।

(১০) কৃষি বিভাগের ডিরেক্টরকে প্রচারকার্য্যের উপাদান প্রস্তুত করিবার অনুরোধ করা হউক এবং কমিটিকে ঐ বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার সুযোগ যেন দেওয়া হয়।

(১১) পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর রায় ডি. এন. মিত্র বাহাদুর বিভিন্ন বিভাগের স্থানীয় অফিসারগণের মধ্যে প্রচারকার্য্যের সমন্বয় সাধন করিবেন। গভর্ণমেণ্ট ঐ সমুদয় সুপারিশ নীতিগত-ভাবে অনুমোদন করিয়াছেন এবং উহা কতটা কার্য্যকরী করা হইবে তাহা বিবেচনা করা হইতেছে।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের সতর্কবাণী

[প্রথম পৃষ্ঠার জের]

পারে না। বিভিন্ন দেশে কুইসলিং দলের লোকেরা যে ক্ষতি করিয়াছে, উহা বর্ত্তমান যুদ্ধের ইতিহাস হইতে পরিষ্কারভাবে জানা যায়। নিজেদের দেশ যাহারা শত্রুর নিকট বিক্রয় করিয়াছে, এরূপ কতকগুলির লোকের বিভীষণী কার্য্যকলাপের ফলে নরওয়ে, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড এবং আরও অনেক দেশের পতন হইয়াছে। জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য যে সকল ব্যবস্থা করা হইতেছে, জনগণ যাহাতে ঐগুলিতে আস্থা হারায়, তদুদ্দেশ্যে কর্ত্তৃপক্ষের ক্ষমতা অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বর্ণনা করাই হইল এই সকল বিশ্বাসঘাতকদের লক্ষ্য। সম্পত্তি ও জীবন রক্ষার জন্য যে সকল উপদেশ দেওয়া হয়, ভুল ধারণার জন্য ঐগুলি উপেক্ষা করা হয় এবং ফলে পারস্পরিক অবিশ্বাস, আতঙ্ক, অভিযোগ, প্রত্যাভিযোগ এবং পরিণামে উহাতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

অপরাধীরা যতদূরই ক্ষুদ্র হউক না কেন আমি এবং আমার গভর্ণমেণ্ট দৃঢ় হস্তে এই সকল কার্য্যকলাপ দমন করিব। আমাদের এই বিশ্বাস আছে যে, বিভীষণী কার্য্যকলাপ দমন করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া আমরা শুধু যে এই প্রদেশ, ভারত এবং সম্মিলিত জাতি-সমূহের শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ অর্জন করিব তাহা নহে, এই-ভাবে আমরা বঙ্গদেশকে এমন এক বিপদ হইতে রক্ষা করিব যে বিপদ হয়ত তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন করিতে পারে।

অনিষ্টকর গুজব প্রচার

বিভীষণ বাহিনীর কার্য্যকলাপ অপেক্ষা কম অনিষ্টকর হইলেও যে দুরভিসন্ধি লইয়া গুজব প্রচার করে সেও অনিষ্টকারী। কোন এক ব্যক্তির হয়ত শত্রুপক্ষকে সাহায্য করার কোন অভিপ্রায় না থাকিতে পারে কিন্তু সে যদি গুজবের উৎপত্তিস্থল নির্ণয়ের চেষ্টা না করিয়া বা গুজব রটনাকারীর বিরুদ্ধে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট খবর না দিয়া, গুজবে আস্থা স্থাপন করে, তাহা হইলে সেও একইরূপে দোষী।

অসমর্থিত সংবাদ বিশ্বাস ও ঐগুলি প্রচার করার ফলেই গুজব প্রসার লাভ করে এবং এইভাবে লোকের মনোবল হ্রাস পায় এবং এমন কি আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। অসতর্ক ভাবে সৈন্য চলাচল ও সমরোপকরণ স্থানান্তর সম্পর্কিত সংবাদাদি উল্লেখের ফলেও শত্রুপক্ষ অনেক প্রয়োজনীয় খবর পাইতে পারে এবং ঐগুলি এড়াইয়া চলিবার প্রয়োজনীয়তাও কম নহে। গুজবে আস্থা স্থাপন না করিবার নিমিত্ত, যে সকল সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ হয় ঐগুলি প্রচার না করিবার নিমিত্ত এবং দেশের গুপ্ত কথাবার্ত্তায় অধিকতর সতর্ক হইবার নিমিত্ত আমি জনসাধারণের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি। আমার বক্তব্যের তাৎপর্য্য ইহা নহে যে, গভর্ণমেণ্ট বক্তৃ প্রকাশের স্বাধীনতা বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করার কোন অভিপ্রায় পোষণ করেন।

[শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

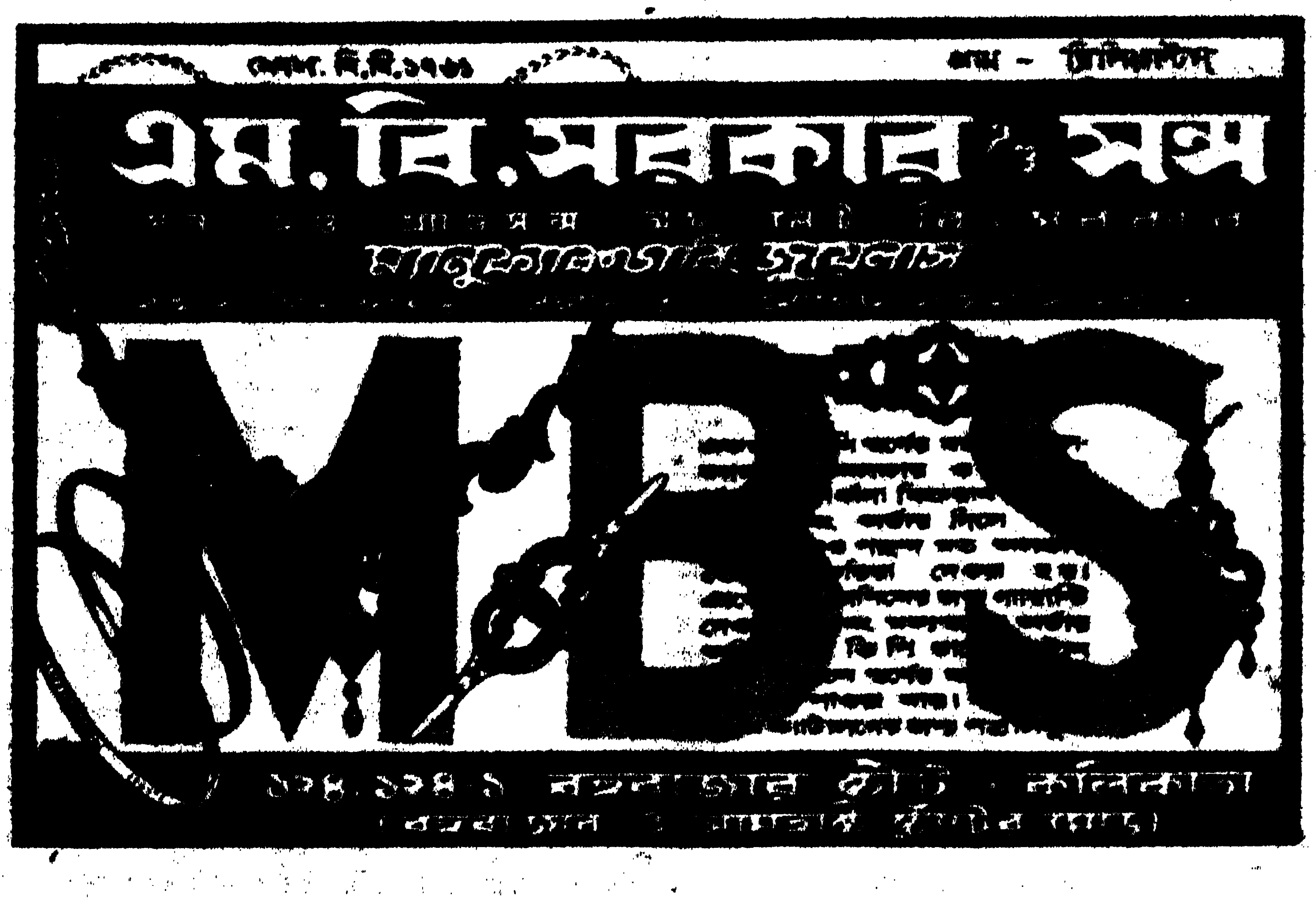

পরিষদে বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বিল

জুলাই মাসের মধ্যে রিপোর্ট দাখিলের প্রস্তাব

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে গত বুধবার ১লা এপ্রিল তারিখে বাঙলা গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা-সচিব খান বাহাদুর মৌলবী আবদুল করিম বঙ্গীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বিল (১৯৪২) উপস্থিত করেন। মন্ত্রী মহোদয় অতঃপর বিলটি একটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করিবার এবং উক্ত সিলেক্ট কমিটিকে ১৯৪২ সালের ৩১শে জুলাই তারিখের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করিবার নির্দ্দেশ দেওয়ার প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

বিরোধী মুসলিম লীগ দল বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব সমর্থন করেন। আর এড্ হক কংগ্রেসী দল বিলটি ১৯৪২ সালের ৩১শে জুলাই তারিখের মধ্যে জনমত সংগ্রহার্থ প্রচার করিবার জন্য একটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। অতঃপর এই বিষয়ে প্রায় আড়াই ঘণ্টাকাল আলোচনার পর পরিষদের অধিবেশন বৃহস্পতিবার প্রাতে ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত স্থগিত থাকে; ঐ দিন শিক্ষা বিল সম্পর্কে আরও আলোচনা হইবার পর বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কমিটিকে আগামী ৩১শে জুলাই তারিখে রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে।

মিঃ সৈয়দ বদরুদ্দোজা (কোয়ালিশন) পরিষদের মুসলমান সদস্যদের এই মর্ম্মে আশ্বাস দেন যে, বিলের ব্যবস্থায় মোল্লেম সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং মুসলমানের আদর্শ রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। বোর্ড গঠন সম্পর্কে ডাঃ সান্যাল পূর্ব্ব দিন যে সমালোচনা করেন তাহার উত্তরে মিঃ বদরুদ্দোজা বলেন যে, শিক্ষা সম্পর্কিত স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে যদি এতকাল মুসলমানগণ হিন্দুদিগের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারে তবে এক্ষণে হিন্দুরাও তাহাদের শিক্ষা সংক্রান্ত স্বার্থ রক্ষা ব্যাপারে মুসলমানদের উপর নির্ভর করিতে পারেন।

বিলটি সাধারণ্যে প্রচারের প্রস্তাব বাতিল হইবার পর পরিষদ কর্ত্তৃক মন্ত্রীদের প্রস্তাব অনুযায়ী তাহা সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংক্রামক রোগের আশঙ্কা

টিকা দেওয়া প্রয়োজন

জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে যে, ব্রহ্মদেশ হইতে বহু সংখ্যক আশ্রয়প্রার্থী আগমন করার দরুণ লোকসংখ্যা অত্যধিক পরিমাণে বেশী হওয়ায় অথবা কলিকাতা হইতে মফঃস্বল শহরগুলিতে ও পল্লীতে অনেক লোক যাওয়ার দরুণ কিম্বা অন্যান্য কারণে গ্রীষ্মের প্রারম্ভে সংক্রামক রোগ দেখা দেওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান রহিয়াছে। জনসাধারণের স্বাস্থ্যের বিপদাশঙ্কা হ্রাস করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন কিন্তু তথাপি নিজেদের নিরাপত্তার জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন যথাসম্ভব স্বাস্থ্যরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, কলেরা ও টাইফয়েডের টিকা গ্রহণ করেন।

গত কয়েকদিন যাবত এত অধিক সংখ্যক ব্রহ্মদেশ-প্রত্যাগত আশ্রয়প্রার্থী জলপথে ও স্থলপথে চট্টগ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, তাহাদিগকে তাহাদের গন্তব্যস্থলে প্রেরণের যে ব্যবস্থা রেল কর্ত্তৃপক্ষ করিয়াছেন তাহা আদৌও যথেষ্ট নহে। বাঙলা গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট পরিমাণ গাড়ী ও লরী সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা করার জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছেন। ইতিমধ্যে এই সমুদয় আশ্রয়প্রার্থীকে কাছেই আশ্রয় দিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং গভর্ণমেণ্টের খরচায় তাহাদের আহারাদি ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যথেষ্ট পরিমাণ

[শেষাংশ ২য় কলমের নীচে]

এ, আর, পি, প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন

বেতনভোগী পুরাসময়ের কর্ম্মচারী নিয়োগ ব্যবস্থা

এতদিন যাবৎ কলিকাতার এ, আর, পি প্রতিষ্ঠান অবৈতনিক চিফ্ ওয়ার্ডেন, পোষ্ট ওয়ার্ডেন এবং ডেপুটি পোষ্ট ওয়ার্ডেনের আংশিক সময়ের কাজের উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত ছিল। এই সকল পদ ওয়ার্ডেন সার্ভিসে অফিসার বলিয়া গণ্য হইত। ইহাদেরই অধীনে একাধারে অবৈতনিক এবং বেতনভোগী সেক্টর ওয়ার্ডেন নিযুক্ত হইয়াছে।

বিপদ যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছে ততই অনুভব করা যাইতেছে যে, ওয়ার্ডেন সার্ভিসে এরূপ সব অফিসারের প্রয়োজন যাঁহারা তাঁহাদের পুরা সময় এবং শক্তি এই কাজে নিয়োগ করিতে পারিবেন এবং দিনে ও রাত্রের সকল সময় যাঁহাদের পাওয়া যাইবে। যাহাতে বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে এই কাজ পরিচালিত হইতে পারে তজ্জন্য ইহাকে এক আয়ত্তাধীনে রাখা বাঞ্ছনীয়। বলা বাহুল্য যে, অবৈতনিক অফিসার দ্বারা তাহা সম্ভবপর নহে, কারণ একাগ্রতা সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে নিজেদের ব্যক্তিগত কাজ কিম্বা উপজীবিকা লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয় এবং কেবলমাত্র অবসর সময়েই তাঁহারা এ, আর, পির কাজ করিতে পারেন।

ওয়ার্ডেনের পদ পুনর্গঠন এবং আংশিক সময় কাজ করিতেছেন এরূপ অবৈতনিক অফিসারের পরিবর্ত্তে সমস্ত সময়ের জন্য বেতনভোগী কর্ম্মচারী নিয়োগ করিবার প্রস্তাব কিছুদিন যাবৎ বিবেচনাধীন আছে। এ সম্পর্কে যথাযোগ্য অনুসন্ধান করিয়া প্রস্তাবটি কলিকাতার বিশিষ্ট ও প্রতিনিধিত্বমূলক নাগরিকগণকে লইয়া নবভাবে গঠিত কেন্দ্রীয় এ, আর, পি কমিটির সম্মুখে পেশ করা হইয়াছিল। বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া উক্ত কমিটি গত ৩০শে মার্চের সভায় প্রস্তাবিত সংগঠনের নীতি গ্রহণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্ট কমিটির সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করিবার প্রস্তাব করিতেছেন।

চিফ্ ওয়ার্ডেনের পদ বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে এবং প্রত্যেক সাব-অঞ্চলের একজন পুরা সময়ের বেতনভোগী অফিসারের অধীনে ওয়ার্ডেনের পদ রাখা হইবে। অবৈতনিক পোষ্ট-ওয়ার্ডেন এবং ডেপুটি পোষ্ট-ওয়ার্ডেনের স্থলে বেতনভোগী ওয়ার্ডেন নিযুক্ত করা হইবে।

এই ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও নাগরিকগণের ভলাণ্টিয়ার সেক্টর ওয়ার্ডেনরূপে কাজ করিবার যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা থাকিবে।

এতদ্ব্যতীত গভর্ণমেণ্ট এই সকল কর্ম্মী ও জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন, তাহাদের পরামর্শ, নীতি সংগঠন ব্যাপারে সহযোগিতা এবং জনগণের প্রতিনিধির তরফ্ হইতে গঠনমূলক সমালোচনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। কেন্দ্রীয় এ, আর, পি কমিটি এই বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজটি সম্পাদন করিবে। সঙ্গে সঙ্গে সাব-এরিয়া কমিটিসমূহ গঠিত হইলেই স্থানীয় মতামতের সহিত একটা সংযোগ সংরক্ষিত হইতে পারিবে। কেন্দ্রীয় এ, আর, পি কমিটি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিত্বমূলক নাগরিকগণকে লইয়া উক্ত সাব-এরিয়া কমিটিসমূহ গঠন করা হইবে।

যে সকল চিফ্ ওয়ার্ডেন এবং অবৈতনিক অফিসারগণ অধিকতর নিরাপদ সময়ে এই প্রতিষ্ঠান সংগঠনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে যাঁহাদের স্থলে পুরা সময়ের নিমিত্ত বেতনভোগী কর্ম্মচারী গ্রহণ করা হইবে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের কাজ যে মূল্যবান করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে জানাইয়া দেওয়া হইতেছে।

[১ম কলমের শেষ]

ঔষধাদি সহ আটজন ডাক্তারকে চট্টগ্রামে প্রেরণ করা হইয়াছে এবং অনতিবিলম্বে আরও ডাক্তার প্রেরণ করা হইবে। যেহেতু অধিক সংখ্যক আশ্রয়প্রার্থী দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী, বাঙলা গভর্ণমেণ্ট মাদ্রাজের তিনজন ডিপুটি কালেক্টর ও তিনজন বেসরকারী ব্যক্তিকে এই ব্যাপারে কার্য্যভার সম্পাদনের জন্য আনিয়া আনিয়াছেন। যাহারা সাময়িকভাবে ক্যাম্পে থাকিবে তাহাদের জল সরবরাহ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষাদি দেওয়ার ক্ষমতা স্থানীয় কর্ম্মচারীদের প্রতি অর্পণ করা হইয়াছে।

বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্যের বাজার দর

এক সপ্তাহের বিবরণী

বাঙলা সরকারের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার গত ৬ই এপ্রিল বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্যের বাজার দর সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন:—

পণ্য			চলতি বাজার দর টাকা
আগমার্ক আটা (কাপড়ের থলেতে ভর্ত্তী)		..	সরবরাহ নাই
আগমার্ক আটা (চটের থলেতে ভর্ত্তী)		..	,,
আগমার্ক আটা (কাগজের থলেতে ভর্ত্তী)		..	,,
আগমার্ক ঘৃত—			প্রতি মণ
কিশোর মার্কা	..	..	৬৮৲
অমৃত ভোগ	..	..	৬৮৲
ভরসা	..	..	৬৭৲
রাণা প্রতাপ	..	..	৫৮৲
গহর	..	..	৬৮৲
গীতা	..	..	সরবরাহ নাই
শ্রী	..	..	৭০৲
চাউল—			
বাদশাভোগ	..	..	৬।০
পাটনাই	..	..	৫৸৵০
মোটা	..	..	৫।।০
			কুড়ি।
মুরগীর ডিম (শ্রেণী বিভক্ত)—			
"এ"	..	..	৸৵০
"বি"	..	..	।।৵০
"সি"	..	..	।।৶০
"ডি"	..	..	।৶০
			প্রতি টাকায়
দুধ	..	..	৫ সের
আলু—			প্রতি মণ
নৈনিতাল	..	..	৩৵০
			প্রতি সের।
ঐ	..	..	৴১০
মৎস্য—			প্রতি মণ
রোহিত	..	..	২০৲
চিংড়ি	..	..	১৬৲
ইলিশ	..	..	১৮৲
ফল—			
আপেল (নৈনিতাল)	..	..	সরবরাহ নাই
			প্রতি টাকায়
কমলা (আবেদগঞ্জ)	..	..	৩৫টি
			কুড়ি
আনারস (আসাম)	..	..	১৬৲
			প্রতি ডজন
কলা (সিঙ্গাপুরী)	..	..	।১০

বর্ত্তমান সপ্তাহে গম ও ময়দার কোনরূপ আমদানী ছিল না।

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সহিত দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য যশোহর গমন করিয়াছেন।

চীনদেশে নারী-জাগরণ

জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নারীদেরও পূর্ণভাবে অংশ গ্রহণ

সেলিয়া বেনুসন নাম্নী জনৈক মহিলা সাংবাদিক লণ্ডনস্থ চীনের রাষ্ট্রদূত ডক্টর ওয়েলিংটন কুর সহিত সাক্ষাৎকালে চীনের মহিলারা যুদ্ধে কিরূপ অংশ গ্রহণ করিতেছে, এরূপ প্রশ্ন করিলে ডাঃ ওয়েলিংটন কু বলেন :—

"চীনে আমাদের মহিলাগণ আক্রমণকারীদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে বাধাদানে ও চীনের পুনর্গঠন কাজে যেরূপ মহান অংশ গ্রহণ করিতেছে তাহাতে আমি গৌরবান্বিত বোধ করি।"

ব্যক্তিগতভাবে চীনের মহিলাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া তিনি বৃটিশ মহিলাগণের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, "বৃটেনে যুদ্ধ-প্রচেষ্টার প্রত্যেক কাজে মহিলাগণ যে প্রশংসনীয় কাজ করিতেছেন তাহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি।

ইংলণ্ডে সমগ্র জাতীয় আন্দোলন দেখিয়া, আমি চীনের মহিলাদের জন্য আরও বেশী গৌরব অনুভব করিতেছি, চীনের মহিলারা দেখাইয়া দিয়াছেন যে, তাহারাও তাহাদের প্রচেষ্টায় পশ্চাৎপদ নহে এবং এই দেশে তাহাদের ভগ্নীদের মত তাহারাও স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য তাহাদের আয়ত্তাধীনে যাবতীয় অস্ত্র শত্রুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতেছে।"

মহিলারা গরিলা যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছে

ডক্টর ওয়েলিংটন কু আমাকে বলেন, "৫,০০০ হাজার হইতে ৬,০০০ হাজার মহিলা পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া বাস্তব যুদ্ধ চালাইতেছে। যুবতী মহিলারা তাহাদের দেশের জন্য তাহাদের যথাসাধ্য করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাহারা যুদ্ধ করিয়া দেখাইতে চায় যে, দেশের প্রতি পুরুষের যে কর্ত্তব্য মহিলাদেরও সেইরূপ কর্ত্তব্য রহিয়াছে।

পুরুষ সেনাপতিগণের অধীনে মহিলাদের সেনাদলসমূহ প্রথমতঃ কোয়াংসি প্রদেশে গঠিত হয়, যে প্রদেশের রাজধানী ক্যাণ্টন সেই প্রদেশের পশ্চিমে কোয়াংসি অবস্থিত। বালিকাদের নিজস্ব থাকিবার স্থান রহিয়াছে, তাহারা সম্পূর্ণ পৃথকভাবে বসবাস করে।"

ঐ দূত আরও বলেন যে, গরিলা যুদ্ধেও মহিলারা বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করিতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে প্রথমতঃ যে সব দল গঠিত হইয়াছে তাহা একজন মহিলার চেষ্টায়ই হইয়াছিল।

তাঁহার নাম "লেডী চাও"। তিনি আরও বলেন যে, তাঁহাকে "মাদার গরিলা" বলিলেই হয়।

লেডী চাও মাঞ্চুরিয়ার একটি পল্লীবাসিনী মহিলা। যখন তিনি জাপানীদের হাতে তাঁহার পরিবারবর্গের ও প্রতিবেশীদের ভয়াবহ দুর্দ্দশা দেখিলেন তখন তিনি শেষ পর্য্যন্ত এই আক্রমণকারীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য এই গরিলা প্রতিষ্ঠান গঠন করেন।

ডক্টর ওয়েলিংটন কু বলেন যে, বস্তুতঃই তিনি শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কারণ তিনি এখন আর জীবিত নাই এবং তাঁহার ছেলে, যিনি ৩০,০০০ হাজার হইতে ৫০,০০০ হাজার গরিলা সেনার নেতৃত্ব করিতেন, যুদ্ধ করিতে করিতে হত হইয়াছেন।

তিনি শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন না কিন্তু তাঁহার অন্তর দেশপ্রেমে ভরপুর ছিল এবং সেইজন্য তিনি প্রত্যেককে বিশেষতঃ প্রত্যেক যুবক যুবতীকে সর্ব্বত্র অধিকৃত ও অনধিকৃত স্থানে জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উদ্বুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

চীনা এ, টি, সির মনোরম কার্য্য

ডক্টর ওয়েলিংটন কু যুদ্ধক্ষেত্রের অন্তরালে মহিলারা যে সব বেসামরিক কার্য্য করিতেছে তাহার বিশেষ উল্লেখ করেন।

"আপনাদের মহিলা অক্সিলিয়ারী টেরিটোরিয়াল সার্ভিসের যে কাজ সেইরূপ কাজ করিবার জন্যও কতকগুলি দল রহিয়াছে। তাহারা রণক্ষেত্রের পশ্চাৎভাগে মুদ্যমান প্রতিষ্ঠানেরই অংশ বিশেষ। তাহারা রান্নাবান্নার কাজ করে এবং সৈন্যদিগের জামা, কাপড় ইত্যাদি ধোলাই ও মেরামত করিয়া থাকে। রেড-ক্রস আসিবার পূর্ব্বে আহত সৈন্যদিগের সেবাকার্য্য করিয়া থাকে।

"ইহা ছাড়া গার্লস স্কাউট দল আছে। এই অল্পবয়স্ক বালিকারা সংবাদাদি বহন করে। তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আহত সৈন্যগণকে নিকটতম রেড-ক্রস দলের নিকট পৌঁছাইয়া দেয় এবং হতাহতদের ষ্ট্রেচার বা খাটিয়া বহনের কাজ করিয়া থাকে।"

তিনি আরও বলেন যে, দেশের মহিলারা যুদ্ধ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করিতেছে, হাসপাতালে ও শিশু পালনাগারে কাজ করিতেছে। তাহারা সৈন্যদিগের সাহায্য করিবার জন্য ও তাহাদের তত্ত্বাবধান লওয়ার জন্য যথাসাধ্য করিতেছে; অর্থ সাহায্য সংগ্রহ ও খাদ্য সরবরাহে সাহায্য করিতেছে।

তাহারা শুধু সর্ব্বত্র সংঘবদ্ধ হইতেছে না নিজেদের নিরক্ষরতা দূর করিবার চেষ্টাও করিতেছে।

আমি ডক্টর ওয়েলিংটন কুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার ও দেশকে পুনর্গঠন করিবার জন্য তাহারা আর কি করিতেছে। তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন,—

"চীনে এখন মহিলারা আইনের চক্ষে পুরুষদের সমকক্ষ। তাহারা পুরুষের যাবতীয় অধিকারে অধিকারিণী এবং পুরুষগণ যে কাজ করে তাহারাও সেই কাজ করিয়া থাকে। এমন কোন জাতীয় সরকারী কাজ নাই যাহাতে মহিলাদের প্রবেশাধিকার নাই। তাহারা সকল মন্ত্রিদপ্তরে [illegible] কাজ করিতেছে।

"সকল রাজনৈতিক দল সমন্বিত জনসাধারণের রাজনৈতিক কাউন্সিলে এবং প্রত্যেক কাজে বহুসংখ্যক মহিলা সদস্য রহিয়াছে।"

অতঃপর দূত মহাশয় বর্ত্তমান চীনের তিনটি খ্যাতনামা মহিলার বিষয় আমার নিকট উল্লেখ করেন।

মাদাম চিয়াং কাইসেক

তিনি বলেন, "ইহারা সুং ভগ্নীত্রয়। মাদাম চিয়াং কাইসেক প্রধান সেনাপতির স্ত্রী। সর্ব্বজ্যেষ্ঠা মাদাম কুং গণতন্ত্রের ভাইস-প্রেসিডেণ্টের স্ত্রী। আর একজন মহিলা মাদাম সান ইয়াত সেন; তিনি গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতার বিধবা পত্নী।

তাঁহারা সকলেই বিশেষ কর্ম্মক্ষম ও বিশিষ্ট মহিলা। তাঁহাদের মধ্যে বর্ত্তমান চীনা মহিলার উৎকৃষ্ট গুণাবলীই শুধু দৃষ্ট হয় না, প্রাচীন গুণাবলীও যথেষ্ট রহিয়াছে।"

ডক্টর ওয়েলিংটন কু আমাকে বলেন যে, মাদাম চিয়াং কাইসেক বর্ত্তমানে চীনের মহিলাদের মধ্যে বিরাট প্রেরণা আনয়ন করিয়াছেন।

[১৩ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

মার্শাল চিয়াং কাইশেক তাঁহার কতিপয় পারিষদের সহিত যুদ্ধ-পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। মার্শালের ডান দিকে উপবিষ্ট আছেন—চীনা পররাষ্ট্র-সচিব ডাঃ [illegible], আমেরিকাস্থ দূত মিঃ [illegible], বৃটিশ দূত স্যার আর্চিবল্ড ক্লার্ক কার, আমেরিকান উপদেষ্টা মিঃ ওয়েন ল্যাটিমোর ও রুশীয়ান দূত এম [illegible]। মাদাম চিয়াং কাইশেকের ভগ্নী মাদাম কুং উপবিষ্ট আছেন।

অগ্নিনির্বাপকদলের নূতন নামকরণ

"হাউস প্রেটেকশন ফায়ার পার্টি" অভিহিত

গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, ইতিপূর্ব্বে কলিকাতার যে প্রতিষ্ঠানকে "ষ্ট্রীট ফায়ার পার্টি সার্ভিস" নামে অভিহিত করা হইত তাহার বর্ত্তমানে "হাউস প্রটেক্‌শন ফায়ার সার্ভিস" (অগ্নি হইতে গৃহাদি রক্ষা করার দল) নামকরণ করা হইবে এবং উহাকে এ, আর, পি সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে না এবং এ, আর, পি সার্ভিস অর্গ্যানাইজেশনের অধীনে উহা তালিকাভুক্ত করা হইবে না। ইহাতে পরিষ্কাররূপে বোঝা যায় যে, এই সকল দল নিকটবর্ত্তী প্রতিবেশীদের লইয়া গঠিত হইয়া পরস্পরকে অগ্নির হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিবে এবং এইরূপ দল সংগঠন করিতে হইলে এ, আর, পি মারফৎ নাম তালিকাভুক্ত করিতে হইবে না তজ্জন্যই এই নামের পরিবর্ত্তন করা হইতেছে।

এই সংশোধিত সংগঠন ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট ১২৫ জন লোক দ্বারা গঠিত এক একটি দলকে নিম্নলিখিত চুক্তিতে একটি করিয়া ষ্টীরাপ-পাম্প ধার হিসাবে প্রদান করিবেন :—

(১) মোটামুটি ১২৫ জনের একটি দল হইতে তিনজনের কম কিম্বা ছয়জনের বেশী না হয় এরূপ লোক দ্বারা এক একটি "হাউস প্রটেক্‌শন ফায়ার পার্টি" সংগঠন করা হইবে। এই দলের একজন সদস্য নেতা বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) দলের নেতা অগ্নিনির্ব্বাপক দলের স্থানীয় চীফ অফিসারের নিকট নিজের এবং দলের নাম অবশ্য রেজিষ্ট্রীভুক্ত করিয়া নিবেন। অতঃপর তাঁহার নামে একটি ষ্টীরাপ্‌ পাম্প বিলি করা হইবে এবং তজ্জন্য তাহাকে একটি রসিদে সই করিতে হইবে।

(৩) দাবী করিলেই উক্ত পাম্প এবং সাজসরঞ্জাম গভর্ণমেণ্টকে ফিরাইয়া দিতে হইবে।

(৪) সহজে যাওয়া যায় এবং এ, আর, পি অফিসারগণ পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন এরূপ স্থানে উক্ত পাম্প ও সাজসরঞ্জাম রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৫) অগ্নি নির্ব্বাপণ এবং পাম্পের ব্যবহার সম্পর্কে দলের সদস্যগণকে ট্রেণিং গ্রহণ করিতে হইবে। (দলের নেতা আবেদন করিবার পর যেখানে পাম্প ইত্যাদি রাখা হইবে সেইখানে কিম্বা তাহার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে স্থানীয় চীফ অফিসার ট্রেণিং দিবার ব্যবস্থা করিবেন।)

উপরোক্ত চুক্তি করিয়া দোকান, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয় ও হাসপাতালসমূহ ধার হিসাবে পাম্প ও সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি গ্রহণ করিতে পারেন।

"হাউস প্রটেক্‌শন ফায়ার পার্টি"সমূহ সংগঠন করা সম্পর্কে ওয়ার্ডেনদিগকে যথারীতি উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে "ষ্ট্রীট ফায়ার পার্টি"রূপে যে সকল দল সংগঠিত হইয়াছে তাহাদিগকে এখন হইতে "হাউস প্রটেক্‌শন ফায়ার পার্টি" নামে অভিহিত করা হইবে। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত দল সংগঠন কালে এ, আর, পির সহিত তাহাদের যে বাধ্যবাধকতা ছিল বর্ত্তমানে তাহা হইতে তাহারা মুক্ত থাকিবে।

এই অগ্নিনির্ব্বাপক দলের স্থানীয় চীফ অফিসারদিগের অফিসের ঠিকানা সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইবে এবং সমস্ত ওয়ার্ডেন পোষ্ট ও এ, আর, পি ইনফরমেশন ব্যুরোতে পাওয়া যাইবে। এই সকল অফিসে প্রত্যহ সকাল ৭টা হইতে ১০॥টা পর্য্যন্ত দলের নাম রেজিষ্ট্রীভুক্ত এবং পাম্প ও সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি সরবরাহ করা হইবে।

(প্রেস-নোট)

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব স্পিকার স্যার আজিজুল হক ইংলণ্ড যাওয়ার পথে দিল্লীতে পৌঁছিয়াছেন। তিনি তথায় কয়েকদিন অবস্থান করিবেন। জানা গিয়াছে তিনি গভর্ণর বাহাদুরের নিকট স্পিকার পদে ইস্তফাপত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

নূতন মুন্সেফ নিয়োগ

নিম্নলিখিত প্রার্থিগণকে শিক্ষানবীশ মুন্সেফ স্বরূপে বঙ্গীয় সিভিল সার্ভিসে (জুডিশিয়াল) নিযুক্ত করা হইয়াছে :—

১। মৌলবী আবু মোহাম্মদ মোস্তফা, বি, এল—পিতা, মৌলবী ওবাইদুল্লা।

২। মৌলবী মোহাম্মদ আতাউর রহমান খান, বি, এল—পিতা মৌলবী এমতিয়াজুদ্দিন খান।

৩। বাবু প্রবোধচন্দ্র দাস, বি, এল—পিতা বাবু শশিভূষণ দাস।

৪। মৌলবী মফিজুল হক, বি, এল—পিতা মৌলবী আবুব আলী চৌধুরী।

৫। বাবু শ্যামাপ্রসন্ন সেন বর্ম্ম, এম, এ; বি, এল—পিতা (মৃত) বাবু অমৃতলাল সেন বর্ম্ম।

৬। মৌলবী সৈয়দ মাহবুবর রহমান, বি, এল—পিতা (মৃত) মৌলবী সৈয়দ আলতাফর রহমান।

৭। মৌলবী আবদুস ছামাদ খান, বি, এল—পিতা (মৃত) মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল জলিল খান।

৮। মৌলবী সেরাজ উদ্দিন আহম্মদ, বি, এল—পিতা মৌলবী ইমারাত উল্লা।

৯। মৌলবী আবদুল কৈয়ম খান, বি, এল—পিতা মৌলবী নজরুল হক খান।

১০। বাবু জিতেন্দ্রনাথ মণ্ডল, বি, এল—পিতা (মৃত) বাবু রমানাথ মণ্ডল।

১১। বাবু ক্ষিতিশচন্দ্র রায়, এম, এ; বি, এল—পিতা বাবু ক্ষেত্রমোহন রায়।

১২। বাবু বিমলচন্দ্র দাস গুপ্ত, এম, এ; বি, এল—পিতা বাবু অতুলচন্দ্র দাস গুপ্ত।

১৩। মৌলবী বসির উদ্দিন আহাম্মদ বি, এল—পিতা (মৃত) শাহাদত আলী মোহাম্মদ।

১৪। মৌলবী এম, ইউনুস, এম, এ; বি, এল—পিতা মৌলবী মোহাম্মদ সাদির আলী ভুঞা।

১৫। বাবু কামাখ্যাকুমার চক্রবর্ত্তী এম, এ; বি, এল—পিতা বাবু সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

১৬। মৌলবী তফজ্জল হোছেন মিঞা, বি, এল—পিতা মৌলবী কফিল উদ্দিন আহামদ।

১৭। মিঃ আবুল ফয়েজ জিয়াউদ্দিন আহামদ, ব্যার-এট-ল—পিতা মিঃ আবুল মুজাফ্ফর আহামদ।

১৮। বাবু সুকুমার মুখার্জি, এম, এ; বি, এল—পিতা (মৃত) প্রভাতীচরণ মুখার্জি।

১৯। মৌলবী আবু সালেহ মোহাম্মদ মাসুম, বি, এল—পিতা (মৃত) মৌলবী কাজী মোহাম্মদ আজাহার উদ্দিন।

২০। বাবু সুবোধচন্দ্র তালুকদার, এম, এ; বি, এল—পিতা বাবু হরেশচন্দ্র তালুকদার।

২১। বাবু সুরেন্দ্রকুমার দত্ত গুপ্ত, এম, এ; বি, এল—পিতা বাবু বিরেন্দ্রকুমার দত্ত।

২২। বাবু রাজারাম বিশ্বাস, এম, এ; বি, এল—পিতা বাবু রাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

২৩। মৌলবী আলতাফুর রহমান চৌধুরী, এম, এ; এল, এল, বি—পিতা মৌলবী আকবার আলী চৌধুরী।

২৪। মৌলবী আবুল হোছেন চৌধুরী, বি, এল—পিতা (মৃত) মৌলবী আবদুল গনি চৌধুরী।

২৫। বাবু শচীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য, বি, এল—পিতা বাবু নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

২৬। মৌলবী হাসান ইমাম, এম, এ; বি, এল—পিতা মৌলবী আলী মোহাম্মদ।

২৭। মৌলবী এ, এফ, এম, আহছান উদ্দিন চৌধুরী, বি, এল—পিতা মৌলবী মোহাম্মদ হাফিজ উদ্দিন চৌধুরী।

২৮। বাবু হরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বি, এল—পিতা বাবু উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি।

২৯। বাবু দুর্গাপ্রসাদ চ্যাটার্জি, এম, এ; বি, এল—পিতা বাবু বসন্তকুমার চ্যাটার্জি।

৩০। বাবু শশাঙ্কশেখর কর, বি, এল—পিতা বাবু রমেশচন্দ্র কর।

৩১। মৌলবী আবুল কাশিম, এম, এ; এল, এল, বি—পিতা মৌলবী আবুল হাছান রাশিদ।

৩২। বাবু প্রীতিতোষ রায়, এম, এ; বি, এল—পিতা (মৃত) বাবু আশুতোষ রায়।

৩৩। মৌলবী মোহাম্মদ আকবর আমীন, বি, এল—পিতা ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ নুরুল আমীন।

তাঁহারা শিক্ষানবীশ হিসাবে দুই বৎসর নির্দ্ধারিত শিক্ষা গ্রহণ করিয়া উচ্চ স্তরের বিভাগীয় পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলে ও তাঁহাদের সাধারণ গুণাবলী থাকিলে চাকুরীতে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

ইলেকট্রিসিটি
জীবনযাত্রা সহজ করে

আজ আপনি ভুলে গেলেও খুব বেশী দিনের কথা নয়, পৃথিবীর নানা দিকে ডাক-হরকরা ও ঘোড়ার গাড়ীতে করেই সংবাদ চলাচল করতো; [illegible] ইলেক্‌ট্রিসিটির কল্যাণে আজ এ সবের রীতি বদলে গিয়েছে; টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও রেডিওর সাহায্যে যে কোন খবর [illegible] পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ছে। আর টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের [illegible]

যত রকমে সম্ভব
অর্থাভাবে
ইলেক্‌ট্রিক ব্যবহার করুন

[illegible]

[illegible] ৪৭.

যুদ্ধের ফলে হতাহতদের সাহায্যদান পরিকল্পনা

বাঙলা সরকার কর্তৃক কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন

জনসাধারণের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, ভারত গভর্ণমেণ্ট ১৯৪১ সনে যুদ্ধে হতাহতদের সাহায্য সম্পর্কিত আইন (ওয়ার ইঞ্জুরিস্ অর্ডিনান্স) প্রচার করিয়াছেন। তাহার পরেই ১৯৪১ সনে যুদ্ধে হতাহতদের সাহায্য পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট-সমূহকে এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার ও তজ্জন্য প্রতিষ্ঠান খুলিবার ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। তদনুসারে বাঙলা গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন:—

কলিকাতার পার্শ্ববর্তী কলকারখানা অঞ্চলের জন্য ছয়টি আফিস খোলা হইয়াছে যেখানে সাহায্যের দাবী উপস্থিত করা যাইতে পারিবে। ঐ সমুদয় আফিসের ঠিকানাও নিম্নে উল্লেখ করা গেল:—

(১) বাঙলাদেশের লেবার কমিশনারের আফিস, ৭নং চার্চ্চ লেন, কলিকাতা।
(২) শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত-গৃহ।
(৩) আলিপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিস।
(৪) হাওড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিস।
(৫) হুগলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিস।
(৬) ব্যারাকপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আফিস।

ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত শহরগুলিতেও কালেক্টরী আফিসে অনুরূপ দাবী উপস্থিত করার জন্য আফিস খোলার ব্যবস্থা হইতেছে:—

(১) চট্টগ্রাম
(২) আসানসোল
(৩) ঢাকা
(৪) ময়মনসিংহ
(৫) দার্জিলিং
(৬) খুলনা
(৭) মেদিনীপুর
(৮) বর্দ্ধমান
(৯) চাঁদপুর

প্রত্যেক ক্লেইম অফিস সমস্ত সহরের জন্য অথবা নির্দ্দিষ্ট আংশিক সহরের জন্য নিয়োজিত ক্লেইম অফিসারের তত্ত্বাবধানে থাকিবে।

পরিকল্পনার সারমর্ম এই যে, যে কোন ব্যক্তি বিমান-আক্রমণের সময় অথবা শত্রুর আক্রমণে আহত হওয়ার দরুণ জীবিকার্জনে অসমর্থ হইবে সাধারণতঃ সেই ব্যক্তিই সাহায্য পাইতে অধিকারী হইবে। নিম্নলিখিত তিন উপায়ে সাহায্য প্রদান করা হইবে:—

(১) অর্থকরী ব্যবসায়ে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ সাময়িক-ভাবে একসঙ্গে সাত দিন বা ততোধিক কালের জন্য কাজ করিবার অনুপযুক্ত হইলে মাসিক ১৩॥০ টাকা হিসাবে অস্থায়ী ভাতা পাইতে অধিকারী হইবে।

(২) অর্থকরী ব্যবসায়ে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ যুদ্ধে আহত হওয়ার দরুণ কার্য্য করিতে অক্ষম হইলে অক্ষমতার গুরুত্ব অনুসারে অক্ষমতা পেন্সন পাইতে অধিকারী হইবে। এইরূপ পেন্সন মাসিক ১৩॥০ টাকার অধিক হইবে না।

(৩) অর্থকরী ব্যবসায়ে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ যুদ্ধে আহত হইয়া মৃত্যু হইলে তাঁহাদের পরিবার ও ছেলে-মেয়েগণ পারিবারিক পেন্সন ও পুত্রকন্যাদির ভাতা পাইতে অধিকারী হইবে। এইরূপ সাহায্যের সাধারণ হার পরিবারের জন্য মাসিক ৮৲ টাকা ও প্রত্যেক পুত্র কন্যার জন্য মাসিক ... টাকা হইবে, কিন্তু পরিবার ও ছেলেমেয়েদের মোট পেন্সন মাসিক ১৩॥০ টাকার অধিক হইবে না।

বেসামরিক রক্ষাব্যবস্থায় স্বেচ্ছাসেবকগণ ও নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে নিয়োজিত কোন কোন ব্যক্তিগণ উপরোক্ত হার অপেক্ষা উচ্চ হারে সাহায্য পাইতে পারিবে। তাহাদের বেলায় ... পেন্সন, পারিবারিক পেন্সন ও ছেলেমেয়েদের ভাতার সর্ব্বোচ্চ হার হইবে মাসিক ১৮৲ আঠার টাকা।

এইরূপ সাহায্য পাইবার যোগ্য যে কোন ব্যক্তিকে এতৎসম্পর্কে নির্দ্দিষ্ট ফর্মে ক্লেইম অফিসারের নিকট দরখাস্ত দিতে হইবে এবং এই বিষয়ে পরীক্ষা করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত ডাক্তারের নিকট উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা করাইতে হইবে। যে ব্যক্তি সাহায্য পাইতে অধিকারী হইবে তাহার বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী পোষ্ট আফিস হইতে এই সাহায্য দেওয়া হইবে। ক্লেইম অফিসারগণ এইরূপ সাহায্য মঞ্জুর করিলে তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি যথাযোগ্য পোষ্ট আফিসে প্রেরণ করা হইবে।

দাবী উপস্থিত করিবার ফর্ম ও এতৎসম্পর্কে বিস্তারিত উপদেশ যে কোন ক্লেইম আফিসে পাওয়া যাইবে। এই সম্পর্কে কোন বিষয়ে জ্ঞাত হওয়ার জন্য জনসাধারণ ক্লেইম অফিসারের নিকট উপস্থিত হইলে ক্লেইম অফিসার-গণ উপদেশ দিবেন।

সমস্ত অর্থকরী ব্যবসায়ে নিয়োজিত ব্যক্তিগণকে, বেসামরিক রক্ষণ ব্যবস্থায় স্বেচ্ছাসেবকগণকে এবং এই পরিকল্পনা মতে সাহায্য পাইতে পারে এমন লোকদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন নিম্নলিখিত উপদেশগুলি পালন করেন; তাহা হইলে তাঁহারা, তাঁহাদের পরিবারবর্গ ও ছেলেমেয়ের সাহায্যের জন্য প্রার্থী হইলে তাড়াতাড়ি সাহায্য পাইতে পারিবেন:—

(১) পরিচয়-জ্ঞাপকচাক্তি সর্ব্বদা ধারণ করিবেন।

(২) যখনই আহত হইবেন তৎক্ষণাৎ প্রাথমিক চিকিৎসা-কেন্দ্রে বা হাসপাতালে যাইবেন বা নীত হইবেন।

(৩) ডাক্তার যেরূপ চিকিৎসার পরামর্শ দেন তাহা গ্রহণ করিবেন, যথাযথভাবে তাহার উপদেশ পালন করিবেন।

(৪) আপনার সম্মুখে কোন বন্ধু বা আত্মীয়ের মৃত্যু ঘটিলে তৎক্ষণাৎ পুলিশে সংবাদ দিবেন। যখন কোন বন্ধু বা আত্মীয়ের খোঁজ পাওয়া যায় না এবং আপনি মনে করেন যে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে তৎক্ষণাৎ পুলিশে সংবাদ দিবেন এবং তাহার খোঁজ করিবার জন্য পুলিশ যে সব সংবাদ আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করে সে সব সংবাদ দিয়া সাহায্য করিবেন।

(৫) ক্লেইম আফিস হইতে দরখাস্ত ফর্ম লইবেন এবং তাহা নির্ভুলরূপে পূরণ করিবেন।

(৬) ইহা লক্ষ্য রাখিবেন যে দরখাস্তের পোষকতায় ডাক্তারের সার্টিফিকেট বা মৃত্যুর সার্টিফিকেট যেন দেওয়া হয়।

(৭) যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ক্লেইম অফিসারের নিকট দরখাস্ত দিবেন এবং কোন অবস্থাতেই আহত হইবার তারিখ হইতে কিম্বা হাসপাতাল হইতে খালাস হওয়ার তারিখ হইতে তিন মাস অতীত হইয়া না যায় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।

[শেষ কলমের নিম্নে দেখুন]

সাইকেল রেজিষ্ট্রী করিবার সরকারী আদেশ

জনসাধারণের সহযোগিতা প্রার্থনীয়

বেসামরিক সংরক্ষণ ব্যবস্থার সুবিধার নিমিত্ত সাইকেলগুলি রেজেষ্ট্রী করিতে হইবে—বাঙলা সরকার সম্প্রতি এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন।

গত ২৮শে মার্চ্চ প্রচারিত একটি সরকারী আদেশ অনুযায়ী মফঃস্বলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কলিকাতায় পুলিশ কমিশনার কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত সময়ে বাইসাইকেলের মালিকগণকে নিকটবর্ত্তী থানায় উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ সাইকেল রেজেষ্ট্রী করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। রেজেষ্ট্রী করিবার পর তাহাদিগকে বিনা খরচায় রেজিষ্ট্রেশন সংখ্যা ও প্লেট প্রদত্ত হইবে এবং এই আদেশ অনুসারে রেজেষ্ট্রীর জন্য নির্দ্ধারিত দিনের পর যে সকল বাই-সাইকেলে রেজিষ্ট্রেশন চাক্তি থাকিবে না সেগুলিকে কোন সরকারী রাস্তা দিয়া যাতায়াত করিতে দেওয়া হইবে না। বাইসাইকেলের মালিকগণকে এ অনুরোধও করা যাইতেছে যে, সাইকেল হস্তান্তরিত করিলে কিম্বা রেজিষ্ট্রেশন প্লেট হারাইয়া অথবা ভাঙ্গিয়া গেলে উহা যথাসময়ে জানাইতে হইবে এবং এই ধরণের ক্ষতি হইলে উহার নূতন প্লেট তাঁহাদের নিজ ব্যয়ে তৈরী করিয়া নিতে হইবে।

বাইসাইকেলের ব্যবসায়ী ও মজুতকারীদিগের নিমিত্ত বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইঁহারা বাইসাইকেলের ব্যবসায়ী ও মজুতকারী হিসাবে রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন এবং তাঁহাদিগকে ব্যবসায়ীর বিশেষ রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হইবে। তাঁহাদিগকে প্রত্যেকটি বাইসাইকেল রেজেষ্ট্রীর জন্য পাঠাইতে হইবে না; কিন্তু বিক্রীর পূর্ব্বে যদি কোনো বাইসাইকেল রাস্তায় বাহির করা হয় তবে উক্ত ব্যবসায়ীর রেজিষ্ট্রেশন নম্বর সহ একটি বিশিষ্ট লাল রঙের রেজিষ্ট্রেশন প্লেট লাগাইতে হইবে। এই প্লেট তাঁহাদিগকে সরবরাহ করিতে হইবে। কিন্তু ব্যবসায়ীরূপে রেজেষ্ট্রী করা, রেজেষ্ট্রী করিবার মুদ্রিত ফর্ম, সাপ্তাহিক হিসাব রাখিবার নিমিত্ত মুদ্রিত ফর্ম এবং রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেটের জন্য কোন কিছু ব্যয় করিতে হইবে না।

যাহাতে সর্ব্বপ্রকার সাইকেলের রেজেষ্ট্রী করিবার কাজ দ্রুত গতিতে সমাধা হয় তজ্জন্য গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণকে সহযোগিতা করিবার নিমিত্ত বিশেষভাবে আবেদন জানাইতেছেন।

[২য় কলমের শেষাংশ]

(৮) বিচার-নিষ্পত্তি তাড়াতাড়ি করার জন্য ক্লেইম অফিসারকে সকল প্রকার সহায়তা করিবেন।

(৯) পোষ্ট আফিস হইতে নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর নিয়মিতভাবে পেন্সন বা ভাতা গ্রহণ করিবেন, কারণ এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে সেই অজুহাতে পেন্সন বা ভাতা বন্ধ হইতে পারে।

(১০) লেবার কমিশনার অথবা ক্লেইম অফিসারের নিকট হইতে উপদেশ লইবেন; তাঁহারা সর্ব্বদাই আপনাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকিবেন।

জার্ম্মাণ অধিকৃত ফ্রান্স হইতে পলায়িত একজন ফরাসী বালককে বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী অভ্যর্থনা করিতেছেন।

মাননীয় মন্ত্রী খান বাহাদুর হাসেম আলী খাঁ

মফঃস্বলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের সমবায় বিভাগ ও পল্লী-ঋণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় খান বাহাদুর হাসেম আলী খাঁ মহোদয় বিগত ৪ঠা এপ্রিল তারিখে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস যোগে নাটোর যাত্রা করেন এবং ৫ই এপ্রিল তারিখে তথায় পৌঁছেন এবং তথাকার ডাক বাংলায় অবস্থান করেন। ঐ দিন অপরাহ্নে তিনি কলমবাজার গমন করেন। তথায় তিনি ঐ স্থানের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে সমবায় আন্দোলন ও ঋণ-সালিশী বোর্ডের কার্য্য সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের নীতি আলোচনা করেন। দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধেও তিনি আলাপ আলোচনা করেন। কলমবাজারের জন-সভায় হিন্দু ও মুসলমানগণ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে মাল্যভূষিত করে। কলমবাজার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের, ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যগণের ও জনসাধারণের পক্ষ হইতে বিভিন্ন অভিনন্দনপত্র পাঠ করা হয় এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ঐগুলির যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করেন। জনসাধারণকে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বুঝাইতে যাইয়া মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে সর্ব্বান্তঃকরণে সাহায্য করিবার জন্য সকলকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন এবং বলেন যে, শুধু এই উপায়েই দেশকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে। তিনি দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, হিন্দু-মুসলমান নিজেদের বিরোধ ভুলিয়া সমবেতভাবে বর্ব্বর আক্রমণের বিরোধিতা না করিলে মিত্রশক্তিপুঞ্জ সাহায্য প্রদান করা সম্ভবপর হইবে না। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী দেশবাসীর শুভেচ্ছার উপর নির্ভরশীল এবং জনসাধারণের কল্যাণ সাধনের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টিত। বর্ত্তমান সময়ে জনসাধারণের কর্ত্তব্য, এই মন্ত্রিমণ্ডলীকে পূর্ণ সমর্থন দেওয়া এবং তাহা হইলে জনসাধারণের উন্নতিমূলক কার্য্য করিবার জন্য মন্ত্রিমণ্ডলী অধিকতর সুযোগ পাইবেন এবং অচিরে দেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তথাকার কাঁসারী, তন্তুবায় ও মৎস্যজীবিগণকে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি ঋণ-সালিশী বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ড পরিদর্শন করেন এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে বোর্ডের উন্নতি হইবে তাহা সদস্যগণকে বলেন। বেলা ১ ঘটিকার সময় তিনি নৌকাযোগে কলমবাজার পরিত্যাগ করেন এবং ৬ই এপ্রিল প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় নাটোর প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পরদিন তিনি নাটোর হইতে গোপালপুর ষ্টেশনে গমন করেন এবং তথা হইতে মোটর যোগে দশ মাইল দূরে বেলঘোরিয়া গমন করেন। তথায় তিনি ঋণ-সালিশী বোর্ড এবং ইউনিয়ন বোর্ড পরিদর্শন করেন এবং প্রেসিডেণ্ট, চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সহিত ঐ সমুদয় বোর্ডের কার্য্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অতঃপর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটি জন-সভায় বক্তৃতা করেন এবং হিন্দু ও মুসলমানদিগকে সামান্য সামান্য বিরোধ ভুলিয়া যাইতে অনুরোধ করেন এবং বর্ত্তমান সঙ্কট সময়ে গভর্ণমেণ্টকে সর্ব্ব বিষয়ে সাহায্য করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। একটি ইউনিয়নে ১৪,০০০ চৌদ্দ হাজার লোকের বসতি কিন্তু ঐ ইউনিয়নে কোন প্রকার শিক্ষায়তন না থাকায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বড়ই দুঃখিত হন। তিনি লোকদিগকে ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণকে দরিদ্র লোকের উন্নতির জন্য চিন্তা করিতে অনুরোধ করেন এবং কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া অবিলম্বে একটি মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে বলেন যাহাতে স্থানীয় নিঃসহায় বালক বালিকাগণ শিক্ষালাভ করিয়া ভবিষ্যতে দেশের সেবা করিতে পারে। তিনি আরও বলেন যে, মধ্য ইংরেজী স্থাপন করিয়াই যেন তাহারা নিশ্চেষ্ট না হয়; অদূর ভবিষ্যতে যাহাতে উহা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হইতে পারে সেদিকে যেন তাঁহারা চেষ্টা করেন। তিনি ৮ই এপ্রিল তারিখে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

দার্জিলিং জেলায় জন-স্বাস্থ্য বিভাগের নব-পরিকল্পনা

বিভিন্ন অঞ্চলে পনরটি চিকিৎসা-কেন্দ্র স্থাপন

বাঙলা সরকারের জন-স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর একাধারে প্রতিষেধক ও আরোগ্যকারক ব্যবস্থাকে যুক্ত করিবার নিমিত্ত দার্জিলিং জেলার পল্লী অঞ্চলের মেডিক্যাল ও জন-স্বাস্থ্য কার্য্যাবলী পুনর্গঠনের নিমিত্ত একটি পরিকল্পনা তৈরী করিয়াছেন। সরকারের বিবেচনাধীন বাঙলার সমতল জেলাসমূহের পল্লী অঞ্চলের জন-স্বাস্থ্য কার্য্যাবলীর পুনর্গঠন পরিকল্পনাকে আদর্শ করিয়া এই পরিকল্পনা তৈরী করা হইয়াছে এবং দার্জিলিং-এর বৈচিত্র্যময় আবহাওয়ার জন্য উক্ত পরিকল্পনার কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করা হইয়াছে।

পল্লী অঞ্চলে ১৫টি চিকিৎসা-কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব লইয়া এই পরিকল্পনা সুরু হইয়াছে। অবশ্য এই ১৫টি চিকিৎসা-কেন্দ্র সমগ্র জেলার চাহিদা মিটাইতে পারিবে না এবং বর্ত্তমানে কতকগুলি অঞ্চল ইহার সুবিধা হইতে বঞ্চিত থাকিবে। চা বাগানগুলিতে তাহাদের নিজেদের চিকিৎসা-ব্যবস্থা আছে বলিয়া বর্ত্তমানে সেই সকল অঞ্চল বাদ রাখা হইবে।

১৫টি চিকিৎসা-কেন্দ্র বর্ত্তমানে স্থাপিত হইবে। চিকিৎসা ও জন-স্বাস্থ্য রক্ষার কার্য্যাবলীর জন্য প্রত্যেকটি জায়গায় একটি করিয়া ডিস্পেনসারী স্থাপিত হইবে এবং প্রত্যেকটি ডিস্পেনসারীতে একজন মেডিক্যাল অফিসার, একজন স্বাস্থ্য বিষয়ক সহকারী, নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য একজন দাই এবং একজন মেথর থাকিবে।

শিলিগুড়ি টেরাইয়ের অন্তর্গত ফনসিদেওয়া, বাগডোগরা এবং খড়িবাড়ী নামক তিনটি সরকারী ডিস্পেনসারী এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইবে। মাটিগাড়া নামক স্থানে যে সপ্তাহে দুই দিন করিয়া সরকারী হাট ডিস্পেনসারী বসিত তাহা তুলিয়া দেওয়া হইবে। মিরিক ও গোরাবাথান নামক স্থানে যে দুইটি জেলা বোর্ডের ডিস্পেনসারী ছিল তাহা তুলিয়া দিয়া উক্ত দুই জায়গায় দুইটি চিকিৎসা-কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে।

এই নূতন পরিকল্পনায় কালাজ্বরের বিরুদ্ধে অভিযানমূলক বিশেষ ব্যবস্থা থাকিবে বলিয়া গত ১৯৩৭ সালে বার্ষিক ১৭,০০০৲ ব্যয়ে দার্জিলিং জেলায় যে কালাজ্বর-প্রতিষেধক পরিকল্পনা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

বর্ত্তমান কালাজ্বরপ্রতিষেধক পরিকল্পনার অন্তর্গত ১৯টি কালাজ্বর চিকিৎসা-কেন্দ্র ও শাখাকেন্দ্র আছে। দশজন মেডিক্যাল অফিসার উহার দেখা শোনা করেন; এতদ্ব্যতীত অপর একজন ভ্রাম্যমান-চিকিৎসক আভ্যন্তরিক পল্লী অঞ্চলসমূহে কালাজ্বরের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ ও চিকিৎসা পরিচালন করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে প্রস্তাবিত ১৫টি পল্লী চিকিৎসা-কেন্দ্র জেলার কালাজ্বর অঞ্চলসমূহের ভার গ্রহণ করিবে। অবশ্য কিছু দিন পর যদি দেখা যায় যে, কোন অঞ্চল এই সকল চিকিৎসা-কেন্দ্রের সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না তবে প্রয়োজন বোধে উপযুক্ত সরকারী সাহায্যে দার্জিলিং জেলা বোর্ড কর্ত্তৃক অস্থায়ী কালাজ্বর চিকিৎসা-কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে।

বর্ত্তমান কালাজ্বর চিকিৎসা পরিকল্পনায় পল্লী অঞ্চলে স্বাস্থ্যরক্ষামূলক কার্য্য চালাইবার নিমিত্ত দুইজন স্যানিটারী ইন্সপেক্টর নিযুক্ত আছেন। জন-স্বাস্থ্য বিভাগের বর্ত্তমান পরিকল্পনায় চারিজন স্যানিটারী ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করা হইবে এবং জেলার প্রত্যেক মহকুমার জন্য একজন করিয়া ব্যক্তি নিযুক্ত থাকিবেন। সদর মহকুমার স্যানিটারী ইন্সপেক্টর জোড়া-বাংলোতে অবস্থান করিবেন এবং অপর তিনজন যথাক্রমে কার্শিয়াং, কালিম্পং এবং শিলিগুড়িতে থাকিবেন। প্রত্যেক স্যানিটারী ইন্সপেক্টরের সহিত ঔষধ বহন করিয়া লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা থাকিবে।

দার্জিলিং জেলাবোর্ড উপরোক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে এবং উপরোক্ত পরিকল্পনাকে চালু করার জন্য বর্ত্তমান ব্যয়কে অব্যাহত রাখিতে মনস্থ করিয়াছে।

গমের মূল্য

বাঙলা সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রধান অফিসার জানাইতেছেন যে, বিগত ১৯৪১ সনের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা সহর ও সহরতলীতে গমের মূল্য প্রতি মণ ৫৸০ পৌনে ছয় টাকা ধার্য্য করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ভারত গভর্ণমেণ্ট হাপুর ও লায়ালপুরের পাইকারী দর প্রতি মণ ৪।৵০ চার টাকা ছয় আনা ধার্য্য করিয়াছিলেন এবং ঐ দরকে ভিত্তি করিয়া উল্লিখিত সর্ব্বোচ্চ বাজার মূল্য এখানে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ভারত গভর্ণমেণ্ট অতঃপর প্রতি মণের মূল্য ৫৲ টাকা ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন; সুতরাং স্থানীয় দর পরিবর্ত্তন করিয়া প্রতি মণ ৬৷৷০ সাড়ে ছয় টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। বাঙলার দ্রব্যাদির মূল্যের চিফ্ কণ্ট্রোলার নিম্নলিখিত আদেশ প্রচার করিয়াছেন:—

ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া রুলের ৮১ ধারার (২) অনুধারার (খ) প্রকরণে প্রদত্ত ক্ষমতানুযায়ী এবং ১৯৪১ সনের ৯ই ডিসেম্বর তারিখের আদেশ আংশিকভাবে পরিবর্ত্তন করিয়া পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের গমের সর্ব্বোচ্চ বাজার মূল্য কলিকাতা ও সহরতলীর জন্য প্রতি মণ ৬৷৷০ সাড়ে ছয় টাকা ধার্য্য করা গেল।

পল্লী অঞ্চলে ঋণ সমস্যার সমাধান

বিভিন্ন সালিসী বোর্ডের প্রশংসনীয় কার্য্য

ঢাকা জেলা

মাজুবাড়ী শ্যামপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৮ সালের ১৩৯নং মামলায় মহাজন বেণী মাধব সাহা খাতক শেখ তসমান এবং সিরাজুদ্দিনের নিকট ১,৫০০৲ টাকা দাবী করে; তন্মধ্যে ১,৪০০৲ টাকা আসল এবং ১০০৲ টাকা সুদ হিসাবে ধরা হয়।

বিশেষভাবে পরীক্ষা করার পর দেখা যায় যে, আসলের পরিমাণ হইতেছে ৬০০৲ টাকা আর অন্যান্য সকল খত অনাদায়ী সুদ হইতে লিখিত হইয়াছে।

তদনুসারে ইতিপূর্ব্বে যাহা প্রদান করা হইয়াছে তাহা বাদ দিয়া ঋণের পরিমাণ ৯৫২৲ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করা হয় (তন্মধ্যে ৬০০৲ টাকা আসল এবং ৩৫২৲ টাকা সুদ। এই ঋণের পরিমাণ আবার পরে কমাইয়া ৪৭৬৲ টাকা ধার্য্য করা হয় এবং ১৬টি বার্ষিক কিস্তিতে উহা পরিশোধ করিতে হইবে বলিয়া স্থির হয়। যাহাতে খাতক সাধ্যানুসারে তাহার ঋণ শোধ করিতে পারে তজ্জন্যই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

পাবনা জেলা

সাহাজাদপুর স্পেশ্যাল ঋণ-সালিসী বোর্ড

গত ১৩৩৬ সালের (বাংলা) ৮ই মাঘ খাতক মর্গেজী দলিল দ্বারা যে ঋণ গ্রহণ করে তজ্জন্য ২নং মহাজন প্রফুল্ল কুমার সাহা ১,২০০৲ টাকা দাবী করে। বোর্ড উহাই ঋণের পরিমাণ বলিয়া ধার্য্য করে এবং পরে ৩৫০৲ টাকায় মীমাংসা করা হয়। উক্ত অর্থ খাতক বোর্ডের সম্মুখে নগদ পরিশোধ করে।

মুর্শিদাবাদ জেলা

টেনিয়া ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৭ সালের ৪৯।৪নং মামলায় খাতক গোকুল চন্দ্র ঘোষ নিজের একমাত্র সম্পত্তি ২.৭২ একর জমি মর্গেজ দিয়া ২০০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। খাতক ঋণ একেবারেই পরিশোধ করিতে পারে না এবং ১৯৩৫ সালে মহাজন তাহার নামে দেওয়ানী মামলা করিয়া ১৯৩৯ সালে ৩২৫৲ টাকার ডিক্রী পায়। অতঃপর খাতক টেনিয়া ঋণ-সালিসী বোর্ডে তাহার ঋণ সালিসীর জন্য দরখাস্ত করে। ঋণের পরিমাণ ৩২৫৲ টাকাই সাব্যস্ত হয় কিন্তু খাতকের একেবারে বাড়তি আয় নাই বলিয়া বোর্ড উক্ত ঋণের পরিমাণ ২০৲ টাকা বলিয়া ধার্য্য করে। খাতক এই টাকা পরিশোধ করে। বোর্ডের সালিসীতে উভয় দলই সন্তুষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

রংপুর জেলা

কাকিনাড়া ঋণ-সালিসী বোর্ড

খাতক মিয়াজান আকন্দ ও আইজন শাহ্ একটি রেজেষ্টীকৃত খতের বলে মহাজন আক্কাস আলি আকন্দ এবং আরও দুই ব্যক্তির নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে। পরে এই ঋণের পরিমাণ ১,১৯৫৲ টাকা হয়। তৎপর মহাজনেরা এই ঋণের মীমাংসার জন্য বোর্ডের নিকট আবেদন করে। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ১,০০০৲ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করে। কিন্তু পরে মহাজনদিগের বদান্যতা ও বোর্ডের প্রণোদনার ফলে ঋণের পরিমাণ ৬০০৲ টাকা বলিয়া মীমাংসা হয় এবং উক্ত অর্থ ২০টি সমান কিস্তিতে পরিশোধ করা হইবে বলিয়া স্থির হয়।

যশোহর জেলা

বাঁকুড়া ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪১ সালের ৭৯নং মামলায় খাতক শরৎ চন্দ্র ঘোষ যে মাঝে মাঝে খত দিয়া ঋণ গ্রহণ করিয়াছে তজ্জন্য মহাজন বাবু শিবনাথ বিশ্বাস ২,২০৬৸৴০ আনা দাবী করেন। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ২,০৯২।৴০ আনা বলিয়া সাব্যস্ত করে। পরে খাতকের বাড়তি আয়ের কথা বিবেচনা করিয়া ঋণের পরিমাণ ৮০০৲ টাকা ধার্য্য হয়। এই অর্থ বিশটি কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে।

নবাবগঞ্জ ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ১০৫নং এবং ১৯৪০ সালের ৪০৬নং মামলায় মহাজনেরা হ্যাণ্ডনোট, ডিক্রীর দাবী এবং মর্গেজ দলিল বলে ২,২৯৯৲ টাকা দাবী করে। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ১,৩৪৩।১০ বলিয়া ধার্য্য করে এবং ১,০০০৲ টাকায় মীমাংসা করে। খাতকের বাড়তি আয়ের কথা বিবেচনা করিয়া স্থির হয় যে উক্ত অর্থ কুড়ি কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে।

মুর্শিদাবাদ জেলা

বাজিতপুর ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৪ সালের ১৪।৪নং মামলায় খাতক নরসিংহ ঘোষের বিরুদ্ধে ২নং মহাজনের ৩,০৬৯৲ টাকার একটা ডিক্রী ছিল। বোর্ড মহাজনকে ঋণের পরিমাণ কমাইয়া ৮৭৫৲ টাকা করিতে প্ররোচিত করে। উক্ত অর্থ নগদ পরিশোধ করা হয়। একটি হ্যাণ্ডনোটের বলে ১নং মহাজন আসল ৬০০৲ টাকা এবং সুদ ৬০০৲ টাকা এই একুনে ১,২০০৲ টাকা দাবী করে। এই দাবীর পরিমাণ ৩০০৲ টাকায় মীমাংসা হয়।

ফরিদপুর জেলা

নাগেরপাড়া ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ৫৬।২নং মামলায় গত ১৩৩৫ (বাংলা) সালে খাতক খাদেম আলি সিকদার মহাজন ফরেজউদ্দীন কাজীর নিকট হইতে ৪২৭৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে এবং তাহার ২.৩৪ একর জমি সুদ হিসাবে মহাজনকে ভোগ দখল করিতে প্রদান করে। বোর্ড উক্ত জমির আয় বিবেচনা করিয়া এবং উহা সুদ হইতে বাদ দিয়া ঋণের পরিমাণ ২৫৲ বলিয়া সাব্যস্ত করে। বোর্ড বহু বিবেচনা করিয়া মহাজনকে খাতকের জমি প্রত্যর্পণ করিতে ও পাঁচটি বার্ষিক কিস্তিতে উক্ত অর্থ গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করে।

১৯৪০ সালের ২৯।১নং মামলায় খাতক রহিমউদ্দীন সর্দ্দার গত ১৯৪০ সালে তাহার সম্পত্তি মর্গেজ দিয়া মহাজন আক্তার আলি মীরের নিকট হইতে ১৯০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ৭০৲ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করে এবং উহা ৫টি বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে বলিয়া ধার্য্য করা হয়। মহাজন স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে খাতকের জমি প্রত্যর্পণ করে।

বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় গত জানুয়ারী মাসে ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট এবং ষ্ট্যাম্প যথাক্রমে মোট ৩,৮৩,৮৯০৲ টাকা ও ১৮,৯৫৯।।০ টাকার বিক্রয় হইয়াছে। দেশের সর্ব্বত্র যুদ্ধ-ভাণ্ডারে নানাভাবে সাহায্য দানের জন্য সাড়া পড়িয়া গিয়াছে এবং আশা করা যায় যে, সাহায্য প্রাপ্তির পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে।

বিমান আক্রমণকালে আশ্রয়স্থল

বাঙলা সরকারের নব-পরিকল্পনা

একটি সংবাদপত্রে বলা হইয়াছে যে, কলিকাতার সাধারণ স্থানসমূহে বহু সংখ্যক স্লিট ট্রেঞ্চ খনন করা সত্ত্বেও তাহা প্রায় শেষ সীমায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে এবং দুই একটি অঞ্চল ব্যতীত আর পরিখা খনন করিবার স্থান নাই বলিলেও চলে।

তদনুসারে বাঙলা সরকার নির্ব্বাচিত ব্যক্তি বিশেষের জমিতে পরিখা খনন করিবার সম্ভাবনা সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন।

এতদ্ব্যতীত গভর্ণমেণ্ট বস্তি অঞ্চলে পরিখা খনন করিবার অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছেন। এই সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের শতকরা ২৫ জনের উপযুক্ত স্থানও পাওয়া যায় না; কারণ এই সকল অঞ্চলে এত ঘন বসতি যে, তাহার এঞ্জিন কিম্বা অ্যাম্বুলেন্সও প্রবেশ করিতে পারে না।

তজ্জন্য কর্ত্তৃপক্ষ এই সকল ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার প্রস্তাব করিতেছেন। প্রত্যেক বস্তিতে খানিকটা যায়গার বসবাসের স্থান ভাঙ্গিয়া ফেলা হইবে এবং সেই স্থানে পরিখা খনন ও রাস্তা নির্ম্মাণ করা হইবে।

যদি এই প্রস্তাবকে কার্য্যকরী করা হয় তবে বাঙলা সরকারের স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের মারফৎ আইন অনুসারে লোক সরাইয়া দেওয়ার আদেশ জারি করিতে হইবে এবং রাজস্ব বিভাগ তাহাদের বসবাসের জন্য অন্যরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

একথাও জানা গিয়াছে যে, যে পাঁচশত দালানকে বিমান-আক্রমণকালে সাধারণের আশ্রয়স্থলরূপে পরিগণিত করা হইবে বলিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে তন্মধ্যে ২৫৫টি বাঙলা সরকার ইতিপূর্ব্বেই পরীক্ষা করিয়া মঞ্জুর করিয়াছেন।

গভর্ণমেণ্টের চিফ্ ইঞ্জিনিয়ারের তত্ত্বাবধানে এই দালানগুলিকে আরও দৃঢ় করিবার কার্য্য দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে।

অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস্

সঙ্কটজনক অবস্থায় কলিকাতায় ও শহরতলীতে কাজ করিবার নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট ৮৭টি অ্যাম্বুলেন্সের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া দাবী করিয়াছেন, তন্মধ্যে ৭৩টির ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

গুরুত্বপূর্ণ কারখানাগুলির জন্যও যে বিশেষ অ্যাম্বুলেন্স ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে সে প্রস্তাবও গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। জানা গিয়াছে যে, তাহারা সরকারের সহযোগিতায় অতি শীঘ্রই এই ব্যাপারের মীমাংসা হইবে। যদিও গভর্ণমেণ্ট, যে সকল অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করিবেন তাহা ডিপোতেই থাকিবে এবং প্রয়োজনবোধে ফ্যাক্টরীর কাজে নিয়োজিত করা হইবে এবং বিশেষ কোন ফ্যাক্টরীর জন্য বিশেষভাবে কোন অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হইবে না তথাপি কোন্ ডিপোতে কি পরিমাণ অ্যাম্বুলেন্স প্রয়োজন তাহা ধার্য্য করিবার সময় সরকার আশে পাশের ফ্যাক্টরী সংখ্যা সম্পর্কে বিবেচনা করিতে সম্মত হইয়াছেন।

বিমান-আক্রমণকালে জনসাধারণ কলিকাতার ব্যক্তিগত ভবনগুলিতে আশ্রয় পাইবে কিনা সে সম্পর্কে সংবাদপত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে। যে সকল বাড়ীর মালিক জনসাধারণকে আশ্রয় দিতে সম্মত (বিশেষ করিয়া শহরের জনবহুল অঞ্চলে) কিছু দিন যাবৎ সেই ধরণের ভবন সংগ্রহ করিবার প্রচেষ্টা চলিয়াছে; এবং এতদুদ্দেশ্যে পুলিশ কমিশনার বাঙলা সরকারের নিকট ৬০০ গৃহের তালিকা দাখিল করিয়াছেন। উহার মধ্যে ৩৫০টির অধিক বাড়ী কমিউনিকেশন ও ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্ট বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়াছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানগুলিকে কার্য্যোপযোগী করা ও "জনসাধারণের আশ্রয়স্থল" বলিয়া সাইনবোর্ড টাঙাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রাথমিক চিকিৎসা-কেন্দ্র

বাঙলা সরকার কলিকাতা ও শহরতলীতে প্রাথমিক চিকিৎসার যে সকল কেন্দ্র খুলিয়াছেন তাহাকে কার্য্যকরী

[২য় কলমের নিম্নে দেখুন]

[শেষ কলমের শেষ]

করার ব্যবস্থা দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। এ পর্য্যন্ত ৭৩১ জন লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে; তন্মধ্যে ৪১১ জনকে স্থায়ীভাবে হিসাবে এবং ৩২২ জনকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতরূপে নিযুক্ত করা হইয়াছে। শেষোক্ত সংখ্যার মধ্যে ২৩০ জন স্ত্রীলোক রহিয়াছেন। এই সম্পর্কিত ব্যাপারে মোট ১,১১৫ জন লোকের প্রয়োজন। বাঙলা সরকার প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কিত ব্যবস্থার জন্য এ পর্য্যন্ত ৮৩৬ জন লোক সংগ্রহ করিয়াছেন; ইহাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত লোক সংগৃহীত হইয়াছে বলা চলে।

এতদ্ব্যতীত গভর্ণমেণ্ট ভ্যানগুলিকেও ভ্রাম্যমাণ প্রাথমিক চিকিৎসা-কেন্দ্ররূপে পরিণত করিতেছেন। একটি ভ্যান ইতিমধ্যেই কার্য্যকরী করা হইয়াছে এবং অন্যান্যগুলির কাজও অগ্রসর হইতেছে।

ভারতের উদ্দেশ্যে সতর্ক-বাণী

জাপানীদের মিষ্ট-কথা সম্বন্ধে চীনের অভিজ্ঞতা

মার্শাল চিয়াং কাইশেকের পত্নীদের এই ধারণা হইয়াছে যে, ভারতে জাপান-বিরোধী ভাব সর্বত্রই বেশ বর্তমান। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের এক বৈঠকে একটি প্রশ্নের উত্তরে ডাক্তার হোলিংটন্ টং এই কথা বলিয়াছেন।

ডাক্তার হোলিংটন্ টং ত্রিশ বছর সংবাদপত্রের সেবায় নিযুক্ত আছেন। যুদ্ধের গতিকে তাঁহার চুংকিং গভর্ণমেণ্টের সহকারী সংবাদ-সচিবের পদ লাভ ঘটে। তিনি বলেন যে, কাণাঘুষায় যে সব কথা রটে তাতেই লোকের মনের জোর ভাঙিয়া যাইবার ভয় খুব বেশী থাকে।

চুংকিংয়ের বৃটিশ দূতাবাসে সংবাদপত্র সংক্রান্ত কর্মচারী এও্ জ্ সাহেবও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তিনি চীনাদের প্রচার ব্যবস্থার উচ্চ প্রশংসা করিয়া বলেন যে, এ বিষয়ের প্রতিষ্ঠানটি ডাক্তার টংয়েরই হাতে গড়া। ইহার অফিস ও কাগজপত্র জাপানীদের বোমায় দুই দুইবার ধ্বংস হইয়া যাওয়া সত্ত্বেও আবার সব গড়িয়া তোলা হইয়াছে। চীনাদের প্রচার-রীতির একটা দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্য এণ্ড্রুজ্ সাহেব বলিয়াছেন যে, অল্পদিন হইল ডাক্তার টংয়ের অফিস হইতে লোকের মুখে মুখে চলার মত একটি বুলি প্রচলিত করা হইয়াছে। বুলিটি এই—"গুজব মাত্রই শত্রু পক্ষের গুলী"।

বৈঠকে বক্তৃতা দিবার সময় "সমব্যবসায়ী ভ্রাতৃগণ" বলিয়া সংবাদপত্রসেবীদের সম্বোধন করিয়া ডাক্তার টং বলেন যে, তিনি চীনের সংবাদপত্র মহলের তরফ হইতে চীনের মিত্র ভারতের জন্য প্রীতিসম্ভাষণ নিয়া আসিয়াছেন। এই দুই দেশের সাধারণ শত্রু জাপান যে সব মিথ্যা কথা রটায় সময়মত উহাদের ধরাইয়া দিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করা দরকার। এজন্য তিনি কলিকাতায় একজন ও দিল্লীতে একজন চীনা সংবাদদাতা নিযুক্ত করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তিনি আশা করেন যে, ভারতীয় সংবাদদাতারাও চুংকিংয়ে যাইবেন। চুংকিংয়ে তাঁর অফিসে এর মধ্যেই ৪৬০ জন বিদেশী সংবাদদাতার জন্য ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁদের মধ্যে একজনও ভারতীয় নাই। তিনি আরও বলেন যে, ভারত ও চীনের মধ্যে নিয়মিত-ভাবে পরস্পর সংবাদ দেওয়া নেওয়ার কাজ যাতে তাড়াতাড়ি হয় তার ব্যবস্থা করার জন্য তিনি স্যার ফ্রেডারিক্ পাকল্-এর সঙ্গে আলাপ করিয়াছেন। ভারতের লোকেরা যুদ্ধের আয়োজনে কি সাহায্য করিতেছেন, কত গোলাগুলী তৈয়ারী করিতেছেন, ভারতীয় সেনাদের বীরত্বের কাহিনী, ভারতে বিমান-আক্রমণ সম্পর্কে ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয় এবং আরও যে সকল কথা ও কাহিনী শুনিতে সাধারণতঃ মানুষের আগ্রহ হয় সে সকল চীন-দেশের লোকেরা জানিতে চায়।

পরদেশ আক্রমণের নকশা

ডাক্তার টং এই প্রসঙ্গে বলেন যে, ২০ বছরেরও বেশী হইয়াছে জাপানীরা "তানাকা মেমোরিয়াল" বা পরদেশ আক্রমণের নকশা মুসাবিদা করে। এই নকশে একে একে চীন, দক্ষিণের সমুদ্র, ভারত এবং সমস্ত পৃথিবী জয়ের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমে পৃথিবীর লোকে এটাকে তেমন গুরুতর কিছু মনে করে নাই কিন্তু এ সকল মতলব যে বাস্তবিকই সত্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভারতকে সতর্ক করিবার জন্য তিনি বলেন যে, গোড়াতে জাপানীরা সব সময়েই মিষ্ট কথা ব্যবহার করে, আর, "বন্ধুগণ ও ভাইবোন" সম্বোধনে বলে, "আমরা নরকের আগুন থেকে তোমাদের উদ্ধার করিতে আসিয়াছি" কিন্তু যখন তারা আসে তখন তারাই নরক নিয়া আসে। চীনের লোকেরা এবিষয়ে ভুক্তভোগী। গত সাড়ে চার বছর চীনের স্ত্রীলোকের উপর তারা যাহা করিয়াছে তাহা অকথ্য। তারা যেখানেই গিয়াছে সেখানে আর কিছু রাখে নাই। ঠিক যেন সাদা দেশের উপর দিয়া একটা ঘূর্ণিবায়ুর ঝড় বহিয়া যায়। লোকদের জন্য কোন খাদ্যই তারা রাখে নাই, তারা চাহিয়াছিল যে লোকেরা খাইতে না পায়। এটা আতৃত্ব বা বন্ধুত্বের কোন বাণী নয়, কিন্তু মৃত্যুর বাণী, অসভ্য জাতির মত নিষ্ঠুরতা।

ভারতে মার্শাল চিয়াংয়ের আগমনের উদ্দেশ্য কি সে সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে ডাক্তার টং বলেন যে, যুদ্ধ সম্পর্কিত বিষয়ে কোন কথা তিনি প্রকাশ করিতে পারিবেন না, তবে চীনের নায়িকা ভারত সম্বন্ধেই আরও বেশী করিয়া জানিতে চান। কারণ, ভারত ও চীন এই দুই জাতিই এশিয়ার সকলের চেয়ে বড়। ভারতবর্ষ দেখাতে মার্শাল চিয়াংয়ের বহুকাল হইতে পোষিত একটি স্বপ্ন সফল হইল এবং প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধের ফলেই তাঁর এ কার্য্যে আগ্রহ হইয়াছে। ভারতে দশের চোখে যাঁরা বিশিষ্ট স্থান পাইয়াছেন তাঁদের কয়েকজনের সঙ্গে মার্শাল মহোদয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছে। কিন্তু এ দেশটি এত বড়, নেতাদের সংখ্যা এত বেশী এবং সময় এত কম ছিল যে, কেবল নির্দিষ্ট কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব হইয়াছে। চীনের জাতীয়তাবাদের প্রতি ভারতের সহানুভূতির মূলে এই দুই দেশের ইতিহাসগত সম্পর্ক রহিয়াছে। চীনও তাহা অনুভব করে। কিন্তু ভারতে জাতীয় আন্দোলন মূলতঃ একটি ভারতীয় প্রশ্ন।

মার্শাল চিয়াং কাইশেকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে কি না সে সম্বন্ধে ডাক্তার টংকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন, "মার্শাল চিয়াং কাইশেক পরস্পরের কল্যাণ কামনায় এ দেশে আসিয়াছেন এবং আমরাও ভারত হইতে কল্যাণ কামনা সঙ্গে নিয়া ফিরিয়া যাইতেছি।"

বিমান-আক্রমণ সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য

জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ

সর্ব্ব সাধারণের অবগতির জন্য "বঙ্গীয় বিমান-আক্রমণ সম্পর্কিত আদেশ" হইতে নিম্নলিখিত অংশগুলি প্রকাশ করা হইতেছে:—

"৩। বিমান-আক্রমণের সঙ্কেত ধ্বনি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইবে এবং বিপদ কাটিয়া যাওয়ার "সঙ্কেত ধ্বনি না করা পর্য্যন্ত উহা বলবৎ থাকিবে।

(১) যাঁহার সিভিল ডিফেন্স কিম্বা এ, আর, পি সংক্রান্ত কাজের কোন দায়িত্ব নাই এবং যিনি খোলা যায়গায় আছেন তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।

(২) পুলিস অফিসার, সিভিক্ গার্ড, স্পেশ্যাল কনষ্টেবল কিম্বা এ, আর, পি ওয়ার্ডেন দাবী করিলে যে কোন ভবনের মালিক কিম্বা অধিবাসী শত্রুর আক্রমণকালে আশ্রয়প্রার্থী যে কোন ব্যক্তিকে উক্ত ভবনে আশ্রয় দানে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) যে ব্যক্তির সিভিল ডিফেন্স কিম্বা এ, আর, পি সংক্রান্ত কাজের কোন দায়িত্ব নাই এবং যিনি পাকা দালানে বাস করিতেছেন তাঁহাকে যদি যথাযোগ্য পরিকল্পনা অনুসারে উক্ত গৃহ ছাড়িয়া দিতে বলা না হয় তবে তিনি উক্ত ভবনেই অবস্থান করিবেন। যে সকল লোক পাকা দালানে বাস করে না তারা "স্লিট ট্রেঞ্চ" কিম্বা অন্যান্য ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

যে ব্যক্তি এই আদেশ অমান্য করিবে তাহার কারাদণ্ড কিম্বা জরিমানা হইবে কিম্বা সে উভয় দণ্ডেই দণ্ডিত হইবে।

(প্রেস-নোট)

যান-বাহন স্থানান্তর নিষিদ্ধ

গত ১১ই এপ্রিল তারিখে একটি আদেশ প্রচার করিয়া বলা হইয়াছে যে, গভর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে কলিকাতা এবং ২৪-পরগণা, হাওড়া ও হুগলী জেলার শিল্পাঞ্চল হইতে কোন যান-বাহন স্থানান্তরিত করা হইবে না।

চীনদেশে নারী জাগরণ

[শেষ পৃষ্ঠার জের]

কিছু সময়ের জন্য তিনি যে পদ অধিকার করিয়াছিলেন তাহা আপনাদের বিমান বিভাগের আণ্ডার সেক্রেটারী অব ষ্টেটের অনুরূপ। এই পদে ইতিপূর্ব্বে কোনও দেশে স্ত্রীলোকের স্থান হয় নাই। যখন তিনি এই পদে ছিলেন তখন এই বিভাগে যথেষ্ট কাজ তিনি করিয়াছেন কিন্তু অন্যান্য কাজের চাপ বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি এই পদ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এখন তিনি যুদ্ধ-সাহায্য কার্য্যে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। শিশু-কল্যাণ বিভাগে ও আহত সৈন্যদের পরিবারকে সাহায্য প্রদান কার্য্যে তিনিই প্রধান উদ্যোক্তা।

হাসপাতাল পরিদর্শনের সময় তিনি অনেক সময় নিজ হাতে সৈন্যদের ক্ষত-স্থান বাঁধিয়া দিয়াছেন।

মাদাম চিয়াং নূতন জাতীয় আন্দোলন পরিচালনা করেন। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য হইল আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রাচীন ও আধুনিক কৃষ্টির সমন্বয় করা।

উপসংহারে তিনি বলেন যে, মাদাম চিয়াং বস্তুতঃ নিজের আদর্শ দ্বারায় প্রত্যেক মহিলাকে দেখাইয়া দিয়াছেন দেশের স্বাধীনতার জন্য কিভাবে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিতে হইবে।

দেশী-নৌকা রেজিষ্ট্রীকরণ

বাঙলা সরকারের নির্দ্দেশ

দশ বা ততোধিক যাত্রী বহনক্ষম সমস্ত দেশী নৌকা ও সকল প্রকার মালবাহী নৌকার মালিকদের নিজ নিজ এলাকার থানায় উপস্থিত হইয়া ঐ সকল নৌকা রেজেষ্ট্রী করার জন্য বাঙলা সরকার এক নির্দ্দেশ জারী করিয়াছেন। ২৫ ফুট বা তদধিক দীর্ঘ মালবাহী নৌকার জন্য থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট হইতে লাইসেন্সও গ্রহণ করিতে হইবে। দেশরক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসাবে এই ব্যবস্থা করা হইতেছে এবং দরকার মত এ সকল নৌকাকে বিপজ্জনক এলাকা হইতে অপসারণের জন্য নির্দ্দেশ প্রদান করা হইতে পারে। রেজিষ্ট্রী ও লাইসেন্স গ্রহণে কোনও ফি লাগিবে না এবং কোনও নৌকা চালানো নির্দ্দেশ দ্বারা বন্ধ করিলে তজ্জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

এই নির্দ্দেশ অবিলম্বে মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, যশোহর, খুলনা, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, ঢাকা, ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জিলায় প্রযুক্ত হইবে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম ও পারস্যোপসাগর তীরবর্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে সুযোগমত জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্ট্স্,
বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)।

বাঙলা দেশে জাপানীদের অবতরণ আশঙ্কা

জনসাধারণের প্রতি গভর্ণমেন্টের পরামর্শ

মোটর, সাইকেল ও নৌকা সম্বন্ধে ব্যবস্থা

ব্রহ্মদেশ ও তাহার পূর্ব্ব অঞ্চলে জাপানীদের সাফল্যের বিষয় জনসাধারণ অবগত আছেন। এই সাফল্যের ফলে জাপানীরা কোন সময় বাঙলা দেশের উপকূলে অবতরণের চেষ্টা করিতে পারে।

এইরূপ কোন অবতরণের চেষ্টায় প্রবল সামরিক শক্তি দ্বারা বাধা দেওয়া হইবে। তথাপি সামরিকভাবে কোন স্থানে তাহাদের পক্ষে অবতরণ করা অসম্ভব নয়। ইহার বিবেচনায় ব্রহ্মদেশের শিক্ষা হইতে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন না করা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হইবে। শত্রু অবতরণ করিতে পারিলে তাহার অগ্রগতি যথাসম্ভব রোধ করা একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং যাহাতে শত্রু সেই সময় কোন যানবাহন না পায় তাহার জন্য সকল ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই জন্য বিপন্ন অঞ্চল হইতে মোটরকার ও সাইকেলসমূহ খুব অল্প সময়ের মধ্যে সরাইয়া ফেলার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বড় বেশী সংখ্যক নৌকাও অন্যত্র লইয়া যাইতে হইবে।

উপকূলবর্ত্তী জেলাসমূহের মোটরকারগুলি সরাইয়া ফেলার প্রয়োজন উপস্থিত হইলে মোটরের মালিকগণ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে নির্দ্দেশ পাইবেন। মালিকদিগকে তাহাদের মোটরকার সরাইয়া ফেলিতে এবং তাহা কোথায় লইয়া যাইতে হইবে তাহা বলিয়া দেওয়া হইবে।

সম্প্রতি সমস্ত বাইসাইকেল রেজেষ্ট্রী করার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা দ্বারা গভর্ণমেণ্ট সাইকেলের সংখ্যা জ্ঞাত হইতে পারিবেন। যখন প্রয়োজন হইবে তখন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণ সাইকেলের মালিকগণকে একস্থানে তাহাদের গাড়ীগুলি সমাবেশ করিবার নির্দ্দেশ দিবেন। মালিকগণকে রসিদ দিয়া সাইকেলগুলি লইয়া যাওয়া হইবে এবং নির্দ্দিষ্ট মালখানায় পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

মোটরগাড়ীর ও সাইকেলের মালিকগণ যদি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণের আদেশ অমান্য করে তাহা হইলে গাড়ী ও সাইকেল দখল করিয়া বিনষ্ট করিয়া ফেলা হইবে। এজন্য কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না।

শত্রুর অগ্রগতি রোধের জন্য উপকূলবর্ত্তী জেলাসমূহের দেশীয় নৌকাগুলি সরাইয়া ফেলাও একান্ত প্রয়োজন। কোন কোন শ্রেণীর নৌকা রেজেষ্ট্রী করার আদেশ আগেই দেওয়া হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে কোন কোন এলাকায় বড় নৌকাগুলি চালাইতে লাইসেন্সের প্রয়োজন হইবে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দ্দেশ প্রাপ্তির পর নৌকার মালিকদিগকে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে নৌকাগুলি সমাবেশ করিতে বলা হইবে। সেখান হইতে নৌকাগুলিকে নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করা হইবে। এইভাবে যে নৌকাগুলিকে সরাইয়া রাখা হইবে তাহার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। সম্ভাব্য সকল সতর্কতা অবলম্বন করিবার জন্য মালিকদিগকে পরামর্শ দেওয়া হইতেছে যে, তাঁহারা যেন এখনই উপকূলবর্ত্তী জেলাসমূহ হইতে নৌকাদি সরাইয়া রাখেন।

শত্রুরা যাহাতে কোন প্রকার যানবাহন না পায় তজ্জন্যই দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অধিকন্তু জনসাধারণকে আরও একটি কাজ করিতে হইবে। সামরিকভাবে যদি কোন অঞ্চলে শত্রুর অভিযান শুরু হয় তবে জনসাধারণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উচিত কার্য্য তাহাদের বাড়ী হইতে বাহির না হওয়া, কেননা ঐরূপ অবস্থায় রাস্তা ঘাট সৈন্যদের ব্যবহারে লাগিবে। জনসাধারণ যদি দল বাঁধিয়া সে রাস্তা দিয়া চলিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে সৈন্যদের চলাচলের অসুবিধা ঘটিবে এবং যোগাযোগের পথ বন্ধ হইবে।

গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের অবগতির নিমিত্ত এই বিজ্ঞপ্তি দিতেছেন, কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, শত্রুর আক্রমণ হইবেই। এইরূপ বিপদ উপস্থিত হইলে কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে সে বিষয়ে এই পরামর্শ দেওয়া গেল।

উপরোক্ত ব্যবস্থা কার্য্যকরী করার জন্য জনসাধারণের সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

খাদ্য-শস্য উৎপাদন প্রচেষ্টা

মনে রাখিবেন—

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের কৃষি ও শিল্প বিভাগ হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশ করা হইয়াছে:—

১। যুদ্ধের জন্য রেঙ্গুণ হইতে চাল আমদানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে;

২। সুতরাং এ বৎসর বাঙলাদেশে যদি প্রচুর পরিমাণে ধানের চাষ না হয়, তাহা হইলে বাঙলাদেশের লোককে না খাইয়া মরিতে হইবে;

৩। সেইজন্য এবৎসর প্রত্যেক কৃষকের ধানের চাষ খুব বাড়ানো দরকার;

৪। বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের উন্নত শ্রেণীর ধানের চাষ করিলে ধানের ফলন খুব বেশী পাওয়া যায়; সুতরাং সকলেরই উপযুক্ত জমি অনুযায়ী কৃষিবিভাগের উন্নত শ্রেণীর ধান উৎপাদন করা উচিত;

৫। প্রত্যেক জেলার কৃষি কর্ম্মচারী বা স্থানীয় কৃষি পরিদর্শককে জানাইলেই তিনি উন্নত শ্রেণীর ধানের বীজের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবেন;

৬। প্রত্যেক কৃষকের সারা বৎসরের খোরাক অনুযায়ী ধান উৎপাদন করা উচিত, যেন তাঁহাকে ধান বা চাউল কিনিয়া খাইতে না হয়;

৭। যদি কাহারও অনাবাদী অথচ চাষের উপযুক্ত পতিত জমি থাকে তাহা ভাঙ্গিয়া ধানের চাষ করা উচিত;

৮। ইহা ছাড়া বর্ষাকালের উপযুক্ত অন্যান্য খাদ্যশস্য, শাক-সব্জী, ভুট্টা ইত্যাদি যত বেশী পরিমাণ চাষ করা যাইবে ততই খাদ্যশস্যের অভাব কম হইবে। এস্থলে গরুর খোরাকের কথাও মনে রাখিতে হইবে;

৯। গত সালের পাঁচ আনার স্থলে এ বৎসর আট আনা জমিতে পাট চাষ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহাপেক্ষাও কম জমিতে পাট চাষ করাই যুক্তিযুক্ত; কারণ যুদ্ধের জন্য কাঁচা পাটের এবং পাটজাত জিনিষের রপ্তানী অনেক কমিয়া যাইবার খুবই আশঙ্কা আছে; এবং তাহা হইলে পাটের দামও খুব কমিয়া যাইবে;

১০। শেষ কথা সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, বেশী জমিতে পাট বা অন্যান্য ফসল উৎপাদন না করিয়া পেটের ভাতের সংস্থান আগে করা দরকার।

[৩য় কলমের শেষ]

শত্রুপক্ষের পথে সম্ভব কি উপায়ে বাধা সৃষ্টি করার জন্য কি করা দরকার উহা বাঙলার জনগণকে জানাবার জন্য আপনারা কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন, তৎসম্পর্কে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে আমি আগামী কল্য বিভিন্ন দলের নেতাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক। আমি আশা করি, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমি দল নির্ব্বিশেষে সকলের সমর্থন লাভ করিব।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের মর্ম্ম-বাণী

[তৃতীয় পৃষ্ঠার শেষ]

সংবাদপত্রগুলির নিকট হইতে আমরা যে সহযোগিতা পাইয়াছি উহা আমি উপলব্ধি করিয়াছি। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন সম্মেলনে যে মনোভাব লইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন ব্যক্তিগতভাবে আমি উহার বিশেষ প্রশংসা করি। গুজব বন্ধ করার জন্য এবং এই উদ্দেশ্যে জনমত পরিচালিত করার জন্য ভবিষ্যতেও আমি সংবাদপত্রগুলির সহযোগিতা পাইব বলিয়া বিশ্বাস করি। সাফল্যের সহিত যুদ্ধকার্য্য পরিচালনার জন্য যে সকল ব্যবস্থা করা হইবে ঐ সকল ব্যবস্থাই জনসাধারণকে আমি সংবাদপত্রসমূহের সমর্থন লাভের উপর নির্ভর করিতে পারি।

জনগণের কর্ত্তব্য

যদি সত্যসত্যই বিমান-আক্রমণ বা অভিযান শুরু হয়, তাহা হইলে আমাদের কর্ত্তব্য কি হইবে, উহাই আমি এক্ষণে বিবৃত করিতেছি। জাপ আক্রমণের বিরুদ্ধে এ প্রদেশ রক্ষা করা আমাদের সকলেরই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। শত্রু যদি আমাদের সীমান্ত অতিক্রম করে বা সমুদ্রোপকূলে সৈন্য নামায়, তাহা হইলে যানবাহনের অভাবে যাহাতে তাহাদের সাফল্যলাভের সম্ভাবনা দূরীভূত হয়, তজ্জন্য আমাদিগকে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। বিমান-আক্রমণ হইলে আমরা যেন সাহস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা লইয়া এই কষ্ট সহ্য করিতে পারি। বে-সামরিক জীবনযাত্রা যেন অব্যাহত থাকে, নাগরিকদের মনোবল যেন ক্ষুণ্ণ না হয়—তবে যেন তাহারা আশা স্থাপন করে, কারখানাসমূহে যেন কার্য্য চলিতে থাকে এবং পূর্ব্ব হইতেই যেন সমরোপকরণসমূহ নির্দ্দিষ্ট হয়। আমাদের বিমান বাহিনী ও সৈন্যবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য আমরা যেন সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করি। সৈন্যদের প্রয়োজনে আমাদের যদি কোন অসুবিধা হয়, তাহা হইলে আমরা যেন হাসিমুখে উহা সহ্য করি। পরিশেষে আমাদের যেন এই বিশ্বাস থাকে যে, পরিণামে শত্রুপক্ষ পরাজিত হইবেই। সম্মিলিত জাতিসমূহের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি যে শুধু তাহাদের বিরুদ্ধে রহিয়াছে, তাহা নহে, সভ্যজগতের সর্ব্বত্রই জনগণ আজ ডিক্টেটরী প্রথার উচ্ছেদ সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীর সর্ব্বত্র জনগণ আজ নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চাহে। মানব সমাজের এই বিরাট শক্তি, কালে পৃথিবী হইতে ডিক্টেটরী ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করিবে এবং পৃথিবীতে মুক্তির আগমনী ঘোষণা করিবে। জগতের এই আন্দোলনে বাঙলা কিভাবে সাহায্য করিতে পারে, উহা তাহাকেই দেখাইতে হইবে। আসন্ন বিপদ কালে প্রদেশে সমস্ত সম্পত্তি একত্রিত করাই আজ আমাদের কর্ত্তব্য। সম্মিলিত যুদ্ধ ফ্রণ্ট গঠন করাই আজ একান্ত প্রয়োজন।

কয়েকদিন পূর্ব্বে আমি পরিষদের সমস্ত দল ও উপদলের নেতাদের এক বৈঠকে আহ্বান করিয়া সর্ব্বদলের প্রতিনিধিদের লইয়া গভর্ণমেণ্ট গঠন করিয়া এইরূপ যুদ্ধ ফ্রণ্ট গঠন করা সম্ভব কিনা উহা নির্দ্ধারণের জন্য, তাঁহাদিগকে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিলাম। নেতাদের মধ্যে কয়েকজন ঐ সময় বলিয়াছিলেন যে, নিখিল ভারতীয় সমস্যার সমাধান না হইলে এবং প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কোনরূপ আপোষ না হইলে বাঙলায় সর্ব্বদলীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করা সম্ভব হইবে না। আমার মনে হয়, আমি আজ এ কথা বলিয়া পরিষদের প্রত্যেক সদস্যেরই মতের প্রতিধ্বনি করিতেছি যে, এইরূপ কোন মীমাংসা হয় উহাই আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু আমি আজ আপনাদের বলিতে চাই যে, যদি সর্ব্বদলীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করা বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সম্ভব না হয়, যদি পরিষদে এখনও দলগত বিবাদ চলিতে থাকে, তথাপি পরিষদের প্রত্যেক সদস্যেরই যুদ্ধ প্রচেষ্টায় জনগণের সমর্থন লাভের জন্য চেষ্টা না করার এবং বিপদে যাহাতে জনগণের মনোবল অক্ষুণ্ণ থাকে তজ্জন্য চেষ্টা না করার কোনও কারণ নাই।

[শেষাংশ ৩য় কলমের নীচে দ্রষ্টব্য]

আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্য ব্যবস্থা

গভর্ণমেণ্টের বিরাট দান

বাংলা গভর্ণমেণ্ট কলিকাতা আশ্রয়প্রার্থী অভ্যর্থনা কমিটির হাতে ২৫,০০০৲ পঁচিশ হাজার টাকা দিয়াছেন। এই টাকা দ্বারা ব্রহ্মদেশ ও পূর্ব্ব রণাঙ্গন এলাকার অন্যান্য স্থান হইতে কলিকাতায় যে সমুদয় আশ্রয়প্রার্থী আসিতেছে তাহাদের ব্যয় বহন ও স্থানান্তরে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইবে। কমিটি উহার বিভিন্ন শাখা কমিটির মধ্যে এই টাকা বিতরণ করিয়া দিবেন, কোন কমিটি কতজন আশ্রয়প্রার্থীর তত্ত্বাবধান করিতেছে তাহা বিবেচনা করিয়া টাকার পরিমাণ স্থির করিয়া দেওয়া হইবে। গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষে আশ্রয়প্রার্থীদের গন্তব্যস্থান পর্য্যন্ত রেলওয়ে টিকেট দিতেছেন এবং এরূপ আদেশও দিয়াছেন যে, রেলে যাতায়াত সময় তাহাদের প্রাথমিক খরচার জন্য যেন অর্থ ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। বিভিন্ন সাহায্য প্রতিষ্ঠান তন্মধ্যে প্রধানতঃ মাড়োয়ারী সাহায্য সমিতি ও উহার সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলি চট্টগ্রাম ও ডিমাপুর হইতে কলিকাতার পথে আশ্রয়প্রার্থীদের আহারের ব্যবস্থা করিতেছেন এবং গভর্ণমেণ্টের সাহায্য হইতে তাঁহারা তাঁহাদের ব্যয়িত অর্থের প্রধান অংশ পূরণ করিয়া লইতে পারিবেন। (প্রেস-নোট)

ব্রহ্মদেশ হইতে প্রত্যাগত আশ্রয়প্রার্থিগণকে তাহাদের প্রয়োজন ও সুখ সুবিধার বিষয় একজন স্থানীয় অফিসার জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

আশ্রয়প্রার্থিগণকে আহার করান হইতেছে।

ব্রহ্মদেশ হইতে প্রত্যাগত আশ্রয়প্রার্থিগণকে অভ্যর্থনার জন্য অফিসারগণ ও স্বেচ্ছাসেবকগণ দাঁড়াইয়া আছেন।

আশ্রয়প্রার্থিগণকে পানীয় জল দেওয়া হইতেছে।

আশ্রয়প্রার্থিগণ তাহাদের মাল পত্র লইয়া জাহাজ হইতে অবতরণ করিতেছে। অফিসারগণ ও স্বেচ্ছাসেবকগণ তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছেন।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ABU HENA.

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ২২শ সংখ্যা] কলিকাতা, ২৭শে এপ্রিল, ১৯৪২ [এক আনা

স্বাধীনতা লাভের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন

স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের বেতার বক্তৃতা

গত ১১ই এপ্রিল অপরাহ্নে দিল্লীর অল ইণ্ডিয়া রেডিও হইতে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস যে বেতার বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি বলেন:—

দেশরক্ষা ও স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে ভারতকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার এই সুযোগ নষ্ট হইল বলিয়া আমি দুঃখিত। বিগত ইতিহাসের ঘটনাবলী, বৃটিশ ও ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে মীমাংসার পথে যে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়াছে এবং দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে আরও গুরুতর অন্তরায় আনিয়া দিয়াছে, তাহার গুরুত্ব সম্পর্কে আমার অপেক্ষা কেহই হয়ত অধিকতর সচেতন নহেন।

সমরকালীন মন্ত্রিসভা যখন আমাকে এই উদ্দেশ্যে এখানে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, যদিও স্বরাজ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে ভারতীয়েরা একমত, তথাপি স্বরাজপ্রাপ্তির পন্থা লইয়া তাহাদের মধ্যে বহু প্রকারের অনৈক্য রহিয়াছে।

এই বিকৃত মতানৈক্য লইয়াই আমাদের অগ্রসর হইতে হইয়াছে। বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখিলে যে বিশেষ লাভ হইত, তাহা নয়।

অনিচ্ছা ঢাকিয়া রাখিবার আচ্ছাদন হিসাবে অস্পষ্ট বাক্যবিন্যাস ব্যবহার করার অভিযোগে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে অতীতে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। তাহারা তখন বলিত, ভারতীয় সমস্যা-সমাধানের ভার ভারতীয়দের হস্তেই ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তখন এরূপ বলা হইত যে, ইহা মাত্র নিজেদের ক্ষমতা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কায়েমী করিয়া রাখিবারই একটি বৃটিশ কৌশল। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে কংগ্রেস মিত্রশক্তিবৃন্দের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য করিবার দুইটি অত্যাবশ্যক সর্ত্তের কথা বারংবার দাবী করিয়া আসিয়াছে। প্রথম—ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং দ্বিতীয়—ভারতের নূতন রাষ্ট্রতন্ত্র গঠনের জন্য গণ-পরিষদ গঠন। প্রস্তাবিত ঘোষণায় উভয় দাবীই পূরণ করা হইয়াছিল।

ভারতীয় নেতৃবৃন্দের দাবী ও সমালোচনার ধারা অনুসারেই সমরকালীন মন্ত্রিসভা তাঁহাদের ঘোষণার খসড়া রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে ভারতকে যত শীঘ্র সম্ভব স্বাধীনতা দিতে আন্তরিকভাবেই ইচ্ছুক, তাহা ভারতের জনসাধারণ ও পৃথিবীর জনমতের নিকটে ব্যক্ত করিবার জন্যই তাঁহারা এরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যে সকল অভিযোগ করা হইত, যাহাতে পুনরায় সেরূপ কোন অভিযোগ করা না যায়, তজ্জন্য তাঁহারা এক সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিলেন।

ইহার ব্যবস্থা অনুসারে কোন সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় দেশের স্বরাজপ্রাপ্তিতে বিঘ্ন ঘটাইতে পারিবে না। প্রয়োজন হইলে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ যাহাতে নিজেদের ইচ্ছায় কোন পৃথক পন্থা গ্রহণ করিয়া গণ্ডগোলের মীমাংসা করিতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা ইহাতে করা হইয়াছিল।

অবশ্য প্রত্যেকেরই ইচ্ছা ছিল যে, প্রস্তাবিত ঘোষণায় যেন তাঁহার বা তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, তাহা হইতে পারে না। একের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে হইলে অপরের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ করিতে হয়। সমরকালীন মন্ত্রিসভা তাই সমস্ত মতামতের মধ্যে একটা মীমাংসা-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাই করিতে গিয়া দেশের স্বাধীনতা হরণ করিয়া এক শাসনতন্ত্র দেশবাসীর উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়াও তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল না। প্রত্যেক দিক হইতে পরিকল্পনাটির উপরে সমালোচনার বাণ বর্ষণ করা হইয়াছে। কত ত্রুটি বাহির করিতে পারে, তাহা লইয়া দল ও ব্যক্তিবিশেষ নিজেদের মধ্যে কলহ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার যে অংশে সকলে একমত হইয়াছেন, তাহা কেহই প্রকাশ করেন নাই। প্রস্তাবটির প্রধান এবং মূল বিষয় যাহা, তাহা হইতেছে ভারতে পূর্ণ স্বাধীন স্বরাজ্য স্থাপন করা।

(স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্)

এইরূপ মনোভাব লইয়া কোন প্রকার আপোষ মীমাংসার আশা সম্ভব নয়। কিন্তু শক্তিশালী ও স্বাধীন ভারতের সৃষ্টি করিতে হইলে ইহার মীমাংসা করিতে হইবেই। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, ভারতবাসিগণকে যে সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা গৃহীত হইল না। দেশরক্ষা বিষয় সম্পর্কেই অসুবিধা দেখা দেয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া দেশরক্ষার কার্য্য-পরিচালনার ভার বৃটিশ সরকারের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। গত ২০ বৎসর ধরিয়া প্রধান সেনাপতি এই কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। তিনি বড়লাটের শাসন-পরিষদে দেশরক্ষার ভারপ্রাপ্ত সদস্য। এই বিভাগের ভার ভারতীয়দের হাতে দিবার দাবী হইয়াছে। তাহা করা আপাতদৃষ্টিতে খুব সহজ মনে হয়; কিন্তু তাহা করিতে গেলে সমস্ত সমর বিভাগ ঢালিয়া সাজিতে হয়। যে সময় শত্রু ভারতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত, তখন তাহা সহজ নহে। এই সম্পর্কে আমাদের আন্তরিকতার পরিচয় দেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তাব করিয়াছিলাম যে, একটি নূতন বিভাগ গঠিত হইবে এবং প্রধান সেনাপতির জেনারেল হেডকোয়ার্টার এবং নৌ ও বিমান বিভাগের জেনারেল হেডকোয়ার্টার প্রধান সেনাপতির অধীনে পরিচালিত হইবে এবং প্রধান সেনাপতি সমর-সচিব হিসাবে উহা পরিচালনা করিবেন। সৈন্য বিভাগের অন্যান্য অংশ একজন ভারতবাসীর হাতে থাকিবে এবং তাঁহাকে আরও কয়েকটি ক্ষমতা দেওয়া হইবে।

এই ব্যবস্থায় কোন কোন দল সন্তুষ্ট হন, কিন্তু কংগ্রেস সন্তুষ্ট হন নাই। ভারতীয় দেশরক্ষা সচিবের হস্তে কংগ্রেস যতখানি ক্ষমতা দাবী করিয়াছিলেন, উহা গ্রহণ হইলে ভারতে মিত্রশক্তিবর্গের সমর-প্রচেষ্টা গুরুতর ভাবে ব্যাহত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকিত।

দেশরক্ষার ব্যাপক ক্ষেত্রে ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রায় সমস্ত বিভাগের সহিতই সম্পর্ক ছিল এবং এই সকল বিভাগ পরিচালনার সমগ্র দায়িত্বই প্রতিনিধিস্থানীয় ভারতীয়দের হস্তে অর্পণ করা হইত।

কিন্তু এই সকল কারণের কোনটিই আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার প্রকৃত কারণ নহে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আমার নিকট তাঁহাদের সর্ব্বশেষ যে চিঠি প্রেরণ করিয়াছেন, উহাতে তাঁহারা জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধ চলিতে থাকা কালে সাময়িক-ভাবে যে গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হইয়াছে, উহাতে তাঁহারা যোগদান করিতে পারেন না।

অবশ্য প্রতিবাদে তাঁহারা দুইটি প্রস্তাব করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রথম প্রস্তাব এই যে, অবিলম্বে গঠনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। অন্যান্য সকলেই স্বীকার করিয়াছিলেন যে, যুদ্ধ চলিতে থাকা কালে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন কার্য্যতঃ অসম্ভব, কিন্তু কংগ্রেস শেষ মুহূর্ত্তে এই প্রস্তাব করিয়াছেন। কংগ্রেসের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বা বড়লাটের নিয়ন্ত্রণবিমুক্ত ভারতীয় নেতৃবৃন্দ লইয়া গঠিত প্রকৃত জাতীয় গভর্ণমেণ্টে তাঁহারা যোগদান করিতে প্রস্তুত আছেন।

ইহার অর্থ কি দাঁড়ায় বুঝিয়া দেখুন। ভারতীয় দলগুলির দ্বারা মনোনীত একদল লোক লইয়া অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ভারতের শাসনকার্য্য পরিচালিত

[৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম ও পারস্যোপসাগর তীরবর্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে সুযোগমত জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্,
বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিবৃতি ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

২৭শে এপ্রিল—১৯৪২

পল্লী অঞ্চল হইতে লোকাপসারণ

সম্প্রতি অতি অল্প দিনের নোটিশে বহু অঞ্চল হইতে বাধ্যতামূলকভাবে অধিবাসী অপসারণ করা হইয়াছে। ইহাতে সংশ্লিষ্ট অধিবাসিগণকে যথেষ্ট কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। যুদ্ধপরিস্থিতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবতঃ আরও অনেক এলাকা হইতে অধিবাসী অপসারণ করিতে হইবে। অধিবাসিগণ যাহাতে নিজেদের সুবিধামত অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারে, তজ্জন্য আরও অধিক দিন পূর্ব্বে অপসারণের নোটিশ দেওয়া যাইতে পারে কিনা, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে। এইরূপ অল্পদিনের নোটিশে অন্যত্র অপসারণ করিতে হইলে অধিবাসিগণকে যে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়, সিভিল এবং মিলিটারী কর্ত্তৃপক্ষ তাহা অবগত আছেন এবং তজ্জন্য তাঁহারা তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন। সংশ্লিষ্ট অধিবাসিগণকে যাহাতে অনর্থক কষ্ট পাইতে না হয়, তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইতেছে। ভবিষ্যতে সম্ভব হইলে অধিবাসি অপসারণের নোটিশ যাহাতে আরও অধিকদিন পূর্ব্বে দেওয়া হয়, তজ্জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। সামরিক প্রয়োজনেই মাত্র অল্প দিনের নোটিশে কোন বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসিগণকে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিতে বলা হইবে। সুতরাং কোন ক্ষেত্রে অল্প দিনের নোটিশে যদি কোন স্থানের অধিবাসিগণকে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে—যে অবস্থার পড়িয়া কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত আদেশ প্রদান প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে কাহারও হাত নাই।

গভর্ণমেণ্ট জনগণের কষ্টলাঘবের চেষ্টাই মাত্র করিতে পারেন। সরকার ইতিমধ্যেই এ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, জনসাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা দেওয়া গেল:—

(১) সাধারণ নীতি হিসাবে গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, প্রয়োজনবোধে সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষা না করিয়াই জেলা অফিসারগণ সংশ্লিষ্ট লোকদের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে পারিবেন। ইহাতে জন্ত সাধারণদের পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে কষ্ট লাঘব হইয়াছে।

(২) অপসারণের জন্য আদিষ্ট লোকজন যাহাতে স্থায়ী বন্দোবস্ত করার সুযোগ পান, তজ্জন্য সময়মত জানিতে পারিলে গভর্ণমেণ্ট তাহাদের জন্য অস্থায়ী আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া থাকেন।

(৩) এইরূপ অস্থায়ী আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণের জন্য যথেষ্ট সময় না পাইলে গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন।

(৪) বাসস্থানের জমি পাওয়া গেলে এই সমস্ত লোককে দেওয়া হয়। যে স্থানে এইরূপ জমি পাওয়া যায় না, সে স্থানে জমিদারগণের খাস জমি ইহাদিগকে বাসস্থানের জন্য ছাড়িয়া দিতে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা হয়। অন্য কোন উপায়ে জমি পাওয়া না গেলে ইহাদের বসবাসের জমি, যোগাড়ের নিমিত্ত জেলা অফিসারগণকে নির্দ্দেশ দান করা হইয়াছে।

(৫) এতদ্ব্যতীত অপসারিত লোকদিগকে নিম্নলিখিতরূপ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়:—

(ক) স্থানান্তরে যাওয়ার ব্যয়,

(খ) নূতন কুটীর নির্ম্মাণের ব্যয়,

(গ) শস্যের স্থিত মূল্য অর্থাৎ অন্য প্রকারে পূর্ণ ক্ষতিপূরণ না পাইয়া থাকিলে ভূমিজাত উৎপন্ন মোট শস্যের অর্দ্ধেকের মূল্য।

(৬) অপসারণ করিতে যে ব্যয় পড়ে, যত শীঘ্র সম্ভব তাহা প্রদানের জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

(৭) অপসরণের জন্য আদিষ্ট লোকদের কষ্টলাঘবের জন্য ক্ষতিপূরণ যত বেশী তাড়াতাড়ি দেওয়া সম্ভব, তাহা দেওয়ার জন্যও নির্দ্দেশ দান করা হইয়াছে।

(৮) অপসারিত লোকদিগের পরিত্যক্ত জমিগুলি যতদিন পর্য্যন্ত সামরিক বিভাগের কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট জমিদারগণের খাজানা চালাইবেন।

(৯) এই সমুদয় অপসারিত লোকের জন্য নির্দ্দিষ্ট যে সমস্ত স্থানে প্রচুর পরিমাণে জলের ব্যবস্থা নাই, সে সব স্থানে গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ে নলকূপ খনন করা হইতেছে।

(১০) সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ রোধ করার জন্য জনস্বাস্থ্য বিভাগ এবং জেলাবোর্ডসমূহ সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে। গভর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, সকলেই এই সমস্ত ব্যবস্থা অনুমোদন করিবেন।

হিন্দুস্থান আটা মিলের লাল চন্দৌসী আটা

জনসাধারণের সুবিধার্থ মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

বাঙলা সরকারের প্রধান মূল্য নিয়ন্ত্রণকারী মিলের বাহিরে লাল ও সাদা আটার প্রতি মণের দর যথাক্রমে ৭৷৷০ ও ৮৷০ আনা ধার্য্য করিয়া গত ১৯শে মার্চ্চ একটি আদেশ জারি করিয়াছেন। কিন্তু লাল আটার দর নিয়ন্ত্রণ কালে হিন্দুস্থান আটা মিল কর্ত্তৃক প্রস্তুত "চন্দৌসী" নামক এক শ্রেণীর লাল আটার বিষয় বিবেচনা করা হয় নাই। এই চন্দৌসী আটা অন্য সমস্ত লাল আটা অপেক্ষা ভাল এবং কলে পেষার পরিবর্ত্তে উহা যাতার বিশেষভাবে পিষিয়া প্রস্তুত করা হয়। জনসাধারণের সুবিধার্থ স্থির করা হইয়াছে যে, এই বিশেষ আটারও মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া একটি স্থায়ী দর বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। তদনুসারে এই চন্দৌসী আটার মিলের দর মণপ্রতি ৮৵০ করিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে; খুচরা দর মণপ্রতি প্রায় চার আনা কিম্বা তাহার কিছু বেশী পড়িবে।

ভারতরক্ষা আইনের ৮১ (২) (খ) ধারা অনুসারে এবং গত ১৯শে মার্চ্চের আদেশের আনুষঙ্গিক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া হিন্দুস্থান আটা মিলের প্রস্তুত লাল চন্দৌসী আটার দর নিম্নলিখিতরূপ ধার্য্য করা হইয়াছে:—

লাল চন্দৌসী আটা।	মিলের দর।	পাইকারী বাজার দর।	খুচরা বাজার দর।
হিন্দুস্থান ..	..	..	৮৸৵০ (প্রতি মণ)।
আটা মিলস্	৮৵০ (প্রতি মণ)	৮৷০ (প্রতি মণ)	৵৭৷৷ পাই (প্রতি সের)

বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বিগত ৩১শে মার্চ্চ তারিখে স্যার রোনাল্ড ও সার্ভে বিভাগের ডিরেক্টর স্যার এস, সি, সেন বাহাদুরকে নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করিয়াছেন:—

"ফরিদপুর সেটেলমেণ্ট কর্ম্মচারীদের পক্ষ হইতে সাঁজোয়া গাড়ী ক্রয় করিবার জন্য আরও ১০,০০০৲ টাকা সাহায্য প্রদান বস্তুতঃই তাহাদের বদান্যতার নিদর্শন। এই মহৎকার্য্য প্রচেষ্টার জন্য আপনি তাহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইলে আমি কৃতজ্ঞ হইব।"

ভারতীয় রাজকীয় জঙ্গী-বিমানের কলাকৌশল

লাটের প্রাসাদ ও অন্যান্যদের পরিদর্শন

মহামান্য লেডী লেন্ডী হার্বার্ট এবং অন্যান্য মন্ত্রী সমভিব্যাহারে বাঙলার মহামান্য গভর্ণর স্যার জন হার্বার্ট সম্প্রতি রাজকীয় বিমান বাহিনীর জঙ্গী-বিমানদল পরিদর্শন করিয়াছেন।

এয়ার অফিসার কমাণ্ডিং এয়ার ভাইস-মার্শাল ডি, এফ, ষ্টিভেন্স, সি, বি, ই, ডি, এস্, ও, এম্, সি, এবং রাজকীয় বিমান বাহিনীর উর্দ্ধতন অফিসারগণ যে সকল অভ্যাগতকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মিঃ ফজলুল হক, অর্থ-সচিব মাননীয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডিফেন্সের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এস্, কে, বসু, মাননীয় মিঃ শামসুদ্দীন আহমদ এবং মাননীয় মিঃ পি, এন্, ব্যানার্জির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যে সমস্ত বৈমানিককে মহামান্য গভর্ণর এবং অন্যান্য দর্শকের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যে কেবলমাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের যুদ্ধেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন তাহা নহে, পরন্তু ফ্রান্স ও বৃটেনের যুদ্ধও তাঁহারা নিরীক্ষণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে অনেকেই আকাশ যুদ্ধে শক্তির পরীক্ষা দিয়া সম্মানসূচক "মেডেল" ধারণ করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে একজন বৈমানিক "ফ্লাইট সার্জেণ্ট" রূপে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন এবং তিনি ডি, এফ, এম্, এবং ডি, এফ্, সি, "মেডেল" অর্জন করিয়াছেন।

এই সকল জঙ্গী বিমান বহু যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। উপস্থিত বিশিষ্ট অভ্যাগতগণ সমবেতভাবে বিমান উড্ডয়ন-প্রণালীর উৎকর্ষ দেখিয়া বিশেষ মুগ্ধ হন। জঙ্গী বিমান-দলের বৈমানিকদিগের উড়িবার কলাকৌশল ব্যতীত অপর একটি বিমান-ঘাঁটির জঙ্গী বিমানগুলির সমবেত-ভাবে উড়িবার কায়দাও তাঁহারা নিরীক্ষণ করিয়াছেন। ভারতের অন্তর্গত রাজকীয় বিমানে যে সকল তরুণ বৈমানিক রহিয়াছেন, এই কলাকৌশলে তাহাদের নিয়ম-তান্ত্রিক উড্ডয়ন চাতুর্য্য ও যোগ্যতাই স্পষ্ট প্রতিভাত হইল। এই তরুণ বৈমানিকদের যে সকল বহুদর্শী বৈমানিক শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা জার্মাণীর শ্রেষ্ঠ বিমান-আক্রমণকেও প্রতিহত করিয়াছে।

• বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে মহামান্য গভর্ণর এবং তাঁহার সঙ্গীয় বিশিষ্ট অভ্যাগতগণ ভারতীয় রাজকীয় জঙ্গী বিমানের কলাকৌশল দেখিবার সুযোগ লাভ করিয়া বিশেষ-ভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ভারতে প্রথম বিমান আক্রমণ

ভিজাগাপট্টমে ৫ জন নিহত ও ৪০ জন আহত

নয়াদিল্লীর এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, ৬ই এপ্রিল তারিখে ভিজাগাপট্টম এবং কোকনদের উপর যে বিমান-আক্রমণ হয়, তাহাতে হতাহতের যে বিস্তৃত বিবরণ ও সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, ভিজাগাপট্টমে ৫ জন নিহত এবং ৪০ জন আহত হইয়াছে এবং কোকনদে একজন নিহত এবং ৫ জন আহত হইয়াছে।

বিমান-আক্রমণের ফলে হতাহতের বিস্তৃত বিবরণ সাধারণতঃ দেওয়া হইবে না।

যুদ্ধমন্ত্রীর অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, এইভাবে মূল্যবান সংবাদ শত্রুদের নিকট পৌঁছিতে পারে। এইজন্য যুদ্ধমন্ত্রী বিস্তৃত সংখ্যা ও বিবরণ দেওয়ার রীতি পরিহার করিয়াছেন।

যেহেতু ইহা ভারতের উপর জাপানীদের প্রথম আক্রমণ এবং অধিক সংখ্যক লোক হতাহত হইয়াছে বলিয়া গুজব রটিয়াছে, সেই কারণে বর্ত্তমান ক্ষেত্রে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

বাঙলায় সমবায় সমিতিসমূহের কার্য্য

গত এক বৎসরের বার্ষিক বিবরণী

গত ৩০শে জুনে যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই বৎসরের জন্য সমবায় সমিতিসমূহের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে নূতন নূতন বিষয়ের উল্লেখ আছে এবং এই বিভাগ হইতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে যেরূপ রিপোর্ট বাহির হইত, তাহা অপেক্ষা ইহা অনেকাংশে অধিকতর সবিস্তার ও নানা তথ্য সম্বলিত। কৃষি-ঋণ ও ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে আন্দোলনের প্রসারকে যেমন প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, ইহার আনুষঙ্গিক অসুবিধা, দুর্ব্বলতা ও ত্রুটিও অকুণ্ঠিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

রিপোর্টের একটি চিত্তাকর্ষক নূতন বিষয় হইল বর্ত্তমানে বিভাগ কর্ত্তৃক অনুসৃত নীতির কোন কোন দিকের বিবৃত আলোচনা। কৃষি-ঋণ সমিতি সম্বন্ধে ঐ রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ইহা ক্রমশঃই সুস্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে, এই প্রদেশে কৃষি-ঋণ আন্দোলন এমন এক স্তরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, যখন কোন অনুসৃত নীতির ত্রুটির মূল কারণ অনুসন্ধান না করিলে উহাতে নবজীবন সঞ্চার বা উহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয় না। ১৯৪০ সনে সমবায় সমিতির আইন শীঘ্রই কার্য্যকরী হইবে। তাহাতে শাসন সংক্রান্ত অসুবিধা অনেক পরিমাণে দূর হইবে এবং সমিতিগুলি উহার অবাধ্য সদস্যদিগের বা ইচ্ছাপূর্ব্বক অনাদায়ী সদস্যদের বিরুদ্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবে এবং অতীতের ভুল-ভ্রান্তির পুনরায় সংঘটন বন্ধ হইবে। কিন্তু সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলির ভাগ্য অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে তাহাদের সমিতিগুলিতে যে ঋণের টাকা আটক রহিয়াছে তাহা আদায় করার ও তাহা পুনঃ কাজে লাগানের উপর। পূর্ব্বে এই সমুদয় টাকা আদায় করিয়া পুনঃ ঋণ দানের জন্য বিভিন্ন প্রকারের উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে। সদস্যগণ শীঘ্র শীঘ্র টাকা আদায় করিয়া ফেলিবে, এই আশায় তাহাদের নিকট পাওনা টাকার কতক ছাড়িয়া দিয়া টাকা আদায়ের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই সব সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ ঋণগ্রহীতার টাকা আদায়ের ক্ষমতা বাস্তবিক কতটা আছে তাহা বিবেচনা না করিয়া সুযোগ-সুবিধা দিয়াও কোন ফল হয় না। অতএব সদস্যগণের কি পরিমাণ টাকা আদায়ের সামর্থ্য আছে এবং তাহার কি সম্পত্তি আছে, তাহা নির্দ্ধারণ করাই হইল সব চেয়ে বেশী দরকার। এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ঋণ-সালিশী বোর্ডসমূহ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এই সব বোর্ড দ্বারা সদস্য যে পরিমাণ টাকা দিতে পারে, সেই পরিমাণে ঋণের পরিমাণ কমাইয়া টাকা আদায়ের সুবিধাই কেবল হইবে না, ইহা দ্বারা সদস্যগণের সম্পত্তি সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলি পাইতে পারিবে এবং সেই নির্দ্দিষ্ট সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া পুনর্গঠন পরিকল্পনা প্রস্তুত ও কার্য্যকরী করা যাইতে পারে। আলোচ্য বর্ষে ১০৬টি কো-অপারেটিভ্ ঋণ-সালিশী বোর্ড কাজ করিয়াছে। এইগুলির কাজ যাহাতে আরও ভাল-ভাবে হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং আরও বোর্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব গভর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করা হইয়াছে। যাহাতে অতি তাড়াতাড়ি সদস্যগণের প্রত্যেকের টাকা আদায় করিবার কতটা ক্ষমতা আছে তাহা বিবেচনা করা যাইতে পারে। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ইহা দ্বারাই এ বিষয়ের পরিসমাপ্তি হইবে না। ইহার মধ্যেও কৃষি-ঋণ সমিতি গঠন করা হইয়াছে এবং যাহাতে ঐগুলির আর্থিক অবস্থা উন্নততর হয় এবং কাজ আরও ভালমত চলে, সেজন্য নূতন ব্যবস্থা করা হইবে। এই বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে। ইহার কতকগুলি প্রস্তাব খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং কতকটা অভিনব ধরণের; কিন্তু কৃষি-ঋণ আন্দোলন এমন একটি অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যাহাতে এই সমস্যা বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া ও উহার সমাধান করা প্রয়োজন। অল্প সময়ে পরিশোধ করার চুক্তিতে ঋণ দেওয়ার জন্য গভর্ণমেণ্ট প্রভিন্সিয়াল ব্যাঙ্ককে যে টাকা দিয়াছেন, তাহার পরিমাণ ১৯৩৯-৪০ সনে ছিল ১৩।৷০ সাড়ে তের লক্ষ টাকা কিন্তু উহা বৃদ্ধি করিয়া ১৯৪০-৪১ সনে দেওয়া হইয়াছে ৪৫।৷০ সাড়ে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা। কিন্তু ব্যাঙ্ক এই সমুদয় টাকা আদায় করিতে পারে নাই। প্রায় ৫ পাঁচ লক্ষ টাকা এখনও অনাদায়ী রহিয়াছে; পাটের চাহিদা ও মূল্য কম হওয়ায় এবং এই বৎসরে কোন কোন স্থানে ফসল ভাল হয়ের নাই বলিয়াই এই টাকা অনাদায়ী রহিয়াছে। এই পদ্ধতিতে কাজ করায় কতকগুলি ত্রুটি ধরা পড়িয়াছে এবং সেগুলি সংশোধনের চেষ্টা করা হইতেছে। প্রথমতঃ জেলা অফিসারদের বর্দ্ধিততর সহযোগিতার দ্বারা কৃষকদিগকে একই সময়ে সমবায় সমিতি ও জেলা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে ঋণ লওয়া বন্ধ করিতে হইবে এবং ইহাও দেখিতে হইবে যে, ইচ্ছা করিয়া যাহারা টাকা আদায় করে না এবং নিয়মানু-বর্ত্তিতা আনয়নের জন্য যাহাকে ফসলী ঋণ দেওয়া হইবে না, সে যেন কৃষি-ঋণও না পায়। দ্বিতীয়তঃ কতকগুলি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে এইরূপ ঋণ দেওয়ার ফলে প্রথমতঃ যেরূপ আশা করা গিয়াছিল তাহার বিপরীত ফল করিয়াছে—ঐ সমুদয় ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা খারাপ হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে পুরাতন ঋণ বন্ধ অনাদায়ী থাকিয়া গিয়াছে। তাহার কারণ পুরাতন ঋণ আদায় করা বা পরিশোধ করা আর তেমন জরুরী মনে করা হয় না এবং এইরূপ কারবার করিতে যাইয়া অনেক ব্যাঙ্কের লাভের চেয়ে ক্ষতি হইয়াছে বেশী।

ইহা সুস্পষ্ট বোঝা গিয়াছে যে, এইরূপ ঋণ দান দ্বারা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলি ও উহার শাখা সমিতিগুলি লাভবান হইতে চাহিলে এই সব ঋণের সুদের হার বৃদ্ধি করিতে হইবে।

১৯৩৯ ও ১৯৪০ সনে প্রায় ১৩,৯০০ তের হাজার নয় শত ফসলী-ঋণ সমিতি গঠন করা হইয়াছিল এবং দেখা যায় যে, এই সমুদয় সমিতির উদ্যোক্তাগণ চাষীদিগকে আবাদী ঋণ গ্রহণ করাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া সুদৃঢ় সংগঠনের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া আশু ফল লাভের প্রতি মনোযোগ দিয়াছিলেন। কাজেই আলোচ্য বর্ষে এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, নূতন ফসলী-ঋণ সমিতির প্রতিষ্ঠার বেলায় দেখিতে হইবে যে, চাষীদের পক্ষ হইতে ঐরূপ সমিতি গঠনের

[৯ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

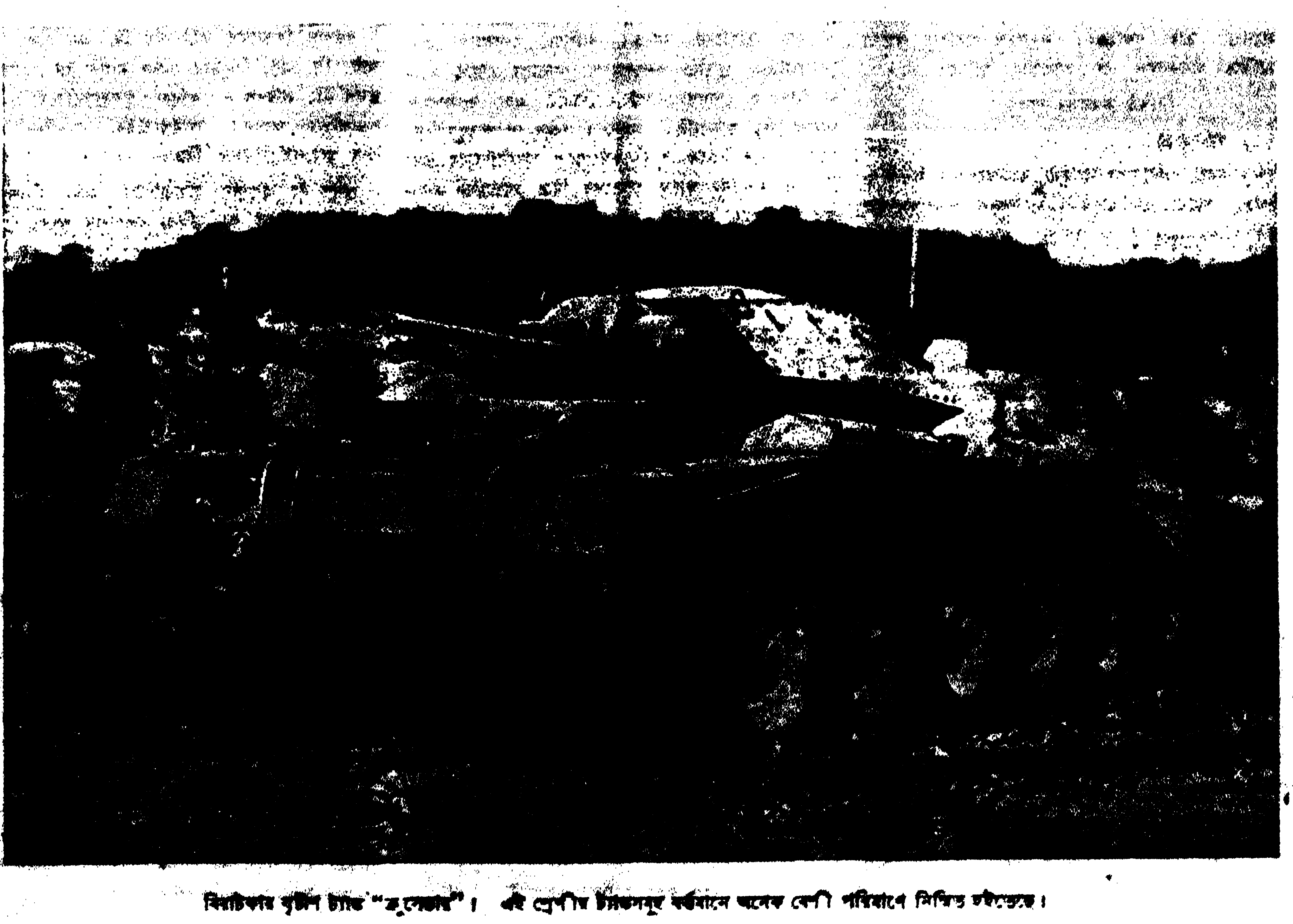

ব্রিটিশের নূতন ট্যাঙ্ক "ক্রুসেডার"। এই শ্রেণীর ট্যাঙ্কসমূহ বর্ত্তমানে অনেক বেশী পরিমাণে নির্ম্মিত হইতেছে।

কলিকাতা ও শহরতলী অঞ্চল

যান-বাহন স্থানান্তর নিষিদ্ধ

গত ১১ই এপ্রিলের একটি আদেশের বলে (আদেশের নকল নিম্নে উদ্ধৃত হইল) গভর্ণমেণ্ট বিশেষ অনুমতি ব্যতীত কলিকাতা এবং ২৪-পরগণা, হাওড়া ও হুগলী জেলার শিল্প অঞ্চল হইতে কোন যান-বাহন স্থানান্তরিত করা নিষেধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

যে সকল ভাড়াটে অথবা ঐ জাতীয় যান-বাহন যাত্রী বা মাল বহন করে এবং যে সকল ট্রাক্টর কোনরূপ কৃষি-কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না, তাহাদের উপরই এই আদেশ বলবৎ হইবে। সামরিক কার্য্যে নিয়োজিত যান-বাহন এই আদেশের আওতায় আসিবে না।

কলিকাতা অঞ্চলে সামরিক অধিনায়ক ও পুলিশ কমিশনার এবং অন্যান্য জেলার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণ মাত্র এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

আদেশ-পত্র

নং ১২০২ পি, এল, তারিখ ১১ই এপ্রিল ১৯৪২।

ভারত রক্ষা আইনের উপধারা (২) অনুসারে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর এই আদেশ জারি করিয়াছেন যে, বিশেষ অনুমতি ব্যতীত কেহ নিম্নলিখিত স্থানসমূহ হইতে কোন প্রকার যান-বাহন স্থানান্তরিত করিতে পারিবেন না:—

(ক) কলিকাতা অঞ্চলের ব্যাপার হইলে সামরিক অধিনায়ক কিম্বা পুলিশ কমিশনারের এবং

(খ) অন্যান্য অঞ্চল সম্পর্কে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

এই বিজ্ঞপ্তিতে—

(১) "কলিকাতা" বলিতে ১৮৬৬ সালের কলিকাতা পুলিশ আইনের ৩ ধারায় বর্ণিত কলিকাতাকে বুঝাইবে এবং কলিকাতার শহরতলী বলিতে ১৮৬৬ সালের কলিকাতা শহরতলী পুলিশ আইনের ১ ধারায় বর্ণিত অঞ্চলকে বুঝাইবে। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা পোর্ট বলিতে ১৯০৮ সালের ভারতীয় পোর্ট আইনের ৫ ধারায় বর্ণিত পোর্টকে বুঝাইবে।

(২) ১৯৩৯ সালের (১৯৩৯ সালের ৪নং) মোটর যান আইনে বর্ণিত যান-বাহন বলিতে যাহা বুঝাইয়াছে বর্ত্তমানেও তাহা বুঝাইবে। সম্রাটের সামরিক কার্য্যে নিয়োজিত যান-বাহন এই আওতায় আসিবে না।

নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের নাম।

(১) কলিকাতা।

(২) সমগ্র ব্যারাকপুর মহকুমা, ২৪-পরগণার অন্তর্গত টালিগঞ্জ, বেহালা, মেটিয়াবুরুজ, মহেশতলা এবং বজ-বজ থানা।

(৩) হুগলী জেলার অন্তর্গত মগরা, চুঁচুড়া, ভদ্রেশ্বর, শ্রীরামপুর এবং উত্তরপাড়া থানা।

(৪) হাওড়া জেলার অন্তর্গত উলুবেড়িয়া, বাউড়িয়া, সাঁকরাইল, হাওড়া, গোলাবাড়িয়া, শিবপুর, বালি, মালিপাঁচঘরা, জগাছা এবং বাটরা থানা।

বাঙলায় সংক্রামক রোগের প্রকোপ

এক সপ্তাহের বিবরণী

গত ১৪ই মার্চ্চ তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে ঐ সপ্তাহে বাঙলাদেশে মোট ১,১১৯ জন লোক কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১২৭ জন বর্দ্ধমানে, ১৮৪ জন ফরিদপুরে, ১৩৫ জন [illegible] এবং ২৪৮ জন ত্রিপুরায়। ঐ সময়মধ্যে কলেরায় মোট ৫১৫ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৯৬ জন বর্দ্ধমানে এবং ১৫৩ জন ত্রিপুরায়। ঢাকায় ১১৫ জন [illegible] রোগে আক্রান্ত হইয়াছে।

কলিকাতায় ইতস্ততঃ সেরিব্রোস্পাইন্যাল রোগের আক্রমণের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্লেগের আক্রমণ হওয়ার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপ্সের বক্তৃতা

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

হইবে। তাঁহারা কোন আইন সভা কিম্বা নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর নিকট দায়ী থাকিবেন না। ঐ মন্ত্রিসভার কোন পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে না এবং তাঁহাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলি সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলির উপর প্রভুত্ব করিবে।

ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলি কখনই এইরূপ ব্যবস্থা মানিয়া লইবে না। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টও ঐ সকল সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলিকে প্রতিশ্রুতি দিবার পর অরক্ষিত অবস্থায় থাকিতে দিতে পারেন না। আমরা তাঁহাদিগকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি, ইহাতে তাহা ভঙ্গ করা হইবে।

অতঃপর তিনি বলেন যে, বর্ত্তমানে এবং ভবিষ্যতে কি উপায়ে ঐরূপ স্বাধীনতা লাভ করা যাইতে পারে, তৎসম্পর্কে আমাদের মধ্যে মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু একটা বিষয়ে আমরা সকলেই একমত হইব যে জাপানের ন্যায় কোনও শক্তি কর্ত্তৃক নূতন করিয়া ভারত-বিভাগের ফলেও উহা লাভ করা যাইবে না। জাপ-বিজয়ের ফলে মৃত্যু, দুঃখ, দুর্দ্দশা ও অনশন যে অবশ্যম্ভাবী, কোরিয়া(?), মাঞ্চুকো(?) ও চীনের অধিকৃত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

চীনের মুক্তিদাতা বলিয়া জাপানীরা যে ব্যাপক প্রচার-কার্য্য চালাইয়াছে, তাহার ফলে চীনের শত-সহস্র নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় নরনারী এবং শিশুদের ভাগ্যে অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দ্দশাভোগ ব্যতীত আর কিছুই হইতেছে না।

ভারতবাসীকেও কৌশলে পদানত করিবার জন্য অনুরূপ প্রচারকার্য্য করা হইতেছে। ইহার ফলে তাহার প্রতিবেশী চীনাদিগকে যেরূপ চরম দুঃখদুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইতেছে, ভারতবাসীর ভাগ্যেও তাহা অপেক্ষা কোন ভাল ফল ফলিবে না।

জার্ম্মাণির ন্যায় জাপানী ফ্যাসিষ্টদিগেরও মূলনীতি হইতেছে এই যে, শ্রেষ্ঠতর জাতি হিসাবে তাহারা যাহাদিগকে জয় করিবে তাহাদিগকে দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করিবার অধিকার তাহাদের আছে। রাশিয়া, পোল্যাণ্ড এবং যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি ইউরোপের অন্যান্য দেশে আমি নাৎসীদিগের শোষণ নীতি দেখিয়াছি এবং তৎসম্পর্কে অনেক কিছু শুনিয়াছি। মানুষের পতন যে কতদূর নিম্ন-স্তরে নামিতে পারে, পূর্ব্ব ইউরোপে নাৎসীদিগের এবং চীন ও অন্যান্য স্থানে তাহাদের মিত্র জাপানের কার্য্য-কলাপে তাহা প্রকটিত হইয়াছে। যাহারা মানবতাকে এরূপ পশুত্বে পরিণত করিবার জন্য দায়ী—যে কোন উপায়ে হোক, চূড়ান্ত জয় লাভের দ্বারা—ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে তাহাদের নাম মুছিয়া ফেলিবার জন্য আমরা, আপনারা এবং মিত্র-পক্ষীয়গণ সকলেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছি। চীনাদিগের ন্যায় একটা প্রাচীন, গভীর এবং খাঁটি সংস্কৃতির অধিকারী ভারতীয়গণ কখনই তাহাদের নৈতিক মর্য্যাদা এবং একটা সভ্যতার প্রতি এরূপ অবমাননা বরদাস্ত করিবে না। [illegible] [illegible] ও বর্ত্তমান [illegible] [illegible] না [illegible], [illegible] [illegible] জীবনের [illegible] [illegible], [illegible] এবং [illegible] জীবন [illegible] জন্য [illegible] [illegible]।

[illegible]

[শেষ স্তম্ভের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

সোনামুখী কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য ও চিত্রকলা প্রদর্শনী

মহিলাদিগের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর মহকুমার অধীন সোনামুখী নামক স্থানে একটি কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য এবং চিত্রকলা প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল; এতদ্ব্যতীত একটি গৃহপালিত পশু-প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, কে, ঘোষ, আই, সি, এস্, প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। বিষ্ণুপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ব্যাণ্ড এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক-দল ও ব্রতচারী দল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও অতিথিদের প্রতি যথাযোগ্য অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে।

প্রদর্শনীর প্যাণ্ডেল ও ষ্টলসমূহ সজ্জিত করা হইয়াছিল। যে সকল দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল ও হাতে-কলমে দেখাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহাতে কৃষি, গৃহপালিত পশু, পশু-চিকিৎসা, গুটি পোকার চাষ, বয়ন শিল্প, সূচিকার্য্য, শখের কারুশিল্প, মাটির তৈরী জিনিষপত্র, ছুরি-কাঁচি, এবং কুটির শিল্প প্রভৃতি পল্লী জীবনের বিভিন্ন দিক চমৎকারভাবে দেখানো হইয়াছিল। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহিত বৃটিশ এম্পায়ার কুষ্ঠ সমিতি, জনসেবা সঙ্ঘ, বাঁকুড়া ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইউনিয়ন, বিষ্ণুপুর কেমিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট, তালডাংরা পটারী, বাঁকুড়া বয়ন বিদ্যালয়, দাসপুর কাঠেপাঠী(?) প্রভৃতি সরকারী বিভাগগুলিও এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়াছিল। সরকারী জনসেবা সঙ্ঘ প্রতি সন্ধ্যায় চিত্তাকর্ষক ও উপদেশমূলক সিনেমা প্রদর্শন করিয়া বহু লোক আকর্ষণ করিয়াছে।

পাঁচ হইতে দশ বৎসর বয়স্কা বালিকাদিগের গানের জলসা, সঙ্গীত প্রতিযোগিতা, সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতা, স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতা এবং শিশু-প্রদর্শনী ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা প্রদর্শনীর বিশেষ আকর্ষণীয় ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। একটি মহকুমা ক্রীড়া-কৌতুকের আয়োজন করা হয় এবং তাহাতে মহকুমার অন্তর্গত বিভিন্ন উচ্চ ও মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের ৮০ জন ছাত্র যোগদান করে।

বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার মিঃ এস্, কে, হালদার, আই, সি, এস্, বাঁকুড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সমভিব্যাহারে প্রদর্শনী পরিদর্শন করিয়া পুরস্কার-বিতরণী উৎসবের সভাপতিত্ব করেন। কমিশনারের সহধর্ম্মিণী মিসেস্ ঊষা হালদার পুরস্কার বিতরণ করেন।

প্রদর্শনী একদিন মহিলাদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং উক্ত দিবস বহু মহিলা যোগদান করেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী মিসেস্ এ, কে, ঘোষ এই দিবসের অনুষ্ঠানের সভানেত্রীত্ব করেন। এই অনুষ্ঠানের সহিত শিশু-প্রদর্শনী, সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতা এবং স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতাও জড়িত ছিল। বিষ্ণুপুর মহকুমা হাকিমের স্ত্রী মিসেস্ এ, সি, রায় এবং অন্যান্য অঞ্চলের বহু বিশিষ্ট মহিলা এই দিবস প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন।

শেষের কয়েকদিন প্রদর্শনীতে বিশেষ জনসমাগম হয় এবং বার [illegible] উপর লোক প্রদর্শনীতে আসিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হয়।

[২য় স্তম্ভের শেষ]

[illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] আমাদের [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] তাহা [illegible] [illegible] [illegible] না। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সৈন্যবাহিনী [illegible] হইয়াছে— [illegible], [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] ও ভারতবাসীর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রক্ষিবার(?) [illegible] জন্য তাঁহারা এই [illegible] যোগদান [illegible]। ইহার ফলে তাঁহারা [illegible] [illegible] [illegible], দুঃখ, দারিদ্র্য এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জন্য নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

বেসামরিক সংরক্ষণ-ব্যবস্থা ও পুলিশের কর্ত্তব্য

ইন্সপেক্টর-জেনারেল মিঃ গর্ডনের বেতার বক্তৃতা

বাঙলা দেশের পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ এ, ডি, গর্ডন গত বুধবার কলিকাতা বেতার কেন্দ্র হইতে নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রচার করিয়াছেন :—

প্রথমেই জানাইয়া রাখি যে, যখন আমি বিশদ আলোচনা করি তখন কেবল পুলিশের কথাই বলি—কলিকাতা পুলিশের কথা নহে। যদিও আমি বিশ্বাস করি যে, মোটামুটি-ভাবে আমার বন্ধু ও সহকর্মী কলিকাতার পুলিশ কমিশনার আমার মতই পোষণ করেন।

ইংলণ্ড ও রেঙ্গুনের অভিজ্ঞতা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বিমান-আক্রমণ কালে নাগরিক সংরক্ষণ ব্যাপারে পুলিশের দায়িত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও কষ্টসাধ্য। পুলিশের দায়িত্ব একত্রীভূত করিলে নিম্নলিখিতরূপ দাঁড়ায়—"বিমান-আক্রমণ সম্পর্কিত কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটিলে সেই স্থানের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সাধারণ পরিস্থিতির ভার গ্রহণের দায়িত্ব পুলিশের। এতদ্ব্যতীত জীবন রক্ষা, সম্পত্তি রক্ষা, রাস্তায় পথিক ও যান-বাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ, অকারণ ত্রাস এবং দলবদ্ধভাবে চলাচল বন্ধ করা এবং জনসাধারণের নৈতিক বল রক্ষা করার দায়িত্বও পুলিশের উপর ন্যস্ত থাকে।" জনসাধারণের "নৈতিক বল রক্ষা" এই কথাটার উপরই আমি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেছি। কারণ এই দুইটি বিষয়ের উপরই বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ এবং নাগরিক-সংরক্ষণের সাফল্য নির্ভর করে। পুলিশ এবং ফায়ার ব্রিগেডই এ সম্পর্কে একমাত্র সুনিয়ন্ত্রিত প্রাচীন প্রতিষ্ঠান এবং কেবল মাত্র নিয়মানুবর্ত্তিতাই যে কোন দলকে দৃঢ়তার সহিত কার্য্যে নিয়োগ করিতে এবং জনসাধারণের সম্মুখে দৃঢ়তার একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে পারে। খুব উচ্চাঙ্গের নিয়মানুবর্ত্তিতা বজায় রাখিতে না পারিলে অবাধ এবং যথেচ্ছ বোমা বর্ষণের ফলে পুলিশের দল নিজেরাই অভিভূত হইয়া পড়িবে।

যথেচ্ছ বোমা নিক্ষেপের কারণ হইতেছে নাগরিক-গণের নৈতিক বল নষ্ট করিয়া দেওয়া, জনসাধারণকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া ফেলা এবং পরে তাহাদেরই মারফৎ প্রয়োজনীয় কার্য্যাবলী, শ্রম এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত দ্রব্যাদি নির্ম্মাণে গোলমালের সৃষ্টি করা। জনসাধারণের মধ্যে ত্রাস সঞ্চার করিয়া এই কার্য্য সম্পাদন করা হয়। ভয় হইতেই ত্রাস দেখা দেয়। জ্ঞানের অভাবেই মনে ভয় জাগে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ত্রাসের প্রধান প্রতিষেধক হইতেছে বিমান-আক্রমণের সম্ভাবনা এবং কিভাবে তাহার প্রতিরোধ করা যায়, সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান। কি করিতে হইবে সে বিষয়ে যথাযোগ্য জ্ঞান থাকিলে মনে বিশ্বাস আসে এবং সুনিয়ন্ত্রিত ফোর্স সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকিলে জনগণের মধ্যেও বিশ্বাস জন্মে।

নিয়মানুবর্ত্তিতা

আমাদের পুলিশদলে নিয়ন্ত্রণ বজায় আছে এবং এ সম্পর্কে যাহা প্রয়োজনীয় তাহাই শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। বিশেষ পরিকল্পনা, বহু প্রাথমিক উপদেশাবলী এবং ক্রমাগত অনুশীলন দ্বারা উহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উহার ফলে পুলিশের সমস্ত স্তরেই অতিরিক্ত দায়িত্ব ন্যস্ত করা হইয়াছে; বিশেষ করিয়া ঊর্দ্ধতন অফিসারদের ট্রেনিং ও অন্যান্য বিশদ ব্যাপারের দিকে ব্যক্তিগত আন্তরিকতা আছে বলিয়া অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝাও তাঁহাদিগকে বহন করিতে হয়। ইহা ছাড়া পুলিশ অফিসারের দৈনন্দিন বিভিন্নমুখী কর্ত্তব্য ও সমস্যাও আছেই।

শান্তি ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সময়ে পুলিশের কর্ত্তব্যের মধ্যে জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা, যান-বাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ এবং অপরাধের অনুসন্ধানে বাধ্যায় কাজও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। বিমান-আক্রমণ কালেও পুলিশের সেই কর্ত্তব্যই থাকিবে; কিন্তু তাহা শত গুণে বর্দ্ধিত হইবে এবং বিশেষভাবে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্ত্তমান কালে আমরা জনসাধারণের সেবার জন্যই নিযুক্ত রহিয়াছি এবং এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে আমি পুলিশদলকে বিশেষ জোরের সহিত বলিয়াছি যে, আমাদের সমস্ত কর্ত্তব্যের পুরোভাগে সেই সেবা করার স্পৃহাকে জাগ্রত রাখিতে হইবে।

বর্ত্তমানে যে সকল আদেশ প্রচার করা হইবে এবং যে সকল বিধি-নিষেধ আরোপ করা হইবে, তাহা সাধারণের স্বার্থরক্ষার জন্যেই হইবে এবং আমি কামনা করি যে, জনসাধারণ অবিলম্বে তাহা পালন করিবেন। যাহাতে পুলিশ দল সাফল্যমণ্ডিতভাবে তাহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারে, তজ্জন্য তাহাদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থায় শিক্ষা দেওয়া হয় এবং বর্ত্তমানেও হইতেছে এবং যদিও ইহার ফলে এখানে ওখানে ব্যক্তিগতভাবে লোকের অসুবিধার কারণ হইতে পারে, তথাপি বৃহত্তর ও সর্ব্বোত্তম স্বার্থের দিকেই তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে। জন-সাধারণকে সেইজন্য অনুরোধ করা হইতেছে, সম্পূর্ণ রূপে সহযোগিতা করিতে যদি কোন আদেশ কঠোর বলিয়া মনে হয় কেহ যেন বিতর্কে প্রবৃত্ত না হয় কিম্বা তাহার প্রতিবাদ না করে। মনে প্রাণে শুধু এই বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, এ, আর, পির কাজকে সুগম করিতে, উহার কার্য্য পরি-চালনার্থ এবং সংবাদিকাকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই ঐরূপ আদেশ প্রদান করা হইয়াছে। এই মনোবৃত্তিতেই ইহাকে গ্রহণ করিয়া পুলিশ ও এ, আর, পি, অফিসারগণ যেরূপ উপদেশ প্রদান করেন, তদনুসারে সহযোগিতা ও অবিলম্বে কাজ করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালন করা উচিত।

আপনাদিগের সহযোগিতা কামনা করিয়া পুলিশ কি ধরণের দায়িত্ব পালন করিবে, সে সম্পর্কে কিছু আঁচ দিলে আমার পক্ষে যথোচিত হইবে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং ফায়ার ব্রিগেড, প্রাথমিক চিকিৎসা-ব্যবস্থার দল, অ্যাম্বুলেন্স, উদ্ধারকারী প্রভৃতি বিমান-আক্রমণ কালীন সেবাকারী দলের কাজকে সুগম করা।

এই সকল কাজ সম্পাদন করিতে প্রত্যেক পুলিশ অফিসারকে তাহার এলাকার অধীন ওয়ার্ডেন পোষ্ট, নিকটবর্ত্তী অগ্নি-নির্ব্বাপক দল, অগ্নিনির্ব্বাপনার্থ জল সরবরাহের যথারীতি ও বাড়তি পাইপ, জল সরবরাহের অন্যান্য উপায়, প্রাথমিক চিকিৎসা-কেন্দ্র এবং হাসপাতাল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা হইয়াছে।

তাহারা নিকটবর্ত্তী স্লিট ট্রেঞ্চ ও আশ্রয়ের সন্ধান রাখে। এতদ্ব্যতীত বহু সংখ্যক পুলিশকে প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কিত বিষয়ে ট্রেনিং প্রদান করা হইয়াছে। সাইরেন বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশেরা থানায় থানায় সজ্জবদ্ধ হইয়া দৃঢ়ভাবে অথচ নিঃশব্দে রওনা হইবে এবং পথি-পার্শ্বস্থ ব্যক্তিবর্গকে আশ্রয় গ্রহণ করিবার পরামর্শ প্রদান করিবে। ট্রাফিক পুলিশ যথাস্থানে দণ্ডায়মান থাকিবে এবং লক্ষ্য রাখিবে যাহাতে যান-বাহন সরিয়া যায়, দমকলবাহী জলগুলিকে খুলিয়া দেওয়া হয় এবং শকটগুলিকে এমন স্থানে পার্ক করিয়া রাখা হয়, যাহাতে তাহারা সেবাকার্য্যে নিযুক্ত গাড়ীগুলির পথে বাধা সৃষ্টি না করিতে পারে। তাহারাও পথিকগণকে আশ্রয়স্থলে যাইতে এবং ট্রাম ও বাস প্রভৃতির আরোহীগণকে নামিয়া আশ্রয়ের সন্ধান করিতে উপদেশ প্রদান করিবে। আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ট্রাফিক পুলিশেরা নিজেদের জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকিবে। এই কথায় কিন্তু ইহা বুঝাইতেছে না যে, তাহারা কিম্বা অন্যান্য পুলিশ নির্ব্বোধের ন্যায় অনাবশ্যকভাবে নিজেদের জীবন বিপন্ন করিবে। শত্রু-বিমান যখন একেবারে মাথার উপর রহিয়াছে এবং বোমা নিক্ষিপ্ত হইতেছে, তখন তাহারা নিকটবর্ত্তী আশ্রয়স্থলে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবে। বিমান-আক্রমণ সঙ্কেত-ধ্বনি হইতে সুরু করিয়া বিপদ কাটিয়া যাওয়ার ধ্বনি পর্য্যন্ত জনসাধারণকে আশ্রয়স্থলে থাকিতে উপদেশ দেওয়া হইবে বটে, কিন্তু তাহারই মধ্যে সাময়িক বিরামকালে এবং প্রয়োজনমত বিশেষ সতর্কতার সহিত মাথার উপর বিমান উড়িতে থাকার সময়েও পুলিশের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতে হইবে।

পুলিশদল নিজ নিজ স্থানে কর্ত্তব্য পালনের জন্য তৈরী হইয়া থাকিবে। তাহাদের এলাকায় কোন দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী উপদ্রুত অঞ্চলকে বেষ্টন করিয়া রাখিবার জন্য দলের একাংশকে প্রেরণ করিবেন। সেই সঙ্গে কন্ট্রোলরুমেও সেই সংবাদ জানাইয়া দিতে হইবে। জনসাধারণকে দুর্ঘটনার নিকট হইতে দূরে রাখিতে হইবে, ভাঙ্গা দালানসমূহ সাফ করিতে হইবে এবং অগ্নি হইতে দূরে থাকিতে হইবে। যাহাতে এ, আর, পি যান-বাহন ও কর্ত্তৃপক্ষ ঘটনাস্থলে আসিতে পারেন, তজ্জন্য রাস্তা পরিষ্কার রাখিতে হইবে। জন-সাধারণ যদি ভাঙ্গা দরজা ও জানালার ভিতর দিয়া বল-পূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া আত্মীয়-স্বজন কিম্বা ধনসম্পত্তি রক্ষার চেষ্টা করে, তবে গোটা বাড়ীটাই ভাঙ্গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং তাহার ফল খুব সাংঘাতিক হইবে। উদ্ধারকার্য্য ও ভাঙ্গা বাড়ীকে সুবিন্যস্ত করিতে যাঁহারা অভিজ্ঞ, তাঁহাদের হাতেই এই সকল কাজ ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সেইজন্য উপদ্রুত অঞ্চল বেষ্টন করিয়া ফেলা একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

গৃহহীন, শোকাভিভূত ব্যক্তি এবং রাস্তার অসাবধান দর্শকদের সম্পর্কেও যত্নশীল হইতে হইবে। প্রথমোক্ত ব্যক্তিদের জন্য মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে কিম্বা অন্য কোন কর্ত্তৃত্বাধীনে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সকল লোককে আশ্রয় কিম্বা তাহাদের প্রশ্নের জবাব দিবার জন্য দৃঢ়ভাবে অথচ দয়াপরবশ হইয়া লইয়া যাইতে হইবে। পুলিশ ষ্টেশনের অফিসারগণ তাঁহাদের অনুসন্ধানের উত্তরে যথাযোগ্য জবাব এবং পরামর্শ প্রদান করিবেন। যাহারা

[১১ পৃষ্ঠায় দেখুন]

খারকভ রণাঙ্গনে লালফৌজের সাফল্য

লেনিনগ্রাদ অঞ্চলে জার্ম্মাণদের পাল্টা আক্রমণের সংবাদ

সোভিয়েট বাহিনী দক্ষিণ-পশ্চিম (খারকভ) রণাঙ্গনে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়াছে। মস্কো বেতারে সংবাদটি ঘোষণা করিয়া বলা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণগণ স্থানটি দখলে রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল। বেতারে বলা হইয়াছে—"পদাতিক বাহিনীর জন্য পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে জার্ম্মাণগণ পাল্টা আক্রমণকালে বহুসংখ্যক ট্যাঙ্ক নিয়োজিত করিয়াছিল। সোভিয়েট সৈন্যদল পাল্টা আঘাত করিয়া জার্ম্মাণদের আক্রমণ ব্যর্থ করে এবং তাহারা আক্রমণোদ্যোগী শত্রুপক্ষের হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইয়া যুদ্ধে নিজেদের ট্যাঙ্ক নিযুক্ত করে। জার্ম্মাণগণ তাহাদের ট্যাঙ্কবিধ্বংসী কামান ব্যবহার করার সময় পায় নাই। ৭টি ট্যাঙ্ক সহ জার্ম্মাণদের বহু সমরোপকরণ হস্তগত করা হইয়াছে এবং বহু জার্ম্মাণ নিহত হইয়াছে।"

এক সোভিয়েট ইস্তাহারে প্রকাশ, "৭ই এপ্রিল রণাঙ্গনের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। ৬ই এপ্রিল ৬৯টি শত্রুপক্ষীয় বিমান জমির উপর ও বিমানযুদ্ধে ধ্বংস হয়। আমাদের ১৯টি বিমান খোয়া যায়।"

লেনিনগ্রাদ রণাঙ্গনে প্রতিপক্ষীয় সুরক্ষিত এলাকার মধ্যে সোভিয়েট সৈন্যেরা যে যুদ্ধ চালাইতেছে, তাহার উল্লেখ করিয়া রেউটারের সংবাদদাতা বলেন, জার্ম্মাণেরা প্রবল পাল্টা আক্রমণ সুরু করিয়াছে। নৈশ আক্রমণ চালাইয়া সোভিয়েট সৈন্যেরা একটি সুরক্ষিত জার্ম্মাণ ঘাঁটি ভেদ করিয়া গিয়াছে। অন্য এক জায়গায় সোভিয়েট সৈন্যদল প্রতিপক্ষীয় অবস্থানের মধ্যে প্রায় তিন মাইলের মত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। প্রতিপক্ষীয় রক্ষণ ব্যবস্থার মধ্যে এখনও যুদ্ধ চলিতেছে।

অধিকৃত রাশিয়ায় জার্ম্মাণদের নৃশংসতা

ভোরোনেৎস অববাহিকার ক্রামাটোরস্ক শহরের জার্ম্মাণ সৈন্যাধ্যক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন যে, গরিলা সৈন্যগণ কর্ত্তৃক নিহত প্রত্যেক জার্ম্মাণ অফিসারের জন্য ১০০ জন এবং প্রত্যেক পুলিশ কর্ম্মচারীর জন্য ৩৫ জন করিয়া স্থানীয় অধিবাসীকে হত্যা করা হইবে। জনসাধারণ উপবাসে আছে, কিন্তু জার্ম্মাণগণ সম্পূর্ণ রূপে অবসাদগ্রস্ত বহু লোককে তাহাদের রাস্তা ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা নির্ম্মাণের জন্য নিযুক্ত করিতেছেন।

১৯৪২ সালেই জার্ম্মাণী পরাজিত হইবে

সোভিয়েট ইনফরমেশন ব্যুরোর কর্ত্তা মঃ লজোভস্কি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, জার্ম্মাণী এই বৎসরেই পরাজিত হইবে। কুইবিশেভে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্নের উত্তরে মঃ লজোভস্কি বলেন—"বর্ত্তমান সমস্ত লক্ষণে ইহাই বোঝা যাইতেছে যে, আমাদের চেষ্টায় জার্ম্মাণরা ১৯৪২ সালে খতম হইয়া যাইবে।"

সোভিয়েট সৈন্যেরা এই বৎসর জার্ম্মাণ ভূমিতে লড়াই করিবে—এই কথাই তিনি বলিতে চাহিয়াছেন কিনা, জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন,—"বৃহৎ লড়াইগুলি কোথায় হইবে, তাহা বলা কঠিন; তবে একটা জিনিষ নিশ্চিত—হিটলারী জার্ম্মাণী ও জার্ম্মাণ বাহিনী ১৯৪২ সালে পরাজিত হইবে।"

জার্ম্মাণদের অসংখ্য সৈন্যক্ষয়

[illegible] সংবাদে প্রকাশ, "রেড ষ্টার" পত্রিকার সংবাদদাতা [illegible] রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনীর এক নূতন সাফল্যের সংবাদ জানাইয়া বলিয়াছেন যে, এই যুদ্ধে এক সহস্রাধিক জার্ম্মাণ অফিসার ও সৈন্য নিহত হইয়াছে। [illegible]

সাহায্যে পাল্টা আক্রমণ করে। কিন্তু সোভিয়েট বাহিনী উহা প্রতিহত করিয়া ৩০০ জার্ম্মাণ সৈন্য নিহত করে। সংবাদদাতা আরও জানাইয়াছেন যে, কম্যানিয়ান, হাঙ্গেরীয়ান এবং ফিন্ রিজার্ভ সৈন্যদের এই রণাঙ্গনে সংগ্রামে নিয়োজিত করা হইয়াছিল।

ক্যালিনিন রণাঙ্গণের বিভিন্ন অঞ্চলে সংগ্রাম

"রেড ষ্টারে"র সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, ক্যালিনিন রণাঙ্গনের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে। জার্ম্মাণদের প্রভূত ক্ষতি করিয়া সোভিয়েট বাহিনী আগাইয়া চলিয়াছে ও তাহারা জার্ম্মাণদের সুরক্ষিত ঘাঁটিসমূহ একটির পর একটি দখল করিতেছে।

রণক্ষেত্রে গমনে জার্ম্মাণদের অনিচ্ছা

সোভিয়েট ইস্তাহারের এক ক্রোড়পত্রে বলা হইয়াছে যে, "সম্প্রতি লেনিন" নামক জার্ম্মাণ নগরীর রেলওয়ে ষ্টেশনে পুলিশ ও সৈন্যদলের মধ্যে এক সঙ্ঘর্ষ হইয়াছিল। এই সকল সৈন্য পূর্ব্ব রণাঙ্গন অভিমুখে যাত্রা করিতেছিল। পুলিশ রক্ষিবাহিনীর সহায়তায় সৈন্যদিগকে তাহাদের নারীদের নিকট হইতে পৃথক করিতে চেষ্টা করিলে এক প্রচণ্ড সঙ্ঘর্ষ হয় এবং বহু সৈনিককে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

লালফৌজের দৃঢ় মনোবল

আগামী বসন্তকালে যে গুরুতর কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে, লালফৌজ তাহা খাটো করিয়া দেখে না, তথাপি পূর্ব্ব রণাঙ্গনের বর্ত্তমান অবস্থা কয়েকটি বিষয়ে বেশ আশাপ্রদ। প্রথমতঃ উপর্য্যুপরি সুফল লাভ, বিশেষতঃ লেনিনগ্রাদ অঞ্চলের যুদ্ধে। এখানে রুশ সৈন্যদল জার্ম্মাণদিগকে কোনও বিশ্রাম না দিয়া ক্রমাগত আঘাত করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ, মধ্য রণাঙ্গনে অধিকতর সাফল্য। এখানে রুশ বাহিনী অসমান বক্ররেখায় অবস্থিত ছিল; এখন অবস্থার অনেকটা উন্নতি হইয়াছে, তবে লাইনটি আরও ঋজু হওয়া আবশ্যক। তৃতীয়তঃ, ব্রিয়ানস্ক অঞ্চলের একটি নদীর পশ্চিম দিকে রুশ সৈন্যদল সম্প্রতি যে সকল স্থান অধিকার করিয়াছে, জার্ম্মাণরা এখনও তাহাদিগকে তথা হইতে হটাইতে পারে নাই। চতুর্থতঃ, রুশ সৈন্যদল জার্ম্মাণদের দ্বিতীয়, ষষ্ঠ ও সপ্তম আর্ম্মিকে পুরামাত্রায় ব্যস্ত রাখিয়াছে। তাহা ছাড়া তাহারা দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে এবং ডোনেৎস উপত্যকায় জেনারেল ফন ক্লাইষ্টের সৈন্যদলকেও পুরামাত্রায় ব্যস্ত রাখিয়াছে। জার্ম্মাণরা তথায় রিজার্ভ সৈন্যদল হইতে ক্রমাগত নূতন নূতন সৈন্য আনিতেছে। ইহাদিগকে আরও পরে যুদ্ধে পাঠান হইবে বলিয়া কথা ছিল।

রণক্ষেত্র সম্পর্কে এই কয়টিই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয়। ইহা অপেক্ষাও উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল ফেব্রুয়ারী মাসে প্রভূত ট্যাঙ্ক যুদ্ধ ব্যবহার। যাহা হউক, জার্ম্মাণরা পরে ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট ট্যাঙ্কগুলি এখনই ব্যবহার করিতে সুরু করিয়াছে, [illegible] হইতে পারে [illegible] সমরোপকরণসমূহ পরীক্ষার জন্যই হয়ত জার্ম্মাণরা ফেব্রুয়ারী মাসে প্রভূত ট্যাঙ্কগুলি ব্যবহার করিয়াছে। জার্ম্মাণরা গত এক পক্ষকাল যাবৎ রণাঙ্গনের সর্ব্বত্রই পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক ট্যাঙ্ক ব্যবহার করিতেছে।

উপরোক্ত অনুমান অযৌক্তিক নহে। কারণ, দেখা যায় যে, জার্ম্মাণরা সম্প্রতি যাহা কিছু করিতেছে, তাহা কতকটা পরীক্ষামূলক। দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রিয়ানস্ক অঞ্চল ও [illegible] অঞ্চলের সৈন্য [illegible] চালনের [illegible] কথা এবং [illegible]

[illegible]

তাহার অনাবশ্যক [illegible]। গত শীতকালে জার্ম্মাণরা যেরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ও সাহসের সহিত আক্রমণ চালাইয়াছিল, এই সকল প্রতি-আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল তাহা কিয়দংশে পুনরুদ্ধার করা।

ব্রিয়ানস্ক এলাকায় জার্ম্মাণরা গত সপ্তাহের শেষভাগে পুরা ডিভিসন লইয়াই আক্রমণ চালাইয়াছিল; কিন্তু তাহাও কোন কাজে আসে নাই। রুশরা অতিরিক্ত সৈন্য আনিয়া জার্ম্মাণদের পার্শ্বদেশে প্রতি-আক্রমণ চালায় এবং জার্ম্মাণ আক্রমণ একেবারে ব্যর্থ হইয়া যায়, অবশ্যই ইহার ফলে যে রুশরা আত্মশক্তির উপর অতিমাত্রায় বিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছে, এমন কথা বলা যায় না। রণক্ষেত্রের পুরোভাগে অবস্থিত রুশ সৈন্যেরা কোনও কোনও জার্ম্মাণ বাহিনীকে বেশ সমীহ করে; যদিও জার্ম্মাণদের প্রতি রুশদের কোনও শ্রদ্ধা নাই। যাহা হউক, প্রায় অর্দ্ধেক রুশিয়ার পথঘাট কর্দ্দমাক্ত, দক্ষিণ রাশিয়ার নদীগুলিতে জলোচ্ছ্বাস চলিতেছে, কিছুদিন পূর্ব্বে যেমন বরফ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল, তেমনি বর্ত্তমানে সর্ব্বত্র রহিয়াছে কর্দ্দম। কাজেই জার্ম্মাণরা যেখানে আক্রমণ করুক না কেন, সোভিয়েট সৈন্যদল দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহা প্রতিহত করিতেছে।

বৃটিশ সাবমেরিণের সাফল্য

নৌবিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে—"ভূমধ্যসাগরে লেফটেনাণ্ট কম্যাণ্ডার পি, এস, ফ্রান্সেস কর্ত্তৃক পরিচালিত একটি সাবমেরিণ ডেষ্ট্রয়ারসমূহ দ্বারা রক্ষিত শত্রুপক্ষের এক কনভয়ের উপর সাফল্যমণ্ডিত আক্রমণ চালাইয়াছে। উহার দুইটি টর্পেডোর আঘাতে একটি বড় যোগানদার জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে। ঐ সাবমেরিণের অপর এক আক্রমণে শত্রুপক্ষের মাঝারি আকারের একটি যোগানদার জাহাজ ডুবিয়াছে। ভূমধ্যসাগরস্থ নৌবহরের অন্যান্য সাবমেরিণ দুইটি স্কুনার ডুবাইয়াছে; তন্মধ্যে একটি চিনি ও অন্যান্য জিনিষ লইয়া ত্রিপোলী যাইতেছিল।"

যাহাতে বর্ম্মা, মালয় এবং সুদূর প্রাচ্যের সমর এলাকার আশ্রয়প্রার্থীদিগের চাকরী লাভ ব্যাপারে সাহায্য করা যাইতে পারে, তজ্জন্য বাঙলা সরকার স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে তাঁহাদের নাম রেজেষ্ট্রী করার নিমিত্ত একটি অফিস খুলিয়াছেন। এই অফিস বাঙলা সরকারের নিয়োগ-পরামর্শদাতার অধীনে স্থাইট ষ্ট্রীটস্থ তাঁহার অফিসের সহিত সংলগ্ন থাকিবে। চাকুরীপ্রার্থীকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজেদের যোগ্যতা ও পূর্ব্বেকার অভিজ্ঞতার বিস্তৃত বিবরণ দাখিল করিতে হইবে।

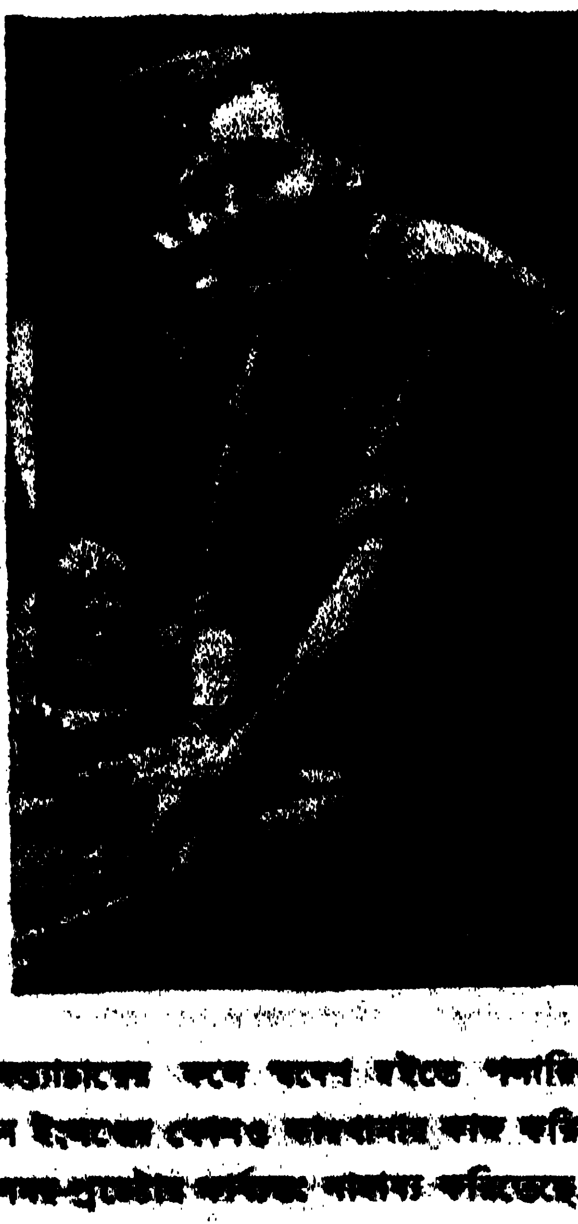

নাৎসী অত্যাচারের ভয়ে স্বদেশ হইতে পলায়িত একজন [illegible] [illegible] করিয়া বৃটিশ সমর-প্রচেষ্টায় [illegible] সাহায্য করিতেছে।

সমবায় সমিতি আইনের খসড়া

আলোচনা-সভায় মাননীয় মন্ত্রীর বক্তৃতা

গত ২১শে মার্চ্চ তারিখে ১৯৪০ সনের বেঙ্গল কো-অপারেটিভ সোসাইটি এ্যাক্টের খসড়া আইন পর্য্যালোচনার জন্য সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং বেসরকারী সমবায়িগণের যে সম্মিলন আহুত হয়, তাহাতে সমবায় ও পল্লীঋণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় খান বাহাদুর হাশেম আলী খান নিম্নলিখিত প্রারম্ভিক বক্তৃতা প্রদান করেন :—

ভদ্রমহোদয়গণ,

নূতন সমবায় আইনের খসড়া আলোচনার জন্য বিশেষভাবে আহুত এই সম্মিলনীতে উদ্বোধন কার্য্য সমাপন করিবার জন্য আপনারা যে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। ইহা অত্যন্ত আনন্দের কথা যে আপনারা আইনটিকে সর্ব্বতোভাবে এবং কার্য্যকরীভাবে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, অদ্য আপনাদের আলোচনার দ্বারা সরকারের গ্রহণযোগ্য অনেক মূল্যবান প্রস্তাব প্রেরণ করিতে সমর্থ হইবেন। আপনাদের মধ্যে অনেকেই বহু বৎসর যাবৎ সমবায় আন্দোলনের সহিত পরিচিত আছেন এবং তজ্জন্য ইহার কর্ম্মপদ্ধতি এবং সমস্ত ধারাবিন্যাস সম্বন্ধে খুব ঘনিষ্ট ও বাস্তব জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন। ইহা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, এই নূতন আইন প্রণয়নে আপনাদের সাহায্য যথেষ্ট পরিমাণে অনুভূত হইয়াছিল। আপনারা সকলে জ্ঞাত আছেন যে, এই আইনটিকে এবং উহার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বিধিব্যবস্থাগুলিকে বাস্তবভাবে কার্য্যকরী করিবার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল এবং এই আইন ইহার উদ্দেশ্য কতখানি সফল করিয়াছে, তাহা এখন আপনাদের অপক্ষপাতমূলক বিবেচনাসাপেক্ষ। আমি আপনাদিগকে এই আশ্বাস প্রদান করিতে পারি যে, আপনাদের এই সম্মিলনীর গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবগুলি সরকার এবং আইনসভার ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি আগ্রহসহকারে বিবেচনা করিবে।

আপনারা জানেন কয়েক বৎসর যাবৎ সমবায় আন্দোলনে যে অধঃপতনের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে তাহাতে দেশের সম্মিলিত অভিমত এই যে, যদি এই আন্দোলনটিকে আসন্ন সর্ব্বাঙ্গীন পতন হইতে রক্ষা করিতে হয়, তবে যে দুষ্ট কীট ইহার জীবনীশক্তির বিনাশসাধন করিয়া ইহার সমস্ত উন্নতির অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে, তাহা হইতে সত্বর ইহাকে মুক্ত করিতে হইবে।

সরকার ইহাও অনুধাবন করিতে পারিতেছেন যে বর্ত্তমান আইন পরিবর্ত্তনশীল পরিস্থিতির প্রয়োজন মিটাইবার জন্য উপযোগী নয় এবং সেই জন্য এই প্রদেশ ও অন্যান্য প্রদেশে উক্ত আন্দোলনের কর্ম্মপদ্ধতি হইতে লব্ধ জ্ঞান দ্বারা এই প্রদেশের বিশিষ্ট অভাব-অভিযোগের প্রতিকারকল্পে ১৯৪০ সনে নূতন সমবায় আইন প্রণয়ন করা হয়। ইহা গত বৎসর যে মাসে গভর্ণর-জেনারেলের সম্মতি লাভ করে। ইহাতে বহু নূতন বিধিব্যবস্থা করা হইয়াছে যাহার সহিত বর্ত্তমান আইনের যথেষ্ট প্রভেদ রহিয়াছে। এই আইন প্রণয়নে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বিত হওয়ার দরুণ ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্ট্রার এবং ডিপুটি রেজিষ্ট্রারের অক্লান্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও বহু সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত বিশেষ কারণে এই নূতন আইনটিকে কার্য্যকরী করা সম্ভব হয় নাই এবং বর্ত্তমানে সরকার বিবেচনাধীন আইনটিকে কার্য্যকরী করিবার জন্য বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছেন, যাহাতে অনতিবিলম্বে সমবায় আন্দোলনটি নূতন জীবন লাভ করিতে পারে।

সর্ব্বাপেক্ষা চিন্তার বিষয় এই যে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির উপর দিয়া যে অর্থনৈতিক ঝড় বহিয়া গিয়াছে, তাহা এমনকি এই আন্দোলনটির ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছে। আমার সমুখে যে সমস্ত পরিসংখ্যা এবং বিবরণী উপস্থাপিত করা হইয়াছে, তাহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, কেন্দ্রীয় সমিতিগুলির নিকট প্রভিন্সিয়েল ব্যাঙ্ক যে সমস্ত লগ্নী করিয়াছিল তাহার সমস্তই অচল অবস্থায় পড়িয়া আছে এবং তাহাতে ইহার সমস্ত আদান-প্রদান বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ইহার অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। বর্ত্তমানে প্রভিন্সিয়েল ব্যাঙ্কটিকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া তোলাই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সমস্যা ; যেহেতু ইহা সমবায় আন্দোলনের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। ভদ্রমহোদয়গণ, অন্যান্য সমস্যার মত এই সমস্যার সমাধানেও আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা সরকারের একান্ত প্রয়োজন এবং আপনারা পূর্ব্বে ইহার উন্নতিকল্পে যে সমস্ত প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার জন্য আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং সেই সমস্ত প্রস্তাব সরকার অত্যন্ত আগ্রহে বিবেচনা করিতেছেন। আমি আপনাদিগকে এই আশ্বাস প্রদান করিতেছি যে, আমাদের অর্থনৈতিক সামর্থ্যের দ্বারা যাহা সম্ভব প্রভিন্সিয়েল ব্যাঙ্কটিকে চালু রাখিবার জন্য আমরা তাহার সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য সচেষ্ট হইব।

আমি যদি আপনাদের এই আলোচনায় উপস্থিত থাকিতে পারিতাম, তবে আমি অত্যন্ত সুখী হইতাম ; কিন্তু অন্যত্র আমার প্রয়োজনীয় কাজ থাকায় (যাহা প্রত্যাখ্যান করা আমার সাধ্যাতীত), আমাকে অনুপস্থিত থাকিতে হইবে বলিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এই সম্মিলনী যাহাতে সাফল্য ও সন্তোষজনকভাবে পরিসমাপ্ত হয়, তজ্জন্য আমি আমার সদিচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি। আপনারা আমাকে যে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি পুনরায় আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলনীর উদ্বোধন-কার্য্য সম্পন্ন হইল বলিয়া ঘোষণা করিতেছি।

বাঙলা গভর্ণমেণ্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়ান, বেঙ্গল-নাগপুর এবং বি এণ্ড এ রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষকে ও কলিকাতা পোর্ট কমিশনারের প্রতি আদেশ দিয়াছেন যে, হাওড়া ও শিয়ালদহ ষ্টেশনে অথবা খিদিরপুর পোর্ট কমিশনারের ডকে গম অথবা গমজাত দ্রব্যের যে চালান আসিবে, তাহা যেন প্রতিদিন কলিকাতার চিফ্ কণ্ট্রোলার অব প্রভিসেনকে জানান হয়।

এইরূপ আদেশ প্রচার করিবার উদ্দেশ্য হইতেছে কলিকাতায় যে সমুদয় গম আসিয়া পৌঁছে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা। কারণ আবশ্যক হইলে গভর্ণমেণ্ট বুভোপকরণ প্রভৃতে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য ঐ গম কতক পরিমাণে ক্রয় করিতে পারেন।

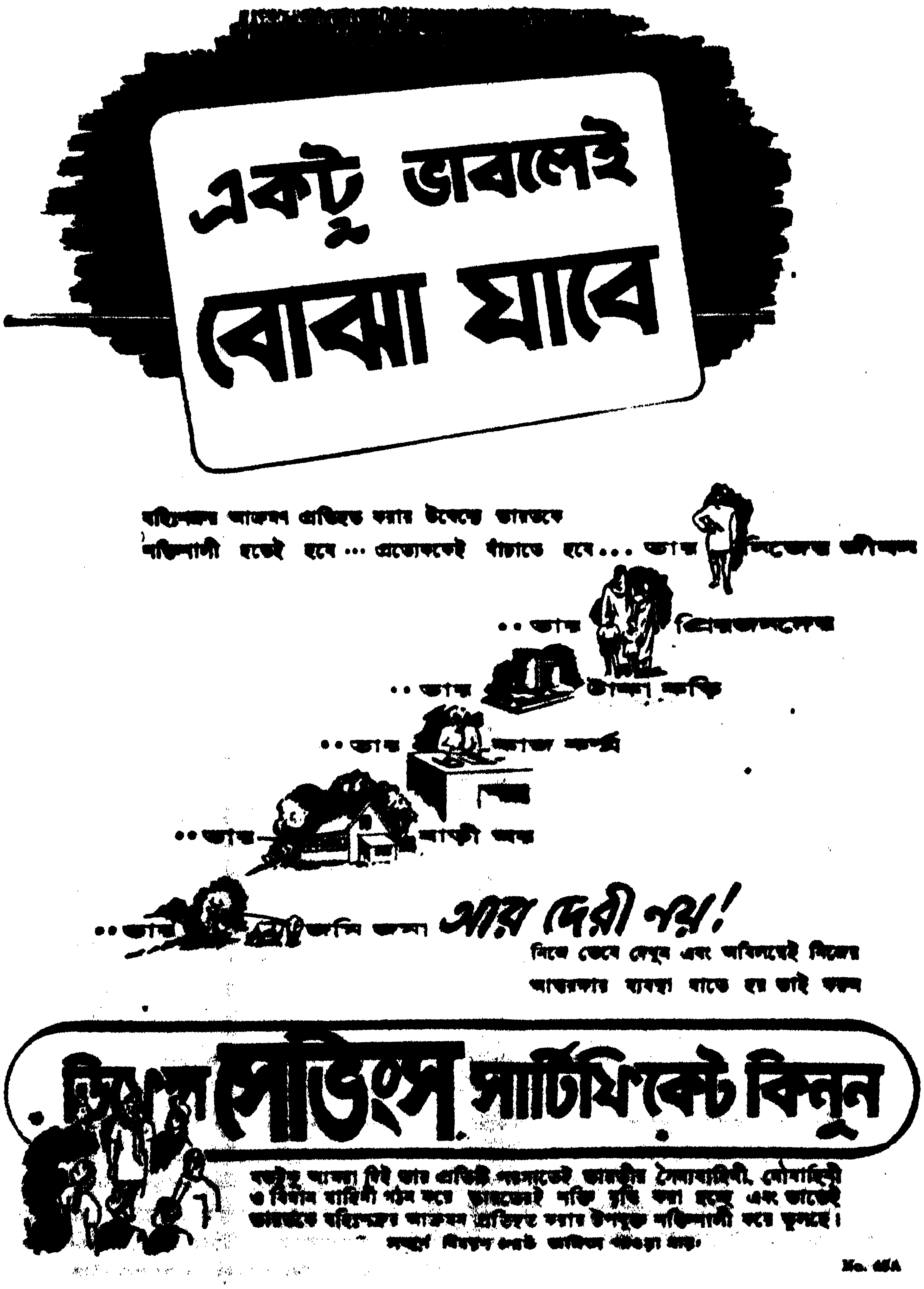

বঙ্গীয় যুদ্ধ-তহবিল ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফণ্ড

প্রাপ্ত সাহায্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

গত ২৬শে মার্চ তারিখ পর্য্যন্ত যুদ্ধ তহবিলে সাহায্যের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

	বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিল।	ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফণ্ড।	মোট।
১—প্রেসিডেন্সী বিভাগ—	টাকা।	টাকা।	টাকা।
(১) ২৪-পরগণা	১,০০,৭১১	১,১৬,০১৪	২,১৬,৭৪৭
(২) যশোহর	৭৮,৬২১	৬৮৩	৭৯,৩০৪
(৩) খুলনা	৫৯,৭৬৪	৯৭৬	৬০,৭৪০
(৪) মুর্শিদাবাদ	৮৯,৫৫৯	১,৭৪৮	৯১,৩০৭
(৫) নদীয়া	৯২,৪১৬	৩,০৩৫	৯৫,৪৫১
মোট	৪,২১,১১১	১,২২,৪১৬	৫.৪৩.৫৪৯
২—বর্দ্ধমান বিভাগ—			
(৬) বাঁকুড়া	৩৪,৪৯০	৪৫	৩৪.৫৩৫
(৭) বীরভূম	২৮,১১৯	১৩৩	২৮.২৫২
(৮) বর্দ্ধমান	২,৯৫,২৬৩	৪০,৪২৬	৩,৩৫,৬৮৯
(৯) হুগলী	৬৬,০০৯	১৩,০৩৫	৭৯,০৪৪
(১০) হাওড়া	৪০,৯৭৩	৮৫,৩৯৯	১,২৬,৩৭২
(১১) মেদিনীপুর	১,৩৭.৫৮৪	৫,৩৬৭	১.৪২,৯৫১
মোট	৬,০২,৪৩৮	১,৪৪,৪০৫	৭,৪৬,৮৪৩
৩—চট্টগ্রাম বিভাগ—			
(১২) চট্টগ্রাম	১,২০,৭৪৭	৫১.১৮৯	১,৭১,৯৩৬
(১৩) পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	৯,১২৩	৬৬৭	৯,৭৯০
(১৪) নোয়াখালী	৭৪,৪৩৭	২০৮	৭৪,৬৪৫
(১৫) ত্রিপুরা	১,৭৫,২৬০*	২,৬৯২	১,৭৭,৯৫২
মোট	৩,৭৯,৫৬৭	৫৪,৭৫৬	৪,৩৪,৩২৩
৪—ঢাকা বিভাগ—			
(১৬) বাখরগঞ্জ	১৪,২২৬	১,০৮,৪৪৮	১,২২,৬৭৪
(১৭) ঢাকা	১,৬০,৯৩৭	৮৮.৮৮৬	২,৪৯,৮২৩
(১৮) ফরিদপুর	১,৩৪,৯৬০	১,৮১৫	১,৩৬,৭৭৫
(১৯) ময়মনসিংহ	১,৬১,৭১৭	৫,১৫৪	১,৬৬,৮৭১
মোট	৪,৭১,৮৪০	২.০৪,৩০৩	৬.৭৬,১৪৩
৫—রাজশাহী বিভাগ—			
(২০) বগুড়া	২৬,৮৫১	২৫০	২৭.১০১
(২১) দার্জিলিং	১,০৪,৯০২	৮১,০৮৫	১,৮৫,৯৮৭
(২২) দিনাজপুর	১.০২.৯৪৪	২৪৬	১,০৩,১৯০
(২৩) জলপাইগুড়ি	৬৭,৪০৩	১,৫৮.৮০৯	২,২৬,২১২
(২৪) মালদহ	৪২,৪৫৩	১,৫২২	৪৩,৯৭৫
(২৫) পাবনা	৪২,৫০৪	৯৬৩	৪৩,৪৬৭
(২৬) রাজশাহী	১,১৪,৯০৭	৪,৯৬৫	১,১৯,৮৭২
(২৭) রংপুর	৮৭,৩৩০	১,২৫১	৮৮,৫৮১
মোট	৫,৮৯,২৯৪	২,৪৯,০৯১	৮.৩৮.৩৮৫
সংক্ষেপতঃ—			
ক—বাঙলাদেশের জেলাসমূহ (১ হইতে ৫ পর্য্যন্ত)	২৪,৬৪,২০২	৭,৭৪,৯৯১	৩২,৩৯,২৪৩
খ—বাঙলার বাহিরের জেলাসমূহ	৫.৭৭৮	২,৭৪,৯৮৪	২,৮০,৭৬২
গ—ক ও খ হিসাবের বাহিরে অন্যান্য সাহায্য—			
বঙ্গীয় মহিলা যুদ্ধ তহবিল	১০,৯৩.০১৩	..	১০.৯৩.০১৩
ভারতীয় টি এসোসিয়েশন	৭৯,৬২১	.	৭৯,৬২১
ত্রিপুরা ষ্টেট	১৪,০০০	.	১৪,০০০
বি এণ্ড এ রেলওয়ে	১,৭০৪	১,০৬,৮০৮	১.০৮,৫৬২
বি, এন, রেলওয়ে	১২৫	১,৭২,০৭৭	১,৭২,২০২
ই, আই, রেলওয়ে	৩৩০	২,০৬,০২৭	২,০৬,৩৫৭
অন্যান্য মোট	১১,৮৮,৭৯৩	৪,৮৪,৯৬২	১৬,৭৩,৭৫৫
ক+খ+গ একত্রে মোট	৩৬,৫৮,৮২৩	১৫,৩৪,৯৩৭	৫১,৯৩,৭৬০
কলিকাতা	১২,৬৩,১৮৭	৪৪,৫০,৪৭৪	৬৭,১১,৬৬১
সর্ব্ব মোট	৪৯,২২,০১০	৬৯,৮৫,৪১১	১,১৯,০৭,৪২১

*[illegible] ৮৫,০০০ [illegible]।

ঢাকার এক সংবাদে প্রকাশ, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জেলার সমস্ত থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের উপর নির্দেশ দিয়াছেন যে, তাহারা যেন স্ব স্ব এলাকার অধিবাসীদের এবং দেশী নৌকা রেজিষ্টারী করেন। প্রকাশ, এই আদেশ অনুসারে ইতিমধ্যেই কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

মিঃ আর, জে, হফিস্, এম-এল-এ, [illegible] ব্যবস্থা পরিষদের কলিকাতা ও শহরতলী ইউরোপীয়ান নির্ব্বাচকমণ্ডলীকে [illegible] নির্দেশ [illegible] হইয়াছে। ২৯শে এপ্রিল [illegible] মনোনয়নপত্র দাখিলের [illegible] এবং ৫ই মে তারিখে মনোনয়নপত্রসমূহ পরীক্ষা করা হইবে।

মাননীয় মন্ত্রী মিঃ ইউ, এন্, বর্ম্মণ

সুন্দরবন অঞ্চল পরিদর্শন

বন ও আবকারী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ উপেন্দ্র নাথ বর্ম্মণ সম্প্রতি সুন্দরবন অঞ্চলে ব্যাপক পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি বিগত ৫ই এপ্রিল তারিখে ভ্রমণে বাহির হইয়া পরবর্ত্তী দিন খুলনায় পৌঁছেন ও তথাকার বন বিভাগ অফিস পরিদর্শন করেন। তিনি খুলনার সরকারী ও বেসরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তৎপর বন বিভাগের এস্, এল্, "হারিয়ার" নামক ষ্টীম লঞ্চে সুন্দরবনের দিকে যাত্রা করেন।

খুলনা পরিত্যাগ করিবার পর তিনি চালনা, সুপাতী ও কটকা খালে গমন করেন এবং বিভিন্ন বন বিভাগীয় শাখা পরিদর্শন করেন। কটকা খালে তিনি প্রাকৃতিক বন সন্দর্শন করেন। তিনি বনের অভ্যন্তরে কখনও পদব্রজে কখনও নৌকায় ভ্রমণ করেন। কটকা হইতে তিনি সুন্দরবনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হন এবং সুন্দরবনের মধ্যে শেখের-ট্যাক নামে অভিহিত কালী মন্দিরের জীর্ণ ভগ্নাবশেষ পরিদর্শন করেন এবং তথা হইতে নলীয়ানালা রেঞ্জ অফিসে গমন করেন। পার্শ্ববর্ত্তী ঘোজা গ্রামে মাননীয় মন্ত্রীর বিপুল সম্বর্দ্ধনা হয়। তথায় তিনি স্থানীয় প্রায় ২,০০০ হাজার লোকের জনসভায় বক্তৃতা করেন। ঘোজা হইতে তিনি পাথরপ্রতিমা হইয়া গোসাবা গমন করেন এবং পূর্ব্বে কোন সংবাদ না দিয়াই গাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীতে উপনীত হন। তৎপর ১২ই তারিখে তিনি পোর্ট ক্যানিং রেলওয়ে ষ্টেশনে ফিরিয়া আসেন।

বিভাগের কার্য্যাদি সম্বন্ধে সাক্ষাৎ ভাবে সংবাদ লইবার জন্য তিনি কাঠুরিয়া (বোয়ালিয়া), মৎস্যজীবি, মধুআহরণকারী ও বনে অনুরূপকার্য্যে নিয়োজিত লোকদিগের সহিত মেলামেশা করেন। তিনি পুনঃ পুনঃ তাহাদের সহিত আলাপ আলোচনা করেন এবং তাহাদের যাবতীয় অসুবিধা বর্ণনা করিবার সুযোগ প্রদান করেন। তাঁহার এই অল্প সময়ের ভ্রমণে তিনি লোকের আন্তরিক শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন। এই ভ্রমণ সময়ে ডেপুটি কন্জারভেটর অব্ ফরেষ্ট (অধুনা খুলনায় অতিরিক্ত ফরেষ্ট অফিসার) মিঃ এস্, এন্, মিত্র তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

ঔষধের পাইকারী ও খুচরা দর নিয়ন্ত্রণ

কলিকাতা ও শহরতলীতে অবিলম্বে কার্য্যকরী

বাঙলা সরকারের প্রধান মূল্য-নিয়ন্ত্রণ কর্ত্তা গত ৩রা এপ্রিল নিম্নলিখিত প্রেস্-নোট প্রকাশ করিয়াছেন :—

নিম্নলিখিত দ্রব্যাদির উচ্চতম পাইকারী ও খুচরা দর ধার্য্য করিয়া তাহাদের পাশে উল্লিখিত হইল। এই দর কলিকাতা ও শহরতলীতে অবিলম্বে কার্য্যকরী হইবে :—

পণ্য।	পাইকারী।	খুচরা।
		প্রতি পাউণ্ড।
র‍্যাওয়ার্ডন্ পোটাস্ আয়োডাইড্ (এক [illegible] এক সঙ্গে)।	৮৷৵১০ (ডোজনে)।	১৷৷৵০
ঐ ঐ ..	৮৷৴০ (তিনে ভরী পাউণ্ড)	৯৷৴০
ঐ (২৮ পাউণ্ড এক সঙ্গে) ..	৮৸৴০ (ডোজনে এক পাউণ্ড)।	৯৸৴০
ঐ ঐ ..	৮৷৷১০ (তিনে ভরী পাউণ্ড)।	৯৷৷৴০
		প্রতিটি।
[illegible] (জেলাটী) ..	২৸৴০ (প্রতি ডজন)	৷১০
ঐ (জাণী) ..	১৸৴০ (প্রতি ডজন)	১৷৴০
ঐ (নমুনা) ..	৪৷০ (প্রতি ডজন)	৸১০
[illegible] ..	[illegible]	৪৴০
[illegible] (মিলিমাপ)	২০৲ (প্রতি ডজন)	১৷০
[illegible] (বাইলোজ্ ফ্রি)।	৭৭৲ (প্রতি ডজন)	৬৷০
ঐ (টিক্যাল ফ্রি) ..	৩৸৴০ ..	৩৷০
ঐ ([illegible]) ..	৩১৷০ ..	৩৸১০
[illegible] ..	১৪৷৷৴০ ..	১৸৴০

বাঙলার সমবায় সমিতি সমূহের কার্য্য

[৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ]

প্রকৃত চাহিদা আছে কি না এবং এইরূপ চাহিদা মিটাইতে যাইয়া কোন অবস্থাই তাড়াতাড়ি সংগঠন কার্য্য করা না হয়, কিন্তু পূর্ব্বের ভুলে পুনরায় না করা হয়। ইহার ফলে আলোচ্য বর্ষে কৃষি-ঋণ সমিতির সংখ্যা ছিল অনুমান ২,৬০০ দুই হাজার ছয় শত।

আলোচ্যবর্ষে যে সমুদয় নূতন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার মধ্যে দুইটি শিল্প ইউনিয়ন, ৫৯টি ইরিগেশন সোসাইটি, ৩০৯টি ইক্ষু-চাষী সমিতি, ৬টি শহরাঞ্চলে ঋণ-দান সমিতি, ৩টি কো-অপারেটিভ ষ্টোরস, ৪টি মৎস্যজীবি সমিতি, ২টি কুটির শিল্প সমিতি এবং ১টি মহিলা শিল্প সমিতি ছিল।

কো-অপারেটিভ ক্রয় বিক্রয়ে বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। ৩৩টি বিবিধ প্রকারের ও ৭৮টি কৃষি সেল ও সাপ্লাই সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ইহার সদস্য সংখ্যা ৮৭,০০০ সাতাশি হাজার এবং মূলধনের পরিমাণ ১১ লক্ষ টাকা। ১৯৪১ সনের জুন মাসে যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই বৎসরে এই সমস্ত সোসাইটি-গুলিতে সদস্যদের তৈরী দ্রব্যাদি যাহা ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে তাহার মূল্য ৬।।০ সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে ৪ চারি লক্ষ টাকার দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছিল। ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যাহারা সদস্য নহে এমন লোকের তৈরী জিনিষও এই সমুদয় সোসাইটি কর্ত্তৃক বিক্রয় করা হইয়াছে, তাহাতে সংশ্লিষ্ট চাষীদের লাভ হইয়াছে। গোসাবা ও কেপুপাড়া কো-অপারেটিভ চাউলের কল ছাড়া পার্ব্বতীপুর সেল ও সাপ্লাই সোসাইটি মন্মথপুরে আর একটি চাউলের কল দিয়াছে। সমবায় নীতিতে ক্রয়-বিক্রয়ের আরোও উৎকর্ষ সাধনের পরিকল্পনা গভর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে।

শস্য-ঋণদান সমিতি এবং তাহার সদস্যের সংখ্যা বৰ্দ্ধিত হওয়ায় বিভিন্ন শ্রেণীর সমিতির সংখ্যা ৩৭,৪০০ হইতে ৪০,০০০ পর্য্যন্ত এবং সদস্যের সংখ্যা ১১ কোটি ৪২ লক্ষ হইতে ১২ কোটি ৯৯ লক্ষ পর্য্যন্ত বৰ্দ্ধিত হইয়াছে।

অনাবৃষ্টির ফলে ফসলের উপর প্রতিক্রিয়ার এবং পাটের দর পড়িয়া যাওয়ায় বিশেষ করিয়া পাটপ্রধান জেলাসমূহের কৃষিজীবিদিগের বড় দুর্ব্বৎসর গিয়াছে। বৎসরের শেষ দিকে ধানের দর অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে অধিকাংশ কৃষক তাহাদের ফসল ছাড়াইয়া দিয়াছিল; ফলে এই দর বৃদ্ধি তাহাদের উপকার সাধন না করিয়া অসুবিধারই সৃষ্টি করিয়াছিল। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, মালদহ, ফরিদপুর, বর্দ্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ জেলার অংশ বিশেষে অজন্মাই দেখা গিয়াছিল এবং বীরভূম জেলাকে দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। নোয়াখালি, বাখরগঞ্জ এবং ত্রিপুরা জেলার অংশ বিশেষের উপর দিয়া এক প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া যাওয়ায় পরে বহু লোক গৃহহীন হইয়া পড়িয়াছে। মেদিনীপুর মাসে উপরোক্ত স্থান-সমূহে রিলিফের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সকল প্রতিকূল অবস্থার দরুণ কৃষি-ঋণদান আন্দোলনের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে এবং ইহার প্রসার এবং সেই ঋণ আদায়ের পক্ষে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে।

কৃষি-ঋণদান সমিতি সম্পর্কে ব্যক্তিগত সদস্যের কাছে ৩৯৫ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা এবং অকৃষি-ঋণদান সমিতি সম্পর্কে ৬৯৬ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা প্রাপ্য হইয়াছে। প্রথমোক্ত ব্যাপারে শতকরা ৪৩ অংশ বহু পূর্ব্বে পাওনা হইয়া গিয়াছে কিন্তু শেষোক্ত বিষয় সম্পর্কে কেবলমাত্র শতকরা ১১·৪ অংশ মিয়াদপূর্ব্বে পাওনা হইয়াছে। কৃষি-ঋণদান সমবায়ে সাড়ে চব্বিশ লক্ষ টাকা জমা আছে; তন্মধ্যে শতকরা ৫৫ অংশ যাহারা সদস্য নহে, তাহাদের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। অ-সদস্যের নিকট হইতে যে পরিমাণ অর্থ জমা আছে, তাহা পূর্ব্ব বৎসরের প্রায় অনুরূপ। মনে হয় সমিতিগুলি প্রাপ্য অর্থ শোধ দিতে পারে নাই বলিয়াই এইরূপ হইয়াছে। অকৃষি-ঋণদান সমবায় সমিতিতে সদস্যগণ ১৫৮ লক্ষ টাকা জমা রাখিয়াছে এবং যাহারা সদস্য নহে তাহাদের দেওয়া জমার পরিমাণ ২৭৬ লক্ষ টাকা। শেষোক্ত টাকার পরিমাণ গত বৎসর হইতে বর্ত্তমান বৎসরে ২৪ লক্ষ টাকা বৰ্দ্ধিত হইয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে ১৮৪টি সমিতি প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের সদস্য হইয়াছে এবং উহার শেয়ার মূলধন ১৮ কোটি ৬৪ লক্ষ হইতে ১৯ কোটি ৪০ লক্ষ পর্য্যন্ত বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান মূলধন ২ কোটি ৮৯ লক্ষ। আলোচ্য বর্ষে স্থায়ী আমানতে সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িয়াছিল; কিন্তু সেভিং এবং চলতি হিসাবে তিন লক্ষ টাকা বেশী থাকিয়াছে বলিয়া মোটামুটি একটা ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হইয়াছে।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সংখ্যা ১২১টি। এই ব্যাঙ্কগুলির সহিত যে সকল সমিতি যুক্ত, তাহার সংখ্যা ৩০,৩২১ হইতে ৩৪,১৬২ পর্য্যন্ত বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। নূতন সমিতি-গুলির মধ্যে ২,৫৯৪টি সম্পূর্ণরূপে ফসল ঋণ-দান সমিতি। প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক কিম্বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণও আমানতের পরিমাণ ১৫৫ কোটি ১ লক্ষ হইতে ১৪৯ কোটি ৬৩ লক্ষ পর্য্যন্ত কমিয়া গিয়াছিল এবং ব্যক্তিগত সদস্য সম্পর্কে ১১ লক্ষ কমিয়া ২৩২ কোটি ৮১১ লক্ষে দাঁড়াইয়াছিল। সমিতিগুলিতে ৫০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ঋণ হিসাবে জমা দেওয়া হইয়াছিল এবং বছরের শেষে ৩৩২ লক্ষ ৫ হাজার টাকা আমানত রাখিয়া ৬১ লক্ষ টাকা তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল। ব্যক্তিগত সদস্য-গণের নিকট বৎসরের শেষে মোট ৩৬৩ লক্ষ টাকা ঋণ পাওনা হইয়াছিল; তন্মধ্যে শতকরা ৯১ ভাগের শোধের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে উহার পরিমাণ ছিল শতকরা ৮৮·৬ অংশ। দুরবস্থা, সদস্যগণের ক্রমবর্দ্ধমানরূপে পরিশোধ করিবার অনিচ্ছা এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট রাজনৈতিকদলের এই মত প্রচার যে ঋণ শোধ না করিয়া ধরিয়া রাখিলেই পুনরায় অধিক সুযোগসুবিধা আদায় সম্ভবপর, এই সকল কারণই এই অবস্থার জন্য আংশিকভাবে দায়ী।

জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিই দীর্ঘকালের জন্য অর্থ সাহায্য করিয়াছে এবং আলোচ্য বৎসরে এই ধরণের পাঁচটি ব্যাঙ্ক কাজ করিয়াছে। এই ব্যাঙ্কগুলি আলোচ্য বৎসরে ৩০৪ সংখ্যক ঋণ প্রদান করিয়াছে এবং তাহার পরিমাণ মোট ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ব্যাঙ্কগুলির অস্তিত্বের ছয়/সাত বৎসরের মধ্যে কেবল মাত্র ৮ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা ঋণ হিসাবে প্রদান করা হইয়াছে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, দীর্ঘকালের মেয়াদে ঋণ গ্রহণের চাহিদা যত বেশী বলিয়া মনে হয়, কার্য্যতঃ তাহা নহে। একথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব্ববর্ত্তী ঋণ আদায় করার জন্যই শতকরা ৯১ ভাগ ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছিল এবং জমির ও কৃষি-কার্য্যের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত ৭,০০০ হাজার ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে।

শহর অঞ্চলের অকৃষি-ঋণদান সমিতিগুলি সন্তোষ-জনকভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইহাদের সংখ্যা ৬ হইতে ৬১৪ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, সদস্য সংখ্যা হইয়াছে ২ কোটি ৮০ লক্ষ এবং ১২৭ লক্ষ টাকার শেয়ার ক্রয় করা হইয়াছে। উহাদের চলতি মূলধন ৬৩৮ লক্ষ এবং স্থায়ী আমানত রহিয়াছে ৭৬ লক্ষ টাকা। সদস্যগণকে তাহারা ৩৪৮ লক্ষ টাকা ঋণ হিসাবে প্রদান করিয়াছে ৬১৬ লক্ষ আদায় করিয়াছে এবং বৎসরের শেষে ৫৬০ লক্ষ টাকা অনাদায়ী রহিয়াছে; তন্মধ্যে কেবল মাত্র শতকরা ১১ ভাগের শোধ করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

সমবায়ের অপরদিকে ১০টি শিল্প সম্পর্কিত ইউনিয়ন এবং ৩৫৪টি বয়ন সমিতি তাঁতের সাহায্যার্থ ভারত সরকারের প্রদত্ত অর্থে কর্মচারী নিয়োগ করিয়া উৎকৃষ্ট ধরণের পণ্য তৈরী করিয়া তাহার বিক্রিকিনির ব্যবস্থা করিতেছে। আলোচ্যবর্ষে এই সকল ইউনিয়ন ও সমিতি ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়াছে। ৭৯ লক্ষ সদস্যের নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি সাধনার্থ প্রায় ১,১০০ ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক সমিতি, ১,০০০ সেচ কার্য্য পরিচালক সমিতি, ২২৩ দুগ্ধ সমিতি, ৪৫৭ ইক্ষু উৎপাদক সমিতি, এবং ৫০০ উন্নত ধরণের জীবন-যাত্রা প্রচলন সমিতি উল্লেখযোগ্য কাজ করিতেছে।

বৎসরের শেষে বিভাগীয় সমস্ত কর্মচারী এবং সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কসমূহের অধিকাংশ কর্মচারীকে ট্রেণিং প্রদান করা হইয়াছে। গত ১৯৪১ সালের মার্চ্চ মাসে পল্লী সমিতির সম্পাদকগণের ট্রেণিং দানের কাজ সুরু হয় এবং এতদুদ্দেশ্যে জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে ট্রেণিং ক্লাশ বসাইবার নিমিত্ত কিশটি ভ্রাম্যমান শাখা নিযুক্ত করা হয়। ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসের মধ্যে এই ট্রেণিং এর কাজ সমাধা হইবার কথা। সমবায় ট্রেণিং ইন্‌ষ্টিটিউটকে স্থায়ী করার ও তন্মধ্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিষয়গুলিকে আবার বাড়াইয়া দেওয়ার একটি প্রস্তাব গভর্ণমেণ্টের নিকট দাখিল করা হইয়াছে।

সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, গত ১৯৩০ সালের ১৮ই জুনের ৯৮০ পি, এল, ডি নং সরকারী ঘোষণা অনুসারে এপ্রিল, মে ও জুন মাসের দুপুর ১২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত মহিষকে খাটান যে নিষিদ্ধ বলিয়া জারি করা হইয়াছিল (যে সংবাদ ১৯৩০ সালের ২৬শে জুন কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে) তাহা বর্ত্তমান বৎসরে বলবৎ থাকিবে না। যে সকল মহিষ রৌদ্রের তাপে পীড়িত হইয়া পড়ে, তাহাদের অবশ্য উপরোক্ত সময়ে কোন কাজে লাগানো হইবে না।

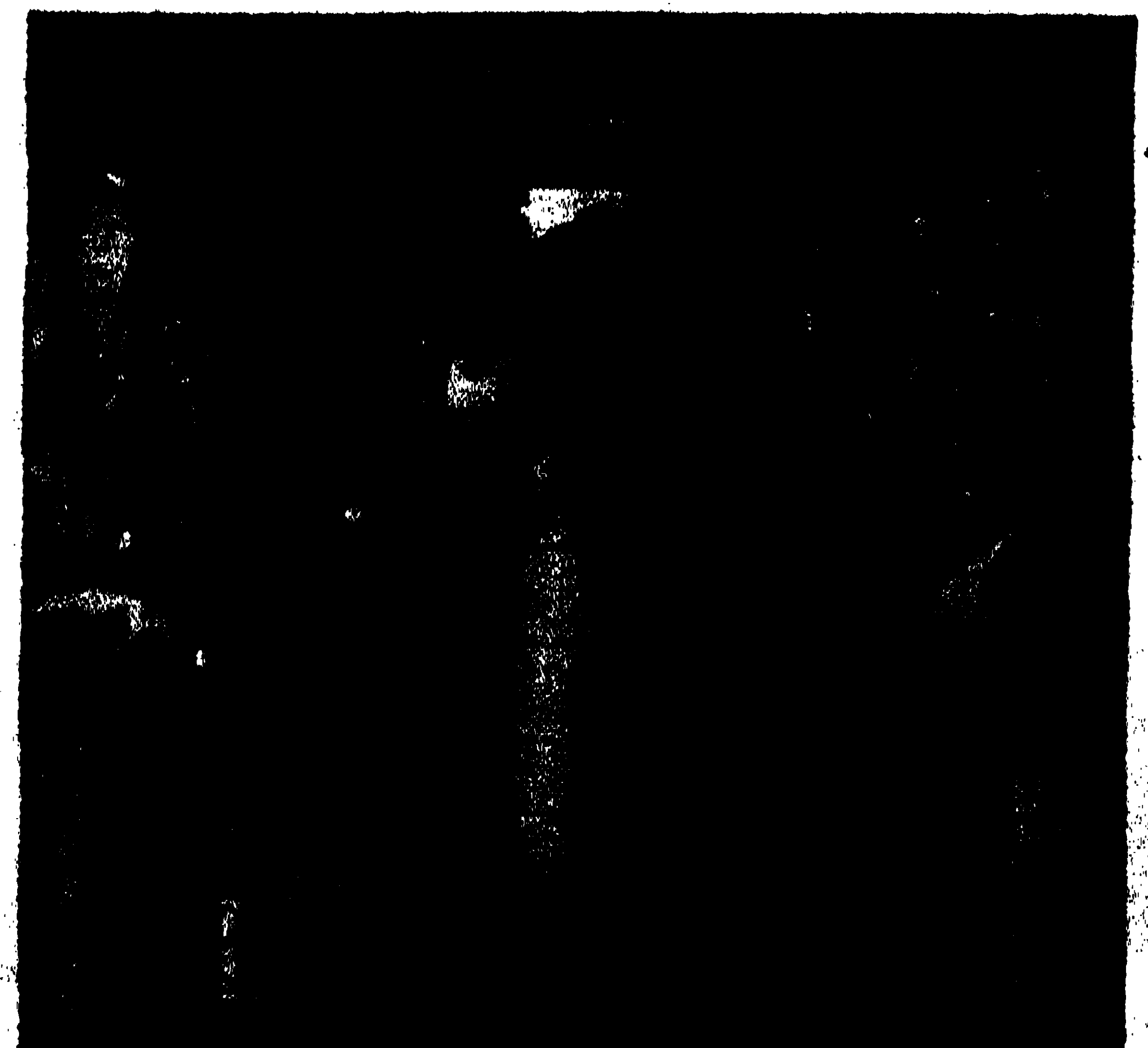

সিঙ্গাপুরের একখানা বৃটিশ বোমারু বিমানের অভ্যন্তরভাগের দৃশ্য।

বনগ্রামে পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যস্থতায় কার্য্যের অগ্রগতি

পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্প্রতি বনগ্রাম মহকুমায় ৪টী শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইয়াছিল এবং তাহাতে ৩৮৭ জন পল্লী-কর্মীকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। বনগ্রামের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার মিজানুর রহমান ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষাকেন্দ্রগুলির তদারক করেন।

যে সকল মহকুমায় আশ্রয়কেন্দ্রসমূহ নির্মিত হইয়াছে, বনগ্রাম তাহাদের অন্যতম। এই কাজে মিষ্টার রহমান বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আশ্রয়কেন্দ্রগুলির মারফতেই তিনি পল্লী-কর্মিগণের শিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। বনগাঁর আশ্রয়কেন্দ্রগুলি বাস্তবিক চমৎকারভাবে তৈয়ারী। ঝড় ঝড়ঝঞ্ঝা ও বৃষ্টিবাদল উপেক্ষা করিয়া বেশীর ভাগ ঘরগুলি স্থায়ী হইবে এবং বর্ত্তমান জরুরী অবস্থার পরও বহু বৎসর কাজে লাগিবে।

এই সকল আশ্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং কলিকাতা-যশোহর রোডে সামরিক যানবাহনের যাতায়াতের দরুণ আশেপাশের অধিবাসিগণ বিশেষভাবে ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল। শিক্ষার্থী সংগ্রহে উদ্যোক্তাগণকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। মিষ্টার রহমানের আন্তরিক চেষ্টা এবং স্থানীয় বেসরকারী ভদ্রলোক ও পাট-চাষ-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কর্ম্মচারিগণের সহযোগিতায় এই ভয় বিদূরিত হয়। ভীতি-বিহ্বল হইয়া যাহারা বাড়ী ছাড়িয়া যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিল, তাহারাও অবশেষে বুঝিতে পারে যে ভীত হইবার কোন কারণ নাই।

বনগ্রামের এই পল্লী-উন্নয়ন কেন্দ্র পরিদর্শন করিয়া বিভাগীয় ডিরেক্টর মিঃ এইচ, এম, ইসহাক, আই-সি-এস, নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন :—

যুদ্ধ প্রায় আমাদের দুয়ারে হানা দিতেছে। বর্ত্তমান জরুরী অবস্থায় পল্লী-উন্নয়ন কাজের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অনেকের সংশয় হইতে পারে। কিন্তু একথা বলা অসঙ্গত নয় যে, বিপদে ধীর স্থির থাকিবার ক্ষমতাই পরিণামে আমাদিগকে জয়ের পথে পরিচালিত করিবে। সামরিক কারখানা এবং যুদ্ধ-রত সেনাদের উপরই উপযোগ ধৈর্য্য নির্ভর করে না। কাঁচা-মাল, রসদাদি ও সৈনিকদের বেশীর ভাগই গ্রামাঞ্চল হইতে সংগৃহীত হয়; সুতরাং অন্যান্য জরুরী জিনিষের মধ্যে গ্রামাঞ্চলের লোকজনকেও সাড়া দিতে হইবে। আরও একটা কথা উল্লেখ করিতে হয়। সংগঠন, সঙ্ঘবদ্ধ ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রচেষ্টাই পল্লী-উন্নয়ন কাজের ভিত্তি। সরকারের সহায় একটী সঙ্ঘটিত গ্রামের পক্ষেই "এ, আর, পি" শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং আত্ম-রক্ষার কাজ ভালভাবে সম্পন্ন করা অধিকতর সম্ভবপর। সঙ্ঘবদ্ধ লোকদের শক্তি সমধিক। সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক ও দলগত আওতার বাহিরে সম্মিলিতভাবে আমাদের গ্রামগুলি সুসংবদ্ধ করিতে পারিলে তাহার ব্যবহারিক এবং নৈতিক সুবিধাও বিপুল। বাস্তবিকভাবে চিন্তা করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, বর্ত্তমান অবস্থায়ই পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টার আবশ্যকতা সব চেয়ে বেশী। বনগ্রামের দৃষ্টান্ত তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ।

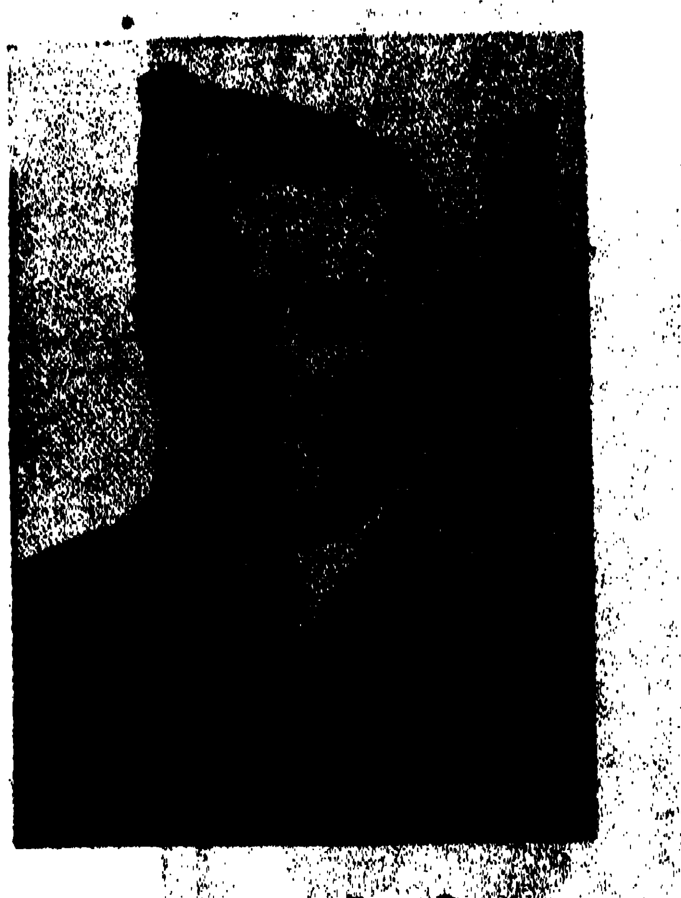

রাশিয়ার রণাঙ্গণে যুদ্ধরত বৃটিশ ... অধিনায়ক উইং-কমাণ্ডার এইচ, এন, জি, রামসবটম ইশারউড এ-আর-সি।

বাঁকুড়া জেলায় পল্লী-উন্নয়ন

শিক্ষাকেন্দ্রের অনুষ্ঠান

পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টরের পরিকল্পনানুযায়ী বিগত ১৯শে মার্চ্চ বাঁকুড়া জিলার জয়পুর থানার রাজগ্রামে একটী পল্লী-উন্নয়ন শিক্ষা শিবির খোলা হয়। মেদিনীপুর-বাঁকুড়া চার্জ্জের পাট-নিয়ন্ত্রণ এবং পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের চীফ্ ইন্সপেক্টার মিঃ সতীশচন্দ্র চাটার্জ্জী এবং বাঁকুড়া সদর সার্কেলের এ্যাসিষ্টেণ্ট ইন্সপেক্টার, এই জিলার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, কে, ঘোষ এবং বিষ্ণুপুর মহকুমার এস, ডি, ও মিঃ এ, সি, রায় মহোদয়দ্বয়ের সহিত আলোচনা করিয়া তাঁহাদের উপদেশানুযায়ী শিক্ষা শিবির খোলার ব্যবস্থা করেন।

এই শিক্ষা শিবিরের কার্য্য পরিচালনার জন্য সরকারী এবং বেসরকারী ১২ জন সভ্য লইয়া একটা কমিটী গঠিত হয়। ডি, এম মহোদয় কমিটীর সভাপতি হন এবং বাঁকুড়া সদর সার্কেলের পাট-নিয়ন্ত্রণ এবং পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের এ্যাসিষ্টেণ্ট ইন্সপেক্টার সেক্রেটারী হন।

বিগত ১৯শে মার্চ্চ বিষ্ণুপুর এস, ডি, ও মহোদয়ের পৌরহিত্যে এই শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্বোধন হয়। এই সভায় স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণ, হাই স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ এবং অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মহাশয় একটা সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন, তৎপরে সোণামুখী সার্কেলের সার্কেল অফিসার, পাট-নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের চীফ্ ইন্সপেক্টার এবং বাঁকুড়া সদর সার্কেলের এ্যাসিষ্টেণ্ট ইন্সপেক্টার বক্তৃতা প্রদান করেন। এই শিক্ষাকেন্দ্রে মোট ১৭জন শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করেন।

গ্রামবাসী ও শিক্ষার্থিগণের প্রচেষ্টায় ১৪ দিনের মধ্যে, নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ, রাস্তার পুনঃসংস্কার, পানা পুকুর পরিষ্কার এবং জঙ্গল কাটা প্রভৃতি পল্লীসংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। গ্রামে মুষ্টিভিক্ষার প্রবর্ত্তন এবং নৈশ-বিদ্যালয় খোলারও ব্যবস্থা হয়। গুণানুসারে শিক্ষার্থী-দিগকে সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বিগত ১লা এপ্রিল বিষ্ণুপুরের এস, ডি, ও মহোদয়ের সভাপতিত্বে এই শিক্ষা শিবিরের সমাপ্তি সভার অধিবেশন হয়। এই দিনও বহু বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় এবং শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সেক্রেটারীর রিপোর্ট পাঠের পর সভাপতি মহাশয় বক্তৃতা করেন। তৎপরে স্থানীয় প্রসিদ্ধ বক্তা ডাঃ রাখাল চন্দ্র নাগ (ডিঃ বিঃ মেম্বার) এবং বিষ্ণুপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান মহাশয় এইরূপ শিক্ষা-কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা দেন। অধিবেশনান্তে নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদিগকে চা-পার্টিতে সম্বর্দ্ধিত করা হয় এবং রাত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য একটী বিশেষ ভোজের ব্যবস্থা হয়।

স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট অনিলবাবু, স্থানীয় ডি, বি, মেম্বার নরেন বাবু, এগ্রিকালচারেল ডেমনষ্ট্রেটার সুবোধ বাবু, হাই স্কুলের হেড্ মাষ্টার এবং স্থানীয় ইয়ুথ ক্লাব ও পল্লী-উন্নয়ন সমিতির সভ্যগণের সাহায্য ও সহানুভূতি উল্লেখযোগ্য। পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যে গ্রামবাসিগণ যে উৎসাহ এবং উদ্যম প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়।

এই শিক্ষা শিবিরকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য বাঁকুড়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা দান ধন্যবাদের সহিত উল্লেখযোগ্য।

গত ... মার্চ্চ তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সপ্তাহে বাঙ্গালাদেশে মোট ১,১৬৪ জন লোক কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৩৭ জন বর্দ্ধমানে, ১৪৪ জন বাখরগঞ্জে, ...১ জন ত্রিপুরায় ও ১০৬ জন মেদিনীপুরে। ঢাকায় ৯০ জন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছে ও ... জন ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। ... কোথাও কোথাও সেরিব্রোস্পাইনাল ফিভার রোগের আক্রমণের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্লেগের কোন আক্রমণ-সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

ময়মনসিংহ জেলায় পল্লী-উন্নয়ন

পল্লী-সমিতি সমূহের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা

জামালপুর সাবডিভিসনের অন্তর্গত শ্রীবর্দ্দী থানার বাটাজোড় ও গলাগড়া নামক পল্লীতে তিনটী আদর্শ সমিতি গঠিত হইয়াছে। স্থানীয় পল্লীবাসিগণের উৎসাহে ও জুটরেগুলেশন বিভাগের স্থানীয় চিফ্ ইন্সপেক্টার সাহেব, এ্যাসিষ্টেণ্ট ইন্সপেক্টার, প্রোপাগাণ্ডা এ্যাসিষ্টেণ্ট ও প্রোপাগাণ্ডা অফিসার মহাশয়ের অক্লান্ত চেষ্টায় ও যত্নে সমিতি তিনটী অতি সুদৃঢ় ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। গলাগড়ায় তিনটী ও বাটাজোড় গ্রামে তিনটী নৈশবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে; উক্ত স্কুল-সমূহে ৩২৫ জন বয়স্ক ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। এতদ্ব্যতীত সমিতিত্রয় ৫৩টী চলাচলের রাস্তা নির্ম্মাণ সমাধা করিয়াছে ও গলাগড়া গ্রামে জলনিষ্কাশনউপযোগী ১টী খাল খনিত হইতেছে। রাস্তাগুলি পল্লীবাসিগণের বিশেষ উপকার সাধন করিতেছে। সমিতিগুলির কার্য্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং ইহা দ্বারা পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহের মধ্যে পল্লীসমিতি গঠন ও আত্ম-নির্ভরতা শিক্ষার বিশেষ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হইতেছে।

কয়েকটী ঔষধের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ

পূর্ব্ববর্ত্তী নির্দ্দেশ পরিবর্ত্তন

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের দ্রব্যাদির মূল্যের চিফ্ কণ্ট্রোলার জানাইতেছেন যে, নিম্নলিখিত দ্রব্যের সর্ব্বোচ্চ বাজার মূল্য পুনরায় পরিবর্ত্তন করিয়া নির্দ্ধারণ করা হইল। দ্রব্যাদির নামের পাশাপাশি মূল্য উল্লেখ করা গেল। কলিকাতা ও শহরতলীতে ইহা অবিলম্বে কার্য্যকরী হইবে :—

দ্রব্যের নাম।		পাইকারী দর। প্রতি ডজন।	খুচরা দর। একটি।
ভেগান নং ১	..	৬৸৵	।৵৹
ঐ নং ৪	..	১৪৸৵৹	১।৵৩
ঐ নং ৮	..	২৬৸৵	২।৹
ঐ নং ১৬	..	৪৪।৵৹	৪৵৹
মিজ্যাটিন ($\frac{১}{২}$ আউন্স)	..	১৩৸৵	১৲
ঐ (২ আউন্স)	..	২৩৴৹	২৸৵
জনকার্ণ ম্যাক্সিম ট্যাবলেট			
($\frac{১}{২}$ গ্রেন × ১০০)	..	১৩।৸৵৹	১৴৹
		একটি।	
ঐ ($\frac{১}{২}$ গ্রেন × ৫০০)	..	৩।৹	৩৸৵৹
ঐ (১ গ্রেন × ১০০)	..	১।৵৬	১।৴৹

জাতীয় পাইলট অফিসার ... মিঃ বর্ত্তমানে ব্রহ্ম-প্রান্তের রণাঙ্গনে কাজ করিতেছেন। গ্রেট ব্রিটেনের উপর জার্ম্মাণ আক্রমণের সময়ও তিনি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বেসামরিক রক্ষণ-ব্যবস্থা ও পুলিশের কর্তব্য

[৫ম পৃষ্ঠার শেষ]

রাস্তার মধ্যে [illegible] অনাবশ্যকভাবে সমবেত হয়, তাহাদিগকে দূরে [illegible] নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে এবং যতদূর সম্ভব, এই [illegible] বাধা প্রদান করিতে হইবে। যদি তাহারা এ, আর, পি, এবং সিভিল ডিফেন্স সম্পর্কিত কাজে হস্তক্ষেপ [illegible] কিম্বা হস্তক্ষেপ করিবার মতিগতি প্রদর্শন করে, [illegible] প্রয়োগে হটাইয়া দিতে হইবে। এই সময় পুলিশদের রাস্তা আটকাইয়া কর্মচারীদের [illegible] করিয়া রাখিবে, তাহাদের সকল সময় সচেতন থাকিতে হইবে এবং কেহ কাজে বাধা প্রদান কিম্বা লুট ও চুরি করিতেছে কি না, সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। লুট চলিতেছে কি না সেদিকে পুলিশের দৃষ্টি আকৃষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয়। বিমান-আক্রমণের [illegible] পরেও চুরি চলিতে পারে। [illegible] ও ভাঙ্গা বাড়ীতে এবং বোমা ফাটে নাই বলিয়া যে বাড়ীর অধিবাসীরা পলাইয়া গিয়াছে, সেখানকার আকস্মিক ঘটনার দিকেও পুলিশের দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়।

পুলিশ আসিয়া ঐ অঞ্চল ঘিরিয়া ফেলিবার পূর্ব্বে ঘটনাস্থলে সেবাকারী লোক নিশ্চয়ই উপস্থিত হইবে এবং অনেক সময় বাধা প্রদান না করিলে অত্যুৎসাহপ্রণোদিত লোকেরা আরোও ক্ষতিজনক কার্য্য করিয়া বসিবে। যদি সু-সংবদ্ধভাবে উদ্ধার কার্য্য চালাইতে হয়, তাহা হইলে উহা যথারীতি ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোক দ্বারাই করাইতে হইবে। অন্যান্য স্থানে বিমান-আক্রমণের অভিজ্ঞতা হইতে স্পষ্টই দেখা গিয়াছে যে, এইরূপ সেবা কার্য্যের জন্য যে সমুদয় যান বাহন আনা হইয়াছে, সেগুলিকে ঘটনাস্থান হইতে কিছুদূরে সঙ্ঘবদ্ধভাবে রাখা প্রয়োজন এবং তাহা পুলিশগণ অবশ্য করিবেন। যেহেতু সেবাকার্য্যের ও প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির সাধারণতঃ গাড়ী থাকে, যদি তাহারা সকলেই আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে ঐ সব গাড়ী ও সেবাকার্য্যে নিয়োজিত গাড়ী অনেকগুলি হইবে। যদি যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা ও পুলিশ কর্ত্তৃক পরিচালিত না হয়, তাহা হইলে কাজের বিশেষ বাধা জন্মিতে পারে।

পুলিশের একজন ঊর্দ্ধতন কর্মচারী ঘটনাস্থানে উপস্থিত থাকিয়া দেখিবেন যে এ, আর, পির গাড়ীগুলি ঐস্থানে যাইবার পথ যেন উন্মুক্ত থাকে এবং পূর্ব্ব হইতে বিবেচনা করিয়া গাড়ীগুলি পৌঁছামাত্র ঐ গুলির দাঁড়াইবার ব্যবস্থা রাখেন—যাহাতে একটি গাড়ী দ্বারা অন্য গাড়ীর চলাচল বন্ধ না হয়। [illegible] অগ্নি-নির্ব্বাপণের গাড়ীগুলিকে সব চেয়ে নিকটে পৌঁছিতে দিতে হইবে। আহত-যান ও উদ্ধারদলের গাড়ী এত নিকটে যাওয়ার প্রয়োজন নাই; কারণ আহতদিগকে অবিলম্বে বহন করিয়া নেওয়ার জন্য ষ্ট্রেচার ব্যবহার করা চলে। গ্যাস ও জলের মেইন সংস্কারকদলের সাজ সরঞ্জাম [illegible] বওয়া চলে। কাজেই তাহাদের চেয়ে ধ্বংসউদ্ধারকারীদের গাড়ী সম্ভবতঃ অধিক নিকটে পৌঁছা প্রয়োজন; কারণ তাহাদের গাড়ী সংলগ্ন ক্রেন বা ভারোত্তলক যন্ত্র কাজে লাগাইতে হইবে।

পরিবেষ্টন কার্য্য

যে সমুদয় কনেষ্টবলকে ঘটনা স্থান পরিবেষ্টন করিবার ভার দেওয়া হইবে, তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা যেন নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য ছাড়িয়া অন্য কাজ করিবার প্রয়োজন ত্যাগ করে। অধিকের জন্য [illegible] কার্য্য করিতে গেলে কিম্বা কোন আহত ব্যক্তিকে [illegible] সাহায্য প্রদানের চেষ্টা করিলে যে স্থান কনেষ্টবলই ছাড়িয়া যাইবে ঐ স্থানে বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং ঐ স্থান দিয়া লোক বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া উদ্ধার [illegible] বা অগ্নি-নির্ব্বাপকদলের কাজে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে, কিম্বা বিপদগ্রস্ত [illegible] [illegible] সৃষ্টি করিতে পারে। কোন [illegible] [illegible] [illegible] কর্মচারীর আদেশে কোন কনেষ্টবল [illegible] [illegible] [illegible] করিতে পারিবে। কোন কনেষ্টবল [illegible] [illegible] [illegible] হইতে অন্যত্র যাইয়া কিম্বা সংবাদবাহকের [illegible] করিতে বা অন্য কোন কাজে মনোযোগ দিবে না; কারণ কোন একটি আহত ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে যাইয়া [illegible] হওয়ার দরুণ হয়ত অধিক সংখ্যক লোকের জীবন সম্পত্তি [illegible] সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনে বিলম্ব হইলে, কিম্বা আদৌ কোন ব্যবস্থা হইতে পারিবে না। ইহা হয়ত: নির্দ্দয় কার্য্য বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু পুলিশের কার্য্য নিয়ন্ত্রণের ভিত্তি হইল অধিক সংখ্যার প্রতি অধিকতর কল্যাণ সাধন করা।

উদ্ধার কার্য্য

এই নির্দ্দেশ অধীন থাকিয়া যেখানে আদেশের ব্যতিক্রম না হয়, সেখানে আহতদিগকে প্রথম সাহায্য প্রদানের জন্য পুলিশকে উৎসাহিত করা হইয়াছে। তাহারা যেখানে আবশ্যক সেখানে সহানুভূতিসূচক উপদেশ ও সাহায্য প্রদান করিবে।

উদ্ধারকার্য্যের বেলায়ও পুলিশের জন্য ঐ একই নিয়ম। সম্পত্তি উদ্ধার করার কাজ যথারীতি সুসংবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের হাতে দেওয়া হইয়াছে। এই উপদেশাবলীর মধ্যে পুলিশের যে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, তাহা খুবই কঠিন এবং প্রত্যেকেরই ঐ প্রকার কর্ত্তব্য সমাধা করিতে হইবে। এই সমুদয় কর্ত্তব্য পালন করিয়া সম্পত্তি উদ্ধারের চেষ্টা করাও পুলিশ বাহিনীর সামর্থ্যের অতীত। কোন বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিবেষ্টন করিয়া থাকা সময়ে ঐ বেষ্টনীর মধ্যে বা উহার অতি নিকটে কোন স্থানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, যাহা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে অথবা যাহাতে আগুন ধরিতে পারে কিম্বা যাহা চলাচলের পথ রুদ্ধ করিয়া আছে, তাহা সরাইয়া রাখার কোন প্রকার আপত্তি থাকিতে পারে না। ইতিমধ্যে উদ্ধারকারীদল আসিয়া পড়িবে। সম্পত্তির মালিকগণকে তাহাদের সম্পত্তি স্বয়ং নিজ দায়িত্বে সরাইবার অনুমতি দেওয়া হইবে কিনা, তাহা ঐ স্থানে উপস্থিত ঊর্দ্ধতন পুলিশ কর্মচারী স্থির করিয়া দিবেন। তিনি স্বয়ং কিম্বা তাহার লোকেরা ঐ সম্পত্তি দাবীদারের দাবী সত্য কিনা, তাহাও নির্দ্ধারণ করিবেন এবং সম্পত্তি ঐ স্থান হইতে স্থানান্তরিত করিলে নিরাপদ থাকিবে কিনা, তাহাও বিবেচনা করিবেন। কোন ক্ষতিগ্রস্ত গৃহ হইতে অসাবধানে জিনিষপত্র সরাইতে গেলে ঐ গৃহ ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে এবং তাহাতে অনেক লোক হতাহত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কাজেই মাল সরাইবার ভার কৌশলী ব্যক্তিগণের উপর ছাড়িয়া দেওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং বাহিরে যে সব জিনিষ দেখা যায়, তাহাই শুধু স্থানান্তরিত করিবে।

বিমান আক্রমণে পুলিশের কর্ত্তব্য

বিমান-আক্রমণের সময় পুলিশের কি করণীয়, তাহা সংক্ষেপে উপরে উল্লেখ করা গেল। যে সমুদয় কাজের উল্লেখ করা গেল উহা বেসামরিক রক্ষণ ব্যবস্থার জন্য অতি প্রয়োজনীয়। ইহা যেমন বিপদসঙ্কুল তেমনি কঠিন। জনতার ব্যবহার ও কার্য্য দ্বারা উহার সুবিধা ও অসুবিধা ঘটিতে পারে। আমি পূর্ণ সহযোগিতার জন্য আবেদন করিতেছি। বিশৃঙ্খলা অবস্থায় ও আপনারা সহিত আদেশগুলি পালন করিবেন। নিরাপদ স্থানে থাকিবার জন্য যে আদেশ পূর্ব্বেই প্রচার করা হইয়াছে তাহা পালন করিবেন। তাহাতে হতাহতের সংখ্যা কমিবে, [illegible] অভাব হেতু দুঃখ [illegible] হইবে না এবং [illegible] অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ইহা দ্বারা এ, আর, পি ও পুলিশের কাজও অনেক হ্রাস পাইবে। [illegible] যে আদেশ প্রচার করা হইবে, তাহাও পালন করিবেন। ঐ সমুদয় আদেশ জনসাধারণের কল্যাণের জন্যই দেওয়া হইবে। প্রত্যেক পুলিশ অফিসারকে [illegible] [illegible] প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। দুর্বৃত্তকারীদের বেলায় অথবা জনের [illegible] হইবে দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে হইবে। আমি এ বিষয়ে স্থির, নিশ্চয় যে, এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে কঠোর ব্যবস্থা নিতান্ত প্রয়োজন, এ সম্বন্ধে আপনারা আমার সহিত একমত। আপনারা একথা উপলব্ধি করিবেন যে, পুলিশের উপর যে ভয়ানক কাজের চাপ পড়িবে, আমাদের বিশ্বাস এরূপ কাজের চাপ আমরা সহ্য করিতে পারিব। সকল শ্রেণীর জনসাধারণ সহযোগিতা করিলে কাজ অনেক পরিমাণে সহজসাধ্য হইতে পারে।

যখন লণ্ডনের উপর বিমান-আক্রমণ অতি প্রবল ছিল, তখন মিঃ চার্চ্চিল বলিয়াছিলেন, [illegible] প্রকার বেসামরিক রক্ষণ ব্যবস্থা (সর্ব্বকালীন ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ও নিয়োজিত) যাহারা এই দারুণ পরীক্ষার সময় (যেরূপ পরীক্ষার কোন সভ্য সমাজকে এ যাবত সম্মুখীন হইতে হয় নাই) আমাদের লোকদিগকে সাহায্য করিয়াছে, ঐ সমুদয় প্রতিষ্ঠান সকল প্রকার [illegible] অধিকারী। আমি যদি আজ ঐ সমুদয়ের একটি নাম বর্ত্তিং পুলিশের উল্লেখ করি, তাহা হইলে [illegible] করিব যে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে নানা প্রকারে প্রশংসাবাদ করা হইয়াছে। কিন্তু পুলিশ সকল সময়েই সর্ব্বত্র উপস্থিত রহিয়াছে এবং একটি প্রবীণ স্ত্রীলোক পুলিশের সম্বন্ধে পত্রে আমাকে লিখিয়াছে "তাহারা অতি ভদ্র লোক"। আমি আশা করি বাঙলাদেশের পুলিশ এরূপ উচ্চ আদর্শের অনুসরণ করিবে।

[illegible] সৌধদ্বার হইতে একটি জাপ [illegible], একটি বড় সৈন্যবাহী জাহাজ, একটি বাণিজ্য জাহাজ ডুবিয়া যাওয়ার দেখা হইয়াছে। একটি জাপ [illegible] ও একটি বড় সৈন্যবাহী জাহাজ আহত হইয়াছে এবং একটি জাপ মালবাহী জাহাজও সম্ভবতঃ জলমগ্ন হইয়াছে। [illegible] সাবমেরিন দ্বারা আক্রান্ত হয়।

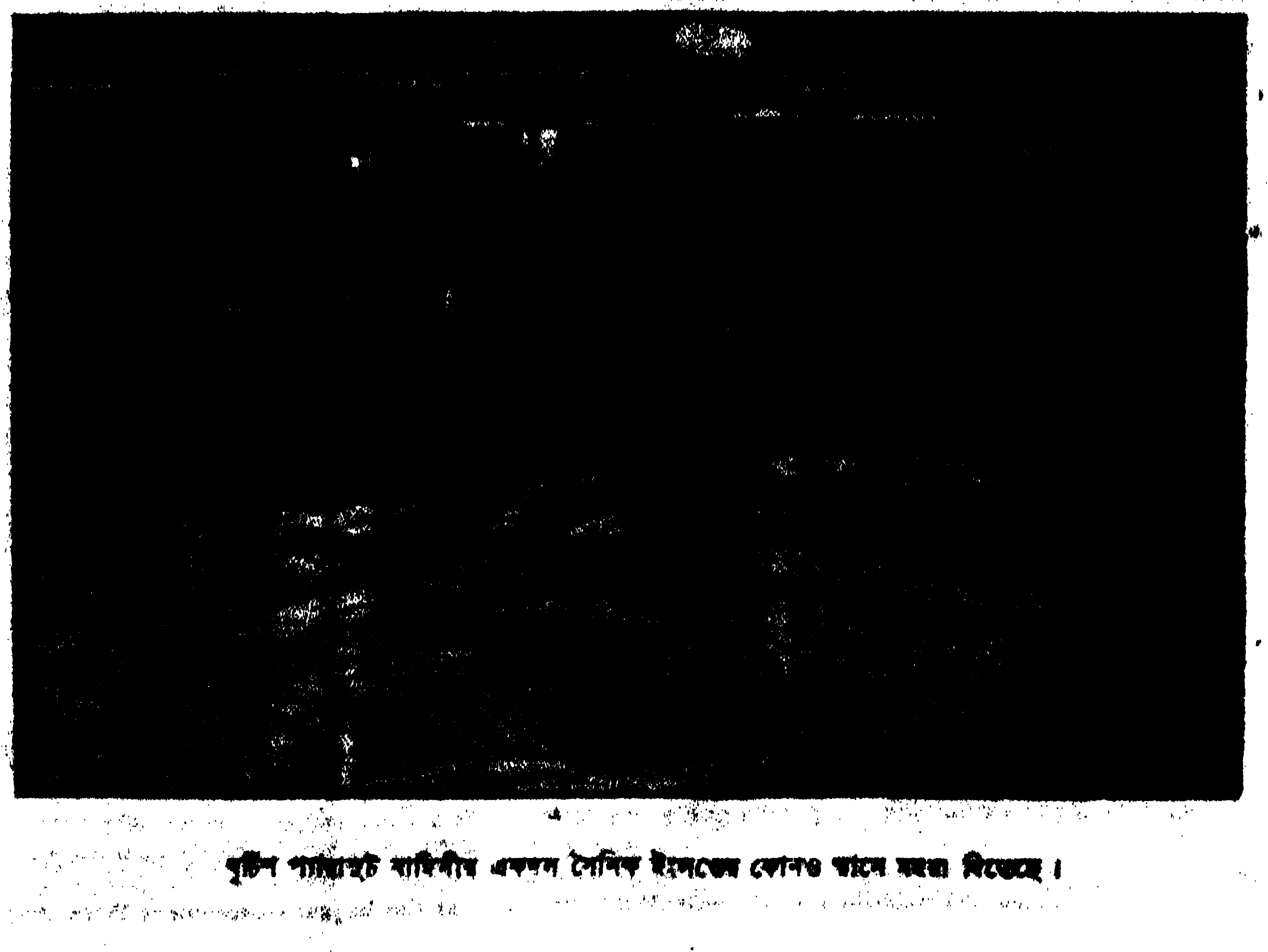

বৃটিশ প্যারাস্যুট বাহিনীর একজন সৈনিক ইংলণ্ডের কোনও স্থানে মহড়া দিতেছে।

— রণাঙ্গনে বাঙলার বিমান-বাহিনী —

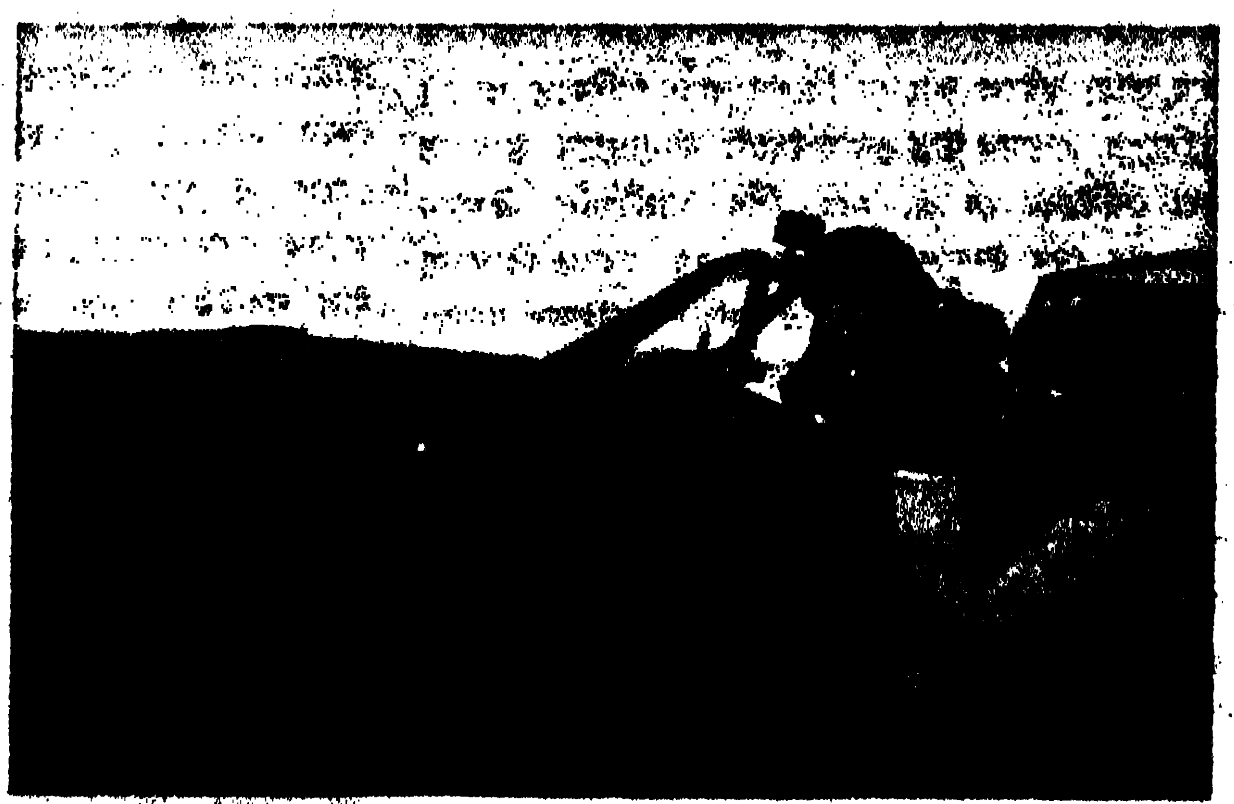

[illegible] জেলার 'যুদ্ধ তহবিলে' যে কতিপয় যুদ্ধ-বিমান ক্রয় করা হইয়াছে, তাহার কয়েকখানার ছবি। দেখা যাইতেছে—বৈমানিকগণ রণাঙ্গনে যাত্রার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।

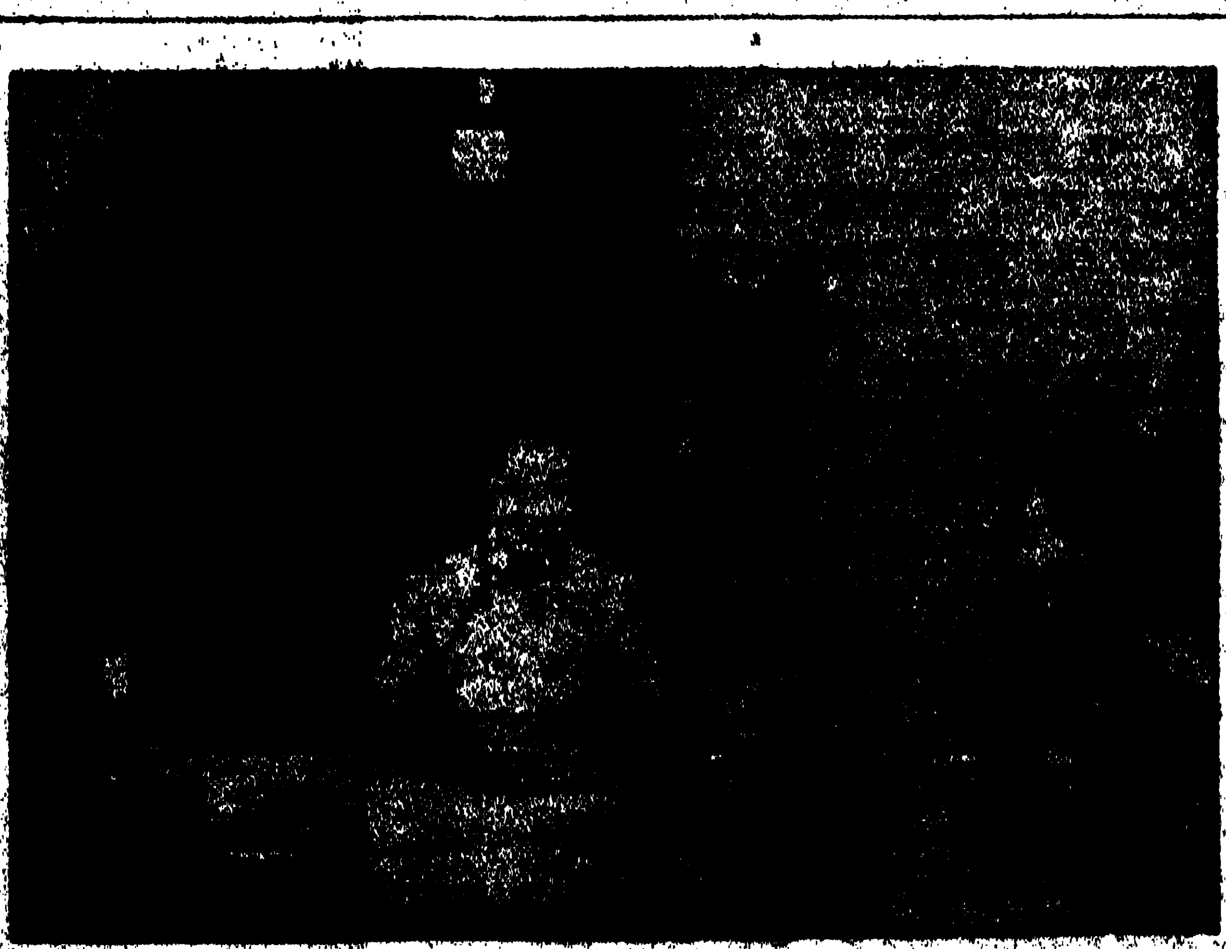

নবজাগ্রত চীনের দুইখানা ছবি। প্রথমোক্ত ছবিতে দেখা যাইতেছে মাদাম চিয়াং কাইশেক একজন সার্জেন্টের সঙ্গে করমর্দনরত রহিয়াছেন। দ্বিতীয় ছবিতে মাদাম চিয়াংকে কতিপয় মহিলা-কর্মীর সহিত আলোচনায় রত দেখা যাইতেছে।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ABU HENA.

Regd. No. C 5532.

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ২৩শ সংখ্যা] কলিকাতা, ৪ঠা মে, ১৯৪২ [এক আনা

ভারতের হতাশ হওয়ার কোন কারণ নাই

মাননীয় প্রধান-সেনাপতির বেতার-বক্তৃতা

ভারতের প্রধান সেনাপতি বিগত ২১শে এপ্রিল তারিখে দিল্লী অল্-ইণ্ডিয়া রেডিও ষ্টেশন হইতে নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান করেন :—

যে দেশ বহুদিন পর্য্যন্ত কোনরূপ বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল (যেমন ভারতবর্ষ), তাহা আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হইলে সেই দেশের জনসাধারণ বিশেষ করিয়া বিপন্ন অঞ্চলের অধিবাসিবৃন্দ যে নিজের ও পরিবারবর্গের নিরাপত্তা সম্পর্কে কিছুটা ভীতিগ্রস্ত হইবে এবং যাঁহাদের উপর তাহাদের নিরাপত্তার ভার রহিয়াছে সেই সকল লোকদের ক্ষমতা সম্পর্কে যে তাহাদের মনে সন্দেহ জাগিবে, তাহা স্বাভাবিক। ভারতবর্ষের গত কয়েক মাসের সামরিক ঘটনাবলী অভাবনীয়। আড়াই বৎসর যুদ্ধ চলিবার পরও ভারতবর্ষ যুদ্ধভীতি হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। ভারতবর্ষের বীর সন্তানগণ লিবিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে রাজকীয় বাহিনীর সহিত একযোগে সংগ্রাম করিয়া ভারতবর্ষকে যুদ্ধের ভীতি হইতে মুক্ত রাখিয়াছিল। পূর্ব্ব-এশিয়ার রণাঙ্গনেও ভারতীয় সৈনিকগণকে পাঠান হইয়াছিল এবং আশা করা গিয়াছিল যে, যুদ্ধকে ভারতের সীমানার বাহিরে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য এ অঞ্চলেও তাহারা উপযুক্ত প্রতিরোধ শক্তি প্রদর্শন করিবে। সুতরাং মালয় ও ব্রহ্মদেশের বিপর্য্যয় ভারতবাসীর মনে খানিকটা ত্রাস ও ভীতি সঞ্চার করিয়াছে এবং শত্রুদের প্রচারকার্য্য সেই ভীতি আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। রেঙ্গুন ও সিঙ্গাপুরের পতনের পূর্ব্বে যাহারা ঐ অঞ্চল হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল, তাহারাও অতিরঞ্জিত কাহিনী প্রচার করিতেছে। প্রধানতঃ আমার উপরে ভারত রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে। আমি আপনাদিগকে মিথ্যা আশ্বাস দিব না এবং বিপদের কোন আশঙ্কাই নাই, এমন কথাও বলিব না। কিন্তু বিপদের সম্ভাবনাকে উপযুক্ত পটভূমিকায় রাখিয়া ভারতরক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া আমি আপনাদিগকে নিঃসন্দিগ্ধভাবে পরিণামে জয় লাভের আশ্বাস দিতেছি। চক্রশক্তির পাশবতা ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। আপনাদের পক্ষে পৃথিবীর ৪টি অতি বৈদেশিক জাতি রহিয়াছে। শান্তির সময়ে বৃটিশ জাতি অলস ও আরামপ্রিয় হইতে পারে, কিন্তু অভ্যন্তরীণ অনমনীয় দৃঢ়তা পূর্ব্বের ন্যায়ই আছে। দুঃখের কঠিন স্পর্শে তাহার সহিষ্ণু নমনীয়তা উঠিয়া গিয়া আত্মশক্তি জাগিয়া প্রকাশ পায়। তাহারা কখনও পরাজয় স্বীকার করে না।

চীনজাতি পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন সভ্যজাতি। তাহারা উপযুক্তরূপ অস্ত্রে সজ্জিত না হইলেও প্রায় ৫ বৎসর ধরিয়া জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত করিবে।

রাশিয়ার জনগণ জার্ম্মানির যে আক্রমণ ব্যর্থ করিয়াছে, তাহার তুলনা নাই। অন্যান্য আক্রমণকারীর ন্যায় তাহারা সেই আক্রমণকারীদের হটাইয়া দিয়াছে। ভারতের জন্য আমেরিকা যে পরিমাণ সাহায্য প্রেরণ করিতেছে, তাহা তো আপনারা ইতিমধ্যেই দেখিতে পাইতেছেন। সুতরাং জয় সম্পর্কে আপনাদের চিন্তিত হইবার কোনই কারণ নাই। ইহা মাত্র সময়সাপেক্ষ। ভারত রক্ষাকারী সৈন্যদের বীরত্ব সম্পর্কেও আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। ব্রহ্ম ও মালয়ে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যদের যুদ্ধ-ক্ষমতা সম্পর্কে আপনাদের সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

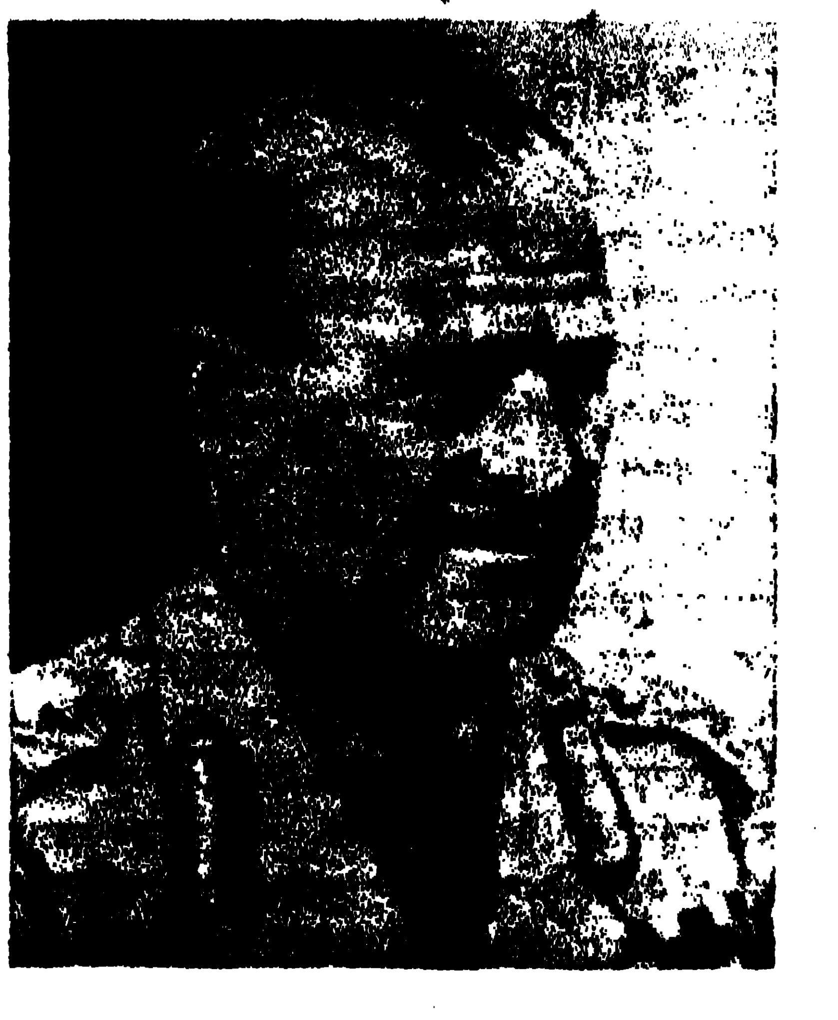

(স্যার আর্চিবল্ড ওয়াভেল্)

জাপানীদের সম্পর্কে আপনারা অত্যধিক কিছু মনে করিবেন না। সৈন্যদের শিক্ষা ও যুদ্ধায়োজনে যে ভুল করা হইয়াছে, সেই সম্পর্কে আমি বিশদভাবে কিছু বলিব না। কিন্তু প্রাচ্যের বিপর্য্যয় হইতে যে শিক্ষা পাওয়া গিয়াছে, তাহা মনে রাখা হইবে এবং পূর্ব্ব ভুলের আর পুনরাবৃত্তি হইবে না বলিয়া আশা করি। জাপানীরা ভাল যোদ্ধা। কিন্তু সমান অস্ত্রে সজ্জিত হইলে আমাদের সৈন্যগণ অনেকক্ষেত্রে জাপানী সেনা অপেক্ষাও ভাল। গত ৪ মাস ধরিয়া তাহারা বিশ্রামবিহীনভাবে যে যুদ্ধ করিতেছে, তাহাই তাহাদের গুণপণার সাক্ষ্য। ভারতবর্ষের আশু বিপদ বিমান-আক্রমণ হইতে। বিমান আক্রমণের আশঙ্কা বহু লোকের মনে ত্রাস সঞ্চার করিতেছে। জার্ম্মাণরা ওয়ারশ ও গ্রেট-বৃটেনের শহরের উপর যে সুসংগঠিত আক্রমণ চালাইয়াছিল, সেই স্মৃতিই এই ত্রাসের কারণ। কিন্তু সেই আক্রমণে বৃটিশ ও চীন জাতির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিতে পারে নাই। আশ্রয়প্রার্থীদের অতিরঞ্জিত কাহিনী ভারতবাসীদের মনে ভীতি সঞ্চারের জন্য দায়ী; কিন্তু পলাতকদের কাহিনী সব সময়ই অতিরঞ্জিত হইয়া থাকে, এ কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। আমি বিপদকে খাটো করিতে চাহি না, কিন্তু যাহাতে আপনারা অবস্থা সম্যকরূপে বুঝিতে পারেন, সেইজন্য আমি কতকগুলি ঘটনা উল্লেখ করিতে চাই।

প্রথমতঃ জার্ম্মাণী ইংলণ্ডের উপর যেরূপ ব্যাপকভাবে বিমান আক্রমণ চালাইয়াছিল, অথবা আমরা যেভাবে জার্ম্মাণীর উপর আক্রমণ চালাইতেছি, ভারতের কোন শহরের উপরেই তেমনভাবে আক্রমণ চালান জাপানীদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। সিঙ্গাপুরের আত্মসমর্পণের মাত্র কয়েক দিন পূর্ব্বেও আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সিঙ্গাপুরের উপর তখন জাপানীরা অত্যন্ত প্রচণ্ডভাবে এবং অবিচ্ছিন্নভাবে আক্রমণ চালাইতেছিল। ভারতের কোন অংশের উপর এরূপ আক্রমণ চালান শত্রুর পক্ষে সম্ভব হইবে না। কিন্তু তথাপি সিঙ্গাপুরের আত্মরক্ষা ব্যবস্থা পর্য্যাপ্ত না হওয়া সত্ত্বেও তাহার ক্ষতি যে পরিমাণ হইয়াছিল, তাহা অতি সামান্যই এবং সামরিক বা অসামরিক হতাহতের সংখ্যাও ছিল অতি নগণ্য। একবারের আক্রমণে অবশ্য বহু লোক হতাহত হইয়াছিল। ইহার কারণ এই যে, সে বারে লোকে ঠিক ঠিকভাবে আশ্রয়স্থলে যাইতে পারে নাই। রেঙ্গুনের ঘটনাও এইরূপ। জাপানীরা এ পর্য্যন্ত বেপরোয়াভাবে অসামরিক জনসাধারণের উপর বোমাবর্ষণ করিতে চেষ্টা করে নাই। অবশ্য প্রয়োজন হইলে তাহারা যে ইহা করিতে পশ্চাৎপদ হইবে, তাহা নয়। তথাপি আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে পারি যে, যদি জনসাধারণ তাঁহাদের মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখেন এবং এ-আর-পি বিভাগ যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাদের নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহা যদি পালন করেন, তাহা হইলে হতাহতের সংখ্যা অধিক হইতে পারিবে না। বিমান আক্রমণ প্রাণহানি অপেক্ষা গর্জ্জন এবং ধূলি উৎক্ষেপণ করে অধিক।

দ্বিতীয়তঃ আমি আপনাদের বলিতে পারি যে, বিপন্ন এলাকায় আমরা যে সকল জঙ্গী বিমান এবং বিমানধ্বংসী কামান সন্নিবেশ করিয়াছি, তাহাতে জাপানীরা অন্যান্য স্থানে যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, এক্ষণে তাহাদের তদপেক্ষা অধিক ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে। গত শীতে জাপানীরা যে শক্তি ও সামর্থ্য লইয়া রেঙ্গুন আক্রমণ করিয়াছিল, কলম্বো ও ত্রিঙ্কোমালী আক্রমণকালে যদিও তাহারা তদপেক্ষা বহু গুণে শক্তিশালী হইয়া আসিয়াছিল, তথাপি এখানে তাহাদের অনেক বেশী ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। আমাদের প্রতিরোধশক্তি প্রত্যহই অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করিতেছে এবং তাহা ভারতময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

[১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে সুযোগমত জাহাজ যাতায়াত করে।

জাহাজের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্,
বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং যুদ্ধচেষ্টা ও জনসাধারণের স্বার্থ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

৪ঠা মে—১৯৪২

ভারতীয় সৈন্যদের প্রশংসনীয় মনোবল

প্রায় সকল যুদ্ধক্ষেত্র হইতেই ভারতীয় সৈন্যদের গভীর মনোবলের কথা প্রতিদিনই জানা যাইতেছে। যুদ্ধের তীব্রতার মধ্যে ও যুদ্ধক্ষেত্রের সীমার বাহিরে সর্ব্বত্রই তাহারা এমন শৌর্য্য ও অনমনীয় ইচ্ছাশক্তির পরিচয় দিতেছে, যাহা ভারতীয় সৈন্য সম্বন্ধে চিরদিনই দেখা গিয়াছে।

মধ্য-প্রাচ্য হইতে জনৈক বৃটিশ রেজিমেণ্টাল সার্জেণ্ট-মেজর লিখিতেছেন: "ভারতীয় সৈন্যরা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছে যে, যুদ্ধ বিদ্যায় তাহারা অদ্বিতীয়। তাহাদিগকে দেখা সত্যই এক পরিতৃপ্তির ব্যাপার এবং যখনই আমরা শুনি যে, কোনও যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয়রা আমাদের সৈন্যদের পাশেই নিযুক্ত আছে, তখন আমরা সত্যই অতীব আনন্দ পাই।"

হংকংএ ভারতীয় সৈন্যরা আগাগোড়াই অপূর্ব্ব বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। হটিবার আদেশ তাহারা অনিচ্ছাপূর্ব্বক কিন্তু সাবধানতা ও যোগ্যতার সহিত পালন করে। বিচ্ছিন্ন সৈন্যেরাও যখনই সম্ভব যুদ্ধ করতঃ সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হইবার পথ বাহির করিয়া নিয়াছে, এমন কি প্রধান ভূভাগ হইতে দ্বীপের দিকে সাঁতার দিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই।

সিঙ্গাপুরের পতনের অব্যবহিত পূর্ব্বেকার ঘটনা সম্বন্ধে এখনও বেশী কিছু জানা যায় নাই। কিন্তু যাহা কিছু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, আমাদের সৈন্যদের সাহস ও মনোবল উৎকৃষ্ট ছিল।

হেরাবাদের এক হাসপাতাল হইতে একজন আই. এম. এস্‌ অফিসার জানাইতেছেন: ভারতীয় সৈন্যরা সত্যই অদ্ভুত। তাহারা সম্পূর্ণ রূপে ক্লান্ত হইয়াই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসে, কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তাহাদিগকে হাসিতে ও কৌতুক করিতে দেখা যায়।

সব শ্রেণী-ধর্ম্মের মত বর্ম্মাতেও তাহাদের মধ্যে সমান একাগ্রতা, সজীবতা ও ব্যক্তিগত সুখের প্রতি বিতৃষ্ণা পরিলক্ষিত হইতেছে। অনেক হৃদয়বিদারক পরিস্থিতিতেও ভারতীয় সৈনিক উন্মুক্ত মনকে যুদ্ধ করিতে থাকে।

যুদ্ধক্ষেত্রের বাহিরেও তাহাদের প্রবল মনোবল সমান-ভাবেই পরিলক্ষিত হয়। সম্প্রতি ব্রহ্মের কোন এক সাহায্যকারী শিবিরের এক সংবাদে প্রকাশ, ভারতীয় সৈন্যরা "পশ্চাদপসরণ" ও "আত্মরক্ষা" এই দুইটি কথার ভীষণ আপত্তি প্রদর্শন করে। "আক্রমণই শ্রেষ্ঠ আত্মরক্ষা"—এই নীতির বিরোধী কোনও কাজের উল্লেখে তাহারা প্রবল বিতৃষ্ণা পোষণ করে। কতকগুলি সৈন্য মনে করে যে, "আত্মরক্ষার কাজ" এই কথার পরিবর্ত্তে "আক্রমণাত্মক কাজ" এই কথাটিই ব্যবহার করা উচিত।

খাদ্য শস্যের আবাদ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা

বিগত ৬ই এপ্রিল তারিখে দিল্লীতে খাদ্য উৎপাদন কনফারেন্সের উদ্বোধন করিবার সময় ভারত গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য মাননীয় মিঃ এন. আর. সরকার বিভিন্ন প্রদেশসমূহের ও দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিবর্গ—যাঁহারা এই কনফারেন্সে যোগদান করিয়াছিলেন—তাঁহাদের সহিত যথোযথভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন, কিভাবে এই কনফারেন্সে গৃহীত প্রস্তাব কার্য্য-করী করা যাইতে পারে এবং আগামী খরিফ ও রবি ফসলের মৌসুমে তাঁহাদের অঞ্চলে আরোও কি পরিমাণ জমি আবাদ করা সম্ভবপর। এই আলোচনা দ্বারা ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, আবহাওয়ার অবস্থা স্বাভাবিক থাকিলে বৃটিশ ভারতীয় প্রদেশসমূহে ও দেশীয় রাজ্য-গুলিতে যে সমস্ত স্থান হইতে প্রতিনিধি যোগদান করিয়া-ছিলেন, যথা, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, বরোদা, কাশ্মীর, ও ইন্দোরে, ৭০ সত্তর লক্ষ একর জমিতে খাদ্য শস্যের আবাদ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, ইহাতে স্বাভাবিকভাবে ১৭ লক্ষ টন খাদ্য উৎপন্ন হইতে পারে। ইহার বেশ মোটা অংশ ১৯৪৩ সনের এপ্রিল মাসের পূর্ব্বেও পাওয়া যাইতে পারে।

ইহা দ্বারা যে সুফলের আশা করা যাইতেছে, তাহা অধিক পরিমাণে নির্ভর করে মৌসুমের অবস্থার উপর।

জাপানীদের প্রকৃত স্বরূপ

টোকিও বেতারবার্ত্তা ভারতীয়দের নাম ব্যবহার করে। তাহাদের মধ্যে একজন ব্ল্যাক ড্রাগন সোসাইটির সদস্য। এই গুপ্তঘাতক দলের নায়ক টোওমা রাজনৈতিক ও আধা সামরিক সমিতিগুলির কর্ত্তৃত্ব করে। এই সকলের সমিতির সদস্য সংখ্যা লক্ষ লক্ষ। গভর্ণমেণ্টের সকলের ভাল ভাল চাকুরী টোওমার হাতে।

জাপানে যুদ্ধ-মন্ত্রী একজন জেনারেল হইবেন, নৌবাহিনীর মন্ত্রীকে একজন এডমিরাল হইতে হইবে। উভয়কেই প্রকৃত কর্ম্মরত চাকুরীয়া হইতে হইবে। তাহারা সোজা-সুজি সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে; সেজন্য প্রধান মন্ত্রীর অনুমতির প্রয়োজন হয় না। গভর্ণমেণ্টের বৈদেশিক নীতি সৈন্যবাহিনী কর্ত্তৃক অনুমোদিত না হইলে কোন মন্ত্রী-সভার নীতি নির্দ্ধারিত হইতে পারে না।

১৯১৪ সনের গ্রীষ্মকালে জাপানীরা শাণ্টাংএ কাইচৌ পরিদর্শন করে। যেই বিগত মহাসমর আরম্ভ হইল জাপান জার্ম্মাণির নিকট কাইচৌ দাবী করিল এবং তাহা গ্রেট বৃটেন ও আমেরিকাকে জানাইয়া দিল। জাপান জার্ম্মাণির নিকট হইতে উহা লইয়া চীনকে ফেরৎ দিল। ছয় মাস না যাইতেই জাপান চীনের নিকট ২১টি সন্ধানমূলক কুখ্যাত দাবী উপস্থিত করিল। ক্যাণ্টনের পতন হইলে জাপানীরা এই পরিত্যক্ত শহরে লোক আমদানী করিতে চাহিল। যাহারা ক্যাণ্টনের বাহিরে থাকিল তাহাদের নিকট হইতে সমস্ত চাউল বলপূর্ব্বক নিয়া গেল এবং যাহারা ক্যাণ্টনে ফিরিয়া গেল তাহাদের মধ্যে উহা বিতরণ করিল।

আমেরিকা বর্ত্তমানে মাসে ৩,৩০০ শত বিমান প্রস্তুত করিতেছে। আমেরিকার একটি কারখানায় এত ট্যাঙ্ক প্রস্তুত হইতেছে যে, উহা জাহাজে দেওয়ার জন্য একটি পুরা ট্রেনের প্রয়োজন।

* * * *

রাজকীয় বিমান বহর প্যারিসের নিকট দুইটি কারখানায় বোমা ফেলিয়া ঐ কারখানায় কাজ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। উহাতে ৪টা বোমারু বিমান ও ২৫ জন লোক ক্ষতি হইয়াছে; কিন্তু পঁচটি সাজোয়া ও যান্ত্রিক সৈন্যবাহিনীর সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম ধ্বংস করিয়া দিয়াছে।

* * * *

চীনের শিক্ষিত যুবক যোদ্ধার সংখ্যা দশ লক্ষ।

ভারতের ভবিষ্যৎ

স্যার ক্রীপসের [illegible] বক্তব্য

পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় স্যার ক্রীপস গত ২৮শে এপ্রিল তারিখে বক্তৃতাকালে [illegible] বলেন, ভারতের প্রতি তাঁহার [illegible] বিশ্বাস [illegible] স্বাধীন [illegible] কর্ত্তব্য অর্পণ করিয়াছেন [illegible] আশার কথা ছিল।

এই বক্তৃতার আরও দেখা যাইতেছে যে, তিনি ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন ও ভারতের সমস্যাগুলি সম্যক্‌ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠতর রাষ্ট্রদূত ভারতে আর কখনও প্রেরিত হন নাই। এদেশেও আমরা তাঁহার নেতৃত্ব অনুসরণ করিতে পারি।

স্যার ক্রীপস্‌ আরও বলেন: "এক ধাপ সামনে চলা হইল, যদিও ইহা আশানুযায়ী বড় ধাপ নয়। এখন আমরা নিশ্চয়ই ভারতের দিক হইতে সাড়া পাইব। ভারতের বড় বড় নেতারা এখনও চেষ্টিত হন নাই। অবস্থার গরজ নিশ্চয়ই তাঁহাদের সামনে আহ্বান করিবে ঠিক যেমন সহং টাউনসেণ্ডকে করিয়াছিল। এইরূপে সমাধানের জন্য ব্রিটেনবাসীদের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও ভারতীয় নেতাদের প্রতি চীনা ও আমেরিকার উপদেশ ও উৎসাহ লক্ষ্য করিলে এখনও আমরা যে আমাদের অভিপ্রেত সাফল্য অর্জন করিতে পারিব, তাহাতে সন্দেহ করা যায় না।

"কিন্তু ভারতবাসীরা ধর্ম্মের মত রাষ্ট্রনীতি ও যুদ্ধের প্রতি স্বভাবতঃই প্রবণ নহে এবং তাই এই সঙ্কট-মুহূর্ত্তে আমরা ভারতের আধ্যাত্মিক নেতাদের প্রতিই চাহিয়া আছি। আমরা আজ অতি বড় সাহসের যুদ্ধে ব্যাপৃত আছি। ইহা কেবল ভারতের সামরিক আক্রমণের প্রশ্ন নহে। যে বর্ব্বরতা জার্ম্মাণী ও জাপানকে পাইয়া বসিয়াছে, আজ তাহার প্রতিরোধ করিতে হইবে আমাদের। ইহাকে কেবল বাধা প্রদান করিলেই চলিবে না, বরং তাহার স্থানে এক সভ্য ও স্বর্গীয় শক্তি সঞ্চারিত করিতে হইবে। এই শক্তি যুগ যুগ ভরিয়া ভারতে আলো প্রদান করিয়াছে। আমরা আশা করি সেই শক্তি আজ অপূর্ব্ব তেজ ও মহিমায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে।"

চব্বিশ ঘণ্টায় বৃটেনের কীর্ত্তি

আকাশে

বৃটিশ বিমান-চালকেরা প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও জার্ম্মাণীর কারখানা ও রেলপথের উপর বোমাবর্ষণ করিতে থাকে এবং পরাজিতে শত্রুর ট্রাক, সে-হাজরে শত্রুর জাহাজঘাঁটি ও জাহাজ, বেলজিয়মে কারখানা ও যাতায়াতের রাস্তা, ইটালীর সিসিলিতে শত্রুর বিমানঘাঁটি এবং ইংলণ্ডে, মাল্টা ও বর্ম্মাতে শত্রুর বোমারু বিমান ধ্বংস করে।

সাগরে

নাবিকেরা বৃটেন হইতে ট্যাঙ্কবাহী ও আমেরিকা হইতে বিমানবাহী কনভয়কে যথাযথভাবে সাদরে অভ্যর্থনা করে। জার্ম্মাণরা অন্ততঃ একটা ডেষ্ট্রয়ার ও ৩ খানা ইউ-বোট হারায়।

স্থলে

জার্ম্মাণরা ইজিউম হইতে ২০ মাইল দূরে এবং সভস হইতে ৮৫ মাইল দূরে। কিন্তু দূরবর্ত্তী যুদ্ধ ক্ষেত্রে বৃটিশ সৈন্যরা এখনও দক্ষতার সহিত যুদ্ধ করিতেছে। বৃটিশ চলনশীল সৈন্যরা বেনগাজি রোমেলের সরবরাহ লাইন ধ্বংস করিয়া দেয়। তাহারা নিজেদের প্রধান মন্ত্রীর কৃতজ্ঞতা লাভ করে। তাহারা তাহাদের চীনা ও ভারতীয়মিত্রদের সঙ্গে বর্ম্মার অন্তর শহরের মধ্যেও প্রাণপণ যুদ্ধ করিতেছে।

মহামান্য বড়লাট বাহাদুর বোম্বে হাইকোর্টের জজ মাননীয় স্যার জন বিউমণ্টকে স্যার মোহাম্মদ আকবর খান, কে, সি, এস, আইএর স্থলে ফেডারেল কোর্টের জজ নিযুক্ত করিয়াছেন। স্যার মোহাম্মদ আকবর খান ভারত গভর্ণমেণ্টের এজেণ্ট-জেনারেল হইয়া চুংকিং যাইতেছেন।

ঢাকায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ

সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রীর বক্তৃতা

বাঙলার প্রধান-মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক বিগত ২১শে এপ্রিল তারিখে ঢাকার করোনেশন পার্কে বিপুল জনসভায় বক্তৃতা প্রদানকালে বলেন যে, যুদ্ধ বাঙলার সীমানায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে; যে কোন মুহূর্তে বাঙলার বুকে যুদ্ধ আরম্ভ হইতে পারে। যুদ্ধের সময় জনসাধারণকে রক্ষা করা গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য; কিন্তু জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতীত গভর্ণমেণ্টের পক্ষে রক্ষা-ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নয়।

তিনি আরও বলেন যে, সামরিক কার্য্যাদি গভর্ণমেণ্টের হাতে, কিন্তু সঙ্কট-সময়ে নিজেদের মধ্যে শান্তি ও ঐক্য স্থাপন করা জনসাধারণের কর্ত্তব্য। জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সমন্বয় কোন গভর্ণমেণ্টই জোর করিয়া আনিতে পারেন না। দেশরক্ষা আইন যতই প্রয়োগ করা হউক না কেন, তাহা সাম্প্রদায়িক ঐক্য আনয়ন করে না। এখন হিন্দু ও মুসলমানের কর্ত্তব্য নিজেদের মধ্যে শান্তিপূর্ণ ও ঐক্যভাবাপন্ন সম্পর্ক স্থাপন করিয়া একত্রে শত্রুর সম্মুখীন হওয়া।

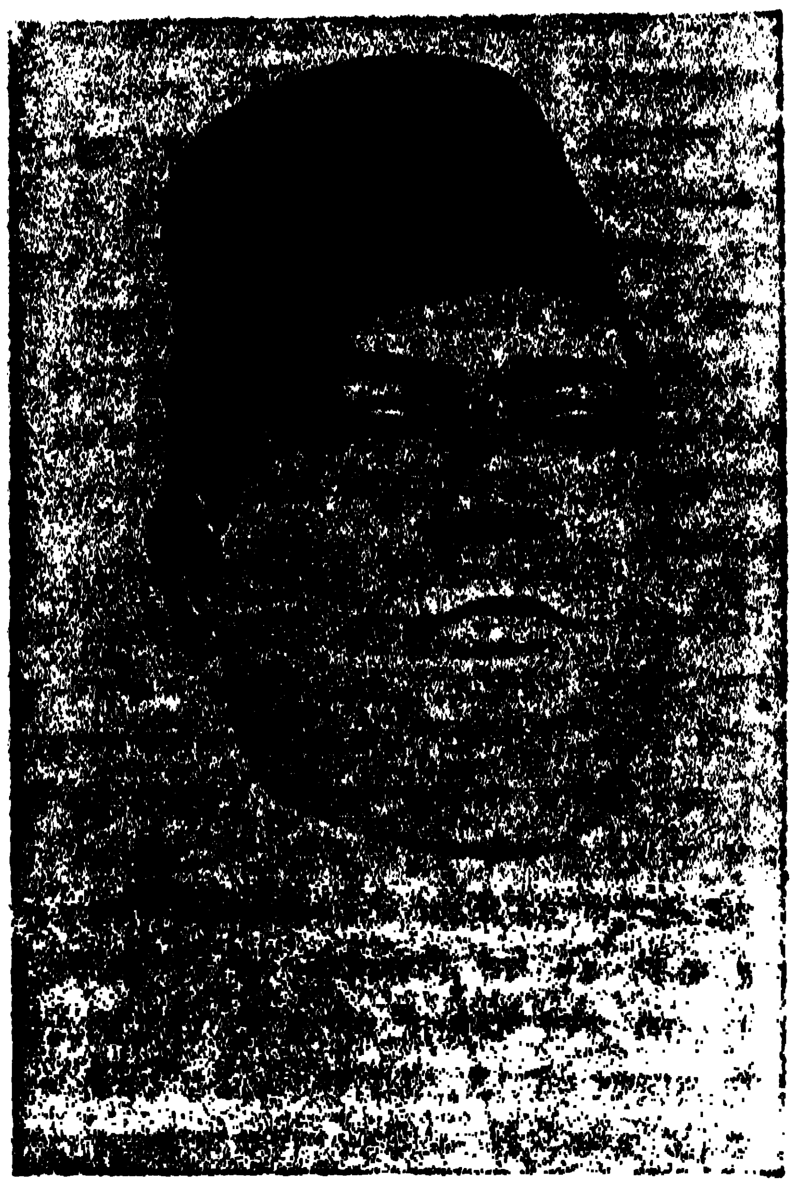

(মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী)

মাননীয় মিঃ হক আরও বলেন যে, যদিও পূর্ব্ব মন্ত্রিত্বের সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সমর্থন তিনি পাইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার অবস্থা ছিল একপদবিশিষ্ট লোকের মত। ডিসেম্বর মাসে ঐ মন্ত্রিত্বের অবসান হওয়ায় তিনি উভয় পদ ব্যবহার করিয়া একটি মন্ত্রিমণ্ডলী গঠন করিবার সুযোগ পাইয়াছেন; এই মন্ত্রিমণ্ডলীর প্রতি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই আস্থা আছে। সুতরাং সমস্ত মন্ত্রিগণের নাম উল্লেখ করার পূর্ব্বে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ ও ঢাকার নবাব বাহাদুরের নাম করা যাক; কারণ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে, ইঁহারাই শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। সাম্প্রদায়িক শান্তি-স্থাপনের জন্যই তিনি সাহসের সহিত এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হইলে কার্য্যকরীভাবে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্ভবপর হইবে না।

তিনি সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক বিরোধ, হিংসা ও বিদ্বেষ ভুলিয়া যাইতে অনুরোধ করেন এবং একমন এক-প্রাণ হইয়া দেশ রক্ষা করিতে বলেন। সাম্প্রদায়িক ঐক্য এই মন্ত্রিমণ্ডলীকে আরও শক্তিশালী করিবে। তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, কোন কোন স্থানে কতকগুলি যুবক মুসলমান ছাত্র রাস্তায় পথে চালিত হইয়া কাল-পতাকা লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছে। তাহারা জানে না বিগত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ তিনি মুসলমানদের শিক্ষার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছেন। মুসলমান সমাজের সেবায় কেহ তাঁহার সমকক্ষ নহে, একথা তিনি জোর গলায় প্রচার করেন।

মাননীয় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী শ্রোতৃমণ্ডলীকে বলেন যে, জাপানীরা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিয়া দিবে, এরূপ ধারণা যেন তাহারা মনে স্থান না দেন। তিনি বলেন যে, অন্যের অনুগ্রহে কখনও কোন দেশ স্বাধীনতা লাভ করে নাই। নিজের আপন বলে স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে। বৃটিশের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর অভিযোগ আছে, কিন্তু সেইজন্য তাহারা নির্ব্বোধের মত জাপানের সাহায্য করিয়া আরও দুইশত বৎসরের জন্য দাসত্ব আনয়ন করিবেন না।

তিনি সকলকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, ব্রহ্মদেশে বোমা বর্ষণ করিবার সময় জাপানীরা বৃটিশ ও ভারতীয়দের মধ্যে কোন বিভিন্ন ব্যবহার দেখায় নাই। তিনি একথাও বলেন যে, যদি বৃটিশ ভারতবাসীদিগকে অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করিতেন তাহা হইলে ভারতবাসী শুধু ভারতবর্ষই রক্ষা করিত না, বরং সমস্ত বিশ্বকে রক্ষা করিত। তিনি সকল ভারতবাসীকে হিন্দু-মোস্লেম ঐক্যের ভিত্তিতে দণ্ডায়মান হইয়া শত্রুকে বাধা প্রদান করিতে অনুরোধ করেন।

ঢাকার নবাব বাহাদুর এবং মিঃ হুমায়ুন কবীরও এই সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

ঢাকা শহরের ও ঐ জেলার দাঙ্গা-প্রপীড়িত অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান প্রতিনিধিগণ আহসান মঞ্জিলে মাননীয় মিঃ হক, মাননীয় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও মাননীয় ঢাকার নবাব বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

বাঙলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

এক সপ্তাহের বিবরণী

বিগত ২১শে মার্চ্চ তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, এই সময়ে বাঙলাদেশে মোট ১,৫১৪ জন লোক কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে বর্দ্ধমানে ৩০৪ জন, ঢাকায় ১৯১ জন, ফরিদপুরে ২০০ জন, বাখরগঞ্জে ২৮৮ জন, চট্টগ্রামে ১১৫ জন এবং ত্রিপুরায় ১৭৯ জন আক্রান্ত হইয়াছিল। এই সময়ে কলেরার আক্রমণে মোট ৮৪৩ জন মারা যায়। তন্মধ্যে বর্দ্ধমানে ১৭০ জন, ঢাকায় ১৫০ জন ও বাখরগঞ্জে ১৬২ জন মারা যায়। ঢাকা ও ময়মনসিংহে বসন্ত রোগে যথাক্রমে ১২১ ও ৫৫ জন আক্রান্ত হইয়াছিল। দার্জ্জিলিংএ ৫৪ জন ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল।

কলিকাতায় ইতস্ততঃ সেরিব্রোস্পাইনাল মেনিঞ্জাইটিস্ রোগের আক্রমণ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কোথাও প্লেগের আক্রমণ হয় নাই।

মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের যুদ্ধ তহবিল হইতে ৫,০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা শস্য-অভাবে পীড়িত বালক বালিকাদের হাসপাতালের জন্য সাহায্য প্রেরণ করা হইয়াছে। এই দান প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া উক্ত হাসপাতালের চেয়ারম্যান লর্ড লাইওনেল যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, সন্তানে ভবিষ্যৎ বংশধরগণের জন্য যে চেষ্টা চলিতেছে, তাহা এই দেশের সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে দেখিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

বিদেশীদের দ্বারা ভারত আক্রমণ

পণ্ডিত নেহেরুর অভিমত

গত ১৯শে এপ্রিল কলিকাতায় ভারতীয় সম্পাদকসঙ্ঘ কর্ত্তৃক প্রদত্ত এক অভ্যর্থনা সম্মিলনীতে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু বর্ত্তমান সময়ে গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বাধা সৃষ্টি করিবার নীতিকে তীব্র নিন্দা করেন। কারণ তাহার অর্থই হইল প্রকারান্তরে শত্রুকে উৎসাহ প্রদান করা। তিনি ভারতীয়দের আত্মপ্রসন্ন মানসিক অবস্থা ত্যাগ পূর্ব্বক ভারত আক্রমণে উদ্যত যে কোন আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করিবার জন্য আহ্বান করেন।

বক্তৃতার মধ্যে তিনি বলেন, আত্মরক্ষার জন্য বাঙলার অধিবাসীরা কি করিবেন, এই সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হইয়াছে। কিন্তু কর্ম্মের কোনও নির্দ্দিষ্ট প্রণালী উপস্থিত করা সত্যই কঠিন। কিন্তু এই কথা সুপ্রতিষ্ঠিত যে, কোন আক্রমণকারীর কাছেই কোন অবস্থাতেই তাহাদের আত্মসমর্পণ উচিত হইবে না। সুতরাং শত্রুর প্রতি বিরোধিতা ও সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে আমাদের। জনসাধারণের এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, একটা বিদেশী সেনা যেই বেশে যে কোন পেশা নিয়াই আসুক না কেন, তাহারা বিদেশীই থাকিবে, আর ভারতের বুকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা করিবে। আর একবার যদি তাহারা এই দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে, তবে ভবিষ্যতে তাহাদের তাড়ানো কিছুতেই সম্ভব হইবে না। কোনও বিদেশী শক্র অন্য একটা দেশকে স্বাধীন করিয়া দিবে, এই চিন্তা একটা ভ্রান্তিপূর্ণ মনোভাবেরই পরিচয় দেয়। আক্রমণকারী যুক্তি আনয়ন করিবে, ইহা পাগলমোভাবেরই সূচনা করে।

পণ্ডিত নেহেরু আরও বলেন যে, বাঙলার জনসাধারণকে তাহাদের গ্রাম ও শহরগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করতঃ আত্মরক্ষা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করিতে হইবে।

কলিকাতার মত বিপদসঙ্কুল স্থানের উল্লেখ করিয়া তিনি সাধারণকে নিজেদের কর্মস্থান ত্যাগ না করিবার জন্য উপদেশ দেন। তিনি বলেন, ভীত হইয়া পলায়ন করা দুর্ব্বলতারই পরিচায়ক। এই সঙ্কট-সময়ে কাহারও, এমন কি একটা মেয়েলোকেরও দুর্ব্বল হওয়া উচিত নয়।

যুদ্ধ যদি সত্যই আসে, তবে তাহা বিপদসঙ্কুল স্থানেই কেবল সীমাবদ্ধ থাকিবে না। লক্ষ লক্ষ লোক যদি বিপজ্জনক অঞ্চল হইতে পলায়ন করিতে থাকে, তবে তাহাদের অর্দ্ধেক অনাহার, ক্ষুৎপিপাসা আর মড়কেই ধ্বংস হইবে। দেশের, দশের সেবা তাহারা করিতে পারে, যদি কেবল তাহারা যেখানে আছে সেখানেই থাকে।

বালির মূল্য নিয়ন্ত্রণ

সরকারী আদেশ জারী

এ, আর, পি'র কাজে বালির বস্তা পূর্ণ করিবার জন্য বর্ত্তমানে অনেক বালির দরকার। এই প্রকার বালির বিক্রয়ে অন্যায় লাভ করার প্রচেষ্টা ব্যবসায়ীদের মধ্যে দেখা যাইতেছে। সুতরাং বালির সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন। এতদুদ্দেশ্যে সরকারের প্রধান মূল্য-নিয়ন্ত্রক একটা বস্তা পূর্ণ করার উপযোগী বালির উচ্চতম মূল্য /১০ ছয় পয়সা হারে নির্দ্ধারণ করতঃ নিম্নোক্ত আদেশ প্রচার করিয়াছেন :—

ভারতরক্ষা আইনের ৮১ নিয়মের ২ উপনিয়মের খ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে (বাংলা ১৯৪২ সনের ১৩ই জানুয়ারীর ৪১৩ পি নং নোটিশ দ্বারা আমাকে প্রদান করা হইয়াছে) আমি এতদ্দ্বারা নির্দ্দেশ দিতেছি যে, এই নোটিশ প্রচারের দিন হইতে কলিকাতা শহর (বাংলা ১৮৬৬ সনের কলিকাতা পুলিশ আইনের ৩ ধারার বর্ণিত হইয়াছে) ও ইহার উপকণ্ঠে (বাংলা ১৮৬৬ সনের কলিকাতা শহরতলী পুলিশ আইনের প্রথম ধারা অনুসারে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে) এক বস্তা বালির দাম ছয় পয়সার চেয়ে বেশী হইবে না।

জাপানের প্রবঞ্চণাময় আচরণ

ভারতের প্রতি সহানুভূতির প্রকৃত স্বরূপ

রবিবার ইষ্টার উৎসবের দিনে কলম্বোর উপর জাপানী বিমান আক্রমণের ফলে যে লোকজন মারা গিয়াছে, তাহার অর্দ্ধাধিক লোকই হাসপাতালের রোগী। পরের দিন ভারতে জাপানের সামরিক কার্য্যকলাপের উল্লেখ করতঃ জেনারেল তজু এক সরকারী বিবৃতিতে বলেন, "যেহেতু ভারতবাসীদের শত্রু মনে করা জাপানের আদৌ ইচ্ছা নাই, যুদ্ধের উপদ্রবের জন্য যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, জাপান তাহাদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।"

এই শোচনীয় কপট উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য অতি সহজেই সূর্য্যালোকের মত পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কারণ সেই দিন, সন্ধ্যায়ই টোকিও বেতার হইতে চীনা ভাষায় ঘোষণা করা হয়, "গত পাঁচ বৎসরের যুদ্ধবিগ্রহ সত্বেও জাপান কখনও চীনাদের শত্রু মনে করে নাই"। পরিহাসই বটে। পাঁচ বৎসর যাবৎ দুর্দ্দিসহ ভীতির সঞ্চার, অরক্ষিত জনপদ ও পল্লীর উপর নির্বিচারে বোমা বর্ষণ, হত্যা, লুণ্ঠন ধ্বংসলীলার পূর্ণতা সাধনের জন্য অগ্নিকাণ্ড, ধর্ষণ, পীড়ন ও বলাৎকার, তদুপরি অতি ভয়ঙ্কর বিষবাষ্প ও রোগবীজাণুর ব্যবহার, পাঁচ বৎসরের "এশিয়া এশিয়াবাসীদের জন্য" নীতির নির্ম্মম প্রয়োগ। এইরূপেই জাপান যাহাদের শত্রু মনে করে না তাহাদের সঙ্গে ব্যবহার করে। এই চাটুবাক্যের একমাত্র তুলনা পাওয়া যায় নরওয়েবাসীদের জন্য "জার্ম্মাণীর" সমবেদনা", গ্রীকদের জন্য তার "শ্রদ্ধা", আর ডেনমার্কের মৎস্যজীবীদের জন্য তার "করুণার" মধ্যে, আর এই দেশগুলির অধিবাসীবৃন্দ নৃশংস ইউ-বোটের কবলে পতিত হয়, হিটলারের সৈন্য-বাহিনী তাহাদের দেশে পৌঁছিবার বহু পূর্ব্বেই।

ডাঃ গোয়েবল্‌সএর মত প্রচারণা-বিশেষজ্ঞই বলেন, প্রচারের দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে নরককে স্বর্গ আর স্বর্গকে নরক বলিয়া প্রতীতি আনয়ন করা যাইতে পারে। সুতরাং প্রচারণার সেই স্রোত আজ বার্লিন ও টোকিও হইতে ক্রমাগত ভারতের দিকে প্রবাহিত হইতেছে। তাহার উদ্দেশ্য অতি স্বচ্ছ, জাপান নিজেই তার ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ৬ই এপ্রিল তারিখে টোকিওর বেতার সংবাদদাতা বলেন, "এদিক বা ওদিক তোমাদের (ভারত-বাসীদের) সিদ্ধান্তের জন্য আমরা অধীর আগ্রহে চাহিয়া আছি; সময় নষ্ট করিয়া ভারতে বৃটিশদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি হইতে দিতে জাপান পারেনা"। সিংহলের উপর জাপানী আক্রমণের শোচনীয় পরাজয়ে আর জাপানী ঘাটিগুলির উপর মিত্র-শক্তির আক্রমণে জাপান আজ খুব বেশী ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিকই জাপান আজ সময় নষ্ট করিতে পারিতেছে না। ইহাই হইতেছে তার "সহানুভূতি অভিযানের" গোড়ার কথা। শৃঙ্খলিত বন্দীকে বেয়নেটের গুঁতায় জর্জ্জরিত করিতে জাপানীরা যে উৎকট আনন্দ পায়, তাহা কে না জানে? তাই শত্রুর সূহৃদকে আজ জাপানীরা ভারতবাসীদের সম্মোহিত করিতে চায়, সে চায় আমাদিগকে মন্ত্রমুগ্ধ করতঃ অসাড়, নির্জীব করিয়া রাখিতে; না হইলে বেয়নেটের গুঁতা দিবার আমোদ যে পাওয়া যাইবে না।

তাই ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্সের প্রত্যেকটি দিন ভারতে অবস্থিতি ভারতের প্রতি জাপানের আবেদনকে শঠতার উচ্চতম শিখরে নিয়া গিয়াছিল। জাপানের দুর্দ্দশাই হইল ভারতের শক্তি। আজ মুক্তি আর প্রতিশোধের শক্তি শাসনদণ্ড উত্তোলন করিতেছে; শীঘ্রই ঘাতকের কণ্ঠের ভিতরই তার বন্ধুত্বের বুলি টিপিয়া আটকাইয়া রাখিবে।

ভারতের উপর সর্ব্বপ্রথম বোমা বর্ষণ

ভারত আর সিংহলের উপর প্রথম বিমানাক্রমণ হইয়া গিয়াছে। দীর্ঘ দিন অপেক্ষিত ব্যাপার হিসাবে, ইহা মোটেই বিস্ময় সৃষ্টি করে নাই। ক্ষতির পরিমাণ অতি সামান্য। অতিবড় আশাবাদী দর্শক যতটা না ভাবিতে পারিয়াছিল, জাপানীদের তাহার চেয়েও বেশী ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে।

গত সপ্তাহের শেষভাগে ভারত মহাসাগরের মধ্যে একটা ছোট জাপানী রণপোত দেখা গিয়াছিল। তাহাতে ৭৫ খানা বোমার ও ফাইটার ছিল। সোমবারে যখন এইগুলি ফিরিয়া যায়, তখন তাহাতে অবশিষ্ট ছিল মাত্র ১৮ খানা ও আর কয়েকখানার ধ্বংসাবশেষ। কলম্বোর বৃটিশ যোদ্ধারা যথার্থ সাজাই তাহাদের দিয়াছে।

রবিবার ইষ্টারের দিন প্রাতে ৮টার সময় রতমালানার বিমানঘাটি, পোতাশ্রয় ও রেলওয়ে কারখানার উপর ডাইভ বোম্বিং ও নীচে মেসিনগানের আক্রমণ হয়। বৃটিশ ফাইটারগুলি আক্রমণকারীদের বাধা প্রদান করে এবং সঠিক ২৫ খানা, সম্ভবতঃ ৫ খানা বিমান ভূপাতিত করে ও আর ২৫ খানা জখম করে। আঘাতপ্রাপ্ত বিমান বিমানবাহী জাহাজের উপর নামানো শক্ত ব্যাপার, সুতরাং জখমপ্রাপ্ত বিমানগুলি নিরাপদে ফিরিয়া গিয়াছে কিনা সন্দেহ।

সিংহলের গভর্ণর স্যার এন্ড্রু কেলড্রেট ঘোষণা করিয়াছেন, শহর অঞ্চলে ২০ জন সহ মোট হতাহতের সংখ্যা মোট ৫০ জন। জাপানীরা কেবল সামরিক লক্ষ্য বস্তুর উপর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখে নাই; মৃতে নিহত জনসংখ্যার অর্দ্ধাধিক হাসপাতালের রোগী।

সিংহল দ্বীপের বেসামরিক, সামরিক নৌ ও বিমান-সেনার প্রধান সেনাপতি স্যার জিওফ্রে লেটন রবিবার রাত্রে (৫ই এপ্রিল) বেতারযোগে বলেন:—

"আমরা যে এত অল্পে সারিয়া গিয়াছি, তাহা আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ নয়। বিপদের সম্মুখীন হইবার জন্য আমরা যেরূপ প্রস্তুত হইয়াছিলাম, তাহাই ইহার একমাত্র কারণ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা কর্ত্তব্য কর্ম্মে শৈথিল্য না দেখাই আর দৃঢ়সংকল্প হইয়া কাজ করিতে থাকি, আর ভীতির সব লক্ষণ পরিত্যাগ করি, ততক্ষণ আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নিরাপদ।"

পরের দিন প্রাতে পাঁচটা জাপানী বিমান ভিজাগাপট্টম ও কোকনদের জাহাজ-ঘাঁটি ও জাহাজের উপর আক্রমণ চালায়। এই বিমানগুলি একটি রণপোত হইতে আসিয়াছিল তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। যথার্থই অনুমান করা যায় যে, কলম্বোর উপর যে বিপর্য্যয় তাহাদের স্পর্শ করিয়াছে, তাহাতেই পাঁচটার বেশী বিমান ভারতীয় উপকূলে আক্রমণ চালাইবার কাজে ন্যস্ত করা সম্ভব হয় নাই।

সমুদ্রপথে আক্রমণের অসুবিধা

আক্রমণকারী বিমানগুলি বিমানবাহী জাহাজে করিয়া আনা হইয়াছিল, এ বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট সংবাদ জানিতে পারায় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের নূতন বিমানঘাঁটি হইতে ঐ সমুদয় বিমান আসিয়াছিল এ ধারণা দূরীভূত হইল (আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ কলম্বো হইতে ৯৪০ মাইল ও মাদ্রাজ হইতে ৮৪০ মাইল দূরে)। জাপানী বিমান তাহাদের ঘাঁটি হইতে ৪০০ চারি শত মাইল অধিক দূরে অবস্থিত লক্ষ্য বস্তুর উপর এ পর্য্যন্ত বিমান আক্রমণ চালাইবার চেষ্টা করে নাই।

বিমানবাহী জাহাজে বিমান লইয়া আসিয়া আক্রমণ করিতে হইলে কমপক্ষে ২,৫০০ মাইল জলপথে ঘুরিয়া আসিতে হয়। বিমানবাহী জাহাজগুলি অধিক সময়ের জন্য লক্ষ্য বস্তুর নিকটে থাকিতে পারে না; কারণ শত্রু পক্ষের বিমান বা নৌ-বাহিনী কর্ত্তৃক আক্রমণের আশঙ্কা থাকে। কাজেই ঐ প্রকারের বিমান আক্রমণ অবশ্যই ব্যাপক হইতে পারে না। শুধু স্থল বিমানঘাঁটি হইতেই অধিক সময় ব্যাপী বোমা বর্ষণ সম্ভবপর হইতে পারে। কাজেই যে বিমান আক্রমণ হইয়াছে, তাহা দ্বারা একথা বোঝা যায় না যে মাল্‌টা অথবা বৃটেনের উপর বিমান আক্রমণে যে ক্ষতি হইয়াছে, এই বিমান আক্রমণও তদনুরূপ উগ্র বা প্রবল হইবে।

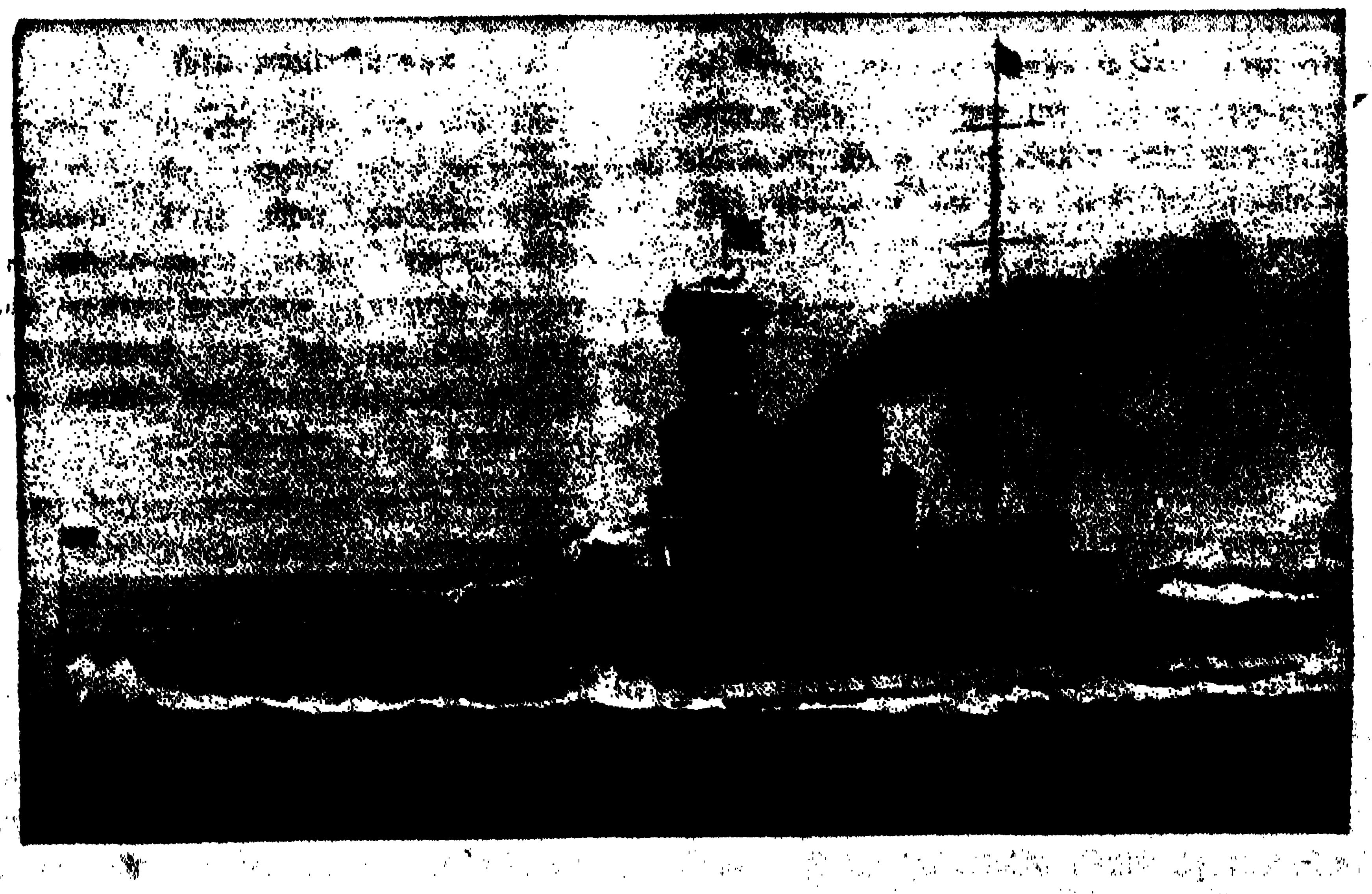

বৃটিশ রণতরি "কুইন্ এলিজাবেথ্"

পাট-নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন প্রচার কার্য্য

বগুড়ার পল্লীতে নাট্যাভিনয়

পাট-নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের বগুড়া চার্জের ধুনট সাউথ সার্কেল অফিসের এ্যাসিষ্টান্ট ইন্সপেক্টর মৌঃ আবতাজুজ্জামান খান সাহেবের প্রচেষ্টায় এবং উদ্যোগে ও পি, এল, এ মিঃ অমূল্য চন্দ্র সরকারের পরিচালনায় উক্ত অফিসের কর্ম্মিবৃন্দ ও স্থানীয় যুবকগণ কর্ত্তৃক পাট-নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন বিষয়ক প্রচার নাটিকা "চাষার ভাগ্য" গত ১৯শে এপ্রিল রবিবার সহস্রাধিক দর্শকের উপস্থিতিতে সাফল্যসহকারে অভিনীত হইয়াছে। নাটকের দ্বারা পাট-নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন প্রচার কার্য্য এই জেলায় ইহাই সর্ব্বপ্রথম। অভিনয়ান্তে এ্যাসিষ্টান্ট ইন্সপেক্টর মহোদয় ও মিঃ ললিত চন্দ্র সাহা (পি, এ,) উপস্থিত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া যাহাতে তাঁহারা পাট-চাষ কম করিয়া খাদ্য শস্য বেশী পরিমাণে উৎপন্ন করে, তজ্জন্য অনুরোধ জানান।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় নারীর কর্ত্তব্য

মহামান্যা লেডী লিন্‌লিথ্‌গোর বক্তৃতা

"আমরা ন্যায়ের জন্য যুদ্ধিতেছি এবং অত্যাচারীর পতন অনিবার্য্য—এই দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া যদি আমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কর্ম্মরত হই, তবে একটি নূতন জগৎ সংগঠনার্থ অংশ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত গ্লানিমুক্ত ও গৌরবজনকভাবে আমরা অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব।" গত ১০ই এপ্রিল লাহোরের গভর্ণমেণ্ট হাউসে একটি প্রতিনিধিমূলক মহিলা সভাকে উদ্দেশ্য করিয়া মহামান্যা লেডি লিন্‌লিথ্‌গো উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

তিনি আরো বলেন :—

"ভারতীয় নারীগণের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এবং কিভাবে তাঁহারা গৃহের বাহিরেও প্রেরণা সঞ্চার করিতে পারেন, সে বিষয়ে আমি যে কিরূপ যত্নশীল, তাহা আপনাদের কেহ কেহ অবগত আছেন। উহা হইতেই আমি দেখিতে পাই যে, পুরুষদিগের নিকট হইতে তাঁহারা বিশেষ উৎসাহ লাভ করিবেন না। পুরুষেরা নিজেদের গণ্ডী সম্পর্কে বিশেষ ঈর্ষান্বিত। অনেকে আমাকে বলিয়াছেন যে, গৃহাভ্যন্তরে নারী পূর্ণ আধিপত্য করে এবং পুরুষেরা নিজেদের জায়গায়ই সীমাবদ্ধ থাকে। ইহার উত্তরে আমি সর্ব্বদাই বলিয়া থাকি যে, এই কথা শুনিয়া আমি বিশেষ আনন্দিত; কিন্তু দেশের জনসেবার কার্য্যে নারীদিগের বিশেষ অংশ গ্রহণের সময় আসিয়াছে।"

মহামান্যা লেডি লিন্‌লিথ্‌গো বলেন যে, কলেজ ত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরেই সম্ভবতঃ ভারতীয় মেয়েদের বিবাহ হয় এবং প্রায়শঃ তাঁহারা ডিগ্রী লাভের জন্যই থাকিয়া যান।

তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, বালিকাগণ আরও সকাল সকাল কলেজ পরিত্যাগ করিয়া বিবাহ হইয়া যাইবার আগে কিছু কিছু সমাজ-সেবা সংক্রান্ত কাজ করিবে। তাহা হইলে বিবাহ হইয়া যাওয়ার পরও সেই বালিকা সমাজ-সেবার কাজ চালাইয়া যাইতে সমর্থ হইবে।

পূরা সময়ের কাজ নহে

নারীদের জীবনে বিবাহ এমন নহে যে, যাহার জন্য পূরা সময় আবদ্ধ থাকিতে হইবে। গৃহে বাস করিয়াও নারী অবসর সময়ে অনেক কিছু কাজ করিতে পারে। যে সকল নারী সমাজ-সেবার কাজ করিবেন, প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের অপেক্ষা অভাবগ্রস্ত নারীর সংসারে, কল্যাণ কেন্দ্রে, চিকিৎসাগারে, এবং অপরের গৃহ পরিদর্শনে এবং আরও বহুবিধ কার্য্যে প্রত্যহ তিন হইতে চারি ঘণ্টা কাল অতিবাহিত করিতে পারেন।

"নারী যদি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতে পারেন যে, একমাত্র তাঁহাদের উপরই দায়িত্ব রহিয়াছে, তবে ভবিষ্যতের বিষয়ে আমার যথেষ্ট বিশ্বাস রহিয়াছে। আমি মনে করি না যে, পুরুষেরা তাঁহাদের বেশী উৎসাহ প্রদান করিবেন। আপনার পথে আপনিই অগ্রসর হইবেন—এবং বৃটেনে আমরা যেরূপ বলিয়া থাকি—নিজের পায়ে নিজেই দাঁড়াইতে শিক্ষা করিবেন।

"আমার তালিকা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, আপনাদের প্রত্যেকেই এক[illegible] কেন্দ্রীভূত করত: বিভিন্ন [illegible] কার্য্য সম্পাদন করিয়া [illegible] হইয়াছেন। আমি আপনাদিগকে [illegible] ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি এবং [illegible] ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, [illegible] কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছেন। [illegible] প্রত্যেক মহিলা কর্মীই তালিকা [illegible] প্রত্যেক প্রদেশে এবং [illegible] সমাজ-সেবা এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টার [illegible] একটি বিবরণী আমি [illegible] নিকট প্রেরণ করিয়াছি। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, সেই শুভ সকল হইয়াছে এবং মহামান্যা সম্রাজ্ঞী বিশেষ যত্নের সহিতই এই বিবরণী পাঠ করিবেন এবং মনে-প্রাণে এই ধারণাই পোষণ করিবেন যে, যাহাই ঘটুক না কেন, ভারতের নারী জাতি ও তাঁহার মধ্যে যে যোগসূত্র রহিয়াছে, তাহা কিছুতেই ছিন্ন হইবার নহে। ভারত পরিদর্শন করিবার বাসনা তাঁহার বরাবরই রহিয়াছে। বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার আয়ত্বের বাহিরে; নতুবা বহু পূর্ব্বেই তাঁহার এ সদিচ্ছা পূর্ণ হইত।

ভারতের পরীক্ষার ক্ষণ

"ভারত বর্ত্তমানে ধ্বংসসঙ্কুল যুদ্ধের সীমান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে চীন ও ইউরোপ যে পরীক্ষা ও অত্যাচার সহ্য করিতেছে, আমাদিগকেও হয়ত তাহার সম্মুখীন হইতে হইবে। আমাদের মনে যত শক্তি লুকাইয়া আছে, এখন তাহার প্রয়োজন হইবে এবং আমি এই কামনাই করি যে, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে ভারতের নারী কিরূপে গঠিত, তাহা দেখাইবার সময় আসিয়াছে।

"আপনি, আমি, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসিনী, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং বৃটিশ নারী—সকলেই আমরা সমবেতভাবে আজ সমরে লিপ্ত। আমরা হয়ত এই যুদ্ধ পছন্দ করিব না, কিন্তু আমরা ইহার হাতও এড়াইতে পারিতেছি না। আমরা পাশাপাশি বাস করিয়া বাঁচিয়া আছি।

"রাজনীতি আমাদের পৃথক করিয়া দিতে পারে, কিন্তু জাপানীরা আমাদের সম্পর্কে ভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে না। তাহাদের প্রভু নাৎসীদের হইতে তাহাদের ধর্ম্ম ও নীতি কিছু মাত্র পৃথক নহে এবং সে নীতি হইতেছে যাহারা তাহাদের পথের প্রতিবন্ধক হইবে তাহাদের প্রত্যেকের সহিত লোভ, হিংসা এবং অত্যাচারের নীতি পালন করা। এ কথা যেন ভুলেও চিন্তা করা না হয় যে, আমাদের পরস্পরের অমিলের জন্য আমরা তাহাদের পথ সুগম করিবার উৎসাহ প্রদান করিয়াছি এবং তাহারা আমাদের সেই ইঙ্গিত তাড়াতাড়ি গ্রহণ করিবে। যাহাই ঘটুক না কেন, নিজ নিজ পন্থায় আমাদের প্রত্যেকেরই প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এই দুরবস্থার সম্মুখীন হওয়ার সর্ব্বোত্তম পন্থা হইতেছে তাহাকে সাহসের সহিত গ্রহণ করা, এবং উহা যে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতে পারে তাহার সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হওয়া। আমাদের নিজেদের এরূপভাবে শিক্ষা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য যে, পরীক্ষার দিন আসিলে আমরা যেন বিঘ্ন স্বরূপ না হইয়া সাহায্য করিতে পারি।

"নিয়মানুবর্ত্তিতা, সাহস ও সহযোগিতা এই তিনটি কথা আমাদের মূল-মন্ত্র হওয়া উচিত। জনগণের মনে ত্রাস ও ভয়ের সঞ্চার করাই শত্রু পক্ষের আসল উদ্দেশ্য। তাহার পন্থা বহু প্রকার। মিথ্যা গুজব এবং অলস ও অকারণ বাচালতা তাহার বিশেষ তীক্ষ্ণ অস্ত্র। তাহারা এইভাবে বিশ্বাসের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং পরাজয় ও লজ্জার পথকে সুগম করিয়া তোলে।"

জাপানী বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে রাশিয়ায় যে বিমান-বহর কাজ করিতেছে, তাহাতে অনেক নারী বৈমানিকও যোগদান করিয়াছেন। এই চিত্রে সোভিয়েট মহিলা পাইলট সিনিয়র-লেফটেন্যাণ্ট নাদিয়া সেভোভাকে দেখা যাইতেছে।

যুদ্ধ-সাহায্যে মাদ্রাজ প্রদেশ পুরোভাগে

মহামান্য বড়লাটের ধন্যবাদ জ্ঞাপন

যুদ্ধ-তহবিলে মাদ্রাজ হইতে এ পর্য্যন্ত দুই কোটি টাকা সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া মহামান্য বড়লাট মাদ্রাজের জনসাধারণ এবং যুদ্ধ-কমিটিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া মাদ্রাজের গভর্ণমেণ্টের নিকট একটি তার প্রেরণ করিয়াছেন। টেলিগ্রামে নিম্নলিখিত বার্ত্তা লিপিবদ্ধ ছিল :—

গত বার মাসের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ তহবিলে এক কোটি টাকা প্রদান করিয়া আপনারা আপনাদের পূর্ব্বেকার রেকর্ডের (অর্থাৎ যুদ্ধের প্রথম ১৯ মাসে এক কোটি টাকা সাহায্য প্রদান) সমপর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছেন। চরম অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত আপনাদের সমস্ত যে অটুট থাকিবে, উহা দ্বারা তাহাই সপ্রমাণিত হইয়াছে। ভারত আপনাদের কার্য্যে গর্ব্ব অনুভব করে। মাদ্রাজকে এইভাবে পুরোভাগে রাখুন।

জাতিগঠন ও পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

বিভিন্ন স্থানে কর্ম্মের সাড়া

সিরাজগঞ্জ (পাবনা)—

পঞ্চক্রোশী ইউনিয়ন বোর্ডের বন্যাকান্দি গ্রামে নব-নির্ম্মিত বোর্ড-গৃহ সিরাজগঞ্জের সবডিভিশনাল অফিসার সাহেব গত ২-৪-১৯৪২ তারিখে উপস্থিত হইয়া বিরাট জনতার হর্ষধ্বনির সহিত দ্বার উদ্ঘাটন করেন। উক্ত অফিসের সম্মুখে এক বিরাট সভার অধিবেশন করা হয় এবং এস্, ডি, ও সাহেব সভাপতিত্ব করেন। ঐ সভায় উল্লাপাড়ার সার্কেল অফিসার এবং ইউনিয়ন বোর্ডের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। সার্কেল অফিসার সাহেব সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া বর্ত্তমান যুদ্ধের অবস্থা ও এদেশের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দেন। বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মৌঃ আবদুল লতিফ সাহেব যুদ্ধ ফণ্ডে সাহায্য করিবার জন্য উপস্থিত জনসাধারণকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

উক্ত বোর্ড হইতে সলপ ষ্টেশন পর্য্যন্ত একটা রাস্তার অত্যন্ত অভাব। সভায় এই অফিস হইতে সলপ ষ্টেশন পর্য্যন্ত একটা ছয় হাত চওড়া রাস্তা বাহির করিবার প্রস্তাব করা হয় এবং এস, ডি, ও এবং সার্কেল অফিসার মহোদয়গণ পল্লী-উন্নয়ন সমিতির মেম্বর এবং উপস্থিত জনসাধারণের সহযোগিতায় প্রস্তাবিত রাস্তাটীর নির্ম্মাণ-কার্য্য স্বহস্তে আরম্ভ করিয়া দেন।

গত ৯।৪।১৯৪২ তারিখে উল্লাপাড়া থানার সলপ ইউনিয়নের অন্তর্গত তারাবাড়ীয়া গ্রামে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় উল্লাপাড়ার সার্কেল অফিসার মৌঃ এ, খালেক সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। জুট রেগুলেশন ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের প্রোপাগাণ্ডা কর্ম্মচারী মৌঃ সিদ্দিকুর রহমান চৌধুরী, বোর্ডের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সজ্জাদ আলী এম, এম, বি, পল্লীকর্ম্মী মৌঃ উবেদ আলী শাহ্ ও মৌঃ খন্দকার আবুতালেব সাহেবগণ উক্ত সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। পল্লী-উন্নয়ন কর্ম্মচারিগণের সাহায্যে এক রাস্তা নির্ম্মাণ করা হয়, এবং ৫ বিঘা জমি লইয়া একটী খেলার মাঠ প্রস্তুত করা হয়।

গত ৩১।৩।১৯৪২ ইং তারিখে উল্লাপাড়া থানার অধীন বড়হর ইউনিয়নের বড়হর দক্ষিণপাড়া গ্রামে একটী বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় উল্লাপাড়া সার্কেলের সার্কেল অফিসার মৌঃ মোঃ আবদুল খালেক সাহেব সভাপতিত্ব করেন। সভায় ইউ, বি প্রেসিডেণ্ট ও প্রোপাগাণ্ডা অফিসার সাহেব পল্লী-উন্নয়ন, পাট-চাষ ও বর্ত্তমান যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তৎপরে সার্কেল অফিসার সাহেব পল্লী-উন্নয়ন, শিক্ষা, পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ ও বর্ত্তমান যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় দেশবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।

বড়হর দক্ষিণপাড়া গ্রামে জলকষ্ট নিবারণকল্পে পল্লী-উন্নয়ন কর্ম্মিবৃন্দ দ্বারা ৮ বিঘা জমির উপর একটী বৃহৎ পুষ্করিণী খননের পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং সভাভঙ্গের পরে সার্কেল অফিসার সাহেব সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণসহ জনতার বিপুল হর্ষধ্বনির ভিতর স্বহস্তে কোদালী ধরিয়া মাটী কাটেন এবং উহা মাথায় করিয়া বহন করেন।

নেত্রকোনা (ময়মনসিংহ)—

পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের কর্ম্মচারী মৌঃ আবদুল আজিজ, প্রোপাগাণ্ডা এসিষ্টেণ্ট মৌঃ আবদুল ওয়াহেদ ও স্থানীয় [illegible] প্রচেষ্টায় বিগত ১৩-৩-১৯৪২ ও ১৪-৩-১৯৪২ তারিখে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত নেত্রকোণা মহকুমার অধীন [illegible] থানার [illegible] গ্রামবাসিক লোকের এক বিরাট পল্লী-উন্নয়ন সভার অনুষ্ঠান হইয়াছে। এই সভায় নেত্রকোণার প্রোপাগাণ্ডা অফিসার মিঃ মোঃ ইউসুফ সাহেব, [illegible] ইন্সপেক্টর মিঃ [illegible], [illegible] ইন্সপেক্টর, [illegible] ও অন্যান্য বহু গণ্যমান্য লোক উপস্থিত থাকিয়া উহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। পরিশেষে নৈশ-বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ ও মাষ্টারদের মধ্যে প্রায় ২৫০৲ আড়াই শত টাকা পুরস্কার বিতরণ করা হইয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃ দীনেশচন্দ্র তালুকদার মহাশয় বালিকা বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রীর সঙ্গীতে সন্তুষ্ট হইয়া একটী স্বর্ণ-পদক উপহার দিয়াছেন। উক্ত থানার অন্তর্গত "হরিণধারা" গ্রামে কচুরীপানা ধ্বংসোৎসব, কুটীর শিল্প প্রদর্শনী ইত্যাদি বহু জনহিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া এই অনুষ্ঠানকে আরো সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছে।

রাজশাহী—

রাজশাহী জেলার অধীন চারঘাট থানার অন্তর্গত পাট নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের চারঘাট পূর্ব্ব সার্কেলের এসিষ্ট্যাণ্ট ইন্সপেক্টর মহোদয়ের যত্ন-চেষ্টায় মীরগঞ্জ গ্রামে একটী মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। গত ২০।৩।৪২ তারিখে মণিগ্রাম ইউনিয়ন জুট কমিটির চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট মুন্সী এরশাদ আলি সরকার সাহেবের সভাপতিত্বে মীরগঞ্জে একটী সভা হয় এবং উক্ত মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে নানা বিষয় আলোচনা হয়। স্থানীয় চারঘাট পূর্ব্ব সার্কেলের এসিষ্ট্যাণ্ট ইন্সপেক্টর সাহেব উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্থানীয় নেতাদের সহিত একত্রে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া নগদ ৫০০৲ পাঁচ শতাধিক টাকা ও অনুমান ১০০৲ একশত টাকার স্কুলের সরঞ্জাম সংগ্রহ করেন। রাজশাহীর সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব উক্ত স্কুলের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। মণিগ্রাম ইউনিয়নে বহু দিনের আকাঙ্ক্ষিত ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা নূতন রাস্তা প্রায় ৩॥০ মাইল প্রস্তুত হইয়াছে। এস, ডি, ও সাহেবের সুপারিসে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নিজে পরিদর্শন করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া তালুকর নৈশবিদ্যালয়ের জন্য ২০৲ কুড়ি টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত হাবাসপুর গ্রামে একটী জুনিয়ার মাদ্রাসা স্থাপনের পরিকল্পনা হইয়াছে এবং আশা করা যায় উহাও কার্য্যকরী হইবে।

ফরিদপুর—

ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের কর্ম্মচারিগণের উদ্যোগে কোটালি-পাড়া থানার কাঠিগ্রাম মৌজার মাঠে ২১শে ফেব্রুয়ারী শনিবার বেলা ১২ ঘটিকার সময় এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সভায় বহু লোকের সমাগম হয়। জুট রেগুলেশন ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের রেঞ্জ ইন্সপেক্টার, এসিষ্ট্যাণ্ট ইন্সপেক্টর, স্কুল মাষ্টার এবং অন্যান্য গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন। সভায় রেঞ্জ ইন্সপেক্টার পল্লী-উন্নয়নের উপকারিতা, উদ্দেশ্য ও এতদিন পর্য্যন্ত না হওয়ার কারণ সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। সভা ভঙ্গের পর একটী প্রকাণ্ড পুকুরের কচুরীপানা তুলে ফেলা হয়। ২ ঘণ্টার ভিতর পুকুর সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হইয়া যায়।

নোয়াখালী—

নোয়াখালী জেলার রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত চাটখিল জুট রেগুলেশন সার্কেলের অধিন পাঁচটি ইউনিয়নে জুটরেগুলেশন বিভাগের কর্ম্মচারিবৃন্দের ঐকান্তিক চেষ্টায় এ পর্য্যন্ত ৯৬টী পল্লী-উন্নয়ন সমিতি গঠিত হইয়া নিয়মিত কার্য্য করিতেছে।

কর্ম্মচারিবৃন্দের উপদেশ ও সহায়তায় শঙ্করপুর পল্লী-উন্নয়ন সমিতি সমিতির গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা করিয়াছে এবং চৰপা পল্লী-মঙ্গল সমিতি ইতিমধ্যে ১৭০৲ টাকার মত নগদ তহবিল সংগ্রহ করিয়া যৌথ ক্রয় কমিটি স্থাপন করিয়া কেরোসিন প্রভৃতি জিনিষ গ্রামবাসিগণকে ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করিতেছে।

সমিতির ভলাণ্টিয়ারগণকে জোরপূর্ব্বক যুদ্ধে লইয়া যাওয়া হইবে এমত একটা গুজবে সকলের মনে ত্রাসের সঞ্চার হইয়াছিল। গত ১০ই এপ্রিল চৰপা সমিতির চেষ্টায় চাটখিলের এসিষ্ট্যাণ্ট ইন্সপেক্টার মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটা সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় মৌঃ মতিয়ার রহমান, ক্যাম্প এসিষ্ট্যাণ্ট মৌঃ আমিন উল্যা, লাইসেন্সিং এসিষ্ট্যাণ্ট বাবু হিরালাল দে এবং মৌঃ মোখলেসুর রহমান বক্তৃতা করেন।

অবশেষে সভাপতির যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় সকলের মন হইতে ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হয়।

হুগলী—

হুগলী জিলার অন্তর্গত বলাগড় থানার অধীন চর-ভবানীপুর গ্রামে গত ২০শে মার্চ্চ তারিখে উল্লিখিত বলাগড় সার্কেলের পাট বিভাগীয় প্রোপাগাণ্ডা এসিষ্টাণ্ট মৌঃ আবুল খয়ের মিয়া ও প্রাইমারী লাইসেন্সিং এসিষ্টাণ্ট মৌঃ নওয়াব আলি ফকিরের চেষ্টা ও যত্নে পল্লী-মঙ্গল বিষয়ক একটী বিরাট সভা আহূত হইয়াছিল। উক্ত সভায় শ্রীপুর বাজার নিবাসী বাবু প্রতাপ চন্দ্র দাস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া সভার কার্য্য সমাধা করেন। সভায় প্রায় ৩০০।৪০০ লোক উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপরে উল্লিখিত বক্তাগণ পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কে উপস্থিত লোকদিগকে বক্তৃতা দ্বারা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং একটী পল্লী-মঙ্গল সমিতি গঠন করিয়া তাহা সজীব রাখিবার সুব্যবস্থা করিয়াছেন।

যুদ্ধ-সাহায্য ভাণ্ডার

বি, এন, আর হইতে বিপুল সাহায্য

মহামান্য বাঙলার গভর্ণর বাহাদুর বিগত ২০শে এপ্রিল তারিখে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের এজেণ্ট ও জেনারাল ম্যানেজার মিঃ এ, ডানকান, সি, আই, ইর নিকট নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করিয়াছেন:—

আমি এই মাত্র শুনিতে পাইলাম যে, বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের অফিসার ও কর্ম্মচারিবৃন্দ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফণ্ডে আরও ৩৫,০০০৲ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। এই প্রদেশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় এরূপ মহৎ সাহায্যের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ প্রদানের উদ্দেশ্যে আমি এই পত্র লিখিতেছি। তাঁহাদের মোট সাহায্যের পরিমাণ এখন দাঁড়াইল দুই লক্ষের উপর। —এরূপ কাজের জন্য যে কোন প্রতিষ্ঠান গৌরবান্বিত বোধ করিতে পারে।

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বৃটিশ নারী

[illegible]

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

নাৎসী-অধিকৃত অঞ্চলে বৃটীশ বিমান-বাহিনীর প্রচণ্ড আঘাত

প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গণ

পিনমানায় চীনাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম

চীনা সামরিক ইস্তাহারে প্রকাশ, পিনমানা রণাঙ্গনে পদাতিক, গোলন্দাজ ও সাঁজোয়া গাড়ী সহ এক শক্তিশালী জাপ বাহিনী চীনাদের পার্শ্বভাগে আক্রমণ চালায়। চীনারা প্রবল প্রতিরোধ করে। তিনটি ট্যাঙ্ক ও একটি সাঁজোয়া গাড়ী ধ্বংস করে এবং বহু জাপানীকে নিহত করে, জাপানীদের গতিবেগ মন্থর করিয়া দেয়। মার্কিণ স্বেচ্ছাবৈমানিক দলের বিমানগুলি চীনাদের সহায়তায় পুরোবর্ত্তী এলাকায় উড়িয়া বেড়ায় এবং পিনমানার পশ্চিম দিকে একটি জাপ টহলদার বিমান বিনষ্ট করে। বিমান ও ট্যাঙ্কের সহায়তায় যে জাপসেনাদল সালুইন নদীর পশ্চিম তীর ধরিয়া উত্তর অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, তাহারা লোইকর দক্ষিণে কোন এক জায়গায় পৌঁছিয়াছে। জাপানীরা লোইকরের বিরুদ্ধে প্রবল আক্রমণ চালাইয়াছে। সেখানে চীনারা কঠিন অবস্থার মধ্যেও ভীষণ বাধা দিতে থাকে এবং হাতাহাতি যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়ে। উভয় পক্ষেই বহু সৈন্য হতাহত হয়। চীনাদিগকে পরিবেষ্টনের চেষ্টায় লোইকর দুই মাইল উত্তরে এক জায়গায় একটি জাপ সৈন্যশ্রেণী পৌঁছায়।

তাউংদুইজি অঞ্চল হইতে বৃটিশ বাহিনী অপসারিত

নয়াদিল্লীর এক ইস্তাহারে প্রকাশ, ইরাবতী রণাঙ্গনের অবস্থা সম্পর্কে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, ইয়েনাংইয়ং অঞ্চলে আর কোন যুদ্ধবিগ্রহ হয় নাই। পশ্চিমে তাউংদুইজি অঞ্চল হইতে আমাদের সৈন্যদিগকে সরাইয়া লওয়া হইতেছে। ঐ অঞ্চলে আমাদের সৈন্যেরা দীর্ঘকাল যাবৎ তাহাদের ঘাঁটিগুলি রক্ষা করিয়াছে এবং মিত্রপক্ষীয়দের দক্ষিণ পার্শ্ব আগলাইয়া রহিয়াছে। চীনা অভিযানকারী বাহিনীর নিকট হইতে আর কোন খবর পাওয়া যায় নাই।

তাউঙ্গির অদূরে জাপবাহিনী

ব্রহ্মে জাপানীরা তাহাদের সামরিক পরিকল্পনানুযায়ী পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তিনটি স্থানের উপর চাপ দিতেছে। লণ্ডনে কর্ত্তৃপক্ষীয় মহলের সংবাদে প্রকাশ, ইরাবতী রণাঙ্গনে চীনারা ইয়েনাংইয়ংয়ের উত্তরে পিনচাং নদী আয়ত্তে রাখিয়াছে। বৃটিশ বাহিনী বর্ত্তমানে আরও কিছু উত্তরে আছে। সিতাং রণাঙ্গনে থাটনের আশেপাশে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে।

কারেনী অঞ্চলে জাপানীরা যথেষ্ট আগাইয়া গিয়াছে। লোইকাও হইতে তাউঙ্গির নিকট পর্য্যন্ত উহারা চলিয়া গিয়াছে। তাউঙ্গির পূর্ব্বদিকে হোপঙে এবং লেগুয়াংয়ের নিকট তাউঙ্গির পশ্চিমে কর্ম্মতৎপরতা চলিতেছে। এই অঞ্চলে চীনারা সাফল্যের সহিত পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে। সিতাং রণাঙ্গনের বহু উত্তরে লড়াই চলিতেছে।

চীনাবাহিনী কর্ত্তৃক টাংগী অধিকৃত

চীনা সৈন্যেরা টাংগী পুনরায় দখল করিয়াছে, কিন্তু জাপানীরা শ্যামের দক্ষিণে একটি স্থান পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। একখানা চীনা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, সালুইন রণক্ষেত্রে চীনা সৈন্যেরা সাফল্য সহকারে পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে। একটি জাপ বাহিনী মান্দালয়ের প্রায় ১ শত মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব কংপং হইতে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইতেছে। আর একটি বাহিনী লাংগী পার হইয়া আরও ১৬ মাইল পশ্চিমে অগ্রসর হইতেছে। এই রণক্ষেত্রে এবং ব্রহ্ম দেশের অপরাপর অঞ্চলে তীব্র যুদ্ধ চলিতেছে বলিয়া নয়াদিল্লীর এক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে।

সালুইনে জাপ অগ্রগতি

চীনা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, জাপানীরা কংপং দখলের পর সালুইন রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকে। একটি জাপবাহিনী উত্তর-পশ্চিমে মেংপিনের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে চীনারা প্রবলভাবে প্রতিরোধ করে। আর একটি জাপ বাহিনীকে চীনারা প্রতিরোধ করে। ইরাবতী নদী এবং রেঙ্গুণ-মান্দালয় রেলপথে সিন নদীর উপত্যকায় এখনও যুদ্ধ চলিতেছে।

মান্দালয় হইতে একশত মাইল দূরে জাপবাহিনী

চীনাগণ কর্ত্তৃক তাউঙ্গি পুনরধিকারে ঐ অঞ্চলে মিত্রপক্ষের অবস্থার কিছু উন্নতি হইলেও ব্রহ্মের অবস্থা অধিকতর খারাপের দিকেই গিয়াছে—লণ্ডনে কর্ত্তৃপক্ষীয় মহল এই অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন। পূর্ব্বদিক হইতে আগত জাপবাহিনী লোইলেম ও থাজির মধ্যবর্ত্তী রাস্তা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। যদি জাপানীদের দ্রুত অগ্রগতি অব্যাহত থাকে এবং উহারা যদি মান্দালয়-লাসিও রোড বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে অবস্থা গুরুতর হইয়া দাঁড়াইবে। জাপানীরা মান্দালয় হইতে এখনও অনুমান একশত মাইল দূরে আছে। বৃটিশ ও চীনা বাহিনী প্রতি পদে উহাদিগকে প্রচণ্ডভাবে বাধাদান করিতেছে। বৃটিশ বাহিনী ইয়েনাংইয়ংয়ের ৭৫ মাইল পূর্ব্বে পেগুমির পূর্ব্বে কোন স্থানে অবস্থান করিতেছে এবং মেইকটিলার দক্ষিণের রাস্তাটি দখল করিয়া আছে। চীনা সৈন্যেরা বৃটিশ সৈন্যের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া লড়াই করিতেছে। মেইকটিলা হইতে পশ্চিম দিকগামী রাস্তায় অধিকসংখ্যক বৃটিশ সেনা কর্ম্মতৎপর রহিয়াছে।

রাশিয়ার রণাঙ্গণ

বসন্ত-অভিযানের উদ্যোগ-আয়োজন

ডিসি নিউজ এজেন্সীর নিকট ষ্টকহলম হইতে প্রেরিত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, উভয় পক্ষ রুশ রণাঙ্গনে অবিরাম প্রচুর রণসম্ভার আমদানী করিতেছে এবং আক্রমণের জন্য বিরাট সৈন্য সমাবেশ করিতেছে। রাশিয়ানরা কার্চ্চ উপদ্বীপে দলে দলে নূতন সৈন্য প্রেরণ করিতেছে এবং কিওজোনিয়ার উপর আক্রমণ আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। জার্ম্মাণরা ক্রিমিয়ায় নূতন সৈন্য আমদানী করিয়া শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। ককেশিয়ায় তাহাদের বোমারু বিমানসমূহ হানা দিতেছে। দক্ষিণ ইউক্রেণ সীমান্তের উত্তরপার্শ্বে বিপুল সৈন্য সমাবেশ হইয়াছে। এরূপ অনুমিত হয় যে, সোভিয়েট বাহিনী হয় তো এখানে একটা বিরাট আক্রমণ সুরু করিতে পারে। এখানকার জমি শুকাইয়া গিয়াছে এবং যন্ত্রসজ্জিত বাহিনীর চলাচলের উপযোগী হইয়াছে।

কালিনিনে জার্ম্মাণ পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত

সোভিয়েট বিজ্ঞপ্তিতে এক অঞ্চলকে অগ্নি-নিক্ষেপকারী ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল অগ্নি-নিক্ষেপকারী ও বিমানের সাহায্যে জার্ম্মাণ পদাতিক বাহিনীর আক্রমণ বাধাদান প্রতিহত করা হয়।

কালিনিনে সোভিয়েট গোলন্দাজ বাহিনী জার্ম্মাণ বাহিনীর একটি পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছে। জার্ম্মাণরা প্রায় দুই শত মৃত সৈনিককে রণক্ষেত্রে ফেলিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

হোয়াইট রাশিয়ায় সোভিয়েট গরিলা বাহিনী জার্ম্মাণদের একটি খাদ্যসম্ভারের গুদামে সাফল্যের সহিত হানা দেয়। কৃষকদের নিকট হইতে ঐ সব খাদ্যদ্রব্য বলপূর্ব্বক সংগ্রহ করা হইয়াছিল। জার্ম্মাণরা গরিলাদের সায়েস্তা করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করে; কিন্তু গরিলাদের আক্রমণে ইহারা পর্য্যুদস্ত হয়, ইহাতে ২৩৪ জন জার্ম্মাণ হতাহত হয়।

উত্তর রণাঙ্গণে লালফৌজের সাফল্য

ষ্টকহলম হইতে ডিসি নিউজ এজেন্সীর নিকট প্রেরিত সংবাদে জানা যায় যে, ষ্টারায়ারুসা ও মোজগোরড ব্যতীত ইলমেন হ্রদের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী একটা সমগ্র এলাকা বর্ত্তমানে রাশিয়ানদের হস্তগত হইয়াছে। নোভগোরড ষ্টারায়ারুসা রেলপথের উপর অবস্থিত এবং নোভগোরডের অনুমান ২০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বোরক নামক স্থান রাশিয়ানদের হস্তগত হওয়ার পর উক্ত এলাকা দখল করার কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইলমেন হ্রদের পশ্চিম তীরে রাশিয়ানরা এই সর্ব্বপ্রথম একটি গ্রাম দখল করার দাবী করে।

ফিনিশ জেনারেল নিহত

ডিসি নিউজ এজেন্সীর সংবাদে বলা হইয়াছে যে, ফিনিশ জেনারেল কার্লো ডিয়ুজানেন কারেলিয়ান রণক্ষেত্রের যুদ্ধে মারা গিয়াছেন।

অন্যান্য রণক্ষেত্রের সংবাদ

ইটালীয়দের জার্ম্মাণ বিরোধী মনোভাব

মস্কোতে প্রাপ্ত ইস্তাম্বুলের এক খবরে প্রকাশ, সিসিলিতে অগষ্টার জার্ম্মাণদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হইয়াছে।

ইটালীয় নৌবাহিনী ও সৈন্যবাহিনীর অফিসারদের এক ঘরোয়া সভায় "ওভরা"র চরেরা (গোয়েন্দা পুলিশ) প্রবেশ করার পর এই ঘটনা ঘটে। যাঁহারা গুপ্তদ্বার দিয়া তাড়াতাড়ি পলায়ন করিতে পারেন নাই, তাঁহারা গ্রেপ্তার হন এবং তাঁহাদিগকে "ওভরা"র গাড়ীতে করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। রাস্তায় লোকের ভিড় জমে এবং জনতা "গেষ্টাপোর তাঁবেদাররা নিপাত যাক্", "যুদ্ধ নিপাত যাক্", বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। জনতা ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য পুলিশকে রবারের দণ্ড ও জল দিবার নল ব্যবহার করিতে হয়।

বৃটিশ বিমানবহরের সাফল্য

সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, ব্রিটিশ জঙ্গী বিমানবহর শেরবুর্গ, ডানকার্ক ও কালে এলাকার লক্ষ্যবস্তুসমূহের উপর অধিকতর ব্যাপক আক্রমণ চালায়। পোলিশ পাইলটচালিত বিমানসমূহ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত মোটর বোমারুসমূহ ডানকার্কে হানা দেয় এবং পাঁচখানি "ফকেউলফ ১৯০" বিমান ধ্বংস করে।

ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ সাফল্য

নৌবিভাগীয় একখানা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ সাবমেরিনসমূহ শত্রুপক্ষের সরবরাহ জাহাজসমূহের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইয়া সাফল্য লাভ করিয়াছে এবং আরও ৪ খানা শত্রুপক্ষীয় সরবরাহ জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে। লেঃ ম্যাকেঞ্জির অধীনস্থ একখানা সাবমেরিন মধ্য ভূমধ্যসাগরে শত্রুপক্ষীয় একটি "কনভয়" দেখিতে পায়। ঐ "কনভয়ের" একখানা সরবরাহ জাহাজের প্রতি টর্পেডো নিক্ষেপ করিলে উহা নিমজ্জিত হয়। কয়েকদিন পর উক্ত সাবমেরিনখানাই একটি মালবাহী জাহাজের সরবরাহ জাহাজ টর্পেডো নিক্ষেপ করিয়া ডুবাইয়া দেয়।

লেফটেনান্ট নিস্টনের অধীনস্থ একখানা সাবমেরিন দুই মিনিটের মধ্যেই একখানা প্রকাণ্ড সরবরাহ জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে।

[১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

পেট্রোল ও কেরোসিনের মূল্য

সাময়িকভাবে বৃদ্ধির আদেশ

গত ১৩ই মার্চ্চ কেরোসিন ও পেট্রোলের দরের সর্ব্বশেষ পরিবর্ত্তন সাধন করা হইয়াছে। বার্ম্মা হইতে উহাদের সরবরাহ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় বর্ত্তমানে পরিদর্শন খরচা, শুল্ক, বীমা এবং যুদ্ধের দরুণ অতিরিক্ত হার সহ অধিক দরে অন্যান্য বিদেশ হইতে মাল আমদানী করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। তৈল কোম্পানীগুলি যাহাতে এই অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহন করিতে পারে, তজ্জন্য ভারত সরকার কর্ত্তৃক ১৬ই এপ্রিল হইতে আগামী ৩০শে জুন পর্য্যন্ত উক্ত পণ্যের দর কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। বাঙলা সরকারের মূল্য-নিয়ন্ত্রণকারীর আদেশানুযায়ী স্থানীয় দরেরও পরিবর্ত্তন সাধন করা হইয়াছে। উক্ত আদেশ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল:—

আদেশ পত্র

বাঙলা সরকারের প্রধান মূল্য-নিয়ন্ত্রক নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন:—

ভারতরক্ষা আইনের ৮১ ধারার ২নং উপধারার (খ) প্রকরণ অনুসারে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে (এবং যাহা আমি গত ১৩ই জানুয়ারী তারিখে ৪৬১-পি নোটিশ দ্বারা কার্য্যকরী করিবার আদেশ দিয়াছি) তদনুসারে আমি নির্দ্দেশ প্রদান করিতেছি যে, ১৮৬৬ সালের কলিকাতা পুলিশ আইনের ১নং ধারায় বর্ণিত কলিকাতা শহরে এবং ১৮৬৬ সালের কলিকাতা শহরতলী পুলিশ আইনের ১নং ধারায় বর্ণিত কলিকাতা শহরতলীতে ১৬ই এপ্রিল হইতে আগামী ৩০শে জুন পর্য্যন্ত পেট্রোল ও কেরোসিনের দর নিম্নলিখিতরূপ বলবৎ থাকিবে:—

পণ্য।		নিয়ন্ত্রিত মূল্য।
পেট্রোল	..	প্রাদেশিক টাক্স বাদে প্রতি গ্যালনের দর ১৸/১০
কেরোসিন (উৎকৃষ্ট শ্রেণীর)	..	৪৵১৫ (এক সঙ্গে প্রতি ৩ ইম্পিরিয়াল গ্যালন)।
ঐ	..	৪৸৵৫ (৪ ইম্পিরিয়াল গ্যালন ভর্ত্তী প্রতি টিন)।
ঐ	..	৶০ (২৬ আউন্সের প্রতি বোতল)।

[২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

যশোহর রোড

যান-বাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ

২৪-পরগণার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিম্নলিখিত আদেশ প্রচার করিয়াছেন:—

দেশরক্ষা আইনের ১২(১) রুলের বিধানমতে বাঙলা সরকারের ১৯৪১ সনের ১১ই ডিসেম্বর তারিখের ৯৪৬৮পি নং নোটিফিকেশনমতে আমার প্রতি যে ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে, তাহার বলে ও ১৯৪১ সনের ১১ই ডিসেম্বর তারিখের বাঙলা সরকারের উক্ত নং নোটি-ফিকেশনের দ্বারা ভারতীয় দেশরক্ষা আইনের ৮৯ রুল-মতে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমি এই নির্দ্দেশ দিতেছি যে, ১৯৪২ সনের ২০শে এপ্রিল তারিখের সূর্য্যোদয় হইতে দমদমার এইচ, এম, ভি গ্রামোফোন ফ্যাক্টরী ও গৌরিপুর-যশোহর রোড ও বেলঘরিয়া রাস্তার সঙ্গমস্থলের মধ্যবর্ত্তী যশোহর রোডের উপরে সামরিক, এ, আর, পি, সিভিল ডিফেন্স ও পুলিশের গাড়ী এবং সামরিক বিভাগ, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও ২৪-পরগণার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিকট হইতে অনুমতি প্রাপ্ত গাড়ী ব্যতীত কোন প্রকার যান বাহন যাতায়াত করিতে পারিবে না।

(২) আমি আরোও নির্দ্দেশ দিতেছি যে, ১৯৪২ সনের ২০শে এপ্রিল তারিখের সূর্য্যোদয় হইতে যাবতীয় ভারী মোটর গাড়ীসমূহ যাহা উপরোক্ত ৬নং আদেশের দরুণ যশোহর রোডের অংশ বিশেষ ব্যবহার করিতে পারিবে না। ঐ সমুদয় গাড়ী ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ও সোদপুর-মধ্যমগ্রাম রোড দিয়া যাতায়াত করিবে এবং অন্যান্য যান বাহন যাহা উপরোক্ত আদেশমতে যশোহর রোডের উল্লিখিত অংশ ব্যবহার করিতে পারিবে না, সেগুলি ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ও বেলঘরিয়া-গৌরিপুর রোড দিয়া যাতায়াত করিবে।

[১ম কলমের শেষাংশ]

পণ্য।		নিয়ন্ত্রিত মূল্য।
কেরোসিন (নিকৃষ্ট শ্রেণীর)	..	৩৸০ (এক সঙ্গে প্রতি ৪ ইম্পিরিয়্যাল গ্যালন)।
ঐ	..	৪৷৷১০ (৪ ইম্পিরিয়্যাল গ্যালন ভর্ত্তী প্রতি টিন)।
ঐ	..	৵১৫ (২৬ আউন্স ভর্ত্তী প্রতি বোতল)।

বর্ম্মা-যুদ্ধের অবস্থা

সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা

এক সপ্তাহের অধিক কাল অনবরত বোমা, গোলা ও মেশিনগানের গুলী বর্ষণ সত্ত্বেও টাঙ্গু শহরের রক্ষা চীনা সৈন্যগণের কিম্বদন্তী সামরিক কৃতিত্ব বলিয়া ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইবে। ১২ বার দিনে ৫,০০০ পাঁচ সহস্র জাপানী নিহত হইয়াছে, ৬ ছয়টি গোলা নিক্ষেপকারী কামান, একটি পার্ব্বত্য কামান, একটি ফিল্ড গান, ১৩টি সাইকেল, ১০০ শত রাইফেল ও ৭০টি ঘোড়া শত্রুদিগের নিকট হইতে হস্তগত হইয়াছে। টাঙ্গুর সৈন্যগণ অদম্য উৎসাহে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ইহাতে তাহাদের নিয়মানুবর্ত্তিতা ও সহযোগিতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সৈন্যবাহিনীর একটা অংশ টাঙ্গুর পূর্ব্ব দিকে মউচির দিকে পশ্চাৎ অপসরণ করিয়াছে এবং একটি অংশ উত্তর দিকে গিয়াছে। শেষোক্ত স্থানে প্রত্যেক ইঞ্চি জমির জন্য যুদ্ধ হইয়াছে। কাজেই টাঙ্গু হইতে ১০ মাইল দূরবর্ত্তী কিয়াংগন পর্য্যন্ত পৌঁছিতে শত্রুদের ৮ আট দিন লাগিয়াছে। এই স্থানে জাপানীরা গড়িমসি করিতেছে; বোধ হয় বর্ষাকাল আসিতেছে মনে করিয়াই তাহারা এরূপ করিতেছে। টাঙ্গু মউচি রণক্ষেত্রে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছে। প্রোম যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের সৈন্যগণ মিয়াটমিওর দক্ষিণে সরিয়া গিয়াছে, এই স্থান প্রোম হইতে ৩০ মাইল দূরে। মিয়াটমিও এবং এনানিওয়াংএর তৈল ও সিমেণ্টের কারখানা কৃতিত্বের সহিত ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আমাদের সৈন্যগণ নূতন স্থানে সমবেত হইয়াছে। রণকৌশলের জন্যই এরূপভাবে হটিয়া যাওয়া প্রয়োজন হইয়াছে। আমাদের সৈন্যগণের পার্শ্বভাগ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা ও টাঙ্গুস্থিত চীনা সৈন্যদের সহিত আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। শত্রুগণ ইরাবতী নদীর উভয় দিকে অগ্রবর্ত্তী সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিল। তাহাদের অনেককে হতাহত করা হইয়াছে।

বর্ম্মায় যে নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা হইল প্রথমতঃ যতদিন সম্ভব শত্রুর অগ্রগতি রোধ করা, দ্বিতীয়তঃ উহাদের যথাসম্ভব ক্ষতি করা—যাহাতে উহাদের সংখ্যাধিক্য হ্রাস পাইয়া আমাদের সমান হয়। আশাবাদী হওয়ার কারণ হইল যে, চীনাসৈন্যের নৈতিক বল অত্যন্ত বেশী; দ্বিতীয়তঃ চীন হইতে সাহায্যকারী বহু সৈন্য আসিয়াছে এবং আরও আসিতেছে; তৃতীয়তঃ মিত্র শক্তির বিমান সাহায্য শীঘ্র আসিয়া পৌঁছিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। আমেরিকার ভারী বোমাবর্ষী বিমান ভারতে আসায় ও তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমরা পোর্টব্লেয়ার আক্রমণ করিতে সমর্থ হওয়ায় সমস্ত স্থানে অবস্থার উন্নতি দেখা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বিমান সাহায্যের অভাব ও যানবাহন চলাচলের অসুবিধা ছাড়াও বিপদের আর একটি কারণ হইল বর্ম্মাবাসী-দের বিশ্বাসঘাতকতা। এই সমুদয় বর্ম্মী শত্রুকে সাহায্য করিয়াছে, ভাষা না জানায় ও পথ জানা না থাকায় অসুবিধা তাহারাই দূর করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতা ক্যাসিষ্টবাদীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাহারা থাকিন নামে পরিচিত; ইহাদের আবা সামরিক প্রতিষ্ঠান যুদ্ধের পূর্ব্বে সংগঠিত হইয়াছিল এবং কয়েক বৎসর ইহার উপর জাপানীদের বেশ প্রভাব ছিল। এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া জাপানীরা চক্রান্ত করিয়া মানুষের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, প্রতিষ্ঠিত গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে গোটা বর্ম্মাদেশ বিদ্রোহ করিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে অবস্থা ঠিক ইহার উল্টো। বর্ম্মীরা আমাদের সৈন্য বাহিনীতে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেছে। জনসাধারণ সর্ব্ব প্রকারে সাহায্য করিতেছে।

আমাদের ভারী বিমান ও বোমারু বিমান রেঙ্গুনের ডকসমূহকে আক্রমণ করে। তাহার তিনটি স্থানে আগুন লাগে এবং তাহা দূর হইতে দেখা গিয়াছিল।

পশ্চিম মরুভূমিতে একখানি বৃটিশ হ্যারিকেন বিমানপোতে অস্ত্রাদি বোঝাই দেওয়া হইতেছে। যুদ্ধে এই বিমান-পোতগুলি বেশ সাফল্যজনক ভাবে শত্রুর উপর আক্রমণ চালাইয়া আসিতেছে।

চীনের প্রতি বৃটেন ও আমেরিকার অর্থ-সাহায্য

বন্ধুত্ব ও উৎসাহের প্রতীক স্বরূপ

মার্কিণ ও বৃটিশ জাতি চীনকে যে ৫০০,০০০,০০০ মার্কিণ ডলার এবং ৫০,০০০,০০০ পাউণ্ড ঋণ দান করিয়াছে, তাহাতে চীন জাতি অত্যন্ত উল্লসিত হইয়াছে। চুনকিংএর সরকারী মহল এই ঋণকে সমগ্র চীনের বিশেষতঃ যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়োজিত ৫,০০০,০০০ লক্ষ যোদ্ধৃবৃন্দের প্রতি মার্কিণ এবং বৃটিশের বন্ধুত্ব ও উৎসাহের বার্তারূপে গণ্য করিতেছে।

চীনা পার্লামেণ্টের প্রকৃত জনক প্রতিনিধিমূলক পরিষদ পিপল্‌স পলিটিক্যাল কাউন্সিলের বিশিষ্ট সদস্যগণ এই ঋণকে জয় এবং স্বাধীনতার ঋণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—যাহা সাধারণ শত্রুকে পরাজিত ও ধ্বংস করিবার জন্য চীনের লোকবল ও উৎপন্ন দ্রব্যাদি নিয়োজিত করিবার জন্য পূর্ণ সুযোগ প্রদান করিবে।

চুংকিংএর একটি প্রেস সম্মিলনীতে বক্তৃতাকালে পলিটিক্যাল এফেয়ার্স ডিপার্টমেণ্টের ডিরেক্টার ডাঃ টি, এফ, সিয়াং মার্কিণের চীনকে ৫০০,০০০,০০০ ডলার ঋণ দান এবং বৃটিশের ৫০,০০০,০০০ পাউণ্ড ঋণ দান করার সিদ্ধান্তকে অত্যন্ত "আনন্দদায়ক সংবাদ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

চীন গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তিনি বলিয়াছেন যে, এই ঋণ আংশিকভাবে চীনের পক্ষ হইতে বাহিরে ব্যয় করা হইবে এবং আংশিকভাবে স্থানীয় যে সমস্ত ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে, সেই সমস্ত ঋণের জামিনরূপে ব্যবহৃত হইবে। স্থানীয় ঋণের কতকাংশ চীনের লোকবল এবং বর্ত্তমানে চীনে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করা সম্ভব, সেই সমস্ত যন্ত্রপাতির সাহায্যে অর্থনৈতিক সংগঠন প্রচেষ্টায় ব্যয় করা হইয়াছে, উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, জাপানী অধিকৃত অঞ্চলগুলি হইতে সংগৃহীত লাইন দ্বারা রেল লাইন স্থাপন করা হইবে।

ডাঃ সিয়াং আরও বলেন যে, চীনের মন্ত্রীসভা একজিকিউটিভ ইউয়ান জাতির সমগ্র লোকবল ও উৎপন্ন দ্রব্যাদি যুদ্ধে নিয়োজিত করিবার জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছেন। তিনি বলেন, "একদিকে মিত্রপক্ষ তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন ও আমাদিগকে সাহায্য করিবেন বলিয়া আমরা যেমন নিশ্চিন্ত, সেই প্রকার আমরাও অন্যদিকে গত সাড়ে চারি বৎসর যাবৎ এককভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে যেরূপভাবে যুদ্ধ চালনা করিয়া আসিতেছিলাম, তদপেক্ষা অধিক ব্যাপক এবং কার্য্যকরীভাবে আমাদের দায়িত্ব সম্পাদন করিতে সমর্থ হইব বলিয়া আশা করি।"

বৃটিশ এবং মার্কিণের এই ঋণকে তিনি উক্ত জাতিদ্বয়ের বিশিষ্ট রাজনীতিকগণের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাসবাণীর চূড়ান্ত নিদর্শন বলিয়া অভিহিত করেন। সংবাদপত্রের এক বিবৃতিতে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র তাহার ক্রমবর্দ্ধমান শক্তির সমুচিত অংশ প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে নিয়োজিত করিবে।

ইতিমধ্যেই চীনের লোকবল ও উপাদানাদির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবার আভাষ পাওয়া যাইতেছে। অর্থনৈতিক দিক দিয়া সিচুয়ান-সিকাং ডেভেলপমেণ্ট কোম্পানী ৭০,০০০,০০০ ডলার মূলধন সংগ্রহ করিয়াছে এবং মিনিষ্ট্রি অব ইকোনমিক এফেয়ার্সের অধীনে কয়েকটি এডমিনিষ্ট্রেশন বিবিধ প্রকারের উন্নতি সাধন করিয়াছে। প্রথমতঃ গভর্ণমেণ্টের বাণিজ্য বিষয়ক প্রচেষ্টা দ্বারা আভ্যন্তরীন মূলধনকে দুইটি প্রদেশের সম্পত্তির উন্নতিকল্পে ব্যয় করা হইবে এবং দ্বিতীয় প্রচেষ্টা দ্রব্যাদির মূল্য স্থায়ীকরণ কার্য্যে নিয়োজিত হইবে।

রেঙ্গুন এবং কুনমিংএ "ফ্লাইং টাইগার" নামে সাধারণ্যে পরিচিত আমেরিকান বিমান-বহর যে কর্ম্মতৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছে, তজ্জন্য ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে চাইনিজ এয়ার ফোর্স তাঁহাদিগকে বৃত্তিচিহ্ন উপহার দান কালে এই দুই জাতির মিলিত হইবার একটি চিত্তাকর্ষক দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

কুইনিসল্যাণ্ড ইউয়ানের প্রেসিডেণ্ট এবং চুনকিং হইতে প্রেরিত কমুনিষ্ট পার্টির নেতা মিঃ চুয়েং স্মারকচিহ্ন প্রদান কালে আমেরিকান ভলান্টিয়ার গ্রুপের উচ্চ প্রশংসাবাদ করেন এবং গ্রুপের কমাণ্ডিং অফিসার কর্ণেল ক্লোয়ার চেনল্ট উহার উত্তর প্রদান করেন।

উক্ত দিবস অপরাহ্নে চুনকিং হইতে বিদায়ী বৃটিশ-দূত স্যার আর্কিবল্ড ক্লার্ক কারকে মার্শাল এবং মাদাম চিয়াং কাইশেক এক প্রীতি ভোজে আপ্যায়িত করেন।

ভোজসভায় এক বক্তৃতায় মার্শাল বলেন, "গত চারি বৎসরের মধ্যে চীন এবং গ্রেট বৃটেনের মধ্যে যে রাজনৈতিক উন্নত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা এই দুই জাতির গত শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি বিস্ময়কর ঘটনা এবং উহার জন্য স্যার আর্কিবল্ডই সম্পূর্ণ দায়ী।

উহার উত্তরে স্যার আর্কিবল্ড বলেন যে, তিনি মার্শালের বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন। জগতের বর্ত্তমান চারিজন গণতন্ত্রী নেতার মধ্যে তিনি তিনজনের সঙ্গেই অর্থাৎ মিঃ উইনষ্টোন চার্চিলের নেতৃত্বে মার্শাল চিয়াং কাইশেকের সহিত সহযোগিতা এবং পুনরায় মিঃ ষ্টালিনের সহিত কাজ করিবার সুযোগ পাইয়া তিনি নিজকে অত্যন্ত ভাগ্যবান্ এবং সম্মানিত বলিয়া মনে করেন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে স্যার আর্কিবল্ড মস্কো যাওয়ার পথে কলিকাতা রওয়ানা হন এবং তাঁহার বিদায়ে চুনকিংএর বিশিষ্ট চৈনিক সংবাদপত্রগুলি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে। "টা কাং পাও" পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, বিদায়ী বৃটিশদূতের মত ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট চিন লাংএর সময় ম্যাকার্টনের মিশনের পর আর কেহ চীনে এত জনপ্রীতি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। উক্ত সংবাদপত্রখানি মিত্রপক্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে চীনের নিকটতম সহযোগিতার উপর জোর প্রদান করে।

একখানা সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, বার্ম্মা রেলওয়ের যে সকল কর্ম্মচারী বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে আছেন, তাঁহারা ছুটির সময়ের বেতন, ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধি, অবসর গ্রহণ, পেন্সন বা প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকা ইত্যাদির জন্য নয়াদিল্লিতে রেলওয়ে বোর্ডের সেক্রেটারীর (একাউন্টস্) নিকট পত্র লিখিবেন।

মহিমাগঞ্জ পল্লী-উন্নয়ন শিক্ষাকেন্দ্র

রংপুর জেলায় প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা

গত ১৮ই এপ্রিল হইতে গাইবান্ধায় জুট রেগুলেশন ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের চীফ্ ইন্সপেক্টর কর্ত্তৃক মহিমাগঞ্জে পল্লীসংগঠন ট্রেণিং সেণ্টার খোলা হইয়াছে। নিকটস্থ ৪টী থানার বিভিন্ন গ্রাম হইতে ৮২ জন যুবক গ্রামবাসী উক্ত কেন্দ্রে যোগদান করিয়াছেন। প্রতিদিন সকালে ৭ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে ক্লাসে বক্তৃতা দেওয়া হইতেছে। বিকালে টিফিনের পর প্রতিদিন তাঁহারা বিভিন্ন দলভুক্ত হইয়া নিকটস্থ গ্রামে যাইয়া ঐ গ্রামের বহুমুখী গঠনমূলক উন্নতির কার্য্যে নিজদিগকে নিয়োজিত করিয়া একদিকে প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিতেছেন ও অন্যদিকে গ্রামগুলির শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। গত ১৮, ১৯, ২০ ও ২১ তারিখে গাইবান্ধার এস্, ডি, ও, চীফ ইন্সপেক্টর (জুট রেগুলেশন) ও সার্কেল অফিসার মহোদয়গণ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দেন।

২২ তারিখ হইতে ২৪ তারিখ পর্য্যন্ত গাইবান্ধা চার্জের স্পেশাল প্রোপাগাণ্ডা অফিসার মৌঃ শামসুল আলম পল্লী-উন্নয়ন সম্বন্ধে পর পর তিন দিন বক্তৃতা দেন। মহিমাগঞ্জের রেঞ্জ ইন্সপেক্টার বাবু শশিভূষণচন্দ্র রায় ট্রেণিং সেণ্টারের সমস্ত ব্যবস্থা ও আয়োজন নিপুণতার সহিত পরিচালনা করিতেছেন। গত ২৫ তারিখ গাইবান্ধার এগ্রিকালচার ডেমনষ্ট্রেটার বাবু নৃপেন্দ্রনাথ মৌলিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষবাস সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তাহা ছাড়াও স্থানীয় মেডিক্যাল অফিসার, কালাজ্বর সেণ্টারের ডাক্তার সাহেবগণও গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষার্থিগণকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

"চীনা দিবস ষ্ট্যাম্প"

চৈনিক রেডক্রসে ৬,৬০০৲ টাকা দান

গত ৭ই মার্চ্চ ভারতের সর্ব্বত্র চীনা-দিবস পালন উৎসব উপলক্ষে কলিকাতা যুদ্ধ-কমিটি চীনা-দিবস উৎসব কমিটির তরফ হইতে স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ বিশেষ ষ্ট্যাম্প তৈরী ও বিক্রীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সর্ব্বসাকুল্যে ৯৮,৮৫৯টি ষ্ট্যাম্প এক আনা হারে বিক্রী হইয়াছে। সামান্য খরচাদি বাদে এবং উহার সহিত প্রাপ্ত চাঁদা যোগ করিয়া সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ হইয়াছে ৬,৬০০৲ টাকা। চীনা রেডক্রসে প্রদান করিবার নিমিত্ত উক্ত অর্থ মহামান্য বাঙ্গলা গভর্ণরের যুদ্ধ-তহবিলে জমা দেওয়া হইয়াছে।

বিমান-আক্রমণকালে সাধারণের আশ্রয় গ্রহণের জন্য কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট সেণ্ট্রাল এভেনিউতে যে আশ্রয়কেন্দ্র নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহার বহির্দৃশ্য।

কলিকাতায় চৈনিক মুসলমান নেতা

মিত্রপক্ষের সংগ্রাম-শক্তি বৃদ্ধির জন্য ভারতে আগমন

চুংকিংস্থিত চীনের ইসলামিক ন্যাশনাল স্যালভেশন ফেডারেশনের প্রতিনিধি মিঃ ওসমান কে এইচ উ বর্ত্তমানে কলিকাতায় আছেন। তিনি এসোসিয়েটেড প্রেসের নিকট বলিয়াছেন যে, শত্রু-ধ্বংসে মিত্র রাষ্ট্রসমূহের শক্তি-বৃদ্ধি করিবার জন্য এই সঙ্কট সময়ে ভারতীয় ও চীনাদিগের সহযোগিতা করা কর্ত্তব্য। ভারত সম্বন্ধে বিশেষতঃ ভারতীয় মুসলমানদিগের সম্বন্ধে চীন সামান্য সংবাদই জানে। জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর চীন ভারত সম্বন্ধে কিছু সংবাদ জানিয়াছে, কিন্তু উহা যথেষ্ট নহে। সেই জন্যই মুসলমানদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে এবং মুসলমান নেতৃবৃন্দকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে ফেডারেশনের নির্দ্দেশে তিনি ভারতে আসিয়াছেন। চীনাবাহিনীর সেনানী মণ্ডলের সহকারী অধিনায়ক জেনারেল ও মর পাই চুং সি উক্ত ফেডারেশনের প্রেসিডেণ্ট। মিঃ উ আশা করেন যে, এই সাক্ষাৎকারের ফলে চীনের মুসলমানদিগের সহিত ভারতীয় মুসলমানদিগের সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাইবে।

মিঃ উ কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, বাঙলার ভূতপূর্ব্ব স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যার নাজিমুদ্দিন ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুস্লিম লীগের সভাপতি মৌলানা আকরম খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তিনি মোস্লেম লীগের সভাপতি মিঃ জিন্নার সহিতও সাক্ষাৎ করিবেন। ভারতে তিনি মাসখানেক থাকিবেন।

ভারত এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি পরিদর্শনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মিঃ উ বলেন যে, শত্রুকে ধ্বংস করিবার জন্য তিনি মোস্লেম রাষ্ট্রগুলিতে মিত্র রাষ্ট্রসমূহের সংগ্রাম শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করিবেন। ভারতীয় মুসলমানদিগকে তিনি চীনের মুসলমানদের অবস্থা এবং কিভাবে তাঁহারা জাপানীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে, তাহা জানাইবেন। তিনি বলেন যে, তাঁহারা যুদ্ধপ্রিয় না হইলেও জাপ আক্রমণ রোধের জন্য যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। জয়লাভে তাঁহারা সম্পূর্ণ বিশ্বাসী।

মিঃ উ বলেন—"চীনের পাঁচ কোটি মুসলমান সেখানকার অ-মুসলমানদিগের সহিত একযোগে যুদ্ধ করিতেছে। চীনের মুসলমানদের স্বতন্ত্র কোন জেলা বা প্রদেশ নাই। দেশের সর্ব্বত্র তাহারা ছড়াইয়া আছে। তবে উত্তর-পশ্চিম চীনের প্রদেশগুলিতে মুসলমানদিগের সংখ্যা অ-মুসলমানদিগের চেয়ে বেশী। আমরা চীনের অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত সম্প্রীতিপূর্ণ ভাবে বাস করিতেছি। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর আমাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। চীন গভর্ণমেণ্টের প্রতিরোধ নীতি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। শত্রু আমাদের বাহিরে, ভিতরে নহে। ইহা উপলব্ধি করিয়াই সমগ্র জাতি ও সমগ্র দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে আমরা ঐক্যবদ্ধ হইয়াছি।

মিঃ উর মতে শুধু চীন নহে, সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানরাই অনগ্রসর। কিন্তু চীনে মুসলমান-অ-মুসলমান সকলেই অনগ্রসর। সেই জন্য তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

স্যার আজিজুল হক

লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন

ভারতের নূতন হাই-কমিশনার স্যার আজিজুল হক শনিবার অপরাহ্ণে লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন। ভারত সচিব কর্ম্মোপলক্ষে ম্যাঞ্চেষ্টার গমন করায় মিঃ এম, জে, ক্লসন তাঁহার পক্ষ হইতে স্যার আজিজুল হককে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। অস্থায়ী হাই কমিশনার মিঃ লাল, স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী ও অন্যান্য কয়েকজন বন্ধুও তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিতে আসেন।

অধিক খাদ্য উৎপাদন আন্দোলন

মাননীয় ঢাকার নবাব বাহাদুরের বাণী

গত ২৭শে এপ্রিল সোমবার অপরাহ্ণে ডালহৌসি ইনষ্টিটিউটে বাঙলা সরকারের উদ্যোগে আহূত সাংবাদিক বৈঠকে "অধিক খাদ্য উৎপাদন আন্দোলনের" সূচনা করা হয়। অধিক খাদ্য উৎপাদন ও তৎসম্বন্ধীয় আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়া কৃষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী ঢাকার নবাব বাহাদুর কনফারেন্সে এক বাণী প্রেরণ করেন।

বাঙলার খাদ্য-শস্যের বর্ত্তমান অবস্থার বিস্তৃত বিবরণ দিয়া কৃষি ও শিল্প বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ হিল বলেন যে, বাঙলার উপকণ্ঠে যুদ্ধ যেরূপ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে খাদ্য-শস্যের সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ ব্রহ্ম হইতে আমদানী বন্ধ হওয়াতে এবং সামরিক প্রয়োজনে যানবাহনের উপর চাপ পড়াতে খাদ্য-সংরক্ষণের আবশ্যকতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় যতদূর সম্ভব বাঙলার প্রত্যেক অঞ্চলের স্ব-প্রতিষ্ঠ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যদিও উর্ব্বর বলিয়া বাঙলার খ্যাতি আছে, কিন্তু প্রধান প্রধান খাদ্য-শস্য সম্বন্ধে তাহাকে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। চাউলের আমদানী ৩৩ লক্ষ মণ হইতে প্রায় ৬৬ লক্ষ মণ করিয়া গিয়াছে। নৌকায় বা গো-যান আসিতে যে চাউল সরবরাহ হয়, উপরি-উক্ত ঘাটতির মধ্যে তাহার হিসাব ধরা হয় নাই। সেই হিসাব ধরিলে মনে হয়, ঘাটতির পরিমাণ আরও বেশী হইবে। বৃষ্টিপাতের ফলে উৎপাদনের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। দেশে যে পরিমাণ চাউলের প্রয়োজন, তাহার সঙ্গে উৎপাদনের তুলনা করিলে দেখা যায়, ৮ কোটি মণ ঘাটতি হইতে প্রায় এক কোটি ৩০ লক্ষ মণ বাড়তির ইতরবিশেষ হয়। গড়ে কমপক্ষে ৪ কোটি মণ চাউল ঘাটতি হইয়া থাকে বলা চলে। এই হিসাব সঠিক কি না বলা শক্ত। তবে ঘাটতির সম্ভাবনার বিরুদ্ধে সময় থাকিতে প্রস্তুত হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। ডাল ও সরিষার তেল সম্বন্ধে প্রচুর ঘাটতি ও গম সম্বন্ধে কিছু কম ঘাটতি হয় বলিয়া জানা গিয়াছে।

যুদ্ধ-সংবাদ

[৭ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

রট্টকের উপর আক্রমণ

বৃটিশ বিমান বিভাগের একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ বোমারু বিমানবহরের শক্তিশালী দল রষ্টক ও হাইনকেল কারখানার উপর আক্রমণ চালায়। এই লইয়া পর পর চার রাত্রি ধরিয়া ঐ সব স্থানের উপর বিমান আক্রমণ হয়। পূর্ব্ব রাত্রের হানার সময় যে সব স্থানে আগুন লাগিয়াছিল, সেই স্থানে তখনও পর্য্যন্ত আগুন জ্বলিতে দেখা যায়। বিমান নির্ম্মাণ কারখানাসমূহে ভারী বোমাসমূহ বিদীর্ণ হইতে দেখা যায়। একটি বৃটিশ বোমারুর আক্রমণে উত্তর সাগরে প্রতিপক্ষের একটি জঙ্গী বিমান ধ্বংস হয়। ডানকার্কের ডক অঞ্চলসমূহের উপর বোমা বর্ষিত হয় এবং প্রতিপক্ষের নরিকার মাইন স্থাপন করা হয়। বৃটিশ জঙ্গী বিমান ও বিমানধ্বংসী কামান-সমূহের কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও হল্যাণ্ডের বিমানক্ষেত্রসমূহের উপর বৃটিশ জঙ্গী ও বোমারু বিমানসমূহ আক্রমণ চালায়। দৈনিক অভিযানে প্রতিপক্ষের চারটি বোমারু ধ্বংস হয় এবং কতিপয় বিমান জখম হয়। একটি হাডসন বিমান ডেনমার্কের উপকূলে টহল দিবার সময় প্রতিপক্ষের বোমাবাহী জাহাজের উপর বোমা বর্ষণ করে এবং উহাতে আগুন ধরিয়া যায়। মান্ডালয়, লিবিয়ায় ও ভূমধ্য সাগরীয় রণাঙ্গনের অন্যান্য অংশেও বৃটিশ বিমান-বহরের বিশেষ তৎপরতা দেখা গিয়াছে, বলিয়া জানা গিয়াছে।

আটা ও ময়দার দর

বাঙলা সরকার কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত

আটা ও ময়দার পাইকারী ও খুচরা দাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে যে দাম বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই এখানে ঐ দর বাঁধিয়া দেওয়া গেল। ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রথমে প্রতিমণের দাম ৪।৵০ চারি টাকা ছয় আনা ধার্য্য করিয়া দিয়াছিলেন, তৎপর হাপুর ও লায়ালপুর গমের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া ৫৲ পাঁচ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। কাজেই এখানকার মূল্যও পরিবর্ত্তন করা গেল। নিম্নে চিফ্ কণ্ট্রোলার অব প্রাইসেসের আদেশ দ্রষ্টব্য :—

আদেশ

ভারতরক্ষা আইনের ৮১ ধারার (২) উপধারার (খ) প্রকরণের বিধানমতে, ১৯৪২ সনের ১৩ই জানুয়ারী তারিখের ৪৬৩ পি নং নোটিফিকেশনে উক্ত বিধান প্রয়োগের ক্ষমতা আমার প্রতি প্রদত্ত হইয়াছে। আমি নির্দ্দেশ দিতেছি যে, কলিকাতায় (১৮৬৬ সনের কলিকাতা পুলিশ আইনের ৩ ধারায় কলিকাতার যে এলাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে ঐ এলাকায়) ও ১৮৬৬ সনের কলিকাতা সহরতলী পুলিশ আইনের ১ ধারায় কলিকাতা সহরতলীর যে এলাকা নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে তথায় ১৯৪২ সনের ১৭ই এপ্রিল তারিখ হইতে আটা ও ময়দার দাম নিম্নলিখিতমত হইবে :—

দ্রব্যের নাম।	মিলের দর। প্রতি মণ।	পাইকারী দর। প্রতি মণ।	খুচরা দর।
লাল আটা (সকল মিলের সকল প্রকার আটা) ..	৮।০	৮।৵০	প্রতি মণ ৯৲ (প্রতি সের ৵৭॥০ পাই।)
সাদা আটা (সকল মিলের সর্ব্ব প্রকার) ..	৯৲	৯৲	প্রতি মণ ৯।০ (প্রতি সের ৵১০॥০ পাই।)
লাল চক্কোদি আটা (হিন্দুস্থান মিল)	৮৷৹	৯৲	প্রতি মণ ৯॥০ (প্রতি সের ৵১০॥০ পাই।)
আটা (কলিকাতা, হাউসহোল্ড এণ্ড কোং ব্যক্তীর আমদানী আটা) ..	৮॥৵০	৮৸০	প্রতি মণ ৯।৵০ (প্রতি সের ৵৯ পাই।)

নিয়মাবলী

সম্পাদকীয় ।—"বাঙলার কথার" প্রকাশের জন্য যাঁহারা সংবাদ বা প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লিখিয়া উক্ত রচনা "সম্পাদক, বাঙলার কথা"—রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা—ঠিকানায় প্রেরণ করিবেন। অমনোনীত রচনা কোন সময়েই ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

বার্ষিক চাঁদা ।—"বাঙলার কথার" বার্ষিক চাঁদা তিন টাকা করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অর্ডারের সঙ্গেই চাঁদা অগ্রিম পাঠাইতে হইবে। এক বৎসরের কম সময়ের জন্য কাহাকেও গ্রাহক করা হইবে না এবং যখনই গ্রাহক হওয়া যাউক না কেন, প্রথম সংখ্যা হইতেই বর্ষ গণনা করা হইবে। চাঁদার জন্য কাহারও নিকট ভি-পি প্রেরণ করা হইবে না। চাঁদার টাকা মনি-অর্ডারযোগে "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট প্রিণ্টিং, আলিপুর, কলিকাতা" এই ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে এবং মনি-অর্ডার কুপনে টাকা প্রেরণের উদ্দেশ্য ও প্রেরকের ঠিকানা [illegible] [illegible] লিখিতে হইবে।

প্রধান-সেনাপতির বেতার বক্তৃতা

[৯ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

অবশ্য আমি বলিব যে, আমার অভিপ্রেত শক্তি আমরা অর্জন করিতে এখনও পারি নাই। কিন্তু একথা ঠিক যে, [illegible] জাপানীদের পূর্ব্বও আমাদের যতখানি সামর্থ্য [illegible] আমাদের সামর্থ্য তদপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে [illegible] কয়েক মাসের মধ্যেই ইহা আরও বৃদ্ধি পাইবে।"

বিমান [illegible] প্রতিরোধকল্পে তিনটি জিনিষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে ;—জঙ্গী বিমান ও বিমানধ্বংসী কামান, এ, আর, পি, ব্যবস্থা এবং জনসাধারণের সাহস ও নিয়মানুবর্ত্তিতা। ইহাদের মধ্যে তৃতীয়টি সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।

যদিও বর্ত্তমানে বিশেষ সম্ভাবনা নাই, তথাপি জল ও স্থলপথে ভারতের উপর সত্য সত্যই আক্রমণ হইতে পারে। ভারতের উপকূল ভাগ যে বিপন্ন হইয়াছে, তাহাতে কোন ভুল নাই। শত্রুরা উপকূলে অবতরণ করিতেও চেষ্টা করিতে পারে। ঐক্যবদ্ধ জাতিসমূহ যে পর্য্যন্ত না জাপানীকে ভারত মহাসাগর হইতে বিতাড়িত করিবার মত সামুদ্রিক শক্তি অর্জন করিতেছে (অবশ্য ইহার আর বেশী বিলম্ব নাই), ততদিন পর্য্যন্ত শত্রুগণ ভারতের উপকূলের কোন না কোন স্থানে অবতরণ করিবার চেষ্টা করিতে পারে। ভারতের সমস্ত উপকূলভাগে প্রতিরোধের ব্যবস্থা কার্য্যকরী করা অসম্ভব এবং সমস্ত অঞ্চলে রক্ষী সৈন্য মোতায়েন রাখাও সম্ভব নয়। আমি নিজেও তাহা করিতে ইচ্ছুক নই। শত্রুর আক্রমণ আসিতে থাকিলে ভারত রক্ষার জন্য এক দিকে যেমন এক শক্তিশালী বিমানবহর তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইবে, তেমনি বিপন্ন অঞ্চলে শক্তিশালী স্থল সৈন্যবাহিনী [illegible] আসিয়া সমবেত হইবে। এই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই বিমান ও [illegible]কে নিযুক্ত করিয়া [illegible] হইয়াছে এবং [illegible] শক্তি ও [illegible] শক্তি বৃদ্ধি করা হইতেছে।

আমাদের বিপদ সম্বন্ধে [illegible] নাই এবং মনে হয় তাহার গুরুত্ব অনুভব করিব। বিপদের [illegible], [illegible] বিপদ ও সম্ভাবনাগুলি লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রত্যেক সেনাপতি, অথবা প্রত্যেক ব্যক্তিরই অত্যাবশ্যক কর্ত্তব্য। জাপানীরা যে তাহাদের ঘাঁটি হইতে কত দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা বিবেচনা করুন। তাহাদের সামরিক শক্তি যে ইতিমধ্যেই কত বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করুন। তাহাদের ভারতে আসিবার পথ যে কত স্থানে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে, তাহার কথাও চিন্তা করুন এবং তাহারা যে বিরাট রাজ্য অধিকার করিতে চেষ্টা করিতেছে, সে সম্পর্কেও [illegible] বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। তাহারা ভারতের উপর বিমান আক্রমণ চালাইতে পারে ; এমন কি সামরিক ভাবে ভারতের অংশ বিশেষ দখলও করিতে পারে। কিন্তু যতদিন ভারত নিজে খাঁটি থাকিবে, ততদিনের মধ্যে তাহাকে পরাজিত করা কাহারও পক্ষে সম্ভব হইবে না।

কেন যে আপনারা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকটা আশ্বস্ত হইতে পারেন, আশা করি আমার কথা হইতে আপনারা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

আমাদের সম্মুখে নিদারুণ বিপদ ও অসুবিধা রহিয়াছে। আপনাদের ও [illegible] যে [illegible] করিয়াছে, তাহাও কঠিন। [illegible] বিপদের [illegible] এবং [illegible] প্রয়োজনীয়তার [illegible] [illegible] যে [illegible] করিতে পারিয়াছেন, তাহা আমি আপনাদের [illegible] বলিতে পারি। তাঁহারা [illegible] জনসাধারণকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। [illegible] শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইবেন। [illegible] কোন [illegible] আমাদের নিকট [illegible] পারিবে না। [illegible] ইহাতে [illegible]।

শত্রুদের [illegible] [illegible] ভারতের [illegible] [illegible] যদি ভারতের প্রত্যেক জাতি এবং সম্প্রদায়, মুক্তি ও ভারতীয়, বিপদের ঝুঁকি গ্রহণ করেন, [illegible] নিজ

[২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

মেদিনীপুর জেলায় সমর-প্রচেষ্টা

যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বহু অর্থ সংগৃহীত

যুদ্ধ ক্রমশঃ যতই বাঙলার নিকটবর্ত্তী হইতেছে, তদ্বিষয়ে সম্পর্কে লোকের মনোভাব ততই অনিশ্চিত হইয়া পড়িতেছে। সকল স্তরে জনবেরই প্রতিবাদ করিতে হইতেছে। এতদ্ব্যতীত যে সকল সরকারী ও বেসরকারী ভদ্রলোকগণ জেলার যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্পর্কে ব্যাপৃত থাকিতেন, অন্যান্যকে আবৃত করিতেও তাঁহাদের বহু সময় ব্যয় হইয়া যাইতেছিল। এতদসত্ত্বেও মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে "মেদিনীপুর ডিফেন্স সেভিং সপ্তাহ" প্রতিপালিত হয়। এই অনুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়। ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেটে ১,৮০,৯৫০, টাকা ব্যয় করা হইয়াছে এবং ১,৪০০, টাকার ডিফেন্স সেভিং ষ্ট্যাম্প ক্রয় করা হইয়াছে। এই সপ্তাহ পালন শুরু হইবার বহু পূর্ব্বে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জেলার প্রত্যেক বিশিষ্ট জনসেবীর নামে ব্যক্তিগত আবেদন-লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং ইহার ফলে বিশেষ সাড়া পাওয়া গিয়াছিল। মার্চ্চ মাসে ডিফেন্স আমানতে যে টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত জেলা একটা রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে বলিলেও চলে।

আলোচ্য মার্চ্চ মাসে বঙ্গীয় যুদ্ধ-তহবিলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। মেদিনীপুর হইতে ১৮,০০০, টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহিণী [illegible] র আহ্বানে বাবু লক্ষ্মী নারায়ণ সামন্ত যে ২,০০০, মূল্যের টাকার একটি তোড়া প্রদান করেন, তাহাও উপরোক্ত অর্থে'র সহিত যোগ করা হইয়াছে।

গত মার্চ্চ মাসে এই জেলা হইতে লেডি হার্বার্টের মহিলা যুদ্ধ তহবিলে ২,৫৪৭, টাকা পাওয়া গিয়াছে।

এই তহবিল গঠন হইবার পর হইতে এই জেলা চাঁদা সংগ্রহ ব্যাপারে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

আলোচ্য মাসে মিঃ এস, এম, দেব, ও, বি, ই, বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। ভারতীয় বৈমানিকদিগের উৎসাহার্থ উক্ত ভদ্রলোক নগদ ১,০০০, টাকা নয়াদিল্লি [illegible] বিমান-হেডকোয়ার্টারে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

মূল্য নিয়ন্ত্রণকারীর অফিস

রাইটার্স বিল্ডিংসএ স্থানান্তরিত

জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, ৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটের ক্লাইভ বিল্ডিংসএ অবস্থিত বাঙলা সরকারের প্রধান মূল্যনিয়ন্ত্রণকারীর অফিস গত ২৪শে এপ্রিল হইতে রাইটার্স বিল্ডিংসএর ৪নং ব্লকের দোতলায় উঠিয়া গিয়াছে। এই অফিসে যে সকল চিঠি-পত্র ও সংবাদাদি প্রেরণ করিতে হইবে, তাহা এখন হইতে রাইটার্স বিল্ডিংসএর ঠিকানায় পাঠানো বাঞ্ছনীয়। প্রধান মূল্য-নিয়ন্ত্রক—[illegible] বাঙলা সরকারের বাণিজ্য ও শ্রম বিভাগের যুগ্ম-সম্পাদক (জয়েণ্ট সেক্রেটারী)। তাঁহার টেলিফোন নম্বর—রাইটার্স বিল্ডিংস প্রাইভেট এক্সচেঞ্জ, কলিকাতা ৬৮৫০—এক্সটেনশন ১০৬, এবং [illegible] মিঃ এস, ডি, [illegible] কোন নম্বর [illegible] ৫১।

[illegible] অ্যাসিষ্টেণ্ট কণ্ট্রোলার এবং অফিসের কর্ম্মচারিবৃন্দ যে সকল ঘরে কাজ করেন, তাহা রাইটার্স বিল্ডিংসের সুরক্ষিত এলাকার অন্তর্ভুক্ত নহে। ব্লক নং [illegible] এবং ব্লক নং ৫ এর মধ্য দিয়া [illegible] [illegible] উপর যে [illegible] রহিয়াছে, তাহার ভিতর দিয়া জনসাধারণ অতি সহজেই এই ঘরগুলিতে যাইতে পারেন।

[১ম কলমের শেষ]

নিজ [illegible], [illegible] অথবা পল্লীতে অবস্থান করেন এবং [illegible] এই সঙ্কটকালে অন্তরের সহিত নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন, তাহা হইলে নিশ্চয় আমাদের কোন ভয়ের কারণ থাকিতে পারে না। আমিও তাহা হইলে আমার কঠিন দায়িত্বভার হইতে মুক্ত হইতে পারিব।

যুদ্ধ-পরিস্থিতি সম্পর্কে আসাম গভর্ণরের বাণী

দৈনন্দিন কার্য্য করিয়া যাইতে অনুরোধ

গত ১৫ই এপ্রিল শিলংএ জাতীয় যুদ্ধ প্রচেষ্টা [illegible] শিলং শাখার বার্ষিক সাধারণ সভায় আসামের গভর্ণর [illegible] নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন :—

আমরা সময়ে নিশ্চয় আসিয়া পড়িব এবং আমাদের পূর্ব্ব সীমান্ত বর্ত্তী [illegible] আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের সাধারণ জীবনযাত্রা [illegible] বন্ধ করিতে হইবে বলিয়া ভাবিবার কোন হেতু নাই এবং যুদ্ধ ও তাহার সম্ভাব্য [illegible] সকল [illegible] সব কিছু চিন্তার অবসরাদি দিনা [illegible] মনে সেই কথাই চিন্তা করিব, তাহারও কোন কারণ নাই। আমরা যুদ্ধ সম্মুখে নিযুক্ত করিব, কতকগুলি বিশেষ সম্ভাব্য পরিস্থিতিতে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য আমরা তাহার পরিকল্পনা করিব, কিন্তু সেই কার্য্য সম্পাদন করিবার সময় উপস্থিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা দৈনন্দিন জীবন যাপন করিয়া চলিব। ইহা হইতে অন্যরূপ কোন ধারণা করিলে শত্রুর কাজকেই সাহায্য করা হইবে এবং প্রকৃত-পক্ষে তাহারা যাহা চায়, তাহাই সম্পাদন করিতে হইবে।

"[illegible] আক্রমণ" ও "[illegible]" এই দুইটি কথা লোকের মনে এবং লোকের মুখে মুখে ফিরিতেছে। এই সকল অনিশ্চিত ঘটনা আমাদের নিকট হইতে বহুদূরে রহিয়াছে এবং তাহাদের ও আমাদের মধ্যে বৃটিশ, ভারতীয়, আমেরিকান ও চীনদেশীয় বহু যুদ্ধপ্রস্তুত সৈন্যদল, নাবিক ও বিমানবাহিনী রহিয়াছে এবং [illegible] হিসাবে আমাদের সর্ব্বতোভাবে তাহাদের সাহায্য করা প্রয়োজন।

আমাদের সমস্যার সর্ব্বোত্তম কার্য্য হইবে অলস [illegible] এবং [illegible] হইতে বিরত থাকিয়া শান্তিকালীন দৈনন্দিন কার্য্য করিয়া যাওয়া। সাধারণ [illegible] কার্য্যকেও আমি সেই দৈনন্দিন কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত করিতেছি। যেহেতু আমরা যুদ্ধে লিপ্ত আছি, তজ্জন্য দরিদ্র ও দুর্গতদিগের অভাব অভিযোগকে অবহেলা করা সম্পূর্ণ রূপে অদূরদর্শিতা, ক্ষতিকর এবং আমাদের নিজস্ব নীতি এবং বিপুল জনসংখ্যার নীতির পক্ষেও অপমানজনক।

কলিকাতায় খাদ্যদ্রব্যাদির সমস্যা

বাহিরে চালান দেওয়া নিষিদ্ধ

বাঙলা সরকারের প্রধান মূল্য-নিয়ন্ত্রকের বিনানুমতিতে খাদ্যদ্রব্য ও জীবনধারণের উপযোগী অন্যান্য দ্রব্য, যথা চাউল, আটা, গম, ময়দা, সরিষার তৈল, লবণ, দিয়াশলাই প্রভৃতি কলিকাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী কল-কারখানা অঞ্চল হইতে অপসারণ নিষিদ্ধ করিয়া বাঙলা সরকার এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

এই আদেশের উদ্দেশ্য স্বাভাবিক ব্যবসার ক্ষেত্রে অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ করা নয়, এবং যাহাতে কোনও সময়ে মজুত খাদ্য অন্যায়রূপে বিদেশে চালান না হইয়া যায় এবং বেসামরিক অধিবাসী বিশেষতঃ শ্রমজীবীদের জন্য প্রচুর খাদ্য পাওয়া যায়, তাহারই ব্যবস্থা করা।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্য্যকরী হইবে এবং আপাততঃ কলিকাতা ও উহার শহরতলী এবং ২৪-পরগণা জেলার [illegible] ও ব্যারাকপুর মহকুমা, হাওড়া জেলার সদর মহকুমা, হুগলী জেলার সদর ও শ্রীরামপুর মহকুমার [illegible] [illegible] ব্যবসায়ীদের সাহায্যে খাদ্যসম্ভার অপসারণ নিষিদ্ধ। কিন্তু একজন মানুষ নিজে যাহা বহন করিতে পারে, তাহার প্রতি এই নিষেধাজ্ঞা খাটিবে না।

আশা করা যায়, এই সব পণ্য দ্রব্যের পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীরা এই আদেশের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন ও মজুত খাদ্য দ্রব্যের স্বাভাবিক অবস্থা যথাসম্ভব বজায় রাখিবার জন্য সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করিবেন।

—জাপানীদের নকলনবিশী—

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে জাপানী সৈন্যদের পোষাক।

১৮৬৭ সালে জাপানী সৈন্যরা 'হ্যাট্' পরিতে শিখিয়াছে।

১৮৭২ সালে জাপানে প্রথম রেলপথের উদ্বোধন উৎসবে জাপ-সম্রাট মিকাডোর উপস্থিতির দৃশ্য।

ক্রমে ক্রমে জাপানীরা পাশ্চাত্য পোষাক অবলম্বন করে। কোট-প্যান্ট ও উঁচু হ্যাট লক্ষ্য করিবার বস্তু।

জাপান আজ প্রাচ্য ভূখণ্ডের মধ্যে উন্নতিশীল জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে বর্বরতার অন্ধকার হইতে জাপানীরা কেমন করিয়া সভ্যতার আলোকে উপনীত হইয়াছে, উপরোক্ত ছবিগুলি হইতে তাহারই কতকটা আভাষ পাওয়া যায়।

সমুদ্রে পতিত বৃটিশ বৈমানিকদিগকে অনেক সময়ে উদ্ধার করা যায়, তজ্জন্য [illegible] নৌবহর সঙ্গে এমন এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য থাকে—যাহা সমুদ্রের মধ্যে [illegible] এক প্রকার দাগ রাখিয়া যায়। এই ছবিতে দেখা যাইতেছে [illegible] বৈমানিক এই রাসায়নিক দ্রব্যের কার্যকারিতা পরীক্ষা করিতেছে।

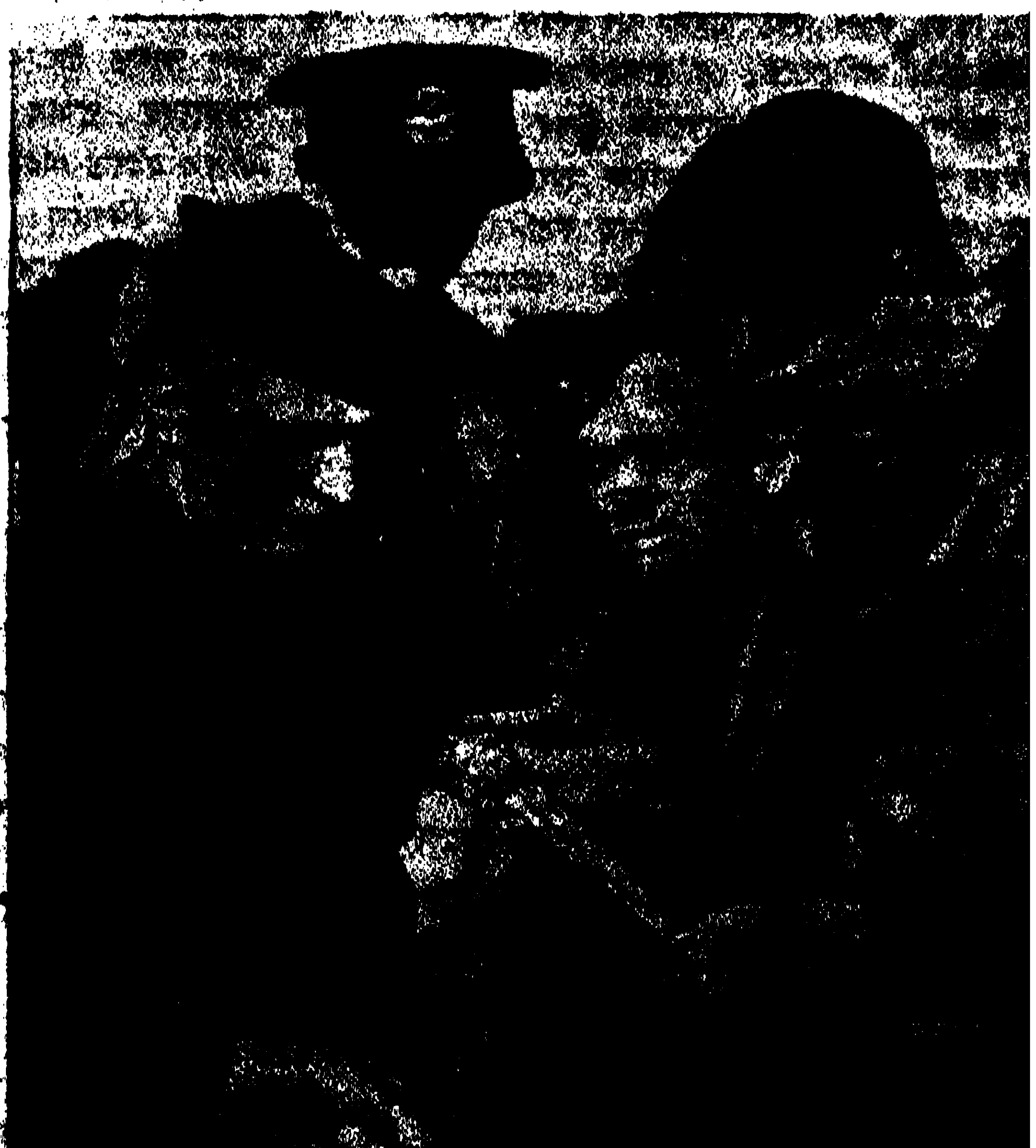

বৃটিশ বিমান বহরের যে বিরাট এক অংশ [illegible] যুদ্ধ করিতেছে, তাহার [illegible] বৈমানিকদের [illegible] হইতেছে।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ABU HENA.

Regd. No. [illegible]

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ২৬শ সংখ্যা] কলিকাতা, ১১ই মে, ১৯৪২ [এক আনা

১৯৪২ সালের মধ্যেই জার্ম্মাণীকে পরাজিত করিতে হইবে

"মে-দিবস" উপলক্ষে মঃ ষ্ট্যালিনের বাণী

গত ১লা মে তারিখে "মে-দিবসের" অনুষ্ঠান উপলক্ষে সোভিয়েট রুশিয়ার রাষ্ট্র-নায়ক মঃ ষ্ট্যালিন তাঁহার দেশবাসীর উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতায় বলেন,—"যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যাইতেছে যে, যুদ্ধকালে জার্ম্মাণীতে এবং তাহার সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ও আমাদের নিজেদের লাল পল্টনের অবস্থারও অনেক কিছু গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সর্ব্বাগ্রে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, দশ মাস পূর্ব্বে ফ্যাসিষ্ট জার্ম্মাণী ও তাহার সৈন্যবাহিনী যেরূপ শক্তিশালী ছিল, বর্ত্তমানে তাহাপেক্ষা সুনিশ্চিতভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। এই যুদ্ধের ফলে জার্ম্মাণ জনসাধারণের মন হইতে একটা বিরাট মোহঘোর কাটিয়া গিয়াছে। এই যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোক বুভুক্ষায় এবং দারিদ্র্যে নিপীড়িত হইতেছে। জার্ম্মাণীর পরাজয় সম্বন্ধে জার্ম্মাণীর জনসাধারণ ক্রমেই অধিকতর সচেতন হইয়া উঠিতেছে। কারণ জার্ম্মাণীর জনগণের মধ্যে ক্রমেই এইরূপ মনোভাব সুস্পষ্টভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে যে, বর্ত্তমানে তাহারা যে অবস্থায় আপতিত হইয়াছে, ইহা হইতে পরিত্রাণ লাভের একমাত্র পন্থা হইতেছে—জার্ম্মাণীকে হিটলার ও গোয়েরিংয়ের কবল হইতে মুক্ত করা।" মঃ ষ্ট্যালিন অতঃপর বলেন,—"পক্ষান্তরে আমাদের দেশ যুদ্ধের পূর্ব্বে যেরূপ শক্তিশালী ছিল, তদপেক্ষা বর্ত্তমানে অভ্রান্তভাবে অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের শুধুমাত্র মিত্রগণই নহে, শত্রুগণ পর্য্যন্ত ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, আমাদের দেশবাসী বর্ত্তমানে গভর্ণমেন্টের পক্ষে যেরূপ ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে, ইতিপূর্ব্বে আর কখনও এরূপ হয় নাই। আমাদের দেশ একটি বিরাট রণক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে এবং সোভিয়েট জনসাধারণ যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রমেই অধিক সংখ্যক রাইফেল, মেশিনগান, বোমারু বিমান, বন্দুক, বিমানপোত, খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য সমরসম্ভার প্রেরণ করিতেছে।"

মঃ ষ্ট্যালিন তাঁহার বাণীতে আরও বলেন—"কমরেডগণ, লাল পল্টন, লাল-নৌবাহিনী, মন্ত্রিগণ, রাজনৈতিক কর্ম্মিগণ, গরিলা যোদ্ধাগণ, শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবিগণ এবং শত্রু কর্ত্তৃক সাময়িকভাবে অধিকৃত সোভিয়েট ইউনিয়নের বিভিন্ন অংশের ভ্রাতা ভগ্নিগণ, সোভিয়েট গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি। জার্ম্মাণীর [illegible] যুদ্ধের অবস্থায় ইহাই প্রথম "মে-দিবস"। আমাদের দেশের সর্ব্বত্র ইহার প্রভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে এবং এই বৎসর মে-দিবসেও ইহার প্রভাব দেখা যাইতেছে। আমাদের দেশের শ্রমিকগণ এবং যুদ্ধের প্রয়োজনে [illegible] শ্রমিক কার্য্য করিতেছেন, আপনারা আমাদের [illegible] এবং রণক্ষেত্রে যুদ্ধরত সৈনিকদিগকে অস্ত্র সম্ভার যোগাইবার উদ্দেশ্যে [illegible] কার্য্য করিবার জন্য ছুটি [illegible] আহ্বান হইয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদিগকে যথাযথ [illegible] সাহায্য করিবার এবং তাহাদিগকে বহু অধিক সমরসম্ভার, মেশিনগান, ট্যাঙ্ক, বিমানপোত ও গোলা, বারুদ এবং [illegible] সরবরাহ করিবার জন্য আমাদের দেশের শ্রমিকগণ [illegible] [illegible] স্বেচ্ছায় বিনাব্যয়ে কাজ করিয়া যাইতেছেন।"

জার্ম্মাণদের প্রকৃত স্বরূপ

মঃ ষ্ট্যালিন আরো বলেন—"যেদিন জার্ম্মাণ ফ্যাসিষ্ট আক্রমণকারিগণ বিশ্বাসঘাতকতা সহকারে আমাদের দেশ আক্রমণ করে, সহর ও পল্লী অঞ্চলে লুটতরাজ ও ধ্বংসসাধন করে এবং এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, শ্বেত রাশিয়া হইতে ইউক্রেণ এবং মলডাভিয়ার বে-সামরিক অধিবাসীদিগকে নিহত ও আহত করে, তাহার পর হইতে দশ মাসেরও অধিককাল অতিবাহিত হইয়াছে। ফ্যাসিষ্ট-দলের বিরুদ্ধে আমাদের দেশবাসিগণ পিতৃভূমির যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছে এবং তাহাদের মর্য্যাদা ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম চালাইতেছে। তাহার পর হইতে দশ মাসকাল অতিবাহিত হইয়াছে। এই দশ মাস কালের মধ্যে জার্ম্মাণ ফ্যাসিষ্টদিগকে আমরা ভালভাবেই বুঝিয়া লইয়াছি এবং তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা উপলব্ধি করিয়াছি ও তাহাদের ঘোষণাবলীর ভিত্তিতে নহে, পরন্তু যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ও সুপরিচিত ঘটনাবলীর ভিত্তিতে আমরা তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইয়াছি। আমাদের এই শত্রুগণ কাহারা?, তাহারা কিরূপ প্রকৃতির লোক? আমাদিগকে বলা হইয়া থাকে যে, জার্ম্মাণ ফ্যাসিষ্টগণ জাতীয়বাদী এবং অপর কোন দেশ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে জার্ম্মাণীর ঐক্য ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংগ্রাম করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। বস্তুতঃপক্ষে ইহা মিথ্যা। কেবলমাত্র প্রবঞ্চকেরাই ইহা স্বীকার করিতে পারে যে, নরওয়ে, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, গ্রীস, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং স্বাধীনতাপ্রিয় অন্যান্য দেশগুলি জার্ম্মাণীর ঐক্য ও স্বাধীনতা ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে জার্ম্মাণ ফ্যাসিষ্টগণ জাতীয়তাবাদী নহে, তাহারা আক্রমণকারী এবং অন্যের দেশ অধিকার করিয়া জার্ম্মাণীর ব্যাঙ্কার ও ধনতান্ত্রিকদিগকে সমৃদ্ধ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য।

"জার্ম্মাণ ফ্যাসিষ্টদিগের দলপতি গোয়েরিং একজন বিশিষ্ট ব্যাঙ্কার ও ধনতান্ত্রিক; বহু কলকারখানায় তাহার অংশ আছে। হিটলার, গোয়েবেলস্, রিবেনট্রপ, হিমলার ও বর্ত্তমান জার্ম্মাণীর অপরাপর প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কারদিগের মধ্যে অতিমাত্রায় লোভী, ইহারা অন্যান্য স্বার্থের পরিবর্ত্তে নিজেদের স্বার্থ সেই বড় করিয়া দেখিয়া থাকেন। জার্ম্মাণীর সৈন্যদল এই সব ভদ্রলোকদিগের করায়ত্ত। ইহারা তাহাদিগকে তাহাদের নিজেদের ও অন্যান্য লোকের রক্তপাত করিতে এবং জার্ম্মাণীর স্বার্থের পরিবর্ত্তে জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কার ও ধনতান্ত্রিকদিগকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য নিজদিগকে এবং অপরাপরকে পঙ্গু ও নিঃস্বার্থ করিতে আহ্বান করিয়াছে।"

সোভিয়েট বাহিনীর সংগ্রাম

অতঃপর মঃ ষ্ট্যালিন বলেন—"সোভিয়েট ইউনিয়ন এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ও সুসংগঠিত হইয়াছে। সোভিয়েট দেশকে হিটলারের কবল হইতে মুক্ত করার জন্য প্রবল [illegible] মধ্যেও লালফৌজ অধিকার সংগ্রাম চালাইয়াছে। সোভিয়েট [illegible] বিরাট সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। আক্রমণকারীদিগের নিকট হইতে লইয়া লালফৌজ কয়েকস্থানে জার্ম্মাণ ফ্যাসিষ্ট সৈন্যদের ভয়ানকভাবে পরাজিত করিয়াছে এবং সোভিয়েট ভূমির এক বড় অংশ হইতে তাহাদিগকে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। ফ্যাসিষ্ট সৈন্যগণ শীত কালে বিদ্রোহ প্রচার করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের এই আশা ব্যর্থ হইয়াছে।

"লালফৌজ তাহাদের অগ্রগতির পথে শত্রুপক্ষের বহু সৈন্য ও সমর-সম্ভার ধ্বংস করিয়াছে। বসন্তকালীন অভিযানের জন্য মূল জার্ম্মাণ ঘাঁটিতে যে সকল রিজার্ভ সৈন্য রাখা হইয়াছিল, লালফৌজের সাফল্য হিটলারকে তাহাদিগকে তাঁহার অভিপ্রেত সময়ের পূর্ব্বেই রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ফ্যাসিষ্ট আক্রমণকারীগণ অসামরিক অধিবাসীদের উপর এবং যুদ্ধ-বন্দীদের উপর যে অত্যাচার করিয়াছে, উহাতে আমাদের জনগণ জাগ্রত হইয়াছে। রাশিয়ার জনগণ আজ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর কঠোর ও ক্ষমাবিমুখ হইয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, বর্ত্তমানে আমাদের মূল ঘাঁটি ও রণক্ষেত্র একত্রে কার্য্য করিতেছে এবং শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভের পথে সর্ব্বপ্রকারের বাধা অপসারণের জন্য পরস্পরের সহযোগিতা করিতেছে। দুই বৎসরেরও অধিক কাল হইল জার্ম্মাণ ফ্যাসিষ্ট আক্রমণকারিগণ ইউরোপে সমরানল প্রজ্বলিত করিয়াছে এবং ফ্রান্স, নরওয়ে, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, যুগোস্লাভিয়া ও গ্রীসের স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণকে পদদলিত করিয়া জার্ম্মাণ ব্যাঙ্কারদের উদর পূর্ত্তির জন্য তাহাদের রক্ত শোষণ করিতেছে।"

ইউরোপীয় সংস্কৃতির শত্রু জার্ম্মাণী

"যে জার্ম্মাণ ফ্যাসিষ্ট দল আজ সমগ্র ইউরোপে বধ্যমঞ্চ স্থাপন করিয়াছে, যাহারা ইউরোপীয় জাতিসমূহের সংস্কৃতি ধ্বংস করিয়া এবং নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে অগ্নি সংযোগ করিয়া বেসামরিক অধিবাসিগণকে পর্য্যুদস্ত করিতেছে, সেই জার্ম্মাণ ফ্যাসিষ্টদিগকে ইউরোপীয় সভ্যতার রক্ষক বলিয়া কেবলমাত্র মিথ্যাবাদীরাই বর্ণনা করিতে পারে। বস্তুতঃ জার্ম্মাণ জাতি আজ সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করিতেছে এবং জার্ম্মাণ বাঁকার ও ব্যারণদের দাসত্বকারী কৃষিব পোষণে ইউরোপীয় সংস্কৃতি ধ্বংস করিতেছে।"

[১০ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম ও পারস্যোপসাগর তীরবর্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে সুযোগমত জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেন্টস্,
বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (বিলাতে সমিতিবদ্ধ)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১১ই মে—১৯৪২

বর্ত্তমান সঙ্কট ও দেশবাসীর খাদ্য-সমস্যা

সম্প্রতি সংবাদপত্রে এক খবর বাহির হইয়াছে যে, বাঙলা গভর্ণমেণ্ট প্রদেশের ডাল, চাল প্রভৃতি উদ্বৃত্ত খাদ্যসম্ভার পঁচিশ কোটি টাকার আনুমানিক মূল্যে ক্রয় করিয়া রাখিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আর ইহা মজুত রাখিয়া প্রয়োজনবোধে অগ্নিভুল ও অভাবগ্রস্ত জেলাগুলির মধ্যে বিতরণ করা হইবে।

এই সংবাদ ভিত্তিহীন। সম্ভবতঃ গভর্ণমেণ্ট কলিকাতা ও সমগ্র প্রদেশে খাদ্য সরবরাহ করিবার মানসে যে ওয়াকিবহাল পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, ইহা তাহারই এক অতিরঞ্জিত বিবরণ।

অনুসন্ধানে জানা যায়, প্রদেশের কতকগুলি জেলায় ধান ও চাউলের যথার্থই প্রাচুর্য্য রহিয়াছে। এই অতিরিক্ত ফসল অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অঞ্চলে নিয়া রাখিতে সরকার সাধারে করিয়াছেন। এতদনুসারে এই উদ্বৃত্ত ফসল গভর্ণমেণ্টের খরচে কিনিয়া রাখিবার জন্য একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই মজুত খাদ্য-শস্য দরকার উপস্থিত হইলে পরে বিক্রয় করা হইবে।

সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে যাহাতে ১২ মাসের প্রয়োজনানুযায়ী খাদ্য ও পরবর্ত্তী ফসলের জন্য যথেষ্ট বীজ অবশিষ্ট থাকে, তাহার প্রতি সর্ব্বতোভাবে নজর রাখা হইতেছে। বস্তুতঃ অপসারণের জন্য মোট উদ্বৃত্ত ফসল খবরের কাগজে প্রকাশিত পরিমাণের মত বিরাট কিছুই নহে, আর প্রয়োজনীয় খরচও দেড় কোটি টাকার বেশী হইবে না।

আরও কতকগুলি অত্যাবশ্যক খাদ্যসম্ভার মজুত রাখিবার জন্য সরকার মনস্থ করিয়াছেন। জরুরী অবস্থায় কাজে লাগাইবার জন্য এইগুলি এখন কলিকাতায় আমদানী করা হইতেছে। সুবিধাজনক স্থানের কতকগুলি গুদামে এই মজুত মাল সঞ্চিত রাখা হইবে।

জনসাধারণের মনে এই সব কারণে কোনও ভীতি বা সংশয় উৎপত্তির কোনই হেতু নাই; ইহা কেবল মাত্র সতর্কতামূলক ব্যবস্থা। মাল চলাচলের স্বাভাবিক প্রণালী নষ্ট হইলে যে সঙ্কট অবস্থার সৃষ্টি হইবে, তাহা সমাধানের জন্য এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

পশ্চিম-বঙ্গে সেচ-ব্যবস্থা

আরও খাদ্য-শস্য উৎপাদনের আন্দোলন সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পশ্চিম-বঙ্গে জল সেচের জন্য পুষ্করিণী পুনঃখনন কার্য্য তৎপরতার সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে। ১৯৪০-৪১ সনে দুর্ভিক্ষের সাহায্য স্বরূপে বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও মালদহে কতকগুলি পুষ্করিণী ১৯৩৯ সনের বঙ্গীয় পুষ্করিণী উৎকর্ষ আইন অনুসারে খনন করা হইয়াছিল এবং তাহার ফল খুবই আশাপ্রদ হইয়াছে।

চলতি বৎসরে গভর্ণমেণ্ট এই খনন কার্য্য চালাইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং সেই জন্য ১ এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। এই টাকা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন জেলায় বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই সমুদয় পুষ্করিণী পুনরায় খনন করিলে জনসাধারণের যে সুবিধা হইবে, তাহাতে আবহাওয়ার উপর নির্ভর না করিয়া শুধু ধানের ফসলই উৎপন্ন করা যাইবে না; চাষীরা ঐ সমুদয় অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের বৈশাখিক ফসল, যথা, গম, ইক্ষু, আলু, কলাই ইত্যাদিও জন্মাইতে পারিবে। জলাশয় হইতে পরিত্যক্ত মাটি তুলিয়া জলাশয়ের তীরগুলিতে দিলে ঐগুলি বেশ উর্ব্বর হয় এবং উহাতে নানা প্রকারের শাক সব্জী উৎপাদন করা যায়; অধিকন্তু পুষ্করিণী পুনঃখনন করার ফলে উহাতে প্রচুর মৎস্যের চাষ করা যায়।

জমিদার ও প্রজাগণের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত এই সমুদয় পরিকল্পনা সফল ও সম্পন্ন শীঘ্র হইতে পারে না। গভর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, এই কার্য্যের উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া জমিদার ও প্রজাগণ এই নীতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবেন। বিশেষতঃ যখন যানবাহন চলাচলের অসুবিধা ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তখন খাদ্য শস্য সম্বন্ধে প্রত্যেক এলাকার আত্মনির্ভরশীল হওয়া প্রয়োজন।

জাপানীদের শোষণ-নীতি

গত ১৭ই এপ্রিল তারিখে জাপানী বেতারে বলা হয়—"হংকংএর অধিবাসীদের জন্য জাপানী জাহাজ-সমূহ থাইল্যাণ্ড হইতে শত শত বস্তা চাউল লইয়া আসিয়াছে, কয়লা, চীনাবাদামের তৈল ও অন্যান্য দৈনন্দিন জীবন-ধারণের উপযোগী দ্রব্যাদিও যথেষ্ট পরিমাণে আমদানী করা হইয়াছে।" এই বেতারবার্ত্তায় "হংকংএর অধিবাসী" বলিতে যে শুধু জাপানীদেরই বুঝান হইয়াছে, রয়টারের সংবাদে তাহা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। রয়টারের উক্ত সংবাদে বলা হইয়াছে—"জাপানী সেনা বিভাগ কর্ত্তৃক বহুল পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য হস্তগত করার ফলে হংকংএর অধিবাসীদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক অন্নাভাবের সম্মুখীন হইয়াছে।"

অধিকৃত দেশসমূহে জাপানীরা ইতিমধ্যেই কিরূপ শোষণ-লীলা আরম্ভ করিয়াছে, এই সংবাদ হইতে তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

মাল্টাবাসীদের অতুলনীয় মনোবল

তীব্র বিমান-আক্রমণ সত্ত্বেও চরম বিজয় সম্বন্ধে দৃঢ় আস্থা

বসন্ত সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে মাল্টাদ্বীপের উপর জার্ম্মাণ বিমানবাহিনীর আক্রমণ তীব্রতর হইয়া দেখা দিয়াছে। এরূপ তীব্র বিমান-আক্রমণ সত্ত্বেও মাল্টার অধিবাসিগণ দৃঢ়ভাবে এই অভিমতই ব্যক্ত করিতেছে যে, বিধাতার অনুগ্রহে চরম বিজয় পর্য্যন্ত এই দ্বীপটি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবেই।

প্রায় ৩০০ শত্রু-বিমান এই দ্বীপটির উপর নিজেদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছে। দ্বীপের প্রধান বন্দর ও শহর ভ্যালেটার উপর একদিনের আক্রমণেই ৩৫০ খানা বিমান যোগদান করিয়াছিল। মাল্টার অধিবাসীরা এই ধ্বংসকর আক্রমণের পরও একটুও হতাশ হয় নাই, বরং সাহসের সঙ্গে ঘোষণা করিয়াছে—"তাহারা আমাদের গৃহগুলি ভূমিসাৎ করুক—আবার এগুলি নির্ম্মিত হইবে। চরম বিজয় লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবেশন করিব এবং বিমান-আক্রমণের আশ্রয়কেন্দ্রগুলিতে শয়ন করিব।"

যে ভ্যালেটা শহর একদিন সুদৃশ্য দালান-এমারতে শোভিত ছিল, আজ তাহা প্রকৃতই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি জনগণের মনোবল একটুও দমিত হয় নাই।

মাল্টাবাসীদের এহেন মনোবল দেখিয়াই মহামান্য সম্রাট মাল্টা দুর্গের প্রতি "জর্জ ক্রস" উপহার দিয়াছেন। এই উপলক্ষে সম্রাট তাঁহার বাণীতে বলিয়াছেন:—"মাল্টার অধিবাসীদের অতুলনীয় বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে এই দ্বীপ-দুর্গের প্রতি আমি 'জর্জ ক্রস' উপহার দিতেছি। ইতিহাসে এই বীরত্ব ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা বহুকাল প্রসিদ্ধ হইয়া থাকিবে।"

কলিকাতা কর্পোরেশন

মেয়র ও ডেপুটী-মেয়র নির্ব্বাচন

গত ২৯শে এপ্রিল বুধবার অপরাহ্ণে কলিকাতা কর্পোরেশনের ১৯৪২-৪৩ সালের প্রথম অধিবেশনে অল্ডারম্যান মিঃ এ, কে, নজর, এম-এল-এ ১৯৪২-৪৩ সালের নিমিত্ত কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। অল্ডারম্যান হাজী আদম ওসমান কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র নির্ব্বাচিত হন। বিদায়ী মেয়র মিঃ এ, কে, ফজলুল হক সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভায় মেয়র নির্ব্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয়। মিঃ নজর কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের মনোনীত প্রার্থী ছিলেন। হিন্দু মহাসভা দলের নেতা মিঃ এন, সি, চ্যাটার্জি কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের নির্ব্বাচিত প্রার্থীরূপে মিঃ নজরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মেয়র পদের জন্য মিঃ মোহনলাল সাক্সেনার নামও প্রস্তাব করা হয়।

মিঃ নজর ৪৪ ভোট পাইয়া মেয়র নির্ব্বাচিত হন। মিঃ চ্যাটার্জি ও মিঃ নজর যথাক্রমে ৩৬ ও ২ ভোট পান।

মুসলিম লীগের প্রার্থী অল্ডারম্যান মিঃ হাজী আদম ওসমান ৪২ ভোট পাইয়া কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র নির্ব্বাচিত হন। স্বতন্ত্র মুসলিম মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের মনোনীত প্রার্থী মিঃ শামসুল হক হাজী আদম ওসমানের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনি ৩৬ ভোট পাইয়াছেন।

১৯২৩ সালে নূতন মিউনিসিপ্যাল আইন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পরে এইবার সর্ব্বপ্রথম তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের একজন সদস্য ভারতের বৃহত্তম কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

১৯২৩ সাল হইতেই মিঃ নজর কাউন্সিলার ও অল্ডারম্যানরূপে কর্পোরেশনের সেবা করিতেছেন। তিনি এক বৎসরের জন্য কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়রও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। হাজী আদম ওসমান কলিকাতার অন্যতম খ্যাতনামা ব্যবসায়ী।

সুদবিহীন যুদ্ধ-বণ্ড

মার্চ্চ মাসে বিক্রয়ের হিসাব

বিগত মার্চ্চ মাসে বঙ্গদেশে ৩ বৎসরের মেয়াদী সুদ-বিহীন ডিফেন্স বণ্ড বিক্রয় দ্বারা বিভিন্ন জেলায় নিম্নোক্ত পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে:—

	মার্চ্চ মাসে।	১৯৪০ সনের ১০ই জুন হইতে ১৯৪২ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত মোট।
	টাকা।	টাকা।
কলিকাতা ..	১,৪৫১	৩১,৭৬,২০৯৷০
বাখরগঞ্জ ..	..	..
বাঁকুড়া ..	..	..
বীরভূম ..	..	..
বগুড়া ..	..	..
বর্দ্ধমান ..	..	২,৬৮২
চট্টগ্রাম ..	..	২,০০০
ঢাকা ..	..	৫৪,৮০০
দার্জিলিং ..	..	*২৩,৬৩৮
দিনাজপুর ..	..	..
ফরিদপুর ..	..	..
হুগলী ..	..	..
হাওড়া ..	..	২,৫৫১
জলপাইগুড়ি ..	..	৬,৬০০
যশোহর ..	..	..
খুলনা ..	..	..
মালদহ ..	..	..
মেদিনীপুর ..	..	..
মুর্শিদাবাদ ..	..	..
ময়মনসিংহ ..	..	..
নদীয়া ..	..	৪,০০০
নোয়াখালী ..	..	..
পাবনা ..	..	..
রাজশাহী ..	..	..
রংপুর ..	..	..
ত্রিপুরা ..	..	৩০০
২৪-পরগণা ..	..	৩৫০
মোট ..	১,৪৫১	৩২,৭৪,২৮০৷০

বর্ত্তমান সঙ্কটে শ্রমিক-সমাজের কর্ত্তব্য

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের বাণী

কলিকাতায় বিভিন্ন চেম্বার-অব-কমার্সের নিকট বাঙলার মহামান্য গভর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন এক লিখিত বিবৃতিতে আশা প্রকাশ করেন যে, নিয়োগকর্তা ও তত্ত্বাবধায়কগণ শ্রমিকদের মধ্যে সাহস ও সত্তার সঞ্চারিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। *

গভর্ণর বাহাদুর বলেন: "আমি জানিতে পারিলাম যে, কলিকাতা ও অন্যান্য কলকারখানা অঞ্চলে সকলেই বিশ্বাস করে যে, বিমানাক্রমণ হইলে শ্রমিকেরা ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিবে। যদিও গভর্ণমেণ্ট লোক অপসারণের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তবুও মনে রাখিতে হইবে যে, এই ব্যবস্থাসমূহ সম্পূর্ণরূপে সাবধানতামূলক।

"আমি সম্পূর্ণ পরিষ্কাররূপে বলিতে চাই যে, বিমানাক্রমণ হইলে আমি স্বয়ং কলিকাতা পরিত্যাগ করিব না এবং আমি মোটেই সন্দেহ করি না যে, শ্রমিকদের নিয়োগ-কর্তা ও তত্ত্বাবধায়কগণেরও শহর পরিত্যাগের কোনই ইচ্ছা নাই। আমার ঐকান্তিক আশা এই যে, তাঁহারা শ্রমিকদের মধ্যে সাহস ও স্থিরতা সঞ্চারিত করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিবেন। তাহাদিগকে এই কথা জানাইয়া দিতে হইবে যে, নিজেদের কর্মস্থানে অটল থাকিয়া তাহারা যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকেই সাহায্য করিবে।"

গভর্ণর বাহাদুর আরও বলেন: "এই ব্যাপারে অনেক ব্যবসায় কেন্দ্র ইতঃপূর্ব্বেই যথেষ্ট কিছু করিয়াছেন। যথেষ্ট বিমানাক্রমণ-আশ্রয়স্থানের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এমন অনেক দোকানের আয়োজন করা হইয়াছে, যেখানে চাকুরীজীবীরা যুক্তিসঙ্গত দামে দরকারী জিনিষপত্র কিনিতে পারে। আমি আরও অনুরোধ করিতেছি যে, শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য আরও কি করা যাইতে পারে, তাহা আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। কারণ মনোবল

(পরবর্ত্তী কলমে দেখুন)

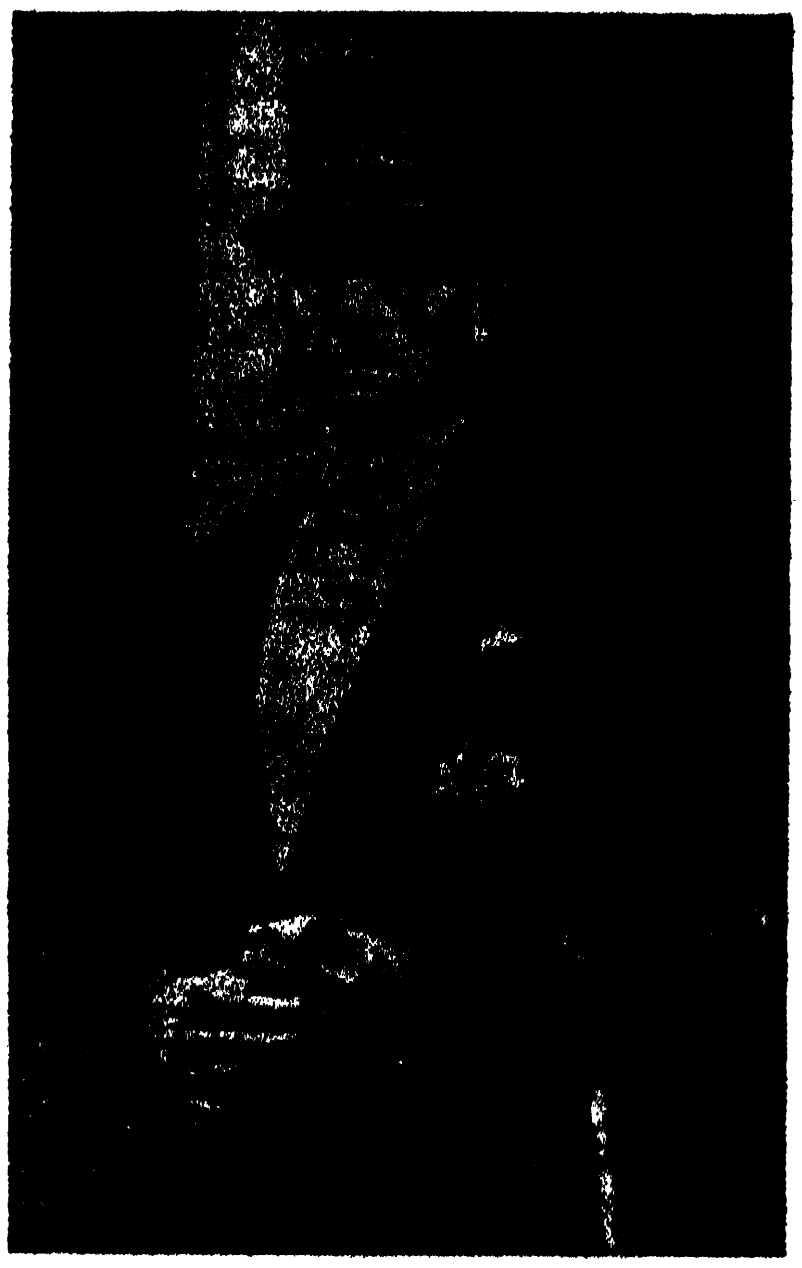

(মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর)

শক্ত করিতে হইলে পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতা অতীব মূল্যবান।

"আমি নিজে বিশ্বাস করি যে, বিমানাক্রমণে শ্রমিকদের সমষ্টিগতভাবে শহর পরিত্যাগ করিবার কোনই কারণ নাই। এই ব্যাপারে যে কোনও আতঙ্ক বিশেষ পরিমাণে কমানো যায়, যদি সমস্ত নিয়োগকর্তা তাহাদের শ্রমিকদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতঃ তাহাদের আশ্বাস প্রদান করেন।"

চারণের আবাহন

[শ্রীনীলরঞ্জন দাশ, বি-এ]

সিন্ধুর বুকক্ষেত্রে সমরে বাজিছে শত্রুভেরী,
স্বদেশজননী-আহ্বান শুনি কেহ না করিছে দেরী।
পাঞ্চজন্য বাজায়ে পার্থ-সারথি সবারে ডাকে—
মা'র তরে প্রাণ কে করিবে দান, ছুটে এস সাথে সাথে।
উড়া'রে নিশান বাজা'রে বিষাণ উন্মুক্ত করি' শির,
গাহি' জয়গান কর অভিযান, মৃত্যুবিজয়ী বীর।

বাঙলার মাঠে রণডঙ্কাতে আরতি জাগিছে তুমি';
জাগি' জনগণ, বনজঙ্গল সকলি কাঁপিছে ভূমি'।
উঠ্যা তেজস্বি উঠ সবে জাগি' বাঙলার যুবজন,
ভৈরব রবে ছুটে সে আসবে কাঁপায়ে পৃথ্বীতল।
উড়া'রে নিশান বাজা'রে বিষাণ উন্মুক্ত করি' শির,
গাহি' জয়গান কর অভিযান, মৃত্যুবিজয়ী বীর।

বিজয়সিংহ যাহা সমুদ্র-পবনে-কর্ণধার-
বল্লাল সেন প্রতাপাদিত্য ঈশা খাঁ। মোহনলাল,
একদা যাঁদের শৌর্য্য-আগুন জাগিয়ে অরির প্রাণ;
মুছা'ব দেশের শত কলঙ্ক শীতারাম অপমান।
উড়া'রে নিশান বাজা'রে বিষাণ উন্মুক্ত করি' শির,
গাহি' জয়গান কর অভিযান, মৃত্যুবিজয়ী বীর।

তোমরা কি সব তাঁদের সন্তান, তাঁদেরি বংশধর?
এখনো নিদ্রা র'বে কি সব অলসে পরস্পর?
ভুলিয়া সবাই র'য়েছ কি আর পুণ্যস্মৃতি জননীর?
মুছা'বে না তাঁ'র বেদনার ভার মুছা'বে অশ্রুনীর?
উড়া'রে নিশান বাজা'রে বিষাণ উন্মুক্ত করি' শির,
গাহি' জয়গান কর অভিযান, মৃত্যুবিজয়ী বীর।

অতএব লইয়া দীক্ষা সমরে শত্রু নাশি'
ফুটা'বে না মা'র অধরে আবার বিজয়গর্ব-হাসি?
বীর সন্তান বীরের ধর্ম ভুলিবে কি রবে বসে?
পাতিবে না পুনঃ আসন মা'য়ের সিন্ধুর মর্য্যাদে?
উড়া'রে নিশান বাজা'রে বিষাণ উন্মুক্ত করি' শির,
গাহি' জয়গান কর অভিযান, মৃত্যুবিজয়ী বীর।

জাগিবে জীবনে আসিয়াছে শুভ সুবর্ণদিবস,
দেখিব এবার বাঙালী তোমার বাহুবলবিক্রম।
অগ্রেতে বীরপুঙ্গবের স্থান বুঝি পেয়েছ তাও,
ভুলিবে না মা'র ঋণ তাঁ'দের আহ্বানে সাড়া দাও।
উড়া'রে নিশান বাজা'রে বিষাণ উন্মুক্ত করি' শির,
গাহি' জয়গান কর অভিযান, মৃত্যুবিজয়ী বীর।

বৃটিশ বিমান-বহরের সাফল্য

দিবালোকে জার্ম্মাণীতে আক্রমণ পরিচালনা

সম্প্রতি জার্ম্মাণীর অধিকৃত অগ্সবার্গ নামক স্থানে মিত্রপক্ষের যে বিরাট বিমান আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, বাস্তবিকই তাহা অতুলনীয়। এই সম্পর্কে জার্ম্মাণ সংবাদপত্রসমূহকে পর্য্যন্ত বাধ্য হইয়া বলিতে হইয়াছে যে, প্রকাশ্য দিবালোকে সুদূর পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া মিত্রপক্ষের বিমানসমূহ যেরূপভাবে এই আক্রমণ পরিচালনা করিয়াছিল, তাহাকে প্রকৃতই বিস্ময়কর বলিতে হয়।

১৭ই এপ্রিল শুক্রবার দিন অপরাহ্নে ১২টি এভ্রো-ল্যাঙ্কেষ্টার বিমান বৃটেন হইতে যাত্রা করে এবং এই আক্রমণ পরিচালনা করিতে যাইয়া তাহাদিগকে যাতায়াতে মোট প্রায় ১,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হয়। এই সব বিমানকে শত্রু-অধিকৃত ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর উপর দিয়া সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হইলেও, কেবলমাত্র প্যারিসের দক্ষিণে সামান্য ১৫ মিনিটের জন্য শত্রু-বিমান বাধা দিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিল, আর কোথাও কোন বাধা পাওয়া যায় নাই। অধিকাংশ বিমানই অক্ষতভাবে আক্রমণের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছিল। বোমাবর্ষণ সমাপ্ত হওয়ার পর তিনটি বিমানকে গুলী করিয়া ভূপাতিত করা হয়। ৫টি বিমান সাফল্যজনকভাবে আক্রমণ পরিচালনা করিয়া মধ্য-রাত্রির পূর্ব্বেই বৃটেনে ফিরিয়া আসে।

জার্ম্মাণ সাবমেরিনসমূহে যে ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয়, তাহা যে কারখানায় নির্ম্মিত হয় এই আক্রমণ উক্ত কারখানার বিরুদ্ধেই পরিচালিত হইয়াছিল। কাজেই বলা চলে—এই আক্রমণের ফলে পরোক্ষভাবে জার্ম্মাণ সাবমেরিণ বহরের বিরাট ক্ষতি সাধিত হইয়াছে।

জন-নিরাপত্তা বন্দীদের মুক্তি-সমস্যা

বিশেষভাবে ট্রাইবুন্যাল সংগঠন

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের গত অধিবেশনে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলেন, তদনুসারে বাঙলা গভর্ণমেণ্ট—রাজনৈতিক জন-নিরাপত্তা বন্দীদিগের কথা বিবেচনা করিবার নিমিত্ত মিঃ জাষ্টিস্ প্যাংক্রিজ, কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত জজ স্যার শরৎ কুমার ঘোষ এবং অবসর প্রাপ্ত জেলা ও সেসন জজ মিঃ এস, এম, মসীহকে লইয়া একটি ট্রাইবুনাল সংগঠন করিয়াছেন। কি কারণে তাঁহাদের আর অনির্দ্দিষ্টকাল বন্দী করিয়া রাখা কর্ত্তব্য নহে, তাহার কারণ দাখিল করিবার নিমিত্ত এই সকল বন্দীর নামে নোটিশ জারি করা হইয়াছে।

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ট্রাইবুনালের কয়েকজন সদস্যের সহিত সংবাদ আদান-প্রদান করা সম্পর্কে অনিবার্য্যভাবে বিলম্ব হওয়ায় আরও পূর্ব্বে এই ঘোষণা করা সম্ভবপর হয় নাই।

চরম বিজয় সম্বন্ধে চীনের আত্ম-বিশ্বাস

সমর-মন্ত্রী জেনারেল হো ইঙ্গ্ চীনের মন্তব্য

চীনের কেন্দ্রীয় পুলিশ একাডেমীতে রাষ্ট্র-নায়ক জেনারেল চিয়াংকাইশেকের প্রতিমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করিতে গিয়া চীনের সমর-মন্ত্রী জেনারেল হো ইঙ্গ্ চীন কয়েক দিন পূর্ব্বে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বর্ত্তমান সমরে চরম বিজয় সম্বন্ধে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন:—"শীঘ্রই এমন দিন আসিতেছে যখন সম্মিলিত জাতিসমূহ অনেক বেশী পরিমাণে যুদ্ধ-জাহাজ, কামান ও ট্যাঙ্ক আমদানী করিতে সক্ষম হইবে এবং তখন শত্রু একেবারেই ধ্বংস হইয়া যাইবে।"

বাঙলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

এক সপ্তাহের বিবরণী

গত ২৮শে মার্চ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহ বাঙলাদেশে মোট ১,৭৬১ জন লোক কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে বর্দ্ধমানে ৩০১ জন, ঢাকায় ৩৯৭ জন, ফরিদপুরে ৩৩৫ জন এবং বাখরগঞ্জে ৩১৮ জন উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়। ঐ সময় মোট ৮৯৩ জন লোক কলেরায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তন্মধ্যে বর্দ্ধমানে ১৭০ জন, ঢাকায় ১৮৬ জন, ফরিদপুরে ১৮৩ জন এবং বাখরগঞ্জে ১৪৭ জন মারা যায়। এতদ্ব্যতীত ঢাকায় ১২৪ জন লোক বসন্তে এবং দার্জিলিঙে ৫২ জন ব্যক্তি ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়।

কলিকাতায় ইতস্ততঃ মেনিঞ্জাইটিস্ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে; প্লেগ রোগের আক্রমণের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

নূতন মুন্সেফ নিয়োগ

৪ জনের নাম ঘোষিত

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ অস্থায়ীভাবে বঙ্গীয় সিভিল সার্ভিসের বিচার বিভাগে মুন্সেফরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন:—

(১) বাবু অমরেন্দ্রনাথ মুখার্জী, এম-এ, বি-এল—পিতা পরলোকগত বাবু হরিনাথ মুখার্জী।

(২) বাবু ভবতোষ পাল, এম-এ, বি-এল—পিতা পরলোকগত আশুতোষ পাল।

(৩) মিঃ মোহাম্মদ সেরাজুল হক, বার-অ্যাট-ল—পিতা হাজি মোহাম্মদ এরফানুল হক।

(৪) বাবু অমরনাথ ব্যানার্জি, এম-এ, বি-এল—পিতা বাবু ক্ষেত্রনাথ ব্যানার্জি।

মার্শাল চিয়াং কাইশেক

বৃটেন কর্ত্তৃক উপাধি প্রদান

বিগত ২৪শে এপ্রিল তারিখে মহামান্য সম্রাটের পক্ষ হইতে চীনের রাষ্ট্র-নায়ক মার্শাল চিয়াং কাইশেককে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃটিশ সামরিক উপাধি জি-সি-ও-বি প্রদান করা হইয়াছে। চীনের বৃটিশ রাজদূত স্যার হোরেস্ সিমুর এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।

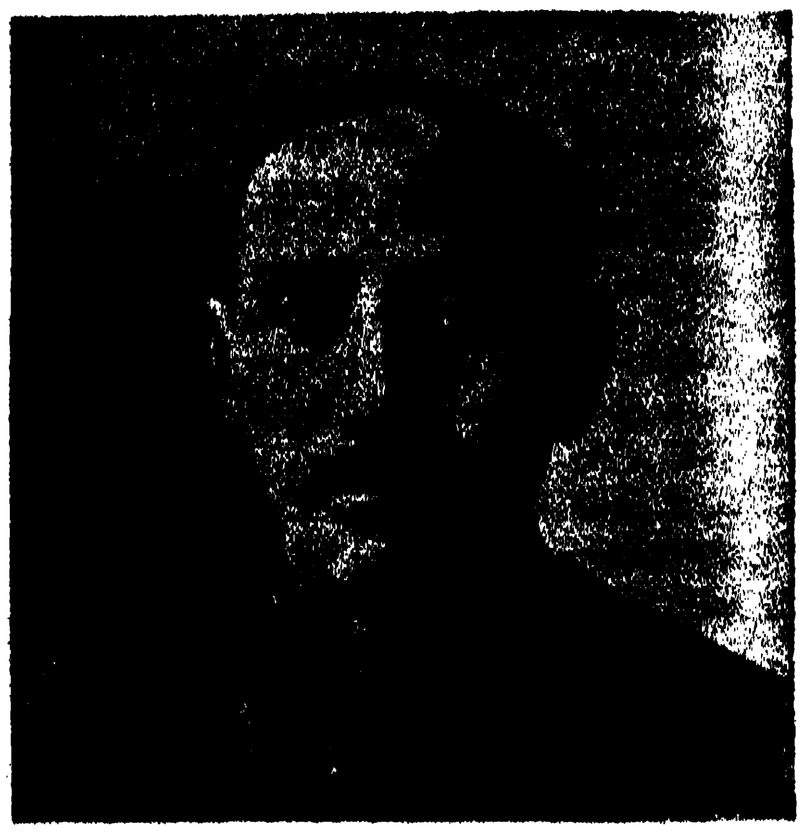

(মার্শাল চিয়াং কাইশেক)

জাপানীদিগকে চীন যেরূপ বীরত্বের সহিত প্রতিরোধ করিয়া আসিয়াছে, এই ব্যাপারে মার্শালের যোগ্য পরিচালনা এবং সম্মিলিত শক্তিসমূহের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় তাঁহার বিশেষ অবদানের বিষয় বিবেচনা করিয়াই এই সম্মান-চিহ্ন প্রদান করা হইয়াছে। উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে মার্শাল চীন-বৃটিশ মৈত্রীর দৃঢ়তা ও চরম বিজয় সম্বন্ধে নিজের আস্থার কথা জ্ঞাপন করেন।

এংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয়দের শিক্ষা

প্রাদেশিক বোর্ডের সভা

গত ২০শে এপ্রিল সোমবার কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিংএ এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয় শিক্ষার জন্য প্রাদেশিক বোর্ডের পঞ্চত্রিংশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

মাননীয় শিক্ষা-মন্ত্রী উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া ডিরেক্টর অব্ পাব্লিক ইন্‌ষ্ট্রাকশন মিঃ চট্টরাজী, সি, আই, ই, সভাপতিত্ব করেন।

ক্যাম্ব্রিজ লোকেল পরীক্ষার উর্দ্দু প্রশ্নপত্রে নাস্তালিক টাইপ ব্যবহার করিবার জন্য বোর্ড আগ্রহ প্রকাশ করেন।

সেক্রেটারীকে বর্ত্তমান অবস্থায় যতদূর সম্ভব উচ্চ স্কুলগুলির বৃত্তি পরীক্ষা পুনর্গঠন করিবার জন্য এবং শেষ পরীক্ষার সফলকাম ছাত্রদের শ্রেণীভাগ করিবার জন্য আদেশ করা হইয়াছে।

বোর্ড স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত প্রভিডেণ্ট ফণ্ড পরিকল্পনা বাধ্যতামূলক করার ব্যবস্থা স্থগিত রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছেন। বোর্ড সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে একজন ছাত্র-শিক্ষক (যে নামেই অভিহিত হউক না কেন) এক বৎসরের বেশী সময়ের জন্য নিযুক্ত করা হইবে না বা মাসিক ২৫৲ টাকার কম বেতন পাইবেন না।

বিপজ্জনক এলাকার ইউরোপীয় ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান স্কুলগুলি সম্বন্ধে যে জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে বোর্ড সুপারিশ করিয়াছেন যে, প্রচলিত অবস্থানুসারে সাহায্যের ব্যাপারাদি পরিচালনা করিবার জন্য ইন্‌স্পেক্টরকে পূর্ণশক্তি দেওয়া হইবে। আর জরুরী ব্যবস্থার জন্য তিন মাসের বেতন দিয়া যে সমস্ত শিক্ষকদের বরখাস্ত করা হইয়াছে, তাহাদিগকে যদি পূর্ণ বেতনসহ তিন মাসের নোটিশ দেওয়া সম্ভব না হইয়া থাকে, তবে তাহাদিগকে বেতন দেওয়া সর্ত্তযুক্ত হইবে। দেখান হইয়াছে যে, ইহা করিবার জন্য স্কুলগুলি আইনতঃ দায়ী ছিল। যখন বলা হইল যে, কলিকাতার স্কুলগুলির পক্ষে ৩২০টা সেসন পরিপূর্ণ করা অসম্ভব না হইলেও কঠিন হইবে, তখন চেয়ারম্যান বলিলেন এই নিয়ম কার্য্যকরী করা হইবে না। তিনি আরও আশ্বাস দেন যে, প্রত্যেক স্কুলই যথার্থ ব্যবহার পাইবে, যদি তাঁহারা নিজেদের দায়িত্ব স্বীকার করেন।

ডিফেন্স সার্ভিস প্রদর্শনী ট্রেণ

সর্ব্বত্র জনগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত

পাঞ্জাবের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর সাড়ে ছয় মাস পূর্ব্বে লাহোর হইতে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিবার নিমিত্ত যে ডিফেন্স সার্ভিস প্রদর্শনী ট্রেনের যাত্রা সুরু করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্য দিয়া ১৫,০০০ মাইল পরিভ্রমণ করিয়া, ১৭৫টি পল্লী ও সহরে প্রদর্শনী দেখাইয়া এবং আট লক্ষেরও অধিক লোককে প্রদর্শনের পর পুনরায় লাহোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। যেখানেই ট্রেনখানি গমন করিয়াছে, জনসাধারণ বিশেষ ঔৎসুক্য সহকারে উহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে।

একটি কথা হাতে-হাতে পাওয়া গিয়াছে যে, জনসাধারণ যুদ্ধ সম্পর্কে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে মনোযোগী হইয়াছে। তাহারা এখন ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ী, বিভিন্ন শ্রেণীর কামান ও বন্দুক, সঙ্কেত করিবার সাজসরঞ্জাম, মাইন এবং মাইন পাতা অঞ্চল পরিষ্কার করিবার পন্থা ইত্যাদি অবলোকন করিয়াছে। তাহারা ইরিত্রিয়া, লিবিয়ার যুদ্ধ এবং যুদ্ধে লিপ্ত সৈনিকগণের কার্য্যকলাপ সিনেমা যোগে প্রদর্শন করিয়াছে এবং যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদল যে বিপুল অংশ গ্রহণ করিয়াছে, সে সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণে ওয়াকিবহাল হইয়াছে।

বর্ত্তমানে ভারতের সহস্র সহস্র নরনারী মর্টার কামান, ট্যাঙ্ক, ব্রেন্-কামান, টমি কামান, টর্পেডো, সাবমেরিণ-ধ্বংসী ডেপথ্ চার্জ, বোমারু বিমান ও মাইন ইত্যাদি নামের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত। তাহারা ইহার প্রত্যেকটি দেখিয়াছে এবং ইহাদের সমস্ত খবরই রাখে। শুধু তাহাই নহে, তাহারা তাহাদের দেশবাসীদিগকে এই সকল অস্ত্র ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি ব্যবহার করিতে দেখিয়াছে। ফলে তাহারা যুদ্ধ সম্পর্কে আরও সচেতন হইয়াছে এবং প্রায় প্রত্যেক যায়গায়ই ট্রেনটিকে আরও অধিককাল রাখিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে এরূপ ট্রেণের ব্যবস্থা করা হয় নাই, এবং কোনো দেশেই এত লম্বা গাড়ী এরূপ দীর্ঘ অঞ্চল পরিভ্রমণ করে নাই। এক এক সময় গাড়ীটিকে টানিবার জন্য তিনটি ইঞ্জিনেরও প্রয়োজন হইত।

রাজশাহী জেলায় ঋণ-মীমাংসা

ভবানীগঞ্জ ঋণ-সালিশী বোর্ডের মামলা

খাতক মোঃ তফেজ আলী খন্দকার।

পাওনাদার মোঃ ইয়াছিন আলী খন্দকার ও ইদ্রিছ আলী খন্দকার।

পাওনাদার মোঃ ইয়াছিন আলী খন্দকারের নিকট খাতক ভাল ধানী জমি ৩১শঃ কট বন্ধক দিয়া ৩০ ত্রিশ টাকা গত ১৩৩৫ সালে লইয়াছিল। আইনতঃ প্রতি একর জমিতে ১৯/০ মণ ধান ও প্রতি মণ ধানের দাম ২৲ টাকা হয়। তদনুসারে পাওনাদার বৎসরে ৬৲ ছয় টাকা লাভ পান। তাহা হইলে আজ পর্য্যন্ত ১৪ বৎসরে ৮৪৲ চুরাশি টাকা পাইয়াছেন। অতএব পাওনাদার আসল টাকার দ্বিগুণ অপেক্ষা বেশী পাইয়াছেন। ইহাতে খাতকের আর ঋণ নাই সাব্যস্ত হয়।

পাওনাদার ইদ্রিছ আলী খন্দকারের নিকট খাতক ভাল ধানী জমি ১॥০ দেড় বিঘা কট বন্ধক রাখিয়া ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা গত ১৩৩৭ সালে লইয়াছিল। আইনতঃ প্রতি একর জমিতে ১৯/০ মণ ধান ও প্রতি মণ ধানের দাম ২৲ টাকা হয়। তাহা হইলে আজ পর্য্যন্ত ১২ বৎসর কাল ১১৪৲ একশত চৌদ্দ টাকা পাইয়াছে। অতএব পাওনাদার আসল টাকার দ্বিগুণ অপেক্ষা বেশী পাইয়াছেন। ইহাতে খাতকের আর ঋণ নাই সাব্যস্ত হয়।

চীনদেশে আমেরিকার ভলান্টিয়ার গ্রুপের যে বিমান-বহর কাজ করিতেছে, তাহাদের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া মার্শাল চিয়াং কাইশেক একটি "ঈগলের" চিত্র উক্ত গ্রুপকে উপহার দিয়াছেন।

পল্লী-উন্নয়ন শিক্ষা-কেন্দ্র

বরিশালে সাফল্য সহকারে অনুষ্ঠিত

পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগে গত ১৬ই মার্চ্চ তারিখ হইতে বেসরকারী লোকদিগকে পল্লী-পুনর্গঠন সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য বরিশালে একটি ট্রেণিং ক্যাম্প আরম্ভ করা হইয়াছিল। উক্ত ক্যাম্পে সদর মহকুমা ও ভোলা মহকুমার প্রত্যেক ইউনিয়ন হইতে ১ জন প্রতিনিধি শিক্ষার্থে আগমন করিয়াছিলেন। ক্যাম্পটি সিন্ধু মহেশ্ স্কুলে ক্লাসের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল এবং সহরের বাহিরে পল্লী অঞ্চলে পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কে কার্য্যকরী শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছিল। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৩৯ জন হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১২ জন অসুস্থতা ও নানা কারণে রীতিমত ক্লাসে যোগদান করিতে পারেন নাই। মিঃ এফ, ও, বেল, আই, সি, এস্, মিঃ, বি, কে, আচার্য্য, আই, সি, এস্, মিঃ এ, কে, মুখার্জী, আই, সি, এস্, এবং সদর মহকুমার এস্, ডি, ও মিঃ রহমান ও মিঃ সিংহ এবং বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন বিভাগের বাণী তাহাদের নিকট প্রচার করিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে এই সকল বেসরকারী লোক যদি এখন পল্লীতে পল্লীতে তাহাদের পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কে শিক্ষা লোক সমক্ষে প্রচার করে এবং বাস্তবে পরিণত করে, তবে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। ট্রেণিং ক্যাম্পের কার্য্যাদি গত ১২।৪।১৯৪২ তারিখে সমাপ্ত হইয়াছে।

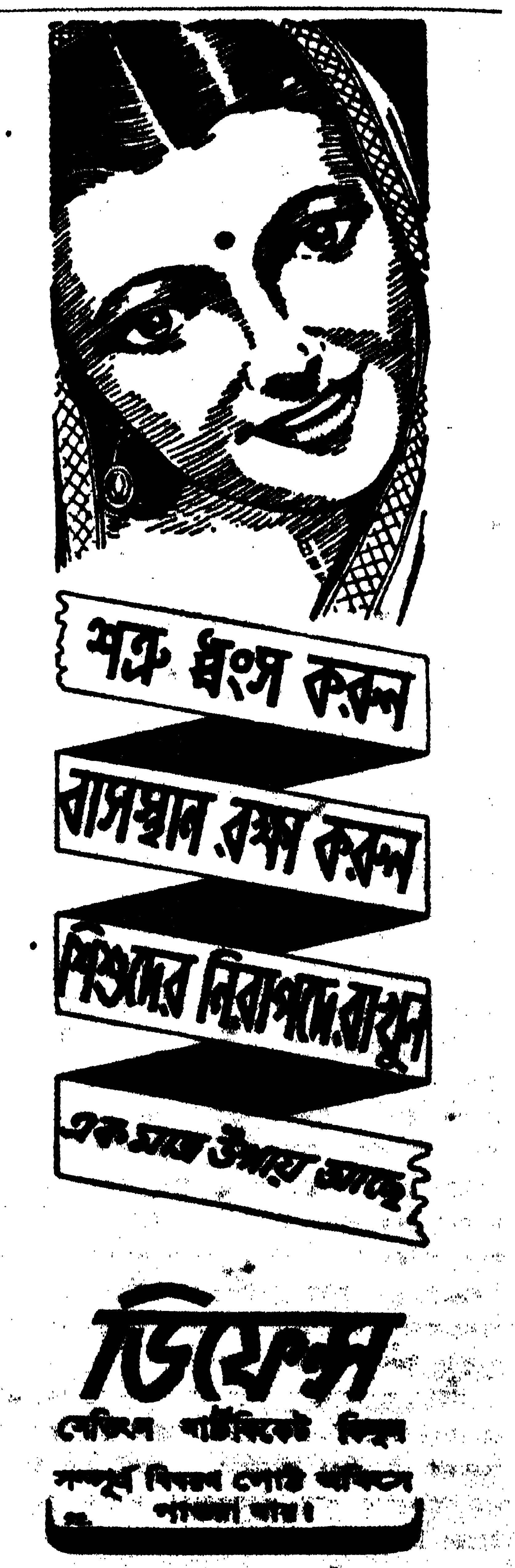

বাঙলায় "হোম-গার্ড" দল সংগঠন

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর বিবৃতি

বিগত ২১শে এপ্রিল কলিকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাঙলার প্রধান-মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক একটি বিবৃতি প্রদান প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, বাঙলা সরকার এই প্রদেশের পল্লী অঞ্চলের জন্য বঙ্গীয় গৃহরক্ষী দল (বেঙ্গল হোম-গার্ড) গঠন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, কিছুকাল যাবৎ বাঙলায় অন্যান্য দেশের ন্যায় "হোম-গার্ড" অথবা এই জাতীয় কোন একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের পক্ষে জনমত বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ক্রমেই ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর হইয়া চলিয়াছে। সংবাদ-পত্রাদির মারফত দেশবাসীর মুখপাত্রগণ দাবী করিতেছেন যে, বর্ত্তমান সঙ্কটকালে আমাদের মাতৃভূমির নিরাপত্তা বজায় রাখিবার কার্য্যে এই প্রদেশের জনসাধারণেরও অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার থাকা উচিত। জনমতের এই দাবী পূরণ করা সম্পর্কে আমাদিগের (মন্ত্রিসভার) যে দায়িত্ব স্বভাবতঃই রহিয়াছে, সেই অনুযায়ী আমরা অনতিবিলম্বে বঙ্গীয় গৃহরক্ষীদল গঠন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি।

অতঃপর প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, সাধারণতঃ ইহাদিগের কর্ত্তব্য হইবে প্রদেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার ব্যাপারে সাহায্য করা। ইহা ছাড়া, বাঙলার উপকূলভাগের ও পূর্ব্ব-সীমান্তের কোন স্থানে নৌকা বা অন্যবিধ যানবাহনাদি সন্দেহজনকভাবে সমবেত করা হইতে থাকিলে অথবা কোন ভগ্ন বিমানাদি পড়িয়া থাকিলে তাহাও উহারা লক্ষ্য করিয়া যথাস্থানে খবর দিবে। আবার কোন স্থান দিয়া অপসারিত নরনারী বা অন্যবিধ আশ্রয়-প্রার্থী যখন গমনাগমন করিবে, তখন এই "গৃহরক্ষী দল" উহাদিগকে সাহায্য করিবে। প্রয়োজন হইলে উহারা বিভিন্ন স্থানে খাদ্য-দ্রব্যাদির বিতরণ ব্যাপারেও সাহায্য করিবে আশা করা যায়।

এই রক্ষীদলের সংগঠন সম্পর্কে খুঁটিনাটি ব্যাপার বাঙলা সরকারের কোন কোন বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা স্থির হইতেছে। তবে উহার সাধারণ গঠন প্রণালী সম্পর্কে প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, উহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন দলে গঠিত করা হইবে। প্রত্যেক দলের একজন করিয়া ক্যাপ্টেন থাকিবে। প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ডের জন্য অথবা প্রত্যেক ইউনিয়নের একটি কিম্বা একাধিক ওয়ার্ডের জন্য একটি করিয়া স্থানীয় রক্ষীদল গঠিত হইবে। রক্ষীদিগের কাহাকেও আপনার বাড়ী হইতে বেশী দূরে গিয়া কাজ করিতে হইবে না। উহাদিগের সংগঠনের জন্য এইরূপ প্রণালী অবলম্বনের উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক স্থানের জন্য যেন নির্দ্দিষ্ট রক্ষীদল যে কোন সময়ে অন্ততঃ ২৫জন রক্ষীদ্বারা পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারে।

প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, সরকারের ইচ্ছা এই যে, প্রত্যেকটি দলের বিভিন্ন রক্ষীদিগের মধ্যে যেন একে অপরের বন্ধু ও প্রতিবেশী এইরূপ সম্পর্কই থাকে। দলের ক্যাপ্টেনরাই বিভিন্ন রক্ষিগণকে বাছিয়া লইবে এইরূপ ব্যবস্থাই করা হইবে। ইহারা জনসাধারণেরই একটা সঙ্ঘরূপে গঠিত হইবে। আপনাদিগের ও প্রতিবেশিগণের বাড়ী, ঘর ও পরিবার-পরিজন রক্ষার জন্যই ইহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইবে। ইহাদিগের নেতা বা ক্যাপ্টেন হইবে এমন একজন লোক—যাহাকে ইহারা বিশ্বাস করিতে পারে ও যাহার উপর ইহাদিগের নির্ভর করা চলে।

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী আরো বলেন যে, প্রত্যেকটি রক্ষীদলের নেতা নিযুক্ত করিবার জন্য একটি কমিটি থাকিবে। এই কমিটিতে উভয় সম্প্রদায়ের একজন করিয়া স্থানীয় বে-সরকারী প্রতিনিধি নেওয়া হইবে। ইহাদিগের পরামর্শের উপর সরকার বিশেষভাবে নির্ভর করিতে চাহেন। উহারা একজন উপযুক্ত ক্যাপ্টেন মনোনয়নে সাহায্য করিবেন। ক্যাপ্টেন মনোনীত হইলে রক্ষীবাহিনী গঠনে উহারা তাহাকে সাহায্য করিবেন। জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে এই ব্যাপারে উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়, তাহাও উহারা দেখিবেন। ইহা ছাড়া রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে ও যে স্থানের নিরাপত্তার ভার ঐ বাহিনীর উপরে থাকিবে, তাহার বিষয়েও যাবতীয় সংবাদাদি উহারা কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিবেন। রক্ষীদলের ক্যাপ্টেন ও ভাইস্-ক্যাপ্টেনও কমিটির সদস্যভাবে গৃহীত হইবেন।

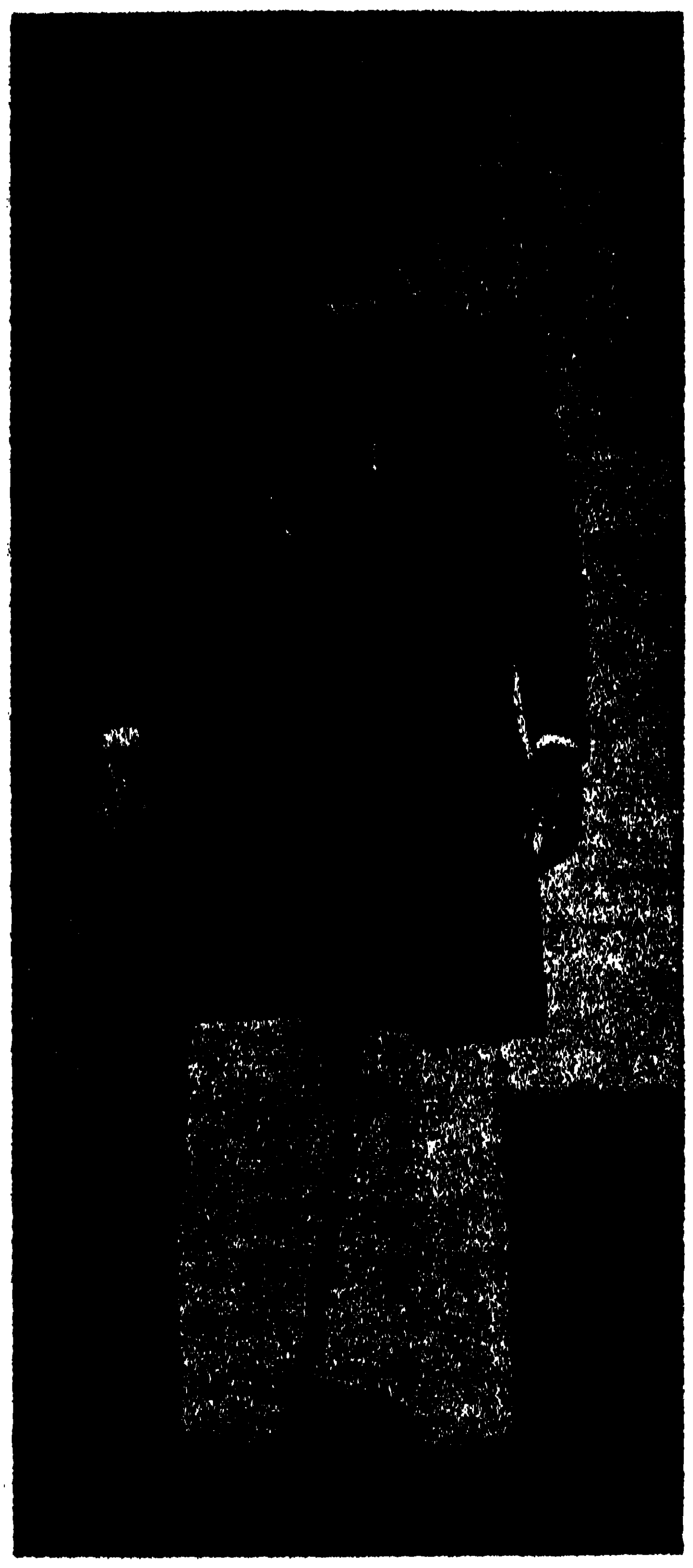

(মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী)

অতঃপর প্রধান-মন্ত্রী বলেন যে, রক্ষীবাহিনীকে দিবার মত কোন অস্ত্র নাই। তবে বর্ত্তমানে উহাদিগকে লাঠি ব্যবহার করিতে দেওয়া হইবে। যাহাদিগের বন্দুকের লাইসেন্স রহিয়াছে, তাহাদিগকে রক্ষীবাহিনীতে ভর্ত্তি হইতে উৎসাহিত করা হইবে। এমন কি বন্দুকের লাইসেন্সধারী ব্যক্তিগণকে রক্ষীবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করাও সরকার অন্যায় মনে করিবেন না। উহাদিগের মধ্যে যাহারা রক্ষীদলভুক্ত হইতে অনিচ্ছুক বা অক্ষম, তাহাদিগের বন্দুক ব্যবহারের জন্য রক্ষীদিগের মধ্য হইতেই লোক বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে। কোন কোন স্থলে সঙ্গত মনে করিলে সরকার বন্দুকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের লাইসেন্স তুলিয়া লইয়া যে সকল লোক রক্ষীদলভুক্ত হইয়া তাহাদিগের প্রতিবেশিগণকে রক্ষা করিবার জন্য নিজ বন্দুক ব্যবহার করিতে প্রস্তুত, তাহাদিগকেই দেওয়া হইবে।

বর্ত্তমানে রক্ষীদিগকে কোন নির্দ্দিষ্ট পোষাক পরিতে হইবে না। সরকার দেখিতে চান যে, এইরূপ প্রচেষ্টার প্রতি জনসাধারণ কতটা সহানুভূতিসম্পন্ন এবং যাহারা রক্ষীদল ভুক্ত হইবেন তাহারাই বা দেশবাসীর কতটা প্রিয় পাত্র হইতে পারেন। তাহারা যদি বস্তুতঃই জনপ্রিয় হইতে পারেন, তাহা হইলে পোষাকের প্রশ্ন সমাধানের জন্য সরকার অনায়াসেই বিবেচনা করিতে পারিবেন।

এইরূপ রক্ষীদল যে সকল দেশে রহিয়াছে, তাহাদিগের ন্যায় এই প্রদেশের রক্ষীদলও নির্দ্দিষ্ট সরকারী কর্ম্মচারিগণেরই অধীনে কাজ করিবে। ইহাদিগকে বেতন দেওয়া হইবে না। সরকারের পরিকল্পনা হইল এই যে, এক একটি রক্ষীদল শিক্ষাদীক্ষা করিলে পর যে মাসে উহা আপনার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কৃতিত্বের সহিত পালন করিতে পারিবে, সেই মাসের জন্য উহাকে মোট কিছু পরিমাণ টাকা দান স্বরূপ দেওয়া হইবে।

উপসংহারে প্রধান মন্ত্রী বলেন যে, অনেকের মতে হয়ত এই পরিকল্পনা আশানুরূপ নয়। তিনি স্বীকার করেন যে, ইহা দ্বারা প্রবর্ত্তিত কার্য্যক্রম নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ বটে; তবে তিনি ইহাও মনে করেন যে, দেশরক্ষা কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য বে-সামরিক জনসাধারণ দ্বারা এক বে-সামরিক বাহিনী গঠন করা দেশের হিতার্থে একটা সঙ্গত কাজ বলিয়াই গণ্য হইবে। ইহা একটা ব্যাপক নিরপেক্ষ ও রাজনীতির সহিত সংস্রববিহীন জনসঙ্ঘরূপেই গঠিত হইবে। ইহার মধ্য দিয়াই জনসাধারণের শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ পাইবে। "ন্যাশন্যাল ওয়ার ফ্রণ্ট" নামক প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া দেশরক্ষার জন্য জাতীর যে ইচ্ছা প্রতিভাত হইতে পারে, উহা বাস্তবক্ষেত্রে কার্য্যকরী করিবার দিকে এই রক্ষীদল গঠনই সর্ব্বপ্রথম ব্যবস্থা স্বরূপ গণ্য হইতে পারে। প্রধান-মন্ত্রী আশা করেন যে, শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া এই সোনার বাঙলার সম্মান যাহারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহেন, তাহারা সকলেই এই রক্ষীদল সংগঠন কার্য্যে সর্ব্বান্তঃকরণে সাহায্য করিবেন।

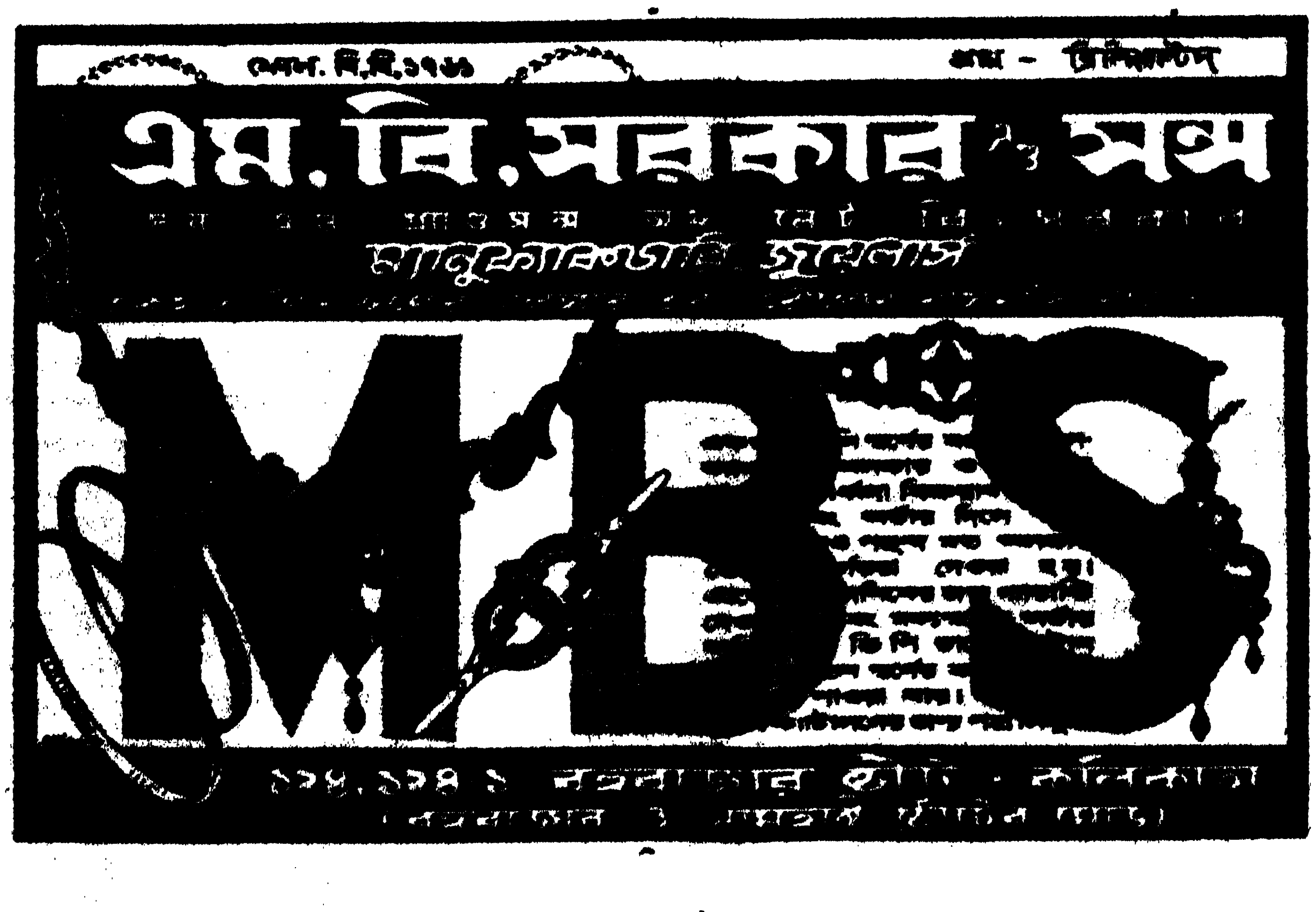

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

বৃটীশ বিমান-বাহিনীর ব্যাপক আক্রমণ

প্রশান্ত-মহাসাগরীয় রণাঙ্গণ

শতাধিক জাপ সৈন্য হতাহত

কিছু দিন পূর্ব্বে মিকটিলার দক্ষিণে এক সংঘর্ষে বৃটিশ বাহিনীর হস্তে জাপ বাহিনী পরাজিত হয় এবং ১০০/১৫০ জাপ সৈন্য নিহত হয়। জাপানীদের বহু সংখ্যক লরীও বিনষ্ট হইয়াছে।

ভারত কি শীঘ্র আক্রান্ত হইবে?

সম্প্রতি বঙ্গোপসাগরের ঘাঁটিসমূহ হইতে ভারতীয় বন্দরগুলির উপর আক্রমণ করার পর শত্রুপক্ষীয় নৌবহর হটিয়া গিয়াছে। এই নৌবহরটি পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

সম্ভাবিত ভারত আক্রমণ সম্পর্কে অনুমান করা গিয়াছে যে, ব্রহ্মদেশ সম্পূর্ণভাবে করতলগত না করা পর্য্যন্ত ভারতের বিরুদ্ধে স্থলে ও অন্তরীক্ষে আক্রমণ করা জাপানীদের পক্ষে একটা বৃহৎ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে।

উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তের অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বোঝা যায় যে, আমাদের এখন কোন ভয়ের কারণ নাই।

মান্দালয় রণাঙ্গণের অবস্থা

মান্দালয় রণাঙ্গনে ইরাবতীর উত্তর দিকের ঘাঁটিসমূহ হইতে সমস্ত বৃটিশ সৈন্যদলকে সরাইয়া আনা হইয়াছে। মিটগে নদী বরাবর সমস্ত রাস্তা ও রেলওয়ে সেতুগুলি সাফল্যের সহিত উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। বিখ্যাত আভা সেতুর দুইটা খিলান ধ্বংস করা হইয়াছে।

গত কয়েকদিন যাবৎ জাপানীরা মধ্য ব্রহ্মের শহরগুলির উপর নিয়মিতভাবে নির্বিচারে প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করিতেছে। সামরিক ক্ষতি সর্ব্বত্র খুব সামান্যই; তবে বোমা বর্ষণের ফলে অগ্নিকাণ্ডহেতু বে-সামরিক ক্ষতিটা সাঙ্ঘাতিক রকমেরই হইয়াছে।

লাশিও হইতে জাপদের উত্তরে অগ্রগতি

চীনা ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, জাপানী সৈন্যেরা লাশিও দখল করার পর উত্তর দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং সেনউইতে পৌঁছিয়াছে। মান্দালয় রণাঙ্গনে জাপানীরা রেলওয়ে ধরিয়া অগ্রসর হইয়া মান্দালয়ের ২০ মাইল দক্ষিণে চিয়কসেতে পৌঁছিয়াছে।

চীনা-বাহিনার হস্তে জাপানীদের দুর্গতি

জাপ বাহিনীর যে মূল অংশ দক্ষিণ সোনাম প্রদেশে সিনইয়াং নামক গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে শহর হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতেছিল, উহা সেজিয়াংটাইয়ের উত্তরে চীনা সৈন্যগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছে। প্রকাশ যে, জাপানীরা সম্প্রতি হ্যাংকাও হইতে প্রায় ১২০ মাইল উত্তরে অবস্থিত সিন্‌ইয়াংয়ের সমর্থে পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়াছে। উত্তর দিক হইতে চীনা সৈন্যগণ দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া অন্যান্য জাপ সৈন্যদলের উপর প্রবল চাপ দিয়া তাহাদিগকে দক্ষিণ দিকে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। জাপানীদের অগ্রগামিক সৈন্য হটিয়াছে [illegible]।

জাপানীদের বিরাট ক্ষতি

চুংকিংয়ের চীনা মুখপাত্র বলেন যে, যুদ্ধ যুদ্ধে গত মাসে তিন হাজার হইতে চার হাজার চীনা সৈন্য হতাহত হইয়াছে; পক্ষান্তরে জাপানীদের [illegible] হইতে চৌদ্দ হাজার সৈন্যক্ষয় হইয়াছে।

[illegible] শহরে চীনা ও মার্কিণ বিমানের হানা

এক চীনা ইস্তাহারে বলা হইয়াছে—মার্কিণ বৈমানিক বাহিনীর সাহায্যপুষ্ট চীনা বিমান বাহিনী [illegible] শহরে প্রচণ্ডভাবে বোমাবর্ষণ করে। বিমান ঘাঁটি, [illegible] এবং [illegible] অবস্থিত [illegible] উপর [illegible]। [illegible] আগুন লাগিয়া [illegible]।

জ্বলিয়া যায়। মার্কিণ বৈমানিক বাহিনীর বহুসংখ্যক বিমান খুব নীচুতে নামিয়া যাইয়া বিমান ঘাঁটিতে ধ্বংসকার্য্য চালায়।

মার্কিণ বোমারু বিমানবহর রেঙ্গুণের উপরও আক্রমণ করে। লক্ষ্যবস্তুগুলির উপর কতিপয় ভারী বোমা বর্ষণ করা হয়। ফলে উক্ত এলাকার মাঝখানে বিস্ফোরণ হয় এবং আগুন ধরিয়া যায়। প্রতিপক্ষের ব্যাপক কর্ম্মতৎপরতা অত্যধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

আকিয়াবে বোমা বর্ষণ

ব্রহ্মের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, কতিপয় প্রতিপক্ষীয় বিমান ৪ঠা মে তারিখে আকিয়াবের উপর বোমা বর্ষণ করে এবং বন্দরস্থ জাহাজগুলির উপর আক্রমণ চালায়। মনে হয়, ক্ষতি খুব সামান্যই হইয়াছে।

লাসিওর উত্তরে প্রচণ্ড জাপ আক্রমণ

চুংকিং-এর ৪ঠা মের সংবাদে প্রকাশ, জাপানীরা লাসিওর ৬৫ মাইল উত্তরে চীনাদের ঘাঁটিগুলির উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিতেছে। চীনারাও তীব্রভাবে বাধাদান করিতেছে—উভয় পক্ষেই প্রভুত পরিমাণ সৈন্য হতাহত হইয়াছে। জাপ ব্যূহের পশ্চাতে কর্ম্মতৎপর চীনা বাহিনী শত্রু ঘাঁটিগুলির উপর আক্রমণ চালাইতেছে।

পরবর্ত্তী সংবাদে মান্দালয়ের পতন হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

নিউগিনিতে জাপ-আক্রমণে তীব্রতা

মিত্রপক্ষীয় অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটি হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়,—জাপানীরা পুনরায় নিউগিনির মারখাম উপত্যকা দিয়া অগ্রসর হইতেছে। গত ১লা মে তারিখ জাপানীরা লে'র ২৭ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত নাদজাবে পৌঁছে। একটি জাপ টহলদার বাহিনী সালামুয়ার ১৫ মাইল দক্ষিণে যাইয়া পৌঁছিয়াছে। প্রকাশ যে, মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর সহিত জাপ বাহিনীর এখনও সংঘর্ষ হয় নাই—বিনা বাধায় মারখাম উপত্যকা অধিকার, বিমান ঘাঁটিসমূহ অধিকার, আউবুলো, লে এবং অপরাপর স্বর্ণখনি অঞ্চল অধিকার করিতে থাকিলে জাপানীদের পক্ষে থামা কঠিন হইবে এবং বিমান আক্রমণ হইতে মোরসবি রক্ষা করাও কঠিন হইবে। তবে এরূপ অনুমান করা হইতেছে, অষ্ট্রেলিয়ান আরণ্য বাহিনী জাপানীদিগকে প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইবে।

মোরসবির উপর বিমান হানা

মেলবোর্ণের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, এক শক্তিশালী জাপ বিমানবহর মোরসবি বন্দরের উপর হানা দিয়াছিল। জাপানীদের তিনখানি বিমান ধ্বংস হইয়াছে। নিউগিনি ও সোলোমনেও জাপ বিমান আক্রমণ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রাবাউলের নিকট শত্রুপক্ষীয় একখানি সৈন্যবাহী জাহাজ ধ্বংস করা হইয়াছে।

রুশীয় রণক্ষেত্রের সংবাদ

জার্মাণ বাহিনীর বিরাট ক্ষতি

"রেডষ্টার" পত্রিকার পশ্চিম রণাঙ্গন হইতে প্রেরিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, বিভিন্ন যুদ্ধে জার্মাণদের এরূপ লোকক্ষয় হয় যে, দুই দিন ধরিয়া ট্রাকসমূহ মৃতদেহ বোঝাই করিতে দেখা যায়। সোভিয়েট পরিলা [illegible] জার্মাণ বাহিনীর [illegible] আক্রমণ করে। জার্মাণরা প্রবল বাধা দেয় এবং বহু ঘণ্টাব্যাপী যুদ্ধের পর জার্মাণদের প্রতিরোধ প্রতিহত করা হয়। [illegible] যুদ্ধ এই সংঘর্ষে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অবশেষে জার্মাণরা তাহাদের বহু সৈন্যকে হতাহত অবস্থায় ফেলিয়া পশ্চিম দিকে হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়। অন্য অঞ্চলে, এই এলাকায় জার্মাণদিগকে [illegible] হইতে [illegible] এবং একটি [illegible] ও [illegible] [illegible]

দুইটি প্রধান জার্মাণ হেডকোয়ার্টার ও তিনটি সৈন্যবাহী ট্রেণ ধ্বংস হয়। এই ভাবে জার্মাণদের এরূপ লোকক্ষয় হয় যে, দুই দিন ধরিয়া জার্মাণ সৈনিকের মৃতদেহসমূহ ট্রাকে বোঝাই করিতে হয়।

মস্কো রেডিওতে প্রকাশ, ইউক্রেণের গরিলারা "এডলফ হিটলার" নামক একটি সাঁজোয়া ট্রেণ টুকরা টুকরা করিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। বসন্ত সমাগমে ইউক্রেণে গরিলা কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বহু জার্মাণ রণতরি নিমজ্জিত

মস্কো বেতারে প্রচারিত লেনিনগ্রাদের এক বেতার-বার্ত্তায় প্রকাশ, সোভিয়েট বাল্টিক নৌ-বহর এ পর্য্যন্ত শত্রুর মোট ১৬৮টি জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে; তন্মধ্যে আছে একটি ব্যাটল্ শিপ্, একটি ক্রুজার, ১৬টি ডেষ্ট্রয়ার, ১৮টি সাবমেরিণ, ১৮টি টর্পেডো-বোট ও ১১৪টি সৈন্যবাহী জাহাজ।

ঐ সময়ের মধ্যে বল্টিক নৌ-বহরের বিমান ও বিমান-ধ্বংসী কামান ৭২১টি শত্রু-বিমান ধ্বংস করিয়াছে।

৫৮,০০০ জার্ম্মাণ সৈন্য হতাহত

লেনিনগ্রাদ রণাঙ্গন হইতে প্রকাশিত এক বিশেষ ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, এপ্রিল মাসে লেনিনগ্রাদ রণাঙ্গনে ৫৮,০০০ জার্ম্মাণ হতাহত হইয়াছে। প্রচুর রণসম্ভার হস্তগত ও ধ্বংস হইয়াছে।

এক মাসে ১,০১৮ খানা জার্ম্মাণ বিমান বিনষ্ট

২২শে মার্চ্চ হইতে ২২শে এপ্রিলএর মধ্যে জার্ম্মাণীর ১,০১৮ খানি বিমান খোয়া যায়। ঐ সময়ে সোভিয়েটের মাত্র ৩৯১ খানি বিমান খোয়া যায়। রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এ পর্য্যন্ত জার্ম্মাণীর অনুমান ১৫ সহস্র বিমান এবং অনুমান ৪০ সহস্র বৈমানিক খোয়া গিয়াছে।

নয়শত জার্ম্মাণ অফিসার ও সৈন্য হত

সোভিয়েট ইস্তাহারের ক্রোড়পত্রে প্রকাশ যে, কালিনিন রণাঙ্গনের এক জায়গায় দুই দিনকার যুদ্ধে নয়শত জার্ম্মাণ অফিসার ও সৈন্য নিহত হইয়াছে। রুশ সৈন্যেরা কয়েকটি জার্ম্মাণ কামান, ২৫টি মেশিনগান ও পাঁচটি মর্টার কামান ধ্বংস করিয়াছে। তিনটি জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক অকেজো করিয়া দেওয়া হয় এবং সৈন্যসহ ২৪টি সেনাশ্রয় ধ্বংস করা হয়।

অন্যান্য রণাঙ্গণের সংবাদ

বৃটিশ বিমান-বহরের কৃতিত্ব

বৃটিশ বিমান বিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ বোমারু বিমান বহর প্যারিসের নিকটবর্ত্তী গোসেন বিমান কারখানা এবং জেন ভিলার গুডারিচ রবার কারখানার উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। জার্ম্মাণরা বিমান আক্রমণ নিরোধক ব্যবস্থা দৃঢ়তর করে। উভয় কারখানারই ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড হইতে দেখা যায়। অষ্টেণ্ডের ডক অঞ্চল এবং হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের বিমানঘাঁটিসমূহের উপরও বোমা বর্ষিত হয়। প্রতিপক্ষের দক্ষিণ মাইন পাতা হয়। অধিকৃত এলাকায় প্রতিপক্ষের কতকগুলি বিমানঘাঁটির উপর বৃটিশ জঙ্গী বিমানসমূহ আক্রমণ চালায়। বৃটিশ বিমানসমূহ উত্তর ফ্রান্সের উপর দিবাভাগে হানা দেয়। বলোনের উপর ঊর্দ্ধাকাশে বৃটিশ জঙ্গী বিমান ও জার্ম্মাণ বিমান বহরের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়।

প্রতিপক্ষের জাহাজ আক্রমণ

চ্যানেল এবং অধিকৃত ফ্রান্সে বৃটিশ জঙ্গী বিমান-সমূহের কর্ম্মতৎপরতা পরিলক্ষিত হয়। বৃটিশ জঙ্গী বিমান এবং হ্যারিকেন বোমারু বিমানসমূহ বৃটেনের উত্তর উপকূলে প্রতিপক্ষের বাণিজ্য জাহাজসমূহের উপর আক্রমণ চালায়। পরে জঙ্গী বিমানের [illegible] [illegible] এবং বোমারু বিমানের একটি [illegible] [illegible] উপর বোমা বর্ষণ করে।

[ক্রমশঃ পুনঃপ্রকাশ্য]

জাপানী বিমান-বাহিনীর রণনীতি

ভারতে ব্যাপক বিমান-আক্রমণ সম্ভবপর কি?

এপ্রিল মাস শেষ হইয়া আসিল; মিত্রপক্ষ এখনও যে কালক্ষেপ করিতেছেন, ইহা সত্যই আশ্চর্য্য ব্যাপার। দূর-প্রাচ্যে বর্ষার উপর দিয়া জলপথে জাপান যেভাবে তড়িৎগতিতে নিজের পথ করিয়া লইয়াছে, তাহাকে নিপুণ নীতিই বলা যাইতে পারে। এই নিক্ষেপ অস্ত্রের যে অর্থই থাকুক না কেন, উহা অক্ষশক্তির অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের জনসাধারণকে ভীতিবিহ্বল করিয়া তুলিতেছে এবং আমাদের সমর-বিশেষজ্ঞদের চিন্তার খোরাক যোগাইতেছে। আন্দাজ করার কাজে বেশী সময় অতিবাহিত না করিয়া (কারণ এ ব্যাপার ইতিপূর্ব্বে বহু হইয়া গিয়াছে) এই অল্প অবকাশ হিসাব গ্রহণের কাজে ব্যয় করা যাইতে পারে। কাজেই জাপানী বিমানের রণ-কৌশলের বিষয়ে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

বর্ত্তমান যুদ্ধে জাপানের বহু উল্লেখযোগ্য কার্য্যকলাপ বিমান বাহিনীর সাহায্যে সম্পাদিত হইয়াছে। এই বিমান-বাহিনীর দ্বারা বহু স্থলভাগও সে জয় করিয়াছে। প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধের পূর্ব্বে জাপানী বিমান বাহিনীর সম্পর্কে নীচু ধারণা পোষণ করার ফলে সমগ্র ব্যাপারটি একটা তীব্র আঘাতের মত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং তাহার ফলে তাহাদের শক্তি সম্পর্কে অতিরঞ্জিত সৃষ্টি করিয়াছে। এই সামঞ্জস্যহীন ধারণা পূর্ব্বের ন্যায় বর্ত্তমানেও নিস্পাই।

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, তাহার ফলে আমরা ভারতবর্ষে বিমান-আক্রমণের সংক্রামক আতঙ্কে ব্যাধিতে ভুগিতেছি। এমন কি যখন যুদ্ধের এই অবস্থায় দিল্লী হইতে নাগরিকদিগের অপসারণ সম্পর্কে আলোচনা সুরু হইল, তখন সামরিক অবস্থায় বিশেষ জটিলতার সৃষ্টি হয় নাই, পরন্তু আমাদের বুঝিবারই ভুল হইয়াছিল। এই স্থলে আমি ঐতিহাসিক একটি অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ করিতে পারি। গত ১৯০৪ সালের রুশো-জাপানী যুদ্ধে পোর্ট আর্থারে রাশিয়ার নৌবাহিনীর উপর সর্ব্বপ্রথম জাপানী টর্পেডো-বোটের আক্রমণ হইলে রাশিয়ান নৌ-সৈন্যাধ্যক্ষগণ বিশেষভাবে অবহিত থাকলেও জাপানী টর্পেডো বোটের মরীচিকা দেখিতে লাগিলেন এবং এই ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া উত্তর সাগরের অন্তর্গত ডোগার ব্যাঙ্কের সন্নিকটে বৃটিশ জেলে-জাহাজগুলির উদ্দেশ্যে কামান নিক্ষেপ করিয়া রাশিয়া ও গ্রেট বৃটেনের মধ্যে যুদ্ধ প্রায় ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছিলেন। আশা করি আমরা সেইরূপ ব্যাপার করিয়া তুলিব না। হইতে পারে যে, জাপানীরা খুব ভাল বৈমানিক—কিন্তু জাপানের বিমান জগতের যে কোন বিমানের মতোই বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ। বিশেষ কতকগুলি কারণে উহারা কতকগুলি উল্লেখযোগ্য কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছে; সেই সঙ্গে বহু কাজ তাহারা করিতেও পারে নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে—দূর পাল্লায় বোমা নিক্ষেপ। বিমান সম্পর্কিত কতকগুলি হিসাব ও কলা-কৌশলের অভাবেই ইহা তাহাদের পক্ষে সম্পাদন করা সম্ভবপর হয় নাই।

* * * *

জাপান যে আকাশ-অভিযানে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, তাহার গুপ্ত রহস্য কি? ইহা কি কলা-কৌশলের উৎকর্ষ? রণনৈপুণ্যের উৎকর্ষ? কিম্বা সংখ্যাধিক্যের জন্যই এই সাফল্য? এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, শেষোক্ত কারণই তাহাদের সাফল্য আনিয়াছে।

প্রথম দুইটি কারণও বিপরীত অর্থে কাজ করিয়াছে। অর্থাৎ, জাপানী বিমানের উৎকর্ষ কিম্বা জাপানী বৈমানিকের চাতুর্য্য আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নহে। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তাহাদের আক্রমণ কেহ আশঙ্কাই করে নাই এবং তাহাদের বলোপযুক্ত বাধাও প্রদত্ত হয় নাই। অপর পক্ষে বলা যাইতে পারে যে, এই অপ্রত্যাশিত সুযোগ গ্রহণ করিয়া জাপানী বিমান বাহিনী বিশেষ চাতুর্য্যের সহিত কার্য্য সমাধা করিয়াছে; হয়ত সকলেই জানেন যে, যুদ্ধ জয়ের ইহাও একটি বিশেষ অস্ত্রস্বরূপ। নতুবা বিভিন্ন ধরণের জাপানী বিমানের সহিত বৃটিশ এবং আমেরিকান বিমানের তুলনাই চলিতে পারে না। পূর্ব্ব-সীমান্তে যখন অতি আধুনিক বৃটিশ ও আমেরিকান বিমানের ব্যবহার সুরু হইবে (যাহা ইতিমধ্যেই সুরু হইয়া গিয়াছে), যুদ্ধের হিসাব-নিকাশ তখন নিশ্চয়ই আমাদের অনুকূলে লিখিত হইবে। পাঠকবর্গকে প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে, প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর হইতে এ পর্য্যন্ত মাত্র অর্দ্ধ ডজন উড়ন্ত-দুর্গ জাপানীরা ধ্বংস করিতে সমর্থ হইয়াছে। একজন আমেরিকান অভিজ্ঞ ঘোষণা করিয়াছেন যে, একটি উড়ন্ত-দুর্গ পাঁচটি কিম্বা ছয়টি ০০ ধরণের জাপানী জঙ্গী বিমানের সমান। উহাই জাপানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুদ্ধ-বিমান। একটি বোমারু বিমান সম্পর্কে এ ব্যাপার বড় কম নহে।

জাপানের বিমান-শক্তির সবচেয়ে অদ্ভুত অংশ হইল জাহাজের নৌ-বিমানবাহিনী। শুধু জাপানের বিমান-বাহী জাহাজের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বড় নয়, জাপান তাহার বিমান গ্রুপে ও নৌ-বিমান শাখায় লোক নিযুক্ত করিতে বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছে। জাপানী নৌ-কর্ম্মচারিগণ ভাল জঙ্গী বিমান, ভাল ডুবো-বাহা বিমান ও ভাল টর্পেডোবাহী বিমানের ব্যবস্থা করিয়াছে। তাহাড়া নৌবহরে ভারী বোমাবর্ষী বিমানও আছে, ইহা মিটসুবিশি টি ৯৬ নামে পরিচিত। উহা জার্ম্মাণ জাঙ্কার ৮৬ বোমারুর অনুকরণে তৈয়ারী। ইহার দূর পাল্লার উড়ো-জাহাজ আছে, সেগুলিকে কাওয়ানিশি টি ৯৭ দূর পাল্লার উড়ো-জাহাজ বলা হয় এবং উহা আমেরিকান সিকরস্কি এস ৪২ বিমানের অনুকরণে তৈয়ারী। এগুলি যাহা বড় উর্দ্ধ হইতে বোমা বর্ষণ করা হয় এবং টর্পেডো ফেলা হয়।

জাপানীদের সকল রকম বিমানের নমুনায় বিদেশীয় প্রভাব রহিয়াছে, তাহা উপরেই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে মৌলিকত্ব কিছুই নাই। তিন চার বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকা ও ফরাসী ধরণের পুরাতন নমুনাই দৃষ্ট হইত; ১৯৪০ এবং ১৯৪১ সনে কতিপয় জার্ম্মাণ ধরণের প্রচলন দেখা যায়। জাপানের বিমানবাহিনীর বর্ত্তমান সংগঠন অনেকাংশে নাৎসিদের নির্দ্দেশমতে হইয়াছে। উপদেষ্টা ও কারিগর, উড়িবার সাজ-সরঞ্জাম ও সমাদি জার্ম্মাণী হইতে প্রেরিত হইয়াছে। জার্ম্মাণ ইঞ্জিনিয়ারগণ বিমান প্রস্তুত ব্যবস্থা সংগঠন করার চেষ্টা করিয়াছে। বিখ্যাত মিটসুবিশি কোম্পানী জাঙ্কার ইঞ্জিন প্রস্তুত করার লাইসেন্স ক্রয় করিয়া লয়। অন্যান্য কোম্পানী অনুরূপ লাইসেন্স ক্রয় করিয়া বিভিন্ন প্রকারের বিমান প্রস্তুত করা আরম্ভ করে।

জাপানীদের বিমান যুদ্ধ-কৌশলের ধারায় জার্ম্মাণ প্রভাব আরও বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। চীনের বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধের প্রারম্ভ কালে জাপানের বিমান কর্ম্মচারিগণ ডাউহোটের অনুসৃত বিমানের সর্ব্বব্যাপী সংগ্রাম পরিচালনা সুরু করে; কিন্তু চীনের অভিজ্ঞতা ও জার্ম্মাণীর দৃষ্টান্ত দেখিয়া রাজকীয় অফিসারগণ জার্ম্মাণীর বিমান যুদ্ধের অনুকরণ করা আরম্ভ করে অর্থাৎ সৈন্য ও বিমানবাহিনীর যোগাযোগের নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে।

১৯৪১ সনে জাপানের প্রতিনিধিদল জার্ম্মাণীতে গমন করে ও জার্ম্মাণ উপদেষ্টা ও প্রতিনিধি জাপানে আগমন করে এবং তাহার ফলেই জার্ম্মাণ পদ্ধতি জাপানে প্রচলন হয়। ১৯৪১ সনের প্রথম ভাগেই জেনারেল ইয়ামাশিতার নেতৃত্বে ৪০ জন সেনা-বিভাগীয় ও নৌ বিভাগীয় অফিসার এবং জাপানী বেসামরিক কারিগর জার্ম্মাণীতে গমন করে এবং তথায় প্রায় ৬ ছয় মাস কাল থাকে। জার্ম্মাণ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ এই প্রতিনিধি দলকে উপদেশ প্রদান করে। এই প্রতিনিধি দল উত্তর ফ্রান্সে কয়েক সপ্তাহ ছিল এবং তথায় তাহারা গ্রেট বৃটেনের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণ বিমান-বাহিনীর অভিযান পর্য্যবেক্ষণ করে এবং কেহ কেহ বলে যে, এই প্রতিনিধি দলের কোন কোন সদস্য বৃটেনের উপর বিমান হানায় যোগদান করিয়াছিল।

গত কয়েক মাসে জাপান যে বিমান অবস্থান ও রণ কৌশল প্রদর্শন করিয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই তাহাদের নাৎসিদের প্রভাব দৃষ্ট হয়। ইহার প্রধান বিষয় হইল স্থল-পথে আক্রমণ করিলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক বিমান আক্রমণ করা। পোলাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ায় জার্ম্মাণগণ এই পদ্ধতিই অনুসরণ করিয়াছে। আর একটি বিষয় হইল না করার দিক দিয়া অর্থাৎ গ্রেট বৃটেনে যাহাকে বহু দূরবর্ত্তী ও পৃথকভাবে স্থান বিশেষের উপর বোমা বর্ষণ বলে সেরূপ বিমান আক্রমণ হইতে জাপান বিরত থাকে। কতকটা এই নীতি অনুসরণ করার জন্য এযাবৎ কলিকাতায় বিমান হানা হয় নাই।

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের যুদ্ধ কমিটির পক্ষ হইতে সম্প্রতি মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের যুদ্ধ ভাণ্ডারে ৪,২৭৫৲ টাকা দান করা হইয়াছে। এই টাকা হইতে ১,২৭৫৲ টাকা দ্বারা একটি মোটর এম্বুলান্স ক্রয় করা হইবে এবং অবশিষ্ট টাকা ব্রহ্মদেশে যুদ্ধরত ভারতীয় সেনাদের সুখ-সুবিধার জন্য ব্যয় করা হইবে।

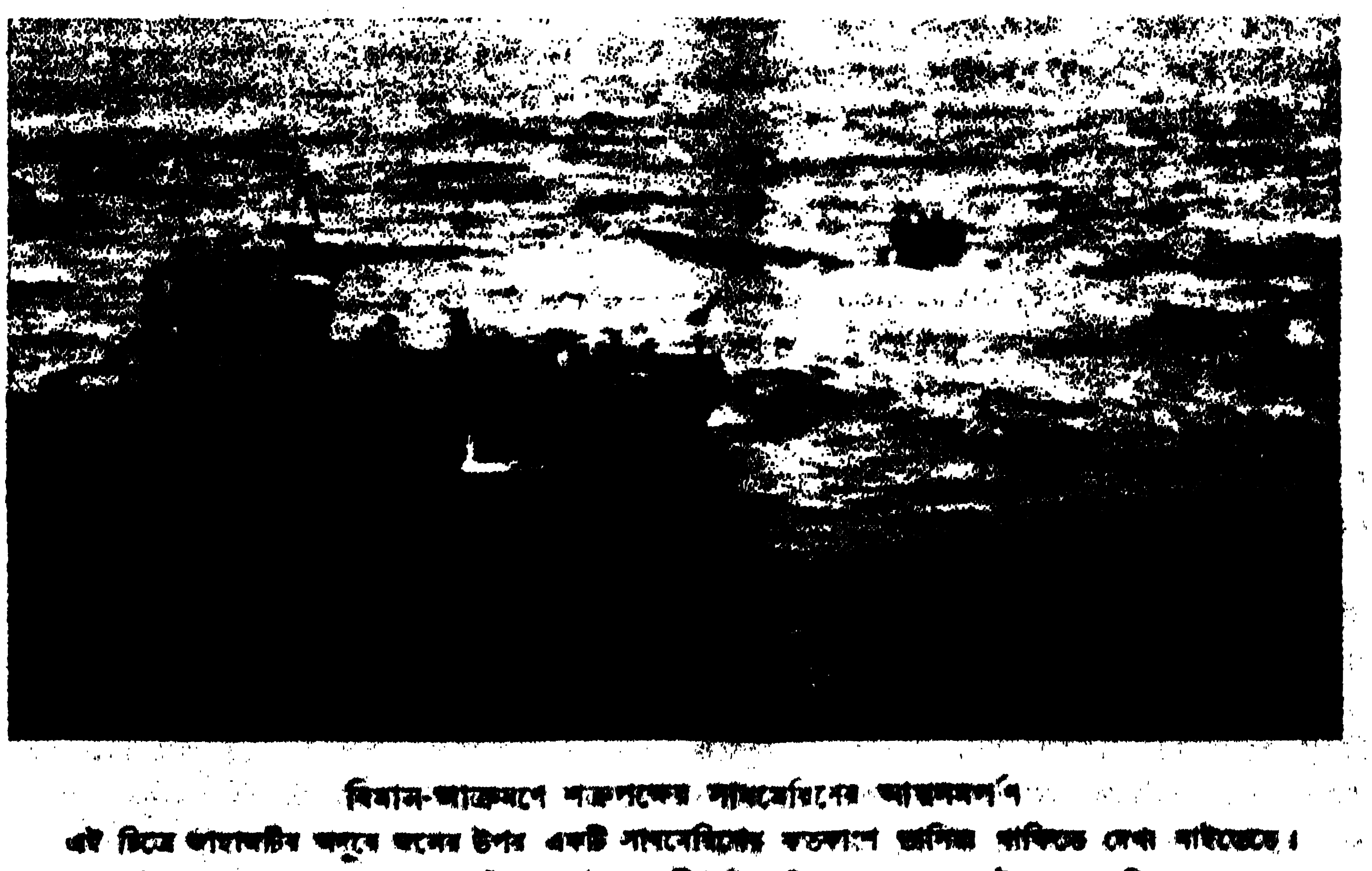

বিমান-আক্রমণে শত্রুপক্ষের সাবমেরিনের আত্মসমর্পণ
এই চিত্রে তাহাজটির অদূরে জলের উপর একটি সাবমেরিনের কতকাংশ ভাসিয়া থাকিতে দেখা যাইতেছে। ইহা একখানা জার্ম্মাণ সাবমেরিন্; অনেক বৃটিশ উড়োজাহাজের আক্রমণে ইহার বহু ক্ষতি হইয়া যাওয়ায় শেষে ইহা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়।

বেশী পরিমাণে খাদ্য-শস্য উৎপাদন আন্দোলন

সরকারী কৃষি-বিভাগের উদ্যম

বাঙলা গভর্ণমেণ্ট যে "অধিক পরিমাণে খাদ্য-শস্য উৎপাদন" অভিযান আরম্ভ করিয়াছেন, তদনুসারে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় ঢাকার নবাব বাহাদুরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া গত ২৭শে এপ্রিল ডালহৌসী ইন্সটিটিউটে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষি বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ কে, এ, এল, হিল একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

ঢাকার নবাব বাহাদুর পীড়িত হইয়া পড়ায় অনুপস্থিত হওয়ায় প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার মিঃ এইচ, পি, ভি, টাউনএণ্ড উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ হিল বলেন, "আমাদের দেশের সীমান্ত অঞ্চলে যুদ্ধ ক্রতগতিতে অগ্রসর হওয়ায় এবং বিশেষ করিয়া বর্ম্মা হইতে আমদানী একেবারে বন্ধ হওয়ায় ও সামরিক প্রয়োজনে দেশের যানবাহন চলাচল ব্যাহত হওয়ায় বাঙলা দেশে খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং প্রত্যেক অঞ্চল পারিপার্শ্বিক অবস্থা হিসাবে যত বেশী স্বাবলম্বী হইতে পারে, ততই মঙ্গল।

"বাঙলা দেশ উর্ব্বরা বটে, কিন্তু প্রয়োজনীয় ব্যাপারে তাহার ঘাটতি রহিয়াছে। চাউল সম্পর্কে আমদানীর পরিমাণে দেখা যায় যে, এক লক্ষ টনের আট ভাগের এক ভাগ হইতে চারি ভাগের এক ভাগ কমতি আছে। কিন্তু সড়ক কিম্বা দেশী নৌকা দ্বারা যে মাল আনা নেওয়া চলে, তাহাতে এই ঘাটতি মেটে না। সুতরাং এরূপ ধারণা করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে যে, আসল ঘাটতির পরিমাণ অনেক বেশী। বারিপাতের উপর ফসলের পরিমাণ নির্ভর করে এবং প্রাপ্ত ফসলের পরিমাণ ও তাহা ব্যবহারের পরিমাণ দেখিয়া অনুমিত হয় যে, সময় বিশেষে ৩ লক্ষ টন ঘাটতিও পড়িতে পারে, আবার পঞ্চাশ হাজার টন উদ্বৃত্তও থাকিতে পারে। ফলে গড়ে ঘাটতির পরিমাণ দেড় লক্ষ টনের কম নহে। এই সংখ্যানুপাত খুব বিশ্বাস্য নহে একথা মানিয়া লইলেও এই প্রতিকূল সম্ভাবনাকে মানিয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

এতদ্ব্যতীত ছোলা, ডাল এবং সরিষার তৈলেও যথেষ্ট ঘাটতি রহিয়াছে এবং অল্প হইলেও গমেও বেশ ঘাটতি রহিয়াছে।

উন্নত ধরণের বীজ

শস্যের অপ্রত্যাশিতভাবে দক্ষিণ বর্ম্মা দখল করায় এই সকল সমস্যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। গত মাসের প্রথম ভাগ হইতে গভর্ণমেণ্ট এ সম্পর্কে বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন। এই সম্পর্কে একটি বিভাগীয় সম্মেলন হইয়াছিল এবং তৎপর গত ১২ই মার্চ্চ সরকারী ও বেসরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মিলিত কমিটির একটা সভা আহ্বান করা হয়। এই সভায় তাঁহারা যে পরিকল্পনা অনুমোদন করেন, তাহার উদ্দেশ্য যাতে উন্নত ধরণের ধান এবং অন্যান্য রবি শস্যের সদ্ব্যবহার করিয়া উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং অপর দিকে প্রচার কার্য্য পরিচালনা করা যায়। গত ২৮শে মার্চ্চ তারিখে আহূত আর একটি সভায় উক্ত কমিটি উহার পরিকল্পনা তৈরী করিয়া মঞ্জুর করেন। বীজ পরিকল্পনা ইতিপূর্ব্বেই গ্রহণ করা হইয়াছিল এবং তাহা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

ইতোমধ্যে ভারত সরকার বিষয়টি নিজেদের হাতে লইয়াছেন। গত ৬ই এপ্রিল নয়া দিল্লীতে এই উপলক্ষে একটি সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছিল এবং তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছে—এই সকল সমস্যা সারা ভারতকে বিপন্ন করিয়াছে। প্রয়োজনবোধে সরকার এই সম্পর্কে সাহায্য প্রদান করিবেন এবং সরকারের সমর স্বার্থ-ত্যাগের নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। একথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সমগ্রভাবে ভারতের কথা বিবেচনা করিলে চাউল ঘাটতি রহিয়াছে। সুতরাং ফসল যাহাতে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে, তজ্জন্য সর্ব্ব প্রকারে প্রচেষ্টা করাই বাঞ্ছনীয়। উন্নত ধরণের বীজ সম্পর্কে দুইটি পরিকল্পনা করা হইয়াছে। তাহা হইতেছে প্রত্যেক বিভাগের উন্নত ধরণের যাহা পাওয়া যায় সমস্ত ক্রয় করিয়া লওয়া এবং উহা যাহাতে খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত না হইয়া বীজ রূপে ব্যবহৃত হয় তাহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা। ৫০০,০০০ একর জমির চাউল ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে বীজরূপে বিতরণ করা হইবে এবং আশা করা যায় যে, ইহার ফলে প্রতি একর জমিতে তিন মণ করিয়া ধান বেশী পাওয়া যাইবে। রবি শস্য সম্পর্কে স্থির হইয়াছে যে, ৬০,০০০ একর জমির বীজ দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিতরণ করা হইবে। ইহার অধিকাংশ ছোলা; আশা করা যাইতেছে যে, এই পন্থায় ফসল উৎপাদন করিলে ফসলের পরিমাণ দ্বিগুণ হইবে এবং ৪০,০০০ একর জমিতে উক্ত বীজ বপন করিলে অনেক অধিক জমিতে বপন করিবার সমতুল্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

বাঙলা দেশের কৃষকগণের উদ্দেশ্যে প্রধান মন্ত্রী এবং কৃষি বিভাগের মন্ত্রী যে আবেদন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা লইয়াই প্রচার অভিযান সুরু হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা প্রধান প্রধান জমিদার, ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য, স্থানীয় বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান, জেলা বোর্ড এবং ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের নামেও আবেদন প্রচার করিয়াছেন। কি পন্থায় সাহায্য প্রদান করা হইবে, সে সম্পর্কে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগে যথারীতি উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। এই কাজের উপর দৃষ্টি প্রদান করিবার নিমিত্ত পল্লী-সংগঠন বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর রায় ডি, এম, মিত্র বাহাদুরকে বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করা হইয়াছে। বিশিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী ভদ্রমহোদয়গণকে ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রমাগত পরিভ্রমণ করিয়া ব্যাপকভাবে প্রচার কার্য্য পরিচালনা করিতে হইবে। যত ঘন ঘন সম্ভব হাট ও বাজারগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে হইবে; জনসভা আহ্বান করিতে হইবে; প্রত্যেক গ্রামে প্রচারপত্র ও বিজ্ঞাপন বিলি করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত প্রধান প্রধান স্থানের সিনেমা ও বোর্ডিংএ ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইবে।

কৃষকগণকে আরও সুবিধা প্রদান করিবার প্রশ্ন দিল্লীর সম্মেলনে এবং এবং অন্যত্র বিবেচনা করা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া পণ্যের ন্যূনতম মূল্য ধার্য্যের প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে বাজার-দর চড়া থাকায় এই কার্য্যের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এই সকল অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রতীয়মান হয় যে, প্রচার-অভিযানের পক্ষে বর্ত্তমান পরিস্থিতি বিশেষ অনুকূল এবং ইহা দ্বারা উল্লেখযোগ্য কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারিবে।

সেচ কার্য্যের সুবিধা

জমি যে চাষ করা হয় তাহা সুরাইবার জন্য কতকগুলি সাহায্যমূলক কাজ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। এই সম্পর্কে যথেষ্ট অসুবিধা রহিয়াছে এবং অপ্রয়োজনীয় বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে।

সাধারণতঃ কৃষকগণ জমি চাষ করিবার জন্য অতিরিক্ত ব্যগ্র হইয়াই থাকে। কিন্তু এমন অনেক অঞ্চল আছে—সময়মত বৃষ্টির উপরই যাহারা নির্ভর করে। সুতরাং তাহা অনেকটা আয়ত্তের বাহিরে। পক্ষান্তরে—সরকারের বর্ত্তমান কর্ম্মচারিগণ যুদ্ধের ফলে বহু সাময়িক প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলির সমাধানেই ব্যস্ত এবং শস্য-বিক্রয় বিভাগের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, মাঠে মাঠে গিয়া উহাতি ফসলের নির্ভুল হিসাব করিতে কি বিপুল লোকের প্রয়োজন।

বর্ত্তমান বর্ষ এরূপ কসল হইতে খাদ্য-শস্যের ব্যবস্থা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে পাটের কথাই উঠে। প্রথমতঃ স্থির করা হইয়াছিল যে, পাট-চাষের অঞ্চলে দশ আনা পরিমাণ জমিতে পাটের আবাদ করা হইবে; কিন্তু বাঙলা সরকারের ইচ্ছানুসারে আট আনা পরিমাণ জমিতে পাট-চাষ হউক, এই ব্যবস্থায় ভারত সরকার সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। যুদ্ধ সম্পর্কিত কাজে পাটের প্রয়োজন হয় বলিয়া আলোচ্য বৎসরে পাট-চাষ কমানো সম্ভবপর নহে। ভারত গভর্ণমেণ্ট এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রয়োজনমত সব জায়গাতেই তাঁহারা মাল পাঠাইতে পারিবেন।

আমাদের সাংখ্যিক হিসাব সন্তোষজনক নহে বলিয়া (এবং পূর্ব্বেও তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে) বিভিন্ন অঞ্চলেই খাদ্য-শস্যের খাঁটি হিসাব যাহাতে পাওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ব্যাপার হাতে কলমে সম্পাদনের পক্ষে অনেক অসুবিধা আছে, কিন্তু খাঁটি তথ্য পাওয়ার জন্য সরকার বিশেষভাবে উৎসুক।

যাহাতে খাদ্য-শস্য প্রচুরভাবে উৎপন্ন হইতে পারে, তজ্জন্য বিভিন্ন ছোটখাট ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয়ও বিবেচনাধীন আছে। তন্মধ্যে একটি পন্থা হইতেছে সেচ কার্য্যের উন্নতি বিধান। দামোদর ক্যানেল অঞ্চলে প্রয়োজনের অনুরূপ জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয় নাই। আলোচ্য বর্ষে অতিরিক্ত ৬,০০০ একর জমিতে সেচ-কার্য্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আরও অতিরিক্ত ৬,০০০ একর জমিতে জল সরবরাহের পরিকল্পনা হইয়াছে এবং কাজটি সমাধা করিবার প্রচেষ্টা হইতেছে।

"এই ক্যানেল যে অঞ্চলে সেচ কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহার মধ্যে পুরাতন আমলের শত শত জল সরবরাহের পুষ্করিণী আছে এবং তাহার অধিকাংশই ভরাট হইয়া গিয়াছে। এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, যখন সেচ কার্য্যের জন্য জলের প্রয়োজন হইবে না, তখন যদি ঐ সকল পুষ্করিণী ক্যানেল হইতে ভরতি করা সম্ভবপর হয় এবং এইভাবে জল জমা থাকে, তবে সেচ কার্য্যের প্রসার হইতে পারে। এই ব্যবস্থায় দুইটি সময় আছে। সেচ কার্য্য আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে জুন মাসে এবং অপর সময় হইতেছে তাহার পর নভেম্বর মাসে। সেচ কার্য্যের পূর্ব্বে পুষ্করিণী জলে ভর্ত্তী করার ফলে আবাদী জমির কিছু বাড়তি হইবে। সেচ কার্য্যের পর পুষ্করিণী ভরাট করিতে পারিলে আরও লাভজনক হইবে বলিয়া মনে হয়। কারণ তদ্দ্বারা জমিতে দুইবার ফসল ফলানো চলিবে। পূর্ব্বে সেচ ব্যবস্থার অভাবে তাহা করা সম্ভবপর ছিল না। সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম উপায়ে কি করিয়া ইহা সম্পাদন করা যায় এবং ঐ সকল পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার সম্পর্কে জনসাধারণকে কি ভাবে উৎসাহিত করা চলে, তাহা পরীক্ষা করা হইতেছে।

যে সকল সরকারী চাকুরীয়ার অফিসে কিম্বা বাসভবনে খালি জমি পড়িয়া আছে, তাঁহাদের শাকসব্জী কিম্বা খাদ্য-শস্যের চাষ করিবার জন্য উৎসাহ দিতে উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে জমি ছোট হইবে; কিন্তু আশা করা যায় যে, ইহার ফলে নৈতিক চেতনার সঞ্চার হইবে।

জনগণের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা ভাল সারের দিকেও আকর্ষণ করা হইতেছে। ভাল ফসল লাভ করিতে হইলে ইহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। গোবর এবং কৃত্রিম সার উভয়েরই পরিমাণ সীমাবদ্ধ। অপ্রয়োজনীয় শাকসব্জী এবং কচুরীপানা হইতে মিশ্র সার প্রস্তুত করার প্রণালী কৃষি বিভাগ বর্ত্তমান কয়েক বৎসরে ভালভাবে আরম্ভ করিয়াছে। এই পন্থা যাহাতে সকলেই শিক্ষা লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য ক্রমোপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে।

মিঃ টাউনএণ্ড "অধিক পরিমাণে খাদ্য-শস্যের আবাদ করুন" এই অভিযানের উপর বিশেষ জোর আরোপ করেন এবং উহা যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয়, তজ্জন্য সংবাদপত্রের সহযোগিতা কামনা করেন।

ঢাকার নবাব বাহাদুর অসুস্থতাবশতঃ উপস্থিত হইতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া যে বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি সভায় পাঠ করেন। ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য জনসাধারণের সাহায্য যে কতখানি প্রয়োজনীয়, তাহা নবাব বাহাদুর বিশেষ জোরের সহিত উঁহার বাণীতে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় দেশবাসীর সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা

মফঃস্বল সফরে মাননীয় খানবাহাদুর হাশেম আলী খাঁর বাণী

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের সমবায় ও পল্লীঋণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় খান বাহাদুর হাশেম আলী খান সম্প্রতি মফস্বল পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল:—

বিগত ২৩শে এপ্রিল তারিখে মাননীয় মন্ত্রী খান বাহাদুর হাশেম আলী খান ট্রেনযোগে মালদহে পৌঁছিলে রেলওয়ে ষ্টেশনে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, সমবায় বিভাগের এসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রার, ঋণ-সালিশী বোর্ডের ডেপুটি অফিসার এবং অতুলচন্দ্র কুমার, এম, এল, এ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। তাঁহাকে গার্ড অব অনার প্রদর্শন করা হয়। তৎপর তাঁহাকে সার্কিট হাউসে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় তিনি জেলা জজ, সব-জজ, এসিষ্টাণ্ট সেশন জজ, জেলার হেলথ অফিসার, পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। টাউনহলে একটি জনসভায় তিনি বক্তৃতা প্রদান করেন।

জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড কর্মচারী-সমিতি, সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ সোসাইটি এবং বেঙ্গল কো-অপারেটিভ্ সিল্ক ইউনিয়নের পক্ষ হইতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বিভিন্ন অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয় এবং তিনি সেগুলির যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করেন। এই সভা দেড় ঘণ্টার অধিককাল চলিয়াছিল। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হিন্দু-মুসলমানের একতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং জাপানীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সহযোগিতা করার জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করেন। বাবু অতুলচন্দ্র কুমার, এম, এল, এ মহাশয়ও এই সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও মালদহ সিল্ক ইউনিয়ন পরিদর্শন করেন।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ২৪শে এপ্রিল তারিখে পাণ্ডুয়ার ঐতিহাসিক স্থানগুলি দর্শন করিবার জন্য আদিনা গমন করেন। অতঃপর তিনি সামসি গমন করেন ও তথাকার ঋণ-সালিশী বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ড পরিদর্শন করেন। তারপর তিনি মোটরযোগে চাঁচল সমবায় ব্যাঙ্ক ও ঋণ-সালিশী বোর্ড পরিদর্শন করিতে তথায় গমন করেন। ইহার পর তিনি একটি জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে প্রদত্ত অভিনন্দনপত্রের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেন যে, ইহা সত্য যে মহাজনী আইন প্রবর্ত্তনের পর মহাজনের নিকট হইতে ঋণগ্রহণে চাষীদিগের অসুবিধা হইয়াছে; কিন্তু চাষীদের ঋণগ্রহণ-প্রবণতায় বাধা দেওয়ার জন্যই এই আইন প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে যে, চাষীরা এত টাকা কর্জ করিয়াছে যে, উহা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিশোধ করিবার ক্ষমতাও তাহাদের নাই। কিন্তু অল্পদিনে পরিশোধনীয় ঋণগ্রহণে কোন বাধা নাই এবং বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্ট সকল ক্ষেত্রে সকল অবস্থায় টাকা ধার দেওয়া অসুবিধা মনে করিতেছেন। কাজেই তিনি লোকদিগকে নিজেদের সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য অনুরোধ করেন; কারণ তাহা ছোট ছোট প্রয়োজন মিটাইতে পারিবে। তিনি বক্তৃতায় যুদ্ধ-সমস্যাও আলোচনা করেন এবং এই বিপদ প্রতিরোধের জন্য গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিতে জনসাধারণকে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তিনি আরোও বলেন যে, বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই বিরোধ ভুলিয়া যাইতে হইবে। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ভারতবাসিগণকে তথাকথিত সাম্প্রদায়িক দাবীর কথা ভুলিয়া যাইতে হইবে এবং শেষ রক্তবিন্দু দিয়াও জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে। কারণ জাপানীরা জগতের সর্ব্বত্র শান্তিপূর্ণ দেশসমূহে তাহাদের বর্ব্বরোচিত ব্যবহার দ্বারা একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করিতেছে। যানবাহন, রসদপত্রাদি ও অন্যান্য সুবিধা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, দেশের সকল লোকের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে শত্রুগণ এই সমুদয় সুবিধা কিছু না পায়।

কোন ভারতবাসীই নিজের দেশের সর্ব্বনাশের জন্য ভারতবর্ষে শত্রুকে স্থান দিতে ইচ্ছা করে না। শত্রুকে প্রতিহত করার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় হইল শত্রু ভারতবর্ষে আসিয়া নামিলে যাহাতে কোন প্রকার সুবিধা না পায় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা। তিনি আরও বলেন যে, একথা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় চোর ও গুণ্ডাগণ দেশে উপদ্রবের সৃষ্টি করিয়া আরও ক্ষতি করিতে পারে। যেহেতু পুলিশের সংখ্যা তেমন বেশী নয়, সেইজন্য তিনি অনুরোধ করেন যে, জনসাধারণ যেন গভর্ণমেণ্টের অনুমতি নিয়া গ্রামরক্ষীদল গঠন করেন, যাহাতে বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে। খোয়ানিয়া বিল সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেন যে, তিনি নিশ্চয়ই পরিকল্পনাটি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং যাহাতে গভর্ণমেণ্টের সেচ বিভাগ ঐ কার্য্য আরম্ভ করেন, তজ্জন্যও চেষ্টা করিবেন। চাঁচল হইতে ফিরিবার পথে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। আড়াই-ডাঙ্গার লোকদিগের পক্ষ হইতে একটি সঙ্গীত দল উহাতে যোগদান করিয়াছিল। তাঁহাকে আড়াইডাঙ্গা দীননাথ ভোলানাথ মডেল একাডেমি প্রাঙ্গণে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় বিপুল জনতা রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছিল। স্থানীয় স্কুল কমিটি, দীননাথ চিকিৎসালয় কমিটি, ও আড়িয়াডাঙ্গা পল্লী-শ্রী সমিতির পক্ষ হইতে অভিনন্দন-পত্র পাঠ করা হইলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করেন। জনসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় লোকদিগকে এত রাত্র পর্য্যন্ত অপেক্ষা করায় তাহাদের ধৈর্য্যের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি অল্প বেতনের শিক্ষকগণের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, শিক্ষার্থিগণের ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করে শিক্ষকগণের চেষ্টার উপর। আড়াইডাঙ্গার মত পল্লীগ্রামের ছাত্রগণের শিক্ষায় আগ্রহ দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন। ঐ স্থানে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কোন বৈষম্য নাই এবং স্কুলে একটি হিন্দি ক্লাশও রহিয়াছে। স্থানীয় জনসাধারণের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে জাতিবর্ণনির্বিশেষে তাহাদের গ্রাম অন্যান্য গ্রামের চেয়ে যাহাতে অধিকতর উন্নত হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আরোও সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে, এই সমুদয় ভাল কাজ হইয়াছে বাবু অতুল-চন্দ্র কুমার এম, এল, এ মহাশয়ের চেষ্টার ফলে এবং তিনিই স্কুলের সেক্রেটারী। তিনি উপস্থিত জনগণকে গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য ও সহযোগিতা করিতে অনুরোধ করেন। রাত্রি ২ ঘটিকার সময় তিনি সার্কিট হাউসে ফিরিয়া আসেন।

জেলা বোর্ড কর্ম্মচারিগণের সমিতির পক্ষ হইতে ২৫শে এপ্রিল তারিখে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সম্মানার্থ একটি চা-পার্টির আয়োজন হইয়াছিল। পার্টি শেষ হইবার পর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সংক্ষিপ্ত একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়া জেলা বোর্ড কর্ম্মচারীদিগের দুরবস্থার কথা আলোচনা করেন। তাহারা দিনের পর দিন সহিষ্ণুতার সহিত কাজ করিয়া যাইতেছে বলিয়া তিনি তাহাদের প্রশংসা করেন এবং বলেন যে সুসময় ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত তাহাদের জন্য কিছু করা সম্ভব নয়। অতঃপর তিনি স্থানীয় বাদুমহ ও মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন। গৌড় যাওয়ার পথে তিনি পিয়াসবাড়ী দার্ঘীতে গমন করেন ও মাছিপোকা পালন ব্যবস্থা দেখেন। তিনি মাছিপোকা চাষীদের সমবায় সমিতিও পরিদর্শন করেন। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখার পর তিনি কানসাটের মহারাজ-কুমারের রাজবাড়ীতে গমন করেন। বেলা ৫ ঘটিকার সময় তিনি শিবগঞ্জ গমন করেন এবং তথায় ঋণ-সালিশী বোর্ড, গভর্ণমেণ্টের রামারাম মডেল বিদ্যালয় ও বেসিক মডেল বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। অতঃপর তিনি নবাবগঞ্জে গমন করিয়া তথায় আদিনা ফজলুল হক কলেজ, শিল্প বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন এবং কলেজ হোষ্টেলের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। মৌলবী ইদ্রিস আহমদ মিয়া এম, এল, এ এই হোষ্টেলের প্রতিষ্ঠাতা ও সেক্রেটারী। দাদনচকে একটি বিরাট জনসভা হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রদত্ত অভিনন্দনপত্রের উত্তরে বলেন যে, মালদহের কোন কোন অংশকে ভগ্নাবস্থায় দেখিয়া তিনি বড়ই দুঃখিত। মালদহের অতীত ইতিহাস মুছিয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমানে তথায় অনেক জিনিষেরই অভাব দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই সমুদয় অভাব বর্ত্তমানে দূর করা গভর্ণমেণ্টের পক্ষেও সম্ভবপর নয়। ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মহোদয়ের নিপুণ পরিচালনায় জনহিতকর যে সমুদয় কার্য্য করা হইয়াছে, সেজন্য তিনি উচ্চ প্রশংসা করেন। তিনি উপস্থিত ভদ্র মহোদয়-গণকে কলেজের উন্নতিকার্য্যের জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করিতে অনুরোধ করেন এবং তাহাদের ছেলেমেয়েরা যে অসুবিধা ভোগ করিতেছে, তাহাও বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, জীবনের প্রয়োজনীয় যাহা তাহার উন্নতির জন্য যদি লোকে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ছাড়াও উহা অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে। মৌলবী ইদ্রিস আহমদ সাহেবের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে এপ্রিল মাসে গভর্ণমেণ্টের কিছু সাহায্য পাওয়া যাইবে; কিন্তু জনসাধারণের নিকট হইতে সাহায্য পাওয়া না গেলে এই সামান্য গভর্ণমেণ্টের সাহায্য দ্বারা বিশেষ কিছু হইবে না।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেন যে, শীঘ্রই মালদহে প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রবর্ত্তন করা হইবে। বিল সংস্কার সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, জেলার কালেক্টরের সহিত তিনি আলোচনা করিয়া দেখিবেন ঐ বিষয়ে কি করা যাইতে পারে।

কুপাদি খনন সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, ঐ বিষয়ে এখন আর উদাসীন থাকা হইবে না। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড সম্বন্ধে তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, লোকে অজ্ঞানতা-নিবন্ধন বোর্ডের সকল সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে না। যখনই আবশ্যক বোর্ডের সাহায্য চাহিবার জন্য তিনি জনসাধারণকে উপদেশ দেন।

জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, দশটি জেলায় ঐরূপ বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ঐগুলির কাজ রীতিমত চলে কি না, তাহা দেখিয়া আরও ঐ প্রকারের ব্যাঙ্ক খোলা হইবে। এখন পর্য্যন্ত মালদহে ঐরূপ ব্যাঙ্ক হয় নাই বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। মালদহের প্রয়োজন কতটা, তাহা এতদিন উপলব্ধি করা হয় নাই। গৌড় হইতে পাকা রাস্তা নির্ম্মাণ সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেন যে, এখন ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যাইবে না। নবাবগঞ্জ রেলওয়ে লাইন সম্বন্ধে যে অভিযোগ তাহাও যুদ্ধের সময় বিবেচনা করা যাইবে না। এই সভায় পাঁচ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল এবং প্রায় ৪ ঘণ্টা ব্যাপী সভার কাজ চলিয়াছিল। রাত্রি ১২টার সময় তিনি মালদহ প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও ১২-৩০-টার সময় সার্কিট হাউসে পৌঁছেন। ২৬শে তারিখে প্রাতঃকালে তিনি কলিকাতা রওয়ানা হন। আমনুরা ষ্টেশনে নবাবগঞ্জের অধিবাসীদের পক্ষ হইতে একটি ডেপুটেশন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করে এবং রেলওয়ে ষ্টেশনটি উঠাইয়া দেওয়ার বিষয় আলোচনা হয়। তাঁহাকে একটি অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয় এবং তিনি আশ্বাস দেন যে, যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন না হইলে রেলওয়ে ষ্টেশনটি যাহাতে উঠাইয়া দেওয়া না হয়, সেজন্য চেষ্টা করা হইবে। তিনি রাত্র ৯টায় কলিকাতা পৌঁছেন।

বাঙলা সরকার স্থির করিয়াছেন যে, যে সকল কয়েদীর এক বৎসরের বেশী কারাদণ্ডের আদেশ হয় নাই এবং যাহারা তন্মধ্যে অর্দ্ধেক সময় কারাবাস করিয়াছে, এই জাতীয় কোন কোন শ্রেণীর কয়েদীদের অবিলম্বে মুক্তি প্রদান করিবেন। এই আদেশের ফলে প্রদেশের জেল-সমূহের অতিরিক্ত ভীড় বহুল পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে।

"মে-দিবস" উপলক্ষে মঃ ষ্ট্যালিনের বক্তৃতা

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

অধিকৃত অঞ্চলে জার্ম্মাণদের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম

মঃ ষ্ট্যালিন ইহার পর মন্তব্য করেন:—

"সমস্ত অধিকৃত দেশেই আজ সমর সম্ভার উৎপাদনের কারখানাগুলিতে উৎপাদন কার্য্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হইতেছে, জার্ম্মাণ গুদামসমূহে অগ্নিসংযোগ করা হইতেছে, জার্ম্মাণ সমরোপকরণ ও সৈন্যবাহী ট্রেণগুলি ধ্বংস করা হইতেছে এবং জার্ম্মাণ অফিসার ও সৈন্যদিগকে হত্যা করা হইতেছে। জার্ম্মাণ অধিকৃত সোভিয়েট ভূমিতে গরিলাদল অগ্নি সংযোগ করিয়া ঘরবাড়ী ধ্বংস করিতেছে। জার্ম্মাণ-দলকে দুর্ব্বল করিয়া সেই উপায়ে ফ্যাসিষ্টদের পরাজিত করার জন্যও সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা হইতেছে। দশ মাস পূর্ব্বে যেরূপ ছিল জার্ম্মাণবাহিনী তদপেক্ষা আজ অনেক দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। ব্রিশেনাউ, ব্রাউশিচ প্রভৃতি জার্ম্মাণীর প্রাচীন এবং অভিজ্ঞ সেনাপতিগণ আজ হয় নিহত হইয়াছেন; নতুবা ফ্যাসিষ্ট নেতাগণ কর্ত্তৃক পদচ্যুত হইয়াছেন।

"আমাদের দেশের সহিত অন্যান্য দেশের সম্পর্ক বর্ত্তমানে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ হইয়াছে। জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জগতের সমস্ত স্বাধীনতাকামী জনগণ আজ সঙ্ঘবদ্ধ ও একত্রিত হইয়াছে। গ্রেট-বৃটেন ও আমেরিকা এই সকল স্বাধীনতাকামী শক্তি-সমূহের শীর্ষস্থানে রহিয়াছে এবং আমরা এই উভয় রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্ব ও সমস্বার্থভাগিতার সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি। জার্ম্মাণ ফ্যাসিষ্ট আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এই দুই রাষ্ট্র আমাদের দেশকে ক্রমশঃ অধিকতর সাহায্য প্রদান করিতেছেন।

"সোভিয়েট ইউনিয়নে সামরিক কার্য্যকলাপ পূর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সুসংবদ্ধ হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে আমাদিগকে সাময়িকভাবে যে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল, উহা কাটাইয়া উঠিয়া লালফৌজ সক্রিয় আত্মরক্ষার পরিবর্ত্তে এক্ষণে শত্রুবাহিনীকে সাফল্যের সহিত আক্রমণ করিতেছে। রাশিয়ার জনগণ আজ সত্যসত্যই জার্ম্মাণ অভিযানকারীদের ঘৃণা করিতে সুরু করিয়াছে। সোভিয়েটের জনগণ আজ বুঝিতে পারিয়াছে যে, শত্রুকে সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা না করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করা অসম্ভব।

"বেসামরিক অধিবাসীদের সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করার সময় জার্ম্মাণ অফিসারগণ বিশেষ সাহস দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু যখনই তাঁহারা সুসংগঠিত লালফৌজের বিক্রমের সম্মুখীন হন, তখনই তাঁহারা সাহস হারাইয়া ফেলেন। আপনারা সেই পুরাতন প্রবাদবাক্য স্মরণ করুন—'ভেড়ার পালের মধ্যে মহাবীর, কিন্তু অন্য বীরের সম্মুখে ভেড়া মাত্র।'

সোভিয়েটের সংগ্রামের উদ্দেশ্য

"স্বাধীনতা ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আমাদের দেশের জন্য আমরা সংগ্রাম করিতেছি। অন্য দেশ দখল করা বা বিদেশীদের পদানত করা আমাদের সংগ্রামের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের লক্ষ্য সুস্পষ্ট ও সম্মানজনক—আমরা আমাদের সোভিয়েট ভূমিকে জার্ম্মাণ ফ্যাসিষ্ট পশুদের কবলমুক্ত করিতে চাহি। এই লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে জার্ম্মাণ ফ্যাসিষ্ট সৈন্য ও অভিযানকারিগণ অস্ত্র ত্যাগ না করিলে তাহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করিতেই হইবে। এতদ্ভিন্ন অন্য কোন পন্থা নাই। যাহাই ঘটুক না কেন, আমরা অবশ্যই এই কার্য্য করিব। এই আদর্শ সাধনে লালফৌজের সব কিছুই আছে, কিন্তু মাত্র একটি জিনিষের অভাব—ঘৃণ্য শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য সমস্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করাই আজ আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। সোভিয়েট ইউনিয়নের সমগ্র শক্তির আজ পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হইতেছে না। সুতরাং লালফৌজের বৈমানিকদিগকে, ট্যাঙ্ক পরিচালনাকারী-দিগকে, মেশিনগান চালনাকারীদিগকে, অশ্বারোহীদিগকে এবং অন্যান্য সকলকে নিজ নিজ অস্ত্রশস্ত্রে বিশেষভাবে পারদর্শী হইয়া ঐগুলিতে বিশেষজ্ঞ হইতে হইবে। একমাত্র এই উপায়েই আমরা শত্রুকে পরাজিত করার কৌশল শিখিতে পারিব।

"লালফৌজ ও লাল নৌবাহিনীর সৈনিকগণ, সেনা-নায়কগণ, রাজনৈতিক কর্ম্মিগণ এবং গরিলা যোদ্ধাগণ! আপনারা মে দিবস উপলক্ষে আমার অভিবাদন ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আজ আপনাদের প্রতি আমার নির্দ্দেশ:—

(১) পদাতিক যোদ্ধাগণ: রাইফেলের প্রত্যেকটি ব্যবহার জানুন, রাইফেল ব্যবহারে বিশেষজ্ঞ হউন। শত্রুকে সঠিকভাবে গুলী করিতে শিখুন।

(২) বৈমানিক, গোলন্দাজ ও ট্যাঙ্ক পরিচালনাকারিগণ আপনার অস্ত্রের প্রত্যেকটি ব্যবহার জানুন। আপনাদের নিজেদের অস্ত্রশস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হউন। শত্রু নিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে শিখুন।

(৩) সেনানায়কগণ: আপনার অধীন বাহিনীকে যে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করা সম্ভব, উহার প্রত্যেকটি সবিশেষ জানিয়া রাখুন। পরিচালক হওয়া সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হউন। সমগ্র জগতের নিকট প্রমাণ করুন যে, লালফৌজ জনগণের মুক্তি আনয়নের আদর্শ বাস্তবে পরিণত করিতে সক্ষম।

(৪) সমগ্র লালফৌজের প্রতি: ১৯৪২ সালেই যাহাতে জার্ম্মাণ ফ্যাসিষ্ট সৈন্যদের চূড়ান্ত পরাজয় হয় ও সোভিয়েট ভূমি শত্রুকবলমুক্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা করুন।

(৫) গরিলাযোদ্ধাগণ: শত্রুব্যূহের পশ্চাতে গরিলা সংগ্রাম চালাইয়া যান। শত্রুপক্ষের সৈন্য ও সমরোপকরণ প্রেরণ ব্যবস্থা ও যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা ধ্বংস করুন। শত্রুপক্ষের লোকজন ও ঘাঁটিসমূহ ধ্বংস করুন। আমাদের দেশ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে গুলী বর্ষণে কার্পণ্য করিবে না। মহামতি লেনিনের অজেয় পতাকাতলে আমরা বিজয় লাভের পথে অগ্রসর হইব।"

ঢাকা জেলায় পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

নানাস্থানে কার্য্যের প্রগতি

ধামরাই থানার অন্তর্গত উত্তর ধামরাই সার্কেলের জুট রেগুলেশন বিভাগের এসিষ্ট্যাণ্ট ইন্সপেক্টর ও প্রোপাগাণ্ডা এসিষ্ট্যাণ্টের চেষ্টায় এবং স্থানীয় নবগঠিত পল্লী-উন্নয়ন সমিতিসমূহের সহযোগিতায়, স্বেচ্ছাক্রমে নিম্নলিখিত গ্রামসমূহে নিম্নলিখিত কার্য্য সম্পাদন করা হইয়াছে:—

১। ৮ নং সানড়া ইউনিয়নের মহিশাষী গ্রামে দুইটী রাস্তা (একটীর দৈর্ঘ্য এক মাইল এবং প্রস্থ ৮ হাত, অপরটীর দৈর্ঘ্য অৰ্দ্ধ মাইল এবং প্রস্থ ৮ হাত) নির্ম্মাণ।

২। সানড়া গ্রামে ২৬ হাত দৈর্ঘ্য এবং ৮ হাত প্রস্থে আরও একটী রাস্তা নির্ম্মাণ।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য গ্রামেও কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত ১০টী রজনী বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে এবং ভালভাবে চলিতেছে। বাইশাকান্দা ইউনিয়নের পটল মৌজার একটী বিল হইতে কচুরীপানা ধ্বংস করা হইয়াছে এবং অন্যান্য ইউনিয়নে অনুরূপ কার্য্য চলিতেছে।

ময়মনসিংহ রেঞ্জের অন্তর্গত আড়াইহাজার থানার গোপালদীস্থিত পাট নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের এসিষ্টেণ্ট ইন্সপেক্টর ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদের উৎসাহ-ক্রমে মরদাবাদ গ্রামের প্রেসিডেণ্ট ও পল্লীমঙ্গল সমিতির মেম্বরগণের প্রচেষ্টায় উক্ত গ্রামে একটী মাইনর স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা একশতের উপর দাঁড়াইয়াছে। ২০ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্ক ছাত্রও খুব উৎসাহে অধ্যয়ন করিতেছে। সমিতির প্রেসিডেণ্ট মোঃ মুন্সী আলী ভূঞা সাহেব স্কুলের জন্য ২টী টিনের ঘর দান করিয়াছেন। একটী দৈর্ঘ্যে ২৬ হাত ও প্রস্থে ৮॥০ হাত এবং অপরটী ১৪ x ৮॥০ হাত। সমিতির ফাণ্ড হইতে উক্ত স্কুলের জন্য ২৫টী বেঞ্চ, ৭ খানা চেয়ার, ৪ খানা টেবিল ও ৫ খানা বোর্ড সরবরাহ করা হইয়াছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার জের]

এরো-ইঞ্জিন কারখানায় হানা

জানা গিয়াছে যে, রাজকীয় বিমান বাহিনী ৩০শে এপ্রিল রাত্রে প্যারিসের নিকটস্থ গেনেভিলিয়ার্সে নোম-রোণ এরো-ইঞ্জিন কারখানা আক্রমণ করিয়াছিল। আক্রমণ খুব সফল হইয়াছিল। জার্ম্মাণ বিমান ঘাঁটিসমূহের উপরও আক্রমণ চালান হইয়াছিল।

ট্রণ্ডহিমে বৃটিশ বিমান হানার ফল

"ষ্টকহলম্‌ টাইডিঙ্গেন" পত্রে প্রকাশ যে, ট্রণ্ডহিমের উপর বৃটিশ বিমানসমূহের প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে অধিবাসিগণ ঐ নগর ত্যাগ করিতেছে। বনে আশ্রয় গ্রহণের জন্য কয়েক হাজার লোক গৃহত্যাগ করিয়াছে। লোকগণ এত অধিক সংখ্যায় শহর ত্যাগ করিতেছে যে, কর্ত্তৃপক্ষ বহু শ্রমশিল্পের শ্রমিকদিগকে শহর ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া নোটিশ টাঙ্গাইয়া দিয়াছেন। নৌবিভাগস্থ ডকের হাজার হাজার শ্রমজীবী অশান্ত হইয়া পড়িয়াছে।

হিটলার-মুসোলিনী সাক্ষাৎকার

জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সীর সংবাদে বলা হইয়াছে, সালজবুর্গে হিটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে সাক্ষাৎকার হয়। রাজনীতিক আলোচনায় পররাষ্ট্র সচিব রিবেনট্রপ এবং সিয়ানো অংশ গ্রহণ করেন। সামরিক আলোচনায় জার্ম্মাণ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের প্রধান কর্ত্তা ফিল্ড মার্শাল কাইটেল এবং ইটালীয়ান সেনাপতিমণ্ডলীর প্রধান কর্ত্তা কর্ণেল জেনারেল কাউণ্ট ক্যাভালেরো যোগদান করেন। রোমের জার্ম্মাণ রাষ্ট্রদূত ফন ম্যাকেনসন এবং বার্লিনস্থিত ইটালীয়ান রাষ্ট্রদূত আলফিয়েরী আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন। জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সীর সংবাদে বলা হইয়াছে যে, উভয় জাতির ও উভয় জাতির নেতৃবৃন্দের অচ্ছেদ্য মৈত্রীবন্ধনে প্রণোদিত আবহাওয়ার মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হয়। ত্রিশক্তির বিপুল জয়লাভের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তৎসম্পর্কে এবং ইটালী ও জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক সামরিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে আলোচনার ফলে সম্পূর্ণ মতৈক্য হয়।

হামবুর্গের উপর বোমাবর্ষণ

বিমান বিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, গত ৩রা মে রাত্রিতে ব্রিটিশ বোমারু বিমানবহরের একটি সঙ্ঘবদ্ধ দল হামবুর্গের ডক অঞ্চল ও জাহাজ নির্ম্মাণ কারখানাসমূহের উপর আক্রমণ চালায়। ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হইতে দেখা যায়। সেণ্ট নজেয়ারস্থিত সাবমেরিণ ঘাঁটির উপর বোমা বর্ষিত হয় এবং প্রতিপক্ষের দরিয়ায় মাইন পাতা হয়। হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম ও উত্তর ফ্রান্সের যে সব বিমানক্ষেত্র হইতে ইংলণ্ডে হানা দেওয়া হয়, সেইসব বিমান ঘাঁটির উপর বোমারু ও জঙ্গী বিমানসমূহ আক্রমণ চালায়। উত্তর ফ্রান্সে প্রতিপক্ষের দুইটি বিমান ধ্বংস হয়। উপকূলরক্ষী বিমান বাহিনীর বিমানসমূহ নরওয়ের উপকূলবর্ত্তী দরিয়ায় দুইটি জাহাজ ঘায়েল করে এবং উপকূলবর্ত্তী লক্ষ্যবস্তুসমূহের উপর আক্রমণ চালায়।

বর্ম্মা সরকার ল্যাফটেনেণ্ট-কর্ণেল আর, আর, ইউরিংকে (বর্ম্মা সিভিল সার্ভিস) ভারতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি ভারতে অবস্থিত বা ভারতে আশ্রয়প্রার্থী বর্ম্মা গভর্ণমেণ্ট বা অর্দ্ধ-গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠানের চাকুরিয়াদের বেতন, ছুটির বেতন, পেন্সন্‌, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রভৃতির দাবী সংক্রান্ত ব্যাপার পরিচালনা করিবেন। বর্ম্মার চাকুরিয়াগণ কর্ণেল ইউরিংএর (বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের হোম্‌ ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা) নিকট দরখাস্ত করিতে পারেন। কলিকাতার বাহিরের লোকেরা যদি বেতন ও পেন্সনের জন্য দরখাস্ত পাঠাইতে বিলম্ব করিতে না চাহেন, তবে যে কোনও ট্রেজারিতে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে পূর্ণতর এফিডেভিট ও দরখাস্তের [illegible] পাঠাইতে পারেন।

বর্ত্তমান সঙ্কটে দেশবাসীর কর্ত্তব্য

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর আবেদন

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী মিঃ এ. কে. ফজলুল হক নিম্নোক্ত আবেদন প্রচার করিয়াছেন :—

মফঃস্বল অঞ্চলে ভ্রমণ কালে আমি দেখিতে পাইলাম যে, দেশরক্ষার জন্য যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে বিশেষ সময়ে সাধন বা সেইগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। ইহা অতীব দুঃখের বিষয়। কারণ আইন সভার সদস্যেরা ও স্থানীয় কর্ম্মচারীরা যদি প্রকৃত সহযোগিতার ইচ্ছা লইয়া কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে জনসাধারণের অভিযোগের অনেক সাধারণ কারণেরই অবসান হইত। আমি যেখানেই গিয়াছি, সেইখানেই দেখিয়াছি জনসাধারণের মধ্যে কেবল অভিযোগ; অথচ সরকারী কর্ম্মচারীদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত এইরকম লোক খুব বেশী নাই। এই পরিস্থিতির অবসান খুবই বাঞ্ছনীয়; কারণ বর্ত্তমান সময় এ জাতীয় জিনিষ অবহেলা করিবার সময় নয়। আমি তাই আইন-সভার সদস্যদের আবেদন জানাইতেছি যে, তাঁহারা কমিশনার, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারীর সংস্পর্শে আসিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিবেন ও অযথা সময় নষ্ট না করিয়া যাহাতে তাহা সাধিত হইতে পারে, এই বিষয়ে উপদেশ দিবেন। আমি মনে করি, যদি ইহা করা যায় তাহা হইলে জনসাধারণ অভিযোগের কোনও কারণ পাইবেন না ও যেখানে প্রতিকার সম্ভব সেইখানে অনতিবিলম্বে প্রতিকার হইবে। তাই আমি সদস্যদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি, তাঁহারা যেন বর্ত্তমান গুরুত্বপূর্ণ কাজে জনসাধারণ ও সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে সহযোগিতা রক্ষার চেষ্টা করেন। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সরকারী কর্ম্মচারীরা গুরুতর কার্য্যাদিতে নিযুক্ত আছেন, তাই এসকল ব্যাপারে বেসরকারী সাহায্যই খুব বেশী মূল্যবান্ হইতে পারে। আমি আশা করি আমার আবেদন ব্যর্থ হইবে না।

কলিকাতার সন্নিকটে ট্রেণ-দুর্ঘটনা

রেল-কর্ত্তৃপক্ষের ইস্তাহার

বি এণ্ড এ রেলওয়ের ট্রান্সপোর্টেশন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন :—

গত ১লা মে তারিখে রাত্রি প্রায় ৭-৫৫ মিনিটের সময় ৬নং ডাউন সুরমা মেল ট্রেণখানি (চট্টগ্রাম মেল) যখন কলিকাতা হইতে ১৬ মাইল দূরে নিমুরালি ষ্টেশনের বাহিরে সিগন্যালের নিকট দাঁড়াইয়াছিল, তখন ৯৪নং ডাউন রাণাঘাট প্যাসেঞ্জার ট্রেণখানি (উহা মেজেন্টাইট-সিগন্যালে যাইতেছিল) ৬নং ডাউন মেলের সহিত ধাক্কা খায়। ৬নং ডাউন মেলের সর্ব্বশেষে অবস্থিত একখানি বগি অনেক ভাবে সম্পূর্ণ ভাবে চূর্ণ হইয়া যায় এবং তাহার পরে যে ব্রেকভ্যান ও তৃতীয় শ্রেণীর কামরা এবং মালভ্যান ছিল, তাহা উল্টাইয়া যায়। ৯৪নং ডাউন প্যাসেঞ্জারের ইঞ্জিনখানিও সামান্য ক্ষতি গ্রস্ত হইয়াছে।

৯৪নং ডাউন ট্রেণের গার্ড ও কারারবান এবং ১৬ জন যাত্রী আহত হইয়াছেন। ৬নং ডাউন মেলের দুর্ঘটনাতে তুলিয়া আহতদের বি আর সিং হাসপাতালে আনা হইয়াছে। দুর্ঘটনার কারণ সম্বন্ধে তদন্ত শুরু হইতেছে।

হাউস প্রোটেক্শন ফায়ার পার্টিজ্

(বাড়ী-ঘর রক্ষাকারী অগ্নিনির্ব্বাপক দল)

বিমান আক্রমণজনিত আগুন হইতে বাড়ী-ঘর রক্ষা করার পারস্পরিক সাহায্য প্রত্যেক বাড়ীর মালিকেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। নবগঠিত হাউস প্রোটেক্শন ফায়ার পার্টি (বাড়ী-ঘর রক্ষাকারী অগ্নিনির্ব্বাপক দল) এই উদ্দেশ্যেই সংগঠিত হইয়াছে; এই দলগুলি রেগুলার এ আর্ পি বলিয়া গণ্য হইবে না। এই দল গঠনকারী বাড়ীর মালিকদের এ আর পি সার্ভিস অর্ডিনান্স অনুসারে তালিকাভুক্ত হওয়ার প্রয়োজন নাই। বাড়ীর মালিকগণ ১২৫ জনে মিলিয়া এইরূপ একটি গ্রুপ গঠন করিতে পারেন—এই সমস্ত প্রত্যেক গ্রুপকে নিম্নলিখিত সর্ত্তানুসারে একটি ষ্টিরাপ পাম্প ধারে দেওয়া যাইতে পারে।

১। এই ১২৫ জনের গ্রুপের মধ্য হইতে অন্যূন তিনজন অনধিক ছয়জনকে নিয়া একটি হাউস প্রোটেক্শন ফায়ার পার্টি গঠন করিতে হইবে; উহাদের মধ্যে একজনকে লীডার হইতে হইবে।

২। লীডারকে তাঁহার নিজের নাম এবং তাঁহার পার্টির নাম ফায়ার পার্টির লোক্যাল ষ্টাফ অফিসারের অফিসে রেজিষ্টারী করাইতে হইবে। তাঁহাকে তখন ষ্টিরাপ পাম্প ও উহার সরঞ্জামাদি দেওয়া হইবে।

৩। চাহিবামাত্রই লীডারকে পাম্প ও সরঞ্জামাদি ফেরৎ দিতে হইবে।

৪। পাম্প ও সরঞ্জামাদি এমন স্থানে রাখিতে হইবে যাহাতে এ আর্ পি অফিসার যাইয়া অনায়াসে উহা দেখিতে পারেন।

৫। পার্টির সমস্ত মেম্বরকেই পাম্প ব্যবহারের এবং আগুন নিভাইবার প্রাথমিক ব্যবস্থাদি সম্পর্কে ট্রেণিং লইতে হইবে। লীডার লিখিলেই এজন্য ফায়ার পার্টির স্টাফ ষ্টাফ্ অফিসার সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন এবং যেখানে পাম্প রাখা হইবে সেই স্থানে বা তাহার নিকটে উহার ব্যবস্থা করা হইবে।

উপরোক্ত সর্ত্তানুসারে দোকান, বিদ্যালয়, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল ইত্যাদিতেও উক্ত পাম্প ও সরঞ্জামাদি ধারে লওয়া যাইতে পারিবে।

হাউস প্রোটেক্শন ফায়ার পার্টি গঠনে ওয়ার্ডেনদিগকে সাহায্য করার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া যাইতেছে।

বর্ত্তমানে যে সমস্ত ষ্ট্রীট ফায়ার পার্টি আছে, তাহা স্বতঃই হাউস প্রোটেক্শন ফায়ার পার্টিজ হইবে এবং তখনই ষ্ট্রীট ফায়ার পার্টি সার্ভিসের তালিকাভুক্ত হওয়ার সকল পূর্ব্বে তাহাদিগকে যে সমস্ত বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ হইতে হইয়াছে, তাহা হইতে তাঁহারা রেহাই পাইবেন।

ফায়ার পার্টিসমূহের লোক্যাল ষ্টাফ্ অফিসারদের অফিসের ঠিকানা নিম্নে দেওয়া হইল, তাঁহাদের নিকটই দরখাস্ত করিতে হইবে; বিস্তৃত বিবরণাদি তাঁহাদের নিকট, ওয়ার্ডেনস্ পোষ্টস এবং সমস্ত এ আর্ পি ইনফরমেশন ব্যুরোতে পাওয়া যাইবে।

এই সমস্ত অফিসার প্রত্যহ সকাল ৭টা হইতে সকাল ১০॥টা পর্য্যন্ত পার্টির নাম রেজিষ্টারী করার জন্য ষ্টিরাপ পাম্প ও সরঞ্জামাদি দেওয়ার জন্য এই সমস্ত অফিসে উপস্থিত থাকিবেন।

সাব-এরিয়াসমূহ, ষ্টাফ অফিসারদের নাম ও অফিসের ঠিকানা

শ্যামপুকুর—মিঃ নলিনীকুমার ব্যানার্জ্জি, পি ৩৪বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ।
বড়তলা—মিঃ কিরণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পি ৩২, সেণ্ট্রাল এভেনিউ।
বড়বাজার, নর্থ—মিঃ এম, এল, সরলা, ৩৭৯, আপার চীৎপুর রোড।
মুচিপাড়া, ইষ্ট—মিঃ এ, হুসেন, ওরফে রাজা মিঞা, ১২৭এ, লোয়ার সার্কুলার রোড।
তালতলা, পার্ক ষ্ট্রীট—মিঃ আজিজ আমেদ খান, বি, এ, ৫, মার্কুইস ষ্ট্রীট।
ওয়াটগঞ্জ, হেষ্টিংস—মিঃ কৈজ আমেদ, বি, এল, পি ২০৪, হরিসভা ষ্ট্রীট, খিদিরপুর।
চীৎপুর—মিঃ মীর আসগর আলি, এম, এ, বি, এল, ৭১১বি, পাল ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার।
মাণিকতলা, নর্থ—ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, বি, এসসি, এম, বি,
৭, বিপিন মিত্র লেন, শ্যামবাজার।
মাণিকতলা, সাউথ—মিঃ এ, এইচ, এম, আফজল হক, এম, এ,
৭৫এ, মতিলাল টেম্পল ষ্ট্রীট।
ইন্টালী—মিঃ পরিমল ঘোষ, এম, এ, ১৪, হরলাল দাস ষ্ট্রীট, ইন্টালী।
বেনিয়াপুকুর—মিঃ নিজামউদ্দিন আহমেদ, ১০৪, মেহের আলী রোড, পোঃ পার্ক সার্কাস।
বালীগঞ্জ, নর্থ—মিঃ মহম্মদ আলি মিঞা, বি, এসসি, ৫১, লোয়ার রোড, কলিকাতা।
বালিগঞ্জ, সাউথ—মিঃ অনিলকুমার চ্যাটার্জ্জি, ৫২এ, ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা।
ভবানীপুর, ইষ্ট—মিঃ গঙ্গাপ্রসাদ বসু, বি, এ, বি, এল, ৬, হাজরা রোড, কলিকাতা।

সাব-এরিয়াসমূহ, ষ্টাফ অফিসারদের নাম ও অফিসের ঠিকানা

ভবানীপুর, ওয়েষ্ট—ডাঃ হিরন্ময় ঘোষাল, পি, এইচ, ডি, ২৪, কালী টেম্পল রোড।
টালীগঞ্জ, ওয়েষ্ট—মিঃ আশুতোষ চ্যাটার্জ্জি বি, এ, বি, এল,
পি ৯১, সর্দ্দার শঙ্কর রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা।
টালীগঞ্জ, ইষ্ট—মৌলবী আবদুল মান্নান, ২৪।৫বি, যতীন দাস রোড, টালীগঞ্জ।
আলীপুর—মিঃ বসন্তকুমার চ্যাটার্জ্জি, ১৩, বেহালা সেণ্ট্রাল রোড, কলিকাতা।
বেলিয়াঘাটা—মিঃ আমিনর রহমান মামুন, ৯৫এ, খাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বড়বাজার, সাউথ—মিঃ এম, আফজল এইচ, খান, ১১৬, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
জোড়াসাঁকো—মিঃ মহম্মদ গোলাম মর্ত্তুজা,
৫।২ডি, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, অফ আপার চীৎপুর রোড, কলিকাতা।
জোড়াসাঁকো—মিঃ মহম্মদ গোলাম মার্ত্তুজা, ১১এ, রামদুলাল সরকার রোড।
আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট—মিঃ এস, কে, জহরলাল, ২৮।১এ, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
কুটীপাড়া, ওয়েষ্ট—মিঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৮, গোকুল বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
জোড়াবাগান, সাউথ—মিঃ হরিপদ বসু, ২১, পাথুরিয়া ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
কাশীপুর—মিঃ মহম্মদ আবদুল্লা, ৫২, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা।
মেছুয়া ষ্ট্রীট, বড়বাজার—মিঃ নলিনীলাল চৌধুরী,
পি ৫১, ক্যেত্রমোহন লেন, কলিকাতা।

এ আর্ পি পাবলিসিটি সাব-কমিটি, পাবলিক রিলেশনস কমিটি, বেঙ্গল, কর্ত্তৃক প্রচারিত।
কলিকাতা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন উহার প্রচার ব্যয় বহন করিয়াছেন।

নদীয়া জেলার পল্লীতে প্রদর্শনী

শিলাইদহে সাফল্য সহকারে অনুষ্ঠিত

নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার অন্তর্গত শিলাইদহ পল্লীতে গত ৮ই হইতে ১৪ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি ও গো-প্রদর্শনীর একটী সাফল্যমণ্ডিত বিরাট অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। এই প্রদর্শনীতে প্রত্যহ প্রায় পাঁচ হাজার নরনারী কুষ্টিয়া মহকুমার বিভিন্ন স্থান হইতে সমবেত হইয়া পল্লী-সংগঠনমূলক নানাবিধ শিক্ষণীয় বিষয়, সিনেমা, বক্তৃতা, সঙ্গীত, নাট্যাভিনয় ও ক্রীড়াদি সাফল্যে অনুগত হইয়া আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। নদীয়া জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ও, বি, ই, বি-এল, মহাশয় প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন ও বঙ্গীয় স্বাস্থ্য বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর মহাশয় উদ্বোধন সভায় সভাপতিত্ব করেন। কুষ্টিয়ার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্যোমকেশ সেনগুপ্ত মহাশয় প্রদর্শনী কমিটির সভাপতি ছিলেন এবং তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টায় এত বড় বিরাট প্রদর্শনী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। প্রদর্শনী কমিটি এই মহকুমার অধিবাসীদের কৃষি ও শিল্পজাত বিবিধপ্রকার দ্রব্যের একটী বিরাট সমনাভিরাম সমাবেশের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। গো-প্রদর্শনীতে স্থানীয় বহু ষাঁড়, বলদ ও গাভীর সমাবেশ হইয়াছিল এবং শিশু প্রদর্শনীর দিন মহকুমার বহু শিশু পরীক্ষিত হইয়া উপযুক্ত পুরস্কার পাইয়াছিল।

শিক্ষামূলক আনন্দ বিধানের জন্য প্রবোধ বাবুর "আলোর জয়" ও শচীন্দ্র নাথ অধিকারী রচিত "গ্রামে ফেরো" নাটক অভিনীত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত অন্যান্য প্রকার থিয়েটার, যাত্রা, বহুরূপী অভিনয়, পল্লীসঙ্গীত, ব্রতচারী নৃত্য, আবৃত্তি, লাঠিখেলা, জিম্‌ন্যাষ্টিক, সিনেমা প্রভৃতির প্রচুর আয়োজন হইয়াছিল। বাঙলা গভর্ণমেণ্টের National Welfare Unit এই সপ্তাহব্যাপী প্রত্যহ ৩ ঘণ্টা তাঁহাদের লোকশিক্ষামূলক সিনেমা ও গানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় কৃষি, শিল্প ও পশুপালন বিভাগের প্রচারকগণ, জেলার স্বাস্থ্য কর্ম্মকর্ত্তা, মহকুমার স্পেশাল অফিসার, সাব-রেজিষ্ট্রার, পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণের কর্ম্মচারিগণ প্রদর্শনীতে যোগদান করিয়া সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহারা বাদেও কলিকাতা কর্পোরেশনের বক্তা ও কলিকাতা, কৃষ্ণনগর, মুর্শিদাবাদ, কুষ্টিয়া, কুমারখালী, পাবনা প্রভৃতির নানা শিল্পপ্রতিষ্ঠান তাঁহাদের দ্রব্যসম্ভারে প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। প্রদর্শনী-কর্ত্তৃপক্ষ সকলের যানবাহন ও আহারাদির সুব্যবস্থার জন্য অর্থ ব্যয়ে কার্পণ্য করেন নাই এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রত্যেকটী অনুষ্ঠানের প্রশংসনীয়ভাবে সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এই প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য ইহার "মহিলা দিবস" ও "ম্যালেরিয়া নিবারণী সম্মেলনের" মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। মহিলা দিবসে কলিকাতা সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতির প্রচারক মহাশয় বক্তৃতা দেন এবং স্থানীয় মহিলা সমিতির সভ্যাগণ নিজেরাই প্রদর্শনী ও সম্মেলনের সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। ঐ দিন প্রায় চারি হাজার পল্লীমহিলা সমবেত হইয়াছিলেন। ম্যালেরিয়া নিবারণী সম্মেলনে কুষ্টিয়ার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সভাপতিত্ব করেন ও কলিকাতার কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক রায়বাহাদুর ডাঃ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটী শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা দেন। ঐ সভায় কুষ্টিয়া মহকুমার অনেকগুলি anti-malaria societyর সম্পাদক ও কর্ম্মিগণ, Sanitary Inspectorগণ ও ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন এবং কুষ্টিয়া মহকুমার স্বাস্থ্যোন্নতি ও জলনিকাশ সম্বন্ধে কয়েকটী অতি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ঐ দিন প্রাতে উপস্থিত গভর্ণমেণ্ট সমস্ত বিভাগের কর্ম্মচারিগণ, মেডিকেল অফিসার, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও সভ্যগণ, anti-malaria societyর সভ্য ও সম্পাদকগণ স্থানীয় যুবকদের সহিত শোভাযাত্রাসহ গান গাহিয়া সমস্ত পল্লীটি পরিভ্রমণ করেন ও সকলে প্রায় এক বিঘা জমির জঙ্গল কর্ত্তন করিয়া গ্রামের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন।

যুদ্ধ জয়ের জন্য ত্যাগ স্বীকার

বৃটেনের অধিবাসীদের নানা অধিকার সঙ্কোচ

যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্যের জন্য ব্রিটেনের অধিবাসীরা যে সমস্ত ত্যাগ স্বীকার করিতেছে, ডেইলী এক্সপ্রেস পত্রিকা তাহার কতকগুলি উদাহরণ উল্লেখ করিয়া একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছে।

ব্রিটেনের প্রত্যেক অধিবাসী এবং তাহাদের টাকা-পয়সা এবং সম্পত্তি সম্পূর্ণ ভাবে গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীন হইয়াছে। যে কাহাকেও যে কোনও স্থানে যাইতে বা যে কোনও কিছু করিতে আদেশ দেওয়া যাইতে পারে। গভর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে এবং কোনও ব্যক্তি বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কত টাকা উঠাইতে পারিবে, তাহাও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা জমি গভর্ণমেণ্ট যে কোন উদ্দেশ্যের জন্য লইতে পারে। এমন কি, প্রয়োজন হইলে ধ্বংস পর্য্যন্ত করিতে পারে।

অতি প্রয়োজনীয় শ্রমশিল্পগুলির মজুরেরা শ্রমবিভাগ দপ্তরের অনুমতি ছাড়া কাজ ছাড়িতে পারে না এবং তাহাদেরও কাজ হইতে ছাড়াইয়া দেওয়া যায় না। ধর্ম্মঘট বা শ্রমিক-নিষ্কাশন (লক আউট) বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা যাইতে পারে। যে সব মজুর কাজে না আসে বা যাহারা কাজে কামাই দেয়, তাহাদের জরিমানা করা বা জেলে দেওয়া যাইতে পারে। ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের রেজিষ্ট্রারীভুক্ত হওয়া আবশ্যিক করা হইয়াছে।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সোনা বাজার ও সাধারণের নিকট হইতে তুলিয়া লইয়া গভর্ণমেণ্ট নিজে জমা রাখিয়াছে। লাইসেন্স না থাকিলে বৃটেন হইতে কেহ বাহিরে টাকা পয়সা চালান করিতে পারে না। অলঙ্কারপত্রও বাহিরে রপ্তানী করা চলে না। নিষ্প্রদীপ করা প্রত্যেকের পক্ষেই আবশ্যক এবং প্রয়োজন হইলে যে কাহারও দরজা ভাঙ্গিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া আলো বন্ধ করিয়া দেওয়া চলে। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক খাদ্যাদি জমাইয়া রাখিলেও বাড়ী খানাতল্লাসী করা চলে।

বে-সামরিক দেশরক্ষা সম্পর্কীয় কার্য্যাবলী প্রত্যেকের পক্ষেই আবশ্যিক এবং অধিকাংশ স্থানে হোম-গার্ডের কার্য্যও শীঘ্রই আবশ্যিক করা হইবে। রুটি, তরকারী এবং মাছ প্রভৃতি ছাড়া অন্যান্য খাদ্যবস্তুর বরাদ্দ বাঁধা আছে। কৃষকেরা স্থানীয় কৃষি কমিটিগুলির নির্দ্দেশ মত শস্য উৎপাদন করিতে বাধ্য।

[শেষ কলমের নিম্নে দেখুন]

ত্রিপুরা জেলায় ঋণ-মীমাংসা

গুণবতী ঋণ-সালিশী বোর্ডের কয়েকটি মামলার নিষ্পত্তি

মোকদ্দমা নং $\frac{১৪}{২}$, সন ১৯৩৮ইং

খাতক জেবু মিয়া গং, পাওনাদার অটল বিহারী পালের দাবী ৪,৬৪০৲ টাকা ছিল। ১৮ ধারায় দাবী ১,৬০০৲ টাকা সাব্যস্ত হয়। ১৮ ধারার বিরুদ্ধে পাওনাদার আপিল করে। কিন্তু আপিল কর্ম্মচারী বোর্ডের আদেশ বহাল রাখেন। ১৯(১) (ক) ধারামতে বোর্ড উক্ত পাওনাদারের সহিত ৮৮৪৲ টাকায় ২০ কুড়ি কিস্তিতে মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন।

মোকদ্দমা নং $\frac{৪০}{৭}$, সন ১৯৩৮ইং

খাতক মোহাম্মদ ইসমাইল গং পাওনাদার ঈশ্বর চন্দ্র ভারত চন্দ্র পাল গং-এর ৫ খানা রেহানী দলিলে ১,৮০০৲ টাকা দাবী ছিল। বোর্ড ১৮ ধারামতে ৩০০৲ টাকা দাবী সাব্যস্ত করেন ও ১৯(১)(ক) ধারামতে মোট ২০০৲ দুইশত টাকায় ১৫ কিস্তিতে মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন।

মোকদ্দমা নং $\frac{৩৭}{৫}$, সন ১৯৩৮ইং

খাতক আজিমার মোল্লা—পাওনাদার ভারতচন্দ্র পাল মঃ ৪৬৮।৵৹ আনা আদালতে ডিক্রী মূলে পাওনা ছিল। বোর্ড নগদ ১২৫৲ টাকা খাতক হইতে লইয়া দিয়া পাওনাদারের সহিত মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন।

[২য় কলমের শেষাংশ]

সৈন্য ও যুদ্ধসম্ভার চলাচলের জন্য সাধারণ যাত্রীবাহী ট্রেণের সংখ্যা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ট্রেণের বিভিন্ন-প্রকার সস্তা ভাড়ার টিকেট বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত অঞ্চলগুলিতে বে-সামরিক ব্যক্তিদিগকে কোনও কারণেই যাইতে দেওয়া হয় না। এই সকল অঞ্চল হইতে স্থানীয় ব্যক্তিদিগকেও চলিয়া যাইতে বলা যাইতে পারে। পেট্রোলের সাধারণ বরাদ্দ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় মোটর চলাচল বিশেষ হ্রাস পাইয়াছে। ব্যক্তি স্বাধীনতার বিশেষভাবে সঙ্কোচ সাধন করা হইয়াছে। ১৮বি রেগুলেশান অনুসারে যে কোন লোককে সন্দেহ-মূলে গ্রেপ্তার করা চলে।

কয়েকদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় যুদ্ধ-বিমানের কলাকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই চিত্রে দেখা যাইতেছে— গভর্ণর-পত্নী মাননীয়া লেডী বেটী হার্বার্ট একজন ভাইস্-মার্শালের সহিত আলাপ করিতেছেন। [illegible] কলাকৌশল অবলোকন করিতেছেন।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ABU HENA.

Regd. No. C2532.

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ২৫শ সংখ্যা] কলিকাতা, ১৮ই মে, ১৯৪২ [এক আনা

"জাতীয় যুদ্ধ ফ্রণ্ট" ও দেশবাসীর কর্ত্তব্য

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর বেতার বক্তৃতা

বাঙলার প্রধান-মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক গত ৬ই মে বুধবার বেতারে নিম্নোক্ত বক্তৃতা করিয়াছেন :—

আমাদের এই দেশকে যাহারা ভালবাসে, এই দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও স্বাধীনতার জন্য যাহাদের উদ্বেগের অন্ত নাই, তাহাদের প্রত্যেককে, প্রতি নরনারী ও তরুণকে জাতীয় যুদ্ধ ফ্রণ্টে যোগদানের জন্য আহ্বান করাই আজ আপনাদের নিকট আমার এই বক্তৃতার একমাত্র উদ্দেশ্য। যদিও এই আহ্বান জানাইতেছি আমি, তথাপি এ ফ্রণ্ট গভর্ণমেণ্টের নয়—এ ফ্রণ্ট জনসাধারণের। এই ফ্রণ্ট তাঁহাদেরই—যাঁহারা চীন, রাশিয়া ও বৃটেনের জনসাধারণের মহান দৃষ্টান্ত এ দেশেও অনুসরণ করিতে সঙ্কল্পবদ্ধ। ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের মহান্ ঐতিহ্য যাহাদের গর্ব্ব ও গৌরবের বস্তু, ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিককে দিয়া যাঁহারা শিখাইতে চাহেন যে, আজিকার এই চরম সঙ্কট মুহূর্ত্তেও ভারতবর্ষ বিচলিত হয় নাই, এ ফ্রণ্ট তাহাদের লইয়াই গঠিত হইবে।

বিপদ যে দ্বারপ্রান্তে—এ কথা অস্বীকার করা কেবলমাত্র নির্ব্বুদ্ধিতা নহে, উহা সামাজিক অপরাধও বটে। কারণ, "এখানে কিছুই ঘটিতে পারে না"—আশা ও আশ্বাসের মাঝে এই শ্রেণীর অলস আত্মপ্রবঞ্চনার আর অবসর নাই। ভীরুর মত নৈরাশ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া হতাশার বাণী প্রচার করিবার সময়ও ইহা নহে। আজ দাঁতে দাঁতে চাপিয়া মাথা সোজা করিয়া এই সঙ্কল্পে অটল হইবার দিন আসিয়াছে যে, যদি অগ্নিপরীক্ষার সময় আসেই, তবে এ দেশে আমরা যেন বীরের মত, মানুষের মত আমাদের কর্ত্তব্যবোধের পরিচয় দিতে পারি। পরম শৌর্য্যবান্ যোদ্ধা মার্শাল চিয়াং কাইশেকের ভাষায় "আজ সমগ্র মানব জাতির চরম পরীক্ষার দিন সমাগত।" এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার উপরই আমাদের সকল আশাভরসা নির্ভর করিতেছে। তাই জাতীয় যুদ্ধ ফ্রণ্টে যোগদান করিতে আমি আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি।

এ দেশে আমরা যুদ্ধের বাস্তব রূপের সহিত পরিচিত নহি। সম্ভবতঃ সেইজন্যই পরাজয়কে আমরা বড় বেশী ভয়াবহ করিয়া দেখিতে অভ্যস্ত। পার্ল বন্দরে, সিঙ্গাপুরে, মালয়ে ও ব্রহ্মদেশে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে আপনাদের অনেকেই বড় বেশী দমিয়া গিয়াছেন। অনেকে হতাশায় একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। আমি এ হতাশা অস্বাভাবিক মনে করি না। কিন্তু এই হতাশার অন্ধকারে প্রধান ও ব্যাপক ঘটনাবলীকে আমরা যেন বুঝিতে ভুল না করি,—মাত্রাবোধ যেন না হারাই। আমাদের যুদ্ধে যোগদানের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত এমন কিছু ঘটে নাই, যাহাতে আক্রমণকারীর পরিণাম সম্পর্কে আমাদের কোন সন্দেহের কারণ ঘটিতে পারে।

মুহূর্ত্তের জন্যও যদি ভারতের অবস্থা বিশ্লেষণ করা যায়, তবে দেখা যায় যে, ফ্রান্সের পতনের পর বৃটেনের যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহার তুলনায় ভারতবর্ষের অবস্থা বহুগুণে নিরাপদ। ১৯৪০ সালের জুন মাসের বৃটেনের কথা স্মরণ করুন। ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী সেনাবাহিনী তাহার উপকূল হইতে মাত্র ২১ মাইল দূরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে অথচ বৃটেনের প্রয়োজনীয় বিমান প্রতিরোধ ব্যবস্থা নাই, ডানকার্কের ভয়াবহ ক্ষতিপূরণ করিতে পারে এমন অস্ত্রশস্ত্র ও সমরোপকরণ নাই, সমরশিল্পের উৎপাদন পরিমাণ অত্যন্ত কম, সর্ব্বোপরি সে নিঃসঙ্গ। যুক্তি ও অভিজ্ঞতাবলে তাহারা হারিয়া গিয়াছিল; সমস্ত জগৎও সেই কথা মনে করিয়াছিল ও বলিয়াছিল।

(মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী)

বৃটেনের সে দিনের সে অবস্থার সহিত আজিকার ভারতবর্ষের তুলনা করুন। আমাদের সম্মুখবর্তী শত্রু জাপান আজ তিন রণাঙ্গনে যুদ্ধে প্রবৃত্ত। চীনে তাহার সুখ সুদিন যাইতেছে না, ফিলিপাইনে আমেরিকানদের হাতে তাহার প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে। ওদিকে ব্রহ্মদেশে ভারতীয়, বৃটিশ ও চীনা বাহিনী তাহার অগ্রগতিতে বাধা দিতেছে। ১৯৪০ সালে বৃটেন ছিল নিঃসঙ্গ: ১৯৪২ সালে, ভারতবর্ষের পশ্চাতে রহিয়াছে—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরাট শিল্পশক্তি, চীন, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটিশ কমনওয়েলথের অপরিমেয় জনবল এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ক্রমবর্দ্ধমান বিমানশক্তি। আজিকার ভারতবর্ষ ও ১৯৪০ সালের জুন মাসের বৃটেনের মধ্যে কোন তুলনাই চলিতে পারে না। কিন্তু বৃটেনের সে দুর্দ্দিনে সাহস ও আত্মপ্রত্যয়ই জয়ী হইয়াছিল, সে দুর্দ্দিনে পরাজয়ের সম্ভাবনাকেও মানিয়া লইতে বৃটেন অস্বীকার করিয়াছিল। সে দিনের বৃটেনের তুলনায় আমাদের দুর্দ্দিন প্রায় সুদিনেরই সামিল। অতএব যুদ্ধে আমরা জয়ী হইব এবং তারপর আসিবে সুশৃঙ্খল শান্তি—ইহাই আমাদের একমাত্র চিন্তাধারা হওয়া উচিত। কিন্তু আজ যাঁহারা আমার বক্তৃতা শুনিতেছেন, তাঁহাদের অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—"এ সম্পর্কে আমি কি করিতে পারি?" যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে সংহত করিয়া তোলা যে গভর্ণমেণ্টেরই কাজ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমি কি করিতে পারি? আমার মনে হয়, এই প্রশ্নই আজ বহু ভারতবাসীর মনে জাগিতেছে।

সমর দেশরক্ষা ব্যবস্থা ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ যে মূলতঃ গভর্ণমেণ্টের কাজ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট শত্রুকে বাধা দিতে পারে কেবলমাত্র ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় জনসাধারণ। দেশের অভ্যন্তরবর্ত্তী শত্রু বলিতে আমি বিশ্বাসঘাতক বিভীষণগণকে বুঝাইতেছি না; কারণ, সংখ্যায় তাহারা সামান্য এবং তাহাদের ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্টই করিতে পারিবেন। যে সকল লোক আতঙ্কে, হতাশায়, এমন কি ঔদাসীন্যে অভিভূত হইয়া পড়ে এবং কথা ও কাজের মধ্য দিয়া অপরের মধ্যে পরাজিতের মনোভাব সঞ্চারিত করে, আমি তাহাদের কথাই বলিতেছি। এইভাবেই জনসাধারণের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং শত্রুর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। যে জাতিকে আক্রমণ করিতে হইবে, সেই জাতির মধ্যে প্রথমে পরাজিতের মনোভাব সৃষ্টি করা চক্রশক্তিসমূহের রণ-কৌশলের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। হিটলারের আত্মজীবনী "মেইন-ক্যাম্ফে" ইহা স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব মানুষের মনই নাৎসী ও জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম প্রতিরোধ ব্যূহ। ভবিষ্যতের অহেতুক দুর্ভাবনায় যাহারা ভাঙ্গিয়া পড়ে, যখন সবেমাত্র আরম্ভ তখন যাহারা বলে—"আমাদের সব শেষ হইয়া গিয়াছে।" অজ্ঞাতসারেই তাহারা দেশের শত্রুতা করে। সে যে দেশের কি ক্ষতি করিতেছে, তাহা তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে, তাহার মনের পরিবর্ত্তন আনিতে হইবে। তাহার প্রয়োজন মনের ঔষধের।

এই মনের ঔষধ সরবরাহ করা, এই নৈরাশ্যের মূলোৎপাটন করা, যাহারা দুর্ব্বল তাহাদের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত করা এবং জনসাধারণের মনোবল যাহারা শিথিল করিবে, তীব্র তিরস্কারে তাহাদের লাঞ্ছিত করাই হইবে

[১১ পৃষ্ঠায় দেখুন]

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে সুযোগমত জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেন্টস্,
বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১৮ই মে—১৯৪২

বাঙলায় শিল্প-প্রচেষ্টা

বঙ্গীয় শিল্প বিভাগের ১৯৪০-৪১ সনের বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে দেখা যায় যে, যুদ্ধ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকার্য্যে যে অনুপ্রেরণা অনুভূত হইয়াছিল, তাহা দেশরক্ষা ব্যবস্থার জন্য শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির দরুণ আরও সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষতঃ যুদ্ধ সরবরাহে সহযোগিতা করিবার মানসে অনেকগুলি নূতন কর্ম্মক্ষেত্র খোলা হয়, এবং প্রদেশের শিল্প বিষয়ক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ক্রমপরিণতিতে এক নূতন পথে প্রবাহিত হয়। যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় নিযুক্ত সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজনের পরিচালনে এই বিভাগ প্রত্যক্ষ সাহায্য করিতে না পারিলেও (কারণ অনেক ক্ষেত্রেই এই উদ্যোগ আসিয়াছে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান হইতে), সাহায্য, উপদেশ বা নির্দ্দেশ যখনই চাওয়া হইয়াছে, তাহা তখনই দেওয়া হইয়াছে। বিশেষতঃ কুটীর শিল্পের ব্যাপারে এরূপ সাহায্য বিশেষভাবে দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধ-শিল্পের জন্য কারিগর তৈয়ার পরিকল্পনা উৎসাহজনক ফল প্রদান করিয়াছে। কারিগরী প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার মান উন্নত করতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য ও কলকারখানার মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হইয়াছে। শিল্পকর্ম্মীরা যথাসম্ভব এই বিভাগকে সহযোগিতা প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছে।

যুদ্ধের দরুণ আলোচ্য বৎসরে নানা দিকে শিল্পের প্রসার ও বিস্তৃতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। ফলে এই বিভাগের কার্য্যকলাপাদি পরিস্থিতির প্রয়োজন দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবান্বিত হইয়াছে। অনেক নূতন শিল্প অস্তিত্ব পরিগ্রহণ করিয়াছে। ইহা কেবল যুদ্ধপরিস্থিতি কর্ত্তৃক সৃষ্ট চাহিদারই প্রত্যক্ষ ফল। দেশজ কুটীর-শিল্পগুলিও সঙ্গে সঙ্গে অনুরূপ অনুপ্রেরণা পাইয়াছে।

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সার্ভে কমিটি (শিল্প বিষয়ক পরীক্ষা কমিটি) ও বঙ্গীয় শিল্প বিষয়ক পরীক্ষা কমিটি তিনটি সাময়িক বিবরণ প্রচার করে। জনসাধারণ ও সরকার হইতে অনেক জরুরী অনুসন্ধানের দরুণ শিল্পবিষয়ক সংবাদ শাখা অনেকাংশে বিস্তৃত করা হইয়াছে। বাজার শাখার কাজ নানাবিধ বাজার অনুসন্ধান ও দ্রব্যাদির সরবরাহ সম্পর্কে বর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

শিল্প যাদুঘর ও প্রদর্শনীর কাজ জনসাধারণ খুব প্রশংসা করিয়াছে। যাদুঘরের প্রতি ক্রমবর্দ্ধমান দর্শকমণ্ডলী ও শিল্পিগণের উত্তরোত্তর আগ্রহ প্রদেশের শিল্প জীবনে ইহার আবশ্যকতাই সূচনা করিতেছে।

শিল্প সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা বহু চিত্তাকর্ষক বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। মোটের উপর এই ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল মিউজিয়ামের কর্ম্মতৎপরতা ইহাই প্রমাণ করিতেছে যে, শিল্প বিষয়ে ইহার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই বিভাগের দায়িত্ব যেমন বৃদ্ধি পাইতেছে, কার্য্যক্ষেত্রও তেমনি বিস্তারলাভ করিতেছে। শিল্প বিভাগ এখন শুধু কুটীর শিল্পের উন্নতি বিধানের জন্য সমস্ত কার্য্যকরী শক্তি নিয়োগ করিতেছে না, বৃহত্তর বিভিন্ন প্রকারের শিল্পের জন্যও কারিকরদিগকে ট্রেণিং দিয়া, অর্থ সাহায্য করিয়া এবং ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধে আবশ্যকীয় সংবাদাদি সরবরাহ করিয়া সাহায্য প্রদান করিতেছে। বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যের বিস্তারিত রিপোর্ট হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে যে, শিল্প বিভাগ ধারাবাহিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়া কুটীর শিল্প, মধ্যম শ্রেণীর শিল্প ও বৃহত্তর শিল্পের সঙ্গতিবিশিষ্ট উন্নতি বিধানে সহায়তা করিতেছে।

বিভিন্ন শাখায় ও রাসায়নিক বিভাগে চারিটি নানান প্রকার প্রদর্শনী দলে ও প্রেরণার সাহায্য পরিকল্পনার নানান বিভাগে উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। চলতি স্থানীয় শিল্পগুলির উন্নতির জন্য নিয়োজিত ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ যুদ্ধের পরিস্থিতির জন্য ও বিদেশ হইতে কোন মাল পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া আরও বেশী কাজ করিতেছে। নিয়োগধাম স্পষ্টতঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে গুরুত্ব-বিশিষ্ট অনেক বিষয়ে গবেষণার কাজ করা হইয়াছে। অস্ত্রোপচারে ব্যবহৃত প্লাষ্টার, বিদ্যুৎ সাহায্যে কলাই করা, রং, বার্ণিশ ও পিসবোর্ড প্রস্তুত কার্য্যে কচুরীপানার ব্যবহার সম্বন্ধে যে গবেষণা করা হইয়াছে, তাহাতে সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে। শিল্প বিভাগের ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী দলসমূহ দ্বারা তাঁত শিল্পের উন্নতির চেষ্টা করা হইয়াছে এবং তাহাতে এই প্রদেশের তাঁত বুননীর ও তৎসংশ্লিষ্ট শিল্পের কাজের সাধারণ অবস্থার স্থায়ী উন্নতি হইয়াছে। এই রিপোর্টে পাটের, পশমের ও নারিকেল ছোবড়ার বয়নশিল্প সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান্ সংবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই বিভাগের রেশম শিল্প সম্বন্ধেও রিপোর্টে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। যাহারা এই শিল্পের প্রসারে আগ্রহশীল, তাঁহারা ইহা পাঠ করিয়া অনেক কিছু জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

এই প্রদেশে চামড়া-শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের জন্য যে চেষ্টা হইতেছে, তাহার কেন্দ্র হইল বঙ্গীয় ট্যানিং ইনষ্টিটিউট। এই প্রতিষ্ঠানে ত্রিবিধ চেষ্টা করা হইতেছে—গবেষণার কাজ, ট্রেণিং ও যথাসম্ভব প্রচারকার্য্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করায় ও চামড়া পাকা করা শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিন বৎসরের শিক্ষা-তালিকা স্থির করায় এই প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠনের পরিকল্পনা ১৯৪১ সনে আগষ্ট মাসে সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

ক্রমবর্দ্ধমান শিল্প চাহিদা মিটাইবার ব্যয় নির্ব্বাহ করার জন্য আলোচ্য বর্ষে স্বাভাবিক বরাদ্দ ২,১৫,৮০০৲ টাকার উপরে আরও ১২,৪০০৲ টাকা সাহায্য হিসাবে দেওয়া হইয়াছিল। তৎপরে আরও ৫,৫১৩৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। এই টাকা ১১১টি বয়ন বিদ্যালয়ের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছিল, সাতটি নূতন স্কুলও ইহার অন্তর্ভুক্ত। এককালীন সাহায্যের নির্দ্ধারিত ৮,০০০৲ টাকা ১৯টি বিদ্যালয়ে বিতরণ করা হইয়াছিল এবং আরও অতিরিক্ত ৬,১৬৬৲ টাকা অন্য দুইটি বিদ্যালয়ে দেওয়া হইয়াছে।

অধিবাসী অপসারণ সমস্যা

দেশরক্ষার নিমিত্ত যে সকল ব্যক্তিকে খুব অল্প সময়ের নোটিশে তাহাদের বাড়ী ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, তাহাদের কষ্ট লাঘব করার উদ্দেশ্যে সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন, তাহা ইতিপূর্ব্বেই সংবাদপত্রে ঘোষিত হইয়াছে। স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য যে ব্যয় হইবে অবিলম্বে সে অর্থ প্রদান, সমস্ত ক্ষতির যাবতীয় অর্থ প্রদান, নূতন গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয়, জমি হইতে যে চলতি আয় ছিল তাহার ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি এই ব্যবস্থার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে। যদি এই সকল ব্যক্তিকে জমি ও চাকুরী প্রদান করা না হয়, তবে শুধু ক্ষতিপূরণ দিলেই সমস্যার সমাধান হইবে না। গভর্ণমেণ্ট তদনুসারে সরকারী কর্ম্মচারীদের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন যে, যতদূর সম্ভব খাস মহল জমি এবং কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের জমি যেন এই সকল লোককে বসবাসের জন্য প্রদান করা হয়। এই কর্ম্মচারীদিগকে এ আদেশও দেওয়া হইয়াছে যে, যে অঞ্চলে এই সকল লোক বসবাস করিবে, সেখানকার প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন চলতি কাজে লাগাইতে হইবে। এস্থলে একথা অনুধাবনযোগ্য যে, যে সমুদয় লোককে গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, তাহাদের প্রত্যেককেই গভর্ণমেণ্টের [illegible] জমি প্রদান করা সম্ভবপর হইবে না। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্যা বিশেষরূপে ব্যাপক। যদি সকল শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাহায্য এবং সহযোগিতা অবিলম্বে পাওয়া না যায়, এই সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসা হইতে পারে না।

দেশরক্ষার নিমিত্ত যাঁহারা গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন কিম্বা ভবিষ্যতে যাইবেন, তাঁহাদিগকে সাহায্য প্রদান করিতে গভর্ণমেণ্ট বাঙলা দেশের জমিদারবর্গের নিকট আবেদন জানাইতেছেন। যদি জমিদারদিগের আয়ত্তে খাসমহল জমি অথবা এমন জমি থাকে যাহা কর্ষণযোগ্য, কিন্তু বর্ত্তমানে চাষ করা হয় না, তবে অবিলম্বে সেই সকল জমির একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া কালেক্টরের নিকট দাখিল করিলে তিনি জমির মালিকের সহিত আলোচনা করিয়া যতদূর সম্ভব গৃহহীন লোকের থাকিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

প্রত্যেকেরই ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, এই সকল লোক আমাদের দেশরক্ষা কার্য্যে বৃহত্তর স্বার্থত্যাগ করিয়াছে; কাজেই তাহাদিগকে সার্ব্বজনীন সমবেদনা ও সাহায্য প্রদান করা কর্ত্তব্য।

বিজয় না বিপদ?

"ওয়াশিংটন পোষ্টের" সমর-সমালোচক মিঃ বারনেট নভারের মতে জাপানের বর্ত্তমান বিজয়গুলি তার সমৃদ্ধির কারণ না হইয়া বরং একটা প্রকাণ্ড দায়ে পরিণত হইবে। কারণ জাপান তাহার সৈন্যবাহিনীকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে সুদূর বিস্তৃত করিয়া ফেলিয়াছে। তাঁর মতে জাপান শীঘ্রই গৃহ রক্ষা আর লুণ্ঠিত দেশ রক্ষা—এই উভয় সঙ্কটের অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীন হইবে।

টোকিওর উপর বিমানাক্রমণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের এক নূতন অধ্যায় সূচনা করিতেছে। ইহা ভূমিকা মাত্র। আমেরিকায় দূরপাল্লার বোমার নির্ম্মাণ দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; এমন সময় আসিবে যখন বিমানবাহী জাহাজের সাহায্য ব্যতিরেকেও বর্ত্তমান ঘাঁটিগুলি হইতে বিমানাক্রমণ চালানো সম্ভব হইবে। সেই সময় যেদিন আসিবে, জাপান দেখিবে সৈন্যবাহিনীর এই সুদূর প্রসার একটা খাঁটি অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

চীনে যুদ্ধ-সম্ভার সরবরাহ

অন্যপথে প্রেরণের ব্যবস্থা

সম্প্রতি প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট একটি প্রেস কন্‌ফারেন্সে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম দেশে জাপানীও শত্রু হাতে পতিত হওয়ার জন্য পথে চীনে যুদ্ধ সম্ভার প্রেরণের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছে।

প্রেসিডেণ্ট এই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিতে অমত প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, উহা সামরিক গোপনীয় তথ্য।

প্রেসিডেণ্ট ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধের কাজের জন্য স্ত্রীলোকদিগকে ভর্ত্তি করার পরিকল্পনা আপাততঃ পরিত্যাগ করা হইয়াছে; কারণ আমেরিকার নিয়োগ প্রতিষ্ঠানে এত অধিক স্ত্রীলোকের নাম রেজেষ্টারী করা হইয়াছে যে, তাহাদিগকে দেওয়ার মত অত অধিক কাজ নাই। তিনি আরও বলেন যে, এই সময়ের মধ্যে ১৫ পনর লক্ষের অধিক স্ত্রীলোক নাম লেখাইয়াছে।

বঙ্গীয় যুদ্ধ-তহবিল

লণ্ডনের লর্ড মেয়রের ধন্যবাদ জ্ঞাপন

লণ্ডনের লর্ড মেয়র বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিল হইতে ৪,০০০৲ টাকার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া যে ধন্যবাদ প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের হস্তগত হইয়াছে।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, বিমান আক্রমণের ফলে আহত ব্যক্তিদিগের সাহায্যের নিমিত্ত বঙ্গীয় যুদ্ধ-তহবিল হইতে গ্রেট বৃটেনে এ পর্য্যন্ত তিন লক্ষের অধিক টাকা প্রেরিত হইয়াছে।

আক্রমণাত্মক মনোভাবের আবশ্যকতা

"জাতীয় যুদ্ধ ফ্রণ্ট" গঠন সম্পর্কে মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের বাণী

"আমাদিগকে ঐক্য ও কর্ম্ম-দ্যোতনা অর্জন করিতে হইবে। আক্রমণাত্মক মনঃশক্তির মধ্যে এই উভয়কেই আমরা সন্নিবদ্ধ করিয়া তুলিব। নিষ্ক্রিয় আত্মরক্ষা বা বীরত্বব্যঞ্জক পশ্চাদপসরণ কখনই জয়লাভে সাহায্য করে না। বাধ্য হইয়া আমাদিগকে সময় সময় এইরূপ করিতে হইয়াছে। আসুন, আক্রমণের মনোভাব লইয়া আমরা আমাদের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেই। আসুন, গুজব-সৃষ্টিকারী বা পরাজয়-মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের আমরা আক্রমণ করি। আমাদের সংগ্রাম-প্রচেষ্টাকে আমরা নিশ্চয়ই আক্রমণ-প্রচেষ্টায় পরিণত করিব এবং সর্ব্বদাই আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিব।"

অলইণ্ডিয়া রেডিওর দিল্লী ষ্টেশন হইতে জাতীয় যুদ্ধ-ফ্রণ্ট সম্পর্কে বড়লাট বাহাদুর যে বেতার বক্তৃতা করেন, উপরোক্ত কথাগুলি তাঁহার সেই বক্তৃতার বহু উদ্দীপনাময় অংশসমূহের মধ্যে একটি।

বড়লাট বাহাদুর বলেন,—"মার্চ্চ মাসের প্রথম ভাগে রেঙ্গুণের পতন হইবার অব্যবহিত পরে আমি আপনাদের নিকটে এক বাণী প্রেরণ করিয়াছিলাম। যুদ্ধ ভারতের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং অকস্মাৎ তাহা সকলেরই ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। আমাদের প্রত্যেককে মাত্র দর্শকরূপে নয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোদ্ধৃরূপেই ইহাতে অংশ গ্রহণ করিতে হইবে। আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে জাতীয় যোদ্ধৃদলরূপে সৈন্যবাহিনীর পশ্চাতে দৃঢ়তার সহিত দণ্ডায়মান থাকিবার জন্য আমি আপনাদের নিকটে আহ্বান করিয়াছিলাম। তাহার পর আরও বহু ঘটনা ঘটিয়াছে। ভারতের নিজ ভূখণ্ড আক্রান্ত হইয়াছে; অপরাপর দেশের অধিবাসিগণ যেভাবে এই আক্রমণ সহ্য করিয়াছে, আমরাও সেইভাবে ইহা সহ্য করিতে পারি কিনা, তাহার পরীক্ষা চলিয়াছে। সিংহলের উপর আক্রমণ করা হইয়াছিল এবং বঙ্গোপসাগরে জাপানী নৌবহর আমাদের জাহাজ এবং নাবিকদিগকে ডুবাইয়া দিয়েছে। এ কথা সত্য যে বর্ত্তমানে সাময়িকভাবে তাহারা সেখান হইতে সরিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাও নিশ্চিত যে, তাহারা পুনরায় ফিরিয়া আসিবে। ব্রহ্মদেশে জাপানীরা লাসিও ও মান্দালয় অধিকার করিয়াছে। কিন্তু নিঃশ্বাস ফেলিবার যে দীর্ঘ সময় আমরা লাভ করিয়াছি, তজ্জন্য আমরা নিজেদের সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতে পারি। প্রায় একপক্ষ কাল পূর্ব্বে জেনারেল ওয়াভেল আপনাদের নিকটে কি ভাবে এই সময়কে কাজে লাগান হইয়াছে, তৎসম্পর্কে বুঝাইয়া বলিয়াছেন। ভারতের সামরিক ও বিমানশক্তি প্রত্যহই বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের সৈন্যরা শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজেদের দক্ষতা প্রমাণিত করিতে চলিয়াছে।"

বড়লাট বাহাদুর আরো বলেন যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সকলে সমউদ্দেশ্যে পরস্পর সহযোগিতা করিতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা তাহাদের কর্ত্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করিতে পারিবে না। তিনি বলেন যে, তিনি অনেককে বলিতে শুনিয়াছেন "আমরা নিরস্ত্র, আমরা কি করিব? গভর্ণমেণ্ট আমাদের হাতে অস্ত্র দিক, আমরা একযোগে জাতিরক্ষার কাজে লাগিয়া যাইব।" বড়লাট বাহাদুর বলেন, ইহার উত্তর হইতেছে এই যে, ১৯৪০ সালের জুন মাসে গ্রেট বৃটেনের জনসাধারণ কি সশস্ত্র ছিল, বা ১৯৪১ সালের জুন মাসে রাশিয়ার লোকেরা কি সশস্ত্র ছিল? দীর্ঘ বেদনাময় বৎসরগুলিতে চীনের সাধারণ লোকেরাও কি সশস্ত্র ছিল? বস্তুতঃ পক্ষে কোন দেশে অথবা কোন আধুনিক যুদ্ধে কোন দিনই জনসাধারণ অস্ত্র গ্রহণ করে নাই। অবশ্য যদি তাহারা অগ্রসরমান শত্রুর পশ্চাতে যুদ্ধ করিবার মত কঠোর কার্য্য করিতে পূর্ব্ব হইতেই সুশিক্ষিত হইয়া উঠিতে পারে, মাত্র তাহা হইলেই এই ধরণের বাহিনী অত্যন্ত চমৎকার কাজ দেখাইতে পারে। অস্ত্র যত অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইবে, এই ধরণের যুদ্ধ-পদ্ধতি ততই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারিবে। যতদিন ইহা সম্ভব না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রত্যেক দেশেই সশস্ত্র বাহিনীর সৈন্য-সংখ্যা বাড়ান হইয়া থাকে। বড়লাট বাহাদুর বলেন যে, তাঁহারা তাই সুশিক্ষিত সৈন্যদের প্রয়োজনীয় আধুনিক অস্ত্রাদির আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

বড়লাট বাহাদুর বলেন যে, তাহা হইলে দেশের নিরস্ত্র অধিবাসিগণ কি করিবে? তিনি সকলকে জেনারেল ওয়াভেলের বাণী স্মরণ করিতে বলেন। তিনি বলেন যে, আধুনিক যুদ্ধ জয়ের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় যাহা তাহা হইতেছে দেশবাসীর ধৈর্য্যগুণ। ইহা অটুট রাখার দায়িত্ব সকলের উপরে সমভাবেই নির্ভর করিতেছে। তিনি তাই ভারতবাসীকে জাতীয় যুদ্ধ-ফ্রণ্টে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করেন। তিনি বলেন যে, এই কথাটির অর্থ যে যাহাই করুক না কেন, তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন না। "আমরা মাত্র জানি যে, ইহার অর্থ হইতেছে এই যে আমাদের যাহা রহিয়াছে তাহা রক্ষা করিবার আশায় এবং পুনরায় যাহাতে তাহা হারাইবার কোনরূপ সম্ভাবনা না থাকে, তজ্জন্য দলীয়, ধর্ম্ম বা রাজনৈতিক মত-বৈষম্য নির্বিশেষে একযোগে দৃঢ়তার সহিত আমরা প্রচেষ্টা চালাইব।"

দুইটি জিনিষের প্রয়োজন

বড়লাট বাহাদুর অতঃপর বলেন,—"মাত্র ইচ্ছা বা এই সম্পর্কে মাত্র আলোচনা করিলেই যে ভারতের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সফল হইবে তাহা নয়, পরন্তু ইহা সম্ভব করিয়া তুলিতে হইলে এইজন্য কাজে নামিতে হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন মাত্র দুইটি জিনিষের—ঐক্যবদ্ধ হইবার আকাঙ্ক্ষা এবং কাজ করিবার ইচ্ছা। তিনি বলেন, শত্রুরা পৃথিবীর উপর যে ধরণের জীবনযাত্রা-প্রণালী জোর করিয়া চাপাইয়া দিতে চাহিতেছে, তাহার সাথে যাহারা সমর্থক, মাত্র তাহারা ছাড়া অপর কেহই আমাদের উদ্দেশ্য সফল করিতে বিরোধ করিবেন বলিয়া আমি মনে করি না।"

দেশবাসীর কর্ত্তব্য

অতঃপর বড়লাট বাহাদুর বলেন যে, দেশবাসীকে তাঁহাদের ধৈর্য্য অটুট রাখিতে সাহায্য করিতে হইবে—অর্থাৎ দেশবাসীর প্রতিরোধ শক্তি বর্দ্ধিত করিতে হইবে। শত্রু বাহিনীর সমস্ত প্রচারকার্য্য, এবং যে সকল কথাবার্ত্তা, চিন্তা, লেখা বা গুজব পরাজয়ের মনোবৃত্তি সৃষ্টি করে, তৎসমুদয় যাহাতে বন্ধ করা সম্ভব হয় তজ্জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে; দেশবাসীর মনে বিশ্বাস, সাহস ও সহাগুণ জাগাইয়া তুলিতে হইবে এবং যে পর্য্যন্ত না ফ্যাসিষ্টবাদের ধ্বংস হয়, ততদিন পর্য্যন্ত দেশের আভ্যন্তরীণ অথবা বাহিরের সর্ব্বপ্রকার ফ্যাসিষ্ট মতবাদ প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে জাতীয় মনোভাব গঠন করিয়া তুলিতে হইবে।

বড়লাট বাহাদুর আরো বলেন —"অনেকে প্রশ্ন করেন—আমি কি করিতে পারি? তাঁহারা যে কিছু করিতে চান না বলিয়াই এরূপ প্রশ্ন করেন তাহা নয়, তাঁহারা প্রকৃতই জানেন না যে কি করিতে হইবে।" বড়লাট বাহাদুর বলেন যে, ইঁহাদের কাছে বুঝাইয়া বলিতে হইবে যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রকৃতি এইরূপ যে, লোকে যাহা কিছু করিবে বা যাহা কিছু না করিবে, তাহাতেই হয় যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সাহায্য করা হইবে, নয়ত তাহার প্রতিকূলাচরণ করা হইবে। তিনি বলেন, "যাঁহারা যুদ্ধে যোগদানক্ষম, তাঁহারা অবিলম্বে সৈন্য দলে যোগদান করুন।" যাঁহারা তাহা করিতে অপারগ তাঁহাদের সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, তাঁহাদের জন্য বহুতর সুযোগ রহিয়াছে। জনরক্ষা বাহিনী, অগ্নিনির্ব্বাপক দল, ওয়ার্ডেন, নার্স, এ্যাম্বুলেন্স এবং অন্যান্য সাহায্যকারী বাহিনীতে তাঁহারা যোগ দিতে পারেন। তিনি সকলকে নিজ নিজ দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অর্থ, খাদ্য, বস্ত্র, ইলেকট্রিসিটি, পেট্রোল, কয়লা অপচয় করিতে নিষেধ করেন এবং অধিকতর খাদ্য উৎপাদন করিতে এবং শ্রমিকদিগকে পূর্ণমাত্রায় দ্রব্যসম্ভার উৎপাদন করিতে বলেন।

উপসংহারে বড়লাট বাহাদুর বলেন, "আমরা যাহা কিছু মূল্যবান বলিয়া মনে করি, তৎসমুদয়কে যদি আমরা রক্ষা করিতে চাই এবং আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষাকে যদি আমরা ধ্বংস হইয়া যাইতে দিতে না চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে এই যুদ্ধে অবশ্য জয়লাভ করিতে হইবে। ভারতবর্ষের প্রত্যেক ব্যক্তিই এই কথা জ্ঞাত আছেন। প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই জানেন যে, মিত্রশক্তিপুঞ্জের যে শক্তি রহিয়াছে, তাহা দ্বারা এই যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব। কিন্তু এই যুদ্ধে আমরা জয়ী হইব না পরাজয় মানিয়া লইব, তাহা আমাদের নিজেদের উপরে নির্ভর করিতেছে। সুতরাং সময় থাকিতে থাকিতে আমরা যেন ভারতের জাতীয় যুদ্ধ-ফ্রণ্ট গঠন করিতে সক্ষম হই।"

সামরিক কলেজে বাঙালী ছাত্র

বাঙলা সরকার কর্তৃক ৩টি বৃত্তির ব্যবস্থা

দেহ্‌রাদুন প্রিন্স অব ওয়েলস্ রয়েল ইণ্ডিয়ান মিলিটারী কলেজে প্রবেশার্থী তিনজন ছাত্রকে বাঙলা সরকার প্রত্যেককে মাসিক ১,০০৮ টাকা হারে ৬ বৎসরের জন্য ৩টি বৃত্তি প্রদান করিবেন। প্রবেশার্থিগণকে বাঙলা দেশের অধিবাসী হইতে হইবে অথবা বাঙলা দেশে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী হইতে হইবে। প্রবেশার্থী ছাত্রের অবস্থানুসারে যদি সম্পূর্ণ টাকা প্রদান যুক্তি-সঙ্গত না হয়, তবে বৃত্তির টাকা কমানোও যাইতে পারে। নির্দ্দিষ্ট ফরমে জেলা-কর্ম্মচারীদের মধ্যস্থতায় দরখাস্ত করিতে হইবে।

বঙ্গীয় যুদ্ধ-তহবিল ও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ফাণ্ড

চাঁদা আদায়ের বিবরণী

গত ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত বঙ্গীয় যুদ্ধ-তহবিল এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফাণ্ডে যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, এক সঙ্গে তাহার বিশদ বিবরণী নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল:—

জেলা।	বঙ্গীয় যুদ্ধ-তহবিল। টাকা।	ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফাণ্ড। টাকা।	এ পর্য্যন্ত মোট। টাকা।
১। প্রেসিডেন্সী বিভাগ—			
(১) ২৪-পরগণা	১,০৪,০৮৫	১,১৮,১৭৫	২,২২,২৬০
(২) যশোহর	৮৫,৭২১	৬৮৩	৮৬,৪০৪
(৩) খুলনা	৬৪,১১৪	৯৭৬	৬৫,০৯০
(৪) মুর্শিদাবাদ	৯০,৬৬৭	১,৮৩৮	৯২,৫০৫
(৫) নদীয়া	৯৩,০৯৬	৩,১২০	৯৬,২১৬
মোট	৪,৩৭,৬৮৩	১,২৪,৭৯২	৫,৬২,৪৭৫
২। বর্দ্ধমান বিভাগ—			
(৬) বাঁকুড়া	৩৪,৪৯০	৪৫	৩৪,৫৩৫
(৭) বীরভূম	৩৩,১১৯	১৩৩	৩৩,২৫২
(৮) বর্দ্ধমান	৩,০৪,১৫৪	৪০,৫৪১	৩,৪৪,৬৯৫
(৯) হুগলী	৬৬,০৪৪	১৫,২৪১	৮১,২৮৫
(১০) হাওড়া	৪০,৯৭৩	৮৭,৮৪১	১,২৮,৮১৪
(১১) মেদিনীপুর	১,৩৯,৬৭২	৫,৪৩৭	১,৪৫,১০৯
মোট	৬,১৮,৪৫২	১,৪৯,২৩৮	৭,৬৭,৬৯০
৩। চট্টগ্রাম বিভাগ—			
(১২) চট্টগ্রাম	১,২৮,১৭০	৫২,১৮৪	১,৮০,৩৫৪
(১৩) পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	৯,২২৩	৬৬৭	৯,৮৯০
(১৪) নোয়াখালী	৭৪,৪৩৭	২০৮	৭৪,৬৪৫
(১৫) ত্রিপুরা	১,৭৫,৩২২*	২,৭৩৭	১,৭৮,০৫৯
মোট	৩,৮৭,১৫২	৫৫,৭৯৬	৪,৪২,৯৪৮
৪। ঢাকা বিভাগ—			
(১৬) বাখরগঞ্জ	১৪,২৭৬	১,১০,৬৫৪	১,২৪,৯৩০
(১৭) ঢাকা	১,৬১,০৮২	৯৫,১৮১	২,৫৬,৭৬৩
(১৮) ফরিদপুর	১,৪৫,৩৫৫	১,৮২৫	১,৪৭,১৮০
(১৯) ময়মনসিংহ	১,৭৬,১৩৩	৫,১৬৪	১,৮১,২৯৭
মোট ..	৪,৯৭,৩৪৬	২,১২,৮২৪	৭,১০,১৭০
৫। রাজশাহী বিভাগ—			
(২০) বগুড়া	৩১,৪৯৪	২৫০	৩১,৭৪৪
(২১) দার্জিলিং	১,০৪,৯৫২	৮২,১৩২	১,৮৭,০৮৪
(২২) দিনাজপুর	১,০৪,১৯০	২৪৬	১,০৪,৪৩৬
(২৩) জলপাইগুড়ি	৮৩,৭০৬	১,৬৩,৮১৮	২,৪৭,৫২৪
(২৪) মালদহ	৪২,৪৫৩	১,৫২২	৪৩,৯৭৫
(২৫) পাবনা	৪২,৭৫৩	৯৮৩	৪৩,৭৩৬
(২৬) রাজশাহী	১,১৫,০৮৭	৪,৯৯০	১,২০,০৭৭
(২৭) রংপুর	৮৭,৩৩০	১,২৫১	৮৮,৫৮১
মোট	৬,১১,৯৬৫	২,৫৫,১৯২	৮,৬৭,১৫৭
সংক্ষিপ্ত সার			
(ক) বাঙলা দেশের জেলাসমূহ (অর্থাৎ ১নং হইতে ৫নং)	২৫,৫২,৫৯৮	৭,৯৭,৮৪২	৩৩,৫০,৪৪০
(খ) বাঙলার বাহিরের জেলাসমূহ	৫,৭৮৩	২,৮০,৯৬৫	২,৮৬,৭৪৮
(গ) খুচরা দান ("ক" ও "খ"র অন্তর্ভুক্ত নহে)—			
বঙ্গীয় মহিলা যুদ্ধ-তহবিল	১১,৬৪,৬৮৫	..	১১,৬৪,৬৮৫
ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েশন	৭৯,৬২১	..	৭৯,৬২১
ত্রিপুরা ষ্টেট	১৪,০০০	..	১৪,০০০
বি এণ্ড এ রেলওয়ে	১,৭২৯	১,০৯,৮৮৮	১,১১,৬১৭
বি, এন, রেলওয়ে	১২৫	২,০৭,০৭৭	২,০৭,২০২
ই, আই, আর	৩৩৩	২,১৩,৮৭৫	২,১৪,২০৮
মোট	১২,৬০,৪৯৩	৫,৩০,৮৪০	১৭,৯১,৩৩৩
মোট ক+খ+গ	৩৮,১৮,৮৭৪	১৬,০৯,৬৪৭	৫৪,২৮,৫২১
কলিকাতা	১৩,৫৯,৭১৮	৫৫,৩৩,৫২৭	৬৮,৯৩,২৪৫
সর্ব্বসাকুল্যে	৫১,৭৮,৫৯২	৭১,৪৩,১৭৪	১,২৩,২১,৭৬৬
গত মাসের পরে প্রাপ্ত	২,৫৬,৫৮২	১,৫৭,৭৬৩	৪,১৪,৩৪৫

*রাজা জগদীশচন্দ্র নাথের ৮৫,০০০ টাকার চুক্তিপত্র ধরা হয়।

ভিক্টোরিয়া-ক্রশ প্রাপ্ত সর্বপ্রথম ভারতীয়

মহারাষ্ট্র মিলিটারী বোর্ড কর্তৃক সম্মান প্রদর্শন

বর্ত্তমান যুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম ভিক্টোরিয়া-ক্রশ প্রাপ্ত ক্যাপ্টেন পি, এস্, ভগতকে মহারাষ্ট্র মিলিটারী বোর্ড গত ৩০শে এপ্রিল একটি অনুষ্ঠানে সম্মানিত করেন। ফলটনের রাজা সাহেব এই প্রীতি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এই অনুষ্ঠানে যে সকল ভদ্রমহোদয় উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে পুণার কালেক্টর মিঃ টি, ই, ষ্ট্রেটফিল্ড, স্যার আর, পি, পরাঞ্জপে, মিঃ এম, সি, কেলকার, কর্ণেল হর্সফিল্ড এবং মেজর হামিলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অভ্যাগতগণকে সাদরসম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ এন, বি, ভোপাটকার বলেন, যাঁহারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, শত্রুর এই অত্যাচারের সময় দেশকে রক্ষা করাই সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য এবং ভারতীয় যুবক সম্প্রদায়ের সামরিক মনোভাবসম্পন্ন হওয়া উচিত —তাঁহাদের লইয়াই এই বোর্ড গঠিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রের তরুণ দল যাহাতে সৈনিকের ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তজ্জন্য এই প্রতিষ্ঠান যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে।

ফলটনের রাজা সাহেব বলেন যে, ব্যক্তিগত সম্মান প্রদান অপেক্ষাও এই অনুষ্ঠানের একটা ব্যাপক সার্থকতা আছে। মহারাষ্ট্রের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রেরণা ও উদ্দীপনা সঞ্চার করার জন্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে এবং আজিকার মাননীয় অতিথি সেই প্রেরণা ও কর্ত্তব্যের আহ্বানের প্রতীকস্বরূপ। একজন শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন ভারতীয় অফিসার কি করিতে সক্ষম, ক্যাপ্টেন ভগত তাহা দেখাইয়াছেন।

প্রত্যুত্তরে ক্যাপ্টেন ভগত বলেন, মহারাষ্ট্রের যুবক সম্প্রদায় সৈনিক জীবন যাপনে জগতের কোনো জাতি অপেক্ষা ন্যূন নহেন। কেরেনের যুদ্ধে যে মহারাষ্ট্র বাহিনী অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা বিশেষ বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করে এবং কেরেন জয়ের জন্য অনেকাংশে তাহারাই দায়ী।

অতঃপর তিনি এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন যে, সৈনিক জীবনযাপনের জন্য খুব অল্প সংখ্যক মহারাষ্ট্র যুবকই অগ্রসর হইয়া আসে। পরিশেষে দলে দলে মহারাষ্ট্র তরুণগণকে সৈন্য দলে যোগদান করিবার নিমিত্ত তিনি আবেদন জানান।

ক্যাপ্টেন ভগতকে সম্মান প্রদর্শনার্থ একটি তলোয়ার উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করা হয়।

টাঙ্গাইল অঞ্চলে পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

জনসভার অনুষ্ঠান

গত ১০ই মার্চ্চ টাঙ্গাইলের ভুয়াপুরে নবপ্রতিষ্ঠিত স্কুল প্রাঙ্গনে পাট নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন সম্বন্ধে এক সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক মৌঃ নিজাম উদ্দিন আহমদ, বি, টি, সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। টাঙ্গাইল চার্জের প্রোপাগাণ্ডা অফিসার মহাশয় সহযোগিতা দ্বারা কি প্রকারে সর্ব্বসাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং আর্থিক উন্নতি হইতে পারে এবং সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল সাধন করা যায়, সেই সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল সরল ভাষায় বক্তৃতা করিয়া সকলের মন আকৃষ্ট করেন এবং কর্ম্ম-প্রেরণা জাগাইয়া তোলেন। সভাপতি সাহেব এবং ভুয়াপুর সার্কেলের প্রোপাগাণ্ডা এসিষ্ট্যাণ্ট মৌঃ সাইদুল হক সাহেবও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বক্তৃতা করেন।

উক্ত স্কুলের শিক্ষক মৌঃ সিরাজ উদ্দিন মিয়ার পরিচালনায় ছাত্রগণ বুতচারী নৃত্য দ্বারা সকলকে আনন্দিত করে। এই সভায় রাখিসা গ্রামের পল্লী-উন্নয়নের কর্মী বাবু ননিগোপাল ভৌমিক, গোপালপুরের ইন্সপেক্টর মৌঃ আব্দুস সাত্তার, ভুয়াপুরের এসিষ্ট্যাণ্ট ইন্সপেক্টর বাবু শচীন্দ্র লাল চৌধুরী মহোদয়গণও উপস্থিত ছিলেন।

জয়লাভের জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হউন

দেশবাসীর প্রতি গভর্ণর বাহাদুরের বেতার বাণী

বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর গত ১০ই মে রবিবার রাত্রে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলিকাতা কেন্দ্র হইতে একটি বেতার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—

"মার্চ মাসের প্রথম ভাগে রেঙ্গুণের পতনের অব্যবহিত পরে বড়লাট একটি বাণী প্রেরণ করেন। তিনি আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে বলেন যে, যুদ্ধ ভারতের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছে এবং ইহা দর্শক হিসাবে নয়—বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোদ্ধা হিসাবে আমাদের সকলের পক্ষে উদ্বেগের কারণ হইয়াছে। তিনি আমাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে জাতীয় প্রচেষ্টায় যোদ্ধৃদলের পশ্চাতে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন। যাহারা আমাদের উৎপন্ন দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল, তাহাদের কথা স্মরণে রাখিয়া সম্প্রতি তিনি আমাদের কার্য্য সম্পর্কে এবং যে সকল গুজব-প্রচারকারী পরাজিতের মনোভাব লইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক অবিরামভাবে আতঙ্ক বিস্তার করিয়া থাকে, তাহাদের সম্পর্কে আক্রমণাত্মক মনোভাব অবলম্বনের জন্য আবেদন জানাইয়াছিলেন। আজ আমি এই আক্রমণ সম্পর্কেই আপনাদিগকে কিছু বলিতে চাই। কিন্তু সম্প্রতি যে উদ্বেগের কারণ ঘটিয়াছে, প্রথমে আমি তাহার বিষয়েই উল্লেখ করিতে ইচ্ছুক। আপনারা চট্টগ্রামের উপর বিমান আক্রমণের সংবাদ পাঠ করিয়াছেন বা শুনিয়াছেন। যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহাদের সকলকে এবং নিহত ব্যক্তিদের আত্মীয়-স্বজনকে আমরা আমাদের সমবেদনা জানাইতেছি। বিমান আক্রমণের সময় যাহারা সংযম ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছে, তাহাদিগকেও আমরা অভিনন্দন জানাইতেছি। আপনাদের জানিয়া রাখা উচিত যে, আক্রমণকারিগণ উপস্থিত হইলে চট্টগ্রামের অধিবাসিগণ যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়াছে এবং লণ্ডন, মস্কো ও চুংকিংয়ের অসামরিক অধিবাসিগণ ইতিপূর্ব্বে যেরূপ সাহসের পরিচয় দিয়াছে, তাহারাও সেইরূপ সাহসের পরিচয় দিয়াছে।

"বিমান আক্রমণের সময় যাহারা স্থান ত্যাগ না করিয়া সংযমের পরিচয় দিবে, তাহারা ভারতের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বাস্তবিক কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করিবে।

"বড়লাট যখন বেতার বক্তৃতায় জাতীয় যুদ্ধ ফ্রণ্টের জন্য আবেদন জানাইয়াছিলেন এবং তিনি যখন তাঁহার সেই বেতার বক্তৃতায় 'আক্রমণের' আবশ্যকতা জানাইয়াছিলেন, তখন সমগ্র পরিকল্পনার একটি অত্যাবশ্যক অংশ হিসাবেই তিনি উহার বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন।

"পলায়ন না করা, যতক্ষণ কার্য্য শুরু করা একান্ত আবশ্যক তাহাপেক্ষা অধিকক্ষণ কাজ বন্ধ না রাখা এবং আতঙ্কগ্রস্ত হইবার দৃষ্টান্ত স্থাপন না করা—এইগুলিই হইতেছে আক্রমণের বিভিন্ন উপায় এবং নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলেই ইহা আরম্ভ করিতে পারে।

"বর্ত্তমানে গুজব-প্রচারকারিগণ তৎপর হইবার চেষ্টা করিবে। বিমান আক্রমণের ফলে যে ক্ষতি হইয়াছে ও হতাহত হইয়াছে, তাহারা তাহা বাড়াইয়া বলিবার চেষ্টা করিবে। তাহারা দেশরক্ষার আয়োজনের মধ্যে কাল্পনিক ত্রুটি আবিষ্কারের চেষ্টা করিবে। যে সকল ব্যক্তি তাহাদের পরাজয়ের মনোভাবমূলক কথা দ্বারা আতঙ্ক বিস্তার করিয়া থাকে, জাতীয় যুদ্ধ ফ্রণ্টের কর্ত্তব্য—তাহাদিগকে আক্রমণ করার দায়িত্বভার গ্রহণ করা।

"আমাদের মধ্যে আতঙ্ক বিস্তার করিতে পারিলে শত্রুগণ যেরূপ আনন্দিত হইবে, তাহাপেক্ষা অন্য কিছুতে তাহারা বেশী আনন্দিত হইবে না। কারণ আতঙ্কের দ্বারা যুদ্ধ-প্রচেষ্টার ব্যাঘাত ঘটে এবং যুদ্ধ-প্রচেষ্টার ব্যাঘাত ঘটিলে সমরোপকরণও কম প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার ফলে যাহারা আমাদের সব কিছু ধ্বংস করিতে চায়, তাহাদিগের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ ও ধ্বংস করিতে যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তাহা ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে।

"বর্ত্তমান যুদ্ধে আমরা সকলেই জড়িত আছি। ইহা ঠিক সৈনিকদের যুদ্ধ নয়। কারখানার শ্রমিক বা চাষীদেরও—রাইফেলধারী ও জঙ্গে সৈনিকের পুরোভাগী যে কোনও ব্যক্তির ন্যায়—সাধারণ কল্যাণ ও উদ্দেশ্য সাধনে অনেক কিছুই করিবার আছে।

"বিমান আক্রমণের সময় 'স্থানত্যাগ না করিলে' সামান্য বিপদের সম্ভাবনা থাকিলেও তাহার মধ্যে জমি চাষ করিলে ও কারখানায় যথারীতি কাজ চালাইয়া গেলে নিরাপত্তা ও শান্তিরক্ষায় সহায়তা করা হইবে। ইহা ট্যাঙ্ক চালনা বা কামান দাগা অপেক্ষা কোনও অংশে কম নয়। বিমান আক্রমণ কালে 'স্থান ত্যাগ করিলে' বিনা অনুমতিতে কার্য্যত্যাগই বুঝাইবে।

"ইতিমধ্যে বাঙলার সর্ব্বত্র বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন দল সভা-সমিতির অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ঐ সকল সভায় যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহারা সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আক্রমণকারীকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। বাঙলায় আমাদের পরীক্ষার দিন সমাগত।

আমাদের নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্য আয়োজন করা হইয়াছে। গড়খাই খনন করিয়া বা আশ্রয়স্থল প্রস্তুত করিয়া যথোপযুক্ত রক্ষা-ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জনরক্ষা সম্পর্কে লোক সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষিত ও সুসজ্জিত করা হইয়েছে। তাহারা অবিচলভাবে নাগরিকদের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিয়াছে। যাহাতে সরবরাহ ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার জন্য যথোপযুক্ত আয়োজন করা হইয়াছে।

"খাদ্যদ্রব্য মজুত করা হইয়াছে এবং প্রয়োজন উপস্থিত হইলে অত্যাবশ্যক দ্রব্যসমূহ খুচরা বিক্রয়ের বন্দোবস্তও করা হইয়াছে।

"সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এই যুদ্ধ যত শীঘ্র শেষ হইবে আমাদের সকলের পক্ষে ততই মঙ্গল। আমরা যদি আক্রমণাত্মক মনোভাব অবলম্বন করি, তবে আমরা শীঘ্র যুদ্ধ শেষ করিতে সক্ষম হইব; অন্যথায় দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধ চলিবে। কারণ, জার্ম্মাণগণ যেরূপ পরাজিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, যে পর্য্যন্ত না জাপানীরা সেইরূপ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়, সে পর্য্যন্ত উহার অবসান হইবে না। 'আক্রমণের' মনোভাব অবলম্বন করার অর্থ হইতেছে জয়লাভের জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ হওয়া। কিন্তু যে পর্য্যন্ত এই সঙ্কল্প শুধু কথার মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে, সে পর্য্যন্ত উহার কোনও সার্থকতা নাই।

"আমি বলিয়াছি যে, বাঙলার সম্মুখে পরীক্ষার দিন সমুপস্থিত। এই পরীক্ষা সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং জাতীয় যুদ্ধ ফ্রণ্টের জন্য যে সঙ্কল্পের প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহার কথা আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। বাঙলার প্রত্যেক নরনারীরই এই সঙ্কল্প গ্রহণ করা উচিত।

"আমি ভারতে বাস করিতেছি বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। সেই কারণে আমি পরাজয়ের মনোভাব দূর করিবার জন্য, আতঙ্কসৃষ্টিকর গুজব বন্ধ করিবার জন্য, যেরূপ বিপদে ভারতের সম্মান ও নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে তাহার সম্মুখীন হইয়া তাহা দূর করিবার জন্য এবং জয়লাভের নিশ্চিত আশায় দিনের পর দিন কাজ চালাইয়া যাইবার জন্য দৃঢ়ভাবে সঙ্কল্পবদ্ধ হইতেছি।

"আমি আশা করি, বাঙলার অধিবাসিগণ সকলেই এই সকল কথার মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া তদনুসারে কাজ করিবেন।"

ভারতে যুদ্ধ-সম্ভার উৎপাদন

আমেরিকার সাহায্য সম্পর্কে আলোচনা

আমেরিকান টেক্‌নিক্যাল মিশনের সদস্য ও ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের এক বৈঠক হইয়া গিয়াছে। সম্মিলিত জাতিগণের প্রয়োজনে ভারতে যুদ্ধসম্ভার উৎপাদনে আমেরিকার সাহায্য কিরূপে দ্রুততর, অধিকতর সম্প্রসারিত ও বেশী কার্য্যকরী করা যাইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য যেসব আলাপ-আলোচনা ও গবেষণা শুরু হইবে, এই বৈঠক সেই সব কার্য্যক্রমেরই ভূমিকা মাত্র।

এই মিশনের নেতা ডাঃ হেনরী গ্রাডি এক সংবাদপত্র-প্রতিনিধিকে বলেন যে, তাঁহার মিশনের সদস্যরা ভারত সরকারের অন্যান্য কর্ম্মচারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। এই মিশন কলকব্জা ও অন্যান্য রণসম্ভার এবং অভিজ্ঞ তত্ত্বাবধানকারী ও শিক্ষাদানকারী কর্ম্মচারী প্রদানে অগৌণে যে সাহায্য দেওয়া যাইতে পারে, তাহাই সর্ব্বপ্রথমে বিবেচনা করিবেন।

(ডাঃ হেনরী গ্রাডী)

ডাঃ গ্রাডি বলেন, "আমাদের সেই হারানো সূত্রগুলি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, যেগুলি পাওয়া গেলে ভারতের উৎপাদনশক্তির আরও বেশী সমন্বয় সাধিত হইবে ও অস্ত্রশস্ত্রের আরও দ্রুততর ও বর্দ্ধিত পরিমাণ উৎপাদন সম্ভব হইবে।

"এমন অনেক আমেরিকান কারিগর আছেন, যাঁহারা ভারতে আসিতে ইচ্ছুক হইবেন। তাঁহারা যে কেবল ভারতীয়দিগকে শিক্ষা দিতে রাজী হইবেন তাহা নহে, বরং এমন শিল্পবিষয়ক উদ্দীপনা তাহাদের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিবেন, যাহা প্রকৃতই আমেরিকাবাসীদের বৈশিষ্ট্য।

"চলাচলের সমস্যা অত্যন্ত দরকারী ও জরুরী। জাহাজ চলাচল বর্ত্তমানে সহজও নয় নিরাপদও নয়। ভারতের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার জন্য রণসম্ভার ও কারিগর বৃদ্ধি করিবার জন্য আরও কি কি পন্থা আছে, তাহা নির্দ্ধারণ করাও আমাদের কর্ত্তব্য।"

ডাঃ গ্রাডী বলেন, "ভারতের প্রতি প্রদত্ত সাহায্যকে আমেরিকা সম্মিলিত জাতিবৃন্দকেই সাহায্য বলিয়া মনে করে। বর্ত্তমানে বা পরে আমেরিকান শিল্পীদের বিদেশে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার কোনও আকাঙ্ক্ষা নাই। আমেরিকার পুঁজিপতিগণ উদ্যোগী সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহারা বিদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করতঃ পৃথিবীর অন্যান্য অংশের উপর কর্ত্তৃত্ব করার চিন্তা করে না। নিজেদের দেশেই তাহাদের যথেষ্ট কিছু করিবার রহিয়াছে।

"আমেরিকার মনোবৃত্তি হইল প্রত্যক্ষদর্শী। ভারতের বর্ত্তমান শিল্প বিষয়ক অসুবিধার সুযোগ নেওয়ার কথা আমেরিকা ভাবিতে পারে না, ভাবেও না। রাশিয়া, চীন ও ভারতবর্ষের এমন সমরসম্ভার ও জনশক্তি রহিয়াছে

[২য় কলমের নিম্নে দেখুন]

[শেষ কলমের জের]

যে, যথার্থ অনুশীলন হইলে এই দেশগুলি অন্য যে কোন দেশের শোষণনীতি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। যুদ্ধ ভারতীয় শিল্পকে অনুপ্রেরণা দিতেছে; ইহা এই যুদ্ধের একটা উজ্জ্বল দিক। যুদ্ধের পরে ভারত যে কোনও দেশের শিল্পনৈতিক আক্রমণ বা বাড়াবাড়ি প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইবে।"

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

নৌ-যুদ্ধে জাপানীদের বিরাট ক্ষতি

প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গণ

চীনাদের ব্যাপক আক্রমণ

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, চীনারা চীনের পূর্ব্ব উপকূলভাগে ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা সাংহাই, নানকিং, হ্যাংচাও, নিমচাং, নিংপো ও এময়-এ হানা দিয়াছে।

চীনা সৈন্যরা ন্যানকিং-এ একটি অস্ত্রাগার, একটি রেলওয়ে ষ্টেশন ও দক্ষিণ প্রবেশদ্বার আক্রমণ করে।

ইতিমধ্যে চীনা সৈন্যরা হ্যাংচাওতে প্রবেশ করিয়াছে।

জাপানীদের চীনে প্রবেশ লাভ

চীনা মুখপাত্র ঘোষণা করিয়াছেন—অগ্রগামী জাপ সৈন্যবাহিনী ব্রহ্মদেশ হইতে চীনা সীমান্ত অতিক্রম করিয়া চীনে প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহারা ওয়াণ্টিং-এর উপকণ্ঠ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

করিজিডরের আত্মসমর্পণ

অষ্ট্রেলিয়ান হেড কোয়াটার্স হইতে ৬ই মে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, করিজিডর আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

চারিটি দ্বীপদুর্গের আত্মসমর্পণ

করিজিডরের আত্মসমর্পণ সম্পর্কে অষ্ট্রেলিয়াস্থ মিত্রপক্ষীয় হেড কোয়ার্টারের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে—লেফটন্যাণ্ট জেনারেল ওয়েনরাইট করিজিডর ও ম্যানিলা পোতাশ্রয়ের প্রবেশপথে অবস্থিত অপরাপর দ্বীপদুর্গ জাপানীদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। দ্বীপদুর্গগুলির নাম ফোর্ট হিউজেস্, ড্রুম ও ফ্রাঙ্ক।

ইউনান প্রদেশে জাপ বাহিনীর অগ্রগতি

প্রকাশ যে, জাপানীরা ওয়াণ্টিং নদী অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম রোড ধরিয়া উত্তর-পূর্ব্ব দিকে ইউনান প্রদেশের মধ্যে আগাইয়া চলিয়াছে।

নৌ-অফিসার ও সৈনিকগণ বন্দী

মার্কিণ নৌবিভাগের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, করিজিডরে তিনটি মার্কিণ মাইন-অপসারক জাহাজ ও দুইটি গানবোট নিমজ্জিত হয়। সম্বর্ষ বিরতির পূর্ব্বে সমস্ত ক্ষুদ্র মার্কিণ জাহাজ ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়।

বে-সরকারী হিসাবে প্রকাশ, করিজিডরের আত্মসমর্পণের সময় দুর্গদ্বীপে প্রায় ৭,০০০ নরনারী ছিল, যদিও বোমা ও গোলার হতাহতদের সংখ্যা জানা যায় নাই। যাহারা বাঁচিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ৩,০০০ নৌ-সৈনিক আছে; ইহারা গত ৯ই এপ্রিল বাতানের পতনের পর করিজিডরে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।

যখন করিজিডরের পতন হয়, তখন রক্ষিবাহিনীতে নৌ-বাহিনীর প্রায় ১৭৫ জন অফিসার ও ২,১০০ জন সৈনিক এবং মেরিনকোরের ৭০ জন অফিসার ও ১,৫০০ সৈনিক ছিল। মেরিনকোরের সিনিয়র অফিসার ছিলেন কর্ণেল হাওয়ার্ড। ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে, এই অফিসার ও সৈনিকগণ আটক হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে যুদ্ধের বন্দীরূপে রাখা হইবে।

বড় জাপ ক্রুজার ও বিমানবাহী জাহাজ জলমগ্ন

অষ্ট্রেলিয়ার মিত্রপক্ষীয় হেডকোয়ার্টার হইতে ৮ই মে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে এক বিরাট নৌ ও বিমান যুদ্ধ চলিতেছে। জাপানের যে জাহাজ ডুবির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ,—একটি হাল্কা ক্রুজার, দুইটি ডেষ্ট্রয়ার, চারিটি গানবোট ও একটি যোগানদার জাহাজ প্রথমে নিমজ্জিত হয়।

উপরোক্ত জাহাজগুলি ছাড়াও জাপানীদের একখানা বিমানবাহী জাহাজ ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আর একখানা বিমানবাহী জাহাজ সাংঘাতিকভাবে জখম হইয়াছে। জাপানীদের একটি বড় ক্রুজারও ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আর একখানা বড় ক্রুজার গুরুতরভাবে ঘায়েল হইয়াছে।

ফিলিপাইনের পূর্ণ আত্মসমর্পণ

মার্কিণ সমর বিভাগ হইতে এই মর্ম্মে ঘোষণা করা হইয়াছে:—

একটি জাপানী বেসরকারী ও অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ যে, ফিলিপাইনের নানাস্থানে যে সকল আমেরিকান ও ফিলিপিনো বিক্ষিপ্তভাবে যুদ্ধ করিতেছে জাপানীরা তাহাদের আত্মসমর্পণ দাবী করিয়া বলে যে, তাহারা আত্মসমর্পণ না করিলে পুনরায় করিজিডরে গোলাবর্ষণ করা হইবে। একখানা ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, অনর্থক আর রক্তপাত করা উচিত নয় বিবেচনা করিয়া জেনারেল ওয়েনরাইট জাপানীদের প্রস্তাবে সম্মত হন এবং তাঁহার অধীন যুদ্ধরত সেনানায়কবর্গকে বেতারযোগে তদনুযায়ী আদেশ দেন।

আকিয়াব জাপ-হস্তগত

আকিয়াব জাপানীদের হস্তগত হইয়াছে। জাপানীরা কিরূপে আকিয়াবে পৌঁছিল সে সম্বন্ধে কোন কোন খবর পাওয়া না গেলেও এরূপ হইতে পারে যে, ছোট ছোট জাপবাহিনী পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া স্থলপথে শহরে পৌঁছিয়াছে।

নয়াদিল্লীর ৮ই মে তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, ছোট ছোট জাপবাহিনী আকিয়াবে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া কর্তৃপক্ষীয় মহল হইতে জানা গিয়াছে। আকিয়াব সাম্রাজ্য বিমানপথের কলিকাতা ও রেঙ্গুনের মধ্যবর্ত্তী পূর্ব্বেকার বিমান-ঘাঁটি। জানা গিয়াছে যে, কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বেই আকিয়াব বিমান ঘাঁটি পরিত্যক্ত হইয়াছে, কেবলমাত্র ব্রহ্ম ত্যাগকারীদিগকে প্রেরণ সম্পর্কিত ব্যবস্থাদি তত্ত্বাবধান এবং বিমান ঘাঁটিকে অব্যবহার্য্য করিয়া ফেলা ও অপরাপর ধ্বংসকার্য্য সাধনের জন্য ক্ষুদ্র একটি সেনাবাহিনীকে তথায় রাখিয়া আসা হইয়াছিল।

আকিয়াব জনপূর্ণ, আরাকান উপকূলবর্ত্তী একটি বিচ্ছিন্ন স্থান; মূল ভূভাগের সহিত উহার কোন সংযোগসূত্র নাই।

য়ুনানে উভয় পক্ষে প্রচণ্ড সংগ্রাম

এক চীনা ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, চীন সীমান্তবর্ত্তী প্রদেশ য়ুনানে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। ব্রহ্ম হইতে জাপানীরা এইদিকে অগ্রসর হইতেছে। প্রতিপক্ষীয় সৈন্যদল ওয়াণ্টিং হইতে কামান দাগিতে দাগিতে বড় রাস্তা বরাবর উত্তর-পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইয়াছে এবং চীন রক্ষাব্যূহ ভেদ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াছে। চীনা সৈন্যদল জাপানীদিগকে হটাইয়া দিয়াছে এবং প্রতিপক্ষের প্রভূত ক্ষতি সাধন করিয়াছে।

১৮ খানা জাপ-জাহাজ নিমজ্জিত

মিত্রপক্ষীয় ঘাঁটি হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা যায় যে, জাপানীরা যে বিরাট অভিযানকারী নৌবহর উত্তর-পূর্ব্ব অষ্ট্রেলিয়ার সন্নিকটে সমাবেশ করিয়াছিল তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে; অবশিষ্ট জাহাজগুলি পলায়ন করিয়াছে।

নিউগিনির দক্ষিণদিকে নৌযুদ্ধে জাপানীদের ১৮ খানা জাহাজ নিমজ্জিত এবং চারিখানি ঘায়েল হইয়াছে। উহাদের মধ্যে দুইখানি বিমানবাহী জাহাজ, একটি ক্রুজার, ৬/৭ খানা ডেষ্ট্রয়ার এবং অন্যান্য জাহাজ আছে।

দুইটি বিমানবাহী জাহাজ ও সাতটি ডেষ্ট্রয়ার নিমজ্জিত

মিত্রপক্ষের এক অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটি হইতে সিডনিতে প্রেরিত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, জাপানীদের প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের বৃহত্তম পরাজয় ঘটিয়াছে। মার্কিণ ডাইভ বোমারু বিমান শত্রুর বৃহৎ নৌবহরের উপর আক্রমণ চালায় এবং দুইটি বড় বিমানবাহী জাহাজ অন্ততঃ একটি ক্রুজার ও সাতটি ডেষ্ট্রয়ার ডুবাইয়া দেয়। জাপানী নৌবহর ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়।

চট্টগ্রামে জাপানী বিমানের বোমাবর্ষণ

৯ই মে এক সরকারী ইস্তাহারে জানান হইয়াছে যে, গত ৮ই মে শুক্রবার অপরাহ্নে চট্টগ্রাম এলাকায় জাপানী বিমানবহর খুব উঁচু হইতে বোমা বর্ষণ করে এবং তাহার পর মেশিনগানের গুলী চালায়। সামান্য ক্ষতি হইয়াছে এবং কিছু সংখ্যক লোক হতাহত হইয়াছে।

৯ই মে সকালেও ঐ এলাকায় পুনরায় বিমান আক্রমণ হইয়াছে।

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিবৃতি

বাঙলা গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন:—

"৮ই মে শত্রুপক্ষের এক ঝাঁক বোমারু ও জঙ্গী বিমান চট্টগ্রাম আক্রমণ করে। কিছু অসামরিক লোক হতাহত হইয়াছে। সামরিক ও অসামরিক ক্ষতির পরিমাণ সামান্য।

৯ই তারিখ পূর্ব্বাহ্নে ঐ অঞ্চলে শত্রুপক্ষ পুনরায় বিমান আক্রমণ চালায়। এবারও সামান্য ক্ষতি হইয়াছে। হতাহতের সংখ্যা অতি সামান্য।

জাপানী নৌ-বহরের বিরাট ক্ষতি

পার্ল বন্দরের যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া এ-পর্য্যন্ত জাপানী নৌবহর এবং অন্যান্য পোতের যে ক্ষতি করা হইয়াছে, তাহার পুনরুল্লেখ করা হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী এবং সম্মিলিত জাতিসমূহ জাপানীদের যে ক্ষতি করিয়াছে, তাহা ইহার মধ্যে ধরা হয় নাই।

নৌবিভাগ বলিতেছেন যে, শত্রুপক্ষের বিভিন্ন ধরণের মোট ১৭৮খানি রণতরীর ও অন্যান্য জাহাজের কতকগুলি ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং কতকগুলি ঘায়েল করা হইয়াছে। শত্রু পক্ষের জাহাজ ডুবির হিসাব এই,—৯ খানি ক্রুজার, ১৩খানি ডেষ্ট্রয়ার, ২খানি বিমানবাহী জাহাজ, ৬ খানি সাবমেরিণ ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এতন্মধ্যে পার্ল বন্দরে যে তিনটি সাবমেরিণ ডুবিয়া যায়, তাহার বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা হয় নাই। এতদ্ব্যতীত ৩ খানি ক্রুজার, ২খানি ডেষ্ট্রয়ারও সম্ভবতঃ ডুবিয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া একখানি ক্রুজার, একখানি ডেষ্ট্রয়ার, একখানি বিমানবাহী জাহাজ ডুবিয়া গিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করা যায়। দুইখানি ডেষ্ট্রয়ার সম্ভবতঃ ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বারখানি ক্রুজার, ৭খানি ডেষ্ট্রয়ার, দুইখানি বিমানবাহী জাহাজ এবং একখানি সাবমেরিণ ঘায়েল হইয়াছে। মোটমাট বিভিন্ন রকমের ৪৪খানা যুদ্ধ জাহাজ ডুবাইয়া দেওয়া হয়। অন্যান্য অসামরিক যে সকল জাহাজ ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহার পরিমাণ ৬১ খানা।

চীনাদের মেমিও শহর অধিকার

সামরিক গুরুত্বপূর্ণ মেমিও নগরী চীনারা অধিকার করিয়াছে। চীনাবাহিনী জাপবাহিনীর পশ্চাৎবর্ত্তী মান্দালয়-লাসিও রেলপথ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। চীন-ব্রহ্ম সীমান্ত হইতে ২৫ মাইল দূরে ইউনান প্রদেশের চেফাং শহর চীনারা পুনরধিকার করিয়াছে। চীনা ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, চীনারা টাউংজিও পুনরধিকার করিয়াছে।

জাপানীদিগকে পরিবেষ্টন

চুংকিংয়ের ১০ই তারিখের সংবাদে প্রকাশ যে, জাপানীরা দক্ষিণ পশ্চিম ইউনান প্রদেশে পশ্চাদপসরণ করিতেছে। উহাদের প্রভূত সেনা হতাহত হইয়াছে। চীনারা উহাদিগকে পরিবেষ্টিত করিয়া চারিদিক হইতে ব্যূহ সঙ্কুচিত করিয়া আনিতেছে।

জাপানে বিমান-হানা

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ১৮ই এপ্রিল তারিখে আমেরিকান বোমারু বিমানই টোকিওতে বোমা বর্ষণ করিয়াছিল। বোমা বর্ষণের ফলে টোকিওর নানা স্থানে ভয়ানক আগুন লাগিয়া যায় এবং কোনও কোনও জায়গায় উহা দুই দিন বা ততোধিককাল ব্যাপিয়া জ্বলিতে থাকে।

[৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

আমেরিকায় ভারতীয় ক্রয়-মিশনের সাফল্য

স্যার সম্মুখম্ চেট্টীর বেতার-বক্তৃতা

ভারতীয় ক্রয় মিশনের প্রধান কর্মকর্তা স্যার সমুখম চেট্টি সম্প্রতি দিল্লীস্থিত ভারতীয় বেতার ঘাঁটি হইতে নিম্নলিখিতরূপ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন:—

"যদিও সম্মিলিত জাতিসমূহের প্রত্যেকে এই মহাসমরে তাহার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা নিয়োগ করিতেছে, তথাপি সমস্ত বিশ্ব সাহায্যের জন্য আমেরিকার দিকেই বিশেষভাবে চাহিয়া আছে। আমেরিকা জগতের সমুদয় গণতন্ত্রশাসিত দেশকে তাহাদের এই চরম বিপদের সময়ে সকলপ্রকার সাহায্য করার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প। তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন হইল লেণ্ড ও লীজ আইনের অভিনব কার্য্যকারিতা।"

তিনি বলেন, "আমেরিকাকে জগতের সমস্ত গণতন্ত্রের অস্ত্রাগার বলিয়া বর্ণনা করা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। বর্ত্তমান বিশ্বসমর বস্তুতঃই যান্ত্রিক যুদ্ধ এবং আমেরিকা তাহার প্রাকৃতিক ও শিল্পপ্রসূত বিপুল সম্পদ লইয়া এই যুদ্ধের প্রয়োজনীয় বিমান, জাহাজ, কামান ও গোলা-গুলী ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতে সক্ষম। আমেরিকার জনসাধারণ একথা উপলব্ধি করিয়াছে যে, তাহাদের জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার জন্য বৃটেন, চীন ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক জাতিসমূহকে সাহায্য করা আবশ্যক। স্যার সমুখম চেট্টি লেণ্ড ও লীজ আইনের প্রয়োগ কি ভাবে চলিতেছে, তাহা বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়া বলেন যে, ১৯৪১ সনের মার্চ্চ মাসে যে লেণ্ড-লীজ আইন পাশ হইয়াছে, তাহাকে সরকারীভাবে যে নাম দেওয়া হইয়াছে তাহা হইল—আমেরিকার রক্ষণ-ব্যবস্থা দৃঢ়তর করিবার আইন। এই গুরুত্বপূর্ণ আইন পাশ করার অন্তর্নিহিত ধারণাই হইল যে, আমেরিকার নিজের দেশরক্ষার জন্য আক্রমণকারীদের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত অন্যান্য গণতন্ত্রকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করা প্রয়োজন। আমেরিকার জনসাধারণ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, যুদ্ধের তখনকার অবস্থায় যদিও আমেরিকা প্রকৃত-পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করে নাই, তথাপি যদি অন্যান্য গণতন্ত্রসমূহ পরাজিত হয় তাহা হইলে আমেরিকার স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা বিপদাপন্ন হইবে। কাজেই অন্যান্য গণতন্ত্রকে সাহায্য প্রদানের সিদ্ধান্ত করিয়া আমেরিকার জনসাধারণ গণতন্ত্রের স্বার্থ যতটা রক্ষা করিতেছেন, ততটা আমেরিকার নিরাপত্তার স্বার্থও রক্ষা করিতেছেন।"

আমেরিকায় ভারতীয় মিশন

আমেরিকায় ভারত গভর্ণমেণ্টের ক্রয়-মিশন সম্বন্ধে স্যার সমুখম চেট্টি বলেন যে, যুদ্ধ বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকায় ভারতবর্ষ তাহার বিপুল সম্পদ লইয়া ভূমধ্যসাগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্রের সরবরাহের প্রধান স্থান হইয়া দাঁড়ায়। ভারতবর্ষের অনেক যুদ্ধ-সরঞ্জাম প্রস্তুত অনেকাংশে নির্ভর করিত আমেরিকা হইতে কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় বস্তু যথা যন্ত্রাদি, কলকব্জা ও তৈয়ারী ইস্পাত আমদানী করার উপর। যখন লেণ্ড-লীজ আইন পাশ করিয়া আমেরিকা হইতে এই সমুদয় জিনিষ সরবরাহ করার সুযোগ করিয়া দেওয়া হইল, তখন এই সমুদয় জরুরী দ্রব্যাদির সরবরাহ আমেরিকা হইতে পাওয়ার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট নিজস্ব প্রতিনিধির কার্য্যালয় তথায় প্রতিষ্ঠা করিবার সিদ্ধান্ত করেন।

নগদ টাকা দিয়া কিম্বা লেণ্ড-লীজ আইন অনুসারে দ্রব্যাদির সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা ছাড়াও ভারতীয় ক্রয়-মিশন ভারতীয় আমদানীকারিগণ আমেরিকান কারখানাসমূহে যে সমস্ত মালের অর্ডার দেয় সেগুলি যাহাতে সর্ব্বাগ্রে সরবরাহ করা হয় এবং রপ্তানীর লাইসেন্স দেওয়া হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

লেণ্ড-লীজ আইনের কার্য্যের প্রসার অত্যন্ত ব্যাপক এবং ইহা শুধু যুদ্ধের সরঞ্জাম সরবরাহে সীমাবদ্ধ নহে, ইহাতে দেশের বেসামরিক জনসাধারণের জীবন-যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে; ইহা যুদ্ধসময়ের প্রয়োজনের জন্য। ভারত গভর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত বেসামরিক লোকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বড় রকম কোন অর্ডার দেয় নাই। যদি কখনও প্রয়োজন হয় এবং যদি আমরা দেখাইতে পারি যে, যুদ্ধের সময় অর্থনৈতিক সাম্যরক্ষার জন্য আমাদের প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা হইলে আমরা ঐরূপ বেসামরিক লোকের জন্যও দ্রব্যাদির সরবরাহ লেণ্ড ও লীজ আইনমতে পাইতে পারিব।

আমেরিকার মন্ত্রিবর্গ প্রথম হইতেই জলপথে ও স্থলপথে ভারতের সামরিক গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লেণ্ড-লীজ আইন-মতে আমাদের সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট এই মর্ম্মে একটি ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন যে, আমেরিকার দেশ রক্ষার জন্য ভারতবর্ষের রক্ষা ব্যবস্থা নিতান্ত দরকার। আমাদের যে সমস্ত দ্রব্যের প্রয়োজন হয় এবং যেগুলি যুদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য আবশ্যকীয় বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা লেণ্ড-লীজ আইনের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রত্যেক দ্রব্য চাহিদা অনুযায়ী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের সমুদয় দাবী যেরূপ ভাবে আমেরিকার শাসকগণ সহানুভূতি ও সহৃদয়তার সহিত বিবেচনা করিয়াছেন, সেজন্য ভারতবর্ষকে বিশেষ কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে টেক্‌নিক্যাল মিশন প্রেরণ করিয়াছেন। ইহাতেও তাঁহাদের পূর্ণ সহযোগিতার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে এবং উক্ত মিশন এখনও ভারতবর্ষে রহিয়াছে।

"ক্রমে ক্রমে যখন আমেরিকার বিরাট ও শক্তিশালী সম্পদ সম্মিলিত জাতিসমূহের পক্ষে নিয়োগ করা যাইতেছে, তখন যুদ্ধের চরম পরিণতি স্পষ্টতর ও নিশ্চয় বলিয়া মনে হইতেছে। ইহা মানব জাতির সৌভাগ্য যে, আমেরিকাবাসীরা তাহাদের অত্যাশ্চর্য্য দেশের এই বিরাট সম্পদকে এই দুর্দিনে বিশ্বের সাহায্যের জন্য গচ্ছিত সম্পদ বলিয়া মনে করে। যে সমস্ত জাতি নিজেদের আপন আপন স্বার্থের উপরে সম্মিলিত বা সাধারণ স্বার্থকে স্থান দিয়াছেন, আমেরিকা তাহাদের সকলকেই সাহায্য করিয়াছে।

"আমরা ভারতবাসী এইরূপ দেশের সহিত সম্পর্ক স্থাপনে গর্ব্ব বোধ করি। আজ ভারতবাসী ও আমেরিকা-বাসী সহযোদ্ধা হইয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়াছে। আসুন, আমরা এই কামনা করি যে, সব বিশ্ব যুদ্ধের পর নববিধান প্রবর্ত্তনেও আমরা একত্রে কাজ করিব।"

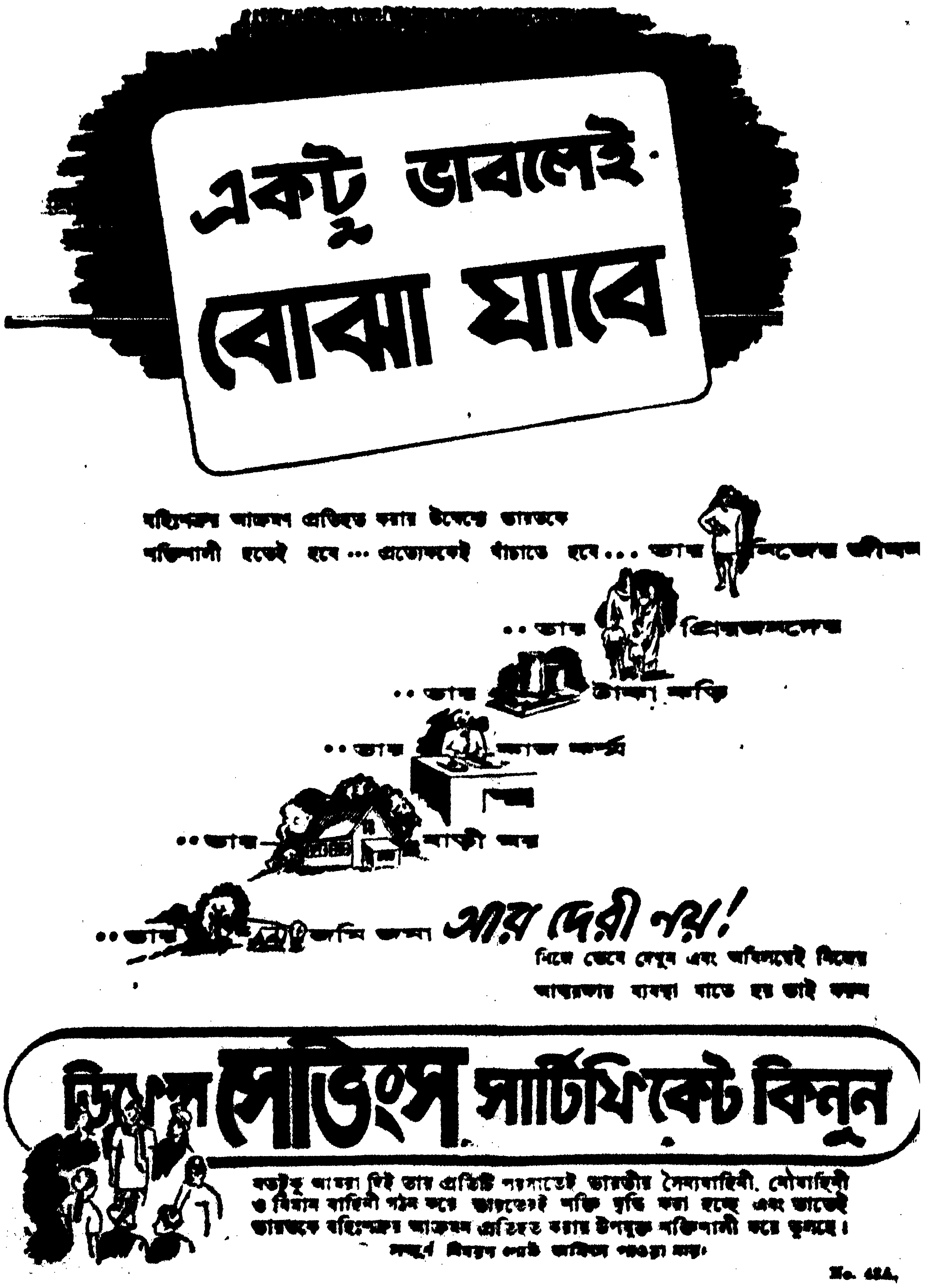

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার জের]

আমেরিকান বিমানগুলি টোকিয়ো, ইয়োকোহামা, নাগোয়া ও অন্যান্য স্থানে নীচু হইতে সামরিক ও নৌবিভাগীয় কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর অব্যর্থ সন্ধানে বোমা ফেলে।

তিন হাজার জাপানী হতাহত

১১ই মে রাত্রে এক চীনা ইস্তাহারে দাবী করা হইয়াছে যে, চীনা সৈন্য ব্যূহভেদ করিবার প্রচেষ্টায় চিকাং এলাকার হুঙান সীমান্ত বরাবর এক অভিযানে জাপানীদের তিন সহস্র সৈন্য নিহত করিয়াছে।

আসামে বোমা বর্ষণ

এক সামরিক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে: গত ১০ই মে তারিখ পূর্ব্ব-আসামের মফঃস্বল অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র শহরে বিমান আক্রমণ হয়। সামরিক বে-সামরিক হতাহতের পরিমাণ খুব বেশী নহে। ক্ষতির পরিমাণও সামান্য।

রুশীয় রণক্ষেত্রের সংবাদ

রাশিয়ায় হিট্‌লারের সৈন্য সংগ্রহ

সোভিয়েট নিউজ এজেন্সী বলিয়াছেন যে, হিটলার লিথিয়ায় তাঁহার আফ্রিকান বাহিনীর জন্য রাশিয়ানদিগকে সংগ্রহ করিতেছেন। যাহারা সৈন্য হইতে অস্বীকৃত হইবে তাহাদিগকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। কয়েকজন রাশিয়ান ব্যারাক হইতে পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল। প্রকাশ, তাহাদিগকে গুলী করিয়া মারা হইয়াছে। জার্ম্মাণ অধিকৃত লেনিনগ্রাড এলাকায় এইভাবে জোর করিয়া সৈন্য সংগ্রহ করা হইতেছে। পুস্কভ, অষ্ট্রভ ও অন্যান্য স্থানের রুশ নাগরিকগণ বলিতেছে যে, জার্ম্মাণরা ১৭ হইতে ৪৮ বৎসর বয়স্ক সমস্ত পুরুষকে বলপূর্ব্বক কাজে লাগাইতেছে। সংগৃহীত রুশ সৈন্যদিগকে ট্রেণে করিয়া জার্ম্মাণীতে নেওয়া হয় এবং সেখান হইতে জাহাজযোগে আফ্রিকায় পাঠান হয়। যে সমস্ত রাশিয়ান ব্যারাক হইতে পলাইতে পারিয়াছে, তাহারা গরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়াছে।

১,৫০০ জার্ম্মাণ সৈন্য নিহত

সোভিয়েট ইস্তাহারে এক ক্রোড়পত্রে বলা হইয়াছে যে, কালিনিন রণাঙ্গনের বিভিন্ন অঞ্চলে তিন দিনের যুদ্ধে ১,৫০০ জার্ম্মাণ সৈন্য নিহত হইয়াছে। ৪ঠা মে তারিখে সোভিয়েট বিমানবাহিনীর আক্রমণে সৈন্য ও রণসম্ভার-বোঝাই ৫০টি জার্ম্মাণ লরী ধ্বংস হয়। একটি রেলওয়ে ট্রেণ ও ৩টি গোলাগুলির গুদাম বিধ্বস্ত হয়। তদুপরি লেনিনগ্রাদ এলাকায় জার্ম্মাণ অধিকৃত অঞ্চলে গরিলা বাহিনীর আক্রমণে ৭০০ জার্ম্মাণ অফিসার ও সৈন্য নিহত হইয়াছে এবং ৭টি বিমান ও ১২টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হইয়াছে।

সোভিয়েট বৈমানিক ও সৈন্যদের সাফল্য

সোভিয়েট ইস্তাহারে এক ক্রোড়পত্রে বলা হইয়াছে, "৬ই মে তারিখে আমাদের বৈমানিক দল সৈন্য ও মালবাহী ৬৫টি লরী ধ্বংস বা জখম করে, গুলীগোলার গুদাম উড়াইয়া দেয়, একটি রেলওয়ে ট্রেণ ধ্বংস করে এবং দুই 'কোম্পানী' পদাতিক সৈন্যকে আংশিকভাবে উচ্ছেদ করে।

"দুইদিনের জোর যুদ্ধে কালিনিন রণাঙ্গনে আমাদের সৈন্যরা এক সহস্রাধিক জার্ম্মাণ অফিসার ও সৈনিককে নিশ্চিহ্ন করে। লেনিনগ্রাদ রণাঙ্গনের কয়েকটি অংশে আমাদের সৈন্যদল শত্রুর ৫০০ অফিসার ও সৈনিককে নিহত করে। মধ্য রণাঙ্গণের এক অংশে শত্রু আমাদের অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদলকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু আমাদের গোলন্দাজ ও পদাতিক সৈন্যের গুলীগোলা বর্ষণের ফলে তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব স্থানে হটিয়া যায়।"

জাপানীরা কি সাইবেরিয়া আক্রমণ করিবে?

উত্তর চীনের সংবাদে জানা যায় যে, জাপানীরা আগামী মাসের কোন সময়ে মাঞ্চুরিয়া হইতে সাইবেরিয়ার দিকে অভিযান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। জাপানীরা উত্তর চীন হইতে মাঞ্চুরিয়ার দিকে দ্রুত সৈন্য প্রেরণ করিতেছে। উঁহাদের চীনা বাহিনী উত্তর চীনের সৈন্যঘাঁটিগুলি দখল করিতেছে।

ক্যারেলিয়ায় ভীষণ যুদ্ধ

মস্কো রেডিও হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গত কয়েকদিন ধরিয়া ক্যারেলিয়ান রণাঙ্গনের কয়েকটি বিভিন্ন অংশে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। একটি স্থানে জার্ম্মাণ ও ফিনিস সৈন্যদল ভীষণ অসুবিধার মধ্যে পড়িয়াছে।

রুশিয়ায় প্রচুর পরিমাণে ট্যাঙ্ক নির্ম্মাণের ব্যবস্থা

"১৯৪২ সালে শত্রুকে পরাজিত করিবার জন্য লালফৌজের যতগুলি ট্যাঙ্কের প্রয়োজন হইবে, আমরা লালফৌজকে ততগুলি ট্যাঙ্কই সরবরাহ করিতে পারি।" ট্যাঙ্ক উৎপাদন বিভাগের ডেপুটি কমিশনার মঃ কোর-নিয়াক 'ইজভেস্তিয়া' পত্রে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে পূর্ব্বোক্ত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি আরও লিখিয়াছেন:—"রুশিয়ার অভ্যন্তরভাগে একটি নূতন ট্যাঙ্ক নির্ম্মাণ-শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইস্থানে যে সমস্ত শক্তিশালী কল-কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, সেই সমস্ত কল কারখানায় প্রচুর পরিমাণে ট্যাঙ্ক নির্ম্মিত হইতে পারে। ছয়মাস পূর্ব্বে যত ট্যাঙ্ক নির্ম্মিত হইত, এখন এই সমস্ত কারখানায় তাহার কয়েকগুণ বেশী ট্যাঙ্ক নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।"

অন্যান্য রণাঙ্গণের সংবাদ

মাদাগাস্কার দ্বীপে বৃটীশ সেনার অবতরণ

৬ই মে লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষীয় মহলে বলা হইয়াছে যে, মাদাগাস্কারে বৃটিশ বাহিনীর প্রতিরোধ কঠিনতর হইয়াছে। মাদাগাস্কারে অবতরণের পর বৃটিশ বাহিনী প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যে অনুমান ২০ মাইল অগ্রসর হয়। মাদাগাস্কারে ফরাসী নৌবহরের ক্ষতির উল্লেখ করিয়া ভিসির নৌবিভাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, দিয়েগো স্যুয়ারেজ-এর অস্ত্রাগারের উপর প্রথমবারের আক্রমণের সময় সাবমেরিণ "দেভেজিয়ার্স" ও অগ্নিনিবারী ক্রুজার "দুগ্যাভিন" জলমগ্ন হয়।

বৃটীশ প্যারাশুটবাহিনীর অবতরণ

ভিসি রেডিও হইতে বলা হইয়াছে যে, মাদাগাস্কার আক্রমণের সময় বৃটিশ স্থল অস্ত্রসজ্জিত বাহিনী ও প্যারাশুটবাহিনী অবতরণ করে। উহাতে আরও বলা হয়, বৃটিশ বাহিনী ২খানি ক্রুজার, ৪খানি ডেষ্ট্রয়ার, ২খানি সৈন্যবাহী জাহাজ ও সম্ভবতঃ একখানি বিমানবাহী জাহাজ লইয়া আক্রমণ চালায়। দিয়েগো স্যুয়ারেজ ঘাঁটির বিরুদ্ধেই প্যারাশুটবাহিনীকে ব্যবহার করা হয়।

প্রধান শহর অধিকৃত

একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, দিয়েগো স্যুয়ারেজের প্রধান শহর অস্তুনেরানা ও পোত্তাপ্রয় দখল করা হইয়াছে। বৃটিশ সৈন্যগণ দিয়েগো স্যুয়ারেজের নৌঘাঁটি দখল করিয়াছে এবং মাদাগাস্কারের উত্তরাংশে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের অবসান হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, দিয়েগো-স্যুয়ারেজে সর্ব্বপ্রকার প্রতিরোধের অবসান হইয়াছে।

জানা গিয়াছে যে, নৌঘাঁটি দিয়েগো-স্যুয়ারেজ ও অ্যান্টিসাইরেণ নগরী অধিকৃত হইয়াছে এবং দ্বীপে সংহতিপূর্ণ প্রতিরোধের এক রকম শেষ হইয়াছে। এই যুদ্ধে বৃটিশ পক্ষের হতাহতের সংখ্যা অধিক নহে। বৃটিশ সেনা দুই স্থানে অবতরণ করে—কুরিয়ার উপসাগরে এবং আরও কয়েক মাইল দক্ষিণে এক উপসাগরে আম্বারারাত্তা নামক স্থানে।

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা

কমন্স সভায় মিঃ চার্চিল ঘোষণা করেন যে, ফরাসী নৌ ও স্থলবাহিনীর সেনানায়কগণ আত্মসমর্পণ করিয়াছেন এবং দিয়েগো স্যুয়ারেজ-এর প্রধান শহর অধিকৃত হইয়াছে। একটি ফরাসী ঘাঁটির উপর প্রথমবারের আক্রমণ প্রতিহত হয়। হয় ত সহস্রাধিক সেনা খোয়া যায়; কিন্তু মেজর-জেনারেল ষ্টর্জেস পুনরায় আক্রমণ চালাইয়া উক্ত ঘাঁটি দখল করেন।

মাদাগাস্কারে ফরাসী বিমান বহরের প্রভূত ক্ষতি

জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সী ভিসি হইতে সংবাদ দিতেছেন যে, সম্প্রতি মাদাগাস্কারে যে যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, সেই যুদ্ধের সময় তৈলের গুদাম ধ্বংস হইয়া যাওয়ায় ফরাসী বিমানবহরের তৈল সরবরাহ বন্ধ হইয়া যায়। ভিসি হইতে আরও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, যুদ্ধের ফলে মাদাগাস্কারের ফরাসী বিমানবহরের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে।

বৃটীশ বিমান-বহরের আক্রমণ

• বৃটেনের আধুনিকতম বোমারু বিমানের একটি শক্তিশালী বহর বাল্টিক সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী ভার্ণেমুণ্ডে বন্দরের উপর প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করিয়াছে। এই স্থানে জার্ম্মাণরা ইউবোটের নাবিকদিগকে শিক্ষাদান করে। বৃটিশ বিমানবহর ইতিপূর্ব্বে রষ্টকের উপর প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করিয়াছে। ভার্ণেমুণ্ডে বন্দরে বিমানপোত নির্ম্মাণের একটি বিরাট কারখানাও আছে। ইহা জার্ম্মাণী এবং উত্তর রুশ রণাঙ্গনের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র। ট্রেণযোগে ডেনমার্কের ভিতর দিয়া নরওয়ের পথে যে সমস্ত সৈন্য এবং সমরোপকরণ প্রেরিত হয়, ইহা তাহার শেষ রেল ষ্টেশন। এই স্থান হইতে সৈন্য ও সমরোপকরণ অতঃপর ফেরী ষ্টীমারে পার করা হয়। জার্ম্মাণরা সার্চ্চ লাইটের তীব্র আলোকমালার সাহায্যে এই বন্দরটি এবং অন্যান্য লক্ষ্যবস্তু আবৃত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা বিমানবিধ্বংসী কামানের গোলা দ্বারা একটি ভীষণ বেড়াজালও সৃষ্টি করিয়াছিল। খুব উঁচু হইতে বোমা বর্ষণ করা ছাড়াও অতি দ্রুতগতিশীল বৃটিশ বোমারু বিমানসমূহ ইস্পাতের বেড়াজাল অগ্রাহ্য করিয়া এবং সার্চ্চ লাইটের রশ্মিজাল ভেদ করিয়া নীচে নামিয়া যায় এবং মাত্র চারি শত ফুট উচ্চ হইতে বোমা বর্ষণ করে। বোমা বর্ষণের ফলে ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হয়।

নরওয়ের উপকূলে জাহাজের উপর বোমা বর্ষণ

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, একখানি চইলদার "হাডসন" বিমান নরওয়ের অন্তর্গত হেগসুণ্ডের নিকটবর্ত্তী একটি খাঁড়িতে নোঙর করা একখানি বড় জাহাজের উপর বোমা বর্ষণ করিয়াছে। একজন আমেরিকান এই বিমানখানির চালক ছিলেন।

স্কুলবোর্ডের নির্ব্বাচন

সংবাদপত্রের রিপোর্টের প্রতিবাদ

গত ৩রা মে তারিখের "আজাদ" কাগজের সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে যে, ময়মনসিংহ, বগুড়া ও দিনাজপুর জেলা স্কুল-বোর্ডের নির্ব্বাচিত প্রেসিডেন্টগণ মুসলীম লীগের সদস্য বলিয়া গভর্ণমেণ্টের সম্মতি লাভ করিতে পারেন নাই। এই বিবৃতি সত্য নহে। প্রকৃত ঘটনা এইরূপ:—

ময়মনসিংহের নির্ব্বাচনের প্রণালী সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিবাদ পেশ করা হইয়াছে এবং ইহার মীমাংসা করিতে কিছু সময়ের প্রয়োজন হইবে।

বগুড়া ও দিনাজপুর সম্পর্কে সরকার নির্ব্বাচন মঞ্জুর করিয়াছেন; কিন্তু আইনঘটিত অসুবিধার জন্য নাম প্রকাশ স্থগিত রাখা হইয়াছে। এই অসুবিধা দূরীভূত হইলেই নাম প্রকাশ করা হইবে।

বাঙলাদেশে জন-স্বাস্থ্যের অবস্থা

উন্নতি বিধানের জন্য গভর্ণমেণ্টের পরিকল্পনা

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের জন-স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর ১৯৪০ সনের যে রিপোর্ট দিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে একটি প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, আলোচ্য বর্ষে মোট ১,৬৮১,৮৪৬টি জন্ম রেজেষ্টারীভুক্ত হইয়াছে; ইহার পূর্ব্ব বৎসরে জন্মসংখ্যা ছিল ১,৫৯৭,৬৫১; অতএব ৮৪,১৯৫টি জন্ম অধিক পরিলক্ষিত হইতেছে। জন্মের হার প্রতি মাইলে ৩৩·৭ জন; ইহা ১৯৩৯ সনের জন্ম হার অপেক্ষা শতকরা ৫·৩ বেশী। ১৯৪০ সনে রেজেষ্টারীভুক্ত মৃত্যুর সংখ্যা ১,১১১,০৮২; ইহার পূর্ব্ব বৎসরে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১,০৯০,৫৩০; এই উভয় বৎসরের সংখ্যা তুলনা করিলে আলোচ্য বর্ষে ২০,৫৫২ জন বেশী মরিয়াছে এবং মৃত্যুর হার প্রতি মাইলে ২২·৩ জন; ইহা পূর্ব্ব বৎসরের মৃত্যু হার অপেক্ষা শতকরা ১·৮ অধিক। মৃত্যুর চেয়ে জন্মের সংখ্যা ৫৭০,৭৬৪ অধিক; ১৯৩৯ সনে মৃত্যুর চেয়ে জন্মের সংখ্যা ৫০৭,১২১ বেশী ছিল। পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় শুধু মাত্র কলিকাতা জেলায় জন্মের চেয়ে মৃত্যুর সংখ্যাই বেশী দেখা যায়। বাঙলাদেশে জন্মের হার বিহার, আসাম, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে কম; মৃত্যুর হারও যুক্ত প্রদেশ ও উল্লিখিত প্রদেশ ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে কম।

শিশু ও প্রসূতির মৃত্যুহার

১৯৪০ সনে বাঙলা দেশে মোট শিশু মৃত্যুর সংখ্যা ২৬৭,৮৯৪; ইহার পূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যা ছিল ২৩৪,৩০১। শিশুর মৃত্যুহার বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রতি মাইলে ১৫৯·৩ জন; ১৯৩৯ সনে প্রতি মাইলে শিশু মৃত্যুর হার ছিল ১৪৬·৬।

১৯৪০ সনে তিনটি নূতন শিশু ও প্রসূতি-মঙ্গল সমিতি খোলা হইয়াছে এবং গভর্ণমেণ্ট স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ও সংশ্লিষ্ট দাতব্য সমিতিতে যথাযোগ্য সাহায্য দিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে এই প্রকারের ১৮টি কেন্দ্রে কাজ চলিয়াছিল। বাঙলা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত প্রসূতি ও শিশু-কল্যাণ বিভাগের মহিলা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রসূতি ও শিশু-কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনা ঠিক করিতে ও ঐগুলি খোলার উৎসাহ প্রদানে এই প্রদেশের সর্ব্বত্র ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সিঙ্গুরে গভর্ণমেণ্ট যে আদর্শ কেন্দ্র খুলিয়াছেন, তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে প্রসবের পূর্ব্বে ও প্রসবের সময় ধাত্রীর যত্ন ও সেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেশীয় ধাইদিগকে ট্রেণিং দেওয়ার জন্য বিভিন্ন স্বায়ত্ত-শাসিত প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে গভর্ণমেণ্টের সাহায্য দেওয়া হইয়াছিল।

আলোচ্য বৎসরে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল যে, এই বৎসরে কলেরায় মৃত্যুর সংখ্যা গত ৫০ পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সব চেয়ে কম ছিল।

কলেরা-নিরোধক ব্যবস্থা পূর্ব্ববৎ করা হইয়াছিল। কলেরার টিকা যথেষ্ট দেওয়া হইয়াছিল; পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে (১৯৪০ সনে) কলেরার প্রকোপ কম থাকায় টীকার সংখ্যা কম হইয়াছে। কলেরা ও অন্যান্য মহামারী নিবারণের জন্য জন-স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য কয়েক দল ডাক্তার প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহামারীর সময়ে ডাক্তার ও স্যানিটারী কর্ম্মচারী পাঠাইয়া স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে সকল প্রকার সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে।

বসন্ত

বসন্ত রোগে মৃত্যুর সংখ্যা কম দৃষ্ট হয়; মোট মৃত্যু সংখ্যা দেখা যায় ৫,৬০৮; পূর্ব্ব বৎসরের সংখ্যা ছিল ৭,০২৯; অতএব মৃত্যু-হার যথাক্রমে প্রতি মাইলে ০·১১ এবং ০·১৪ দৃষ্ট হয়। ১৯৪০ সনে ৮,৫৭৬,৯২০ জন লোককে টিকা দেওয়া হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে ৭,৯২৫,৩৮২ জনকে টিকা দেওয়া হইয়াছিল। টিকা দেওয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি একটি শুভ লক্ষণ; স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের টিকা দেওয়ার ব্যাপারে পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে বেশী মনোযোগ দেওয়ার ফলেই এরূপ হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সনে টীকা দেওয়ার জন্য ব্যয় হইয়াছিল ৪,৬১,৭৯০৲ টাকা; ১৯৪০-৪১ সনে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৪,৭০,৬৪৫৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর

জ্বর রোগে পূর্ব্ব বৎসরের চেয়ে বেশী লোক ১৯৪০ সনে মারা গিয়াছে; মৃত্যুর সংখ্যা যথাক্রমে ৭১৭,৫১৬ এবং ৬৮৭,৫৮৭ হইয়াছিল।

মৃত্যুর হার যথাক্রমে প্রতি মাইলে ১৪·৪ ও ১৩·৮ এবং ৫ বৎসরের মৃত্যু-হারের গড় প্রতি মাইলে ১৪·৮।

জ্বর রোগে মোট মৃত্যু সংখ্যার শতকরা ৫১·৫ জন ম্যালেরিয়া জ্বরে মারা গিয়াছে; ইহা সমস্ত প্রদেশের মোট মৃত্যু সংখ্যার শতকরা ৩৩·৩ ভাগ; ইহার পূর্ব্ব বৎসরের হার যথাক্রমে ৪৯·৬ ও ৩১·৩ ছিল। ১৯৪০ সনে ম্যালেরিয়ায় মোট ৩৬৯,৪৪৮ লোকের মৃত্যু হইয়াছে; ১৯৩৯ সনে মৃত্যু সংখ্যা ছিল ৩৪১,৩২১। অতএব মৃত্যু সংখ্যা শতকরা ৮·২ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই তালিকায় নদীয়া জেলা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে; তথায় প্রতি মাইলে মৃত্যু সংখ্যা ২৮·৩৫। তাহার পরেই রাজশাহীর স্থান; মৃত্যু-হার ২৭·৯৪। ইহার পরেই যশোহর ২৭·৭৯। ১৯৩৯ সনে সব চেয়ে বেশী মৃত্যু-হার ছিল রাজশাহীতে ২৪·৬। কলিকাতায় মৃত্যু হার সব চেয়ে কম দৃষ্ট হইয়াছে, শতকরা ০·৫ জন। ইহার পূর্ব্ব বৎসরের হারও উহাই ছিল।

কালাজ্বরে ১৫,৪৫৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর হার প্রতি মাইলে ০·৩১; ১৯৩৯ সনের সংখ্যা ও হার যথাক্রমে ১৭,০৫৬ ও ০·৩৪ ছিল। গত বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে কালাজ্বরে মৃত্যুর সংখ্যা পল্লী অঞ্চলে ও সহর অঞ্চলে হ্রাস পাওয়া একটি সুখপ্রদ বিষয় সন্দেহ নাই। পল্লী অঞ্চলে ১,৫৪৩ ও সহর অঞ্চলে ৬০টি মৃত্যু হ্রাস পাইয়াছে। বিভিন্ন হাসপাতাল ও চিকিৎসালয়ে চিকিৎসার জন্য কালাজ্বর আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১৯৩৯ সনে ছিল ৯৮,১৫৫ জন। ১৯৪০ সনে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১০৪,৭৯১ জন হইয়াছিল। ময়মনসিংহ, মালদহ ও খুলনায় অতিমাত্রায় সংখ্যা বৃদ্ধি দেখা যায়। ১৯৩৯ সনের ডিসেম্বর মাসে দার্জ্জিলিংএ কালাজ্বরের যে বিশেষ চিকিৎসার প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল, তাহা আলোচ্য বর্ষেও বেশ সন্তোষজনকভাবে চালান হইয়াছে।

ম্যালেরিয়ার বিশেষ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

কলিকাতা কর্পোরেশন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বজবজ সল্ট-লেক অঞ্চলে ও উপকণ্ঠে এনোফেলিস মশকের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার ব্যাপারে জরুরী কার্য্য ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আলোচ্য বৎসরেও বিশেষ সন্তোষজনকভাবে পরিচালনা করা হইয়াছিল।

যশোহর সহরের চতুঃপার্শ্বস্থ অঞ্চলের জন্য ম্যালেরিয়া নিরোধক বিশেষ পরিকল্পনা যাহা ১৯৩৯ সনে আরম্ভ করা হইয়াছিল, তাহা আলোচ্য বৎসরেও বিশেষ সফলতার সহিত চালান হইয়াছে।

অস্থায়ী স্থানীয় ম্যালেরিয়া নিবারক ব্যবস্থায় সামান্য সামান্য সাহায্য প্রদানের পরিবর্ত্তে বেশ ব্যাপক স্থায়ী রকমের ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক পরিকল্পনার জন্য অধিকতর সাহায্য প্রদানের যে নীতি গভর্ণমেণ্ট অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা জন-স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টরের ১৯৩৯ সনের রিপোর্টে আলোচনা করা হইয়াছে। ঐ নীতি অনুসারে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক দুইটি পরিকল্পনার জন্য অর্থাৎ মালদহ জেলার গোপালগঞ্জ খাল খনন ও নোয়াখালী জেলার মহানা খাল খনন পরিকল্পনা গভর্ণমেণ্ট ১৯৪০ সনে মঞ্জুর করিয়াছেন এবং ঐ কার্য্যের জন্য যে টাকা ব্যয় করা প্রয়োজন হইবে, তাহার অর্দ্ধেক গভর্ণমেণ্ট দিয়াছেন এবং বাকী অর্দ্ধেক ব্যয় ঐ জেলার জেলা বোর্ড বহন করিবে। বিভিন্ন জেলায় ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক আরও কয়েকটি পরিকল্পনা আলোচ্য বর্ষে জন-স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মচারিগণ দ্বারা বিবেচিত ও অনুমোদিত হইয়াছে। উহা গভর্ণমেণ্টের মঞ্জুরীর জন্য পেশ করা হইবে।

গভর্ণমেণ্ট জন-স্বাস্থ্য বিভাগে একজন ম্যালেরিয়া ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করিয়াছেন। তিনি বিজ্ঞানসম্মতভাবে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক পরিকল্পনা প্রস্তুত ও কার্য্যকরী করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করিবেন। এই প্রদেশের বিভিন্ন জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি যে সমুদয় ব্যাপক ম্যালেরিয়া-প্রতিরোধক পরিকল্পনা জন-স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট প্রেরণ করিয়াছে, আলোচ্য বর্ষে উক্ত ইঞ্জিনিয়ার তাহার অনেকগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া তৎসম্বন্ধে পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন।

শ্বাসযন্ত্রের ব্যাধি

১৯৪০ সনে শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাধিতে মোট ৮৫,২০১ জন লোক মারা গিয়াছে; ইহার পূর্ব্ব বৎসরে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৮৮,৪০৮; মৃত্যুর হার প্রতি মাইলে, যথাক্রমে ১·৭১ এবং ১·৮৬।

নিউমোনিয়া বা ফুসফুস সম্বন্ধীয় রোগে ৪৪,৯৬৭ জন লোক মারা গিয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৪৭,৮৮৮ জন; ইহাতে দেখা যায় শতকরা ৬·১ মৃত্যু সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে।

ফুসফুসীয় যক্ষ্মারোগে ১২,৩৬৩ জন লোক মারা গিয়াছে। ইহার পূর্ব্ব বৎসরে এই রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১২,৪২২ জন। মৃত্যুর হার উভয় বৎসরে একই ছিল অর্থাৎ প্রতি মাইলে ০·২৫ জন। যক্ষ্মারোগে সহরে মোট মৃত্যুর ২·৩ দুই-তৃতীয়াংশ একমাত্র কলিকাতায় ঘটিয়াছে, এখানে প্রতি মাইলে ২·৬৫ জন মরিয়াছে। উত্তর মফস্বল সহরেই কিন্তু মৃত্যু হার সব চেয়ে বেশী, প্রতি মাইলে ৫·৮ জন এবং পূর্ব্ব দুই বৎসরও এই হারেই মৃত্যু ঘটিয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ১৭টি সহরে যক্ষ্মারোগে কোন লোকের মৃত্যু ঘটে নাই বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। জন-স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর স্বায়ত্ত-শাসিত প্রতিষ্ঠান ও দাতব্যভাবে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এই প্রদেশে যক্ষ্মারোগ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য এক ব্যাপক পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার দুইটি বিশেষ বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা গেল:—

(১) মেডিক্যাল ও হেলথ অফিসার ও বেসরকারী চিকিৎসা ব্যবসায়ীদের জন্য যক্ষ্মা চিকিৎসালয়ে বিশেষ ট্রেণিং।

(২) সদর হাসপাতালে যক্ষ্মারোগীদের জন্য অধিকতর ভাল চিকিৎসা ও থাকাথাকির ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছেন ও তাহা কার্য্যে পরিণত করার জন্য বাজেটে টাকার বরাদ্দ করা হইয়াছে। উক্ত পরিকল্পনার আরও দুইটি বিষয় হইল,—

(৩) সদর হাসপাতালে রোগ পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ও তাহার ব্যয় বহন করা।

(৪) পল্লী অঞ্চলে পৃথক কেন্দ্র স্থাপন করার প্রস্তাবও গভর্ণমেণ্ট আলোচ্যবর্ষের শেষভাগে মঞ্জুর করিয়াছেন এবং এই কাজের জন্য ১৯৪১-৪২ সনের বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

বরিশাল ও শ্রীরামপুরে ১৯৩৯ সালে যক্ষ্মারোগ সম্বন্ধে যে জরুরী কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছিল, তাহা আলোচ্য বর্ষেও চলিয়াছিল; বহু সংখ্যক লোককে পরীক্ষা করিয়া তাহাদের চিকিৎসা করা হইয়াছে। বঙ্গীয় যক্ষ্মা সমিতি পূর্ব্ববৎ প্রচারকার্য্যাদি চালাইয়া আসিতেছে এবং গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে কলিকাতায় ৬টি ও হাওড়ায় একটি যক্ষ্মা চিকিৎসালয় পরিচালনা করিতেছে। এই সমিতি কলিকাতায় যক্ষ্মা রোগ সম্বন্ধে পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট ট্রেণিংএর ব্যবস্থা করিয়াছে এবং গভর্ণমেণ্ট যে সমস্ত হেলথ অফিসার প্রেরণ করেন এবং যে সমুদয় ছাত্র পাব্লিক হেলথের ডিপ্লোমা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের ট্রেণিংএ সাহায্য প্রদান করিতেছে।

[শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বাঙলায় জন-স্বাস্থ্যের অবস্থা

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

অন্যান্য জ্বররোগ

আন্ত্রিক জ্বর বশতঃ মৃত্যুর সংখ্যা ৭,৮৭৫; আর ১৯৩৯ সনে ইহা ছিল ৪,২৯০।

১৯৪০ সনে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে মৃত্যুসংখ্যা ২,১২৭; আর পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে ছিল ২,৪৬৭।

এই বৎসর ম্যানিনজাইটিস্ রোগে মারা যায় ১,৩৭৮ জন; ১৯৩৯ সনে মারা গিয়াছিল ১,৭২১। দেখা যায় এই রোগে মৃত্যুর সংখ্যা স্পষ্টই কমিয়া গিয়াছে।

টাইফয়েডে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯৩৯ সনে সংখ্যা ছিল ৪,৪৪৩; আর আলোচ্য বৎসরে এই সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৫,১৮৩। কলিকাতা এই রোগ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত।

১৯৪০ সনে পেটের অসুখ ও আমাশয় রোগে মারা যায় যথাক্রমে ২৪,৭৩০ এবং ২০,৬৯২; আর আগের সনের সংখ্যা হইল যথাক্রমে ২৭,৩০১ এবং ২৭,১৫২।

কুষ্ঠরোগের মৃত্যুসংখ্যা হইল ১,৩০৪; আর ১৯৩৯ সনে ছিল ১,৫১৭। দেখা যায় এই মৃত্যুসংখ্যা শতকরা ১৪ জন হারে কমিয়া গিয়াছে। কুষ্ঠরোগের কারণ ও উহা নিবারণকল্পে গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্য বিভাগের সহযোগিতায় বৃটিশ এম্পায়ার লেপরোসি রিলিফ্ এসোসিয়েশন কতকগুলি পরীক্ষামূলক গবেষণা পরিচালনা করেন। এই সমিতি কুষ্ঠরোগের একটা ট্রেণিং ক্লাস স্থাপিত করেন; এই ক্লাসে অনেক মেডিক্যাল ও হেলথ অফিসার উপস্থিত হইতেন। গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সাহায্যে এই সমিতি কতকগুলি স্বাস্থ্যপ্রচার কার্য্যও পরিচালনা করেন। এই ভীষণ রোগের নিবারণ ও মূলোৎপাটন করিবার প্রথম ব্যবস্থা হিসাবে গভর্ণমেণ্ট জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর কর্ত্তৃক প্রস্তুত পরিকল্পনার একটা প্রথম দফার অনুমোদন করেন। এতদনুসারে কতকগুলি স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের সহযোগিতায় গ্রাম্য অঞ্চলে কুষ্ঠরোগের চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার ও পরিচালনার জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

মেলা ও উৎসব

জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর প্রদেশের প্রধান প্রধান মেলাগুলিতে, যথা গঙ্গাসাগর, লাঙ্গলবন্দ, সীতাকুণ্ড, তারকেশ্বর প্রভৃতি স্থানে যাত্রীদের হিতার্থে ও তাহাদের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধি নিবারণকল্পে স্থানীয় মেডিক্যাল অফিসারেরা স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মচারিগণ সহ কি কি বন্দোবস্ত করিয়াছেন, তাহার এক চিত্তাকর্ষক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও সেণ্ট জন এম্বুলেন্স বাহিনী গঙ্গাসাগর মেলায় অনেক মূল্যবান সাহায্য করিয়াছেন। সুখের বিষয় এই যে, আলোচ্য বৎসরে এই সব মেলায় কলেরা ও বসন্ত রোগে কোনও মৃত্যু সংঘটিত হয় নাই।

স্বাস্থ্যরক্ষণ ও জল সরবরাহ

১৯৩৯-৪০ সনে মং ৫০,১৮,৯৫৮৲ টাকা অথবা মোট প্রাপ্ত সংখ্যার শতকরা ৩৮·৪ ভাগ বাঙলা দেশের মিউনিসিপালিটিগুলি স্বাস্থ্যরক্ষা কাজে ব্যয় করিয়াছেন। এই খাতে গত সনের তুলনায় শতকরা ০·৮ টাকা বেশী খরচ করা হইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সনে মিউনিসিপালিটির লোকসংখ্যার জন্য গড়ে জনপ্রতি ২।০২ পাই (দুই টাকা চারি আনা দুই পাই) হিসাবে ব্যয়িত হইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সনে এই ব্যয় প্রায় অনুরূপ ছিল।

জনরক্ষার কার্য্যে মোট মিউনিসিপ্যাল ব্যয়ের মং ২৪,৬৮,৫১৮৲ টাকা ময়লা-নিষ্কাশণ কার্য্যে, ১২,৮০,৭৯৮৲ টাকা জল সরবরাহ কার্য্যে ও ৫,১৯,২০২৲ টাকা নর্দ্দমার কার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড গ্রামাঞ্চলে জল সরবরাহ, নর্দ্দমা, স্বাস্থ্যরক্ষা ও টিকা দেওয়ার কার্য্যে উহাদের আনুপাতিক ব্যয় পূর্ব্বের মত বহাল রাখিয়া চলিয়াছে। উহারা আলোচ্য বৎসরে মোট প্রাপ্ত টাকার শতকরা যথাক্রমে ৩·৮, ০·২, ৯·৬ এবং ১·২ অংশ খরচ করে; আর পূর্ব্ববর্ত্তী আর্থিক বৎসরে খরচ করিয়াছিল শতকরা যথাক্রমে ৩·৯, ০·৩, ৯·৭ এবং ১·২ অংশ।

১৯৩৯-৪০ সনে ইউনিয়ন বোর্ডগুলি তাহাদের তহবিল হইতে মং ৮,১৫,৫১৫৲ টাকা জল সরবরাহ কাজে, ৯৪,৪৬৩৲ টাকা নর্দ্দমার কার্য্যে, ৯৮,৯১৫৲ টাকা ময়লা-নিষ্কাশণ কার্য্যে ব্যয় করিয়াছে। প্রথম দফায় পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর খরচ কমিয়াছে ও পরবর্ত্তী দুই দফায় খরচ বাড়িয়াছে।

গ্রামাঞ্চলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রচুর পানীয় জল সরবরাহ করিবার সমস্যা সমাধান কল্পে সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে আলোচ্য বৎসরে বিভিন্ন জেলায় জল সরবরাহের ব্যাপক কর্ম্মসূচী গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে জেলা বোর্ড ও এতদুদ্দেশ্যে স্থাপিত জলসরবরাহ কমিটিগুলির সহযোগিতা ও পরামর্শ গ্রহণ করা হইতেছে। আপাততঃ গ্রাম্য জল সরবরাহের উন্নতির জন্য সাহায্যের টাকা বিভিন্ন জেলার মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছে।

প্রত্যেক থানায় অবস্থিত সেনিটারী ইনস্পেক্টরের তত্ত্বাবধানে যে ছোট খাট জন-স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান আছে, তাহা ১৯২৭ সন হইতে সরকার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে যে, জনসাধারণের অসংখ্য স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানের জন্য এই ব্যবস্থা অপ্রচুর। তাই জন-স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর গ্রাম্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণ সংশোধন করিবার জন্য একটা পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে দুইটা ইউনিয়ন বোর্ড লইয়া একটা কেন্দ্র গঠিত হইবে; ইহা একজন শিক্ষিত গ্রাম্য মেডিকেল অফিসারের তত্ত্বাবধানে থাকিবে; তাঁহার ২ জন সহকারী ও ১ জন শিক্ষিত ধাই থাকিবে। প্রত্যেক মহকুমায় ১ জন এসিষ্টাণ্ট মেডিকেল অফিসার থাকিবে। জেলার সম্পূর্ণ জন-স্বাস্থ্য বিভাগটা একজন ডিষ্ট্রীক্ট হেলথ অফিসারের রক্ষণাবেক্ষণে থাকিবে। তিনি হইবেন সরকারী কর্ম্মচারী। এই পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীনে ছিল। নির্ব্বাচিত কতকগুলি অঞ্চলে এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু জেলা বোর্ডগুলি এই পরিকল্পনায় সহযোগিতা করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায়, ইহা বলবর্ত্তী হইতে পারে নাই; যদিও বাজেটে এই উদ্দেশ্যে টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল।

ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য

স্কুল স্বাস্থ্যরক্ষার কাজের (কলিকাতা ও মিউনিসিপ্যাল এবং গ্রাম্য অঞ্চলে ইহা বর্ত্তমানে প্রচলিত আছে) এক বিবরণ জন-স্বাস্থ্যের ডিরেক্টর দিয়াছেন। এই অঞ্চলগুলির ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরিদর্শনের ফলাফল ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরিদর্শনের কার্য্য ১৯৪০ সনের ১লা এপ্রিল হইতে শিক্ষা বিভাগ হইতে জন-স্বাস্থ্য বিভাগে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে কলিকাতার ৪১টা স্কুলে ১০,৮৪৪ জন বালক, ২৬টা মিউনিসিপ্যালিটির ১২৫টা স্কুলে ৮,৮৬৩ জন ছাত্র, গ্রামাঞ্চলে ১,৭৫০ জন বালক, ৭২ জন বালিকার ডাক্তারী পরীক্ষা করা হইয়াছে। গ্রামের সেনিটারী ইনস্পেক্টারেরাও ৫,৮০০ স্কুলে ২,০৭,৯৮৮ জন ছাত্রের ডাক্তারী পরীক্ষা করিয়াছে।

স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রচারকার্য্য

জন-স্বাস্থ্য বিভাগের প্রচার শাখা ১৯৩৯ সনে গভর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগে স্থানান্তরিত করার পর গভর্ণমেণ্ট জন-স্বাস্থ্য বিভাগের তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্যশিক্ষা ও প্রচার বিভাগ সৃষ্টি করিবার প্রশ্ন বিবেচনা করেন। জন-স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর জন-স্বাস্থ্য শিক্ষা ও প্রচারকার্য্যের একটা বিশদ পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। ইহা তাঁহারই তত্ত্বাবধানে থাকিবে। প্রকাশ, বিভাগের ডিরেক্টর বা কর্ম্মচারীদের তত্ত্বাবধানে ইহা থাকিবে না। আলোচ্য বৎসরে এই সম্বন্ধে কোনও শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নাই। পরিকল্পনার সিদ্ধান্ত মুলতুবী থাকা কালীন একজন শিল্পী ও ১ জন সম্পাদক স্বাস্থ্যশিক্ষা ও প্রচারের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। একটা সাপ্তাহিক জন-স্বাস্থ্য বুলেটিন সারা বৎসরই প্রকাশিত হইয়াছে এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপন ও চিত্র ইত্যাদি পূর্ব্বের মতই প্রস্তুত ও বিতরিত হইয়াছে।

অন্যান্য জ্ঞাতব্য তথ্য

জন-স্বাস্থ্য বিভাগের সাধারণ কার্য্যাবলী বহাল রাখা হইয়াছে এবং কোনও কোনও ব্যাপারে ইহার ক্ষেত্র বিস্তৃত করা হইয়াছে। স্বাস্থ্যরক্ষার বন্দোবস্ত করিবার জন্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে পূর্ব্বের মতই আর্থিক সাহায্য করা হইয়াছে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হেল্‌থ অফিসারের দরুণ খরচের অংশ বহন করার কাজ ছাড়া গভর্ণমেণ্ট জেলা বোর্ডগুলিকে ১১½ লক্ষ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। আলোচ্য বৎসরেও প্রাদেশিক রিভিনিউ হইতে গ্রাম্য পানীয় জল সরবরাহ করার কাজে অতিরিক্ত ৭½ লক্ষ টাকা সাহায্য করা হয়। পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যের জন্য ভারত সরকারের নির্দ্ধারিত ১,৪০,০০০৲ এবং ৩০,০০০৲ টাকাও যথাক্রমে জলসরবরাহ ও স্বাস্থ্যরক্ষা কার্য্যের উন্নতিকল্পে বিভিন্ন জেলাকে প্রদান করা হইয়াছে। কালাজ্বর নিবারণকল্পে ১,২০,০০০৲, বিনা পয়সায় টিকা দেওয়ার জন্য ৫০,০০০৲ ও বিনা পয়সায় কুইনাইন বিতরণের জন্য অতিরিক্ত পাঁচ লক্ষ টাকা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে গভর্ণমেণ্টের অন্যান্য দান। বাঙলার যক্ষ্মা-নিবারণী সঙ্ঘকে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য কুষ্ঠ-নিরোধ সঙ্ঘকে ১০,০০০৲ করিয়া দান করা সাব্যস্ত হইয়াছে। সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইলে স্বাস্থ্য বিভাগ আগের মতই স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে অতিরিক্ত কর্ম্মচারী, ঔষধ ইত্যাদি দিয়া সাহায্য করেন।

জনসাধারণের স্বাস্থ্যের দিক হইতে বিবেচনা করিলে ১৯৪০ সন অপেক্ষাকৃত উন্নত বৎসর। প্রদেশের মধ্যে মোট মৃত্যুর হার বৃদ্ধির এক মাত্র কারণ ম্যালেরিয়া। অন্যান্য রোগের মৃত্যুর হার হয়ত কমিয়া আসিয়াছে বা পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের সমানই রহিয়াছে। এই প্রদেশের স্বাস্থ্য বিষয়ক একটা বিশেষ ব্যাপার এই যে, আলোচ্য বৎসরে কলেরা রোগে মৃত্যুর হার গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কম। উল্লিখিত প্যারাগ্রাফ হইতে দেখা যাইবে যে, এই প্রদেশের প্রধান সমস্যা ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য সংক্রামক রোগ দমন করে জন-স্বাস্থ্যের মন্ত্রী বিশিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। জন-স্বাস্থ্যের প্রধানতম ভীতির কারণ হইল এই সংক্রামক ব্যাধি। জনসাধারণের ব্যক্তিগত ও পারিপার্শ্বিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতিকল্পে জন-স্বাস্থ্যের কার্য্যপদ্ধতির পুনর্গঠনও এই পরিকল্পনার অন্যতর লক্ষ্য হইবে। গভর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য সমিতি ও জনসাধারণ নিজেরা এই ব্যাপারে তাহাদের অবিমিশ্র সহযোগ ও সাহায্য প্রদান করিবেন।

বাঙলায় সংক্রামক রোগ

এক সপ্তাহের বিবরণী

বিগত ৪ঠা এপ্রিল তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বাঙলা প্রদেশে মোট ২,০৫৩ জন লোক কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে বর্দ্ধমানে ২১৬ জন, ঢাকায় ৫৬৮ জন, ফরিদপুরে ৪০৯ জন, বাখরগঞ্জে ৩৯৮ জন ও ত্রিপুরায় ২২৭ জন। ঐ সময়ে কলেরায় মোট ১,০৭৬ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে; তন্মধ্যে বর্দ্ধমানে ১২৬ জন, ঢাকায় ২৭৪ জন, ফরিদপুরে ২২৪ জন, বাখরগঞ্জে ২০৯ জন এবং ত্রিপুরায় ১৩৪ জনের মৃত্যু ঘটিয়াছে। বর্দ্ধমানে ৬১ জন লোক বসন্তে আক্রান্ত হইয়াছিল এবং দার্জ্জিলিংএ ৫৯ জন লোক ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হইয়াছিল।

কলিকাতার কোথাও কোথাও সেরিব্রোস্পাইনাল ম্যানিনজাইটিস্ রোগের আক্রমণ দেখা দিয়াছিল। প্লেগে কোন ব্যক্তি আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর বেতার বক্তৃতা

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

জাতীয় যুদ্ধফ্রন্টের সদস্যগণের কর্ত্তব্য। জনসাধারণের মনোবলকে অটুট রাখিবার শক্তি ও অধিকার রহিয়াছে আমাদের প্রত্যেকেরই; এ সম্পর্কে কিছু না কিছু করা প্রত্যেক নরনারীর কর্ত্তব্য। প্রত্যহ প্রভাতে, মধ্যাহ্নে ও রাত্রে জাতীয় যুদ্ধফ্রন্টের প্রত্যেক সদস্যের নিজের নিকট এই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে,—আমরা কখনও নৈরাশ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িব না; জয়লাভ ব্যতীত যাহারা অন্য কথা বলে তাহাদের সহিত আমরা কোন সম্পর্ক রাখিব না। সমগ্র জগতের বিশেষত: আমাদের পরম মিত্র চীনের দৃষ্টি যে আজ ভারতবর্ষের উপর নিবদ্ধ, এই কথা স্মরণ রাখিয়া ফ্রণ্টের কোন সদস্য যেন এমন কোন লেখা, জনরব বা বক্তৃতা বরদাস্ত না করেন, যাহা দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে পরাজিতের মনোভাব সঞ্চারিত হয়, তাহাদের সাহস বা মনোবল শিথিল হইয়া আসে। ভারতবর্ষের সম্মান যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেজন্য তাহাকে সতর্ক প্রহরীর মত জাগিয়া থাকিতে হইবে, "শক্তি সঞ্চয় কর, ভয় করিও না"—এই হইবে তাঁহার বাণী।

কোন দল বা রাজনীতির সহিত জাতীয় যুদ্ধফ্রণ্টের সম্পর্ক নাই। এই ফ্রণ্টে যোগদান করিতে হইলে পরদেশ আক্রমণ, নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের প্রতি ঘৃণা পোষণ করা ছাড়া অন্য কোন মতবাদে বিশ্বাসী হইবার বাধ্যবাধকতা নাই। ইহার মধ্যে থাকিয়া যে কেহ সুবিধা ও সময়মত যে কোন রাজনৈতিক আদর্শ বা শাসনতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করিতে পারে। আমাদের সকলের সাহস ও সঙ্কল্প অটল রাখা, যে রাজনৈতিক বা শাসনতান্ত্রিক ভাবাদর্শে আমরা বিশ্বাস করি ও যে নৈতিক আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া জীবনের পথ চলি, তাহাদিগকে যে সকল রাষ্ট্র ঘৃণার চক্ষে দেখে তাহাদের ধ্বংস করিবার জন্য সাহস ও সঙ্কল্প অটল রাখাই প্রকৃতপক্ষে এই ফ্রণ্টের উদ্দেশ্য। যদি আপনারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন জাতীয় যুদ্ধফ্রণ্টের লক্ষ্য কি, তবে যে বাণী ১৯৪০ সালের বৃটেনকে সাহস ও সঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া আমি জবাব দিব,—"জয়লাভ, যে কোন ত্যাগস্বীকার করিয়া জয়লাভ, সমস্ত বিপদ সত্ত্বেও জয়লাভ, কারণ জয়লাভ বিনা বাঁচিবার কোন পথ নাই। যে আবেগ ও উদ্দীপনা লইয়া আপনারা লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইবেন, জয়লাভ বিনা তাহার অস্তিত্ব থাকিবে না। আজ হয়ত আপনাদের এমন কেহ কেহ আছেন যাঁহারা জাপানের সম্পদ-সাম্যের প্রলোভন বাণীতে বিভ্রান্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের সন্দেহের জবাব আমি নিজের ভাষায় দিব না; দিব মাদাম চিয়াং কাইশেকের ভাষায়। তাহারা তোমাদিগকে বলিবে—আমরা আসিতেছি তোমাদের স্বাধীনতা দিতে। কিন্তু একথা মিথ্যা। "তবে, আসুন আজ আমরা এই নূতন জাতীয় ফ্রণ্টে আত্মনিবেদন করি। এ কর্ত্তব্য শুধু

[২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

২৪-পরগণা জেলায় পল্লী-উন্নয়ন

স্বেচ্ছাশ্রমে খাল খননের ব্যবস্থা

২৪-পরগণা জিলার খড়দহ থানার অধীন বন্দীপুর, নটাগড়, কৃষ্ণপুর ও পানশিলা গ্রামের অধিবাসিবৃন্দের সাহায্যে উক্ত অঞ্চলের চাষ কার্য্যের ক্ষতি হওয়ার "খড়দহ খাল" পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যস্বরূপ খনন করা আরম্ভ হইয়াছে। বারাকপুর মহকুমার জুট রেগুলেশন ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত য়্যাসিষ্টাণ্ট ইন্সপেক্টর বাবু অমরেন্দ্র নাথ সেন, বি, এ, মহাশয় ও তাঁহার সহকারী বিনয়ভূষণ দাস গুপ্তের চেষ্টার ফলে উক্ত কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

উক্ত কার্য্যে স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের সাহায্য বিশেষভাবে পাওয়া গিয়াছে। বন্দীপুর ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট বাবু বঙ্কিমচন্দ্র নিয়োগী, বাবু কালীদাস দত্ত, মিষ্টার কে, বি, বসু, ব্যারিষ্টার ও মুন্সী এরাদিন মণ্ডল তাঁহাদের শুভ প্রচেষ্টায় গ্রামবাসীর হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছেন।

গত ১৮ই মার্চ্চ তারিখে ২৪-পরগণার জুট রেগুলেশন ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের চীফ্ ইন্সপেক্টর মিষ্টার এস, জি, মইনউদ্দীন বি, এ, বারাকপুর, বারাসাত মহকুমার ইন্সপেক্টর বাবু শিশির কুমার সেন, বি, এ, ও বারাকপুরের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইন্সপেক্টর বাবু অমরেন্দ্র নাথ সেন, বি, এ, উক্ত খাল পরিদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের পরিদর্শনের ফলে অধিবাসিগণের মনে বিপুল উদ্দীপনা ও উৎসাহের সৃষ্টি হইয়াছে। খালটি ৫ পাঁচ মাইল লম্বা ও ইহার মধ্যে প্রায় ১॥০ দেড় মাইল ইতিমধ্যেই কাটা হইয়া গিয়াছে।

সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ম্যালেরিয়া-নিরোধক সমিতিকে ১৯৪১-৪২ সনে ম্যালেরিয়া-নিবারণী প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য বাঙলা সরকার ২,৩০০৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

[১ম কলমের শেষাংশ]

আমাদের নিজেদের প্রতি নয়, এ কর্ত্তব্য আমাদের সন্তান-সন্ততির প্রতিও। এই আত্মত্যাগের মুখে দাঁড়াইয়া আসুন, আর একবার আমরা মাদাম চিয়াং কাইশেকের সেই বাণী পাঠ করি;—কেবলমাত্র বীজ বপনের কথা চিন্তা করুন,—শস্য কাটিবার কথা নহে। এযুগের মানুষ আমরা আমাদের নিজের হাতে ছড়ানো বীজের ফল ভোগ করিয়া যাইতে পারিব না; কিন্তু আজ আমরা যে আত্মত্যাগ করিব তাহার ফলভোগ করিবে আমাদের উত্তর পুরুষেরা। আজ যেমন আমরা আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের ত্যাগ ও সংগ্রামের ফল ভোগ করিতেছি, ঠিক তেমনি পরবর্ত্তী বহু পুরুষের জন্য আজ আমাদের বীজ বপন করিয়া যাইতে হইবে।"

মাননীয় মিঃ শামসুদ্দীন আহমদের সফর

বনগাঁওয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান

বাঙলা সরকারের মন্ত্রী মাননীয় মিঃ শামসুদ্দীন আহমদ খুলনার ট্রেণে গত ২৫শে এপ্রিল কলিকাতা হইতে বনগাঁও পৌঁছেন। বনগাঁও ষ্টেশনে পৌঁছার পর তিনি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, এস্, ডি, ও এবং অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারী ও বেসরকারী হিন্দু-মুসলমান জন-নেতাগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হন। গার্ড-অব্-অনার পরিদর্শন করার পর মন্ত্রী মহোদয় মোটরে বনগাঁও ইনস্পেক্শন বাংলোয় যান।

(মাননীয় মিঃ শামসুদ্দীন আহমদ)

তাঁহাকে এক চা-মজলিসে আপ্যায়িত করা হয়। অত:পর বনগাঁওয়ের জনসাধারণ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করত: অনেকগুলি মানপত্র প্রদান করা হয়। মন্ত্রী মহোদয় উহাদের যথোপযুক্ত উত্তর প্রদান করেন ও সিরাজুদ্দৌলা হাই-মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এক জনসভায় বর্ত্তমান যুদ্ধ সম্পর্কীয় জরুরী ব্যবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি জনসাধারণকে শান্ত ও অচঞ্চল থাকিয়া সাহস ও ধৈর্য্যের সহিত বিপদের সম্মুখীন হইতে অনুরোধ করেন। সভায় প্রায় ৫,০০০ লোক উপস্থিত ছিলেন।

পর দিন তিনি গাঁইঘাটা অভিমুখে যাত্রা করেন। গাঁইঘাটা উচ্চ বিদ্যালয়ে তাঁহাকে এক চা-পার্টিতে তুষ্ট করা হয়। সেইখানে তিনি প্রায় ২,০০০ লোকের এক সভায় বক্তৃতা করেন।

ভ্রমণকালে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বনগাঁও সাবডিভিসনাল ইউনিয়ন বোর্ড সমিতি ও বনগাঁও আনুওয়ার-মদন আগরওয়াল লাইব্রেরী পরিদর্শন ও উদ্বোধন করেন।

এ আর পি

উত্তর কলিকাতায় আপনার কোন বস্তী আছে কি?

সেখানে আপনার ভাড়াটিয়াগণের রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন কি?

ব্যবস্থা না করিয়া থাকিলে ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টএর সহিত আলাপ-আলোচনা করুন।

বঙ্গদেশের পাবলিক রিলেশন্‌স্ কমিটির এ আর পি পাবলিসিটি সাব-কমিটি কর্ত্তৃক প্রচারিত।

ক্যালকাটা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন ইহার প্রচার-ব্যয় বহন করিতেছেন।

ICH. 8.

শেষ পর্য্যন্ত আমরা অটল থাকিব

মিঃ চার্চ্চিলের বেতার বক্তৃতায় বীরত্বের বাণী

যুদ্ধ-পরিস্থিতি সম্পর্কে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল গত ১০ই মে তারিখে বেতারযোগে এক বক্তৃতা করেন।

মিঃ চার্চিল বক্তৃতার প্রারম্ভে তাঁহার দুই বৎসরকাল প্রধান মন্ত্রিত্বের আমলে যে বিপর্য্যয় ও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া তাঁহারা গিয়াছেন, তাহার বিবরণ দেন। হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের পতন, ফ্রান্সের পূর্ণ পরাজয় এবং ভিসির কর্ত্তাদের লজ্জাকর আত্মসমর্পণ পর্য্যন্ত যেসব ঘটনা ঘটে মিঃ চার্চিল তাহা বিবৃত করেন। তিনি বলেন, "ফ্রান্সের পতনের পর একটা পুরা বৎসর আমরা একা দাঁড়াইয়া স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন রাখি এবং পৃথিবীর আশাভরসাকে বাঁচাইয়া রাখি। আমরা ইটালীয় সাম্রাজ্য জয় করি; আমরা মুসোলিনীর প্রায় সমগ্র আফ্রিকান বাহিনীকে ধ্বংস ও বন্দী করি। আমরা আবিসিনিয়াকে মুক্ত করি। আমরা এযাবৎ সাফল্যের সহিত প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, পারস্য ও ইরাককে জার্ম্মাণ-চক্রান্ত হইতে রক্ষা করিয়াছি।

"গত যুদ্ধের ন্যায় এ যুদ্ধেও আমরা বহু বিপর্য্যয় ও পরাজয়ের মধ্য দিয়া পূর্ণ ও চূড়ান্ত জয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছি। এখন আর আমরা নিরস্ত্র নই, আমরা অস্ত্র-সুসজ্জিত। আমরা আর এখন একা নই, আমাদের শক্তিশালী মিত্রেরা রহিয়াছে।"

হিটলার রাশিয়াকে আক্রমণ করিয়া যে ভুল করিয়াছে, অতঃপর মিঃ চার্চিল তাহা বর্ণনা করেন এবং বলেন, "তাহাদের যোদ্ধনেতা ষ্টালিনের নেতৃত্বাধীন রুশগণ যে ক্ষতি সহ্য করিয়াছে, অন্য কোন দেশ বা গভর্ণমেণ্ট তাহা সহ্য করে নাই। কিন্তু তাহারা আমাদের মতই কখনও আত্মসমর্পণ না করিতে কৃতসঙ্কল্প ছিল। তাহারা শত্রুকে প্রতিরোধ করে। তাহারা যখন আক্রান্ত হয় সেই প্রথম দিন হইতে আমরা তাহাদের সহিত ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করি এবং নাৎসী জগৎ ও তাহার সমস্ত কিছু ধ্বংস করিবার জন্য চুক্তি করি। অতঃপর হিটলার দ্বিতীয় ভুল করে। সে শীতের কথা ভুলিয়া যায়। শীত আসিয়া তাহার অনুপযুক্ত পরিচ্ছদপরিহিত সৈন্যদের উপর পড়ে; সেই সঙ্গে শৌর্য্যপূর্ণ রুশ পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করে।

"কেহ নিশ্চিতভাবে বলিতে পারে না, রুশিয়ায় ও রুশিয়ার তুষারে ইতিমধ্যেই কত লক্ষ জার্ম্মাণ মারা গিয়াছে; তবে গত মহাযুদ্ধের সওয়া চার বৎসরে যত মারা গিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা বেশী জার্ম্মাণ যে ইতিমধ্যেই সেখানে প্রাণ হারাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

অতঃপর মিঃ চার্চিল বলেন যে, "এই লোকটি (হিটলার) তাহার রক্তপিপাসায় ও জয়তৃষ্ণায় এত আচ্ছন্ন, জার্ম্মাণদের উপর তাহার ক্ষমতা এত ভয়ঙ্কর যে, সেদিন সে চীৎকার করিয়া বলে, রুশিয়ায় প্রথম শীত অপেক্ষা দ্বিতীয় শীতে তাহার সৈন্যেরা উৎকৃষ্টতর পোষাকে সজ্জিত থাকিবে এবং তাহার ইঞ্জিনগুলি শীতের অধিকতর উপযোগী হইবে। এই উক্তি দ্বারা যুদ্ধের দীর্ঘতা সম্বন্ধে যে স্বীকারোক্তি করা হইয়াছে, তাহাতে জার্ম্মাণদের বুকের রক্ত হিম হইয়া যাইবে। রুশ বাহিনী যে গত বৎসর অপেক্ষা বর্ত্তমানে বেশী শক্তিশালী তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহারা কঠিন অভিজ্ঞতা হইতে রণক্ষেত্রে জার্ম্মাণদের সহিত লড়াই করিতে শিখিয়াছে। তাহারা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। তাহাদের ধৈর্য্য ও সাহস অপরিসীম। ইহাই রহিয়াছে হিটলারের সম্মুখে। আর আমরা এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাহার পশ্চাদনুসরণ করিতেছি। জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে বৃটিশ এবং সম্ভবতঃ মার্কিণ বিমান আক্রমণ এবৎসরকার বিপ্লবের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হইবে।

"জার্ম্মাণীর যে অভ্যন্তরভাগ হইতে পৃথিবীর উপর এত অশুভ আবির্ভূত হইয়াছে এবং যাহা রুশিয়ার বিরুদ্ধে বিশাল জার্ম্মাণ অভিযানের ভিত্তি, সেই অভ্যন্তরভাগের উপর ক্রমাগত কঠিন আঘাত করিবার জন্য আমাদের বর্দ্ধমান বিমান শক্তিকে ব্যবহার করিবার এই সময়। জার্ম্মাণ জনসাধারণের চক্ষের সম্মুখে তাহাদের সমর-প্রচেষ্টার ভিত্তি, কলকারখানা ও সামুদ্রিক বন্দর ধ্বংস করিয়া তাহাদের শাসকদের শয়তানি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়ার এই সময়।

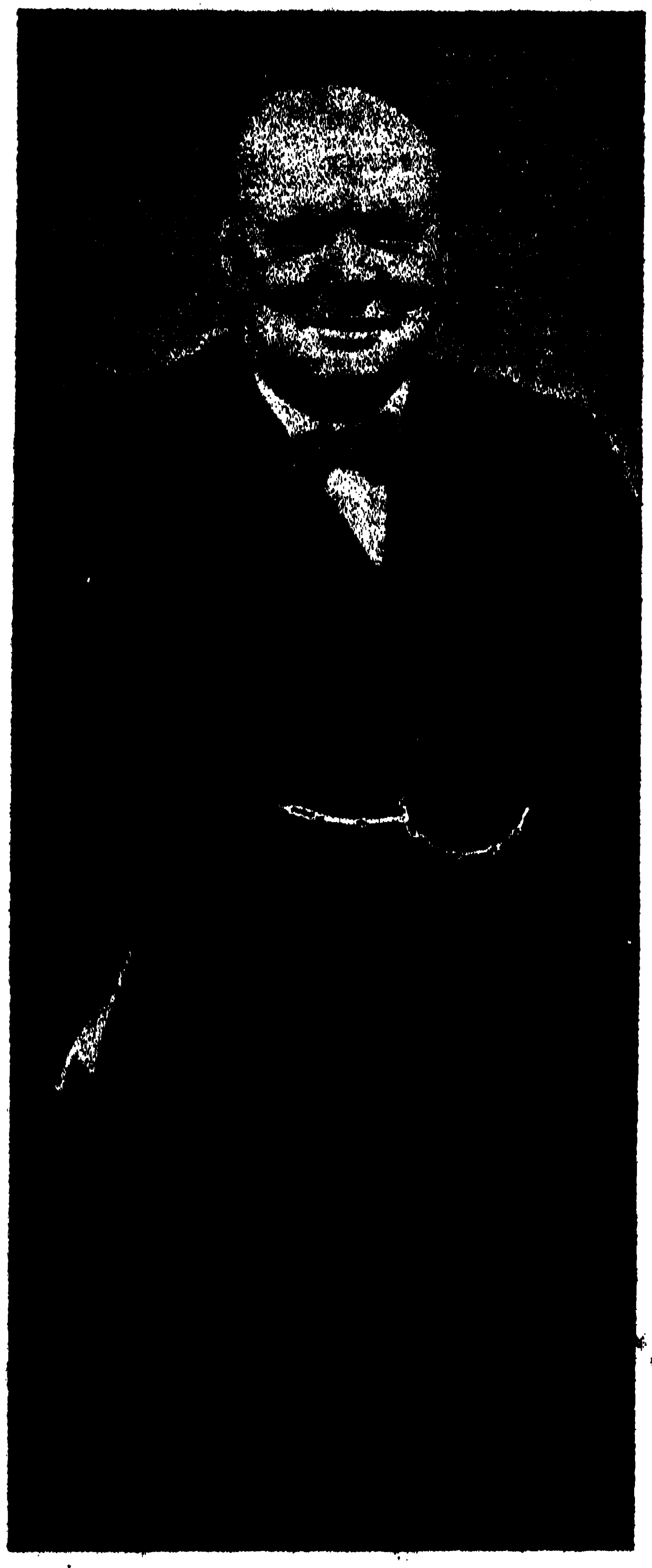

(মিঃ উইনষ্টন চার্চিল)

"জার্ম্মাণ প্রচার বিভাগ এই ধরণের যুদ্ধবন্ধ করিবার জন্য বৃটিশ জনমতের নিকট আবেদন করিয়াছে। স্বয়ং হিটলার নিজে এই আচরণে খুশী হন নাই; তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার কাঁদুনির সহিত ভয়ঙ্কর হুমকি মিশাইয়া দিয়াছেন। তিনি আমাদের গম্ভীরভাবে শাসাইয়া দিয়াছেন যে, আমরা যদি জার্ম্মাণ শহর, সমর শিল্পকারখানা ও ঘাঁটি ধ্বংস করিতে থাকি, তাহা হইলে তিনি আমাদের গির্জা ও ঐতিহাসিক সৌধগুলির (যদি সেগুলি বেশী তিজ্ঞবিকে না থাকে) বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইবেন।

"আমরা তাঁহার হুমকি আগেও শুনিয়াছি। ১৮ মাস পূর্ব্বে ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরে যখন তিনি মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার হাতে বিরাট বিমান বাহিনী রহিয়াছে, তখন তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তিনি আমাদের শহর ও নগর 'মুছিয়া তুলিয়া' দিবেন (ঠিক এই শব্দ তিনি ব্যবহার করিয়াছিলেন)। তিনি শপথ করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছেন। এখন অবস্থা উল্টাইয়া গিয়াছে। যুদ্ধের এই ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে মানবতার প্রশ্ন তিনি তুলিয়াছেন। কি দুঃখের কথা যে, তিনি ওয়ারশর উপর বোমা বর্ষণ করার আগে কিংবা অরক্ষিত রটারডামে ৩০ হাজার ডাচকে হত্যা করার আগে কিংবা খোলা শহর বেলগ্রেডের বিরুদ্ধে নিষ্ঠুর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার পূর্ব্বে তাঁহার এই মতি পরিবর্ত্তন হয় নাই।

"সে সময় হিটলার দম্ভ করিয়া বলিত যে, আমরা জার্ম্মাণীতে যত টন বোমা ফেলিব, তাহার দশগুণ এমন কি একশতগুণ বেশী বোমা সে বৃটেনের উপর ফেলিবে। বাস্তবিক আমরা কিছুকাল তাহার অনেক বেশী বিমান শক্তি ও চরম নিষ্ঠুরতার জন্য সাংঘাতিক দুর্ভোগ করিয়াছি। এখন অবস্থা বিপরীত দাঁড়াইয়াছে। হিটলার এদেশে যত বোমা পাঠাইতে পারে, তাহার বহুগুণ বেশী বোমা আমরা জার্ম্মাণীতে লইয়া যাইতে পারি; গ্রীষ্ম শরৎ ও শীতকাল ধরিয়া এই অনুপাত আরও বৃদ্ধি পাইবে।

"আক্রমণ-প্রতিরোধেও আমরা অনেক বেশী দক্ষতা অর্জন করিয়াছি। এপ্রিল মাসে যত জার্ম্মাণ বিমান বৃটেনে হানা দিয়াছিল, তাহাদের দশ ভাগের এক ভাগ ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়; অথচ উহা অপেক্ষা অনেক গুণ বৃহৎ আক্রমণ চালাইয়াও আমরা অপেক্ষাকৃত অনেক কম বিমান হারাইয়াছি। আবার ঝড় পূর্ণ প্রাবল্যে আরম্ভ হওয়ার আগে ঝড়ের আবহাওয়ার মধ্যে আমরা অপেক্ষা করিতেছি।"

এইখানে মিঃ চার্চিল রুশিয়ার বিরুদ্ধে জার্ম্মাণী বিষবাষ্প ব্যবহার করিলে ইংলণ্ড তাহার প্রতিশোধ লইবে বলিয়া জার্ম্মাণীকে শাসাইয়া দেন।

প্রধান মন্ত্রী বলেন, "মেরুবৃত্তে সাংঘাতিক ঝড়ঝঞ্ঝা, লুক্কায়িত ইউবোটের হানা এবং শত্রুর বিমান ও ডেষ্ট্রয়ারের বাধা সত্ত্বেও বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে রুশিয়ায় ট্যাঙ্ক, বিমান ও অস্ত্রশস্ত্রের সরবরাহ পুরাদমে যাইতেছে। রুশিয়ার জন্য ইহা ছাড়া আমরা আর কি করিতে পারি?

"অনেকে আমাদের ইউরোপীয় মহাদেশে অভিযান করিয়া একটা দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করিতে বলিয়াছেন। স্বভাবতঃই আমাদের অভিপ্রায় কি, তাহা আমি প্রকাশ করিব না। কিন্তু একটি কথা আমি বলিব। বৃটিশ জাতি এবং আমেরিকান জাতি এই প্রস্তাব দ্বারা যে আক্রমণের মনোভাব দেখাইতেছে, আমি তাহাতে আনন্দিত।

মাদাগাস্কার সম্পর্কে মিঃ চার্চিল বলেন, "ভিসির অশ্রদ্ধেয় চক্রান্ত বা দুর্ব্বলতার জন্য ইন্দোচীন শত্রুর হাতে পড়িয়া আমাদের যেরূপ ক্ষতি হয়, মাদাগাস্কারের বেলায় যাহাতে সেরূপ না হয়, সেজন্য আমরা পূর্ব্ব হইতেই ব্যবস্থা অবলম্বন করি। তিন মাস পূর্ব্বে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং দুই মাসাধিক পূর্ব্বে আমাদের নৌবহর এখান হইতে যাত্রা করে। উহার প্রথম কর্ত্তব্য ছিল চমৎকার পোতাশ্রয় ডিয়েগোস্যুয়ারেজ আয়ত্তে আনা। ঐ ঘাঁটি যদি জাপানীদের হাতে পড়িত, তাহা হইলে ভারতবর্ষ ও মধ্য প্রাচ্যের সহিত আমাদের যোগাযোগ পঙ্গু হইয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল।

অতঃপর মিঃ চার্চিল মাল্টার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বলেন, "মনে হইতেছে, অনেক শত্রু-বিমান পূর্ব্ব দিকে চলিয়া গিয়াছে। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে মাল্টার যুদ্ধে আমাদের জয় হইয়াছে বলিতে হইবে।

"আমরা যদি যুদ্ধের গতির প্রতি পিছন ফিরিয়া দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে দেখিব যে, যুদ্ধকে চারটি পরিষ্কার অধ্যায়ে ভাগ করা যায়—নাৎসীগণ কর্ত্তৃক পশ্চিম ইউরোপ জয় ও ফ্রান্সের পতনে প্রথম অধ্যায় শেষ হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বৃটেন একা জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান থাকে, এই অধ্যায়ের অবসান হয় রুশিয়ার উপর হিটলারের আক্রমণ আরম্ভে। তৃতীয় অধ্যায়কে আমি বলিব 'রুশ গৌরব", উহা আরও চলিবে; চতুর্থ অধ্যায় আরম্ভ হয় পার্ল হারবারে, যখন জাপানের সামরিক চক্র বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সুদূর প্রাচ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনকে আক্রমণ করে।

"ভবিষ্যদ্বাণী করা আমার অভ্যাস নয়। আজ আমার কোন সন্দেহ নাই যে, বৃটিশ ও মার্কিণ নৌশক্তি জাপানীদের টুটি চাপিয়া ধরিবে এবং বিশাল বিমান শক্তি ও তৎসহ সৈন্যবাহিনীর কর্ম্মতৎপরতা জাপানীগণকে নিমূর্ল করিবে। ইউরোপে হিটলারের যদি কিছু হয়, তাহা হইলে এই ব্যাপার আরও তাড়াতাড়ি ঘটিবে। অতএব আজ আমি আপনাদিগকে হর্ষের বাণী শুনাইতেছি। ঘটনাবলীতে তাহার গন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু অবস্থা যে রকমই হোক, আমাদের কার্য্যের কোন তারতম্য হইবে না। আমরা কর্ত্তব্যে অবিচল থাকিয়া শেষ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইব, যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিব, নতুবা প্রাণত্যাগ করিব।"

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ABU HENA.

Regd. No. [illegible]532.

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ২৬শ সংখ্যা] কলিকাতা, ২৫শে মে, ১৯৪২ [এক আনা

ভারতবর্ষের পূর্ব্ব সীমান্ত অঞ্চল

মহামান্য বড়লাট বাহাদুর কর্তৃক পরিদর্শন

কোন আড়ম্বর না করিয়া ও খুব অল্প সাজসরঞ্জাম লইয়া মহামান্য বড়লাট বাহাদুর সম্প্রতি বিমানযোগে মাদ্রাজ, ভিজাগাপট্টম ও কলিকাতা তথা ভারতের পূর্ব্ব সীমান্ত পরিদর্শন করিয়াছেন। তিনি মাত্র সাড়ে চার দিনে তিন হাজার মাইল পরিভ্রমণ করিয়া দিল্লীতে ফিরিয়াছেন। তিনি সঙ্গে কেবল একটি স্যুটকেশ লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সফরের শেষাংশে তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। মিলিটারী সেক্রেটারী তাঁহার সহিত মাদ্রাজ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তের ও পূর্ব্বাংশের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের সামরিক ও অসামরিক আত্মরক্ষা ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা স্বচক্ষে দেখাই তাঁহার এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল। তাহা ছাড়া তাঁহার অপর উদ্দেশ্য ছিল, জাপ আক্রমণ হইলে তাহা প্রতিরোধের জন্য জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় অনুপ্রেরণা দেওয়া। বড়লাট ১২ই মে একটি লকহিড হাডসন বিমানে দিল্লী হইতে যাত্রা আরম্ভ করেন। অপরাহ্নে তিনি মাদ্রাজ পৌঁছেন। পরদিন সকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত তিনি মাদ্রাজ ও তাহার পার্শ্ববর্তী স্থানে বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যদলগুলি পরিদর্শন করেন। তিনি মাদ্রাজে শত্রু বিমান প্রতিরোধের ব্যবস্থাও দেখেন। অপরাহ্নে শহরে বিমান আক্রমণে আত্মরক্ষার মহড়ার ব্যবস্থা করা হয়। তাহা ছাড়া নাগরিকদের রক্ষার জন্য যে সমস্ত বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, তাহাও বড়লাট বাহাদুর পর্য্যবেক্ষণ করেন। বিমান আক্রমণকালে আশ্রয় গ্রহণে জনসাধারণের তৎপরতা দেখিয়া তিনি প্রীতিলাভ করেন।

পরদিন বড়লাট বাহাদুর ভিজাগাপট্টমে যান। সেখানে দুর্গের অধিনায়ক ও পোতাশ্রয়ের কর্তাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। চীফ এ-আর-পি ওয়ার্ডেনগণ ও সম্প্রতি বিমান-আক্রমণের সময় যাঁহারা বিশেষ কর্মকুশলতা দেখাইয়াছেন এইরূপ আটজন লোক বড়লাটের সাক্ষাৎ লাভ করেন; তাহার মধ্যে ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ম্যাজাবাস অন্যতম। গত ৬ই এপ্রিল ভিজাগাপট্টম বিমান-আক্রমণের সময় স্থানীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্রের ভার তাঁহার উপর ছিল। তিনি বিশেষ সাহসিকতার সহিত ক্রমাগত ১৬ ঘণ্টা ঐ বিদ্যুৎ-কেন্দ্রে কাজ চালাইয়াছিলেন। ১৪ই মে প্রাতে বড়লাট বাহাদুর বিমানযোগে কলিকাতা রওনা হন।

মহামান্য বড়লাট মাদ্রাজের প্রতি এক বাণী দিয়াছেন। ইহাতে তিনি মাদ্রাজের অধিবাসীদের উদ্যম দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, ঐ অঞ্চলে আত্মরক্ষা ব্যবস্থার [illegible] উন্নতি হইতেছে। তিনি [illegible] বিভাগ ও এ-আর-পি'র কার্য্যকলাপেও সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

১৪ই মে বৃহস্পতিবার বেলা ৩॥০ ঘটিকার পরে বড়লাট বাহাদুর কলিকাতায় পৌঁছেন। বিমানঘাঁটি হইতে তিনি একখানি প্রাইভেট গাড়ীতে লাটভবনে চলিয়া যান। তাঁহার সঙ্গে কোন প্রহরী ছিল না বা রাস্তায় কোন পুলিশও মোতায়েন করা হইয়াছিল না। প্রায় [illegible] পূর্ব্বে বড়লাট [illegible] কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাহার পর এই সময়ের মধ্যে কলিকাতা শহরের রূপ পরিবর্তন হইয়াছে। রাস্তার দুই পার্শ্বে বালির বস্তা স্তূপাকারে রাখা হইয়াছে, ঘরের সম্মুখে দেওয়াল উঠিয়াছে। লাটভবনে যাইবার সময় তিনি নিশ্চয়ই এই সমস্ত দেখিয়া থাকিবেন। তিনি বিমানবাহিনী ও সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্ম্মিত আত্মরক্ষা ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন। শহরের চতুষ্পার্শ্বে আত্মরক্ষার যে সমস্ত ব্যবস্থা করা হইয়াছে, বড়লাট বাহাদুরকে প্রথমে তাহা দেখান হয়। অপরাহ্নে ছোট ও বড় কামানগুলি তিনি দেখেন। ইহা একটা পোষাকি ব্যাপার মাত্র ছিল না; কারণ কলিকাতার আত্মরক্ষা ব্যবস্থা যাহাদের হাতে তাহাদিগকে এখন ২৪ ঘণ্টাই প্রস্তুত হইয়া নিজ নিজ কর্ম্মস্থলে থাকিতে হইতেছে। ইহার মধ্যে বিমানসাধা কামান শ্রেণী, পর্য্যবেক্ষণ ঘাঁটি, পরিচালনা দপ্তর, রসদ কেন্দ্র প্রভৃতি আছে। বড়লাট ইহার কয়েকটি ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন। অবশেষে তিনি একটি সামরিক দপ্তরে যান। নিকটে বা বহু মাইল দূরে বিমান-সমূহের কার্য্যকলাপ যে সমস্ত যন্ত্রের সাহায্যে জানিতে পারা যায়, ঊর্দ্ধতন সামরিক কর্ম্মচারিগণ তাহা বড়লাট বাহাদুরকে বুঝাইয়া দেন।

(মহামান্য বড়লাট বাহাদুর)

১৫ই মে শুক্রবার প্রাতে বাঙলার গভর্ণরের সহিত বড়লাট বাহাদুর হাওড়া যান এবং কয়েকটি প্রাথমিক চিকিৎসা-কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। তাহার পর তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং বাইটার্স বিল্ডিংসের ছাদে বাঙলা অগ্নি-নির্ব্বাপক ও প্রাথমিক শুশ্রূষাকারী দলের মহড়া দেখেন। প্রাতঃকালে অবশিষ্ট সময়ে লাটপ্রাসাদে মন্ত্রিবর্গ ও জনরক্ষা ব্যবস্থার সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারিগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। অপরাহ্নে তিনি এ-আর-পি ডিপো, সংবাদ প্রদান কেন্দ্র ও প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। তিনি একটি সাহায্য কেন্দ্রেও যান এবং বিমান আক্রমণে নিঃস্ব ব্যক্তিদের সাহায্যের আয়োজন দেখেন। তিনি কলিকাতায় ৩৬ ঘণ্টাকাল অবস্থান করিয়াছিলেন।

বাঙলার প্রতি বড়লাটের বাণী

এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান হইয়াছে যে, বড়লাট বাহাদুর কলিকাতা ত্যাগের প্রাক্কালে বাঙলার প্রতি নিম্নলিখিত বাণী দিয়াছেন :—

"পাঁচ মাস পূর্ব্বে আমি বাঙলায় আসিয়াছিলাম। আজ পুনরায় এখানে আসিতে পারিয়া আমি বিশেষ সুখী হইয়াছি এবং জনসাধারণ, সংগ্রামরত সৈন্যদল ও সরকারী কর্ম্মচারীদের অটুট মনোবল দেখিয়া উৎসাহিত হইয়াছি। আপনাদের সামরিক ও অসামরিক উভয়বিধ দেশরক্ষা ব্যবস্থারই যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং উহার পশ্চাতে রহিয়াছে জনসাধারণের সমর্থন। আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আপনাদের এ-আর-পি ও অসামরিক জনরক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই সম্পর্কে যাহা করা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা ভাল ব্যবস্থা আর কিছু হইতে পারে না। উহার দ্বারা এতদ্ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কৃতিত্বই প্রমাণিত হইয়াছে।

"গত কয়েক মাসে বিমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার এবং বিমান শক্তির যে যে উন্নতি বিধান করা হইয়াছে, তাহা আপনারা সকলেই জানেন।

বাঙলায় যে সুব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের বিপদ এখনও কাটে নাই। ভারত বিশেষতঃ বাঙলার বিপদ পূর্ব্বাপেক্ষা আরও নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। আমি জানি আপনারা আপনাদের এই প্রচেষ্টা বজায় রাখিবেন। শত্রুর আক্রমণ হইতে বাঙলাকে রক্ষা করার জন্য বাহির হইতে যে সাহায্য দেওয়া সম্ভব, তাহা আপনারা পাইবেন। এই সঙ্কট কালে আমি আপনাদিগকে ঐক্যবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইতে, জাতীয় যুদ্ধপ্রচেষ্টা সমর্থন করিতে এবং সাহস ও আত্মবিশ্বাস বজায় রাখিতে অনুরোধ জানাইতেছি।"

বাঙলার গভর্ণর বড়লাটের বাণীর উত্তরে তাঁহার নিকট নিম্নলিখিত তার প্রেরণ করিয়াছেন :—"বাঙলার নিকট আপনি যে উৎসাহোদ্দীপক বাণী প্রেরণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এই সঙ্কটকালে আপনার বাঙলা পরিদর্শনের ফলে জনসাধারণ নিশ্চয়ই উৎসাহিত হইবে। সকলকে ঐক্যবদ্ধ হইবার জন্য আপনি যে আবেদন জানাইয়াছেন, তাহা ব্যর্থ হইবে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস।"

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম ও পারস্যোপসাগর তীরবর্তী বন্দর-সমূহের মধ্যে সুযোগমত জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেন্টস্,
বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

২৫শে মে—১৯৪২

চট্টগ্রামে বিমান-আক্রমণ ও জনগণের মনোবল

চট্টগ্রামের জনবহুল মফঃস্বল অঞ্চলের অধিবাসী জনৈক ভদ্রলোকের নিকট হইতে প্রাপ্ত একখানা পত্রের কতকাংশ আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। পত্রলেখক ভদ্রলোক তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহেন। বিমান-আক্রমণের সময় ও তাহার পরে চট্টগ্রামের জনগণের মধ্যে যে বিস্ময়কর প্রতিরোধ স্পৃহা জাগিয়া উঠিয়াছে, এই পত্রে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ভদ্রলোক এই পত্রে লিখিয়াছেন :—

"চট্টগ্রামে শত্রুর বিমান-আক্রমণের ফলে মফঃস্বলের জনগণের মধ্যে অভাবনীয়রূপে একটি শুভ ফল দেখা দিয়াছে। তাহা হইতেছে এই যে, জাপানীদের প্রতি তাহাদের ঘৃণার অভিব্যক্তি তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের অনুসৃত নীতির প্রতি তাহাদের সহানুভূতি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ...... ৮ই মে অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত বিমান-আক্রমণের পর হইতেই সর্ব্বশ্রেণীর জনগণ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে সভা-সমিতির অনুষ্ঠান করিয়া জাপানীদের বিরোধী মতবাদ প্রচার করিতেছে এবং বহু স্থানে "জাপানী-বিরোধী দিবসের" ও অনুষ্ঠান হইয়াছে। যেসব লোক ইতিপূর্ব্বে এক্সিসদের প্রতি সহানুভূতিসূচক মনোভাবের পরিচয় দিয়া আসিতেছিল, তাহারাও এই বিমান-আক্রমণের পর হইতে আমাদের মতবাদে বিশ্বাসী হইয়াছে এবং সভা-সমিতিতে ও অন্যত্র জনসাধারণকে আক্রমণকারী শত্রুর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার জন্য উদ্বোধিত করিতেছে। এই বিমান-আক্রমণের ফলে অতি দ্রুত পল্লীরক্ষী দলসমূহের গঠন সম্পূর্ণ করা সম্ভবপর হইয়াছে; অথচ ইতিপূর্ব্বে এই দিকে সাধারণ লোক ও শিক্ষিত-সমাজ কোন আগ্রহেরই পরিচয় দিতেছিল না। .... শত্রুর বিমান-হানার আর একটি শুভ ফল এই দেখা দিয়াছে যে, বিভিন্ন সমাজের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব ঐক্যের উন্মেষ হইয়াছে ;— আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করার জন্য এবং আভ্যন্তরীণ গোলযোগ হইতে নিজেদের ঘর-সংসার রক্ষার উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিতভাবে কাজ করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছে। বিশেষভাবে পল্লী-রক্ষার কার্য্যে উভয় সমাজের জনগণ সম্পূর্ণ সহযোগিতার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছে। জাতির বিপদের দিনে কোন ভেদাভেদের অস্তিত্ব যে থাকে না, বিমান-আক্রমণের পর এখানে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই আক্রমণের ফলে বেসামরিক লোকদের মধ্যে যেরূপ আতঙ্ক সৃষ্টি হইবে বলিয়া মনে করা গিয়াছিল, মোটেই সেরূপ কিছু দেখা যায় নাই। ৭ই মে তারিখ হইতে লোক ভর্ত্তি করা আরম্ভ হয় এবং ৮ই তারিখেও চট্টগ্রামের এসিষ্টাণ্ট রিক্রুটিং অফিসার লোক ভর্ত্তি করার কার্য্য চালাইয়া যান। বিমান-আক্রমণ সত্ত্বেও তরুণ সমাজ ৮ই তারিখে দলে দলে ভর্ত্তি হওয়ার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। এই সব হইতেই পরিষ্কার বুঝা যায় যে, বেসামরিক জনগণ শত্রুর বিমান-আক্রমণে মোটেই দমিত হয় নাই, বরং তীব্র ঘৃণা ও দৃঢ়তার সঙ্গেই এই আক্রমণকে গ্রহণ করিয়াছে।"

চট্টগ্রামের জনগণের দৃঢ় মনোবলের যে পরিচয় এই পত্রে দেওয়া হইয়াছে, বাঙলার সর্ব্বত্রই দেশবাসীর মধ্যে অনুরূপ মনোভাবই যে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং সময় উপস্থিত হইলে তাহারা শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধে যে সম্মিলিত শক্তির পরিচয় দিতে পারিবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

সংবাদপত্রের ভিত্তিহীন অভিযোগ

কলিকাতার একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে ভিখারী-নিবাসের তিনজন ম্যানেজারের নিয়োগ সম্বন্ধে যে গুরুতর ভ্রমাত্মক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তৎপ্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। এই অভিযোগে বলা হইয়াছে যে, যে তিনজন প্রার্থী পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের মনোনয়নে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল, গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে বাদ দিয়া কমিশনের প্রেরিত লিষ্টে যাহাদের নাম নীচে দেওয়া হইয়াছিল, সেইরূপ প্রার্থিগণকে চাকুরী দিয়াছেন।

এই ম্যানেজারগণের কর্ত্তব্য হইবে কলিকাতার ভিক্ষুকগণকে অনাথ-নিবাসে প্রেরণের পর তাহাদিগকে আয়ত্তে রাখা ও নিয়মানুবর্ত্তী করা। এই ভিক্ষুকদের মধ্যে অনেক বয়স্ক ব্যক্তি আছে যাহারা স্বভাবতঃই অপরাধ-প্রবণ; আবার অনেক বালক বালিকাও আছে—যাহাদের জন্য স্নেহপূর্ণ যত্নের প্রয়োজন হইবে।

ছয়জন ম্যানেজার নিয়োগ করার কথা ছিল। কিন্তু পাব্লিক সার্ভিস কমিশন যোগ্যতানুসারে প্রথমে যে ছয়জন প্রার্থী মনোনয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনও মুসলমান ছিল না। এজন্যই স্থির করা হয় যে, আপাততঃ তিনটি পদে লোক নিয়োগ করা হইবে এবং অপর তিনটি পদের জন্য পুনরায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হইবে— যাহাতে যোগ্য মুসলমান প্রার্থীরা আবেদন করিবার সুযোগ পায়।

উক্ত তিনটি নিয়োগ সম্বন্ধে পাব্লিক সার্ভিস কমিশন মনোনয়নে যে দুইজন প্রার্থীর নাম প্রথমে দিয়াছেন, গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন। তৃতীয় নিয়োগ সম্বন্ধে পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের মনোনীত তৃতীয় প্রার্থীর যোগ্যতা ও পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা বাণিজ্য ও সংবাদপত্র পরিচালন সম্পর্কীয় কাজে থাকায় দরুণ, কমিশনের চতুর্থ মনোনীত ব্যক্তি, যিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং যিনি কয়েক বৎসর যাবৎ বাঙলা দেশে সহকারী কারাধ্যক্ষরূপে কাজ করিয়াছেন, তাঁহাকেই গভর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন।

সুতরাং উপরে যে অভিযোগের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা

জনগণ কর্ত্তৃক মন্ত্রী-মণ্ডলীর নীতি সমর্থিত

ঢাকার পল্লী অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাপ্রসূত বিচারাধীন মামলাগুলি প্রত্যাহার করার জন্য বাদী ও আসামীদের পক্ষ হইতে সম্মিলিতভাবে যেসব দরখাস্ত পেশ করা হইয়াছে, তাহা হইতে উদ্ধৃত নিম্নোক্ত অংশ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে— বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলী সাম্প্রদায়িক সৌহৃদ্য স্থাপনের জন্য যে চেষ্টা পাইতেছেন, দেশবাসী কর্ত্তৃক তাহা কতটা সমর্থিত হইতেছে :—

"এই প্রদেশে সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপনের জন্য বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর সদিচ্ছা ও উদ্যম আমরা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছি; সুতরাং আমরা নিজেরাও আমাদের প্রতিবেশীদিগের সহিত শান্তি ও সম্প্রীতি সহকারে বসবাস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি।

"সম্প্রতি প্রধান-মন্ত্রী মাননীয় এ, কে, ফজলুল হক সাহেব, মাননীয় মন্ত্রী ঢাকার নবাব বাহাদুর এবং অর্থ-সচিব মাননীয় ডাঃ শ্যা, পি, মুখার্জির ঢাকায় আগমন আমাদের এই উদ্দেশ্যকে আরও তীব্রতর করিয়া দিয়াছে এবং আমরা আমাদের সমুদয় অনৈক্য বিদূরিত করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছি।"

পল্লী-উন্নয়নে বাঙলা সরকারের উদ্যম

বিভিন্ন জেলাবোর্ডে অর্থ মঞ্জুর

বাঙলা সরকার ময়মনসিংহের এস্, কে, চালসাজদের জন্য এককালীন দান হিসাবে ১০,০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ময়মনসিংহের সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে উক্ত চালসাজদের যে অর্থ জমা ছিল, তাহার সুদ ক্ষতি হওয়ার যে আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই অসুবিধা দূর করার জন্যই সরকার এই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে পল্লী-অঞ্চলের জলব্যবস্থা রক্ষার জন্য বাঙলা সরকার এই প্রদেশের বিভিন্ন জেলা বোর্ডকে নিম্নলিখিত অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন :—

১। বর্দ্ধমান বিভাগ—

		টাকা।
বর্দ্ধমান	..	১২,০০০
বীরভূম	..	১০,০০০
বাঁকুড়া	..	১৫,০০০
মেদিনীপুর	..	২৩,০০০
হুগলী	..	১২,০০০
হাওড়া	..	৮,০০০

২। প্রেসিডেন্সী বিভাগ—

২৪-পরগণা	..	৩০,০০০
নদীয়া	..	২০,০০০
মুর্শিদাবাদ	..	১৮,০০০
যশোহর	..	২০,০০০
খুলনা	..	২০,০০০

৩। ঢাকা বিভাগ—

ঢাকা	..	৩০,০০০
ময়মনসিংহ	..	৪৫,০০০
ফরিদপুর	..	২০,০০০
বাখরগঞ্জ	..	৩০,০০০

৪। চট্টগ্রাম বিভাগ—

চট্টগ্রাম	..	১৯,০০০
ত্রিপুরা	..	১৯,০০০
নোয়াখালি	..	১২,০০০

৫। রাজশাহী বিভাগ—

রাজশাহী	..	২৫,০০০
দিনাজপুর	..	২৫,০০০
জলপাইগুড়ি	..	১৫,০০০
রংপুর	..	২৮,০০০
বগুড়া	..	১০,০০০
পাবনা	..	১৫,০০০
মালদহ	..	১২,০০০

"আরও খাদ্য-শস্য উৎপাদন" আন্দোলন

ভারত সরকারের এক কোটি টাকা ব্যয়

জানা গিয়াছে যে, ভারত সরকার "কার্পাস ফণ্ড" হইতে 'আরও খাদ্যশস্য উৎপাদন আন্দোলনের' জন্য এক কোটি টাকা ব্যয় করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহা হইতে ইতঃপূর্ব্বেই মধ্য-প্রদেশের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলিকে এতৎসম্পর্কে নির্দ্দেশ ও পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

আরও জানা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকার সে-কোনও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের মাধ্যমে এই "আরও খাদ্যশস্য উৎপাদন" অভিযানের অনুরূপভাবে প্রচার বাড়িতে পারিলে তাহার দুর্ভিক্ষ নিবারণেও সাহায্য হইয়াছেন।

পল্লী-অঞ্চলে "হোম-গার্ড" দল সংগঠন

সাংবাদিক সম্মেলনে মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর বিবৃতি

রাইটার্স বিল্ডিংয়ে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বাঙলার প্রধান-মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক নিম্নলিখিত বিবৃতি দান করিয়াছেন:—

১। আমি কিছুদিন পূর্ব্বে আপনাদের নিকট বাঙলার হোমগার্ড গঠন সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট যে পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহা ঘোষণা করিয়াছিলাম। সে সময় আমি বলিয়াছিলাম যে, শুধু পল্লী-অঞ্চলে এই গার্ড গঠিত হইবে এবং শহরে ইহার অনুরূপ প্রতিষ্ঠান হইতেছে সিভিক-গার্ড বাহিনী।

২। সে সময়ে আমি একথাও বলিয়াছিলাম যে, সিভিক-গার্ড প্রতিষ্ঠানের উৎকর্ষ সাধনের জন্য গভর্ণমেণ্ট কতিপয় উপায়ের কথা চিন্তা করিতেছেন। আমাদের বিশ্বাস কোনও কোনও ব্যাপারে সিভিক-গার্ড প্রতিষ্ঠান চমৎকার কাজ করিয়াছে। কিন্তু আমরা ইহাদের নিকট যেরূপ ভাল কাজ আশা করিয়াছিলাম, তেমন হয় নাই বলিয়া আমরা কিছুদিনের জন্য হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ভাল কাজ করিবার সম্ভাবনা এত বেশী এবং যেখানে ইহা সুচারুরূপে কাজ করিতেছে, সেখানে ইহারা যে যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছে তাহা এত আশাপ্রদ যে, আমি ও আমার সহকর্মিগণ কৃতসংকল্প হইয়াছিলাম যে, উহাদের অধিকতর উন্নতির পথে যত কিছু বিঘ্ন আছে, তাহা আমরা দূর করিব। এই কার্য্যে আমরা একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসারের সাহায্য পাইয়া আসিয়াছি। তিনি কিছুদিন স্পেশাল ডিউটিতে থাকিয়া ব্যক্তিগতভাবে প্রায় সমুদয় জেলায় সিভিক-গার্ড বাহিনী পরিদর্শন করিয়া আমাদিগকে অনেক পরামর্শ দিতে সক্ষম হইয়াছেন।

৩। সিভিক-গার্ড বাহিনী সম্পূর্ণ অবৈতনিক প্রতিষ্ঠানরূপে গঠন করা হইবে বলিয়াই মনে করা হইয়াছিল। ইহা অবশ্য বুঝা গিয়াছিল যে, স্থানীয় যে সকল অফিসারের উপর ইহাদের উৎকর্ষ সাধনের ভার দেওয়া হইবে, ক্রমাগত তাঁহাদের সে ভার বহন করা না না করার উপরেই সিভিক-গার্ড বাহিনীর সাফল্য নির্ভর করে। কেন না অফিসারদের সহযোগিতা না পাইলে এরূপ একটা সম্পূর্ণ অবৈতনিক প্রতিষ্ঠান যে তাহাদের উদ্যম বজায় রাখিতে পারিবে, ইহা আশা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। দুর্ভাগ্যবশতঃ কয়েকটী কারণে অবৈতনিক প্রথা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে এবং স্থানীয় অফিসারদের পক্ষে নিয়মিতভাবে ইহার তত্ত্বাবধান করা ও প্রতিদিন ইহার সংস্পর্শে থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। অথচ সিভিক-গার্ড বাহিনীর সাফল্য নির্ভর করে এই দুইটী কাজের উপরই। ইহা ছাড়া অসন্তোষ সৃষ্টি হওয়ার মত আরও অনেক কারণও ছিল; তন্মধ্যে আমি ইউনিফরমের কথা উল্লেখ করিতেছি। আমরা যে সংস্কারের সিদ্ধান্ত করিয়াছি, তাহাতে এ সকলের মীমাংসা হইবে বলিয়া আশা করা যায়: কলিকাতার বাহিরের এলাকাসমূহে যে সকল সংস্কার করা হইবে, আজ আমি আপনাদিগকে তাহাই বলিতে চাই।

৪। প্রথমতঃ আমরা একজন অফিসার নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিতেছি। সিভিক-গার্ড বাহিনীর বিভিন্ন দল গঠন করার ও তাহাদের শিক্ষাদানের ভার থাকিবে এই প্রস্তাবিত অফিসারের উপর এবং তিনি যে শুধু সিভিক-গার্ডদের দক্ষতা সম্পর্কেই দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন তাহা নহে, তাঁহাকে তাহাদের মঙ্গলামঙ্গল বিধানের ভারও গ্রহণ করিতে হইবে। সিভিক-গার্ড বাহিনীর অফিসার ও সদস্যদের সহিত সাক্ষাৎভাবে সংযোগ-স্থাপন ও তাহা রক্ষা করা এই অফিসারের কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য হইবে। সিভিক-গার্ড বাহিনীর সদস্যগণ যদি কোনও পরামর্শ দেন অথবা অভিযোগ করেন, তাহার বিবেচনা বা বিচারের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সমক্ষে স্থাপিত করা হইয়াছে কি না, তাহাও এই অফিসারকে দেখিতে হইবে। আমরা স্থির করিয়াছি যে আপাততঃ যেসব জেলায় সিভিক-গার্ড বাহিনী আছে, সেই জেলায় এক বা একাধিক অফিসার নিয়োগ করা হইবে। এই অফিসারদিগকে আমরা "এডজুট্যাণ্ট ও "কোয়ার্টারমাষ্টার" নামে অভিহিত করিব। এই অফিসারদের দ্বারা যে কাজ করাইতে চাই, তাহা যোগ্যতাবে সম্পন্ন করিতে হইলে পরীক্ষিত নিখুঁত যুবকদল ট্রেনিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণই সর্ব্বতোভাবে উপযোগী হইবেন বলিয়া মনে হয়। এ্যাডজুট্যাণ্ট ও কোয়ার্টারমাষ্টারগণকে শুধু যে গার্ড সংগঠন ও যোগ্যভাবে তাহাদের শিক্ষাদান করিতেই হইবে তাহা নহে,—সম্পূর্ণ সহৃদয়তা সহকারে তাহাদের দাবী সম্বন্ধে বিবেচনা ও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর করাইবার দায়িত্বও তাঁহাদের থাকিবে বলিয়া আমরা আশা করি।

৫। অবৈতনিক কর্মীদের, বিশেষ করিয়া যে সকল কর্মীর কাজ স্বভাবতঃই কঠিন ও গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত যাহাদিগকে অন্য কাজ করিতে হয়, তাহাদের নিকট হইতে ক্রমাগত উদ্যম আশা করার পক্ষে যে অসুবিধা আছে, তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। আমরা মনে করি যে, যখনই আবশ্যক তখনই যদি সিভিক গার্ডদের আমরা পাইতে চাই, তাহা হইলে তাহাদিগকে কিছু পারিশ্রমিক (রিটেনার) প্রদান করাই সঙ্গত হইবে। যে সকল সিভিক-গার্ড যোগ্যতাসহকারে কাজ করিবে ও প্রতি মাসে ৪টী প্যারেডে যোগদান করিবে, তাহাদিগকে আমরা এই পারিশ্রমিক (রিটেনার) দিতে চাই। আমরা ঠিক করিয়াছি প্রতিমাসে ৬৲ টাকা করিয়া দেওয়া হইবে। আমরা ইহাও স্থির করিয়াছি যে, প্রতিমাসে কোনও সিভিক-গার্ডকে ১০ দিনের বেশী কার্য্যে যোগ দিতে আহ্বান করা হইবে না। প্রতিদিনের কার্য্যের জন্য আমরা ৬ আনা করিয়া দিব। পারিশ্রমিক (রিটেনার) লাভ করিবার যোগ্যতা অর্জন করিতে হইলে প্রত্যেক গার্ডকে সিভিক-গার্ডস সম্পর্কিত ডি, আই, জি কর্তৃক নির্দ্ধারিত সিলেবাস অনুযায়ী ট্রেনিং পাশ করিতে হইবে। পুলিশের ডি, আই, জির নির্দ্দেশ ও পরিচালনাধীনে এই ট্রেনিং হইবে। ট্রেনিংয়ের সময় প্রত্যেককে জলযোগ ও গাড়ীভাড়া বাবদ মাসিক ৯৲ টাকা করিয়া ভাতা দেওয়া যাইবে। ট্রেনিং শেষে কোনও সিভিক-গার্ড নির্দিষ্ট পরিমাণ ডিউটীতে যোগদান করিলে প্রতিমাসে ৯ টাকা ১২ আনা বেতন পাইবে। অফিসারদিগকে ইহাপেক্ষা অধিক ভাতা দেওয়া হইবে। অন্যান্য সভ্যদের ন্যায় তাহারা মাসিক ৬৲ টাকা (রিটেনার) পাইবেন, কিন্তু বর্ত্তমানে প্রত্যেক ডিউটির জন্য এক টাকা করিয়া দেওয়া হইবে। সুতরাং তাহারা পূর্ণ সংখ্যক ডিউটি করিলে এক মাসে সর্ব্বশুদ্ধ ১৬৲ পাইবেন।

৬। আমরা সিভিক-গার্ডদেরও গণতান্ত্রিক প্রথায় গঠন করিতে ইচ্ছা করি। সভ্যগণের চিন্তাধারার সহিত নিবিড় সংযোগরক্ষা এবং বাহিনীকে কর্ম্মে উদ্দীপিত করার যে কর্ত্তব্য এ্যাডজুট্যাণ্ট এবং কোয়ার্টারমাষ্টারদের উপর অর্পিত হইয়াছে, তাহা ভিন্নও আমরা যথাসম্ভব সাধারণ সিভিক-গার্ডদের মধ্য হইতেই অফিসার সংগ্রহ করার প্রয়াস পাইব। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানে যাহারা যোগদান করিবে ভবিষ্যতে তাহাদের অফিসার পদে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

৭। পরিশেষে পরিচ্ছদ সম্পর্কিত প্রশ্নটি বিবেচ্য। জানা গিয়াছে, উপযুক্ত পরিমাণ খাকি বস্ত্র সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন। আমরা সেইজন্য স্থির করিয়াছি, অন্যান্য প্রদেশগুলি যেরূপ ধূসর রঙের "খাদি" বস্ত্র ইউনিফর্মের জন্য ব্যবহার করিতেছে, আমরাও তাহাদের অনুকরণ করিব। এই বস্ত্র সস্তা হওয়ার দরুণ আমরা প্রদত্ত পরিচ্ছদের পরিমাণ বৃদ্ধি করাইতে পারিব এবং প্রত্যেক সিভিক-গার্ডের প্রতি বৎসর একজোড়া হাফপ্যাণ্ট এবং একজোড়া সার্ট দিতে পারিব। ইউনিফর্মের অংশ হিসাবে সিভিক-গার্ডদের মোজা কিংবা জুতা দেওয়া হয় না বলিয়া অভিযোগ উত্থিত হইয়াছে। আমরা এই অবস্থার প্রতিকার করিতে স্থির করিয়াছি। পোষাকের অঙ্গ হিসাবে জুতা ও মোজা প্রদান করা হইবে। সাধারণতঃ সোলার টুপির ব্যবহার আমাদের দেশে জনপ্রিয় নহে। আমরা সেইজন্য ইহার পরিবর্তে "লোহের ক্যাপ" প্রবর্ত্তন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছি। আমাদের মনে হয় এই সংস্কার প্রবর্ত্তন করিবার পর আমরা সহজেই এই আশা করিতে পারি যে, পল্লী অঞ্চলে হোমগার্ডগণকে যেরূপ সহযোগিতা করা হইবে, শহরেও সিভিক-গার্ডগণকে অনুরূপ সহযোগিতা করা হইবে। প্রত্যেক বাঙালী সন্তানই ইহাতে প্রবেশ করিয়া বহিঃশত্রুর এবং আমাদের ভিতরে যেসব শত্রু রহিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে আপন পরিবার এবং প্রতিবেশী-দের রক্ষা করিবারসুযোগ পাইতে পারে। যাহারা দেশপ্রীতির দ্বারা আমাদের এই জন্মভূমির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, তাহা-দিগকে আক্রমণকারীর হাত হইতে রক্ষা করার জন্য যেসব প্রচেষ্টা হইতেছে, এই উভয় প্রতিষ্ঠানও তদনুরূপই চেষ্টা পাইবে। আমাদের সম্পর্কে এ কথা যেন কখনই বলা না হয় যে, উপযুক্ত প্রতিকার-ব্যবস্থার উপায় থাকিতেও আমরা আমাদের প্রিয়জনকে নির্দ্দয় শত্রুর হাত হইতে রক্ষার জন্য কোন চেষ্টা করি নাই।

(মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী)

খাদ্য-শস্যের চাষ বৃদ্ধির আন্দোলন

ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউটে সভা ও প্রদর্শনী

সম্প্রতি কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ভারত গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগের সচিব মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার এবং বাঙলা গভর্ণমেণ্টের কৃষি-মন্ত্রী ঢাকার নবাব হবিবুল্লাহ্ বাহাদুর বক্তৃতাপ্রসঙ্গে দেশের বর্তমান জরুরী অবস্থায় এতদ্দেশে অধিকতর খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের আশু প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন।

প্রারম্ভে ইনষ্টিটিউটের প্রাঙ্গনে ঢাকার নবাব বাহাদুর অধিকতর খাদ্যশস্য উৎপাদন আন্দোলন সম্পর্কে বাঙলা গভর্ণমেণ্টের খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন বিভাগের উদ্যোগে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের সহযোগিতায় খাদ্য-দ্রব্যাদি সংশ্লিষ্ট একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। উক্ত প্রদর্শনীতে বাঙলা গভর্ণমেণ্টের কৃষি ও শিল্প বিভাগের অধীন বিভিন্ন শাখা বিভাগ কর্ত্তৃক এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান গ্লোব নার্সারী কর্ত্তৃক বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন ও প্রস্তুত প্রণালী, খাদ্যদ্রব্যাদির গুণভেদ প্রণালী, গো-পালন প্রণালী, লবণ প্রস্তুত প্রণালী, জমিতে সারদান প্রণালী, মুরগীর চাষ প্রণালী, দেওয়াল চিত্রাদি ও অন্যান্য দ্রব্যাদির সাহায্যে প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

ঢাকার নবাব বাহাদুরের বক্তৃতা

প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিতে উঠিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে মাননীয় ঢাকার নবাব বাহাদুর বলেন যে, ব্রহ্মদেশ ও বিদেশের অন্যান্য স্থান হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানীর উপায় বন্ধ হইয়া যাওয়ায় এবং সামরিক প্রয়োজনে এতদ্দেশে যানবাহনাদি অধিক সংখ্যায় নিয়োজিত হওয়ার দরুণ দেশে খাদ্যদ্রব্যের অপ্রতুলতা ঘটার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। সুতরাং এই সময়ে দেশের মধ্যে অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থায় দেশের মধ্যে বিশেষতঃ পল্লীবাসীদের মধ্যে অধিকতর খাদ্যশস্য উৎপাদনের আন্দোলন চালাইতে হইবে। এই বিষয়ে যুবক ও ছাত্রবৃন্দ অনেকখানি সাহায্য ও সহযোগিতা করিতে পারেন। মন্ত্রী মহোদয় বলেন যে, বাঙলা গভর্ণমেণ্ট অধিকতর খাদ্যশস্য ও খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের আন্দোলনকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন।

অধিকতর খাদ্যশস্য উৎপাদন আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক-ভাবে উদ্বোধন করিয়া মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে যত অধিক সম্ভব খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করা উচিত এবং প্রত্যেক প্রদেশকে খাদ্যদ্রব্যের দিক হইতে যথাসম্ভব আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোলা উচিত। কারণ ভবিষ্যতে যানবাহন সাহায্যে আন্তঃপ্রাদেশিক মালপত্র সরবরাহ ব্যবস্থা হয়ত বা বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু এতদ্দ্বারা ইহা বুঝায় না যে, কোন এক প্রদেশে প্রয়োজনের তুলনায় অধিক খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইলে অন্য প্রদেশের প্রয়োজনে তথায় উক্ত অতিরিক্ত খাদ্যশস্য চালান দেওয়া হইবে না। মিঃ সরকার বলেন যে, বাঙলায় প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য যেরূপ ছিল খাদ্যশস্য উৎপাদনের দিক হইতে সেই ঐশ্বর্য্যের যথোপযুক্ত সুযোগ লওয়া হয় নাই। তিনি মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদেরও বাগানে শাকসব্জী ও ফল উৎপাদনে উৎসাহিত হইতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, তিনি যতদূর জানেন কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট অধিকতর খাদ্যশস্য উৎপাদন আন্দোলন কৃতকার্য্য করিতে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলিকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের সম্পাদক অধ্যাপক সুশীলকুমার চ্যাটার্জী, কাউন্সিলার দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জী প্রভৃতিও অধিকতর খাদ্যশস্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করিয়া বক্তৃতা করেন।

মিঃ ই, এফ, ওয়াটসন কৃষির সার সম্পর্কে একটি বক্তৃতা করেন।

[২য় কলমের নিম্নে দেখুন]

কতিপয় ঋণ-সালিসী বোর্ড

নূতন ক্ষমতাপ্রাপ্তির ঘোষণা

নিম্নোক্ত ঋণ-সালিশী বোর্ডসমূহকে বঙ্গীয় কৃষি-খাতক আইনের ১৯ ধারার (ক) উপধারার অন্তর্গত (১) প্রকরণ অনুযায়ী ক্ষমতা পরিচালনের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে :—

খুলনা জেলার সদর মহকুমার ডাদুয়া ঋণ-সালিশী বোর্ড।

রাজশাহী জেলার সদর মহকুমার হরুগীপাড়া ও দেওপাড়া বোর্ড।

ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমার বীরগাঁও-কৃষ্ণনগর ২ নং, ইব্রাহিমপুর, সাদাকপুর, সৈফুল্লাকান্দি, তেজখালী ও রসুল্লাবাদ বোর্ড।

নোয়াখালী জেলার সদর মহকুমার হরিণপুর, কালাপানিয়া (২ নং), বাউভিয়া, মহমত্পুর, কাটঘর, নিয়ামস্তি, নলচিরা, সাটটভাঙ্গা, বড়খেরি ও চরকাশিরা বোর্ড।

বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমার শীতলগ্রাম, মাড়া ও নওপাড়া বোর্ড।

জলপাইগুড়ি সদর মহকুমার শ্রীরামপুর বোর্ড।

রংপুর জেলার গাইবান্ধা মহকুমার রামচন্দ্রপুর, তালুক-কানুপুর, কামদিয়া ও এড়েণ্ডাবাড়ী বোর্ড।

মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার ভোগপুর, কাপাসেরা, কুলবাড়ী, সিদ্ধা ও রঘুনাথবাড়ী বোর্ড।

মেদিনীপুর জেলার সদর (উত্তর) মহকুমার শালবনি, কেশপুর, ধলহরা ও খালিচক বোর্ড।

মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার আজবনগর, মনসুকা, মনোহরপুর ও রাজনগর বোর্ড।

মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার পাথরা ও কানী মল্লগী বোর্ড।

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার মুগবেড়িয়া, বালিঘাই, কালিন্দী, পটাশপুর, ঝাঁকা, কুমিরদা, কামারদা, বসন্তিয়া কাজলাগড় ও বাসুদেবপুর বোর্ড।

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার সাদল বোর্ড।

ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার নারায়ণপুর, বারদী, পাচুদী ও লেবুতলা বোর্ড।

ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার মহাকালী, মুন্সীগঞ্জ, পঞ্চসার, রামপাল, রেকাবীবাজার, হোসেন্দী, গজারিয়া, রাজানগর-চিত্রকোট, কলাপাড়া-বাড়ৈখাল, গোয়ালদিয়া ও বিভিরপাড়া বোর্ড।

ঢাকা জেলার সদর (উত্তর) মহকুমার গোসিঙ্গা বোর্ড।

মালদহ জেলার সদর মহকুমার মাহিহারপুর, কেন্দপুর, মধুসুদনপুর, মোবারকপুর, নালাগোলা, মুচিয়া, মালতীপুর মহারাজপুর, মালদহ ও গোবরাতলা বোর্ড।

ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার উলপুর, উজানী, রাগুদী, খাঁন্দারপাড়, কলাবাড়ী ও হাতিয়াড়া বোর্ড।

বাখরগঞ্জ জেলার পটুয়াখালী মহকুমার ইটবাড়িয়া, মৈনকাটি, কালাইয়া-সওলা, কেশবপুর, কলাগাছিয়া, আলগী তকালবাড়ীয়া, ধরন্দী, বাঁশবাড়ীয়া, মুতাবাড়ীয়া, দাশবিনা, রতনদী তালতলি, ছোট-গৌরীচন্না, বড়বিঘাই, গোপখালী, সোণাখালী, কনকদিয়া, কুলখুড়ি, কালীশুরী, ধুলিয়া, হোসনাবাদ, বিবিচিনি, গুলিশাখালি, পরিখাখুড়ি, কুকুয়া, মুরাদিয়া, কাটিপাড়া, সাবখালী, ধনুয়া ও চড়ক-গাছিয়া বোর্ড।

বাখরগঞ্জ জেলার পিরোজপুর মহকুমার পাথরঘাটা, কদমতলা, স্বরূপকাটি ও আমড়াজুড়ি বোর্ড।

[১ম কলমের শেষ]

খাদ্যশস্যের বীজ বিলির ব্যবস্থা

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের সেক্রেটারী অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন আন্দোলন সম্পর্কে বাঙলা গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা বিবৃত করিতে গিয়া বলেন যে, খাদ্যশস্যের বীজ ক্রয় করিয়া উহা কৃষকদের মধ্যে বিলি করার জন্য প্রায় সাড়ে তের লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন। ঐ পরিমাণ বীজের দ্বারা প্রায় ৫ লক্ষ একর জায়গায় শস্য বপন করা যাইবে। আগামী গভর্ণমেণ্ট রবিশস্যের বীজ বিলি করার জন্যও আরও প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন।

ব্রহ্ম হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থী দল

সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা

চট্টগ্রামের মধ্য দিয়া আগত বর্মার আশ্রয়প্রার্থীর মোট সংখ্যা ২০০,০০০এর উর্দ্ধে। তাহাদের টিকেট ভাড়া, খোরাকী প্রভৃতি বাবত সরকারী খরচ দাঁড়াইয়াছে মোট ২৫ লক্ষ টাকা।

আশ্রয়প্রার্থীরা সাগর, আকাশ ও স্থলপথে পথ অতিক্রম করিয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে যখন রেঙ্গুন সর্ব্বপ্রথম আক্রান্ত হয় অপসরণের ব্যাপার আরম্ভ হয় তখনই ; আর মার্চ্চ মাসে ইহা সর্ব্বাধিক বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিদিন ১৪,০০০ হাজারের বেশী লোক পৌঁছিতে থাকে।

অধিক ভীড়ের আশঙ্কা করিয়া চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টি, বি, জেমিসন ইতঃপূর্ব্বেই ৫০ মাইল পর্য্যন্ত প্রসারিত রাস্তায় প্রতি দশ বার মাইল অন্তর আশ্রয়প্রার্থী শিবির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রতি শিবিরে কূপ খনন করা হইয়াছিল ; আর সরকারী খরচে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করা হইয়াছিল।

প্রতি শিবিরই একজন সাব-ডেপুটি কালেক্টার আর স্বাস্থ্য বিভাগের কতিপয় ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে রাখা হইয়াছিল।

চট্টগ্রামের এক আশ্রয়-শিবিরে ৭,০০০ লোকের স্থান সঙ্কুলান করা হইয়াছিল; আর সরকারী খরচে খোরাকী সরবরাহ করার ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রেণীবদ্ধ তালিকায় রেজিষ্টারীকৃত (উল্লেখিত) আশ্রয়প্রার্থিগণকে তাহাদের গন্তব্য স্থানের জন্য বিনা পয়সায় টিকেট দেওয়া হইয়াছিল ও দূরত্ব অনুসারে ১৲ টাকা হইতে ৪৲ পর্য্যন্ত খোরাকী দেওয়া হইয়াছিল।

মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট চট্টগ্রামে ৩০ বেল ধুতি ও শাড়ী পাঠাইয়াছেন। এইগুলি দুঃস্থ আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হইতেছে।

মার্চের ভীড়ের সময় চট্টগ্রাম হইতে দুইখানা রেলগাড়ী চালান হইয়াছিল। প্রায় সব আশ্রয়প্রার্থীকেই তাহাদের চট্টগ্রামে পৌঁছিবার একই দিন বা পরের দিন যথাস্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। রোগের সংবাদ খুব কমই জানিতে পারা গিয়াছে।

শীঘ্রই ইউরোপ ভূখণ্ডে অভিযান

বৃটিশ বিমান-সচিবের ঘোষণা

৮ই মে শুক্রবার রাত্রিতে ঝাম্বিংহামে এক বক্তৃতা করিতে গিয়া বিমানসচিব স্যার আর্চিবল্ড সিনক্লেয়ার ঘোষণা করেন :—"আক্রমোণোদ্যম জার্ম্মাণীর হস্ত হইতে সম্মিলিত জাতিসমূহের হস্তে চলিয়া যাইতেছে।" আমাদের পাল্টা আঘাত হানার সময় সুরু হইয়াছে এবং আমরা প্রচণ্ড আঘাত হানিতেছি। তবে এতদ্দ্বারা ইংলণ্ড ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভাবী বোমাবর্ষণ প্রচেষ্টার পূর্ব্বাভাষ সূচিত হইতেছে মাত্র। তারপর— 'ইউরোপের ভূখণ্ডে অভিযান' সুরু হইবে।'

ফুটবল ! (ব্লাডার সহ।) সর্ব্বোৎকৃষ্ট

ফুটবল !! (ব্লাডার সহ।) সুযোগ টেঁকসই

'বোকস' ১নং, ১৸৹ আনা; ২নং, ২।৹ আনা ; এবং ৩নং, ৩৲ ও ৩৸৹ আনা।
সিল্ক ষ্টীচার ৩নং, ৪৸৹ আনা ; ৪নং, ৭৲ ; এবং ৫নং, ১১৲।
"ক্লি" লেস ৩নং, ৪।৹ আনা ; ৪নং, ৭।৹ আনা ; এবং ৫নং, ১০।৹ আনা।
ইন্‌বিলিয়ন্‌ ডুলা ৫নং, ১৪।৹ আনা।

শর্ট ছোট, ১।৹ আনা ; মাঝারি, ২।৹ আনা ; এবং বড়, ৩।৹ আনা।
লেসিং আল্, ৶৹ আনা ও ৷৶৹ আনা।
পাম্প, ৶৹ আনা ও ৷৶৹ আনা।
ব্লাডার ১নং, ৷৶৹ আনা ; ২নং, ৸৹ আনা ; এবং ৸৶৹ আনা ; ৪নং, ১৲ ; এবং ৫নং, ১।৹ আনা।

ঘোষ এণ্ড সন্স লিঃ, ... কলিকাতা।

খাদ্য-ফসলের চাষ বৃদ্ধির আন্দোলন

যুদ্ধের দিনে চাষী-সমাজের কর্তব্য

বাঙলার "জাতীয় যুদ্ধ-ফ্রন্টের" পক্ষ হইতে নিম্নোক্ত প্রচার-পত্র প্রচার করা হইয়াছে:—

জাপানী সৈন্যেরা বাঙলাদেশের কাছাকাছি এসে পড়েছে। দেশরক্ষার জন্য নানা জায়গায় সভাসমিতি হচ্ছে। সেই সমস্ত সভায় অনেকেই গিয়ে দেশের নেতাদের বক্তৃতা শুনেছে। তাঁরা বলে থাকেন, "জাপানী দস্যুদের রুখবার জন্য প্রস্তুত হও। এবার জাপানী দস্যুদের রুখতে পারলেই আমরা স্বাধীন হব। কেউ ভুলেও মনে ক'র না তারা আমাদের উপর দয়া করবার জন্য আসছে। তারা এলে আমাদের দুর্দশা আরও দশ গুণ বেড়ে যাবে।" বক্তৃতা শুনে অনেকেই বলাবলি করেছে—"কিন্তু আমরা লড়ব কেমন করে? আমরা করব কি? আমাদের বন্দুকও নেই, কামানও নেই। আমাদের আছে শুধু লাঠি, কিন্তু লাঠি দিয়ে কি জাপানী তাড়ানো যাবে?"

একথা ঠিক যে, জাপানী-দস্যুদের তাড়াতে হবে সৈন্য দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে। সারা দেশের লোককে সৈন্য দিয়ে অস্ত্র দিয়ে লড়তে হবে। এ দেশে যত অস্ত্রের কারখানা আছে, তাতে দিনরাত কাজ চলছে, অস্ত্র তৈরী হচ্ছে। সেই সব বন্দুক গোলাগুলীই আমাদের রক্ষা করবে, আমাদের সম্বল। সেই সব অস্ত্র দিয়ে জাপানীদের হারিয়ে আমরা মুক্তি পাব। কিন্তু, একটা কথা ভাল করে বুঝে দেখা দরকার। যুদ্ধে বারুদ গোলাগুলীই একমাত্র অস্ত্র নয়। সৈন্যদের লড়তে হলে যেমন বন্দুক চাই, তেমনিই রসদ চাই। যুদ্ধে জেতার জন্য বন্দুকটা যেমন দরকারী, ডালভাতও তেমনি দরকারী। তাই বিদেশী শত্রুরা ঢুকেই সকলের আগে ধানের ক্ষেত ও ফসলের গোলা দখল করে। জাপানী কিম্বা জার্মানেরা কোনও একটি দেশে ঢুকতে পারলেই গ্রামে গ্রামে তাদের জল্লাদ সৈন্যগুলিকে পাঠিয়ে দেয়। তাদের উপর হুকুম আসে "যেখানেই ফসল পাবে, কেড়ে আনবে, চাষীকে মেরে ধরে কেড়ে আনবে তার ফসল।" খালি হাতে যেমন লড়াই চলে না, খালি পেটেও তেমনি লড়াই চলে না।

রুশদেশ চাষী-মজুরের দেশ। জার্মান দস্যুরা সে-দেশের উপর চড়াও করেছে তা' নিশ্চয়ই সকলে জানে। সে দেশের মেয়ে-মরদ, ছোটবড় সকলেই যুদ্ধ করছে। দেশের সরকার সকলকে যুদ্ধে নামতে বলেছে—সে দেশের সকলে যুদ্ধে যোগ দিয়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করছে। কিন্তু, তাই বলে কি সে দেশের ক্ষেতীর কাজ বন্ধ আছে; না লাঙল-বলদ বেকার আছে? ফসল বুনতে যাদের মাঠে থাকা দরকার, তারা মাঠেই আছে। যেখানে পুরুষেরা সব যুদ্ধে গিয়েছে, সেখানে মেয়েরা জমিতে কাজ করছে। যুদ্ধের মতই উদ্যম নিয়ে তারা ফসল বোনে ও ফসল তোলে। যুদ্ধের সময় এক একটা ধানের কণাও বুলেটের মতই জরুরী।

এবারকার যুদ্ধটা একটা নতুন রকমের যুদ্ধ। আগেকার যুদ্ধে শুধু সিপাইতে সিপাইতে লড়াই হত। যারা সিপাই হয়ে যেত, তারাই শুধু যুদ্ধ করত, দেশের বাকীলোক শুধু যুদ্ধের খবর শুনত এবং সে সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করত। অনেকে হয়ত ভাবছে যে, এবারও যুদ্ধের দিনগুলি ঠিক সেইভাবেই কাটবে। সকলে এখনও বুঝতে পারে নি যে, এ কী ভয়ঙ্কর যুদ্ধ। বছরের পর বছর যুদ্ধ বেড়েই চলেছে। দেশের পর দেশ এই যুদ্ধের কবলে পড়ছে। জার্মাণী, ইটালী ও জাপান এই তিনটি দেশের কর্তারা ঠিক করেছে যে, দুনিয়ার প্রত্যেকটি দেশ দখল করতে হবে, দুনিয়ার সব দেশের সব তেলের খনি, লোহার কারখানা, কয়লার আড়ৎ, সবকিছু সম্পত্তি ও ফসলের ক্ষেত কেড়ে নিতে হবে এবং দুনিয়ার সকল দেশের চাষীমজুরদের কেনা-গোলাম করে রাখতে হবে। জলে, মাটিতে ও আকাশে সব জায়গাতেই যুদ্ধ চলছে। এ যুদ্ধে শুধু বন্দুকওয়ালা সিপাইরাই লড়ছে না, লড়ছে দেশের সকল লোক। যে মজুর গোলাগুলীর কারখানায় কাজ করে, যে দোকানদার দেশে দেশে ফিরি করে এবং যে চাষী ক্ষেতে ফসল চাষ করে, তারা সকলেই আজ লড়াই করছে। কোন দেশের এক হাত জমিও যুদ্ধের আওতার বাইরে নাই, কোন দেশের একটি লোকও সিপাইসান্ত্রীর থেকে ভিন্ন নয়। সকলেই নিশ্চয় কারবালা কিম্বা কুরুক্ষেত্রের কথা শুনেছে। আজ আমাদের গোটা দেশটাই সেই রকম কুরুক্ষেত্র ও কারবালা। এ কথা মনে রেখে প্রত্যেক চাষী ক্ষেতের চাষ বাড়াও, প্রাণপণে ফসল বোনো; গোটা বাঙলাকে একটা বড় রকমের ধানের গোলা করে তোল। কবিরা পদ্যে ও গানে বাঙলাদেশকে শস্যশ্যামলা বলে থাকেন, সেই কথাকে আজ সত্যে পরিণত কর।

অনেকে হয়ত বলবে আমরা বছর বছর ক্ষেতও চষি, ফসলও বুনি। আমরা আমাদের পেটের দায়ে তা' করে থাকি। চিরকাল যা' করে আসছি, আজও তাই করব। এটা আর নতুন কথা কি? এ' নিয়ে এত বক্তৃতারই বা দরকার কি?

দরকার আছে। এ'বছরটা অন্য বছরের মত সাদা-সিধে বছর নয়। বাঙলাদেশে যত ধান হয় তাতে বাঙলার লোকের পেট ভরে না। রেঙ্গুনের চাল সে অভাব এতদিন পূরণ করত। কিন্তু, সে রেঙ্গুন আজ জাপানীরা দখল করে বসেছে, রেঙ্গুনে চাল আর আসবে না, অন্ততঃ যতদিন না আমরা জাপানীদের মেরে হারিয়ে দিতে পারি, ততদিনের জন্য রেঙ্গুনে চাল বন্ধ। জাপানী ডাকাতেরা বোমা ফেলে রেঙ্গুনের ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়েছে, সে দেশ ছারখার ক'রে দিয়েছে, পোড়ামাটি ছাড়া সে দেশে আর কিছু নাই। বর্মার যে চালে এতদিন গরীব বাঙালীর পেট ভরত, সেই চাল এখন জাপানে যাবে জাপানী জল্লাদের রাক্ষুসে ক্ষুধা মেটাবার জন্য। কাজেই এ'বছর যদি বাঙলার চাষী ভাইরা অনেক বেশী খাবার ফসল তৈরী না করে, তবে আগামী সনে বাঙালীকে না খেয়ে মরতে হবে, দুর্ভিক্ষে বাঙলার ঘরে ঘরে হাহাকার উঠবে। খাবার ফসল বেশী করে তৈরী কর। ধান বোনো; কলাই বোনো; ছোলা বোনো; গম বোনো। বাঙলাকে বাঁচাও, বাঙালীকে খাওয়াও।

অন্যান্য বছর এক জেলায় কম ধান হলেও অন্য জেলা হ'তে ধান আমদানী হত, এক গ্রামে ধান না হলেও অন্য গ্রাম হতে ধান আসত। কিন্তু এ' বছর তা' হবে না। গাড়ী, ষ্টীমার ভরে শুধু যুদ্ধের মাল চালান দিতে হচ্ছে। আমাদের শত্রুরা যতই দেশের কাছে আসছে, ততই আমাদের গাড়ী-ষ্টীমারগুলিকে সৈন্য ও গোলাগুলী যুদ্ধের জায়গায় পৌঁছাতে হচ্ছে। সকলেই হয়ত বুঝতে পারে না কেন জায়গায় জায়গায় সিপাইদের ছাউনি করতে হচ্ছে, কেন এ'ভাবে নতুন নতুন জায়গায় ঘাঁটি করতে হচ্ছে। তার কারণ শত্রুকে বাধা দেবার জন্য এ'সব সৈন্যদের আগে থেকেই ঠিক ঠিক জায়গায় পাঠাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, যাতে শত্রু আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে বাঙলাদেশে ঢুকতে না পারে। তাই, আগের সব ব্যবস্থা আজ রাখা সম্ভব হবে না। আমাদের ভার আমাদেরই নিতে হবে। অন্য জেলা হতে ফসল আমদানি হবে এই আশা করে কোন জেলা নিশ্চিন্ত থাকবে না; অন্য গ্রাম হতে ফসল আসবে ভেবে কোনও গ্রাম আরাম করতে পারে না। যার যেখানে যত জমি আছে, সে জায়গায় ফসলের বীজ ছড়াও। এক হাত জমিও যেন পড়ে থাকে না। এ নিজেদেরই কাজে লাগবে। চাষীরাই নিজের সময় বেঁধে খাবে, তা' অপরের কাছে বিক্রী করে রোজগার করবে। আজকালকার দিনে ধান মানেই টাকা, ধান মানেই প্রাণ, ধান মানেই যুদ্ধে জয়, ধান মানেই মুক্তি।

চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও পূর্ব-বাঙলার অন্য অন্য জায়গা ও দক্ষিণের বাদা অঞ্চল—এই সব জায়গায় বেশী পরিমাণে ধান হয়। কিন্তু এসব জায়গাতেই জাপানী ডাকাতেরা সকলের আগে হানা দেবে। আমাদের সৈন্যরা বীরের মত তাদের বাধা দেবে। আমরা জানি আমাদের সকলের মিলনের সঙ্গে জাপানী জল্লাদেরা পেরে উঠবে না। কিন্তু, এ'কথা মনে রাখা দরকার যে, অনেকদিন ধ'রে এ'সব জেলাতে ধসধাস তোলপাড় হতে পারে। কাজেই এসব জায়গাতে চাষীরা সারা বছরের খোরাক এখন থেকে মজুদ করুক। অন্যান্য জেলাতেও ফসল বাড়িয়ে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদের করতে হবে; এ'সব জেলা হতে ফসল রপ্তানি হবে না। কাজেই প্রত্যেক জেলার প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক চাষীকে বেশী বেশী ধান উৎপাদন করতে হবে। কেউ ভেবো না যে, আমার জমিতে যে ধান হয় তাতে আমার চলে যাবে, কিম্বা, আমার জমিতে যে পাট হয় তা' বেচে ধান কিনব। দুর্ভিক্ষ কিম্বা অজন্মার সময় যেমন নিজের কথা ভাবলে চলে না, এ যুদ্ধের সময় তেমনি কেবল নিজের দিক দেখলে চলবে না। সারা দেশের কথা ভাবো, সারা দেশের জন্য ফসল করো। ফসল ছাড়া দেশ বাঁচবে না, ফসল ছাড়া যুদ্ধ চলবে না, ফসল ছাড়া আমাদের স্বাধীনতা আসবে না, ফসল ছাড়া আমাদের দুর্দশা শেষ হবে না।

ফসল কি করে বাড়াবে? ফসলের জন্য জমি চাই, কিন্তু, জমি কেউ গড়তে পারে না। কাজেই, প্রত্যেক হাত জমি কাজে লাগাও, এক হাত জমিও যেন কোথাও পড়ে না থাকে। যে যার নিজের জমি, পুরোপুরি চাষ করো এবং পাট কমিয়ে ধান বোনো। যদি কেউ নিজের জমি সবটা চাষ করতে না পারো, তবে গ্রামের আর পাঁচজনকে ডেকে চাষ করাও। যদি কারুর জমি জঙ্গলা হয়ে পড়ে থাকে, তবে পাঁচজন মিলে জঙ্গল সাফ

[১১ পৃষ্ঠায় দেখুন।]

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

খারকভ রণাঙ্গনে রুশীয় সেনাদের বিজয়াভিযান

নাৎসী বাহিনীর নূতন আক্রমণ

বার্ণের এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, ২০ লক্ষ সৈন্যের জার্ম্মাণ বাহিনী রুশিয়ার ডোনেৎস রণাঙ্গনে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে।

প্রকাশ, জার্ম্মাণরা ২৪টি সাঁজোয়া ডিভিশন, ২ হাজার হইতে ২ হাজার ফার্ষ্ট লাইন বিমান এবং প্রচুর পদাতিক সৈন্যের এক বিরাট সমরবাহিনী উত্তরে নীপ্রোপেট্রোভস্ক হইতে দক্ষিণে কার্চ্চ উপদ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ২৫০ মাইলব্যাপী রণাঙ্গনে নিয়োজিত করিয়াছে।

কার্চ্চ এলাকায় আক্রমণ

জার্ম্মাণ হাইকমাণ্ডের একখানি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, গত ৮ই মে জার্ম্মাণ এবং রুমানিয়ান সৈন্যদল ক্রিমিয়ার কার্চ্চ উপদ্বীপে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। শক্তিশালী জার্ম্মাণ বিমানবহর এই আক্রমণে সহায়তা করিতেছে।

জার্ম্মাণীর বিষবাষ্প ব্যবহার

বুখারেষ্ট হইতে ডিসি নিউজ এজেন্সীর নিকট প্রেরিত একটি সংবাদে বলা হইয়াছে যে, জেনারেল ফন মানষ্টাইন একপ্রকার নূতন ধরণের মাইন ব্যবহার করিতেছেন। ক্রিমিয়ায় বিষবাষ্প ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মস্কো হইতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, ইহা হইতেই তাহার কারণ বুঝিতে পারা যায়। প্রকাশ, মাইনের উগ্র বিস্ফোরক দ্রব্যসমূহ বাতাসের চাপ যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করে এবং চারিদিকে তিনশত গজ ব্যাসের মধ্যে বাতাসের অক্সিজেন নষ্ট করিয়া দেয়। গত কয়েকদিনের মধ্যে রুশিয়ান যে সমস্ত সৈন্য হতাহত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ সৈন্যের শরীরেই কোনওরূপ আঘাতের চিহ্ন না থাকায় সোভিয়েট হাইকমাণ্ড মনে করিয়াছেন যে, বিষবাষ্প ব্যবহার করা হইয়াছে।

মধ্য-রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনীর সাফল্য

মস্কোর একটি সংবাদে প্রকাশ, মধ্য-রণাঙ্গনে সোভিয়েট সৈন্যদল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি দখল করিয়াছে এবং ৫৩৯ সংখ্যক জার্ম্মাণ পদাতিক বাহিনী ও "স্প্রিং-মিশন" নামক ৩৮৫ সংখ্যক জার্ম্মাণ বাহিনীর সাহায্যকারী সৈন্যদলকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছে।

উক্ত সংবাদে আরও প্রকাশ, এই দুইটি জার্ম্মাণ সৈন্যদলকে সোভিয়েট বাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণের জন্য নিয়োজিত করা হইয়াছিল। সোভিয়েট বাহিনী এই দুইটি জার্ম্মাণ সৈন্যদলকে সম্পূর্ণরূপে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। এই দুইটি জার্ম্মাণ সৈন্যদলের সহায়তাকল্পে কামানশ্রেণী হইতে গোলা এবং আকাশ হইতে বোমা বর্ষিত হইতেছিল। সোভিয়েট সৈন্যদলের তুলনায় জার্ম্মাণ সৈন্যদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হওয়া সত্বেও সোভিয়েট বাহিনী জার্ম্মাণদের ঘাঁটি ভেদ করিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করে।

লেনিনগ্রাড রণাঙ্গনে তৎপরতা

এক সংবাদে প্রকাশ, লেনিনগ্রাড রণাঙ্গনে বরফ গলিতে সুরু হওয়া সত্বেও সামরিক কার্য্য চলিতেছে। প্রকাশ, "ট্যাঙ্ক ও বিমানবহরের সহযোগিতায় সোভিয়েট সৈন্যদল সাফল্যের সহিত অগ্রসর হইতেছে।"

কালিনিন রণক্ষেত্রে জার্ম্মাণ পাল্টা আক্রমণ ব্যর্থ

সোভিয়েট ইস্তাহারের এক ক্রোড়পত্রে প্রকাশ, কালিনিন রণক্ষেত্রে জার্ম্মাণ পদাতিক সৈন্যদল ট্যাঙ্ক বাহিনীর সহযোগিতায় এক স্থানে রুশ ব্যূহ আক্রমণ করিয়াছিল। সোভিয়েট সৈন্যগণ জার্ম্মাণদিগকে তাহাদের ঘাঁটির নিকটে আসিতে দেয় ও পরে গোলা বর্ষণের পর পাল্টা আক্রমণ সুরু করে। নাৎসীগণ পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয় ও তাহাদের ৪ শত সৈন্য হতাহত হয়। লেনিনগ্রাড রণক্ষেত্রের অপর এক অঞ্চলে দুই দিনের যুদ্ধে ৩৫০ জন জার্ম্মাণ নিহত হইয়াছে।

কার্চ্চ উপদ্বীপে সোভিয়েট বাহিনীর পশ্চাদপসরণ

সোভিয়েট নৈশ ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, "কার্চ্চ উপদ্বীপে আমাদের সৈন্যরা শত্রুর সংখ্যাধিক্যের জন্য নূতন ঘাঁটিতে সরিয়া আসিয়াছে। কার্চ্চ উপদ্বীপে লড়াই জার্ম্মাণদের অনুকূলে শেষ হইয়াছে এবং জার্ম্মাণরা বহু সৈন্য বন্দী করিয়াছে ও বহু কামান আটক করিয়াছে বলিয়া জার্ম্মাণ হাইকমাণ্ড যে সংবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহা মিথ্যা। আমাদের সৈন্যেরা সুশৃঙ্খলভাবে সরিয়া আসিতেছে এবং অগ্রসর জার্ম্মাণ ফ্যাসিষ্টগণের বিপুল সৈন্য ক্ষয় করিতেছে।

"খারকভ অংশে আমাদের সৈন্যেরা আক্রমণ সুরু করিয়াছে এবং সাফল্যের সহিত অগ্রসর হইতেছে।

জার্ম্মাণ সৈন্যবাহী জাহাজ জলমগ্ন

"বারেনৎস সাগরে সোভিয়েট জাহাজ একটি ১২,০০০ টনের জার্ম্মাণ সৈন্যবাহী জাহাজ ডুবাইয়া দেয়।"

খারকভ অঞ্চলে সোভিয়েট অগ্রগতি

খারকভ অঞ্চলে মার্শাল টিমোশেঙ্কোর বাহিনী কর্ত্তৃক জার্ম্মাণ সৈন্যদের প্রথম ব্যূহ ভেদ সম্পর্কে প্রাপ্ত বিস্তারিত বিবরণী হইতে জানা যায়, সোভিয়েট বাহিনী যেখানে জার্ম্মাণ ব্যূহ ভেদ করিয়াছে ঐখানে তাহারা আরও সৈন্য আমদানী করিতেছে ও জার্ম্মাণ ব্যূহের ভগ্ন স্থান অধিকতর সম্প্রসারিত করিতেছে। এক স্থানে সোভিয়েট ট্যাঙ্কসমূহ দুই দিক হইতে জার্ম্মাণদের একটি সুরক্ষিত অঞ্চল আক্রমণ করে। রুশ সৈন্যদল জার্ম্মাণ ব্যূহ ভেদ করে ও পরে তাহারা সেখানকার জার্ম্মাণদের ধ্বংস করে।

সোভিয়েট সেনাদলের অপ্রতিহত অগ্রগতি

জার্ম্মাণ সীমান্ত হইতে প্রেরিত এক্সিস পক্ষের এক সংবাদে প্রকাশ, শক্তিশালী রাশিয়ান সাঁজোয়া বাহিনী ভোলচানস্ক হইতে চুগুইয়েভ পর্য্যন্ত প্রায় ৩৫ মাইল অঞ্চল জুড়িয়া ডোনেৎস নদী পার হইয়া আগাইয়া চলিয়াছে। ভোলচানস্ক খারকভের ৩০ মাইল উত্তর-পূর্ব্ব দিকে ও চুগুইয়েভ ইউক্রেণের এই বিরাট নগরীর ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। সংবাদে আরও প্রকাশ, খারকভ অঞ্চলের ২০০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে রুশ সৈন্যদল পোকরভস্কের জার্ম্মাণ ঘাঁটির উপর এক নূতন আক্রমণ সুরু করিয়াছে। পোকরভস্ক শহরটি টাগান রোডের প্রায় ১৫ মাইল উত্তরে।

জার্ম্মাণদের কার্চ্চ প্রণালীতে পৌঁছানর দাবী

কার্চ্চ উপদ্বীপের যুদ্ধ সম্পর্কে এক্সিস পক্ষের এক সংবাদে বিশেষ জোরের সহিত দাবী করা হইয়াছে যে, একটি শক্তিশালী জার্ম্মাণ মোটরবাহী সৈন্যদল মারিয়েনথলের পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইয়া কার্চ্চ প্রণালীতে পৌঁছিয়াছে।

লালফৌজের সাফল্য

খারকভ অঞ্চলে লালফৌজ ৪০ মাইল হইতে ৫০ মাইল অঞ্চল জুড়িয়া আক্রমণ চালাইয়াছে বলিয়া লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষ মহলে অনুমান করা হইতেছে, জার্ম্মাণদের প্রথম ব্যূহ ভেদের পর সোভিয়েট বাহিনী পশ্চিমে আরও অনেক অগ্রসর হইয়াছে। জার্ম্মাণগণ তাহাদের রিজার্ভ সৈন্য নিয়োজিত করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা সোভিয়েটের অগ্রগতি রোধ করিতে পারে নাই। আরও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ফিল্ড মার্শাল ফিওডোর ফন বক এই অঞ্চলে জার্ম্মাণ বাহিনী পরিচালিত করিতেছেন।

জার্ম্মাণদের পুনরায় পরাজয়

"প্রেভদা" পত্রের সমর সংবাদদাতা বলিয়াছেন:—
"মার্শাল টিমোশেঙ্কোর সৈন্যগণ খারকভ অঞ্চলে জার্ম্মাণদিগকে পুনরায় ভীষণভাবে পরাজিত করিয়াছে। তাহারা কতকগুলি নগর ও গ্রাম পুনরধিকার করিয়াছে; উহাদের মধ্যে কয়েকটি বৃহৎ প্রতিরোধ-কেন্দ্র আছে।

কার্চ্চ শহর হইতে জার্ম্মাণগণ বিতাড়িত

জার্ম্মাণ সীমান্ত হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, প্রবল বৃষ্টির ফলে গভীর কর্দ্দমের সৃষ্টি হইয়াছে। কার্চ্চের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত ইয়েনিকেলে অবস্থিত রুশ সৈন্যদল কার্চ্চ শহর হইতে জার্ম্মাণদের বিতাড়িত করিয়াছে। চক্রশক্তি বাহিনী গোতাপ্রন্ত বাদে শহরটি অধিকার করিয়াছিল।

প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনী প্রবলবেগে আক্রমণ চালাইয়া চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী টিলাগুলি হইতে জার্ম্মাণদের হটাইয়া দেয়।

খারকোভের উপকণ্ঠে রুশ বাহিনী

ইকহোম হইতে ডিসি নিউজ এজেন্সী সংবাদ পাইয়াছেন, খারকভের চতুর্দ্দিকে জার্ম্মাণদের ৪০ মাইলব্যাপী চক্রাকার ব্যূহ ভেদ করিয়া মার্শাল টিমোশেঙ্কোর বাহিনী ইতিপূর্ব্বেই খারকভের উপকণ্ঠে পৌঁছিয়াছে।

প্রকাশ যে, মার্শাল টিমোশেঙ্কোর বাহিনী খারকভের ঠিক সম্মুখেই যে রক্ষা বেষ্টনী রহিয়াছে, তাহার প্রথম বেষ্টনী ভেদ করিয়াছে এবং নগরীর উত্তর-পূর্ব্ব উপকণ্ঠে একটি রেলওয়ে ষ্টেশনের চতুর্দ্দিকে যুদ্ধ চলিতেছে। খারকভের উত্তর ও দক্ষিণে সোভিয়েট আক্রমণ ক্রমেই ব্যাপক আকার ধারণ করিতেছে। বিয়েলগোরোড হইতে সিবেট পর্য্যন্ত ৭০ মাইল বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া যুদ্ধ চলিতেছে।

বৎসরের বৃহত্তম ট্যাঙ্ক যুদ্ধে রুশদের জয়লাভ

খারকভ রণাঙ্গনের একটি অঞ্চলে এই বৎসরের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ট্যাঙ্ক যুদ্ধে রুশরা জয়লাভ করিয়াছে। মার্শাল টিমোশেঙ্কো পদাতিক সৈন্যবাহিনীর সহায়তায় এবং অটোমেটিক অস্ত্রশস্ত্রে বিশেষভাবে সজ্জিত ট্যাঙ্কবাহী বাহিনী সৈন্যদলকে বিশেষভাবে কাজে লাগাইতেছেন। জার্ম্মাণরা যুদ্ধে বহু নূতন ধরণের বিমান ব্যবহার করিতেছে।

সেবাস্তোপোলে প্রচণ্ড সংগ্রাম

সোভিয়েট নিউজ এজেন্সীর একটি সংবাদে প্রকাশ যে, সেবাস্তোপোলের যুদ্ধে ৭৫ হাজারেরও অধিক জার্ম্মাণ নিহত হইয়াছে। এখনও জার্ম্মাণদের দূরে ঠেলিয়া রাখা হইতেছে। গত কয়েকদিনের মধ্যে কয়েকবার দুঃসাহসিক আক্রমণ চালাইয়া সেবাস্তোপোলরক্ষী রুশ সৈন্যরা ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান, মর্টার ও খাদ্যসম্ভার হস্তগত করিয়াছে। দশদিনে সোভিয়েট স্নাইপাররা সহস্রাধিক জার্ম্মাণ সৈন্য বধ করিয়াছে।

রুশ বাহিনীর আরো অগ্রগতি

মস্কো রেডিও হইতে ১৭ই মে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মার্শাল টিমোশেঙ্কোর সৈন্যদল আরও কতকগুলি জনপদ অধিকার করিয়াছে। খারকোভ রণাঙ্গনে জার্ম্মাণরা নূতন করিয়া যে পাল্টা আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারা সেই আক্রমণও প্রতিহত করিয়াছে। বেতারের ঘোষণাকারী বলেন যে, রণাঙ্গনের একটি মাত্র অংশে জার্ম্মাণদের ৫৯টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করা হইয়াছে। জার্ম্মাণরা রণাঙ্গনের আর একটি অংশে গিয়াছিল। সোভিয়েট সৈন্যদল এইখানেও তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গন হইতে "প্রাভদার" সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, জার্ম্মাণরা সোভিয়েট বাহিনীর অগ্রগতিতে বাধা দান করিতেছে এবং রণক্ষেত্রে আরও ট্যাঙ্ক আমদানী করিতেছে।

লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষীয় মহলে বলা হইয়াছে যে, খারকোভ এলাকায় মার্শাল টিমোশেঙ্কোর সৈন্যদল একশত মাইলব্যাপী রণাঙ্গনে আক্রমণ চালাইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। সোভিয়েট সৈন্যদল ভোলচ্যানস্ক হইতে আরম্ভ করিয়া চুগুয়েভের ভিতর দিয়া ক্রাস্নোগ্রাদ পর্য্যন্ত আক্রমণ চালাইতেছে বলিয়া মনে হইতেছে।

জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক কার্চ্চ শহর অধিকৃত

কার্চ্চ উপদ্বীপে রুশ সৈন্যদল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া এখন জার্ম্মাণদিগকে বাধা দিতেছে। জার্ম্মাণরা সম্পূর্ণরূপে কার্চ্চ দখল করিয়াছে, এই কথা বলা না গেলেও এইরূপ মনে হইতেছে যে, তাহারা কার্য্যতঃ শহর অধিকার করিয়াছে। জার্ম্মাণরা প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়াছিল। তাহারা বহুসংখ্যক কামান হইতে গোলা বর্ষণ করে এবং জাহাজ বোমারু বিমান ব্যবহার করে।

[৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

ব্রহ্মদেশ হইতে প্রত্যাগত ভারতবাসী

সুখ সুবিধা বিধানের জন্য সরকারী প্রচেষ্টার বিবরণ

ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবাসিগণের প্রত্যাগমন সম্বন্ধে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নানা জটিল বিষয়ে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। যাহা সমাধা করা হইয়াছে তাহা করার সুযোগ সুবিধা ছিল না, সেকথা অনেক সময় বিবেচনা করা হয় না। ব্রহ্মদেশে ভারতবাসীর সংখ্যা ১০ লক্ষ হইতে ১২ লক্ষের মধ্যে ছিল। যেরূপ দ্রুতগতিতে প্রত্যাগমনের সমস্যা উপস্থিত হইল তজ্জন্য ও ব্যক্তিগত নাম তালিকাভুক্ত করায় যে বিলম্ব ঘটিল তাহাতে কত লোক এযাবৎ ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহার সঠিক হিসাব রাখা যায় নাই। কিন্তু একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যাগতের সংখ্যা ২৫০,০০০ আড়াই লক্ষের কম হইবে না; সম্ভবতঃ তিন লক্ষের কাছাকাছি। প্রতিদিন প্রায় ২,০০০ দুই হাজার হিসাবে এখনও লোক আসিতেছে। মোট সংখ্যার প্রায় ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার লোক রেঙ্গুণ হইতে সমুদ্রপথে আসিয়াছে; ঐ সময়ে জাহাজের সংখ্যাও কম ছিল এবং জাহাজে আরোহনও বিশেষভাবে বিপদসঙ্কুল ছিল। আরও বহু সহস্র লোককে আকিয়াব হইতে জলপথে আনা হইয়াছে। যথেষ্ট সংখ্যক লোককে বিমানযোগেও আনা হইয়াছে।

স্থলপথে ভারতের সীমায় বিপদসঙ্কুল ও দুরারোহ রাস্তার ধারে খাদ্যদ্রব্য, জল ও আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা অতি অল্প সময়ের মধ্যে করা হইয়াছিল। একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, অবস্থা ছিল একেবারে সেকেলে ধরণের এবং অতি তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। সেজন্য সুব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ব্যাপক ব্যবস্থার প্রতিই দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল। কি প্রকারে ব্যবস্থার উন্নতি করা যায় তাহার প্রস্তাব অবিরত পাওয়া যাইতেছে এবং যতদূর অবস্থা ভেদে সম্ভবপর উহা কার্য্যে পরিণত করা যাইতেছে। সব চেয়ে বড় সমস্যা হইয়াছে সকল প্রকারের যানবাহনের ব্যবস্থা করা। কম ব্যয়ে কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাহা প্রত্যহ বিবেচনা ও অনুধাবন করা হয়।

চিকিৎসা বিষয়ে সাহায্য ও উহার পরিচালনা আর একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় হইয়া দাঁড়ায়। একবার এ অবস্থা উপস্থিত হয় যে, কলেরার জন্য এই স্থলপথ ব্যবহার করা নিরাপদ নহে বলিয়া বলা হয়। ব্রহ্মদেশে ও ভারতবর্ষে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে রোগের প্রকোপ এতটা কমিয়াছে যে, বর্ত্তমানে কদাচিৎ দুই একটি আক্রমণের সংবাদ পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ডাক্তার আসিয়া একত্র হইয়াছেন এবং বহু সংখ্যক ব্রহ্মদেশেও প্রেরণ করা হইয়াছে।

বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে কোন আশ্রয়প্রার্থীকে সীমান্তে আসিয়া পৌঁছা মুহূর্ত্ত হইতে ভারতে কোন রেলষ্টেশনে পৌঁছা পর্য্যন্ত এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে হয় না। খাদ্যসম্ভার, আশ্রয়স্থল, জল, কুলী ও নৌকা সমস্তই গভর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং সমস্তই বিনা ব্যয়ে দেওয়া হয়। রেলপথেও যাহারা ভাড়া দিতে অক্ষম, তাহাদিগকে ভাড়া না লইয়াই গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়।

বিভিন্ন প্রকার সাহায্য প্রদানের জন্য গভর্ণমেণ্ট কত টাকা ব্যয় করিয়াছেন, তাহা এখনও হিসাব করা সম্ভব না। একটি মাত্র রেলওয়ে ষ্টেশনে কয়েক সপ্তাহে ভাড়া না লইয়া যে টিকেট দেওয়া হইয়াছে, শুধু তাহার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৮,৫০,০০০৲ আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা। অন্যান্য ক্ষেত্র ও নানা প্রকারের সাহায্যের পরিমাণ হিসাব করিলে নিশ্চয়ই মোট ব্যয়ের পরিমাণ ইহার বহু গুণ হইবে। অবশ্য বহু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যাহারা স্বয়ংসেবক হইয়া সেবা কার্য্য করিয়াছে ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাহায্য করিয়াছে, তাহা এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই।

যেমনে ইহা সত্য যে, যতশীঘ্র সম্ভবপর অধিক সংখ্যক লোককে ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে আনয়ন করা প্রয়োজন, সমস্যা সেখানেই শেষ হয় না। আশ্রয়প্রার্থিগণ যে সমস্ত প্রধান প্রধান কেন্দ্রে আসিয়া পৌঁছে, সেখানে তাহাদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা ও তাহাদিগকে বাড়ীতে প্রেরণ করার ব্যবস্থার জন্য সরকারী ও বেসরকারী কমিটিগুলির মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার প্রয়োজন হইয়াছে।

বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ আশ্রয়প্রার্থিগণের আশু প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন এবং যাহাতে আশ্রয়প্রার্থিগণ তাহাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারে, সেজন্য যথাসম্ভব সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট অবিলম্বে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন ও শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারী সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। এই সমুদয় আশ্রয়প্রার্থীর চাকুরী পাওয়ার সমস্যা একটি বিশেষ কঠিন সমস্যা; ইহার সমাধানের জন্য সমস্ত প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহকে একটি নিয়োগ বিভাগ খোলার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে, কিম্বা নাম তালিকাভুক্ত করিয়া চাকুরীপ্রার্থিগণকে তাহাদের নিয়োগকারীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছে। যাহারা এ বিষয়ে সহায়তা কামনা করে, তাহারা যেন, তাহাদের অঞ্চলের স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া অনুসন্ধান করে যে, কেমন করিয়া তাহারা তাহাদের নাম তালিকাভুক্ত করিতে পারিবে। যাহাদের কারিগরী যোগ্যতা আছে তাহারা যেন নিকটবর্ত্তী ন্যাশনাল সার্ভিস লেবার ট্রাইবুনালের সহিত আলাপআলোচনা করিয়া লয়।

লেখা পড়া শিক্ষার ব্যবস্থাও আর একটি জরুরী বিষয়; ইহার প্রতিও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও প্রাদেশিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষের নিকট এ বিষয়ে যে বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাহাতে যে সাড়া পাওয়া গিয়াছে তাহা খুবই আশাজনক। ভর্ত্তি সম্বন্ধে সুযোগ দেওয়ায়, ফি সম্বন্ধে কড়াকড়ি না করার ও পাঠ্যতালিকা পরিবর্ত্তনে সম্মতি দেওয়া হইয়াছে এবং যাহাতে প্রত্যাগত শিক্ষার্থিগণ তাহাদের শিক্ষা সমাধা করিতে পারে, তাহার জন্য সর্ব্ব প্রকার চেষ্টা করা হইতেছে।

দরিদ্র আশ্রয়প্রার্থিদের জন্য ও শত্রু-অধিকৃত স্থানে আটক ব্যক্তিগণের উপর নির্ভরশীল লোকের জন্য গভর্ণমেণ্ট উপজীবিকা ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যাঁহারা আশু অভাবগ্রস্ত তাঁহারা তাঁহাদের এলাকার কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত দিবেন; উহাতে নিজের অবস্থার বিস্তৃত বিবরণ উল্লেখ করিতে হইবে।

ভারত গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে বর্ম্মা গভর্ণমেণ্ট ভারতে তাঁহাদের একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়াছেন। উক্ত প্রতিনিধি ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্টের যে সমুদয় কর্ম্মচারী ভারতবর্ষে আসিয়াছে তাহাদের বেতন, বিদায়কালীন বেতন, পেন্সন ও প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা ফেরৎ লওয়া সম্বন্ধে যথাবিহিত ব্যবস্থা করিবেন। আশা করা যায় যে, শীঘ্রই ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্টের ওয়ার রিস্ক ইনসিওরেন্স পরিকল্পনামতে সমস্ত দাবী বিবেচনা করা হইবে। ইত্যবসরে ভারত গভর্ণমেণ্ট ব্রহ্ম দেশে যে সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে কিম্বা হারাইয়া গিয়াছে, সেগুলি সম্বন্ধে দাবী ও বর্ম্মা গভর্ণমেণ্ট কর্তৃপক্ষকে যে সমস্ত দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হইয়াছে অথচ যাহার মূল্য আদায় হয় নাই, এরূপ সমস্ত দাবী লিপিবদ্ধ করিতেছেন।

ইউরোপীয়ানদের জন্য অধিকতর যত্ন লওয়া হয় বলিয়া এখনও অভিযোগ শুনা যায়। আসামে যাহাকে আশ্রয়প্রার্থীর এলাকা বলা যাইতে পারে, তথায় সকল রাস্তা ও সকল শিবির সকল জাতির জন্যই খোলা রহিয়াছে; যেখানে কোন প্রকার বাধা নিষেধ প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা সকল জাতির জন্যই প্রযোজ্য। আশ্রয়প্রার্থিগণকে অভ্যর্থনা ও স্থানান্তরে প্রেরণের জন্য যে ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠান আছে তাহা জাতিভেদবর্জ্জিত, সকলকেই সমান সুবিধা সুযোগ দেওয়া হয়। যেখানে কোন জাতির বা সম্প্রদায়ের সব-কমিটি গঠন করা হইয়াছে, তাহা সংশ্লিষ্ট সকলের মত গ্রহণ করিয়াই করা হইয়াছে।

ব্যক্তিগত কোন কোন ঘটনায়, কোনও সময় বিভিন্ন স্থান হইতে বর্ণিত একই ঘটনায় হয়ত সহানুভূতির অভাব বা দুর্ব্যবহার ঘটিয়া থাকিবে। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বহু কর্তৃপক্ষ ও প্রতিষ্ঠান আশ্রয়প্রার্থিগণের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। পূর্ণ সহযোগিতা সব সময় সম্ভবপর হয় নাই এবং উহা তেমন প্রয়োজনীয়ও নহে। কিন্তু একথা সত্য যে, ভারত গভর্ণমেণ্ট নিজে যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহাতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে কোন বৈষম্য দেখান হয় নাই এবং যাহাতে কোনরূপ বৈষম্য দেখান না হয়, তৎপ্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়।

সুদূর-প্রাচ্যে যুদ্ধ-বন্দীদের সংবাদ

পত্র আদান-প্রদানের ব্যবস্থা সম্বন্ধে চেষ্টা

সুদূর-প্রাচ্যে জাপানীরা যুদ্ধে যে সমুদয় লোককে বন্দী করিয়াছে, তাহাদিগের সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হইতেছে। এখন পর্য্যন্ত জাপানীরা কোন সংবাদ দেয় নাই। উহার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধে আটক ও বন্দীদিগের নিকট পত্র ও পার্শেল প্রেরণের জন্য একটি রাস্তা নির্দ্দিষ্ট করিবার আলোচনাও জাপানীদের সহিত চলিতেছে। যত শীঘ্র সম্ভব এই পথ নির্দ্দিষ্ট করার সর্ব্ব প্রকার চেষ্টা করা হইতেছে এবং কথাবার্ত্তা চূড়ান্ত হইলেই উহার ফলাফল জনসাধারণকে জানাইয়া দেওয়া হইবে।

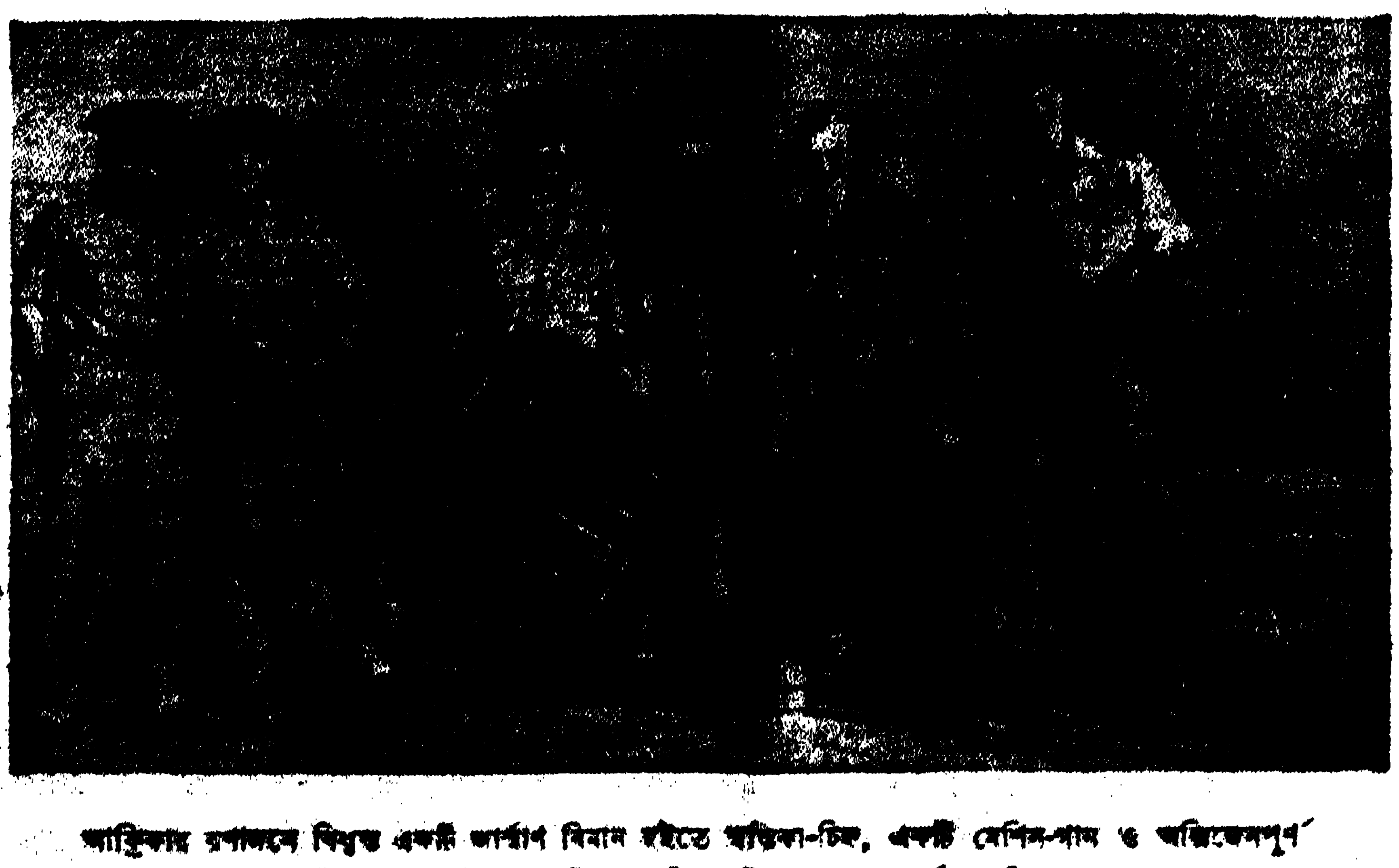

আফ্রিকার রণাঙ্গনে বিধ্বস্ত একটি জার্ম্মাণ বিমান হইতে মানচিত্র-চিত্র, একটি মেশিন-গান ও অক্সিজেনপূর্ণ দুইটি বোতল বৃটিশ বৈমানিকগণ বিজয়-চিহ্ন স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

প্রশান্ত-মহাসাগরীয় রণক্ষেত্র

বহু জাপ সৈন্য হতাহত

এক চীনা সৈণ ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ইউনান সীমান্ত বরাবর অভিযান চালাইতে গিয়া চীনা সৈন্যদের আক্রমণের ফলে জাপানীরা ভীষণভাবে হতাহত হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম হইতে তাহারা আরও নূতন সৈন্য আমদানী করিতেছে। সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। সালুইন নদী ধরিয়া জাপানীরা লয়লেনের পূর্ব্ব দিকে ট্যাঙ্ক ও বিমানের সহযোগিতায় লুংলিং অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে, এবং লুংলিং-এর উপর আক্রমণ চালাইতেছে।

লুংলিংএ জাপ সৈন্যদলের উপস্থিতি

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা একজন সামরিক মুখপাত্রের অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন যে, মান্দালয় রণাঙ্গনে চীনা সৈন্যদল এখনও শহরের ঠিক উত্তরে জাপানীদের সহিত লড়াই করিতেছে। ভামো ও মিচিনায় এখনও সামান্য যুদ্ধ চলিতেছে। এখানে চীনা সৈন্যদের সংখ্যা অতি অল্প; কারণ জাপানীরা এই দুইটি শহর দখল করিয়া লইয়াছে। য়ুনান ভেদ করিয়া জাপানীরা যখন অগ্রসর হইতে থাকে, চীনা সৈন্যদল তখন তাহাদের উপর পাল্টা আক্রমণ করিয়া ৩০ মাইল পিছনে হটাইয়া দেয়। জাপানীরা এখন লুংলিং এলাকায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। লুংলিং চিফাং'এর ৪০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে এবং ব্রহ্ম সীমান্ত হইতে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত।

জাপ অগ্রগতি প্রতিহত

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মান্দালয়ের ১২০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে লয়লেম হইতে যে জাপ সৈন্যদল সীমান্ত ধরিয়া সালুইন নদীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তাহাদের অগ্রগতি রোধ করা হইয়াছে। প্রথম বাধা প্রাপ্ত হইয়া জাপানীরা ট্যাঙ্কের সাহায্যে কংকুম আক্রমণ করে, কিন্তু তাহাদের এই আক্রমণ প্রতিহত করা হয়। নূতন সৈন্য ও বিমানের সাহায্যে জাপানীদের অগ্রসর হইবার তৃতীয়বারের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ করিয়া দেওয়া হয়। এবারেও জাপানীরা পরাজয় স্বীকার করে। জাপানীদের দুইশত সৈন্য হতাহত হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব চীনে জাপ আক্রমণ

এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব চীনে জাপানীরা এখন চেকিয়াং প্রদেশে আক্রমণ চালাইতেছে। জাপ সৈন্যবাহিনীর একটি অংশ সাওসিন্ হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতেছে। চীনারা ইচাং'এর প্রান্তবর্ত্তী দুইটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের উপর হানা দিয়াছে।

এক হাজার জাপ সৈন্য নিহত

হাঙ্কাওয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে মিয়েনইয়াং রণাঙ্গনে চীনা সৈন্যগণ ৫ দিন ব্যাপী যুদ্ধের পর এক জাপ সেনাদলকে বিতাড়িত করিয়াছে।

এক হাজার জাপ সৈন্য নিহত হইয়াছে; অবশিষ্ট জাপ সেনারা নিজেদের পূর্ব্ব ঘাঁটিতে দ্রুত সরিয়া যাইতেছে।

জাপানী জাহাজ নিমজ্জিত

কয়েকখানি নৌ-বিভাগীয় পোতের সাহায্যার্থে একখানি বিরাট জাপ বাণিজ্যপোত "দক্ষিণ অঞ্চলে অর্থনৈতিক কার্য্যে ব্যাপৃত" লোকদিগকে লইয়া দক্ষিণ চীনা সমুদ্রের পূর্ব্ব অঞ্চল দিয়া যাইবার সময় টর্পেডোর আক্রমণে জলমগ্ন হইয়াছে। এযাবৎ ৫৪১ জনের জীবন রক্ষা পাইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

মিত্রপক্ষীয় বিমানবহর আম্বোইনায় শত্রুর জাহাজ আক্রমণ করে এবং একটি ৩,০০০ টনের জাহাজ ডুবাইয়া দেয় ও যথাক্রমে ৩,০০০ ও ২,০০০ টনের অন্য দুইটি জাহাজের উপর সরাসরি বোমার আঘাত করে। জাহাজঘাটে আগুন জ্বালাইয়া দেওয়া হয়।

সালুইন নদীর পশ্চিমতীর ধরিয়া জাপ বাহিনী অগ্রসর

এক চীনা ইস্তাহারে প্রকাশ,—জাপ বাহিনী সালুইন নদীর পশ্চিম তীর ধরিয়া লুংলিং হইতে উত্তর-পূর্ব্ব-দিকে অগ্রসর হইতেছে। টেংচাঙের জাপ বাহিনীর সহিত সংযোগ স্থাপন করাই উহাদের উদ্দেশ্য।

জাপবাহিনীর কুইটেং দখল

চুংকিং হইতে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম-য়ুনান রাজপথের লুংলিং হইতে উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া জাপ সৈন্যরা গত ১১ই মে কুইটেং দখল করিয়াছে। এই শহরের আসেপাশে তুমুল যুদ্ধ চলিয়াছিল। ব্রহ্ম রাজপথে জাপবাহিনীকে চীনাদের নিকট হইতে প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

আসামে আবার বোমাবর্ষণ

একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, ১৬ই মে শনিবার প্রাতে পূর্ব্ব-আসামের মফঃস্বলের একটি শহরে শত্রু বিমান বোমাবর্ষণ করিয়াছে। হতাহতের সংখ্যা খুবই সামান্য এবং ক্ষতির পরিমাণও খুব অল্প।

জাপানীদের পশ্চাদপসরণ

চীনা সামরিক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, একটি জাপানী সেনাদল লুংলিং হইতে সালুইন নদীর পশ্চিম তীর দিয়া উত্তর-পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইতেছিল; এই সেনাদলকে হটাইয়া চীন-ব্রহ্ম পথে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এই দলের অর্দ্ধেক সৈন্য চীনাদের হস্তে প্রাণ হারাইয়াছে।

ব্রহ্ম-ইউনান সীমান্তে

ব্রহ্ম-ইউনান সীমান্তে চীনারা চুংকিংয়ের ৬২৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সালুইন নদীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী কেংচুং ও লুংলিংয়ের জাপানীদের উপর আক্রমণ চালাইয়াছে। চেকিয়াংয়ে জাপানীরা শাওসান হইতে চাপ দিতেছে। প্রকাশ যে, জাপ বাহিনী চেকিয়াংয়ের রাজধানী কিংওয়াকুয়ের ৫০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে চুকি নামক স্থানে পৌঁছিয়াছে।

পশ্চিম ইউনানের পাওসান হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, চীনাদের পাল্টা আক্রমণে ঐ অঞ্চলে জাপ বাহিনীর চাপ হ্রাস পাইয়াছে।

চীনা বাহিনী জাপ-অধিকৃত অঞ্চল কুইচেং, লুংলিং ও মাংশিতে কর্ম্মতৎপর রহিয়াছে।

কুনমিং হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, সাহায্যার্থ আগত চীনা সৈন্য বাহিনী বহু স্থানে সালুইন নদী অতিক্রম করিয়াছে।

চিন্দুইন নদীর উভয় তীরে জাপ সৈন্যদের অবতরণ

এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে,—"ব্রহ্মে সাম্রাজ্য বাহিনীর গতিবিধি জাপানীর সংস্পর্শ দ্বারা ব্যাহত হয় নাই। জাপ সৈন্যদল কালেওয়ার নিকটে চিন্দুইন নদীর উভয় তীরে বিনা বাধায় দুই এক স্থানে অবতরণ করিয়াছে। কালেওয়া হইতে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যগণ কয়েকদিন পূর্ব্বে পশ্চাদপসরণ করিয়াছে।"

অন্যান্য রণাঙ্গনের সংবাদ

জার্ম্মাণ কনভয়ের উপর আক্রমণ

বৃটিশ বিমান বিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে,—উপকূলবর্ত্তী বিমানসমূহ ফ্রিজিয়ান দ্বীপপুঞ্জের অদূরে জার্ম্মাণীর দুইটি কনভয়ের উপর দিবাভাগে আক্রমণ চালায়। কনভয় দুইটি বিশেষভাবে সুরক্ষিত করিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছিল। অন্যান্য বহরের তিনটি বোমাবর্ষণে জাহাজে আগুন ধরিয়া যায় এবং আরও কয়েকখানি জাহাজে আঘাত লাগে।

মাল্টার উপর প্রতিপক্ষের বিমান ক্ষতি

সম্প্রতি মাল্টার উপর একদিনের ২১খানা বিমান ধ্বংস অথবা খারাপ করা হয়। প্রতিপক্ষের ৬খানা বোমারু ও ৫খানা জঙ্গীবিমান ধ্বংস হয় এবং অন্যান্য ১০খানা বিমান খারাপ করা হয়। এই দিনকার ক্ষতি ধরিয়া এই মাসে প্রতিপক্ষীয় মোট ৭৪খানা বিমান নিশ্চিতভাবে ধ্বংস করা হইল। আর যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত ৫২৭খানা প্রতিপক্ষীয় বিমান মাল্টার উপরে ধ্বংস হইল।

ভূমধ্যসাগরে নৌসংগ্রাম

বৃটিশ নৌ-বিভাগ হইতে নিম্নোক্ত ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে:—

আমাদের ৪খানি ডেষ্ট্রয়ার পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে জার্ম্মাণ বিমান বাহিনী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। লাইভলি নামক জাহাজখানিতে (লেঃ কম্যাণ্ডার হসি) সরাসরি আঘাত লাগে এবং ডুবিয়া যায়। অপর তিনখানি ডেষ্ট্রয়ারের উপরও ঐদিন অপরাহ্ণে জার্ম্মাণ বিমান হানা দেয়। জ্যাকেল নামক জাহাজখানি (কম্যাণ্ডার লোন টাইজেন) ও কিপসিং নামক জাহাজখানিতেও (কম্যাণ্ডার টালেয়ার কোর্ড) সরাসরি আঘাত লাগে। "কিপসিং" জলমগ্ন হয়; "জ্যাকেল"কে টানিয়া লইয়া যাওয়া হয়; কিন্তু উহাকেও রক্ষা করা অসম্ভব বিবেচনায় ডুবাইয়া দিতে হয়।

"লাইভলি", "কিপসিং" ও "জ্যাকেলের" যে সকল লোক হতাহত হইয়াছে, তাহাদের আত্মীয়স্বজনদিগকে যথাসম্ভব শীঘ্র খবর দেওয়া হইবে। জানা গিয়াছে যে, এই সকল জাহাজের ৫ শতাধিক লোক রক্ষা পাইয়াছে। কাজেই হতাহতের পরিমাণ খুব বেশী হইবে না। এই বিমান আক্রমণকালে জার্ম্মাণদের একখানি বিমান ধ্বংস হইয়াছে, দুইখানি জখম হইয়াছে।

পল্লী-অঞ্চলে ম্যালেরিয়া-নিবারণী প্রচেষ্টা

জন-স্বাস্থ্য বিভাগের উপদেশ

সম্প্রতি বাঙলা দেশের স্যানিটারী বোর্ড কর্ত্তৃক গৃহীত একটি প্রস্তাব অনুসারে বাঙলা গভর্ণমেণ্টের জন-স্বাস্থ্য বিভাগ এই প্রদেশের পল্লীবাসীদের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, গ্রামে মাটীকাটা গর্ত্ত থাকিলে তাহা পল্লীবাসীর স্বাস্থ্যের ও স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার বিশেষ হানিকর। এই সমস্ত গর্ত্তই মশক সৃষ্টির প্রধান স্থান এবং মশকেই ম্যালেরিয়ার বীজ ছড়ায়। পল্লীবাসীরা এই সমুদয় গর্ত্ত ভরিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা অবশ্য করিবে এবং সমস্ত গ্রামবাসীর জন্য একটি গর্ত্ত খননের ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে দুইটি বিষয়ে সকলের সুবিধা হইবে। প্রথমতঃ এইরূপ "সর্ব্বসাধারণের গর্ত্ত বড় আকারের হইবে এবং ইহাতে মানুষের পানীয় জলের পুষ্করিণীর কাজ হইবে এবং পানীয় জলের অভাব দূর হইবে; দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্যদ্রব্য মাছ ইহার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে চাষ করা যাইতে পারিবে। এইরূপে মাছের চাষ করিলে তাহাতে শুধু আর্থিক সম্পদই বাড়িবে না, পক্ষান্তরে স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে; কারণ এই সমুদয় মৎস্য পুষ্করিণীতে মশক ডিমগুলিকেও নষ্ট করিয়া ফেলিবে।

দৈনিক ১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড খরচ

বৃটেনের যুদ্ধ ব্যয়ের পরিমাণ

চলতি আর্থিক বৎসরের প্রথম ৩২ দিনে বৃটেনে যুদ্ধ ব্যয় বাবদ মোট ৪৮ কোটি ২৫ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। এই হিসাবে দৈনিক খরচ হইয়াছে প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড।

বৃটেনের তামার মুদ্রা, যথা এক পেনী, আধ পেনী ও সিকি পেনীতে (ফার্দিং) টিনের ভাগ এখন হইতে খুব কমাইয়া দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। ১৯২২ সাল হইতে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত এই সমস্ত তামার মুদ্রায় শতকরা ৩ ভাগ টিন মিশান থাকিত। এখন হইতে ঐ টিনের পরিমাণ কমাইয়া উহা শতকরা আধ ভাগ করা হইবে। টিনের বদলে তামা ও দস্তার ভাগ বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। যুদ্ধের প্রয়োজনে টিন মজুত রাখার জন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মফঃস্বল অঞ্চলে বাড়ীভাড়া সমস্যা

নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারী ব্যবস্থা

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রচারিত এক প্রেসনোটে বলা হইয়াছিল যে, যে সব এলাকায় বিপদের আশঙ্কা হইয়াছিল, সেইসব এলাকা হইতে বহু সংখ্যক লোক দেশের অভ্যন্তরভাগে চলিয়া যাওয়ার ফলে দেখা যায় যে, বাড়ীভাড়া অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই সময়ে বাড়ীর মালিকদিগকে তাহাদের দেশবাসীর অসুবিধার সুযোগ লইতে দেওয়া উচিত নহে এবং সরকার ভূস্বামীদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতি উদ্গ্রীব হওয়া সত্ত্বেও বাড়ীভাড়ার ব্যাপারে অতিরিক্ত লাভ বন্ধ করার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। উক্ত প্রেসনোটে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, বাড়ীর ন্যায্য ভাড়া নির্দ্ধারণ এবং ভাড়াটিয়াদিগকে উচ্ছেদ হইতে রক্ষার জন্য কণ্ট্রোলার নিয়োগের জন্য ও বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণের জন্য গভর্ণমেণ্ট একটি আদেশ জারীর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার পর "১৯৪২ সালের বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ আদেশ" জারী করা হইয়াছে এবং কলিকাতা শহর এবং পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জিলা ছাড়া বাঙলার সর্ব্বত্র উহা বলবৎ হইয়াছে। উক্ত আদেশের প্রধান প্রধান বিধানগুলি এইরূপ:—

(১) "নির্দ্দিষ্ট তারিখে" যে ভাড়া দেওয়া হইয়াছে অথবা বাড়ী খালি থাকিলে "নির্দ্দিষ্ট তারিখে" যে ভাড়া দেওয়া হইত, তাহার শতকরা কুড়ি টাকার বেশী কোন ভূস্বামী ভাড়া আদায় করিতে পারিবেন না। দার্জ্জিলিং জিলার জন্য এই "নির্দ্দিষ্ট তারিখ" হইতেছে ১৯৪০ সালের ১লা ডিসেম্বর এবং বাঙলার অন্যান্য জিলার জন্য "নির্দ্দিষ্ট তারিখ" হইতেছে ১৯৪১ সালের ১লা ডিসেম্বর।

(২) ঐ নির্দ্দিষ্ট তারিখ হইতে কোন বাড়ীর মালিক বাড়ীভাড়ার জন্য অথবা কোন বাড়ীর নূতন করিয়া লীজ দেওয়ার জন্য কোনরূপ সেলামী লইতে পারিবেন না।

(৩) নির্দ্দিষ্ট তারিখে যে সব বাড়ী ভাড়া হয় নাই, সেই সব বাড়ী ভাড়া দিতে ইচ্ছা করিলে অথবা যে সব ভাড়াটিয়াকে নির্দ্দিষ্ট তারিখের পর এইরূপ কোন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার ভাড়া নির্দ্ধারণের জন্য কণ্ট্রোলারের নিকট আবেদন করা যাইবে এবং যেরূপ চুক্তিই থাকুক না কেন বাড়ীর মালিক কণ্ট্রোলারের নির্দ্ধারিত ভাড়ার শতকরা কুড়ি টাকার অতিরিক্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৪) যদি কোন ভাড়াটিয়া ৬ মাস হইতে ১ বৎসর পর্য্যন্ত তাহার বাড়ীভাড়ার কাল বর্দ্ধিত করিতে চাহেন, তাহা হইলে যে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য তিনি বাড়ী ভাড়া করিয়াছিলেন তাহা শেষ হইবার অন্ততঃ ১ মাস পূর্ব্বে বাড়ীর মালিককে একটি লিখিত বিজ্ঞপ্তি দ্বারা তাঁহার ইচ্ছা জানাইতে হইবে। মালিকের নিকট এইরূপ বিজ্ঞপ্তি পৌঁছাইবার সময় হইতেই উহাতে যতদিন সময়ের উল্লেখ থাকিবে, ততদিনের জন্য বাড়ীভাড়ার কাল বর্দ্ধিত হইল বলিয়া ধরা হইবে। মালিক ভাড়াটিয়াকে ঐ সময়ের মধ্যে আর বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করিতে পারিবেন না। তাহা করিতে হইলে তাহাকে ঐ বিজ্ঞপ্তি পাইবার ১৫ দিনের মধ্যে কণ্ট্রোলারের নিকট এক দরখাস্ত করিয়া ভাড়ার কাল বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কণ্ট্রোলারের এক আদেশ হাছিল করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৫) যদি কণ্ট্রোলারের আদেশ জারী হইবার ১০ দিনের মধ্যে মালিক ঐ পরিত্যক্ত বাড়ীর দখল না লয়, অথবা ২ মাস গত হইবার মধ্যেই উহা অপর কোন ব্যক্তিকে ভাড়া না দেন, তাহা হইলে পূর্ব্ব ভাড়াটিয়ার নিকট হইতে তাহার ঐ বাড়ী ত্যাগের ৩ মাসের মধ্যে কোন দরখাস্ত পাইলে উহার উপর কণ্ট্রোলার তাহার পূর্ব্ব আদেশ বাতিল করিয়া ঐ ভাড়াটিয়াকেই পুনরায় বাড়ীতে অবস্থান করিতে দিতে বলিয়া ও তিনি যেমন সঙ্গত মনে করেন সেই পরিমাণ ক্ষতিপূরণ ভাড়াটিয়াকে দিতে বাধ্য করিয়া মালিকের উপর এক নূতন আদেশ জারী করিতে পারেন।

গত ৩১শে মার্চ্চ (১৯৪২) তারিখের এক সরকারী আদেশ অনুযায়ী বিভিন্ন মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হাকিমগণই ঐ সকল মহকুমায় "১৯৪২ সালের বঙ্গীয় বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আদেশের" বিধানে কণ্ট্রোলাররূপে কার্য্য করিতে নিযুক্ত হইলেন। শুধু বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী, দিনাজপুর, রাজশাহী, জলপাইগুড়ি, মালদহ প্রভৃতি জেলার সদর মহকুমাগুলিতে সিনিয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটরাই কণ্ট্রোলাররূপে কার্য্য করিবেন। ব্যারাকপুরের সার্কেল অফিসারই ঐ মহকুমার কণ্ট্রোলাররূপে কার্য্য করিবেন। দার্জ্জিলিংয়ের ডেপুটি কমিশনার ঐ জেলার সদর মহকুমার কণ্ট্রোলারের পদে থাকিবেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাড়ীভাড়া নিয়ন্ত্রণের বিধান কার্য্যে পরিণত করিবার সকল ব্যবস্থাই করা হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় এই প্রদেশের যে কোন জায়গায় বাস করিবার জন্য কাহাকেও আর অত্যধিক পরিমাণে বাড়ীভাড়া দিতে হইবে না। উপরোক্ত ব্যবস্থা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে বাড়ীভাড়া হ্রাস হইতেছে না বলিয়া সংবাদপত্রাদিতে সম্প্রতি নানা অনুযোগ করা হইতেছে। কিন্তু এই সব অভিযোগ মোটেই সঙ্গত নয়। মনে রাখিতে হইবে যে, বিধান অনুযায়ী অত্যধিক বাড়ীভাড়ার যে হ্রাস সাধন হইবার কথা, তাহা সম্ভব করিবার জন্য অসুবিধা-গ্রস্ত ভাড়াটিয়াকেই অগ্রণী হইতে হইবে; কণ্ট্রোলার অথবা অন্য কোন সরকারী কর্ম্মচারী এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়া কিছুই করিতে পারেন না। যদি ভাড়াটিয়াগণই ভাড়া হ্রাসের জন্য দরখাস্ত না করেন, তাহা হইলে উহা করিতে পারে না। এই কথাটি জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করা দরকার। আশা করা যায় যে, সংবাদপত্রসমূহ এই বিষয়ে সাহায্য করিবেন।

মিঃ আর. জে. হচিংসের শূন্য আসন পূরণের জন্য কলিকাতা ও শহরতলী ইউরোপীয়ান নির্ব্বাচন কেন্দ্রের উপনির্ব্বাচনে মিঃ জে. এ. পাওয়েল বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মোটর গাড়ার টায়ার

বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা

১৯৪২ সনের টায়ার হস্তান্তরের সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা দ্বারা মোটরকার প্রভৃতির চাকায় ব্যবহারের জন্য অব্যবহৃত টায়ার বা টিউব যথাযোগ্য কর্ত্তৃপক্ষের প্রদত্ত অনুমতি ব্যতিরেকে বিক্রয় বা হস্তান্তর করা নিষেধ করা হইয়াছে। এই আদেশ প্রচারিত হইবার পরই প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট বহুসংখ্যক দরখাস্ত পাইয়াছেন, তাহাতে দরখাস্তকারিগণ অনুমতি পাওয়ার প্রার্থনা করিয়াছে। সুতরাং জনসাধারণকে প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দেওয়া গভর্ণমেণ্ট সমীচীন মনে করেন।

গভর্ণমেণ্টের এই আদেশ প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য হইল টায়ার ও টিউবের বিক্রয় সঙ্কোচ করা এবং তাহার দ্বারা স্থানীয় মজুত মালের পরিমাণ অক্ষুণ্ণ রাখা ও রবারের ব্যবহার সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া। কারণ শুধুমাত্র অপরিহার্য্য প্রয়োজনের জন্য যতটা নিতান্ত প্রয়োজন সেই পরিমাণ রবার পাওয়া যাইবে। কাজেই রবার খরচায় মিতব্যয়িতা আনয়ন করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রকৃত প্রয়োজন বিশেষ জরুরী বিবেচিত হইলে কেবলমাত্র সেই সময়ে এবং যে টায়ার-টিউব বদলাইবার অভিপ্রায়ে নূতন টায়ার-টিউব প্রয়োজন, সেগুলি মেরামতের অযোগ্য প্রমাণ করিতে পারিলে গভর্ণমেণ্ট অনুমতিপত্র দিবেন। মোটর মেরামতের অনুমোদিত কোন কারখানা হইতে উপযোক্ত বিষয় নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে।

অতএব যাহারা অনুমতি চাহিয়া দরখাস্ত দিতেছে তাহাদিগকে জানান যাইতেছে যে, উপরোক্ত বিশেষ বিবরণ-গুলি দরখাস্তে উল্লেখ না করিলে ঐ সমস্ত দরখাস্ত বিবেচনায় বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং অনুমতি না পাওয়ার আশঙ্কাও আছে।

ব্রহ্মদেশ হইতে আগত দুর্গত আশ্রয়প্রার্থীদিগকে মাননীয় গোবিন্দ শামশের জঙ্গ বাহাদুর রাণা যে সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা উপলব্ধি করিয়া নেপালের রাণা মাননীয় জেনারেল মোহন শমশের জঙ্গ বর্ম্মা হইতে আগত দুর্গত আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্যের জন্য দার্জ্জিলিং-এর ডেপুটী কমিশনারের তত্ত্বাবধানে ৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

এ আর্ পি পাব্লিসিটি ও ইনফরমেশন ব্যুরোসমূহ

কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক—শিক্ষা ও প্রচার বিভাগ দ্বারা সংগঠিত

এ আর্ পি সম্পর্কে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্পোরেশনের শিক্ষকগণ এই সমস্ত ব্যুরোর তত্ত্বাবধান করেন এবং নিম্নলিখিত ঠিকানায় অবস্থিত বিভিন্ন ফ্রি প্রাইমারী স্কুলসমূহে অবস্থিত প্রত্যেক ব্যুরোতে বালির বস্তা কিনিতে পাওয়া যায় এবং এ আর্ পি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণাদিও এখানেই জানা যাইবে। এই সমস্ত ব্যুরোর কাজকর্ম সম্পর্কে আরও বিস্তৃত বিবরণাদি এই ঠিকানায় জানা যাইবে—অফিসার অন্ পি পাব্লিসিটি ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা কর্পোরেশন, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

৭, বিন্দুবোস লেন	২৪/২, পাথরী রোড
১/২, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট লেন	১০, কমুডেণ্ট লেন
৪২এ, বনমালী সরকার ষ্ট্রীট	১, মার্কাস এভেনিউ
২০/১বি, বৃন্দাবন বসাক লেন	১৪এ, সোবার্টস লেন
১০-২-এ, গৌরীবাড়ী লেন	২, সারকুলার গার্ডেন রোড
১৩, স্বরূপ ঘটকদার লেন	২৭/বি, বেলীগঞ্জ রোড
২১-বি, দর্জি মিস্ত্রি ষ্ট্রীট	৮, ক্যাথিড্রাল স্কুল রোড
১/৫, রাজা নবীনের ষ্ট্রীট	২৩/ডি, ই, কালীঘাট রোড
৬৯-বি, আমহার্ষ্ট রো	৭/১, মহেশপুর রোড
৮-বি, গঙ্গানারায়ণ দত্ত লেন	১১/সি, শরৎ বোস রোড
১৮, শিব ঠাকুর লেন	৮৬, পাইপ রোড
২৩-১, টাউনসেণ্ড ক্যানাল ষ্ট্রীট	১৯/১, মনসাতলা লেন
৩৭-১, বীডন ষ্ট্রীট	১০, মমিনপুর রোড
১০, সিমলা ষ্ট্রীট	১৬, মোমিনপুর রোড
৭/১ডি, গোপালচন্দ্র লেন	১৬/এ ও বি, মার্ণ রোড
১২, মদন দত্ত ষ্ট্রীট	১৩/১, নেপাল ভট্টাচার্য্য ষ্ট্রীট
৫৬, পুঁটিগোপাল মল্লিক লেন	১২৪/১, গার্ডেনরিচ রোড
১০/বি, পাথুরিয়াঘাটা লেন	২/১, রামচন্দ্রপুকুর সেকেণ্ড লেন
৪০, মির্জাপুর ষ্ট্রীট	২৪, ভবানীপুর রোড
৮, নিতাইবাবু লেন	৫৮, উঁচা ঘাট লেন
৩৪, হুরোনিয়াম ষ্ট্রীট	১১/বি, জয়নারায়ণ চক্রবর্ত্তী লেন
১৯, চোরবাগান ষ্ট্রীট	২৪, কাঁকুড়গাছি সেকেণ্ড লেন
৩১, আমিরুদ্দিন ষ্ট্রীট	২৫/বি, বেলগাছিয়া রোড
৫৭, দুর্গাচরণ ডাক্তার রোড	৬, অভিনন্দন ঘোষ লেন
১৫/১, বেন্টিঙ্ক লেন	১, রামনাথ বিশ্বাস লেন
৩৭, বীডনষ্ট্রীট রোড	৪২/৮, কাশীনাথ দত্ত রোড

এ আর্ পি পাব্লিসিটি সাব-কমিটি, পাবলিক রিলেশন্স কমিটি, বেঙ্গল, কর্ত্তৃক প্রচারিত এবং ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন এই বিজ্ঞাপনের খরচ বহন করিবেন।

চীনে ভ্রাম্যমান বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রদল ও অধ্যাপকগণের অদম্য উৎসাহ

চীনের ছাত্রদলের সমুদ্র তীরবর্তী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ হইতে চুংকিং অঞ্চলে সম্প্রসারণকে পল রোবিন্স "রিডার্স ডাইজেষ্ট" নামক সংবাদপত্রে শিক্ষার ইতিহাসে অভিনব বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন, দশ হাজার নাগরিকের মধ্যে কেবল মাত্র একজন চীন দেশীয় লোক কলেজে গিয়া থাকে। ভবিষ্যতে চীনদেশের নেতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া চিয়াং কাইশেক যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় বিদ্যায়তন ও ছাত্রগণকে যুদ্ধে যোগদান না করিয়া শিক্ষা কার্য্য চালু রাখিবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। জাপানীগণ সঙ্গে সঙ্গে কলেজগুলির উপর বোমা নিক্ষেপ করে এবং যুদ্ধের পূর্ব্বে কার ১০৮টি কলেজের মধ্যে ৭৫টি কলেজ বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য করে।

বিদ্যায়তনের কর্ত্তৃপক্ষ এবং ছাত্রদল বিশেষ বীরত্ব সহকারে শিক্ষাদানের সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম সহ পথহীন পর্ব্বত এবং ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত অঞ্চলের মধ্য দিয়া ৮,৫০০ শত মাইল পথ অতিক্রম করে। অনুরূপ উৎসাহ সহকারে তাহারা নাংকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাধীনভাবে প্রজনিত গাভীকে খাদ্য সহ হাজার মাইল দূরবর্ত্তী নূতন চুংকিং অঞ্চলে লইয়া আসে।

এই প্রবন্ধের লেখক চুংকিং নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে, জাপানী বোমায় "সায়েন্স হল" ধূলি ও ধোঁয়ায় পরিণত হইয়াছে। আবেরিকান ছাত্রদলের দানে এই ভবন নির্ম্মিত হইয়াছিল। উদ্ধারকারী দল ১৯টি ছাত্রের দেহ খনন করিয়া তোলে; কিন্তু তার ভিতর হইতে একজন অধ্যাপক ধীরভাবে বলিয়া উঠেন, "আগামী কল্য যথারীতি ক্লাশ বসিবে"।

চিঙটিয়াং যাওয়ার পথে লেখকের সহিত চউ নামক একজন ছাত্র-দলপতির সাক্ষাৎ হয়। এই দলে ৬০ জন ছাত্র ছিল। ইহারা ছয়বার কলেজের স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছে এবং ৭ম বারের জন্য স্থান নির্ব্বাচন করিতেছে। ছাত্রদিগের থাকিবার ভবন বাঁশ ও কাদা দ্বারা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। শীতের মাঝামাঝিও উহা বাসের অনুপযুক্ত নহে এবং জেলের দল কাঠের তক্তার উপর বস্ত্র শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে। বৃক্ষফল হইতে প্রস্তুত তৈল দ্বারা তাহারা আলো জ্বালায়। চারিদিক খোলা একটি খড়ের ঘরের নীচে দাঁড়াইয়া শীতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় প্রবন্ধ-লেখক ছাত্রদিগের সহিত স্যুপ, তরকারী এবং ভাত খাইয়াছেন। ছাত্রগণের আহার যাহা সাধ্য, খরচ হিসাবে দিয়া থাকে।

এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন কার্য্য গত ১৯৩৫ সাল হইতে সুরু হয় এবং ছাত্রদল প্রথমে পুরাতন মন্দির, ভদ্রলোকের বাসগৃহ এবং পর্ব্বত গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে। পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে খুব অল্পসংখ্যক গ্রন্থ আনাই সম্ভবপর হইয়াছে এবং মুখেমুখেই অধিকাংশ শিক্ষা প্রদান করা হইয়া থাকে। একজন অধ্যাপক বলেন, "ছাত্রগণ রেল পথ নির্ম্মাণ করিয়া রেল পথ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জ্জন করে"।

উত্তর চীনের আশ্রয়প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্টের অফিসে দুইটি ছবি ঝোলানো আছে। প্রেসিডেণ্ট বুঝাইয়া দিলেন, প্রথমটি পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছবি; বর্ত্তমানে উহা জাপানীদের হাতে। দ্বিতীয় ছবিখানি নূতন আঁকা নক্সা। প্রবন্ধ-লেখক প্রেসিডেণ্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যুদ্ধের পর পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরিয়া যাইবার তাঁহার বাসনা আছে কি না। তিনি জবাব দিলেন "অবশ্যই যাইতে হইবে; এই অঞ্চলেও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন ছিল"।

এক সরকারী বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, সামরিক এলাকার বহির্ভূত এলাকা সঙ্কুচিত হওয়ার ফলে কোন অসামরিক শাসনকার্য্য পরিচালনা করা অসম্ভব হওয়ায় ব্রহ্মের গভর্ণর বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে ভারতে চলিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মন্ত্রিগণ তৎপূর্ব্বেই ভারতে আগমন করিয়াছেন।

বাঙালী বৈমানিকের দুঃসাহসিক অভিযান

আশ্চর্য্যভাবে সমুদ্র-গর্ভ হইতে উদ্ধার

ভারতীয় বিমানবাহিনীর জনৈক বাঙালী বৈমানিক (ফ্লাইট লেফটেনাণ্ট) ও তাঁর দুইজন সঙ্গী সম্প্রতি বঙ্গোপসাগরে টহল দিয়া ফিরিবার সময় বিমানের কল বিগড়াইয়া সমুদ্রে পতিত হন। সমুদ্রের ঐ স্থানটি হাঙ্গরসঙ্কুল। এই বিপদ্‌সঙ্কুল অবস্থাতেও বৈমানিক তিনজন সাহসের সহিত সাঁতরাইয়া অদূরবর্ত্তী একটি সাম্পানে উঠিয়া প্রাণরক্ষা করেন। উক্ত বাঙালী বৈমানিক বিমানবাহিনীতে খুব নামকরা লোক। তিনি কলিকাতার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টারের পুত্র।

উক্ত বাঙালী বৈমানিক উদ্ধার পাইয়া নিজদলে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার এই দুঃসাহসিক অভিযান ও দুর্ঘটনার কথা সবিস্তারে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "আমরা বঙ্গোপসাগরে টহল দিয়া ফিরিতেছিলাম। হঠাৎ আমাদের বিমানটি বিকল হইয়া পড়ে; তখন আমাদিগকে বাধ্য হইয়া বিমান লইয়া সমুদ্রের উপরই অবতরণ করিতে হয়। আমাদের বিমানে যে ডিঙ্গিটি (সমুদ্রে পতিত হইলে বৈমানিকদের প্রাণরক্ষার জন্য এই সমস্ত বিমানে একটি করিয়া রবারের ডিঙ্গী থাকে) ছিল, সেইটিও আমরা হারাইয়া ফেলি, আমাদের উদ্ধারের আর কোন উপায় ছিল না। সাঁতরাইয়া যতদূর যাওয়া যায়। বিমানটি ক্রমশঃ ডুবিয়া যাইতেছে। আমরা তখন বিমানের ডানার উপর উঠিয়া কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় লইলাম। এই সময় অদূরে একটি সাম্পান দেখা গেল, আমরা সাহায্যের জন্য চীৎকার করিয়া সাম্পানের লোকদের ডাকিতে লাগিলাম। কিন্তু মনে হইল উহারা আমাদের কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া উহারা আমাদের উদ্ধারের কোনই চেষ্টা করে না।

"এদিকে বিমানটাও প্রায় তলাইয়া যাইতেছে; বিমানের উপরও আর থাকা চলে না, নিরুপায় হইয়া সমুদ্রেই লাফাইয়া পড়িলাম। প্রায় আধ মাইল সাঁতরাইয়া আমরা সাম্পানটি ধরিলাম এবং উহাতে উঠিয়া প্রাণ বাঁচাইলাম। আমরা যে হাঙ্গরের মুখে না পড়িয়া প্রাণ লইয়া নিরাপদে সাম্পানে আসিয়া উঠিতে পারিয়াছি, এটা আমাদের উপর দৈবানুগ্রহ। সাম্পানে চড়িয়া অতঃপর আমরা তীরে আসিয়া অবতরণ করিলাম। কিছুক্ষণ পর আমরা একটি বিমান দেখিতে পাইলাম। বিমানটি আমাদের সন্ধানেই ঘুরিতেছিল। বিমানটি দেখিবামাত্র আমরা ঐ বৈমানিককে সঙ্কেত জানাইলাম। সঙ্কেত লক্ষ্য করিয়া বৈমানিক আমাদের দেখিতে পাইল এবং অবতরণ করিয়া আমাদের উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিল। আমরা সেই রাত্রেই আবার আমাদের দলে আসিয়া মিলিত হইলাম।"

উক্ত বাঙালী বৈমানিক এই দুর্ঘটনায় কিছুমাত্র নিরুৎসাহ হন নাই। পরদিন সকালেই তিনি পুনরায় বঙ্গোপসাগরে টহল দিতে যান।

পাঞ্জাবী বন্দীদিগের মুক্তিদান

পাঞ্জাব সরকারের উদার নীতি

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট পাঞ্জাবের আট জন বিশিষ্ট কমিউনিষ্ট (তন্মধ্যে দুই জন পাঞ্জাব ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য) বন্দীর মুক্তির আদেশ প্রদান করিয়াছেন। কারণ এখন তাঁহাদের মুক্তি যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে ক্ষতিজনক নহে বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে চারিজন ক্যাম্বেলপুর জেল হইতে এবং বাকি চারিজন ওয়ুরাট স্পেশ্যাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দীদিগের নাম: তেজা সিং স্বতন্ত্র, এম-এল-এ, সোহান সিং জোশ্, এম-এল-এ, ফজল এলাহি কারবান, কারাম সিং মান্নু, আজ্জা সিং ছিনা, ভগত সিং বিলগা, ইকবাল সিং হুন্ডল এবং ফিরোজ দীন মনসুর।

ইহাদের মুক্তি ঘোষণাকালে পাঞ্জাব সরকার এই আশা পোষণ করেন যে, তাঁহাদের উপস্থিতি গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে সাহায্য করিবে।

কুইনাইনের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

সরকারী আদেশ প্রচার

বাঙলা সরকারের প্রধান মূল্য-নিয়ন্ত্রণকারী নিম্নোক্ত আদেশ প্রচার করিয়াছেন :—

ভারতরক্ষা আইনের ৮১ নিয়মের (২) উপপ্রকরণের (খ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে (যাহা ১৯৪২ সনের ১৩ই জানুয়ারীর ৪৬৩পি নং নোটিশ দ্বারা আমাকে দেওয়া হইয়াছে) আমি এতদ্দ্বারা নির্দ্দেশ দিতেছি যে, কলিকাতা শহরে (যাহা ১৮৬৬ সনের পুলিশ আইনের ৩ ধারায় বর্ণনা করা হইয়াছে) আর শহরতলীতে (যাহা কলিকাতা সুবর্ব্বান পুলিশ আইনের ১ ধারা অনুসারে নোটিশ দ্বারা ঘোষিত হইয়াছে) ১৯৪২ সনের ১৫ই মে হইতে কুইনাইনের দাম নিম্নোক্তরূপে নির্দ্ধারিত হইল :—

	নাম।	পাইকারী দাম।
(১)	কুইনাইন সালফেইট পাউডার (বি, পি, ষ্ট্যাণ্ডার্ড)।	৪০।।০ পাউণ্ড প্রতি
(২)	কুইনাইন সালফেইট পাউডার (গভর্ণমেণ্ট ষ্ট্যাণ্ডার্ড)।	৩৯৲ ,,
(৩)	কুইনাইন সালফেইট টেবলেট (বি, পি, ষ্ট্যাণ্ডার্ড)।	৩৸০ প্রতি শত
(৪)	ঐ ..	২৵০ প্রতি ৫০টী
(৫)	ঐ ..	৸৵০ প্রতি ২০টী
(৬)	কুইনাইন হাইড্রোক্লোরাইড পাউডার (বি, পি, ষ্ট্যাণ্ডার্ড)।	৫১৸৵০ প্রতি পাউণ্ড
(৭)	ঐ ..	২৬৲ প্রতি অর্দ্ধ পাউণ্ড বোতল।
(৮)	ঐ ..	১৩।।০ প্রতি ১/৪ পাউণ্ড বোতল।
(৯)	ঐ ..	৩।।৵০ প্রতি ১ আউন্স বোতল।
(১০)	কুইনাইন বাই হাইড্রোক্লোরাইড (বি, পি, ষ্ট্যাণ্ডার্ড)।	৫৬৲ প্রতি পাউণ্ড
(১১)	কুইনাইন বাই হাইড্রোক্লোরাইড পাউডার (বি, পি, ষ্ট্যাণ্ডার্ড)।	২৮৲ প্রতি অর্দ্ধ পাউণ্ড।
(১২)	ঐ ..	১৫৲ প্রতি ৪ আউন্স বোতল।
(১৩)	ঐ ..	৪৲ প্রতি ১ আউন্স বোতল।
(১৪)	কুইনাইন হাইড্রোক্লোরাইড টেবলেট (৫ গ্রেণ) (বি, পি, ষ্ট্যাণ্ডার্ড)।	১০৸০ প্রতি ২৫০ টা
(১৫)	ঐ ..	৪।৵০ প্রতি ১০০টা।
(১৬)	ঐ ..	২।৵০ প্রতি ৫০টা
(১৭)	কুইনাইন বাই হাইড্রোক্লোরাইড টেবলেট B.P. (৫ গ্রেণ) (বি, পি, ষ্ট্যাণ্ডার্ড)।	১১৸৵০ প্রতি ২৫০টা।
(১৮)	ঐ ..	৩৲ প্রতি ১০০টা
(১৯)	ঐ ..	২।।৵০ প্রতি ৫০টা

দ্রষ্টব্য।—(ক) খুচরা বিক্রেতারা উল্লিখিত পাইকারী দরের উপর শতকরা ৬।০ টাকা হারে বেশী দাবী করিতে পারেন।

(খ) কোনও পাইকারী বিক্রেতা কোনও খুচরা বিক্রেতার নিকট একই সময়ে ১ পাউণ্ড বা ১,০০০ টেবলেটের বেশী বিক্রী করিতে পারিবেন না।

(গ) পাইকারকে তাহার ক্রয়-বিক্রয়ের পরিষ্কার হিসাব রাখিতে হইবে এবং প্রতিদিনে তাহার নিকট হইতে যেসব খুচরা ব্যবসায়ীরা জিনিষ কিনিয়াছে তাহাদের নাম ও প্রত্যেকের কাছে সরবরাহকৃত মালের পরিমাণ জানাইয়া একটা নকল দাখিল করিতে হইবে।

খাদ্য ফসলের চাষ বৃদ্ধির আন্দোলন

[৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

করে পোড়ো জমি আবাদ করো। জলের অভাবে কোথাও ফসল কম হবে যদি মনে হয়, তবে পাঁচজনে মিলে সেখানে জলসেচনের ব্যবস্থা কর। অতিবৃষ্টিতে যে সব জমি নষ্ট হয়ে পড়ে আছে, দশজনে মিলে সে সব জমি সাফ করে তারপর চষে ধানের বীজ ছড়াও। অতিবৃষ্টি হওয়ার কোনও জমি যদি জলে ডুবে যায় তার জন্য দশজনে মিলে বাঁধ তৈরী কর এবং জল নিকাশের ব্যবস্থা কর। এ'সব কাজের জন্য গ্রামে গ্রামে চাষীরা একজোট হয়ে কাজ কর; একে অন্যকে সাহায্য করার জন্য চেষ্টা কর। কারুর হয়ত অসুখ হয়েছে, সে জমি চাষ করতে পারে না, অন্যেরা মিলে তার জমি চাষ করে দেবে এবং ফসলের ভাগ হতে তাদের মজুরী নেবে। ফসল কাটবার সময় সকলে মিলে সময় মত ফসল কেটে ঘরে তুলবে, একটা কণাও নষ্ট হতে দেবে না। কেউ যদি লাঙলের অভাবে কিম্বা বলদের অভাবে সব জমি চাষ করতে না পারে, তবে আর দশজনে তাকে লাঙল ও বলদ দিয়ে সাহায্য কর। বীজ ধানের অভাব থাকলে ইউনিয়ন-বোর্ডকে জানাও, তাদের ব্যবস্থা করতে বল। কারুর হয়ত জমি আছে কিন্তু বীজধান নেই, কারুর বীজধান আছে, কিন্তু লাঙল নেই, কারুর মেহনত করিবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু জমি নেই। গ্রামের সকলে মিলে একত্রে বস, একের অভাব অন্যে পূরণ কর, একের দুর্বলতা দশজনে মিলে দূর কর।

ফসল বাড়াবার জন্য জমিদার মহাজনদের দায়িত্ব আছে। ফসল বাড়াতে হলে যা' যা' দরকার, জমিদার মহাজনরা সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন। তাঁদের নিজেদের খাস জমিও তাঁরা ফেলে রাখতে পারবেন না, সেখানে মজুরী দিয়ে মজুর লাগাবার ব্যবস্থা করুন। চাষীরা যাতে দুটি পেটে খেয়ে খুসী মনে জমি চাষ করে, ফসল বাড়াতে পারে, তা' সকলকেই দেখতে হবে। এ দায় শুধু চাষীর নয়, সকলেরই। যুদ্ধে সিপাইদের রসদ বন্ধ করা যেমন দেশের শত্রুর কাজ, চাষীকে সুযোগ সুবিধা না দিয়ে ফসল উৎপাদনে ব্যাঘাত জন্মানও তেমনি দেশের শত্রুর কাজ। জমিদার, মহাজন, ভদ্রলোক সকলকেই এ'কথা মনে রাখতে হবে।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বা বর্গীর হাঙ্গামার কথা হয়ত অনেকেই শুনেছ। গানে, গল্পে, অনেক রকমে দেশবাসী সেই পুরোণ দুর্দিনের কথা মনে করে। জাপানী ও জার্ম্মাণ গুণ্ডাদের আক্রমণ তার চেয়ে কিছু কম নয়, বরং এদের জুলুম অনেক বেশী। কাজেই আজ সময় থাকতে প্রস্তুত হও, ফসল তৈরী করে মজুদ করো, যাতে ছিয়াত্তর সালের মত সঙ্কট না দেখা দিতে পারে। সে যুগে দেশের লোকের চেতনা ছিল না, সংগঠন ছিল না, কাজেই সে যুগে দেশের মানুষ শুধু কষ্টে পড়ে হায় হায় করেছে। দেশ সেদিনের থেকে লেখাপড়ায়, সভ্যতায়, জ্ঞানে ও বুদ্ধি-বিবেচনায় অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। আজ যেন সেই পুরাণো যুগের মত অসহায় ভাবে দেশের মানুষকে সর্ব্বনাশের কবলে পড়তে না হয়।

যুদ্ধের মধ্যে যদি আমাদের খাবারের অভাব ঘটে, তাহলে আমাদের শত্রুকে রুখবার শক্তি কমে যাবে, জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমরা দুর্ব্বল হব। একটা জাতকে যখন অনেক দিন ধরে যুদ্ধ চালাতে হয়, তখন দেশের মধ্যে খাবার অভাব হলে যুদ্ধ চালানো মুস্কিল হয়ে পড়ে। শুধু সৈন্যদের রসদের জন্য নয়, কারণ যত ফসল হবে তার কতটুকুই বা সৈন্যরা খাবে? কিন্তু, দেশের সব লোককে বাঁচিয়ে বাঁচাতে হবে। সাধারণ লোকের মধ্যে যদি অন্নকষ্ট ও হাহাকার চলে, তাহলে জাপানীদের রুখতে আমরা পারব না, বিদেশীরা আমাদের দেশে ঢুকে অত্যাচার চালাবার সুযোগ পাবে। ফসল ছাড়া দেশরক্ষা চলে না।

তাই আজ প্রত্যেক চাষীকে এই আমাদের নিজেদের যুদ্ধের জন্য প্রাণপণে জমি চষে, ফসল ফলাতে হবে।
[illegible]

অন্যদের বুঝিয়ে বল। ফসল বাড়ানোর জন্য সব রকম ব্যবস্থা কর। নিজেদের এলাকার মধ্যে কত জমি আছে, তার হিসাব নাও। এ'বছর কোন্ কোন্ জমি পড়ে থাকার সম্ভাবনা আছে, তা' খুঁজে বের কর। তারপর সেইসব জমির চাষ চালাবার ব্যবস্থা কর। সরকারের আশায় হাঁ করে বসে থেকো না, কিম্বা অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ো না। আজ দেশের সকলে মিলে নিজেদের চেষ্টায়, নিজেদের প্রাণ, নিজেদের ঘরবাড়ী বাঁচাতে হবে। ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকলেই আজ আমরা বাঁচতে পারি, নিজেদের একতার জোরে শত্রুকে তাড়িয়ে নিজেদের দেশকে সুজলা সুফলা করে তুলতে পারি।

আজই পুরোদমে কাজে লেগে যাও। প্রত্যেক গ্রামের চাষীরা নিজে ঠিক কর, ফসল বাড়াবে। সকলে মিলে প্রতিজ্ঞা ক'রে ক্ষেত ভ'রে ধানের বীজ লাগাও, এক হাত জমিও যেন কোথাও পড়ে না থাকে। পাটের মোহ ছাড়ো। পাট খেয়ে কেউ খিদে মেটাতে পারে না। পাট দিয়ে কারুর পেট ভরে না। পাটের বদলে ধান বোনো। তাতে বাঁচতে পারবে, দেশকে বাঁচাতে পারবে।

জাপানীরা যতই দেশের কাছে আসবে, ততই সকলের মধ্যে দেশরক্ষার সাড়া জাগুক। যোদ্ধার মত ক্ষেতের কাজে লেগে যাও। মনে রেখো তোমাদের ক্ষেতের ফসল দেশরক্ষার প্রধান অস্ত্র। আজ যত কষ্টের মধ্যে দিয়েই আমাদের যেতে হোক্, পরিণামে জয় আমাদের হবেই। এ' জয় সরকারের জয় নয়, আমাদের দেশের জনগণের জয়। সেই জয়ের পথ যদি সাফ করতে চাও, তাহলে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার বন্দোবস্ত কর। তোমরাই তা' করতে পার। তোমাদের উপরই আজ দেশের প্রত্যেক মেয়ে পুরুষের জীবন নির্ভর করছে। আজ থেকেই দল বেঁধে লেগে যাও। এ' যুদ্ধে তোমাদের নিজেদের জয়ের জন্য ফসল বাড়াও।

লবণের দাম

সরকারী আদেশে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

সরকার জানিতে পারিয়াছেন যে, কলিকাতার নৌকা-ভাড়া ও কুলির খরচ সম্প্রতি এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, কলিকাতার ব্যবসায়ীরা ১৯৪১ সনের ১৬ই জুনে নির্দ্ধারিত দামে আর লবণ সরবরাহ করিতে পারিতেছেন না। সরকারের প্রধান মূল্য-নিয়ন্ত্রণকারীর নিম্নোক্ত আদেশপত্রে লবণের দর কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত করা হইল।

আদেশ

ভারতরক্ষা আইনের ৮১ ধারার (২) উপপ্রকরণে (খ) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে (যাহা ১৯৪২ সনের ১৩ই জানুয়ারীর ৪৬৩পি নং নোটিশ দ্বারা আমাকে দেওয়া হইয়াছে) আমি এতদ্বারা নির্দ্দেশ দিতেছি যে, কলিকাতা সহরে (যাহা ১৮৬৬ সনের পুলিশ আইনের ৩ ধারায় বর্ণিত হইয়াছে) ও শহরতলীতে (যাহা ১৮৬৬ সনের কলিকাতা সুবার্ব্বান পুলিশ আইনের ১ ধারামতে নোটিশ দ্বারা ঘোষণা করা হইয়াছে) লবণের দাম ১৩ই মে তারিখ হইতে নিম্নোক্তরূপ হইবে:—

জিনিষের নাম।	দাম।
লবণ ..	পাইকারী বাজার দর (মণপ্রতি)—৩৸০ আনা।
	খুচরা (সেরপ্রতি) বাজার দর /৯ পাই।

বিগত ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে বাঙলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট ও ষ্ট্যাম্প যথাক্রমে ৯৯০,১৭০৲ (নয় লক্ষ নব্বই হাজার এক শত সত্তর) টাকা ও ৩৫,২৮৮৷৷০ (পঁয়ত্রিশ হাজার দুইশত আটাশী টাকা আট আনা) বিক্রয় হইয়াছে।

জার্ম্মাণীতে পুনরায় সৈন্য-শোধন

বিশিষ্ট আমেরিকানের অভিমত

রাশিয়ায় ভূতপূর্ব্ব আমেরিকান দূত মি: জোসেফ ডেভিস্-এর মতে হিট্‌লার পুনরায় সৈন্য-শুদ্ধির মতলব করিয়াছেন।

"ওয়াশিংটন পোষ্টে" প্রকাশিত এক বর্ণনায় তিনি বলেন যে, হিট্‌লারের রাইখষ্টাগ বক্তৃতা হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে যে, জার্ম্মাণীর অভ্যন্তরেই হিট্‌লারের শক্তিকে সুস্পষ্টরূপে অস্বীকার করা হইতেছে।

তিনি বলেন, জার্ম্মাণ সৈন্য ও নাৎসী দলের পারস্পরিক সম্পর্ক এতই অবোনতির দিকে চলিয়াছে যে, নাৎসী শাসনের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে।

অবাধ্য জার্ম্মাণগণকে শাস্তি দিবার জন্য হিট্‌লার যে সব নূতন শক্তি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃত পক্ষে জার্ম্মাণ সৈন্যকে সায়েস্তা করিবার উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইবে। তিনি আরও বলেন যে, "তথাকথিত অর্জ্জিত অধিকারের কোনও পরওয়া না করিয়া" হিট্‌লারের এই উক্তি কেবল সৈন্যদের পক্ষেই প্রযোজ্য; কারণ নাৎসী জার্ম্মাণীতে বেসামরিক অধিবাসীদের এই রকম কোনও "অধিকার" নাই।

মি: ডেভিস্ "পদচ্যুতকরণ" কথাটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, ইহা কেবল সামরিক শ্রেণীর সম্পর্কেই ব্যবহৃত হইতে পারে। মূল কথা এই যে, হিট্‌লারের পরিণাম অভ্যন্তরেই ঘুণে ধরিয়াছে।

ডিফেন্স
সেভিংস সার্টিফিকেট কিনুন
সম্পূর্ণ বিবরণ পোষ্ট অফিসে পাওয়া যায়।

—ফেণীতে মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী—

কিছুদিন পূর্ব্বে মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী ফেণী পরিভ্রমণে গিয়াছিলেন। সেখানে বিরাট জনতা কর্ত্তৃক তিনি অভ্যর্থিত হন। চিত্রে দেখা যাইতেছে—জন-সভায় বক্তৃতা করার জন্য মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী দণ্ডায়মান হইয়াছেন।

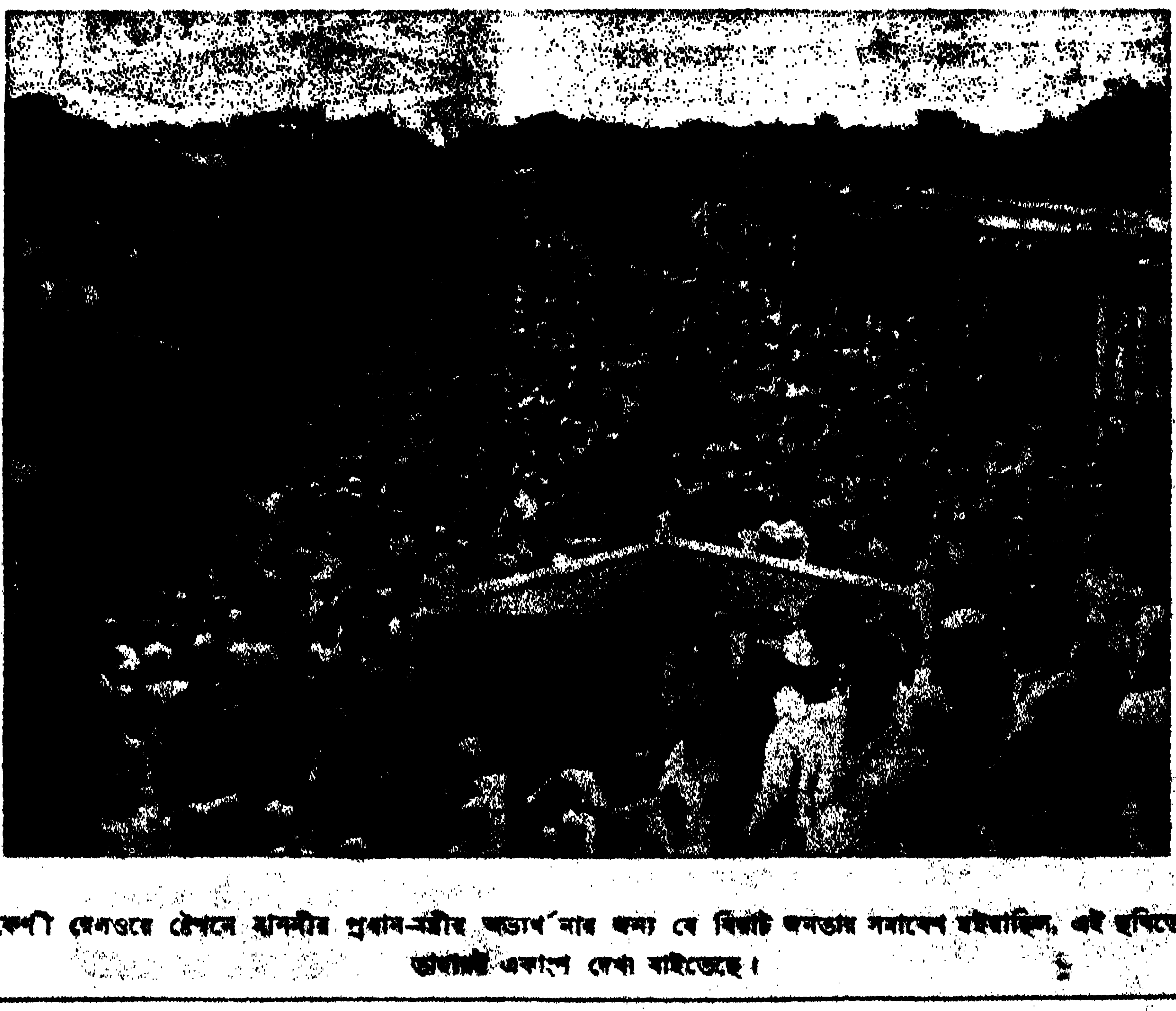

ফেণী রেলওয়ে ষ্টেশনে মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর অভ্যর্থনার জন্য যে বিরাট জনতার সমাবেশ হইয়াছিল, এই ছবিতে তাহারই একাংশ দেখা যাইতেছে।

ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটী

গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এক্‌জিকিউটিভ্ অফিসার নিযুক্ত

ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারগণ তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদনে ক্রটি করায় ও কার্য্যপরিচালনায় তাঁহাদের অক্ষমতার দরুণ উক্ত মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারদিগকে উক্ত পদ হইতে এক বৎসরের জন্য অপসারিত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট ১৯৪২ সালের ২৩শে মার্চ্চ তারিখে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন এবং উক্ত প্রস্তাব উল্লিখিত তারিখের অতিরিক্ত কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইনের ৫৫৪ ধারার ১ উপধারার (খ) প্রকরণের বিধানমতে গভর্ণমেণ্ট ব্যারাকপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটকে মিউনিসিপ্যাল আইনমতে চেয়ারম্যান ও কমিশনারদের করণীয় কার্য্য সম্পাদনের জন্য নিয়োগ করিয়াছেন।

মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন গ্রহণ করিয়া রায় সুকুমার চ্যাটার্জি বাহাদুর এম, বি, ই'কে মিউনিসিপ্যাল আইনের ৬৭ (১) (ঙ) ধারামতে দুই বৎসরের জন্য ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটীর এক্‌জিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন। এই মিউনিসিপ্যালিটীর আয় বৎসরে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা এবং ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ মিউনিসিপ্যালিটী। এজন্য একজন এক্‌জিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তা অনেকদিন হইতেই অনুভব করা গিয়াছিল। মিউনিসিপ্যাল আইনের বিধানমতে গভর্ণমেণ্টের উপর যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, ঐ ক্ষমতার বলে গভর্ণমেণ্ট বস্তুতঃ ১৯৪১ সনের ১১ই আগষ্ট তারিখে একজন এক্‌জিকিউটিভ্ অফিসার নিযুক্ত করার নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। যদিও কমিশনারগণ প্রথমতঃ এই নির্দ্দেশমতে কাজ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, পরে ইহাতে রাজী হওয়ার জন্য তাঁহারা একমত হইয়াছিলেন।

গভর্ণমেণ্ট এখন স্থির করিয়াছেন যে, ঐ মিউনিসিপ্যালিটীর সম্পূর্ণ পরিচালন-দায়িত্ব রায়বাহাদুরের উপর দেওয়া হইবে এবং ব্যারাকপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটকে এই কার্য্যের দায়িত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে। ১৯৪২ সনের ১২ই মে তারিখের ১০১৯ এম নং নোটিফিকেশনে এ বিষয়ে অনুরূপ মর্ম্মে আবশ্যক আদেশ প্রচার করা হইয়াছে। বঙ্গীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্যরূপে রায় বাহাদুর কতিপয় জরুরী পদে কাজ করিয়াছেন, তন্মধ্যে বাঙলা গভর্ণমেণ্টের জন-স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারীর পদ অন্যতম। তিনি বাঙলা দেশের ইনস্পেক্টর-জেনারেল অব রেজিষ্ট্রেশন পদে থাকাকালীন চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন; জাতীয় সেবাকার্য্যেও তিনি যথেষ্ট আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করেন যে, ভাটপাড়া মিউনিসিপ্যালিটীর অধিবাসিগণের সহযোগিতায় তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মিউনিসিপ্যালিটীর পরিচালন-কার্য্য উচ্চ স্তরে আনয়ন করিতে পারিবেন।

ভারতের ডেপুটী কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ

জেনারেল স্যার এলান ফ্লেমিং হার্টলীর নিয়োগ

একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ,—সম্রাট ভারতের ডেপুটী কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ পদে জেনারেল স্যার এলান ফ্লেমিং হার্টলী, কে-সি-এস-আই, সি-বি, ডি-এস-ওর নিয়োগ অনুমোদন করিয়াছেন। সম্প্রতি ভারতের জন্য এই পদের সৃষ্টি হইয়াছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, সামরিক কার্য্যকলাপে কম্যাণ্ডার-ইন-চীফের নিজের দায়িত্ব অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় এই নূতন পদ সৃষ্টি অত্যাবশ্যক হইয়াছে। জেনারেল ওয়াভেল যুদ্ধ ক্ষেত্রে সর্ব্বোচ্চ অধিনায়ক হিসাবে পরিচালনা করিতেছেন। তদ্ভিন্ন ভারত এবং সিংহল রক্ষার ব্যাপারেও তাঁহার দায়িত্ব অপরিসীম। সাম্প্রতিক ঘটনা পরম্পরায় বুঝা গিয়াছে যে, তাঁহাকে অধিকাংশ সময় হেড-কোয়ার্টার হইতে অন্যত্র থাকিতে হইতেছে।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ABU HENA.

Regd. No. C2532.

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা] কলিকাতা, ১লা জুন, ১৯৪২ [এক আনা

বেসামরিক দেশরক্ষা আন্দোলন

কলিকাতায় বহুসংখ্যক সভা-সমিতির অনুষ্ঠান

নাগরিক সাধারণকে জনরক্ষা প্রচেষ্টায় অধিকতর আগ্রহশীল করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় এ-আর-পি কমিটি কলিকাতায় চার দিন ধরিয়া যে "অসামরিক জনরক্ষা আন্দোলন" পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত করেন, তাহা গত ২১শে মে বৃহস্পতিবার প্রাতে আরম্ভ হয়। কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে কলিকাতার মেয়র মিঃ হেমচন্দ্র নস্করের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বাঙলা গভর্ণমেন্টের জনরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় মিঃ সন্তোষকুমার বসু উক্ত আন্দোলনের উদ্বোধন করেন। সভায় বিভিন্ন রাজনীতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট বহু নাগরিক সমবেত হইয়াছিলেন।

মাননীয় মিঃ বসুর বক্তৃতা

মাননীয় মিঃ সন্তোষকুমার বসু বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, বর্ত্তমান আন্দোলনের এই কয়দিনে সবচেয়ে বড় যে কথাটি তাঁহারা বিশেষ জোরের সহিত সকলকে জানাইতে চাহেন তাহা এই যে, বেসামরিক জনরক্ষা ব্যাপারটা জনগণের নিজেদেরই দায়িত্ব এবং জনগণ নিজেরা যদি এই ব্যাপারে আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শন ও সক্রিয় সহযোগিতা না করেন, তবে জনরক্ষার কোন পরিকল্পনাই সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না।

মিঃ বসু অতঃপর বলেন যে, বাঙলার দ্বারদেশে আজ সমূহ বিপদ উপস্থিত। বস্তুতঃ ইতিমধ্যেই বাঙলার একটা শহরে বিমান-আক্রমণ হইয়া গিয়াছে। ঐ শহরের অধিবাসিগণ অপূর্ব্ব সাহস ও নির্ভীক মনোবলের পরিচয় দিয়াছেন; তাঁহাদের এই ধৈর্য্য ও সাহসিকতা বাঙলার অন্যান্য সমস্ত শহরের অধিবাসীদের পক্ষে অনুকরণীয়। এই সময়ে বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাদির বিশেষ কয়েকটি বিষয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে বর্ত্তমানের এই সীমাবদ্ধ আন্দোলন আরম্ভ করা হইয়াছে। এক্ষণে বড় রকমের আড়ম্বরপূর্ণ কোন আন্দোলন সুরু করার সময় নহে।

মাননীয় মন্ত্রী আরও বলেন যে, এ-আর-পি ব্যবস্থা যোগ্যতার সহিত পরিচালনা করার প্রয়োজনে যদিও ওয়ার্ডেন সার্ভিসে বেতনভুক্ লোক নিযুক্ত করিতে হইয়াছে, তথাপি এই প্রতিষ্ঠানে বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবকের প্রয়োজন সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। নাগরিকগণকে তিনি এই স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্যে অধিক সংখ্যায় যোগদান করিতে অনুরোধ করেন। বিমান-আক্রমণের ফলে আহত ও বিপন্নদের যথোচিত সেবা করিতে হইলে একটি সুসম্বদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় কাজ করাই দরকার। সেইজন্য তিনি নাগরিকগণকে যে সব প্রাথমিক চিকিৎসাদল ও অগ্নিকাণ্ডের কবল হইতে পুনরক্ষী দল গঠিত হইয়াছে, সেইগুলিতেও অধিক সংখ্যায় যোগদান করিতে অনুরোধ করেন।

এই আন্দোলনের কয়দিনে বস্তির অধিবাসীদিগকে বিপদের সময় কি করা কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষাদানের প্রতি জোর দেওয়া হইবে। বস্তিবাসীরা যাহাতে বিমান-আক্রমণের সময় ঐ অঞ্চলের পাকা বাড়ীসমূহে আশ্রয় পাইতে পারে, তজ্জন্য গভর্ণমেণ্ট ও এ-আর-পি কমিটি বিবেচনা করিতেছেন।

বিমান-আক্রমণের সময় আশ্রয়-পরিখার উপযোগিতার প্রতি জোর দিয়া মাননীয় মিঃ বসু নাগরিকগণকে ঐ সব আশ্রয়-পরিখা যাহাতে সর্ব্বদা পরিষ্কার ও ব্যবহার্য্য থাকে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে অনুরোধ করেন।

উপসংহারে মিঃ বসু বলেন যে, যদি চরম বিপদ উপস্থিত হয়, তবে সে সময়ের জন্য কলিকাতা বেশ ভালভাবেই প্রস্তুত আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

শ্রীযুক্তা মীরা দত্তগুপ্তা এম-এল-এ বলেন—শত্রুর আক্রমণ হইতে নিজেদিগকে রক্ষা করার সর্ব্বপ্রকার উপায়ই আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলেন যে, এই অসামরিক জনরক্ষা আন্দোলনটা আমাদের নিজেদেরই আত্মরক্ষার জন্য। সুতরাং ইহাতে আমাদের সকলেরই আন্তরিকতার সহিত সহযোগিতা করা উচিত।

মিঃ নরেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বক্তৃতা

মিঃ নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী এম-এল-এ বলেন যে, দেশের নরনারী এতদিন ধরিয়া কংগ্রেসের নিকট হইতে দেশবাসীর বিপদে ও দুর্দ্দিনে সাহস ও ধৈর্য্য সহকারে সেবা করিবার যে শক্তিলাভ করিয়াছে, আজ দেশের এই চরম দুর্দ্দিনে বিপন্নকে সেবা করিবার সেই শিক্ষা ও শক্তিকে সুসংহত ও সুসংবদ্ধ করিতে হইবে। এই আহ্বান জানাইতেই বর্ত্তমান আন্দোলন আরম্ভ করা হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার উত্তেজনা ভুলিয়া গিয়া সাহস সঞ্চয় করিয়া সেই বিপদের সম্মুখে আজ দাঁড়াইতে হইবে, বিপন্ন নরনারী ও শিশুকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করার জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে।

জনরক্ষা কমিটির সেক্রেটারী মিঃ এস, কুদ্দুস বক্তৃতা-প্রসঙ্গে সম্ভাবিত বিপদের সময় যাহাতে নাগরিক সাধারণের জীবনযাত্রার প্রণালী যথাসম্ভব অব্যাহত থাকে, তজ্জন্য এখন হইতেই যথাবিহিত ব্যবস্থা করিতে সকলকে অনুরোধ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সকলকে সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক টিকা লইতে এবং ঘরে ঘরে পানীয় জলের সঞ্চয় রাখিতে বলেন।

মেয়র মহোদয়ের বক্তৃতা

কলিকাতার মেয়র মিঃ হেমচন্দ্র নস্কর বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বেসামরিক জনরক্ষা আন্দোলনের উপযোগিতা বিবৃত করিয়া বলেন যে, অসামরিক জনরক্ষা কার্য্য দ্বারা শহরবাসিগণকে শত্রুর বিমান-আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করা যায় না বটে, কিন্তু উহা দ্বারা জনসাধারণকে ও জনসাধারণের ধনসম্পত্তিকে বিমান আক্রমণের বিভীষিকাময় কুফলের হাত হইতে অনেক পরিমাণে রক্ষা করা যায়। নাগরিক সাধারণের মনে ধৈর্য্য, সাহস ও দৃঢ় সঙ্কল্প উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলেই শত্রুর বিমান-আক্রমণের উদ্দেশ্য প্রকৃত পরিমাণে ব্যর্থ করা যায়। বর্ত্তমান আন্দোলনটা সেই উদ্দেশ্যেই করা হইয়াছে। তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে, কলিকাতার নাগরিক সাধারণের মনে সেই সাহস, ধৈর্য্য ও দৃঢ় সঙ্কল্প উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব গভর্ণমেন্ট

[২য় পৃষ্ঠায় দেখুন]

বিমান-আক্রমণের সময় প্রকাশ্যভাবে রাস্তায় দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক।

বাড়ীর ছেলেমেয়েদেরকে বিমান-আক্রমণের সময় প্রকাশ্যভাবে উন্মুক্ত জানালায় ভীড় করিয়া দাঁড়াইতে দিবেন না। উহাতে বিপদ বৃদ্ধিরই সম্ভাবনা রহিয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যেসব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১লা জুন—১৯৪২

বিনামূল্যে বালির বস্তা বিতরণ

বাঙলা সরকারের আদেশানুসারে অগ্নিপ্রজ্বালক বোমা হইতে নিরাপত্তার জন্য প্রত্যেক পৃথক বিল্ডিং ও উহার সংলগ্ন বাগান, উঠান বা অন্যপ্রকার মুক্ত জায়গার অধিকারীকে তাঁহার বাড়ীর প্রাঙ্গণে বালতি বা অন্য কোনও পাত্রের মধ্যে ছয় গ্যালন জল এবং দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ এই রকম দুইটি বালির বস্তা রাখিতে হইবে। ত্রিশ টাকার বেশী আয় বিশিষ্ট বাসিন্দারা নিজেরাই বালি ও বালির বস্তার খরচ বহন করিবেন; কিন্তু যাঁহারা দরিদ্র বা ৩০৲ টাকার কম আয় যাহাদের তাঁহাদিগকে বাড়ীওয়ালারাই এই সব জিনিস সরবরাহ করিবেন।

কলিকাতার বস্তি অঞ্চলে বালির বস্তা সরবরাহ করিবার জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে বিনামূল্যে বালি বিতরণের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে ইতঃপূর্ব্বেই ৪৭টা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

সরকার জানিতে পারিয়াছেন যে, বস্তি অঞ্চলের অধিবাসীরা এখনও এই ব্যবস্থার পূর্ণ সুবিধা নিতেছেন না। অগ্নিপ্রজ্বালক বোমার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হিসাবে এই বালির বস্তার উপকারিতা সম্বন্ধে সাধারণের অজ্ঞতা এবং বালির বস্তার মূল্য বহন করিবার অপারগতা বা অনিচ্ছাই এই পরিস্থিতির কারণ।

এইজন্য গভর্ণমেণ্ট বস্তির লোকদের মধ্যে বালি ও বালির বস্তা বিনাপয়সায় বিতরণের জন্য একটা পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন। আরও কয়েকটা কেন্দ্র খোলার জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে। বস্তি অঞ্চলের প্রতি ঘরের অধিবাসীকে দুইটী বালির বস্তা দেওয়া হইবে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মিউনিসিপাল ওয়ার্ডে অবস্থিত কলিকাতা করপোরেশনের সংবাদ ও প্রচার অফিসে বালির বস্তা সংরক্ষিত করিয়া রাখা হইয়াছে। এই সব প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তারা নিকটবর্ত্তী সরকারী বালির স্থান হইতে বালি পুরাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিবেন। বস্তি অঞ্চলের অধিবাসীদের এতদ্দ্বারা উপদেশ দেওয়া হইতেছে, তাঁহারা যেন নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই তাঁহাদের নিজস্ব ওয়ার্ডের সংবাদ ও প্রচার অফিসে বিনামূল্যে বালির বস্তার জন্য আবেদন করেন। আশা করা যায়, তাঁহারা এই ব্যবস্থার যথাসম্ভব সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতঃ অগ্নিপ্রজ্বালক বোমার কবল হইতে নিজেদের নিরাপদ রাখিবার চেষ্টা করিবেন। মে মাসের ২১ তারিখ হইতে বস্তি অঞ্চলে বিনামূল্যে বালির বস্তা বিতরণ আরম্ভ হইয়াছে।

লবণের সরবরাহ ও মূল্য সমস্যা

সম্প্রতি সরকারের গোচরে এই মর্ম্মে কতিপয় অভিযোগ আসিয়াছে যে, সালকিয়াস্থিত সরকারী লবণ গোলা হইতে আনা অনেক লবণ কলিকাতার বাজারে পৌঁছিবার আগেই শঠতাপূর্ব্বক বিক্রী হইয়া যায়। অথচ কলিকাতার বাজারেই এই লবণের দরকার বেশী। এই পরিস্থিতি প্রতিরোধ করার মানসে প্রধান মূল্যনির্দ্ধারক বা তাঁহার মনোনীত অন্য যে কোন কর্ম্মচারীর ছাড়পত্র ছাড়া উক্ত গোলা হইতে লবণ আনা নিষিদ্ধ করতঃ বাঙলা গভর্ণমেণ্ট এক আদেশ জারী করিয়াছেন। আশা করা যায়, সংশ্লিষ্ট সওদাগর ও ব্যবসায়ীরা সকল সহযোগিতা করিবেন—যেন এই অতি দরকারী পণ্যদ্রব্য জনসাধারণের কাছে সহজলভ্য হইতে পারে। এই আদেশের একটি নকল নিম্নে সংযুক্ত হইল:—

"যেহেতু প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট বুঝিতে পারিয়াছেন যে, সামাজিক জীবনে প্রয়োজনীয় সরবরাহ ও কার্য্যাদির সংরক্ষণের জন্য সালকিয়াস্থিত সরকারী গোলায় লবণের আমদানী রপ্তানী এবং বিতরণ নিয়ন্ত্রিত করা দরকার, সেহেতু ভারতরক্ষা বিধানের ৮১ নিয়মের (২) উপনিয়মের (ক) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গভর্ণর এতদ্দ্বারা নির্দ্দেশ দিতেছেন যে, চীফ্ কনট্রোলার অব প্রাইসেস (প্রধান মূল্যনির্দ্ধারক) বা তাঁহার পক্ষে মনোনীত অন্য কোন কর্ম্মচারীর লিখিত ছাড়পত্র ব্যতীত সালকিয়াস্থিত গভর্ণমেণ্ট লবণ গোলা হইতে কোনও লবণই কোনও ব্যক্তির নিকট সমর্পণ করা হইবে না।"

লবণের মূল্য সম্বন্ধে এক সরকারী প্রেস-নোটে বলা হইয়াছে:—

সমুদ্রযোগে লবণ আমদানী অতিরিক্ত পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ার দরুণ ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থ লবণ উৎপাদনকারী কেন্দ্রগুলি হইতে রেলযোগেই কলিকাতায় লবণ আনয়ন প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। যান-বাহনের বর্দ্ধিত খরচাদি পোষাইবার জন্য ১৯৪১ সনের ১৬ই জুন তারিখে নির্দ্ধারিত গোলায় লবণের উচ্চতম মূল্য পুনরায় সংশোধিত করা দরকার, যাহাতে কলিকাতায় লবণ সরবরাহ বজায় থাকে।

তদনুসারে পাইকারী এবং খুচরা দরও সংশোধিত হইয়াছে।

সংশোধিত খুচরা দর যুদ্ধ পূর্ব্বেকার দাম অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। মূল্য বাড়িবার একমাত্র কারণ যানবাহন ও ইন্সিওরেন্স খরচ বাড়িয়া যাওয়া; ইহার উপর প্রাদেশিক সরকারের কোনও হাত নাই। যাহা হউক, অপেক্ষাকৃত সস্তা দামে লবণ সরবরাহ করা যায় কি না, সরকার তাহা বিবেচনা করিতেছেন।

ভারতরক্ষা আইনের ৮১ নিয়মের (২) উপনিয়মের (গ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্দ্বারা নির্দ্দেশ দেওয়া যাইতেছে যে, কলিকাতা ও শহরতলীতে ১৯৪২ সনের ১৯ই মে হইতে লবণের দর নিম্নোক্তভাবে নির্দ্দিষ্ট করা হইল:—

১।	হাওড়া ও কলিকাতা রেল ষ্টেশনে	প্রতি ১০০ মণ ২৫০৲ (শুল্ক ও বস্তা ব্যতীত)।
২।	রেল ষ্টেশনে পাইকারী দর	.. ৪৷৵০ মণপ্রতি (বস্তা ব্যতীত)।
৩।	পাইকারী বাজার দর	.. ৪৷৷০ মণপ্রতি
৪।	খুচরা দর	.. ৵০ প্রতি সের

"ডেক্সট্রীন" সম্পর্কীত প্রয়োজনীয় তথ্য

শিল্প-বিভাগ কর্ত্তৃক বুলেটিন প্রকাশ

আলু, ভুট্টা, চাউল এবং এই জাতীয় অন্যান্য পদার্থ হইতে 'ডেক্সট্রীন' তৈরী করা যায় কি না, সে সম্পর্কে যে গবেষণা করা হইয়াছে তাহার একটী বুলেটিন বাঙলা সরকারের শিল্প বিভাগ হইতে সম্প্রতি প্রকাশ করা হইয়াছে। পোষ্টেজ খরচ বাদে এই বুলেটিনের মূল্য ৵০ আনা করিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে এবং আলিপুরস্থ গভর্ণমেণ্ট প্রেসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট তাহা পাওয়া যাইবে।

এই সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, এই অনুসন্ধানের আসল উদ্দেশ্য হইতেছে—আলু, ভুট্টা এবং চাউল হইতে ডেক্সট্রীন তৈরী করা এবং এই ডেক্সট্রীন হইতে আঁঠা তৈরী। শিল্প ও কলার ক্ষেত্রে যখন খুব জোরালো ও সহজে ভিজিবে না এরূপ আঁঠার প্রয়োজন হয়, তখন ডেক্সট্রীন আঁঠা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

এই সম্পর্কিত সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য উক্ত বুলেটিনে প্রকাশ করা হইয়াছে।

কলেরা ও বসন্ত রোগের টীকা

নাগরিকদের প্রতি মাননীয় মিঃ সন্তোষকুমার বসুর আবেদন

বাঙলা সরকারের জনস্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও বেসামরিক দেশরক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ সন্তোষকুমার বসু গত ২০শে মে তারিখে কলিকাতার নাগরিকদের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত আবেদন প্রচার করিয়াছেন:—

"শত্রুর বিমান-আক্রমণের বিরুদ্ধে বর্ত্তমানে যে ব্যাপক উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে, এই সময়ে নাগরিক ভ্রাতৃবৃন্দকে পুনরায় আমি কলেরা ও বিসূচিকা রোগের টীকা লওয়ার প্রয়োজনীয়তার বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতে চাই।

"কিছুদিন পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে একটি প্রেস-নোট প্রচার করিয়া কলিকাতার নাগরিকগণকে কলেরা ও বসন্তরোগের টীকা লওয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় যে, এই ব্যাপারে এখনও যথেষ্ট সাড়ার পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

"যুদ্ধের বর্ত্তমান গতি এবং বিমান-আক্রমণের সম্ভাবনা যে দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে বলা চলে যে, টীকা লইয়া পূর্ব্ব হইতেই সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা ব্যক্তিগতভাবে ও সমাজ হিসাবে প্রত্যেকের জন্য একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা ও শহরতলি অঞ্চলে সামান্য দুই একটা কলেরা বা বসন্ত রোগের আক্রমণকে স্বাভাবিক অবস্থায় উপেক্ষা করা গেলেও, বিমান-আক্রমণের পর যে অবস্থা সৃষ্টি হয় তাহাতে এরূপ দুই একটি ঘটনা দ্বারাই ব্যাপকভাবে সংক্রামক মহামারী সৃষ্টি হইতে পারে। যদি এরূপ ধরণের মহামারি দেখা দেয়, তাহা হইলে তাহার ফলে শুধু মাত্র যে সহস্র সহস্র পরিবারের স্বাস্থ্য-সুখ বিনষ্ট হইবে তাহাই নহে, বরং কলিকাতার কলকারখানা অঞ্চলে যেসব একান্ত প্রয়োজনীয় যুদ্ধ-সম্ভার প্রস্তুত হইতেছে, তাহার কার্য্যেও বিশেষ ব্যাঘাত সৃষ্টি হইবে।

"ইহাও সর্ব্বজনবিদিত যে, মফঃস্বল অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানেই সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ার সম্ভাবনা কলিকাতা হইতে বেশী রহিয়াছে। সুতরাং এই শহরের যেসব নাগরিক স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া শহর ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদেরও পূর্ব্বাহ্নেই কলেরা ও বসন্তের টীকা লওয়া দরকার। ব্রহ্মদেশ হইতে দলে দলে যেসব আশ্রয়প্রার্থী কলিকাতায় আসিতেছে, তাহাদের বিষয় বিবেচনা করিতে গেলেও এই নগরীর নাগরিকদের পক্ষে টীকা লওয়া একান্ত প্রয়োজন বলিতে হইবে।

"প্রধান প্রধান হাসপাতাল ও বাজার, জন্ম রেজিষ্ট্রী করার অফিসসমূহ এবং প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র সমূহে কলেরা ও বসন্তের প্রতিরোধক টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আগামী সপ্তাহ হইতে এই সব স্থানে পূর্ণোদ্যমে কাজ আরম্ভ হইবে। কেন্দ্রসমূহের ঠিকানা ও টীকা দেওয়ার সময় সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণও ব্যাপকভাবে বিজ্ঞাপিত হইবে। এতদ্ব্যতীত একদল ডাক্তার কারখানা ও বড় বড় অফিসমূহে গিয়া সেখানেই লোকদিগকে তাহাদের সুবিধামত টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন।

"আমি আশা করি, এই আবেদনের ফলে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যাইবে এবং টীকা লইতে ইচ্ছুক নহে এই ধরণের লোকের সংখ্যা এত নগণ্য হইবে যে, সংক্রামক রোগ আইনের বিধানমত বাধ্যতামূলকভাবে টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্টকে করিতে হইবে না। সংক্রামক রোগ-প্রতিরোধক ব্যবস্থা সর্গোপনে অবলম্বিত হওয়া প্রকৃতই একান্ত আবশ্যক।"

৭,৫০০ বার বিমান আক্রমণ

বৃটিশ বিমান-বহরের কৃতিত্ব

বৃটিশ বিমানবহর জার্ম্মাণ অধিকৃত অঞ্চল এবং মধ্যপ্রাচ্যে ১,২২৪টি লক্ষ্যস্থলের উপর পৃথকভাবে মোট ৭,৫০০ বার হানা দিয়াছে। বর্ত্তমান সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে বৃটিশ বোমারু বিমানসমূহ মোট ৩০,০০,০০০ মাইল আকাশে উড়িয়াছে।

মাননীয় মন্ত্রিগণের মেদিনীপুর সফর

সাম্প্রদায়িক ঐক্যের জন্য আবেদন

মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ, কে, ফজলুল হক এবং বেসামরিক দেশরক্ষার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এস, কে, বসু বিগত ১৭ই মে তারিখে মেদিনীপুর ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে জনসাধারণের পক্ষ হইতে সম্বর্দ্ধনা করা হয় এবং জেলা বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষ হইতে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়।

এই সমুদয় অভিনন্দনপত্রের উত্তর দান প্রসঙ্গে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী সাম্প্রদায়িক ঐক্যের জন্য আবেদন জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন যে, এই সঙ্কট সময়ে যখন এই প্রদেশ ও ইহার অধিবাসিগণ বিদেশী শত্রুর আক্রমণের সম্মুখীন, তখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সমন্বয় ও ভ্রাতৃভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন যে, জাপানীদের আক্রমণ আশঙ্কায় যখন সকলেই বিপদের সম্মুখীন, তখন মাতৃভূমির রক্ষার জন্য বাঙালাদেশকে সজ্ঞবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে।

মাননীয় মিঃ বসু জনসাধারণকে সকল প্রকার বিরোধ ভুলিয়া দেশের ইতিহাসের এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে একতাবদ্ধ হইতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। গভর্ণমেণ্টের আইন কানুন দ্বারা বেসামরিক জনসাধারণের যে অনেক অসুবিধা ঘটিয়াছে, তিনি তাহার উল্লেখ করেন। কিন্তু তিনি জনসাধারণকে ইহা উপলব্ধি করিতে অনুরোধ করেন যে, যখন দেশ যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং শত্রুর আক্রমণ আসন্ন হইয়া উঠে, তখন জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবন-যাপনে বিঘ্ন উপস্থিত হওয়া অনিবার্য্য এবং লোকের অসুবিধা ও কষ্ট অপরিহার্য্য। তিনি মত প্রকাশ করেন যে, এই প্রকারের কষ্ট সানন্দে সহ্য করিতে হইবে।

সভার পূর্ব্বে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণকে এক চা-পার্টিতে আপ্যায়িত করা হয়। তথায় জেলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যোগদান করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ মেদিনীপুর হইতে ১৪ মাইল দূরবর্ত্তী কেশপুর গ্রামে গমন করেন। পথে মুসলমান-অধ্যুষিত পল্লী মহারাজপুরে তাঁহাদিগকে বিপুল অভ্যর্থনা দেওয়া হয় এবং স্থানীয় পল্লী-উন্নয়ন সমিতি সাবকোটাতে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়াছিল। কেশপুরে একটি সুসজ্জিত সভামণ্ডপে প্রায় ২০,০০০ বিশ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল। অধিকাংশ শ্রোতা ছিল মুসলমান। তাহারা নিকটবর্ত্তী চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রাম হইতে আসিয়াছিল। নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্র লাল খাঁ এম, এল, এ, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অভিনন্দনপত্রের উত্তর দিতে যাইয়া মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ও মিঃ বসু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সর্ব্বসাধারণের বিপদের সম্মুখে সমবেতভাবে সজ্ঞবদ্ধ হইতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা দেশরক্ষা ব্যবস্থায় গভর্ণমেণ্টের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিতে বলেন এবং জনসাধারণের কষ্ট নিবারণের জন্য গভর্ণমেণ্ট যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাও বুঝাইয়া বলেন। অতঃপর মাননীয় মন্ত্রিগণ মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেল পরিদর্শন করেন এবং তথায় নিরাপত্তা বন্দীদের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ১৮ই তারিখে কলিকাতা অভিমুখে রওয়ানা হন। মিঃ বসু গড়বেতা পরিদর্শন করিয়া পরদিন কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করেন।

(১২ পৃষ্ঠায় ছবি দেখুন)।

কোন কোন সংবাদপত্রে অভিযোগ করা হইয়াছিল যে, সম্প্রতি নিয়োজিত ২৬ জন টাকু অফিসারের মধ্যে একজনও মুসলমান নিযুক্ত করা হয় নাই। গভর্ণমেণ্ট ইহার প্রতিবাদে প্রেস-নোট প্রচার করিয়াছেন ও ইহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে, যে ৪ জন মুসলমান নিয়োজিত হওয়ার উপযুক্ত ছিল, তাহাদিগকে চাকুরী দেওয়া হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতেই ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এ, আর, পি, চাকুরীতে সাম্প্রদায়িক সংখ্যানুপাতের নিয়ম প্রয়োগ করা হইবে; অথবা ঐ কাজের জন্য উপযুক্ততার প্রতি লক্ষ্য রাখা হইবে এবং তদনুসারে এই সমুদয় নিয়োগ করা হইয়াছে। সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পুনরায় নিশ্চয়তা ঘোষণা করিয়াছেন।

জামালপুরে পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

গ্রাম্য সমিতিসমূহের প্রশংসনীয় উদ্যম

ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত ২নং বাউসী সার্কেলের কৃষি রেগুলেশন বিভাগের চীফ্ ইন্সপেক্টর মৌঃ বদরুদ্দোজা সাহেবের চেষ্টায় ৩৪টী পল্লী-উন্নয়ন সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে। তন্মধ্যে ১৬নং মহাদান ইউনিয়নে সনকাইর গ্রামে স্থানীয় জনসাধারণের আগ্রহে এবং সমিতির সভ্যবৃন্দের সাহায্যে একটি আদর্শ স্থানীয় সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছে।

বর্ত্তমানে এই সমিতির হাতে নগদ মোট ১২৫৲ টাকা মজুদ আছে। এতদ্ব্যতীত তাঁহারা একটি প্রথম শ্রেণীর নৈশ-বিদ্যালয় চালাইতেছেন। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা মোট ৬০ জনের বড় দাঁড়াইয়াছে। ইহা ছাড়া লোক চলাচলের সুবিধার দিক দিয়াও তাঁহারা তিনটি রাস্তা নূতন করিয়া তৈয়ার করিয়াছেন। সমিতির সভ্য-বৃন্দের ও গ্রামবাসীর চেষ্টায় একটি বড় বিল হইতে কচুরীপানা সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হইয়াছে। উক্ত ইউনিয়নের সিন্দুরা মৌজায় আর একটি অনুরূপ আদর্শ সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এই সমস্ত সমিতি নিয়মিতরূপে মুষ্টি ও মরশুমী চাঁদা আদায় করিয়া উল্লিখিতরূপ কল্যাণকর ও জনহিতকর কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই সমিতির দ্বারাও একটী নৈশ-বিদ্যালয় ও একটি উচ্চ প্রাইমারী বালক-বালিকা মাদ্রাসা চালান হইতেছে। ইহার তহবিলে এখনও ৯০৲ টাকা জমা আছে।

১৪নং ভাটারা ইউনিয়নে ফুলবাড়িয়া ও ইদাড়াপাড়া মৌজায় ১০৮ ঘর লোক মিলিত হইয়া একটী নূতন সমিতি গঠন করিয়াছে। তাঁহারা পূর্ণ উদ্যমে গ্রামকে উন্নত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। একটী নৈশ-বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। ছাত্রসংখ্যা মোট ৩৫ জন। লোক চলাচলের সুবিধার্থে নূতন পুরাতন রাস্তা তৈয়ার করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে তহবিলে ২৬৲ টাকা আমানত আছে।

১৭নং দিগপাইত ইউনিয়নের তারাকান্দি মৌজায় আর একটী উল্লেখযোগ্য সমিতি বিদ্যমান আছে। এই সমিতির দ্বারা ৮০ জন বয়স্ক ছাত্রবিশিষ্ট একটী নৈশ-বিদ্যালয় চলিতেছে। বিদ্যালয়ের ১৬ হাত লম্বা ও ৮ হাত প্রস্থ একটী নূতন ছনের ঘর ২৫৲ টাকা ব্যয়ে উঠান হইয়াছে ও একটী বালক-বালিকা মক্তব খোলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত একটি রাস্তা ১ মাইল দীর্ঘ, ৭ হাত প্রস্থ ও একটি রাস্তা ১৷৷০ মাইল লম্বা ৮ হাত প্রস্থ এবং দুইটি বাঁশের পুল ও ১টি কাঠের পুল দেওয়া হইয়াছে। ৮০ হাত দীর্ঘ ৩৫ হাত প্রস্থ একটি পতিত পুকুর হইতে কচুরীপানা ধ্বংস করা হইয়াছে। বিদ্যালয়ের জন্য ৩ খানা বেঞ্চ ক্রয় করা হইয়াছে। স্থানীয় প্রেসিডেণ্ট মৌঃ রহিমুদ্দিন সাহেব ৪ খানা বেঞ্চ ও ২ খানা চেয়ার প্রদান করিয়াছেন। এই সমস্ত খরচ বাদে তহবিলে ৩৫৲ টাকা মজুদ আছে।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর

"ব্লাড-ব্যাঙ্ক" পরিদর্শন ও রক্ত দান

সম্প্রতি বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর অল্-ইণ্ডিয়া ইন্‌ষ্টিটিউট অব হাইজিনে অবস্থিত "ব্লাড-ব্যাঙ্কের" বিভিন্ন শাখা পরিদর্শন করেন।

এই ব্যাঙ্ক ভারত ও বাঙলার গভর্ণমেণ্ট এবং রেডক্রসের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে গড়িয়া উঠিয়াছে।

গভর্ণর বাহাদুর ক্লিনিক ও ল্যাবরেটরীর মধ্যে তাপের সমতা রক্ষার্থে নবপ্রতিষ্ঠিত যন্ত্রপাতির কার্য্য-প্রণালীর প্রতি বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করেন। রেড্-ক্রসের তত্ত্বাবধানে ৩০,০০০৲ টাকা ব্যয়ে গভর্ণর বাহাদুর ইহা দান করিয়াছেন।

পরিদর্শনের পর গভর্ণর বাহাদুর এবং তাঁহার কর্ম্ম-চারিবৃন্দ তাঁহাদের রক্ত দান করেন।

(মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর)

লেডি মেরী হার্বার্ট পূর্ব্ব সপ্তাহেই তাঁহার রক্ত দান করিয়াছিলেন।

এ পর্য্যন্ত যে ৪,০০০ জন লোক রক্তদান করিয়াছেন, তাহাতে কলিকাতায় বিমান-আক্রমণ হইলে মাত্র ৫ বার আক্রমণের ফলে আহত ব্যক্তিদের সংখ্যক রোগীর চিকিৎসা করিবার উপযুক্ত সিরাম পাওয়া যাইবে। গভর্ণর ইহাতে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেন।

হায়দ্রাবাদ ষ্টেটের ওয়াকফ আমবাবেরী মিঃ [illegible]-খান কুলি ভরবিনের মধ্যস্থতায় নিজের আমানতী সৈন্যদের প্রয়োজনীয় ব্যবহারের একটি মোটর-গাড়ী ক্রয়ের জন্য ৬,০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

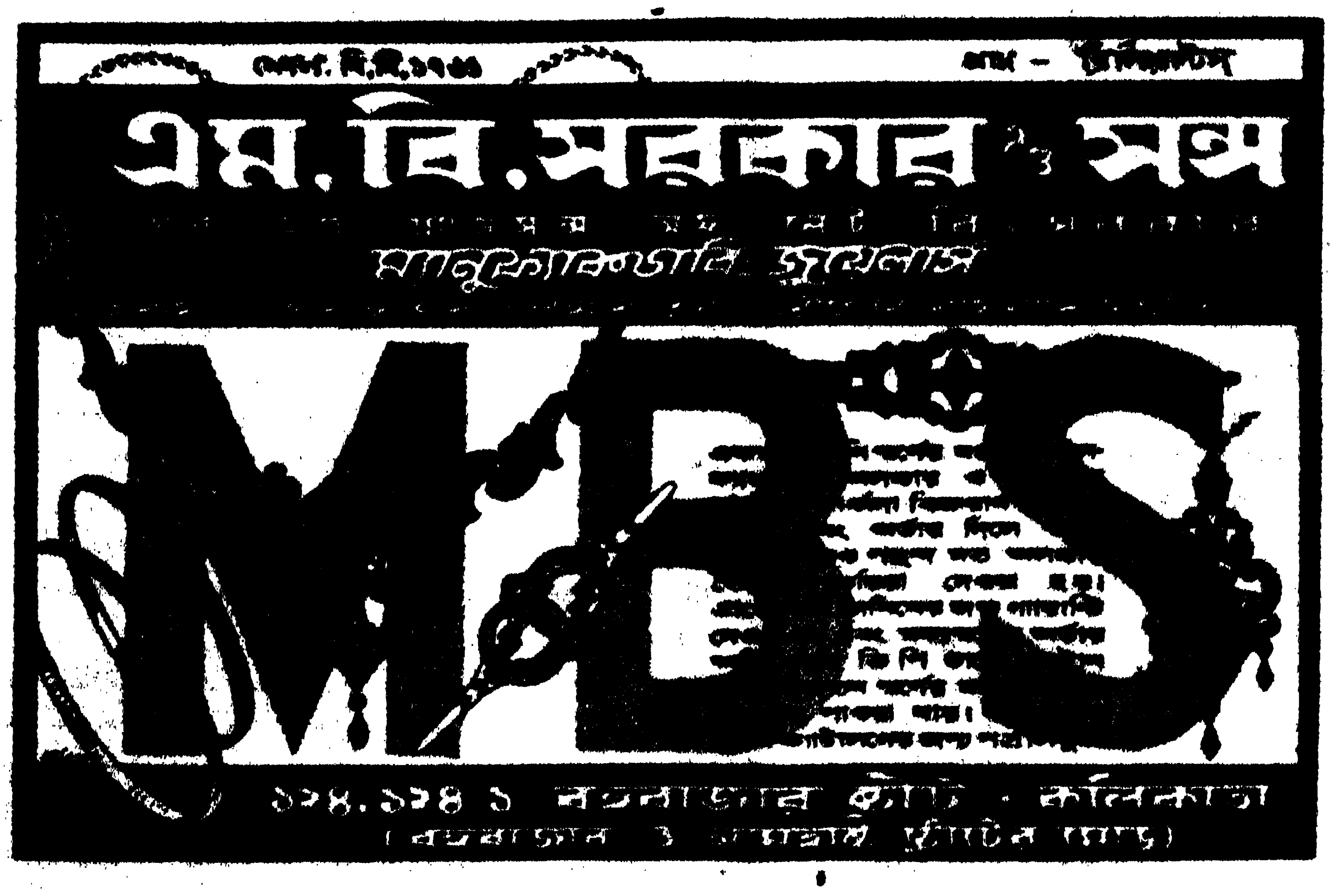

কলিকাতায় "ব্লাড-ব্যাঙ্ক"

মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার কর্তৃক পরিদর্শন

মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের একজিকিউটিভ্ কাউন্সিলের সদস্য মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার ও ভারতীয় মেডিক্যাল্ সার্ভিসের ডিরেক্টার-জেনারেল লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল স্যার গার্ডন জলী গত ১৪ই মে তারিখে কলিকাতায় ইন্‌ষ্টিটিউট অব্ হাইজিন্ এণ্ড পাব্‌লিক হেল্‌থ্ ভবনে "ব্লাড-ব্যাঙ্ক" (রক্ত সঞ্চয়ন কেন্দ্র) পরিদর্শন করিয়াছিলেন। কলিকাতার কয়েকজন সাংবাদিকও সে সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সমাগত ভদ্রমহোদয়গণের সম্মুখে "ব্যাঙ্কের" কার্য্য-পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিয়া প্রদর্শন করা হয়।

ভারত সরকার ও রেডক্রস্ সোসাইটীর বঙ্গীয় প্রাদেশিক শাখার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ইহাতে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে রুগ্ন ও আহত ব্যক্তিদের দেহে রক্ত সঞ্চালন করিবার উদ্দেশ্যে রক্ত সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়। পরহিতকামী নাগরিকগণ নিজেদের দেহ হইতে স্বেচ্ছায় এই রক্ত দান করিয়া থাকেন।

ইন্‌ষ্টিটিউটের ডিরেক্টর ডাঃ জে, বি, গ্রাণ্ট, মিঃ সরকার ও অন্যান্য অতিথিবর্গকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং রক্ত গ্রহণ ও সঞ্চয় কেন্দ্রের সকল বিভাগ প্রদর্শন করান।

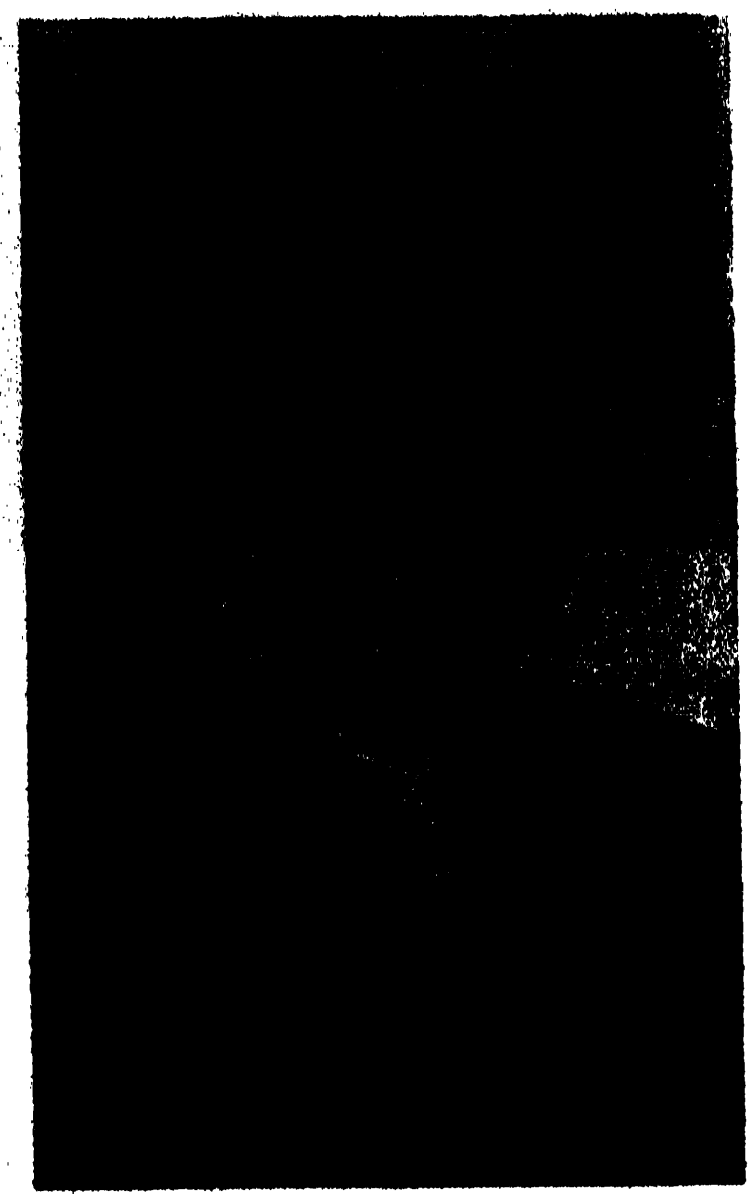

(মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার)

বিমান-আক্রমণের ফলে আহত ব্যক্তিদের শরীরে রক্ত-সঞ্চালন করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া ডাঃ গ্রাণ্ট বলেন যে, অভিজ্ঞতার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, শতকরা ১০ জন আহত ব্যক্তিই স্নায়ুকেন্দ্রের [illegible] দেখা দেয় এবং তাহাদের শরীরে অধিক [illegible] হইতে রক্ত সঞ্চালন না করিলে চিকিৎসায় কোন উপকার [illegible] না। অতএব বুঝা যায়, বিমান-আক্রমণের ফলে যদি ২,০০০ লোক আহত হয়, তবে তাহার মধ্যে ২০০ লোকের প্রাণরক্ষা করার জন্য সঞ্চিত রক্তের প্রয়োজন এবং এইজন্যই এই "ব্লাড-ব্যাঙ্ক" প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহ পর্য্যন্ত এই "ব্যাঙ্কে" ১,৭৭২ জন ভারতীয় ও ২,৮০৫ জন অন্য জাতীয় লোক রক্তদান করিয়াছেন এবং সঞ্চিত রক্তের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে মোট ১,১২০ [illegible]। আগামী ৩ মাস সময়ের মধ্যে মোট ৫,০০০ [illegible] রক্ত সঞ্চয় করিতে হইলে আরো ১৫,০০০ ব্যক্তির রক্তদানের প্রয়োজন হইবে। মিঃ গ্রাণ্ট আরো বলেন যে, দেশের নাগরিকগণ প্রত্যহ যথেষ্ট পরিমাণে রক্তদান করিতেছেন এবং কলিকাতার নাগরিকগণও এই ব্যাপারে [illegible] থাকিবেন না, ইহাই আশা। অন্য দিকের

[২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

"বিশেষ ফৌজদারী আদালত" অর্ডিন্যান্স

বর্দ্ধমান ও হাওড়ায় কার্য্যকরী হইল

গত ১৩ই মে কলিকাতা গেজেটের যে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে, সেদিকে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। উক্ত বিশেষ সংখ্যায় ১৯৪২ সালের ২নং অর্ডিন্যান্স অনুসারে স্পেশ্যাল ক্রিমিন্যাল কোর্টস্ অর্ডিন্যান্স বর্দ্ধমান ও হাওড়া জেলায় বলবৎ করা হইয়াছে এবং কতিপয় স্পেশ্যাল জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্য একটি নোটিশ দ্বারা ১৯৪২ সালের ৩নং অর্ডিন্যান্স অনুসারে ১৯৪২ সালের ৭নং অর্ডিন্যান্স দ্বারা সংশোধিত "পেনাল্টি অর্ডিন্যান্স"ও উক্ত জেলা-সমূহে কার্য্যকরী করা হইল।

বার্ম্মা এবং সুদূর প্রাচ্যের বর্ত্তমান পরিস্থিতির জন্য এবং এই প্রদেশে আভ বিপদাশঙ্কা ও তাহার ফলে অদ্ভুত পরিস্থিতির জন্য গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, উক্ত জেলাসমূহে এই অর্ডিন্যান্সগুলির প্রবর্ত্তন প্রয়োজন। কারণ তাহার ফলে আইনভঙ্গকারিগণ প্রয়োজনমত আদর্শ শাস্তি লাভ করিবে এবং যথাসম্ভব শীঘ্র তাহাদের বিচার করা সম্ভবপর হইবে।

১৯৪২ সালের স্পেশ্যাল ক্রিমিন্যাল কোর্টের ২নং অর্ডিন্যান্সের ৫ ও ১০ ধারামতে দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক মাঝে মাঝে যে সকল অপরাধ উক্ত অর্ডিন্যান্সের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহার বিচার ছাড়া সাধারণ কোর্টের কাজ উক্ত জেলাসমূহে পূর্ব্ববৎ চলিতে থাকিবে।

[১ম কলমের শেষ]

বিবেচ্য না হইলেও শুধু মাত্র নিজেদের স্বার্থের জন্যই নাগরিকদের উচিত এই "ব্লাড-ব্যাঙ্কে" যথেষ্ট পরিমাণে রক্তদান করা। বিমান-আক্রমণের ফলে কে যে আহত হইবে, তাহা বলা যায় না। সুতরাং নিজে রক্তদান না করিয়া আহত অবস্থায় অপরের প্রদত্ত রক্ত গ্রহণ করার অধিকার ন্যায়সঙ্গতভাবে কাহারও থাকিতে পারে না।

ডাঃ কৃষ্ণণ ও ডাঃ শ্রীবাস্তব ব্যাঙ্কের বিভিন্ন কার্য্যধারা সমাগত অতিথিবর্গকে বুঝাইয়া দেন।

সাধারণ ব্যাঙ্কের পদ্ধতিতেই এই "ব্লাড-ব্যাঙ্কও" পরিচালিত হইতেছে। যাঁহারা এই ব্যাঙ্কে রক্তদান করিবেন, তাঁহারা যে কোন সময় নিজেদের প্রদত্ত রক্ত তুলিয়াও লইতে পারিবেন; অবশ্য, ফেরৎ গ্রহণের সময় যে রক্ত পাওয়া যাইবে, তাহা উক্ত ব্যক্তির নিজের রক্ত নাও হইতে পারে। কতিপয় ভারতীয় রক্তপ্রদান-কারী এই সর্ত্তে রক্তদান করিয়াছেন যে, প্রদত্ত রক্ত কলিকাতার বাহিরে ব্যবহার করা হইবে না।

রক্তদান করার সময় মোটেই কোন কষ্ট হয় না এবং ইহা ক্ষতিকরও নহে। একটি সূঁচি-যন্ত্রের সাহায্যে হাতের শিরা হইতে রক্ত গ্রহণ করা হয় এবং উক্ত সূঁচি-যন্ত্র দেহে প্রবিষ্ট করার সময় সামান্য একটু খোঁচার মতই মনে হয়। কোন কোন লোকের পক্ষে, বিশেষ করিয়া [illegible], রক্ত দান স্বাস্থ্যের উপকারী। [illegible] কাজ [illegible] করা যায়।

[illegible] রক্তের পরিমাণ ঠিক করা হয়। কোন ক্ষেত্রেই [illegible] "পাইণ্ট" (প্রায় পাঁচ ছটাক) হইতে বেশী পরিমাণ [illegible] গ্রহণ করা হয় না। ইহার তিনগুণ পরিমাণ [illegible] শরীর হইতে বাহির হইয়া গেলে [illegible] স্বভাবতঃ শরীরের ক্ষতি হয়। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই প্রদত্ত রক্তের পরিমাণ রক্ত স্বাভাবিকভাবেই শরীরের মধ্যে গড়িয়া উঠে। [illegible] ৮ সপ্তাহ পর একই ব্যক্তি পুনরায় রক্তদান করিতে পারেন।

রক্ত গ্রহণের পূর্ব্বে [illegible] পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় যদি দেখা যায় উক্ত ব্যক্তির রক্তের [illegible] [illegible] হইতে রক্ত গ্রহণ করা হয় না। মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যেই রক্ত গ্রহণের কাজ শেষ হইয়া যায়।

বাঙলার জনসাধারণের প্রতি আবেদন

লেডী হার্ডিঞ্জ "লিনেন লীগের" জন্য সাহায্য

সংবাদপত্রে একটি বিবৃতিতে লেডী মেরী হার্বার্ট লেডী হার্ডিঞ্জ "লিনেন লীগের" বঙ্গীয় শাখাকে সাহায্য করিবার জন্য বাঙলার জনসাধারণের নিকট আবেদন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "এই প্রতিষ্ঠানটি গত ৩০ বৎসর যাবৎ বাঙলার বিভিন্ন দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতালে লিনেন (বস্ত্রাদি) সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। গত বৎসরে কলিকাতায় ও মফঃস্বলে নিম্ন-লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে বস্ত্রাদি দান করা হইয়াছিল :—

শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল, চট্টগ্রামের জেনারেল হাসপাতাল, লেডী ডাফরিণ ভিক্টোরিয়া হাসপাতাল, কলিকাতার ন্যাশনাল ইন্‌ফার্ম্মারী, সিরাজগঞ্জ, এস, এম, এস হাসপাতাল, সিউড়ির সদর হাসপাতাল, কলিকাতার সুবারবণ হাসপাতাল, ময়মনসিংহের এস, কে, হাসপাতাল, বেঙ্গল মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউট, রাজশাহীর রাজা পি, এন, রায় হাসপাতাল, সিউড়ির জানানা হাসপাতাল, শ্রীরামপুরের ওয়ালস্ হাসপাতাল, শ্রীরামপুরের সি, ই, জেহ্ মিশন, কলিকাতার মেও হাসপাতাল, কলিকাতার কিউভাল হোম ও সেণ্ট মেরী হোম, বজবজ হাসপাতাল, যাদবপুরের টি, বি, হাসপাতাল, বহরমপুর হাসপাতাল, যশোহর সদর হাসপাতাল, বানপুরহাট ডিস্‌পেনসারী, সোরেজার সাঁওতাল মিশন, বরিশাল সদর হাসপাতাল, বাঁকুড়া মেডিক্যাল হাসপাতাল, মেদিনীপুরের কিং এডওয়ার্ড হাসপাতাল, বোলপুর হাসপাতাল, কলিকাতার এজ্‌রা ও চক্ষু হাসপাতাল, কলিকাতার লিটল সিস্টার্স অব দি পুওর, চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতাল, সি, এম, এস মিশন, বরিশাল বেবি ক্লিনিক।

(মাননীয়া লেডী মেরী হার্বার্ট)

এই সমস্ত দান ছাড়াও প্রতিবৎসর ২৫০৲ টাকা সেণ্ট জন অ্যাম্বুলান্সকে দেওয়া হয় ব্যাণ্ডেজ ও দূর হাসপাতালের অস্ত্রোপচারজনিত ক্ষতে পটি বাঁধার জন্য।

লিনেন লীগ যে কাজ করিয়াছে, তাহা খুব প্রয়োজনীয় এবং উহাতে জনসাধারণের সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দেওয়া উচিত। যেহেতু কলিকাতার বাহিরে অনেক হাসপাতাল এই লীগ হইতে সাহায্য পাইয়া থাকে, এই আবেদন কলিকাতাবাসীর প্রতিই শুধু নহে, বরং এই প্রদেশের যাহারা সাহায্য করিতে ইচ্ছুক তাহাদের সকলের নিকটই এই আবেদন করা হইতেছে।

পূর্ব্বের চেয়ে বর্ত্তমানে জনসাধারণের সাহায্যের অধিকতর প্রয়োজন। কারণ সামরিক ও বেসামরিক অতিরিক্ত হাসপাতাল খোলা হইয়াছে এবং সেগুলির জন্যও তাহারা বস্ত্রাদি চাহিতেছে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ গত যুদ্ধের সময়ে চাঁদার পরিমাণ যথেষ্ট কমিয়া গিয়াছে। আমি অবগত আছি বর্ত্তমানে বহুদিক হইতে সাহায্য চাওয়া হইতেছে; কিন্তু লিনেন লীগ বস্তুতঃ সাহায্য পাওয়ার যোগ্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই আবেদনে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যাইবে।

অনুগ্রহ করিয়া অর্থ দিয়া বা বস্ত্রাদি দ্বারা যিনি যাহা পারেন সাহায্য করুন। কোন চাঁদা বা দান যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন, সানন্দে গৃহীত হইবে। এরূপ চাঁদা বা দান কলিকাতার ৩নং পার্ক ষ্ট্রীটে লীগের অনারারী সেক্রেটারী মিসেস [illegible] নিকট প্রেরণ করিতে পারেন।

"দৃঢ় মনোবল একান্ত প্রয়োজন"

বিমান-আক্রমণের সময় জনগণের কর্ত্তব্য সম্পর্কে কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের বাণী

বিমান-আক্রমণে কলিকাতার নাগরিকগণের রক্ষা সম্পর্কে পুলিশ কমিশনার মিঃ সি, ই, এস্, ফেয়ারওয়েদার নিম্নলিখিত সাবধান-বাণী প্রকাশ করিয়াছেন :—

বিমান-আক্রমণের বিরুদ্ধে কলিকাতা শহরকে রক্ষা করার কাজ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক মিলিটারী শাখা, অপর বেসামরিক (নাগরিক) শাখা।

মিলিটারী দল যে কার্য্য সম্পাদন করে, তাহা অন্যান্য বিষয়ের সহিত শত্রুর বিমান ঘাঁটির উপর আমাদের বিমান দলের আক্রমণ, শত্রু সৈন্য দলের উপর আক্রমণ এবং শত্রুর বিমান নির্ম্মাণের কারখানার উপর আক্রমণের অন্তর্ভুক্ত। তাহাদের আক্রমণের ক্ষমতা প্রতিরোধ করিবার নিমিত্তই এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। এতদ্ব্যতীত যে সকল শত্রু বিমান আমাদের শহর আক্রমণ করিতে আসে, বিমানধ্বংসী কামান দ্বারা তাহাদের ধ্বংস সাধন করা হয়।

বেসামরিক শাখার কার্য্য হইতেছে, শহরের অধিবাসিগণ শত্রুর বিমান-আক্রমণকে যতদূর সম্ভব ব্যর্থ করিয়া দিবেন। নিম্নলিখিতভাবে এইরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে :—

(১) নাগরিকগণের জন্য যত অধিক সংখ্যক সম্ভব আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করা এবং নাগরিকগণ যাহাতে সম্পূর্ণভাবে তাহা ব্যবহার করেন, সে দিকে দৃষ্টি রাখা। রেঙ্গুণে জাপানীদিগের কার্য্য কলাপ হইতে দেখা যায় যে, ত্রাস সঞ্চারের নিমিত্ত কিভাবে তাহারা নিরীহ নাগরিকদের হত্যা সাধন করিয়াছে।

(২) আগুণে বোমা দ্বারা যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, তাহা যে খুব শীঘ্রই নিভাইয়া ফেলা যায়, সে কথা বুঝাইয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ একটি প্রথম শ্রেণীর অগ্নি-নির্ব্বাপক দল এবং রাস্তার অগ্নি-নির্ব্বাপক দল সংগঠন করিতে হইবে।

(৩) আহতগণের অতি শীঘ্র যথোপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) প্রচুর আহার্য্য, পানীয় এবং চলাচল ব্যবস্থা ও আশ্রয়ের সুব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৫) বিপদকালে জনসাধারণের জীবন ও ধন সম্পত্তি চোর, ডাকাত ও অন্যান্য বদমাইশদের হাত হইতে নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) প্রয়োজনীয় কর্মীদলকে তাহাদের নিজ নিজ কার্য্যে এমনভাবে ব্যাপৃত রাখিতে হইবে যে, কারখানা বন্ধ হইয়া গেলেও মিলিটারী ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় সরবরাহ বন্ধ হইবে না।

(৭) সৈন্য চলাচলের গতি যাহাতে রুদ্ধ হয়, এরূপ সর্ব্বপ্রকার কার্য্য বন্ধ করিতে হইবে।

উপরোক্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির মধ্যে এরূপ একটিও নাই, যাহা প্রত্যেক নাগরিকের অবিলম্বে এবং অবশ্য পালনীয় নহে এবং প্রত্যেক নাগরিকের আন্তরিক সহযোগিতার উপরই ইহার প্রত্যেকটি নির্ভর করে।

নাগরিকদিগের এই প্রচেষ্টাকে যদি সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে হয়, তবে অনুমান করিয়া লইতে হইবে যে, প্রত্যেক নাগরিক শহরকে প্রতিরক্ষা করিতে দৃঢ়-সংকল্প এবং নাগরিকগণকে যাঁহারা পরিচালনা করিতেছেন তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে তাহারা সর্ব্বদাই প্রস্তুত। সকলে এই একই উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইলেই শত্রুকে পরাজিত করা সম্ভবপর হইবে।

আমাদের মিলিটারী এবং বিমান বাহিনীর [illegible] মনে-প্রাণে অনুধাবন করা আবশ্যক যে, তাহারা এমন এক দল লোকের রক্ষার জন্য জীবন দান করিতেছে যাঁহারা একই উদ্দেশ্যে বদ্ধপরিকর। [illegible] এই কথাই বিশ্বাস করিবে যে, সাধারণের জন্য তাহারা এত কিছু করিতেছে [illegible] ও [illegible] অর্জন করিয়াছে তাহা নহে, পরন্তু তাহাদের বিরাট কার্য্যের জন্য তাহাদের সাজসরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিতে হইবে। কারণ এই বিরাট কাজ হইতেছে মানবতার ধ্বংসকে রুদ্ধ করিবার জীবন-মরণ যুদ্ধ।

সামরিক সাজসরঞ্জামের ভার যাহাদের উপর ন্যস্ত আছে, তাহারা তাহাদের মেশিন লইয়া ঠিক সেইরূপ ব্যাপৃত থাকিবে যেরূপ সৈনিক দল ব্যাপৃত থাকে তাহাদের বন্দুক লইয়া।

জন-নেতাগণ যদি এইভাবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট পরিবেশে যাহারা কাজ করে তাহারা এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে।

আমাদের প্রকৃত দুর্ব্বলতা হইতেছে এই যে, আমাদের দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এখনও যে শুধু এই বিপদের বিরাটত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই তাহা নহে, পরন্তু ইহার আশু সম্ভাবনাও অনুধাবন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা হয়ত কোন বৃহৎ সমস্যা লইয়া চিন্তামগ্ন আছেন; কিন্তু এই বিপদের সম্মুখে সেই সমস্যা অতি ক্ষুদ্র হইয়াই না দেখা দেয়। যেমন নাকি বিপুল প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের সম্মুখে মানুষের তৈরী আকাশস্পর্শী বিরাট সৌধকে খর্ব্বাকৃতি দেখা যায়।

একই উদ্দেশ্যে সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিবার স্পৃহা নিশ্চয়ই আসিবে। যদি এই আসন্ন বিপদ হইতে ভারতকে উদ্ধার করিতে হয়, তবে জাতীয় নেতার হাত হইতেই হউক কিংবা রক্ত, স্বেদ, কিংবা অশ্রুপাতের মধ্য দিয়াই হউক, ইহা নিশ্চয়ই আসিবে। একমাত্র একতাই আমাদের এমন বল প্রদান করিবে, যদ্দ্বারা আমরা বরাবর অগ্রসর হইয়া বিজয়লাভ করিতে পারিব। এই শক্তিই বে-সামরিক জনগণ সংরক্ষণের কর্ত্তব্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবে।

অপর পক্ষে কেবল মাত্র একটি পথা আছে, যদ্দ্বারা এই নাগরিক সংরক্ষণে সমস্ত পরিকল্পনাকে পরাভূত করিতে পারে। সেটি হইতেছে অহেতুক ত্রাস। আমি অহেতুক কথাটির উল্লেখ করিলাম এই জন্য যে, আমরা বর্ত্তমানে এরূপ অবস্থায় রহিয়াছি যে, সেখান হইতে আমরা যে শুধু আক্রমণ করিব তাহা নহে, পরন্তু কপাল সাধ্য কত্রা বজায় রাখিয়া সর্ব্বতোভাবে ও সাফল্যমণ্ডিতভাবে উহা রক্ষা করিব।

যদি কয়েকটি জাপানী বিমান আক্রান্ত কিংবা ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই কলিকাতায় আসিয়া হাজির হয়, তবে সাধারণ নাগরিকগণ প্রত্যেকেই এই ধারণা করিয়া লইতে পারেন যে, আঘাতটা তাঁহার উপরই পতিত হইবে। ইহাকে কলিকাতার ডার্বি সুইপের ঘোড়া ধরার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। কারণ খেলা হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই মনে করেন যে, ৪০,০০০ কিংবা ২০,০০০ পাউণ্ড তাঁহার নামেই উঠিবে। কিন্তু শেষকালে দেখা যায় যে, খুব অল্পসংখ্যক ভাগ্যবান্ ব্যক্তিই সে অর্থ লাভ করিয়া থাকেন।

এইভাবে যদি সত্যই একটি বিমান আক্রমণ হয়, তবে [illegible] লোকও থাকিতে পারে। সেই দুর্ভাগ্যের আমাদের প্রত্যেকেরই সম্ভাবনা। ডার্বি টিকিটের ক্রেতাগণ যেমন প্রত্যেকেই নিজেকে ভাগ্যবান্ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিল, ঠিক সেই রকম কলিকাতার সমস্ত অধিবাসী নিজদিগকে মন্দভাগ্য বলিয়া কল্পনা করিবার কোন হেতু নাই। এই উভয় ক্ষেত্রেই একমাত্র [illegible] হইতেছে অপেক্ষা করা এবং দেখা। এখন হইতেই [illegible] আমারও মন্দ ভাগ্য সম্পর্কে আশঙ্কা করিবার কোন হেতু নাই; কারণ উহাই হইতেছে অহেতুক ত্রাস।

এই আশঙ্কা ক্ষয়কারক, অবিবেচক এবং সময়বিশেষে ধ্বংসাত্মক ও বটে।

কলিকাতার নাগরিক সংরক্ষণ সম্পর্কে আমি মূলতঃ যে সাতটি শাখার তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি, তজ্জন্য সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। কিন্তু ইহার প্রত্যেকটিই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে পারে; সে ধ্বংস শত্রুর আক্রমণে হইবে না, পরন্তু হইবে কেবলমাত্র এই অহেতুক ত্রাসের দ্বারা।

যে সকল বিষয় আমি আপনাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছি তাহা যদি সত্য হয় এবং কলিকাতাবাসিগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হয়, তবে নাগরিক সংরক্ষণ প্রতিষ্ঠানে যে সকল সাধারণ নাগরিকের কোন কাজ নাই, তাহাদের কর্ত্তব্য অনেক সহজ হইয়া গেল। এই কর্ত্তব্য হইবে উপদেশ এবং ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া কলিকাতাবাসীকে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইতে প্ররোচিত করা।

অতঃপর আরও একটি বিবেচনার বিষয় আছে; উহা আমি আপনাদের সম্মুখে উত্থাপন করিব। খাদ্য, আশ্রয় এবং যাতায়াত সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত এই ব্যবস্থা করা যায় যে, যাঁহাদের কলিকাতায় বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য নাই এবং যাঁহারা অন্যত্র গিয়া বসবাস করিতে পারেন, তাঁহাদের অবিলম্বে এই শহর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য; কারণ তাঁহারা নাগরিক সংরক্ষণে কেবলমাত্র বাধার সৃষ্টি করিতেছেন। প্রয়োজনীয় কর্ম্মীদের জন্য যে খাদ্য, আশ্রয় এবং যাতায়াত ব্যবস্থার প্রয়োজন, তাঁহারা তাহার অপব্যবহার করিতেছেন।

যাহাতে কলিকাতাবাসী ব্যক্তিগতভাবে এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে পারে, আমি তজ্জন্য এই বিবৃতি প্রকাশ করিতেছি। প্রত্যেকেই এখন হইতে নিজ নিজ কর্ম্মপন্থা স্থির করিয়া রাখিবেন—তাহা হইলে আঘাত সত্যই আসিলে পুরুষ কিংবা নারী পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুসারে ধীরভাবে যুক্তিযুক্ত কাজ করিয়া যাইতে পারিবেন। যুদ্ধের ব্যাপারে বোমা নিক্ষেপ অপেক্ষা আরও ভয়াবহ কাণ্ড রহিয়াছে। যদি আমরা বর্ত্তমান যুদ্ধের বে-সামরিক ইতিহাস আলোচনা করি, তবে বেলজিয়ামের বে-সামরিক এবং বর্ম্মার বে-সামরিকদের কাহিনী হইতে প্রতীয়মান হয় যে, এই ব্যাপারে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বিষয় হইতেছে ত্রাসগ্রস্ত জনতা। যেখানে খাদ্য, আশ্রয় এবং নিরাপত্তা হাতের কাছে বিদ্যমান, সেই নিজ নিজ গৃহ এবং কারখানায় থাকিয়া বীরের মত বিপদের সম্মুখীন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা, অপরিচিত পরিবেশে যেখানে খাদ্য, আশ্রয়, চিকিৎসা-ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা নাই, সেখানে বিপদের সম্মুখীন না হওয়াই কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান যুদ্ধ জনগণের যুদ্ধ। চীনদেশে আমরা জাপানের নৃশংসতা নিরীক্ষণ করিয়াছি এবং অত্যাচারী জাপানের বিরুদ্ধে চীনের জাগরণ লক্ষ্য করিয়াছি। বিরূপক্ষের জনগণ শান্তিতে বাস করিবার এবং মানুষরূপে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছে। অপর কোন ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইবার পূর্ব্বে যেমন ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি লোককে যুদ্ধ করিতে হইবে; তাহারাও সেইরূপ মহান আদর্শের জন্যই সমরে লিপ্ত রহিয়াছে।

ভারতীয় অর্ডার-অব-মেরিট্

ভারতীয় সুবেদারের সাহসিকতার পুরস্কার

বর্ত্তমান যুদ্ধে সম্প্রতি ভারতীয় অর্ডার-অব-মেরিট (প্রথম শ্রেণী) পদক সর্ব্বপ্রথম প্রদান করার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে।

এই পুরস্কার যিনি পাইয়াছেন তিনি হইলেন ৬ষ্ঠ রাজপুতানা রাইফেল্‌সের সুবেদার নিয়াজ আলী খাঁ। তিনি ১৯৪০ সনে সিদিবারানীতে অসম সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য ভারতীয় অর্ডার-অব-মেরিট পুরস্কারে ভূষিত হইয়াছেন। গত গ্রীষ্মকালে সিরিয়ার যুদ্ধ হওয়ার সময় সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। সুবেদার নিয়াজ একটি দলের নায়ক ছিলেন, তিনি কয়েকটি খনি ধ্বংস করেন, একটি রেলওয়ে সেতু উড়াইয়া দেন এবং একটি সম্পূর্ণ ব্যাটালিয়নের আক্রমণ প্রতিহত করেন। যখন বড় বড় ট্যাঙ্ক আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা দুর্গের মধ্যে থাকিয়া চারিদিকে তারের বেড়া দিয়া ঐ ঘরটিকে ডিনামাইট দিয়া উড়াইয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত আত্মসমর্পণ করিতে অস্বীকার করেন।

সুবেদার নিয়াজ, পুরুষ স্টেটের অধিবাসী ও বর্ত্তমানে অফিসারদের ট্রেনিং স্কুলে আছেন।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

রুশীয়ান রণাঙ্গণে উভয়পক্ষে জীবন-পণ সংগ্রাম

রুশীয়ান রণাঙ্গণ

খারকোভ রণাঙ্গণে তীব্র সংগ্রাম

মস্কোর ১৯শে মের সংবাদে প্রকাশ, খারকোভ রণক্ষেত্রে উন্মাদের যুদ্ধ চলিতেছে। যে সকল অঞ্চলে রুশ সেনা জার্ম্মাণ ব্যূহ ভেদ করিয়াছে, জার্ম্মাণগণ তথায় যথাসম্ভব বেশী সংখ্যক ট্যাঙ্ক নিয়োগ করিতেছে। সোভিয়েট সেনার আক্রমণ ঠেকাইবার জন্য তাহারা ট্যাঙ্কের উপরই বেশী নির্ভর করিতেছে। একবার পাল্টা আক্রমণে মাত্র আড়াই মাইল বিস্তৃত এলাকায় তাহারা ১৫০টি ট্যাঙ্ক নিয়োগ করিয়াছিল। আর একটি অঞ্চলে জেনারাল ফন বক একশত আশি ও ত্রিশখানি করিয়া ট্যাঙ্ক ঝাঁকে ঝাঁকে পাঠাইয়াছিলেন।

ট্যাঙ্ক যুদ্ধে জার্ম্মাণদের পরাজয়

মস্কো রেডিওতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, খারকভ রণাঙ্গনে আরও কতকগুলি শহর ও গ্রাম রুশদের হস্তগত হইয়াছে। একটি বিরাট ট্যাঙ্ক যুদ্ধে জার্ম্মাণরা ৯০টি ট্যাঙ্ক লইয়া আক্রমণ করিয়াছিল। রুশরা ট্যাঙ্কমারা কামান হইতে এমন প্রচণ্ডভাবে গোলা বর্ষণ করিতে থাকে যে, ৪৬টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয় এবং অবশিষ্ট ট্যাঙ্কগুলি পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়। ২৪ ঘণ্টায় খারকভ রণাঙ্গনে মোট ৬০টি জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক ধ্বংস হইয়াছে।

ক্রাসনোগ্রাড পর্য্যন্ত রুশ আক্রমণ-ক্ষেত্র বিস্তৃত

খারকভ রণাঙ্গনে রুশ গোলন্দাজ বাহিনীর কর্ম্মতৎপরতার বর্ণনা করিয়া "রেড ষ্টার" লিখিতেছেন:—"খারকভ ও ক্রাসনোগ্রাডে রণাঙ্গ অভিযানের ভৈরব গর্জ্জন নিশ্চয়ই শুনা যাইতে পারে।" ইহাতে বোধ হয় যে, সোভিয়েট রণাঙ্গন ক্রাসনোগ্রাডের দক্ষিণ-পশ্চিম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।

সোভিয়েট বাহিনীর অগ্রগতি অব্যাহত

মস্কো রেডিওতে ২০শে মে বলা হইয়াছে যে, খারকভ রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনীর অগ্রগতি অব্যাহত আছে। জার্ম্মাণগণ রণক্ষেত্রে বহু ট্যাঙ্ক এবং পদাতিক সৈন্য আমদানী করিয়া প্রবলভাবে বাধা দান করিতেছে বটে, কিন্তু সোভিয়েট সৈন্যদল জার্ম্মাণদের সমস্ত প্রতিরোধ চূর্ণ করিতেছে। সোভিয়েট গোলন্দাজ সৈন্যদল জার্ম্মাণ সৈন্য এবং ট্যাঙ্ক শ্রেণীর উপর সোজাসুজি আক্রমণ চালাইতেছে এবং সোভিয়েট বৈমানিকগণ জার্ম্মাণ-অধিকৃত বিমান ঘাঁটি এবং জার্ম্মাণ সৈন্যসমাবেশের উপর সাফল্যের সহিত বোমা বর্ষণ করিতেছে।

উত্তরাঞ্চলে লাল ফৌজের অগ্রগতি

মস্কো হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, "উত্তর কেরিলিয়ার বনভূমি অঞ্চলের ভিতর দিয়া এক হাঁটু জল ভাঙ্গিয়া যুদ্ধ করিতে করিতে সোভিয়েট সৈন্যদল ১২ মাইল অগ্রসর হইয়াছে এবং জার্ম্মাণ-ফিনিশ ব্যূহের মধ্যে অনেকখানি ভাঙ্গন ধরাইতে সক্ষম হইয়াছে। এই অগ্রগতির ফলে সোভিয়েট বাহিনী একটি প্রধান সরবরাহ পথের কয়েক মাইলের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং সোভিয়েট গোলন্দাজগণ একণে এই যোগপথের উপর কামানের গোলা বর্ষণ করিতেছে।

জার্ম্মাণগণ এই অঞ্চলে একটি ফিনিশ ব্যাটেলিয়নকে তাহাদের সমস্ত রিজার্ভ শক্তি নিয়োজিত করিয়াছে। এই ফিনিশ ব্যাটেলিয়নটিকে কুইটো হ্রদের উত্তর তীরস্থ উপত্যকা হইতে হটিয়া আসিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। কয়েক ঘণ্টা পরে এই ব্যাটেলিয়নটিকে ঘিরিয়া ফেলা হয় ও তাহাদের সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করা হয়।

গত কয়েকদিনের যুদ্ধে জার্ম্মাণদের এই অঞ্চলে প্রায় ৩,০০০ সৈন্য নিহত হইয়াছে।

২ য়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল দখল

মস্কো বেতারের এক সংবাদে বলা হইয়াছে, "খারকভ অংশে আমাদের সৈন্যদল পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে এবং বহু শত্রু-আক্রমণ হটাইয়া দিতেছে। শত্রু তাহার আত্মরক্ষার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি অঞ্চল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে।"

লেনিনগ্রাড রণাঙ্গণে জার্ম্মাণ ব্যূহ ভেদ

জার্ম্মাণ বেতার স্বীকার করে যে, ইলমেন হ্রদের ৮ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বের রণাঙ্গনে—যেখানে সম্প্রতি জার্ম্মাণ ১৬নং আর্মি পরিবেষ্টিত হয়—রুশরা জার্ম্মাণ ব্যূহ ভেদ করিয়াছে। যে লাইন ভেদ করা হইয়াছে তাহাকে বেতার-ঘোষক "প্রধান জার্ম্মাণ যুদ্ধ লাইন" বলিয়া বর্ণনা করেন। রুশদের ট্যাঙ্ক ও বিমান আক্রমণে সহযোগিতা করে এবং আক্রমণের পূর্ব্বে তাহারা প্রবল গোলা বর্ষণ করে।

সোভিয়েট সেনাদলের কার্চ্চ পরিত্যাগ

২৩শে মে মধ্যরাত্রির সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট সেনা বাহিনী কার্চ্চ উপদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া সরিয়া আসিয়াছে।

উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনে সোভিয়েটের সাফল্য

উত্তর-পশ্চিম (কালিনিন-লেনিনগ্রাদ) রণাঙ্গনে সোভিয়েট সৈন্যগণ আড়াই হাজারের অধিক জার্ম্মাণ অফিসার ও সৈন্য বিনাশ করিয়াছে। তাহারা জার্ম্মাণদের ৬টি ট্যাঙ্ক, কতকগুলি হাফট্র্যাক ট্যাঙ্ক, ৮টি কামান, ৭১টি লরী এবং ৩৯টি মেশিনগান ধ্বংস করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাহারা বহু মেশিনগান ও মর্টার এবং ২০ হাজার গুলী হস্তগত করিয়াছে। এই রণাঙ্গনে সোভিয়েট সৈন্যগণ রাইফেল ও মেশিনগানের গুলীবর্ষণ করিয়া চারিটি জার্ম্মাণ বিমান ভূপাতিত করিয়াছে।

১৫ হাজার জার্ম্মাণ সৈন্য নিহত

খারকভ যুদ্ধে জার্ম্মাণীর যে অপরিমেয় সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে, তাহা সমস্ত রুশ সংবাদে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ইজিয়াম বারভেনকোভো রণাঙ্গনে জার্ম্মাণী রুশ ঘাঁটিগুলির বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে বহু সৈন্য নিয়োগ করে। কিন্তু তিন দিনের যুদ্ধে জার্ম্মাণীর ১৫ হাজার সৈন্য নিহত হইয়াছে।

নবতম মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ

মস্কো বেতারে ২৪শে মে বলা হইয়াছে যে,—"সোভিয়েট সমরসম্ভার বিভাগের ডেপুটি কমিশনার কম্যাণ্ডার পিগুলকিন এক সাক্ষাৎকার কালে বলিয়াছেন, "আমরা বর্ত্তমানে এমন সব আধুনিক মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ করিতেছি—যেগুলি শত্রুপক্ষের নাই।" কম্যাণ্ডার পিগুলকিন আরও বলেন যে, সোভিয়েট রাশিয়ায় এক্ষণে যুদ্ধের পূর্ব্বকার সময় অপেক্ষা কয়েক গুণ বেশী সমরোপকরণ নির্ম্মিত হইতেছে, কিন্তু এখনও উহা সর্ব্বোচ্চ সীমায় আসিয়া পৌঁছায় নাই।"

ইজুম-বার্ভেঙ্কোভো অঞ্চলে ভয়াবহ যুদ্ধ

সোভিয়েট বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, "খারকভ রণাঙ্গনের কয়েকটি এলাকায় আমাদের সৈন্যগণ তাহাদের ঘাঁটি সংগঠিত করিয়া আক্রমণ চালাইতে থাকে। ইজুম-বার্ভেঙ্কোভো অঞ্চলে রুশ সৈন্যগণ শত্রুপক্ষীয় ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনীর সহিত কঠোর সংগ্রাম চালায়।

রুশ বিজ্ঞপ্তির ক্রোড়পত্রে বলা হইয়াছে, "খারকভ রণাঙ্গনে শত্রুপক্ষীয় পদাতিকবাহিনী আমাদের ব্যূহের এক স্থানে কীলকের আকারে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইয়াছিল; কিন্তু ইহাতে তাহাদের গুরুতর ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে। আমাদের সৈন্যগণ পার্শ্ব হইতে আক্রমণ চালাইয়া শত্রু সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করে। জার্ম্মাণদের ৭৫০ জন সৈন্য নিহত হয়।

ইজুম-বার্ভেঙ্কোভো অঞ্চলে একটি রুশ সেনাদল জার্ম্মাণ পদাতিক ও ট্যাঙ্কবাহিনীর এক প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করে।

হিটলারের সদর ঘাঁটি হইতে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, খারকভের দক্ষিণ অঞ্চলে এক্ষণে রুশ-বাহিনীকে বেষ্টন করিয়া ফেলিবার জন্য যুদ্ধ চলিতেছে। শক্তিশালী ট্যাঙ্ক বাহিনী সহ তিনটি সোভিয়েট সেনাদলের অধিকাংশ সৈন্যকেই বেষ্টন করিয়া ফেলা হইয়াছে। উক্ত সংবাদের সমর্থনসূচক কিছু মস্কো জানা যায় নাই।

রুশিয়ার রাজধানী মস্কোর কোনও স্থানে একদল সৈনিক একটি বিমান-ধ্বংসী কামান শত্রু-বিমানের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে।

যুদ্ধ জাহাজের সহিত ট্যাঙ্কের যুদ্ধ

রুশ নৌবহরের মুখপত্র "ক্রাসনি ফ্লট" পত্রিকায় একটি অভিনব সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, কার্চ্চ উপকূলের সন্নিকটে হাল্কা একখানা রুশীয় যুদ্ধ জাহাজের সহিত জার্ম্মাণ ট্যাঙ্কবহরের যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সোভিয়েট সেনাদিগকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ জাহাজখানি কার্চ্চ উপকূলের খুব নিকট দিয়া ঘুরিতেছিল এবং শত্রুর উপর গোলা চালাইতেছিল। ঐ সময় জার্ম্মাণ ট্যাঙ্কবহর অকস্মাৎ উপকূলে পৌঁছায় এবং জাহাজখানির উপর গোলা চালাইতে আরম্ভ করে। শত্রুর গোলায় জাহাজের হালের ও জাহাজ চালাইবার ঘূর্ণায়মান চক্র ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং জাহাজখানা অচল হইয়া পড়ে। কিন্তু জাহাজের গোলন্দাজগণ শত্রুর ট্যাঙ্কবহরের উপর গোলা চালাইতে থাকে।

[৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

জার্ম্মাণদের কতিপয় হাউইৎজার কামান দখল করিয়া লইয়া রুশীয়ান গোলন্দাজরা তাহা জার্ম্মাণদেরই বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতেছে।

জাপানী আক্রমণের পরবর্ত্তী লক্ষ্য কি ?

বর্ম্মা যুদ্ধের দ্বিতীয় পটের পরবর্ত্তী অবস্থা

বর্ম্মা যুদ্ধের দ্বিতীয় পালা আমাদের প্রতিকূলেই গিয়াছে। এই পালাটি এখন অতীতের কাহিনীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। মিত্র বর্ম্মা হস্তচ্যুতির পর বর্ম্মা অভিযান অবশ্যম্ভাবীরূপে এক দীর্ঘসূত্রী ব্যাপারে পরিণত হয়; বস্তুতঃ ইহা হইয়া উঠে সময়ের সঙ্গে এক নৈরাশ্যজনক প্রতিযোগিতা। শেষাংশে জাপানীরা আশাতীতরূপে দ্রুততর কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করে। অভিযানকারী চীনা সেনার পূর্ব্বপ্রান্তে এক বিরাট সৈন্যসমাবেশের দ্বারাই তাহারা ইহা করিতে সমর্থ হয়। ইন্দো-চীন, শ্যাম এবং মালয় লইয়া গঠিত ভৌগোলিক অংশে জাপানীরা এক বিরাট শক্তিশালী সেনা, সম্ভবতঃ তাহাদের স্থল ও বিমান-বাহিনীর শ্রেষ্ঠতম অংশই কেন্দ্রীভূত করে। সামরিক গুরুত্বের দিক দিয়াও তাহারা বিশিষ্ট সুবিধার অধিকারী ছিল; কারণ তাহারা আভ্যন্তরীণ যাতায়াতের রাস্তাগুলি ব্যবহার করিতে পারিত। তা'ছাড়া তাহারা বরাবরই সময়ের সঙ্গে তাহাদের প্রতিযোগিতার বিষয়ে সচেতন ছিল। এই সচেতনতাই তাহাদিগকে চেষ্টা ও বারম্ভোচবিহীন-ভাবে তাহাদের সংখ্যা ও সজ্জার সমগ্র প্রাধান্য নির্দ্দিষ্টভাবে প্রয়োগ করিতে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলে।

পক্ষান্তরে বর্ম্মাস্থিত মিত্রশক্তির সীমাবদ্ধ ক্ষমতা দ্বারা একটা অখণ্ড সংগ্রামক্ষেত্র রচনার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না; ফলে অন্তর্দ্দেশ ও পার্শ্বভাগ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা সদা-বিদ্যমান ছিল। আমাদের পক্ষে বর্ম্মার যুদ্ধ, বস্তুতঃ সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ মিঃ চার্চিলের কথায় বলিতে গেলে "কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পরিধির যুদ্ধ" মাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। উপরন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দুর্ভোগের ব্যাপার এই যে, বর্ম্মার এই সংগ্রামক্ষেত্রকে এমন একটা বৃত্তের বহির্ভাগীয় অংশের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, যাহা অন্তর্ভাগীয় পূর্ব্ব ভারতের আপাততঃ অনাক্রান্ত বৃত্তাংশের সহিত সমান্তরাল ও যোগসূত্রহীন হইয়া বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করিতেছে।

* * * * *

বর্ম্মায় জাপানী অগ্রগমনের প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল বর্ম্মা রোড। চীনা ও উত্তর বর্ম্মার যোগসূত্র ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা চাহিয়াছিল ইহা নষ্ট করিয়া দিতে। জাপানীরা যদি ইহা করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে লাসিওর মধ্যস্থতায় যাতায়াতের সম্পর্কে চীন ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। জাপানীরা প্রকৃতপক্ষে ইহা করিতে সক্ষম হইয়াছে। ফলে বর্ত্তমানে প্রশ্ন উঠে, চীনের যুদ্ধ করিবার সামর্থ্যের উপর ইহার কি প্রতিক্রিয়া হইবে?

উত্তরে বলা যায় যে, বর্ত্তমানে এই লাসিও-যোগাযোগের বিচ্ছিন্নতা কোনই বাস্তব পার্থক্যের সৃষ্টি করিতে পারে না। কারণ রেঙ্গুনের পতনের পর হইতে বর্ম্মায় ইতঃপূর্ব্বে অবস্থিত সরঞ্জাম ছাড়া আর কোনও যুদ্ধ-সরঞ্জাম এই রাস্তা দিয়া চলাচল করে নাই। এই প্রতিবন্ধক যদি কতিপয় মাস যাবৎও স্থায়ী হয়, তবুও বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবে না। তা'ছাড়া জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে চীন আত্ম-নির্ভরশীল হইবার চেষ্টা করিতেছে এবং ক্ষুদ্র অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় রণসম্ভার প্রস্তুতের ব্যাপারে সমর্থও হইয়াছে। স্মরণ করা যাইতে পারে যে, ১৯৪০ সনে বর্ম্মা রোডের মধ্য দিয়া কোনই সামরিক সম্ভার রপ্তানী হয় নাই, আর তাহাতে চীনের কোনও অপূরণীয় ক্ষতিও সাধিত হয় নাই।

কিন্তু আমাদের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলের উন্নততর যোগাযোগের উপায় উদ্ভাবিত হওয়ার পর এই বর্ম্মা রোডকে যেরূপ সম্ভাবনাপূর্ণ ব্যবহারে প্রয়োগ করা যাইতে পারিত, সেই কথা ভাবিতে গেলে ইহা বাস্তবিকই গভীর ক্ষতি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে এবং অনুরূপ ব্যবস্থার বিবেচনা বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে বলিয়াছেন, অনুরূপ ব্যবস্থা আবিষ্কার করা যাইতে পারে ও যাইবে। তিনি আরও আশ্বাস দিয়াছেন যে, চীনে সরবরাহ দেওয়ার ব্যবস্থা বাহির করিতে হইবে। তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন, লাসিওর পতন সত্ত্বেও চীনে যুদ্ধসম্ভার দেওয়ার ব্যবস্থা সমানভাবেই চলিতেছে। ইহা অত্যন্ত সুপরিস্ফুট এবং এই আশ্বাস বাণীকে ইহার আপাত অর্থে গ্রহণ না করার কোনও কারণ নাই।

স্বভাবতঃই কৌতূহল হয়, বর্ম্মা রোডের পরিবর্ত্তে কোথায় ও কিভাবে অনুরূপ রাস্তা পাওয়া যাইবে। কেহ কেহ পূর্ব্ব-ভারত হইতে বিমান পথের কথা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহা বাস্তবিকই সম্ভব। হয়ত স্থল পথের রাস্তাও নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। প্রকৃত রাস্তা সম্বন্ধে কোনই বিশেষ জ্ঞানের দাবী না করিয়াও ইতিহাস ও ভূগোলের সঙ্গে পরিচিত যে কেহ অনেকগুলি রাস্তার কল্পনা করিতে পারেন।

সর্ব্বপ্রথমে আমাদের চোখে পড়ে ভামোর মধ্যকার রাস্তা, যাহা বর্ত্তমান বর্ম্মা রোডের আরও দক্ষিণে চলিয়াছে ও উত্তর বর্ম্মা ও ইউনানের মধ্যে সংযোগ সাধন করিয়াছে। হয়ত এই রাস্তাও বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। বস্তুতঃ ইহা বর্ত্তমান যুদ্ধাঞ্চল হইতে বেশী দূরে নয়। তাই আরও উত্তর দিকে, আসামের সহিত চীনের যোগাযোগ রক্ষাকারী রাস্তার কথা বিবেচনা করিতে হইবে। চীন-আসাম রাস্তার কিছুটা উল্লেখ ইতঃমধ্যেই হইয়াছে। কারিগরী দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে এই রকম একটা রাস্তা নির্ম্মাণ লাসিওর ভিতর দিয়া বর্ম্মা রোড নির্ম্মাণের চেয়ে কঠিন ইন্জিনিয়ারিং দরকার করিবে না।

তৃতীয়তঃ চুম্বি উপত্যকার মধ্য দিয়া বাঙলা ও তিব্বতের বাণিজ্য পথ। ইহা অত্যন্ত পুরাতন রাস্তা ও বোঝা বহন করিবার ক্ষমতাও ইহার কম।

চতুর্থতঃ ভারতবর্ষ হইতে কাশ্মীর, লাডক ও সিংকিয়াংএর ভিতর দিয়া একটা খুব বড় ঐতিহাসিক রাস্তা বিদ্যমান আছে। এই রাস্তা কেবল গ্রীষ্মকালেই চলাচল-যোগ্য। এই রাস্তার চীনের অংশে সম্প্রতি সিংকিয়াং হইতে কনুস্থ পর্য্যন্ত একটা মোটরের রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে, পঞ্চমতঃ যদি ট্রানস-ইরানিয়ান বা ইন্দো-ইরানিয়ান রেলপথ ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে আর একটা অনুরূপ রাস্তা পাওয়া যাইতে পারে। ইহা অবশ্য সত্য যে, এই সকল রাস্তাগুলি লম্বা, ঘোরালো এবং দুরতিক্রম্য; কিন্তু বর্ত্তমানে যে রাস্তাগুলি দ্বারা রুশিয়ার সরবরাহ হইতেছে, সেইগুলিও ঘোরালো এবং দুর্গম। পরিশেষে মিত্রপক্ষের পাল্টা আক্রমণের সময় যখন আসিবে, তখন সামরিক প্রক্রিয়া দ্বারাও এই লাসিও রাস্তা পুনরুন্মোচনের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

যদি চীনারা প্রতিরোধ করিতে পারে, তবে আশা করা যায় ভারতীয়েরাও প্রতিরোধ করিতে পারিবে। কারণ গ্রেটবৃটেন ও আমেরিকার সহিত সংযোগের ফলে ভারতের অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু ভারতের জন্য উপস্থিত প্রশ্ন হইতেছে, জাপান অতঃপর চীন আক্রমণ করিবে, না ভারত আক্রমণ করিবে?

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, লেখক বরাবরই বলিয়া আসিতেছে যে, বর্ম্মা হইতে আসামের মধ্য দিয়া স্থলভাগের আক্রমণাশঙ্কাই ভারতের বেশী। লেখকের মতে সমুদ্রবাহী আক্রমণ অপেক্ষা এই প্রকার আক্রমণই বেশী বাধাত্মক হইবার সম্ভাবনা।

অনুমান এই যে, জাপানীরা সর্ব্বপ্রথম ভারতের দিকেই নজর দিবে; অবশ্য এই কথার উপর বেশী জোর দেওয়া যায় না। সুতরাং ভারতবর্ষ যে জাপানীদের পরবর্ত্তী লক্ষ্যবস্তু, এই অনুমানে অযথা সন্ত্রাসের সৃষ্টি করিবার কোনই কারণ নাই।

প্রথমতঃ বর্ম্মায় দীর্ঘসূত্রী সামরিক কার্য্যকলাপের জন্য আমরা যথেষ্ট সময় পাই; ফলে আমরা ভারতরক্ষার আয়োজন এমন সন্তোষজনক পর্য্যায়ে আনিতে সক্ষম হই, যাহা ১৪ মাস আগে মোটেই সম্ভবপর হইত না।

দ্বিতীয়তঃ ইতিমধ্যেই আসামের প্রান্তদেশে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব বাঙলায় সরবরাহ ও চলাচলের রাস্তার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। ফলে সহজরূপে লোক ও যুদ্ধ-সরঞ্জাম পাঠাইতে কোনই বেগ পাইতে হইবে না। যদি আসাম আক্রান্ত হয়, তবে আমরাই আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের রাস্তা ব্যবহার করিতে পারিব; আর জাপানীদের নির্ভর করিতে হইবে কষ্ট-সিদ্ধি, দুর্গম জলবিরল সরবরাহ রাস্তার উপর। এইভাবে কিছুটা সাজা তাহারা পাইবেই।

পরিশেষে বর্ম্মাতে এখনও বৃটিশ, ভারতীয়, বার্ম্মিজ ও চীন সেনার এক শক্তিশালী অংশ রহিয়াছে, যাহারা আসামের বহির্ভাগীয় রক্ষাব্যবস্থা ও জাপানী সৈন্যদের মধ্যে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতে পারিবে। বর্ম্মায় আর কত দিন প্রতিরোধ সম্ভব হইবে, তাহা বলা কঠিন। তবে যে কোন অবস্থাতেই এমন প্রতিরোধের ব্যবস্থা থাকিবে, যাহাতে জাপানীরা উত্তর বর্ম্মায় তাহাদের অধিকার শক্তিশালী করিতে সময়সাপেক্ষ মনে করে। ইতিমধ্যেই যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহা মোটামুটি এই যে, চীন ও উত্তর বর্ম্মার সাক্ষাৎ যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বর্ম্মার যুদ্ধ সম্পূর্ণরূপে শেষ না করিয়া ভারতের উপর পরিপূর্ণ স্থল আক্রমণ সম্ভব হইবে না। ইতিমধ্যে আসাম, চট্টগ্রাম ও আরাকানের পাহাড়ে মৌসুমী বায়ু আসিয়া পড়িবে।

গত ২৫শে এপ্রিল যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় বাঙলাদেশে মোট ১,২৮৯ জন লোক কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়। তন্মধ্যে ঢাকায় ১৩৩ জন, ফরিদপুরে ৪১৫ জন, বাখরগঞ্জে ২৬১ জন, চট্টগ্রামে ১১৩ জন এবং নোয়াখালীতে ১৭২ জন উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়। এই সময় কলেরায় মোট ৬১০ জন লোক দেহ ত্যাগ করে। তাহার মধ্যে ফরিদপুরে ২০৯ জন এবং বাখরগঞ্জে ১১৮ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

যুদ্ধের ফলে অভিভাবকহীন একদল চীনা শিশুকে মাদাম চিয়াংকাইশেক স্বয়ং খাদ্য বিতরণ করিতেছেন।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

সুদূর-প্রাচ্যের রণাঙ্গণ

আসামে আবার বোমা বর্ষণ

এক ইস্তাহারে প্রকাশ, গত ১৮ই তারিখে পূর্ব্ব আসামের এক শান্তিপূর্ণ পল্লী অঞ্চলে কয়েকটি বোমা পড়িয়াছিল; হতাহতের সংখ্যা খুব কম। স্থানীয় অধিবাসিগণ বেশ দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছে।

চুংকি হইতে জাপানীদের অগ্রগতি

চীনা ইস্তাহারে প্রকাশ, বিমান ও গোলন্দাজ বাহিনীর রক্ষণায় জাপানীরা বহু সৈন্য ও সমরোপকরণ আনিয়া ফেলিয়াছে এবং চুংকি হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে এবং রেল পথ ও উচ্চ সড়ক ধরিয়া সোসিয়েনের দিকে অগ্রসর হইতেছে। চীনারা প্রচণ্ডভাবে বাধাদান করিতেছে।

আকিয়াবে বৃটিশ বিমানের বোমা বর্ষণ

নয়াদিল্লীর এক ইস্তাহারে প্রকাশ, গত ১৯শে মে আকিয়াব বিমান ঘাঁটির উপর দুইবার আক্রমণ চালান হইয়াছিল। প্রথমবারের হানায় ঘাঁটিতে অবস্থিত জাপানীদের কয়েকখানি জঙ্গী বিমানের উপর সরাসরি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। শত্রুপক্ষের তিনখানা জঙ্গী বিমান আমাদের বোমারুগুলিকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সাফল্যজনকভাবে এই বাধা অতিক্রম করা হইয়াছে। ঐ দিনই দ্বিতীয়বারের আক্রমণে লক্ষ্যস্থল এলাকায় বোমাবর্ষণ করা হয়। ফলে জমির উপর অবস্থিত অন্ততঃ আরও দুইটি শত্রু বিমান খায়েল হইয়াছে।

পাঁচদলে বিভক্ত হইয়া জাপানীদের অভিযান

চারিখানা জাপ বিমান পশ্চিম সাংসী প্রদেশের অন্তর্গত চেকিয়াংএ বোমা বর্ষণ করিয়াছে। কিছু বেসামরিক অধিবাসী নিহত হইয়াছে এবং কতকগুলি অট্টালিকা ধ্বংস হইয়াছে।

চুংকিংয়ের এক খবরে প্রকাশ, জাপানীরা চুকি পৌঁছিবার পর পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়া দক্ষিণ অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। জাপানী সৈন্যদের একটি দল সোসিয়েন পৌঁছাইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম অভিমুখে অগ্রসর হয়; কিন্তু তাহাদের অগ্রগতি প্রতিহত করা হয়। অতঃপর বহুসংখ্যক সৈন্য আসিয়া তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করিলে তাহারা পুনরায় আক্রমণ শুরু করে। বিমান ও কামানশ্রেণী হইতে গোলাবর্ষণ করিতে করিতে জাপানীরা একটি গ্রামে প্রবেশ করে।

সৈন্য বোঝাই জাপ যুদ্ধ জাহাজের উপস্থিতি

এক চীনা ইস্তাহারে প্রকাশ যে, হঠাৎ সৈন্য বোঝাই বহু সংখ্যক জাপ যুদ্ধ জাহাজ মীন নদীর মোহনায় আসিয়া উপস্থিত হয়। গোলার বেড়াজালের অন্তরালে জাপ সৈন্যরা ফুচাও এর নিম্নে একটি নদীর উত্তর তীরে অবতরণ করে। সেখানে যুদ্ধ চলিতেছে।

চুংকিং-এর দক্ষিণ-পশ্চিম চেকিয়াং এর জাপ বাহিনী চীনা ঘাঁটির উপর পুনঃ পুনঃ আক্রমণ চালায়। কিন্তু তাহাদের সব কয়টি আক্রমণ প্রতিহত করা হয়। চীনা বাহিনী জাপানীদের বহু সৈন্য হতাহত করিয়া পাল্টা আক্রমণ চালায়।

ফুচাওয়ে জাপানীদের অবতরণ

দক্ষিণে ফুচাওয়ে জাপানীরা অবতরণ করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। চেকিয়াং প্রদেশে চীনা প্রতিরোধ শক্তি খর্ব্ব করাই সম্ভবতঃ উহাদের উদ্দেশ্য।

এক সহস্র জাপ সৈন্য নিহত

এক চীনা ইস্তাহারে প্রকাশ, কিয়েনতেহ এর উত্তর-পূর্ব্ব দিকে অগ্রসরমান জাপানী সৈন্যদলকে চীনারা বাধাদান করিতেছে। বড় রাস্তা বরাবর আক্রমণ আর একটি জাপ সৈন্যদল ইউ এর ১৫ মাইল পূর্ব্বে চীনা সৈন্যদের সহিত যুদ্ধরত আছে। এই অঞ্চলে যুদ্ধটা বিশেষ তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে।

আর একটি জাপ সৈন্যদল ইউ এর উত্তরে পুকিয়াং দখল করে এবং ইউ এর চীনা সৈন্যদলের পাশ কাটাইয়া দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করে। ইস্তাহারে প্রকাশ যে, দক্ষিণ সিন্যাং এর উপর চীনারা আক্রমণ আরম্ভ করিলে জাপ সৈন্য পশ্চিমে সিনহান রেলওয়ের দিকে পশ্চাদপসরণ করিতে থাকে। চীনারা তখন শহরটি দখল করে। এখানে এক হাজার জাপ সৈন্য নিহত হইয়াছে।

পূর্ব্ব চেকিয়াং প্রদেশে তীব্র সংগ্রাম

পুরাতন কারাভান রোডের উপর অবস্থিত কানকোঙ্গি নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিবার পর চীনারা পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে থাকে। তাহারা বার্মা রোডের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত টেং চুং (ইউনান প্রদেশের অন্তর্গত) নামক একটি শহরের পূর্ব্ব দিকে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে এবং জাপানীদের অনেক সৈন্য হতাহত করে। পূর্ব্ব চেকিয়াং প্রদেশে জাপানীদের সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। জাপানীরা চেকিয়াংএর রাজধানী কিনহাওয়ার উত্তর-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত কিনটে এবং ওয়াইউ নামক দুইটি স্থানে প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। রেলপথের উপরে অবস্থিত জাপ সৈন্যেরা ওয়াইউর নিকটে চীনাদের ঘাঁটির উপরে ব্যাপকভাবে আক্রমণ করে। অতঃপর তাহারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া অলক্ষ্যে চীনাদের ঘাঁটির ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। চীনারা প্রচণ্ড গোলা বর্ষণ করিয়া জাপানীদিগকে বাধা দেয়। অতঃপর তাহারা বেয়নেট লইয়া জাপানীদিগকে আক্রমণ করে। জাপানীরা যুদ্ধক্ষেত্রে দুই সহস্র মৃতদেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

জাপ যুদ্ধ-জাহাজের আক্রমণ

ফুকিয়েন প্রদেশে জাপ যুদ্ধ জাহাজগুলি উপকূলবর্ত্তী বিভিন্ন দ্বীপের উপর ব্যাপক আক্রমণ চালাইতেছে। মীন নদীর মোহনায় অবস্থিত চুয়ানসিং দ্বীপের উপরে জাপানীরা জাহাজ হইতে গোলা এবং বিমান হইতে বোমা বর্ষণ করে; ফলে ঐ দ্বীপের দুর্গ হইতে চীনারা হটিয়া আসিতে বাধ্য হয়। জাপ বিমানসমূহ ফুচাউ, মামম এবং পিংটাংএর উপরও বোমা বর্ষণ করে। ২১খানি যুদ্ধ জাহাজ সান্টু, পিংটাং ও নানজিং দ্বীপের উপর গোলা বর্ষণ করে। এই দ্বীপগুলি ফুচাউয়ের নিকটে অবস্থিত। জাপানীরা ফুচাউয়ের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত পিংটাং দ্বীপে অবতরণের চেষ্টা করে; কিন্তু চীনা সৈন্যেরা তাহাদিগকে বিতাড়িত করে।

প্রায় এক লক্ষ জাপ সৈন্যের অভিযান

জাপানীরা প্রায় এক লক্ষ সৈন্যসহ তুংজং, ইবু এবং পুকিয়ং হইতে চেকিয়াংএর রাজধানী কিনোয়ার দিকে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়াছে। চীনারা মরণপণ করিয়া তাহাদিগকে বাধা দিতেছে। জাপানীরা বিমান বহরকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া অগ্রসর হইতেছে। বিমানগুলি কিনোয়া এবং অন্যান্য জনাকীর্ণ অঞ্চলগুলির উপর অবিরাম বোমা বর্ষণ করিতেছে। তথাপি চীনাদিগের কাছে জাপানীরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

কয়েকটি ঋণ-সালিশী বোর্ড

নূতন ক্ষমতাপ্রাপ্তির ঘোষণা

নিম্নোক্ত ঋণ-সালিশী বোর্ডসমূহকে বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের ১৯ ধারার অন্তর্গত (১) উপধারার (গ) প্রকরণ অনুযায়ী ক্ষমতা পরিচালনের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে:—

খুলনা জেলার সদর মহকুমার ডামুরা বোর্ড।

রাজশাহী জেলার সদর মহকুমার হজুরীপাড়া ও দেওপাড়া বোর্ড।

ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মহকুমার দীরগাঁও-কৃষ্ণনগর (১নং), ইব্রাহিমপুর, সাদকপুর, সৈয়দাকান্দি, তেজখালী ও রসুলাবাদ বোর্ড।

নোয়াখালী জেলার সদর মহকুমার হরিশপুর, কালাপানিয়া (২নং), বাউড়িয়া, রহমৎপুর, কাচির, মেরামাই, মজচিক্কা, সাইটভাঙ্গা, বড়খেরী ও চরকাদিরা বোর্ড।

বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমার শীতলগ্রাম, বড়া ও মাঙপাড়া বোর্ড।

জলপাইগুড়ি সদর মহকুমার অধীনস্থ শ্রীরামপুর বোর্ড।

রংপুর গাইবান্ধা মহকুমার রামচন্দ্রপুর, তালুক-কানুপুর, কামদিয়া ও এড়েণ্ডাবাড়ী বোর্ড।

মেদিনীপুর তমলুক মহকুমার অধীনস্থ ভোগপুর, কাপাসেরা, কুলবাড়ী, সিদ্ধা ও রঘুনাথবাড়ী বোর্ড।

মেদিনীপুর সদর উত্তর মহকুমার শালবনী, কেশপুর, মলঘাসা ও বালিচক বোর্ড।

মেদিনীপুর ঘাটাল মহকুমার আজবনগর, মানসুকা, মনোহরপুর ও রাজনগর বোর্ড।

মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম মহকুমার পাথরা ও কানী-মোহনী বোর্ড।

মেদিনীপুর কাঁথি মহকুমার মুগবেড়িয়া, বালিঘাই, কাজিলী, পটাশপুর, বাঁকা, কুমিরদা, কানাবনা, বসন্তিয়া, কাজলাগড় ও বাসুদেবপুর বোর্ড।

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার সাদল বোর্ড।

বাখরগঞ্জ জেলার পিরোজপুর মহকুমার আমুয়া-পাটিকেলবাড়ী বোর্ড।

বাখরগঞ্জ জেলার পটুয়াখালী মহকুমার মদনপুর, লাউকাটি, ডাকুয়া, লেবুখালি, দাসপাড়া, কাশীরাবাদ, মোকামিয়া, আইলাপাতাকাটা, ধনখালি, মদনপুর, কাউনিয়া, আইলা, পূর্ণাবনি, বেতাগী-শানখীপুর, মজিদবাড়ীয়া, মিলবিলাস, বাঁশবুনিয়া, বুড়িরচর, মির্জাখালী-দেউলী, বেতাগী, আমড়লী ও আমরাগাছিয়া বোর্ড।

ঢাকা সদর (উত্তর) মহকুমার কালীগঞ্জ, তৌক, কাপাসিয়া, কাউলতিয়া, প্রহ্লাদপুর, বাড়িয়া, শ্রীপুর, জামালিয়া, বারমী, তারগাঁও, সিজ্জাশ্রী, মঙ্গলপুর, মোড়াপাল, গাছা, রাজাবাড়ী, বাগাটিয়া, চাঁদপুর, দুর্গাপুর, সনমনিয়া ও বারিশাকো বোর্ড।

ঢাকা সদর (দক্ষিণ) মহকুমার বাক্তা-মোহিতপুর বোর্ড।

ঢাকা মুন্সীগঞ্জ মহকুমার মোল্লাকান্দি, চরশিলাইআমারা, বজ্রযোগিনী, মহুনিয়া, বালুয়াকান্দি, টেঙ্গারচর, বাউসিয়া, গুয়াগাছিয়া, ভবেরচর, ইমামপুর, আড়িয়ল-আউটশাহী, শ্রীপুর, লতাব্দী, শেখেরনগর বায়ই, খালী, বাগরা, বউলতলি ও হলদিয়া-মেদিনীমণ্ডল বোর্ড।

ঢাকা নারায়ণগঞ্জ মহকুমার পদ্মাপতলি, নাবানগঞ্জ, মুক্তাপাড়া, জয়াদো, বিমুদৈল-বাবলাবো, বারবলী, কাঁচপুর-বনগড়, রূপগঞ্জ-কায়েতপাড়া, বিদিরপুর, চনতলিয়া, একদুয়ারিয়া, তজারিয়া, দুনালপুর, মধুনী, আলপুর, মনবর্ত্তী, হাজীপুর, মাহিমপুর, চনপা, পুটিয়া, মোগড়াপাড়া, ভাঙ্গা, জোলাবো, কাঞ্চন, ব্রাহ্মণদি, উচিতপুর, মনহরদি, মদনপুর, কড়ুয়া, বারপুর, হারিহরা-আনোকখালি, খানির-পুর, আবদিয়া-নাঁচিলোলা, শাশীপুর, বেতোয়ারামার, খামিনপুর, শিলিমপুর, মাসদাপুর, জুমুরিয়া, জিনদনী, আড়াইহাজার, মন্দি, সোনকাপাইল ও দুপতারা বোর্ড।

ঢাকা মানিকগঞ্জ মহকুমার বালিয়াটি-মহুরিয়া, গাজিখানুয়া, দিঘী ও আটগ্রাম, বুকপুর ও আটিগ্রাম,

[২য় কলমের নিম্ন দেখুন]

[শেষ কলমের জের]

শিবালয়, পাঁচা, বাল্লোরা, সেঙ্গিলা, বানকোড়া, বায়রা, জাবরা, মহাদেবপুর, গরপা, চকমীরপুর, বায়া, আজিমনগর-সিংজুড়ী, বালিয়াচুড়ি ও বিবাদপুর বোর্ড।

নোয়াখালী সদর মহকুমার হাজীপুর, মীরওয়ারিশপুর, বাগরা, চাচরিল, আমিরাবাদ, একুবালপুর, পশ্চিম নোয়া-খলপুর, ফিরোজদি, আমানগর, সোনাইমুড়ি ও পানিয়ালা বোর্ড।

ফরিদপুর গোপালগঞ্জ মহকুমার কাটি, উরফী, মহারাজ-পুর, খোনারচর, কাতেন, গোবরা, শিমুলী ও বেতুরী বোর্ড।

বাখরগঞ্জ সদর মহকুমার খরমা, টাকরনি, ডিক্রল, পুখরিয়া, কাসসাট, গারোল, হবিবপুর, বিলুবী, মধুপুর, ভোলাঘাট, টাচল, মধুরাপুর ও অযুতি-কাশীগ্রাম বোর্ড।

বেসামরিক দেশরক্ষা আন্দোলন

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

ও কলিকাতা কর্পোরেশন উভয়েরই। কলিকাতার নাগরিকগণ যদি শত্রুর আক্রমণের পরও দৃঢ় থাকিতে পারে, তবে সারা বাঙলার জনসাধারণের মনেও সাহস ও বল সঞ্চারিত হইবে। সকলে যেন যে-কোন প্রকার গুজব ও ভীতিকে বিনাশ করিয়া জনসাধারণের মনে সাহস ও বল সঞ্চারিত করিতে উদ্বুদ্ধ হন। বস্তি অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে এই কার্য্য করার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। বস্তিবাসীদের মধ্যে যাহাতে সংক্রামক ব্যাধিসমূহ না দেখা দেয়, তজ্জন্যও চেষ্টিত হইতে হইবে।

দেশবন্ধু পার্কে জনসভা

২১শে মে অপরাহ্নে দেশবন্ধু পার্কে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

প্রথমেই মাননীয় মন্ত্রী মিঃ সন্তোষকুমার বসু বলেন যে, শত্রুর আসন্ন বিমান-আক্রমণের সম্ভাবনা হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে জনসাধারণকে সর্ব্বতোভাবে গভর্ণমেণ্টের প্রচেষ্টার সঙ্গে সহযোগিতা করিতে হইবে। নতুবা বিমান-আক্রমণে জনসাধারণের মধ্যে হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। অন্ততঃ মানবতার খাতিরে বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থার সহিত সহযোগিতা করা সকলের কর্ত্তব্য। বিমান-আক্রমণে আহতদের সাহায্যের জন্য গভর্ণমেণ্ট সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। আশা করা যায়, বিমান-আক্রমণ হইলেও মহানগরীর সাধারণ জীবনযাত্রা যথারীতি পরিচালিত হইবে। বর্ত্তমান সঙ্কটের সময় রাজনৈতিক ভেদ-বিরোধ ও সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য দূরে রাখা কর্ত্তব্য।

তাঁহারা যেন দলে দলে আসিয়া আত্মরক্ষা তথা দেশবাসীকে রক্ষার এই আন্দোলনে যোগদান করেন।

সভাপতি শ্রীযুত রাজেন্দ্রচন্দ্র দেব বলেন, বিশৃঙ্খলতা ও অরাজকতা হইতে দেশকে মুক্ত করিতে আমরা দৃঢ়সঙ্কল্প। বর্ত্তমান সঙ্কটসময়ে দেশের সেবা করিবার জন্য বাঙলার কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করিয়াছে। দেশসেবার অধিকতর সুযোগলাভের জন্য আমরা গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছি। মানবসেবার ভিতর দিয়াই আমরা স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইব।

শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখার্জি ও মিঃ বরদাপ্রসন্ন পাইন এম-এল-এ সভায় বক্তৃতা করেন।

জন্য প্রায় ১০ হাজার বেড সংরক্ষিত হইয়াছে এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য প্রায় ৫ শত ডাক্তারকে নিয়োগ করা হইয়াছে।

মাননীয় মন্ত্রী অতঃপর বলেন যে, রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও মতপার্থক্য অতীতেও ছিল, ভবিষ্যতেও হয় ত কিছু থাকিতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া বর্ত্তমানে যখন শত্রুর আক্রমণের হাত হইতে আত্মরক্ষা করার সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাহাদের সর্ব্বপ্রকার ভেদবিভেদ ভুলিয়া সাধারণের এই সম্ভাব্য বিপদের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য একত্র হইতে হইবে এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে হইবে। সাধারণের এই বিপদ সম্ভাবনার দিনে কোন প্রকার রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক দলাদলি ও মতভেদ থাকা একান্ত অনুচিত। উপসংহারে তিনি বলেন যে, "জাতির এই মহাবিপদের মধ্য দিয়াই সবল ও সংহত ভারতবর্ষের জন্ম হইবে। বর্ত্তমান এই বিপদ যেন আমাদের সকলকে ঐক্যের বন্ধনে

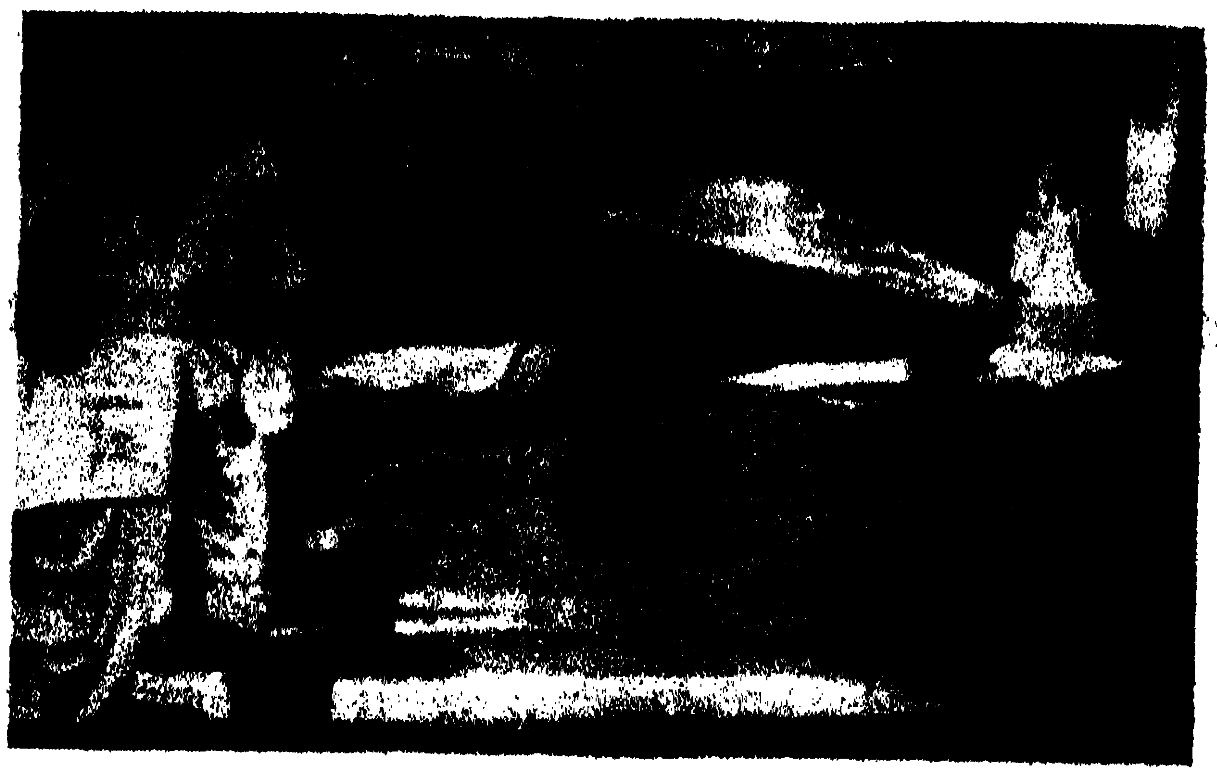

বিমান আক্রমণের সাহায্যে আগুনে বোমার জন্য বর্ষণের পদ্ধতি।

যাঁহারা কোন উন্মুক্ত স্থানে থাকিবেন, বিমান-আক্রমণের সঙ্কেত-ধ্বনি হওয়ামাত্রই তাঁহারা অবিলম্বে পরিখায় যাইয়া আশ্রয় লইবেন। কেমন করিয়া পরিখায় নামিতে হয়, এই ছবিতে তাহাই দেখান হইয়াছে।

জনরক্ষা বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব সমর্থন করিয়া মিঃ নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী এম-এল-এ বলেন যে, বর্ত্তমান সঙ্কটসময়ে অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও পরস্পর ভেদবিরোধ ভুলিয়া যাওয়া সকলের কর্ত্তব্য। স্বাধীনতা অর্জ্জনের সঙ্কল্প আমরা গ্রহণ করিয়াছি। বর্ত্তমান যুগসন্ধির পরিবর্ত্তনের সময় যদি আমরা আমাদের কর্ত্তব্য পালন না করি, তবে দেশের মহাদুর্দ্দিন আসন্ন হইয়াছে মনে করিতে হইবে।

ডাঃ মুরলীমোহন দাস বলেন যে, এখন এমন সময় উপস্থিত হইয়াছে—যখন শত্রুর হাত হইতে নিজেকে, নিজের ও প্রতিবেশীর গৃহ ও পরিবারকে রক্ষা করার জন্য যত প্রকার উপায় অবলম্বন করা যায়, তাহা সবই অবলম্বন করিতে হইবে। যাঁহারা স্বাধীনতার অভিলাষ করেন,

কালীঘাটে জনসভা

কালীঘাট কালীমন্দিরের নিকটস্থ দুধওয়ালা পার্কেও ২১শে মে এক জনসভা হয়। সভায় বহু মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সরকার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে সহযোগিতা করিতে জনসাধারণকে আহ্বান করিয়া কাউন্সিলার মিঃ দেবব্রত মুখার্জি সভায় বক্তৃতা করেন।

কি ভাবে অগ্নিনির্ব্বাপণ করিতে হইবে, সভার শেষে তাহা প্রদর্শিত হয়।

দেশপ্রিয় পার্কে জনসভা

গত ২২শে মে অপরাহ্নে দক্ষিণ কলিকাতার দেশপ্রিয় পার্কে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বাঙলার জনরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় সন্তোষকুমার বসু বক্তৃতাপ্রসঙ্গে নাগরিক সাধারণকে শহরের বে-সামরিক জনরক্ষা ব্যবস্থাসমূহে পূর্ণভাবে সহযোগিতা করিতে অনুরোধ জানান। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী উহাতে সভানেত্রীত্ব করেন। দক্ষিণ কলিকাতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট বহু নরনারী সভায় যোগদান করেন।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, বে-সামরিক জনরক্ষা বিভাগের দ্বার সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের জন্যই উন্মুক্ত রহিয়াছে। নাগরিক সাধারণের সকলেরই এ-আর-পি সম্পর্কিত বিভিন্ন ব্যবস্থায় স্বেচ্ছাসেবক কর্ম্মীরূপে দলে দলে যোগ দেওয়া প্রয়োজন। কারণ বে-সামরিক জনরক্ষার বিভিন্ন কার্য্যে যোগদান করিয়া জনসাধারণ তাহাদের নিজেদেরই সেবা করার পথ প্রশস্ত করিবেন; এই কার্য্যটি তাঁহাদের নিজেদেরই আত্মরক্ষার্থ। জনগণের রক্ষার জন্য বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠন করা গভর্ণমেণ্টেরই প্রাথমিক কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের উক্ত প্রতিষ্ঠানে অধিক সংখ্যায় যোগদান করিয়া উহাকে নিজেদের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাও কর্ত্তব্য। মাননীয় মিঃ বসু জানান যে, ওয়ার্ডেন সার্ভিসে প্রায় ১০ হাজার স্বেচ্ছাসেবক কর্ম্মী গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং অগ্নিনির্ব্বাপক সহকারী দল ও প্রাথমিক চিকিৎসা দলগুলিতে সহস্রাধিক স্বেচ্ছাসেবক গ্রহণ করা যাইতে পারে। বিভিন্ন হাসপাতালে বিমান আক্রমণের ফলে আহতদের চিকিৎসার

আবদ্ধ করে এবং এই জনরক্ষা-ব্যবস্থাদির মধ্য দিয়াই যেন আমাদের মহাজাতীয় সংহতির প্রতিষ্ঠা হয়।"

মিঃ নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী এই মত প্রকাশ করেন যে, এখন এমন সময় উপস্থিত হইয়াছে যখন সর্ব্বসাধারণকে আন্তরিকতার সহিত বে-সামরিক জনরক্ষার কার্য্য গ্রহণ করা ও বিভিন্ন জনরক্ষা কার্য্যাদির সহিত সহযোগিতা করা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ইহা জনসাধারণের নিজেদেরই আত্মরক্ষার তাগিদে করিতে হইবে। মিঃ চক্রবর্ত্তী বলেন যে, যুদ্ধ এক্ষণে বাঙলার মাটির উপর আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাই জনসাধারণের নিজেদের মধ্যে ও গভর্ণমেণ্টের সহিত রাজনৈতিক মতভেদ ও পার্থক্য থাকিলেও আজ এই মহাবিপদের দিনে সকলকেই সর্ব্বপ্রকার মতভেদ ভুলিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে দাঁড়াইতে হইবে ঐ বিপদের সম্মুখে। নিজেদের বাঁচিয়া থাকিবার আগ্রহ, জনসাধারণকে চরম বিপদে সেবা করিবার আকাঙ্ক্ষাতেই সকলের সর্ব্বপ্রকার মতভেদ ও দলাদলি ভুলিয়া একত্র হইতে হইবে। জাপান বা কোন বৈদেশিক শক্তি ভারতকে পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত করিবে—এই ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক বলিয়া মিঃ চক্রবর্ত্তী মন্তব্য করেন।

সভানেত্রী শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী বলেন যে, যাঁহারা বিপদে আত্মরক্ষা করিতে ও প্রতিবেশীকে সাহায্য ও সেবা করিতে চাহেন, তাঁহাদের সকলে পক্ষেই বে-সামরিক জনরক্ষার কার্য্যাদিতে সহযোগিতা ও যোগদান করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। তবে আসন্ন বিপদের দিনে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন নির্ভীকতা। শত্রুর বোমার ভয়ে পলায়ন করা কখনই উচিত নহে। আত্মমর্য্যাদাহীন, পরসেবাবিমুখ, হৃদয়হীন কাপুরুষের বাঁচিয়া থাকাটা লজ্জাকর কথা।

মোহাম্মদ আলী পার্কে জনসভা

গত ২৩শে মে শনিবার জনরক্ষা-প্রচেষ্টা অনুষ্ঠানের তৃতীয় দিবসে মোহাম্মদ আলী পার্কে এক জনসভা হয়। কলিকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র মিঃ আদম উসমান সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

বড়বাজারের কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম রায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বিমানাক্রমণের পর আহত ব্যক্তিদিগের

হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি আন্দোলন

কলিকাতায় সম্মেলন অনুষ্ঠানের আয়োজন

জানা গিয়াছে যে, মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের সভাপতিত্বে কলিকাতায় একটা হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে।

মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর, ঢাকার নবাব বাহাদুর, মাননীয় মিঃ এন, আর, সরকার, মাননীয় মিঃ ফজলুল হক, মাননীয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, মিঃ এন, সি, চ্যাটার্জী, স্যার আবদুল হালিম গজনভী, স্যার ডাবিক আমির আলী, সৈয়দ নওশের আলী, এ, কে, এম, জাকারিয়া, স্যার মন্মথনাথ মুখার্জী, মেজর পি, বর্দ্ধন, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, ডাঃ বিধান রায়, মিঃ হেমেন্দ্র ঘোষ, মিঃ হেমচন্দ্র নস্কর, মিঃ পি, এন, গুহ, ডাঃ এ, সি, উকীল, ডাঃ নলিনাক্ষ সান্ন্যাল, মিঃ সতীশ বসু, মিঃ এস, এম, বসু বাঙলার জনসাধারণের কাছে এক আবেদনে বলেন:—

বাঙলা দেশের সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও মাতৃভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করণোদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িকতার স্পৃহা জিয়াইয়া রাখিবার সমস্ত প্রতিকূল প্রচেষ্টাকে আমাদের প্রতিরোধ করিতে হইবে। এই প্রদেশের ধনপ্রাণের নিরাপত্তা নির্ভর করিবে, জনসাধারণ তাহাদের মধ্যে কি পরিমাণ সৌহৃদ্য অটুট রাখিতে চায়, তাহার উপর। প্রত্যেক সুচিন্তাশীল ব্যক্তিই বর্ত্তমানের যে পরিস্থিতি সারা জগতের শান্তিপ্রিয় লোকদের শোচনীয়ভাবে মনের ধৈর্য্য নষ্ট করিতেছে, তাহাকে আশঙ্কার দৃষ্টিতে দেখিতে বাধ্য। কোন দেশই আসন্ন বিপদের প্রতি উদাসীন থাকিতে পারে না। এই রকম সঙ্কটমুহূর্ত্তে প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই একত্রযোগে তাহাদের অতীতের অনৈক্য বিদূরিত করতঃ এমনভাবে একতাবদ্ধ হওয়া উচিত—যেন কোনও দুঃখ-দুর্দৈব তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে না পারে। বাঙলা দেশকে তাহার দীর্ঘদিনের সুপ্তি হইতে জাগিয়া উঠিতে হইবে, তাহাকে তাহার শঙ্কাগ্রস্ত অবস্থার বাস্তবতা উপলব্ধি করিতে হইবে—যেন দুর্ভাগ্যক্রমে যে অবস্থায় আমরা নিমজ্জিত হইয়াছি, তাহা হইতে আমরা নিজদিগকে মুক্ত করিতে পারি।

ভারতীয় সিভিল সার্ভিস

দিল্লীতে গৃহীত পরীক্ষার ফল বিঘোষিত

গত জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে গৃহীত ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সম্বন্ধে ১৯৪১ সনের ১লা ডিসেম্বরের এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, নূন-পক্ষে ৩ জন প্রার্থীকে সাধারণ প্রতিযোগিতায় নিয়োগ করা হইবে এবং যদি উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া যায় তাহা হইলে ২টা পদ মুসলমানদের জন্য এবং ১টা পদ তপশীল-ভুক্ত প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। একজন মুসলমান প্রার্থী ৪র্থ স্থান অধিকার করায়, ভারত সচিব স্থির করিয়াছেন যে, ৪ জন প্রার্থীকে সাধারণ প্রতিযোগিতায় আর একজন প্রার্থীকে মনোনয়নের দ্বারা নিয়োগ করা হইবে। সফলকাম প্রার্থীদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল:—

১। কে, বালচন্দ্রাম নায়ার।
২। ললিত চন্দ্র আর দালাল।
৩। দলীপ রায় কোহলী।
৪। ফজলুল ইসলাম।

শারীরিকভাবে উপযুক্ত প্রমাণিত হইলে এই সব প্রার্থীকে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে প্রবেশনার হিসাবে নিয়োগ করা হইবে।

হাউস প্রোটেক্‌শন ফায়ার পার্টিজ্‌

(বাড়ী-ঘর রক্ষাকারী অগ্নিনির্ব্বাপক দল)

বিমান আক্রমণজনিত আগুন হইতে বাড়ী-ঘর রক্ষা করার পারস্পরিক সাহায্য প্রত্যেক বাড়ীর মালিকেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। নবগঠিত হাউস প্রোটেক্‌শন ফায়ার পার্টি (বাড়ী-ঘর রক্ষাকারী অগ্নিনির্ব্বাপক দল) এই উদ্দেশ্যেই সংগঠিত হইয়াছে; এই দলগুলি রেগুলার এ আর্ পি বলিয়া গণ্য হইবে না। এই দল গঠনকারী বাড়ীর মালিকদের এ আর পি সার্ভিস অর্ডিন্যান্স অনুসারে তালিকাভুক্ত হওয়ার প্রয়োজন নাই। বাড়ীর মালিকগণ ১২৫ জনে মিলিয়া এইরূপ একটি গ্রুপ গঠন করিতে পারেন—এই সমস্ত প্রত্যেক গ্রুপকে নিম্নলিখিত সর্ত্তানুসারে একটি ষ্টিরাপ পাম্প ধারে দেওয়া যাইতে পারে।

১। এই ১২৫ জনের গ্রুপের মধ্য হইতে অন্যূন তিনজন অনধিক ছয়জনকে নিয়া একটি হাউস প্রোটেক্‌শন ফায়ার পার্টি গঠন করিতে হইবে; উঁহাদের মধ্যে একজনকে লীডার হইতে হইবে।

২। লীডারকে তাঁহার নিজের নাম এবং তাঁহার পার্টির নাম ফায়ার পার্টির লোক্যাল ষ্টাফ অফিসারের অফিসে রেজিষ্টারী করাইতে হইবে। তাঁহাকে তখন ষ্টিরাপ পাম্প ও উহার সরঞ্জামাদি দেওয়া হইবে।

৩। চাহিবামাত্রই লীডারকে পাম্প ও সরঞ্জামাদি ফেরৎ দিতে হইবে।

৪। পাম্প ও সরঞ্জামাদি এমন স্থানে রাখিতে হইবে যাহাতে এ আর্ পি অফিসার যাইয়া অনায়াসে উহা দেখিতে পারেন।

৫। পার্টির সমস্ত মেম্বরকেই পাম্প ব্যবহারের এবং আগুন নিভাইবার প্রাথমিক ব্যবস্থাদি সম্পর্কে ট্রেনিং লইতে হইবে। লীডার লিখিলেই এজন্য ফায়ার পার্টির স্থানীয় ষ্টাফ্ অফিসার সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন এবং যেখানে পাম্প রাখা হইবে সেই স্থানে বা তাহার নিকটে উহার ব্যবস্থা করা হইবে।

উপরোক্ত সর্ত্তানুসারে দোকান, বিদ্যালয়, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল ইত্যাদিতেও উক্ত পাম্প ও সরঞ্জামাদি ধারে লওয়া যাইতে পারিবে।

হাউস প্রোটেক্‌শন ফায়ার পার্টি গঠনে ওয়ার্ডেনদিগকে সাহায্য করার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া যাইতেছে।

বর্ত্তমানে যে সমস্ত ষ্ট্রীট ফায়ার পার্টি আছে, তাহা স্বতঃই হাউস প্রোটেক্‌শন ফায়ার পার্টিজ হইবে এবং তখনই ষ্ট্রীট ফায়ার পার্টি সার্ভিসের তালিকাভুক্ত হওয়ার দরুণ পূর্ব্বে তাহাদিগকে যে সমস্ত বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ হইতে হইয়াছে, তাহা হইতে তাঁহারা রেহাই পাইবেন।

ফায়ার পার্টিসমূহের লোক্যাল ষ্টাফ্ অফিসারদের অফিসের ঠিকানা নিম্নে দেওয়া হইল, তাঁহাদের নিকটই দরখাস্ত করিতে হইবে; বিস্তৃত বিবরণাদি তাঁহাদের নিকট, ওয়ার্ডেনস্ পোষ্টস এবং সমস্ত এ আর্ পি ইনফরমেশন ব্যুরোতে পাওয়া যাইবে।

এই সমস্ত অফিসার প্রত্যহ সকাল ৭টা হইতে সকাল ১০॥টা পর্য্যন্ত পার্টির নাম রেজিষ্টারী করার জন্য ষ্টিরাপ পাম্প ও সরঞ্জামাদি দেওয়ার জন্য এই সমস্ত অফিসে উপস্থিত থাকিবেন।

সাব-এরিয়াসমূহ, ষ্টাফ অফিসারদের নাম ও অফিসের ঠিকানা

শ্যামপুকুর—মিঃ ননিনীকুমার ব্যানার্জি, পি ১৪বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ।
বড়তলা—মিঃ কিরণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পি ৩২, সেন্ট্রাল এভেনিউ।
বড়বাজার, নর্থ—মিঃ এম, এল, শর্ম্মা, ৩৭৯, আপার চীৎপুর রোড।
মুচিপাড়া, ইষ্ট—মিঃ এ, হসেন, ওরফে রাজা মিঞা, ১২৭এ, লোয়ার সার্কুলার রোড।
তালতলা, পার্ক ষ্ট্রীট—মিঃ আজিজ আবেদ খান, বি, এ, ৫, মারকুইস ষ্ট্রীট।
ওয়াটগঞ্জ, হেষ্টিংস—মিঃ বৈদ্য আবেদ, বি, এল, পি ২০এ, হরিসভা ষ্ট্রীট, খিদিরপুর।
চীৎপুর—মিঃ মীর আনসার আলি, এম, এ, বি, এল, ৭।১বি, পাল ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার।
মানিকতলা, নর্থ—ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ মুখার্জি, বি, এসসি, এম, বি, ৭, বিপিন মিত্র লেন, শ্যামবাজার।
মানিকতলা, সাউথ—মিঃ এ, এইচ, এম, ফজলুল হক, এম, এ, ৭৫এ, মতীলাল টেম্পল ষ্ট্রীট।
ইন্টালী—মিঃ পরিমল ঘোষ, এম, এ, ১এ, হরলাল দাস ষ্ট্রীট, ইন্টালী।
বেনিয়াপুকুর—মিঃ গিয়াসউদ্দিন আমেদ, ১০৪, মেহার আলী রোড, পোঃ মার্কাস।
বালীগঞ্জ, নর্থ—মিঃ মহম্মদ রেজা মিঞা, বি, এসসি, ৫১, লোয়ার রেঞ্জ, কলিকাতা।
বালিগঞ্জ, সাউথ—মিঃ অমিলকুমার চ্যাটার্জি, ৫৯এ, ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা।
ভবানীপুর, ইষ্ট—মিঃ গঙ্গাপ্রসাদ বসু, বি, এ, বি, এল, ৬, হাজরা রোড, কলিকাতা।

সাব-এরিয়াসমূহ, ষ্টাফ অফিসারদের নাম ও অফিসের ঠিকানা

ভবানীপুর, ওয়েষ্ট—ডাঃ হিরন্ময় ঘোষাল, পি, এইচ, ডি, ২৪, কালী টেম্পল রোড।
টালীগঞ্জ, ওয়েষ্ট—মিঃ আশুতোষ চ্যাটার্জি বি, এ, বি, এল, পি ৯১, সর্দ্দার শঙ্কর রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা।
টালীগঞ্জ, ইষ্ট—মৌলবী আবদুল মান্নান, ২৪।৪ডি, যতীন দাস রোড, টালীগঞ্জ।
কাশীপুর—মিঃ কনককুমার চ্যাটার্জি, ১৩, ক্যানাল সেন্ট্রাল রোড, কলিকাতা।
বেলিয়াঘাটা—মিঃ খালিলুর রহমান মামুন, ৯৫, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
বড়বাজার, সাউথ—মিঃ এম, আবদুল এইচ, খান, ১১৯, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
জোড়াসাঁকো—মিঃ মহম্মদ গোলাম মর্ত্তুজা, ৫।২ডি, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, অফ আপার চীৎপুর রোড, কলিকাতা।
জোড়াসাঁকো—মিঃ মহম্মদ গোলাম মর্ত্তুজা, ১১৪, বালমুকুন্দ মক্কর রোড।
আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট—মিঃ এস, কে, জয়সোয়াল, ২৮।৪, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মুচীপাড়া, ওয়েষ্ট—মিঃ হরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৮, গোকুল বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
জোড়াবাগান, সাউথ—মিঃ হরিপদ বসু, ২১, পাথুরিয়া ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
কাশীপুর—মিঃ মহম্মদ আব্দুল্লা, ৫২, বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড, কলিকাতা।
মেছুয়া ষ্ট্রীট, বড়বাজার—মিঃ মনীলাল চৌধুরী, পি ৫১, বেন্টিঙ্ক লেন, কলিকাতা।

এ আর্ পি পাবলিসিটি সাব-কমিটি, পাবলিক ইনফরমেশন কমিটি, বেঙ্গল, কর্তৃক প্রচারিত।
ক্যালকাটা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন উহার প্রচার ব্যয় বহন করিতেছেন।

বেসামরিক দেশরক্ষা আন্দোলন

[৯ম পৃষ্ঠার জের]

সেবা ও শুশ্রূষাকার্য্যের জন্য বিপুল সংখ্যায় স্বেচ্ছাসেবক শ্রেণীভুক্ত হইতে আবেদন জানান। তিনি বলেন, এই কাজ যে কোন মানবহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য। ইহাতে সাম্প্রদায়িক কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না—রাজনীতিক কোন বিভেদও এই ব্যাপারে থাকা উচিত নহে। কেন না বোমা যখন পড়িবে, তখন কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তিবিশেষের উপর পড়িবে না। কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলের উপরই বোমা বর্ষিত হইবে। বোমাবর্ষণে আহত ব্যক্তিদিগের সেবাকার্য্যে তখন সকলেরই অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য; সেখানে কোন ভেদাভেদ কেমই বা থাকিবে?

অতঃপর তিনি বলেন, জনপ্রিয় মন্ত্রিমণ্ডলীর আমলে বেসামরিক রক্ষা-ব্যবস্থার জন্য একটি সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা করা হইয়াছে। ইহাতে সকলেরই সহযোগিতা আছে। গান্ধীজী স্বয়ং বলিয়াছেন, আহতদিগের সেবাকার্য্যে প্রত্যেকেরই অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য; সেখানে সরকারী বা বেসরকারী কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

মিঃ নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, কেন্দ্রীয় এ-আর-পি কমিটি হইতে যে পরিকল্পনা স্থির করা হইয়াছে, ইহাতে সর্ব্বদলের জননেতৃবৃন্দের সহযোগিতা ও সহানুভূতি আছে।

অতঃপর তিনি বলেন, দেশে যখন প্রবল বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী আসে, তখনও আমরা সর্ব্বসম্প্রদায়ের লোক দুর্গত জনসাধারণের সেবায় অগ্রসর হই। ইহাও বন্যা ও দুর্ভিক্ষের মত—এই দুর্বিপাকে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, সকলকেই পড়িতে হইবে। সেই দুর্গত জনসাধারণকে সেবার দ্বারা সুস্থ করিয়া তুলিতে হইলে, তাহাদিগের প্রাণ ও গৃহরক্ষা করিতে হইলে আমাদিগকে চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদিগকে এখন হইতেই সে কার্য্যে অবহিত হইতে হইবে।

সভাপতি অসুস্থতা বশতঃ তাঁহার ভাষণ প্রদান করিতে পারেন নাই। তিনি জনসাধারণকে বক্তাগণের আহ্বানে সাড়া দিতে আবেদন জানান।

মনসাতলা পার্কে জনসভা

অসামরিক জনরক্ষা আন্দোলন সম্পর্কে ২৪শে মে রবিবার সায়াহ্নে খিদিরপুর মনসাতলা পার্কে এক সভার অধিবেশন হয়। মিঃ ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভার অধিবেশনের পূর্ব্বে মিঃ প্রমথেন্দ্রনাথ ভদ্রের নেতৃত্বে কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রচার বিভাগ পার্কে বিমান-আক্রমণকালে অগ্নিনির্ব্বাপণ প্রভৃতি কার্য্যের মহড়া প্রদর্শন করেন।

সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে জনরক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ সন্তোষকুমার বসু এ-আর-পি কার্য্যে অধিকসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবকের জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন জ্ঞাপন করেন।

[২য় কলমের নিম্নে দেখুন]

মুর্শিদাবাদের পল্লীতে জনসভা

পল্লী-উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা

মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় হিরণ লাল মুখার্জি বাহাদুরের সভাপতিত্বে গঙ্গাপ্রসাদ গ্রামে প্রাথমিক স্কুলের পুরস্কার বিতরণ ও পল্লী-উন্নয়ন উপলক্ষে গত ১০ই মে তারিখে একটা বিরাট সভা হয়। স্থানীয় জুট রেগুলেশন ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের কর্মচারীদের ও সমিতির সভ্যদের উৎসাহে সভাটির কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং প্রায় ৮,০০০ আট হাজার লোক বিভিন্ন গ্রাম হইতে যোগদান করেন। স্কুলের ছাত্রদের আবৃত্তি শুনিয়া সকলেই প্রীত হন। ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় পারিতোষিক বিতরণ করেন। মুর্শিদাবাদ ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, ভাইস-চেয়ারম্যান খানবাহাদুর এক্রামুল হক, রায় অনিলকুমার চ্যাটার্জি বাহাদুর, এম, বি, ই, ডিষ্ট্রীক্ট কমাণ্ডাণ্ট, সিভিক গার্ড, স্পেশ্যাল অফিসার, সদর সার্কেল অফিসার প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

খানবাহাদুর এক্রামুল হক সাহেব পল্লী-উন্নয়ন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন ও অধিক খাদ্য শস্য উৎপাদন, গ্রামরক্ষীদল গঠনের উপকারিতা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যের উপকারিতা, অধিক খাদ্য শস্য উৎপাদন, গ্রামরক্ষীদল গঠন ও অন্যান্য জনহিতকর বিষয় সম্বন্ধে সকলকে উপদেশ দেন।

এই সঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই গ্রামের পল্লীমঙ্গল সমিতির উৎসাহে গ্রামের জঙ্গল পরিষ্কার, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে রাস্তা নির্ম্মাণ এবং নৈশ-বিদ্যালয়ের পরিচালনা কার্য্য যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে। প্রাথমিক স্কুলটি পরিদর্শন করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় ১০০৲ একশত টাকা দিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

[১ম কলমের শেষাংশ]

মিঃ বসু বলেন যে, ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিমণ্ডলের আমলে এ-আর-পি প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডল যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন দেখা যায় যে, জনসাধারণের উক্ত প্রতিষ্ঠানের উপর কোনও সহানুভূতি ছিল না। কাজেই জনসাধারণের প্রতিনিধি লইয়া একটি কেন্দ্রীয় এ-আর-পি কমিটি গঠন করা হয়। অতঃপর নানা বিষয়ে এ-আর-পি কার্য্য প্রসারিত হইয়াছে। বিপদ্ আমাদের নিকট সমুপস্থিত। এই সময়ে সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলিয়া জনরক্ষা কার্য্যে লিপ্ত হওয়া আবশ্যক। তিনি আশা করেন যে, গত কয়েকদিন যাবৎ এই আন্দোলন সম্পর্কে যে প্রচারকার্য্য হইয়াছে, তাহা বৃথা হইবে না।

মিঃ নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, সমগ্র জাতির সমক্ষে আজ সমূহ বিপদ সমুপস্থিত। প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াও আজ দেশবাসীকে এই বিপদে সেবা করার চেষ্টা করিতে হইবে।

সভাপতি মিঃ ব্রহ্ম বলেন যে, দেশের প্রত্যেককেই আজ আত্মরক্ষার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। বিমান-আক্রমণ প্রতিকারমূলক কার্য্য ছাড়াও দেশবাসীর উপর দুর্বৃত্তগণ যাহাতে কোন অত্যাচার করিতে না পারে, তাহার জন্যও আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পুস্তক-পরিচয়

কচুরীপানা—রায় দেবেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর রচিত। প্রাপ্তিস্থান—গ্লোব লাইব্রেরি, শ্যামবাজার, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

কচুরী পানা বাঙ্গলা দেশের এক নিদারুণ অভিশাপ। এই সম্পর্কে জনসাধারণের জ্ঞাতব্য যাবতীয় তথ্য অতি বিশদভাবে আলোচ্য পুস্তিকায় লিখিত হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণ যাহাতে অতি সহজেই বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তজ্জন্য পুস্তিকাটির মধ্যে একটি রঙীণ এবং কতিপয় হাফ্‌টোন চিত্র সন্নিবেশ করা হইয়াছে।

মাননীয় অর্থ সচিব ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পুস্তিকাটির একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। কথা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "প্রচার-পুস্তিকা হইলেও সাহিত্যের রস ইহাতে রহিয়াছে।" এই পুস্তক পাঠে কচুরী-পানা বিনাশের বিভিন্ন উপায় সম্বন্ধে জন-সাধারণ অনেক কিছু জানিতে পারিবেন।

রেশম শিল্প বাঙ্গলাদেশের সরকারী রেশম বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর চারুচন্দ্র ঘোষ, বি-এ, এফ্-আর্-ই-এস্, প্রণীত।

বাঙ্গলা সরকারের শিল্প বিভাগ হইতে এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করা হইয়াছে। এই পুস্তিকাটিকে শিল্প বিভাগের ৬৭নং বুলেটিন নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই বাঙ্গলা সংস্করণ পুস্তকের মূল্য এক টাকা মাত্র। রেশম সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য অতি কৌশল ও নিপুণতার সহিত পুস্তকখানির মধ্যে বিবৃত হইয়াছে। পলু পালন, রেশম সূতা উৎপাদন এবং অপরাপর রেশম—এই তিনটি বিভাগ করিয়া পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পরিশিষ্টের "বাঙ্গলা দেশের রেশম শিল্পের ভবিষ্যৎ" অতি তথ্যপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয়ের আধার বলিলেও চলে। বিভিন্ন বিষয়কে বুঝাইবার নিমিত্ত ৮৪টি চিত্র পুস্তকমধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তকের ছাপা চমৎকার। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

সেনাদলে যোগদানের সুযোগ

জরুরী কমিশনে যুবকগণের সুযোগ-সুবিধা

বর্ত্তমান প্রচলিত ব্যবস্থা অনুযায়ী যে সকল ভারতীয় কলিকাতায় বাস করেন এবং সৈন্য, নৌ-সৈন্য অথবা বৈমানিক হিসাবে জরুরী কমিশনে যোগদান করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে আবেদনপত্র এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের নিমিত্ত পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান কিম্বা বাঙ্গলা সরকারের নিয়োগ পরামর্শদাতার নিকট আবেদন করিতে হইবে।

সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের এই সম্পর্কিত দায়িত্ব বর্ত্তমানে প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার গ্রহণ করিয়াছেন। যে সকল প্রবেশার্থী কলিকাতায় বাস করেন, তাঁহাদের এখন হইতে আবেদনপত্র এবং অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের নিমিত্ত প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার অথবা বাঙ্গলা সরকারের নিয়োগ পরামর্শদাতার নিকট আবেদন করিতে হইবে।

গো-মহিষাদির বাজার

এক সপ্তাহের বিবরণী

গত ১৬ই মে শনিবারে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে কলিকাতায় আমদানী দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা ছিল ৪২৬, ইহার মধ্যে ১০টী পাঞ্জাব হইতে ও বাকিগুলি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনা হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে পাঞ্জাব হইতে ১৬টী ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে ৮৬টী মহিষ আনা হইয়াছে।

দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষের দাম যথাক্রমে ১২৫৲ হইতে ১৪০৲ এবং ১৬০৲ হইতে ২০০৲ পর্য্যন্ত উঠানামা করিয়াছিল। গাভীগুলি দৈনিক ৬ হইতে ৮ সের এবং মহিষগুলি ৮ হইতে ১২ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধ প্রদান করে।

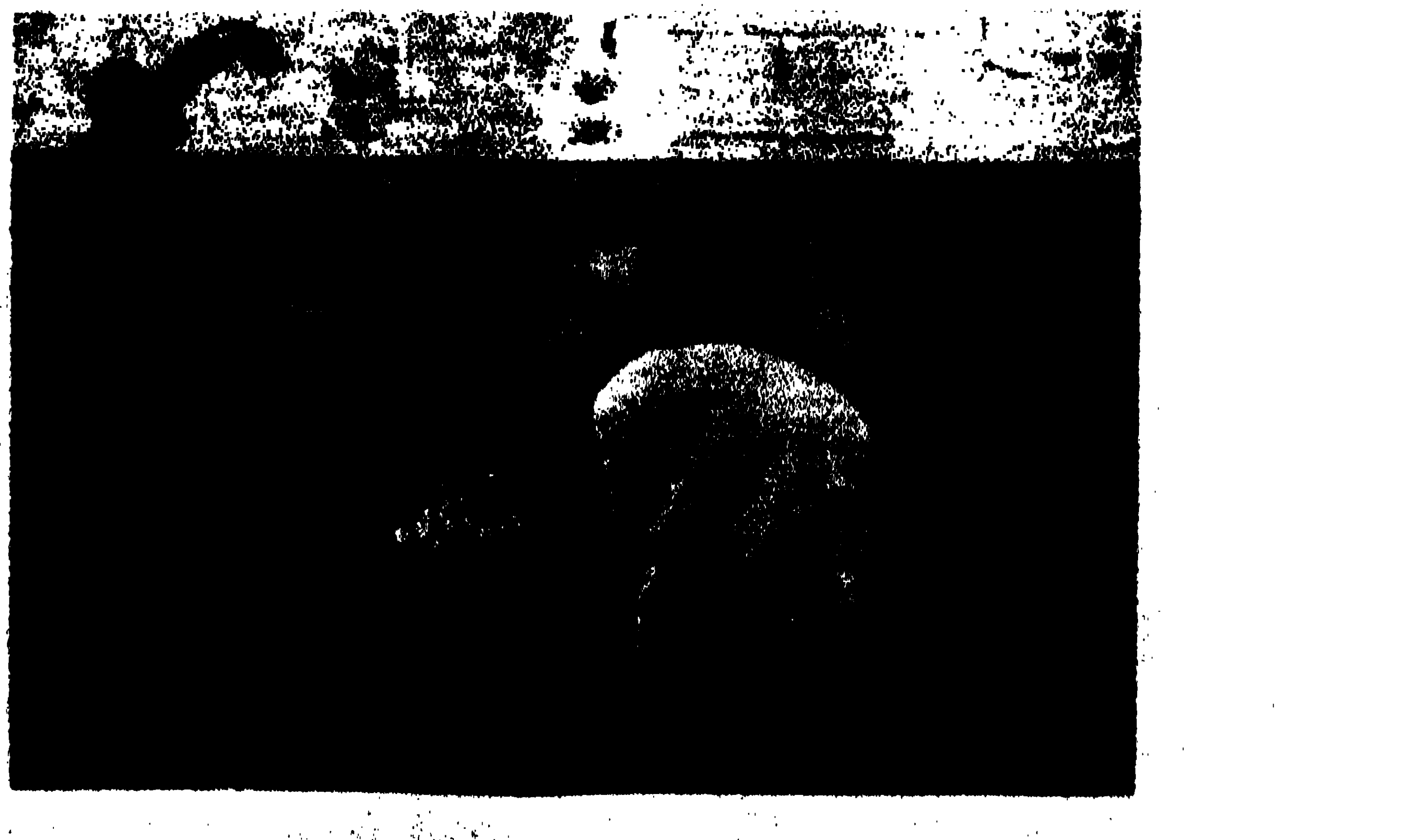

ষ্টিরাপ-পাম্পের সাহায্যে আগুনে বোমার উপর জল বর্ষণের আর এক পদ্ধতি।

— মেদিনীপুরে মাননীয় মন্ত্রীদের সফর —

প্রধান-মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক মেদিনীপুরে উপস্থিত হইয়া মোটর-গাড়ী হইতে অবতরণ করিতেছেন।

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী বক্তৃতা করিতেছেন। তাঁহার ডান পার্শ্বে মাননীয় মিঃ সন্তোষ কুমার বসু ও বাম পার্শ্বে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন, এম, খান আই-সি-এস উপবিষ্ট রহিয়াছেন, দেখা যাইতেছে।

পিরোজপুরে মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী

বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মাননীয় মৌলবী এ, কে, ফজলুল হক গত ৯ই মে তাঁহার নিজ মহকুমা পিরোজপুরে গমন করেন। ঐ দিন সকাল বেলা স্থানীয় সরকারী ও বেসরকারী ভদ্রমহোদয়গণ তাঁহার লঞ্চে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। শহরের নানা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে প্রধান মন্ত্রীর অভ্যর্থনা আয়োজনের কর্ম্মব্যস্ততা পরিলক্ষিত হইতে থাকে। বহু দূর গ্রাম হইতে প্রধান মন্ত্রীর দর্শন লাভ এবং তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য বহু লোক দলে দলে পিরোজপুরে আসিতে থাকে। বেলা ১২টা হইতে মহকুমার বিভিন্ন স্থানের সিভিক গার্ডবাহিনী, হোমগার্ড দল এবং জনসাধারণ নদীর তীরে সমবেত হইতে থাকে। বেলা ২টার নদীতীর এক বিরাট জনসমুদ্রে পরিণত হয়। বেলা ২-৩০ টায় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী হাজি খোরশেদ আলম চৌধুরী সাহেবের নেতৃত্বে শহরের বিশিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী ভদ্রমহোদয়গণ প্রধান মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা করিয়া আনেন। লঞ্চ হইতে তীরে অবতরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিরাট জনসমুদ্র উল্লাস-ধ্বনি দ্বারা প্রধান মন্ত্রীকে সম্বর্দ্ধনা জানান। তখন তোপধ্বনি ও ব্যাণ্ড সহযোগে এক মাইলব্যাপী এক বিরাট শোভাযাত্রা প্রধান মন্ত্রীকে লইয়া শহরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। প্রধান মন্ত্রী প্রথমে সিনিয়র মাদ্রাসার দ্বারোদ্ঘাটন করিতে যান। তথা হইতে তিনি ফজলুল হক ইসলামিয়া বোর্ডিং গৃহের দ্বার উন্মোচন করেন। অতঃপর মাননীয় মিঃ হক স্থানীয় টাউন এম-ই স্কুল প্রাঙ্গণে জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য সুসজ্জিত সভা-মণ্ডপে গমন করেন। তথায় ১১টি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করা হয়। বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর নীতির সমর্থনে খান বাহাদুর সৈয়দ মহম্মদ আফজাল এম-এল-এ প্রমুখ মহোদয়গণের বক্তৃতার পর সমবেত জনতার সম্মিলিত জয়ধ্বনির মধ্যে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী অভিনন্দনের উত্তরে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি গত মন্ত্রিমণ্ডলীর পদত্যাগ কিভাবে হইল তাহা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেন এবং ঐ ক্যাবিনেট ভঙ্গ করার ব্যাপারে যাঁহারা তাঁহার বিরুদ্ধে সর্ব্বদা বলিয়া বেড়াইতেছেন, দায়িত্ব যে তাঁহাদেরই, তাঁহার নিজের নয়—ইহা যথেষ্টভাবে প্রমাণ করিয়া দেন। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে মন্ত্রিমণ্ডলীতে গ্রহণ করার যৌক্তিকতা তিনি বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন এবং বলেন—আজকাল সাম্প্রদায়িক ঐক্য যাহা পরিলক্ষিত হইতেছে, ইহাই তাহার প্রত্যক্ষ ফল। পরিশেষে তাঁহার কাজ দ্বারা যেন তাঁহাকে বিচার করা হয়, সম্মিলিত জনমণ্ডলীর নিকট তিনি এই আবেদন করেন। তথা হইতে স্থানীয় টাউন হলে জনসাধারণের পক্ষ হইতে অনুষ্ঠিত একটি প্রীতিসম্মিলনীতে প্রধান-মন্ত্রী যোগদান করেন। অতঃপর তিনি স্থানীয় বার এসোসিয়েশনের পক্ষ হইতে প্রদত্ত একটি অভিনন্দন গ্রহণ করেন ও অনুষ্ঠিত একটি প্রীতিসম্মিলনীতে যোগদান করেন।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটীশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্ম ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে সুযোগমত জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেন্টস্,
বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ABU HENA.

Regd. No. C2532

বাঙলার কথা

৪র্থ ...] কলিকাতা, ৮ই জুন, ১৯৪২ [এক আনা

BENGAL LEGISLATIVE ... LIBRARY

চীন শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রাম চালাইবে

চীনা কনসাল-জেনারেলের উদ্দীপনাময়ী বাণী

কলিকাতার চৈনিক কনসাল-জেনারেল ডাঃ সি, জে, পাও এক বিবৃতি প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন—"জাপানীরা প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে যে প্রাথমিক সাফল্য অর্জন করিয়াছে, তাহার ফলে চীনের বর্ত্তমান অবস্থা বা প্রতিরোধ ক্ষমতাতে কোন পরিবর্ত্তনই আসে নাই"।

ডাঃ পাও আরো বলেন—"বর্ত্তমান বিশ্ব-সমরে আমার দেশ ও সে দেশের জনগণ যে অংশ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার গুরুত্ব বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ উপলব্ধি করা হইয়াছে, এরূপ আর কখনও হয় নাই। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে জাপান যখন চীনের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবের আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছিল, সেসময়ে চীন যে কিরূপভাবে এই আক্রমণ প্রতিরোধে অগ্রসর হয়, তৎপ্রতি কেহই লক্ষ্য করে নাই—বরং সম্মিলিত-ভাবে জাতিসঙ্ঘের মধ্যস্থতায় বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, এই আক্রমণের ফলে তাহার উপর কিরূপ প্রভাব পতিত হয়, তাহাই সকলে লক্ষ্য করিতেছিল। ইহার পর বেপরওয়া বোমা বর্ষণের মধ্যস্থতায় জাপানী বর্ব্বরতার যে রূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়ে, তাহার ফলে আমার দেশের বিপন্ন নরনারীর প্রতি বিশ্ববাসীর সহানুভূতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু তখন পর্য্যন্তও বাহিরের লোকে এই চীন-জাপান যুদ্ধের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় নাই। পরে যখন বিদেশী নরনারীর উপরও জাপানীদের অত্যাচার আত্মপ্রকাশ করে এবং বিদেশীদের অধিকার দলিত করিতে জাপানীরা অগ্রসর হয়, তখনই সকলে ভালভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়—জাপানীদের প্রকৃত স্বরূপ কি। প্রথমে জাপানীরা দম্ভসহকারে প্রকাশ করিয়াছিল যে, ৩ মাস, ৬ মাস—বড়জোর ৯ মাসের মধ্যেই তাহারা চীনকে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু তাহাদের এ স্বপ্ন সার্থক হয় নাই—দীর্ঘ চার বৎসর কাল যুদ্ধ করিয়াও জাপানীরা চীনে তাহাদের উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিতে সমর্থ হয় নাই। বিশ্ববাসী আজ স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে যে, চীন প্রকৃতই একটি প্রাণবন্ত জাতি এবং তাহার প্রতিরোধ ক্ষমতাও প্রকৃতই অপূর্ব্ব।

"জাপানীরা যেদিন বিশ্বাসঘাতকতার সাথে আমেরিকার পার্ল বন্দরে আক্রমণ চালায়, তাহার ফলে ২৬টি গণতান্ত্রিক দেশ আজ সম্মিলিতভাবে জাপানের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছে। বিশ্বে যে আদর্শবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ বহু শতাব্দী ধরিয়া চেষ্টা পাইয়া গিয়াছেন, সেই আদর্শের পতাকা যে চারিটি স্তম্ভের উপর সগর্ব্বে উড়িতেছে, সেই চারিটী স্তম্ভ তৈয়ারী হইতেছে—বৃটিশ সাম্রাজ্য, আমেরিকা, রাশিয়া এবং অপর স্তম্ভ হইতেছে চীনদেশ।

"চীনের এই যুদ্ধের ব্যাপারে বিশ্বের মতামত যাহাই হউক না কেন, চীন মুহূর্ত্তের জন্যও নিজের নীতি হইতে বিচ্যুত হয় নাই। জাপানী অত্যাচারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের নীতি আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং ইহা অবধারিত যে, যে-পর্য্যন্ত বিশ্ব এই অত্যাচার হইতে মুক্ত না হইবে, সে পর্য্যন্ত আমরা যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না। এক কথায় বলা চলে—এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের প্রতি অপরিবর্ত্তনীয় নীতিই হইতেছে আমাদের মতবাদের ভিত্তি। কোন প্রতিকূলতাই আমাদের এই দৃঢ় সঙ্কল্পকে দমিত করিতে পারিবেনা এবং চীনের ৪০ কোটি ৭৫ লক্ষ অধিবাসীর একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে—এই যুদ্ধে বিজয় লাভের জন্য সাধ্যানুসারে সাহায্য করা। আমরা জানি—এই উদ্দেশ্য সাধনের পথে আমাদিগকে যথেষ্ট ত্যাগের পরিচয় দিতে হইবে। আমরা এহেন ত্যাগের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি। কারণ আমরা জানি, বিশ্বের পুনর্গঠনের জন্য এরূপ ত্যাগের প্রকৃতই প্রয়োজন হইয়াছে।

"অনেক লোকে বলিয়া থাকে—প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে জাপানের বিরুদ্ধে প্রতি-আক্রমণ চালাইতে হইলে কেবলমাত্র অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষকে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু আমি বলিতে চাই—বর্ত্তমান যুদ্ধে প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গন অষ্ট্রেলিয়া হইতে চীন হইয়া ভারত পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং চীনদেশ প্রকৃতপক্ষে শত্রুর কোমর আকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছে। চীনের এই গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াই জাপানীরা পূর্ণ উদ্যমে চীনের উপর নূতনভাবে আক্রমণ চালাইতে অগ্রসর হইয়াছে। জাপানীরা ইহা বেশ ভাল ভাবেই বুঝিতে পারিতেছে যে, চীন দেশকে ভিত্তি করিয়াই জাপানের উপর সহজভাবে প্রতি-আক্রমণ চালান সম্ভবপর।

"আমি নিশ্চয়তার সহিত একথা বলিতে পারি যে, ইউনান, চেকিয়াং ও মধ্য চীনের অন্যান্য স্থানে যে জাপানী আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। হয়ত শীঘ্রই এই মর্ম্মের জাপানী ঘোষণা শুনা যাইবে—"নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার পর আমরা পশ্চাদ্বর্ত্তন করিয়াছি"। চাংশা ও কোয়াং সাগরের যুদ্ধের পরও জাপানীরা অনুরূপ উক্তিই করিয়াছিল।

"চীনে সমর সম্ভার সরবরাহ সমস্যা সম্বন্ধে অনেকেই প্রশ্ন করিতে পারেন। বর্ম্মা রোড বন্ধ হইয়া যাওয়ায় স্থলপথে চীনে সরবরাহ পাঠান কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্মিলিত জাতিসমূহ এই অসুবিধা দূর করিতে সমর্থ। প্রকৃতপক্ষে চীনে সরবরাহ অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে। এই ব্যাপারে আমি বলিতে চাই যে, শীঘ্র বিজয় লাভের জন্য বাহির হইতে চীনে সরবরাহ প্রেরণের ব্যবস্থা অবশ্যই অব্যাহত রাখিতে হইবে; কিন্তু চীনের নরনারীর মধ্যে যে দৃঢ় সঙ্কল্প বিদ্যমান, এই সঙ্কল্পের চৈনিক প্রাচীরই অর্থাৎ চীনের প্রতিরোধ ক্ষমতাই শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে বিজয়ী করিবে।

"সোজা কথায় বলা চলে—চীনের জনগণ ক্ষণ-কালের জন্যও আত্মবিশ্বাস হারায় নাই। চীনের আভ্য-ন্তরীণ জনমত ও বাহির হইতে প্রেরিত সমর-সম্ভারের সম্পূর্ণ ব্যবহার হইতেছে না—এই মর্ম্মের অসত্য গুজব প্রভৃতি আমার কানে আসিয়াছে। নিঃসন্দেহে এসব জাপানী প্রচারকার্য্যেরই ফল। যাহারা এরূপ বাজে গুজবে বিশ্বাস করিবে, তাহারা জাপানীদের ফাঁদে পা দিবে, সন্দেহ নাই। প্রকৃত কথা ইহাই যে, চীনে আজ যে ঐক্য দেখা যাইতেছে, এরূপ আর কখনও দেখা যায় নাই। জাপানীরা চায়—বহির্জগতের সহিত চীনের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়া যাউক এবং তাহা হইলেই চীনকে গিলিয়া খাওয়ার সুবিধা তাহারা পাইবে। কিন্তু আমি বলিতে চাই—জাপানীদের এহেন চক্রান্ত সফল হইবে না। জাপান সমগ্র জগতকে বোকা বানাইয়া রাখিতে পারিবে না।

"চীনের বান্ধব যাঁহারা—তাঁহাদের প্রতি আমার অনুরোধ, জাপানী প্রচারকার্য্যে যেন তাঁহারা আস্থা স্থাপন না করেন। অবস্থা যেরূপই হউক না কেন, যে-পর্য্যন্ত না জাপানী অত্যাচারের আশঙ্কা সম্পূর্ণ রূপে দূর হইবে, চীন সে-পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিতেই থাকিবে। চীনের এই সংগ্রামের উপরই সমগ্র প্রশান্ত-মহাসাগরীয় সংগ্রামের চরম পরিণতি নির্ভর করিতেছে। এই সংগ্রামের সাহায্যার্থ যেরূপ সামান্য চেষ্টাই অনুষ্ঠিত হউক না কেন (এমন কি জাপানী প্রচারকার্য্যের অকার্য্যকারিতা রোধের প্রচেষ্টা পর্য্যন্ত), তাহা দ্বারা শুধু যে চীনের সাহায্য হইবে তাহাই নহে, বরং যাঁহারা মানবতার স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে লালায়িত, তাঁহাদের সকলেরই উদ্দেশ্যের পথে এরূপ সাহায্য বিরাট সহায়ক হইবে।"

কোরিয়ায় জাপানের নব-বিধান

অত্যাচার-লীলার চরম

কোরিয়া বর্ত্তমানে অধিকতর দরিদ্র ও খাদ্যাভাব গ্রস্ত। কোরিয়ার ইতিহাসে এরূপ আর কখনও দেখা যায় নাই। এই উপদ্বীপের জনসাধারণের কল্যাণের প্রতি কোন লক্ষ্য না রাখিয়া উহার ধনরত্ন জাপান শোষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে; জাপান এই দেশ জয় করিয়া প্রতি গৃহ লুণ্ঠন করিয়াছে। এখন প্রজারা ও কৃষির ফসলোৎপন্ন-গ্রহণকারিগণ অর্দ্ধ খোরাকে জীবন যাপন করিতেছে—প্রত্যেক ব্যক্তি সপ্তাহে দুই গ্রাস ভাত খাইতে পায়। ক্রমশঃ অনাহারে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য উহা অপ্রচুর সন্দেহ নাই।

কোরিয়ানদের নিকট হইতে সবচেয়ে প্রাথমিক মানবতার অধিকারও কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। তাহাদের নিজের বাড়ীতেও কোরিয়ান ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে পারে না। কোরিয়া সামরিক গভর্ণর জেনারেলের দেশ। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবন-মৃত্যুর উপর তাহার পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব। এই উপদ্বীপে ৪০০,০০০ চারি লক্ষের অধিক জাপানী সেনা ও পুলিশ রাখা হইয়াছে। জনসাধারণের নিয়-ন্ত্রণ রাখিতে জাপানীরা ২০০,০০০ দুই লক্ষ লোক নিয়োগ করিয়াছে—তাহাদের কাজ হইল নিজ দেশের লোকের উপর গোয়েন্দাগিরি করা। জাপানীরা কোরিয়া-বাসীদিগকে চাবুকাঘাত ও পদাঘাত করে এবং তাহার জন্য তাহাদের কোন শাস্তির ভয় নাই।

কলিকাতায় পশ্বাদির বাজার দর

এক সপ্তাহের বিবরণী

গত ২৩শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় মোট ১০০টি দুগ্ধবতী গাভী কলিকাতায় আমদানী করা হইয়াছে; তন্মধ্যে ২১টি পাঞ্জাব এবং বাদবাকিগুলি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনীত হইয়াছে।

দুগ্ধবতী গাভী এবং মহিষের দর যথাক্রমে ১৩০ টাকা টাকা হইতে ১৭০৲ টাকা এবং ১,৯৫৲ টাকা হইতে ২৩৮৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। গাভীগুলি ৮ সের হইতে ১০ সের পর্য্যন্ত দুগ্ধদান করিয়াছে এবং মহিষের দুধের পরিমাণ হইয়াছে ১০ সের হইতে ১২ সের পর্য্যন্ত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

৮ই জুন—১৯৪২

নাৎসী বর্ব্বরতার অভিযান

বিগত ৯ই জানুয়ারী (১৯৪২) তারিখে রুশীয় লাল পল্টনের পাল্টা আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া নাৎসী সেনা-বাহিনী কালিনিন রণাঙ্গনে কিত্তি নামক গ্রামটি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। গ্রাম পরিত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে বর্ব্বর নাৎসী সৈন্যদল স্থানীয় সকল বৃদ্ধলোক ও নারীদিগকে গ্রামের প্রান্ত সীমায় এক স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য আদেশ দেয়। নারীদিগকে স্ব স্ব পুত্র-কন্যাকে সঙ্গে নিবারও নির্দ্দেশ দেওয়া হয়। আদেশমত সকল গ্রামবাসী নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হইলে পর নাৎসী সেনারা এক একটি করিয়া শিশুকে তাহাদের মায়ের চোখের সামনে হত্যা করিতে থাকে। গারাইরাভা নাম্নী এক কিষাণ নারীর কোল্ হইতে তাহার দুই বৎসর বয়স্ক পুত্রকে ছিনাইয়া লইয়া একজন নাৎসী সৈনিক নিকটবর্ত্তী একটি থামে আছ্‌ড়াইয়া শিশুটির মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলে এবং গুলী করিয়া তাহার ৬ ও ৭ বৎসর বয়স্কা দুইটি কন্যাকে নিহত করে। এরূপভাবে বহু সংখ্যক শিশুকে হত্যা করা হয় এবং তাহার পর প্রায় ৭০ জন বৃদ্ধ নরনারীকে গ্রাম্য গোলায় লইয়া গিয়া জীবন্ত দগ্ধ করা হয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে রুশীয় বাহিনী যখন পুনরায় কার্চ্চ দখল করিতে সমর্থ হয়, তখন জার্ম্মাণদের বর্ব্বরতার আর এক প্রমাণ পাওয়া যায়। কার্চ্চে অবস্থিত জার্ম্মাণ সেনাপতির অফিস হইতে এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী করা হয় যে, সকল শিশুকে যেন স্কুলে পাঠানো হয়। এই আদেশ অনুসারে ২৪৫ জন শিশু তাহাদের বই ও খাতাপত্র লইয়া স্কুলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এই সব শিশুর মধ্যে একজনও তাহাদের মাতাপিতার নিকট আর ফিরিয়া আসে নাই। রুশীয় সেনাদল কার্চ্চ দখল করার পর শহর হইতে ৫ মাইল দূরে একটি গর্ত্তমধ্যে এই ২৪৫ জন শিশুর মৃতদেহ আবিষ্কার করে। ইহাদের সকলকেই গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছিল।

রুশীয় নারীদের উপর নাৎসীরা কিরূপ বর্ব্বর অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহারও বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই ধরণের অত্যাচার যে ঊর্দ্ধতন সামরিক কর্তৃপক্ষের সম্মতি অনুসারেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং অনেক স্থলে সতীত্ব নাশের পর সংশ্লিষ্ট নারী ও বালিকাদিগকে যে হত্যাও করা হইয়াছে, তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণ সেনা-বিভাগের পক্ষ হইতে বেসব গণিকালয় প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, যেসব বালিকা উক্ত গণিকালয়ে যোগদান করিতে সম্মত হয় নাই, তাহাদিগকেও নির্ম্মম-ভাবে হত্যা করা হইয়াছে।

কালুগা নামক স্থানে কতিপয় রুশীয় নারী ও বালিকাকে জোর করিয়া গণিকালয়ে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল এবং পরে তাহারা আত্মহত্যা করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করে। লেনিনগ্রাড এলাকার ভলোভো জেলায় অবস্থিত বাবুলেনো নামক গ্রামটি নাৎসীরা জালাইয়া দিয়াছে। উক্ত গ্রামের রাস্তায় ৮টি রুশীয় নারী ও বালিকার নগ্ন মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে—সতীত্ব নাশের পর এই সব নারীর নাক কাটিয়া ও মুখ বিকৃত করিয়া পরে তাহাদের বেয়নেটের খোঁচা দিয়া ইহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছিল।

মোসিলেভ অঞ্চলে বলুনী নামক গ্রামে ১৫ হইতে ১৭ বৎসর বয়স্কা ৬টি বালিকাকে ধরিয়া নাৎসী সেনারা প্রথমে তাহাদের সতীত্ব নাশ করে এবং পরে তাহাদের স্তন কাটিয়া ও চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করা হয়।

অধিকৃত দেশসমূহে কিরূপ উদ্দাম মূর্ত্তিতে নাৎসী বর্ব্বরতার অভিযান চলিতেছে, রুশিয়ার এইসব দৃষ্টান্ত হইতে তাহার কতকটা আভাষ পাওয়া যাইতে পারে।

আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য খাদ্য-সরবরাহ

যে সমস্ত বে-সামরিক আশ্রয়প্রার্থী ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিতেছে, তাহাদিগকে আকাশ পথে খাদ্য-সম্ভার, ঔষধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করার জন্য রাজকীয় বিমান-বহর আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। সৈন্যদিগকেও বিমানযোগে রসদাদি সরবরাহ করা হইয়াছে।

নাগা পাহাড়ের উপর দিয়া অত্যন্ত আয়াসসাধ্য অবস্থার মধ্যে বিমান চালনা করিয়া বড় বড় বোমারু বিমান ও সৈন্যবাহী বিমানের বৈমানিক ও কর্ম্মচারিগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য কার্য্য সমাধা করিয়াছে। প্রবল ঝটিকা ও বেতারে তাহারা এইরূপ কার্য্য পরিচালনা করিতেছিল তথায় পাহাড়ের উপর ঘন পুঞ্জীকৃত মেঘ থাকায় অবস্থা অতি দুরূহ ও বিপজ্জনক ছিল। কিন্তু রাজকীয় বিমান-বহরের কর্ম্মচারিগণ সে অবস্থায়ও কার্য্য সমাধায় কৃতকার্য্য হইয়াছে এবং বর্ম্মা-প্রত্যাগত শত শত বে-সামরিক লোকের উপকার সাধিত হইয়াছে।

বে-সামরিক আশ্রয়প্রার্থিগণের খাদ্য সরবরাহ ব্যাপারে সাহায্য করার আহ্বান আসামাত্র ব্যাপক আয়োজন করা হয় এবং ভারতবর্ষে যে সমুদয় বিমান কার্য্যে নিয়োজিত রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে সব চেয়ে বড় বড় বিমানগুলি এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

কোন্ নির্দ্দিষ্ট স্থানে খাদ্যদ্রব্য ফেলিতে হইবে তাহা ঠিকমত নির্দ্ধারণ করা সহজ নয়। এক ক্ষেত্রে একটি গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটি ছোট খোলা জায়গায় খাদ্যদ্রব্য ফেলিতে হইয়াছিল। আশ্রয়প্রার্থিগণ একটি আগুনের কুণ্ড রচনা করিয়াছিল এবং আরও নানা উপায়ে স্থানটিকে চিহ্নিত করিয়াছিল। এ সমুদয় ব্যবস্থা করা সত্বেও মেঘাচ্ছাদিত আবহাওয়ার মধ্যে ঐ স্থান খুঁজিয়া বাহির করা সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু বৈমানিকরা উহা নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং খাদ্য-দ্রব্যের বাক্স তথায় ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং উহা নিরাপদে যথাস্থানে গিয়া পড়ে।

টিনেভরা মাংস, দুগ্ধ ও অন্যান্য প্রকারের ঘনীভূত খাদ্যদ্রব্য এই সমুদয় বিমানযোগে প্রধানতঃ দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু বাক্স ভরিয়া অন্যান্য জিনিষাদি, যথা সাবান, ক্ষুরের ব্লেড ও সিগারেট প্রভৃতি আশ্রয়-প্রার্থিগণকে দেওয়া হইয়াছে। আশ্রয়প্রার্থিগণকে বুটজুতাও সরবরাহ করা হইয়াছিল।

রাজকীয় বিমান-বহরের অন্যান্য বহু কাজের মধ্যে শূন্য পথে খাদ্যদ্রব্য ফেলিবার অভিযান কিছু দিন যাবতই চলিতেছে; কিন্তু প্রত্যক্ষ কারণ বশতঃ ঐ বিষয় গোপন রাখা হইয়াছে। শূন্য হইতে এইরূপ খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের ফলে শত শত লোকের প্রাণ রক্ষা পাইয়াছে।

রাজকীয় বিমান-বহর এমন সব স্থানে খাদ্যদ্রব্য ও রণসম্ভার বিমানযোগে সরবরাহ করিয়াছে, যেখানে ঐ সমুদয় দ্রব্যসম্ভার নিঃশেষ হইয়াছিল বা নিঃশেষ হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হইয়াছিল মেসোপটেমিয়ার কুতেল্ আমারায় বিগত যুদ্ধের সময় যখন জেনারেল টাউন্‌শেণ্ডের বাহিনী অবরোধ অবস্থায় ছিল। তখন খাদ্য ও যুদ্ধসম্ভার ঐ শহরের উপর ফেলিবার চেষ্টা হয়। কতক জিনিষ টাইগ্রিস নদীতে পতিত হয়, কিন্তু অনেক খাদ্য সৈন্যরাও হস্তগত করিতে পারিয়াছিল। তাহারা তখন প্রায় অনাহারে পড়িয়াছিল। বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ডে ও ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলেও ছোট ছোট ছাউনিতে অনেক সময় দ্রব্যাদিপূর্ণ বাক্স প্যারাসুটের সহিত বিমান হইতে ফেলা গিয়াছে।

১৯৪০ সনের জুন মাসে যখন সোমালিল্যাণ্ড হইতে সৈন্য অপসারণ চলিতেছিল, তখন ক্যামেলিয়া পুলিশ সেনা-বাহিনীকে ইংরেজ হইতে বিমানযোগে খাদ্য, জল ও যুদ্ধসম্ভার সরবরাহ করা হইয়াছিল। ঐ উদ্দেশ্যসাধনে যুদ্ধ করিয়া সকল আশ্রমে খাদ্য দেওয়ায় সৈন্য অপসারণে যথেষ্ট সহায়তা হইয়াছিল।

যুদ্ধ-সাহায্য ভাণ্ডারে দান

সেটেলমেণ্ট বিভাগের প্রতি গভর্ণর বাহাদুরের প্রশংসা-বাণী

বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বিগত ২১শে মে তারিখে বাঙলা সরকারের ডিরেক্টর অব ল্যাণ্ড-রেকর্ডস্ রায় এস. সি. সেন বাহাদুরের নিকট নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করিয়াছেন:—

"আমি অতীব আনন্দের সহিত শুনিতে পাইয়াছি যে, ফরিদপুরের সেটেলমেণ্ট অফিসার ও কর্ম্মচারিগণ গভর্ণর যুদ্ধ তহবিলে আরও ১০,০০০ দশ হাজার টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন এবং ঐ টাকা আমার ইচ্ছানুসারে ব্যয়িত হইবে। এই দান অতি সাদরে গৃহীত হইবে; কেননা বর্ত্তমানে আমার এই যুদ্ধ তহবিল হইতে নানা প্রকার চাহিদা মিটাইতে হইতেছে। এই উদার দানের জন্য আমি আন্তরিকতার সহিত তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ। ফরিদপুর সেটেলমেণ্ট পূর্ব্বে পাঁচটি এম্বুল্যান্স গাড়ী, পাঁচটি বর্ম্মাবৃত যান ও পাঁচটি রসদবাহী লরী প্রদান করিয়াছেন এবং এই ১০,০০০ দশ হাজার টাকা দেওয়ায় তাঁহাদের মোট সাহায্যের পরিমাণ এক লক্ষ টাকার অধিক হইল। তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা অন্যের অনুকরণীয় এবং আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে, আপনি সমস্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট আমার ব্যক্তিগত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবেন।"

নেত্রকোনায় পল্লী-উন্নয়ন শিক্ষাকেন্দ্র

সাফল্য সহকারে অনুষ্ঠিত

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের কর্ম্মচারী, ন্যাশনাল রুরাল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল ও স্থানীয় গণ্যমান্য জনসাধারণের প্রচেষ্টায় নেত্রকোণা মহকুমায় তিন দলে গত ১৬ই মার্চ্চ হইতে ২৯শে এপ্রিল পর্য্যন্ত সর্ব্বমোট ১৫৩ জন পল্লী-উন্নয়নকারী শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। শিক্ষাকেন্দ্রে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, সেকেণ্ড অফিসার, থার্ড অফিসার, কোর্ট অফিসার, সার্কেল অফিসার, কো-অপারেটিভ্ ইন্সপেক্টর, লাইভ্‌ষ্টক্ অফিসার, ভেটেরিনারী সার্জ্জন, মেডিকেল অফিসার, কৃষি ও সেরিকালচার বিভাগীয় ডিমন্‌ষ্ট্রেটর, সেনিটারী ইনস্পেক্টর, আঠারবাড়ী হাই স্কুলের হেড্‌মাষ্টার, প্যারিপাড় হাই স্কুলের হেড্ মাষ্টার, স্থানীয় উকিল ও মোক্তারবৃন্দ এবং বিভাগীয় কর্ম্মচারীবৃন্দ পল্লী-উন্নয়নমূলক বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন তারিখে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন।

শিক্ষার্থিগণ প্রত্যহ পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে জন-জাগরণ, সমিতি গঠন, মুষ্টিভিক্ষার প্রচলন ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা ও হাতে-কলমে কাজ করিয়া আন্দোলনের মর্ম্ম পল্লী-বাসিগণকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন।

ভ্রম সংশোধন

বিগত ১৮ই মে তারিখের "বাঙলার কথার" বাঙলা দেশে জনস্বাস্থ্যের অবস্থা সম্বন্ধে জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়ের ১৯৪০ সালের রিপোর্টের যে সংক্ষিপ্ত-সার প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জন্ম-মৃত্যুর হার সম্বন্ধে যেসব সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে, ভ্রমক্রমে তাহা "প্রতি হাইলের" জন্ম বা মৃত্যুর হার বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা হইবে "হাজারকরা" জন্ম বা মৃত্যুর হার। প্রকাশিত রিপোর্টের কয়েক স্থানেই অনুরূপ ভুল বিবরণ প্রকাশিত হওয়ায় আমরা প্রকৃতই দুঃখিত। আশা করি, পাঠকগণ এই ভ্রম সংশোধন করিয়া "প্রতি হাইলের" পরিবর্ত্তে "হাজারকরা" পাঠ করিবেন।—[সঃ বাঃ কঃ]

মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের বাণী

অসামরিক সরকারী কর্মচারীদের প্রতি কর্তব্যের নির্দেশ

ভারতের অসামরিক সরকারী কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে মহামান্য বড়লাট বাহাদুর যে বাণী দিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল:—

কিঞ্চিদধিক দুই বৎসর পূর্ব্বে অসামরিক সরকারী কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে আমি এক বাণী দিয়াছিলাম। উহাতে আমি আপনাদিগকে এই অনুরোধ করিয়াছিলাম যে, সম্মুখে যে দুর্দ্দিন আসিতেছে, সেই দুর্দ্দিনে আপনাদের মধ্যে যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট, আপনারা যথাশক্তি তাহা যেন ভারতের জনসাধারণকে প্রদান করেন। আমি এক শান্তির সময়ে আপনাদিগকে এই অনুরোধ করিয়াছিলাম। তখন আমরা কেহই জানিতাম না যে, আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদিগকে কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর এবং কিরূপ জটিল সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হইতে হইবে। আমি তখন আপনাদের সাহায্য ও সমর্থন চাহিয়াছিলাম। শান্তির সময়ে ও যুদ্ধকালে আমি পুরাপুরি তাহা পাইয়াছি। বিভিন্ন জাতীয় এবং বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উচ্চশিক্ষিত এবং বিশেষ সতর্কতার সহিত নির্ব্বাচিত ভারতীয় ও বৃটনগণ বিভিন্ন কর্ত্তব্যে নিযুক্ত আছেন।

(মহামান্য বড়লাট বাহাদুর)

ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, কলেক্টার, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাব্রতী, পুলিশ, জজ ও শাসক প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ লোকের সেবার জন্য আপনারা নিযুক্ত এবং একই সম্রাটের নিকট আনুগত্য হেতু আপনারা একই সূত্রে গ্রথিত আছেন। আপনারা এবং আপনাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ আনুগত্যের, নিরপেক্ষতার, ন্যায়নিষ্ঠার এবং মানবতার উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। আপনাদেরও নিঃস্বার্থ এবং সহযোগিতার মনোভাব দৃষ্টান্তস্থানীয়। আপনারা যেরূপ নিষ্ঠার সহিত এই সকল আদর্শের অনুসরণ করিতেছেন এবং ভারতে আপনারা যে আলোকবর্ত্তিকা প্রজ্বালিত করিয়াছেন, বিপর্য্যস্ত জগতে তাহা আশার ও উৎসাহের রশ্মি বিকীর্ণ করিবে।

কঠোর পরিশ্রম, বিরাট দায়িত্ব এবং বিপদ ও অশান্তি আপনাদের ভাগ্যের সহিত জড়িত। এতৎসত্ত্বেও রণাঙ্গনে গিয়া দেশমাতৃকার সেবা করিতে পারিতেছেন না বলিয়া আপনাদের অনেকে কিরূপ হতাশ ও ভগ্নোৎসাহ হইয়াছেন, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপ অবগত আছি। কিন্তু আপনারা মুহূর্ত্তের জন্যও যেন মনে না করেন যে, আপনারা নিজেদের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করিয়া দেশের জন্য সংগ্রাম করিবার সুযোগ পাইতেছেন না। নিয়ম, শৃঙ্খলা রক্ষা, শান্তি ও নাগরিকগণের নিরাপত্তা রক্ষা, সভ্যজাতির শিল্প ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষসাধন ও তাহার সংরক্ষণ আপনাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য। এইগুলিই সভ্যজনোচিত

[২য় কলমের নিম্নে দেখুন]

জেনারাল স্মাটসের উক্তি

১৯৪২ সন যুদ্ধের সঙ্কটজনক বৎসর

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান-মন্ত্রী ফিল্ড মার্শাল স্মাটস জোহানসবার্গের স্বাধীনতাবাদী অশ্বারোহীদলের উদ্বোধন উপলক্ষে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন "জাপানের সৌভাগ্য ও বিজয় যতদূর অগ্রসর হইবার হইয়াছে, কিন্তু এই অবস্থা থাকিবেনা এবং জাপানের যতটুকু মূল্য ততটুকু পুরস্কার সে পাইবে"।

তিনি আরও বলেন, "গত ১২ মাসের মধ্যে যুদ্ধের যে গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি ঘটিয়াছে, তাহাতে জাপানের যুদ্ধে যোগদান বিশেষ তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। আমাদের পক্ষে জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও ক্ষমতাশালী দুইটি দেশ রাশিয়া ও আমেরিকা যোগদান করিয়াছে; আমি মনে করি যে, আপনারা আমার সহিত একমত যে, রাশিয়া ও আমেরিকার যোগদানের মূল্য জাপানের যোগদানের মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী"।

ফিল্ড মার্শাল স্মাটস আরও বলেন, "ইহা ছাড়া আমরা আমাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়াছি এবং আমাদের সামরিক সাজ সরঞ্জাম ও যুদ্ধোপকরণ যাহা কম ছিল, তাহা পূর্ণ করিয়াছি। সৈন্যদিগকে ট্রেনিং দেওয়ার ও প্রস্তুত করার জন্য আমরা সময় পাইয়াছি, তাহার ফল এই হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে আমাদের অবস্থা ও আশা এক বৎসর পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহার চেয়ে ভাল হইয়াছে। আমরা অবগত আছি যে যুদ্ধ খুবই তুমুল হইবে। ১৯৪২ সন এই গোটা যুদ্ধের সবচেয়ে সঙ্কটজনক বৎসর বলিয়াই হয়ত প্রমাণিত হইবে। এমনও হইতে পারে যে, আফ্রিকায় এমন সব পরিস্থিতির উদ্ভব হইবে, যাহা পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। আমার এইরূপই মনে হয়। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, ইহার ফল হইবে যে আমরা দেখিতে পাইব অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যদিও চরম পরিণতি দেখা না দেয়, তথাপি কোন দিক হইতে এই পরিণতি আসিবে তাহা আমরা দেখিতে পাইব এবং আমি আশা করি যে, বেশী দিন গত হইবার পূর্ব্বেই আমরা দেখিতে পাইব যে, স্বাধীনতার অশ্বারোহীদল বিজয়ী অশ্বারোহীদলে পরিণত হইবে"।

[১ম কলমের জের]

জীবনযাপনের প্রথা। এই সকলের রক্ষার জন্যই আমরা যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছি। ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বর্ত্তমানে জনসাধারণের নৈতিক অবস্থা সংরক্ষণের জন্য আপনাদের উপর নির্ভরশীল অসহায় জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষা ও মঙ্গল বিধানের জন্য আপনাদের কার্য্যে-বাধা সৃষ্টি হওয়া উচিত নহে। আপনারা যদি শৈথিল্য প্রকাশ করেন অথবা দ্বিধার ভাব পোষণ করেন, তাহা হইলে সৈনিকের কর্ত্তব্যচ্যুত হওয়ার ন্যায় আপনারা নিশ্চয়ই সাধারণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিবেন। আমি জানি, আপনারা কেহই ইচ্ছা করিয়া তাহা করিবেন না।

মনে রাখিবেন, একজন সৈনিক রণাঙ্গনের অতিমাত্র সামান্য অংশই দেখিতে পায়। মনে রাখিবেন, আপনাদের কর্ম্মপথ সহজগম্য না হইলেও জনসাধারণের দৃষ্টি আপনাদের প্রতিই নিবদ্ধ আছে।

যদি কখনও সঙ্কটকাল উপস্থিত হয়, আপনাদের নেতৃত্ব ও দৃষ্টান্তের উপর অনেক কিছু নির্ভর করিবে। আপনারা জনসাধারণের সেবায় মনোযোগী হউন এবং তাহাদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করুন। সকল সন্দেহ দূর করিয়া ভবিষ্যতের যে কোনও পরীক্ষার সম্মুখীন হউন। মনে দৃঢ় সঙ্কল্প রাখুন যে, আপনাদের মধ্যে যাহা সর্ব্বোত্তম তাহাই আপনারা বিলাইয়া দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। আপনাদের কর্ত্তব্য যে কোনও ক্ষেত্রেই আপনাদিগকে লইয়া যাউক না কেন, আপনারা কায়মনোবাক্যে সেই ক্ষেত্রেই আত্মনিয়োগ করুন। স্মরণ রাখিবেন, আপনাদের পশ্চাতে বীরত্বের ও সেবার এক মহৎ ঐতিহ্য রহিয়াছে। আশা করি, আপনারা পরাঙ্মুখ হইবেন না।

আমাদের জয় সুনিশ্চিত। একনিষ্ঠ চেষ্টাই বিজয়ের দিনকে নিকটবর্ত্তী করিয়া আনে। এখন আপনাদের প্রত্যেকের সম্মুখে বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র রহিয়াছে। আমি আপনাদিগকে এই প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, যখন তরবারি আবার কোষবদ্ধ হইবে এবং নূতন জগতের সৃষ্টি হইবে, তখন আপনাদিগের একনিষ্ঠ এবং নিঃস্বার্থ কর্ত্তব্যপালনের পুরস্কারস্বরূপ সুযোগ সুবিধা দানের কোনই ত্রুটি হইবে না।

মাদাগাস্কার ও ইন্দোচীন

ইন্দোচীনে জাপানী অত্যাচারের নমুনা

ফরাসীদিগের সমুদ্রতীরবর্ত্তী সাম্রাজ্যের উপর জাপানী ও বৃটিশের দাবীর একটা তুলনা করিলে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিতে পারা যায়। জাপানীরা জোর গলায় দীর্ঘকাল ধরিয়া বলিয়া আসিতেছে যে, তাহারাই ত্রাণকর্ত্তা। প্রায়ই তাহারা এই দাবী করিয়াছে যে, ফরাসী ইন্দো-চীন এখনো ফরাসীদিগের স্বায়ত্তাধীন আছে।

সম্প্রতি জাপানীরা বৃটিশের মাদাগাস্কার অধিকারকে নিজের লাভের নিমিত্ত দুর্ব্বল জাতির উপর বৃটিশের অত্যাচারের একটি উদাহরণ স্বরূপ বর্ণনা করিয়া তাহার নিন্দা করিয়াছে।

ইন্দো-চীনের জাপানী ও ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে যে চুক্তি আছে, তাহাতে ফরাসীদিগের উপর নিম্নলিখিতরূপ সর্ত্ত আরোপ করা হইয়াছে:—

(১) জাপানী সৈন্যদল ইন্দো-চীনের যে কোন অংশে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মোতায়েন করা চলিবে।

মহামান্যা রাজকুমারী এলিজাবেথ

সম্প্রতি তিনি গ্রেনাডিয়ার্স গার্ডস্ সেনাদলের 'কর্ণেল' পদবী লাভ করিয়াছেন।

(২) ইন্দো-চীনের ঘাঁটিতে কি পরিমাণ জাপানী বিমান থাকিবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না। জাপানীদিগের অনুমতি লইয়া ফরাসী বিমান সরাইয়া লওয়া যাইবে।

(৩) "প্রয়োজন হইলেই" জাপানীরা ফরাসী যুদ্ধ-জাহাজ ব্যবহার করিতে পারিবে।

(৪) বিমান-আক্রমণের ফলে যদি কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়, তবে সে সম্পর্কে সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য ফরাসীদের উপর থাকিবে।

(৫) ইন্দো-চীনকে নানকিং'এর ওয়াংকিং উইর ক্রীড়নক গভর্ণমেণ্টকে সমর্থন করিতে হইবে।

উহার সহিত মাদাগাস্কারে ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বৃটিশ প্রস্তাব তুলনা করা যাইতে পারে:—

(১) মাদাগাস্কার ফরাসীদিগেরই থাকিবে। যুদ্ধের পর উহা ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের হাতে ফিরিয়া যাইবে।

(২) যাহারা সম্মিলিত জাতিসমূহের সহিত সহযোগিতা করিতে অনিচ্ছুক, তাহাদিগকে দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে।

(৩) সম্মিলিত জাতিসমূহ কর্ত্তৃক মাদাগাস্কারে স্বাধীন ফরাসী সংস্থার মত সর্ব্বপ্রকার অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদান করা হইবে এবং চীনের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ককে বজায় রাখায় উৎসাহিত করা হইবে।

কৃষক-প্রজা সমাজের স্বার্থ

কুষ্টিয়ায় মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর আশার বাণী

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মৌলানা মুনিরুজ্জমান ইসলামাবাদীর সভাপতিত্বে ২৪শে মে সকালে কুষ্টিয়ায় নিখিল-বঙ্গ কৃষক-প্রজা সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশন আরম্ভ হয়। বহু কৃষক ও স্থানীয় কর্টমিলের শ্রমিকগণ সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিল।

সম্মেলনের কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কুষ্টিয়া মিউনিসিপ্যালিটী, নদীয়া জিলা কৃষক-প্রজা সমিতি এবং কুষ্টিয়া ও হরিনারায়ণপুরের জনসাধারণের পক্ষ হইতে প্রধান-মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক, মাননীয় খান বাহাদুর হাশেম আলী খান, মাননীয় মিঃ উপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ ও মাননীয় মিঃ শামসুদ্দিন আহমদকে মানপত্র দেওয়া হয়।

মাননীয় মিঃ উপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ কর্ত্তৃক কৃষক-প্রজা পতাকা উত্তোলিত হইবার পর কৃষক-প্রজা স্বেচ্ছাসেবকগণ পতাকা অভিবাদন করে। মিঃ বর্ম্মণ বক্তৃতা প্রসঙ্গে কৃষকদিগকে ঐক্যবদ্ধ হইতে উপদেশ দেন এবং হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্য সংগ্রাম করিতে বলেন।

প্রধান-মন্ত্রী মাননীয় মিঃ হক "হক জিন্দাবাদ", "কৃষক-প্রজা সমিতি জিন্দাবাদ" প্রভৃতি ধ্বনির মধ্যে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, কৃষকদের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে তাঁহার নূতন কিছু বলিবার নাই। তিনি জানেন যে, কৃষকগণ অর্দ্ধাশনে ও অর্দ্ধনগ্ন অবস্থায় দিন কাটায় এবং তাহাদের আর্থিক অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। এইরূপ অবস্থায় কৃষকদের পক্ষে মুক্তির পথ নির্ণয় করা কঠিন। তিনি বলেন যে, কৃষকদের নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য এবং শুধু মন্ত্রীগণ দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত নয়। কৃষক-প্রজা পার্টি সর্ব্বদাই কৃষকদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করিয়াছে। পূর্ব্ব মন্ত্রিসভার পরিচালকরূপে তিনি জনসাধারণের জন্য কিছু করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইচ্ছানুরূপ সকল কার্য্য তিনি করিতে পারেন নাই। তিনি একথা বলিতে পারেন যে, নূতন মন্ত্রিসভা কৃষক-প্রজার মন্ত্রিসভা এবং এই মন্ত্রিসভার সাহায্যে তিনি নিশ্চয়ই কৃষকদের পক্ষে মঙ্গলকর কিছু কার্য্য করিতে সক্ষম হইবেন।

প্রধান-মন্ত্রী আরও বলেন যে, যুদ্ধের ফলে কৃষকদের যে দুর্দ্দশা হইয়াছে, তাহা সম্ভবমত দূর করিবার জন্য সরকার চেষ্টা করিবেন।

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করার প্রশ্নের উল্লেখ করিয়া প্রধান-মন্ত্রী বলেন যে, যুদ্ধ আরম্ভ না হইলে এই সময়ের মধ্যে তাঁহারা এই সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেন।

বাঙালী বৈমানিকের মৃত্যু

কে, আর, দাসের গৌরবময় জীবনের অবসান

উত্তর ভারতের কোন একটি শহরে বিমান দুর্ঘটনায় বৈমানিক কে, আর, দাসের মৃত্যু ঘটিয়াছে। তিনি প্রথম ভলাণ্টিয়ার রিজার্ভ দলের একজন সুপরিচিত বৈমানিক। এই যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে মিঃ দাস ভারতীয় বিমান-বাহিনীতে যোগদান করেন এবং তিনি মিসর, চীন, সিঙ্গাপুর, জাভা ও ব্রহ্ম দেশে বিমান যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি বাঙলার উপকূল রক্ষাকার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। মিঃ দাস বাল্যকাল হইতেই অসম সাহসী ছিলেন। বিমান পরিচালনার দিকে তাহার ঝোঁক চাপে এবং ১৯৩৭ সনে তিনি বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবে যোগদান করেন। তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন এবং মাত্র ৭ ঘণ্টা বিমান পরিভ্রমণের পর প্রথম একাকী বিমান পরিচালনা করেন।

জাপানী বৈমানিকদের সহিত মিঃ দাসের অনেকবার ব্রহ্ম দেশে সংঘর্ষ হইয়াছে এবং এই সমুদয় যুদ্ধে তিনি যেরূপ সাহসিকতা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি রাজকীয় বিমান বহরের এবং আমেরিকান ভলাণ্টিয়ার গ্রুপের বিমান চালকদিগের প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন। একবার তিনি বিশেষভাবে বিপদের হাত হইতে রক্ষা পান। শত্রু বিমান তাঁহার বিমানখানিকে গুলীর আঘাতে ফেলিয়া দেয়। যখন তাঁহার বিমানখানি সমুদ্রে পতিত হয়, তখন মিঃ দাস বিমান হইতে বাহির হইয়া পড়েন এবং পরে একটি রবারের নৌকায় তীরে পৌঁছেন। মিঃ দাসের বয়স ২৫ বৎসর।

মাননীয় মিঃ উপেন্দ্রনাথ বর্ম্মণ কুষ্টিয়া সম্মেলনে পতাকা উত্তোলন করিতেছেন।

কুষ্টিয়ায় সমবায় সম্মেলন

মাননীয় সমবায়-মন্ত্রীর সভাপতিত্ব

সমবায় ও পল্লী-ঋণ বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় খান বাহাদুর হাশেম আলি খান, মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী, মাননীয় ঢাকার নবাব বাহাদুর এবং আবগারী ও বন বিভাগের মন্ত্রী সমভিব্যাহারে কুষ্টিয়া পরিদর্শন করেন। গত ২৩শে তারিখ তাঁহারা এই স্থান পরিদর্শন করেন। ষ্টেশনে তাঁহাদিগকে বিরাট অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। যান-বাহন ও পূর্ত্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ শামসুদ্দীন আহমদ ষ্টেশনে তাঁহাদের সহিত মিলিত হন।

পরদিবস তাঁহারা নিখিল-বঙ্গ কৃষক-প্রজা কনফারেন্সে যোগদান করেন। বাঙলার বিভিন্ন স্থান হইতে আগত প্রতিনিধিগণ এই কনফারেন্সে যোগদান করেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে অভিনন্দনপত্র পঠিত এবং তাহার যথোপযুক্ত প্রত্যুত্তর প্রদান করা হয়।

মাননীয় খান বাহাদুর হাশেম আলি খান একটি সমবায় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। জেলার বিভিন্ন সমবায় সমিতির তরফ্ হইতে তাঁহাকে মানপত্র প্রদান করা হয়। ইহার উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী কৃষকগণকে চাউল ও অন্যান্য খাদ্য-শস্যের চাষ করিতে উপদেশ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি জনসাধারণকে নিজেদের মধ্যে বিরোধ ভুলিয়া গিয়া একযোগে কাজ করিতে অনুরোধ করেন।

সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে কৃষকগণের অভাব দূর করা। কিন্তু তিনি সেই সঙ্গে আরও বলেন যে, বর্ত্তমানে যে কার্য্য করা হইয়াছে, এই সম্পর্কে তদপেক্ষা অধিক ব্যয় করা গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভবপর নহে।

বক্তৃতার শেষে তিনি জনগণকে ব্যাঙ্ককে সাহায্য করিতে উপদেশ প্রদান করেন। ঋণ পরিশোধ না করিবার নীতি গ্রহণ করিতে তিনি নিষেধ করেন; কারণ উহার ফলে এক সঙ্গে ব্যাঙ্ক ও খাতক উভয়েই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। অপরাহ্নে মাননীয় মন্ত্রী কো-অপারেটিভ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক এবং স্পেশ্যাল বোর্ড পরিদর্শন করেন।

ভারতের আশ্রয়-প্রার্থীদের সাহায্য

লর্ড মেয়রের তহবিল হইতে ১,০০,০০০৲ দান

ভারতে আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্যের জন্য লণ্ডনের লর্ড মেয়র তাঁহার সাম্রাজ্যিক বিমানাক্রমণ-দুর্গত তহবিল হইতে ১,০০,০০০ টাকার একটা চেক্ পাঠাইয়াছেন। তিনি মহামান্য রাজপ্রতিনিধিকে আশ্বাস দিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে যে কোনও দরকারী সাহায্য প্রদান করিতে তিনি অতীব আনন্দ উপভোগ করিবেন।

মহামান্য বড়লাট এই সাহায্যের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়া লর্ড মেয়রকে তার করিয়াছেন।

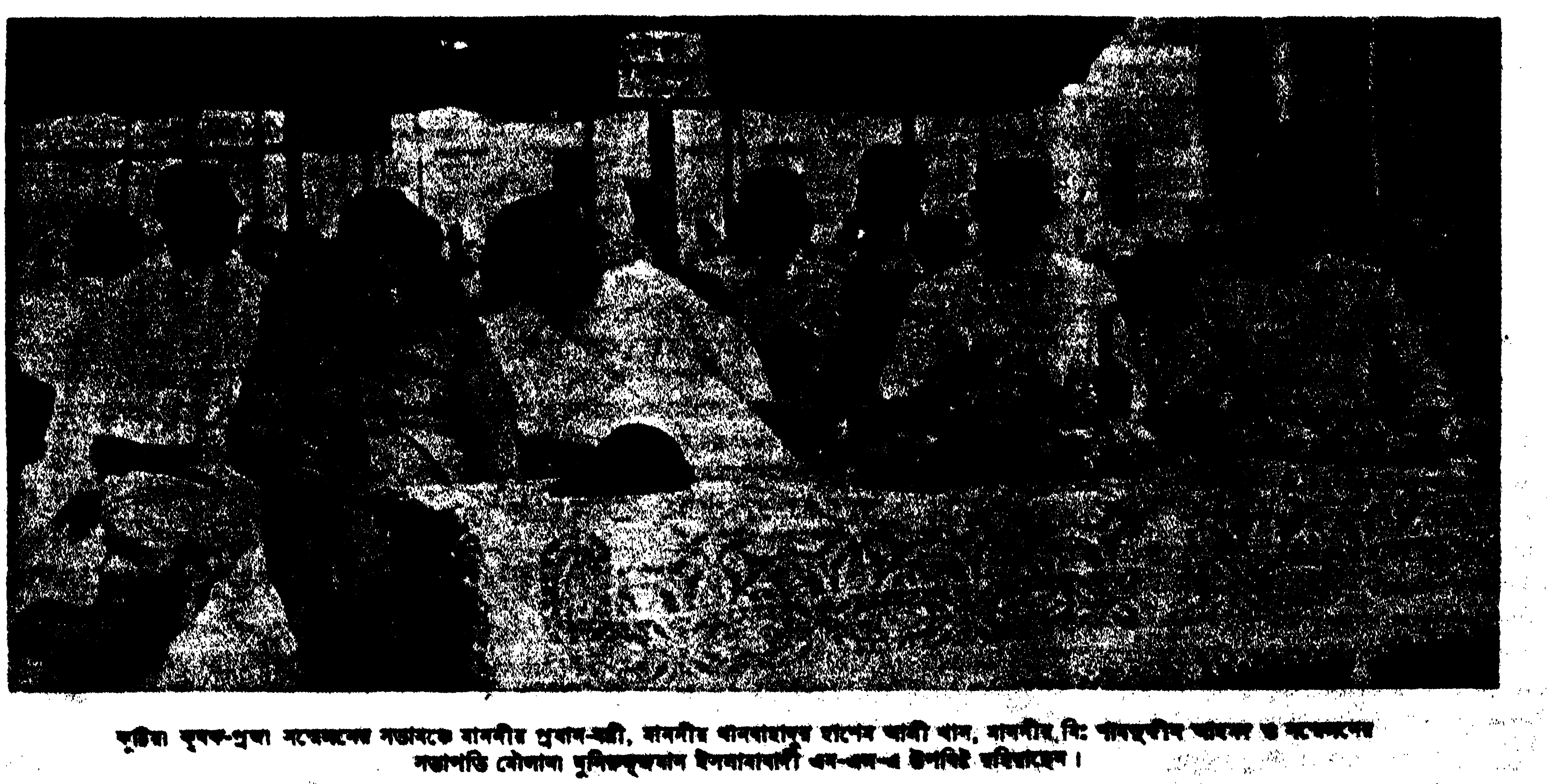

কুষ্টিয়া কৃষক-প্রজা সম্মেলনের সভামঞ্চে মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী, মাননীয় খানবাহাদুর হাশেম আলী খান, মাননীয় মিঃ শামসুদ্দীন আহমদ ও সম্মেলনের সভাপতি মৌলানা মুনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী এম-এল-এ উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

"জনরক্ষা" ব্যাপারে নাগরিকদের কর্ত্তব্য

সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য রহিয়াছে

[এস হক্‌, আই-সি-এস লিখিত]

সাধারণতঃ জনরক্ষা গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। কিন্তু কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানে যোগদান না করিয়াও বেসরকারী জনগণ জনরক্ষার জন্য কি পরিমাণে সাহায্য করিতে পারে, সে বিষয়ে অনেকেরই কোন ধারণা নাই। অনেকেই সময়াভাব বা অন্যান্য নানা কারণে এ-আর-পি প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু তাহা বলিয়া জনরক্ষা সম্বন্ধে অর্থাৎ নিজের এবং প্রতিবেশীদের প্রতি যে কঠোর কর্ত্তব্য আছে, তাহা অবহেলা করিলে চলিবে না। প্রকৃতপক্ষে জনরক্ষা প্রতিষ্ঠানে—ভিতরে বা বাহিরে যেখানেই হউক না কেন—প্রত্যেক নরনারী এমন কি শিশুদের জন্যও নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা আছে।

এতদিন ধরিয়া প্রায়ই এ-আর-পি সম্বন্ধীয় বহু শিক্ষণীয় বিষয় প্রচার করা হইয়াছে। অত্যন্ত অল্প পরিশ্রম করিলেই এগুলি আপন আপন গৃহগুলিতে অভ্যাস করা যাইবে। এই সকল শিক্ষণীয় বিষয় অনুধাবন করিলে আশ্রয়-কক্ষ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করা যাইবে এবং এই কক্ষে কয়েক ঘণ্টা বাস করার মত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও সংগ্রহ করিয়া রাখা যাইবে। বাড়ীর কাচগুলি রক্ষা করা এবং প্রয়োজন হইলে সেগুলি খুলিয়া লওয়ার ব্যবস্থা করা, অর্থব্যয় করিতে পারিলে অতি বিস্ফোরক বোমা পড়িয়া যাহাতে বিশেষ ক্ষতি না হয় তাহার জন্যও প্রতিরোধ-প্রাচীর নির্ম্মাণ ও অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা, বাড়ীর ছাদের নিকটে কোথাও দাহ্য পদার্থ যাহাতে না থাকে তাহা লক্ষ্য করা এবং উপযুক্ত পরিমাণ বালির বস্তা সঞ্চিত রাখা—এ সকল ব্যবস্থাই সাধারণ গৃহস্থরা আপন আপন গৃহে করিতে পারিবেন। আগুনে বোমার আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইলে অগ্নিকাণ্ড আয়ত্তাধীন করিবার জন্য সর্ব্বদাই বালতি এবং চৌবাচ্চা যাহাতে জলপূর্ণ থাকে, তাহাও প্রত্যেক গৃহস্থেরই লক্ষ্যের বস্তু। আশ্রয়-কক্ষের মধ্যে প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামযুক্ত একটি বাক্স রাখা সকলেরই উচিত এবং পরিবারের সকলেরই প্রাথমিক চিকিৎসা সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জ্ঞান থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বোমা পড়ার ফলেই হউক বা ব্যাপারীরা ভয় পাইয়া পণ্যদ্রব্যাদি না লইয়া আসার জন্যই হউক, স্থানীয় বাজার বন্ধ হইয়া গেলে যাহাতে উপবাস করিতে না হয় তাহার জন্য প্রত্যেক গৃহস্থ নিজের এবং পরিবারের সকলের প্রয়োজন মত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার্য্য দ্রব্যাদি মজুদ রাখিতে পারেন। ইতিমধ্যেই যদি কলেরা বা টাইফয়েডের টিকা না লওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে পরিবারের সকলকে এবং দাসদাসীদিগকে এই টিকা গ্রহণ করানো কর্ত্তব্য। ইহা ভিন্ন আপন গৃহের অধিবাসীদিগকে লইয়া প্রত্যেক বাড়ীতে একটি অগ্নিনির্ব্বাপক-দল গঠন করিতে পারিলে প্রত্যেক গৃহস্থই বিনাব্যয়ে গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে একটি ষ্টিরাপ-পাম্প পাইতে পারিবেন। উপরোক্ত বিষয়গুলি অতি সহজ এবং ইহাতে পরিশ্রম ও ব্যয় অত্যন্ত অল্প।

আপনার পরিবার ও দাসদাসীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিলেই গৃহস্থের কর্ত্তব্যের শেষ হয় না। প্রতিবেশীদের এবং বিশেষ করিয়া যাহারা দুঃস্থ তাহাদের আত্মরক্ষার জন্য যথোপযুক্ত সাহায্য করার একটি নৈতিক দায়িত্ব প্রত্যেক গৃহস্থেরই আছে। জনরক্ষা বিষয়ে কলিকাতার বস্তি-অধিবাসীদের অবস্থা একটি গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম, পর্য্যাপ্ত আহার্য্য বা আশ্রয়কক্ষের মধ্যে প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য সংগ্রহ করার মত অবস্থা তাহাদের নাই। তাহারা যেখানে বাস করে, সেখানে বিমান আক্রমণের সময় আশ্রয় গ্রহণ করা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বরং আগুনে বোমার আক্রমণের সময়, বস্তির ভিতরে থাকা এবং মৃত্যুকে ডাকিয়া আনা একই বলা যাইতে পারে।

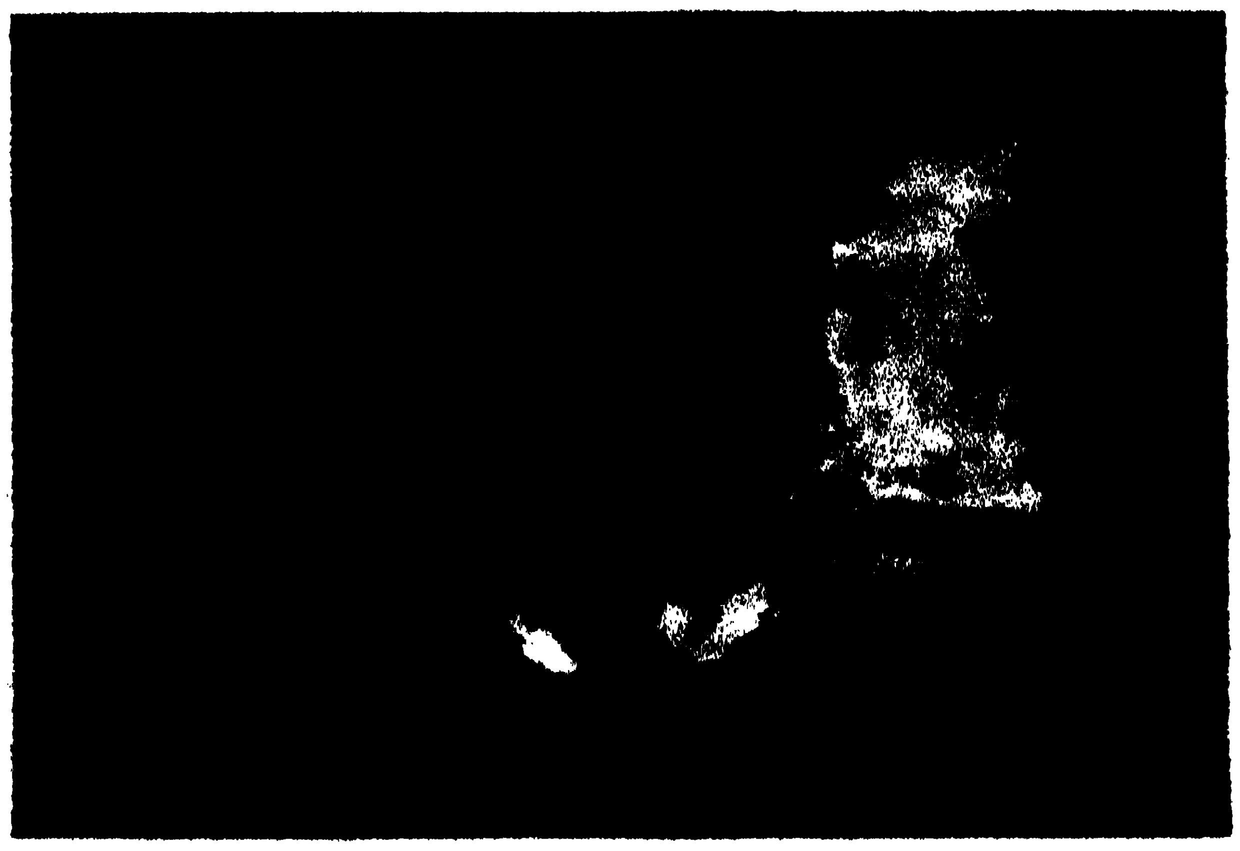

গৃহের অভ্যন্তরেও আগুনে বোমা দ্বারা সাংঘাতিক অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হইতে পারে। নিক্ষিপ্ত বোমা অবিলম্বে আয়ত্তাধীন করার জন্য জল, বালি, ষ্টিরাপ-পাম্প প্রভৃতি পূর্ব্ব হইতে সংগ্রহ করিয়া রাখা দরকার।

বস্তিগুলি সাধারণতঃ অত্যন্ত ঘন-সন্নিবিষ্ট এবং এগুলির নিকটে খোলা জমির একান্ত অভাব। এই কারণেই, সকল বস্তির নিকটে পাকা আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণ বা স্লিট ট্রেঞ্চ খনন করার সুবিধা নাই। এই অসুবিধা দূর করিতে গেলে বস্তির নিকটবর্ত্তী পাকা বাড়ীগুলির দরজা বিপদের সময় আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য খুলিয়া দিতে হইবে। এই সামান্য দয়া প্রদর্শনের জন্য বস্তির অধিবাসীরা প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে এবং ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, অন্ততঃ এই সকল আশ্রয়প্রার্থীর দ্বারা কোনরূপ লুঠতরাজ হইবে না।

বস্তির অধিবাসীরাও দু' একটি বালির বস্তা বা দু' একটি কেরোসিনের খালি টিন ভরিয়া জল রাখিতে পারে। কিন্তু তাহারা হয়তো বালি ও জলের উপকারিতা বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহাদের এই সকল বস্তির অধিবাসীদের নিকট গিয়া এ-আর-পি সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষাদান করা উচিত। তাহারা যাহাতে স্থানীয় ওয়ার্ডেনকে এবং নিকটবর্ত্তী প্রাথমিক চিকিৎসা-কেন্দ্র চিনিয়া রাখে, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়াও এই সকল শিক্ষিত লোকের কর্ত্তব্য। নিজ গৃহে এবং নিকটবর্ত্তী বস্তিতে কতজন লোক বাস করে এবং কে কখন বাড়ী থাকে, তাহার সঠিক তালিকা ওয়ার্ডেনের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া প্রত্যেক গৃহস্থের উচিত। কারণ, অতি-বিস্ফোরক বোমার আক্রমণের পর ভগ্নস্তূপ হইতে কোন সময় কতজনকে উদ্ধার করিতে হইবে, তাহা এই তালিকা হইতেই ওয়ার্ডেন বুঝিতে পারিবেন।

জনরক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্য্যের অংশ হিসাবে এই সকল সক্রিয় ব্যবস্থা ভিন্ন নিষ্ক্রিয়ভাবেও জনসাধারণ আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা করিতে পারেন। প্রথমতঃ সকলেরই আত্ম-বিশ্বাস দৃঢ় করা কর্ত্তব্য। বিমান-আক্রমণের সময় একেবারেই ভয় পাইবে না, এরূপ কথা কেহই বলিতে পারে না। তবে সেই ভয় যাহাতে সীমা অতিক্রম করিয়া অপরকেও সংক্রামিত করিয়া না তুলে, তাহার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা যায়। ভয় যখন কাহারও মনের মধ্যে বাসা বাঁধে তখন শুধু তাহাকেই বিপর্য্যস্ত করে। কিন্তু যখন তাহা একদল লোকের মধ্যে সংক্রামিত হইয়া পড়ে, তখন উহা হইতে অত্যন্ত বিপদের সম্ভাবনা। ইহা তখন আর সামান্য থাকে না, বৃহৎ আকার ধারণ করিয়া প্রচণ্ড ভয়ে পরিণত হয়। একদল লোক যখন এইরূপ প্রচণ্ড ভীতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের কোন রূপেই আয়ত্তে আনা যায় না এবং শত বাধা-নিষেধেও এই ভীতি এক বিন্দুও কমে না। সুতরাং সক্রিয়ভাবে এ-আর-পি কার্য্য করা এবং নিজেকে সকল অবস্থার জন্য শিক্ষিত করিয়া তোলা—এই দুইই জনসাধারণের দ্বারা জনরক্ষার প্রধান ও প্রয়োজনীয় বিষয়।

গুজব বন্ধ করার প্রচেষ্টা নিষ্ক্রিয়ভাবে জনরক্ষার অপর একটি প্রয়োজনীয় সমস্যা। গুজব শুনিতে যত ভালই লাগুক না কেন বা তাহা প্রচার করিবার জন্য যত অদম্য বাসনাই হউক না কেন, তাহা দমন করিতে হইবে। গুজব শোনার পর উহার উৎপত্তির মূল পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা প্রচার করা উচিত নহে। লোকের আত্মবিশ্বাস ক্ষুণ্ণ করিতে গুজব একেবারে অদ্বিতীয়। যদি মন্দ সংবাদ প্রচার করা যায় তাহা হইলে গল্পটি যত অদ্ভুতই হউক না কেন, লোকের মনে আপনা হইতেই নৈরাশ্যের ভাব জাগাইয়া তুলে। যদি ভালো সংবাদ হয় এবং পরে তাহা মিথ্যা বলিয়া জানা যায়, তাহা হইলে অধিকতর নৈরাশ্যের উদ্রেক হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যতদূর সম্ভব গুজবে কর্ণপাত না করাই ভালো। এইরূপ করিলেই জাতির আত্মবিশ্বাস কোন কারণেই ক্ষুণ্ণ হইবে না।

জানা গিয়াছে যে, মাননীয় মন্ত্রী খান বাহাদুর মৌলভী আবদুল করিম অসুস্থ হওয়ার শিক্ষা বিভাগ এবং বাণিজ্য ও শ্রম বিভাগের কার্য্যাবলী যথাক্রমে মাননীয় মিঃ আবুল কাসেম ফজলুল হক এবং ঢাকার নবাব মাননীয় নবাব খাজা হবিবুল্লাহ্‌ বাহাদুর সম্পাদন করিবেন।

আগুনে বোমার নিক্ষিপ্ত টুকরার উপর বালি চাপা দেওয়া হইতেছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

রুশীয় রণাঙ্গনে জার্ম্মাণদের ব্যর্থ প্রচেষ্টা

আফ্রিকার সমরাঙ্গন

লিবিয়ায় তীব্র সংগ্রাম

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, বৃটিশ হেডকোয়ার্টারের এক ইস্তাহারে ২৭শে মে বলা হইয়াছে—"শত্রুপক্ষের এক বিরাট সাঁজোয়া বাহিনী পশ্চিম দিক হইতে দক্ষিণাভিমুখে আমাদের 'বীর-হাকিম' অঞ্চলের ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হয়। আমাদের সাঁজোয়া বাহিনী শত্রুপক্ষের বাহিনীর সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হয়।"

রয়টারের সামরিক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—লিবিয়ায় শত্রুপক্ষীয় বাহিনী বেশ শক্তি লইয়াই অগ্রসর হইতে সুরু করিয়াছে এবং এই সাথে প্রতিপক্ষীয় ডাইভ বোমারু বিমানসমূহ উত্তরাঞ্চলের বৃটিশ ঘাঁটিসমূহের উপর আক্রমণ সুরু করিয়াছে বলিয়া যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, উহা হইতে অনুমিত হয় যে, শত্রুপক্ষ হয়তো বা তাহাদের অভিযান সুরু করিয়াছে। জানা গিয়াছে যে, বৎসরের প্রথম দিকের সংগ্রামে যে শক্তিক্ষয় হইয়াছিল জেনারেল রোমেল নূতন সৈন্য আমদানী করিয়া শুধু যে তাঁহার পূর্ব্বেকার ক্ষতিপূরণ করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি তাঁহার পূর্ব্বেকার সৈন্যসংখ্যা অপেক্ষা কিছু বেশী সৈন্যও সম্ভবতঃ আমদানী করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

সংগ্রামের অবস্থা সন্তোষজনক

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, কর্ত্তৃপক্ষ মহল হইতে বলা হইয়াছে যে, লিবিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে অসন্তুষ্টির কোন কারণ নাই—যেরূপ অনুমান করা হইয়াছিল, বর্ত্তমান সংগ্রাম মোটামুটি ঠিক সেই রূপই পরিগ্রহ করিতেছে। মিত্রপক্ষীয় অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটিসমূহ অটুট রহিয়াছে এবং উহার পশ্চাতে এলআদেম ও বীর-হাকিমের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া উভয়পক্ষের সাঁজোয়া বাহিনীর প্রধান সংগ্রাম চলিতেছে।

সারাদিনব্যাপী সংগ্রাম

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, বৃটিশ হেডকোয়ার্টারের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে:—

২৭শে মে সকালে লিবিয়ায় সাঁজোয়া বাহিনীর মধ্যে যে সজ্বর্ষ সুরু হয়, উহা সারাদিন চলে। শত্রুপক্ষীয় বাহিনী দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে এবং আমাদের সাঁজোয়া বাহিনী বীর-হাকিমের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে তাহাদের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া সংগ্রাম হইতেছে এবং এখনও সংগ্রামের ফলাফল নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয় নাই। শত্রুপক্ষীয় সাঁজোয়া বাহিনী বীর-হাকিমের আত্মরক্ষা ব্যবস্থার উপর আক্রমণ চালায়, উহা হটাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। দিবাভাগে শত্রুপক্ষীয় ট্যাঙ্কসমূহ গাজালার দক্ষিণস্থ বৃটিশ ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হয় ও তাহাদের কতিপয় সৈন্য হতাহত হয়। বৃটিশ বিমান বাহিনী সারাদিন শত্রুদের উপর জোর আক্রমণ চালায় এবং তাহাদের যানবাহন চলাচলের উপর আক্রমণ চালাইয়া ও তাহাদের বিমানসমূহের গতিরোধ করিয়া আমাদের স্থলসেনাবাহিনীকে সাহায্য করে।

কঠিন ও সঙ্কটসঙ্কুল যুদ্ধ

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, জেনারেল রীচির দৃঢ়তা অটুট আছে; তবে সামরিক মহলের অভিমত এই যে, বর্ত্তমানে অতীব কঠিন ও সঙ্কটসঙ্কুল যুদ্ধ সুরু হইয়াছে। রয়টারের সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, জেনারেল রীচির দৃঢ়তা অটুট থাকিলেও তিনি ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন যে, তিনি একটি বিরাট কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ব্রিটিশ এবং পানৎসের সাঁজোয়া সৈন্যদলসমূহের মধ্যে বহু বিরাট ফাঁক বর্ত্তমান। এইসব ফাঁকের মধ্য দিয়া জার্ম্মাণরা গাজালা ও তব্রুকের মধ্যবর্ত্তী উপকূলভাগে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এইসব ফাঁকের মুখে উভয় পক্ষের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে। নাইটস-ব্রীজ ও এরোমা এলাকায় প্রধান যুদ্ধ চলে। তব্রুকের দক্ষিণ-পশ্চিমে যে বিরাট ট্যাঙ্ক-যুদ্ধ সুরু হইয়াছে, তৎসম্পর্কে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা বলিতেছেন যে, এইখানে ব্রিটিশ স্পিটফায়ার ও কিটিহক বোমারু বিমান প্রেরণ করিয়া ব্রিটিশ বিমানবাহিনী জেনারেল রোমেল-এর বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। লিবিয়ার যুদ্ধে স্পিটফায়ার বিমান এই সর্ব্বপ্রথম ব্যবহৃত হইল।

জার্ম্মাণ-সেনাপতি বন্দী

সরকারীভাবে ১লা জুন ঘোষিত হইয়াছে, "জার্ম্মাণ আফ্রিকা কোরের অধিনায়ক জেনারেল লুডভিগ ক্রুওয়েল বন্দী হইয়াছেন। তিনি যখন বিমানযোগে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, তখন আমাদের ব্যূহের মধ্যে গোলার আঘাতে তাঁহার বিমান ভূপাতিত হওয়ায় তিনি বন্দী হন।"

ব্রিটিশ কামানের গোলা বর্ষণ

কায়রো হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা লিখিতেছেন: নাইটস্ ব্রিজের প্রজ্বলিত নরকে জার্ম্মাণ আফ্রিকা বাহিনী তাহার অস্তিত্বের জন্য লড়াই করিতেছে। সমুদ্র পর্য্যন্ত যাইতে না পারিয়া এবং পূর্ব্ব দিক হইতে বিতাড়িত হইয়া নাৎসীরা এখন মিত্রপক্ষের অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটিসমূহের চতুর্দ্দিকস্থ বিস্তৃত মাইন ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া পশ্চিম দিকে পথ কাটিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু বৃটিশ কামানের অব্যর্থ মারাত্মক গোলাবর্ষণ তাহাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তৈল ও জল পাইবার পথ রোধ করিতেছে। তৈল ও জল ছাড়া জেনারেল নেহরিং বেশীক্ষণ যুদ্ধ চালাইতে পারিবেন না।

অন্যান্য নাৎসী দল বীর-হাকিম বেড় করিয়া দীর্ঘ পথটি ধরিয়াছে। তাঁহাদের উপর বৃটিশ বিমানবহর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইতেছে। বৃটিশ বিমানবহর কোন ক্ষয়ক্ষতি গ্রাহ্য না করিয়া দৈনিক অন্ততঃ ২০০ হারে শত্রুর গাড়ী ধ্বংস করিতেছে। তিন দিনে অন্ততঃ ৬০০ এক্সিস গাড়ী বৃটিশ বিমান আক্রমণে ধ্বংস হইয়াছে। যুদ্ধের গতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। ৯নং হালকা ডিভিসনের কয়েকটি দল ছাড়া সমগ্র জার্ম্মাণ আফ্রিকা বাহিনীই এখন গাজালা হইতে বীরহাকিম পর্য্যন্ত প্রসারিত বৃটিশ লাইনের পূর্ব্ব দিকে যুদ্ধে ব্যাপৃত আছে।

ব্রিটিশ বাহিনীর সাফল্য

১লা জুন কর্ত্তৃপক্ষীয় মহল হইতে বলা হইয়াছে যে, লিবিয়াস্থিত এক্সিস বাহিনী এখনও পরাজিত হয় নাই; তবে ইহা নিশ্চিত যে, নাইটস ব্রীজ-এ ব্রিটিশ সাঁজোয়া বাহিনী একটা প্রাথমিক জয়লাভ করিয়াছে।

রুশীয় রণাঙ্গন

১,০০০ জার্ম্মাণ সৈন্য নিহত

মস্কো বেতারে ইজিয়ুম-বারভেঙ্কোভো রণাঙ্গনে জার্ম্মাণদের যে গোলা ও বোমাবর্ষণের পর ১৫০টি ট্যাঙ্ক দিয়া এক আক্রমণের বিবরণ দেওয়া হয়, এই আক্রমণ হটাইয়া দেওয়া হয় এবং জার্ম্মাণদের ১,০০০ সৈন্য নিহত হয়। অতঃপর এক সোভিয়েট রাইফেল ইউনিট আক্রমণ আরম্ভ করে এবং জার্ম্মাণগণকে এক সুরক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ স্থান হইতে বিতাড়িত করে।

বারভেঙ্কোভো-ইজিয়ুম অঞ্চলে প্রচণ্ড সংগ্রাম

সমর-সমালোচক এসালিষ্ট লিখিয়াছেন:—"প্রাপ্ত সমস্ত সংবাদ হইতে জানা যায়, খারকভ রণাঙ্গনের সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্য্যায়ে উপনীত হইতেছে। বারভেঙ্কোভো এবং ইজিয়ুমের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রচণ্ড সংগ্রাম হইতেছে। এখানে জার্ম্মাণগণ পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া রুশ ব্যূহে কীলকাকারে প্রবিষ্ট হওয়ার চেষ্টা করিতেছে। জার্ম্মাণগণ তিনটি রুশীয় বাহিনী বেষ্টন করিয়াছে বলিয়া যে দাবী করিয়াছে, উহা সত্য নহে।"

জার্ম্মাণ আক্রমণ প্রতিহত

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, ২৭শে মে লাল ফৌজের মুখপত্র "রেড ষ্টার" পত্রিকায় প্রেরিত এক সংবাদ হইতে জানা গিয়াছে যে, ইজিয়ুম-বারভেঙ্কোভো রণক্ষেত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে সোভিয়েট বাহিনী জার্ম্মাণদের পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছে। এই পত্রিকা লিখিয়াছেন যে, রুশ সৈন্যদল তাহাদের অবস্থার অনেকখানি

[৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

এ আর পি

উত্তর কলিকাতায় আপনার কোন বস্তী আছে কি?

সেখানে আপনার ভাড়াটিয়াগণের রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন কি?

ব্যবস্থা না করিয়া থাকিলে ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টএর সহিত আলাপ-আলোচনা করুন।

বঙ্গদেশের পাবলিক রিলেশন্স্ কমিটির এ আর পি পাবলিসিটি সাব-কমিটি কর্তৃক প্রচারিত।

ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন ইহার প্রচার-ব্যয় বহন করিতেছেন।

জাতিগঠন ও পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

বিভিন্ন স্থানে গঠনমূলক কার্য্যের প্রসার

রংপুর—

রংপুর জেলার হাতীবান্ধা সার্কেলের পাট-নিয়ন্ত্রণের সহকারী ইন্সপেক্টর মৌলবী সলিম উদ্দিন আহমদ, বি,এ, সাহেবের তত্ত্বাবধানে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ, পল্লী-উন্নয়ন ও অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন প্রভৃতি কার্য্য বিশেষ সফলতা ও তৎপরতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। বিভিন্ন গ্রামে ও আফিসে অনুসন্ধান লইয়া যাহা জানা গিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ।—থানার সর্ব্বত্র সভা-সমিতি ঢোল শোহরত ও বিজ্ঞাপনাদি প্রচার দ্বারা পাট কমানের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করা হইতেছে। চাষিগণ প্রায় সর্ব্বত্রই লাইসেন্সপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ হইতে কম আবাদ করিয়াছে। এমন কি কেহ কেহ লাইসেন্স-প্রাপ্ত জমির এক আনা দুই আনা পরিমাণ জমিতে পাটের আবাদ করিয়াছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় কেহই ঊর্দ্ধপক্ষে ।।০ আট আনা অংশের বেশী আবাদ করে নাই।

খাদ্যশস্যের চাষ।—পাট কমানের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত পাটমুক্ত ও অন্যান্য পতিত জমিতে ধান ও অপরাপর সময়োপযোগী খাদ্যশস্য আবাদ করিতেছে। ইহাতে মনে হয় পাট অপেক্ষা খাদ্যশস্যের আবাদ বেশী হইয়াছে। কোনরূপ দৈব দুর্বিপাক না হইলে এবৎসর এতদঞ্চলে খাদ্যশস্যের প্রাচুর্য্য হইবে বলিয়া মনে হয়।

সভা-সমিতি।—এ পর্য্যন্ত বিভিন্ন ইউনিয়নে বহু সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে গত ৪-২-৪২ ইং তারিখে ভোটমারীতে, ৭-৪-৪২ ইং তারিখে হাতীবান্ধা ও ২৪-৪-৪২ ইং তারিখে বেজগ্রামের সভায় রংপুর চার্জের প্রোপাগাণ্ডা অফিসার সাহেব উপস্থিত থাকিয়া পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন।

রাস্তা ঘাট।—বিভিন্ন গ্রামে এক মাইল নূতন রাস্তা প্রস্তুত ও প্রায় ৪ মাইল পুরাতন রাস্তা মেরামত করা হইয়াছে।

জঙ্গল পরিষ্কার।—বিভিন্ন গ্রামে ৩০ একর জমির জঙ্গল পরিষ্কার করা হইয়াছে।

কচুরীপানা ধ্বংস।—অনেক বিলের ও ডোবার কচুরীপানা ধ্বংস করা হইয়াছে।

নৈশ-বিদ্যালয়।—৯টী ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ৭৩টী নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বালক বালিকাদের জন্য ৪টী প্রাইমারী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

সবচেয়ে আনন্দের বিষয় এই যে, লেখাপড়ার প্রতি বয়স্কগণের আগ্রহ দেখা যাইতেছে এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেই নৈশ-বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস আরম্ভ করিয়াছে।

পল্লী-উন্নয়ন সমিতি।—এ যাবৎ ৫৩টী পল্লী-উন্নয়ন সমিতি গঠন করা হইয়াছে। ইহার অধিকাংশই বেশ দক্ষতার সহিত কার্য্য পরিচালনা করিতেছে।

হুগলী—

হুগলী জিলার অন্তর্গত বলাগড় থানার অধীন সোমরা ডি, সি, হাই ইংলিশ স্কুল প্রাঙ্গনে গত ২৩-৪-১৯৪২ তারিখে বলাগড় সার্কেলের পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রোপাগাণ্ডা এসিষ্টাণ্ট সাহেবের উদ্যোগে এবং স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট এবং ইউনিয়ন জুট কমিটির চেয়ারম্যান বাবু শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের সহযোগিতায় একটি বিরাট পল্লীমঙ্গল সভার অধিবেশন হয়। উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু [illegible] চক্রবর্ত্তী তাঁহার সহকর্মী ও ছাত্রবৃন্দ সহ সভায় উপস্থিত থাকিয়া সভার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। সভায় পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের এসিষ্টাণ্ট ইন্সপেক্টর মৌ: এ, কে, আবদুল আজিজ, বি, এ, এবং বিভাগীয় প্রচারক মৌ: আবুল খয়ের সাহেব জনসাধারণকে পল্লী-উন্নয়ন ও বর্ত্তমান সঙ্কটাপন্ন সময়ে পাটচাষ কমাইয়া ধান্য ও অন্যান্য খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য উপদেশমূলক বক্তৃতা দ্বারা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। উক্ত সভায় স্থানীয় থানা অফিসার বাবু নগেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় উপস্থিত থাকিয়া "পল্লী-রক্ষী-বাহিনী" গঠন সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন।

দিনাজপুর—

দিনাজপুর জেলার খানসামা থানার অন্তর্গত ৫নং জাবরী ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট মৌলভী কায়েমুদ্দীন আহমদ সাহেবের উৎসাহক্রমে পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের স্থানীয় এসিষ্টাণ্ট ইন্সপেক্টর ও জমিদার কেশরী চাঁদ কুঠারীর সহযোগিতায় গত ১৯শে মার্চ্চ জনসাধারণের একটী সভার আয়োজন করা হয়। স্থানীয় জমিদার বাবু কেশরী চাঁদ কুঠারী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। ইউনিয়নের পল্লী-উন্নয়ন সমিতির কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক-দল ও পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কর্ম্মিগণ ও অন্যান্য বহু ব্যক্তি সভায় যোগদান করেন। সভায় পল্লী উন্নয়ন সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হয়।

এই অঞ্চলে পল্লী-উন্নয়নের জন্য সাধারণের মধ্যে জাগরণের ভাব দেখা দিয়াছে এবং তাহারা একতাবদ্ধ-ভাবে রাস্তা মেরামত ও নৈশ-বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে লোকের চলাচলের সুবিধার জন্য তাহারা প্রায় ২/৩ মাইল ১টী রাস্তা নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপন করিয়াছে।

ঢাকা—

ঢাকা জিলার অন্তর্গত নরসিংদি থানার পাঁচদোনা ইউনিয়নে চড়পাড়া নামক গ্রামে প্রাইমারী স্কুলের প্রাঙ্গনে সম্প্রতি পল্লী-উন্নয়ন সম্বন্ধীয় এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে প্রায় ৮০০ শত লোকের অধিক যোগদান করতঃ সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিল। মূলপাড়ার বাবু অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

জুট রেগুলেশন ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের নরসিংদি ৭নং সার্কেলের এসিষ্টাণ্ট ইন্সপেক্টর বাবু প্রিয়রঞ্জন গাঙ্গুলী পাট নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন সম্বন্ধীয় বক্তৃতা দানে উপস্থিত জনগণকে বুঝাইয়া দেন এবং উক্ত সার্কেলের প্রোপাগাণ্ডা এসিষ্টাণ্টের সহযোগিতায় চড়পাড়া পল্লীমঙ্গল সমিতি এবং উহার অধীন একটী নৈশ-বিদ্যালয় গঠন করেন।

জেনারেল আলেকজাণ্ডারের বিবৃতি

"পাল্টা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছি"

ব্রহ্মদেশের সংগ্রামাস্তে জেনারেল আলেকজাণ্ডার সম্প্রতি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ৩০শে মে অপরাহ্নে তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে ব্রহ্মদেশের সংগ্রাম পরিচালনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নূতন আলোকপাত করিয়া বলেন যে, ব্রহ্মদেশে লব্ধ অভিজ্ঞতা বিশেষ যত্ন ও মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে। তিনি বিশেষ জোরের সহিত বলেন, "আমরা অবশ্যম্ভাবী পাল্টা আক্রমণের জন্য আমাদের সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করার এবং তাহাদিগকে সংগঠিত ও সুশিক্ষিত করার চেষ্টা করিতেছি। বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিটি অংশই পুনরধিকার করা হইবে।"

ব্রহ্মদেশে ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, বৃটেনের বাহিনীর ন্যায় যান্ত্রিক বাহিনী ব্রহ্মদেশে সংগ্রাম পরিচালনার পক্ষে অনুপযুক্ত ছিল। অপেক্ষাকৃত হাল্কা ধরণের অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত বলিয়া জাপ বাহিনী অধিকতর গতিশীল ছিল এবং ব্রহ্মদেশের অবস্থায় তাহাদেরই বেশী সুবিধা হইয়াছিল। জাপানের প্রতি অনুকূল মনোভাবসম্পন্ন ব্রহ্মবাসিগণও জাপানীদের সাহায্য করে। জেনারেল আলেকজাণ্ডারের মতে ব্রহ্মের অধিবাসীদের শতকরা ১০ জন জাপানের পক্ষে ছিল। কিন্তু অনুরূপ সংখ্যক লোক বৃটেনের অনুকূলে হইলেও তাঁহারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকায় এবং পূর্ব্বোক্তদের তুলনায় কম সঙ্ঘবদ্ধ থাকায় মিত্রপক্ষীয়দের কার্য্যকরীভাবে সাহায্য করিতে পারে নাই। অতঃপর এক প্রশ্নের উত্তরে জেনারেল আলেকজাণ্ডার বলেন, "আমরা অনেকগুলি ট্যাঙ্ক ও ঐরূপ অন্যান্য ভারী জিনিষ ব্যতীত অপর সমস্ত সমরোপকরণই ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছি।"

ব্রহ্মদেশ হইতে সমস্ত সৈন্য ও সমরোপকরণ ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইল, অথচ সেখানে শক্তি বৃদ্ধির জন্য সৈন্য ও সমরোপকরণ প্রেরণ করা সম্ভব হইল না কেন?— এই প্রশ্নের উত্তরে জেনারেল আলেকজাণ্ডার বলেন যে, ব্রহ্ম হইতে সৈন্য ফিরাইয়া আনার মাত্র এক সপ্তাহ পূর্ব্বে সমরসম্ভার প্রেরণের বাধা নিশ্চিত হইয়াছিল। তিনি বলেন "ব্রহ্মদেশে সর্ব্বপ্রকারের উপকরণসহ ইংলিশম্যান, সাঁওতাল ও মাইনার লইয়া একদল সৈন্য সর্ব্বদাই দুর্গম স্থানে আবদ্ধ সৈন্যদের মুক্ত করার জন্য প্রস্তুত ছিল। যদি অন্য দিকেও অনুরূপ এক বাহিনী থাকিত, তাহা হইলে আমরা ব্রহ্মদেশে শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারিতাম।

আমরা যে সমস্ত ভারী সমরোপকরণ ফেলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছি, ঐগুলি হয় বিনষ্ট করা হইয়াছিল, নতুবা জাপানীদের পক্ষে অব্যবহার্য্য করিয়া রাখা হইয়াছিল। একজন বিশেষজ্ঞ তেলের খনিগুলি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জাপানীগণ এই সকল খনি হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের মধ্যে কোন তৈল উত্তোলন করিতে পারিবে না।"

জেনারেল আলেকজাণ্ডার আরও বলেন, "জাপানীগণ হাল্কা ধরণের অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হওয়া বাদে ঘোড়ার পিঠে করিয়া এবং কুলীর মাথায় বোঝাই দিয়াও তাহাদের দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করিত। ব্রহ্মবাসীদের মধ্যেই জাপানীদের বন্ধু ছিল এবং তাহারা রাত্রিকালে জাপানীদের পথ দেখাইয়া লইয়া যাইত।"

জনৈক সংবাদদাতা জিজ্ঞাসা করেন, "আমাদের অনুরূপ বন্ধু পাওয়া সম্ভব হয় নাই কেন?" উত্তরে জেনারেল বলেন, "শান্তির সময়েই এই কাজ করা প্রয়োজন। আমাদের পক্ষে এই কাজ করার আর সময় ছিল না। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার অনেক আগে হইতেই জাপানীগণ এই কার্য্য করিতেছিল। ব্রহ্মদেশে উপস্থিত হইয়া আমি দ্রব্যাদি স্থানান্তর করা সম্পর্কে কিছু কিছু গরুর গাড়ী ব্যবহারের চেষ্টা করি; কিন্তু জাপানীদের সহিত এ বিষয়ে সমকক্ষ হইতে হইলে যতখানি করা প্রয়োজন, আমরা ততখানি ব্যবস্থা করিতে পারি নাই।"

[২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

[৩য় কলমের শেষাংশ]

"শান্তির সময়ে ব্রহ্মদেশে সংগ্রাম করিতে উপযুক্ত বাহিনী কেন গড়িয়া তোলা হয় নাই?"—এই প্রশ্নের উত্তরে জেনারেল আলেকজাণ্ডার বলেন যে, "শান্তিকালে এ দেশের এবং ইংলণ্ডের গভর্ণমেণ্ট এরূপ কোন পরিকল্পনায় এক পয়সাও ব্যয় করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ সৈন্যদলকে শিক্ষাদান না করিয়া সকল কাজের জন্য একই বাহিনীকে শিক্ষা দেন।" অপর এক প্রশ্নের উত্তরে জেনারেল আলেকজাণ্ডার বলেন যে, ব্রহ্মদেশে ট্যাঙ্ক কোন কাজে লাগে না—এ কথা সত্য নহে।

ব্রহ্মবাসিগণ কর্ত্তৃক জাপানীদের সাহায্য দান সম্পর্কে অথবা জাপানীগণ কর্ত্তৃক বন্দীদের ছদ্মবেশ ধারণ সম্পর্কে জনৈক সংবাদদাতা জেনারেল আলেকজাণ্ডারকে বলেন যে, ছদ্মবেশী শত্রুকে যুদ্ধের নিয়মানুসারে গুলী করা যাইতে পারে। উত্তরে জেনারেল বলেন যে, তিনি ছদ্মবেশী জাপানীদের গুলি করার জন্য কখনও কোন আদেশ দেন নাই।

পরিশেষে তিনি চীনা সৈন্যদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলেন যে, চীনাগণ উৎকৃষ্ট যোদ্ধা এবং নির্ভয় ছিল।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার জের]

উন্নতি করিয়া "কোন এক নদীর" বাঁকের উভয় পার্শ্বে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সোভিয়েট বাহিনী একণে তাহাদের ব্যূহের দক্ষিণভাগে অগ্রসর হইতেছে। রাশিয়া হইতে ইকহলমে প্রেরিত সংবাদ হইতে জানা যায়, ইজিয়ুম-বারভেঙ্কোভো অঞ্চলে জার্মাণগণ যেখানে কীলকাকারে অগ্রসর হইয়াছিল, সোভিয়েট সৈন্যদল সেখানে জার্মাণ ব্যূহের পার্শ্বদেশ ভেদ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

মার্শাল টিমোশেঙ্কোর বাহিনীর অগ্রগতি

খারকভ রণাঙ্গনের সর্বশেষ অবস্থা বর্ণনা করিয়া সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের রণক্ষেত্র হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, মার্শাল টিমোশেঙ্কোর সৈন্যদল খারকভ রণাঙ্গনে আগুয়ান জার্মাণ বাহিনীর বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ সুরু করিয়াছে এবং একণে তাহারা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। বলা হইয়াছে যে, ইজিয়ুম-বারভেঙ্কোভো রণাঙ্গনের এক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলেই পাল্টা আক্রমণ সুরু হইয়াছে। সংবাদে আরও বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট বাহিনী তাহাদের পাল্টা আক্রমণ দ্বারা এই অঞ্চলে জার্মাণ অভিযান প্রতিহত করিতে সক্ষম হইয়াছে।

জার্মাণ বাহিনী ঘেরাও

প্রকাশ, খারকভের যুদ্ধে মার্শাল টিমোশেঙ্কো জার্মাণ বাহিনীকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছেন এবং রুমানিয়ার দুইটি পদাতিক ডিভিশনকে নিশ্চিহ্ন করিয়াছেন। রুশরা প্রতিপক্ষের একশত ট্যাঙ্কও ধ্বংস করিয়াছে।

ইজিয়ুম অঞ্চলে তীব্র সংগ্রাম

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ যে, ৩০শে মে অপরাহ্নে রণাঙ্গন হইতে প্রেরিত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, খারকভ রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনী একটি শহরের অর্দ্ধেকাংশ জুড়িয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। রেড-ষ্টার পত্রিকার রণাঙ্গন হইতে প্রেরিত অপর এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, খারকভের দক্ষিণে ইজিয়ুম-বারভেঙ্কোভো এলাকায় আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামে ব্যাপৃত মার্শাল টিমোশেঙ্কোর সৈন্যদল প্রতিপক্ষের প্রবল পাল্টা আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছে। খারকভের দক্ষিণ ইজিয়ুম-বারভেঙ্কোভো এলাকায় সোভিয়েট বাহিনী নদীর বাম তীর এখনও দৃঢ়তাসহকারে রক্ষা করিতেছে।

জার্মাণীর বিরাট ক্ষতি

সোভিয়েট প্রচার বিভাগের এক বিশেষ ঘোষণায় ৩১শে মে বলা হইয়াছে যে, খোটভ রণাঙ্গনে ককেশাসের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইবার জন্য জার্মাণী যে পরিকল্পনা করিয়াছিল, তাহা ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্যই সোভিয়েট খারকভের দিকে আক্রমণ চালায়। খারকভ দখল করা সোভিয়েট কমাণ্ডের পরিকল্পনার অন্তর্গত ছিল না। এই যুদ্ধে নিহত ও বন্দী সৈন্যদের ধরিয়া অফিসার ও সৈন্য সমেত জার্মাণীর কমপক্ষে ৯৫,০০০ হাজার লোক, ৫৪০টা ট্যাঙ্ক ও ২০০খানা বিমান খোয়া গিয়াছে। রুশীয়ার ৫,০০০ হাজার সৈন্য নিহত হইয়াছে এবং ৭০,০০০ হাজার লোকের কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। ৩০০ ট্যাঙ্ক, ৮৩২ কামান ও ১২৪খানা বিমান খোয়া গিয়াছে।

সুদূর-প্রাচ্যের রণাঙ্গন

চীনে জাপানীদের ব্যাপক আয়োজন

চৈনিক সামরিক মুখপাত্র ২৬শে মে বলিয়াছেন যে, জাপানীরা চীনের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া আক্রমণ চালাইবার পরিকল্পনা করিয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, চেকিয়াং প্রদেশের কিনহোয়ার উপকণ্ঠে যখন যুদ্ধ চলিতেছে, তখন জাপানীরা ফুকিয়েন প্রদেশের বিরুদ্ধে আরও বৃহত্তর আক্রমণ চালাইবার উদ্দেশ্যে করমোসা দ্বীপে সৈন্য ও সমরোপকরণবাহী জাহাজ, রণতরী ও বিমানবাহী জাহাজ সমবেত করিতেছে।

এক লক্ষ সৈন্য নিয়োগ

জাপানীরা চেকিয়াং রণাঙ্গনে এক লক্ষ সৈন্য নিয়োগ করিয়াছে। হ্যাংচাও-এ আরও বহু সৈন্য রিজার্ভ রহিয়াছে। এই রণাঙ্গনে ৬ ডিভিশন জাপানী সৈন্যের দাম দেখা গিয়াছে। তবে উহার সমুদয় সৈন্য হয়ত যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিবে না।

চেকিয়াংএ আসল যুদ্ধ সুরু হইল

এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, চীনারা জাপ সৈন্য বাহিনীকে ধীরে ধীরে অন্তঃপ্রদেশে লইয়া গিয়াছে। এখন চেকিয়াং রণাঙ্গনের প্রধান যুদ্ধ আরম্ভ হইতেছে। ইতিমধ্যে জাপ সৈন্য বাহিনীর পশ্চাদভাগের চীনা সৈন্যদল কিয়াংসু ও চেকিয়াং সীমান্ত বরাবর এবং চেকিয়াং'এর পূর্ব্ব দিকের কয়েকটি স্থান যেমন সিয়াওসিয়াম, কেংওয়া চুকিও চুকিয়াং হইতে জাপানীদের উপর আক্রমণ চালাইতেছে। জাপ সৈন্য বাহিনীর উত্তর দিকের শাখাটি কিয়েনটে দখলের পর সিনান নদী অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করে। পাঁচ শতাধিক জাপ সৈন্য ডুবিয়া মরিয়াছে। অনুমান করা যায় যে, চেকিয়াং রণাঙ্গনে জাপানীদের এ পর্যন্ত পাঁচ হাজার সৈন্য নিহত হইয়াছে।

দুই সহস্র জাপ সৈন্য হতাহত

চেকিয়াং'এর রাজধানী কিনহোয়াগামী পথরক্ষী চীনা বাহিনীর সংবাদে প্রকাশ যে, শহরের কুড়ি মাইল উত্তরে জাপ সৈন্যের যে শাখাটি কিয়েনচেমে চীনা বাহিনী কর্তৃক প্রতিহত হইয়াছিল, তাহাদের দুই সহস্রাধিক সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

জাপানের নৌ-বিভাগীয় ক্ষতি

প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে গত ২০শে মে পর্যন্ত জাপানের যত যুদ্ধ জাহাজ নিমজ্জিত ও গুরুতররূপে জখম হইয়াছে, ইম্পিরিয়াল হেডকোয়ার্টার হইতে তাহার এক হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে :—

নিমজ্জিত :—ছোট একখানি বিমানবাহী জাহাজ, একখানি সামুদ্রিক বিমানবাহী জাহাজ, ছয়খানি ডেষ্ট্রয়ার, একখানি স্পেশ্যাল শ্রেণীর জাহাজ, ছয়খানি সাবমেরিণ, পাঁচখানি স্পেশ্যাল শ্রেণীর সাবমেরিণ, একখানি মাইন পাতিবার জাহাজ, ছয়খানি মাইন কুড়াইবার জাহাজ, দুইখানি ছোট যুদ্ধ জাহাজ এবং দুইখানি রণপোতে রূপান্তরিত জাহাজ।

গুরুতররূপে জখম :—একখানি মাইন কুড়াইবার জাহাজ, চারখানি রণপোতে রূপান্তরিত জাহাজ, একখানি ছোট ক্রুজার, তিনখানি ডেষ্ট্রয়ার এবং একখানি স্পেশ্যাল শ্রেণীর জাহাজ।

এতদ্ব্যতীত নৌবিভাগের আরও ১৭ খানি জাহাজ (৬২,০০০ টন) নিমজ্জিত হইয়াছে।

জাপানের সৈন্য ক্ষয়

জাপ প্রধান-মন্ত্রী তোজো এক বিবৃতি প্রসঙ্গে জানান যে, বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত ৯ হাজার জাপ সৈন্য ও অফিসার মারা গিয়াছে ও ২০ হাজার আহত হইয়াছে।

জাপানের নূতন অস্ত্র

রাবাউল ও লের উপর আক্রমণের সময় জাপানের প্রথম "গুপ্ত অস্ত্র" প্রকাশ পায়। মিত্রপক্ষের বৈমানিকগণ বলেন যে, ইহা এক প্রকার নূতন ধরণের বোমা এবং ইহার আকৃতি নাসপাতী ফল বা বোতলের মত। মিত্রপক্ষের বিমানসমূহ কাজ সারিয়া ফিরিবার সময় জাপানীরা ইহা ব্যবহার করে। জাপানী জঙ্গী বিমান এই বোমা লইয়া অপেক্ষা করিতে থাকে এবং মিত্রপক্ষের বোমারু বিমানগুলি যখন হানা শেষ করিয়া পুনরায় দলবদ্ধ হয়, তখন ঐগুলিকে লক্ষ্য করিয়া জাপানীরা এই নূতন বোমা ফেলে। জাপানী জঙ্গী বিমান মিত্রপক্ষের বিমানসমূহের প্রায় হাজার ফুট উপরে উঠিয়া সম্মুখের দিকে খানিকটা আগাইয়া যায় এবং নূতন বোমা ছাড়ে। বোমা তখন নীচের দিকে চলিয়া আসিয়া আকাশেই বিদীর্ণ হয় এবং উহা হইতে নাসপাতীর মত আকৃতির সব গ্রাপনেল (এক প্রকার গোলা) ছুটিতে থাকে; এ ছাড়া নীলাভ এক প্রকার ধূম্রও নির্গত হয়।

১৫ শত জাপ সৈন্য নিহত

কিনহোয়ার উপর জাপানীরা প্রচণ্ডভাবে হানা দিতেছে। তথাপি কিনহোয়া এখনও চীনাদের অধিকারেই রহিয়াছে। শহরের উত্তরে, দক্ষিণে ও পূর্ব্বে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে। জুকি-মাইন বিদারণে ১৫ শত জাপ সেনা নিহত হইয়াছে।

জাপ বাহিনী পরিবেষ্টিত

ইউনান রণাঙ্গনে চীনারা লুংলিং-এর দক্ষিণে ও দক্ষিণ পূর্ব্বে পৌঁছিয়াছে। সালুইন নদীর উপরে হুইটিং সেতুর পশ্চিমে একটি জাপ বাহিনীকে পরিবেষ্টিত করা হইয়াছে। ইউনানের বিভিন্ন অঞ্চলে গরিলারা তৎপর হইয়াছে। দক্ষিণ শানসি প্রদেশে একটি জাপ বাহিনী চিংওয়াই অঞ্চলে চীনা ঘাঁটিসমূহের উপর হানা দিয়াছিল; কিন্তু সেই আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছে।

জাপানীদের সহস্র সহস্র সেনা নিহত

চেকিয়াং প্রদেশের কোন স্থান হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, কিনহোয়ার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত লানচির চারিদিকে সহস্র সহস্র জাপানী সৈন্যের মৃতদেহ পড়িয়া আছে। জাপানীরা শহরের উপর দুইবার হানা দেয়। প্রথমবার রণক্ষেত্রে সহস্রাধিক মৃতদেহ ফেলিয়া রাখিয়া জাপানীরা দ্রুত পশ্চাদপসরণ করে। পরদিন অধিকতর সেনা সাহায্যে পুষ্ট হইয়া জাপানীরা পুনরায় শহরের উপর হানা দেয়।

কিনহোয়া শহরের পতন

২৮শে মে চীনারা তাহাদের প্রধান বাহিনীকে কিনহোয়ার বাহিরে সরাইয়া লইয়া যায়। পশ্চিম দিক হইতে আগত জাপ বাহিনীর সহিত উহাদের সঙ্ঘর্ষ হয়। ইতিমধ্যে আর একদল জাপ সেনা শহরের উত্তর দিকের ফটক দিয়া শহরে প্রবেশ করে। হাত বোমা ও বেয়নেট লইয়া চীনারা জাপানীদিগকে আক্রমণ করে।

শহরটি কার্যতঃ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ায় চীনারা শহরের পশ্চিম দিকের অঞ্চলে পশ্চাদপসরণ করে।

জাপানীদের লানচি প্রবেশ

২৮শে মে জাপানীরা লানচি প্রবেশ করে এবং রাস্তায় রাস্তায় লড়াই সুরু হয়। চেংকাং অঞ্চলে ও লুংলিংয়ে চীনাদের চাপের জন্য জাপানীরা মোটরযানযোগে ওয়ানকিং হইতে অতিরিক্ত সেনা সাহায্য আনয়ন করে। ক্যানমানিওর দক্ষিণে চীনারা উহাদের আগমন পথে বাধা দেয়। হ্যাঙ্কাওয়ের উত্তরে ইয়াংসী নদীর তীরবর্ত্তী ইচাংয়ে চীনারা জাপানীদের উপর আক্রমণ চালাইতেছে। উহারা ইয়াংসী নদীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম তীরে গুরুত্বপূর্ণ কতকগুলি স্থান অধিকারও করিয়াছে।

বিষবাষ্প ব্যবহার

জাপানীদের বিষবাষ্প ব্যবহারে চীনা বাহিনী কিনহোয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। জাপানীদের ৭ শত লোক হতাহত হইয়াছে। জাপানীদের বিষবাষ্প ব্যবহারের জন্যই লানচি হইতেও চীনারা পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়। এখানে শহরের রাস্তায় যে হাতাহাতি যুদ্ধ হয়, তাহাতে এক হাজার জাপানী হতাহত হইয়াছে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটীশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে সুযোগমত জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিনন্, ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্,
বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (ইংলণ্ডে রেজিষ্টার্ড)।

মাননীয় সমবায়-মন্ত্রীর সফর

সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইল অঞ্চলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান

সমবায় ও পল্লী-ঋণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় খানবাহাদুর মুকেম আলী খান সিরাজগঞ্জ পরিদর্শন করেন এবং ১০ই মে তারিখে বাজার ষ্টেশনে পৌঁছেন। পাবনার কালেক্টর, ঋণ-সালিশীর ডেপুটি ডিরেক্টর, সাব-ডিভিশনাল অফিসার ও স্থানীয় অন্যান্য গণ্যমান্য ভদ্রলোক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। তাঁহাকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। তৎপর তিনি ডাকবাঙলায় যান। সেখানে অনেক সরকারী ও বেসরকারী ভদ্রলোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। শাহজাদপুরের ডাঃ মীর মোয়াজ্জম হোসেন ডাকবাঙলায় মাননীয় মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং সারা পথ তাঁহার সঙ্গেই ছিলেন।

মাননীয় মন্ত্রী "ইসহাক হলে" বিভাগীয় সমবায় কনফারেন্সে যোগদান করেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে মানপত্র পঠিত হয়। উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে তিনি তাঁহাকে প্রদত্ত অভ্যর্থনার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর তিনি বর্ত্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে এবং শত্রুর হাতে অধিবাসীদের অমানুষিক কষ্ট, নির্দ্দোষ বেসামরিক জনসাধারণের উপর শত্রুর নিষ্ঠুর অত্যাচার প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি কতক খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি, কতক খাদ্য দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা এবং বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতি প্রভৃতির উল্লেখ করেন। বর্ত্তমান সঙ্কটাপন্ন অবস্থার দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কি করা যাইতে পারে, এই সম্বন্ধে তিনি জনসাধারণকে তাহাদের রাজনৈতিক সামাজিক ও ধর্ম্মিক অনৈক্য বিদূরিত করতঃ সর্ব্বপ্রকারে শত্রুকে প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে একটী সম্মিলিত প্রতিরোধ সৃষ্টি করিবার জন্য আবেদন জানান। তিনি জনসাধারণকে আরও অধিক খাদ্য উৎপাদন করতঃ সরকারকে সহযোগিতা করিবার জন্য উপদেশ দেন।

সমবায় আন্দোলনের উল্লেখ করতঃ মাননীয় মন্ত্রী বলেন, এই আন্দোলন প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে গরীব কৃষকগণকে রক্তশোষী মহাজনদের গ্রাস হইতে মুক্ত করিবার জন্য আরম্ভ হয়। এই মহাজনেরা উচ্চ হারে টাকা ধার দিয়া গরীব কৃষকগণকে তাহাদের অধীন করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু বোধিত উদ্দেশ্য রক্ষা করতঃ এই আন্দোলন চালান সম্ভব হয় নাই, ফলে অনেক দুর্নীতি ইহার ভিতরে প্রবেশ করে। সমবায়কে ত্রুটিবিমুক্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করা হইয়াছে; অনেক প্রতিকারের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে; যদিও সম্পূর্ণ সফলতা এখনও আসে নাই, তবুও এমন দিন খুব দূরে নয় যখন এই আন্দোলন পূর্ণ আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করিবে আর সর্ব্বদিক হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইবে। এই আন্দোলনের মূলতঃ উদ্দেশ্য ছিল চাষীদের অল্প হারে কর্জ দিয়া তাহাদের অবস্থার উন্নতি করা। কিন্তু কালে দেখা গেল যে, খাতকের কঠোর অভাবের প্রতি কোনই দৃক্‌পাত না করিয়াই মাত্র উদ্দেশ্যে এই টাকা প্রদত্ত হইতেছে। যখন দেখা গেল যে, সুদ দেওয়ার ব্যাপারে খাতক কখনও দেরী করে না, তখন খাতককে প্রদত্ত টাকা উচিতরূপে খরচ হইতেছে কিনা বা খাতক সুদ আসল সময়মত ও সুযোগমত পরিশোধ করিবার কোনই চিন্তা না করিয়াই টাকা ধার দেওয়ার জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতেছে কিনা, তাহা সমিতি বিচার করিতে সমর্থ হইল না। তিনি অতঃপর ঋণ-সালিশী বোর্ডের আবশ্যকতা ও উদ্দেশ্যের কথা আলোচনা করেন। তিনি শ্রোতাদের সর্ব্বদাই বোর্ডের সাহায্য নিতে উপদেশ দেন।

বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত অডিট সেস্ ও তাহার সুদ মাফ করিবার ব্যাপার সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, সুদ হ্রাস করা সম্ভব হয় কিনা, তাহা তিনি বিবেচনা করিবেন। কিন্তু অডিট সেস্ স্থগিত হওয়ার ব্যাপারে তিনি নিজের অপারগতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন যে, অডিট সেস্ সরকারী সিন্দুকে যায়না, ইহা দ্বারা অডিট বিভাগের খরচই মিটানো হয়। তিনি আশ্বাস দেন যে, এই কিছু কমানো যাইতে পারে কিনা, তিনি চেষ্টা করিবেন।

অল্প মেয়াদী কর্জ কথাটার প্রকৃত তাৎপর্য্য মাননীয় মন্ত্রী জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেন। তিনি অল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্জের প্রকৃত পার্থক্য ও ব্যাখ্যা করেন। সুবিধা অসুবিধা বর্ণনা করতঃ তিনি বলেন, অল্প মেয়াদী কর্জই খাতক ও মহাজন উভয়ের পক্ষে সুবিধাজনক।

পাঁচরাজবের ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে উল্লেখ করতঃ তিনি উহার উৎকৃষ্টতর পরিচালনার তারিফ করেন এবং এই ব্যাঙ্ক প্রারম্ভ হইতেই কখনও অন্যান্য ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর করে নাই, এইজন্য আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি অনুতাপ করিয়া বলেন যে, কোনই সাহায্য সম্ভব হয় নাই; তিনি ডিরেক্টরকে দীর্ঘদিন ভালভাবে কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য ধন্যবাদ দেন এবং স্বাধীনভাবে ব্যাঙ্ক চালবার চেষ্টা করিতে বলেন।

নন-অপারেটিভ সোসাইটিসমূহের সহকারী রেজিষ্ট্রারের হেডকোয়ার্টার অপসরণ সম্পর্কে তিনি বলেন, অনেকগুলি ব্যাঙ্ক, বোর্ড এবং সমিতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সতর্ক হইয়াই তিনি এই বিষয়ে বিবেচনা করিবেন। যদি দেখা যায় যে, পাবনাতে বগুড়া হইতে উহাদের সংখ্যা বেশী, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি তাহাদের প্রস্তাব বিবেচনা করিবেন। তিনি জামতৈল ঋণ-সালিশী বোর্ডের চেয়ারম্যানকে তাঁহার বোর্ড সুপরিচালনার জন্য ধন্যবাদ দেন। মাননীয় মন্ত্রী এই বলিয়া উপসংহার করেন, "নিজেদের কর্ত্তব্য সম্পাদনে আপনারা যে সব বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হইতেছেন, আমি বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার বিবেচনা করিতে চাহি না। আমি আশা করি, এই কনফারেন্স উহার কর্ত্তব্যগুলি শান্তভাবে ও নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করিতে সমর্থ হইবে। এমন কোনও প্রস্তাব যেন গৃহীত না হয়, যাহা সরকারের অসাধ্য বা খাতক মহাজনদের স্বার্থের ক্ষতি করে। আমি আশা করি, আত্মত্যাগের স্পৃহা আপনাদিগকে উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করিবে"। অতঃপর তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটকে সভাপতিত্ব করিবার জন্য অনুরোধ করতঃ নিজে চলিয়া যান।

১১ই তারিখে তিনি সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, স্পেশাল বোর্ড এবং কো-অপারেটিভ আরবান ব্যাঙ্ক পরিদর্শন করেন। তিনি ডাকবাংলা হইতে মধুপুর অভিমুখে যাত্রা করেন এবং টিম লঞ্চে তথায় পৌঁছেন। টাঙ্গাইলের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, ঋণ-সালিশীর ডেপুটি ডিরেক্টর ও অন্যান্য গভর্ণমেণ্ট অফিসারগণ অপরাহ্নে তাঁহার সহিত লঞ্চে সাক্ষাৎ করেন। রাজশাহী বিভাগের ঋণ-সালিশীর ডিপুটি ডিরেক্টরও তাঁহার সহিত মধুপুর ও নাগরপুর গিয়াছিলেন।

১২ই তারিখে তিনি বেসরকারী ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইহাদের মধ্যে ঋণ-সালিশী বোর্ডের চেয়ারম্যানগণ ও ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টগণও ছিলেন। স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। চাষীরা তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ঋণ পাইবার প্রার্থনা জানায়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ঋণ গ্রহণ করা সমর্থন করেন না; কারণ ঋণ গ্রহণ করিলে চাষীদের আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়। অতঃপর তিনি ঋণ-সালিশী বোর্ডের ও ইউনিয়ন বোর্ডের কাগজপত্র পরীক্ষা করেন। তিনি পল্লীবাসীদের সঙ্গে আরও বেশী খাদ্য উৎপাদন সম্বন্ধে, কেরোসিন তৈলের ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া ভেরেণ্ডা গাছ বপন করিয়া ভেরেণ্ডার তৈল কেরোসিনের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

[শেষাংশ ১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

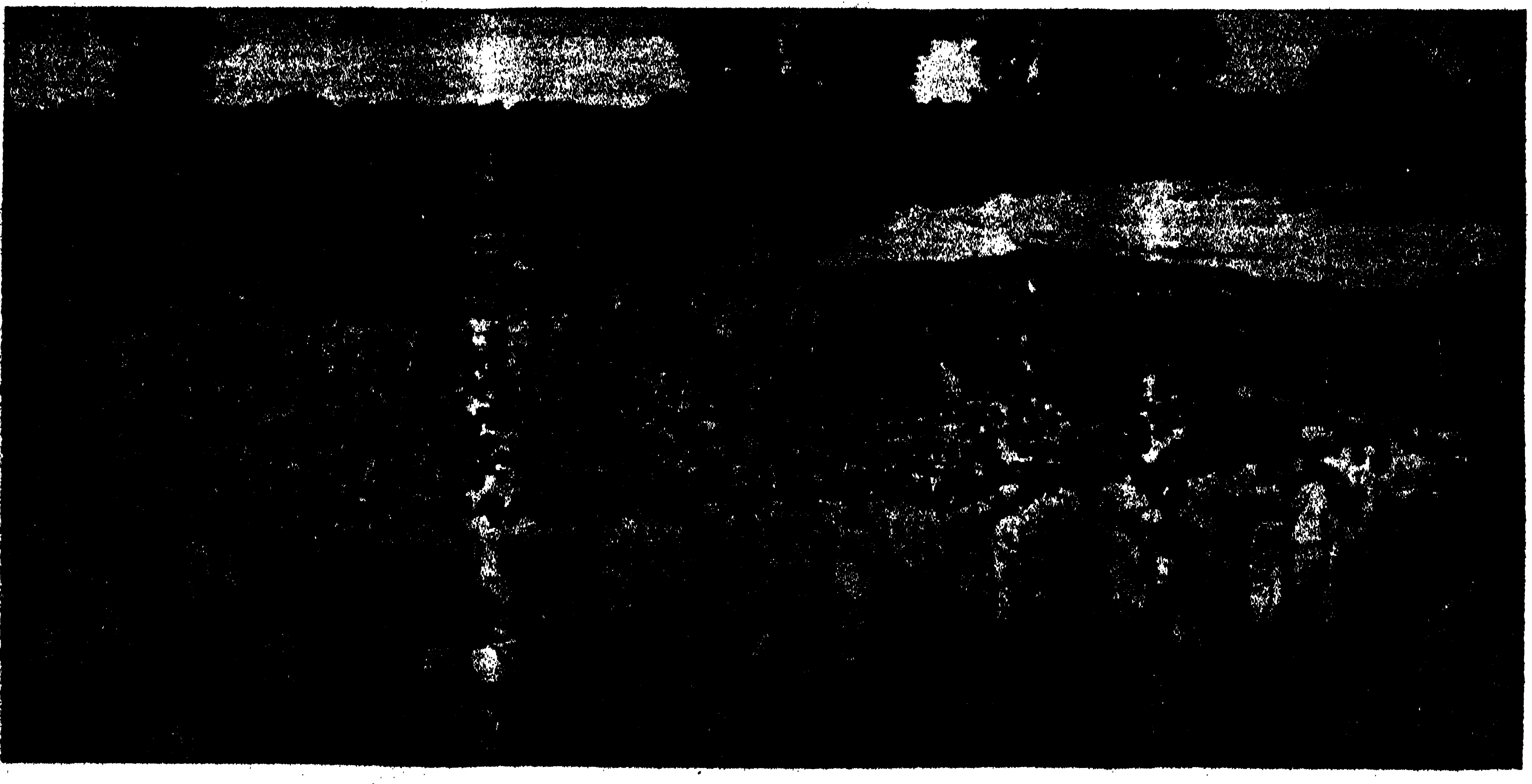

কুষ্টিয়া কৃষক-প্রজা সম্মেলনের একটী দৃশ্য। মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী ও তাঁহার কয়েকজন সহযোগী এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বেসামরিক দেশরক্ষা প্রচেষ্টা

জনসভায় মিসেস হাসিনা মোর্শেদের বক্তৃতা

দেশরক্ষা ব্যবস্থা ও এ-আর-পি সম্পর্কে কলিকাতা ১৬নং হাতীবাগান রোডে কলিকাতার আঞ্জুমান মফিদুল ইসলামের উদ্যোগে বিগত ২৩শে মে তারিখে একটি মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বাঙলা গভর্ণমেন্টের পার্লিয়ামেণ্টারী সেক্রেটারী মিসেস হাসিনা মুর্শেদ, এম-বি-ই, এম-এল-এ, সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। আঞ্জুমানের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট খানবাহাদুর আলহাজ ওয়ালিউল ইসলাম, শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট মিসেস মুর্শেদের পরিচয় করাইয়া দেন এবং নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়া সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন। মিসেস মুর্শেদ একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া সমবেত লোকদিগকে আসন্ন বিপদের কথা বুঝাইয়া দেন এবং মানবতার শত্রুদিগের আক্রমণের বিরুদ্ধে সকলকে বাধা প্রদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে উপদেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, বৃটিশ শাসনাধীনে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতেছিল ; কিন্তু, বিধাতা না করেন, যদি জাপানীরা ভারতবর্ষে আসে এবং তাহাদের প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা হইবে আমাদের নিকট নবাগত এবং ইহা স্থিরনিশ্চয় যে, ভারতবর্ষ আরও বহু শতাব্দি পরাধীন দেশই থাকিবে। জাপানীরা সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুণ ও ব্রহ্মদেশে যে অমানুষিকতা ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছে তিনি তাহার বর্ণনা করেন এবং আরও বলেন যে, জাপানীরা বাঙলাদেশের দ্বারদেশে আসিয়া হানা দিয়াছে। এই সময়ে আমাদের আত্মবিরোধ ভুলিয়া যাওয়া একান্ত আবশ্যক এবং আমাদের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার জন্য পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করা প্রয়োজন।

(মিসেস হাসিনা মোর্শেদ, এম-বি-ই, এম-এল-এ)

যাহারা নিজেদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করে, বিধাতা তাহাদেরই সাহায্য করেন। তিনি আরও বলেন যে, বাঙলা গভর্ণমেণ্ট আমাদের রক্ষার জন্য খাদ্য ও জল সরবরাহের জন্য যাবতীয় সম্ভবপর ব্যবস্থা করিয়াছেন কিন্তু আমরা যদি পরস্পরের সহিত, বিশেষভাবে গভর্ণমেণ্টের সহিত, সহযোগিতা না করি—তাহা হইলে আমাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। তিনি সমবেত লোকদিগকে বিমান-আক্রমণ হইলে শান্ত ও সঙ্ঘবদ্ধ থাকিতে এবং অপর সকলকে ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত হইতে না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন এবং বলেন,—"বিমান-আক্রমণের সঙ্কেত-ধ্বনি হইলে সকলে শৃঙ্খলার সহিত আশ্রয়স্থলে আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ভীতিমূলক গুজবে কখনও বিশ্বাস করিবে না।" বিভিন্ন প্রকারের বোমা ও সেগুলি আয়ত্তাধীনে আনিবার উপায়ও তিনি বর্ণনা করেন।

সভা শেষ হইবার পরে মিসেস মুর্শেদ ১৬নং হাতীবাগান রোডস্থিত আঞ্জুমান বালিকা বিদ্যালয়গৃহে সমবেত মহিলাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বর্ত্তমান যুদ্ধের দরুণ যে বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর ফেনী পরিদর্শন

পাঠকগণ অবগত আছেন মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী কিছু দিন পূর্ব্বে ফেণী পরিদর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। এই চিত্রে দেখা যাইতেছে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে কিরূপ বিরাট জনতার সমাবেশ হইয়াছিল।

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী জন-সভায় বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন।

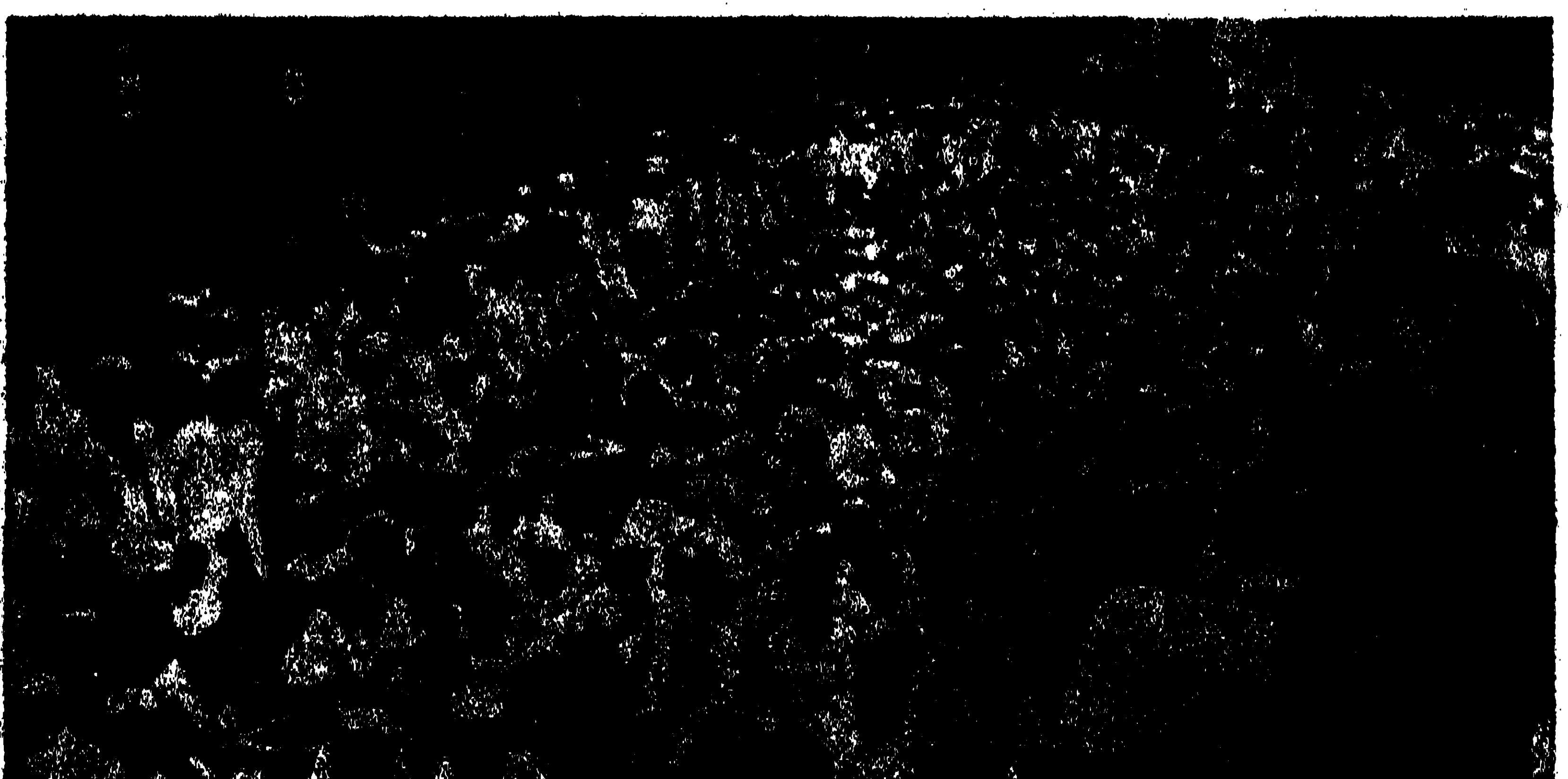

দূরদূরান্তর হইতে আগত সহস্র সহস্র লোক বিশেষ আগ্রহ সহকারে প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছে।

মাননীয় সমবায়-মন্ত্রীর সফর

[১ম পৃষ্ঠার শেষ]

লবণ দুর্মূল্য হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেন যে, গভর্ণমেণ্ট অচিরে এই সমস্যার সমাধান করিবেন। বাঙলা দেশের বহু অঞ্চলে লবণাক্ত জল পাওয়া যায়। লোকের দৈনিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য গভর্ণমেণ্ট লবণ তৈয়ারীর একটা ব্যবস্থা করিবেন।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গ্রামবাসীদিগকে পল্লীরক্ষী-দল গঠন করিতে অনুরোধ করেন। এই সমুদয় দল গভর্ণমেণ্টের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবে এবং তাহাদের কর্ত্তব্য হইবে চারিদিকে ঘুরিয়া অপরাধের সন্ধান দেওয়া ও জনসাধারণ যাহাতে দুষ্কর্মকারীদের দ্বারা ভ্রান্ত পথে চালিত না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা।

ঋণ-সালিশী বোর্ড সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই উপদেশ দেন যে, মীমাংসাপত্রে যথাসম্ভব সঠিকভাবে খাতকের টাকা আদায়ের ক্ষমতা বিবৃত করিতে হইবে, যাহাতে মীমাংসামতে কাজ হওয়া সম্ভবপর হয় এবং গভর্ণমেণ্ট দেশের আর্থিক অবস্থা যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন। কারণ মীমাংসাপত্র পরিষ্কার না হইলে গভর্ণমেণ্টেরও ভ্রান্ত ধারণা জন্মিতে পারে এবং মহাজন ও খাতকের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। মীমাংসাপত্রে কাল্পনিক বা অতিরঞ্জিত আয় দেখান উচিত হইবে না।

ইউনিয়ন বোর্ড পরিদর্শন কালে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিশেষভাবে জল সরবরাহ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও চিকিৎসালয়ে সাহায্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। তিনি খাজনা ও বেতনের স্বল্পতা সম্বন্ধে অভিযোগ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন এবং বলেন যে, যুদ্ধের জন্য অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে চৌকিদারী তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আলোচনা বা বিবেচনা করিতে পারিবেন না।

১২ই তারিখে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বিরাট শোভাযাত্রা করিয়া নেওয়া হয়। তিনি রায়বাহাদুর সতীশ চৌধুরীর বাড়ী, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয় পরিদর্শন করেন এবং তৎপর সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কে গমন করেন। তথা হইতে তিনি জনসভার স্থানে উপস্থিত হন। সেখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহাকে অভিনন্দনপত্রসমূহ দেওয়া হয় এবং তিনি ঐগুলির যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করেন। তিনি অতঃপর বর্ম্মা ও উহার অতীত গৌরবের কথা বলেন। তিনি জনসাধারণকে বলেন যে, যদি তাঁহারা নিজদিগকে ও মাতৃভূমিকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে ব্রহ্ম দেশের অবস্থা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করুন। তিনি আরও বলেন যে, আসন্ন বিপদ হইতে ত্রাণ পাওয়ার জন্য জনসাধারণকে নিজেদের আভ্যন্তরীণ বিরোধ ভুলিয়া যাইতে হইবে এবং যে উপায় সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়, সেই উপায়ে আক্রমণকারীকে প্রবল বাধা দেওয়ার জন্য একতাবদ্ধ হইতে হইবে। বৃটিশ সৈন্যদিগকে সর্ব্ব প্রকারে উৎসাহিত করিতে হইবে এবং যে সৈন্যবাহিনী নিজের বাড়ী ও পরিবারের কথা ভুলিয়া নিজের জীবন উৎসর্গ করিতে আসিয়াছে, তাহাদের ভরণপোষণের জন্য প্রত্যেকের কতকটা স্বার্থত্যাগ করিতেই হইবে।

দুইশত বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ ছিল না এবং বর্ত্তমান যুদ্ধ ও ১৯১৪-১৮ সনের যুদ্ধের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। কাজেই কাহারও হতাশ হওয়া এবং আতঙ্কে নিজের কর্ত্তব্য সমাধা করিতে পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত নয়। সকলের প্রাথমিক কর্ত্তব্য হইল গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করা এবং তাঁহাদের সকল আদেশ ও নির্দেশ সর্ব্বতোভাবে ও আনুগত্যের সহিত মানিয়া [illegible]। [illegible] যুদ্ধ [illegible] অপেক্ষা [illegible] উৎসাহ [illegible]। শত্রু [illegible] আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা [illegible] কোন প্রকার [illegible]। যুদ্ধজনিত-দিগকে [illegible]।

মাদারীপুর সেণ্ট্রাল [illegible] সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উপস্থিত [illegible] বলেন যে,

[২য় কলমের নিম্নে দেখুন]

মাননীয় মিঃ ইউ, এন্, বর্ম্মন

পাবনা জেলায় সফর

বন ও বাণিজ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ ইউ. এন. বর্ম্মণ কিছুদিন পূর্ব্বে পাবনা জিলার চাটমোহর ষ্টেশন হইতে ৪ মাইল দূরবর্তী চাটমোহর কালীবাড়ীতে পৌঁছেন। ষ্টেশনে তিনি ব্যাণ্ড পার্টিসহ বিরাট জনতা এবং সভাকাঙ্খী স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। শহরের মধ্য দিয়া শোভাযাত্রা যাওয়ার সময় অট্টালিকাগুলির ছাদ হইতে তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি করা হইয়াছিল। অপরাহ্নে এক সভায় প্রায় পাঁচ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। পণ্ডিত দিনেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক স্বাগত সম্ভাষণ পাঠের পর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক মিঃ সুরেন্দ্রনাথ দাস, এম্, এস্, সি. একখানা মানপত্র পাঠ করেন। তাহাতে মৎস্যজীবীদের অভিযোগের কথা উল্লেখ করতঃ মৎস্য ব্যবসায় সম্বন্ধীয় আইনের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষরূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

পরের দিন মাননীয় মন্ত্রী দাতব্য চিকিৎসালয়, সতীশচন্দ্র যদুনাথ বালিকা বিদ্যালয়, রাজা চন্দ্রনাথ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, ইউনিয়ন বোর্ড, সাধারণ লাইব্রেরী প্রভৃতি পরিদর্শন করেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলি অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত এক সাধারণ সভায় মন্ত্রী মহোদয়কে সম্বর্দ্ধনা করতঃ মানপত্র প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত মাননীয় মন্ত্রী ঋণ-সালিশী বোর্ড ও আর একটি মধ্য-ইংরেজী স্কুলও পরিদর্শন করেন।

[১ম কলমের শেষাংশ]

ডিরেক্টরগণের পরিচালনা খারাপ বলিয়া ব্যাঙ্কটি কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তিনি তাহাদিগকে আশ্বাস দেন যে, তিনি চেষ্টা করিয়া দেখিবেন ব্যাঙ্কটি যথাযথভাবে পরিচালন করা যায় কিনা। তবে সব সময়ে গভর্ণমেণ্টের সাহায্যের উপর নির্ভর করা উচিত না, একথাও তিনি বলেন। তিনি লোকদিগকে ঋণ গ্রহণ করিতে নিরুৎসাহ করেন এবং বলেন যে, আয় বুঝিয়া ব্যয় করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন যে, কাহারও শুধু কৃষিকার্য্যের উপর ভরণ পোষণের জন্য নির্ভর করা উচিত না; কারণ মানুষের সকল প্রকার প্রয়োজন শুধু কৃষির আয় দ্বারা মিটান সম্ভবপর নয়। অনেক প্রকার শিল্প আছে; তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে এবং প্রত্যেককে অন্ততঃ কিছু শিল্পের প্রতি ঝোঁক দিতেই হইবে। কারণ অবস্থা ভাল করার জন্য শুধু কৃষির মধ্যেই নহে, শিল্প দ্বারাই উন্নতি সম্ভবপর। দুই ঘণ্টাকাল সভার কার্য্য চলিয়াছিল এবং সভায় ১০,০০০ দশ হাজারের উপর জন সমাগম হইয়াছিল। ইহার পর তিনি মহম্মদপুর গমন করেন।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মহম্মদপুরে একটি জনসভায় যোগদান করেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়। তিনি সেগুলির যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করেন। তিনি তথায় বালিকা বিদ্যালয় ও দুইটি মধ্য ইংরেজী স্কুল পরিদর্শন করেন। অতঃপর তিনি নৌকে ফিরিয়া আসেন। পর দিন প্রাতঃকালে নদপথে [illegible] হইতে তিনি সিরাজগঞ্জ আগমন করেন এবং তথা হইতে ট্রেনযোগে ১৪ই তারিখ প্রাতঃকালে কলিকাতায় পৌঁছেন।

ডক্টর জে, এ, গ্রাহাম

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীর পরলোকগমন

সম্প্রতি কালিম্পং-এ রেভারেণ্ড ডক্টর জে. এ. গ্রাহাম, সি. আই. ই. ডি. ডি. পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে স্কটল্যাণ্ডের ধর্ম্ম-সমাজের সভাপতির কাজ করিয়াছেন এবং কালিম্পং-এ সেণ্ট এণ্ড্রুজ কলোনিয়াল হোমসের প্রতিষ্ঠাতা।

(ডাঃ জে, এ, গ্রাহাম)

মৃত্যুকালে ডক্টর গ্রাহামের বয়স হইয়াছিল ৮১ বৎসর। তিনি ২৮ বৎসর বয়সে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ডক্টর গ্রাহাম ১৮৮৯ সনে এডিনবারের মিস কে, ডি, এম, কোনাচিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী ১৯১৯ সনে মারা যান এবং ১৯১৬ সনে কাইজার-ই-হিন্দ স্বর্ণ পদক পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

ডক্টর জন এণ্ডারসন গ্রাহামের মৃত্যুতে স্কটল্যাণ্ডের ধর্ম্ম সমাজ ও কালিম্পং-এর সেণ্ট এণ্ড্রুজ কলোনিয়াল হোমের গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে। তিনি ৪০ বৎসর পূর্ব্বে কালিম্পং হোমস্ প্রতিষ্ঠা করিয়া অদ্যাবধি একনিষ্ঠভাবে উহার কাজ করিয়াছেন।

জন এণ্ডারসন গ্রাহাম ১৮৬১ সনের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ডেভিড্ গ্রাহাম তখন লণ্ডনে আইন বিভাগের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। ১৮৬৩ সনে মিঃ গ্রাহাম কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং তাঁহার পরিবার কার্কুডব্রাইটে চলিয়া যান। ১৯৩১ সনে কলিকাতা বার্ষিক ভোজে বক্তৃতা করিবার সময় ডক্টর গ্রাহাম রসিকতা করিয়া নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "আমার জন্ম হইয়াছে লণ্ডনে, পূর্ব্ব পুরুষদিগের দিক হইতে আমি অর্দ্ধেক স্কটল্যাণ্ডের, অর্দ্ধেক আয়রল্যাণ্ডের এবং আজীবন সাম্রাজ্যিকতার রক্ষণ আমি ভালবাসি।"

তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় বিদ্যার্থী [illegible] বহু মহল, বিশেষভাবে [illegible] পুরুষ ও স্ত্রীলোক [illegible]দিগকে যৌবনে তিনি [illegible], তাহারা একজন পিতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও [illegible]। একথা সহজেই বলা যাইতে পারে যে, [illegible] আর পাওয়া যাইবে না।

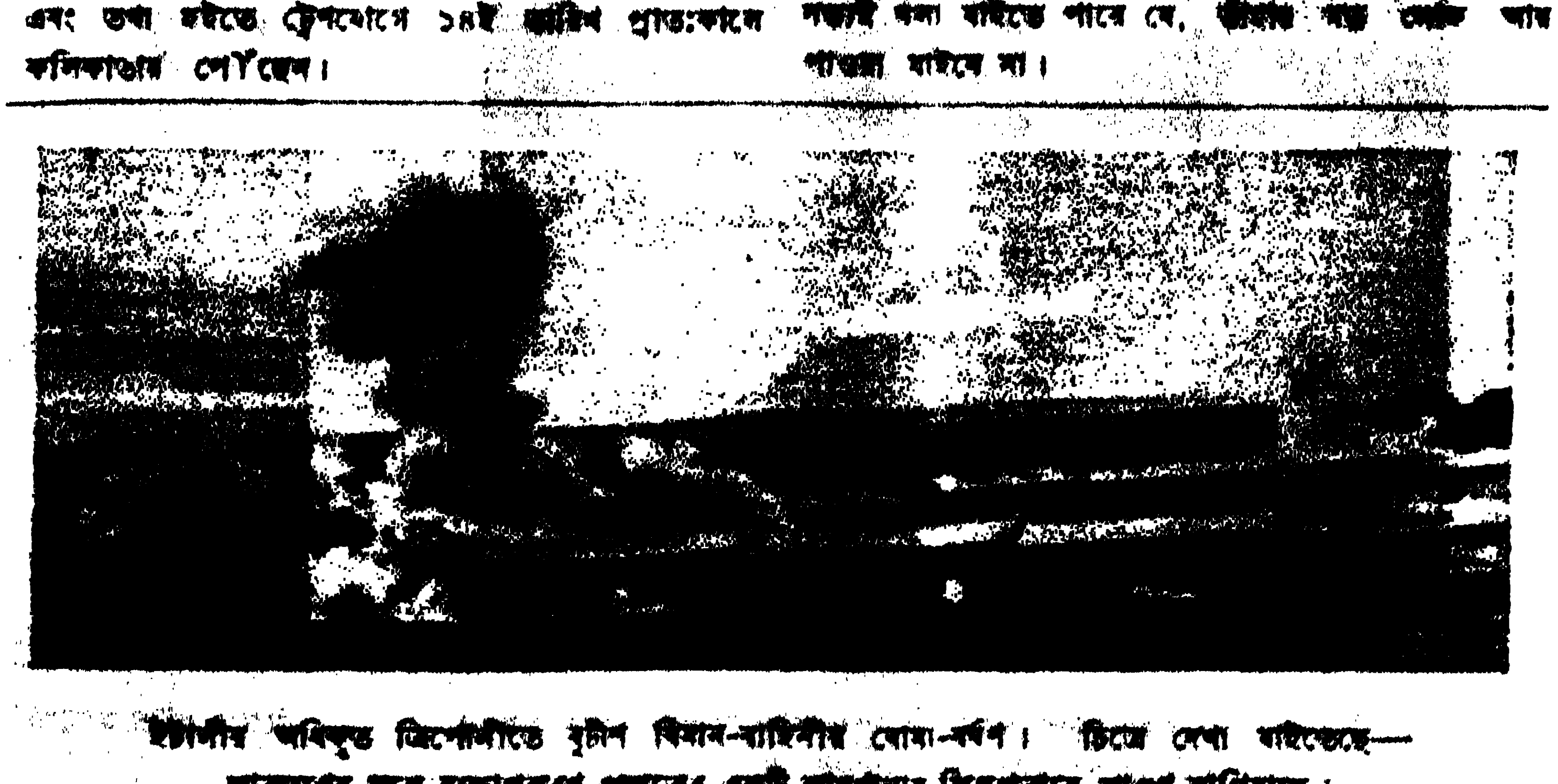

ইটালীর অধিকৃত ত্রিপোলীতে বৃটিশ বিমান-বাহিনীর বোমা-বর্ষণ। চিত্রে দেখা যাইতেছে—আক্রমণের ফলে যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুতের একটি কারখানায় কিরূপভাবে আগুন লাগিয়াছে।

সেভিংস্ সার্টিফিকেট ও ষ্ট্যাম্প

ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে বিক্রীর হিসাব

গত ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাসে বাঙলার বিভিন্ন জেলায় ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট ও ষ্ট্যাম্প নিম্নোক্ত পরিমাণ বিক্রয় হইয়াছে :—

	সার্টিফিকেট।		ষ্ট্যাম্প।	
	ফেব্রুয়ারী।	মার্চ্চ।	ফেব্রুয়ারী।	মার্চ্চ।
	টাকা।	টাকা।	টাকা।	টাকা।
২৪-পরগণা	৪,১৪০	৭,০৩০	৭,০৩০।০	৩৮৭।।০
ফরিদপুর	২৯০	২,০৪০	৫৮৸০	১১২৸০
চট্টগ্রাম	১,৭৭০	২,৩৫০	৫৪০।।০	৩৯৪
পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	..	..	৩৸০	১৸০
বাখরগঞ্জ	৫৩,৫৩০	৩,৫৮০	৮৯৫।০	৪০৬৸০
ঢাকা	৮,১২০	২,৪৯০	৩৫১।।০	২৮৯।০
যশোহর	১,১৯০	৪৩০	২৮৪।।০	৭৬৸০
খুলনা	৩,৬৫০	৩,১১০	৩৬।।০	২০১।০
বীরভূম	১৮,০২০	১০,৯৯০	৩১।০	৭
মালদহ	৫,৮১০	৬২০	২১৯৸০	২২০
মুর্শিদাবাদ	৩,৬১০	২,৮৩০	৩১	৯৩।০
রাজশাহী	৫,৫৪০	১২,৪১০	২৯৬	৪২২।।০
পাবনা	৫,৯৭০	৭,৪৭০	২২৩৸০	৪৩।।০
বর্দ্ধমান	৭,৫৫০	৪,১১০	৩৭৬।০	৩২১।।০
হাওড়া	৪,৪২০	১,৭২০	১,৬৭৩।০	১,,৯৬৭৸০
হুগলী	২,৫৩০	৬,০৩০	৬৯০	৯১৮৸০
জলপাইগুড়ি	৫,৮৪০	৮,৭৮০	৭৪৯।।০	৮৬৫
দার্জ্জিলিং	৬,৩৪০	৭,০৯০	৭৫৬৸০	৫৮৮।।০
বগুড়া	৭২,৭৬০	১১,৫৮০	১,০১৭৸০	১৫৬
রংপুর	২৭,৬৮০	৫,৬০০	৫৬৩৸০	১৮৯।।০
দিনাজপুর	২৭,৩৮০	২২,১২০	২৬০	৩৪০।।০
ত্রিপুরা	২,৭৭০	২১০	৪৭৸০	৮৮।।০
নোয়াখালী	৬৬০	১০	১৮।।০	৩৫।০
নদীয়া	৫৫,৮০০	৭০,৩৩০	৯৬৭৸০	২০৫।।০
মেদিনীপুর	২১,৪৫০	১,৮০,৯৬০	৬২১।।০	১,৪০০
বাঁকুড়া	১৮,২৪০	২৪,৯৮০	৫৫।০	৩০
কলিকাতা	১,৩০,৭১০	৯৬,৫৫০	৬,৮৮৯৸০	৬,০৫৭।।০
ময়মনসিংহ	৯,৬৭০	৮,৫৯০	৯৫।।০	৯৪০
মোট	৫,৪৫,৪৪০	৪,৪৪,৭১০	১৮,৪৭৮	১৬,৭৯০।।০

"আমরাই যুদ্ধে জয়লাভ করিব"

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের ঘোষণা

"এই যুদ্ধ অনেক দিন স্থায়ী হইবে। এক সপ্তাহে অতিমাত্রায় আশান্বিত হইবার এবং পরের সপ্তাহে অতিমাত্রায় নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই।"

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ২২শে মে সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ব্বোক্ত ঘোষণা করেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ সম্প্রতি যে সমস্ত আশার কথা বলিয়াছে, তৎসম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বলেন যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণের বাড়াইয়া বলার প্রবৃত্তি আছে। এই সম্পর্কে তিনি আরও বলেন:—"যে সমস্ত ঘটনাবলী যুদ্ধের অবস্থার, তাহাদের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধের সময় জনমতের উত্থান-পতন হয়।" অতঃপর প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বলেন যে, ভাল সংবাদের সহিত সমভাবে খারাপ সংবাদ প্রকাশ করাই মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের নীতি।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট স্বীকার করেন যে, জাহাজডুবির ফলে গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।

অতঃপর প্রেসিডেণ্ট বলেন:—"আমাদের অনেক বেশী সময় লাগিতে পারে; কিন্তু আমরা এই যুদ্ধে জয়লাভ করিব।"

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ঘোষণা করেন যে, শত্রুপক্ষ যদি আটলাণ্টিক এবং প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে বোমা বর্ষণ করে, তাহা হইলে আমেরিকান রেড ক্রশ, অসামরিক জনরক্ষা কার্য্যালয় এবং ফেডারাল সিকিউরিটি এজেন্সী—এই তিনটি প্রতিষ্ঠান অসামরিক জনসাধারণকে সাহায্য-দান করিবে।

সমরোপকরণ নির্ম্মাণের বিভিন্ন কারখানায় মজুরীর হার বাড়াইবার প্রস্তাব করায় প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাহাদের কার্য্যের নিন্দা করেন; কারণ জিনিষপত্রের আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধি নিবারণকল্পে তিনি যে নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, ইহা সেই নীতির বিরোধী।

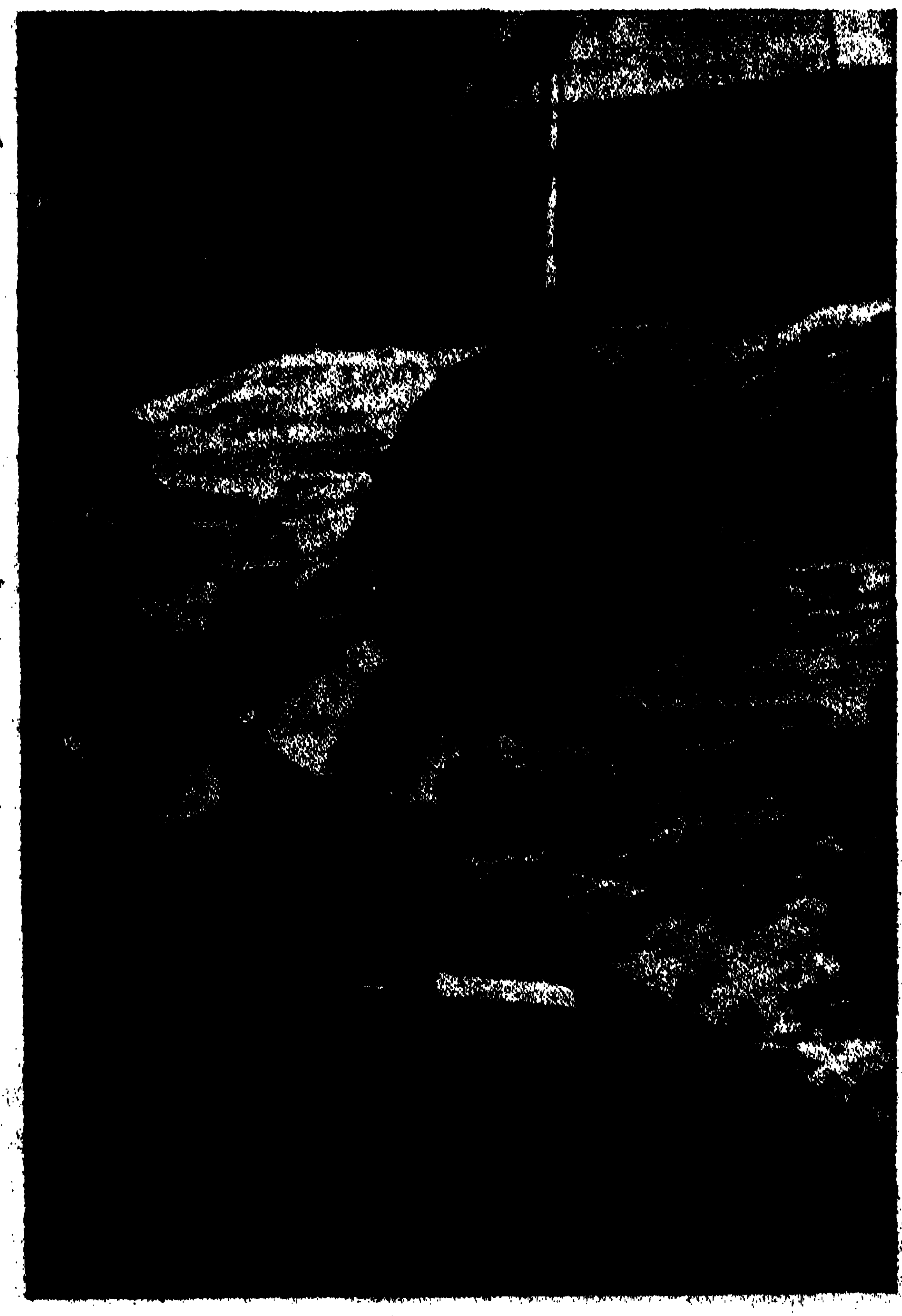

মাইন উত্তোলনকারী একটি বৃটিশ জাহাজের নাবিকগণ ইংলিশ-চ্যানেল অঞ্চলে নিজেদের কর্ত্তব্য সম্পাদনে নিয়োজিত রহিয়াছে।

সোভিয়েট মিলিটারী মিশন লণ্ডনের রক্ষণ-ব্যবস্থা পরিদর্শন করিতে গেলে কামানের পাল্লা নির্দ্দেশক যন্ত্রের কৌশল তাঁহাদিগকে দেখান হইতেছে।

কোনও বৃটিশ জাহাজ-নির্ম্মাণ কারখানায় একটি অর্দ্ধ-সমাপ্ত জাহাজের উপরের ডেকে লোহার পাত বসান হইতেছে।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ABU HENA.

Regd. No. C2532.

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ২৯শ সংখ্যা] কলিকাতা, ১৩ই জুন, ১৯৪২ [এক আনা

সৈনিক মনোবৃত্তির উন্মেষ প্রয়োজন

আসামের গভর্ণর বাহাদুরের বাণী

সম্প্রতি অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওর কলিকাতা ষ্টেশন হইতে "জাতীয় ওয়ার ফ্রণ্ট" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে যাইয়া আসামের গভর্ণর স্যার জন এওরু ক্লো বলিয়াছেন,—দেশের মধ্যে ব্যাপকভাবে সৈনিক মনোবৃত্তি অর্থাৎ শৃঙ্খলা, ঐক্য, সহযোগিতা ও বীরত্বের মনোভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

স্যার এওরু বলেন :—লোকে বলে যে, শত্রুর বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ আসামকে যুদ্ধাঙ্গনে পরিণত করিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ইহা সত্য নহে; বরং আগে হইতেই সামরিক এলাকার মধ্যে আসাম আসিয়া পৌঁছিয়াছিল বলা চলে এবং আসামের অধিবাসীরা বিজয়ের জন্য তাহাদের যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছে। বর্ত্তমান ঘটনাসমূহ কেবলমাত্র এই কথা সপ্রমাণ করিয়াছে যে, বর্ত্তমান যুদ্ধ পুরাতন নিয়মের যুদ্ধ নহে। পুরাতন প্রণালীতে একটা সীমাবদ্ধ অঞ্চলে যোদ্ধা হিসাবে কেবল মাত্র কতিপয় লোকই যুদ্ধ করিত। আর আমাদের রণাঙ্গন হইল সারা দেশ; যাহারা যুদ্ধ করে এবং যাহাদের যুদ্ধ করা উচিত সবই মিলিয়া গঠিত হইয়াছে আমাদের জাতি। আমাদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সমগ্র জাতির; আর আমাদের সুযোগ ও দরকার সর্ব্বত্রই সমান।

প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে আসামে আশ্রয়প্রার্থী ও সৈনাদের প্রতি তাহাদের কতকগুলি বিশিষ্ট দায়িত্ব আছে। প্রদেশের অনেকেই তাহাদের সাহায্যের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু সাধারণও আছেন যাঁহারা খুব খাটিতেছেন।

স্যার এওরু আরও বলিয়াছেন, "সৈনাদিগকে সম্মানিত অতিথি হিসাবে মনে করিতে হইবে। তাহারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়া আপনাদের ও আমার আক্রমণকারী শত্রুকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং যে সমাজের ও সম্প্রদায়ের মানুষই তাঁহারা হউক না কেন, তাহাদিগকে আমরা সাদর অভ্যর্থনা করিব।" তিনি অতঃপর বলেন—সৈন্যরা বন্ধুত্ব ও বীরত্বপরায়ণ, সুতরাং তাহাদের প্রতি বন্ধুত্ব প্রদর্শন জনগণের পক্ষে সম্মানজনক। বর্ত্তমান যুদ্ধকে বিপদ এড়াইবার যুদ্ধ মনে না করিয়া বরং বৃহত্তর পুরস্কারের যুদ্ধ মনে করিতে জনসাধারণকে তিনি অনুরোধ করেন। জঙ্গল দূর করিতে ও অধিক খাদ্য উৎপাদন করিতেও আবেদন করেন।

জয়লাভে অটুট আস্থা প্রকাশ

নিউইয়র্কে লর্ড হ্যালিফাক্সের বক্তৃতা

গত ৮ই জুন সিরাকিউজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করিতে গিয়া লর্ড হ্যালিফাক্স ঘোষণা করেন,—"আমার ধারণা এই যে, হিটলার জানেন যে, তিনি বর্ত্তমান যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন না। বর্ত্তমান বৎসরে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারিলে তিনি নিশ্চয়ই জয়লাভ করিতে পারিবেন না। মিত্রশক্তিবর্গের বিমান-আধিপত্য, জলযুদ্ধ এবং সাবমেরিণের সাফল্যমণ্ডিত আক্রমণ আমাদের অটুট আশার ভিত্তি রচনা করিয়াছে। আমরা দীর্ঘকাল ধরিয়া হিটলার, মুসোলিনী ও তাহাদের দলের অন্যায়ের জন্য যে শক্তিশালী ঔষধ প্রস্তুত করিয়া আসিয়াছি, তাহার প্রথম মাত্রা লুবেক, রোষ্টক, কলোন, এসেন ও টোকিওতে প্রয়োগ করা হইয়াছে মাত্র। জার্ম্মাণীতে ব্যাপক বোমাবর্ষণের জন্য মার্কিণ বিমান-বাহিনী শীঘ্রই ব্রিটিশ বিমান-বহরের সহিত যোগ দিবে এবং আমরা একযোগে যে আঘাত হানিব, তাহা ক্রমেই কঠোরতর হইবে। জার্ম্মাণীর বিমানশক্তি আর সম্প্রসারিত হওয়া সম্ভবপর নয়। লর্ড হ্যালিফাক্স বলেন যে, তাঁহার ধারণা এই যে, ইংলণ্ড বিমানশক্তিতে প্রায় জার্ম্মাণীর সমকক্ষ হইয়াছে এবং জাপান এক বৎসরে যত বিমান উৎপাদন করে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এক মাসে প্রায় তদনুরূপ বিমান উৎপাদন করিতেছে। প্রতিপক্ষের শক্তি চরমে পৌঁছিয়াছে। আমাদের শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। সাবমেরিণ অভিযানে আক্রমণ ও আত্মরক্ষা পদ্ধতির উন্নতি সাধিত হইবার আশা আছে। তবে আমাদের সম্মুখে যে কঠোর কর্ত্তব্য রহিয়াছে, তাহার গুরুত্ব হ্রাস করা কাহারও উচিত হইবে না। শান্তির কথা উল্লেখ করিয়া লর্ড হ্যালিফাক্স বলেন, মিত্রপক্ষে জয়গৌরব অর্জন করিতে হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ইংলণ্ডকে গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে ও তাহা সম্যকভাবে পালন করিতে হইবে। যে শান্তি-ব্যবস্থায় জার্ম্মাণ জাতির যথোপযুক্ত স্থান থাকিবে না, তাহা কখনও সাফল্যমণ্ডিত হইবে না। যাহা হউক, মিত্রশক্তিবর্গকে যুদ্ধশেষে কোন বৈঠক আহূত হইলে তাহাতে জার্ম্মাণ কূটকৌশলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সতর্ক থাকিতে হইবে। জার্ম্মাণরা নিশ্চয়ই এই ধারণা পোষণ করিতেছে যে, তাহারা যদি আর একবার "এংলো-সেক্সন জাতিসমূহের সকল ব্যর্থ করিয়া দিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয়বার পরাজয়ের পরে তাহারা হয়তো মানবজাতির উপর আধিপত্য-প্রতিষ্ঠার জন্য তৃতীয়বার আয়োজন-উদ্যোগ করিবার যথেষ্ট সময় পাইবে।"

স্যার মোহাম্মদ আজিজুল হক

লণ্ডনের সভায় অভ্যর্থিত

বিগত ২৮শে মে তারিখে লণ্ডনস্থ ভারতের নূতন হাই-কমিশনার স্যার মোহাম্মদ আজিজুল হককে এক অভ্যর্থনা সভায় অভিনন্দিত করা হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করিতে যাইয়া ভারত-সচিব মিঃ এল, এস, আমেরী মন্তব্য করেন,—"ভারতে এখনও কতকটা অবিশ্বাসের ভাব বিদ্যমান। কিন্তু এ-বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই যে, শীঘ্রই এই অবিশ্বাসের ভাব বিদূরিত হইবে এবং ভারত ও গ্রেট-বৃটেন সমান অংশীদারের মর্য্যাদা লইয়া একত্র সম্মিলিত হইতে পারিবে। আমি সেদিনের প্রতীক্ষা করিতেছি—যেদিন আমরা সকলে একটি বিরাট রাষ্ট্র-সঙ্ঘের (কমনওয়েলথ) সদস্য হিসাবে একত্রে বাস করিতে পারিব এবং যে রাষ্ট্র-সঙ্ঘে সকলের অধিকার স্বীকৃত হইবে।"

মিঃ আমেরী অতঃপর মন্তব্য করেন যে, যুদ্ধের পর যখন ভারত-সরকার বর্ত্তমানে ভারত-সচিব কর্ত্তৃক পরিচালিত অনেক বিষয়ের পরিচালনভার স্বাধীনভাবে নিজেরা গ্রহণ করিবেন, তখন স্যার আজিজুল হকের কার্য্যক্ষেত্র অনেকটা প্রসারিত হইবে বলিয়াই তিনি আশা করেন।

অভ্যর্থনার উত্তর প্রদান করিতে যাইয়া স্যার আজিজুল হক এই আশা প্রকাশ করেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে এমন একটি বিরাট রাষ্ট্র-সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিবে—যাহা সমগ্র মানবজাতির মধ্যে সত্যই অনুপ্রেরণার সঞ্চার করিতে সমর্থ হইবে।

বর্ত্তমান জরুরী অবস্থায় শ্রমিক সমাজের কর্ত্তব্য

মাননীয় নবাব হাবিবুল্লাহ্ বাহাদুরের বিবৃতি

সম্প্রতি কয়েকটা অত্যাবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠানে ধর্ম্মঘট হওয়ায় গভর্ণমেণ্ট সাধারণকে জানাইতে বাধ্য হইতেছে যে, অত্যাবশ্যকীয় কার্য্যাদিতে ধর্ম্মঘট সম্পূর্ণ বে-আইনী এবং যদি ভারতরক্ষা আইনের ৮১ক ধারা অনুসারে নোটিশ না দেওয়া হয়, তবে অন্যান্য ব্যাপারাদিতে ধর্ম্মঘটও বে-আইনী। সরকারী কার্য্য সংরক্ষণ অর্ডিনান্স ও ভারতরক্ষা আইনের বলে নিয়োগকর্ত্তাদের হাতে শ্রমিকেরা সুবিচার পাইতেছে কিনা, তাহা দেখিবার ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টের আছে। বিবাদ বিসম্বাদ মীমাংসা করিবার ও বিরোধের সিদ্ধান্ত বিবদমান দলগুলির উপর চাপাইবার ক্ষমতাও গভর্ণমেণ্টের আছে। সুতরাং ধর্ম্মঘটের কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। উহাতে নিয়োগকর্ত্তা ও শ্রমিক উভয়েরই কেবল অনাবশ্যকভাবে ক্লেশ ও ক্ষতি বৃদ্ধি পায় এবং যুদ্ধপ্রচেষ্টা ব্যাহত হয়। শ্রমিক কমিশনারের দ্বারা নিজেদের অভিযোগ যথোপযুক্তভাবে পরীক্ষা করিয়া দেওয়াইবার পূর্ব্বে কোন শ্রমিকই ধর্ম্মঘট করিতে পারিবে না। ধর্ম্মঘট করিবার পূর্ব্বে মীমাংসার সমস্ত সম্ভাব্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। যতদিন পারা যায় এই সব ক্ষমতা ব্যবহার করিতে গভর্ণমেণ্ট অনিচ্ছুক; কিন্তু যদি যুদ্ধপ্রচেষ্টার ব্যাঘাতকারী এইরূপ ধর্ম্মঘট চলিতে থাকে, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট ধর্ম্মঘটের

[শেষ কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

[২য় কলমের শেষাংশ]

জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন।

অতএব শ্রমিকগণকে তাহাদের অভিযোগ ও বিক্ষোভ আইনসঙ্গত উপায়ে কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিবার জন্য এবং ভারতরক্ষা আইন ও সরকারী কার্য্য সংরক্ষণ অর্ডিনান্সের বিরোধী কোনও কার্য্যপন্থা অবলম্বন করতঃ যুদ্ধপ্রচেষ্টার জন্য বেশী উৎপাদনের ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের চেষ্টাকে বাধা প্রদান না করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করা যাইতেছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১৫ই জুন—১৯৪২

ভারতের ইস্পাৎ ও লৌহ-শিল্প

ভারতে বর্তমানে যে পরিমাণ ইস্পাৎ তৈরী হইতেছে, প্রতি বর্ষে তাহাপেক্ষা আরো ৩০০,০০০ টন বেশী পরিমাণ ইস্পাৎ উৎপাদনের এক পরিকল্পনায় গভর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া এক ঘোষণায় সম্প্রতি বলা হইয়াছে।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্তমানে কার্য্যরত একটি কারখানায় ইস্পাতের তাল প্রতি বর্ষে ৪০০,০০০ টন করিয়া বেশী উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারতে কাঁচা লোহার পরিমাণ যথেষ্ট; কাজেই ইস্পাৎ তৈরীর জন্য যে অতিরিক্ত পরিমাণ কাঁচা লোহা দরকার হইবে, তজ্জন্য কোন অসুবিধাই হইবে না।

যে প্রতিষ্ঠানটি এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার ভার নিয়াছে, তাহা এই সম্পর্কিত সমস্ত ব্যয়ভারও বহন করিবে। অনুমান ৬৭৲ লক্ষ টাকা এই জন্য মূলধন হিসাবে নিয়োগ করিতে হইবে।

পরিকল্পনাটিকে কার্য্যকরী করার জন্য যেসব কলকব্জা বিদেশ হইতে আনিতে হইবে, তাহা আমদানীর ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করা হইয়াছে এবং যাহাতে যথাসম্ভব শীঘ্র পরিকল্পনাটিকে কার্য্যকরী করা যায়, তাহারই চেষ্টা পাওয়া হইতেছে।

অনুমান করা যাইতেছে যে, যখন এই পরিকল্পনাটি কার্য্যকরী হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পরিকল্পনাও সফলভাবে কাজ করিতে থাকিবে, তখন ভারতে ইস্পাৎ তৈরীর পরিমাণ শান্তির সময়ের দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইবে।

টীনের পাতের পরিবর্তে দেশী কোন জিনিষ ব্যবহার করা যায় কিনা (বিশেষতঃ অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুতের কারখানা-সমূহে), তৎসম্বন্ধে সরকারী সরবরাহ বিভাগের অস্ত্র-নির্ম্মাণ শাখার ডিরেক্টরগণ বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন।

সম্প্রতি এই সম্পর্কে যে গবেষণা করা হইয়াছে, তাহার ফলে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, পাটের আঁশের সঙ্গে লাক্ষা মিশাইয়া তাহা দ্বারা গোলার কার্তুজের খোলা তৈরী করা হইবে। ইতিপূর্ব্বে টীনের পাত দ্বারা এই সব খোলা তৈরী হইত। এদেশে পাট ও লাক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। কাজেই আশা করা যায়, টীনের পরিবর্তে লাক্ষামিশ্রিত পাটের আঁশের ব্যবহার ভবিষ্যতে যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে।

যেসব ক্ষেত্রে টীনের পরিবর্তে কোন ধাতু ব্যবহার করা একান্ত অপরিহার্য্য হইবে, সেসব ক্ষেত্রে "টার্ণ" পাত বা বার্ণিশ করা কালো পাত ব্যবহার করা যাইবে। লোহা বা ইস্পাতের পাতের উপর শতকরা ১৫ ভাগ টিন-মিশ্রিত শীশার কলাইকরা পাতকেই "টার্ণের" পাত বলা হয়। কালো পাত হইতেছে লোহার তৈরী।

কলিকাতার যন্ত্রপাতি তৈরীর একটি কারখানার ম্যানেজার সম্প্রতি নূতন ধরণের এক প্রকার যন্ত্র তৈরী করিয়াছেন। ইহা হইতেছে নূতন ধরণের এক প্রকার রাঁদা—যাহা অতি অল্প সময়ে তৈরী করা যায় এবং যাহা নানা কাজে ব্যবহার করা যাইবে। এই যন্ত্রটির আর এক বৈশিষ্ট্য হইতেছে অনভিজ্ঞ লোকেও অতি সহজে ইহা ব্যবহার করিতে পারিবে। আশা করা যায় যে, এই যন্ত্রটি শীঘ্রই সমগ্র ভারতবর্ষে ও অন্যান্য দেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইবে। আমেরিকান টেকনিক্যাল মিশনের সদস্যগণ এই যন্ত্রটি দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

সংবাদপত্রের ভিত্তিহীন অভিযোগ

নিম্নোক্ত মর্ম্মে এক সরকারী প্রেস-নোট প্রচারিত হইয়াছে:—

"কলিকাতার কোনও একখানা সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে এক অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছিল যে, প্রচার বিভাগের কোন কোন অফিসার বদলী হওয়ায় এবং উক্ত বিভাগের হিন্দু হেড এসিষ্ট্যাণ্টকে প্রচার বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর (শাসন সম্পর্কিত) পদে নিযুক্ত করায় উক্ত বিভাগে মোস্লেম স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হইবে যে, এই সব অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন:—

"ইহা সকলেরই নিশ্চয় মনে আছে যে, প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ আলতাফ্ হোসেন ও সহকারী ডিরেক্টর (শাসন সম্পর্কিত) মিঃ আব্দুল ওয়াদুদকে শাসন সম্পর্কিত কারণেই উক্ত বিভাগ হইতে বদলী করা হইয়াছিল। রাজনৈতিক মতবাদের জন্য তাঁহাদিগকে বদলী হইতে হইয়াছে, এই অভিযোগ সত্য নহে।

"মিঃ আব্দুল ওয়াদুদের স্থলে লোক নিয়োগ সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, চীফ্ সেক্রেটারী ব্যতীত (যিনি প্রচার বিভাগেরও সেক্রেটারী) প্রচার বিভাগে মোট ৩ জন গেজেটেড অফিসার রহিয়াছেন। তাঁহারা হইতেছেন—ডিরেক্টর অব্ পাব্লিক ইন্‌ফরমেশন্, এসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর অব্ পাব্লিক ইন্‌ফরমেশন্ (প্রচার সম্পর্কিত) এবং এসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর অব্ পাব্লিক ইন্‌ফরমেশন্ (শাসন-সম্পর্কিত)। প্রথমোক্ত পদটিতে একজন মুসলমান ও দ্বিতীয় পদে একজন হিন্দু নিযুক্ত আছেন বিধায়, চাকুরীতে সাম্প্রদায়িক অনুপাত রক্ষার নিয়মানুযায়ী ৩য় পদটি পালাক্রমে একজন মুসলমান ও একজন হিন্দু দ্বারা পূর্ণ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

"বর্ত্তমান এসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর অব্ পাব্লিক ইন্‌ফরমেশনের (শাসন সম্পর্কিত) শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্বন্ধে বলা চলে যে, তিনি মাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পাশ, ইহা সত্য নহে। এসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর অব্ পাব্লিক ইন্‌ফরমেশন্ (শাসন সম্পর্কিত) এই পদটি সেক্রেটারিয়েট বিভাগ-সমূহের রেজিষ্ট্রারের পদের অনুরূপ। রেজিষ্ট্রার পদে লোক নিয়োগের যে নিয়ম রহিয়াছে, তদনুসারে সেক্রেটারিয়েটের আপার ডিভিশন কেরাণীগণেরও এই পদে নিযুক্ত হওয়ার বিধান রহিয়াছে। বর্ত্তমান পদাধিকারী বিশেষ যোগ্যতা সহকারে বহু বৎসর যাবত আপার ডিভিশন শ্রেণীর কেরাণী ও এই বিভাগের হেড-এসিষ্ট্যাণ্ট'এর কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। কাজেই সহকারী ডিরেক্টর (শাসন সম্পর্কিত) পদে তাঁহার পদোন্নতিতে কোন বাধাই থাকিতে পারে না। হেড-এসিষ্ট্যাণ্ট পদ হইতে প্রমোশন দিয়া এই শ্রেণীর বহু পদে ইতিপূর্ব্বেও লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে, এরূপ নজীর বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ও যোগ্যতা দৃষ্টেই মিঃ আলতাফ হোসেন এখান হইতে যাওয়ার পূর্ব্বে বর্ত্তমান পদাধিকারীকে এই পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করিয়া গিয়াছিলেন।

"আপার ডিভিশন শ্রেণীর দুইটি খালি পদে হিন্দুকে নিযুক্ত করা হইয়াছে—এই অভিযোগের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, হেড-এসিষ্ট্যাণ্ট মহাশয় এসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর পদে কাজ করার জন্য উন্নীত হওয়ায় আপার ডিভিশন কেরাণীর একটি মাত্র পদ খালি হইয়াছিল। লোয়ার ডিভিশন কেরাণীদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে সিনিয়র (তিনি একজন হিন্দু) এবং যিনি ইতিপূর্ব্বেও আপার ডিভিশনের কেরাণী পদে অস্থায়ীভাবে কাজ করিয়াছেন—বর্ত্তমানেও স্বাভাবিকভাবেই তাঁহাকে খালি পদে উন্নীত করা হইয়াছে। অভিযোগে অন্য যে একটি খালি পদের কথা উল্লেখিত হইয়াছে, তাহা একজন কেরাণী ছুটিতে যাওয়ায়ই অস্থায়ীভাবে শূন্য হইয়াছে এবং এই অস্থায়ী শূন্য পদে এ-যাবত কোন লোককে নিযুক্ত করা হয় নাই।

"অভিযোগে উল্লেখিত সাময়িক খালি হওয়ার পূর্ব্বে প্রচার বিভাগের মোট ৮টি আপার ডিভিশন কেরাণী পদের মধ্যে ৫টি পদে মুসলমান এবং ৩টি পদে হিন্দু (বর্ণ-হিন্দু ও তফসিলভুক্ত সমাজ) নিযুক্ত ছিল। বর্ত্তমানেও এই পদগুলির সাম্প্রদায়িক অনুপাত পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে।

"ছুটি উপভোগ করার বিষয়ে মুসলমানদের অসুবিধার কথাও অভিযোগে উল্লেখিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমান জরুরী অবস্থায় গেজেটেড ছুটিগুলি পূর্ব্ববৎ যথানিয়মে পালন করা হইবে না বলিয়া গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন। কাজেই সকল সমাজের ছুটিই যথাসম্ভব কমান হইয়াছে। বিশেষতঃ প্রচার বিভাগের সকল ছুটী ডিরেক্টর অব্ পাব্লিক ইন্‌ফরমেশনের আদেশ অনুযায়ী মঞ্জুর হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা মোটেই সত্য নহে যে, কেবল বাছিয়া বাছিয়া মুসলমানদের ছুটীই কমান হইয়াছে এবং ইহাও সত্য নহে যে, উক্ত বিভাগের হিন্দু অফিসারদের জন্যই এরূপ হইয়াছে।"

বহরমপুর জেলের হাঙ্গামা

গত ১৯শে মে তারিখে সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় বহরমপুর স্পেশাল জেলে একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যাহা শেষে দাঙ্গারূপ পরিগ্রহণ করে। এই জেলে ১,০০০ জনের উপর অপরাধ প্রবণ নিরাপত্তা বন্দীকে আটক রাখা হইয়াছে। কয়েদীরা তাহাদের খাদ্যভোজন খাইতে এবং জেলের নিয়ম কানুন মানিতে অস্বীকার করে। জেলের সুপারিন্টেন্‌ডেণ্ট তাঁহার কর্ম্মচারিগণসহ কয়েদীদিগকে প্রকৃত অবস্থা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কয়েদীরা তাঁহার কথা শুনিতে অস্বীকার করে এবং তাঁহাকে ও তাঁহার লোকজনকে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে। ফলে সুপারিন্টেনডেণ্ট আহত হন এবং ব্যাপারটা একটা দাঙ্গায় পরিণত হয়। সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পুলিশ সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট পুলিশ লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। উপদ্রব দমন করিবার উদ্দেশ্যে পুলিশ সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন। অবস্থা শীঘ্রই আয়ত্তাধীনে আনা হয় এবং গুলী বর্ষণ বন্ধ করা হয়।

এই গোলমালের ফলে জেলের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট, জেইলর এবং ৮ জন অন্যান্য জেল কর্ম্মচারী ও ৬ জন পুলিশ কর্ম্মচারী গুরুতরভাবে জখম হন। দাঙ্গাকারীদের ২ জন নিহত ও আর একজন হাসপাতালে মারা যায়। আহতদের মোট সংখ্যা ১০০ জন। যথোপযুক্ত ডাক্তারী সাহায্যের জন্য আহতদের হাসপাতালে প্রেরণের জন্য ব্যবস্থা করা হয়। ব্যাপারটি সম্বন্ধে তদারক করা হইতেছে। যথা সময়ে আর একটা ইস্তাহার বাহির করা হইবে।

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই দাঙ্গায় সংশ্লিষ্ট কয়েদীগণ বিশিষ্ট নিরাপত্তা কয়েদী অর্থাৎ ভীষণ পেশাদার অপরাধ প্রবণ শ্রেণীর কয়েদী। বর্ত্তমান সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে জনসাধারণের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ইহাদের গ্রেপ্তার ও আটক অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল।

গত ২০শে মে পাঁজিয়া রাজুবালা অবৈতনিক বিদ্যালয়ের হাট-প্রাঙ্গণে যশোহর জেলা বোর্ডের অন্যতম সভ্য ও স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বাবু কালীপদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক জনসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বনগ্রাম থানার জুট রেগুলেশনের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইন্সপেক্টর মৌলভী শামসুদ্দিন ঐ অধিবেশনে যোগদান করতঃ প্রায় ঘণ্টাধিককাল বক্তৃতা করিয়া কৃষকগণকে পাট চাষ কমাইয়া খাদ্য শস্যের চাষ বৃদ্ধি করিতে উৎসাহিত করেন এবং যুদ্ধজনিত যে পরিস্থিতি উদ্ভূত হওয়ার ফলে ইহা একান্ত অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহার কারণও বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। এতদ্ভিন্ন খাদ্য শস্যের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও সরকারী বীজসংগ্রহের সহজতর ব্যবস্থা সম্পর্কেও তিনি বিস্তৃত আলোচনা করায় সকলেই বিশেষ উপকৃত ও আনন্দলাভ করে।

পল্লী অঞ্চলের ঋণ-সমস্যার সমাধান

বিভিন্ন সালিশী বোর্ডের উল্লেখযোগ্য কার্য্যাবলী

জেলা—রাজশাহী

রামরূপ-খাজুরা ঋণ-সালিশী বোর্ড

১৯৪০ সালের ৩৬নং মামলায় খাতক কিরন মণ্ডল গত ১৩৩৭ (বাংলা) সালে ৩১৲ টাকা, ১৩৩৪ সালে ২০০৲ টাকা বর্গেজী দলিলবলে ঋণ গ্রহণ করে। পরিশেষে ১৩৪০ সালে ১৯৬৲ টাকা ধার লইয়া মহাজন সত্যেন্দ্র নাথ রায়কে ২·৪১ একর জমি কবালা করিয়া দেয়। বোর্ডের সম্মুখে খাতক বলে যে, কবালা আসলে বর্গেজীর চুক্তিমত বিক্রয়ের কথা ছিল। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ৪৫৫৲ টাকা বলিয়া নির্দ্ধারণ করে এবং নগদ ১৫০৲ টাকার মীমাংসা করে। সম্পত্তি খাতককে প্রত্যার্পণ করা হয়।

ইসবপুর ঋণ-সালিশী বোর্ড

গত ১৩৩৬ সালে খাতক ইয়াকুব মণ্ডল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক হইতে ১০০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। বোর্ড সুদ সহ ঋণের পরিমাণ ২০০৲ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করে। খাতকের আর্থিক দুরবস্থার কথা চিন্তা করিয়া এবং বোর্ডের অনুরোধে ব্যাঙ্ক ১৯৲ টাকা নগদ লইয়া খাতককে ঋণ মুক্ত করে।

চৌগাপুর ঋণ-সালিশী বোর্ড

১৯৪১ সালের ৪৯/৯নং মামলায় খাতক রাজশাহী পিপলস্ ব্যাঙ্ক, নর্থ বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক, দি পাবনা-মণ্ডলী ব্যাঙ্ক, লালগোলা রাজ ওয়ার্ড এষ্টেট এবং আরও অন্যান্য স্থান হইতে ঋণ গ্রহণ করে। ঋণের দাবীর পরিমাণ ৯,২৭২৲ টাকা বলিয়া নির্দ্ধারিত হয় এবং পরে ৬,০৪০৲ টাকার মীমাংসা হয় এ সম্পর্কে কালেক্টরের অনুমতি পাওয়া যায়। স্থির হয় যে বিশটি বার্ষিক কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।

জেলা—মেদিনীপুর

সদর স্পেশ্যাল ঋণ-সালিশী বোর্ড (তমলুক)

১৯৩৯ সালের ৭২/১২নং মামলায় শ্যামসুন্দরপুর সমবায় সমিতিতে একটি বর্গেজী দলিল বলে ২০৮৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু খাতক শশীভূষণ পাত্র অত্যন্ত দরিদ্র বলিয়া সমিতি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ঋণের দায় হইতে মুক্তি দিয়াছে।

১৯৪১ সালের ৫/১নং মামলায় কো-অপারেটিভ্ সোসাইটির নিকট ১২৩৸৵৫ পাওনা ছিল। কিন্তু খাতক অত্যন্ত দরিদ্র বলিয়া দলধুরিয়া সমবায় সমিতি তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ঋণ-মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

জেলা—যশোহর

শ্রীকোল ঋণ-সালিশী বোর্ড।

১৯৪১ সালের ১২৯/৫নং মামলায় খাতক হীরালাল বিশ্বাসের নিকট মহাজন কণীন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী এবং আরও পাঁচ জন ২২৮৲ টাকা দাবী করে। বোর্ড খাতকের ঋণের পরিমাণ ২২৬৲ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করে। খাতকের দুরবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া মহাজনগণ ৭১৲ টাকায় মীমাংসা করিয়া লয় এবং পাঁচটি বার্ষিক কিস্তিতে খাতক ঋণ পরিশোধ করিবে, এই প্রস্তাবে রাজী হয়।

জেলা—বর্দ্ধমান

বামুনড়া গ্রাম ঋণ-সালিশী বোর্ড

১৯৪১ সালের ১৭নং মামলায় খাতক চৌধুরী নজলার রহমান (১) বাবু সত্য চরণ ঘোষাল (২) বাবু গণপতি ঘোষাল এবং (৩) বাবু যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় এই তিন জনের কাছে ঋণ গ্রহণ করে। এই ঋণের পরিমাণ যথাক্রমে ১,৪০০৲, ৫৩৬৲ এবং ৭৮৬৲ টাকা। বোর্ড মহাজনগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া ঋণের পরিমাণ যথাক্রমে ৫০০৲, ২৬৭৲ এবং ২৬৩৲ টাকা ধার্য্য করে এবং উক্ত অর্থ নগদ প্রদত্ত হয়। এইভাবে খাতক তাহার সমস্ত ঋণ হইতে অব্যাহতি লাভ করে।

ঋণের পরিমাণ ছিল ২৭০৪ টাকা, মহাজনগণ দাবী করে ২,৮৬৬৲ টাকা এবং মাত্র ১,০১০৲ টাকা প্রদান করিয়া খাতক সম্পূর্ণরূপে ঋণ মুক্ত হয়।

খাজেরগ্রাম ঋণ-সালিশী বোর্ড

১৯৪১ সালের ৭০নং মামলায় খাতক আরশেদ শেখ মহাজন নিরঞ্জন ঘোষের নিকট হইতে বাংলা ১৩৩৩ সনে ১২৫৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। বর্গেজ বণ্ডের বলে এই ঋণ গ্রহণ করা হয়। মহাজন ১৯৮৲ টাকা দাবী করে। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ১৯০৲ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করে এবং মাত্র ৬০৲ টাকায় মীমাংসা হয়। বারটি সমতুল্য বার্ষিক কিস্তিতে এই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।

পিড়িয়া ঋণ-সালিশী বোর্ড

১৯৪০ সালের ৫।১২নং মামলায় খাতক রামচন্দ্র মণ্ডল মহাজন হৃষিকেশ ঘোষের নিকট হইতে গত ১৩৩৫ সনে একটি হাতচিঠা দিয়া ৭৫৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে; মহাজন ১৭৫৲ টাকার সিভিল কোর্ট ডিক্রী লাভ করে। তৎপর খাতক মাত্র ১৫৲ টাকা প্রদান করে। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ১৬০৲ টাকা বলিয়া ধার্য্য করে এবং ৬০৲ টাকার মীমাংসা হয়। বারটি সমপরিমাণ কিস্তিতে উক্ত অর্থ শোধ করিতে হইবে।

১৯৪১ সালের ৪৪।৮নং মামলায় খাতক কামাখ্যা ব্যানার্জি মৌঃ মিশ্রীর নিকট হইতে কিছু টাকা ধার করে। ঋণের আসলের পরিমাণ ১১৪৲ এবং সুদের পরিমাণ ১১৪৲ টাকা বলিয়া ধার্য্য হয়। কিন্তু মহাজন কয়েক বৎসর খাতকের জমি ভোগদখল করিয়াছে বলিয়া বোর্ড স্থির করে যে, আর কোন ঋণ নাই এবং খাতকের জমি তাহাকে প্রত্যার্পণ করা হয়।

জেলা—পাবনা

একদন্ত ঋণ-সালিশী বোর্ড

১৯৪১ সালের ১৫৫নং মামলায় রেজিষ্টীকৃত বন্ধকী দলিল বলে ঋণ মীমাংসার দিন ঋণের পরিমাণ ছিল ৩৫৭৷৶০; খাতকের সমস্ত জমি (১৩·২৩ একর) এই ঋণের জন্য বর্গেজ ছিল। যদিও গত ১৩৪০ সালে (বাংলা) এই দলিল সম্পাদন হইয়াছে, কিন্তু খাতক-গণ এ পর্য্যন্ত মাত্র ১০৲ টাকা ওয়াশীল দিয়াছে। বোর্ডের বিশেষ অনুরোধে মহাজন মাত্র ৯০৲ টাকা নগদ গ্রহণ করিয়া খাতককে ঋণমুক্ত করিতে সম্মত হয়। খাতক বোর্ডের সম্মুখে উক্ত অর্থ নগদ প্রদান করিয়া ঋণমুক্ত হয়।

মহামান্যা সম্রাজ্ঞীর মহানুভবতা

বিচ্ছিন্ন পরিবারে অভাবনীয়ভাবে মিলন

এক জন স্ত্রী ও মাতার সাময়িক চিন্তাশীলতায় যুদ্ধের ফলে বিচ্ছিন্ন একটি পরিবার যেভাবে পুনরায় একত্রিত হইয়াছে, দুই বৎসরের চেষ্টাও তাহা সম্ভবপর হয় না। এই স্ত্রী ও মাতা স্বয়ং সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ।

জেভিড নামে এক পোলাণ্ড দেশবাসী আশ্রয়প্রার্থী যখন তাহার তিন মাসের শিশু-সন্তানের জন্য দুধের সন্ধান করিতেছিল, তখন পারাপারের শেষ নৌকা তাহার ইংরাজ স্ত্রী বেকি এবং শিশুকন্যা হেলেনকে ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া আশ্রয় প্রদান করে।

এই ক্ষুদ্র পরিবার এণ্টোয়ার্পে বাস করিত; কিন্তু জার্ম্মাণগণ যখন বেলজিয়ামের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, তখন তাহারা ফ্রান্সেতে চলিয়া আসে। জেভিড্ তাহাদের অনুসরণ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু সে পরে কোন প্রকারে স্বাধীন ফ্রান্সে চলিয়া আসিতে সমর্থ হয়। তিনি কর্ত্তৃপক্ষ বৃটেনে প্রবেশ করিবার কোন অনুমতিপত্র না পাইলে কিছুতেই ছাড়িয়া দিবে না এবং বেকি এইজন্য দুই বৎসর ব্যাপী বৃথা পরিশ্রম করে।

হতাশ হইয়া বেকি রাণীর নিকট একখানি পত্র লেখে এবং তিন দিনের মধ্যেই সহানুভূতিসম্পন্ন জবাব পায় যে, এ সম্পর্কে যাহা করা সম্ভব রাণী সে দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন।

তৎপর বেকি বাকিংহাম রাজপ্রসাদ হইতে এই মর্ম্মে একখানি চিঠি পায় যে, হোম সেক্রেটারী তাঁহার পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এবং ভিসিতে অবস্থিত জেভিড্কে লণ্ডন হইতে এই মর্ম্মে জ্ঞাত করা হইয়াছে যে, অনুমতিপত্র ইতিমধ্যে প্রেরিত হইয়াছে।

বেকি রাণীকে এই মর্ম্মে পত্র প্রেরণ করিয়াছে—"আনন্দাশ্রু লইয়া আমি আপনার নিকট এই চিঠি লিখিতেছি এবং আমি মহামান্যা সম্রাজ্ঞীর নিকট কিরূপ কৃতজ্ঞ তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিব না। আমি সকল সময় এই প্রার্থনাই করিব যে, আমি আজ যেরূপ আনন্দিত, আপনি ও আপনার সমগ্র পরিবার সেইরূপ খুশী হইবেন।"

মহামান্য বড়লাটের যুদ্ধ তহবিল হইতে গত ১০ই এপ্রিল পর্য্যন্ত ভারতে কয়েক দফা বড় রকমের দান প্রদান করা হইয়াছে; ইহার পরিমাণ ৯,৭৩,৬০০৲। আই-এ-এফ এর ডিফেন্স সার্ভিস পাইয়াছে ৬৯,৪০০৲, ডিফেন্স সার্ভিস পাইয়াছে ৫,১১,০০০৲, রেডক্রসের কেন্দ্রীয় যুদ্ধ কমিটি এবং সৈন্য এ্যাম্বুলেন্স পাইয়াছে ৪৩,০০০৲, সৈন্যদের সুখসুবিধার তহবিল ৯৬,০০০৲, ভারতে ক্রীত মোটর এ্যাম্বুলেন্সের দাম ১৪,০০০৲, ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স বেনাভোলেণ্ট ফাণ্ডকে ১০,০০০৲ দেওয়া হইয়াছে।

বিদেশে যে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে বিমান-ক্রয়ের জন্য প্রদত্ত ২৫,২৮০ পাউণ্ড উল্লেখযোগ্য। বৃটিশ অর্থ ভাণ্ডার পাইয়াছে ১০,৭০০ পাউণ্ড।

জাতিগঠন ও পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

বিভিন্ন জেলায় গঠনমূলক কার্য্যের অনুষ্ঠান

বরিশাল—

গত ৩রা মে বরিশাল জিলার গৌরনদী থানার অন্তর্গত ৭নং বাগধা ইউনিয়নের এলেকাধীন আমবেড়িয়া গ্রামে পল্লীমঙ্গল সমিতির ২য় বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সমিতির উদ্যোগে এবং স্থানীয় মধ্য-ইংরেজী স্কুলের ছাত্রবৃন্দের প্রচেষ্টায় অধিবেশনটী বেশ সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছিল। সভায় প্রায় ৮০০ শত লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। জুট রেগুলেশন বিভাগের এসিষ্টেণ্ট ইনস্পেক্টর বাবু সুরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি, কম, লাইসেন্সিং এসিষ্ট্যাণ্ট বাবু রমেশ চন্দ্র মণ্ডল এবং মৌলবী আবদুল ওহাব খাঁ সরকার বাহাদুরের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ এবং পল্লী-উন্নয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য উপস্থিত জনসাধারণকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। তাঁহারা ইহাও বুঝাইয়া দেন যে, বাঙ্গলার শত-করা নব্বুই জন লোকই পল্লীবাসী; সেই পল্লীর প্রকৃত কল্যাণই সমগ্র দেশের কল্যাণ এবং বর্ত্তমান যুদ্ধ-পরিস্থিতির জন্য জাপান ও রেঙ্গুন হইতে খাদ্যশস্য পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই; সুতরাং পাটের চাষ কমাইয়া খাদ্যশস্যের চাষ আবার বাড়ান একান্ত আবশ্যক।

অতঃপর সমিতির সেক্রেটারী মৌলবী আবদুল মালেক মিয়া সমিতির কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। সমিতি এ যাবৎ নিম্নলিখিত উন্নয়নের কার্য্যগুলি করিতে সক্ষম হইয়াছে:—

(১) বয়স্কদের শিক্ষার জন্য একটী নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক ১২০ জন বয়স্ক ব্যক্তির নিরক্ষরতা দূর করা হইয়াছে।

(২) একটী মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় ও একটী বালিকা বিদ্যালয় সমিতি কর্ত্তৃক গঠিত ও সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে।

(৩) পাঁচটী পুকুরের সংস্কার সাধন করা হইয়াছে।

(৪) পাঁচ একর পরিমিত বন জঙ্গল পরিষ্কার পূর্ব্বক শাক-সব্জীর চাষ করা হইয়াছে।

(৫) গ্রামের প্রায় সমস্ত ডোবা, নালা এবং পুকুরের কচুরীপানা ধ্বংস করা হইয়াছে।

(৬) ২টী পুল ও একটী রাস্তা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

(৭) ৫ খানা বাড়ী বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংগঠন করা হইয়াছে।

অতঃপর সেক্রেটারী সাহেব সমিতির উপকারিতা সম্বন্ধে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। সমিতির পরিচালিত মধ্য ইংরেজী স্কুলের হেড্ মাষ্টার মৌলবী মুজাফ্ফর আলী সাহেব বক্তৃতা প্রসঙ্গে গ্রামরক্ষী দল গঠনের উপকারিতা বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন।

দিনাজপুর—

দিনাজপুর জেলার হরিপুর থানার ৫নং হরিপুর ও ৬নং জাদুরিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, মেম্বারগণ, হরিপুর থানার স্যানিটারী ইন্সপেক্টার, পাট নিয়ন্ত্রণ বিভাগের অস্থায়ী ইন্সপেক্টার এবং ডাঃ [illegible] প্রমুখ [illegible] গ্রামবাসীর উদ্যোগে এবং কর্ম্মতৎপরতায় (১) বোদলা হইতে রামপুর হইয়া গড়ভবানীপুর রাস্তা এবং (২) মশানদী হইতে পশ্চিমে ভোমরা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড রাস্তা পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রায় ৩।৪ মাইল রাস্তার নির্ম্মাণ কার্য্য গত চৈত্র মাস হইতে পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। প্রতি-সপ্তাহের ২ দিন স্থানীয় ৫।৬ খানা গ্রামের প্রায় ২৫০ শত অধিবাসীর সহযোগিতায় আশা করা যাইতেছে শীঘ্রই উল্লিখিত উভয় রাস্তার প্রয়োজনীয় অংশের নির্ম্মাণ এবং সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হইবে। এই রাস্তা নির্ম্মাণ কার্য্যের পদ্ধতি পরিদর্শন করিতে গিয়া ডি, এম্, বোর্ডের পেশাল অফিসার এবং পীরগঞ্জ থানার জুট বিভাগের ইন্সপেক্টার স্বহস্তে মাটি কাটিয়া রাস্তা নির্ম্মাণে সহযোগিতার আদর্শ দ্বারা গ্রামবাসীদের উৎসাহিত করিয়াছেন।

ঢাকা—

ঢাকা জিলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত টঙ্গিবাড়ী থানার এলাকাধীন সোনার টঙ্গিবাড়ী ইউনিয়নের সাচেন্দ্র, সোনারং, বেত্রাবতী, পুরাপাড়া, আমতলী, টঙ্গিবাড়ী ও বড়লীয়া অধিবাসিবৃন্দের এক মহতী সভা সোনারং হাইস্কুল প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বাবু জীতেন্দ্র নাথ বানার্জি, এম্, এ, (হেড্ মাষ্টার, সোনারং হাই স্কুল) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পাট নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রোপাগাণ্ডা এসিসটেণ্ট বাবু গোপাল চন্দ্র দত্ত রায় ও এসিষ্টেণ্ট ইন্সপেক্টর মৌলভী গোলাম রব্বানি সাহেব উক্ত সভায় দেশের বর্ত্তমান অবস্থা, গ্রাম্য রক্ষীবাহিনী গঠন ও খাদ্যশস্য বহুল পরিমাণে উৎপাদন করার কথা প্রাঞ্জল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন। ৯ জন সদস্য নিয়া গ্রাম্য রক্ষীবাহিনী গঠন করার জন্য একটী প্রাথমিক কমিটী গঠন করা হয়। উক্ত কমিটীর নির্দ্দেশ অনুযায়ী ২৪-৫-১৯৪২ তারিখে সোনারং টঙ্গিবাড়ী ইউনিয়নের প্রতি গ্রামে পল্লী রক্ষী বাহিনী গঠন করা হইয়াছে এবং সেই দিনই পল্লী-উন্নয়ন কমিটিও গঠন করা হয়।

নদীয়া—

জেলা নদীয়া, দৌলতপুর থানার ২৭নং সার্কেলের পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মৌলবী আরকান উদ্দীন মুন্সী সাহেবের ঐকান্তিক চেষ্টায় এতদঞ্চলের ৬টী ইউনিয়নে পল্লীর সংস্কারের যে পথ উন্মুক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। এ পর্য্যন্ত এই এলাকায় ৬৭টী সোসাইটী গঠিত ও ৯৪টী নৈশ বিদ্যালয় ১টী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টী বালিকা বিদ্যালয়, ও ১টী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটের দিনেও প্রচারকার্য্যের ফলে দুঃস্থ পল্লীবাসী মুষ্টিভিক্ষা প্রদান করিতেছে এবং তদ্দ্বারা প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়মিত পরিচালিত হইতেছে। তাছাড়া আরও একটী বিরাট কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। কারাকপুর হইতে কেয়োমারি পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত রাস্তা বহুকাল হইতে জীর্ণ বিস্থায় পড়িয়া থাকায় পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটী গ্রামের জনসাধারণ ভীষণ অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছিল। মিঃ মুন্সীর উদ্যোগে ও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ডাঃ আজিজুল ইসলাম, মুঃ আনছারুল হক, মোকছেদালী ও মফেনুদ্দীন মণ্ডল প্রভৃতির সহযোগিতায় কারাকপুর, সালিমপুর, তারাগুনিয়া, মোগলবাড়ীয়া ও গঙ্গানারায়ণপুর গ্রামের ৫০।৬০ জন লোক গত ১৩ই এপ্রিল হইতে এই রাস্তাটি সংস্কারের জন্য প্রত্যহ নিয়মিত খাটিতেছে। এযাবৎ ২৫০৲ টাকার কাজ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

বাঙলা প্রদেশে মৎস্য-চাষ বিভাগ, যাহা ব্যয়সঙ্কোচের জন্য ১৯২৩ সনে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা আবার পুনর্জীবিত করা হইয়াছে এবং [illegible] ডাঃ [illegible], ডি-এস্‌সি, মৎস্য-চাষ বিভাগের ডিরেক্টার নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি ২৬শে মে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার অফিসের ঠিকানা ১নং সেণ্ডার্স ষ্ট্রীট, বালীগঞ্জ, কলিকাতা।

[শেষ কলমের শেষ]

কি অবস্থা হইত, সে কথা তিনি [illegible] হৃদয়ঙ্গম করিতে অনুরোধ করেন।

[illegible] কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, [illegible] শতকের [illegible] সঙ্গে [illegible] হইয়া গিয়াছে। [illegible] যুদ্ধে ভারতবর্ষ যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল এবং চীনকে সর্ব্ব প্রকারে যেভাবে সাহায্য প্রদান করিয়াছিল, তজ্জন্য তিনি ভারতবর্ষকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করেন। [illegible] নিস্ফল [illegible] নাই।

ভারত ও চীনের মধ্যে সম্প্রীতি-বন্ধন

বর্ত্তমান সময়ে দৃঢ়তর হইয়াছে

ভারতের চীনা কমিশনার মিঃ শেন শী হুয়া গত ২৯শে এপ্রিল তাঁহার নয়াদিল্লীর বাসভবনে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বিশদভাবে বুঝাইয়া বলেন যে, তাঁহার ভারতে আসার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে চীনদেশে ভারতীয় এজেণ্ট জেনারেল স্যার মহম্মদ জাফরউল্লা খানের অনুরূপ। মার্শাল চিয়াং কাইশেকের ভারতভ্রমণকালে ভারত ও চীনদেশের মধ্যে প্রতিনিধি আদান-প্রদানের প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষে চীনদেশের সর্ব্বপ্রথম কমিশনার নিযুক্ত হওয়ায় তিনি বিশেষরূপে আনন্দিত হইয়াছেন।

তিনি বলেন যে, ভারত ও চীনদেশের মধ্যে প্রতিনিধি আদান-প্রদানের ফলে উভয়ের সম্বন্ধের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কারণ উভয় দেশই আজ একই আদর্শ ও উদ্দেশ্যের নিমিত্ত সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একই শত্রুর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে।

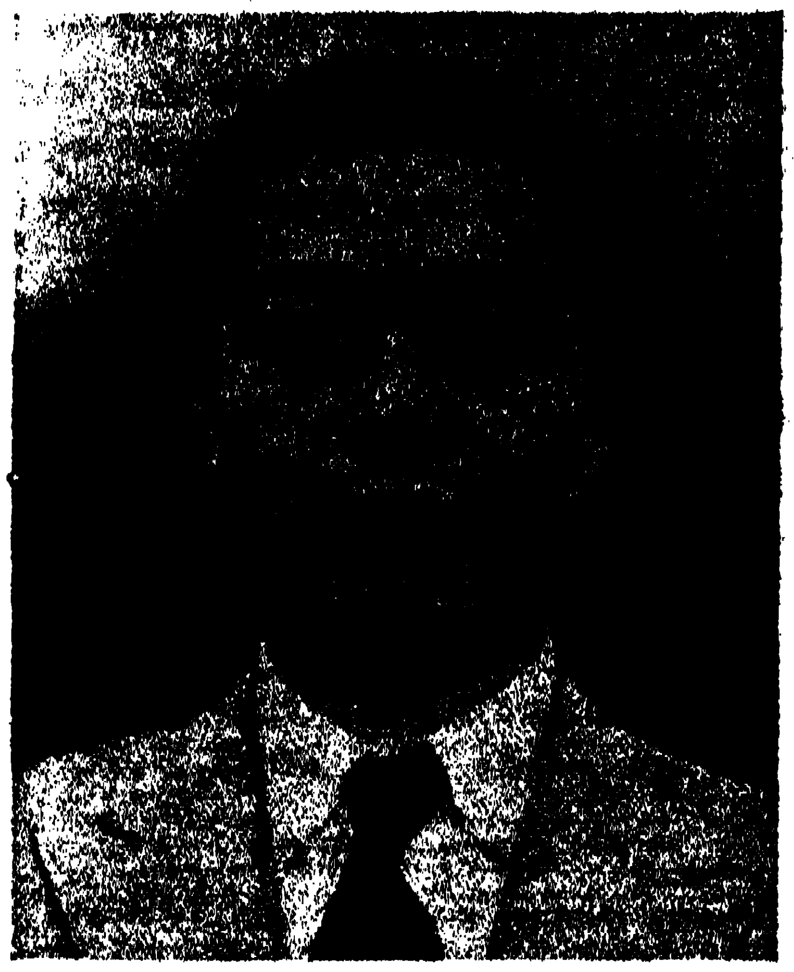

(মিঃ শেন্ শী হুয়া)

চীনদেশীয় জাতীয় বিমানপথ দ্বারা চীন আজ ভারতের সহিত সংযুক্ত। এই ব্যবস্থায় সপ্তাহে তিনবার করিয়া সার্ভিস চলে। অদূর ভবিষ্যতে যখন ইন্দো-চীনের রাস্তা শেষ হইবে এবং হিমালয় আর দুইটি মহাদেশের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করিবেনা, তখন আমাদের স্বপ্ন পরিপূর্ণতা লাভ করিবে। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যুদ্ধ-পরবর্ত্তী কালের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এই নূতন ভারত-চীন পথ উভয় দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কার্য্য সম্পাদন করিবে।

যুদ্ধ সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া মিঃ শেন শী হুয়া বলেন যে, চীন কেবল মাত্র নিজের মুক্তির জন্য অত্যাচারী জাপানের সহিত যুঝিতেছে না, পরন্তু সমস্ত মানবজাতির মুক্তি কামনা করিয়াই তাহার এই সংগ্রাম। তিনি আরও বলেন যে, এই যুদ্ধে চীনদেশ তাহার যথাযোগ্য কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছে।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, ভারতের ন্যায় চীনও শান্তিপ্রিয় দেশ; কিন্তু জনগণের শান্তিপূর্ণ গৃহকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই তাহাদিগকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছে। তাহাদের যুদ্ধরত দলগুলির সংখ্যা দ্বিগুণ করা হইয়াছে এবং জাপানের সহিত তুলনা করিলে তাহার যুদ্ধের সাজসজ্জায় অনেক নিকৃষ্ট শ্রেণীর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে বটে; কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র সম্পর্কে তাহার স্বার্থত্যাগ ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শেষ পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই তাহাকে জয়যুক্ত করিবে। চীন কখনই অস্ত্র পরিত্যাগ করিবে না।

তিনি বলেন, বর্ত্তমান যুদ্ধে দুই লক্ষ জাপানী সৈন্য মারা গিয়াছে এবং আরও এক লক্ষ সৈন্য চীনদেশের কবলগত আছে। যদি চীনদেশ অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হইত এবং সমভাবে যুঝিয়া না চলিত, তবে

[২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

বিমান-আক্রমণ ও নাগরিকদের কর্ত্তব্য

আক্রমণের পরে জনগণকে সাহায্যের ব্যবস্থা

[এস, ভুকার, আই-সি-এস, লিখিত]

সাধারণ লোকের নিকট সিভিল ডিফেন্স বা জনরক্ষা বলিতে শুধু এ-আর-পি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগগুলিই বুঝায়। এ-আর-পি জনরক্ষারই একটি বিভাগ বটে, কিন্তু ইহার সহিত সম্বন্ধহীন বহু সমস্যাও জনরক্ষা প্রতিষ্ঠানের চিন্তনীয় বিষয়।

বিমান-আক্রমণের ফলে যাহাতে কাহারও কোন ক্ষতি না হয় বা ক্ষতির পরিমাণ অল্প হয়, তাহার চেষ্টা করাই এ-আর-পি প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক কর্ত্তব্য। ইহার কয়েকটি বিভাগের কথা আলোচনা করিলেই এই কথা উপলব্ধি করা যাইবে। বিমান আক্রমণের পর ঘটনাস্থলেই আহতদের চিকিৎসা করা প্রাথমিক চিকিৎসাকারী দলের কার্য্য। ভগ্নস্তূপের মধ্যে যাহারা চাপা পড়িবে, তাহাদের যত শীঘ্র সম্ভব বাহির করিয়া আনিবার জন্যই উদ্ধারকারী দলের এবং অগ্নিকাণ্ড যাহাতে ছড়াইয়া না পড়িতে পারে তাহার জন্য অগ্নিরক্ষাকারী দলের সৃষ্টি হইয়াছে। ঠিক সেইরূপ বিমান-আক্রমণের অব্যবহিত পরে, এই সকল বিভাগ যাহাতে অতি শীঘ্র কাজে লাগিয়া যাইতে পারে, তাহার জন্য বিভিন্ন সাহায্য-কেন্দ্রে সংবাদ প্রেরণার্থ সংবাদ-বাহী দল গঠিত হইয়াছে। জনরক্ষার কার্য্য কিন্তু এখানেই শেষ হইয়া যায় না। এ-আর-পি বিভাগ হয়ত অত্যন্ত ভালোভাবেই কার্য্য করিবে। কিন্তু সাহায্যের মাত্রা এ-আর-পির গণ্ডী ছাড়াইয়া আরও কিছু দূর অগ্রসর না হইলে এই বিভাগের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবে। সত্য কথা বলিতে কি, জনরক্ষার আয়োজন সম্পূর্ণ করিতে গেলে আক্রমণের পরে সাহায্য করিবার জন্য বহু প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন।

আমাদের বাঙলা দেশে এ-আর-পি বিভাগগুলি যেরূপ কার্য্যকুশল করিয়া গঠন করা হইয়াছে, আক্রমণের অব্যবহিত পরে যে সকল সাহায্য-প্রতিষ্ঠান কার্য্য করিবে, সেগুলির গঠনের দিকেও ঠিক সেইরূপ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ে ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙলা দেশই অগ্রণী হিসাবে বাঁশী বাজিবার এবং ক্ষতির পরিমাণ সঠিকভাবে জানা যাইবার পূর্ব্বে আহার ও আশ্রয় এই দুইটি চিন্তাই সর্ব্বাগ্রে মনের মধ্যে আসে। আমাদের রক্ষাকারী কামান, এ-আর-পি বিভাগ বা জঙ্গী-বিমানসমূহ যত শক্তিশালীই হউক না কেন, বিমান-আক্রমণের ফলে কিছু না কিছু ক্ষতি হইবেই। কাহারও কাহারও গৃহের অবস্থা এরূপ হইয়া পড়িবে যে, সেখানে রাত্রিবাস বা আহার্য্যরন্ধন করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। এই সকল লোকের কষ্ট-নিবারণের জন্য কলিকাতায় এবং অন্য যে সকল স্থানে বোমা পড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, সেই সকল স্থানে পাকশালা ও সাহায্যকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। আক্রমণের পরে পাকশালায় আহার্য্য রন্ধন করিয়া মোটর-লরীতে চাপাইয়া সাহায্যকেন্দ্রসমূহে লইয়া যাওয়া হইবে। সেখানে বিপন্নেরা আহার ও আশ্রয় দুই-ই পাইবে। কলিকাতায় এইরূপ সাতটি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে এবং প্রয়োজনমত আরও অধিকসংখ্যক কেন্দ্র খোলা হইবে। আক্রমণের পর যেখানেই আহার ও বাসস্থানের সন্ধানে বিপন্নদল একত্র হইবে, সেখানেই কোন খালি বাড়ী তৎক্ষণাৎ গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে গ্রহণ করা হইবে এবং পাকশালা হইতে সেই স্থানে আহার্য্য প্রেরণ করা হইবে। এই সকল স্থানে আহার্য্য বা আশ্রয় পাইতে হইলে স্থানীয় ওয়ার্ডেন, পুলিশের কর্ত্তৃপক্ষ বা প্রাথমিক চিকিৎসা-কেন্দ্র হইতে একটি টিকিট সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। অনেকে মনে করেন যে, বিমান-আক্রমণের পর যে কেহ এই সকল কেন্দ্রে বিনামূল্যে আহার্য্য পাইবে; কিন্তু ব্যাপারটি তাহা নহে। বিমান-আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত নরনারীই এই সকল স্থানে আহার ও আশ্রয় পাইবে। ওয়ার্ডেন, পুলিশ বা প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র হইতে যে টিকিট পাওয়া যাইবে, সেই টিকিট লইয়া আশ্রয়কেন্দ্রে প্রত্যেকে তিন দিন করিয়া বাস করিতে পারিবে। এই তিন দিনের মধ্যে কোন আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের বাড়ীতে বাস করার ব্যবস্থা করিয়া লইতে পারা যাইবে। বিশেষ ক্ষেত্রে তিন দিনের স্থলে সাত দিনও বাস করিতে দেওয়া হইবে। কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে বিমান-আক্রমণের পর এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্য করিবার সকল ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ হইয়াছে। পাকশালাগুলিতে রন্ধন করিবার জন্য লোকজন নিযুক্ত করা হইয়াছে; রাঁধিবার পাত্র এবং বহু লোকের পনর দিনের আহার্য্য এই সকল কেন্দ্রে সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, যে সকল স্থান সাহায্যকেন্দ্ররূপে ব্যবহার করিবার পরিকল্পনা রহিয়াছে, সেই সকল স্থানে বহু লোকের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং সেখানে নানাবিধ কর্ম্মচারীও নিযুক্ত করা হইয়াছে।

বোমা পড়িয়া গৃহের ক্ষতি না হইলেও, আক্রমণের পর আহার্য্য কিনিতে পাওয়া সত্যই বিশেষ সমস্যার কথা। বাজারে বোমা পড়িতে পারে, কিংবা বোমার ভয়ে ব্যাপারীরা তাহাদের সওদা লইয়া বাজারে নাও আসিতে পারে। ইহার জন্যই গত কয়েক মাস ধরিয়া গৃহস্থদের আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতে বলা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন বিমান-আক্রমণের পর শত্রু বিমান চলিয়া যাওয়ার সঙ্কেতের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে সকল দোকানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিক্রয় হয়, সেই দোকানগুলি খুলিতে হইবে—ভারত-রক্ষাবিধির এক অনুজ্ঞা দ্বারা গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণকে ইহা জানাইয়া দিয়াছেন। দোকানদারেরা যদি স্বেচ্ছায় দোকান না খুলে, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট জোর করিয়া ঐ দোকান খুলিয়া দিবেন। কলিকাতা এবং কারখানা অঞ্চল হইতে এই সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরাইয়া লইয়া যাওয়াও নিষিদ্ধ হইয়াছে। যদি কেহ সরাইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট এই সকল দ্রব্য ক্রোক করিয়া রাখিয়া দিবেন। কাজে কাজেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, বাজারে বোমা পড়িলেও সকলের প্রয়োজন অনুযায়ী নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষপত্রাদি যাহাতে পাওয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করা গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছা।

আহার ও আশ্রয়ের ব্যবস্থার পর আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কেহ আহত হইয়াছেন কি না, তাহা সন্ধান করার কথা স্বতঃই সাধারণের মনে জাগ্রত হইয়া উঠে। সংবাদ সরবরাহের জন্য প্রত্যেক থানারই ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং যত শীঘ্র সম্ভব সেখান হইতেই হতাহতের খবর পাওয়া যাইবে। ইহা ভিন্ন বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে একটি কেন্দ্রীয় জনরক্ষা সংবাদ সরবরাহ আফিস স্থাপিত হইয়াছে। এখানে সকল থানা হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া অনুসন্ধানকারীদিগকে বলা হইবে। আরও সহজ উপায়ে সঠিক সংবাদ বিস্তারের জন্য পাবলিক রিলেশনস্ কমিটির প্রচারকার্য্যের জন্য যে সকল মোটর-গাড়ী আছে, সেগুলি কর্ত্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া হইয়াছে। বিমান-আক্রমণের সংক্ষিপ্ত সরকারী বিবরণ এই সকল গাড়ী হইতে লাউড স্পীকার দ্বারা কলিকাতার ও কারখানা অঞ্চলে সর্ব্বত্র প্রচার করা হইবে।

[১১ পৃষ্ঠায় দেখুন]

পাঠকগণ অবগত আছেন—কয়েকদিন পূর্ব্বে জনরক্ষা-আন্দোলন সম্পর্কে কলিকাতায় ৪ দিন ব্যাপী বিবিধ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই আন্দোলনের উদ্বোধন-সভায় ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে এই ফটোগ্রাফ গৃহীত হইয়াছিল। সম্মুখের সারিতে ডান দিক হইতে ৩য় স্থানে জনরক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ সন্তোষকুমার বসুকে দেখা যাইতেছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

লিবিয়ায় জার্ম্মাণ-আক্রমণ প্রতিহত

আফ্রিকার রণাঙ্গন

রোমেলের পরিকল্পনা ব্যর্থ

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, জেনারেল রোমেলের স্যুয়েজ দখলের প্ল্যান বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে এবং মিত্রপক্ষের সৈন্যেরা নাইটস ব্রিজে পাঁচ দিনব্যাপী প্রচণ্ড ট্যাঙ্ক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে।

"দুর্দ্ধর্ষ" জার্ম্মাণ সেনাপতি এই প্রথম লড়াইতে এবং পরিকল্পনায় ব্যর্থকাম হইলেন। তবে এই লড়াই একেবারে শেষ হইয়াছে বলিয়া মনে করা সমীচীন নয়। এক্সিস সৈন্যেরা লড়াই করিতে স্পষ্টতঃ এখনও সমর্থ। কারণ, মিত্রপক্ষের মাইন ক্ষেত্রের পূর্ব্ব দিকে তাহাদের বহু ট্যাঙ্ক ও লরী এখনও রহিয়াছে এবং বৃটিশ মাইন ক্ষেত্রে এখনও ১৫ মাইল ফাঁক রহিয়াছে। এই ফাঁকে যে এক্সিস সাঁজোয়া সৈন্যেরা চলাচল করিতেছে, বৃটিশ বিমান বহর তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইতেছে।

পূর্ব্বদিকে জার্ম্মাণ বাহিনীর নূতন চাপ

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, বহু সংখ্যক এক্সিস সৈন্য মিত্রপক্ষের গাজালা—বীরহাকিম ব্যূহের পশ্চাতে পুনরায় পূর্ব্ব দিকে চাপ দিতেছে। মিত্রপক্ষের ব্যূহ এবং নাইটস ব্রিজ ও বীর এলুহারমাতের মিলনস্থলের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে। এক বৃটিশ সৈন্যদল এই অঞ্চলে এক্সিসের চাপ সহ্য করিতেছে। কিন্তু জেনারেল রোমেলের বাহিনী পশ্চিম দিক হইতে বৃটিশ সাঁজোয়া বাহিনী কর্ত্তৃক পর্য্যুদস্ত হইতেছে। এক্সিস সৈন্যদল সম্ভবতঃ আক্রমণমূলক পশ্চাদভাগ রক্ষার জন্য সংগ্রাম চালাইতেছে।

বৃটিশ বাহিনীর চাপ

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা ৩রা জুন লিখিতেছেন:—

বৃটিশ সাঁজোয়া সৈন্যেরা এখন মিত্র পক্ষের মাইনক্ষেত্রের ফাঁকের পূর্ব্ব মুখে এবং নিকটে শত্রু ঘাঁটিগুলি চারিদিক হইতে চাপিয়া ধরিতেছে। ফাঁকের পূর্ব্ব মুখে গাজালা-বীরহাকিম লাইনের মধ্য দিয়া কাপুজ্জোর পথে গিয়াছে। লড়াই তীব্রতর ও হিংস্রতার চরমে উঠিতেছে। জার্ম্মাণরা মাইনক্ষেত্রের মুখের পূর্ব্ব দিকে ব্যূহ রচনা করিয়া আছে। সেখানে তাহাদের ট্যাঙ্কগুলিকে কামানের দৃঢ় ঘাঁটি দ্বারা আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। রোমেলের হাতে এখনও একটা সাংঘাতিক যান্ত্রিক বাহিনী রহিয়াছে; কিন্তু আক্রমণোদ্যম বৃটিশ ট্যাঙ্কের হাতে রহিয়াছে। বৃটিশ ট্যাঙ্ক অবিরাম শত্রুকে আক্রমণ করিতেছে।

যুদ্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা লিখিতেছেন—প্রবল ধূলিঝড়ের মধ্যে লিবিয়া যুদ্ধের দ্বিতীয় অধ্যায় সুরু হইয়াছে। উভয় পক্ষই পরস্পরকে চূড়ান্ত আঘাত দিবার উদ্দেশ্যে অবস্থান ঠিক করিবার চেষ্টা করিতেছে। জার্ম্মাণরা যদি ব্যর্থকাম হয়, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই এপ্রিল মাসে তাহাদের যে ঘাঁটি ছিল, সেখানে হটিয়া যাইতে বাধ্য হইবে।

জার্ম্মাণ বাহিনী বিতাড়িত

৪ঠা জুন মধ্যাহ্নে মধ্যপ্রাচ্যের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, "অবশেষে আমাদের সাঁজোয়া বাহিনী নাইটস্ ব্রিজের প্রায় ছয় মাইল পশ্চিমে অবস্থিত চানার ঘাঁটি হইতে প্রতিপক্ষকে বিতাড়িত করিয়াছে।" ভারতীয় স্যাপার্স ও মাইনার্স বাহিনী জেনারেল রোমেল-এর বহুসংখ্যক ট্যাঙ্ক হস্তগত করে। প্রকাশ যে, এলআদম-এর দক্ষিণ-পশ্চিমে কোন একস্থানে ২৫টি জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক পেট্রল অভাবে অচল অবস্থায় রহিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর কমাণ্ডার বিমানধ্বংসী কামানসহ একদল মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবী সৈন্য প্রেরণ করেন। তদুপরি বোম্বে স্যাপার্স ও মাইনার্সের একটি দলও তথায় যায়। সাঁজোয়া ডিভিশনের একটা দলের সহযোগিতায় তাহারা ঐ সব ট্যাঙ্কের উপর আক্রমণ চালায় এবং ট্যাঙ্ক-এর লোকজনদিগকে বিতাড়িত করে। তাহারা ২৫টি ট্যাঙ্ক ও দুইটি টায়-কার ফেলিয়া যায়।

লিবিয়ায় বৃটিশের পাল্টা আক্রমণ

৫ই জুন শেষরাত্রি ৪ ঘটিকা হইতে লিবিয়ায় ব্রিটিশের পাল্টা আক্রমণ সুরু হয়। ব্রিটিশ বাহিনী তাহাদের প্রথম লক্ষ্যস্থলসমূহে উপনীত হইয়াছে। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া সারাদিনব্যাপী সংগ্রাম চলে। গত কয়েকদিন যাবৎ প্রচণ্ড গরমের পর আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত শীতল হওয়ায় পুনরায় ব্যাপক সংগ্রাম সুরু হইবে বলিয়া মনে হইতেছে এবং এই সময় হয়তো বিরাট ট্যাঙ্ক যুদ্ধের তৃতীয় ও প্রচণ্ডতম অধ্যায় আরম্ভ হইবে। এই যুদ্ধে ইতিমধ্যেই জেনারেল রোমেলের তিনশতাধিক ট্যাঙ্ক খোয়া গিয়াছে। লিবিয়ায় ব্রিটিশের পাল্টা আক্রমণের তোড়জোড়ে জার্ম্মাণ বিমান বাহিনী গুরুতর বাধার সৃষ্টি করে নাই। ব্রিটিশ ট্যাঙ্ক বাহিনী জেনারেল রোমেলের ধ্বংসাবশিষ্ট পানৎসের বাহিনীর উপর আক্রমণ চালাইবার জন্য ব্রিটিশ মাইন ক্ষেত্রের ফাঁকের পূর্ব্ব দিকস্থিত প্রতিপক্ষের ঘাঁটিসমূহের উপর চাপ দিলে পর ব্রিটিশ গোলন্দাজ বাহিনী প্রতিপক্ষের ঘাঁটিসমূহের উপর জোর আক্রমণ চালাইতে থাকে।

শত্রু-বাহিনীর পশ্চাদপসরণ

এক ইস্তাহারে প্রকাশ, প্রতিপক্ষের প্রধান সাঁজোয়া বাহিনী নাইটস্ ব্রীজে আক্রমণ করে, কিন্তু তুমুল সংগ্রামের পর তাহাদিগকে পশ্চিম দিকে হটাইয়া দেওয়া হয়।

সমস্ত লিবিয়ার যুদ্ধের মধ্যে কয়দিনের ভীষণ সংগ্রামের পর বৃটিশ সাঁজোয়া বাহিনী 'শয়তানের কটাহ' হইতে নাইটস ব্রীজের পশ্চিমে বৃটিশ ঘাঁটিসমূহের উপর প্রতিপক্ষের পাল্টা আক্রমণ প্রতিহতই করে নাই, যে স্থান হইতে জার্ম্মাণরা আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব দিকে প্রতিপক্ষকে হটাইয়াও দিয়াছে।

প্রতিপক্ষের সমূহ ক্ষতি

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে, সপ্তাহের শেষভাগে ৪০ বর্গমাইল স্থান জুড়িয়া যে তুমুল সংগ্রাম সুরু হইয়াছিল, তাহাতে সম্মুখ ব্যূহে প্রথমে প্রেরিত জার্ম্মাণ ও ইটালীয়ান সাঁজোয়া ডিভিশনসমূহের অর্দ্ধেক সৈন্য খোয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ ভারতীয় ও স্বাধীন ফরাসী পদাতিক বাহিনীর সাহায্যপুষ্ট ব্রিটিশ গোলন্দাজ বাহিনী জেনারেল রোমেল-এর পানৎসের বাহিনীকে হটাইয়া দেয়। বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ মনে হইতেছে, ব্রিটিশ পাল্টা আক্রমণের ফলে যুদ্ধে বর্ত্তমানে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না।

সুদূর-প্রাচ্যের রণক্ষেত্র

চীনা-বাহিনীর সাফল্য

চুংকিং-এর ২রা জুনের সংবাদে বলা হইয়াছে—সংগ্রামরত চীনা বাহিনী দুইটি বড় রকমের জয় অর্জন করিয়াছে।

চীনা মুখপাত্র বলেন যে, কিনহোয়ার ২৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত সুচাং তাহারা পুনরধিকার করিয়াছে। চীনারা লেংশিয়েনও পুনরধিকার করিয়াছে।

জাপ আক্রমণ প্রতিহত

গত ৩১শে মে তারিখ কিয়াংসির পূর্ব্বতন রাজধানীর পূর্ব্ব ও দক্ষিণে অবস্থিত চীনা ঘাঁটিগুলির উপর নানচাং অঞ্চল হইতে শত্রুপক্ষের কয়েকটি ক্ষুদ্র সেনাদল হানা দেয়, কিন্তু উহাদের আক্রমণ প্রতিহত করা হয়।

চীনাদের শাসী বন্দরে প্রবেশ

চীনাগণ ইয়াংসী নদী তীরস্থ গুরুত্বপূর্ণ বন্দর শাসীতে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা জাপানীদিগকে চারি ঘণ্টাকাল হাতাহাতি যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখে এবং তাহাদের বহু সৈন্য হতাহত করে ও আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ধ্বংস করে।

চীনাগণ নানকিংয়ের উজানে ইয়াংসী তীরেও উহার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইতেছে। তথায় জাপানীরা শহর রক্ষার ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে এক হাজার শ্রমজীবী নিয়োজিত করিয়াছিল।

চীনারা চেকিয়াং প্রদেশের উংকিয়াং শহরটি পুনরধিকার করিয়াছে। শহরটি কিনহোয়ার ৩ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত।

পিংটাস সান-এ প্রচণ্ড সংগ্রাম

পিংটাস সান-এ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। জেনারেল চিয়াং কাইশেকের সৈন্যবাহিনী এখানে চুসিয়েন অভিমুখে অগ্রসরমান জাপ বাহিনীকে ভীষণভাবে বাধাদান করিতেছে। ইহার দশ মাইল পশ্চিমে চীনা বিমানঘাঁটি হইতে চৌকিগুলোতে বোমা বর্ষণ করা হয়। জাপানীরা পূর্ব্ব সপ্তাহে কিনহোয়া দখল করিয়াছে। ৫০ হাজার জাপ সৈন্য দুইটি শহরের মধ্যবর্ত্তী পাহাড় শ্রেণীর উপর চীনা ঘাঁটিগুলিতে প্রবল আক্রমণ করে; কিন্তু চীনাদের প্রবল পাল্টা আক্রমণে জাপানীদের ৫ শত সৈন্য হতাহত হয়।

আরও দক্ষিণে আর একটি জাপ বাহিনী চীনা পদাতিক বাহিনী ও কামানশ্রেণীর দ্বারা পর্য্যুদস্ত হইয়া পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। আক্রমণকারী প্রায় সমস্ত জাপ সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলা হইয়াছে। সেংশিন হইতে অগ্রসরমান ৩টি জাপ বাহিনীর মধ্যে একটি নানশিংলাং-এ বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং সেনকাং হইতে আগুয়ান আর একটা বাহিনীকে কেংউজালন-এ রুখিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আলাস্কায় জাপ-বিমানের হানা

জাপানী বিমানবহর ৩রা জুন বুধবার দুইবার আলাস্কার ডাচ হারবার আক্রমণ করে।

নৌ-বিভাগ তাঁহাদের প্রথম ঘোষণায় বলেন যে, ৪টি জাপানী বোমারু বিমান ও ১৫টি জঙ্গী-বিমান ডাচ হারবার আক্রমণ করে। গুরুতর কোন ক্ষতি হয় নাই এবং খুব অল্প লোকই হতাহত হয়।

আলাস্কার রাজধানী জুনের যাবতীয় বে-সামরিক নাগরিকরক্ষী প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টাকাল সতর্ক থাকিবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

মিডওয়ে দ্বীপে জাপ আক্রমণ

নৌ-বিভাগীয় ৫ই জুনের ইস্তাহারে প্রকাশ, জাপ বিমানবহর মিডওয়ে দ্বীপ আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মিডওয়ের মার্কিণ জঙ্গী-বিমানগুলি মিডওয়ের পশ্চিমে সিপ্লেনগুলিকে বাধা দেয়। মিডওয়ে ডাচ বন্দর হইতে ১,৬৫৩ মাইল এবং পার্ল বন্দর হইতে ১,১৪৯ মাইল দূরে অবস্থিত। এডমিরাল নিমিৎস কর্ত্তৃক প্রচারিত এক ইস্তাহারে প্রকাশ, মিডওয়ে দ্বীপে জাপ বিমান হুবার দ্বিতীয় বার যে প্রবলতর বিমান হানা দেয়, তৎকালে একটি জাপ ব্যাটলশীপ, একটি বিমানবাহী জাহাজ ও আরও কয়েকটি রণতরী জখম হইয়াছে।

ক্যান্টন হইতে উত্তর দিকে জাপানীদের গতি

জাপানীরা ক্যান্টন হইতে উত্তর দিকে আগাইয়া যাইতেছে এবং তাহাদের সহিত আরও সৈন্য আসিয়া যোগ দিয়াছে। ক্যান্টন-হ্যাঙ্কো রেলপথ ধরিয়া একটি জাপ সরীস্রেণী অগ্রসর হইতে হইতে হিয়ুচাংওয়া অতিক্রম করিয়া গিয়া যুয়ানটানশিউ পৌঁছিয়াছে। রেলপথের পূর্ব্ব দিকে একটি জাপ সরীস্রেণী সুনঘুয়ার উত্তর-পূর্ব্বে কোন একস্থানে পৌঁছিয়াছে। নদীর পূর্ব্ব তীরে সেজচেং হইতে যে জাপ সরীস্রেণী অগ্রসর হইতেছিল, চীনারা এখন তাহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে।

জাপানী সাবমেরিণের তৎপরতা

জেনারেল ম্যাক আর্থারের হেডকোয়ার্টার হইতে প্রচারিত অষ্ট্রেলিয়ার মিত্রপক্ষের এক ইস্তাহারে প্রকাশ—শত্রুপক্ষের সাবমেরিণ হইতে সিডনী ও নিউক্যাসলের উপর অল্প পরিমাণ গোলা বর্ষিত হয়, কোন ক্ষতি হয় নাই।

[৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

পল্লী-উন্নয়নের সাধনা

পল্লীসংগঠন বিভাগের ডিরেক্টরের সারগর্ভ বক্তৃতা

পল্লী অঞ্চলের সাধারণ উন্নতির জন্য শহর হইতে আগত ব্যক্তিগণ কি নূতন সুখসুবিধা প্রদান করিতে পারেন, প্রদেশে অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য ফলাইবার সমস্যা এবং যুদ্ধপ্রচেষ্টায় পল্লীর জনগণ কি অংশ গ্রহণ করিতে পারেন, এই সকল বিষয় আলোচনা করিবার নিমিত্ত সম্প্রতি ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মনিরা গ্রামে একটি জনসভা আহ্বান করা হইয়াছিল। রাজবাড়ীর মহকুমা হাকিম মি: এন, আহমদ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পল্লীসংগঠনের ডিরেক্টর এবং বাঙলা দেশের পাটচাষের প্রধান নিয়ন্ত্রক মি: এইচ, এস্, এম, ইসহাক, আই, সি, এস্, প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ব্যতীত ডা: জে, এন, মৈত্র, মি: এস্, কে, লাহিড়ী, এম, এ, মৌলভী আহমদ আলি মীরধা, এম, এল, এ, মি: আব্দুল মজিদ (ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক) এবং বহু স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

বক্তৃতা-প্রসঙ্গে মি: ইসহাক বলেন যে, বিশেষ অপ্রীতিকর ঘটনার মধ্য দিয়া দেশের শিক্ষিত লোক পল্লী অঞ্চলে চলিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাতে শাপে বর হইয়াছে। গ্রামের জলনিকাশ ও স্বাস্থ্যরক্ষার আশানুরূপ উন্নতি, নিরক্ষর বয়স্কদিগের জন্য বহু বিদ্যালয় স্থাপন, জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য কূয়া পায়খানা খনন প্রভৃতি কতকগুলি জনহিতকর কার্য্য স্থানীয় লোকের উৎসাহ ও উদ্যম ব্যতীত সম্পাদিত হইতে পারিত না। ডা: মৈত্রের মত হাজার হাজার ব্যক্তি বর্ত্তমানে পল্লী অঞ্চলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন এবং সকলেই পল্লী অঞ্চলের বসবাসের উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এবং তাহার ফলে এই বিপদ্‌জনক পরিস্থিতিতেও বহু প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে।

গ্রামাঞ্চলে প্রকৃত সৎ ও শিক্ষিত নেতার একান্তভাবে প্রয়োজন এবং বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে এই নেতৃত্ব করিবার এবং পল্লী অঞ্চলে তাঁহাদের ভাগ্যহীন ভাইদের ঋণ পরিশোধ করিবার একটা সুযোগ প্রদান করিয়াছে। তিনি এই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন যে, ডা: মৈত্রের এই দৃষ্টান্ত সমগ্র প্রদেশে অনুসৃত হইবে।

যুদ্ধপ্রচেষ্টায় গ্রামবাসিগণ কিরূপ অংশ গ্রহণ করিতে পারেন, সে সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া বক্তা বলেন যে, এ সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে।

অতঃপর তিনি বাঙলা দেশে অধিক খাদ্যশস্য ফলানো সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং বলেন, "আমাদের জাতিকে বাঁচাইবার জন্য আমরা যথেষ্ট পরিমাণে ফসল ফলাইবার ব্যবস্থা করি না।" সাধারণতঃ প্রতিবৎসর আমাদের ৫০ লক্ষ মণ ফসল ঘাটতি পড়ে এবং বর্ম্মা এবং তৎপার্শ্বস্থ সমুদ্রকূলবর্ত্তী অঞ্চল হইতে সাধারণতঃ আমাদের এই চাহিদা মিটানো হয়। কিন্তু বর্ত্তমানে এই ব্যবস্থা সম্ভবপর নহে। সুতরাং এখন প্রত্যেক কৃষাণ এবং যে সকল লোকের জমি আছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই অধিক পরিমাণে ফসল ফলাইয়া প্রদেশকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোলা কর্ত্তব্য। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, বাঙলা সরকার ইতিমধ্যেই পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ বিভাগ এবং আরও বহুবিধ সরকারী প্রতিষ্ঠানের মারফৎ অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য ফলাইবার ব্যাপক ও বিস্তৃত প্রচারকার্য্য শুরু করিয়া দিয়াছেন এবং এই কার্য্য সত্যই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেশের প্রত্যেকেরই এই অভিযানকে কার্য্যকরী ও সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলা একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। যদি আমরা বাঙলা দেশের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদন না করি, তবে অধিক মূল্য প্রদান করিয়াও খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারিব না। প্রতিবৎসর পতিত জমি, অব্যবহার্য্য জঙ্গলবিশেষ সাফল্যের ফলায় কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে হইবে এবং বর্ত্তমানে ফসলের মাঠগুলিতে যতদূর সম্ভব উপযুক্ত পরিমাণে সার প্রদান করিতে হইবে।

সার সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া বক্তা বলেন যে, শুধু গোবর এবং গো-মহিষাদির চোনা ব্যবহার করিলেই চলিবে না; পরন্তু শাকসব্জীর যে অংশগুলি কোন কাজে লাগেনা, তাহাও এই কাজে লাগাইতে হইবে। যে কচুরী-পানা সম্পর্কে প্রায়ই অভিযোগ শোনা যায়, তাহা জমির ক্রমবর্দ্ধমান অনুর্ব্বরতা রোধ করে এবং সারের ক্ষেত্রে উহা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। প্রত্যেক কৃষকের বাড়ীর সন্নিকটে গর্ত্ত খুঁড়িয়া গোবর, গো-মহিষাদির চোনা, অপ্রয়োজনীয় শাকসব্জী এবং কচুরীপানা উহাতে একসঙ্গে জমাইয়া সার প্রস্তুত করিতে হইবে। এই মিশ্রিত সার জমির উর্ব্বরা শক্তি প্রায় দেড়গুণ বাড়াইয়া দেয়। যদি উত্তমরূপে এই সার তৈরী করা হয়, তবে জমিতে দ্বিগুণ ফসলও উৎপন্ন হইতে পারে।

পল্লী-সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া ডিরেক্টর বলেন যে, মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য হইতেছে পল্লী অঞ্চলে সুসংবদ্ধ পল্লী-উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান সংগঠন করা। পল্লী-সংগঠনের আন্দোলনের লক্ষ্য হইতেছে জনগণকে সংযুক্ত ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাহাদের প্রচেষ্টা সম্পর্কে সচেতন করিয়া তোলা। এইভাবে ব্যক্তিগতভাবে যাহা করা সম্ভব পর নহে, সমষ্টিগতভাবে তদপেক্ষা অনেক বেশী তাহারা সম্পাদন করিতে পারে।

ইহা দ্বারা যে শুধু তাহারা গ্রামবাসিগণের অর্থকরী উন্নতি ও সুখসুবিধার সন্ধান করিতে পারে তাহা নহে, পরন্তু যদি তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হয় এবং তাহাদের দৈনন্দিন অভ্যাসকে উন্নতধরণের জীবনযাপনের একটা কার্য্যকরী বাসনায় পরিণত করিতে পারে, ইহা তাহারই একটি নূতন শিক্ষা ও নূতন জীবনদর্শন।

পরিশেষে বক্তা বলেন যে, বর্ত্তমানে ২০ লক্ষ সমিতি, মোটামুটি ৫ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবক, ১৮,০০০ বিদ্যালয়, ৫ লক্ষ বয়স্ক ছাত্র এবং ১০ লক্ষ সদস্য রহিয়াছেন। এই ২ লক্ষ পল্লী-সংগঠন কর্ম্মী জনগণের নৈতিক বলকে শক্তিশালী এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট পরিমাণে কাজ করিতে পারেন। এই উপলক্ষে তাঁহাদের কর্ত্তব্যের আহ্বানে সাড়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তিনি আশা করেন যে, এই গুরুতর পরিস্থিতিতে এবং দেশের ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণে এই সকল একনিষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবক দল ও কর্ম্মী তাঁহাদের মহৎ কর্ত্তব্য-সম্পাদনে পশ্চাৎপদ থাকিবেন না।

মেজর-জেনারেল আর্চিবল্ড এডওয়ার্ড নাই

সম্প্রতি ইনি বৃটিশ সেনা-বিভাগের জেনারেল ষ্টাফের ভাইস্-চীফ্ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার বয়স বর্ত্তমানে ৪৬ বৎসর। বিগত মহাযুদ্ধের সময় ১৮ বৎসরেরও কম বয়সে ইনি সেনাদলে যোগদান করিয়াছিলেন এবং ফ্রান্সের রণাঙ্গনে যুদ্ধ করিয়া মিলিটারী-ক্রস্ অর্জন করিয়াছিলেন। সেনা-বিভাগের সকল শাখারই পরিচালন ব্যাপারে তাঁহার বিরাট অভিজ্ঞতা রহিয়াছে।

লিবিয়ার সংগ্রামে বিজয়-গৌরব

মহামহিমান্বিত সম্রাটের অভিনন্দন-বাণী

লিবিয়ার যুদ্ধে যে বিরাট সাফল্য অর্জন করা গিয়াছে, তজ্জন্য মধ্য-প্রাচ্যের প্রধান সেনাপতি জেনারেল অচিন্‌লেককে অভিনন্দিত করিয়া মহামহিমান্বিত সম্রাট সম্প্রতি এক বিশেষ বাণী প্রেরণ করিয়াছেন। এই রাজকীয় বাণীতে বলা হইয়াছে:—

"লিবিয়ার নূতন সংগ্রামের প্রথম পর্য্যায়ে আপনার ও জেনারেল রীচির অধিনায়কতায় পরিচালিত অষ্টম বাহিনী রাজকীয় বিমান-বহরের চমৎকার সহযোগিতায় গৌরবময় সাফল্য অর্জন করিয়াছে। জেনারেল রীচি ও স্থল, নৌ ও বিমান বহরের অন্যান্য যাঁহারা এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবেন। তাঁহারা চমৎকারভাবে যুদ্ধ করিয়াছেন এবং প্রমাণ করিয়াছেন যে, যে-কোন প্রকার অসুবিধা ও যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যেও তাঁহারা যথোচিতভাবে কাজ করিতে সমর্থ। ভবিষ্যতের দিকে আমি যেরূপ আশার দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছি, ভবিষ্যতের সকল যুদ্ধের প্রতি তাঁহাদেরও অনুরূপ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করার কারণ রহিয়াছে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেদের কর্ত্তব্য পালনের ব্যাপারে তাঁহাদের প্রতি বিধাতার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক, ইহাই আমি কামনা করি।"

ডালহৌসি স্কোয়ার ও কার্জ্জন গার্ডেন

নাগরিকদের প্রতি অনুরোধ

জনসাধারণ অবগত আছেন যে, জরুরী বিমানাক্রমণ প্রতিরোধ-ব্যবস্থা হিসাবে ডালহৌসী স্কোয়ার এবং কার্জ্জন বাগানের বেড়াগুলি অপসারিত করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থার ফলে বাগানগুলি সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় রহিয়াছে। জনসাধারণের জীবন ও নিকটবর্ত্তী গভর্ণমেণ্ট ও সাধারণ বিল্ডিংএর নিরাপত্তা বাগান রক্ষা হইতে বেশী দরকারী। যাহা হউক, এই বাগানগুলি এখনও নাগরিকদের বায়ু সেবনের স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হইবে। জনবহুল কলিকাতার সৌন্দর্য্য উপভোগের স্থান হিসাবে এইগুলির এখনও বিশেষ স্থান আছে। আশা করা যায় যে, নাগরিকেরা তাহাদের রক্ষার জন্য গৃহীত ব্যবস্থার অপব্যবহার করিবেন না। তাঁহারা ফুলবাগানের মধ্য দিয়া তাঁহাদের পথের সংক্ষিপ্ততা সাধন করিবেন না; কারণ উহাতে ফুলগাছ ও বাগানের জিনিষপত্রের অনিষ্ট হইতে পারে।

জনসাধারণকে উল্লিখিত নিয়ম পালন করতঃ বাগানের কর্ম্মচারিগণকে বর্ত্তমান জরুরী অবস্থায় তাহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদনে সহযোগিতা করিতে আহ্বান করা যাইতেছে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে সুযোগমত জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,

ম্যানেজিং এজেন্টস্,

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার জের]

পুনরায় আঘাতের জন্য জাপানের আয়োজন

অষ্ট্রেলিয়ার সমরসচিব মিঃ ফোর্ড বলেন—"কোরাল সাগরের যুদ্ধের পর জাপানীদের নৌ-কর্ম্মতৎপরতায় যে ভাটার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, উহার অবসান হইয়াছে। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে, জাপান পুনরায় আঘাত হানিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

চুসিয়েনে জাপবাহিনী প্রবিষ্ট

চেকিয়াং প্রদেশের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বিমানঘাঁটি সমন্বিত চুসিয়েন শহরে জাপ বাহিনী প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। এখানকার চীনা সামরিক মহলের কিন্তু অভিমত এই যে, যুদ্ধের এই পরিস্থিতি প্রধান যুদ্ধের উপর কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইবে না।

শানসির কয়েকস্থানে ভীষণ সংগ্রাম

চীনা সংবাদে প্রকাশ, মীন নদীর অদূরে জাপ রণতরী মেয়মের চীনা নৌ-ঘাঁটির উপর গোলা বর্ষণ করিয়াছে। মেমর ফুচোর উত্তর-পূর্ব্বে ফুকিয়েন উপকূলে অবস্থিত। এদিকে শানসীতে টাংপু রেলপথের পশ্চিম দিকে কয়েক স্থানে, বিশেষ করিয়া সিনচিয়াং, ফেনচেং ও সিয়াং-নিংয়ের নিকটে ভীষণ যুদ্ধের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। পশ্চিম হুপের সিয়েনইয়াংয়ে জাপ বাহিনী দক্ষিণ দিকে ফেংকৌর অভিমুখে আক্রমণ সুরু করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পশ্চিম হুপেতে ইয়াংসি তীরে কিয়াসিং ও শাহির নিকটে চীনা সৈন্যেরা বিশেষ তৎপর হইয়া উঠিয়াছে। এখানে তাহারা কয়েকটি আক্রমণ চালাইয়াছে।

বহু সহস্র জাপ সৈন্য হতাহত

ইউনান প্রদেশে অগ্রসরমান সেনা সাহায্যপুষ্ট জাপ বাহিনীকে ইউচুপের মাইকচী ও ইয়াওয়ালাং আক্রমণকালে চীনা বাহিনীর আক্রমণে শত শত সৈন্যকে হারাইতে হইয়াছে, বহু সৈন্য আহতও হইয়াছে। লিঙ্গলিং ও চুয়েচাংএ এখনও যুদ্ধ চলিতেছে। উত্তর কিয়াংসি আক্রমণকারী চীনা বাহিনী লুসিয়াং পুনরধিকার করিয়াছে। বহু জাপানী নিহত এবং বহু সমরোপকরণ চীনাদের হস্তগত হইয়াছে।

বৃটীশ বিমানের হানা

বিমান বিভাগের হেডকোয়ার্টার হইতে এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ৭ই জুন বৃটিশ বোমারু বিমান আকিয়াবে হানা দেয়। একখানি সওদাগরী জাহাজের উপর বোমা পড়ে এবং মেশিনগানও দাগা হয়।

চিন্দুইন নদীর পূর্ব্ব তীরে হোমালিনেও বোমারু বিমান নিম্নাকাশে নামিয়া আক্রমণ চালায়।

রুশীয় রণাঙ্গন

প্রচণ্ড আকাশ যুদ্ধ

মস্কোর সংবাদে জানা যায় যে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে প্রচণ্ড আকাশ যুদ্ধ চলিতেছে। সোভিয়েট বৈমানিকরা যে শুধু তাহাদের নিজেদের বৈমানিককে ও সামরিক লক্ষ্যস্থলসমূহকে রক্ষা করিতেছে তাহা নহে, পরন্তু এক্সিস বিমান ঘাঁটিসমূহের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিতেছে।

১,৩৬৬টি জার্ম্মাণ বিমান ধ্বংস

মস্কো বেতারে ২রা জুন রাত্রে বলা হয় যে, মে মাসে জার্ম্মাণরা সোভিয়েট বিমান বাহিনীর নিকট হইতে আক্রমণোদ্যম কাড়িয়া লইতে গিয়া ১,৩৬৬টি বিমান হারাইয়াছে। রুশিয়ার ৪৭৯টি বিমান খোয়া গিয়াছে। মে মাসের শেষ ছয়দিনে জার্ম্মাণদের ৪৩২টি বিমান ধ্বংস হয়; রুশিয়ার ১৩৪টি বিমান বিনষ্ট হয়।

হিটলার-ম্যানারহাইম সাক্ষাৎ

জার্ম্মাণ ঘোষণায় প্রকাশ যে, "রণক্ষেত্রের পশ্চাৎভাগে" হিটলার ও ফিনল্যাণ্ডের প্রধান সেনাপতি ফিল্ড মার্শাল ম্যানারহাইমের মধ্যে সাক্ষাৎ হইয়াছে। "ফুয়েরার" জার্ম্মাণ জনসাধারণের পক্ষ হইতে মার্শাল ম্যানারহাইমকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

হেলসিঙ্কির সংবাদে প্রকাশ যে, মার্শাল ম্যানার-হাইমের হেড কোয়ার্টারে ফিনিশ মন্ত্রিসভার এক অধিবেশন হয়; মন্ত্রিসভা ম্যানারহাইমকে "মার্শাল অব ফিনল্যাণ্ড" (ফিনল্যাণ্ডের মার্শাল) উপাধিতে ভূষিত করেন।

হিটলারের সঙ্গে ছিলেন সেনাপতিমণ্ডলীর প্রধান ফিল্ড মার্শাল কাইটেল। ফিল্ড মার্শাল ম্যানারহাইমের ৭৫তম জন্মদিন উপলক্ষেই নাকি এই সাক্ষাৎকার হইয়াছে।

দশটি জার্ম্মাণ জাহাজ নিমজ্জিত

৭ই জুন মস্কো রেডিওতে বাল্টিকে কর্ম্মতৎপর সোভিয়েট ডাইভ-বোমারুর আক্রমণে দশটি জার্ম্মাণ জাহাজ জলমগ্ন হওয়ার সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। একটি জার্ম্মাণ নৌ-ঘাঁটিতে আক্রমণের ফলে সাতটি নিমজ্জিত হয়; অষ্টম জাহাজখানির পরিমাণ ৭,০০০ টন এবং উহা সৈন্যবাহী; বাকী দুইটি চারখানি রণতরী দ্বারা সুরক্ষিত ছয়টি সৈন্য-বাহী জাহাজের এক কনভয়ের মধ্যে ছিল।

সেবাস্তোপোল অঞ্চলে প্রচণ্ড যুদ্ধ

মস্কোর ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, "রণাঙ্গনের সেবাস্তো-পোল অংশে তৃতীয় দিন প্রবল যুদ্ধ চলে। শত্রুর আক্রমণ হটাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহার বহু সৈন্য হতাহত হয়।"

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা লিখিতেছেন: গত নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের মত প্রচণ্ড বিমান যুদ্ধ বর্ত্তমানে সেবাস্তোপোলের উপর চলিতেছে; জার্ম্মাণরা রুশিয়ার এই কৃষ্ণসাগরীয় নৌ-ঘাঁটির উপর এক নূতন আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। স্থলভাগ ও সমুদ্র, চারিদিক হইতে জার্ম্মাণ বোমারু বিমান হানা দিতেছে। কিন্তু সোভিয়েট জঙ্গী বিমান ও বিমানধ্বংসী কামান তাহাদিগকে ভীষণ বাধা দিতেছে। "রেড ষ্টার" পত্রিকার এক রিপোর্টে প্রকাশ, সেবাস্তোপোলের রক্ষী সৈন্যেরা অটল আছে। শত শত নরনারী অগ্নিনির্ব্বাপণের কার্য্যে সাহায্য করিতেছে এবং জনসাধারণ তাহাদের স্বাভাবিক সাহস দেখাইতেছে। বিদ্যুৎ ও জলসরবরাহ এবং যোগাযোগ এখনও অক্ষত আছে এবং কোন সামরিক লক্ষ্যস্থলে আঘাত লাগে নাই।

লেনিনগ্রাদ রণাঙ্গনে জার্ম্মাণীর পাল্টা আক্রমণ

৮ই জুন প্রাতে লেনিনগ্রাদ বেতারে বলা হয় যে, লেনিনগ্রাদ রণাঙ্গনের এক অংশে "তীব্র যুদ্ধ" চলিতেছে। জার্ম্মাণরা প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করে, কিন্তু হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

অন্যান্য রণাঙ্গনের সংবাদ

মাদাগাস্কারে বৃটিশ বাহিনীর তৎপরতা

মাদাগাস্কারের ডিগো-সুয়ারেজ হইতে ৫০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত আনিভোরানো গত ৩১শে মে তারিখে একটি বৃটিশ বাহিনী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে বলিয়া তানানারিভো বেতারে বলা হইয়াছে।

বৃটিশ বিমান-বহরের বিরাট অভিযান

জানা গেল যে, ১লা জুন রাত্রে এক হাজার বৃটিশ বোমারু বিমান পশ্চিম জার্ম্মাণী বিশেষ করিয়া এসেন'এর উপর হানা দিয়াছিল।

বৃটিশ বিমানসমূহ উহাদের প্রচণ্ড আক্রমণ প্রধানতঃ রুঢ়ে কেন্দ্রীভূত করিয়াছিল। রুঢ়ের অন্তর্গত এসেন রুঢ়ের কয়লা উৎপাদনের এবং ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্র। উহার নিকটে ক্রুপের বিরাট অস্ত্রের কারখানা।

কলোনে ২০,০০০ নিহত : ৫৪,০০০ আহত

বার্লিনের বিশ্বাসযোগ্য নিরপেক্ষ পর্য্যবেক্ষকগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে "নিউ ইয়র্ক টাইমস" লিখিতেছে যে, কলোনের উপর হানায় প্রায় ২০,০০০ লোক নিহত এবং ৫৪,০০০ লোক আহত হইয়াছে। অধিবাসীদের দলে দলে কলোন ত্যাগের খবরও ঐ সংবাদে দেওয়া হইয়াছে।

পুনরায় রুঢ় অঞ্চলে হানা

২রা জুন রাত্রে এক বৃহৎ বৃটিশ বোমারু বিমানবহর আবার এসেন এবং রুঢ়ের অন্যান্য লক্ষ্যস্থানে আক্রমণ করে।

জার্ম্মাণ সীমান্ত হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, অনুমান দুই লক্ষ নরনারীকে কলোন হইতে মিউনিক, ষ্টাটগার্ট ও দক্ষিণাঞ্চলের অন্যান্য শহরে স্থানান্তরিত করা হইতেছে। লণ্ডনে ঘোষিত হইয়াছে যে, ৩রা জুন অপরাহ্নে দুই শতাধিক স্পিটফায়ার বিমানের রক্ষণায় হ্যারিকেন বিমানসমূহ অধিকৃত ফ্রান্সের লেভর-পোর্ট-আবেভিল-গ্রিসনেজ এলাকার উপর আক্রমণ চালায়। হ্যারিকেন বিমানসমূহ লেভরপোর্ট রেলওয়ের উপর বোমা বর্ষণ করে। জার্ম্মাণ জঙ্গী বিমানসমূহ আকাশে উঠে, কিন্তু স্পিটফায়ার বিমানসমূহকে এড়াইয়া যায়। সমস্ত বৃটিশ বিমান নিরাপদে প্রত্যাবর্ত্তন করে। বৃটিশ বিমানসমূহ উত্তর ফ্রান্সের উপর আরও দুইবার হানা দেয় বলিয়া জানা গিয়াছে। বহু স্পিটফায়ার বিমানের পাহারায় বোষ্টন বোমারু বিমানসমূহ শেরবুর্গ ও ল্যাহাভর-এর ডক অঞ্চলের উপর বোমা বর্ষণ করে।

ব্রেমেনে প্রবল বোমা বর্ষণ

বিমান বিভাগের এক ইস্তাহারে প্রকাশ, ৩রা জুন রাত্রে বেশ শক্তিশালী একটি বোমারু বিমানবাহিনী ব্রেমেনের উপর হানা দেয়। লক্ষ্যস্থলের উপর গুরুতর ভাবে বোমা বর্ষিত হয়। আক্রান্ত স্থলের উপর আলোক-ছটা পরিলক্ষিত হয়। নিয়েপের ডকগুলিও আক্রান্ত হয় এবং প্রতিপক্ষের দরিয়ায় মাইন পাতা হয়। বোমারু জঙ্গী বিমান বাহিনী ঐ রাত্রেই ফ্রান্স এবং হল্যাণ্ডের জার্ম্মাণ বিমান ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করে।

বেলজিয়াম উপকূলে নৌ-যুদ্ধ

নৌবিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, "৭ই জুন প্রত্যুষে লেফটেন্যাণ্ট লয়েডের নেতৃত্বে আমাদের এক টহলদার লঘু নৌবহর বেলজিয়াম উপকূলের অদূরে বৃহৎ এক জার্ম্মাণ নৌকনভয়ের সাক্ষাৎ পায়। জার্ম্মাণ নৌবহরে অন্ততঃ দুইটি আধুনিক টর্পেডো বোট ছিল। অরক্ষণের জন্য লড়াই হয়; ছয়শত টনের একটি জার্ম্মাণ টর্পেডো বোটে এক টর্পেডোর আঘাত লাগে। সাব-লেফটেন্যাণ্ট নিলের পরিচালনাধীন আমাদের এক বোটের টর্পেডো বোট হইতে ঐ টর্পেডো ছোড়া হয়। এই জার্ম্মাণ রণতরী ডুবিয়া গিয়াছে, একথা এক রকম নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

"সংঘর্ষ যদিও প্রবল হয় তথাপি আমাদের সমস্ত রণতরী ঘাঁটিতে ফিরিয়া আসে; শুধু আমাদের একটি লঘু তরী জখম হয় এবং দুইজন নিহত হয়।"

খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ব্যবস্থা

কলিকাতায় সরকারী বিক্রয়-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

সকলেই অবগত আছেন যে, বর্ত্তমান অবস্থা চাহিদা ও সরবরাহের স্বাভাবিক প্রণালীর মধ্যে যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করিয়াছে। যুদ্ধের প্রয়োজনে সাধারণের জন্য খাদ্যসম্ভারের সরবরাহ কমিয়া যাইতেছে। রেলওয়েগুলি যুদ্ধসম্ভারবহনে এত অধিক ব্যস্ত যে, তাহারা আর কোনও চাহিদা মিটাইতে পারিতেছে না। বর্ম্মা শত্রুহস্তে যাওয়ায় অর্থ হইতেছে কতকগুলি পণ্যদ্রব্যের সরবরাহ বন্ধ হইয়া যাওয়া। অনেক পাইকারী ও খুচরা কারবার বন্ধ হইয়া যাওয়ার ফলে যথোপযুক্ত সরবরাহের অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে। ফলে মূল্য ও সরবরাহের ব্যাপারে সঙ্কটজনক অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। কতকগুলি খুচরা কারবারী মূল্যপরিদর্শকদের তৎপরতা সত্ত্বেও অতিরিক্ত লাভ করিবার প্রচেষ্টা করিতেছে।

এই জন্য গভর্ণমেণ্ট ৩০শে মে তারিখে ২০নং পোলক ষ্ট্রীটে এবং ২৬৭নং আপার চিৎপুর রোডে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বা তাহার নিম্নহারে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিবার জন্য দুইটি খুচরা দোকান খলিয়াছেন। কেন্দ্রীয় ও দক্ষিণ কলিকাতায় আরও কতকগুলি দোকান খুলিবার কথা গভর্ণ-মেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন। আশা করা যায় যে, দরিদ্র জনসাধারণের এই সুবিধা গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিবে।

বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিল ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফাণ্ড

২৮শে মে পর্য্যন্ত সংগৃহীত অর্থের হিসাব

জেলা।	বঙ্গীয় যুদ্ধ-তহবিল।	ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফাণ্ড।	মোট।
	টাকা।	টাকা।	টাকা।
১। প্রেসিডেন্সী বিভাগ—			
(১) ২৪-পরগণা	১,০৬,১৩৯	১,১৯,৩২৭	২,২৫,৪৬৬
(২) যশোহর	৮৫,৭২১	৬৮৩	৮৬,৪০৪
(৩) খুলনা	৬৫,২৩০	৯৭৬	৬৬,২০৬
(৪) মুর্শিদাবাদ	৯২,৮৪৩	১,৯২৮	৯৪,৭৭১
(৫) নদীয়া	৯৩,০৯৬	৩,১৬৫	৯৬,২৬১
মোট	৪,৪৩,০২৯	১,২৬,০৭৯	৫,৬৯,১০৮
২। বর্দ্ধমান বিভাগ—			
(৬) বাঁকুড়া	৩৪,৪৯০	৪৫	৩৪,৫৩৫
(৭) বীরভূম	৬০,১১৯	১৩৩	৬০,২৫২
(৮) বর্দ্ধমান	৩,০৭,১৩৩	৪০,৬৬৬	৩,৪৭,৭৯৯
(৯) হুগলী	৬৬,০৪৪	১৫,২৪১	৮১,২৮৫
(১০) হাওড়া	৪১,৪৭৪	৮৮,১৫৫	১,২৯,৬২৯
(১১) মেদিনীপুর	১,৪১,৪২৫	৫,৪৯৭	১,৪৬,৯২২
মোট	৬,৫০,৬৮৫	১,৪৯,৭৩৭	৮,০০,৪২২
৩। চট্টগ্রাম বিভাগ—			
(১২) চট্টগ্রাম	১,২৮,৫৮২	৫৩,৫৪৭	১,৮২,১২৯
(১৩) পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	৯,৪১০	৬৬৭	১০,০৭৭
(১৪) নোয়াখালী	৭৬,৮০৬	২০৮	৭৭,০১৪
(১৫) ত্রিপুরা	*১,৭৫,৩৮৪	২,৭৯২	১,৭৮,১৭৬
মোট	৩,৯০,১৮২	৫৭,২১৪	৪,৪৭,৩৯৬
৪। ঢাকা বিভাগ—			
(১৬) বাখরগঞ্জ	১৪,৭২৬	১,১০,৮৬৭	১,২৫,৫৯৩
(১৭) ঢাকা	১,৬২,৩৪০	৯৬,১৮৭	২,৫৮,৫২৭
(১৮) ফরিদপুর	১,৫৭,৪৮২	১,৮৩৫	১,৫৯,৩১৭
(১৯) ময়মনসিংহ	১,৭৮,২৬২	৫,১৭৪	১,৮৩,৪৩৬
মোট	৫,১২,৮১০	২,১৪,০৬৪	৭,২৬,৮৭৩
৫। রাজশাহী বিভাগ—			
(২০) বগুড়া	৩১,৭৮৪	২৫০	৩২,৯৯৮
(২১) দার্জ্জিলিং	১,০৪,৯৭২	৮৩,৯৬০	১,৮৮,৯৩২
(২২) দিনাজপুর	১,০৫,১২৫	২৪৬	১,০৫,৩৭১
(২৩) জলপাইগুড়ি	৮৩,৭০৬	১,৭১,২৭৮	২,০৪,৯৮৪
(২৪) মালদহ	৪৩,৮৫৩	১,৫২২	৪৫,৩৭৫
(২৫) পাবনা	৪৭,৪৬৬	৯৮৩	৪৮,৪৪৯
(২৬) রাজশাহী	১,১৫,৩৫৭	৫,০১০	১,২০,৩৬৭
(২৭) রংপুর	৮৭,৩৩০	১,২৫১	৮৮,৫৮১
মোট	৬,১৯,৫৫৭	২,৬৪,৬০০	৮,৮৪,০৫৭

সংক্ষিপ্ত বিবরণী

(ক) বাঙলার জেলাসমূহ [অর্থাৎ (১) হইতে (৫) পর্য্যন্ত]	২৬,১৬,২৬৩	৮,১১,৬০৩	৩৪,২৭,৮৬৬
(খ) বাঙলার বাহিরের জেলাসমূহ	৫,৯৭৩	২,৮৬,২৪৪	২,৯২,২১৭
(গ) খুচরা সাহায্য [যাহা (ক) ও (খ)এর অন্তর্ভুক্ত নহে]	..	..	..
বঙ্গীয় মহিলা যুদ্ধ তহবিল	১২,২৫,১২৪	..	১২,২৫,১২৪
ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েশন	৭৯,৬২১	..	৭৯,৬২১
ত্রিপুরা ষ্টেট	১৪,০০০	..	১৪,০০০
বি এণ্ড এ রেলওয়ে	১,৭২৯	১,০৯,৮৮৮	১,১১,৬১৭
বি, এন, রেলওয়ে	১২৫	২,০৭,০৭৭	২,০৭,২০২
ই, আই, রেলওয়ে	৩৩৫	২,২৯,৭৮২	২,২৯,১১৭
মোট	১৩,২০,৯১৪	৫,৩৯,৭৪৭	১৮,৫৮,৬৬১
ক+খ+গ মোট	৩৯,৪৩,১৭০	১৬,১৪,৫৯৪	৫৫,৭৭,৭৬৪
কলিকাতা	১৩,৬৩,২৫৩	৫৫,৭৪,২২৬	৬৯,৩৭,৪৭৯
সর্ব্ব সাকুল্যে	৫৩,০৬,৪২৩	৭২,০৮,৮২০	১,২৫,১৫,২৪৩
শেষ হিসাবে পরে প্রাপ্ত অর্থের তালিকা	১,২৭,৮৩১	৬৫,৬৪৬	১,৯৩,৪৭৭

*[illegible] ৮০,০০০, [illegible]

জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটী

নূতন নির্ব্বাচক-তালিকা প্রস্তুতের ব্যবস্থা

গত মার্চ্চ মাসে জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটীর যে সাধারণ নির্ব্বাচন হওয়ার কথা ছিল, তাহাতে অনুসৃত নিয়মাবলী সম্পর্কে যে সব অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে মুর্শিদাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেটের ব্যক্তিগত তদন্ত হইতে প্রতীয়মান হয় যে, ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও নির্ব্বাচন পরিচালনে নানা রকম বিশৃঙ্খলার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ভোটার তালিকা হইতে অনেকগুলি ভোটারের নাম অন্যায়ভাবে বাদ দেওয়া হইয়াছে। যদিও বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এক্টের ৫২৯ক ধারানুসারে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করিয়া এই সমস্ত তালিকা বহির্ভূত ভোটারগণের অনেকেই তাহাদের ভোটাধিকার ফিরিয়া পাইয়েছে, তবুও উল্লিখিত আইন-অনভিজ্ঞ অনেক ভোটারই তাহাদের ভোটের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ভোটার তালিকায় অনেকগুলি নামের ভ্রান্তিপূর্ণ বিবরণ ছিল। যথোপযুক্ত কারণ না থাকিলেও অনেকগুলি প্রার্থীর নির্ব্বাচনপত্র নাকচ করায় অভিযোগও শুনা যাইতেছে।

উল্লিখিত অবস্থা এবং মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারদের কার্য্যকাল ১৯৪৩ সনের ২২শে ফেব্রুয়ারীর আগে শেষ হইবে না, ইহা বিবেচনা করিয়া সরকার নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, সাধারণ নির্ব্বাচন ১৯৪৩ সন পর্য্যন্ত স্থগিত থাকিবে—যেন বর্ত্তমান কার্য্যকাল অবসান হওয়ার অব্যবহিত পরেই মিউনিসিপ্যাল বোর্ডকে পুনর্গঠিত করা যাইতে পারে। নির্ব্বাচনের কাজ সুষ্ঠুরূপে পরিচালনের জন্য এবং সাধারণের মধ্যে নির্ব্বাচনের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে পূর্ণ বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য গভর্ণমেণ্ট মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন বিধানের ৪৬ ধারা অনুসারে রাণাঘাটের সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেটকে সেই বিধানের ১৭ হইতে ৪৪ ধারা অনুসারে একটা অধিবেশনে চেয়ারম্যানকে বা কমিশনারগণকে প্রদত্ত সমস্ত কর্ত্তব্য পালন করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আইনের ২১ ধারায় নির্দ্দেশিত কর্তৃপক্ষ দ্বারা ভোটার তালিকা চিরাচরিত নিয়মানুসারেই প্রস্তুত হইবে। অন্যায়পূর্ব্বক কোনও লোকের নাম শেষ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বা বহির্ভূত হইলে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ৫২৯ক ধারা অনুসারে সেই ব্যক্তি জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত করিতে পারিবে।

মিঃ ইউসুফ মির্জ্জা এম-এল-এ, প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির অন্যতম হুইপগণ কর্ত্তৃক চীফ হুইপ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

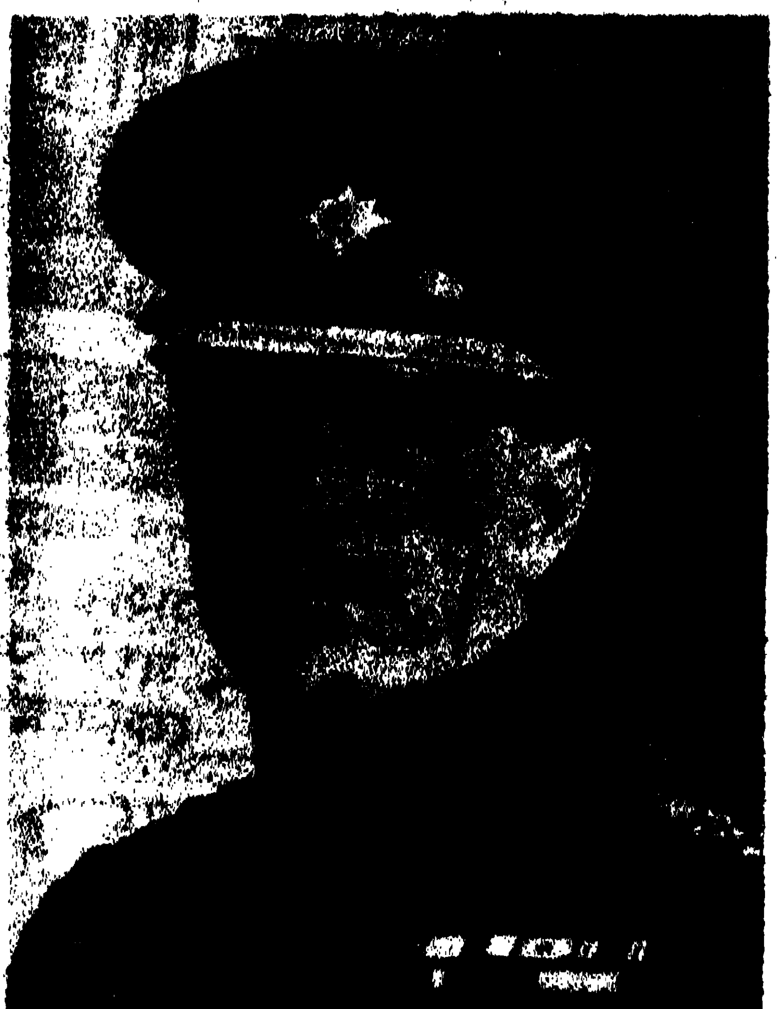

মেজর কে, এম, কারিয়াপ্পা

ইনি সপ্তম রাজপুত রেজিমেন্টের একটি বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতীয়দের মধ্যে ইনিই প্রথম একটি কার্য্যকরী সেনা-বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন।

পরলোকে স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লাহ্

কেন্দ্রীয় পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতির মৃত্যু

কেন্দ্রীয় পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লাহ্ ১লা জুন প্রাতে ৭টা ৫০ মিনিটের সময় ৮৩ বৎসর বয়সে মারা গিয়াছেন। বৎসরাধিককাল যাবৎ তিনি অসুস্থ ছিলেন।

স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা, জি-বি-ই, কে-সি-এস-আই, সি-আই-ই, ১৮৬২ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৯২ সনে মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য হন। ১৮৯৯ সনে মিউনিসিপ্যালিটির প্রেসিডেন্ট হন। ১৮৯৯-১৯১৬ সন পর্য্যন্ত এম-এল-সি ছিলেন। ১৯১২ সনে ইম্পিরিয়েল কাউন্সিলের সদস্য হন। ১৯২১ সনে ফিস্কাল কমিশনের সদস্য হন। ১৯১৮-২৩ সন পর্য্যন্ত বোম্বাই গভর্ণমেন্টের শাসন পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯২৩-২৬ পর্য্যন্ত ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি ছিলেন। ১৯৩৩ সনে তিনি পদ. ত্যাগ করেন।

চট্টগ্রামের পল্লীতে চিকিৎসালয়

অতিরিক্ত জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক আয়োজিত

গত ২৬শে এপ্রিল রবিবার চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত বাগরিয়া গ্রামে "নলুয়া-বাগরিয়া সিরাজুল ইসলাম দাতব্য চিকিৎসালয়ের" উদ্বোধন কার্য্য অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ, পি, গুডউইন, আই, সি, এস, মহোদয়ের সভাপতিত্বে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক এই উৎসব উপলক্ষে সমবেত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে সহকারী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বসু, আই, সি, এস; মিঃ সি, এস, মিত্র, এস, ডি, ও; রায় সাহেব কামিনী কুমার ঘোষ, ভাইস-চেয়ারম্যান, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। পল্লী অঞ্চলে দাতব্য চিকিৎসালয়ের উপকারিতা সম্পর্কে তাঁহারা বক্তৃতা করেন এবং মৌঃ সিরাজুল ইসলাম সাহেবের বদান্যতার প্রশংসা করেন। সভায় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রামরক্ষী দল গঠন করিতে সকলকে অনুরোধ করেন এবং তাহাদের কার্য্য-প্রণালী সম্পর্কে উপদেশ দেন।

ঔষধের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ

সরকারী আদেশ জারী

বাঙলা সরকারের প্রধান মূল্য-নিয়ন্ত্রক নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন:—

ভারতরক্ষা আইনের ৮১ ধারার (২) উপধারার অন্তর্গত (খ) উপকরণ অনুসারে, (যাহা গত ১৩ই জানুয়ারীর ৪৬৩এসি সরকারী ঘোষণা অনুসারে আমাকে কার্য্যকরী করিতে হইবে) আমি জানাইতেছি যে, ১৮৬৬ সালের কলিকাতা পুলিশ আইনের তিন ধারায় বর্ণিত কলিকাতা শহরে এবং ১৮৬৬ সালের কলিকাতা শহরতলীর পুলিশ আইনের ১ ধারায় বর্ণিত কলিকাতা শহরতলীতে ক্যাষ্টেল সিরাপের দাম ২৬শে মে হইতে নিম্নলিখিতরূপ কার্য্যকরী হইবে:—

নাম।	পাইকারী বাজার দর।	খুচরা বাজার দর।
ক্যাষ্টেলস্ সিরাপ (বড়)	২৭৲ (প্রতি ডজন)	২॥৵০ প্রতিটি

বিমান-আক্রমণ ও নাগরিকদের কর্ত্তব্য

[৫ম পৃষ্ঠার জের]

নিকটেই কোথাও বোমা পড়ার ফলে কোন বাড়ী সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত না হইলেও আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ বাড়ীতে বাস করা বিপজ্জনক হইয়া উঠিবে। এই কারণে বা নিকটে কোথাও অবিস্ফোরিত বোমা থাকার জন্য, কর্ত্তৃপক্ষ কোন বাড়ীর অধিবাসীদিগকে বাড়ী ত্যাগ করিয়া যাইবার হুকুম দিতে পারেন। এইরূপ সময় বাড়ীর জিনিষপত্র ফেলিয়া যাওয়া ভিন্ন কোন উপায় থাকিবে না। মালিক যতদিন পর্য্যন্ত না সেগুলি লইয়া যাইতে পারেন, ততদিন সেগুলি বাড়ী হইতে বাহির করিয়া আনিয়া নিরাপদে রাখিবার বন্দোবস্ত গভর্ণমেণ্ট করিয়াছেন। এই সকল কার্য্য তদারক করিবার জন্য একজন চীফ্ স্যালভেজ অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন।

জনরক্ষা সম্বন্ধীয় কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য বা পরিবারের রোজগারী ব্যক্তি বিমান-আক্রমণে আহত হইয়া পড়িলে যুদ্ধে আহতদের সাহায্য পরিকল্পনা অনুযায়ী গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাইবে। এই ক্ষতিপূরণের মাত্রাভেদ আছে এবং বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত কোন কোন লোককে উচ্চতর হারে অর্থসাহায্য করা হইবে। চিরকালের জন্য অক্ষম হইয়া গেলে সারা জীবন ধরিয়া পেনশন পাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। বিমান-আক্রমণের ফলে জনরক্ষা সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠানের সভ্য, পরিবারের রোজগারী বা পেনশনভোগী ব্যক্তি নিহত হইতে পারেন; এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাদের পরিবারের অন্যান্য সকলে উচ্চ হারে ক্ষতিপূরণ দাবী করিতে পারিবেন। কলিকাতা এবং কারখানা অঞ্চলের সর্ব্বত্র এই সকল দাবী মিটাইবার জন্য বহু কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

জনরক্ষা বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় সম্প্রতি একটি কেন্দ্রীয় এ-আর-পি কমিটী গঠন করিয়াছেন এবং কলিকাতার সর্ব্বত্র স্থানীয় শাখাও গঠিত হইয়াছে। ফলে এ-আর-পি বিভাগটী জনসাধারণের আবেষ্টনীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। এই সকল শাখা স্থানীয় প্রয়োজন মিটাইবার উপায় নির্দ্ধারণ করিবে এবং স্থানীয় জনরক্ষা আন্দোলনকে উৎসাহ প্রদান করিবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাঙলাদেশে জনরক্ষা প্রতিষ্ঠান সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বিপদের সময় এখানে অন্যান্য শহরে যেরূপ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেইরূপ কিছুই হইবে না।

বর্মার ছাত্র আশ্রয়প্রার্থিগণ

ভারতে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা

জানা গিয়াছে যে, বর্মা হইতে ভারতে আগত আশ্রয়প্রার্থিদের মধ্যে অনেকগুলি ছাত্র রহিয়াছে যাহারা স্বাভাবিক অবস্থায় এই বৎসরের মার্চ্চ বা এপ্রিলে মেট্রিকুলেশন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার আশা করিয়াছিল। কিন্তু যেহেতু তাহাদিগকে ভারতে চলিয়া আসিতে হইয়াছে, সেই হেতু তাহারা তাহাদের পরীক্ষা দিতে পারিতেছে না এবং উচ্চতর শিক্ষায় অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। এই ছাত্রদের ক্লেশ লাঘবের জন্য বর্মা সরকার ১৯৪২ সনের জুলাইর শেষ ভাগে ভারতের একটী উপযুক্ত কেন্দ্রে বর্মা হাই স্কুল লাইসেন পরীক্ষা গ্রহণ করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বর্মা হইতে আগত ভারতীয় ও অন্যান্য ছাত্র এই পরীক্ষা দিতে সমর্থ হইবে। পরীক্ষার্থী ছাত্রেরা ১৯৪২ সনের ২০শে জুনের মধ্যে গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার সেক্রেটারীর (ডিপার্টমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ান ওভারসিজ, নুতন দিল্লী) কাছে দরখাস্ত করিতে হইবে। দরখাস্তে প্রার্থীর নাম, বয়স, ভারতে তাহার পূর্ণ ঠিকানা, বর্মার তাহার স্কুলের নাম, হাই-স্কুল পরীক্ষার জন্য তাহার বিষয়াদি ইত্যাদি বিবরণ থাকিতে হইবে।

এইরূপে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতের কোনও কেন্দ্রে একই সময়ে, আই, এ, বি, এ (পাস), বি, এসসি (পাস) পরীক্ষা গ্রহণ করিতেও স্থির করিয়াছে। প্রার্থীদিগকে নির্দ্ধারিত সমস্ত বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে, যদি তাহারা রেঙ্গুন ইউনিভারসিটির কোনও প্রফেসারের এই মর্ম্মে সাক্ষ্য দেখাইতে না পারে যে, তাহাদের এক বা দুই বিষয়ে মাত্র পুনঃ পরীক্ষা লইতে হইবে। পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগকে উল্লিখিত ঠিকানায় ২০শে জুনের মধ্যে নিজেদের নাম, ধাম, বয়স ও বিষয়াদি জানাইয়া দরখাস্ত করিতে হইবে। যথাসময়ে তাহাদিগকে পরীক্ষার প্রকৃত তারিখ ও কেন্দ্র জানানো হইবে।

কয়েকদিন পূর্ব্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে, ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ সাবডিভিসনস্থ কাজীরপাগলা গ্রামে বর্মা হইতে আগত দুইজন ভদ্রলোক প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়। অবিলম্বে ঢাকা সার্কেলের জনস্বাস্থ্যের সহকারী ডিরেক্টর ও ডিষ্ট্রিক্ট হেল্থ অফিসার একত্রযোগে ব্যাপারটার তদন্ত করেন এবং মত প্রকাশ করেন যে, এইগুলি প্রকৃত নিউমোনিক প্লেগ নয়।

জার্ম্মাণীর জনবল হ্রাস

যুদ্ধ ও উহার ফল

"ডেইলী টেলিগ্রাফের" কূটনৈতিক সংবাদদাতা বলিয়াছেন যে, রাশিয়ার যুদ্ধে জার্ম্মাণীর পক্ষে ২,০০০,০০০ বিশ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে বলিয়া মিঃ চার্চ্চিল যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহার অর্থ হইল যে, রাশিয়ার পুনরায় যুদ্ধ করিতে হইলে জার্ম্মাণীকে উহা আরম্ভ করিতে হইবে খুব কম সংখ্যক লোক লইয়া।

ইউরোপে নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের নাৎসী পরিকল্পনা চূর্ণবিচূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে। কারণ ৮০,০০০,০০০ আট কোটি লোকের পক্ষে ইউরোপের অবশিষ্ট ৪৭০,০০০,০০০ সাতচল্লিশ কোটি লোকের উপর তাহাদের ইচ্ছা বলপূর্ব্বক চাপাইয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়াই প্রমাণিত হইতেছে।

এই অবস্থায় পড়িয়া হিটলার ও গোয়েরিং এর অনুচরগণ কয়েক মাস যাবত লোকবল বৃদ্ধি করার জন্য সমস্ত ইউরোপ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেছেন। তাহারা স্পেন, ইটালী, হাঙ্গারী, রুমানিয়া এবং বুলগেরিয়া হইতে ট্রেনিং-প্রাপ্ত সৈন্যদলসমূহ দাবী করিয়াছে। বাকি প্রধান প্রধান অঞ্চল হইতে বলপূর্ব্বক শ্রমিক সংগ্রহ করা হইয়াছে।

শেষ যে হিসাব করা হইয়াছে, তাহাতে জার্ম্মাণীতে বর্ত্তমানে ২,১৪০,০০০ একুশ লক্ষ চল্লিশ হাজার বিদেশী শ্রমিক কাজ করিতেছে। এই সমুদয় শ্রমিক ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, পোল্যাণ্ড, বোহেমিয়া, মোরাভিয়া, স্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, যুগোস্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, ইটালী ও স্পেন হইতে আমদানী করা হইয়াছে।

একমাত্র পোল্যাণ্ডকে ১,০০০,০০০ দশ লক্ষ লোক দিতে হইয়াছে। তন্মধ্যে ২৬২,৭০০ দুই লক্ষ বাষট্টি হাজার সাত শত স্ত্রীলোক, ইটালীকে দিতে হইয়াছে—২৭,০০০ লোক, তন্মধ্যে একুশ হাজার স্ত্রীলোক; ফ্রান্স হইতে ৪৮,৫০০ আটচল্লিশ হাজার পাঁচ শত, বেলজিয়ম হইতে ১২১,৫০০ এক লক্ষ একুশ হাজার পাঁচ শত, হল্যাণ্ড হইতে ৯২,০০০ বিরানব্বই হাজার এবং সাবেক চেকোস্লোভাকিয়া হইতে ২২০,০০০ দুই লক্ষ বিশ হাজার লোক সরবরাহ করিতে হইয়াছে। এই সমুদয় বেসামরিক লোকের অধিকাংশই কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছে। রাশিয়া হইতে যে সমুদয় যুদ্ধবন্দী আনা হইয়াছে, তাহাদের একটা অংশও কৃষি কার্য্যে লাগান হইয়াছে। অন্যান্য রাশিয়ানদিগকে কয়লার খনিতে কাজ করিতে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

সমগ্র ইউরোপে নাৎসীরা অসংখ্য আদেশ প্রচার করিয়া লোকদিগকে তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা করিতেছে; কারণ তাহারা জনসাধারণের স্বেচ্ছা আদৌ লাভ করিতে পারে নাই। এই সমুদয় আদেশপত্র বলপূর্ব্বক চালাইবার চেষ্টায় জার্ম্মাণ-অধিকৃত দেশে ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক জার্ম্মাণ কর্ম্মচারী রাখা প্রয়োজন হইতেছে। ট্রেনিং-প্রাপ্ত লোকবলের অভাব হেতু এই সমুদয় শাসনব্যাপী লোকদিগকে বাধ্য করাইবার ক্ষমতা জার্ম্মাণীর কমিয়া গিয়াছে।

বাঙলা দেশে সংক্রামক ব্যাধি

এক সপ্তাহের বিবরণী

গত ৯ই মে তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে বাঙলা প্রেসিডেন্সীতে কলেরা রোগে আক্রান্ত লোকের সংখ্যা মোট ৯৫২ জন; তন্মধ্যে ১২৫ জন ২৪-পরগণায়, ১৯২ জন ফরিদপুরে, ১৫১ জন বাকরগঞ্জে, ১৯৩ জন চট্টগ্রামে, ২১৬ জন নোয়াখালীতে। উল্লিখিত সময়ের মধ্যে কলেরা রোগে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৪৭০ জন; তন্মধ্যে ১০৪ জন ফরিদপুরে, ১৩২ জন চট্টগ্রামে, ১০৪ জন নোয়াখালীতে। বর্ত্তমানে ৬১ জন বসন্ত রোগে ও দার্জিলিং এ ৬২ জন ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হয়। কলিকাতায় ইতস্ততঃ কয়েকটা সেরিব্রোস্পাইনাল রোগের আক্রমণ হয়। প্লেগের কোনও আক্রমণের সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

এ আর্ পি পাব্লিসিটি ও ইনফরমেশন ব্যুরোসমূহ

কলিকাতা কর্পোরেশন কর্ত্তৃক—শিক্ষা ও প্রচার বিভাগ দ্বারা সংগঠিত

এ আর্ পি সম্পর্কে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্পোরেশনের শিক্ষকগণ এই সমস্ত ব্যুরোর তত্ত্বাবধান করেন এবং নিম্নলিখিত ঠিকানায় অবস্থিত বিভিন্ন ফ্রি প্রাইমারী স্কুলসমূহে অবস্থিত প্রত্যেক ব্যুরোতে বালির বস্তা কিনিতে পাওয়া যায় এবং এ আর্ পি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণাদিও ঐখানেই জানা যাইবে। এই সমস্ত ব্যুরোর কাজকর্ম্ম সম্পর্কে আরও বিস্তৃত বিবরণাদি এই ঠিকানায় জানা যাইবে—অফিসার অব্ দি পাব্লিসিটি ডিপার্টমেণ্ট, কলিকাতা কর্পোরেশন, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

৭, বিদ্যুৎকোষ লেন
১/২, বাজার [illegible] লেন
৪২এ, বনমালী সরকার ষ্ট্রীট
২০/১বি, বৃন্দাবন বসাক লেন
১০-২-এ, গৌরীবাড়ী লেন
১৩, [illegible] লেন
২১-ই, [illegible] ষ্ট্রীট
১/৪, [illegible] ষ্ট্রীট
[illegible]-বি, [illegible] রো
৮-বি, [illegible] দত্ত লেন
৯৮, [illegible] লেন
২৩-১, [illegible] ষ্ট্রীট
৩৭-১, [illegible] ষ্ট্রীট
২০, [illegible] ষ্ট্রীট
৭/২বি, [illegible] লেন
১২, [illegible] ষ্ট্রীট
৬৬, [illegible] লেন
১০/বি, [illegible] লেন
৫০, [illegible] ষ্ট্রীট
৮, [illegible] লেন
৩৪, [illegible] ষ্ট্রীট
১৯, [illegible] ষ্ট্রীট
৫১, [illegible] ষ্ট্রীট
৫৭, [illegible] রোড
১৪/১, [illegible] লেন
৩৭, [illegible] রোড
২৪/২, পটারী রোড
১০, কম্বুভেণ্ট লেন
১, সার্কাস এভেনিউ
১৪এ, গোয়াবাগান লেন
২, [illegible] রোড
২৭/বি, [illegible] রোড
৮, [illegible] রোড
২৩/ডি, ই, [illegible] রোড
৭/১, [illegible] রোড
১১/বি, [illegible] রোড
৮৩, [illegible] রোড
১৯/১, [illegible] লেন
১০, [illegible] রোড
১৬, [illegible] রোড
১৬/এ ও বি, [illegible] রোড
১৩/১, [illegible] ষ্ট্রীট
১২৪/১, [illegible] রোড
২/১, [illegible] লেন
৯৪, [illegible] রোড
৫৮, [illegible] লেন
১১/বি, [illegible] লেন
২৪, [illegible] লেন
২৫/বি, [illegible] রোড
৬, [illegible] লেন
১, [illegible] লেন
৪২/৮, [illegible] রোড

এ আর্ পি পাব্লিসিটি সাব-কমিটি, [illegible] কমিটি, [illegible], কর্ত্তৃক প্রচারিত এবং ক্যালকাটা ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন এই বিজ্ঞাপনের ব্যয় বহন করিবেন।

ভারতে বহু সৈন্য ও সমরোপকরণ আমদানী

বৃটেন হইতে নির্ব্বিঘ্নে আনয়ন

এক্ষণে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, গত মাসের প্রথম দিকে বহু সমরোপকরণ এবং সৈন্যাদি সহ একটি বিরাট কনভয় গ্রেট বৃটেন হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষে আর এত বড় কনভয় আসে নাই। এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে ভারতবর্ষ হইতে বিদায় গ্রহণের প্রাক্কালে স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ বেতারযোগে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, গ্রেট বৃটেন যথাসম্ভব শীঘ্র তাহার সাধ্যানুসারে ভারতবর্ষে সৈন্য ও সমরোপকরণ প্রেরণের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। তিনি যখন এই কথা বলিয়াছিলেন, তখন তিনি এই কনভয়ের কথা সম্পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে; এখানে এইরূপ অনুমিত হইতেছে যে, গ্রেট বৃটেন হইতে এ পর্য্যন্ত বিদেশে যত কনভয় প্রেরিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই কনভয়টিই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা বড়। প্রকৃতপক্ষে এই কনভয়টি এতই বড় যে, ভারতবর্ষের এক বন্দরে ইহার সমস্ত মাল ও সৈন্য নামাইবার ব্যবস্থা করা যায় নাই। যথাসম্ভব শীঘ্র সৈন্য ও সমরোপকরণ নামাইবার জন্য এই কনভয়ের জাহাজগুলিকে বিভিন্ন বন্দরে প্রেরণ করা হয়।

কনভয়ের জাহাজগুলি সারি বাঁধিয়া একটি ভারতীয় বন্দরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। সেই সময় সৈন্য দল জাহাজের ডেকে ভিড় করিয়া দাঁড়ায়। একখানি পাইলট জাহাজ তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল। জাহাজগুলি ডেষ্ট্রয়ার দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল এবং কনভয়ের মধ্যস্থলে একখানি বিখ্যাত বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ ছিল। ইহা ছাড়া ভারতীয় নৌবহরের কয়েকখানি জাহাজও এই কনভয়টিকে পাহারা দিতেছিল।

ভারতীয় যুদ্ধ জাহাজগুলি বাহির দরিয়ায় বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া কনভয়ের নিকট উপস্থিত হয় এবং সৈন্য ও সমরোপকরণবাহী জাহাজগুলিকে পাহারা দিয়া তাহাদের গন্তব্য স্থলে পৌঁছাইতে সাহায্য করে। তীরস্থ বিমান ঘাঁটি হইতে ভারতীয় বিমানবহরের বিমানপোত-সমূহও অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া কনভয়ের উপর উড়িতে থাকে। অতঃপর বৃটিশ সৈন্য দলের বিভিন্ন শাখার অন্তর্গত সৈন্যগণ তীরে অবতরণ করে। এই সমস্ত সৈন্যের ভিতর হাজার হাজার পদাতিক সৈন্য, গোলন্দাজ, "সক ট্রুপ" প্রভৃতি ছিল। ইহা ছাড়া এই দলের মধ্যে ভারতীয় সৈন্য দলের বহু সৈন্য এবং অফিসারও ছিলেন। ইংলণ্ডে আধুনিক রণকৌশল সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিবার পর ইঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। ইহা ছাড়া ইঁহাদের মধ্যে হাজার হাজার বৈমানিকও ছিল। পাইলটদের মধ্যে আমেরিকান স্বেচ্ছা-বৈমানিক দলের পাইলটেরাও ছিলেন। এই সমস্ত বৈমানিকের মধ্যে অনেকেই ফ্রান্স, বৃটেন ও লিবিয়ার যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া সামরিক সম্মান লাভ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া আমেরিকার বিখ্যাত "কিটিহক" বিমানের বৈমানিকগণও এই দলে ছিলেন। ভারতীয় বিমানবহরের জন্য বহু "কিটিহক" বিমান আমদানী করা হইয়াছে।

সৈন্যগণের মনোভাব বেশ প্রফুল্ল ছিল এবং তাহারা জাপানীদের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। স্বাধীন ফরাসী সৈন্য দলের একজন কর্ণেল পথিমধ্যে কনভয়ের সহিত মিলিত হন। তিনি ফরাসী মরক্কো হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। আরও কয়েকজন অফিসারের সহিত একখানি পুরাতন ফোর্ড মোটরকারে চড়িয়া ইঁহারা ফরাসী এলাকা ত্যাগ করেন এবং ৮০ দিন পরে বৃটিশ এলাকায় উপস্থিত হন। ভারতবর্ষে বোমা অপসরণকারী দলকে শিক্ষাদানের জন্য এই সঙ্গে আরও ক য়কজন লোক গ্রেট বৃটেন হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন নৌ-বিভাগীয় কর্ম্মচারী আছেন। ইনি বৃটেনে বিমান হানার সময় ৩৮০ দিনের মধ্যে ৩১৯টি বোমা বিদীর্ণ হইবার পূর্ব্বে

[২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

ভারতীয় লস্করদের বীরত্ব

আটলাণ্টিকের যুদ্ধে নির্ভীকতা

স্যার আর্চিবল্ড হার্ড ভারতীয় লস্করদের কর্ম্মদক্ষতা, নির্ভীকতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার উচ্চ প্রশংসা করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। স্যার আর্চিবল্ড নৌ-বিভাগীয় দপ্তরের একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। গত মহাযুদ্ধের বাণিজ্য জাহাজ সম্বন্ধে তিনি এক সরকারী বিবরণী দাখিল করিয়াছিলেন। উহাতেও তিনি ভারতীয় লস্করদের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

গত মহাযুদ্ধের সময় যাত্রীবাহী ব্রিটিশ জাহাজ "আরব" যখন টর্পেডোর আঘাতে ডুবিয়া যাইতেছিল, তখন জাহাজের ভারতীয় লস্কররা অদ্ভুত কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিল। ঐ জাহাজে ১৬৯ জন স্ত্রী ও শিশুসহ ৪৩৭ জন যাত্রী ছিল। লস্কররা নিজেদের জীবন তুচ্ছ করিয়া স্ত্রী ও শিশুদিগকে সর্ব্বপ্রথমে জীবনতরীতে তুলিয়া দেয়; তাহাদের মুখে বিন্দুমাত্র ত্রাসের ভাব দেখা যায় নাই।

বর্ত্তমান যুদ্ধেও ভারতীয় লস্করদের নির্ভীকতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণীতে আটক থাকার পর বহু ভারতীয় লস্কর ডোমালা জাহাজে ব্রিটেনে স্থানান্তরিত হইতেছিল। ঐ সময় জার্ম্মাণদের বোমায় জাহাজে আগুন ধরিয়া যায়। ১০৬ জন নাবিকের মধ্যে ৩৬ জন নাবিক এবং ১৪৩ জন যাত্রীর মধ্যে ৪৫ জন যাত্রী বোমার আঘাতে নিহত হয়। ভারতীয় লস্কররা এই বিপদেও নির্ভীকভাবে নিজ নিজ কর্ত্তব্য করিয়া যায়। "কেমেণ্ডাইন" এবং "সেণ্ট আগনেস" জাহাজের ভারতীয় লস্কররাও এইরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছে। সমুদ্রের যুদ্ধে ভারতীয় লস্কররা ব্রিটেনের একটি প্রধান সহায়।

বর্ত্তমানে আটলাণ্টিকের যুদ্ধে ব্রিটিশ জাহাজগুলিতে ৪০ হাজার ভারতীয় লস্কর আছে। ইউবোট, ডেষ্ট্রয়ার, বোমা, মাইন প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া ইহারা নির্ভীকভাবে নিজেদের কর্ত্তব্য কাজ করিয়া যাইতেছে। তাহারা প্রত্যেকেই প্রথম শ্রেণীর নাবিক। এই সাহসিকতার জন্য ইহারা সকলের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে।

বাঙলায় চাউলের ঘাটতি পূরণ

আধ-ছাঁটাই চাউল ব্যবহারের প্রস্তাব

বাঙলা গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত এক প্রেস-নোটে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম হইতে বাঙলা দেশে ধান ও চাউল আমদানী বন্ধ হওয়ায়, আমদানী বন্ধের ফলে যে ঘাটতি পড়িবে কিভাবে তাহা পূরণ করা যাইতে পারে, তাহা বিবেচনা করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

উক্ত প্রেস-নোটে আরও বলা হইয়াছে যে, উৎপাদনের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করিবার জন্য ব্যবস্থা করা হইতেছে। সেই সঙ্গে কিছুক জরুরী ব্যবস্থা স্বরূপে আধ ছাঁটাই চাউল ব্যবহার করা যায় কি না, তদ্বিষয়েও বিবেচনা করা হইতেছে। অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, আধ ছাঁটাই চাউল ব্যবহার করিলে বর্ত্তমান অপেক্ষা মজুদ চাউলের পরিমাণ অন্ততঃ শতকরা চারিভাগ বৃদ্ধি পাইতে পারে। গভর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, এই প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করিলে বর্ত্তমানে মজুদের পরিমাণ শতকরা চারিভাগ বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহাতে ঘাটতি অনেকটা হ্রাস পাইবে, ইহা স্মরণ রাখিয়া জনসাধারণ ইহাতে অসন্তুষ্ট নাও হইতে পারে।

[১ম কলমের শেষাংশ]

অপসারিত করিয়াছিলেন। নিউজিল্যাণ্ড হইতে একজন ফ্লাইট লেফটেন্যাণ্ট আসিয়াছেন। তিনি ফ্রান্স ও বৃটেনের বিমান যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষের যুদ্ধে যোগদানের জন্য তিনি প্রাচ্যে আসিয়াছেন। একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, তিনি তেরখানি নাৎসী বিমান গুলী করিয়া ভূপাতিত করিয়াছেন।

বিমানপোত, ট্যাঙ্ক, ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী কামান প্রভৃতি বহুবিধ সমরোপকরণ তাড়াতাড়ি করিয়া তীরে নামান হয়। অতঃপর ট্রেণযোগে এই সমস্ত সমরোপকরণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করা হয়।

ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিতে এই কনভয়টির কোনরূপ [illegible]

খাদ্যশস্য উৎপাদন আন্দোলন

ঢাকা জেলার পল্লীতে উৎসাহ-উদ্দীপনা

ঢাকা জেলার মনোহরদি থানার ২নং সার্কেলের জুট রেগুলেশন্ এবং কৃষান রিকন্‌ষ্ট্রাকশন্ বিভাগের এসিষ্ট্যাণ্ট ইনস্‌পেক্টর বাবু প্রবোধচন্দ্র দেব, প্রপাগাণ্ডা এসিষ্ট্যাণ্ট বাবু বিমলভূষণ সরকার, ক্যাম্প এসিষ্ট্যাণ্ট বাবু কুমুদ-রঞ্জন ঘোষ, ও পি, এস্, এ বাবু ক্ষীরোদ বিহারী দত্ত মহাশয়ের উদ্যোগ ও পরিশ্রমে বিগত ইং ১৮ই মে ১৯৪২ তারিখে "খাদ্যশস্য উৎপাদন আন্দোলন" উপলক্ষে একটি বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়। ইহাতে উপস্থিত চাষী, পল্লী-মঙ্গল সমিতির সভ্যবৃন্দ, হাতিরদিয়া হাই স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ, মনোহরদি এম্, ই, স্কুলের ও চরুদি ইউনিয়নের প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রগণ এবং পুলিশ বাহিনীর সংখ্যা প্রায় দুই হাজার দাঁড়াইয়াছিল। এই জনতা নানারূপ শিক্ষা ও উপদেশমূলক প্লাকার্ড বহন করিয়া, "এবার খাবার যোগাড় কর্, ওরে ধানের যোগাড় কর্; বাঙলা দেশের কাঙাল চাষী শোন্‌রে আজি দুঃখের গান" এবং "রেঙ্গুনের চাউল পাবে না আর— বাঙলার উপর মস্ত ভার। বন-জঙ্গল সাফ্ ক'রে ধান বুন ভাই ঘরে ঘরে, কণা জমিও ফাঁক রেখোনা, বুনবে তাতে খাবার দানা। ভাল ভাল বীজ ছড়াবে, ফসল তাতে দ্বিগুণ পাবে। শিক্ষে খেলেই চলবে না, গরুর কথাও ভুলবে না" ইত্যাদি উচ্চধ্বনি করতঃ একদল চিত্তহারী ব্যাণ্ডের তালে তালে দীর্ঘ চারি মাইল স্থান পরিক্রমণ করে। পথের দুই পার্শ্বে উৎসুক দর্শকগণের মুখগুলি বাস্তবিকই লক্ষ্য করিবার মত ছিল।

হাতিরদিয়া স্কুল প্রাঙ্গণে এই জনতাকে আহ্বান করিয়া ২নং সার্কেলের পি, এ, ও এ, আই, শিবপুর সার্কেলের পি, এ, ও সভাপতিরূপে মৌলবী রাজিউদ্দিন ভূঞা (ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড মেম্বার) সাহেব "যুদ্ধ ও বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে দেশবাসীদের কর্ত্তব্য", প্রচুর খাদ্যশস্য উৎপাদন বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা দ্বারা সকলকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন।

হাতিরদিয়ার জমিদার ও প্রেসিডেণ্ট মৌলভী সাদত আলী ভূঞা সাহেবও সভায় যোগদান পূর্ব্বক সকলকে উৎসাহিত করেন।

বন্দীদিগকে অস্ত্রশস্ত্রের কারখানায় নিয়োগ

জার্ম্মাণ দুর্নীতি নূতন প্রমাণ

লণ্ডনের "টাইম্‌স" পত্রিকা এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

"জার্ম্মাণীতে কাজকর্ম্ম করার জন্য যথেষ্ট লোকের অভাব দিন-দিনই অনুভূত হইতেছে। বহির্জগতে জার্ম্মাণী হইতে যেসব সংবাদ পৌঁছিতেছে, তাহাতে ইহাই বুঝা যায়—জার্ম্মাণীর রণ-পরিচালকগণ নিজেদের অতৃপ্ত ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য নানাদিক দিয়া কিরূপ অপচেষ্টায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছে।

"সম্প্রতি এক আদেশ জারী করিয়া নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, যুদ্ধ-বন্দীদের মধ্যে যেসব কারিগর শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদিগকে অবিলম্বে অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুতের কারখানায় প্রেরণ করিতে হইবে। এই আদেশের ফলে বিশেষভাবে রুশীয় বন্দীরাই পড়িবে; কারণ বর্ত্তমানে জার্ম্মাণীতে অনেক রুশীয় বন্দী রহিয়াছে। বৃটিশ বন্দীরা যে এই আদেশের আওতার মধ্যে পড়ে নাই, তাহাতে উক্ত বন্দীগণ ও তাহাদের আত্মীয়স্বজনরা হয়ত একটু আশ্বস্ত হইবে। কিন্তু ইহা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, জার্ম্মাণীর এই আদেশ দ্বারা চিরাচরিত আন্ত-র্জাতিক নীতি লঙ্ঘন করা হইয়াছে। এই আদেশের ফলে এখন হইতে রুশীয় বন্দীদিগকে বাধ্য হইয়াই এমন সব অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হইবে—যেসব অস্ত্র তাহাদের জন্ম-ভূমির বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হইবে। জার্ম্মাণীর এই বর্ত্তমান যুদ্ধ যে প্রকৃতই সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধ এবং ইহাতে জয়লাভ সর্ব্বপ্রকার বিধান যে অনিবার্য্য, উপরোক্ত আদেশ দ্বারা তাহার [illegible]

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ABU HENA.

LIBRARY OF THE BENGAL LEGISLATURE
CALCUTTA

Regd. No. C2532.

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ৩০শ সংখ্যা]　　　　কলিকাতা, ২২শে জুন, ১৯৪২　　　　[এক আনা

ভারতীয় জনগণের প্রতি মহামহিমান্বিত সম্রাটের বাণী

দিল্লী হইতে রাজভ্রাতা মহামান্য ডিউক-অব্-গ্লস্টারের বেতার-বক্তৃতা

ভারতের কোটি কোটি নরনারীর উদ্দেশ্যে মহামান্য সম্রাট যে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন, গত ১২ই জুন রাত্রে ডিউক-অব-গ্লষ্টার বেতারযোগে তাহা ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছেন। এই উপলক্ষে মহামান্য ডিউক বলিয়াছেন যে, "আমি এইমাত্র দিল্লীতে পৌঁছিয়াছি এবং দিল্লী হইতেই আমি বেতারে আপনাদের উদ্দেশ্যে সম্রাটের বাণী ঘোষণা করিতেছি। সম্রাটের সেই বাণী এই —'আমার ভ্রাতা এক্ষণে ভারতে গিয়াছেন জানিয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। আপনাদের গৌরবময় দেশে আমি স্বয়ং যাইতে পারিলাম না বলিয়া আমি অপরিসীম দুঃখ অনুভব করিতেছি। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে আমি নিজে ভারত পরিদর্শনে যাইবার আশা পোষণ করি। ভারতের সমস্ত নৃপতি এবং জনসাধারণের নিকট আমার ভ্রাতা আমার বাণী এবং শুভেচ্ছা ঘোষণা করিবেন।

"এই দীর্ঘস্থায়ী এবং সর্ব্বাত্মক যুদ্ধ আমরা কেহই চাই নাই। শান্তি এবং স্বাধীনতার আদর্শে ভারতের উন্নতির জন্য আমি যে উচ্চাশা পোষণ করি, এই নিদারুণ যুদ্ধ তাহার পরিপূরণে প্রতিবন্ধক ঘটাইয়াছে। আমাদের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। ভারত যেভাবে আহ্বানে সাড়া দিয়াছে, তাহাতে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছি। বৃটিশ সিংহাসনের প্রতি আনুগত্য ও অনুরক্তির চিরন্তন প্রথা অনুসরণ করিয়া ভারতের সামন্ত নৃপতিগণ অকাতরে ধন, জন ও ব্যক্তিগত সাহায্য প্রদান করিতেছেন। বেসামরিক শাসকবৃন্দ সাহসের সহিত অতিরিক্ত কর্ত্তব্যের গুরুভার বহন করিতেছেন।

"শত্রু দ্বারদেশে উপস্থিত। সদিচ্ছা এবং সহযোগিতায় সর্ব্বপ্রকার বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করা যায়। যেমন এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে, তেমনি শান্তির সময়েও ইহাই আপনাদের মূলমন্ত্র হউক। যুদ্ধরত ভারতীয় সেনাগণের সাফল্য প্রশংসাতীত। বহু রণক্ষেত্রে তাহারা গৌরবের বিজয়মালা লাভ করিয়াছে। বেসামরিক রক্ষী-বাহিনীর সদস্য হিসাবে যাঁহাদিগকে যুদ্ধরত সহকর্মীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে, তাঁহাদের প্রতিও আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে। আমি আশা করি, বিপৎকালে তাঁহারা পূর্ণ মাত্রায় সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করিবেন।

"আপনাদের সম্রাট হিসাবে আমি ভারতের কোটি কোটি নরনারীর সহিত সমসুরে মিলিত হইতেছি। আপনারা আপনাদের স্বদেশরক্ষায় সমবেতভাবে অগ্রসর হউন। আপনাদের কর্ত্তব্য কঠোর। যদিও আমরা যথাশক্তি আপনাদিগকে সাহায্য করিতে কৃতসঙ্কল্প, কিন্তু আপনাদের বিপদ্ অনেক। আমার বিশ্বাস, আপনারা অতীতে যে সাহস প্রদর্শন করিয়াছেন, বর্ত্তমানেও সেরূপ সাহস ও সঙ্কল্পের সহিত বিপদের সম্মুখীন হইবেন। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনারা এই সর্ব্বব্যাপী দুর্বিপাক হইতে বাধা বিঘ্ন অতিক্রমে প্রেরণা লাভ করিবেন। বিধাতার কৃপায় আমাদের সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় শত্রু অবনমিত হইলে বর্ত্তমান শ্রম ও দুঃখকষ্টের পুরস্কার পাওয়া যাইবে। স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হইলে ভারত এবং জগতের অন্যান্য রাষ্ট্র শুভ ফল প্রাপ্ত হইবে।"

অতঃপর মহামান্য ডিউক বলেন :—"সম্রাটের বাণীর ইহাই শেষ কথা। আমি নিজে ভারত পরিদর্শনের জন্য বহু দিন হইতে উৎসুক ছিলাম। এ সময় আমি আমার আশা পূর্ণ করিতে পারিয়াছি বলিয়া আমি বিশেষ সুখী হইয়াছি। আমি আপনাদিগকে সদিচ্ছার ও উৎসাহের বাণী শুনাইতে আসিয়াছি।"

ডিউক অব গ্লষ্টার সম্রাটের পক্ষ হইতে ভারতীয়, বৃটিশ এবং মিত্রশক্তির সেনাবাহিনী, ভারতীয় নৌ ও বিমান বিভাগ প্রভৃতির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য আসিয়াছেন। ডিউক এই উপলক্ষে অসামরিক দেশরক্ষা, এ-আর-পি কেন্দ্র এবং ভারতের সমরোপকরণ উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রভৃতিও পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। ভারতের পূর্ব্ব সীমায় হইতে আক্রমণ-প্রতিরোধের ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করাও ডিউক অব গ্লষ্টারের ভারত ভ্রমণের আর এক উদ্দেশ্য।

[পূর্ব্ববর্ত্তী সংবাদ]

ডিউকের করাচী উপস্থিতি

রাজভ্রাতা মেঃ-জেনারেল মহামান্য গ্লষ্টারের ডিউক ১০ই জুন ভারতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। করাচী অবতরণ করিলে সিন্ধুর গভর্ণর, বড়লাটের পক্ষ হইতে তাঁহার সামরিক সেক্রেটারী, ভারতের প্রধান সেনাপতির পক্ষ হইতে ডেপুটি কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ জেনারেল স্যার ওয়ালাম হার্টলে, প্রধান বিমান সেনাপতি এয়ার মার্শাল স্যার রিচার্ড পিয়ার্স, ভাইস-এডমিরাল স্যার ফিজবার্ট, ভারতে অবস্থিত মার্কিণ বাহিনীর প্রধান সেনাপতির পক্ষ হইতে ব্রিগেডিয়ার-[illegible], এল, মেটচেন এবং সিন্ধুর জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিং মেজর-জেনারেল এম, জি, ডিও তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন।

সম্রাট স্বয়ং ভারতে আসিয়া ভারতের সৈন্যবাহিনী, রাজন্যবর্গ ও জনসাধারণকে সম্বর্দ্ধিত করিবার সুযোগ পাইলেন না বলিয়া তাঁহার অনুরোধে তাঁহার অনুজ ভারতে আসিয়াছেন।

রাজভ্রাতা মহামান্য গ্লষ্টারের ডিউক সম্প্রতি মধ্য-প্রাচ্যের সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। ভারতে তাঁহাকে ব্যাপক সফর করিতে হইবে। যদিও এই ভারত-পরিদর্শন মুখ্যতঃ সামরিক কার্য্যের সহিতই সংশ্লিষ্ট—তথাপি ডিউক অসামরিক দেশরক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কেও বিশেষ আগ্রহান্বিত বিধায় তিনি ভারতের সমর-প্রচেষ্টার অসামরিক দিকও যথাসম্ভব পরিদর্শন করিবেন।

দিল্লীতে ডিউক মহোদয়

ডিউক অব গ্লষ্টার ১২ই জুন দিল্লীর উইলিংডন বিমান-ঘাঁটিতে অবতরণ করেন।

খাকীর পরিচ্ছদ পরিহিত ডিউক যখন বিমানপোত হইতে অবতরণ করিবার পর বড়লাট সাদরে করমর্দ্দন করিয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করেন। অতঃপর জঙ্গীলাট, এয়ার মার্শাল স্যার রিচার্ড পিয়ার্স, এডমিরাল স্যার ফিজবার্ট ও উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গকে ডিউকের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়।

বিমানঘাঁটি হইতে ডিউক মহোদয় ও বড়লাট একই মোটরে লাটভবনে গমন করেন। সেখানে বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্যদিগের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়।

ডিউক কর্ত্তৃক প্যারাস্যুট বাহিনী পরিদর্শন

১৩ই জুন সন্ধ্যায় দিল্লীর নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে ডিউক অব গ্লষ্টার ভারতীয় বিমানবাহিনীর অন্তর্গত এক সেনাদলের প্যারাস্যুট-যোগে সাফল্যপূর্ণ অবতরণের দৃশ্য দর্শন করেন। চীনা জেনারেল লো ও জেনারেল ইয়াং, নেপালী সেনাদলের কম্যাণ্ডিং অফিসার এবং চীনা কমিশনার মিঃ শেন প্রভৃতিও উপস্থিত ছিলেন।

যে সকল সৈন্যদল ইহাতে যোগ দিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই ভারতীয় ও গুর্খা। বড় বড় সেনাবাহী বিমান একে একে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ছয় শত হইতে আট শত ফুট স্থান বেষ্টন করিয়া প্রথমে এক একজন করিয়া, তারপর একসঙ্গে দুইজন করিয়া এবং তারপর দলে দলে অতি ক্ষিপ্রতাসহকারে পাঁচজন বা দশজন করিয়া সৈন্য নামাইতে থাকে। এক এক সময় নয়জন করিয়া সৈন্য বিভিন্ন উচ্চতা হইতে নামিতে থাকে। তাহারা ক্ষিপ্রতার সহিত আপনাদিগকে প্যারাস্যুটের বন্ধন হইতে মুক্ত করে। প্রথমে যাহারা বিমান হইতে লম্ফপ্রদান করে, তাহাদের নিকট "টমিগান" অথবা "ফোল্ডিং টুপি" ছিল।

ইহার পর ডিউক অব গ্লষ্টার সমস্ত বাহিনী পরিদর্শন করেন এবং তাহাদিগকে ধন্যবাদ দেন।

হিট্লারের চরম বিপদ্ আসন্ন

আমেরিকান অর্থনীতিবিদের উক্তি

হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আমেরিকার জনৈক অর্থনীতিবিদ্ বলেন যে, এই গ্রীষ্মকালের মধ্যে জার্ম্মাণী যদি রাশিয়া সম্বন্ধে সুনিশ্চয়াত্মক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারে, তবে চরম বিজয়ের তাহার আর কোনও আশা নাই।

তিনি ঘোষণা করেন যে, জার্ম্মাণীর শতকরা ১২জন সৈন্য বিভাগে যোগদান করিয়াছে। তিনি বলেন, শিল্প ও কৃষি হইতে এতগুলি লোককে স্থায়ীভাবে দূরে রাখা যাইতে পারে না। হিট্লার রাশিয়াকে তাড়াতাড়ি পরাজিত করিবার আশা করিয়াছিলেন এবং মনে করিয়াছিলেন যে, অনেক পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার সৈন্য-বাহিনীর এক বিরাট অংশকে কারখানা ও কৃষিক্ষেত্রে ফিরিয়া পাইবেন। উহা করিতে হিট্লার সমর্থ হন নাই। ফলে তিন চারি মাসের মধ্যেই হিট্লার বিপদের সম্মুখীন হইবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

২২শে জুন—১৯৪২

জার্ম্মাণী ও জাপানের নীতি

নাৎসী জার্ম্মানীর কৃষি-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী দারেকে হিটলার কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন। কোন অন্যায় কার্য্যের জন্য যে এরূপ করা হইয়াছে, তাহা নহে—বরং কৃষি-বিভাগের মন্ত্রী হিসাবে যথোচিত কার্য্য সম্পাদন করিতে তিনি অসমর্থ হইয়াছেন বলিয়াই এরূপ করা হইয়াছে। এই দারেই কিছুদিন পূর্ব্বে এক ঘোষণায় নাৎসী "নব-বিধানের" উদ্দেশ্য বর্ণন করিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন:— "মধ্যযুগীয় দাসত্ব-প্রথার পুনঃ প্রবর্ত্তনই আমাদের উদ্দেশ্য এবং যেমন করিয়াই হউক না কেন, আমরা তাহা প্রবর্ত্তন করিবই।" এহেন উক্তির জন্য কিন্তু তাঁহাকে চাকুরী হারাইতে হয় নাই। বর্ত্তমান বৎসর জার্ম্মানীতে উপযুক্ত পরিমাণ বার্লি ফসল উৎপাদিত হয় নাই বলিয়া এই অজুহাতেই দারেকে কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছে।

দারেই কিছুদিন আগে ঘোষণা করিয়াছিলেন:— "অ-জার্ম্মান বংশোদ্ভুত সমস্ত অধিবাসীর সমুদয় কৃষিক্ষেত্র ও শিল্পজাত সম্পত্তি বেপরওয়াভাবে বাজেয়াপ্ত করা হইবে।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন "বিজয়াভিযান সম্পূর্ণ হওয়ার পর জার্ম্মান সামরিক অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের কতকগুলি দাস থাকিবে। এই দাসগুলি তাহাদের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে। সম্পূর্ণরূপ অ-জার্ম্মান লোকদের দ্বারাই এই দাসশ্রেণী গঠিত হইবে।" গোয়েবল্‌সের পক্ষ হইতে এই সব উক্তির প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক, বরং তিনি রুশিয়ার রণক্ষেত্রে প্রান্তক্লান্ত জার্ম্মান সৈন্যদের মধ্যে উৎসাহ ও উন্মাদনা সৃষ্টি করিবার জন্য সেইগুলিরই পুনরুল্লেখ করিয়াছেন। তিনি সৈন্যদের বলিয়াছেন—"সমস্ত নব-বিজিত দেশে, বিশেষতঃ সোভিয়েট শাসনমুক্ত প্রদেশ-সমূহে, যুদ্ধোত্তর সময়ে শ্রেষ্ঠ পদগুলি উপভোগ করিবে জার্ম্মান সৈন্যেরাই।" দারেই জাতিসম্প্রসারণের নীতি প্রবর্ত্তন করেন। এই নীতির উদ্দেশ্য হইল নারীজাতিকে প্রজনন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কতকগুলি জীব বলিয়া মনে করা এবং এইভাবে দেশের লোকসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি করা। কিন্তু তিনি জার্ম্মান যুদ্ধকালের খাদ্য সরবরাহের জন্য জার্ম্মানীর কৃষিক্ষেত্র হইতে যথেষ্ট আলু ও গম উৎপাদন করিতে পারেন নাই। আর এমন সময় শীঘ্রই আসিয়া পড়িবে, যখন বিজিত দেশসমূহেও লুণ্ঠন করিবার মত আর কিছুই থাকিবে না।

দারেকে পদচ্যুত করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার বর্ব্বর প্রস্তাবসমূহ জার্ম্মানীর সমগ্র যুদ্ধনীতির মূলমন্ত্র ও একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে এখনও অক্ষুন্ন রহিয়াছে। ১৯৪১ সনের ১৮ই নভেম্বর তারিখে ওলন্দাজদিগকে সিস্ ইনকোয়ার্ট স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন, "যে সাম্যনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য জার্ম্মানেরা চেষ্টা করিতেছে, তাহার সহিত স্বাধীনতার কোনই সামঞ্জস্য নাই।" সপ্তাহখানেক পরে রিবেনট্রপ সারা জগৎকে জানাইলেন—"নিরস্ত্র দেশে বিদ্রোহের সম্ভাবনা দূর করিবার জন্যই আমাদের ট্যাঙ্ক ও ডাইভ-বোমার রহিয়াছে।" কিন্তু সত্যই কি তাই? হেড্রিককে গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া জার্ম্মান কসাইদের মনোরঞ্জনার্থে নির্দোষ জনমণ্ডলীর রক্তপ্রবাহ বহিয়া যাইবে; আর বার্লিন হইতে বলা হইবে, "বুভুক্ষুদের হত্যাকার্য্য মানবতার মূলোচ্ছেদ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হওয়া দরকার।" সারা ইউরোপ আজ এই দুর্নীতির শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া আর্তনাদ করিতেছে। অধিকৃত দেশের ক্ষীণতর প্রচেষ্টাও নাৎসী বর্ব্বরতার যন্ত্রচক্রতলে দলিত, মথিত ও বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

জনৈক নাৎসী মুখপাত্র জাপানীদিগকে "প্রাচ্যের জার্ম্মান" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ এই উপাধির উপযুক্ততা লাভ করিবার জন্য জাপানীরা কঠোর সাধনা করিয়াছে। সিঙ্গাপুরস্থ জাপানী সেনাপতি কর্ণেল ওয়াটানেব স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিকে বলিয়াছেন, "অধিবাসীদের প্রতি করুণার আতিশয্য কঠোরভাবে দমন করিতে হইবে।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "আমাদের মূল উদ্দেশ্য হইল যুদ্ধপরিচালনের জন্য সমস্ত 'কাঁচামাল' হস্তগত করা; আর অবশেষে জাপানী প্রণালী অনুযায়ী শাসনকার্য্যের সংস্কার সাধন করিতে হইবে।"

কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে যাহা ঘটিবে, তাহা প্রকৃতই জাপানী বা নাৎসী নীতি অনুসারে প্রবর্ত্তিত হইবে না; বরং চার-পঞ্চমাংশ মানবতার ক্ষুব্ধ বিবেকের বাণী অনুযায়ীই তাহা রূপ লাভ করিবে।

পোলাণ্ডে "নব-বিধান"

রাষ্ট্র হিসাবে পোলাণ্ডের অস্তিত্ব বিলোপ আর পোল্ জাতির সমূলে ধ্বংস সাধন—এই দুই জিনিষের সমবায়ে যে "নব-বিধানের" সৃষ্টি, তাহাই নাৎসীরা পোলদের বীর প্রসবিনী দেশে চাপাইবার জন্য অবলীলাক্রমে চেষ্টা করিতেছে।

জার্ম্মাণরা তাহাদের গোটা দেশটাকে হস্তগত করিয়াছে; লজ্ ও সিয়ালিষ্টক প্রভৃতি শিল্পপ্রধান জেলাগুলি করায়ত্ত করিয়াছে। এই সব অঞ্চল হইতে পোলদিগকে জোর পূর্ব্বক তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। বাল্টিক প্রদেশ হইতে বেসারাবিয়া পর্য্যন্ত সমস্ত সমৃদ্ধিশালী কল ও কারখানা অঞ্চলগুলির দুয়ার জার্ম্মাণদের সামনে উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

দ্রুত অপসারণের আদেশের ভীতিতে হাজার হাজার লোক আজ সন্ত্রস্ত গিডনিয়ার ৬০,০০০ পোলকে এক সকাল ছয়টায় জানানো হইল তাহাদের অবিলম্বে স্থানান্তরিত হইতে হইবে। এমন কি তাহাদের কেহ কেহ অপসরণের নোটিশ পাইবার পূর্ব্বেই পুলিশ উপস্থিত হইল জোর প্রয়োগ করিতে। পোসেনে ১০০,০০০ জন লোককে এক দিনেই গৃহহারা ও নিঃস্ব করিয়া দেওয়া হয়। সর্ব্বা-পেক্ষা বড় ছয়টা শহরে ইহুদিদের জন্য নির্দ্ধারিত স্থান-গুলিকে আট ফুট দেওয়াল দ্বারা ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছে। আর অধিবাসীরা অনাহারে দিনের পর দিন ধ্বংস মুখে অগ্রসর হইতেছে।

পোল্‌দের এক দাস শ্রমিক দল গঠন করা হইয়াছে। ৮৭৩,০০০ জনকে নাৎসীদের রক্ত চক্ষুর সামনে কাজ করিতে বাধ্য করা হইতেছে। প্রত্যেকটি শ্রমিককে একটা "নিকৃষ্ট জাতি" সূচক ব্যাজ বা চিহ্ন ধারণ করিতে হইবে। ব্যাধি, ক্ষুধা দিনের পর দিন পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে তাহাদিগকে নিশ্চিহ্ন করিতেছে।

সম্প্রতি ২৪-পরগণা জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর থানার অধীন কেওরাডাঙ্গা নামক স্থানে ৮,০০০ ব্যক্তির একটি বিরাট জনসভা হয়। খানবাহাদুর মৌলানা আহমদ আলী এনায়েৎপুরী, এম, এল, এ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মৌলানা এনায়েৎপুরী অক্ষ-শক্তির নিন্দা করেন এবং জনগণকে রাজভক্ত ও শান্তি প্রিয় থাকিয়া সর্ব্বতো-ভাবে যুদ্ধ জয়ে চেষ্টা ও আমাদের মাতৃভূমিকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে অনুরোধ করেন।

তিনি হক মন্ত্রিমণ্ডলী ও প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির জনহিতকর কার্য্যাবলী সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং জনগণের মধ্যে সুখ শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।

চৌকিদারের বীরোচিত কার্য্য

জাপানী বৈমানিক গ্রেফ্‌তার

বাঙলা দেশের সীমার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম অবতীর্ণ জাপানী বৈমানিককে গ্রেফ্তার করিবার গৌরব অর্জ্জন করে কোনও পল্লীর একজন চৌকিদার আবদুস্ সৈয়দ। এই ঘটনার বিশদ বিবরণ বর্ত্তমানে পাওয়া গিয়াছে। উক্ত গ্রাম্য চৌকিদার এই ব্যাপারে এক উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে।

গত ২১শে মে ২৭ নং জাপানী ফাইটার বিমান বর্ম্মার সীমান্তরেখার উপর দিয়া পশ্চিম দিকে যাইতেছিল। হঠাৎ বিমানখানায় আগুন লাগিয়া উহা ভূপতিত হয়। অবিলম্বে অনুসন্ধান করিয়া বিমানখানা খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু বিমান-চালকের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। পরের দিন আবদুস্ সৈয়দ জনৈক জাপানী বৈমানিককে অত্যন্ত হতাশ অবস্থায় দেখিতে পায়। যদিও জাপানীটি অস্ত্র-সজ্জিত ছিল, তবুও উক্ত চৌকিদার অত্যন্ত সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সঙ্গে তাহাকে গ্রেপ্তার করে এবং স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মৌলবী আকরম আলম চৌধুরীর কাছে নিয়া যায়। কতক্ষণ পরে স্থানীয় পুলিশ আসিয়া উক্ত জাপানীকে নিয়া যায় এবং পরিশেষে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের হাতে সমর্পণ করে।

বাঙলায় আক্রমণকারীর এই সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাৎকার অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছে। সরকারী ও বেসরকারী কর্ম্মচারী সকলেই এই ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতার সহিত কাজ করেন। তাঁহাদের অনুসৃত ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্টের যথাযোগ্য অনুমোদন লাভ করিবে সন্দেহ নাই। এই শত্রু বৈমানিক ইংরেজী, ফরাসী, বাংলা, হিন্দুস্থানী, মালয় ইত্যাদি কোনও ভাষাই বুঝিতে পারে নাই। এই সব ভাষাতে স্থানীয় কর্ম্মচারীরা তাহাকে প্রশ্ন করিয়াছিল; কিন্তু সে মহাত্মা গান্ধীর নাম করিয়া ও সুভাষ চন্দ্র বসুকে টোকিওতে দেখিয়াছে ভাব দেখাইয়া সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে। সে এবং তাহার গ্রেপ্তারকারীরা এশিয়াবাসী এইরূপ ভাব দেখাইয়াও সে জাতিগত অনুভূতি জাগাইবার চেষ্টাও করিয়াছিল। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা গভীরভাবেই উপলব্ধি করিয়াছে যে, বাঙলাদেশে শত্রুর আধিপত্য প্রসারিত হইলে তাহাদের কোনও লাভের আশা নাই।

সিভিল পাইওনিয়ার কোর্স

শীঘ্রই দ্বিতীয় ইউনিট গঠিত হইবে

১৯৪২ সালের সিভিল পাইওনিয়ার কোর্স অর্ডিন্যান্সের (১৯৪২ সালের ১০নং অর্ডিন্যান্স) বলে বাঙলা দেশে যে সিভিল পাইওনিয়ার কোর্স গঠিত হইয়াছে এবং তদনুসারে যে সকল আইন কানুন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, জন-সাধারণের দৃষ্টি ইতিপূর্ব্বেই সে দিকে আকর্ষণ করা হইয়াছে।

বাঙলা গভর্ণমেণ্ট বিশেষ আনন্দের সহিত জানাইতেছেন যে, সিভিল পাইওনিয়ার ফোর্সের প্রথম ইউনিট প্রায় গঠিত হইয়া গিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উপদেশ অনুসারে বাঙলা সরকার দ্বিতীয় দল গঠন করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন; ইহার পর তৃতীয় দল গঠিত হইবে।

প্রাদেশিক ইউনিটগুলির কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় বর্ত্তমান সময়ের জন্য ঢাকায় স্থাপিত হইয়াছে এবং নিজের দায়িত্ব ব্যতিরেকেও বাঙলায় সিভিক গার্ড এবং পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ ই, হডসনকে এই পরিকল্পনার স্পেশ্যাল অফিসার নিযুক্ত করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে তাঁহার অফিস ঢাকাতেই অবস্থিত। বাঙলা সরকারের নিয়োগ-পরামর্শদাতা এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের মারফৎ মিঃ হডসন পূর্ব্ববৎ দ্বিতীয় ইউনিটে লোক সংগ্রহ করার কাজ সুরু করিয়া দিয়াছেন। এই ইউনিটে নাম লিখাইবার জন্য বিজ্ঞাপন অতি শীঘ্রই সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইবে।

সম্মিলিত জাতিসমূহের পতাকা-দিবস

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও মিঃ চার্চ্চিলের বাণী

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের বাণী

সম্মিলিত জাতিসমূহের পতাকা-দিবস উপলক্ষে বিগত ১৩ই জুন তারিখে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন :—

"অদ্য পতাকা-দিবস উপলক্ষে আমরা সম্মিলিত জাতিসমূহের ঘোষণা প্রচার করিতেছি। আমাদের শত্রু-পক্ষের পরাজয় ঘটাইবার এবং মানুষের স্বাধীনতার ভিত্তির উপরে প্রকৃত শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জাতিসমূহের মধ্যে এই বিরাট মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অদ্য মেক্সিকো সাধারণতন্ত্র এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের কমনওয়েলথ আমাদের সহিত যোগদান করিয়াছে। যাহারা স্বাধীনতার পক্ষে সংগ্রাম করিতেছে, তাহাদের দলে আমরা এই সমস্ত সাহসী জাতিকে সাদরে আহ্বান করিতেছি। বাতাস, সূর্য্যকিরণ, খাদ্য এবং লবণ যেমন মানুষের পক্ষে অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয়, সাধারণ মানবসমাজের পক্ষে চতুর্ব্বিধ স্বাধীনতা সেইরূপ প্রয়োজনীয়। এই সমস্ত স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করা হইলেই মানবতার মৃত্যু ঘটিবে। এই সমস্ত স্বাধীনতার একাংশ হইতে যদি মানুষকে বঞ্চিত করা হয়, তবে মানুষেরও একাংশ বিশুষ্ক হইবে। মানুষকে পরিপূর্ণ রূপে এই সমস্ত স্বাধীনতা দান করুন, তাহা হইলেই সে একটি নূতন যুগের, মানবজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুগের তোরণ অতিক্রম করিয়া যাইবে। এই সমস্ত স্বাধীনতায় সর্ব্ব বর্ণের এবং সর্ব্ব জাতির মানুষের—তাহারা যে স্থানেই বাস করুক না কেন—অধিকার আছে। মানুষের এই উত্তরাধিকার হইতে তাহাদিগকে দীর্ঘকাল ধরিয়া বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে। আমাদের সম্মিলিত জাতিসমূহের শক্তি এবং লোকবল আছে এবং অবশেষে মানুষকে তাহার এই উত্তরাধিকার অর্পণের প্রতিশ্রুতি দান করিবার মত শক্তি, লোকবল এবং দৃঢ়সঙ্কল্প আমাদের এই সম্মিলিত জাতিসমূহেরই আছে।"

অতঃপর প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বলেন,—

"মানবজাতির এই চতুর্ব্বিধ স্বাধীনতায় আস্থা এবং স্বর্গীয় রূপ ধারণ করিয়া মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছে—এই বিশ্বাস, আমরা যে শত্রুর সম্মুখীন হইয়াছি সেই শত্রুর এবং আমাদের মধ্যে চরম ব্যবধান রচনা করিয়াছে। ইহার মধ্যে আমাদের মৈত্রীর অখণ্ড ঐক্য নিহিত আছে। এই স্থানেই আমাদের শক্তি, আমাদের জয়লাভের উৎস এবং প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে। আমরা সম্মিলিত জাতিসমূহ জানি যে, কোন ব্যক্তি বা কোন শক্তি আমাদের এই বিশ্বাস চূর্ণ করিতে পারে না এবং আমরা ইহাও জানি যে, আরও এমন লক্ষ লক্ষ লোক আছে, যাহারা নির্ব্বাক বন্দিদশার মধ্যে থাকিয়াও আমাদের সহিত একযোগে এই বিশ্বাস পোষণ করিতেছে।

"যে জার্ম্মাণ জাতি এখনও বেত্রধারী নাৎসী প্রভুদের অধীনে আছে, সেই জার্ম্মাণ জাতিকে আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তাহারা কি হিটলারের 'নববিধানের' নরকে বাস করিতে চাহে? না, তাহারা তাহার পরিবর্তে মতামতপ্রকাশের এবং ধর্ম্মবিশ্বাস পোষণের স্বাধীনতা লাভ করিয়া ও অভাব এবং ভীতির কবলমুক্ত হইয়া বাস করিতে চাহে? যে জাপ জাতি তাহাদের নৃশংস সমরাতঙ্ক প্রভুবর্গের পদতলে পিষ্ট হইয়া বাস করিতেছে, তাহাদিগকেও আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তাহারাও কি দাসত্ব এবং রক্তস্রোতের ভিতরেই বাস করিতে চাহে? না, এই চতুর্ব্বিধ স্বাধীনতা (মতামতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্ম্মবিশ্বাসপোষণের স্বাধীনতা, অভাব হইতে এবং ভীতি হইতে মুক্তি) লাভ করিতে চাহে? অধিকৃত জাতি-সমূহের সাহসী জনসাধারণকেও আমরা এই প্রশ্ন করিতেছি। ইহার উত্তর কি, তাহা আমরা জানি। ইহার উত্তর কি, তাহারাও তাহা জানে।

"আমরা জানি যে, স্বর্গীয় রূপ লাভ করিয়া যে মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই মানুষ চিরকাল অত্যাচারীর তরবারির আঘাত সহ্য করিবে না। সম্মিলিত জাতিসমূহের জনসাধারণ অত্যাচারীর হস্ত হইতে সেই তরবারি কাড়িয়া লইতেছে। ইহা দ্বারা তাহারা অত্যাচারীদিগকে ধ্বংস করিবে। নির্ম্মম অত্যাচারের অবসান হইবে। মানুষ আলোকের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

"অদ্য সম্মিলিত জাতিসমূহের জন্য যে প্রার্থনা রচিত হইয়াছে, তাহাই পাঠ করিয়া আমি আমার বক্তৃতা শেষ করিব—হে স্বাধীন মনুষ্যজাতির বিধাতা! সমগ্র স্বাধীন মানবসমাজের স্বাধিকার জন্য অদ্য আমরা আমাদের মন ও প্রাণ উৎসর্গ করিতেছি। যে সমস্ত অত্যাচারী স্বাধীন মনুষ্যবর্গ এবং জাতিসমূহকে পরাধীন করিবে, আমাদিগকে তাহাদের উপর জয়ী হইতে দাও। যাহারা স্বাধীনতার পক্ষে সংগ্রাম করিতেছে, তাহারা সকলেই আমাদের ভ্রাতা—আমাদিগকে এইরূপে বিশ্বাস পোষণ করিতে দাও। যতদিন এই কঠোর যুদ্ধ চলিবে শুধু ততদিনের জন্য নহে, পরন্তু যে অনাগতকালে পৃথিবীর সমস্ত সন্তান ঐক্যবদ্ধ হইবে, সেই সময়ের জন্য আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা কর।

"এই বিরাট বিশ্বে আমাদের এই পৃথিবী একটি ক্ষুদ্র তারকামাত্র। তথাপি আমরা যদি ইচ্ছা করি তাহা হইলে আমরা ইহাকে যুদ্ধের উপদ্রব, অনশন এবং ভীতির কবল হইতে মুক্ত করিতে পারি। জাতি, বর্ণ এবং মতবাদের নির্ব্বুদ্ধিতাপ্রসূত যে পার্থক্য আছে, তাহা হইতেও আমরা পৃথিবীকে মুক্ত রাখিতে পারি।

"যাহারা এই বিশ্বাস লইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগকে সম্মানিত করিবার জন্য আমাদিগকে সম্মান দান কর। সমস্ত পরাধীন জাতি এবং পরাধীন দেশের মুক্তিসাধনের জন্য যাহারা সংগ্রাম করিতেছে, তাহাদিগকে সম্মানিত করিবার জন্য আমাদিগকে সম্মান অর্পণ কর। সবল দুর্ব্বলকে গ্রাস করিবে, এইরূপ মতবাদ হইতে আমরা যাহাতে পৃথিবীকে মুক্তি দিতে পারি, তজ্জন্য আমাদিগকে নৈপুণ্য এবং বীরত্ব দান কর।"

অতঃপর প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বলেন—"কেবল অদ্যকার জন্য নহে, ভবিষ্যৎ সর্ব্বকালের জন্য সৌভ্রাতৃত্বই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাম্য। কেবল বাক্যে নহে, কর্ম্মক্ষেত্রেও আমরা বিধাতার নিকট সৌভ্রাতৃত্ব কামনা করি। আমরা যে একই পৃথ্বীমাতার সন্তান, আমাদিগকে এই সাধারণ জ্ঞান প্রদান করুন। আমাদের ভ্রাতৃগণ নির্য্যাতিত হইলে আমরাও নির্য্যাতিত হইব। তাহারা ক্ষুধিত হইলে আমরাও ক্ষুধার্ত্ত হইব। তাহাদের স্বাধীনতা অপহৃত হইলে আমাদের স্বাধীনতাও নিরাপদ নহে। জগতের সকলেই যেন শান্তি-সুখে বাস করিতে পারে এবং কাহারও খাদ্যাভাব না হয়, ইহাই আমাদের কাম্য হউক। সকলের জন্য ন্যায়বিচার, সততা, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, সমস্বার্থ এবং দেশে বিদেশে জগতের সর্ব্বত্র সমান সুবিধা প্রদানই যেন আমাদের প্রধান লক্ষ্য হয়। হৃদয়ে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল রাখিয়া আসুন আমরা আমাদের স্বরচিত নিরাবিল জগতে জয়যাত্রা করি।"

বিদেশস্থ সৈন্যগণের উদ্দেশ্যে বাণী

যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশস্থ সেনাবাহিনীর উদ্দেশে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এক বাণী প্রেরণ করিয়াছেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এই বাণীতে বলিয়াছেন—

"আপনাদের এবং আপনাদের কমরেড সম্মিলিত জাতিসমূহের সশস্ত্র বাহিনীর উপর মানবজাতির জীবন ও স্বাধীনতা নির্ভর করিতেছে। আপনারা জাপানী ও জার্ম্মাণ সমরনায়কদিগের নির্য্যাতনে নির্য্যাতিত কোটি কোটি নরনারীর আশা-ভরসাস্থল।"

মিঃ চার্চ্চিলের বাণী

গত ১৪ই জুন রবিবার দিন মিত্রশক্তির সকল দেশে "সম্মিলিত জাতিসমূহের পতাকা দিবস" অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে এক বাণীতে মিঃ চার্চ্চিল বলিয়াছেন—

"আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণের নিকট এক ঘোষণায় আমাদের পরম বন্ধু প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি, রুজভেল্ট তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতে বলিয়াছেন যে, স্বাধীন জাতি হিসাবে তাঁহাদের স্বাধীনতার সঙ্কল্পসাধনের এবং ঐক্যের প্রতীক জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ১৪ই জুন সম্মিলিত জাতিসমূহের পতাকা দিবস পালনের ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট জনসাধারণকে বলিয়াছেন যে, জাতি হিসাবে তাঁহারা একাকী যুদ্ধ করিতেছেন না; সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের সাহসী জনসাধারণের সহিত সমসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহারা স্কন্ধে স্কন্ধ মিলাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট জনসাধারণকে এই নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, ১৪ই জুন তারিখে জাতীয় পতাকা দিবসে তাঁহারা যেমন নিজেদের পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবেন, তেমনি তাঁহারা যেন সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের পতাকার প্রতিও সম্মান প্রদর্শন করেন।

"গ্রেটবৃটেন ছাড়া নিম্নলিখিত রাষ্ট্রসমূহ সম্মিলিত জাতির মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রুশিয়া, চীন, অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়ম, কানাডা, কোষ্টারিকা, কিউবা, চেকোস্লোভাকিয়া, ডোমিনিয়ন রিপাবলিক অব সালভাডোর, স্বাধীন ফ্রান্স, গ্রীস, গোয়াটেমালা, হাইটি, হণ্ডুরাস, ভারতবর্ষ, লুক্সেমবার্গ, মেক্সিকো, নেদারল্যাণ্ডস, নিউজিল্যাণ্ড, নিকারাগুয়া, নরওয়ে, পানামা, পোল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন এবং যুগোস্লাভিয়া।

"অদ্য সম্মিলিত জাতিসমূহের পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সহিত যোগ দিতেছি। যাঁহারা রণক্ষেত্রে জীবনবলি দিয়াছেন, তাঁহাদের সাহস ও আত্মত্যাগ এবং যাঁহারা যুদ্ধরত আছেন, তাঁহাদের বীরত্ব ও সহিষ্ণুতার প্রতি—আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি। জগতের নির্য্যাতিত ও উৎপীড়িত দেশের যে সকল অধিবাসী মুক্তির দিনের অপেক্ষা করিতেছে, আসুন, আজ আমরা সেই দুর্গত স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকাগণের বিষয় স্মরণ করি।

"এই উৎসব উপলক্ষে আমরা এই প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হইতেছি যে, আমরা চূড়ান্ত জয়লাভ না করা পর্য্যন্ত কেবল পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়াই নিবৃত্ত হইব না; পরন্তু পূর্ণ মতসামঞ্জস্য, স্বতঃস্ফূর্ত্ত মানবতা এবং এক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইব। এতদ্ভিন্ন সম্মিলিত জাতি-সমূহের দুঃখকষ্টের আশানুরূপ পুরস্কার মিলিবে না।"

বর্দ্ধমান জেলার হাসপাতালের মেরামত ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য বাঙ্গলা সরকার সম্প্রতি এককালীন ১৭,০০০৲ টাকা দান মঞ্জুর করিয়াছেন।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটীশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে সুযোগমত জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,

ম্যানেজিং এজেন্টস্,

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)।

মাননীয় মিঃ পি, এন, বানার্জ্জী

মেদিনীপুর জেলায় সফর

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ পি, এন, বানার্জী মহোদয় সম্প্রতি মেদিনীপুর পরিদর্শন করিতে যাইয়া কাঁথিতে জনসাধারণের প্রতিনিধিগণের একটি কনফারেন্সে লবণ তৈয়ারী করার প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ বি, আর, সেন আই, সি, এস, মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন, এম, খান, আই, সি, এস ও কাঁথির মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পি, দাশগুপ্ত এই কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন।

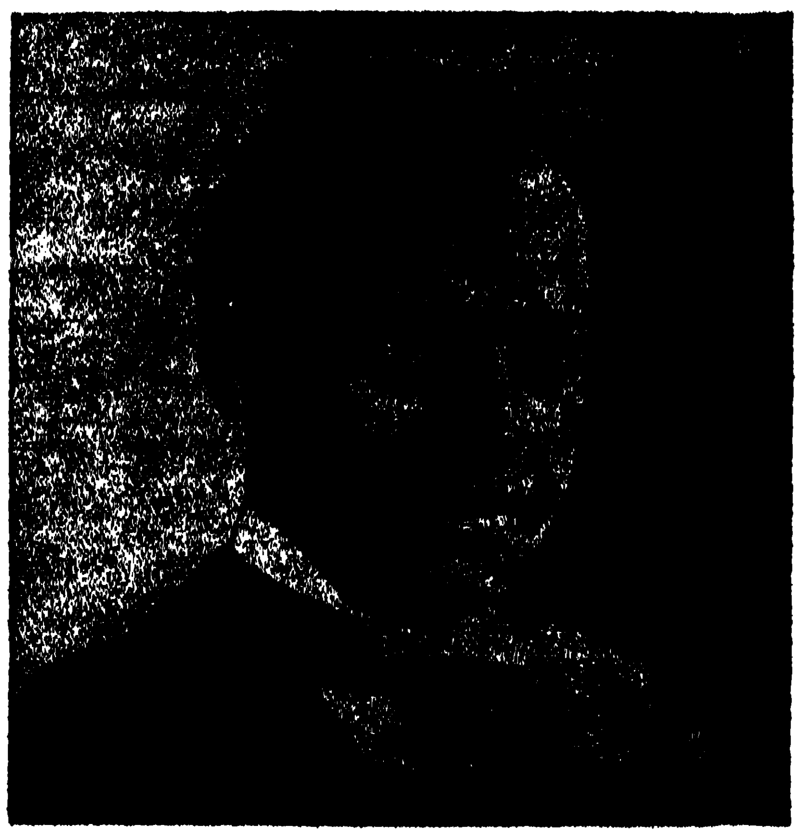

(মাননীয় মিঃ পি, এন, বানার্জী)

মাননীয় মিঃ বানার্জী বেঙ্গল সল্ট কোম্পানীর লবণের কারখানা পরিদর্শন করেন। ঐ কারখানায় কি পরিমাণ লবণ তৈয়ারী হইতে পারে এবং বাঙলা প্রদেশের লবণের চাহিদা মেদিনীপুর জেলা হইতে কতটা পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহা নির্দ্ধারণ করাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উদ্দেশ্য ছিল। বাঙলা দেশে প্রতিবৎসর ৮০ লক্ষ মণ লবণের প্রয়োজন হয় এবং ইহা অনুমান করা গিয়াছে যে, মেদিনীপুর জেলা হইতে ২০ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কাঁথিতে সার্টিফিকেট দ্বারা পাওনা আদায়ের প্রথা স্থগিত করার প্রশ্ন ও সাহায্য-প্রদানের বিষয় ও থিকারী কর্ত্তৃক দাবী অস্বীকার করার প্রথার প্রচলন সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ৪ঠা জুন তারিখে কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন। তিনি মেদিনীপুর উকিল লাইব্রেরীর সদস্যদের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং নথিপত্র স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য মোকদ্দমার পক্ষগণের যে অসুবিধা হইয়াছে এবং জেলার বিচারকার্য্য পরিচালনা সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে, সে সম্বন্ধে উকিলগণের অভিযোগ শ্রবণ করেন। তিনি মেদিনীপুর কলেজ ও বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল হল পরিদর্শন করেন। তথাকার কলেজের দুইজন অধ্যাপককে বরখাস্ত করার প্রশ্ন তিনি আলোচনা করেন এবং ঐ বিষয়ে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজসমূহের ইনস্পেক্টারকে তথায় প্রেরণ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। তিনি মিসেস বানার্জী সহ মোটরযোগে বাড়গ্রাম গমন করেন এবং বিদ্যাসাগর বাণীভবন (বিধবা আশ্রম) পরিদর্শন করেন।

একটি অভিনন্দনপত্রের উত্তরে মিঃ বানার্জী উক্ত ভবনের মহিলা অধিবাসীদের থাকিবার সুব্যবস্থার জন্য সাহায্য করিবেন বলিয়া আশ্বাস প্রদান করেন।

৫ই জুন তারিখের অপরাহ্নে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মেদিনীপুর প্রত্যাগমন করেন এবং ঐ সময়ে মিঃ কিশোরীপতি রায় এম, এল, এ তাঁহাকে একটি চা-পার্টিতে আপ্যায়িত করেন। তাহাতে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ও প্রধান প্রধান অফিসারগণ যোগদান করিয়াছিলেন। মিঃ বানার্জী ৬ই তারিখ কাঁথি গমন করেন। তিনি বাঙলা

[২য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

নাৎসী "নববিধানের" আসল স্বরূপ

অত্যাচার ও হত্যার নামান্তর মাত্র

ওয়াকিবহাল মহলের খবর বলিয়া প্রকাশ যে, যুক্তরাজ্যের ষ্টেট বিভাগের অন্তর্গত কমার্শিয়াল অ্যাফেয়ার্স ডিভিসনের অধিনায়ক মিঃ রেমণ্ড জিট সম্প্রতি ওয়াশিংটনে একটি বক্তৃতায় "গ্রেট হিটলার ক্রস" (বিরাট জালিয়াৎ হিটলার) সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেন।

মিঃ জিট বলেন যে, জার্ম্মাণগণ এরূপভাবে সামরিকতাবাদের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল এবং প্রাশিয়ার সামরিক কর্ত্তৃত্ববাদের এরূপ অধীন ছিল যে, স্বাধীন জার্ম্মাণ জাতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা স্থাপন বহুদিনের দুঃসাধ্য কাজ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

মিঃ জিট বক্তৃতা প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, হিটলার একদিকে হাটুরে বক্তৃতার শ্রোতৃগণকে স্বাধীনতা ও জাতীয় নব-জীবনের আশ্বাস প্রদান করিয়া অপর দিকে তাঁহার বিরুদ্ধবাদিগণের জন্য শৃঙ্খল ও কারাগারের সৃষ্টি করিতেছিল। আজ তাহার সেই অনুগামী দলই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতারিত হইয়াছে।

গুলী করিয়া হত্যা করিবার জন্য যে একদল লোক মোতায়েন রাখা হইয়াছে, তজ্জন্য প্রতীয়মান হয় যে, খাস জার্ম্মাণীতে হিটলারের অবস্থা তেমন ভাল নহে। জার্ম্মাণ রেডিওতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, কমিউনিষ্ট কার্য্যাবলী এবং বিদেশের রেডিও শ্রবণ করার ফলে মানহিম নামক দক্ষিণ জার্ম্মাণীর এক শিল্পপ্রধান শহরের চৌদ্দজন অধিবাসীকে হত্যা করা হইয়াছে। তাহারা শত্রুর সাহায্যার্থ স্বদেশের শাসনতন্ত্রের উচ্ছেদ সাধন এবং জার্ম্মাণ দেশের সংরক্ষণ সম্পর্কে বল হ্রাস করিবার প্রচেষ্টার জন্য জার্ম্মাণ জনগণের বিচারালয়ে অভিযুক্ত হইয়াছিল।

বাঁকুড়া বোরষ্টাল স্কুল

পুরস্কার বিতরণী সভার অনুষ্ঠান

গত ১৫ই মে তারিখে স্কুল হলে বোরষ্টাল স্কুলের বার্ষিক পুরস্কার-বিতরণী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ মিঃ এ, এস, রায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন ও মিসেস রায় পুরস্কার বিতরণ করিয়াছিলেন। বিরাট জনসমাগম হইয়াছিল; শহরের অনেক সরকারী ও বেসরকারী ভদ্রলোক যোগদান করিয়াছিলেন। আবৃত্তি ও কৌতুকাভিনয় অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। মিঃ রায় গভর্ণমেণ্টের খরচে ছাত্রদিগকে কারিগরী, মানসিক ও শারীরিক শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে সমাজের প্রয়োজনীয় লোক করিয়া তুলিবার এই প্রচেষ্টার উপকারিতা ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দেন। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর অনেকেই ছাত্রদিগকে সদ্ব্যবহার শিক্ষা করিবার ও সত্যিকার মানুষ হইয়া উঠিবার জন্য উপদেশ দিয়া বক্তৃতা করেন।

[১ম কলমের জের]

ও কাঁথিতে জনসভায় বক্তৃতা প্রদান করেন ও ঝড়ের দরুণ স্থানীয় লোকের যে কষ্ট হইয়াছে, তাহা লাঘব করিবার উপায় আলোচনা করেন। মিঃ টি, সি, গোস্বামী মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সহিত গমন করিয়াছিলেন। তিনি কাঁথির সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং ঐ সভায় মেসার্স ঈশ্বরচন্দ্র মাল এম, এল, এ, গোবিন্দ ভৌমিক এম, এল, এ ও নিকুঞ্জবিহারী মাইতি এম, এল, এ বক্তৃতা প্রদান করেন।

মিঃ বানার্জী, মিসেস বানার্জী, মিঃ বি, আর, সেন, আই, সি, এস, মিঃ এন, এম, খান, আই, সি, এস, মিঃ টি, সি, গোস্বামী ও মহারাজের কুমার সহ ৭ই তারিখে দীঘা গমন করেন। দীঘাতে সমুদ্রতীরে স্বাস্থ্যনিবাস প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্থানীয় অফিসারগণের সহিত আলোচনা করেন। তিনি ৮ই জুন তারিখে প্রাতঃকালে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

কে আছ কোথায় দাও সাড়া দাও

[শ্রীনীলরঞ্জন দাশ, বি-এ].

অজ্ঞাতার তরুণ বাহিনী! দেশের কার্য্যে বাঁধিয়া প্রাণ
দুর্গম পথে নির্ভয়ে চল গাহি' জীবনের বিজয়-গান।
যুঝিতে পল্লী হ'য়েছে দৈন্য-দুর্ভিক্ষ-দুখ-জেলজ্বালায়
ধমনী তোদের তপ্ত শোণিতে চঞ্চল কি রে হয় না আর?
চক্ষে আসে না বহ্নি, তোদের বক্ষে নাহি কি সাহস-বল?
কে আছ কোথায়? দাও সাড়া দাও, পল্লীর যুবকদল।

দেশের দশা-ভাঙার দুর্দ্দি' তবুও ক্ষীত হ'বে কি আর?
জাতি' পল্লীর পাকিয়া বাঁচ প্রশ্রয় প'বে তরতার?
বাঙলার প্রতি জনপদ পুনঃ হ'বে কি আর্ত্ত অশোকবন?
বন্দিনী সীতা ম্লানিতা হ'য়ে কাঁদিবে কি সেথা অনুক্ষণ?
জননী তোদের কাঁদিছে নীরবে, ভগিনী ফেলিছে চোখের জল;
কে আছ কোথায়? দাও সাড়া দাও, পল্লীর যুবকদল।

যেথায় সবার পিতৃপুরুষ যুগ যুগ ধরি' করিল বাস,
চিতায় অনল জ্বালিয়া সেথায় করিবে কি অরি নবজি নাশ?
দলে দলে হ'বে গৃহহারা সবে আকালমৃত্যুবলিতা হায়!
হ'বে কি তা'দের "সুজলা সুফলা সোনার বাংলা" শ্মশানপ্রায়?
শুভ্র গগনে রক্তিম উষা আহ্বান করে—"চল্ রে চল।"
কে আছ কোথায়? দাও সাড়া দাও, পল্লীর যুবকদল।

ভারতে জাহাজ নির্ম্মাণ ও মেরামতের ব্যবস্থা

সরবরাহ বিভাগের অধীনে নূতন বিভাগ

একটি সরকারী প্রেসনোটে প্রকাশ, জাহাজ মেরামত ও জাহাজ নির্ম্মাণ সম্পর্কিত ব্যবস্থাদির জন্য সরবরাহ বিভাগের অধীনে একটি নূতন বিভাগ খোলা হইয়াছে। এই বিভাগের নাম হইল জাহাজ নির্ম্মাণ ও মেরামত সংক্রান্ত ডিরেক্টর জেনারেলের অফিস (ডিরেক্টরেট-জেনারেল অব শিপ রিপেয়ার্স এণ্ড শিপ কনষ্ট্রাকশন)। এই নূতন বিভাগটি সরাসরি সরবরাহ বিভাগের সহিত কাজকর্ম্ম চালাইবে। জাহাজ মেরামত ও নির্ম্মাণ সম্পর্কিত সমস্ত কাজের জন্য এই বিভাগকে ভারত সরকার এবং কোন কোন বিষয়ে ভারত সরকারের মারফতে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট দায়ী থাকিতে হইবে। তবে গোলাবারুদ উৎপাদন বিভাগের জেনারেলের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। ইতিপূর্ব্বে ভারতীয় নৌ-বিভাগের তত্ত্বাবধানেই মেরামতের কাজ এবং নূতন জাহাজ নির্ম্মাণ ও গোলাবারুদ উৎপাদন বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের তত্ত্বাবধানে হইত।

রীয়ার এডমিরাল আর, আর, টার্ণার এই বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেল নিযুক্ত হইয়াছেন এবং ইঁহার সদর কার্য্যালয় বোম্বাইএ হইবে।

বিভিন্ন দ্রব্যের বাজার দর

মার্কেটিং অফিসারের বিবৃতি

বাঙলা সরকারের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার কলিকাতার চলতি বাজার দর সম্পর্কে গত ১৫ই জুন নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন:—

পণ্য।	পরিমাণ।	দর।
স্পেশাল আগমার্ক আটা	প্রতি মণ	৮॥৵০
আগমার্ক চাকী আটা	,,	সরবরাহ নাই
পাটনাই চাউল ..	,,	৮৲
মোটা চাউল ..	,,	৭৲
সাধারণ সরিষার তৈল	,,	১৭৲
আগমার্ক সরিষার তৈল	,,	সরবরাহ নাই
সাধারণ ঘৃত ..	,,	৫১৲ হইতে ৭৬৲
আগমার্ক ঘৃত ..	,,	৭১৲
১নং চিনি ..	,,	১৩৷৷০
আলু (নৈনিতাল) ..	,,	৫৷৵০
আপেল ..	প্রতি টাকায়	সরবরাহ নাই
আম ..	,,	৩টা
কমলা লেবু ..	,,	সরবরাহ নাই
মুরগীর ডিম ..	কুড়ি	৸০

কলিকাতায় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ সমস্যা

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের পরিকল্পনার কথা

সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে জরুরী সময়ে কলিকাতার খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

যদি কলিকাতায় মাঝে মাঝে বোমা নিক্ষিপ্ত হয় এবং যদি তজ্জন্য রেল কিম্বা অন্যান্য যান-বাহন চলাচলের সাময়িক রকম ব্যাঘাত না ঘটে, এই ধারণা লইয়া সেই জরুরী সময়ে কলিকাতায় খাদ্য সরবরাহ অব্যাহত রাখিবার জন্য গত ১৯৪১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর একটি পরিকল্পনা তৈরী করা হইয়াছিল। কিন্তু সেই সময় হইতে ঘটনার যেরূপ দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত ধারণা সত্য নাও হইতে পারে। তদনুসারে এই পরিকল্পনার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সেই পরিবর্ত্তিত পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত-সার নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

যান চলাচল সম্পর্কে ব্যাঘাত জন্মিলেও যতদূর সম্ভব সেই সমস্যার প্রতিকার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে এবং জনসাধারণ তাহাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং জীবন ধারণের জন্য প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগাড় করিতে যাহাতে ভীষণ অসুবিধায় পতিত না হয়, তাহারও যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে হইবে।

নিম্নলিখিত জিনিষগুলি দৈনন্দিন বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে:—

চাউল, ময়দা, আটা, ডাইল, সরিষার তৈল, লবণ, কয়লা, কেরোসিন এবং দেশলাই।

এই সকল অধিকাংশ দ্রব্যের পাক্ষিক মজুত মালের হিসাব গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মজুত মালের পরিমাণ এবং মাঝে মাঝে এসম্পর্কে কি ব্যবস্থা করা উচিত, তাহা নির্দ্ধারণের জন্যই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হইতেছে যাহাতে কলিকাতায় যে কোন সময় এক মাসের খাদ্য সম্ভার মজুত থাকে, তাহার আয়োজন করিয়া রাখা।

চাউল।—বাঙলা দেশে চাউলই হইতেছে একমাত্র পণ্য যাহাকে কতকাংশে স্থানীয় চাহিদা মিটাইতে সক্ষম বলিয়া অভিহিত করা চলে। অন্যান্য সমস্ত জিনিষই আমদানী করা হয়। বর্ত্তমানে যে পরিমাণ চাউল মজুত আছে, তাহাতে সত্যই ভীত হইবার কোন কারণ নাই এবং আশা করা যায় যে, স্থানীয় যাবতীয় চাহিদা মিটানের জন্য পার্শ্ববর্ত্তী জেলাসমূহ হইতে সরবরাহ করা চলিবে।

গম।—গভর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত আটা এবং গম বিক্রী নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হওয়ায় এই সরবরাহের কাজ বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছে। আশা করা যায় যে, অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে। গম নিয়ন্ত্রণ আদেশের বলে গম সরবরাহ সমগ্র ভারতের ব্যাপাররূপে পরিচালিত হইতেছে এবং এই আদেশ গত ১লা মে হইতে কার্য্যকরী হইয়াছে।

লবণ।—বর্ত্তমানে যে লবণ মজুত আছে, তাহা কোন রকমে সোয়া মাস চলিতে পারে। সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেণ্ট এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং করাচী ও পশ্চিম ভারতের বাণিজ্য প্রধান স্থানসমূহে অধিক পরিমাণে লবণ প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাহাতে লবণ সর্ব্বত্র পাঠানো যাইতে পারে, তজ্জন্য অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে; সুতরাং ভয়ের কোন কারণ নাই।

ডাইল ও সরিষার তৈল।—এই দুইটি দ্রব্যের কলিকাতার চাহিদা সাধারণতঃ বিহার ও যুক্ত প্রদেশ হইতে সরবরাহ করা হয় বলিয়া উহাও মজুদ রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কয়লা।—চালানের অসুবিধার জন্য দুই তিন মাস পূর্ব্বে কয়লার অভাব ঘটায়হেতু কলিকাতার অধিবাসীদিগকে অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতায় কোক কয়লা চালান দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ফলে অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছে।

কেরোসিন।—নিয়ন্ত্রিত মূল্যে সকল স্থানে কেরোসিন সরবরাহেরও চেষ্টা করা হইতেছে। কেরোসিন নিয়ন্ত্রণের এবং কেরোসিনের পরিবর্ত্তে আলোকের জন্য অন্য কোনরূপ ব্যবস্থা সম্বন্ধেও বিবেচনা করা আবশ্যক হইতে পারে।

মজুদ রাখার ব্যবস্থা।—৫০ হাজার মণ ডাল এবং ২৫ হাজার মণ সরিষার তৈল মজুদ রাখিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট কতকগুলি এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহাতে কলিকাতা ও শিল্পপ্রধান অঞ্চলগুলির তিন সপ্তাহের প্রয়োজন মিটিতে পারে। অন্য উপায়ে যখন সরবরাহ পাওয়া যাইবে না, তখন এই মজুদ মাল ব্যবহার করা হইবে।

গভর্ণমেণ্ট কয়েকটি জেলা হইতে অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য ক্রয়ের এবং অভাবগ্রস্ত জেলাগুলিতে ঐসব দ্রব্য লইয়া যাইবারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। সরকারী ব্যয়ে এই অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য মজুদ রাখা হইবে এবং আবশ্যকমত অভাবগ্রস্ত অঞ্চলগুলিতে ক্রমশঃ উহা সরবরাহ করা হইবে।

আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় এবং সরবরাহের জন্য কলিকাতার কয়েকটি মিউনিসিপাল এবং ব্যক্তি-বিশেষের বাজারও অনুমোদন করা হইয়াছে। কয়েকটি অঞ্চলে সরকার পরিচালিত ও সরকার নিয়ন্ত্রিত দোকান খুলিবারও প্রস্তাব করা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই এইরূপ দুইটি দোকান খোলা হইয়াছে এবং প্রয়োজন হইলে আরও দোকান খোলা হইবে।

সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে (প্রধানতঃ কেরাণীদিগকে) দোকানের কর্ম্মচারী হিসাবে শিক্ষা দিবারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আবশ্যক হইলে সরকার কর্ত্তৃক দোকান খুলিবার এবং ব্যক্তি বিশেষের দোকানগুলি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালনের জন্য গ্রহণের সময় যাহাতে কার্য্যে নিযুক্ত করা যায়, এজন্য তাহাদিগকে কলিকাতার বিভিন্ন বাজারে দোকানদারী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে।

সন্দেহজনকভাবে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিক্রয় নিবারণের জন্য মূল্য-নিয়ামকের অনুমতি ব্যতিরেকে কতকগুলি অঞ্চল হইতে বিশেষ কতকগুলি দ্রব্য রপ্তানী সম্পর্কেও সরকার কর্ত্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছে।

বাঙলা সরকারের প্রধান মূল্য-নিয়ন্ত্রণকারী বিগত ১২ই জুন তারিখে প্রচারিত এক আদেশের বলে, ক্রুশেন সল্টের মূল্য নিম্নরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে:—

পাইকারী দর।	খুচরা দর।
প্রতি হন্দর ২১৲ টাকা।	প্রতি শিশি ২৴০ আনা।

লবণের দাম

সংশোধিত মূল্য সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি

করাচী ও ভারতের পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে রেলযোগে যে লবণ হাওড়ায় আমদানী হয়, তাহার প্রতি ১,০০০ মণের দাম শুল্ক ও থলিয়ার মূল্য বাদ দিয়া ২৫৫৲ টাকা ধার্য্য করতঃ গত ১৬ই মে তারিখে বাঙলা সরকার এক নির্দ্দেশ প্রচার করিয়াছিলেন। তৎকালে প্রতি ১০০ মণ লবণের জন্য রেলের ভাড়া ছিল ১৮৭৷৷০ আনা এবং তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই উপরোক্তরূপ দর নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ইহার পর রেল কর্ত্তৃপক্ষ ভাড়া ২০৲ টাকা হ্রাস করিয়াছেন।

হাওড়ায় রেলের মালগুদামে স্থানাভাব বশতঃ অতঃপর কেবলমাত্র সালকিয়ার জন্য লবণের চালান গ্রহণ করা হইবে। লবণের সংশোধিত মূল্য-তালিকা নিম্নোল্লিখিত আদেশপত্রে প্রদর্শিত হইল।

ইতিমধ্যেই লবণের যেসব চালান প্রেরণ করা হইয়াছে, যাহাতে কোনরূপ ক্ষতি না দিয়া তাহা বিক্রী হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া স্থির করা হইয়াছে যে, আগামী ২৩শে জুন হইতে এই সংশোধিত মূল্য-তালিকা কার্য্যকরী হইবে।

আদেশপত্র নং ১১০৫-কম্‌ (সি-ডি), ৯ই জুন ১৯৪২

ভারত-রক্ষা আইনের ৮১ নং নিয়মের অন্তর্গত (২) নং উপ-নিয়মের (খ) প্রকরণ অনুযায়ী আমার প্রতি যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, এবং গত ১৩ই জানুয়ারীর (১৯৪২) ৪৬৩ সি নং বিজ্ঞপ্তি দ্বারা যে ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য আমাকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তদনুসারে আমি নির্দ্দেশ দিতেছি যে, ১৮৬৬ সালের কলিকাতা পুলিশ আইন অনুসারে কলিকাতা নগরীর যে এলাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে সেই এলাকায় এবং ১৮৬৬ সালের কলিকাতা শহরতলি পুলিশ আইনের ১ নং ধারা অনুযায়ী প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে শহরতলি অঞ্চলের যে এলাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই শহরতলি অঞ্চলে আগামী ২৩শে জুন (১৯৪২) তারিখ হইতে লবণের মূল্য নিম্নরূপ হইবে:—

(১) সালকিয়া রেল ষ্টেশন হইতে ডেলীভারী লইলে—প্রতি ১০০ মণের দাম ২২৫৲ টাকা (শুল্ক ও থলিয়ার দাম ছাড়া)।

(২) সালকিয়া গোলা হইতে ডেলীভারী লইলে—প্রতি ১০০ মণের দাম ২৩০৲ টাকা (শুল্ক ও থলিয়ার দাম ছাড়া)।

(৩) কলিকাতার বাজারে পাইকারী দর—প্রতি মণ ৪৵০ আনা (থলিয়ার দাম ছাড়া)।

(৪) কলিকাতার খুচরা দর—প্রতি সের ৴১০৷৷০ পাই।

(স্বাঃ) এম, কে, কৃপালনী,
বাঙলার প্রধান মূল্য-নিয়ামক।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

লিবিয়া ও রুশীয় রণাঙ্গণে তীব্র সংগ্রাম

(সুদূর প্রাচ্যের রণাঙ্গণ)

একটি জাপ বাহিনী ধ্বংস

পূর্ব্ব চেকিয়াং-এর কোনস্থান হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা যায় যে, চুসিয়েনের দক্ষিণ-পশ্চিমে কোনস্থানে সাদা পোষাকে জাপ সেনার একটি দলকে দেখিতে পাওয়া যায়। সমগ্র দলটিকেই বিনষ্ট করা হইয়াছে।

ভুংসিয়াং অধিকৃত

৪ সহস্রাধিক জাপ সৈন্যের প্রচণ্ড আক্রমণে তুংসিয়েজ চীনা-হস্তচ্যুত হইয়াছে। চীনা ইস্তাহারে জানা যায় যে, দ্বীপে রণাঙ্গনে ইয়াংসী নদীর উত্তর তীরে চীনারা কিয়াংসিয়াংয়ের পশ্চিমে অবস্থিত হিয়েনুমাইয়াও পুনরধিকার করিয়াছে। উত্তর কিয়াংসিতে নানচাংয়ের পশ্চিমে উসামপাউ নামক স্থানটিও চীনারা পুনরধিকার করিয়াছে।

৭ হাজার জাপ সৈন্য নিহত

৯ই জুনের চীনা ইস্তাহারে জানা যায় যে, চুসিয়েনের চারিদিকে যে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহাতে দুই দিনে ৭ হাজারের বেশী জাপ সেনা নিহত হইয়াছে।

প্রাচ্যদেশে বৃহত্তম সংগ্রাম

নানচাং হইতে অভিযানকারী জাপ সেনাদলে ৫০ হাজারের বেশী সৈন্য নিয়োগ করা হইয়াছে এবং আরও নূতন নূতন সেনা পাঠাইয়া এই অভিযানকারী বাহিনীর অধিকতর পুষ্টিসাধন করা হইতেছে। পশ্চিম অঞ্চলের যুদ্ধে জাপানীরা ৮ ডিভিশন সৈন্য নিয়োগ করিয়াছে। সমগ্রভাবে ধরিলে চীনের এই যুদ্ধকে প্রাচ্য দেশে বর্ত্তমান-কালের বৃহত্তম স্থলযুদ্ধ বলা চলে।

মিডওয়ে দ্বীপের যুদ্ধ

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মার্কিণ হেডকোয়ার্টার হইতে প্রাপ্ত সর্ব্বশেষ সংবাদ দৃষ্টে ওয়াশিংটনের সামরিক পর্য্যবেক্ষকগণ বলিয়াছেন যে, মিডওয়ে দ্বীপে জাপানীগণ মার্কিণ "উড়ন্ত কেল্লা" বিমানগুলির আক্রমণে যে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে, উহা তাহাদের ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পরাজয়। ওয়াকিবহাল মহল মনে করেন যে, এখানে জাপানীদের এরূপ পরাজয় হইয়াছে যে, প্রশান্ত মহাসাগরের যে সকল অঞ্চলে মার্কিণ বিমানসমূহ তাহাদের ভূপৃষ্ঠস্থ ঘাঁটি হইতে আসিয়া আক্রমণ চালাইতে সক্ষম হইবে, জাপানীগণ সম্ভবতঃ সেখানে আর প্রবেশ করিবে না।

জাপানী নৌ-বহরের বিরাট ক্ষতি

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, মিডওয়ে দ্বীপের যুদ্ধে জাপানীদের চারিখানা বিমানবাহী জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছে এবং দশ হাজারের অধিক সৈন্য নিহত হইয়াছে। কিন্তু এই সংবাদও সম্পূর্ণ নহে। প্রত্যেক বিমানবাহী জাহাজে ১৫ শত করিয়া নাবিক ছিল। তাহা ছাড়া আর তিনখানা সৈন্যবাহী জাহাজেও টর্পেডো লাগিয়াছে। এই জাহাজে ছয় হাজার সৈন্য ছিল। সুতরাং বহু সৈন্য মারা গিয়া থাকিবে।

নৌবিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, প্রবাল সাগরের যুদ্ধে জাপানীদের ১৫ খানা যুদ্ধ জাহাজ এবং আমেরিকার তিনখানা যুদ্ধ জাহাজ বিনষ্ট হইয়াছে। আমেরিকান জাহাজ তিনখানার মধ্যে বিমান-বাহী জাহাজ লেক্সিংটন অন্যতম। আমেরিকার "সিমস" নামক ডেষ্ট্রয়ার এবং "নেশেও" নামক তৈলবাহী জাহাজও নিমজ্জিত হইয়াছে।

প্রবাল সাগরের যুদ্ধে জাপানীদের মোট ৩৭ খানা জাহাজ নিমজ্জিত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিমান-বাহী জাহাজ রিউকক্, তিনখানা বড় ক্রুজার, একখানা হাল্কা ক্রুজার, দুইখানি ডেষ্ট্রয়ার, কয়েকখানি সৈন্যবাহী জাহাজ এবং অন্যান্য কয়েকখানা ছোট জাহাজ আছে।

সৈন্যবিভাগ হইতে আরও ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জাপ বিমানবাহী জাহাজ শোকাকুও ঘায়েল হয় এবং ফলে উহাতে আগুন ধরিয়া যায়।

আর একটি দ্বীপে জাপানী সৈন্যের অবতরণ

মার্কিণ নৌ-বিভাগে এইমাত্র সংবাদ আসিয়াছে যে, অল্পসংখ্যক জাপ সৈন্য আলিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিম প্রান্তস্থিত আত্তু দ্বীপে অবতরণ করিয়াছে। ইহাও প্রকাশ যে, র‍্যাট দ্বীপপুঞ্জের কিসকা পোতাশ্রয়ে কতকগুলি জাপ জাহাজ উপস্থিত হইয়াছে। ক্রমাগত জল, স্থল ও বিমান-আক্রমণের জন্য জাপানীরা উক্ত দ্বীপের বসতিপূর্ণ অঞ্চল হইতে সরিয়া যাইতে বাধ্য হইলেও আলিউশিয়ান অঞ্চলে তাহারা এখনও আক্রমণ চালাইতেছে। মার্কিণ স্থল ও নৌবাহিনী জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়িতেছে।

চুসিয়েনের যুদ্ধে জাপানীদের ১৮ সহস্র সৈন্য হতাহত

এক চীনা ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, চীনা সৈন্যগণ চুসিয়েন পরিত্যাগ করিয়াছে। এই যুদ্ধে জাপানীদের আঠার সহস্র সৈন্য হতাহত হইয়াছে। জাপ সৈন্যগণ এখন চেকিয়াং-কিয়াংসী সীমান্তস্থিত ইউসান শহর লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। চীনারা চেকিয়াং প্রদেশে জাপবাহিনীর পশ্চাদ্দেশে আক্রমণ চালাইতেছে এবং কিনহোয়া, লান্সি, তানকিয়াল ও তুজিয়াংয়ের উপকণ্ঠে জাপানীদিগকে নাস্তানাবুদ করিতেছে।

চীনাদের কয়েকটি শহর পুনরধিকার

চুংকিং-এ সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, চেকিয়াং প্রদেশে চীনারা জাপানী ব্যূহের পিছনে আক্রমণ চালাইয়া কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহর পুনরধিকার করিয়াছে। এই শহরগুলির মধ্যে আছে পুকিয়াং, ইউ ইউংওয়াং।

ডারউইনে আবার বোমা বর্ষণ

অষ্ট্রেলিয়ায় মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর সহিত অবস্থানকারী রয়টারের সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, "সাত সপ্তাহ অন্তর পর গত ১৩ই জুন ২৭খানি জাপ বোমারবর্ষী বিমান ডারউইনের উপর আক্রমণ চালায়। বিমানসমূহ হইতে অতিবিস্ফোরক বোমা এবং "গড়গড়ি" বোমা ফেলা হইয়াছিল। কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ সামান্যই হইয়াছে।

(আফ্রিকার রণাঙ্গণ)

ফরাসী সৈন্যগণ কর্ত্তৃক জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক বাহিনীর গতিরোধ

বীর হাকিমে স্বাধীন ফরাসী সৈন্যগণ চক্রশক্তি পক্ষের একটি ট্যাঙ্ক আক্রমণ ঠেকাইয়া রাখে। পশ্চিম হইতে জার্ম্মাণদের জন্য যে রসদ ও অস্ত্র ইত্যাদি আমদানী হইতেছিল, বৃটিশ সেনাদল তাহার উপর আক্রমণ চালাইয়া জার্ম্মাণগণকে ত্রস্ত করিয়া তোলে।

জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক বাহিনীর উপর বৃটিশের গোলা বর্ষণ

বৃটিশ কামানের গোলা বর্ষণে "কলড্রনের" পূর্ব্বে নাইটস ব্রীজে গুড়গোহণের উপর এক প্রকাণ্ড জার্ম্মাণ পদাতিক বাহিনীর আক্রমণ বাধা প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্ব দিন নাইটস ব্রীজের উপর রোমেল যে আক্রমণ চালাইয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইবার পর তিনি এই প্রকাণ্ড পদাতিক বাহিনীকে প্রেরণ করেন। ইহাকে ভীষণ কামানের গোলাবর্ষণের সম্মুখীন হইতে হয়। ইহাতে এই বাহিনী এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকে ও সর্ব্বশেষে উহার ট্যাঙ্কগুলি লইয়া পশ্চাৎদিকে সরিয়া যায়।

ভূমধ্য সাগরে শত্রু জাহাজ নিমজ্জিত

নৌ-বিভাগের একখানি ইস্তাহারে প্রকাশ, কম্যাণ্ডার জে, ডবলিউ, লিণ্টন, ডি, এস, সি, আর, এন এর অধীনে নিয়োজিত "টারবুলেন্ট" নামক একখানি সাবমেরিণ ভূমধ্যসাগরে মধ্যবর্ত্তী অংশে টহল দিবার সময় শত্রুপক্ষের মাঝারি আকারের তিনখানি সৈন্য ও সমরোপকরণবাহী জাহাজ, "ন্যাভিগেটরী" শ্রেণীর একখানি ইটালীয় ডেষ্ট্রয়ার (১,৬২৮ টন) ও একখানি ছোট বাণিজ্য জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে। জাহাজগুলি সমরোপকরণ লইয়া লিবিয়া অভিমুখে যাইতেছিল।

দুইখানি ইটালীয় ডেষ্ট্রয়ার মাঝারি আকারের দুইখানি সমরোপকরণবাহী জাহাজ পাহারা দিয়া লইয়া যাইতেছিল। "টারবুলেণ্টের" আক্রমণের ফলে শুধু এই দুইখানি সমরোপকরণবাহী জাহাজই নিমজ্জিত হয় নাই, দুইখানি ডেষ্ট্রয়ারের মধ্যে একখানি ডেষ্ট্রয়ারও নিমজ্জিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া আর যে একখানি জাহাজ নিমজ্জিত হইয়াছে সেখানি অন্য একটি কনভয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিস্ফোরক দ্রব্যপূর্ণ আরও একখানি ছোট বাণিজ্য জাহাজও নিমজ্জিত হইয়াছে।

[৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

এ আর পি

উত্তর কলিকাতায় আপনার কোন বস্তী আছে কি?

সেখানে আপনার ভাড়াটিয়াগণের রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন কি?

ব্যবস্থা না করিয়া থাকিলে ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টএর সহিত আলাপ-আলোচনা করুন।

বঙ্গদেশের পাবলিক রিলেশনস্ কমিটির এ আর পি পাবলিসিটি সাব-কমিটি কর্ত্তৃক প্রচারিত।

ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন ইহার ব্যয়ভার বহন করিতেছেন।

বাঙলাদেশে কচুরীপানার অত্যাচার

ধ্বংসের উপায় সম্বন্ধে কয়েকটি কার্য্যকরী পন্থা

[কচুরীপানা যে বাঙলার কতবড় অভিশাপ, তাহা না বলিলেও চলে। কচুরীপানার অত্যাচার হইতে দেশকে মুক্ত করিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে রায় দেবেন্দ্র নাথ মিত্র বাহাদুর প্রণীত "কচুরীপানা" নামক পুস্তিকায় বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। পাঠকদের অবগতির জন্য এই পুস্তিকা হইতে প্রয়োজনীয় কতকাংশ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্ম্মাণী দেশে একজন মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহারই নামানুসারে কচুরিপানার বৈজ্ঞানিক নামকরণ হইয়াছে। সেই জন্য মনে হয়, সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতেই কচুরিপানার প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু কচুরিপানার আদি জন্মস্থান জার্ম্মাণ দেশ নহে; দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত ব্রেজিল ও ভেনিজুয়েলা নামক এই দুই প্রদেশে ইহা প্রথম জন্মলাভ করিয়াছিল।

কচুরিপানার ফুল দেখিতে অতি সুন্দর এবং ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উহার ফুলের সৌন্দর্য্যের জন্যই অনেক দেশে ইহা মানুষের দ্বারাই প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; এবং তাহার ফলে ইহা যে কেবল সেই সকল দেশেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহা নহে, অন্যান্য দেশেও প্রবেশ লাভ করিয়া উহার বংশবৃদ্ধি করিয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, উহার ফুলের বাহারে আকৃষ্ট হইয়া ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত ফ্লোরিডা প্রদেশের অনেকে নিজেদের বাড়ীর সম্মুখে সেণ্টজন নদীতে কচুরিপানার গাছ প্রথমে আনয়ন করে; ইহার দ্বারা কচুরিপানা ঐ দেশে ক্রমশঃ এত ছড়াইয়া পড়ে যে, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে উহা সেখানকার এক অতি অনিষ্টকর "উৎপাত" বলিয়া পরিগণিত হয়। ফ্লোরিডা হইতে উহা ক্রমশঃ অন্যান্য দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ১৮৯৫ সালে অষ্ট্রেলিয়ার কুইন্সলাণ্ডে, ১৯০৮ সালে কোচিন চীনে এবং ১৯১৩ সালে ব্রহ্মদেশে ইহা সর্ব্বপ্রথম ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। এই সকল দেশ ছাড়া ইহা ঐ সময়ে সুমাত্রা, যাভা, শ্যাম, মালয় প্রভৃতি দেশেও ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

১৯১৪ সালে বাঙলা দেশে কচুরিপানা ব্যাপকভাবে প্রথমে দেখা দেয় এবং উহার দ্বারা যে দেশের কৃষি, স্বাস্থ্য, ব্যবসা, বাণিজ্য ইত্যাদির প্রভূত ক্ষতি হইতেছে, ঐ সময়েই তাহা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু ইহার অনেক পূর্ব্বেই যে অনেক স্থানের খাল, নালা ইত্যাদি কচুরিপানার দ্বারা আবৃত হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহাতে নৌকা চলাচলের অসুবিধা হইতেছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বেঙ্গল ক্যানিং এণ্ড কন্ষ্ট্রাক্‌শন কোম্পানীর ম্যানেজার শ্রীযুত ক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বলেন যে, ১৯০৮ সালে ঢাকা জেলার দোলসর গ্রামের খাল কচুরিপানার দ্বারা এত আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে, উহাতে নৌকা চলাচল অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। স্থানীয় যুবক সমিতি মাঝে মাঝে ঐ খাল হইতে কচুরিপানা উঠাইয়া ঐ খাল পরিষ্কার করিতেন; ক্ষিতীশবাবুও এই কাজ নিজ হস্তে করিয়াছেন। কচুরিপানা এ দেশে ঠিক কখন প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, তাহা বলা যায় না; তবে রয়েল বোটানিক গার্ডেনের খাতা-পত্র হইতে জানা যায় যে, ১৯০২ সাল হইতে ১৯০৫ সালের মধ্যে শিয়ালদহের নিকটবর্ত্তী দমদম এবং হাওড়ার নিকটবর্ত্তী লিলুয়া প্রভৃতি স্থানে রেল লাইনের উভয়দিকে খানা খন্দে কচুরিপানা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। এমন কি নারায়ণগঞ্জের ষ্টীমার কোম্পানীর জয়েণ্ট এজেণ্ট মিষ্টার এ, এল, পত্তেন বলেন যে, ষ্টীমার কোম্পানীর পুরাতন খাতা-পত্রে উল্লিখিত আছে ১৮৯৮ কি ১৮৯৯ সালে বাঙলা দেশের তখনকার ছোটলাট স্যার জন উডবার্ণ ষ্টীমার যোগে যখন বিলপথে যাইতেছিলেন, তখন ঘন কচুরিপানার জন্য তাঁহার ষ্টীমার চালানো অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল এবং উহা পরিষ্কার করিয়া তবে ষ্টীমার চালাইতে পারা গিয়াছিল।

কচুরিপানাকে স্থানে স্থানে "বর্ণ্যান পানা" এবং "জার্ম্মাণ পানা" বলে। এই দুই নামের পশ্চাতেও একটু ইতিহাস আছে। নারায়ণগঞ্জে জর্জ বর্ণ্যান নামে এক সাহেব নাকি কচুরিপানার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ১৯০৫ কিম্বা ১৯০৬ সালে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বালিগঞ্জের কোনো পুষ্করিণী হইতে উহার কয়েকটি গাছ সংগ্রহ করিয়া নারায়ণগঞ্জে তাঁহার পুষ্করিণীতে প্রথম স্থাপিত করেন, এবং তথা হইতেই উহা বংশ বিস্তার করিয়া প্রথমে পূর্ব্ববঙ্গে এবং পরে সমস্ত বঙ্গদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই জন্য অনেকে উহাকে এখনও "বর্ণ্যান সাহেবের বোকামি" আখ্যা দিয়া থাকেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বিগত ১৯১৪ সালে কচুরিপানা আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছিল এবং সেই সময় হইতেই ইহা আমাদের অনেক প্রকারে অনিষ্ট সাধন করিতেছে। ১৯১৪ সালে জার্ম্মাণীর সহিত ইংরাজদের যে মহাযুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে আমাদের দেশের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল এবং আমাদের আরও ক্ষতি করিবার জন্যই যে জার্ম্মাণ দেশের লোকেরা আমাদের দেশে কচুরিপানা ছড়াইয়া দিয়াছিল, অনেক পল্লীবাসীর মনে এই ধারণা জন্মায় এবং তাহার ফলে "জার্ম্মাণ পানা" নাম প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। আবার অনেকের মতে কচুরিপানার বৈজ্ঞানিক নাম জার্ম্মাণ দেশের এক মন্ত্রীর নামের সহিত জড়িত আছে বলিয়াই উহার নাম "জার্ম্মাণ পানা" হইয়াছে।

কচুরিপানার দ্বারা দেশের অনিষ্ট

কচুরিপানা আমাদের দেশের যে কত বড় ও কী ভীষণ শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং এই শত্রু গত ২৮ বৎসর যাবৎ কত প্রকারে যে আমাদের অনিষ্ট সাধন করিতেছে, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই; বিশেষতঃ যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের গ্রামে বাস করেন, তাঁহারা সকলেই ইহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছেন। বাস্তবিকপক্ষে কচুরিপানার দ্বারা আমাদের দেশের যে পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা হিসাব করিলে কোটি কোটি টাকায় পরিণত হইবে। মোটকথা কচুরিপানা আমাদের "জীবন মরণ" সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কচুরিপানা কত প্রকারে আমাদের ক্ষতি করিতেছে, নিম্নে মোটামুটিভাবে বলা হইল:—

(ক) কৃষিকার্য্যের অবনতি: (১) কচুরিপানার দ্বারা ধানের ক্ষতিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে হয়। কচুরিপানার দল দল ভাসিতে ভাসিতে যখন ধান ক্ষেতে আসিয়া পড়ে, তখন ধানের সরু সরু নরম গাছগুলি উহার আক্রমণ মোটেই প্রতিরোধ করিতে পারে না; ফলে ধান ক্ষেতের উপর কচুরিপানার দল বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং উহার চাপে ক্ষেতের সম্পূর্ণ ফসল নষ্ট হইয়া যায়। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, পাকা আউস ধানও এইভাবে কচুরিপানার দ্বারা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়; ইহাকেই বলে "পাকা ধানে মই দেওয়া।" যে সকল স্থানে প্রতি বৎসর কচুরিপানার দ্বারা এইরূপে ধান ক্ষেত নষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে, সেই সকল স্থানের কৃষকেরা ধানের চাষ করিতে আর সাহস পান না। এমন অনেক জমি আছে যাহাতে ধানের চাষ করা ছাড়া আর কোন ফসলের চাষ করা যায় না; সুতরাং কচুরিপানার উপদ্রবের জন্য এই সকল জমি প্রায় "পতিত" অবস্থায় পড়িয়া থাকে।

(২) কচুরিপানা পাটেরও ক্ষতি করে; দেরীতে পাট বোনার ফলে পাট গাছ যখন ছোট থাকে তখন বন্যার জলের সঙ্গে কচুরিপানার দল দল পাট ক্ষেতে প্রবেশ করিয়া ধানের মতই উহাকে চাপিয়া নষ্ট করিয়া দেয়। তবে পাট গাছ বড় হইলে উহারা উহাদের শক্ত ডাঁটার দ্বারা কচুরিপানার আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে এবং ইহার জন্যই কচুরিপানা পাটের তত বেশী ক্ষতি করিতে পারে না।

(৩) পাট ও ধান ছাড়া কচুরিপানার দ্বারা অন্যান্য বর্ষাকালের ফসলেরও ক্ষতি হয়, যেমন—লঙ্কা, বেগুণ, আদা, হলুদ, দেশী শাকসব্জী ইত্যাদি। যদিও এই সকল ফসল উঁচু জমিতে উৎপন্ন হয়, তথাপি যে বৎসর বন্যা খুব বেশী হয় এবং উঁচু জমি ছাপাইয়া পড়ে, সেই বৎসর বন্যার সঙ্গে সঙ্গে কচুরিপানা ক্ষেতে প্রবেশ করিয়া এই সকল ফসলেরও ক্ষতি করে।

(৪) আমাদের দেশে পশুখাদ্যের জন্য জলা জমিতে অনেক প্রকারের ঘাস উৎপন্ন হয়, কচুরিপানার আক্রমণে এই সকল ঘাসেরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়; ইহার ফলে পশুখাদ্যের অভাব ঘটে।

(৫) এমন অনেক জমি আছে যাহার উপর কচুরিপানার দল এত ঘন ও বিস্তৃতভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে, সেই সকল জমি চাষের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিল অঞ্চলের অনেক জমি এই কারণে পতিত পড়িয়া আছে।

(খ) মৎস্যের ক্ষতি: যে সকল পুকুরে বা অন্য জলাশয়ে কচুরিপানা ঘনভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, সেই সকল পুকুর বা জলাশয়ের মাছ বড় হইতে পারে না; কাজে কাজেই মাছের ওজন কম হয় এবং তাহার দামও কম পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া কচুরিপানার চাপে অনেক স্থানে শ্বাস রুদ্ধ হইয়া মাছ মরিয়াও যায়।

(গ) ব্যবসা বাণিজ্যের অসুবিধা: আমাদের দেশে জলপথেই কৃষিজাত পণ্য এবং অন্যান্য দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানী অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। এমন কি পল্লীগ্রামের হাটে বন্দরে কৃষি-জাত পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের জন্য জলপথই একমাত্র উপায়। নদী, নালা, খাল ইত্যাদি কচুরিপানার দ্বারা আবদ্ধ হওয়াতে কৃষি-জাত পণ্য ও অন্যান্য দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী করিতে, এমন কি দৈনন্দিন হাট বাজার করিতেও কত অসুবিধা হইয়াছে, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। কচুরিপানার দল ঠেলিয়া একদিনের পথ যাইতে ২।৩ দিন লাগে; অতিরিক্ত পরিশ্রম ও খরচের কথা ছাড়িয়া দিলেও পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত বাজার পাওয়া যায় না, ফলে আর্থিক ক্ষতিও যথেষ্ট হয়। ইহা ছাড়া সাধারণ কাজের জন্য জলপথে যাতায়াতেরও যথেষ্ট অসুবিধা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, অনেক সময়ে কঠিন রোগের জন্য চিকিৎসকও সময় মত আনিতে পারা যায় না; ইহার ফলে রোগী মারা যায়। কচুরিপানা ঠেলিয়া যাইতে সময় লাগে বলিয়া চিকিৎসককে পারিশ্রমিকও বেশী দিতে হয়।

(ঘ) অনেক খাল, নালা, বিল ইত্যাদি যাহা পূর্ব্বে জলপথ হিসাবে সহজে ব্যবহার করা যাইত, কচুরিপানার দ্বারা তাহা এখন একেবারে বুজিয়া গিয়াছে; ইহাতেও যাতায়াতের অসুবিধা খুব বেশী হইয়াছে।

(ঙ) স্বাস্থ্যের অবনতি: (১) কচুরিপানার দ্বারা আবদ্ধ জলাশয়ের দূষিত জল পান করিতে হইতেছে।

(২) কচুরিপানার ঘন দলের মধ্যে ম্যালেরিয়া বহনকারী মশা ও অন্যান্য রোগের জীবাণুর উৎপত্তি দ্বারা দেশে ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়িয়াছে।

(৩) কচুরিপানার আবেষ্টনীর মধ্যে ঘর ও বসতির আবহাওয়া অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিয়াছে। সাপের প্রাদুর্ভাবও বাড়িয়াছে।

(৪) কৃষিকার্য্যের অবনতির জন্য খাদ্যাভাবে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইতেছে। এই প্রসঙ্গে মাছের কথাও বলা যাইতে পারে। মাছ আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর খাদ্য; কিন্তু কচুরিপানার জন্য পূর্ব্বের মত সহজে মাছ ধরিয়া খাওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং ইহাতে দেশের লোকেদের পুষ্টি সাধনেও ব্যাঘাত ঘটিয়াছে।

(৫) কৃষিকার্য্য ও ব্যবসাবাণিজ্যের অবনতির জন্য আর্থিক কষ্ট যথেষ্ট বাড়িয়াছে। তাহার ফলে উপযুক্ত অন্ন ও বস্ত্রের অভাব ঘটিয়াছে এবং চিকিৎসার ব্যয় বহন করাও অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং কচুরিপানা আমাদের "জীবন মরণ" সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে।

[১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার জের]

বীর-হাকিম অঞ্চলে যুদ্ধ

সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, ১০ই জুন রাত্রিতে বীর হাকিমস্থিত সৈন্যদলকে সরাইয়া আনা হয়। এই স্থানে স্বাধীন ফরাসী বাহিনী সাহসের সহিত ঘাঁটি রক্ষা করিতেছে এবং ট্যাঙ্ক বাহিনী বীর হাকিম-এর চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রতিপক্ষের যোগপথসমূহের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিতেছে। জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক বাহিনীর প্রধান দল নাইটস্ ব্রীজের বিপরীত দিকে এখনও পর্য্যন্ত সন্নিবেশিত আছে বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

তব্রুক অভিমুখে অভিযান

কায়রোর এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ১২ই জুন সারাদিন ধরিয়া এল্‌আদম-এর দক্ষিণদিকবর্ত্তী এলাকায় ঘোরতর সংগ্রাম চলে। বিমান বাহিনীর সাহায্যপুষ্ট প্রতিপক্ষের একটি আক্রমণ প্রতিহত হয়। অতঃপর প্রতিপক্ষের সাঁজোয়া বাহিনী এল্‌আদম-এর চতুর্দ্দিকবর্ত্তী আকাশে মহড়া দিয়া এক্রোমা অভিমুখে অগ্রসর হয়। বৃটিশ সাঁজোয়া বাহিনী তাহাদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায় এবং তদুপরি বৃটিশ বিমান বাহিনীও সারাদিনব্যাপী আক্রমণ চালায়। প্রতিপক্ষের সমূহ ক্ষতি হয়। জার্ম্মাণরা তব্রুক পাশে রাখিয়া এল্‌আদম ও তব্রুকের মধ্যবর্ত্তী যে স্থানে ঘাঁটি করিয়াছে, সেই স্থানের উভয় পার্শ্ব হইতে মিত্রশক্তিবর্গের গাজালা লাইনের উত্তর পার্শ্বভাগ ধ্বংস করার জন্য ব্যাপক আক্রমণ সুরু করিয়াছে। বৃটিশ সাঁজোয়া বাহিনী জার্ম্মাণদের সহিত প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে। মিত্রশক্তিবর্গের আত্মরক্ষার ঘাঁটিসমূহ অটুট আছে। তব্রুকরক্ষী সৈন্যদল এখনও যুদ্ধে লিপ্ত হয় নাই। সাঁজোয়া বাহিনীর মধ্যেই এই সংগ্রাম সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। তব্রুক লক্ষ্যস্থল বলিয়া অনুমান হয়।

জার্ম্মাণদের অগ্রগতি

লিবিয়ায় অষ্টম আর্ম্মির হেড কোয়ার্টার্স হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা লিখিতেছেন :

স্বাধীন ফরাসী সৈন্যেরা বীর হাকিম ত্যাগ করায় জার্ম্মাণরা সুবিধা পাইয়া ব্যাপকভাবে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। অভিযানের প্রথমদিকে যে লক্ষ্যে পৌঁছিতে তাহারা অসমর্থ হয়, সেই সকল স্থানে পৌঁছিবার জন্য এখন তাহারা সর্ব্বশক্তি নিয়োগের চেষ্টা করিতেছে।

আফ্রিকায় জার্ম্মাণদের সমর-সম্ভার চালান

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন, আনকারায় প্রাপ্ত সংবাদ হইতে জানা যায়, যে মাসের মধ্যভাগ হইতে জার্ম্মাণ সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র এবং বিমান ও সাবমেরিণের অংশ বোঝাই প্রায় ২০০ ট্রেণ যুগোশ্লাভিয়া হইতে বুলগেরিয়ায় গমন করিয়াছে। এই সকল ট্রেণের প্রত্যেকটিতে ৪০ খানি করিয়া ওয়াগন ছিল। প্রকাশ, লিবিয়ায় আফ্রিকা-কোরের ব্যবহারের জন্য এই সকল সমরোপকরণ সালোনিকায় পাঠান হইয়াছে।

সাঁজোয়া বাহিনীর যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, লিবিয়ার যুদ্ধ সঙ্কটজনক না হইয়া থাকিলেও মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর নিকট ইহার গুরুত্ব আছে। সাঁজোয়া বাহিনীর সংগ্রামের তীব্রতা চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে, উভয় পক্ষের অত্যন্ত গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে।

মধ্যপ্রাচ্যের ১৫ই জুনের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, "ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে। গাজালা এলাকায় যে সব বৃটিশ সৈন্য রহিয়াছে, তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিপক্ষ এক্রোমার নিকটবর্ত্তী বৃটিশ ঘাঁটিসমূহের উপর আক্রমণ চালাইয়াছে। জার্ম্মাণরা ত্রিঘক্যাপুজো হইতে উত্তরদিকে আক্রমণ চালাইতেছে এবং বৃটিশ গতিশীল বাহিনী দক্ষিণদিক হইতে প্রতিপক্ষের পশ্চাদ্ভাগের উপর আক্রমণ চালাইতেছে। এল্‌আদেম-এর পূর্ব্বদিকবর্ত্তী এলাকা হইতে প্রতিপক্ষকে বিতাড়িত করা হইয়াছে। অষ্টম আর্ম্মি জোর পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে।"

(রুশীয় রণক্ষেত্র)

সেবাস্তোপোল অঞ্চলে তীব্র যুদ্ধ

মস্কো হইতে প্রেরিত ৯ই জুনের সংবাদে জানা গিয়াছে যে, সেবাস্তোপোলের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণ বাহিনীর আক্রমণ বারংবার প্রতিহত করা হইয়াছে এবং এই সকল আক্রমণে এক্সিস পক্ষের গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে। জার্ম্মাণগণ এখনও এই অঞ্চলে সৈন্য নিয়োজিত করিতেছে। মনে হয় সোভিয়েটের ক্রিমিয়া অঞ্চলের এই শেষ ঘাঁটিটি দখল করার জন্য জার্ম্মাণগণ যে কোনও মূল্য দিতে প্রস্তুত। সোভিয়েট বাহিনী নূতন নূতন বিমান আমদানী করিয়াছে এবং তাহারা জার্ম্মাণ সৈন্যশ্রেণীর উপর আক্রমণ চালাইয়াছে। সেবাস্তোপোলে গোলা বারুদ নিয়মিতভাবে সরবরাহ হইতেছে এবং দুর্গের অভ্যন্তরে ভূনিম্নস্থ গোলা বারুদ নির্ম্মাণের কারখানাগুলিতেও সন্তোষজনকভাবে কার্য্য চলিতেছে।

পাল্টা আক্রমণে সোভিয়েটের অবস্থার উন্নতি

প্রকাশ, সেবাস্তোপোলের বিরুদ্ধে তৃতীয়বারের আক্রমণে জার্ম্মাণগণ বহু ডিভিশন সৈন্য, বিস্তর ট্যাঙ্ক এবং আরও অধিকসংখ্যক বিমান নিযুক্ত করিলেও সোভিয়েট সৈন্যদল এক পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র রণক্ষেত্রের দুই অঞ্চলে আক্রমণ চালাইয়া রুশ সৈন্যদল এই সাফল্যলাভ করে। এক অঞ্চলে রাশিয়ানগণ দৃঢ়ভাবে জার্ম্মাণ আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছে এবং অপর অঞ্চলে সোভিয়েটের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে।

ক্রিমিয়া ও খোলেনস্ক অঞ্চলে লাল ফৌজের সাফল্য

মস্কোর বেতারের খবরে প্রকাশ, সোভিয়েট সৈন্যদল স্পষ্টতঃ ক্রিমিয়ার শত্রু অধিকৃত একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল দখল করিয়াছে। জার্ম্মাণ অফিসারের নেতৃত্বাধীনে হাঙ্গেরীয় ও রুমানিয়ান সৈন্যদল কর্ত্তৃক রক্ষিত দুইটি গ্রামও এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সংগ্রামে ৪৫০ জন জার্ম্মাণ সৈন্য ও অফিসার নিহত হয় এবং আরও বহু সৈন্য হতাহত হয়।

স্মোলেনস্ক অঞ্চলে রুশ ঘাঁটির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইতে গিয়া জার্ম্মাণদের এক ব্যাটালিয়ান পদাতিক সৈন্য নিশ্চিহ্ন হইয়াছে এবং তাহাদের ২০টি ট্যাঙ্কের মধ্যে ১৩টি বিনষ্ট হইয়াছে।

সেবাস্তোপোলে ১ লক্ষ জার্ম্মাণ সৈন্য

পঁচিশদিনকাল অবরোধের পর জার্ম্মাণদের ভীষণতম আক্রমণের মুখেও সেবাস্তোপোল এখনও দৃঢ়তার সহিত রক্ষিত হইতেছে। সোভিয়েট রক্ষা ব্যূহের চারিদিকে জার্ম্মাণেরা যে লৌহ বেষ্টনী গড়িয়াছে, তাহাতে তাহারা ১,০০,০০০ সৈন্য নিয়োজিত করিয়াছে; শহর হইতে এই বেষ্টনীর দূরত্ব সর্ব্বত্রই ঘণ্টাখানেকের পথ মাত্র।

তিন দিনে ৬০ হাজার জার্ম্মাণ সৈন্য হতাহত

বার্লিন হইতে প্রেরিত সংবাদে জানা যায় যে, খারকভের উত্তর-পূর্ব্ব ও পূর্ব্বদিকে নূতন করিয়া ট্যাঙ্ক-যুদ্ধ সুরু হইয়াছে।

সুইস সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত মস্কোর সংবাদে জানা যায় যে, সেবাস্তোপোল রণক্ষেত্রে তিন দিনে ৬০ সহস্র জার্ম্মাণ সৈন্য খোয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণ কামানশ্রেণীর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ এবং বিমান বাহিনী কর্ত্তৃক আক্রমণ সত্ত্বেও সেবাস্তোপোলরক্ষী সোভিয়েট বাহিনী প্রবল পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া কয়েকস্থানে জার্ম্মাণদিগকে হটাইয়া দেয়।

ইলমেন রণাঙ্গনে জার্ম্মাণদের ক্ষতি

উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনে (ভলকোভ ও ইলমেন হ্রদ এলাকা) তিন দিনের যুদ্ধে ১৫ সহস্র জার্ম্মাণ সৈন্য হতাহত হইয়াছে। জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক বাহিনী কয়েকবার সোভিয়েট ব্যূহ ভেদ করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু তাহাদের চেষ্টা প্রতিহত হয়। লাল ফৌজের ছদ্মবেশে সজ্জিত একদল জার্ম্মাণ সৈন্যকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করা হয়। ১৬টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করা হয়।

পরলোকে ডাঃ রাঘবেন্দ্র রাও

ভারত সরকারের অসামরিক জনরক্ষা সচিব

ভারত সরকারের অসামরিক জনরক্ষা সচিব ডাঃ রাঘবেন্দ্র রাও ১৫ই জুন অপরাহ্নে দিল্লীতে পরলোক গমন করিয়াছেন।

ডাঃ রাও অসামরিক জনরক্ষা সচিবের কার্য্যভার গ্রহণ করিবার জন্য বিলাত হইতে ভারতে আসা অবধিই অসুস্থ ছিলেন। বিগত বৎসর ২১শে জুলাই তারিখে ডাঃ রাঘবেন্দ্র রাওকে বড়লাটের শাসন পরিষদে বে-সামরিক জনরক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য পদে নিযুক্ত করা হয়।

তিনি আরোগ্যলাভ করিতেছেন বলিয়া মনে হইয়াছিল, কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কয়েকবার তাঁহার অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে এবং মধ্যে মধ্যে তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। গত সপ্তাহে তাঁহার নিজ বাসভূমি বিলাসপুর শহরে ফিরিবার কথা ছিল; কিন্তু হঠাৎ তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাওয়ায় যাত্রা স্থগিত রাখিতে হয়।

ডাঃ রাঘবেন্দ্র রাও ব্যারিষ্টার ছিলেন। গত ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে তিনি বড়লাটের শাসন পরিষদে অসামরিক জনরক্ষা বিভাগের সদস্য নিযুক্ত হন। তিনি বিলাসপুর ও ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করেন এবং কিছুদিন বিলাসপুরে আইন ব্যবসা করেন। তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সভাপতি ও স্বরাজ্যদলের নেতা ছিলেন। ডাঃ রাও দুইবার মধ্য-প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। গত ১৯৩৬ সালে তিনি মধ্য প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত হন এবং ১৯৩৭ সালে তিনি মধ্য প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩৭ সালের এপ্রিল হইতে জুলাই মাস পর্য্যন্ত তিনি মধ্যপ্রদেশের প্রধান মন্ত্রী এবং ১৯৩৯ হইতে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত ভারত সচিবের দপ্তরখানার পরামর্শদাতা ছিলেন।

কলোনে বিমানহানায় ক্ষতি

১১ হইতে ১৫ সহস্র লোক নিহত

প্যারিস হইতে ভিসিতে যে সরকারী বিবরণ পৌঁছিয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে, জার্ম্মাণ দূত হের ফন এবেৎস তাঁহার সহচরদের সহিত আলোচনার সময় কলোনে বিমান-আক্রমণের ফলে যে ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে, তাহার এক বিবরণ দেন এবং সেই বিবরণ নির্ভরযোগ্য। এবেৎস নাকি বলিয়াছেন, এমন ক্ষতিই হইয়াছে যে, কলোনের মোট ৭ লক্ষ ৬০ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ২ লক্ষ ৫০ হাজার লোককে অন্যত্র সরাইতে হইয়াছে। নিহত যে কত হইয়াছে তাহার মোটামুটি হিসাব দেওয়াও কঠিন। তবে গভর্ণমেণ্টের নিকট যে হিসাব আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাতে অনুমান ১১ হাজার হইতে ১৫ হাজারের মধ্যে লোক মারা গিয়াছে। আহত হইয়াছে ইহার দ্বিগুণেরও বেশী। বড় বড় কারবারের বাড়ীগুলি প্রায়ই সমস্তই বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং কয়েকটি বৃহৎ কারখানাও বিনষ্ট হইয়াছে। রেলওয়ে সরাইখানা নিশ্চিহ্ন হইয়াছে এবং রেলওয়ে শান্টিং ইয়ার্ড ব্যবহারের অযোগ্য হইয়াছে।

ঢাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত

ঢাকার সাম্প্রদায়িক মামলাগুলির মীমাংসা ও প্রত্যাহার সম্পর্কে জনসাধারণের মনে যে সকল সন্দেহ-সংশয়ের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা দূরীভূত করিবার মানসে ঢাকা জেলা হিন্দু মহাসভার সাধারণ সেক্রেটারী নৃপেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী এক বিবৃতিপ্রসঙ্গে বলেন যে, নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করার ফলে তিনি সাধারণকে জানাইতে পারেন যে, তথাকার প্রতিবেশীর প্রতি গ্রাম্য লোকদের মনোভাবের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, পারস্পরিক সংশয়ের ভাব কাটিয়া গিয়াছে, হিন্দু ও মুসলমানেরা মিলিতভাবে আদানপ্রদানজনিত ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতেছে। সামাজিক জীবনে ক্রমশঃ বন্ধুভাব সঞ্চারিত হইয়া উঠিতেছে।

মিঃ চক্রবর্ত্তীর গভীর বিশ্বাস এই যে, সাম্প্রদায়িক মামলাগুলির মীমাংসার ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থায়ীভাবে প্রীতি ও মিলন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ময়মনসিংহে মাননীয় সমবায়-মন্ত্রী

যুদ্ধ-প্রচেষ্টা ও খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ

সমবায় ও পল্লী-ঋণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় খান বাহাদুর হাশেম আলি খান সম্প্রতি ময়মনসিংহ পরিদর্শন করিয়াছেন। গত ২৯শে মে তিনি এই স্থানে উপস্থিত হন এবং স্থানীয় কর্মচারীগণ তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। তিনি সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ স্পেশ্যাল ঋণ-সালিশী বোর্ড, সদর স্পেশ্যাল বোর্ড এবং বার লাইব্রেরী পরিদর্শন করেন এবং শেষোক্ত স্থানে যুদ্ধ প্রচেষ্টা সম্পর্কে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বৃটিশ সাম্রাজ্য যখন এই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব বিপদের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতেছে, তখন তাহাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত জনগণকে এই সম্পর্কে সহানুভূতি-সম্পন্ন করিয়া তুলিতে তিনি উকিলগণকে বিশেষরূপে অনুরোধ করেন।

মাননীয় মন্ত্রী গত ৩১শে মে সিভিক গার্ডদল পরিদর্শন করেন এবং সেখানে একটি সময়োচিত বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, বর্ত্তমান যুদ্ধ যতদিন ইউরোপে সীমাবদ্ধ ছিল, ততদিন তাঁহারা বিশেষ-রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই। কিন্তু গত কয়েক মাস পূর্ব্বে জাপান যুদ্ধে যোগদান করায় সেই অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সেই সময় হইতে জাপান প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ এবং বর্মা অধিকার করিয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশ ভারতের অংশ স্বরূপ ছিল। যে সহস্র সহস্র ভারতীয় বর্ম্মাদেশে বাস করিয়া বিশাল সম্পত্তির মালিক হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। বর্ম্মার পতনের সঙ্গে সঙ্গে বিপদ বাঙলার আরও নিকটবর্ত্তী হইয়াছে এবং এখন আর তাঁহারা দর্শক হিসাবে অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। শত্রু ভারতের বিভিন্ন স্থানে বোমা নিক্ষেপ করিয়াছে। যদি মাতৃভূমির সম্মান ও নিরাপত্তা বজায় রাখিতে হয়, তবে নিজেদের অবস্থাকে দৃঢ় করিবার সময় আসিয়াছে। একথা সত্য যে তাঁহারা নিরস্ত্র, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা কাপুরুষ নহেন। যাহাই ঘটুক না কেন বিপদের সম্মুখীন হইবার নিমিত্ত সাহস সঞ্চয় করিতে হইবে। প্রতিবেশীদিগের সহিত আলাপ-আলোচনায় তাহাদের মনে বিশ্বাস জন্মাইতে হইবে। সেই সঙ্গে তাহাদের আসল প্রয়োজন হইতেছে, বর্ত্তমান সময়ের মত নিজেদের রাজনৈতিক কিম্বা অন্যরূপ বিভেদ ভুলিয়া গিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। বৃটিশকে সর্ব্বতোভাবে নৈতিক সমর্থন দ্বারা সাহায্য করিতে হইবে। কারণ বৃটিশের অফুরন্ত রণসম্ভার আমাদের প্রত্যেকের নৈতিক সমর্থনের সহিত একত্রীভূত হইয়া বিজয়কে আহ্বান করিয়া আনিবে। নৈতিক সমর্থন ব্যতীত ও শত্রু যদি কোথাও ঢুকিয়া পড়ে, তবে তাঁহারা শত্রুর সহিত কোন প্রকার সহযোগিতা করিবেন না। শত্রুরা কিছুতেই বাধাভাবে অগ্রসর হইতে পারিবে না। যদি শত্রুকে খাদ্য ও যাতায়াতের ব্যবস্থা হইতে বঞ্চিত করা হয়, তবে সে হয় অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে কিম্বা আত্মসমর্পণ করিতে [illegible] বাধ্য হইবে। জাপানী ভীতি হইতে দেশকে রক্ষা করিতে হইলে সরকারকে চলাচলের বিভিন্ন ব্যবস্থার পুনর্গঠনে [illegible] যোগ দিতে হইবে। অবশ্য সেজন্য গভর্ণমেণ্ট [illegible] ক্ষতি-পূরণ করিবেন।

"অধিক পরিমাণে খাদ্য-শস্য উৎপাদন" অভি-যানের উল্লেখ করিয়া মাননীয় মন্ত্রী যাহাতে পাট আবাদী জমিতে [illegible] খাদ্য-শস্য ও শাক-সব্জী উৎপাদিত হয়, তাহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। গভর্ণমেণ্ট এই কার্য্যে বীজ দ্বারা সাহায্য করিবেন এবং গভর্ণমেণ্ট সমবায় [illegible] লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ময়মনসিংহ মূলতঃ পাট আবাদের উপযুক্ত জেলা। শত্রুর আক্রমণের ফলে সমস্ত আমদানী রপ্তানি বন্ধ হইয়া যাইবে এবং মাল পাঠাইবার কোন যান-বাহন পাওয়া যাইবে না। যদি জনসাধারণ প্রচুর খাদ্য-শস্য উৎপাদন না করে কিম্বা বহু ফসল মজুত করিয়া না রাখে, তবে তাহাদিগকে হয়ত উপবাস করিতে হইবে। সমবায় প্রথায় কিম্বা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় গ্রামবাসিগণকে সমবায় ভাণ্ডারের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। যতদূর সম্ভব প্রত্যেক বাড়ীতেই আকস্মিক প্রয়োজনের নিমিত্ত প্রচুর খাদ্য-সম্ভার মজুত রাখিতে হইবে। কিন্তু সেই খাদ্য এমনভাবে মজুত রাখিতে হইবে যাহাতে তাহা কোনমতেই এবং কোন অবস্থাতেই শত্রুর হাতে পড়িতে না পারে। উহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, প্রত্যেক গ্রামে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্মীদের লইয়া "হোমগার্ড" নামে দল গঠন করা হইবে। যখন বাহির হইতে কোন সাহায্য আসা বন্ধ হইয়া যাইবে, তখন এই হোমগার্ডই পল্লীবাসীদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করিবে।

(মাননীয় খানবাহাদুর হাশেম আলী খান)

যদি শত্রুদল আক্রমণও করে, তথাপি শাসন কর্তৃপক্ষের সহিত সঙ্ঘবদ্ধতা ও পূর্ণ সহযোগিতা বিদ্যমান থাকিলে তাহারা ভয় পাইতে বাধ্য। ময়মনসিংহ মিউনিসিপ্যালিটি, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক, টাউন ব্যাঙ্ক এবং ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্ক একযোগে মাননীয় মন্ত্রীকে একটি মান-পত্র প্রদান করে। ইহার জবাব দিতে গিয়া মাননীয় মন্ত্রী হিন্দু-মুসলমান মিলন এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টার সর্ব্বান্তঃকরণে বৃটিশকে সাহায্য করিবার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। এতদ্ব্যতীত মান-পত্রে উল্লিখিত কতকগুলি স্থানীয় অভাব-অভিযোগ সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেন।

সমবায় ব্যাঙ্কগুলি সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া মাননীয় মন্ত্রী কেন সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলি দেশের সর্ব্বত্র উন্নতিলাভ করে নাই, তাহার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, সংশোধিত সমবায় সমিতি আইনের ফলে প্রতিষ্ঠানের উন্নত ধরণের সংগঠন ও পরিচালন সম্ভবপর হইয়াছে।

তিনি আরও বলেন যে, গভর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যে দেশে কতকগুলি ল্যাণ্ড মর্গেজ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছে এবং এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, প্রত্যেক মহকুমা কিম্বা প্রত্যেক থানায় পল্লীর খাতকদের জন্য একটি করিয়া ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হইবে। ভবিষ্যতে খাতকদিগের চুক্তিতে টাকা ধার দেওয়ার প্রথার সহিত সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলির কোন সম্পর্ক থাকিবে না। তিনি আশা করেন যে, তাহাদের যুক্ত প্রচেষ্টায় সমবায় আন্দোলন আরও উন্নত হইবে এবং দেশের ঐশ্বর্য্যের প্রকৃত স্রষ্টা পল্লী অঞ্চলের কৃষিজীবিগণকে সাহায্য করিবে।

মাননীয় মন্ত্রী গত ১লা জুন ময়মনসিংহ পরিত্যাগ করিয়া কিশোরগঞ্জ অভিমুখে রওনা হন। তৎপর তিনি জামালপুর কো-অপারেটিভ স্পেশ্যাল বোর্ড, ঋণ-সালিশী বোর্ড এবং জামালপুর কো-অপারেটিভ বোর্ড পরিদর্শন

[শেষ কলমের নিম্নে দেখুন]

মালদহে শরীরচর্চ্চা শিক্ষা শিবির

সাফল্য সহকারে অনুষ্ঠিত

মালদহ যুব-কল্যাণ কাউন্সিলের উদ্যোগে কিছু দিন পূর্ব্বে চাঁচল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে জেলার বিভিন্ন ক্লাবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে শরীর চর্চ্চা শিক্ষা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদানের জন্য একটি ট্রেনিং শিবির খোলা হইয়াছিল। জিলার স্কুলসমূহের ইন্সপেক্টর, বিধি জেলা যুব-কল্যাণ কাউন্সিলের একজন সদস্য, উক্ত শিবিরের উদ্বোধন করেন। চাঁচলের অধিবাসিগণ বিশেষভাবে স্থানীয় ও নিকটবর্ত্তী বিদ্যালয়সমূহের বালক ও বালিকাগণ শরীর চর্চ্চা শিক্ষা ও খেলাধূলার ব্যাপারে ট্রেনিং-এর এক সপ্তাহ কাল যথেষ্ট উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছে। স্থানীয় ক্লাবসমূহ ও বিদ্যালয়সমূহের কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইয়াছেন।

ইহার ফলে ট্রেনিং কাল অতীত হইলে চাঁচল স্কুলের মাঠে শরীর চর্চ্চা ও খেলাধূলার প্রদর্শন হয়। তাহাতে ট্রেনিংগ্রহণকারী প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বালক বালিকাগণ যোগদান করিয়াছিল। মালদহের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। এই অনুষ্ঠানের কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে জেলার শরীরচর্চ্চা-সংগঠনকারী অফিসার এই প্রদেশে যুব-কল্যাণ আন্দোলনের ও শরীর চর্চ্চা শিক্ষার আধুনিক পদ্ধতির আদর্শ সম্বন্ধে একটি চিত্তা-কর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। কিরূপে সেবাদল গঠনে যুবকদিগকে সাহায্য করা, বহু সংখ্যক লোককে আনন্দ দান করা এবং অল্প ব্যয়ে বা কোনরূপ ব্যয় না করিয়াই দেশীয় ও বৈদেশিক খেলাধূলার মধ্য দিয়া যুবকদিগকে ভাল ও দায়িত্বশীল নাগরিক করিয়া তোলা সম্ভবপর, তাহা তিনি লোকদিগকে ভালরূপে বুঝাইয়া দেন। নিকট ও দূরবর্ত্তী স্থান হইতে প্রায় ৪,০০০ চাষি তাহার লোক এই প্রদর্শনী দেখিতে আসিয়াছিল।

ট্রেনিং গ্রহণকারী লোকদের সঙ্গীত সহ পতাকা উত্তোলন, বাদ্য সহ মার্চ্চ করিয়া গমন, শরীর-চর্চ্চার কৌশল প্রদর্শন, ৮০০/৯০০ শত ছেলের খালিহাতে ব্যায়াম, বিদ্যালয়ের বালিকাগণের অনুরূপ ব্যায়াম, বালিকাদের উদ্দণ্ড ক্রীড়া, বালকস্কাউটগণের জাহেল ড্রিল, বালকবালিকাগণের স্বস্থানে ক্রীড়া, ব্রতচারী নৃত্য ও নেতৃগণ কর্তৃক পিরামিড গঠন এইদিনের কার্য্য তালিকার বিশেষ নিদর্শন ছিল।

অনুষ্ঠানের পর চাঁচল রাজ-ষ্টেট ছাত্রগণের জলযোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বাঙলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

এক সপ্তাহের বিবরণী

গত ১৬ই মে তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উক্ত সপ্তাহে বাঙলাদেশে কলেরা রোগে মোট ৬০৭ জন লোক আক্রান্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ফরিদপুরে ১৩৪ জন, বাখরগঞ্জে ১৫৮ জন ও নোয়াখালীতে ১৪৫ জন আক্রান্ত হইয়াছিল। এই সময়ে কলেরায় মোট ২৮২ জন মারা যায়। তন্মধ্যে ফরিদপুরে ৬২ জন, বাখরগঞ্জে ৮৩ জন, চট্টগ্রামে ৭১ জন ও নোয়াখালীতে ৬৬ জন মারা যায়। দার্জ্জিলিং-এ ১৮ জনের ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়াছিল।

বর্দ্ধমান, ২৪-পরগণা ও কলিকাতায় ইতস্ততঃ সেরিব্রো-স্পাইনাল রোগের আক্রমণ হইয়াছিল। কোথাও প্লেগের আক্রমণ হয় নাই।

[২য় কলমের শেষ]

করেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে তাঁহাকে মান-পত্র প্রদান করা হয় এবং তিনি তাহার যথোচিত উত্তর প্রদান করেন।

১৯৪১ সালের কৃষি-খাতক আইনের কতকগুলি অসম্পূর্ণতার উল্লেখ করিয়া মাননীয় মন্ত্রী বলেন যে, গভর্ণমেণ্ট তাহা সংশোধন করিবার চেষ্টা করিবেন এবং এই সংশোধনের ফলে জনসাধারণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবে। মাননীয় মন্ত্রী গত ২রা জুন কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

জাপানের হিসাব নিকাশের দিন সমাগত

লে: জেনারেল আরনল্ডের মন্তব্য

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর বিমানবহরের লেফটন্যাণ্ট জেনারেল এইচ, এইচ, আরনল্ড সম্প্রতি মন্তব্য করিয়াছেন যে, জাপানের হিসাব-নিকাশের দিন আসিবার আর বেশী দেরী নাই।

মি: আরনল্ড বলেন যে, আমাদের প্রতি ১খানা বিমানের স্থলে জাপানের ৪খানা বিমান ধ্বংস হইয়াছে। এসেন ও কলোনের উপর যে হানা দেওয়া হইয়াছে, তাহা ভবিষ্যৎ ব্যাপক আক্রমণেরই পূর্ব্বাভাষ মাত্র। মার্কিণ ও বৃটিশের সম্মিলিত বিমানবহর শীঘ্রই আকাশ ছাইয়া ফেলিবে।" জেনারেল বলেন যে, মার্কিণ উড়ন্ত কেল্লার জুড়ি নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মাঝামাঝি আকারের বোমারুগুলি এক্সিসের শ্রেষ্ঠ ধরণের বিমান অপেক্ষা দ্রুতগতিতে বেশী দূর যাইতে পারে। বর্ত্তমান বৎসরে ৬০ হাজার বিমান উৎপাদনই হইতেছে আমাদের উদ্দেশ্য এবং তাহা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ১৯৪২ সালের শেষের দিকে মার্কিণ সৈন্যবাহিনীর বিমানবহরের কর্ম্মচারীদের সংখ্যা ৬০ হাজারের বেশী হইবে এবং সৈন্যসংখ্যাও ১০ লক্ষের কাছাকাছি দাঁড়াইবে। আগামী বৎসরের জুন মাসে প্রয়োজন হইলে এই সংখ্যা আমরা দ্বিগুণ করিব।

চীনের প্রচার সচিব ডক্টর ওয়াং শি চিহ্ একজন বৈদেশিক সাংবাদিকের সহিত আলাপ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"চেকিয়াং-এ তুমুল যুদ্ধ হইয়াছে। বিমান যুদ্ধে শত্রু-পক্ষের প্রাধান্য বশতঃ চীনা সৈন্যগণকে কিনহা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে।

"ইহাও জানা গিয়াছে যে, চেকিয়াং-এর যুদ্ধ চালাইবার জন্য শত্রুগণ আরোও অধিক সংখ্যক সৈন্য আমদানী করিতেছে। অন্যান্য স্থানেও শত্রুগণ সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

"যদি জাপান মনে করিয়া থাকে যে, বর্ম্মা রোড বন্ধ করিয়া দেওয়ায় চীনবাসীকে একাকী যুদ্ধ চালাইতে হইবে, তাহা হইলে জাপান শোচনীয় ভ্রমে পতিত হইয়াছে।"

আমেরিকান মহিলাদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

কারখানায় বহু নারী নিযুক্ত

আমেরিকার মহিলাগণ যুদ্ধোপকরণের কারখানায় অতি দ্রুত কাজ গ্রহণ করিতেছেন। তিন মাস পূর্ব্বে এই সব কারখানায় কদাচিৎ মহিলাগণকে কাজ করিতে দেখা গিয়াছে এবং এপ্রিল মাসেও দশজন পুরুষের মধ্যে মাত্র একজন মহিলাকে কাজ করিতে দেখা গিয়াছে।

উত্তর আমেরিকার বিমান করপোরেশন ১,১০০ এক হাজার একশত জন মহিলাকে কাজে নিয়োগ করিয়াছে। ডগলাস ফার্ম্ম অনেকদিন পর্য্যন্ত মহিলা শ্রমিক নিয়োগ করার কথা আমলেই আনে নাই; কিন্তু এখন যথাসম্ভব দ্রুত মেয়ে শ্রমিক ভর্ত্তি করিতেছে এবং আশা করিতেছে যে, এই বৎসরের শেষ ভাগে বেতনভোগী মহিলা শ্রমিক সংখ্যা ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার হইবে। হেনরী ফোর্ড ৪০ বৎসর যাবত ব্যবসা চালাইয়া আসিতেছেন; ইহার মধ্যে এই সর্ব্বপ্রথম মহিলাদিগকে বিভিন্ন অংশ সংযোজন বিভাগে কাজ করিতে দেওয়া হইতেছে। ইহার ফল নব-প্রতিষ্ঠিত উইলো বোমার কারখানায় এত সন্তোষজনক হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে যে ৪০০ চারিশত মহিলা কাজ করিতেছে ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া অল্প সময়েই ২৫,০০০ পঁচিশ হাজার হইবে।

অপ্রয়োজনীয় মালপত্র দ্বারা রেলগাড়ীর কামরা ভর্ত্তি করার অভ্যাসের জন্য রেলওয়ে যাত্রীদের বর্ত্তমান অসুবিধা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে রেলওয়েসমূহ শীঘ্রই এই নিয়ম প্রবর্ত্তন করিবে বলিয়া জানা গিয়াছে যে, যাত্রী বসিবার বেঞ্চের নীচে সুবিধামতে যে মালপত্র রাখা যাইতে পারে, শুধু সেইরূপ মালপত্র রেলওয়ের কামরায় লইয়া যাইতে পারিবে।

ভারতের দেশরক্ষা প্রয়োজনের জন্য যাত্রীবাহী গাড়ীর সংখ্যা যথাসম্ভব হ্রাস করিতে হইবে। কামরার মধ্যে বেশী মালপত্র লইয়া গেলে যাত্রীদের অসুবিধা হওয়া স্বাভাবিক। সেইজন্য রেলওয়ে গাড়ীতে ভীড় কমাইবার জন্য যে চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে যাত্রীগণের নিকট এই আবেদন জানানো হইয়াছে যে, "যদি ভ্রমণ করা নিতান্ত প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে যথাসম্ভব কম মালপত্র লইয়া ভ্রমণ করিবেন।"

খাদ্য-ফসলের চাষ বৃদ্ধির আন্দোলন

টাঙ্গাইলের পল্লীতে জন-সভা

গত ১০শে মে টাঙ্গাইল মহকুমার কাটাইল থানার অন্তর্গত বলাপাড়া সমিরউদ্দিন এম, ই স্কুল প্রাঙ্গনে এক বিরাট জন-সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত সভায় চারিটি ইউনিয়নের প্রায় সহস্রাধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল। স্থানীয় জমিদার ও ইউনিয়ন ফুট কমিটির চেয়ারম্যান মৌলবী অসিমউদ্দিন চৌধুরী সাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

বলাপাড়ার পাটনিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের এসিসট্যাণ্ট ইনস্পেক্টর মৌলভী ইয়াকুব আলী চৌধুরী, বি, এ, সাহেব দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে দেশবাসীর অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। জাপানীদের বর্ব্বরোচিত আক্রমণের ফলে রেঙ্গুন হইতে আমদানী বন্ধ হইয়া যাওয়ায় অচিরেই এদেশে খাদ্যশস্যের ভয়ঙ্কর সমস্যা দেখা দিবে এবং প্রতিকারার্থে পাটচাষ কমাইয়া ধান্যের আবাদ অধিক পরিমাণে বাড়াইবার জন্য তিনি চাষীদিগকে আবেগময়ী ভাষায় অনুরোধ জানান। বীজ ধান্যের অভাবে যাতে জমি পতিত না থাকে, তজ্জন্য গভর্ণমেণ্ট যে বীজ ধান্য বিতরণ করিবে, তাহাও উল্লেখ করেন। যুদ্ধ যখন দেশের দ্বারে করাঘাত করিতেছে, এমতাবস্থায় যাহাতে চোর, ডাকাত ও দুর্বৃত্তদের উপদ্রব বৃদ্ধি না পায় ও নিভৃত পল্লীর শান্তিময় বক্ষে অশান্তির দাবানল জ্বলিয়া না উঠে, তজ্জন্য প্রতি পল্লীতে পল্লীতে "চোর গার্ড" দল সংগঠন করিবার প্রয়োজনীয়তাও বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। স্থানীয় অনেক গণ্য মান্য ভদ্রলোক উক্ত সভায় বক্তৃতা দেন।

কলিকাতা এবং ২৪-পরগণা, হাওড়া ও হুগলীর পার্শ্ববর্ত্তী শিল্প অঞ্চল হইতে প্রাইভেট হাল্‌কা মোটর গাড়ীগুলি স্থানান্তরিত করিবার জন্য উহার মালিকদের অতিরিক্ত পেট্রল সরবরাহের জন্য যে কূপন সরবরাহ করা হইবে, গভর্ণমেণ্ট তাহার সময়কাল বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় গাড়ীর মালিকগণকে এই পরিকল্পনার বিশদ বিবরণ অবগত হইবার নিমিত্ত ৮ই জুনের মধ্যে আবেদন করিতে বলা হইয়াছিল। এই সময়কাল বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ২৭শে জুন পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত আবেদনসমূহ গ্রহণ করিবেন।

বৃটেনের গোলাগুলী তৈয়ারের কারখানায় [illegible]
[illegible] বাড়িতেছে।

বাঙলাদেশে কচুরীপানার অত্যাচার

[৭ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

অন্যান্য দেশে কচুরিপানা ধ্বংসের চেষ্টা

অন্যান্য দেশে যখন হইতে কচুরিপানা ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে, তখন হইতেই উহাকে বিনাশ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত কোনো দেশেই কোনো চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সফল হয় নাই; তবে উহার ফলে ঐ সকল দেশে কচুরিপানার বিস্তার অনেক পরিমাণে কম হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের ক্ষতির পরিমাণও হ্রাস পাইয়াছে।

কোন্ কোন্ দেশে কি কি উপায় অবলম্বন করিয়া কচুরিপানা ধ্বংসের চেষ্টা ও উহার বিস্তার নিবারণ করা হইয়াছিল ও হইতেছে, তাহা নিম্নে সংক্ষেপে বলা হইল:—

(ক) আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে একটি যন্ত্রের সাহায্যে বন কচুরিপানার দল কাটিয়া উহাকে জলের উপর দিয়া টানিয়া আনিয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল, কারণ সমুদ্রের লোণাজলে কচুরিপানা মরিয়া যায়। কিন্তু যখন নদীতে প্রবল স্রোত থাকে, কেবল তখনই এইরূপে কচুরিপানা সমুদ্রে ভাসাইয়া দেওয়ার সুবিধা হয়; ইহা ছাড়া কচুরিপানার দলকে টানিয়া লইয়া যাইবার সময় পথে অনেক কচুরিপানা বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া থাকে এবং তাহা হইতে আবার নূতন নূতন গাছ উৎপন্ন হইয়া উহা পরিষ্কৃত নদী নালাকে আবৃত করিয়া ফেলে; এই কারণে সেখানে এই উপায়ের দ্বারা কচুরিপানাকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করা সম্ভবপর হয় নাই।

উপরোক্ত উপায় ছাড়া স্থানে স্থানে বেড়া দিয়া কচুরিপানাকে আটকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হইয়াছিল; এবং যদিও এই উপায় কতকটা কার্য্যকরী হইয়াছিল, তথাপি উহার দ্বারাও সম্পূর্ণরূপে কচুরিপানার বিস্তৃতি নিবারণ করিতে পারা যায় নাই; আবদ্ধ স্থান হইতে কচুরিপানা এদিকে ওদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া পুনরায় নিজেদের বংশবৃদ্ধি করিয়া জলাশয় ভরিয়া ফেলিত।

বড় বড় নৌকার পশ্চাতে "রোলার" লাগাইয়া ঐ "রোলারের" সাহায্যে কচুরিপানা চূর্ণ বিচূর্ণ করিবার উপায়ও অবলম্বন করা হইয়াছিল; কিন্তু উহার দ্বারাও বিশেষ ফল পাওয়া যায় নাই। কচুরিপানার গাছের উপর রাসায়নিক পদার্থ ছিটাইয়া উহাকে মারিয়া ফেলা যায় কিনা সে সম্বন্ধেও বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করা হইয়াছিল; এবং যদিও এই পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছিল যে, কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ ছিটাইয়া কচুরিপানা মারিয়া ফেলা যায় বটে, কিন্তু গরু বাছুর প্রভৃতি পশু চরিয়া বেড়াইবার সময় যদি এইরূপ কচুরিপানা (যাহার উপর এই সকল রাসায়নিক পদার্থ ছিটানো হইয়াছে) খায় অথবা উহার দ্বারা দূষিত জল পান করে, তাহা হইলে তাহাদের প্রাণনাশ হইবার আশঙ্কা থাকে। এই কারণে ফ্লোরিডা দেশের লোকেরা আইনের সাহায্যে গরু বাছুর প্রভৃতি পশুর অনিষ্টকারী রাসায়নিক পদার্থ ছিটাইবার ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দেন। যাহা হউক লুসিয়ানা প্রদেশে এইরূপ রাসায়নিক পদার্থ ছিটাইয়া কচুরিপানা ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা বলবৎ আছে; কিন্তু ইহাতেও সেখানে সম্পূর্ণরূপে কচুরিপানা ধ্বংস করা সম্ভবপর হয় নাই। এ স্থলে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, এই উপায়ে কচুরিপানা ধ্বংস করা খুবই ব্যয় সাপেক্ষ। লুসিয়ানাতে এক বিঘা জমির কচুরিপানা ধ্বংস করিতে প্রায় ৮৲ টাকা খরচ হয়।

[illegible] দেশে বড় বড় প্রশস্ত নৌকার সহিত দুইটি যন্ত্র [illegible] কচুরিপানা ধ্বংস করিবার চেষ্টা [illegible] এবং [illegible] হইয়াছে। একটি যন্ত্রের দ্বারা কচুরিপানার দল [illegible] কাটিয়া [illegible] উহার সহিত [illegible] যায়; ঐ যন্ত্রটি হইতে কচুরিপানা বাহির করিয়া তীরে জমা করা যায় এবং আর একটি যন্ত্রের সাহায্যে সংগৃহীত কচুরিপানাকে উঠাইয়া তীরে নিক্ষেপ করা যায়; এইরূপে কচুরিপানাকে তীরে আনিয়া জড় করিয়া উহাকে [illegible] করা হয়। এই উপায়ে কচুরিপানা ধ্বংস [illegible] ব্যয়সাপেক্ষ। সংগৃহীত কচুরিপানাকে কেবলমাত্র এই উপায়ে তীরে উঠাইয়া নিক্ষেপ করিতে সেখানে বিঘাপ্রতি ১১৯ টাকা খরচ হইত।

(খ) নদী, খাল ইত্যাদিতে মাঝে মাঝে বেড়া দিয়া ভাসমান কচুরিপানাকে ঐ বেড়ার মধ্যে আটকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। এই সকল বেড়ার মধ্যে যে সকল কচুরিপানা জড় হইয়া আটকাইয়া থাকে, উহাদিগকে তীরে তুলিয়া আনিয়া শুকাইয়া পোড়াইয়া ফেলিবার জন্য স্থানীয় লোকদিগকে বাধ্য করা হয়। এই উদ্দেশ্যে এক গ্রাম্য আইনের বলে গ্রামের মাতব্বরগণ নিজ নিজ এলাকার সক্ষম পুরুষ, স্ত্রীলোক এমন কি বার বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্ক বালকদিগকে এই কাজে নিয়োজিত করিতে পারেন। কিন্তু পরে দেখা গিয়াছিল যে, এই গ্রাম্য আইনও যথেষ্ট নহে।

(গ) কোচিন চীনেও ব্রহ্মদেশের মত বেড়া প্রস্তুত করিয়া ভাসমান কচুরিপানাকে আটকাইয়া রাখিবার ও উহার একস্থান হইতে অন্যস্থানে ভাসিয়া যাওয়া নিবারণ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। এ ক্ষেত্রেও বেড়ার মধ্যে আবদ্ধ কচুরিপানা উঠাইয়া উহাকে শুকাইয়া পোড়াইয়া ফেলিবার ভার গ্রামবাসীদের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল। কৃষক, জমির মালিক, প্রভৃতিকে এই আদেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, প্রত্যেক মাসের প্রথম তিন দিন (এবং প্রয়োজন হইলে আরও বেশী দিন) নিজ নিজ এলাকার কচুরিপানা উঠাইয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে।

(ঘ) আমেরিকার ন্যায় অষ্ট্রেলিয়া দেশেও যন্ত্রের সাহায্যে কচুরিপানা উঠাইয়া তীরে ফেলিবার ও সমুদ্রের লোণাজলে উহাকে ভাসাইয়া দিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল।

উপরোক্ত উপায় অবলম্বন করা ছাড়া ১৯০৮ সালে কোচিন চীনে, ১৯১৪ সালে শ্যাম দেশে, ১৯১৭ সালে ব্রহ্মদেশে ও মাদ্রাজ প্রদেশে এবং ১৯২৬ সালে আসামে কচুরিপানা ধ্বংসের জন্য আইন প্রবর্ত্তিত করা হইয়াছিল। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে এই সকল আইনের সব বিধি জারী করা সম্ভবপর হয় নাই।

বাঙলা দেশে কচুরিপানা ধ্বংসের চেষ্টা

ইংরাজী ১৯১৪ সালে নারায়ণগঞ্জের ব্যবসা সমিতি কচুরিপানার দ্বারা দেশের নদী, নালা প্রভৃতি ভরিয়া যাওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই ব্যবসা বাণিজ্যের কত অসুবিধা হইয়াছে, এবং উহা আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িলে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য অনেক নদী নালাতে যে নৌকা চলাচল একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িবে এবং তাহার জন্য ব্যবসা বাণিজ্যের যে প্রভূত ক্ষতি হইবে, সে সম্বন্ধে স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করেন। এই সময় হইতেই সরকারী কৃষি-বিভাগ, জেলা বোর্ড এবং জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটগণ কচুরিপানার বিস্তার নিবারণ ও উহার ধ্বংস কার্য্যে সচেষ্ট হন।

সার হিসাবে কচুরিপানার উপকারিতা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিলে, তাঁহারা যে স্বেচ্ছায় নিজ নিজ জলাশয় হইতে কচুরিপানা উঠাইয়া উহাকে সারে পরিণত করিতে উৎসাহী হইবেন এবং তাহাতে যে কচুরিপানার বিস্তার অনেকটা হ্রাস পাইবে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সার হিসাবে কচুরিপানার মূল্য নির্দ্ধারণ উদ্দেশ্যে ১৯১৪ সালে সরকারী কৃষি-বিভাগ বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা কার্য্য আরম্ভ করেন। এই পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে, সম্পূর্ণরূপে পঁচা কচুরিপানা এবং কচুরিপানার ছাই উভয়ই উৎকৃষ্ট সার; এমন কি উপযুক্তভাবে পঁচানো কচুরিপানা গোবর সার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং কচুরিপানার ছাই অন্যান্য কাঠের ছাই অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

কচুরিপানার গাছে সোরা জাতীয় পদার্থ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে এবং ইহার ছাই হইতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে এই পদার্থ বাহির করা যায় কিনা, সে সম্বন্ধেও কৃষি-বিভাগ পরীক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছিল যে, কচুরিপানা সংগ্রহ করিয়া উহাকে শুকাইয়া পোড়াইয়া ছাই করিয়া, সেই ছাই হইতে সোরা জাতীয় পদার্থ বাহির করা আর্থিক হিসাবে লাভজনক নহে। এমন কি এই বৎসর [illegible] কোম্পানী নামক স্থান হইতে কচুরিপানার ছাই কিনিয়া উহা হইতে সোরা জাতীয় পদার্থ বাহির করার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাঁহারা যে ছাই কিনিতেন, তাহার সহিত ধুলা, বালি এবং অন্যান্য জিনিষ প্রচুর পরিমাণে মিশ্রিত থাকিত এবং ইহার ফলে তাঁহাদের আর্থিক ক্ষতি যথেষ্ট হইয়াছিল।

১৯১৮ সালে গভর্ণমেণ্ট কচুরিপানা ধ্বংসের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিভাগীয় কমিশনারগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তখন হইতেই কচুরিপানা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে অল্প বিস্তর প্রচার কার্য্য চলিতেছে এবং সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিগণের চেষ্টায় স্থানে স্থানে কচুরিপানা উঠাইয়া ফেলা হইতেছে। এই উদ্দেশ্যে ১৯২০ সালে ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সরকারেং প্রেসিডেণ্টগণের সাহায্যে "কচুরিপানা দিবস" পালন করেন। অনেকেই অতি উৎসাহ সহকারে এই দিবসে কচুরিপানা জল হইতে উঠাইয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু আবার অনেকে এ বিষয়ে তখন মোটেই মনোযোগ দেন নাই; তাহার ফলে পরিষ্কৃত স্থান আবার কচুরিপানায় ভরিয়া গিয়াছিল।

কচুরিপানার বিস্তার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার এবং উহাকে ধ্বংস করার প্রণালী নির্দ্ধারণ করিবার জন্য ১৯২১ সালে গভর্ণমেণ্ট একটি "কমিটি" নিযুক্ত করেন; ঐ কমিটির সভাপতি ছিলেন স্বর্গীয় স্যার জগদীশচন্দ্র বসু। উক্ত কমিটি কয়েকটি বিষয়ে আইন প্রণয়নের জন্য প্রস্তাব করেন এবং কচুরিপানা ধ্বংস করিবার কোন কার্য্যকরী প্রণালী আবিষ্কার করিবার পূর্ব্বে উহার জীবনপ্রণালী ও বংশবৃদ্ধি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গবেষণা করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে, এই মন্তব্য করেন। উক্ত কমিটি ইহাও বলেন যে, বর্তমানে সমবেত চেষ্টার দ্বারা জল হইতে হাত দিয়া কচুরিপানা উঠাইয়া উহাকে ধ্বংস করা ছাড়া আর কোন কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব নহে।

১৯২২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা নিবাসী মিঃ গ্রিফিথের উদ্ভাবিত পিচকারীর দ্বারা এবং তাঁহারই উদ্ভাবিত "তরল বিষ" ছিটাইয়া কচুরিপানা ধ্বংস করা যায় কিনা, সেই সম্বন্ধে পরীক্ষা আরম্ভ করা হইয়াছিল এবং পরে এই পরীক্ষা পরিচালনার জন্য গভর্ণমেণ্ট একজন কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহার ফলাফল দেখিয়া প্রথমে অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এই "বিষ" প্রয়োগের দ্বারা কচুরিপানা ধ্বংস করা সম্ভব হইবে। কিন্তু পরিশেষে দেখা গেল যে, বাঙলা দেশের প্রায় সর্ব্বত্র কচুরিপানা যেরূপ ঘনভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, এই "বিষ" প্রয়োগের দ্বারা উহা বিনাশ করা সম্ভব হইবে না।

কচুরিপানা সমস্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য পুনরায় ১৯২৫ সালে গভর্ণমেণ্ট একজন কর্মচারী নিযুক্ত করেন এবং ১৯২৬ সালে উক্ত কর্মচারী কচুরিপানার ধ্বংসের উদ্দেশ্যে আইন জারী করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দেন।

১৯২৫ সালে স্যার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের কমিটির সুপারিশ অনুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অধ্যাপক স্বর্গীয় ডাক্তার পল ব্রুহেলের উপর কচুরিপানা সম্বন্ধে গবেষণা করিবার ভার পড়ে এবং এই কার্য্যের জন্য গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কিছু অর্থ সাহায্যও করেন।

ভারতীয় কৃষি-কমিশনও কচুরিপানা সম্বন্ধে গবেষণা ও উহার ধ্বংসের জন্য আইন প্রণয়নের একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার পরামর্শ দেন এবং তাঁহারা বলেন যে, তাঁহাদের পরামর্শ মত ভারতীয় কৃষি গবেষণা সমিতি যখন গঠিত হইবে, তখন সেই সমিতিই এই পরিকল্পনার প্রস্তুতের ভার গ্রহণ করিবেন। পরে কৃষি গবেষণা সমিতি গঠিত হইবার পর উক্ত সমিতি [illegible] কলেজের উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অধ্যাপক মিঃ [illegible] কচুরিপানা সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য অর্থ সাহায্য করেন। ১৯৩৪ সালে অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার গবেষণা ও পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করেন। তিনিও বলেন যে, সমবেত চেষ্টার দ্বারা হাত দিয়া কচুরিপানা তুলিয়া ধ্বংস করাই একমাত্র কার্য্যকরী পন্থা।

১৯৩৬ সালে বাঙলা দেশে কচুরিপানা আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

[আগামী সংখ্যায় শেষ হইবে]

যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র

ও তাঁদের পড়তা খরচ

বন্দুকের গুলি ... ৴০

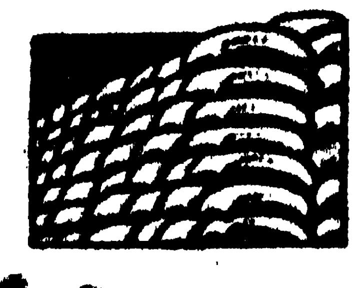
বালির বস্তা ... ৵০

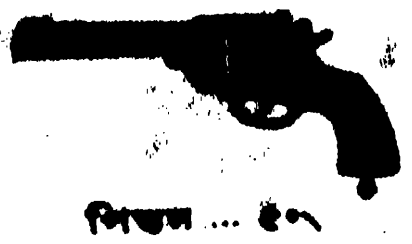
পিস্তল ... ৫০৲

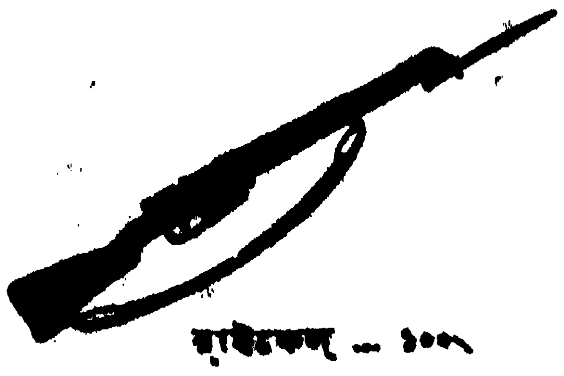
রাইফেল্ ... ১০০৲

টমী গান্ ... ৮৫০৲

এখানে বন্দুকের গুলি থেকে বোমারু বিমান পর্য্যন্ত কয়েকটী অস্ত্রশস্ত্রের কথা বলা হ'ল ও তাদের প্রত্যেকের পড়তা খরচ দেওয়া হ'ল।

ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেটে আপনি যে টাকা খাটান তা' এই সব অতি আবশ্যকীয় অস্ত্রশস্ত্র কেনায় ব্যয় হয় ও সেই সব অস্ত্র, শত্রুর কবল থেকে আপনাকে ও আপনার দেশকে রক্ষা করে।

নিরাপত্তা
ও
লাভের জন্য

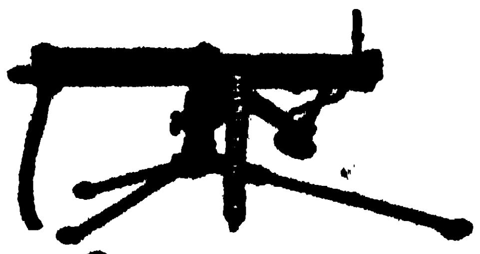
মেশিন গান্ .. ১৮০০৲

হাল্কা বিমান-বিধ্বংসী কামান্ ... ৫০,০০০৲

জঙ্গী বিমান ... ১,৫০,০০০৲

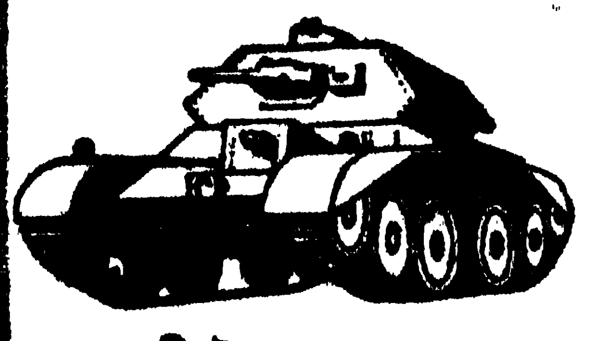
মাঝারী ট্যাঙ্ক ... ২,০৭,০০০৲

বোমারু বিমান ... ৫,৭০,০০০৲

ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট কিনুন

ভারতের সমরশক্তি দৃঢ় করুন।

চক্র-শক্তির অসুবিধা

দেশে অন্তর্বিরোধের সূচনা

জার্ম্মানী যখন তাঁহার বহুবিজ্ঞাপিত রাশিয়ান্ ও লিবিয়ান অভিযান আরম্ভ করিয়াছে, তখন তাহার দেশের অবস্থা দিনের পর দিন কাহিলতর আকার ধারণ করিতেছে। ভীষণ শীত নাৎসীদের অন্যতম প্রয়োজনীয় আহার্য্য আলুর ফসল সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের কৃষির অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। রাইখ মন্ত্রী ওয়ালটার দারে কৃষিব্যাপারে এক অভিনব "গ্রমিক নীতি" (Piasaul gospel)প্রবর্ত্তন করেন। এই নীতিতে কার্য্যকারিতার উপরে মতবাদের প্রাধান্য থাকা বিধায় হিট্‌লার তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। এই ভাবে আনাড়ীর মত কাজ করিবার অপরাধে রেলওয়ে মন্ত্রীকেও বরখাস্ত করা হইয়াছে।

পুরাতন দুই, পোষাক ও আণ্ডারওয়ারের জন্য ডা: বার্ড এক চমকপ্রদ আবেদন করেন। গোয়েরিং জনসাধারণের কাছে আরও দান প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছেন: "জার্ম্মানী আজ অতি কঠোর সংগ্রামের সম্মুখীন হইয়াছে। বিজয়লাভ পর্য্যন্ত আমাদিগকে বায়সঙ্কুল হইয়া চলিতে হইবে। আপনাদের নেতারা আপনাদের জন্যই গভীর পরিশ্রম করিতেছেন। ইহা উপলব্ধি করিবার জন্য জনসাধারণের সৌজন্য থাকা দরকার।"

কিন্তু জনসাধারণের মনোভাব তাহাদের নেতাগণের বক্তৃতা-শ্রবণের অনুকূল নহে। তাহারা বরং বি, বি, সির বেতার সংবাদ হইতে রষ্টক, লিউবেক্, কিয়েল্ প্রভৃতি জায়গায় রাজকীয় বিমানবাহিনীর আক্রমণে সঠিক ক্ষতির পরিমাণ জানিতে ব্যগ্র। ডা: গোয়েবল্‌সের আদেশের বিরুদ্ধে বিদেশের রেডিও ব্যবহার করিবার জন্য ১৪ জন জার্ম্মান প্রোজাকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে। আরও ১৬ জনকে অনুরূপ বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে। নাৎসী গুপ্ত পুলিশেরা বিচারকদের পিছনে লাগিয়া গিয়াছে। বিচারকদিগকে জনসাধারণের প্রতি কৃপাপ্রদর্শনের জন্য এবং যুদ্ধ ও হিটলার-শাসনে অসন্তুষ্টি প্রকাশের জন্য দোষী করা হইয়াছে। কিন্তু জনসাধারণের অসন্তুষ্টি ও ক্ষোভ দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিয়াছে ও নাৎসী নেতাদের উদ্বেগের কারণ ঘটাইতেছে।

জার্ম্মানীর দুর্দ্দিনের সাথী হইল ইটালী। এখানকার অবস্থা আরও শোচনীয়। এখানে ফ্যাসিষ্ট আন্দোলনেই ভাঙ্গন ধরিয়াছে। এই দলকে শোধনের জন্য দাবী উত্থাপিত হইয়াছে। ইটালীর অধিবাসীরা ভয় করে যে, যদি ন্যাভালকে গদিতে উপবিষ্ট করান হয়, তবে নাইস, কর্সিকা, সেভয় এবং টিউনিস প্রভৃতি দেশের জন্য তাহাদের দাবী কখনও ফলবতী হইবে না। মরক্কোর সোলতান স্পেনে গমন করার ফলে তাহারা মনে করে যে, তাহাদিগকে বাদ দিয়া উত্তর আফ্রিকার ফ্র্যাঙ্কো-স্পেনিশ সমস্যাগুলি সমাধান হইয়া যাইবে। এই জন্যই ভিসির কাছে ইটালী বারবার পত্র প্রেরণ করিতেছে। এই জন্যই মুসলিনী সার্ডিনিয়ায় গমন করিয়াছিলেন।

নূতন লিবিয়ান অভিযানের ফলে ইটালীবাসীরা বর্ত্তমানে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। তারপর বলকানের অধিকৃত দেশগুলি একটী প্রচণ্ড সমস্যার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বলকানে ইটালীর ক্ষতির সম্বন্ধে এক সরকারী বিবরণে বলা হইয়াছে যে, এপ্রিল মাসে মোট নিহতের সংখ্যা মোট ১,০০০। বর্ত্তমানে খবর পাওয়া গিয়াছে যে, ক্রোশিয়াতে এক সশস্ত্র হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। আলবেনিয়ার রাজধানী টাইরেনা অবরুদ্ধ অবস্থায় আছে এবং তথায় সাবিশোপান শাসনকর্তার জীবন-বিনাশের চেষ্টা করা হইয়াছিল।

হাওড়া এ-আর-পি বাহিনীর কর্মীগণ

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ABU HENA.

Regd. No. C2532.

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ৩১শ সংখ্যা] কলিকাতা, ২৯শে জুন, ১৯৪২ [এক আনা

জাতীয় সমর-প্রচেষ্টায় দেশবাসীর কর্ত্তব্য

মাননীয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জীর বেতার বক্তৃতা

মাননীয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি কলিকাতা বেতার-কেন্দ্র হইতে সম্প্রতি "জাতীয় সমর-প্রচেষ্টা" সম্পর্কে নিম্নলিখিত বক্তৃতা করেন :—

জাপান সেনা ও সমর কর্ত্তাদের শাসিত দেশ। তাহাদের রাষ্ট্রনীতিতে গণতান্ত্রিক রাজনীতির স্থান নাহাবা। সেখানে যুদ্ধতৎপরতা রাষ্ট্রধর্ম্মরূপে গৃহীত ও অনুসৃত হইয়া থাকে। বিগত মহাযুদ্ধে জাপান জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধবাদী ছিল। গত বিশ বৎসর ধরিয়া জাপান ক্রমশঃ রাজ্যবিস্তার পরিকল্পনা অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। বৃটেনের বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়া এবং আমেরিকার মন যোগাইয়া জাপান মাঞ্চুরিয়া ও উত্তর চীন গ্রাস করিয়াছিল। প্রশান্ত মহাসমুদ্রে এক শক্তিশালী নৌবহর গড়িয়া তুলিয়া এবং প্রচুর সামরিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া জাপান যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেখান হইতে আরও অগ্রসর হওয়ার জন্য তাহার অপর একটি সুযোগ দরকার ছিল। এবারের যুদ্ধে জাপানের লোভ ও ক্ষুধা নিবৃত্তির সে সুযোগ আনিয়া দিয়াছে। কেবল চীনের উপর রাজ্যবিস্তার দ্বারা তাহার সাম্রাজ্যবাদের ক্ষুধা মিটিবে না। ব্রহ্মদেশ, মালয়, ভারতবর্ষ—বারবার জাপ সামরিক কর্ত্তাদের মনে সাম্রাজ্যলিপ্সা জাগাইয়া তুলিয়াছে। এই লিপ্সা মিটাইবার সুযোগ বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ। ইউরোপে জার্ম্মাণীর প্রচণ্ড অভিযানের আঘাতে হল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি স্বাধীন দেশ অতি দ্রুত পরাজিত হইল। বিজিত ফ্রান্সের রাজ্য ফরাসী ইন্দোচীন ও বিজিত হল্যাণ্ডের রাজ্য ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ স্বভাবতঃই দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। জাপানী নৌবহরের প্রতিদ্বন্দ্বী বৃটেন, জার্ম্মাণী ও ইটালীর সহিত নিদারুণ সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত ছিল। আমেরিকা প্রতিরোধ করার কথা ভাবিবার পূর্ব্বেই জাপান তাহাকে প্রচণ্ড আঘাত করিল। জাপানি ক্ষিপ্রগতিতে অগ্রসর হইয়া একে একে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ার অনেকগুলি ঐশ্বর্য্যশালী দেশ আত্মসাৎ করিল। আজ ব্রহ্মদেশ গ্রাস করিয়া সে আসামের ও বাঙলার প্রান্ত সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। চীনের শক্তি চূর্ণ করিবার জন্য জাপান বদ্ধপরিকর উদ্যত হইয়াছে। তাহার এই অভিযান পূর্ণ হইলেই অথবা তাহার পূর্ব্বেই সে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে। চট্টগ্রাম, আসাম, মাদ্রাজ ও সিংহলে জাপ বোমারু বিমান ইতিমধ্যেই বোমাবর্ষণ করিয়াছে। যাহারা এই বোমার আঘাতে প্রাণ হারাইয়াছে, আহত হইয়াছে, তাহারা আমাদের দেশেরই লোক। যতদিন এই মহাসমর দূরদেশে উহার ধ্বংসলীলা চালাইয়াছিল, তাহার পরিপূর্ণ স্বরূপ আমরা সঠিক বুঝিতে পারি নাই। আজ আমাদের দেশ আক্রান্ত হইয়াছে এবং এই যুদ্ধের ফলাফলের সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা নিজেরা পরাধীন জাতি। পরাধীনতার মর্ম্মবেদনা আমরা জানি। জার্ম্মাণী ও জাপান যে নীতি অনুসরণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার সঙ্গে আমাদের কোন সহানুভূতি থাকিতে পারে না। পররাজ্য অপহরণ করিয়া সেই সকল দেশবাসীর প্রতি শোষণ নীতি চালানো, আপন মতবাদ প্রজাদিগকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করা এবং ব্যক্তিগত, জাতিগত স্বাধীনতা নষ্ট করা—এই যে নাৎসী মতবাদ, ইহা কখনও ভারতবর্ষ গ্রহণ করিতে পারে না। এই নীতিকে সমূলে ধ্বংস করিতে হইলে যে সকল দেশ গণতান্ত্রিক মন্ত্রে দীক্ষিত, যাঁহারা পররাজ্য শাসনের মনোবৃত্তি চিরদিনের মত পরিত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহারা বাস্তবিক সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীন চিন্তা ও কর্ম্মের ধারায় জগতকে প্লাবিত করিতে চান, সেই সকল দেশ ও তাহাদের

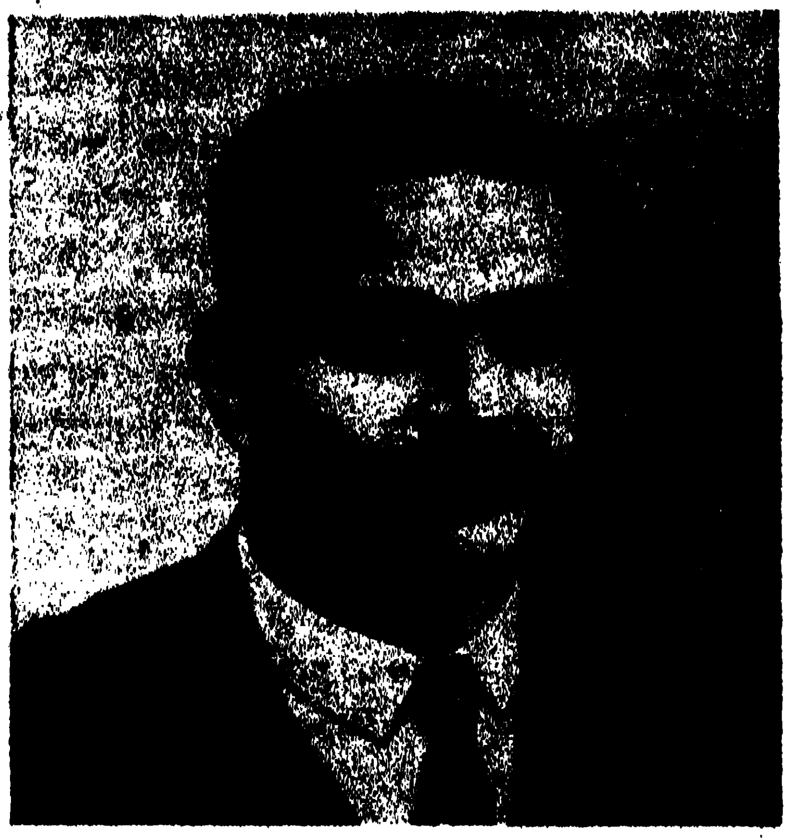

(মাননীয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী)

অধিবাসী মানুষকে এক বিরাট জনশক্তি ও ঐক্য দ্বারা আবদ্ধ হইতে হইবে। সেখানে সাদা কালোর প্রভেদ থাকিবে না ; ধর্ম্ম ও কর্ম্মের দোহাই দিয়া কোন শক্তিশালী জাতির স্বার্থের খাতিরে তাহারই হাতের তৈরী সভ্যতার মানদণ্ড দিয়া এক মানুষের বা এক জাতির সঙ্গে আর একজনের ভেদ-বৈষম্য থাকিবে না। যাঁহারা মনে করেন যে, জাপান আসিয়া আমাদের স্বাধীনতা দিবে, তাঁহারা বাস্তবিক দেশের মিত্র নহেন। ভারতবর্ষ পদ-পদানত থাকিতে চায় না। কোন বিজাতীয় শক্তিকে প্রভুর আসনে বসাইতে চায় না। জাপানের হাতের দানস্বরূপ ভারতের স্বাধীনতা আসিতে পারে না। স্বাধীনতা আসিবে আপন শক্তির বলে। যে দেশের মানুষ পরাধীনতাকে দুঃসহ বলিয়া মনে করে ও তাহা দূর করার জন্য আপন জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হয়, কোন বাধা বা বিপদকে সে তুচ্ছ করে না ; আর সে দেশের স্বাধীনতাকেও কেউ প্রতিরোধ করিতে পারে না। আজ এই মহাসঙ্কটের দিনে আমাদের কর্ম্মপদ্ধতি বিচক্ষণতার সঙ্গে স্থির করিতে হইবে। জাপানকে প্রতিরোধ করার প্রয়োজন, ইংরাজ বা অন্যের স্বার্থের জন্য নয়, আমাদের নিজেদের জাতীয় মঙ্গলের জন্যই। শত্রু যখন দেশের সামনে আসিয়া দাঁড়ায় তখন সকলের চেয়ে বেশী প্রয়োজন হইল দেশের মধ্যে ঐক্য স্থাপন। যুদ্ধের সময় আভ্যন্তরীণ কোন বিবাদ বা মতভেদ থাকিলে আমরাই দুর্ব্বল হইব। সকল মানুষের একমত ও একপথ হওয়া চাই। যে আমার দেশের শত্রু, যে আজ অন্যায় করে আমার দেশে তাহার অধিকার বিস্তার করিতে আসিতেছে—তাহাকে আমরা সর্ব্বপ্রকারে বাধা দিব। কোন গুরুতর কাজ করিতে হইলে প্রথমে মন প্রস্তুত করা চাই। নিঃসংশয় হৃদয়ে স্থির করিতে হইবে যে, জাপান আমার দেশের শত্রু ; আমার দেশকে যদি আমি ভালবাসি, তাহার মঙ্গল কামনা করি তবে জাপানকে দুর্ব্বল করার জন্য, খর্ব্ব করার জন্য, প্রতিরোধ করার জন্য যাহা কিছু করণীয়, তাহা আমি কর্ত্তব্য হিসাবে করিব। যদি এই ভাবনা সারা বাঙলায় ছড়াইয়া পড়ে ও সকল শ্রেণীর ও সকল দলভুক্ত বাঙালীর যুদ্ধকালীন কর্ম্মক্ষেত্র এইভাবে গঠিত হইয়া উঠে, তবে যে শুধু জাপানকে আমরা বাঙলার বহির্দ্দেশে রাখিতে পারিব তাহা নয়, ভারতের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার যথার্থ ভিত্তিও সঙ্গে সঙ্গে স্থাপিত হইয়া থাকিবে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমরা এখনও জাতীয় স্বাধিকার হইতে বঞ্চিত। কিন্তু দেশের এই সঙ্কটের সময় আমরা বৃথা ইংরাজের সঙ্গে কলহ করিয়া শত্রুকে আরও শক্তিশালী করিতে চাই না। আমরা ইংরাজের বা জার্ম্মাণ ও জাপানীর সঙ্গে সংগ্রামনিরত অন্য জাতির সাহায্য গ্রহণ করিব। আজ এই দুর্দ্দিনে কোন জাতি একাকী তাহার স্বাধীন সত্তা রক্ষা করিতে পারে না। ভারতবর্ষ এইরূপ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতও নয়। কিন্তু মাত্র বেতনভোগী পরদেশী সেনানীর কর্ম্মকুশলতায় কোন দেশরক্ষা হইতে পারে না। হাজারে হাজারে দলে দলে দেশীয় সেনাদল পথেঘাটে, গ্রামে, নগরে ছড়াইয়া পড়ুক দেশকে রক্ষা করিবার জন্য। এইভাবে দেশকে প্রস্তুত করিতে হইবে। আজ যেমন সকল শ্রেণীর ও দলভুক্ত বাঙালীকে শত্রু দমন করিতে ও স্বদেশকে রক্ষা করিতে আহ্বান করি, সেইরূপ যাহারা এই দেশের এখনও রাজনৈতিক ভাগ্য-বিধাতা তাহাদেরও আমি আহ্বান করি এবং সাহস করিয়া আমার স্বদেশবাসীদের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতে বলি। যে অবিশ্বাসের দূষিত বাতাসে ভারত ও ইংলণ্ডের সম্বন্ধ বিনষ্ট হবার উপক্রম হইয়াছে, সেই অবিশ্বাসকে এই সঙ্কটের দিনে দূরে সরাইয়া দিতে হইবে। যে বাঙালী আজ তাহার সর্ব্বশক্তি দিয়া জন্মভূমির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে তাহার জীবন দান করিতে চায়, তাহার পূর্ব্ব রাজনৈতিক মতামত যাই হোক না কেন, তাহাকে কাজ করিবার পূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে। আজ ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন একত্র হইয়াছে এক বিরাট শত্রুকে জয় করিবার জন্য। তাহারা নিজেদের পূর্ব্ব মতামত নিয়া এখন তর্ক করে না—নূতন আলোকে উদ্ভাসিত স্বাধীন মতবাদের দ্বারা পরিপুষ্ট নবীন জগতের আদর্শে তাহারা নবসমাজকে গ্রহণ করিতে আহ্বান করিয়াছে। সেই একই নীতি ভারতবর্ষের প্রতি প্রয়োগ করা হউক—এই আমরা চাই। আজ বাঙলার প্রতি নগরে, পল্লীতে একতা ও একাগ্রতার বাণী উচ্চারিত হোক। সকল শ্রেণীর লোক—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, দেশী ও বিদেশী যাহারা আমার স্বদেশের সুখ ও দুঃখের সঙ্গে জড়িত, যাহারা সাম্য ও স্বাধীনতার মর্য্যাদা রাখিতে জানে, তাহারা সকলেই ভারতকে, বাঙলাকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সমবেত হউক।

ব্রহ্মদেশের নোটসমূহ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়াতে পূর্ব্ববৎই ভাঙানো চলিবে। "বার্ম্মা নোট্ অর্ডিন্যান্স" অনুযায়ী একণে এই সব নোট ভারত সরকারের পক্ষ হইতে ভাঙানো হইবে এবং ভারত সরকারের পক্ষ হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে বর্ত্তমানে প্রচলিত ব্যবস্থাই পুনরাদেশ কাল পর্য্যন্ত চালাইয়া যাওয়ার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

২৯শে জুন—১৯৪২

টায়ার ও টিউব নিয়ন্ত্রণ

যুদ্ধের পরিস্থিতি রবার সংগ্রহের অবস্থাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছিল বলিয়া টায়ার ও টিউব বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ অবশ্য করণীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য অস্থায়ীভাবে ভারত সরকার একটি নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ১৯৪২ সালের টায়ার-নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারি করা হইয়াছে এবং উহা ১৫ই জুন হইতে বলবৎ হইয়াছে।

বর্ত্তমানে শিল্প-শাখার কাজে রবারের গুরুত্ব বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং দেশরক্ষা সম্পর্কিত ব্যাপারে ইহার প্রয়োজনীয়তার তুলনা নাই। এতদ্ব্যতীত সরবরাহ সম্পর্কিত কাজে ও বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের প্রাত্যাহিক জীবন যাপনে ইহা একেবারে অপরিহার্য্য। একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ ও বেসামরিক প্রয়োজনের নিমিত্তই রবার আছে এবং টায়ার, টিউব এবং মেরামত করা টায়ার সংগ্রহ করার ব্যাপারে কেবলমাত্র এই নীতি অনুসরণ করিয়াই অনুমতিপত্র প্রদান করা হইবে।

এখন হইতে কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ-কর্ত্তৃপক্ষ প্রদত্ত অনুমতিপত্র দ্বারাই নূতন অথবা মেরামত করা টায়ার ও টিউব সংগ্রহ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে পেট্রোলের কুপন যাঁহার নিকট পাওয়া যাইবে, টায়ার-নিয়ন্ত্রণ-কর্ত্তৃপক্ষও তিনি থাকিবেন। টায়ার ও টিউব ক্রয় করিতে হইলে স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে মুদ্রিত ফর্ম সংগ্রহ করিয়া আবেদন করিতে হইবে।

কাটা টায়ার হইতেই আবার রবার সংগ্রহ করা যাইতে পারে এবং এতদুদ্দেশ্যে সমস্ত ছেঁড়া ও কাটা টায়ার সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত উক্ত টায়ারগুলি জমা না দিলে কোন নূতন অথবা মেরামত করা টায়ার সরবরাহ করা হইবে না এবং কোন লোক ১০ দিনের বেশী কোন অকেজো টায়ার কিম্বা টিউব নিজের কাছে রাখিয়া দিতে পারিবে না। পরন্তু স্থানীয়-নিয়ন্ত্রণ-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে নাম জানিয়া লইয়া অনুমোদিত সরবরাহকারী কিম্বা অকেজো টায়ার হইতে নূতন টায়ার প্রস্তুতকারীর নিকট উহা অতি অবশ্য জমা দিতে হইবে।

সুতরাং আশা করা যাইতেছে যে, টায়ার ও টিউব মজুত রাখার ব্যাপারে জনসাধারণ সহযোগিতা করিবেন এবং বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত না হইলে টায়ার ও টিউব ক্রয় করিবার জন্য আবেদন করা হইতে বিরত থাকিবেন।

বালির বস্তার দেওয়াল

বর্ষাকাল আরম্ভ হইয়াছে, বৃষ্টিতে ভিজিয়া বালির বস্তার দেওয়াল ও প্রাচীরগুলি যাহাতে শীঘ্র পচিয়া নষ্ট না হইয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। খুব প্রতিকূল অবস্থায় এইগুলি পক্ষকালের বেশী টিকিতে পারে না। যেখানে সম্ভব, পচন নিবারণক্ষম বালির বস্তা দিয়াই এই রকম দেওয়াল তৈয়ার করা দরকার। কিন্তু এই সাবধানতা অবলম্বন না করিয়াই অনেক দেওয়াল ইতিপূর্ব্বে তৈয়ার করা হইয়াছে। এই সব ক্ষেত্রে বালির বস্তাগুলির উপর ক্রিওসোট (creosote) অথবা কপার ক্রিওসোট (copper creosote) ছিটাইয়া দিতে হইবে; কিন্তু বস্তাগুলিকে যে সব দেওয়ালে ফ্রেম দিয়া বাঁধা হইয়াছে ক্রিওসোট ছিটাইবার সময় সেই সব দেওয়ালগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে; কারণ ক্রিওসোট দেওয়ালের গায়ে স্থায়ী দাগ রাখিয়া যায়। অনুরূপ ব্যবস্থা হিসাবে বস্তাগুলির বাহিরের দিকে মোটর-গাড়ীর তৈল লাগাইয়া ইংলণ্ডে খুব সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে। চুণের লেপ বিশেষ করিয়া বর্জ্জন করিতে হইবে। কারণ রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা ইহা পাটের সুত্রগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলে—বিশেষতঃ যখন উহা সিক্ত থাকে। বস্তাগুলিকে রক্ষা করিবার আর একটা উপায় এই যে—বিটুমিনাস অথবা রুফিং ফেল্টএর মত একটা কিছু ভাল প্রতিরোধক জিনিষের একটা স্তর বস্তাগুলির সর্ব্বোচ্চ স্তরের নিম্নে রাখিতে হইবে এবং এমনভাবে প্রসারিত করিতে হইবে—যেন ইহাকে নিম্ন দিকে ফিরাইতে পারা যায় এবং ইহা ঢাকনী হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। বস্তাগুলিকেও দুই তৃতীয়াংশের বেশী পূর্ণ করা উচিত নয়; কারণ সূতাগুলি ভিজিলে সঙ্কুচিত হইয়া যাইবে; তাহাতে সম্পূর্ণ পূর্ণ বস্তার উপর অতিরিক্ত চাপ পড়িলে উহা ফাটিয়া যাইতে পারে। দেওয়ালগুলি খুব উঁচু করা উচিত নয় (সাধারণতঃ ৬'-৮" হইতে বেশী নয় এবং ১০' হইতে কখনও বেশী নয়) যেন ভিজিয়া গেলে বস্তাগুলি তাড়াতাড়ি শুকাইয়া যাইতে পারে। সমস্ত বালির বস্তার দেওয়ালের নিম্নে ইট, পাথর বা কনক্রীটের কঠিন ভিত্তি থাকা দরকার। নর্দ্দমার বন্দোবস্ত ও রাখিতে হইবে—যেন নীচের স্তরের বস্তাগুলি জলে ডুবিয়া না থাকে। যদি জল জমিতে দেওয়া হয়, নীচের স্তরটা তাড়াতাড়ি নষ্ট হইয়া যাইবে; এইরূপে দেওয়ালটা ক্রমশঃ নামিয়া যাইবে এবং অবশেষে উপরের স্তরগুলি সম্পূর্ণ ধ্বসিয়া পড়িবে। বস্তাগুলির নিম্নভাগে একটা বেষ্টনীও থাকা দরকার যেন ইহা পথযাত্রীদের পায়ের আঘাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

সর্ব্বোপরি বস্তাগুলিকে উপযুক্ত জায়গা হইতে পূর্ণ করিতে হইবে। নদীর শুকনা বালিই উত্তম। অন্যথায় ছাই, চূর্ণীকৃত ইট বা সুরকিও ব্যবহৃত হইতে পারে। মাটি ও কাদা খুব অনুপযুক্ত জিনিষ; কারণ এইগুলি বস্তা শীঘ্র পচাইয়া দেয়।

ভুলের পুনরভিনয়

"ভাস্ মইনেস্ রেজিষ্টার" নামক পত্রিকার এক প্রবন্ধে প্রকাশ, যে অর্থনৈতিক ভুলের জন্য প্রথম মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণীর পরাজয় ঘটে, জার্ম্মাণী আবার সেই ভুলেরই পুনরাভিনয় করিবার আয়োজন করিয়াছে।

এই পত্রিকার প্রকাশ যে, জার্ম্মাণী ১৯১৫ সনে অবরুদ্ধ হইয়া খাদ্যাভাবের ভয়ে ৯,০০০,০০০ টা শূকরকে কয়েক মাসের মধ্যেই হত্যা করিয়া ফেলে, এই নীতি শীঘ্রই মাংস সরবরাহ বহুলাংশে কমাইয়া দেয়।

কৃষি বিভাগের নাৎসী মন্ত্রী নিজেই বলিয়াছেন যে, এই অবিবেচনার কাজ গত যুদ্ধে জার্ম্মাণীর পরাজয়ের অন্যতম কারণ; তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, এইরূপ নীতি আর কখনও অনুষ্ঠিত হইবে না। কিন্তু তবুও সম্প্রতি মানুষের প্রয়োজনে দুগ্ধ, আলু ও অন্যান্য খাদ্য বাঁচাইবার জন্য গো, বাছুর ও শূকরগুলিকে হত্যা করিবার যে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত অবিবেচনারই রূপান্তর।

বেলুচিস্তান যুদ্ধ তহবিল কমিটির পক্ষ হইতে মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের যুদ্ধ-ভাণ্ডারে সম্প্রতি নিম্নোক্ত দানসমূহ প্রদত্ত হইয়াছে:—চীন দিবস ভাণ্ডারে ৬২,৮২১৲ টাকা, ইণ্ডিয়ান রেড ক্রশ সোসাইটী ও সেণ্ট জন্ এম্বুল্যান্স এসোসিয়েশনের যুদ্ধ-প্রতিষ্ঠানে ৫০,০০০৲ টাকা এবং ইণ্ডিয়ান আর্ম্মী বেনেভোলেণ্ট ফাণ্ডের জন্য ৩০,০০০৲ টাকা।

চীনের প্রতি ভারতের বাণী

স্যার জাফরুল্লাহ্ খানের ঘোষণা

চীনদেশে ভারতের পক্ষ হইতে নব-নিযুক্ত এজেণ্ট-জেনারেল স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান চুংকিংএ পৌঁছিয়া বিগত ২৭শে মে তারিখে ভারতীয় জনগণের পক্ষ হইতে চীনের প্রতি নিম্নোক্ত বাণী প্রচার করিয়াছেন:—

"বিগত পাঁচ বৎসর যাবৎ চীনারা যেরূপ দৃঢ়তার সঙ্গে জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া আসিয়াছে, ভারতবাসিগণ প্রশংসা ও সহানুভূতির সহিত তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে। আমাদের উভয়দেশের (বরং সমগ্র বিশ্বের) এই চরম সঙ্কটের দিনে চীনদেশে ভারতের সর্ব্বপ্রথম প্রতিনিধি হইয়া চুংকিংএ উপস্থিত হওয়ার সুযোগ হওয়ায় আমি নিজেকে প্রকৃতই গৌরবান্বিত মনে করিতেছি। চীন ও ভারতের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রহিয়াছে, আমি আশা করি চীনদেশে আমার আগমনকে তাহারই পরিচায়ক বলিয়া গ্রহণ করা হইবে। আমি আশা করি, ব্যক্তিগত সান্নিধ্যের ফলে আমি আরো ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারিব যে, কিরূপভাবে ভারত ও চীন পরস্পরকে আরো বেশী সাহায্য করিতে সমর্থ হইবে এবং এরূপ সাহায্যের মাত্রা দিন দিনই কেমন করিয়া আরো বাড়ান সম্ভব। আমাদের শত্রুদিগকে পরাজিত করার জন্য এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে সম্প্রীতি-সূচক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া পুনরায় শান্তি ও সৌভাগ্য আনয়নের জন্য এরূপ পারস্পরিক সাহায্যের প্রকৃতই প্রয়োজন রহিয়াছে।

"ভারত ও চীনের মধ্যে সংস্কৃতিগত যে গভীর যোগ-সূত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার বিষয় বিবেচনা করিয়া আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, যুদ্ধের পরবর্ত্তীকালে জগতের পুনর্গঠন ব্যাপারে এই উভয় দেশই বিশেষভাবে অংশ গ্রহণ করিবে। আমি আপনাদিগকে ইহাই জানাইতে চাই যে, যেসব অর্দ্ধবর্ব্বর শত্রু লোভ ও অন্যায় আকাঙ্ক্ষার বশে অন্য জাতিকে পদানত ও ধ্বংস করিতে চেষ্টিত, স্বাধীনতা ও সাধারণ মানবতার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য মিত্রপক্ষীয় সকল জাতির মত ভারতও চীনকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক।"

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সার্ভে কমিটি

সদস্যদের নাম

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহারিক জড়বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ পি, এন, ঘোষকে চেয়ারম্যান ও মিঃ জি, এন, ঘোষকে সেক্রেটারী করিয়া বেঙ্গল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সার্ভে কমিটি পুনর্গঠিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ নূতন কমিটির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন:— মিঃ এ, এল, ওঝা, ডাঃ এন, এন, লাহা, মিঃ সৈয়দ বদরুদ্দোজা, ডাঃ জে, পি, নিয়োগী, অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর, মিঃ এ, এম, এ, জামান, মিঃ এ, আর, সিদ্দিকী, ডাঃ মোহাম্মদ কুদরৎ-ই-খুদা, ডাঃ বি, সি, রায়, মিঃ এস, সি, মিত্র, মিঃ কে, ডবলিউ, মিলিং, ডাঃ পি, সি, ঘোষ, ডাঃ এইচ, এল, দে ও ডাঃ এম, মুখার্জী।

দুই টাকার নোট

শীঘ্রই বাহির হইবে

ভারতবর্ষে শীঘ্রই দুই টাকার নোটের প্রচলন হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রস্তাব অনুসারে এই নোট প্রচলনের নীতি ভারত সরকার অনুমোদন করিয়াছেন এবং এক্ষণে এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করার আয়োজন চলিতেছে। নোট ছাপিবার কাগজ বাহির হইতে আনিতে হয়। দুই টাকার নোট বাহির হইলে কাগজ অনেকটা বাঁচিবে। সাধারণের পক্ষেও এই নোট সুবিধাজনক হইবে। বিগত যুদ্ধের সময় ভারত সরকার এই উদ্দেশ্যেই আড়াই টাকার নোট বাহির করিয়াছিলেন, তবে অল্প দিনের মধ্যেই তাহার প্রচলন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সিংহলে দুই টাকার নোট বিশেষ আদৃত হইয়াছে ; ভারতেও হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

রাজভ্রাতা মহামান্য ডিউক-অব্-গ্লষ্টার

ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন

বিহারে ডিউক মহোদয়

মহামান্য ডিউক অব্ গ্লষ্টার বিহারে একদিন অবস্থান করিয়া বিহার প্রদেশের সৈন্যদলের প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন করেন। দিল্লী হইতে বিমানযোগে বিহারে উপস্থিত হইলে সৈন্যদল এবং রাজকীয় বিমান বহরের একটি দল সামরিক কায়দায় তাঁহাকে অভিবাদন করে। গভর্ণর বাহাদুর তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে বিহারের গভর্ণর-পত্নী লেডী রুদার, উড়িষ্যার গভর্ণর বাহাদুরের পত্নী লেডী লিউইস, দারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ এবং অন্যান্য অনেকের সাথে তাঁহাকে আলাপ পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়।

ডিউক মহোদয় যুদ্ধে আহত করেকজন ভারতীয় ও বৃটিশ সৈন্যের সহিতও সাক্ষাৎ করেন।

বিহার ত্যাগের পূর্ব্বে ডিউক মহোদয় বৃটিশ সাম্রাজ্যের বৃহত্তম লৌহকারখানা টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী পরিদর্শন করেন।

বাঙলায় ডিউক মহোদয়ের সফর

মহামান্য ডিউক অব্ গ্লষ্টার ১৮ই জুন বাঙলার সফর আরম্ভ করেন।

কলিকাতার কয়েক মাইল দূরে একটি ভারতীয় সৈন্য-সন্নিবেশ পর্য্যবেক্ষণ, ডিউক মহোদয়ের বাঙলাদেশ পরিদর্শনের প্রথম ব্যাপার। উভয় পার্শ্বে তাল ও নারিকেলের শোভিত সুপরিসর রাস্তার দুই দিকে ঐ সকল ভারতীয় সেনা সমাবিষ্ট ছিল। মহামান্য ডিউক তাহাদের সারির মধ্য দিয়া গমন করেন।

আফ্রিকায়, বৃটেনে, মালয়ে ও ব্রহ্মদেশে যে সকল বৃটিশ, অষ্ট্রেলীয়, দক্ষিণ আফ্রিকান এবং নিউজিল্যাণ্ড দেশীয় পাইলট যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে ডিউক মহোদয়কে অভিনন্দিত করেন।

ডিউক মহোদয় পৌঁছিবামাত্র এয়ার ভাইস-মার্শাল ডি, এফ, ষ্টিভেন্সন, এয়ার-কমডোর জে, হাণ্টার ও জে, এল, ভাচেল তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন। ডিউক মহোদয় যখন ইহাদের সহিত আলাপ করিতেছিলেন, সেই সময় ছয়খানি হারিকেন বিমান মাথার উপর উড়িতে থাকে।

এতদ্ব্যতীত ডিউক মহোদয় আরো যে সকল স্থান পরিদর্শন করেন, তন্মধ্যে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা এবং একটি বৃটিশ ও একটি সামরিক হাসপাতাল উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতায় ডিউক মহোদয় শহরের অসামরিক রক্ষিদল পরিদর্শন করেন। এই দলে পুলিশ, সিভিক গার্ড, ফায়ার ব্রিগেড, অক্সিলিয়ারী ফায়ার ব্রিগেড, স্পেশাল কনষ্টেবল, এ-আর-পি এবং অসামরিক রক্ষিদলের আরও আর সকলে একসঙ্গে প্যারেড করে। বাঙলার মহামান্য গভর্ণর রাইট অন্ হার্সটি, লেঃ জেনারেল ডবলিউ, জে, স্লিম এবং বাঙলার প্রধান-মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক প্যারেডে উপস্থিত ছিলেন। হাওড়ায় যাইয়াও ডিউক মহোদয় এ-আর-পি প্যারেড পরিদর্শন করেন।

লাটভবনে একটি প্রীতিসম্মিলনী হয়। ডিউক মহোদয় যে দুইটি রেজিমেণ্টের কর্ণেল-ইন-চীফ তাহাদের অফিসার ও জওয়ানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহারা সম্প্রতি রণাঙ্গন হইতে আসিয়াছেন এবং কয়েকটি যুদ্ধে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা ডিউক মহোদয়ের নিকট স্বপক্ষের ও বিপক্ষের ক্ষতির ও সাফল্যের হিসাব দেন।

মহামান্য ডিউক অব গ্লষ্টার গত ১৯শে জুন কলিকাতার আরও কয়েকটি স্থান পরিভ্রমণ করেন। যে সকল কারখানায় বর্ত্তমানে অস্ত্র নির্ম্মাণ হইতেছে, সে সকল স্থানের শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মচারিগণ আন্তরিকভাবে উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে অভিবাদন জানান। অতঃপর ডিউক মহোদয় ভারতীয় ও বৃটিশ সৈন্যদের শিবির পরিদর্শন করেন। মারহাট্টা, পাঞ্জাবী, মুসলমান, শিখ, রাজপুত, মাদ্রাজী ও পাঠান সৈন্যদের রেজিমেণ্টগুলিও পরিদর্শন করেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিমানবাহিনীর অফিসারদের সহিত সাক্ষাৎকালে এই দেশে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেন।

রাজকীয় নৌবাহিনীর অফিসার ও নাবিকগণের সহিত ডিউক মহোদয় সাক্ষাৎ করিলে তাঁহারা সামরিক কায়দায় তাঁহাকে অভিনন্দন জানান।

মহামান্য ডিউক অব্ গ্লষ্টার তাঁহার বাঙলা সফর শেষ করিয়া ২০শে জুন রাজকীয় বিমান বহরের আরও দুইটি জঙ্গী বিমান স্কোয়াড্রন পরিদর্শন করেন।

বাঙলা ত্যাগের প্রাক্কালে মহামান্য ডিউক বাঙলার গভর্ণরের নিকট এক বার্ত্তা প্রেরণ করেন এবং গভর্ণর উহার উত্তরে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মাদ্রাজে ডিউক মহোদয়

২১শে জুন রবিবার পূর্ব্বাহ্নে মহামান্য ডিউক অব্ গ্লষ্টার মাদ্রাজে পৌঁছেন। গভর্ণর মহোদয় তাঁহার অভ্যর্থনা করেন।

গভর্ণর প্রথমে আর্মি কমাণ্ডার ও এয়ার কমোডোরকে ডিউক মহোদয়ের সহিত পরিচিত করেন। পরে ডিউক মহোদয় ঐ দুইজন কর্মচারীর এ-আর-পি ও আই-এ-এফ পরিদর্শন করেন এবং সামরিক কায়দায় তাঁহারা ডিউক মহোদয়কে অভিবাদন করেন। অতঃপর ডিউক মহোদয় এ-আর-পি ও সেণ্ট জন এম্বুলেন্স কর্মচারীদের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন।

ইহার পর গভর্ণর ডিউক মহোদয়ের সহিত মেজর-জেনারেল এইচ, হাঁট (সার্জেন-জেনারেল) এবং এ-আর-পি কণ্ট্রোলার ডাঃ এইচ, ডি, ম্যাথারকে পরিচিত করিয়া দেন।

বিপুল জনতা সারিবদ্ধ হইয়া রাস্তার উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হয় এবং ডিউক মহোদয়কে অভিবাদন করেন। অতঃপর ডিউক মহোদয় মাদ্রাজ বন্দর রক্ষার ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন।

নৌ-বাহিনীর ট্রেণিং জাহাজ পরিদর্শন

রাজকীয় ভারতীয় রণপোত বহরের ট্রেণিং জাহাজ "বাহাদুর" ও "দিলওয়ার" পরিদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে বিগত ১১ই জুন তারিখে মহামান্য ডিউক অব গ্লষ্টারের দৈনিক কার্য্যতালিকা সমাপ্ত হয়। মহামান্য ডিউক ভাইস-এডমিরাল গডফ্রে কিডবাট এবং মেজর-জেনারেল এম্, জি, হাইণ্ড সমভিব্যাহারে সর্ব্বপ্রথম নূতন ভূমিতে ট্রেণিং জাহাজ "দিলওয়ার" পরিদর্শন করেন। উক্ত জাহাজের কম্যাণ্ডিং অফিসার মাননীয় ডিউককে অভ্যর্থনা করার পর তিনি শিক্ষার্থী একশত বালককে পরিদর্শন করেন।

"বাহাদুর" জাহাজেও উহার কম্যাণ্ডিং অফিসার মহামান্য ডিউককে অভ্যর্থনা করেন। জাহাজের সামনে ও পশ্চাদ্ভাগের মধ্যবর্তী পাটাতনের উপর একশত বালক গার্ড অব অনার প্রদান করে। একত্রে রণবংশী বাজাইয়া মহামান্য ডিউককে রাজকীয় সম্বর্দ্ধনা করা হয়। মহামান্য ডিউক অতঃপর লেফ্‌টেন্যাণ্ট এম, এ, আনাড়ির নেতৃত্বে প্রদর্শিত গার্ড অব অনার পরিদর্শন করেন এবং তৎপর শিবিরের বালকগণের ট্রেণিং জাহাজের অফিসারগণকে তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর মহামান্য ডিউক বৃহদাকার সৈন্যদলের আকারে সারিবদ্ধ বালকদিগের মধ্য দিয়া গমন করেন। মহামান্য ডিউক অফিসারগণের স্ত্রীদের সহিতও সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে সম্মানিত করেন।

মহামান্য ডিউক বাহাদুর জাহাজ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে উক্ত জাহাজের কম্যাণ্ডিং অফিসারের নির্দেশমতে রাজকুমারী বন্ধ হয়। সেই অভিবাদন গ্রহণের পর মহামান্য ডিউক জাহাজ হইতে অবতরণ করেন।

দার্জ্জিলিংএ মাননীয় মিঃ এস, কে, বসু

কালিম্পং যক্ষ্মা-নিবাস পরিদর্শন

বাঙলা সরকারের জনস্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন ও বেসামরিক দেশরক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ সন্তোষ কুমার বসু সম্প্রতি দার্জ্জিলিংএ গিয়া পাঁচ দিন পর্য্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করতঃ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন।

বিগত ৫ই জুন তারিখে মাননীয় মিঃ বসু বাঙলা সরকারের সার্জন-জেনারেল মেজর-জেনারেল ডব্লু, সি, প্যাটন্ সমভিব্যাহারে কালিম্পং পৌঁছেন। দার্জিলিং-এর ডেপুটী-কমিশনার মিঃ জে, কার্ক, মহকুমা-হাকিম মিঃ ডি, জে, সাদুরেন্, মিঃ কে, এস, রায়, এম-এল-সি এবং আরো অনেক সরকারী ও বেসরকারী ভদ্রমহোদয় মিঃ বসুর অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ষ্টেশন হইতে তাঁহারা মিউনিসিপ্যাল্ হাসপাতালে গমন করেন এবং হাসপাতালের অভাব-অভিযোগাদি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

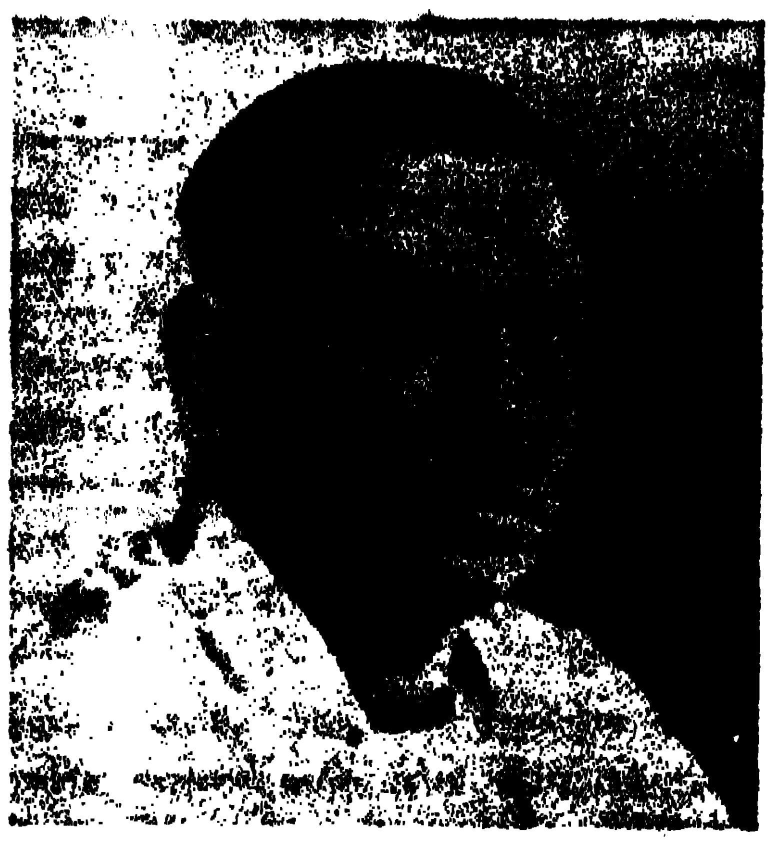

(মাননীয় মিঃ এস, কে, বসু).

পরে মাননীয় মিঃ বসু রায় বাহাদুর এস, বি, দে, এম-বি-ই মহোদয়ের নামে প্রতিষ্ঠিত যক্ষ্মা-নিবাস পরিদর্শন করেন। সার্জন-জেনারেল মহোদয় ও মিঃ কে, এস, রায় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। মিঃ বসু প্রত্যেক রোগীর কাছে গিয়া তাহাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন।

মিউনিসিপ্যাল্ অফিস পরিদর্শন করিতে যাইয়া মাননীয় মিঃ বসু মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারদের সহিত কালিম্পংএ পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন।

মাননীয় মিঃ বসু খানবাহাদুর এ, এম, এল, রহমান, এম-এল-সি ও মহকুমা হাকিমসহ স্থানীয় গুর্খা বালিকা-বিদ্যালয় ও গুর্খা পাব্লিক লাইব্রেরী পরিদর্শন করিয়াছিলেন। পরে স্থানীয় গুর্খা সমাজের পক্ষ হইতে এক জন-সভায় মাননীয় মন্ত্রীকে এক মানপত্র দেওয়া হয়। ডাঃ কে, এস, রায় এই সভায় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। মানপত্রের উত্তর দান প্রসঙ্গে মাননীয় মিঃ বসু মন্তব্য করেন যে, সামরিক শক্তি, সরলতা, আন্তরিকতা ও সত্যাসন্ধিতার দিক দিয়া যে গুর্খা সমাজ অগ্রণী, তাহারা অর্থনীতি ও শিক্ষাক্ষেত্রেও অগ্রগতির পরিচয় দিতে পারিবে—ইহাই তিনি আশা করেন।

দার্জিলিং জেলায় বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ও ক্রমে উক্ত-বঙ্গের অন্যান্য স্থানে তাহার বিস্তৃতি সম্পর্কে পরে আলোচনা হয়। ডেপুটী কমিশনারের (যিনি মিউনিসিপ্যালিটীরও চেয়ারম্যান্) আমন্ত্রণ অনুসারে কালিম্পং-এর মহকুমা হাকিমসহ মাননীয় মিঃ বসু দার্জিলিং-এর সিংমারম নামক স্থানে অবস্থিত মিউনিসিপ্যালিটীর হাইড্রো-ইলেকট্রিক উৎপাদন-কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এই বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্রটি দার্জিলিং শহর হইতে ৪,০০০ হাজার ফিট নিম্নে এক পাহাড়ের উপর অবস্থিত এবং সেখানে যাইতে হইলে এক পার্ব্বত্য পথে যাইতে হয়। যাবার সময় অধিকাংশ পথই পদব্রজে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল এবং ফেরার পথে ঘোড়ায় চড়িয়া মাননীয় মন্ত্রী এই পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের পথে তিনি একটি চা-বাগানের কার্য্যও পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

পদ্মা-বঙ্গের আতিথেয়তা

বেতার বৈমানিকের অভিজ্ঞতা

রাজকীয় বিমানবহরের একটি হাডসন বিমান জল-পরিবেষ্টিত দুইটি গ্রামের নিকট অবতরণ করিলে তথাকার অধিবাসিগণ বৈমানিকদিগকে উদার আতিথ্য প্রদর্শন করিয়াছিল।

বিমানচালক বলিয়াছেন, "আমি অবতরণ করিবার জন্য একটি জায়গা নির্বাচন করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। গ্রামগুলি জলপরিবেষ্টিত, সুতরাং উহাকে অনন্যসাধারণ বলা যাইতে পারে। আমরা গ্রামবাসীদের সহিত তিন রাত্রি যাপন করিয়াছি এবং আমাদিগকে রাজ-সম্মান দেখান হইয়াছিল। তাহারা আমাদিগকে যেরূপ সমাদর করিয়াছে, তাহার চেয়েও অধিক সমাদর করার অভিপ্রায় তাহাদের ছিল। তাহারা আমাদিগকে সুস্বাদু খাদ্য আহার করিতে দিয়াছিল এবং শত শত লোক বিমান দেখিতে আসিয়াছিল। কতক কতক লোক ১৫ মাইল দূর হইতে আসিয়াছিল এবং একদিন ২,০০০ লোক একত্র হইয়াছিল।

"আমরা সন্ধ্যাবেলায় অবতরণ করি। আমাদের সহিত জরুরী সংরক্ষিত খাদ্যদ্রব্যের থলিয়া ছিল, কিন্তু তথাপি আমরা ক্ষুধার্ত বোধ করিতেছিলাম। ঐ গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তি তাঁহার পরিবার সহ আসিয়া উপস্থিত হন এবং আমাদিগকে তাঁহার বাড়ী নিয়া যান। তথায় ইউরোপীয় পদ্ধতিতে আমাদিগকে চা পরিবেশন করা হইয়াছিল। অতঃপর আমাদের জন্য পিতলের জলপাত্রে কর্পূর দেওয়া জল আনা হয় এবং রাত্রি দেড় ঘটিকার সময় মাখন, আলু ও চিংড়ি দ্বারা আমাদের বিরাট ভোজের আয়োজন করা হইয়াছিল।

"পুলিশ আমাদিগকে আশ্চর্যরূপে সাহায্য করিয়াছে। সবইন্সপেক্টর তাঁহার বজরা নৌকা আমাদের অধিকারে ছাড়িয়া দিয়াছিল এবং আমরা তিন রাত্রি উহাতে ঘুমাইয়াছি। উহাতে আমাদের বৈমানিকদের স্থান যথেষ্ট হইয়াছিল। এই সময়ে পুলিশ আমাদের বিমানখানি পাহারা দিয়াছে। একটি বাড়ীর বারান্দায় ঘুমাইবার জন্যও আমাদিগকে অনুরোধ করা হইয়াছিল।

"যখন আরও দুইটি ছোট বিমান আমাদের সাহায্যার্থে আসিয়া পৌঁছে, তখন আরও বহুলোকের জনতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বেতারে ও অন্য উপায়ে আমরা আমাদের অবস্থা কেন্দ্রীয় আড্ডায় জানাইতে সক্ষম হইয়াছিলাম। যে সমস্ত লোক বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছিল, তাহারাও পুনরায় আসিয়াছিল এবং আরও অধিক সংখ্যক লোক আসিয়াছিল। প্রত্যেক ব্যক্তিই বিমানের ভিতরটা দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল। এজন্য আমি স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাগণকে সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম এবং অল্প কয়েক জনকে একসঙ্গে ভিতরে উঁকি মারিবার অনুমতি দিতেছিলাম। বহুলোকের হর্ষধ্বনির মধ্যে আমরা তৃতীয় দিনে বিমানযোগেই স্থানত্যাগ করি। গ্রামবাসীরা আমাদিগকে যে অভ্যর্থনা করিয়াছে, উহা অতি চমৎকার এবং ইহা বৈমানিকগণের পক্ষে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা বটে।"

কয়েকটি ঋণ-সালিশী বোর্ড

নূতন ক্ষমতা প্রাপ্তির ঘোষণা

ত্রিপুরা জেলার দক্ষিণ সদর মহকুমার কালীনগর ঋণ-সালিশী বোর্ডকে বঙ্গীয় কৃষি-খাতক আইনের ২৬ ধারার অন্তর্গত (২) উপধারার (গ) প্রকরণ অনুযায়ী কবজা পরিচালনের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে।

নিম্নোক্ত ঋণ-সালিশী বোর্ডসমূহকে বঙ্গীয় কৃষি-খাতক আইনের ১৯ ধারার অন্তর্গত (২) উপধারার (খ) প্রকরণ অনুযায়ী কবজা পরিচালনের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে :—

ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার ভাড়ারিয়া, বল্লা-কাকরকণ, বলধারা-দিঘলিয়া, বরাইদ ও সিঙ্গাইর বোর্ড।

ত্রিপুরা জেলার সদর (দক্ষিণ) মহকুমার কালীনগর বোর্ড।

বাঙলায় হোমগার্ড দল গঠন

এডজুট্যান্টদের ট্রেনিং

বাঙলাদেশে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পল্লী অঞ্চলে হোমগার্ড দল গঠন করার জন্য গভর্ণমেন্ট বিভিন্ন জেলার জন্য সর্বপ্রথম ২৮ জন এডজুট্যান্ট নিয়োগ করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

কলিকাতায় এই উদ্দেশ্যে যাহারা বিশেষ প্রাথমিক ট্রেনিং গ্রহণ করিতেছে, তাহাদের মধ্য হইতে এই সমুদয় এডজুট্যান্ট নির্বাচন করা হইবে।

বাঙলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ. কে. ফজলুল হক, অর্থসচিব ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং দেশরক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ সন্তোষ কুমার বসু সম্প্রতি এই এডজুট্যান্টদিগের শিক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং বাঙলাদেশে শরীর চর্চা বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ জে. বুকাননএর তত্ত্বাবধানে ট্রেনিংপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের শারীরিক ব্যায়ামের প্রদর্শনী পর্যবেক্ষণ করেন।

বাঙলাদেশে উৎপন্ন চিনি

মূল্য-নিয়ন্ত্রণের আদেশ

বাঙলা সরকারের প্রধান-মূল্য-নিয়ন্ত্রক আদেশ প্রচার করিয়া কলিকাতা ও শহরতলীতে ১৫ই জুন (১৯৪২ ইং) হইতে বাঙলা দেশে উৎপন্ন চিনির দাম নিম্নোক্তরূপ নির্ধারিত করিয়াছেন :—

কারখানার নাম :	ট্রেড মার্ক।	পাইকারী বাজার দর (মণপ্রতি)।	খুচরা দর (মণপ্রতি)।	খুচরা দর (সেরপ্রতি)।
১। পলাশী ..	দুগ এক	১৩॥৭	১৪৲	।/৯
	বড়	১৩॥০	১৪৲	।/৯
	দানার ডেমারারা	১৩।৬	১৩৸৬	।/৯
	এ, চতুর্থ	১৩৵০	১৩॥৬	।/৯
২। দর্শনা ..	ঐ	১৩৵৬	১৩॥৵৬	।/৯
৩। বেলডাঙ্গা ..	ঐ	১৩৵৬	১৩॥৵৬	।/৯
৪। সিতাবগঞ্জ ..	....	১৩॥/০	১৪/২	।/৯
৫। গোপালপুর ..	দুগ এ এ	১৩॥৵০	১৪৵০	।/৯

৩৯৬

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

আফ্রিকার রণাঙ্গনে সঙ্কটজনক পরিস্থিতি

আফ্রিকার রণাঙ্গন

গাজালা হইতে সৈন্যাপসারণ

মধ্যপ্রাচ্যের ১৬ই জুনের ইস্তাহারে প্রকাশ, দক্ষিণ আফ্রিকার ডিভিশন এবং পঞ্চাশৎ ডিভিশন গাজালার দক্ষিণাঞ্চল হইতে সাফল্যসহকারে সরাইয়া আনা হইয়াছে। গাজালা হইতে সাফল্যের সহিত সৈন্যাপসারণ কার্য্য সম্ভব হওয়ায় অষ্টম বাহিনী অটুট এবং সংগ্রামক্ষম রহিয়াছে। এক্রোমা ও এলআদেমের বহির্ঘাটি এবং তব্রুক বৃটিশের অধিকারে রহিয়াছে। দক্ষিণে মোটরবাহী সৈন্যদল শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতেছে।

লিবিয়ায় সংগ্রাম

বৃটিশ অষ্টম বাহিনীর যুদ্ধক্ষেত্রস্থ হেড কোয়ার্টার হইতে রয়টারের সংবাদদাতা লিখিয়াছেন:—"লিবিয়ায় তিব্রতর সংগ্রাম চলিতেছে। শত্রুপক্ষ যাহাতে ব্যূহভেদ করিতে সক্ষম না হয়, তজ্জন্য অষ্টম বাহিনী দ্রুত তাহাদের শক্তি পুনরায় সুসংবদ্ধ করিয়াছে।

ইটালীয় ব্যাটেলশিপ জখম

মার্কিণ সৈন্য বাহিনীর বোমারু বিমান মধ্য ভূমধ্যসাগরে কতক্ষণ যুদ্ধে এক ইটালীয় ব্যাটেলশিপের উপর ২৩টি এবং আর একটি ব্যাটেলশিপের উপর ১৫টি গোলা আঘাত করে। মেজর কালবেরার রয়টারের বিশেষ প্রতিনিধির নিকট এই কথা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "একটি ক্রুজারে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হয় এবং পরে উহা এক টর্পেডোর আঘাতে নিমজ্জিত হয়।"

মেজর কালবেরার চার ইঞ্জিনের বিরাট "লিবারেটর" বিমানের একটি বহর পরিচালনা করেন; ঐ সময় বৃটিশ টর্পেডো বোমারু বিমানের সহযোগিতায় ইটালীয়গণকে আক্রমণ করে।

মেজর কালবেরার বলেন, "যদিও ব্যাটেলশিপ দুইটি চলিয়া যায়, তথাপি বৃটিশ নৌপর্যবেক্ষকগণ মনে করেন যে, রণতরী দুইটিকে মেরামতের জন্য অন্ততঃ চার মাস ডক-ইয়ার্ডে থাকিতে হইবে।"

সিদি-রেজেগে যুদ্ধ

১৭ই জুন মধ্যপ্রাচ্যের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, "আমাদের সৈন্যেরা সিদি-রেজেগে প্রতিপক্ষের সাঁজোয়া বাহিনীর আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দেয়। এক্রোমায় আমাদের ঘাঁটির উপর যে আক্রমণ চলে, তাহা অবশেষে প্রতিহত হইয়াছে। এল আদেমে আমাদের ব্যূহের বিপরীত দিকে প্রতিপক্ষ সৈন্যসজ্জা করে, কিন্তু তাহারা আক্রমণ করিতে পারে না।"

এক শক্তিশালী এক্সিস বাহিনী সিদি রেজেগের দিকে ক্ষিপ্র গতিতে অগ্রসর হয়। এই সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি তব্রুকের সীমারেখা হইতে ১০ মাইল এবং এল আদেম হইতে কয়েক মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। এক্সিস বাহিনীর উপর মিত্রপক্ষীয় বিমান বহর বোমা বর্ষণ করে।

তব্রুক পরিবেষ্টিত

১৮ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, তব্রুক এখন পরিবেষ্টিত থাকিবেই চলে। সর্ব্বশেষ খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা যায়, তব্রুক হইতে সমুদ্রতীরের দিকে পূর্ব্বে যে রাস্তা গিয়াছে একমাত্র তাহাই খোলা আছে। তব্রুকের উপর যাহাতে প্রতিপক্ষ আক্রমণ চালাইতে না পারে, তজ্জন্য মিত্রপক্ষের ভ্রাম্যমাণ বাহিনী এখনও প্রবলভাবে চেষ্টা করিতেছে।

সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, এল আদেম ও সিদি-রেজেগ হইতে মিত্রপক্ষের বাহিনীকে সরাইয়া লওয়া হইয়াছে।

মধ্যপ্রাচ্যের ইস্তাহারে মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর এল আদেম ও সিদি-রেজেগ ত্যাগের কথা ঘোষণা করিয়া বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে তব্রুকের দক্ষিণ এবং পশ্চিমে যুদ্ধ চলিতেছে।

শত্রুপক্ষীয় মহল হইতে বলা হইয়াছে যে, লিবিয়ায় যুদ্ধের প্রারম্ভে মিত্রপক্ষের যেরূপ বিমান আধিপত্য ছিল তাহা অটুট আছে।

এক্সিস-বাহিনীর অগ্রগতি

১৯শে জুনের সংবাদে প্রকাশ, লিবিয়া রণাঙ্গনে বৃটিশ বাহিনী সরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মাণ সাঁজোয়া বাহিনী অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু ১৮ই জুন বৃহস্পতিবার রাত্রি পর্য্যন্ত সীমান্তবর্তী ঘাঁটিসমূহ পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে পারে নাই। ক্যাপুজো হইতে উপকূল পর্য্যন্ত বৃটিশ ঘাঁটি প্রস্তুত করা হইয়াছে। তব্রুক এলাকা রক্ষায় নিযুক্ত বাহিনী পরিবেষ্টিত হইয়াছে। উপকূল হইতে পূর্ব্বদিকগামী রাস্তার যোগসূত্র ছিন্ন হইয়াছে। গম্বাট প্রতিপক্ষের করতলগত হইয়াছে। মিত্রপক্ষীয় বাহিনী অপসারণের সময় কতকগুলি সরবরাহ ও পেট্রল গুদাম ধ্বংস করা হয়। এক্সিস বাহিনী বর্ত্তমানে তব্রুকের উপর জোর চাপ দিতেছে না। তাহাদের প্রধান বাহিনী এল আদেম হইতে পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতেছে। বৃটিশ বাহিনী সাফল্যের সহিত হালফায়া গিরিবর্ত্ম অধিকারে রাখিয়াছে। ভৌগোলিক অবস্থানের দিক হইতে বর্ত্তমানে অবস্থা গত নভেম্বর মাসে বৃটিশ আক্রমণের পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, সেরূপ দাঁড়াইয়াছে।

মিত্রপক্ষের ঘাঁটি রক্ষা

মধ্যপ্রাচ্যের ইস্তাহারে প্রকাশ, "লিবিয়ার সীমান্তে এবং তব্রুক এলাকায় অষ্টম আর্মি এখন সুদৃঢ় ঘাঁটিসমূহ রক্ষা করিতেছে। দক্ষিণ দিক হইতে আমাদের দ্রুত গতিশীল বাহিনী এখন ক্রমশঃ প্রতিপক্ষের বাহিনীকে উপকূলের দিকে চাপিয়া আনিতেছে।"

তব্রুকের অবস্থা সঙ্কটজনক

২১শে জুন বেলা ১১ ঘটিকার সময় (গ্রীনউইচের সময়) কায়রো হইতে প্রেরিত এক সংবাদে তব্রুকের অবস্থা সঙ্কটজনক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বদিন বিমান হইতে বোমাবর্ষণ সহকারে এক্সিস বাহিনী তব্রুকের উপর আক্রমণ শুরু করে। অতঃপর এক্সিস ট্যাঙ্ক-বাহিনী একস্থানে বহির্ব্যূহ ভেদ করে এবং ঐ স্থান দিয়া এক্সিস পদাতিক বাহিনী ট্যাঙ্ক বাহিনীর অনুসরণ করে। ইহার পর পুনরায় ট্যাঙ্ক আক্রমণ শুরু হয়।

বার্দ্দিয়া পৌঁছার কথা

লিবিয়ায় শত্রুপক্ষীয় অগ্রবর্তী সৈন্যদল মিসর সীমান্তের দিকে অভিযান শুরু করিয়াছে। ২১শে জুন রাত্রে তাহারা নাকি বার্দ্দিয়া এলাকায় পৌঁছিয়াছে।

তব্রুকের আত্মসমর্পণ

তব্রুকের পতনের সংবাদ ২২শে জুন সরকারীভাবে সমর্থিত হইয়াছে। প্রকাশ, মিত্রপক্ষীয় বহু সৈন্য এখানে বন্দী হইয়াছে।

মিসর সীমান্তে আসন্ন আক্রমণ

লোন্ডন নির্দ্দিষ্টস্থিত মহলের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, সোলুম ও কোর্ট ক্যাপুজো যাহা গত ৬ দিনের রণক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত মিত্র-বাহিনী সেনাপতি রোমেলের পরবর্তী আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। মিসরের সীমান্তের বিরুদ্ধে এই আক্রমণ চলিবে বলিয়া মনে হয়। এই অঞ্চলে পুনরায় বিপুল ট্যাঙ্কসংঘর্ষ পরিলক্ষিত হইতেছে। এই ত্রিভুজটি মিসরের পূর্ব্ব দিকে যাইবার রাজপথ—শত্রু এই ব্যূহ ভেদ করিতে না পারিলে শত্রুর সুয়েজ অভিমুখে অগ্রসর হইবার পথ রুদ্ধ থাকিবে।

রুশীয় রণাঙ্গন

সেবাস্তোপোলে দ্রুত নৌ-বাহিনী প্রেরণ

১৬ই জুনের সংবাদে প্রকাশ, অবরুদ্ধ সেবাস্তোপোল দুর্গের সাহায্যের জন্য সোভিয়েটের কৃষ্ণসাগরীয় নৌ-বহরের শক্তিশালী সেনা বাহিনীকে ক্ষিপ্রগতিতে প্রেরণ করা হইতেছে। তাহাদের ভারি কামানশ্রেণী হইতে বালাক্লাভার উপরে অবস্থিত জার্ম্মাণ গোলন্দাজ বাহিনীর উপর ক্রমাগত তোপের পর তোপ দাগা হইতেছে।

ক্রিমিয়া রক্ষার জন্য সৌভক্তের তৎপরতা

"ক্রুজার, ডেস্ট্রয়ার ও অভ্যন্তরীণ মোটর টর্পেডো বোট জার্ম্মাণ ও রুমানিয়ান জাহাজ ও সাবমেরিনের সন্ধানে ক্রিমিয়ার নিকটস্থ জলে বিচরণ করিতেছে।"

ইতিপূর্বের সংবাদে প্রকাশ, খারকভের পূর্ব্বদিকে জেনারেল ফন বক যে সৈন্য পরিচালনা করিতেছেন, উহা ককেশাসে জেনারেল ইডেশ্যা সাঁড়াশী অভিযানের একটি বাহু; দ্বিতীয় বাহুটি টাগানরগে প্রস্তুত আছে, উভয় অভিযান নিশ্চয়ই একসঙ্গেই অবিলম্বে আক্রমণ শুরু হইবে। জার্ম্মাণদের স্বীকৃতি সত্ত্বেও খারকভ যুদ্ধটি ককেশাসের বিরুদ্ধে জার্ম্মাণদের ব্যাপক আক্রমণের ভূমিকাস্বরূপ।

সেবাস্তোপোল দুর্গের প্রবেশ-পথে যুদ্ধ

১৭ই জুন সেবাস্তোপোল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে মস্কো রেডিও প্রচার করিয়া বলা হইয়াছে যে দুর্গের প্রবেশ পথে জোরের যুদ্ধ চলিয়াছে।

"রেড ষ্টার" পত্রিকায় খোলাখুলি হইতে প্রেরিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, খারকভ রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনী আক্রমণ চালাইয়া জার্ম্মাণদিগকে তাহাদের ব্যূহের কয়েক স্থান হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। জার্ম্মাণদের সমুদ্র

[৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

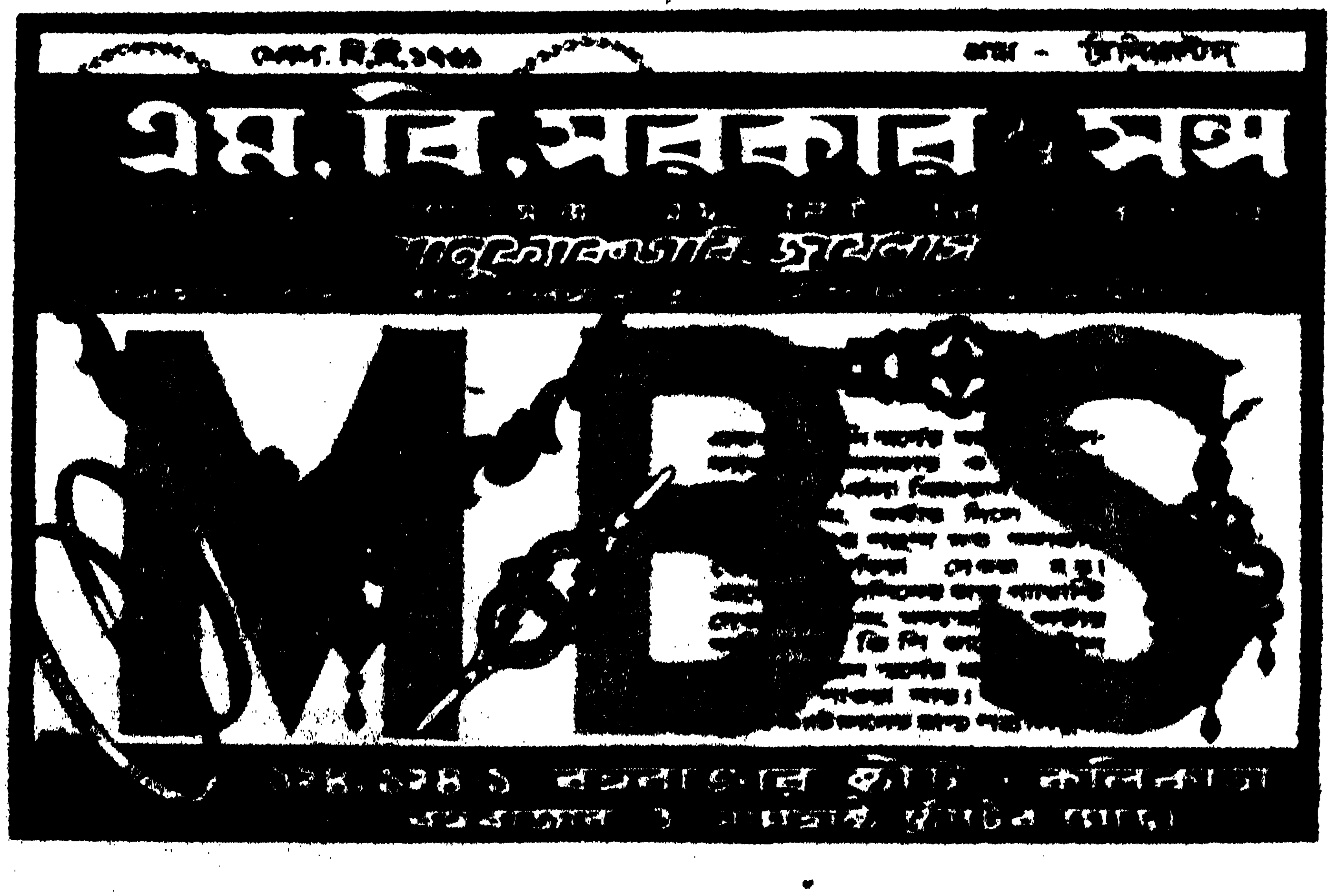

অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদন আন্দোলন

মাননীয় খানবাহাদুর হাশেম আলী খাঁর বেতার বক্তৃতা

বাঙলা সরকারের সমবায় ও পল্লীঋণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় খান বাহাদুর হাশেম আলী খান গত ২২শে জুন "অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো"র কলিকাতা কেন্দ্র হইতে "অধিকতর খাদ্যশস্য উৎপাদন আন্দোলন" বিষয়ে বাংলা ভাষায় নিম্নলিখিত বেতার-বক্তৃতা প্রদান করেন :—

"আজ আমরা বিপন্ন। উন্মত্ত জাপানী সেনারা আজ বাঙলার দ্বারে এসে হানা দিচ্ছে। শান্তিপ্রিয় বাঙালীর শান্তিভঙ্গকারী এই দস্যুদলের উপযুক্ত সাজা দেবার বিরাট ও বিপুল আয়োজন করছি আমরা সকলে সামরিক দিক থেকে। আজ আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে এই শত্রুকে প্রতিরোধ করা ও পরাজিত করা।

অধিকতর খাদ্যশস্য উৎপাদন

জাপানীদের তাড়াতে হ'লে সেনা ও অস্ত্রের দরকার, একথা খুবই সত্য, কিন্তু তার চেয়েও প্রয়োজন জনসাধারণের সাহস ও মনোবলের। আর এই সাহস নির্ভর করে তাদের খাদ্য সরবরাহের উপর। যাতে খাদ্য সরবরাহের অসুবিধা না হয়, সেই জন্য খাদ্যশস্য বেশী পরিমাণে উৎপাদন করতে হবে। যুদ্ধে গোলাগুলিই একমাত্র অস্ত্র নয়; সেনাদের লড়তে হলে যেমন রসদ চাই, তেমনি জনসাধারণের মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে খাদ্য চাই। যুদ্ধে জয়ের জন্য সৈনিকশক্তি যেমন দরকারী, খাদ্য-উৎপাদনও তেমনই দরকারী। সিঙ্গাপুর, মালয় ও ইন্দোনেশের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, তার সার কথা এই যে, কোন অবরুদ্ধ দেশের প্রতিরোধ-ক্ষমতা নির্ভর করে প্রায় সম্পূর্ণ রূপে তার খাদ্য সরবরাহের ক্ষমতার উপর। যতদিন দেশে প্রচুর খাদ্য মজুত থাকে, ততদিন তারা আপ্রাণ যুদ্ধ করে শত্রুকে হটিয়ে রাখে ও প্রতিরোধ করে; খাদ্য শেষ হলেই তারা আর শত্রুর সঙ্গে পেরে ওঠে না। শত্রুও কোন দেশে ঢুকতে পারলেই সর্বাগ্রে লুট করতে থাকে দেশের ফসল। আজ আমরা মালয় থেকে অনেক শিক্ষা লাভ করেছি। বাঙলার বুকে জাপানী শত্রুদের ঐরূপ তাণ্ডবলীলা অনুষ্ঠিত হ'তে দেব না, এই আমাদের দৃঢ় পণ।

বাঙলার চাষীদের দায়িত্ব

এ কথা আজ পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, বাঙলার চাষীদের স্থান কোথায়, কি গুরুতর কর্তব্য তার রয়েছে। এতদিন যারা অবজ্ঞাত ও অবহেলিত বলে বিবেচিত হোয়ে এসেছে, দেশের দুর্দিনে সমস্ত জাতির সম্মান, গৌরব ও স্বাধীনতা আজ সম্পূর্ণ নির্ভর করছে তাদেরই উপর; তাদের কাছেই আজ রয়েছে সকল অস্ত্রের সেরা অস্ত্র।

এসব কথা বিবেচনা করেই বাঙলা গভর্ণমেণ্ট অধিকতর খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যাপারে একটা সুচিন্তিত পরিকল্পনা নির্ধারণ করেছেন এবং এই উদ্দেশ্যে আন্দোলনও আরম্ভ করেছেন। বাঙলায় যথেষ্ট পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। কিন্তু সুজলা সুফলা এই দেশেরই অনেক লোককে না খেয়ে উপবাসে মরে যেত—যদি বিদেশ থেকে তাদের খাদ্য না আসত। বাঙলার চাষীরা তার অসংখ্য প্রাকৃতিক সম্পদের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে কি না করে কি; তারা চেয়ে ছিল চালানি মালের দিকে। রেঙ্গুনের চালের আমদানীর কথা চিন্তা করুন। কিন্তু সে রেঙ্গুন আজ জাপানীরা দখল করে বসেছে। রেঙ্গুনের চাল আর আসবে না। অন্ততঃ যতদিন আমরা জাপানকে তাড়িয়ে দিতে না পারি, ততদিন রেঙ্গুনের চাল বন্ধ। জাপানী দস্যুরা বোমারু বোমা ফেলে রেঙ্গুনের ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে সমস্ত শহরকে ছারখার করে দিয়েছে।

এই অবস্থায় বাঙলাদেশে যদি আজ শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে আমাদের উপায় কি হবে? ভারতের অন্যান্য প্রদেশের উপরও আমরা নির্ভর করতে পারি না। কারণ, যানবাহন ইতিপূর্বেই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। ভবিষ্যতে অন্য প্রদেশ থেকে মালপত্রের আমদানী একেবারে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। একমাত্র খাদ্যিকতা স্বাবলম্বন দরকার। শত্রুরা সর্বদাই দেশের কাছে আসছে, তাই আমাদের রেল ও স্টিমারগুলিকে সেনা ও গোলাগুলি যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাবার জন্য লাগাতে হচ্ছে। শত্রু যেন আমাদের দেশে ঢুকতে না পারে, সেজন্য আমাদের সেনাদের ঠিক ঠিক জায়গায় পাঠাবার ব্যবস্থা সর্বাগ্রে করতে হচ্ছে।

(মাননীয় খানবাহাদুর হাশেম আলী খান)

পতিত জমি আবাদ

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিপদের দিনে আমাদের একমাত্র উপায় হ'চ্ছে সকল দিক দিয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়া। যথেষ্ট পরিমাণ বাঙলা দেশে রয়েছে। বহু পতিত জমি, জঙ্গল ও বিল বাঙলা দেশে পড়ে আছে। আজ সেইগুলোকে আবাদ করতে হবে, তাতে খাদ্যশস্যের বীজ ছড়াতে হবে। একটুও জমিও যেন কোথাও পড়ে না থাকে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্য জেলা হতে ফসল আমদানি হবে আশা করে কোন জেলা যেন নিশ্চিন্ত না থাকে; জনান্তরে থেকে ফসল আসবে, এ ভেবে কোনও গ্রাম যেন আবাদ না করে। যার যতখানি জমি আছে, সেখানেই বীজ ছড়াতে হবে; বীজের অভাব হলে কৃষিবিভাগ থেকে বীজ ধার দেওয়া হবে। চাষীদের এ ফসল কেউ নিয়ে যাবে না, তারাই তা ব্যবহার করবে, অপরের কাছে বিক্রি করে পয়সা রোজগার করবে তারাই।

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ

আজ ধানই মান, ধানই টাকা, ধানই প্রাণ, ধানই মুক্তি। সরকারও উত্তর ও পূর্ব বাঙলায় যে সকল স্থানে পাটচাষ হয়, সে সকল স্থানেও পাটচাষ কমিয়ে দিয়ে ধানচাষের আবাদ করতে হবে। বাঙালী যদি আজ এভাবে আত্মনির্ভরশীল না হয়, তবে শীঘ্রই তাকে বিপদে পড়তে হবে। তাই বাঙলার চাষীদের আবেদন জানাচ্ছি, আপনারা ধান, চাল, ভুট্টা, মসুর, সরিষা, শাক-সব্জী ও অন্যান্য প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করুন। খাদ্যের অভাব না হলে বুকে থাকবে বল, মনে থাকবে সাহস; আর বুকে বল থাকলে শত্রু আপনাদের সীমানায় আসতে পারবে না।

সাম্প্রদায়িক সদ্ভাবরক্ষা

বাঙলার এই সঙ্কটমুহূর্তে আমাদের আজ সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য হ'ল সর্বপ্রকার অনৈক্যকে বিসর্জন দেওয়া, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় সব দলাদলি, হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে যাওয়া এবং বাঙলার পাঁচ কোটি হিন্দু, মুসলিম ও খৃষ্টান নরনারীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হোয়ে সমবেতভাবে শত্রুকে বাধা দেওয়ার জন্য জীবন পণ করা। বিপদের সময় হিংস্র বাঘ, ভালুক, বিষধর সাপ ও মানুষ একই বৃক্ষতলে আশ্রয় নেয়; ভুলে যায় তারা তাদের স্বভাবগত হিংসা। একই জন্মভূমির সন্তান হয়ে আমরা কি আমাদের আত্মকলহ, হিংসাবিদ্বেষ, দলাদলি ও ভেদাভেদ

[শেষ কলমের নিম্নাংশে]

চীনারা কখনও পশ্চাৎপদ হইবে না

চীনের প্রেসিডেণ্টের উক্তি

সম্মিলিত জাতি দিবস উপলক্ষে চীনের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ লিনসেন বলেন :— চীনাদের মতে পৃথিবীতে একটা স্থায়ী শান্তির জন্য নিম্নোক্ত জিনিষগুলির দরকার। প্রথমতঃ অবশ্যই আক্রমণ-মনোবৃত্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রসমূহকে নিরস্ত্র করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ সম্মিলিত নিরাপত্তার জন্য একটা কার্য্যকরী ও স্থায়ী কার্য্যপ্রণালী প্রস্তুত করিতে হইবে। শত্রুকে পর্য্যুদস্ত করিতে হইলে আমাদিগকে এখনও অনেক দূর যাইতে হইবে। আমি আপনাদিগকে আশ্বাস দিতে পারি যে, যদিও আমরা শীঘ্রই যুদ্ধের ৬ষ্ঠ বৎসরে পদার্পণ করিব, তবুও চীনে কোনই যুদ্ধ-ক্লান্তি নাই। আরও যত উৎসর্গের দরকার হউক না কেন, চীনের অধিবাসী কোন ত্যাগেই কাতর হইবে না।

চীনের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ডাঃ এইচ. এইচ. কুঙ বলেন, "কেউ যেন একথা না বলেন যে, এক রণাঙ্গন আর এক রণাঙ্গন হইতে বেশী দরকারী। কেউ যেন এই কথা না বলেন যে, এক মিত্র আর এক মিত্র হইতে বেশী মূল্যবান। কোন শত্রু যেন আমাদের মধ্যে সংশয় বা মতানৈক্যের সৃষ্টি করিতে না পারে।

"অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান ২৭টা জাতির অন্যতম হিসাবে এবং অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রথম অস্ত্রধারী হিসাবে চীন আজ সম্মিলিত জাতি দিবসের অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে গর্ব্ব অনুভব করিতেছে। একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত সমস্ত নেতা, সেনা ও জনসাধারণকে চীন আজ অভিনন্দন জানাইতেছে। অকথিত দুঃখ ও কষ্ট সত্ত্বেও চীন সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরিয়া আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করিয়া আসিয়াছে। অবশেষে এই সাধারণ শত্রুকে পরাজিত করিবার জন্য আজ আমরা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ দৃঢ় মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি। ইতিহাসে এই রকম মিত্রতা অভূতপূর্ব।"

বড়লাট-বাহাদুরের যুদ্ধ-তহবিল

সংগৃহীত অর্থের হিসাব

মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের যুদ্ধ তহবিলে চাঁদা ও মৌজুদ তহবিলের সুদ একত্রে ১৯৪২ সনের ১৫ই মে তারিখে ৩,৮২,৮২,০০০৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে; ইহা এপ্রিল মাসের শেষে যে টাকা ছিল তাহা অপেক্ষা ৭,৯৪,০০০৲ টাকায় অধিক। সেণ্ট ডানষ্টান বিভাগে টাকার পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৬,৬০,০০০৲ টাকা।

ভারতবর্ষে ও ভারতের বাহিরে ৩,৮৮,৯৬,৯৬০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে। ১৯৪২ সনের ১৫ই মে তারিখে যে পক্ষ শেষ হইয়াছে, তাহাতে ১৬,৩৩৩৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে সবচেয়ে জরুরী দান হইয়াছে ভারতের বাহিরে একটি বিমান ক্রয়ের জন্য ১,০০০ এক সহস্র পাউণ্ড। ভারতবর্ষে কলিকাতায় মার্কেণ্টাইল মেরিন বিভাগকে ৩,০০০৲ টাকা দেওয়া হইয়াছে। উহা দ্বারা আহত অভাবগ্রস্ত নাবিকগণ ভারতে আসিলে তাহাদের সুখ সুবিধা বিধান করা হইবে।

[২য় কলমের শেষাংশ]

ভুলতে পারব না? যদি না পারি, তা হলে আমাদের ডুবতে হবে, মরতে হবে; কেউ আমাদের রক্ষা করতে পারবে না। তাই আজ আমি আবেদন করছি, আপনারা এক হয়ে যান, দেশরক্ষার জন্য প্রস্তুত হোন। দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলারক্ষার জন্য গ্রামরক্ষীদল গঠন করুন। মিথ্যা সংবাদ রটনা ক'রে কেউ যাতে দেশবাসীর মনে ত্রাস ও আতঙ্কের সঞ্চার না করে, তার বিধান করুন। মানুষের জীবনধারণের জন্য আবশ্যক দ্রব্যজাত যাতে প্রত্যেক গ্রামে সব সময় মজুত থাকে, তার ব্যবস্থা করুন এবং আরো খাদ্যশস্য উৎপাদন-আন্দোলনে প্রত্যেকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করুন।

বাঙলায় পল্লী-সংগঠন প্রচেষ্টা

পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের বার্ষিক বিবরণী

"পল্লী-সংগঠন বিভাগও দেশরক্ষা ও সাধারণ যুদ্ধ-প্রচেষ্টার দিকে অধিক পরিমাণে দৃষ্টি প্রদান করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছে। বিভিন্ন পল্লী-সংগঠন সমিতি এবং অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান-সমূহের সহিত সহযোগিতায় খাদ্যাভাব নিবারণের কর্মীদল অধিক পরিমাণে ফসল ফলানো, গুজব দমন পল্লী-সংরক্ষণদল সংগঠন এবং সাধারণভাবে জাতীয় যুদ্ধ ফ্রণ্টকে শক্তিশালী করণে প্রকৃতপক্ষে পল্লী-সংগঠনের কর্মীবৃন্দের দায়িত্বই সম্পাদন করিতেছেন। গঠনমূলক পরিকল্পনা বলিয়া পল্লী-সংগঠন কার্য্যাবলী বিভিন্ন শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভিত্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।"

বাঙলা সরকারের গত ১৯৪১-৪২ সালের পল্লী-সংগঠন বিভাগের বিবরণীতে উক্ত কথা বলা হইয়াছে।

উক্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, এই আন্দোলনের প্রসার কল্পে একটি নূতন পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া ১৯৪১ সালের প্রথমে সরকারের নিকট দাখিল করা হইয়াছে এবং বর্তমানে উহা বিবেচনাধীন আছে। উত্তরকালে পল্লী-সংগঠনের প্রকৃত সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য কি, সে সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে প্রকৃত ধারণা জন্মাইয়া দিবার গুরু দায়িত্ব এই বিভাগ সর্ব্বপ্রথম গ্রহণ করিয়াছে। জনসাধারণকে একথা পরিষ্কাররূপে জানানো হইয়াছে যে, পল্লী-সংগঠন কেবল মাত্র কচুরীপানা পরিষ্কার করা নহে, কিম্বা রাস্তা নির্ম্মাণ ও খাল খনন নহে এবং এমন কি কেবল মাত্র উন্নত ধরণের ফসলের প্রবর্ত্তনও নহে। এই জাতীয় আরও বহুবিধ উন্নতি উহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আপনা হইতেই আসিবে। কিন্তু সর্ব্বপ্রথম গ্রামবাসিগণের মন ও চরিত্রের সংগঠন করিতে হইবে এবং ইহা হইতেই আসল ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় উন্নত ধরণের জীবন যাপন করার উদ্দেশ্যে গ্রামবাসীর মনে নবচেতনা, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী এবং নূতন আকাঙ্খা জাগ্রত করাই উহার চরম লক্ষ্য। এতদ্ব্যতীত যাহাতে নূতন জীবন এবং নূতন কর্ম্মপ্রেরণা অনুভূত হইতে পারে, তজ্জন্য পল্লীর প্রতিষ্ঠানগুলির নূতনভাবে গঠন ও সংস্কার-সাধনও উহার অন্যতম প্রচেষ্টা।

এই সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগ ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি বুলেটিন প্রকাশ করিয়াছিল এবং তাহাতে মূল নীতি, কর্ম্মপন্থা এবং কর্ম্মসূচি প্রভৃতি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়। এই বুলেটিন ইংরাজী ও বাংলায় মুদ্রিত করিয়া এক লক্ষের উপর পল্লী অঞ্চলে বিতরণ করা হয়।

এই সম্পর্কিত কার্য্যাবলীর প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করিবার জন্য কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্সটিটিউট এবং অপর কয়েকটি স্থানে পল্লী-সংগঠন প্রদর্শনী এবং ধারাবাহিক বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পল্লী অঞ্চলের অর্থনীতি এবং পল্লী অঞ্চলের বিধিব্যবস্থা ও পল্লীজীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সব সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন এবং সভার বিবরণী বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। অনুরূপভাবে মফঃস্বল অঞ্চলেও সভা-সমিতি আহ্বান করা হয়। আলোচ্য বর্ষে পল্লী-সংগঠন বিভাগের ডিরেক্টর ব্যক্তিগতভাবে পল্লী অঞ্চলের প্রায় দুই লক্ষ ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন।

পল্লী সমিতিসমূহ

পল্লী-সমিতিসমূহের সংখ্যা ৭,০৩১ হইতে ৩১,০৮০ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল; তন্মধ্যে ২৩,৮৪৭টি সমিতি বাঙলা সনের শেষ পর্য্যন্ত (অর্থাৎ ১৯৪২ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি) বেশ ভালভাবে কাজ করিয়াছে।

পল্লী-উন্নয়ন তহবিল

সমিতির সাধারণ কাজ ব্যতীত সমিতিগুলিকে মুষ্টিভিক্ষা, মাঝে মাঝে ফসল এবং সাহায্য সংগ্রহ করিয়া নিজেদের উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্য্যাবলীর আর্থিক ব্যয়-ভার নির্বাহার্থ পল্লী-উন্নয়ন সাহায্য তহবিল খুলিবার পরামর্শ প্রদান করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে বিস্তৃত নিয়মাবলী প্রস্তুত করা হয় এবং পল্লী-সংগঠন সমিতির বিধিব্যবস্থা, বিভিন্ন কার্য্যাবলী, হিসাবপত্র এবং আরও বহুবিধ খুঁটিনাটি সম্পর্কিত বিবরণী তৈরী করিয়া প্রকাশ করা হয়। নিম্নলিখিত সংখ্যানুপাতিক হিসাব হইতেই সকল বিষয় অবগত হওয়া যাইবে:—

মোট সংগৃহীত পরিমাণ	৪,১১,৫৮৪/১১ ¾ পাই।
মোট ব্যয়ের পরিমাণ	২,৭৬,২০০।/২ পাই।
মজুত মোট অর্থের পরিমাণ	১,৩৫,২২৮৷৩ ¾ পাই।

কৃষি-বীমা ও সেভিংস ব্যাঙ্ক

এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, অধিকাংশ গ্রামবাসীর কোন সঞ্চয় অর্থ নাই এবং কোন বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে এত অধিক ও বিচ্ছিন্ন যে, সে বিষয় চেষ্টা করিয়া এই ব্যবস্থা না করিলে বাহিরের কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই বিষয় ঝুঁকি গ্রহণ করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং এই পল্লী-উন্নয়ন তহবিলকেই সাময়িক সেভিংস ব্যাঙ্কের হিসাবে পরিগণিত করা হইতেছে। গ্রাম্য হিসাব-পরীক্ষক প্রতিমাসে এই হিসাব পরীক্ষা করিবেন এবং প্রতি দুই মাস অন্তর সরকারী হিসাব-পরীক্ষক কর্ত্তৃক উহা পরীক্ষিত হইবে।

নিরক্ষর বয়স্কগণের শিক্ষা

বয়স্কগণের শিক্ষা ব্যাপারে যথেষ্ট দৃষ্টি প্রদান করা হইয়াছে। বৎসরের প্রথম ভাগে বিদ্যালয়সমূহের সংখ্যা ছিল ৭,০৪৬ এবং বৎসরের শেষে উহার সংখ্যা ১২,০৭৪ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। প্রথমে ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় ২,০০,০০০, পরে উহার সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া ৩,১০,২৭৮ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। এই বিভাগ বিদ্যালয়গুলিকে পুস্তকাদি প্রদান করিয়া সাহায্য করিয়াছিল এবং বয়স্কগণের শিক্ষাকেন্দ্রের কর্মীবৃন্দের জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশাবলী প্রকাশ করিয়াছিল।

পল্লী-সংগঠনের ভিতর দিয়া সাধারণ শিক্ষারও যাহাতে প্রসার হয়, সে ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং আলোচ্য বর্ষে নৈশ-বিদ্যালয়গুলি বাদে ২৮৪টি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

স্বাস্থ্যরক্ষা ও পথ-নির্ম্মাণ

এ সম্পর্কে বহু কাজ করা হইয়াছে। সমগ্র দেশব্যাপী কচুরীপানা সপ্তাহ প্রতিপালিত হইয়াছে এবং তাহাতে জনসাধারণ উৎসাহপূর্ণ অভিযান ও পাট নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত অভিযানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আলোচ্য বৎসরে মোট ২,০১৪ মাইল পরিমিত রাস্তা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে নির্ম্মাণ ও মেরামত করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ২৩৪ মাইল এবং ১৮০ একর পরিমিত খাল ও খাদ পুষ্করিণী খনন ও সংস্কার সাধন করা হয়। ১,৮৫০টি কাঠ ও বাঁশের সেতু নির্ম্মাণ করা হয়। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শ্রমে যে কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার আনুমানিক ব্যয় ৪,১২,৮০৬ টাকা বলিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে। বিস্তীর্ণ অঞ্চল হইতে জঙ্গল ও কচুরীপানা পরিষ্কার করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৭২৯টি খেলার মাঠ তৈরী করা হইয়াছে। ১৭৩টি হোমিওপ্যাথিক এবং অন্যান্য ডিস্পেনসারী স্থাপন করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২,৪১২টি খেলাধুলা সম্পর্কিত সমিতি ও ক্লাব স্থাপিত হইয়াছে। বহু গ্রামে কৃষি ও মৎস্যের চাষের উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে।

খাদ্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কর্মচারিবৃন্দকে কার্য্যের কাজ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত বিভিন্ন ট্রেনিং শিবির খোলা হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে হাতে-কলমে পল্লী-সংগঠন সম্পর্কে শিক্ষাপ্রদান করা হয়। বেসরকারী কর্মীদিগকে শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত ৩০টি শিবির স্থাপন করা হয় এবং এই পর্য্যন্ত ২,৬৬৯ জন পল্লী-স্বেচ্ছাসেবককে ১৫ দিনের ট্রেনিং প্রদান করা হয়। এই শিক্ষার ব্যয়ভার স্বেচ্ছাসেবকগণ অথবা সমিতিগুলি বহন করে। এই ট্রেনিং শেষ করার সময় পল্লী-স্বেচ্ছাসেবকগণ নিজেদের খাওয়ার জন্য চাউল লইয়া আসিত।

পরিশেষে পল্লী-সংগঠন বিভাগের ডিরেক্টর এবং পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণের প্রধান কর্ম্মকর্তা বলেন, পল্লী সংগঠনই একমাত্র মিলন-কেন্দ্র যেখানে জনসাধারণ জাতি, ধর্ম্ম এবং রাজনৈতিক অনৈক্য সত্ত্বেও সমবেত হইয়া, একত্রে মিলিয়া কর্মতৎপর হইতে পারে। বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সহস্র সহস্র শিক্ষিত শহরবাসী গ্রামে বাস করিতেছেন এবং যদি তাঁহারা সত্যই চেষ্টা করেন তবে গ্রামের জন্য অনেক কিছু করিতে পারেন। গভর্ণমেণ্ট বর্তমানে যুদ্ধ লইয়া ব্যাপৃত আছেন এবং গ্রামবাসিগণকে ক্রমশঃ নিজেদের এবং জাতীয় ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিতে হইবে। স্বাবলম্বন শিক্ষার বীজ বপন করিবার এরূপ সুযোগ ইতিপূর্ব্বে আর কখনো আসে নাই। বাঙলার যুবকগণ কি উহার সুযোগ গ্রহণ করিবে?

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী সম্প্রতি মধ্যমপুর পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

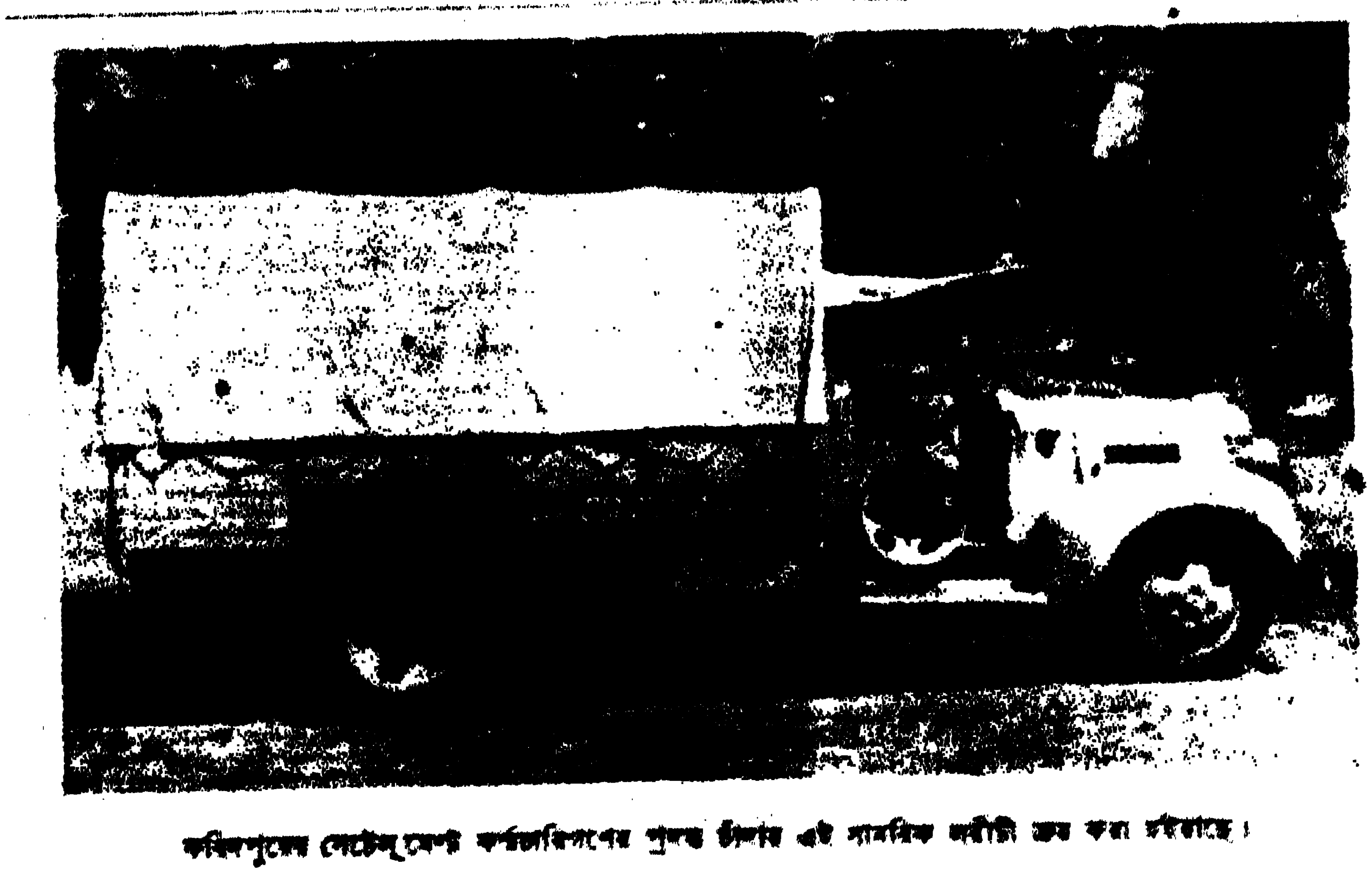

ফরিদপুরে সেটেলমেন্ট কর্মচারিগণের প্রদত্ত চাঁদায় এই সামরিক লরীটি ক্রয় করা হইয়াছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

ক্ষতি হইয়াছে। সমগ্র রণাঙ্গন জুড়িয়া জার্ম্মানদের বিরামহীন আক্রমণ সত্ত্বেও জার্ম্মানেরা কোন প্রকার সাফল্য-লাভ করিতে পারে নাই।

কালেচৌকের সাফল্য

মস্কো রণাঙ্গন হইতে "রেড ষ্টারের" সংবাদদাতার প্রেরিত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট বাহিনী একটি জার্ম্মান ডিভিসনের ব্যাটালিয়ান হেড কোয়ার্টার নিশ্চিহ্ন করিয়াছে। সামারালোভিৎসা গ্রাম হইতে বিতাড়িত জার্ম্মানদের মধ্যে তিন শত নিহত এবং চার শত আহত হয়। উক্ত সংবাদদাতার প্রেরিত সংবাদের উপসংহারে বলা হইয়াছে যে, "জার্ম্মানেরা উক্ত গ্রাম পুনর্দ্দখলের চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থমনোরথ হয়। তাহাদের আরও কয়েক শত সৈন্য নিহত হয়।"

রুশীয় সেনাদের নূতন অভিযান

মস্কোতে যে সংবাদ পৌঁছিয়াছে, তাহাতে জানা যায়, রুশ সেনারা স্মলেনস্কের দিকে নূতন অভিযান আরম্ভ করিয়াছে।

সেবাস্তোপোলে প্রচণ্ড আক্রমণ

২০শে জুনের সোভিয়েট নৈশ বিজ্ঞপ্তির ক্রোড়পত্রে প্রকাশ, প্রচণ্ড ক্ষতি উপেক্ষা করিয়া চক্রশক্তিবাহিনী সেবাস্তোপোলে আক্রমণ চালাইতেছে।

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, সংকীর্ণ সেবাস্তোপোল রণাঙ্গনের উত্তর খণ্ডে অবিরত সংগ্রাম চলিতেছে। আক্রমণের প্রারম্ভে জার্ম্মানেরা নগরের রক্ষা ব্যবস্থায় ভাঙ্গন সৃষ্টি করিবার জন্য বিমান ব্যবহারের চেষ্টা করিয়াছিল। জার্ম্মান সাঁজোয়া বাহিনী সোভিয়েট ব্যূহ ভেদ করিতে পারিবে, গত সপ্তাহে জেনারেল ফন ম্যানষ্টাইন এই আশায় ঝাঁকে ঝাঁকে ট্যাঙ্ক ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই উভয় চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। শুধু এই আক্রমণেই অনুমান তিন ডিভিশন জার্ম্মান সেনা নিহত হইয়াছে। জার্ম্মান জেনারেল এখন কামানের সাহায্যে ব্যূহ ভেদের চেষ্টা করিতেছে। সেবাস্তোপোলের দুর্গরক্ষী সেনাগণ জার্ম্মানদিগের গতি রোধ করিবার জন্য কামানগুলি একত্র করিয়া পাল্টা আক্রমণ করিতেছে।

জার্ম্মান রেজিমেণ্ট বিতাড়িত

মস্কো রেডিও হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে, সেবাস্তোপোল নগরের উত্তরাঞ্চলে একটি জার্ম্মান পদাতিক রেজিমেণ্টকে বিতাড়িত করা হইয়াছে এবং তেত্রিশটি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করা হইয়াছে। সেবাস্তোপোলের উত্তরে বিশেষভাবে তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে; দক্ষিণেও যুদ্ধ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। কয়েকবার শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছে এবং একটি জার্ম্মান সেনাদলকে নিশ্চিহ্ন করা হইয়াছে। সেবাস্তোপোলের চারিদিকে অন্যান্য অঞ্চলে জার্ম্মানদের প্রভূত ক্ষতি হইতেছে।

খারকভ রণাঙ্গনের একটি অংশে সোভিয়েট সৈন্যগণ অগ্রসরমান জার্ম্মান বাহিনীর সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছে।

শত্রুর ৬০ খানি ট্যাঙ্ক ধ্বংস

মস্কো রেডিও হইতে বলা হইয়াছে যে, খারকভ রণাঙ্গনে জার্ম্মানদের ৬০টি ট্যাঙ্ক রুশ ঘাঁটির উপরে আক্রমণ চালাইতে আসিয়াছিল। কিন্তু সারাদিনব্যাপী যুদ্ধে তাহাদের প্রত্যেকটিকে ধ্বংস করা হইয়াছে। জার্ম্মানেরা প্রথমে তীব্রভাবে গোলাবর্ষণ করিয়া ট্যাঙ্ক লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে থাকে। কিন্তু রুশ ট্যাঙ্ক মারা কামানের গোলার আঘাতে তাহাদের অধিকাংশই অকেজো হইয়া যায়। যে ট্যাঙ্কগুলি প্রথম লাইনের গড়খাই ছাড়াইয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছিল, পিছন হইতে তাহাদের উপরে বোমা ফেলা হয়। অতঃপর সোভিয়েট ট্যাঙ্কবহর জার্ম্মানদের অবশিষ্ট ট্যাঙ্কগুলির উপরে চড়াও হয় এবং তাহাদের ধ্বংস করে।

জার্ম্মান পদাতিক দল পর্য্যুদস্ত

২১শে জুন মস্কো রেডিওতে সেবাস্তোপোল রণাঙ্গনের উত্তর এলাকায় একটি জার্ম্মান পদাতিক রেজিমেণ্ট পর্য্যুদস্ত ও ১৩টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। বিশেষভাবে সেবাস্তোপোলের উত্তরে ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে। সেবাস্তোপোলের দক্ষিণেও যুদ্ধের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রতিপক্ষের কয়েকটি আক্রমণ প্রতিহত করা হয় এবং এই সময় জার্ম্মান বাহিনীর একটি কোম্পানী নিশ্চিহ্ন হয়।

সেবাস্তোপোলে সঙ্গীন অবস্থা

রুশীয় ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ২১শে জুন সেবাস্তোপোল রণাঙ্গনে আমাদের সেনারা শত্রুর উপর্য্যুপরি প্রচণ্ড আক্রমণগুলি প্রতিরোধ করে। বিপুল ক্ষতি স্বীকার করিয়া শত্রুপক্ষ আমাদের রক্ষাব্যূহের মধ্যে একস্থানে কীলকের আকারে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

খারকভে বিরাট ট্যাঙ্ক যুদ্ধ

"প্রাভদা"র সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, খারকভ রণাঙ্গনের একাংশে একটা বড় রকমের ট্যাঙ্কযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই যুদ্ধে জার্ম্মানদের ১০৪টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস বা অগ্নিদগ্ধ হইয়াছে এবং ৫০০ সৈন্য নিহত হইয়াছে।

ফিনল্যাণ্ড উপসাগরে রুশ সাবমেরিণের কর্ম্মতৎপরতা

ষ্টকহলমে প্রাপ্ত নির্ভরযোগ্য সংবাদে প্রকাশ, ফিন্‌ল্যাণ্ড উপসাগরের প্রবেশমুখে জার্ম্মানেরা যে মাইনক্ষেত্র ও সাবমেরিণজাল রচনা করিয়াছিল, তাহা ভেদ করিয়া রুশ সাবমেরিণ সাফল্যের সহিত বাল্টিকের জাহাজগুলি আক্রমণ করে। এই আক্রমণ এতই কার্য্যকরী হইয়াছিল যে, ফিনল্যাণ্ড ও জার্ম্মাণীর মধ্যে জাহাজ চলাচল গত কয়েকদিন ধরিয়া একপ্রকার বন্ধই ছিল।

ত্রিমুখী জার্ম্মান আক্রমণ

"টাস এজেন্সীর" সংবাদদাতা কর্ত্তৃক সেবাস্তোপোল হইতে প্রেরিত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, জার্ম্মানেরা ত্রিমুখী আক্রমণ চালাইয়া একটি পর্ব্বতশৃঙ্গ দখল করে, কিন্তু পাল্টা আক্রমণে তাহারা স্থানচ্যুত ও সাবেক ঘাঁটি-সমূহে বিতাড়িত হয়—তাহাদের সমূহ ক্ষতি হয়। রুমানিয়ানদের সাহায্যে পুনরায় আক্রমণ চালায়, কিন্তু বিতাড়িত হয়।

সুদূর-প্রাচ্যের রণক্ষেত্র

এলিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জে লড়াই

মার্কিণ নৌ-বিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে—"সম্প্রতি এলিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিমের দ্বীপগুলিতে যে জাপানী সৈন্য নামিয়াছে বলিয়া সংবাদ দেওয়া হয়, তাহাদের বিরুদ্ধে মার্কিণ সৈন্য বাহিনী ও নৌ-বাহিনী বিমান-আক্রমণ চালাইতেছে। এই অঞ্চলে বৎসরের সব ঋতুতেই আবহাওয়া খারাপ থাকে এবং কুয়াসা থাকে। এই কারণে আমাদের পর্য্যবেক্ষণে ও আক্রমণে ব্যাঘাত হইতেছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত রিপোর্টে জানা যায় যে, অন্ততঃ তিনটি ক্রুজার, একটি ডেষ্ট্রয়ার, একটি গানবোট ও একটি সেনাবাহী জাহাজ জখম হইয়াছে, কয়েকটি গুরুতরভাবে জখম হইয়াছে। শত্রুর অবতরণকারী সৈন্য ও তাহাদের সাহায্যকারী দলের উপর এই ক্রমাগত বিমান-আক্রমণ ছাড়া এলিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের সাধারণ অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।"

একটি জাপ ক্রুজার জলমগ্ন

মার্কিণ সৈন্য বাহিনীর বিমানবহরের কর্ত্তা লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল আর্নল্ড বিমান উৎপাদক প্লেন মালিকদের নিকট এক ভাষণে বলিয়াছেন যে, এলিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের নিকটে মার্কিণ টর্পেডো বিমান আক্রমণকারী জাপ বাহিনীর একটি ক্রুজার ডুবাইয়া দেয় এবং একটি বিমানবাহী জাহাজের উপর সরাসরি আঘাত করে।

চীন-বাহিনীর পশ্চাদপসরণ

চীনারা নানশিও ত্যাগ করিয়াছে। নানশিও কিয়াংসি প্রদেশের কানচাও কেং-এর ১১ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

চেকিয়াং হইতে কিয়াংসি পর্য্যন্ত যে রেলপথ গিয়াছে, তাহা দখলের জন্য প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। ১৭ই তারিখের চীনা ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, কিয়াংসি-চেকিয়াং সীমান্তের ২০ মাইল পশ্চিমে য়োয়ানকেং হইতে চীনারা সরিয়া আসিয়াছে—তাহার পূর্ব্বে জাপানীদের এক হাজার সৈন্য হতাহত হয়। য়োয়ানকেং-এর ১১ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে সাকাও রেল ষ্টেশনের পূর্ব্বে ও উত্তর-পূর্ব্বে বর্ত্তমানে যুদ্ধ চলিতেছে। উভয়পক্ষেরই বহু লোক হতাহত হইতেছে। নাংচেং-এর দক্ষিণ-পশ্চিমে চীনারা পাল্টা আক্রমণ করিয়া জাপানীদের হটাইয়া দিয়াছে এবং এখন শহরটির জন্য যুদ্ধ করিতেছে। বর্ত্তমানে যে ৮০ মাইল রেলপথ চীনাদের দখলে আছে; তাহা ছাড়া ক্যাংচাউয়ের পূর্ব্বে এবং নাংচাং-এর পশ্চিমে সমস্ত রেলপথ চীনারা ধ্বংস করিয়া দিয়াছে।

চীনা-বাহিনী কর্ত্তৃক চ্যাংসান পুনর্দ্দখল

চীনারা চুসিয়েনের ২৬ মাইল পশ্চিমে চ্যাংসান পুনর্দ্দখল করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি শহর তাহারা পুনর্দ্দখল করিয়াছে এবং বর্ত্তমানে কুচাউয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

পূর্ব্ব-চীনে জাপানী আক্রমণ বন্ধ

২১শে জুনের সংবাদে প্রকাশ, চীনা সৈন্যগণ জাপানীদের সুদীর্ঘ যোগাযোগ রক্ষার পথের কয়েকটি দুর্ব্বল স্থানে আঘাত হানাতে পূর্ব্ব চীনে জাপানীদের আক্রমণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। চেকিয়াংয়ের জাপানীরা পূর্ব্বে চুসিয়েনের দিকে সরিয়া যাইতেছে এবং কিয়াংসির জাপানীরা পশ্চিমে নানচাংয়ের দিকে যাইতেছে। জাপানীরা বুঝিতে পারিয়াছে যে, তাহারা চারশত মাইল দীর্ঘ কিয়াংসি চেকিয়াং রেলপথের সকল অংশের উপর তাহাদের আধিপত্য বজায় রাখিতে পারিবে না। এই রেলপথ দিয়াই তাহারা এই অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছিল।

বিনা সুদের যুদ্ধ-ঋণ

প্রাপ্ত টাকার হিসাব

বিগত এপ্রিল মাসে বাঙ্গলাদেশে ৩ বৎসরের মেয়াদী বিনাসুদের দেশরক্ষা ঋণ বাবদে যে টাকা পাওয়া গিয়াছে, নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া গেল :—

স্থানের নাম।	এপ্রিল ১৯৪২। টাকা।	এপর্য্যন্ত। টাকা।	আনা।
কলিকাতা	১,৬৫১	৩৭,৭৭,৮৬০	১
বাখরগঞ্জ	..	..	
বাঁকুড়া	..	..	
বীরভূম	..	..	
বগুড়া	..	..	
বর্দ্ধমান	..	২,৬৮২	০
চট্টগ্রাম	..	২,০০০	০
ঢাকা	..	৫৪,৮০০	০
দার্জ্জিলিং	..	২৩,৬৩৮	০
দিনাজপুর	..	..	
ফরিদপুর	..	..	
হুগলী	..	..	
হাওড়া	..	২,৫৫১	০
জলপাইগুড়ি	..	৬,৬০০	০
যশোহর	..	..	
খুলনা	..	..	
মালদহ	..	..	
মুর্শিদাবাদ	..	..	
ময়মনসিংহ	..	..	
নদীয়া	..	৪,০০০	০
নোয়াখালী	..	..	
পাবনা	..	..	
রাজসাহী	..	..	
রংপুর	..	..	
ত্রিপুরা	..	৩০০	০
২৪-পরগণা	..	৪০০	০
	১,৬৫১	৩৮,৭৪,৮৩১	১

বাঙলাদেশে কচুরী-পানার অত্যাচার

ধ্বংসের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা

[রায় রেবতীমোহন মিত্র বাহাদুর প্রণীত "কচুরী-পানা" নামক পুস্তিকায় বাঙলার কচুরী-পানার অত্যাচার সম্বন্ধে যে মূল্যবান আলোচনা করা হইয়াছে, গত সংখ্যার "বাঙলার কথায়" আমরা তাহার কতকাংশ প্রকাশ করিয়াছি। কিরূপভাবে কচুরী-পানা ধ্বংস করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে উক্ত পুস্তিকা হইতে আরও কতকাংশ আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম]

গত সংখ্যায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে অতি সহজেই বুঝা যাইবে যে, কচুরিপানার জন্ম, বৃদ্ধি ও বিস্তার ক্রমশঃ নিবারণ করিয়া উহাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিতে হইলে—

(ক) উহার কাণ্ডটিকে এমনভাবে নষ্ট করিয়া না রাখিয়া ফেলিতে হইবে যে, উহা হইতে যেন আর নূতন গাছ উৎপন্ন হইতে না পারে; এবং যদিও উহার বীজ হইতে অতি সামান্য পরিমাণে গাছ উৎপন্ন হয়, তথাপি বীজ হইতে উৎপন্ন একটি গাছের দ্বারা কত ক্ষতি হইতে পারে, তাহা বিশেষভাবে মনে রাখিয়া উহার বীজ উৎপাদনও নিবারণ করিতে হইবে।

(খ) উহা একস্থান হইতে অন্যস্থানে ভাসিয়া গিয়া সেখানে বংশ বৃদ্ধি করিয়া যাহাতে আবার অনিষ্ট না করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।

(গ) আমাদের দেশে উহা যেন বংশ বৃদ্ধি করিতে না পারে, সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অন্যান্য দেশে (এবং আমাদের দেশেও) কচুরিপানা ধ্বংস করিবার জন্য আজ পর্য্যন্ত বহু প্রকার পরীক্ষা ও উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে, তন্মধ্যে উহাকে উহার জন্মস্থান হইতে (জলাশয় হউক বা ডাঙ্গাই হউক) হস্ত দ্বারা উঠাইয়া উহার কাণ্ডটিকে মারিয়া ফেলাই প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ আমাদের দেশে বর্ত্তমানে এই উপায়ের উপরেই নির্ভর করিতে হইবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইহা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, সমবেত চেষ্টা ছাড়া কখনও এই কাজে সফলতা লাভ করা যাইবে না। প্রত্যেক গ্রামের অধিবাসিগণকে একই সময়ে এক জোটে গ্রামের জলাশয় হইতে কচুরিপানা উঠাইয়া উহাকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ধ্বংস করিতে হইবে।

(ক) কাণ্ড ও বীজ নষ্ট করিবার উপায়:—বছরের যে কোন সময় কচুরিপানা উঠাইয়া উহার কাণ্ড নষ্ট করিয়া ফেলিতে পারা যায়; তবে আশ্বিন মাস হইতে শুরু করিয়া বর্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কচুরিপানা উঠাইয়া ধ্বংস করাই উচিত; কারণ বর্ষার সময় উহার জন্ম, বৃদ্ধি ও বিস্তার অতি তাড়াতাড়িতে হয় এবং সেইজন্য বর্ষার সময় উহা ধ্বংস করা খুবই শ্রমসাধ্য কাজ; কিন্তু বীজ উৎপাদন ও কাণ্ড এক সঙ্গে নষ্ট করিতে হইলে আশ্বিন মাসের পূর্ব্বে অর্থাৎ ফুল হইতে বীজ উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে জলাশয় হইতে কচুরিপানা উঠাইয়া উহাকে সম্পূর্ণরূপে পোড়াইয়া, পচাইয়া, গর্ত্তে পুঁতিয়া বা সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়া ধ্বংস করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কি কি প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা নিম্নে বলা হইল:—

(১) ছোট ছোট খাল, নালা, পুকুর, ডোবা ইত্যাদি এবং যেখানে কচুরিপানা বেশী ঘনভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়ে নাই এবং যেখানে কাছাকাছি উঁচু জমি আছে:

জল হইতে কচুরিপানার গাছ, গাছ হইতে বিচ্ছিন্ন কাণ্ড, শিকড় ইত্যাদি উঠাইয়া আনিয়া প্রথমে একটি উঁচু জমিতে উত্তমরূপে রৌদ্রে শুকাইতে হইবে। এইরূপে রৌদ্রে শুকাইবার উঁচু জায়গাটি জলাশয় হইতে কিছু দূরে হইলে ভাল হয়, কারণ ঐ জায়গাটি জলাশয়ের অতি নিকটে থাকিলে কচুরিপানার গাছ, কাণ্ড, শিকড় ইত্যাদি কোনো কারণে জলাশয়ে পড়িয়া আবার উহার বংশ বিস্তার করিতে পারে। রৌদ্রে উত্তমরূপে শুকাইয়া যাইবার পর ঐ গাছ, কাণ্ড, শিকড় ইত্যাদিকে একত্র জড় করিয়া সম্পূর্ণভাবে পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, কচুরিপানার কাণ্ডই আমাদের যত অনিষ্টের মূল। সুতরাং কাণ্ডটি সম্পূর্ণরূপে মারিয়া ফেলাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে। এই কাণ্ড রৌদ্রে শুকাইলেও মরে না, এমন কি আগুনে পোড়াইয়া সম্পূর্ণরূপে ছাই করিয়া না ফেলিলে, জল পাইলে উহা পুনরায় বাঁচিয়া উঠে এবং উহা হইতে নূতন গাছ জন্মায়। সেইজন্য যে সকল শক্ত কাণ্ড একেবারে পুড়িয়া যাইবে না, উহাদিগকে ২।৩ হাত গভীর গর্ত্ত করিয়া পুঁতিয়া ফেলিতে হইবে।

উপরোক্ত প্রণালীতে কচুরিপানা মারিয়া ফেলা ছাড়া উহাকে পচা দিয়া পচাইতে পারা যায়। প্রথমে উহার একটি স্তূপ করিতে হইবে এবং উহা ভাল করিয়া চাপিয়া দিতে হইবে। স্তূপের ভিতরে কিছু গোবর ও চুন দিলে উহা শীঘ্র শীঘ্র পচিয়া যাইবে।

প্রথম স্তূপটি পচিয়া যাইলে উহার উপর আর একটি স্তূপ করিতে হইবে এবং উহাকেও ভাল করিয়া চাপিয়া উহার ভিতর গোবর ও চুন দিতে হইবে। এইরূপে একটি স্তূপের উপর পর পর নূতন স্তূপ নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে; শেষের স্তূপটির উপরে কিছু মাটি চাপা দিলে ভাল হয়। কিছুদিন পরে এই স্তূপগুলির আশে পাশে যদি নূতন ২।১টি গাছ জন্মায় উহাদিগকেও স্তূপের মধ্যে ঠাসিয়া দিতে হইবে। কেবলমাত্র কচুরিপানার স্তূপ না করিয়া যদি উহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে গোবর ও অন্যান্য ঘাস জঙ্গল ইত্যাদির স্তূপ করা যায়, তাহা হইলে খুব ভাল হয়। এই প্রণালীতে একটি গোবরের স্তূপের উপর একটি ঘাস জঙ্গলের স্তূপ করিতে হয় এবং উহার উপর কচুরিপানার একটি স্তূপ করিতে হয়; প্রত্যেক স্তূপ ভাল করিয়া চাপিয়া দিতে হয়। এইরূপে স্তূপ করিলে উহা পচিয়া উহাদের মধ্যে এত অধিক উত্তাপ সৃষ্টি হয় যে, নূতন গাছ আর জন্মিতে পারে না। এই স্তূপগুলি পচিয়া অতি উত্তম সারে পরিণত হয়।

এ সম্বন্ধে যুক্তপ্রদেশের পরীক্ষার ফলাফল খুবই আশাপ্রদ। সেখানে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে কচুরিপানাকে ভালরূপে শুকাইয়া এবং উহার সহিত মাটি ও গোবর মিশাইয়া একটি গর্ত্তের মধ্যে এক হাত আন্দাজ পুরু একটি স্তূপ প্রস্তুত করা হয়। এই ভাবে প্রথম স্তরটির উপর কিছুদিন অন্তর অন্তর পর পর তিন চারিটি স্তর করা হয় এবং শেষের স্তরটি মাটি দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়। মাস মাসের পর এই স্তূপের স্তরগুলিকে একবার উল্টাইয়া দেওয়া হয় যাহাতে উহার সর্ব্বাংশে বাতাস লাগিতে পারে এবং এইরূপ উল্টা পাল্টা করিয়া উহার দ্বারা একটি স্তূপ করা হয়। দ্বিতীয় মাসের শেষদিকে উহা সম্পূর্ণরূপে পচিয়া মূল্যবান সারে পরিণত হয়। এই সার বাদক্ষেতে প্রতি-বিঘায় ১০০ মণ হিসাবে প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ২।৩ বৎসর ধানের ফলন খুব বেশী হয়। ইহা ছাড়া এই সার ব্যবহার করিলে ধানের কোন রোগ হয় না।

(২) যেখানে কচুরিপানা এমন ঘনভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, উহাকে জল হইতে উঠাইয়া তীরে লইয়া যাওয়া খুবই পরিশ্রমসাধ্য এবং যেখানে উঁচু জমি নাই: এরূপ ক্ষেত্রে জলের মধ্যে কচুরিপানা পচাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। জল একদল কচুরিপানাকে ভিত্তি করিয়া উহার উপর কচুরিপানার স্তূপের উপর স্তূপ করিতে হইবে। স্তূপগুলি যখন খুব ভারী হইয়া যাইবে, তখন ভিত্তি-স্বরূপ কচুরিপানার যে দল ছিল তাহা মাটিতে যাইয়া ঠেকিবে এবং তাহার উপরের স্তরগুলিও জলের নীচে চলিয়া যাইবে; স্তূপ জলের নীচে না থাকিলে উহা পচিবে না। যাহাতে ভিত্তি ও তাহার উপরের স্তরগুলি ভাসিয়া না যায়, তাহার জন্য উহার চারিধারে বাঁশের বেড়া দিতে হইবে।

(৩) যেখানে জলাশয় খুব প্রশস্ত এবং কচুরিপানার পরিমাণ ও বিস্তার খুব বেশী (যেমন বড় বড় বিল): এইরূপ ক্ষেত্রে জলাশয় অর্থাৎ বিলটিকে সুবিধামত ভাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে প্রত্যেক ভাগে একটি করিয়া বাঁশের খোঁয়াড় প্রস্তুত করিতে হইবে এবং প্রত্যেক ভাগের কচুরিপানা উঠাইয়া সেই খোঁয়াড়ের ভিতর গাদা করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে পচাইতে হইবে। খোঁয়াড় প্রস্তুত করা সম্ভব না হইলে এক এক ভাগে একটি বাঁশ পুঁতিয়া তাহার চারিধারে বটের পাতার ন্যায় কচুরিপানার গাদা জলের মধ্যেই করিতে হইবে; তাহা হইলে কিছু-দিনের মধ্যেই কচুরিপানা পচিতে আরম্ভ করিবে। উপরের পানা সহজে পচে না; সেই জন্য কিছুদিন পর পর তাহা পচা পানার মধ্যে ঠাসিয়া দিতে হইবে। জলের মধ্যে পচা কচুরিপানার গাদার উপর লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়স প্রভৃতির চাষ করা যায়। জলের ভিতর কতকগুলি কচুরিপানা একত্র করিয়া তাহার উপর স্তরে স্তরে আরও কচুরিপানা রাখিলে ৪।৫ জন লোক অনায়াসে উহার উপর দাঁড়াইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে

[১১ পৃষ্ঠায় দেখুন]

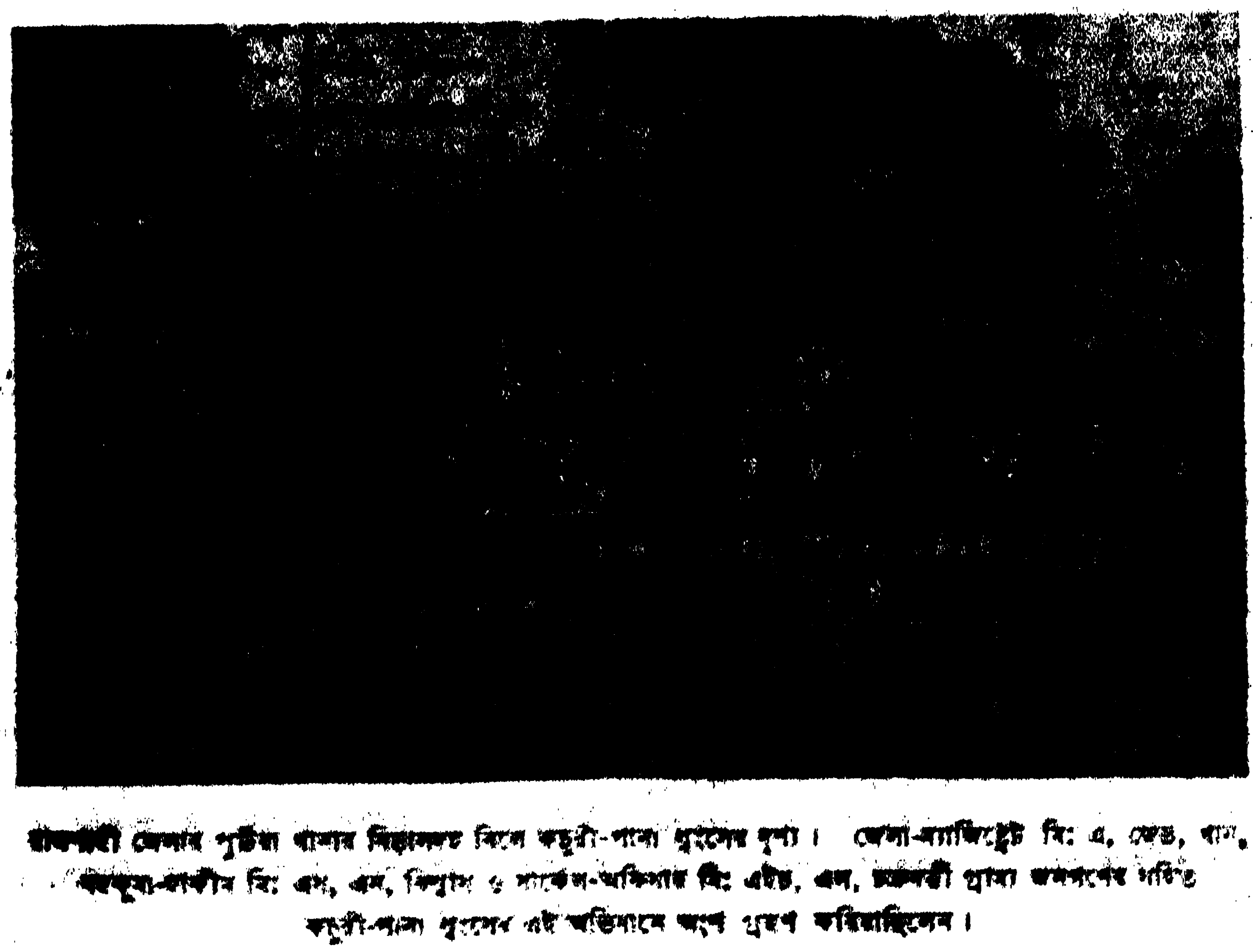

রাজসাহী জেলার পুঠিয়া থানার সিঙ্গালদহ বিলে কচুরী-পানা ধ্বংসের দৃশ্য। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, কেড, খান, মহকুমা-হাকিম মিঃ এস, এম, সিদ্দিক ও সার্কেল-অফিসার মিঃ এইচ, এম, চক্রবর্ত্তী গ্রামবাসীদের সহিত কচুরী-পানা ধ্বংসের এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পল্লী অঞ্চলে ঋণ-সমস্যার সমাধান

বিভিন্ন বোর্ডের প্রশংসনীয় কার্য্যাবলী

জেলা মেদিনীপুর

ঝাড়গ্রাম মহকুমা

সোনাকুনি ঋণ-সালিশী বোর্ড

১৯৪০ সালের ১২৯নং মামলায় খাতক মদনমোহন সিংহ মহাজন কুমেদচরণ মাহাতো এবং আরও অন্যান্যের নিকট হইতে দশটি পৃথক দলিলের বলে ১,১৯২ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। বোর্ড সুদের হিসাব করিয়া দেখে যে, আসলের মধ্যে মাত্র ৭৪৪ টাকা সুদ বাকি আছে। মহাজন খাতকের সাড়ে আট বিঘা জমি ২১ বৎসর কাল এবং অপর ৪ বিঘা জমি ৭ বৎসর কাল ভোগদখল করে। বোর্ড হিসাব করিয়া দেখে যে, মহাজনদিগের প্রকৃত দাবী ১,৯৬৬ টাকা উত্তল হইয়া গিয়াছে। বোর্ড মহাজনগণকে খাতকের জমি প্রত্যর্পণ করিতে বলে।

১৯৪১ সালের ৮৮নং মামলায় খাতক নরহরি প্রধানের বিরুদ্ধে মহাজন কেষ্টমন সিংহ দাস ৫৬২৮৵১৫ পয়সার একটি সিভিল কোর্টের ডিক্রী পায়। খাতক মামলা চলাইতে থাকা কালে বোর্ডের সম্মুখে ২০০ টাকা প্রদান করে। মহাজন ডিক্রীর অর্থের পরিমাণ হইতে ১২২৮৵১৫ হ্রাস করিতে এবং বাকাবাকি ২৪০ টাকা তিন কিস্তিতে গ্রহণ করিতে সম্মত হয়।

এই খাতকের এই মামলায় প্রিয়নাথ প্রধান নামে আর একজন মহাজন ছিল। একটি সাধারণ দলিলে ঐ মহাজন খাতককে ৫০০ টাকা প্রদান করে। কিন্তু খাতক বলে যে, প্রকৃতপক্ষে কোন টাকা তাহাকে দেওয়া হয় নাই এবং সে ঋণের কথা অস্বীকার করে। উভয় পক্ষের কথাবার্তা শুনিয়া বোর্ড স্থির করে যে, খাতকের কোন প্রকার ঋণ নাই। কাজেই খাতককে কিছুই দিতে হয় না।

কানিয়োথালী ঋণ-সালিশী বোর্ড

১৯৪০ সালের ৮নং মামলায় শশিভূষণ সাতপতি প্রভৃতি মহাজনেরা খাতক মহেন্দ্র মাহাতোর নিকট হইতে ৭০০ টাকা দাবী করে। বোর্ড অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারে যে, আসল ঋণের পরিমাণ মাত্র ১০০ টাকা। হ্যাণ্ডনোট দুইবার নূতন করিয়া লওয়া হইয়াছিল। তৃতীয় দলিলে ঋণের পরিমাণ ৪০০ টাকা বলিয়া উল্লিখিত ছিল। বোর্ড আসলের পরিমাণ ১০০ এবং প্রকৃত ঋণের পরিমাণ ২১১ টাকা বলিয়া ধার্য্য করে। নিজেদের মধ্যে সালিসীতে স্থির হয় যে, এই অর্থ তিন কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে।

ঘাটাল মহকুমা

চৈতন্যপুর ঋণ-সালিশী বোর্ড

১৯৪০ সালের ১৫১নং মামলায় খাতক গৌরচন্দ্র ভুঁইয়া মহাজন ইন্দ্র ডাকুয়ার নিকট হইতে ৭৯ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। তাহার পর একবার মাত্র রসিদ দেওয়া হয়। মোট ঋণের পরিমাণ ১০৫ টাকা বলিয়া দেখা যায়। স্থির হয় যে, খাতককে এক কিস্তিতে ৩০ টাকা প্রদান করিতে হইবে।

১৯৪০ সালের ২০নং মামলায় নৈহাটির দুর্গাবালা দাই রাজেন্দ্র ঘোষের নিকট হইতে ৮১৷৵০ ধারে। স্থির হয় যে, খাতককে এক কিস্তিতে ৪০ টাকা প্রদান করিতে হইবে।

কুমারপুর ঋণ-সালিশী বোর্ড

২০৬ একর জমি সুদের পরিবর্তে ভোগদখল করিতে দিয়া খাতক দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য এবং আরও অনেকে মহাজন লক্ষ্মীনারায়ণ নায়েকের নিকট হইতে ২০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ৭৫ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করে—কারণ মহাজন বহুকাল খাতকের জমি ভোগদখল করিয়াছে। নগদ ২৫ টাকা প্রদান করিয়া খাতক সম্পূর্ণরূপে ঋণমুক্ত হয় এবং মহাজন খাতকের জমি তাহাকে প্রত্যর্পণ করে।

জেলা বর্দ্ধমান

মানকরগ্রাম ঋণ-সালিশী বোর্ড

একটি হ্যাণ্ডনোটের বলে খাতক আব্দুর রেজাক ও আব্দুল মান্নান ১৪৬ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। এই ঋণের পরিমাণ ২৬০ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত হয়। পরে উক্ত ঋণ ১০০ টাকায় মীমাংসা হয়।

চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রিত

১লা জুলাই হইতে কার্য্যকরী হইবে

চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রশ্ন কিছুদিন হইতে সরকার বিবেচনা করিতেছিলেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয় নাই। কারণ দেশের অধিকাংশ অধিবাসী চাষী; তাহাদিগকে যুদ্ধসৃষ্টিজনিত লাভ হইতে বঞ্চিত করিতে সরকারের অনিচ্ছা ছিল। অপর কারণ এই যে, অন্যান্য অঞ্চলে চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রিত ছিল না। সুতরাং এক স্থানে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে সেই স্থান হইতে নিয়ন্ত্রণবিহীন স্থানের দিকে সরবরাহ চলিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই সরকার চাউল সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। কিন্তু সরকার চাউলের বর্ত্তমান ঊর্দ্ধগামী মূল্যবৃদ্ধি গভীর উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন। চাউলের বর্ত্তমান মূল্য যুদ্ধপূর্ব্ব মূল্য হইতে শতকরা ৬৫ ভাগ বেশী। বর্ত্তমানে সরকার মনে করেন যে, প্রকৃত চাষীরা এই বর্দ্ধিত মূল্য হইতে বেশী লাভবান হইতেছে না। আরও দেখা যাইতেছে যে, এমন অবস্থা আসিয়া পৌঁছিয়াছে যখন ক্রেতাদের স্বার্থের দিক হইতে চাউলের মূল্য অনিয়ন্ত্রিত থাকা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইতে পারে না। সুতরাং ১লা জুলাই ১৯৪২ হইতে মোটা ও মধ্য শ্রেণীর চাউলের পাইকারী সর্ব্বোচ্চ দাম যথাক্রমে ৫৸০ এবং ৬।০ এবং খুচরা সর্ব্বোচ্চ দর যথাক্রমে ৬।০ এবং ৬৸০ নির্দ্ধারিত করা হইল।

পার্শ্ববর্ত্তী বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম এই তিনটি প্রদেশের সহিত পরামর্শ করিয়াই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

এত বিভিন্ন রকমের ও এত বিভিন্ন নামের চাউল রহিয়াছে যে, নাম করিয়া প্রত্যেক রকমের চাউলের সর্ব্বোচ্চ দাম নির্দ্ধারিত করা সম্ভবপর নয়। "মোটা" ও "মধ্য শ্রেণী" কথাগুলি সর্ব্বজনবিদিত এবং এই নামে পরিচিত চাউলগুলি সহজে ধরা যায়।

আদেশ

ভারতরক্ষা বিধানের ৮১ নিয়মের (২) উপনিয়মের (ধ) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমি এতদ্দ্বারা নির্দ্দেশ দিতেছি যে, কলিকাতা ও শহরতলীতে ১লা জুলাই (১৯৪২) হইতে চাউলের দর নিম্নোক্তরূপ নির্দ্ধারিত হইল:—

		পাইকারী দর (মণপ্রতি)।	খুচরা দর (মণপ্রতি)।
মোটা চাউল	..	৫৸০	৬।০
মধ্য শ্রেণীর চাউল	..	৬।০	৬৸০

এম্, কে, কৃপালনী,
চীফ্ কন্ট্রোলার অব প্রাইসেস, বেঙ্গল।

সোভিয়েট রাশিয়ায় মুসলীম স্বার্থ

শত্রুদলের অপথ্য মিথ্যা প্রচার

সোভিয়েট ইউনিয়নের নিরীশ্বরবাদের একটা ভয়ঙ্কর চিত্র অঙ্কন করিয়া এবং তাহার ফলে ইস্লাম জগতে কি বিপদ ঘনীভূত হইবে, তাহার উপর জোর দিয়া মধ্যপ্রাচ্যে মুসলমানদিগের সমবেদনা আকর্ষণ করিয়া জনশক্তির প্রচারকার্য্য মূলত: ঐ দিকেই নিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই সোভিয়েট নীতি [illegible] কিন্তু সেই [illegible] মুসলমানগণের পরিচালিত হইয়াছে। [illegible] মুসলমানগণ সোভিয়েট ইউনিয়নে [illegible] আজার, বাইজান, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] এবং [illegible] সোভিয়েট [illegible] এবং তাহাদের মধ্যে [illegible] সোভিয়েট ইউনিয়নের [illegible] প্রদত্ত হইয়াছে।

সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যে [illegible] করা হইয়াছে, তাহা মুসলীম [illegible] বিরুদ্ধে [illegible] চালাইবার [illegible] কিছুই নহে। সোভিয়েট রাশিয়ার [illegible] ১২৪ [illegible] যে, [illegible] ভিন্ন ভিন্ন [illegible] এবং [illegible] ১,৩১২টি মসজিদ আছে এবং সেখানে ৮,০৫২ মোল্লা, ২৮২ শেখ, ৫৭৮ জন ইমাম এবং আরও অন্যান্য [illegible] ভিন্ন ভিন্ন [illegible] সম্পাদন করিয়া থাকেন।

বীরভূমে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

নানাভাবে টাকা সংগৃহীত

গত ২রা জুন বীরভূমের জেলা যুদ্ধ কমিটির একটি সভা হয় এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মি: এ, আর, কোয়ারশী, আই, সি, এস সভাপতিত্ব করেন। গত পাঁচ মাসে যে কাজ সম্পাদিত হইয়াছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং [illegible] গ্রহণ করা হয়। যুদ্ধ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং [illegible]

[illegible]

বেসরকারী লোকদের বন্দুক

জমা দিবার আদেশ প্রদান করা হয় নাই

গভর্ণমেণ্ট অবগত হইয়াছেন যে, কতকগুলি লোক [illegible] হইয়া পুলিশ ও মিলিটারী অফিসারের ছদ্মবেশে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং মিলিটারী ও দেশরক্ষা ব্যাপারে প্রয়োজন—এই মিথ্যা অজুহাত দিয়া বেসরকারী ব্যক্তিদের বন্দুক প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র অবিলম্বে জমা দিবার দাবী জানাইতেছে। এই সকল বন্দুক যে প্রত্যর্পণ করা হইবে, সে সম্পর্কে ঊর্দ্ধতন পুলিশ ও মিলিটারী অফিসারদিগের [illegible] দেখানো হইতেছে এবং মিথ্যা রসিদও দেওয়া হইতেছে।

এ-জাতীয় কতিপয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে যে, যে ক্ষেত্রে বন্দুকের মালিকগণ এই মিথ্যা দাবীতে বন্দুক জমা দেন নাই, তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে এবং বলপূর্ব্বক বন্দুক নিয়া নিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

গভর্ণমেণ্ট এই কথা জানাইতে চাহেন যে, বেসরকারী [illegible] কোন বন্দুক জমা দিবার আদেশ প্রদান করা হয় নাই।

বাঙলাদেশে কচুরী-পানার অত্যাচার

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

উহাকে ভেলার ন্যায় চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে এবং চতুর্দ্দিকস্থ কচুরিপানা তুলিয়া স্তূপের আয়তন বৃদ্ধি করিতে পারে। স্তূপ যথেষ্ট পরিমাণে বড় হইলে উহার মধ্য দিয়া একটি লম্বা বাঁশ চালাইয়া উহাকে যে কোনো স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখা যাইতে পারে। কিছুদিন এই অবস্থায় থাকিলে স্তূপের আয়তন অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। তখন উহার উপর আবার কচুরিপানা দেওয়া যাইতে পারে। স্থান ও কালভেদে এই উপায়ের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইতে পারে।

(৪) যেখানে কচুরিপানার পরিমাণ অল্প: এরূপ ক্ষেত্রে কচুরিপানা উঠাইয়া একটি গর্ত্তে পঁচানোই যুক্তিযুক্ত।

(৫) যেখানে নদীনালাতে প্রবল স্রোতের সাহায্যে বড় নদীতে ভাসাইয়া দিলে উহা সমুদ্রে গিয়া পড়িবে এবং সেখানকার লোণা জলে মরিয়া যাইবে। ইহা সম্ভব না হইলে মাঝে মাঝে বেড়া দিয়া কচুরিপানা আটকাইয়া রাখিতে হইবে এবং পরে উহা উঠাইয়া পোড়াইয়া বা পঁচাইয়া ফেলিতে হইবে।

(খ) এক স্থান হইতে অন্য স্থানে কচুরিপানা ভাসিয়া আসা নিবারণ: কচুরিপানা যখন বড় বড় নদীতে ভাসিয়া যায় তখন উহার দ্বারা তত অনিষ্ট হয় না; কিন্তু যখন বন্যার সময় উহা ছোট ছোট নদী, নালা, খাল, বিল, ফসলের ক্ষেত, পরিত্যক্ত জলাশয় ইত্যাদিতে প্রবেশ করে তখনই উহার দ্বারা অনিষ্ট হয়। সুতরাং ছোট ছোট নদী, নালা, খাল, বিল, ক্ষেত ইত্যাদিতে উহার ভাসিয়া আসা নিবারণ করিতে হইলে এই সকল জলাশয়ের মুখে, অর্থাৎ যে স্থান দিয়া বাহির হইতে কচুরিপানা আসিয়া প্রবেশ করে, তথায় বেড়া দিতে হইবে। আপন আপন জমির আইলে এবং নদী ও খালের জল যেখানে পাড় ছাপাইয়া উঠে সেখানে নদী বা খালের পাড়ে ধন্চে, অড়হর, ঝিঙ্গল প্রভৃতি গাছের বেড়া দিলে কচুরিপানার আক্রমণ অনেকটা নিবারণ করা যাইতে পারে এবং ইহা খুব সস্তায় হয়।

(গ) আমাদের দোষে উহার বংশবৃদ্ধি: (১) জলাশয় একবার পরিষ্কার করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, উহার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং উহার উপর ২।১টি কচুরিপানা উৎপন্ন হইলে, তৎক্ষণাৎ উহা উঠাইয়া গর্ত্তে পুঁতিয়া ফেলিতে হইবে। রাস্তা, ঘাট, মাঠ ইত্যাদিতে একটি কচুরিপানার গাছ দেখিলেই উহাকে ভীষণ শত্রু মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া গর্ত্তে ফেলিয়া ধ্বংস করিতে হইবে।

(২) বাঁধ রক্ষিবার জন্য বেড়া দেওয়ার প্রথার একেবারে উচ্ছেদ করিতে হইবে। এই বেড়ায় কচুরিপানা আটকাইয়া থাকে এবং ক্রমশঃ বংশবিস্তার করে।

(৩) কচুরিপানার চাপাব দিয়া পাট পঁচাইবার প্রথা একেবারে তুলিয়া দিতে হইবে; ইহাতেও কচুরিপানার বংশবিস্তারের সুযোগ ও সুবিধা হয়।

(৪) খাল, নদী, নালার পাড়ের গাছের ডাল, বাঁশ, জঙ্গল ইত্যাদি জলে পড়িলে উহাতে কচুরিপানা আটকাইয়া থাকে এবং এইরূপ আটকানো কচুরিপানা অতি শীঘ্রই বংশবৃদ্ধি করিয়া জলাশয় ভরিয়া ফেলে; এদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(৫) খাল, নালা ইত্যাদিতে নৌকা ডুবাইয়া রাখিলেও সেই নৌকার গায়ে কচুরিপানা আটকাইয়া থাকে; ইহাতেও উহার বংশবিস্তার হয়।

উপরোক্ত উপায়গুলির দ্বারা কচুরিপানা ধ্বংস করা যে খুবই শ্রমসাধ্য কাজ, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন, কিন্তু ইহা ব্যতীত যখন অন্য কোন সহজ উপায় নাই তখন বাঁচিতে হইলে আমাদিগকে এই উপায় অবলম্বন করিয়াই ইহার হাত হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। নিজের বাড়ীতে বিপদ উপস্থিত হইলে সে বিপদ যতই কঠোর হউক না কেন, নিজেদিগকেই যেমন সে বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হয়, সেইরূপ কচুরিপানার দ্বারা আমরা যে বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছি, সে বিপদের হাত হইতে আমাদের নিজেদের চেষ্টাতেই মুক্ত হইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখা উচিত যে, এই পরিশ্রমের ফলে কচুরিপানার উপদ্রব হইতে আমরা নিষ্কৃতি ত পাইবই, তাহা ছাড়া ইহা হইতে প্রস্তুত সারের দ্বারা আমাদের জমির উর্ব্বরতা শক্তি খুবই বাড়িবে। সুতরাং এই পরিশ্রম যতই হউক না কেন, ইহা কখনও বিফলে যাইবে না।

১৩ই জুন তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, উক্ত সময়ে কলিকাতায় আমিত দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা ছিল ২১৬, তন্মধ্যে ৪৪টি পাঞ্জাবের ও বাকী অন্যান্য প্রদেশের। উক্ত সময়ের মধ্যে পাঞ্জাব হইতে ১০৮টি ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে ৩১৮টি মহিষও এখানে পেঁছিয়াছিল।

গাভীর ও মহিষের দাম যথাক্রমে ১০০৲ টাকা হইতে ১৬৫৲ টাকা এবং ২০০৲ টাকা হইতে ২৫০৲ টাকার মধ্যে উঠানামা করিয়াছিল। গাভীগুলি দৈনিক ৬ হইতে ৮ সের ও মহিষগুলি ৮ হইতে ১২ সের দুধ দেয়।

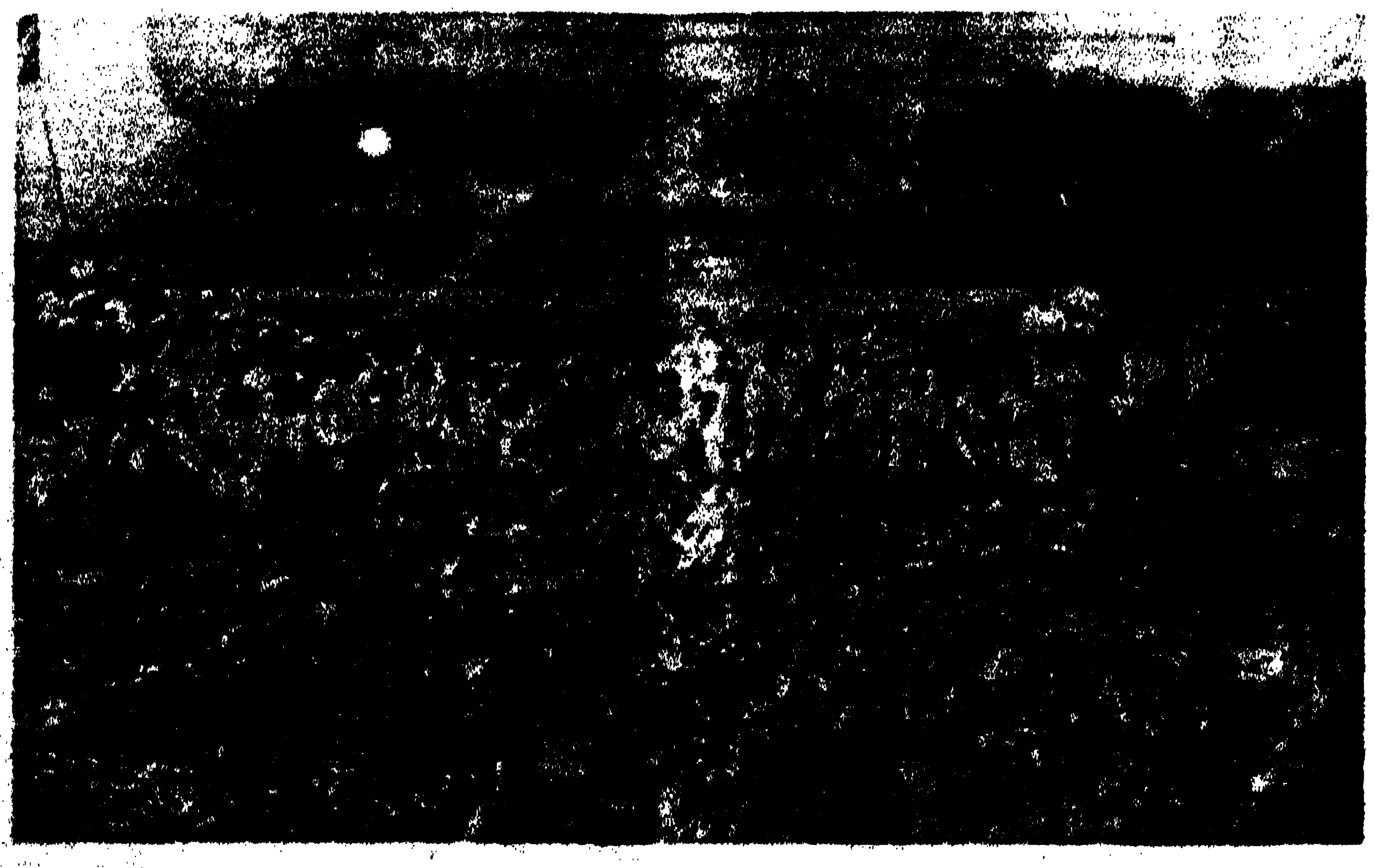

রাজশাহী জেলার চাঁপাই বাজার সন্নিকট বিলে কচুরী-পানা ধ্বংসের দৃশ্য। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, মহকুমা-হাকিম ও স্থানীয় সার্কেল-অফিসার গ্রাম্য-জনসাধারণের সহিত মিলিয়া কচুরী-পানা ধ্বংসের এই অভিযানে যোগদান করিয়াছিলেন।

মাননীয় সমবায়-মন্ত্রী

খুলনা জেলায় সফর

সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় খান বাহাদুর হাশেম আলী খান গত ৬ই জুন খুলনা জেলায় মুসলিম পরিদর্শন করেন। বাগেরহাটের এস্, ডি, ও এবং আরও অনেক গণ্যমান্য স্থানীয় লোক তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন। তিনি মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়, লাইব্রেরী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। মুসলিম সমবায় ব্যাঙ্ক, ফিসারী ব্যাঙ্ক, ক্রিসেন্ট পার্টি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের কার্য্যবিবরণী দাখিল করে। মন্ত্রী মহোদয় জাতিগঠনমূলক কাজে তাহাদের প্রশংসনীয় উদ্যোগ দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হন।

বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, এমন সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, যখন প্রত্যেকেরই দেশরক্ষার কাজে অংশ গ্রহণ করা উচিত। মুসলিম রণ-বাহিনী বোর্ড ও চিকিৎসালয় পরিদর্শন করিয়া তিনি বাগেরহাট পৌরসভা এবং আরও তিনটি বাহিনী বোর্ড পরিদর্শন করিবার পর সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

পরের দিন তিনি খাঁ বাহাদুর ও খান সাহেব আলীর বাজার, কো-অপারেটিভ উইভিং ইউনিয়ন ও কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক পরিদর্শন করেন। তারপর ফিরোজপুরে অনুষ্ঠিত সভায় তিনি বলেন, "বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় আমাদের অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত করা দরকার। সর্ব্বপ্রকারে সরকারকে সাহায্য করা এবং শত্রু যদি কোনও দিন বাঙলায় আসে, তবে তাহাকে সর্ব্বপ্রকার সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা প্রয়োজন—যেন সে আমাদের এই শান্তিপ্রিয় দেশে তাহার ধ্বংসলীলা আর চালাইতে না পারে। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা থাকা দরকার। তিনি আশ্বাস দেন যে, কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি চেষ্টা করিবেন, যাহাতে ঋণ-শালিশী ও চলাচলের বিধিনিষেধগুলি শিথিল করা যাইতে পারে কি না।

৮ই জুন তিনি খুলনা যাত্রা করেন। এখানেও তিনি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও বাহিনী বোর্ড পরিদর্শন করিয়া সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন। সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে সাধারণকে উপদেশ দেন; কারণ উহা ব্যতীত দেশের জন্য কিছুই করা সম্ভব হইবে না। দেশরক্ষায় অতি প্রয়োজনীয় সহযোগিতার জন্যও তিনি আবেদন করেন।

সমস্ত মফঃস্বল কোম্পানী ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুনরায় নোটিশ না দেওয়া পর্য্যন্ত রেজিষ্ট্রী করার জন্য তাহাদের কাগজপত্র ও ফিস্ সিউড়িতে (বীরভূম জেলা) অবস্থিত কোম্পানীসমূহের রেজিষ্ট্রার ও বাঙলার রেজিষ্ট্রার অব্ ফার্মস্-এর নিকট পাঠাইতে হইবে। কলিকাতার কোম্পানী ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি তাহাদের কাগজপত্র ও ফিস্ কলিকাতা অফিসেই উপস্থিত করিতে পারেন।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে সুযোগমত জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন, ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্,
বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)।

জাপানীদের মুখে বন্ধুত্বের বাণী

মনে— উচ্চ আকাঙ্ক্ষা

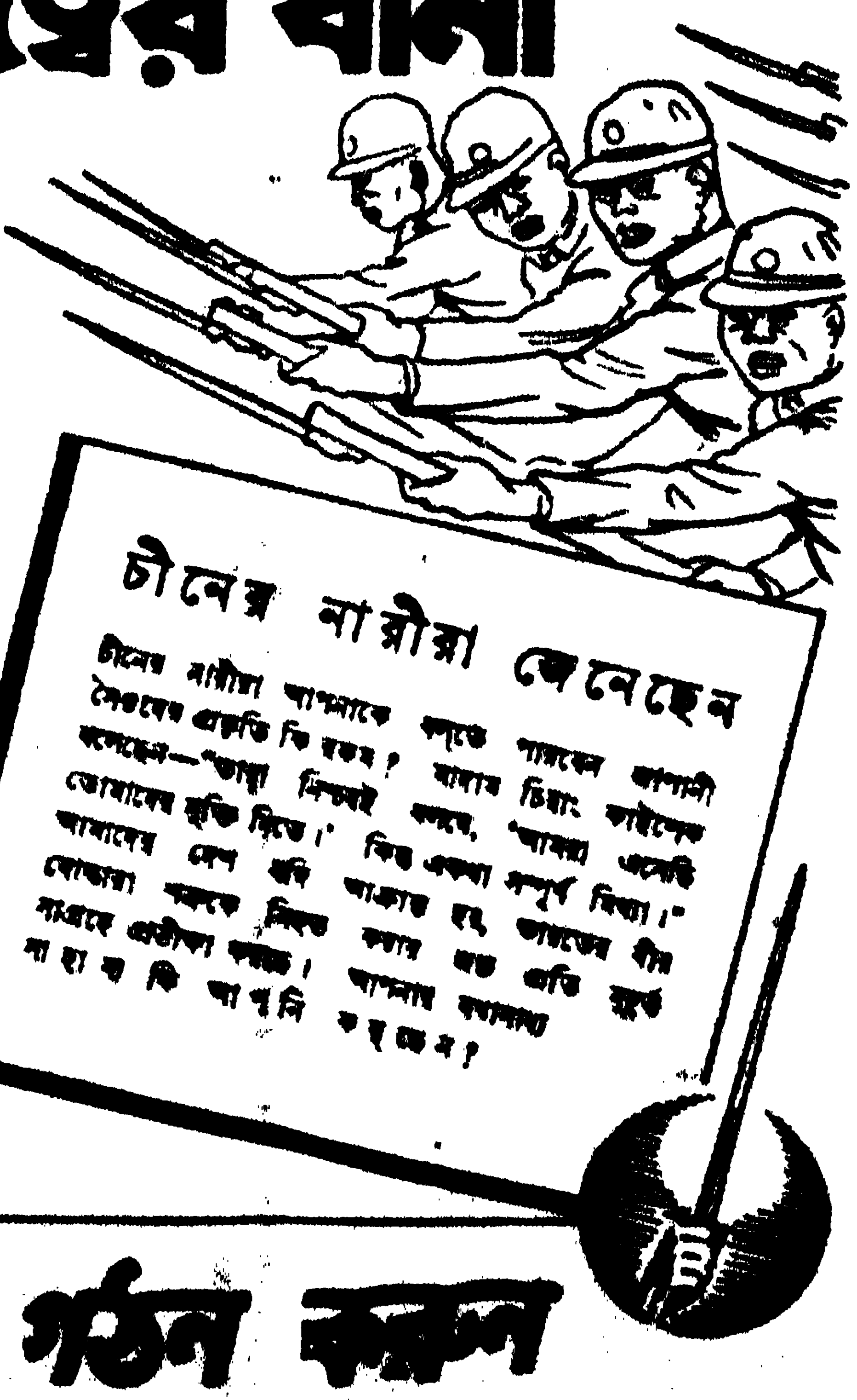

আগেকার দিনে যুদ্ধের সময়ে সৈন্যরা জবর ভাষায় শত্রুকে কটূক্তি করতো। আজকাল জাপানীরা তা করেনা। যে সব মিষ্টি কথা প্রতিপক্ষকে সহজেই প্রতারিত করে' তাদের বিশৃঙ্খল ও দুর্বল করে' দিতে পারে, সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীর আগে আগে তাদের পাঠানোই আধুনিক যুদ্ধের এক অভিনব রীতি। বিবেচনাহীন লোকদের মধ্যে এইভাবে প্রচার করলে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু রেডিওতে প্রচারিত এই সব বন্ধুত্বের বাণীর পিছনে এবং আমাদেরই মধ্যে লুক্কায়িত জাপানী চরেরা নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে যে ভীতিপ্রদ আজগুবি খবর মহামারীর মতো ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে, তার পিছনে লুকানো আছে জাপানীদের সঙ্গীন আর ভারতরক্ষা শক্তিকে দুর্বল করে দেবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। আপনার মূল্যবান ধন সম্পত্তি, ভারতের সোনা ফলানো মাটি আর আপনার লাবণ্যময়ী স্ত্রী ··বিনা যুদ্ধে যদি এমন দেশ অধিকার করা যায় তা হ'লে কে না চাইবে জাপানী-সেনা হ'তে?

জাপানীদের বিরুদ্ধে ভারতের সমর শক্তি গঠন করুন

T 3740.

ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন

আমেরিকান সমালোচকের অভিমত

লণ্ডনে বর্তমানে অবস্থিত আমেরিকান সমালোচক রেমণ্ড গ্রাম সুইং বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও নৌ-বিমান বৃটেনে পৌঁছিবার অর্থ এই যে, তাহারা পশ্চিম ইউরোপে বৃটিশ বিমানাক্রমণে আমেরিকান বিমান ও বৈমানিকদের অংশ গ্রহণ করিবার কথা বিবেচনা করিতেছেন। তিনি বলেন, "আমার বিশ্বাস অতি সত্বরই এই রণাঙ্গন সৃষ্টি হইবে।" বর্তমানে আমেরিকায় মাসিক যে ৩,৩০০টী বিমান তৈয়ার হইতেছে, তাহারা তাহার বিনিয়োগের কথাও চিন্তা করিতেছেন।

জার্মাণীর পরাজয় আসন্ন

চীনের সাধারণ শাসন বিভাগের সভাপতির বক্তৃতা

"অক্টোবর মাসের পূর্বেই জার্মানী পরাজিত হইবে এবং ১৯৪৩ সালের শীতকালের পূর্বে সম্মিলিত জাতি-সমূহ জয়লাভ করিবে।" চীনের সাধারণ শাসন বিভাগের সভাপতি ডাঃ সানকে একটি বক্তৃতার পূর্বে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তিনি আরও বলিয়াছেন:— "মাঞ্চুরিয়ায় জাপানীদের সৈন্যসংখ্যা ১৮ ডিভিশন হইতে বাড়াইয়া ৩০ ডিভিশন করা হইয়াছে।" জাপানীদের আতঙ্ক বাড়িয়াছে বলিয়া তাহারা ক্যাণ্টন হইতে মাঞ্চুরিয়ার অভিমুখে সৈন্য ও সমরোপকরণ প্রেরণ করিতেছে এবং উত্তেজনা দমনের জন্য তাহারা চেকিয়াং ও অন্যান্য স্থানে আক্রমণ চালাইতেছে।

বাঙ্লাদেশে সংক্রামক রোগের প্রকোপ

এক সপ্তাহের বিবরণী

গত ২৩শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় বাঙ্লা দেশে মোট ৩৮১ জন লোক কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়। তন্মধ্যে চট্টগ্রামে ১০৩ জন এবং বাখরগঞ্জে ২৭ জন লোক উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়। উক্ত সপ্তাহে মোট ১৩৩ জন ব্যক্তি কলেরা রোগে মারা পড়ে; তন্মধ্যে চট্টগ্রামে ৭৬ জন এবং বাখরগঞ্জে ৫৪ জন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কলিকাতায় ইতস্ততঃ সেরিব্রোস্পাইনাল রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে, কিন্তু প্লেগ রোগের সংক্রমণের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ABU HENA.

Regd. No. C...

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ৩৭শ সংখ্যা] কলিকাতা, ৬ই জুলাই, ১৯৪২ [এক আনা

LIBRARY OF THE BENGAL LEGISLATURE
CALCUTTA

দেশবাসীর মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা

ঢাকা হইতে গভর্ণর বাহাদুরের বেতার-বক্তৃতা

গত ২৭শে জুন রাত্রে নিখিল-ভারত বেতার প্রতিষ্ঠানের ঢাকা কেন্দ্র হইতে বাঙলার মহামান্য গভর্ণর এক বাণী প্রচারকালে বলেন যে, জাপান বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় লইয়া প্রাচ্যে বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণ করিবার ব্যাপারে আক্রমণকার্য সম্পর্কে যে অন্যায় সুযোগ লাভ করে, তাহা নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সে কাজে লাগাইয়াছে। যুদ্ধ ভারতের পূর্ব প্রান্তের খুবই কাছে আসিয়া পড়ে। এখন উহা কিছু দূরে সরিয়া যাওয়ার আমরা একটু বিশ্রামের সুযোগ পাইয়াছি বটে, কিন্তু ইহা ক্ষণস্থায়ী হওয়াই সম্ভব। আমাদের পক্ষে অবস্থা সম্পর্কে কোনরূপ আত্মপ্রসাদমূলক ভাবের প্রশ্রয় দেওয়া অথবা সর্বদাই সজাগ ও প্রস্তুত থাকিবার ব্যাপারে মুহূর্তের জন্যও শৈথিল্য প্রদর্শন করা খুবই নির্বোধের কাজ হইবে। আমাদের কর্তব্য হইবে যেভাবে আমাদিগের সমর প্রতিরোধ ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইতেছে, ঠিক সেইভাবেই বিমান আক্রমণের প্রতিরোধ শক্তি বর্দ্ধিত করা। বাঙলার জনসাধারণের পক্ষে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সম্মিলিত যুদ্ধ-প্রচেষ্টার জন্য একতাবদ্ধ হইবার ইহাই ঠিক সময়। জগৎকে দেখাইতে হইবে যে, আমরা অতীতের সর্বপ্রকার বিভেদের কথা ভুলিয়া গিয়া বিপদকালে আত্মরক্ষার কার্য্যে সকলের সমবেত শক্তি নিয়োগ করিতে পারি। এইরূপ সময়ে আমরা যেন জগৎকে ইহাই বুঝিতে দেই যে, আমাদিগের সকল মতানৈক্যের সমাধান যুদ্ধের পরে করিলেই চলিবে এবং বর্তমানে ব্যস্ত না হইয়া আমরা যুদ্ধে জয় লাভেই একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছি।

অতঃপর গভর্ণর বাহাদুর বলেন যে, জাপানের সহিত আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে পূর্ববঙ্গের লোকদিগের একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে। তিনি বাঙলার আভ্যন্তরীণ বাদ-বিসম্বাদ মিটাইবার জন্য জনসাধারণের সহিত একযোগে চেষ্টা করিতে প্রস্তুত। তিনি বিশ্বাস করেন যে, বাঙলার দ্বিতীয় প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক নায়কগণের বিবাদের ফল ভোগ করিবার পর উহার নির্বুদ্ধিতা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। মাত্র এক বৎসর পূর্বে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব এই অঞ্চলে অত্যন্ত উগ্ররূপে দেখা দিয়াছিল। গভর্ণর বাহাদুর আশা করেন যে, তৎকালীন শোচনীয় ঘটনাবলীর কথা স্মরণ করিয়া পূর্ববঙ্গের জনসাধারণ ইহা বুঝিতে পারিবে যে, এই শ্রেণীর ঘটনা মাত্র দুঃখ ও অশান্তির বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়া থাকে। তিনি বলেন যে, দেশবাসীর এখন কর্তব্য হইল পরস্পরের প্রতি সহনশীলতা অবলম্বন করিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মিলিত যুদ্ধ-প্রচেষ্টার যোগদান করা। শত্রু যে দেশের যত নিকটবর্তী হইয়া পড়িয়াছে সেই দেশের জনসাধারণ আত্মরক্ষায় নিয়োজিত হইলে উহার পক্ষে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা সহজতর হইবে। মহামান্য গভর্ণর ইহাও বলেন যে, ঢাকার হিন্দু-মুসলমান আর পরস্পরের সহিত বিবাদ করিতে উদ্যত হইবে না। তিনি এই আশ্বাসও দিয়াছেন যে, গত বৎসরের ন্যায় শোচনীয় ঘটনাবলী যাহাতে আর না পুনরভিনীত হয়, তৎসম্পর্কে সুযোগ্যভাবে ব্যবস্থা অবলম্বনে তিনি বাণীর লোকদিগের পূর্ণ সমর্থন পাইবেন।

অতঃপর গভর্ণর বাহাদুর আরো বলেন যে, এই প্রদেশ যখন জাপানীদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইতে যাইতেছে, এইরূপ সময়ে ইহার দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা অপ্রীতির ভাব স্থাপিত হইলে চলিবে না; তিনি আরও কিছু বক্তব্য আশা করেন। তিনি চান যে, এই সময়ে জনসাধারণের মধ্যে জাপানের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য একটা প্রকৃত সহযোগিতার স্পৃহা ও দৃঢ়সঙ্কল্পের আবির্ভাব হউক। তাঁহার ইচ্ছা যে, বাস্তবক্ষেত্রে ইহা জাপানের বিরুদ্ধে এই প্রদেশে সম্মিলিত যুদ্ধ-প্রচেষ্টার রূপ পরিগ্রহণ করিবে। এই সম্পর্কে তিনি শুধু জনসাধারণের নিষ্ক্রিয় সমর্থন লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট হইবেন না, তাহাদের সক্রিয় সহযোগিতাই তাঁহার কাম্য ও লক্ষ্য।

মহামান্য গভর্ণর আরও বলেন যে, সকলের পক্ষে অবশ্য অস্ত্রসজ্জিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর প্রতিরোধ করিবার সুযোগ হইবে না। কিন্তু রুশিয়ার ও চীন দেশের জনসাধারণের বৃহত্তর অংশের ন্যায় তাহারা নিশ্চয়ই সমর-সম্ভার উৎপাদনে সাহায্য করিয়া অথবা শত্রুপক্ষীয় সৈন্যগণ যখন দেশের মধ্যে উপস্থিত হইবে, তখন তাহাদিগের অগ্রগতি অসম্ভব করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগের পথে নানাবিধ বাধার সৃষ্টি করিয়াই তাহারা যুদ্ধ জয়ের ব্যাপারে বিশুদ্ধ কর্মী হিসাবে যথেষ্ট কাজ করিতে পারেন। যুদ্ধরত সৈন্যদিগের জন্য খাদ্য ও বস্ত্রাদির বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং যাহারা এই সকল উৎপাদনে নিযুক্ত থাকিবে, তাহারাও সমগ্র সামরিক দলের অঙ্গস্বরূপ।

গভর্ণর বাহাদুরের মতে একটি বিশেষ উপায়ে সকল প্রকার লোকের পক্ষেই শত্রুর বিরোধিতা করিবার ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব। তাহা হইল—ইহা উপলব্ধি করা যে, চক্রশক্তি জয়লাভ করিলে ভারতের অবস্থা উহাদিগের দ্বারা শাসনপাশে আবদ্ধ অন্য যে-কোন দেশেরই ন্যায় শোচনীয় হইবে। তিনি আরও বলেন যে, শত্রুপক্ষের চেষ্টা হইবে জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণা ত্রাসের সৃষ্টি করা যে, তাহারা অরক্ষিত অবস্থায় আছে। উহারা তাহাদিগকে ইহাও বিশ্বাস করাইতে চেষ্টা করিবে যে, যাহারা তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছে, তাহারা বিশ্বাস-যোগ্য নয়।

উপসংহারে গভর্ণর বাহাদুর বলেন যে, আমাদিগকে এইরূপভাবেই তৈরী হইতে হইবে যে, আক্রমণকারী যেন দেখিতে পায় যে, তাহাকে শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদলের সহিতই লড়িতে হইতেছে না, তাহাকে সমগ্র জনশক্তির সম্মিলিত বিরোধিতারই সম্মুখীন হইতে হইতেছে।

বিকানীরের মাননীয় মহারাজা বাহাদুর ইতিপূর্বেও যুদ্ধ-ভাণ্ডারে নানাভাবে ব্যাপক সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার রাজ্যে একটি "যুদ্ধ-প্রদর্শনী" ও "যুদ্ধ-মেলার" অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই উভয় অনুষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত ১,০০,০০০৲ টাকা মাননীয় মহারাজা বাহাদুর সম্প্রতি যুদ্ধ-ভাণ্ডারে দান করিয়াছেন।

ভারতে বর্মা গভর্ণমেণ্ট

জন-সাধারণের জ্ঞাতব্য

ভারতে অবস্থানকালে বর্মার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর স্থায়ীভাবে সিমলাতে অবস্থান করিবেন। তাঁহার ঠিকানা হইবে বর্মা গভর্ণরের ক্যাম্প, সিমলা।

প্রধান-মন্ত্রী মাননীয় স্যার প টিন এবং অর্থ-সচিব ইউ টুন অং গাও সিমলাতেই বাস করিবেন।

নিম্নলিখিত অফিসগুলি সিমলাতে খোলা হইবে:—

বর্মা গভর্ণমেণ্টের চীফ্ সেক্রেটারী মিঃ ডরম্যান-স্মিথ, এইচ পার্কিন্, আই-সি-এস এর তত্ত্বাবধানে স্বরাষ্ট্র বিভাগ ও অর্থ বিভাগ: ঠিকানা বর্মা গভর্ণমেণ্টের চীফ্ সেক্রেটারী, সিমলা।

দেশরক্ষা বিভাগ: ঠিকানা দেশরক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী, বর্মা গভর্ণমেণ্ট, সিমলা।

বর্মা রেলওয়ে: ঠিকানা সেক্রেটারী, বর্মা রেলওয়ে বিভাগ, সিমলা।

অডিটার-জেনারেল ও একাউণ্টাণ্ট-জেনারেলের সম্মিলিত অফিস: ঠিকানা অডিটার-জেনারেল (অথবা একাউণ্টাণ্ট-জেনারেল), বর্মা, সিমলা।

কলিকাতায়ও বর্মা গভর্ণমেণ্টের একটি অফিস থাকিয়াছে। এই অফিসের ঠিকানা লেঃ-কর্ণেল ইউরিং আই-এ, হোম্ (পলিটিক্যাল) ডিপার্টমেণ্ট, গভর্ণমেণ্ট অব বেঙ্গল, কলিকাতা।

বর্মা গভর্ণমেণ্টের চাকুরিয়াদের বেতন, পেন্সন, ছুটি, পুনর্বার চাকুরী প্রদান প্রভৃতি সমস্যা সম্বন্ধে মিঃ পার্কিন্ ব্যবস্থা করিবেন। দেশরক্ষা বিভাগ ও বর্মা রেলওয়ে বিভাগ এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়ের দাবী ছাড়া অন্য সব দাবী তাঁহার নিকট দাখিল করিতে হইবে।

বর্মা হইতে যেসব আশ্রয়প্রার্থী আসিয়াছেন, মিঃ ইউরিং তাঁহাদের আপাততঃ প্রয়োজন মিটাইবার ব্যবস্থা করিবেন এবং যথাসম্ভব আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে একটি তালিকা রক্ষা করিবেন।

রেঙ্গুন কর্পোরেশন: মাননীয় মিঃ জেমস্ ম্যাক্টার এই ব্যাপারে স্থায়ী নিযুক্ত হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে মিঃ এস, ই, মাইকেল, ম্যাজিষ্ট্রেট হোটেল, সিমলা ঠিকানায় পত্র লিখিতে হইবে।

রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় ও সম্পৃক্ত কলেজ সমূহ সম্বন্ধে সর্বপ্রকার অনুসন্ধান প্রোফেসার সি, জি, বিপুরী, গ্র্যাণ্ড হোটেল, সিমলা ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

সৈন্যদের জন্য বড়দিনের উপহার

ভারত হইতে প্রেরণের ব্যবস্থা

সৈন্যদের সুখ-সুবিধা বিধানের জন্য যে কমিটি রহিয়াছে, তাহার পক্ষ হইতে আগামী বড়দিন উপলক্ষে বিদেশস্থ প্রত্যেক ভারতীয় সৈন্যকে একটি করিয়া উপহার প্রেরণের আয়োজন করা হইতেছে।

যে সব ভারতীয় সৈন্য বিদেশের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে কাজ করিতেছে, তাহাদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের বিষয় উপলব্ধি করিয়া প্রত্যেক ভারতবাসীরই যে "সৈন্যদের সুখ-সুবিধা ভাণ্ডারে" দান করা কর্তব্য, তদ্বিষয়ে গত বৎসর আবেদন জানান হইয়াছিল এবং তাহার ফলে বিদেশস্থ প্রায় প্রত্যেক ভারতীয় সৈন্যকেই বড়দিনের সময় একটি করিয়া উপহার পাঠান সম্ভবপর হইয়াছিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

৬ই জুলাই—১৯৪২

বাঙলার শর্করা-শিল্পের ভবিষ্যৎ

বাঙলা সরকার কর্ত্তৃক নিয়োজিত বঙ্গীয় শিল্প-তদন্ত কমিটি সম্প্রতি উহার রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন। শিল্পী ও উৎপাদনকারীদের স্বার্থের প্রতিনিধি মোট ১৪ জন সরকারী ও বেসরকারী বিশেষজ্ঞ লইয়া এক সাব-কমিটি গঠিত হইয়াছিল। এই সাব-কমিটির উপরই তদন্তের ভার দেওয়া হইয়াছিল। সাব কমিটি (একজন অসম্মতকারী সদস্যের মতামত সহ) উহার রিপোর্ট দাখিল করেন; এই রিপোর্টই বঙ্গীয় শিল্প তদন্ত কমিটি বিবেচনা করেন।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতিই কমিটির দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছিল:—

ক। বাঙলা দেশে ইক্ষু উৎপাদন ও সরবরাহের অবস্থা, চিনি ও তজ্জাতীয় জিনিষাদি প্রস্তুত, উৎপাদনকারী ও প্রস্তুতকারীদের গ্রহণীয় যথার্থ মূল্যের উপযুক্ত শ্রেণীর ইক্ষু উৎপাদন সম্বন্ধে সুপারিশ এবং চিনি ও সমজাতীয় উৎপন্ন জিনিষের বাজারের সমস্যা-সমাধান, যাহাতে উৎপাদনকারীদের যথেষ্ট লাভ থাকিতে পারে।

বাঙলা দেশে চিনি শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা পরীক্ষা করিয়া কমিটি মত প্রকাশ করেন যে, এই প্রদেশে এই শিল্পের বিস্তৃতির যে সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা অত্যন্ত আশাপ্রদ এবং অন্য যে কোনও প্রদেশ হইতে কম নহে। আরও দেখা যায় যে, যুক্তপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি যে সকল প্রদেশে এই শিল্প যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে, সেই সকল প্রদেশের বাঙলা হইতে কোনও বেশী ভৌগলিক সুবিধা নাই।

কমিটি যেসব সোপারিশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সোপারিশগুলি নিম্নরূপ:—

১। বাঙলার কতকগুলি কারখানায় ইক্ষু সরবরাহের অসন্তোষজনক অবস্থা অনেকগুলি কারণের ক্রমবর্দ্ধিত ফল। যথা:—বাঙলার কারখানাগুলির ইক্ষু নিঙড়াইবার অল্প সময়, বিবিধ রকমের ইক্ষুর অভাব; ইক্ষুগুলির বিক্রী প্রভৃতি বিষয়ে কৃষকদের আত্মবিশ্বাস ও নিরাপত্তা জ্ঞানের অভাব।

২। একমাত্র লোভনীয় মূল্য পাইলেই চিনির কারখানা অঞ্চলে ইক্ষু ফসল বর্দ্ধনশীল হইতে পারে। সুতরাং কারখানাগুলিতে সরবরাহ সমস্যার সমাধান হইতে পারে কারবারদের সুবিধা সাধন করিয়া ও মূল্য নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা করিয়া।

৩। চিনি শিল্প প্রসারিত হওয়ার এবং ইহার সমস্যাগুলি বৎসরের পর বৎসর, এমন কি একই ঋতুতে প্রয়োজনানুসারে পরিবর্ত্তিত হয়। এই জন্য সুচারুরূপে পরিচালিত এবং ব্যাপক আকারের একটা প্রাদেশিক সুগার বোর্ড খোলা দরকার। এই বোর্ড সরকার ও স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে প্রত্যেক পরিস্থিতি সম্পর্কে উপদেশ দিবেন।

৪। এই বোর্ডে ১৬ জন সদস্য থাকিবেন। শিল্পী, উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ী এবং সরকারী ও বেসরকারী বিশেষজ্ঞদের প্রতিনিধিগণই সদস্য হইবেন। কৃষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় পদাধিকার বলে চেয়ারম্যান হইবেন।

৫। চিনি বোর্ডের বিভিন্ন কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য প্রতিনিধিমূলক স্থানীয় পরামর্শ প্রতিষ্ঠানও গঠিত হইতে পারে।

৬। মিলগুলি কর্ত্তৃক ইক্ষুর মান-নির্দ্ধারণ কৃষকেরা সন্দেহের চক্ষে দেখে। "ওজন" সম্পর্কীয় প্রস্তুটা জটিল।

৭। কমিটি কর্ত্তৃক পরিকল্পিত প্রাদেশিক সুগার বোর্ড এ সমস্যার বিশদভাবে অনুসন্ধান করিবেন এবং যদি দরকার হয় তবে বিশেষ আইন প্রণয়ন করতঃ এই নির্দ্দেশ দিতে হইবে যে, মিলগুলি সরাসরি অথবা সমবায় সমিতি বা অনুমতিপ্রাপ্ত এজেণ্ট বা অনুমতিপ্রাপ্ত কণ্ট্রাক্টরদের মারফতই ইক্ষু কিনিতে পারিবে। অধিকন্তু একটা নির্দ্দিষ্ট ওজনের ভিত্তি ছাড়া অন্যভাবে ইক্ষু ক্রয় বিক্রয় দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

৮। ইক্ষুর যথার্থ দাম চাষের খরচ ও চিনির দামের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে। বাঙলার কারখানাগুলিতে ইক্ষুর দাম নির্দ্ধারণ করিবার আগে চিনির দাম বিবেচনা করা দরকার।

৯। মূল্য সম্পর্কিত পরস্পর বিরোধী সমস্যাগুলির মীমাংসা সম্ভব হইতে পারে যদি ইক্ষুর দাম নির্দ্ধারণের ভারটা পক্ষপাতহীন ও ব্যাপক দৃষ্টিসম্পন্ন কোনও প্রতিষ্ঠানকে দেওয়া যাইতে পারে।

১০। বাঙলা দেশে ইক্ষুর দাম নির্দ্ধারণের জন্য সকল প্রতিষ্ঠানই উদারনীতির ভিত্তিতে পরিচালিত করিতে হইবে।

১১। চিনির সমজাতীয় জিনিষাদি প্রস্তুতের সম্ভাবনা বাঙলা দেশে খুবই আশাপ্রদ। কিন্তু এই পর্য্যন্ত কোনও চেষ্টা হয় নাই।

১২। একটি চিনির কারখানার জন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট আর্থিক সঙ্গতি নির্দ্ধারণ করা যায় না। উহার আকার স্থানীয় অবস্থানুসারে বিভিন্ন হইতে পারিবে।

ভারতে ঔষধাদি প্রস্তুত

সরকারীভাবে জানা গিয়াছে যে, সেনাবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় শতকরা ৬৫ ভাগ ঔষধপত্র আজকাল ভারতেই তৈয়ার হইতেছে, অথচ যুদ্ধের আগে প্রস্তুত হইত মাত্র শতকরা ২৫ ভাগ।

আগের দিনে আমদানী করা হইত এই রকম ৩৫০ রকমের ঔষধ ও রোগ-প্রতিষেধক দ্রব্যাদি বর্ত্তমানে দেশজ কাঁচামাল হইতে সরকারী ঔষধের কারখানাতেই প্রস্তুত হইতেছে। অনেকগুলি অতি প্রয়োজনীয় বিদেশী ঔষধের অনুরূপ ও সমকার্য্যকারী ঔষধ আজ ভারতে প্রস্তুত হইতেছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ১৯৪০-৪১ সনে মেডিকেল ষ্টোরস্‌ ডিপার্টমেণ্ট কর্ত্তৃক তৈয়ারী ঔষধের মূল্য দাঁড়াইয়াছে ১,০৪,০০,০০০৲ টাকার উপর, অর্থাৎ শান্তির সময়ের সাড়ে ছয় গুণ।

দেহবিকৃতি ও ক্ষত চিকিৎসার অস্ত্রাদি প্রস্তুতের ব্যাপারেও পৃথিবীর সমস্ত দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে। হাসপাতাল ও অস্ত্রোপচার সম্পর্কীয় প্রায় সমুদয় অস্ত্র ও বিকলাঙ্গ চিকিৎসার শতকরা ৯৮ ভাগ যন্ত্র আজকাল এদেশেই প্রস্তুত হয়। কেবল বিশেষজ্ঞদের ব্যবহারোপযোগী কয়েক প্রকার সূক্ষ্ম ও জটিল যন্ত্রাদি এ দেশে তৈয়ার হয় না। অনুমান করা হইয়াছে যে, চলতি বৎসরে ডিফেন্স সার্ভিসের জন্য ভারতীয় অস্ত্রোপচার শিল্প প্রায় ৫,০০০,০০০ খানা যন্ত্র তৈয়ার করিবে।

এদেশে বিপুল পরিমাণ ক্ষত-বন্ধনী ও পটি প্রস্তুত হইতেছে। সম্প্রতি প্রায় ১২,০০০,০০০ গজ কার্পাস বস্ত্রকে ব্যাণ্ডেজে পরিণত করা হইয়াছে। বৃটেনের প্রায় ১২০,০০০ পাউণ্ড ওজনের শোষী কাপড় ও ১৬,০০০ পাউণ্ড ওজনের ক্ষত বাঁধিবার কাপড় ভারতে তৈয়ার হইতেছে। একটি কারখানাতেই কেবল মাসিক ১,০০০,০০০ সেপ্‌-ড্রেসিং প্রস্তুত হইতেছে।

এই সব ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহা এখনও ভারতের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যথেষ্ট নহে। ভারত আজ একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উৎপাদনের কেন্দ্র বিশেষ; তাই রণাঙ্গনের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তার উপর দাবী দিন দিন বাড়িতেছে। মধ্যপ্রাচ্য, ইরাণ, ইরাক ও পর্য্যদস্ত সাবেক বাহিনীর সাজ-সরঞ্জাম ও ঔষধপত্র সরবরাহের জন্য ভারতই একমাত্র কেন্দ্র। চীনও বর্ত্তমানে বিপুল পরিমাণ কুইনাইন ও অন্যান্য ঔষধের জন্য দাবী জানাইয়াছে। বাহিরে উত্তিমধ্যেই ৭৬০টা অস্ত্রোপচারের যন্ত্র দান করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বৃটিশ ভারতে ৮,৫২০টা সামরিক ও বেসামরিক হাসপাতাল রহিয়াছে। এইগুলির দৈনন্দিন প্রয়োজন বিবেচনার বিষয়। এই হাসপাতালগুলি যে কেবল ২৯৭,০০০,০০০ অধিবাসীর প্রয়োজন মিটায় তাহা নহে, বরং ক্রমবর্দ্ধমান হতাহত, আশ্রয়প্রার্থী ও যুদ্ধবন্দীকে সাহায্য প্রদান করিতেছে।

তদুপরি এদেশেই বিমানাক্রমণে হতাহত হওয়ার সম্ভাবনা সকল সময় বিদ্যমান রহিয়াছে। যদি ইহা ঘটে, তাহা হইলে আমাদের সরবরাহ ক্ষমতার উপর যথেষ্ট চাপ পড়িবে।

ভারতবর্ষ তাহার ক্ষমতানুসারে কাজ উৎপাদন করিতেছে; কিন্তু তাহার কতকগুলি ভীষণ অসুবিধাও রহিয়াছে। প্রথমতঃ যথেষ্ট কলকারখানার অভাব; দ্বিতীয়তঃ ঔষধপত্র নির্ম্মাণের জন্য কতকগুলি কাঁচামাল ভারতের নাই, এইগুলি আমদানী করিতে হয়। যাহা হউক, যুদ্ধই যে প্রকার সাহায্য করিতেছে, তাহাতে আশা করা যায় যে, এই সকল অসুবিধা শীঘ্রই দূর হইবে।

যুদ্ধ-বন্দীদের নিকট চিঠিপত্র প্রেরণ

ব্যবস্থা বন্দোবস্ত সম্পর্কে নির্দ্দেশ

যে সকল যুদ্ধ-বন্দী ও অসামরিক অন্তরীণ জাপানীদের তত্ত্বাবধানে আছে, তাহাদের নিকট চিঠিপত্র পাঠাইবার বন্দোবস্ত সম্পূর্ণ হইয়াছে। যুদ্ধ-বন্দীদের নিকট যে সকল পত্র লেখা হইবে, তাহাদের ঠিকানার মধ্যে নম্বর, পদবী, নাম (বড় অক্ষরে), শেষ নিয়োগ স্থান প্রভৃতি থাকিবে। পরে বৃটিশ যুদ্ধ-বন্দী লিখিতে হইবে। যুদ্ধ বন্দী তথ্য-সরবরাহ ব্যুরোর (প্রিজনার অব ওয়ার ইন-ফর্মেশন ব্যুরো) ঠিকানায় ঐ সকল পত্র পাঠাইতে হইবে।

অসামরিক অন্তরীণদিগের নিকট যে সকল পত্র প্রেরিত হইবে, তাহাতে নামের আদ্যাক্ষর ও উপাধি বড় অক্ষরে লিখিতে হইবে। তাহাদের শেষ অবস্থান, স্থানের ঠিকানা ও পরে বৃটিশ যুদ্ধ-বন্দী শব্দটি লিখিতে হইবে। ঐ সকল চিঠিপত্রও যুদ্ধ-বন্দী তথ্য সরবরাহ ব্যুরো, টোকিও ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

চিঠিপত্রগুলি অতি সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। উহাতে কোনও ডাক-টিকিট দিতে হইবে না; কেবল "যুদ্ধ বন্দী" শব্দটি অঙ্কিত থাকিলেই চলিবে। বর্ত্তমানে কোনও পার্শেল পাঠান চলিবে না। পরে ঐ সম্বন্ধে জানান হইবে। ঐ সকল চিঠিপত্র যথাস্থানে প্রেরণের জন্য ধনোবাই জি, পি, ওতে পাঠাইতে হইবে।

কলিকাতায় "সোভিয়েট দিবস"

জন-সভায় রুশিয়ার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ

"সোভিয়েট দিবস" উপলক্ষে কলিকাতার "দেশবন্ধু পার্কে" সম্প্রতি এক বিরাট জন-সভার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। এই সভার বাগ্মী বক্তারা বিদেশে রুশীয় জনগণের বীরত্ব-পূর্ণ সংগ্রামের প্রশংসা করিয়া এবং ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে বিশ্বের এই অভিযানে প্রত্যেকেরই যে অংশ গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাহা বিবৃত করিয়া বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

এই সভার আর এক বৈশিষ্ট্য হইতেছে—সভাস্থলে "জন-নাট্যের" অনুষ্ঠান। এই নাট্যের ভিতর দিয়া ফ্যাসিজমের অত্যাচার ও অন্যান্য অধিকারলিপ্সা এবং এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামস্পৃহার পরিচয় ফুটাইয়া তোলা হইয়াছিল।

বিখ্যাত চীনা সৈন্যবাহিনী

দিল্লী শহরে কুচকাওয়াজ প্রদর্শন

সম্প্রতি একটি সংবাদে জানানো হইয়াছে যে, দুইটি চীনা সৈন্যবাহিনীর কমাণ্ডার-ইন্-চীফ্ জেনারেল লোটো ইং, ঐ সৈন্যদলের অফিসারগণ এবং এক ডিভিশন সৈন্য সম্প্রতি দিল্লী পরিদর্শন করিয়াছেন বলিয়া এবং এই সৈন্যদল ভারতে অতিথিরূপে আগমন করিয়াছে বলিয়া বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

সম্প্রতি সম্মিলিত জাতি-দিবসে দিল্লী শহরে এই সৈন্যদলের প্যারেড যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই তাঁহাদের স্বচ্ছন্দ গতিবিধি এবং সাজ-পোষাক ও সরঞ্জামাদি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, ইহারা বিখ্যাত সপ্তম সেনেল পার্টিন; সাংহাইয়ের প্রসিদ্ধ যুদ্ধের পর পদব্রজে চীনের ভিতর দিয়া বার্মা পর্যন্ত যাত্রা করিয়া লইয়াছিল। বর্তমানে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, এই ধরণের সমরে অভিজ্ঞ হাজার হাজার চীনা সৈন্য ভারতের সীমান্তে আতিথেয়তা উপভোগ করিতেছে।

ভারতীয় ছাত্রগণ এই সৈন্যদের দেখিতে আসিয়া বিশেষভাবে উৎসাহিত হন এবং জেনারেল লিওর একজন ষ্টাফ্ অফিসার পাঁচ বৎসরব্যাপী জাপানী অত্যাচারের বিরুদ্ধে চীনের ছাত্রগণ কিরূপভাবে যুঝিয়াছিল, তাহার উদ্দীপনাপূর্ণ কাহিনী বর্ণনা করেন। তখন ছাত্রবৃন্দের কণ্ঠনা বিশেষ উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছিল। উপস্থিত অনেকে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, চীনের ছাত্রগণ যেরূপ দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাও অনুরূপভাবে তাঁহাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করিবেন।

স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষার নির্দিষ্ট দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইবার নীতি গ্রহণে চীনের ছাত্রগণ জগতের ছাত্রগণের মধ্যে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

আমেরিকান সৈন্যদলের জেনারেল ষ্টিলওয়েল গত পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধে যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন এবং তদুপরি জেনারেলিসিমো চিয়াংকাইশেক তাঁহাকে এই সকল সৈন্যদলের অধিনায়কত্ব প্রদান করায়—এই উৎকৃষ্ট সৈন্য বাহিনীর মিলিত সকলদিক হইতেই প্রশংসা অর্জন করিয়াছেন। এই সঙ্গে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে রহিয়াছেন মেজর জেনারেল রবার্ট লিম নামে একজন ডাক্তার। চীনের রেডক্রশ সোসাইটির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতর কার্য্য সর্বজন বিদিত। এই সৈন্যবাহিনীর চিকিৎসা-সংক্রান্ত যে সকল প্রয়োজন আছে, তিনি তাহার তত্ত্বাবধান করেন। গত ১৯১৪-১৮ সালের পৃথিবীব্যাপী সমরে তিনি যে যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই কৃতিত্বের নিদর্শন স্বরূপ তাঁহাকে যে সকল বৃটিশ যুদ্ধ-পদক প্রদত্ত হইয়াছিল, দিল্লীতে অবস্থান কালে তিনি সেইগুলি পরিধান করিয়াছিলেন।

ভারতীয়, বৃটিশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের যে সকল সৈন্যবাহিনী ভারতবর্ষে অবস্থান করিতেছে, তাহারা এই সৈন্যদলকে যে সাহায্য ও আতিথেয়তা প্রদর্শন করিয়াছে, তজ্জন্য ইহাদের তরফ হইতে কৃতজ্ঞতার বাণী পাওয়া গিয়াছে।

যুদ্ধ-ভাণ্ডারে আবকারী ভেণ্ডারদের দান

গভর্ণর বাহাদুর কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপন

বাঙ্গলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর সম্প্রতি নিম্নোক্ত পত্রখানা ২৪-পরগণার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট (ইনি ২৪-পরগণার আবকারী লাইসেন্সধারীদের যুদ্ধ-ভাণ্ডারের সভাপতি) মিঃ এস, কে, চ্যাটার্জি, আই-সি-এস, মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন:—

"২৪-পরগণার আবকারী লাইসেন্সধারীদের যুদ্ধ-ভাণ্ডার কমিটির পক্ষ হইতে যে ৫,০০০৲ টাকা যুদ্ধ-ভাণ্ডারে চাঁদা দেওয়া হইয়াছে, তাহা দ্বারা ইহাই পুনরায় প্রমাণিত হইল যে, বাঙ্গলার ব্যবসায়ী সমাজ যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় কিরূপভাবে অংশ গ্রহণ করিতেছেন। সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবেন।"

পল্লী অঞ্চলে ঋণ-সমস্যার সমাধান

বিভিন্ন জেলায় প্রশংসনীয় কার্য্যাবলী

বাঁকুড়া

পাত্রসায়র ঋণ-সালিশী বোর্ড

১৯৪০ সালের ৫৮/২নং মামলায় মহাজন বিষ্ণুপুরের জগন্নাথ সাহার দাবীর পরিমাণ ছিল ২৩৯৬।৫/১০। উক্ত পরিমাণ টাকাই ইতিপূর্বে খাতকের বিরুদ্ধে সিভিল কোর্টের ডিক্রী ছিল। বোর্ডের সম্মুখে মাত্র একশত টাকা প্রদান করিয়া এই মামলার নিষ্পত্তি হয়।

পাবনা

সোনাতলা ঋণ-সালিশী বোর্ড

১৯৪০ সালের ৬২৩নং মামলায় মহাজন বাবু কালিপদ সান্যালের দাবীর পরিমাণ ছিল ১০০৲ টাকা; তন্মধ্যে আসল ৫০৲ ও সুদ ৫০৲ টাকা। বর্গাদারী জমিদারের বাবদ এই ঋণ গ্রহণ করা হয়। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ৮০৲ টাকা ধরিয়া সাব্যস্ত করে। মহাজন খাতকের দুরবস্থার কথা চিন্তা করিয়া তাহাকে ঋণ হইতে মুক্তি প্রদান করে।

মুর্শিদাবাদ

মহাজন শশাঙ্ক শেখর সরকার এবং আরও অনেকে খাতক আলামত শেখের বিরুদ্ধে ২,৬৬২৲ টাকা দাবী জানাইয়া মানুল্লাবাদ ঋণ-সালিশী বোর্ডে নালিশ জানায়। সেভিংস ব্যাঙ্কের বলিয়ে এই ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছিল। খাতকের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ থাকায় বোর্ড তাহার অতিরিক্ত আয় হিসাব করিয়া দেখে যে সমস্ত ঋণ পরিশোধ করা তাহার ক্ষমতার বাহিরে। যাহা হউক বোর্ড উভয় পক্ষের মধ্যে সালিশী করিয়া একটা মীমাংসায় উপনীত হইতে সমর্থ হয়। ঋণের পরিমাণ কমাইয়া ৫০৲ টাকা ধার্য্য করা হয়। খাতক উক্ত অর্থ নগদ পরিশোধ করে। এই মামলায় মহাজনের মহানুভবতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নিমতিতা-প্রতাপপুর ঋণ-সালিশী বোর্ড

১৯৪০ সালের ১৮৭/৬নং মামলায় মহাজন মুল চাঁদ শেঠী ও আরও অনেকে খাতক মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে এক দাবী পেশ করে। মহাজনদিগের বিবৃতি অনুসারে মোট দাবীর পরিমাণ ১১,৫৭৭৸৩ এবং আসলের পরিমাণ ৩,১৪২৸৩। বোর্ড এই ঋণের পরিমাণ ১,০০০৲ টাকা ধরিয়া সাব্যস্ত করে এবং খাতক এই অর্থ নগদ পরিশোধ করে।

খাতকের আসল ঋণের পরিমাণ অজ্ঞাত হইয়া এবং মধ্যে মধ্যে যে দলিল পরিবর্তন করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ করিয়া বোর্ড এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিল। মীমাংসার আগে খাতক যে পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিয়াছে তাহাও বিবেচনা করা হইয়াছে। বোর্ডের এর সিদ্ধান্ত শুনিয়া দাবীর অধিকারিগণ বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছে।

চার্চ্চিল-রুজভেল্ট আলোচনা

মিঃ চার্চ্চিলের লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন

বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিলের আমেরিকা হইতে লণ্ডনে প্রত্যাবর্তনের পর নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রচার করা হইয়াছে:—ওয়াশিংটনে আমরা আমাদের সুবিধা এবং অসুবিধার সকল দিকই চিন্তা করিয়াছি। শত্রুপক্ষের শক্তি এবং তাহাদের সমরায়োজন সম্পর্কে সমাক অবহিত হইয়াই আলোচনা চালান হইয়াছিল।

মিঃ চার্চ্চিল বলেন, পূর্ব পরিকল্পনার প্রতি মাসে ইঙ্গ-আমেরিকার সামরিক দ্রব্যাদি উৎপাদনের যে হিসাব হইয়াছিল, তাহা এখনও সম্পূর্ণ কোথায় উঠে নাই; কিন্তু নির্দ্ধারিত হারে উৎপাদনের ব্যবস্থা খুব কার্য্যকরী করিয়া তোলা হইতেছে।

তিনি বলেন, যুদ্ধ জয়লাভের জন্য রচিত ব্যাপক পরিকল্পনায় মিত্র রাষ্ট্রগণ যে আন্তরিক ঐক্য আজ দেখাইতেছেন, ইতিপূর্বে কোন দিনই তাহা দেখা যায় নাই। যুদ্ধ আজ পৃথিবীর সকল অংশেই ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এ সকল রণক্ষেত্রে সৈন্য, সমরোপকরণ এবং রসদাদি প্রেরণই মিত্ররাষ্ট্রের পক্ষে আজ সব চাইতে বড় সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। শত্রু সাবমেরিনসমূহ এখনও বহু মাল জাহাজ ডুবাইতে থাকিবে, কিন্তু আশা করা যায়, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সহিত আলোচনার ফলে বাণিজ্য জাহাজের ক্ষতির পরিমাণ আরও হ্রাস করা সম্ভব হইবে।

জার্মাণীর প্রবল আক্রমণের বিরুদ্ধে রাশিয়ার প্রতিরোধে আমরা ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি। চীনা বাহিনীর বীরোচিত প্রতিরোধে আমরা আনন্দিত। জাপানের বিরুদ্ধে কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার, সে সম্পর্কেও সামরিক পরামর্শদাতাদের সহিত আলোচনা হইয়াছিল।

মিঃ চার্চ্চিল বলেন, ওয়াশিংটনে সামরিক উপদেষ্টাদের সহিত আলোচনার ফলে রাশিয়ার উপর আক্রমণের প্রচণ্ডতা হ্রাস করা সম্ভব হইবে। গত বৎসর আগষ্ট বা ডিসেম্বরের চাইতে বর্তমান অবস্থা জয়লাভের পক্ষে অনেক বেশী অনুকূল।

মিঃ চার্চ্চিলের প্রত্যাবর্তন

সরকারীভাবে ২৭শে জুন বলা হইয়াছে যে, মিঃ চার্চ্চিল নিরাপদে বৃটেনে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

মিঃ চার্চ্চিল ষ্টেশনে পৌঁছিলে মিসেস্ চার্চ্চিল এবং পরিবারের অন্যান্য লোক, মিঃ এট্লী, স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপস্ এবং মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যেরা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জানান। সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত মঃ মেস্কী, চীনা রাষ্ট্রদূত মিঃ ওয়েলিংটন কু প্রভৃতিও উপস্থিত ছিলেন।

ওয়াশিংটনে কংগ্রেস সদস্য ও অন্যান্য নেতাদের ধারণা এই যে, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও মিঃ চার্চ্চিল একটি সমরনীতি স্থির করিয়াছেন, যাহাতে সম্মিলিত জাতিবর্গ তাহাদের শক্তির ফল লাভ করিবে।

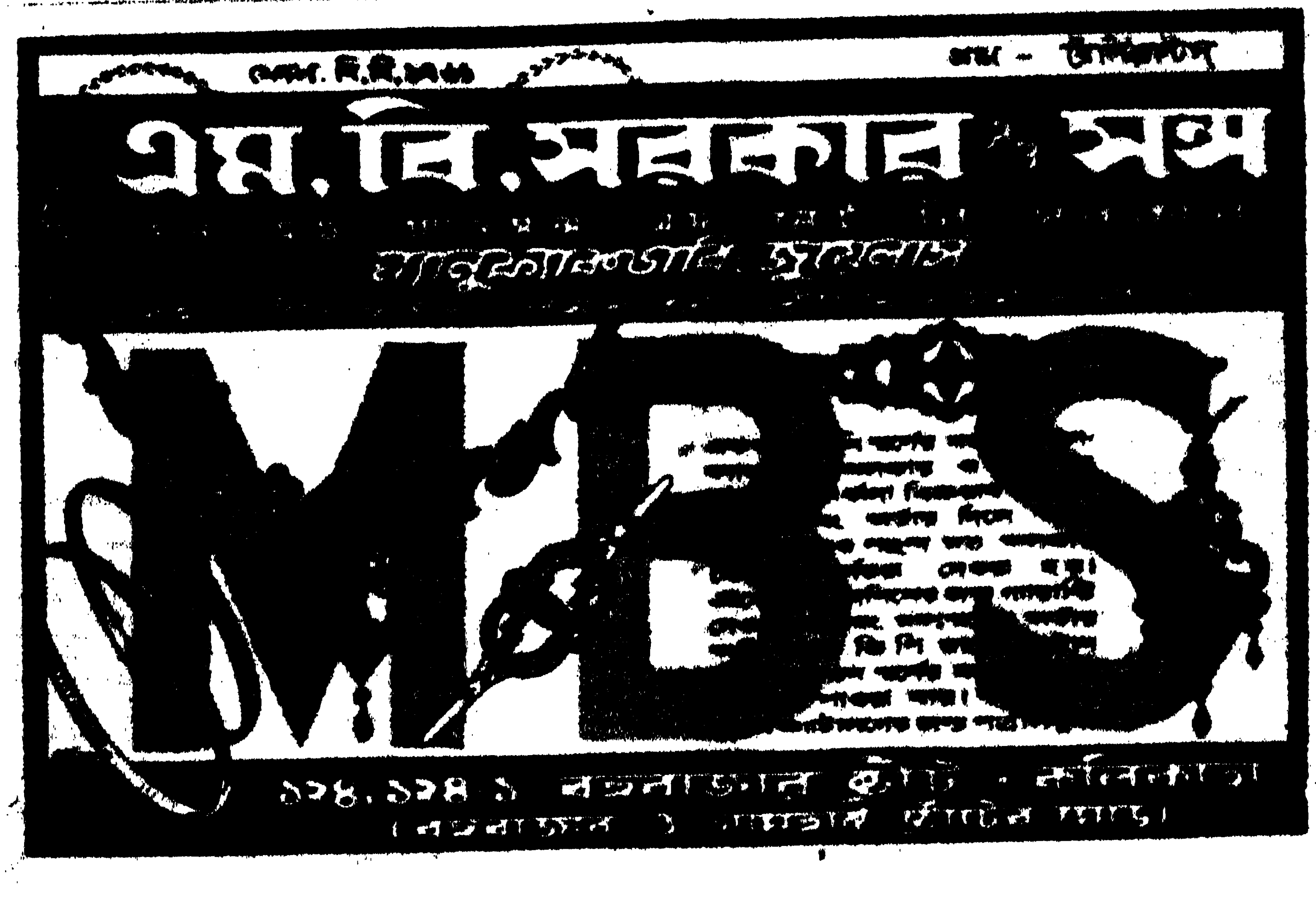

আমেরিকায় জার্ম্মাণ গুপ্তচর

ধ্বংসাত্মক কার্য্যের বিরাট আয়োজন

জার্ম্মাণ সাবমেরিণ হইতে ৮ জন জার্ম্মাণ গুপ্তচর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে অবতরণ করে। ফেডারেল তদন্ত বিভাগের কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক তাহারা ধৃত হইয়াছে। তদন্ত বিভাগের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মিঃ এডগার হুভার এই তথ্য প্রচার করিয়া বলিয়াছেন যে, চারিজন জার্ম্মাণ ১৩ই জুন তারিখে লংআইলে এবং অপর চারিজন ফ্লোরিডার জ্যাকসন ভিলে সমুদ্রোপকূলে অবতরণ করে। উহাদের সকলকেই বন্দী করা হইয়াছে। মিঃ হুভার আরও বলেন যে, দুইখানি জার্ম্মাণ সাবমেরিণযোগে উহারা আটলান্টিক অতিক্রম করে। গত মে মাসে এই সাবমেরিণ দুইখানি ফ্রান্স হইতে যাত্রা করিয়াছিল। সাবমেরিণ হইতে রবার বোটে করিয়া তাহারা তীরে আসে। সাবমেরিণ দুইখানি সমুদ্র তীর হইতে প্রায় ৫ শত গজ দূরে অবস্থান করিতেছিল। দুই বৎসর ধরিয়া ধ্বংসমূলক কার্য্য চালাইবার উপযোগী টি এন টি ফিউজ, বিলম্বে বিস্ফোরক বোমা এবং কালো রঙের ছোট ছোট বোমা প্রভৃতি বিস্ফোরক দ্রব্যাদি ছিল। শেষোক্ত বোমাগুলি দেখিতে ঠিক কয়লার টুকরার ন্যায়। প্রশ্নের উত্তরে গুপ্তচরগণ স্বীকার করিয়াছে, তাহাদের নিকট যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম তৈয়ারীর কারখানা, রেলপথ ও সেতু ধ্বংস করিবার এবং জলপথগুলি বিপন্ন করিবার একটি তালিকা আছে। মিঃ হুভার উহাদিগকে "বার্লিনের ধ্বংস কার্য্য শিক্ষালয়ের উচ্চশিক্ষিত লোক" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

মিঃ হুভার আরও বলেন যে, এই গুপ্তচরদের প্রথম দলের হাতে উৎকোচ দানের জন্য ৯০ হাজার ডলার এবং দ্বিতীয় দলের হাতে ৫৮ হাজার ডলার ছিল। তাহারা সকলেই স্বীকার করে যে, তাহারা ধ্বংসমূলক কার্য্য চালাইবার জন্য সতর্কতার সহিত উদ্ভাবিত একটি পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করিয়াছিল এবং বার্লিনের স্পেশাল স্কুলে এই পরিকল্পনার মহড়া দেওয়া হইয়াছিল। উহারা সকলেই পূর্ব্বে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়াছিল। জার্ম্মাণ গুপ্তচরদের মধ্যে একজন আমেরিকার নাগরিকের অধিকার লাভ করিয়াছিল এবং আর একজন আমেরিকাতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। অতঃপর মিঃ হুভার বলেন যে, গুপ্তচরেরা রেলষ্টেশনের লকার রুমে (যে ঘরে রেলষ্টেশনের মালপত্র রাখা হয়) এবং বড় বড় দোকানে বোমা রাখিয়া জনসাধারণের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অনেকেই পুরাতন জার্ম্মাণ-আমেরিকান সমিতির সদস্য ছিল এবং কয়েকজন ১৯৩৯-১৯৪১ সালে জার্ম্মাণীতে ফিরিয়া গিয়াছিল।

যুদ্ধের সময় গুপ্তচর বৃত্তি সম্বন্ধে যে আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে, তদনুযায়ী ইহাদিগকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা যাইতে পারে। এই আইন এতই ব্যাপক যে, এই ধরণের ব্যাপারও এই আইনের আওতায় পড়ে। ধ্বংসমূলক কার্য্যকলাপ সম্পর্কে যে আইন আছে, তাহাতে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা নাই; তবে তাহাতে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের ব্যবস্থা আছে। ইহাদের মধ্যে যে দুইজন আমেরিকার নাগরিক, তাহাদিগকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা যাইতে পারে এবং ঐ অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড হইতে পারে। এই কথা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহারা জার্ম্মাণ সৈন্য বিভাগের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু ইহাদিগকে অসামরিক পোষাকপরিহিত অবস্থায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া ইহাদিগকে গুপ্তচর হিসাবে গুলী করিয়া হত্যা করা যাইতে পারে।

এটর্ণী জেনারেল মিঃ বিড্‌ল এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ চিকাগো পর্য্যন্ত গিয়াছিল। নিউইয়র্কের জনসাধারণ যখন জানিতে পারিল যে, ইহারা নিউইয়র্ক নগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত বিখ্যাত রেলওয়ে সেতু "হেলগেট ব্রিজ" উড়াইয়া দিবার মতলব করিয়াছিল, তখন তাহারা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ইহারা নায়াগ্রা জলপ্রপাতের বিখ্যাত বৈদ্যুতিক শক্তি

[২য় কলমের নিম্নে দেখুন]

কালিম্পং হোম্

ডাঃ গ্রাহামের মৃত্যুতে সম্রাজ্ঞীর শোকবার্ত্তা

কালিম্পংএ অবস্থিত সেণ্ট এণ্ড্রুজ কলোনিয়াল হোমের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ জে, এ, গ্রাহামের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়া মহামান্যা সম্রাজ্ঞী নিম্নোক্ত তার "হোমের" সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন:—

"ডাঃ গ্রাহামের মৃত্যু সংবাদ শোকসন্তপ্তচিত্তে আমি গ্রহণ করিয়াছি এবং এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের জন্য যে ব্যক্তির মহৎ কার্য্যাবলী চিরকাল লোকের স্মৃতিপথে জাগরুক থাকিবে, তাঁহার অভাবে আপনাদের যে ক্ষতি হইল তজ্জন্য আমি আপনাদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।"

এই তারের প্রত্যুত্তরে সম্রাজ্ঞীর নিকট নিম্নোক্ত তার প্রেরণ করা হইয়াছে:—

"মহামান্যা সম্রাজ্ঞী যে আমাদিগকে স্মরণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা অতিশয় কৃতজ্ঞ ও বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। আমাদের প্রিয় ডাঃ গ্রাহামের যে প্রশংসা করা হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা প্রকৃতই গৌরব অনুভব করিতেছি।"

পরিচালকমণ্ডলীর অনুরোধে মিঃ জেমস পার্ডি "হোমের" অনারারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টভাবে কাজ করিতে সম্মত হইয়াছেন। গত ৩৪ বৎসর কাল ইনি পরলোকগত ডাঃ গ্রাহামের ব্যক্তিগত সহকারীহিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন এবং কিছুদিন পূর্ব্বে জয়েণ্ট অনারারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে কি ভাবে চিঠি বিলি হয়

ডাক বিভাগের ব্যবস্থা

যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধরত সৈন্যদের নামে যে সমস্ত চিঠিপত্র যায়, তাহা যথাযথভাবে বিলি করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের ঠিক পিছনে এক একটি ডাকঘর থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে যে একটি ডাকঘর থাকিতে পারে, অনেকের হয়ত সে ধারণা নাই। পশ্চিম মরুভূমিতেও (লিবিয়া) এরূপ একটি সামরিক ডাকঘর ছিল। সেখানে ডাক টিকেট বেচা হইতে মণিঅর্ডার পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যবস্থাই ছিল।

এই সামরিক ডাকঘরের কাজকর্ম্ম গুরুত্বপূর্ণ। ইহা একজন ক্যাপ্টেন বা একজন মেজরের তত্ত্বাবধানে থাকে এবং তাঁহার অধীনে শতাধিক লোক কাজকর্ম্ম করে। এই ডাকঘরের কাজকর্ম্ম একটি বেসামরিক ডাকঘরের ন্যায়ই হইয়া থাকে। এই ডাকঘরের প্রধান কাজ হইল বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধরত সৈন্যদের নিকট যত শীঘ্র সম্ভব চিঠিপত্র পৌঁছাইয়া দেওয়া। সেন্সর কর্ত্তৃপক্ষও এখানে বসিয়াই তাঁহাদের কাজ করিয়া থাকেন।

যে সমস্ত সৈন্যদল ডাকঘরের কাছাকাছি থাকে, তাহারা তাহাদের পিওন পাঠাইয়া ডাক লইয়া যায়। দূরে যুদ্ধরত সৈন্যদের চিঠিপত্র ট্রেণে অথবা লরীযোগে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

রেল ষ্টেশন হইতে মোটর লরীযোগে এই ডাক প্রথমে সরবরাহ কেন্দ্রে আনা হয় এবং সেখান হইতে উহা যুদ্ধক্ষেত্রের ডাকঘরে প্রেরিত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা যখন বেশ ভাল থাকে, তখন প্রত্যহই এই ডাক বিলি হইয়া থাকে। লিবিয়ার সৈন্যদের জন্য প্রেরিত সাঁজোয়া গাড়ী ও রসদাদির সঙ্গেই এই ডাক যাইত এবং সামরিক ডাকঘর হইতে উহা সৈন্যদের নিকট বিলি করা হইত।

[১ম কলমের শেষ]

উৎপাদনের কেন্দ্রও ধ্বংস করিবার মতলব আঁটিয়াছিল। জার্ম্মাণ গুপ্তচরদের মধ্যে যে দুইজন আমেরিকান নাগরিক আছে, তাহাদের নাম হারম্যান হাউপ্ট এবং আর্নেষ্ট বার্জার। আর ছয়জনের নাম এইরূপ:—জর্জ, হাইনেক, কুইরিণ, নিউবার, থিলিং, বাজেল এবং হোবার। ইহারা সকলেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বাসিন্দা ছিল। নিউইয়র্কের ডেপুটি কমিশনার বলেন যে, জার্ম্মাণ গভর্ণমেণ্ট ইহাদিগকে ধ্বংসাত্মক কার্য্যকলাপ শিক্ষা করিবার জন্য জার্ম্মাণীতে পাঠাইয়াছিল। এই ৮ জনের মধ্যে সকলেই স্বীকারোক্তি করিয়াছে।

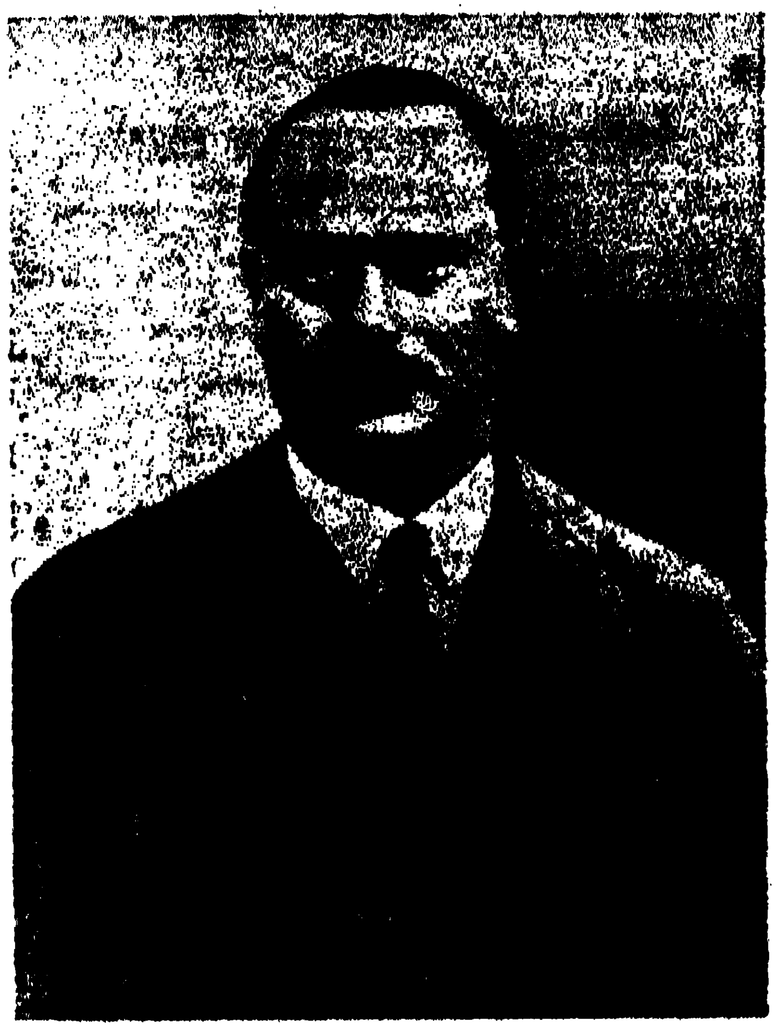

রাজভ্রাতা মহামান্য ডিউক-অব্-গ্লষ্টার

সম্প্রতি ইনি ভারত-পরিভ্রমণে আসিয়াছেন, পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। কয়েকদিন হইল ইনি কলিকাতায়ও আসিয়াছিলেন।

ডিফেন্স সার্টিফিকেট ও ষ্ট্যাম্প

এপ্রিল মাসে বিক্রয়ের হিসাব

গত এপ্রিল মাসে (১৯৪২) বাঙলার বিভিন্ন জেলায় ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট ও ষ্ট্যাম্প বিক্রয়ের হিসাব নিম্নরূপ:—

			সার্টিফিকেট।	ষ্ট্যাম্প।
১।	বাখরগঞ্জ	..	১৩,০২০৲	২৮৩৸০
২।	বর্দ্ধমান	..	১,১০০৲	৭৫৲
৩।	ফরিদপুর	..	৯৫০৲	৪৬৸০
৪।	চট্টগ্রাম	..	২৩০৲	১৮৩৷৷০
৫।	পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম		..	৷০
৬।	খুলনা	..	..	৪৫৷৷০
৭।	রাজশাহী	..	৭,৩৯০৲	১৩৯৷৷০
৮।	পাবনা	..	১,১৪০৲	৮৫৸০
৯।	মুর্শিদাবাদ	..	৩৫০৲	৩৮৷০
১০।	মালদহ	..	৭০৲	১৯১৲
১১।	বীরভূম	..	১,০২০৲	২৲
১২।	যশোহর	..	৭০৲	৫৬৸০
১৩।	ময়মনসিংহ	..	২,৬৪০৲	১২৪৷০
১৪।	কলিকাতা	..	৬৩,১৩০৲	৩,৯৫২৲
১৫।	মেদিনীপুর	..	৩৮,২৭০৲	২৬১৲
১৬।	বাঁকুড়া	..	৪,৩৬০৲	২৬৲
১৭।	হাওড়া	..	৫,২০০৲	১,৪৩৭৲
১৮।	হুগলী	..	৭৬০৲	৫৬১৸০
১৯।	বগুড়া	..	৮,০৮০৲	৭০৸০
২০।	রংপুর	..	১,৯১০৲	৬৪৲
২১।	দিনাজপুর	..	১১,৬২০৲	১২২৲
২২।	ত্রিপুরা	..	১,০৪০৲	৬৬৸০
২৩।	নোয়াখালী	..	১০৲	২৫৲
২৪।	জলপাইগুড়ি	..	৪,৩৭০৲	৪৭৮৲
২৫।	দার্জিলিং	..	৩,৩১০৲	৪৪২৸০
২৬।	২৪-পরগণা	..	১,৪৪০৲	৬৩৭৸০
২৭।	ঢাকা	..	৪,৬২০৲	২৭২৷০
২৮।	নদীয়া	..	১,৬৮০৲	৩১১৷০
	মোট	..	১,৭৮,৬৮০৲	১০,০০৪৷৷০

সিমলা পর্ব্বতের "সানাওয়ার" নামক স্থানে অবস্থিত "লরেন্স রয়েল মিলিটারী স্কুলের" পক্ষ হইতে সম্প্রতি ৩,২৭৫৲ টাকা মহামান্য বাজপ্রতিনিধির যুদ্ধ-ভাণ্ডারে প্রেরণ করা হইয়াছে। এই টাকা দ্বারা একটি এম্বুল্যান্স ক্রয় করিয়া তাহার নামকরণ করা হইবে "সানাওয়ার"।

কলিকাতায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্মেলন

মিলনের জন্য নেতৃবর্গের আন্তরিক প্রচেষ্টা

বিগত ২০শে জুন তারিখে কলিকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্মেলনে যে, ভ্রাতৃভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহা বিস্মৃত হইবার নহে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু লোক সভায় যোগদান করায় টাউন হল সম্পূর্ণ রূপে ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছিল। কলিকাতা সমাজের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ মঞ্চের উপর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক সভার উদ্বোধন করেন।

সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে বাঙলার প্রধান-মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক বলেন যে, যাঁহারা এই প্রদেশের শাসন কার্য্য পরিচালন করিতেছেন, তাঁহারা ভালরূপেই জানেন যে, প্রধান দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব ও সহযোগিতা না থাকিলে প্রকৃত শাসনকার্য্য সম্ভবপর নহে। তিনি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করেন যে, ভারতের বাস্তব অগ্রগতির জন্য হিন্দু ও মুসলমানগণকে একত্রে চেষ্টা করিতে হইবে। বাঙলাদেশে শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙলার মন্ত্রিমণ্ডলী একান্ত উৎসুক এবং ইহার নিদর্শন-স্বরূপ এই ঐক্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে বাজেটে অনেক টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর বলেন যে, সকলকে একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অপর সম্প্রদায়ের সাহায্য ব্যতীত কোন এক সম্প্রদায় উন্নতি সাধন করিতে পারিবে না।

ঐক্য অত্যাবশ্যক

ঢাকার নবাব বাহাদুর বলেন যে, চক্রশক্তির আক্রমণের ভীতি এখন প্রকৃতাবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং নিজেদের বাড়ীঘর ও পরিবার এবং যাহা কিছু তাঁহারা মূল্যবান মনে করেন, তাহা রক্ষার জন্য প্রত্যেকেই উদগ্র করেন। অতএব হিন্দু-মুসলিম ঐক্য একান্ত আবশ্যক। নবাব বাহাদুর একথা দাবী করেন যে, এই প্রদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছে প্রগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি।

ডক্টর নলিনাক্ষ সান্যাল বলেন যে, বর্ত্তমানে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে প্রীতি ও সদ্ভাব অত্যন্ত প্রয়োজন; কারণ ঐরূপ সদ্ভাব না থাকিলে পল্লী অঞ্চলে মানুষের ধনসম্পত্তি নিরাপদ হইবে না। তিনি গ্রামে গ্রামে শান্তিবাহিনী প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করেন।

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ রাজনীতির সম্পর্কহীন ও দল নির্ব্বিশেষে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করায় এই সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণকে অভিনন্দিত করেন। তিনি বলেন যে, এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টায় সকলেরই সমর্থন করা কর্ত্তব্য।

স্যার বি, পি, সিংহ রায় বলেন যে, বর্ত্তমান সময়ে জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সদ্ভাবের জন্য প্রবল আকাঙ্খা রহিয়াছে। নেতৃস্থানীয় লোকদিগের এই সুযোগ গ্রহণ করা উচিত এবং দেশ রক্ষার জন্য ইহা কাজেও লাগান যাইতে পারে।

অন্যান্য বক্তাগণের মধ্যে মিঃ এন, সি, চ্যাটার্জ্জী, মিঃ সন্তোষকুমার বসু, খানবাহাদুর হাশেম আলী খাঁ, মিঃ শামসুদ্দিন আহমদ, সৈয়দ বদরুদ্দোজা, মিঃ হুমায়ুন কবির, মিঃ দেবেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ ও কলিকাতার মেয়র মিঃ হেমচন্দ্র নস্করের নাম উল্লেখযোগ্য।

আভ্যন্তরিণ নিরাপত্তা

সম্মেলনে তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

প্রথম প্রস্তাবে চক্রশক্তির আক্রমণে বাঙলার সম্মুখে আসন্ন বিপদ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে এবং বাঙলার জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। রাজনৈতিক কার্য্যসূচি ও মতবাদের পার্থক্য স্বীকার করিয়াও একথা দৃঢ়তার সহিত বলা হইয়াছে যে, আভ্যন্তরিণ নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা, খাদ্যদ্রব্য মজুত ও বিতরণ ও অন্যান্য অত্যাবশ্যক ব্যাপারে এবং দলগত ও রাজনৈতিক মতবাদ নির্ব্বিশেষে সাহায্য প্রদান কার্য্যের জন্য জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব দ্বারা সম্মেলন স্থির করিয়াছেন যে, সাম্প্রদায়িক সদ্ভাব ও সহযোগিতার জন্য অনুকূল আবহাওয়া (অবস্থা) দেশে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদান ও পুস্তিকাদি বিতরণ দ্বারা প্রচার কার্য্য চালাইবার জন্য একটি "টাষ্ট ফণ্ড" সৃষ্টি করিতে হইবে।

উপরোক্ত প্রস্তাবসমূহ কার্য্যে পরিণত করার জন্য এই সম্মেলন স্থির করিয়াছেন যে, দল নির্ব্বিশেষে এবং রাজনীতির সম্পর্কবিহীন একটি স্থায়ী সমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং তজ্জন্য হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সমিতির একটি কাউন্সিল গঠন করিতে হইবে।

এ বৎসর পুরীতে স্নান, রথযাত্রা ও উল্টারথ পর্ব্ব ২৮শে জুন তারিখ হইতে ২০শে জুলাই পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে। পুরীতে এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী জেলাসমূহে কলেরার আক্রমণের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। এই মৌসুমে পুরীতে যাত্রীর ভীড় হইলে ব্যাপক কলেরার প্রকোপ দেখা দিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সুতরাং বাঙলাদেশ হইতে যে সমুদয় যাত্রী পুরী যাইবেন, তাঁহাদের নিজ নিজ নিরাপত্তার জন্য বাড়ী হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই কলেরা প্রতিষেধক টিকা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

দিনাজপুরে প্রতিমা-নিরঞ্জন

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর বিবৃতি

বাঙলার প্রধান-মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক একটি বিবৃতি প্রসঙ্গে দিনাজপুরের প্রতিমা নিরঞ্জন সম্পর্কে বলিয়াছেন:—

"দিনাজপুরে প্রতিমা নিরঞ্জনের ব্যাপারে সরকারের ভাবগতি সম্পর্কে স্বার্থবান পক্ষগণ দুরভিসন্ধিপ্রসূত মারাত্মক সংবাদ প্রচার করিতেছে। সেই জন্য, সরকারের ভাবগতি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার উদ্দেশ্যে আমি নিম্নলিখিত বিবৃতি দিতেছি।

"শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা এবং কোন্ কোন্ সর্ত্তে শোভাযাত্রা বাহির করিতে অনুমতি দেওয়া যায়—তাহা জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটেরই বিবেচনা সাপেক্ষ। নীতির দিক দিয়া সাধারণভাবে যে সকল উপদেশ দেওয়া হয় এবং আইনানুসারে যে সকল নিয়মাবলী রচিত হইয়াছে, তদনুসারে জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। জেলার শাসনকার্য্য পরিচালনার ব্যাপারে কর্ত্তব্য স্মরণ রাখিয়াই জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে ঐ বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা করিতে হয়; বাহিরের কোন কর্ত্তৃপক্ষই উহাতে জড়িত হইতে পারেন না। যে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি আপোষে মীমাংসা করিতে পারে, সেখানে সমস্যার সমাধানে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হইতে পারে না। কিন্তু যেখানে তাহারা আপোষ মীমাংসা করিতে পারে না (দিনাজপুরে তাহাই ঘটিয়াছে), সেখানে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে যথেষ্ট সময় দিয়া জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেটকেই একটা সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কি সিদ্ধান্ত হইবে, তাহা একমাত্র জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেটেরই বিবেচনা সাপেক্ষ।

"দিনাজপুরে প্রতিমা নিরঞ্জন স্থগিত রাখার ব্যাপারে সরকারের উৎকণ্ঠা বাড়িবার মাত্র একটি কারণ আছে। তাহা এই যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি আপোষ মীমাংসা করিতে পারে নাই এবং তাহার ফলে প্রায় ১০ মাস প্রতিমা নিরঞ্জন স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। সরকার মনে করেন যে, প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে অনতিবিলম্বে একটা আপোষ হওয়া প্রয়োজন। উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে একটি মীমাংসা করিতে হইবে; তাহা না হইলে সকল তথ্য ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেটই এই বিষয়ে একটি ব্যবস্থা করিবেন। উভয় সম্প্রদায়ের অধিকার ও অপরের দৃষ্টি বাধাবাধকতা বিবেচনা করিয়া অনতিবিলম্বে একটি মীমাংসা করিতে দিনাজপুরে উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদিগের নিকট আমি ব্যক্তিগতভাবে আবেদন জানাইতেছি।

"আমি এই কথাও জানাইতেছি যে—জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করুন না কেন, 'মসজিদের সম্মুখে বাজনা বাজাইবার' ব্যাপারে সরকারের নীতির উপর তাহার কোন প্রভাব পড়িবে না; সমগ্র বাঙলার এই ব্যাপারে যথোপযুক্ত কর্ত্তব্য স্থির করার উদ্দেশ্যে বাঙলা সরকার ঐ বিষয়টি পরিপুষ্ট বিবেচনা করিবেন।"

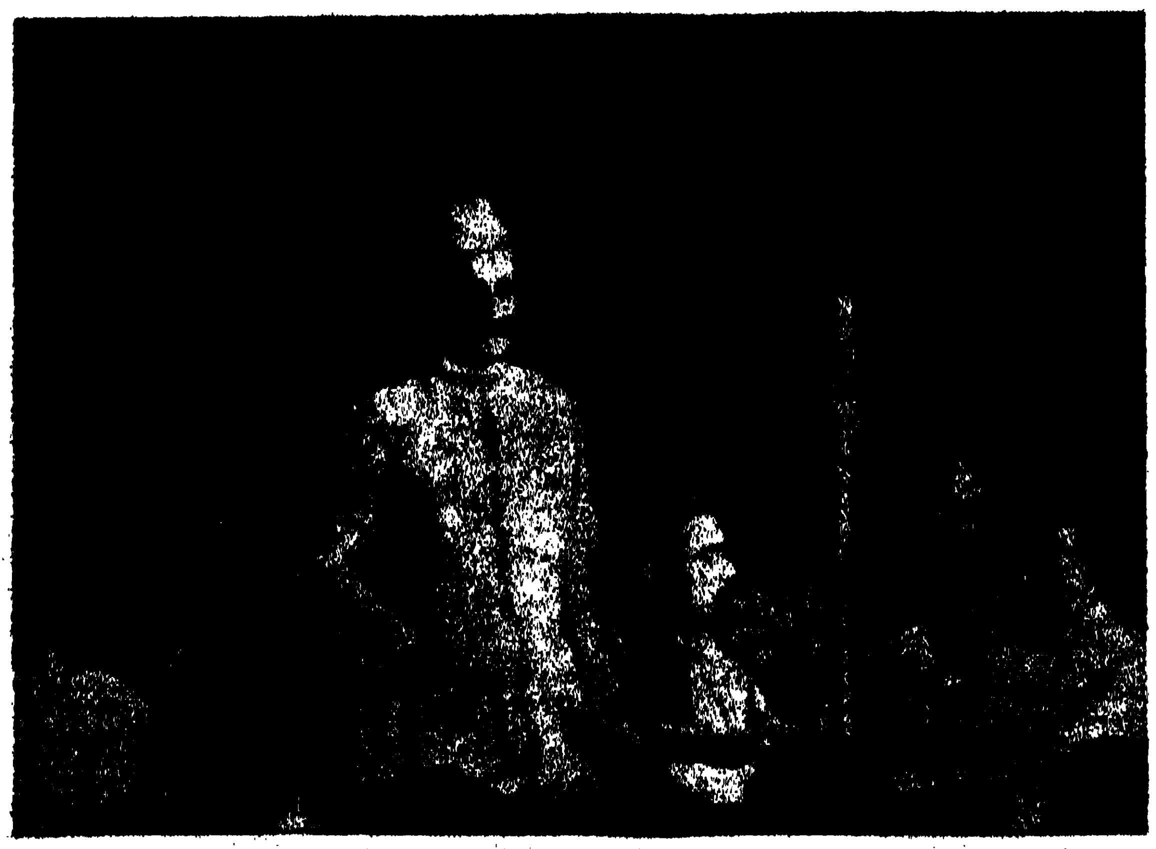

ঐক্য সম্মেলনের সভাপতি মাননীয় মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করিতেছেন।

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী মহোদয় ঐক্য সম্মেলনে উদ্বোধন-বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন।

শাহাজাদা ইউসুফ্ মির্জ্জার বেতার-বক্তৃতা

চরম মুহূর্ত্তের পরম বাণী

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের চিফ্ হুইপ শাহাজাদা ইউসুফ্ মির্জা, এম, এল, এ গত ২৯শে জুন কলিকাতা বেতার-কেন্দ্র হইতে "বর্ত্তমান সময়ের চরম প্রয়োজন" সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে শাহাজাদা বলেন, "আজ আমাদের দেশ বিপদাপন্ন। আমাদের এবং আপনাদের মাতৃভূমি এই বঙ্গদেশ যে কোন মুহূর্ত্তে পৃথিবীর বৃহত্তম যুদ্ধের রণ-ভূমিতে পরিণত হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলে যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক-নীতি ইতিমধ্যেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আমরা যাহারা দীর্ঘকাল-ব্যাপী শান্তি উপভোগ করিয়া যুদ্ধ কি বস্তু ভুলিয়া গিয়াছি, তাহারা স্বভাবতঃই অন্যান্য দেশের লোক হইতে যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক ব্যাপার সম্পর্কে বিশেষ ভীতিগ্রস্ত হই।"

বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "দীর্ঘকাল ধরিয়া আমাদের এই বিশ্বাসে ঘুম পাড়াইয়া রাখা হইয়াছে যে, জাপান এসিয়াবাসীদের বন্ধু; দীর্ঘকাল ধরিয়া আমরা টোকিও হইতে এই প্রচার কার্য্য শুনিয়া আসিতেছি যে, উদিত সূর্য্যের দেশের সৈন্যদল পদদলিতদের উদ্ধার করিবে। দীর্ঘদিন ধরিয়া আমরা উৎকণ্ঠার সহিত অন্যান্য সাম্রাজ্য-বাদী শক্তির সহিত বল পরীক্ষা নিরীক্ষণ করিয়াছি। জাপান তাহার বর্ব্বরোচিত সৈন্যদল লইয়া যে সকল দেশের ভিতর দিয়া চলিয়া আসিয়াছে, তাহাদের কী দশা করিয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার সময় আসিয়াছে। এতদ্ব্যতীত অত্যাচার নিপীড়িত কোরিয়াবাসীদের বেদনার আর্ত্তনাদ এবং চীনদেশের অধিবাসীদের ক্রুদ্ধ প্রতিরোধের কথাও হৃদয়ঙ্গম করিবার সময় আসিয়াছে। অন্যান্য দেশে জাপান যে সব কাজ করিতেছে, সেদিকে আমরা আমাদের চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রাখিতে পারি না। তাহারা যে আমাদের সহিতও বর্ব্বরোচিত ব্যবহার করিবে না, তাহার কি নিশ্চয়তা আছে।

তিনি বিশেষ জোরের সহিত আরও বলেন যে, জাপান বিজাতীয় বিজেতারূপে ছাড়া অন্যভাবে আমাদের মধ্যে আসিয়াছে, এ ধারণাও আমাদের পক্ষে অপমানজনক। সেই ভূমিকাই সে নির্ব্বাচন করিয়াছে এবং তাহার বিরুদ্ধে আমাদিগকে বিশেষ সচেতন থাকিতে হইবে। আমাদিগকে বাধা প্রদান করিতে হইবে; সর্ব্বশক্তি লইয়া আমাদিগকে বাধা প্রদান করিতে হইবে। প্রত্যেক মানুষ, প্রত্যেক স্ত্রীলোক এবং শিশু এই বিরাট সৈন্যদলের, এক একটি সৈনিক। সে সৈন্যদল জনগণের সৈন্যদল এবং তাহাতে প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য রহিয়াছে। যদি দেশবাসী যুদ্ধ না করে, তবে তাহারা সবলক স্বাধীনতার দাবী হইতে বঞ্চিত হইবে। তাহাদের দেশ এবং তাহাদের স্বাধীনতা বিপদগ্রস্ত। প্রত্যেকেরই মনে এই ধারণা বদ্ধমূল রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেকেই এই যুদ্ধের এক একজন সৈনিক এবং প্রত্যেকেরই উপর চরম জয়লাভ নির্ভর করিতেছে। সুতরাং বিলম্ব করিবার, আলস্য করিবার সময় নাই; কারণ এই চরম মুহূর্ত্তে কোন আত্ম-ত্যাগই যথেষ্ট নহে।

তিনি অতঃপর বলেন,—"আমাদের সাহসী সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সহিত হাতাহাতি যুদ্ধ করিতেছে। যাহারা প্রকৃত সমরক্ষেত্রের পিছনে রহিয়াছে তাহাদেরও করণীয় কাজ রহিয়াছে। কারণ এই যুদ্ধ হইতেছে আয়, যুদ্ধ ও নৈতিকবলের যুদ্ধ। তাহাদের মনে কোন প্রকার পরাজয়ের মনোবৃত্তি থাকিলে তাহা দূর করিতে হইবে। তাহাদিগকে আরও খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে হইবে; চিনি, কাগজ, কয়লা ও কেরোসিন প্রভৃতি দ্রব্যের খরচ যথাসম্ভব কমাইতে হইবে, যাহাতে স্বাধীনতার সৈন্যবাহিনীকে উপযুক্ত আহার সরবরাহ করা যাইতে পারে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে গণতন্ত্রের রণসম্ভার প্রেরণ করা সম্ভব হয়। যুদ্ধ কঠোরভাবে মানুষের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।"

উপসংহারে তিনি বলেন যে, যুদ্ধের ব্যাপারে দল বা সম্প্রদায়ের কোন স্থান নাই। কোন রকম ভেদাভেদ বা তারতম্য না করিয়া ইহা বৈরী নির্য্যাতন করে। সুতরাং শত্রুকে বাধা দিবার জন্য রাজনৈতিক বা সামাজিক দল নির্ব্বিশেষে সমবেতভাবে শত্রুর বিরুদ্ধাচরণ করিতে হইবে। শত্রু পরাজিত হইলে তাহাদের দেশ যখন স্বাধীন হইবে, তখন তাহারা তাহাদের সম্পর্ক ও আনুগত্যের কথা চিন্তা করিতে পারিবে। এই যুদ্ধ ফ্যাসিষ্ট দলের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী লোকদের যুদ্ধ এবং এই মহান কার্য্যে তাহাদিগকে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে।

সংশোধিত বঙ্গীয় ফৌজদারী আইন

সমগ্র বাঙলায় কার্য্যকরী হইল

গত ২৬শে জুনের এক বিজ্ঞপ্তিতে বাঙলা সরকার সংশোধিত বঙ্গীয় ফৌজদারী (শিল্প অঞ্চলসমূহ) আইনকে (১৯৪২ সালের বঙ্গীয় ৪নং আইন) সমগ্র বাঙলায় কার্য্যকরী করিয়াছেন।

এই আইনের খসড়া প্রবর্ত্তনকালে (যাহা পরে আইনে পরিণত হইয়াছিল) সরকার নিম্নরূপে ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই প্রস্তাবিত আইনের আসল উদ্দেশ্য হইতেছে—রেলওয়ে কারখানা, গুদামঘর, কারখানা এবং এবং অন্যান্য শিল্প অঞ্চল হইতে যে সকল দ্রব্য চুরি যায়, তাহা দমন করা। এই সকল ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে এবং অপহৃত দ্রব্য সনাক্ত করা কষ্টসাধ্য বলিয়া চোর ধরাও সম্ভবপর নহে। সরকার একথাও জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে মাঝে মাঝে ঘোষণা করিয়া জানাইয়া দেওয়া যে, কোন অঞ্চলে এই আইন কার্য্যকরী হইল। বর্ত্তমানে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, কাঁচড়াপাড়া, খড়্গপুর এবং চট্টগ্রামের কারখানাসমূহে এই আইন বলবৎ করা হইবে।

এই বিল প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে বাঙলাদেশ সরাসরি শত্রুর আক্রমণের মধ্যে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রমাগত টেলিগ্রাফের সাজ-সরঞ্জাম চুরি যাইতেছে এবং ইহারই উপর দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদান নির্ভর করিতেছে। জনগণের রক্ষার্থ শত্রুর বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর অভিযানমূলক নিবৃত্তির প্রয়োজনীয় সংবাদাদির আদান-প্রদানের বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া এই সকল চুরি সরাসরি বাঙলাদেশের অধিবাসীদিগের নিরাপত্তাকে বিপজ্জনক করিয়া তুলিতেছে। এই ধরণের চুরি যাহাতে দৃঢ়হাতে দমন করা হয়, তদনুসারে সরকার ইতিপূর্ব্বেই এই নোটিশ জারী করিয়াছেন। বর্ত্তমানে যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তাহাতে উপরিলিখিত দ্রব্যাদি ব্যতীত মিলিটারী অথবা বিমান বাহিনীর সাজ-সরঞ্জাম কিম্বা ষ্টোরের জিনিষপত্র এবং পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগ অথবা রেলওয়ে ষ্টোরের জিনিষ সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে।

মাননীয় মিঃ শামসুদ্দীন আহমদ

ওয়ার্ক-সরকারদের অভ্যর্থনা

সম্প্রতি বৌবাজার ষ্ট্রীটস্থ কিশোরী সাহ প্রমিক লাইব্রেরী হলে বাঙলার কমিউনিকেশন ও ওয়ার্কস্ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ শামসুদ্দিন আহমদ সাহেবকে বাঙলা দেশের কমিউনিকেশন ও ওয়ার্কস্ বিভাগের ওয়ার্ক-সরকারগণ এবং অল বেঙ্গল ওয়ার্ক সরকার এসো-সিয়েশনের সদস্যগণ সম্বর্দ্ধিত করেন। মিঃ মৃণাল কান্তি বসু সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

বক্তৃতা কালে মিঃ বসু বলেন,—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে তাঁহাদের মধ্যে উপবিষ্ট দেখিয়া তিনি অত্যন্ত আনন্দ পাইতেছেন। কারণ তিনিও এই এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি ওয়ার্ক সরকারদের বেতন, গ্রেড, প্রমোশন প্রভৃতি বিষয়ক অনেক অভিযোগের উল্লেখ করেন। তিনি আশা করেন যে, মাননীয় মন্ত্রী এই সব অভিযোগের প্রতিকার করিবেন।

মিঃ শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম, এল, সি, মিঃ আবদুল মালেক, মিঃ রবীন্দ্র প্রামাণিক, এবং মিঃ সতীশ চন্দ্র সেন প্রমুখ বক্তাগণ বক্তৃতা করেন।

মাননীয় মন্ত্রী উত্তরদানকালে বলেন, তিনি কাইল-গুলি দেখিয়া যথাসম্ভব সত্বর প্রতিকল্পে অভিযোগ দূর করিতে চেষ্টা করিবেন।

"আফিরাতু" নামক স্থানে কাব্যাড়ে নিয়োজিত প্রবাসী ভারতীয় খানসাহেব শেখ নোর মোহাম্মদ মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের যুদ্ধ-ভাণ্ডারে ১,০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

চাউলের নিয়ন্ত্রিত মূল্য

সহর ও মফঃস্বলে দরের পার্থক্য

বাঙলা সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, পূর্ব্বে চাউলের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া বাঙলা সরকারের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণকর্ত্তা যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন, সেই দর শুধু কলিকাতায়ই প্রযোজ্য। মফঃস্বলে চাউলের দর মণ প্রতি ।০ আনা হইতে ।৵০ আনা কম হইবে।

মোটা ও মাঝারি চাউল বলিতে কি বুঝায়, সরকার তাহা বুঝাইয়া বলিতেছেন যে, নিম্নলিখিত চাউলগুলি এই বিভাগে পড়িবে :—

মোটা চাউল :—সাদা মোটা, লাল মোটা, উড়িষ্যা মোটা প্রভৃতি।

মাঝারি অথবা সাধারণ চাউল :—ঝিঙ্গা, কলমা, নাগরা, পাটনাই সাধারণ, পাটনাই মাঝারি ইত্যাদি।

কোন চাউল "মোটা" অথবা "মাঝারি" চাউলের অন্তর্ভুক্ত হইবে, তৎসম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইলে ইন্সপেক্টরগণ যখন সহরের বড় বড় বাজারে যাইবেন, তখন ব্যবসায়ীদিগকে এই বিষয়ে সাহায্য করিবেন।

জনসাধারণের নতুন মালের অপ্রতুলতার বিষয়ে চিন্তিত হইবার কারণ নাই। কারণ সরকার ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, জনগণের চাউল রপ্তানী খুব বিবেচনা করিয়াই করা হইবে।

গৃহপালিত পশুর বাজার দর

এক সপ্তাহের বিবরণী

বাঙলাদেশের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার গত ২৭শে জুন নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন :—

গত শনিবার, ২৭শে জুন, যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সময় কলিকাতায় আমদানী করা দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা ২৪১টি; তন্মধ্যে পাঞ্জাব হইতে ১১২টি এবং বাকী অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনা হইয়াছে। উক্ত সময়েই পাঞ্জাব হইতে ১৬০টি এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে ৭৬৩টি মহিষ আমদানী করা হইয়াছে।

দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষের দর যথাক্রমে ১০০৲ হইতে ১৩৬৲ এবং ১৪৫৲ হইতে ২২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। গাভীগুলি ৬ সের হইতে ৮ সের এবং মহিষগুলি ১০ সের হইতে ১২ সের পর্য্যন্ত প্রত্যহ দুগ্ধ প্রদান করিয়াছে।

দুইটী ঋণ-সালিশী বোর্ড

নূতন ক্ষমতা প্রাপ্তির ঘোষণা

বঙ্গীয় কৃষি-খাতক আইনের ২২ ধারার (১) উপধারার অন্তর্ভুক্ত (ক) প্রকরণ অনুযায়ী ক্ষমতা পরিচালনার অধিকার নিম্নোক্ত দুইটী স্পেশাল ঋণ-সালিশী বোর্ডের উপর প্রদত্ত হইয়াছে :—

পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার শাহাজাদপুর ও উল্লাপাড়া স্পেশাল ঋণ-সালিশী বোর্ড।

বাঙলাদেশে পল্লী-উন্নয়ন সমস্যা

বিভাগীয় ডিরেক্টরের অভিমত

বাঙলার পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টর ও পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের চিফ্ কন্ট্রোলার মিঃ এইচ. এস. এম. ইসহাক, আই. সি. এস. বিগত ৭ই জুন তারিখে রাজশাহী জেলার নওগাঁ'য় স্থিত সমবায় ট্রেনিং স্কুলে ট্রেনিং গ্রহণকারী অফিসারগণের নিকট পল্লী-উন্নয়ন সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত বক্তৃতা প্রদান করেন। সমবায় সংশ্লিষ্ট অফিসারগণ ও সহকারী রেজিষ্ট্রার ও শহরের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিগণ উক্ত বক্তৃতা শ্রবণের জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন।

মিঃ ইসহাক বলেন, "আনন্দের বিষয় এই যে পল্লী-উন্নয়নের জন্য একটি আন্দোলন চলিতেছে এবং তিনি ঐ বিভাগের ডিরেক্টরস্বরূপে পল্লী অঞ্চলের আর্থিক ও সাধারণ অবস্থার উন্নতির উপায় ও পন্থা উদ্ভাবন করিতেছেন। তিনি বলেন যে, পল্লী-উন্নয়ন বলিতে কৃষকদিগের পল্লী জীবনের পুনর্গঠন বুঝায়। এই কৃষকেরা মোট জন সংখ্যার শতকরা ৮০ জন এবং বাঙলার মেরুদণ্ড। বাঙলা দেশে ১৷৷ দেড় লক্ষ গ্রাম রহিয়াছে এবং জন সংখ্যার শতকরা ৯৩. জন এই গ্রামেই বাস করে। কিন্তু গ্রামের অবস্থা নৈরাশ্যজনক ও শোচনীয়। অতীতে গ্রামের অবস্থা এরূপ ছিল না। লোকের প্রচুর পান-ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। লোকের স্বাস্থ্য ছিল ভাল এবং বর্তমানের লোকের চেয়ে তাহারা ছিল দীর্ঘায়ু; কিন্তু এখন স্বাস্থ্য, সম্পদ ও মানসিক দিক দিয়া তাহাদের অধোগতি হইয়াছে। বাঙলার একজন চাষীর গড়ে মাসিক আয় মাত্র ২৷৷৵ দুই টাকা আট আনা, ইংলণ্ড বা আমেরিকার মত সভ্যদেশের চাষীদের যে আয় তাহার সহিত তুলনায় ইহা ২০, ৩০ বা ৪০ ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই সামান্য আয় দ্বারা চাষী দিনে দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। পাশ্চাত্য দেশে গড়ে লোক ৪৫ বৎসর বাঁচিয়া থাকে, ভারতবর্ষের গড় উহার অর্দ্ধেক। লেখাপড়া জানা লোকের গড় আরোও শোচনীয়। পাশ্চাত্য দেশ ও জাপান যেখানে শতকরা ৯০ জন লোক লেখাপড়া জানে, এমনকি অনুন্নত চীনও এ বিষয়ে বাঙলা দেশের চেয়ে অনেক বেশী উন্নত। বাঙলায় লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা ১৪ জন মাত্র। মিঃ ইসহাক বলেন যে, সর্ব্ব বিষয়ে এই অবনতি একদিনে হয় নাই। নানা প্রকার অবস্থার সমন্বয়ে ক্রমে ক্রমে এইরূপ ফল দাঁড়াইয়াছে এবং এখন প্রত্যেক গ্রামে উহা স্থায়ীভাবে বিদ্যমান। শতাব্দীর পর শতাব্দী অশুভ ঘটনা পরম্পরায় গ্রামগুলি নৈরাশ্য ও নিরানন্দে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। গ্রামবাসীদের মন হইয়াছে নীরস এবং তাহারা উৎসাহ, সাহস ও বিশ্বাস হারাইয়া বসিয়াছে। তাহাদের সকল আশা ভরসা নষ্ট হওয়ায় তাহারা নিজেদেরকে মানবাধী পশুর চেয়ে মহত্তর মনে করেনা এবং ঘোর অদৃষ্টবাদীর মত সব জিনিষকেই বিধাতার বিধান বলিয়াই গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহার বিরুদ্ধে তাহাদের কোন অভিযোগ নাই এবং ইহার প্রতিকার করার চেষ্টাও তাহারা করে না। পল্লী-উন্নয়নের ডিরেক্টর বলেন যে, এই নৈরাশ্য ও অসহায় মনোভাব মৌলিক ব্যাধি-স্বরূপ হইয়াছে। ইহাতে জাতির জীবনী-শক্তিকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। এই জাতীয় মৌলিক ব্যাধির চিকিৎসা করাই এখন প্রথম কাজ। জনসাধারণের মনকে সজীব ও উৎসাহপূর্ণ করিতে হইলে পল্লী-উন্নয়নের প্রত্যেক কর্মীর সর্ব্ব প্রথম কাজ হইবে প্রত্যেক গ্রামবাসীর মনে এই আত্মবিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা করা যে, মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার তাহার আছে এবং মানবাধী পশুর মত বাঁচা তাহার নিয়তি নহে। সর্ব্ব প্রথমে উন্নততর ও পরিপূর্ণ জীবন যাপন করার আগ্রহ গ্রামবাসীর মনে জাগ্রত করিতে হইবে। মিঃ ইসহাক আরোও বলেন যে, যদি জনসাধারণের মনে এই চেতনা-শক্তি উত্তেজিত করা যায়, তাহা হইলে পল্লী-উন্নয়নের কাজ অতি সহজ হইবে। তাহাদের মনের বর্ত্তমান অবসাদ একবার দূর করিতে পারিলে তাহাদের অগ্রগতিতে কিছুই বাধা দিতে পারিবে না। একমাত্র দৃঢ় সঙ্কল্পের প্রয়োজন; কারণ যেখানে সঙ্কল্প রহিয়াছে সেখানেই কর্মপথ উন্মুক্ত।

সমবায় ও সংহতি

তিনি বলেন যে, জনসাধারণ যদি একবার উপলব্ধি করিতে পারে যে, তাহারা নিজকে যেরূপ অসহায় মনে করে প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা তেমন অসহায় নহে, তৎপর তাহাদিগকে সমবায় ও সাহসের সঙ্গে কাজ করিতে শিক্ষা দেওয়া হইবে। তাহাদের সমস্যা একই এবং তাহাদের সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যক্তিগত বিরোধ যথাসম্ভব ভুলিয়া যাইতে হইবে। "মিলনে শক্তি, বিরোধে পতন" একথা তাহাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে। কাজেই তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে নেতৃত্ব করার উপযুক্ত ব্যক্তি-গণের নেতৃত্বাধীনে কাজ করিতে শিক্ষা দিতে হইবে।

মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া এই বিষয়টি বুঝাইয়া দেওয়ার পর তিনি পল্লী অঞ্চলের অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় ও শিক্ষা বিষয়ক বর্ত্তমান সমস্যাগুলির আলোচনা করেন ও উহার সমাধানের উপায় নির্দ্দেশ করেন।

তিনটি সমস্যা

তিনি বলেন যে, এই তিনটি সমস্যার সমাধান করিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন এবং একথা সর্ব্বদাই বলা হইয়া থাকে যে, পল্লী-উন্নয়নের এই বিরাট কার্য্য সমাধা করার জন্য গভর্ণমেণ্টের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করা উচিত। মিঃ ইসহাক এই বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের দায়িত্ব অস্বীকার করেন নাই বটে, তবে তিনি একথা দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, জনসাধারণ নিজেরা গভর্ণমেণ্টের সহিত একযোগে এই দায়িত্বের অংশ গ্রহণ না করিলে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রকৃত কাজ করা সম্ভবপর নহে। একথা সত্য যে বাঙলা দেশ একটি দরিদ্র কৃষি-প্রধান দেশ কাজেই; এদেশের রাজস্ব এত বেশী নয় যে, তাহা দ্বারা গভর্ণমেণ্ট আংশিকভাবেও এই সমস্যার সমাধান করিতে পারেন। যদি সকল প্রকার কর আদায়ের পন্থাও অবলম্বন করা হয়, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বোচ্চ আয় ২০ কোটি টাকা হইতে পারে কিন্তু এই প্রদেশের ৬ কোটি লোকের প্রয়োজন মিটাইতে ঐ টাকা অতি অপ্রচুর। কাজেই জনসাধারণের কর্ত্তব্য হইল নিজেদের উন্নতির জন্য নিজেরা চেষ্টা করা। তাহারা তাহাদের সামান্য সামান্য আয় সাধারণ ধন-ভাণ্ডারে একত্রিত করিলে গভর্ণমেণ্ট যে পরিমাণ টাকা মঞ্জুর করিতে পারেন, তদপেক্ষা অনেক বেশী টাকা সংগৃহীত হইতে পারে।

প্রকৃত কার্য্য-তালিকা সম্বন্ধে মিঃ ইসহাক বলেন যে, প্রত্যেক গ্রামে যে প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইবে তাহার একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকা দরকার এবং উহা সমবায়ের নীতি ও পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন এবং উহার কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে চালাইতে হইবে। মাঝে মাঝে এখানে সেখানে জঙ্গল পরিষ্কার করা কিম্বা কোন বিশেষ অঞ্চলের কচুরীপানা ধ্বংস করা, প্রকৃত পল্লী-উন্নয়নের কাজ নহে।

এই প্রদেশের নিরক্ষরতার সমস্যা দূর করিতে হইলে বয়স্কদিগের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি মনে করেন যে, যেহেতু পিতা-মাতাই শিশুদের চরিত্র গঠনে পথ প্রদর্শক, সেইজন্য তাহাদের শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম স্থান লাভ করিবে।

গ্রামের অর্থনৈতিক ও স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তিনি পুনরায় পল্লীবাসিগণকে সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করেন ও বলেন যে, তাহাদের দীর্ঘ নিদ্রা পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং একথা উপলব্ধি করিতে হইবে যে, জয়ের পথ যদিও দুর্গম ও দুরারোহ, তথাপি অনতিক্রমণীয় নহে। শুধু সমবেত শক্তি প্রয়োগ করা তাহাদের প্রয়োজন। তিনি এই বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন না; কিন্তু তিনি মনে করেন যে, অর্থকরী শিক্ষার প্রতিষ্ঠা গভর্ণমেণ্টের প্রচেষ্টা বেশী দরকার এবং গভর্ণমেণ্ট কৃষি, কুটির-শিল্প ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিষয়ের সমস্যা বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিবেন।

উপসংহারে তিনি বাঙলার মূক জনসাধারণের এই শোচনীয় অবস্থার প্রতি শিক্ষিত সমাজের নৈরাশ্য ও উদাসীনতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং শিক্ষিত সমাজকে পল্লী-উন্নয়নের মহান কাজে সকল প্রকার চেষ্টা ও শক্তি প্রয়োগ করিতে আহ্বান করেন।

ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসের জরুরী বিভাগের জন্য কেবলমাত্র ভারতবর্ষে থাকিয়া কাজ করিবার নিমিত্ত লোক সংগ্রহ করা আরম্ভ করিবেন। যাঁহাদিগকে এইভাবে সংগ্রহ করা হইবে, সাধারণ সার্ভিসের অফিসার অপেক্ষা তাঁহারা কম বেতন পাইবেন। কিন্তু তাঁহাদের চাকরীর অন্যান্য সুখ-সুবিধা সাধারণ সার্ভিস অফিসারদিগের সমতুল্যই হইবে। কেবল-মাত্র ভারতবর্ষের জন্য যে সকল অফিসার সংগ্রহ করা হইবে তাঁহাদিগকে সাধারণ সার্ভিসেও বদলীর অনুমতি দেওয়া হইবে।

গত কিছুদিন হইতে বৃটিশ বিমান-বাহিনী নাৎসী-অধিকৃত অঞ্চলে যেরূপ ব্যাপকভাবে বোমা বর্ষণ আরম্ভ করিয়াছে, তাহার ফলে শত্রুদল প্রকৃতই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। এই চিত্রে দেখা যাইতেছে—সমরোপকরণবাহী একখানা জার্মাণ ট্রেণের উপর বৃটিশের বোমারু বিমান বোমা বর্ষণ করিতেছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

আফ্রিকার রণাঙ্গণে সঙ্কটজনক অবস্থা

রুশীয়ান যুদ্ধক্ষেত্র

সোভিয়েট সৈন্যদের অগ্রগতি

মিত্র সেন্ট্রালে প্রকাশ, সোভিয়েট সেনারা সেবাস্তোপোলের দক্ষিণে অল্প অগ্রসর হইয়াছে।

সেবাস্তোপোলরক্ষীদের যুদ্ধ

বুইবিশেভের খবরে প্রকাশ, সেবাস্তোপোলরক্ষী সৈন্যদল কোণঠাসা অবস্থায় যুদ্ধ করিতেছে। জার্ম্মাণ বাহিনী সোভিয়েট ব্যূহের অভ্যন্তরে কীলকাকারে প্রবিষ্ট হওয়ায় সেবাস্তোপোলরক্ষীদের যে বিপদ দেখা দিয়াছিল, উহা হ্রাস পায় নাই।

সেবাস্তোপোলের কতক অধিবাসী অপসারিত

মস্কো রেডিও "প্রাভদা"র সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া জানায় যে, সেবাস্তোপোলের কতক অধিবাসী, বিশেষ করিয়া শিশুদিগকে অপসারিত করা হইয়াছে।

খারকভ রণাঙ্গণে লালফৌজের সাফল্য

কুইবিশেভের সংবাদে প্রকাশ, রুশ সেনাদল খারকভ রণাঙ্গনের এক অঞ্চলে আক্রমণ চালাইয়া জার্ম্মাণদিগকে একটি নদীর অপর পারে বিতাড়িত করিয়াছে ও নদীর পশ্চিমতীরস্থ কয়েকটি গ্রাম পুনরধিকার করিয়াছে। উভয় পক্ষ এক পক্ষকাল দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম চালানর পর বর্ত্তমানে অবস্থা এই যে, সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও জার্ম্মাণগণ এই অঞ্চলে অগ্রসর হইতে পারে নাই।

এক বৎসরে উভয়পক্ষের ক্ষতি

২৩শে জুনের মস্কো রেডিও সোভিয়েট প্রচার বিভাগের কথা উদ্ধৃত করিয়া জানায় যে, এক বৎসরের যুদ্ধে উভয় পক্ষের নিম্নরূপ ক্ষতি হয়:—

	জার্ম্মাণ।	রুশিয়া।
হত, আহত ও নিখোঁজ সৈন্য	১ কোটি	৪৫ লক্ষ
কামান ..	৩০,৫০০	২২,০০০
ট্যাঙ্ক ..	২৪,০০০	১৫,০০০
বিমান ..	২২,০০০	৯,০০০

জার্ম্মাণ সৈন্যক্ষয়ের মধ্যে কমপক্ষে ৩৫ লক্ষ নিহত হইয়াছে। আহত লালফৌজ সেনাদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন আবার সেনাদলে ফিরিয়াছে; কিন্তু শতকরা ৪৫ জন আহত জার্ম্মাণ মাত্র পুনরায় সেনাদলে যোগ দিতে পারিয়াছে।

বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, এই ক্ষতির হিসাব নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, গত বছরের মত ব্যাপকাকারে আক্রমণাত্মক সংগ্রাম পরিচালন করিবার ক্ষমতা জার্ম্মাণ বাহিনীর আর নাই। কার্চের মত সাফল্য ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্ত্তনশীল। অধিকাংশ ভাল জার্ম্মাণ সৈন্য লাল-ফৌজের হাতে প্রাণ দিয়াছে। জার্ম্মাণ জনসাধারণের নিকট হিটলার নিছক চালবাজ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছেন। "সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিরোধ-শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অন্যান্য স্বাধীনতাপ্রেমিক জাতির সহিত সোভিয়েট ইউনিয়ন হিটলারী বাহিনীর সম্পূর্ণ ধ্বংসের প্রয়োজনীয় অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে।"

খারকভ রণাঙ্গনে সোভিয়েট ব্যূহ ভেদ

২৪শে জুন "রেডষ্টার" পত্রিকার সংবাদে জানা যায় যে, খারকভ রণাঙ্গনের এক অঞ্চলে জার্ম্মাণরা সোভিয়েট রক্ষাব্যূহের "কিয়দংশ" কীলকের আকারে ভেদ করিয়াছে। রণাঙ্গনের এই অংশে আক্রমণ চালাইবার জন্য জার্ম্মাণরা অনুমান দুইশত ট্যাঙ্ক ও কয়েকদল পদাতিক সৈন্য নিয়োগ করে। জার্ম্মাণরা এক এক দলে ত্রিশটি করিয়া ট্যাঙ্কের সাহায্যে রণাঙ্গনের অন্যান্য এলাকা ভেদ করিতে চেষ্টা করিতেছে।

লালফৌজের সাফল্য

বার্লিনের সংবাদে প্রকাশ যে, ইলমেন হ্রদের দক্ষিণ-পূর্ব্বে সোভিয়েট বাহিনী ঘনঘোর অন্ধকারে ও একবুক কাদা ভাঙিয়া জার্ম্মাণ ব্যূহের এক স্থান ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছে। জার্ম্মাণ রেডিওতে ঘোষিত হইয়াছে যে, একটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ উচ্চভূমি অধিকারের জন্য কয়েক সপ্তাহব্যাপী যুদ্ধের ফলে সোভিয়েট বাহিনী এই সাফল্য অর্জন করিয়াছে।

মস্কো রেডিওতে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট বাহিনী প্রবল পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া সেবাস্তোপোলের উত্তর রণাঙ্গনের একটা উচ্চভূমি পুনরায় অধিকার করিয়াছে।

সেবাস্তোপোল্ এলাকায় তীব্র যুদ্ধ

২৫শে জুনের সংবাদে প্রকাশ, সেবাস্তোপোলের অবস্থা ক্রমশঃই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে, তবে রাশিয়ানরা এখনও ভালভাবে বাধা দিতেছে এবং জার্ম্মাণীকে একটু সাফল্যের জন্যও গুরুতর ত্যাগ স্বীকার করিতে হইতেছে। জার্ম্মাণরা শহরের দিকে প্রায় এক হাজার বিমান লইয়া আক্রমণ করিতেছে এবং অন্ততঃ ৮ ডিভিশন সৈন্য এই যুদ্ধে নিয়োজিত করিয়াছে ও ভারী কামান ব্যবহার করিতেছে; পূর্ব্বে এগুলি ব্যবহৃত হয় নাই।

জার্ম্মাণ রেডিওতে বলা হইয়াছে, সেবাস্তোপোল আক্রমণ-কারী জার্ম্মাণ ও রুমানিয়ান সৈন্যদিগকে প্রত্যেক গজ জায়গার জন্য প্রচণ্ড যুদ্ধ করিতে হইতেছে। বার্লিন হইতে বার্ণে প্রেরিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, সামরিক ইতিহাসের কোন যুদ্ধ বা ঘটনার সহিত সেবাস্তোপোলের যুদ্ধের তুলনা চলে না।

ক্রিমিয়ার দক্ষিণে রুশ সৈন্য

বার্ণে (সুইজারল্যাণ্ড) সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, দুই রেজিমেণ্ট রুশীয় নৌ-সেনা ক্রিমিয়ার দক্ষিণ উপকূলে অবতরণ করিয়াছে। প্রকাশ, ইয়াল্টা পাহাড়ের পাশ দিয়া রুশ সৈন্যগণ উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছে এবং ইনকারম্যান অঞ্চলে ভয়াবহ যুদ্ধের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাহার ফলে সিম্ফারোপোলের সহিত জার্ম্মাণ যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা ঘটিয়াছে।

ককেশাসের বিভিন্ন বন্দর হইতে এই সমস্ত সৈন্য আনা হইয়াছে। উপকূলরক্ষী কামানশ্রেণী হইতে প্রবল বাধা দান সত্ত্বেও রুশ সৈন্য অবতরণ করিয়া জার্ম্মাণদের পশ্চাতে ঠেলিয়া কোন কোন স্থানে অগ্রসর হইয়াছে। জার্ম্মাণগণ রুশদের অবতরণস্থানে সিম্ফারোপোল ও থিওডোসিয়া হইতে নূতন নূতন সৈন্য আমদানী করিয়াছে।

খারকোভ রণাঙ্গণে প্রচণ্ড যুদ্ধ

২৬শে জুন মস্কো রেডিওতে বলা হইয়াছে যে, খারকোভ রণাঙ্গনে অত্যন্ত প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। রাশিয়ানরা ট্যাঙ্ক দ্বারা দৃঢ় পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে এবং শত্রুর প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। জার্ম্মাণরা ব্যাপকভাবে বিমান আক্রমণও চালাইয়াছে। একটি এলাকায় একদিনে ৩১ বার বিমান-যুদ্ধ হয় এবং তাহার ফলে ৫১টি জার্ম্মাণ বিমান ধ্বংস অথবা জখম হয়।

সমগ্র সেবাস্তোপোল রণাঙ্গনে যুদ্ধ

"প্রাভদার" সংবাদদাতা রণাঙ্গন হইতে জানাইয়াছেন যে, ২৭শে জুন সমগ্র সেবাস্তোপোল রণাঙ্গন ব্যাপিয়া যুদ্ধ চলে। উত্তর-পূর্ব্ব এলাকায় যে জার্ম্মাণ সেনাদল সোভিয়েট ব্যূহে কীলকাকারে প্রবেশ করিয়াছিল, সোভিয়েট সৈন্যগণ প্রচণ্ডবিক্রমে পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া তাহাদিগকে বিতা-ড়িত করিয়াছে। জার্ম্মাণরা এখন ইতস্ততঃ ইটালীর সৈন্যদল ব্যবহার করিতেছে। তাহাদের যে গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে, ইহাতে তাহাই বুঝা যায়। সেবাস্তোপোলের ক্রিমার রুশ সৈন্যগণ অবরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল; কিন্তু রুশ নৌ-সৈন্যদের সাহায্যে তাহারা সেখানে জার্ম্মাণদের এক প্রবল আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।

রুশ সৈন্যদের পশ্চাদপসরণ

খারকোভ রণাঙ্গনের কুপিয়ানস্ক এলাকায় সোভিয়েট সৈন্যগণ সাফল্যের সহিত পশ্চাদপসরণ করিয়া এক নূতন আত্মরক্ষা ব্যূহে আসিয়াছে।

সেবাস্তোপোলে তীব্র ট্যাঙ্ক-যুদ্ধ

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, রেড ষ্টার পত্রিকার সেবাস্তো-পোলের সংবাদদাতা ২৮শে জুন জানাইয়াছেন যে, জার্ম্মাণগণ আক্রমণ চালাইয়া একই সময়ে দক্ষিণে ও উত্তর উপসাগরে পৌঁছিতে চেষ্টা করিলে সেবাস্তোপোল রক্ষিগণ জার্ম্মাণদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে। এই যুদ্ধে এক্সিস পক্ষের ১৪০টিরও বেশী ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়। সোভিয়েট গোলন্দাজ বাহিনী গোলাবর্ষণ দ্বারা যে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে, উহার ফলে জার্ম্মাণদের সমস্ত আক্রমণ ব্যর্থ হয়। জার্ম্মাণ ট্যাঙ্কসমূহ সেবাস্তোপোল রক্ষীদের পরিখা-শ্রেণীর উপর আসিয়া পড়িলেও সোভিয়েট পদাতিক বাহিনী এক পদও পশ্চাদপসরণ না করিয়া তাহাদের ঘাঁটিসমূহ রক্ষা করে।

খারকভ অঞ্চলে জার্ম্মাণদের অগ্রগতির ব্যর্থ চেষ্টা

"ইজভেস্তিয়া" পত্রিকা সংবাদ দিয়াছেন যে, খারকভ রণাঙ্গনের এক অঞ্চলে জার্ম্মাণগণ আক্রমণ সুরু করিলে সোভিয়েট সৈন্যদের সহিত তাহাদের ঘোরতর হাতাহাতি সংগ্রাম হয়। জার্ম্মাণ ট্যাঙ্কসমূহ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলে লাল ফৌজ তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ করে। সোভিয়েট ব্যূহ ভেদ করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইলে জার্ম্মাণগণ আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম করিতে বাধ্য হয়। জার্ম্মাণগণ যে স্থান দখল করিয়াছিল সোভিয়েট সৈন্যদল পরে পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া তাহাদিগকে সেখান হইতে বিতাড়িত করে। অপর এক অঞ্চলে সোভিয়েট পদাতিক বাহিনী ট্যাঙ্কের সাহায্যে আক্রমণ চালাইয়া জার্ম্মাণদিগকে একস্থান হইতে বিতাড়িত করে। এই স্থানে জার্ম্মাণদের প্রভূত ক্ষতি হয়।

জার্ম্মাণ নৌ-ঘাঁটির উপর সোভিয়েট বিমানের আক্রমণ

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট বিমানসমূহ এক জার্ম্মাণ নৌ-ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালাইয়া বন্দরস্থ জাহাজসমূহের গুরুতর ক্ষতি করিয়াছে। সোভিয়েট বিমানের বোমাবর্ষণে এক রেলওয়ে ষ্টেশনের সৈন্যবাহী অনেকগুলি ট্রেণেরও বিস্তর ক্ষতি হয়। রুশ বিমানবহর বিশেষ কৌশলে প্রতিপক্ষের প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেদ করিয়া লক্ষ্যবস্তুসমূহের উপর পৌঁছে এবং বোমাবর্ষণ করিয়া শত্রুপক্ষের প্রভূত ক্ষতি করে। বোমাবর্ষণে নানাস্থানে আগুন লাগিয়া যায়।

গ্রীষ্ম-অভিযান আরম্ভ

রাশিয়ার রণাঙ্গন হইতে ২শে জুন যে সমস্ত সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে, কুরস্ক এবং খারকোভের পূর্ব্বে আক্রমণকারী জার্ম্মাণ সৈন্যগণ হয়ত হিটলারের বহু-বিঘোষিত গ্রীষ্ম-অভিযান আরম্ভ করিয়াছে। রাশিয়ান বাহিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলাই এই অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য। ককেশাসকে মধ্য-রাশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করার জন্য রষ্টোভ অধিকার করাই বোধ হয় কুপিয়ানস্কে অভিযানের লক্ষ্য। আরও উত্তরে কুরস্ক হইতে আক্রমণের লক্ষ্য বোধ হয় ভোরোনেজ অবরোধিকারী মার্শাল টিমোশেঙ্কোর সৈন্যদিগকে জেঃ ঝুকভের অধীনস্থ মধ্য-রাশিয়ার সেনাদল হইতে বিচ্ছিন্ন করা। খারকোভ অঞ্চলে রাশিয়ানরা দৃঢ়ভাবে বাধা দিতেছে এবং জেঃ বক এই পর্য্যন্ত কুপিয়ানস্কের পরে বিশেষ অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

সেবাস্তোপোলের সৈন্যগণ একখনও ঘাঁটি রক্ষা করি-তেছে। ঐ স্থানে যেরূপ প্রচণ্ডভাবে বোমা ও গোলা বর্ষণ হইয়াছে, বোধ হয় ঐ আকারের কোন স্থানের উপর কখনও ঐরূপ প্রচণ্ড গোলা ও বোমাবর্ষণ আর হয় নাই। ব্রায়ানস্ক রণাঙ্গনে তৎপরতার সংবাদও বেসরকারীসূত্রে পাওয়া গিয়াছে। ঐ অঞ্চলে জার্ম্মাণরা রাশিয়ান ব্যূহের শক্তি পরীক্ষার চেষ্টা করিতেছে বলিয়া মনে হইতেছে।

[১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

মহামান্যা কাশ্মীরের মহারাণী বিভিন্ন যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় ইতিপূর্ব্বে বহু সাহায্য করিয়াছেন এবং সম্প্রতি ভারতীয় আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্যার্থ মহামান্য বড়লাটের যুদ্ধ তহবিলে ৫০,০০০৲ টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বড়লাট বাহাদুরের "চীন দিবসের" আবেদনে কাশ্মীরের মহারাণী ২৫,৩৯৩।০ সংগ্রহ করিয়াছেন।

জাতিগঠন ও পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

বিভিন্ন স্থানে গঠনমূলক কার্য্যের সাড়া

নিলফামারী (রংপুর)—

রংপুর জেলার অন্তর্গত নিলফামারী থানার অধীন চুনাবাড়ী ইউনিয়নস্থিত মৃতপ্রায় বুড়িখোড়া নদীর উপর এক বিরাট বাঁধের নির্ম্মাণ কার্য্য (৮০০ হাত দৈর্ঘ্যে, ৫০ হাত প্রস্থে ও ৩০ হাত উচ্চে) বিপুল উদ্যম ও প্রচুর উদ্দীপনার সহিত চলিতেছে। এই বাঁধের দ্বারা উক্ত ইউনিয়নের প্রতি মৌজার সকল পতিত জলাবদ্ধ জমির জলনিকাশনের ব্যবস্থা হইবে। স্থানীয় পল্লী-মঙ্গল সমিতিগুলির চেষ্টায় স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের নিলফামারী থানার সহকারী ইনস্পেক্টরদ্বয় ও জলঢাকা থানার সহকারী ইনস্পেক্টর মহাশয়দের তত্ত্বাবধানে এই কার্য্য বিপুল উদ্যমে চলিতেছে। এই বিরাট বাঁধের কার্য্য শীঘ্রই শেষ হইবে এবং ইহা হইতে আনুমানিক ১,৩৯৪ একর জুড়িয়া এক বিস্তৃত পতিত এলাকায় উত্তমরূপে চাষ-আবাদের ব্যবস্থা হইবে এবং তাহা হইলে প্রায় ৩৫,০০০/৩৬,০০০ হাজার মণ ধান বেশী পাওয়া যাইবে।

নদীয়া—

গত মে মাসে বিভিন্ন দিনে খোকসা থানায় খাদ্য-শস্য উৎপাদন, গৃহরক্ষীবাহিনী গঠন প্রভৃতি বিভিন্ন কর্ম্মোপলক্ষে যানবাহন ও পূর্ত্ত বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জেলার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, জেলার হেলথ অফিসার, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতির গমনে স্থানীয় জনসাধারণ এবং সরকারী, আধা-সরকারী কর্ম্মচারিগণের ভিতর যথেষ্ট উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছে।

পাট-নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সহকারী ইন্সপেক্টর মহাশয়, প্রোপাগাণ্ডা এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ও তাঁহার সহকারী অন্যান্য কর্ম্মিগণ সহ গোপেশপুর, কমলাপুর, মানিকহাট প্রভৃতি ২২টী বিভিন্ন সভায় খাদ্য-শস্য সম্বন্ধে বক্তৃতা, প্রচারপত্র বিতরণ ও চিত্র প্রদর্শন করিয়া কৃষকগণকে সচেতন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

স্থানীয় স্যানিটারী ইন্সপেক্টর মহাশয়ও একাকী গোপেশপুর মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়ে, আজইল পাঠশালা গৃহে, কাশিমপুর গ্রামে, জয়ন্তীনগর ইউনিয়ন বোর্ড অফিস প্রভৃতি স্থানে সভা করিয়া তথায় খাদ্য-শস্য উৎপাদন, গৃহরক্ষীদল গঠন, পল্লী-উন্নয়ন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলি সম্বন্ধে ব্যাপক প্রচারকার্য্য চালাইয়াছিলেন। গত এপ্রিল মাসেও সিনেমা (জেলা-বোর্ডের পৃথক প্রচার বিভাগের সহযোগিতায়) ও ম্যাজিক লণ্ঠনযোগে প্রকাশ্য সভায়, হাটে এবং বাজারে স্যানিটারী ইন্সপেক্টর মহাশয়ের দ্বারা ঐ প্রকার কয়েকটি প্রচার-সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

কুষ্টিয়ার স্পেশ্যাল অফিসার, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী, দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার, ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ও সভ্য মহাশয়গণ স্থানে স্থানে উল্লিখিত কর্ম্মচারিগণ দ্বারা আহূত ঐ সমস্ত সভায় উপস্থিত থাকিয়া সহযোগিতা করিয়াছিলেন।

নওগাঁ (রাজশাহী)—

নওগাঁ নর্থ সার্কেলের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইন্সপেক্টর মৌঃ মোজাফ্ফর আহমদ, বি-এ, তাঁহার সহকারী প্রোপাগাণ্ডা এসিষ্ট্যাণ্ট বাবু অসিতনাথ মজুমদার ও অন্যান্য কর্ম্মিগণের সাহায্যে গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় ১৯৪১ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৪২ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত তাঁহার সার্কেলে পল্লীর উন্নতিমূলক যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

৭টী ইউনিয়নে ও ১১৫টী মৌজা সমন্বয়ে সার্কেলটী গঠিত। উহার পরিধি ৫০ বর্গ মাইল; লোকসংখ্যা ৫০,০৯৬; তন্মধ্যে ১২,৩১৯ শিক্ষিত ও ৩৭,৭৭৭ অশিক্ষিত।

(১) মোট পল্লীমঙ্গল সমিতি গঠিত হইয়াছে ৬৭টী; তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর সমিতি ৭টী, ২য় শ্রেণীর সমিতি ৯টী, ৩য় শ্রেণীর সমিতি ২৪টী ও ৪র্থ শ্রেণীর সমিতি ২৭টী।

(২) বিভিন্ন সমিতিতে মুষ্টি, ধান, পাট, এককালীন দান তোলাবাটীর চাঁদা ইত্যাদি হইতে মোট ১১,৭৩৫৷৵৩ পাই সংগ্রহ হইয়াছিল; মোট ব্যয় হইয়াছে ৯,৮৬৫৸৶৬ পাই এবং মৌজুদ আছে ১,৮৬৯৷৷৯ পাই।

(৩) প্রত্যেক বাড়ী ৬ মাইল ব্যাপী ৬টী নূতন রাস্তা ও ৫ মাইল ব্যাপী ৮টী পুরাতন রাস্তা মেরামত করা হইয়াছে। কচুরীপানা ধ্বংস প্রায় ৮৯ একর ও জঙ্গল কাটা প্রায় ১৩ একর জমি হইতে সম্পন্ন হইয়াছে।

(৪) ৪টী স্কুল, ১টী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় এবং ৫টী লাইব্রেরী এবং ক্লাব গঠিত হইয়াছে।

(৫) নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে মোট ৫৬টী। উহাতে ১,৩৯২ জন বয়স্ক ছাত্র লেখাপড়া শিখিতেছে। বয়স্কদিগের শিক্ষার উপযোগী বই পুস্তক অবলম্বনে শিখাইবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

(৬) সার্কেলের অধীন কীর্ত্তিপুরে সমগ্র চার্জের বেসরকারী ব্যক্তিদিগকে পল্লী-উন্নয়ন ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। উক্ত ট্রেনিং ক্যাম্পে সার্কেল হইতে মোট ১৩ জন উৎসাহী যুবক যথারীতি হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। ৪ জন প্রথম শ্রেণীর এবং ৯ জন দ্বিতীয় শ্রেণীর সার্টিফিকেট পাইয়াছেন।

(৭) সার্কেলের অধীন কাদোয়া মনভাণ্ডার পল্লী-মঙ্গল সমিতির একটী পুকুরে মাছের চাষের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এইচ, এস, এম, ইস্হাক, আই-সি-এস মহোদয়, নওগাঁর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, এইচ, খাঁ, আই-সি-এস, মিঃ এম, এইচ, আলী, (Assistant Controller, Jute Regulation, Rajshahi Division), মিঃ এম, টি, আহমদ (Chief Inspector, Naogaon Charge) সমভিব্যাহারে বিগত ৭ই জুন এই সার্কেলের অধীন দোয়ানিসিংহপুর পল্লীমঙ্গল সমিতি ও কাদোয়া মনভাণ্ডার পল্লীমঙ্গল সমিতির কার্য্যাবলী পরিদর্শন করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন।

জামালপুর (ময়মনসিংহ)—

জামালপুর থানার বাউসী সার্কেলের ভাটারা ইউনিয়ন বোর্ড অফিস প্রাঙ্গণে বিগত ৮ই জুন ১৯৪২ তারিখে পল্লী-উন্নয়ন সম্বন্ধে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় অনূন ২ হাজার লোক উপস্থিত হইয়াছিল। পঠিয়া রাজ-কাছারীর নায়েব বাবু কিশোরী-মোহন রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। জুট রেগুলেশন বিভাগের সহকারী ইন্সপেক্টর মৌঃ মইনউদ্দিন মণ্ডল অতি প্রাঞ্জল ভাষায় পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের উপকারিতা, পল্লী-উন্নয়ন ও খাদ্য-শস্যের চাষবৃদ্ধির বিষয়ে বক্তৃতা করেন। পরে উক্ত সার্কেলের প্রোপাগাণ্ডা এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট মৌঃ মফিজর রহমান সাহেবও জাতিগঠন ও পল্লী-উন্নয়ন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

স্থানীয় পল্লী উন্নয়ন সমিতি কর্ত্তৃক "পথের সন্ধান" নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। ইহা দৃষ্টে উপস্থিত জনগণের মধ্যে পল্লী-উন্নয়নের বিশেষ সাড়া পাওয়া গিয়াছে।

ঢাকা—

ঢাকা জেলার মনোহরদি জুট রেগুলেশন ও ক্যাশ রিকনসিলিয়েশন বিভাগীয় ২নং সার্কেলের কর্ম্মচারিগণের অনুপ্রেরণা ও সাহচর্য্যে কোচেরচর পল্লী-উন্নয়ন সমিতি একটি সভার অধিবেশন করে।

সর্ব্বসাধারণের সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার হইয়াছিল। মৌলবী রাফিজদ্দিন আহমদ, বি-এল উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সমিতির সেক্রেটারী মৌঃ আবদুল মান্নান সাহেব সমিতির বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিলে, এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইন্সপেক্টর বাবু প্রবোধচন্দ্র দেব "পল্লী-উন্নয়নের উদ্দেশ্য, উপকারিতা ও কর্ম্মপ্রণালী," প্রপাগাণ্ডা এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট বাবু বিনয়ভূষণ সরকার "খাদ্য-শস্য উৎপাদন" ও মৌলবী আবদুল মজিদ সাহেব "পল্লী-জাগরণ" প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দ্বারা উক্ত বিষয়গুলি সকলকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন।

পরিশেষে সমিতির সভ্যবৃন্দ "জিঞ্জিরা-বাদশাহ" নাটকটি অভিনীত করেন। নাটকীয় চরিত্রের উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের জন্য সমিতির ব্যয়ে কয়েকটি পারিতোষিক বিতরণ করিয়া সভাপতি সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া (ত্রিপুরা)—

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পল্লী-সংগঠন সমিতি গত এপ্রিল মাসে কসবা থানার অন্তর্গত আখাউড়া এবং মোগরা নামক স্থানের, বিশেষ করিয়া রেলওয়ে গর্ত্তগুলি হইতে ব্যাপক-ভাবে কচুরীপানা ধ্বংসের কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। এই সকল অঞ্চল হইতে কচুরীপানা সমূলে উৎপাটন করা হয়। কসবা থানায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া সমিতি ২৫টি নৈশ-বিদ্যালয়ে ৫০০ পুস্তক বিতরণ করে এবং ১০টি কূয়া-পায়খানা তৈরী করে।

দেবীগ্রাম নামক স্থানে তমুক্তি নদী হইতে স্থানীয় জনসাধারণ কচুরীপানা পরিষ্কার করে। পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের অধিনায়কতায় পল্লীমঙ্গল সমিতিসমূহ সন্তোষজনক কাজ করিতেছে।

চাঁদপুর (ত্রিপুরা)—

"পাটনিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের মতলব সেণ্টারের সার্কেল অফিসের এসিষ্ট্যাণ্ট ইনসপেক্টর মৌলবী আবদুল মজিদ সাহেব, চরকাদিরা ইউনিয়নের পল্লীমঙ্গল সমিতির সেক্রেটারী মৌলবী গোলাম হোসেন মিয়া ও উক্ত ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট মৌলবী আবদুল করিম মিয়ার প্রচেষ্টায় ও উদ্যোগে স্থানীয় চরকাদিরা মৌজায় একটী মসজিদ নির্ম্মাণার্থে ৫০,০০০ ইট কাটান হইয়াছে এবং উক্ত মসজিদ ফণ্ডে বর্ত্তমানে নগদ ১০০৲ (এক শত টাকা) আছে। উক্ত চরকাদিরা মৌজায় সর্ব্বসাধারণের চিকিৎসার অসুবিধা দূরীকরণার্থে এক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য নগদ ১,০০০৲ (এক হাজার টাকা) সংগ্রহ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে চাঁদপুর মহকুমার সবডিভিশনাল অফিসার মিঃ এস, কে, দেহলবী, আই, সি, এস, ৫০০৲ (পাঁচ শত টাকা) দিয়াছেন। সম্পূর্ণ টাকাই ব্যাঙ্কে রাখা হইয়াছে।

স্থানীয় হলদিয়া নিবাসী মৌলবী আবদুল কাদের মুন্সী সাহেব উক্ত চিকিৎসালয় পাকা করার সম্পূর্ণ খরচ বহন করিবেন স্বীকার করিয়া ইট ও অন্যান্য মাল মসলা সংগ্রহ করিয়াছেন।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটীশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে সুযোগমত জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিনন, ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেন্টস,
বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (ইংলণ্ডে সংগঠিত)।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৮ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

আফ্রিকার রণাঙ্গন

মিশর অভিমুখে শত্রু-বাহিনী

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা ২০শে জুন অষ্টম আর্মির হেডকোয়ার্টার হইতে লিখিয়াছেন যে, জেনারেল রোমেল অষ্টম আর্মির নূতন বৃাহের কেন্দ্রস্থলে কাপুজো দুর্গের বিপরীত দিকে তাঁহার প্রধান বাহিনী সমবেত করিতেছেন। কয়েকটি সেনাদলকে আরও দক্ষিণে সিদি-ওমারের দিকে সমবেত করা হইতেছে। সীমান্তের ২০ মাইল দূরে জার্ম্মান ট্যাঙ্ক, লরী ও পদাতিক সেনার এক শক্তিশালী বাহিনীকে তব্রুকের পূর্ব্ব দিকে বাদিয়া রাস্তা দখিয়া গামবাট অতিক্রম করিতে দেখা গিয়াছে। অষ্টম আর্মির হেডকোয়ার্টারের অনুমান করা হইতেছে যে, সৈন্য সমাবেশ শেষ হইলেই জেনারেল রোমেল বৃটিশ বৃাহের উপর তাঁহার প্রধান আক্রমণ শুরু করিবেন।

তব্রুকে জার্ম্মানদের প্যারাস্যুট সৈন্য ব্যবহার

তব্রুকে জার্ম্মানরা প্যারাস্যুট সৈন্য ব্যবহার করিয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। আক্রমণের প্রথম দিনেই ঐ সৈন্যদের তব্রুক সীমারেখার মধ্যে অবতরণ করান হয়।

লিবিয়ার যুদ্ধে দুইপক্ষের বন্দী

রয়টারের সামরিক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, সম্প্রতি লিবিয়ার যুদ্ধে ৩৮,০০০ সেনা বন্দী হইয়াছে বলিয়া চক্রশক্তি ঘোষণা করিয়াছে। এই সংখ্যা ধরিয়া তিন বৎসরে বৃটিশ বন্দীর মোট সংখ্যা অনুমান ১৭০,০০০ হইয়াছে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ পর্য্যন্ত চক্রশক্তির ৪২০,০০০ সৈন্যকে বন্দী করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ইটালীয় ও ঔপনিবেশিক; কিন্তু জার্ম্মানও আছে।

রোমেলের বাহিনীর অগ্রগতি

অষ্টম আর্মির হেডকোয়ার্টার হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা ২৬শে জুন জানাইতেছেন যে, জেনারেল রোমেল উপকূলের নিকটস্থ বাগির পাহাড় এবং মার্সামাত্রুগামী রেল-পথের মধ্যবর্ত্তী পাঁচ মাইল-ব্যাপী অঞ্চলে তাঁহার প্রায় সমগ্র বাহিনী নিয়োজিত করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। এই মরুভূমি অঞ্চলে বৃটিশ বাহিনী এক্ষণে ক্রত আগুয়ান এক্সিস্ পক্ষের অগ্রবর্ত্তী সৈন্য দলের বিরুদ্ধে অবিরামভাবে পশ্চাদ্ভাগ রক্ষার সংগ্রামে নিযুক্ত আছে।

মার্সামাত্রুর ১৫ মাইল পশ্চিমে এক্সিস বাহিনী

মধ্যপ্রাচ্যের ইস্তাহারে প্রকাশ, ২৫শে জুন বৃটিশ সৈন্য-দল শত্রুপক্ষীয় অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদলের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। শত্রুপক্ষের প্রধান সৈন্যদল মরুভূমি অঞ্চলের রেলপথের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের দিকে সোজা অগ্রসর হইতেছে। তাহাদের অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদল মার্সামাত্রুর ৩০ মাইল পশ্চিমে আসিয়া পৌঁছায়।

২৬শে জুন সন্ধ্যার মধ্যে শত্রু সেনাদল মার্সামাত্রুর ১৫ মাইল পশ্চিমে এক স্থানে পৌঁছিয়াছে।

দিবারাত্র অক্লান্ত বিমান-যুদ্ধ

মার্সামাত্রুর নিকটে অগ্রবর্ত্তী এলাকায় এবং উহার পশ্চাদ্ভাগে শত্রুসৈন্যের সমাবেশে বাধা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে মিত্রশক্তির বিমান বাহিনী দিবারাত্র অক্লান্তভাবে যুদ্ধ চালাইয়াছে।

শত্রু-সৈন্যের গতি মন্থর

মধ্যপ্রাচ্যের ২৭শে জুনের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, পূর্ব্বদিন শত্রুপক্ষের সহিত বড় রকমের কোন সংঘর্ষ হয় নাই। বৃটিশ পশ্চাদ্ভাগ রক্ষীসৈন্যদল সারাদিন শত্রুপক্ষের অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধ করে।

প্রকাশ এক্সিস্ পক্ষের প্রধান বাহিনী উপকূল বরাবর মার্সামাত্রুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। শত্রু সৈন্যের গতি এক্ষণে মন্থর হইয়াছে; কিন্তু তাহারা অগ্রসর হওয়া বন্ধ করে নাই।

উভয় পক্ষে তীব্র সংগ্রাম

২৭শে জুন অপরাহ্নে এক্সিস ও মিত্রপক্ষীয় বাহিনীর মধ্যে দুইটি প্রধান সংঘর্ষ হয় এবং এই সংঘর্ষ হইতেই মিশরের বিরাট সংগ্রাম শুরু হয়। একটি সংঘর্ষে শত্রু-পক্ষীয় সাঁজোয়া বাহিনী মাত্রুর দক্ষিণে বৃটিশ সৈন্য-শ্রেণীর সহিত যুদ্ধ করে। অপর সংঘর্ষে বৃটিশ সাঁজোয়া বাহিনী আরও পশ্চিমে শত্রুপক্ষের একটি বড় সৈন্যদলকে আক্রমণ করে।

জার্ম্মানদের বিস্তীর্ণ রণক্ষেত্রে সৈন্য সমাবেশ

বালুকাময় সমুদ্রোপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া দেশাভ্যন্তর প্রদেশে চল্লিশ মাইল দূরে কোয়াটারা নিম্নভূমি পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে শত্রুপক্ষের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী বাহিনীকে সজ্জবদ্ধ করা হইয়াছে।

মার্সামাত্রু পরিত্যাগ

২৯শে জুনের সংবাদে প্রকাশ, মার্সামাত্রু পরিত্যাগ করিয়া আসা হইয়াছে।

পূর্ব্ববর্ত্তী সংবাদে বলা হইয়াছিল মরুভূমির উপর যে যুদ্ধ চলিতেছে, আফ্রিকায় সাঁজোয়া বাহিনীর এত বড় যুদ্ধ আর কোন দিন হয় নাই। জে: রোমেল তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া যে চাপ দিয়াছেন, বৃটিশ বাহিনী তাহার প্রতিরোধ করিতেছে।

রয়টারের সামরিক সংবাদদাতা বলিতেছেন মাত্রুর চতুর্দ্দিকে যে সংগ্রাম চলিতেছে তাহা বিশেষ প্রচণ্ড এবং ঘোরালো রকমের। অবস্থা যে কোন দিকে পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

যুদ্ধের চরম অবস্থা

নীল উপত্যকা দিয়া চক্রশক্তির অভিযান প্রচেষ্টায় বৃটিশ বাহিনীর দৃঢ় প্রতিরোধের দরুণ মিশরের মরুভূমিতে যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার গতি মোটেই ঠিক থাকিতেছে না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতেছে। একবার বৃটিশ পক্ষ আধিপত্য লাভ করিতেছে, আর একবার জার্ম্মানরা সুবিধা করিয়া লইতেছে। তিন দিন অবিরাম ট্যাঙ্কের লড়াই চলে। সঙ্গে সঙ্গে গোলন্দাজ বাহিনীও দিনরাত্রি যুদ্ধ করে।

আলেকজেন্দ্রিয়ায় বিমান হানা

২৯শে জুন সকালে আলেকজেন্দ্রিয়ার উপর বিমান আক্রমণ হয়। কয়েকটি বোমা ফেলিয়া সামান্য ক্ষতি করা হইয়াছে, তবে কেহ হতাহত হয় নাই।

অন্যান্য রণাঙ্গনের সংবাদ

কোরিয়ায় বিদ্রোহ (?)

চীনা কোরিয়ান পিপলস লীগের সম্পাদক যে অসমর্থিত সংবাদ পাইয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ উত্তর কোরিয়ার বিদ্রোহে সহস্রাধিক জাপানী নিহত হইয়াছে এবং তাহাদের সামরিক সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি হইয়াছে। প্রকাশ, গত ফেব্রুয়ারী মাসের ২রা তারিখে এই বিদ্রোহ আরম্ভ হয় এবং ৪ দিন ধরিয়া চলে। সেইস্থতে পুলিশের হেডকোয়ার্টার, দুইটি হ্যাঙ্গার, ২০ খানি বিমান এবং জাপ বাসিন্দাদের ৬৮টি বাড়ী অগ্নিদগ্ধ করা হয়।

দক্ষিণ প্রশান্ত-মহাসাগরে মার্কিণ-নৌ-বাহিনী

সর্ব্বপ্রথম একটা বড় মার্কিণ অভিযাত্রী নৌবাহিনীকে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় এক "আক্রমণ চালাইবার উপযোগী" স্থানে অবতরণ করান হইয়াছে। নৌবাহিনীর পাব্লিক রিলেসন্স চীফ রেয়ার এড, জই সাদার্ন এই সংবাদ ঘোষণা করিয়াছেন।

স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, ঐ অঞ্চলে আমেরিকার পক্ষ হইতে একটা আক্রমণ আরম্ভ করিবার প্রথম বর্দ্ধিতক্ষেত্র রূপে এই বাহিনী প্রেরিত হইয়াছে। এই বাহিনীতে কয়েক সহস্র সৈন্য আছে বলিয়া অনুমান হয়।

শত্রু-এলাকায় বৃটিশ বিমানের হানা

বিমান বিভাগীয় এক ইস্তাহারে প্রকাশ: "বহু বৃটিশ বিমান প্রতিপক্ষের এলাকায় হানা দেয়। এই হামলায় বিমানবহরে সহস্রাধিক বিমান ছিল এবং ঐগুলির প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল ব্রেমেন। ব্রেমেন জার্ম্মাণীর দ্বিতীয় বন্দর এবং সাবমেরিণ নির্ম্মাণের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। আক্রমণের পর প্রচণ্ড অগ্নিশিখা পরিলক্ষিত হয়।

প্রতিপক্ষের আত্মরক্ষা ব্যবস্থাকে লণ্ডভণ্ড করিবার উদ্দেশ্যে বোমারু ও ফাইটার বাহিনীর আর এক দল হল্যাণ্ডে ও বেলজিয়ামস্থিত অনেকগুলি বিমান ঘাঁটির উপর হানা দেয়। তাহাতে উভয় পক্ষের আকাশ যুদ্ধে জার্ম্মাণদের কতকগুলি বিমান বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বৃটিশ পক্ষের এই নৈশ হানায় মোট ৫২ খানি বিমান খোয়া গিয়াছে।"

মন্টিনিগ্রোতে ইটালীর বিপদ

জেনারেল মিহাইলোভিচের গুপ্ত হেডকোয়ার্টার্স হইতে লণ্ডনে যুগোশ্লাভ মহলে যে সংবাদ আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, যুগোশ্লাভিয়ার দেশপ্রেমিক সৈন্য বাহিনীর জেনারেল মিহাইলোভিচ মণ্টিনিগ্রোতে মুসোলিনীর শেষ দুইটি ঘাঁটি বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। প্রকাশ, ইটালীয় সৈন্যেরা সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পড়িয়াছে; তাহারা ক্রমশ: সেটিনিয়ে ও নিকসিক-এর চতুষ্পার্শ্বের পর্ব্বতে বিতাড়িত হইতেছে। সেটিনিয়ের দিকে অগ্রসর যুগোশ্লাভরা পড্গোরিকা দখল করিয়াছে। সেটিনিয়ে যাইতে উহাই রাস্তার প্রধান জংশন।

বোসনিয়াতেও ইটালীয়রা অল্প কয়েকটি বড় শহর কোন রকমে ধরিয়া রাখিয়াছে। প্রধান যোগাযোগকেন্দ্র বানিয়া-লুকা প্রায় সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত হইয়াছে। শ্লোভেনিয়াতে ১৫,০০০ গেরিলা যোদ্ধা রাজধানী লিউবলিয়ানা অবরুদ্ধ করিয়াছে।

তুরস্কের সোভিয়েট কূটনৈতিক কর্ম্মচারিগণ

তুরস্কের সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত মঃ ভিনোগ্রাডোভ মস্কো চলিয়া গিয়াছেন। ইহার পর সোভিয়েট রুশিয়ার আনকারাস্থিত সহকারী সামরিক উপদেষ্টাও মস্কো যাত্রা করিয়াছেন। দূতাবাস এবং বাণিজ্য দূতাবাসের কর্ম্মচারিগণের পত্নীগণও আনকারা ত্যাগ করিয়াছেন।

চীনা বাহিনীর পাল্টা আক্রমণ

এক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, শত্রুপক্ষের তীব্র প্রতিরোধ সত্বেও চীনাবাহিনী গত ২৩শে জুন তারিখে শানসী হোনান অঞ্চলের লিনসিয়েন নামক স্থানটি পুনরধিকার করিয়াছে। লিনসিয়েনের উত্তর দিক হইতে সমস্ত শত্রুসৈন্যকে বিতাড়িত করা হইয়াছে। লিয়েন পর্ব্বতশ্রেণীর নিম্নভাগস্থ পাহাড়ী অঞ্চলে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে।

কিয়াংসী সীমান্তে জাপবাহিনী কুচান্ নগরী অধিকার করিয়াছে।

ভারতে ব্রহ্মের নোট

১৫ই জুলাই-এর মধ্যে ভাঙ্গাইয়া লইবার নির্দ্দেশ

একটি প্রেস-নোটে প্রকাশ, শত্রুর এজেণ্টরা (গুপ্তচর) যাহাতে গোপনে ভারতবর্ষে ব্রহ্মের নোট চালান না দিতে পারে, সে জন্য ভারত সরকার জানাইতেছেন যে, আগামী ১৫ই জুলাই হইতে কেবলমাত্র প্রকৃত আশ্রয়প্রার্থীরাই আসামে ডিব্রুগড়, ডিমাপুর, শিলচর, বাগের্ঘাট ও ইম্ফল এবং কলিকাতা, কাণপুর ও মাদ্রাজে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে ব্রহ্মের নোট ভাঙ্গাইতে পারিবে। ব্রহ্মের নোট ভাঙ্গাইবার অনুমতি পাইতে হইলে মালিককে গভর্ণমেণ্টের নিকট নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ করিতে হইবে যে, সে প্রকৃতই ব্রহ্ম হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থী। ব্রহ্ম হইতে আগত যে সমস্ত আশ্রয়প্রার্থীর নিকট ব্রহ্মের নোট আছে, তাহাদিগকে আগামী ১৫ই জুলাই-এর পূর্ব্বে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিকটবর্ত্তী শাখায় উহা ভাঙ্গাইয়া লইতে বলা হইয়াছে।

মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

কারখানা অঞ্চলে ইন্সপেক্টর নিয়োগ

বর্ত্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতিতে বেসামরিক জনসংখ্যার দৈনন্দিন সরবরাহ এবং শিল্প অঞ্চলের শ্রমিকদিগের মধ্যে বিবাদের [illegible]তার মূল্য-নিয়ন্ত্রণের কার্য্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে আটা, ময়দা, চাল, সরিষার তেল, লবণ, চিনি, কয়লা, দেশলাই, কেরোসিন প্রভৃতি কতকগুলি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে এবং বাঙলা দেশের প্রধান মূল্য নিয়ন্ত্রণ-কর্ত্তা কিম্বা ভারপ্রাপ্ত একজন অফিসারের লিখিত অনুমতিপত্র ব্যতীত প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র এবং ইট ইত্যাদি কতকগুলি জিনিষ বিক্রয় করা যাইতে পারে।

এই সম্পর্কে জনসাধারণের পক্ষ হইতে যে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছে তাহা হইতেছে এই যে, যদিও গভর্ণমেণ্ট নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যথাসাধ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু এই আদেশকে বলবৎ রাখিবার জন্য নিযুক্ত কর্ম্মচারীর সংখ্যা অল্প এবং তাহার ফলে এই আদেশ কার্য্যকরী হয় না। অনেকগুলি স্পেশ্যাল অফিসার নিযুক্ত করিয়া এবং তাঁহাদিগকে সরবরাহ ও মূল্যের গতি নিরীক্ষণ করিবার দায়িত্ব প্রদান করিয়া এই অসুবিধা দূর করা হইয়াছে। এই সকল স্পেশ্যাল অফিসারকে ১৬ জন ইন্সপেক্টর সাহায্য করিবেন; তন্মধ্যে ১২ জন ইন্সপেক্টরকে দোকান কর্ম্মচারী-আইন অনুসারে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে তাঁহাদিগকে মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কার্য্যে নিয়োজিত করা হইল। বিভিন্ন ওয়ার্ড হিসাবে তাঁহাদের এলাকা বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং প্রত্যেকে একটি করিয়া বড় বেসরকারী মার্কেটের ভার অর্পণ করা হইয়াছে। মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের জন্য পৃথক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবার প্রশ্ন কলিকাতা কর্পোরেশনের সহিত আলোচনা করা হইতেছে।

কিছু দিন পূর্ব্বে ও কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বস্থ শিল্প অঞ্চলে যথাযোগ্য পরিদর্শনের কোন ব্যবস্থা ছিল না এবং মাঝে মাঝে গভর্ণমেণ্টের নিকট এই সম্পর্কে অভিযোগও উত্থাপন করা হইয়াছে। সম্প্রতি এই অঞ্চলের জন্য চারি জন ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং যথাক্রমে শ্রীরামপুর, টিটাগড়, কাঁকিনাড়া এবং বজবজে তাঁহাদের হেড্-কোয়ার্টার স্থাপন করা হইয়াছে। তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য হইতেছে বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্যের দিকে নজর রাখা এবং অতিরিক্ত লাভ করার বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ করা। আশা করা যাইতেছে যে, শিল্প অঞ্চলের শ্রমিকগণ এবং উক্ত অঞ্চলের অধিবাসিগণ ইন্সপেক্টরগণের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্পাদনে সহযোগিতা করিবেন। (কমিউনিক)

হিন্দু-মুসলমান মিলন-কথা

বহরমপুরে মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর বক্তৃতা

বহরমপুর শহরের তিন মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত [illegible]-পাড়া নামক গ্রামে পল্লী অঞ্চলের অধিবাসিগণের একটি বিরাট জনসভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বাঙলা দেশের প্রধান-মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক হিন্দু-মুসলমান-মিলনের প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

পল্লী অঞ্চলের শান্তি বজায় রাখা এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে [illegible]-পুনঃস্থাপনের জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত, তাহা আলোচনার নিমিত্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর এইচ. এন. মুখার্জি এই সভা আহ্বান করিয়াছিলেন।

[illegible] সম্মুখে একজন স্বেচ্ছাসেবী মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী এবং আবগারী ও বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় [illegible] সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

[illegible] বিভিন্ন উপায় ও পন্থা সম্পর্কে মিঃ [illegible] উক্ত [illegible] বক্তৃতা প্রদান করেন।

ঢাকার নবাব বাহাদুরের নূতন প্রচেষ্টা

গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ সমিতি গঠনের পরিকল্পনা

শিল্প ও শ্রম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ঢাকার নবাব মাননীয় হবিবুল্লাহ্ বাহাদুর বর্ত্তমান গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে সরবরাহ ও মূল্য বজায় রাখিতে এবং যুদ্ধ সম্পর্কিত দ্রব্যাদি নির্ম্মাণে নিযুক্ত শ্রমিকদের কার্য্যে নিয়োজিত রাখিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট যাহাতে মধ্যে মধ্যে পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারে, চেম্বার অব্ কমার্সের প্রতিনিধিদের লইয়া এইরূপ একটি পরামর্শ কমিটি সংগঠন করিবার নিমিত্ত গত ২৬শে জুন রাইটার্স বিল্ডিংসএ একটি ঘরোয়া সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন। এই ঘরোয়া সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে গিয়া নবাব বাহাদুর শিল্পপতি ও সরকারের মধ্যে সহযোগিতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এই মন্তব্য করেন যে, যদি এই পরামর্শ-কমিটি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়, তবে এই কমিটি মধ্যে মধ্যে সম্মিলিত হইবে এবং গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতেই সরবরাহ, [illegible] এবং জনসাধারণের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করে, এরূপ সব বিষয় সম্পর্কে নিজেদের প্রস্তাব কমিটির নিকট পেশ করিয়া রাখিবেন। এই সকল প্রতিনিধির পরামর্শ গভর্ণমেণ্ট বিশেষভাবে বিবেচনা করিবেন এবং সকল সময় তদনুযায়ী আদেশ জারী না করা হইলেও—গভর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, পরস্পরের সান্নিধ্যের ফলে কিছুটা ভিন্ন মত পরিদৃষ্ট হইবে।

চেম্বারের প্রতিনিধিবর্গ এবং বিশেষভাবে আমন্ত্রিত স্যার আব্দুল হালিম গজনবী নবাব বাহাদুরের এই নব-প্রচেষ্টার সূচনায় বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং সর্ব্ব-প্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আশা করা যায় যে, এই কমিটিতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার নিমিত্ত বিভিন্ন চেম্বার অব্ কমার্সে প্রাথমিক আমন্ত্রণ লিপি প্রেরিত হইবে। জানা গিয়াছে যে, গভর্ণমেণ্ট শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কিত কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে এই কমিটির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবেন এবং তাঁহারা চেম্বার অব্ কমার্স ব্যতীত স্বাধীনভাবে গভর্ণমেণ্টকে নিজেদের মতামত দিয়া সাহায্য করিতে পারিবেন।

চাউল ও ধান ক্রয় সমস্যা

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত ইস্তাহারটি জারী করিয়াছেন:—

ইতিপূর্ব্বেই ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বাঙলার যে সমস্ত জেলা সহজেই আক্রান্ত হইতে পারে, সেই সমস্ত জেলা হইতে গভর্ণমেণ্ট অতিরিক্ত চাউল ও ধান ভিন্ন জেলায় স্থানান্তরের প্রস্তাব করিয়াছেন এবং এতৎসম্পর্কে এজেণ্ট নিয়োগের কথাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

গভর্ণমেণ্ট বিশেষ করিয়া জানাইয়াছেন যে, স্থানীয় অধিবাসীদের খাওয়াদাওয়া বাবদ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ চাউল ও ধান সংরক্ষিত করার পর গভর্ণমেণ্ট কেবলমাত্র অতিরিক্ত চাউল ও ধানই স্থানান্তর করিবার কথা বলিতেছেন। মূল্য সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে, উৎপাদনকারীকে ন্যায্য মূল্য দেওয়া হইবে, তবে অন্যায়ভাবে চাউল ও ধানের যেন মূল্য বৃদ্ধি করা না হয়। এজেণ্টগণকে বাজার দরে চাউল ক্রয় করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে এবং প্রতি মণ চাউলের দাম গভর্ণমেণ্ট ৬৲ টাকা হিসাবে ধার্য্য করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে চাউল ও ধানের মূল্য বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনাই গভর্ণমেণ্টের নাই। যাঁহারা পরে চড়া দরে বিক্রয় করিয়া লাভ করিবার জন্য বাজার হইতে চাউল কিনিয়া মজুত করিয়া রাখিতেছেন, তাহাদিগকে গভর্ণমেণ্ট সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে, তাঁহারা এ বিষয়ে নিরাশ হইবেন।

গভর্ণমেণ্ট আরও জানাইতেছেন যে, নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ চাউল কেনা শেষ হইলেই গভর্ণমেণ্ট চাউল ও ধান কেনা বন্ধ করিয়া দিবেন। সরকারের এজেণ্টগণকে ইতিমধ্যেই নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহারা যেন অতিরিক্ত চাউল ক্রয় না করেন।

ঔষধের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

ভারতরক্ষা বিধানের ৮১ নিয়মের (২) উপ-প্রকরণের (খ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাঙলা সরকারের প্রধান মূল্য-নিয়ন্ত্রক নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, ১৫ই জুন হইতে কলিকাতা ও শহরতলীতে নিম্নলিখিত জিনিষগুলির দাম নিম্নোক্তরূপ নির্দ্ধারিত হইল:—

নাম।	পাইকারী বাজারদর।	খুচরা বাজার-দর।
[illegible]	১৩॥০ আউন্সপ্রতি	১৬০ প্রতিটি
[illegible] শিশু	৪০॥০ ..	৩৸০ ..
[illegible] ৫ $\frac{1}{2}$ [illegible]	৫১ ..	১৸০ ..
[illegible] (হাওয়ার্ড)		
এক পাউণ্ডে/এক বোতলে	১০৴৩ পাই	১১৸৶ পাই
	প্রতি পাউণ্ড	প্রতি পাউণ্ড
[illegible]	১০৴৩ ..	১১।৴৩ ..
[illegible] বোতলে (২৮ পাউণ্ড)	১০।৵৬ ..	১১॥৵৬ ..
[illegible] (২৮ পাউণ্ড)	১০।৴৬ ..	১১॥৵৬ ..
বোতলে (২৮ পাউণ্ড হইতে কম)	১০॥৵৩ ..	১২৫ পাই
[illegible] (২৮ পাউণ্ড হইতে কম)	১০॥৵৩ ..	১১৸৶ ..
[illegible] সোডি [illegible] (হন্দর)	২।৸৩ ..	২৮৩ পাই
[illegible] সোডি [illegible] (এক হন্দর হইতে কম)।	২।।৶৬ ..	৩৴০ ..
[illegible] এসিড [illegible] (এক হন্দর)	২।৶৬ ..	২॥৵৩ ..
[illegible] এসিড [illegible] (এক হন্দর হইতে কম)।	২।৶০ ..	২।।৬ ..
সোডা [illegible] পি. বি ([illegible] [illegible])	২৸০ ..	১৶০ ..

মাননীয় মিঃ সন্তোষ কুমার বসু

পীড়িত আশ্রয়প্রার্থীদের হাসপাতাল পরিদর্শন

ব্রহ্মদেশ হইতে যে সকল পীড়িত আশ্রয়প্রার্থী আসিতেছে, তাহাদের চিকিৎসার নিমিত্ত বাঙলা সরকার হাওড়ায় যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, গত ১৯শে জুন জল-খাদ্য, স্বাস্থ্য-পালন এবং বেসামরিক সংরক্ষণ ব্যবস্থার সমন্বয়-সাধনের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় সন্তোষ কুমার বসু তাহা পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন।

মিঃ বসু হাওড়া রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হন; এখানে একটি অস্থায়ী হাসপাতাল খোলা হইয়াছে। সাময়িক পীড়িত ব্যক্তিদের হাসপাতালে পাঠাইবার পূর্ব্বে রুগ্ন আশ্রয়প্রার্থিদের এখানে গ্রহণ করা হয় এবং সেখানে যথাযোগ্যভাবে ডাক্তার, নার্স ও চিকিৎসার যন্ত্রপাতিসমূহ সবই মজুত আছে।

হাওড়া রেলওয়ে অফিসে তিনি একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। সেখানে আশ্রয়প্রার্থীদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

অতঃপর মাননীয় মন্ত্রী হাওড়া জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শন করেন; এখানে বহুসংখ্যক পীড়িত আশ্রয়-প্রার্থীর থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় ভারতীয় রাজন্যবর্গের দান

বিরাট অর্থরাশি প্রদত্ত

ভারতীয় রাজন্যবর্গ যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় ক্রমাগত অর্থ, লোক ও দ্রব্যসম্ভার সরবরাহ করিয়া চলিয়াছেন। অর্থসাহায্য সম্পর্কে বলা চলে যে, গত এপ্রিলের শেষভাগ পর্য্যন্ত এককালীন দান হিসাবে ৩,১০,৩০,০০০৲ টাকা এবং প্রতিশ্রুত বার্ষিক সাহায্যরূপে ৩৬,৬৪,০০০৲ পর্য্যন্ত প্রদত্ত হইয়াছে।

[illegible] মহারাজা যুদ্ধ-প্রচেষ্টার জন্য ভারত সরকারকে দুইটি বিমান উপহার প্রদান করিয়াছেন। [illegible] মণিপুরের মহারাজা সৈন্যদলের অফিসারদিগের ব্যবহারের নিমিত্ত তিনটি অতিথি-ভবন ভারত সরকারের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন।

— কলিকাতায় "সম্মিলিত জাতি-দিবস" —

"সম্মিলিত জাতি-দিবসের" শোভাযাত্রা কলিকাতা টাউন-হল হইতে যাত্রা করিতেছে।

অর্থ-সচিব মাননীয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ইউনিভারসিটি ইন্সটিটিউটের সভায় বক্তৃতা করিতেছেন। এই সভার সভাপতি জাষ্টিস্ স্যার টরিক আমীর আলী অর্থ-সচিবের বাম পার্শ্বে উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ABU HENA.

Regd. No. C2532.

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ৩৩শ সংখ্যা] কলিকাতা, ১৩ই জুলাই, ১৯৪২ [এক আনা

কমন্স সভায় মিঃ চার্চিলের ওজস্বিনা বক্তৃতা

অনাস্থা প্রস্তাব ৪৭৫—২৫ ভোটে অগ্রাহ্য

মিঃ চার্চিলের বক্তৃতা

মিঃ চার্চিল বক্তৃতা করিতে উঠিলে হর্ষধ্বনি উঠে। তিনি বলেন, "এক্ষণে মিশরে যে বিরাট যুদ্ধ চলিতেছে তাহার বিষয় ফেলিয়া রাখিয়া আমি অনাস্থা প্রস্তাবের উপর মন বসাইতে পারিতেছি না ; যে কোন মুহূর্তে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আসিয়া পৌঁছিতে পারে। আমি নানা ভ্রান্ত উক্তি করিয়াছি বলিয়া মিঃ হোর বেলিশা অভিযোগ করিয়াছেন। আট মাস আগে লিবিয়ায় যে অভিযান আরম্ভ করা হইয়াছিল তিনি প্রধানতঃ তৎসম্পর্কেই আলোচনা করিয়াছেন। এই অভিযান ব্যর্থ হয় নাই। আমাদের বাহিনী ৪০ হাজার শত্রুসৈন্য বন্দী করে। শত্রুকে ৪ শত মাইল হটাইয়া দেয় ও শত্রুর দুর্গ ঘাঁটিগুলি দখল করে। ইহাকে একটা বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ কার্য ছাড়া আমি আর কিছু মনে করিতে পারি না। গত একপক্ষ কালের মধ্যে সিরেনাইকা ও মিশরে সামরিক বিপর্যয়ে কেবল সেই এলাকাতেই নয় সমগ্র ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে অবস্থার উলটপালট হইয়া গিয়াছে। আমাদের ৫০ হাজার সৈন্য ক্ষয় হইয়াছে। তাহার চেয়েও অনেক বেশী সৈন্য বন্দী হইয়াছে এবং ধ্বংসকার্য চালান সত্ত্বেও প্রচুর সমরোপকরণ শত্রুর হাতে পড়িয়াছে। রোমেলের অগ্রগতির কুফল তুরস্ক, স্পেন, ফ্রান্স ও ফরাসী উত্তর আফ্রিকায় কতদূর ফলিয়াছে তাহা এখনও বলা যায় না ; বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য ও ভূমধ্যসাগরে আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা সাময়িকভাবে লোপ পাইয়াছে। ফ্রান্সের পতনের পর এইরূপ আর কখনও হয় নাই।"

তোব্রুকের পতন

তোব্রুকের অপ্রত্যাশিত পতন সম্পর্কে মিঃ চার্চিল বলেন, "তোব্রুক পতনের পূর্বে জেঃ অচিনলেকের নিকট হইতে এই মর্মে এক টেলিগ্রাম পাওয়া গিয়াছিল যে আত্মরক্ষা ব্যবস্থা ও সৈন্য সামন্ত ঠিক আছে এবং সৈন্যদের ৯০ দিনের খোরাক মজুদ আছে। আশা করা গিয়াছিল যে, জার্মানরা হালফায়া ও সোলামে যে সমস্ত দুর্গ ঘাঁটি নির্মাণ করিয়াছিল সেগুলি বাধা হইবে। জেঃ অচিনলেক আশা করিয়াছিলেন যে, এল আলামিন হইতে যে শক্তিশালী বৃটিশ সেনাদল অগ্রসর হইতেছিল তাহারা আসিয়া পৌঁছা পর্যন্ত তিনি এই অবস্থা বজায় রাখিতে পারিবেন। তোব্রুক রক্ষার সিদ্ধান্ত এবং তদনুযায়ী সৈন্য সমাবেশ জেঃ অচিনলেকই করিয়াছিলেন। সমর মন্ত্রিসভা ও আমাদের বেতনভুক উপদেষ্টাগণ পূর্বেই জেঃ অচিনলেকের সহিত একমত হইয়াছিলেন। যদিও রণক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে প্রধান সেনাপতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত তথাপি আমরা মনে করিয়াছিলাম যে তাঁহার ভুল হইয়া থাকিলে আমাদেরও ভুল হইয়াছে ; আমি গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইতে প্রস্তুত আছি।"

স্যার জন ওয়ার্ডল মিলনে জানিতে চাহেন যে, আত্মসমর্পণের আদেশ কি কায়রো হইতে গিয়াছিল না লণ্ডন বা ওয়াশিংটন হইতে গিয়াছিল। মিঃ চার্চিল বলেন যে, দুর্গাধ্যক্ষই আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন এবং তাহা সিদ্ধান্ত অপ্রত্যাশিত ছিল।

আমেরিকা ভ্রমণ

মিঃ চার্চিল তাঁহার আমেরিকা ভ্রমণ সম্পর্কে বলেন যে, আমেরিকায় তাঁহার সহিত কেবল সৈন্যচলাচল, জাহাজ, কামান, বিমান এবং জাহাজের ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে। জাহাজডুবির পরিমাণ হ্রাসের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। এদিকে আমেরিকা ও বৃটেনে জাহাজ নির্মাণের বিপুল আয়োজন চলিতেছে। ইহার ফলে ১৯৪৩ সালের শেষে আমাদের জাহাজের পরিমাণ অনেক বেশী হইবে।

ওয়াশিংটনে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সহিত অবস্থানকালে মিঃ চার্চিল "সাইরেনস্যুট" পরিধান করিয়া হোয়াইট-হাউস প্রাঙ্গণে ভ্রমণ করিতেছেন। মিঃ হ্যারী হপকিন্সকে তাঁহার পশ্চাতে দেখা যাইতেছে।

যুদ্ধের প্রাক্কালীন অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়া মিঃ চার্চিল বলেন যে, উভয়পক্ষের সৈন্যসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ ছিল। আমাদের ট্যাঙ্কের ও কামানের সংখ্যা বেশী ছিল। শত্রুর ৫টি ট্যাঙ্কের স্থলে আমাদের ৭টি ট্যাঙ্ক এবং ৫টি কামানের স্থলে আমাদের ৮টি কামান ছিল। বিরুদ্ধপক্ষের বিমান সংখ্যাও বেশী ছিল এখনও তাহাই আছে। শত্রু যদি আগেই আঘাত না হানিত তাহা হইলে জুন মাসের প্রথম দিকেই বিরুদ্ধপক্ষের অভিযান আরম্ভ হইত। যখন শত্রুর আক্রমণের আয়োজন [illegible] বুঝা যায় তখন আমাদের ঘাঁটিতে থাকিয়া তাহার আক্রমণ প্রতীক্ষায় এবং সজোরে পাল্টা আঘাত হানিবার সিদ্ধান্ত করা হয়।

রোমেল ২৬শে মে আক্রমণ আরম্ভ করেন। তিনি দুই চার দিনের মধ্যেই তোব্রুক দখল করিবেন বলিয়া গর্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার উপর যে ধাক্কা পড়ে তাহাতে তাঁহার সব পরিকল্পনার গোলমাল হইয়া যায় এবং উভয় পক্ষের সাঁজোয়া বাহিনীরই গুরুতর ক্ষতি হয়। তথাপি রোমেল মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকেন এবং আমরা এমনভাবে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাই যে, তাহার উপর তখন আর কার্যকরীভাবে পাল্টা আঘাত হানা সম্ভব হয় নাই। ১৩ই জুন পর্যন্ত যুদ্ধ প্রায় সমানে সমানে চলে, কিন্তু ঐ দিনই অবস্থার পরিবর্তন হয়। ঐদিন সকালে আমাদের তিন শত ট্যাঙ্ক ছিল কিন্তু সেদিন সন্ধ্যাকালে তাহার সংখ্যা মাত্র সত্তরে দাঁড়ায়, অথচ এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের সেইরূপ ক্ষতি হয় নাই। সেই দিনের যুদ্ধে কি যে হইল আমি বলিতে পারি না। আমাদের সাঁজোয়া বাহিনীর এক তরফা ক্ষতিতে রোমেল স্পষ্টরূপে অধিকতর শক্তিশালী হইয়া পড়েন। তখন গাজালা হইতে পশ্চাদপসরণের এবং তোব্রুক ও হালফায়া-কাপুজো-সোলাম লাইন রক্ষার সিদ্ধান্ত করা হয়। তোব্রুকের পতন ঘটিলে সোলাম-হালফায়া লাইন হইতে মার্সামাত্রুতে সরিয়া আসিতে হয়। অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে ইহার ফলে আমরা দশ বার দিন সময় পাইব কিন্তু ৫ দিনের দিনই জেঃ রোমেল তাঁহার সৈন্য সামন্ত লইয়া এই নূতন ঘাঁটির সম্মুখে আসিয়া হাজির হন।

২৭শে তারিখ যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধেই আমাদের সমগ্র সেনাবাহিনী একযোগে যুদ্ধে রত হয়। আমরা শত্রুর যথেষ্ট ক্ষতি করি। প্রায় দেড়শত জার্মান সৈন্য বিশেষভাবে অস্ত্রসজ্জিত ট্যাঙ্ক লইয়া অগ্রসর হইতে থাকিলে আমাদের আরও পশ্চাদপসরণ করিতে হয়। আমাদের সেনাবাহিনীকে যে নূতন সৈন্যসামন্ত পাঠান হইয়াছে তাহার বিবরণ আমি প্রকাশ করিতে পারি না, তবে একথা বলিতে পারি যে, অনেক সৈন্যসামন্ত পাঠান হইয়াছে এবং আমি ইহাও বলিতে পারি যে মরুভূমির যুদ্ধের চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

ভারতবর্ষ

কতকগুলি বিশিষ্ট বৃটিশ সেনাদলকে ভারতে পাঠাইতে হইয়াছে কারণ কিছুদিন আগে ভারতে আক্রমণ আসন্ন বলিয়া মনে হইয়াছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য যে সেনাদল মধ্য প্রাচ্যে পাঠাইবার আয়োজন হইয়াছিল তাহাদিগকেও ভারতেই রাখিতে হইয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যে সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির জন্য গভর্ণমেণ্ট গত দুই বৎসর কাল তীব্রভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। বৃটেন হইতে, আমেরিকা হইতে এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ হইতে সেখানে ৯ লক্ষ ৫০ হাজার সৈন্য, সাড়ে ৪ হাজার ট্যাঙ্ক ও ৬ হাজার বিমান, প্রায় ৫ হাজার কামান, ৫০ হাজার মেশিন গান ও এক লক্ষাধিক যানবাহন সেখানে গিয়াছিল।

আমরা মিশ উপত্যকায় ৪,৫০০ ট্যাঙ্ক ও রাশিয়ায় ২০ সহস্রাধিক ট্যাঙ্ক পাঠাইয়াছি।

অতঃপর প্রধানমন্ত্রী মাল্টার লোকদের প্রশংসা করিয়া বলেন যে বৃটিশ বিমানবাহী জাহাজসমূহ হইতে শত শত বিমান মাল্টায় উড়িয়া গিয়াছে এবং মাল্টার বিমান শক্তি এখন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১৩ই জুলাই—১৯৪২

জাপানীদের সম্পদ-সাম্য নীতির স্বরূপ

জাপানীদের সম্পদ-সাম্য নীতির মূল কথা হইল লুণ্ঠন; ইহার আসল অর্থ ধ্বংস, ব্যভিচার, অত্যাচার, অনাচার, নির্যাতন। কোরিয়া, মাঞ্চুকু এবং চীনে জাপানীদের কার্য্য-পদ্ধতি এই সত্যকে অতি নিদারুণভাবে পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছে, শ্যাম, মালয়, পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও বর্ম্মা হইতে যে সব সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু এশিয়া সম্বন্ধে জাপানের কার্য্যসূচী যে কেবল শারীরিক সন্ত্রাস বা আর্থিক শোষণে সীমাবদ্ধ তাহা নহে। তাহারা পশুবল ও বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা যাহা কাড়িয়া লয় তাহা রক্ষণ করিবার জন্য তাহারা অবলীলাক্রমে এমন এক দমন নীতির অনুসরণ ও প্রয়োগ করিয়া চলে, হিটলার ও তাহার দস্যু সম্প্রদায় ছাড়া জগতের কুত্রাপি যাহার তুলনা পাওয়া যাইতে পারে না।

শ্যামের অধিবাসীরা যে আজ কেবল তাহাদের মুদ্রার মূল্যহীনতা হইতে বা নিজেদের স্বহস্তে উন্মুক্ত গৃহ হইতে জাপানী পঙ্গপাল কর্ত্তৃক তাহাদের খাদ্যসম্ভার উজাড় হইতে দেখিতেছে তাহা নহে, এমন কি তাহারা নিজেদের পোষাক পরিচ্ছদের নির্ম্মাণ ও ব্যবহার প্রণালীও জাপানী প্রভুদের মন যোগাইয়া নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। যাভা দ্বীপের কৃষকেরা যে, আজ কেবল তাহাদের ভূমি ও সর্ব্বস্ব সর্ব্বগ্রাসী জাপানী ডাকাতদের ছাড়িয়া দিয়াছে তাহা নহে, তাহাদিগকে এমন কি তাহাদের নিজেদের ভাষা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য করা হইয়াছে।

এই সব অত্যাচার ও অনাচার সম্পূর্ণ নাৎসী অনুকরণেই অনুষ্ঠিত। এই ভাবেই জাপানী যুদ্ধ কর্ত্তারা এশিয়াবাসীর ধর্ম্মগুলিকে কখনও প্রভাবান্বিত এবং কখনও একেবারে নিশ্চিহ্ন করিবার নীতি অনুসরণ করিতেছে। জার্ম্মাণীতে মুয়েলারের আর্ক বিশপের মত ধার্ম্মিক ও তেজস্বী মানুষ আটক থাকিয়াও ফুয়েরারকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার উন্মত্ত উৎসাহ ও নাৎসী ধর্ম্মশাস্ত্র "মেইন্ কাম্প" ছাড়া অন্য সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্রকে নিন্দা করিবার গড্ডালিকা প্রবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বাণী প্রচার করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু নানা মতামতের সমবায়ে গঠিত তার রাষ্ট্র ধর্ম্মকেই জাপান আজ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছে, তার এই রাষ্ট্রধর্ম্ম দুনিয়ার আর সব প্রকৃত ধর্ম্মের উপরে। বুদ্ধের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা ও অনুশাসনগুলির বিকৃতভাবে গঠিত যে নাম গোত্রহীন তথাকথিত "সিনটু ইজম" তৈয়ার করা হইয়াছে, তাহাই আজ জাপানী অস্ত্রাগারের প্রধান অস্ত্র।

জাপানীরা এই সমস্ত জানে। টোকিও হইতে জাপানী ভাষায় তাহাদিগকে বলা হয় যে, জাপান যেমন দেশে সম্পদ্-সাম্যনীতি প্রয়োগ করিতে চাহিতেছেন, ঠিক সেই সব দেশে ধর্ম্মীয় নেতৃত্ব লাভ করাই জাপানের উদ্দেশ্য। গত ১০ই জুন জনৈক তামাকা ইউশিশি তাহাদের যেসব বিদেশীয় জাতির সহিত কারবার করিতে হয় তাহাদের জাপানী ভাষায় এক বিবরণ দেন। তিনি বলেন, "আমরা যদি ফিলিপাইন অধিবাসীদের পিতৃমাতৃভক্তিপ্রভাবান্বিত করিতে পারি, তবে তাহারা একটী সভ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। শ্যামদেশের পুরোহিতগণ জনসাধারণের উপর খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আমরা যদি এই সব পুরোহিতগণকে পরিচালিত করিতে পারি, তবেই আমরা শ্যামদেশের ধর্ম্মীয় নেতৃত্ব পাইতে পারি। বর্ম্মাদেশ মন্দিরে পূর্ণ; যদি আমরা এইগুলি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি, তবে আমাদের কাজ সম্পূর্ণ হইবে। আমরা যদি শ্যামকে পরিচালিত করিতে পারি, তবে বর্ম্মাকে লাভ করিব। আর যদি বর্ম্মাকে পরিচালিত করিতে পারি, তবে ভারতকে লাভ করিতে পারিব।" এই বক্তা জানেন না যে ভারত বিভিন্ন ধর্ম্মের জন্মভূমি; এখানে পরিপূর্ণ ধর্ম্মীয় স্বাধীনতা বিরাজমান; সুতরাং এই নীতি ভারত সহজে সহ্য করিবে না।

রাজকীয় ভারতীয় নৌ-বাহিনী

রাজকীয় ভারতীয় নৌ-বাহিনীতে বেতনের হার বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

এই ব্যবস্থা গত ১লা মে হইতে কার্য্যকরী হইয়াছে এবং ইহার ফলে রাজকীয় ভারতীয় নৌ-বাহিনী, ভারতীয় সৈন্য দল এবং বে-সামরিক জীবনে যাহারা একইরূপ কলানৈপুণ্য প্রদর্শন করে বলিয়া দাবী করে তাহাদের বেতনের হারে আর কোনরূপ তফাৎ থাকিল না।

এই নূতন বেতনের হার যে বিভিন্নরূপ সুযোগ সুবিধা প্রদান করিল এবং নূতন আকর্ষণের বস্তু হইয়া উঠিল তাহা কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা বিশদরূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। "সাগর যাত্রী"দের বিভাগে একটি বালক যখন সমুদ্রে যায় সে মাসিক ২৫৲ টাকা হারে বেতন পায়। বর্ত্তমানে একজন সাধারণ নাবিক মাসিক ৪০৲ টাকা বেতন পায়। একজন সক্ষম নাবিকের বেতনের হার ৪৫—১—১৫০, পক্ষান্তরে একজন বিশিষ্ট নাবিকের বেতনের হার হইতেছে ৬০—৫—৭০; কিন্তু একজন সাধারণ অফিসার ৮০—৫—৮৫ হারে বেতন পাইয়া থাকে। ইঞ্জিন, রুম ও মেডিক্যাল বিভাগে একই হারে বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে; কিন্তু একজন মেকানিসিয়ানের মাহিনা ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়াছে। যে সকল কারিগরকে সরাসরি নিযুক্ত করা হইয়াছে তাহাদের প্রাথমিক স্থায়ী বেতন হইবে ১০০৲ টাকা। প্রমোশন পাইয়া প্রধান কারিগর হইলে বেতন ১৮০৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিবে।

এইভাবে রাজকীয় ভারতীয় নৌ-বাহিনীর বেতন পূর্ব্বেকার চাইতে অনেক ভাল হইয়াছে। এই উপার্জ্জন করিতে গিয়া নাবিক মুক্ত বায়ুতে স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করে; তাহার থাকিবার স্থান, পোষাক পরিচ্ছদ এবং আহার্য্য বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। এতদ্ব্যতীত তাহাকে আনন্দদায়ক ও চিত্তাকর্ষক কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। এবং তজ্জন্য তাহাকে সকল রকম সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়।

রাজকীয় ভারতীয় নৌ-বাহিনীতে নিযুক্ত ব্যক্তিরা এই চলতি বেতন ব্যতীত বিশেষ যোগ্যতা বহির্ভারতের সমুদ্রে কাজ করা এবং যাত্রা প্রভৃতির জন্য বিশেষ ভাতা পাইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত নাবিকদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, পোষাক পরিচ্ছদ ইত্যাদির জন্য বিশেষ ভাতা প্রদান করা হয়।

৬ই জুলাই সোমবারে কলিকাতার বাজার দর

		মণপ্রতি।
বিশিষ্ট আগমার্ক আটা	..	৮৸৹
আগমার্ক চাকি আটা	..	৮।৵৹
পাটনাই চাউল	..	৭৷৹
মোটা চাউল	..	৬৷৹
সাধারণ সরিষার তৈল	..	১৯৲
আগমার্ক	..	সরবরাহ নাই
সাধারণ ঘি	..	৬৭৲ হইতে ৭৭৲
আগমার্ক ঘি	..	৭৫৲
১নং চিনি	..	১৩৷৹
আলু (নৈনিতাল)	..	৬৷৶৹
আপেল	..	সরবরাহ নাই
		টাকাপ্রতি।
বৈজলী আম	..	৯টা
কমলা (নাগপুরী)	..	৮টা
		কুড়িপ্রতি।
মুরগীর ডিম	..	৸৹ আনা

জাপ-চীন সংগ্রামের পঞ্চম বার্ষিকী

মিঃ চার্চ্চিলের বার্ত্তা

"জাপানের বিরুদ্ধে চীনের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের পঞ্চম বার্ষিকী উপলক্ষে মিত্রপক্ষীয় নেতৃবৃন্দের নিকট হইতে চুংকিংয়ে বহু বাণী প্রেরিত হইয়াছে। মিঃ চার্চিলের একটি বাণীও উহাদের অন্যতম। উহাতে মিঃ চার্চিল বলেন যে, গত ৫ বৎসর যাবৎ চীন শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই যে বীরত্ব দেখাইয়াছে তাহা নহে, যুদ্ধবিধ্বস্ত জাতীয় জীবনের পুনর্গঠনব্যাপারেও চীনারা কৃতিত্ব দেখাইয়া জগৎবাসীর বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছে। চীনও বৃটেন এই উভয়েরই আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে একাকী লড়িবার অভিজ্ঞতা হইয়াছে। আজ এই দুই শক্তি সম্মিলিত হইয়া শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত হইয়াছে। এই দুই শক্তিই আজ যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল ক্ষমতা দ্বারা পুষ্ট হইতেছে।

অতঃপর মিঃ চার্চিল বলেন যে, সুদূর-প্রাচ্যের যুদ্ধের সহিত বৃটেনরক্ষার যে সম্পর্ক রহিয়াছে মধ্য-প্রাচ্যের যুদ্ধের সহিতও চীনরক্ষার সেইপ্রকার সম্পর্কই বর্ত্তমান। তিনি ইহাও বলেন যে, বৃটিশ শক্তি চীনাকে সর্ব্বপ্রকার নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বাস্তব সাহায্যই প্রদান করিতে ইচ্ছুক। মিঃ চার্চিল আশা করেন যে, শেষ পর্য্যন্ত মিত্রপক্ষের জয় হইবে।

জাপানকে ধ্বংস করিব

মার্শাল চিয়াং-কাইসেকের ঘোষণা

চীন-জাপান যুদ্ধের ষষ্ঠ বৎসর আরম্ভ হওয়ার প্রাক্কালে জেনারেলিসিমো চিয়াং-কাইসেক জাতির নিকট বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, চীনই প্রাচ্য মহাদেশের প্রধান যুদ্ধ পরিচালনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে।

তিনি আরও বলেন—"আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আমাদিগকে হয়ত আরও অনেক শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু এই সবই হইবে ক্ষণস্থায়ী, পক্ষান্তরে শত্রুর চরম পরাজয় ঘনাইয়া আসিতেছে।

"মিত্রপক্ষ রণনীতি বা সমরকৌশলের কোন ধার ধারেন না—এরূপ ভ্রান্ত ধারণার যেন কেহ বশবর্ত্তী না হন। চীনই প্রাচ্য মহাদেশে যুদ্ধপরিচালনের প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মত চীনও জাপানের ধ্বংসসাধনে দৃঢ়সঙ্কল্প। অন্য পক্ষে বৃটেন ও রুশিয়া অন্যান্য রণাঙ্গনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। মিত্রশক্তিদের সহায়তার জন্য আমরা চিরকৃতজ্ঞ, কিন্তু চীনাদিগকে স্বাবলম্বী হইয়া স্বীয় মিত্রশক্তিদের যোগ্য সহযোগীতে পরিণত হইতে হইবে।"

নাৎসীদের দ্বিতীয় রণাঙ্গন-ভীতি

যদিও মিত্র শক্তির বহু সৈন্যবাহিনী ফ্রান্সে অবতরণ করাইয়া পশ্চিম সীমান্তে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করিবার প্রস্তাবকে নাৎসী অধিকৃত ফরাসী সংবাদপত্রসমূহ বিদ্রূপ করিয়া চলিয়াছে, জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষ গত কয়েকমাস যাবৎ ইহার সম্ভাবনা সম্পর্কে আশঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। নিউজ ক্রনিকেলের বিশিষ্ট সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, এই জন্য অধিকৃত অঞ্চলের নাৎসী সৈন্যবাহিনী দেশরক্ষা ব্যাপারে বিশেষ তোড়জোড় করিতেছে।

জার্ম্মাণ কর্ত্তৃপক্ষ আদেশ দিয়াছেন যে, ম্যাজিনট লাইন আংশিকভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহার সংস্কার সাধন করিয়া দেশরক্ষার উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবশ্য রিজার্ভ রাখা হইয়াছে। বহু সংখ্যক কর্ম্মী, কারিগর এবং ইঞ্জিনিয়ার গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ দিনরাত্র পরিশ্রম করিয়া কামানের মুখ পশ্চিম দিকে স্থাপন করিতেছে। যে সকল কামান তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল তাহা আবার ফেরৎ পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত জার্ম্মাণী হইতে নূতন কামান আমদানী করা হইয়াছে। ফ্রান্সের লোকেরা যাহাতে বিরোধী দলে যোগদান করিতে না পারে তজ্জন্য জার্ম্মাণরা ফ্রান্সে একটি রাজনৈতিক দল সংগঠন করিয়াছে।

যুদ্ধ ও ভারতবর্ষের খাদ্য-সমস্যা

মাননীয় মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকারের বেতার-বক্তৃতা

"যদি আবহাওয়ার অবস্থা ভাল থাকে এবং বেশী পরিমাণে খাদ্য-শস্য উৎপাদনের যে আন্দোলন আরম্ভ করা হইয়াছে তাহা যদি প্রদেশসমূহ ও সামন্ত-রাজ্যগুলিতে যথাযথভাবে পরিচালিত হয়, তাহা হইলে অতিরিক্ত চাহিদা সত্ত্বেও ভারতে আমাদের খাদ্য-সরবরাহের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়।" ভারত সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য মাননীয় মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার দিল্লী বেতার কেন্দ্র হইতে এক বক্তৃতায় সম্প্রতি এই মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন—"কোনও বিশেষ রকম ফসলের অপ্রাচুর্য্য হইতে পারে এবং মাল-চলাচল ব্যবস্থার অসুবিধার দরুণ কোনও স্থানবিশেষেও খাদ্য-শস্যের অপ্রতুলতা দেখা দিতে পারে, কিন্তু আমি জোর দিয়া ইহা বলিতে পারি যে, সমগ্রভাবে ভারতে মোটেই খাদ্য-শস্যের ঘাটতি পড়িবে না। মনে করুন—যদি চাউলের অভাব হয় তাহা হইলেও লোকের কোন অসুবিধাই হইবে না। কারণ জোয়ার, বাজরা, নানাবিধ ফল ও শাকসব্জী দ্বারা লোকে চাউলের অভাব পূরণ করিতে পারিবে।

"যাঁহারা আমার এই বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হয়ত এই ধারণা করিয়া লইয়াছেন যে, ভারতে খাদ্য-শস্যের অভাব দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং দুর্ভিক্ষের মত অবস্থার সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নহে। এরূপ ধারণা একেবারেই ভুল। ইহা সকলেই অবগত আছেন যে, আমাদের এই দেশে কৃষিকার্য্যের অফুরন্ত সুযোগ রহিয়াছে এবং আমরা প্রয়োজনমত সর্ব্বপ্রকার খাদ্য-শস্যই উৎপাদন করিতে সমর্থ।

"ইহা সত্য যে, এদেশে উৎপন্ন খাদ্য-শস্য ছাড়াও প্রতিবর্ষে আমাদিগকে ব্রহ্মদেশ হইতে প্রায় ১৪ লক্ষ টন চাউল এতদিন পর্য্যন্ত আমদানী করিতে হইয়াছে। সাধারণ দৃষ্টিতে ব্রহ্মের এই আমদানী চাউলের পরিমাণ বিরাট বলিয়া মনে হইবে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা আমাদের উৎপন্ন খাদ্য-শস্যের শতকরা তিনভাগ মাত্র। গম সম্বন্ধে বলা চলে আমরা নিজেদের প্রয়োজনমত যথেষ্ট গম উৎপাদন করি এবং যে বৎসর ফসল ভাল হয়, সে বৎসরে কতক পরিমাণ গম রপ্তানী করাও চলে। অন্যান্য খাদ্য-ফসল, যথা—জোয়ার, বাজরা, ডাল, ছোলা প্রভৃতি এদেশে যে পরিমাণ উৎপন্ন হয়, তাহাতে আমাদের প্রয়োজন অনায়াসে মিটে।

"ব্রহ্মদেশ শত্রু কর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়ায় সে দেশ হইতে চাউলের আমদানী বন্ধ হইয়া যাওয়ায় এবং গমের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম দিকে মনে হইয়াছিল যে, যে পরিমাণ খাদ্য-ফসল এদেশে উৎপন্ন হয়, তাহা দ্বারা দেশবাসীর প্রয়োজন হয়ত সম্পূর্ণভাবে মিটিবে না। ইহার উপর দেশরক্ষার জন্য যে সেনা-বাহিনী বর্দ্ধিত করা হইতেছে, তাহাদের খাদ্যের চাহিদাও আমাদিগকে মিটাইতে হইতেছে। যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনই উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যক লোক বিভিন্ন কার্য্যে নিয়োজিত হইতেছে এবং তাহার ফলে লোকের হাতে বেশী পরিমাণ অর্থও ন্যস্ত হইতেছে। এইজন্যও স্বভাবতঃই খাদ্যদ্রব্যাদির চাহিদা আরো বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তারপর আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র সিংহলকেও আমাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে; কারণ সিংহলে বহু সংখ্যক ভারতবাসী বসবাস করিয়া থাকে।"

তুলনামূলক পর্য্যালোচনা

মাননীয় মিঃ সরকার অতঃপর বলেন—"ইংলণ্ড ও জার্ম্মাণী প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় ভারতে খাদ্য-সরবরাহের পরিস্থিতি অনেকাংশে ভাল। এদেশে প্রকৃতির অনুগ্রহ এত ব্যাপক যে, একটু সামান্য বেশী পরিশ্রম করিলেই আমরা অনায়াসে ফসলের ঘাটতি পূরণ করিতে সমর্থ। ইংলণ্ডে খাদ্যদ্রব্যের অধিকাংশই বিদেশ হইতে আমদানী হয়; কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও আর্জ্জেণ্টাইন হইতে ইংলণ্ডে গম আমদানী হয়;

(মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার)

আর্জ্জেণ্টাইন, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড হইতে মাংস আসে; নরওয়ে ও ডেনমার্ক হইতে মাছের আমদানী হয়, নিউজিল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে মাখন ও পনির এবং ডেনমার্ক ও হল্যাণ্ড হইতে ডিম ইংলণ্ডে আমদানী হইয়া থাকে। এই সব জিনিষের অতি সামান্য পরিমাণ অংশই ইংলণ্ডে উৎপন্ন হয় এবং সে দেশের বিরাট জনসমষ্টি সহরের বাসিন্দা বলিয়া উৎপাদন-বৃদ্ধির সুযোগও বিশেষ নাই। যুদ্ধের দরুণ এই সব দ্রব্যের আমদানী কমিয়া যাওয়ায় ইংলণ্ডের অধিবাসীদিগকে বাধ্য হইয়াই খাদ্যের ব্যাপারে বিরাট পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইয়াছে। ইংলণ্ডের তুলনায় জার্ম্মাণীর অবস্থা এই দিক দিয়া অনেকাংশে ভাল। কারণ সেখানে প্রয়োজনীয় খাদ্য-সম্ভার অধিকাংশই উৎপন্ন হয় এবং তাহাদিগকে বিদেশের

[অবশিষ্টাংশ তৃতীয় কলমের নীচে]

জাপানের অর্থনৈতিক অবস্থা

আমেরিকান বিশেষজ্ঞের অভিমত

আমেরিকার অন্যতম গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান ব্রুকিংস ইন্সটিটিউট কর্ত্তৃক প্রকাশিত একটি বিশদ বিবরণীতে জাপানের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বলা হইয়াছে:—

"বর্ত্তমান কয়েক বৎসর জাপানের সমর-নীতি অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আছে একথা কোনো ক্রমেই বলা চলেনা। এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ডাঃ হ্যারল্ড জি, মৌলটন তাঁহার ব্যাপক অনুসন্ধানের পরিশিষ্ট হিসাবে বলেন—

"দশ বৎসর পূর্ব্বে জাপানের অর্থনৈতিক অবস্থা বহু দিক দিয়া অনুকূল ছিল এবং একথা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল যে, ব্যাপক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারতা—বিশেষ করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্ত্তী এসিয়া ও আমেরিকার বিভিন্ন জাতির সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিলে জাপান ভবিষ্যতে শ্রীবৃদ্ধিশালী হইবে। কিন্তু পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে জাপান যে সামরিক অভিযান পরিচালনা করিয়াছে তাহার ফলে বিশ বৎসরের অর্থনৈতিক লাভ একেবারে সমূলে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। জাপানী জনসাধারণের জীবন যাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য বহু গুণে হ্রাস পাইয়াছে এবং তাহার ফলে জনগণের ঋণের পরিমাণ এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, উহা সাম্রাজ্য অধিকারী জাতিসমূহের সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক কাঠামোর সমান।

প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধ সবে সুরু হইয়াছে। আমরা জাপানী সমর নীতি ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর এবং অনতি বিলম্বেই আমরা সেই প্রয়োজনীয় শক্তিকে সজ্ঞবদ্ধ করিব।"

[দ্বিতীয় কলমের শেষ]

আমদানীর উপর নির্ভর করিতে হয় না। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও যুদ্ধের জরুরী অবস্থার দরুণ জার্ম্মাণীতে এমনভাবে খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে যে, আমার সন্দেহ হয় ইংলণ্ডের লোকদের মত খাদ্য বর্ত্তমানে আর জার্ম্মাণরা পায় না।

"সৌভাগ্যবশতঃ ভারতে আমরা নিজেদের স্বাভাবিক সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য-শস্য অনায়াসে উৎপাদন করিতে সমর্থ এবং যদি আমরা একটু বেশী চেষ্টা করি তাহা হইলে যুদ্ধের অতিরিক্ত চাহিদা মিটাইবার উপযুক্ত ফসলও উৎপাদন করিতে পারিব। কাজেই বলা চলে—বর্ত্তমানে অধিক পরিমাণ খাদ্য-শস্য উৎপাদনের যে আন্দোলন আরম্ভ করা হইয়াছে, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের এবম্বিধ আন্দোলনের তুলনায় ভারতের এই আন্দোলন সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম।

[অবশিষ্টাংশ চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

কবিরাজগণের নাম রেজিষ্ট্রী করার সময়

তিন মাস কাল বর্দ্ধিত করা হইল

যে অধিকাংশ কবিরাজ বাঙলাদেশের জেনারেল কাউন্সিল এণ্ড ষ্টেট ফ্যাকালটি অফ আয়ুর্ব্বেদিক মেডিসিনের সহিত নিজেদের নাম রেজেষ্টীভুক্ত করিয়াছিলেন এবং যাঁহাদিগকে ১৩৪৯ সনের ১৪ই এপ্রিলের মধ্যে ৫৲ টাকা করিয়া জমা দিয়া নূতন করিয়া নাম রেজেষ্টী করার কথা ছিল সেই সকল কবিরাজ যে নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে উক্ত রেজিষ্ট্রেশন কার্য্য সম্পাদন করেন নাই সেদিকে সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমান জরুরী অবস্থার দরুণ এই সকল কবিরাজ যে সাধারণ ব্যবসা চালাইতেন তাহার অধিকাংশ ব্যক্তি সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। আবার কতিপয় ব্যক্তি বর্ত্তমান সময়ের এই অস্থায়ী আর্থিক দুরবস্থার জন্য নূতন করিয়া নাম রেজেষ্টী ফী দাখিল করিতে পারেন নাই। তদনুসারে বাঙলা গভর্ণমেণ্ট উক্ত কবিরাজদিগের নাম রেজেষ্টী করিবার তারিখ তিন মাস বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ কাউন্সিল ও ফ্যাকালটি যেদিন এই আদেশ জারি করিয়াছে সেই দিন হইতে সময় গণনা করা হইবে।

এইরূপ অনুমিত হয় যে, অন্যান্য রেজেষ্টীভুক্ত চিকিৎসা ব্যবসায়িগণ যে সুযোগ-সুবিধা লাভ করিয়া থাকেন রেজেষ্টীভুক্ত কবিরাজগণের তাহা নাই বলিয়া তাঁহারা নতুন করিয়া নাম রেজেষ্টী করিতে অনিচ্ছুক। বাঙলা সরকার তাঁহাদিগকে এই আশ্বাস প্রদান করিতেছেন যে রেজেষ্টীভুক্ত কবিরাজগণকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিবার প্রশ্ন সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন। কিন্তু এই সমস্যার সমাধান বিশেষ সময় সাপেক্ষ বলিয়া সরকার আশা করেন যে কবিরাজগণ যেন ইহাকেই ফ্যাকালটির সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবার কারণ বলিয়া গ্রহণ না করেন।

গভর্ণমেণ্ট আশা করেন যে নিজেদের এবং ফ্যাকালটির স্বার্থ সংরক্ষণার্থ কবিরাজগণ উপরোক্ত নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দ্ধারিত ফী প্রদান করিয়া নিজেদের নাম নূতন করিয়া রেজেষ্টীভুক্ত করিয়া লইবেন। নতুবা তাঁহারা আর রেজিষ্টার্ড কবিরাজ বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, তাঁহাদের নির্ব্বাচন অধিকার হারাইবেন, এবং আয়ুর্ব্বেদ কাউন্সিলের আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে কোনরূপ অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(প্রেস-নোট)

বাঙলাদেশে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

ছায়াচিত্র প্রস্তুত

বঙ্গীয় সমাধক সৈন্যদলের ফিল্ম অ্যাডভাইসরী বোর্ড বাঙলা সরকারের জন্য, "যুদ্ধের নিমিত্ত বাঙলার উৎপাদন" এবং "বাঙলা আহ্বানে সাড়া দিয়াছে" এই নামে সম্প্রতি দুইটি ফিল্ম নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা করিয়াছে।

এই ছবিতে দেখানো হইয়াছে, কি ভাবে বাঙলার জনসাধারণ যুদ্ধকালের কারখানাসমূহে এবং বেসামরিক শিল্প কার্য্যে নিপুণ কারিগর ও টেক্‌নিসিয়ান হিসাবে যোগদান করিবার জন্য দলে দলে আসিতেছে। প্রত্যহ যে হাজার হাজার লোক সৈন্যদল, নৌবিভাগ, বিমানদল এবং বিভিন্ন বেসামরিক সংরক্ষণ কার্য্যে সংগৃহীত হইতেছে—এই চিত্রে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

"বাঙলা আহ্বানে সাড়া দিয়াছে" নামক চিত্রে সর্ব্ব-ভারতীয় সৈন্যদলের কমাণ্ডার-ইন-চীফ জেনারেল স্যার আর্চিবল্ড ওয়াভেল বাঙলার জনসাধারণকে উদ্দেশ করিয়া বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন এবং ভারতীয় সৈনিকদের বহু উচ্চ গুণের প্রশংসা করিয়াছেন।

মি: এজিন্‌ডু ডানকান ইংরাজী, বাংলা এবং হিন্দি ভাষায় এই চিত্র প্রযোজনা করিয়াছেন এবং ইহা কলিকাতার বিভিন্ন সিনেমা-গৃহে প্রদর্শিত হইবে।

যুদ্ধ ও ভারতবর্ষের খাদ্য-সমস্যা

[তৃতীয় পৃষ্ঠার শেষ]

এমন কি, শুধু কৃষির দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও ভারতবর্ষে এই প্রচেষ্টায় ইংলণ্ডের মত জটিল সমস্যা-সমূহের সম্মুখীন হইতে হইবে না। গ্রেট বৃটেনে খাদ্য-শস্যের আবাদ বৃদ্ধি করিলে ঘাসের জমি আমাদের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে তাহার ফলে পশুর খাদ্য কম হইবে এবং দুধও কম পাওয়া যাইবে। তাহা ছাড়া শান্তির সময়ে সস্তায় যখন খাদ্যশস্য আমদানী করা হয় তখন যে সমস্ত অঞ্চলে চাষবাস করিয়া লাভ হয় না সেই সমুদয় অঞ্চলে খাদ্যশস্য জন্মাইবার জন্য পরিকল্পনা করিলে ঐ স্থানের জমির উন্নতি সাধন করিতে যে টাকার প্রয়োজন হইবে তাহাতে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাও রহিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে আমাদের সম্মুখে ঐরূপ সব সমস্যা বা জটিলতা নাই। আমাদের এই প্রচেষ্টা দ্বারা আমরা যে পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে চাই তাহা সফল হইলে ভারতীয় কৃষির পক্ষে বাধা সৃষ্টি হওয়ার পরিবর্ত্তে যুদ্ধের পর কৃষির পুনর্গঠনে সুবিধা হইবে। কাজেই বর্ত্তমান সময়ে খাদ্যশস্যের যে সমস্যার সম্মুখীন আমরা হইয়াছি তাহাতে শঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই।

বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলি খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু আমাদের দেশে কৃষিকার্য্য বৃষ্টিপাতের উপর অনেকটা নির্ভর করে এবং বর্ত্তমানে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে শস্যাদি প্রেরণে অসুবিধা সুতরাং কোন কোন অঞ্চলে খাদ্যশস্য কম পড়িতে পারে এরূপ মনে করাই বুদ্ধিমানের কাজ হইবে। আমরা স্থির নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না কোন অঞ্চলে কম হইবে। এই বিষয়ে আমাদের বিশেষ একটি সুবিধা এই আছে যে, আমরা ফল ও তরিতরকারী দ্বারা খাদ্যশস্যের অভাব পূরণ করিতে পারি এবং ফল ও তরিতরকারী প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থই জন্মাইতে পারেন। বড় বড় শহরের বাহিরে এই দেশের অতি দরিদ্র ব্যক্তির বাড়ীর সংলগ্ন জমি আছে যেখানে তাহারা তাড়াতাড়ি ফল হয় এমন সব গাছ কিম্বা তরিতরকারীর আবাদ করিতে পারে। ইহা ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি করিতে পারে এবং ইহাতে অধিক চাহিদা মিটাইবার জন্য আমাদের কৃষক ও চাষীরা যে খাদ্যশস্যের আবাদ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহার সাহায্য হইবে। উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করা ছাড়াও যদি ধনী ব্যক্তিগণ কৃষকদিগের এই খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রচেষ্টায় যোগদান করেন তাহা হইলে মানুষের একটা মানসিক পরিবর্ত্তন আসিবে এবং এই আন্দোলনের যথেষ্ট সাহায্য হইবে। ইহা কার্য্যতঃ জনসাধারণের নিকট প্রমাণ করিবে যে, এই সমস্যার সহিত সকলেই সংশ্লিষ্ট এবং এই সাধারণ বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রত্যেকেই এই কাজে যোগদান করিয়াছে।

এই সম্পর্কে আমি নবনগরের মহামান্য জাম সাহেবের উদাহরণ আপনাদের নিকট উল্লেখ করিতেছি। তিনি তাঁহার রাজ প্রাসাদের বাগানে গোলাপ ফুলের সারির মাঝখানে কুমড়ার চাষ করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আমি জানিতে পারিয়াছি বোম্বের গভর্ণর বাহাদুর তাঁহার সরকারী বাসগৃহের বাগানে তরিতরকারীর চাষ করাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমি সরকারী-বেসরকারী, ধনী-দরিদ্র সকল স্তরের লোকের নিকট আবেদন করিতেছি যে, তাহারা জনসাধারণের সম্মুখে নিজেদের আদর্শ দ্বারা এই আন্দোলনের যথেষ্ট প্রেরণা যোগাইতে পারেন। আমি আশা করি তাহারা একথাও উপলব্ধি করিবেন যে, অধিক পরিমাণে তরিতরকারী ও ফল খাওয়ার শুধু খাদ্যের অভাবই পূরণ হইবে না পক্ষান্তরে স্থায়ী লাভ হইবে কারণ ইহা যদি একবার স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত হইয়া যায় তাহা হইলে ইহা দ্বারা প্রায় বিনা খরচায় সর্ব্বসাধারণের স্বাস্থ্য ও নিয়মিত খাদ্যের ব্যবস্থা হইবে।

অপচয় করা বাঞ্ছনীয় নহে

বর্ত্তমান সময়ে সকল প্রকার অপচয় পরিহার করিতে আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। একথা বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, বর্ত্তমানে আমরা যে জাতীয় সঙ্কটের মধ্যে সময় যাপন করিতেছি তাহাতে খাদ্যদ্রব্যের অপচয় করা চলে না। ব্যক্তিবিশেষের অপচয়কে অতি সামান্য বলিয়া গর্ত্তব্যের মধ্যে না নিলেও, সমস্ত সমাজের পক্ষে ঐরূপ অপচয়ে প্রভূত পরিমাণ নষ্ট হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সঙ্কট-সময়ে এইরূপ অপচয় সামাজিক কার্য্যপ্রণালীর বিরোধী এবং তাহা সামাজিক চেতনাবোধে হ্রাস করিতে হইবে। আমি বিশ্বাস করি আমার এই আবেদন বিফলে যাইবে না।

আমি একথাও এখানে উল্লেখ করিব যে, "আরও খাদ্য-শস্য উৎপাদন" আন্দোলন যাহা এই বৎসরের এপ্রিল মাসে আমরা আরম্ভ করিয়াছি, তাহাতে বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের গবর্ণমেণ্টসমূহ বিপুল সাড়া দিয়াছেন—ইহা ভারত গভর্ণমেণ্টের ও ব্যক্তিগত-ভাবে আমার অতীব আনন্দের বিষয়। অধিক পরিমাণ খাদ্যশস্য ও পশু-খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহিত করিবার জন্য তাঁহারা উৎসাহপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তাহারা বীজ ও সার বিতরণের জন্য ও কোন কোন ক্ষেত্রে জল সরবরাহের সুব্যবস্থা, যাহাতে অধিক খাদ্য-শস্য জন্মাইবার জন্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় সেজন্য অপ্রয়োজনীয় ফসলের আবাদ হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহাদের আন্তরিক ও উৎসাহপূর্ণ আন্দোলনে ও জনসাধারণের সহযোগিতায় আমাদের খাদ্য সরবরাহ সমস্যার সমাধান করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইবে না।

সংবাদপত্রসমূহ যথাসময়ে সংবাদাদি প্রচার করিয়া ও সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিয়া কার্য্যকরী সহযোগিতা করায় আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তাঁহাদের যোগে জনসাধারণ প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে জানিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইতেছে এবং আমাদের এই সমস্যা সমাধান করিবার উপায় সম্বন্ধেও জ্ঞাত হইতে পারিতেছে। দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্ত্তমান সঙ্কট সময়ে স্বপর্য্যাপ্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা প্রচার করায় এই আন্দোলন যে প্রভূত সময়োচিত প্রেরণা পাইয়াছে সেজন্যও আমি আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।

আমি আলোচনা শেষ করিবার পূর্ব্বে আর একটি কথা বলিব। বেসামরিক লোকের জন্য যথেষ্ট খাদ্য সরবরাহ বজায় রাখার প্রয়োজন সর্ব্বদাই অপরিহার্য্য, কারণ তাহাতে লোকের মানসিক বল অক্ষুণ্ণ থাকে এবং উহার উপরই চূড়ান্ত বিজয়লাভ নির্ভর করে। বিদেশীয় আক্রমণকারী অপেক্ষা ক্ষুধার্ত্ত জঠর শান্তি ও স্থায়িত্বের পক্ষে বেশী বিপজ্জনক। সুতরাং আমি অনুরোধ করি যে, আপনারা এই বার্ত্তা বহন করিয়া অন্যান্য সকলের নিকট পৌঁছাইবেন, এই আন্দোলনকে সম্পূর্ণ কার্য্যকরী করিবার জন্য সাহায্য করিয়া আপনারা শুধু দেশের দরিদ্র জনসাধারণের জীবনধারণের ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়াই নিবারণ করিবেন না বরং ইহা দ্বারা খাদ্য-সমস্যার সমাধান করিয়া প্রচারে চূড়ান্ত বিজয়লাভে সাহায্য করিবেন।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটীশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে সুযোগমত জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেন্টস্‌,
বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (ইংলণ্ডে রেজিষ্টার্ড)।

বঙ্গীয় পশু-চিকিৎসা বিভাগ

১৯৪০-৪১ সালের বার্ষিক বিবরণী

বাঙলাদেশের বেসামরিক পশু-চিকিৎসা বিভাগের ও বঙ্গীয় পশু-চিকিৎসা কলেজের ১৯৪০-৪১ সনের বাৎসরিক বিবরণীতে বলা হইয়াছে—"বাঙলাদেশ জীবিকার প্রধান সংস্থানের জন্য কৃষির উপর নির্ভর করে এবং চাষীরা সম্পূর্ণ নির্ভর করে গৃহপালিত পশুর উপর। স্বভাবতঃ জীব-ধনের প্রয়োজনীয়তা যে অত্যধিক সে সম্বন্ধে অত্যুক্তি করা যায় না। কিন্তু বাঙলাদেশে পশুপক্ষির অবস্থা ক্রমশঃ এরূপ খারাপ হইয়া গিয়াছে যে, যাহাতে আরও হীনাবস্থা প্রাপ্ত না হয় এবং ঐগুলির স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে পারে, সেজন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করা আশু প্রয়োজন।"

রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, পশুখাদ্যের স্বল্পতা, পল্লী অঞ্চলে পশু-চিকিৎসার সুযোগের অভাব, দারিদ্র্য-পীড়িত চাষীদের পশুর উপযুক্ত যত্ন লওয়ার অক্ষমতা, নিজেদের জীব-ধনের তত্ত্বাবধান ও যত্ন প্রাথমিক স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা ও পীড়িতাবস্থায় পৃথক নিয়ম সম্বন্ধে জনসাধারণের অজ্ঞতা, নিজস্ব ব্যবসা স্বরূপে পশু চিকিৎসার উপযুক্ত লোকের অভাব এবং অন্যান্য অনেক কারণ হেতু বাঙলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণীর গৃহপালিত পশুর এরূপ দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে।

জনসাধারণকে পশু-চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূলনীতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য ব্যাপক প্রচারকার্য্য, প্রদর্শনী ছায়াচিত্র ও ম্যাজিক লণ্ঠনযোগে বক্তৃতা ও উপদেশপূর্ণ প্রাচীরপত্র ও বিজ্ঞাপন বিতরণ করা প্রয়োজন।

জনসাধারণের বিশেষ উপকারের জন্য বিশেষভাবে এ সম্বন্ধে তাহাদের কিছু জ্ঞান জন্মাইবার জন্য প্রচার কার্য্য করা হইয়াছিল। ছায়াচিত্র ও ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে পশুচিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছিল।

প্রজাসাধারণের ও পশু-ব্যবসায়ে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের উপকারার্থে আলোচ্য বৎসরে পশুর রোগ ও পশু রাখার ব্যবস্থা ও যত্ন সম্বন্ধে অনেকগুলি পুস্তিকা ছাপান হইয়াছে। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে এই বিভাগে কর্ম তৎপরতা আরও বৃদ্ধি করা হইবে। মাঠে পশুর যথাযথ ব্যবহার, দুর্জ্ঞেয় ঘটনাবলী ও গৃহপালিত পশুর বিপদাপদ উপস্থিত হইলে কি করিতে হইবে তাহা এই সব পুস্তিকায় আলোচনা করা হইয়াছে।

নানাপ্রকার ব্যাধিতে মৃত্যুর সংখ্যা উল্লিখিতরূপে কমিয়াছে। গত বৎসর পশু-মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৩৯,৪৭১ এবং আলোচ্য বর্ষে সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩৩,৮৬৩টি।

ঢাকা, রাজশাহী ও যশোহরে অনুসন্ধানে অশ্বের রোগের প্রকোপ ধরা পড়িয়াছে। মোট ৮৩টি পশু আক্রান্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৪২টি কোনপ্রকার চিকিৎসা করার পূর্ব্বেই মারা গিয়াছিল। ঢাকা, কালিম্পং ও কার্শিয়াং হইতে অশ্বের গ্রন্থিরোগ ও অশ্বের মুখরোগ বিশেষের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

এই প্রদেশে বরাবরের মত এবারেও সবচেয়ে বেশী পশুর মৃত্যু হইয়াছে গোবসন্তে। আলোচ্য সময়মধ্যে এই রোগে ২৩,৬৩৮টি পশু মরিয়াছে, ১৯৩৯-৪০ সনে মরিয়াছিল ২৫,১২২টি পশু। এই রোগ নিবারণে যথাসময়ে কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। যাহাতে রোগের বিস্তার না হয় এজন্য রোগপ্রতিষেধক টীকা দেওয়া হইয়াছিল।

সংক্রামক ব্যাধিতে—বিশেষভাবে গোবসন্তে—আক্রান্ত পশুগুলিকে পৃথকভাবে রাখার জন্য এই প্রদেশের বিভিন্ন অংশে কয়েকটি শিবির নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। এই সব শিবির স্থাপন করায় আক্রান্ত পশুগুলিকে তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরিত করার সুযোগ হইয়াছিল; তাহাতে গ্রামস্থিত অন্যান্য পশুর বিপদাশঙ্কা অনেকটা হ্রাস পাইয়াছিল।

বাখরগঞ্জ জেলায় সংক্রামক রোগের অবস্থানে পরীক্ষামূলকভাবে একদিক হইতে সমস্ত পশুকে ছাগলের মাংস কোষ হইতে প্রস্তুত বীজ দ্বারা টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। মোট ১৫,৪৮২টি পশুকে শুধু এই বীজ দ্বারা রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং ফলও সন্তোষজনক হইয়াছিল।

আলোচ্য বর্ষে ৫৭৫টি হাঁস-মুরগী মরার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে ৬ বার রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল। ৬২৮টি হাঁস-মুরগীকে পক্ষীর কলেরা ও ৪৯১টিকে পক্ষী-বসন্ত হইতে নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

এই বিভাগের ভ্রাম্যমান কর্ম্মচারিগণ মফঃস্বলে ভ্রমণ করিয়া ২৪,৯৮৭টি গ্রাম পরিদর্শন করিয়াছিল এবং ১০৮,৯২১টি পশুর চিকিৎসা করিয়াছিল। ইহা ছাড়া ৯০৫টি অকেজো ষাঁড় ও ঘাঁড় বাছুরের মুস্কচ্ছেদন করা হইয়াছিল।

> ### পরলোকে রায় এইচ্, এল, মুখার্জ্জী বাহাদুর
>
> মুর্শিদাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর রায় হিরণ লাল মুখার্জী বাহাদুর অল্প কয়েকদিনের জন্য কলিকাতায় আগমন করিয়া গত ২৭শে জুন হঠাৎ পরলোক গমন করিয়াছেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সন্ধ্যাকালে সম্পন্ন হয় এবং এই অনুষ্ঠানে মৃতের বহু হিন্দু ও মুসলমান বন্ধু যোগদান করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৯ বৎসর হইয়াছিল।
>
> মিঃ মুখার্জী গত ১৯৪১ সনে মুর্শিদাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া তিনি গত ১৯১৪ সালে বঙ্গীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। তিনি ২৪-পরগণা, ফরিদপুর, মুর্শিদাবাদ এবং দার্জিলিং জেলায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে এবং কলিকাতায় অস্থায়ী কালেক্টর হিসাবে কাজ করেন। গত ১৯২৮ সালে তিনি ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার মহকুমা হাকিম এবং ১৯১৯ সালে নীলফামারীর মহকুমা হাকিম ছিলেন। অতঃপর তিনি রাজশাহী বিভাগের কমিশনারের পার্শ্যাল অ্যাসিষ্টেণ্ট নিযুক্ত হন। গত ১৯৩৫ সালে তিনি বাঙলা সরকারের স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের অ্যাসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী নিযুক্ত হন এবং ১৯৩৭ সালে ২৪-পরগণার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে কাজ করেন। তৎপর তিনি স্বায়ত্তশাসন বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারীরূপে যোগদান করেন এবং সেই স্থান হইতে মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে তাঁহাকে বদলী করা হয়।

কলিকাতা ও চট্টগ্রামে রোগের বীজাণু দ্বারা টিকা প্রস্তুত বিভাগে কৃতকার্য্যতার সহিত ছাগ মাংসকোষ হইতে বীজাণু ও জীব-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুত ও বিতরণ করিয়াছিল।

পূর্ব্বের মত এবারেও আসাম, উড়িষ্যা ও ত্রিপুরারাজ্য হইতে ছাগ-মাংসকোষ হইতে প্রস্তুত বীজাণুর চাহিদা ছিল।

আলোচ্যবর্ষে ৩৬টি মেলা ও প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়াছিল; তাহাতে অসংখ্য সমাগত দর্শক পশু-প্রদর্শন ও বিপণী-বীথিতে এই বিভাগের বিভিন্ন প্রকার কর্ম্ম-তৎপরতা দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছে।

জনসাধারণকে পশু সম্বন্ধীয় প্রাথমিক ও মূলতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিপুল জনতার সম্মুখে ছায়াচিত্র ও ম্যাজিক-লণ্ঠনের সাহায্যে বহু বক্তৃতা প্রদান করা হইয়াছে এবং বিনামূল্যে পশু সম্বন্ধীয় পুস্তিকা বিতরণ করা হইয়াছে।

সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের শক্তি

শেষ পর্য্যন্ত শত্রু পরাজিত হইবেই

মিডওয়ে দ্বীপের সংগ্রামে আমেরিকার যে বিমানবাহী জাহাজ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল ঐ জাহাজস্থিত একজন সংবাদদাতা বলিতেছেন যে, মিডওয়ের তিন দিনের যুদ্ধ প্রথম ১৫ মিনিটের মধ্যেই জয় হইয়াছিল।

জাপানী অভিযানকারী সৈন্যদলের সহিত ৪ খানা বিমানবাহী জাহাজ ছিল। আমেরিকার ছোঁয়ারা বিমান সমূহ ১৫ মিনিটের মধ্যে উহার তিনখানাকে অকেজো করিয়া দিয়াছিল।

সকলকার আমেরিকান বৈমানিকগণের অনেকেই ঐ সময়ে জাহাজের কমিশনপ্রাপ্ত অফিসারগণের কক্ষে প্রাতঃভোজন করিতেছিলেন, তখনি যুদ্ধ সঙ্কেত বাজিয়া উঠিল। বৈমানিকগণকে দ্রুত উড্ডয়ন ডেকের দিকে যাইতে দেখিলাম তখন এড্‌মিরালের নিকট হইতে লাউড স্পীকারের সংবাদ আসিল "সৌভাগ্য" অর্থাৎ জয়লাভ হইয়াছে।

বৈমানিকগণ ক্লান্ত হইয়া এই জাহাজে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর যুদ্ধের দৃশ্যের বর্ণনা যখন করিতে ছিলেন তখন জাপানী বিমানবাহী তিনখানি জাহাজ দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল ও আকাশ ধোঁয়াচ্ছন্ন হইতেছিল। একজন বৈমানিক বলিলেন "হলিউডও ইহার চেয়ে সুন্দরতর দৃশ্য দেখাইতে পারিত না।" কয়েকজন বৈমানিক বলিলেন যে, প্রত্যেক জাপানী বিমানবাহী জাহাজের উড্ডয়ন ডেকের শেষ প্রান্তে বড় লাল বৃত্ত অঙ্কিত রহিয়াছে। একজন বৈমানিক ছোঁ মারিয়া একটি বৃত্তের মধ্যে ছিদ্র করিয়া দিয়াছেন অপর বৃত্তে আর একটি বৈমানিক অনুরূপ ছিদ্র করিয়াছেন। আর একজন বৈমানিক দেখিতে পাইলেন যে, যখন তাহার নিক্ষিপ্ত বোমা তৃতীয় বিমানবাহী জাহাজকে আঘাত করিল তখন একটি বিমান উড্ডীয়মান হইতেছিল, বিস্ফোরণের ফলে সেটিখানি সমুদ্রে পড়িয়া গেল।

আমেরিকান বিমানগুলি বিমানবাহী জাহাজে ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই জাপানী বোমারু বিমানগুলিও ও টর্পেডোবাহী বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল কিন্তু তাহার মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক বিমান আমেরিকান জঙ্গী বিমানের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। আমেরিকান জঙ্গী-বিমানের আক্রমণের ফলে জাপানী বিমানগুলি জলন্ত পক্ষপত্রের মত শূন্য হইতে পড়িতেছিল।

এ, আর, পি ইনফরমেশন ও পাবলিসিটি ব্যুরো

"কুঞ্জ-নিবাস", ২৩এ, সর্দ্দার শঙ্কর রোড (লেক মার্কেট)

উক্ত ব্যুরোর অন্যতম অনারারি অফিসার ডাঃ বটকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাথমিক চিকিৎসার চতুর্থ ক্লাস আরম্ভ করিবেন। যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট নাম রেজেষ্টারী করিতে পারেন। ব্যুরো প্রত্যহ সকাল ৭-৩০ হইতে বৈকাল ৪-৭ টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে। এ, আর, পি সংক্রান্ত যাবতীয় পুস্তকাদি ও বাণির ব্যবস্থা পাওয়া যায়। অন্যতম ইনফরমেশন অফিসার শ্রীসন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেক রবিবার বৈকালে বিভিন্ন অঞ্চলে সতর্কতামূলক বক্তৃতাদি করেন। ইহার সহিত কাউন্সিলর মিঃ এস, সি, চ্যাটার্জি, বার-এট-ল মহোদয়ের ওয়ার্ড অফিস সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে।

শ্রীদেবব্রত প্রামাণিক,
সহ ইনফরমেশন অফিসার।

পদুকোটাই ষ্টেটের জনসাধারণ মহাত্মা ত্রাণপ্রতিষ্ঠিত যুদ্ধ-ভাণ্ডারে পুনরায় ১৫,০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিল ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফণ্ড

২৫শে জুন পর্য্যন্ত সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ

জেলা	বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিল	ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফণ্ড	মোট
	টাকা	টাকা	টাকা
১। প্রেসিডেন্সী বিভাগ—			
(১) ২৪-পরগণা	১,১২,০৫০	১,২১,১১৮	২,৩৩,১৬৮
(২) যশোহর	৮৬,৭২১	৬৮৩	৮৭,৪০৪
(৩) খুলনা	৬৬,৬৭৭	৯৭৬	৬৭,৬৫৩
(৪) মুর্শিদাবাদ	৯৪,৬৭৯	২,০১৮	৯৬,৬৯৭
(৫) নদীয়া	৯৪,৪৪০	৩,৩০০	৯৭,৭৪০
মোট	৪,৫৪,৫৬৭	১,২৮,০৯৫	৫,৮২,৬৬২
২। বর্দ্ধমান বিভাগ—			
(৬) বাঁকুড়া	৩৪,৪৯০	৪৫	৩৪,৫৩৫
(৭) বীরভূম	৬১,৬১৯	১৪৩	৬১,৭৬২
(৮) বর্দ্ধমান	৩,১১,৩২৪	৪০,৭৬৬	৩,৫৪,২৯০
(৯) হুগলী	৬৬,০৪৪	১৫,২৯২	৮১,৩৩৬
(১০) হাওড়া	৪৬,৪৭৪	৮৮,৪৭০	১,৩৪,৯৪৪
(১১) মেদিনীপুর	১,৪২,১৮৯	৫,৫৭৩	১,৪৭,৭৬২
মোট	৬,৬৪,৩৪০	১,৫০,২৮৯	৮,১৪,৬২৯
৩। চট্টগ্রাম বিভাগ—			
(১২) চট্টগ্রাম	১,২৮,৬২৪	৫৩,৮৯৭	১,৮২,৫২১
(১৩) পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	৯,৪৪২	৬৬৭	১০.১০৯
(১৪) নোয়াখালী	৭৬,৮০৬	২০৮	৭৭,০১৪
(১৫) ত্রিপুরা	*১,৭৫,৪৬০	২,৮৭৭	১,৭৮,৩৩৭
মোট	৩,৯০.৩৩২	৫৭,৬৪৯	৪.৪৭,৯৮১
৪। ঢাকা বিভাগ—			
(১৬) বাখরগঞ্জ	১৭,৭৬৭	১,১২,০৯৮	১,২৯,৮৬৫
(১৭) ঢাকা	১,৬২,৬৫৮	৯৭,২৩৫	২,৫৯,৮৯৩
(১৮) ফরিদপুর	১.৬০,০৮৭	১,৮৪৫	১,৬১,৯৩২
(১৯) ময়মনসিংহ	১.৭৯,০৬২	৫,১৮৪	১,৮৪,২৪৬
মোট	৫,১৯,৫৭৪	২,১৬,৩৬২	৭,৩৫,৯৩৬
৫। রাজশাহী বিভাগ—			
(২০) বগুড়া	৩৪,৮৯১	২৫০	৩৫,১৪১
(২১) দার্জ্জিলিং	১,৮৪,৯১২	৮৪,৮৭৯	১,৬৯,৮৫১
(২২) দিনাজপুর	১,০৫,৫৭৪	২৪৬	১,০৫,৮২০
(২৩) জলপাইগুড়ি	৮৩,৭০৬	১,৭৪,৮৯৩	২,৫৮,৫৯৯
(২৪) মালদহ	৪৩,৮৫৩	১,৫২২	৪৫,৩৭৫
(২৫) পাবনা	৪৭,৮৪৯	৯৯৩	৪৮,৮৪২
(২৬) রাজশাহী	১,১৬,২২৭	৫,০৩০	১,২১,২৫৭
(২৭) রংপুর	৮৭,৩৩০	১,২৫১	৮৮,৫৮১
মোট	৬.২৪,৪০২	২,৬৯,০৬৪	৮,৯৩,৪৬৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণী

	বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিল	ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফণ্ড	মোট
(ক) বাঙলার অন্তর্গত জেলাসমূহ (অর্থাৎ ১নং হইতে ৫নং)	২৬.৫৩.২১৫	৮.২১,৪৫৯	৩৪,৭৪,৬৭৪
(খ) বাঙলার বাহিরের জেলাসমূহ	৬,০২৩	২,৯১,২০২	২,৯৭.২২৫
(গ) খুচরা সংগ্রহ [যাহা (ক) এবং (খ) এর অন্তর্ভুক্ত নহে]—			
বঙ্গীয় মহিলা যুদ্ধ তহবিল	১২,৫৩,৫৪২	..	১২,৫৩,৫৪২
ভারতীয় চা প্রতিষ্ঠান	৭৯,৬২১	..	৭৯,৬২১
ত্রিপুরা ষ্টেট	১৪,০০০		১৪,০০০
বি এণ্ড এ রেলওয়ে	১.৭২৯	১,০৯,৮৮৮	১,১১.৬১৭
বি. এন রেলওয়ে	১২৫	২,০৭,০৭৭	২,০৭.২০২
ই. আই রেলওয়ে	৩১৮	২.২৪,৬৪৪	২,২৪,৯৬২
খুচরা মোট	১৩,৪৯,৩০৫	৫,৪১.৬০৯	১৮,৯০,৯৬৪
মোট (ক+খ+গ)	৪০.০৮,৫৯৩	১৬,৫৪.২৭০	৫৬,৬২.৮৬৩
কলিকাতা	১৩,৭৬.১১৮	৫৬,৫৯.৪৩৫	৭০,৩৫.৫৭৩
সর্ব্ব সাকুল্যে	৫৩,৮৪.৭১১	৭৩.১৩,৭০৫	১,২৬,৯৮,৪১৬
গত বারের পর বাদ পাওয়া গিয়াছে	৭৪,৩০৮	১,০৪.৮৮৫	১.৮৩,১৯৩

*রাজা কমলারঞ্জন রায়ের ৮৫,০০০৲ টাকার চুক্তিবদ্ধ দানসহ।

শিক্ষিত বেকার যুবকদের চাকুরীর সুবিধা

নিয়োগ-পরামর্শদাতার নিকট আবেদন করিতে হইবে

গত ৭ই ফেব্রুয়ারীর সরকারী প্রেস-নোটে যেরূপ বলা হইয়াছে সেইভাবে বাঙলা দেশের শিক্ষিত বেকার যুবক-গণকে যাহাতে চাকরী দিয়া সাহায্য করা যাইতে পারে তজ্জন্য বাঙলা সরকারের নিয়োগ-পরামর্শ দাতার অফিসে তাঁহাদের নাম তালিকাভুক্ত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা শুরু হইয়াছে। যাঁহারা নিজেদের নাম রেজেষ্টারীভুক্ত করিয়া রাখিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে নিজেদের যোগ্যতা, বয়স, স্থানীয় ঠিকানা, সর্ব্ব নিম্ন বেতনের পরিমাণ এবং কি ধরণের কাজ চাই তাহা জানাইয়া ৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট বাঙলা সরকারের নিয়োগ-পরামর্শ দাতার নিকট চিঠি লিখিতে অনুরোধ করা হইতেছে। আবেদনকারী তপশীল সম্প্রদায়ের লোক হইলে তাহা আবেদনে উল্লেখ করিতে হইবে। যাঁহারা ইতিপূর্ব্বেই আবেদন করিয়াছেন তাঁহারা স্থানীয় ঠিকানা না দিয়া থাকিলে উপরোক্ত ঠিকানায় তাহা জানাইয়া দিবেন।

আবেদনকারীর ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে অবিলম্বে উক্ত অফিসে জানানো প্রয়োজন।

চাউল ও অন্যান্য খাদ্য-সম্ভার রপ্তানী নিষিদ্ধ

বাঙলার প্রধান মূল্য-নির্দ্ধারকের ছাড়পত্র ব্যতীত কলিকাতা ও অন্যান্য কল কারখানা অঞ্চল হইতে চাউল, গম, আটা, ময়দা, ডাল, সরিষার তৈল প্রভৃতি প্রয়োজনীয় খাদ্য-সম্ভারের রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়া গত এপ্রিলের মধ্য ভাগে যে সরকারী বিজ্ঞপ্তি ও আদেশ প্রকাশিত হইয়াছিল জনসাধারণের দৃষ্টি তাহার প্রতি আকৃষ্ট করা হইতেছে। সেই সময় ইহাও জানানো হইয়াছিল যে, এই আদেশের উদ্দেশ্য হইল কলিকাতায় যেন মজুদ খাদ্য-সম্ভারের অস্বাভাবিক অপ্রাচুর্য্য উপস্থিত না হয় তাহার ব্যবস্থা করা। এতদনুসারে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ ও পোর্ট কমিশনারকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে তাহারা যেন প্রধান মূল্য-নিরূপকের ছাড়পত্র না থাকিলে এই সব জিনিষ প্রেরণ করিতে না দেন। চাউলের দর সম্বন্ধীয় সম্প্রতি যে আদেশ প্রচার করা হইয়াছে তাহার ফলে বিনানুমতিতে শঠতাপূর্ব্বক চাউল স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা হইতে পারে। এই জন্য এতদ্দ্বারা ব্যবসায়ী ও আড়তদারদের সতর্ক করা হইতেছে, এই আদেশ লঙ্ঘন বা এড়ানোর যে কোনও চেষ্টাকে গভর্ণমেণ্ট কঠোর-ভাবে নিরস্ত করিবেন। এই অপরাধের জন্য তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড ও জরিমানা হইতে পারে। গভর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, ব্যবসায়ী ও আড়তদারেরা এই আদেশ যথাযথরূপে পালনে কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতা করিবে। এবং যখনই এই প্রকার আইন অমান্য তাঁহাদের নজরে পড়িবে, তাঁহারা যেন নিকটবর্ত্তী থানায় বা রাইটার্স বিল্ডিংস্থ সরকারী মূল্য-নির্দ্ধারকের কাছে খবর দেন। এই প্রদেশের চাউল সরবরাহের স্বাভাবিক অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া এবং বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর হইতে অত্যধিক পরিমাণ চাউল রপ্তানী লক্ষ্য করিয়া ছাড়পত্রের সর্ত্তের বিরোধী অবস্থায় কোনও জেলা হইতে অন্য প্রদেশে চাউল রপ্তানী আপাততঃ বন্ধ করিবার জন্য জেলা কর্ম্মচারীদিগকে নির্দ্দেশ দিতে সরকার বাধ্য হইয়াছেন। এই প্রদেশের মজুদ চাউলের পরিমাণ কম মনে করিয়া জনসাধারণের মধ্যে সন্ত্রাসের কোনও কারণ নাই। যথেষ্ট মজুদ চাউল বর্ত্তমান রহিয়াছে। মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ী-দের কার্য্যের ফলেই কেবল বর্ত্তমানে চাউলের ঘাটতি পরিলক্ষিত হইতেছে। জনসাধারণ যাহাতে যথোপযুক্ত মূল্যে চাউল পাইতে পারে তজ্জন্য গভর্ণমেণ্ট সমস্ত সম্ভব ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

বড়লাটের শাসন পরিষদ সম্প্রসারণ

বাণিজ্য দপ্তরে শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার

বড়লাটের শাসন পরিষদ সম্প্রসারণের সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। ১৫ জন সভ্যসহ শাসন পরিষদ গঠিত হইয়াছে তন্মধ্যে ১১ জন বে-সরকারী ভারতীয়, ১ জন বে-সরকারী ইউরোপীয় (প্রধান সেনাপতিসহ), ৩ জন ইউরোপীয় রাজকর্মচারী। যুদ্ধারম্ভের সময় শাসন পরিষদে ৭ জন সভ্য ছিলেন—তন্মধ্যে ৩ জন ছিলেন ভারতীয়। গত বৎসর জুলাই মাসে শাসন পরিষদ সম্প্রসারণকালে ৫টি নূতন দপ্তর সৃষ্ট হয় এবং ঐ সকল দপ্তরে ভারতীয় সদস্য নিয়োগ করা হয়। এক্ষণে ভারতীয় সদস্যের সংখ্যা ১১ জন দাঁড়াইল।

বড়লাটের শাসন পরিষদে স্যার সি, পি, রামস্বামী আয়ার, কে-সি-এস-আই, ডাঃ আম্বেদকর, স্যার ই, সি, বেন্থল, স্যার যোগেন্দ্র সিং, স্যার জে, পি, শ্রীবাস্তব, কে-বি-ই এবং খান বাহাদুর স্যার মহম্মদ ওসমান, কে-সি-আই-ই-এর নিয়োগ সম্রাট অনুমোদন করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

বড়লাট নিম্নলিখিতভাবে সদস্যদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করিয়াছেন :—

পরলোকগত স্যার আকবর হায়দরীর স্থানে স্যার সি, পি, রামস্বামী আয়ার প্রচার বিভাগের এবং পরলোকগত ডাঃ রাঘবেন্দ্র রাওয়ের স্থানে স্যার জে, পি, শ্রীবাস্তব অসামরিক দেশরক্ষা বিভাগের ভার গ্রহণ করিবেন।

যানবাহন বিভাগের ভূতপূর্ব্ব সদস্য স্যার এণ্ড্রু ক্লো আসামের গভর্ণর নিযুক্ত হওয়ায় স্যার ই, সি, বেন্থল ও খান বাহাদুর স্যার মহম্মদ ওসমান যথাক্রমে সামরিক মালপত্র চলাচল বিভাগ এবং ডাক ও বিমান বিভাগের ভার গ্রহণ করিবেন। মালিক স্যার ফিরোজ খাঁ নুন দেশরক্ষা বিভাগের এবং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, দেওয়ান স্যার রামস্বামী মুদালিয়রের স্থানে বাণিজ্য বিভাগের ভার গ্রহণ করিবেন। স্যার মুদালিয়র ভারতের প্রতিনিধিরূপে সমর পরিষদে যোগদান করিবেন এবং তিনি পরিষদের সদস্য থাকিবেন।

স্যার যোগেন্দ্র সিং শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের স্থানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের এবং ডাঃ বি, আর, আম্বেদকর স্যার ফিরোজ খাঁ নুনের স্থানে শ্রমিক দপ্তরের ভার গ্রহণ করিবেন।

প্রধান সেনাপতির দপ্তর ভবিষ্যতে সমর দপ্তর বলিয়া অভিহিত হইবে।

দেশরক্ষা সমন্বয় বিভাগ কর্ত্তৃক বর্ত্তমানে যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতেছিল, সেই সকল কার্য্য এবং সমর ও দেশরক্ষা দপ্তরের বহির্ভূত ভারতরক্ষা সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে নূতন দেশরক্ষা সচিব দায়ী থাকিবেন।

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে এইবার লইয়া দুইবার বড়লাটের শাসন পরিষদ সম্প্রসারিত করা হইল। দেশরক্ষা বিভাগ বৃটেনের সমর কালীন মন্ত্রিসভা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমর পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি ও সদস্য নিযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা এবং যোগাযোগ রক্ষা বিভাগকে দুইভাগে বিভক্ত করা অত্যাবশ্যক বলিয়া অনুভূত হওয়ায়, বর্ত্তমান পরিষদে যত জন সদস্য রহিয়াছেন তদপেক্ষা আরও তিন জন বেশী সদস্য নিযুক্ত করা হইয়াছে।

১৯৪১ সালের সম্প্রসারণের ন্যায় এবারও যুদ্ধ চালান এবং বর্ত্তমানের শাসন তান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে থাকিয়া যুদ্ধের ক্রমবর্দ্ধমান কর্ত্তব্য সম্পাদন কার্য্যে ভারতীয় জনসাধারণের প্রতিনিধিদের সহযোগিতালাভ করাই হইতেছে ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

স্যার আকবর হায়দরী এবং ডাঃ ই, রাঘবেন্দ্র রাওয়ের মৃত্যু দেশরক্ষা বিভাগে স্যার ফিরোজ খাঁ নুনের নিয়োগ, প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমর পরিষদ ও সমরকালীন মন্ত্রিসভায় স্যার রামস্বামী মুদালিয়রের যোগদান, স্যার এণ্ড্রু ক্লোর আসামের গভর্ণর নিয়োগ এবং যোগাযোগ বিভাগকে ডাক ও বিমান ও সামরিক মাল চলাচল এই দুইভাগে বিভক্ত করার ফলে যে ছয়টি পদ শূন্য হইয়াছিল তাহাতে ছয়জন নূতন সদস্য গ্রহণ করা হইল।

বড়লাটের সম্প্রসারিত ও পুনর্গঠিত শাসন পরিষদে এই প্রথম শিখ তপশীলভুক্ত সম্প্রদায় এবং বে-সরকারী ইউরোপীয়ান দল হইতে প্রতিনিধি লওয়া হইল।

বর্ত্তমান সরকারের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সহিত যে সমস্ত সম্প্রদায় সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত, তাহাদের প্রায় সমস্ত প্রধান প্রধান দল হইতেই এই পরিষদে প্রতিনিধি গ্রহণ করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে পরিষদে যে সমস্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁহারা ও বর্ত্তমানের নূতন নিযুক্ত সদস্যগণ মিলিয়া এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়াছেন।

ভৌগোলিক দিক হইতে পরিষদে মাদ্রাজ, বাঙলা, বোম্বাই, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং সিন্ধুর প্রতিনিধি রহিয়াছেন।

নবনগরের জামসাহেব এবং স্যার রামস্বামী মুদালিয়র বৃটেনের সমরকালীন মন্ত্রিসভায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করিবেন। তাঁহাদের পদমর্য্যাদা ডোমিনিয়নসমূহের প্রতিনিধিদের পদমর্য্যাদারই সমতুল্য হইবে। লণ্ডনে থাকাকালীন সময়ে স্যার রামস্বামী মুদালিয়রের শাসন পরিষদের সদস্যপদ অব্যাহত থাকিবে।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেশরক্ষা দপ্তরের অন্তর্গত থাকিবে :—

(১) দেশরক্ষা সম্পর্কিত যে সমস্ত প্রশ্নে ভারত সরকারের বিভিন্ন বে-সামরিক দপ্তর ও সমর সচিবের কার্য্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় বিধান করার প্রয়োজন হইবে, তৎসম্পর্কিত সমস্ত প্রশ্ন (এই বিষয়টি ইতিপূর্ব্বে বড়লাট বাহাদুরের নিজের দপ্তরের অন্তর্গত ছিল)। (২) সমর সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন, ভারতরক্ষা আইন ও তাহার সমস্ত ধারা, উপধারা ইহার অন্তর্গত থাকিবে। (৩) দেশরক্ষা বাহিনী ও নিয়োজিত শ্রমিক দল ভাঙ্গিয়া দেওয়া এবং যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কার্য্য সম্পন্ন করা। (৪) অসামরিক দেশসেবা বিভাগ (ইউরোপীয়ান বৃটিশ প্রজা আইন)। (৫) সেনাবাহিনীর সুখসুবিধা বিধান। (৬) জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদ। (৭) ক্যাণ্টনমেণ্ট অঞ্চলের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (দেশীয় রাজ্য ব্যতীত)—এই সকল অঞ্চলে ক্যাণ্টনমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষের ক্ষমতা, তথাকার বাসস্থান সমস্যা এবং অঞ্চলের সীমানা নির্দ্দেশ। (৮) দেশরক্ষাকল্পে জমি সংগ্রহ এবং তাহা ছাড়িয়া দেওয়া। (৯) দেশরক্ষা-বাহিনীর প্রয়োজনীয় পেট্রোল দ্রব্যাদির সংরক্ষণ এবং তাহা আনা নেওয়া এবং (১০) যুদ্ধবন্দী।

দেশরক্ষা ব্যাপারে যানবাহন সম্পর্কিত সমস্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকায় সামরিক মাল প্রেরণ বিভাগ নামে একটি স্বতন্ত্র দপ্তর খোলার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। মাল আনা নেওয়ার জন্য স্থলপথ ও জলপথ ব্যবহার করা ও তাহাদের উন্নতি সাধন করা এই দপ্তরের প্রধান কাজ হইবে। রেলওয়ে বোর্ড, বন্দর, পেট্রোল নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি এই দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত থাকিবে। ডাক, টেলিগ্রাফ, সামরিক বিমান চলাচল, মোটরযান আইন এবং কেন্দ্রীয় রাস্তা উন্নয়ন তহবিলের ভার বাদ, ডাক ও বিমান দপ্তর নামে যে দ্বিতীয় দপ্তর খোলা হইল তাহারই অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

মিডওয়ে দ্বীপে জাপানের কাহিল অবস্থা

মার্কিণ বিমান-বহরের বিরাট সাফল্য

"আমেরিকার শিল্প সম্বন্ধে সর্ব্বদাই আমাদের এই ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি অতি সত্বরই যে চক্রশক্তির অত্যাচারের রথ-চক্রকে বিধ্বস্ত করিতে পারিবে তাহার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে।" গত ১১ই জুন মিঃ অলিভার লিটলটন যে এক বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি এ-কথা উল্লেখ করেন। তিনি নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুর অবতারণা করেন :—

শ্রমিক।—১৪ হইতে ৬৫ বৎসর বয়স্ক তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ নরনারী ও বালক-বালিকার মধ্যে দুই কোটি বিশ লক্ষ কলকারখানায় বা সশস্ত্র বাহিনী বা দেশরক্ষার কাজে নিয়োজিত আছে। ৭৬,০০০ স্ত্রীলোক অক্সিলিয়ারী টেরিটোরিয়েল সার্ভিসে থাকিয়া সৈন্যদের কাজ করিতেছে। শতকরা ৭·৭১ জন বালক, ১৪ হইতে ১৭ বৎসর বয়স্ক শতকরা ৬·৭১ জন বালিকা যুদ্ধ কার্য্যে নিযুক্ত আছে।

ট্যাঙ্ক ও ট্রাক।—এক বৎসরে ২৫৭,০০০ ট্যাঙ্ক, ট্রাক ও সৈন্যদের অন্যান্য যানবাহন প্রস্তুত হইতেছে।

বিমান বল।—১৯৪০ সনের শেষ তিন মাসে যে পরিমাণ বিমান নির্ম্মাণ হইত বর্ত্তমানে তাহার দ্বিগুণ নির্ম্মিত হইতেছে।

নৌ বল।—তারপর বাণিজ্য জাহাজও উক্ত সময়ে যাহা প্রস্তুত হইত বর্ত্তমানে তাহার দ্বিগুণ প্রস্তুত হইতেছে।

"এতদ্ব্যতীত গত ১২ মাসে সর্ব্ব প্রকার যুদ্ধাস্ত্র মোটামুটি দ্বিগুণ প্রস্তুত হইতেছে। আমাদের জাতীয় আয়ের শতকরা ৬০ ভাগ আমরা যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় নিয়োজিত করিতেছি।"

জাপানীদের বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার

চীনদেশে বর্ব্বরতার অভিযান

চীন গভর্ণমেণ্টের মুখপাত্র বলিয়াছেন "সাহায্যের জন্য চীন গভর্ণমেণ্ট যে আবেদন করিয়াছেন আমেরিকা ও বৃটেন তাহাতে আন্তরিক ও আশু সাড়া দিয়াছেন, কিন্তু অবস্থা এখনও সঙ্গীন রহিয়াছে এবং আগামী কয়েক মাস উহা সঙ্কটাপন্ন থাকিবে।"

জাপানীরা বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করে নাই বলিয়া যে বর্ণনা দিয়াছে তাহা অস্বীকার করিয়া উক্ত মুখপাত্র বলেন যে, শত্রুরা ৮০০ বার গত মাসের অধিক ঐ গ্যাস ব্যবহার করিয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে মাষ্টার্ড গ্যাস ব্যবহার করা হইয়াছে। উক্ত মুখপাত্র বলেন "জাপানী বন্দীদের নিকট হইতে গ্যাস ব্যবহার করার উপদেশ সম্বলিত সরকারী আদেশের নকল পাওয়া গিয়াছে, শত্রুরা যে সব গোলা ফেলিয়া গিয়াছে এবং যাহা ফাটে নাই সেগুলির মধ্যে বিষাক্ত গ্যাস পাওয়া গিয়াছে এবং গ্যাসের ক্রিয়া হইতে যে সমস্ত চৈনিক সৈন্য ভুগিতেছে তাহাদিগকে চৈনিক ও বৈদেশিক ডাক্তারগণ পরীক্ষা করিয়াছেন।"

সরকারী দপ্তরখানায় সাংবাদিক সম্মেলন

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থানান্তরিত করার আলোচনা

গত ৭ই জুলাই প্রধান-মন্ত্রীর সভাপতিত্বে বাঙলাদেশের সরকারী দপ্তরখানায় সাংবাদিকদিগের একটি সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছিল এবং উক্ত সভায় কলিকাতা ও অন্যান্য নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি পুনরায় খোলার প্রশ্ন সম্পর্কে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়। এই আলোচনার ফলে সকলেই সাধারণভাবে স্বীকার করেন যে, এই সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরাপদ অঞ্চলে স্থানান্তরিত করিবার সরকারী প্রস্তাব সকল দিক দিয়াই যুক্তিযুক্ত এবং অভিভাবকগণও বিপদাশঙ্কা হইতে এই প্রতিষ্ঠানগুলি সরাইয়া লইবার প্রস্তাবে গভর্ণমেণ্টের সহিত একমত কি না তাহা অবগত হইবার নিমিত্ত বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ খোলা যাইতে পারে।

আয়র্ল্যাণ্ডে আমেরিকান সেনাদল

মহামান্য সম্রাট কর্ত্তৃক পরিদর্শন

বেলফাষ্টে রাজা ও রাণীকে অতি উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল তাঁহারা আলষ্টারস্থিত আমেরিকানবাহিনী, নৌঘাঁটি, জাহাজঘাঁটি ইত্যাদি এবং বেসামরিক জনরক্ষা কর্ম্মী নারীদের যুদ্ধকর্ম্ম বিভাগ পরিদর্শন করেন।

উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডের গভর্ণর, প্রধানমন্ত্রী এবং যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি মেজর জেনারেল হার্টল প্রমুখ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ মহামান্য রাজা ও রাজ্ঞীকে সম্বর্দ্ধিত করেন। জাহাজঘাঁটি ও বিমানঘাঁটির কর্ম্মীরা রাজভক্তির চূড়ান্ত প্রদর্শন করেন তাঁহারা স্বাভাবিক কার্য্যসূচী লঙ্ঘন করতঃ রাজকীয় পরিদর্শকদিগকে চালাইয়া লইয়া যান।

রাজা ফিল্ড মার্শালের প্রতীক ধারণ করিয়াছিলেন ও রাণী নীলবর্ণের পোষাক পরিধান করিয়াছিলেন। তাঁহারা আয়র্ল্যাণ্ডে এই বিরাট সামরিক প্রদর্শনী উপভোগ করিয়াছিলেন। যদিও কতকগুলি অস্ত্রশস্ত্র গোপনীয় তালিকায় ছিল, তবুও রাজকীয় পরিদর্শকদিগকে প্রায় সব কিছুই দেখান হইয়াছিল। লাঞ্চ খাওয়ার বেলায় রাজা ও রাণী জেনারেল হার্টলের দুই পার্শ্বে উপবেশন করিয়াছিলেন। রাজা ও রাণী আমেরিকান সৈন্যদের সজীবতা ও কর্ম্ম নিপুণতা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হন।

প্যারেড গ্রাউণ্ডে রাজা ও রাণী যে উন্নত জায়গায় বসিয়াছিলেন তাহার এক পার্শ্বে ইউনিয়ন জ্যাক ও অন্য পার্শ্বে তারকা ও রেখা চিহ্নিত পতাকা উড়িতেছিল। আমেরিকান ব্যাণ্ড তাহাদের জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়াছিল। অতঃপর তাহারা হালকা ও মধ্য শ্রেণীর ট্যাঙ্কের এক প্রদর্শনী দেখেন। রাজা লিবিয়ায় যে রকম "জেনারেল গ্রাণ্ট" ট্যাঙ্ক ব্যবহৃত হইয়াছিল, সেই রকম একটা ট্যাঙ্ক পরীক্ষা করেন। রাণী সৈন্যদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করেন।

মধ্য আগত একটি সাঁজোয়াবাহিনী কুচকাওয়াজ করে। ইহার পর সর্ব্বপ্রকার ট্যাঙ্ক বিরোধী অস্ত্রের এক প্রদর্শনী হয়। ট্যাঙ্কের সাহায্যে পদাতিক সৈন্যদের আক্রমণের এক প্রদর্শনী দেখিবার জন্য রাজা ও রাণী "জীপ" নামক একপ্রকার আমেরিকান গাড়ীতে উঠেন। রাজা ও রাণী গভীরভাবে যুদ্ধ নিরীক্ষণ করেন এবং সেভাবে প্রদত্ত আলোচনা খুব উপভোগ করিয়াছিলেন।

আমেরিকানদের পরিদর্শনের পর রাজা ও রাণী উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডের মন্ত্রীমণ্ডলী ও ডিউক ও ডাচেস্ এবার কর্ণ হইতে বিদায় নিয়া ইংলণ্ড যাত্রী একটী বৃটিশ ডেষ্ট্রয়ারে উঠেন।

রাজা ও রাণীর এই পরিদর্শন উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডস্থ আমেরিকানদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিল।

রাজা ঐ দিনের প্রদর্শনীতে সর্ব্বপ্রকার বাহিনীর নৈপুণ্যের জন্য তাহাদিগকে অভিনন্দিত করিয়া মেজর জেনারেল হার্টলের নিকট এক বাণী প্রেরণ করেন।

দার্জ্জিলিং যুদ্ধ-তহবিল

লেডি মেরী হার্বার্টের পৃষ্ঠপোষকতায় যুদ্ধ তহবিলের সাহায্যের জন্য দার্জ্জিলিং জেলা স্কুল ইন্স্পেক্টর মিঃ কে, বি, গুরুঙ্গ ও দার্জ্জিলিং মিউনিসিপ্যাল বালক স্কুলের হেড মাষ্টার মিঃ কে, এম, রায় দার্জ্জিলিংস্থ ভারতীয় ছাত্রদের আমোদ প্রমোদ ও তামাসার আয়োজন করেন।

বাইশটি ভারতীয় স্কুল ইহাতে যোগদান করেন। মোট ৫৩৪৸৶ পাই সংগৃহীত হইয়াছে; ইহা দার্জ্জিলিং জেলা যুদ্ধ তহবিলের অনারারী ট্রেজারের কাছে জমা দেওয়া হইয়াছে।

মহামান্য ডিউক অব্ গ্লষ্টার ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিয়া বোম্বাই সহরে উপনীত হইয়াছেন।

খাদ্যশস্যের সমস্যা

মাননীয় মিঃ পি, এন, ব্যানার্জ্জীর উপদেশ

বাঙলার রাজস্ব-সচিব মাননীয় মিঃ পি, এন, ব্যানার্জ্জী গত ১২ই জুন তারিখে চৈতনপুর হইতে বর্দ্ধমান আগমন করেন এবং স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি কমিটির পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করা হয়।

অভিনন্দনপত্রের উত্তরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেশের বর্ত্তমান সঙ্কট অবস্থার উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, বিপদ দ্বারপ্রান্তে আসিয়াছে এবং যদিও দেশের লোক অস্ত্রহীন ও অরক্ষিত, তথাপি প্রত্যেক পুরুষ ও নারী বিভিন্নভাবে সর্ব্বপ্রকারে শত্রুকে বাধা প্রদান করিয়া দেশরক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিবে।

সামরিক প্রয়োজনে স্থান ত্যাগ করার সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, তিনিই এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত আছেন। তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে জানাইয়া দেন যে, ১৬ই জুন তারিখে তিনি দিল্লীতে একটি কন্ফারেন্সে যোগদান করিতে যাইবেন, এই কন্ফারেন্সে আসাম, বাঙলা দেশ, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিগণ যোগদান করিবেন এবং স্থান ত্যাগ সমস্যার একটা সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা। তিনি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও স্থানীয় সরকারী কর্ম্মচারিগণকে তাঁহাদের এলাকার উপযোগী সমস্যার সমাধানের জন্য বেসরকারী ব্যক্তিগণের সহায়তা গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর জে, পি, রায়ের যোগ্য পরিচালনায় বর্দ্ধমান জেলার এ, আর, পি, প্রতিষ্ঠান-সমূহের, সিভিক গার্ড অনুষ্ঠানের, হোম গার্ডসের ও খাদ্য-শস্যের আবাদ বৃদ্ধির প্রচারকার্য্য ও সাহায্য কেন্দ্রগুলির কাজ পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে জানিতে পারিয়া মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আনন্দ অনুভব করেন।

অতঃপর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বর্দ্ধমান উকিল লাইব্রেরীতে গমন করেন; তথায় লাইব্রেরীর সদস্যগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। ইহার পর স্থানীয় ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদের সহিত তিনি সাক্ষাৎ করেন।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বংশগোপাল টাউন হলে সরকারী ও বেসরকারী ভদ্রলোকগণের এক সভা আহ্বান করেন এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উক্ত সভায় যোগদান করেন। সর্ব্বপ্রথম জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণকে কোন অভিযোগ থাকিলে তাহা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের গোচরীভূত করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

কয়েকজন বক্তা বক্তৃতাপ্রসঙ্গে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির দুর্মূল্যের প্রতি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহারা বলেন যে, কয়লা, চাউল, কেরোসীন ও লবণের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পল্লী অঞ্চলে যান-বাহন পাওয়ার অসুবিধা হইয়াছে। তাঁহারা আরও জিজ্ঞাসা করেন যে, ইহার কোন সমাধান হইতে পারিবে কি না এবং গভর্ণমেণ্ট হইতে ইহার কোন প্রতিকার আশা করা যায় কি না। তাঁহারা আরও বলেন যে, গভর্ণমেণ্ট মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা সত্ত্বেও দিন দিন দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে এবং অনেক সময় আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি বাজারে পাওয়াই যায় না।

ইহার উত্তরপ্রসঙ্গে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেন যে, লোকে যেন একথা মনে না করে যে এই দেশে সব সময়ই চাউল পাওয়া যাইবে। তিনি বলেন যে, সাধারণতঃ বর্ম্মা হইতে ৫ কোটি টন চাউল এই দেশে আমদানী হইত, এখন তাহা বন্ধ হইয়াছে এবং যদি এই ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য ভারতবর্ষে যথেষ্ট পরিমাণ চাউল উৎপন্ন করা না হয়, তাহা হইলে চাউল মহার্ঘ হইবার ও কোন কোন সময় দুষ্প্রাপ্য হওয়ারও সম্ভাবনা রহিয়াছে। যদিও গভর্ণমেণ্ট "আরও খাদ্য-শস্য জন্মাও" আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন তবুও ইহা সহজসাধ্য নহে, বিশেষতঃ পশ্চিম বঙ্গে, যেখানে জলসেচব্যবস্থা দুরূহ ও যেখানে চাষীরা কৃষিকার্য্যের জন্য বৃষ্টির জলের উপরই অধিকাংশ নির্ভরশীল, সেখানে অধিক ফসলের আবাদ তেমন সহজ হইবে না।

লবণ সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেন যে, প্রতিবৎসর বাঙলা দেশে ৮৫ লক্ষ টন লবণের প্রয়োজন এবং মেদিনীপুর জেলার কাঁথী মহকুমার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ লবণের কারখানায় প্রতিবৎসর মাত্র ৩০ লক্ষ টন লবণ তৈয়ারী হইতে পারে। তিনি বলেন, "আমাদের অধিকাংশ লবণের চাহিদা বিদেশী রপ্তানীর উপর নির্ভর করে।" কেরোসীন সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মাননীয় স্যার নাজিমুদ্দীন (?) মুসলিমগণের উক্তি পুনরাবৃত্তি করিয়া বলেন যে, অল্প সময়ের মধ্যে হয়ত বাজারে কেরোসীন পাওয়াই যাইবে না। ইহা প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, রেড়ীর তৈলের বীজ গভর্ণমেণ্টের খরচায় চাষীদিগকে বিতরণ করা হইবে, যাহাতে আলানীর উদ্দেশ্যে রেড়ীর তৈল উৎপাদন করা যাইতে পারে। কিন্তু উহা দ্বারা আশু সাহায্য পাওয়া যাইবে কি না সে বিষয়ে তিনি সন্দেহ ব্যক্ত করেন।

মাননীয় মিঃ ব্যানার্জ্জী জনসাধারণকে বলেন যে, যে সমুদয় ব্যবসায়ী নির্দ্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত মূল্য দাবী বা গ্রহণ করে তাহাদের বিরুদ্ধে যেন আদালতে অভিযোগ আনা হয়। তিনি বলেন যে, আইন, আদালত, পুলিশ এবং সব কিছুই রহিয়াছে। যদি লোকে দুষ্কর্ম্মকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন না করে, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এই সমস্যার সমাধান কি ভাবে সম্ভবপর হইতে পারে?

অধিক পরিমাণে খাদ্য-শস্য উৎপাদনের জন্য গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যে আন্দোলন আরম্ভ করা হইয়াছে, তদনুসারে ভারতীয় কেন্দ্রীয় পাট কমিটির টালিগঞ্জস্থ টেক্নোলজিক্যাল্ রিসার্চ লেবরেটরীর প্রাঙ্গণে অবস্থিত খালি জায়গায় শাকসব্জী উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই লেবরেটরীর কর্ম্মচারীদের মধ্যে ১৭ জনকে ১৭ খণ্ড খালি জায়গা ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং এই সব ভূমিখণ্ডে শীঘ্রই তাঁহারা লাউ, শসা, ঢেঁড়শ, শিম, পালং শাক প্রভৃতি বর্ষাকালীন শাকসব্জী উৎপাদন করিবেন।

যুদ্ধ-তহবিলে নদীয়ার সাহায্য

মহামান্য গভর্ণরের যুদ্ধ তহবিলে নদীয়া ৯৪,০০০৲ টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছে এবং ১,৫৬,০০০৲ টাকার উপর ডিফেন্স সেভিং সার্টিফিকেট ক্রয় করিয়াছে।

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২১শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত যে ডিফেন্স সেভিং সপ্তাহ পালিত হইয়াছে সেই সময় এই জেলায় ৪৫,০০০৲ টাকার উপরে সার্টিফিকেট বিক্রী হইয়াছে।

কৃষ্ণনগরের সিভিক গার্ডদলকে বড়দোলের মেলায় পাঠানো হইয়াছিল এবং সেখানে তাহারা যান-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত সেণ্ট জন অ্যাম্বুলেন্স ব্রিগেডও বড়দোলের মেলায় গিয়াছিল। সেখানে তাহাদিগকে প্রাথমিক চিকিৎসার ভার অর্পিত হইয়াছিল।

ডালের মূল্য নিয়ন্ত্রণ

সরকারী আদেশ প্রচারিত

১৯৩৯ সনের ২২শে ডিসেম্বরের মধ্যেই ছয় রকম ডালের পাইকারী ও খুচরা দর নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছিল। যান বাহনের অপ্রাচুর্য্য ও তজ্জনিত সরবরাহ ব্যাপারে অসুবিধা হেতু কয়েক প্রকার ডালের মূল্য কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। এতদুদ্দেশ্যেই নিম্নোক্ত আদেশ জারী করা হইল:—

ভারত রক্ষা আইনের ৮১ নিয়মের (২) উপনিয়মের অন্তর্গত (খ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমি নির্দ্দেশ দিতেছি যে, ২২শে জুন হইতে কলিকাতা ও সহরতলীতে ডালের দাম নিম্নোক্ত নির্দ্ধারিত হইল:—

জিনিষের নাম।		পাইকারী দর। মণপ্রতি।	খুচরা দর। সেরপ্রতি।
(ক) মসুর	(বম্বাই)	৭৲	৵০
(খ) অড়হর	(২য় শ্রেণী)	৭৷০	৵৩ পাই
(গ) কলাই	(ঐ)	৭।০	৵৩ „
(ঘ) ছোলা	(ঐ)	৬৷৷০	৵০
(ঙ) মুগ	(সোনা)	১১৸৶	।৵৩ পাই
(চ) খেসারী		৫৷০	৵৬ „

শিশু ও কিশোরদিগের বিভিন্ন সংশোধনাগার

১৯৪০ সালের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

১৯২২ সালের বঙ্গীয় শিশু আইন, ১৯৩৩ সালের বঙ্গীয় দুর্নীতি দমন আইন, ১৯২৮ সালের বঙ্গীয় চরিত্র সংশোধন বিদ্যালয় আইন এবং ১৮৯৭ সালের সংশোধন বিদ্যালয় গত ১৯৪০ সালে কিরূপ কাজ করিয়াছে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

আলোচ্য বৎসরে কলিকাতার কেন্দ্রীয় শিশু আদালতে ৪,০৬৪ জন শিশুর বিচার করা হয়। তন্মধ্যে ৮৫ জন শিশুকে বিদ্যালয়ে অথবা অন্য কোন তত্ত্বাবধানে প্রেরণ করা হইয়াছে। কতকগুলিকে জরিমানা করা অথবা অভিভাবকদের কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তৎপর পুলিশ আইনের বলে যাহাদিগকে প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহাদের অধিকাংশকে সাবধান করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

আলিপুরের সংশোধন ও শিল্প বিদ্যালয় কেবলমাত্র বালকদিগের জন্য এবং গভর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণরূপে তাহার ব্যয় ভার বহন করেন। বেহালায় "সালভেশন আর্মি উইমেন্স ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল হোম" নামে যে বিদ্যালয় আছে তাহা সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত এবং বালিকাদের জন্য।

আলিপুরের সংশোধন ও শিল্প বিদ্যালয়ে মোট ১৯৪ জন বালকের ভর্ত্তী হওয়ার ব্যবস্থা আছে। একটি নূতন স্থানে বিদ্যালয়টি উঠাইয়া লইয়া যাওয়ার প্রস্তাব এখনও বিবেচনাধীন আছে। গত ১৯৪০ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সংশোধন বিদ্যালয়ে ১৮৩ জন এবং শিল্প বিদ্যালয়ে ৬৭ জন ছাত্র ছিল। মোট ৮০ জন নূতন ভর্ত্তী হইয়াছিল। নির্দ্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ায় সংশোধন বিদ্যালয় হইতে ৪৮ জনকে এবং শিল্প বিদ্যালয় হইতে ১১ জন বালককে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

পঞ্চম শ্রেণী পর্য্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা এবং বালকদিগকে অর্থকরী শিক্ষা প্রদান করা হয়। মনোনীত পাঠ্য অনুসারে বালকদিগকে বাংলা, হিন্দি এবং উর্দু ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। বার্ষিক পরীক্ষা বিশেষ সন্তোষজনক হইয়াছিল এবং নৈতিক ও ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ ও অনুষ্ঠানের সুবিধা প্রদান করা হয়। এতদ্ব্যতীত শারীরিক ব্যায়াম এবং খেলা-ধুলারও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। যে সকল বালকের স্বভাব ভাল বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল তাহাদিগকে ছুটির দিনে এবং অন্যান্য উৎসবে নিজেদের বাড়ী এবং দ্রষ্টব্য স্থানসমূহে যাইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। এই সুবিধা প্রদান করার ফলে বালকদের বিশেষ উপকার হইয়াছিল এবং এই ব্যবস্থার প্রসার করা হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের সাধারণ স্বাস্থ্য বেশ ভাল। ১৯৪০ সালে এই বিদ্যালয়ের জন্য মোট ৩৮,৩৬৭৲ টাকা ব্যয় হয়। বিশেষ অসুবিধার মধ্যে ও বিদ্যালয়গুলি মূল্যবান কার্য্য সম্পাদন করিতেছে।

হাজারীবাগ সংশোধন বিদ্যালয়—এই বিদ্যালয় এই প্রদেশ হইতে যুবক অপরাধীদের গ্রহণ করিয়া থাকে।

আলোচ্য বৎসরে এই বিদ্যালয় বাঙ্গলাদেশ হইতে মোট ৫১ জন অপরাধী গ্রহণ করিয়াছে।

বাঁকুড়ার চরিত্র-সংশোধন বিদ্যালয়—বৎসরের প্রথম দিকে এই বিদ্যালয়ে মোট ২৪৬ জন অধিবাসী ছিল। বালকদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী বিবরণী ও স্বভাব চরিত্রের কথা লিপিবদ্ধ করা হয়। বয়স ভেদে লাল, নীল, সবুজ ও সাদা এই চারিভাগে বালকদের বিভক্ত করিয়া চারিটি বিভিন্ন গৃহে রাখা হয়। যাহাতে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার আদান প্রদান হয় তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিভিন্ন গৃহগুলির মধ্যে যাহাতে স্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয় এবং একটি গৃহ অপর ভবনগুলিকে হারাইয়া দিয়া শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে সে দিকে উৎসাহ প্রদান করা হয়। ইহার উপর বালকদিগকে "সাধারণ তালিকা", "বিশেষ তালিকা" এবং "সন্তোষজনক শ্রেণী" এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। ছাত্রগণের স্বভাব-চরিত্র, স্বাস্থ্য এবং বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করিয়াই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

এই বিভাগ পদ্ধতির ফলে ছেলেদের চরিত্র গঠনে এবং নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব বোধ জন্মাইবার কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করে।

বালকদিগের স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল হয় তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকার সুখ সুবিধাই প্রদান করা হইয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে একজন বেতনভোগী স্বাস্থ্য-নির্দ্দেশক নিযুক্ত আছে। এতদ্ব্যতীত নিজ নিজ ধর্ম্ম অনুসারে বালকদিগকে ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত যথাযোগ্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়।

গোবিন্দ কুমার হোম—এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভারতীয় বালিকাদিগের জন্য। ১৯৪০ সালে এখানে ৮৫ জন বালিকা ছিল। এই সমস্ত বালিকাই হিন্দু। ইহার মধ্যে সাত জন অন্যান্য প্রদেশের, বাদবাকি আর সব বাঙালী। বালিকাদিগের সাধারণ স্বাস্থ্য ভালই এবং তাহাদের স্বভাব সন্তোষজনকই ছিল। বালিকাদিগকে বয়ন, সীবন ও সূচিকার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়।

বেহালার সালভেশন আর্মি উইমেন্স ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল হোম—এখানে বর্ত্তমানে ১২০ জন বালিকা থাকিতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখানকার শিক্ষার উন্নতি মোটামুটি বেশ ভালই। বালিকাদিগের স্বাস্থ্য ভাল এবং সাধারণ শিক্ষা ব্যতীত এখানে সীবন ও গৃহস্থালী কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়।

কলিকাতা প্রটেষ্টাণ্ট হোম (দি ফেরেডল হোম)—এখানে ইউরোপীয় ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান স্ত্রীলোক ও বালিকাদিগের আশ্রয়স্থল। যে সকল বালিকার এই ধরণের একটি আশ্রয়স্থলের প্রয়োজন অথচ কাজের চেষ্টায় আছে তাহাদিগকে এই স্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। মোটামুটিভাবে এখানকার বালিকাদিগের স্বাস্থ্য ভালই। এই প্রতিষ্ঠান সরকারের নিকট হইতে যথারীতি ব্যয়ের জন্য সাহায্য পাইয়াছে।

ভারতীয় শিশুরক্ষা সমিতি—১৯৪০ সালে এই সমিতির তত্ত্বাবধানে শিশুদের সংখ্যা ছিল ২৫১।

এই সমিতি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যথারীতি ২,৬০০ টাকা ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সাহায্য লাভ করিয়াছে।

দি অল বেঙ্গল উইমেন্স ইউনিয়ন—এই প্রতিষ্ঠানে মোট ২৫টি বালিকার থাকিবার ব্যবস্থা আছে এবং বৎসরের শেষে এখানকার বালিকার সংখ্যা ছিল ১৭। বালিকারা বয়ন, সূচিকার্য্য এবং গার্ল গাইড হিসাবে শিক্ষা লাভ করা ব্যতীত সাধারণ লেখা-পড়াও শিখিয়াছে। মোটামুটিভাবে বালিকাদিগের স্বাস্থ্য ভালই ছিল।

শিশু ও কিশোরদিগের রক্ষাপর্য্যবেক্ষণ সমিতি—আলোচ্য বর্ষে ১৭২ জন নূতন শিক্ষার্থী এখানে ছিল; তন্মধ্যে ১০০ জন আসিয়াছিল সংশোধন বিদ্যালয় হইতে, তাহাদের স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালই ছিল এবং নিয়ম তান্ত্রিকতায় তাহাদের উন্নতিই পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ছেলেরা যাহাতে খেলাধূলা করিতে পারে এবং মাঝে মাঝে বাহিরে বেড়াইতে যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

পরীক্ষাধীন কার্য্য—আলোচ্য বর্ষে বঙ্গীয় শিশু আইনে ৩৬৯টি শিশুর বিচার করা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত চারিজন অপরাধী অফিসারের (দুই জন স্ত্রীলোক এবং দুইজন পুরুষ) অধীনে দুর্নীতি দমন আইন পরীক্ষাধীন ভাবে ছিল। অধিকাংশ পরীক্ষাধীন বালক অফিসারদিগের অধীনে ভালভাবেই ছিল এবং তাহাদের স্বভাব বিশেষ আশানুরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। এই ব্যবস্থায়

[অবশিষ্টাংশ তিন কলমের নীচে]

[দুই কলমের শেষ]

আদালত কিশোরদিগের অপরাধগুলি গভীর মনস্তত্ত্বের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারে এবং উক্ত অপরাধের একেবারে গোড়ায় আঘাত করিয়া যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে। আলোচ্য বর্ষে শিশু আদালতের প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বিভিন্ন অপরাধীর বিষয় ব্যক্তিগতভাবে পর্য্যবেক্ষণ এবং অফিসারগণকে তাঁহাদের কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিবার নিমিত্ত বালকদিগের বাস ভবনে একাধিকবার গমন করিয়াছিলেন।

(প্রেস-নোট)

রুশিয়ার তৈল

জার্ম্মাণদের সুবিধার সম্ভাবনা কতটুকু

হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক কার্ক্লি মেথার কেম্ব্রিজে যুদ্ধ সমস্যা সম্বন্ধে এক আলোচনা বৈঠকে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন:—

"বাকু ও পেট্রোভস্ক অঞ্চলের মূল্যবান রাশিয়ান তৈল কেন্দ্রগুলি এখনও শত্রু অধিকারের বহুদূরে। আর সেইগুলি অধিকার করিলেও নাৎসীরা খুব বেশী সুবিধা পাইবে না। কারণ নিজেদের দেশে লইয়া গিয়া এই তৈল পরিশোধিত করার ব্যবস্থা জার্ম্মাণদিগকে করিতে হইবে। জার্ম্মাণীতে এই তৈল নিতে হইলে সমগ্র কৃষ্ণ সাগর অঞ্চলের উপর জার্ম্মাণীর কর্ত্তৃত্ব লাভ করা দরকার।"

তিনি আরো বলেন, "ককেসাস হইতে ২,০০০ মাইল দূরে জার্ম্মাণীতে পেট্রোলিয়ম নেওয়ার জন্য যদি জার্ম্মাণেরা রেল যাতায়াতের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, তাহা হইলে ১৩,৭০০ খানা গাড়ী অনবরত চলিতের মধ্যে থাকিতে হইবে, এবং ১৩,৭০০ খানা গাড়ী অন্যদিকে খালি অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে হইবে।"

বৃটিশ শ্রমিকদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

ব্যাপক ত্যাগ স্বীকারের পরিচয়

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিজয় সুনিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের প্রারম্ভেই বৃটিশ শ্রমিকেরা তাহাদের পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করে। শ্রমিকদলের কনফারেন্সে অধিকাংশ সভ্য যে সহযোগিতার নীতি সমর্থন করেন, তাহা বস্তুতঃ বৃটিশ শ্রমিক সমাজের সম্মিলিত মনোভাবেরই পরিচায়ক।

এই যুদ্ধে দেশের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য বৃটিশ শ্রমিকেরা কোনও স্বার্থ ত্যাগে হইতে সঙ্কুচিত হয় নাই। ডানকার্ক পতনের পর হইতে শত শত বৃটিশ শ্রমিক সপ্তাহে ৬০ হইতে ৭০ ঘণ্টা করিয়া কাজ করিতেছে। তাহাদের অনেকেই সপ্তাহ শেষের ছুটি ও অন্যান্য ছুটি উপভোগ করে নাই, তাহাদের বিশ্রামের দিন দাবী করে নাই।

"লিনলিথ্‌গো হাউস্"

ইরাকে যুদ্ধকার্য্যে নিয়োজিত নারীদের ক্লাব

ইরাকে বৃটিশ সৈন্যদলের সহিত যে সব নারী কাজ করিতেছে, তাহাদের জন্য "ইয়ং উইমেন্স খৃষ্টান এসোসিয়েশনের" তত্ত্বাবধানে সম্প্রতি "লিনলিথ্‌গো হাউস্" নামক একটি ক্লাব বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইরাকের বৃটিশ দূতের পত্নী লেডী কর্ণওয়ালিশ ইহার দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই অট্টালিকাটি নদীর তীরে অবস্থিত এবং পূর্ব্বে সেখানে একটি মুদ্রাগার অবস্থিত ছিল। ৩০ জন নারীর থাকার উপযোগী ক্লাব গৃহরূপে অল্পকালে ইহার পরিবর্ত্তন সাধন করা হইয়াছে।

ভারতের বড়লাট-পত্নী মহামান্যা লেডী লিনলিথ্‌গো যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় ভারতীয় নারীদিগকে উৎসাহিত করিয়া যে বিরাট পরিমাণ চাঁদা তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার বিষয় বিবেচনা করিয়া এই ক্লাবের নাম "লিনলিথ্‌গো হাউস্" রাখা হইয়াছে।

সিমলায় বর্ম্মার প্রধান-মন্ত্রী

স্যার প'টুনের আশার বাণী

"আমরা বর্ম্মাবাসীরা জানি যে, জাপানী আধিপত্য আমাদের আশা আকাঙ্খার মোটেই অনুকূল নহে", সম্প্রতি সিমলা সহরে বর্ম্মার প্রধান মন্ত্রী স্যার প'টুন এই অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি ও অর্থ সচিব মিঃ ইউ হটিন আঙ গাইয়া বড়লাট, গভর্ণর ও অন্যান্য সদস্যদের সহিত যোগদান করেন।

স্যার প'টুন বলেন, "আমি আমার সহযোগী অর্থ সচিবের সমভিব্যাহারে একেবারে শেষ মুহূর্ত্তেই দেশ ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু আমাদের দৃঢ় সঙ্কল্প জাপানীদিগকে আমাদের প্রিয় দেশ হইতে চিরতরে দূরীভূত না করা পর্য্যন্ত আমরা যুদ্ধ চালাইব। আমি আমার দেশবাসিগণকে খুব ভাল রকম জানি। তাহারা খাঁটি জাতীয়তাবাদী, বৃটিশ কমনওয়েলথ অব নেশানসের সমান ও স্বাধীন অংশীদার হইবার জন্য তাঁহারা অধীর প্রতীক্ষায় কাল যাপন করিতেছে।

"১৯৩৭ সাল হইতে জনসাধারণের নির্ব্বাচিত ও তাহাদের কাছে দায়ী মন্ত্রিমণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিচালিত দেশের আভ্যন্তরীন শাসন কার্য্যে বর্ম্মাদেশ একটা অবাধ অধিকার ভোগ করিয়া আসিয়াছে। জাপান নিষ্ঠুরভাবে আমাদের দেশ আক্রমণ করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি ক্রম বিকাশ লাভ করিতেছিল। যত শীঘ্র সম্ভব আমাদের এই আত্মবিকাশ অন্যনিরপেক্ষ-ভাবে অগ্রসর হইতে থাকিবে এবং আমরা শীঘ্রই আমাদের চরম লক্ষ্যবস্তু প্রাপ্ত হইব ইহাই আমাদের আশা ও সঙ্কল্প।

"কিন্তু আমরা সুনিশ্চিত যে জাপানী কর্ত্তৃত্বাধীনে আমাদের কোন আশা আকাঙ্খাই পূর্ণ হইবে না। আমরা মাঞ্চুরিয়া, কোরিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে জাপানীদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিয়াছি; সম্প্রতি আত্মপ্রবঞ্চিত শ্যাম দেশে তাহারা যে কি ভাবে জমাইয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছে তাহাও দেখিতেছি। আমরা নিঃসন্দেহে একথা জানি যে, গ্রেট বৃটেনের সাহায্যে আমরা আমাদের জাতীয় ও রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা সফলতায় পূর্ণ করিতে পারিব সারা জগতের অধিবাসীরা যাহাতে নির্ভয়ে নিরুপদ্রবে অত্যাচার অনাচার মুক্ত হইয়া শান্তিতে কালযাপন করিতে পারে এই জন্য গ্রেট বৃটেন যুদ্ধ করিতেছে।

"আমাদের স্থির বিশ্বাস এই যে একমাত্র বৃটিশ ও মিত্রশক্তির যুদ্ধ প্রচেষ্টায় যথাসাধ্য সহযোগিতার দ্বারাই আমরা বিজয়ের পথে অগ্রসর হইতে পারিব।"

তাঁহার দেশবাসীরা জাপানীদের সহযোগিতা করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল এই সংবাদ সত্য কিনা এই প্রশ্ন স্যার প'টুনকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, "খুব কম সংখ্যক লোকই ঐরূপ মনোবৃত্তিসম্পন্ন ছিল। অত্যন্ত অল্পদের ' গুটিকতক যুবক রাজনীতিক, যাহারা বর্ম্মা জনসাধারণের উপর কোনও প্রতিপত্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হয় নাই, যাহারা ১৩২ জন সদস্য গঠিত আইন সভায় ৩।৪টির বেশী সিট দখল করিতে পারে নাই, তাহারাই জাপানের ক্ষণস্থায়ী সাফল্য ও দানব শক্তিতে বিমুগ্ধ হইয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য জাপানীদের সাহায্য করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। জাপানীদের নীতি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি না করিয়া ও তাহাদের স্বার্থান্বেষী বর্ব্বরতার ইতিহাস না জানিয়া, তাহারা জাপানীদের আস্ফালনে আত্মসমর্পণ করেন। শীঘ্রই তাহারা মোহ বিমুক্ত হইবে; তাহারাও বুঝিতে পারিবে—মিত্রশক্তি জয়ের উপরই বর্ম্মার স্বায়ত্ত শাসনাধিকার ও স্বাধীনতা সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, বর্ম্মায় অনুষ্ঠিত কোনও দুষ্কর্ম্মই আমার এই বিশ্বাস শিথিল করিতে পারে নাই যখন আমি সম্মিলিত জাতি পুঞ্জের বিপুল অবারিত শক্তির কথা চিন্তা করি, তখন আমার মনে হয় জয় অবশ্যম্ভাবী।

"জাপানীদের শীঘ্রই বর্ম্মা ছাড়িয়া যাইতে হইবে, যত দ্রুততার সহিত তাহারা ইহা দখল করিয়াছে তাহা হইতে দ্রুততার সহিত তাহারা ইহা পরিত্যাগ করিতে

[২য় কলমে দ্রষ্টব্য]

সাম্যবাদী বন্দীদের মুক্তি

বাঙলা সরকারের নির্দ্দেশ

বাঙলা সরকার কর্ত্তৃক সম্প্রতি যে নির্দ্দেশ প্রচারিত হইয়াছে তাহাতে—

(ক) গভর্ণমেণ্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের বহু সংখ্যক সাম্যবাদী সদস্যের বিরুদ্ধে প্রদত্ত নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহার করিয়াছেন অথবা প্রত্যাহার করিবার নিমিত্ত সরকারী অফিসারদের প্রতি নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

(খ) তাহারা সাম্যবাদী দলের বহু সংখ্যক নিরাপত্তা বন্দীকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন।

(২) সরকারের প্রচারিত নির্দ্দেশ এইরূপ বুঝাপড়ার পরেই জারী করা হইয়াছে যে, যাহারা এই আদেশের ফলে উপকৃত হইবেন, তাহারা যুদ্ধ প্রচেষ্টার কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ্যভাবে এবং বিনা সর্ত্তে গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিয়া প্রাপ্ত স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিবেন।

(৩) গভর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করেন যে, এইরূপে মুক্তি-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ তাহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত আস্থার মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন। যদি দেখা যায় যে, গভর্ণমেণ্টের সদিচ্ছা পূর্ণ হয় নাই এবং সম্পূর্ণ কর্ম্ম-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের কার্য্যকলাপ দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতেছে অথবা অন্য কোনও উপায়ে যুদ্ধ পরিচালনা বা জন-জনসাধারণের মনোবল, আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যাঘাত করিতেছে। তাহা হইলে পুনরায় নিয়ন্ত্রণাদেশ জারী করা ছাড়া গভর্ণমেণ্টের আর কোন গত্যন্তর থাকিবে না।

ত্রিপুরায় পল্লী-উন্নয়ন কার্য্য

পাট নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের মফঃস্বল ভ্রমণকারী কর্ম্মচারিগণ তাহাদের উপদেশ ও প্রচারকার্য্যের ফলে এখানে পল্লী সংস্কার আন্দোলনে খুব বেশী উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছে। ফলে চাঁদপুর মহকুমায় যথেষ্ট গঠনমূলক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে। একটা সমবায় ভাণ্ডার, তিনটা নৈশ বিদ্যালয়, নয়টা পল্লী সংস্কার সমিতি খোলা হইয়াছে। কতকগুলি অঞ্চলে জঙ্গল ও কচুরীপানা পরিষ্কার করা হইয়াছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর পল্লী সংস্কার সমিতির উদ্যোগে অনেকগুলি পুকুর ও খাল হইতে কচুরীপানা সাফ করা হইয়াছে। এই সমিতি বিভিন্ন নৈশ বিদ্যালয়ে পড়াশুনা পড়ার বই বিতরণ করিয়াছে।

সদর মহকুমায় "আরও খাদ্যশস্য উৎপাদন আন্দোলন" অত্যন্ত উৎসাহের সহিত পরিচালিত হইতেছে। চৌদ্দগ্রাম, গুণবতী, দৌলতগড়, পানিয়ারা, কালীরবাজার প্রভৃতি ইউনিয়নে অনেকগুলি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। "হোম গার্ড" গঠনের জন্য সভাও বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হইয়া-ছিল। সদর মহকুমা হাকিম মুন্সীরহাট ও নাটগড় বাজারের দুইটি সভায় উপস্থিত হইয়া জনসাধারণকে "হোমগার্ড" ও আরও খাদ্যশস্য উৎপাদন আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেন।

১ম কলমের শেষ

যাইতে হইবে। তারপর আসিবে আমার দেশবাসীর জীবন-ধারাকে পুনর্গঠিত করিবার কাজ। এই উদ্দেশ্যেই আমি আমার যথাশক্তি নিয়োজিত করিতেছি। বর্ম্মা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বা বিধ্বস্ত হইয়াছে। প্রায় প্রতিটি সহরকেই নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের জটিল প্রক্রিয়াকে আবার সচল ও সজীব করিয়া তুলিতে হইবে।

"আমাদের যুদ্ধোত্তর সংস্কারের কার্য্যে মিত্রশক্তির সাহায্যের দরকার। আমি নিশ্চিত জানি আমরা এই সাহায্য পাইব এবং একটি শ্রেষ্ঠতর ও অধিকতর শান্তিপূর্ণ বর্ম্মা গড়িয়া তুলিব।"

দুষ্প্রাপ্য চীনা গ্রন্থাবলী

আমেরিকায় স্থানান্তরিত

যুদ্ধ সময়ে নিরাপদে রাখার জন্য যে ৩,০০০ চীনা গ্রন্থ ওয়াশিংটনে প্রেরিত হইয়াছে, আমেরিকায় চীনাদূত মিঃ হু শীর অনুমতি অনুসারে আমেরিকান কংগ্রেসের লাইব্রেরীর পক্ষ হইতে সেগুলির ফটো তুলিয়া রাখার ব্যবস্থা হইতেছে।

এই সব গ্রন্থ পিকিং ন্যাশনাল লাইব্রেরীর সম্পত্তি এবং যুদ্ধাবসানে পুনরায় এগুলিকে পিকিংএ ফেরৎ পাঠান হইবে। ইউরোপে মুদ্রণ-শিল্পের আবিষ্কার হওয়ার বহু পূর্ব্বে মুদ্রিত কতিপয় গ্রন্থও এর মধ্যে রহিয়াছে। প্রাচীন বিশ্বকোষ, ইতিহাস, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি এবং মিং সম্রাটদের সময়ের (১৩৬৮—১৬৪৪) সরকারী বিবরণীও এই সব পুস্তকের মধ্যে রহিয়াছে। ১০৩৪ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত একখানা কবিতা পুস্তকও ইহার মধ্যে আছে। ইহাকে প্রাচীনতম মুদ্রিত পুস্তক বলিয়া অভিহিত করা হয়।

পিলজঙ্গ কল্যাণ-সংসদ

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় প্রচারকার্য্য

পিলজঙ্গ (খুলনা) কল্যাণ সংসদের কর্ম্মিগণ স্থানীয় কৃষক ও ছাত্র কর্ম্মিগণের সহযোগিতায় গ্রামে ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে জাপ-বিরোধি প্রচার কার্য্য চালাইতেছেন এবং রক্ষীবাহিনী গঠন করিয়া দরিদ্র, ধনী, অশিক্ষিত, শিক্ষিত, জমিদার, কৃষক সকলকে সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করিতেছেন। কুটীর শিল্প প্রবর্ত্তনও অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য কৃষকগণের মধ্যে প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন। খুলনা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ ঘোষ রক্ষীদলের জন্য ৫০৲ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

স্থানীয় ছাত্রফেডারেশন ও কৃষক সমিতির কর্ম্মীরা এই আন্দোলনে সংসদের কর্ম্মিগণকে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছেন।

আপৎকালে সাহায্যের জন্য কর্ম্মিগণকে ফার্ষ্ট এড্ (first aid) ট্রেনিং দিবার জন্য সেণ্টজনস এ্যাম্বু-লেন্সএর একটী শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হইতেছে। ডাঃ জ্যোতীষ চন্দ্র দত্ত, এম, বি, এই শিক্ষা কেন্দ্রের ভার লইতে রাজী হইয়াছেন।

বিভিন্ন দ্রব্যের বাজার দর।

সাধারণের জ্ঞাতব্য

গত ২২শে জুন কলিকাতার বাজার দর নিম্নরূপ ছিল :—

মিশিন্ ভাঙ্গা খাঁটি আটা	.. ৮৵০ মণপ্রতি
আসবার্ড চাকি আটা	.. ৮৲ ,,
পাটনাই চাউল	.. ৭॥৵০ হইতে ৮।৵০ মণপ্রতি।
মোটা চাউল	.. ৭৵০ হইতে ৭৷৵০ মণপ্রতি।
সাধারণ সরিষার তৈল	.. ১৮॥০ মণপ্রতি
আসবার্ড সরিষার তৈল	.. সরবরাহ নাই
আসবার্ড ঘি	.. ৭৪৲ হইতে ৭৭৲ টাকা মণপ্রতি।
১নং চিনি	.. ১৩॥০ ,,
আলু (নৈনিতাল)	.. ৪৸৵০ ,,
আপেল	.. সরবরাহ নাই
আম	.. ১২৲ টাকাপ্রতি
কমলা	.. ৮টা ,,
মুরগীর ডিম	.. ॥৵০ কুড়িপ্রতি

বাঙলার মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী মিঃ এ, কে, ফজলুল হক্ ডিফেন্স কাউন্সিল সভায় যোগদানের নিমিত্ত সম্প্রতি কলিকাতা হইতে দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন।

রুশিয়ার রণক্ষেত্রে প্রচণ্ড সংগ্রাম

টিমোশেঙ্কোর সমর নৈপুণ্য

সোভিয়েট এগ্রেস্তভারে প্রকাশ, মার্শাল টিমোশেঙ্কো এখনও কুরস্ক ও খারকভের মধ্যে একশত মাইল বিস্তৃত রণক্ষেত্রে ভন বকের তিন লক্ষ অভিযান প্রতিহত করিতেছেন। কুরস্কের নিকটে ভয়াবহ যুদ্ধ চলিতেছে। এখানে সলিল-পঙ্ক্তিতে প্রবাহিত একটি নদীর দিকে জার্ম্মাণদের কীলকের আকারে আক্রমণ সোভিয়েট ট্যাঙ্ক-বোমারুগণ প্রতিহত করিতেছে। সোভিয়েট এগ্রেস্তভারের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ, বায়েলগোরড ও ভলচানস্কের দিকেও যুদ্ধ চলিতেছে। এই সমস্ত যুদ্ধে জার্ম্মাণদের অপরিসীম ক্ষতি হইতেছে।

রবিবারের নৈশ-এগ্রেস্তভারে প্রকাশ—৫ই জুলাই কুরস্ক রণাঙ্গনে শত্রুপক্ষের ট্যাঙ্ক ও পদাতিকবাহিনীর সহিত যুদ্ধ চলে। বিয়েলগরোড ও ভলচানস্কে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে।

৪ঠা জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে বিমান-যুদ্ধ, শত্রুর বিমান ঘাঁটি অথবা রুশ বিমানধ্বংসী কামানের গোলায় ৩৮০ খানি জার্ম্মাণ বিমান ধ্বংস হইয়াছে। ঐ সময়ে ১৮৭ খানি রুশ বিমান খোয়া গিয়াছে।

রোষ্টভের নিকটে সংগ্রাম

ককেশাসের দিকে অগ্রসর হওয়ার সোজা রাস্তার উপর অবস্থিত রোষ্টভের নিকটেও পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। জার্ম্মাণ রেডিয়ো বার্লিনের জনৈক সামরিক মুখপাত্রের উক্তি হইতে উদ্ধৃত করিয়া জানাইতেছে যে, অগ্রগামী একদল সৈন্য বিস্তীর্ণ মাইন-সমাকীর্ণ অঞ্চল ও দুর্গমালা ভেদ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে।

কালিনিন অঞ্চলে জার্ম্মাণ আক্রমণ প্রতিহত

কালিনিন রণাঙ্গনে নাৎসীরা অকস্মাৎ ট্যাঙ্ক যুদ্ধ আরম্ভ করে, কিন্তু সোভিয়েট পদাতিক ও গোলন্দাজগণ কীলকের আকারে অগ্রসর জার্ম্মাণ-ব্যূহ ভেদ করিয়া দেওয়ায় আক্রমণকারীরা পুনরায় মূল ঘাঁটিতে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে।

সোভিয়েট সৈন্যদের ৪টি গ্রাম পুনরধিকার

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, মস্কোর উত্তর-পশ্চিম কালিনিন অঞ্চলে চারখানি গ্রাম হইতে জার্ম্মাণগণ বিতাড়িত হইয়াছে। জার্ম্মাণ পদাতিক সৈন্যগণ ২৫ খানি ট্যাঙ্ক লইয়া গঠিত কয়েকটী ট্যাঙ্ক-বহরের সহায়তায় অগ্রসর হয়। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও তাহারা সোভিয়েট ব্যূহ ভেদে অসমর্থ হয়।

প্রচণ্ড বাধা প্রাপ্তি সত্ত্বেও ভন ব্রিটেইর আর্ম্মী ভোরোনেজ রণক্ষেত্রে ও মস্কো-রোষ্টভ রেলপথের দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছে। প্রাভদা পত্রিকার সংবাদদাতা এই স্থান হইতে অদ্য সকাল বেলায় সংবাদ দেওয়ার সময় পরিস্থিতি ঘোরালো বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শত্রু যাহাতে বিস্তীর্ণ রণক্ষেত্র ব্যাপিয়া চলাচল করিতে না পারে, তজ্জন্য আশঙ্কাপূর্ণ সেক্টরগুলিতে সোভিয়েট ট্যাঙ্কগুলি নিয়োগ করা হইয়াছে। সোভিয়েট ট্যাঙ্ক অনবরত পাঁচদিন ধরিয়া জার্ম্মাণদের "উন্মত্ত" চাপের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত হানিতেছে।

জার্ম্মাণদের ডন নদী তীরে উপস্থিতির দাবী

জার্ম্মাণগণ ডন নদী তীরে উপনীত হইয়াছে বলিয়া যে দাবী করিতেছে, লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষ মহল কর্ত্তৃক তাহা সমর্থিত হয় নাই। তবে কুরস্ক হইতে ভরোনেজের দিকে যে অভিযান চলিতেছে, জার্ম্মাণ আক্রমণগুলির মধ্যে তাহাই হইতেছে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ইহার পশ্চাতে যে জার্ম্মাণদের খুব বেশী সামরিক শক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাতে অতি অল্পই সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।

দ্বিপ্রহরের সোভিয়েট এগ্রেস্তভার

সোমবারের মধ্যাহ্নকালীন এগ্রেস্তভারে প্রকাশ—৫ই জুলাই রাত্রে আমাদের সেনাবাহিনী কুরস্ক, বেলগরোড, ভলচানস্কের দিকে শত্রুর সহিত সংগ্রামে লিপ্ত থাকে। রণাঙ্গনের অন্যান্য স্থানে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

মিশরে ইটালীয়ানদের দুর্দ্দশা

গত শুক্রবার ইটালীয়ান আরিয়েতে ডিভিসনের সহিত নিউজিল্যাণ্ডী সৈন্যদের প্রথম সংঘর্ষ হইলে ইটালীয়ানরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং নিউজিল্যাণ্ডী সৈন্যরা তাহাদের ৪৪টা কামান বিধ্বস্ত বা দখল করে।

ক্রীট দ্বীপে সন্ত্রাস-রাজ

লণ্ডনস্থ গ্রীক মহলে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, জার্ম্মাণরা ক্রীটের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ সন্ত্রাস-নীতির অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন।

হেরাক্লিয়নে গত ১৪ই জুন একজন ভূতপূর্ব্ব মেয়র ও একজন স্থানীয় সংবাদপত্রের সম্পাদক সহ মোট ৬২ জন অধিবাসীকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে। আমিয়া ভারভারা নামক গ্রামে উক্ত দিবসই ৩ জনকে গুলি করা হইয়াছে এবং ১২৫ জনকে জামিনে বন্দী করা হইয়াছে।

১৯শে জুন কেসটেলিও বিমানঘাঁটিতে নিযুক্ত ১৯ জন শ্রমিককে গুলি করা হয়। আর এক গ্রামে একদিনে ৭ জনকে গুলি করা হয়। আর একদিন ১১ জনকে গুলি করা হয় এবং ২৪ জনকে জামিনে আটক করা হয়। বিভিন্ন জেলায় আরও ১৮ জন লোককে গুলি করা হয়।

উক্ত দণ্ডিত ব্যক্তিদের সকলকেই পার্ব্বত্য-অঞ্চলে লুঠতরাজ করিবার এবং গরিলা যোদ্ধাদের সাহায্য করিবার অপরাধে অপরাধী করা হইয়াছিল। এই হতভাগ্যদের ঘরবাড়ী ভূমিসাৎ করা হইয়াছে। জার্ম্মাণরা গ্রামে গ্রামে টহল দিয়া জনসাধারণকে জবরদস্তিপূর্ব্বক কার্য্যে নিযুক্ত করে।

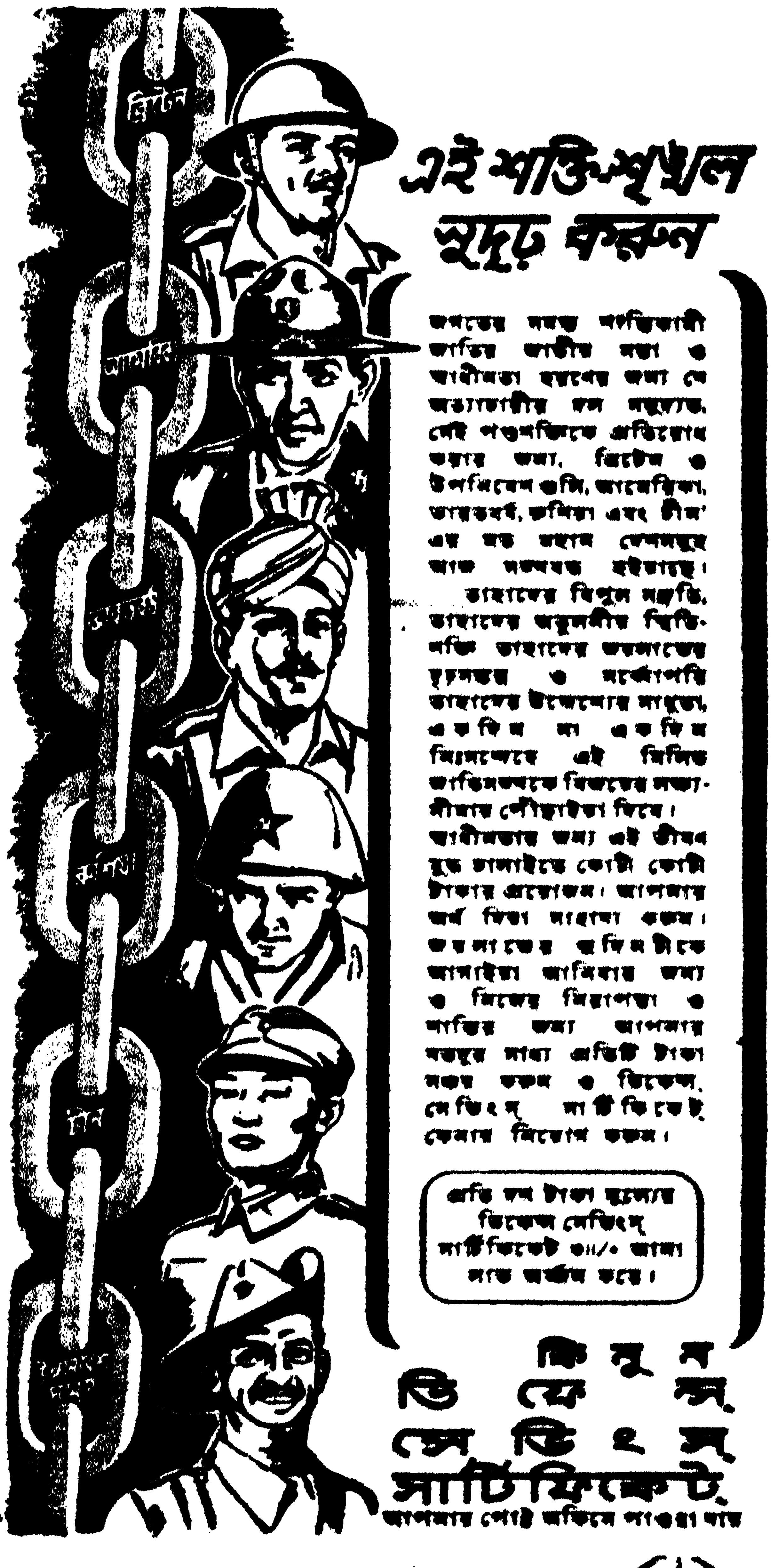

মিশরে উভয়পক্ষে বিরামবিহীন সংগ্রাম

বৃটীশ সৈন্যদের একটি সুদৃঢ় ঘাঁটি অধিকার

গত ৬ই জুলাইর সংবাদে প্রকাশ, ক্রমাগত যুদ্ধ চলিতে থাকে এবং ঐ দিন মিত্রপক্ষীয় সৈন্যরাই আক্রমণের উদ্যম প্রদর্শন করে। আল-আলামিনের দক্ষিণে—যেখানে একটা সুদৃঢ় ঘাঁটি পুনর্দখল করা হইয়াছে, তথায়ই যুদ্ধ চলিতে থাকে। গতকল্য পুনরায় তত্রুকের উপর হানা দেওয়া হয় এবং নৌ-বহরীয় বিমানসমূহ মার্সা মাত্রুহ উপর আক্রমণ চালায়।

রবিবারও আল-আলামিনের পশ্চিমে ও দক্ষিণে এবং গিরিপৃষ্ঠের পশ্চিমে মোটামুটিভাবে প্রায় পূর্ব্ববর্ত্তী অঞ্চলেই যুদ্ধ চলিতে থাকে এবং পূর্ব্বের ন্যায় আকাশেও প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে।

বৃটিশ সৈন্যরা এখন পর্য্যন্ত পাল্টা আক্রমণ বা পরিবেষ্টনমূলক অভিযান আরম্ভ করে নাই, তবে স্রোতের গতি বন্ধ হইয়াছে এবং যে কোন মুহূর্ত্তে ঘুরিয়া দাঁড়াইতে পারে।

আলেকজান্দ্রিয়া ও নাইল নদীর উপত্যকায় যে আসন্ন বিপদ দেখা দিয়াছিল, তাহা অনেকাংশে বিদূরিত হইয়াছে। আল-আলামিনের দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে মোটামুটিভাবে ১৫ বর্গ মাইল ভূমিতে অবস্থিত রোমেলের বাহিনীর সাঁজোয়া বহর যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে।

রোমেলের ক্ষতির মোট পরিমাণ খুব বেশী না হইতে পারে, কিন্তু ৬ সপ্তাহ যাবত একাদিক্রমে অভিযান চালানোর পর চক্রশক্তির ট্যাঙ্ক-শক্তি হয়ত বিপজ্জনকভাবে খর্ব্ব হইয়া যাইতে পারে।

জার্ম্মানদের শত শত মোটরযান বিধ্বস্ত

রাজকীয় বিমানবহরের ভারী বোমারু বিমানগুলি নৌ-বহরীয় বিমানসমূহের সহযোগিতায় আল-আলামিনের দক্ষিণে চক্রশক্তির এক বিরাট ছাউনীর উপর বোমা বর্ষণ করে। এই ছাউনীতে ৩,৫০০ শত মোটরযান ছিল। জার্ম্মানদের শত মোটরযান, লরী ও যন্ত্রপাতি অগ্নিকাণ্ড ও বোমার বিস্ফোরণের ফলে বিধ্বস্ত হয়।

মিত্রপক্ষীয় বিমানবহরে ব্যাপক ধ্বংসলীলা

গত কয়েকদিন যাবত মিত্রপক্ষীয় বিমানসমূহ আল-আলামিনের পশ্চিমে ক্রমাগত প্রচণ্ড বিমান-আক্রমণ চালানোর ফলে বৃটিশ ও ডোমিনিয়ন হইতে আগত সৈন্যরা তাহাদের চলাচলের পথে সর্ব্বত্র শত্রুপক্ষীয় যানসমূহের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাইতেছে। রাজকীয় বিমানবহরের বৈমানিকরা খবর দিতেছে যে, শত্রুপক্ষ যে ভূমি অধিকার করিয়াছিল, তাহা প্রায়শঃই বোমা-পতনজনিত গর্ত্তে ছাইয়া গিয়াছে। অনেকগুলি গর্ত্তের মধ্যে অ্যাক্সিস পক্ষের সমর-যান বা সরবরাহযানগুলি পড়িয়া রহিয়াছে। এইগুলি বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত বা ভস্মীভূত হইয়া অথবা নিছক বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিশাহারা হইয়া খানার মধ্যে পড়ে। গতকল্য রাত্রে বৃটিশের বাহাবী আকারের বিমানগুলি রণাঙ্গনে শত্রুসৈন্য সমাবেশের উপর বোমাবর্ষণ করিয়া প্রায় ৫০টী স্থানে অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি করে। ইহার মধ্যে আলদাবা প্রভৃতি ৮টী স্থানে খুব বড় রকমের অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। একস্থানে ভীষণ বিস্ফোরণ ঘটিয়া মাটি হইতে ১৫ শত ফুট ঊর্দ্ধে অগ্নিশিখা উঠিতে থাকে।

বৃটিশ নৌ-বহর এবং রাজকীয় বিমানবহরের বিমানসমূহ আল-আলামিনের দক্ষিণে সমাবিষ্ট রোমেলের ৩,৫০০ মোটরযানের শত শত যান ধ্বংস করিয়াছে এবং তাঁহার সামুৎসার বাহিনীর জন্য সংরক্ষিত পেট্রোলাধারসমূহও বিধ্বস্ত হইয়াছে।

নৌ-বহরীয় বিমানসমূহ হইতে অগ্নিশিখা ও বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। অতঃপর ভারী বিমানের এক বিমানবহর প্রচণ্ড শব্দ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া বোমাবর্ষণ আরম্ভ করে। বহু যানে আগুন ধরিয়া যায় এবং আপচায় অনেক যান বিধ্বস্ত হয়।

নৌ-বহরীয় বিমানের একজন পাইলট বলে যে, অনতিবিলম্বেই আমরা শত শত স্থানে ভীষণভাবে আগুন জ্বলিতে দেখিতে পাই। নৌ-বহরীয় বিমানের পাইলটরা ভারী বোমারু বিমানগুলির পথ প্রদর্শনের জন্য আলদাবায়ও অগ্নিশিখা নিক্ষেপ করে। ভীষণ রকমের বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। ৭০ মাইল দূর হইতেও একটি বিস্ফোরণ পরিদৃষ্ট হয়।

নূতন নূতন ট্যাঙ্ক ও সৈন্য আমদানী

শত্রুপক্ষের একটি বিপুল বাহিনী পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মিত্রপক্ষের সাঁজোয়াবাহিনী পাশ কাটাইয়া যাইয়া পাছে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে, এই আশঙ্কায় রোমেল সেনাদলকে সরাইয়া লইতেছে। "জেনারেল গ্রাণ্ট" ধরণের ট্যাঙ্কসহ বহু নূতন ট্যাঙ্ক রণক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছিতেছে।

মিত্রপক্ষের অবস্থা অপেক্ষাকৃত অনুকূল

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা লিখিতেছেন: রোমেল তাঁহার সমস্ত বিমান শক্তি নিয়োগ করিতেছেন। গতকল্য এল আলামেন এবং কোয়াতারা নিম্নভূমির মধ্যবর্ত্তী মিত্রপক্ষীয় অবস্থানের কেন্দ্রে পূর্ব্বাভিযান সুরু করিয়াছেন। উদ্দেশ্য—সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে যে গিরিমালা চলিয়া গিয়াছে তাহা আয়ত্তে রাখা। সফলকাম হইলে এল আলামেন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত এবং তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার পথে অভিযান চালাইতে পারিতেন। কিন্তু জেনারেল অচিনলেক এবার প্রস্তুত। প্রধান সেনাপতি রোমেলের পূর্ব্বাভিযান যথাসম্ভব বাধাদানের জন্য সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকানরা উত্তরদিকে এল আলামেন রক্ষা করিতেছিল। ১নং সাঁজোয়া ডিভিসন অগ্রসর শত্রুপক্ষের অপেক্ষা করিতেছিল। শত্রুর দক্ষিণ পার্শ্বভাগে আঘাত হানিবার জন্য নিউজিল্যাণ্ড সৈন্যদের সঙ্গে মোটর ডিভিসন ও কামান রেজিমেন্ট প্রস্তুত ছিল। ইহাদের প্রবল প্রতিরোধে রোমেলের গতি ব্যাহত হয়।

জার্ম্মাণ হাল্কা ৯০নং ডিভিসনের প্রচুর ক্ষতি হয়। গত সপ্তাহে তাহারা আর বিশ্রামের সুযোগ পায় নাই। গতকল্য শত্রুপক্ষের চার শত সৈন্য বন্দী হয় ও কিছু পরিমাণ কামান খোয়া যায়। মিত্রপক্ষের অনুকূলে আর একটি বড় কথা হইতেছে বিপুল বিমান আধিপত্য। চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী তাহারা শত্রুপক্ষের অগ্রসর দল ও সরবরাহ যোগসূত্রের উপর বোমাবর্ষণ করিতে পারে। গত ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মিত্রপক্ষের অবস্থা আরও উন্নততর হইয়াছে।

মিত্রপক্ষ সরবরাহ ঘাঁটির নিকটেই রহিয়াছে, রোমেলের সরবরাহ ঘাঁটি বহু দূরে।

গাজালা হইতে মিত্রপক্ষের পশ্চাদপসরণ

শত্রু সৈন্যের মধ্য দিয়া গাজালা হইতে মাজ্জালেনায় ৫০ম সংখ্যক সেনাবাহিনী অপসরণ মরু যুদ্ধের ইতিহাসে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়। উক্ত সেনাবাহিনী পশ্চাদপসরণের সময় কতকগুলি জার্ম্মাণকে বন্দী করে। জার্ম্মাণ সৈন্য উপকূলের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় গাজালায় বৃটিশ ও দক্ষিণ আফ্রিকার সেনাদল বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়ে। প্রধান বাহিনী হইতে তাহাদিগের বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা যায়। ১৩ই, ১৪ই জুন রাত্রিতে ৫০ম বাহিনী এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সৈন্যদলকে সরাইয়া লওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়। ঐ সকল সৈন্যকে বেড়াজালের মধ্য হইতে বাহির করিয়া আনা বিশেষ কৌশল ও সাহসের নিদর্শন। উপকূলের রাস্তা ধরিয়া দক্ষিণ আফ্রিকাবাহিনী বিনা বাধায় চলিয়া আসে। অতঃপর ৫০ম বাহিনী শত্রুর সহিত লড়াই করিতে করিতে পশ্চাদপসরণ করে এবং পরে তাহারা প্রধান সৈন্যদলের সহিত আসিয়া মিলিত হয়।

একটি গিরিপৃষ্ঠ হইতে জার্ম্মাণদের পশ্চাদপসরণ

আলেকজান্দ্রিয়ার ৭০ মাইল পশ্চিমে এল আলামেনের চারিদিকে পুনরায় যুদ্ধ সুরু হইয়াছে; সেখানে শনিবারের যুদ্ধে ৮নং আর্ম্মি ছয় শতাধিক জার্ম্মাণ বন্দী করিয়াছে। বৃটিশ রক্ষা-ব্যূহ চূর্ণ করিয়া রোমেলের নীলনদ অভিযানের বিরাট প্রচেষ্টার উহা চতুর্থ দিন। গতকল্যকার মতই চল্লিশ মাইল জুড়িয়া প্রধানতঃ কামানে কামানে যুদ্ধ চলে। রোমেলকে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হইতে হয়। বৃটিশ দেশ বোমারুগুলি এল দাবা ও অন্যান্য যুদ্ধ এলাকায় হানা দেয়। একটি গোলাগুলীর ট্রেণে সরাসরি আঘাত লাগায় উহা উড়িয়া যায়।

রণাঙ্গন হইতে প্রাপ্ত সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রতীয়মান হয় যে, স্থানীয় আক্রমণোদ্যম বৃটিশের হস্তেই রহিয়াছে এবং অবস্থা খারাপ নহে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এল আলামেন-এর দক্ষিণে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত গিরিপৃষ্ঠ হইতে এক্সিস বাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হইয়াছে বলিয়া এক্ষণে অনুমিত হইতেছে। গতকল্য অবিরাম গোলাবর্ষণের পর নবম লাইট ডিভিসন-এর ছয় শত জার্ম্মাণ শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায় হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক আত্মসমর্পণ করে।

লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষীয় মহলে বলা হইয়াছে এল আলামেন এলাকায় বৃটিশ ঘাঁটিসমূহ অটুট আছে এবং পাল্টা আক্রমণ চলিতেছে। অবস্থা বৃটেনের পক্ষে "অসন্তোষজনক নহে।" মধ্য প্রাচ্যের এক সামরিক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, "গতকল্য আমাদের স্থল ও বিমানবাহিনী এল আলামেন এলাকায় প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণ চালায়। প্রতিপক্ষের সাঁজোয়াবাহিনী এল আলামেনের দক্ষিণদিকবর্ত্তী গিরিপৃষ্ঠ হইতে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়; প্রতিপক্ষের কতকগুলি ট্যাঙ্ক খারাপ হয়। আমাদের বিমানবাহিনী এলদাবা এলাকার প্রতিপক্ষীয় বাহিনী ও অবতরণ ভূমির উপর বোমা বর্ষণ করে। পাঁচটি মেসার্‌শ্মিট '১০৯' বিমান, তিনখানি জাঙ্কার '৮৭' বিমান, একখানি ইটালীয়ান বিমান ধ্বংস হয়। গতকল্য আমাদের মাঝারি ও ভারী বোমারু বিমানসমূহ এলদাবা ও মেরশামীর লক্ষ্যবস্তুসমূহের উপর আক্রমণ চালায়।

গতকল্য রাত্রিতে সুয়েজ খাল এলাকা ও আলেকজান্দ্রিয়ার উপর বিমান হানার সময় আমাদের জঙ্গী বিমানের আক্রমণে পাঁচখানি বোমারু বিমান ধ্বংস হয়।

ইটালীয়ানদের উপর আকস্মিক আক্রমণ

গত শনিবার রাত্রে একদল নিউজিল্যাণ্ডী সৈন্য একটি ইটালীয়ান পাভিয়া ডিভিসনকে হঠাৎ বেয়নেটের আক্রমণে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে। ইটালীয়ানরা ভীষণ সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে এবং বহু সৈন্য হতাহত হয়। গত বুধবার নিউজিল্যাণ্ডী সৈন্যরা বেয়নেটের সাহায্যে আক্রমণ চালানোর পর এই স্থানে ইটালীয়ানরা জার্ম্মাণদের ৯০তম হাল্কা সাঁজোয়া ডিভিসনের পদাতিক সৈন্যের স্থান গ্রহণ করিয়াছিল।

বাঙলায় সংক্রামক রোগের প্রকোপ

এক সপ্তাহের বিবরণী

গত ৩০শে মে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সময় বাঙলাদেশে মোট ১০৯ জন ব্যক্তি কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়। তন্মধ্যে বাখরগঞ্জে ৫৬ জন ও চট্টগ্রামে ৫৩ জন ব্যক্তি উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়। দার্জ্জিলিংএ ৮১ জন লোক ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়।

কলিকাতায় ইতস্ততঃ মেনিনজাইটিস্ রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল। প্লেগ রোগের আক্রমণের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

(প্রেস-নোট)

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ABU HENA.

Regd. No. C2532

CALCUTTA

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ৩৪শ সংখ্যা | কলিকাতা, ২০শে জুলাই, ১৯৪২ | এক আনা

প্রেসিডেণ্ট ফ্র্যাঙ্কলিন্ রুজ্ভেণ্ট

আমেরিকার অদ্ভুতকর্ম্মা রাষ্ট্র-নায়কের জীবন-কথা

[সম্প্রতি আমেরিকার স্বাধীনতা-দিবস উদ্‌যাপিত হইয়া গিয়াছে । এই উপলক্ষে আমরা পাঠকগণকে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের কর্ম্মময় জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতেছি]

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট ১৩ কোটি লোকের স্বাধীনভাবে মনোনীত নেতা । যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের তিনিই সর্ব্ব প্রথম ব্যক্তি যাঁহাকে দেশবাসী তিন তিন বার নেতৃত্বের ভার দিয়াছেন ।

কৃষক, শ্রমিক, অধ্যাপক, ব্যবসায়ী, শিল্পী, চিকিৎসক, শিক্ষক, নাবিক, ইঞ্জিনিয়ার, গৃহকর্ম্মে রত মেয়েরা, আফিসে নিযুক্ত মেয়েরা—সকলেই দশ বৎসর যাবত এই ব্যক্তিকে জানে । দশ বৎসরের মধ্যে যে কোনও মানুষ সম্বন্ধেই যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করা যায় ।

৬০ বৎসর আগে ৩০শে জানুয়ারী তিনি জন্ম গ্রহণ করেন । তাঁহার দেশবাসীদের অনেকেরই মত তাঁহার ধমনীতে অনেক জাতির রক্তের সংমিশ্রণ রহিয়াছে, যথা ওলন্দাজ, সুইডিশ, জার্ম্মাণ, ইংরেজ, ফরাসী ও ইটালী । তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদের এই সব দেশে তিনি অনেক দিন যাপন করিয়াছেন । এই দেশসমূহের ভাষাও অধিবাসীদের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় অতি অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ ।

নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের এক খামারবাড়ীতে তাঁহার জন্ম হয় । ১৪ বৎসর যাবত তিনি পিতামাতা কর্ত্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত হন ; ইংরেজী, ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভাষায় তিনি জ্ঞানলাভ করেন । জাহাজ চালানো, ঘোড়ায় চড়া, সর্ব্বোপরি বন ও কৃষিক্ষেত্রের বিভিন্ন কার্য্যপ্রণালী তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া হয় । কিন্তু তিনি নাবিকের কার্য্যের জন্যই সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেন ।

তিনি উৎকৃষ্ট শিক্ষা পাইয়াছিলেন । আমেরিকার অন্যতম বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে তিনি অধ্যয়ন করিতে যান । এখানেই তিনি বলেন, “স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকারী লোকদের পক্ষেই আমি আছি” । তাঁহার বয়স ছিল তখন ২১, স্বাধীনতা ও সৎ জীবন এই দুই-ই তাঁহার ছিল । কিন্তু অপরের জন্য তিনি ইহা চাহিয়াছিলেন ।

অল্প বয়সেই তিনি বিবাহ করেন । ইলিনর রুজভেল্ট তাঁহার দূরসম্পর্কীয় জ্ঞাতি ভগ্নী । সৎ জীবন যাপন তাঁহারও ভালোও বাসিয়াছিল এবং তিনিও অন্যের জন্য ইহা চাহিয়াছিলেন । ১৯০৫ সনের সেণ্ট প্যাট্রিকের উৎসবের দিনে তাঁহাদের বিবাহ হয় । যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট এই বিবাহে যোগদান করেন ।

মহামারীর ন্যায় সমগ্র দেশের উপর যখন পরম দুর্দ্দশার দিন নামিয়া আসিল, তখন ১৩ কোটি আমেরিকান তাহাদের পরম অধীরচিত্তে খুঁজিয়া বাহির করিল । ১৯৩২ সনে তাহারা রুজভেল্টকে প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিল । চারি-দিকে তিনি দেখিলেন অনাচার ও ব্যাভিচার । ইহাকেই আক্রমণ করিলেন তিনি ।

দেশের ১৩ কোটি লোককে তিনি বলিলেন, “আমাদের একমাত্র ভয়ের জিনিষ হইল ভয় স্বয়ং । আমাদের সাধারণ সমস্যাগুলির উপর সুশৃঙ্খল আক্রমণ পরিচালনে উৎসর্গীত জীবন এই বিরাট জনমণ্ডলীর আমি নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেছি” ।

৭০ দিনের মধ্যে তিনি কংগ্রেসের নিকট তাঁহার কর্ম্মপন্থা উপস্থিত করিলেন । এক শত দিনে আইন সমূহ প্রণীত হইল । গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিল ।

এইরূপে জনসাধারণ তিনবার স্বাধীনভাবে তাঁহাকে নিজেদের নেতা নির্ব্বাচিত করেন ।

(প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট)

ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট যুদ্ধের প্রকৃত তাৎপর্য্য জানিতেন । তাঁহার চারি পুত্র বয়স্ক হইয়া উঠিয়াছিল । অপর পিতারা যাহা জানিতেন, তিনিও তাহা জানিতেন । তিনি জানিতেন শান্তি কত মনোরম ও মহার্ঘ্য । কিন্তু এই শান্তিতে থাকিতে হইবে সুবিচার আর সমতা । তিনি বলেন জগতের সমস্ত জাতি শান্তিতে বসবাস করুক । যে তাহার প্রতিবেশীর শান্তি বিনষ্ট করিতে চায়, তাহাকে সাবধান হইতে হইবে ।”

ইতিমধ্যে যুদ্ধ আসিল । স্বাধীনতাকামী সেনাদের তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন, দুই বৎসরে আমেরিকা ১৮৫,০০০ বিমান প্রস্তুত করিবে । তিনি আরও বলিলেন এতদ্ব্যতীত ১২০,০০০ ট্যাঙ্ক, ৫৫,০০০ বিমান-বিধ্বংসী কামান, ১৮,০০০,০০০ টন জাহাজও প্রস্তুত হইবে । আমেরিকার জনসাধারণ তাহাদের যুদ্ধে নিযুক্ত দেশবাসী-দিগকে দেশের কারখানায় অংশ দিতে লাগিল ।

তিনি তাঁহার নিজের চারি পুত্রকে যুদ্ধে পাঠাইলেন । তিনি বলিলেন, “চারি প্রকার স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে হইবে, যথা বাক-স্বাধীনতা, ক্ষুধা হইতে স্বাধীনতা, ঈশ্বরোপাসনার স্বাধীনতা, ভয় হইতে স্বাধীনতা” । এই ব্রতে তিনি নিজেকে ও তাঁহার দেশবাসীকে উৎসর্গ করিলেন । জনসাধারণ জানেন যে, তিনি সহজে প্রতিজ্ঞা

[শেষ কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

ধান ও চাউলের মূল্য বৃদ্ধি

গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক চাউল ক্রয় উহার কারণ নহে

কোন কোন জিলা হইতে সরকার অতিরিক্ত চাউল ও ধান্য ক্রয় করায় জনসাধারণের তরফ হইতে কেহ কেহ অভিযোগ করিয়াছেন যে, সরকারের এই কার্য্যের ফলেই এই সব শস্যের দর সম্প্রতি বৃদ্ধি পাইয়াছে । জনসাধারণের অবগতির জন্য সরকার এই সম্পর্কিত অবস্থা পরিষ্কার বিবৃতির প্রয়োজন অনুভব করিতেছেন ।

সরকারের এজেণ্টদিগকে এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যে, তাহারা স্থানীয় বাজার চলতি দরে ধান্য ও চাউল ক্রয় করিবে ; তবে মণপ্রতি ৬৲ টাকার অধিক দরে চাউল ক্রয় করিতে পারিবে না । সরকার যে দর ধার্য্য করিয়া দেন, তাহা সকল প্রকার চাউলের সর্ব্বোচ্চ মূল্য ; তবে এজেণ্টগণ উহার কমেও কিনিতে পারিবেন । যত দিন চাউল ক্রয় করা হয়, তত দিন ঐ সর্ব্বোচ্চ মূল্যেই ক্রয় করা হয় ; তবে সরু বালাম চাউল ক্রয়ের সময়ে সাময়িকভাবে সর্ব্বোচ্চ মূল্য অপেক্ষা মণপ্রতি ।০ আনা হিসাবে বেশী ব্যয় অনুমোদন করা হয় । ধানের কোন সর্ব্বোচ্চ মূল্য নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই ; তবে এজেণ্টদিগকে যে সব জিলায় অতিরিক্ত শস্য ক্রয় করিতে হইবে, সেই সব জিলার প্রচলিত মূল্যের সমতুল্য দরে ক্রয় করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল । এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, চাউলের সর্ব্বোচ্চ মূল্য ৬৲ টাকা ধার্য্য করা হইলেও ৫।৵০ আনা মণ দরেই সাধারণতঃ চাউল ক্রয় করা হইয়াছে ।

একটি মাত্র জিলা ছাড়া সরকারী এজেণ্টগণ কর্ত্তৃক চাউল ক্রয় ইতিপূর্ব্বেই বন্ধ হইয়াছে । যে জিলায় এখনও চাউল খরিদ চলিতেছে, সেই জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট জানাইয়াছেন যে, সেই জিলায় অতিরিক্ত মাল এখনও বিলক্ষণ রহিয়াছে । এই জিলায় সরকারী এজেণ্টকে এই সর্ত্তে খরিদ করিতে বলা হইয়াছে যে, মাল প্রেরণ এবং আনুষঙ্গিক খরচ লইয়া মূল্য কলিকাতার নিয়ন্ত্রিত মূল্য অপেক্ষা বেশী হইবে না এবং যে ধান ও চাউল ক্রয় করা হইবে, তাহা ক্রয়ের দশ দিনের মধ্যে চালান দিতে হইবে ।

সুতরাং সরকার কর্ত্তৃক ধান ও চাউল ক্রয়ের ফলেই যে সম্প্রতি ধান ও চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই, তাহা আশা করা যায়, উপরোক্ত বিবৃতির ফলে জনসাধারণ উপলব্ধি করিবেন । মূল্য বৃদ্ধির অন্য কারণ রহিয়াছে, তবে এখানে তাহার আলোচনা অনাবশ্যক ।

[২য় কলমের শেষ]

করেন না এবং যখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, তখন তিনি তাহা রক্ষা করেন । তিনি জানেন, সর্ব্ব দেশের ছোট বড় সব জাতির শান্তি ছাড়া তাঁহার দেশবাসীর শান্তি আসিতে পারে না ।

তাঁহারা জানেন যে, সর্ব্ব স্থানের সর্ব্ব জাতির সাধারণ শত্রুর বিনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি নিশ্চিন্তে থাকিতে পারিবেন না ; যুদ্ধ জয় ও শান্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি সুখ পাইতে পারেন না ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

২০শে জুলাই—১৯৪২

জাপানী দস্যুদের কীর্ত্তি

জাপানী "অধিকৃত" দেশগুলি হইতে যে সব সংবাদ পাওয়া যায়, তাহাতে জানা যায় যে, জাপানী আমলে সাধারণ অধিবাসীরা তাহাদের চাকরী রাখিতে পারে না বা তাহাদের ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালনা করিতে পারে না। ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাহারা এত ব্যাপক-ভাবে হস্তক্ষেপ করে যে, ছোটখাট ব্যবসায়িগণকে পর্য্যন্ত জাপানীদের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয়।

জাপানী রাজনীতিকরা যখন "সম্পদ-সাম্য" ও "বৃহত্তর পূর্ব্ব এশিয়া সংগ্রামের" বুলি আওড়াইতেছে, তখন উদ্যোগী জাপানী ব্যবসায়ীরা সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সাংহাইয়ের সমস্ত লাভজনক ব্যবসায় হস্তগত করে। প্রথমে দোকানগুলিকে তাহাদের নিজস্ব ব্যবসায় চালাইতে আদেশ দেওয়া হইল এবং আশ্বাস দেওয়া হইল যে, তাহাদের কাজে কোনওরূপ হস্তক্ষেপ করা হইবে না। কয়েক সপ্তাহ পরেই জাপানীরা সমস্ত মজুদ মালগুলি পরীক্ষা করিবার জন্য এক সাধারণ আদেশ জারী করে। এইভাবে সোডা, ইলেকট্রিক কলকব্জা, বাইসিকেল ও অন্যান্য দ্রব্যসম্ভার সমস্তই তাহারা হস্তগত করে।

এই সুচিন্তিত লুণ্ঠন নীতির ফলে শত শত চীনা সওদাগরকে আজ দেউলিয়া হইতে হইয়াছে।

নানকিঙে চাংসান রাস্তার সমুদয় উত্তরাংশটি এখন জাপানীদের অধিকারে। ফলে চীনা দোকানগুলি এখন জাপানীদের সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে। উত্তর সীসিং তাস্তুঙের রাস্তাটি বর্ত্তমানে জাপানীদের দোকানে পরিপূর্ণ। আগের সাবেক অধিকারীকে হয় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, নতুবা বিতাড়িত করা হইয়াছে। আর বাড়ীগুলিকে হয় খুশীমত ভাড়ায় "ইজারা" লওয়া হইয়াছে বা "ক্রয়" করা হইয়াছে। নতুবা জোরপূর্ব্বক কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে।

কৃষকেরাও আজ জাপানী লুণ্ঠনের দ্বারা নির্য্যাতিত ও সর্ব্বস্বান্ত। পিপিঙের উত্তর উপকণ্ঠের উর্ব্বর ক্ষেত্রগুলি আজ জাপানী কৃষকেরা হস্তগত করিয়াছে। শত শত চীনাবাসী যাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বংশানুক্রমে কৃষিক্ষেত্রের কাজ করিত, আজ জঠর জ্বালায় হয়ত রিকশা টানিতেছে নতুবা এইপ্রকার অন্যান্য নিম্নস্তরের শারীরিক পরিশ্রম করিতে বাধ্য হইতেছে।

জার্ম্মাণীর কোনঠাসা অবস্থা

ডা: গোয়েবলস্ অবশিষ্ট জার্ম্মাণীর কাছে সত্যকে গোপন করিবার নিমিত্ত যত চেষ্টাই করুন না কেন, বোমা-বিধ্বস্ত শহরগুলির উপর কয়েকদিন ধরিয়া যে পুঞ্জীভূত ধোঁয়া জমিয়াছিল কিম্বা ১৫০ মাইল দূর হইতে আকাশে যে লাল আভা দেখা যাইতেছিল, রুঢ় এবং রাইনল্যাণ্ডের অধিবাসিবৃন্দ তাহা অবশ্যই দেখিয়া থাকিবে। কোলোন এবং এসেন নামক স্থানের স্থানীয় প্রকাশিত সংবাদ-পত্রগুলি প্রকাশিত না হওয়াতে এইরূপ একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কিছু গোলমাল ঘটিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আকস্মিক ভয়হেতু বে-সামরিক অধিবাসীরা জার্ম্মাণীর অপর অঞ্চল সমূহে সরিয়া যাওয়ার ফলে অব্যাহতভাবে বিস্তার করিতে সহায়তা করিবে।

রাশিয়ার সীমান্ত প্রদেশে রাইনল্যাণ্ড সৈন্যদলে যাহাতে খবরটা না পৌঁছে, সে জন্য ডা: গোয়েবলস্ যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। কারণ তাহারা এই ভাবিয়া ভগ্ন-হৃদয় হইতে পারে যে, যখন তাহারা এক দূর দেশে যুদ্ধ চালাইতেছে কিম্বা যুদ্ধ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তখন তাহাদের নিজেদের দেশের শহরসমূহ ক্রমাগত বিমান আক্রমণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইতেছে। কিন্তু রাশিয়ানরা আসল ঘটনা এবং হাউস অফ কমন্সে মি: চার্চিলের বাণী জার্ম্মাণ ভাষায় লক্ষ লক্ষ ছাপাইয়া বিমান হইতে জার্ম্মাণ বাহিনীর উপর নিক্ষিপ্ত করিয়া তাহা জানাইয়া দিয়াছে। যদি কেহ গত ১৯১৮ সালের জার্ম্মাণ বাহিনীর অনুরূপ অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করেন, তবে তিনি স্থিরনিশ্চয় হইতে পারিবেন যে, জার্ম্মাণীর যুদ্ধকর্ত্তা আর উন্নতিলাভ করিবে না।

তথাপি সে এখনো দৃঢ়। তাহার সামরিক-যন্ত্র কিছুমাত্র বিকল হয় নাই। তাহার এবং তাহার ঐ কুপথের চোখে পড়ে, এমন আর কোন উপায়ান্তর নাই। এক দিক দিয়া বলিতে গেলে ডা: গোয়েবলস্ যে হিটলারের তৃতীয় রাইখ্‌কে সাবধান করিয়া দিয়াছিল যে, উহা কষ্ট ও অভাবের তাড়না সহ্য করিবে—তাহা আগাগোড়া ভুল নাও হইতে পারে। কারণ উহা হ্যামলেটের বাণী স্মরণ করাইয়া দেয়—"হইবে-কি-হইবে না!"

যদি জার্ম্মাণীর জনসাধারণ ধীরে ধীরে তাহাদের পথের ভুল বুঝিতে পারে এবং অনুশোচনার যোগ্য কাজ করে, তবে এই ব্যাপার সত্যে পরিণত নাও হইতে পারে। মি: সামনার ওয়েলস্ যেরূপ কয়েক দিন পূর্ব্বে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, উক্ত অনুশোচনার সহিত এরূপ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, যাহাতে সংযুক্ত জাতিসমূহ সম্পূর্ণরূপে আশ্বস্ত হইতে পারে যে, জার্ম্মাণী তাহাদের জাতীয় শিল্প হিসাবে আর লুণ্ঠনাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হইবে না এবং সমগ্র জগৎ জার্ম্মাণীর অশুভ সামরিক ভীতির প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবে।

জাপানের উৎকণ্ঠা

'লুক' পত্রিকায় রেমণ্ড ক্লাপার লিখিয়াছেন "জাপানের তিনটি প্রধান চিন্তার বিষয় রহিয়াছে। একটি হইল যে, যদি জার্ম্মাণী পরাজিত হয় তাহা হইলে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে। দ্বিতীয়ত: তাহার তৈলের খনি থাকিলেও তাহাতে তৈল নাই। তৃতীয়ত: বিজিত এশিয়াবাসীরা সহযোগিতা করিতেছে না"।

জাপানের জনবল প্রচুর কিন্তু জাপানীরা অধিকৃত এলাকায় বিজ্ঞশাসক বলিয়া নিজেকে প্রমাণিত করিতে পারে নাই। ক্লাপার বলেন, "জাপান মাঞ্চুরিয়াকে পূর্ণভাবে গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। অধিকৃত চীনে তাহারা আদৌ লোকের সহানুভূতি লাভ করিতে পারে নাই এবং আর্থিক লাভ নিরাশায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

"জাপানী সৈন্যরা ক্রমশ: উপলব্ধি করিতেছে যে, বেপরোয়া নারী ধর্ষণ ও হত্যা, নিরস্ত্র প্রতিরোধ, দুরভিসন্ধিমূলক বাধা ও স্বদেশপ্রেম প্রণোদিত যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি করে মাত্র। তাহারা এখন বুঝিতে পারিয়াছে যে, চীনদেশের জনসাধারণের অপরাজেয় সাহস ইঙ্গিত করিতেছে যে, তাহাদের হিসাবের দিন অতি নিকটবর্ত্তী।

রাশিয়ার ভূতপূর্ব্ব মার্কিণ রাষ্ট্রদূত মি: জোসেফ ডেভিস রাশিয়ায় তাঁহার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে "মিশন টু মস্কো" নামে একখানা বই লিখিয়াছেন। এই বইখানির ছায়াচিত্র করার জন্য ওয়ার্ণার ব্রাদার্স ইহার স্বত্ব কিনিয়া লইয়াছেন।

চীনে জাপানীদের উদ্দেশ্য

রেলওয়ে ও বিমানঘাঁটি আয়ত্ত করিবার প্রচেষ্টা

সম্প্রতি চীনে জাপানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে টাইমস্ পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই পত্রিকা বলেন: চীনে জাপানী আক্রমণের দুইটি প্রধান মতলব আছে। প্রথমত: যেই সব অঞ্চল হইতে আমেরিকার দূর পাল্লার বোমারুগুলি জাপানকে আক্রমণ করিতে পারে, সেইগুলি হস্তগত করা; দ্বিতীয়ত:-মূল চীনা রেলওয়ে লাইনের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ করা।

"গত ১৮ই এপ্রিল তারিখে আমেরিকা জাপানের উপর যে বিমানাক্রমণ করিয়াছে, তাহা জাপানকে খুব গভীর আঘাত করিয়াছে বলিয়া মনে করা বিজ্ঞের কাজ হইবে না। বিমানাক্রমণে কম্পিত হইবার পূর্ব্বে জাপানীদের একটি কঠোর শিক্ষার দরকার। তাহাদের দাম্ভিক সেনাপতিগণ কেবল গুরুতর সামরিক ক্ষতি লইয়া ব্যস্ত থাকেন।

"দুর্ভাগ্যবশত: ঘন ঘন বিমানাক্রমণ করিবার দিন এখনও দূরে। জাপানী সামরিক লক্ষ্যবস্তুর সীমানার মধ্য দিয়া ভারী বোমারু বিমানগুলি ভারত হইতে চীনা বিমান ঘাঁটিতে উড়িয়া যাওয়া সম্ভব। এইগুলি আক্রমণ করিয়া নিরাপদে ফিরিয়া আসিতে পারিবে ও এই উপায়ে শত্রুর ভীষণ ক্ষতি করা যাইতে পারে।

"কিন্তু বর্ত্তমানে এই প্রকার আক্রমণ কেবল মাঝে মাঝে চালানো যাইতে পারে। চীনের সঙ্গে যখন স্থল-ভাগের যোগাযোগ পুন: প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন এই প্রকার বিমানাক্রমণ মিত্রশক্তির পাল্টা আক্রমণের একটা বিশেষ অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইবে। তখনই চীনের ফাইটার ও হাল্কা বোমারু বিমানের অধিকতর দরকার পড়িবে।"

ইউনান অভিযানের গতি হইতে মনে হয় যে, জাপানের উপর ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে চীনের রক্ষণ-ব্যূহ দৃঢ়তর করিতে হইবে। চুংকিং হইতে সম্প্রতি প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, চীনে বহু আমেরিকান ও বৃটিশ বিমান ও বৈমানিক পৌঁছিয়াছে। ইহাতে আশা করা যায় যে, শীঘ্রই এই প্রকার আরও সাহায্য পাঠানো সম্ভব হইবে।

জাপানী জাহাজ ক্ষতির উল্লেখ করিয়া টাইমস্ বলেন: এই বিপদের কথা বিবেচনা করিয়া দক্ষিণ ইন্দোচীন হইতে কোরিয়া ও মাঞ্চুকু পর্য্যন্ত রেল-যোগাযোগ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে চীনে জাপান তাহার সামরিক ক্রিয়া প্রসারিত করিবার চেষ্টা করিবে। নিজেদের সামরিক ক্রিয়া এত বিস্তৃত করিলে জাপানকে সরবরাহ ব্যাপারে বিপদে পড়িতে হইবে ও অনেক ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে। যথাসম্ভব সত্বর ইন্দোচীনের স্থলভাগে যোগাযোগ পুন: প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে এই প্রকার প্রচেষ্টার যথোপযুক্ত প্রতিষেধক সৃষ্টি হইবে।

বিলাত হইতে এগার জন উপদেষ্টা আমদানী

জনসাধারণকে এ, আর, পি, শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা

ভারতবাসীদিগকে বেসামরিক দেশরক্ষা ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য বিলাত হইতে এগার জন উপদেষ্টা আসিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ডা: পি. জি, হর্ণবার্গ এবং মি: জে, ই, লিও আছেন। ইহারা বর্ত্তমানে কলিকাতায় আসিয়া উঠিয়াছেন এবং সেখানে ভারতীয় এ, আর, পি'র অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন। শীঘ্রই তাঁহারা বেসামরিক দেশরক্ষা স্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করিবেন।

এই দলের প্রত্যেকেরই বিশেষত: ডা: হর্ণবার্গ ও মি: লিও বিমান-আক্রমণ সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। ডা: হর্ণবার্গ লণ্ডনে জার্ম্মাণীর প্রচণ্ড বিমান-আক্রমণকালে সেবাকার্য্যের জন্য "জর্জ মেডেল" পদক পুরস্কার পাইয়াছিলেন।

চীনের প্রতি ভারতের সমবেদনা

কলিকাতায় চীনা-যুদ্ধের পঞ্চবার্ষিকী দিবস

গত ৭ই জুলাই কলিকাতার মেয়রের সভাপতিত্বে টাউনহলে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে যে বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে গত পাঁচ বৎসর ব্যাপী চীনদেশ বীরজনোচিতভাবে জাপানী অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছে, তাহার উদ্দেশ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

কলিকাতার মেয়র মিঃ এইচ. সি. নস্কর বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন, জগতের যাবতীয় স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিবর্গের সহিত একযোগে ভারতের জনগণও চীনদেশের বীর ও বীরাঙ্গনাদের অভিবাদন, সাদরসম্ভাষণ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত সমবেতভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছে।

তিনি নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করেন :—

"চীনদেশ যে অভূতপূর্ব্ব অত্যাচারের বিরুদ্ধে বীরজনোচিতভাবে পাঁচ বৎসর ধরিয়া লড়িয়াছে, তজ্জন্য কলিকাতার নাগরিকবৃন্দের এই সভা তাহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রেসিডেণ্ট মার্শাল চিয়াং কাইশেক এবং তাঁহার মারফৎ চীনের জনগণের নিকট পেঁছাইয়া দিতে চীনের কনসাল-জেনারেলকে অনুরোধ করিতেছে। যুদ্ধের ৬ষ্ঠ বৎসরের এই প্রথম দিনে এই সভা এসিয়ার এই বিপদের মূলচ্ছেদ করিবার জন্য ভ্রাতৃতুল্য সম্ভাষণ, গভীর সমবেদনা এবং আন্তরিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করিতেছে।"

এই প্রস্তাবকে সমর্থন করিতে গিয়া বাঙলার প্রধান বিচারপতি বলেন, চীন-জাপানের যুদ্ধ সুরু হইবার পর হইতে হাজার হাজার চীন দেশীয় লোক মৃত্যুমুখে পতিত কিম্বা নিকদ্দেশ হইয়াছে। হাজার হাজার চীনা স্ত্রীলোকের গুলিতাড়ানি করা হইয়াছে এবং সহস্র সহস্র চীনদেশীয় বালক বালিকার অঙ্গচ্ছেদ করা হইয়াছে। জাপানীরা কেন এই কাজ করিয়াছে তাহা তাহারা হয়ত সম্যক অবগত আছে, কিন্তু সমগ্র জগতের চক্ষে এরূপ ভয়াবহ অন্যায় আর সাধিত হয় নাই। চীনদেশ আপন মনে বসবাস করিতে, নিজের দেশকে উন্নত করিতে এবং নিজের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চাওয়া ব্যতীত আর কিছুই কামনা করে নাই। কিন্তু তাহাকে এই কাজ করিতে দেওয়া হয় নাই।

ভারতের এই অংশের লোকেরা চীনদেশের প্রতিবেশী ছিলেন এবং সেই পাশাপাশি বসবাসের সম্পর্ক মধুরই ছিল। তাঁহারা পরস্পর বাণিজ্য করিয়াছেন, কিন্তু কখনো কলহ করেন নাই। প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে চীনারা ভারতের সন্ধানে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন এবং উহা লাভও করিয়াছিলেন। ভারতীয়গণও সমভাবে চীন সমুদ্রে বাণিজ্য করিতে যাইত। সুতরাং চীনদেশের এই সংগ্রামে তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইবার ভারতবর্ষের যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

বর্ত্তমান ইতিহাস হইতে আমরা যে শিক্ষালাভ করিয়াছি তাহাতে দেখা যায় যে, যদি এই অত্যাচারীকে প্রতিনিবৃত্ত করা না হয় এবং তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া না হয় যে, এই অত্যাচারের যথাযোগ্য শাস্তি তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে—তবে সে অনুরূপ অপরাধ অপর কোন স্থানেও করিয়া বসিবে; এবং ভবিষ্যতে সে ভারতবর্ষকেও আক্রমণ করিয়া বসিবে। ভারতের অধিবাসীদের একথা জানা দরকার যে, যদি এই অত্যাচার রোধ করা না হয় তবে উহা চীনদেশেই থামিবে না, পরন্তু ভারত পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিবে। সুতরাং মানবতার দিক দিয়া এবং আত্মরক্ষার দিক দিয়াও বটে—ভারতবর্ষের চীনদেশের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হওয়া এবং তাহাকে যথাযোগ্য সাহায্য করা কর্ত্তব্য। যদি ভারতবাসী তাহা না করে, তবে আজ চীনদেশ যে অসুবিধা ভোগ করিতেছে, একদিন ভারতকেও তাহার অংশ গ্রহণ করিতে হইবে।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন যে, চীনদেশের অধিবাসিবর্গকে উদ্দেশ করিয়া এই মর্ম্মে একটি বাণী প্রেরণ করা হউক যে, ভারতের জনগণ তাহাদের সংগ্রাম লক্ষ্য করিতেছে, তাহারা তাহাদের জয় কামনা করে, তাহাদের সাহায্য করার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন সমস্তই তাহারা করিবে এবং ভারতবাসীরা আশা করে যে, চীনদেশ এই নৃশংস অত্যাচারকে জয় করিয়া লইবে।

(মার্শাল চিয়াং কাইশেক)

চীনাদের বিরাট সভা

চীন-যুদ্ধের পঞ্চম বার্ষিকী দিবস প্রতিপালন উপলক্ষে কলিকাতার প্রায় ত্রিশ হাজার চীনা অধিবাসী লাইট হাউস সিনেমা হলে সমবেত হইয়াছিল। চীনা কন্সাল-জেনারেল ডাঃ সি. জে. পাও সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

চীনের জাতীয় গভর্ণমেণ্ট, জেনারালিসিমো চিয়াং কাইশেক ও চীনের জনসাধারণ ও সৈনিকগণকে অসীম বীরত্বের সহিত জাপ অভিযান প্রতিরোধ করার অভিনন্দিত করিয়া এবং জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে কলিকাতার চীনা সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া সভার পক্ষ হইতে এক তারবার্ত্তা প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মেজর-জেনারেল লিউ ও কলিকাতা চীনা সম্প্রদায়ের কয়েকজন নেতা সভায় বক্তৃতা করেন। চীনা বালক-বালিকাগণ সভায় জাতীয় রণ-সঙ্গীত গায়।

বিরাট শোভাযাত্রা

সভা ভঙ্গের পর লাইট হাউস সিনেমা হইতে একটি বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়। চৌরঙ্গী, পার্ক ষ্ট্রীট, লোয়ার সার্কুলার রোড, হ্যারিসন রোড, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, অকল্যাণ্ড রোড, লরেন্স রোড, এসপ্ল্যানেড ও সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ প্রদক্ষিণ করিয়া শোভাযাত্রা বৌবাজার পর্য্যন্ত গমন করিয়া সমাপ্ত হয়।

লেডি মেরী হার্বার্ট সংবাদপত্রের মারফৎ বাঙলার নারীগণের উদ্দেশ্যে আবেদন প্রচার করিবার অব্যবহিত পরেই সিউড়ীতে বীরভূম মহিলা যুদ্ধ কমিটি গঠিত হয়। বীরভূমের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পত্নী মিসেস্ এ. এইচ. কোরেশী কমিটির প্রেসিডেণ্ট ও কোষাধ্যক্ষ; এতদ্ব্যতীত বহু উচ্চ রাজকর্ম্মচারী এবং বিশিষ্ট বেসরকারী ভদ্রলোকগণের সহধর্ম্মিণীরা এই কমিটির সদস্যা হইয়াছেন। কমিটির সদস্যাগণ এ পর্য্যন্ত সৈনিকদের নিমিত্ত হাসপাতালের প্রয়োজনীয় এবং নিজেদের হাতে সেলাই করা আনুমানিক ৫০৫টি জিনিষ প্রদান করিয়াছেন।

সৈনিকদিগের সুখ-সুবিধা

কলিকাতায় বিপুল আয়োজন

পাব্লিক রিলেশন কমিটির ডিরেক্টর স্থল সেনা, নৌ-সেনা ও বিমান বাহিনীর পক্ষ হইতে একটি বিবরণীতে কলিকাতা ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে অবস্থিত সেনাগণের বিশেষ যত্ন ও সেবার জন্য কলিকাতাবাসীকে তাহাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

সেনাদিগের সুবিধার জন্য যে সমস্ত সুখ-সুবিধা ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা হইয়াছে, তন্মধ্যে সার্ভিস রেষ্টুরেণ্ট (ফার্পোর একটি শাখা) অন্যতম। এখানে প্রতিদিন গড়ে ২,৫০০ আড়াই হাজার সৈনিকের সুখ ভোজনের আয়োজন হয়। এখানে ছুটির সময়, বিশ্রামের সময় ও খেলাধুলার জন্য পৃথক পৃথক ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই সার্ভিস রেষ্টুরেণ্টে মেয়ে পরিবেশনকারীদের মধ্যে ইউরোপীয়ান ও ভারতবাসী আছেন। লেডী মেরী হার্বার্ট এই প্রতিষ্ঠানের কমিটির একজন সদস্যা। এই সমুদয় স্বেচ্ছাসেবিকার মধ্যে অনেকেই অন্যত্র সমস্ত দিন কাজ করিয়া থাকেন।

অবসর সময়ে থাকিবার যে স্থান তাহা সম্পূর্ণ পূর্ণ হইয়াছে এবং ভারতীয় মিউজিয়মে ও লেডী ব্রাবোর্ণ কলেজে নূতন হোটেল খোলার ব্যবস্থা হইতেছে। গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে ও রয়াল ক্যালকাটা গলফ্ ক্লাবে বিশ্রাম ও খেলাধূলার কেন্দ্র খোলা হইবে।

এই তিন শ্রেণীর সৈন্যগণের চিত্তবিনোদন কমিটি পূর্ব্বেই কয়েক মাসের ব্যবস্থার পরিকল্পনা করিতেছেন এবং বঙ্গীয় এন্টারটেইনমেণ্ট সার্ভিস এসোসিয়েশন ভবিষ্যতে একটি থিয়েটার হাতে লওয়ার বন্দোবস্ত করিতেছে এবং আগামী মৌসুমে চিত্তবিনোদনের জন্য ব্যবস্থাও করা হইবে।

বেসামরিক ব্যক্তিগণ সৈনাগণের জন্য যে চেষ্টা করিতেছেন, সেজন্য সৈনাগণ ধন্যবাদ প্রদান করে এবং নিজেরাও উৎসাহ প্রদর্শন করে।

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় পুলিশের সাহায্য

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর কর্ত্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপন

বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বিগত ৩রা জুলাই তারিখে বাঙলা দেশের পুলিশের ইন্সপেক্টার-জেনারেল মিঃ এ. ডি. গর্ডন, সি. আই. ই, আই. পি মহোদয়কে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছেন :—

"জাহাজ সাজোয়া গাড়ী ক্রয় করিবার জন্য সম্প্রতি ১০,০০০৲ হাজার টাকা সাহায্য প্রদানের জন্য বঙ্গীয় পুলিশের শাসন বিভাগীয় ও আমলা বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবেন। ইহা বড়ই আনন্দের বিষয় যে, পুলিশ বিভাগের সকল স্তরের কর্ম্মচারিগণ এই প্রদেশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সকল সক্তিবিশিষ্ট সাহায্য প্রদান করিতেছেন।"

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটীশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে সুযোগমত জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিনন, ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেন্টস্,
বি-আই-এস-এন কো লিঃ (ইংলণ্ডে সম্মিলিত)।

মাতৃ ও শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান

মাননীয় মিঃ সন্তোষকুমার বসু কর্তৃক উদ্বোধন

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের স্বায়ত্ত-শাসন ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ সন্তোষ কুমার বসু বিগত ৭ই জুলাই খিদিরপুর (কলিকাতা) ৮/১, ব্রুনফেল্ড রো স্থিত মহিলা ও বালকবালিকাগণের মঙ্গলার্থ পরিকল্পিত হাসপাতালের উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলেন যে, গভর্ণমেণ্ট ও সমাজের প্রধান কর্তব্য হইবে বালক বালিকাগণের যত্ন লওয়া; মানুষের স্বার্থত্যাগ, সেবা ও শক্তি বালক বালিকাগণের জন্য নিয়োজিত হওয়াই বিধেয়।

(মাননীয় মিঃ সন্তোষকুমার বসু)

মিঃ বসু আরোও বলেন যে, আপনাদের সন্তান সন্ততি ও ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের জন্য রাখিয়া যাইবার উদ্দেশ্যে মানুষের অধিকার, স্বাধীনতা, কৃষ্টি ও সভ্যতাকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য আজ হাজার হাজার লোক প্রাণ বিসর্জন দিতেছে। এই প্রতিষ্ঠান এমন একটি প্রতিষ্ঠান যে, ভবিষ্যতের কার্য্যক্ষম ও স্বাস্থ্যবান নাগরিকের উন্নতি ও প্রগতির ভিত্তি এইখানেই প্রতিষ্ঠিত হইবে। মিঃ বসু আরোও উল্লেখ করেন যে, এই প্রদেশের পল্লী অঞ্চলের জন্য বাঙলা গভর্ণমেণ্টের নিজস্ব একটি মাতৃমঙ্গল পরিকল্পনা আছে। বর্ত্তমান অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া উহার উন্নতির প্রয়োজন, কিন্তু খাস শহরগুলিতে, বিশেষভাবে যে স্থানে এই প্রতিষ্ঠান হইতেছে এরূপ অনুন্নত অঞ্চলে, এই প্রকারের প্রতিষ্ঠান যে অতীব আবশ্যক তাহা বর্ণনাতীত।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার ইউ, পি, বসু, ম্যাঙ্গর ডাক্তার আহমদ, রায় বাহাদুর এন, আর, মুখার্জী, মিঃ সরদিন্দু নারায়ণ রায় ও মিঃ প্রফুল্ল চন্দ্র মিত্র এই সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

এই হাসপাতালে ১০টি রোগীর থাকার ব্যবস্থা আছে এবং বাহিরের রোগীদিগকে ঔষধ দেওয়ার বিভাগ আছে। স্ত্রীলোকদিগের জন্য রামকৃষ্ণ মেডিক্যাল এডুকেশন সোসাইটি কর্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া এই হাসপাতালের জায়গাটি দিয়াছে এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের সাহায্য ও এই সোসাইটির সেক্রেটারী মিটার সরস্বতীর চেষ্টায় সংগৃহীত অর্থ দ্বারা গৃহটি নির্ম্মিত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টও সোসাইটিকে সাহায্য করিয়াছেন।

গত ১১ই জুলাই যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে কলিকাতায় আনীত মোট দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা ছিল ৩২৫টী। তন্মধ্যে ২১১টী পাঞ্জাব হইতে ও অবশিষ্টগুলি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আসে। উক্ত সময়ের মধ্যে পাঞ্জাব হইতে ১৬৪টী মহিষ ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে ৪৯৪টী মহিষ আনীত হইয়াছে।

দুগ্ধবতী গাভীগুলি ও মহিষগুলির দর যথাক্রমে ১১৪৲ হইতে ১৪৫৲ এবং ১৬৫৲ হইতে ২৩৫৲ পর্য্যন্ত উঠানামা করিয়াছিল। গাভীগুলি দৈনিক ৬ হইতে ৮ সের এবং মহিষগুলি ১০ হইতে ১২ সের পর্য্যন্ত দুধ দিতে সক্ষম।

জাতিগঠন ও পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

দিনাজপুরে প্রশংসনীয় কার্য্য

পল্লীবাসিগণকে স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য ও কৃষির উন্নতি বিধানের পন্থা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার জন্য ভ্রাম্যমান সরকারী কর্ম্মচারী ও দিনাজপুরের পল্লী-উন্নয়ন সমিতিসমূহ প্রচার কার্য্য চালাইয়াছেন। স্থানীয় পাট নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কর্ম্মচারিগণের পরিচালনায় গত মে মাসে প্রায় এক মাইল লম্বা একটি সংযোজক রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে এবং ঠাকুরগাঁও মহকুমায় স্বেচ্ছাপ্রণোদিতশ্রমে আরোও একটি রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। অতি আশার সহিত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ঠাকুরগাঁও মহকুমায় হরিপুর থানার অন্তর্গত হরিপুর ও ভাতুরিয়া ইউনিয়নদ্বয়ের সহযোগিতায় খোলড়া ও বোহাটীর মধ্যে একটি রাস্তা স্বেচ্ছাসেবকগণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত করিবার এক বিরাট পরিকল্পনা করা হইয়াছে; কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে এবং এক মাইল পরিমাণ রাস্তাও শেষ হইয়াছে।

বিরল থানায় ১নং ইউনিয়ন বোর্ডে কিছু খাল কাটার কাজ হইয়াছে এবং সদর মহকুমার কোন কোন অঞ্চলে ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ ও রেল কর্ম্মচারিগণ কচুরীপানা পরিস্কার করার কাজ করিয়াছিল। অধিকাংশ ইউনিয়নেই ক্লাব, পাঠাগার, নৈশ-বিদ্যালয় ইত্যাদি খোলা হইয়াছে এবং অবশিষ্ট ইউনিয়নগুলিতেও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান খোলার ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই সব প্রতিষ্ঠানে সন্তোষজনক কার্য্য চলিতেছে এবং গ্রামবাসিগণ এখন ভালরূপেই এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে।

ঐ জেলায় সর্ব্বত্র "আরোও খাদ্যশস্য উৎপাদন" আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে এবং স্থানীয় অফিসারগণের ও ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টগণের সহিত পরামর্শ করিয়া জেলার কৃষি অফিসার বিভিন্ন প্রকার ধানের উন্নত ধরণের বীজ বিতরণ করিতেছেন। মৌসুমী কৃষিকার্য্যের জন্য চাষীরা অত্যন্ত ব্যাপৃত থাকায় বিভিন্ন প্রকার পল্লী-উন্নয়নের কাজ ততটা অগ্রসর হইতে পারে নাই।

এ যাবৎ ঐ জেলায় যে সমস্ত পল্লী-মঙ্গল সমিতি বা পল্লী-উন্নয়ন সমিতি খোলা হইয়াছে ও কাজ চলিতেছে এবং যেগুলি তেমন কাজ করিতেছিল না, একত্রে সংখ্যায় ১,৭৩৫টি হইবে। ইহার মধ্যে ৫৬৬টি সমিতিতে প্রকৃতই খুব ভাল কাজ চলিয়াছে।

মাননীয় মিঃ শামসুদ্দীন আহমদ

কার্সিয়ংয়ে বিরাট সম্বর্দ্ধনা লাভ

বাঙলা সরকারের পূর্ত্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ শামসুদ্দীন আহমদের সম্মানার্থ খানবাহাদুর এ, এম, এল, রহমান, এম, এল, এ কার্সিয়ংয়ে গোয়াবজীর রিফ্রেশ-মেণ্ট-রুমে এক চায়ের মজলিসের আয়োজন করিয়াছিলেন। গত ১০শে জুন অপরাহ্নে মাননীয় মিঃ শামসুদ্দীন আহমদ কলিকাতা যাইবার পথে কার্সিয়ংএ অবতরণ করিয়াছিলেন। মিসেস জেলেন আহমদ ও মিঃ ডি, বি, লামা যথাক্রমে আঞ্জুমান ইসলামিয়া ও গুর্খা এসোসিয়েশনের তরফ হইতে মাননীয় মন্ত্রীকে মাল্য-ভূষিত করেন। এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় সকল শ্রেণীর অধিবাসিগণ যোগদান করেন। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নাম উল্লেখযোগ্য:—

মিঃ বি, জে, স্যামুয়েল, আই, সি, এস, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সর্দ্দার বাহাদুর এইচ, ডি, রায়, ডাঃ পি, এম, প্রধান (গুর্খা এসোসিয়েশনের সভাপতি), মিঃ বি, এন, ব্যানার্জ্জী, ডাঃ কোনার, মিঃ এম, এন, প্রধান, মিসেস অলকার্ড, মিঃ সৈয়দ এহসান আহমদ, মিঃ এন, বি, লামা, মিঃ জে, এন, গোয়েঙ্কা, মিঃ সি, কে, গোয়েঙ্কা, মিঃ এন, সি, আগরওয়ালা, মিঃ ইন্দ্রাসন প্রসাদ, মিঃ বদ্রী প্রসাদ, মিঃ আর, বি, গুপ্ত, মিঃ এ, সি, সান্যাল, মিস চন্দ্র প্রধান ও মিসেস আমীন।

অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণের সাজা

৩ বৎসর পর্য্যন্ত জেল হইতে পারে

ভারতরক্ষা বিধান অনুযায়ী বাঙলা-সরকারের প্রধান মূল্য-নিয়ন্ত্রণকারী এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন:—

(১) নিম্ন তপশীলভুক্ত দ্রব্যসমূহের পাইকারী ব্যবসায়ীরা কোনও খুচরা ব্যবসায়ী বা অন্য কোনও প্রকার ক্রেতার নিকট স্বাভাবিক পরিমাণে কোনও দ্রব্য বিক্রয় করিতে বা বিক্রীত জিনিষের রসিদ দিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

(২) কোনও পাইকারী ব্যবসায়ীকে যদি এই আদেশের সর্ত্তাবলী লঙ্ঘন করিতে দেখা যায়, তবে তাহার তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড বা জরিমানা অথবা উভয় শাস্তিই হইতে পারিবে।

উল্লিখিত তপশীল

চাউল, গম, আটা, ময়দা, লবণ, কয়লা, চিনি, দিয়াশলাই, সরিষার তৈল, ডাল, নারিকেল তৈল।

বাঙলা সরকারের কমিউনিকেশন্ ও ওয়ার্কস্ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ শামসুদ্দীন আহমদ বিগত ৪ঠা জুলাই তারিখে হুগলী জেলার অধীন পাণ্ডুয়া পরিদর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। তিনি পাণ্ডুয়া মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন এবং তথায় এক বিরাট জনতার সম্মুখে বক্তৃতা প্রদান করেন। মাদ্রাসার সম্মুখস্থ মণ্ডপে সমাগত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে মাল্য-ভূষিত অবস্থায় মাননীয় মন্ত্রীকে দেখা যাইতেছে।

(১৩শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

রাশিয়ান রণাঙ্গণে সঙ্কটজনক পরিস্থিতি

রাশিয়ান রণাঙ্গণ

ট্যাগি অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিমে যুদ্ধ

মস্কো রেডিও ইজভেস্তিয়া পত্রিকার এক সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছে যে, বর্তমানের যুদ্ধে জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক ডিভিসনসমূহ যেরূপ ভীষণ বাধা পাইতেছে, এরূপ বাধা উহারা আর কখনও পায় নাই।

সোভিয়েট নৈশ ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ভরোনেজের পশ্চিমে এবং ট্যাগি অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিমে ভীষণ যুদ্ধ চলিয়াছে। একটী রণক্ষেত্রে জার্ম্মাণগণ প্রায় দুইশত ট্যাঙ্ক এবং যথেষ্ট পদাতিক সৈন্যসহ আক্রমণ আরম্ভ করে।

সোভিয়েট গোলন্দাজ, মর্টার নিক্ষেপকারী, ট্যাঙ্ক চালক ও ট্যাঙ্ক ধ্বংসী গোলন্দাজগণ প্রবলভাবে বাধা দান করিয়া ৮০ খানা শত্রু ট্যাঙ্ককে অকর্ম্মণ্য করিয়া দিয়াছে।

জার্ম্মাণদের ডন নদী অতিক্রম

জার্ম্মাণরা ডন নদী অতিক্রম করিয়াছে। ভোরোনেজের পশ্চিমে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে। জার্ম্মাণরা নূতন সৈন্যাদি আমদানী করিতেছে।

ট্যাগি অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিমেও ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে। রুশ সৈন্যগণ প্রবল বাধা দিতেছে। জার্ম্মাণরা এখানে ২ শত ট্যাঙ্ক ও বহু পদাতিক সৈন্য লইয়া আক্রমণ করে।

বিয়েলগোরোড অঞ্চলে জার্ম্মাণরা প্রবল আক্রমণ করিয়া উত্তর-পূর্ব্ব দিকে যাইতে চেষ্টা করিতেছে। এই অঞ্চলের জার্ম্মাণ সৈন্যদিগের সহিত ভোরোনেজ অঞ্চলের জার্ম্মাণ সৈন্যরা মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছে। ট্যাগি অঞ্চল সাফল্যলাভ করিলেই এই উদ্দেশ্য সফল হইবে।

কালিনিন রণাঙ্গনে জার্ম্মাণরা ৭ বার আক্রমণ করিলে রুশ গোলন্দাজ সৈন্যগণ সে আক্রমণ প্রতিহত করে।

রুশ সাবমেরিণ বাল্টিক সাগরে একখানি জার্ম্মাণ জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে।

জার্ম্মাণ রণতরি তিরপিৎস্ ঘায়েল

সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, ব্যারেন্টস সাগরে রুশীয় একটী সাবমেরিণ নূতন জার্ম্মাণ ব্যাটলশিপ "ফন তিরপিৎস"কে লক্ষ্য করিয়া টর্পেডো ছোঁড়ে এবং জাহাজটী বিশেষভাবে ঘায়েল হয়।

ক্রুগুমিন যাইবার পূর্ব্বে বৃটিশ বিমান বহর তিরপিৎস-এর উপর সোজাসুজি আঘাত হানে বলিয়া প্রকাশ। তৎপূর্ব্বে ডানজিকে রুশ বিমান বহর তিরপিৎস-এর উপর সরাসরি আঘাত হানে বলিয়া অনুমিত হয়। বিসমার্কের ন্যায় ফন তিরপিৎসও কখনও জলমগ্ন হইবে না বলিয়া জার্ম্মাণদের ধারণা ছিল। কিন্তু বিসমার্ক আটলান্টিকে বৃটিশ নৌ-বাহিনীর আক্রমণে জলমগ্ন হয়। এডমিরাল ফন তিরপিৎস-এর নামানুসারে তিরপিৎস-এর নামকরণ হয়। বিগত মহাসমরের সময় এডমিরাল ফন তিরপিৎস জার্ম্মাণ নৌ-বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন।

জার্ম্মাণ বাহিনীর বিপুল ক্ষতি

মস্কো রেডিওর সংবাদে ৯ই জুলাই বলা হইয়াছে, ভরোনেজ রণাঙ্গনে সোভিয়েট ট্যাঙ্কের আক্রমণে একটী জার্ম্মাণ পদাতিক ব্যাটেলিয়ান সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। ঘোষণাকারী বলেন যে, এই এলাকায় জার্ম্মাণদের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে এবং সোভিয়েটের প্রতিরোধ শক্তি প্রত্যহ বৃদ্ধি পাইতেছে। ভরোনেজ এবং সোভিয়েট ব্যূহ ভেদ করিবার জন্য জার্ম্মাণরা ঘোরতর আক্রমণ চালাইতেছে। তাহারা একটী নদী (সম্ভবতঃ ডন) অতিক্রম করার জন্য বিমান বাহিনীর সাহায্যে ব্যাপক আক্রমণ চালাইতেছে। মস্কো রেডিওর সংবাদে জানা যায় যে, পাঁচ দিনব্যাপী ঘোরতর সংগ্রামের সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত কয়েক দল জার্ম্মাণ সৈন্য ব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে এই সব আক্রমণ প্রতিহত ও চূর্ণ করা হইতেছে। সোভিয়েট সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট বোমারুর আক্রমণে ডন নদীর উপর জার্ম্মাণদের একটী পন্টুন সেতু সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়াছে। শত শত জার্ম্মাণ নিহত হইয়াছে।

কালিনিন রণাঙ্গনে কয়েক দল জার্ম্মাণ সৈন্য তাহাদের ট্যাঙ্ক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। সোভিয়েট সৈন্যরা তাহাদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায় এবং দুই সহস্র জার্ম্মাণ অফিসার ও সৈন্য নিহত হয়।

ডন নদীতীরে সংগ্রাম

"রেড ষ্টার" পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, "বিশেষভাবে ডন নদীর অববাহিকায় ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে। একটী বাস্থার আটশত জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক ও সৈন্য নদী অতিক্রম করার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে।"

ভোরোনেজ এলাকায় কয়েকটি শহর অধিকার

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা বলেন, ভোরোনেজের বিপদ কাটে নাই। জার্ম্মাণেরা শহরে প্রবেশ করিবার জন্য নিদারুণ চেষ্টা করিতেছে। শত্রুপক্ষের প্রচুর ক্ষতি সাধনের পর যখন সংখ্যাধিক্য সৈন্য বাহিনীর চাপ পশ্চাদপসরণ না করিলে নয়, কেবল তখনই সোভিয়েট বাহিনী ভূমি ছাড়িয়া দিতেছে। কুরস্ক-খারকভ-ভোরোনেজ এলাকায় জার্ম্মাণেরা গোটাকয়েক ছোট ছোট শহর দখল করিয়াছে।

মস্কো হইতে প্রচারিত এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট বাহিনী রসসি-গুলব পরিত্যাগ করিয়াছে।

জার্ম্মাণ বাহিনীর তীব্র চাপ

মার্শাল ফন বক খারকভের পূর্ব্বে একশত মাইলব্যাপী নূতন ও ক্ষিপ্র অভিযান চালাইবার পর গুরুত্বপূর্ণ মস্কো-রস্টোভ রেলপথের একটি নূতন স্থানকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন।

জার্ম্মাণরা দুই সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে শ্চিগ্রাম ও কুপিয়ানস্ক হইতে পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে এবং মার্শাল টিমোশেঙ্কো যে সময়ে ভোরোনেজ রক্ষা করিবার জন্য প্রচণ্ড যুদ্ধ করিতেছেন, সেই সময়ে জার্ম্মাণ বাহিনীর দক্ষিণ বাহু সম্মুখ দিকে চাপ দিয়া ডন নদীর উজান অঞ্চল বরাবর আরও উত্তর দিকে যাত্রা করিয়াছে।

কালিনিনে ৪ হাজার জার্ম্মাণ সৈন্য নিহত

১৩ই জুলাই সোভিয়েট বিজ্ঞপ্তির এক অতিরিক্ত সংবাদে বলা হইয়াছে, কালিনিন রণাঙ্গনের বিভিন্ন অঞ্চলে তিন দিনের যুদ্ধে ৪ হাজার জার্ম্মাণ সৈন্য নিহত হইয়াছে। ২০টি ট্যাঙ্ক এবং ৫ খানা সাঁজোয়া গাড়ী ধ্বংস হইয়াছে। ভরোনেজের পশ্চিমের এক অঞ্চলে চক্রাকার তিনটি আক্রমণ প্রতিহত করিয়া প্রভূত ক্ষতি সাধন করা হইয়াছে। সাতটি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করা হইয়াছে এবং ৫ শত জার্ম্মাণ নিহত হইয়াছে।

ভরোনেজ অঞ্চলে তীব্র সংগ্রাম

মস্কো রেডিওতে ঘোষিত হইয়াছে যে ভরোনেজ এলাকায় সংগ্রামের তীব্রতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। জার্ম্মাণদের প্রবল আক্রমণ প্রতিহত করা হইতেছে এবং জার্ম্মাণদের সমূহ ক্ষতি সাধিত হইতেছে। সোভিয়েট গোলন্দাজগণ ডন নদীর উপর জার্ম্মাণদের আর একটি সেতু চূর্ণ করিয়া দেয়। প্রবল সংগ্রামের পর সোভিয়েট বাহিনী একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি পুনরধিকার করে। ভরোনেজ-এর পশ্চিমে সংগ্রামরত লাল ফৌজের আক্রমণে প্রতিপক্ষের সমূহ ক্ষতি হইতেছে। দুই সহস্র জার্ম্মাণ হত হয়। ৪৭টি কামান ৭৭টি লরী এবং অন্যান্য রসদপত্র ধ্বংস হয়। সোভিয়েট ট্যাঙ্ক বাহিনীর আক্রমণে কয়েক দিনের যুদ্ধে প্রতিপক্ষের চার সহস্র সৈন্য ও অফিসার নিহত এবং ৭২টি কামান ধ্বংস হয়। কালিনিন রণাঙ্গনের এক স্থানে লাল ফৌজের আক্রমণে জার্ম্মাণরা একটি দুর্গতিপূর্ণ এলাকা হইতে বিতাড়িত হয়।

বিস্তীর্ণ রণাঙ্গনে সংগ্রাম

এক পক্ষকাল পূর্ব্বে কুরস্ক এলাকায় জার্ম্মাণ আক্রমণ আরম্ভ হয় এবং অনতিকালমধ্যেই বিয়েলগোরড ও ভোলচান্স এলাকায় আক্রমণ ব্যাপ্ত হয়। এই রণক্ষেত্র বর্ত্তমানে দুইশত মাইলব্যাপী এক অবিচ্ছিন্ন এলাকায় ব্যাপ্ত হইয়াছে। রোসোশ অধিকারের পর জার্ম্মাণরা শহরের দক্ষিণে দুইটি স্থানে আক্রমণ শুরু করিয়াছে। সৈন্য ও সমরসম্ভারের দিক হইতে জার্ম্মাণদের সমূহ ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও বর্ত্তমান অভিযানে জার্ম্মাণদের প্রভূত লাভ হইয়াছে এবং তাহারা তাহাদের সময়-তালিকার অনেক পিছনে পড়িয়া গিয়াছে। মস্কোতে খোলাখুলিভাবে অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

ডন যুদ্ধের সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা

ডনের মধ্য এলাকার উপর আধিপত্যের জন্য সংগ্রাম এক সঙ্কটপূর্ণ অধ্যায়ে উপনীত হইয়াছে। কান্তেমিরোভকার নিকটে এবং লিসিচান্স্কের দিকে জার্ম্মাণ আক্রমণ আরম্ভ হওয়ায় রণক্ষেত্র আরওই বিস্তৃত হইয়াছে। কান্তেমিরোভকা-রোসোশের ৪০ মাইল দক্ষিণে, আর লিসিচান্স্ক আরও দক্ষিণে ডনেৎস নদীর দক্ষিণ-পশ্চিম তীরে অবস্থিত; উহা ইজিয়ুমের প্রায় ৫০ মাইল পূর্ব্বে।

নরওয়ে ও ফিনল্যাণ্ডে জার্ম্মাণ ঘাঁটিতে বিমানহানা

মস্কো বেতার ঘোষণা করে যে, সোভিয়েট নৌ-বাহিনীর বিমান বহর উত্তর নরওয়েতে এবং ফিনল্যাণ্ডে নাৎসী ঘাঁটিসমূহের উপর বোমা বর্ষণ করিয়াছে। ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্ক

[৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

ভারত ও বৃটেনের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা

লিভারপুলে স্যার আজিজুল হকের বাণী

ভারতের হাই কমিশনার স্যার আজিজুল হক সম্প্রতি লিভারপুলে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি প্রবাসী ভারতীয়গণের অতিথি ছিলেন।

শেখ আবদুল হামিদ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভারত-বাসীর উপস্থিতি বর্ত্তমান বিপদ সময়ে ভারতীয় ঐক্যের বিশেষ উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

মিঃ বি, এম, মর্গোরা হাই-কমিশনারকে বলেন যে, ভারতীয় সম্প্রদায় যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ও তাহাদের দেশের উন্নতি সাধনে সর্ব্ব বিষয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা করিবে। তিনি বলেন, "আমরা সকলে একটি বিরাট পরিবারের—বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত এবং সে জন্য আমরা গৌরব অনুভব করি। আমরা আমাদের বন্ধুগণের পাশে দাঁড়াইয়া লক্ষ করিতে গৌরব অনুভব করি; সবচেয়ে গৌরব বোধ করি গণতন্ত্রের জন্য ও শত্রুর আক্রমণ ও দাসত্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে।

স্যার আজিজুল হক এই বলিয়া আশা প্রকাশ করেন যে, ভারতবাসী ও বৃটিশ জাতির মধ্যে বন্ধুত্ব স্থায়ী হইবে ও তাহাতে মানবতার মঙ্গল সাধিত হইবে। তিনি বলেন, "আমাদের রাজনৈতিক মতে পার্থক্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে একথা বুঝায় না যে, আমাদের মধ্যে ঐক্য নাই। বৃটেনেও ইংলণ্ড, স্কট-ল্যাণ্ড ও ওয়েলস বাসীদের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। আমি ঐ দিনের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি, যে দিন মানবতার প্রেরণা সকল কার্য্যের সম্মুখে স্থান পাইবে, উহা প্রাচ্য বা প্রতীচ্য হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টান যাহার বেলায়ই প্রযোজ্য হউক না কেন।

স্যার আজিজুল হক ম্যাঞ্চেষ্টার পরিদর্শন সময়ে তথায় বেভিন পরিকল্পনামতে ট্রেণিং গ্রহণকারী ভারতীয় কারিগরদিগকে ভোজ দিয়াছিলেন।

হাই-কমিশনার বলেন যে, এই শিক্ষার্থীগণ ইংলণ্ডে আসিয়াছে। ভারতবর্ষ ও বৃটেনের মধ্যে শিল্প সম্বন্ধে যৌথ স্বার্থ সৃষ্টি করার জন্য। তিনি বলেন, "আমরা বৃটিশ সাম্রাজ্যে বিপুল যৌথ স্বার্থের কামনা করিতেছি, তাহাতে মানব সমাজের কল্যাণের জন্য সকলেই সাহায্য করিবে"।

তিনি আরও বলেন "ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে ম্যাঞ্চেষ্টার এক বিরাট অংশ গ্রহণ করিবে এবং আমি মনে করি যে, এই সমুদয় যুবক আমাদের উভয় দেশের নূতন ঐক্য

(স্যার আজিজুল হক)

সাধনায় দূতের কাজ করিবে। আমাদের সম্মুখে কঠোর কাজ রহিয়াছে। যুদ্ধের পর ভারতবর্ষের পুনর্গঠনের সমস্যা অন্যান্য দেশের সমস্যার চেয়ে বৃহত্তর। বস্তুতঃ আমাদিগকে নূতনভাবে ভারতবর্ষকে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং আমার মনে এইটাই বড় আনন্দ যে, ভারতবর্ষ কাহারও হাতের পুতুল হইয়া কাজ করিবে না। ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ জাপানীর ছবি, জাপানী রবারের জুতা পাইবার জন্য আর শাঁচামাল প্রেরণ করিবে না। দেশের সম্পদ দিয়া ভারতবর্ষ নিজেই তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবে।

পাঁচ লক্ষ ব্রহ্মস্থ ভারতীয়ের ভারতাগমন

আশ্রয়প্রার্থীদের সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থা

একটি সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মের ভারতীয়দের প্রায় অর্দ্ধেক অর্থাৎ পাঁচ লক্ষ লোক ভারতে আসিয়াছে। এখনও আসা বন্ধ হয় নাই। স্থলপথে বাঙলার দুই লক্ষ, আসামে দুই লক্ষ, সমুদ্রপথে ৭০ হাজার এবং বিমানে ১২ হাজার লোক আসিয়াছে।

আশ্রয়প্রার্থীদিগকে কাজের সংস্থান করিয়া দেওয়া, আশ্রয়প্রার্থী ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন সুবিধা করিয়া দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। ৩৩৫ জন ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন, ১১১জন ছাত্র ইণ্টারমিডিয়েট এবং ৪৪ জন ছাত্র বি, এ পরীক্ষা দিবে। ভারতস্থিত ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্ট এই পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন।

বিমান হইতে খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধপত্র বিতরণ

আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্য ব্যবস্থা

ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিবার পথে আশ্রয়-প্রার্থীদের জন্য গত ৪৬ দিনে রাজকীয় বিমান বাহিনী বিমান হইতে বহু সংস্থাধিক পাউণ্ড খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধপত্র ফেলিয়াছে। শত শত আশ্রয়প্রার্থীকে বিমানযোগে ভারতবর্ষে আনা হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে বিমানচালককে বিপজ্জনক অঞ্চলে বিমান নামাইতে হইয়াছিল। একজন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী সম্প্রতি ব্রহ্মদেশ হইতে আসিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এই সকল বৈমানিক প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়াছেন।

সরকারী কর্ম্মচারীদের জ্ঞাতব্য

নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন

প্রাদেশিক সরকারের অধীনস্থ ও প্রাদেশিক ভিত্তিতে নিয়োজিত কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ম্মচারিবৃন্দকে বর্ত্তমানে তাহাদের প্রদেশ কিম্বা যে এলাকায় নিযুক্ত করা হয় ঐ এলাকার বাহিরে কাজ করিতে হয় না। এখন এরূপ বিবেচনা হইতেছে যে, যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য সরকারী কর্ম্মচারিগণকে ভারতের যে কোন অংশে প্রয়োজন হইলে কাজ করা প্রয়োজন হইতে পারে। কাজেই একটি অর্ডিনান্স প্রচারিত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, কোন চাকুরীর সর্ত্ত নিয়ন্ত্রণের জন্য যে বিধান রহিয়াছে তাহার ব্যতিক্রম হইলেও যে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের অধীনে চাকুরী করা হইতেছে সেই গভর্ণমেণ্টের অথবা কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের সংশ্লিষ্ট কোন চাকুরী করিতে থাকিলে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশানুযায়ী ভারতের যে কোন স্থানে তাঁহাদিগকে কাজ করিতে হইবে।

সমগ্র দেশের স্বার্থের জন্য যখন এরূপ কাজ প্রয়োজন হইবে, শুধু সেই অবস্থায়ই এই ক্ষমতার প্রয়োগ করা হইবে। যাহারা এ, আর, পি কাজে নিয়োজিত আছে কিম্বা বেসামরিক রক্ষা স্থানীয় কাজের জন্য যাহারা নিযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের উপর এই অর্ডিনান্স প্রয়োগ করা হইবে না।

মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

দোকানে মূল্য-তালিকা প্রদর্শনের নির্দ্দেশ

ইহা স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত ২০শে মে তারিখে বাঙলার দ্রব্যমূল্য-নিয়ন্ত্রণকর্ত্তা একটি আদেশ প্রচার করিয়া খুচরা ব্যবসায়ীগণকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, কোন খুচরা ব্যবসায়ী আদেশ সংলগ্ন তপশীলে বর্ণিত খাদ্যদ্রব্য, (যথা গম, আটা, ময়দা, লবণ, আলানী কয়লা, চিনি, কেরোসিন তৈল, দেশলাই, সরিষার তৈল, ডাল ও নারিকেল তৈল) কোন ক্রেতার স্বাভাবিক ও আশু প্রয়োজনে দরকার হইলে উহার বিক্রয় বন্ধ রাখিতে পারিবে না অথবা বিক্রীত খাদ্যদ্রব্যের জন্য ক্যাশমেমো বা রসিদ দিতে অস্বীকার করিতে পারিবে না। পূর্ব্বে খরিদ্দারদিগকে সাধারণতঃ ক্যাশমেমো দেওয়া হইয়া থাকিলে এইরূপ ক্যাশমেমো দিতেই হইবে।

অতঃপর উপরোল্লিখিত এই প্রকারের অসদ্ব্যবহার শুধু খুচরা ব্যবসায়ীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে বলিয়া গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। কাজেই দ্রব্যমূল্য-নিয়ন্ত্রণ-প্রধানকর্ত্তা পাইকারী ব্যবসায়ীদের বেলায়ও অনুরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছেন। এই উভয় আদেশের মধ্যে পার্থক্য এই মাত্র যে, পাইকারী ব্যবসায়ীগণ সকল ক্ষেত্রেই ক্যাশমেমো বা রসিদ দিতে বাধ্য থাকিবেন, পূর্ব্বে ক্যাশমেমো দেওয়ার প্রথা থাকুক আর না থাকুক। চাউলও এই নূতন আদেশের সংলগ্ন তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে; কারণ চাউলের মূল্যও নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে এবং কেরোসিন তেলকে এই তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

গভর্ণমেণ্ট আর একটি আদেশ প্রচার করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী উল্লেখিত দ্রব্যাদি ও কেরোসিনের ব্যবসা করিলে তাহাদের দোকানে বা ব্যবসাস্থলে প্রকাশ্যভাবে দ্রব্যমূল্য-নিয়ন্ত্রণকর্ত্তার নির্দ্ধারিত সর্ব্বোচ্চ মূল্যের একটি লিষ্ট প্রদর্শন করিতে হইবে। এই সমস্ত দোকানে যে সব খরিদ্দার সাধারণতঃ যায়, তাহাদের বোধ্য ভাষায় ঐ সব লিষ্ট লিখিতে হইবে। নিম্নলিখিত ভাষায় সাধারণতঃ লিষ্ট দিতে হইবে:—

ইংরেজী, বাংলা, হিন্দি ও উর্দ্দু।

গভর্ণর বাহাদুরের নির্দ্দেশ

বাঙলার গভর্ণর বাহাদুর ভারত রক্ষা আইনের ৮১ ধারার (২) উপধারা অনুসারে কলিকাতা ও পার্শ্ববর্ত্তী শিল্প অঞ্চলের নিম্নবর্ণিত দ্রব্যের খুচরা ও পাইকারী ব্যবসায়ীগণকে এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ দিয়াছেন যে, বাঙলার দ্রব্যমূল্য-নিয়ন্ত্রণকর্ত্তার নির্দ্ধারিত সর্ব্বোচ্চ মূল্য উক্ত অফিসারের নির্দ্দেশমতে তাহাদের দোকান ও ব্যবসাস্থলে এমনভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে, যাহাতে ঐ মূল্য-তালিকা সহজেই নজরে পড়ে। এই সব দোকানে বা ব্যবসাস্থলে সাধারণতঃ যে ভাষাভাষী লোক বেশী যায়, তাহাদের বোধ্য ভাষায় উহা লিখিতে হইবে। ইংরেজী, বাংলা, হিন্দি, উর্দ্দু এই কয়টি ভাষার একটি বা একাধিক ভাষায় বাঙলার প্রধান দ্রব্যমূল্য-নিয়ন্ত্রণকর্ত্তার নির্দ্দেশমতে সর্ব্বোচ্চ বাজার দর তালিকায় প্রদর্শন করিতে হইবে।

(১) এই আদেশে কলিকাতা বলিতে ১৮৬৬ সনের কলিকাতা পুলিশ আইনের ৩ ধারায় বর্ণিত কলিকাতা শহর এবং ১৮৬৬ সনের কলিকাতা শহরতলীর পুলিশ আইনের ১ ধারামতে প্রচারিত আদেশে নির্দ্ধারিত শহরাঞ্চল বুঝাইবে।

(২) পার্শ্ববর্ত্তী শিল্পাঞ্চল অর্থে ২৪-পরগণা জেলার সদর ও ব্যারাকপুর মহকুমা, হাওড়া জেলার সদর মহকুমা ও হুগলী জেলার সদর ও শ্রীরামপুর মহকুমা বুঝাইবে।

উপরে যে তালিকার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে দ্রব্যের উল্লেখ রহিয়াছে—

চাউল, আটা, ময়দা, লবণ, চিনি, ডাল, সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল, কয়লা, কেরোসিন ও দেশলাই।

জেনারেল রোমেল আহত হইয়াছেন বলিয়া গুজব রটিয়াছে; এখন পর্য্যন্ত সে সম্বন্ধে পাকাপাকি কোন খবর পাওয়া যায় নাই।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

বিমান হানা দিয়া ৩০টি বোমারু-বিমানকে ধ্বংস করে এবং ২৭টিকে জখম করে। একটি বিমানশালা ধ্বংস হয় এবং একটি বোমার গুদাম উড়িয়া যায়। সোভিয়েট পক্ষের কোন ক্ষতি হয় নাই।

জার্মানরা মুরমানস্ক এর নিকট উত্তর ফিনল্যাণ্ড এবং কোলা উপদ্বীপের অন্যান্য স্থানে বহু বিমান সমবেত করিয়াছে। সোভিয়েট বিমান বার বার শত্রুর বিমান-ঘাঁটিসমূহের উপর হানা দিতেছে।

জার্মানদের বহু ট্যাঙ্ক বিধ্বস্ত

রণাঙ্গন হইতে সোভিয়েট নিউজ এজেন্সীর সংবাদদাতা প্রেরিত সংবাদে জানা যায় যে, ডন এলাকায় প্রচণ্ড ট্যাঙ্ক যুদ্ধ চলিতেছে—জার্মানদের সমূহ ক্ষতি হইতেছে। উক্ত সংবাদদাতা বলিতেছেন যে, এক এলাকায় সোভিয়েট ট্যাঙ্ক ইউনিটের আক্রমণে ৪৮টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়। অন্য একটি সংঘর্ষে আরও ৫২টি ট্যাঙ্কে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। আর একটি বাশিয়ান ট্যাঙ্ক ইউনিটের আক্রমণে দুই দিনে ১৭১টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়।

সোভিয়েট বাহিনীর দৃঢ় প্রতিরোধ

ডনের পূর্ব তীর এবং ভরোনেজের পূর্ব তীরবর্তী স্থানে লাল ফৌজ সোভিয়েট বাহিনী দৃঢ়তার সহিত রক্ষা করিতেছে। ভরোনেজ রণাঙ্গন হইতে প্রেরিত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, ভরোনেজএর প্রবেশপথের সংগ্রামের প্রচণ্ডতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। সোভিয়েট বাহিনী অসাধারণ দৃঢ়তার সহিত জার্মানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছে। কোন কোন স্থানে তাহারা পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে।

লাল ফৌজের আক্রমণ

ফিনিশ রেডিওতে স্বীকার করা হইয়াছে যে, বিমান বাহিনীর সাহায্যপুষ্ট দুই ডিভিশন সেনা লইয়া কারেলিয়ান রণাঙ্গনে লাল ফৌজ আক্রমণ চালাইতেছে।

জার্মানদের ককেসাস অভিমুখী অভিযান

রয়টারের সামরিক সংবাদদাতা ১৬ই জুলাই লিখিতেছেন ককেসাসমুখী অভিযানে বোধ হয় হিটলার তাঁহার সমুদায় নিয়োগ করিয়াছেন বলিয়া অনুমিত হইতেছে। তিন শত মাইলব্যাপী রণাঙ্গন জুড়িয়া অনুমান ২০ লক্ষ সেনা প্রচণ্ড সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছে। ফন বকের সেনাদল নিম্ন প্রধান ষ্টালিনগ্রাদ শহরের দিকে তাহাদের সূচীমুখ লক্ষ্য করিয়া সমগ্র ডন উপত্যকায় আক্রমণ চালাইবার চেষ্টা করিতেছে। এইরূপ সংবাদ আসিয়াছে যে, আবার দক্ষিণে মিলারোভো হইতে রোষ্টভ অভিমুখে নূতন আক্রমণ শুরু হইয়াছে। পরিবেষ্টিত হইবার আশঙ্কা এড়াইবার জন্য মার্শাল টিমোশেঙ্কোকে হয়তো মিলারোভোর পার্শ্ববর্তী ঘাঁটিসমূহ হইতে তাঁহার সৈন্যদল সরাইবার প্রয়োজন হইতে পারে। ফন বক ভরোনেজএর নিকট ডন নদীর উপর একটি সেতু মুখ স্থাপন করিয়াছেন।

লিসিচানস্ক ও কান্টেমিরোভকা পরিত্যাগ

সোভিয়েট ইস্তাহারের এক ক্রোড়পত্রে বলা হইয়াছে যে, ভরোনেজের প্রবেশ পথের সংগ্রামে জার্মানদের সমূহ ক্ষতি হইতেছে। বগুচার এলাকায় সোভিয়েট বাহিনী প্রতিপক্ষের অগ্রগামী সেনাদের সহিত প্রচণ্ড আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামে লিপ্ত হয়। প্রতিপক্ষের একটি শক্তিশালী সৈন্য দল সোভিয়েট ব্যূহ ভেদ করে কিন্তু নিশ্চিহ্ন হয়। লিসিচানস্ক ত্যাগ করিয়া রুশীয় সৈন্যদল নূতন ব্যূহের ঘাঁটিসমূহে স্থান গ্রহণ করিয়াছে এবং প্রতিপক্ষের ট্যাঙ্ক ও পদাতিক সেনাদলের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছে। সোভিয়েট বাহিনী কান্টেমিরোভকা পরিত্যাগ করিয়াছে।

বিরাট রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

১৩ই জুলাই "প্রাভদা" পত্রিকায় সোভিয়েট বাহিনীকে জার্মান অগ্রগতি রোধের জন্য শেষ পর্যন্ত লড়িবার জন্য আহ্বান করিয়া বলা হইয়াছে যে, ভরোনেজের পশ্চিমে এবং ডন নদীর তীরে বিরাট রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলিতেছে। হিটলারের বর্বর সৈন্যদলের এই অভিযান দ্বারা আমাদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রসমূহ বিপন্ন হইয়াছে। আমাদের পূর্ব পুরুষেরা এই স্থানে তাহাদের প্রতিরোধ করিয়াছিলেন, তোমাদিগকেও এই স্থানে তাহাদের প্রতিরোধ করিতে হইবে। শত্রুকে চূর্ণ করিতে হইবে। রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে, ভরোনেজ ও ডনের পশ্চিমের পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর। ডন নদীতে রক্তের স্রোত বহিতেছে। জার্মান ট্যাঙ্কসমূহের এক-তৃতীয়াংশ ধ্বংস হইয়াছে।

ভরোনেজ-এর প্রবেশ-পথে যুদ্ধ

রাশিয়ানরা অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ভরোনেজ এবং প্রবেশপথে প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছে। জার্মানরা ডন নদী পার করিয়া কয়েক শত ট্যাঙ্ক এবং পাঁচ হইতে ছয় ডিভিশন সৈন্য ভরোনেজের প্রবেশপথে সমাবেশ করিয়াছে। ভরোনেজগামী রাস্তাসমূহ জার্মানদের মৃতদেহে, অগ্নি প্রজ্বলিত ট্যাঙ্ক ও বিধ্বস্ত বিমানসমূহ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া আছে। মস্কো রেডিওতে ঘোষিত হইয়াছে যে, জার্মানরা কয়েক শত ট্যাঙ্ক ও সহস্র সহস্র সৈন্য লইয়া ভরোনেজএর নিকট ডন নদী অতিক্রম করে। একটি রাশিয়ান ইউনিট নদী অতিক্রমের চেষ্টায় রত এক ব্যাটালিয়ান জার্মান সৈন্যকে নিশ্চিহ্ন করে। উক্ত ইউনিট কয়েকটি জার্মান ট্যাঙ্ক ও ৩০টি সৈন্যবাহী যান ধ্বংস করে।

সমর সমালোচক "এমানিই" বলিতেছেন, "রুশিয়া হইতে যে সব সংবাদ আসিতেছে, তাহা অত্যন্ত গুরুতর। রাশিয়ানরা দৃঢ়তার সহিত সংগ্রাম করিয়া জার্মানদের সমূহ ক্ষতিসাধন করিতেছে বটে, কিন্তু ষ্টালিনগ্রাদ অভিমুখে জার্মান অগ্রগতি রোধ করিতে সমর্থ হয় নাই। জার্মান আক্রমণ দক্ষিণে সম্প্রসারিত হইতেছে এবং রোষ্টভই তাহাদের প্রথম লক্ষ্যস্থল বলিয়া মনে হয়।"

আফ্রিকার রণক্ষেত্র

রোমেলের ব্যর্থ অগ্রগতির প্রয়াস

বৃটিশ বিমানগুলি পুনঃ পুনঃ এল আলামীনের দক্ষিণ-পশ্চিমে সমবেত শত্রু সৈন্যদিগের মধ্যে হানা দেয়। সম্মিলিত পক্ষের যে মোটরচারী সেনারা জেনারেল ফিল্ড-মার্শাল রোমেলের সেনাদিগের পার্শ্বদেশ দিয়া ঘুরিয়া পশ্চাতে যাইবার চেষ্টা করে, তাহারা বিপুল শত্রু সৈন্যের সম্মুখীন হওয়ায় সে চেষ্টায় ক্ষান্ত হয়। রোমেল সম্মিলিত পক্ষের অবস্থান স্থান ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া এবং যে পাহাড় হইতে এল আলামীনের উপর প্রভাব বিস্তার করা যায় সেই পাহাড়টা অধিকার করিতে সমর্থ হইয়া এখন তাঁহার সৈন্যদলগুলি পুনর্গঠিত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সম্মিলিত পক্ষের ট্যাঙ্ক-ব্যূহ ও কামানশ্রেণী এখনও তাঁহার পথরোধ করিয়া আছে। আর সম্মিলিত পক্ষের সেনারা তাঁহার সৈন্য-শ্রেণীর পার্শ্বদেশে যাইবার চেষ্টা করিতেছে। এখনও জার্মানীর নূতন ট্যাঙ্ক আসে নাই বলিয়া মনে হয়। বৃটিশ ট্যাঙ্ক বাহিনীর শক্তি এখনও বৃদ্ধি পাইতেছে। কয়েকটি স্থলেও প্রবলভাবে যুদ্ধ চালাইতেছে।

এল আলামেন এলাকায় জার্মানদের আত্মরক্ষাব্যূহ রচনা

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানান, এল আলামেনে ৮নং আর্মির অবস্থানের পশ্চিমে রণক্ষেত্রের বিভিন্ন স্থানে ফিল্ড মার্শাল রোমেল আত্মরক্ষাব্যূহ রচনা করিতেছেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। মিত্রপক্ষীয় শক্তিশালী টহলদার সেনার হাতে যুদ্ধোদ্যম অক্ষুণ্ণ আছে, এক্সিস বাহিনী এখনও আত্মরক্ষা নীতি আশ্রয় করিয়া আছে।

[৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

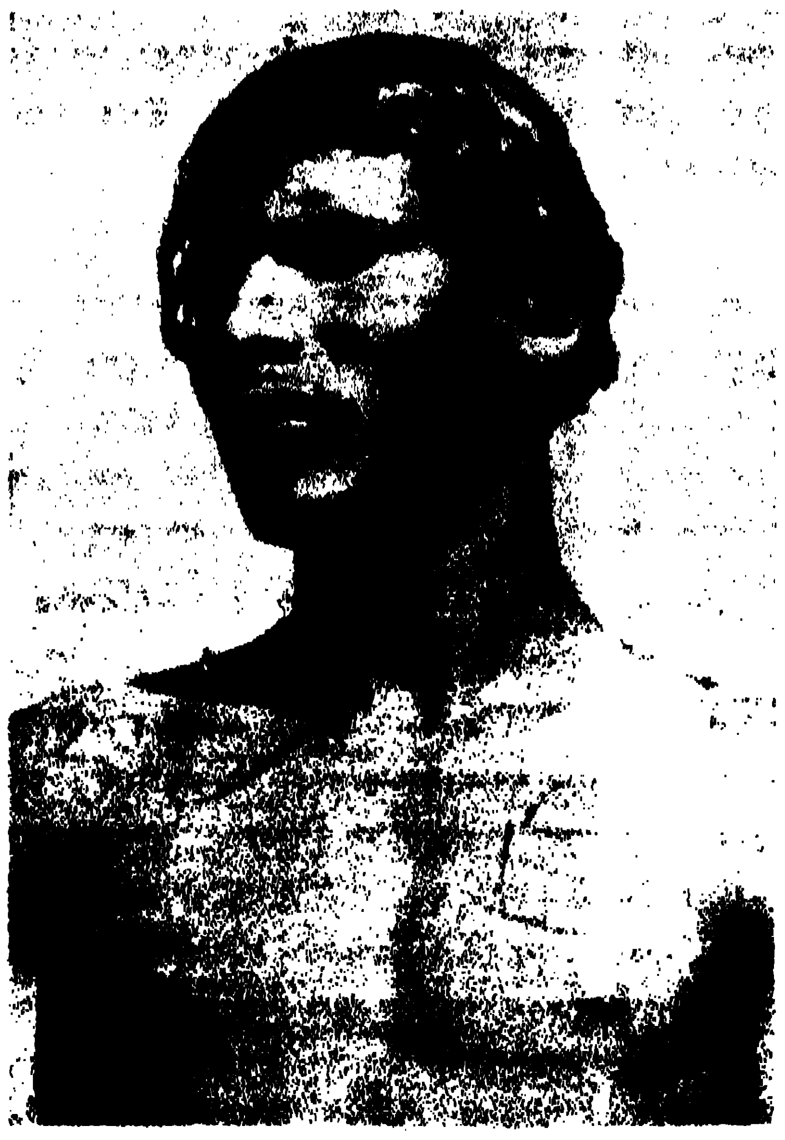

ভারতীয় সেনাদলে যে শ্রেণীর যুবকগণকে ভর্তি করা হয়, এই ছবিতে তাহাদের তিনটি নমুনা দেখা যাইতেছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৭ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

দক্ষিণ অঞ্চলে শত্রুপক্ষের সহিত সংঘর্ষ

১৩ই জুলাই বিপ্রাহরিক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, দক্ষিণ অঞ্চলে মিত্রপক্ষীয় গতিশীল সেনাবাহিনী শত্রুদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইলে উহারা উত্তরদিকে সরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। অন্যান্য অঞ্চলে নিয়মিতভাবে টহলদারী এবং গোলন্দাজ বাহিনীর কার্য্যকলাপ চলিতেছে। জঙ্গী বিমানগুলি যুদ্ধ এলাকায় পঞ্চাশখানারও অধিক ট্যাঙ্ক ধ্বংস করিয়াছে। ভারী ভারী মার্কিণ বিমানগুলি ভূমধ্যসাগরীয় দুইখানা শত্রুপক্ষীয় জাহাজকে ঘায়েল করিয়াছে।

পনের শত এক্সিস সৈন্য বন্দী

এল আলামেনের উত্তরাংশের সংগ্রামে আঠারটি এক্সিস ট্যাঙ্ক ধ্বংস এবং পনের শত সেনা বন্দী হইয়াছে। বন্দীদের অধিকাংশই ইটালীয়।

মিত্র-বাহিনীর অগ্রগতি

১২ই তারিখের মধ্য প্রাচ্যের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ১১ই জুলাই প্রত্যুষের পূর্ব্বে আমাদের সেনাদল উত্তরদিকে আক্রমণ করে এবং দিবাভাগে এল আলামেন হইতে রেল লাইন বরাবর পশ্চিম দিকে ৫ মাইল অগ্রসর হয়। প্রতিপক্ষের কতকগুলি সৈন্য বন্দী করা হইয়াছে। অনেকে হতাহত হইয়াছে এবং শত্রুর কিছু ক্ষতিসাধন করা হইয়াছে।

দুইদিক হইতে দুইপক্ষের আক্রমণ

লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষীয় মহল হইতে জানা যায় যে, মিশরে নূতন আক্রমণে জেনারেল অচিনলেক প্রথমে আক্রমণ করেন। ইহার কিছুক্ষণ পরেই শত্রুপক্ষ দক্ষিণ দিক হইতে আক্রমণ করে বলিয়া মনে হয়। উভয় পক্ষ পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে আক্রমণ করে।

মন্থরতার অবসান

মরুযুদ্ধে মন্থরতার অবসান হইয়াছে—মিত্রপক্ষীয় সৈন্যগণ কর্ত্তৃক দিবারাত্র প্রবল বিমান আক্রমণের পর এল আলামেনের উত্তর দিকস্থ রণক্ষেত্রে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে।

দুই হাজার শত্রুসৈন্য বন্দী

অষ্টম আর্ম্মির সঙ্গে 'রয়টারে'র যে বিশেষ সংবাদদাতা আছেন, তিনি তারযোগে জানাইতেছেন :—

জেনারেল অচিনলেকের সৈন্যদল টেল-এল-ইশা নামক উচ্চ পার্ব্বত্যভূমি এখনও রক্ষা করিতেছে। দুই হাজারের উপর শত্রু সৈন্য বন্দী করা হইয়াছে। জেনারেল রোমেল সাঁজোয়া বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইতেছেন।

মরুযুদ্ধের বর্ত্তমান অবস্থা

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা বলেন, মরুযুদ্ধে ১২ই জুলাই রাত্রির সর্ব্বশেষ অবস্থাটা সংক্ষেপে এরূপ বলা যাইতে পারে :—

উত্তর অংশ।—দুই হাজারেরও অধিক ইটালীয় বন্দী ও আঠারটি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করিয়া মিত্রপক্ষ যাহা চাহিয়াছিল, তাহা পাওয়ার পর অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যসহ তাহাদের সঙ্কীর্ণ স্থানটি সংহত করিতেছে।

মধ্য অংশ।—এখানে সাঁজোয়া বাহিনীর মধ্যে কোন সঙ্ঘর্ষ হয় নাই। কোন পক্ষেরই ট্যাঙ্কগুলি মুখোমুখি দাঁড়াইয়া নাই; মিত্রপক্ষ যুদ্ধে যোগদানের জন্য তাহাদের সুযোগ খুঁজিতেছে।

দক্ষিণ অংশ।—সামান্যই শত্রুর তৎপরতার খবর পাওয়া গিয়াছে। শত্রুপক্ষ তাহাদের অগ্রসর হওয়ার কৌশল ছাড়িয়া দিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মিত্রবাহিনী অবশ্য ইহাই চাহিতেছে; তাহারা মধ্যাংশে তাহাদের সৈন্যদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে পারে।

মুসোলিনী স্বয়ং মরুযুদ্ধক্ষেত্রে আছেন বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। কায়রোর কোন কোন বিশেষজ্ঞের অভিমত এই যে, বিজয়ী ইটালীয় সৈন্যদের তিনিই আলেকজান্দ্রিয়ায় লইয়া যাইবেন তাঁহার এরূপ আশা ছিল।

অন্যান্য রণাঙ্গণের সংবাদ

২৫ লক্ষ জাপ সৈন্য হতাহত ও বহু কামান চীনাদের হস্তগত

এক চীনা সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, চীনে পাঁচ বছর যুদ্ধ চালাইতে যাইয়া জাপানের ২৫ লক্ষ সৈন্য হতাহত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে শতকরা ৪০ জন নিহত এবং শতকরা ৬০ জন আহত হইয়াছে। ইহা ছাড়া মোট ২,২২৪ জন বন্দী হইয়াছে। ১,৯৮১টি কামান, ৮,৫৭৬টি মেশিনগান, ১,১৯২,৪৩০ • রাইফেল এবং অন্যান্য অস্ত্র হস্তগত হইয়াছে।

মার্কিণ বিমানদলের হানা

মার্কিণ বিমানদল হ্যাঙ্কাউ, নানচাং ও ক্যাণ্টনের উপর হানা দিয়া জাপানের ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিতেছে।

কুইন্সল্যাণ্ডের উত্তরে হর্ণ দ্বীপে জাপ বিমান এক পোতাশ্রয়ে বোমা বর্ষণ করিয়া সামান্য ক্ষতি করিয়াছে।

ব্রহ্মে বৃটিশ বিমানের বোমা-বর্ষণ

বৃটিশ বিমানদল ব্রহ্মদেশে জাপ অধিকৃত চিন্দুইন অঞ্চলে মান্দালয় ও মিটকিনা রেলপথের উত্তর অঞ্চল প্রভৃতি স্থানে বোমাবর্ষণ করে।

মার্কিণ সাবমেরিণের আক্রমণ

মার্কিণ নৌ-বিভাগের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, ৫ই জুলাই অপরাহ্নে এক মার্কিণ সাবমেরিণ এলিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কিসকা দ্বীপের নিকট একটি জাপানী ডেষ্ট্রয়ারের উপর টর্পেডো মারিয়া ডেষ্ট্রয়ারটিকে নিমজ্জিত করে বলিয়া জানা গেল।

চীনা বাহিনীর অগ্রাভিযান

চীনা সৈন্য বাহিনী পূর্ব্ব চীনের কিয়াংসি প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ শহর নানচাং পুনরধিকার করিয়াছে। কান নদীর তীরে চাংসুসেন ও সিনকানের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে ৩২ হাজার জাপ সেনা আটক পড়িয়াছিল। তবে দুই হাজার লোকের প্রাণের বিনিময়ে বাকী সকলে পলাইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছে।

নূতন চীনা ঘাঁটিতে আক্রমণ

কিয়াংসি প্রদেশের রাজধানী নানচাং-এর দক্ষিণে যে চীনা বাহিনীর শত্রুপক্ষের বেড়াজালে পড়িবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল, তাহারা যুত্রাঙ্গমাসানের উত্তর-পূর্ব্ব এক স্থানে যাইয়া ঘাঁটি করিয়াছে। মোট প্রায় ৩০ হাজার সৈন্যের ৫টি জাপ বাহিনী নানচাং হইতে ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী নূতন চীনা অবস্থান ঘাঁটিসমূহের উপর আক্রমণ চালাইতেছে।

জাপানীদের পশ্চাৎবর্ত্তন

চুংকিংয়ের সংবাদে প্রকাশ, নানচাংয়ের দক্ষিণস্থ জাপ বাহিনী রেল লাইন ধরিয়া পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইবার কালে চীনা বাহিনী কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়াছে। তিন দিবস ঘোরতর সংগ্রামের পর জাপ সৈন্য দল এক্ষণে পূর্ব্ব দিকে সিকওয়ান অভিমুখে হটিয়া যাইতেছে।

চীনা বাহিনী কর্ত্তৃক পোইয়াং শহর পুনরধিকার

এক চীনা ইস্তাহারে প্রকাশ, পোইয়াং হ্রদ তীরবর্ত্তী পোইয়াং শহরটি চীনা বাহিনী পুনরায় অধিকার করিয়াছে। এই শহরে এক্ষণে জাপানীদের কোন অস্তিত্ব নাই। দক্ষিণ চেকিয়াং প্রদেশের অন্তর্গত সিন্ধুইস জাপ সৈন্যদল কিনহোয়া হইতে নূতন নূতন সৈন্য ও সমরোপকরণ আমদানি করিয়া এক্ষণে পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাইহান পর্ব্বতের যুদ্ধ এক্ষণে চরম অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সানসিহোনান সীমান্তে সিকওয়ানের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে চীনা সৈন্যগণ এক্ষণে অবশিষ্ট জাপ সৈন্যদের ধ্বংস করিতেছে।

[শেষ কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

জাপানী নৌবহরের বিরাট ক্ষতি

বহু ক্রুজার বিনষ্ট

নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সম্প্রতি জাপানের নৌ-বাহিনীর বিপুল ক্ষতির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হইয়াছে। প্রধান-মন্ত্রী তোজো জাপান পরিষদের এক অতিরিক্ত অধিবেশনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তথায় জাপান গভর্ণমেণ্টের জাহাজ তৈয়ারীর কার্য্যতালিকা বিবেচনা করা হইয়াছে। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, সমুদ্রে জাপানের যে বিপুল ক্ষতি হইয়াছে তাহার বাস্তবতা জাপান অনুভব করিতেছে।

জাপানের মালবাহী জাহাজের কিরূপ ক্ষতি হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বিশেষ সংবাদ আমরা অবগত নহি, তবে তাহার নৌ-বহরের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার সংবাদ আমরা পাইয়াছি। যদিও জাপানের প্রধান নৌবল এখনও নষ্ট হয় নাই তথাপি একটি যুদ্ধ জাহাজ ডুবাইয়া দেওয়া গিয়াছে ও আরও তিনটি ঘায়েল হইয়াছে। তিনটি বিমানবাহী জাহাজ নিশ্চয়ই ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আরও তিনটি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কিন্তু জাপানের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হইয়াছে ক্রুজারে। ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে, জাপান যুদ্ধ আরম্ভ করিবার সময় তাহার ৪৫ খানা ক্রুজার ছিল। এখন সতর্ক হিসাবে ও দেখা যায় যে ১৫খানি ডুবাইয়া দেওয়া গিয়াছে এবং ১৭খানি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বাস্তব ঘটনা এই যে, জাপানের ক্রুজার শক্তির এক-তৃতীয়াংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অথবা অকেজো হইয়া গিয়াছে। "এইরূপ ক্ষতির ঝুঁকি নিয়াও জাপানের বিস্তর লাভ হইয়াছে। কিন্তু জাপানের বর্ত্তমান অবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যুদ্ধ চালাইতে হইলে তাহার আরও ক্রুজারের প্রয়োজন। তাহার অনেক যুদ্ধ জাহাজ আছে। কিন্তু বিমান শক্তির দরুণ নৌশক্তির বিপুব ঘটায় যুদ্ধের জন্য দ্রুতগতিশীল ক্রুজার বেষ্টিত বিমানবাহী জাহাজের নিতান্ত প্রয়োজন। সুতরাং প্রধান নৌশক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রের অত্যধিক ক্রুজার নষ্ট হইলে যে ক্ষতি হয় তাহা অতুলনীয়।

কলিকাতার বাজার দর

১৩ই জুলাই তারিখের সংবাদ

বাঙলা সরকারের সিনিয়র মার্কেটিং অফিসার নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন :—

		টাকা।
স্পেশাল এগমার্ক আটা (প্রতিমণ)	..	৮৵০
আগমার্ক চাক্কী আটা (প্রতিমণ)	..	৮।০
পাটনাই চাউল (প্রতিমণ)	..	৬৸০
মোটা চাউল (প্রতিমণ)	..	৬।০
সাধারণ সরিষার তৈল (প্রতিমণ)	..	১৯
আগমার্ক সরিষার তৈল (প্রতিমণ)	..	(সরবরাহ নাই)
সাধারণ ঘৃত (প্রতিমণ)	..	৬৯ হইতে ৭৮
আগমার্ক ঘৃত (প্রতিমণ)	..	৭৬
চিনি (১নং) (প্রতিমণ)	..	১৩৷৷০
আলু (নৈনিতাল) (প্রতিমণ)	..	১০
আপেল (টাকায়)	..	১০টা
আম (টাকায়)		৭টা হইতে ১২টা
কমলালেবু (টাকায়)	..	৮টা
মুরগীর ডিম (কুড়ি)	..	৸০

চীনাদের দখলে একটি দ্বীপ

১৩ই জুলাইর চীনা সামরিক ইস্তাহারে প্রকাশ, চীনারা কুয়াঙএর নিকটে পীত নদীর মোহনায় একটি দ্বীপ পুনরধিকার করিয়াছে। চীনারা রাত্রিকালে নৌকাযোগে আসিয়া ঐ দ্বীপে অবতরণ করে। তিন শত জাপ সেনা হতাহত হয় এবং তাহারা জাহাজযোগে পলায়ন করে। ওয়েনচাও অভিমুখে জাপ অগ্রগতি প্রতিহত হইয়াছে।

বঙ্গীয় শিল্প গবেষণা-বোর্ড

নূতনভাবে সংগঠন

"বঙ্গীয় শিল্প বিষয়ক গবেষণা বোর্ড" নামে যে পরামর্শ বোর্ড আছে—মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর তাহা নূতন করিয়া সংগঠন করিয়াছেন। ইহার মূল কার্য্যাবলী নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল:—

(১) শিল্প বিষয়ক গবেষণা ব্যাপারে সরকারী শিল্প বিভাগকে পরামর্শ প্রদান করা; চলতি কাজের সমন্বয় সাধন করা এবং গবেষণার নূতন নূতন পন্থার ইঙ্গিত প্রদান করা।

(২) কোথায় বিশেষ একটি শিল্প সম্পর্কে গবেষণা সর্ব্বোত্তম ভাবে পরিচালিত হইতে পারে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্য্যকরী সহযোগিতা লাভের প্রচেষ্টা সম্পর্কে শিল্প বিভাগকে পরামর্শ প্রদান করা।

(৩) সরকারী প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যক্তিদের কোন শিক্ষায়তনে শিল্প বিষয়ক গবেষণা কার্য্য পরিচালিত হইবে বলিয়া শিল্প বিভাগ যে সকল প্রস্তাব পেশ করিয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া গুণানুসারে সেই সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করা।

(৪) সরকার সরাসরি নিজের প্রতিষ্ঠানে যে গবেষণা কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন কিম্বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে সরকারী সাহায্যে গবেষণা কার্য্য পরিচালিত হইয়াছে, ধারাবাহিকভাবে তাহার সমালোচনা করা ও বিবরণী প্রস্তুত করা এবং উক্ত গবেষণাকার্য্য সমভাবে চালাইয়া যাইতে হইবে কিনা, সে সম্পর্কে বাঙলা সরকারের শিল্প বিভাগকে যথাযোগ্য উপদেশ প্রদান করা এবং যে পরিকল্পনাকে সুপারিশ করা হইবে তাহার কার্য্য-তালিকা স্থির করা।

(৫) ভারত সরকারের অধীনে সায়েন্টিফিক বোর্ড এবং ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং বাঙলাদেশে যে সকল গবেষণার সমস্যা দেখা দেয় কিম্বা যে সকল গবেষণা সুরু করা উচিত, তাহা উহাদের গোচরীভূত করা এবং গবেষণাগারসমূহে সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করা।

নবগঠিত বোর্ডের সদস্যগণের নাম নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল:—

বাঙলা সরকারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর (পদাধিকার বলে); প্রফেসার পি. এন. ঘোষ, এম-এ পি-এইচ-ডি, ডি-এস্-সি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহারিক পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের কর্ত্তা; ডাঃ জে. কে. চৌধুরী, ডি-এস্-সি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যক্ষ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি, ডাঃ ডাব্লু. জি, ম্যাক্‌মিলিয়ান, বি-এস্-সি, পি-এইচ-ডি, এফ আই-সি, ভারতীয় জুট মিলস এসোসিয়েসনের প্রধান রাসায়নিক ও বেঙ্গল চেম্বার অফ্ কমার্সের প্রতিনিধি; রেনার্স সি, এ, মহম্মদের মিঃ ই. এম্. আব্দুল কাদের, মুসলীম চেম্বার অফ্ কমার্সের প্রতিনিধি, বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেডের মিঃ জে, এম, লাহিড়ী, বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিনিধি; অমৃতলাল ওঝা এণ্ড কোম্পানী লিমিটেডের মিঃ এ, এল, ওঝা, ভারতীয় চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিনিধি, ডাঃ এ, কবির, বি-এস্-সি, পি-এইচ-ডি (লণ্ডন), ডি-আই-সি, এ-আই-সি, এ-এম-আই, কেমিক্যাল ইং, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ার, বেঙ্গল (পদাধিকার বলে), এবং ডাঃ আর, এল, দত্ত, ডি-এস্-সি, এফ-আর-এস্-ই, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কেমিষ্ট, বেঙ্গল, সেক্রেটারী (পদাধিকার বলে)।

বাঁকুড়ায় সম্মিলিত জাতি-সঙ্ঘের পতাকা-দিবস

বিভিন্ন থানায় মহাসমারোহে প্রতিপালিত

সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের পতাকা-দিবস বাঁকুড়া জেলার বহু স্থানে প্রতিপালিত হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে সভা ও শোভাযাত্রার আয়োজন করা হইয়াছিল এবং সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

বিষ্ণুপুর

বিষ্ণুপুর শহরে সাড়ম্বরে সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের পতাকা-দিবস প্রতিপালিত হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরের মহকুমা হাকিম মিঃ ইকবাল আখতার আলি, আই. সি. এস্‌-এর সভাপতিত্বে একটি জন সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় মিঃ চার্চ্চিল, মিঃ রুজভেল্ট, মিঃ ষ্ট্যালিন এবং জেনারেল চিয়াং কাইসেকের ছবি টাঙ্গানো হইয়াছিল। সভাপতি একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় সমগ্র মিত্র দেশে এই উৎসব প্রতিপালনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করেন। বয়স্কাউট এবং ছোট ছোট বালিকাদের দ্বারা গীত একটি উদ্বোধন সঙ্গীতে সভার উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন হয়। বিষ্ণুপুরের সার্কেল অফিসার মিঃ দাশগুপ্ত উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিয়া একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা প্রদান করেন। অপরাহ্নে বয়স্কাউটদিগের ব্যাণ্ড, পতাকা এবং চার্চ্চিল, চিয়াং কাইসেক, রুজভেল্ট এবং ষ্ট্যালিনের প্রতিকৃতিসহ একটি বিরাট শোভাযাত্রা শহরের প্রধান প্রধান রাজপথগুলি পরিভ্রমণ করে। মিউনিসিপ্যালিটির প্রাঙ্গণে একটি বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। বিষ্ণুপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত ভবভূষণ মণ্ডলের সভাপতিত্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাগণ এই সভায় যোগদান করিয়া সময়োপযোগী বক্তৃতা প্রদান করেন।

কোটালপুর

এই থানায় সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের পতাকা-দিবস পালিত হয়। স্থানীয় থানাকে সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হয় এবং জনসাধারণের সহযোগিতায় থানা প্রাঙ্গণে একটি সভা আহ্বান করা হয়। স্থানীয় সাব-রেজিষ্ট্রার এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। নাৎসী ও জাপানের ধ্বংস এবং মিত্র শক্তির জয় কামনা করিয়া একটি উদ্বোধন সঙ্গীতে সভার কার্য্য সুরু হয়। যুদ্ধের পরিস্থিতি এবং বর্ত্তমান যুদ্ধের অবস্থা বিশদভাবে বুঝাইয়া বক্তৃতা প্রদান করা হয়।

প্রত্যেক থানাতেই বিশেষ আড়ম্বরের সহিত সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের পতাকা-দিবস পালিত হইয়াছে। বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারী ও বেসরকারী ব্যক্তিগণ থানার প্রাঙ্গণে মিলিত হন। বর্ত্তমান যুদ্ধ ও "আরো ফসল ফলাও" অভিযান সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা প্রদান করেন।

কাবুলের ভারতীয় বাসিন্দাগণ উপাকার রাজদূতের মধ্যস্থতায় মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের যুদ্ধ তহবিলে ১,৫১২।৶০ আনা সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন।

পাট-চাষের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাষ

কয়েকটি জেলার বিবরণ

জেলার নাম।	হিসাব। গত সন। (একর)	হিসাব। বর্ত্তমান সন। (একর)
খুলনা	২৫,০২০	৩৪,২২০
বীরভূম ও বাঁকুড়া	২৪০	৬৫০
জলপাইগুড়ি	৩২,৮১০	৬৬,৩৮০
মালদহ	২৮,৪৫০	৩৯,২৩০
ময়মনসিংহ	৩০০,০০০	৩৫৭,৮০০
চট্টগ্রাম	২৭০	৬০০
মেদিনীপুর	৭,৫২০	১৬,৭৪০
হুগলী	১৯,৯৭০	৪১,৫০০
পাবনা	৭২,১০০	১৪৫,০২০
ফরিদপুর	১২৮,০৪০	৩০৪,৬০০
ত্রিপুরা	১২৭,২৬০	২৭৭,০২০
ত্রিপুরা ষ্টেট	১৭,০০০	১৫,০০০

গত ৪ঠা জুলাই শনিবার যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, তাহাতে কলিকাতায় আনীত দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা মোট ৫৩৩। তন্মধ্যে ১৫২টি পাঞ্জাবের এবং বাকিগুলি অন্যান্য প্রদেশের। উক্ত সময়ের মধ্যে পাঞ্জাব হইতে ২৫০টী মহিষ ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে ৩১৮টি মহিষ আনীত হয়। গাভী ও মহিষগুলির দাম যথাক্রমে ১০০৲ হইতে ১৪৫৲ এবং ১৫০৲ হইতে ২৩০৲ পর্য্যন্ত উঠানামা করিয়াছিল। গাভীগুলির দুধ দৈনিক ৬ সের হইতে ৮ সের এবং মহিষগুলির দুধ ১০ সের হইতে ১২ সের পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদ

নূতন সদস্যদের তালিকা

সম্প্রতি দিল্লীতে জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদের যে অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে সাবস্ত রাজ্যের প্রতিনিধিরূপে নরেন্দ্রমণ্ডলীর মহামান্য চ্যান্সেলার এবং মহামান্য নিজাম গভর্ণমেন্টের কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদের সভাপতি ব্যতীত মহামান্য ভূপালের নবাব, মহামান্য কোটার মহারাও এবং ময়ূরভঞ্জের মহারাজা উপস্থিত ছিলেন। বরোদা ষ্টেটের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী রাও বাহাদুর স্যার ভি. টি. কৃষ্ণম আচারী, কপূরতলা ষ্টেটের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন প্রধান মন্ত্রী খান বাহাদুর মিয়া আব্দুল আজিজ; পালানপুর ষ্টেটের প্রতিনিধি ছিলেন মিঃ জে, আর, দুবজয়, ওজাজির এবং উদয়পুর ষ্টেটের (মেবার) প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন প্রধান মন্ত্রী দেওয়ান বাহাদুর স্যার বিজয়রাঘবাচার্য্য।

রাশিয়ান গরিলা-বাহিনীর লোকেরা শত্রুর সমর-সম্ভারপূর্ণ একখানা ট্রেণ ধ্বংস করিয়া দিয়াছে।

পল্লী-চাষীর ঋণ-সমস্যার সমাধান

মেদিনীপুর জেলায় সালিসী-বোর্ডের উদ্যম

গত ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে মেদিনীপুর জেলার ঋণ-সালিসী বোর্ডসমূহের প্রচেষ্টায় যে সব মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছে, তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মামলার বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

কাঁথি মহকুমা

চোরপালিয়া বোর্ডের ১৯৪০ সালের ১৯১নং মোকদ্দমা। শরৎচন্দ্র পাত্তি ও অন্যান্য কতিপয় খাতক কর্তৃক এই মোকদ্দমা আনীত হইয়াছিল। সিভিল কোর্টের ডিক্রী, বন্ধকী খৎ ও অন্যান্য ঋণ বাবদ খাতকদের মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ৩,৫০১৲ টাকা। ২,৩০১৲ টাকা ঋণ সাব্যস্ত করিয়া তদনুযায়ী কোর্ট-ফী আদায় করা হইয়াছিল। মাত্র ১,২০৬৲ টাকায় এই ঋণ মীমাংসা করা হয় এবং বোর্ডের সম্মুখেই এই টাকা প্রদত্ত হয়।

ঘাটাল মহকুমা

চাইপাট বোর্ডের ১৯৪১ সনের ১০৩নং মোকদ্দমা। প্রবোধ চন্দ্র মাইতী ও অন্যান্য কয়েকজন খাতক বিভিন্ন ৯ জন মহাজনের নিকট মোট ২,২৩৮৷৶১০ ঋণী ছিল। এই ঋণ মাত্র ৪৭২৷৷০ আদায় মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। খাতকদের অবস্থা বিবেচনা করিয়া মহাজনগণ অনেক অনুরোধের পর এই মীমাংসায় সম্মত হইয়াছেন।

বাসুদেবপুর বোর্ডের ১৯৩৯ সনের ২৪৪নং মোকদ্দমা। এই মামলার খাতক ছিল শেখ রজব ও শেখ রমজান; মহাজন বিজন বিহারী মণ্ডল। ১৮০৷৴১৫ ঋণ মাত্র ৩০৲ টাকায় মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বিদ্যুৎ ও তৎসম্পর্কীয় যন্ত্রপাতির ব্যবহার

যথাসম্ভব কমাইতে হইবে

শুধু বিদ্যুৎ ব্যবহার কমাইবার জন্য নয়, বরং বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য যে সমুদয় যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় তাহার ব্যবহারও বিশেষভাবে কমাইবার প্রয়োজনীয়তার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। বাঙলা দেশের অনেক শহরেই নূতন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা জনসাধারণের জন্য করা সম্ভব হইবে না। এমন কি যে সমুদয় বিদ্যুৎ সংযোগ রহিয়াছে, তাহাতেও আর অধিক বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাইবে না; অবশ্য বিশেষ প্রয়োজন হইলে পৃথক কথা।

অতএব যাহারা নূতন বিদ্যুৎ সরবরাহ পাইতে ইচ্ছা করিবেন তাহারা দালানে তার ইত্যাদি লাগাইবার পূর্ব্বেই তাহাদের শহরের বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান হইতে সংবাদ লইয়া দেখিবেন যে, বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হইবে কি না। এরূপ করিলে তাহাদের অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না।

যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের বর্ত্তমান অপ্রতুলতার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের নূতন সমুদয় দরখাস্ত গভর্ণমেণ্ট পরীক্ষা করিবেন এবং প্রকৃত ও বিশেষ জরুরী না হইলে উহা অনুমোদন করা হইবে না। যাহারা এইরূপ বিদ্যুৎ সরবরাহ নূতন চাহিবেন, তাহাদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, প্রথমেই যেন তাহারা স্থির করেন যে, ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর মেইন হইতে সংযোগ লইতে তাঁহারা প্রস্তুত আছেন কি না।

সুদহীন ডিফেন্স বণ্ড

মে মাসে বিক্রীর পরিমাণ

বাঙলাদেশে গত মে মাসে তিন বৎসরের সুদশূন্য ডিফেন্স বণ্ড যাহা বিক্রয় হইয়াছে—তাহার একটি বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

		মে, ১৯৪২। টাকা।	এপর্য্যন্ত সংগৃহীত। টাকা।
কলিকাতা	..	২৫১	৩৭,৭৮,১১১৴০
বাখরগঞ্জ	..	..	..
বাঁকুড়া	..	..	..
বীরভূম	..	..	..
বগুড়া	..	..	..
বর্দ্ধমান	..	..	২,৬৮২
চট্টগ্রাম	..	..	২,০০০
ঢাকা	..	..	৫৪,৮০০
দার্জিলিং	..	..	২৩,৬৩৮
দিনাজপুর	..	..	..
ফরিদপুর	..	..	..
হুগলী	..	..	..
হাওড়া	..	..	২,৫৫১
জলপাইগুড়ি	..	..	৬,৬০০
যশোহর	..	..	..
খুলনা	..	..	..
মালদহ	..	..	..
মেদিনীপুর	..	..	..
মুর্শিদাবাদ	..	..	..
ময়মনসিংহ	..	..	..
নদীয়া	..	..	৫,০০০
পাবনা	..	..	..
রাজশাহী	..	..	..
রংপুর	..	..	..
ত্রিপুরা	..	..	৩০০
২৪-পরগণা	..	..	৫০০
মোট	..	২৫১	৩৮,৭৬,১৮২৴০

মৎস্য শুকাইবার পরিকল্পনা

সরকার অর্থ-সাহায্য করিতে প্রস্তুত

যে ক্ষেত্রে এক পাউণ্ড মৎস্য তাজাভাবে ব্যবহৃত হয়, সেখানে যে মাছ নষ্ট হয় কিম্বা অব্যবস্থায় রক্ষিত হয়, তাহার পরিমাণ বড় কম নহে। আমাদের যে সকল মৎস্য উদ্বৃত্ত থাকে, তাহাদের যথাযোগ্যভাবে রাখার ব্যবস্থা করা একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। মাছ রাখিবার টিন যাতায়াত পড়তায় এবং উন্মুক্ত সমুদ্র এবং নদীর মোহনা ও খাড়িসমূহে মাছ ধরায় বাধা-নিষেধ আরোপিত হওয়ায় যুদ্ধ চলতি থাকা কালে মাছ টিনে ভর্ত্তী করিয়া রাখার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে। দেশের অভ্যন্তরে খাদ্য সরবরাহের নিমিত্ত মাছ শুকানো, লবণ মাখানো, ঝলসানো এবং সির্কা ব্যবহার করা প্রভৃতি বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে। যানবাহন সাহায্যে মাল দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো সম্পর্কে বর্ত্তমানে বিধি নিষেধ আরোপিত হওয়ায় বিভিন্ন স্থানীয় মৎস্য-কেন্দ্রে উপরোক্তরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন আরও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। টিনে রক্ষিত মৎস্য-শিল্পে সুচিন্তিত কোন কার্য্যকরী পরিকল্পনা সহ বাঙলা দেশের কয়েকজন ব্যক্তির সায় দিয়া যদি একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হয়, তবে বাঙলা সরকার তাহাকে অর্থ সাহায্য প্রদানের সুপারিশ করিতে প্রস্তুত আছেন। বাঙলা সরকারের মৎস্য চাষ সম্পর্কীত ডিরেক্টর জুলাই মাসের শেষ পর্য্যন্ত কলিকাতায় বাণিজ্য অফিসের ১নং রেঙ্গুন ষ্ট্রীটে বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন। এ সম্পর্কে কিছু জানিতে হইলে তাঁহার নিকট অনুসন্ধান করা যাইতে পারে।

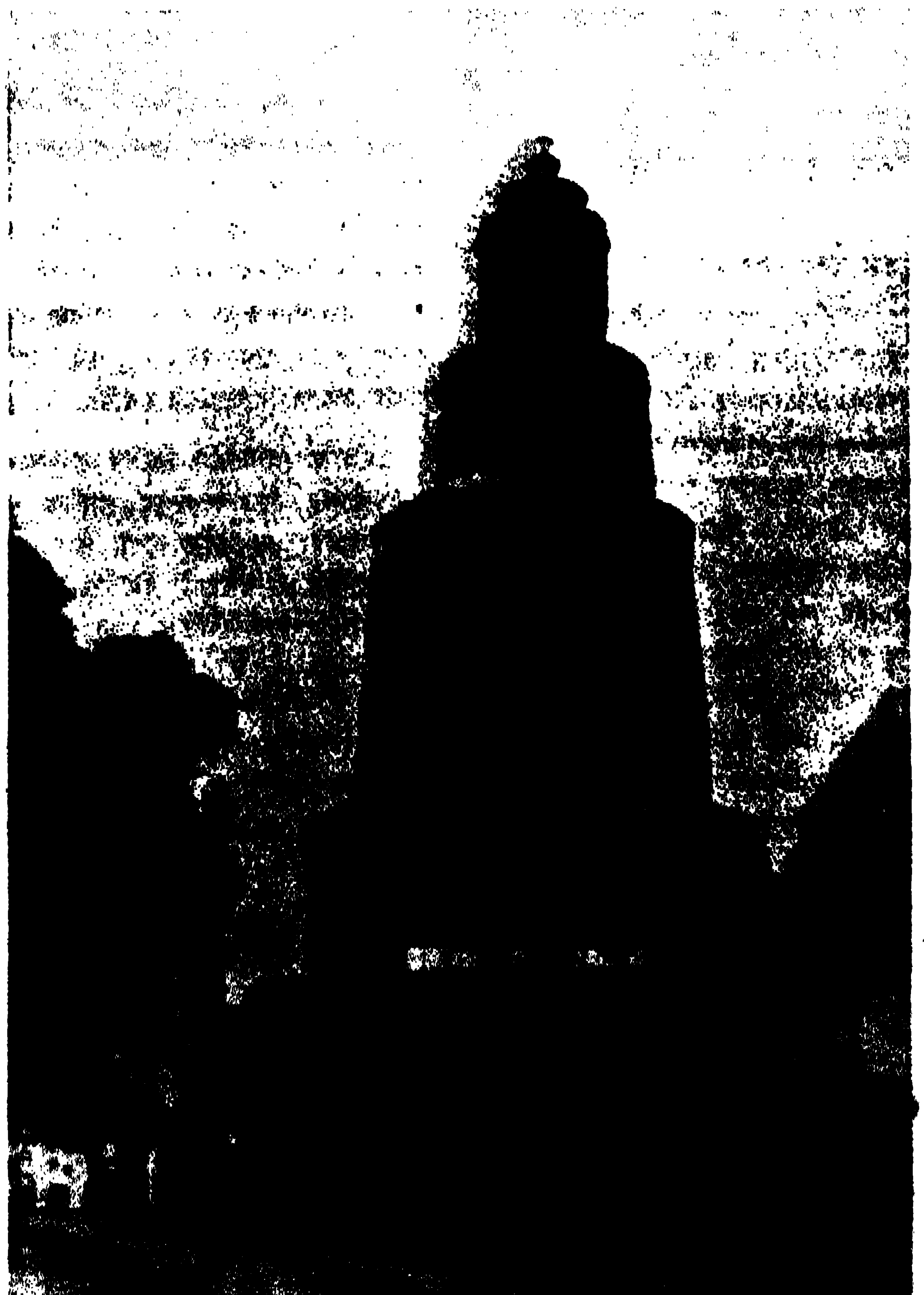

মাননীয় মিঃ শামসুদ্দীন আহমদ সম্প্রতি হুগলী জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া পরিদর্শনে গমন করিয়াছিলেন। এই চিত্রে দেখা যাইতেছে—মাননীয় মন্ত্রী পাণ্ডুয়ার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মিনারের উপর আরো কতিপয় ভদ্রলোকসহ দণ্ডায়মান আছেন।

(৪র্থ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

খাদ্য-শস্য উৎপাদন আন্দোলন

পল্লীতে জনসভার অনুষ্ঠান

বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের "অধিকতর খাদ্যশস্য উৎপাদন" অভিযান অনুযায়ী গত ২৮-৬-৪২ তারিখে বৈদ্যের-বাজারে এক মস্তবড় অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। বৈদ্যেরবাজার থানার পাট-নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের এসিষ্টাণ্ট ইন্সপেক্টর বাবু অরুণজিৎ সেনগুপ্ত, বি, এ, প্রোপাগাণ্ডা এসিষ্টাণ্ট বাবু সুশীল কুমার দে সরকার, ক্যাম্প এসিষ্টাণ্ট বাবু গোপাল দাস গাঙ্গুলী, প্রাইভেট লাইসেন্সি এসিষ্টাণ্টগণ, স্থানীয় জনসাধারণ, পুলিশ ও এগ্রিকালচারাল বিভাগগুলির ও পিরোজপুর ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট মৌঃ শামসুল হক সাহেবের সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। ইহার গুরুত্ব সম্বন্ধে পল্লীবাসীদের গভীরভাবে ছাপ দিবার জন্য বৈদ্যেরবাজার থানা প্রাঙ্গণ হইতে এক বিরাট শোভাযাত্রা বেলা ১১ ঘটিকার সময় বাহির হয়। স্থানীয় পল্লী-মঙ্গল সমিতিগুলির স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, সাধারণ পল্লীবাসী কৃষকবৃন্দ, ইউনিয়ন বোর্ড, ইউনিয়ন জুট কমিটি ও ডি, এস, বোর্ডের মেম্বরবৃন্দ ও সর্ব পশ্চাতে স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের কর্মচারিবৃন্দ লইয়া শোভাযাত্রা গঠিত হয়। শোভাযাত্রীরা উপদেশমূলক নানারূপ প্ল্যাকার্ড বহন পূর্বক ও "দেশ বাঁচাতে চাও খাদ্যশস্য বাড়াও"; রেঙ্গুনের চাল আর আসবে না, পতিত জমি রাখবে না; তরি তরকারীর চাষ বাড়াও, গ্রামকে শিক্ষিত কর; নৈশ-বিদ্যালয় গঠন কর; গ্রামকে মুক্তি দেও; পল্লী-মঙ্গল সমিতি গড়ে দেও" ইত্যাদি নানারূপ ধ্বনি করিতে করিতে অগ্রসর হয়। শোভাযাত্রা স্থানীয় প্রধান প্রধান পথগুলি দিয়া প্রায় ৬ মাইল পথ প্রদক্ষিণ করে ও সর্বশেষে কাইকারটেক্ মাঠে আসিয়া শোভাযাত্রা ভঙ্গ হয়। এখানে কাইকারটেকের নবাব কোর্ট-অব-ওয়ার্ডস এষ্টেটের নায়েব ও মগরাপাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মৌলভী সেরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান হয়।

সেদিন কাইকারটেকের হাটের দিন হওয়ায় সভায় এক অপূর্ব জনসমাবেশ হয়—প্রায় ১০,০০০ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। সভায় বৈদ্যেরবাজার থানার পাট-নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের এসিষ্টাণ্ট ইন্সপেক্টর বাবু অরুণজিৎ সেনগুপ্ত, বি, এ, স্যানিটারী ইন্সপেক্টর মৌলভী আবদুস সালেক ভুঁঞা, বৈদ্যেরবাজার থানার অফিসার মৌলভী আব্দুল্লাহ আলী সাহেব, প্রোপাগাণ্ডা এসিষ্টাণ্ট বাবু সুশীল কুমার দে সরকার, এগ্রিকালচারাল ডিপার্টমেণ্টের স্থানীয় ডিমনষ্ট্রেটর বাবু হলধর মণ্ডল ও প্রাইভেট লাইসেন্সি এসিষ্টাণ্ট মৌলভী আবদুল মন্নান মোল্লা ও প্রেসিডেণ্ট সাহেব বক্তৃতা করেন। তাঁহারা বলেন, "যুদ্ধের দরুণ রেঙ্গুনের চাল আমদানী একেবারে বন্ধ হইয়াছে। সেজন্য আমাদিগকে দুর্ভিক্ষের কবল হইতে বাঁচিতে হইলে প্রচুর পরিমাণে ধান্য ও অন্য খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে হইবে। নৈতিক শক্তি দ্বারা আমাদিগকে যুদ্ধ জয়ের পথ সুগম করিতে হইবে ও ভিত্তিহীন গুজবে বিশ্বাস করিয়া দেশে অযথা অশান্তির সৃষ্টি করিলে চলিবে না। দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে গ্রাম-রক্ষী বাহিনী গঠন করিতে হইবে।"

মাননীয় খানবাহাদুর হাশেম আলী খান

রংপুরে হিন্দু-মুসলমান কর্তৃক সম্বর্দ্ধিত

বাংলা সরকারের সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় খান বাহাদুর হাশেম আলী খান সরকারী পরিদর্শন উপলক্ষে সম্প্রতি রংপুরে গমন করিয়াছিলেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও স্থানীয় হিন্দু-মুসলিম বেসরকারী ব্যক্তিবৃন্দ ষ্টেশনে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানান। সার্কিট হাউসে তিনি সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাদের সহিত সমবায় বিভাগ ও জেলা বোর্ডের কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কও পরিদর্শন করেন। সিভিক-গার্ডও তিনি পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

বৃটিশ নৌ-বহরের রণশক্তি

৪২ লক্ষ ৫০ হাজার টন অ্যাক্সিস জাহাজ নিমজ্জিত

বৃটিশ নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ লেফটেনাণ্ট-জেনারেল জি, এম, ম্যাক্রেডী সম্প্রতি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, যুদ্ধের প্রথমে প্রেরিত বৃটিশ জাহাজগুলির বেলায় প্রতি চতুর্থখানার মধ্যে একখানাও কম নিমজ্জিত হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, বৃটিশ নৌ-বহর ৪২ লক্ষ ৫০ হাজার পরিমিত এক্সিস বাণিজ্য-জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে।

নরসিংদী স্পেশাল ঋণ-সালিসী বোর্ড

নূতন ক্ষমতা প্রাপ্তির ঘোষণা

ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার নরসিংদী স্পেশাল ঋণ-সালিসী বোর্ডকে বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের ১২ ধারার (১) নং উপধারার (ক) প্রকরণ অনুযায়ী ক্ষমতা পরিচালনের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে।

—মহামান্য, রাজভ্রাতার সফর—

মহামান্য ডিউক-অব্-গ্লস্টার বাংলায় রাজকীয় বিমান-বাহিনীর একটি কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়া একজন সার্জেন্ট-পাইলটের সঙ্গে করমর্দন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ছবির বামদিকে সর্বশেষে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন বর্তমান যুদ্ধের প্রথম ভিক্টোরিয়া-ক্রস্ প্রাপ্ত বৈমানিক উইংকমাণ্ডার লিয়ারয়েড এবং বামদিক হইতে ৩য় স্থানে দণ্ডায়মান আছেন এয়ার ভাইস্-মার্শাল ষ্টিভেন্‌সন।

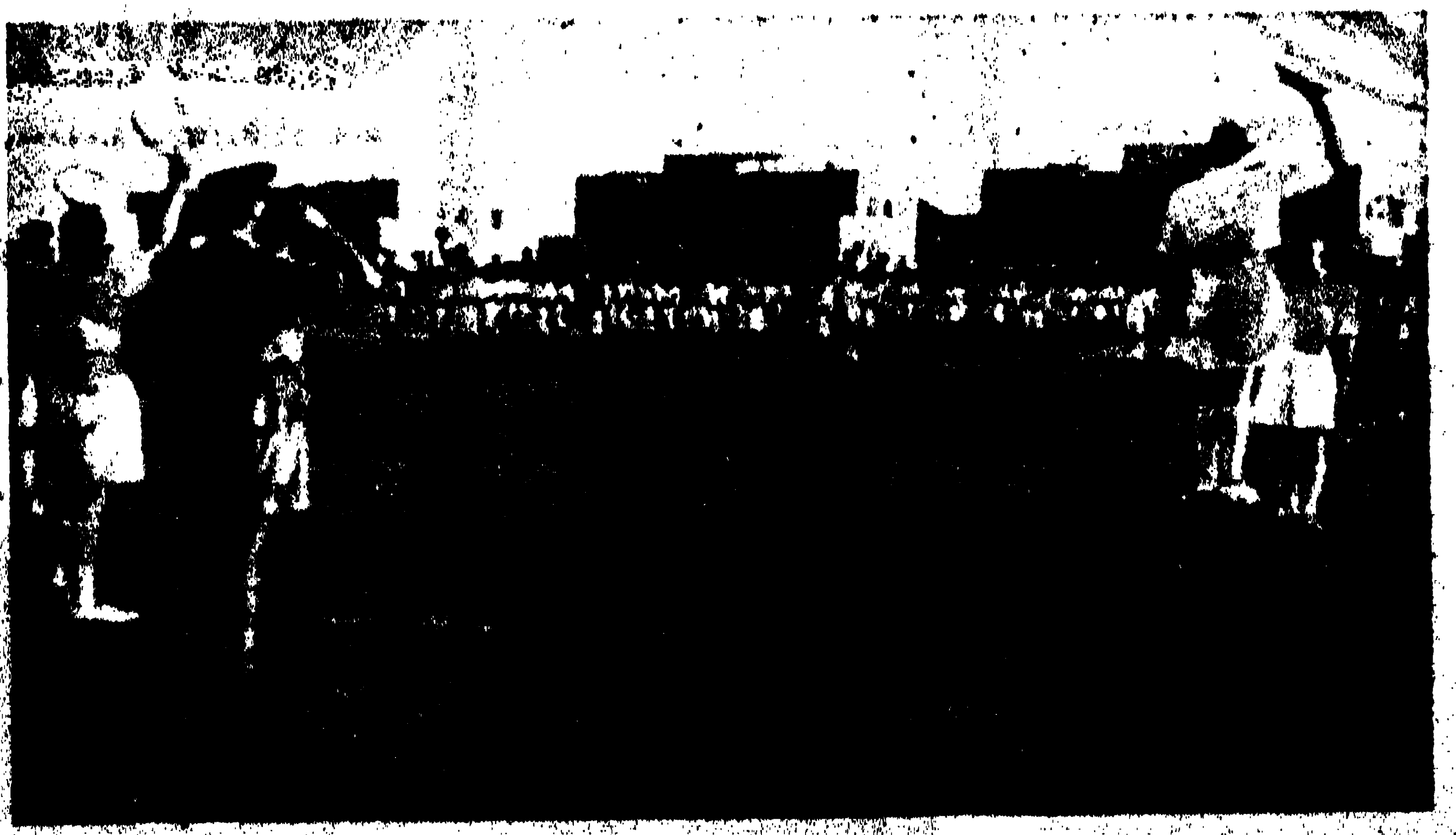

মহামান্য ডিউক-অব্-গ্লস্টার ভারতীয় রাজকীয় নৌ-বাহিনীর রণতরী "মাদ্রাজ" পরিদর্শন করিতে গেলে জাহাজের ডেকে শিক্ষার্থীগণ ডিউক মহোদয়কে অভিনন্দিত করিতেছে।

ইউরোপীয় ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের শিক্ষা

প্রাদেশিক কমিটীর সভা

গত ৬ই জুলাই রোজ সোমবার কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিংস্‌এ ইউরোপীয় ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রাদেশিক বোর্ডের অধিবেশন হয়। মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী উপস্থিত থাকিতে সমর্থ না হওয়ায়, কলিকাতার লর্ড বিশপ মহাশয়কে সভাপতি মনোনীত করা হয়।

ভারতীয় ভাষাসমূহ সম্বন্ধে ইউরোপীয় ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শিক্ষা সম্বন্ধীয় আন্তর্প্রাদেশিক বোর্ডের একখানা সরকারী পত্র ও তৎসম্বন্ধে বাঙলাদেশের ইউরোপীয় স্কুলসমূহের মন্তব্যগুলি যথাসম্ভব সকল কার্য্যপন্থা অবলম্বনের জন্য ভারতীয়-ভাষা-সাবকমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়।

বাণিজ্য সম্পৃক্ত স্বার্থের প্রতিনিধি হিসাবে প্রাদেশিক বোর্ডে আর একজন সদস্য বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। জনশিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর বলেন যে, আগামী বৎসরের জন্য যখন বোর্ড পুনর্গঠনের কথা বিবেচিত হইবে, তখন এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্য্যপন্থা অবলম্বিত হইবে।

মিঃ জে, ডব্লিউ, চিপেনডেইল, এম, এস, এ, আগামী বৎসরের জন্য ভিক্টোরিয়া এবং ডাওহিল স্কুলসমূহের জয়েণ্ট গভর্ণিং বডিতে বোর্ডের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন।

বোর্ডকে জ্ঞাত করা হয় যে, ইউরোপীয় শিক্ষার উদ্দেশ্যে Goanese দের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে তাহাদের সুপারিশ সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে যদি কোনও Goan নিজেকে Goan বলিয়া ঘোষণা করে, তবে তাহাকে অ-ইউরোপীয় বলিয়া বিবেচনা করা হইবে। কিন্তু যদি সে নিজেকে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বলিয়া ঘোষণা করে, তবে তাহাকে সেই রকমই বিবেচনা করা হইবে। যেই ফর্মে এই ঘোষণা করিতে হইবে, তাহা নির্ব্বাচিত করিবার জন্য বোর্ডকে অনুরোধ করা হয়।

শারীরিক শাস্তির সমস্যা গভীর অভিনিবেশ সহকারে বিবেচনা করা হয়। বোর্ডের সামনে আন্তর্প্রাদেশিক বোর্ডের অধুনাপ্রাপ্ত চিঠিপত্র, বাঙলার ইউরোপীয় স্কুলগুলির অধ্যক্ষদের তৎসম্বন্ধে সমালোচনা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশে শারীরিক শাস্তি প্রদানের নিয়ম-কানুন আলোচনা করিয়া অন্যান্যরূপে প্রযোজ্য কোনও নিয়ম প্রণয়ন করিতে বোর্ড অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। ইন্সপেক্টরেরা যদি পত্রযোগে স্কুলগুলিকে তাঁহাদের মতামত জানান তবেই যথেষ্ট হইবে। শারীরিক শাস্তি বর্জন বোর্ড অনুমোদন করে নাই। বোর্ডের ইচ্ছা যে, ইহা যুক্তিসঙ্গত হওয়া দরকার এবং স্কুলের নিয়মিত কার্য্যসূচীর অঙ্গবিশেষ না হইয়া বরং বিশিষ্ট ব্যবস্থা হিসাবেই ইহা পরিগণিত হওয়া উচিত।

একখানা বৃটিশ ডেষ্ট্রয়ারের ঊর্দ্ধদেশে দণ্ডায়মান নৌ-বাহিনীর দুইজন অফিসার শত্রু-সাবমেরিণের সন্ধান করিতেছেন।

দুইজন আমেরিকান বৈমানিক শত্রু-এলাকায় অভিযানের পূর্ব্বে বিমান-কেন্দ্র হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতেছে।

... the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: Abu Hena

Regd. No. C2532.

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ৩৫শ সংখ্যা] কলিকাতা, ২৭শে জুলাই, ১৯৪২ [এক আনা

OF THE BENGAL LEGISLATURE
CALCUTTA

ফ্যাসিষ্ট বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে সংগ্রাম পরিচালনার আহ্বান

ভারত-ভ্রমণ শেষে মহামান্য ডিউক-অব্-গ্লষ্টারের বেতার-বক্তৃতা

প্রায় একমাস কাল যাবত ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করার পর ভারত পরিত্যাগ কালে মহামান্য রাজভ্রাতা ডিউক অব্ গ্লসটার এক বেতার বক্তৃতায় ভারতীয়দিগকে নিজেদের অনৈক্য বিস্মৃত হইয়া তাহাদের বন্ধু ও মিত্রদের সঙ্গে ফ্যাসিষ্টবাদ, নাৎসী-বাদ ও জাপানের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ শক্তিলোলুপতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য এক উদ্দীপনাময় আবেদন জানান। ডিউক মহোদয় বলেন, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ভারত সংহত হইলে অপরিমেয় মাহাত্ম্য ও শক্তি অর্জন করিতে পারে। দেশব্যাপী যুদ্ধ জয়ের তীব্র সঙ্কল্প এবং ভারত ও সিংহলের বিরাট সামরিক শক্তি লক্ষ্য করিয়া তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছেন।

ডিউক মহোদয় বলেন, এক মাসের কিছু পূর্ব্বে বক্তৃতা দান কালে আমি বলিয়াছিলাম যে, আমি পুনরায় বক্তৃতা দিবার আশা করি। আমার ভারত ও সিংহল ভ্রমণ শেষ হইয়াছে। আমাকে এখন আপনাদের নিকট হইতে বিদায় নিতে হইবে। এই এক মাস আমার পক্ষে অত্যন্ত কর্ম্মবহুল হইয়াছে এবং আমি যতটা দেখিতে চাহিয়াছিলাম ও যত লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলাম, একটি মাত্র মাস যদিও তাহার জন্য পর্য্যাপ্ত নহে, তবুও গত কয়েক সপ্তাহে আমি যথেষ্ট বিভিন্নমুখীন ও গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। আমার এই অভিজ্ঞতারই কিছু অংশ আমি অদ্য আপনাদের বলিতে চাই।

আমি প্রায়ই বিমান যোগে ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু ট্রেণ ও মোটর যোগেও দীর্ঘ রাস্তা অতিক্রম করিয়াছি। বস্তুতঃ আমি করাচী হইতে কলিকাতা ও কলম্বো হইতে খাইবারপাশ পর্য্যন্ত ভারত ও সিংহলের সমগ্র দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পরিভ্রমণ করিয়াছি। আমার মনে হয় আপ, ধুলা ও বাদলে ভরা তীব্রতম ভারতীয় গ্রীষ্মের কিছুটা নমুনা আমি অনুভব করিয়াছি; কিন্তু যেই সব জায়গা আমি দেখিয়াছি, তাহার কতকগুলির সৌন্দর্য্যের মধ্যে তার যথেষ্ট ক্ষতিপূরণও পাইয়াছি। যেখানেই গিয়াছি, অতি সমাদরে আমাকে সম্বর্দ্ধিত করা হইয়াছে, এবং আমি আশা করি, যে সব নরনারীর সঙ্গে আমি মিশিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে আমি কতক নূতন বন্ধু সৃষ্টি করিয়াছি।

এই দেশে ও সিংহলে যে বিরাট সামরিক প্রচেষ্টা দিনের পর দিন শক্তি অর্জন করিতেছে, আমি তাহারও কিঞ্চিৎ পরিদর্শন করিয়াছি। এই বিষয়েই আমি আপনাদের আপাততঃ বিশেষভাবে বলিতে চাই।

গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, আমি ভারতের সমুদয় প্রদেশ এবং ভারতীয় রাষ্ট্রগুলির আরও অধিক স্থান দেখিতে সমর্থ হইলাম না। যে সব জায়গায় আমি যাইতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহাতে যদি আরও বেশী সময় যাপন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইতাম।

এত অল্প ও এত দ্রুত ভ্রমণের যথেষ্ট অসুবিধা আছে; কিন্তু আমার মত যিনি ভারতকে যুদ্ধকালে পরিদর্শন করিতে আসেন তাঁহার পক্ষে ইহার কতকগুলি সুবিধাও আছে, যাহা হইতে দীর্ঘতর ও বর্দ্ধিততর (কিন্তু দেশের একাংশে সীমাবদ্ধ) অভিজ্ঞতার অধিকারীরা বঞ্চিত হন। ইহাতে একটা সম্পূর্ণ ও ব্যাপক ধারণা পাওয়া যাইতে পারে এবং অন্ততঃ আমি ইহার ফলে কতকগুলি সুপরিস্ফুট ধারণা গঠন করিতে সক্ষম হইয়াছি।

সর্ব্বপ্রথমে যাহা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে তাহা হইতেছে এই যে, ভারতবর্ষকে প্রকৃতি অখণ্ড করিয়াই গঠন করিয়াছে। বিভক্ত হইলে ইহা দুর্ব্বল হইয়া যাইবে আর অখণ্ড থাকিলে ইহা অপরিমেয় মাহাত্ম্য ও শক্তির অধিকারী হইতে পারিবে। এই প্রকার বিশাল দেশে যেখানে জাতি, ধর্ম্ম, ভাষা ও রীতিনীতিক অনৈক্যের যথেষ্ট অবকাশ রহিয়াছে, যদিও সমরূপ আশা করা যাইতে পারে না, তবুও ঐক্যের খুবই দরকার, এবং আমার মনে হয় ইতিমধ্যেই এমন শক্তিশালী প্রভাবসমূহ কাজ করিতেছে, যাহা বিভক্তকারী সীমারেখাগুলিকে ভাঙ্গিয়া মৌলিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই প্রভাবসমূহের মধ্যে যুদ্ধই আজকাল সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী।

বিজয়ে আস্থা

অতঃপর আমি আমার দ্বিতীয় সুপরিস্ফুট ধারণার উল্লেখ করিব। সিংহলে ও ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত যেখানেই আমি গিয়াছি, সেখানেই জনসাধারণের মধ্যে ও আমার কাছে প্রেরিত শত শত চিঠির মধ্যে আমি একটা বদ্ধমূল আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাইয়াছি। তাহা হইতেছে জয়ের জন্য তীব্র সঙ্কল্প ও আমরা চরম বিজয় লাভ করিব এই গভীর বিশ্বাস। আমার মনে হয় এই অনুভূতির শক্তি ও প্রসার আজ পর্য্যন্ত ভারতে ও বাহিরে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি হয় নাই। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, ইহা যথেষ্ট পরিমাণে মুখর নয়। যে গুটিকতক সংশয়শীল ও ভীত লোক আছে, তাহারাই কেবল অপপ্রচার করিতে সক্ষম, আর যে হাজার হাজার লোক যুদ্ধ প্রচেষ্টায় নিজেদের শক্তি, সাহস নিয়োজিত করিয়াছে, তাহারা একান্ত নীরবেই নিজেদের কার্য্য করিয়া যাইতেছে। এই সব নরনারীর সঙ্গেই আমি সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম ও তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতে আশা করিয়াছিলাম। এই কথা ভাবিয়া আমি আনন্দিত যে, তাহারা আজ জাতীয় যুদ্ধ ফাণ্ডের সাহায্যে যথেষ্ট সহযোগিতা ও অভিব্যক্তি পাইতেছে। এই আন্দোলন সত্যই ভারতের প্রকৃত উপকার সাধন করিতেছে। ভারতের কোটি কোটি রাজভক্ত জনসাধারণের কণ্ঠধ্বনিতে আজ ভাষা দিতে হইবে। তাহাদেরই অনেকে আমাকে যেমন জানাইয়াছে, তেমনি সারা জগতকে জানাইতে হইবে যে বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্যান্য শক্তিশালী মিত্রদের মত ভারতের বুকও আজ সাহস ও সঙ্কল্পে ভরা। বস্তুতঃ এইরূপ শক্তিশালী মিত্রতা জগত কখনও দেখে নাই।

আমার তৃতীয় সুপরিস্ফুট অভিজ্ঞতা হইল সিংহল ও ভারতের বর্ত্তমান বিরাট সামরিক শক্তি সম্পর্কে। আপনারা মিঃ উইনষ্টন চার্চ্চিলকে বলিতে শুনিয়াছেন যে, ভারতে বর্ত্তমানে যে সশস্ত্র বাহিনী রহিয়াছে, ভারতে বৃটিশ শাসনের ইতিহাসে তাহা অপেক্ষা সমরতর বাহিনী কখনও ছিল না। আমি তাহাদের তেজ ও কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করিয়াছি। তাহারা যে রণব্যূহ সৃষ্টি করিয়াছে, আমি তাহা দেখিয়াছি; আর তাহাদের পশ্চাতে দেখিয়াছি বেসামরিক জনসাধারণ কর্মিবৃন্দকে।

আধুনিক যুদ্ধে কোনও দেশই দুর্ভেদ্য নহে; কিন্তু ভারত ও সিংহল আজ এমন শক্তিশালী দুর্গে পরিণত হইয়াছে যে, শত্রু যদি আসে তবে এই দুর্গের সম্মুখে তাহার সকল শক্তি বিনষ্ট হইবে। অধিকন্তু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে, যেই দিন আমাদের সশস্ত্র সৈন্য বাহিনীর অগ্রসর হইবার ও শত্রুকে খুঁজিয়া বাহির করিবার শুভদিন সমাগত হইবে, সেইদিন সে যেখানেই থাকুক না কেন, সে-ই হউক না কেন, তাহারা তাহাকে পরাজিত করিবে ও বিনষ্ট করিবে।

আমি যখন এই কথা বলিতেছি, তখন আমি কেবল নিজের বিচার-বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতেছি না; যেই সব লোক জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে, আমি তাহাদের মনের কথা বলিয়াছি। তাহারা কৌশল শিখিয়াছে; তাহাদের কাছে ইহা কেবল ভাবনার ব্যাপার নয়। তাহারা যদি জাপানীদিগকে আবার সমান অবস্থায় দেখিতে পায়, তবে নিশ্চয়ই পরাজিত করিবে এবং জাপানীদের প্রতি যাহা তাহারা করিতে পারিবে, জার্ম্মাণ ও ইটালীয়ানদের প্রতিও তাহারা তাহা করিতে পারিবে।

আজ নৌ-বাহিনী, সামরিক ও বিমান বাহিনীর সমন্বয়ে ভারতে ও সিংহলে এক অজেয় শক্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে আজ বৃটিশ ডোমিনিয়ন ও মিত্রশক্তির বাহিনী রহিয়াছে, আর সর্ব্বোপরি রহিয়াছে ভারতের সকল অংশ ও সম্ভবতঃ সর্ব্বাপেক্ষা দূরতম মিত্র নেপাল হইতে গৃহীত ভারতীয় সৈন্য। এই সকল সৈন্য সকল সম্প্রদায় হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহারা তাহাদের বৃটিশ সহযোগিদের পাশাপাশি যুদ্ধ করতঃ সর্ব্বকালের জন্য উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক সমর-গৌরব অর্জন করিয়াছে।

অতএব বন্ধুগণ, আমি আপনাদিগকে তাহাদের উপর এবং নিজের উপর আস্থা স্থাপন করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। এক মাস পূর্ব্বে আমি আপনাদের কাছে আমার ভ্রাতার যে বাণী আনিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি সদিচ্ছা ও সহযোগিতার জন্য আবেদন জানাইয়াছিলেন। এই সদিচ্ছা ও সহযোগিতা আমি ভারতে দেখিতে পাইয়াছি। কিন্তু পৃথিবীতে এই সবের খুব আধিক্য থাকিতে পারে না, আর যদি শীঘ্রই আমরা বিজয়লাভ করিতে পারি, তখনও বিশ্বাস, সাহস ও সঙ্কল্পের খুব প্রাচুর্য্য থাকিতে পারে না।

আমি যখন হায়দ্রাবাদে ছিলাম, তখন জার্ম্মাণদের উদ্দেশ্যে লিখিত একটি উর্দু কবিতা আমার হাতে দেওয়া হইয়াছিল। উহার তিনটি পংক্তি এইরূপ—

গত মহাযুদ্ধকে কি তোমরা ভুলিয়া গিয়াছ?
যত ঊর্দ্ধে তুমি উঠিবে, ততই বড় হইবে তোমার পতন।
কিরূপে আমরা তোমাকে পরাজিত করিয়াছিলাম
তাহা তোমার স্মরণ আছে কি?

প্রশংসনীয় মনোভাব

ইহাই প্রশংসনীয় মনোভাব। ভারতে ইহা আজ পরিপূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। যখন অবস্থা অনুকূল থাকে না আর সংশয় ও অনিশ্চয়তা আপনাদের মনে কুয়াশার মত ঘনীভূত হইতে থাকে, তখন এই যুদ্ধের নিশ্চয়তাগুলি স্মরণ করাই প্রকৃষ্ট উপায়। যেমন আপনাদের মিত্রশক্তি-পুঞ্জের ডানকার্কের বীর সৈনিকগণের ও বৃটিশ রক্ষীদের অজেয় বীরত্বের নিশ্চয়তা, রাশিয়া ও চীনের অভূতপূর্ব্ব প্রতিরোধ ক্ষমতার নিশ্চয়তা, যুক্তরাষ্ট্রের অতুলনীয় সাহস ও অফুরন্ত ধনভাণ্ডারের নিশ্চয়তা আর সর্ব্বোপরি বিজয়ের নিশ্চয়তা।

আপনাদের শক্তি ও সঙ্কল্পের প্রত্যেকটি বিন্দু প্রদান করিয়া আপনারা ভারত ও সিংহলবাসিগণ এই সব

[৭ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

২৭শে জুলাই—১৯৪২

ভারতে যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সম্প্রসারণ

যুদ্ধের দিনে নানা ব্যাপারে ব্যয়-সঙ্কোচ কতটা প্রয়োজনীয়, ভারত তাহা বিশেষভাবেই উপলব্ধি করিয়াছে। পাট, চিনি ও চিনাবাদামের উৎপাদন ও ব্যবহার ব্যাপক পরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে। বোম্বাই সরকার বিগত ২৮শে জুন তারিখে চাউলের ঘাটতি নিবারণের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং মাদ্রাজ সরকারের সহিত এই ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, প্রয়োজন হইলে সেখান হইতে চাউল সরবরাহ করা হইবে। একটি কেন্দ্রীয় খাদ্য-সরবরাহ পরামর্শ-পরিষদ গঠনের দ্বারা এই ব্যাপারে সরকারী মনোযোগ যে আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহারই প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বিগত ২৯শে জুন তারিখে দিল্লীতে মিঃ ভি, ভি, গিরীর সভাপতিত্বে যে শ্রমিক নেতৃবর্গ ও নিয়োগকারীদের সভা হইয়া গিয়াছে, তাহা দ্বারাও এই ব্যাপারে মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ারই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। জনগণের জীবনধারণের ব্যয় নির্দ্ধারণ কার্য্যেই এই প্রতিষ্ঠান আত্মনিয়োগ করিয়াছে এবং আলোচনার দ্বারা যে পরিকল্পনা স্থিরীকৃত হইবে তাহাকে অবিলম্বে কার্য্যকরী করার ভার গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মিঃ দেশপাণ্ডের উপর অর্পিত হইয়াছে।

যুদ্ধ-পরিস্থিতির ফলে যে অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে, কার্য্যকরীভাবে যাহাতে ভারতীয়গণ তাহার প্রতিকার করিতে সমর্থ হয়, তজ্জন্য আরো অনেক নূতন প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। সিভিল পাইওনিয়ার ফোর্স নামক শ্রমিক বাহিনী গঠিত হইতেছে, টর্পেডো নিক্ষেপ শিক্ষাদানের জন্য একটি স্কুল স্থাপন করা হইতেছে, সেনা-বিভাগের জন্য এই দেশেই বেতারযন্ত্র প্রস্তুত হইবে এবং অগ্নি-নির্ব্বাপনী দল গঠনের জন্য বিশেষজ্ঞগণ ইংলণ্ড হইতে এদেশে আগমন করিতেছেন। নৌ-বহরের অন্তর্গত গোলন্দাজ দল গঠনের জন্যও ট্রেনিং দানের ব্যবস্থা হইতেছে। বিহারের গভর্ণর স্যার টমাস্ ষ্টুয়ার্টের সাম্প্রতিক বক্তৃতায় পরিষ্কারভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে—দেশের ছোট বড় সকল শিল্পের পক্ষ হইতেই যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় কিরূপভাবে সাহায্য প্রদান করা হইতেছে। এতদ্ব্যতীত জনগণ ব্যাপকভাবে এ-আর-পি কার্য্যেও যোগদান করিয়া যথেষ্ট যোগ্যতার প্রমাণ দিয়াছে। কিরূপ দ্রুততার সহিত ভারতের সংগ্রাম প্রচেষ্টা সম্প্রসারিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণস্বরূপ ভারত আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট-বৃটেনের রেলওয়েসমূহের মেরামত কার্য্যের একটা তুলনামূলক হিসাব পরীক্ষা করা যাইতে পারে। বর্ত্তমানে ভারতে খুব কম সংখ্যক ইঞ্জিন ও মাল-গাড়ীই মেরামতের জন্য কারখানায় আসে এবং আসিলেও অতি অল্প তৎসমুদয় মেরামত করিয়া পুনরায় কার্য্যে ফেরৎ পাঠান হয়। ভারতের কোনও একটি অস্ত্রশস্ত্রের কারখানায় গত এক বৎসরের মধ্যে শ্রমিকের সংখ্যা ৪০০ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। যুদ্ধ-প্রচেষ্টার দরুণ নানাদিক দিয়া লোকের আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই জন্যই শ্রমিক সমাজের সুবিধার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে দুই টাকার নোট বাহির করার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

ধানের পোকা ও তাহার প্রতিকার

বাঙলা দেশের কতকগুলি জেলায় এই বৎসর "হিসপা আরমিজেরা" অথবা স্থানীয়ভাবে "পামরী" বা "পিড়ী পোকা" নামে পরিচিত এক রকম ধান্য পত্রের ক্ষতিকারী পোকার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। বাঙলার বিভিন্ন জেলায় ইহা "পাকলী, "পড়ি," "পাশি," "গলিয়া" বা "মরিচ পোকা" বলিয়াও অভিহিত হয়। সংবাদে জানা গিয়াছে যে, পূর্ব্ব-বঙ্গের অন্যান্য জেলার মধ্যে ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও ঢাকা জেলাই এই পোকার অত্যাচারে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। বাঙলার কৃষি বিভাগ এই পোকার অত্যাচার নিবারণের সমস্ত সম্ভাব্য পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন। আক্রান্ত অঞ্চলসমূহে এই পোকার অত্যাচার সম্বন্ধীয় কৃষি বিভাগের প্রকাশিত পুস্তিকা ও বিজ্ঞপ্তি বিলি করিয়া ও বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের মৌখিক বক্তৃতা দ্বারা প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও উপদেশ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হইয়াছে। কিন্তু জনসাধারণের অবগতির জন্য এই পোকা সম্বন্ধে ব্যাপক বর্ণনা ও ইহা নিবারণের উপায় সম্বন্ধে আরো তথ্য প্রচারের জন্যই এই বিবৃতি প্রচার করা হইতেছে।

পরিচয় ও জীবন বৃত্তান্ত।—সাবালক অবস্থায় এই পতঙ্গকে এক চতুর্থাংশ ইঞ্চি লম্বা কঠিন পক্ষাচ্ছাদন-বিশিষ্ট এক প্রকার ছোট কীট হিসাবে দেখা যায়। ইহার রং হয়ত গাঢ় নীল অথবা নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ ও চকচকে; ইহার শরীর কঠিন কণ্টক দ্বারা বা শিরদাঁড়ায় আবৃত। এই পতঙ্গগুলি ধান পাতার সবুজ অংশটি খাইয়া ফেলে। এইরূপ ভুক্ত অংশসমূহ কতকগুলি খড়ের রঙের লম্বা রেখার আকার ধারণ করে। এই রেখাগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট থাকিলে ক্রমে সমগ্র পাতাটিই শুকাইয়া যায়। কীটগুলি পৃথকভাবে ডিম পাড়ে এবং পাতার উভয় দিকের বহিরাবরণের মধ্যস্থলে সেইগুলি সন্নিবিষ্ট করিয়া দেয়। যে স্থানে ডিম সন্নিবিষ্ট হয় তাহা একটা সাদা গোল ও ছোট পটির মত দেখায় এবং ডিমের অবস্থিতি সূচিত করে। পাঁচ দিন পরে ডিমগুলি ফুটে এবং ইহার মধ্য হইতে হরিদ্রাভ শুভ্র রঙের এক প্রকার ক্ষুদ্র চ্যাপটা পোকা বাহির হয়। এই পোকা পাতার ভিতরে থাকে এবং চারিদিকের তন্তু বা সূত্রবৎ বস্তুগুলি খাইয়া ফেলে। এইরূপে ডিম সন্নিবেশের ফলে সৃষ্ট আংশকার গোল ছোট পটিটি আরও প্রসারিত হইয়া উঠে। এইরূপ পটিযুক্ত একটি পাতাকে যদি আলোর দিকে ধরা হয়, তবে ভিতরকার কীটটি দেখিতে পাওয়া যায়। এই কীটটি যখন পরিপূর্ণ ভোজন করে, তখন পাতার ভিতরে ইহা একটা বাদামী চ্যাপ্টা পোকাতে রূপান্তরিত হয়। এইরূপ অকর্ম্মণ্য অবস্থায় ইহা চারি দিন থাকে; তারপর ইহা হইতে এক পরিণত কীট বাহির হয় এবং ধ্বংস কার্য্য আরম্ভ করে। মাঠের মধ্যে যখন এই জাতীয় কীটের সংখ্যা বাড়িয়া উঠে, তখন আর একটা পাতাও সবুজ থাকে না এবং সমস্ত মাঠটিই শুকাইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রায়ই এইরূপ ঘটে যে, যখনই পরগাছার অবস্থিতি, ঝড় বা প্রবল বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক উপায়ে বা মানুষের চেষ্টা দ্বারা এই পোকা ধ্বংস হয়, তখনই ধান গাছগুলি পুনরায় জীবিত হইয়া উঠে এবং নূতন পাতা বিস্তার করে; ফলে সমস্ত মাঠই একটা সজীব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। কিন্তু পোকার আক্রমণ যদি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, তবে ফসলের উপর তাহার পরিণাম খুবই ক্ষতিকর।

প্রতিকার।—(১) যে সমস্ত পাতায় ধানের রঙের রেখা বা বৃত্তাকার চিহ্ন দেখা যাইবে, তৎসমুদয় সংগ্রহ করিয়া পতঙ্গের ডিম, পলু ও বাচ্চা বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে সেইগুলি পুড়িয়া ফেলিতে হইবে।

(২) আক্রান্ত মাঠের উপর একটা প্রশস্ত খোলামুখ কাপড় বা চটের বস্তা টানিয়াও কীটগুলিকে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। টানিবার সময় বস্তাটার মুখের পার্শ্ব দেশে দুই খণ্ড বাঁশ আটকাইয়া উহাকে খোলা রাখা যাইতে পারে। এইরূপে সংগৃহীত কীটগুলিকে অর্দ্ধ-ছটাক কেরোসীন তৈলযুক্ত জলপূর্ণ বালতির মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া ধ্বংস করা যাইতে পারে।

(৩) জলা মাঠে বিঘাপ্রতি দুই বোতল হারে জলের উপর কেরোসীন ছিটাইয়া তাহার পর মাঠের উপর দিয়া একটা দড়ি বা বাঁশের খুঁটি টানিয়াও কীটগুলি ধ্বংস করা যায়। এইরূপ করিলে উপরিস্থিত কেরোসীন তৈলের সংস্পর্শে আসিয়া পোকাগুলি মরিয়া যাইবে।

(৪) জল মিশ্রিত কেরোসীন তৈলে সিক্ত একটা খুব মোটা দড়ি জলের উপর টানিয়াও ভাল ফল পাওয়া যাইতে পারে। কেরোসীন তৈলের পরিবর্ত্তে অশোধিত তৈলও ব্যবহার করা চলে। ১৯ ভাগ জলে ১ ভাগ কেরোসীন তৈল মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হইবে।

লক্ষ্ণৌ শহরে বাঙলার প্রধান-মন্ত্রী

চাউল রপ্তানির সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা

বাঙলার প্রধান-মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক জাতীয় দেশরক্ষা পরিষদে যোগদান করিবার নিমিত্ত দিল্লী গিয়াছিলেন এবং কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের পথে বাঙলার চাউল, চিনি, লবণ, কেরোসিন তৈল প্রভৃতির আমদানী ও রপ্তানি সম্পর্কে যুক্ত প্রদেশের গভর্ণমেণ্টের চিফসেক্রেটারী মিঃ জাব, এফ, মুডীর সহিত আলোচনা করিবার নিমিত্ত লাক্ষ্ণৌ শহরে অবতরণ করিয়াছিলেন। মিঃ মুডী লাক্ষ্ণৌ শহরে উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া মিঃ ফজলুল হক এই সম্পর্কিত পরামর্শদাতা মিঃ পি, ডাব্লু, মার্সের সহিত আলোচনা করেন এবং তাহাতে উক্ত ভদ্রলোক এই মতামত প্রকাশ করেন যে, বাঙলা দেশকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তুলিবার নিমিত্ত এবং বিশেষ করিয়া উক্ত দেশকে বর্ম্মা হইতে আগত চারি হইতে পাঁচ লক্ষ লোকের আহার্য্যের সংস্থান করিতে হয় বলিয়া এখন বাঙলা দেশ হইতে চাউল বাহিরে প্রেরণ করা হইবে না। এতদ্ব্যতীত অনিশ্চিত সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত বাঙলা দেশে চিনি ও লবণ আমদানী করিবার প্রস্তাব সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়।

কয়েকটি ঋণ-সালিশী বোর্ড

নূতন ক্ষমতা প্রাপ্তির ঘোষণা

নিম্নোক্ত ঋণ-সালিশী বোর্ডসমূহকে বঙ্গীয় কৃষি-খাতক আইনের ১৯ ধারার (১) উপধারার অন্তর্গত (খ) প্রকরণ অনুযায়ী ক্ষমতা পরিচালনের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে :—

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার অন্তর্গত কুমারসণ্ডা, কুরুণ-নারুণ, সুন্দরপুর ও পদমকান্দী বোর্ড।

মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার মিঠিপুর বোর্ড।

নিম্নোক্ত বোর্ডসমূহকে বঙ্গীয় কৃষি-খাতক আইনের ১৯ ধারার অন্তর্গত (১) উপধারার (গ) প্রকরণ অনুযায়ী ক্ষমতা পরিচালনের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে :—

মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার কুমারসণ্ডা, কুরুণ-নারুণ, পদমকান্দি, বারগ্রাম, গোড্ডা ও সুন্দরপুর বোর্ড।

মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমার মিঠিপুর বোর্ড।

ভারতীয় সৈনিকের বীরত্বের পুরস্কার

"সাম্রাজ্য পদক" লাভ

ভারতীয় সেনাদলের অন্তর্গত "১৩নং ফ্রণ্টিয়ার ফোর্স রাইফেলস্"এর অন্তর্ভুক্ত হাবিলদার গুলাব খান গত ১৯৪১ সালের ২রা নভেম্বর উত্তর-পূর্ব্ব সিরিয়ার অধীন টেলকোচেক্ নামক স্থানের পেট্রোল ট্যাঙ্কে আগুন লাগায় ফলে সাত জন অসহায় সিপাহীর জীবন রক্ষা করায় তিনি "সাম্রাজ্য পদক" লাভ করিয়াছেন।

সোজাসুজিভাবে দরজা খুলিতে না পারিয়া গুলাব খান পলায়নে দরজার পাল্লা খুলিয়া ফেলে এবং সিপাহীদের মধ্যে পাঁচ জন অত্যধিক আহত হওয়া সত্ত্বেও পালাইতে সমর্থ হয়। দুইটি সিপাহী গাড়ীর মধ্যেই চাপা পড়ে। নিজের জীবনের মমতা না করিয়া গুলাব খান সেই জ্বলন্ত পেট্রোল ট্যাঙ্কে প্রবেশ করে এবং সিপাহী দুই জনকে নিরাপদ স্থানে লইয়া আসে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

রুশীয় রণাঙ্গনে তীব্রতর সংগ্রাম

রুশীয় রণাঙ্গন

জার্ম্মাণীর বহু ট্যাঙ্ক বিনষ্ট

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ১৪ই জুলাই জানাইয়াছেন যে, দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনে এক দিনের যুদ্ধে রাশিয়ান ট্যাঙ্কসমূহ জার্ম্মাণীর ১০৪ খানি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করিয়াছে। সাম্প্রতিক যুদ্ধে জার্ম্মাণদের শত শত ট্যাঙ্ক বিনষ্ট হইয়াছে এবং কয়েকটি জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক বহরের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ করিয়া ট্যাঙ্ক ইতিমধ্যেই ধ্বংস হইয়াছে।

কালিনিন অঞ্চলে জার্ম্মাণ আক্রমণ প্রতিহত

মস্কোর বেতারের খবরে প্রকাশ, সোভিয়েট রাজধানীর উত্তর-পশ্চিমে কালিনিন রণাঙ্গনে জেনারেল জুকভের বাহিনী ঘোরতর সংগ্রামের পর জার্ম্মাণদিগকে কয়েকটি গ্রাম হইতে বিতাড়িত করিয়াছে এবং তাহারা এক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা কয়েকস্থানে বিচ্ছিন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

ডন রণাঙ্গনের অবস্থা

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা বলিতেছেন যে, ডন নদী অতিক্রমের সময় যদিও বহু জার্ম্মাণ নিহত হইয়াছে, তথাপি ডন নদী অতিক্রমকারী জার্ম্মাণদের সংখ্যা প্রভূত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ডন ও ভরোনেজ্ নদীর মধ্যবর্তী উপত্যকায় সহস্র সহস্র ট্যাঙ্ক ও লরীবাহিত বহু ডিভিশন সৈন্য আমদানী করা হইয়াছে। জার্ম্মাণরা তাহাদের কতকগুলি বাছা বাছা ডিভিশন যুদ্ধে নিয়োগ করিয়াছে। সোভিয়েট পাল্টা আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সোভিয়েট বাহিনী শহরের বহির্ভাগস্থিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি পুনরধিকার করিয়াছে। জার্ম্মাণরা যুগপৎ উত্তর ও দক্ষিণ হইতে ভরোনেজ পরিবেষ্টন করিবার চেষ্টা করে। তাহা সাফল্যের সহিত প্রতিহত করা হয়।

বোগুচার ও মিলেরোভো পরিত্যাগ

এক রুশীয় ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, তীব্র যুদ্ধের পর আমাদের সৈন্যরা বোগুচার এবং মিলেরোভো পরিত্যাগ করিয়াছে।

ভোরোনেজে প্রচণ্ডতম যুদ্ধ

এক অতিরিক্ত এশতেহারে প্রকাশ, ভোরোনেজ অঞ্চলে যুদ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা প্রচণ্ড হইয়া উঠিতেছে। কতিপয় সুদৃঢ় ঘাঁটি এবং জনপদ কয়েকবার হাতবদল হয়। কয়েকটি অঞ্চলে রুশীয় সৈন্যরা পাল্টা আক্রমণে শত্রুপক্ষকে হটাইয়া দেয় এবং তাহাদের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। রুশীয় বিমান ও ট্যাঙ্ক বহরের সম্মিলিত আক্রমণের ফলে একদিনে সহস্রাধিক জার্ম্মাণ অফিসার ও সৈন্য নিহত এবং ১৯টা ট্যাঙ্ক ও ২৩টা কামান বিধ্বস্ত হইয়াছে।

ডন রণাঙ্গনে জার্ম্মাণদের সৈন্য-সংখ্যা

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে, জার্ম্মাণদের মোটরবাহিত এবং পদাতিক সৈন্যের ৮০টী ডিভিশন, ৪ সহস্র ট্যাঙ্ক এবং তিন সহস্র বিমানপোত ডন অঞ্চলের ১৫০ মাইল ব্যাপী রণাঙ্গনে অংশ গ্রহণ করিতেছে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। জার্ম্মাণরা বর্ত্তমানে ভোরোনেজের ও বোগুচারের দক্ষিণেই বিশেষ চাপ দিতেছে এবং উভয় স্থানেই সৈন্যদলের সংখ্যা আক্রমণকারীদের অপেক্ষা অনেক বেশী। উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত যে মূল রেলপথ রহিয়াছে, শত্রুপক্ষ এখন তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। জার্ম্মাণদের হতাহতের পরিমাণ বিশেষভাবে ভোরোনেজে অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মৃতদের স্তূপের উপর দিয়া জার্ম্মাণদের অভিযান

কয়েকস্থানে জার্ম্মাণ সৈন্যরা প্রকৃতপক্ষে তাহাদের স্বপক্ষীয় সৈন্যদলের মৃতদেহের উপর দিয়া অগ্রসর হইতেছে।

জার্ম্মাণদের ৯ লক্ষ সৈন্য ক্ষয়

এক সোভিয়েট সরকারী ঘোষণায় ১৫ই মে হইতে ১৫ই জুলাই পর্য্যন্ত জার্ম্মাণী ও সোভিয়েটের ক্ষতির নিম্নলিখিত হিসাব দেওয়া হইয়াছে :—

			জার্ম্মাণী হতাহত ও বন্দী।	সোভিয়েট হতাহত ও নিখোঁজ।
সৈন্য	অন্ততঃ	..	৯,০০,০০০	৩,৯৯,০০০
ট্যাঙ্ক		..	২,৯০০	৯৪০
বিমান	অন্ততঃ	..	৩,০০০	১,৩৪০
কামান		..	২,০০০	১,৯০০

ঘোষণায় বলা হইয়াছে, "১৫ই মে হইতে ১৫ই জুলাই পর্য্যন্ত সোভিয়েট-জার্ম্মাণ রণাঙ্গনে যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়, তাহা হইতে ১৯৪১ সালের যুদ্ধের তুলনায় ১৯৪২ সালের যুদ্ধে এক নূতন বৈশিষ্ট্য পরিষ্কার বোঝা যায়। শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে লালফৌজের উন্নত সংগঠন এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা জার্ম্মাণগণকে প্রথম হইতেই তাহাদের প্রধান বাহিনীগুলি ও রিজার্ভ সৈন্য নিয়োজিত করিতে, পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতে এবং যুদ্ধে সৈন্য ও সমরোপকরণে বিপুল ও অপ্রতিহার্য্য ক্ষতি স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছে।"

জার্ম্মাণ আক্রমণ সম্প্রসারিত

"রয়টারের" মস্কোস্থিত বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, জার্ম্মাণরা মিলেরোভো এলাকায় রোষ্টভের উত্তরে তাহাদের আক্রমণ সম্প্রসারিত করিতেছে। তাহারা শক্তি বৃদ্ধির জন্য দলে দলে সৈন্য আমদানী করিতেছে এবং একস্থানে একটি বিরাট জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনী পার্শ্বভাগ আক্রমণের উদ্দেশ্যে ব্যূহ ভেদের চেষ্টা করিতেছে।

জার্ম্মাণ ইউ-বোট জলমগ্ন

সোভিয়েট দক্ষিণায় আর একটি জার্ম্মাণ ইউ-বোট জলমগ্ন হইয়াছে। সোভিয়েট গান-বোটসমূহ সাবমেরিণটিকে তাড়া করিয়া একটি মাইনঅধ্যুষিত এলাকায় লইয়া যায় এবং উহা বিদীর্ণ হয়।

জার্ম্মাণদের আরও অগ্রগতি

রণাঙ্গন হইতে "রেডষ্টার" পত্রে প্রেরিত এক সংবাদ মস্কো রেডিও কর্ত্তৃক ঘোষিত হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে, "জার্ম্মাণ সৈন্যগণ মিলেরোভোর দক্ষিণ-পূর্ব্বে আরও অগ্রসর হইয়াছে।

মিলেরোভো রণাঙ্গনে তুমুল সংগ্রাম

রয়টারের সংবাদদাতা বলিতেছেন, মস্কো-রোষ্টভ রেলপথের মিলেরোভো শহরের দক্ষিণে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। দিনকয়েক পূর্ব্বে জার্ম্মাণরা এই শহরটি দখল করে। রুশ বক তাহাদের অগ্রবর্ত্তী ব্যূহের সম্মুখভাগে অবস্থিত শহর ও গ্রামসমূহের উপর বোমা বর্ষণের জন্য ব্যাপকভাবে বিমান বাহিনী নিয়োগ করিয়াছেন। সোভিয়েট বাহিনীর প্রতিরোধ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে জার্ম্মাণ প্যারাস্যুট বাহিনীও নিয়োগ করা হইতেছে।

রুশ সেনার ডন নদী অতিক্রম

১৮ই জুলাই মুহূর্ত্তে যুদ্ধক্ষেত্রের অগ্রবর্ত্তী বাহিনীর একটি রেডিয়োগ্রাম উল্লেখ করিয়া মস্কো বেতারে সংবাদ প্রচার করা হইয়াছে যে, রুশ সৈন্যদল ডন নদী অতিক্রম করিয়াছে। বর্ত্তমানে তথায় ঐ নদীর পশ্চিম তীরে তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে। ভরোনেজের দক্ষিণে সোভিয়েট বাহিনী ২০২নং জার্ম্মাণ পদাতিক রেজিমেণ্ট ছত্রভঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছে এবং ২২২নং রেজিমেণ্ট সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

সোভিয়েট সৈন্যরা আক্রমণ বিস্তৃত করিয়া জার্ম্মাণগণকে আরও দুইটি গ্রাম হইতে বিতাড়িত করিয়াছে। সোভিয়েট পাল্টা আক্রমণের চাপে ভরোনেজ রণাঙ্গনে জার্ম্মাণরা আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম করিতে বাধ্য হইয়াছে।

দ্বিমুখী জার্ম্মাণ অভিযান

রয়টারের সংবাদদাতা বলিতেছেন যে, ডন নদীর তীরবর্ত্তী এলাকা দিয়া সোভিয়েটের বৃহত্তম ট্যাঙ্ক উৎপাদন কেন্দ্র ষ্টালিনগ্রাড ও ককেশাসের প্রবেশপথ রোষ্টভ অভিমুখে দ্বিমুখী জার্ম্মাণ অভিযানের বিরুদ্ধে মার্শাল টিমোশেঙ্কোর প্রতিরোধের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। রুশ বক্ষের এই দ্বিমুখী আক্রমণ জার্ম্মাণ অভিযানের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি। ইহার ফলে রোষ্টভ অভিমুখে জার্ম্মাণ অগ্রগতির পথে অবস্থিত বিরাট কয়লার খনি বিপন্ন হইবে। দক্ষিণ-পশ্চিমে আজভ সাগরের তীর অভিমুখে জার্ম্মাণ অভিযানের ফলে কল-কারখানা, কয়লার খনি ও লৌহখনিসহ নিম্ন ডনের সমৃদ্ধ এলাকা বিপন্ন হইয়া পড়িবে।

উত্তর ককেশিয় অঞ্চলে তীব্র যুদ্ধ

বর্ত্তমানে উত্তর ককেশিয় অঞ্চলই জার্ম্মাণ আক্রমণের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছে। এই স্থানে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া সংগ্রাম চলিতেছে। "রেডষ্টারে"র রণাঙ্গন হইতে প্রেরিত এক সংবাদে ১৯শে জুলাই বলা হইয়াছে, "জার্ম্মাণরা এখনও দলে দলে সৈন্য প্রেরণ করিয়া শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে এবং আমাদের ব্যূহের দুর্ব্বল স্থানগুলি খুঁজিতেছে ও ব্যূহ ভেদ করিবার এবং আমাদের পৃষ্ঠভাগে আক্রমণ চালাইবার চেষ্টায় আছে। প্রতিপক্ষের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও পৃষ্ঠভাগে তাহাদের আক্রমণ চালাইবার চেষ্টা আমাদের দৃঢ় প্রতিরোধে প্রতিহত হয়। এই স্থানে জার্ম্মাণরা এরূপ বিপুল সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে যে, আমাদের সৈন্যদল কর্ত্তৃক একমাত্র শক্তিশালী ব্যূহ রচনা ও প্রচণ্ড পাল্টা আঘাত দ্বারা প্রতিপক্ষের অগ্রগতি প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হইতে পারে।"

ভরোনেজের সংগ্রাম

"প্রাভদার" সংবাদে বলা হইয়াছে, "পাঁচ দিন ধরিয়া ভরোনেজ এলাকায় ও ভরোনেজের দক্ষিণে আমাদের সৈন্যেরা জার্ম্মাণদের প্রতিরোধ করিয়া আসিতেছে। জার্ম্মাণ অগ্রগতি অচল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। জার্ম্মাণরা আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম চালাইবার ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছে। দুইটি বসতিপূর্ণ অঞ্চল হইতে বিতাড়িত জার্ম্মাণরা ডন নদীর পূর্ব্ব তীরে তৃতীয় একটি বসতিপূর্ণ অঞ্চলে ঘাঁটি করে। আমাদের সৈন্যেরা জার্ম্মাণদের উপর দৃঢ়তা সহকারে চাপ দিয়া তাহাদিগকে পশ্চিমদিকে হটাইয়া দিতেছে। নদীর পশ্চিমতীর হইতে ট্যাঙ্ক প্রেরণের জন্য জার্ম্মাণরা তাড়াহুড়া করিয়া সেতুগুলি মেরামত করে, কিন্তু সোভিয়েট বৈমানিকগণ জার্ম্মাণদের উদ্যম ব্যর্থ করিয়া দেয়।"

সোভিয়েটের বিরাট সৈন্য সমাবেশ

তুরস্কের ওয়াকিবহাল মহলের সংবাদে প্রকাশ, ভরোনেজ অষ্ট্রাখান ও কুইবিশেভ এই ত্রিভুজাকৃতি এলাকায় রাশিয়ানরা লক্ষ লক্ষ সৈন্যের বিরাট রিজার্ভ বাহিনী সন্নিবেশ করিয়াছে। প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, জার্ম্মাণরা এই বিরাট সুসজ্জিত বাহিনীর সম্মুখীন হইতেছে মাত্র।

রাশিয়ানদের ভরোশিলভগ্রাদ ত্যাগ

২০শে জুলাই রাশিয়ান সৈন্যেরা ভরোশিলভগ্রাদ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

মিলিটারস্ক হইতে কামেনস্ক পর্য্যন্ত যে এক শত মাইল রেলপথ পূর্ব্ব-পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে, ভরোশিলভগ্রাদ তাহারই মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। এই স্থানে রেলগাড়ী মেরামত হইত বলিয়া সামরিক দিক হইতেও উহার বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে।

ডন নদীর পারঘাট দখল

চব্বিশ ঘণ্টাকাল তুমুল লড়াইয়ের পর রুশ সৈন্য ভরোনেজ নগরীর ঠিক বিপরীত দিকে ডন নদীর সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পারের ঘাটটি দখল করিয়াছে। ডনের পূর্ব্ব তীরে সৈন্য প্রেরণের পথ চাহিতে সোজা পথটি এবার শত্রুপক্ষের হাতছাড়া হইল।

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন]

জাতিগঠন ও পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

বিভিন্ন জেলায় গঠনমূলক কার্য্যের অনুষ্ঠান

বরিশাল—

বরিশাল জেলার ২নং গৌরনদী সার্কেলের পাট-নিয়ন্ত্রণের সহকারী ইনস্পেক্টর বাবু সুরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-কম মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে পাট চাষ-নিয়ন্ত্রণ, পল্লী-উন্নয়ন ও অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন প্রভৃতি কার্য্য বিশেষ সফলতা ও তৎপরতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। বিভিন্ন গ্রামে ও অফিসে অনুসন্ধান লইয়া যাহা জানা গিয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ।—থানার সর্ব্বত্র সভা-সমিতি, ঢোল-সহরৎ ও বিজ্ঞাপনাদি প্রচার দ্বারা পাট কমানের কথা বিশেষভাবে আলোচনা করা হইতেছে। ফলে চাষিগণ প্রায় সর্ব্বত্রই লাইসেন্সপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ হইতে কম আবাদ করিয়াছে। এমন কি কেহ কেহ লাইসেন্স প্রাপ্ত জমির দুই আনা তিন আনা পরিমাণ জমিতে পাটের আবাদ করিয়াছে। মোটের উপর মনে হয় কেহই ঊর্দ্ধপক্ষে ছয় আনা অংশের বেশী আবাদ করে নাই।

খাদ্যশস্যের আবাদ।—পাট কমানের সঙ্গে পাটমুক্ত ও অন্যান্য পতিত জমিতে প্রধানতঃ ধান ও অপরাপর সময়োপযোগী খাদ্যশস্যের চাষ করিতেছে। ইহাতে খুবই মনে হয় পাট অপেক্ষা খাদ্যশস্যের আবাদ বেশী হইয়াছে। দৈব দুর্বিপাক না হইলে এ বৎসর এতদঞ্চলে খাদ্যশস্যের প্রাচুর্য্য হইবে বলিয়া মনে হয়।

সভা-সমিতি।—এই সার্কেলের এলাকায় বিভিন্ন ইউনিয়নে বহু সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে গত ৩-৫-১৯৪২ ইং তারিখে আমবৌলা গ্রামে, ২-৬-৪২ ইং তারিখে দেওপাড়া গ্রামে, ১৯-৬-৪২ ইং তারিখে মোল্লাপাড়া গ্রামে ও ২১-৬-৪২ তারিখে বরিয়াল গ্রামে বেশ সাফল্যের সহিত সভা আহূত হইয়াছিল। উক্ত সভাগুলি উপস্থিত জনসাধারণকে বিশেষভাবে পাট-চাষ-নিয়ন্ত্রণ, পল্লী-উন্নয়ন এবং অতিরিক্ত খাদ্যশস্যের প্রয়োজনীয়তা ও বহুল পরিমাণে আবাদ বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

জঙ্গল পরিষ্কার।—বিভিন্ন গ্রামে প্রায় ৩৫ একর জমির জঙ্গল পরিষ্কার করা হইয়াছে।

কচুরীপানা ধ্বংস।—বিভিন্ন গ্রামে বহু পুকুরের, ডোবার ও বিলের কচুরীপানা ধ্বংস করা হইয়াছে।

রাস্তাঘাট।—বিভিন্ন গ্রামে প্রায় ২ মাইল নূতন রাস্তা প্রস্তুত ও প্রায় ৩ মাইল পুরাতন রাস্তা মেরামত করা হইয়াছে।

নৈশ-বিদ্যালয়।—৬টি ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ২৪টা নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বালক-বালিকাদের জন্য ২টি প্রাইমারী ও ২টি মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। আনন্দের বিষয় এই যে, লেখাপড়ার প্রতি বয়স্কদের বিশেষ আগ্রহ দেখা যাইতেছে এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেই নৈশ-বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস আরম্ভ করিয়াছে।

পল্লী-উন্নয়ন সমিতি।—এযাবত ১৪টি পল্লী-উন্নয়ন সমিতি গঠন করা হইয়াছে। ইহার অধিকাংশই দক্ষতার সহিত কার্য্য পরিচালনা করিতেছে। প্রত্যেক ইউনিয়নেই পল্লীরক্ষী বাহিনী গঠন করার জোর আন্দোলন চলিতেছে। এযাবত ১০টি পল্লীরক্ষী বাহিনী গঠন করা হইয়াছে। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় এই যে, পল্লীরক্ষী বাহিনী ইতিমধ্যেই দুইটি চোর ধরিয়া ফেলিয়াছে।

পল্লী পুনর্গঠন সম্বন্ধে পূর্ব্বে সাধারণের যেরূপ ভুল বা জটিল ধারণা ছিল, বর্ত্তমানে তাহা অনেক পরিষ্কার হইয়াছে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী সমিতির সংখ্যাও দ্বিগুণ হইয়াছে।

নেত্রকোণা (ময়মনসিংহ)—

নেত্রকোণা মহকুমার (ময়মনসিংহ) অন্তর্গত গারো পাহাড়ের নিকটস্থ কলমাকান্দা বাজারে বিগত ২৪শে জুন তারিখে পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের কর্ম্মচারিগণের ও স্থানীয় জনসাধারণের প্রচেষ্টায় এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। বারহাট্টা সার্কেলের সার্কেল অফিসার উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভার প্রারম্ভে নৈশ-বিদ্যালয়ের ছাত্র ও স্থানীয় জনসাধারণ খাদ্যশস্য বৃদ্ধির জন্য সকলকে সঙ্গীতে আবেদন করিয়া শোভাযাত্রা করতঃ বাজার ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলি নানাবিধ পতাকাসহ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সভায় উপনীত হয়। সভায় নৈশ-বিদ্যালয়ের ছাত্র ও গারো, হাজং এবং অন্যান্য বহু ছাত্র ও কৃষক মিলিয়া সকলে প্রায় ১,০০০ লোকের সমাগম হইয়াছিল। বহু বক্তা বর্ত্তমান যুদ্ধ-পরিস্থিতি, পল্লী-উন্নয়ন, অধিকতর খাদ্যশস্যের চাষ, গ্রাম্য রক্ষীদল গঠন ইত্যাদি নানাবিধ পল্লী-উন্নয়ন-মূলক বিষয়ে বক্তৃতা করেন। কলমাকান্দা সার্কেলের গঠনমূলক কার্য্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী খাসিয়পুর গ্রামে (শ্রীহট্ট জেলা, আসাম) বাবু নীরোদ চরণ অধিকারী মহাশয় একটী সমিতি ও নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং সভায় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী সহ উপস্থিত হইয়া পল্লী সমিতি গঠনের উপকারিতা সম্বন্ধে নিজের হাতে কলমে প্রাপ্ত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা হইতে তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

পরিশেষে নৈশ-বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও পল্লী-উন্নয়ন সমিতির যোগ্য সম্পাদকগণের মধ্যে বই, শ্লেট, কলম, স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক ইত্যাদিতে প্রায় ১৫০৲ টাকার পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বিগত ২২শে জুন ১৯৪২ তারিখে নেত্রকোণা থানার অন্তর্গত বাইশদার গ্রামে পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের কর্ম্মচারিগণ ও স্থানীয় জনসাধারণের প্রচেষ্টায় মৌঃ আবদুল ওয়াহেদ বোকাইনগরী সাহেবের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান হয়। সভায় প্রায় ১,০০০ লোক সমাগম হইয়াছিল এবং সভাপতি সাহেব, স্থানীয় মোক্তার মৌঃ আব্বাস আলী, পাট-চাষ-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের চীফ্ ইনস্পেক্টর এবং অন্যান্য বহু বক্তা বর্ত্তমান যুদ্ধ-পরিস্থিতি ও দেশবাসীর কর্ত্তব্য, পল্লী-উন্নয়ন, অধিকতর খাদ্যশস্যের চাষ, গ্রাম্য সুরক্ষী দল গঠন ইত্যাদি নানা বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

কিশোরগঞ্জ (ময়মনসিংহ)—

কিশোরগঞ্জ মহকুমার ৭নং নিকলী সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত কারপাশা ইউনিয়নের মজলিসপুর পল্লী-উন্নয়ন সমিতির কার্য্য বিশেষ সন্তোষজনকভাবে পরিচালিত হইতেছে। উক্ত সমিতি দুইটী রজনী-বিদ্যালয়, একটী লাইব্রেরী ও একটা নাট্য-সমাজ সাফল্যের সহিত পরিচালিত করিতেছেন। সমিতির সেক্রেটারী মৌঃ আবদুল গণি ও নিকলী সার্কেলের জুট রেগুলেশন ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের এসিষ্ট্যান্ট ইন্‌স্পেক্টার বাবু প্রফুল্ল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও প্রোপাগাণ্ডা এসিষ্ট্যান্ট মৌঃ মোহাম্মদ ইউসুফ ভূঁঞা সাহেবের চেষ্টায় উক্ত সমিতি ৪৩।৹ (তেতাল্লিশ মণ ত্রিশ সের) ধান্য এক-কালীন চাঁদা হিসাবে সংগ্রহ করিয়াছেন। সমিতির বর্ত্তমান তহবিল মোট ১৩২৲ টাকা। গত ২৫শে জুন তারিখে মৌঃ আব্দুল হামিদ সাহেবের সভাপতিত্বে উক্ত গ্রামে এক সভার অধিবেশন হয়। বাবু যতীন্দ্র নাথ সরকার ও বাবু প্রফুল্ল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন, কৃষি, স্বাস্থ্য, গণশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে জনসাধারণকে উপদেশ দেন।

উক্ত সার্কেলের সাজনপুর, গুরই, দামপাড়া, বলাপাড়া, খাগড়া, চন্দকপুর প্রভৃতি সমিতির কার্য্যও উল্লেখযোগ্য। সাজনপুর সমিতি এক মাঠের জলনিকাশের জন্য স্বেচ্ছা-শ্রমে ২০০ গজ দীর্ঘ একটী খাল খনন করিয়াছে, কয়েকটা পুকুরের কচুরীপানা ধ্বংস করিয়াছে এবং অন্যান্য কয়েকটা রাস্তা সংস্কার ও জঙ্গল কর্ত্তন করিয়াছে এবং তিনটী রজনী-বিদ্যালয় পরিচালিত করিতেছে।

নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা)—

জিলা ঢাকা, রায়পুরা থানার অন্তর্গত চরসুবুদ্ধি সিনিয়র মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে বিগত ১৭ই জুন বেলা ১ ঘটিকার সময় বাহেরচর ও চরসুবুদ্ধি পল্লী-মঙ্গল সমিতির উদ্যোগে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। সভায় তিন সহস্রাধিক লোক সমবেত হয়। থানার বিভিন্ন বিভাগের অফিসারবৃন্দ সভায় যোগদান করেন। নারায়ণগঞ্জ মহকুমার পল্লী-সংগঠনের চীফ ইনস্পেক্টার মৌঃ সৈয়দ মওহের আলী চৌধুরী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বাহেরচর পল্লী-মঙ্গল সমিতির সেক্রেটারী ডাঃ ফজলুর রহমান সাহেবের রচিত উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হইবার পর যথাক্রমে রায়পুরা পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের এসিষ্টান্ট ইন্‌স্পেক্টার, হেড ইন্‌স্পেক্টার, কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্কের অডিটর, পুলিশ সাব-ইন্‌স্পেক্টার ও সভাপতি মহোদয় দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থা ও তাহাতে পল্লীবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। সভাভঙ্গের পর তাঁহারা কৃষকদের জন্য রচিত উপদেশমূলক ছড়াসমূহ আবৃত্তি করিতে করিতে বাদ্য বাজনাসহ এক বিরাট মিছিল পল্লীপথে পরিচালনা করেন।

বাঙলা দেশের বিভিন্ন জেলায় গত মে মাসে ডিফেন্স সেভিংস্ সার্টিফিকেট ও ষ্টাম্প যথাক্রমে মোট ১,৩৯,৮৫০৲ টাকার ও ১১,৫০১৲ টাকার বিক্রয় হইয়াছে।

পাইকপাড়া অবসর আনুষ্ঠানে—মাননীয় শ্রী মিঃ [illegible] পূর্ব্ব রজনী [illegible] সময় [illegible] ; [illegible] ছবিতে দেখা যাইতেছে—[illegible] বিজয়ীগণকে পুরস্কার বিতরণ করিতেছেন। ডানদিকের ছবিতে দেখা যাইতেছে—শ্রী [illegible] রজনী [illegible] ভাবে [illegible] উপর [illegible] পুষ্প [illegible] করিতেছেন।

অধিক পরিমাণে খাদ্য-শস্য উৎপাদন আন্দোলন

বর্ত্তমান সঙ্কটে দেশবাসীর কর্ত্তব্য

বাঙলা সরকারের কৃষি বিভাগের পক্ষ হইতে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত তিনখানা বিজ্ঞাপনী প্রচার করা হইয়াছে :—

(১)

মনে রাখিবেন—

১। যুদ্ধের জন্য রেঙ্গুণ হইতে চাল আমদানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

২। সুতরাং এ বৎসর বাঙলা দেশে যদি প্রচুর পরিমাণে ধানের চাষ না হয়, তাহা হইলে বাঙলা দেশের লোককে না খাইয়া মরিতে হইবে।

৩। সেইজন্য এ বৎসর প্রত্যেক কৃষকের ধানের চাষ খুবই বাড়ানো দরকার।

৪। সরকারী কৃষি বিভাগের উন্নত শ্রেণীর ধানের চাষ করিলে ধানের ফসল খুব বেশী পাওয়া যায়; সুতরাং সকলেরই উপযুক্ত জমি অনুযায়ী কৃষি বিভাগের উন্নত শ্রেণীর ধান উৎপাদন করা উচিত।

৫। প্রত্যেক জেলার কৃষি-কর্ম্মচারী বা স্থানীয় কৃষি-পরিদর্শককে জানাইলেই তিনি উন্নত শ্রেণীর ধানের বীজের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিবেন।

৬। প্রত্যেক কৃষকের সারা বৎসরের খোরাক অনুযায়ী ধান উৎপাদন করা উচিত, যেন তাঁহাকে ধান বা চাউল কিনিয়া খাইতে না হয়।

৭। যদি কাহারও অনাবাদী অথচ চাষের উপযুক্ত পতিত জমি থাকে, তাহা ভাঙ্গিয়া ধানের চাষ করা উচিত।

৮। ইহা ছাড়া বর্ষাকালের উপযুক্ত অন্যান্য খাদ্য-শস্য, শাক-সব্জী, ভুট্টা ইত্যাদি যত বেশী পরিমাণ চাষ করা যাইবে ততই খাদ্যশস্যের অভাব কম হইবে। এ স্থলে গরুর খোরাকের কথাও মনে রাখিতে হইবে।

৯। গত সালের পাঁচ আনার স্থলে এ বৎসর আট আনা জমিতে পাট চাষ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহাপেক্ষাও কম জমিতে পাট চাষ করাই যুক্তি-যুক্ত। কারণ যুদ্ধের জন্য কাঁচা পাটের এবং পাটজাত জিনিষের রপ্তানী অনেক কমিয়া যাইবার খুবই আশঙ্কা আছে এবং তাহা হইলে পাটের দামও খুব কমিয়া যাইবে।

১০। শেষ কথা সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, বেশী টাকার লোভে পাট বা অন্যান্য ফসল উৎপাদন না করিয়া পেটের ভাতের সংস্থান আগে করা দরকার।

(২)

অনেকেই এইরূপ আশঙ্কা করেন যে, অধিকতর খাদ্য-শস্য উৎপাদনের জন্য ভারতব্যাপী যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহার ফলে অতিরিক্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইলে তাহা বিক্রয় করা কঠিন হইয়া পড়িবে এবং ইহাও অনেকে মনে করেন যে, যুদ্ধ যদি হঠাৎ থামিয়া যায় তাহা হইলে খাদ্যশস্যের চাহিদা কম হইয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহাদের দামও পড়িয়া যাইবে।

কিন্তু ভারত সরকার মনে করেন যে, শীঘ্র এইরূপ কোন ঘটনা ঘটিবার মোটেই সম্ভাবনা নাই। সেইজন্য তাঁহারা কৃষকদিগকে এই উপদেশ দিতেছেন যে, তাঁহারা যেন এই সকল অতিরঞ্জিত গুজবে কোনও ভয় না পান এবং বর্ত্তমানে যে অধিকতর খাদ্যশস্যের প্রয়োজন আছে, কেবলমাত্র এই কথা মনে রাখিয়াই তাঁহারা যেন অধিকতর খাদ্যশস্য উৎপাদনে ইতস্ততঃ না করেন। সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা ক্রমশঃ যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে খুব শীঘ্র উহাদের মূল্য বিশেষভাবে কমিয়া যাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। এমন কি, যুদ্ধ শেষ হইবার পরেও, যে সকল দেশ যুদ্ধের দ্বারা ধ্বংস হইয়াছে, সেই সকল দেশেও খাদ্যশস্যের চাহিদা কম না হইয়া বরং বাড়িবে বলিয়াই মনে হয়। ইহা ছাড়া, ভারতবর্ষে লোকসংখ্যা ক্রমশঃ যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে ভারতবর্ষেই বর্ত্তমান অপেক্ষা ভবিষ্যতে অধিক পরিমাণ খাদ্য-শস্যের প্রয়োজন হইবে।

অবশ্য যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম সরবরাহের জন্য মালগাড়ী, ষ্টীমার প্রভৃতির অধিক প্রয়োজন হইলে এক স্থান হইতে অন্য স্থানের হাটে-বাজারে খাদ্যশস্য চালান দিবার অসুবিধা ঘটিবে এবং সেইজন্য সাময়িকভাবে কোন কোন স্থানে উহাদের কাটতি কমিয়া যাইতে পারে। ইহার ফলে সেই সকল স্থানে খাদ্যশস্য অধিক পরিমাণে মজুত হইয়া যাইলে উহাদের মূল্যও কমিয়া যাওয়া আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু এইরূপ অবস্থাতেও ভারত সরকার কৃষকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, এইরূপ অবস্থার ফলে যদি কোন স্থানে খাদ্যশস্যের মূল্য অসঙ্গতরূপে কমিয়া যায়, তাহা হইলে উহাদের মূল্যের সমতা রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা ন্যায্য মূল্য দিয়া প্রকাশ্য বাজারে ঐ সকল খাদ্যশস্য উপযুক্ত পরিমাণে কিনিয়া লইবেন—তাহার ফলে খাদ্যশস্যের মূল্য হ্রাস পাইবে না।

মোট কথা, সরকার বাহাদুরের উপদেশ মত যাঁহারা অধিকতর খাদ্যশস্য উৎপাদন করিবেন, তাঁহারা যাহাতে কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত না হন, সেজন্য সরকার সকল প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

(৩)

কয়েকটি সহজ কথা

(১) দু'বেলা দু'মুঠো ভাত না খেলে বাঙালীর বেঁচে থাকা দায়; সেইজন্য কথায় বলে—আগে ভাত তারপর কাপড়।

(২) সেইজন্য বুদ্ধিমান লোক ভাতের সংস্থান আগে ক'রে রাখেন। আমাদের দেশে পূর্ব্বকালে এইজন্যই গ্রামের প্রায় সকলের বাড়ীতে "গোলাভরা" ধান রাখার প্রথা ছিল।

(৩) সকলেই জানেন যে, দেশে যদি কোন জিনিষ পাওয়া না যায়, থলে ভর্ত্তি টাকা থাকলেও সেই জিনিষ কিনতে পারা যায় না; ফলে সেই জিনিষের অভাবে খুব অসুবিধা ভোগ করতে হয়।

(৪) যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমান সময়ে দেশে ধান বা চাউলের অভাব দেখা দেবে; সুতরাং টাকা থাকলেও অনাহারে দিন কাটাতে হবে; আর যদিও বা ধান বা চাউল পাওয়া যায়, তাহা অসম্ভব চড়া দামে কিনতে হবে।

(৫) সুতরাং যত দিন না দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে, প্রত্যেক গৃহস্থেরই নিজের দরকারমত ধান উৎপাদন করা একান্ত কর্ত্তব্য। এর জন্য যদি অন্য কোন অর্থকরী ফসলের (যেমন পাটের) চাষ কম করতে হয়, তাও ভাল।

(৬) সব দেশের চেয়ে আমাদের দেশে ধানের ফলন খুব কম। অতি সহজে ঘাস, জঙ্গল, কচুরিপানা পঁচিয়ে সার প্রস্তুত করে, সেই সার জমিতে দিলে ধানের ফলন খুব বাড়ে। এই সার প্রস্তুত করতে বিশেষ কোন খরচ নেই, কেবল একটু মেহনৎ দরকার।

(৭) জমিতে ধঞ্চের সবুজ সার দিলেও ধানের ফলন খুব বাড়ে। এতেও খরচ নেই বললেই চলে; কেবল একটু পরিশ্রম প্রয়োজন।

(৮) উন্নত শ্রেণীর বীজে অধিক ফলন হয়; সুতরাং যতটা সম্ভব উন্নত শ্রেণীর বীজ জোগাড় ক'রে উপযুক্ত জমিতে বপন করা উচিত।

(৯) তরিতরকারী, ফলমূল ইত্যাদি খুব পুষ্টিকর খাদ্য। এই সকল খাদ্যের দ্বারা ধান-চাউলের অভাব অনেকটা পূরণ করা যায়। সুতরাং সকলেরই তরিতরকারী ফলমূল ইত্যাদির চাষ বাড়ান উচিত। অনেকে বলেন, যাঁহারা বেশী পরিমাণ ফলমূল খান, তাঁহারা অধিক দিন বাঁচেন। ইংরাজীতে একটা কথা আছে, রোজ একটা আপেল ফল খেলে শরীর এত ভাল থাকে যে ডাক্তার ডাকতে হয় না। আমাদের দেশে আপেল ফল না পাওয়া গেলেও অনুরূপ পুষ্টিকর ফলমূল যথেষ্ট আছে।

(১০) বিধাতা আমাদের বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন। সেই বিবেক-বুদ্ধি অনুসারে কাজ করলে অনেক বিপদ সহজে কাটিয়ে দেওয়া যায়। সুতরাং আমরা বুদ্ধি খাটিয়ে, অবস্থা বুঝে যদি চাষবাস করি, আমাদের খাদ্যের অভাব হবে না।

প্রধান-মন্ত্রী ও কৃষি-মন্ত্রীর আবেদন

(১)

প্রধান-মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক ও কৃষি-মন্ত্রী মাননীয় নওয়াব হবিবুল্লাহ্ বাহাদুর কৃষকদের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত আবেদন প্রচার করিয়াছেন :—

কৃষক বন্ধুগণ,

আজ যুদ্ধ আমাদের দ্বারে উপস্থিত। বাহির হইতে খাদ্যশস্য আসা প্রায় বন্ধ। বাঙালীর প্রধান খাদ্য চাউল। এদেশে মোট উৎপন্ন চাউলের পরিমাণ চাহিদা অপেক্ষা অনেক কম। বাকি চাউল বর্ম্মা হইতে আসিত। যুদ্ধের জন্য বর্ত্তমানে বর্ম্মা চাউলের আমদানী বন্ধ। সুতরাং এখন হইতে আপনারা যদি ধানের চাষ বেশী করিয়া না করেন, তবে শীঘ্রই দেশে খাদ্যাভাব দেখা দিবে। দেশের লোক খাদ্যশস্যের জন্য আপনাদের উপরই এখন নির্ভর করিতেছে। এইজন্য ধান্য ও অন্যান্য খাদ্যশস্যের চাষ বাড়াইবার জন্য আমরা আপনাদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

বীজের অভাব হইলে ভিন্ন ভিন্ন এলাকার কৃষি কর্ম্মচারী, কৃষি ডিমনষ্ট্রেটার, সার্কেল-অফিসার, কো-অপারেটিভ বিভাগের অফিসার অথবা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের নিকট খবর লইলে তাঁহারা এ বিষয়ে আপনাদের যথোচিত সাহায্য করিবেন।

সরকারী কৃষি বিভাগ এবিষয়ে আপনাদের সহযোগিতা কামনা করেন।

(২)

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী ও কৃষি-মন্ত্রী মহোদয় ইউনিয়ন-বোর্ডসমূহের প্রেসিডেন্ট ও সভ্যদের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত আবেদন প্রচার করিয়াছেন :—

বাঙলার কৃষক বন্ধুদের নিকট খাদ্যশস্য আরও অধিক পরিমাণে উৎপাদনের জন্য আমরা যে আবেদন-পত্র প্রচার করিয়াছি, উহা হইতে আপনারা পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিবেন যে, বর্ত্তমান যুদ্ধের জন্য বাঙলাদেশের জনসাধারণ কিরূপ খাদ্য-সমস্যার সম্মুখীন হইতে চলিয়াছে। এই নিদারুণ পরিস্থিতি হইতে বাঙলার কোটী কোটী নরনারীকে রক্ষা করার জন্য সময় থাকিতে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিরই বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও সভ্য হিসাবে আপনারা গ্রামের ভিতর নেতার যে উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং যে মহান্ পৌর কর্ত্তব্য সরকার বাহাদুর আপনাদের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন, আমরা আশা করি—এই সঙ্কটক্ষণে আপনারা সেই মহান্ কর্ত্তব্য পালনে দৃঢ় পদে অগ্রসর হইবেন এবং আপনাদের ইউনিয়নের সর্ব্বত্র সভা-সমিতি করিয়া কৃষক এবং জোতদার-দিগকে অধিকতর খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের গুরুত্ব বুঝাইয়া দিবেন। জমি পতিত ফেলিয়া রাখা জাতীয় জীবনের পক্ষে অনিষ্টকর এবং এই সঙ্কটকালে আমাদের বাঁচিয়া থাকিতে হইলে যে পাটের পরিবর্ত্তে ধান এবং রবিখন্দে ডাল, আলু, তৈলবীজ, গম, যবপ্রা ইত্যাদি খাদ্যশস্যের চাষ অত্যাবশ্যক, ইহা পরিষ্কারভাবে বুঝিবার সময় আসিয়াছে।

আমরা আশা করি শুধু কথায় নয়, কার্য্যেও আপনারা আপনাদের ইউনিয়নে এই আন্দোলনকে সম্পূর্ণ সফল করিয়া তুলিবেন। কৃষি বিভাগ, পাট নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য সরকারী বিভাগের কর্ম্মচারিগণ এবিষয়ে আপনাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিবেন। বিধাতা আপনাদের সহায় হউন।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ]

আফ্রিকার রণক্ষেত্র

মিত্রপক্ষের অগ্রগতি

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা বলেন, সাধারণভাবে ইহা বলা চলে যে, মরুভূমিতে বৃটিশপক্ষের হাতে এখন যুদ্ধোদ্যম আছে এবং দক্ষিণে তাহাদের অবস্থান এখন দৃঢ়তর করা হইয়াছে।

দক্ষিণে কোয়াত্তারা নিম্নভূমির প্রান্তদেশে শত্রুপক্ষ পুনরায় আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। মিত্রপক্ষ এলটিনা গ্রহণের পূর্ব্বে শত্রুপক্ষ পূর্ব্বদিকে যে অভিযান চালাইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। মিত্রপক্ষ এখন দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া যাইতেছে এবং কামানগুলি তৎপর আছে। উত্তরে অধিকাংশ ইটালীয় সৈন্য দ্বারা গঠিত এক শত্রু-বাহিনী মিত্রপক্ষীয় কীলকাগ্রভাগটি ছাটিয়া দেওয়ার চেষ্টা করে। তাহারা মিত্রপক্ষীয় অবস্থানের মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ানরা বেয়নেটযোগে তাহাদিগকে বিতাড়িত করে।

শত্রুদলের সমূহ ক্ষতি

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা ১৫ই জুলাই এল আলামেন-এর দক্ষিণ হইতে লিখিতেছেন,—অষ্টম আর্মি এল আলামেন এলাকায় প্রতিপক্ষের ব্যাপক আক্রমণ প্রতিহত করে। জার্ম্মাণ ও ইটালীয়দের সমূহ ক্ষতি হয়। মিত্রপক্ষের দৃষ্টি অন্যদিকে আকর্ষণের জন্য ৯০তম সংখ্যক জার্ম্মাণ হাল্কা ডিভিশনের এক অংশ কোয়াত্তারা নিম্নভূমির পার্শ্বভাগে আক্রমণ চালায়। মধ্য এলাকায় মিত্রপক্ষের ঘাঁটিসমূহের সম্মুখভাগে কতকগুলি এক্সিস ট্যাঙ্ক ধূম-জালের সৃষ্টি করে। ৯০তম সংখ্যক হাল্কা ডিভিশনকে বৃটিশ গোলন্দাজ বাহিনীর প্রবল গোলাবর্ষণের সম্মুখীন হইতে হয় এবং তাহাদের আক্রমণ সম্পূর্ণভাবে প্রতিহত হয়।

মিত্রপক্ষের তীব্র বিমান-আক্রমণ

লণ্ডনে বলা হইয়াছে যে, পশ্চিম মরুভূমিতে রোমেলের বাহিনীর উপর মিত্রপক্ষীয় বিমান-আক্রমণের তীব্রতা বৃটেনের যুদ্ধের প্রচণ্ডতম আক্রমণের মুহূর্ত্তকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।

রোমেলের ব্যর্থ আক্রমণ

মধ্যাঞ্চলে এক সীমাবদ্ধ অভিযানে মিত্রপক্ষ বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে এবং প্রভূত পরিমাণ শত্রুসৈন্য বন্দী করিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ানরা সমস্ত শত্রু-আক্রমণ প্রতিহত করায় এল আলামেনের উপর রোমেলের তৃতীয় বারের আক্রমণও ব্যর্থ হইয়াছে।

রুওয়েসেপ উচ্চ ভূমির ট্যাঙ্ক-যুদ্ধ

রুওয়েসেপ উচ্চ ভূমিতে বর্ত্তমানে ট্যাঙ্ক যুদ্ধ চলিতেছে। মধ্য রণাঙ্গনে এল আলামেনের দক্ষিণে এই উচ্চ ভূমিটী পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। বর্ত্তমান ট্যাঙ্ক যুদ্ধের ফলাফলে মরুভূমির সংগ্রামের আশু ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত হইবে। মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলের পূর্ব্বেকার সংগ্রামে অষ্টম বাহিনী প্রতিপক্ষের এক পাল্টা আক্রমণ ব্যর্থ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

মিত্রপক্ষীয় বিমানবহরের কর্ম্মতৎপরতা

সংগ্রামের অঞ্চলে মিত্রপক্ষীয় বোমারু বিমান এবং জঙ্গী বিমানসমূহ স্থল বাহিনীর কার্য্যে সাহায্য করিয়া শত্রুব্যূহের পশ্চাদ্ভাগে লক্ষ্যবস্তুসমূহের উপর ব্যাপকভাবে আক্রমণ চালায়। বোমারু বিমানসমূহ মোটরযান ও ট্যাঙ্ক সমাবেশ এবং কারখানা ও কামানসমূহের ঘাঁটিগুলির উপর সরাসরি বোমা ফেলিতে সক্ষম হয়।

মিত্রপক্ষ কর্ত্তৃক শত্রুব্যূহ ভেদ

১৫ই জুলাই অপরাহ্নে রণক্ষেত্রের মধ্যাংশে অষ্টম বাহিনী শত্রুব্যূহের মধ্যে প্রায় সাত মাইল পর্য্যন্ত প্রবেশ করে।

মিসরীয় সংগ্রামে শিথিল অবস্থা

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, মধ্য-প্রাচ্যের ১৯শে জুলাই মধ্যাহ্নের বৃটিশ ইস্তাহারে বলা হইয়াছে,—"পূর্ব্ব দিন উত্তরাঞ্চলে আমাদের বাহিনী তাহাদের ঘাঁটিসমূহ রক্ষা করে। রণাঙ্গনের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদল রুওয়েসাত উচ্চভূমি ধরিয়া সামান্য একটু অগ্রসর হয়। এই অঞ্চলে প্রতিপক্ষের ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনীর এক আক্রমণও ব্যর্থ করা হয়। দক্ষিণাঞ্চলে আমাদের সৈন্যদল কর্ম্মতৎপর ছিল; তাহারা কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।"

৪ সহস্র শত্রু সৈন্য বন্দী

কর্ত্তৃপক্ষ মহলে প্রকাশ, মিসরে এখনও রুয়েইসৎ টিলার উপরই প্রধান যুদ্ধ চলিতেছে। এ সপ্তাহে যে চারি হাজার শত্রু সেনাকে বন্দী করা হইয়াছে তাহার অধিকাংশই ইটালীয়; বহু জার্ম্মাণও আছে।

অন্যান্য রণাঙ্গনের সংবাদ

জাপানীদের নূতন স্থান দখল

চীনা সমর ইস্তাহারে প্রকাশ, জাপানী সেনারা পূর্ব্ব চেকিয়াংয়ের বন্দর ওয়েনচাও শহরে প্রবেশ করিয়াছে। ওয়েনচাওয়ের পশ্চিমে সিংটিয়েন হইতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসরমান একটি জাপ বাহিনীকে ইউচিয়েনে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। জাপ সেনারা জুইয়ানের দক্ষিণ-পূর্ব্বে এবং ওয়েনচাওয়ের দশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবতরণ করে এবং ওয়েনচাও উপসাগর হইতে জাপ যুদ্ধ জাহাজসমূহ গোলা বর্ষণ করিতেছিল।

চীনাদের অগ্রগতি

চেকিয়াং প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ওয়েনচাও চীনারা পুনরায় অধিকার করিয়াছে।

আরও কয়েকটি স্থান পুনরধিকার

ওয়েনচাওয়ের ১০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত জুইয়ানও পুনরধিকৃত হইয়াছে। তদুপরি চীনারা চেকিয়াং ও কিয়াংসি রেলপথে অবস্থিত হেনকেং এবং ইয়াংও পুনরধিকার করিয়াছে।

জাপান কি রাশিয়া আক্রমণ করিবে ?

সুদূর-প্রাচ্যের সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য বেসরকারী সূত্র হইতে ওয়াশিংটনে যে সকল সংবাদ পৌঁছিয়াছে, তাহা উদ্ধৃত করিয়া "নিউ ইয়র্ক টাইমস" সংবাদপত্রে বলা হইয়াছে যে, মাঞ্চুকো-সাইবেরিয়া সীমান্তের উত্তর-দিকে জাপানীরা বাছাই করা দুর্দ্ধর্ষ সৈন্য প্রেরণ করিতেছে। উক্ত সংবাদপত্রে আরও বলা হইয়াছে যে,—ওয়াশিংটনের কর্ত্তৃপক্ষ মহলের বিশ্বাস, জার্ম্মাণী যদি রুশিয়ার কতকগুলি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল (সম্ভবতঃ রোষ্টভ ও ষ্টালিনগ্রাদ) অধিকার করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে জাপান রুশিয়া আক্রমণ করিবে—জাপান ও জার্ম্মাণীর মধ্যে এইরূপ চুক্তি হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ মহলের এই ধারণার সহিত ঐ সকল সংবাদের মিল আছে। জাপান যদি সহসা ভ্লাডিভষ্টক আক্রমণ করে, তাহা হইলে ওয়াশিংটনের অনেকেই বিস্মিত হইবেন না।

"নিউ ইয়র্ক টাইমস" আরও জানান যে, জাপান আলিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কিসকা আকাব এবং আটু অধিকার করিয়া আছে। উহাই সাইবেরিয়া, সম্ভবতঃ কামচাটকা, আক্রমণের পূর্ব্ব লক্ষণ বলিয়া মনে হয়।

ফরিদপুর জেলার কালীয়াবী থানার অধীন ১নং মহেশপুর ইউনিয়নের হিজলী ও ব্যাসপুর গ্রামে ও ৪নং কালীয়াবী ইউনিয়নের সোনা গ্রামে স্থানীয় যুব রেডক্রেশন ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের কর্ম্মচারিবৃন্দের ও স্থানীয় লোকের ঐকান্তিক যত্নে ৪টী নৈশ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক বিদ্যালয়েই বয়স্ক ব্যক্তিগণ মনোযোগ সহকারে বিদ্যাভ্যাস করিতেছে।

বৃটেনের আত্মরক্ষা ব্যবস্থা

বিরাট হোমগার্ড বাহিনী গঠিত

"ডেইলী এক্সপ্রেস"এর খবরে প্রকাশ, দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলিবার পর বৃটেন রক্ষার্থে প্রায় ২,০০০,০০০ হোম-গার্ডকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। শীতের পূর্ব্বে এই হোম গার্ডের সংখ্যা দাঁড়াইবে ৩,০০০,০০০। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বাধ্যতামূলক সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করণের কার্য্য দ্রুত চলিতে থাকিবে। আরও হাজার হাজার হোম গার্ড উপকূল রক্ষণের কার্য্য করিবে ও বিমান-বিধ্বংসী কামান পরিচালনা করিবে।

বিদেশে সেনা বাহিনীতে কার্য্যক্ষম সৈনিককে দেশের আভ্যন্তরীণ কার্য্য হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য প্রত্যেক সক্ষম মানুষকেই শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ব্রিগেড অব গার্ড বাহিনীকে শিক্ষা দিবার জন্য এই হোম গার্ডের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের সেনাবাহিনীর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জার্ম্মাণদিগকে আক্রমণ করিবার নূতন প্রণালী অনবরত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। গ্রীষ্ম শেষ হইতে না হইতে এই হোম-গার্ডদল এক শক্তিশালী রক্ষী-বাহিনীতে পরিণত হইবে।

এক হোমগার্ড কর্ম্মচারী রয়টারের সংবাদদাতাকে বলিয়াছেন, "আমরা অন্যান্য গুরুতর কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিবার জন্য যত অধিক সংখ্যক নিয়মিত সৈন্যকে মুক্ত রাখা যায়, সেই চেষ্টাই করিব। নূতন হোমগার্ড দলকে বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা কঠোর শিক্ষা দেওয়া হইবে। শীঘ্রই এই বাহিনীর সংখ্যা ২,০০০,০০০ তে পৌঁছিবার আশা করা যাইতেছে।" স্ত্রীলোকগণকে এই দলে ভর্ত্তি করিবার কোনও পরিকল্পনা করা হইয়াছে কিনা, তাহা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন যে, এই উক্তি সম্পূর্ণ অসত্য। বর্ত্তমানে নারীদের হোমগার্ড নিযুক্তির কোনও কথাই হয় নাই।

কলিকাতায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

৬ জনের মৃত্যু ও ৯ জন গুরুতর জখম

গত ১৯শে জুলাই রবিবার রাত্রি পৌনে ১২টার সময় কলিকাতার লালবাজারের অনতিদূরে ৬এবং রাধা-বাজার ষ্ট্রীট অট্টালিকায় ভীষণ অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হয়। তাহার ফলে ৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে ও ৯ জনের শরীর ভীষণভাবে পুড়িয়া গিয়াছে।

মৃতদিগের মধ্যে একজন অগ্নিশিখার মধ্য হইতে বাহির হইতে না পারিয়া ঘটনাস্থলেই মারা যায়; এম্বুলেন্স গাড়ীতে হাসপাতালে পাঠাইবার সময় পথে আর একজনের মৃত্যু হয়। পরে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আরও ৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

অট্টালিকার পূর্ব্ব দিকস্থ ব্লকের পঞ্চম তলা হইতে আরম্ভ করিয়া নীচেকার তলা পর্য্যন্ত সমস্তটাই সম্পূর্ণভাবে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। একখানা মোটর গাড়ী, তিনখানা অন্য ধরণের গাড়ী এবং গুদামের যাবতীয় জিনিষপত্র সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ অত্যন্ত অধিক।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে সুযোগমত জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিনন, ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেন্টস্,
বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (ইংলণ্ডে সাধারণতন্ত্র)।

ডিউক-অব্-গ্লষ্টারের বক্তৃতা

[১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

নিশ্চয়তার সহিত ঘোষণা করিতে পারেন এবং এইরূপে বিজয়ের দিন ত্বরান্বিত করিতে পারেন। একটি ঘণ্টা আগে যুদ্ধ শেষ করার অর্থ হইবে শত শত জীবন রক্ষা করা ও কোটি কোটি জনসাধারণের দুর্গতি লাঘব করা।

কেহ যেন না ভাবেন যে, "ইহা অন্যের যুদ্ধ; আমার ইহাতে কোনই সম্পর্ক নাই।" সর্ব্ব অর্থেই ইহা একটা পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, কোন জাতিই ইহা হইতে মুক্ত নয়। এমন কোনও জীবিত পুরুষ, নারী ও শিশু নাই, যে কোনও না কোন উপায়ে ইহার প্রভাব অনুভব করে না। অনাগত বংশধরগণও ইহার প্রতিক্রিয়া ভোগ করিতে থাকিবে। কোনও ব্যক্তিই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নীরব দ্রষ্টা হইতে পারে না। বর্ত্তমান যুদ্ধ হইল অগ্রগতি ও অধোগতি, সভ্যতা ও বর্ব্বরতা এবং আলো ও অন্ধকারের মধ্যে সংগ্রাম। ভারত ও সিংহল তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষদের মূল্যবান সম্পদ, জগতকে প্রদত্ত তাহাদের দর্শন, সাহিত্য ও কৃষ্টির দান সত্ত্বেও কেউ কি সন্দেহ করিতে পারে, তাহারা আজ কোন্ দিকে?

তাহা হইলে আপনারা আপনাদের অনৈক্য বিদূরিত করুন ও এক হৃদয়ে আপনাদের বন্ধু ও মিত্রদের পাশে দাঁড়াইয়া এই যুদ্ধের উপসংহার করুন। আপনার ঘর বাড়ী, আপনার পূর্ব্ব পুরুষের সম্পত্তি, আপনার কৃষ্টির জন্য যুদ্ধ করুন। আমাদের পরিপূর্ণ বিজয় লাভের সঙ্গে সঙ্গেই কেবল এই যুদ্ধ শেষ হইতে পারে। ফ্যাসিষ্টবাদ, নাৎসীবাদ ও জাপানের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ শক্তি-উন্মাদনা এমন এক গভীর খাদে নিমজ্জিত করিতে হইবে, যেন এইগুলি আবার উঠিয়া পৃথিবীকে উত্যক্ত করিতে না পারে। আমাদের যত অধিক সংখ্যক লোক এই সমাধি খনন করিতে সাহায্য করে এবং যত অধিক আমাদের প্রত্যেকটি লোক এই সমাধি গভীরতর করিবার চেষ্টা করিবে, তত শীঘ্রই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইবে।

আমাদের উপস্থিত কর্ত্তব্য যখন শেষ হইবে, তখন আমরা দেখিব যে, সদিচ্ছা ও সহযোগিতা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে; এবং আমরা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধিবাসীরা দেখিব যে, সম্মিলিতভাবে পাশাপাশি থাকিয়া কাজ করিতে এবং আমাদের সাধারণ প্রচেষ্টা ও ত্যাগের ফলে আমাদের মধ্যে আজ যে চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার ভিত্তিতে আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নূতনভাবে গড়িয়া তুলিতে আমাদের পক্ষে মোটেই কষ্টকর হইবে না।

আপনারা সকলেই আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

টায়ার নিয়ন্ত্রণ আদেশ

টায়ার ক্রয়ার্থ মুদ্রিত ফর্ম্মে আবেদন বাঞ্ছনীয়

১৯৪২ সালের টায়ার নিয়ন্ত্রণ আদেশ গত ১৫ই জুন হইতে কার্য্যকরী করা হইয়াছে। ১৯৪১ সালের মোটর স্পিরিট নিয়ন্ত্রণ আদেশের অধীনে যে অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ কর্ত্তৃপক্ষ ছিলেন, তাঁহারা টায়ার নিয়ন্ত্রণ আদেশেরও কর্ত্তৃপক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। তদনুসারে টায়ার ও টিউব ক্রয় করিবার অনুমতিপত্র লাভ করিতে হইলে স্থানীয় আঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে মুদ্রিত আবেদনপত্র সংগ্রহ করিয়া যথাযোগ্য নিয়ন্ত্রণ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাইতে হইবে।

বিগত ২৯শে ও ৩০শে জুন তারিখে মেদিনীপুরের মিঃ এন, এম, দেব ও-বি-ই, মহোদয় প্রায় ৫০০ সেনা ও ২০ জন সামরিক অফিসারকে চা-পার্টি দ্বারা আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে স্থানীয় বিদ্যাসাগর মেমোরিয়াল হল্ বিশেষভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল। চা-পার্টির পর সৈনিকদিগকে স্থানীয় সিনেমায় লইয়া গিয়া পাঞ্জাবী ছায়াচিত্র "চৌধুরী" দেখানো হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানে যোগদানকারী প্রত্যেকেই বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছিল। সেনাদলের সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্ক মেদিনীপুরে বরাবরই বেশ প্রীতিপূর্ণ দেখা গিয়াছে। এই অনুষ্ঠান দ্বারা এই প্রীতির সম্পর্ক আরও দৃঢ়তর হইয়াছে।

সংবাদপত্রের ভিত্তিহীন অভিযোগ

ময়মনসিংহ স্কুল-বোর্ডের ব্যাপারে প্রকৃত তথ্য প্রকাশ

গত ১২ই এবং ১৪ই জুলাইয়ের "আজাদে" এই মর্ম্মে অভিযোগ উত্থাপন করা হইয়াছিল যে, গভর্ণমেণ্ট বিশেষ করিয়া ময়মনসিংহ জেলা স্কুল বোর্ড এবং বগুড়া ও দিনাজপুরের স্কুল বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন মঞ্জুর কার্য্য বে-আইনীভাবে স্থগিত রাখিয়াছেন। এ অভিযোগও উত্থাপন করা হইয়াছে যে, নির্ব্বাচিত প্রার্থিগণ মুসলীম লীগের সদস্য বলিয়া গভর্ণমেণ্ট বিরুদ্ধ মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া এই কার্য্য করিয়াছেন। এই সংবাদ-পত্রে ইতিপূর্ব্বে এই অভিযোগ উত্থাপন করা হইয়াছিল এবং সরকার গত ১১ই মে প্রকাশিত একটি প্রেস-নোটে প্রকৃত ব্যাপার বিশদরূপে জনসাধারণের গোচরে আনিয়াছিলেন। তাহার পর বগুড়া ও দিনাজপুরের নির্ব্বাচন মঞ্জুর করিয়া সরকার যথারীতি ঘোষণা করিয়াছেন। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, ময়মনসিংহের নির্ব্বাচন সম্পূর্ণ অন্য ধরণের ব্যাপার। আইনের অভিমতে উক্ত নির্ব্বাচন অনিয়মতান্ত্রিক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে এবং গভর্ণমেণ্টকে উক্ত নির্ব্বাচন বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিতে হইয়াছে।

যথারীতি নির্ব্বাচিত কোন সদস্যের বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্ট বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করিতে পারেন না—বিশেষ করিয়া মহামান্য সম্রাটের গত জন্মদিন উপলক্ষে যে গভর্ণমেণ্ট খান সাহেব গিয়াস উদ্দিন পাঠানকে খান-বাহাদুর উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, তাঁহার বিরুদ্ধে ত' নহেই।

মাননীয় মিঃ শামসুদ্দীন আহমদ

হুগলী পরিদর্শন

কমিউনিকেশন ও ওয়ার্কস বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ শামসুদ্দিন আহমদ ৫ই জুলাই তারিখে হুগলী পরিদর্শন করেন এবং ৬ই জুলাই পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করতঃ হুগলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর আবদুল মজিদ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত সামাজিক অনুষ্ঠানের এক বিস্তৃত কার্য্যসূচী অনুসরণ করেন। সরকারী ও বে-সরকারী অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিকে তিনি সাক্ষাৎ মঞ্জুর করেন। হুগলী মহসীন কলেজ, চুঁচুড়া এ, আর, পি, ডিপো এবং স্থানীয় বাণী-মন্দির বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

তিনি সপ্তগ্রামে সরস্বতী পুলের উদ্বোধন করেন এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পাণ্ডুয়া গ্রাম ও আশ্রয়প্রার্থী শিবির পরিদর্শন করেন। তিনি এক বিরাট সভায় "হোমগার্ড", "জাতীয় যুদ্ধ ফ্রণ্ট," এবং "আরও খাদ্যশস্য উৎপাদন" আন্দোলন সম্পর্কে বক্তৃতা করেন।

সামরিক কার্য্যে নিয়োজিত ডাক্তারগণ

যুদ্ধের পরও শতকরা ৫০ জনের পাকা চাকুরীর ব্যবস্থা

সম্প্রতি ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, যুদ্ধের পর ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসের স্থায়ী চাকুরীতে যে সকল পদ শূন্য হইবে, তাহা যুদ্ধ প্রত্যাগত জরুরী কমিশনের ডাক্তার দ্বারা শতকরা ৫০টি পদ পূরণ করা হইবে; অবশ্য তৎকালীন প্রচলিত নিয়মানুযায়ী যদি তাঁহারা যোগ্যতাসম্পন্ন বলিয়া বিবেচিত হন।

নিশ্চয়ভাবে যে সংখ্যানুপাত স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার ফলে এই ঘোষণাই সূচিত হইতেছে যে, যুদ্ধের পর স্থায়ী চাকুরী পূরণ করা ব্যাপারে জরুরী কমিশনে প্রেরিত মেডিক্যাল অফিসারদিগকেই সর্ব্বাগ্রে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হইবে।

বৃটিশ ও ভারতীয় অফিসারের স্থায়ী কমিশনের সংখ্যানুপাত পূর্ব্বেকার আই, এম, এস্ নিয়মাবলীর উপর নির্ভর করিবে না, পরন্ত যুদ্ধের পরে উহা যেভাবে গঠন করা হইবে, তাহার উপরই নির্ভর করিবে। ভারত সরকার এতদ্ব্যতীত ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই আই, এম, এস-এর নিয়মাবলী নূতন করিয়া গঠন করা হইবে।

ধানের চাষ বাড়াও

[শ্রীকালীচরণ কুণ্ডু বি-এ]

জীবন মরণ প্রশ্ন এসেছে
  সবাই সামলে চল।

দূর্ব্ব দুয়ারে দাঁড়ায়ে রয়েছে
  প্রবল বৈরিদল॥

গ্রাম্ম রেঙ্গুন রুদ্ধ দুয়ার
আসেনি খাদ্য একটী ভাহার
এদেশের মাঠে ফলে যে খাদ্য
  তয় না শুধু তা'তে কেবল॥

খাদ্যের যে টুকু রয়েছে মাটি
  তা'তেই ফলাও ধান।

দ্বিগুণ করিয়া ফলাও ফসল
  বাঁচাইবে যদি প্রাণ॥

পাট শণে আর নাহি প্রয়োজন,
হবে না তাহাতে উদর পূরণ,
দুর্ভিক্ষের মুখে যোগাতে অন্ন
  ধানই শুধু বল॥

মাননীয় খান বাহাদুর কাশেম আলী খান

রংপুর পরিদর্শন

সমবায় ও কৃষি-ঋণের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় খান বাহাদুর কাশেম আলী খান গত ৬ই জুলাই প্রাতঃকালে রংপুর পৌঁছেন এবং খুব কর্ম্মব্যস্ত সময় যাপন করেন।

টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি তাঁহাকে প্রদত্ত সমস্ত মানপত্রের এক একটি উত্তর প্রদান করেন। বক্তৃতা-কালে তিনি বর্ত্তমানের জাতীয় সঙ্কটের উল্লেখ করেন এবং জনসাধারণকে তাহাদের সাম্প্রদায়িক ও অপরাপর অনৈক্য বিদূরিত করিয়া সমবেতভাবে শত্রুর উদ্যত আক্রমণে বাধা প্রদান করিবার জন্য উপদেশ দেন। প্রত্যেক গ্রামেই খাদ্যশস্যে ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল হওয়া উচিত। বিন্দুমাত্র জমিও পতিত থাকিলে চলিবে না; কার্পাস, রেড়ী প্রভৃতি কোনও না কোন প্রয়োজনীয় ফসল উৎপাদনে তাহা নিয়োজিত হওয়া উচিত। গ্রামবাসীদের অনেক অসুবিধা দূরীকরণার্থে তিনি সমবায় নীতির উল্লেখ করেন।

মাননীয় মন্ত্রী শ্রোতাদের বলেন যে, গাইবান্ধাতে কৃষি-ঋণের বিস্তার এবং জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার কথা সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

মাননীয় মন্ত্রীকে ষ্টেশন ক্লাবের এক চা-মজলিসে আপ্যায়িত করা হয়। বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক ও সরকারী কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

যুদ্ধ-ভাণ্ডারে সাহায্য

ইণ্ডিয়ান আয়রণ ও ষ্টীল কোম্পানীকে গভর্ণরের ধন্যবাদ জ্ঞাপন

মেসার্স বার্ণ এণ্ড কোম্পানীর ডিরেক্টর মিঃ মেলনি মার্টিন মহোদয়কে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বিগত ১১ই জুলাই তারিখে নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করিয়াছেন:—

"ভারতীয় আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী, বাঙলার ষ্টীল কর্পোরেশন লিঃ এবং ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন কোম্পানী ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ফণ্ডে আরও ৫০,০০০৲ টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছে জানিতে পারিয়া আমি অতীব আনন্দিত হইয়াছি এবং এই প্রদেশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় ঐ সমুদয় প্রতিষ্ঠান যেরূপ বিপুল ও অবিরাম সাহায্য করিতেছে, তজ্জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ আপনাকে জ্ঞাপন করিবার জন্য এই পত্র লিখিতেছি।"

— বাঙলায় যুদ্ধ-প্রচেষ্টা —

বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর সম্প্রতি চাঁদপুর এ-আর-পি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। ট্রেলার-পাম্প স্কোয়াড, উদ্ধারকারীদল ও প্রাথমিক শুশ্রূষাকারীদলের কর্মিগণ মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরকে গার্ড-অব-অনার প্রদর্শন করে। এ-আর-পি অফিসারদের সহিত গভর্ণর বাহাদুর স্থানীয় সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। চিত্রে দেখা যাইতেছে—গভর্ণর বাহাদুর কর্মীদল পরিদর্শন করিতেছেন।

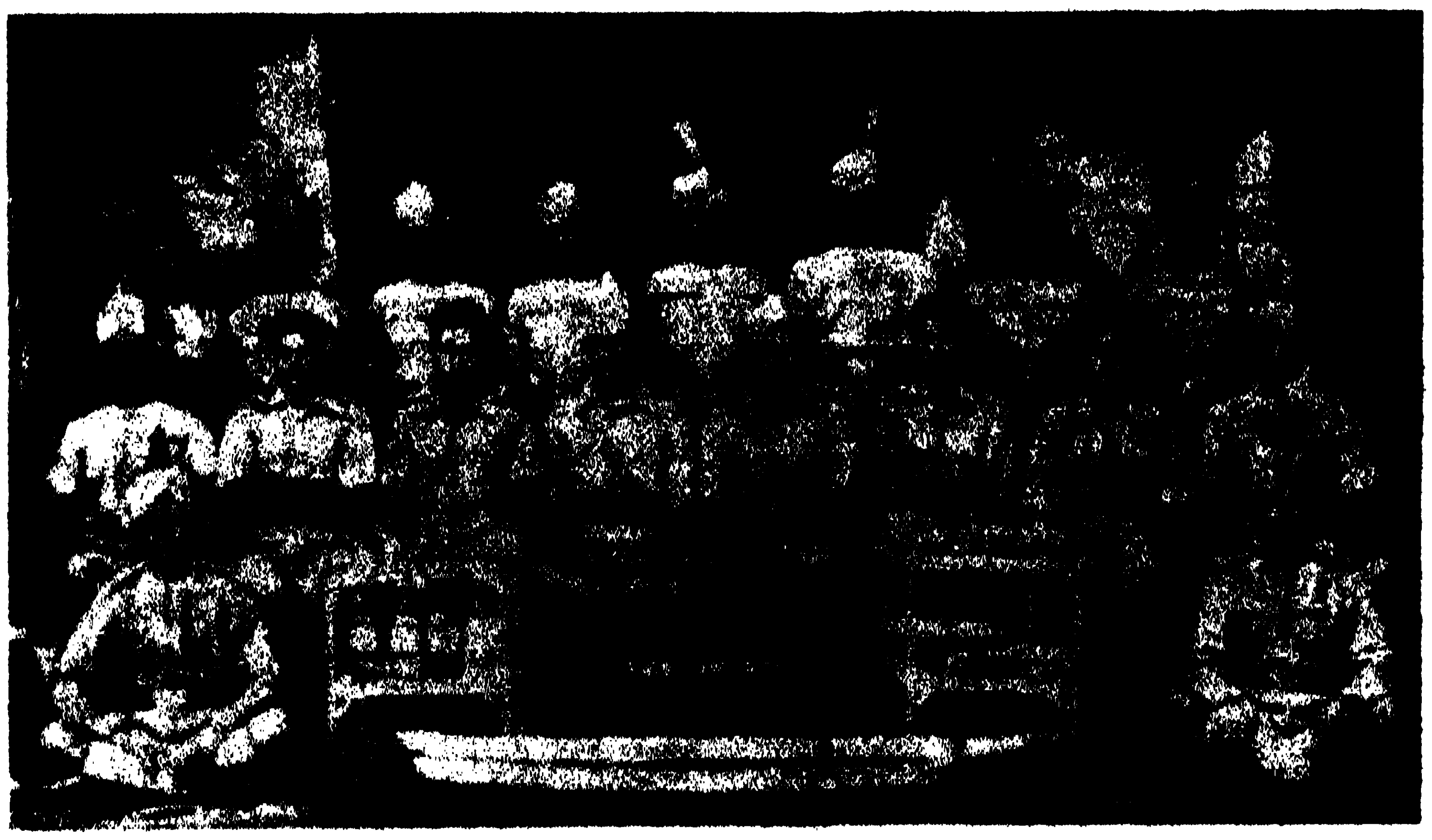

নদীয়া সেণ্ট-জন্ এম্বুলান্স ব্রিগেডের কর্মিবৃন্দ।

ধান ও চাউলের রপ্তানী নিষিদ্ধ

বাঙলা-সরকারের আদেশ

বাঙলা গভর্ণমেণ্ট এই মর্ম্মে এক আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, বাঙলা দেশের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণকারী প্রধান অফিসারের অনুমতি ব্যতিরেকে ধান ও চাউল বাঙলা দেশের বাহিরে কোথাও রপ্তানী করা যাইবে না। একথা জনসাধারণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, এপ্রিল মাসের প্রথমভাগে এই মর্ম্মে একটি আদেশ প্রচারিত হইয়াছিল যে, চাউল ও অন্যান্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য কলিকাতার বাহিরে রপ্তানী করা যাইবে না; কারণ তাহাতে কলিকাতার মৌজুদ দ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস পাইতে পারে। ইহার পর গভর্ণমেণ্ট এরূপ সংবাদ পাইয়াছেন যে, কলিকাতা হইতে দ্রব্য রপ্তানীর ঐরূপ নিষেধ থাকায় এই প্রদেশের অন্যান্য অঞ্চল হইতে বাঙলা দেশের বাহিরে বহু পরিমাণ চাউল ও ধান রপ্তানী হইয়াছে। অল্প দিনের মধ্যে সমুদ্র পথেও যথেষ্ট ধান চাউল রপ্তানী হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট যে হিসাব প্রস্তুত করিয়াছেন তদনুযায়ী এই প্রদেশের অধিবাসীদের যে পরিমাণ ধান চাউলের প্রয়োজন, তাহার চেয়ে সামান্য কিছু বেশী এখন পর্য্যন্ত মৌজুত আছে। কিন্তু সম্প্রতি মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আদেশ প্রচারিত হওয়ায় মনে হয়, অনেক পরিমাণ মৌজুত চাউল মাটীর নীচে লুকাইয়া রাখা হইয়াছে এবং তাহার ফলে স্থানীয় প্রয়োজন অপেক্ষা পরিমাণ কম দৃষ্ট হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে এই প্রদেশে কি পরিমাণ ধান ও চাউল আছে তাহার একটি হিসাব প্রস্তুত করিতেছেন এবং সেই জন্যই হিসাবাস্তে অবস্থা জ্ঞাত হইবার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রকার রপ্তানী বন্ধ করা বাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। অন্যান্য প্রদেশের চাউলের চাহিদা মিটাইবার জন্য বাঙলা গভর্ণমেণ্ট প্রস্তুত থাকিলেও একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, বাঙলা দেশের এই প্রধান খাদ্য যাহাতে বাঙলা দেশে প্রচুর পরিমাণে থাকে, সেইটাই হইল গভর্ণমেণ্টের প্রধান বিবেচ্য।

আদেশ-পত্র

ভারতরক্ষা আইনের ৮১শ নিয়মের অন্তর্গত ২য় উপনিয়মের (ক) প্রকরণমতে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর আদেশ প্রচার করিয়াছেন যে, বাঙলা দেশের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণকারী প্রধান অফিসারের কিম্বা নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অফিসারের অনুমতি ছাড়া এবং ঐ অনুমতিপত্রে লিখিত সর্ত্তের ব্যতিক্রমে কোন ব্যক্তি সংলগ্ন তালিকায় উল্লেখিত খাদ্যদ্রব্য অল্প বা অধিক বাঙলা দেশের কোন জেলা হইতে বাঙলা দেশের বাহিরে রপ্তানী করিতে কিম্বা লইয়া যাইতে অথবা রপ্তানী বা লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিতে পারিবে না।

উল্লিখিত তালিকা—

(১) খোসার মধ্যস্থ চাউল (ধান)।

(২) খোসা ছাড়ান চাউল।

বাঙলা দেশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে সম্প্রতি 'ফিল্ম এডভাইজারী বোর্ড' কর্ত্তৃক দুইখানা ছায়াচিত্র প্রস্তুত হইয়াছে। এই ছবি দুই খানার একটির নাম হইতেছে "যুদ্ধ-শিল্পে বাঙলার অবদান" ও অপর খানার নাম "সংগ্রামের আহ্বানে বাঙলার সাড়া"। এই ফিল্মদ্বয় হইতে উপরোক্ত দুই খানা ছবি এস্থলে প্রকাশ করা হইল। বাম পার্শ্বের ছবিতে দেখা যাইতেছে—এক কারখানায় শণের সুতার জাল তৈরী করা হইতেছে। ডান পার্শ্বের ছবিতে দুইজন বাঙ্গালী বৈমানিককে দেখা যাইতেছে।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ABU HENA.

Regd. No. C2532.

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ৩৬শ সংখ্যা] কলিকাতা, ৩রা আষাঢ়, ১৩৪৯ [এক আনা

LIBRARY OF THE BENGAL LEGISLATURE CALCUTTA

যুদ্ধপ্রচেষ্টায় বাঙলার নারী-সমাজ

মাননীয়া লেডী মেরী হার্বার্টের বেতার বক্তৃতা

সম্প্রতি নিখিল-ভারত বেতার প্রতিষ্ঠানের কলিকাতা কেন্দ্র হইতে বাঙলার গভর্ণর স্যার জন হার্বার্টের পত্নী লেডী মেরী হার্বার্ট বাঙলার নারীদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্পর্কে বক্তৃতা করিতে যাইয়া কলিকাতায় উইমেন ওয়ার কমিটির বিভিন্ন কার্য্যকলাপের পর্য্যালোচনা করেন।

লেডি মেরী হার্বার্ট বলেন, নারীদের জন্য দুইটি প্রধান কার্য্যক্ষেত্র রহিয়াছে। যদি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্ম্মী পাওয়া যায়, তবে এই দুইটিতে প্রচুর কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে। এই দুইএর মধ্যে ব্যক্তিগত সেবার ক্ষেত্রই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ততর।

তিনি বলেন: "ইহা একটা যন্ত্র-যুদ্ধ। যদিও ভারতীয় নারীদের পক্ষে অস্ত্র কারখানার কাজ, বিমান ও ট্যাঙ্ক অথবা জাহাজ পরিচালনার কাজ সম্ভব নহে, তথাপি এই সকল কর্ম্মের জন্য পুরুষদের অব্যাহতি দেওয়া তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব।

"ভারতে সাহায্যকারী নারী বাহিনীর কার্য্যকলাপের বেতার বর্ণনা আপনারা অনেকেই শুনিয়াছেন। এই প্রতিষ্ঠানটি গত এপ্রিল মাসে এক অর্ডিনান্সের দ্বারা অনুমোদিত হইয়াছিল। ভারতে সৈন্য বাহিনীতে কাজ করিবার উদ্দেশ্যে কর্মী যোগাইবার ব্যাপারে এই প্রতিষ্ঠান এখনও নিযুক্ত আছে। সুতরাং আমি ইহার কার্য্য প্রণালীর বিস্তৃত বিবরণ দিতে চাই না। এই সহায়ক নারী বাহিনীতে যাঁহারা নিয়মিত কাজ করিতে পারেন না অথচ মোটর চালাইতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে কার্য্যের দুইটি সুযোগ রহিয়াছে। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্থই নারী স্বেচ্ছাসেবী মোটরকার্য্য প্রতিষ্ঠান সামরিক, নৌ ও বিমান কর্ত্তৃপক্ষের কাছে মোটর পরিচালনা করিয়া ও বিমানাক্রমণ প্রতিরোধ-সঙ্ঘের কার্য্যকলাপে সহযোগিতা করিয়া প্রশংসনীয় কর্ম সম্পন্ন করেন।

"ইহার সদস্যারা বৃহত্তর কলিকাতার রাস্তায় ৫০,০০০ মাইলেরও অধিক পথ অতিক্রম করেন। আপনার যদি একখানা গাড়ী থাকে এবং আপনি যদি উক্ত অঞ্চলে তাহা চালাইতে চান—তবে এই প্রতিষ্ঠানে যোগদানের কথা বিবেচনা করিবেন।

"আর যদি আপনার মোটর না থাকে, তবে আপনি দূরবর্তী ক্ষেত্রে অবস্থিত সৈন্যদের ভ্রাম্যমাণ সরবরাহ মোটর-যানগুলিকে সাহায্য করিতে পারেন। বর্ত্তমানে চারটি এই প্রকার সরবরাহ মোটরযান কলিকাতার ভিতরে ও চতুর্দ্দিকে কার্য্যে নিযুক্ত আছে। অন্যান্য অঞ্চলে কাজ করিবার জন্য আরও কতকগুলি গাড়ীর চাহিদা রহিয়াছে। এইগুলির জন্য আমরা স্বেচ্ছাসেবী কর্ম্মী চাই। এই প্রকার সেনাকার্য্যে সহযোগিতা করিবার জন্য আমি আপনাদিগকে আবেদন জানাইতেছি। উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষ কার্য্যক্ষেত্রে ইহার ব্যয় বহন করিবেন।

দুর্গতি নিবারণ

যাঁহারা মোটর চালনা করিতে পারেন না, তাঁহাদের কাছে লেডি মেরী হার্বার্ট দৃঢ়ভাবে বস্ত্র ও আচ্ছাদনের দাবী জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, রোগীর সেবা মহৎ কাজ বটে। তাহা না দেখার উপায় একটি মহত্তর কাজ। আর সামরিক ও বেসামরিক হাসপাতালের জন্য সেবিকার খুব বেশী প্রয়োজন। সেন্ট জন এম্বুলেন্স ব্রিগেড, অক্সিলিয়ারী নার্সিং সার্ভিস এবং সিভিল নার্সিং রিজার্ভ প্রভৃতি নার্সিং বিভাগগুলিতে যাঁহারা হাসপাতালে বা প্রাথমিক সাহায্য কেন্দ্রে জরুরী কর্ত্তব্য করিতে প্রস্তুত, তাঁহারা ভর্ত্তি হইতে পারেন। প্রত্যেক নারীর সেবিকা হওয়া অবশ্য সম্ভব নয়; কিন্তু প্রত্যেক নারীই দুর্গতদের কষ্ট লাঘব করিবার ব্যাপারে একটী সেবিকাকে সাহায্য করিতে পারেন, অথবা প্রকৃত যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত পুরুষদের ছিন্ন বিনোদনে সহায়তা করিতে পারেন। রেড ক্রশ প্রতিষ্ঠানের এই বিভাগেই যথেষ্ট কর্ত্তব্য রহিয়াছে। পটী ও রোগীদের কাপড় চোপড় নির্ম্মাণ ও আহতদের শারীরিক যন্ত্রণা লাঘব ও সৈন্যদের আরাম প্রদান প্রভৃতি কার্য্যে নারীরা অনেক সাহায্য করিতে পারেন।

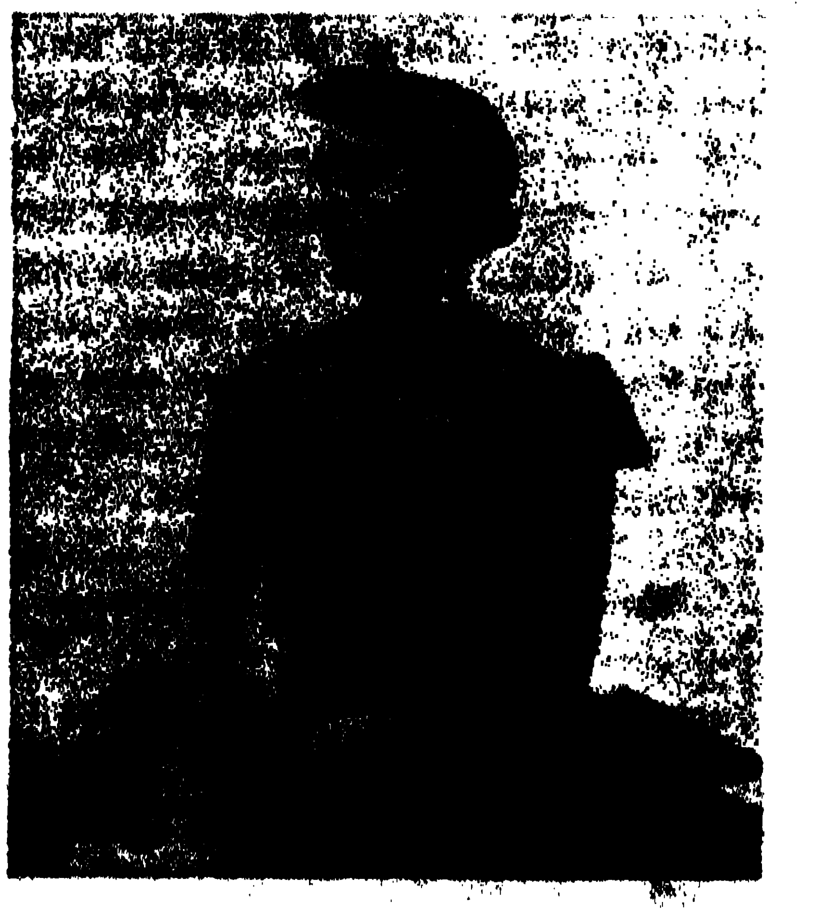

(মাননীয়া লেডী মেরী হার্বার্ট)

লেডি মেরী হার্বার্ট বেঙ্গল উইমেন্স ওয়ার ফান্ডে মোট প্রাপ্ত টাকার উল্লেখ করেন। দ্বিতীয় বৎসরের শেষে এই টাকার পরিমাণ ১৪,০০,০০০ দাঁড়াইয়াছে।

উপসংহারে তিনি বলেন: ইহা একটা সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধ এবং আমাদের যদি জিতিতে হয়—এবং আমরা জিতিবই—তবে আমাদের বিলাস, আরাম ও সুবিধা পরিত্যাগ করিতে হইবে। সাধারণের মঙ্গলের জন্য দুঃসাধ্যবৃত্ত, উৎপীড়ক দুর্ব্বৃত্তদের অত্যাচার হইতে জগতকে মুক্ত করিবার জন্য, কোটি কোটি নর-নারীর দুর্গতি নিবারণের জন্য আত্মত্যাগ রাজনীতির বা আত্ম-পরিতৃপ্তির কথা নহে। ইহা একটী খাঁটি কর্ত্তব্য যাহার দাবী আমরা বাঙলার কাছে, ভারতের কাছে, এমন কি জগতের সভ্যতার কাছে দাবী।

গত ২৭শে জুন যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সময় বাঙলা দেশের অন্তর্গত হাওড়া জেলায় ৭২ জন, কলিকাতায় ১৫৪ জন এবং চট্টগ্রামে ৫৫ জন ব্যক্তি কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়। ২৪-পরগনা ও দার্জিলিংএ যথাক্রমে ৭১ এবং ৭৮ জন ব্যক্তি ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়। কলিকাতায় উল্লেখযোগ্য সেরিব্রোস্পাইনাল রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল।

ভারতবর্ষের বিপুল সমর-প্রচেষ্টা

স্যার আজিজুল হকের বিবৃতি

লণ্ডনস্থ ভারতবর্ষের হাই-কমিশনার স্যার মহম্মদ আজিজুল হক জনৈক সংবাদদাতার সহিত সাক্ষাৎকারের সময় ভারতবর্ষের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন।

স্যার মহাশয় বলেন যে, বাস্তব ঘটনা হইতে যুদ্ধে ভারতবর্ষের প্রকৃত মনোভাব জানা যায়। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বক্তৃতামঞ্চ হইতে যাহা বলা হয়, তাহা শুনিয়া ইংলণ্ডের লোকের ভ্রান্ত ধারণা জন্মিতে পারে। ইংলণ্ডে আমরা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের বহুল সংবাদ পাইয়া থাকি, কিন্তু ভারতবর্ষের জীবনের গভীরতর স্তরে কি হইতেছে, তাহা কদাচিৎ আলোচিত হইয়া থাকে।

তিনি বলেন, যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষ যথাসম্ভব যোগদান করিয়াছে। গত দুই বৎসরে ভারতীয় সৈন্য সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ভারতের যে সব অঞ্চল হইতে পূর্ব্বে সৈন্য-বাহিনীতে লোক ভর্ত্তি করা হইত না, সে সব অঞ্চল হইতেও সৈন্য সংগৃহীত হইতেছে। বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্য ভর্ত্তি করা না হইলেও প্রতিমাসে গড়ে ৫০,০০০ হাজার ভারতবাসী সৈন্য দলে যোগদান করিতেছে। স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের চেষ্টা যে সময়ে ভারতবর্ষে বিফল হইল, সে সময়েও ৭০,০০০ হাজার লোক সৈন্য তালিকায় নাম দিয়াছে। একটি উপজাতির সংখ্যা ২৫০ জন, তাহাদের মধ্যে ১৫০ জন যুদ্ধে যোগদান করিয়াছে এবং একটি পরিবার হইতে ৭৫ জন লোক সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। প্রায় ৪০,০০০ ভারতবাসী বাণিজ্য জাহাজে নাবিকের কাজ করিতেছে। ভারতীয় সৈন্যদলে যে সমস্ত দ্রব্যের প্রয়োজন তাহার শতকরা ৮০ ভাগ ভারতবর্ষেই প্রস্তুত হয়। যুদ্ধসম্ভার দিন দিন অধিক পরিমাণে তৈয়ারী হইতেছে এবং ভারতবর্ষে ট্যাঙ্কও প্রস্তুত হইতেছে। সম্প্রতি চীন ১১,৭৫০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের যন্ত্রাদির জন্য ভারতবর্ষে অর্ডার প্রেরণ করিয়াছে। ভারতবর্ষের জাহাজ-নির্ম্মাণ কেন্দ্রসমূহে সকল প্রকার জাহাজ মেরামত করা হয় এবং যুদ্ধ জাহাজ, প্রহরীপোত এবং অন্যান্য প্রকারের জাহাজ তৈয়ারী হয়। গত বৎসর ৪০,০০০ হাজার ভারতীয় কারিগরকে ট্রেনিং দেওয়া হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে দেশে ৩০০ শত ট্রেনিং কেন্দ্র আছে।

বিমানযোগে আগত আশ্রয়প্রার্থীদল

আগন্তুকদের হিসাব প্রকাশ

প্রকাশ যে, সরকারীভাবে যে হিসাব পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বিমানযোগে ব্রহ্ম হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের প্রায় সঠিক সংখ্যা দেওয়া এখন সম্ভবপর।

বর্ত্তমান সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ৪ঠা মে পর্য্যন্ত বিমানযোগে মোট ১১,২১০ জন আশ্রয়প্রার্থী আসিয়াছে। রেঙ্গুণ, বাসিন, মাগুই এবং মোমেইন হইতে কলিকাতায় বিমানযোগে যে সব আশ্রয়প্রার্থী আসিয়াছে, তাহার সংখ্যা ৫,১১৬, মিটকিনা হইতে আসামে পৌঁছিয়াছে ৬,০৯৪ জন। প্রথমোক্ত আগন্তুকদের মধ্যে ১,৮৩০ জন ভারতীয় এবং ৩,০৮০ জন য়ুরোপীয় ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। শেষোক্ত আগন্তুকদের মধ্যে ২,১৯৫ জন ভারতীয়, ২১১ জন য়ুরোপীয়, ২,৫১৬ জন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং ৪০৮ জন ব্রহ্ম-বাসী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

৩রা আগষ্ট—১৯৪২

ষ্টিরাপ-পাম্পের কার্য্যকারিতা

অগ্নি নির্ব্বাপণ ব্যাপারে ষ্টিরাপ-পাম্পের প্রয়োজনীয়তা সম্ভবতঃ জনসাধারণ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। যদি শত্রুপক্ষ ব্যাপকভাবে আগুন-জ্বালানী বোমা দ্বারা আক্রমণ করে, তবে তাহার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে এমনভাবে অগ্নি প্রজ্বলিত করা—যাহা সাধারণ দমকল অথবা ট্রেলার পাম্প পরিচালকগণ আয়ত্তে আনিতে পারিবে না। শত্রু যদি দুই একটি আগুন-জ্বালানি বোমা নিক্ষেপ করে, তবে তাহা সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বাপন করা চলে এবং শহরের স্বাভাবিক জীবন অব্যাহত থাকে। কিন্তু যদি এক সঙ্গে পাঁচ শত কিম্বা তাহা অপেক্ষাও অধিক সংখ্যক আগুন-জ্বালানি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়, তবে তাহার সমস্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার। এক্ষেত্রে দমকল কিম্বা ট্রেলার পাম্প ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে পারে; কিন্তু ছোটখাটো অগ্নিকাণ্ডের দিকে উহাদের নজর দেওয়া সম্ভবপর নহে।

এই সমস্ত ব্যাপারে ষ্টিরাপ-পাম্প আবশ্যকীয় কাজ করিতে পারে। প্রথমতঃ দমকল কিম্বা ট্রেলার পাম্পের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া ষ্টিরাপ পাম্প ছোটখাট আগুন নিভাইতে পারে। ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডের ব্যাপারে সময় মত ষ্টিরাপ-পাম্পের সদ্ব্যবহার করিলে আগুন দমিত হইতে পারে এবং মূল্যবান ও খাদ্য দ্রব্যাদিতে উহার বিস্তার রুদ্ধ হইতে পারে—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না অন্যরূপ সাহায্য আসিয়া উপস্থিত হয়। ইংলণ্ডে অজস্র প্রমাণিত হইয়াছে যে, যথাযোগ্য সাহায্য আসিবার পূর্ব্বে আগুন যাহাতে আয়ত্বের বাহিরে চলিয়া না যায়, তজ্জন্য এই ব্যবস্থা অবলম্বনই একমাত্র পথ। জাপানীরা যে ধরণের কস্ফরাস্ বোমা ব্যবহার করে, তাহা নিভানের ব্যাপারে উহা ভারতবর্ষে বিশেষভাবে কার্য্যকরী হইবে বলিয়াই মনে হয়। বোমার মধ্যস্থ প্রত্যেকটি বিস্ফোরক টুকরা খুব বেশী রকম উত্তাপ ও আগুনের শিখার সৃষ্টি করে না; এবং তাড়াতাড়ি ষ্টিরাপ-পাম্প ব্যবহার করিলে উহা নিভাইয়া ফেলা সম্ভবপর হয়। পরে বোমা-মধ্যস্থ জলন্ত টুকরাগুলি খোলা জায়গায় নিয়া আসিলে উহা আপনা আপনিই পুড়িয়া শেষ হইয়া যাইতে পারে—কারণ উহা শুষ্ক হইলে আবার জ্বলিয়া উঠিতে পারে।

যাহারা ষ্টিরাপ পাম্পের কার্য্যকারিতা সম্পর্কে সন্দিহান তাঁহাদিগকে দুই বাল্‌তি জল লইয়া দুইটি ছোট-খাটো আগুন জ্বালাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। প্রথম প্রজ্বলিত আগুনটাতে জল ঢালিয়া দিন। হয়ত শেষের দিকে আগুন দাও নিভিতে পারে। দ্বিতীয় বাল্‌তির জল দ্বারা ষ্টিরাপ-পাম্প ব্যবহার করুন। একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে, উক্ত ষ্টিরাপ পাম্পের সাহায্যে বরণা ধারায় জলসিঞ্চন করিলে আগুন একেবারে নিভিয়া যাইবে।

উন্নত ধরণের ষ্টিরাপ পাম্প বিপদসঙ্কুল অঞ্চলের বাসিন্দাদের কাছে ২৫৲ টাকা মূল্যে পাওয়া যায় (সেই সঙ্গে উহার ব্যবহার সম্পর্কিত উপদেশাবলী ও পুস্তক যায়)। প্রত্যেক গৃহস্থের একটি করিয়া ষ্টিরাপ-পাম্প ক্রয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

মিসরের দৃঢ় সঙ্কল্প

"নিউবন্ধু" পত্রিকার একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে মন্তব্য করা হইয়াছে যে, বৃটিশের সহিত মিসরের মৈত্রী, যাহা মিসরকে একনায়ক রাষ্ট্রসমূহের দুরভিসন্ধি হইতে রক্ষা করিয়াছে ও করিতেছে, সৌভাগ্যক্রমে সাহান পাশার উদারমনা ও বস্তুতন্ত্রী নেতৃত্বের সুবিধা পাইয়াছে। জার্ম্মাণ ও ইটালীয়ানগণ সদম্ভ প্রকাশ করে যে, তাহাদের যুদ্ধকার্য্যাদ্রা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগণকে ভীতিবিহ্বল ও চমৎকৃত করিয়া দিবে। এই সমুদয় ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মধ্যে মিসর সম্প্রতি এমন একজন রাষ্ট্রনায়ক পাইয়াছে, যাঁহার মধ্যে জাতির আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্ত হইয়া দেখা দিয়াছে এবং যিনি বর্ত্তমান সঙ্কটের ভবিষ্যৎ ফল উপলব্ধি করিতে পারেন। একনায়কী রাষ্ট্রের যথেচ্ছাচারতন্ত্রের শোষণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার ও তাহার ক্রমবর্দ্ধমান স্বাধীন ও অপ্রতিরোধ জাতীয় সত্তা রক্ষা করিবার জন্য মিসর বৃটিশের উপর নির্ভর করে। গ্রেট বৃটেন অঙ্গীকার করিয়াছে যে, মিসরবাসীর জীবন ও সম্পত্তি এই আক্রমণাত্মক যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম হইতে রক্ষা করিবার জন্য সকল প্রকার চেষ্টা করিবে।

মিসরের প্রধান-মন্ত্রী অতি সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে, আমাদের সদিচ্ছা ও শক্তির উপর তাঁহার আস্থা আছে এবং একথা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, বর্ত্তমান সঙ্কট সময়ে জাতির একতা প্রতিষ্ঠায় বাজা ফারুকের প্রয়াসও কম মূল্যবান নহে। মিসরের জন-সাধারণ আসন্ন বিপদের সম্মুখে যে প্রশান্তি ও নিয়মানু-বর্ত্তিতা প্রদর্শন করিয়াছে তাহা সত্যই হৃদয়গ্রাহী।

যখন, জার্ম্মাণ ও ইটালীয়ান সেনারা নীলনদের ব-দ্বীপ আক্রমণের চেষ্টা করিতেছে, তখন মুসোলিনী ও হিটলারের বন্ধুভাবাপন্ন অভিপ্রায় সম্বন্ধে মিসরবাসীদের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য রোম হইতে প্রলাপভাষী প্রচারকার্য্য পরিচালিত হইতেছে। মুসোলিনী তাহার আদর্শ নেপোলিয়ানের চেয়ে অধিকতর সফলতার সহিত মিসর জয় করিবার জন্য অনেক বৎসর যাবতই তথাকথিত ইসলামের তত্ত্বাদি সন্ধান করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাহার ছলনাসমূহ মিসর, তুরস্ক ও মুসলিম জগতের অন্যান্য স্থানে ধরা পড়িয়াছে। অধিকতর দুর্দ্দান্ত অত্যাচারীর বর্ত্তমান বশ্যতা ও সমস্ত প্রসূত তাহার উদ্দেশ্য সকলেরই বিদিত। ভূমধ্যসাগরের উভয় তীরের কোন জাতি, খৃষ্টান বা মুসলমান কেহই, ইচ্ছা করে না যে, এই দাম্ভিক সম্রাট তাহাদের উদ্দেশ্য সাধনে সফল হয়।

খাদ্যশস্য উৎপাদন আন্দোলন

ময়মনসিংহ জেলার পল্লীতে উৎসাহ-উদ্দীপনা

জামালপুর থানার অন্তর্গত ১নং নান্দিনা সার্কেলের জুট রেগুলেশন বিভাগের এসিষ্টাণ্ট ইন্সপেক্টর বাবু শচীন্দ্র চন্দ্র দাস, ক্যাম্প এসিষ্টাণ্ট বাবু নরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, প্রপাগাণ্ডা এসিষ্টাণ্ট মৌলবী সোলায়মান আহমদের উদ্যোগে বিগত ২৮শে জুন রবিবার, বেলা ১ ঘটিকার সময় "খাদ্যশস্য উৎপাদন, বর্ত্তমান সঙ্কটজনক অবস্থা ও দেশবাসীর অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য" উপলক্ষে বাগাবাড়ী ইউনিয়নের বাগাবাড়ী, বাথানের পাড়, পলাশতলা, দোলাই, গোড়াবকান্দা, চক বেলতৈল ও নড়িয়াবিলপুর পল্লী-উন্নয়ন সমিতিসমূহ গভর্ণমেণ্ট নির্দ্দিষ্ট প্রচার পতাকা ও নিজ নিজ গ্রাম্য পতাকা, লাঠি, দা, কুড়াল, লাঙ্গল ও বাদ্যবাজনাসহ নানা প্রকার গ্রাম্য সঙ্গীত গাহিয়া আনুমানিক চার হাজারী লোকের এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করিয়া একদম বাজের তালে তালে ৭।৮ মাইল পথ পরিভ্রমণ করার পর সভার পূর্ব্বে নান্দিনা খেলার মাঠে এক বিরাট সভায় একত্রিত হয়।

নান্দিনা হাই স্কুলের শিক্ষক মৌলবী আবদুর সোবহান সাহেব সভাপতিত্ব করেন। উক্ত সভায় জামালপুর মহকুমার প্রপাগাণ্ডা অফিসার বাবু সতীন্দ্র মোহন দে সরকার মহাশয় ও পলাশতলা পল্লী-উন্নয়নের সেক্রেটারী মৌলবী মীর আবদুল সাত্তার সাহেব দেশের সঙ্কটজনক অবস্থা, খাদ্যদ্রব্যের বহুল চাষ, গ্রাম রক্ষীদল সংগঠন ও অন্যান্য পল্লী-উন্নয়ন বিষয়ক বক্তৃতা দ্বারা উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের তুষ্টিবিধান করেন।

সেভিংস্ সার্টিফিকেট ও ষ্ট্যাম্প

মে মাসে বিক্রয়ের হিসাব

বাঙলার বিভিন্ন জেলায় বিগত মে মাসে ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট ১,৩৯,৮৫০৲ টাকার ও সেভিংস ষ্টাম্প ১১,৫০১৲ টাকার বিক্রয় হইয়াছিল। বিভিন্ন জেলার হিসাব নিম্নরূপ:—

	জেলা।		সার্টিফিকেট। টাকা।	ষ্টাম্প। টাকা।
১।	চট্টগ্রাম	..	১১০	২৫৭
২।	পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	..	..	।০
৩।	মুর্শিদাবাদ	..	১,০৩০	৪৩
৪।	মালদহ	..	২,৮৯০	১৬৩॥০
৫।	বীরভূম	..	৫,৪৪০	১৪
৬।	ময়মনসিংহ	..	৯৮০	১০০॥০
৭।	২৪-পরগণা	..	৫,৮০০	৪৯৫।০
৮।	যশোহর	..	..	৫৭
৯।	খুলনা	..	৭৪০	২৪৮০
১০।	কলিকাতা	..	৭৫,৮৫০	৫,৬৯৭।০
১১।	জলপাইগুড়ি	..	১,১২০	৪৮১।০
১২।	দার্জ্জিলিং	..	১০,৭৭০	৪৪৫।০
১৩।	ত্রিপুরা	..	৫০	৬৯।০
১৪।	নোয়াখালী	..	১০	৫১।০
১৫।	হাওড়া	..	..	১,৭৩৩॥০
১৬।	হুগলী	..	১,২৩০	৪২০৮০
১৭।	ঢাকা	..	২২০	৩১৬৮০
১৮।	মেদিনীপুর	..	১৩,১৯০	৪৫।০
১৯।	বাঁকুড়া	..	১,০৩০	১৮৮০
২০।	বর্দ্ধমান	..	৩৩০	২০৯॥০
২১।	বগুড়া	..	১,৮৭০	৬৫॥০
২২।	দিনাজপুর	..	১০,৩৯০	২১৩
২৩।	রংপুর	..	২৬০	৬।০
২৪।	ফরিদপুর	..	৩২০	৫৫॥০
২৫।	বাখরগঞ্জ	..	২,৫৮০	১৮৬।০
২৬।	রাজশাহী	..	১,৬২০	১১৮
২৭।	পাবনা	..	১,৬৭০	১১৫॥০
২৮।	নদিয়া	..	৩৩০	৮৭
	মোট	..	১,৩৯,৮৫০	১১,৫০১

প্রাচ্য-খণ্ডের যুদ্ধ-বন্দীদের খবর

রেডক্রশ সোসাইটি কর্ত্তৃক বেতারবার্ত্তা সংগ্রহের ব্যবস্থা

একটি প্রেস-নোটে প্রকাশ, প্রাচ্য খণ্ডের যুদ্ধে বন্দীদের খবরাখবর দিয়া জাপানীরা যে সমস্ত বেতারবার্ত্তা প্রচার করে, রেডক্রশ সোসাইটি সে সমস্ত বেতারবার্ত্তা ধরিয়া উহার নকল সকল বন্দীদের আত্মীয় স্বজনের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তবে এই ব্যবস্থায় কিছুটা অসুবিধা রহিয়াছে। কারণ জাপানীরা বেতারে বন্দীদের খবরাদি দিবার সময় বন্দীদের নাম বড় একটা উল্লেখ করে না। রেডক্রশ সোসাইটির বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও জাপ কর্ত্তৃপক্ষ সমস্ত যুদ্ধ-বন্দীদের নামের তালিকা দাখিল করেন নাই।

জাপানীদের হাতে বন্দী সামরিক ও বেসামরিক লোকজনের উদ্দেশ্যে তাহাদের ভারতবর্ষস্থিত আত্মীয়স্বজন কর্ত্তৃক খবর পাঠাইবার ব্যবস্থা অল ইণ্ডিয়া রেডিও করিয়াছেন। উহা খুব সংক্ষিপ্ত হওয়া দরকার এবং উহা ষ্টেশন ডিরেক্টর, অল ইণ্ডিয়া রেডিও, দিল্লী, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। এই খবরে কোন প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইবে না, শুধু কুশলজ্ঞাপক ও উৎসাহব্যঞ্জক সংবাদাদি জানান যাইবে। সংবাদের সহিত বন্দীরা যে বেতারবার্ত্তা পাঠায় রেডক্রশ সোসাইটি তাহা তাহাদের ভারতীয় আত্মীয়স্বজনদের নিকট পাঠাইবার সময়ে ঐ সাথে একটা ফরম দিয়া থাকেন। ঐ সকল বেতারবার্ত্তার উত্তর ঐ ফরমে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।

লোকাপসারণ সমস্যা ও ক্ষতিপূরণ

সাংবাদিক সম্মেলনে মাননীয় রাজস্ব-সচিবের বিবৃতি

বাঙ্গলা সরকারের রাজস্ব ও বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ পি, এম, বাগচী বিগত ২৫শে জুলাই তারিখে রাইটার্স বিল্ডিংসে তাঁহার কামরায় যে প্রেস কনফারেন্স আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাতে বহু সংখ্যক সংবাদপত্রের প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন। রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী ও অন্যান্য কতিপয় অফিসারও উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বক্তৃতায় বলেন যে, লোক অপসারণ ব্যাপারে সামরিক প্রয়োজন অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অগ্রগণ্য; বেসামরিক গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের কষ্ট ও অসুবিধা হ্রাস করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন এবং নিশ্চয়ই করিবেন। তিনি আরও বলেন যে, লোকাপসারণ ও ক্ষতিপূরণের সমস্ত বিষয়টিকে নিছক লোকহিতৈষণার দৃষ্টি দিয়া দেখিতে হইবে এবং ইহাকে দলগত রাজনীতির বিষয়ীভূত করা হইবে না। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিগণকে এই ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য মাননীয় মন্ত্রী আবেদন জ্ঞাপন করেন। তিনি আরও বলেন যে, এই ব্যাপারে গঠনমূলক যে কোন প্রস্তাব ও সমালোচনা তিনি সাদরে গ্রহণ করিবেন।

অতঃপর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্থানান্তরিত লোকদিগকে সাহায্য করিতে ও ক্ষতিপূরণ দিতে গভর্ণমেণ্ট যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, মোটামুটিভাবে তাহা বুঝাইয়া দেন।

সামরিক প্রয়োজনে যে সমস্ত অঞ্চল হইতে বাধ্যতামূলকভাবে লোকাপসারণ জনিত সমস্যা দেখা দিয়াছে, তথায় উহার সমাধানের জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থা নিম্নে উল্লেখ করা গেল। এই ব্যবস্থার দুইটি পর্য্যায়—ক্ষতিপূরণ দেওয়া ও অপসারিত লোকদের সুখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখা। ক্ষতিপূরণ নির্দ্ধারণ ব্যাপারে নির্দ্দিষ্ট নীতি হইল অপসারণের আদেশ দ্বারা যে সব ক্ষতি, ব্যয় ও অপচয় হইবে, তাহার জন্য অর্থ সাহায্য করা। ক্ষতিপূরণ নির্দ্ধারণের প্রধান প্রধান বিষয় ও ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কি ভাবে হিসাব করা হয়, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল :—

ক্ষতিপূরণ

১। অপসারণের ব্যয়—মানুষ, দ্রব্যাদি ও গৃহপালিত পশ্বাদি অপসারণের যুক্তিসঙ্গত সমুদয় ব্যয় দেওয়া হইবে। যেহেতু অতি অল্প সময়ের নোটিশে বৃহৎ বৃহৎ অঞ্চলের লোকদিগকে স্থানান্তর করা প্রয়োজন হয়, সেইজন্য পল্লী অঞ্চলে পরিবারগুলির ইউনিয়ন বোর্ডকে ভিত্তি করিয়া কিম্বা তাহাদের বাড়ীর মূল্যকে ভিত্তি করিয়া সরাসরিভাবে অপসারণ ব্যয় ধার্য্য করা হয়। ক্ষতিপূরণের হার সবচেয়ে দরিদ্রের জন্য ১২৲ টাকা ও সবচেয়ে অবস্থাপন্ন ব্যক্তির জন্য ২০০৲ দুই শত টাকা পর্য্যন্ত ধার্য্য করা হয়। সহর অঞ্চলে অপসারণ ব্যয় নির্দ্ধারণ করা হয়—যে বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে হইবে তাহার মাসিক ভাড়ার তিনগুণ অথবা ঐ বাড়ীতে ভাড়াটিয়া না থাকিলে যুক্তিসঙ্গত মাসিক ভাড়া ধরিয়া তাহার তিন গুণ—সর্ব্ব নিম্ন ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ৫০৲ টাকা ও সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ৩০০৲ টাকা হইবে।

উপরোক্ত ভিত্তিমূলে যে ব্যয় দেওয়া হইবে, তাহা যদি কোন ক্ষেত্রে অপর্য্যাপ্ত হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তাহার প্রকৃত ব্যয়ের হিসাব দিয়া একটি দাবি উপস্থিত করিতে পারিবে এবং তাহা যুক্তিসঙ্গত হইলে পরে আরও টাকা দেওয়া হইবে।

২। আবাদী ফসল, পুকুরের মাছ, ফলবান বৃক্ষ প্রভৃতির জন্য ক্ষতিপূরণ—এই প্রকারের ক্ষতিপূরণের জন্য স্থানীয় তদন্ত করিয়া মৌখিক ও দলিলগত সাক্ষ্য গ্রহণের পর ক্ষতির পরিমাণ ধার্য্য করা হয়। আবাদী ফসলের মোটামুটা জমির মালিককে দেওয়া হয়। যদি ঐ জমি বর্গা প্রথায় আবাদ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা জমির মালিক ও বর্গাদারের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়।

৩। কাঁচা বাড়ীর জন্য ক্ষতিপূরণ—নূতন আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণের জন্য যে ব্যয় হইবে, তাহা লোকদিগকে দেওয়া হয়। পুনর্নির্ম্মাণের স্থানীয় ব্যয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্থানীয় অফিসারগণ টাকার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবেন।

কোন কোন অঞ্চলে কাঁচা বাড়ীর জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার যে নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা হইল এই যে বর্ত্তমানে ইউনিয়ন বোর্ডকে ভিত্তি করিয়া একটা নির্দ্ধারিত সাধারণ হারে অস্থায়ী আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণের ব্যয় দেওয়া হইবে এবং সৈন্যগণ চলিয়া গেলে যখন লোকদিগকে ফিরিয়া আসিবার আদেশ দেওয়া হইবে, তখন বাড়ীর যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার জন্য পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। অন্যান্য অঞ্চলে নূতন বাড়ী করার ভিত্তিমূলে এখনই টাকা দেওয়া হইবে এবং বাড়ীর ক্ষতির জন্য পরে আর কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না। প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে টাকা দেওয়ার সমর্থনে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, লোকের যখন টাকার বিশেষ প্রয়োজন হইবে তখন তাহারা হাতে নগদ টাকা পাইবে অর্থাৎ যখন তাহারা ফিরিয়া আসিয়া এবং নূতনভাবে স্বাভাবিক জীবনযাপন আরম্ভ করিবে, তখন তাহাদের টাকার প্রয়োজন হইবে বরং ঐ সময়েই ক্ষতিপূরণের পূর্ণ সুযোগ তাহারা পাইবে। এই বিষয়ে সর্ব্বত্র একই নীতি অবলম্বন করার প্রশ্নও আলোচিত হইয়াছিল এবং অধিকাংশেরই এই মত যে, উভয় প্রকারের নীতিই বলবৎ থাকিবে এবং অবস্থা বিবেচনায় এবং সংশ্লিষ্ট লোকের প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া যে পদ্ধতি সমীচীন বোধ হইবে, সেইটাই অবলম্বন করা হইবে।

কোন কোন ক্ষেত্রে এইরূপ আশ্রয়স্থল গভর্ণমেণ্টই প্রস্তুত করিয়া অপসারিত লোকদিগের ব্যবহারে দিতেছেন। জেলা কর্ত্তৃপক্ষগণকে অনুরোধ করা হইয়াছে যে, অপসারিত লোকদিগের মধ্যে যাহারা নিজে এই বর্ষাকালে থাকার ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইবে না, তাহাদের আশ্রয়স্থল যেন প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়। আবশ্যক হইলে এবং সম্ভব হইলে ঐ সমস্ত লোকদিগের জন্য বাড়ী করিবার জন্য জায়গা সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

৪। পাকা বাড়ীর জন্য ক্ষতিপূরণ—এই প্রকারের বাড়ীর জন্য মাসিক ভাড়া দেওয়া হয়। যদি বাড়ীতে ভাড়াটিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ ভাড়াটিয়া যে ভাড়া দেয় সেই ভাড়াই দেওয়া হইয়া থাকে। অন্যান্য ক্ষেত্রে যত ভাড়া হইতে পারে তাহাকে কিম্বা সম্পত্তির মূল্যকে ভিত্তি করিয়া একটা যুক্তিসঙ্গত ভাড়া ধার্য্য করা হয়। এরূপক্ষেত্রে সাধারণতঃ সম্পত্তির মূল্যের শতকরা ৫৲ টাকা বার্ষিক ভাড়া দেওয়া হইয়া থাকে।

৫। জমি, পুষ্করিণী ইত্যাদির ব্যবহারের জন্য ক্ষতিপূরণ—এই ক্ষতিপূরণ ধার্য্য করিতে উহার নিট লভ্যাংশকে ভিত্তি ধরা হয়, জমির বেলায় উহার উৎপন্নদ্রব্যের মূল্যের অর্দ্ধেক ধরা হয়। নিট লভ্যাংশ নির্দ্ধারণ করিতে জমির শ্রেণী, কি ফসল উৎপাদন করা হয় এবং ঐ ফসলের চলতি দর কত, সমুদয়ই বিবেচনা করা হয়। পুষ্করিণী ও ফলবান বৃক্ষাদির বেলায় পৌনঃপুনিক ভাবে আয়ের যে ক্ষতি হইবে, তাহার আনুমানিক হিসাব ধরা হয়। চাষী তাহার উপরস্থ মালিককে যে খাজনা দেয় সহ আদায় দেয় তাহা, প্রজা জমি হইতে বেদখল থাকা পর্য্যন্ত, গভর্ণমেণ্ট আদায় করিবেন এবং তাহা প্রজার প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ হইতে বাদ দেওয়া হইবে না।

৬। অকস্মাৎ অপসারণ হেতু আয় নষ্টের জন্য ক্ষতিপূরণ।—অপসরণের জন্য যে সমস্ত পেশাদার ব্যক্তির আয় নষ্ট হইবে, তাহাদিগকে দুই মাসের স্বাভাবিক আয়ের পরিমাণ ক্ষতিপূরণ করা হইবে। এই কারণ নিবন্ধন বর্গাদার ও ভূমিহীন শ্রমিকগণের কোনও দাবী বিবেচনা করা হইবে না, ইতিপূর্ব্বে এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হইয়াছিল। কিন্তু অতঃপর সিদ্ধান্ত করা হয় যে, বর্গাদার ও ভূমিহীন শ্রমিকগণকে সরাসরি নির্দ্ধারিত করিয়া দুই মাসের স্বাভাবিক আয়ের পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে; অবশ্য যদি জেলা কর্ম্মচারীর মতে অপসরণের ফলে ইহারা বেকার-সমস্যার সম্মুখীন হয়। গভর্ণমেণ্টের প্রথমেই এই নীতি গ্রহণ না করিবার কারণ এই যে, গভর্ণমেণ্ট আশা করিয়াছিলেন, যে, সাময়িক সামরিক ও বেসামরিক কার্য্যাদিতে এই সকল লোক নিযুক্ত হইতে পারিবে। আর এতগুলি লোককে অনির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য সাহায্য প্রদান করিবার যে কোনও পরিকল্পনা তাহাদের জীবিকা উপার্জনের জন্য কর্মোদ্যমশীলতা নষ্ট করিয়া দিবে।

উল্লিখিত শ্রেণীগুলির অন্তর্ভুক্ত নহে, এইরূপ লোকের দাবীসমূহও বিবেচিত হইবে। এই প্রকার দাবীসমূহের দোষ-গুণ বিবেচনা করিয়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। জেলা কর্ম্মচারিগণকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ক্ষতিপূরণ দিবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সাধারণতঃ অপসারণ খরচ ও কাঁচা ঘরের ক্ষতিপূরণ অপসারণের পূর্ব্বেই দেওয়া হয়। কালেক্টরগণকে তিন মাসের পর্য্যন্ত খাজনা ও ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত আর ক্ষতিপূরণ দিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার সমস্যার উদ্ভব হইতে পারে। তজ্জন্য সাধারণ নিয়ম হিসাবে সরকার এই স্থির করিয়াছেন যে, জেলা কর্ম্মচারীরা সরকারী মঞ্জুর ও যথাবিধি তহবিল নির্দ্ধারণের অপেক্ষা না করিয়াও বিপন্ন লোকদের সাহায্যের জন্য প্রয়োজনীয় খরচ করিতে পারিবেন। ইহার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই সত্বর সাহায্য বিতরণ দ্বারা কষ্টের নিরসন করা হইয়াছে। সরকার এই সাহায্যের ব্যাপারে সযত্নে লক্ষ্য করিতেছেন ও সমস্ত অভিযোগ দূর করিবার সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। এই সাহায্যের সাফল্য নিম্নোক্ত ব্যাপার হইতে কিছুটা অনুমান করা যাইতে পারে। অপসারণের আদেশ কার্য্যকরী হইয়াছে এই রকম—সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী তিনটী জেলায় গত জুন মাসের শেষভাগ পর্য্যন্ত ষোল লক্ষ টাকার উপর জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছিল। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আশ্রয়প্রার্থীদিগকে অপসরণ খরচ এবং সাময়িক বাড়ী নির্ম্মাণের খরচ দেওয়া হইয়াছে। কোন কোনও জায়গায় শস্যের ক্ষতিপূরণও দেওয়া হইয়াছে।

আশা করা যায় যে, যেরূপ তৎপরতার সহিত এই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়, তাহা দেখিয়া জনসাধারণ আশ্বস্ত হইবেন।

বর্ত্তমানে যাহা দেওয়া হইতেছে, তাহা ছাড়াও জনসাধারণকে তাহাদের সম্পত্তি হইতে বেদখল থাকাকালীন সম্পত্তির যথেষ্ট ক্ষতিপূরণও দেওয়া হইবে। সুস্পষ্ট কারণেই বর্ত্তমানে এই প্রকার দাবী বিবেচনা করা সম্ভব নয়।

সরকার অপসারিত লোকদিগকে সরকারী অথবা জমিদারদের উদ্বৃত্ত জমিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই প্রচেষ্টায় খুব কম সাফল্যই লাভ হইয়াছে। কারণ এইসব লোক অল্প দিনের জন্য বেশী দূরের জায়গায় যাইতে অনিচ্ছুক। এই প্রদেশের কতকগুলি জমিদার স্বকল পুনঃ দখল করতঃ তথায় অপসারিত লোকদের জায়গা দেওয়ার প্রশ্নও সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

অপসারিত লোকদিগকে কাজে নিযুক্ত করিবার সম্ভাব্যতাও সরকার নিয়ত পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। কোনও কোনও পরিত্যক্ত অঞ্চলে আশ্রয়প্রার্থীদিগকে বর্ত্তমান শস্য কাটিয়া নূতন শস্য বপন করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। যেখানে যেখানে সম্ভব সামরিক ও অন্যান্য সাধারণ কাজে তাহাদের নিযুক্তি বেশী পছন্দ করা হইতেছে।

এরূপ লোকদের কষ্ট দূর করিবার জন্য যে, সকল আবেদন আসিয়াছে সরকার উদারতার সহিত তাহা বিবেচনা করিতেছেন। যেখানে যেখানে ব্যাপক আকারে অপসরণ নীতি কার্য্যকরী হইতেছে, সে সকল জায়গায় অতিরিক্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে—যেন আশ্রয়প্রার্থীদের সময় সম্পূর্ণ নষ্ট না হইতে পারে এবং আশ্রয়প্রার্থীদের বিশেষ সমস্যাগুলি স্থানীয় কর্ম্মচারী ও সরকারের দ্রুত দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। জনসাধারণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, অল্প সময়ের মধ্যে দিয়া ব্যাপক অপসরণ নীতি খুব অসুবিধার সৃষ্টি করিবে; কিন্তু জনসাধারণের কষ্ট নিরসনের জন্য সরকার সমস্ত সম্ভাব্য ব্যবস্থাই অবলম্বন করিতেছেন।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

রাশিয়ান রণাঙ্গনে সঙ্কটজনক পরিস্থিতি

ভোরোনেজ এলাকায় জার্মাণ সৈন্য বিপন্ন

২১শে জুলাই মস্কো বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে, ভরোনেজে জার্মাণরা মারাত্মকভাবে বিপদাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের অত্যন্ত ক্ষতি হইতেছে—যেরূপ ক্ষতি তাহাদের আগে কখনও হয় নাই। সোভিয়েট ইস্তাহারের ক্রোড়পত্রে বলা হইয়াছে যে, ভরোনেজ এলাকার কতকগুলি লোকালয় হইতে জার্মাণদের বিতাড়িত করা হইয়াছে।

মস্কো রেডিও প্রাভ্দার রণক্ষেত্রের সংবাদদাতার খবর উদ্ধৃত করিয়া জানায়, ভোরোনেজ এলাকায় সংগ্রাম চরম অবস্থায় পৌঁছিয়াছে।

জার্মাণদের রষ্টোভ দখলের দাবী

জার্মাণগণ রষ্টোভে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া সরকারী-ভাবে দাবী করিয়াছে।

"রেড্‌ষ্টার" পত্রিকা সংবাদ দিতেছেন যে, সিমলায়া-স্কায়ার দক্ষিণ ডন পার হইবার জন্য জার্মাণরা মরিয়া হইয়া চেষ্টা করিতেছে। সোভিয়েট সেনারা এই স্থানে ব্যূহ রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করিতেছে। "রেড্‌ষ্টার" পত্রিকার রণক্ষেত্রের সংবাদদাতা জানাইতেছেন, "সাম্প্রতিক যুদ্ধে জার্মাণ প্যানৎসার বাহিনীর প্রভূত ক্ষতি সত্ত্বেও দক্ষিণে তাহাদের ট্যাঙ্কের শক্তি আমাদের তুলনায় অনেক বেশী। ট্যাঙ্কের চাপে নভোচের্কাস্ক অঞ্চল হইতে আমাদিগকে আরও পিছনে সরিয়া যাইতে হয়।"

সোভিয়েট বিজ্ঞপ্তির এক ক্রোড়পত্রে বলা হইয়াছে—সিমলিয়ানস্কায়া অঞ্চলে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। নভো-চের্কাস্ক অঞ্চলে সংখ্যাধিক শত্রু সেনা কর্তৃক পরি-বেষ্টন এড়াইবার জন্য রুশ সেনারা পশ্চাদপসরণ করিয়া নূতন ব্যূহ রচনা করে। জার্মাণরা বিরাট ট্যাঙ্ক ও যান্ত্রিক সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতেছে। পশ্চাদপসরণ কালে রুশ সেনারা প্রায় এক হাজার শত্রু সৈন্য বধ করে।

৬ লক্ষ জার্মাণ সৈন্যের সংগ্রাম

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা ২৫শে জুলাই লিখিয়াছেন যে, বিপুল জার্মাণ সৈন্য—অন্ততঃপক্ষে ৬ লক্ষ সৈন্য, দুই হাজার ট্যাঙ্ক, একটি শক্তিশালী বটিকা বিমান বহর এবং হাল্কা ও ভারী কামান—লইয়া ডন নদীর দক্ষিণ দিক দিয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। দুইদল জার্মাণ সেনা রোষ্টভের উত্তরে অবস্থিত সৈন্যদলের সহিত যোগদান করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং তৃতীয় একটি জার্মাণ বাহিনী টাগানরগের পূর্বে আজভ সমুদ্রের তীরে ঘাঁটি লইয়াছে।

ঘোরতর সংগ্রাম

মস্কোতে প্রাপ্ত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, রোষ্টভ রণাঙ্গনে নভোচের্কাস্ক-এর নিকট ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে। ত্রিমাস্ক রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনী আক্রমণ চালাইতেছে। সোভিয়েট বাহিনী গোলন্দাজ বাহিনীর সাহায্যে আক্রমণ চালায়। পদাতিক সৈন্যদল ও ট্যাঙ্ক বাহিনীর একটা দল সুরক্ষিত জার্মাণ ব্যূহ ভেদ করিয়া একটি গ্রাম দখল করে। জার্মাণরা সদ্য-আগত বহু ডিভিশন সৈন্য রণক্ষেত্রে প্রেরণ করে।

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা লিখিতেছেন, জার্মাণরা নূতন উৎসাহে ভরোনেজ-এর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহারা ডন নদীর পশ্চিম তীরে প্রবল পাল্টা আক্রমণ চালায়। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েট বাহিনী দিন কয়েক পূর্বে নদী পারাপারের যে সব ঘাঁটি দখল করিয়াছে, তাহা পুনরধিকার করা। ভরোনেজ উপত্যকায় প্রধান কয়েকটি ঘাঁটি জার্মাণদের হাতে রহিয়াছে। শহরের উত্তরে একদল জার্মাণ রাইফেলধারী সেনা সোভিয়েট ব্যূহ ভেদ করে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়।

জুলাই মাসে একমাত্র ভরোনেজ রণাঙ্গনে অন্যূন এক লক্ষ জার্মাণ-হাঙ্গেরীয়ান ও রুমানিয়ান নিহত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। জার্মাণরা সর্বপ্রকার ক্ষতি অগ্রাহ্য করিয়া বাকু পৌঁছিবার জন্য তাড়াতাড়ি করিয়া অগ্রসর হইতেছে।

রোষ্টভ অধিকারে প্রতিবন্ধক

২৫শে জুলাই প্রাপ্ত ভিসি রেডিও কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছে যে, প্রচণ্ড বিস্ফোরণ জার্মাণদের রোষ্টভ অধিকারে প্রতিবন্ধকতা করিতেছে। এক একটি বিস্ফোরণে এক একটি বিরাট বাড়ী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। বিলম্বে বিদারক বোমা ও মাইন দ্বারা ঐ সমস্ত বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়। রুশগণ এইরূপ বহুসংখ্যক বোমা ও মাইন বসাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। জার্মাণ সৈন্যদিগকে অতিশয় সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইতে হইতেছে। শহরে ভীষণভাবে আগুন জ্বলিতেছে। শহরের প্রধান প্রধান রাস্তার ধ্বংসাবশেষ জার্মাণদের হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু শহর-তলীর কোন কোন অংশে সোভিয়েট সৈন্যগণ এখনও তুমুল হাতাহাতি যুদ্ধ চালাইতেছে।

জার্মাণদের নূতন সেনা আমদানী

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন, জার্মাণরা দলে দলে নূতন সৈন্য রণক্ষেত্রে আমদানী করিতেছে এবং সোভিয়েট বাহিনীর উপর চাপ অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

রয়টারের সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, নিম্ন ডন রণাঙ্গনে সিমলিয়ানস্কায়ার পূর্ব ও পশ্চিমে সংগ্রামের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ডন ষ্টেপভূমি অতিক্রম করিয়া অধিকসংখ্যক জার্মাণ ট্যাঙ্ক ও পদাতিক সৈন্য রণক্ষেত্রে আমদানী করা হইতেছে। জার্মাণ ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনীর সংখ্যাগরিষ্ঠতার দরুণ উত্তর ককেশাস অভিমুখী অভিযানে বাধাদান রত সোভিয়েট বাহিনীর উপর গুরুতর চাপ পড়িয়াছে।

সোভিয়েটের ব্যূহ ভেদ

সোভিয়েট ইস্তাহারের ক্রোড়পত্রে প্রকাশ, রোষ্টভ এলাকায় সোভিয়েট সৈন্যেরা ভীষণ সংগ্রাম চালাইতেছে। শত্রুপক্ষ এই অংশে বিপুল সৈন্যবাহিনী সংহত করিয়াছে এবং সোভিয়েট বাহিনীর উপর অনবরত আক্রমণ চালাইতেছে। কোথাও কোথাও শত্রুপক্ষ সোভিয়েট ব্যূহ ভেদ এবং শহরের প্রান্তভাগে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

জার্মাণদের ডন-নদীর অতিক্রম

ভিসি রেডিওতে প্রকাশ, এক্সিসবাহিনী চল্লিশ মাইল বিস্তৃত ডন-নদী অতিক্রম করিয়াছে এবং দক্ষিণ তীরে সেতুমুখ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন, রোষ্টভ-রক্ষীরা দৃঢ়তার সহিত সম্মুখ সমর করিতেছে। নগরের রক্ষাব্যূহের উপর সরাসরি আক্রমণে জার্মাণরা সহস্রাধিক ট্যাঙ্ক নিয়োজিত করিয়াছে। কয়েক দিন যাবৎ রোষ্টভের প্রবেশদ্বারে ক্রমাগত যুদ্ধ চলিয়াছে।

কয়েক স্থলে প্রচণ্ড যুদ্ধ করার পর রুশরা বাধ্য হইয়াছে। উত্তর-পূর্ব দিকে নগরের উপকণ্ঠে জার্মাণরা প্রবেশ করিয়াছে। পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব দিক হইতে রোষ্টভের উপর আক্রমণ চলিয়াছে।

রষ্টোভ নগরী পরিত্যক্ত

পরবর্তী সংবাদে প্রকাশ,—রষ্টোভ নগরীর পতন হইয়াছে এবং জার্মাণ বাহিনী এক্ষণে ষ্টালিনগ্রাডের দিকে অগ্রসর হইতেছে। রষ্টোভের পতনের পর ককেশাসেরও বিপদ বৃদ্ধি বুঝিতে হইবে।

মিসরীয় রণক্ষেত্র

বৃটিশ বাহিনীর পাল্টা আক্রমণ

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, মিসরের রণক্ষেত্রে ২৫শে জুলাই সকাল হইতেই ভীষণ সংগ্রাম বাধিয়াছিল। কেন্দ্রীয় অঞ্চলে যেখানে বৃটিশ ও জার্মাণ বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়, প্রধানতঃ সেইখানেই সংগ্রাম সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড হইয়াছিল। বৃটিশ সৈন্যগণ জার্মাণদের ঘাঁটিগুলি দখলের জন্য চেষ্টা করিতেছে এবং জার্মাণগণ সমস্ত অঞ্চলেই পাল্টা আক্রমণের চাপ সহ্য করিতেছে।

শত্রুপক্ষের আত্মরক্ষা-ঘাঁটি নির্মাণ

"রয়টারের" বিশেষ সংবাদদাতা ২৪শে জুলাই জানাইতেছেন,—বৃটিশ বাহিনী রুয়েইসাৎ রিজের নিকটে তাহাদের শক্তি দৃঢ়ীভূত করিতেছে। শত্রু পক্ষ এইখানে বৃটেনের প্রাথমিক অগ্রগতির পশ্চিম দিকে একটু ঠেলিয়া দিয়াছে। উত্তর অঞ্চলে বৃটিশ সেনাবাহিনী তেল্-এল-ঈসার রেল ষ্টেশন ছাড়াইয়া খানিকটা আগাইয়া গিয়াছে এবং তেল্-এল-ঈসা ও এলআলামেন রণভূমির দক্ষিণে এলুয়াব্য টিলা পর্যন্ত শত্রু ঘাঁটি বসাইয়াছে। শত্রুদলও আত্মরক্ষার ঘাঁটি তৈরীর জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

আলেকজান্দ্রিয়া হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, বৃটিশ রণপোত-বহর মার্সামাত্রুর উপরে প্রায় দুই হাজার তীব্র বিস্ফোরক গোলা নিক্ষেপ করিয়াছে। রণপোত-বহর এপর্যন্ত ছয়বার মার্সামাত্রুর উপর গোলা বর্ষণ করিয়াছে। এই গোলাবর্ষণে বন্দরের বাহিরে গোলা বোঝাই একখানি জাহাজ এবং বন্দরে চিহ্নধারী একখানি জাহাজ ও ছোট-খাট অনেক জাহাজ ধ্বংস হইয়াছে।

লিবিয়া হইতে সিনর মুসোলিনীর প্রত্যাবর্তন

ইটালীয়ান নিউজ এজেন্সীর সংবাদে বলা হইয়াছে যে, ২৯শে জুন হইতে সিনর মুসোলিনী লিবিয়ায় ছিলেন। ২০শে জুলাই তিনি ইটালীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

রণক্ষেত্রে নিস্তব্ধতা

২৬শে জুলাইর সংবাদে প্রকাশ,—মিসরের মরুপ্রান্তরের নিস্তব্ধতা পূর্ববৎ আছে। রণক্ষেত্র বর্তমানে তেল-এল-ঈসার (যীশুর পাহাড়) দক্ষিণ হইতে সোজাসুজি কাত্তারা নিম্নভূমি পর্যন্ত সম্প্রসারিত হইয়াছে। বৃটিশ গোলন্দাজ বাহিনী প্রতিপক্ষের কামান ঘাঁটি ও যান-সমাবেশের উপর আক্রমণ চালায়। জার্মাণরা যেখানে পারিতেছে সেইখানেই পরিখা খনন করিতেছে এবং বিকল ট্যাঙ্ক-গুলিকে ঘাঁটি সুদৃঢ় করার জন্য ব্যবহার করিতেছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। মিত্রপক্ষের ভারী বোমারু বিমানবহর তব্রুক ও বেনগাজি রণাঙ্গনে সাফল্যের সহিত আক্রমণ চালায়।

সারা রণাঙ্গনে শুধু কামান গর্জন

৮নং আর্মির সহগামী রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা ২৫শে জুলাই জানান, এক্সিস বাহিনীর বিরুদ্ধে ৮নং আর্মির অভিযানের পর জার্মাণরা তাহাদের ইটালীর মিত্রদিগকে কিছুটা পিছনে সরাইয়া আনিয়া রণাঙ্গনের সম্মুখভাগে এমনভাবে জার্মাণ সৈন্যের একটা পাৎলা আস্তরণ ছড়াইয়া দিয়াছে যে, ইটালীয়েরা মিত্রবাহিনীর সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্কে আসিতেছে না। স্বাধীনভাবে পাল্টা আক্রমণে ৮নং আর্মি বহু সহস্র শত্রু সৈন্য বন্দী করে।

আবার স্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে; সমস্ত রণাঙ্গনে শুধু কামান গর্জন। জার্মাণরা এখন উপকূল হইতে কোয়াত্তারা নিম্ন ভূমি পর্যন্ত মাইন ছড়াইতে ব্যস্ত; বৃটিশপক্ষও বিমানযোগে ঐগুলি অপসারণে সমান তৎপর রহিয়াছে।

অবস্থাটা বর্তমানে এরূপ যে, এক্সিস পক্ষ অত্যন্ত চেষ্টা করিয়াও বদ্বীপের দিকে একেবারেই যাইতে পারে নাই। ৮নং আর্মির হাতে এখনও সুযোগ আছে এবং জার্মাণ প্যানৎসার বাহিনীর সহিত বোঝাপড়া করিতে সক্ষম।

চীনাবাহিনীর সাফল্য

চুংকিংয়ে প্রচারিত সামরিক ইস্তাহারে প্রকাশ, পূর্ব চেকিয়াংয়ে লিস্বাই হইতে যে শত্রু বাহিনী সি-ডুর উপর আক্রমণ চালায়, তাহাদিগকে চীনা সৈন্যেরা হটাইয়া দেয়।

পূর্ব কিয়াংসিতে চীনারা ইহিয়াং পুনরধিকারের পর কোয়েইচি ও কেইয়াংকির দক্ষিণে চাংশুয়েনের উপর চাপ দিতে থাকে।

দক্ষিণ-পূর্ব শান্সিতে চীনারা চিং শিয়েং ও লিন-ফেনের পশ্চিমে অবস্থিত শত্রুর ঘাঁটি আক্রমণ করিয়া জাপানী সৈন্যদলকে বিচ্ছিন্ন ভাবে বিপর্যস্ত করিয়াছে।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ABU HENA.

LIBRARY OF THE BENGAL LEGISLATURE

Regd. No. C2532.

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ৩১শ সংখ্যা] কলিকাতা, ১০ই আগষ্ট, ১৯৪২ [এক আনা

অধিবাসী অপসারণ সমস্যা ও ক্ষতিপূরণ

ভারত-সরকারের বিবৃতি

বর্ত্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং শত্রু-আক্রমণ আশঙ্কা সম্পর্কে অত্যাবশ্যক বিবেচনায় সামরিক ও বেসামরিক কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ হইতে উদ্ভূত বিভিন্ন অভিযোগ সম্পর্কে ১০ই জুলাই তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তৎসম্পর্কে ভারত সরকার এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহ জনসাধারণের দুঃখকষ্ট যতদূর সম্ভব কমাইবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না এবং প্রকৃত অভাব-অভিযোগের কারণ কোথাও দেখিতে পাইলে তাহা নিরসনের জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি হইতেছে না।

ক্ষতিপূরণ দান সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যবস্থা কার্য্যতঃ অবলম্বিত হইতেছে। বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত রিপোর্ট হইতে জানা যায়, তাঁহারা নিম্নোক্ত মূল বিষয়গুলির প্রতি বিশেষভাবে অবহিত আছেন :—

(১) অবিলম্বে এবং ঘটনাস্থলেই ক্ষতিপূরণ দান করিতে হইবে।

(২) যথাসম্ভব উদারতার সহিত ক্ষতিপূরণের হার নির্ণয় করিতে হইবে এবং সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য ছাড়াও মালিকের অসুবিধার প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(৩) সামরিক কর্ত্তৃপক্ষকে যদি কোন বাড়ী বা জমি দখল করিতে হয় অথবা কোন বাড়ী বা জমি হইতে অধিবাসী স্থানান্তরিত করিতে হয়, তাহা হইলে সামরিক কর্ত্তৃপক্ষকে অতিমাত্র জরুরী ও খুব বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে প্রথমে বেসামরিক কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যস্থতায় অগ্রসর হইতে হইবে।

(৪) বাড়ী বা জমি দখলের বা অধিবাসী স্থানান্তরিত করার জন্য যথাসম্ভব দীর্ঘ দিন পূর্ব্বে নোটিশ দিতে হইবে।

(৫) অধিবাসী স্থানান্তর বা বাড়ী অথবা জমি দখল কার্য্য কালেক্টারের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে হইবে।

(৬) মূল্য নির্দ্ধারণ বা টাকা দেওয়ায় বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা কোথাও থাকিলে, যথোচিত পরিমাণ অর্থ আগাম দিতে হইবে।

(৭) অধিবাসী স্থানান্তর যেখানে আবশ্যক, সেক্ষেত্রে স্থানান্তরের আদেশপ্রাপ্তদের, বিশেষতঃ বৃদ্ধ ও অক্ষমদের, আশু সাহায্যের ব্যবস্থাকল্পে কালেক্টারের হাতে টাকা রাখিতে হইবে। স্থানান্তরের আদেশপ্রাপ্তদের জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় ও তাহাদের সাময়িক বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতেও কালেক্টারগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

(৮) নৌকা লইতে হইলে দেখিতে হইবে, যে সকল নৌকা অত্যাবশ্যক কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে, সেগুলি যেন বাদ পড়ে এবং যেখানে সম্ভবপর সামরিক ছাড়পত্রও মঞ্জুর করিতে হইবে।

(৯) ক্ষতিপূরণ দান সম্পর্কিত তদন্তাদি যথাসম্ভব শীঘ্র শেষ করিতে হইবে।

(১০) অভাব-অভিযোগাদি শ্রবণ, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দ্ধারণ, ক্ষতিপূরণ দান ও প্রতিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য প্রত্যেক অঞ্চলে একজন করিয়া স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট বা অনুরূপ ক্ষমতার অধিকারী অফিসার নিযুক্ত করা হইবে।

এই সব ব্যবস্থার উপরও ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যাপার সহজ করিয়া তোলার জন্য এবং যেস্থলে সম্পত্তির মালিক নির্দ্ধারণে অসুবিধা দেখা দিয়াছে, তথায় লোকের অসুবিধা দূরীকরণার্থ ভারত সরকার প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহের রিপোর্টগুলি বিবেচনা করিয়া এমন আদেশ জারী করিয়াছেন—যাহার ফলে জেলার কলেক্টরগণকে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বিপুল ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। যেস্থলে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্দ্ধারণে বিলম্বের সম্ভাবনা রহিয়াছে কিম্বা যেস্থলে মতানৈক্য দেখা দিবে—সেরূপ ব্যাপারে (বিশেষতঃ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ যদি স্বল্প আয়বিশিষ্ট হয়) কলেক্টরের বিবেচনা মত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ যাহা হইতে পারে, তাহার শতকরা ৮০ টাকা পর্য্যন্ত অগ্রিম দিবার অধিকার কলেক্টরগণকে প্রদান করা হইয়াছে। যেস্থলে ক্ষতিপূরণ কিছু দিন পর্য্যন্ত মাসে মাসে দিতে হইবে, সেরূপ ক্ষেত্রে কলেক্টরগণ অগ্রিম ৬ মাসের টাকা প্রদান করিতে পারিবেন। যেসব অঞ্চলে বিমানঘাঁটি নির্ম্মিত হইতেছে সেখানে ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষকে স্থানীয় লোকদিগকে কাজে নিযুক্ত করার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

সেনারক্ষার জন্য যেসব স্থান দখল করা হইয়াছে, যুদ্ধের পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সব স্থানের আর সরকারী প্রয়োজন হয়ত থাকিবে না। ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে, এই সব স্থান যুদ্ধের পরে ইহাদের পুরাতন মালিকদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে—যদি তাহারা সেরূপ ইচ্ছা করে। কিরূপ ব্যবস্থা করিলে সুষ্ঠুভাবে পুরাতন মালিকদিগকে তাহাদের সম্পত্তি ফিরাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে, বর্ত্তমানে তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করা হইতেছে।

নৌকা তলব বা স্থানান্তর করার আদেশ দান সম্পর্কে যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহা অনেকটা জটিল। কারণ সামরিক দিক হইতে বিবেচনা করিলে শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত অঞ্চলের নিকটে যাতায়াতের এই প্রয়োজনীয় বাহন রাখা আদৌ উচিত নহে; পক্ষান্তরে নৌকার মালিকদের অসুবিধার বিষয়ও উপলব্ধি করা যাইতেছে। তবে যে সকল অঞ্চলে ঐ আদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেখানে তাহা অনেকটা কম। অত্যাবশ্যক কৃষিকার্য্য বা মৎস্যধরা ইত্যাদি ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নৌকাগুলিকে ছাড় দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং যেখানে সম্ভব সামরিক ছাড়পত্র দিয়া নৌকা চলাচল করিতেও দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ আদেশের ফলে যে সব ব্যবসায়ীর ক্ষতি হইয়াছে তাহাদের অন্যরূপ জীবিকার ব্যবস্থা করারও চেষ্টা পাওয়া হইয়াছে।

মোটরকার, সাইকেল ও একাধিক তলব দিবার সম্পর্কে প্রথম আদেশের কার্য্যকারিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হইতেছে এবং যথাসম্ভব প্রাপ্ত অভিযোগাদির প্রতিকার সাধনের প্রয়াস পাওয়া হইতেছে। সকল ক্ষেত্রেই অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং যেস্থলে ক্ষতিপূরণ দিতে দেরী হইয়াছে, তথায় দ্রুত ক্ষতিপূরণ দিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

প্রকাশ যে, বাঙ্গালে যেখানে যে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করা হইয়াছে, কোথাও তাহাতে কোন আপত্তি হয় নাই। বোম্বাইতেও যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, সাধারণতঃ তাহাকে সন্তোষজনক বলিয়াই অভিহিত করা হইয়াছে। বাঙলার ভৌগোলিক সংস্থান ও জনসাধারণকে অধিক পরিমাণে নৌকার উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া বাঙলার অবস্থার গুরুত্ব একটু বেশী। স্থানীয় রাজকর্ম্মচারীদের উপর কাজের অত্যধিক চাপ পড়িয়াছে; তথাপি অভাব-অভিযোগ দূর করার জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। যে সকল অঞ্চল হইতে নৌকা সরাইয়া লওয়া হইয়াছে, ঐ সকল অঞ্চলে বাঙলা সরকার ষ্টীমার সার্ভিস চালাইবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। উড়িষ্যায় বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে লোকের সাধারণ জীবনযাত্রার কার্য্যে সাহায্যার্থ বহুসংখ্যক নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আসামে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহা সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যই হইয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বেসামরিক কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা না করিয়াই অতি দ্রুত ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। অন্যান্য প্রদেশ হইতে প্রায় কোন অভিযোগই উত্থিত হয় নাই। মোটের উপর, জরুরী ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জনসাধারণকে অবহিত করার সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থাই অবলম্বিত হইয়াছে এবং সাধারণের পক্ষ হইতে সহযোগিতাও পাওয়া গিয়াছে বেশ।

ভারত সরকার মনে করেন যে, সামরিক প্রয়োজনে সম্পত্তি দখলে আনিবার যে সীমাবদ্ধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, জনসাধারণের প্রধান অসুবিধা তাহা হইতে উদ্ভূত নহে। জনগণের প্রধান অসুবিধা হইয়াছে দ্রব্যমূল্যের অত্যধিক বৃদ্ধি এবং অত্যাবশ্যক দ্রব্যাদির, যথা—খাদ্য, চিনি, লবণ, কেরোসিন প্রভৃতির সাময়িক অভাবের দরুণ। মালপত্র আনা-নেওয়ার অসুবিধার জন্যই ইহা বিশেষভাবে দায়ী। এই সম্বন্ধে সরকার জনসাধারণকে এই আশ্বাস দিতে চান যে, এবম্বিধ অসুবিধা নিরসনের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করা হইতেছে না; অধুনা অনেক ক্ষেত্রে সামরিক প্রয়োজন অপেক্ষা এই সকল মাল আমদানী রপ্তানীকে অগ্রে স্থান দান করা হইতেছে। দুঃখের বিষয় যে, মালপত্র মজুত করিয়া ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত লাভের আগ্রহও এই সকল অসুবিধার জন্য বহুল পরিমাণে দায়ী। গভর্ণমেণ্ট এই সমস্যা সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের এক অংশে আত্মরক্ষার্থ প্রতিষ্ঠান গঠনের উপর বাধা-নিষেধ আরোপের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং এই অভিমত জ্ঞাপন করা হইয়াছে যে, নিজের ও প্রতিবেশীদের ধনপ্রাণ রক্ষার অধিকার প্রত্যেকেরই জন্মগত অধিকার। এই ধরণের আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় কোন বাধা নিষেধ নাই, গভর্ণমেণ্ট শুধু বেসরকারী সেনাদল গঠন করিতে দিতে রাজী নহেন। ঐ ধরণের বেসরকারী সেনাদল গঠনের উদ্দেশ্য কোন সম্প্রদায়কে বা উহার অংশ-বিশেষকে রক্ষা করা হইতে পারে; কিন্তু উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইল গভর্ণমেণ্টের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার অধিকার অস্বীকার করিয়া আর একটা গভর্ণমেণ্ট গড়িয়া তোলা। কাজেই, জনসাধারণের দিক হইতেই গভর্ণমেণ্ট ঐরূপ সেনাদল গঠন না করিতে দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

গত ২৭শে জুলাই বন ও আবগারী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ ইউ, এন, বর্ম্মণ ২৪-পরগণা জেলার আবগারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রায় সাহেব এস, চৌধুরী সমভিব্যাহারে বারাকপুর মহকুমার কয়েকটি কারখানা অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন ও কতকগুলি আবগারী দোকান পরিদর্শন করেন, অতঃপর তিনি কতকগুলি তাড়ি-খানাও পরিদর্শন করেন এবং কিরূপে বর্ত্তমানের তাড়ি-বিক্রয় নীতির উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে, সেই সম্বন্ধে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও কর্ম্মচারীদের সহিত আলোচনা করেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের, কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১০ই আগষ্ট—১৯৪২

আমেরিকায় পাটের চাহিদা

কেন্দ্রীয় জুট-কমিটির জুলাই মাসের বুলেটিনে প্রকাশিত হইয়াছে যে, ১৯৪১ সালের জুলাই মাস হইতে ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত আট মাস সময়ে ভারত হইতে মোট ২০০,০০০ টন পাট বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সনের এই সময়ে মোট ১৪২,৭০০ টন এবং ১৯৩৯-৪০ সনের এই সময়ে মোট ৩৮৭,০০০ টন পাট রপ্তানী হইয়াছিল। প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের প্রথম তিন মাস সময়ে যে পাট রপ্তানী হইয়াছিল, তাহার পরিমাণ পূর্ববর্ত্তী বৎসরের এই সময়ের রপ্তানীর পরিমাণ অপেক্ষা এক-পঞ্চমাংশ কম ছিল। ১৯৪১-৪২ সনের পাটের মরশুমের প্রথম আট মাসে পাটজাত দ্রব্যাদির রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৬১৬,৫০০ টন। ১৯৪০-৪১ ও ১৯৩৯-৪০ সনে পাটজাত দ্রব্যাদির রপ্তানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫৮২,৪০০ টন ও ৭৬২,৭০০ টন।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্যাকিং-এর উপযোগী চটের থলিয়ার বিশেষ অভাব দেখা দিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত সরকারী অর্ডার অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প-সংরক্ষণ ও কৃষি-বিভাগ সকল চট ব্যবহারকারীকে এই মর্ম্মে অনুরোধ করিয়াছেন যে, তাঁহারা যেন যথাসম্ভব চট সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করেন এবং অব্যবহার্য্য চটকে পুনরায় কাজে লাগাইবার উপযোগী করিয়া লন। পাইকারী ব্যবসায়ী, খুচরা দোকানদার ও চাষীদিগকে বলা হইয়াছে—তাহারা যেন দ্রব্যাদি বিক্রয়ের পর থলিয়াগুলি পুনরায় যথাস্থানে ফেরৎ পাঠায়। দেশের সর্ব্বত্র চাষীদের প্রতি এই মর্ম্মেও অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে যে, তাহারা যেন চটের ব্যবহার যথাসম্ভব কম করে।

আমেরিকার গণতন্ত্রসমূহে কৃষিজাত দ্রব্যাদি প্যাক করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ থলিয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে। এই সব স্থানে ভারতীয় পাটের চাহিদা কিরূপ, নিম্নোক্ত সংখ্যা-বিবরণী হইতে তাহার কতকটা আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। ১৯৪০ সালে চিলি গণতন্ত্র ভারত হইতে ৬,০০০,০০০ চটের থলিয়া আমদানী করিয়াছিল এবং ভারত হইতে নেওয়া কাঁচা পাট হইতে আরো ৩,০০০,০০০টি থলিয়া তৈরী করিয়াছিল। আর্জেণ্টাইন গণতন্ত্র প্রতি বর্ষে প্রায় ৩৭৮,০০০,০০০টি থলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। ১৯৪০ সালে ব্রেজিল গণতন্ত্র প্রায় ৪৮,০০০,০০০ পাউণ্ড ওজনের পাট আমদানী করিয়াছিল এবং পেরু গণতন্ত্র উক্ত বর্ষে ২৫,০০০,০০০ পাউণ্ড পাট আমদানী করিয়াছিল। বর্ত্তমান ১৯৪২ সনে চিলি গণতন্ত্রের জন্য ২৪,০০০,০০০টি থলিয়া প্রয়োজন হইবে।

আমেরিকাকে ভারতীয় পাটের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতে হয় এবং যুদ্ধ-পরিস্থিতির জন্য ভারত হইতে পাট নেওয়া কঠিন হইয়া পড়ায় পাটের পরিবর্ত্তে অন্য কোন জিনিষ ব্যবহার করা যায় কিনা, তৎসম্বন্ধে নানারূপ পরীক্ষা চলিতেছে। এরূপ পরীক্ষার ফলে পাটের পরিবর্ত্তে কাপড়ের ও শক্ত কাগজের থলিয়ার ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

নিউজিল্যাণ্ডের অকল্যাণ্ড ও ওয়েলিংটনের নিকটবর্ত্তী মস্কটন নামক স্থানে কৃত্রিম পাট উৎপাদনের একটি কারখানাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই কারখানায় অব্যবহার্য্য পশম ও তাহার সহিত কাপড়ের টুকরা প্রভৃতি মিশাইয়া চটের পরিবর্ত্তে ব্যবহার্য্য এক প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করা হইতেছে।

মাছের চাষ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা

একথা সুবিদিত যে, খুব ভাল অবস্থার সময়েও কলিকাতার বাজারে যে পরিমাণ মাছের আমদানী হয়, তাহা প্রয়োজনের পক্ষে অপ্রচুর এবং সেইজন্যই বিভিন্ন প্রকারের মাছের মূল্য মফঃস্বলের মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী। হুগলী নদীর বিল্যাণ্ডগুলি অথবা নানা কারণে অনেকটা খারাপ হইয়া গিয়াছে, ধাপার বিলগুলি ও কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী "সল্ট-লেক" বিলগুলি এবং আরও কয়েকটি ছোট ছোট মাছ ধরিবার স্থান ব্যতীত কলিকাতার নিকটে উল্লেখযোগ্য কোন বিল বা মাছ ধরিবার স্থান নাই। কলিকাতার বাজারে যে পরিমাণ মাছ বিক্রয়ের জন্য আসে তাহার অতি অল্প অংশই স্থানীয় বিলগুলি হইতে পাওয়া যায়। নদী-নালার বা প্রবাহমান জলের মাছ অধিকাংশই পূর্ব্ববঙ্গ ও দেশের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন স্থান হইতে আমদানী হয়। নদীর মোহনা বা সমুদ্রের ধারের মাছ আসে গঙ্গার বদ্বীপ অঞ্চল ও চিল্কা হ্রদ হইতে এবং সামুদ্রিক মাছ পুরী ও বালেশ্বর উপকূল হইতে আমদানী হয়।

বাঙলা দেশের উপকূল ভাগ ও বদ্বীপ অঞ্চলে নৌকাগুলি নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে মাছের আমদানী অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে এবং সামরিক কারণে দেশে মাল চলাচলের আরও অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কাজেই আশঙ্কা হইতেছে যে, ভবিষ্যতে মাছের সরবরাহ আরও কমিয়া যাইবে। যাহারা ভাত খাইয়া থাকে তাহাদের খাদ্যের জন্য ও কলিকাতায় যে সমুদয় সৈন্য রাখা হইয়াছে তাহাদের পক্ষে উপকারী খাদ্যের জন্য মাছের বিশেষ প্রয়োজন। ভারতবর্ষে খাদ্যশস্যের আবাদ বৃদ্ধির যে নূতন প্রচেষ্টা চলিয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য হইল সকল অঞ্চলকে স্বপর্য্যাপ্ত করিয়া তোলা। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষের বা জনসাধারণের জন্য নির্দ্দিষ্ট সকল পুষ্করিণীতে "পোনা মাছ" ছাড়িয়া মাছের চাষ করা বাঞ্ছনীয়। এই উদ্দেশ্যে মাছের ডিম ও পোনা বাজারে পাওয়া যায়।

যে সমস্ত পুষ্করিণী বর্ষাকালে জলে ভাসিয়া যায়, সেগুলিতে পরে এইরূপ মাছের চাষ করা যাইতে পারে; কিন্তু উচ্চ বাঁধ-পরিবেষ্টিত পুষ্করিণীগুলিতে অনতি-বিলম্বেই মাছের চাষ করা যাইতে পারে। এমন কি, যে সমুদয় স্থানে জল অল্প ও অগভীর এবং গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যায়, ঐসব স্থানেও ছয় সাত মাসে যথেষ্ট পরিমাণ মাছ জন্মাইতে পারে।

যুদ্ধ-পরিস্থিতির জন্য মিসরে মাছের সরবরাহ ১২,০০০ বার হাজার টন হইতে মাত্র ২,০০০ দুই হাজার টনে হ্রাস পাইয়াছিল, কিন্তু মিসরের হ্রদসমূহে ছোট মাছের চাষ করিয়া মাছের সরবরাহ ৪০,০০০ চল্লিশ হাজার টনে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। সুতরাং সঙ্কট অবস্থার সময়ে কলিকাতার মাছ সরবরাহ ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য আমাদের পুষ্করিণীগুলি ব্যবহার না করিবার কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না।

বৎসরের এই সময়ে (যখন পুকুরগুলিকে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করা যায় না) কিরূপে মাছের চাষ আরম্ভ করা যাইতে পারে, সেই সম্বন্ধে নিম্নোক্ত উপদেশগুলি জনসাধারণের কাজে লাগিতে পারে।

কোনও পুকুরে মাছ জিয়াইবার আগে ইহা হইতে বোয়াল, শোল, লেটা, চিতল প্রভৃতি মাছগুলি জাল দিয়া তুলিয়া ফেলিতে হইবে।

পুকুর বা ক্ষুদ্র কখনও ডিম জিয়ানো উচিত নয়। ডিমগুলি আগে কোনও ক্ষুদ্র গর্ত্তে জিয়াইয়া তাহা হইতে উৎপন্ন পোনাগুলিকে অঙ্গুলিবৎ বড় করিয়া তুলিতে হইবে; তারপর সেইগুলিকে বড় পুকুরে মাছ চাষের উদ্দেশ্যে পোষণ করা যাইতে পারে।

যদি এই রকম পোনা পালিবার পুকুরের বন্দোবস্ত করা সম্ভব না হয়, তবে ক্ষুদ্র মাছই সংরক্ষণ করার কাজে ব্যবহার করা দরকার। কারণ ইহাতে অবাঞ্ছনীয় শ্রেণীর

[শেষ কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

কলিকাতায় লবণ ও চিনি সরবরাহ

রেল ও ষ্টীমারে মাল আমদানী সম্পর্কে সরকারী আদেশ

একখানি সরকারী ইস্তাহারে বিগত ২৮শে জুলাই তারিখে বলা হইয়াছে:—

গভর্ণমেণ্ট জানিতে পারিয়াছেন যে, রেল এবং ষ্টীমারযোগে প্রচুর পরিমাণে চিনি এবং লবণ আসিলেও এই সমস্ত আমদানী মালের অধিকাংশই খুচরা বাজারে আসিয়া পৌঁছিতেছে না। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, এই সমস্ত চিনি এবং লবণ গোপনে অবিবেচক লোকদের নিকট বিক্রয় করা হইতেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকার-নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রয় করা হইতেছে। ইহার ফলে মূল্য এবং সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। এইরূপ বেচাকেনা বন্ধ করিবার এবং এই সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্ট অদ্য ২৮শে জুলাই একটি আদেশ জারী করিয়াছেন। এই আদেশে এইরূপ বলা হইয়াছে:—(ক) কলিকাতা এবং হাওড়ার কোন রেল অথবা ষ্টীমার ষ্টেশনে চিনি ও লবণ আসিয়া পৌঁছিলে, বাঙলা সরকারের প্রধান মূল্য-নিয়ন্ত্রণকারী অথবা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতা-প্রাপ্ত অন্য কোন কর্ম্মচারীর অনুমতি ব্যতিরেকে এই সমস্ত মাল প্রাপককে অথবা অন্য কাহাকেও ডেলিভারী দেওয়া হইবে না। (খ) প্রধান মূল্য-নিয়ন্ত্রণকারীর নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন কর্ম্মচারী মালের প্রাপককে অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে আর একখানি অনুমতি-পত্র দিবেন এবং এই অনুমতি-পত্রে উল্লিখিত সর্ত্ত অনুযায়ী মাল বেচাকেনা হইবে। এরূপ অনুমতি-পত্রের সর্ত্ত লঙ্ঘন করিয়া মাল বেচাকেনা করা চলিবে না। (গ) এই আদেশ অনুসারে যে সমস্ত অনুমতি-পত্র দেওয়া হইবে, তাহা হস্তান্তরিত করা যাইবে না।

এই আদেশ অবিলম্বে বলবৎ হইতেছে। সুতরাং চিনি ও লবণের আমদানীকারকগণ রেল অথবা ষ্টীমারের রসিদসহ প্রয়োজনীয় অনুমতি-পত্র লাভের জন্য প্রধান মূল্য-নিয়ন্ত্রণকারীর নিকট উপস্থিত হইবেন। এইরূপ আশা করা যাইতেছে যে, এই আদেশ যাহাতে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, তজ্জন্য রেল, ষ্টীমার এবং কলিকাতা বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষ গভর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিবেন।

আপাততঃ বাঙলার প্রধান মূল্য-নিয়ন্ত্রণকারী এই সমস্ত অনুমতিপত্র দানের জন্য মূল্য-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের স্পেশ্যাল অফিসার মিঃ এস. হোসেনকে ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন।

এই আদেশে কলিকাতা বলিতে ১৮৬৬ সালের কলিকাতা পুলিশ আইনের ৩ ধারায় কলিকাতার যে সীমানা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা এবং তৎসহ ১৮৬৬ সালের কলিকাতার শহরতলী পুলিশ আইনের ১নং ধারা অনুসারে প্রচারিত ইস্তাহারে কলিকাতা শহরতলীর যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাই বুঝাইবে। কলিকাতা বন্দর বলিতে ১৯০৮ সালের ভারতীয় বন্দর আইনের ৫ ধারা অনুসারে প্রচারিত ইস্তাহারে কলিকাতা বন্দরের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সেইরূপ বুঝা যাইবে।

[২য় কলমের শেষ]

মাছের পোনাগুলি খাদ্য পড়িয়া যাইবে। যদি পুকুরের উপরিভাগে ও পার্শ্বদেশে শাকসব্জী জাতীয় উদ্ভিদ থাকে, তবে কাৎলা মাছই বিশেষ উপযোগী; কারণ ইহা এক বৎসরে ১ ফুট এমন কি ২০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হইবে। যদি তলদেশে উদ্ভিদ্ বা অন্যান্য পচিয়াছে জাতীয় জিনিষ থাকে, তবে রোহিত ও মৃগেলই ভাল হইবে। প্রায় সমস্ত পুকুরেই এই তিন জাতীয় মৎস্য সুবিধাজনকভাবে একত্রে জিয়ানো যাইতে পারে। কিন্তু অতিরিক্ত মাছ জিয়ানো বর্জ্জন করিতে হইবে। যদি মাছগুলির বাড়তি কম বলিয়া বোধ হয়, তবে হয়ত পুকুরে জালরূপে মৎস্য সার দিতে হইবে অথবা মাছগুলিকে বাছাই করিয়া দিতে হইবে।

পুকুরগুলিতে ক্ষুদ্র মাছ জিয়াইবার ফলে সেইগুলিতে বন্যা জন্মিবার সম্ভাবনাও দূর হইবে।

ঢাকায় পুলিশ-প্যারেডের অনুষ্ঠান

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের বক্তৃতা

গত ২৯শে জুলাই ঢাকা লালবাগ দুর্গে বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর পুলিশ প্যারেড পরিদর্শন করেন।

ঢাকা পৌঁছিলে পর গভর্ণর বাহাদুরকে পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল মি: এ. ডি. গর্ডন ও পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মি: ফিলিপস্ সম্বর্দ্ধিত করেন। অতঃপর তিনি ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস বাহিনী, ঢাকা সিটি পুলিশ বাহিনী, ঢাকা স্পেশাল সশস্ত্র সৈন্যদল ও ঢাকা সিভিক গার্ড দলের এক প্যারেড পরিদর্শন করেন।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর মি: জি. ই. টি. ইভান্স্ এবং পুলিশের অফিসিয়েটিং ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মি: বঙ্কিমবিহারী মুখার্জীকে কিংস পুলিশ মেডেল ভূষিত করেন। বেঙ্গল পুলিশের মোট ২২ জন লোক ইণ্ডিয়ান পুলিশ মেডেল প্রাপ্ত হন।

প্যারেডে সমবেত পুলিশ কর্মচারীদিগকে উদ্দেশ করিয়া গভর্ণর বাহাদুর বলেন—"এক বৎসরের মধ্যে দুইবার ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং বাঙলার এই দ্বিতীয় নগরীর সুনামকে কলঙ্কিত করিয়াছে। এই জেলার অন্যান্য অঞ্চলেও এই প্রকার দাঙ্গা ঘটিয়াছে। শান্তি ও শৃঙ্খলার কার্য্যে নিয়োজিত বাহিনীর কার্য্যকারিতার জন্যই কেবল এই সকল হাঙ্গামা আরও বৃহত্তরভাবে ছড়াইতে পারে নাই। এই প্রকার ঘটনাসমূহ শান্তিরক্ষার জন্য দায়িত্বশীল কর্মচারীদের উপর কঠোর কর্ত্তব্য ন্যস্ত করে।

বর্ত্তমান সময়ে জনসাধারণের মধ্যে ভাবাবেগের প্রাবল্য রহিয়াছে, আর সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে মতানৈক্যও রহিয়াছে; এমতাবস্থায় জনসাধারণের মন সহজেই উত্তেজিত ও প্রভাবান্বিত হয়। এই পরিস্থিতিতে সর্ব্বপ্রকার প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করিয়া পুলিশ প্রতিষ্ঠানের উপর নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করতঃ আইনভঙ্গকারীদের যথোপযুক্ত ও কঠোর শাস্তি বিধান করার দায়িত্ব রহিয়াছে। এইরূপ ব্যাপারে পুলিশের লোকেরা যে সমস্ত অসুবিধা ভোগ করেন, তাহা আমি জানি। তাহাদিগকে দীর্ঘতর সময় কার্য্যে নিযুক্ত করা হয় এবং তাহারা খুব কম ছুটি ভোগ করিতে পারেন। আমি আশা করি, বর্ত্তমানে যে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে তাহাতে আপনাদের এই সব কষ্টের কিছুটা উপশম হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও সংস্কার সাধিত হইলে এই সকল অসুবিধার আরও প্রতিকার হইবে।

সৈন্য বাহিনী যখন কোনও বিশেষ অবস্থার প্রতিকার সাধনে লিপ্ত হয়, তখন তাহাদিগকেও ভুল বুঝা হয়; বিবাদের প্রকৃত স্থান হইতে দূরে অবস্থিত ও শান্তভাবে বিবেচনায় সমর্থ আরাম কেদারায় উপবিষ্ট সমালোচকেরা প্রকৃত কার্য্যক্ষেত্রে নিয়োজিত কর্মচারীদের কষ্টের কথা কিছুই ধারণা করিতে পারে না। এই প্রকারের কর্মচারীদের হাঙ্গামার সময় তড়িৎবেগে সিদ্ধান্ত করিতে হয় ও অনতিবিলম্বে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হয়, আরাম সহকারে ভাবিবার তাহাদের মোটেই সময় নাই। পারিপার্শ্বিক সমস্ত বিশৃঙ্খলাময় ঘটনার মধ্যেও তাহাদিগকে সবর মনঃস্থির করিতে হয়। বৃহত্তর সমস্যার সমাধানে অনেকগুলি ক্ষুদ্র প্রশ্নও বিবেচনা করিতে হয়।

এইরূপে উপস্থিত কার্য্যে নিযুক্ত কর্মচারীদের অসুবিধার কথা আমি জানি এবং আমি ঢাকা পুলিশের সর্ব্ব শ্রেণীকে এবং তাহাদের সাহায্যে আনিত বাহিনীকে হাঙ্গামার সময় তাহাদের কার্য্য নৈপুণ্যের জন্য অভিনন্দন জানাইতেছি। আপনারা ও তাহারা বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। তাই এই উপলক্ষে আমার ও শান্তি শৃঙ্খলাকামী বাঙলার অধিকাংশ অধিবাসীর পক্ষ হইতে আপনাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।"

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের বিদায়ের পর মি: গর্ডন সিভিল পুলিশ ও সিভিক গার্ডদলের সদস্যদের সার্টিফিকেট প্রদান করেন। সিভিক গার্ড অফিসারগণ, রায় বাহাদুর কেশব চন্দ্র বানার্জী, মি: অনুকূল চন্দ্র শীল এবং মি: সলিম নেওয়াজ এই প্রকার সার্টিফিকেট পাইয়াছেন। গভর্ণর বাহাদুর অতঃপর আহসানউল্লা স্কুল অব্ ইন্‌জিনিয়ারিং পরিদর্শন করেন এবং নব-প্রতিষ্ঠিত স্পোর্ট পেভিলিয়নের উদ্বোধন করেন।

কলিকাতা পুলিশে চাকুরীর সুযোগ

বাঙালী কনেষ্টবল নিয়োগ করা হইবে

আগামী ১৯শে আগষ্ট বুধবার প্রাতে ৬ ঘটিকার সময় কলিকাতার পুলিশ কমিশনার ২৪৭নং লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ "কলিকাতা পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে" বাঙালী ও অন্যান্য শ্রেণীর তরুণদিগকে কনেষ্টবল পদে ভর্ত্তি করিবেন। পদপ্রার্থীদের বয়স ১৮ বৎসর হইতে ২৫ বৎসরের মধ্যে হওয়া দরকার ও তাহাদের দৈহিক গঠন বেশ বলিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন। প্রার্থীগণের দৈহিক উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি ও বুকের বেড় ৩২ ইঞ্চি হওয়া দরকার। যাহারা ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছুক, উপরোক্ত তারিখে নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহাদিগকে উপরে উল্লেখিত "পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে" উপস্থিত থাকিতে হইবে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে অষ্ট্রেলিয়ার ভূতপূর্ব্ব দূত মি: রিচার্ড জি ক্যাসি সম্প্রতি বৃটিশ সমর-মন্ত্রী-সভার অন্যতম সদস্য হিসাবে মনোনীত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে যখন তিনি ভারতে গমন করিয়াছিলেন, তখন এই ছবিখানা গৃহীত হইয়াছিল।

জার্ম্মাণী ছারখার করিব

জার্ম্মাণদের উদ্দেশে ব্রিটিশ বিমান-নায়কের বক্তৃতা

বৃটিশ বোমারু বিমানবহরের কমাণ্ডার-ইন-চীফ এয়ার মার্শাল স্যার আর্থার হ্যারিস জার্ম্মাণ জনসাধারণের নিকট এক বেতার-বক্তৃতায় বলেন, "আমরা জার্ম্মাণীর এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ছারখার করিয়া দিব। আমাদের বোমারু বিমানের উৎপাদন যখন বিপুলাকার ধারণ করিবে এবং আমেরিকার উৎপাদন দ্বিগুণ ও চতুর্গুণ হইবে, তখন আমাদের আক্রমণ যেরূপ হইবে, তাহার তুলনায় এ পর্য্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে, তাহা সামান্য। মাত্র একটি মার্কিণ কারখানায় ইতিমধ্যে প্রতি দু ঘণ্টায় একটি করিয়া চার ইঞ্জিনের বোমারু বিমান তৈয়ারী হইতেছে; ইহাদের প্রত্যেকটি বিমান জার্ম্মাণীর যে কোন অংশে চার টন বোমা ফেলিয়া আসিতে পারে। এরূপ কারখানা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বহু আছে। তোমাদের কোন আশা নাই। শীঘ্রই আমরা প্রতি রাত্রি ও প্রতি দিন হানা দিতে থাকিব—আমরা এবং আমেরিকানরা। তোমরাই যুদ্ধ ও বোমা বর্ষণের অবসান ঘটাইতে পার। তোমরা এডল্ফের পতন ঘটাইয়া শান্তি আনিতে পার।"

দেরাদুন সামরিক কলেজ

শিক্ষার্থীদের জন্য বাঙলা সরকারের বৃত্তি দানের ব্যবস্থা

বাঙলা গভর্ণমেণ্ট দেরাদুনের প্রিন্স অব ওয়েলস্ রয়াল ইণ্ডিয়ান মিলিটারী কলেজে যে বৃত্তি প্রদান করিয়া থাকেন, তৎসম্বন্ধে নিয়মের নিম্নলিখিতরূপ সংশোধন করা হইয়াছে। সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার জন্য তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে। ঐ বৃত্তি সম্বন্ধে নিয়মাবলীর ৫ম নিয়মের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত নিয়ম প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে:—

"প্রার্থীর পিতা অথবা অভিভাবক ঐ কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রার্থীকে কলেজে রাখিবে এবং তৎপর মহামান্য সম্রাটের সশস্ত্র সেনা-বাহিনীতে ভর্ত্তি হওয়ার উদ্দেশ্যে ভারত গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশমতে কোন প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর ট্রেনিং পাওয়ার জন্য প্রেরণ করিবে; অন্যথায় ঐ প্রার্থী যে পরিমাণ টাকা বৃত্তিস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছে তাহা ফেরত দেওয়ার অঙ্গীকারে একটি চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়া না দিলে কোনও প্রার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হইবে না।"

ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বৎসরে ১,০০০৲ এক হাজার টাকা হিসাবে তিনটি বৃত্তি বাঙলা গভর্ণমেণ্ট দেরাদুনের প্রিন্স অব ওয়েলস্ রয়াল ইণ্ডিয়ান মিলিটারী কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে বিতরণ করিবেন এবং উহা ছয় বৎসর কাল দেওয়া হইবে। প্রার্থীগণকে বাঙলা প্রদেশের অধিবাসী অথবা স্থায়ী বসবাসকারী হইতে হইবে, কিম্বা প্রার্থীকে ঐ কলেজে ভর্ত্তি হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতে একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর বাঙলাদেশে বাস করিতে হইবে। বৃত্তির সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ বৎসরে ১,০০০৲ এক হাজার টাকা হইবে এবং প্রার্থীর অবস্থা যদি এরূপ হয় যে, সম্পূর্ণ টাকা দেওয়া অনাবশ্যক মনে হয় তাহা হইলে বৃত্তির পরিমাণ হ্রাসও করা যাইবে। বৃত্তির জন্য প্রার্থীকে তাহার জেলার কালেক্টরের কিম্বা কলিকাতার প্রার্থী হইলে কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের মধ্যস্থতায় দরখাস্ত দিতে হইবে। প্রার্থীর পিতা বা অভিভাবক কলেজে প্রার্থীর সমুদয় খরচ বহন করিতে অসমর্থ না হইলে এই বৃত্তি পাওয়ার জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না। প্রার্থীগণকে তাহাদের জেলার কালেক্টর কিম্বা কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের নিকট হইতে তাহাদের আর্থিক দুরবস্থা সম্বন্ধে সার্টিফিকেট উপস্থিত করিতে হইবে।

বৃত্তির টাকা প্রিন্স অব ওয়েলস্ রয়াল ইণ্ডিয়ান মিলিটারী কলেজের অধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করা হইবে এবং প্রতি বারে ৫০০৲ টাকা হিসাবে দুই কিস্তিতে প্রেরণ করা হইবে।

যেভাবে এই বৃত্তির জন্য অনুরূপ দরখাস্ত দিতে হইবে, তাহা নিম্নে উল্লেখ করা গেল:—

১। সামরিক বিদ্যালয়ের ছাত্রের পূর্ণ নাম।

২। জন্মের তারিখ ও স্থান।

৩। বাঙলা প্রদেশে কত দিন যাবৎ বসবাস করিতেছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ।

৪। ধর্ম্ম ও জাতি।

৫। পিতা বা অভিভাবকের নাম, পেশা ও বর্ত্তমান ঠিকানা।

৬। যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করিয়াছে তাহার নাম।

৭। কোন্ ক্লাসে পড়িতেছে।

৮। শেষ বাৎসরিক পরীক্ষায় মোট কত নম্বর পাইলে কৃতকার্য্য বলিয়া ধরা যাইত এবং মোট কত নম্বর পাইয়াছিল।

৯। (ক) পিতা বা অভিভাবকের বাৎসরিক আয়।

(খ) কলেজের খরচের জন্য প্রার্থী পিতা বা অভিভাবকের নিকট হইতে আনুমানিক কত টাকা পাইতে পারে বলিয়া আশা রাখে।

১০। জেলার কালেক্টরের বা কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের মন্তব্য।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

রুশীয় রণাঙ্গণে উভয়পক্ষের মরণ-পণ সংগ্রাম

ডন নদীর পূর্ব্ব-তীরে ট্যাঙ্ক-যুদ্ধ

মস্কোর ২৯শে জুলাইর সংবাদে প্রকাশ, সিমলিয়ানস্কায়া অঞ্চলের বিপরীত দিকে ডন নদীর পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী একটি রণাঙ্গনে অবিরামভাবে বড় রকমের একটা ট্যাঙ্ক যুদ্ধ চলিতেছে। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই জার্ম্মাণদের লক্ষ্য হইতেছে ডনের তীর হইতে সোভিয়েট বাহিনীকে অপসারিত করা। ইহার ফলে তাহারা নিজেদের ঘাঁটিগুলিকে সুদৃঢ় এবং সেতুমুখ আরও সম্প্রসারিত করিতে পারিবে। কয়েকটি ক্ষেত্রে তাহারা ইহা করিতে সমর্থ হইয়াছে। নদী পার হইবার সময় জার্ম্মাণ ট্যাঙ্কগুলি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা আরও নূতন সৈন্য আমদানী করিতেছে এবং বিমানবহরের মধ্যেই সহায়তা পাইতেছে। রণাঙ্গনের আর একটি ক্ষেত্রে রুশীয় সৈন্যদল প্রচণ্ডভাবে পাল্টা আক্রমণ চালায় এবং জার্ম্মাণদের আক্রমণ প্রতিরোধ করে, কিন্তু শত্রুপক্ষ পুনরায় বিরাট সৈন্য আমদানী করে এবং নূতন করিয়া আক্রমণ চালায়।

ষ্টালিনগ্রাদ বিপন্ন

ভোরোনেজের দক্ষিণে জার্ম্মাণদের প্রচণ্ড চাপে ও প্রভূত সংখ্যাধিক্য হেতু সোভিয়েট বাহিনী অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ষ্টালিনগ্রাদ এখন দুই দিক হইতে বিপন্ন হইয়াছে; তবে ডনের পূর্ব্ব তন বাঁকের দিক হইতেই ষ্টালিনগ্রাদের সরাসরি বিপদাশঙ্কা দেখা দিয়াছে। ভরোনেজ এলাকায় জার্ম্মাণরা ডন নদী অতিক্রমের জন্য বেপরোয়াভাবে ক্ষতি স্বীকার করিতেছে।

লেনিনগ্রাদ এলাকায় সংগ্রাম

সম্প্রতি জার্ম্মাণরা লেনিনগ্রাদ এলাকায় প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ সুরু করিয়াছে। স্থানে স্থানে ট্যাঙ্ক যুদ্ধ আরম্ভ হয়। জার্ম্মাণদের প্রভূত ক্ষতি সাধন করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করা হয়। জার্ম্মাণরা লেনিনগ্রাদ এলাকায় এই মর্ম্মে অজস্র ইস্তাহার বিলি করিতেছে—"তাহারা শীঘ্রই প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া শহর দখল করিবে।" কয়েকটি এলাকায় সোভিয়েট বাহিনী আক্রমণাত্মক সংগ্রাম চালাইতেছে।

বিরাট রুশ সাঁজোয়া বাহিনীর সমাবেশ

২৯শে জুলাই ভিসি রেডিও কর্ত্তৃক ঘোষিত ইস্তাহারের এক সংবাদে প্রকাশ যে, রুশগণ ষ্টালিনগ্রাদের পশ্চিমে ডন নদীর তীরস্থ কালাচে বিরাট সাঁজোয়া বাহিনী সমাবেশ করিয়াছে। রুশগণ দৃঢ়তার সহিত কালাচের টিলাসমূহ রক্ষা করিতেছে; কিন্তু যে বৃহৎ জার্ম্মাণ বাহিনী আরও দক্ষিণে ডন অতিক্রম করিয়াছে, উহা দ্বারা তাহাদের পার্শ্বদেশ আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা আছে।

আজভ বন্দর পরিবেষ্টিত

ভিসি রেডিও ইহাও ঘোষণা করিয়াছে যে, রোষ্টভ-এর দক্ষিণ-পশ্চিমে ডন নদীর মোহনায় আজভ বন্দর জার্ম্মাণ সৈন্যগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়াছে। জার্ম্মাণ রেডিও ঘোষণা করিয়াছে যে, মোটরবাহিত জার্ম্মাণ সৈন্যগণ ডনের বাকেন উত্তরাংশে আরও অগ্রসর হইয়া কতকগুলি টিলা অধিকার করিয়াছে।

ভরোনেজ-এ ঘোরতর সংগ্রাম

৩০শে জুলাই মস্কো রেডিওতে ঘোষিত হইয়াছে যে, ভরোনেজ এলাকায় ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে। কয়েক স্থানে প্রতিপক্ষ পাল্টা আক্রমণ চালাইবার চেষ্টা করিতেছে। জার্ম্মাণ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ এখনও রণক্ষেত্রে দলে দলে ট্যাঙ্ক, পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈন্য প্রেরণ করিতেছে। ডন নদীর পশ্চিম তীরে জার্ম্মাণরা রাশিয়ানদিগকে পরিবেষ্টন করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হয় নাই। এই সময় তাহাদের বহু সৈন্য হতাহত হয়।

মঃ ষ্টালিনের উদ্দীপনাময়ী আবেদন

মঃ ষ্টালিন ৩০শে জুলাই একটি উদ্দীপনাপূর্ণ আদেশপত্রে প্রত্যেক সৈন্য এবং অধিনায়ককে বীরত্বের সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়লাভ অথবা মৃত্যু বরণ করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এই আদেশপত্র লাল ফৌজের মুখপত্র "রেড ষ্টারে" প্রকাশিত হইয়াছে। আদেশপত্রে ইহাও বলা হইয়াছে যে, "এক পাও পিছু হটিও না"—আমাদের দেশরক্ষা সচিব এবং সর্ব্বনায়ক কমরেড ষ্টালিন আজ এই দাবীই জানাইতেছেন। এই কর্ত্তব্য পালনের অর্থ হইতেছে ঘৃণিত শত্রুর বিধ্বংসী আক্রমণ হইতে আমাদের দেশকে রক্ষা করা এবং জয়লাভের পথ সুনিশ্চিত করা।

উত্তর মেরু-সাগরে নৌ-যুদ্ধ

উত্তর মেরু-সাগরে সোভিয়েট সাবমেরিণ "মালুটক" এর আক্রমণে একটি জার্ম্মাণ ইউবোট জলমগ্ন হইয়াছে। তিন ঘণ্টা ধরিয়া সোভিয়েট সাবমেরিণ ও জার্ম্মাণ ইউবোট সমুদ্রগর্ভে ক্ষুধার্ত্ত হাঙ্গরের ন্যায় যুদ্ধরত থাকে। অতঃপর সোভিয়েট সাবমেরিণ হইতে একটি টর্পেডো নিক্ষেপ করিয়া উহাকে বিকল করা হয়।

লালফৌজের দৃঢ় প্রতিরোধ

৩১শে জুলাই সমস্ত রণাঙ্গন হইতে প্রচণ্ড সংগ্রামে লালফৌজের প্রতিরোধশক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়; ডন নদীর বাঁকে, এমন কি বাটাইস্ক এলাকায় ইহা সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ডন নদীর বাঁকে ২৩ হাজার বর্গ মাইলব্যাপী স্তেপ অঞ্চলে বাটাইস্ক, সিমলিয়ানস্কায়া ও ক্লেটস্কায়া—এই তিনটি পৃথক স্থানে তিনটি খুব বড় যুদ্ধ হয়। সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ক্লেটস্কায়া রণাঙ্গনের কয়েকটি অংশে জার্ম্মাণদিগকে হটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গত কয়েক দিনে জার্ম্মাণরা ভরোনেজ অঞ্চলের কয়েকটি ঘাঁটি হইতে বিতাড়িত হয়। ভরোনেজ-এর দক্ষিণে ডন নদীর পশ্চিম তীরে বিমান ও গোলন্দাজ বাহিনীপুষ্ট সোভিয়েট সেনারা জার্ম্মাণ রক্ষাব্যূহের উপর আক্রমণ চালাইয়াছে। ডন নদীর বাঁদিক দিকে একটি সেতুমুখ দখলের জন্য তুমুল যুদ্ধ চলে এবং তাহাতে এক রেজিমেণ্ট জার্ম্মাণ সেনা বিধ্বস্ত হয়।

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতার প্রেরিত এক সংবাদে জানা যায় যে, মার্শাল টিমোশেঙ্কো ষ্টালিনগ্রাদ রক্ষার দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন এবং রণক্ষেত্রে দলে দলে নূতন সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন। গত আট দিন যাবৎ শহরের পশ্চিমে ডন নদীর বাঁকে বিরাট যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। ক্লেটস্কায়ার ও কালাচ-এর মধ্যবর্ত্তী ডন নদীতট অভিমুখী জন বকের অভিযানের গতিরোধ করিবার জন্য সোভিয়েট সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ সর্ব্বস্বপণ করিয়াছেন। ভরোনেজ এলাকা ব্যতীত একমাত্র এই অঞ্চলেই সোভিয়েট বাহিনী ডন নদীর পশ্চিম তীরে লড়িতেছে।

মস্কো রেডিওর আবেদন

৩১শে জুলাই মস্কো রেডিওতে লালফৌজের প্রতি "নৃশংস হইবার" আবেদন জানাইয়া এক বাণী প্রচার করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, "লালফৌজের সৈনিকগণ, নিষ্ঠুর শত্রুর আক্রমণে আজ আমাদের জনগণ বিপন্ন। এই বিপদ হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায় হইতেছে—শত্রুকে নির্ম্মূল করা। নৃশংস হইয়া যুদ্ধরত হও এবং কোন প্রকার করুণা প্রদর্শন না করিয়া জার্ম্মাণ দস্যুদিগকে নিশ্চিহ্ন কর। দেশবাসীর তোমাদের উপর অটুট আস্থা আছে। ইহার মর্য্যাদা রক্ষা কর।"

রুশীয়ানদের পাল্টা আক্রমণ

৩১শে জুলাই জার্ম্মাণ রেডিওর এক সংবাদ হইতে বুঝা যায় যে, ষ্টালিনগ্রাদের পশ্চিমে ডন নদীর বাঁকে যুদ্ধে আক্রমণোদ্যম সোভিয়েট সৈন্যদের হস্তে গিয়াছে। উক্ত রেডিও কর্ত্তৃক এই সর্ব্বপ্রথম ঐ অঞ্চলে "তীব্র আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের" কথা ঘোষিত হইয়াছে।

ইস্তাহারের এক সংবাদে প্রকাশ যে, সিমলিয়ানস্কায়া অঞ্চলে রুশগণ শক্তিশালী এক ট্যাঙ্কবহর লইয়া পাল্টা আক্রমণ চালাইয়াছে। ঐ আক্রমণ জার্ম্মাণদের অগ্রগতি মন্থর করিতে সমর্থ হইয়াছে।

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

সন্তান প্রতিপালন

মিসেস্ হাসিনা মোর্শেদের বেতার বক্তৃতা

বাঙলা সরকারের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী মিসেস্ হাসিনা মোর্শেদ, বি-এ; এম-বি-ই; এম-এল-এ, গত ২৩শে জুলাই শিশুপালন সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক বেতার-বক্তৃতা করিয়াছেন। নিম্নে এই বক্তৃতার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হইল:—

সকলেই অবগত আছেন যে, আজ কাল শিশুদের যে নিয়মে প্রতিপালন করা হয়, ৫০ বৎসর পূর্ব্বে সেই নিয়মে প্রতিপালন করা হইত না। সন্তানদিগকে যথোপযুক্ত শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে সমাজের প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসাবে গড়িয়া তোলার কাজে অতীতে খুব কম পিতামাতাই সযত্নবান হইতেন। পরন্তু এমন এক সময় ছিল, যখন শিশুদিগকে জবরদস্তিপূর্ব্বক কারখানা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাজে দাসের মত নিযুক্ত করা হইত। এই প্রকার কঠোর কর্ত্তব্য সম্পাদনে তাহাদের কতটুকু ক্ষমতা আছে আর না আছে, তাহার কোনও পরওয়া করা হইত না। সামান্য অপরাধের জন্যও তাহাদিগকে নির্দ্দয়ভাবে শারীরিক শাস্তি দেওয়া হইত; তাহাদের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইত; তাহাদের শারীরিক সুখ-সুবিধা সম্পূর্ণরূপে বিবেচনার বহির্ভূত ছিল।

(মিসেস্ হাসিনা মোর্শেদ)

সৌভাগ্যবশতঃ শিশুদের প্রতি এই প্রকার উপেক্ষার বিষময় ফল আজকাল উপলব্ধি করা হইতেছে। এই উপলব্ধির ফলেই সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন রকমের অনেকগুলি ভুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কারখানা আইন প্রবর্ত্তনের ফলে চতুর্দ্দশ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক শিশুগণকে এখন আর কারখানায় নিয়োজিত করা চলে না। তাহাদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করা হইয়াছে। সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন পরিবারের শিশুদিগকে সদাচার ও শিষ্টাচার শিক্ষা দানের জন্য বিশেষ শিক্ষকের বন্দোবস্ত করা হয়। দুগ্ধপোষ্য শিশু ও কিশোর সন্তানদের স্বাস্থ্যের প্রতি বর্ত্তমানে অধিকতর নজর দেওয়া হয়। এমন কি দরিদ্র পিতামাতাও তাহাদের পুত্রকন্যার প্রতি, বিশেষতঃ তাহাদের শারীরিক উন্নতির প্রতি, বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করেন। বর্ত্তমানে দেশে অনেক শিশুমঙ্গল সমিতি রহিয়াছে; ইহাদের উদ্দেশ্য হইল শিশুদের সুখ-সুবিধার জন্য আগ্রহ জাগাইয়া তোলা।

আমি এই কথা অবশ্য বলিতে চাহিতেছি না যে, আমরা আমাদের সন্তানদের জন্য সব কিছুই করিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, আমি যে সচেতনার কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার ফলে এই পর্য্যন্ত অনেক কিছুই সম্পাদিত হইয়াছে।

শিশুরা বর্ত্তমানে আর সমাজের বহির্ভূত, বিচ্ছিন্ন, মূক প্রাণী মাত্র নয়। আজকাল তাহাদের শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রহিয়াছে। শিশুদের অধিকার বলে কিছু আছে এবং শিশুদিগকেও নিজস্ব ধারা বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়া দরকার, ইতিপূর্ব্বে তাহা কখনও উপলব্ধি করা হইত না।

কৃষিকার্য্যে মিশ্র-সারের ব্যবহার

"ইন্দোর কম্পোস্ট" প্রস্তুত প্রণালী

[মিঃ এইচ. পি. ভি. টাউনএণ্ড. সি-আই-ই. আই-সি-এস. লিখিত]

সকলেই জানেন যে, জমিতে সার প্রয়োগ না করিয়া ফসল উৎপাদন করিলে উহার ফলনশক্তি ক্রমশঃ কমিয়া যায়; এমন কি ইহাও দেখা গিয়াছে যে, কেবলমাত্র গোবর সার ব্যবহার করিলেও শস্যের ফলন ক্রমে ক্রমে কম হইয়া যায়। কিন্তু ঘাস, জঙ্গল, আবর্জনা, কচুরীপানা ইত্যাদি পঁচাইয়া এক প্রকার সার প্রস্তুত করা যাইতে পারে এবং সেই সার জমিতে প্রয়োগ করিলে জমির উর্ব্বরতা শক্তি কমিয়া যায় না। বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা রাখিয়া বা না রাখিয়া গর্ত্তের ভিতরে কিম্বা গর্ত্ত না করিয়াও জমির উপরে, এই প্রকার সার প্রস্তুতের জন্য সারগাদা করিতে পারা যায়। তবে গর্ত্তের মধ্যে সারগাদা করিলে সারগাদার চারিপাশ শুকাইয়া যায় না এবং এই কারণে তত বেশী জল ছিটাইয়া উহাকে ভিজাইয়া দিতে হয় না; ইহা ছাড়া গর্ত্তের ভিতরের সারগাদার প্রতি সকল সময়ে মনোযোগ দিবার প্রয়োজন হয় না।

সারগাদা গর্ত্তের ভিতরে বা জমির উপরেই প্রস্তুত করা হউক না কেন, এইরূপ সার প্রস্তুত প্রণালীকে চারিভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা—

(১) বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের অনুমোদিত বায়ু চলাচলের কোন ব্যবস্থা না রাখিয়া জমির উপরে পর পর স্তর করিয়া সারগাদা প্রস্তুত।

(২) দুই সারি গাছের ছোট ছোট ডালপালা কিম্বা ছোট ছোট কাঠির উপর সারগাদা প্রস্তুত; ইহাতে ডালপালা বা কাঠির ফাঁক দিয়া সারগাদার ভিতরে বায়ু চলাচলের সুবিধা হয়।

(৩) মিষ্টার ই. এফ. ওয়াট্‌সনের উপদেশমত নীচের কয়েকটি খুঁটি পুঁতিয়া, খুঁটিগুলিকে মধ্যে রাখিয়া সারগাদা প্রস্তুত করা এবং সারগাদা প্রস্তুত শেষ হইলে খুঁটিগুলিকে উঠাইয়া দেওয়া, ইহাতে খুঁটিগুলি উঠাইয়া লইবার পর যে সকল গর্ত্ত থাকিবে তাহাদের মধ্যে বায়ু চলাচল করিবে।

(৪) এই প্রবন্ধে বর্ণিত গর্ত্তের ভিতরে এবং বায়ু চলাচলের নালা প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর সারগাদা প্রস্তুত করা।

উপরোক্ত চারি প্রণালীতে জমির উপরে কিম্বা গর্ত্তের ভিতরে সারগাদা প্রস্তুত করিলে ভাল সার পাওয়া যাইবে, তবে বায়ু চলাচলের নালার উপর সার প্রস্তুত প্রণালী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। গাছের ছোট ছোট ডালপালা বা কাঠির উপর সারগাদা প্রস্তুত করিলে উহারা শীঘ্র শীঘ্র পঁচিয়া যায় এবং উহাদের দ্বারা বায়ু চলাচল তত সহজে হয় না।

চীনদেশের কৃষকেরা কিছুদিন পূর্ব্বেও সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিদের (প্রধানতঃ শাকসব্জীর) বাজে বা অকেজো অংশ, ঘাস, জঙ্গল, পানা, আবর্জনা ইত্যাদি, গোবর এবং অন্যান্য পশুপক্ষীদের বিষ্ঠা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে একত্রে মিশাইয়া এবং উহাদিগকে নিয়মিতভাবে পঁচাইয়া এক উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত করিতেন, এবং জমিতে সেই সার প্রয়োগের ফলেই বার বার চাষ করা সত্ত্বেও তাঁহাদের জমির উর্ব্বরতা কিছুমাত্র নষ্ট হইত না। এই সার প্রস্তুত সম্বন্ধে প্রধান উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, যে সকল পদার্থের দ্বারা এই সার প্রস্তুত হয়, তাহারা যখন ক্রমশঃ পঁচিতে থাকে, তখন তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বায়ু চলাচল বিশেষ দরকার। কারণ বায়ুর সাহায্যে পদার্থগুলি পঁচিয়া যে সার প্রস্তুত হয়, তাহা প্রয়োগ করিলেই জমির উর্ব্বরতাশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু পদার্থগুলি পঁচিবার সময় যদি উহার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বায়ু চলাচলের সুবিধা না থাকে, তাহা হইলে তাহা হইতে যে সার প্রস্তুত হয়, তাহা তত কার্য্যকরী হয় না; কারণ এইরূপ সার জমিতে প্রয়োগ করিলে তাহা হইতে চারাগাছ সদ্য সদ্য আহার প্রয়োজনমত খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে না। এইরূপ সারকে অধিকতর কার্য্যকরী করিতে হইলে উহাকে উপযুক্তভাবে পঁচাইবার জন্য আরও কিছু দিন জমিতে ছড়াইয়া রাখিতে হয়; কিন্তু তাহাতেও উহা তত ভাল সারে পরিণত হয় না। সুতরাং যথেষ্ট পরিমাণ বায়ুর সাহায্যেই এই প্রকার সারের উপাদানসমূহ উপযুক্তরূপে পঁচানো বিশেষ প্রয়োজন এবং তাহা হইলেই এই সার প্রয়োগ করিয়া জমির উর্ব্বরতাশক্তি সমানভাবে রাখা যায়।

দুইভাবে বায়ুর সাহায্য লইয়া এই সারের উপাদানগুলি উপযুক্তভাবে পঁচাইতে হয়। প্রথমতঃ যে গর্ত্তে সারগাদা থাকিবে সেই গর্ত্তের উপর হইতে দুইটি নালা দিয়া গর্ত্তের তলদেশে যে বায়ু প্রবেশ করিবে উহা সারগাদা পচিবার সময়ে উহার ভিতর দিয়া উপরে চলাচল করিবে; দ্বিতীয়তঃ যখন এই সারের উপাদানগুলি মাঝে মাঝে জমাট বাঁধিয়া যায়, তখন উহাদিগকে ওলটপালট করিয়া ভাঙ্গিয়া দিতে হয় এবং সেই সময় উহাদের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করে।

এইরূপে বায়ুর সাহায্যে সার প্রস্তুত ভারতবর্ষে ইন্দোর কৃষি বিভাগে প্রথম আবিষ্কৃত হয়; সেই জন্য এই সারের নাম হইয়াছে "ইন্দোর কম্পোষ্ট"। এই স্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, চীনদেশের কৃষকেরা এই সার প্রস্তুতের জন্য গোবর এবং অন্যান্য পশুপক্ষীদের বিষ্ঠা ব্যবহার করিতেন। কিন্তু গোবর এবং চোনামিশ্রিত মাটি ব্যবহার করিলে একই রকমের উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

উপরোক্তভাবে বায়ুর সাহায্যে এবং বায়ুর সাহায্য ব্যতিরেকে যে দুই প্রকারের সার প্রস্তুত হয়, উহারা দেখিতে একই রকমের হইলেও, বায়ুর সাহায্যে যে সার হয় তাহা বায়ু ব্যতীত সার অপেক্ষা অনেক বেশী কার্য্যকরী। ব্যারাকপুরে লাট সাহেবের বাগানে এক প্রকার পশুখাদ্যের চাষে বিনা সারে এবং গোবর সার ও "ইন্দোর কম্পোষ্ট" সার প্রয়োগ করিয়া কিরূপ ফসল পাওয়া গিয়াছিল, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল:—

বিনা সারে	..	.. ১ মণ ফসল।
গোবর সারে	..	.. ১৷৷০ ,, ,,
"ইন্দোর কম্পোষ্ট" সারে		.. ২৷৷০ ,, ,,

সার প্রস্তুত করিবার জন্য গর্ত্ত করিবার প্রণালী

যে পরিমাণ ঘাস, জঙ্গল, পানা, আবর্জনা ইত্যাদি জোগাড় করা সম্ভব হইবে, সেই পরিমাণ গাদা করিবার উপযুক্ত একটি চারকোণা গর্ত্ত খুঁড়িতে হইবে। এই গর্ত্তের পাড় উপর হইতে ক্রমশঃ ঢালু হইয়া গর্ত্তের তলায় নামিবে। সাধারণ বাগানের পক্ষে গর্ত্তের তলায় মাপ ১৬ ফুট লম্বা এবং ৮ ফুট চওড়া এবং উপরের মুখের মাপ ২০ ফুট লম্বা ও ১২ ফুট চওড়া হইলেই চলিবে। প্রথমতঃ ১৷৷০ ফুট গভীর করিয়া গর্ত্তটি খুঁড়িতে হইবে এবং উহা খুঁড়িয়া যে আলগা মাটি পাওয়া যাইবে তাহা গর্ত্তের চারি পাড়ে পুকুরের পাড়ের ন্যায় ১ ফুট উঁচু করিয়া সাজাইয়া দিতে হইবে; তাহা হইলে গর্ত্তের পাড়ের মাথা হইতে গর্ত্তের তলদেশ পর্য্যন্ত মোট ২৷৷০ ফুট হইবে।

সারের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করাইবার জন্য গর্ত্তের এক দিকের ঢালু পাড়ের মাথা হইতে বিপরীত দিকের ঢালু পাড়ের মাথা পর্য্যন্ত সমান্তরালভাবে দুইটি নালা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং এই নালা দুইটি গর্ত্তের লম্বালম্বিভাবে কাটিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, গর্ত্তের তলদেশ ৮ ফুট চওড়া; গর্ত্তের তলদেশের এক ধার হইতে ১৷৷০ ফুট বাদ দিয়া একটি নালা এবং অপর ধার হইতে ১৷৷০ ফুট বাদ দিয়া আর একটি নালা কাটিতে হইবে; সুতরাং দুইটি নালার ব্যবধান ৫ ফুট হইবে। প্রত্যেক নালাটি ৪ ইঞ্চি চওড়া হইবে। ইহার ভিতরের দুই পার্শ্বে পুরাতন ইট খাড়া করিয়া পুঁতিয়া দিলে এবং সমস্ত নালাটির তলদেশে ইটের টুক্‌রা বা খুঁচি দিয়া ভরিয়া দিলে ভাল হয়; ইহার পর নালার উপরিভাগে আস্ত ইট ফাঁক ফাঁক করিয়া পাতিয়া প্রত্যেক নালাটি ঢাকিয়া দিতে হইবে। নালাগুলি পুরাতন টালি দিয়া ২ ইঞ্চি ফাঁক ফাঁক করিয়া ঢাকা যায়। কেহ কেহ দরমা দিয়াও নালাগুলি ঢাকিয়া রাখেন; আবার কেহ কেহ এইরূপভাবে নালা না ঢাকিয়া ছোট ছোট ঝোপ-জঙ্গল, ডালপালা দিয়া নালা দুইটি ভর্ত্তি করিয়া দেন; কিন্তু ইহা তেমন টেঁকসই হয় না; শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। নালা ঢাকিবার জন্য যে সকল ইট বা টালি পাতা হইবে, তাহা যেন গর্ত্তের মেঝের সঙ্গে সমানভাবে থাকে অর্থাৎ মেঝের উপর ইট বা টালিগুলি যেন উঁচু হইয়া না থাকে। প্রত্যেক নালার মধ্যভাগে একটি গর্ত্ত করিতে হইবে, যাহাতে নালা হইতে ঐ গর্ত্তে জল চোঁয়াইয়া পড়িতে পারে এবং ঐ জল সেঁচিয়া সারগাদার উপর ছিটাইয়া দিতে পারা যায়। ইহাতে মশার উৎপত্তি বন্ধ হয়।

এইরূপ ইট, টালি প্রভৃতির দ্বারা ঢাকা বা ঝোপ-জঙ্গল, ডালপালা ইত্যাদির দ্বারা ভর্ত্তি করা নালা দুইটির উপর সারগাদা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং গর্ত্তের উপর হইতে নালা দুইটির দ্বারা যে বায়ু প্রবেশ করিবে তাহা সারগাদার মধ্য দিয়া চলাচল করিবে। গর্ত্তটির মধ্যখানে ২ ফুট জায়গা বাদ রাখিয়া উহাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করিতে হইবে।

সারগাদার জন্য গর্ত্তটি কোন জলাশয়ের নিকটে করিলেই ভাল হয়। কেননা, তাহা হইলে সারগাদাটি মাঝে মাঝে জলে ভিজাইয়া দিবার সুবিধা হইবে এবং গর্ত্তটিও সহজে শুকাইয়া যাইবে না। গর্ত্তের মধ্যে সারগাদা প্রস্তুত করিলে উহা শীঘ্র শুকাইয়া যায় না, এই কারণেই গর্ত্তমধ্যে সারগাদা প্রস্তুত করা যুক্তিযুক্ত; তবে বর্ষাকালে গর্ত্তের মধ্যে সারগাদা প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন হয় না, তখন সারগাদা মাটির উপর প্রস্তুত করিলেই চলিবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সারগাদার নীচে বায়ু চলাচলের জন্য উপরোক্তভাবে নালা প্রস্তুত করা একান্ত দরকার।

সার প্রস্তুত করিবার উপাদানসমূহ

ঘাস, জঙ্গল, শাকসব্জীর পরিত্যক্ত অংশ, শুকনা পাতা, পানা, কাঁচিতে ছাঁটিয়া ফেলা সতা পাতা, খড় বা আগড়া, করাতে কাটা কাঠের গুঁড়া, ছোবা কাগজপত্র, পুরাতন চট বা থলে, বাজে চারাগাছ (যার ফুল ফলা শেষ হইয়া গিয়াছে) ইত্যাদি।

কোন টাটকা সবুজ উদ্ভিদ ব্যবহার করা চলিবে না; উহা প্রথমতঃ একদফা ভাল করিয়া শুকাইয়া লইতে হইবে; তবে একেবারে খটখটে শুক্‌নো না করাই ভাল।

ভিন্ন ভিন্ন রকমের উপাদানগুলি প্রথমতঃ ভালভাবে মিশাইতে হইবে। যত বেশী বিভিন্ন রকমের উপাদান পাওয়া যাইবে, সার ততই ভাল হইবে। যদি কচুরীপানা ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে উহার সহিত সমান পরিমাণ অন্য উদ্ভিদ উপাদান মিশাইতে হইবে, অন্ততঃ দেখিতে হইবে যে, উহার অর্দ্ধেক ভালভাবে শুষ্ক হইয়াছে এবং অপর অর্দ্ধেক মাঝামাঝি রকম শুষ্ক হইয়াছে;

[৭ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটীশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে সুযোগমত জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন, ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেন্টস,
বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৪র্থ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

রষ্টোভের ৫০ মাইল দক্ষিণে জার্ম্মাণ বাহিনী

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, মার্শাল ফন বকের পরিচালিত যে বাহিনী বাটাইস্ক হইতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তাহারা রোষ্টভের ৫০ মাইল দক্ষিণে কুশচেভস্কায়ার নিকটে পৌঁছিয়াছে।

জার্ম্মাণদের পশ্চাদপসরণ

"রেডষ্টারের" সংবাদে প্রকাশ, ডন নদীর বাঁকে ক্লেটস্কায়ার পশ্চিমদিকবর্ত্তী রণক্ষেত্রে জার্ম্মাণদের কয়েক মাইল পর্য্যন্ত পশ্চাদপসরণে বাধ্য করা হইয়াছে। এই রণক্ষেত্রের দক্ষিণ-পশ্চিমে জার্ম্মাণদের আর অগ্রগতি সম্ভব হয় নাই। রাশিয়ানরা ক্রমাগত পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে। ৮ বহু লোকালয় ক্রমাগত এক পক্ষ হইতে অন্য পক্ষের দখলে যাইতেছে।

লালফৌজের সাফল্য

ভরোনেজের দক্ষিণে সোভিয়েট বাহিনী জার্ম্মাণ রক্ষা-ব্যূহ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে এবং কাঁটাতারের বেড়া ভেদ করিয়া মাইনক্ষেত্রের মধ্য দিয়া একটা পথ করিয়া লইয়াছে। দুইটি নূতন স্থানে সোভিয়েট সৈন্যেরা ডনের পশ্চিম তীরে যাইয়া পৌঁছিয়াছে এবং দৃঢ়ভাবে নিজেদের ঘাঁটি রক্ষা করিতেছে।

জার্ম্মাণদের অগ্রগতি শিথিল

রয়টারের সামরিক সংবাদদাতা ৩রা আগষ্ট জানিতে পারিয়াছেন যে, উত্তর ককেশাসে জার্ম্মাণ অগ্রগতি শিথিল হইয়া আসিয়াছে। সালস্ক শহরের নিকট এখনও যুদ্ধ চলিতেছে। ভরোনেজ এলাকায় রাশিয়ানরা জার্ম্মাণদিগকে হটাইয়া দিয়াছে এবং তাহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। এমন কি ভরোনেজ এলাকায় ডনের পূর্ব্ব তীরে কোন জার্ম্মাণ আছে কিনা, তাহা নিশ্চিতভাবে জানা যাইতেছে না।

দক্ষিণ রণাঙ্গণের জটিল অবস্থা

মস্কো রেডিওতে ঘোষিত "প্রাভদার" এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, দক্ষিণ রণাঙ্গনের অবস্থা অধিকতর গুরুতর ও জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। প্রচুর ক্ষতি সত্ত্বেও জার্ম্মাণরা ককেশাস অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। ৩রা জুলাই রণাঙ্গন হইতে প্রেরিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, ফন বক উগ্র যুদ্ধে দলে দলে নূতন সৈন্য প্রেরণ করিতেছে। রাশিয়ানরা নিত্য নূতন আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছে।

জার্ম্মাণ আক্রমণ প্রতিহত

ক্লেটস্কায়া এলাকার বিভিন্ন অঞ্চলে বিমানপুষ্ট জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছে। জার্ম্মাণদিগকে তাহাদের সাবেক ঘাঁটিতে হটাইয়া দেওয়া হয়। কুশ্চেভস্কায়া ও সালস্ক এলাকায় সৈন্যেরা আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামে লিপ্ত আছে।

জার্ম্মাণীর বিপুল ক্ষতি

অনুমিত হয় যে, গত এক সপ্তাহে সমগ্র দক্ষিণ রণাঙ্গনে অন্যূন ৬০ সহস্র জার্ম্মাণ নিহত হইয়াছে। মোট হতাহতের সংখ্যা অন্যূন ১৮০,০০০ হইয়াছে। কুশ্চেভস্কায়া সালস্ক রণাঙ্গনে ২০ সহস্রাধিক জার্ম্মাণ সৈন্য নিহত হইয়াছে। সমগ্র সোভিয়েট রণাঙ্গনে প্রতিদিন জার্ম্মাণীর পঞ্চাশ সহস্রাধিক সৈন্য ক্ষয় হইতেছে।

মিসরীয় রণাঙ্গণ

ইটালীয় সৈন্যদল কর্ত্তৃক মরুদ্যান দখল

কায়রোর সংবাদে প্রকাশ, কর্ত্তৃপক্ষ মহল হইতে বলা হইয়াছে যে, একদল ইটালীয় সৈন্য "সিওয়া" মরুদ্যানটি দখল করিয়া লইয়াছে এবং এইখানে অবস্থিত এক দল ক্ষুদ্র বৃটিশ সৈন্য মরুদ্যানটি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমানে এই জমিটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে না। "সিওয়া"র প্রবেশ করার কয়েকদিন পূর্ব্বে এক ইটালীয় বাহিনী "জিরাবাব" মরুদ্যানটিও দখল করিয়া লইয়াছিল।

৮ম বাহিনী কর্ত্তৃক কিছু স্থান অধিকার

কয়েক দিন নিস্তব্ধতার পর যে নূতন আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছে, উহাতে ৮ম বাহিনী কিছু স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রতিপক্ষের কিছু সেনা বন্দী করা হইয়াছে।

মিসরে ব্রিটিশ সৈন্যবল বৃদ্ধি

ইটালীয় নিউজ এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ, মিসর রণাঙ্গনে বৃটিশ পক্ষ নূতন সৈন্য আনিয়া ফেলিয়াছে। ইহাদিগকে মধ্যপ্রাচ্য এলাকার অন্যান্য অংশ হইতে আনা হইয়াছে। প্রচুর পরিমাণে মার্কিণ সম্ভারও মিসরে আমদানী হইয়াছে।

বর্ত্তমান লাইন রক্ষা করিবার জন্য রোমেলের চেষ্টা

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা ৩১শে জুলাই লিখিতেছেন :— এই বিষয়টি স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, জেনারেল রোমেল তাঁহার বর্ত্তমান লাইন ধরিয়া রাখিতে চান। এল আলামেন রণাঙ্গনে উত্তর দিকে দুই দিন পূর্ব্বে পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈন্যের মধ্যে লড়াইয়ের পর উভয় পক্ষ এখন নূতন করিয়া ব্যূহ রচনা করিতেছে। জার্ম্মাণরা মাইন বসাইতেছে এবং তাহাদের উত্তরের মাইনক্ষেত্রগুলির মধ্যের ফাঁকগুলি ভর্ত্তি করিবার চেষ্টা করিতেছে।

সুদূর-প্রাচ্যের রণাঙ্গণ

কিয়াংসী অঞ্চলে জাপানীদের পশ্চাদপসরণ

এক চীনা ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, চীনা সৈন্যদলের প্রবল পাল্টা আক্রমণে জাপসৈন্যগণ পশ্চিম চেকিয়াং প্রদেশের কিয়াংসী অঞ্চলে পিছু হটিয়া যাইতেছে। ইস্তাহারে আরও বলা হইয়াছে,—"উভয় পক্ষের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং দিবারাত্রি সংগ্রাম চলে। হোনান রণাঙ্গনের সিনইয়াংয়ের নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে ঘোরতর সংগ্রাম হয় ও উহাতে এক্সিসপক্ষের প্রভূত ক্ষতি হয়।"

কিয়াংসী প্রদেশে চীনাদের সাফল্য

কিয়াংসী প্রদেশে চীনা সৈন্যগণ কুইকী, ইংটান ও সিনচুয়াম শহরের নিকটবর্ত্তী টিলাসমূহ অধিকার করিয়া তথা হইতে ঐ সমস্ত শহরে আক্রমণ চালাইতেছে। যে জাপ বাহিনী হ্যাংকাউয়ের উত্তর-পশ্চিমে টাংচুশান পর্য্যন্ত চীনাদের ঘাঁটিসমূহ আক্রমণ করিয়াছিল, উহা বিতাড়িত হইয়াছে।

মাঞ্চুরিয়ায় ৫ লক্ষ জাপানী সৈন্য

সম্প্রতি ৪০ হাজার জাপানী সৈন্য হোনান প্রদেশ হইতে তিয়েন্টসিন হইয়া মাঞ্চুরিয়া অভিমুখে রওনা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। একজন চীনা মুখপাত্র বলেন যে, গত যে মাস হইতে তিয়েন্টসিন-পুকাউ রেলপথ ধরিয়া ক্রমাগত উত্তর দিকে জাপানী সৈন্য চলিয়াছে এবং তাহারা গিয়া চীনা প্রাচীরের বাহিরে পৌঁছিতেছে। চেকিয়াং-এর যুদ্ধে কিছুদিন আগেও যে সকল জাপানী বিমান যুদ্ধে নিয়োজিত ছিল, সেইগুলিকে এক মাস হয় হ্যাংকাউ বিমান ঘাঁটি হইতে মুকডেনে পাঠান হইয়াছে। চীনা খবরে দেখা যায়, জাপানের মাঞ্চুরিয়ায় ২২ ডিভিশন সৈন্য, কোরিয়ায় ২ ডিভিশন সৈন্য আছে। এ ছাড়া দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকা হইতে আরও দুইটি ডিভিশন আনা হইয়াছে। এই সমস্ত মিলিয়া সেখানে প্রায় ৫ লক্ষ জাপানী সৈন্য আছে।

মাঞ্চুরিয়ায় বর্ত্তমানে এক হাজার জাপানী বিমান আছে বলিয়া প্রকাশ।

এলিউশিয়ান দ্বীপে জাপানী সৈন্য

মার্কিণ নৌবিভাগের এক মুখপাত্র বলেন যে, এলিউশিয়ানের কিস্কা, আটু ও আগাটু দ্বীপে প্রায় ১০,০০০ জাপানী সৈন্য আছে বলিয়া মনে হয়।

সম্প্রতি আলাস্কার একজন প্রতিনিধি ঘোষণা করেন যে, ২৫,০০০ জাপানী সৈন্য ঐ দ্বীপগুলিতে অবতরণ করিয়াছে।

তিনি আরও বলেন যে, ডাচ হারবারের ২০০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে বেরিং সাগরে মার্কিণ দ্বীপ প্রিবিলফ-এ কোন জাপানীর উপস্থিতির সন্ধান বিমান পর্য্যবেক্ষণে পাওয়া যায় নাই।

পেট্রলের ব্যবহার আরো নিয়ন্ত্রিত

১লা আগষ্ট হইতে নূতন আদেশ বলবৎ

গত ২৮শে জুলাই তারিখে নিম্নোক্ত মর্ম্মে এক সরকারী প্রেসনোট প্রচারিত হইয়াছে :—

সরবরাহ ও আমদানীর অসুবিধার জন্য বর্ত্তমানে পেট্রলের অত্যন্ত অভাব হওয়ায়, বঙ্গদেশে অসামরিক লোকদিগকে যে পরিমাণ 'মোটর স্পিরিট' ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়, আগামী ১লা আগষ্ট হইতে তাহা আরও নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজন হইয়াছে।

পেট্রলের ব্যবহার কমানোর আশু ব্যবস্থা হিসাবে স্থির করা হইয়াছে যে, আগামী ১লা আগষ্ট (১৯৪২) হইতে 'প্রাইভেট' মোটরগাড়ীর জন্য মূল বরাদ্দের টিকিট দেওয়া বন্ধ করা হইবে। ঐ তারিখ হইতে সাধারণ কুপন প্রদর্শিত হইলেই 'প্রাইভেট' মোটরগাড়ী ও ট্যাক্সির জন্য পেট্রল দেওয়া হইবে না। তবে সেই শ্রেণীর মোটরযানকেই অতিরিক্ত কুপন দেওয়া হইবে, যেগুলিকে আঞ্চলিক রেশনিং কর্ত্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় কার্য্যে নিযুক্ত বলিয়া স্থির করিবেন।

মোটর-লরী ও মোটর-বাস প্রভৃতি শ্রেণীর যান এবং অন্যান্য যেসকল যানের জন্য 'স্পেশ্যাল' কুপন দেওয়া হয় ও যেসকল যান যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সহিত সংশ্লিষ্ট অত্যাবশ্যক কার্য্যে অথবা জনসাধারণের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাপারে নিযুক্ত আছে বলিয়া আঞ্চলিক রেশনিং কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, ঐ সকল মোটর-বাস, লরী ও গাড়ীকে সাধারণ ও স্পেশ্যাল উভয়বিধ কুপনই দেওয়া হইবে; তবে ঐ সকল কুপন দেখাইয়া পেট্রল লইতে হইলে কুপনগুলি আঞ্চলিক রেশনিং কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা মঞ্জুর করাইয়া লইতে হইবে।

আরও স্থির করা হইয়াছে যে, পেট্রল পাইবার জন্য যে বিশেষ ছাড়পত্র দেওয়া হইবে, তাহা নির্দ্দিষ্ট 'ফরমে' আঞ্চলিক রেশনিং কর্ত্তৃপক্ষই প্রদান করিবেন। উহাতে উক্ত কর্ত্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও তাঁহার সরকারী শীলমোহর থাকিবে। 'মোটর স্পিরিট' লইবার সময় ঐ ছাড়পত্র বিক্রয়কারীকে দেখাইতে হইবে। বিক্রয়কারী ঐ ছাড়-পত্রে পেট্রলের-বিক্রীত পরিমাণ, সরবরাহের তারিখ এবং বিক্রয়কারীর নাম লিখিয়া দিবেন।

কম প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য পেট্রল বিক্রয় বন্ধ করা এবং সরবরাহের অনুপাতে কেবলমাত্র একান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যেই যাহাতে পেট্রল ব্যবহৃত হয়, গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ইহাই। আশা করা যায় যে, ভারত-রক্ষার জন্য ও সাফল্যজনকভাবে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা চালাইবার উদ্দেশ্যে পেট্রলের ব্যবহার কমান যে অত্যাবশ্যক হইয়াছে, এই ব্যাপারে জনসাধারণ সরকারী প্রচেষ্টার সহিত সহযোগিতা করিবেন।

রক্ষীদল সঙ্গীত

[মোহ্‌সেন]

চল্‌রে চল্‌রে চল্‌
　　ঝঞ্ঝার মত
　　সৈনিক শত
　নগর-রক্ষী দল॥
　　কুঞ্জের ছাড়ি
　　দিব মোরা পাড়ি
হৃদে ধরি নব বল॥
　　ম'সে থাকা মিছে
　　র'ব নাক' পিছে
(আসে) আহ্বান অবিরল,
　　চল্‌রে চল্‌রে চল্‌॥
　　আসুক না অরি
　　মোরা নাহি ডরি
　　রহিব অচঞ্চল।
(আমরা) বাঙের বোগ্য ছেলে
　　—নগর-রক্ষী দল॥
　　সমুখের পানে
　　চলি এক টানে
　কাঁপাইয়া নভোতল।
　　চল্‌রে চল্‌রে চল্‌॥
কে কহিবে মোদের দুর্ব্বল গতি?
কে বলে মোদের নাহিক শকতি?
　　কে বলে মোরা দুর্ব্বল?
　　চল্‌রে চল্‌রে চল্‌॥
শুন আহ্বান—
বিজয় নিশান
ওই যে সমুজ্জ্বল॥

কৃষিকার্য্যে মিশ্র-সারের ব্যবহার

[৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

প্রত্যেক ২০০ ঘনফুট উপাদানের জন্য নিম্নলিখিত জিনিষগুলির প্রয়োজন :—

(ক) কেরোসিন তেলের টিনের ২৪ টিন জল অর্থাৎ ৯৬ গ্যালন জল। যদি উপাদানের মধ্যে কচুরীপানা বেশী থাকে, তবে কম জলেও হইতে পারে অর্থাৎ ২৪ টিনের জায়গায় ১৬ টিনেও হইবে।

(খ) আট ঝুড়ি গোবর অর্থাৎ প্রায় ৪ মণ; গোবর যেন বেশ টাট্‌কা হয়।

(গ) এক ঝুড়ি গোয়ালের চোনায় ভেজা মাটি বা গোয়ালের চোনায় ভেজা খড়-বিচুলী।

(ঘ) কোন জমি বা বাগানের ১ ঝুড়ি মাটি (এই উপাদান পঁচন সময়ে অনুজান নষ্ট করে)।

(ঙ) কাঠের বা গোবরের ছাই ১ ঝুড়ি (এই উপাদান পঁচন সময়ে অম্লজান নষ্ট করে)।

(চ) যদি সম্ভব হয় তবে ২০ দিনের পুরানো অন্য একটি এই প্রকার "কম্পোষ্ট" সারগাদার ৪ মুঠা সার। পুরাতন দধি বা দম্বল দিয়া যেমন নূতন দধি শীঘ্র এবং ভালভাবে কাটান যায়, এই পুরাতন সার ৪ মুঠা ব্যবহার করিলে সেইরূপ নূতন কম্পোষ্ট ভালভাবে তৈয়ারী হয়।

উপাদানসমূহ মিশাইবার প্রণালী

চোনায় ভেজা মাটি জমি বা বাগানের মাটি, ছাই ও অন্য কোন "কম্পোষ্ট" গাদা হইতে কয়েক মুঠা সার— এই সমস্তগুলিকে বেশ করিয়া একত্রে মিশাইয়া একটি স্তূপের মত করিতে হইবে।

তারপর ঐ স্তূপকে জল এবং গোবর দিয়া উত্তমরূপে মিশাইয়া লইতে হইবে; যদি পুরাতন পিপে পাকে, তবে সেই পিপের মধ্যে কেরোসিন তেলের টিনের ৬ টিন জলের সহিত ২ ঝুড়ি গোবর এবং সিকি ঝুড়ি উক্ত স্তূপের উপাদান একবারে মিশাইতে পারা যায়। যদি বড় গামলা থাকে, উহার মধ্যে ৩ টিন জলের সহিত ১ ঝুড়ি গোবর ও ১ ঝুড়ি উক্ত স্তূপের ৮ ভাগের এক ভাগ উপাদান একেবারে মিশাইতে পারা যায়। আর যদি গামলা ছোট হয়, তবে ২ টিন জলের সহিত ১ ঝুড়ি গোবর আর ১ উক্ত ঝুড়ি স্তূপের ৮ ভাগের এক ভাগ উপাদান মিশাইতে পারা যায় এবং অবশিষ্ট ১ টিন জল ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে মিশাইতে পারা যায়। সব সময়েই কিন্তু উক্ত উপাদানগুলিকে ব্যবহারের পূর্ব্বে উত্তমরূপে নাড়িয়া মিশাইয়া লইতে হইবে। এই মিশ্রিত পদার্থকে "মিশ্রিত গোবর জল" বলা চলে।

গর্ত্ত ভর্ত্তি করিবার প্রণালী

গর্ত্তটির মাঝখানে ২ ফুট বাদ রাখিয়া উহাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করিয়া লইতে হইবে। প্রথমতঃ গর্ত্তের এক অংশ সংগৃহীত উপাদানগুলির দ্বারা ভর্ত্তি করিতে হইবে এবং অপর অংশটি দুই তিন সপ্তাহ পরে ভর্ত্তি করিতে হইবে।

(ক) সংগৃহীত উপাদানগুলি গর্ত্তের তলায় ছড়াইয়া একটি ৩ ইঞ্চি গভীর স্তর করিতে হইবে।

(খ) "মিশ্রিত গোবর জল" দিয়া স্তরটিকে সমানভাবে ভিজাইয়া দিতে হইবে; একটি বালতি বা পাত্র করিয়া সারগাদার ধার হইতে ছিটাইয়া ভিজাইতে হইবে।

(গ) অতঃপর প্রথম স্তরের উপর ৩ ইঞ্চি গভীর আর একটি উক্তরূপ স্তর করিতে হইবে এবং উহাকেও "মিশ্রিত গোবর জল" দিয়া ভিজাইয়া দিতে হইবে।

(ঘ) এইরূপ প্রণালীতে পর পর ১২টি স্তর করিতে হইবে, যেন প্রত্যেক স্তরটি ৩ ইঞ্চি পুরু হয় এবং প্রত্যেকটি উক্তরূপ "মিশ্রিত গোবর জল" দিয়া সমানভাবে ভিজান হয়। এইরূপভাবে সমস্ত স্তরগুলির মোট গভীরতা আন্দাজ ৩ ফুট হইবে। প্রত্যেক স্তরের জন্য ২ টিন আন্দাজ "মিশ্রিত গোবর জল" দরকার হইবে। গর্ত্তের তলাকার স্তরগুলির জন্য কিছু কম "মিশ্রিত গোবর জল" লাগিবে এবং উপরকার স্তরগুলির জন্য কিছু বেশী লাগিবে।

[২য় কলমের নিম্নে দেখুন]

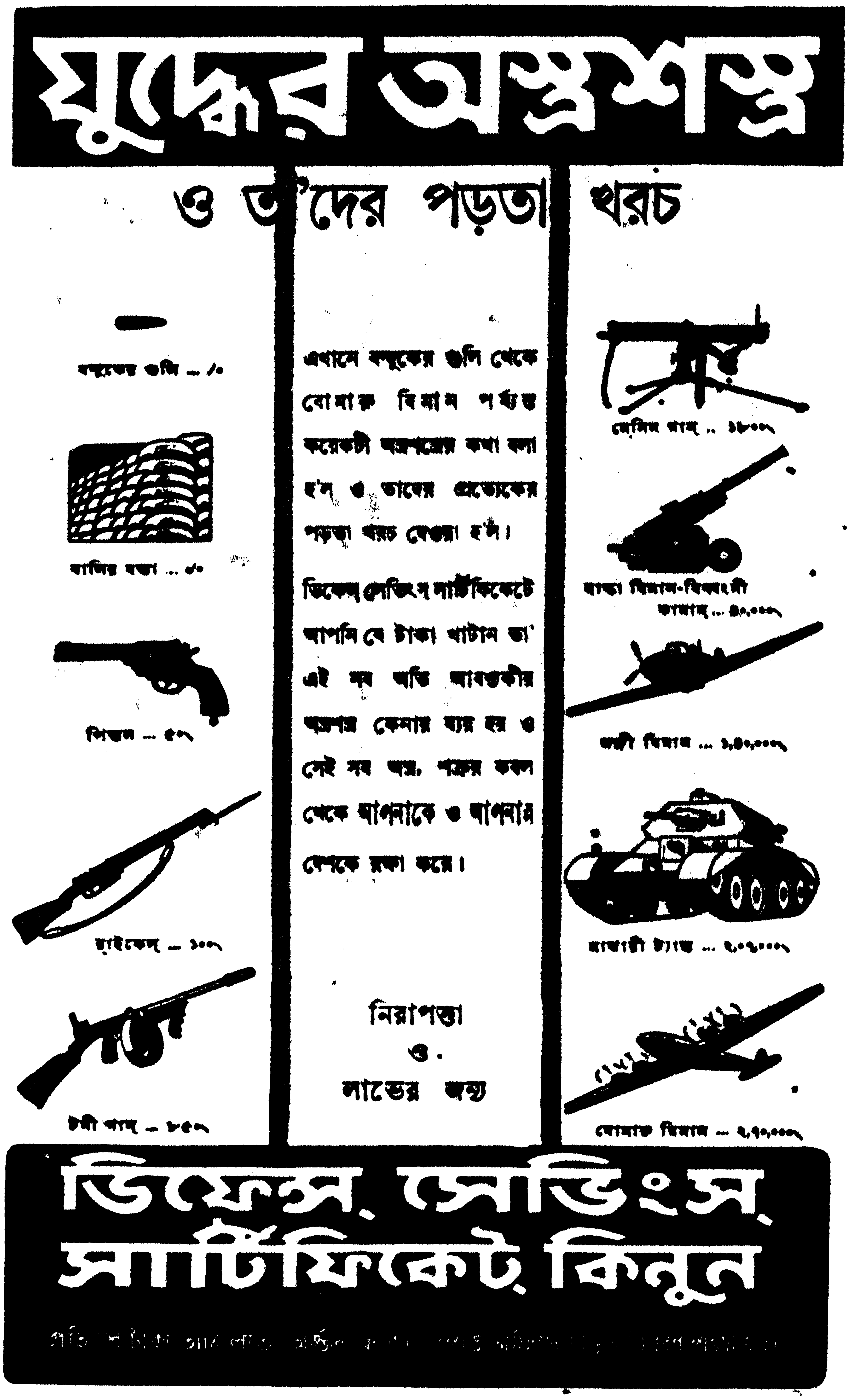

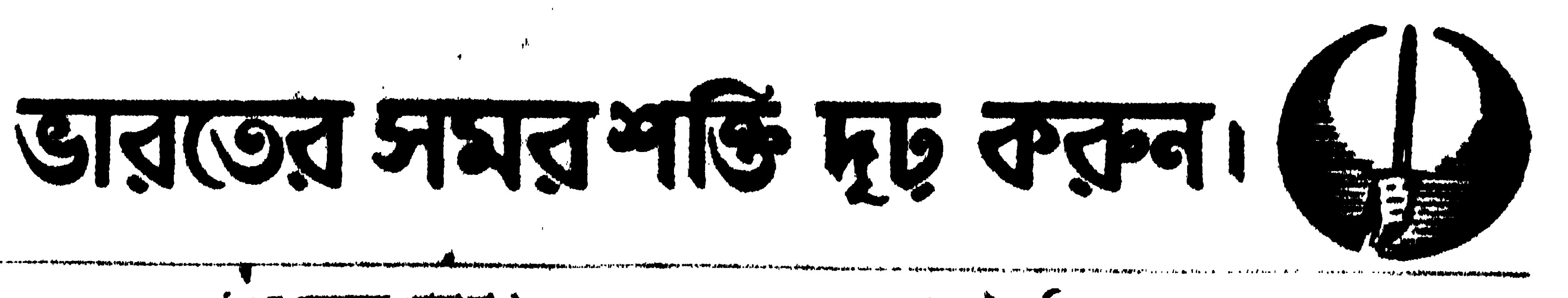

[১ম কলমের শেষাংশ]

গর্ত্তটির মধ্যে যে স্তরগুলি হইল, তাহা যেন কেহ না মাড়ান; কারণ উহা আলগা আলগাভাবে রাখিতে হইবে, কেননা খুব ঠেসা হইলে উহার মধ্যে বায়ু চলাচলের ব্যাঘাত ঘটিবে। গর্ত্তের বাদের দিক হইতে গর্ত্তটি ভর্ত্তি করিতে আরম্ভ করিতে হইবে।

উক্ত ১২টি স্তরই এক দিনে শেষ করিতে হইবে, কারণ সারগাদা পরিমাণে অধিক না হইলে উহার মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ উত্তাপ রক্ষিত হইবে না।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

মাননীয় মিঃ সন্তোষকুমার বসু

জল সরবরাহ সমস্যা সম্পর্কে শান্তিনিকেতন পরিদর্শন

শান্তিনিকেতন ও বোলপুরে জলসরবরাহ সমস্যা ক্রমশঃ জটিল হইতে থাকায় মাননীয় মিঃ সন্তোষকুমার বসু ঐ সম্পর্কে শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করেন। এডিশনাল সেক্রেটারী মিঃ ই. ডব্লিউ, হলাণ্ড, ডেপুটি সেক্রেটারী রায় বাহাদুর কে. সি. মজুমদার ও বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টার ডাঃ সি, মুখার্জী মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন।

পুত্র-গর্ব্বে গরিয়সী জননী

বিগত ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জার্ম্মাণ রণতরী "শার্ণ হর্ষ্ট", "নিসেনাউ" এবং "প্রিন্স ইউজেন" যখন ব্রেষ্ট বন্দর হইতে ইংলিশ-চ্যানেলের পথে জার্ম্মাণীর দিকে পলায়ন করিতেছিল, সেই সময় বৃটিশ বিমান-বাহিনীর লেফ্‌টেন্যাণ্ট-কমাণ্ডার ইউজিন এস্‌মণ্ড ডি-এস-ও এই রণতরীগুলি আক্রমণ করিতে গিয়া নিহত হন। এই অপূর্ব্ব বীরত্বের জন্য তাঁহাকে "ভিক্টোরিয়া ক্রশ" দ্বারা সম্মানিত করা হয়। এই চিত্রে দেখা যাইতেছে—তাঁহার জননী মিসেস এস্‌মণ্ড—নিজের অপর দুই পুত্র পাইলট-অফিসার জেম্‌স্ এস্‌মণ্ড ও ক্যাপ্টেন প্যাট্রিক এস্‌মণ্ড সহ মৃত পুত্রের সম্মান-চিহ্ন গ্রহণের জন্য বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে গমন করিতেছেন।

এই চিত্রে যে বিমানখানা দেখা যাইতেছে, তাহা হইতেছে—"টোমা-হক" নামক আমেরিকান জঙ্গী বিমান। সম্প্রতি বৃটিশ বিমানবাহিনীতে এই শ্রেণীর অনেক বিমান আমদানী করা হইয়াছে। কার্য্যকরী ক্ষমতার দিক দিয়া ইহা জার্ম্মাণ জঙ্গী বিমান এবং বৃটিশ "স্পিটফায়ার" ও "হারিকেন" বিমান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। প্রতি ঘণ্টায় ইহার গতিবেগ ৪০০ মাইল এবং ইহাতে যে কামান সন্নিবেশিত রহিয়াছে, তাহা হইতে প্রতি মিনিটে ১২০ বার গুলী নিক্ষেপ [illegible] চলে।

"ব্রজমোহন দত্ত পুরস্কার" প্রতিযোগিতা

একমাত্র মহিলারাই যোগদানে সক্ষম

১৯৪১-৪২ সালে ভারতীয় মহিলাদিগের নিমিত্ত "ব্রজমোহন দত্ত পুরস্কারের" বিষয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে "সোভিয়েট রাশিয়ায় নারীর স্থান"। এই পুরস্কারের পরিমাণ ৪৫৲ টাকা। যে সকল সর্ত্তে এই পুরস্কার প্রদত্ত হইবে, নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ হইল:—

(১) বাঙলা দেশের অধিবাসিনী যে কোন বয়সের শিক্ষিতা মহিলা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিবেন।

(২) ৪৫৲ টাকা করিয়া দুইটি পুরস্কার প্রদত্ত হইবে এবং প্রবন্ধটি বাঙলা অথবা সংস্কৃতে লিখিতে হইবে।

(৩) বিজ্ঞাপিত হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে প্রবন্ধগুলি বিচার পূর্ব্বক নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত প্রাদেশিক টেক্সট বুক কমিটির নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) প্রত্যেকটি প্রবন্ধের সহিত লেখিকার স্বামী, পিতা-মাতা কিম্বা অভিভাবকের এই মর্ম্মে লিখিত স্বীকারোক্তি থাকিবে যে, লেখিকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত প্রবন্ধ লিখিতে কোন সাহায্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া তিনি অবগত নহেন।

যে মহিলা এক বৎসর এই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন, পরবর্ত্তী বৎসরে এই প্রতিযোগিতায় যোগদানে তাঁহার কোন বাধা নাই। যদি দেখা যায় যে, পূর্ব্বে পুরস্কার প্রাপ্ত করিয়াছেন এমন লেখিকার রচনা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে, তবে তিনি প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম গেজেটে প্রকাশিত হইবে। এই ব্যাপারে আসল পুরস্কার কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী প্রতিযোগিনীকে প্রদত্ত হইবে; অবশ্য পরবর্ত্তী প্রবন্ধ অনুসারে যদি তাঁহার লেখা প্রয়োজনানুরূপ হইয়া থাকে।

পরীক্ষকগণের মতে যদি কোন লেখাই প্রয়োজনানুরূপ না হয়, তবে কাহাকেও পুরস্কার প্রদত্ত হইবে না।

পরীক্ষার্থিনিগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন খামের উপর "ব্রজমোহন দত্ত পুরস্কার প্রবন্ধ" এই কথা লিখিয়া নিম্নলিখিত ঠিকানায় নিজ নিজ প্রবন্ধ প্রেরণ করেন:—

সেক্রেটারী, প্রাদেশিক টেক্সট বুক কমিটি, রাইটার্স বিল্ডিংস, ব্লক নং ১, কলিকাতা।

ঢাকার পল্লীতে খাদ্যশস্য উৎপাদন প্রচেষ্টা

সভা ও শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান

মনোহরদী থানার (ঢাকা) পাট-নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের এবং সার্কেলের অন্তর্গত বাড়্‌মার ইউনিয়ন পল্লী-মঙ্গল সমিতির সেক্রেটারী মৌলবী সেরাজুদ্দিন আহমদ সাহেব, কর্ম্মিবৃন্দ ও ভারপ্রাপ্ত পি, এল, এ মোঃ এ, কে, সেরাজুদ্দিন মৃধা সাহেবের উদ্যোগ ও এসিষ্টাণ্ট ইন্সপেক্টর বাবু প্রবোধ চন্দ্র দেব, প্রোপাগাণ্ডা এসিষ্টাণ্ট বাবু বিনয় ভূষণ সরকার মহাশয়গণের সহযোগিতায় বিগত ৪-৭-১৯৪২ তারিখে "অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন" বিষয়ে একটি বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়। ইহাতে উপস্থিত চাষিবৃন্দ, ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্যগণ, ইউনিয়নস্থিত স্কুলসমূহের শিক্ষক ও ছাত্রসমাজ, পুলিশ ও চৌকিদার ইত্যাদি সমস্বরে প্রায় ১,৫০০ লোক উচ্চ ধ্বনি সহযোগে বিচিত্র ও উপদেশমূলক দৃশ্যপট বহন করিয়া দীর্ঘ ৮ মাইল স্থান পরিভ্রমণ করে। কাহারও ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র অধৈর্য্য পরিলক্ষিত হয় নাই।

অতঃপর মৌলানা এ, কে, এম্, আবদুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভায়, এ, আই, বাবু প্রবোধ চন্দ্র দেব, এম, ই স্কুলের হেড্ মাষ্টার মৌলবী মোঃ সৈয়দ সামসুল হক্, পি, এল, এ সাহেব ও ডাঃ বিপিন চন্দ্র পাল রায় মহাশয় প্রভৃতি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ত্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি, দেশবাসীর কর্ত্তব্য, হোমগার্ড, গুজব ও প্রতিকার, একতা ও খাদ্যশস্য উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। শ্রোতৃবর্গ ইহাতে [illegible] আনন্দ প্রকাশ করে।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ABU HENA.

Regd. No. C 2532.

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ৩৮শ সংখ্যা] কলিকাতা, ১৭ই আগষ্ট, ১৯৪২ [এক আনা

LIBRARY OF THE BENGAL LEGISLATURE CALCUTTA

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সরকারের কর্ত্তব্য

কংগ্রেসী নীতি সম্পর্কে ভারত-সরকারের ঘোষণা

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক ওয়ার্কিং কমিটির মূল প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর ৮ই আগষ্ট রাত্রে মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের শাসন পরিষদের এক প্রস্তাব প্রকাশিত হয়।

উক্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে :—

[illegible] আগষ্ট তারিখে ভারতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিও অনুমোদন করিয়াছে। উক্ত প্রস্তাবে অবিলম্বে ভারত হইতে ব্রিটিশ শক্তি প্রত্যাহারের দাবী করা হইয়াছে এবং "অহিংস উপায়ে যতদূর সম্ভব ব্যাপক গণ-আন্দোলন" আরম্ভ করার নীতি সমর্থন করা হইয়াছে। সপারিষদ বড়লাট কিছুদিন যাবৎ বে-আইনী কার্য্যকলাপ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে যানবাহন ও জনসাধারণের প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানের কাজে বিশৃঙ্খলা, ধর্ম্মঘটের আয়োজন সরকারী কর্মচারীদের আনুগত্যে এবং দেশরক্ষা ব্যবস্থায় ও লোকসংগ্রহে হস্তক্ষেপের বিষয়ে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ব্যাপক আয়োজনের কথা অবগত ছিলেন।

ভারত সরকার এই আশায় ধৈর্য্যসহকারে অপেক্ষা করিতেছিলেন যে, সুবুদ্ধির উদয় হইতে পারে। তাঁহাদের সেই আশা ব্যর্থ হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে চ্যালেঞ্জ করা হইয়াছে, তাহার একটি মাত্র উত্তর হইতে পারে। এমন দাবী সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে—যাহা গৃহীত হইলে ভারতবর্ষ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িবে এবং আভ্যন্তরীণ অরাজকতা দেখা দিবে ও মানবজাতির মুক্তি-প্রচেষ্টায় ভারত যে অংশ গ্রহণ করিয়াছে, তাহা পঙ্গু হইয়া পড়িবে।—ভারত সরকার ভারতের জনসাধারণের প্রতি তাঁহাদের দায়িত্ব ও মিত্র-জাতিসমূহের প্রতি তাঁহাদের বাধ্যবাধকতার সহিত ইহা সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন বলিয়া বিবেচনা করেন।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের এই দাবীর কোন কারণ নাই। ভারত সরকারের মতে কংগ্রেস দলের নেতৃবৃন্দের পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞান অথবা বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের অভি-পূর্ণ উপলব্ধির সহিত ঐ দাবীর সামঞ্জস্যবিধান অসম্ভব না হইলেও কষ্টসাধ্য। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি স্বীকার করিয়াছেন যে, "ইহাতে ঝুঁকি আছে।" তাঁহারা ঠিক বলিয়াছেন। প্রস্তাব গ্রহণের অর্থ এই যে, বাহির হইতে এক্সিস আক্রমণের সুবিধা করিয়া দেওয়া।

ব্রিটিশ শাসন প্রত্যাহার করা হইলে আভ্যন্তরীণ অবস্থা এই দাঁড়াইবে যে, গৃহযুদ্ধ বাধিবে, আইন-শৃঙ্খলা বিপর্য্যস্ত হইবে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দেখা দিবে, অর্থনৈতিক জীবনে দারুণ বিপর্য্যয় ঘটিবে। ইহা ছাড়া ভারত সরকার কংগ্রেসের দাবী সমগ্র ভারতের পক্ষ হইতে দাবী বলিয়াও গ্রহণ করিতে পারেন না। কংগ্রেস দল বহুদিন যাবৎ ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশিষ্ট এবং প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। বর্ত্তমানে ইহার অনেক সমর্থক। তবে ভারতের সর্ব্বশ্রেণীর ভাবধারা ও মতামত সম্পর্কে মূল্যানুযায়ী বিবেচনা করা ভারত সরকারের কর্ত্তব্য। গত কয়েকদিন যাবৎ বড় বড় সম্প্রদায়ের ও দলের নেতারা, রাজনৈতিক দলের বহু নেতা এবং যে সব বড় বড় শ্রেণীর লোকেরা এক্সিস আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাহায্য সমর্থন করিতেছে, সেই সব শ্রেণীর নেতা সাধারণ যে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিয়া সরকারের এই মত দৃঢ়তর হইয়াছে যে, ঐ দাবীর কোন যথার্থ ভিত্তি নাই এবং কংগ্রেসী দল এখন যে প্রস্তাবাবলী উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা গ্রহণের অর্থ হইবে ঐ সব বৃহৎ ও শক্তিশালী দলকে অগ্রাহ্য করা। ঐসব দল কংগ্রেস দলের প্রস্তাবিত কর্ম্মপদ্ধতির নিন্দা করিয়াছেন এবং ঐ প্রস্তাব গ্রহণের ফলে ভারতের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রায় যে ব্যাপক বিপর্য্যয় ঘটিবে, তাহারও প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। অথবা কেবলমাত্র এইভাবেই ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি হইতে পারে, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তাহা দাবী করিতে পারেন না। কংগ্রেস দল ভারতের মুখপাত্র নহে; তথাপি তাঁহাদের নিজেদের আধিপত্য অর্জনের জন্য এবং তাঁহাদের একনায়কত্বের নীতির জন্য কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ভারতকে পূর্ণ [illegible] প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু কংগ্রেস দল সকল প্রকার গঠনমূলক প্রচেষ্টায় বাধা না দিলে ভারত এখনও স্বায়ত্তশাসন লাভ করিতে পারিত। ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ব্রিটিশের নীতি সুস্পষ্ট। ইহা হইতেছে এই যে, যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে ভারতবর্ষ (একদল নহে, বরং সকল দলের সম্মতে) তাহার অবস্থার উপযোগী-ভাবে গভর্ণমেণ্ট গঠনের পূর্ণ স্বাধীনতাসম্পন্ন হইবে। ইতিমধ্যে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের দেশের গভর্ণমেণ্ট এবং কমনওয়েলথ ও সম্মিলিত জাতিসমূহের সহিত সহযোগিতা করিবেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতের জনসাধারণ কর্তৃক স্বায়ত্তশাসন লাভের পূর্ণ সুযোগের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ভারতীয় জনসাধারণ যাহাতে স্বায়ত্ত-শাসন লাভের পূর্ণ সুযোগ পায় এবং যখন যুদ্ধে জয়লাভ হইবে, তখন ভারতীয়গণের দ্বারা ভারতের রাষ্ট্রতন্ত্রের কাঠামো চূড়ান্তভাবে রচিত হইবে, তাহা ব্রিটিশ সরকার এবং গ্রেট-ব্রিটেনের জনসাধারণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট এবং ব্রিটিশ জনসাধারণ কর্তৃক প্রদত্ত ঐ সব প্রতিশ্রুতি ভারতের জনসাধারণ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। এতগুলি দেশের শোচনীয় অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, ভারতের কোটি কোটি জনসাধারণ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও আক্রমণকারীদের নিকট আত্মসমর্পণ করার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া কংগ্রেস দল যে বলিয়াছে, তাহা এই বৃহৎ দেশের জনগণের মনোভাবের সত্য রূপ না বলিয়া ভারত সরকার গ্রহণ করিতে পারেন না।

কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ এই দাবী করিয়াছেন যে, "ভদ্রতার সহিত" ব্রিটিশ শাসন প্রত্যাহারের ফলে ভারতে শক্তিশালী সাময়িক গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণে বাধা প্রদান ও চীনকে সাহায্য প্রদানে এই গভর্ণমেণ্ট ও সম্মিলিত জাতিসমূহের মধ্যে সহযোগিতা সম্ভবপর হইবে। ঐ সব দাবীর কোন যৌক্তিকতা নাই। তাহা ছাড়া ব্রিটিশ শক্তি অপসারণের ২১ দিনের মধ্যেই শক্তিশালী সাময়িক গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইতে পারে, এযুক্তিও ভারত-সরকার মানিয়া লইতে পারেন না। তাঁহারা দুঃখের সহিত অতীতে এই অভিজ্ঞতাই অর্জন করিয়াছেন যে, এই দেশে গভীরভাবে বিরোধ বর্ত্তমান; দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের উহা নিবৃত্তি করা উচিত;—বর্ত্তমান ভারত সরকারেরও উহা নিবৃত্তি করাই আশা ও আকাঙ্খা। কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতের সম্মুখে যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহা অস্বীকার করার অর্থ হইতেছে সত্য ঘটনা উপেক্ষা করা এবং ভারত সরকারের বিশ্বাস এই যে, ব্রিটিশ শাসন অপসারণ ও একটি শক্তিশালী সাময়িক গভর্ণমেণ্ট গঠনের মধ্যবর্ত্তী সময়ে আইন-শৃঙ্খলার পরিপন্থী লোকদের এবং সকল বিরোধী মনোভাবাপন্ন লোকদের প্রকাশ্য সুযোগ দেখা দিবে। ভারত সরকারের মতে ইহা বলিলে বেশী বলা হইবে না যে, কংগ্রেস দল এখন যে দাবী উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিয়া লওয়ার অর্থ ভারতের ভিতরেই হউক কিম্বা বাহিরেই হউক, মিত্রপক্ষের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করা হইবে; বিশেষ রুশিয়া ও চীনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে, যে আদর্শের প্রতি এতদিন আস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহার প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে; ভারতের যে সব সৈন্য যুদ্ধে গৌরব অর্জন করিয়াছে, তাহাদের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করা হইবে এবং যেসব রাজভক্ত ও সহযোগ-কারী ব্যক্তি কংগ্রেস দলকে সমর্থন করেন না,—যাহারা ব্রিটিশ ভারতে এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে।

ভারতের গভর্ণমেণ্ট আজ পূর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী এবং অধিকতর প্রতিনিধিত্বমূলক; এই গভর্ণমেণ্টে ভারতীয় এবং বেসরকারী ব্যক্তিদেরই প্রাধান্য। এই গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধ চালাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং ভারতকে তাঁহার রাজনৈতিক লক্ষ্যপথে পরিচালিত করার জন্যও কম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নহে। এইরূপ সঙ্কটকালে এই ধরণের চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা ভারত সরকারের নিকট অধিক দুঃখের আর কিছু হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহাদের উপর ভারতরক্ষার, ভারতের সংগ্রাম শক্তি সংরক্ষণ, ভারতের স্বার্থ সংরক্ষণ, কোন জাত বা সম্প্রদায় ছাড়াই ভারতের বিভিন্ন জনসাধারণের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের দায়িত্ব রহিয়াছে। কংগ্রেস দল যে চ্যালেঞ্জ করিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্ট এখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তাঁহাদের দায়িত্ব পালন করিবেন; তবে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বিঘ্ন এবং অন্যান্য বিপদের প্রতিরোধের উৎকণ্ঠা লইয়াই সাবধানতা অবলম্বিত হইবে, শাস্তিমূলকভাবে নহে। ভারতের প্রতি দায়িত্ব এবং মিত্রপক্ষের স্বার্থ রক্ষা ও সভ্যতা অক্ষুণ্ণ রাখার বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন হইয়া ব্যবস্থা অবলম্বিত করা হইবে। তাঁহাদের কর্ত্তব্য সুস্পষ্ট এবং যে দুঃখজনক অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার সম্মুখীন হইয়া তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে। দল বিশেষের এই চ্যালেঞ্জের বাধা প্রদানের জন্য তাঁহারা ভারতের জনসাধারণকে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইতে অনুরোধ করিতেছেন। সকল রাজনৈতিক বিদ্বেষ দূর করিতে এবং যুদ্ধকালে সকলপ্রকার স্বার্থচিন্তা অপেক্ষা তাঁহাদের দেশরক্ষার চিন্তাকে সর্ব্বাগ্রে স্থান দিতে এবং শুধু ভারতবর্ষ নহে, পৃথিবীর সকল স্বাধীনতাকামী জনগণের ভবিষ্যৎ যাহার উপর নির্ভর করে, সেই একই উদ্দেশ্য-লাভের জন্য সংহত হইতে দেশবাসীর নিকট সরকার আবেদন জানাইতেছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১৭ই আগষ্ট—১৯৪২

অধিবাসী-অপসারণ ও ক্ষতিপূরণ

বিগত ২৫শে জুলাই তারিখে অধিবাসী অপসারণ ব্যাপারে ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্বন্ধে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর, বাঙলা গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেসব স্থান হইতে লোক অপসারণ করা হইয়াছে একটি ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টের অনুসৃত ক্ষতিপূরণের নীতি প্রকৃত প্রস্তাবে কিরূপ কার্য্যকরী হইয়াছে, সে সম্বন্ধে তিনি অপসারিত লোকদিগের, স্থানীয় নেতৃবর্গের ও স্থানীয় সরকারী কর্মচারিগণের সহিত আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই সমুদয় আলোচনার ফলে ও অপসারিত লোকদের প্রকৃত অবস্থা বিবেচনা করিয়া বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন পুনরায় বিবেচনা করিয়াছেন এবং পরিবর্ত্তিত আদেশ প্রচার করিয়া নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, আরোও অধিকতর উদার ভিত্তিতে যেন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।

এই নূতন ব্যবস্থা অনুসারে যেসব পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, নিম্নে তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করা গেল :—

পল্লী অঞ্চলে অপসারণের ব্যয়ের সর্ব্বনিম্ন হার ১২৲ টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ২০৲ কুড়ি টাকা করা হইয়াছে। যেসব লোক ইউনিয়ন বোর্ডের কোন ট্যাক্স দেয় না, তাহারা ২০৲ টাকা করিয়া ক্ষতিপূরণ পাইবে এবং যাহারা ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স দেয় তাহাদিগকে এই অনুপাতে বেশী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা চলে—যে ব্যক্তি ৷৷০ আট আনা ইউনিয়ন রেট বা ট্যাক্স দেয়, সে ২০৲ টাকা ও ৮৲ আট টাকা একুনে ২৮৲ আটাইশ টাকা পাইবে; কিন্তু পূর্ব্বের নির্দ্ধারিত হারে সে পাইত ১২৲ টাকা আর ৮৲ আট টাকা একুনে ২০৲ টাকা মাত্র। সর্ব্বোচ্চ হার ২০০৲ দুইশত টাকার বেলায় কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। পূর্ব্ব-প্রকাশিত প্রেস-নোটেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সরাসরিভাবে এই যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে, তাহাকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া ধরা হইবে না; বরং কোন ব্যক্তি বিস্তৃত বিবরণ ও যুক্তিসঙ্গত প্রমাণসহ দাবী উপস্থিত করিলে তাহার প্রকৃত ব্যয় যাহা হইবে, তাহাই দেওয়ার ব্যবস্থা হইবে।

ভারতরক্ষা আইনের ৪৯ নং নিয়মানুসারে অপসারিত বাড়ীর মালিক অস্থায়ী আশ্রয়স্থলের ব্যয় পাইতেছিল এবং সেরূপ স্থলে পুনরায় ঐ স্থানে ফিরিয়া আসিবার অনুমতি পাইলে তাহার স্থায়ী বাসস্থানের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। অথবা তাহার বাড়ী পুনর্নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ ব্যয় পাইয়া আসিতেছিল। অতঃপর এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, কাঁচা বাড়ীর মালিক অস্থায়ী আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণের ব্যয় পাইবে (যদি গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ে অস্থায়ী আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া না হয়) এবং বাড়ী পুনর্নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ ব্যয়ও পাইবে।

অস্থায়ী আশ্রয়স্থলের জন্য ব্যয়ের পরিমাণ পুনঃ বিবেচনার পর নিম্নলিখিত হারে ধার্য্য করা হইয়াছে :—

(১) যে সমুদয় পরিবার ইউনিয়ন রেট দেয় না ... ৫০৲
(২) যে সমুদয় পরিবার ।৵০ আনা হইতে ৸৵০ পনর আনা পর্য্যন্ত ইউনিয়ন রেট দেয় ... ৮০৲
(৩) যে সমুদয় পরিবার ১৲ টাকা হইতে ১৸৵০ এক টাকা পনর আনা পর্য্যন্ত রেট দেয় ... ১২০৲
(৪) যে সমুদয় পরিবার ২৲ টাকা হইতে ৪৲ টাকা পর্য্যন্ত রেট দেয় ... ১৫০৲
(৫) যে সমুদয় পরিবার ৫৲ পাঁচ টাকা কিম্বা তাহার বেশী রেট দেয় ... ২০০৲

উল্লিখিত হার ৩ হইতে ৫ জন লোকবিশিষ্ট পরিবারের জন্য ধরা হইয়াছে। পরিবারের লোক সংখ্যা বেশী হইলে সেই অনুপাতে টাকার পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে।

সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, চাষবাসের ব্যয় বাবদে মোট উৎপন্ন ফসলের এক চতুর্থাংশ বাদ দেওয়া হইবে, অর্দ্ধেক বাদ দেওয়া হইবে না এবং চাষীরা লভ্যাংশ স্বরূপে মোট উৎপন্নের শতকরা ৭৫ ভাগ পাইবে, পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত মতে শতকরা ৫০ ভাগ দেওয়া হইবে না। জমির জন্য উপরস্থ মালিককে যে খাজনা দিতে হইবে, তাহা চাষবাসের ব্যয়ের মধ্যে ধরা হইবে না এবং পূর্ব্ব কথিতমতে গভর্ণমেণ্টই খাজনা আদায় করিবেন।

বর্গাদার ও ভূমিহীন শ্রমিকদিগকে উপার্জ্জনের পথ বন্ধ হওয়ার দরুণ তিন মাসের আয় পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে; পূর্ব্ব ঘোষণানুযায়ী দুই মাসের আয় দেওয়া হইবে না। পূর্ব্বে যে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, তদনুসারে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের মতে অপসারণের জন্যই যদি বেকার হয় তাহা হইলে কেবল সেই ক্ষেত্রেই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইত। অতঃপর এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, কোন রকম তারতম্য না করিয়া সকল ক্ষেত্রেই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। কারণ অপসারণের আদেশ দ্বারা ঐ সমস্ত লোকের আর্থিক জীবনে সাময়িক বিশৃঙ্খলা আসিবেই এবং অর্থোপার্জ্জনে ব্যাঘাত জন্মিবে, ইহা স্বাভাবিক। অপসারণের জন্য যেসব ব্যবসায়ী ব্যক্তির আয়ের ক্ষতি হইবে, অনুরূপ ভাবে তিন মাসের আয়ের পরিমাণ পর্য্যন্ত (দুই মাসের স্থলে) ক্ষতিপূরণ তাহাদিগকে প্রদান করা হইবে।

ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পরিবর্ত্তিত নীতি পূর্ব্ব হইতে কার্য্যকরী করা হইবে এবং যে সমুদয় দাবী নিষ্পত্তি করা হইয়াছে, তাহাও পুনরায় বিবেচনা করা হইবে ও যথাসম্ভব দ্রুত ঐগুলির শুনানী হইবে।

এ-আর-পি প্রতিষ্ঠানের চাকুরী

কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানের এ-আর-পি প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত মুসলমানদের সংখ্যা চাকুরীতে সাম্প্রদায়িক অনুপাতের নির্দ্ধারিত হার অপেক্ষা অনেক কম হইয়াছে বলিয়া বিভিন্ন সংবাদপত্রে সমালোচনা করা হইয়াছে। এই অবস্থার জন্য মন্ত্রী-মণ্ডলীকে এবং বিশেষভাবে জনরক্ষা সমন্বয় কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীকে দায়ী করার জন্য চেষ্টা পাওয়া হইয়াছে। সমালোচকগণ যেন বস্তুতঃ এই ধারণা করিয়া লইয়াছেন যে, এ-আর-পি প্রতিষ্ঠানের চাকুরীতে লোক নিয়োগের জন্য দায়ী তিনিই এবং সেই হিসাবে এই সব চাকুরীতে সাম্প্রদায়িক অনুপাতের বৈষম্যের জন্যও দায়িত্ব তাঁহারই।

জনরক্ষা সমন্বয় কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী সম্বন্ধে এই যে ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে, সর্ব্বাগ্রে তাহা দূর করা আবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে জনরক্ষা কার্য্যের জন্য কোন স্বতন্ত্র দপ্তর খোলা হয় নাই; বরং বিভিন্ন বিভাগের মাননীয় মন্ত্রীদের অধীনে জনরক্ষা ব্যাপারে বিভিন্ন শ্রেণীর যে সব কাজ হইতেছে, সে সব কার্য্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনের দায়িত্বই জনরক্ষা সমন্বয় কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীকে অর্পণ করা হইয়াছে।

এ-আর-পি প্রতিষ্ঠানের চাকুরীতে লোক নিয়োগ করা জনরক্ষা সমন্বয় কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীর অন্যতম কর্ত্তব্য মোটেই নহে। এরূপ ব্যাপার কোন সময় তাঁহার নিকট আসে না এবং আসে নাই;—তিনি এ-আর-পির চাকুরীতে কোন সময় কোন লোককে নিযুক্ত করেন নাই।

এই সব চাকুরীতে লোক নিয়োগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা পূর্ব্বতন মন্ত্রী-সভা কর্ত্তৃক কলিকাতায় এ-আর-পি কণ্ট্রোলার

[শেষ কলমের নিম্নে দেখুন]

পল্লী-অঞ্চলে ঋণ-সমস্যার সমাধান

বিভিন্ন স্থানে সালিশী বোর্ডের কার্য্য

জেলা মেদিনীপুর

সোয়াদী ঋণ-সালিশী বোর্ড

১৯৪০ সালের ২৯নং মামলায় খাতক মদনমোহন সিংহ মহাজন সুরেন্দ্রচরণ মাহাতো ও আরও অন্যান্যের নিকট হইতে দশটি পৃথক দলিলে ১,১৪২৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। সুদের হিসাব করিয়া বোর্ড দেখে যে, যে অর্থ ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার ৭৪৪৲ টাকা ঋণ হিসাবে বাকি আছে। মহাজন এক দফায় খাতকের ৮৷৷০ বিঘা জমি ২১ বৎসর কাল এবং অন্য দফায় ৪ বিঘা জমি ৭ বৎসর কাল ভোগ দখল করে। খাতকের জমি হইতে মহাজন যে লাভ করিয়াছিল, তাহা হিসাব করিয়া বোর্ড দেখে যে মহাজনের বৈধ প্রাপ্য ১,৮৫৬ টাকার আর কিছু অবশিষ্ট নাই; সুতরাং খাতকের ঋণ পরিশোধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া নিতে হইবে। তদনুসারে বিশেষ এক তারিখে বোর্ড মহাজনকে খাতকের জমি প্রত্যর্পণ করিতে বলে।

কাঁদিবোহালী ঋণ-সালিশী বোর্ড

১৯৪০ সালের ৮নং মামলায় মহাজন বঙ্কিমচন্দ্র সাতপাতি এবং আরও অন্যান্য ব্যক্তি তৃতীয় দলে খাতকের নিকট হইতে ৭০৲ টাকা দাবী করে। বোর্ড অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারে যে, আসল ঋণের পরিমাণ মাত্র ১০০৲ টাকা; দলিল দুইবার পাল্টাইয়া লওয়া হইয়াছে। তৃতীয় দলিলে আসল টাকার পরিমাণ ৪০২৲ টাকা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বোর্ড আসল ঋণের পরিমাণ ১০০৲ টাকা বলিয়াই সাব্যস্ত করে এবং সুদে আসলে মহাজনের দাবী ২১১৲ বলিয়া নির্দ্ধারণ করে। উভয় পক্ষের সম্মতি ক্রমে উহাই খাতকের দেয় বলিয়া সাব্যস্ত হয়। স্থির হয় যে, উক্ত অর্থ তিন কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে।

জেলা পাবনা

দোগাছি ঋণ-সালিশী বোর্ড

১৯৪২ সালের ৯নং মামলায় খাতক রাধিকারমণ সাহা বোর্ডের সমক্ষে ৬,০০০৲ টাকার মর্গেজ দলিল দাখিল করে। ঋণ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত মহাজনদিগের হাতে ৬১ একর জমি ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। মহাজনগণ জমি এবং তাহার ফসল ১৫ বৎসর কাল ভোগ-দখল করে। সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া বোর্ড স্থির করেন যে, খাতকের কোন ঋণ নাই। তদনুসারে মহাজনদিগকে খাতকের জমি প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ প্রদান করা হইয়াছে।

জেলা ত্রিপুরা

লৌলখাঁর ঋণ-সালিশী বোর্ড

ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত চৌদ্দগ্রাম থানার অধীন লৌলখাঁর ঋণ-সালিশী বোর্ড ১৯৩৬ ইং সনের জুলাই মাসে স্থাপিত হয়। প্রায় ৫০০ পাঁচ শতাধিক মোকদ্দমা নিষ্পত্তির জন্য দায়ের হয়। শতকরা ৯০ ভাগ মোকদ্দমাই খাতক কর্ত্তৃক দায়ের হয়। মহাজনদের প্রাপ্য দাবীর পরিমাণ প্রায় ৭,০০,০০০৲ সাত লক্ষ টাকা ছিল। তাহা মাত্র ১৯,০০০৲ উনিশ হাজার টাকায় পক্ষগণমধ্যে নিষ্পত্তি হইয়াছে। বোর্ডের বর্ত্তমান চেয়ারম্যান ও সভ্যগণ সকলেই নিষ্পত্তির কাজে প্রাণপণে কার্য্য করিতেছেন। বর্ত্তমানে সমস্ত মোকদ্দমাই নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে।

[২য় কলমের শেষাংশ]

এবং মফস্বলে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটগণের উপর অর্পণ করা হইয়াছিল। যাহা হউক, বর্ত্তমান মন্ত্রী-সভা স্থির করিয়াছেন যে, যথেষ্ট সংখ্যক উপযুক্ত প্রার্থী পাওয়া গেলে এ-আর-পির চাকুরীতেও সাম্প্রদায়িক অনুপাতের নিয়মাবলী প্রযুক্ত হইবে।

জানা গিয়াছে যে, প্রকৃতপক্ষে এ-আর-পির উচ্চ শ্রেণীর চাকুরীতে মুসলমানদের সংখ্যা অতি অল্প হইয়াছে। এইজন্যই সংশ্লিষ্ট অফিসারগণকে জানান হইয়াছে যে, সাম্প্রদায়িক অনুপাতের এ-রূপ বৈষম্য দূর করার জন্য যেন তাঁহারা যথাসম্ভব সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। গভর্ণমেণ্ট মনে করেন যে, সাম্প্রদায়িক সংখ্যানুপাতের কথা ছাড়াও, এ-আর-পি ব্যবস্থাসমূহকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে হইলেও বেশী মুসলমানদিগকে এই সব ব্যবস্থা কার্য্যকরী করার জন্য এ-আর-পির চাকুরীতে নিযুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন।

জাতিগঠন ও পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

হাওড়া, বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান জেলায় কার্য্যের প্রগতি

বর্দ্ধমান, হাওড়া ও বাঁকুড়া জেলার মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসের পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যের রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, পল্লী-জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রায় সমস্ত ব্যাপারেই বেশ উল্লেখযোগ্য কার্য্য করা হইয়াছে। পল্লী-উন্নয়ন সমিতি-গুলির কার্য্যাবলি বেশ প্রশংসাযোগ্য।

হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমায় ১২২টি সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল, অনেকগুলি ইউনিয়নে কচুরিপানা ধ্বংস করা হইয়াছে, বহুসংখ্যক রাস্তা মেরামত করা হইয়াছে এবং একটি নূতন পল্লী-উন্নয়ন সমিতি খোলা হইয়াছে।

চেঙ্গাইল ও বাউড়িয়া সমিতি চেঙ্গাইল-বুড়ীখালী রাস্তার পরিসর বৃদ্ধি করিয়াছে।

বাঁকুল ও সাসাটি পল্লী-উন্নয়ন সমিতি পাইকপাড়া ও দেওড়া খাল সংস্কারে প্রশংসাযোগ্য কাজ করিয়াছে।

"আরও অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন" আন্দোলন পূর্ণ-মাত্রায় চলিয়াছে এবং সমস্ত ভ্রাম্যমান সরকারী কর্ম্মচারী গ্রাম পরিদর্শনে যাইয়া এই প্রচার-কার্য্য চালাইতেছেন। বন্যার হাত হইতে খাদ্য ফসল রক্ষা করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় বাঁধগুলির সংস্কার কার্য্যের জন্য জমিদারগণকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা চলিতেছে। কৃষি বিভাগ হইতে বিভিন্ন প্রকারের উন্নত ধরণের ধান্য বীজ বিতরণ করা হইয়াছে।

বাউড়িয়া পল্লী-উন্নয়ন সমিতি বুড়ীখালী, উত্তর নারায়ণ-পুর, গাজীপুর এবং আমতায় এক একটি করিয়া খেলার মাঠ তৈয়ারী করা আরম্ভ করিয়াছে। খেলাধুলার প্রতিষ্ঠান-সমূহ তাহাদের কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধি করিয়াছে।

৪৩টি নৈশ বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। এই সমুদয় বিদ্যালয়ে যে সকল বয়স্ক লোক যোগদান করিয়াছে, তাহাদের মোট সংখ্যা ৫০০ শত (পাঁচ শতেরও) অধিক হইবে। এই সমুদয় বিদ্যালয় চাষীদিগের মধ্যে শিক্ষা-প্রচারে বেশ ভাল কাজ করিতেছে।

হাওড়া সদর মহকুমার ধনহরিপুর কৃষক-প্রজা সমিতি, পাতিহাল পল্লী-মঙ্গল সমিতি, জগৎবল্লভপুর পল্লী-উন্নয়ন সমিতি, বাকসাড় তরুণ-সঙ্ঘ প্রভৃতি সুপরিচালিত পল্লী-উন্নয়ন সমিতিসমূহ বেশ ভাল কাজ করিয়াছে। "আরো খাদ্য শস্য উৎপাদন" আন্দোলন পূর্ণ মাত্রায় চলিতেছে। জেলার ভারপ্রাপ্ত কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারী প্রায় ২,৫০০ আড়াই হাজার মণ উন্নত ধরণের বিভিন্ন প্রকারের ধান্য বীজ বিতরণ করিয়াছেন।

বাঁকুড়া জেলার সিমর, কোচিডিহি ও শিরধাবনী সমিতি বহুসংখ্যক জঙ্গল ও পুষ্করিণী পরিষ্কার করিয়াছে। বিষ্ণুপুর মহকুমার মধাশন ও ভিটিপাড়া সমিতি ও সদর মহকুমার বেলডাঙ্গা, শিমুলা ও শিরধনী সমিতি বহুসংখ্যক রাস্তা নির্ম্মাণ ও মেরামত করিয়াছে। জলনারায়ণপুর গ্রামে একটি নৈশ-বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। সদর, বিষ্ণুপুর ও গঙ্গাজলঘাটী সার্কেলে ব্যাপক প্রচার-কার্য্য করা হইয়াছে।

বর্দ্ধমান জেলায়ও বহু হিতকর কার্য্য করা হইয়াছে। সদর মহকুমার থানা পল্লী-উন্নয়ন সমিতি বহুসংখ্যক গ্রাম্য পল্লী-মঙ্গল সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কোন কোন ইউনিয়নে কচুরিপানা ধ্বংস করা হইয়াছে।

আসানসোল মহকুমায় জনসাধারণ পল্লী-উন্নয়ন কাজে বেশ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছে। ইউনিয়ন বোর্ডসমূহ ও পল্লী-উন্নয়ন সমিতিগুলি বহুসংখ্যক সভা করিয়াছে এবং পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যের জন্য পরিকল্পনা করা হইতেছে। কতকগুলি পুষ্করিণী পরিষ্কার করা হইয়াছে, কতকগুলি ডোবা ভরিয়া ফেলা হইয়াছে এবং আমলাজোড়া ইউনিয়নে কতকগুলি রাস্তা মেরামত করা হইয়াছে।

কালনা মহকুমায় কতকগুলি পুষ্করিণী হইতে কচুরিপানা অপসারিত করা হইয়াছে, অনেকগুলি রাস্তা মেরামত ও প্রস্তুত করা হইয়াছে। পাঁচটি নৈশ-বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে এবং একটি পুরাতন স্কুলকে পুনরায় নূতনভাবে খোলা হইয়াছে। বিদ্যালয়গুলির কাজ ভালই চলিতেছে।

সংবাদপত্রের মিথ্যা-প্রচার

বাঙলা সরকারের প্রতিবাদ

নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক সরকারী বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে :—

হোমগার্ডের ক্যাপ্টেন এবং ভাইস-ক্যাপ্টেন নিয়োগ ব্যাপারে সম্প্রতি "ষ্টার-অব-ইণ্ডিয়া" এবং "আজাদ" পত্রিকায় যে অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছে, তৎপ্রতি বাঙলা সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। দুইটি অভিযোগ করা হইয়াছে। একটি অভিযোগে বলা হইয়াছে যে, হোমগার্ডের ক্যাপ্টেন এবং ভাইস-ক্যাপ্টেন নিয়োগে স্থানীয় হিন্দুমহাসভার সহিত পরামর্শ করিতে হইবে বলিয়া সরকার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। দ্বিতীয় অভিযোগ হইতেছে এই যে, এই সব পদে মুসলিম-লীগের সদস্যদের নিয়োগ সরকার নিষিদ্ধ করিয়াছেন। প্রথম অভিযোগটি নিরবচ্ছিন্ন মিথ্যা; দ্বিতীয় অভিযোগের কথা আদৌ উঠে না। কারণ বাঙলার সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে একমাত্র মুসলীম-লীগই প্রকাশ্যে এবং অব্যাহতভাবে উহার সদস্যদিগকে হোমগার্ডে যোগদানে বাধা দিয়াছে। এই হোমগার্ড দল নিরপেক্ষ এবং অসাম্প্রদায়িকভাবে গঠিত হইতেছে।

বিগত ২৮শে এপ্রিল (১৯৪২) তারিখে মহামান্য ভারত-সচিব মহোদয় পার্লিয়ামেণ্টের কমন্স-সভায় যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতেই পরিষ্কার বুঝা যাইবে—ভারতকে স্বাধীনতা প্রদানের ব্যাপারে বৃটেনের প্রকৃত ইচ্ছা কি :—

"বসড়া ঘোষণাটি (স্যার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ যে প্রস্তাব লইয়া ভারতে আসিয়াছিলেন, তাহা) প্রত্যাহার করার প্রকৃত অর্থ কি, অনেকেই তাহা জানিতে চাহিতেছেন। যাহা আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা, তাহা আদৌ প্রত্যাহার করা হয় নাই। এই উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা হইতেছে—ভারতীয়দের নিজেদের দ্বারা রচিত শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ও ভারতের বিশেষ অবস্থার উপযোগীভাবে যথাসম্ভব শীঘ্র ভারত পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভ করিবে। ....

"আপাততঃ (অর্থাৎ যে-পর্য্যন্ত না পূর্ণ-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়) ...... মহামান্য রাজ-প্রতিনিধি ভারতের দায়িত্বশীল রাজনৈতিক নেতৃবর্গের কাছ হইতে প্রাপ্ত—বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের খসড়া ঘোষণায় উল্লেখিত প্রস্তাবাবলীর গণ্ডীর মধ্যে—যে-কোন কার্য্যকরী প্রস্তাব বিবেচনা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন, সন্দেহ নাই। এরূপ প্রস্তাব যদি নেতৃবর্গ সম্মিলিতভাবে ও যথাসম্ভব একমত হইয়া পেশ করিতে পারেন, তবেই ভাল হয়। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গের ঐক্য এবং আগ্রহের উপরই এই ব্যাপারের আরও পরিণতি নির্ভর করিতেছে।"

মাদাম চিয়াং কাইশেক

ভারতের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন

সংবাদ আসিয়াছে যে, চীনের বৃটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার হোরেস্ সিমুর কুনমিং পরিদর্শনের পর চুংকিংএ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

মাদাম চিয়াং কাইশেক স্যার হোরেস্ সিমুরকে নিম্নলিখিত সংবাদ ভারতবর্ষের বড়লাট বাহাদুরের নিকট প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন :—

"'চীন দিবসে' ভারতবর্ষে যে দশ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত চীনে গৃহীত হইয়াছে। ভারতবর্ষের এই উদার দানের জন্য আমার কৃতজ্ঞতার ইহা সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি মাত্র।"

ঢাকায় মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর

ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল পরিদর্শন

বাঙলার মহামান্য গভর্ণর স্যার জন হার্বার্ট গত ২৭শে জুলাই তারিখে ঢাকা "আহসানউল্লাহ্ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল" পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

স্কুলের শিক্ষকবর্গকে গভর্ণর বাহাদুরের সহিত পরিচিত করিয়া দেওয়ার পর, তিনি স্কুলের একটি ক্লাশ, মেকানিক্যাল লেবরেটরী, ইলেক্‌ট্রিক্যাল লেবরেটরী ও মেশিন-গৃহ পরিদর্শন করেন।

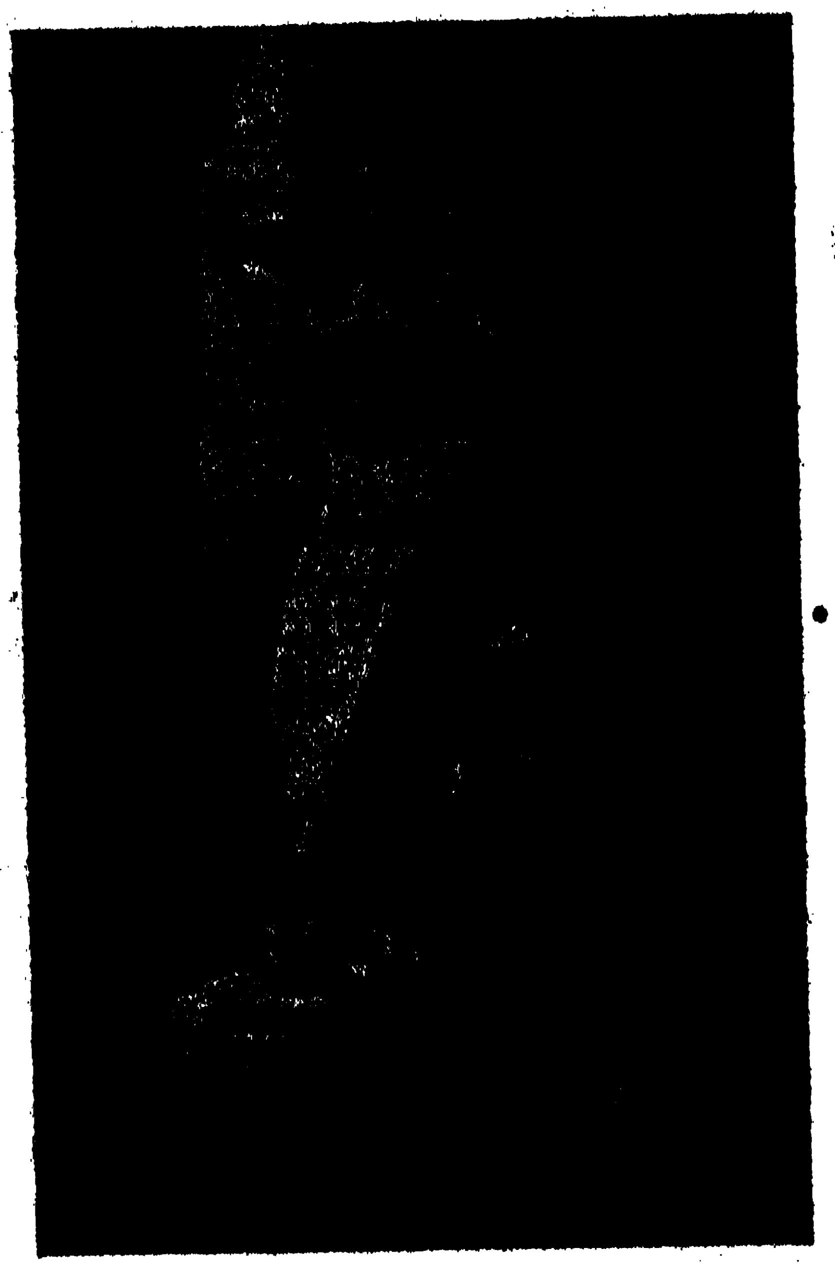

(মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর)

গভর্ণর বাহাদুর অতঃপর "আহসানউল্লাহ্ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল প্যাভেলিয়ন" দেখিতে গমন করেন। স্কুলের ফাইন্যাল ক্লাশের (১৯৪১-৪২) ছাত্রগণ নিজেরা এই প্যাভেলিয়নটি নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং ইহা দ্বারা স্কুলের বহু দিনের একটি অভাব দূর হইয়াছে। প্যাভেলিয়নের সামনে "যুদ্ধ-শিল্পীদের" দ্বারা গঠিত গার্ডস্ গভর্ণর বাহাদুরকে অভিবাদন জ্ঞাপন করে। মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর, বিশিষ্ট দর্শকবর্গ ও স্কুলের শিক্ষকদের একটি গ্রুপফটো তোলা হয় এবং ইহার পর প্রিন্সিপ্যাল মহোদয়ের অনুরোধে গভর্ণর বাহাদুর রৌপ্য-নির্ম্মিত চাবীর সাহায্যে প্যাভেলিয়নের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। অতঃপর মহামান্য গভর্ণর প্যাভেলিয়নের ভিতরে গিয়া ছাত্রদের খেলাধূলায় প্রস্তুত এই খেলার মাঠের সৌন্দর্য্য পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে গভর্ণর বাহাদুর যখন স্কুল পরিত্যাগ করেন, তখন গার্ড-অব-অনার বাহিনী আনন্দধ্বনি দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করে।

মোস্‌লেম অনাথাশ্রমে

বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বিগত ২৮শে জুলাই তারিখে ঢাকায় "স্যার সলিমুল্লাহ্ মোসলেম অনাথাশ্রম" পরিদর্শন করিয়াছিলেন। অনাথাশ্রমের দ্বারে ঢাকা বিভাগের কমিশনার, ঢাকার জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট, অবৈতনিক সেক্রেটারী, অনাথাশ্রমের আজীবন সদস্য ও কার্য্যকরী কমিটির সদস্য-গণ মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরকে সম্বর্দ্ধনা করেন। অবৈতনিক সেক্রেটারী অনাথাশ্রমের কার্য্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পাঠ করেন।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় গভীর আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, এই প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং উহার অবৈতনিক সেক্রেটারী খানবাহাদুর চৌধুরী ফরিদউদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী ইহার প্রাণ-স্বরূপ এবং তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টাতেই এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন অংশে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। অবশেষে তাঁহার জন্য, অনাথাশ্রমের খেলার মাঠে ছেলেদের ব্যায়াম-কৌশল প্রদর্শন করা হয়। ইউরোপীয়ান, হিন্দু ও মোসলেম বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ও উচ্চ সরকারী কর্ম্মচারিগণ উপস্থিত ছিলেন।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

রাশিয়ান রণাঙ্গনে সর্বত্র তুমুল সংগ্রাম

ক্রেট্‌স্কায়া অঞ্চলে ইটালীয় বাহিনীর ব্যর্থ আক্রমণ

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ৩রা আগষ্ট রাত্রে সোভিয়েট বাহিনী ক্রেট-স্কায়া, সিমলিয়ানস্কায়া, সালস্ক এবং কুশ্চেভস্কায়া অঞ্চলে শত্রুপক্ষের সহিত সংগ্রাম করে। ক্রেটস্কায়া অঞ্চলে ইটালীয় বাহিনী ট্যাঙ্কের সাহায্যে একটি প্রবল আক্রমণ করে, কিন্তু তাহাদের বিতাড়িত করা হয়। ইটালীয়দের দুই সহস্র সৈন্য নিহত হয়। কুশ্চেভস্কায়া অঞ্চলে ঘোরতর রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয়। শত্রুপক্ষ নদী অতিক্রম করার জন্য কয়েকবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হয়। সালস্ক অঞ্চলে লাল ফৌজ কয়েকবার শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিরোধ করে এবং পরে পিছু হটিয়া নূতন ঘাঁটিতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

ডন নদীর বাঁকে জার্মাণ ট্যাঙ্ক বহর অকর্মণ্য

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, ডনের বাঁকের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে একটি বড় জার্মাণ ট্যাঙ্কবহর অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। সোভিয়েট ডাইভ বোমারু বিমানসমূহ দিবা-রাত্রি ট্যাঙ্কগুলির উপর আক্রমণ চালাইতেছে এবং যে সকল জার্মাণ বিমান ট্যাঙ্কগুলিতে আকাশপথে তৈল সরবরাহের চেষ্টা করিতেছে, রুশ বিমানসমূহ তাহাদের সহিত লড়িয়া সংগ্রাম করিতেছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে জার্মাণগণ এক স্থানে রুশ ব্যূহ ভেদ করিয়া অগ্রসর হইয়াছিল এবং ডনের বাঁকের পূর্ব্বদিকে আসিয়া আটকাইয়া গিয়াছিল। একটি সোভিয়েট ট্যাঙ্কবহর দ্রুত অগ্রসর হইয়া জার্মাণদিগকে তাহাদের প্রধান বাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে এবং লাল ফৌজ প্রত্যহই তাহাদের বেষ্টনী সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিতেছে।

সোভিয়েট বাহিনীতে ৩৫ জন নূতন জেনারেল

সোভিয়েট মন্ত্রী-পরিষদ সোভিয়েট বাহিনীর ১৯ জনকে জেনারেল পদে উন্নীত করিয়াছেন। কমাণ্ডার ভন-কোভকেভো ও বোরিস মেরিমেনোভ গোলন্দাজ বাহিনীর লেফটেন্যান্ট-জেনারেল পদে এবং আরও ১৩ জন কমাণ্ডার মেজর-জেনারেল পদে উন্নীত হইয়াছেন।

জার্মাণদের মরণ-পণ সংগ্রাম

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা ৫ই আগষ্ট জানাইতেছেন যে, জার্মাণ বাহিনী আরও কিছু অগ্রসর হইয়াছে এবং ভোরোনেজ অঞ্চলে সোভিয়েট বাহিনীর উপর গুরুতর চাপ দিতেছে। রণক্ষেত্র হইতে প্রেরিত "ইজভেস্তিয়া" পত্রের এক ডেসপ্যাচে বলা হইয়াছে যে, "জার্মাণেরা যে কোন প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ব্যূহ ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে। আক্রমণের উপর আক্রমণ চলিতেছে। প্রতিবারে ৫০ হইতে ৬০ খানি করিয়া ট্যাঙ্ক আমদানী করা হইতেছে এবং চারিটি ঘাঁটিতে প্রবলভাবে বোমা বর্ষণ করা হইতেছে।

সোভিয়েট সৈন্যগণ আত্মরক্ষার সুব্যবস্থা করায় তাহাদের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে না।

জার্মাণদের প্রভূত ক্ষতি

মস্কো বেতারে বলা হইয়াছে যে, ভরোনেজে ডনের পশ্চিম তীর হইতে রুশীয় সৈন্যদিগকে হটাইয়া দিবার জন্য জার্মাণদের একটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ করা হইয়াছে। জার্মাণদিগকে প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে।

ককেশাসের তৈলখনি অভিমুখে জার্মাণ অভিযান

৬ই আগষ্ট ভিসি রেডিওতে ঘোষিত হইয়াছে যে, উত্তর ককেশাসে অগ্রসরমান জার্মাণ বাহিনীর সহিত কুবান এলাকা ও মাইকোপের তৈলখনি অঞ্চলের রাজধানী ক্রাসনোডার রক্ষায় নিযুক্ত রুশ বাহিনীর সংঘোষ বাধিয়াছে। ঘোষণাকারী ইহাও বলিয়াছেন, "জার্মাণরা ভরোশিলোভস্ক-এর পশ্চিমে অনুমান একশত মাইল স্থান ব্যাপিয়া কুবান নদীতীরে পৌঁছিয়াছে এবং ককেশাস্ পর্ব্বতমালা অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।"

ভরো বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা লিখিতেছেন, ভরো-শিলোভ এলাকা বিপন্ন হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

ষ্ট্যালিনগ্রাদ অভিমুখে সাঁড়াশি অভিযান চালাইবার উদ্দেশ্যে নূতন নূতন ঘাঁটি দখলের জন্য জার্মাণরা প্রচণ্ড সংগ্রাম সুরু করিয়াছে।

উত্তর ককেশাসের তৈলখনি অভিমুখে ধাবমান জার্মাণ বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে সোভিয়েট বাহিনী পুনরায় পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। জার্মাণগণ এক বিরাট অর্দ্ধবৃত্তের আকারে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতেছে। এই অর্দ্ধবৃত্তের দক্ষিণপ্রান্ত আজভ সাগরে সন্নিবিষ্ট এবং বামপ্রান্ত ভরোশিলোভস্ক-এর মধ্য দিয়া রোষ্টভ-বাকু রেলওয়ের আর্মাভিরের দিকে সম্প্রসারিত। জার্মাণরা আর্মাভির হইতে ১৩ মাইল দূরবর্ত্তী একস্থানে পৌঁছিয়াছে বলিয়া এক্সিস পক্ষ হইতে দাবী করা হইয়াছে।

লালফৌজের পশ্চাদপসরণ

ক্লেট্‌স্কায়া এলাকায় রাশিয়ানরা জার্মাণদিগকে দৃঢ়তার সহিত ঠেকাইয়া রাখিতেছে বটে; কিন্তু বেলায়াগ্লিনার দক্ষিণে তাহারা নূতন ঘাঁটিসমূহে সরিয়া আসিয়াছে।

টোকিওতে প্রাপ্ত জার্মাণ সংবাদে প্রকাশ, মস্কোর পশ্চিমে মধ্য-রণাঙ্গনে রজেভের বিরুদ্ধে জেনারেল জুকোভের আক্রমণ প্রবলতর হইতেছে। বার্লিন এই রুশ আক্রমণকে ডন রণাঙ্গন হইতে জার্মাণ সৈন্যগণকে বিক্ষিপ্ত করিবার চেষ্টা বলিয়া বর্ণনা করিতেছে।

ভরো ও ককেশাস অভিমুখী জার্মাণ অভিযান

মস্কো হইতে বেলায়াগ্লিনায় জার্মাণদের পুনরায় সাফল্য-লাভের সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে এবং জার্মাণ ইস্তাহারে টিখোরেৎস্কায়া নামক গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে জংশন দখল করার দাবী করা হইয়াছে। এক্সিস বাহিনী প্রচণ্ড গ্রীষ্মের মধ্যে অগ্রসর হইতেছে এবং ককেশাসের প্রধান তৈল কেন্দ্র মাইকোপের ত্রিশ মাইলের মধ্যে পৌঁছাইবার দাবী করিয়াছে। গ্লিনার দক্ষিণে জার্মাণরা ককেশাস পর্ব্বতমালার পাদদেশে রোষ্টভ-বাকু রেলপথে পৌঁছিয়াছে। কুবান এলাকায় জার্মাণরা রুশ বাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্ব-ভাগের উপর আক্রমণ চালাইবার ফলে রুশ বাহিনীর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। ষ্ট্যালিন-গ্রাদের একশত মাইল দূরবর্ত্তী চেম্লিকোভো নামক স্থানে গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম চলিতেছে।

জার্মাণদের আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম

মস্কো রেডিওতে "ইজভেস্তিয়ার" সংবাদদাতার উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, বেলায়াগ্লিনার দক্ষিণে কয়েকটি এলাকায় রাশিয়ানরা নূতন ঘাঁটিসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; বর্ত্তমানে "তীব্র আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম" চলিতেছে। জার্মাণ ট্যাঙ্ক বাহিনী একটি নদী পার হইবার চেষ্টা করিলে সোভিয়েট সৈন্যেরা তাহাদিগকে হটাইয়া দেয়। রাশিয়ানরা রজেভ এলাকায় আক্রমণ চালাইয়া অগ্রসর হইয়াছে। জার্মাণরা ভরোনেজ এলাকায় আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামে ব্যাপৃত হইয়াছে।

বড় ট্যাঙ্ক যুদ্ধ

ষ্ট্যালিনগ্রাদ হইতে একশত মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত কোটেলনিকোভো রেলষ্টেশনের জন্য একটি বড় রকমের ট্যাঙ্কযুদ্ধ চলিতেছে। এখান হইতে ফন বক ষ্ট্যালিনগ্রাদের বিরুদ্ধে এক সাঁড়াশী অভিযান চালাইবার আয়োজন করিতেছেন। কুবানে সোভিয়েট বাহিনীর অবস্থিতি আরো অধিক প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এখানে জার্মাণরা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। কুশচে-ভস্কায়া ও বেলায়াগ্লিনার দক্ষিণে দুইটি বড় জার্মাণ অভি-যান টিখোরেৎস্ক রেল জংশনটিকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে।

ষ্ট্যালিনগ্রাদ অভিমুখে অগ্রগতি

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা ৭ই আগষ্ট বলিয়াছেন, ষ্ট্যালিনগ্রাদমুখী জার্মাণ সাঁড়াশীর দক্ষিণ বাহুর সম্মুখীন মার্শাল টিমোশেঙ্কোর সৈন্যদল আত্মরক্ষার্থে নিবৃত্ত হইয়াছে। প্রচণ্ড ট্যাঙ্ক যুদ্ধের পর জার্মাণরা ষ্ট্যালিন-গ্রাদের ৯৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কোটেলনিকোভোতে ক্রাসনোডার-ষ্ট্যালিনগ্রাদ রেলপথ দিয়া অগ্রসর হইতেছে।

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা

মাননীয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জীর বক্তৃতা

সম্প্রতি কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মুসলিম এসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক বিরাট সভায় বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে বাঙ্গলার অর্থ-সচিব মাননীয় ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আন্তরিক প্রচেষ্টা করার জন্য হিন্দু ও মুসলমান যুবকবৃন্দের নিকট আবেদন জানান।

মাননীয় ডাক্তার মুখার্জী এবং এই অনুষ্ঠানের সভাপতি কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র মিঃ এ, কে, এম, জ্যাকারিয়া উভয়েই তাঁহাদের বক্তৃতায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিরুদ্ধ মনোভাব ও অবিশ্বাস সৃষ্টির কারণ বিশ্লেষণ করেন এবং কিভাবে কাজ করিলে সকল বিরোধ ও সন্দেহ দূরীভূত হইয়া হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একতার সৃষ্টি হইতে পারে, তাহার পথ-নির্দ্দেশ করেন।

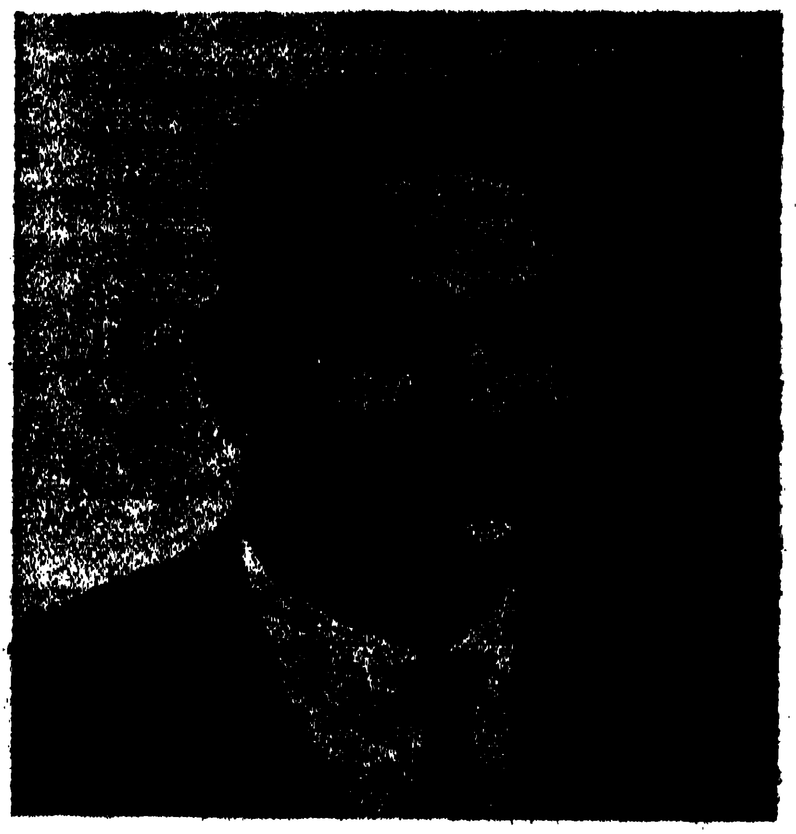

(মাননীয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী)

হিন্দু ও মুসলমানের মিলন ও উভয় সমাজের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া কয়েকজন ছাত্রও উক্ত সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

ডাঃ মুখার্জী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কোন সমাধান না করিতে পারিলে স্বরাজ লাভের কোন আশাই করা যায় না। হিন্দু এবং মুসলমানেরা যদি পৃথকভাবে চেষ্টা করে, তবে তাহারা কিছুতেই স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারিবে না। প্রত্যেক সম্প্রদায়কেই অপরের ন্যায্য প্রাপ্য ও অধিকার প্রদান করিয়া তবে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থ একইরূপ বলা যাইতে পারে। কেবলমাত্র ধর্ম্ম সম্পর্কেই কোন কোন ব্যাপারে বিরুদ্ধতার সৃষ্টি হইতে পারে; কিন্তু যদি হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের ধর্ম্ম বিশ্বাসে আঘাত করিবে না বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হয়, তবে এই বিষয়েরও মীমাংসা হইতে পারে বলিয়া ডাঃ মুখার্জী অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, যদি প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে নিজ নিজ ধর্ম্ম পালন করিতে পারে, তবে এমন দিনও আসিতে পারে—যখন মুসলীম যুবকবৃন্দ হয়ত হিন্দু মন্দির রক্ষা করিতে আগুয়ান হইবে এবং হিন্দু যুবকগণ মসজিদ রক্ষা করা তাহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিবে।

মাননীয় ডাঃ মুখার্জী বিশেষ জোরের সহিত ঘোষণা করেন যে, হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানের উপায়ই পাকিস্থান পরিকল্পনা নির্দ্দেশ করে। পাকিস্থান পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে তাহার অধীনেও হিন্দু ও মুসলমানকে পাশাপাশি বাস করিতে হইবে এবং এক প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় যদি সেখানকার সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর অবিচার করে, তবে অন্যান্য প্রদেশে তাহার প্রতি-ক্রিয়া দেখা দিতে বাধ্য; কিন্তু এরূপ ব্যাপার আদৌ কাম্য নহে। ডাঃ মুখার্জী আরো বলেন, বর্ত্তমানে দেশ শাসন করিবার অবস্থা আমাদের নাই। যদি আমরা জাতীয়-ভাবে সেই অধিকার আমরা দাবী করি, তবে এই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের অধিকার থাকিবে—কোন সম্প্রদায়ই যেন অপর সম্প্রদায়ের শাসনাধীন পতিত না হয়।

কৃষিকার্য্যে মিশ্র-সারের ব্যবহার

"ইন্দোর কম্পোষ্ট" ও অন্যান্য কৃত্রিম সার প্রস্তুত-প্রণালী

[গত সংখ্যায় প্রকাশিতের পর]

উপাদানসমূহ উল্টাইবার নিয়ম

যেসব উপাদান দিয়া গর্ত্তের এক বারটি ভর্ত্তি করা হইবে, তাহা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গর্ত্তের মুখ পর্য্যন্ত চাপিয়া বসিয়া যাইবে এবং উহার পচন আরম্ভ হইবে। দুই চারি দিনের মধ্যে এই সারগাদাটি অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিবে। সেই সময় কোন লৌহশলাকা উহার ভিতর প্রবেশ করাইয়া এই উত্তাপ পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

২০ দিনের দিন সারগাদাটিকে উলটপালট করিয়া দিতে হইবে; তখন উহা ২ ফুট ৬ ইঞ্চি উচু অর্থাৎ গর্ত্তের মুখ পর্য্যন্ত উচু হইবে। সারগাদাটি সর্ব্বপ্রথমে যে আয়তনের ছিল, তখন তাহার তিন ভাগের দুই ভাগেরও কম হইয়া যাইবে।

যদি সারগাদাটির কোন অংশ খুব বেশী ভিজা থাকে, তবে উহার অন্য ভাগ হইতে শুকনা অংশ লইয়া ভিজা অংশে মিশাইয়া দিতে হইবে; আর যদি কোন অংশ বেশী শুকনা থাকে, তবে তাহা ভিজাইয়া দিতে হইবে। ২০ দিনের পুরানো কোন সারগাদা হইতে কয়েক ঝুড়ি উপাদান লইয়া ইহার সহিত মিশাইলে ভাল হয়। সমস্ত সারগাদাটি সমানভাবে ভিজা থাকিবে, তবে যেন বেশী ভিজা না হয়। বায়ু চলাচলের নালাগুলি পরিষ্কার করিয়া করিয়া দেওয়া উচিত।

উল্টাইবার পূর্ব্বে সারগাদাটি গরম থাকিবে এবং উহার গায়ে কাঠের ছাইয়ের মত ধূসর বর্ণের এক প্রকার পদার্থ গজাইবে।

উল্টাইয়া দেওয়ার পর স্তূপটি প্রথমে যত গরম ছিল, তাহা অপেক্ষা কিছু কম গরম হইবে এবং ধূসর বর্ণের পদার্থ কম দেখিতে পাওয়া যাইবে। আর এই সময় ডালপালার ছোট ছোট টুকরা বা গাছের পাতার শক্ত অংশ বা খড় ইত্যাদি তলদেশে বায়ু চলাচলের নালী দিয়া যে বাতাস আসিবে, তাহার সাহায্যে পচিতে আরম্ভ করিবে।

প্রথম হইতে ৪০ দিনের দিন স্তূপটিকে পুনরায় উল্টাইয়া দিতে হইবে। প্রথমবারের মত যদি দরকার হয়, তবে জল দিয়া ভিজাইয়া দিতে হইবে এবং ২০ দিনের পুরানো অন্য কোন সারগাদা হইতে কয়েক ঝুড়ি উপাদান উহার সহিত মিশাইয়া দিতে হইবে। পুনরায় ২ ফুট ৬ ইঞ্চি উঁচু করিয়া অর্থাৎ গর্ত্তের মুখ পর্য্যন্ত সারগাদাটি প্রস্তুত করিতে হইবে এবং বায়ু চলাচলের নালাগুলি পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে।

সারগাদাটি এই অবস্থাতেও খুব গরম হইয়া উঠিবে, কিন্তু তখন উক্তরূপ ধূসর বর্ণের পদার্থ গজান বন্ধ হইয়া যাইবে।

৬০ দিনের দিন সারগাদাটিকে গর্ত্ত হইতে তুলিয়া আনিতে হইবে। যদি জমিতে ব্যবহার করা দরকার হয়, তবে এই সময় সঙ্গে সঙ্গে সার দেওয়ার মত জমিতে ছড়াইয়া একটি চাষ দিয়া মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু যদি বাগানে অথবা চারাগাছ বা ফসলের গোড়ায় দিতে হয়, তবে গর্ত্তের কাছে খুব আলুগা আলুগা করিয়া এবং যদি দরকার হয় তবে সামান্য ভিজাইয়া ৩।০ ফুট উঁচু করিয়া একটি গাদা দিয়া রাখিয়া দিতে হইবে।

৯০ দিনে উপাদানগুলি "কম্পোষ্ট" নামক মিশ্রিত সারে পরিণত হইবে এবং ব্যবহার করিতে পারা যাইবে। সমস্ত ঢেলাগুলি এই সময় সম্পূর্ণভাবে ভাঙ্গিয়া যাইবে এবং কালো মাটির মত দেখাইবে। যখন দরকার হইবে তখন ইহা গোবরের সারের মত ব্যবহার করিতে হইবে। তবে ইহা খুব বেশী দিন রাখা চলিবে না; কারণ বহু সময় রাখিলে অনেক উহা শুকাইয়া কুঁকড়িয়া যাইবে।

বাগানে বা জমিতে ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে ইহা হইতে ছোট ছোট কাঠ বা কাঠি বা অ-পচা অসুবিধাজনক অংশ বাছিয়া ফেলা উচিত। পরে যে "কম্পোষ্ট" তৈয়ারী করা হইবে, এইগুলিকে তাহাতে অন্যান্য উদ্ভিদ উপাদানের সহিত মিশাইয়া দিতে পারা যাইবে। এইগুলি যখন পচে, গাদাটিকে সামান্য ফাঁক করিয়া রাখে এবং দ্বিতীয় বার "কম্পোষ্ট" তৈয়ারী করিবার সময় এগুলি সারে পরিণত হয়।

"কম্পোষ্ট" তৈয়ারী করিতে কি কি অসুবিধা হইতে পারে

(ক) সর্ব্বপ্রথমে একমাত্র অসুবিধা হইতে পারে যে, হাতের কাছে ২০ দিনের পুরাতন "কম্পোষ্ট" না পাওয়া।

এই সারগাদার উপাদান যত বিভিন্ন রকমের হইবে এবং গোবর যত বেশী টাটকা ও চোনায় ভেজা হইবে, পূর্ব্বে বর্ণিত ধূসরবর্ণের পদার্থ ততই শীঘ্র শীঘ্র জন্মাইবে এবং উপাদানগুলিও ঠিকভাবে পচিতে আরম্ভ হইবে। প্রথম গর্ত্ত ভর্ত্তি করিবার সময় এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(খ) ইতিপূর্ব্বে যে সময়ের তালিকা দেওয়া হইয়াছে, উহা মোটামুটি রকমের। যদি কোন কারণে সারগাদা উল্টাইতে বা ভিজাইতে দেরী হইয়া যায়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী কাজও দেরীতে করিতে হইবে।

(গ) যদি কোন সময়ে পচনক্রিয়া বন্ধ হয়, তবে উপযুক্ত রসের অভাবেই ইহা হইতে পারে। বায়ুর অভাবেও এরূপ হইতে পারে।

(ঘ) বাতাস চলাচল অত্যাবশ্যক। যদি বেশী বৃষ্টির জলে গর্ত্তের ভিতরকার উপাদানসমূহ ভিজিয়া যায়, তবে আর একবার বেশী করিয়া উল্টাইতে হইবে; নতুবা বাতাস ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিবে না এবং ঘাস, পাতা, খড় ইত্যাদি (অর্থাৎ উপাদানগুলি) ঠিকভাবে পচিবে না।

(ঙ) প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোন অবস্থাতেই গর্ত্ত হইতে কোন দুর্গন্ধ বাহির হওয়া উচিত নয়। যদি এরূপ দুর্গন্ধ বাহির হয়, তবে একবার উল্টাইয়া দিতে হইবে। গাদাতে মাছি বা পোকামাকড় যেন না জন্মায় বা থাকে। বায়ুর অভাব হইলেই ইহারা জন্মায়। ইহার প্রতিষেধের উপায় সারগাদাটিকে একবার উল্টাইয়া দেওয়া বা যদি দরকার হয়, তবে ভিজাইয়া দেওয়া।

"কম্পোষ্ট" প্রস্তুত সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েশনের প্রদত্ত ডাক্তার হাওয়ার্ডের বক্তৃতা হইতে জানা যায় যে, তিনি প্রচুর পরিমাণে চোনা মিশ্রিত মাটির ব্যবহারের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। এইরূপে তিনি যে সার প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে সমুদয় সারের ১/৮ অংশ চোনা মিশ্রিত মাটি আছে।

চোনা মিশ্রিত মাটি পাইবার জন্য গোয়ালঘরের মেঝের উপর ৯ ইঞ্চি পুরু মাটি ছিটাইয়া দেওয়া হয়। রাত্রে গরু-বাছুর মূত্রত্যাগ করিলে এই মাটি চোনায় ভিজিয়া যায়। তখন প্রয়োজনমত উহা কাটিয়া আনিয়া ব্যবহার করা হয়। গোয়ালের মেঝেকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করিয়া পর্য্যায়ক্রমে এক এক ভাগের মাটি উঠাইয়া সারগাদায় দিতে হয়।

এখানে ইহাও জানিয়া রাখা ভাল যে, চোনা মিশ্রিত মাটিও উৎকৃষ্ট সার এবং যাঁহারা "কম্পোষ্ট" প্রস্তুতের হাঙ্গামা করিতে চাহেন না, তাঁহারা শুধু চোনা মিশ্রিত মাটি ব্যবহার করিয়াও সুফল পাইতে পারেন।

অন্যান্য মিশ্র-সার প্রস্তুত প্রণালী

গৃহজাত সার

গোবর, গোমূত্র ও আবর্জ্জনা ইত্যাদি।—গোবরই এদেশের প্রধান সার। জমিতে যথাসময়ে উপযুক্ত পরিমাণে গোবর সার প্রয়োগ করিলে আর কোন সারেরই প্রয়োজন হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় একথা জানিয়া শুনিয়াও যাঁহার যতটুকু গোবর হয়, তাহাও সম্পূর্ণরূপে জমিতে প্রয়োগ করেন না। তাঁহারা গোবরের অধিকাংশই জ্বালানীরূপে ব্যবহার করেন; অবশিষ্ট যেটুকু থাকে তাহাও ভালভাবে না রাখার জন্য সার হিসাবে তাহার বিশেষ কোন মূল্যই থাকে না, বলা চলে। অতএব সেইরূপ অযত্নে রক্ষিত গোবর জমিতে প্রয়োগ করিয়া ফসলের ফলন বাড়াইবার চেষ্টা দুরাশা মাত্র। দেশে জ্বালানী কাঠের অভাব আছে সত্য, কিন্তু গোবর সেই কাজের জন্য ব্যবহার না করিয়া সাররূপে জমিতে প্রয়োগ করা উচিত। জ্বালানী কাঠের অভাব অন্য রকমে পূরণ করিয়া লওয়া উচিত।

সাধারণতঃ যেভাবে গোবর ফেলিয়া রাখা হয়, তাহাতে গোবরের মধ্যে যে পরিমাণ সার পদার্থ থাকে, তাহা রৌদ্রে ও বৃষ্টির জলে নষ্ট হইয়া যায়। গোবর এইভাবে খোলা জায়গায় ফেলিয়া না রাখিয়া একটি গর্ত্তের মধ্যে রাখিয়া দিলে, গোবরের মধ্যে যে সার পদার্থ থাকে তাহা আদৌ নষ্ট হয় না। গর্ত্তের উপরে একটি চালা করিয়া দিতে হয়, যাহাতে রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে গোবর নষ্ট হইয়া না যায়। খরচ করিয়া খুব শক্ত ও মজবুত চালা যে করিতে হইবে, তাহা নহে। অতি অল্প খরচে তালপাতা, হোগ্‌লা প্রভৃতি দ্বারা চালা তৈয়ারী করা যাইতে পারে। গর্ত্তের তলা ও চারিপাশ কাদা এবং গোবর দিয়া উত্তমরূপে লেপিয়া দেওয়া উচিত। যাহাতে গর্ত্তের ভিতর জল চুঁয়াইয়া না পড়িতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। প্রতিদিন সকালে গোয়ালঘরের গোবর, চোনায় ভেজা মাটি এবং গোয়ালঘরের ও বাড়ীর অন্যান্য আবর্জ্জনা এই গর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া ভাল করিয়া ছড়াইয়া দিয়া একটি কোদালী দ্বারা একটু পিটিয়া দিতে হয়। এইভাবে রক্ষিত গোবর সার হিসাবে জমিতে প্রয়োগ করিলে জমির যে ফলন বাড়িবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

উদ্ভিজ্জ সার

এই সার প্রস্তুত করিতে হইলে কোনরূপ খরচ নাই বলিলেই চলে, কেবলমাত্র একটু পরিশ্রমের দরকার। সকল সময় ছোট ছোট জঙ্গল, জমির নিড়ানী ঘাস, গাছের পাতা, আগাছা ইত্যাদির দ্বারা অতি সহজে এই মূল্যবান সার প্রস্তুত করা যায়। চার হাত লম্বা, চার হাত চওড়া একখণ্ড সমান জমির উপর ঐ সকল জঙ্গল, ঘাস, আগাছা প্রভৃতি বিছাইয়া আধ হাত উঁচু একটি স্তর করিতে হয়। ঐ স্তরটি পা বা কোদালীর পিছন দিয়া চাপ করিয়া চাপিয়া দিয়া উহার উপর এক সের পরিমাণ চূণ গুঁড়া ছিটাইয়া দিয়া তাহার সহিত খানিক চোনা দশ গুণ জলের সহিত মিশাইয়া ঐ স্তরটি উত্তমরূপে ভিজাইয়া দেওয়া উচিত। যদি প্রচুর পরিমাণে চোনা পাওয়া না যায় তাহা হইলে দশ সের জলের সহিত এক সের গোবর মিশাইয়া স্তরের উপর ছিটাইয়া দিলেই চলিবে। প্রথম স্তরটির উপর ঠিক পূর্ব্বের মত দ্বিতীয় একটি স্তর করিয়া তাহার উপর আবার দেড় সের হাড়ের গুঁড়া ছিটাইয়া দিয়া উহা উপযুক্ত পরিমাণ জলমিশ্রিত চোনা বা গোবরমিশ্রিত জলের দ্বারা ভিজাইয়া দিতে হইবে। এইভাবে একটির উপর আরেকটি করিয়া আটটি স্তর করিতে হয়। এই প্রকারে চার হাত লম্বা, চার হাত চওড়া ও চার হাত উঁচু ঘাস-জঙ্গলের একটি ঢিবির সৃষ্টি হইয়া থাকে। এই ঢিপিটির উপরে ও চারিপাশে কাদের চাপড়া দিয়া ঢাকিয়া দিতে হয়। দেড় মাস পরে ঢিপিটি ভাঙ্গিয়া উত্তমরূপে ওলট-পালট করিয়া আরেকটি নূতন ঢিপি প্রস্তুত করিতে হয়। ওলট-পালট করিবার সময় উপযুক্ত পরিমাণ জলমিশ্রিত চোনা বা গোবরমিশ্রিত জল দিয়া উহা ভিজাইয়া দেওয়া আবশ্যক। উহার দেড় মাস পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে—যে সকল ঘাস, জঙ্গল, আগাছা ঢিপির মধ্যে ছিল, সেগুলি পচিয়া কাল রঙের এক উত্তম সারে পরিণত হইয়াছে। এই সার জমিতে তখন প্রয়োগ করিয়া লাঙ্গল দিয়া মাটির সহিত ভাল করিয়া মিশাইয়া দিতে হয়।

কাঁচা ঘাস, জঙ্গল, পাতা ইত্যাদি দ্বারা সারের ঢিপি করিলে তিন মাসের মধ্যেই উহা পচিয়া সারে পরিণত হয়; কিন্তু শুষ্ক ঘাস, জঙ্গল, পাতা প্রভৃতি দিয়া ঢিপি করিলে উহা পচিয়া সারে পরিণত হইতে প্রায় চারি মাস সময় লাগে। কাঁচা ঘাস-জঙ্গলের ঢিপিতে সামান্য চোনা কম লাগে, কিন্তু শুকনো ঘাস-জঙ্গলের ঢিপিতে চোনা অধিক দিতে হয়।

[৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৪র্থ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

ডনের বাঁকে প্রচণ্ডতম যুদ্ধ

ডনের বাঁকের মধ্যখণ্ডে প্রচণ্ড যুদ্ধ হইতেছে। উভয় পক্ষেরই গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে। জার্ম্মানরা রণাঙ্গনের অন্যান্য অংশ হইতে নূতন সৈন্য আনিয়া এই যুদ্ধে লাগাইতেছে। কিন্তু রুশরা পুনঃ পুনঃ পাল্টা আক্রমণ করিয়া আক্রমণ ঠেকাইতেছে। সংবাদে শক্তিশালী সেনাবাহিনী জেনারেল আরণবের্গ ঘাঁটিতে বাধা দিয়াছিল। কিন্তু তিনি প্রচণ্ড যুদ্ধে পাঁচ শত জার্ম্মাণ বধ করিয়াছেন। আর এক জায়গায় একদল রুশ সৈন্য জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনীর দুইটি আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দেয় এবং দুই শত জার্ম্মাণ বধ করে।

কুবান এলাকায় জার্ম্মাণ অগ্রগতি

৭ই আগষ্ট আর্ম্মাভির এলাকায় (ক্রাসনোডার-এর পূর্ব্বে কুবান নদীর বাঁকে) সমস্ত অঞ্চলে ঘোরতর যুদ্ধ চলে। জার্ম্মাণরা উত্তর দিক হইতে এই এলাকায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। 'রেড ষ্টার' বলিতেছেন যে, জার্ম্মাণদের অগ্রগতি বিলম্বিত করাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে এবং উক্ত এলাকার অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। কয়েকটি এলাকায় সোভিয়েট বাহিনী পুনরায় পশ্চাদপসরণ করে। একটি সোভিয়েট ডিভিশন একটি সুবৃহৎ লোকালয়ের নিকট সুদৃঢ় ঘাঁটি স্থাপনে সমর্থ হয় এবং কিছু সময়ের জন্য প্রতিপক্ষকে ঠেকাইয়া রাখিতে সমর্থ হয়।

আর্ম্মাভির অধিকারের দাবী

জন নব মাইকোপ তৈলখনি অঞ্চল ও ককেশাস অভিমুখে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছেন এবং মাইকোপ তৈলখনি অঞ্চলের ৫০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে ষ্টেশন আর্ম্মাভির অধিকার করার দাবী করিয়াছেন। তদুপরি তিনি আর্ম্মাভিরে ৪৫ মাইল পশ্চিমে এবং মাইকোপের ৪৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে ... অধিকার করার সংবাদও ঘোষণা করিয়াছেন।

ক্রপটকিনে সোভিয়েট ব্যূহ ভেদ

১০ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ,—ক্রপটকিন অঞ্চলে জার্ম্মাণেরা বহুসংখ্যক ট্যাঙ্ক নিয়োগ করিয়াছে।

প্রাভ্‌দার প্রেরিত রণক্ষেত্রের সংবাদে প্রকাশ, সমস্ত রাত্রিভরই জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক চলার শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে এবং সময় সংক্ষেপের জন্য সেগুলি শস্যক্ষেত্র ও কর্দ্দমাক্ত পথ কাটিয়া চলিতেছে। সোভিয়েট বিমানের সহায়তায় কুবান কসাকেরা এক হাজার রুমানিয়ান অশ্বারোহী নিহত করিয়াছে; ইহারা হিটলার সৈন্য বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত।

ভরোনেজ এলাকায় রুশীয়দের অগ্রগতি

রুশ সৈন্যগণ ভরোনেজের দক্ষিণে কতকগুলি স্থানে ডন নদী পার হইয়া রণাঙ্গন দক্ষিণ দিকে প্রসারিত করিতেছে। তাহারা ডনের পশ্চিম তীরে আপনাদের ব্যূহ সুদৃঢ় করিতেছে এবং অধিকৃত গ্রামসমূহে আপনাদিগকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে তাহারা শত্রুপক্ষ কর্ত্তৃক দ্রুত নির্ম্মিত দুর্গাদির উপর আক্রমণ চালাইতেছে।

সুদূর-প্রাচ্যের রণাঙ্গন

কিয়াংসী প্রদেশে চীনাবাহিনীর অগ্রগতি

জনৈক চীনা সামরিক মুখপাত্রের প্রদত্ত বিবরণে জানা যায় যে, চীনা বাহিনী কিয়াংসী প্রদেশের প্রধান নগরী জাপ কবলগত লিনচুয়ানের পূর্ব্ব ও পশ্চিম রাজপথে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

মার্কিণ বোমারু বিমানবাহিনী কতিপয় জঙ্গীবিমান পরিবেষ্টিত হইয়া লিনচুয়ানের জাপ হেডকোয়ার্টারে এবং বিভিন্ন কলকারখানার উপর বোমাবর্ষণ করে। দুইটি ডকের উপর সোজাসুজি বোমা পড়ে, বহু স্থানে আগুন জ্বলিয়া যায়। দুইখানি মালবাহী জাপ জাহাজের উপর মেশিনগানের গুলী চালান হয়।

রণাঙ্গনে দুই কোটি চীনা

চীনা সমরসচিব জেনারেল হোর ইং-চিং এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, গত ৫ বৎসরে দুই কোটি চীনা সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে এক কোটি ১০ লক্ষ বাধ্যতামূলক সামরিক কার্য্যে যোগদান বিধিপ্রয়োগে সংগৃহীত হইয়াছে। উহার প্রায় ৯০ লক্ষ ইতঃপূর্ব্বেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়াছে। এক কোটি স্বেচ্ছাসেবক বর্ত্তমানে শিক্ষাধীন আছে।

বঙ্গোপসাগরে জাপ ফ্লাইং বোট

বৃটিশ নৌবিভাগীয় একখানি ইস্তাহারে প্রকাশ:—

প্রাচ্য নৌবহরের প্রধান সেনাপতি জানাইতেছেন যে, সম্প্রতি বঙ্গোপসাগরে নিয়মিত টহল দিবার সময় বৃটিশ জঙ্গী বিমানসমূহ একখানি জাপ ফ্লাইং-বোট গুলী করিয়া ধ্বংস করিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ার বিপদ বৃদ্ধি

১৯১৪-১৮ সালের অষ্ট্রেলিয়ান প্রধান মন্ত্রী মিঃ ডব্লিউ, এম, হিউজ এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন—"বর্ত্তমান পৃথিবীর অবস্থা বিবেচনায় প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধের অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগজনক হইয়াছে। পোর্ট মোর্শবির মিত্রপক্ষীয় বাহিনী চমৎকার কার্য্য করিয়াছে—কিন্তু গত কয়েকদিনে জাপানীগণ পুনরায় অবতরণ করিয়াছে এবং বিমানপথে পোর্ট মোর্শবি হইতে মাত্র এক ঘণ্টার পথ দূরে আসিয়া ঘাঁটি তৈয়ারী করিয়াছে জানিয়া অষ্ট্রেলিয়ানগণ আরও অগ্রসর হইয়া পোর্ট মোর্শবির ৬০ মাইলের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

টেনিম্বার, কেই ও আরুদ্বীপ

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রপক্ষীয় হেড-কোয়ার্টার হইতে ৭ই আগষ্ট সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বিমান পর্য্যবেক্ষণের ফলে জানা যায় জাপানীরা অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরে তিমর ও ডাচ নিউগিনির মধ্যবর্ত্তী টেনিম্বার, কেই ও আরুদ্বীপ দখল করিয়াছে।

এগারখানা জাপ জাহাজ ডুবি

মার্কিণ বোমারু বাহিনীর ঘাঁটি হইতে প্রেরিত এক সংবাদে দেখা যায়, তাহারা ৩০ খানা বিমান ধ্বংস করিয়াছে এবং ১১ খানা শত্রু জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে। বিস্তারিত সংবাদে দেখা যায়, তিনখানা জাপ ক্রুজার, দুইখানা ডেষ্ট্রয়ার এবং ৬ খানা মালবাহী জাহাজ নিমজ্জিত হইয়াছে। ইহা ছাড়াও জাপানীদের একখানা ক্রুজার, একখানা ডেষ্ট্রয়ার, তিনখানা মালবাহী জাহাজ এবং একখানা সাবমেরিণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ২৬ খানা বিমান এবং ৪ খানা সীপ্লেনও সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়াছে।

সোলোমন দ্বীপপুঞ্জে মার্কিণ সৈন্যদল

সরকারীভাবে ১০ই আগষ্ট ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদল সোলোমন দ্বীপপুঞ্জে অবতরণ করিয়াছে।

আরো ৪ খানা জাপ-জাহাজ নিমজ্জিত

১০ই আগষ্ট চীন ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, চীনারা কিয়াংসীর অন্তর্গত ... নদীতে জাপানীদের ৪ খানি সৈন্য এবং যুদ্ধোপকরণবাহী জাহাজ গোলাবর্ষণ করিয়া ডুবাইয়া দিয়াছে; ফলে ১২০ জন জাপানী জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে সুযোগমত জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন, ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্,
বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)।

ভিক্ষুক অপসারণ পরিকল্পনা

গৃহাদি নির্ম্মাণ সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের তৎপরতা

নিম্নোক্ত মর্ম্মে একখানা সরকারী প্রেসনোট প্রচারিত হইয়াছে:—সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত কতকগুলি সাম্প্রতিক মন্তব্য দ্বারা ইহা প্রতীয়মান হইতেছে যে, কলিকাতার ভিক্ষুকদিগকে ধরিয়া নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখিবার জন্য গত জানুয়ারী মাসের শেষভাগে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল, তাহা কার্য্যকরী করিবার নিমিত্ত এযাবৎ পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই বলিয়া লোকে ধারণা করিতেছে। এই সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা নিম্নে বর্ণিত হইল:—

জানুয়ারী মাসে এই সম্পর্কে একটি কমিটি নিয়োগ করা হয় এবং পাঁচটি বৈঠকের পর ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ ভাগে উক্ত কমিটি সুপারিশ করেন যে, এই সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করা দরকার ও ভিক্ষুকদিগকে রাখিবার জন্য বিশেষ ভিক্ষুক-নিবাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্ত্রী ও পুরুষ ভিক্ষুকদিগকে স্বতন্ত্রভাবে রাখিবার এবং কুষ্ঠরোগী বা এবম্বিধ অন্যান্য সংক্রামক রোগীদের সম্পর্কে স্বতন্ত্র বাসস্থানের ব্যবস্থা করিবার জন্যও উক্ত কমিটি অভিমত প্রকাশ করেন। এই সুপারিশ অনুযায়ী গৃহাদি নির্ম্মাণের পরিকল্পনা রচনায় অবিলম্বে হাত দেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই বাড়ী নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়া যাইত; কিন্তু উপযুক্ত স্থান সংগ্রহের অসুবিধার জন্যই উহা সম্ভবপর হয় নাই।

পরপর চারিটি স্থান নির্ব্বাচন করা হয়। ইহার মধ্যে দুইটি ২৪-পরগণায় এবং দুইটি মেদিনীপুর জেলায়। জমির পরিমাপ কার্য্য, জল-সরবরাহের ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য রক্ষার আয়োজন সম্বন্ধে ব্যবস্থা আরম্ভ করা হয়; কিন্তু প্রত্যেক বারই উদ্যোগ-আয়োজন শেষ হইয়া আসিয়াছে, ঠিক এমন সময় সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ ঐ সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া বসেন। এরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইবে, তাহা পূর্ব্বাহ্নে কোনমতেই অনুমান করা সম্ভবপর ছিল না। এখন মুর্শিদাবাদ জেলায় একটি স্থান পাওয়া গিয়াছে এবং জায়গাটি দখলও করা হইয়াছে। গৃহাদি নির্ম্মাণ সম্পর্কে বিস্তৃত পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে এবং উহা পাওয়াও গিয়াছে। একপক্ষকালের মধ্যে কনট্রাক্ট দেওয়া হইবে। অতঃপর গৃহ-নির্ম্মাণের উপকরণসমূহ পাওয়া গেলেই অবিলম্বে কার্য্য আরম্ভ করা হইবে।

গৃহাদি নির্ম্মিত না হওয়া পর্য্যন্ত ভিক্ষুকদিগকে পাকড়াও করা যাইতে পারে না বলিয়া ততদিন পর্য্যন্ত আইন প্রণয়ন মুলতবী রাখা হইয়াছে। সুতরাং যতশীঘ্র সম্ভব গৃহাদি নির্ম্মাণ শেষ করার জন্যই এখন সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করা হইয়াছে।

হিন্দু-মুসলিম ঐক্য স্থাপন

ডাঃ চারুচন্দ্র চ্যাটার্জ্জী ও মিঃ নরেশনাথ মুখার্জ্জির দান

মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের সভাপতিত্বে সম্প্রতি একটি সভায় হিন্দু-মুসলিম ঐক্য স্থাপনের জন্য যে অর্থ ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে, তাহাতে ডাঃ চারুচন্দ্র চ্যাটার্জি এবং মিঃ নরেশনাথ মুখার্জি প্রত্যেকে ২৫০৲ টাকা করিয়া ৫০০৲ টাকা দান করেন।

বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের ২২ ধারার (খ) প্রকরণের (১) উপপ্রকরণ অনুযায়ী কবজা পরিচালনের অধিকার বর্দ্ধমান জেলার কালনা স্পেশাল ঋণ-সালিশী বোর্ডকে প্রদান করা হইয়াছে।

চাষী-খাতক আইনের সংশোধন।

দিনাবী জমিতে খাতকের দখল পাইবার নূতন আইন, সরকারের আদেশ সহ মূল্য ।৵০। ৫৲ টাকা এস, কে, ঘোষ, C/o রায় বাহাদুর রাধিকামোহন রোড, জয়নগর, টিকিট পাঠাইলে ১৬ খানা বহি রেজিষ্টারী ডাকে পাইবেন।

কৃষিকার্য্যে মিশ্র-সারের ব্যবহার

[৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

কচুরিপানার সার

কচুরিপানার দ্বারা দেশের যে কি অনিষ্ট হইতেছে, তাহা আর বিশেষ করিয়া কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। কিন্তু এই কচুরিপানা হইতে এক অতি মূল্যবান উদ্ভিজ্জাত সার প্রস্তুত হইতে পারে। এই সার পাটের জমিতে দিলে পাটের ফলন খুবই বাড়ে। কচুরিপানা পচাইয়া বা প্রথমে শুকাইয়া তাহার পর পোড়াইয়া ছাই করিয়া জমিতে দেওয়া যায়।

কচুরিপানা পচাইয়া অতি উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত করা যায়। প্রথমে কচুরিপানার একটি স্তর করিতে হইবে এবং উহা ভাল করিয়া চাপিয়া দিতে হইবে। স্তরের ভিতরে কিছু গোবর ও চুণ দিলে উহা শীঘ্র শীঘ্র পচিয়া যাইবে। প্রথম স্তরটি পচিয়া গেলে উহার উপর পুনরায় একটি স্তর করিতে হইবে। এইরূপে পর পর কয়েকটি স্তর নির্ম্মাণ করিতে হইবে। শেষ স্তরের উপরে কিছু মাটি চাপা দিলে ভাল হয়।

কেবলমাত্র কচুরিপানার স্তর না করিয়া যদি উহার সহিত পর্য্যায়ক্রমে গোবর ও অন্যান্য ঘাস-জঙ্গল ইত্যাদির স্তর করা যায়, তাহা হইলে খুব ভাল হয়। এই প্রণালীতে একটি গোবরের স্তরের উপর একটি ঘাস-জঙ্গলের স্তর করিতে হয় এবং উহার উপর একটি কচুরিপানার স্তর করিতে হয়। প্রত্যেক স্তর ভাল করিয়া চাপিয়া দিতে হয়; এইরূপ স্তর করিলে পচনকার্য্য শীঘ্র আরম্ভ হয় ও খুব উত্তাপের সৃষ্টি হয়। ২০।২৫ দিন অন্তর উহা উত্তমরূপে উল্টাইয়া পুনরায় ঠাসিয়া গাদা করিয়া রাখিতে হয়। শীঘ্রই উহা পচিয়া অতি উৎকৃষ্ট সারে পরিণত হয়।

"ইন্দোর কম্পোষ্ট" প্রণালী অনুসারেও কচুরিপানা হইতে উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত করা যায়। তা ছাড়া ব্রহ্মদেশে আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে কচুরিপানা আংশিক শুকাইয়া এবং উহার সহিত মাটি ও গোবর মিশাইয়া একটি গর্ত্তের মধ্যে এক হাত আন্দাজ পুরু একটি স্তর প্রস্তুত করা হয়। এইভাবে প্রথম স্তরটির উপর কিছুদিন পর পর তিন চারিটি স্তর করা হয় এবং শেষের স্তরটি মাটি দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়। এক মাস পর স্তুপটিকে একবার উল্টাইয়া দেওয়া হয় ও পুনরায় স্তুপ করিয়া রাখা হয়। দ্বিতীয় মাসে উহা পচিয়া উৎকৃষ্ট সারে পরিণত হয়। ধানক্ষেতে প্রতি বিঘায় ১০০ মণ এই সার প্রয়োগ করিয়া ধানের ফলন খুব বেশী পাওয়া গিয়াছে।

সবুজ সার

খুব শীঘ্র শীঘ্র বড় হয়, এইরূপ শুঁটিজাতীয় কোন শস্য উৎপন্ন করিয়া উহা লাঙ্গল দিয়া মাটির সহিত মিশাইয়া দেওয়াকে "সবুজ সার" দেওয়া বলে। শুঁটি-জাতীয় শস্যের শিকড়ে এক প্রকার বীজাণু বাস করে এবং উহারা বাতাস হইতে যবক্ষারজান সংগ্রহ করিয়া মাটিতে জমা করে; ইহাতে জমির উর্ব্বরতাশক্তি বাড়ে ও জমির স্বাভাবিক অবস্থারও উন্নতি হয় এবং জমিতে আগাছা, জঙ্গল প্রভৃতি কম জন্মায়। এই সকল শস্যের মধ্যে ধঞ্চে, শোণ ও বরবটি প্রধান। সবুজ সারের জন্য এই সকল শস্য কখন বুনিতে হইবে, তাহা যে ফসলের জন্য সবুজ সার দেওয়া হইবে তাহার বপনের সময়ের উপরই নির্ভর করে। সবুজ সার গাছে যখন ফুল ধরে তখনই উহা লাঙ্গল দিয়া মাটির সহিত ভাল করিয়া মিশাইয়া দিতে হয়। মাসখানেকের মধ্যে উহা পচিয়া মূল্যবান সারে পরিণত হয়।

গোবর সারের অভাব পূরণ করিবার জন্য ঘাস, জঙ্গল, আগাছা, আবর্জ্জনা ইত্যাদি দ্বারা সার প্রস্তুত করা এবং জমিতে সবুজ সার দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

কানাডার বাস ক্যাপ্টেন মহীনাথ দেশপাত্র চৌধুরী স্যার আবদুলইয়াদ খান, কে-সি-আই-ই, মহোদয় সেনা বিভাগে অনারারী মেজর পদে উন্নীত হইয়াছেন। মহামান্য সম্রাট বাহাদুর এই পদোন্নতি অনুমোদন করিয়াছেন।

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বীরভূম জেলার উল্লেখযোগ্য দান

সৈন্যদিগের খাদ্য বহনার্থ লরী ক্রয়

বীরভূম জেলার যুদ্ধ-কমিটি যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছে, তাহার কতকাংশ দ্বারা জেলার নামানুসারে "বীরভূম নং ১" এবং "বীরভূম নং ২" নামক সৈন্যদের খাদ্য বহন করিবার জন্য দুইটি লরী ক্রয় করা হইয়াছে। এরূপ আরও অধিক সংখ্যক মোটর লরী এবং অ্যাম্বুলেন্স গাড়ী ক্রয় করিবার নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ করা হইতেছে। একথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই জেলা হইতে যুদ্ধ তহবিলে যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে তাহার এক-চতুর্থাংশ মাত্র এই লরী ক্রয়ে ব্যয় করা হইয়াছে। বাকি তিন-চতুর্থাংশ টাকা সৈন্যদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বিধায়ক দ্রব্যাদি ক্রয়ে এবং রেডক্রসের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য ব্যয় করা হইয়াছে।

লণ্ডনে মসজিদ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা

বৃটিশ গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক ১ লক্ষ পাউণ্ড দান

যুদ্ধের ফলে লোকাভাবে বিধ্বস্ত লণ্ডন নগরী যখন যুদ্ধাবসানে পুনর্গঠিত হইবে, তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের এই প্রধান নগরীর বক্ষে মুসলমানদের একটি মসজিদও সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। রিজেন্ট পার্কের হ্যানোভার গেটের নিকট রিজেন্টস্ লজ নামক ঐতিহাসিক ম্যানসন লেডী বিবলুমহাউসের "কান্ট্রি ম্যানসনে" এই পরিকল্পিত মসজিদটি নির্ম্মাণ করা হইবে। কিছুদিন হইল বৃটিশ গভর্ণমেন্ট মোস্লেম সংস্কৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ এক লক্ষ পাউণ্ড দান করিয়াছেন এবং এই অর্থ হইতে ৬০,০০০ পাউণ্ড ব্যয়ে মসজিদের জন্য উপরোক্ত বাড়ীটি ক্রয় করা হইয়াছে। মসজিদ নির্ম্মাণের ব্যয় সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের চাঁদায় সংগৃহীত হইবে।

সম্মিলিত জাতি-সঙ্ঘের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় ভারত যেমন মনে-প্রাণে যোগদান করিয়াছে, সিংহলও সেইরূপভাবেই সর্ব্বপ্রকারে যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। নিম্নে সিংহলের দেশরক্ষা-বাহিনীর তিনখানা ছবি প্রকাশিত হইল। উপরের ছবিতে দেখা যাইতেছে—সিংহলের আদিম অধিবাসীরা মনোরম পোষাকে সজ্জিত হইয়া জাতীয় নৃত্যোৎসবে যোগদান করিয়াছে।

মাননীয় খানবাহাদুর হাশেম আলী খান

বহরমপুর পরিদর্শন

সম্প্রতি বাঙলা সরকারের মন্ত্রী মাননীয় খানবাহাদুর হাশেম আলী খান বহরমপুরে গমন করিয়া বহরমপুর স্পেশাল জেল পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘুরিয়া কয়েদীদের অভাব-অভিযোগ বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করেন। মাননীয় মন্ত্রী তাহাদিগকে এই আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন যে, তিনি তাহাদের অভাব-অভিযোগের কথা মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর গোচরে আনিবেন। তিনি জেলের আইন-কানুন মানিয়া চলার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। জেলে কয়েদীদের যে খাদ্য সরবরাহ করা হয়, তাহা তিনি ব্যক্তিগত-ভাবে পরীক্ষা করেন। সহরে সমস্ত দিবস বিভিন্ন কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া মাননীয় মন্ত্রী জিয়াগঞ্জে গমন করেন এবং সেখানে জিয়াগঞ্জ সমবায় ব্যাঙ্ক এবং ঋণ-সালিশী বোর্ড পরিদর্শন করেন। উক্ত স্থানে তিনি খাদ্য ও দৈনন্দিন জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দুষ্প্রাপ্যতা সম্পর্কে বিভিন্ন অভিযোগ শ্রবণ করেন। যাহাতে সাধারণ জীবন-যাত্রা-প্রণালী অব্যাহত থাকে; তজ্জন্য অতিলোভী ব্যবসায়ী-দিগকে দমাইয়া দিবার জন্য মাননীয় মন্ত্রী উপস্থিত ব্যক্তি-বর্গের সহযোগিতা কামনা করিয়া এক আবেদন জানান।

বেঙ্গল টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট

ভর্ত্তী হইবার আবেদনের শেষ তারিখ

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার ফল এখনও প্রকাশিত না হওয়ায়, বহু প্রবেশার্থী ছাত্র বেঙ্গল টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউটের প্রথম বার্ষিক উচ্চ-শ্রেণীতে ভর্ত্তী হওয়ার নিমিত্ত আবেদন করিতে পারিতেছে না। যাহাতে প্রবেশার্থিগণ আবেদন করিবার ও মনোনীত হওয়ার যথোচিত সুবিধা পাইতে পারে, তজ্জন্য বাঙলা সরকারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর স্থির করিয়াছেন যে, প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইবার দিন হইতে পনর দিন পর্য্যন্ত ভর্ত্তী হওয়ার আবেদনপত্র গৃহীত হইবে।

আন্তর্জাতিক সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান অষ্ট্রেলিয়া হইতে সংবাদ দিতেছে যে, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার বৈমানিকগণ এখন সর্ব্বাপেক্ষা বড় বড় বোমা ব্যবহার করিতেছে। অষ্ট্রেলিয়ার উত্তরে অবস্থিত জাপানীদের ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করিবার জন্যই এই নূতন বোমা তৈয়ারী করা হইয়াছে।

গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক নৌকা দখল

১৩ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান

বাঙলা গভর্ণমেন্ট বর্ত্তমানে একথা ঘোষণা করিতে পারেন যে, গভর্ণমেন্ট যে সমুদয় নৌকা দখল করিয়াছেন তাহার জন্য বিগত ১১ই জুলাই তারিখ পর্য্যন্ত নগদ ৫ পাঁচ লক্ষ টাকা প্রদান করা হইয়াছে এবং জুলাই মাসের শেষ পর্য্যন্ত নগদ ১৩ তের লক্ষ টাকা প্রস্তুত হইয়াছে।

অতি তাড়াতাড়ি ও সন্তোষজনকভাবে গভর্ণমেন্ট ক্ষতিপূরণের টাকা দিতেছেন জানিতে পারিয়া কোন কোন অঞ্চলের জনসাধারণ গভর্ণমেন্টের নিকট নৌকা সমর্পণের জন্য এত অধিক সংখ্যায় তাহাদের নৌকা উপস্থিত করিতেছে যে, নৌকার মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণকে ঐ কাজ করিতে ভয়ানক অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। তথাপি যথারীতি নৌকার মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া বিশেষ তৎপরতার সহিত নৌকার মূল্য প্রদান করা হইতেছে।

Printed and Published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ABU HENA.

Regd. No. C2532.

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ৩১শ সংখ্যা] কলিকাতা, ২৪শে আগষ্ট ১৯৪২ [এক আনা

ভারতে অবস্থিত বৃটীশ সৈন্যদের প্রতি উপদেশ

জেনারেল ওয়াভেলের দশটি মূল্যবান বাণী

[library stamp: ... THE BENGAL LEGISLATURE ...]

[illegible] বৃটীশ সৈন্য রহিয়াছে, তাহাদের প্রতি প্রধান সেনাপতি জেনারেল স্যার এ, ওয়াভেল নিম্নোক্ত বাণী প্রচার করিয়াছেন :—

"১৯৩৯ সালে বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর যখন একদল বৃটীশ সৈন্যকে বৃটেন হইতে ইউরোপে অভিযান করিতে পাঠান হয়, তখন জনৈক বৃটীশ সামরিক অফিসার উক্ত সেনাদলের উদ্দেশ্যে দশটি উপদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। বিশ্বের যেখানেই শত্রুকে পাওয়া যাইবে সেখানেই তাহার সহিত যুদ্ধ করার জন্য আমাদের মত যাহারা নিজেদের জন্মভূমি ছাড়িয়া আসিয়াছেন, এই উপদেশগুলি তাঁহাদের প্রতি বিশেষভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে। সুতরাং ভারতীয় প্রধান-সেনাপতির অধীনে অঞ্চলে যেসব বৃটীশ সৈনিক কর্ম্মরত রহিয়াছে, তাহাদের প্রতি নিম্নোক্ত দশটি উপদেশ আমি প্রচার করিতে চাই। এই উপদেশগুলি উপরে উল্লেখিত বৃটীশ সামরিক অফিসারের প্রচারিত উপদেশগুলির উপর ভিত্তি করিয়াই রচিত হইয়াছে। আমি আশা করি, আপনারা এই সব উপদেশকে নিজেদের আদর্শরূপে গ্রহণ করিবেন।

(১) মনে রাখিবেন—ভারত, ব্রহ্ম ও সিংহলের লোকেরা আপনাদিগকে বৃটীশ জাতির প্রতিনিধি স্বরূপ মনে করে। কাজেই আপনার পোষাক, ব্যবহার ও নিয়মানুবর্তিতা দ্বারাই এদেশের লোকে আপনার দেশ সম্বন্ধে বিচার করিবে।

(২) মনে রাখিবেন—যেখানে আপনারা অস্থায়ী-ভাবে রহিয়াছেন সেই জায়গাটি সেখানকার অধিবাসীদের স্থায়ী আবাসস্থান এবং সেখানকার প্রত্যেকটি জিনিসের সঙ্গে তাহাদের প্রাণের যোগ রহিয়াছে। নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করুন—"যদি আমাদের দেশে যুদ্ধ হইত এবং এদেশ হইতে সৈন্যগণ আমাদের দেশরক্ষার জন্য গমন করিত, তাহা হইলে তাহাদের নিকট হইতে আমরা কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করিতাম?"

(৩) এদেশে আপনারা এই প্রথম আসিলেন; সুতরাং এদেশের লোক সম্বন্ধে সহসা কোন ধারণা গঠন করিয়া ফেলিবেন না। এদেশের লোকের অনেক আচার-ব্যবহার আপনাদের আচার-ব্যবহার হইতে ভিন্নরূপ, কিন্তু তাই বলিয়া ইহাদিগকে ছোট মনে করার কোন কারণ নাই। গত যুদ্ধের কথা এবং সে যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যরা যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল, তাহা মনে করুন। বাহারা পরিমাণ সম্পত্তি লইয়াও ভারতীয় সৈন্যদল যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিল। বর্ত্তমান যুদ্ধেও ইটালীয়ানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সিদি-বারাণী জয় করার সময় ভারতীয় সৈন্যদল বিজয়শীল সেনাদের সঙ্গে এক সাথে সংগ্রাম করিয়াছিল। ইরিট্রিয়া হইতে ইটালিয়ানদিগকে বিতাড়িত করার ব্যাপারে এবং আবিসিনিয়ায় তাহাদিগকে পর্য্যুদস্ত করিতে ভারতীয় সেনা-বাহিনীই প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। সিরিয়া, ইরাক ও ইরাণে তাহারা যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছে। দূর-প্রাচ্যের প্রাথমিক বিপর্যয়ে ভারতীয় সৈন্যদলও দুর্ভোগ ভুগিয়াছে এবং মালয় ও সিঙ্গাপুরে আপনাদের যেসব ভাই বন্দী হইয়াছে, তাহাদের সহিত অনেক সহস্র ভারতীয় সৈন্যও রহিয়াছে। ব্রহ্মদেশেও তাহারা বৃটীশ ও বর্মী সৈন্যদের পার্শ্বে থাকিয়া বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল।

(৪) দেশে থাকিতে নিজেদের মনের যে অবস্থা আপনাদের কাছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইত, ভারতবাসীর পক্ষে এরূপ মনোভাব অপ্রিয়—এমন কি অপমানজনক বলিয়া বিবেচিত হওয়াও বিচিত্র নহে—তাহা মনে রাখিবেন। ইংরাজেরা একে-অপরের প্রতি উদাসীনতা দেখাইতে অভ্যস্ত; কিন্তু অপর জাতি এরূপ ব্যবহারে অভ্যস্ত নহে। নিজের স্বদেশবাসী একজনের প্রতি স্বভাবতঃ আপনি যে ব্যবহার করিবেন, এদেশে একজন বন্ধুর প্রতি তদপেক্ষা অধিকতর সুন্দর ব্যবহার আপনাকে দেখাইতে হইবে।

[জেনারেল স্যার এ ওয়াভেল]

(৫) এই যে দেশে আপনারা আছেন—এখানকার নারীরা আপনাদের রক্ষণাধীন। আপনাদের অবর্ত্তমানে নিজেদের মাতা, ভগিনী, স্ত্রী ও কন্যার প্রতি যে ব্যবহার আপনারা প্রত্যাশা করেন, ভারতীয় নারীদের প্রতিও তদ্রূপ ব্যবহার করুন।

৬। নিজের কাজে নিপুণ হইতে চেষ্টা করুন। নিজের অস্ত্র ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করুন। আপনি যে সেনাদলের, যে গোলন্দাজ-বাহিনীর বা যে বিশেষ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত আছেন, তাহাকে শ্রেষ্ঠ সেনাদলে পরিণত করিতে চেষ্টা করুন। নিজেদের পোষাক ও নিয়মানুবর্তিতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করুন। যোদ্ধা সৈন্যগণের অভ্যাসের উপরই তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে।

৭। যেদেশে আপনারা এখন আছেন, এই দেশ নিজের নিরাপত্তার জন্য আপনাদের উপর নির্ভরশীল। ইহা খুব বড় সম্মানের কথা। যাহাতে এই দেশের এক ইঞ্চি জমিও শত্রুর হাতে না পড়ে, সেজন্য চেষ্টা করুন।

৮। কোন প্রকার গুজব প্রচার বা গ্রহণ করিবেন না। শত্রুর প্রচারকর্ত্তা দ্বারা অশান্তি ও ভীতির বীজ-বপনেরই চেষ্টা পায়। যে কথা নিজে জানেন এবং যাহা প্রকাশ করা সম্পর্কে কোন বাধা নাই, শুধু তাহাই অপরের নিকট বলিবেন। "আমি নিজে

[শেষ কলমের নিম্নে দেখুন]

বাঙলার মহিলাদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

মহামান্যা সম্রাজ্ঞীর উৎসাহ-বাণী

বাঙলাদেশের মহিলাগণের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্পর্কে মহামান্যা সম্রাজ্ঞীর প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট হইতে গত ২১শে জুলাই তারিখে লিখিত একখানা পত্র বাঙলার গভর্ণর-পত্নী মাননীয়া লেডী মেরী হার্বার্টের হস্তগত হইয়াছে। নিম্নে উক্ত পত্রের মর্ম্ম উল্লেখ করা গেল :—

"মহামান্যা সম্রাজ্ঞী আপনাকে একথা জানাইতে আমার প্রতি আদেশ দিয়াছেন যে, বাঙলাদেশের মহিলা যুদ্ধ-তহবিলের সহিত যাঁহারা সংশ্লিষ্ট আছেন, তাঁহারা ইউরোপীয়ান ও ভারতীয় সামরিক হাসপাতালের সাহায্যের জন্য এবং গত তিন মাস যাবৎ বহু সংখ্যক দেশত্যাগী ব্যক্তি ও সেনার (যাহারা এমন অবস্থায় পতিত হইয়াছিল, যাহা পূর্ব্বে ধারণা করা যায় নাই) অভাব মোচনে যে বিপুল চেষ্টার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অবগত হইয়া তিনি (মহামান্যা সম্রাজ্ঞী) অতীব আনন্দিত হইয়াছেন। এই দেশ (ইংলণ্ড) ও ভারত-সাম্রাজ্য যে প্রীতির সূত্রে গ্রথিত, এই সময়ে এরূপ সাহায্য দ্বারা তাহাই প্রমাণিত হইতেছে এবং মহামান্যা সম্রাজ্ঞী, আপনার মধ্যস্থতায়, যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত সকল ব্যক্তিকে উৎসাহ-বাণী প্রেরণ করিতে আমার প্রতি আদেশ দিয়াছেন।"

বৃটীশ সাম্রাজ্যে বেলজিয়ামের আশ্রয়প্রার্থিগণকে সাহায্য করিবার জন্য কলিকাতার বেলজিয়ামের কনসাল-জেনারেলের মধ্যস্থতায় নেপালের মহামান্য মহারাজা বাহাদুর ২,৫০০ দুই হাজার পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছেন।

[২য় কলমের শেষাংশ]

দেখি নাই, কিন্তু আমি একথা শুনিয়াছি"—যদি কেহ এরূপ বলে, তাহা হইলে অজ্ঞাতসারে শত্রুকেই হয়ত সাহায্য করা হইবে। নীরবচিত্তের আদর্শ হউন। আমরা নীরবপ্রিয় জাতির বংশধর বলিয়া পরিচিত। ইহা পুরুষোচিত উত্তম খ্যাতি। আপনারা ইহার উপযুক্ত হউন।

৯। আপনারা এই দেশে অবস্থানকালে এই দেশের ভাষা শিক্ষা করুন এবং এদেশবাসীকে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিতে সাহায্য করুন। আমাদের সকলেরই উদ্দেশ্য শুধু যুদ্ধ জয় করা নয়, বরং শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। যদি আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকিতে পারি, তাহা হইলেই এই উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। যদি আমরা পরস্পরকে সহিষ্ণুতাভাবে বুঝিতে পারি, তাহা হইলেই আমরা ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিব। ভবিষ্যতে সহযোগিতাই হইবে সকল শক্তির আধার। উহার জন্য আমাদের সকলের একই কর্ত্তব্য ও একই শিক্ষার প্রয়োজন।

১০। আমাদের উভয় দেশের মৈত্রী রাজনৈতিক ও সামরিক চুক্তিসম্প্রসূত, উহাকে বাস্তবে পরিণত করিতে হইবে। এই উভয় দেশ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল; কাজেই পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবান হওয়াও আমাদের কর্ত্তব্য। আপনারা যে সমস্ত লোকের মধ্যে বাস করিতেছেন, তাহাদের সকলেই যাহাতে আপনাদের জাতিকে বিশ্বাস ও ভালবাসার উপযুক্ত বলিয়া মনে করিতে পারে, তৎপ্রতি আপনাদের লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

২৪শে আগষ্ট—১৯৪২

জাপানী শাসনের নমুনা

জাপানীরা মিত্রপক্ষের অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রতি সম্প্রতি দুইটি ঘোষণা প্রচার করিয়াছে। এই উভয় ঘোষণা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, জাপানীরা অধীনতা-পাশে আবদ্ধ লোকদের উপর অত্যাচার ও শোষণনীতি প্রয়োগ করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে ঐ সমুদয় লোকের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করা হইয়াছে।

একটি ঘোষণাপত্র জাপানীদের প্রধান সামরিক কেন্দ্র হইতে প্রচার করা হইয়াছে; দ্বিতীয় ঘোষণাটি তাহাদের নৌবিভাগীয় প্রধান কেন্দ্র হইতে প্রচারিত হইয়াছে। এই উভয় ঘোষণায় নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে—

"জাপানী সৈন্যদিগকে দেখিলেই প্রত্যেককে মস্তক অবনত করিতে হইবে।"

সৈন্য বিভাগের ঘোষণায় নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে—

জাপানী কর্ত্তৃপক্ষের লিখিত আদেশ ব্যতীত কোন দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করা চলিবে না।

যে-কোন প্রকার শ্রমের কাজ করিতে আদেশ দিলে নাগরিকগণকে তাহা করিতেই হইবে।

জাপানী সেনাপতির আদেশ ব্যতীত কেহ সমুদ্রে যাতায়াত করিতে পারিবে না।

লিখিত আদেশ ব্যতীত কোন পণ্য দ্রব্য এক স্থান হইতে অন্যত্র নেওয়া চলিবে না।

সন্ধ্যা ৬টা হইতে সকাল ৫টা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ নিষ্প্রদীপ রাখিতে হইবে।

আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ প্রত্যেক বাড়ীতে জাপানী পতাকা উত্তোলন করিতে হইবে।

সকল নাগরিককে জাপানী ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে।

নৌ-বিভাগীয় আদেশে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে—

সরকারী সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিসমূহ আটক করা হইবে।

পণ্য দ্রব্য এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নেওয়া নিষেধ করা হইয়াছে।

কোন সংবাদ শ্রবণ করা অথবা সংবাদ প্রেরণের সময় তাহা যথাপথে শ্রবণের ব্যবস্থা, কোন বিষয় ছাপাইয়া প্রকাশ করা, লিখিত পত্র প্রকাশ করা, লোকের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করা, ছবি তোলা, অন্যান্য অঞ্চলের সহিত খবরা-খবর আদান প্রদানের জন্য রাত্রিকালে বাহির হওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সভা করা চলিবে না।

জাপানীদের প্রচেষ্টা যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে, এরূপভাবে জীবনযাত্রা-প্রণালী নিয়ন্ত্রিত করার জন্য অধিবাসিগণকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

জাপানী কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য জনসাধারণের প্রতিনিধিগণকে প্রতিদিন দুইবার হাজিরা দিবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

এরূপ আদেশও দেওয়া হইয়াছে যে, নৌবিভাগীয় বাহিনীর আদেশ অমান্যের জন্য জনসাধারণের প্রতিনিধিগণকে দায়ী থাকিতে হইবে।

ঐরূপ কোন আদেশ অমান্য করা হইলে প্রতিনিধিগণকে শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে।

জাপানী সামরিক নোটকে আইনসঙ্গত প্রচলিত মুদ্রা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে এবং কেহ উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে দণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে।

২০শে জানুয়ারী তারিখে দ্রব্যাদির যে মূল্য ছিল, সেই দরই স্থায়ীভাবে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মাধ্যমিক শিক্ষা-বিল্

কলিকাতার এক শ্রেণীর সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে অভিযোগ করা হইয়াছে যে, গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিয়াই মাধ্যমিক শিক্ষা-বিল্ চাপা দিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু এই অভিযোগ যে সত্য নহে, নিম্নলিখিত বিবরণ হইতেই তাহা প্রতীয়মান হইবে—

কিছুদিন পূর্ব্বে উক্ত বিল সম্পর্কে আলোচনার জন্য সিলেক্ট কমিটির বৈঠক আরম্ভ হইলে, বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের অনেক বিশিষ্ট সদস্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং ব্যবস্থাপক-সভার একজন সদস্যকে ব্যবস্থা-পরিষদ কর্ত্তৃক নিয়োজিত এই সিলেক্ট কমিটির সভাপতি নিযুক্ত করা সম্পর্কে আপত্তি করেন। এই আপত্তি অগ্রাহ্য করা হয় এবং সিলেক্ট কমিটির কাজ চলিতে থাকে। কিন্তু ব্যবস্থা-পরিষদের উপরোক্ত সদস্য এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা-পরিষদের ডেপুটি স্পীকারের নিকট আবেদন উপস্থিত করেন। ডেপুটি স্পীকার এই বিষয়টি গভর্ণমেণ্টের আইন-সংক্রান্ত পরামর্শদাতার নিকট মতামতের জন্য প্রেরণ করেন এবং উক্ত পরামর্শদাতা ব্যবস্থা-পরিষদের উপরোক্ত সদস্যের আপত্তি বৈধ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। গভর্ণমেণ্ট আইন সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া বিষয়টি পুনরায় আইন-সংক্রান্ত পরামর্শদাতার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন—যাহাতে তিনি উপস্থাপিত সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা করিতে পারেন। যতশীঘ্র সম্ভব এই মাধ্যমিক শিক্ষা-বিল পাশ করাইবার জন্য গভর্ণমেণ্ট বরাবরই উৎসুক ছিলেন। সুতরাং ইচ্ছা করিয়াই এই বিলটি তাঁহারা চাপিয়া রাখিতেছেন, এরূপ অভিযোগ করার চেয়ে অধিকতর অসত্য আর কিছুই হইতে পারে না।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড়

সম্প্রতি বাঙলা গভর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন :—

বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদাদি হইতে জনসাধারণ অবগত হইয়াছেন যে, গভর্ণমেণ্ট দরিদ্র জনসাধারণের সুবিধার জন্য ধুতি, শাড়ী ও সার্টের কাপড় প্রভৃতি কয়েক রকমের ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাপড় আমদানীর ব্যবস্থা করিতেছেন। ইতিমধ্যেই প্রদেশের চাহিদা এবং আমদানীকারীদের নামের তালিকা ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট দাখিল করা হইয়াছে এবং পূজার পূর্ব্বেই যাহাতে এই কাপড় বাজারে পাওয়া যায়, তাহার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ জানান হইয়াছে।

যে সকল আমদানীকারীর নাম ভারত গভর্ণমেণ্টকে জানান হইয়াছে, তাঁহারা নাম দিয়াছিলা তাঁহাদের বরাদ্দ-মত কাপড় সরাসরি মিল হইতে পাইবেন। পরে এই কাপড় পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের মারফৎ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত মূল্যে জনসাধারণ পাইবে। পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের নাম রেজিষ্টারী করার ব্যবস্থাও হইয়াছে এবং জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে রেজিষ্ট্রেশনের জন্য নাম সুপারিশ করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতার পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ী হিসাবে নাম রেজিষ্টারী করার আবেদন মূল্য-নিয়ন্ত্রণের স্পেশাল অফিসার মিঃ এ. ওয়াদুদের (রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা) নিকট করিতে হইবে।

কুইনাইন উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা

আবকারী মন্ত্রীর সিন্‌কোনা আবাদ পরিদর্শন

আবকারী ও বন-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মিঃ টি. এম. বর্ম্মণ বিগত ৩রা আগষ্ট হইতে ৭ই আগষ্ট পর্য্যন্ত দার্জিলিং জেলার সিনকোনা বিভাগের কার্য্য বিশেষভাবে পরিদর্শন করিয়াছেন। তিনি মংপোর কুইনাইনের কারখানা ও মুংপু ও মুংসংশ্লিষ্ট সিনকোনার আবাদ পরিদর্শন করেন।

বর্ত্তমান সঙ্কট সময়ে ভারতবর্ষে কুইনাইন প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা প্রকৃতই বর্দ্ধিত। কারণ যাভাদ্বীপ শত্রু হস্তে পতিত হওয়ার ফলে এই অতি প্রয়োজনীয় ঔষধটির আমদানী একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ভারতে কুইনাইন প্রস্তুতের যে ব্যবস্থা আছে, তাহাতে বাঙলা প্রদেশই এযাবত সব চেয়ে বেশী পরিমাণ কুইনাইন সরবরাহ করিয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থার অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে বাঙলা গভর্ণমেণ্টের কারখানা ও সিন্‌কোনা বাগানে যথাসম্ভব অধিক পরিমাণ কুইনাইন প্রস্তুতের চেষ্টা চলিতেছে। সিন্‌কোনা জন্মাইতে বেশী সময়ের প্রয়োজন হয়; কাজেই অল্প সময়ের মধ্যে খুব বেশী পরিমাণে ইহার উৎপাদন বৃদ্ধি করা কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। যাহা হউক, বর্ত্তমান আকস্মিক সঙ্কট সময়ে প্রয়োজন মিটাইবার জন্য রাশিয়ান পদ্ধতিতে অল্প সময়ে সিন্‌কোনার চাষ করিবার পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা ইতিপূর্ব্বেই আরম্ভ করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যুদ্ধাবস্থায় সিনকোনার যে অভাব দেখা দিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা অদূর ভবিষ্যতে সম্ভব হইবে না। কাজেই গভর্ণমেণ্ট এই প্রদেশে কুইনাইন বিতরণের এরূপ একটি পদ্ধতি অনুসরণ করিতেছেন—যাহার ফলে কুইনাইন ও ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক অন্যান্য ঔষধ (যাহা পাওয়া সম্ভবপর) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য অবশ্যই পাওয়া যাইবে।

যাহাতে ভবিষ্যতে এইরূপ সঙ্কট অবস্থার সৃষ্টি হইতে না পারে, সেজন্য গভর্ণমেণ্ট দীর্ঘকালের পরিকল্পনায় কুইনাইন উৎপাদনের ব্যবস্থাও অবলম্বন করিয়াছেন। তজ্জন্য এই প্রদেশের যেসব অঞ্চলে সিনকোনা জন্মিতে পারে সেই সব স্থানে নূতন বাগান প্রস্তুত করিয়া সিনকোনার আবাদ করা প্রয়োজন হইবে। যাহাতে সিনকোনা উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতিসাধন ও ব্যয়সঙ্কোচ সম্ভব হয়, সেজন্যও গবেষণা চালান হইতেছে।

সিন্‌কোনা বিভাগের সম্মুখে যে বিবিধ প্রকার সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অফিসারগণের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহাদের অসুবিধা সম্পর্কেও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন।

কলিকাতায় গোলযোগ

পুলিশ-কমিশনারের বর্ণনা

কলিকাতার পুলিশ কমিশনার বিগত ১৪ই আগষ্ট তারিখে নিম্নলিখিত প্রেস-নোট প্রচার করিয়াছেন :—

"বিগত ১২ই আগষ্ট তারিখে হ্যারিসন রোডে কতকগুলি গোলমালকারী ট্রামের যাত্রীদিগকে বাধা প্রদান করায় সামান্য গোলমাল হইয়াছিল, ইহা ব্যতীত কলিকাতা অঞ্চলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নাই। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, গোলমালকারিগণের অধিকাংশই কলিকাতার বাহিরের লোক (বড়বাজার অঞ্চলের বাসিন্দা)। শহরের নিরাপত্তা রক্ষা হউক বা না হউক, তাহাতে উহাদের কিছু যায়-আসে না।

"১৩ই আগষ্ট তারিখে ছাত্রেরা গোলমাল করিয়া হ্যারিসন রোডে ট্রামগাড়ীগুলির উপর প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করিতে থাকে। ইহার পর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে তাহারা পুলিশের উপর ইষ্টকাদি নিক্ষেপ করে এবং লাঠি চালনা দ্বারা তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেওয়া হয়। একজন পুলিশ সার্জ্জেণ্ট আঘাত পান এবং নিম্নোক্ত পুর্ণ্যকামী দলেরও চারিজন জখম হয়। অন্যত্র আক্রমণকারীদের স্থানা হইয়াছে।"

বাঙলায় পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

বিভাগীয় 'বুলেটীনে' ব্যাপক কর্ম্ম-পদ্ধতির ইঙ্গিত

পল্লী-সংগঠন বিভাগ হইতে সম্প্রতি যে এক বুলেটিন প্রচার করা হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, যদিও গ্রাম্য পল্লী-সংগঠন সমিতিগুলি বেশী দিন হয় স্থাপিত হয় নাই, তথাপি বর্ত্তমানে প্রকৃতপক্ষে কার্য্যকরী সমিতির সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হইয়াছে এবং এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই যে, দিন দিনই অবস্থার উন্নতি হইতেছে।

উক্ত বুলেটিনে পল্লী-সংস্কার আন্দোলনের গঠনমূলক কার্য্যতালিকার কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, নিম্নোক্ত বিষয়গুলির দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়:—

(১) দেশের অভ্যন্তরে ব্যাপক প্রচারকার্য্য পরিচালনা, (২) সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত ও উত্তমরূপে কাজ চলিতেছে, এইরূপ প্রতিষ্ঠান গঠন; (৩) পল্লী-অঞ্চলের সমস্যাগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা; (৪) সমিতির কেন্দ্রকোয়ার্টার, নিরক্ষর বয়স্কদিগের শিক্ষায়তন এবং পল্লী-ক্লাবের নিমিত্ত গ্রাম্য "হল্" নির্ম্মাণ; (৫) অন্ততঃপক্ষে সমস্ত নিরক্ষর বয়স্ক পুরুষদের শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা; (৬) পল্লী-উন্নয়ন তহবিল প্রতিষ্ঠা—নিয়মিতভাবে মুষ্টি-ভিক্ষা সংগ্রহ এবং ফসলের মৌসুমে ও অন্যান্য উপায়ে দান সংগ্রহ করিয়া এই তহবিল গঠন করিতে হইবে, (৭) কৃষি ও পশ্বাদির উন্নতিবিধান; (৮) সোজা ও প্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মাণ; (৯) বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবার অভ্যাস শিক্ষা দান; (১০) ম্যালেরিয়া নিবারণের ব্যাপক পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা; (১১) অব্যাহতভাবে কচুরীপানার ধ্বংসসাধন; (১২) কুসংস্কার, ব্যয়বহুল সামাজিক প্রথা এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তিগত বিবাদ-বিসম্বাদের বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে অভিযান পরিচালনা; (১৩) সমবায় ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থা; সমবায় প্রথায় পরিচালিত অর্থনীতি, সমবায় প্রথায় কৃষিকর্ম্ম, পশু-পালন এবং সমবায় প্রথায় শিল্প সংগঠন হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সমবায়ের ভিত্তিতে একটা নূতন সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে হইবে।

সর্ব্বশেষে, উক্ত বুলেটিনে বলা হইয়াছে যে, কচুরীপানা আমাদের অপর একটি শক্তিশালী শত্রু। ইহার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত করিয়া তাহাকে নিঃশেষে ধ্বংস করিতে হইবে। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সাধারণতঃ নভেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে কচুরীপানা বীজ ছড়ায়, উক্ত বীজ কাদার মধ্যে কয়েক বৎসর কাল চাপা থাকে, তারপর আবার গজাইয়া উঠে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কেবলমাত্র পরিষ্কার করিলেই কচুরীপানাকে কার্য্যকরীভাবে ধ্বংস করা যাইবে না; বরং ক্রমাগত এদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং নূতনভাবে গজাইবা মাত্র একটি একটি করিয়া গাছ একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলিতে হইবে। এইরূপ ধারাবাহিক কার্য্যপ্রণালী বজায় না থাকার জন্য অতীতের বহু প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

নিম্নলিখিতভাবে সমস্যার সমাধান করিতে হইবে:—

(ক) প্রথমে সমস্যা সম্বন্ধে ব্যাপক তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন; তৎপর কচুরীপানার প্রবেশ ও নির্গমনের পথ এবং সেই সঙ্গে যে সব নীচু যায়গায় উহা জমা হয় ও আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা একটি মানচিত্রে চিহ্নিত করিয়া রাখা দরকার।

(খ) স্থায়ী বা অস্থায়ী খুঁটি দ্বারা আবদ্ধ কিম্বা ভাসমান বেড়া তৈরী করিয়া কচুরীপানার প্রবেশপথ বন্ধ করিয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয়। অনুরূপভাবে—যদি উহা অন্যের জমির ক্ষতি সাধন করিবে বলিয়া মনে হয় তবে—উহার নির্গমনপথও বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এই পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিতে হয়ত বহুবৎসর সময় প্রয়োজন হইবে; কিন্তু উহা করিতেই হইবে।

(গ) এইভাবে একটা পাকাপাকি পরিকল্পনা করিয়া সমস্ত পুষ্করিণী ও বিলের কচুরীপানা কার্য্যকরীভাবে সমূলে ধ্বংস করিতে হইবে। ছোট ছোট পুষ্করিণী-গুলির পানা শুকাইয়া পোড়াইয়া ফেলিয়া এবং বড় বড় বিল ও পুষ্করিণীর কচুরীপানা জলের উপরই স্তূপাকার করিয়া পচাইয়া ফেলার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এরূপ কচুরীপানার স্তূপ বাঁশ দ্বারা ঘিরিয়া রাখা যাইতে পারে কিম্বা একটি বাঁশকে স্তূপের মধ্য দিয়া ঢুকাইয়া মাটিতে প্রবিষ্ট করিয়া রাখাও চলিতে পারে। কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, এরূপ স্তূপের আশে-পাশে যেসব বিচ্ছিন্ন কচুরীপানা থাকিবে, সেগুলিকে স্তূপের উপর চাপাইয়া না দিলে উহা বিনষ্ট হইবে না।

(ঘ) প্রত্যেক পল্লী-সংগঠন সমিতির বিশেষ একদল স্বেচ্ছাসেবক থাকিবে এবং কচুরীপানা ধ্বংস করিবার ভার তাহাদের উপর ন্যস্ত থাকিবে। এই স্বেচ্ছাসেবক-দল উক্ত সমস্যার উপর সমস্ত বৎসর ব্যাপী ক্রমাগত দৃষ্টি রাখিবে, নতুবা সকল প্রচেষ্টা বিফলে যাইবে।

(ঙ) জনসাধারণের আশু ও স্থায়ী আর্থিক উপকার হইবে এরূপ কোন ব্যয়সাপেক্ষ বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে হইলে কচুরীপানা আইনের ১৩(ক) ধারা অনুসারে সরকার অর্থ সাহায্য করিতে পারেন। এই ধারায় ব্যবস্থা রহিয়াছে যে, সম্ভব হইলে সরকার ধার হিসাবে কিছু অগ্রিম অর্থ প্রদান করিবেন। কিন্তু যাঁহারা এরূপ পরিকল্পনা দ্বারা উপকৃত হইবেন, তাঁহাদিগকে একটা নির্দ্দিষ্ট হারে উক্ত অর্থ পরে পরিশোধ করিতে হইবে।

(চ) পুষ্করিণী ও বিলের মালিকগণ যদি এই কার্য্যে সহযোগিতা না করেন, তবে তাহা মহকুমা হাকিমকে জানাইলে আইনের (৭) ধারা অনুসারে উক্ত মালিকদের ব্যয়ে কচুরীপানা পরিষ্কার করার ব্যবস্থা হইবে।

কোন জাতির মধ্যে নব-জীবন আনিতে হইলে প্রথমা-বস্থায় বিরাট প্রচেষ্টা ও স্বার্থত্যাগ প্রয়োজন। এই ধরণের প্রচেষ্টা ও স্বার্থত্যাগ কখনও বিফলে যায় না; পরন্তু উহা দ্বারা জাতির জীবনীশক্তি ও শ্রেষ্ঠত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায়। কোন জাতির লোকেরা যদি কার্য্যের দ্বারা প্রমাণ করিতে না পারে যে, তাহারাও প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টায় অগ্রণী ও স্বার্থত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত নয়, তবে সেই জাতি অপরের নিকট হইতে কিছুতেই শ্রদ্ধা দাবী করিতে পারে না।

জাপানী প্রধান-মন্ত্রী

কোরিয়ান যুবকের গুলীতে আহত

এক সংবাদে জানা গিয়াছে যে, গত জুন মাসে জনৈক কোরিয়ান যুবকের গুলীতে জাপ প্রধান-মন্ত্রী জেনারেল তোজো আহত হন।

চীন-কোরিয়ান সঙ্ঘের এ্যাসিষ্টান্ট প্রতিনিধি মিঃ কিলস্ হান এই সংবাদ ঘোষণা করেন। তিনি বলেন যে, সঙ্ঘের এজেণ্টদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, আততায়ীর নাম পার্ক সুয়ান। সে কোরিয়ান সন্ত্রাসবাদী সমিতি "ইউনডান"এর সদস্য। জাপানী সমর-দপ্তরের বাহিরে ঐ ঘটনা ঘটে। পার্ক সুয়ান দুইবার গুলী ছোঁড়ে; প্রথম গুলী জেনারেল তোজোর বাহুতে লাগে; দ্বিতীয় গুলী ভূতপূর্ব্ব প্রধান-মন্ত্রী মিঃ হিরোতার দেহে লাগে। মিঃ হিরোতাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। গুলী চালনার পরেই যে উত্তেজনা ও হট্টগোলের সৃষ্টি হয়, তাহাতে জাপানী রক্ষীরা নিবাচ্ছ জাপানী সৈনিক বেষ্টনী হইতে ভুলিয়াকে গুলী করিয়া বসে এবং দুইজন জাপানী প্রেস-ফটোগ্রাফারকে গুলীতে এমন আহত করে যে, তাহারা মারা যায়। প্রকাশ, পার্ক সুয়ানও গুলীর আঘাতে আহত হইয়া মারা যায়। মিঃ হান বলেন, "এই দল সন্ত্রাসবাদী দল একণে টোকিও, ইওকোহামা ও ওসাকায় ত্রাস সৃষ্টি করিতেছে।"

নারায়ণগঞ্জের এ-আর-পি ব্যবস্থা

গভর্ণর বাহাদুর কর্ত্তৃক পরিদর্শন

বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বেসামরিক দেশ-রক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মিঃ এন, কে, বসু সমভিব্যাহারে নারায়ণগঞ্জের এ-আর-পি ব্যবস্থা পরিদর্শনের জন্য সম্প্রতি তথায় গমন করিয়াছিলেন। গভর্ণর বাহাদুর সর্ব্বপ্রথম সরকারী ডক পরিদর্শন করেন এবং তৎপর এ-আর-পি নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্রে গমন করেন। তথায় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ও স্থানীয় এ-আর-পি কণ্ট্রোলার মিঃ এস, মহম্মদ উল্লাহ্ আই-সি-এস মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরকে সম্বর্দ্ধনা করেন এবং এ-আর-পি অফিসার ও বিভিন্ন শাখার প্রধান ব্যক্তিগণকে গভর্ণর বাহাদুরের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর তাঁহাকে সমস্ত ব্যবস্থা দেখান হয় এবং তিনি ঐ স্থান পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ৩,৫০১৲ টাকার একটী তোড়া মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের হস্তে প্রদান করেন। এই টাকা বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিলে নারায়ণগঞ্জ মহকুমার পক্ষ হইতে চাঁদা স্বরূপ সম্প্রতি সংগৃহীত হইয়াছে। অতঃপর মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর সংবাদ আদান-প্রদান বাহিনীর কর্ম্মিগণকে পরিদর্শন করেন এবং পরে এ-আর-পি ডিপোতে গমন করেন। তথায় তিনি ওয়ার্ডেনদিগকে, উদ্ধারকারী দলের কর্ম্মিগণকে ও প্রাথমিক শুশ্রূষাকারী দল, এ-আর-পির যাবতীয় যানবাহন, অফিস কামরা ও ব্যারাক পরিদর্শন করেন।

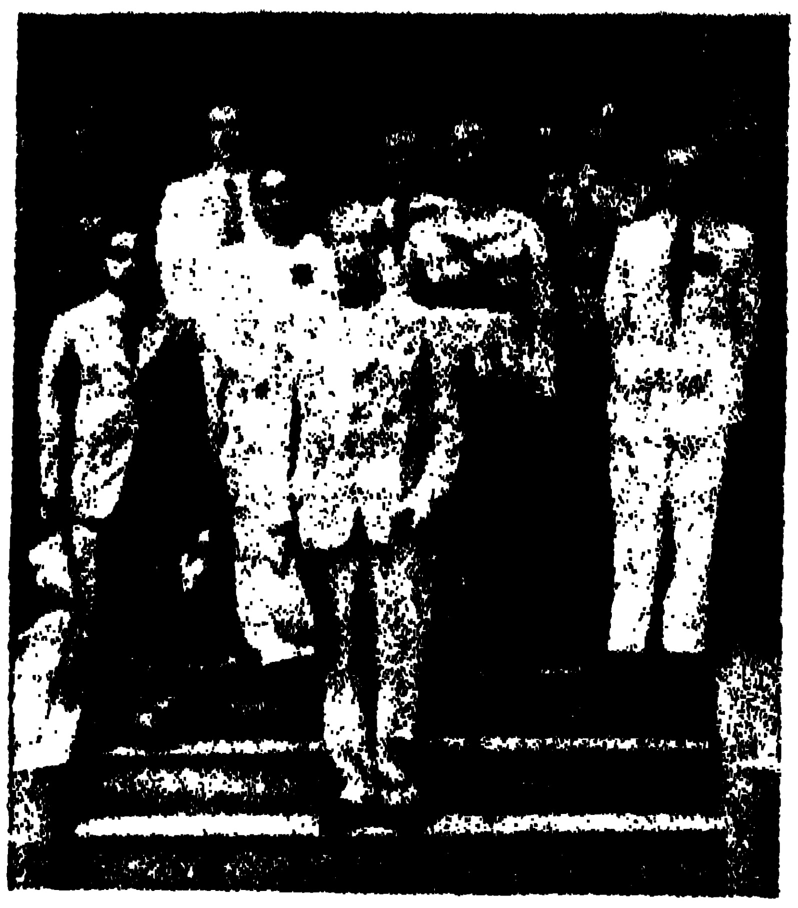

নারায়ণগঞ্জ এ-আর-পি নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্রের সম্মুখে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরকে দেখা যাইতেছে। তাঁহার পশ্চাতে বেসামরিক দেশরক্ষা বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এন, কে, বসু দণ্ডায়মান আছেন। গভর্ণর বাহাদুরের ডান পার্শ্বে ঢাকার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ও বাম-পার্শ্বে নারায়ণগঞ্জের মহকুমা-হাকিমকে দেখা যাইতেছে।

ট্রেইলার পাম্প সাহায্যে অগ্নি-নির্ব্বাপণ, জাহাজের ছাদ হইতে আহত ব্যক্তিগণকে নামান ও তাহাদিগকে এম্বুলেন্স লইয়া যাওয়ার প্রদর্শনীও দেখান হইয়াছিল। পোষ্ট-ওয়ার্ডেনগণকে ও এ-আর-পি কেন্দ্রের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়। সর্ব্বশেষে গভর্ণর বাহাদুর প্রাথমিক চিকিৎসা-কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর নিম্নলিখিত বাণী প্রেরণ করিয়াছেন:—

"আজ প্রাতঃকালে আমি যে এ-আর-পি ব্যবস্থাসমূহ পরিদর্শন করিয়াছি, তাহাতে আমি পরম সন্তোষলাভ করিয়াছি এবং এ-আর-পির সকল শ্রেণীর কর্ম্মিবৃন্দের উৎসাহ ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার জন্য তাহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি। সকল সম্প্রদায়ের লোক এ-আর-পির কাজে যোগদান করিয়াছে এবং একটি কার্য্যকরী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার জন্য সকলে একযোগে কাজ করিতেছে দেখিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। স্থানীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় যেভাবে এই হিতকর কার্য্যে সহযোগিতা করিতেছেন, তাহা দেখিয়া আমি বিশেষভাবে মুগ্ধ হইয়াছি। সমস্ত জাতির কল্যাণার্থ নারায়ণগঞ্জ প্রকৃতই চমৎকার সহযোগিতার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছে।"

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

ককেশাস অঞ্চলে অব্যাহত সংগ্রাম

জার্ম্মাণদের পশ্চাদপসরণ

মস্কো রেডিওতে ১২ই আগষ্ট ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণগণ ভরোনেজ অঞ্চলে আরও পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। সোভিয়েট বাহিনী অগ্রসর হইয়া প্রচুর রণসম্ভার হস্তগত করিয়াছে এবং প্রতিপক্ষের বহু সৈন্য বন্দী করিয়াছে।

বহু জার্ম্মাণ নিহত

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, চেরকাস্ক অঞ্চলে সোভিয়েট সৈন্যদল পিছু হটিয়া নূতন ঘাঁটিতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কোটেলনিকোভোর উত্তর-পূর্ব্ব দিকে জার্ম্মাণগণ কয়েকটি অঞ্চলে আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। রুশ সৈন্যদল কয়েক স্থানে সাফল্যের সহিত আক্রমণ চালায় এবং এক অঞ্চলে শতাধিক জার্ম্মাণ নিহত হয়। ক্রেটস্কায়ার দক্ষিণে জার্ম্মাণ আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছে।

সোভিয়েট ট্যাঙ্কের সাফল্য

মার্শাল টিমোশেঙ্কোর ট্যাঙ্কবাহিনী কোটেলনিকোভো অঞ্চলে সংগ্রামরত জার্ম্মাণদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছে। "রেড ষ্টার" পত্রিকা বলিয়াছে যে, নিহত জার্ম্মাণদের গণিয়া শেষ করা যায় না। পর্ব্বতমালা এবং নিরিকলনার জার্ম্মাণ ও রুমানিয়ান সৈন্যের মৃতদেহে ছড়াইয়া রহিয়াছে।

নভোরোসিস্কের বিপদাশঙ্কা বৃদ্ধি

লণ্ডনের কর্তৃপক্ষ মহল হইতে বলা হইয়াছে যে, ষ্টালিনগ্রাডের সম্মুখের গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রামে সোভিয়েট বাহিনী ভালভাবেই তাহাদের ঘাঁটিসমূহ রক্ষা করিতেছে; কিন্তু রাশিয়ার কৃষ্ণ-সাগরের নৌঘাঁটি নভোরোসিস্কের বিপদাশঙ্কা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ষ্টালিনগ্রাড অঞ্চলে জার্ম্মাণদের প্রবল আক্রমণ সত্ত্বেও সোভিয়েটের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ককেশাস অঞ্চলেও লালফৌজ প্রতিপক্ষকে প্রবলভাবে বাধা দিতেছে।

কাস্পিয়ান সাগরের দিকে জার্ম্মাণ অগ্রগতি

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, রেল লাইন ধরিয়া কাস্পিয়ান সাগরের দিকে জার্ম্মাণ বাহিনী ক্রমাগত অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ককেশাসের অন্তর্গত কিউবানের মধ্যাংশে সোভিয়েট সৈন্যগণ ভীষণভাবে নিজ নিজ ঘাঁটিতে আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম চালাইতেছে।

সোভিয়েট সাবমেরিণের কৃতিত্ব

সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, আমাদের রণতরীসমূহ ফিনল্যাণ্ড উপসাগরে একখানি শত্রু সাবমেরিণ ডুবাইয়া দিয়াছে। বারেন্টস সাগরে মোট ২৮ হাজার টনের তিনখানি শত্রু সৈন্যবাহী জাহাজ নিমজ্জিত হইয়াছে।

জার্ম্মাণ সেনাদল ঘাঁটিচ্যুত

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন—কোটেলনিকোভোর উত্তর-পশ্চিমে এক বিশেষ শক্তিশালী সোভিয়েট কামান বাহিনী রাখা হইয়াছে এবং এই কামানগুলি হইতে এইরূপ প্রচণ্ডতার সহিত গোলাবর্ষণ করা হইতেছে যে, তাহার ফলে জার্ম্মাণরা এখন আর ঝাঁকে ঝাঁকে ট্যাঙ্ক লইয়া আক্রমণ চালাইতেছে না। গত কয়েক দিনে জার্ম্মাণদের গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে। তাহারা এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদাতিক সেনাদলসহ আক্রমণ চালাইতেছে।

ভরোনেজের দক্ষিণে জার্ম্মাণদের পশ্চাদপসরণ

হতাবশিষ্ট যে সমস্ত জার্ম্মাণ সৈন্য পশ্চিম দিকে পলায়নের উদ্দেশ্যে ভরোনেজের দক্ষিণে ডন নদীর পূর্ব্ব তীরে সমবেত হইতেছে, সোভিয়েট সৈন্যগণ তাহাদিগকে ধ্বংস করিতেছে। এই অঞ্চলে রুশগণ জার্ম্মাণ বাহিনীর পিছনে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। তাহাদের ট্যাঙ্ক ও কামানসমূহ যাহাতে রুশদের হস্তগত না হয়, তজ্জন্য জার্ম্মাণগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। রুশ বিমান বাহিনী পশ্চাদপসরণরত জার্ম্মাণ সৈন্যদের উপর অবিরাম আক্রমণ চালাইতেছে। এই রণাঙ্গনের অন্যান্য অংশে জার্ম্মাণদের প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণসমূহ ব্যর্থ হইয়াছে। জার্ম্মাণগণ ডন নদীর উপরস্থ একটি সেতু ধ্বংস করা সত্ত্বেও রুশগণ নিভীকভাবে ডনের পশ্চিম তীরে নূতন নূতন স্থান অধিকার করিতেছে।

জার্ম্মাণ আক্রমণ প্রতিহত

রুশ বিজ্ঞপ্তির ক্রোড়পত্রে ১৫ই আগষ্ট বলা হইয়াছে যে, ক্রেটস্কায়া এলাকায় অনেক মোটরারোহী জার্ম্মাণ সৈন্য যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল। জার্ম্মাণদের আক্রমণ প্রতিহত করা হয়। আট শতাধিক জার্ম্মাণ নিহত হয়। ক্রেটস্কায়ার দক্ষিণে তুমুল যুদ্ধ হয়। এক এলাকায় সাত শত জার্ম্মাণকে ঘিরিয়া ফেলিয়া নির্ম্মূল করা হয়।

ডনের বাঁকে তুমুল যুদ্ধ

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা মস্কো হইতে জানাইতেছেন যে, ষ্টালিনগ্রাডের সম্মুখে ডনের বাঁকে বিরাট সৈন্যদল যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে। ষ্টালিনগ্রাডের দিকে কম বয়েস বিমুখী আক্রমণ রুশ সৈন্যদল কর্তৃক বারবার ব্যাহত হইয়াছে। একজন রুমানিয়ান সৈন্যকে লালফৌজ গুলী চালাইয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া সঙ্গীন আক্রমণে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয়।

কুবানে লালফৌজের পশ্চাদপসরণ

ককেশাসের উত্তর-পশ্চিমাংশে কুবান অঞ্চলে রুশ সৈন্যদল পশ্চাতে হটিতে বাধ্য হইয়াছে। মস্কো হইতে সরকারীভাবে জানান হইয়াছে যে, ক্রাসনোডরের রণক্ষেত্রে মার্শাল টিমোশেঙ্কোর বাহিনী শত্রুর চাপে নূতন লাইনে হটিতে বাধ্য হইয়াছে।

জার্ম্মাণ সৈন্যদল কাঁটাতারের আশ্রয়ে

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ডনের বাঁকের সম্মুখে পশ্চিম পারে রুশ সৈন্য কিছু দূর হটিতে বাধ্য হইয়াছে এবং সেখানে নূতন ব্যূহে আশ্রয় লইয়া পাল্টা আক্রমণ করিতেছে। অন্য একটি অঞ্চলে জার্ম্মাণ সৈন্যদল ট্যাঙ্কসহ আক্রমণ করে। কিন্তু কামান ও মেশিনগানের সাহায্যে তাহা ব্যর্থ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

জার্ম্মাণদের এত সংখ্যক ট্যাঙ্ক ধ্বংস হইয়াছে যে, তাহারা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহারা এখন কাঁটাতারের বেড়া দিয়া পরিখার মধ্যে আশ্রয় লইতেছে।

সোভিয়েট সাবমেরিণের কৃতিত্ব

তিনখানি সোভিয়েট সাবমেরিণ সম্প্রতি নয়খানি জার্ম্মাণ রসদবাহী জাহাজকে ডুবাইয়া বাল্টিক বন্দরে ফিরিয়া আসিয়াছে। এই নয়খানি শত্রু জাহাজের মধ্যে একখানি দশ হাজার টনের, পাঁচখানি মোট ষোল হাজার টনের এবং একখানি ইউবোটও ছিল।

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন]

যখন প্রত্যেকটি ফোঁটাই মূল্যবান, তখন জানা ভালো ...

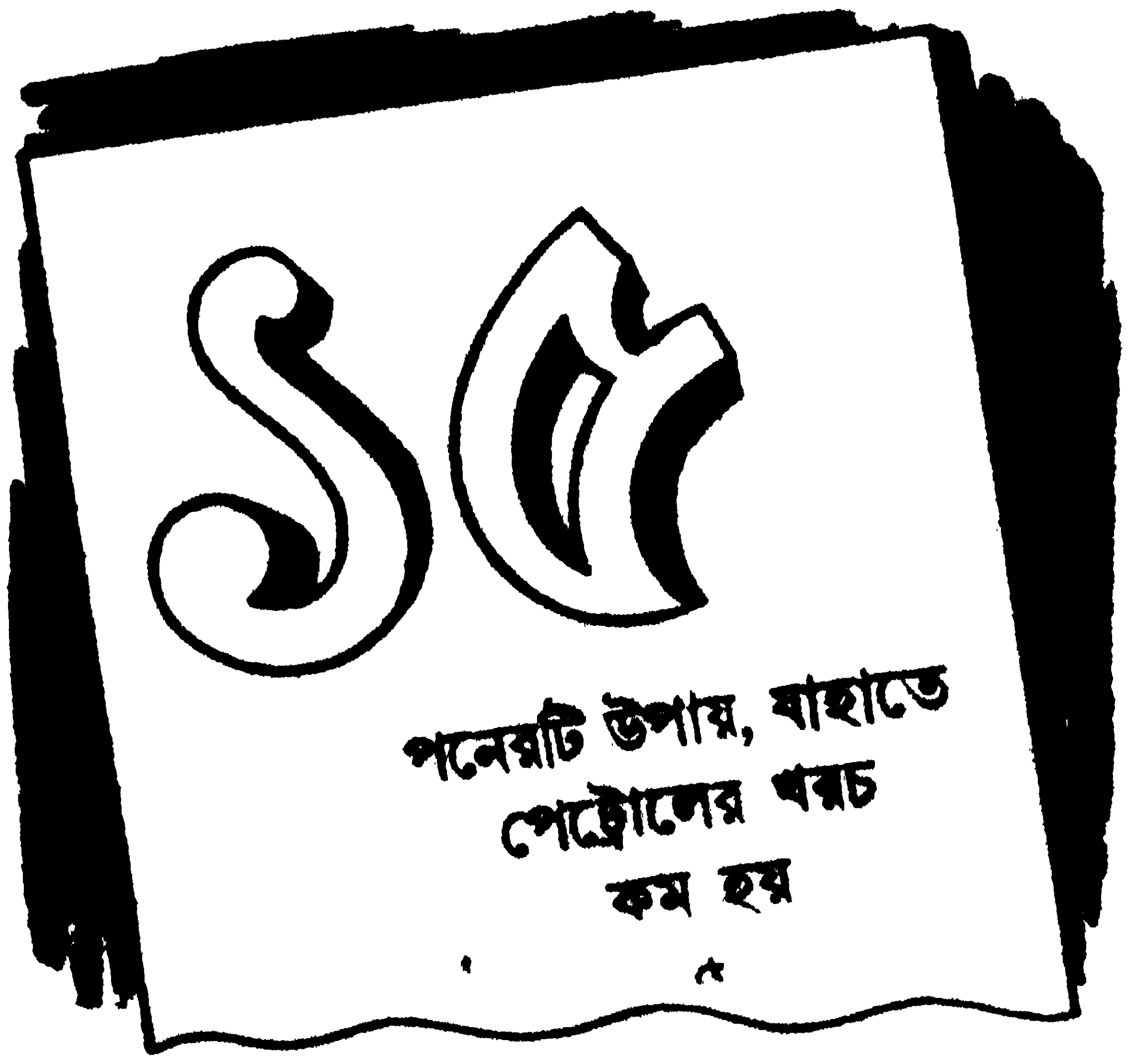

এক বছর আগে আমাদের ছাপা "পনেরটি উপায়, যাহাতে পেট্রোলের খরচ কম হয়" নামে লিফলেটগুলি বহু লোকের উপকারে এসেছিল; আজ সেগুলি আরো বেশি দরকারি হয়ে পড়েছে।

আমাদের অফিসে, হংকং হাউস, কলকাতা এই ঠিকানায় চিঠি লিখলে বিনামূল্যে তা পেতে পারেন।

ইংরাজি, হিন্দি, উর্দু, বাংলা, মারাঠি, গুজরাটি এবং গুরুমুখি ভাষায় পাওয়া যায়।

বার্ম্মা — শেল

পল্লী-উন্নয়ন ও জাতিগঠন প্রচেষ্টা

বিভিন্ন জেলায় গঠনমূলক কার্য্যের অনুষ্ঠান

পটুয়াখালী (বরিশাল)—

বরিশাল জিলার পটুয়াখালী মহকুমায় পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ইন্সপেক্টর ও তাহার সহকর্মিগণের চেষ্টায় ও তত্ত্বাবধানে পটুয়াখালীতে পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ, পল্লী-উন্নয়ন ও খাদ্যশস্যের চাষ বৃদ্ধি, গ্রামরক্ষীবাহিনী গঠন প্রভৃতি কার্য্য বিশেষ সফলতা ও তৎপরতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। খাদ্যশস্য ও তরিতরকারী চাষ বৃদ্ধির জন্য মহকুমার বিভিন্ন স্থানে সভা সমিতি, বিজ্ঞাপন, নানাপ্রকার সঙ্গীত ও পোষ্টার সহযোগে শোভাযাত্রা দ্বারা সাফল্যের সহিত প্রচার-কার্য্য চলিতেছে। ফলে পাটচাষ হ্রাস পাইয়া খাদ্যশস্য ও তরিতরকারীর চাষ বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রচারের ফলে প্রায় প্রতি গ্রামেই গ্রামরক্ষীবাহিনী গঠিত হইয়াছে। আনন্দের বিষয় এই যে, সোনাতলা পল্লী সমিতির অধীনস্থ গ্রামরক্ষীবাহিনী কর্ত্তৃক দুইটী চোর ও একটি গুণ্ডা ধৃত হইয়াছে এবং খালিশখালী সমিতির অধীনস্থ রক্ষীবাহিনী কর্ত্তৃক ৩টী ডাকাত ধৃত হইয়াছে এবং তাহাদিগকে থানায় চালান দেওয়া হইয়াছে।

বর্ত্তমান সনের ১৫ই এপ্রিল পর্য্যন্ত যে সকল জনহিতকর কার্য্য সমাধা হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

(১) সমিতি সংগঠন .. ১৬১ সমিতি।

(২) তহবিল—

বাৎসরিক আয়	.	৪,১৯১॥০
বাৎসরিক খরচ		৩,৮১৯॥০
বর্ত্তমান তহবিল	..	৩৭২৲

(৩) বিভিন্ন কার্য্যের পরিমাণ ও মূল্য—

(ক) রাস্তা তৈয়ার	..	$\frac{১}{৪}$ মাইল	৫১৯॥০
(খ) কচুরিপানা ধ্বংস	..	৪৫ একর	৫০০৲
(গ) জঙ্গল পরিষ্কার	..	১৫ ..	৩০০৲
(ঘ) বাঁধ তৈয়ার	..	১০টী	২,৫০০৲
			৩,৮১৯॥০

(৪) বিশেষ কার্য্যের সংখ্যা:—(ক) পাঠাগার স্থাপন—আমতলী, বরগুণা, দেভুলী ও খাটাখালিয়া গ্রামে ৪টী পাঠাগার স্থাপন করা হইয়াছে।

(খ) খেলার মাঠ প্রস্তুত।—কাউনিয়া গ্রামে ১টী ছেলেদের খেলার মাঠ প্রস্তুত হইয়াছে।

(গ) কৃষি ফার্ম স্থাপন—খলিশাখালী, সোহাগিয়া, লাউকাঠি, কাউনিয়া ও বামনা গ্রামে, ৫টী কৃষিফার্ম স্থাপিত হইয়াছে।

(৫) বয়স্কদের শিক্ষা।—বিভিন্ন স্থানে ১৪১টী নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। ছাত্র সংখ্যা ২,৭৯১ জন।

(৬) সভা-সমিতি।—মহকুমার বিভিন্ন স্থানে সাফল্যের সহিত ৪৭৫টী সভা-সমিতির অনুষ্ঠান করা হইয়াছে।

নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা)—

ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার রূপগঞ্জ থানার অধীন তাজা ইউনিয়নে সম্প্রতি স্থানীয় জুট্ রেগুলেশন ও উন্নয়ন বিভাগের এসিষ্টাণ্ট ইন্স্পেক্টর, প্রপাগাণ্ডা এসিষ্টাণ্ট, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ডাক্তার ও তাজা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী মৌলভী আমীনউদ্দিন আহমদ, এম্, এম্, এফ্, তাজা ইউ, বি, প্রেসিডেণ্ট মৌঃ আবদুল জলিল সরকার, স্থানীয় ডাক্তার প্রফুল্ল কুমার সাহা, এল্ এম, এফ, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও ইউ, বি, মেম্বার বাবু দীনবন্ধু দাস, তাজা উচ্চ ইংরেজী স্কুলের হেড্ মাষ্টার, মাধিচর, কাঞ্চন, তাজা, গ্রামতলী, তাওলা, কেন্দুয়ার, ত্রিবিলা প্রভৃতি প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ ও স্থানীয় পল্লীবাসীদের উদ্যোগে পল্লী-উন্নয়নের বিরাট প্রচেষ্টামূলক এক শোভাযাত্রা ও সভার অনুষ্ঠান হয়। শোভাযাত্রা উক্ত দিবস বেলা ২ ঘটিকার তাজা হাইস্কুল প্রাঙ্গন হইতে নারায়ণগঞ্জ চার্জের জুট রেগুলেশন ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের চীফ্ ইন্স্পেক্টর, ও প্রপাগাণ্ডা অফিসার মহোদয়গণ দ্বারা চালিত হয়। ৩,০০০ সহস্রাধিক লোকসহ এই শোভাযাত্রা তাজা, কেন্দুয়ার, তাওলা, তালতলা, বক্তিয়ারপুর, কাজিরচর প্রভৃতি পল্লীর মধ্য দিয়া পরিভ্রমণ করে।

বেলা ৩ ঘটিকার শোভাযাত্রা উক্ত স্কুল প্রাঙ্গনে ফিরিয়া আসে। এখানে প্রায় ৫,০০০ হাজার লোক সমবেত হইয়া এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান করে। সভাপতি মহোদয় কৃষকদের বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতির উপায়, সমিতি গঠন, নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্য ও যুদ্ধ প্রচেষ্টা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর উক্ত চার্জের প্রপাগাণ্ডা অফিসার ও স্থানীয় হাই স্কুলের হেড্ মাষ্টার মহোদয় সমিতির উদ্দেশ্য, পল্লী-রক্ষিবাহিনী গঠন, অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় এ প্রদেশের গঠনমূলক কার্য্য ও বর্ত্তমানে চাষীদের কর্ত্তব্য ইত্যাদি বিষয়গুলি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন। অতঃপর এসিষ্টাণ্ট ইন্স্পেক্টর মহোদয় খাদ্যশস্য বাড়ান, বাজে ও অকেজো বৃক্ষ নষ্ট করিয়া ফলবান বৃক্ষের সংখ্যা বাড়ান ও যথেষ্ট পরিমাণ তরিতরকারী উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। শোভাযাত্রার পূর্ব্ব দিবস জুট রেগুলেশন ও পল্লী-উন্নয়নের কর্ম্মচারিবৃন্দ মাধিচর ও তাজা গ্রামে আগাছা ও অকেজো বৃক্ষ উৎপাটন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে বহু ফলবান বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা করেন। পল্লীবাসিগণ প্রকৃষ্ট ইহার উপকারিতা সম্যক বুঝিতে পারিয়া আশাতীত সন্তুষ্ট হয়। এই আন্দোলন পল্লীবাসীদের প্রাণে এক নূতন জাগরণের সাড়া ও উদ্দীপনা জাগাইয়া দিয়াছে।

ঝিনাইদহ (যশোহর)—

রঘুনাথপুর গ্রাম যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার মান্দারবাড়িয়া ইউনিয়ন বোর্ডের অন্তর্গত। উক্ত গ্রামে দুটি পল্লী—একটি মুসলমান পল্লী এবং আর একটি হিন্দু পল্লী। হিন্দু পল্লীটি দিন দিন ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া হিন্দু পল্লীর অধিবাসীরা পল্লীর উন্নতি কল্পে "রঘুনাথপুর পল্লী-উন্নয়ন সমিতি" নাম দিয়া একটি সমিতি গঠন করিয়াছে। সমিতি উপযুক্ত কর্ম্মী দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। জঙ্গল কাটান হইয়াছে, রাস্তার সংস্কার কার্য্য, নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ, পল্লীর দুটী কচুরীপানা-পূর্ণ পুকুর পরিষ্কার করা হইয়াছে এবং একটি পুকুরে সমিতির আর্থিক আয়ের জন্য মৎস্যের চাষ করা হইতেছে। রাত্রে পাহারা দিবার জন্য একটি পল্লীরক্ষী দল গঠিত হইয়াছে এবং পতিত জমিতে ফসল উৎপাদনের জন্যও চেষ্টা চলিতেছে। স্থানীয় স্যানিটারী ইন্স্পেক্টর একদিন এই সমিতি পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

পল্লীর রক্ষীদল সমিতির পুকুরে একটি চোর ধরিয়াছে। সে জাল দিয়া মাছ ধরিতেছিল।

চাঁদপুর (ত্রিপুরা)—

ত্রিপুরা জিলার চাঁদপুর মহকুমার অন্তর্গত হাজিগঞ্জ থানার অধীন বৈশাইদ পল্লী-সংস্কার সমবায় সমিতি লিমিটেড বিগত ১৯৩৭ ইং সন হইতে নানা প্রকার জনহিতকর কার্য্য করিয়া আসিতেছে। এবৎসরও সমিতি স্থানীয় চাঁদা এবং স্বেচ্ছাকৃত শ্রম দ্বারা নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি সম্পাদন করিয়াছে:—

(১) বৈশাইদগ্রাম হইতে রামপুর বাজার পর্য্যন্ত পৌণে এক মাইল দীর্ঘ, ১০ ফুট প্রস্থ ও ৫ ফুট উচ্চ একটী নূতন রাস্তা স্বেচ্ছাকৃত শ্রম ও স্থানীয় চাঁদা দ্বারা নির্ম্মাণ।

(২) উক্ত রাস্তার মাথায় রামপুর বাজারের পূর্ব্ব পার্শ্বস্থিত খালের উপর একটী কাঠের সেতু নির্ম্মাণ।

(৩) সমিতি কর্ত্তৃক বিভিন্ন কয়েকখানা পুরাতন রাস্তা মেরামত।

(৪) বৈশাইদগ্রাম হইতে মুন্সিরগ্রাম পর্য্যন্ত একটি পুরাতন খালের কতক অংশ সংস্কার। সমিতির উদ্যোগে সমিতির পরিচালিত বৈশাইদ প্রাইমারী স্কুল গৃহে হাজিগঞ্জ সার্কেলের বর্ত্তমান সার্কেল অফিসার বাবু সন্তোষ ব্যানার্জি এম, এস-সি, বি, এল, মহোদয়ের সভাপতিত্বে বর্ত্তমান যুদ্ধে দেশবাসীর কর্ত্তব্য এবং গভর্ণমেণ্টকে নানা প্রকারে সাহায্য করার জন্য এক বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। উক্ত সভায় হাজিগঞ্জ থানার জুট রেগুলেশন এবং পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের সহকারী ইন্স্পেক্টার বাবু বিজেন্দ্র নাথ দত্ত চৌধুরী, বি, এল, মহোদয়সহ নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে অনুমান ৫।৭ শত লোকের সমাগম হইয়াছিল।

গাইবান্ধা (রংপুর)—

গাইবান্ধা চার্জের অন্তর্গত ৪নং সার্কেলের পাট-নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়নের এসিষ্টাণ্ট ইন্স্পেক্টার ও তাঁহার ক্যাম্প এসিষ্টাণ্টের চেষ্টায় লাবুরপুর গ্রামে পল্লী-উন্নয়নের কাজ বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। গত ১ মাসের মধ্যে লাবুরপুর সমিতি ১টী লাইব্রেরী ও ক্লাব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে এবং একটী ফুটবল এসোসিয়েশন খোলা হইয়াছে। উক্ত এসোসিয়েশনের মেম্বরগণ ও পল্লীবাসিগণ সমবেতভাবে জঙ্গল পরিষ্কার ও গাছপালা ধ্বংস করিয়া একটী সুন্দর খেলার মাঠ প্রস্তুত করেন। স্থানীয় জমিদার বাবু মহেশ চন্দ্র চৌধুরী এই ফুটবলের মাঠের জন্য ৩ বিঘা পরিমাণ জমি দান করেন ও লাইব্রেরী ও ক্লাবের জন্য ১২ হাত দৈর্ঘ্য ও ৮ হাত প্রস্থ ১টি ঘর দান করেন।

সমিতির সহকারী সভাপতি বাবু মাধব লাল চাকী সমিতির প্রত্যেক কাজে সঙ্গে থাকিয়া সাহায্য করিতেছেন। তাঁহার বাড়িতে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় খোলা হইয়াছে।

মুন্সীগঞ্জ (ঢাকা)—

মুন্সীগঞ্জ মহকুমার বিভিন্ন স্থানে পল্লী-উন্নয়ন ও গঠনমূলক কার্য্যের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। স্থানীয় জুট রেগুলেশন ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের কর্ম্মচারিবৃন্দের আন্তরিক চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে একমাত্র মুন্সীগঞ্জ থানারই বিভিন্ন গ্রামে প্রায় চল্লিশটি পল্লী-মঙ্গল সমিতি এবং কয়েকটী নৈশবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া গঠনমূলক কার্য্য ইতিমধ্যেই অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।

গত ১১শে জুলাই মুন্সীগঞ্জ সার্কেলের অন্তর্গত রেকাবীবাজার ইউনিয়নের জনসাধারণকে নিয়া জুট রেগুলেশন বিভাগের মুন্সীগঞ্জ চার্জের চিফ্ ইন্স্পেক্টর, সদর সার্কেলের এসিষ্টাণ্ট ইন্স্পেক্টর এবং প্রোপাগাণ্ডা এসিষ্টাণ্টএর উদ্যোগে খাদ্যশস্য উৎপাদন, পুররক্ষীবাহিনী গঠন, পল্লীসমিতির প্রতিষ্ঠা এবং স্বেচ্ছায় কচুরীপানা পরিষ্কার প্রভৃতি কার্য্যে জনগণের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করা হয়। সহস্রাধিক লোক বিভিন্ন ধ্বনি করিতে করিতে প্রায় তিন মাইল পথ পরিভ্রমণ করিয়া দিঘীরপাড় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এক বিরাট সভায় সমবেত হয়। দিঘীরপাড় উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু মধুসূদন বসু, এম-এ, বি-টি, মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সভায় বিভাগীয় কর্ম্মচারিবৃন্দের পক্ষ হইতে যথাক্রমে মৌলভী মহম্মদ ইউনুস আলী (প্রোপাগাণ্ডা এসিষ্টাণ্ট), মৌলভী আসাদউদ্দীন আহমদ (এসিষ্টাণ্ট ইন্স্পেক্টর) এবং মিষ্টার খান্ বাহাদুর মহম্মদ মাহমুদুল হক্, বি, এ, (চিফ ইন্স্পেক্টর) ও জনসাধারণের পক্ষ হইতে ডাঃ মুহম্মদ মুর্শিদ (সেক্রেটারী খাদেমুল ইসলাম সমিতি), ডাঃ নূর হুসেন (হেড মাষ্টার, রেকাবী বাজার জুনিয়র মাদ্রাসা), বাবু মনোমোহন দাস প্রভৃতি বক্তাগণ বর্ত্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে সমাজ জীবনের ও পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যা এবং দেশবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। তৎপর সভাপতি মহাশয় সকলকে পল্লী-উন্নয়ন ও সংস্কার, দেশরক্ষীবাহিনী গঠন, খাদ্যশস্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয় প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দেন। সভায় দেড় হাজারেরও অধিক লোক সমবেত হইয়াছিল।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৪র্থ পৃষ্ঠার জের]

জার্ম্মাণ চেষ্টা ব্যর্থ

মস্কোর ১৫ই আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, সৈন্যসামন্ত এবং অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষতির কথা গ্রাহ্য না করিয়াও জার্ম্মাণেরা আজ ১৪ দিন যাবৎ কটেলনিকভোর রুশ ব্যূহ বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু কোনই সফলতা লাভ হয় নাই। রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা বলেন, দিন দিন যাবৎ উহারা ডন নদীর বাঁকে পৌঁছিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু উহা ব্যর্থ হইয়াছে। ষ্টালিনগ্রাদের দিকে যাইবার যে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ পথ সালস্কোক আটকাইয়া রাখিয়াছে তাহার উপরই সামরিক দিক হইতে চরম ফলাফল নির্ভর করিতেছে। অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর সন্দেহ নাই; কিন্তু জার্ম্মাণদিগকে যে এতদিন আটকাইয়া রাখা গিয়াছে, তাহাই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

সোভিয়েটের প্রচণ্ড আঘাত

সমর-সমালোচক এলানিই ১৬ই আগষ্ট বলিতেছেন, সালস্কোক বর্ত্তমানে রুশ রণাঙ্গনের বিভিন্ন এলাকায় ঘোরতর সংগ্রামে ব্যাপৃত আছে। ভিয়াজমার পূর্ব্বে, রজেভএর নিকট, ইলমেন হ্রদের দক্ষিণ-পূর্ব্বে এবং ভলকভ এলাকায় রাশিয়ানরা প্রচণ্ড আঘাত হানিতেছে বলিয়া জার্ম্মাণদের বর্ণনায় জানা যায়।

মস্কো রেডিওতে ১৬ই আগষ্ট ঘোষিত হইয়াছে যে, জার্ম্মাণরা তাহাদের সৈন্যদিগকে পুনরায় সংঘবদ্ধ করিয়া কোটেলনিকোভোর উত্তর-পূর্ব্বে আক্রমণ সুরু করিয়াছে। ট্যাঙ্ক ও বিমানপুষ্ট জার্ম্মাণ পদাতিক বাহিনী বেপরোয়া হইয়া উত্তর-পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে। জার্ম্মাণরা রণক্ষেত্রে দলে দলে নূতন সৈন্য প্রেরণ করিতেছে। সোভিয়েট বাহিনী দৃঢ়তা সহকারে তাহাদের ঘাঁটি রক্ষা করিতেছে এবং কোন কোন এলাকায় পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া প্রতিপক্ষের গুরুতর ক্ষতি করিতেছে।

রুশীয়ানদের মাইকপ ত্যাগ

মস্কোর ১৭ই আগষ্টের ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট সৈন্যরা মাইকোপ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, "মাইকোপ তৈলখনির সমস্ত যন্ত্রপাতি ও সমস্ত মজুত তৈল যথাসময়ে সরাইয়া দেওয়া হয় এবং তৈলকূপগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়। জার্ম্মাণ ফ্যাসিষ্ট সৈন্যরা মাইকোপ দখলের ফলে সোভিয়েট তৈল হস্তগত করিয়া লাভবান হইবে বলিয়া ভরসা করিয়াছিল; কিন্তু সোভিয়েট তৈল তাহারা পাইবে না।"

ককেশাসে ঘোরতর সংগ্রাম

ককেশাসের মিনারালনীভোদী এলাকায় ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে। মাইকোপের তৈল-সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইয়া জার্ম্মাণরা মিনারালনীভোদী হইতে ১৪০ মাইল দূরবর্ত্তী গ্রোজনী তৈলখনি এলাকায় পৌঁছিবার জন্য বিরাট ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জিত পদাতিক বাহিনী রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছে। কুবান প্রদেশের ক্রাসনোডার এলাকায় বিপুল জার্ম্মাণ যন্ত্রসজ্জিত পদাতিক বাহিনী যুদ্ধে রত হইয়াছে। এই স্থানে প্রতিপক্ষ কৃষ্ণসাগর তীরবর্ত্তী নভরোসিস্ক বন্দর অধিকারের চেষ্টায় যুদ্ধ সুরু করিয়াছে। মস্কোর ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, ক্রাসনোডার এলাকায় জার্ম্মাণ আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছে।

বিরাট ট্যাঙ্ক আক্রমণ

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা বলিতেছেন, ডন বাঁক হইতে প্রাপ্ত সর্ব্বশেষ সংবাদে জানা যায় যে, নদীর দক্ষিণ তীর এবং ৪০ মাইল পূর্ব্বদিকবর্ত্তী নিম্নপ্রধান শহর ষ্টালিনগ্রাদ দখল করার জন্য জার্ম্মাণরা ক্লেৎস্কায়া এলাকায় নূতন করিয়া প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করিয়াছে। ২৫০ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকবর্ত্তী ভরোনেজ এলাকায় জার্ম্মাণরা দ্বিগুণতর উৎসাহে আক্রমণ চালাইয়াছে। এক বিরাট ট্যাঙ্ক যুদ্ধে জার্ম্মাণরা কতক সাফল্য লাভ করে, কিন্তু পরে অবস্থা সোভিয়েট বাহিনীর আয়ত্তে আসে।

সুদূর-প্রাচ্যের রণাঙ্গন

জাপানীদের রসদ ও সৈন্য প্রেরণে ব্যাঘাত

১৬ই আগষ্ট তারিখে প্রচারিত এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, চীনা গোলন্দাজ বাহিনীর গোলা বর্ষণের ফলে সাওচাং ও নিং চেয়াংয়ের জাপ সৈন্য ও রসদবাহী নৌ চলাচলে ব্যাঘাতের সৃষ্টি হয়। পূর্ব্ব চেকিয়াং প্রদেশে জাপবাহিনী দুই দলে বিভক্ত হইয়া পশ্চিমদিকে অভিযান সুরু করে। তন্মধ্যে একটি দলের আক্রমণ প্রতিহত হয় এবং জাপবাহিনীর অপর দল সুচা-এর দক্ষিণ-পূর্ব্বস্থিত পার্ব্বত্য অঞ্চলে প্রবল বাধা পাইতেছে।

জাপানীদের পরাজয়

১৬ই আগষ্ট চীনা সৈন্য ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, টুংসিয়াং লিনচোয়ানের অনুমান দশ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। জাপানীরা টুংসিয়াং হইতে লিনচোয়ান অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। ওখানের নিকট যুদ্ধ চলিতেছে। নানচাং হইতে জাপানীরা লিনচোয়ানের উত্তর-পশ্চিমে ফু নদীর পশ্চিম তীরে ইয়াব পর্ব্বতের নিকট চীনা ঘাঁটিসমূহের উপর আক্রমণ চালাইতেছে। পূর্ব্ব চেকিয়াং প্রদেশে ওয়েনচাও বন্দরের ১৪ মাইল পশ্চিমে সিংকিয়েন-এ জাপানীরা পরাজিত হইয়াছে এবং ফু নদীর তীর দিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে ওয়েনচাও অভিমুখে পশ্চাদপসরণ করিতেছে এবং চীনারা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে।

সলোমনদ্বীপে আমেরিকানদের সাফল্য

নিউ ইয়র্কের এক সংবাদে ১৭ই আগষ্ট বলা হইয়াছে যে, আমেরিকান সৈন্যেরা সলোমন দ্বীপে ৫,০০০ বর্গ মাইল স্থান দখল করিয়াছে বলিয়া যদিও ওয়াশিংটনে বেসরকারী সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তথাপি যত শীঘ্র সলোমনের যুদ্ধ শেষ হইবে বলিয়া লোকে আশা করিতেছে তাহার বেশী সময় লাগিবে। যুদ্ধ কিছুকাল এক দ্বীপ ও অন্য দ্বীপের মধ্যে সমানে সমানে চলিতে থাকিবে,—ইহাই ঐ অঞ্চল সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল লোকদের ধারণা।

মার্কিণ সৈন্যেরা সলোমন যুদ্ধে ধীরে ধীরে জাপানীগণকে হটাইয়া দিতেছে। মিত্রপক্ষের আক্রমণ আট দিন হইল চলিতেছে। যদিও ওয়াশিংটনে সরকারী সমর্থন পাওয়া যাইতেছে না, তথাপি মনে হয়, কয়েকটি দ্বীপ বোধ হয় ইতিমধ্যে মিত্রপক্ষ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ অধিকৃত হইয়াছে। তুলাগি পোতাশ্রয়কে জাপানীরা এক শক্তিশালী নৌ-ঘাঁটিতে পরিণত করিতেছিল, ঐ পোতাশ্রয়ের অন্ততঃ তিনটি স্থানে মার্কিণ সৈন্যেরা অবতরণ করে। জাপানীরা যদি সমস্ত দ্বীপে থাকিয়াও থাকে, তাহা হইলেও তাহাদিগকে ধীরে ধীরে গভীর জঙ্গলের মধ্যে হটাইয়া দেওয়া হইতেছে।

জাপানীরা নূতন সৈন্য প্রেরণের যে চেষ্টা করিতেছে, তাহার উপর জেনারেল ম্যাকআর্থারের বিমান নজর রাখিতেছে; দুই দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বার মিত্রপক্ষের বোমারু বিমান নিউ-বৃটেনের নিকট এক জাপানী কনভয়ের উপর আক্রমণ করে।

সরকারীভাবে বলা হইয়াছে যে, তিমরে শত্রু সৈন্যেরা সাফল্যভাবে প্রতিরোধ করিতেছে। গত কয়েক দিনে কোকোদার শত্রু তাহার সৈন্যসংখ্যা কিছু বৃদ্ধি করিয়াছে। সেখানে মাঝে মাঝে সংঘর্ষ চলিতেছে।

তিনখানি ইটালীয় ক্রুজারের ক্ষতি

১২ই আগষ্ট যুক্তরাষ্ট্রের ভারী বোমাবর্ষী বিমানসমূহ গ্রীসের নাভারিণো পোতাশ্রয়ের উপর আক্রমণ চালায়। পোতাশ্রয়ে ৪ খানি ক্রুজার পাশাপাশি ছিল। বিমানচালকগণ দাবী করিয়াছে যে, তাহারা তিনখানি ইটালীয় ক্রুজার ঘায়েল করিতে সক্ষম হইয়াছে।

প্রথম ক্রুজারটিতে সরাসরি দুইটি বোমা পড়ে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ক্রুজারের উপরও সম্ভবতঃ সরাসরি বোমার আঘাত লাগে।

মস্কোতে মিঃ চার্চিল

মঃ ষ্টালিনের সহিত আলোচনা

মস্কোর এক সংবাদে প্রকাশ, গত ১২ই আগষ্ট হইতে শুরু করিয়া ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত এই চারদিন তথায় বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী মিঃ চার্চিল ও মঃ ষ্টালিনের মধ্যে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। মিঃ হ্যারিম্যান, স্যার এলান্ ব্রুক, জেনারেল স্যার আর্চিবল্ড ওয়াভেল এবং স্যার আলেকজাণ্ডার ক্যাডোগান আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন। মঃ মলোটোভ এবং মার্শাল ভরোশিলভও সোভিয়েটের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

মিঃ চার্চিল ও মঃ ষ্টালিনের সাক্ষাৎকারের কথা ঘোষণা করিয়া এক সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, এই সময় হিটলার-প্রভাবিত জার্ম্মাণী ও উহার সমর্থক অন্যান্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা সম্পর্কে কতকগুলি সিদ্ধান্ত করা হয়। এই যুদ্ধ মুক্তির ন্যায়যুদ্ধ এবং হিটলারবাদ ও অনুরূপ স্বৈরাচার সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত উভয় গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বশক্তি ও উদ্যম নিয়োগ করিয়া এই যুদ্ধ পরিচালনা করিতে দৃঢ়পরিকর হইয়াছেন। আন্তরিকতাপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে আলোচনা চলে এবং এই সময় বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের বন্ধুতা ও মৈত্রীর যোগসূত্র দৃঢ়তর হইবার সুযোগ উপস্থিত হয়।

খাদ্য-শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির আন্দোলন

"ক্যানাল" হইতে বিনাশুল্কে জল সরবরাহের ব্যবস্থা

অধিকতর খাদ্য-শস্য উৎপাদন আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে রবি-শস্যের উৎপাদন যথাসম্ভব বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করেন। অতীত অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, বহু স্থানে—এমন কি যে-সব অঞ্চলে খাল খনন করিয়া জমিতে জল-সেচনের ব্যবস্থা হইয়াছে, এমন স্থানে পর্য্যন্ত—যথাসময়ে জল সঞ্চয় করিয়া রাখার উপযুক্ত চেষ্টা না হওয়ায় রবি-শস্যের জন্য প্রয়োজনীয় সময়ে জলের একান্ত অভাব হয়। এই সকল অঞ্চলে বিস্তর পুকুর রহিয়াছে, কিন্তু উহাদের অনেকগুলিই হাজিয়া মজিয়া গিয়াছে। পুকুরের মালিকেরা যদি এই সব পুকুরের পঙ্কোদ্ধার করে, তবে বর্ষা ঋতুর শেষভাগে এইগুলি খালের জল দ্বারা ভর্ত্তি করিয়া রাখা যাইতে পারে। খালের মধ্যে যখন জল থাকিবে না, তখন এই সব পুকুরের সঞ্চিত জল চাষের জন্য ব্যবহার করা যাইবে। এইরূপ ব্যবস্থায় রবি-শস্যের বর্ত্তমান আবাদী জমিতে জল-সেচন করা সহজসাধ্য হইবে; অধিকন্তু আবাদ আরো বৃদ্ধি করাও চলিবে। এইরূপভাবে সেচকার্য্যের জন্য জল সঞ্চয় করিবার চেষ্টায় উৎসাহ দিবার উদ্দেশ্যে সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যে-সব পুকুর হইতে নূতনভাবে পঙ্কোদ্ধার করা হইবে, সেগুলিতে জল ভর্ত্তি করিবার জন্য সরকারী ক্যানালসমূহ হইতে বিনাব্যয়ে জল লইতে দেওয়া হইবে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে সুযোগমত জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিনন, ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেন্টস্,
বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (ইংলণ্ডে রেজিষ্টার্ড)।

এসো মিতালি পাতাই . . .

যতদিন না তোমাদের ঘর দখল করি!”

জাপানীদের ‘বন্ধুত্ব’ পাতানো হাল এক নতুন রকমের লড়াইয়ের কায়দা। ভুলেও বিশ্বাস করবেন না যে জাপানীরা এদেশে আসছে আমাদের মঙ্গলের জন্য। তাদের এই নতুন ফন্দিটা আমাদের জেনে রেখে সাবধান থাকতে হবে। রেডিয়োতে তাদের মিষ্টি কথা, নানারকমের আশ্বাসের বুলি, গুপ্তচরদিয়ে আমাদের মধ্যে নানা আজগুবি গুজব ছড়ান—এ’ সবই একটি উদ্দেশ্যে করা: যাতে আমরা তাদের কথায় ভুলে নিজেদের ক্ষতি করে, জাপানী সৈন্যদের ঘরে ডেকে আনি, এবং তাদের লুটের সুবিধা করে দিই।

কিন্তু এদেশে জাপানী সৈন্যদের কেউ স্বাগত করবেনা, এইখানে তাদের কবর হবে। কামান, বিমান, অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আমাদের সৈন্যেরা তাদের অপেক্ষায় প্রস্তুত হ’য়ে বসে আছে। এমনকি আমাদের গ্রামবাসীরাও নিজেদের মাথা খেলিয়ে জাপানীদের নাকেতাল করবে। এই প্রচেষ্টায় যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়েও সাহায্য করা যায়, আপনি কি তা’ করতে প্রস্তুত আছেন? আমরা ৩৮ কোটি মানুষ, যদি একত্র যুদ্ধ করি, কাজ করি এবং নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা এই প্রচেষ্টায় লাগাই, তাহলে কারো সাধ্য নেই আমাদের হারিয়ে আমাদের দেশ কেড়ে নেবার। আজই কাজে লাগুন।

চীনের কথা মনে রাখবেন।

“মুক্তিদাতার” নামে জাপানীরা চীনে কী অত্যাচার করেছে! চীনারা এটা বুঝেছে যে নিজেদের মা-বোনকে বাঁচাতে হলে জাপানীদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করা চলে না। জাপানী “বন্ধুত্বে”র একমাত্র জবাব দিতে হবে যুদ্ধ করে। পাঁচ বছর লড়াই করে তারা সেই জবাব দিয়েছে। চীনের বাহিনীরা দেশের মা-বোনেদের রক্ষা করছে, আর তাদের সাহস অদম্য, এবং চীনে এক নবদিনের সূচনা হয়েছে।

জাপানীদের বিরুদ্ধে
জাতীয় যুদ্ধ প্রচেষ্টা গড়ে তুলুন

T. 3740.

বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বিরাট দান

বিগত ১২ই আগষ্ট তারিখে বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের এজেণ্ট ও জেনারেল ম্যানেজার মিঃ এ, ডানকান্ সি-আই-ই, মহোদয়ের নিকট নিম্নোক্ত মর্ম্মের এক চিঠি প্রেরণ করিয়াছেন:—

“ইষ্ট-ইণ্ডিয়া হতে ইতিপূর্ব্বে দুইলক্ষ টাকারও বেশী চাঁদা দেওয়ার পরও সম্প্রতি আবার বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ের অফিসারগণ ও কর্মচারীবর্গ আরো ১০,০০০ টাকা চাঁদা দিয়াছেন জানিতে পারিয়া আমি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। এই সুদেশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় অব্যাহতভাবে এরূপ সাহায্য প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবেন।”

বিমান-আক্রমণের আশ্রয়স্থল

কলিকাতায় বাড়ীর মালিকদের উদারতা

জন-হিতৈষী ব্যক্তিগণের নিকট কয়েক মাস পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট আবেদন করিয়াছিলেন যে, শত্রু কর্ত্তৃক বিমান আক্রমণ হইলে আশ্রয়স্থল স্বরূপে ব্যবহারের জন্য যেন তাঁহারা তাঁহাদের বাড়ী বা বাড়ীর অংশ বিশেষ গভর্ণমেণ্টের হাতে ছাড়িয়া দেন।

গভর্ণমেণ্ট কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছেন যে, এই আবেদনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতার প্রায় ৭৫০ খানি বাড়ী এই কাজের জন্য ছাড়িয়া দেওয়ার প্রস্তাব পাওয়া গিয়াছে এবং গভর্ণমেণ্ট উহা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। এই জনহিতকর কার্য্যের জন্য আরও বাড়ী ছাড়িয়া দেওয়ার প্রস্তাব অচিরেই পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ময়মনসিংহের পল্লীতে উন্নয়ন-প্রচেষ্টা

জন-সভার অনুষ্ঠান

কিশোরগঞ্জ মহকুমার করিমগঞ্জ সার্কেলের অন্তর্ভুক্ত জয়কা ইউনিয়নের জয়কা পল্লী-উন্নয়ন সমিতির কার্য্য বিশেষ সন্তোষজনকভাবে পরিচালিত হইতেছে।

বিগত ১৮ই জুলাই তারিখে এই স্থানে এক বিরাট পল্লী-উন্নয়ন সভার অধিবেশন হয়। সভায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল।

জুট রেগুলেশন বিভাগের চীফ ইন্স্পেক্টার মৌলভী আবদুল কুদ্দুস, বি-এল, সাহেব উক্ত সভায় দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থা এবং পল্লীবাসীর কর্ত্তব্য ও পল্লী-উন্নয়ন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অল্প দিনেই এখানে অনেক কচুরীপানাপূর্ণ পুকুর-বিল, ডোবা, জঙ্গল পরিষ্কার, রাস্তা নির্ম্মাণ এবং স্থানে স্থানে রজনী-বিদ্যালয় গঠিত হইয়াছে।

বঙ্গীয় যুদ্ধ-তহবিল এবং ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কণ্ড

৩০শে জুলাই পর্য্যন্ত সংগৃহীত অর্থের হিসাব

জেলা।	বঙ্গীয় যুদ্ধ-তহবিল। টাকা।	ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কণ্ড। টাকা।	মোট। টাকা।
১। প্রেসিডেন্সী বিভাগ—			
(১) ২৪-পরগণা	১,১২,১৮২	১,২২,৯৮৩	২,৩৫,৪৮৫
(২) যশোহর	৮৭,১২১	৬৮৩	৮৭,৮০৪
(৩) খুলনা	৬৭,৪৬১	৯৭৬	৬৮,৪৩৭
(৪) মুর্শিদাবাদ	৯৬,৬৬৮	২,০৭৮	৯৮,৭৪৬
(৫) নদীয়া	৯৪,৬১৮	১,৪০৫	৯৬,০২৩
মোট	৪,৫৮,২১০	১,২৯,২৮৫	৫,৮৭,৪৯৫
২। বর্দ্ধমান বিভাগ—			
(৬) বাঁকুড়া	৩৪,৪৯০	৪৫	৩৪,৫৩৫
(৭) বীরভূম	৭১,৬১৯	১৪৩	৭১,৭৬২
(৮) বর্দ্ধমান	৩,১৮,৮৪৩	৪০,৯২১	৩,৫৯,৭৬৪
(৯) হুগলী	৬৬,০৯৪	১৬,৩৮৫	৮২,৪৭৯
(১০) হাওড়া	৪৬,৯৭৪	৮৮,৯৩৮	১,৩৫,৪১২
(১১) মেদিনীপুর	১,৫২,৩০৩	৫,৬৪৮	১,৫৭,৯৫১
মোট	৬,৮৯,৮২৩	১,৫২,০৮০	৮,৪১,৯০৩
৩। চট্টগ্রাম বিভাগ—			
(১২) চট্টগ্রাম	১,২৮,৬৮৪	৫৪,২৫৯	১,৮২,৯৪৩
(১৩) পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম	৯,৪৭৪	৬৬৭	১০,১৪১
(১৪) নোয়াখালী	৭৬,৮০৬	২০৮	৭৭,০১৪
(১৫) ত্রিপুরা	১,৭৭,৫৪১	২,৯৫৭	১,৮০,৪৯৮
মোট	৩,৯২,৫০৫	৫৮,০৯১	৪,৫০,৫৯৬
৪। ঢাকা বিভাগ—			
(১৬) বাখরগঞ্জ	১৮,২৪১	১,১২,১৪৩	১,৩০,৩৮৪
(১৭) ঢাকা	১,৬৪,৬৯১	৯৮,৩১৪	২,৬৩,০০৫
(১৮) ফরিদপুর	১,৬২,৮৭৬	১,৮৫৫	১,৬৪,৭৩১
(১৯) ময়মনসিংহ	১,৮১,৬৩২	৫,১৯৪	১,৮৬,৮২৬
মোট	৫,২৭,৪৪০	২,১৭,৫০৬	৭,৪৪,৯৪৬
৫। রাজশাহী বিভাগ—			
(২০) বগুড়া	৩৪,৯২৩	২৫০	৩৫,১৭৩
(২১) দার্জ্জিলিং	১,১৭,৩৪৮	৮৫,৫৯০	২,০২,৯৩৮
(২২) দিনাজপুর	১,০৫,৯৬০	২৪৬	১,০৬,২০৬
(২৩) জলপাইগুড়ি	৮৩,৭০৬	১,৭৯,৭৫৭	২,৬৩,৪৬৩
(২৪) মালদহ	৪৩,৮৫৩	১,৫২২	৪৫,৩৭৫
(২৫) পাবনা	৪৯,৮৬৫	১,০০৩	৫০,৮৬৮
(২৬) রাজশাহী	১,১৬,২৬৫	৫,০৬০	১,২১,৩২৫
(২৭) রংপুর	৮৭,৩৩০	১,২৫১	৮৮,৫৮১
মোট	৬,৩৯,২৫০	২,৭৪,৬৭৯	৯,১৩,৯২৯

সংক্ষিপ্ত বিবরণী

	বঙ্গীয় যুদ্ধ-তহবিল। টাকা।	ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কণ্ড। টাকা।	মোট। টাকা।
(ক) বাঙলার বিভিন্ন জেলাসমূহ (অর্থ ৪ ও নম্বর হইতে ৫নং পর্য্যন্ত)	২৭,০৭,২২৮	৮,৩১,৬৪১	৩৫,৩৮,৮৬৯
(খ) বাঙলার বাহিরের জেলাসমূহ	৬,০২৩	২,৯৭,৪৬০	৩,০৩,৪৮৩
(গ) খুচরা আদায় [যাহা (ক) ও (খ) এর অন্তর্ভুক্ত নহে]—			
বঙ্গীয় মহিলা যুদ্ধ-তহবিল	১৩,৫২,৫৩৪	..	১৩,৫২,৫৩৪
ভারতীয় চা এসোসিয়েশন	৭৯,৬২১	..	৭৯,৬২১
ত্রিপুরা ষ্টেট	১৪,০০০	..	১৪,০০০
বি, এণ্ড এ, রেলওয়ে	১,৭৩৬	১,১১,৮৫৮	১,১৩,৫৯৪
বি, এন, রেলওয়ে	১২৫	২,০৭,০৭৭	২,০৭,২০২
ই, আই, রেলওয়ে	৩৪১	২,৩২,৬৮৩	২,৩৩,০২৪
মোট খুচরা সংগ্রহ	১৪,৪৮,৩৫৭	৫,৫১,৬১৮	১৯,৯৯,৯৭৫
মোট ক+খ+গ	৪১,৬১,৬০৮	১৬,৮০,৭১৯	৫৮,৪২,৩২৭
কলিকাতা	১৩,৭৮,১৮১	৫৭,৫৫,৪৯৪	৭১,৩৩,৬৭৫
এ পর্য্যন্ত যাহা সংগৃহীত হইয়াছে	৫৫,৩৯,[illegible]৬	৭৪,৩৬,২১৩	১,২৯,৭৬,০০২
গত সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর যাহা সংগৃহীত হইয়াছে	১,৫৫,০৫৮	১,২২,৫০৮	২,৭৭,৫৬৬

পাইপের মূল্য-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা

বাঙলা সরকারের প্রাথমিক আদেশ জারী

নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে:—

গত কয় মাস যাবৎ গ্যালভানাইজড [illegible] লোহার পাইপের মূল্য এত [illegible] ও অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, [illegible] ব্যবহার [illegible] হইয়া পড়িয়াছে। নলকূপের পল্লী অঞ্চলে এখন [illegible] অতি গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়, [illegible] যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থায় অতিরিক্ত [illegible] অত্যাবশ্যক। বর্ত্তমানে এইরূপ পাইপের দর (অর্দ্ধ ইঞ্চি ব্যাস হইতে দুই ইঞ্চি ব্যাস পর্য্যন্ত) যুদ্ধের পূর্ব্ববর্তী [illegible] দরের ১৫ গুণ বেশী হইয়াছে। যদি এরূপ উচ্চমূল্য চলিতে থাকে, তাহা হইলে ১,০০০ নলকূপ বসানো সাহায্য করার স্থলে এক শতেরও কম সংখ্যক নলকূপ বসানো সাহায্য দিয়া গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। তাহা ছাড়া, নলকূপ বসানোর ব্যাপারে পল্লীবাসীদিগকে ব্যয়ের যে অংশ দিতে হয়, তাহা বহন করাও তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া পড়িবে। এতদ্ব্যতীত এ-আর-পি ক্ষেত্রে, নতুন ক্ষেত্রে ও অন্যান্য দেশরক্ষা কার্য্যের উদ্দেশ্যে নলকূপ বসানও খুব কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে এবং দেশের নাগরিকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া মুষ্টিমেয় একদল লোক (যাহারা নলকূপের পাইপের ব্যবসায় করে) অতিমাত্রায় লাভবান হইবে।

কাজেই সরকার বিভিন্ন সাইজের গ্যালভানাইজড লোহার পাইপের নিয়ন্ত্রিত মূল্য ধার্য্য করা স্থির করিয়াছেন এবং প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, যাহার নিকট এইরূপ পাইপের ষ্টক আছে, তাহাকে ১৯৪২ সালের ১লা মে হইতে তাহার নিকট যে পরিমাণ পাইপ ছিল অথবা যে পরিমাণ পাইপ বিক্রীত বা অন্যভাবে হস্তান্তরিত করা হইয়াছে, তাহার হিসাব ১৯৪২ সালের ৭ই আগষ্টের মধ্যে সরকারের নিকট দাখিল করিতে হইবে। যাহার নিকট এইরূপ পাইপ আছে, সরকারের অনুমতি ব্যতীত তিনি উহা বিক্রয় করিতে অথবা অন্যভাবে হস্তান্তরিত করিতে অথবা বর্ত্তমান মজুদের স্থান হইতে অন্যত্র সরাইতে পারিবেন না।

হিসাব দাখিল করা না হইলে অথবা মিথ্যা হিসাব দাখিল করা হইলে ভারতরক্ষা আইনানুসারে তিন বৎসর কারাদণ্ড হইতে পারে—এই বিধানের প্রতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে এবং আশা করা যায় যে, দেশের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা নিজেদের কর্ত্তব্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

[illegible]মের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ

বাঙলা সরকারের ব্যবস্থা

বাঙলা সরকার গত ১৩ই আগষ্ট নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন:—

[illegible] সরকার সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ প্রদান করিয়া এক আদেশ জারী করিয়াছেন যে, কলিকাতা এবং বাঙলার কোন রেল বা ষ্টীমার ষ্টেশনে পর আসিয়া পৌঁছিলে বাঙলার মূল্য-নিয়ন্ত্রণকর্ত্তা অথবা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অফিসারের অনুমতিপত্র ব্যতীত উহা ডেলিভারী দেওয়া হইবে না এবং এই সব জিনিষের কোন প্রাপক আর একখানি অনুমতিপত্র ব্যতীত উহা বিক্রয় অথবা হস্তান্তরিত করিতে পারিবেন না।

এই আদেশ অবিলম্বে বলবৎ করা হইয়াছে এবং এখন হইতে [illegible] প্রাপকদিগকে আবশ্যকীয় অনুমতিপত্রের জন্য রেলওয়ে [illegible] মূল্য-নিয়ন্ত্রণকর্ত্তার অফিসে উপস্থিত হইতে হইবে।

বাঙলার প্রধান মূল্য-নিয়ন্ত্রণকারী অফিসার এই সব অনুমতিপত্র প্রদানের জন্য [illegible] সহকারী মূল্য-নিয়ন্ত্রণকারী অফিসার মিঃ এন, কি, রায়, এম,এ-কে [illegible] দিয়াছেন।

Printed and published by George Wilfrid Davis at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: Abu Hena.

Regd. No. C2532

বাঙলার কথা

৫ম বর্ষ, ৩০শ সংখ্যা] কলিকাতা, ৩১শে আগষ্ট, ১৯৪২ [এক আনা

LIBRARY OF THE BENGAL LEGISLATURE CALCUTTA

শত্রুপক্ষের প্রচারকার্য্যের স্বরূপ

জাপানী ও জার্ম্মাণ বেতার সম্পর্কে সতর্ক হউন

"যে ব্যক্তিকে তোষামোদে ভুলানো যায়, তাহাকে প্রলোভনের ফাঁদে ফেলাও সম্ভবপর।"—জনৈক ইংরেজ দার্শনিক এই মূল্যবান উক্তিটি করিয়াছিলেন। নাৎসীর প্রচারকার্য্যকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে প্রকাশ করার বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত এক্সিস শক্তিসমূহ উপরোক্ত নীতিরই অনুসরণে বেতারযোগে ভারতের প্রতি তাহাদের প্রচারকার্য্য পরিচালনায় অগ্রসর হইয়াছে এবং বেতারে ঘোষিত ইহাদের তোষামোদ-বাণী, দুরভিসন্ধি-প্রণোদিত নানারূপ কল্পিত কাহিনী ও সময় সময় ভীতি প্রদর্শনের কথায় ভারতের আকাশ-বাতাস প্রকৃতই ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিগত জানুয়ারী মাসে ভারতের ব্যাপারে রোম-রেডিও ঘোষণা করিয়াছিল:—"যে গান্ধী একদিন স্বাধীনতার বাণী ঘোষণা করিয়াছিলেন, আজ তিনি মাতৃভূমির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন।"

অতঃপর গত মে মাসের শেষ দিকে রাশিয়া ও উত্তর-আফ্রিকায় নূতনভাবে জার্ম্মাণ অভিযান আরম্ভ হইলে পর এক্সিস পক্ষ ভারতের প্রতি প্রচারকার্য্য পরিচালনায় বিশেষ অভিযান আরম্ভ করে। ২৮শে মে তারিখে জাপানী সংবাদপত্র "নিচি-নিচি"র বার্লিনস্থ সংবাদদাতা অভিমত প্রকাশ করে:—"জার্ম্মাণী ও ইটালী মনে করে যে, ভারতের প্রতি প্রাথমিক অভিযান পরিচালনার এই উপযুক্ত সময়।" ৩০শে মে তারিখে বার্লিন হইতে পরিচালিত তথাকথিত "আজাদ হিন্দ" বেতারে বলা হয়:—"ইহা সুনিশ্চিত যে, বাঙ্গলাদেশই জাপানীদের আক্রমণের লক্ষ্য হইবে।"

কিন্তু ইহার পর ভারতীয় নেতৃবর্গ ও বৃটিশ কর্তৃপক্ষের মধ্যে যখন ভারতীয় সমস্যার সমাধান ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চলিতে থাকে, সেই সময় এক্সিস-শক্তিবর্গ পরিচালিত বেতারে ভারতের প্রতি বেপরোয়াভাবে গালাগালি বর্ষণ আরম্ভ হয় এবং তাহারা যে ভারতের উপর পূর্ণভাবে প্রতিহিংসা গ্রহণেও কুণ্ঠিত হইবে না, এরূপ ভীতি পর্য্যন্ত প্রদর্শন করা হইতে থাকে। ১৮ই জুলাই তারিখে "আজাদ হিন্দ" রেডিওতে ঘোষণা করা হয়:—"এক্সিস শক্তিবর্গ ভারতের পরিস্থিতি লক্ষ্য করিয়া যাইবে। পরিণামে যে বিপদ দেখা দিতে পারে, তাহাতে কাহারও আশ্চর্য্য হওয়া উচিত হইবে না।" ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রতি জাপানীরা কেন সহানুভূতি লাভ করিবে, ১৮ই জুন তারিখের টোকিও রেডিওতে তাহার কারণ বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে:—"অতঃপর যদি ভারতে স্বাধীনতা-আন্দোলন আরম্ভ করা হয়, তাহা হইলে কেবল বৃটেনই দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, তাহা নহে—যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা এবং চুংকিং গভর্ণমেণ্টও (চীন) দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে।"

ইহার পর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা যখন জটিল আকার ধারণ করিতে থাকে, তখন এক্সিস রেডিওতে পুনরায় তোষামোদের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠে। ১৭ই জুলাই তারিখে জাপানী-নিয়ন্ত্রিত সাইগণ রেডিওতে কংগ্রেসের ভারতীয় প্রস্তাব সম্পর্কে বলা হয়:—"এই সব বড় বড় কার্য্যের ফলে বৃটিশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা ব্যাহত হইবে।" জার্ম্মাণী হইতে এই দিন তারিখে ভারতের যে বেতার-বাণী প্রচার করা হইয়াছিল, তাহাতেও বলা হয়:—"এই ভারতীয় আন্দোলন এক্সিস শক্তিসমূহের পক্ষ হইতে সর্ব্বদাই সহানুভূতি ও সমর্থন পাইবে। ... সর্ব্ব-প্রকারে বৃটিশ সমর-প্রচেষ্টার প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করুন।" যাহাতে ভারতে কোন গোলযোগ ঘটিয়া যাইতে না পারে, সেজন্য এই সব তোষামোদ-বাণীর সাথে সাথে অপপ্রচারে (?) থাকিয়া [illegible]

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, মহামান্য সম্রাটের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহামান্য ডিউক-অব্-কেণ্ট আইসল্যাণ্ড যাওয়ার পথে বিমান-দুর্ঘটনার ফলে আকস্মিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। রাজ-ভ্রাতার এই আকস্মিক মৃত্যুতে সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য ও মিত্র-পক্ষীয় দেশসমূহে গভীর শোকের ছায়াপাত হইয়াছে।

ভীতি প্রদর্শনও অব্যাহতভাবেই চলিতে থাকে। ২০শে জুলাই তারিখে সাইগণ রেডিও হইতে ঘোষণা করা হয়:—"এক্সিস সেনা-বাহিনী ভারত অভিযানে উদ্যত হইয়াছে।" জাপানের প্রধান-মন্ত্রী জেনারেল তোজো অষ্ট্রেলিয়াকে প্রশান্ত-মহাসাগর অঞ্চলের "নিঃসঙ্গ শিশু" আখ্যা দিয়া এই ভীতি প্রদর্শন করেন যে, শীঘ্রই ইহাকে বিচ্ছিন্ন করা হইবে। অতঃপর তিনি ভারত সম্পর্কে ঘোষণা করেন যে, "ভারতীয় নেতৃবর্গের মহৎ প্রচেষ্টার ফলে" ভারতবর্ষ অষ্ট্রেলিয়ার মতই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। জাপানী প্রধান-মন্ত্রীর এই ঘোষণার প্রকৃত অর্থ যে কি, তাহা পরিষ্কারই বুঝা যায়। টোকিও এবং বার্লিন হইতে বেতার-ঘোষকগণ সকলেই পরিষ্কার ভাষায় [illegible] জানাইয়া দেয়—এক্সিস শক্তিবর্গ ভারতের দ্বারদেশে উপনীত হইয়াছে এবং "যদি ভারতীয়গণ [illegible] আরম্ভ করে" তাহা হইলেই তাহারা (এক্সিস দল) ভারতের সামরিক শক্তিকে চূর্ণ করিয়া দিতে প্রস্তুত আছে।

ভারতের প্রতি জাপান ও জার্ম্মাণীর কৃত্রিম সহানুভূতির প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, উপরোক্ত বেতার প্রচারকার্য্য হইতে তাহা পরিষ্কারই বুঝা যায়।

ভারতে অবস্থিত চীনা সৈন্যদের কর্ত্তব্য

জেনারেল চিয়াং কাইশেকের নির্দেশ

চীনের রাষ্ট্রনায়ক জেনারেল চিয়াং কাইশেক ভারতে অবস্থিত চীনা অভিযাত্রী সৈন্যদলের প্রতি নিম্নলিখিত নির্দেশ প্রেরণ করিয়াছেন:—

"ব্রহ্মদেশ হইতে যেরূপ অসুবিধা ও বিঘ্ন-সঙ্কুল রাস্তার মধ্য দিয়া চীনা অভিযাত্রী বাহিনী ভারতে পৌঁছিয়াছে তাহা সমগ্র চীনদেশ ও চীনা-সৈন্যদলের সর্ব্বাধিনায়ক হিসাবে আমার নিকট গৌরবের বস্তু। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা আহত হইয়াছেন এবং যাঁহারা পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের জন্য আমি সর্ব্বদাই উদ্বেগ বোধ করিতেছি। তাঁহাদের চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার জন্য আবশ্যকীয় ব্যবস্থাবলম্বন করা হইয়াছে। আমি জেনারেল টিনওয়েনকে আপনাদের নিকট প্রেরণ করিলাম—তিনি আপনাদের জন্য যথোপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

"আমি বিশ্বাস করি, আপনারা সকলেই আপনাদের মহান দেশ চীনের প্রতি নিজেদের কর্ত্তব্য যথাযথরূপেই পালন করিবেন। মিত্রপক্ষীয় সৈন্যগণের (তাঁহারা যে জাতিরই হউন না কেন) সহিত আপনাদের ব্যবহার ভ্রাতৃত্বসূচক হওয়া উচিত। ভারতীয় জনসাধারণের প্রতি আপনারা আন্তরিকতা পোষণ করিবেন। বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্রে আপনারা যখন ট্রেনিং লইতে গিয়াছেন, তখন তাঁহাদের রাজনৈতিক ব্যাপারে আপনারা কোনক্রমেই সংশ্লিষ্ট থাকিবেন না। ভারতীয় রাজনীতির কোনরূপ সমালোচনা হইতেও আপনারা সব সময় নিজেদিগকে দূরে রাখিবেন। আপনাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হইবে—ভালরূপে ট্রেনিং গ্রহণ ও সামরিক কার্য্যে অভিজ্ঞতা অর্জন করা। আমি আপনাদের নিকট হইতে সর্ব্বতোভাবে ইহাই কামনা করি।"

ব্রহ্মের আশ্রয়প্রার্থী ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা

অতিরিক্ত পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত

গত ৩রা আগষ্ট হইতে ভারতবর্ষে ব্রহ্মের আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য যে প্রবেশিকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, বহু ছাত্রছাত্রী বিলম্বে আসিয়া পৌঁছায় এবং পথশ্রমের ক্লান্তি ও অবসাদ বশতঃ ঐ পরীক্ষা দিতে পারে নাই।

একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, এই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর সুবিধার জন্য ব্রহ্ম গভর্ণমেণ্ট ও রেঙ্গুণ বিশ্ব-বিদ্যালয় ভারত সরকারের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, ১৯৪৩ সালের ১১ই জানুয়ারী হইতে উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের অতিরিক্ত ফাইনাল পরীক্ষা (প্রবেশিকা) এবং বি-এ ও বি-এস-সি (পাসকোর্স) পরীক্ষা লওয়া হইবে। পূর্ব্ব পরীক্ষায় যাহারা ফেল করিবে, তাহারাও এই অতিরিক্ত পরীক্ষা দিতে পারিবে। এই পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদিগকে রেঙ্গুন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসারের (গ্রাণ্ড হোটেল, সিমলা) নিকট নাম রেজিষ্ট্রী করিতে হইবে। বিস্তৃত বিবরণের জন্যও এই ঠিকানায় সন্ধান করিতে হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্টের ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেসনোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

৩১শে আগষ্ট—১৯৪২

লুণ্ঠনাদির জন্য কঠোরতর দণ্ড

শত্রুর আক্রমণে বা শত্রুর আক্রমণের ভয়ে লোকে প্রকৃত আক্রমণস্থল হইতে কিছু দূরবর্তী স্থানও পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে পারে এবং সেই সুযোগে লুণ্ঠনাদি অনুষ্ঠিত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। সেইহেতু অনুরূপ অবস্থায় লুণ্ঠনাদি ও ঐ প্রকারের অন্যান্য অপরাধের জন্য অতিরিক্ত শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া যে সংশোধিত অর্ডিন্যান্স জারী হইয়াছে, তাহা বিগত ১৮ই জুন তারিখের অতিরিক্ত "ইণ্ডিয়া গেজেটে" প্রকাশিত হইয়াছে।

সাধারণতঃ "লুণ্ঠন" দ্বারা যে অপরাধ বুঝা যায়, তাহার জন্য শাস্তি বিধান করিবার উদ্দেশ্যেই "দণ্ডবিধি (অতিরিক্ত) অর্ডিন্যান্স" জারী করা হইয়াছে এবং তাহাতে এরূপ সর্ত্ত আছে যে, শত্রুর আক্রমণস্থানের অব্যবহিত নিকটবর্তী স্থানে ঐরূপ অপরাধ করিলে কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই এই আইন প্রযোজ্য হইবে।

সংশোধিত অর্ডিন্যান্স দ্বারা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট-সমূহকে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যে, নির্দ্দিষ্ট এলাকাসমূহে নিম্নলিখিত অপরাধগুলির জন্য অতিরিক্ত দণ্ড—ফাঁসি বা বেত্রাঘাতের ব্যবস্থাও হইতে পারিবে:—

গৃহমধ্যে চুরি; মৃত্যু ঘটাইবার বা জখম ইত্যাদি করাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া চুরি করা; মৃত্যু ভয় অথবা সাংঘাতিকভাবে জখম করিবার ভয় দেখাইয়া বলপূর্ব্বক টাকা আদায় করা; কোন প্রকার অপরাধের অভিযোগ আনয়ন করিবার ভয় দেখাইয়া অর্থ আদায় করা; লুণ্ঠন ও লুণ্ঠন করার প্রয়াস; লুণ্ঠন করিতে যাইয়া আঘাত করা; ডাকাতি ও ডাকাতি করিবার জন্য আয়োজন।

বেত্রাঘাতের দণ্ড প্রাণ-দণ্ড ছাড়া অন্যান্য দণ্ডের পরিবর্ত্তে কিম্বা ঐ দণ্ডের সহিত দেওয়া যাইবে। যে সমুদয় অপরাধের জন্য এখন অতিরিক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা করা হইল এবং যে সমুদয় অপরাধকে ইতিপূর্ব্বে অনুরূপ দণ্ডনীয় করা হইয়াছে, উভয় ক্ষেত্রেই বেত্রাঘাত দণ্ড দেওয়া চলিবে।

কলিকাতায় চাউলের সরবরাহ

দরিদ্র লোকদিগের সুবিধার জন্য কলিকাতার চলতি দোকানসমূহের অনেকগুলিতে মোটা ও মাঝারি চাউল প্রত্যেক ক্রেতার নিকট অল্প পরিমাণে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্ট শীঘ্রই করিতেছেন। ঐ সমুদয় দোকানে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে চাউল সরবরাহ করা হইবে এবং তাহা নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রীত হইবে।

আশা করা যায় যে, যখন সমস্ত দোকানেই এই শ্রেণীর চাউল বিক্রয় আরম্ভ হইবে, তখন প্রত্যহ উপযোক্তভাবে প্রচুর পরিমাণ চাউল বিক্রী হইবে এবং তাহাতে জনসাধারণের—বিশেষতঃ অধিকতর দরিদ্র লোকদিগের—যথেষ্ট উপকার হইবে।

যাহাতে অধিকতরভাবে চাউল সরবরাহ হইতে পারে এবং চাউল কালোবাজারের হ্রাস পায়, তজ্জন্য প্রত্যেক ক্রেতাকে একবারের দুই সের হিসাবে চাউল বিক্রয় করা হইবে এবং ক্রেতাগণের সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইবার ব্যবস্থা করা হইবে—যেন কত লোক চাউল ক্রয় করিল তাহা যোটামুটি গণনা করা যাইতে পারে।

কলিকাতার বিভিন্ন অংশে, (বিশেষভাবে দরিদ্র জনসাধারণের পল্লিসমূহের নিকটে) বর্ত্তমানে দোকান নির্ব্বাচন করা হইতেছে। এই সমস্ত নির্ব্বাচিত দোকানের তালিকা অতঃপর প্রকাশ করা হইবে।

সংবাদপত্রের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ

সম্প্রতি কতকগুলি সংবাদপত্রে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম-লীগের নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তটি প্রচার করা হইয়াছে: "মুসলিম-লীগ কর্ম্মী, মুসলমান সরকারী কর্ম্মচারী ও মুসলমান জনসাধারণের উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচার সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি তদন্ত-কমিটি গঠন করা হইবে।" এই কমিটি নিয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া ২৭শে জুলাই তারিখের "আজাদ" পত্রিকায় অভিযোগ করা হয়: "সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, ঢাকা জেলার অন্তর্গত রায়পুরা ও শ্রীপুর থানায় মুসলমান অধিবাসীদের উপর নিয়মিতরূপে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে। মুসলিম-লীগ ওয়ার্কিং কমিটির নিকট এই সকল অত্যাচার সম্পর্কে বহু অভিযোগ পৌঁছিয়াছে।"

ঢাকা জেলার রায়পুরা ও শ্রীপুর থানায় বা অন্য কোন স্থানে কিম্বা বাঙলা দেশের অপর কোথাও সরকারী আদেশে অথবা সরকারী কর্ম্মচারীদের দ্বারা মুসলমানদের উপর কোনও প্রকার অত্যাচার বা অবিচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া সরকার কোনও সংবাদ বা অভিযোগ প্রাপ্ত হন নাই। গভর্ণমেণ্ট এই সম্পর্কে তদন্ত করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, অত্যাচার ও অবিচারের এই সকল অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। রায়পুরা ও শ্রীপুর অঞ্চলে গত বৎসরের অরাজকতার দরুণ যে সমস্ত লোক বিপন্ন হইয়াছিল, তাহাদিগকে যে ঋণ ও সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে, তাহারা হইতেছে হিন্দু—সম্ভবতঃ তাহাদের উল্লেখ্য ইহাই। কমিটি গঠন সম্বন্ধে যেসব সংবাদপত্র সংবাদ প্রকাশ করিয়াছে, ঐ সমুদয় সংবাদপত্র প্রকৃত ঘটনার সংবাদ সেইরূপ গুরুত্বসম্পন্নভাবে প্রকাশ করিবে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করিতে পারেন না। জনসাধারণের অবগতির জন্য এবং কোন প্রকার যুক্তিসঙ্গত কারণ না-থাকা সত্ত্বেও কেবল সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টির জন্য ঐ সমুদয় সংবাদপত্র যে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়াছে, তাহার প্রতিবাদ করণার্থ গভর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়া এই প্রেসনোট প্রচার করিতে হইল। (প্রেসনোট)

সিভিল-সাপ্লাই বিভাগের ডিরেক্টর

নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন

ন্যায়সঙ্গত মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর নিয়মিত মূল্য সর্ব্বদাই অব্যাহত রাখা ক্রমশঃই কঠিনতর হইতেছে বলিয়া কিছুদিন যাবত ইহা বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিবেচনার বিষয় হইয়াছে এবং মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে যে অভিজ্ঞতা লাভ করা গিয়াছে, তদনুযায়ী গভর্ণমেণ্ট পুনর্ব্বিবেচনা করিতেছিলেন।

ইহাই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, সিভিল-সাপ্লাই বিভাগের ডিরেক্টরের অধীনে একটি অধিকতর কার্য্যকরী প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইবে। যাহাতে অধিকতর সন্তোষজনক ব্যবস্থায় আমদানী ও সরবরাহকার্য্য চলিতে পারে এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে লাভ নিয়ন্ত্রণ করা যায়—অধিকন্তু জনসাধারণ ও বৈধ ব্যবসায়ীগণ যাহাতে অধিকতর সুবিধা পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করাই এই নূতন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। অবিলম্বে এই নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইবে। সেক্রেটারীয়েটের বাহিরে এই প্রতিষ্ঠানের কাজ হইবে।

হিটলারবাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী

সোভিয়েট [illegible]র ঘোষণা

[illegible] মস্কো হইতে সোভিয়েট [illegible] প্রকাশিত সাম্প্রতিক সম্পূর্ণ যে এক সুদীর্ঘ বিবৃতি [illegible] তাহা হইতে কতক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল:—

নিদারুণ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের আরো একটি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং জার্ম্মাণ সামরিক কর্তৃপক্ষের চাতুর্য্য ও যুদ্ধদক্ষতা সম্পর্কে ইতিপূর্ব্বে যেরূপ ধারণা করা হইয়াছিল, তাহা অতিরঞ্জিত বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে।

বর্ত্তমানে নিঃসন্দেহে বলিয়াই বলা চলে যে, জার্ম্মাণ সেনাদল সমগ্র রণাঙ্গন ব্যাপিয়া আক্রমণ পরিচালিত করিতে অক্ষম। যুদ্ধের প্রারম্ভে তাহাদের যে অবস্থা ছিল, বর্ত্তমানে আর সেরূপ নাই।

জার্ম্মাণদিগের মিত্রশক্তিবর্গ শুধু যে রাজনৈতিক কারণে এবং কাঁচা মাল ও রসদের জন্যই তাহাদের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে—তাহা নহে, পরন্তু সৈন্য-সরবরাহের দিক দিয়াও। বর্ত্তমানে জার্ম্মাণ সৈন্য-বাহিনী প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন জাতীয় সেনাদলের এক জগা-খিচুরী সমাবেশে দাঁড়াইয়াছে। ১৯৪১ সালে জার্ম্মাণদের যে সৈন্য-বাহিনী ছিল, বর্ত্তমানে তাহার সে রূপ আর বজায় নাই। জার্ম্মাণ সৈন্য দলের অকৃতকার্য্যতা, দীর্ঘকাল ব্যাপী যুদ্ধ এবং নিজেদের উদ্দেশ্যের অন্যায় ভাব উপলব্ধি করিতে পারায় জার্ম্মাণীর জনগণের নৈতিক বল ও হ্রাস পাইয়াছে।

জার্ম্মাণ অধিকৃত সোভিয়েট অঞ্চলে গরিলা আন্দোলন দিনের পর দিন শক্তি অর্জ্জন ও প্রসার লাভ করিতেছে। ইহাদের সহিত যুঝিবার জন্য নাৎসীদলকে বহুল পরিমাণ সৈন্য প্রেরণ করিতে হইয়াছে।

প্রত্যেকটি লাল সৈন্য মনে-প্রাণে হৃদয়ঙ্গম করে যে, সে একটি বিরাট আদর্শের জন্য যুদ্ধ করিতেছে;—সে আদর্শ হইতেছে মাতৃভূমির সম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষা করা। এই আদর্শই সোভিয়েট সৈন্যকে মরণ-পণ সংগ্রামে উদ্বোধিত করিতেছে এবং শত্রু সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ করিয়া তাহাদের মাতৃভূমি হইতে বিতাড়িত করিতে অনুপ্রেরণা দিতেছে।

"প্রতি মাসে আমাদের কলকারখানাসমূহে প্রচুর পরিমাণে রণ-সম্ভার উৎপন্ন হইতেছে। কৃষি সম্পর্কেও আমরা বলিতে পারি যে, যুদ্ধ-পরিস্থিতির অসুবিধা সত্ত্বেও আমাদের অঞ্চলে (বিশেষ করিয়া পূর্ব্ব জেলার জেলাসমূহে) ফসলী জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে।

এক বৎসরে একথা পরিষ্কাররূপে বুঝা গিয়াছে যে, আমাদের দেশের অর্থনীতি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের আন্তর্জ্জাতিক সম্পর্ক বর্ত্তমানে যেরূপ দৃঢ় রহিয়াছে, তাহাপেক্ষা দৃঢ়তর হওয়া কোন দিক দিয়াই সম্ভবপর নহে।

যুদ্ধ-সম্ভার সরবরাহ ব্যাপারে আমেরিকা ও বৃটেন আমাদের যে সাহায্য প্রদান করিয়াছে, তাহার পরিমাণ দিন-দিনই আরো ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

বিশ্বাসঘাতক হীন শত্রু যখন সমস্ত শক্তি লইয়া যুদ্ধ পরিচালনা করিতে থাকিবে, সে ক্ষেত্রে জয়লাভ যে খুব সহজসাধ্য নয়, সোভিয়েটের জনসাধারণ তাহা বেশ ভাল-রূপেই উপলব্ধি করিয়াছে। আমাদের শত্রুদল এখনও পরাজিত হয় নাই; এখনও তাহাদের যথেষ্ট সবল রহিয়াছে। এই হিংসাশ্রী দলের অবস্থা যতই সঙ্কটজনক হইয়া দাঁড়াইবে, তাহাদের প্রচেষ্টাও ততই সাংঘাতিক রূপ ধারণ করিতে থাকিবে।

কিন্তু হিটলারবাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সোভিয়েট জনগণ তাহাদের জয় সম্বন্ধে দৃঢ় নিশ্চয় এবং তাহারা জানে যে দিনের পর দিন—সম্মুখে, পশ্চাতে, কারখানায়, খনিতে, সমবায় কার্ম্মসমূহে, যুদ্ধক্ষেত্রে গরিলা এবং গরিলা যুদ্ধে—তিলে তিলে এই জয়-গৌরব অর্জ্জন করিতে হইবে। এই দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে বিতাড়িত করার ব্যাপারে কোন স্বার্থত্যাগ এবং অসুবিধাই সোভিয়েট জনগণের যুদ্ধজয়ের প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। এই বিজয়কেই ত্বরান্বিত করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান সঙ্কট অবস্থায় কর্ত্তব্য কি?

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর বিবৃতি

বাঙ্গলার প্রধান-মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক মহাত্মা গান্ধী বাহাদুরের মধ্যস্থতায় মিঃ চার্চিল, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট, এম, ষ্ট্যালিন এবং মার্শাল চিয়াং-কাইশেকের নিকট একটি আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন। এই আবেদনে বিশ্বের স্থায়ী শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য অবিলম্বে ভারতীয় রাজনৈতিক সমস্যার মীমাংসার ব্যাপারে অনুরোধ করা হইয়াছে।

(মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী)

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী বাঙ্গলাদেশের জনসাধারণের নিকটও "অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করিতে কিম্বা ঐরূপ কার্য্যে উৎসাহ না দিতে" অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহার বিবৃতিটি নিম্নরূপ:—

"মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবর্গ গ্রেপ্তার হওয়ার পর হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে জাতি, ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সকল অকৃত্রিম দেশহিতৈষী ব্যক্তিরই মনে দারুণ উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতার সৃষ্টি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। বাঙ্গলাদেশে যদিও সৌভাগ্যক্রমে ব্যাপক ভাবে গণ্ডগোল বিস্তারলাভ করে নাই, তথাপি যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহাই যে যথেষ্ট সঙ্কটজনক, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যদি অনতিবিলম্বে এই অবস্থাকে আয়ত্তাধীনে না আনা যায়, তাহা হইলে উহা দ্বারা দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়া দারুণ অনর্থপাতের সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং তাহাতে সমগ্র প্রদেশের সুনামও ক্ষুণ্ণ হইবে।

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, জনসাধারণের স্বতঃপ্রণোদিত সহযোগিতা ব্যতীত কোন সন্তোষজনক ফল লাভ করা যাইতে পারে না এবং এই সম্পর্কে ধীরভাবে ও সুবিবেচনার সহিত বিবেচনা করার জন্য আমি তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি। অধিকন্তু অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করিতে, কিম্বা ঐরূপ কার্য্যে সহায়তা না করার জন্য তাঁহাদিগকে আমি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। কারণ ঐরূপ কার্য্য দ্বারা তাঁহাদের নিজেদেরই নিরাপত্তা ও কল্যাণের পথে বিঘ্ন ঘটিবে।

"এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য যে ব্যবস্থা করা হইতেছে, সে সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে অনেক সন্দেহ বা অসন্তোষ রহিয়াছে, তাহা আমি জানি। আমি এই প্রসঙ্গে জনসাধারণকে আশ্বাস দিতেছি যে, যাঁহাদের মন হইতে এই সন্দেহের কারণ দূর করিবার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

"শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবার জন্য আমি জনসাধারণকে যেমন নির্দ্ধিধায় আহ্বান করিতেছি, দেশে স্থায়ীভাবে শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণপ্রদ আবহাওয়া সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে সর্ব্ব-ভারতীয় গুরুতর বিরোধ-সমূহের সমাধানও যে অবিলম্বে প্রয়োজন, সে বিষয়েও তেমনি আমি একজন ভারতবাসী হিসাবে উদাসীন থাকিতে পারি

[৩য় কলমের নিম্নে দ্রষ্টব্য]

গ্যাসে চালিত মোটর-যান

কাঠ-কয়লা ব্যবহারের বিধি

গ্যাসে পরিচালিত মোটর গাড়ীতে যে সকল কাঠ কয়লা ব্যবহৃত হয়, তাহার মধ্যে যদি জলীয় পদার্থের আধিক্য থাকে, তবে পরিচালনার ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় এবং প্রায়ই সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় না।

তাহা ছাড়া, জলীয় পদার্থের জন্য কয়লাগুলিতেও অহেতুক ভার চাপিয়া বসে।

এই ব্যবস্থায় যাঁহারা গাড়ী চালান, তাঁহাদিগকে সকল সময়—বিশেষ করিয়া বর্ষাকালে—প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে, যাহাতে জেনারেটরে খুব শুষ্ক কয়লা ব্যবহার করা হয়। কয়লার মধ্যে জলীয় অংশ শতকরা পাঁচ ভাগের অধিক থাকা বাঞ্ছনীয় নহে।

কয়লা যদি ভিজা থাকে তবে অগ্নির চতুর্দ্দিকে যে সকল কাঠ কয়লা থাকে, জেনারেটরের আগুন তাহার মধ্য হইতে জলীয় অংশকে বাষ্প করিয়া ফেলে। গ্যাসের সহিত এই বাষ্পও চলিয়া যায়। গ্যাস যখন 'কুলার' এবং 'ফিল্টারের' ভিতর দিয়া যায়—উহার সহিত যে বাষ্প থাকে তাহা ঠাণ্ডা হইয়া জমিয়া যায়। ফলে ফিল্টারের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হইয়া ফিল্টারের কাজে বাধার সৃষ্টি হয়। এতদ্ব্যতীত উক্ত বাষ্প ফিল্টারের যন্ত্রপাতিকে ভিজাইয়া ফেলে এবং এইভাবে গ্যাস চলাচল করিতেও বাধা সৃষ্টি করে।

কাজেই সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, যাঁহারা গ্যাসে চালিত গাড়ী ব্যবহার করেন—"কাঠ কয়লা শুষ্ক রাখাই"—তাঁহাদের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। একটি শুষ্ক জায়গার উপর বিছাইয়া ভিজা কাঠ-কয়লা শুষ্ক করা যাইতে পারে।

কায়রোর "আনুসস্তর" নামক পত্রিকা গত ১৪ই যে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন:—

জাপানীরা স্বভাবতঃই বাহিরের লোককে ঘৃণা করে এবং একমাত্র নিজের ধর্ম্ম ব্যতীত অপরের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত করে। আজকাল কিন্তু জাপানী রেডিওতে ইসলামের প্রতি কপট শ্রদ্ধার ভান দেখাইয়া মুসলমানদিগকে সন্তুষ্ট করার প্রয়াস পাওয়া হইতেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জাপানে এবং জাপানী অধিকৃত অঞ্চলে ইসলামকে সর্ব্বপ্রকার দীনতাই সহ্য করিতে হয়।

[১ম কলমের শেষাংশ]

না। বর্ত্তমান অচল অবস্থার একটা সমাধান করিতেই হইবে এবং শীঘ্রই তাহা করা দরকার। দেশে যদি ব্যাপকভাবের অসন্তোষ বিদ্যমান থাকে (উহা সক্রিয়ই হউক আর প্রচ্ছন্নই হউক), শত্রুর শক্তি প্রকৃতপক্ষে তাহাতে বৃদ্ধি পাইবে ও দেশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টাও ব্যাহত হইবে।

"আমি মহামান্য গভর্ণর বাহাদুরের নিকট, বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী এবং প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট, এম, ষ্ট্যালিন ও মার্শাল চিয়াংকাইশেকের নিকট তারযোগে এই আবেদন জানাইয়াছি যে, স্থায়ীভাবে বিশ্ব-শান্তি ও স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য অবিলম্বে ভারতবর্ষের সহিত একটা মীমাংসা করা একান্ত প্রয়োজন।

"কিরূপভাবে মীমাংসা সম্ভবপর, আমি এস্থলে তাহার বিস্তারিত পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করিতে চাই না। বর্ত্তমানে ইহাই একান্ত প্রয়োজন যে, শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনকভাবে সমস্যার মীমাংসা করিয়া বর্ত্তমান অচল অবস্থার অবসান করার জন্য ভারতবর্ষের সহিত অবিলম্বে আলোচনা আরম্ভ করা যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের গুরুত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য—আজ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে তাহাই উপলব্ধি করিতে হইবে।

"আমি বাঙ্গলাদেশের জনসাধারণের সকল দল ও সম্প্রদায়ের নিকট সনির্ব্বন্ধ আবেদন জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন এই প্রদেশে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও তাহা বজায় রাখার জন্য চেষ্টা করেন এবং বর্ত্তমান সঙ্কট অবস্থা দূর করিবার জন্যও সর্ব্বপ্রকারে উদ্যোগী হন।"

সেভিংস সার্টিফিকেট ও ষ্ট্যাম্প

জুন মাসে বিক্রয়ের হিসাব

গত জুন মাসে ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট ও ষ্ট্যাম্প বিক্রয় দ্বারা নিম্নোক্ত পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে:—

	জেলার নাম।	সার্টিফিকেট।	ষ্ট্যাম্প।
১।	মালদহ ..	২২০৲	১১৯৷০
২।	বীরভূম ..	১০,০২০৲	১১৲
৩।	মুর্শিদাবাদ ..	৪,১৪০৲	৬১৷০
৪।	যশোহর ..	..	৫৬/০
৫।	খুলনা ..	৪৫০৲	৫১॥০
৬।	ময়মনসিংহ ..	৯৯০৲	৪৪॥০
৭।	চট্টগ্রাম ..	৪২০৲	৪১৷০
৮।	পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম		২॥০
৯।	নোয়াখালী ..		৩৮৲
১০।	হাওড়া ..	২,৯৪০৲	১,১৯১/০
১১।	হুগলী ..	১,১৩০৲	৯৭৪/০
১২।	ঢাকা ..	৫,৬৮০৲	২৮০॥০
১৩।	জলপাইগুড়ী ..	১,৮৪০৲	৪৪৫৷০
১৪।	দার্জ্জিলিং ..	৮,২৮০৲	৫২৬৲
১৫।	রাজসাহী ..	১৭০৲	১৬৫৷০
১৬।	পাবনা ..	১,৬৯০৲	২,১০৷০
১৭।	বর্দ্ধমান ..	২,৬০০৲	২৬০৲
১৮।	মেদিনীপুর ..	২,৪২০৲	২২২॥০
১৯।	বাঁকুড়া ..	২৮০৲	১৭॥০
২০।	চব্বিশ-পরগণা ..	৩,৮৮০৲	৩৯৪॥০
২১।	কলিকাতা ..	৯০,৫৪০৲	১,৯০৯৷০
২২।	ত্রিপুরা ..	৭০৲	৫৪/০
২৩।	নদীয়া ..	..	১৫৫/০
২৪।	ফরিদপুর ..	১৪০৲	৬৬/০
২৫।	বাখরগঞ্জ ..	১১,১৮০৲	২৭৪/০
২৬।	বগুড়া ..	২৯০৲	৭১৲
২৭।	দিনাজপুর ..	৫,১০০৲	১৫৪॥০
২৮।	রংপুর ..	৭৩০৲	১০৪৷০
		১,৫৭,৫১০৲	৮,০১৭৷০

ব্রাজিল গণতন্ত্রের দৃঢ় মনোভাব

এক্সিস শক্তিগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা?

যুক্তরাষ্ট্রস্থিত ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত এম মার্টিন্স ২২শে আগষ্ট সরকারীভাবে যুক্তরাষ্ট্রকে জানাইয়াছেন যে, ব্রাজিল গণতন্ত্র জার্ম্মাণী ও ইটালীর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে।

রিওডি-জেনিরিওর সংবাদে প্রকাশ, ব্রাজিলের মন্ত্রি-মণ্ডল যুদ্ধ ঘোষণার পক্ষেই মত প্রকাশ করিয়াছেন; তবে যথাবিধি ঘোষণা এখনও প্রচারিত হয় নাই।

ব্রাজিল গভর্ণমেণ্ট একটি সরকারী ইস্তাহারে জানাইয়াছেন যে, আমাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধসূচক কার্য্যকলাপ দৃষ্টে আমরা স্বীকার করিতেছি যে, ব্রাজিল এবং আক্রমণকারী জার্ম্মাণী ও ইটালীর মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করিতেছে।

ব্রহ্মের আশ্রয়প্রার্থী কারিগর

বিভিন্ন প্রদেশে চাকুরীর সন্ধান

ব্রহ্ম, মালয় এবং প্রাচ্যদেশের অন্যান্য এলাকা হইতে যে সকল আশ্রয়প্রার্থী কারিগর ভারতে আসিয়াছে, তাহাদের চাকুরী সংস্থানের জন্য ন্যাশন্যাল সার্ভিস লেবার ট্রাইবুনাল তাহাদের নাম ধাম লিখিয়া রাখিতেছেন। বাঙ্গলার ট্রাইবুনাল ৩৭০ জন কারিগরের নাম রেজিষ্টারী করা হইয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই ব্রহ্মের আশ্রয়প্রার্থী। লেবার ট্রাইবুনাল ইহাদের মধ্যে ৯১ জনের অর্থাৎ প্রায় এক-চতুর্থাংশ লোকের চাকুরী যোগাড় করিয়া দিয়াছেন। অন্যান্য প্রাদেশিক ট্রাইবুনালও বহু আশ্রয়প্রার্থী কারিগরের চাকুরী ঠিক করিয়া দিয়াছেন।

জনরক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা

মাননীয় মিঃ সন্তোষ কুমার বসুর আবেদন

সম্প্রতি কলিকাতার ক্যানিং ষ্ট্রীট মার্কেটে অবস্থিত কমার্শিয়াল বিল্ডিংয়ে জনরক্ষা এবং বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্পর্কীত একটি প্রদর্শনীর দ্বারোদঘাটন করিতে গিয়া বাঙলা গভর্ণমেণ্টের জনরক্ষা সমন্বয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ সন্তোষ কুমার বসু ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেন।

নাগরিকগণের নৈতিক বল অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া মিঃ বসু বলেন যে, প্রত্যেক নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য হইতেছে—ত্রাস কিম্বা ভয়ে অভিভূত না হওয়া এবং প্রতিবেশীদিগকেও এরূপ মনোভাব বর্জন করিতে উপদেশ দেওয়া। স্ব স্ব নির্দিষ্ট কাজ করিয়া যাওয়াও তাহাদের কর্তব্য। এই ভাবেই সকলে নাগরিকদের নৈতিক বল অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হইবেন।

মিঃ বসু আরও বলেন,—"বর্তমান সময়ে যে প্রশ্ন জনগণের মনকে সর্বাপেক্ষা বেশী আলোড়িত করিতেছে, নৈতিক বলের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে তাহার কথাও বলিতে হয়। জনগণের হৃদয়ে যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে,—গত ৫০ বৎসর ধরিয়া ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তাহারই বাণী প্রচার করিয়া আসিতেছে। এই দাবী নূতন নহে। বর্তমান যুদ্ধের সময়ে নূতনভাবে যে এই দাবী উত্থাপন করা হইয়াছে, তাহাতে ইহার গুরুত্ব প্রকৃতই বিরাট হইয়া দেখা দিয়াছে। কিন্তু মূল দাবী সম্পর্কে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, সমগ্র ভারতে দেশীয় কিম্বা ইউরোপীয় এমন কে আছেন—যিনি বলিতে পারেন যে, এই দাবীকে তিনি সম্মান করেন না এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার এই আদর্শের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল নন?

"তারপর প্রশ্ন ওঠে—আমাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে নূতনভাবে প্রকাশ করিতে গিয়া কিম্বা তাহা কার্যকরী করিতে অগ্রসর হইয়া বর্তমান অবস্থায় এমন কিছু করা আমাদের উচিত হইবে কিনা—যাহার ফলে শত্রুপক্ষের বোমা-বর্ষণ কিম্বা আক্রমণ পরিচালনার ব্যাপারে দেশ সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত হইয়া পড়িবে?"

মাননীয় মিঃ বসু অতঃপর বলেন:—"ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এমন সব ঘটনা ঘটিতেছে—সৌভাগ্য বশতঃ এই নগরী ও এই প্রদেশ যাহা হইতে রক্ষা পাইয়াছে। বাঙলা সরকার সম্পর্কে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারা স্বাধীন ও খোলাখুলি মত প্রকাশে কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি করেন নাই। আইনের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া কোন নাগরিকের মনোভাব খোলাখুলিভাবে প্রকাশের ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট কোন বাধার সৃষ্টি করেন নাই। গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, আইনের সীমা লঙ্ঘন করা না হইলে যে-কোন ন্যায়সঙ্গত মতামত সম্পর্কেই এই নীতি অব্যাহত থাকিবে। আমরা—নাগরিকেরা—যদি এই নীতি অবলম্বন করিয়া চলি, তবে বিমান-আক্রমণ কালে বেসামরিক জনরক্ষা অথবা প্রাথমিক প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের কোনই উদ্বেগের কারণ থাকিবে না।

"জাতি-ধর্ম-বর্ণ" নির্বিশেষে বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণের মধ্যে যদি পূর্ণ সহযোগিতা ও সৌভ্রাত্র ভাব বিদ্যমান না থাকে, তবে জনসাধারণের নৈতিক বল কিছুতেই অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না এবং এ-আর-পি ব্যবস্থাও উত্তমরূপে কার্যকরী হইতে পারে না। এই সম্পর্কে আমি বিশেষ আনন্দের সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই নগরে এবং প্রদেশের অন্যান্য স্থানে কংগ্রেস কর্তৃক গঠিত জনরক্ষা কমিটিগুলি চমৎকার কাজ করিতেছে। এই সম্পর্কে বিদেশ হইতেও আমরা যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ "ফ্রেণ্ডস্ অ্যাম্বুলেন্স ইউনিটের" নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রাথমিক চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার লোকদের যথাযোগ্য সাহায্যের নিমিত্ত এই প্রতিষ্ঠান বৃটেন হইতে আগমন করিয়াছে।

"আমাদের দ্বারে শত্রুদল আগত, বোমা-বর্ষণের ভীতি আমাদের মনে সর্বদা জাগরুক রহিয়াছে, অপ্রতিহত গতিতে সমরায়োজন ব্যবস্থা চলিতেছে এবং আমাদের মস্তকোপরি উড্ডীয়মান জঙ্গী বিমানসমূহের নিনাদ নিয়ত আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। এই সব হইতে আমরা পরিস্থিতির বাস্তব রূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব। যদি অবস্থার জটিলতা আরো বৃদ্ধি করা না হয়, তবে এই প্রদেশে বেসামরিক ও সামরিক রক্ষণ-ব্যবস্থার অনুকূল যে অবস্থা বর্তমানে বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আরো সুন্দরভাবে অব্যাহত রাখা সম্ভবপর হইবে।

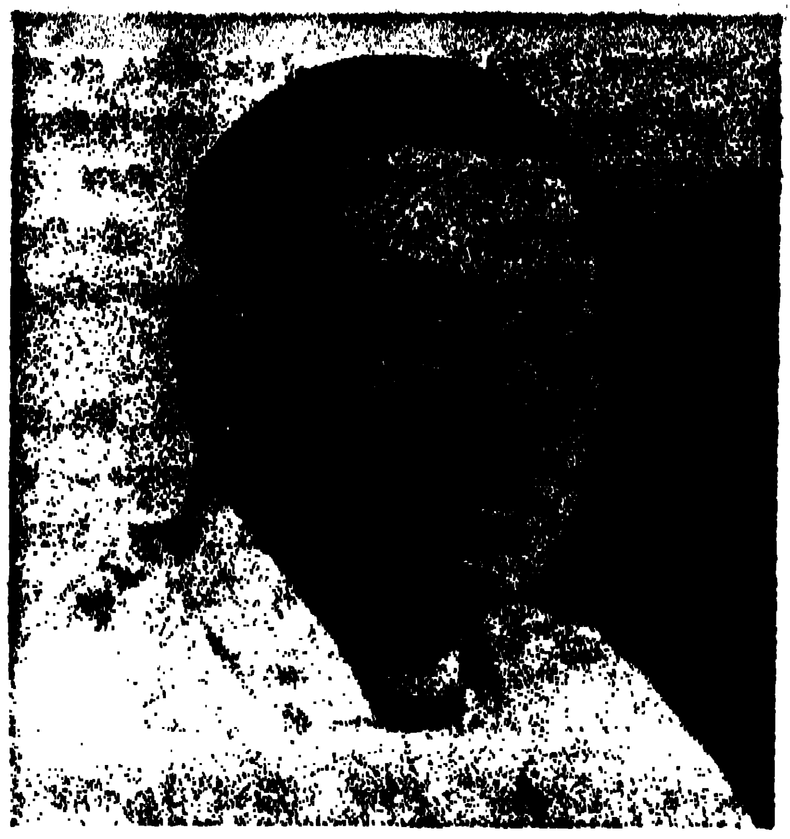

(মাননীয় মিঃ সন্তোষকুমার বসু)

"আমি আশা করি যে, এই দেশের এবং বৃটেন, আমেরিকা ও চীনের নেতৃবর্গ এই সম্পর্কে অগ্রসর হইয়া আসিবেন এবং তাঁহাদের সম্মিলিত আলাপ-আলোচনার ফলে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইবে—যাহাতে এই সব দেশের সুনাম বর্দ্ধিত হইবে ও ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা ('ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' এতদিন যাহার বাণী প্রচার করিয়া আসিয়াছে) পূর্ণ হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে শুধু যে ভারতই রক্ষা পাইবে তাহা নহে—পরন্তু এই চরম বিপদ কালে উহা মিত্রপক্ষের উদ্দেশ্যকেও সাহায্য করিবে।"

এ-আর-পি কণ্ট্রোলার মিঃ এ. এস্. হ্যাণ্ডস্ কলিকাতার এ-আর-পি প্রতিষ্ঠানের বিশদ বিবরণী প্রদান করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখার কি ভাবে কাজ করা উচিত, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন।

বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, সাধারণ অবস্থায় এ-আর-পি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতা যদিও লক্ষ্য করা যায় না, তথাপি শত্রুর বিমান-আক্রমণ সংঘটিত হইলে পর ইহাদের ব্যাপক কার্যাবলীর পরিচয় তখন পাওয়া যাইবে।

বাঙলা সরকারের জনরক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সেক্রেটারী মিঃ ই, জাড্, বসাক্ত বেসামরিক জনগণের রক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কিত আরও কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেন।

ভাগীরথী নদীতে প্লাবনের ফলে নদীয়া সদর মহকুমার ফসলের ক্ষতি হইয়াছে এবং জনগণের দুরবস্থা দেখা দিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট খয়রাতী দানের ব্যবস্থা করিতেছেন। গভর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, এই বিপন্ন অঞ্চলের আকস্মিক দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য এই অঞ্চলে চাউল আমদানী করার জন্য নদীয়ার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট সদর মহকুমার জন্য প্রয়োজন বলিয়া সার্টিফিকেট দিলে কলিকাতা নগরী ও শহরতলী অঞ্চল এবং হাওড়া ব্যতীত অন্য স্থান হইতে আমদানীকৃত চাউলের উপর মূল্য-নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ অস্থায়ীভাবে উঠাইয়া দেওয়া হইবে।

সুদবিহীন যুদ্ধ-বণ্ড

জুন মাসে বিক্রীর হিসাব

বিগত জুন মাসে বাঙলাদেশে ৩ বৎসরের মেয়াদী সুদবিহীন ডিফেন্স বণ্ড নিম্নোক্ত পরিমাণ বিক্রয় হইয়াছে:—

জেলা।	জুন মাসে।	এ-পর্যন্ত মোট।
	টাকা।	টাকা।
কলিকাতা ..	৬২৩	৩৭,৭৮,৭৩৪/০
বাখরগঞ্জ ..	..	..
বাঁকুড়া ..	..	..
বীরভূম ..	..	..
বগুড়া ..	..	..
বর্দ্ধমান ..	..	২,৬৮২
চট্টগ্রাম ..	..	২,০০০
ঢাকা ..	..	৫৪,৮০০
দার্জিলিং ..	৫,০৫৬	২৮,৬৯৪
দিনাজপুর ..	..	..
ফরিদপুর ..	..	..
হুগলী ..	..	..
হাওড়া ..	..	২,৫৫১
জলপাইগুড়ি ..	..	৬,৬০০
যশোহর ..	..	..
খুলনা ..	..	..
মালদহ ..	..	..
মেদিনীপুর ..	..	..
মুর্শিদাবাদ ..	..	..
ময়মনসিংহ ..	..	..
নদীয়া ..	..	৫,০০০
নোয়াখালী ..	..	..
পাবনা ..	..	..
রাজসাহী ..	..	..
রংপুর ..	..	..
ত্রিপুরা ..	..	৩০০
২৪-পরগণা ..	..	৫০০
মোট ..	৫,৬৭৯	৩৮,৮১,৮৬১/০

বিগত ২৫শে জুলাই তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সময় মধ্যে বাঙলা প্রদেশে কলেরায় মোট ৬৭৫ জন লোক আক্রান্ত হইয়াছে; তন্মধ্যে ১৫৬ জন হাওড়ায়, ১২১ জন ২৪-পরগণায়, ১১৬ জন কলিকাতায় এবং ৯৯ জন চট্টগ্রামে। ঐ সময়ে কলেরায় মৃত্যু হইয়াছে মোট ২৯৩ জনের; তন্মধ্যে ৯০ জন হাওড়ায়, ৭৩ জন ২৪-পরগণায় ও ৮০ জন চট্টগ্রামে।

হুগলী জেলায় ৫৫ জন, ২৪-পরগণায় ৮৫ জন, দার্জিলিংএ ৫০ জন ও ত্রিপুরারাজ্যে ৫০ জন লোক ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিল।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

চীন, যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও পারস্যোপসাগরীয় তীরবর্তী বন্দরসমূহের মধ্যে সুযোগমত জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেন্টস্,
বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (ইংলণ্ডে রেজিষ্টার্ড)।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

ককেশাস অঞ্চলে তীব্র সংগ্রাম

রুশীয়দের ক্রাসনোডার ত্যাগ

২০শে আগষ্ট মধ্যরাত্রির সোভিয়েট ইস্তাহারের ক্রোড়-পত্রে বলা হইয়াছে, রুশ সৈন্যদল ক্রাসনোডার হইতে সরিয়া আসিয়াছে।

নোভোরোসিস্কের বিপদ

সোভিয়েট সৈন্যদের ক্রাসনোডার পরিত্যাগের ফলে নোভোরোসিস্কের গুরুতরভাবে বিপদাশঙ্কা দেখা দেয়। নোভোরোসিস্ক কৃষ্ণসাগরে সোভিয়েটের একটি গুরুত্বপূর্ণ নৌঘাঁটি। প্রায় সম্পূর্ণরূপে শত্রুসৈন্য কর্তৃক পরিবেষ্টিত এবং ককেশাসের মূল বাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও রুশ সৈন্যরা সংখ্যাগুরু শত্রু সৈন্যদের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রায় দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত ক্রাসনোডার রক্ষা করে।

ভরোনেজ অঞ্চলে লাল ফৌজের পাল্টা আক্রমণ

হস্তচ্যুত স্থানগুলি পুনরায় দখলের জন্য জার্মাণরা ভরোনেজ রণাঙ্গনে বারবার আক্রমণ চালায়, কিন্তু সমস্ত আক্রমণেই রুশসেনাগণ জার্মাণদিগকে তাহাদের প্রাক্তন ঘাঁটীগুলিতে বিতাড়িত করিয়াছে এবং রুশ সৈন্যদের পাল্টা আক্রমণ প্রতিদিনই অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে।

ষ্টালিনগ্রাড অভিমুখী অভিযান

মস্কো ২১শে আগষ্ট তারিখের সংবাদে প্রকাশ, জার্মাণরা তাহাদের ষ্টালিনগ্রাড অভিমুখী অভিযানে কোটেল-নিকোভো অঞ্চলে রেল লাইন ধরিয়া আক্রমণ চালাইতেছে এবং কতকটা অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে। মোটা-মুটিভাবে কোটেলনিকোভো রণাঙ্গনে জার্মাণদের সর্ব্বশেষ আক্রমণ টিরোস্পেকোর সৈন্যদের প্রাচীর-সদৃশ প্রতিরোধের বিরুদ্ধে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

ক্লেটস্কায়ার দক্ষিণ-পূর্ব্বে শত্রুপক্ষের ডন অতিক্রম

রয়টারের সংবাদদাতা বলিতেছেন যে, জার্মাণরা শেষ পর্য্যন্ত ক্লেটস্কায়ার দক্ষিণ-পূর্ব্বে ডন নদী অতিক্রমে সমর্থ হইয়াছে। প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণে এই সকল জার্মাণের অধিকাংশই নিহত হইয়াছে। শত শত জার্মাণকে পুনঃ-পক্ষে ডন নদীর দিকে হটাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ক্রাসনোডারের দক্ষিণে সোভিয়েটের পশ্চাদপসরণ

রেডিওতে প্রকাশ, পশ্চিম ককেশাসে ক্রাসনোডারের দক্ষিণে রুশিয়ানরা এক অঞ্চলে নূতন ঘাঁটিতে হটিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে।

ষ্টালিনগ্রাডের বিপরীত দিকে ডন নদীর পশ্চিম তীরের যুদ্ধ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, নদীর দিকে যাইবার পথ জার্মাণ, ইটালীয়ান, হাঙ্গারীয়ান ও রুমানিয়ানদের মৃতদেহে ছাইয়া গিয়াছে। সোভিয়েট সৈন্যরা কয়েক স্থানে নিজেদের ঘাঁটি রক্ষা করিতেছে, এমন কি উহার প্রসারসাধনও করিতেছে।

সোভিয়েট সেনাদের অতর্কিত আক্রমণ

সেটাফার আমলের যুদ্ধ সম্বন্ধে সোভিয়েট ইস্তাহারের একটি ক্রোড়পত্রে বলা হইয়াছে, "সোভিয়েট সৈন্যগণ অতর্কিতভাবে শত্রু সৈন্যের উপর আপতিত হয় এবং তাহাদের উপর এমন আঘাত হানিতে সমর্থ হয় যে, তাহারা পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হয়। তাহাদের দুইশত সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কোটেলনিকোভোর উভয়ে ট্যাঙ্ক এবং মাঝিক পদাতিক সৈন্যের সহিত যুদ্ধে জার্মাণদের যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে। শত্রুর ট্যাঙ্ক বাহিনী বারংবার সোভিয়েট ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায় বটে, কিন্তু উহা ব্যর্থ হইয়া যায়। অনুরূপভাবে সোভিয়েট সৈন্যগণ আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম পরিচালনা করে এবং তিন দিনের যুদ্ধে এক হাজার জার্মাণ সৈন্যকে নিহত করে। পেটোগোরস্কে একদল জার্মাণ সৈন্য রুশীয় ব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদিগকে চারিদিক হইতে বেষ্টন করিয়া হত্যা করা হইয়াছে।

কোটেলনিকোভোর উত্তর-পূর্ব্বে জার্মাণ ট্যাঙ্ক ও মাঝিক-বাহিনীর কয়েকটি প্রবল আক্রমণ প্রতিহত করা হয়। এক অংশে জার্মাণগণ ১ শত ট্যাঙ্ক আক্রমণে নিয়োজিত করে। ইহার মধ্যে অতি অল্প কয়েকটি ব্যূহ ভেদ করে। যে পদাতিক বাহিনী এই ট্যাঙ্কবাহিনীর অনুসরণ করিতেছিল, সোভিয়েট সৈন্যদল কর্ত্তৃক তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। কিলেতস্কায়ার দক্ষিণে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হইয়াছে এবং কেবল ১টি ডিভিশন ২ সহস্র জার্মাণ নিহত করে। এক অঞ্চলে রুশগণ প্রচণ্ড যুদ্ধের পর নূতন ঘাঁটিতে হটিয়া আসিয়াছে। সিরাফিমোভিচের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে রুশগণ শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে।

জার্মাণদের অগ্রগতির দাবী

২৩শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ,—কৃষ্ণ সাগরের গুরুত্ব-পূর্ণ সোভিয়েট ঘাঁটি নভোরসিস্ক হইতে মেকপের দক্ষিণে তিন মাইল দূরে অবস্থিত ক্রিমস্কায়া শহরটি দখল করিয়াছে বলিয়া জার্মাণগণ দাবী করিয়াছে। সোভিয়েট বাহিনীর প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও পার্শ্ববর্ত্তী দুর্ভেদ্য পর্ব্বতশিখর উচ্চ স্থানটি জার্মাণ ও রুমানিয়ান সেনাবাহিনী দখল করিয়া লইয়াছে।

ককেশাস অঞ্চলে আল-তেমরিয়ুকের মধ্যে যুদ্ধ পরি-চালনা সম্পর্কে জার্মাণগণ পুনরায় এইরূপ অনুমান দেখাইতেছে যে, আবখাজিয়া ও জর্জিয়ার আংশিক বিদ্রোহমূলক অবস্থার মধ্য দিয়া জার্মাণ বাহিনীকে অগ্রসর হইতে হইতেছে। "ইভনিং ষ্ট্যাণ্ডার্ডের"-এর বার্লিনস্থ সংবাদদাতাও এ-বিষয় সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, এই অঞ্চলে রণাঙ্গনে রুশ সেনাবাহিনীর প্রতিরোধের চাপ ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। জার্মাণ ও ইটালীয় আক্রমণকারী বাহিনীকে গিরিবর্ত্ম ও সঙ্কীর্ণ উপত্যকার পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে হইতেছে এবং ইহার প্রত্যেকটি সুদৃঢ় প্রস্তরখণ্ড ও প্রত্যেক পার্ব্বত্যপথ এক-একটি দুর্জয় ঘাঁটিরূপে বিরাজমান। পার্ব্বত্যপথের বাঁকের মুখে বৃক্ষকাণ্ডে এবং সুদৃঢ় প্রস্তরখণ্ডের পিছনে রুশ রাইফেলধারীগণ মাইন লুকাইয়া রাখিয়াছে।

কয়েকটি গ্রাম হইতে জার্মাণবাহিনী বিতাড়িত

মার্শাল টিমোশেঙ্কো ক্লেটস্কায়ার দক্ষিণে প্রবল পাল্টা-আক্রমণ চালাইয়া ডন নদীর বাঁকে অবস্থিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম হইতে জার্মাণদিগকে বিতাড়িত করিয়াছে। সোভিয়েট ইস্তাহারে এ-কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। রুশীয় বাহিনী এক দিনেই জার্মাণদের শতাধিক ট্যাঙ্ক বিকল করিয়া দিয়াছে। উক্ত এলাকার অন্য একটি আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছে; তথায় একটি জার্মাণ বাহিনী সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

মস্কো-বেতারে বলা হইয়াছে যে, লেনিনগ্রাড রণাঙ্গনের এক অংশে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। পরিত্যক্ত স্থানসমূহ পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতে গিয়া জার্মাণরা নূতন পদাতিক ও ট্যাঙ্ক-বাহিনী আমদানী করিতেছে; কিন্তু সোভিয়েট সেনাবাহিনী তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করিতেছে।

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন]

যখন প্রত্যেকটি ফোঁটাই

মূল্যবান, তখন ·

জানা ভালো ...

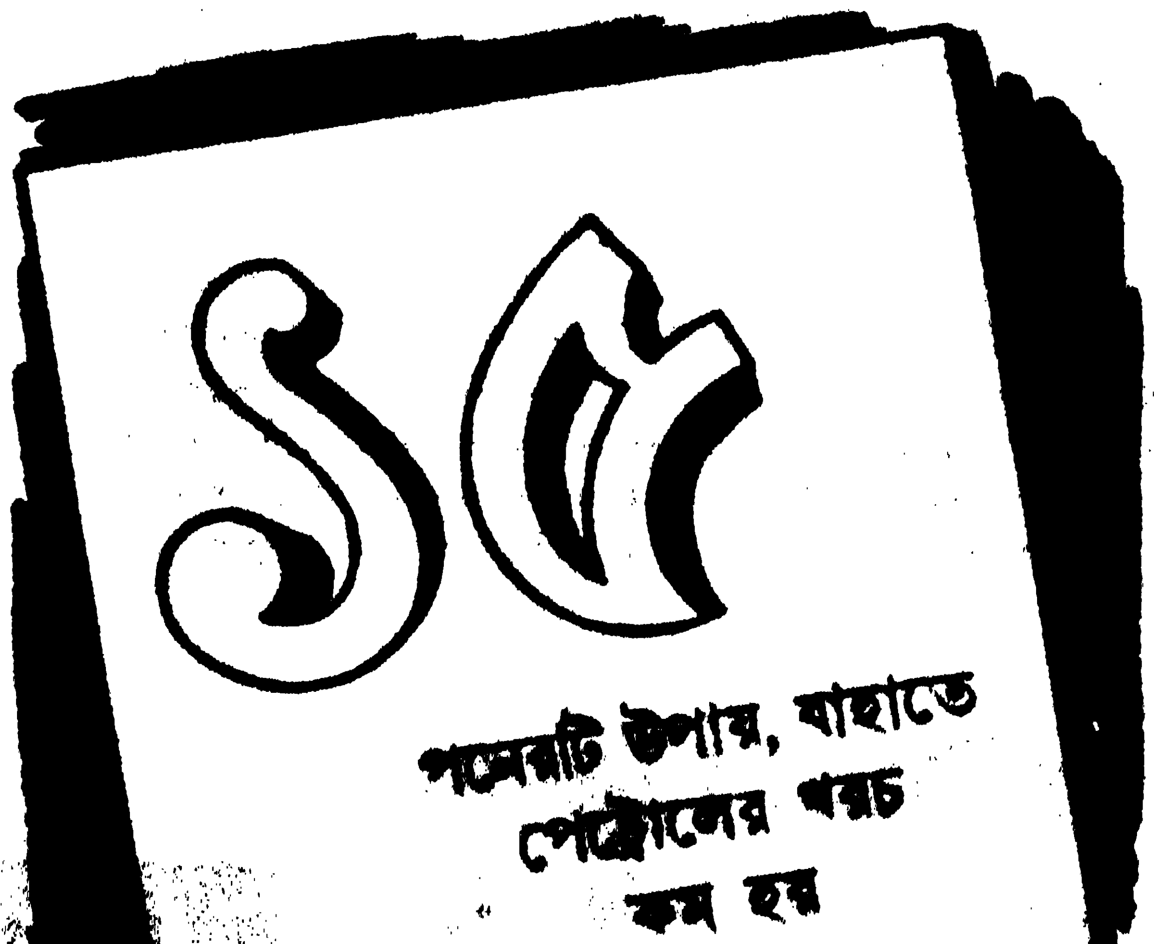

এক বছর আগে আমাদের ছাপা
"পনেরটি উপায়, যাহাতে পেট্রোলের খরচ
কম হয়" নামে লিফলেটগুলি বহু লোকের
উপকারে এসেছিল; আজ সেগুলি আরো
বেশি দরকারি হয়ে পড়েছে।

আমাদের অফিসে, হংকং হাউস, কলকাতা এই
ঠিকানায় চিঠি লিখলে বিনামূল্যে তা পেতে পারেন।

ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু, বাংলা, মারাঠি, গুজরাটি এবং
গুরুমুখি অক্ষরে পাওয়া যায়।

বার্ম্মা — শেল

জাপানীদের মুখে বন্ধুত্বের বুলি —

— মনে দুর্জয় লোভ

আগেকার দিনে মানুষ যখন লড়াই করতে আসত তখন তারা তাদের শত্রুতা গোপন করত না। আজকাল জাপানীরা কিন্তু তা' করছে না। আজকের দিনে সৈন্য পাঠাবার আগে মানুষকে ভোলাবার জন্য অথবা দুর্বল বা দিশাহারা করার উপযোগী মিষ্টি কথা বললে লাভ হয় বেশি। লড়াই-এর এ এক নূতন কায়দা—সজাগ না থাকলে এর ফল হয় মারাত্মক। কিন্তু বেতার মারফৎ এই যে বন্ধুত্বের বুলি ছড়ানো হচ্ছে, কিম্বা আমাদেরই মধ্যে জাপানী চরেরা মহামারীর মতো যে সব আতঙ্কপ্রদ গুজব সহরে বা গ্রামে রটাচ্ছে তার পিছনে আছে জাপানী গোলাবারুদ আর ভারতের আত্মরক্ষার চেষ্টাকে দুর্বল করবার দুরভিসন্ধি। মনে রাখবেন—আপনার বহুমূল্য সম্পত্তি, ভারতের সোনাফলানো মাটি, নূতন নূতন শিল্পকে আকর্ষণ করবার মতো হাজারো সম্পদ—বিনাযুদ্ধে যদি এমন ঐশ্বর্য লাভ করা যায় তবে কে না চাইবে জাপানী চৌদ্দ হতে ?

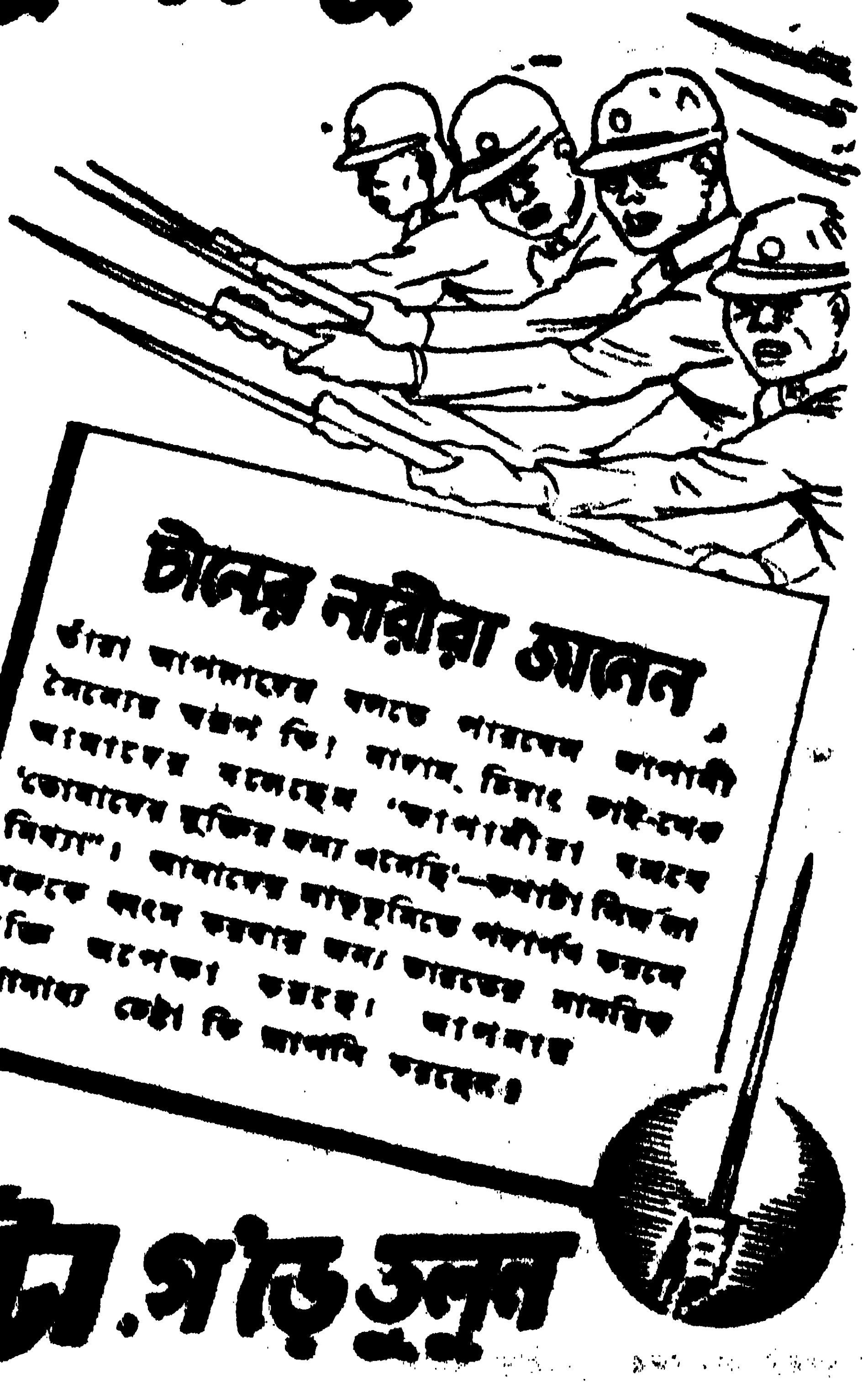

জাপানীদের বিরুদ্ধে জাতীয় যুদ্ধ প্রচেষ্টা গড়ে তুলুন

T. 2744

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

সলোমন-দ্বীপে আবার সংগ্রাম

সলোমন দ্বীপে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রীয় নৌবহরের পক্ষ হইতে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, গত ২০শে মার্চ তারিখে ১০০ শত জাপানী পুনরধিকৃত এলাকায় অবতরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ইহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলা হইয়াছে।

নৌবাহিনী ৬৭০ জন জাপানীকে নিহত এবং অবশিষ্ট ৩০ জনকে বন্দী করিয়াছে। নৌবাহিনীর ২৮ জন নিহত ও ৭২ জন আহত হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের পুত্র মেজর জেমস রুজভেল্ট এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ডিয়েপে মিত্র-বাহিনীর আক্রমণ

২০শে মার্চ লণ্ডনে এই মর্মে সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, সম্মিলিত বাহিনী ডিয়েপে যে আক্রমণ পরিচালনা করিয়াছে তাহাতে রণে মোট ৯১ খানি জার্মাণ বিমান ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে; তবেদ এয়ার ফোর্সের ৯৮ খানি বিমান খোয়া গিয়াছে; কিন্তু ৩০ জন বৈমানিক রক্ষা পাইয়াছে।

লণ্ডন হইতে প্রচারিত সরকারী বিবৃতিতে প্রকাশ, ডিয়েপের যুদ্ধ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল। উভয় পক্ষেই যথেষ্ট হতাহত হইয়াছে। শত্রুপক্ষের ৭১ খানি বিমান সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ আরও একশত শত্রুবিমান হয় ধ্বংস না হয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

কিয়াংসি প্রদেশে চীনাদের আক্রমণ

চুংকিং, ২০শে মার্চের সংবাদে প্রকাশ,—যে জেনারেল চেকিয়াং প্রদেশের সহিত পূর্ব কিয়াংসী প্রদেশের যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছে, সেই জেনারেল বলিয়া চীনাবাহিনী পূর্ব কিয়াংসী প্রদেশে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা ফংকৌ ও সাংজাও সহর পুনরধিকার করিয়া কোয়াংফেংএর উপর আক্রমণ চালাইতেছে।

মঙ্গোলিয়ান সীমান্তে জাপ তৎপরতা

এক সাংবাদিক সম্মেলনে জনৈক চীন সামরিক মুখপাত্র মঙ্গোলিয়ান সীমান্তে জাপানীদের ব্যাপক তৎপরতার কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

চীনাদের কোয়াংফেং অধিকার

চীনা সৈন্যদের কোয়াংফেং পুনরধিকার ও চুংকিং ও কিয়াংসেকের উপর আক্রমণের সংবাদ সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে।

[illegible]বাসী অপসারণ সমস্যা

জমিদারগণের সহযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা

বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় মিঃ পি. এন্‌. ব্যানার্জী বিগত ১৮ই আগষ্ট তারিখে [illegible] ১১ নম্বর সদর রাইটার্স বিল্ডিংস-এর ক্যাবিনেট-রুমে বাঙ্গলা দেশের নেতৃস্থানীয় ভূম্যধিকারীগণের এক কনফারেন্সে আহ্বান করিয়াছিলেন। শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সামরিক ব্যবস্থার জন্য যে সমুদয় লোককে তাহাদের বসত-বাড়ী হইতে অপসারণ করা হইয়াছে, তাহাদিগকে ভূস্বামীগণের খাস-দখলের জমিতে বসবাস করিবার সুযোগ দিয়া কি প্রকারে সাহায্য করা যাইতে পারে, তাহা আলোচনা করাই এই কনফারেন্সের উদ্দেশ্য ছিল। যাঁহারা এই কনফারেন্সে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুর, ময়মনসিংহের মহারাজা, নশিপুরের রাজা বাহাদুর ও স্যার বি. পি. সিংহ রায়ের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। কনফারেন্সের উদ্বোধন করিতে যাইয়া মাননীয় রাজস্ব-সচিব লোকাপসারণ ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের নীতি বর্ণনা করেন এবং অপসারিত লোকদিগকে যথোচিত ক্ষতিপূরণ দিয়া তাহাদের দুর্দ্দশা লাঘব করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহারও উল্লেখ করেন। অপসারিত লোকদিগকে বসবাস করিবার জন্য জমি দিয়া সাহায্য করার জন্য তিনি জমিদারগণকে অনুরোধ করেন। যে সমুদয় জমিদার এই কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্যের সহিত আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং অপসারিত লোকগণের দুর্দ্দশা লাঘব করার জন্য সকল সম্ভাব্য উপায়ে ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুর তাঁহার জমিদারীর অন্তর্গত জেলাসমূহে এই সমুদয় অপসারিত লোকের জন্য বিনা-নজরে ৬০,০০০ ষাট হাজার একর খাস-দখলের জমি বন্দোবস্ত দিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। জমিদারগণের খাস-দখলীয় জমি অপসারিত লোকদিগের নিকট বন্দোবস্ত দেওয়ার যে নানাপ্রকার অসুবিধা আছে এবং অপসারণ হেতু সাধারণতঃ জমিদারগণের যে অসুবিধা ঘটিতেছে, তাহাও সভায় আলোচিত হয়। এই সমুদয় বিষয় ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যাপারে বিবেচনা করিবার জন্য একটি কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

ভারতে অবস্থিত মার্কিণ সৈন্য

আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না

মার্কিণ রাষ্ট্রবিভাগ ১৩ই আগষ্ট ঘোষণা করিয়াছে যে, ভারতে অবস্থিত মার্কিণ বাহিনী শুধু এক্সিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যই ভারতে গিয়াছে; তাহাদিগকে আভ্যন্তরিক কোন ব্যাপারে কোনরূপ অংশ গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভারতে আমেরিকান সৈন্যদের উপস্থিতির প্রধান উদ্দেশ্য চীনকে সাহায্য করা। তাহারা যেখানে থাকিবে সেখানে কোন গোলমালের ফলে যদি তাহাদের নিজেদের বা অন্যান্য আমেরিকান নাগরিকদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিপন্ন হয়, তাহা হইলে সেক্ষেত্রেই শুধু আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকার তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে।

রাষ্ট্রবিভাগ আরও বলিয়াছে যে, এই জরুরী অবস্থায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র গভর্ণমেণ্টের নীতি কি, তাহা ইতিপূর্ব্বেই ভারতে অবস্থিত মার্কিণ সৈন্যদের প্রতি আদেশে জানান হইয়াছে। "ভারতবর্ষ যদি এক্সিস শক্তি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে মার্কিণ সৈন্যেরা [illegible] ভারতকে রক্ষায় সাহায্য করিবে; কিন্তু এক্সিস-আক্রমণ না হইলে অন্য কোনরূপ কার্য্যে মার্কিণ সৈন্যেরা বিন্দুমাত্র অংশ গ্রহণ করিবে না।"

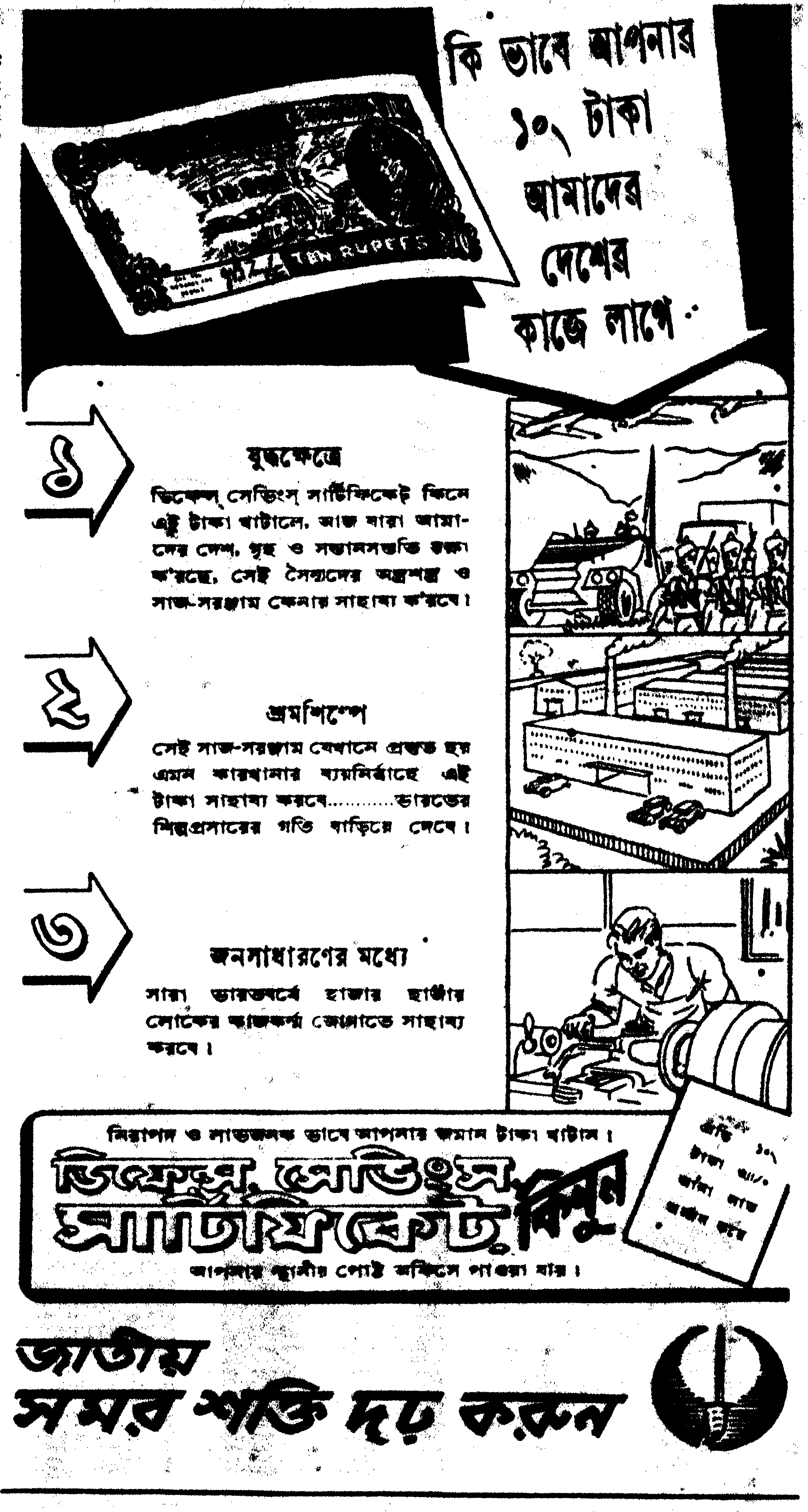

বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট চলতি বৎসরের জন্য ৫,৫৫৫৲ টাকা কলিকাতার [illegible] সোসাইটিকে সাহায্য দান করিয়াছেন। এই টাকা দ্বারা উক্ত [illegible] [illegible] কার্য্যাদি করিবে; [illegible] কার্য্যাদিও তাহার মধ্যে অন্যতম।

বর্ত্তমান বৎসরের জুন মাসে বাঙ্গলা প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় যে ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট ও ষ্ট্যাম্প বিক্রয় হইয়াছে, তাহার মোট পরিমাণ যথাক্রমে ১,৫৭,৫১০৲ এক লক্ষ সাতান্ন হাজার পাঁচ শত দশ টাকা ও ৮,০১৭।০ আট হাজার [illegible] টাকা চারি আনা হইয়াছে।

স্যার আর্কট রামস্বামী মুদালিয়ার যুদ্ধকালীন মন্ত্রী-সভা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধ-পরিষদে বৃটিশ ভারতের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে বিগত ১৭ই আগষ্ট তারিখে একটি ডিনার-ভোজে আপ্যায়িত করা হইয়াছে।

পল্লী অঞ্চলে ঋণ-সমস্যার সমাধান

বিভিন্ন স্থানে সালিসী-বোর্ডের উল্লেখযোগ্য কার্য্যাবলী

জেলা মেদিনীপুর

কোলাঘাট ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪০ সালের ১৯১নং মামলায় খাতক শরৎ চন্দ্র পাত্র এবং আরো অনেকজন বোর্ডের শরণাপন্ন হয়। ফৌজদারী আদালতের ডিক্রী, মর্গেজ এবং কতকগুলি হ্যাণ্ডনোট দরুণ খাতকদিগের ঋণের পরিমাণ ছিল ৩,০০১৲ টাকা। ঋণ ২,৩০১৲ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত হয়। কিন্তু পরে ১,২০৬৲ টাকা প্রদান করিবার প্রস্তাব খাতকদের দেওয়া হয়। এই টাকা উহারা নগদ পরিশোধ করে। মহাজন এই প্রস্তাবে আনন্দের সহিত স্বীকৃত হন এবং খাতকদের ঋণ মুক্ত করিয়া দেন।

জেলা খুলনা

১৯৪০ সালের ২০।৩নং মামলায় মহাজন চেচন চাপি এবং অন্যান্য খাতক বিধাকুমারী দাসীর নিকট ১৫০৲ টাকা দাবী করে। মর্গেজী দলিলের বলে ঋণ গ্রহণ করা হয় এবং খাতক মহাজনকে জমি ভোগ-দখল করিতে দেয়। মাত্র ২৪৲ টাকায় এই মামলার নিষ্পত্তি হয়। ধার্য্য হয় যে তিন কিস্তিতে উক্ত অর্থ প্রদান করিতে হইবে।

১৯৪১ সালের ৫১।৭নং মামলায় মহাজন পবন মণ্ডল—খাতক দেবনাথ মণ্ডলের নিকট ৪০০৲ টাকা দাবী করে। মর্গেজী দলিলের বলে ঋণ গ্রহণ করা হয় এবং খাতক মহাজনকে জমি ভোগ-দখল করিতে দেয়। বোর্ড ২০০৲ টাকায় এই মামলা নিষ্পত্তি করে; চারি কিস্তিতে উক্ত অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে।

১৯৪১ সালের ৪১নং মামলায় মহাজন মাদার চন্দ্র নাথ খাতক রামলাল কুণ্ডু এবং অন্যান্যের নিকট ৩,৬৯৮৲ টাকা দাবী করে। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ১৫৲ টাকা সাব্যস্ত করে। মর্গেজী দলিলের বলে খাতকেরা এই ঋণ গ্রহণ করে এবং মহাজনকে জমি ভোগ-দখল করিতে দেয়। এক কিস্তিতে খাতকেরা এই ঋণ পরিশোধ করিবে সিদ্ধান্ত হয়।

১৯৪০ সালের ৪৩।৪নং মামলায় মহাজন বাদল মণ্ডল খাতক ভয় মণ্ডলের নিকট ২২৫৲ টাকা দাবী করে। মর্গেজী দলিল বলে খাতক এই ঋণ গ্রহণ করে। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ২২৫৲ টাকাই সাব্যস্ত করে। ছয়টি কিস্তিতে এই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।

১৯৪০ সালের ১৬৫।৮নং মামলায় মহাজন ভূপতি নাথ দে খাতক খুলনা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের নিকট ৯৮।।৶১৫ দাবী করে। হ্যাণ্ডনোটের বলে এই ঋণ প্রদান করা হয়। বোর্ড এই ঋণের পরিমাণ ১৫৲ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করে। উক্ত অর্থ কিস্তিতে পরিশোধ করা হয়।

১৯৪২ সালের ১১।১নং মামলায় মহাজন বিপুলচন্দ্র গোলদার খাতক চিত্তরঞ্জন কুণ্ডুর নিকট ৭১০৲ টাকা দাবী করে। মর্গেজী দলিল বলে এই ঋণ গ্রহণ করা হয় এবং স্থির হয় যে, কিস্তিতে এই ঋণ পরিশোধ করা হইবে। বোর্ড ঋণের পরিমাণ ৬৫৲ টাকা বলিয়া সাব্যস্ত করে। এক কিস্তিতে ঐ ঋণ পরিশোধ করা হয়।

চিংড়াখালি ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৩৯ সালের ৬৮০।৪৬নং মামলায় খাতক উমেশ চন্দ্র ঘোষ মর্গেজী দলিল বলে মহাজন রাধাচরণ সাহার নিকট হইতে ৭০০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। মহাজন ১,২৫০৲ টাকা দাবী করে। মহাজন ১০ বৎসরকাল খাতকের জমি ভোগ-দখল করে। অতঃপর উভয় পক্ষের মধ্যে সালিসীতে স্থির হয় যে, মহাজনের আর কোন প্রাপ্য নাই এবং উভয় পক্ষই এই ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করে।

গোয়ালপাড়া-বাঁকড়া ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪১ সালের ৬৪নং মোকদ্দমা। ভূপেন্দ্র নাথ দাস বনাম কৃষ্ণধন দাস। এই মামলায় খাতক একটি পাট্টা ও একরারনামার বলে মহাজনের নিকট হইতে ৫০০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। বোর্ড উভয় পক্ষের সম্মতিতে এই ঋণ মীমাংসা করিয়া দিয়াছে। মহাজন খাতকের পাট্টাকৃত জমির অর্দ্ধেক খাতককে ফিরাইয়া দিয়াছে এবং বাকী অর্দ্ধেক জমি খাতক উক্ত ঋণের জন্য মহাজনের নিকট বিক্রয় করিয়াছে।

জেলা নোয়াখালী

মনপুরা ঋণ-সালিসী বোর্ড

১৯৪০ ইং সালের ১৭০নং মামলায় খাতক হাবিবুল্লার বিরুদ্ধে মহাজন আবদুল মজিদ চাডিয়া আদালতে ১৭২৶০ আনা ডিক্রী পায়। মামলা চলতি থাকাকালে বোর্ড খাতক ও মহাজনের মধ্যে আপোষ নিষ্পত্তি করিয়া নগদ মং ৭০৲ টাকা মহাজনকে দিয়া নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন।

১৯৪০ ইং সনের ১৬২নং মোকদ্দমায় খাতক জনাব আলী মহাজন কফিলর রহমানের নিকট দুইখানি জমি ১৫ বৎসরের জন্য কট বন্ধক দিয়া ৩০০৲ টাকা কর্জ্জ গ্রহণ করে। মহাজন পাঁচ বৎসর জমি ভোগ করার পর বোর্ডে মামলা দায়ের করিলে বোর্ড খাতক ও মহাজনের মধ্যে আপোষ নিষ্পত্তি করিয়া নগদ ৫০৲ টাকা মহাজনকে দিয়া নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন। মহাজন খাতকের জমি খাতকের দখলে ছাড়িয়া দিয়া দলিলাদি ফেরৎ দিয়াছেন।

১৯৪০ ইং সনের ১৫নং মামলায় খাতক আলী আহমদ মহাজন নূর মিয়ার নিকট হইতে ৮০৲ টাকা কর্জ্জ গ্রহণ করে। মহাজনের আসল ও সুদে ১৬০৲ টাকা পাওনা হয়। বোর্ড আপোষে মহাজনকে ৪০৲ টাকা আদায় করিয়া দিয়া উভয়ের মধ্যে আপোষ নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন এবং দলিল খাতককে ফেরৎ লইয়া দিয়াছেন।

১৯৪১ ইং সনের ২৪নং মোকদ্দমায় খাতক মহাজন মিয়ার নিকট মহাজন জালাল আহমদ অলংকারের মূল্য বাবদ ২৯৲ টাকা পাওনা ছিল। বোর্ড উভয়ের মধ্যে আপোষ করিয়া মহাজনকে নগদ মং ৪৲ টাকা দিয়া এই মামলা নিষ্পত্তি করিয়া দিয়াছেন।

চাউলের আমদানী-রপ্তানী

সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য ব্যবস্থা

গভর্ণমেণ্টের স্থানীয় অফিসারগণের প্রত্যক্ষ নিষেধাজ্ঞা অথবা পরোক্ষ বাধার জন্য চাউলের অবাধ আমদানী কোন কোন স্থলে ব্যাহত হইয়াছে বলিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট সংবাদ পৌঁছিয়াছে। ময়মনসিংহ জেলায় বর্ত্তমানে এরূপ একটি আদেশ জারি আছে; এতদ্ব্যতীত অন্য কোথাও অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা বর্ত্তমান আছে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট অবগত নহেন। খাদ্যদ্রব্যের কোন ব্যবসায়ী যদি ঐ সব কারণে কোন অসুবিধা অনুভব করেন বা অসুবিধা হইবে বলিয়া আশঙ্কা করেন, তাহা হইলে তিনি অবিলম্বে ঐ বিষয় সংশ্লিষ্ট জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টরকে জানাইবেন। সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টরের অফিস বর্ত্তমানে কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিংসে অবস্থিত। যান-বাহনের অভাবে যদি প্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্য আমদানী-রপ্তানীতে বাধা উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও ঐ ব্যাপারে সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে।—(প্রেসনোট)

তমলুকের মহকুমা হাকিম মিঃ ডবলু, এ, দেব, আই-সি-এস দোকানদারগণ ও কেরোসিন ব্যবসায়িগণ নিয়ন্ত্রিত মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতেছে কি না, দেখিবার জন্য সম্প্রতি পাঁশকুড়া বাজার পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তখন তিনি আবিষ্কার করেন যে চিন্তামণি দাঁ নামক একজন কেরোসিন ব্যবসায়ী তাহার দোকানের পশ্চাদ্‌ভাগে মাটির নীচে চারিটি বড় পিপার ভিতরে ২৫০ গ্যালন কেরোসিন পুতিয়া রাখিয়াছিল।

অধিক পরিমাণ কেরোসিন তৈল লুকাইয়া রাখার দরুণ উক্ত চিন্তামণি দাঁর নামে একটি মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইয়াছে।

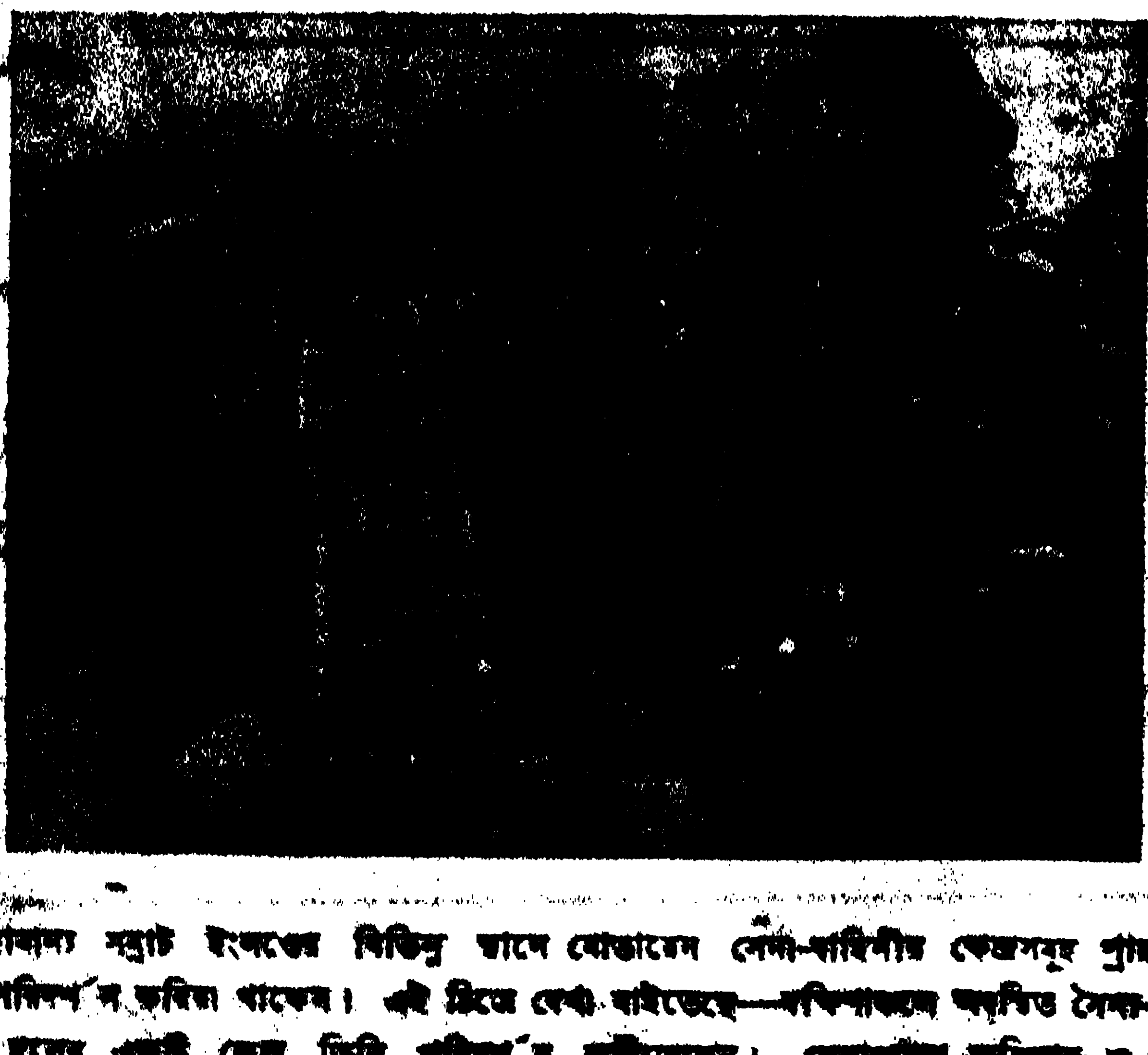

মহামান্য সম্রাট ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থানে যোদ্ধাদের সৈন্য-বাহিনীর কেন্দ্রসমূহ প্রায়ই পরিদর্শন করিয়া থাকেন। এই চিত্রে দেখা যাইতেছে—দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত সৈন্য-দলের একটি কেন্দ্র তিনি পরিদর্শন করিতেছেন। সেনানীদের অফিসার ও সৈনিকদের সহিত সম্রাট খোশগল্পে আলাপ-আলোচনা করিতে বিশেষ আনন্দ বোধ করিয়া থাকেন।

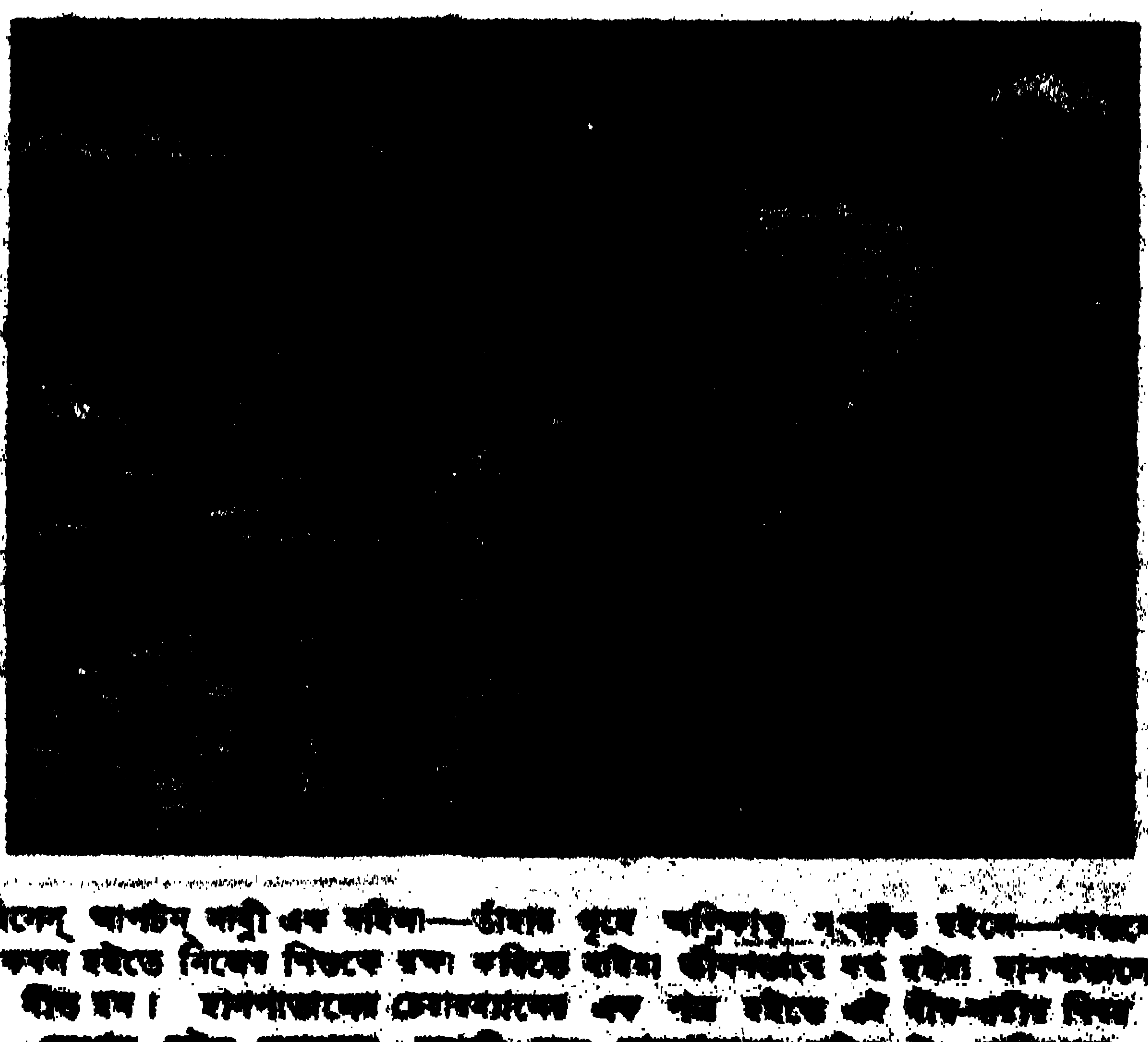

মিসেস্ আগষ্টিন্ নামী এক মহিলা—তাঁহার দুই অভিভাবক সংরক্ষিত হইলে—আগুনের কবল হইতে নিজের শিশুকে রক্ষা করিতে যাইয়া গুরুতরভাবে দগ্ধ হইয়া হাসপাতালে নীত হন। হাসপাতালের রোগশয্যায় এক পত্র হইতে এই বীরনারীর বিষয় অবগত হইয়া মহামান্যা সম্রাজ্ঞী স্বয়ং হাসপাতালে যাইয়া উক্ত মহিলাকে তাঁহার অপূর্ব্ব সাহসের জন্য অভিনন্দিত করেন। চিত্রে দেখা যাইতেছে— [illegible]

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: [illegible]

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ৫৩শ সংখ্যা] কলিকাতা, ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ [এক আনা

[library stamp]

মধ্যপ্রাচ্য ও রুশীয়ায় বৃটীশ প্রধান-মন্ত্রীর সফর

[illegible] হাজার হাজার মাইল পরিক্রমণ

মধ্যপ্রাচ্য ও মস্কো পরিদর্শনের পরে মিঃ চার্চিল ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তিনি বিমানপোত যোগে ২৪শে আগষ্ট বিকাল ৭-৪০ মিনিটের সময় লণ্ডনে পৌঁছেন।

মিঃ এভেরেল হ্যারিম্যানও মিঃ চার্চিলের সঙ্গে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

মিঃ চার্চিল বিমানঘাঁটিতে আসিয়া পৌঁছিলে তাঁহাকে বেশ প্রফুল্ল দেখা যায়; তাঁহাকে কিছুমাত্র পরিশ্রান্ত মনে হয় নাই। মিসেস চার্চিল ও মেজর চার্চিলের সহিত সম্ভাষণের পরে মিঃ চার্চিল বিমানপোতের ক্রুদের সহিত তাঁহাদের পরিচয় করাইয়া দেন। যখন মিঃ চার্চিলের বিমানপোতখানি ঘাঁটিতে অবতরণ করে, তখন বিমানঘাঁটির পথ আলোকমালায় সুশোভিত ছিল; ঐ সময় উপরে সার্চলাইটসমূহ উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। মিঃ চার্চিলের পরিধানে বিমান-বাহিনীর পোষাক ছিল এবং হাতে একটি ছড়ি ছিল। প্রথমে তিনি মিসেস চার্চিলকে আলিঙ্গন করিয়া পরে তাঁহার পুত্র এবং স্যার চার্লস পোর্টালের সহিত করমর্দন করেন। ইহার পর মুহূর্ত মাত্র অপেক্ষা না করিয়াই তিনি মোটর যোগে বিমানঘাঁটির নিকট অবস্থিত স্পেশাল ট্রেণ অভিমুখে যাত্রা করেন।

মিঃ চার্চিল হাজার হাজার মাইল পরিভ্রমণ করিয়াছেন। একমাত্র আকাশে পূর্ণ [illegible] হাজার মাইলের উপর। দেশে প্রধান মন্ত্রীর অনুপস্থিতি ১৭ই আগষ্ট সরকারীভাবে প্রকাশ করা হয়। ঐ সময় ঘোষণা করা হয় যে, প্রধান মন্ত্রী মস্কোতে এম, ষ্টালিনের সহিত চারিদিনব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। ইহার পর জানা যায় যে, এই দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণের সময় তিনি মিশর এবং আমুআলামিন রণক্ষেত্র পরিদর্শন করিয়াছেন। তথায় মিঃ চার্চিল এই অনুষ্ঠানে তাঁহার অপ্রত্যাশিত উপস্থিতিতে অষ্টম-বাহিনীর সৈন্যগণ বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছে। কায়রোতে জেনারেল স্মাটসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও আলোচনা হয়। মিশর পরিদর্শনের সময় রাজা ফারুক ও জেনারেল আলেকজাণ্ডার, স্যার হেনরী উইলসন, জেনারেল স্যার অকিনলেকএর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়।

চারি ইঞ্জিনবিশিষ্ট যে মার্কিণ বোমারু প্লেনে করিয়া মিঃ চার্চিল প্রথমে কায়রো ও পরে মস্কোতে গমন করিয়াছিলেন, তাহার পাইলট ছিলেন বিমানপোতে দূরপথ অতিক্রমে বিশেষ পারদর্শী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিমান-বাহিনীর অধিনায়ক মিঃ উইলিয়াম ভেণ্ডার ক্লাউড।

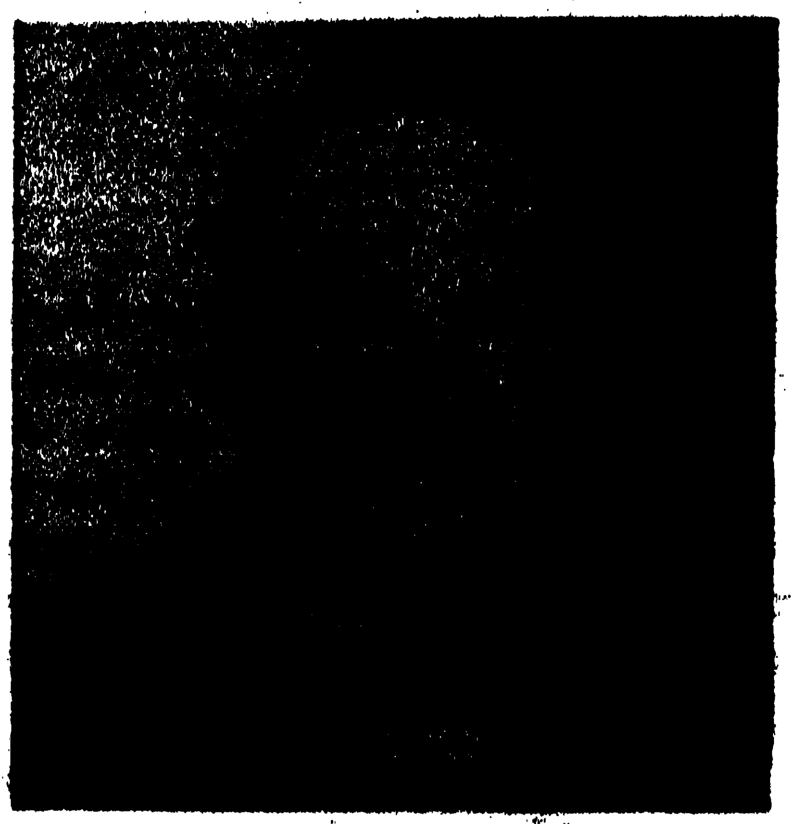

(মিঃ উইনষ্টন চার্চিল)

মস্কোতে মিঃ চার্চিল ত্রিশক্তি আলোচনাতে যোগদান করিয়াছিলেন। এই বৈঠকে উভয়ে ও রণনীতি পরিকল্পনায় বিশেষজ্ঞ মিঃ এভারেল হ্যারিম্যান মার্কিণের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন। ইনি প্রধান-মন্ত্রীর সহিত বিমানপোত যোগে তথায় গমন করিয়াছিলেন। ক্রেমলিনে এম, ষ্টালিন ও এম, মলোটভের সহিত এই আলোচনা হয়। আলোচনার পর এক ভোজ-সভার অনুষ্ঠান হয়। উহাতে ক্রিকেট কমিশনের সদস্যগণ, রাজনৈতিক নেতা ও বিশিষ্ট কমিশনারবর্গ এবং সামরিক বৃটিশ ও আমেরিকান রাষ্ট্রদূত যোগদান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর মিঃ চার্চিল আরো চারিবার বাহিরে গিয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সহিত সাক্ষাতের জন্য তিনবার তিনি যুক্তরাষ্ট্রে গমন করিয়াছেন এবং ১৯৪০ সালের জুন মাসে একবার ফ্রান্সে গিয়াছিলেন।

কয়েকটি ঋণ-সালিশী বোর্ড

নূতন ক্ষমতাপ্রাপ্তির ঘোষণা

বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের ১৯ ধারার অন্তর্গত (১) উপধারার (খ) প্রকরণ অনুযায়ী ক্ষমতা পরিচালনার অধিকার নিম্নোক্ত ঋণ-সালিশী বোর্ডসমূহকে প্রদান করা হইয়াছে :—

মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ মহকুমার প্রতাপপুর, সুন্দরপুর, দাদপোলা-মুর্শিদপুর, আখেরীগঞ্জ-সরলপুর, জিয়াগঞ্জ-বাহাদুরপুর, প°চগ্রাম, নবগ্রাম ও কিরীটেশ্বরী বোর্ড।

বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের ২২ ধারার অন্তর্গত (১) উপধারার (ক) প্রকরণ অনুযায়ী ক্ষমতা পরিচালনার অধিকার নিম্নোক্ত স্পেশাল ঋণ-সালিশী বোর্ডকে প্রদান করা হইয়াছে :—

বর্দ্ধমান জেলার কালনা মহকুমার "কালনা সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক" স্পেশাল বোর্ড।

নিম্নোক্ত ঋণ-সালিশী বোর্ডসমূহকে বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের ১৯ ধারার অন্তর্গত (১) উপধারার (গ) প্রকরণ অনুযায়ী ক্ষমতা পরিচালনার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে :—

মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ মহকুমার কাশিমবাজার, ভগবানগোলা, কাতলামারী, বাজারপুর, শিবপুর, মহেশপুর, জিয়াগঞ্জ-বাহাদুরপুর, প°চগ্রাম, নবগ্রাম, কিরীটেশ্বরী, প্রতাপপুর, সুন্দরপুর, দাদপোলা-মুর্শিদপুর ও আখেরীগঞ্জ-সরলপুর বোর্ড।

নিম্নোক্ত ঋণ-সালিশীবোর্ডসমূহকে বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের ১৯ ধারার অন্তর্গত (১) উপধারার (ঘ) প্রকরণ অনুযায়ী ক্ষমতা পরিচালনার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে :—

ময়মনসিংহ জেলার সদর (দক্ষিণ) মহকুমার দাপুনিয়া, খাগদহর, কুষুমাইল ও কুলবাড়িয়া বোর্ড।

ময়মনসিংহ জেলার সদর (উত্তর) মহকুমার অষ্টিয়াজা বোর্ড।

ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার এলাসিন, আকুর্ণী, বাহালিয়া, গোপালখালি, মধুপুর, দাবুটিয়া, দুলী, আলোকদিয়া, আউসুয়ারা, হাদিরা, বীরবাসা, গোপালপুর, বর্ণিয়া এবং সৈলুকা বোর্ড।

ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার মদনপুর বোর্ড।

ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমার জামালপুর, চন্দ্রাবলি-পাকুরিয়া, রাণীশিমুল, কুলসিয়ার, কালিকুরী, দোহাইল, আওনা, সরাকসার, নন্দীনামৌর, বীরচরা, তিরুশালক ও মহামায় বোর্ড।

বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমার দখীরচাল, কারি-গ্রাম ও রামগ্রাম বোর্ড।

জার্ম্মানীর নৈতিক বলে ভাঙ্গন ধরিয়াছে

জার্ম্মানির [illegible] পূর্ব্বতন প্রেসিডেণ্ট ডাঃ রস্তব্যান [illegible] সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন—"গ্রেটের জনসাধারণ যেরূপ আশা করে, তাহার পূর্ব্বেই জার্ম্মাণীর নৈতিক বলে ভাঙ্গন ধরিতে পারে।"

[illegible] প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন "[illegible] [illegible] আছে, কিন্তু নাৎসী নৈন্যদল এবং [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে।"

ডাঃ [illegible] "হিটলার [illegible]" ([illegible]) নামে একটি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। এই পুস্তকে হিটলার [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছে। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

ইংলণ্ড ও ইরাকের সার্ব্বভৌম সম্মেলন

লণ্ডনে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ইরাণ ও ইরাককে এক সেনাপতিমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া জেনারেল মেটলী [illegible] [illegible] উহার সর্ব্বাধিনায়ক সেনাপতি নিয়োগ করা হইয়াছে।

মিঃ চার্চিল জেনারেল উইলসনকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমরকুশলী সেনাপতিরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সামরিক অভিযানের সহিত [illegible] করিয়াছেন, জেনারেল উইলসন [illegible] [illegible]। ইনি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ছিল।

জাপানী নৌ-বহরের বিরাট ক্ষতি

এপর্য্যন্ত ২৪খানা জাপ জাহাজ ডুবি

পার্ল পোতাশ্রয়ে ডিসেম্বর মাসে আক্রমণের পর মার্কিণ নৌ এবং বিমানের আক্রমণে এ পর্য্যন্ত ২৪ খানা জাপ জাহাজ নিশ্চিতভাবেই নিমজ্জিত হইয়াছে। [illegible] সম্ভবতঃ আরও ৮ খানা ডুবিয়াছে এবং ১৩ খানা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

নিমজ্জিত ও ক্ষতিগ্রস্ত জাপ জাহাজের মোট সংখ্যা এপর্য্যন্ত ১৩২ দাঁড়াইয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় জনসাধারণকে সঠিক [illegible] অবগত করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেস-নোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

৭ই সেপ্টেম্বর—১৯৪২

চিনি ও লবণ

গত ২৭শে আগষ্ট তারিখে নিম্নলিখিত প্রেস-নোট প্রকাশিত হইয়াছে :—

কলিকাতার চিনির সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত যে "অনুমতি-পত্রের" প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা অবিলম্বে রহিত করা হইবে। চিনির পাইকারী ব্যবসায়ী এবং অপর যাঁহারা বেশী পরিমাণে চিনি আমদানী করেন, তাঁহাদিগকে মাল খালাস করিবার জন্য বর্ত্তমানে আনুষ্ঠানিক অনুমতি-পত্র মাত্র গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ তাহা হইলে মজুদ চিনির হিসাব রাখা সহজসাধ্য হইবে। এই শ্রেণীর অনুমতি-পত্র আপনা-আপনিই পাওয়া যাইবে। একবার মাল খালাস করিয়া নিলে উক্ত মাল বিক্রয়ের জন্য ব্যবসায়ীদিগকে আর অতিরিক্ত অনুমতি-পত্র নিতে হইবে না। এরূপভাবে ব্যবসায়ীদের মধ্যস্থতায় কলিকাতার চিনির সরবরাহ স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইবে। এই ব্যবস্থায় প্রথম প্রথম চিনির কতকটা ঘাটতি অনুভূত হওয়া আরো কিছুদিন পর্য্যন্ত সম্ভবপর; কিন্তু দেশে যথেষ্ট পরিমাণ চিনি রহিয়াছে এবং মাল আমদানীর জন্য উপযুক্ত সংখ্যক গাড়ীর ব্যবস্থা হইলে ও ব্যবসায়ীরা উদ্যোগী হইলেই এই অভাব মিটিবে, সন্দেহ নাই। মাল আমদানীর ব্যবস্থার ব্যাপারে সরকার যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন।

প্রথম যখন চিনি ঘাটতি পড়ার বিষয় অনুভূত হইল, তখন কলিকাতার আনীত মাল বাজারে বহুল্যজনক-ভাবে অযথা না হইয়া প্রকৃত মূল্যে ক্রেতাদের হাতে পৌঁছায়, তাহার জন্যই এই অনুমতি-পত্রের প্রথা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল। এই প্রথা সুষ্ঠুভাবে কার্য্যকরী করিতে হইলে কলিকাতার আভ্যন্তরীণ চিনির বাজারের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক এবং এই জটিল কার্য্য বিশেষ পারদর্শিতার সহিত চালাইবার মত ব্যাপক কোন প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমানে নাই। একথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, অনুমতি-পত্র প্রদানের ব্যবস্থা রহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত লাভ করিবার সুযোগ-সুবিধা অন্ততঃ পক্ষে অস্থায়ীভাবেও সৃষ্টি হইবে। কিন্তু অসম্পূর্ণ ব্যবস্থায় স্বাধীন বাজার নিয়ন্ত্রণের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হইত, আলোচ্য ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিলে তাহা অপেক্ষা অনিষ্ট কম হইবে। উত্তরাঞ্চলের বাজারে কম হইতে অনায়াসে বাজারে মাল পৌঁছিতে পারে, তাহার উপযুক্ত উপায় সম্পর্কে এবং ভবিষ্যতে স্বাধীন সরবরাহের জন্য কিভাবে আরও কার্য্যকরী পন্থা অবলম্বন করা যায়, তৎসম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের সহিত আলাপ-আলোচনা শুরু করা হইয়াছে।

অতঃপর উচিত হইতেছে অনুরূপভাবে নিয়ন্ত্রণ-আদেশ তুলিয়া লওয়া হইবে। কারণ লবণ বর্ত্তমানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতেছে এবং নির্দ্ধারিত দরেও কম মূল্যে তাহা বিক্রী হইতেছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচন

কলিকাতা কর্পোরেশনের আগামী সাধারণ নির্বাচন ১৯৪৩ সালের মার্চ্চ মাসে অনুষ্ঠিত হইবার কথা ছিল এবং ভোটার-তালিকা প্রণয়ন সম্পর্কিত [illegible] নিয়মানুসারে সাধারণ নির্বাচনের পূর্ব্ববর্তী অক্টোবর মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে কর্পোরেশন কর্ত্তৃক প্রাথমিক ভোটার-তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশিত করিতে হয়।

কিন্তু যদি ভোটার-তালিকা বর্ত্তমানে প্রস্তুত করা হয়, তবে যুদ্ধজনিত জরুরী অবস্থার দরুণ যাঁহারা কলিকাতা ছাড়িয়া গিয়াছেন বা অদূর ভবিষ্যতে ছাড়িয়া যাইবেন, তাঁহাদের অনেকেই ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন বলিয়া আশঙ্কা রহিয়াছে। কাজেই বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, যাঁহারা নিজেদের আয়ত্তের বহির্ভূত কারণে শহর ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছেন বা হইবেন, তাঁহাদের ভোটাধিকার নষ্ট হইতে দেওয়া উচিত হইবে না। তদনুসারে ২৭শে আগষ্ট (১৯৪২) তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত ১৬৮৫-এম্ নং নোটিশবলে গভর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনের ভোটার-তালিকা প্রণয়ন এবং সাধারণ নির্ব্বাচন এক বৎসরের জন্য স্থগিত রাখিয়াছেন।

মেদিনীপুরে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

জেলার সর্বত্র উৎসাহ-উদ্দীপনা

জুলাই মাসের মধ্যভাগে মেদিনীপুরের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন, এম, খান, আই, সি, এস, তমলুক পরিদর্শন করেন। স্থানীয় মহকুমা হাকিম মিঃ ডব্লিউ, এ, শেখ লেডি বেবী [illegible] মহিলা যুদ্ধ-তহবিলের জন্য তাঁহাকে ২,০০০৲ টাকার একটী তোড়া উপহার দেন। অন্যান্য বহু দানের মধ্যে মহিষাদল ষ্টেটের ১,০০০৲ টাকা এবং উক্ত ষ্টেটের ম্যানেজিং প্রোপ্রাইটারের পক্ষ হইতে প্রদত্ত ৫০০৲ টাকার দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই জেলার ৫০ জনের অধিক নাবিক রয়্যাল ইণ্ডিয়ান নেভীতে যোগ দিয়াছে।

১৯শে জুলাই জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট এক সভায় যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং জনসাধারণকে তাহাদের দানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন যে, নৌকা, সাইকেল এবং মোটরযানগুলি নিয়ন্ত্রণের ফলে জনসাধারণের যে অসুবিধা হইতেছে, গভর্ণমেণ্ট তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি আশ্বাস দেন যে, গভর্ণমেণ্ট তাহাদের কষ্টের উপশমের জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিবেন। তিনি বলেন যে, প্রতি ক্ষেত্রে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা ইতিপূর্ব্বেই করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে কাঁথির অধিবাসীরা তাঁহাকে ১,১১১৷৵০ আনার একটী তোড়া উপহার দেন।

[illegible] অধিবাসী মিঃ এম, এম, দেব, ও, বি, ই, এই পর্য্যন্ত ৭৫,২৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের ভ্রমণকালে রায় বাহাদুর ডি, এম, [illegible] মারফত প্রদত্ত ১৫,৫০৬৲ টাকা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

সাইবেরিয়ায় রুশীয় আয়োজন

জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধে মজবুত ব্যবস্থা

সাইবেরিয়ার রুশগণ সতর্ক পাহারা দিতেছে এবং জাপানীদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য তাহারা দৃঢ়-সংকল্প। জাপানীরা সাইবেরিয়ার সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে এবং তাহাতে মনে হয়, আসন্ন যুদ্ধের জন্যই এইরূপ আয়োজন করা হইয়াছে। [illegible] পশ্চিম [illegible] দক্ষিণ দিকে [illegible] প্রেরণ করিবে, ইহাই জাপানীদের পরিকল্পনা। [illegible] নির্দ্দিষ্ট দিকে ও [illegible] প্রদান করিয়াছে, [illegible] প্রদান করিবে।

মাননীয় [illegible]

[illegible]

বাঙলা সরকারের [illegible] ও [illegible] বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় [illegible] গত ২৮শে আগষ্ট তারিখে [illegible] পরিদর্শন [illegible] গমন করিয়াছিলেন।

মাননীয় মন্ত্রী স্থানীয় [illegible] পরিদর্শন করেন এবং বাখরগঞ্জ অঞ্চলে বন্যা-সমস্যা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় [illegible] সমস্যাদির উপায় সম্বন্ধে [illegible] সহিত আলোচনা করেন।

মাননীয় মন্ত্রী জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত কৃষকদিগকে প্রদত্ত ঋণ ও [illegible] পরিকল্পনামতে প্রদত্ত অর্থ আদায়ের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং সার্টিফিকেট জারী করিয়া টাকা আদায় করিতে যে সুবিধা-অসুবিধা দেখা দিতে পারে, তৎসম্বন্ধেও আলোচনা করেন। সার্টিফিকেট জারী করিলে চাষীদের যে অসুবিধা হয়, তৎপ্রতি স্থানীয় অনেক উকীল মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং মন্ত্রী মহোদয় এই সম্পর্কে যথাসম্ভব বিবেচনা করিবেন বলিয়া আশ্বাস প্রদান করেন।

সেদিন অপরাহ্নে "বরিশাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের" ডিরেক্টরদের এক প্রতিনিধিদল মাননীয় মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তিনি তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ শ্রবণ করেন।

মাননীয় মন্ত্রী স্থানীয় সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কও পরিদর্শন করেন এবং খাতকদের নিকট হইতে টাকা আদায় করার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। বরিশাল জেলার দুর্ভিক্ষ-বিধ্বস্ত অঞ্চলে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় দীর্ঘ দিনের মেয়াদে পরিশোধনীয় ঋণ হিসাবে সাহায্য প্রদান সম্পর্কেও মন্ত্রী মহোদয় আলোচনা করেন। তিনি ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরদিগকে এই আশ্বাস প্রদান করেন যে, তাঁহাদের অভিযোগ দূর করার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

২৯শে আগষ্ট তারিখে মাননীয় মন্ত্রী কলেক্টরীতে গমন করিয়া মূল্য-নিয়ন্ত্রণ কমিটির কার্য্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেন। মন্ত্রী-মহোদয়কে জানান হয় যে, অবিলম্বে চাউলের রপ্তানী একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া দরকার এবং কোন প্রতিষ্ঠানের মধ্যস্থতায় গ্রামসমূহ হইতে চাউল সংগ্রহ করিয়া কোনও সুবিধাজনক স্থানে জমা রাখা দরকার—যেন এই জেলার জনগণের প্রয়োজনে এই চাউল ব্যবহৃত হইতে পারে। এরূপভাবে সংগৃহীত চাউলের উদ্বৃত্তাংশ গভর্ণমেণ্টের কাছে বিক্রয় করা চলিবে। লবণ, চিনি ও কেরোসিনের অভাব মিটাইবার ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টকে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ করার বিষয়ও উত্থাপিত হয়।

মন্ত্রী মহোদয় বরিশাল এ, কে, ইন্‌ষ্টিটিউশন পরিদর্শন করেন এবং ইসলামীয়া হোষ্টেলে তাঁহাকে একখানা মানপত্র প্রদান করা হয়। ছাত্ররা যাহাতে রাজনীতিতে যোগদান না করে, বরং সিভিক-গার্ড বাহিনী ও রক্ষীদলে যোগ দিতে অগ্রসর হয়, তজ্জন্য তিনি ছাত্রদিগকে উপদেশ দেন। যাহাতে স্কুলের শিক্ষাপদ্ধতির সর্ব্বাঙ্গীণ [illegible] হয়, তজ্জন্য তিনি শিক্ষকবর্গকে অনুরোধ করেন। অতঃপর তিনি টেকনিক্যাল স্কুলে গমন করেন ও সেখানে তাঁহাকে একখানা মানপত্র প্রদান করা হয়। গভর্ণমেণ্টকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করার জন্য তিনি স্কুলের ছাত্রদিগকে উপদেশ দেন। মাননীয় মন্ত্রী স্থানীয় [illegible] ব্যাঙ্কও পরিদর্শন করেন এবং ২৯শে আগষ্ট তারিখে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বর্ত্তমান বৎসরে ডাঃ [illegible] কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে পাশ করিয়া বাহির হইয়াছেন। বাঙলা দেশের মুসলমান মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম চিকিৎসা-বিদ্যায় ডিগ্রী লাভ করিলেন।

তিনি [illegible] এক প্রাচীন বংশের কন্যা। তিনি [illegible] স্কুল [illegible] ১৯৩৬ সালে [illegible] তিনি বেথুন কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

মহামান্য ডিউক-অব-কেণ্টের অকাল প্রয়াণ

বিমান-দুর্ঘটনায় রাজ-ভ্রাতার আকস্মিক মৃত্যু

রাজভ্রাতা মহামান্য ডিউক-অব্-কেণ্টের আকস্মিক মৃত্যু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত সংবাদ আমরা গত সংখ্যায় "বাঙ্গলার কথায়" প্রকাশ করিয়াছিলাম। ২৬শে আগষ্ট তারিখে বৃটিশ বিমান দপ্তরের এক ইস্তাহারে বিমান দুর্ঘটনায় ডিউক-অব্-কেণ্টের শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ প্রথমে ঘোষণা করা হয়। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে: "এয়ার-কমোডোর হিজ রয়াল হাইনেস ডিউক-অব্-কেণ্ট গত ২৫শে আগষ্ট অপরাহ্নে সামরিক কর্তব্য সাধনের জন্য একখানা সাণ্ডারল্যাণ্ড প্লেনযোগে যাত্রার সময় প্লেনখানা বিধ্বস্ত হওয়ায় উত্তর স্কটল্যাণ্ডে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তিনি সামরিক দায়িত্ব পালনের জন্য আইসল্যাণ্ডে যাইতেছিলেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনকথা

ডিউক-অব্-কেণ্ট মহামান্য সম্রাটের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রারম্ভ হইতেই রাজকীয় বিমান বহরের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

গত ৫ই আগষ্ট তারিখে মাত্র ৪ সপ্তাহ বয়স্ক তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের খৃষ্টীয় ধর্মে দীক্ষা দানের সময় মাইকেল জর্জ চার্লস ফ্রাঙ্কলিন নাম দেওয়া হয়। নামের শেষ অংশটুকু জুড়িয়া দেওয়া হয় শিশুর ধর্ম্মপিতা মার্কিণ প্রেসিডেণ্টের নাম অনুসারে।

১৯৩৪ সনে গ্রীসের প্রিন্স নিকোলাসের কনিষ্ঠা কন্যা প্রিন্সেস মেরিণার সহিত ডিউক-অব্-কেণ্টের বিবাহ হয়। ওয়েষ্টমিনিষ্টার এ্যাবেতে বিবাহ-উৎসবের বার্ত্তা সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং ইউরোপে প্রচার করা হয়।

ডিউকের জ্যেষ্ঠ তনয় প্রিন্স এডওয়ার্ড ১৯৩৫ সনের অক্টোবর মাসে জন্ম গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় সন্তান প্রিন্সেস আলেকজান্দ্রা ভূমিষ্ঠ হন পরবর্ত্তী সনের ডিসেম্বর মাসে।

রাজপরিবারের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হইলেন।

ডিউকের মৃত্যুসংবাদ সঙ্গে সঙ্গেই ডাচেস-অব্-কেণ্ট, সম্রাট-সম্রাজ্ঞী এবং রাজপরিবারের অন্যান্যকে জ্ঞাপন করা হয়।

বিমান-দুর্ঘটনার বিবরণ

বিমানযোগে ৬০ মাইল যাত্রার পর স্কটল্যাণ্ডের এক জন-বিরল অঞ্চলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। অনুসন্ধানীদল বিধ্বস্ত প্লেন ও মৃতদেহ আবিষ্কার করে। মোট ১৫ জন আরোহীর মধ্যে একজন ব্যতীত সকলেই নিহত হইয়াছেন।

বিধ্বস্ত প্লেনে অন্যান্য যাঁহারা নিহত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ডিউকের প্রাইভেট সেক্রেটারী লেফ্টেন্যাণ্ট জন লোথার ও অ্যাডেল মাইকেল ষ্ট্রাটের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। প্রথম ব্যক্তি ভাইকাউণ্ট উলসওয়ার্থের উত্তরাধিকারী এবং শেষোক্ত ব্যক্তি ব্যারণ ডেলামেয়ারের পুত্র।

সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে সংবাদ জ্ঞাপন

২৫শে আগষ্ট মঙ্গলবার অধিক রাত্রিতে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর নিকট ডিউকের মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করা হয়। তাঁহারা তখন পল্লীভবনে ছিলেন। ডাচেস-অব্-কেণ্টের নিকটও এই শোচনীয় সংবাদ জ্ঞাপন করা হয়। তিনিও লণ্ডনের বাহিরে ছিলেন। প্রিন্স এডোয়ার্ড-অব্-কেণ্ট ডিউকের উত্তরাধিকারী। রাজপরিবারের শোকজ্ঞাপক কোন স্থানে যাতায়াত করিতে হইলে রাজকীয় অনুমতি লাভ করিতে হয়। ডিউক মাত্র পূর্ব্ব সপ্তাহে আইসল্যাণ্ড যাত্রার অনুমতি পাইয়াছিলেন।

সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর শোক

[illegible] আগষ্ট রাজা প্রকাশিত কোর্ট সার্কুলারে ডিউক-অব্-কেণ্টের মৃত্যু সম্বন্ধে ঘোষণা করিয়া বলা হইয়াছে: "মহামান্য রাজা এবং রাণী তাঁহাদের প্রিয় ভ্রাতা মহামান্য ডিউক-অব্-কেণ্টের মৃত্যু সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছেন।"

ফ্লাইট-সার্জেণ্ট গুরুতররূপে আহত

বিমান দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বিমান দুর্ঘটনায় একমাত্র জীবিত ব্যক্তি ফ্লাইট সার্জেণ্ট জ্যাক গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন।

মিঃ চার্চ্চিলের সমবেদনা

ডিউকের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার অব্যবহিত পরেই মিঃ চার্চ্চিল সম্রাটের নিকট সমবেদনাজ্ঞাপক বার্ত্তা প্রেরণ করেন।

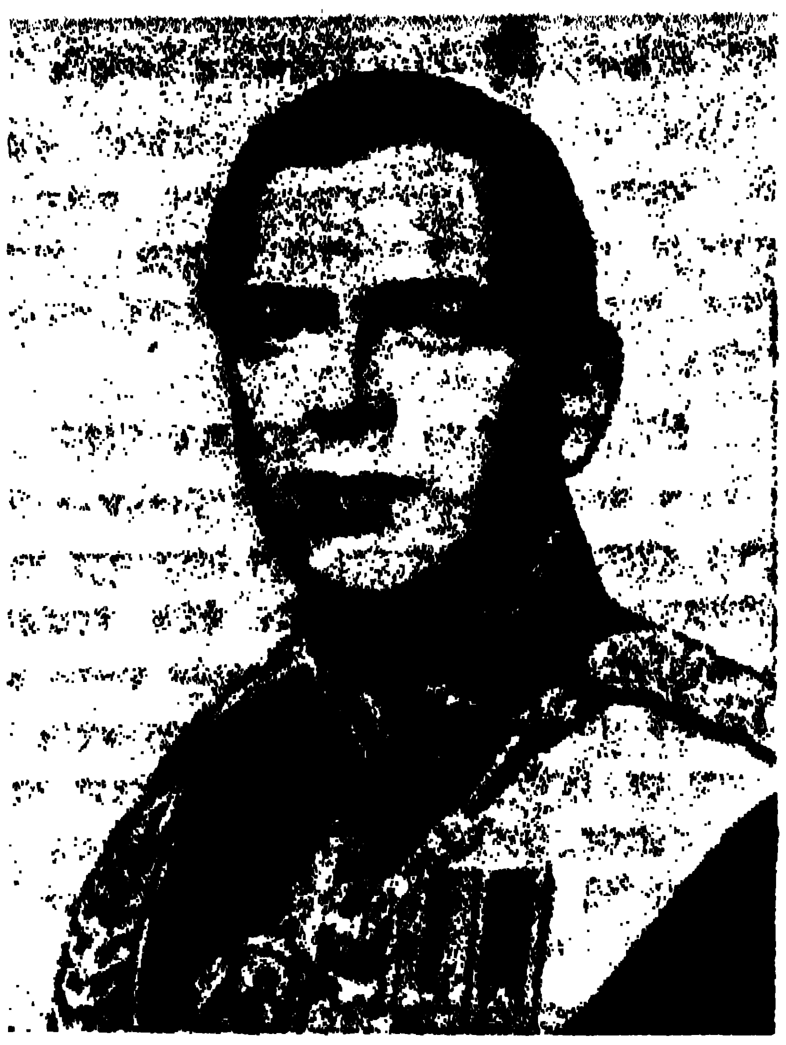

(পরলোকগত মহামান্য ডিউক-অব্-কেণ্ট)

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, উইণ্ডসরে মহামান্য ডিউক-অব্-কেণ্টের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

ভারতে ব্যাপক শোকোচ্ছ্বাস

মহামান্য ডিউক-অব্-কেণ্টের শোচনীয় মৃত্যুতে ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে শোকের গভীর ছায়াপাত হয়।

শোকাভিভূত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র

লণ্ডন হইতে ডিউক-অব্-কেণ্টের শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আমেরিকা শোকাভিভূত হইয়া পড়ে। আমেরিকার এক উপকূল হইতে অপর উপকূল পর্য্যন্ত রেডিওগুলি অন্য সমস্ত প্রোগ্রাম বাদ দিয়া এই শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ প্রচার করে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও পারস্যোপসাগরের তীরবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে যুদ্ধোত্তর জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেন্টস্,
বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)।

খুলনা জেলায় গঠনমূলক কার্য্য

পল্লী-সমিতির উৎসাহ উদ্দীপনা

স্থানীয় পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগীয় কর্ম্মচারিবৃন্দের উৎসাহে এবং প্রচেষ্টায় খুলনা জিলার কলারোয়া থানার অন্তর্গত ৩নং কেরালকাতা ইউনিয়নের তত্ত্বকাটি, কেরাতলা, তুলসীডাঙ্গা, আকরপুর, গোপ এবং কোঠাবাড়ী এই ছয়টি গ্রামের অধিবাসিবৃন্দ একত্রিত হইয়া একটি আদর্শ সমিতি গঠন করিয়াছে। উপরোক্ত ছয়খানি গ্রামের সমস্ত হিন্দু-মুসলমান একযোগে সমিতিভুক্ত হইয়া মনোনিবেশ করিয়াছে। গত যে মাসে আকরপুর গ্রামবাসীদিগের যাতায়াতের সুবিধার্থে আকরপুর গ্রাম হইতে কেরাতলা গ্রাম পর্য্যন্ত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চেষ্টায় প্রায় ১/৪ মাইল দীর্ঘ, দশ হাত প্রশস্ত এবং দেড় হাত উচ্চ করিয়া একটি রাস্তা নির্মিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত পল্লী-উন্নয়ন সমিতির কর্মীদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্মের দ্বারা গ্রামের বহুবিস্তৃত কয়েকটি রাস্তারও সংস্কার সাধিত হয়।

গত ১৮ জুলাই কলারোয়া সার্কেলের পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগীয় কর্ম্মচারিগণের অনুপ্রেরণা ও সাহায্যে এই সমিতি একটি সভার অধিবেশন করে। সমিতির অন্তর্ভুক্ত ছয়খানি গ্রামের লোক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। মৌঃ কাজী আব্দুল জব্বার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় প্রারম্ভে পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের এসিষ্টাণ্ট ইন্সপেক্টর বাবু দেবেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "পল্লী-উন্নয়নের উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপ্রণালী", প্রোপাগাণ্ডা এসিষ্টাণ্ট বাবু শচীপতি মুখোপাধ্যায় "বয়স্কদিগের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা" এবং অ্যান্য এসিষ্টাণ্ট বাবু রবীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত "অধিক খাদ্য-শস্যোৎপাদন" প্রভৃতি বিষয়ক বক্তৃতার দ্বারা উক্ত বিষয়গুলি সকলকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। অতঃপর সভায় উপরোক্ত সমিতির অন্তর্ভুক্ত ২টি বিভিন্ন গ্রামে বয়স্কদিগের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে দুইটি নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল সিপ্লেমেণ্টারী পরীক্ষার জন্য নিতে হইয়াছে। এবৎসর ৪৩,০০০ ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছিল। পাশের সংখ্যা শতকরা ৬৩ জন।

বিগত ১৭ই আগষ্ট তারিখে প্রকাশ পায় যে, ব্রহ্মদেশে জাপানীদের নির্য্যাতনের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঐ দেশ ত্যাগ করিয়া যাহারা ভারতের দিকে পলায়ন করিতেছিল এবং এরূপ দুঃসময়েও জাপানীগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দয়ভাবে নির্য্যাতিত হইতেছিল, এরূপ ভারতবাসীদের প্রতি তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে চীনা সেনাপতি লেফ্টেন্যাণ্ট জেনারেল এস, কি, সুন আসামের গভর্ণরের মারফতে নিকট ৩,০০০ তিন হাজার টাকার একখানি চেক প্রেরণ করেন। কিন্তু জাপানী সামরিক কর্ম্মচারীরা এই সমুদয় লোকের দুর্দ্দশা কি চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছে? গত জুন মাসে একজন জাপানী সৈন্যের ডায়েরী ধৃত ও প্রকাশিত হয়। উক্ত ডায়েরি হইতেই এই প্রশ্নের পরিষ্কার উত্তর পাওয়া যায়। ডায়েরিতে লেখা ছিল—"২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে আমরা মৌলমিনে প্রবেশ করি। আমি সেনাবাহিনীর একজন অগ্রগামী অফিসার। আমি কতিপয় ভারতবাসী ও ব্রহ্মদেশবাসীকে ধৃত করি, তাহারা খাদ্যদ্রব্য বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। তাহারা বলিতেছিল যে, তাহারা ক্ষুধার্ত্ত। আমি তাহাদিগকে গুলী করিয়া মারার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। তাহাদের মৃতদেহ যেখানে পড়িয়া ছিল, সেখানেই ফেলিয়া রাখার ইচ্ছা আমার ছিল; কিন্তু এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে স্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখার প্রয়োজনও বিবেচনা না করিয়া উপায় ছিল না।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

চীন ও সলোমন-দ্বীপ অঞ্চলে জাপানীদের দুর্দ্দশা

চীনা-বাহিনীর অগ্রগতি

২৪শে আগষ্টের চীনা ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, চীনা বাহিনী কিয়াংসীর রাজধানী নানচাং-এর ৬৫ মাইল দক্ষিণবর্ত্তী সিনচওয়ানের দিকে অগ্রসর হইতেছে। জাপানীদের পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করিয়া চীনারা শহর অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে এবং শহরের বাহিরদেশে উপনীত হয়। অতঃপর প্রচণ্ড সংগ্রামের পর চীনারা শহরের ভিতর প্রবেশ করে। এ সময় প্রায় ৭০০ শত জাপানী হতাহত হয়। একটি চীনা বাহিনী নানচাং-এর পূর্ব্ব দিকে শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন কালে নানচাং-এর ৫০ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকস্থ ইউকান শহর পুনরুদ্ধার করিয়াছে। পশ্চিম চেকিয়াং প্রদেশে চীনারা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিবার পর কিয়াংসী সীমান্তের ২০ মাইল দূরবর্ত্তী প্রাচীর-বেষ্টিত শহরে হানা দেয় এবং কিয়াংশান পুনরধিকার করে।

সলোমন-দ্বীপে আমেরিকান প্রভুত্ব

২৫শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, ভবিষ্যৎ অভিযানের জন্য আমেরিকানরা তৎপরতার সহিত সলোমন উপদ্বীপে সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছে। বর্ত্তমানে তথায় তিন ধরণের কার্য্যতৎপরতা পরিলক্ষিত হইতেছে। প্রথমতঃ যাহাতে আক্রমণাত্মক কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে নূতন ঘাঁটি নির্ম্মাণ। দ্বিতীয়তঃ—আমেরিকান অধিকৃত এলাকা ও উহার বাহিরে আমেরিকানদের অবস্থা দৃঢ়করণ, তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় নৌ-বহর কর্ত্তৃক জাপানীদের অনুসন্ধান।

চুশিয়েনের দিকে চীনা অভিযান

চীনা সামরিক এলাকায় প্রকাশ, চীনা সৈন্যগণ চেকিয়াং-কিয়াংসী রেলপথ ধরিয়া চুশিয়েনের নিকটস্থ হইতেছে। পশ্চিম চেকিয়াংয়ের এই শহরটি টোকিয়োতে বোমাবর্ষণের উপযোগী শহররূপে প্রখ্যাত। অন্যান্য চীনা সৈন্যগণ চুশিয়েনের পূর্ব্বে লিশুই শহর আক্রমণ করিয়াছে। শহরটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়েনচাও বন্দর পর্য্যন্ত প্রসারিত শাখা রেলপথের উপর অবস্থিত।

চীনাদের তিনসুন্ অধিকার

চীনা সেনাবাহিনী ২৭শে আগষ্ট তিনহুনে প্রবেশ করিয়াছে। কিয়াংসীর রাজধানী নানচাং হইতে তিনহুন ৪০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত।

নিউগিনিতে জাপ-সৈন্যের অবতরণ

নিউগিনি দ্বীপে মিল্নে উপসাগরের তীরে জাপ সৈন্য অবতরণ করিয়াছে।

প্রচণ্ড বাধা প্রদান সত্ত্বেও জাপানীরা সৈন্য নামাইতে সমর্থ হয়। মিত্রপক্ষের বিমান আক্রমণে একখানা জাপ ট্রান্সপোর্ট জাহাজ বিষম ক্ষতিগ্রস্ত, একখানা ক্রুজার নিমজ্জিত ও একখানা ডেষ্ট্রয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মিল্নে উপসাগর নিউগিনির পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত।

চীনা-বাহিনী কর্ত্তৃক লিশুই দখল

সরকারীভাবে ২৯শে আগষ্ট ঘোষণা করা হইয়াছে, চীনাবাহিনী লিশুই পুনর্দ্দখল করিয়াছে। লিশুই দক্ষিণ চেকিয়াং প্রদেশে অবস্থিত এবং উপকূল হইতে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানকার ঘাঁটি হইতে টোকিওতে বোমা বর্ষণ করা চলিতে পারে। উত্তর কিয়াংসীতে চীনদিগকে যে প্রধান জাপবাহিনী ছিল, চীনাদের প্রচণ্ড আক্রমণের সম্মুখে তাহারা পশ্চাদপসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র জাপ সেনাদল বেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে।

সলোমন-দ্বীপে মার্কিণ সেনাদের বিজয়

৩০শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, মার্কিণ সৈন্যরা সলোমন দ্বীপপুঞ্জে শত্রু হইতে মুক্ত করিয়াছে। তাহারা আরও দ্বীপ দখল করিয়া লইয়াছে।

মার্কিণ নৌবিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে, জাপানীরা যেখানেই স্থানগুলি পুনরায় দখল করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে, সেখানেই তাহারা উৎখাত হইয়াছে।

৭৪খানা জাপ-বিমান ধ্বংস

মার্কিণ নৌবিভাগের বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, সলোমনের যুদ্ধে এ পর্য্যন্ত বিভিন্ন ধরণের ৭৪ খানা জাপ-বিমান ধ্বংস হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী এক সংবাদে জানা যায়, সলোমন দ্বীপে একখানা জাপ-ডেষ্ট্রয়ার নিমজ্জিত এবং অপর দুইখানা বিশেষভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

রুশীয় রণাঙ্গন

ককেশাসের পাদদেশে জার্ম্মাণদের উপস্থিতি

২৪শে আগষ্ট রাত্রে নেতৃস্থানীয় সোভিয়েট প্রচারক এম, আরোনষ্ট্রোভস্কি বেতারযোগে ঘোষণা করেন যে, জার্ম্মাণগণ পিয়াতিগোরস্ক অধিকার করিয়াছে। পিয়াতিগোরস্ক ককেশাস পর্ব্বতমালার উত্তর দিকের পাদ-দেশে অবস্থিত।

ষ্ট্যালিনগ্রাডের ৩০ মাইল দূরে শত্রু-বাহিনী

২৬শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, ষ্ট্যালিনগ্রাডের বিপদ বাড়িত হইয়াছে, কারণ শহরের ত্রিশ মাইল দূরে সংগ্রাম চলিতেছে। জার্ম্মাণগণ ডন নদীর বাঁকে ইলোভলায় ও কালাচিনস্কের মধ্যে এক প্রকাণ্ড সেতুমুখ স্থাপনে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু মস্কো ও টুলার অভিজ্ঞতা হইতে বুঝা গিয়াছে যে, বিস্তীর্ণ রণক্ষেত্রের সংগ্রামে কোন শহরের বহির্ভাগের নিকটস্থ হওয়া সম্ভবপর হইলেও সুদৃঢ় দুর্ভেদ্যবিশিষ্ট বহির্বেষ্টনী আক্রমণের সময় যুদ্ধের গতি সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া যাইতে পারে।

লালফৌজের বিরাট সাফল্য

সোভিয়েট মধ্যরাত্রির ইশতেহারে ২৭শে আগষ্ট বলা হইয়াছে: "২৬শে আগষ্ট তারিখে আমাদের সৈন্যগণ ক্লেটস্কায়ার দক্ষিণ-পূর্ব্ব, ষ্ট্যালিনগ্রাডের উত্তর-পশ্চিম, কোটেল নিকোভোর উত্তর-পূর্ব্ব, ক্রাসনোডারের দক্ষিণ, মোজডক ও প্রোখলাদনিয়া এলাকায় শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম চালায়। মধ্য ও কালিনিন রণাঙ্গনে সাফল্যমণ্ডিত আক্রমণাত্মক সংগ্রামের পর আমাদের সৈন্যগণ জুবৎসোভ, কারমানোভো ও পোগোরেলোয়েগোরোডিস্ক শহর সমেত ৬১০টি জনাকীর্ণ বসতি শত্রুর কবলমুক্ত করিয়াছে।"

মধ্য রণাঙ্গনে লালফৌজ শত্রুবাহিনীকে পর্য্যুদস্ত করিয়াছে। ইহা তাহাদের একটি বিশিষ্ট কীর্ত্তি। কারণ গত শীতকাল হইতেই জার্ম্মাণরা এস্থলে সহস্র সহস্র গুলী বর্ষণের ঘাঁটি দ্বারা সুরক্ষিত স্থায়ী আত্মরক্ষাব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিল। আক্রমণকালীন সোভিয়েট গোলন্দাজ বাহিনী এক বৃহৎ অংশ গ্রহণ করিবার ফলেই প্রতিরোধ ভেদ কার্য্যটি সহজ হইয়াছে। সোভিয়েট ট্যাঙ্ক-বাহিনীও আক্রমণে অংশ গ্রহণ করিতেছে এবং বিমান-বাহিনীও বিমানসমূহের নিকট বিশেষ সাহায্য পাইতেছে।

জার্ম্মাণীর বিভিন্ন স্থানে বিমানহানা

২৮শে আগষ্ট মস্কো বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে, "২৬শে আগষ্ট রাত্রিতে আমাদের প্লেনগুলি বার্লিন, ডানজিগ, কনিগসবার্গ এবং পূর্ব্ব, উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য জার্ম্মাণীর অন্যান্য শহরের উপর বোমা বর্ষণ করিয়াছে। ষ্টেটিন ও টিলসিট শহরও আক্রান্ত হয়।

বিমান-আক্রমণের ফলে বার্লিনে সাতটি, ডানজিগে সাতটি এবং কনিগসবার্গে বিস্ফোরণসহ সাতটি অগ্নিকাণ্ড দৃষ্টিগোচর হয়। সোভিয়েট বিমানসকল জার্ম্মাণীর ষ্টারগার্ড, মুরেনষ্টেইন অ্যালেনষ্টেইন, ইনষ্ট ও স্নিডেমূল শহরেও বোমা বর্ষণ করিয়াছে। ষ্টেটিন শহরও অগ্নিদগ্ধ হয় বলিয়া জানা গিয়াছে।"

জার্ম্মাণ অগ্রগতি ব্যাহত

২৮শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, জার্ম্মাণগণ ষ্ট্যালিনগ্রাডের নিকট তাহাদের অগ্রগতি মন্থর করিতে বাধ্য হইয়াছে।

"রেড ষ্টার" পত্রিকা এই সংবাদ ঘোষণা করিয়া বলেন যে, এই অঞ্চলে জার্ম্মাণদিগকে সাংঘাতিক প্রতিরোধের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে এবং তাহাদিগকে অগ্রসর ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে। সোভিয়েট সৈন্যগণ বীরবিক্রমে তাহাদের ঘাঁটিগুলি রক্ষা করিতেছে।

জার্ম্মাণরা রণক্ষেত্রে শত শত মৃতদেহ ফেলিয়া রাখিয়া প্রস্থান করে। ষ্ট্যালিনগ্রাডের উত্তর-পশ্চিমে বহু জার্ম্মাণ বটিকা-সৈন্যদল সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূল হইয়াছে।

লালফৌজের মাকেস্ত শহরে প্রবেশ

রণক্ষেত্র হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, রুশ সৈন্যগণ তুমুল যুদ্ধের পর মাকেস্ত শহরে প্রবেশ করিয়াছে। উক্ত শহরতলী সম্পূর্ণরূপে তাহাদের হস্তগত হইয়াছে।

জার্ম্মাণদের পশ্চাদ্বর্ত্তন

সোভিয়েটের খবরে প্রকাশ, ষ্ট্যালিনগ্রাডের উত্তর-পশ্চিমে সোভিয়েটের পাল্টা আক্রমণে জার্ম্মাণরা পিছাইতে বাধ্য হইয়াছে। শত্রুপক্ষের কয়েকটা ট্যাঙ্ককে বিতাড়িত এবং তাহাদিগকে হটাইয়া দেওয়া হয়।

ষ্ট্যালিনগ্রাডের সুদৃঢ় রক্ষাব্যূহ

২৯শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, ফন বকের অগ্রগামী সৈন্যদলগুলি ষ্ট্যালিনগ্রাডের চতুর্দ্দিকস্থ ভারী দুর্গ-শ্রেণীর প্রথম বেষ্টনীর নিকটবর্ত্তী হওয়ার পর অগ্রসর হওয়া অধিকতর দুরূহ বিবেচনা করিতেছে। রক্ষা-ব্যূহের দুর্ভেদ্যতা জার্ম্মাণদের মনে সত্য সত্যই চমক উৎপাদন করিয়াছে।

রুশ সৈন্যদের পাল্টা আক্রমণ বিশেষতঃ শহরের উত্তর সেক্টরে ও শহরের ঠিক পশ্চিমে কালাচ অঞ্চলে অধিকতর শক্তিশালী আকার ধারণ করিতেছে এবং পাল্টা আক্রমণ প্রায়ই ঘটিতেছে। উত্তর সেক্টরে যুদ্ধের ভার পড়িয়াছে ইটালীয়ানদের উপরে। কোন সেক্টরেই যুদ্ধ শহরের কেন্দ্রস্থল হইতে বিশ মাইলের মধ্যে পৌঁছিতে পারে নাই।

রুশীয়দের পাল্টা আক্রমণ

"রয়টারে"র সংবাদদাতা ৩০শে আগষ্ট জানাইয়াছেন, ষ্ট্যালিনগ্রাডের উত্তর-পশ্চিমে জার্ম্মাণবাহিনীর আক্রমণ সোভিয়েট সৈন্যরা দৃঢ়তা সহকারে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে এবং জার্ম্মাণ কীলক ব্যূহের বামভাগে বিশেষভাবে আক্রমণ চালাইতেছে। রুশ সৈন্যরা একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে তুমুল আক্রমণ চালাইয়াছে। স্থানটি সম্প্রতি জার্ম্মাণরা দখল করিয়া লইয়াছিল।

জার্ম্মাণদের আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধ

জার্ম্মাণ ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের এক বিবৃতির উল্লেখ করিয়া জার্ম্মাণ রেডিও হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে, মধ্য রণাঙ্গনে কেবলমাত্র কালুগার দক্ষিণ-পশ্চিমেই জার্ম্মাণরা তুমুল আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত নাই, লেনিন এবং রেজেভের উত্তর-পশ্চিমেও তাহারা আত্মরক্ষার জন্য লড়াই করিতেছে। রেজেভের উত্তর এবং পূর্ব্ব দিকে বলশেভিকরা প্রধান আক্রমণ চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে। একটি সোভিয়েট বাহিনী জার্ম্মাণব্যূহ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে এবং জার্ম্মাণদের ঘাঁটি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে।

পাটের প্রাথমিক পূর্ব্বাভাসের অনুরূপভাবে ১৯৪২ সালের পাটচাষের বিভিন্ন জেলার চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাস আগামী ১৫ই, ১৬ই, ১৭ই এবং ১৮ই সেপ্টেম্বর নূতন সময় অনুসারে অপরাহ্ণ চারি ঘটিকায় এবং ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখ দ্বিপ্রহর ১২টায় কলিকাতায় সরকারী দপ্তরখানার পশ্চিম দিকস্থ কক্ষে প্রত্যহ কয়েকটি জেলা করিয়া প্রকাশিত হইবে।

বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামের পাটের চূড়ান্ত পূর্ব্বাভাস (১৯৪২) এক সঙ্গে গ্রথিত ও মুদ্রিত হইয়া আগামী ২৬শে সেপ্টেম্বর নূতন সময়ের দ্বিপ্রহরে ১২ ঘটিকায় উল্লিখিত স্থানে প্রকাশিত হইবে।

জাতিগঠন ও পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

বিভিন্ন স্থানে গঠনমূলক কার্য্যের অনুষ্ঠান

গাইবান্ধা (রংপুর)—

জুট রেগুলেশন ও রুরাল রিকনষ্ট্রাকশন বিভাগের গাইবান্ধা চার্জের অন্তর্গত নলডাঙ্গা ইউনিয়ন পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টায় বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছে। বিভিন্ন পল্লীর স্বেচ্ছাসেবকগণ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-তালিকা অনুযায়ী গ্রামের গঠনমূলক কার্য্যে নিজদিগকে নিয়োজিত রাখিয়া গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। গত ১ মাস মধ্যে এই ইউনিয়নে পল্লী-উন্নয়ন কার্য্যের ১টী তালিকা নিম্নে প্রকাশ করা গেল:—

(১) ২৮টী পল্লী-উন্নয়ন সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে।

(২) ইউনিয়নে ৬টী সমিতি গঠিত হইয়াছে।

(৩) স্বেচ্ছাসেবক কর্ত্তৃক ২টী রাস্তা সুষ্ঠুভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে।

(৪) নলডাঙ্গা পল্লীবাসীর সাহায্যে একটী ক্লাব ও লাইব্রেরী খোলা হইয়াছে। লাইব্রেরীর পুস্তকাদি ও অন্যান্য আসবাবাদি ও নিজস্ব ঘর সহ ১,৫০০৲ টাকার উপর সম্পত্তি দাঁড়াইয়াছে।

(৫) থানার সন্নিকট বিলের নালা পরিষ্কার করা হয়।

(৬) এই ইউনিয়নে ১২টী নৈশ-বিদ্যালয়, ৫টী প্রাইমারী স্কুল, ৩টী বালিকা স্কুল স্থাপিত হইয়াছে।

(৭) খেলা ধূলার জন্য সমিতির মেম্বারগণ উদ্যোগী হইয়াছেন এবং লোকজনকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য সমিতি হইতে ১টী প্রতিযোগিতা-কাপ দেওয়া হইয়াছে।

আলিপুর-দুয়ার (জলপাইগুড়ি)—

বিগত ২৮শে জুলাই (১৯৪২) তারিখ আলিপুর-দুয়ারের অন্তর্গত চাপড়েরপাড় ইউনিয়ন পল্লীমঙ্গল সমিতির এক সভায় আলিপুর-দুয়ার মহকুমার এস্, ডি, ও মহোদয় সভাপতিত্ব করেন। সভায় বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল এবং বহু গ্রামবাসী উপস্থিত ছিল।

সর্ব্বপ্রথম রেঞ্জ ইন্সপেক্টর মহোদয় সভার উদ্বোধন করিয়া পল্লী-গ্রামে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বয়স্কদের শিক্ষা, কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন এবং পল্লীর সভা বলিয়া গ্রামবাসীদিগকে আপন আপন ভাবে নিজেদের বক্তব্য ব্যক্ত করিতে আহ্বান করেন।

ইহার পর সমিতির সভাপতি এবং সম্পাদক মহাশয় পল্লীমঙ্গল সমিতি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত এক বৎসর কালের কার্য্যাবলীর পরিচয় প্রদান করেন। সমিতির উৎসাহে চেংপাড়ার গ্রাম্য রাস্তা ও সরকারী পাকা রাস্তার সংযোগ করিয়া একটী কাঠের পোল ও তাহার দুই পাড় সুউচ্চ করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্থানীয় চাপড়ের পাড় বোর্ড-স্কুলের ছাত্রদের স্থানাভাব দূর করিবার জন্য একটী বৃহৎ বড়ের ঘর প্রস্তুত করা হইয়াছে। প্রসঙ্গ ক্রমে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পাট-চাষ নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগীয় দিনাজপুরের সহকারী কন্ট্রোলার মহোদয় তাঁহার বিগত আলিপুর-দুয়ার রেঞ্জ পরিদর্শন কালে সমিতির এই দুইটী কার্য্যের জন্য বিশেষ প্রশংসা করেন।

পরিশেষে এস, ডি, ও মহোদয় গ্রামবাসীদিগকে পল্লীমঙ্গল কার্য্যে অগ্রসর হইতে উপদেশ দেন। তিনি এইরূপ আশ্বাস দেন যে, গভর্ণমেণ্ট সকল সময়েই এ বিষয়ে গ্রামবাসীর সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। যাহাতে গ্রামে সর্ব্বতোভাবে একতা স্থাপিত হয়, গ্রামের ছোট ছোট অভিযোগগুলি আদালতে না লইয়া এই সমিতির মারফতেই সালিসে মীমাংসা হইতে পারে এবং কেবলমাত্র সভা, বক্তৃতা বা আলোচনায় সমিতির কার্য্য নিবদ্ধ না রাখিয়া গ্রামের যথার্থ কল্যাণকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তজ্জন্য গ্রামবাসী সকলকে যত্নশীল হইতে তিনি উপদেশ দেন।

ময়মনসিংহ—

ফুলপুর থানার অন্তর্গত বাহাদুরপুর সার্কেলের জুট-রেগুলেশন এবং পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের কর্মচারিগণের উদ্যোগে বিগত ১২ই জুলাই পল্লী-মঙ্গল সমিতির সকল প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী, মেম্বর এবং পল্লীর উন্নতিমূলক কার্য্যে একান্ত উৎসাহী লোকদের এক বিরাট কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ভোর ১০ ঘটিকা হইতে আরম্ভ হইয়া ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত উক্ত অফিসের কর্মচারিগণ পল্লী-মঙ্গল সমিতির সমবেত মেম্বর, সেক্রেটারী এবং প্রেসিডেন্টদের নিয়া হাতে-কলমে জঙ্গল কাটা এবং ভাঙ্গা রাস্তার মেরামত কার্য্য সম্পন্ন করেন। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় রেঞ্জ ইন্‌স্পেক্টর বাবু ধরণী কান্ত দাস বি-এ মহোদয়ের সভাপতিত্বে কনফারেন্সের কাজ আরম্ভ করা হয়। সভায় অন্যূন ৭।৮ শত লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। সহকারী ইন্‌স্পেক্টর মৌঃ আবদুল মোত্তালেব বি-এ সার্কেলের বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন। কার্য্যবিবরণীতে দেখা যায়, সার্কেলের স্থাপিত পল্লী-মঙ্গল সমিতির সংখ্যা ৫০ এবং নৈশ-বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭১। উক্ত সমিতির দ্বারা পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫টী। ইহা বড়ই গৌরবের বিষয় যে, চরনিয়ামত গ্রামে সরকারী কর্মচারিগণের ঐকান্তিক চেষ্টায় একটী মুসলিম গার্লস এম-ই স্কুল গত জানুয়ারী মাসে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রীতিমত চলিয়া আসিতেছে। ইহার পর কতিপয় বক্তা পল্লী-উন্নয়নের আবশ্যকতা এবং খাদ্য-শস্যের চাষ বৃদ্ধির বিষয়ে বক্তৃতা করেন। রেঞ্জ ইন্‌স্পেক্টর মহোদয় অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন যে, সরকারী অর্থ ছাড়াও পল্লী-উন্নয়নের কাজ করা যাইতে পারে।

কুষ্টিয়া (নদীয়া)—

জেলা নদীয়া, মহকুমা কুষ্টিয়া, থানা দৌলতপুরের অধীনে মহাদেবপুর-রঘুনাথপুর পল্লী-উন্নয়ন সমিতি স্থাপন করা হইয়াছে। উক্ত সমিতির চেষ্টায় ডিফেন্স পার্টি, নৈশ-বিদ্যালয়, হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় ও রাস্তা প্রস্তুত ও মেরামত, জঙ্গল পরিষ্কার ইত্যাদি পল্লী-উন্নয়ন কার্য্য চলিতেছে।

ডিফেন্স পার্টি।—পার্টি স্থাপন হওয়ার পর গ্রামে প্রায় দেড় বৎসর যাবৎ চুরি ডাকাতির উপদ্রব নিবারণ হইয়াছে। পার্টির চারিজন সভ্য একটি চোর ধরিয়াছিল, উক্ত চোর ফৌজদারী আদালতে শাস্তি পায়। সেজন্য নদীয়ার ভূতপূর্ব্ব পুলিস সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া সমিতিকে ৮৲ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। বর্ত্তমানে কুষ্টিয়ার মহকুমা হাকিম সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত পার্টিকে হোম-গার্ডে পরিণত করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন।

নৈশ-বিদ্যালয়।—বিদ্যালয়ে ৩৪ জন বয়স্ক ছাত্র পাঠাভ্যাস করিতেছে। নদীয়া জেলার ইনস্পেক্টর সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া মাসিক ৪৲ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং খাস মহল তহবিল হইতে ৩৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। একজন শিক্ষক উক্ত কার্য্যে চালনা করিতেছেন।

দাতব্য চিকিৎসালয়।—দাতব্য চিকিৎসালয়টির নাম গোলাপ সুন্দরী দাতব্য চিকিৎসালয়। উক্ত চিকিৎসালয়ে এলোপ্যাথিক বিভাগে ডাঃ রবিলাল দত্ত, এল, এম, এফ, অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসক ও তারাপদ মণ্ডল পাশকরা কম্পাউণ্ডার আছেন। হোমিওপ্যাথিক বিভাগেও তারাপদ মণ্ডল চিকিৎসক হিসাবে কার্য্য চালাইতেছেন। নদীয়ার ভূতপূর্ব্ব রেনথ অফিসার সাহেব উক্ত চিকিৎসালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন এবং তাঁর উপদেশানুসারে এলোপ্যাথিক বিভাগ ২নং রঘুনাথপুর ইউনিয়ন বোর্ডের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে। উহা নদীয়া জেলা বোর্ড কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে। ১৪।১।৪২ হইতে ২২।৬।৪২ পর্য্যন্ত হোমিওপ্যাথিক বিভাগে ৬৭৭টী রোগী ও এলোপ্যাথিক বিভাগে ১,০২১টী রোগী চিকিৎসিত হইয়াছে।

পল্লী-উন্নয়ন কার্য্য।—"১২ হাত প্রস্থে ও $\frac{3}{8}$ মাইল দৈর্ঘ্যে একটি নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে এবং বহু পুরাতন রাস্তা মেরামত করা হইয়াছে। গ্রামের বহু স্থানের জঙ্গল পরিষ্কার করা হইয়াছে।

সমিতির আয়।—সমিতিতে কার্য্যকরী কমিটি সমেত মাত্র ৩৬ জন সভ্য আছেন এবং তাঁহাদের দেয় মাসিক চাঁদা ও উক্ত কর্ম্মিগণের প্রচেষ্টায় ধান সংগ্রহ ও ভিক্ষা আদায় হইতে এবং চিকিৎসালয় স্থাপন করে রঘুনাথপুর গ্রামনিবাসী মৃত রঘুনাথ ঘোষের বিধবা স্ত্রী গোলাপ সুন্দরী দাসীর সহৃদয়তায় ও ১০০৲ টাকা দান পাইয়া সমিতি কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছে। ২৪শে জুলাই ১৯৪১ তারিখ হইতে ২২শে জুন ১৯৪২ পর্য্যন্ত ৫৪৬৩ পাই আয় এবং ৫২১৮/৬ পাই ব্যয় ও ২৪৫৩ পাই মজুত আছে।

বে-সামরিক দেশরক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে শিক্ষাদান

বোম্বাইয়ে আর একটী ট্রেনিং স্কুল

বে-সামরিক দেশরক্ষা ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ তৈয়ার করার জন্য বোম্বাইয়ে আর একটী ট্রেনিং স্কুল (সিভিল ডিফেন্স স্পেশালিষ্ট স্কুল) খোলা হইবে এবং অক্টোবর মাসের প্রথমভাগে এখানে ক্লাস আরম্ভ হইবে। কচ্ছের মহারাও বাহাদুর তাঁহার বাসভবনটি (নরিয়া মহল) ঐ স্কুলের জন্য ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। লাহোরে এরূপ আর একটি ট্রেনিং স্কুল খোলা হইয়াছে। বে-সামরিক দেশরক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য ইহা লইয়া ভারতে মোট ছয়টি স্কুল খোলা হইল—লাহোরে ১টি, কলিকাতায় ২টি, হায়দরাবাদে ১টি এবং বোম্বাইয়ে ১টি।

মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুর গত ২৭শে আগষ্ট সকালে ৭০ বৎসর বয়সে বেলেঘাটে স্বীয় বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল হল ও ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের ট্রাষ্টি এবং রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন।

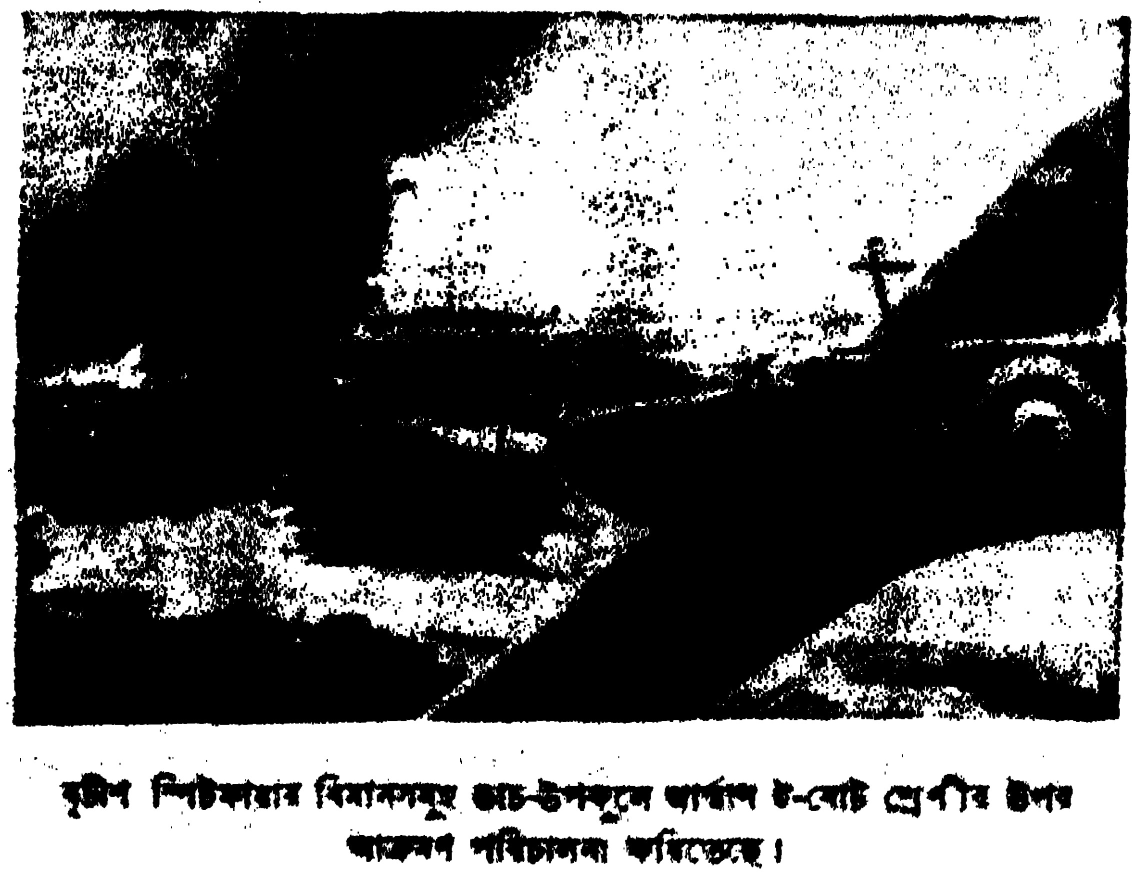

বৃটিশ স্পিটফায়ার বিমানসমূহ ডাচ-উপকূলে জার্ম্মাণ ই-বোট শ্রেণীর উপর আক্রমণ পরিচালনা করিতেছে।

রেড়ির চাষ ও এণ্ডি-পোকা পালন

জ্বালানী তৈলের সমস্যায় দেশবাসীর কর্ত্তব্য

[শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য লিখিত]

যুদ্ধের ফলে কেরোসিন তৈল দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে, দাম চড়িয়াছে শহরে দ্বিগুণ এবং পাড়াগাঁয়ে চারি গুণ। এই অবস্থায় দেশবাসী জ্বালানী তৈলের সমস্যা কি ভাবে সমাধান করিবে? শহরের বড়লোকের ঘরে না হয় ইলেক্‌ট্রিক বাতি জ্বলিল, কিন্তু সারা বাঙলা দেশেও ত আলো জ্বলা চাই।

কেরোসিনের বদলে সরিষা, তিল, বাদাম বা নারিকেল তৈল পোড়াইতে গেলে লাভ নাই; ঐসব তৈল বড় জলদি পুড়িয়া যায়। তাই লোকে আজ আবার প্রাচীন রেড়ীর তৈল খুঁজিতেছে। রেড়ীর তৈল বাজারে দুষ্প্রাপ্য; যদি কোনমতে কোথাও এক আধ টিন মেলে, তাহার দামও ২৪।২৫৲ টাকা মণ। অথচ বাঙলা দেশে প’চিশ বৎসর পূর্ব্বে ঘরে ঘরে রেড়ীর প্রদীপ জ্বলিত, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে রেড়ীই ছিল প্রদীপ জ্বালাইবার প্রধানতম অবলম্বন।

আজ আবার এমন দিন আসিয়াছে, যখন আমাদিগকে পুনরায় রেড়ীর তৈলকেই সম্বল করিতে হইবে—সম্ভবতঃ দুই চারি দিনের জন্য নয়; বহু বৎসরের মত। যুদ্ধের ফলে বহু কেরোসিন খনি নষ্ট হইয়াছে, সুতরাং কেরোসিন যে যুদ্ধ মিটিলেই আবার পূর্ব্ব দরে নামিয়া আসিবে এবং যথেচ্ছ পাওয়া যাইবে, এমনটি বোধ হয় সম্ভব নয়।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙলার সব জেলায় অরে বস্তুই রেড়ীর চাষ ছিল এবং দেশেই জন্মিত ঐ রেড়ী নিঃশেষিত হইত।

বাঙলায় এই বৎসর আবার রেড়ীর আবাদের প্রচলন হওয়া দরকার। যাহাতে আগামী ফাল্গুন মাসের মধ্যেই নূতন ফসল পাওয়া যায়, সে দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি পড়া উচিত। কিন্তু এই "Grow more food" আন্দোলনের মধ্যে কৃষকেরা কোথায় রেড়ী গাছ বুনিবে? রেড়ীর আবাদ বাঁধ, কলমী, বিলের জমিতে চলে না, ডাঙা জমি চাই। এই জন্য কৃষকরা মাঠে নহে, বাড়ীর আশে পাশে, গোয়াল ঘরের পেছনে, রান্না ঘরের পার্শ্বে যাহার যেরূপ সুবিধা সে সেইখানেই রেড়ী বুনিবে। পল্লী গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতেই পতিত ৫।৭ কাঠা জমি রহিয়াছে। রেড়ী বুনিলে তাহা একদিকে যেমন উপকারী অপর দিকে তেমনি লাভজনক হইবে।

কিন্তু কথা হইতেছে এইভাবে রেড়ী বা তেলের জন্য আবাদ আরম্ভ করিলে তাহা কতদিন চলিবে। কেবল তেলের উপর নির্ভর না করিয়া যদি ঐ চাষের সহিত অপর একটি উপযোগী কাজ যোগ করিয়া দেওয়া যায়, তবে চাষটি বহুকাল চলিতে পারে। "একেটাস রিসিনাই" নামক এণ্ডিপোকা রেড়ীর পাতা খাইয়াই বাঁচিয়া থাকে। আমরা ইচ্ছা করিলে রেড়ী চাষের সহিত অনায়াসে এই পোকা পালন করিতে পারি। এই পোকা পালনের জন্য ক্ষেতের কাজের অবহেলা করিয়া পুরুষগণকে ব্যস্ত হইতে হইবে না, বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা যেরূপ হাঁস, মুরগী পালন করে, ঠিক তেমনি ভাবেই পোকাগুলিকে পালন করিতে পারিবে। ইহার জন্য স্বতন্ত্র গৃহাদিরও দরকার নাই, বাসের ঘরের এক পার্শ্বে একটি দুই তিন থাক বাঁশের মাচা করিলেই কাজ চলিবে।

পাড়াগাঁয়ে দরিদ্র [illegible] কমলাপুর ঠাকোর পৈতার সুতা কাটিয়া থাকেন। [illegible] রেশমী জাল বোনে; তাহাতে যে সামান্য [illegible] রেশম কখনই তাহা অগ্রাহ্য করে না। [illegible] বহু ঘরে রেশমের এণ্ডি পোকা পুষিতেছে, [illegible] ইহা সম্পূর্ণ সহজ। রেড়ী [illegible] কীট পালন করিতে বিশেষ কোন [illegible] নাই। মনে করা যাউক কোন গৃহস্থ [illegible] বিভিন্ন অংশে মোট প’চ কাঠা মাত্র জমিতে রেড়ীর [illegible]। প’চ কাঠা জমির [illegible] ৬।৭ [illegible] এণ্ডি পোকা পালন করা চলে। ইহার জন্য প্রয়োজন পূর্ব্বোক্ত বাঁশের মাচা, দুই হাত মুখের ৮ খানি ডালা এবং ডালার মুখ ঢাকিতে পারে এইরূপ ১০।১২ খানি সরু পুঁটিয়ার জাল।

এণ্ডি পোকার ডিম প্রসবের ১০।১৫ দিন মধ্যেই ফুটাইবে, এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী ১৫।২০ দিন মধ্যে পোকাগুলি ৪ বার খোলস বদলাইয়া গুটি প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত অবস্থায় আসে। এই কয়দিন উহাকে প্রত্যহ ৪।৫ বার পাতা খাইতে দিতে হয়। প্রথমে কচি পাতা কুচাইয়া এবং পরে বড় পাতা খাইতে দেওয়া দরকার। এই সময়ে একদিন অন্তর পোকার ডালাগুলি তাদের পায়খানা "কাবার" করা অর্থাৎ পরিষ্কার করা দরকার। এই অবস্থার পর মাচানের সহিত কতকগুলি কাঠি বা শুক ডাল আটকাইয়া দিলেই পোকা গুটি প্রস্তুত করিতে থাকিবে এবং ১৫।২০ দিন পরে গুটি কাটিয়া বাহির হইয়া নূতন ডিম পাড়িবে। এই কাজ স্ত্রীলোকের পক্ষে আদৌ কঠিন নয়, অধিকন্তু অবসরকালীন আনন্দের পথ স্বরূপ হইবে।

এসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করা কঠিন নহে। গ্রামের সকল গৃহস্থই ইচ্ছা করিলে এই অনায়াসসাধ্য ও লাভজনক কাজটি নিজ নিজ বাড়ীতে আরম্ভ করিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য রেড়ী গাছের চাষের জন্যও বিশেষ কোন পরিশ্রম করিতে হয় না এবং গাছ যে গরু বাছুরে খাইয়া যাইবে, সে ভয়ও নাই।

এইভাবে চাষ করিলে কি পরিমাণ লাভ হইতে পারে, তাহাও এই সঙ্গে বিচার্য্য। ৫ কাঠা জমি হইতে আমরা দুই মণ আড়াই মণ রেড়ী কল তাদ্র মাসে বুনিয়া ফাল্গুন মাসে লাভ করিতে পারি। উহা হইতে আধ মণ হইতে প’য়ত্রিশ সের পর্য্যন্ত তেল ও দেড় মণ খইল পাওয়া যাইবে। রেড়ীর খইল জমির পক্ষে অত্যুৎকৃষ্ট সার। মূল্য—তেল ১০৲ এবং খইল ১৷৵০ পাওয়া যাইতে পারে। এণ্ডি পোকা মোটের উপর বৎসরে ছয়টি ফসল দিয়া থাকে এবং ৬,০০০ কীট হইতে প্রতি ফসলে ৵৬ সের করিয়া রেশমগুটী পাওয়া যাইবে। উহার মূল্য সের ২৲ হিসাবে অন্যূন ১২৲। এই ভাবে মোট আয় দাঁড়াইতেছে ২৩৷৵০। যে দেশের কৃষক সারা বৎসরে রৌদ্রে পুড়িয়া জলে ভিজিয়া ১৫০৲ টাকার অধিক আয় করিতে পারে না, সেই দেশের কৃষক-পত্নিগণ যদি বিনা ক্লেশে, অবসর সময়ে ঘরে বসিয়া ২৩৲ টাকা আয় করে, তবে তাহা কখনই সামান্য বলিয়া বিবেচিত হইবার নহে। অধিকন্তু সংসার বোঝার অংশ গ্রহণ করিয়া তাহারাও নিজেদিগকে গৌরবান্বিত ও আনন্দিত বোধ করিবে। ইহাতে একদিকে যেরূপ তৈল সমস্যার সমাধান হইবে, অপর দিকে তেমনি নিরন্ন কৃষকের অন্ন সংস্থান ব্যবস্থায়ও কতকাংশে সাহায্য হইবে।

(আনন্দবাজার পত্রিকা)

জাতীয় যুদ্ধ ফ্রণ্ট

ভাটপাড়ায় বিরাট সভা

গত ৭ই আগষ্ট ভাটপাড়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে জাতীয় যুদ্ধ প্রচেষ্টা সম্পর্কে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি, ছাত্রবৃন্দ এবং মিলের শ্রমিকগণ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, সি, দত্ত, আই-সি-এস, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

জাতীয় যুদ্ধ প্রচেষ্টা সম্পর্কে রায় সাহেব অনুকূল চন্দ্র দাস, এম-এ, বি-এল, এম-এল-এ, বলেন যে, বর্ত্তমানে দেশের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ঘোর মতানৈক্য দেখা যাইতেছে এবং জাপানী ও নাৎসী জার্মাণীর নৃশংস আক্রমণের সম্ভাবনায় আমাদের দেশ ক্রমেই অধিকতর বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে।

তিনি আরো বলেন,—ভারত হইতে ইংরাজ দূরীকরণের প্রস্তাব দ্বারা জাপানী আক্রমণের মুখ হইতে ভারতকে রক্ষা করা সম্ভব নয়; বরং ঐরূপ প্রস্তাব অনুসৃত হইলে দেশের সমূহ বিপদ ঘটার সম্ভাবনাই বেশী।

এই প্রসঙ্গে মিঃ নীলরতন ব্যানার্জীর হিন্দুস্থানী বক্তৃতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ প্রসঙ্গে বলেন যে, জাপানীগণের ভারত সম্পর্কে কি উদ্দেশ্য তাহা একণে সকলেই বুঝিয়াছেন; অতএব বর্ত্তমানে তাহাদের নিষ্ঠুর আক্রমণের সম্মুখে অসহায়ভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার পরিবর্ত্তে নিজেদের রক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়াই সুবুদ্ধির কার্য্য হইবে। যুদ্ধ সমাপ্তির পর ইংরাজের সহিত বোঝাপড়ার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাইবে।

ধান্যকুড়িয়ায় বিরাট সভা

গত ১৩ই আগষ্ট বসিরহাট সাবডিভিসনের অন্তর্গত ধান্যকুড়িয়া হাই স্কুল ভবনে এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। আলীপুরের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, সি, দত্ত, আই-সি-এস, সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত বিদ্যালয়ের সুবিস্তৃত ভবন বহু লোক সমাগমে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং স্থানীয় ও দূরবর্ত্তী অঞ্চলের অন্ততঃ ২,০০০ সহস্র লোক সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ধান্যকুড়িয়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিঃ নির্ম্মল চন্দ্র ঘোষ, বি-এ, মহাশয় কথাচ্ছলে বর্ত্তমান যুদ্ধ প্রসঙ্গে দেশের দুরবস্থার বিষয় বুঝাইয়া দেন। অতঃপর রায় সাহেব অনুকূল চন্দ্র দাস, এম-এল-এ মহাশয় জাতীয় যুদ্ধ প্রচেষ্টার মর্ম্ম সাধারণকে বুঝাইয়া দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মহোদয়ের বাণী—"আমরা কখনও দৈবাদেশ ফাঁকিয়া পড়িব না; জনলাভ ব্যতীত অন্য কথা যাহারা বলে তাহাদের সহিত কোনই সম্পর্ক রাখিব না"—সকলকে স্মরণ রাখিতে বলেন। তিনি সর্ব্বসাধারণকে তাঁহাদের মনোবল রক্ষা করিতে উপদেশ দেন। তাহার পর ধান্যকুড়িয়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শরৎ চন্দ্র সাউ মহাশয় ও বসিরহাট ঋণ-সালিশী বোর্ডের স্পেশাল অফিসার মিঃ এন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়, সমবেত জনমণ্ডলীকে জাপানীদের নৃশংস আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য বলেন। অবশেষে সভাপতি মহাশয় সমস্ত প্রসঙ্গটি সংক্ষেপে বর্ণনা করেন ও বলেন যে, এই দেশবাসী সম্মিলিত জাতিসমূহের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সহায়তা করিয়া প্রকারান্তরে নিজেদেরই সাহায্য করিবেন। চীন যেভাবে প’চ বৎসর ধরিয়া দুর্দ্ধর্ষ জাপানকে বাধাপ্রদান করিয়া আসিতেছে, সেইভাবে জাপানীদের সম্ভাবিত আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিতে তিনি সকলকে অনুরোধ করেন।

[illegible] সভার অনুষ্ঠান

গত ১১ই আগষ্ট [illegible] পি, কে, [illegible] এক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। [illegible] বহু লোক সমাগম হইয়াছিল। [illegible] মিঃ পি, [illegible] সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ২৪-পরগণার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ [illegible], সি, দত্ত, আই-সি-এস, [illegible] উক্ত [illegible] নিযুক্ত করিয়া বলেন যে, [illegible] কোন সম্পর্ক নাই এবং [illegible]

[পূর্ব্ব পৃষ্ঠার [illegible] দেখুন]

[শেষ কলমের জের]

ইহাতে সক্রিয়ভাবে যোগদান করিতে পারেন। তিনি আরও বলেন যে, বর্ত্তমানে জাপানীদের নৃশংস আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্যই তাঁহারা উক্ত আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে হইলে দেশবাসীকে একটী মিলনক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। উক্ত মিলনক্ষেত্র, নামই ন্যাশন্যাল ওয়ারফ্রণ্ট।

অতঃপর রায় সাহেব অনুকূল চন্দ্র দাস, এম-এ, বি-এল, এম-এল-এ, [illegible] বলেন যে, দেশের বর্ত্তমান সঙ্কটকালে সকলকেই নিরাপত্তা ও মুক্তির পথ অনুসরণ করিতে হইবে, [illegible] আসিয়া [illegible] ডাক্তার [illegible] ভাইস্-চেয়ারম্যান [illegible] এ, চৌধুরীর বক্তৃতাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রায় সাহেব [illegible] এবং দেশের [illegible] এই আন্দোলন সর্ব্বস [illegible] সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে দেশবাসীকে এই আন্দোলনে যোগদান করিতে আহ্বান করেন।

বাংলার নারী-সমাজের কর্তব্য

মিসেস হাসিনা মোর্শেদের বেতার-বক্তৃতা

বাংলা-সরকারের [illegible] পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী মিসেস্ হাসিনা মোর্শেদ, বি-এ, এম-বি-ই, এম-এল-এ, বাংলার নারী সমাজের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি নিম্নোক্ত বেতার-বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন:—

"আমি আপনাদিগকে গুজব না ছড়াইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। গুজব বিপদ ঘটাইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বেই সে-সব নির্দ্দেশাবলী [illegible] প্রচারিত হইয়াছে, আপনাদিগকে তাহা অনুসরণ করিতে হইবে। এই দিক দিয়া বাংলার নারীদের অনেক কর্ত্তব্য রহিয়াছে। প্রত্যেক নাগরিকের মনোবল বিশেষভাবে নির্ভর করে তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। গুজবে বিশ্বাস না করিয়া ও বাজে গুজবের পুনরাবৃত্তি না করিয়া এই পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে প্রীতিকর করিয়া তুলিতে নারীরা অনেক কিছু করিতে পারেন। আমি আমার বাঙ্গালী বোনেদের নিকট আবেদন জানাইতেছি—তাঁহারা যেন বাক্যালাপে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করেন; আর পুরুষেরা লক্ষ্য রাখিবেন যেন সামরিক গুপ্ত তথ্য লইয়া কোন আলোচনা না হয়। বাচাল লোকদের মুখ বন্ধ করিবার দিকে নারীদের সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আপনার ছেলে যখন গুজব লইয়া স্কুল হইতে ফিরে, তখন তাহাকে বুঝাইয়া দিবেন যে শত্রু কি বিষাক্ত বীজ সে বাড়ীতে বহন করিয়া আনিয়াছে।

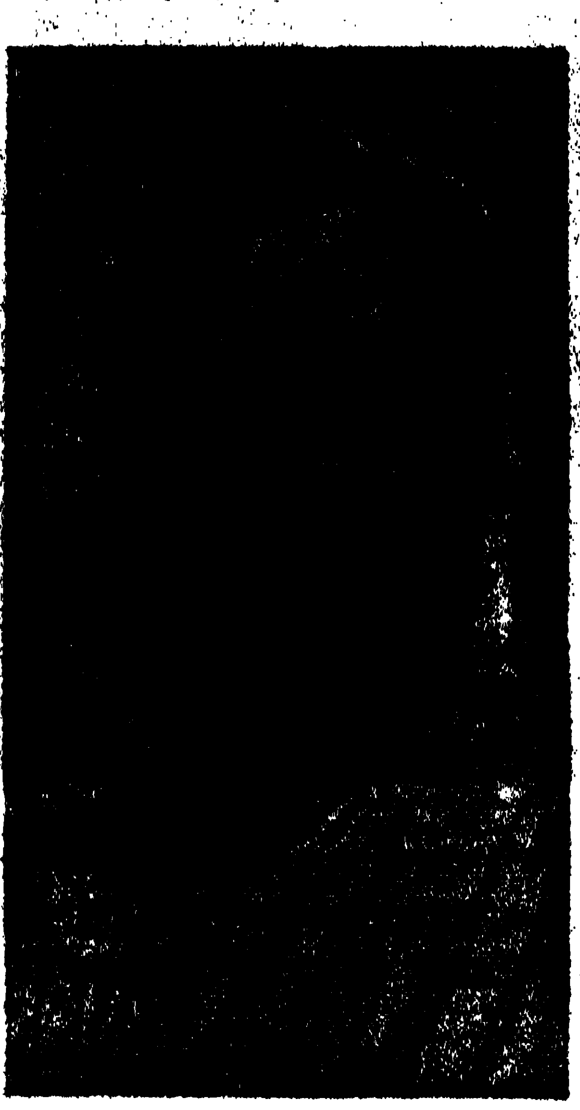

(মিসেস হাসিনা মোর্শেদ)

নারীর স্বভাবের বিরুদ্ধে পুরুষেরা অনেক রকম অসংগত অভিযোগই করিয়া থাকে। এই সকল অভিযোগের মধ্যে অন্ততঃ একটি অভিযোগ আছে, যাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। বাহিরের পরিবেষ্টন হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া নারীরা যেভাবে সমাজে বসবাস করে, তাহার ফলে তাহাদিগকে অত্যাবশ্যকই সব-কিছুর জন্য পুরুষদের উপরে নির্ভর করিতে হয়; এমন কি [illegible] ব্যাপারেও। এই অবস্থায় তাহারা পুরুষদের বিদ্রূপ না করিয়া পারে না; যাঁহারা সংবাদ যা [illegible] পুরুষেরা বহন করিয়া আনুক না কেন, নারীরা [illegible] গ্রহণ করুক। নারীদের প্রতি [illegible] আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। অন্ততঃ [illegible]

[illegible]

[দ্বিতীয় কলমে দ্রষ্টব্য]

আই-এফ-এ শীল্ড প্রতিযোগিতা

মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের তৃতীয়বার শীল্ড বিজয়

কলিকাতার মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব তৃতীয়বারের জন্য আই-এফ-এ শীল্ড জয় করিল। এই বৎসরের আই-এফ-এ শীল্ড প্রতিযোগিতার শেষ খেলায় তাহারা ইষ্টবেঙ্গল দলকে ১-০ গোলে পরাজিত করিয়া এই বিজয়ের অধিকারী হইয়াছে। এই খেলা উপলক্ষে মোহামেডান স্পোর্টিং মাঠে বিরাট জন-সমাগম হইয়াছিল।

খেলা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে উভয়দলের খেলোয়াড়গণকে বাংলার প্রধান-মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দেওয়া হয়। পরলোকগত এয়ারমার্শাল ডিউক-অব-কেন্টের আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ এক মিনিট কাল নীরবতা পালন করা হইয়াছিল।

নূর মোহাম্মদ (বড়) অত্যন্ত নৈপুণ্যের সহিত খেলিয়াছিলেন। তিনি খেলা আরম্ভ হইবার উনিশ মিনিটের পর বিজয়সূচক গোলটি করেন।

খেলার দ্বিতীয়ার্দ্ধেও মোহামেডান স্পোর্টিং দল তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। এই সময় ইষ্টবেঙ্গল দল প্রাণপণ করিয়া খেলিতে থাকে ও গোল শোধ করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতে থাকে; কিন্তু মোহামেডান স্পোর্টিং-এর রক্ষণভাগ শেষপর্য্যন্ত অটলই রহিয়া যায়।

উপসংহারে আই-এফ-এর সভাপতি মিঃ পি, সি, ঘোষ একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন এবং লেডি মুখার্জী পুরস্কার বিতরণ করেন।

টীমগুলি নিম্নোক্তভাবে গঠিত হইয়াছিল:—

মোহামেডান স্পোর্টিং—ওসমান; জুম্মা খান ও তাজ মোহাম্মদ; বাচ্চি খান, নূর মোহাম্মদ (বড়) ও মাসুম; নূর মোহাম্মদ (ছোট), আমেদ; রশিদ, সাবু ও সাহেবজাদা।

ইষ্টবেঙ্গল—এ, মুখার্জী; পি, দাস ও পি, চক্রবর্ত্তী; এস্, রায়, আমিন ও নিজামুদ্দীন; সমর মোহাম্মদ, আপ্পা রাও, সোমানা, এস্, ঘোষ ও এস্, ভট্টাচার্য্য।

[১ম কলমের শেষাংশ]

মজলুম আবদারে পূর্ব্বপুরুষদের স্থান অধিকার করে। এইভাবে আমরা মাতৃভূমির গৌরব বৃদ্ধি ও সৌষ্ঠব সাধন করি। কিন্তু ফ্যাসিস্ত দস্যু সেনা আজ আমাদের দ্বারে সমাগত; খুন ও বিনাশের বীভৎস দৈত্য আমাদের গ্রাস করিবার জন্য মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। শত্রুরা কেবল সামরিক শক্তির বলেই অগ্রসর হইতেছে না; তাহারা ভীতি ও সন্ত্রাস সৃষ্টির অন্যতম নীতিও অবলম্বন করিয়াছে। ভিত্তিহীন গুজবগুলি অমূলক সংবাদ আমাদের অলিতে-গলিতে আনাগোনা করিতেছে ও দিনের পর দিন আমাদের শক্তি ও সাহস নষ্ট করিয়া দিতেছে। [illegible] "নববিধানের" স্বপ্নও দেখি। [illegible] যে, শত্রুর বহু-বিজ্ঞাপিত [illegible] জন্য এক স্বর্গ-রাজ্য স্থাপন করিবে। [illegible] বিবেচনা করিতে [illegible], সাগর পারের [illegible] ও [illegible] অধিবাসীদের [illegible]; বৎসরের পর বৎসর [illegible] নৃশংসতার [illegible]। [illegible] নব-বিজিত দেশে [illegible] বোধ [illegible] করিয়াছে, [illegible] অবলম্বন করিতে [illegible] ও কলঙ্কময়। বাহাদের খুসি, এই কাহিনীতে বিশ্বাস করুক। আমরা উহা গ্রাহ্য করিব না।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের বাণী

আটলাণ্টিক চার্টারের প্রথম বার্ষিকী

আটলাণ্টিক চার্টারের প্রথম বার্ষিকী দিবস উপলক্ষে (১৪ই আগষ্ট তারিখে) আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট গ্রেট-বৃটেনের প্রধান-মন্ত্রীর নিকট যে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—

"এক বৎসর পূর্ব্বে অদ্যকার তারিখে গ্রেট-বৃটেনের প্রধান-মন্ত্রী ও আমি দুইটি স্বাধীন জাতির প্রতিনিধি স্বরূপে আমাদের উভয় দেশের জনসাধারণের অনুসৃত সাধারণ নীতিসমূহ বিবৃত করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করতঃ ঐ বিষয়ে আমাদের সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমরা আশা প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং এখনও আশা করি যে, ঐ সমুদয় নীতি কার্য্যকরী হইলেই বিশ্বের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলতর হইবে। আমাদের উক্ত ঘোষণা 'আটলাণ্টিক চার্টার' নামে খ্যাত।

"এক বৎসর পূর্ব্বে এই দিনে যে সমুদয় জাতি দস্যু শত্রুকে বাধা প্রদান করিতেছিলেন, তাঁহারা ছিলেন আত্মরক্ষার জন্য যুধ্যমান বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল।

(প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট)

"বর্ত্তমানে ঐ সমুদয় জাতি এবং বিজিত বিভিন্ন মহাদেশের জাতিসমূহের প্রতিনিধি একত্রে সম্মিলিত হইয়াছেন। তাঁহারা মিত্রজাতির এক বিপুল সম্মেলন গঠন করিয়াছেন এবং সমগ্র বিশ্বের সাধারণ শত্রুদের উপর আক্রমণ করিয়া আটলাণ্টিক চার্টারে বিবৃত নীতি ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে গঠিত সাধারণ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। জীবনযাত্রা প্রণালী, স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বাধীনতা সম্পর্কে এবং মানুষের জন্মগত অধিকার ও স্বদেশে-বিদেশে ন্যায়পরতা অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে তাঁহাদের যে বিশ্বাস রহিয়াছে, তাহাকে এক প্রত্যক্ষ রূপ দেওয়া হইয়াছে এবং 'সম্মিলিত জাতিসমূহ' নামে সকল দেশের জনগণের এক বিপুল সম্মেলন গঠন করিয়া এই উদ্দেশ্যকে আরও শক্তিশালী করা হইয়াছে।

"আজ সমস্ত বিশ্বের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য বিপন্ন। যদি শত্রুর আক্রমণ এই বিরাট মৈত্রীবন্ধনের যুক্ত-কার্য্যকলাপ সহিত বাধা প্রদান করা না যায় এবং পরাজিত করা না যায়, তাহা হইলে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হইবে এবং কোন জাতির অথবা ব্যক্তির কোন সুযোগ আর থাকিবে না।

"সুতরাং [illegible] সম্মিলিত জাতিসমূহ আমাদের সমস্ত সম্পদ ও সুযোগ নিয়োজিত করিয়াছেন।

"[illegible] হইবে, তখন [illegible] যে [illegible] জন্য যুদ্ধ করিতেছি, তাহা সফল করিতে চেষ্টা করিব। এই যুদ্ধের [illegible] প্রণোদিত সংগ্রাম, [illegible] করিবে,—এমন কি [illegible] অনুসরণ করিতেছে, তাহাদের [illegible] না করিয়া পারিবে না।

"আমরা পুনরায় আটলাণ্টিক চার্টারে উল্লিখিত নীতিসমূহের সমর্থন করিতেছি। এই সব নীতি কার্য্যকরী হইলে জগত একটি [illegible] হইয়া দাঁড়াইবে।"

বৃটিশ বিমান-বাহিনীর আক্রমণে জার্মানী ও জার্মাণ-অধিকৃত অঞ্চলের সামরিক লক্ষ্যবস্তুসমূহের কিরূপ বিরাট ক্ষতি হইয়াছে, উপরোক্ত দুইখানা ছবিতে তাহারই কতক আভাষ পাওয়া যায়। বামদিকের ছবিতে একখানা জলযান, তেলের ট্যাঙ্ক, জাহাজ-ঘাটা ও একখানা জাহাজ বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখা যাইতেছে। ডান পার্শ্বের ছবিতে ফ্রান্সের রেল-ষ্টেশনের ধ্বংসাবশেষ দ্রষ্টব্য।

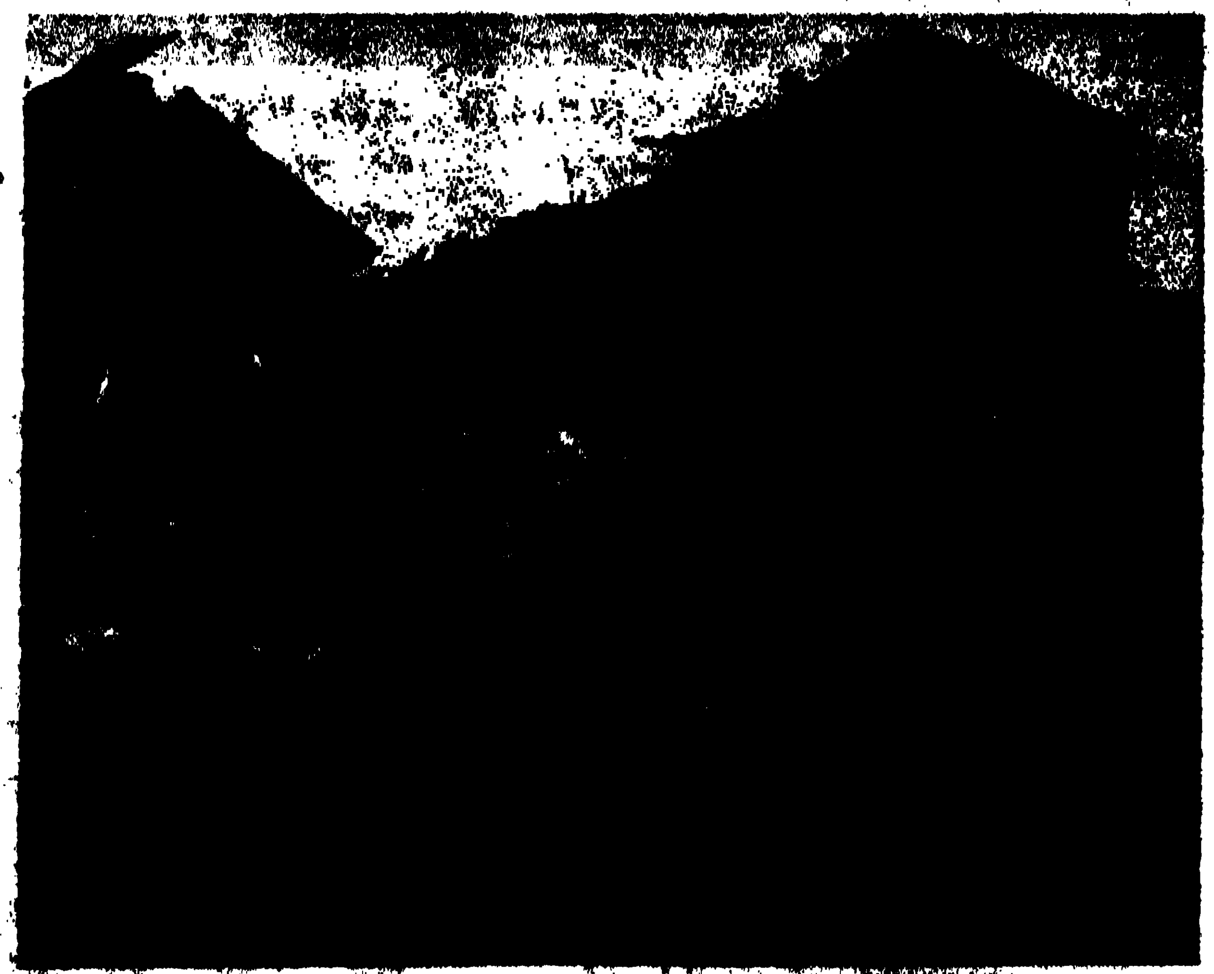

বৃটিশ বিমান-বহর যেখানে শুধুমাত্র সামরিক লক্ষ্যবস্তুসমূহের প্রতিই আক্রমণ পরিচালন করিয়া থাকে, সেখানে নাৎসী বিমান-বাহিনীর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে—গীর্জা ও অন্যান্য ধর্ম-মন্দির, বেসামরিক জনগণের আবাসস্থল প্রভৃতি। বামপার্শ্বের ছবিতে দেখা যাইতেছে—ইংলণ্ডের ইয়র্ক-নগরীর একটী বোমায় বিধ্বস্ত অট্টালিকা হইতে অধিবাসীদের জিনিষপত্র অপসারণ করা হইতেছে। ডান পার্শ্বের ছবিতেও নাৎসী-বোমায় বিধ্বস্ত ইয়র্কের একটি বেসামরিক অঞ্চল দেখা যাইতেছে।

[illegible]

[illegible]

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: [illegible]

Regd. No. [illegible]

বাঙলার কথা

[illegible]] কলিকাতা, ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ [এক আনা

LIBRARY OF THE BENGAL [illegible] CALCUTTA

"যোগ্যতা" ও কর্ম্মকুশলতার মাপকাঠি

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর যুক্তিপূর্ণ আলোচনা

বিগত ১৯৩৯ সনের ২৬শে জুন তারিখের 'বাঙলার কথা"র "যোগ্যতা" সম্বন্ধে বাঙলার প্রধান-মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হকের একটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে এই প্রবন্ধের কতকাংশ পুনরায় উদ্ধৃত করা হইল। ইহা নানাদিক দিয়া যেমন তথ্যপূর্ণ, তেমনি নিয়োগকর্ত্তাদের পক্ষেও প্রণিধানযোগ্য।

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী এই প্রবন্ধে বলিয়াছেন :—

"ইংরাজী ভাষার বিশাল শব্দ-সম্পদের মধ্যে Efficiency (যোগ্যতা) শব্দটির যেরূপ অপব্যবহার হইয়াছে, সম্ভবতঃ অপর কোন শব্দেরই সেরূপ হয় নাই। এই শব্দটি আমাদের এত পরিচিত, কিন্তু তবুও যেন অজানা; এত মনোরম, কিন্তু হেঁয়ালীময়; বহু-ব্যবহৃত তবু যেন অবোধ-গম্য। কিন্তু মন্ত্রেস নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া রাজ-নীতিজ্ঞ, আইনজীবী, গির্জার পাদ্রী এবং সাংবাদিক পর্য্যন্ত সকলেই নির্দ্বিধায়ে এই শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই শব্দটি যেন কবজ—সকলেই ইহাকে নিজেদের মতলব সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করিয়া থাকে। সুচিন্তিত সংজ্ঞার বহির্ভূত ও অভিধান লেখকের নাগালের বাহিরে যেসব হেঁয়ালীপূর্ণ দ্ব্যর্থবোধক শব্দ আছে, আলোচ্য শব্দটিও সম্ভবতঃ সেগুলির মধ্যে অন্যতম।

তখনই শব্দটি খুব বেশী প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে, যখন আমরা কোনও অসমর্থনীয় পরিস্থিতি হইতে উদ্ধার পাইতে চাই। যদি কেহ আপনাকে কোনও প্রকারে [illegible] করে, তখন আপনি হয়ত 'যোগ্যতার' গুজব সেখাইতে অগ্রসর হইবেন। যদি আপনাকে কঠোর অসুবিধার কোন বিষয়ের সম্মুখীন হইতে হয়, তবে এই 'যোগ্যতার' দোহাই দিয়াই আপনি প্রকৃত সমস্যা [illegible] করিবার চেষ্টা পাইতে পারেন; রাজনৈতিক ঘূর্ণি-বাত্যার আবর্ত্তে পড়িয়া যদি আপনি মুক্তির আর কোনও পথ না পান, তবে তখনও এই 'যোগ্যতার' দোহাই দেওয়ার পথ আপনার জন্য খোলাই থাকে।

সরকারী চাকুরীতে বিভিন্ন সমাজের সংখ্যানুপাত নির্দ্ধারণ সমস্যায় যে বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই উপলক্ষে 'যোগ্যতার' কথা বর্ত্তমানে খুব ব্যাপকভাবেই আলোচিত হইতেছে। এই ব্যাপার খুবই স্বাভাবিক; [illegible] হইতে [illegible] হয়। কারণ এই শব্দটি সৃষ্টি হইয়াছে এই প্রকার উপলক্ষের জন্যই এবং রাজনীতিজ্ঞেরাই ব্যাপকভাবে শব্দটির ব্যবহার করিয়াছেন।

Efficiency বা যোগ্যতা কথাটি একরূপ বাস্তব অর্থ-[illegible] যে, ইহা লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করিতে গেলে [illegible] করিতে হয়। 'যোগ্যতার' অর্থটি [illegible] কি বিবেচনা করেন, এই [illegible] যদি আমরা [illegible] প্রদান [illegible]।

['যোগ্যতা'] শব্দটির [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রদান করিতে পারে, [illegible] [illegible] হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

পারিবে, ততই ইহাকে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন বলিয়া বিবেচনা করা হইবে। সুতরাং বলা চলে—মানুষই হউক বা অপর কোন কিছু হউক—যাহা দ্বারা অন্যের তুলনায় বেশী পরিমাণ কাজ পাওয়া যাইবে, তাহাকেই অধিকতর 'যোগ্যতাসম্পন্ন' বলিয়া বিবেচনা করা হইবে।

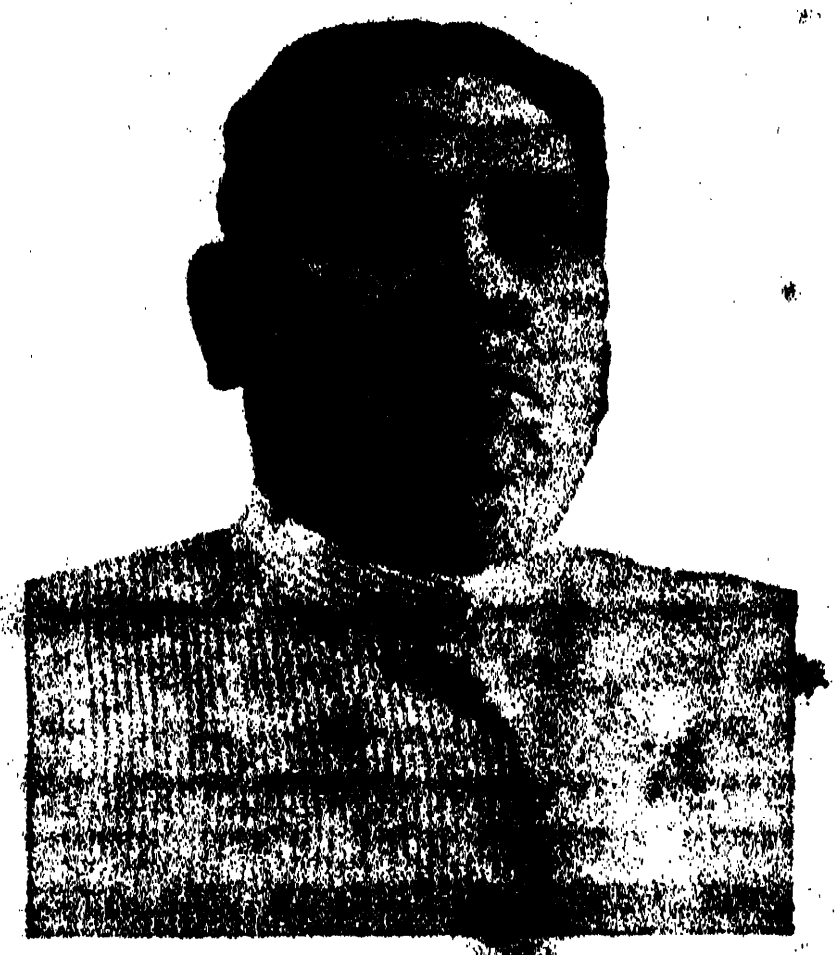

(মাননীয় প্রধান[-মন্ত্রী])

বিষয়টা আরও পরিষ্কারভাবে বুঝাইবার জন্য আরো কতিপয় দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। মনে করুন—আমাদের একজন পাচক নিযুক্ত করিতে হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে আমরা শুধু ইহাই বিবেচনা করিব যে, তাহাকে যে বেতনে আমরা নিযুক্ত করিব, তাহার তুলনায় আমাদের পছন্দমত খানা সে তৈয়ার করিতে পারিবে কি না। এইভাবে একজন সঙ্গীত-শিক্ষক নিযুক্ত করিবার বেলায় আমাদিগকে শুধু ইহাই দেখিতে হয় যে, যথাসম্ভব অল্প সময়ে উক্ত ব্যক্তি সঙ্গীত শিক্ষা দিতে পারিবে কি না। এরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা চলে, কিন্তু তাহা নিষ্প্রয়োজন। সোজা কথায় বলা চলে—যে কাজের জন্য লোক নিযুক্ত করার দরকার হয়, সেই কাজ ভালভাবে সম্পন্ন করার যোগ্যতা প্রার্থীর আছে কি না, তাহাই বিশেষভাবে দেখিতে [illegible]। কোন ক্ষেত্রেই প্রার্থীর বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি আছে কি না, সাহেবদের বিদ্যালয়ে লেখাপড়া তাহার [illegible] কি না, কিংবা সে [illegible] [illegible] কি না, তাহা আমরা বিবেচনা করি না। সকল ক্ষেত্রেই আমরা শুধু ইহাই বিবেচনা করিয়া দেখি যে, যে কাজের জন্য তাহাকে নিযুক্ত করা হইতেছে এবং যে বেতন তাহাকে দেওয়া হইবে, তাহার তুলনায় সে অধিক [illegible] উক্ত কাজ সম্পন্ন করিতে পারিবে কি না।

সরকারী চাকুরীতে বিভিন্ন [illegible] লোক নিয়োগ সম্পর্কে সংখ্যানুপাত নির্দ্ধারণ [illegible] [illegible] এই "যোগ্যতার" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করা হইয়াছে। এই যুক্তি [illegible] হইয়াছে যে, সর্ব্বশ্রেণীর সরকারী [illegible] [illegible] [illegible] "যোগ্যতা" [illegible] [illegible]

[illegible] অথবা [illegible] বিষয় বিবেচনা না করিয়া তদনুসারে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিচার করিয়াই লোক নিয়োগ করা উচিত। অন্য কথায় বলা চলে—চাকুরীতে লোক নিয়োগের বেলায় প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা পরীক্ষা করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার অনুষ্ঠান করতঃ উক্ত পরীক্ষায় যে সব প্রার্থী বেশী নম্বর পাইবে, তদনুসারে তাহাদিগকেই নিযুক্ত করা হইবে—ইহাই সরকারের সমালোচকগণ চাহিতেছেন। তাঁহাদের দাবীর সারমর্ম এই যে, রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞান, বিভিন্ন চাকুরীর প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতির বিষয় একেবারে বিস্মৃত হইয়া সরকারের পক্ষে পরীক্ষক আত্ম-পরীক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করাই উচিত।

সমগ্র প্রশ্নটি আরো গভীরভাবে বিবেচনা করার জন্য আমি সরকারী শাসন বিভাগের নিম্নতম পদের অধিকারী সার্কেল-অফিসারদের কাজের কথা এখানে উল্লেখ করিতে চাই। এই সব কর্মচারী বর্ত্তমান ভূমিতার সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ সাব-ডেপুটি কালেক্টর বলা হইয়া থাকে। প্রাদেশিক শাসন-নির্দ্দেশ ইঁহারা যে প্রকৃতই মেরুদণ্ড, কাজ করিয়া থাকেন, তাহা বলাই বাহুল্য। প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে জেলার শাসন ব্যাপারের প্রত্যেকটি কাজের সূচনা এই সব সার্কেল-অফিসারের দ্বারা এবং তাঁহাদের তত্ত্বাবধানেই হইয়া থাকে। ইউনিয়ন বোর্ড, ঋণ-সালিশী বোর্ড, লোকাল বোর্ড, গ্রাম্য চৌকিদারী, [illegible] এবং আরো অন্যান্য পল্লী প্রতিষ্ঠান সার্কেল-অফিসারগণ পরিদর্শন করিয়া থাকেন। দেশে বর্ত্তমানে স্বতঃস্ফূর্ত পল্লীসংগঠন ব্যাপারে যে আগ্রহ জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার ফলে ভবিষ্যতে সার্কেল-অফিসারদের কাজ নানাদিক দিয়া আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। এই সব কাজ উপলক্ষে অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত গ্রামবাসীদের সহিত সার্কেল-অফিসার-দিগকে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিতে হয় এবং পল্লী-বাসিগণ স্থানীয় কথ্যভাষায় যে-সব কথা বলে, সার্কেল-অফিসারদিগকে তাহাও বুঝিতে হয়। অথচ, বৎসরের মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও কোন [illegible] সার্কেল-অফিসারকে ইংরেজী জ্ঞানের পরিচয় দিতে হয় না। সেক্সপিয়রের নাটকাদের সম্পর্কে অথবা ভিক্টোরিয়া যুগের ইংরেজী লেখকদের ব্যাপারে গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনারও কোন উপলক্ষ কখনও তাঁহাদের হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ জ্ঞানের কথা বিস্মৃত হইয়া গ্রাম্য পাঠশালার [illegible] [illegible] পল্লীর প্রবীণ বিরোধ-মীমাংসক ভূমিকাই তাঁহাদিগকে [illegible] করিতে হয়। ইহা অবশ্য সত্য যে, যদেষ্ট পরিমাণ সাধারণ শিক্ষা থাকিলে যাহারা ভাল ভালভাবে [illegible] বা বলিতে পারা যায়—ইহার বেশী আর [illegible] নহে।

[সা]র্কেল-অফিসারদের সম্পর্কে আরো বিবেচ্য বিষয় [illegible]—পল্লী-উন্নয়ন ব্যাপারে নেতৃত্বিতে অনু-[illegible] করা। জনসাধারণের মধ্যে প্রেরণার সঞ্চার করা, [illegible] মৌলিক শক্তি প্রভৃতি উপাদানই আর এবং [illegible] [illegible] দুর্ভেদ্য দেওয়ার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], এই সব গুণ ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য [illegible] আর কিছুই [illegible]। শিক্ষাগত যোগ্যতার সহিত এ সবের কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং মনে করা চলে—[illegible] [illegible] ইংরেজী [illegible] না থাকা সত্ত্বেও যোগ্যতম সার্কেল-অফিসার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] মিঃ [illegible] বা [illegible] নাম [illegible] না থাকিলেও, তাহার কোন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কারণে [illegible] ও প্রকৃত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

[অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেস-নোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

১৪ই সেপ্টেম্বর—১৯৪২

কলিকাতার নলকূপ

বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে গভর্ণমেণ্ট কলিকাতায় ২,৫০০ দুই হাজার পাঁচ শত নলকূপ খনন করিয়াছেন। এই সমুদয় নলকূপ সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকরী অবস্থায় রাখার জন্য কলিকাতার প্রত্যেক নাগরিকের আন্তরিক সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন। যাহাতে নলকূপগুলির পাইপ চুরি না যায় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক এই সমস্ত নলকূপের যে ক্ষতি করা হইতেছে, তাহাও যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করিতে হইবে।

এই সব নলকূপ খননের কাজ বর্ত্তমান বৎসরের জানুয়ারী মাসে আরম্ভ করা হইয়াছিল এবং এপ্রিল মাসের শেষে কাজ শেষ হইয়াছে। কিন্তু জুলাই মাসের মাঝামাঝি সময়েই ৩০টি নলকূপ হইতে পাইপ চুরি হয়। সাধারণতঃ এক একটি নলকূপ হইতে কয়েক খণ্ড পাইপ চুরি গিয়াছে, কিন্তু ১১টি নলকূপের সমস্ত পাইপই চুরি হইয়াছে। একথাও জানা গিয়াছে যে, এই সব চুরির ব্যাপারে কয়েকটি ক্ষেত্রে এমন লোকে চুরি করিয়াছে—যাহারা নিজদিগকে কণ্ট্রাক্টরের লোক এবং নলকূপ মেরামতের কাজে নিয়োজিত বলিয়া পরিচয় দিয়াছে। এই প্রকারের চুরি নিবারণ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বাঙলাদেশের জনস্বাস্থ্য বিভাগের চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার কর্ত্তৃক নিয়োজিত নলকূপ মেরামতকারী মিস্ত্রীগণকে নির্দিষ্ট সরকারী ফর্মে বিশেষ ছাড়পত্র দেওয়া হইবে। জনসাধারণকে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে যে, কোন ব্যক্তি কোন নলকূপে সন্দিগ্ধভাবে হস্তক্ষেপ করিলে—বিশেষতঃ সন্ধ্যার পর ঐরূপ করিলে—তাহার নিকট হইতে যেন স্থানীয় লোকেরা ছাড়পত্র দাবী করেন এবং ছাড়পত্র দেখাইতে না পারিলে কিম্বা ঐ ছাড়পত্র চিফ্-ইঞ্জিনিয়ারের প্রদত্ত নহে বলিয়া সন্দেহ হইলে নিকটস্থ থানায় এই বিষয়ে যেন সংবাদ দেওয়া হয়। সন্দেহ হইলে ঐ মিস্ত্রীকে তাহার নাম দস্তখত করিতে বলিবেন এবং ঐ দস্তখত ও ছাড়পত্রের দস্তখত মিলাইয়া দেখিবেন। কিন্তু পাইপ চুরি ছাড়াও অনেক নলকূপেরই ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্ষতি করা হইতেছে বলিয়া মনে হয়। কারণ যেরূপ ক্ষতির কথা উল্লেখ করা হইতেছে, তাহা এরূপ ক্ষতি নহে—যাহা আকস্মিকভাবে সংঘটিত হইতে পারে অথবা অত্যধিক অসাবধানতার জন্য ঘটিতে পারে। নূতন কলের হাতল ও বল্টু আপনা আপনি খুলিয়া পড়ে না, ঐরূপই হাতল, বহিরাবরণ ও পুচ্ছিকাও হঠাৎ ভাঙিয়া যায় না। নিম্নলিখিত হিসাব হইতে জুন মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বুঝা যাইবে। ইহার মধ্যে স্বাভাবিক ব্যবহারজনিত ক্ষয় কিম্বা যেসব নলকূপ একবার বা দুইবার ঐরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা ধরা হয় নাই :—

কি প্রকারের ক্ষতি।	কতবার।	নলকূপের সংখ্যা।
ইচ্ছাপূর্ব্বক	৩	২৫৩
ঐ	৪	৬৪
ঐ	৫	১৩
ঐ	৬	৪

এবং একটি নলকূপ ঐভাবে ৭ বার নষ্ট করা হইয়াছে।

এই প্রকার ক্ষতিজনক কার্য্য দৃঢ়তার সহিত দমন করিতে হইবে। প্রত্যেক নাগরিককে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন এইরূপ দুষ্কৃতকারিগণকে বুঝাইয়া দেন যে, তাহারা নাগরিকদের ও তাহাদের প্রতিবেশীদেরই প্রভূত ক্ষতি করিতেছে। কারণ, মিউনিসিপ্যালিটির স্বাভাবিক জলসরবরাহ ব্যবস্থা কোন কারণে নষ্ট হইয়া গেলে নাগরিকগণ নিকটবর্ত্তী কোন স্থানেই পানীয় জল পাইবে না।

যখন প্রথমে এই সমুদয় নলকূপ খনন করা হইয়াছিল তখন অভিযোগ উত্থিত হইয়াছিল যে, ঐসব কূপে জল পাওয়া যায় না এবং যে জল আসে তাহাও খারাপ। প্রত্যেক নলকূপের জল পরীক্ষা করা হইয়াছে ও উহার গুণাগুণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা হইয়াছে। বিশ্লেষণে যেসব কূপের জল ভাল নয় বলিয়া রিপোর্ট পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির গুণাগুণ পুনরায় নির্ণয় করা হইয়াছে এবং তাহার মধ্যে অনেকগুলির জল ভাল বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে ও বাকীগুলির গুণাগুণ নির্ণয়ের আরো ব্যবস্থা করা হইবে। কতকগুলি নলকূপে জল সহজে উঠে না এবং কতকগুলি স্বাভাবিক ব্যবহারজনিত ক্ষয়ের দরুণ সাময়িকভাবে ব্যবহারের অযোগ্য হইয়াছে। জনস্বাস্থ্য বিভাগের চিফ্ ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে বিশেষভাবে নিয়োজিত কতকগুলি কর্ম্মচারী এইসব নলকূপ কার্য্যকরী অবস্থায় রাখার জন্য নিযুক্ত আছে। নলকূপগুলির পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান ও মেরামতের কাজ যথারীতি চলিতেছে। কিন্তু যদি কেহ দেখিতে পান যে, কোন নলকূপ কয়েক দিন যাবত খারাপ হইয়া পড়িয়া আছে, তাহা হইলে তিনি নিকটস্থ কর্পোরেশনের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার অথবা জনস্বাস্থ্য বিভাগের চিফ্ ইঞ্জিনিয়ারের নিকট ঐ বিষয়ে সংবাদ দিবেন। চিফ্ ইঞ্জিনিয়ারের ঠিকানা ৬ ও ৭নং কুইন্স ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সতর্ক-বাণী

এই প্রদেশের কোন কোন স্থানে টেলিগ্রাফ চলাচল ব্যবস্থার সাংঘাতিক রকমের ক্ষতি সাধন করার যে চেষ্টা পাওয়া হইয়াছে, তাহা বিশেষ আশঙ্কার কারণ বলিয়া গভর্ণমেণ্ট মনে করেন। এইরূপ ব্যাপার দমনে তাঁহাদের হস্তে কিরূপ ক্ষমতা ন্যস্ত আছে এবং সেই ক্ষমতা যে তাঁহারা কঠোরভাবে প্রয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প, সে কথা গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করাইতে চাহেন।

এই শ্রেণীর অপরাধ "দুরভিসন্ধি প্রণোদিত হইয়া গোপনে ক্ষতি সাধন করার" সামিল এবং ভারত-রক্ষা আইন অনুসারে অতিরিক্ত দণ্ড বিধান অর্ডিন্যান্সেরও আওতায় পড়ে। এই অর্ডিন্যান্স সমগ্র প্রদেশে প্রযোজ্য এবং এই শ্রেণীর অপরাধে প্রাণদণ্ড অথবা কারাদণ্ড (জরিমানা ও বেত্রদণ্ড সহ অথবা তাহা ছাড়া) হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত স্পেশ্যাল ক্রিমিন্যাল কোর্ট অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী বিশেষ কোর্টে এরূপ অপরাধের বিচার হইবে। এই ব্যবস্থাও সমগ্র প্রদেশে প্রযোজ্য। বিচারকার্য্য যাহাতে দ্রুত সম্পাদিত হয় এবং আপিল করার অধিকার সম্পর্কে বিশেষ কড়াকড়ি থাকে, এই অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী তাহারই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

প্রকৃত অপরাধীদের সম্পর্কে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা ব্যতীত—যে অঞ্চলে এই জাতের অপরাধ অনুষ্ঠিত হইবে, সেখানকার অধিবাসীবৃন্দ যদি ইহার সহিত জড়িত থাকে কিম্বা অপরাধ অনুষ্ঠানে যদি তাহাদের প্ররোচনা থাকে, কিম্বা যদি তাহারা অপরাধীদিগকে আশ্রয় প্রদান করে, অথবা অপরাধীদের খুঁজিয়া বাহির করিতে কিম্বা দমন করিতে তাহাদের ক্ষমতা অনুযায়ী সাহায্য যদি না করে, কিম্বা অপরাধের অনুকূল সাক্ষ্য প্রমাণ গোপন করে, তবে সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের পাইকারীভাবে জরিমানা করিবার অধিকারও গভর্ণমেণ্টের রহিয়াছে। কোন অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দ যদি এই ব্যাপারে সরকারকে যথাযোগ্যভাবে সাহায্য না করে, তবে তাহাদের পাইকারী জরিমানা করিতে গভর্ণমেণ্ট ইতস্ততঃ করিবেন না। কারণ, গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করা জনসাধারণের কর্ত্তব্য।

গভর্ণমেণ্ট ইহাও জনসাধারণকে জানাইয়াছেন যে, কেহ যদি ঐরূপ সংবাদ প্রদান করিতে পারে—যাহার ফলে এই শ্রেণীর অপরাধীদিগকে দণ্ড দেওয়া সম্ভব হইবে, তবে উক্ত সংবাদ সরবরাহকারীদিগকে যথেষ্ট পরিমাণ পুরস্কার প্রদান করা হইবে।

এই সম্পর্কে পরে নিম্নোক্ত ঘোষণা প্রচার করা হইয়াছে :—

দুরভিসন্ধি প্রণোদিত হইয়া ক্ষতিজনক কার্য্য (Sabotage) করিবার চেষ্টা করিলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধান করিবার যে ব্যাপক ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টের আছে, সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট একটি প্রেস-নোট প্রচার করিয়াছেন এবং গভর্ণমেণ্ট দৃঢ়তার সহিত ঐ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার সঙ্কল্পও যে করিয়াছেন, একথাও জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

উক্ত বিজ্ঞপ্তিপত্রে তারবার্ত্তা প্রেরণের ব্যবস্থার ক্ষতি সাধনের কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট এখন সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছেন যে, সর্ব্বপ্রকার সংবাদ আদান-প্রদান বা যাতায়াতের ব্যবস্থায় (উহা রেলওয়ে, রাস্তা, নদী, পোষ্টাফিস, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ, যাহাই হউক না কেন) কোন প্রকার বেআইনী বাধা জন্মাইলে সকল ক্ষেত্রেই এই নির্দ্দেশ অনুযায়ী কঠোর শাস্তি বিধান করা হইবে।

জাতীয় জীবনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় সংবাদ আদান-প্রদান ও যাতায়াতের ব্যবস্থা রক্ষা করার দায়িত্ব স্পষ্টতঃ পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের এবং এই দায়িত্ব তাহাদের উপর কঠোরভাবে আরোপ করা হইবে। স্থানীয় কর্ম্মচারিগণকে আদেশ দেওয়া হইতেছে যে, রেলওয়ে, রাস্তা, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের লাইন যে সমুদয় এলাকার মধ্য দিয়া গিয়াছে, ঐ সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীগণের উপর উক্ত লাইনের বিশেষ বিশেষ অংশ রক্ষার দায়িত্ব যেন ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। যেখানেই কোন উপদ্রব ঘটিবে এবং যে অঞ্চলের অধিবাসিগণ তাহাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব অনুসারে ঐ স্থানের সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা বা যাতায়াতের পথের অংশ বিশেষ রক্ষা করিতে অসমর্থ হইবে, কিম্বা অপরাধীগণকে ধরিবার ও শাস্তি দেওয়ার জন্য পুলিশকে সর্ব্বপ্রকার সম্ভাব্য সাহায্য প্রদান করিতে বিরত হইবে, গভর্ণমেণ্ট সেখানে অবিলম্বে অধিবাসীদের উপর পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করিবেন।

সৈন্যদের পরিবারের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা

বেসামরিক অফিস স্থাপন

ভারতীয় সৈন্যরা নিজেদের আত্মীয় স্বজনের জন্য যাহাতে নিরুদ্বিগ্ন থাকিতে পারে, সেজন্য ভারতীয় সৈন্য-বিভাগ সৈন্যদের আত্মীয়বর্গের সুখ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য "মিলিটারী ওয়েলফেয়ার অফিস" স্থাপন করিয়াছেন। এই অফিস ভারতীয় নৌবিভাগ ও বৈমানিকদের আত্মীয়স্বজনের সুখ-সুবিধার প্রতিও দৃষ্টি রাখে।

প্রায় আড়াই লক্ষ ভারতীয় পরিবারের নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে এই অফিস প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিয়া থাকে। শিশুদের জন্য অল্প বয়সে শিক্ষার ব্যবস্থা, রুগ্নদের চিকিৎসা, বিদেশের পত্রের ব্যবস্থা, জমির জন্য মামলা প্রভৃতি বার্ত্তা তাহাদের তালিকাভুক্ত। এই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান (ওয়েলফেয়ার অফিস) চিঠিপত্র, পেন্সন বা পরিবারের ভাতা প্রভৃতি যাহাতে ঠিক সময়ে সৈন্যদের পরিবারবর্গের নিকট পৌঁছে, সেই ব্যবস্থাও করিয়া থাকে। যুদ্ধরত সৈন্যদের বা বন্দী সৈন্যদের ঠিকানা অনুসন্ধান তাহাও এই অফিস গ্রহণ করিয়াছে। অবসরপ্রাপ্ত সৈন্যরা যখন বেসামরিক জীবনে ফিরিয়া আসে, তাহাদের জন্য চাকুরী খুঁজিয়া দেওয়া, প্রয়োজনমত চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং দরিদ্রদের জন্য ইণ্ডিয়ান মিলিটারী বেনেভোলেণ্ট ফাণ্ড হইতে অর্থ সাহায্য পাইবার ব্যবস্থার জন্যও এই অফিসে এক বিশেষ বিভাগ আছে।

আগামী সংখ্যা ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে বাহির হইবে। অগ্রিম মূল্য-পরিশোধিত গ্রাহকদিগকেই পাঠান হইবে।

পাট-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

সরকারের নূতন নির্দ্দেশ

গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর জানাইয়াছেন যে, শিল্প বিভাগের ডাইরেক্টর সরবরাহ বিভাগের জন্য আচ্ছাদন জাল তৈয়ারীর উদ্দেশ্যে বাঙলাদেশে উৎপন্ন বা প্রাপ্ত সমস্ত পাট নিজের আয়ত্তাধীনে আনিতে চান। এই উদ্দেশ্যে পাট সরবরাহ করিবার জন্য বাঙলার পাট উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহে এই মর্ম্মে আদেশ জারী করা হইয়াছে যে, শিল্প বিভাগের ডাইরেক্টরের অনুমতি ব্যতীত রেল, ষ্টীমার, নৌকা বা অন্য কোনও প্রকার যানবাহনের সাহায্যে পাট আমদানী-রপ্তানী নিষিদ্ধ হইল। এইরূপে বহুল পরিমাণ পাট শিল্প বিভাগের ডাইরেক্টরের আয়ত্তাধীনে আনা হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্টের সন্দেহ করিবার কারণ ঘটিয়াছে যে, বাঙলার বিভিন্ন অংশে কতকগুলি লোক অতিরিক্ত মুনাফা করিবার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট পরিমাণ পাট আটক করিয়া রাখিয়াছে। গভর্ণমেণ্ট এহেন যুদ্ধপ্রচেষ্টা-বিরোধী কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। পাট উৎপাদনকারীরা যেন তাহাদের ন্যায্য দাম পায় এবং প্রকৃত ব্যবসায়ীরাও যাহাতে নিজেদের সুবিধা লাভে বঞ্চিত না হয়, অথচ যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির সুযোগ হিসাবে যাহারা কাজে লাগাইতে চায়, তাহাদের অপচেষ্টা যাহাতে প্রতিহত হয়, তাহার প্রতি নজর রাখাই গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছা। শিল্প বিভাগের ডাইরেক্টর জানিতে পারিয়াছেন যে, কলিকাতা ও মফঃস্বলে এখনও সস্তা দরে ক্রীত বহু পাট মজুদ আছে। এই কারণে বাকি সমস্ত পাট আয়ত্তাধীনে আনার উদ্দেশ্যে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে পাট পাইতে কষ্ট না হয় সেই ব্যবস্থার জন্য নিম্নোক্ত আদেশ জারী করা হইল। উক্ত আদেশে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে যে, অতঃপর বাঙলাদেশে পাটের ব্যবসায় বাঙলা মার্কেটের সরবরাহ কণ্ট্রোলার কর্তৃক শিল্প বিভাগের ডাইরেক্টরের পরামর্শ মত নিয়ন্ত্রিত হইবে। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীগণকে এই উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

ভারতরক্ষা বিধানে ৮১ নিয়মের (২) উপনিয়মের (ক) ও (চ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গভর্ণর নিম্নোক্ত আদেশ প্রদান করিতেছেন:—

(১) প্রত্যেক পাটের আড়তদার এবং ৫ সেরের বেশী পাটের অধিকারী অন্য যে কোনও ব্যক্তিকে "কলিকাতা গেজেটে" এই আদেশ প্রচারের ২ দিনের মধ্যে বাঙলার শিল্প বিভাগের ডাইরেক্টর অথবা তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য যে কোনও কর্ম্মচারীর নিকট নিম্নোক্ত মর্ম্মে এক বিবৃতি দাখিল করিতে হইবে:—

(ক) এই আদেশ প্রচারের দিন তাহার নিকট কি পরিমাণ পাট আছে এবং

(খ) ১৯৪২ সনের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের পরে কোনও ব্যক্তির কাছে সে পাট বিক্রয় করিয়াছে কি না, করিয়া থাকিলে তাহার পরিমাণ ও এই ক্রয়কারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নাম ও ঠিকানা কি?

২। (১) প্রত্যেক আড়তদার ও পাঁচ সেরের বেশী পাটের অধিকারীকে এতদ্দ্বারা নিষেধ করা যাইতেছে যে, তাহারা যেন তাহাদের নিকট মজুদ মাল বাঙলার শিল্প বিভাগের ডাইরেক্টরের এতদ্সম্পর্কীয় অনুমতিপত্রের বিধান লঙ্ঘন করিয়া বিক্রয়, হস্তান্তর বা এই আদেশ প্রকাশিত হইবার তারিখে ঐগুলি যেখানে ছিল সেই স্থান হইতে অন্যত্র স্থানান্তরিত না করে।

(২) সাব-প্যারাগ্রাফ (১) অনুসারে অনুমতিপত্র পাইবার জন্য বাঙলার শিল্প বিভাগের ডাইরেক্টরের নিকট লিখিত আবেদন করিতে হইবে।

৩। ২ প্যারাগ্রাফ অনুসারে অনুমতিপত্র দেওয়া হইয়াছে এই রকম—প্রত্যেক আড়তদার ও অন্য যে কোনও ব্যক্তিকে প্রত্যেক সপ্তাহের প্রথম দিনে আগের সপ্তাহে তাহার নিকট যে পরিমাণ পাট ছিল, তাহার হিসাব দিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত শিল্প বিভাগের ডিরেক্টরের প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যও তাঁহাকে সরবরাহ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।—উক্ত প্যারাগ্রাফে সপ্তাহ অর্থে রবিবার মধ্যরাত্রি হইতে ৭ দিন বুঝাইবে।

[দ্বিতীয় কলমের নিম্নে দেখুন]

জাপানীদের শোষণ-লীলা

অধিকৃত অঞ্চলে দারুণ খাদ্যাভাব

জাপ-দ্বীপসমূহে ও জাপানী অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে দিন দিনই খাদ্যের অভাব ঘটিতেছে। জাপান যে সব দেশ দখল করিয়াছে তাহার বিভিন্ন স্থান হইতে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে যে, চীনদেশে যে জাপানী সৈন্য আছে তাহাদের রসদের শতকরা ৮০ ভাগের অধিক অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট হইতে লুণ্ঠন করিয়া সংগ্রহ করা হইতেছে। ১৯৪১ সনের এপ্রিল মাস হইতে সৈন্যদিগের রসদ উত্তর চীনে শতকরা ৮০ ভাগ, মধ্য চীনে শতকরা ১০০ ভাগ ও দক্ষিণ চীনে শতকরা ৭০ ভাগ স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করা হইতেছে। যুদ্ধে লুণ্ঠিত খাদ্যসম্ভার দ্বারা যুদ্ধ চালাইয়া যাওয়ার নীতির উপরই জাপান বর্ত্তমানে স্বভাবতঃ নির্ভর করিতেছে।

জাপান যে সমুদয় খাদ্যসম্ভার এইভাবে লুণ্ঠন করিতেছে তাহা অক্ষশক্তির অন্যান্য জাতির সহিত বিনিময় করিতেছে। খাদ্যসম্ভার লুণ্ঠন করার জন্য জাপান নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতেছে। মাঝে মাঝেই সৈন্যদিগকে গ্রামের দিকে পাঠাইয়া গম ও চাউল বলপূর্ব্বক সংগ্রহ করা হয়। পূর্ব্ব চেকিয়াং-এ জাপানী সৈন্যগণ সাধারণতঃ গ্রামসমূহের বা শহরের দেয় চাউল অথবা অন্যান্য শস্যাদির পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয় এবং চাষীরা ঐ দাবী পূরণ করিতে না পারিলে শাস্তি-বিধায়ক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ইহা ছাড়া আরও নানা উপায় অবলম্বন করা হয়; তন্মধ্যে সামরিক বিভাগ হইতে প্রচারিত মূল্যহীন মুদ্রা দ্বারা অতি কম মূল্যে বাধ্যতামূলক ক্রয় অন্যতম এবং প্রত্যেক বাড়ী হইতেই এই প্রকারে দ্রব্য ক্রয় করা হইয়া থাকে। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার উপায় অবলম্বন করা হয়। দ্রব্য-বিনিময় প্রথাও কোথাও কোথাও চলিতেছে। লোকদিগকে সমস্ত আদান-প্রদান দ্রব্যাদি দ্বারা করিতে হয়। যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটে কোন কোন স্থানে জাপানীরা চীনের আইনসঙ্গত মুদ্রা ব্যবহার করিয়া থাকে, কারণ কোন চাষীই সৈন্যদিগের প্রচারিত ইয়েন ও মূল্যহীন নোট গ্রহণ করিতে চায় না। পরিশেষে আয়ত্তাধীন অঞ্চলসমূহে জাপানীরা দেশদ্রোহীদের মধ্যস্থতায় খাদ্যসম্ভার ক্রয় করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু তাহাতে তাহারা খুব কমই কৃতকার্য্য হইয়া থাকে। কারণ গরিলাগণ অতি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে।

পরলোকে স্যার ই. এন. ব্লাণ্ডি

ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস্ কমিশনের বর্ত্তমান চেয়ারম্যান্ স্যার ই. এন. ব্লাণ্ডি গত ৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রে দার্জ্জিলিংএ পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে পাব্লিক সার্ভিস্ কমিশনের চেয়ারম্যান্ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি বাঙলা সরকারের চীফ্-সেক্রেটারী, রাজস্ব-বোর্ডের সদস্য, স্বরাষ্ট্র ও প্রচার বিভাগের সেক্রেটারী, অর্থ বিভাগের স্পেশাল অফিসার প্রভৃতি বহু দায়িত্ব-পূর্ণ পদে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কাজ করিয়া বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। একজন সুযোগ্য সিভিলিয়ান হিসাবে এই প্রদেশে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। ১৯১০ সালে তিনি ভারতীয় সিভিল-সার্ভিসে যোগদান করিয়াছিলেন।

[১ম কলমের শেষ]

৪। উল্লিখিত প্যারাগ্রাফসমূহের সমুদয় বিধান সত্ত্বেও যে কোনও ব্যক্তি যুক্তরাজ্যের পাট কণ্ট্রোলারের পক্ষে পাট কিনিতে পারিবেন এবং বেঙ্গল মার্কেটের সরবরাহ কণ্ট্রোলারের অনুমতিপত্রের সর্ত্তানুসারে মজুদ করিতে অথবা চালান করিতে পারিবেন।

৫। কেহ এই আদেশের কোনও বিধান লঙ্ঘন করিলে তাহাকে ৩ বৎসর কারাদণ্ড বা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

গভর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে,
এম, কে, কৃপালনী,
জয়েণ্ট সেক্রেটারী, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট।

জাতীয় যুদ্ধফ্রণ্ট

জগদীশপুরে বিরাট সভা

ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার (২৪-পরগণা) অন্তর্গত জগদীশপুর নিত্যানন্দ ইন্‌ষ্টিটিউশান্ ভবনে গত ২৮শে আগষ্ট ভারতের জাতীয় যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্পর্কে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত বিদ্যালয়ের সুবিস্তৃত ভবন ও প্রাঙ্গণ লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং অনুমান এক সহস্র গ্রামবাসী এই সভায় যোগদান করিয়াছিল। ২৪-পরগণার ডিষ্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর মিঃ বি, এন, চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিঃ অনুকূল চন্দ্র দাস, এম্-এ, বি-এল্, এম্-এল্-এ, মহাশয় সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, সাম্রাজ্য লিপ্সু জাপানী ও নাৎসী জার্ম্মাণীকে বাধা দিবার জন্য ভারতের প্রত্যেক দলের নেতৃবর্গ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আজ দেশের এই দুর্দ্দিনে তাহাদের মধ্যে অন্য যে কোন মতভেদ থাকিলেও তাহা সকলকে ভুলিয়া যাইয়া সম্মিলিত-ভাবে বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার্থ বদ্ধপরিকর হওয়া সকলের উচিত। অতঃপর শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় রায়েন মহাশয় সম্মিলিত জাতিসমূহকে জয়যুক্ত করিবার প্রচেষ্টায় নিজেদের সংবাদন যোগাইতে সকলকে উপদেশ দেন। অবশেষে সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে সর্ব্বসাধারণকে গুজব প্রচারকারীদিগের কথায় ভয় না পাইয়া তাঁহাদের স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে ও অধিক শস্য উৎপাদন করিয়া যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সহিত সহযোগিতা করিতে উপদেশ দেন।

ঘাটেশ্বরায় সভার অনুষ্ঠান

গত ৯ই আগষ্ট অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় ঘাটেশ্বরা এম, ই, স্কুল ভবনে (২৪-পরগণা) জাতীয় যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্পর্কে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় বহু লোক সমাগম হয়। উক্ত বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী মিঃ বিজয় কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে শ্রীযুত প্রদ্যুম্ন চন্দ্র রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। রায় সাহেব অনুকূল চন্দ্র দাস, এম-এ, বি-এল, এম-এল-এ, মহোদয় উপস্থিত জনমণ্ডলীকে জাতীয় যুদ্ধ-ফ্রণ্টের উদ্দেশ্য সম্যকরূপে বুঝাইয়া দিয়া দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যলোলুপ জাপানী ও নাৎসীদিগের সম্ভাবিত আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করে সম্মিলিত মিত্রশক্তির সহিত সহযোগিতা করিতে এবং জনসাধারণকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে অগ্রসর হইতে বলেন।

নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাউল বিক্রীর ব্যবস্থা

গভর্ণমেন্টের অনুমোদিত দোকান

নিয়ন্ত্রিত মূল্যে মোটা ও মাঝারি চাউল বিক্রী করার জন্য গভর্ণমেণ্টের অনুমোদিত ৫০টি দোকান প্রথমতঃ খোলা হইয়াছে।

এই সমুদয় দোকানে প্রত্যেক ক্রেতার নিকট দুই সের চাউল পর্য্যন্ত বিক্রী হইবে। তাড়াতাড়ি সরবরাহের জন্য পূর্ব্বেই ওজন করিয়া কাগজের থলিয়ায় ভরিয়া চাউল বিক্রয় করা হইবে। দোকানদারগণ দুই সের চাউলের মূল্যের উপর ৫ এক পয়সা বেশী গ্রহণ করিতে পারিবে, ইহা কাগজের থলিয়ার মূল্য। ক্রেতাগণ চাউল নেওয়ার জন্য নিজেদের পাত্র বা ব্যাগ লইয়া আসিলে ঐ অতিরিক্ত ৫ এক পয়সা দিতে হইবে না।

ঐ সকল দোকান কর্ম্মচারী আইনের বিধানমতে রবিবার ও ছুটির দিন ব্যতীত অন্যান্য দিনে প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে ১১টা ও অপরাহ্ণ ২টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত সমস্ত দোকান চাউল বিক্রির জন্য খোলা থাকিবে।

এই সমুদয় দোকানের তালিকা প্রত্যেক বাজারে ও কর্পোরেশন মার্কেটে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইবে।

এই উদ্দেশ্যে আরও কতকগুলি দোকান নির্ব্বাচন করা হইতেছে এবং ইহার মধ্যে কতকগুলি দোকান পরীক্ষা-মূলকভাবে বিভিন্ন বাজারে (বস্তি এলাকায়) খোলা হইবে।

"যোগ্যতা" ও কর্ম্মকুশলতার মাপকাঠি

[১ম পৃষ্ঠার জের]

কাজেই বলা চলে—বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল গ্র্যাজুয়েট হইলেই যে ভাল সার্কেল-অফিসার হইতে পারেন, এরূপ ধারণা ভুল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম উপাধিধারী অনেক ব্যক্তিও কার্য্যক্ষেত্রে বিরাট ব্যর্থতারই পরিচয় দিয়াছেন। পক্ষান্তরে এমনও দেখা গিয়াছে যে, সাধারণ যোগ্যতা-সম্পন্ন লোক জুনিয়ার সিভিল-সার্ভিসে প্রবেশ লাভ করিয়া কর্ম্মদক্ষতা বলে ক্রমে ক্রমে উন্নতি করিতে করিতে অবশেষে ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের পদে পর্য্যন্ত উন্নীত হইয়াছেন।

পল্লীগ্রামসমূহে কাজ করার জন্য কর্ম্মচারী নিয়োগের বেলায় গভর্ণমেণ্টকে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিতে হয়:—

(ক) নিয়োজিত ব্যক্তির যথেষ্ট পরিমাণ এরূপ সাধারণ শিক্ষা থাকা প্রয়োজন—যাহাতে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন। এই জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি অত্যাবশ্যক ত নহেই, এমন কি ইহার প্রয়োজনও নাই।

(খ) নিয়োজিত ব্যক্তি কেমন স্বভাবের হওয়া প্রয়োজন—যেন উত্তেজনার মুহূর্ত্তেও তিনি যথেষ্ট আত্ম-সংযমের পরিচয় দিতে পারেন।

(গ) নিয়োজিত ব্যক্তির একান্ত উৎসাহপ্রবণ হওয়া প্রয়োজন এবং জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ জাগ্রত করার ক্ষমতাও তাঁহার থাকা দরকার।

(ঘ) কঠোর পরিশ্রম করার ক্ষমতা নিয়োজিত ব্যক্তির থাকা প্রয়োজন। ঘোড়ায় চড়া, সাইকেল চালনা প্রভৃতিতে তাঁর দক্ষতা থাকা দরকার এবং প্রয়োজনমত খারাপ রাস্তায় ও সুদীর্ঘ পথ পদব্রজে চলার মত ক্ষমতাও তাঁহার থাকা একান্ত আবশ্যক।

উপরোক্ত সব বিষয় সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া আমি বলিতে পারি যে, যে সমাজের লোকেরা কেবল পুঁথিপড়া গ্র্যাজুয়েট জন্মাইতেই পারে, সেই সমাজ অপেক্ষা মুসলমান ও তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সার্কেল-অফিসারের পদের উপযুক্ত লোক স্বভাবতঃই বেশী পাওয়া যাইবে। সার্কেল-অফিসার নিয়োগের বেলায় উপরোক্ত গুণাবলী ছাড়া আমাদিগকে এই বিষয়েও বিবেচনা করিতে হইবে যে, পল্লী অঞ্চলের যেসব লোকের মধ্যে সার্কেল-অফিসারদিগকে কাজ করিতে হয়, যদি সার্কেল-অফিসার স্বয়ং সেই সব লোকের স্বসমাজভুক্ত হয়, তবে স্বভাবতঃই কাজের অনেক সুবিধা হইবে। কারণ, তাহা হইলে উক্ত সার্কেল-অফিসার অতি সহজেই জনগণের মানসিকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং তাহাদের বিশ্বাসও অর্জ্জন করিতে পারিবেন। পক্ষান্তরে সার্কেল-অফিসার যদি ভিন্ন সমাজভুক্ত হন, তাহা হইলে অন্যান্য দিক দিয়া তাঁহার যথেষ্ট যোগ্যতা থাকিলেও, স্থানীয় এলাকার সংখ্যাধিক সমাজভুক্ত সার্কেল-অফিসার অপেক্ষা তাঁহার কৃতকার্য্যতা অনেকাংশে স্বভাবতঃই কম হইতে বাধ্য।

যদি স্বীকার করিয়া লওয়াও হয় যে, প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষার দ্বারা সরকারী চাকুরীতে লোক নিয়োগের ব্যবস্থা হইলেই সবচেয়ে ভাল হইবে, তথাপি আমি বলিতে বাধ্য যে, এরূপ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার বিষয় নির্ব্বাচনের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। যদি আমাকে একজন মুচী নিয়োগ করিতে হয়, তাহা হইলে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে, উক্ত মুচী শক্ত ও ভেড়ার চামড়ার উপর সুন্দরভাবে সুঁই চালনা করিতে পারে কি না। এইরূপভাবেই একজন পাচক নিযুক্ত করিতে হইলে আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিব যে, রান্না করার কার্য্যে তাহার যথেষ্ট দক্ষতা আছে কি না। এই উভয় ক্ষেত্রের কোন ক্ষেত্রেই পরীক্ষার বিষয়সমূহের মধ্যে ইংরাজী বা ল্যাটিন ভাষার ব্যুৎপত্তির পরীক্ষা লইতে আমি অগ্রসর হইব না। এইরূপভাবেই সার্কেল-অফিসার নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হইলে শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত

[পরবর্ত্তী দুই কলমের নিম্নে দেখুন]

১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন জাপানীরা চীনের রাজধানী, নানকিং সহর দখল করে—

"আমি স্বচক্ষে এমন ব্যাপার ঘটিতেও দেখিয়াছি যে জাপানী সৈন্যেরা তিন চার বৎসর বয়স্ক (শিশুদের) সঙ্গীন বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছে।"

চীনদেশে ছাড়া অন্য কোনদেশে যুদ্ধ শুরু হইবার বহুপূর্ব্বে, ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "রীডার্স ডাইজেষ্ট" নামে পত্রিকায়, একটি প্রবন্ধে প্রকাশিত।

আমরা সকলেই যেন জাতি অবশ্য

আমাদের সকল বিভেদের অবসান করি

এবং একযোগে কাজ করিয়া

জাপদের বাহিরে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য

জাতীয় সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করি

[১ম কলমের শেষাংশ]

একটা বিষয় পরীক্ষার বিষয়ীভূত করিলেও, বিশেষভাবে ইহাই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে, প্রার্থীর শারীরিক স্বাস্থ্য ভাল আছে কি না, তাঁহার মেজাজ কেমন এবং উত্তেজনার কারণ ঘটিলেও তিনি ধৈর্য্য ধারণে সমর্থ কি না, তাঁহার মধ্যে কর্ম্মপ্রবণতা কতটা রহিয়াছে, কাজ করার জন্য তাঁহার নিজের মধ্যে উৎসাহ কিরূপ এবং অপরের মধ্যে উৎসাহ জাগ্রত করার ক্ষমতা তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে কি না। যদি এসব বিষয়কে প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষার বিষয়ীভূত করা হয়, তাহা হইলে এরূপ পরীক্ষার ব্যবস্থা করিতে সরকারের যে কোন আপত্তিই হইবে না, তাহা বলাই বাহুল্য। আমি একথা স্বীকার করিতে মোটেই [illegible] হি যে, রচনা লেখা বা দুঁরূহ করা বিষয় কা[illegible] দেওয়া দ্বারা যে ভাষা-জ্ঞানের পরীক্ষা [illegible], [illegible]। পরীক্ষায় যথাযথভাবে শাসন-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কার্য্যের যোগ্যতা যাচাই করা চলে।

উপরে যে সব মন্তব্য করা হইল, তাহার সবই জুনিয়ার সিভিল সার্ভিস সম্পর্কে। কিন্তু সত্য বলিতে গেলে বলা চলে—জুনীয়র সিভিল সার্ভিস এবং শাসন বিভাগের

[১০ম পৃষ্ঠায় দেখুন।]

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

আফ্রিকার রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের বিরাট বিজয়

রোমেলের নূতন আক্রমণ

১লা সেপ্টেম্বর সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, মিসরীয় রণাঙ্গনে পূর্ব্বদিন প্রাতে চক্রশক্তির সেনাবাহিনী মিত্রপক্ষের ঘাঁটির সন্নিকটবর্ত্তী হয়। সারা দিবস ব্যাপী রণাঙ্গনের এই এলাকায় যুদ্ধ চলে।

সামরিক দপ্তর হইতে প্রচারিত এক বিবৃতিতে প্রকাশ, গত কয়েক দিবস পর্য্যন্ত রোমেলের সৈন্য বাহিনীর ভিতর কর্ম্মতৎপরতা নূতন আকারে দেখা দেয়। জার্ম্মাণ সেনাগণ সজ্জিত হইয়া আল্-ডিমানিয়াতের নিকট আমাদের ব্যূহের দক্ষিণ পার্শ্ব লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হয়। আমাদের হাল্কা সেনা-বাহিনী সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের গতিরোধ করে এবং তাহার পর যুদ্ধ চলিতে থাকে। শত্রুর আক্রমণাত্মক তৎপরতা কতটা ব্যাপক হইবে, সে সম্বন্ধে এখনও কিছু সঠিক বলা চলে না। এই সংঘর্ষে যথেষ্ট শত্রু সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে।

এলআমিয়াতে জার্ম্মাণ সৈন্যদলের অগ্রগতি

সমর দপ্তর ১লা সেপ্টেম্বর ঘোষণা করিয়াছেন যে, সাঁজোয়াবাহিনীসহ জার্ম্মাণ সৈন্যদল এলআমিয়াতে [illegible] আমির দক্ষিণ সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছে।

শত্রুসৈন্যের ৮ মাইল অগ্রগতি

মিসরের রণাঙ্গন হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, চক্রশক্তির সৈন্যগণ মিত্রপক্ষের মাইনপূর্ণ অঞ্চল ভেদ করিয়া সম্মুখের দিকে আট মাইল অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। মধ্য রণাঙ্গনে চক্রশক্তির গতি দৃঢ়তার সহিত প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে।

হিমামিয়েতে ও রোয়াইসাতের যুদ্ধ

এলেক্‌জান্দ্রিয়ার এক সামরিক বিবৃতিতে বলা হইয়াছে:—

৪ঠা সেপ্টেম্বর সারাদিন হিমামিয়েতে এবং রোয়াইসাতের মধ্যবর্ত্তী এলাকায় আমাদের স্থলবাহিনী শত্রুসৈন্যদলের উপর আক্রমণ অব্যাহত রাখে। শত্রুর মূলবাহিনী সম্ভবতঃ ধীরে ধীরে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। শত্রুসৈন্যের সমাবেশ ক্ষেত্রের উপর মিত্রপক্ষের বোমারু বিমানসমূহ পূর্ব্বদিন অপেক্ষা জোর আক্রমণ চালাইয়াছিল। এই আক্রমণের ফলও উত্তম হইয়াছিল এবং কোন বোমারু বিমান খোয়া যায় নাই। আমাদের পাহারাদার বিমান বহরের আক্রমণে শত্রুর তিনটি জঙ্গী বিমান ভূপাতিত হইয়াছিল।

শত্রুদের পশ্চাদপসরণ

সামরিক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, ৫ই সেপ্টেম্বর দক্ষিণ এলাকায় শত্রুপক্ষ আমাদের গোলন্দাজ ও চলন্ত বাহিনীর প্রচণ্ড চাপে পশ্চাদপসরণ করে। তাহাদের প্রধান বাহিনী পুনরায় আমাদের মাইনক্ষেত্রের পশ্চিমে উপস্থিত হইয়াছে। এই মাইনক্ষেত্রের ভিতর দিয়াই তাহারা অগ্রসর হইয়াছিল। তারপর জার্ম্মাণদের বহু ট্যাঙ্ক, যানবাহন ও সৈন্যসামন্ত নষ্ট হইয়াছে। অনেক চেষ্টা করিয়াও শত্রুপক্ষ আমাদের প্রধান ব্যূহের কোনস্থানে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

মিসরে অষ্টমবাহিনীর সদর ঘাঁটি হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, মিসর যুদ্ধের প্রথম পর্য্যায়ে জেনারেল মণ্টগোমারি জিতিয়াছেন। রোমেলের সাময়িক বাহিনীর বিপর্য্যয়ের পর চক্রী সৈন্যদের কিছুটা পশ্চাদপসরণের সংবাদ অষ্টমবাহিনী অনুমোদন করিয়াছে। অবশ্য রোমেলের এই পশ্চাদপসরণকে ব্যাপক বলিয়া মনে করিবার হেতু নাই। এই যুদ্ধের প্রথম পর্য্যায়ে রোমেলের পরাজয় ঘটিয়াছে, কেবলমাত্র এইটুকুই বলা যাইতে পারে। নিউজিল্যাণ্ড বাহিনী তাহাদের ঘাঁটি হইতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। তাহারা কিছুটা বাধা পাইলেও কয়েক সহস্র গজ ভূমি দখল করিয়া লইয়াছে এবং বহু জার্ম্মাণ ও ইটালীয়কে বন্দী করিয়াছে।

মিসর যুদ্ধে বৃটিশ সৈন্য

বৃটিশ যুক্তরাজ্য হইতে যেসব সৈন্য আসিয়াছে, তাহাদের একটি বড় অংশ মিসর রণাঙ্গনের দক্ষিণ অংশের যুদ্ধে যোগ দিয়াছিল বলিয়া একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে।

রোমেলের পরাজয়

কায়রোর ৭ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম রণাঙ্গনে সমস্ত এক্সিস-সৈন্যই এক সপ্তাহ পূর্ব্বে যেখান হইতে অগ্রসর হইয়াছিল, পশ্চিমদিকে সেইখানে সরিয়া গিয়াছে। এখন বলা যায় যে, যুদ্ধের প্রথম পর্ব্বে মিত্রপক্ষের সৈন্যেরা জয়লাভ করিয়াছে।

মিসরের বিপদ আপাততঃ দূরীভূত?

বৃটিশ অষ্টম আর্ম্মির সহিত অবস্থিত রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা লিখিতেছেন—"যে লড়াই হইয়া গেল, তাহা এই যুদ্ধের মোড় ফিরাইয়া দিতে পারে। কিন্তু আমাদের সমর বিশেষজ্ঞেরা শুধু এই টুকুই মনে করা সমীচীন বোধ করিতেছেন যে, এই লড়াইয়ের ফলে আপাততঃ মিসরের বিপদ দূর হইল। কিন্তু একথা বলা যায় যে, এই কায়দা আফ্রিকার রণাঙ্গনে নূতন পদ্ধতি ও নূতন শক্তি দ্বারা সমাধা করা হইয়াছে।

জার্ম্মাণ বাহিনী পশ্চাদপসরণের সময় যাহা পারে সবকিছুই লইয়া যায়। কয়েকটি "মার্ক ৩" ও "মার্ক ৪" ট্যাঙ্ক মিত্রপক্ষের হাতে পড়ে। অন্য অনেক ট্যাঙ্ক ধ্বংস করা হয়। কিন্তু আমরা জার্ম্মাণদের পশ্চাদপসরণকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়নে পর্য্যবসিত করিতে পারি নাই।

সাতখানি এক্সিস জাহাজ জলমগ্ন

সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরে একখানি বৃটিশ সাবমেরিন "[illegible]" ছয়খানি বড় এবং একখানি মাঝারি আকারের সরবরাহী জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে।

জেনারেল ফন বিসমার্ক নিহত

জার্ম্মাণ যুদ্ধবন্দীদের নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, ২১নং সাঁজোয়া জার্ম্মাণ প্যানজার বাহিনীর অধিনায়ক সম্প্রতি মরুভূমির যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন।

রুশীয় রণক্ষেত্র

রুশীয় সেনাদের অগ্রগতি

১লা সেপ্টেম্বর মস্কো ইস্তাহারের এক ক্রোড়পত্রে বলা হইয়াছে যে, রজেভের অঞ্চলে রুশগণ কিছুটা অগ্রসর হইয়াছে এবং তাহারা কালিনিনের দক্ষিণে [illegible] ভিতর শত্রুদিগকে বিতাড়িত করিয়া ঢুকিয়াছে ও [illegible] অঞ্চলে একটি নদী অতিক্রম করিয়াছে।

ষ্টালিনগ্রাড অঞ্চলে ভীষণ সংগ্রাম

সোভিয়েট ইস্তাহারের একটি ক্রোড়পত্রে ১লা সেপ্টেম্বর বলা হইয়াছে যে, ষ্টালিনগ্রাডের উত্তর-পশ্চিমে ভয়াবহ সংগ্রাম চলে। ট্যাঙ্কের সহযোগিতায় একটি সোভিয়েট সৈন্যদল ৪৫০ জন জার্ম্মাণ সৈন্যকে নিহত করিয়াছে এবং তাহাদের ১১ খানা ট্যাঙ্ক ধ্বংস করিয়াছে।

একটি অঞ্চলে জার্ম্মাণরা আক্রমণ চালায় এবং একটি গ্রাম দখল করে। ষ্টালিনগ্রাডের দক্ষিণ-পশ্চিমে আর একটি অঞ্চলে সোভিয়েট সৈন্যদল পশ্চাদপসরণ করিয়া নূতন ঘাঁটিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। শত্রুবাহিনী কালাচের দক্ষিণে রুশীয় প্রতিরোধ ভেদ করে; কিন্তু সোভিয়েট সৈন্যদল পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া ঘাঁটিগুলি পুনরায় অধিকার করে। উক্ত রণাঙ্গনের আর একটি অঞ্চলে সোভিয়েট বাহিনী সুদৃঢ় অবস্থায় নূতন ঘাঁটিতে পশ্চাদপসরণ করে। মোজদক অঞ্চলে একটি নদীর নৌকার উপর শত্রুসেনা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ১টি সেতু ধ্বংস করা হইয়াছে। ভোরোনেজ অঞ্চলেও জার্ম্মাণ এবং ইটালীয় বাহিনীর কয়েকটি আক্রমণ হটাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং শত্রুপক্ষের প্রচণ্ড ক্ষতি সাধিত হইয়াছে।

[৯ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের বাণী

শ্রমিকদের প্রতি ত্যাগ স্বীকারের আহ্বান

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সম্প্রতি এক বাণীতে বলিয়াছেন :—

"বহু দেশে স্বাধীন শ্রমিকের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে। সমুদ্রের উপকূল হইতে ইউরাল পাহাড় পর্য্যন্ত ইউরোপের ভূভাগে স্বাধীনতা আজ অন্ধকারের যবনিকায় আচ্ছন্ন। যে শ্রমিকগণ এক সময় দিবালোকে উন্নতশিরে চলিত, আজ প্রভুর কশাঘাতে তাহাদিগকে ধাঁধুঁ দাঁড়াইতে হইতেছে, অন্ধকারে ধাঁধায় পড়িতে হইতেছে। বিজিত ভূখণ্ড হইতে শ্রমিকের স্বাধীনতা, স্বাধীন মানুষের অধিকার লুপ্ত হইয়াছে। সর্ব্বত্র তাহারা ক্রীতদাস, সর্ব্বত্র তাহারা পদদলিত। বর্ত্তমান

(প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট)

কাল শ্রমিকদের পক্ষে বস্তুতঃই সঙ্কটকাল; সকলের পক্ষেই সঙ্কটকাল। কৃষকদের, শিল্পকারদের, শিক্ষকদের, ব্যবসায়ীদের, পুঁজিপতিদের, এমন কি শিশুদের পক্ষেও সঙ্কটকাল; সকলেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উত্তরাধিকারী। কিন্তু পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের অত্যাচারী দল আজ এই গণতান্ত্রিকতাকেই বিনষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে। তাহাদের মারণাস্ত্রের দক্ষিণ হস্ত সবল আছে এবং দিন-দিনই সবলতর হইতেছে। আমাদের নিজেদের দেশে এবং আমাদের মিত্রদের দেশে যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে, তাহারা পূর্ব্বে বিজয়ের সংগ্রামে অগ্রণী হইয়াছে। এখন আমাদের দেশে যে পরিমাণ সমর-সম্ভার উৎপাদিত হইতেছে, এত সমর-সম্ভার আর কখনওই উৎপন্ন হয় নাই। এই উৎপাদন আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। সম্মুখে সমস্তই সুনিশ্চিত। আমাদিগকে আরও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে। বহু পারিশ্রমিক বৃদ্ধির দাবী ত্যাগ করিতে হইবে, অতিরিক্ত মুনাফা বৃদ্ধির দাবী ত্যাগ করিতে হইবে, লাভের আশা ত্যাগ করিতে হইবে, দৈহিক আরাম ত্যাগ করিতে হইবে। আজ যখন পৃথিবীতে স্বাধীনতা বিপন্ন, তখন স্বাধীন লোকের পক্ষে এ সমস্ত ত্যাগ স্বীকার কিছুই নহে।"

সাম্রাজ্যবাদী পদদলিত ইউরোপে অত্যাচারের অনল-শিখা কিরূপ ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছে, এই ব্যঙ্গ-চিত্রে সুন্দরই ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে।

জাতিগঠন ও পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

নানাস্থানে খাদ্য-শস্যের আবাদ বৃদ্ধির আন্দোলন

রাজশাহীর পল্লীতে শোভাযাত্রা ও সভা

রাজশাহী জিলার নাদপুর থানার অন্তর্গত গৌরীপুর গ্রামে বিগত ৪ঠা আগষ্ট তারিখে ৩ ঘটিকার সময় "খাদ্যশস্য উৎপাদন", "বর্ত্তমান যুদ্ধে দেশবাসীর কর্ত্তব্য" এবং পল্লী-উন্নয়ন সম্বন্ধে বিরাট সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের নাদপুর রেঞ্জের ইনস্পেক্টর বাবু ভবানী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করা হয়। খাদ্যশস্য উৎপাদন সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের প্রচারিত প্রচার-পত্রিকা এবং নানাপ্রকার লিখিত পোষ্টার সহ উক্ত শোভাযাত্রা মুধরামপুর, দেবরপাড়া, নাদপুর, মহেশপুর, তিলকপুর, বাংলা লক্ষ্মীপুর প্রভৃতি গ্রামের ভিতর দিয়া গৌরীপুর সভামণ্ডপে উপস্থিত হয়।

নাটোর মহকুমার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের সভাপতিত্বে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রথমে নাদপুর রেঞ্জের পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ইনস্পেক্টর বাবু ভবানী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এক বক্তৃতা দ্বারা খাদ্যশস্যের চাষ বৃদ্ধি, গ্রামরক্ষীদল গঠন এবং পল্লী-উন্নয়ন সম্বন্ধে শ্রোতৃবৃন্দের তুষ্টিবিধান করেন। তিনি প্রত্যেক গ্রামবাসীকে তাহার অবস্থার উন্নতি বিধান করিবার জন্য এবং বাজে গুজবে বিশ্বাস করিয়া আতঙ্কগ্রস্ত না হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। পরে নাটোর সাউথ-সার্কেলের সার্কেল-অফিসার মৌলভী এস, এ, মজিদ সাহেব উক্ত বিষয়গুলি বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। সর্ব্বশেষে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট বর্ত্তমান যুদ্ধে দেশবাসীর কর্ত্তব্য, গ্রামরক্ষী বাহিনী গঠনের প্রয়োজনীয়তা এবং পল্লী-উন্নয়ন সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। উক্ত সভাটি সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য ইন্দুরখী ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট মীর্জা আমশেদ বেগের উদ্যম প্রশংসনীয়। সভায় প্রায় ১,০০০ লোক উপস্থিত হইয়াছিল।

হুগলী জেলার পল্লীতে শোভাযাত্রা

হুগলী জিলার অধীন খানাকুল থানার পাটচাষ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের সার্কেল ইন্সপেক্টর বাবু কৃষ্ণকান্ত দাসদাসের প্রচেষ্টায় ও তেঁতুলিয়া পল্লী-উন্নয়ন সমিতির সেক্রেটারী মৌলভী হবিবর রহমান সাহেবের সহযোগিতায় গত ৫ই জুলাই রবিবার খাদ্যশস্য বৃদ্ধি করণের আবশ্যকতা বিজ্ঞাপনার্থে একটি শোভাযাত্রা বাহির করা হয়। তেঁতুলিয়া হইতে খানাকুল এবং খানাকুল হইতে রাজহাটি বন্দর পর্য্যন্ত উক্ত শোভাযাত্রা চালিত হয়। খাদ্যশস্য বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত বহুবিধ ছবি, পতাকা ও বাদ্যসহ বালকদের সুমধুর কণ্ঠের মিলিত সঙ্গীতে চাষীদিগের চিত্ত বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল।

এই শোভাযাত্রায় প্রায় পাঁচ শত লোক অনুগমন করিয়াছিল। খানাকুল থানার সাবরেজিষ্ট্রার বাবু জগদীশচন্দ্র সাহা, পোষ্ট মাষ্টার বাবু মাখন লাল বানার্জি, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট বাবু দুর্গাপদ চক্রবর্ত্তী, ১৩নং সার্কেল ইন্সপেক্টর বাবু হেমেন্দ্র নাথ দাস, ধরমপুর মাদ্রাসার প্রধান মৌলভী মোঃ আবদুল হাকিম ও অন্যান্য বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন।

ঢাকা জেলার পল্লীতে সভা ও শোভাযাত্রা

বাংলা গভর্ণমেণ্টের অধিকতর খাদ্যশস্য উৎপাদন আন্দোলন অনুযায়ী গত ১২ই জুলাই তারিখে নরসিংদি জুট রেগুলেশন ৭নং সার্কেলের এসিষ্ট্যাণ্ট ইন্সপেক্টর বাবু প্রিয় বল্লভ গাঙ্গুলী, প্রপাগাণ্ডা এসিষ্ট্যাণ্ট মৌঃ আবদুস সোবহান প্রভৃতির চেষ্টায় নরসিংদি থানার আমদিয়া ইউনিয়নের পাকুরিয়া বাজার হইতে বেলা ১০ ঘটিকার সময় ছোট বড় প্রায় ৯,০০০ নয় হাজার লোকের এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়। শোভাযাত্রায় ইউনিয়নের সমস্ত পল্লী-সমিতির সদস্যবৃন্দ এবং সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। শোভাযাত্রায় নানারূপ দৃশ্যপট বহন করা হইয়াছিল। প্রায় নয় মাইল বড় রাস্তা অতিক্রম করিয়া নরসিংদি চরের নানাজের বিশাল প্রাঙ্গনে শোভাযাত্রা সমবেত হয়। সভায় নারায়ণগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত চিফ ইন্সপেক্টর, মুন্সেফ ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ যুদ্ধ, পল্লী-উন্নয়ন ও খাদ্য-ফসল বৃদ্ধির আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দানে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন।

দিনাজপুরে পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমায় রাধানগর ও মাধীগাঁও গ্রামের পল্লী-উন্নয়ন সমিতির সম্মিলিত চেষ্টায় ও পরিশ্রমে প্রায় এক মাইল দীর্ঘ একটি সুপ্রশস্ত রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহাতে এই অঞ্চলের লোকের প্রচুর উপকার সাধিত হইয়াছে। এই রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য ২০ দিন যাবৎ ৫০।৬০ জন লোক অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছে। রাণীশঙ্কর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় সমস্ত লোককে এক প্রীতিভোজে আপ্যায়িত করিয়াছেন।

রাধানগর ও বনেরা উভয় গ্রামের পল্লী-উন্নয়ন দল দ্বারা ৬ মাইলের উপর দীর্ঘ রাস্তাসমূহ বিশেষভাবে সংস্কৃত হইয়া ঐ অঞ্চলের রাস্তা সমস্যার সমাধান হইয়াছে। ডাঃ হাফিজুদ্দীন সাহেব ও প্রেসিডেণ্ট মৌঃ হামেদ উদ্দীন আহম্মদ উক্তেই পল্লী অঞ্চলের সমস্যাসমূহ সমাধান কল্পে ব্রতী হইয়াছেন।

রংপুরে পল্লী-উন্নয়ন ও খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা

রংপুর জেলার জলঢাকা থানার অন্তর্গত জলঢাকা "এ" সার্কেলের পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের সহকারী ইন্সপেক্টর মৌঃ এ, রহিম, বি-এ, সাহেবের উদ্যোগে খাদ্যশস্য উৎপাদন ও পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য বিগত ৩১শে জুলাই তারিখে মীরগঞ্জ হাট প্রাঙ্গনে এক বিরাট সার্কেল কন্‌ফারেন্স হইয়া গিয়াছে।

উক্ত সভায় সমস্ত ইউনিয়ন বোর্ড, ঋণ-সালিশী বোর্ড, জুট কমিটি এবং পল্লীমঙ্গল সমিতির প্রায় সমস্ত প্রেসিডেণ্ট, চেয়ারম্যান ও সভ্যগণ এবং সার্কেলের অনেক গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ধনী, দরিদ্র, চাষী, মহাজন সবাই সভায় যোগদান করেন।

সার্কেলের ৪৫টী পল্লীমঙ্গল সমিতির পক্ষ হইতে স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মী এবং ২৫টি নৈশ-বিদ্যালয়, ৬টী প্রাতঃস্কুল এবং ২টী মধ্য-ইংরেজী স্কুলের ছাত্রগণ বিভিন্ন সমিতির ধ্বজা, শ্লোগান এবং দৃশ্যপট নিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে বিবিধ শ্লোগান আবৃত্তি করিতে করিতে সভাস্থলে গমন করেন। সভায় তিন সহস্রাধিক লোক সমবেত হয়।

সভাপতি রংপুর চার্জের চীফ্ ইন্সপেক্টর মৌঃ আফজালুর রহিম, বি-এ, সাহেব বিপুল সম্বর্দ্ধনা ও বিরাট জয়ধ্বনির মধ্যে মীরগঞ্জ হাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নূতন গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

সহকারী ইন্সপেক্টর সাহেব তাঁহার পল্লী-উন্নয়নের কার্য্যের বিবরণী পাঠ করতঃ সকলকে উৎসাহিত করেন। তাহাতে দেখা যায় উক্ত এলাকায় বহু রাস্তাঘাট নির্ম্মিত, কচুরীপানা ধ্বংস, নৈশ-বিদ্যালয়, পাঠশালা ও ক্লাব স্থাপিত হইয়াছে ও কার্য্যকরীভাবে চলিতেছে। সভায় কৃষি বিভাগের ওভারসিয়ার মৌঃ আফতাব উদ্দিন, জলঢাকা "বি" সার্কেলের এ, আই, রংপুর চার্জের চীফ্ ইন্সপেক্টর ও প্রপাগাণ্ডা অফিসার এবং আরও অনেক বক্তা পল্লী-উন্নয়ন ও খাদ্যশস্যের চাষ বাড়ান আন্দোলন এবং বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে কৃষকের কর্ত্তব্য ও তাহাদের সাহায্যের জন্য গভর্ণমেণ্ট যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন, তাহা আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া জনসাধারণকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন।

সভায় প্রধান খাদ্যশস্যের অভাব পূরণের জন্য গম, পায়রা, জোয়ার ও বজরার আবাদ এবং অধিকতর ধান্য ও রবিশস্যের আবাদের বিষয়ক চারিটী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মিঃ চার্চ্চিলের সহিত স্যার সেকান্দর হায়াত খানের আলোচনা

পাঞ্জাবের প্রধান-মন্ত্রী স্যার সেকান্দর হায়াত খান মধ্যপ্রাচ্যে ভারতীয় সৈন্যগণকে পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তথায় এক মাস অবস্থানের পর তিনি ঐ স্থান পরিত্যাগ করার পূর্ব্বে মিশরের অবস্থা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া বলেন যে, মিত্রশক্তি শত্রুকে শুধু বাধা দিতে সক্ষম হইবে না, যথাসময়ে তাহাকে পশ্চাতে ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেও সক্ষম হইবে।

কায়রোতে স্যার সেকান্দরের সহিত মিঃ চার্চ্চিলের দীর্ঘকালব্যাপী আলাপ হইয়াছিল। স্যার সেকান্দর বলেন যে, বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয় সৈন্যগণ যে বীরত্বব্যঞ্জক কার্য্য সমাধা করিয়াছে, বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। মিঃ চার্চ্চিল কংগ্রেসের দুর্ব্বৈবপূর্ণ পন্থা অবলম্বনে যেরূপ অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, ভারতবর্ষের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার জন্য তেমনি প্রশংসা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। স্যার সেকান্দর মিঃ চার্চ্চিলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে পূর্ণ সন্তোষলাভ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ যুদ্ধাবসানে অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার পাইবে।

ভারতীয় সৈন্যগণের প্রতি মিসর গভর্ণমেণ্ট যে দয়া, সৌজন্য ও সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য স্যার সেকান্দর মিসর গভর্ণমেণ্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

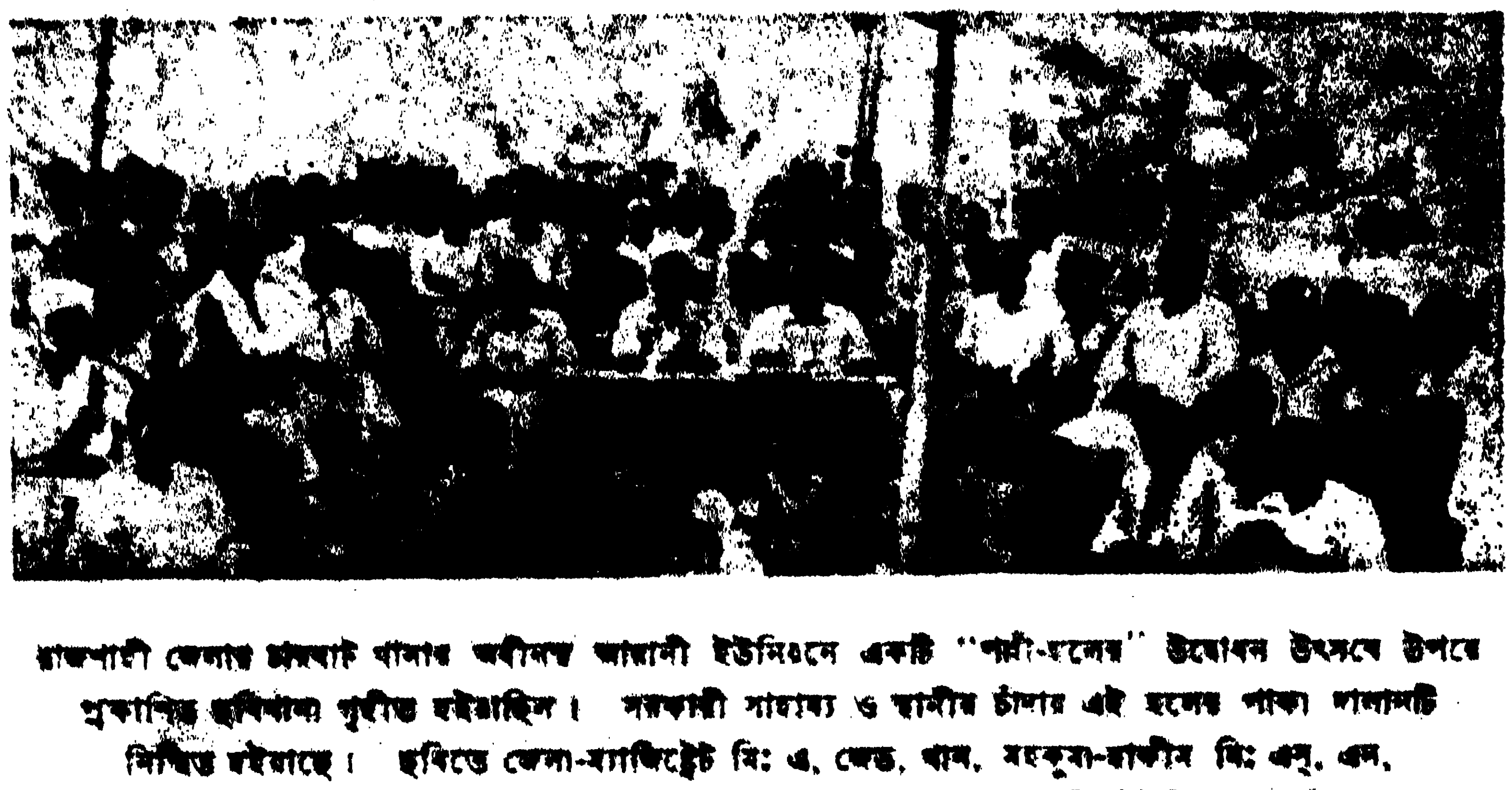

রাজশাহী জেলার চারঘাট থানার অধীনস্থ আরানী ইউনিয়নে একটি "পল্লী-হলের" উদ্বোধন উৎসবে উপরে প্রকাশিত ছবিখানা গৃহীত হইয়াছিল। সরকারী সাহায্য ও স্থানীয় চাঁদায় এই হলের পাকা দালানটি নির্ম্মিত হইয়াছে। ছবিতে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, জেড, খান, মহকুমা-হাকীম মিঃ এন্, এন, বিশ্বাস, স্থানীয় সার্কেল-অফিসার মিঃ এইচ, এন, চক্রবর্ত্তী ও আরানী ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট প্রভৃতিকে দেখা যাইতেছে।

বঙ্গীয় যুদ্ধ-তহবিল এবং ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ফণ্ড

২৭শে আগষ্ট পর্য্যন্ত সংগৃহীত অর্থের হিসাব

বাঙলার বিভিন্ন জেলা হইতে বঙ্গীয় যুদ্ধ-তহবিলে ও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ফণ্ডে গত ২৭শে আগষ্ট তারিখ পর্য্যন্ত যে পরিমাণ অর্থ দানস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

জেলা।	বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিল।	ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফণ্ড।	মোট।
	টাকা।	টাকা।	টাকা।
১। প্রেসিডেন্সী বিভাগ—			
১। ২৪-পরগণা ..	১,১২,৩৮৬	১,২৪,২৬০	২,৩৬,৬৪৬
২। যশোহর ..	৮৭,৯১৭	৬৮৩	৮৮,৬০০
৩। খুলনা ..	৬৭,৯৫২	৯৭৬	৬৮,৯২৮
৪। মুর্শিদাবাদ ..	৯৮,০১৩	২,১৬৮	১,০০,১৮১
৫। নদীয়া ..	৯৬,৬৪১	৩,৪০০	১,০০,০৪১
মোট ..	৪,৬২,৯০৯	১,৩১,৪৮৭	৫,৯৪,৩৯৬
২। বর্দ্ধমান বিভাগ—			
৬। বাঁকুড়া ..	৩৫,৯৯০	৪৫	৩৬,০৩৫
৭। বীরভূম ..	৮১,৬২৪	১৪৩	৮১,৭৬৭
৮। বর্দ্ধমান ..	৩,২৫,১০৯	৪১,০১৮	৩,৬৬,১২৭
৯। হুগলী ..	৬৬,০৯৪	১৬,৪১৬	৮২,৫১০
১০। হাওড়া ..	৪৬,৪৭৪	৮৯,০১৭	১,৩৫,৪৯১
১১। মেদিনীপুর ..	১,০৪,১৬৫	৫,৮৫৮	১,১০,০২৩
মোট ..	৬,৫৯,৪৫৬	১,৫২,৪৯৭	৮,১১,৯৫৩
৩। চট্টগ্রাম বিভাগ—			
১২। চট্টগ্রাম ..	১,১৯,৫২৫	৪৪,৬০১	১,৬৪,১২৬
১৩। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম ..	৯,৪৭৮	৬৬৭	১০,১৪৫
১৪। নোয়াখালী ..	৭৬,৮০৬	২০৮	৭৭,০১৪
১৫। ত্রিপুরা ..	১,৭৯,৭০০	১,০০৭	১,৮০,৭০৭
মোট ..	৩,৮৫,৫০৯	৪৬,৪৮৩	৪,৩১,৯৯২
৪। ঢাকা বিভাগ—			
১৬। বাখরগঞ্জ ..	১৮,২৮২	১,১২,১৮৮	১,৩০,৪৭০
১৭। ঢাকা ..	১,৮১,৪০০	৯৯,০০৭	২,৮০,৪০৭
১৮। ফরিদপুর ..	১,৬৪,০৬২	২,৩৮৩	১,৬৬,৪৪৫
১৯। ময়মনসিংহ ..	১,৮১,৬৫২	৫,২০৪	১,৮৬,৮৫৬
মোট ..	৫,৪৫,৩৯৬	২,১৮,৭৮২	৭,৬৪,১৭৮
৫। রাজশাহী বিভাগ—			
২০। বগুড়া ..	৩৬,০৬১	২০০	৩৬,২৬১
২১। দার্জ্জিলিং ..	১,১৭,৩৪৮	৮৬,২৭৮	২,০৩,৬২৬
২২। দিনাজপুর ..	১,০৬,৬০০	২৪৬	১,০৬,৮৪৬
২৩। জলপাইগুড়ি ..	৮৩,৭০৬	১,৮৪,২৯১	২,৬৭,৯৯৭
২৪। মালদহ ..	৪৩,৬৪৮	১,০২২	৪৪,৬৭০
২৫। পাবনা ..	৬০,১০৩	১,০০৫	৬১,১০৮
২৬। রাজশাহী ..	১,১৬,০৪৮	৫,৪৮০	১,২১,৫২৮
২৭। রংপুর ..	৮৭,১০০	৯৬১	৮৮,০৬১
মোট ..	৭,৫১,৬০১	২,৭৯,৪০৩	১০,৩১,০০৪

সংক্ষিপ্ত-সার

(ক) বাঙলার বিভিন্ন জেলাসমূহ (অর্থাৎ ১ হইতে ৫ পর্য্যন্ত মোট) ..	২৭,০৪,৮০১	৮,৪২,২০২	৩৫,৪৭,০০৩
(খ) বাঙলার বাহিরের জেলাসমূহ ..	৬,০৭৩	৩,০২,৩৭৭	৩,০৮,৪৫০
(গ) খুচরা সংগ্রহ (যাহা ক ও খ-এর অন্তর্ভুক্ত নহে)—			
বঙ্গীয় মহিলা যুদ্ধ তহবিল ..	১৩,৯৬,৪৩৭	..	১৩,৯৬,৪৩৭
ভারতীয় চা সমিতি ..	৭৯,৬২১	..	৭৯,৬২১
বি এণ্ড এ রেলওয়ে ..	১,৭৩৬	১,১১,৮০৮	১,১৩,৫৪৪
বি. এন, রেলওয়ে ..	১২৫	২,২৭,০৭৭	২,২৭,২০২
ই, আই, রেলওয়ে ..	৩৪৪	২,১৬,৭৩০	২,১৭,০৭৪
খুচরা মোট ..	১৫,৪২,২৬৩	৫,৬৫,৭১৫	২১,০৭,৯৭৮
মোট ক+খ+গ ..	৪২,৫৩,১৩৭	১৭,১০,২৯৪	৫৯,৬৩,৪৩১
কলিকাতা ..	১৩,৯০,৮১৩	৫৮,০৫,৮৯৮	৭১,৯৬,৭১১
সর্ব্ব মোট ..	৫৬,৪৩,৯৫০	৭৫,১৬,১৯২	১,৩১,৬০,১৪২

জেনারেল আলেকজাণ্ডার

মধ্য-প্রাচ্যের প্রধান-সেনাপতি নিযুক্ত

জেনারেল স্যার হ্যারল্ড আলেকজাণ্ডার জেনারেল স্যার ক্লড অকিনলেকের স্থানে মধ্য-প্রাচ্যের প্রধান-সেনাপতির পদে নিয়োজিত হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্ব হইতে মিসরেই আছেন। বর্ত্তমানে আবহাওয়া সামরিক অভিযানের পক্ষে অনুকূল হওয়ায় পশ্চিম মরুভূমিতে আবার উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। বৃটিশ সেনা-বাহিনীতে যে জেনারেল সবচেয়ে দুর্দ্ধর্ষ বলিয়া খ্যাতি-লাভ করিয়াছেন, তাঁহার উপরই মধ্য-প্রাচ্যের সেনাপতিত্বের ভার পড়িয়াছে।

(জেনারেল আলেকজাণ্ডার)

জেনারেল স্যার হ্যারল্ড আলেকজাণ্ডার অধীনস্থ সৈন্য-দিগকে বলিতে থাকেন "এমন কি যখন তোমরা আত্মরক্ষা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবে, তখনও পুনঃপুনঃ আক্রমণ চালাইবে।" গুরুত্বপূর্ণ সেনা পরিচালনা ব্যাপারে এই দ্বিতীয়বার জেনারেল আলেকজাণ্ডার জেনারেল অকিন-লেকের স্থান অধিকার করিলেন। ইতিপূর্ব্বে ইংলণ্ডে দক্ষিণ কমাণ্ডের সেনাপতি স্বরূপে জেনারেল আলেক-জাণ্ডার জেনারেল অকিনলেকের স্থানে নিয়োজিত হইয়া-ছিলেন।

এই সঙ্কট সময়ে বৃটিশের সৈন্য-বাহিনীকে সুসংহত করার জন্য যুদ্ধ বিদ্যায় অভিজ্ঞ, কঠোর শিক্ষাদান ব্যাপারে জেনারেল আলেকজাণ্ডার অগ্রণীদের মধ্যে একজন। তিনি রাজকীয় বিমান বাহিনীর সহিত পরিপূর্ণ সহযোগিতা সম্পাদিত করিয়াছিলেন এবং তিনি কংক্রীট-নির্ম্মিত দুর্গ-প্রাকারের অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণের মনোভাবকে আদৌ পছন্দ করেন না।

জেনারেল আলেকজাণ্ডার একজন সুদর্শন সুদীর্ঘকায় সুপুরুষ। ২৪ বৎসর বয়সে একটি ব্যাটালিয়নের, ৩৫ বৎসর বয়সে একটি রেজিমেণ্টের, ৪২ বৎসর বয়সে একটি ব্রিগেডের সেনাপতিত্ব করিয়াছেন এবং ৪৫ বৎসর বয়সে বৃটিশ সেনা-বাহিনীর কনিষ্ঠতম মেজর-জেনারেল পদে উন্নীত হন। বিগত মহাসমরে সৈন্য চালনার গুরু দায়িত্ব তিনি ৩০ বার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চার বৎসর ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কঠোর যুদ্ধ পরিচালনার পর জেনারেল আলেকজাণ্ডার প্রথম বৃটিশ সৈন্যদলকে ফ্রান্সে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তিনিই সর্ব্বশেষে ডানকার্ক সমুদ্রতীর হইতে পশ্চাদপসরণ করিয়াছিলেন। তিনি একজন আয়র্লণ্ডবাসী। সাদার্ণ কমাণ্ডের কাজ শেষ হইলে তাঁহাকে বর্ম্মায় প্রেরণ করা হয় এবং যখন তিনি অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া আসামে চলিয়া আসেন, তখন প্রকৃতপক্ষে সুশৃঙ্খল যুদ্ধ পরিচালনার অবসান হয়।

পর্ব্বত শিখরে বালক...

যে সূর্য্য বর্ষার জলধারা আনে, শস্য-সম্ভার দান করে, ছয় ঋতুর আবর্ত্তন-চক্র ঘুরাইয়া চলে, সেই সূর্য্য-করোজ্জ্বল, ভারত-অলস একটি দিনের রহিল শুরু। কোথাও দেখা যায় একটি বালক বাতাসে তাহার কাপড় শুকাইতেছে। পবিত্র পুণ্য-ধামগুলিতে প্রাচীন বৃক্ষ ও জীর্ণ প্রাচীরের ছায়া ঘনাইয়া আসে। নদীর ধারে ধারে, গরুবাছুরগুলি অলস রোমন্থন করিতে থাকে, মাঠে মাঠে কৃষকেরা তাদের কাজ করিয়া চলে। আশেপাশের সহরগুলির কর্ম্ম-কোলাহল বহুদূর পর্য্যন্ত ভাসিয়া আসিতে থাকে। যাহারা ভারতবর্ষকে ভালবাসে তাহাদের কাছে এ দেশ কী সুন্দর।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া, বিস্তীর্ণ পল্লীময় অঞ্চলের এই নীরব প্রশান্তি ভারতের অহিংস জীবন-যাত্রার ধারাটিকে পুষ্ট করিয়া আসিয়াছে। আমাদের মত যাহাদিগকে কাজের গরজে দেশের বড় বড় সহরে আবদ্ধ থাকিতে হয়, তাহারাও শান্তির এই উৎস হইতে সঞ্জীবনী-শক্তি আহরণ করিয়া আনে।

পারিবারিক প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্যের প্রতিষ্ঠার উপর যাহাদের জীবন চলিত নির্দ্দিষ্ট ধারায়, এমন চারকোটী চীনাকে জাপানী সেনাদল সমূলে ধ্বংস করিয়াছে।

ভারতের এই পরিণাম রোধ করিতে হইলে আমাদের একান্ত প্রয়োজন, সকলে এমন ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হওয়া, যাহাতে আমরা আমাদের সংগ্রামশীল সেনাদের সাহায্য করিতে ও আমাদের সাধ্যমত সকল প্রকারে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারি।

নিজেই চিন্তা করিয়া দেখুন
এবং এক যোগে কাজ করুন

তাহাই জাতীয় সমর শক্তি

CPU-B-3/A

ক্যান্টারবারীর খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক ডক্টর হিউলেট জনসন ইণ্ডিয়া-লীগের একটি সভায় সভাপতি বলিয়াছেন যে, উভয় পক্ষের ভুলের জন্যই ভারতবর্ষে বর্ত্তমান অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। "আমি অবশ্যই আমার বন্ধু মিঃ গান্ধীর নীতির সহিত একমত নহি।" কংগ্রেসের সহিত পুনরায় আলোচনা আরম্ভ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করার উদ্দেশ্যেই এই সভা আহূত হইয়াছিল। বহুসংখ্যক ভারতবাসী সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ধৃত হওয়ায় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র যে দাঙ্গাহাঙ্গামার সৃষ্টি হইয়াছে, তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া সিলেটের জেলা হিন্দু মহাসভা উহার নিন্দাসূচক একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে এবং সুপারিশ করিয়াছে যে, গভর্ণমেণ্টের সহযোগিতায় সর্ব্বদলের একটি কনফারেন্স আহ্বান করিয়া বর্ত্তমান অচল অবস্থার সমাধান করা উচিত।

বিগত ১লা আগষ্ট তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সময়ে বাঙলা প্রদেশে মোট ৪১৪ জন লোক কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছিল; তন্মধ্যে ১৩৪ জন হাওড়া জেলায় এবং ৯৮ জন চব্বিশ-পরগণা জেলায়। ঐ সময় মধ্যে হাওড়া জেলায় ৬৪ জন ও চব্বিশ-পরগণা জেলায় ৫২ জন লোকের কলেরায় মৃত্যু হইয়াছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে ঐ সময়ে চব্বিশ-পরগণা ও দার্জ্জিলিংএ যথাক্রমে ১০০ জন ও ৯২ জন লোক আক্রান্ত হইয়াছিল।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

জার্ম্মাণদের বিপুল সৈন্যক্ষয়

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা ৫ই সেপ্টেম্বর টিকেহরন হইতে জানাইতেছেন, বার্লিন হইতে দাবী করা হয় যে, ষ্টালিনগ্রাডের দক্ষিণ-পশ্চিমে রুশ-সৈন্য আরও পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। যাস্তালিন রুদ্ধ করে সেনাদল ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। প্রত্যেক পদ ভূমি অধিকারের জন্য তাহাদের হাজার হাজার সৈন্য ক্ষয় হইতেছে।

ষ্টালিনগ্রাডের ১৫ মাইল দূরে জার্ম্মাণ বাহিনী

জার্ম্মাণ অগ্রবর্ত্তী বাহিনী মিত্রের কিছু পশ্চিমে ষ্টালিনগ্রাড হইতে ১৫ মাইল দূরে উপনীত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ষ্টালিনগ্রাডের উত্তর ও পশ্চিমে জার্ম্মাণদের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় মার্শাল টিমোশেঙ্কো কাচালিন্স্ক ও কালাচ নামক স্থানে রিজার্ভ সৈন্য যুদ্ধে নিয়োজিত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বাল্‌টিক সাগরে ৬ খানা নাৎসী জাহাজ নিমজ্জিত

সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, "গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর আমাদের সৈন্যদল ষ্টালিনগ্রাডের উত্তর-পশ্চিমে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে শত্রুবাহিনীর সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হয়। রেজেভ অঞ্চলে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং মোজদক অঞ্চলেও প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতে থাকে। অন্যান্য রণাঙ্গনে তেমন কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। আমাদের নৌযোদ্ধারা জাহাজগুলি বাল্টিক সাগরে মোট ৩৭ হাজার টনের ৪ খানা সৈন্য ও মালবাহী জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে। তাহারা শত্রুপক্ষের ২ খানা ডেষ্ট্রয়ারও ডুবাইয়া দিয়াছে।"

শত্রু আক্রমণ প্রতিহত

রুশীয় বিজ্ঞপ্তির এক ক্রোড়পত্রে বলা হইয়াছে, "ষ্টালিনগ্রাডের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে কতকগুলি অংশে আমাদের সৈন্যেরা প্রচণ্ড সংগ্রাম করে। গত কয়েক দিনের মধ্যে আমাদের মাত্র একটি দল তিন হাজার জার্ম্মাণকে বিনাশ করে এবং তাহাদের ১১টি ট্যাঙ্ক ও ৩ ১৩টি কামান ধ্বংস করে। ষ্টালিনগ্রাডের দক্ষিণ-পশ্চিমে এক বিরাট বিমানবহরের সহায়তায় শত্রুর ট্যাঙ্ক-বহর ও পদাতিক সৈন্যদল কয়েকবার প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ চালায়। সোভিয়েট সৈন্যরা শত্রুর সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করে। সংখ্যাধিক্য থাকা সত্ত্বেও শত্রুরা আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। আমাদের কামান শ্রেণী ও মর্টার শত্রুর এক বিরাট দলে বিপর্য্যয় সৃষ্টি করে। ১ হাজার ২০০ জন জার্ম্মাণ নিহত হইয়াছে। শত্রুর ১৭ খানা ট্যাঙ্ক এবং ৭০ খানা সৈন্যবাহী লরী ধ্বংস হইয়াছে।

"মজোরনির অঞ্চল উত্তর-পশ্চিমে জার্ম্মাণরা শক্তিশালী কামান ও বিমানবহর লইয়া আক্রমণ শুরু করে। সোভিয়েট ট্যাঙ্ক বাহিনীর অগ্রবর্তীদল তাহাদের পাঁচটি ট্যাঙ্কে আগুন ধরাইয়া দেয় এবং দুই কোম্পানী সৈন্য ধ্বংস করে। রুমেনিয়ার অশ্বারোহী সৈন্যদলেরও এক স্কোয়াড্রন সৈন্য নিহত হইয়াছে। মোজদক অঞ্চলে যে সকল শত্রুসেনা নদী পার হইয়াছিল, আমাদের রক্ষীদল তাহাদের একটি দলকে আক্রমণ করে। রক্ষীদল এক বসতিপূর্ণ অঞ্চল হইতে শত্রুদের হটাইয়া দেয়। এখানে প্রায় এক ব্যাটালিয়ান শত্রুসেনা নিশ্চিহ্ন হইয়াছে এবং তাহাদের ১৩ খানি লরী, ৬টি কামান ধ্বংস হইয়াছে। তাহাদের নয় সেতুও উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।"

ষ্টালিনগ্রাডের অবস্থা উদ্বেগজনক

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা ৬ই সেপ্টেম্বর জানাইতেছেন যে, ষ্টালিনগ্রাডের সম্মুখে অবস্থা বিশেষ উদ্বেগজনক। জার্ম্মাণদের গুরুতর ক্ষতি হইলেও তাহাদের আক্রমণের চাপ এখনও কমীভূত হয় নাই। বিশেষতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলেই জার্ম্মাণরা বিশেষ জোরের সহিত চাপ দিতেছে। এই অঞ্চলে নগরীর প্রবেশপথে তুমুল সংগ্রাম চলে।

রুশিয়ানদের পাল্টা আক্রমণ

মস্কোর ৭ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ,—ষ্টালিনগ্রাডের যুদ্ধে সোভিয়েট সৈন্যেরা শত্রুদের উত্তর-পশ্চিমে পাল্টা আক্রমণ করে এবং কয়েক জায়গায় শত্রুসৈন্যকে হটাইয়া দেয়।

সর্ব্বশেষে যে ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, জার্ম্মাণ ট্যাঙ্কসমূহ রুশব্যূহের এক স্থান ভেদ করে; কিন্তু রুশ বাহিনীর মেশিনগান ও ট্যাঙ্ক-মারাদের মুখে পড়িয়া জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক বাহিনী বিপর্য্যস্ত হইয়া যায় এবং পদাতিক বুঝিয়া পশ্চাদপসরণ করে।

ষ্টালিনগ্রাডের উত্তর-পশ্চিম দিকেও একস্থানে জার্ম্মাণ আক্রমণ প্রতিহত হয়। মার্শাল টিমোশেঙ্কোর বাহিনী সেখানে অবস্থার উন্নতি করিয়াছে। আর এক ক্ষেত্রে জার্ম্মাণ পদাতিক বাহিনীর দুইটি কোম্পানী নিশ্চিহ্ন হইয়াছে।

গ্রজনী তৈলাঞ্চলের পঞ্চাশ মাইল দূরে এক স্থানে যুদ্ধ চলিয়াছে।

ষ্টালিনগ্রাড হইতে কলকারখানা অপসারিত

পরবর্ত্তী এক সংবাদে প্রকাশ,—ষ্টালিনগ্রাড হইতে প্রয়োজনীয় সব কল-কারখানা অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

সুদূর-প্রাচ্যের রণাঙ্গণ

চীনাদের সুজিয়াং পুনর্দখল

১লা সেপ্টেম্বর তারিখের চীনা ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, "গত ২৯শে আগষ্ট তারিখে সকালে চীনা সৈন্যদল নিংপোর ৪০ মাইল পশ্চিমস্থ সুজিয়াং পুনর্দখল করিয়াছে। জাপানীগণ উত্তরদিকে ইয়ুয়াওর অভিমুখে হটিয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব চেকিয়াংয়ে চীনা-বাহিনী জাপানীদিগকে আক্রমণ করিয়া অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে।

চীনাদের কিনহোয়ায় উপস্থিতি

৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখের মধ্য এশিয়ার সংবাদে বলা হইয়াছে যে চীনা সৈন্যরা এক্ষণে কিনহোয়ার বহির্দ্ভাগে প্রবেশ করিয়াছে। অন্য আর একটি সংবাদে প্রকাশ, শহরটি সম্পূর্ণ রূপে পরিবেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছে।

ইতিমধ্যে কোয়াংসি-এ চীনা সৈন্যরা কাংশি-ন্যাঙ্কো রেলপথ ধরিয়া আরো অগ্রসর হইয়াছে।

জাপ কবলে লাঙ্কি

জাপানী সৈন্যরা চেকিয়াং প্রদেশে পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া লাঙ্কি পুনরধিকার করিয়াছে। ইহা চেকিয়াং প্রদেশের রাজধানী কিনহোয়ার ১২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটি রেলওয়ে জংশন। চীনা সমর এলাকোর বলা হইয়াছে, "লাঙ্কি পশ্চিম চেকিয়াংএ অবস্থিত। কয়েকদিন পূর্ব্বে চীনারা ইহা দখল করিয়া লয়। নূতন সৈন্যের সহায়তায় জাপানীরা পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া উহা পুনর্দখল করিয়াছে। চীনারা পুনরাক্রমণ আরম্ভ করিয়া শহরের উপকণ্ঠে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। শীঘ্রই উহার পতন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।"

জাপানীদের পশ্চাদপসরণ

চীনারা যতই কাংচিনের দিকে অগ্রসর হইতেছে, জাপানীরা ততই পিছনে হটিয়া যাইতেছে। তাহারা কুন-চিয়েন পরিত্যাগ করিয়া কাংচিনের ১৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত কাকাটিয়ের দিকে সরিয়া গিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

কিনহোয়া ও লানচির উপকণ্ঠে প্রচণ্ড যুদ্ধ

৫ই সেপ্টেম্বরের একটি চৈনিক বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ:—চীনা সৈন্যগণ যুয়াকো: হইতে উত্তর দিকে অগ্রসর হইতেছে। যুয়াকো: কিনহোয়ার ২৮ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে। চীনারা হুচো-এর দক্ষিণে একটি গ্রাম দখল করিয়াছে। কিনহোয়া ও লানচির উপকণ্ঠে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। চীনারা ঐ সব জায়গায় আক্রমণ চালাইতেছে। জাপানীরা বার বার নূতন সৈন্য আমদানী করিয়া প্রবল ভাবে বাধা দিতেছে।

ডিফেন্স সেভিংস ষ্ট্যাম্প ও সার্টিফিকেট

জুলাই মাসে বিক্রীর হিসাব

	জেলা।		সার্টিফিকেট। টাকা।	ষ্ট্যাম্প। টাকা।
১।	চট্টগ্রাম	..	২০	১৩৭
২।	পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম		৫০	৪৬০
৩।	নোয়াখালী	..	২০	২৭১।০
৪।	ময়মনসিংহ	..	১,৯১০	৬২
৫।	হাওড়া	..	১,২৭০	১,০৪২৸০
৬।	হুগলী	..	১,৬৯৫	৬১১।।০
৭।	জলপাইগুড়ি	..	১,১৯৫	১০৯
৮।	দার্জিলিং	..	৫,১০০	৬৪৭৸০
৯।	বীরভূম	..	১০	১১
১০।	মালদহ	..	৭০	৩০১।০
১১।	মুর্শিদাবাদ	..	১,০৬০	৪৬।০
১২।	ঢাকা	..	১,০৪০	২৬৮
১৩।	বর্দ্ধমান	..	২,০৮০	১৪১।০
১৪।	ত্রিপুরা	..	২৯০	১২
১৫।	চব্বিশ-পরগণা	..	২,৯০০	২৬১।০
১৬।	কলিকাতা	..	৯৬,১০০	১,৬৭৪৸০
১৭।	যশোহর	..	৫০০	১০৪।০
১৮।	খুলনা	..	৬৫০	১৪৸০
১৯।	বাখরগঞ্জ	..	৮,৪৪০	২২২৸০
২০।	নদীয়া	..	১১০	১১৮।০
২১।	ফরিদপুর	..	৪,৭০০	৫২৸০
২২।	রাজশাহী	..	৯৬০	১৫১।০
২৩।	পাবনা	..	১,২৮০	১০৬।।০
২৪।	বগুড়া	..	৪৭০	৫৫।০
২৫।	দিনাজপুর	..	২,২৬০	৭৬।।০
২৬।	রংপুর	..	৪৪০	১১৮।।০
২৭।	মেদিনীপুর	..	৮,২০০	১৮৪
২৮।	বাঁকুড়া	..	৯,১২০	১৪৸০
	মোট	..	১,৪৭,৬৭০	৯,১৫৭।০

বঙ্গদেশের বাসিন্দা বা এখানে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী যে সকল ইঞ্জিনিয়ার, ওভারসিয়ার, সাব-ওভারসিয়ার ও অন্যান্য কারিগরী যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি এখনও বেকার অবস্থায় আছেন, তাঁহাদের নাম লিপিবদ্ধ করিবার জন্য বাঙ্গলা সরকারের এমপ্লয়মেণ্ট এজেন্সীর তাঁহাদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করিতেছেন। তাঁহার ঠিকানা ৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দরখাস্তের মধ্যে তাঁহারা নিজেদের বয়স, যোগ্যতা, বিশেষ অভিজ্ঞতা, ঠিকানা, সর্ব্বনিম্ন গ্রহণীয় বেতন ও আকাঙ্ক্ষিত চাকুরীর বিষয় উল্লেখ করিবেন। কোনও প্রকার ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে তাহাও জানাইতে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে সুযোগমত জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্,
বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)।

যোগ্যতা ও কর্ম্মকুশলতার মাপকাঠি

[৪র্থ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

অন্য সব চাকুরীর ব্যাপারেও সমভাবে এই সব কথা খাটে। এই সব চাকুরী প্রদেশের শাসন-ব্যাপারের সহিত যে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট এবং যে সব লোক এই সব চাকুরীতে নিযুক্ত হন তাঁহাদিগকে যে দেশের জনগণের সহিত প্রতিনিয়ত ঘনিষ্ঠভাবে মিশামিশা করিতে হয়, চাকুরীগুলির বিশ্লেষণ হইতেই তাহা বুঝা যায়। ইহাও সত্য যে, এই সব চাকুরীতে নিযুক্ত লোকদের সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় দেওয়ার সুযোগ খুবই কম হইয়া থাকে। কাজেই বলিতে চাই—এই সব চাকুরীতে নিয়োগের একমাত্র মাপকাঠি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী হওয়া উচিত বলিয়া যে যুক্তি দেখান হয়, সেই যুক্তি আমার মতে একান্তই বাজে ও দুর্ব্বল।

এতদ্ব্যতীত আরোও একটি বিষয় রহিয়াছে—তাহা 'যোগ্যতা'র সমর্থকগণ যে সম্পর্কে মোটেই লক্ষ্য করেন নাই। আমি এই বিষয়টির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। যদি ইহা ধরিয়া লওয়া যায় যে, ভাষাজ্ঞানই—বিশেষতঃ ইংরেজী ভাষার জ্ঞান ও বিজ্ঞান দর্শনের জ্ঞান—'যোগ্যতার' একমাত্র মাপকাঠি, তাহা হইলে বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক শাসনকে একান্ত ব্যর্থ বলিয়াই মনে করিতে হইবে। অতীতে দেশের শাসন ভার ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত কর্ম্মচারীদের হস্তে ন্যস্ত ছিল। এই সব কর্ম্মচারী সাধারণতঃ বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিশিষ্ট গ্র্যাজুয়েট হইতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সাহিত্য-প্রতিভার দিক দিয়া নিজেদের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে হান্টার, রিসলে, গেটস-কার, সি. ডি. ফিল্ড, ইলিয়ট, বেইলী প্রমুখ প্রখ্যাতনামা সিভিলিয়ানগণ ভারতে কাজ করিয়া গিয়াছেন এবং তাহার পরও বিটসন বেল, জন কার, হিউ টমকিনসন, রেমজী ম্যাকডোনাল্ড, সেইলী নামক প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এদেশের শাসন নিয়ন্ত্রণে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাহিত্য-প্রতিভার দিক দিয়া এই সব সিভিলিয়ান যে বর্ত্তমান প্রাদেশিক মন্ত্রিগণ অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। ইহা ছাড়া বিদেশী হওয়ার দরুণ স্বভাবতঃই তাঁহারা এদেশের জাতি ও ধর্ম্ম ব্যাপারে নিরপেক্ষভাবে সকল সমস্যার বিচার করিতে পারিতেন।

এরূপ একটি ধারণা বিদ্যমান রহিয়াছে যে, সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের বেলায় মুসলমানদিগকে অতিরিক্ত অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইয়া থাকে এবং বর্ত্তমানে বিভিন্ন চাকুরীতে অন্যান্য সমাজের তুলনায় অনেক বেশী সংখ্যক অযোগ্য মুসলমান বিদ্যমান রহিয়াছে। এরূপ অভিযোগের দ্বারা প্রকারান্তরে সমগ্র মোস্‌লেম সমাজের বিরুদ্ধে এরূপ অবমাননাকর মন্তব্যই করা হইয়াছে যে, সরকারী চাকুরীতে যোগ্য লোক সরবরাহের ক্ষমতা মুসলমান সমাজের নাই এবং মুসলমানদের জন্য চাকুরী সংরক্ষণের ফলে ইহাতেছে—সরকারী চাকুরীর 'যোগ্যতা' অবনমিত করা। এই সম্পর্কে লাট দফতরের (Bengal Secretariat) বিভিন্ন বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের যে একটি তালিকা আমি সঙ্কলন করিয়াছি, সাধারণের অবগতি ও বিবেচনার জন্য তাহা এস্থলে প্রকাশ করিতেছি।

সেক্রেটারীয়েটের স্থায়ী বিভাগসমূহের মোট কর্ম্মচারীর সংখ্যা হইতেছে ১,১০০ জন; তন্মধ্যে ৬৬৭ জন অমুসলমান এবং ৪৩৩ জন মুসলমান। অমুসলমানের ৬৬৭টি পদের মধ্যে শতকরা ৪৬ জন গ্র্যাজুয়েট; পক্ষান্তরে মুসলমানদের ৪৩৩টি পদের মধ্যে শতকরা ৪৮ জন গ্র্যাজুয়েট। সুতরাং বুঝা যায়, হিন্দু কর্ম্মচারীদের তুলনায় মুসলমানদের মধ্যেই গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী। এই ১,১০০টি চাকুরীর আর একটা দিক বিবেচনার উপযুক্ত। অমুসলমান কর্ম্মচারীদের মধ্যে শতকরা ১৫ জন ম্যাট্রিকুলেশনও পাশ নহে; পক্ষান্তরে মুসলমান নন-ম্যাট্রিকদের সংখ্যা তাহার সর্ব্বোচ্চ শতকরা ১০ জন মাত্র। ইহা দ্বারা বুঝা যায়—নিম্নতর যোগ্যতাসম্পন্ন কর্ম্মচারীর সংখ্যা মুসলমান সমাজ অপেক্ষা হিন্দু সমাজেরই অনেক বেশী। উপরোক্ত বিভাগসমূহের ২৬১ জন অস্থায়ী কর্ম্মচারীর মধ্যে ১৫২ জন অমুসলমান এবং ১০৯ জন মুসলমান। এই ১৫২ জন অমুসলমানের মধ্যে শতকরা ৪৬ জন গ্র্যাজুয়েট; পক্ষান্তরে ১০৯ জন মুসলমানের মধ্যে শতকরা ৫৪ জন গ্র্যাজুয়েট। নিম্নতর যোগ্যতার দিক দিয়া বিচার করিলেও ১৫২ জন অমুসলমানের মধ্যে শতকরা ১৫ জন নন্‌-ম্যাট্রিক রহিয়াছে দেখা

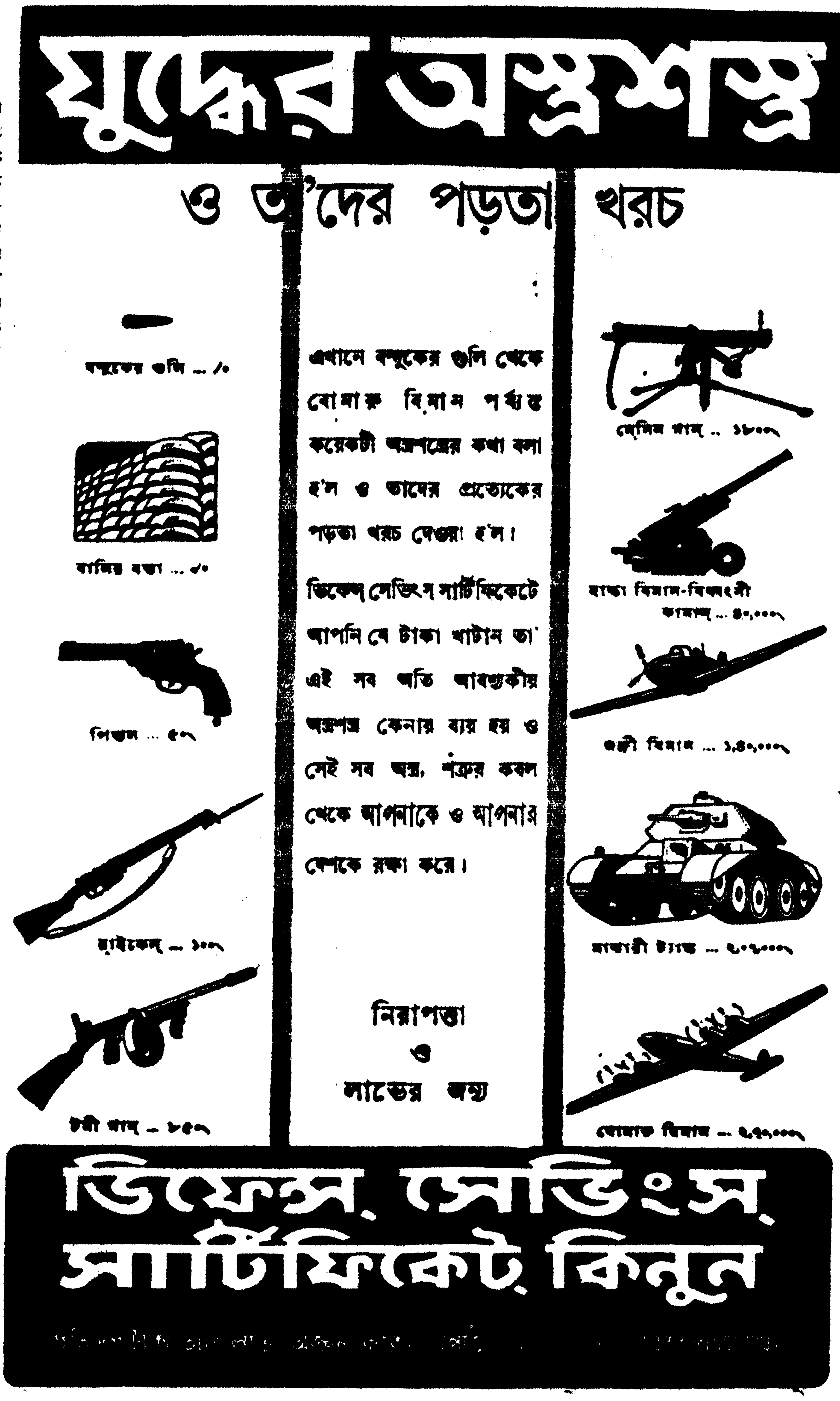

[১ম কলমের শেষাংশ]

যায়; পক্ষান্তরে ১০৯ জন মুসলমানের মধ্যে শতকরা মাত্র ৭ জন নন্‌-ম্যাট্রিক।

সেক্রেটারীয়েট সংলগ্ন বিভিন্ন বিভাগীয় কর্ম্মকর্তাদের অধীনে যেসব কর্ম্মচারী রহিয়াছে, এক্ষণে আমি তাহাদের বিষয় আলোচনা করিব। এই সব বিভাগের স্থায়ী কর্ম্মচারীর সংখ্যা ১,২১৩ জন; তন্মধ্যে অমুসলমান ৮৫৪ জন এবং মুসলমান ৩৫৯ জন। অমুসলমানের মধ্যে শতকরা মাত্র ২২ জন গ্র্যাজুয়েট; কিন্তু মুসলমান ৩৫৯ জনের মধ্যে শতকরা ২৭ জন গ্র্যাজুয়েট। নিম্নতর যোগ্যতার দিক দিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যায় শতকরা ৩০ জন অমুসলমান নন্‌-ম্যাট্রিক; পক্ষান্তরে মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ২৬ জন নন্‌-ম্যাট্রিক। উপরোক্ত সমস্ত বিভাগে ১৯০ জন অস্থায়ী কর্ম্মচারীর মধ্যে ১৩০ জন অমুসলমান এবং মাত্র ৬০ জন মুসলমান; অমুসলমান অস্থায়ী কর্ম্মচারীদের মধ্যে শতকরা মাত্র ২২ জন গ্র্যাজুয়েট; কিন্তু মুসলমান গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা তাহাদের সর্ব্বোচ্চ শতকরা ৩১ জন। নিম্নতর যোগ্যতার দিক দিয়া বিবেচনা করিলে অমুসলমান অস্থায়ী কর্ম্মচারীদের মধ্যে শতকরা ৩৩ জন নন্‌-ম্যাট্রিক; কিন্তু মুসলমান নন্‌-ম্যাট্রিকের সংখ্যা শতকরা ২০ জন মাত্র।

কর্ম্মচারীদের উচ্চতম ও নিম্নতম যোগ্যতা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত অনেক কথাই বলা হইয়াছে। এ সম্পর্কে কতিপয় শতকরা অনুপাতের প্রতি আমি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। অমুসলমান কর্ম্মচারীদের মধ্যে শতকরা ৩৩ জন উচ্চতম যোগ্যতার অধিকারী; কিন্তু শতকরা ৪০ জন মুসলমান কর্ম্মচারী এরূপ উচ্চতম যোগ্যতাসম্পন্ন। নিম্নতম যোগ্যতার দিক দিয়া বলা চলে—অমুসলমানদের মধ্যে শতকরা ২৪ জন নিম্নতম বা তাহা হইতেও কম যোগ্যতার অধিকারী; কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে শতকরা মাত্র ১৬ জন নিম্নতম যোগ্যতার অধিকারী। এই সব সংখ্যা বিশ্লেষণ করিলে অতি সহজেই বুঝা যায় যে, মুসলমান কর্ম্মচারীদের প্রতি অযোগ্যতার যে অপবাদ দেওয়া হয়, তাহা একান্তই ভিত্তিহীন।

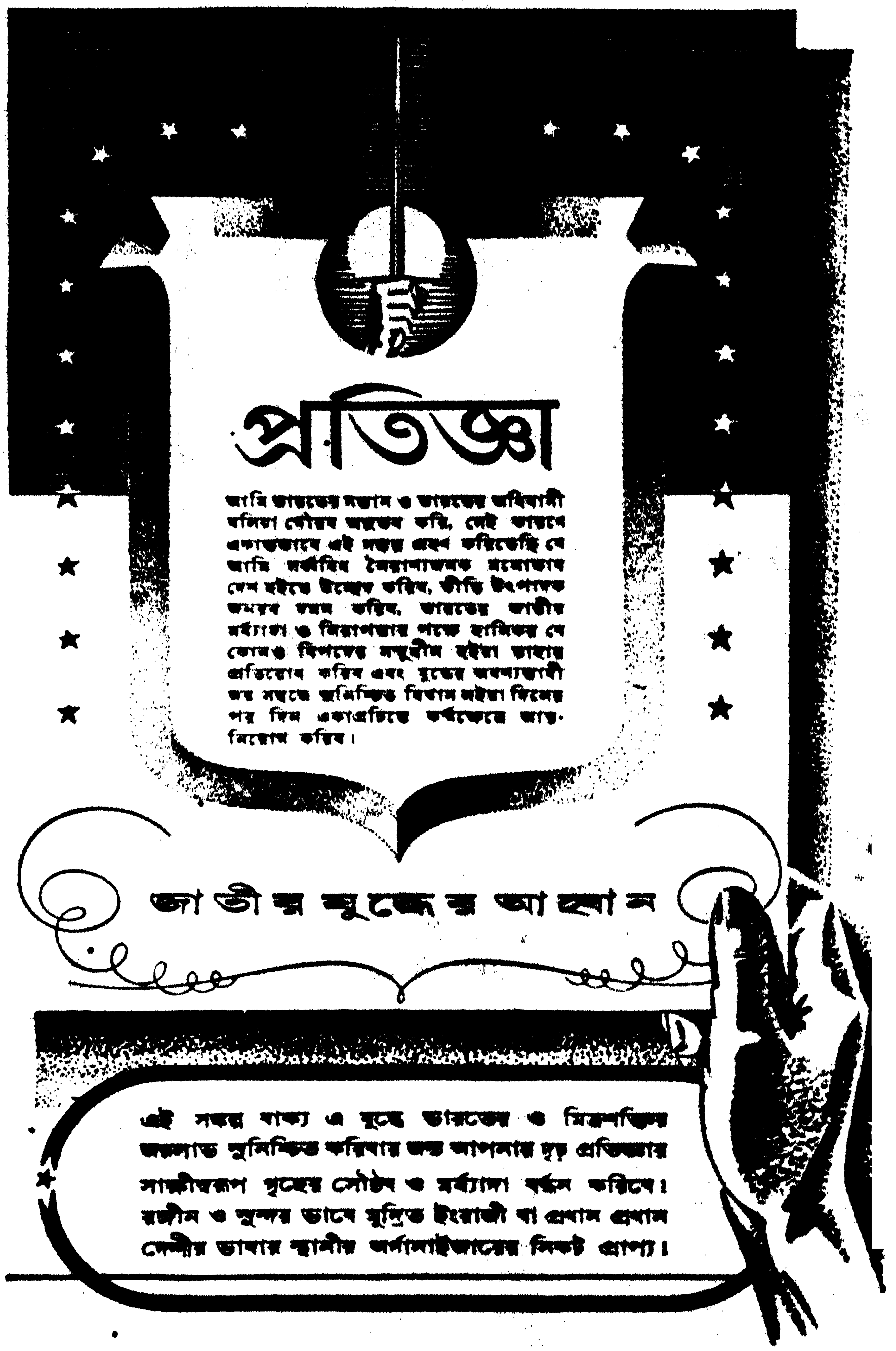

ঢাকা জেলের হাঙ্গামা

ঘটনার সঠিক বিবরণী

বিগত ৩১শে আগষ্ট তারিখে ঢাকা জেলে অপরাধপ্রবণ বন্ধন-দুর্দ্ধর্ষ শ্রেণীর আটক কয়েদীগণ যে বিদ্রোহ করিয়াছিল, তৎসম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে আরও সংবাদ অবগত হইয়াছেন।

গোলমালের সূচনায় সামরিক বাহিনী এই হাঙ্গামা দমন করিতে সাহায্য করিয়াছিল। তাহারা শুধু পাঁচবার একটি রাইফেল বন্দুক হইতে গুলী ছুড়িয়াছিল এবং কারা-প্রহরীগণ ঐ সময়ে আনায়াসেই তাহাদের ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

মোট ৩২ বত্রিশ জন কয়েদী (২১ জন সহ) নিহত হইয়াছে অথবা জখম হইয়া পরে মারা গিয়াছে বলিয়া সঠিকভাবে জানা গিয়াছে। উপযুক্তভাবে সনাক্ত করার পর ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে বারজন মুসলমান (তিন জন সহ), হিন্দু ১৮ আঠার জন ও বৃটিশ ২ জন।

পরলোকে বিচারপতি প্যাংক্রিজ

বিখ্যাত জজের পরলোকগমন

মাননীয় বিচারপতি মিঃ প্যাংক্রিজ হঠাৎ গত ২৩শে আগষ্ট মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম প্রবীণ বিচারপতি স্যার হিউ রাহের প্যাংক্রিজ গত ১৯২৯ সালে হাই কোর্টের বিচারপতিপদে যোগদান করেন। তিনি উইনচেষ্টার কলেজ এবং অক্সফোর্ডে শিক্ষা লাভ এবং গত ১৯০৯ সালে ইনার টেম্পল হইতে ব্যারিষ্টারী পাশ করেন। ১৯১০ সালে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার-রূপে যোগদান করেন। অতঃপর গত ১৯২৬ সালে তিনি ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল নিযুক্ত হন এবং ১৯২৯ সালে বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি "নাইট" উপাধিতে ভূষিত হন।

স্যার হিউ গত মহাসমরে ফ্রান্স ও প্যালেষ্টাইন রণক্ষেত্রে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন এবং সামরিক দপ্তরের কাগজ-পত্রে তাঁহার নাম সম্মানে উল্লিখিত হইয়াছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল ৫৭ বৎসর।

ভূমধ্যসাগরে বৃটিশ নৌ-বহরের শৌর্য্য

নৌ-বহরের প্রশংসা-বাণী

বৃটিশ নৌ-বহর মাল্টার অধিনায়ক অ্যাডমিরাল ই. এল. সিফ্রেট এবং অ্যাডমিরাল স্যার হারউড নায়কের নিকট নিম্নলিখিত বাণী প্রেরণ করিয়াছেন—

"রাজকীয় নৌ-বহর এবং বাণিজ্য-বহর যেরূপ শৌর্য্য ও দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত সাফল্যজনকভাবে মাল্টায় সরবরাহকারী জাহাজ লইয়া গিয়াছে, তজ্জন্য মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেণ্ট উভয় দুই নৌ-বহরের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন।"

গত জুলাই মাসে বাঙলার বিভিন্ন জেলায় মোট ১,৫৭,৫৭০ টাকার ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট ও ৯,৩৫৭।০ টাকার ডিফেন্স সেভিংস ষ্ট্যাম্প বিক্রয় হইয়াছিল।

বাঙলাদেশের বেকার যুবকদের কাজে নিযুক্ত করিবার জন্য বাঙলা সরকারের এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নিয়মিতভাবে নামের তালিকা রক্ষা করিয়া থাকেন এবং যোগ্যতানুসারে তাহাদিগকে চাকুরী পাইতে সাহায্য করেন।

মাদাগাস্কার দ্বীপ ও তাহার সামরিক গুরুত্ব

[আফ্রিকা মহাদেশের অদূরে [illegible] মহাসাগরের বুকে [illegible] মাদাগাস্কার [illegible] সামরিক [illegible] দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া সামরিকভাবে অধিকার করিয়া [illegible], [illegible] এই [illegible] প্রকাশ করিলাম]

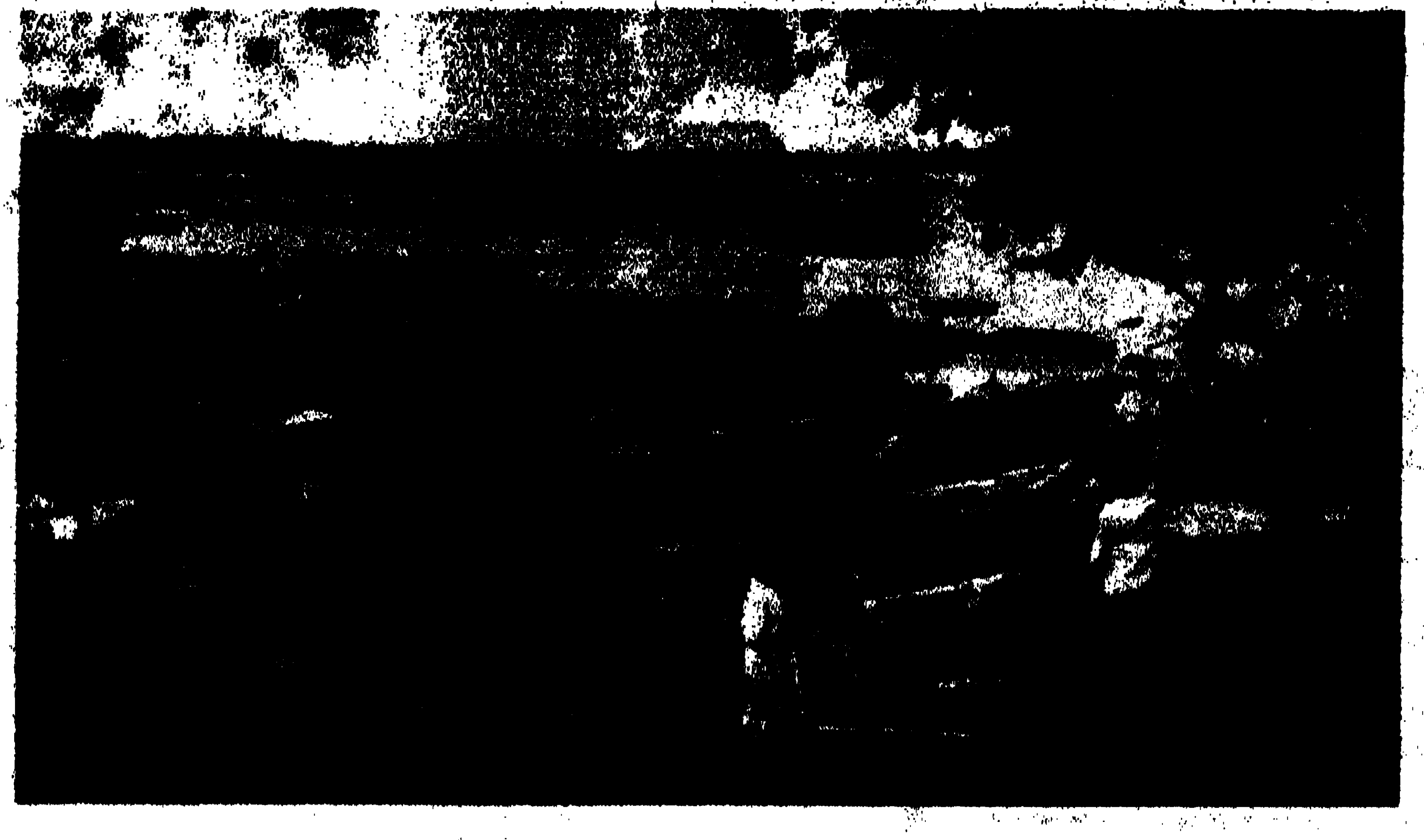

মাদাগাস্কার দ্বীপের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর ও নৌ-ঘাঁটি "দিগো-স্বয়ারেজের" পোতাশ্রয় ও [illegible]।

মাদাগাস্কার দ্বীপের রাজধানী "আন্টানানারিভো" নগরীর একাংশের দৃশ্য। এই নগরীর লোকসংখ্যা ১২৬,০০০ এবং দ্বীপের সামরিক ও বিমান-কেন্দ্র এখানেই অবস্থিত।

মাদাগাস্কার দ্বীপের পূর্ব উপকূলের প্রধান বন্দর "[illegible]"।

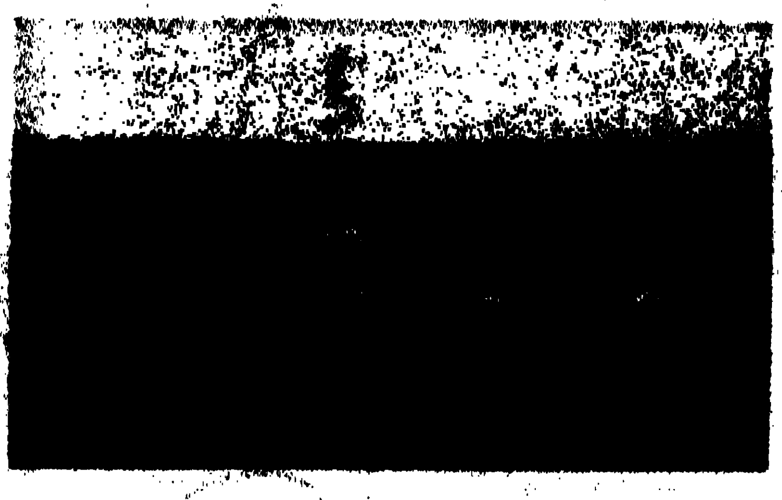

"দিগো-স্বয়ারেজ" বন্দরের নৌ-ঘাঁটি। এখানেই [illegible] এই যে [illegible] বৃটিশ বাহিনী সর্বপ্রথমে [illegible] করিয়াছিল।

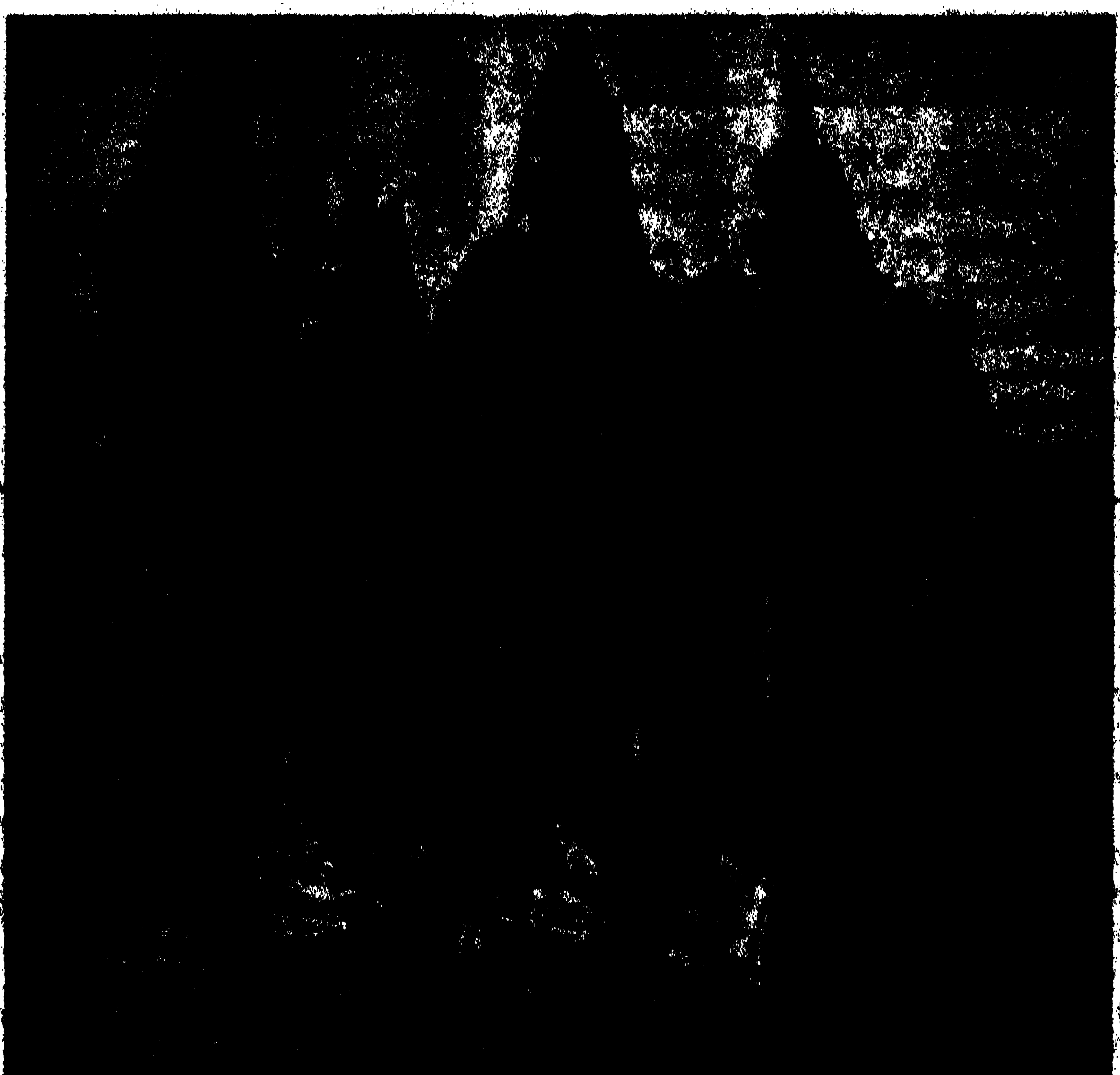

[illegible] "[illegible]" [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] "[illegible]" [illegible] [illegible] [illegible]।

[illegible]-সমস্যার সমাধান

[illegible] মহকুমার সালিশী বোর্ডের [illegible]

[illegible] মহকুমার ঋণ-সালিশী বোর্ডের [illegible] যে সমস্ত [illegible] বিশেষ [illegible] হইয়াছে, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল :—

[illegible] ঋণ-সালিশী বোর্ড

বো: [illegible] ৩৩, সন ১৩৪১ সাল

[illegible] এই [illegible] [illegible] [illegible] ৫২৯, টাকার [illegible] দাবী উপস্থিত করা হয়। [illegible] ও [illegible] অন্যান্য কাগজপত্র যথারীতি [illegible] করার পর বোর্ড আইনের ১৮ (২) ধারার [illegible] দাবীর পরিমাণ ৫১৯, টাকা [illegible] করেন। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible] বিবেচনা [illegible] [illegible] যে [illegible] [illegible] যে টাকা [illegible] ২০ [illegible] [illegible] পারে না। এই [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] এবং উক্ত [illegible] ৩১০, [illegible] [illegible] ২০ কিস্তিতে এই টাকা [illegible]।

[illegible] ১৩৪০ [illegible]

এই [illegible] ৫১৮০ [illegible] [illegible] [illegible] ৩১৯, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ২০ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Printed and published by George William Davis at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: [illegible]

Regd. No. C. 2532

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ৪৩শ সংখ্যা] কলিকাতা, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ [এক আনা

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে দেশবাসীর কর্ত্তব্য

ব্যবস্থা-পরিষদ ও কাউন্সিলের যুক্ত-অধিবেশনে মহামান্য গভর্ণর-বাহাদুরের বক্তৃতা

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর সোমবার অপরাহ্নে বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর পরিষদ ভবনে আইন-সভার উভয় পরিষদের এক যুক্ত-অধিবেশনে বক্তৃতা করেন।

অর্থ-সচিব ছাড়া অপর সকল মন্ত্রীই এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীদের বেঞ্চে স্বীয় আসনে উপবিষ্ট ছিলেন।

ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেন্ট মাননীয় মিঃ সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ও ডেপুটি স্পীকার মিঃ জালালুদ্দীন হাসেমী গভর্ণরকে পরিষদ-কক্ষে লইয়া আসেন। গভর্ণর বাহাদুর প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা বক্তৃতা করার পর সভা-কক্ষ পরিত্যাগ করেন।

বাঙলার এডভোকেট জেনারেল স্যার এ. কে. রায় এবং মার্কিণ ও চীনা কন্সাল এই দিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

গভর্ণরের বক্তৃতা

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর তাঁহার বক্তৃতায় বলেন:—

"প্রদেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতি এবং ইহার নিরাপত্তা ও রক্ষণের জন্য যে-সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে, মাননীয় সদস্যগণ, যাহাতে তৎসমুদয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন—তজ্জন্য আইনসভার এই স্বল্পকাল-স্থায়ী অধিবেশন আহূত হইয়াছে।

"গত এপ্রিল মাসে যখন আমি পরিষদ সদস্যগণের সমক্ষে বক্তৃতা করিয়াছিলাম, তখন জাপানীরা তাহাদের বর্ম্মা জয় সমাপ্ত করিতেছিল। তখন বাঙলার উপর জাপ আক্রমণ আসন্ন বলিয়া মনে হইয়াছিল। ইহার পর ৫ মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম ও আসামের কয়েকটি স্থানে বিমান-আক্রমণ ছাড়া জাপ-আক্রমণের ভীতি কার্য্যে পরিণত হয় নাই। আমাদের নিজদিগকে ধন্য মনে করা উচিত যে, বেসামরিক জনগণকে রক্ষার ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য আমরা সময় পাইয়াছি। কিন্তু আক্রমণ পিছাইয়া গিয়াছে বলিয়া ইহার ভীতি মোটেই নাই—এরূপ মনে করা একান্ত অবুদ্ধিমানের কাজ হইবে। তৎপরিবর্ত্তে আমাদের সকলে উপলব্ধি করা উচিত যে, বর্ষা ঋতুর পরে ও শীত ঋতুর আগমনে এই আক্রমণের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইতে পারে।

"আমি বিশ্বাস করি, আলোচ্য বিতর্কের ফলে মাননীয় সদস্যগণ পুনরায় সঠিক অবস্থা জানিতে পারিবেন এবং স্ব স্ব অভিজ্ঞতানুযায়ী তাঁহারা সরকারী নীতির পর্য্যাপ্ততা সম্পর্কে এবং প্রদেশের জনগণের নিরাপত্তার জন্য আর কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন [illegible] হইতে পারে, তৎসম্পর্কেও কার্য্যকরী উপদেশ দান করিবেন।

"[illegible] জনগণকে রক্ষার ভার কিছুটা সৈন্যদের, সেনাদল ও বিমানবাহিনীর উপর অর্পিত; আর কিছুটা বেসামরিক শাসন-কর্ত্তৃপক্ষের উপরই ন্যস্ত। আমাদিগকে রক্ষা করার জন্য ভারতের বিভিন্ন অংশের এবং মিত্রজাতি-সমূহের বহু যোদ্ধা এখানে আছে। তাহাদিগকে আমাদের অভ্যর্থনা করা উচিত। আমি জানিতে পারিয়াছি যে, বেসামরিক জনগণ ও বিভিন্ন শ্রেণীর সৈন্যদের মধ্যে সর্ব্বত্র বন্ধুত্বের ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে।"

গভর্ণমেণ্টের নীতির কয়েকটি সাধারণ দিক সম্পর্কে আলোচনা করিয়া অতঃপর গভর্ণর বাহাদুর বলেন:—

"শত্রুর অভিযানের পক্ষে সহায়ক হইতে পারে এমন যানবাহন ও সরবরাহ ব্যবস্থা যাহাতে শত্রুর হাতে না পড়ে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা আমাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। এই অপ্রতিরোধ্য কারণেই গভর্ণর উপকূলবর্ত্তী এলাকায় নৌকা চলাচল নিয়ন্ত্রণ, কোন কোন অঞ্চল হইতে অধিবাসী অপসারণ এবং শত্রুর আক্রমণের উপযোগী অঞ্চল হইতে অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য অন্যত্র অপসারণ করা দরকার বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। প্রদেশের অন্যান্য অংশে এই অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের প্রয়োজন আছে।

(মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর)

"সরকার কর্ত্তৃক নৌকা-নিয়ন্ত্রণ ও অধিবাসী অপসারণের নীতির ফলে জনসাধারণকে অসুবিধা ও কষ্ট ভোগ করিতে হয়। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ক্রমাগতভাবে যুদ্ধের ফলে ব্যাপকভাবেই দুঃখকষ্ট ভোগ করা অপরিহার্য্য। আমি আশা করি যে, মাননীয় সদস্যগণ তাঁহাদের নিজ নিজ নির্ব্বাচন কেন্দ্রে ইহা বুঝাইয়া দিবেন যে, যুদ্ধের ফলে সাময়িক অসুবিধা ভোগ অপরিহার্য্য হইলেও এপর্য্যন্ত আমাদের এই প্রদেশের কতক সংবাদ অধিবাসীর যে সামান্য অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা এসিয়ার শত্রু কর্ত্তৃক অধিকৃত দেশগুলির অধিবাসী জনগণের উপর যেরূপ দারুণ বিপৎপাত হইয়াছে, তাঁহার তুলনায় কিছুই নহে। জাপানীরা বাঙলা দেশ আক্রমণ করিলে আমাদিগকে যেরূপ দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে হইবে, বর্ত্তমানের অসুবিধা তাহার সহিত তুলিত হইতে পারে না।

"বাধ্যতামূলকভাবে ভূমি দখল ও তাহার ফলে ঐ সকল ভূমি হইতে মালিকগণের অধিকারচ্যুতি সম্পর্কে এইরূপ গুজব রটিয়াছে যে, কোনপ্রকার নোটিশ না দিয়াই সেনাদল কর্ত্তৃপক্ষ ঐ সকল জমি দখল করিয়াছেন, যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নাই এবং তাহার ফলে জনসাধারণের অত্যন্ত কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে। আমি অবগত হইয়াছি যে, এই সকল গুজব সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। জমির অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল এই প্রদেশের বেসামরিক কর্ম্মচারিগণই অধিকাংশক্ষেত্রে সামরিক প্রয়োজনে গৃহীত জমি প্রভৃতি দখল সম্বন্ধে সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা যথাসম্ভব শীঘ্র পুরাপুরি ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থাও করিয়া থাকেন। আমি ইহাও জানিতে পারিয়াছি যে, ক্ষতিপূরণের হারও যথাযোগ্যরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই সকল ব্যবস্থায় কিছু অসুবিধা হইবেই; কিন্তু এ সম্পর্কে যে সকল কাহিনী রটানো হইতেছে, তাহার কোনও ভিত্তি নাই। প্রত্যেক প্রকারের ক্ষতিপূরণ প্রদান, বিশেষতঃ নৌকার ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্পর্কেও এইরূপ মিথ্যা গুজব রটিয়াছে।

"যে সকল ব্যক্তির জীবিকার্জনের উপায় নষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগকে তজ্জন্য ক্ষতিপূরণ দান এবং নূতন পেশা না খুঁজিয়া লওয়া পর্য্যন্ত সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিতে গভর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন।

"অতঃপর আমি গভর্ণমেণ্টের বেসামরিক দেশরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে উল্লেখ করিব। [illegible] শহরেই ব্যাপক এ-আর-পি ব্যবস্থা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত। কর্পোরেশন ও ডিপোর্ট সেন্টার, ডিপো, [illegible] আহত ব্যক্তিদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসক বাহিনী ও উদ্ধারকারী দল, অগ্নি-নির্ব্বাপক দল এবং স্বেচ্ছাসেবক লইয়া এ-আর-পি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রকারের প্রতিষ্ঠান ও দল গঠনের কার্য্য বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই সকল প্রতিষ্ঠানের বেতনভুক ও অবৈতনিক কর্ম্মিগণের পশ্চাতে জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা থাকা চাই। কারণ, তাহারা জনসাধারণেরই সেবা করিতেছে। আপনাদের নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর প্রতি এই বিষয়ে জনগণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি-স্বরূপ আপনাদের সুস্পষ্ট কর্ত্তব্য রহিয়াছে।"

মহামান্য গভর্ণর প্রসঙ্গক্রমে বলেন যে, এখন যেরূপ নিয়ন্ত্রণ সতর্কতা-মূলক করা হয়, তাহার কোনটিই অপ্রয়োজনীয় নহে। সতর্কতা-মূলক পথ নির্দ্দেশ না হইলেও তাহা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা উচিত নহে।

অতঃপর গভর্ণর মহোদয় বলেন—"বর্ত্তমান সময়ে শ্রমিক ও দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে সুবিধাজনক মূল্যে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরী। সংগৃহীত বেসামরিক সরবরাহের উপর নির্ভরশীল এবং সরকারী সরবরাহ-বিভাগের শ্রেণীর ভাল শ্রমিকগণের উপর নির্ভর করে। বাঙলাদেশ যে বিপুল পরিমাণ দ্রব্যাদি সরবরাহ করিতেছে, তাহাতে আমরা গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। তজ্জন্য শ্রমিকগণ যাহাতে প্রয়োজনানুরূপ খাদ্যদ্রব্য পাইতে পারে, তৎপ্রতি গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। যেসকল মালিক শ্রমিকগণকে নির্দ্দিষ্ট মূল্যে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

"যেসকল দুঃখজনক হাঙ্গামার ফলে বাঙলা দেশ ও ভারতের অন্যান্য অংশের শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে, আমি তাহার উল্লেখ করিব। এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে, এই প্রদেশের অধিকাংশ অধিবাসী শান্তি, নিজের স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং জীবনের মৌলিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্ভোগে উপভোগ

[১০ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেস-নোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

২১শে সেপ্টেম্বর—১৯৪২

আটক বন্দীদের সুখ-সুবিধা

আটক বন্দীদের সম্পর্কে প্রযোজ্য প্রচলিত নিয়ম-কানুনের পরিবর্ত্তন করা হইবে বলিয়া বাঙলার মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদের গত বাজেট অধিবেশনের সময় যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে এই পরিবর্ত্তন সাধন করা হইয়াছে। তাঁহাদের সম্পর্কে নিম্নলিখিত নূতন ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হইয়াছে:—

(১) পূর্ব্বে বন্দীদের খাদ্যের জন্য যেখানে মাথাপিছু ॥৵১০ দেওয়া হইত, বর্ত্তমানে তাহা বাড়াইয়া ৸৹ আনা করা হইয়াছে। ১লা আগষ্ট (১৯৪২) হইতে ইহা কার্য্যকরী হইয়াছে।

(২) বন্দীদিগকে পূর্ব্বে যে কাপড় চোপড় দেওয়া হইত, বর্ত্তমানে সেখানে তাঁহাদিগকে আরও ১ খানি ধুতি, ১টি গেঞ্জি, ১ জোড়া পশমী মোজা এবং ১ জোড়া স্যাণ্ডাল দেওয়া হইবে।

(৩) আটক বন্দীরা পূর্ব্বে যেখানে নিজেদের কাছে মাসে ব্যক্তিগত অর্থের ১০৲ টাকা রাখিতে পারিতেন, বর্ত্তমানে তাঁহারা ২০৲ টাকা করিয়া রাখিতে পারিবেন। বন্দীরা ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের এই টাকা কোনও বিশেষ একটি জেলের অপর যে-কোন আটক-বন্দীর খাদ্যের জন্য দিতে পারিবেন।

(৪) আটক বন্দীদের সংসারে ভাতা প্রদানের ব্যাপারেও উদার নীতি অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। যাহাদের ভাতা দিবার প্রয়োজন বা যাহাদের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হইয়াছে শুধু যে তাহাদেরই এই ভাতা দেওয়া হইবে, তাহা নয়; বরং যদি বোঝা যায় যে, বন্দী হইবার ফলে আটক বন্দীর সংসারের আয় হ্রাস পাইয়াছে, অথবা পরিবারবর্গকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, তাহা হইলেও পারিবারিক ভাতা দেওয়া হইবে।

(৫) বিভিন্ন জেলে অবস্থিত বন্দীরা নিজেদের মধ্যে পত্র বিনিময় করিতে পারিবেন। তবে এই সকল পত্র সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত ব্যাপার লইয়া লিখিতে হইবে এবং তাহা যথারীতি সেন্সার করা হইবে।

(৬) পূর্ব্বে বন্দীরা যেখানে সপ্তাহে ২ খানা পত্র লিখিতে এবং ৪ খানা পত্র পাইতে পারিতেন, বর্ত্তমানে সেখানে তাহারা ৪ খানা পত্র লিখিতে এবং ৮ খানা পত্র পাইতে পারিবেন।

(৭) চিঠিপত্র এবং সংবাদপত্রাদি সংক্রান্ত সেন্সারের কড়াকড়ি হ্রাস করা হইবে।

(৮) বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে লেখা কম্যুনিজম সংক্রান্ত পুস্তকাদি বন্দীরা পড়িতে পাইবেন।

(৯) কোন নিকট-আত্মীয়ের গুরুতর অস্ত্র-চিকিৎসার প্রয়োজন বা বিশেষ পীড়া হইলে মানবতার দিক হইতে বিবেচনা করিয়া আটকবন্দীদিগকে প্রয়োজনমত সর্ত্তাদি দ্বারা সাময়িকভাবে জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে। তবে এ সম্পর্কে জনস্বার্থের নিরাপত্তার দিক সর্ব্বপ্রথমে বিবেচনা করা হইবে।

(১০) সাধারণের অবগতির জন্য "কলিকাতা গেজেটে" আটকবন্দী সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রকাশ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

(১১) ভাতা দেওয়া সম্পর্কে দুইটী বিষয়ের শেষ সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করা হইবে। ইহার পর পূর্ব্ববর্ণিতরূপে নিয়ম-কানুনগুলি সম্পূর্ণ রূপে প্রকাশ করা হইবে।

(১২) সরকার মনে করেন যে, আটকবন্দীদের সম্পর্কিত নিয়মাবলীর এই পরিবর্ত্তন দ্বারা যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হইয়াছে এবং জনসাধারণ ইহাতে সন্তুষ্ট হইবেন ও তাঁহাদের অভিযোগ করিবার আর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিবে না।

যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় বঙ্গীয় পুলিশ

গভর্ণর বাহাদুরের ধন্যবাদ জ্ঞাপন

মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর মিঃ এ, ডি, গর্ডন সি-আই-ই, আই-পি, মহোদয়ের নিকট বিগত ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিয়াছেন:—

"বাঙলা দেশের পুলিশ বিভাগের শাসন সম্পর্কীত কর্ম্মচারিগণ ও কেরাণীবর্গ আরেও একখানি সাঁজোয়া গাড়ী ক্রয় করিবার জন্য পুনরায় ১০,০০০৲ টাকা সাহায্য প্রদান করিয়া যে প্রশংসনীয় মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা যাইতেছে। বর্ত্তমানে বাঙলার পুলিশ বিভাগ মোট ১৩ খানি সাঁজোয়া-গাড়ী দেওয়ার জন্য প্রশংসা পাইতে পারেন। বাঙলার যুদ্ধ-প্রচেষ্টার দেশরক্ষার ব্যাপারে এই সমুদয় গাড়ী বস্তুতঃই অনেক সাহায্য করিবে। বাঙলার পুলিশ বিভাগ যে আদর্শ স্থাপন করিল, তাহাতে অন্যান্য সাহায্যদাতাগণকেও প্রেরণা যোগাইবে। এই উপহার দানে যাঁহারা সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আপনি আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব।"

"ব্লাড্-ব্যাঙ্কের" রক্ত-সংগ্রাহক দল

জলপাইগুড়িতে সাফল্যমণ্ডিত সফর

মিসেস ভাভিজ্ঞন্ ও ডাঃ ডিনের তত্ত্বাবধানে ব্লাড্-ব্যাঙ্কের জন্য রক্ত-সংগ্রহকদল সম্প্রতি জলপাইগুড়ি গিয়াছিলেন। এই দল জেনারেল হাসপাতাল, পুলিশ হাসপাতাল ও জেল হাসপাতালে রক্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তিনটি কেন্দ্রেই যথেষ্ট পরিমাণ সাড়া পাওয়া গিয়াছিল এবং দুই শতের অধিক লোক স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া রক্ত দান করিতে আসিয়াছিলেন; তন্মধ্যে ১৭০ জন প্রকৃতই রক্তদান করিয়াছেন। যাঁহারা রক্তদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: বাঙলা গভর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মিঃ পি, ডি, রায়কত এম, এল, এ, জেলা মুস্লিম এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী ও স্থানীয় উকিল মিঃ তজম্মল হোসেন, জলপাইগুড়ির খ্যাতনামা ব্যবসায়ী মিঃ বি, সি ঘোষ। ডেপুটি কমিশনারের অফিসের কর্ম্মচারিগণ অতি প্রশংসনীয় কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে রক্ত দান করার জন্য উপস্থিত করিয়াছিলেন, রক্ত-সংগ্রহকারী দলের কাজ করিবার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এবং রক্ত-দাতাগণের জলযোগেরও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যাঁহারা রক্ত দান করিয়াছিলেন, তাঁহারা সুব্যবস্থার জন্য আনন্দ প্রকাশ করেন এবং রক্ত দেওয়ার ফলে কোন অসুবিধা ঘটিয়াছে বলিয়া কেহ অভিমত প্রকাশ করেন নাই।

[শেষ কলমের শেষ]

জননেতার নিকট আবেদন জানাইতেছি যে, তাঁহারা প্রত্যেকে আপন আপন গণ্ডীর মধ্যে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রয়োগ করিয়া আমাদের দেশের যেসব লোক আইন-অমান্য করিতেছে, তাহাদিগকে ঐ প্রকার কাজ হইতে বিরত করার জন্য চেষ্টা পাউন। কারণ, ঐরূপ কাজ দ্বারা শুধু কর্ত্তৃপক্ষেরই অসুবিধা হইবে না, বরং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অগ্রগতিও বাধাপ্রাপ্ত হইবে।

একবার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে বড়লাট বাহাদুরকে ভারতীয় শাসনতন্ত্র পরিবর্ত্তনে রাজী করান তেমন কষ্টকর হইবে না এবং শাসনতন্ত্রের ঐরূপ পরিবর্ত্তন দ্বারা সকল শ্রেণীর লোকেরই রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা হয়ত পূর্ণ হইবে।

বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি

ঢাকা বেতার-কেন্দ্র হইতে প্রধান-মন্ত্রীর বেতার বক্তৃতা

বিগত ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী মিঃ এ, কে, ফজলুল হক ঢাকা বেতার-কেন্দ্র হইতে বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তৃতা প্রদান করেন:—

বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী ভারতীয় নেতৃবৃন্দ মধ্যে মধ্যে এই মর্ম্মে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন যে, ভারতের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির সম্মিলিতভাবে একত্রিত হইয়া বর্ত্তমান সঙ্কটাবস্থা নিরসনের জন্য একটা বোঝা-পড়া করা দরকার। মহামান্য রাজপ্রতিনিধি ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছেও বহুবার এই মর্ম্মে আবেদন করা

(মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী)

হইয়াছে যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিকে তাহাদের মতানৈক্য দূর করার জন্য ও ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের সমস্যা সমাধানের জন্য একটি সাধারণ ক্ষেত্রে আনিয়া দাঁড় করানের জন্য তাঁহারা যেন অগ্রণী হন। পরিতাপের বিষয় এই যে, দেশে এই প্রকার অরাজকতাপূর্ণ অবস্থা যতদিন বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন রাজপ্রতিনিধি বা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে যে কিছুই করা সম্ভবপর নয়, দেশবাসীদিগকে এই সহজ কথাটা বুঝাইবার কোনও চেষ্টাই এ পর্য্যন্ত হয় নাই। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় অত্যন্ত ভয়াবহ উৎপাত করা হইয়াছে এবং ধন-প্রাণের এমন ভীষণ ক্ষতি করা হইয়াছে যে, দেশের আইনসঙ্গত কর্ত্তৃপক্ষকে নিষ্ক্রিয় করার মতলবে যাহারা গণ-আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদের অনাচার দমন করার জন্য গভর্ণমেণ্টকে বাধ্য হইয়া কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। এইপ্রকার বেআইনী কার্য্যকলাপ চলিতে থাকিলে কঠোর ও দৃঢ়হস্তে এই অরাজকতার মূলীভূত আন্দোলনকে দমন করা ছাড়া গভর্ণমেণ্টের আর কোন উপায় নাই। ইহা সুস্পষ্ট যে, এই প্রকার পরিস্থিতি স্থায়ী হইলে ভারতের শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য কোনও প্রকার আলাপ-আলোচনাই চলিতে পারে না। দেশে অরাজকতা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় কোনও প্রকার আপোষমূলক আলোচনাই চলা সম্ভবপর নয়। কারণ, কোন গভর্ণমেণ্টের পক্ষেই ভীতিপ্রদর্শন ও জোর-জবরদস্তিতে বাধ্য হইয়া মীমাংসার জন্য অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।

সুতরাং আমি আমার দেশবাসীদের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি যে, তাঁহারা যেন অরাজকতার দ্যোতক সর্ব্বপ্রকার কাজ হইতে বিরত থাকেন এবং পুনরায় শান্তির পথ অবলম্বন করেন। ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাশীল নেতৃবৃন্দের নিকটও আমার নিবেদন এই যে, বর্ত্তমানে দেশে যে আন্দোলন অবাধ ও অপ্রতিহত-ভাবে চলিয়াছে, তাহা বন্ধ করিবার জন্য যেন তাঁহারা তাঁহাদের প্রভাব প্রয়োগ করেন। আমি আমাদের সকল

[২য় কলমের নিম্নে দেখুন]

বর্ত্তমান সংগ্রামে বিজয় অবশ্যম্ভাবী

জেনারেল ওয়াভেলের বেতার-বক্তৃতা

ভারতের প্রধান-সেনাপতি জেনারেল স্যার আর্চিবল্ড ওয়াভেল গত ৩রা সেপ্টেম্বর রাত্রিতে দিল্লী হইতে বেতার-বক্তৃতা করিতে যাইয়া বলেন—"সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, গত মহাযুদ্ধের চতুর্থ বৎসরের তুলনায় আমরা অধিকতর আশার আলোক লইয়াই বর্ত্তমান যুদ্ধের চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিতেছি"।

স্যার ওয়েভেল বলেন—"তিন বৎসর হইল আমরা জার্ম্মাণীর আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলাম। জার্ম্মাণীর এই যুদ্ধাহ্বান কেবল আমাদের বিরুদ্ধে ছিল না; এই আহ্বান ছিল সারা ইউরোপ, সমগ্র পৃথিবী, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সত্য ও ন্যায়-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে। যুদ্ধ এড়াইবার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। আমাদের মর্য্যাদা ও নিরাপত্তা রক্ষার বিষয় বিবেচনা করিয়া আরও অধিক তোষণ নীতির অনুসরণ আমাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। 'তোষণ' শব্দের আভিধানিক অর্থ হইতেছে—সান্ত্বনা দান বা সন্তোষ বিধানের চেষ্টা করা। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমরা বুঝিতে পারিলাম—হিটলারের তুষ্টি সাধনের চেষ্টা ব্যাঘ্র বা কুম্ভীরের সন্তোষ সাধনের চেষ্টার মতই অসম্ভব ব্যাপার। কারণ, ইহাদের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার জন্য চাই অগণিত শব বা মৃতদেহ।

"যুদ্ধের জন্য যে আমরা আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না, এবং কর্ত্তব্যের দায়িত্ব কি ভয়াবহ, আর তাহা সাধনে আমাদিগকে যে কত প্রাণ, কত অর্থ বিসর্জ্জন দিতে হইবে—এই সমস্ত বিষয়ে আমরা মোটেই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী ছিলাম না। সুখ-সম্ভোগে জলাঞ্জলি দিয়া আমরা স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছি। ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমরা সম্পদ বিসর্জ্জন দিয়াছি; পৃথিবীতে আবার সভ্যতা ও সহৃদয়তার মর্য্যাদা ফিরাইয়া আনিবার জন্য আজ আমরা সর্ব্বস্ব বিপন্ন করিতে অগ্রসর হইয়াছি। যে আরাম-প্রিয়তার মোহ আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছিল, তাহার গ্লানিকর প্রভাব হইতে আমরা আমাদের আত্মাকে এইরূপে মুক্ত করিয়াছি। আমাদিগকে আজ সুস্পষ্টরূপে মনে রাখিতে হইবে যে, কোনরূপ লাভের প্রত্যাশা না করিয়া বা গৌরব অর্জ্জনের কণামাত্র ধারণার বশবর্ত্তী না হইয়া, পক্ষান্তরে সম্মুখে অবধারিত বিপদকেই বুকে করিয়া লইয়া জার্ম্মাণ প্রভুত্ব ও অত্যাচারে বাধা দানের জন্যই তিন বৎসর পূর্ব্বে কোনরূপে ইতস্ততঃ না করিয়াই আমরা আমাদের কর্ত্তব্য-পথ নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছিলাম।

"আমরা পূর্ব্বে যেরূপ ধারণা করিয়াছিলাম, তাহার তুলনায় আমাদের অনুসৃত পথ অধিকতর বন্ধুর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং বহু গুণে বৃহত্তর বিপদ আমাদিগকে বরণ করিয়া লইতে হইয়াছে। বর্ত্তমানে আমাদিগকে অবসাদ ও নৈরাশ্যের ভিতর দিয়াই অগ্রসর হইতে হইতেছে। বর্ত্তমানের তুলনায় বৃহত্তর ও অনেক বেশী মারাত্মক বিপদকে যে আমরা অতিক্রম করিয়াছি, অনেক সময় আমরা তাহাও যেন বিস্মৃত হইয়া যাইতে বসি।

"আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, আমি সম্প্রতি কায়রো ও মস্কো শহরে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে যোগদান করিয়া আসিয়াছি। আপনাদিগকে আমি এই বলিয়া নিশ্চিন্ত করিতে পারি যে, এই সমস্ত সম্মেলন কোনরূপ অবসাদ বা নৈরাশ্যের গ্লানি দ্বারা কলঙ্কিত হয় নাই; বিশ্বাস ও সাহসের দীপ্তিশিখাই ছিল এই দুই সম্মেলনের একমাত্র বৈশিষ্ট্য। মধ্যপ্রাচ্যের রণক্ষেত্রে মিত্রশক্তির সমস্ত দেশের বীর সৈনিকগণ সমবেত হইয়াছেন। রুশ দেশের ভাগ্য-বিপর্য্যয় সত্ত্বেও রুশদের সাহস ও যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা তিল মাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই; পরন্তু জার্ম্মাণদের আক্রমণের ক্ষমতা অনেকখানিই বাড়িয়াই গিয়াছে। মস্কোতে দুই জন প্রধান নেতা এই সম্মুখ সংগ্রামে সাধারণ কাজেও নিজেদের মধ্যে আন্তরিক যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছেন এবং জাতীয় মহাবিপত্তির শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবার জন্য পরস্পরকে নিজেদের দেশবাসীর অবিচল আকাঙ্ক্ষার কথা জ্ঞাপন করেন। ৩০ বৎসরের অধিক কাল যাবত আমি রুশ জাতিকে ও রুশ সৈন্যকে জানি। তাহাদের কষ্টসহিষ্ণুতা ও সাহস পূর্ব্ববৎই অটল রহিয়াছে। তাহারা কখনও ভয়ে রণে ভঙ্গ দিয়া পড়িবে না।

(স্যার আর্চিবল্ড ওয়াভেল)

গত মহাসমরের সহিত তুলনা

"বর্ত্তমান যুদ্ধের এই চতুর্থ বার্ষিকী দিবসে বিগত যুদ্ধের অনুরূপ সময়ের (অর্থাৎ ১৯১৭ সালের শরৎ কালের) কথা পর্য্যালোচনা করিলে আমরা কিছু তুষ্টি পাইতে পারি। সেই সময় বিপ্লবের ফলে আমাদের শক্তিশালী মিত্র রাশিয়া বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ফরাসী সৈন্যদলেরও এক বিরাট অংশ 'নিভেলে' সংগ্রামের শোচনীয় পরাজয়ে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল ও এই পরাজয়ের অবসাদ সবেমাত্র কাটাইয়া উঠিতেছিল; আর বৃটিশ সৈন্যদল তাহাদের মিত্রদলের অসুবিধা অপনোদনের জন্য 'পাস্‌চেণ্ডেলের' রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল। আমাদের তৎকালীন মিত্র ইটালীয়ানেরাও ইহার অব্যবহিত পরেই কেপোরেটোর শোচনীয় বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হয় ও সাহায্য প্রার্থনা করে। সে সময়ে শত্রু সাবমেরিনের কার্য্যকারিতাও ভীষণ বাড়িয়া উঠিয়াছিল, আর আমাদের জাহাজ-ডুবির পরিমাণ বর্ত্তমান অপেক্ষা অনেক বেশী দাঁড়াইয়াছিল। যুক্তরাষ্ট্র ইহার পূর্ব্ব এপ্রিলে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার সৈন্যদের প্রকৃতপক্ষে কার্য্যকর হইতে আরো কয়েক মাস লাগিয়া যায় এবং যুদ্ধ সরঞ্জাম তৈয়ারীর জন্য তাহাদের পরিকল্পনা আজ যে পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছে, গত যুদ্ধের শেষ ভাগেও তদনুরূপ পৌঁছিতে পারে নাই। সেই দিন ১৯১৮ সনের জন্য আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা সেনাদলের অভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল। কারণ, জার্ম্মাণ সৈন্যেরা রাশিয়ার রণক্ষেত্র হইতে অব্যাহতি পাইয়া বসন্তের প্রারম্ভে পশ্চিম রণাঙ্গনে ব্যাপক আক্রমণ চালাইবার জন্য তখন উদ্যোগ আয়োজন করিতেছিল।

"এতদ্‌সত্ত্বেও ১৯১৮ সাল যাইতে না যাইতেই আমাদের শত্রুরা চতুর্দ্দিক হইতে শান্তি ভিক্ষার আবেদন লইয়া হাজির হইয়াছিল।

"পক্ষান্তরে আজ আমাদের রাশিয়ান মিত্রদের শত্রুরা কিছু দূরেও সংগীরবে উড্ডীন রহিয়াছে; তাহারা এখনও প্রাণপণ যুদ্ধ করিতেছে, পশ্চাদপসরণ করিবার কোনও ইচ্ছাই তাহাদের পরিলক্ষিত হইতেছে না, তাহারা সফলতার সহিত তীব্র বেগে পাল্টা আক্রমণ করিতেছে; আজ জার্ম্মাণদিগকেই ইটালীয়ানদের সাহায্যে অগ্রসর হইতে হইতেছে; আর যুক্তরাষ্ট্র যে কেবল বিপুল পরিমাণ রণসম্ভার উৎপাদন করিতেছে এমন নয়, অধিকন্তু বিমান সৈন্যদলও রণক্ষেত্রের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিতেছে।

"সব সময়েই এমন কতকগুলি লোক দেখা যায়, যাহারা আমাদের ব্যর্থতা ও পরাজয়ের কথা এবং শত্রুদের শক্তি ও সফলতার কথা বাড়াইয়া বিবেচনা করিতে ভালবাসেন। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে আমাদের সাফল্য ও সামর্থ্য এবং শত্রুর নৈরাশ্যের কথা বিবেচনা করাই উত্তম। আমরা যেসব ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছি, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। জগতের চারিটি বৃহৎ জাতি বৃটিশ, আমেরিকা, রাশিয়া ও প্রাচীন সভ্যতাভিত্তি চীন আজ আমাদের পক্ষে রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত পোল্যাণ্ড, গ্রীস, চেকো-শ্লোভাকিয়া, বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের সৈনিক সাহায্য এবং সহানুভূতিও আমরা পাইতেছি।

[৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন]

হিটলারের মতলব মত কাজ করিতে গিয়া ইটালিয়ান ডিক্টেটর মুসোলিনীর কিরূপ কাহিল অবস্থা হইয়াছে, এই ব্যঙ্গ-চিত্রে তাহাই দেখান হইয়াছে।

কয়েকটি ঋণ-সালিসী বোর্ড

নূতন ক্ষমতাপ্রাপ্তির ঘোষণা

বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের ১৯ ধারার অন্তর্গত (১) উপধারার (গ) প্রকরণ অনুযায়ী ক্ষমতা পরিচালনার অধিকার নিম্নোক্ত ঋণ-সালিসী বোর্ডসমূহকে প্রদান করা হইয়াছে :—

ময়মনসিংহ জেলার সদর (দক্ষিণ) মহকুমার অধীনস্থ সোজাইর, গফরগাঁও, ভাবাটী, আমীরাবাড়ী, পৈঠাল, পুটিজানা, মেকরাজানী, রাজাই ও মঠবাড়ী বোর্ড।

ময়মনসিংহ সদর (উত্তর) মহকুমার সিধলা, সিংরাইল, ঈশ্বরগঞ্জ, উচাখিলা, দৌহাখোলা, খাকুয়া, আঠারবাড়ী ও মুসুলী-রাজপুতি বোর্ড।

ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার আমতলা, গোহালাকান্দা, মারচাটী, মোহনগঞ্জ ও তেলিগাতি বোর্ড।

ময়মনসিংহ জেলার জামালপুর মহকুমার গুণেরিতলা, হাজরাবাড়ী, শেরপুর, কালিকাপুর, উটাইল, শাহবাজপুর ও গণপদ্দি বোর্ড।

ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার বাসাইল বোর্ড।

ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার গুনধার, নিয়ামতপুর-সুতোরপাড়া, রাওতি, সিটামাইল, জয়সিদ্ধি, জাওয়ার ও আরাইতলা বোর্ড।

বীরভূম জেলার রামপুরহাট মহকুমার দর্শীগ্রাম, ভাজি-গ্রাম ও মারগ্রাম বোর্ড।

নিম্নোক্ত ঋণ-সালিসী বোর্ডসমূহকে বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের ১৯ ধারার অন্তর্গত (১) উপধারার (খ) প্রকরণ অনুযায়ী ক্ষমতা পরিচালনার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে :—

চট্টগ্রাম সদর (ক) মহকুমার সুন্দরপুর, কাঞ্চননগর ও দাগাঁও বোর্ড।

অরাজকতা সৃষ্টির পরিণাম

বাখরগঞ্জ জেলার দুইটি গ্রামে পাইকারী জরিমানা

পাইকারী জরিমানা অর্ডিনান্সের বিধানমতে বাখরগঞ্জ জেলার কদমকাটি ও রহমতপুর গ্রামের অধিবাসীগণের উপর পৃথক পৃথকভাবে ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকা করিয়া পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করা হইয়াছে। মুসলমান অধিবাসীদিগকে এবং পোষ্টাফিস ও টেলিগ্রাফ বিভাগের এবং ষ্টীমার কোম্পানীসমূহের কর্মচারিগণকে এই জরিমানার অংশ দিতে হইবে না।

কংগ্রেসের বর্ত্তমান কার্য্যতালিকামতে কংগ্রেস-কর্ম্মিগণ অরাজকতা সৃষ্টি করার জন্য লোককে উদ্বুদ্ধ করার দরুণই গভর্ণমেণ্ট এই জরিমানা ধার্য্য করিয়াছেন। কদম-কাটিতে পোষ্ট ও টেলিগ্রাফের যুক্ত-অফিস ও তাহার সমস্ত জিনিষাদি এবং ষ্টীমার কোম্পানীর সমস্ত রেকর্ড জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। রহমতপুরের পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস জনতা কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হইয়াছিল।

বীরভূম জেলার দুইটি ইউনিয়নে জরিমানা

পাইকারী জরিমানা অর্ডিনান্সের বিধানমতে বীরভূম জেলার বোলপুর ও সুবরাজপুর ইউনিয়নের অধিবাসিগণের উপর পৃথক পৃথকভাবে ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকা করিয়া পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করা হইয়াছে। কোন কোন শ্রেণীর সরকারী কর্মচারিগণকে এই জরিমানার দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে।

কংগ্রেসের বর্ত্তমান কার্য্যতালিকামতে কংগ্রেস-কর্ম্মিগণ অরাজকতা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল বলিয়াই গভর্ণমেণ্ট এই জরিমানা ধার্য্য করিয়াছেন। বোলপুরে অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্র প্রেরণ বন্ধ করার জন্য সশস্ত্র ও অশান্তিমূলক আয়োজন করা হইয়াছিল। সুবরাজপুরে মুনসেফী আদালত ও পোষ্টাফিস জনতা কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হইয়াছিল।

গভর্ণমেণ্ট এই মর্ম্মে আদেশ দিয়াছেন যে, এই নোটিশ প্রচারিত হওয়ার পর যে সমস্ত ছাত্র রাজনৈতিক কারণে স্কুল ও কলেজ হইতে অনুপস্থিত থাকিবে তাহাদের বৃত্তি ও ষ্টাইপেণ্ড বন্ধ করা হইবে। সমুদয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তাকে এই বিষয়ে জ্ঞাত করান হইয়াছে।

"প্রাচীর সমস্ত জাতিগুলিকে জাপান আপনার অধীনে থাকিবে ও শান্তি আনিবে মাধ্যমে পৃথিবী জয় করিবে"

"টাইম্‌স্ অফ্ জাপান" পত্রিকার জাতো বাণীযুক্ত উক্তি।

" 'এশিয়া এশিয়াবাসীর জন্য' জাপানের এই বচনের প্রকৃত তাৎপর্য্য 'এশিয়া জাপানীদের জন্য'—তাহার কমও নয় বেশীও নয়"

কলিকাতার চীনা কন্সাল-জেনারেল, ডাঃ সি, জে, পাও'এর উক্তি।

আমরা সকলেই যেন অতি অবশ্য

আমাদের সকল বিভেদের অবসান করি

এবং একযোগে কাজ করিয়া

অপদের বাহির ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য

জাতীয় সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করি

বীরভূম জেলা যুদ্ধ-কমিটি বিগত আগষ্ট মাসে যুদ্ধ-তহবিলে যে সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, তাহার কতকাংশ দ্বারা যুদ্ধরত সৈনদের ব্যবহারের জন্য একখানি মোটর এম্বুল্যান্স ক্রয় করা হইয়াছে এবং ঐ গাড়ীর নাম দেওয়া হইয়াছে "বীরভূম"। ইহার পূর্ব্বেও এই কমিটির প্রদত্ত টাকায় বীরভূম নং ১ ও বীরভূম নং ২ নামক দুইখানি বায়ু সমরযান ক্রয় করা হইয়াছে। বীরভূমের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, এইচ কোরাইশী, আই-সি-এস, মহোদয়ের সভাপতিত্বে সম্প্রতি কমিটির যে সভা হইয়াছে, তাহাতে কমিটি এই জেলার নামকরণে কয়েকখানি গাড়ী ক্রয় করার ব্যবস্থার আনন্দ প্রকাশ করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে।

বিগত ৫ই সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সময়ে কলিকাতায় ৫২টি দুগ্ধবতী গাভী আমদানী করা হইয়াছে; তন্মধ্যে ৫০টি পাঞ্জাব হইতে ও অবশিষ্ট অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে। ঐ সময়ে ৩১টি মহিষ পাঞ্জাব হইতে ও ১৯টি মহিষ অন্যান্য প্রদেশ হইতে আনা হইয়াছে।

দুগ্ধবতী গাভী ও মহিষের মূল্য ঐ সময়ে যথাক্রমে ১১০৲ টাকা হইতে ১৪৫৲ টাকা ও ১৮০৲ টাকা হইতে ২২৫৲ টাকা ছিল। এই সব গাভী ।৬ ছয় সের হইতে ।৮ আট সের ও মহিষ ।০ দশ সের হইতে ।২ বার সের পর্য্যন্ত দুধ দেয়।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

ষ্ট্যালিনগ্রাড অঞ্চলে সঙ্কটজনক পরিস্থিতি

সঙ্কটজনক অবস্থা

১১ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ,—ষ্ট্যালিনগ্রাদ রণাঙ্গনে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের অবস্থা আরও সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সোভিয়েট সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধটা এখানে বিশেষ তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। জার্ম্মাণদের অগ্রগতি শিথিল করিবার পক্ষে সোভিয়েটের প্রধান অস্ত্র হইল কামান। ষ্ট্যালিনগ্রাডের পতন হইলে বাকু ও গ্রজনী তৈলখনি সমেত সমস্ত দক্ষিণ রণাঙ্গনের রক্ষা-ব্যবস্থা ষ্ট্যালিনগ্রাদের পার্শ্বভাগের সাহায্য হারাইয়া চরম সঙ্কটাপন্ন হইবে। এই জন্যই একের পর এক ডিভিশনের পর ডিভিশন সৈন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে দক্ষিণ রণাঙ্গনে গিয়া চাপিয়া পড়িতেছে। গ্রীষ্মকালীন অভিযানের এই বিরাট বাহিনীর ৯৩টি ডিভিশনকে ইতিমধ্যেই ধ্বংস অথবা অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলা হইয়াছে।

রাস্তায় রাস্তায় সংগ্রাম

সোভিয়েট ইস্তাহারে প্রকাশ, ১০ই সেপ্টেম্বর পশ্চিম ও পশ্চিম-উত্তর ষ্ট্যালিনগ্রাদে আমাদের সেনারা প্রচণ্ড যুদ্ধ করে। মজদক এলাকায়ও যুদ্ধ চলে। নভোরসিস্ক-এ রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলে।

ইস্তাহারের ক্রোড়পত্রে প্রকাশ, ষ্ট্যালিনগ্রাদের পশ্চিমে রুশিয়ানরা ৩টি জনবসতিপূর্ণ এলাকা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। একদল জার্ম্মাণ ট্যাঙ্কবাহী সৈন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চভূমি দখল করিয়াছে। নভোরসিস্ক-এ জার্ম্মাণরা শহরের উত্তর-পশ্চিম উপকণ্ঠ ভেদ করিয়া প্রবেশ করিয়াছে। এক নৌ-সৈন্যদল জার্ম্মাণদের বেড়াজাল ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়। মজদকে জার্ম্মাণদের বিপুল ক্ষতি হইয়াছে। বহু ব্যাটা-লিয়ান সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

ষ্ট্যালিনগ্রাড এলাকায় জটিল অবস্থা

১২ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভিসি রেডিওতে বলা হইয়াছে যে, ষ্ট্যালিনগ্রাদ হইতে বেতার ও টেলিফোনে সংবাদ আদান প্রদান বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

জার্ম্মাণদিগকে বিতাড়িত করার জন্য সোভিয়েট কমাণ্ড দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টে যথেষ্ট সংখ্যক রিজার্ভ সৈন্য আমদানী করিয়াছেন। অন্যদিকে, সমগ্র রণাঙ্গন জুড়িয়া সোভিয়েট গোলন্দাজ বাহিনী গোলাবর্ষণরূপ প্রতিরোধ-প্রাচীর গড়িয়া তুলিতেছে। ককেশাসে সোভিয়েট বোমারু বিমানসমূহকে নূতন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইতেছে। সেগুলি হইতে অতি মারাত্মক ধরণের বোমা নিক্ষিপ্ত হইতেছে। ইহার ফলে পর্ব্বতগাত্র হইতে তুষারস্তূপ স্খলিত হইয়া পার্ব্বত্য রাস্তাসমূহ বন্ধ করিয়া দিতেছে।

দুইটি উচ্চভূমি পুনরধিকৃত

"প্রাভদা" পত্রিকার রণাঙ্গনস্থ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, একটি সোভিয়েট ইউনিট মস্কো হইতে প্রায় দুইশত মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ব্রিয়ানস্ক ফ্রণ্টে দুইটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ উচ্চভূমি দখল করিয়াছে। বহু শত্রু সৈন্যকে বন্দী করা হইয়াছে। হস্তচ্যুত পাহাড়গুলি পুনরুদ্ধারের জন্য জার্ম্মাণরা ব্যর্থ চেষ্টা করে। এই রণাঙ্গনের আর একটি সেক্টরে ৩৫০ জন জার্ম্মাণ সৈন্য নিহত হইয়াছে।

৬ শত জার্ম্মাণ সৈন্য নিহত

সোভিয়েট এশতেহারের এক ক্রোড়পত্রে বলা হইয়াছে যে, ষ্ট্যালিনগ্রাডের পশ্চিমে তুমুল যুদ্ধ চলে। শত্রুর সকল আক্রমণই প্রতিহত করা হয়। মোজদোক অঞ্চলে শত্রুর ট্যাঙ্ক ও টমিগানধারীদের সহিত তীব্র সংগ্রাম চলে। মোজদোক অঞ্চলে ৬ শত জার্ম্মাণ সৈন্য নিহত ও ১২টি ট্যাঙ্ক বিধ্বস্ত হইয়াছে। দুইটি জার্ম্মাণ কোম্পানি নির্ম্মূল করা হয়।

টিমোশেঙ্কোর আক্রমণ

মার্শাল টিমোশেঙ্কো প্রবলবেগে ষ্ট্যালিনগ্রাড অঞ্চলে জার্ম্মাণদের বন্-ব্রুক্কের পার্শ্বদেশে আক্রমণ চালাইতেছেন। ষ্ট্যালিনগ্রাডের দক্ষিণে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। শত্রুসৈন্যের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও সোভিয়েট সৈন্যরা সকলগুলি ঘাঁটি রক্ষা করিতেছে।

রুশীয়দের পাল্টা আক্রমণ

ভিসি বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, "ষ্ট্যালিন-গ্রাডের উত্তরে শক্তিশালী রুশ বাহিনী প্রবল পাল্টা আক্রমণ চালাইতেছে। বৃহত্তর রুশিয়া হইতে মাসকৌদের সাহায্যার্থ নূতন সৈন্য আমদানী করিয়া ডন নদীর তীরস্থ কাচালিনো ও ভল্গা নদীর তীরস্থ কুমোভকার মধ্যে অবস্থানকারী জার্ম্মাণদের পার্শ্বস্থ বাহিনীর বিরুদ্ধে নিয়োগ করা হইয়াছে। রুশ সৈন্যরা ডন নদীর সর্ব্বা-পেক্ষা নিকটে জার্ম্মাণ বাহিনীর সঙ্কীর্ণ ভগ্ন অংশে আঘাত হানিতেছে।

জার্ম্মাণ অগ্রগতি প্রতিরুদ্ধ

ইকনমরের এক খবরে বলা হইয়াছে যে, শেষ মুহূর্ত্তে শক্তিশালী রিজার্ভ সৈন্য নিয়োগ করিয়া মার্শাল টিমো-শেঙ্কো শুধু ষ্ট্যালিনগ্রাডের উপর জার্ম্মাণ বাহিনীর আক্রমণের গতিই রোধ করেন নাই, পরন্তু কোন কোন স্থান হইতে তাহাদিগকে বিতাড়িতও করিয়াছেন। রুশ সৈন্যরা শহরের দক্ষিণ দিকেও শত্রুসৈন্যদের বিপজ্জনক অভিযান রোধ করিয়াছে।

ষ্ট্যালিনগ্রাডের পশ্চিমে সোভিয়েটের পশ্চাদপসরণ

সোভিয়েটের বৈশ এশতেহারে ষ্ট্যালিনগ্রাডের পশ্চিমে রুশসৈন্যদের পশ্চাদপসরণের কথা প্রকাশ করা হইয়াছে। শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে শত্রুসৈন্যদের প্রভূত ক্ষতি করিয়া কয়েকটি প্রবল জার্ম্মাণ আক্রমণ প্রতিহত করা হয়।

দুইটী অ্যাক্সিস সৈন্যদল নিশ্চিহ্ন

সোভিয়েট এশতেহারের ক্রোড়পত্রে বলা হইয়াছে যে, ষ্ট্যালিনগ্রাডের উত্তর-পশ্চিমে সোভিয়েট সৈন্যরা তুমুল যুদ্ধ করিয়া তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিয়াছে। অন্য একটি সেক্টরে দুইটি অ্যাক্সিস সৈন্যদলকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলা হইয়াছে। ষ্ট্যালিনগ্রাডের দক্ষিণ-পশ্চিমে জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক ও যান্ত্রিক পদাতিক বাহিনীর বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম চলে। একটি সেক্টরে জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক বহর ব্যূহ ভেদে সক্ষম হয়, কিন্তু আক্রমণ প্রতিহত করা হয়। ১২টি জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক বিনষ্ট করিয়া শত্রুদিগকে মূল ঘাঁটিতে প্রত্যাবর্ত্তনে বাধ্য করা হয়। মোজদোক অঞ্চলে অ্যাক্সিস ট্যাঙ্ক ও যান্ত্রিক পদাতিক বাহিনীর সহিত আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চলে।

নভোরোসিস্ক অঞ্চলে তীব্র যুদ্ধ

সোভিয়েট বিজ্ঞপ্তির এক ক্রোড়পত্রে ১০ই সেপ্টেম্বর বলা হইয়াছে যে, ষ্ট্যালিনগ্রাডের পশ্চিমে বৃহৎ জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনীর সহিত প্রচণ্ড সংগ্রাম চলে। সোভিয়েট সেনারা দুইটি জনপদ পরিত্যাগ করে। ষ্ট্যালিনগ্রাডের দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রচণ্ড যুদ্ধে দুই কোম্পানী রুমানিয়ান পদাতিক সৈন্য নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

নভোরোসিস্ক এলাকায় আরও প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে। প্রভূত ক্ষতি উপেক্ষা করিয়া জার্ম্মাণরা শহরের উত্তর-পশ্চিমে সোভিয়েট ব্যূহ ভেদ করিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

নভোরোসিস্ক দখলের কথা

জার্ম্মাণরা বলিতেছে যে, কৃষ্ণ-সাগরের তীরবর্ত্তী নভোরোসিস্ক বন্দর চক্রশক্তি দখল করিয়াছে।

একটি জার্ম্মাণ সেনাদল নির্ম্মূল

ষ্ট্যালিনগ্রাদ রণাঙ্গন হইতে প্রাপ্ত সোভিয়েটের সংবাদে জানা গিয়াছে যে, একটি জনবহুল এলাকায় জার্ম্মাণদের তীব্র আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছে। সোভিয়েট গোলন্দাজ ও পদাতিক বাহিনীর গোলাগুলীতে একটি জার্ম্মাণ পদাতিক সেনাদল নির্ম্মূল হইয়াছে ও তিনটি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হইয়াছে। জার্ম্মাণদের নূতন করিয়া আক্রমণ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

[৯ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

ডিফেন্স-লোন্ ও সুদহীন বণ্ড

জুলাই মাসের হিসাব

বিগত জুলাই মাসে বাঙলার বিভিন্ন জেলায় শতকরা ৩৲ টাকা সুদের তৃতীয় ডিফেন্স লোন্ ও ৩ বৎসরের মেয়াদী সুদবিহীন যুদ্ধ-বণ্ড নিম্নোক্ত পরিমাণ বিক্রী হইয়াছিল :—

		৩য় ডিফেন্স লোন্ (৮ই জুলাই হইতে ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত)।	সুদবিহীন যুদ্ধ-বণ্ড।	
			জুলাই মাসে।	এ পর্য্যন্ত মোট।
		টাকা।	টাকা।	টাকা।
কলিকাতা	..	২২,৮২,৩০০	৭১১	৩৭,৭৯,৪৪৪৷০
বাখরগঞ্জ	..	..	..	..
বাঁকুড়া	..	..	..	..
বীরভূম	..	৫০০	..	..
বগুড়া	..	..	..	..
বর্দ্ধমান	..	..	..	২,৬৮২
চট্টগ্রাম	..	..	..	২,০০০
ঢাকা	..	৩,৪০০	..	৫৪,৮০০
দার্জ্জিলিং	..	১,০০০	..	২৮,৬৯৪
দিনাজপুর	..	..	..	..
ফরিদপুর	..	..	..	..
হুগলী	..	৫০০	..	..
হাওড়া	..	২,০০০	..	২,৫৫১
জলপাইগুড়ি		১,০০০	..	৬,৫০০
যশোহর	..	..		..
খুলনা	..	..		..
মালদহ	..	..	..	..
মেদিনীপুর	..	..	..	..
মুর্শিদাবাদ	..	..	..	..
ময়মনসিংহ		..	..	..
নদীয়া	..	..	..	৫,০০০
নোয়াখালী		..	..	..
পাবনা	..	৫০০	..	..
রাজসাহী	..	৮,০০০	..	..
রংপুর	..	..	..	..
ত্রিপুরা	..	২,১০০	..	১০০
২৪-পরগণা		..	..	৫০০
মোট	..	২৩,০৩,৫০০	৭১১	৩৮,৮২,৫৭২৷০

বাঙলায় সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ

এক সপ্তাহের বিবরণী

বিগত ১৫ই আগষ্ট তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সময়ে বাঙলা প্রদেশের বর্দ্ধমান জেলায় ৮৫ জন, বাঁকুড়ায় ৯৫ জন এবং ২৪-পরগণায় ৬১ জনের কলেরা হইয়াছিল। বাঁকুড়ায় ৫২ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

ঐ সময়ে হুগলী জেলায় ৮১ জন, ২৪-পরগণা জেলায় ৬২ জন ও দার্জ্জিলিংএ ৮৫ জন লোক ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল।

কলিকাতার কোথাও কোথাও মেনিন্‌জাইটিস রোগের আক্রমণ দেখা দিয়াছিল। প্লেগে আক্রমণের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে সুযোগমত জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন :—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্,
বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)।

জ্বালানী তৈলের সমস্যা

কেরোসিনের অভাবে রেড়ির তৈলের ব্যবহার

অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্য উৎপাদনের জন্য সম্প্রতি দেশে যে আন্দোলন আরম্ভ করা হইয়াছে, তৎসঙ্গে জ্বালানী তৈলের জন্য রেড়ির চাষ বৃদ্ধিরও প্রচেষ্টা চলিতেছে। এই সম্পর্কে বাঙলা সরকারের পল্লী-উন্নয়ন বিভাগ হইতে নিম্নোক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইয়াছে:—

যুদ্ধের জন্য কেরোসিন তৈলের আমদানী খুবই কমিয়া গিয়াছে; ইতিমধ্যেই শহরে এবং পল্লীগ্রামে ইহার বেশ অভাব দেখা গিয়াছে এবং কোন কোন স্থানে উহা মোটেই পাওয়া যাইতেছে না। ভবিষ্যতে ইহার আমদানী যে আরও কমিয়া যাইবে এবং ইহার অভাব যে আরও বাড়িবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সুতরাং খাদ্যশস্যের ন্যায় এ বিষয়েও দেশের লোকদিগকে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেদেরই করিতে হইবে। রেড়ির তৈলের ব্যবহার আমাদের দেশে নূতন নহে; পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে প্রদীপ জ্বালিবার জন্য রেড়ির তৈলের প্রচলন ছিল এবং সেজন্য প্রত্যেক গৃহস্থ রেড়ির চাষও অধিক পরিমাণে করিতেন। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, ভারতবর্ষই রেড়ির জন্মস্থান। বর্ত্তমান অবস্থায় পূর্ব্বকালের মতো আবার রেড়ির তৈলের প্রদীপ জ্বালাইয়াই কেরোসিন তৈলের অভাব মিটাইতে হইবে। সুতরাং দেশে যাহাতে পুনরায় রেড়ির চাষের প্রচলন বাড়ে, সেজন্য সকলেরই চেষ্টা করা প্রয়োজন। রেড়ির তৈল জ্বালাইলে ধূম কম হয়। উহার আলো স্নিগ্ধ ও ঠাণ্ডা; সুতরাং স্বাস্থ্যের দিক দিয়াও রেড়ির তৈলের প্রদীপ ভাল।

নিম্নে রেড়ির চাষ এবং উহার জ্বালানী তৈল ছাড়া উহার বিভিন্ন ব্যবহারের কথা সংক্ষেপে বলা হইল:—

প্রকার।—তিন প্রকারের রেড়ি আছে—(১) বড় বীজবিশিষ্ট, (২) মাঝারি বীজবিশিষ্ট ও (৩) ছোট বীজবিশিষ্ট।

বপনের সময়।—বৎসরে দুইবার রেড়ির চাষ করা যাইতে পারে। "ভাদুই" বা "খরিপ" ফসল হিসাবে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বড় ও ছোট রেড়ির বীজ বপন করা যায়; এবং "রবি" ও "চৈতালি" ফসল হিসাবে আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে মাঝারি রেড়ির বীজ বপন করিতে হয়। একই জমিতে অন্যান্য ফসলের সহিত রেড়ির চাষ করা যাইতে পারে। মাঝারি বীজ হইতেই অধিক পরিমাণ তৈল পাওয়া যায়।

মাটি।—উঁচু দোয়াশ জমিতে রেড়ির চাষ করা উচিত।

বীজ বপন ও জমির পাইট।—৩।৪ বার লাঙ্গল ও মই দিয়া মাটি ভাল করিয়া গুঁড়া করিয়া ফেলা দরকার। রেড়ির জমিতে গোবর সার মিশাইলে ফলন বাড়ে, যেসব জমিতে "পলি" পড়ে সেসব জমিতে সার প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয় না। বড় রেড়ির বীজ বপন করিবার জন্য ৪ হাত অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে ৪ হাত অন্তর ছোট ছোট গর্ত্ত করিতে হয়; গর্ত্তের মাটি খুব ঝুরা করিয়া লইতে হয়; ইহাকে "মাদা" বলে। প্রত্যেক মাদায় ২।৩টি বীজ বপন করা চলে। ছোট রেড়ির বীজ বপন করিবার জন্য ২ হাত অন্তর লাইন করিয়া প্রত্যেক লাইনে দুই হাত অন্তর মাদা করিলেই চলে। মাদাতে চারা হইলে একটি মাত্র তেজালো চারা রাখিয়া বাকিগুলি তুলিয়া ফেলিতে হয়; ঐগুলি অন্যত্রও রোপণ করা চলে। বীজ লাগাইবার সময় বৃষ্টি না হইলে বীজ বপনের পর প্রত্যেক মাদায় জল দিয়া বীজ মাটি দিয়া ঢাকিয়া বীজ বপনের এক মাস পর নিড়ানি দিয়া জমির আগাছা বাছিয়া দেওয়া দরকার।

বীজের পরিমাণ।—বিঘাপ্রতি বড় বা মাঝারি রেড়ির বীজ প্রায় এক সের-পাঁচ পোয়া লাগে এবং ছোট রেড়ির বীজ প্রায় তিন পোয়া-এক সের লাগে।

ফসল পাকিবার সময়।—সাধারণতঃ বীজ বপনের ৬।৭ মাস পর হইতে রেড়ির ফল তুলিতে আরম্ভ করা যাইতে পারে।

ফলন।—বিঘাপ্রতি ৬ মণ হইতে ১০ মণ পর্য্যন্ত রেড়ির বীজ পাওয়া যায়। এক মণ বীজ থেকে ১০।১১ সের হইতে ১৩।১৪ সের পর্য্যন্ত তৈল পাওয়া যায় এবং ১৩।১৪ সের হইতে ১৮।১৯ সের খইল পাওয়া যায়। মোটামুটি ১০ কাঠা জমিতে রেড়ির চাষ করিলে একটা পরিবারের উপযোগী সারা বৎসরের জ্বালানী তৈল পাওয়া যাইবে।

বীজ ছাড়াইবার প্রণালী।—রেড়ির ফলগুলি তুলিয়া আনিয়া খড় দিয়া ঢাকিয়া তাহাকে "জাক" দিয়া ৬।৭ দিন রাখিতে হয়। ৬।৭ দিন পরে ফলগুলি বেশ নরম হয় এবং উহাতে ঈষৎ পচন ধরে; তখন ঐগুলি ২।৩ দিন রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া মুগুর দিয়া পিটাইয়া বীজ বাহির করিতে হয়।

ব্যবহার।—রেড়ির তৈল জ্বালানীর জন্য ব্যবহৃত হয়। কলকারখানায় যন্ত্রাদি পরিষ্কার এবং চামড়া ইত্যাদি নরম করিবার জন্যও এই তৈল খুব উপযোগী। আজকাল উড়োজাহাজের এঞ্জিনের জন্য অধিক পরিমাণে রেড়ির তৈল ব্যবহৃত হইতেছে এবং আশা করা যায় যে, রেড়ির তৈলের চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িবে। কেশতৈল হিসাবে বিশুদ্ধ রেড়ির তৈলের খুব আদর ও প্রচলন আছে। ইহা ছাড়া শোধিত রেড়ির তৈল জোলাপের জন্যও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাবান ও মোমবাতি প্রস্তুত করিবার জন্যও রেড়ির তৈলের ব্যবহার আছে। রেড়ির খইল উৎকৃষ্ট সার; সকল শস্যেই ইহা প্রয়োগ করা চলে।

গরুর খাদ্য হিসাবে রেড়ির পাতা ব্যবহার করা যাইতে পারে। দুগ্ধবতী গাভীকে ইহার পাতা খাইতে দিলে উহার দুধ খুব সহজেই দোহন করা যায়। এণ্ডি বা রেশম পোকা পালন করিবার জন্য রেড়ির চাষ করিতে হয়; ঐ পোকা ইহার পাতা খাইয়া বাঁচে।

রেড়ির শুকনো কাঠ জ্বালানী হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। বারুদ প্রস্তুত করিবার জন্য রেড়ির কয়লারও দর আছে।

ভারতবর্ষ হইতেই বিদেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে রেড়ির বীজ ও রেড়ির তৈল রপ্তানী হইয়া থাকে। কলিকাতাই রেড়ির বীজ হইতে তৈল বাহির করিবার প্রধান কেন্দ্র।

কলিকাতার স্কুল-কলেজ

১৪ই সেপ্টেম্বর হইতে বন্ধ

মাননীয় শিক্ষা-মন্ত্রী গত ১২ই সেপ্টেম্বর শনিবার কলিকাতার কলেজসমূহের অধ্যক্ষদের সহিত এক সম্মেলনে মিলিত হইয়া তাঁহাদের নিকট বর্ত্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করেন এবং সোমবার ১৪ই সেপ্টেম্বর হইতে পূজাবকাশের পর পর্য্যন্ত সরকারী স্কুল-কলেজগুলি বন্ধ রাখার প্রস্তাব করেন। তিনি বে-সরকারী স্কুল-কলেজগুলিও বন্ধ রাখার অনুরোধ জানান। এই প্রস্তাব সকলেই একমত হইয়া গ্রহণ করেন। কাজেই, ১৪ই সেপ্টেম্বর হইতে কলিকাতার স্কুল-কলেজ এবং তৎসংশ্লিষ্ট হোষ্টেল ও মেস্ পূজার পর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

সরকারী কর্ম্মচারীদের দুর্ম্মূল্য ভাতা

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত

বাঙলা গভর্ণমেণ্ট এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পূর্ণ সময়ের জন্য কার্য্যে নিযুক্ত স্থায়ী বা অস্থায়ী যে কোনও সরকারী কর্ম্মচারী ১৯৪২ সালের ১লা আগষ্ট হইতে নিম্নোক্তরূপ হারে দুর্ম্মূল্যের ভাতা পাইবার অধিকারী হইবেন:—(ক) ৩৪৲ টাকা বা তাহার কম বেতনভোগী সরকারী কর্ম্মচারী—মাসিক ৪৲ টাকা। (খ) ৩৫৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতনভোগী সরকারী কর্ম্মচারী—মাসিক ৯৲ টাকা। (গ) যে সকল সরকারী কর্ম্মচারীর বেতন ১০০৲ টাকার অধিক অথচ ১০৮৲ টাকার অনধিক তাঁহাদিগকে এরূপ হারে দুর্ম্মূল্যের ভাতা দেওয়া হইবে যাহাতে তাঁহারা দুর্ম্মূল্যের ভাতা ও বেতন মিলিয়া মাসিক ১০৯৲ টাকা করিয়া পাইতে পারেন।

বাঙলার অসামরিক দ্রব্যাদি সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর ভারত সরকারের চিনি-নিয়ন্ত্রণের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট যে আবেদন জানাইয়াছিলেন, তাহার উত্তরে বাঙলার জন্য প্রচুর পরিমাণে চিনি সরবরাহের অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। কয়েকটি মিলকে বাঙলায় চিনি সরবরাহের জন্য নূতন করিয়া অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। এই চিনি পৌঁছিবার পর কলিকাতা ও মফঃস্বলের চিনির অভাব অনেকটা দূর হইবে।

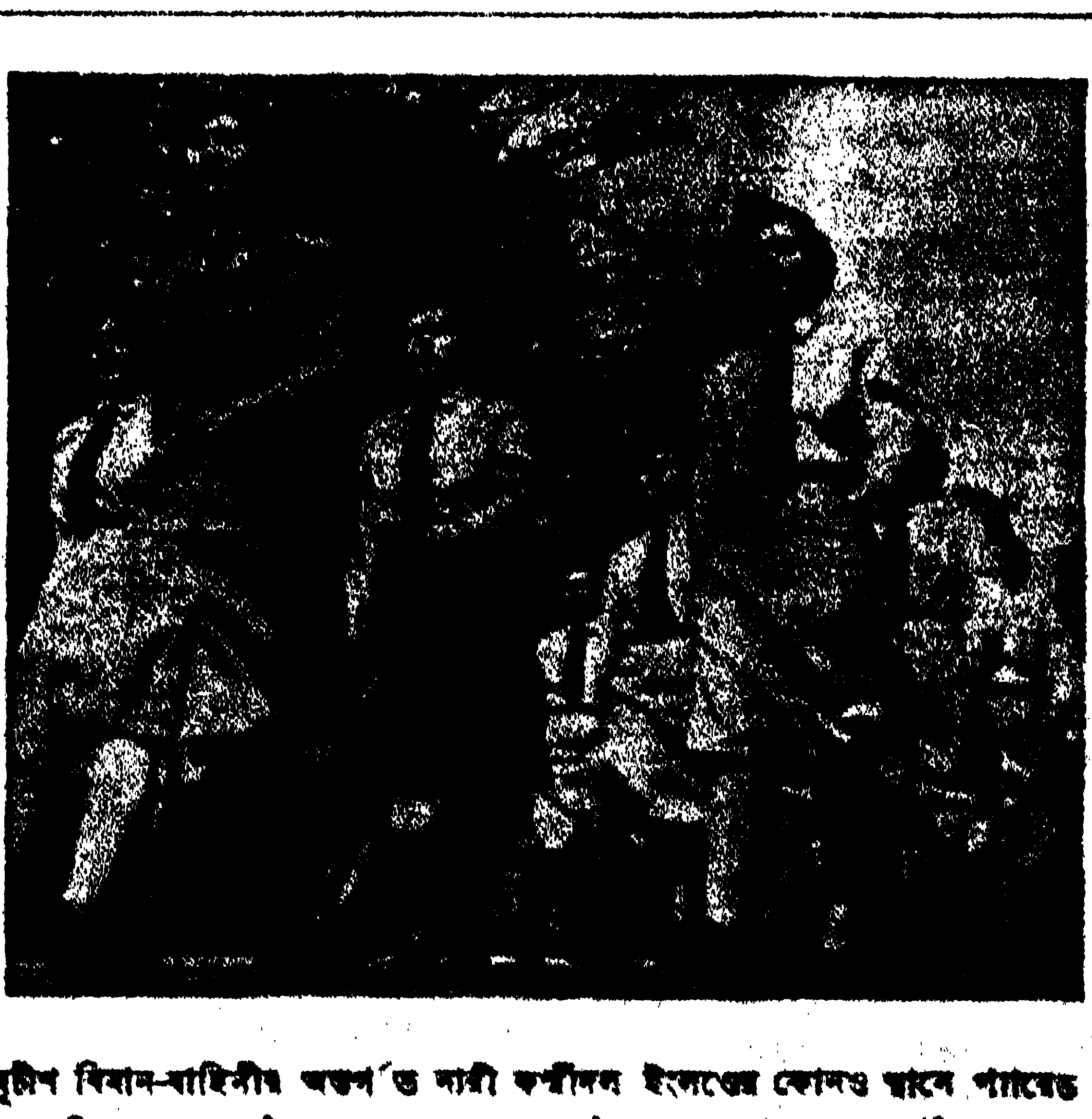

বৃটিশ বিমান-বাহিনীর অন্তর্গত নারী কর্মীদল ইংলণ্ডের কোনও স্থানে প্যারেড করিতেছে। এই দলে ১৪ বৎসর হইতে ১৮ বৎসর বয়স্কা পর্য্যন্ত বালিকাদিগকে গ্রহণ করা হয়। এ-পর্য্যন্ত মোট ১৭০,০০০ বালিকা এই নারী-বাহিনীতে যোগদান করিয়াছে।

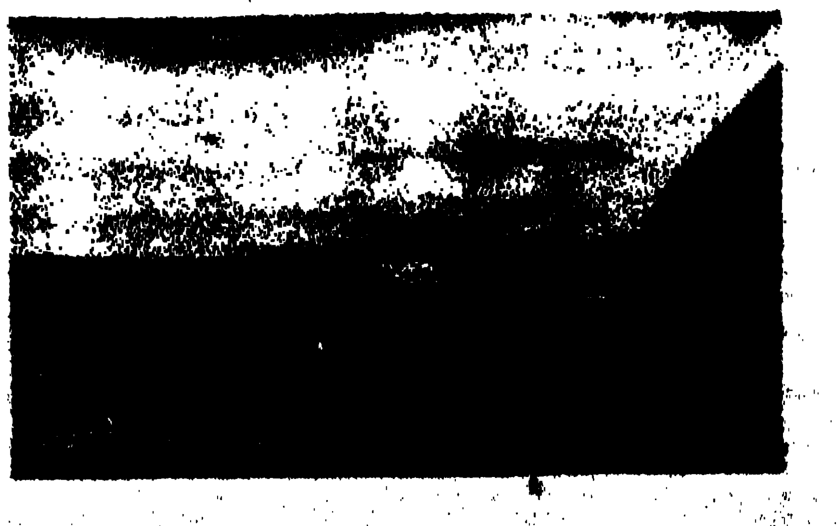

ফিলিপিনের [illegible] দৃশ্য।

জেনারেল ওয়াভেলের বেতার-বক্তৃতা

[৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ]

"সর্ব্বোপরি চার্চিল, রুজভেল্ট, ষ্টালিন, চিয়াং-কাইশেক-এর মত মহান ও দুর্দ্দমনীয় সাহসী নেতৃবৃন্দ আজ আমাদের পরিচালক হিসাবে রহিয়াছেন। ইঁহারা স্ব স্ব জাতির সাহস ও তেজের মূর্ত্ত প্রতীক। সর্ব্ব প্রকার রণ-সম্ভার—বিশেষতঃ জাহাজ, বিমান ও ট্যাঙ্ক যে প্রকার বিপুল পরিমাণে নির্ম্মিত হইতেছে, তাহাতে বিজয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হওয়া যায়। তাহা ছাড়া, আমাদের পশ্চাতে রহিয়াছে মহান আদর্শের প্রেরণা।

"এখন আমাদের শত্রুদের অবস্থা বিবেচনা করা যাক্। জার্ম্মাণীর যে ব্যাপক ও বৃহৎ আক্রমণের আমরা আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহা ইতিপূর্ব্বেই আরম্ভ করা হইয়াছে এবং কিছু সাফল্যও অর্জন করিয়াছে; কিন্তু বর্ত্তমানে উহার বেগ যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়া আসিতেছে। ব্যাপক বিজয় সত্ত্বেও তাহারা মোটেই শান্তি পাইতেছে না; কারণ কোন জাতিই এখন আর তাহাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বা কঠোর হুমকিতে বশ্যতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। কেবলমাত্র রুমানিয়ান ও হাঙ্গেরীয়ান নির্ব্বোধগণই তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিতেছে। যখন জার্ম্মাণ প্রভুরা তাহাদের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিবার অবসর পায় না, তখন ভীত কুকুরের ন্যায়ই ইহারা পরস্পর আত্মকলহে লিপ্ত হয়। আভ্যন্তরীন যোগাযোগের কয়েকটি রাস্তার যে সুবিধা তাহারা ভোগ করিতেছিল; তাহাদের সৈন্যদল এশিয়ার প্রান্ত ভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়ার ফলে এক্ষণে তাহার সুবিধা আর তাহাদের নাই।

"একদিকে অধিকৃত ইউরোপে জার্ম্মাণদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ যেমন পর্ব্বতপ্রমাণ হইয়া উঠিতেছে; অন্যদিকে তেমনি তাহাদের রণসম্ভার ও জনবলের ক্ষতি দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। অথচ মিত্রশক্তির রণ-সম্ভার ও লোকবল এখনও সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। অধিকৃত দেশসমূহে হাজার হাজার বন্দীকে যেরূপ নির্ম্মমভাবে হত্যা করা হইয়াছে, তাহা জার্ম্মাণ সৈন্যের ভবিষ্যৎ ভীতিরই সাক্ষ্য প্রদান করে। তাহাদের নেতা হিটলারকে ক্ষণিক সফল জুয়ারীর সঙ্গেই তুলনা করা চলে; কারণ তাঁহার সৌভাগ্য সূর্য্য এখন অস্তায়মান। জার্ম্মান সেনাদের সম্মুখে ভবিষ্যতের অন্ধকার এখন গাঢ়তর আকার ধারণ করিয়াছে। ক্ষুধার্ত্ত জঠরের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মনও নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিমজ্জিত হইতেছে।

"আর ইটালীয়ানেরা ইতিপূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছে যে, তাহারা পরাজিত হইয়াছে। কিন্তু এই পরাজয় জার্ম্মাণীর কাছে হইয়াছে, না মিত্রশক্তির কাছে হইয়াছে—ইহাই তাহারা স্থির করিতে পারিতেছে না।

"যুদ্ধের গতি জাপানের জন্যও এক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্ব-সজ্জিত বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ যে দ্রুত ও সহজ সাফল্য সে প্রথমে অর্জন করিয়াছিল, তাহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। তাহার নৌ ও বিমান-শক্তি ক্রমেই নিঃশক্তি হইয়া উঠিতেছে এবং এশিয়াবাসীদের স্বার্থ বিকাইয়া সে যে সম্পদ লাভের স্বপ্ন দেখিতেছিল, তাহাও ক্রমে ব্যর্থ হইয়া যাইতে বসিয়াছে।

"কিন্তু আমাদের ভুল করিলে চলিবে না। শত্রুদের উল্লিখিত দুর্দ্দশা উপলব্ধি করিলেও, আমাদের সতর্ক ও কর্ম্মকুশলতা অটুট রাখিতে হইবে। এখনও আমাদের আত্মপ্রসাদের কোনই অবসর নাই। আমাদিগকে নিজেদের কর্ত্তব্যে নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগ দিতে হইবে ও ইহার জন্য সর্ব্বপ্রকার শারীরিক ও মানসিক ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

ভারতরক্ষার কথা

"এই বিশ্ব-সমরে ভারতের স্থান কোথায়? গত ১৫০ বৎসরের মধ্যে বর্ত্তমানেই বিপদ আমাদের অনেক নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ভারতের সৈন্য ও বিমান-বল আজ কল্পনাতীতরূপে শক্তিশালী ও সুসজ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। রণসম্ভার উৎপাদনে তাহার কারখানাগুলির কার্য্যকারিতা আজ বিস্ময়করভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে; আর তাহার সৈন্যদের সামরিক গুণ-গরিমার যে প্রমাণ আজ পাওয়া গিয়াছে, এরূপ আর কখনও হয় নাই।

"আজ হাজার হাজার ভারতীয় যুবক সেনাদলের অফিসাররূপে এবং দশ লক্ষেরও বেশী সৈনিক ভারতীয় সেনাদলের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। অতীতে এই সৈন্যদল রণ-যুদ্ধে অতি গৌরবজনক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে। ভারতীয় নৌ ও বিমান-শক্তিও দিনের পর দিন অধিকতর শক্তি, সম্মান ও সুনাম অর্জ্জন করিতেছে।

"সিদিবারাণীতে যাহারা ইটালীয়ান ব্যূহ ভেদ করিয়াছিল ও তাহাদিগকে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছিল, কেরেণ ও আম্বা-আলাগি পর্ব্বতশ্রেণী যাহারা অতিক্রম করিয়াছিল, যাহারা নানা অসুবিধার মধ্যেও সিরিয়া দখল করিয়াছিল, মালয় ও বর্ম্মাতে যাহারা যুদ্ধ করিতে করিতে পশ্চাদপসরণ করিয়াছিল, যাহারা রোমেলের সৈন্যদের সামনে দৃঢ় মনোবল লইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, যাহারা আজ বিভিন্ন সীমান্তে দাঁড়াইয়া ভারত রক্ষা করিতেছে—ইহারা সকলেই ভারতীয়; বিপদের দিনে ভারতের রক্ষক। রাজপুত, মারাঠা ও মাদ্রাজী, পাঞ্জাবের যোদ্ধৃজাতিসমূহ, সীমান্তের পাঠানগণ, জাঠ ও গাড়োয়ালী এবং আরও বহু লোক, যাহারা উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ দেশ অর্থাৎ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আসিয়াছে, তাহারা আমাদের বন্ধু নেপালের গুর্খাদিগের সহিত একত্রে বৃটিশ ও মিত্র সৈন্যের পাশাপাশি দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতেছে। ইহারাই ভারতের জাতীয়তার খাঁটি প্রতিনিধি। পৃথিবীর দৃষ্টি আজ ভারতের উপর নিবদ্ধ; ইহা তাহার বড় পরীক্ষার সময় এবং প্রকৃতই বিরাট সুযোগেরও সময়।

"আভ্যন্তরীণ সমস্যা ও বিবাদ লইয়া ব্যস্ত রাজনৈতিক, বিশৃঙ্খল বিক্ষোভকারী কিম্বা দায়িত্বজ্ঞানহীন দুষ্কর্ম্মকারীগণ এবং অশিক্ষিত গুণ্ডার দল ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছে না; পক্ষান্তরে ভারতীয় সৈন্যগণের সুশৃঙ্খল শক্তিই ভারতকে রক্ষা করিতেছে এবং করিবে। তাহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে, তাহাদিগের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করা উচিত হইবে না।

"অতএব সাহস দিতে থাকুন—আপনাদের সৈন্যদের উপর আস্থা স্থাপন করুন। তাহাদের প্রতিনিধি স্বরূপে আমি আপনাদের নিকট তাহাদের প্রশংসা জ্ঞাপন করিতেছি। তাহাদের জন্য আমার যে গর্ব্ব ও তাহাদের উপর আমার যে বিশ্বাস, তাহাও জ্ঞাপন করিতেছি। তাহাদের বিক্রমের জন্যই আপনারা যুদ্ধে জয়ী হইবেন।"

বাঙ্গলার মিল-মালিক এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী মিঃ এস, ভট্টাচার্য্য বাঙ্গলা সরকারের সিভিল সাপ্লাইএর ডেপুটী ডিরেক্টর মিঃ ডি, এস, মজুমদারের সহিত সেক্রেটারিয়েটে সাক্ষাৎ করিলে বাঙ্গলার কাপড় কলে নিযোজিত কারিগরদিগের মধ্যে কিরূপে ন্যায়সঙ্গত মূল্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্য সরবরাহ ও বিতরণের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, সে বিষয়ে আলোচনা হয়।

বিজয়ী ভারতীয় সেনাদল লিবিয়ার সংগ্রামে ইটালীয়ান বাহিনীকে পরাজিত করার পর প্রাচীন "সাইরেনা" নগরীর ঐতিহাসিক কীর্ত্তিরাজির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে।

আপনি কি আপনার উপজীবিকা জাপানীদের হাতে তুলিয়া দিতে চান?

এমনিই ত' আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক কষ্টের গুরুভার বহন করা শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার উপর যদি আমাদিগকে জাপানী পরিকল্পিত "অর্থনৈতিক সমোন্নতি পরিমণ্ডলের" অন্তর্ভুক্ত হইতে হয়, তাহা হইলে সে ভার পাষাণের মত ভারী হইয়া আমাদিগকে চূর্ণ করিয়া ফেলিবে। এশিয়া মহাদেশের অবশিষ্ট অঞ্চলে প্রকৃত ঘটনার নজীর হইতেই বুঝা যায় জাপানীদের অভিসন্ধি ইহাই :—

দেশের জমিতে উপনিবেশ স্থাপনা

প্রাচ্য ইতিহাসের চীনা অধ্যাপক ডাঃ চিং-চাম, ভুবাং এর মতে ত্রিশ বৎসর পূর্বে অধিকৃত কোরীয়া প্রদেশে জাপানী ভূম্যধিকারীর সংখ্যা শতকরা ৭৫০ জন বাড়িয়া গিয়াছে। বর্তমানে সে দেশের ধান ও কার্পাস আবাদের সর্বোৎকৃষ্ট জমিগুলি সমেত ২০,৪০,০০০ একর জমি জাপানী মালিকের অধিকারভুক্ত। নিজের জমির উপর কোরীয়া-বাসীর কোন পূর্ব স্বত্ব আর নাই।

আমাদের দেশের জমি-জমা-বিলি-বন্দোবস্ত ও রাজস্ব ব্যবস্থাকে কোনক্রমেই নিখুঁত বলা চলে না, তবুও তাহার সঙ্গে কোরীয়া প্রদেশের ব্যবস্থার তুলনাই চলিতে পারে না।

জাপানী সেনা-বিভাগ যদি ভারতে প্রবেশ করিয়া কোন স্থানে দাঁড়াইবার স্থানটুকু নির্বিঘ্ন করিয়া তুলিতে পারে, তাহা হইলে কোরীয়া ও চীনদেশে ঠিক যেমনটি করিয়াছে, তেমনি ভাবে লক্ষ লক্ষ জাপানীকে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের হাতে দেশের সেরা জমিগুলি তুলিয়া দিয়া জাপানী বসতি স্থাপন করিবে।

ব্যবসা-বাণিজ্য বেদখল করা

১৯৪২ সালের ৭ই জুলাই তারিখে টোকিও রেডিও ঘোষণা করিয়াছে যে যুদ্ধ শুরু হইবার পূর্বে সেখানে এক লক্ষেরও কম সংখ্যক বেসামরিক জাপানী (সৈন্যদের বাদ দিয়া ভারতবর্ষে মোট ব্রিটিশদের সংখ্যাও প্রায় ইহার সমান) চীনদেশে থাকিয়া জীবিকা অর্জন করিত, আজ সেখানে তাহার সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষের অধিক দাঁড়াইয়াছে। সে দেশের উৎকৃষ্ট জমি-জমাগুলি অধিকার করা ছাড়াও, চীনের চলতি কারবারগুলিকে, হয় বাজেয়াপ্ত করিয়া না হয়ত জাপানী সেনাবিভাগের "রক্ষণাধীনে আনিয়া" জাপানী ঔপনিবেশিকের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইহার অর্থ, ব্যাঙ্ক ও কারখানাগুলি হইতে শুরু করিয়া সামান্য ফিরি-ওয়ালার ব্যবসা পর্যন্ত সকল প্রকার কারবারই বেমালুম বেদখল করা।

ভারতবর্ষে জাপানী অভিযান যদি সত্যই সফল হয়, তাহা হইলে তাহারা দেশের সমস্ত প্রকার ব্যবসার জন্যই বিশেষ ছাড়পত্র ব্যবস্থার প্রবর্তন করিবে এবং সে ব্যবস্থা এমন সুকৌশলে পরিচালিত করিবে যে ব্যবসায়ীর পক্ষে জাপানীদের হাতে কারবার তুলিয়া দেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর থাকিবে না।

যদি আপনি আপনার উপজীবিকার পথ বজায় রাখিতে চান, তাহা হইলে যদি আপনার জীবনের মূল নীতিকেও সাময়িকভাবে বিসর্জন দিতে হয়, তাহা করিয়াও আজ বাহুবলে জাপানীদের বাহিরে ঠেকাইয়া রাখিবার সংগ্রামে নিজ সাধ্যের সর্বপ্রকারে সাহায্য করুন।

নিজেই চিন্তা করিয়া দেখুন এবং একযোগে কাজ করুন

জয়হিন্দ জাতীয় সমর শক্তি

C.P.W.B 8/6.

শেষ সংবাদ—

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, রণক্ষেত্র হইতে সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরিত এক সংবাদ হইতে জানা যায়, ষ্টালিনগ্রাডের পুরোভাগে অবিরামভাবে হাতাহাতি সংগ্রাম চলিতেছে। এক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের জন্য যুদ্ধে একটি জার্মাণ রেজিমেন্ট সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়াছে এবং লালফৌজ প্রতিপক্ষের কয়েক ডজন ট্যাঙ্ক ধ্বংস করিয়াছে। টমি-গানধারী কয়েকশত জার্মাণ সৈন্য বোঝাই ২৫টি লরীও সোভিয়েট সৈন্যের আক্রমণে ধ্বংস হইয়াছে। অপর এক সংগ্রামে একটি সোভিয়েট বাহিনী ট্যাঙ্কের সহায়তায় আক্রমণ চালাইয়া ১৫টি জার্মাণ ট্যাঙ্ক বিনষ্ট করে এবং সমসংখ্যক শত্রুসৈন্য নিহত করে।

ভরোনেজের দক্ষিণে প্রচণ্ড সংগ্রাম

১৫ই সেপ্টেম্বর সকালে মস্কো বেতারে বলা হইয়াছে যে, ভরোনেজের দক্ষিণে ডন নদীর পশ্চিম তীর হইতে রুশ সৈন্যদের বিতাড়িত করার জন্য জার্মাণ ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনী মরিয়া হইয়া চেষ্টা করিতেছে। লালফৌজ প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই প্রত্যাক্রমণ করিতেছে এবং প্রতিপক্ষের প্রভূত ক্ষতি করিতেছে। সোভিয়েট কামান শ্রেণী এবং ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী কামানসমূহ জার্মাণ ট্যাঙ্কগুলি ধ্বংস করিতেছে। ট্যাঙ্কগুলি আবার সোভিয়েট কামানের গোলা এড়াবার জন্য পাশ কাটাইতে যাইয়া মাইন-ক্ষেত্রের মধ্যে আসিয়া পড়িতেছে এবং মাইনের বিস্ফোরণে ধ্বংস হইতেছে।

মজদক অঞ্চলে রুশদের পশ্চাদপসরণ

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা মস্কো হইতে জানাইতেছেন, ১৪ই সেপ্টেম্বর জার্মাণগণ টেরেক নদীর দক্ষিণ তীরে কয়েকটি ট্যাঙ্ক এবং কতিপয় পদাতিক সৈন্য নামাইতে সমর্থ হয়। জার্মাণদের এই ঘাঁটি ১১ দিন পর্যন্ত ঠেকাইয়া রাখা হইয়াছিল। সংগ্রাম করার পর সোভিয়েট বাহিনী নূতন ঘাঁটিতে সরিয়া যান।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৫ম পৃষ্ঠার শেষাংশ]

রুশ বাহিনীর নভোরোসিস্ক পরিত্যাগ

১১ই সেপ্টেম্বর মধ্য রাত্রিতে প্রকাশিত সোভিয়েট বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে: "১১ই সেপ্টেম্বর সোভিয়েট সৈন্যগণ ষ্ট্যালিনগ্রাডের পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে, মজদক এলাকায় এবং ভলকভ বংশের সিনিয়াভিং এলাকায় প্রতিপক্ষের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ করিয়াছে। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর রুশ সৈন্যগণ নভোরোসিস্ক শহর পরিত্যাগ করিয়াছে"।

জার্ম্মাণদের বিপুল সৈন্যবল নিয়োগ

১২ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ,—ষ্ট্যালিনগ্রাডের বিরাট যুদ্ধে জার্ম্মাণরা যে পরিমাণ সৈন্য, ট্যাঙ্ক, কামান ও বিমান নিয়োগ করিতেছে, গত ১৫ মাসের যুদ্ধে সে পরিমাণ আর কখনও করে নাই। যে কোন মূল্য দিয়া ভল্গা তীরবর্ত্তী এই দুর্গটি রক্ষা করিবার জন্য লালফৌজকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। "রেডষ্টার"এর মতে ষ্ট্যালিনগ্রাডের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। জার্ম্মাণরা উপর্য্যুপরি আক্রমণ চালাইতেছে। ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনীর আক্রমণের প্রাক্কালে রুশদের প্রতিরোধ শক্তি ক্ষয় করিবার উদ্দেশ্যে জার্ম্মাণ বিমান বাহিনীকে ব্যবহার করা হইতেছে। নভোরোসিস্কের যুদ্ধে রুমানিয়ার কৃষ্ণসাগরীয় নৌবহর যোগ দিয়াছে। রুশদের তুলনায় বহুগুণে বেশী নূতন জার্ম্মাণ সৈন্য প্রেরিত হওয়ায় জার্ম্মাণরা নভোরোসিস্কের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত ভেদ করিয়াছে।

পশ্চিম ককেশাসের যুদ্ধের চরম পরিণতি

পশ্চিম ককেশাসের যুদ্ধ চরম অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। সোভিয়েট পার্ব্বত্য সৈন্য ও বিমান বহরের আঘাতে তেরেক উপত্যকায় জার্ম্মাণ বাহিনী ধ্বংস হইতেছে।

ষ্ট্যালিনগ্রাডের প্রবেশ-পথে তুমুল যুদ্ধ

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা ১৪ই সেপ্টেম্বর বলিয়াছেন যে, ষ্ট্যালিনগ্রাডের প্রবেশ পথগুলির সম্মুখে সোভিয়েট সৈন্যগণ মরণপণ করিয়া রুদ্ধ বক্ষের সমগ্র শক্তিকে বাধাপ্রদান করিতেছে। এই ভয়াবহ ও ব্যাপক সংগ্রাম বর্ত্তমানে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস বা নিশ্চিহ্ন হওয়ার সংগ্রামে পরিণত হইয়াছে।

শত্রুর বিপুল সৈন্যক্ষয়

ভল্গা নদীর দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া আত্মরক্ষাকারী সোভিয়েট সৈন্যগণ গত তিন সপ্তাহ যাবৎ বীর-বিক্রমে প্রতিনিয়ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত শত্রুসৈন্যদিগকে বাধাপ্রদান করিতেছে। শহরের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে জার্ম্মাণদের তীরের আকারে আক্রমণ ক্রমশ: নিকটস্থ হইতেছে। এই অগ্রগতির জন্য প্রত্যেকটি পদে শত্রুকে মৎপরোনাস্তি মূল্য প্রদান করিতে হইতেছে। এ-পর্য্যন্ত শত্রু যতটুকু আগাইয়াছে, তাহার সহিত শত্রুর অস্ত্রের ক্ষতিরও তুলনা করিতে হইবে। জার্ম্মাণ, রুমানিয়ান ও ইটালিয়ানদের মৃত্যুসংখ্যা অন্ততঃপক্ষে ১২ হাজার বর্দ্ধিত হইয়াছে।

নূতন সোভিয়েট সৈন্য আমদানি

ইভনিং[illegible]র সংবাদে প্রকাশ, ষ্ট্যালিনগ্রাড যুদ্ধের প্রচণ্ডতা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে এবং সোভিয়েট পক্ষ নূতন নূতন সৈন্য আমদানী করিতেছে। শহরের পশ্চিমে মাত্র একটি সেক্টরেই রুশ সৈন্যগণ শত্রুর ৪ দফা প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছে। একটি গ্রাম তিনবার হাত বদলের পর জার্ম্মাণদের হাতেই রহিয়া গিয়াছে। রুশ সৈন্যগণ নূতন ঘাঁটিতে পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। জার্ম্মাণদের অগ্রগতি মন্দ হইলেও ষ্ট্যালিনগ্রাডের বিপদ অনবরত বাড়িয়া চলিয়াছে।

"উভনিং টাইমিসের" পত্রিকার বার্লিনস্থ সংবাদদাতা বলেন যে, সোভিয়েট পক্ষ ভল্গা নদীতে অনেক নৌ-সেতু তৈরী করিয়াছে এবং এই সমস্ত সেতুপথে অগণিত রুশ সৈন্য দ্রুত গতিতে শহরে প্রবেশ করিতেছে।

পশ্চিম ককেশাসে তীব্র সংগ্রাম

১৪ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, [illegible] মধ্য দিয়া কৃষ্ণসাগরে উপনীত হওয়ার জন্য পশ্চিম ককেশাসে দিবারাত্র কঠোর যুদ্ধ চলিতেছে। প্রকাশ, জার্ম্মাণরা একটা গিরিপথ দখল করার পর সোভিয়েট সৈন্যরা উহা পুনরধিকার করিয়া পশ্চাদপসরণকারী জার্ম্মাণদের প্রায় ৪ মাইল পথ পশ্চাদ্ধাবন করে।

মস্কো হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, বর্ত্তমানের মত ষ্ট্যালিনগ্রাডের উপর জার্ম্মাণদের কঠোরতর চাপ এখন পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে স্থানান্তরিত, হইয়াছে। মধ্য ককেশাসের অবস্থা সোভিয়েটের পক্ষে প্রতিকূল নয়। তেরেক নদীর দক্ষিণে জার্ম্মাণরা কঠোর বাধার সম্মুখীন হইতেছে।

সুদূর-প্রাচ্যের রণাঙ্গণ

চীনা সৈন্যদের অগ্রগতি

চীনা হাই-কমাণ্ডের এক্‌তেহারে বলা হইয়াছে যে, চেকিয়াং প্রদেশে চীনা সৈন্যেরা চুংশিয়াং-এর উপকণ্ঠসমূহে পৌঁছিয়াছে। কিনহোয়া ও লানচি উপর চীনাদের আক্রমণ ক্রমাগতই প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে।

দক্ষিণ-পশ্চিম শান্সী প্রদেশে একটি চীনা ইউনিট বহু শত্রুসৈন্য হতাহত করিয়া হোইচিন শহরে প্রবেশ করে। চুংশিয়াং কিনহোয়ার ৩০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। কিনহোয়া অঞ্চলে আরও পশ্চিমে জাপানীদের যোগসূত্র ছিন্ন করাই চীনাদের অভিযানের উদ্দেশ্য।

জাপানীদের প্রভূত ক্ষতি

চেকিয়াং-এর রাজধানী কিনহোয়ার যুদ্ধে জাপানীদের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে জাপানী সৈন্যদের মৃতদেহ লইয়া একশতাধিক ট্রাক কিনহোয়ায় উপস্থিত হয়।

নিউগিনিতে জাপানী আক্রমণ

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রপক্ষীয় সদর দপ্তরী কার্য্যালয় হইতে ১০ই সেপ্টেম্বর ঘোষণা করা হইয়াছে যে,—নিউগিনিতে ওয়েনষ্ট্যানলি গিরিশৃঙ্গের পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে জাপানীরা বিক্ষিপ্তভাবে প্রবল আক্রমণ চালাইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে।

মোর্সবি বন্দর হইতে মাত্র ৪৪ মাইল দূরে জাপানীরা পৌঁছিয়াছে।

জাপানী আক্রমণ প্রতিহত

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রপক্ষের হেডকোয়াটার হইতে ১১ই সেপ্টেম্বর ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ওয়েনষ্ট্যানলি এলাকায় জাপানীদিগকে সাময়িকভাবে রুখিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মিত্রপক্ষীয় হেডকোয়াটারের আর একটি ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ওয়েনষ্ট্যানলি এলাকায় ঘোরতর সংগ্রামের ফলে উভয় পক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছে।

অন্যান্য রণাঙ্গণ

মাদাগাস্কারে বৃটিশ অভিযান

১০ই সেপ্টেম্বরের একটি ইস্তাহারে প্রকাশ যে, বৃটিশ বাহিনী সেদিন সকালে মাদাগাস্কারের পশ্চিম উপকূলের বন্দরে আক্রমণ চালায়। বিমান এবং নৌবহর একই সঙ্গে মাদাগাস্কারের পশ্চিম উপকূলের বন্দর মাজুঙ্গা, দিয়েগোসুয়ারেজের ১২০ মাইল দক্ষিণে আম্বাজা এবং মাজুঙ্গার ৩৪০ মাইল দক্ষিণে মরোন্দাভার উপর আক্রমণ চালায়।

বৃটিশ অভিযাত্রীদলের অগ্রগতি

মাদাগাস্কার হইতে ভিসিতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, বৃটিশ সৈন্যগণ মাদাগাস্কারের রাজধানী আন্তানানারিভোর দিকে অভিযানে মেভাটানানার পূর্ব্বে বেৎসিবোকা নদী অতিক্রম করিয়াছে। পূর্ব্ব-আফ্রিকার সেনাধ্যক্ষ এক বিজ্ঞপ্তিতে বলিয়াছেন, পশ্চিম উপকূলে অবতরণের পর আমাদের সৈন্যদল দ্বীপের মধ্যে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। আমরা দিগো বাধার উত্তর-পূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী মহেঞ্জার দখল করিয়াছি।

তিনটি স্থান দখল

মিঃ চার্চ্চিল কমন্স সভায় ঘোষণা করিয়াছেন, মাদাগাস্কার উপকূলে তিনটি স্থান দখল করা হইয়াছে।

ফরাসী সেনাদের প্রতিরোধ

মাদাগাস্কার হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, বৃটিশ সৈন্যেরা আন্তানানারিভোর দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে বেৎসিবোকা নদীর তীরে ফরাসী সৈন্যেরা প্রবল বাধা দেয়।

বহু ইংরাজ সৈন্যের পশ্চিম উপকূলে হানা

ভিসি বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃটিশ সৈন্যেরা মাদাগাস্কারের পশ্চিম উপকূলে বহু স্থানে আক্রমণ করিয়াছে। বৃটিশ সৈন্য দলে বহু সৈন্য রহিয়াছে।

বেৎসিবোকায় সংগ্রাম

ভিসিতে খবর পাওয়া গিয়াছে যে, যে সকল বৃটিশ সৈন্য মাদাগাস্কারের রাজধানী আন্তানানারিভোর দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহারা ১২ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় মাজুঙ্গা হইতে ৮০ মাইল দূরে মেভাটানানার নিকটে পৌঁছিয়াছে। আন্তানানারিভো হইতে মেভাটানানা প্রায় ১৬০ মাইল দূরে।

বৃটিশ বা কর্ত্তৃক দুইটি স্থান দখল

বৃটিশ সৈন্যগণ মাজুঙ্গা ও মোরিবে দখল করিয়াছে।

সায়াবাদীর সংবাদে প্রকাশ, সামান্য রকমের বাধা দমন করিয়া বৃটিশ ও ডুর্বিনিয়ান সৈন্যরা মাদাগাস্কারে অগ্রসর হইতেছে। বৃটিশ সমর দপ্তরের সংবাদে প্রকাশ, সৈন্যরা মাদাগাস্কারের অভ্যন্তর ভাগে অগ্রসর হইতেছে।

জানা গিয়াছে, বৃটিশ এবং রুডিসিয়ান সৈন্যরা মাজুঙ্গায় অবতরণ কালে একটিও ফরাসী কামান হইতে গোলাবর্ষণ করা হয় নাই।

বার্লিনে সোভিয়েটের প্রচণ্ড বিমান হানা

১১ই সেপ্টেম্বর রাত্রে মস্কো বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, পূর্ব্ব রাত্রে সোভিয়েট বোমারু বিমানবহর বুদাপেষ্ট, বার্লিন, কোনিগস্‌বার্গ এবং পূর্ব্ব জার্ম্মাণীর বিভিন্ন শহরের উপর হানা দেয়। বুদাপেষ্টে ৩৮টি, বার্লিনে ১২টি এবং কোনিগস্‌বার্গে ১৬টি অগ্নিকাণ্ড হয়।

জেনারেল রোমেল পীড়িত

আনকারায় মিত্রপক্ষীয় মহলে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, রোমেল অসুস্থ হইয়াছেন এবং শীঘ্রই তিনি বার্লিনে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। এইরূপ বিশ্বাস, তাঁহার স্থলে অপর কেহকে নিযুক্ত করা হইবে। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত জেনারেল বিসমার্ক যুদ্ধে নিহত হওয়ায় অতিরিক্ত চাপের দরুণই নাকি তাঁহার পীড়া হইয়াছে।

বিসমার্কের মৃত্যু সংবাদ সমর্থিত

মিসর রণাঙ্গনে জেনারেল ফন বিসমার্কের মৃত্যু সংবাদ রোম বেতার কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে।

মাদাগাস্কারে বৃটিশ সেনাদের অগ্রগতি

বৃটিশ সমর অফিসের এক এক্‌তেহারে ১৪ই সেপ্টেম্বর মাদাগাস্কারে মোরোনডাভায় যে সকল বৃটিশ সৈন্য অবতরণ করে, তাহাদের অগ্রগতি ও মাজুঙ্গা হইতে ট্যানানারিভো-গামী সড়কে অবস্থিত মেভাটানানা অধিকারের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। আফ্রিকা অভিমুখে মিত্রপক্ষীয় অগ্রগতি এবং আম্বালাভাও দক্ষিণে সাফল্যের সংবাদও ঘোষিত হইয়াছে।

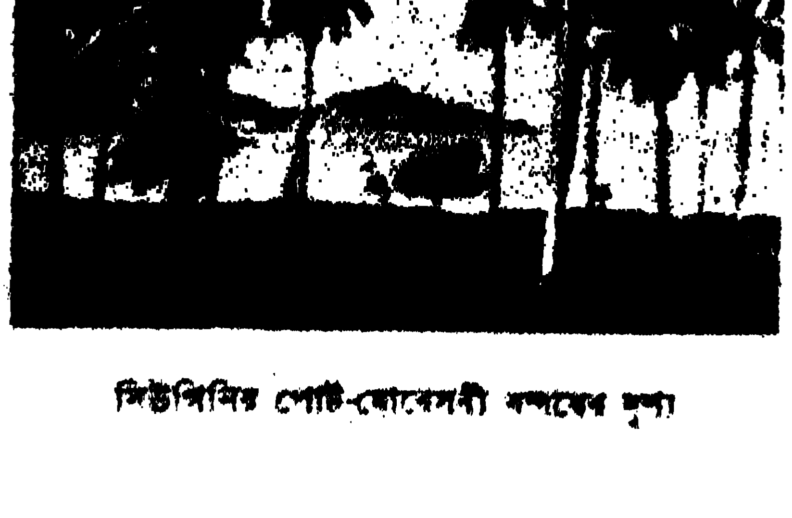

নিউগিনির পোর্ট-মোরেসবী বন্দরের দৃশ্য

গভর্ণর বাহাদুরের বক্তৃতা

[১ম পৃষ্ঠার শেষ]

করিতে চায়; এবং তাহাদের স্বার্থ রক্ষা ও তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ করার উদ্দেশ্যেই গভর্ণমেণ্ট উপদ্রবকারী শক্তির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

"আমার দৃঢ় প্রত্যয় এই যে, বাঙলার অধিকাংশ অধিবাসীরই এইরূপ ব্যাপক হাঙ্গামা ও স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করার প্রচেষ্টার কোন প্রকার সহানুভূতি নাই। সৌভাগ্যক্রমে বাঙলা দেশকে অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় অধিক পরিমাণ অনাচার ভোগ করিতে হয় নাই। কিন্তু এখানে শাসনকার্য্য অচল এবং যুদ্ধ-প্রচেষ্টা, বিশেষতঃ সমরোপকরণ, উৎপাদন ব্যাপারে বাধাদানের জন্য সুনির্দ্দিষ্ট প্রচেষ্টার অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে করার কারণ ঘটিয়াছে। ইতিহাসের বৃহত্তম সংগ্রামের এই সঙ্কটমুহূর্ত্তে এই প্রচেষ্টাকে উদারভাবে দেখা অসম্ভব।

"বলা হইতেছে যে, এই সকল গোলমাল সৃষ্টি দায়িত্বহীন ব্যক্তিদের কার্য্য এবং অপ্রয়োজনীয় কঠোরতা অবলম্বনের ফলে নির্দ্দোষ ব্যক্তিগণ শাস্তি ভোগ করিতেছে।

"যে সকল ব্যক্তি এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে ও এখনও করিতেছে—যাহার ফলে ট্রাম-গাড়ীতে অগ্নি সংযোগ করা হইতেছে, রাস্তাঘাট বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে ও সরকারী অফিসসমূহ হইতে সরকারী দলিলপত্র অপসারিত করিয়া তাহা পোড়াইয়া ফেলা হইতেছে, রেলওয়ে ষ্টেশন ও সরকারী ভবনাদি আক্রান্ত হইতেছে এবং ব্যাপকভাবে আইনসঙ্গত কর্ত্তৃপক্ষের অবাধ্যতা করা হইতেছে, তাহাকে "দায়িত্বহীন" ব্যক্তিদের কার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে ইহাকে খুবই হাল্কা করিয়া দেখা হয়। কোন গভর্ণমেণ্টই তাহার বিরুদ্ধে এইরূপ ধ্বংসকর প্রচেষ্টা সহ্য করিতে পারেন না। পুলিশ ইহা নিবারণের চেষ্টা না করিলে তাহার কর্ত্তব্যে অবহেলা করিবে, ইহা আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন।

"বল প্রয়োগ করা হইলে নির্দ্দোষ ব্যক্তিরও কষ্টভোগ করার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তজ্জন্য দায়ী কে? প্রধানতঃ উহার জন্য দায়ী তাহারাই, যাহারা ধ্বংসাত্মক ও হিংসামূলক কার্য্য করার জন্য সরলমতি ব্যক্তিগণকে প্ররোচিত করে। যেসকল ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়াও এই সকল নিষ্ঠুরতা ও ধ্বংসমূলক নির্ব্বোধ কার্য্যকলাপ করার চক্ষে দেখে এবং অন্ততঃপক্ষে তাহার নিন্দা করে না, তাহারাও ইহার দায়িত্ব অস্বীকার করিতে পারে না। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, দায়িত্বশীল ও আইনানুসারী ব্যক্তিগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকাশ্যভাবে এই সকল দুষ্কর্ম্মের নিন্দা করেন না। তদুপরি, নির্দ্দোষ ব্যক্তিরা কষ্টভোগের জন্য তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করার সময় আমরা—যেসকল পুলিস ও অন্যান্য বিভাগের কর্ম্মচারী তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে গিয়া হাঙ্গামাকারীগণের হাতে লাঞ্ছিত হইয়াছেন—তাঁহাদের কথা যেন ভুলিয়া না যাই।"

ইহার পর গভর্ণর বাহাদুর বলেন যে, আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য যাহারা দায়ী, মূলতঃ তাহাদের কৃতিত্বের দরুণই এই প্রদেশে ব্যাপক রকমের বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে নাই।

পরিশেষে মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর বলেন যে, এই প্রদেশের নিরাপত্তা ফ্যাসিষ্ট শক্তি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ার সুনিশ্চিত বিপদ দেখা দিয়াছে। এই সময়ে সমস্ত আভ্যন্তরীণ বিরোধ ও অবিশ্বাস বিদূরিত করিয়া সার্ব্বজনীন শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়াই সকলের প্রধানতম কর্ত্তব্য।"

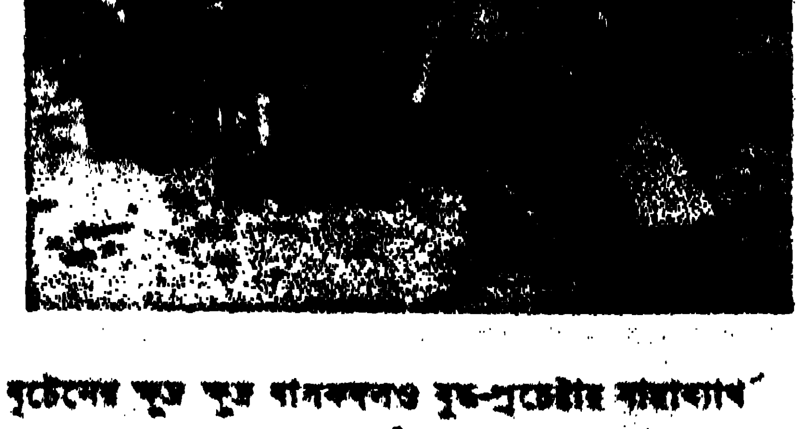

বৃটেনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকদলও যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছে।

রোমেলের সঙ্কট অবস্থা

মিসরের যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে মিঃ উইলকির অভিমত

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের প্রতিনিধি মিঃ ওয়েণ্ডেল উইল্কি আঙ্কারায় সাংবাদিকগণের একটি কনফারেন্সে বলেন যে, জেনারেল রোমেল খুবই সঙ্কট অবস্থায় পতিত হইয়াছেন। মিঃ উইলকি আরো বলেন, "রোমেল মিসরে ১০০ একশত ভাগ ট্যাঙ্ক খোয়াইয়াছেন, ইহা তাঁহার সমগ্র ট্যাঙ্ক-শক্তির শতকরা ৪০ ভাগ। মিসরে বৃটিশের কত বড় জয়লাভ হইয়াছে, তাহা এখনও সম্পূর্ণভাবে জানা যায় নাই; কিন্তু আমি প্রকৃত ব্যাপার জানি। কারণ আমি ঐ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সম্প্রতি মাত্র ফিরিয়া আসিয়াছি। আমি আপনাদিগকে বলিতে পারি যে, রোমেল মিসর দখল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার যাহা কিছু সম্বল ছিল, সমস্তই তিনি এই কাজে নিয়োজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তাঁহার শোচনীয় পরাজয় হইয়াছে এবং তিনি তাঁহার পূর্ব্ব স্থানে ফিরিয়া গিয়াছেন।"

মিঃ উইল্কি আরোও বলেন যে, তিনি যে সমুদয় মিত্র পক্ষীয় সৈন্যের সহিত আলাপ করিয়াছেন, তাহারা অবগত আছে—রোমেল কি বিরাট চেষ্টা পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার এই পরাজয়ের গুরুত্ব কতটা।

উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় যুদ্ধের গতি যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার সুস্পষ্ট লক্ষণ তিনি মিসরে দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। যুক্তরাষ্ট্র ১০,০০০,০০০ এক কোটি সৈন্য প্রস্তুত করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, মিসর হইতে যুদ্ধে দ্বিতীয় রণাঙ্গন প্রসারিত হইতে পারে।

হিটলারের অনুগত ইউরোপকে (তৎসহ বুলগেরিয়াকে) দারুণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে বলিয়া মিঃ উইল্কী অভিমত প্রকাশ করেন। মিঃ উইলকী আরোও বলেন যে, তুর্কী জাতি, উহার নেতৃবর্গ ও উহার বৈদেশিক নীতির সহিত যুক্তরাষ্ট্রের সহানুভূতি আছে।

তুরস্কের বৈদেশিক সেক্রেটারী মিঃ ওয়েনডেল উইল্কির সহিত সাক্ষাৎ করেন। দুই ঘণ্টা পনর মিনিট পর্য্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে আলোচনা হইয়াছিল।

মাননীয় খানবাহাদুর হাশেম আলী খান

রাজশাহী জেলায় সফর

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের সমবায় ও পল্লী-ঋণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় খানবাহাদুর হাশেম আলী খান বিগত ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে রাজশাহী গমন করিয়াছিলেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং সমবায় বিভাগের কর্ম্মচারিগণ ও আরও বহু লোক তাঁহাকে ষ্টেশনে সম্বর্দ্ধনা করেন। অতঃপর তিনি সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

অপরাহ্নে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সরকারী কর্ম্মচারীগণকে লইয়া এক সম্মেলন অনুষ্ঠান করেন। তাহাতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট, ঋণ-সালিশী বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর এবং সমবায় বিভাগের এসিষ্টাণ্ট রেজিষ্ট্রার যোগদান করিয়াছিলেন। দেশ বর্ত্তমানে যে সমুদয় সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে, সেই সমুদয় সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং কি উপায়ে উহার প্রতিকার করা হইবে, সে সম্বন্ধেও প্রস্তাব করা হয়। দেশের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা, তৎসহ আকস্মিক সঙ্কট সময়ে খাদ্য সরবরাহের কথা, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, কৃষিঋণ ও বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এই আলোচনার প্রধান প্রধান বিষয় ছিল। ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক ও জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক পরিদর্শন করেন। সমবায় হইতে রাজশাহীতে সমবায়ের ভিত্তিতে একটি কৃষিক্ষেত্র খোলার প্রস্তাব দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর তিনি পবা ইউনিয়ন-বোর্ডের পাট বয়ন বিদ্যালয় ও ঋণ-সালিশী বোর্ড পরিদর্শন করেন এবং বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের সহিত বিভিন্ন স্থানীয় সমস্যার বিষয় আলোচনা করেন। সার্কিট হাউসে ফিরিয়া আসিবার পথে তিনি মূক-বধিরের কারিগরদের ট্রেনিং স্কুল, মূক-বধির বিদ্যালয় ও রাজশাহী হাই-মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন।

অপরাহ্নে তিনি সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক, স্পেশাল ঋণ-সালিশী বোর্ডসমূহ এবং টাউন কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক পরিদর্শন করেন এবং উপস্থিত সদস্যগণের সহিত পল্লী-ঋণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। চা-পানের পর তিনি রাজশাহী হইতে কলিকাতা যাত্রা করেন।

যুগোস্লাভিয়ার বালক রাজা পিটার। সম্প্রতি ইনি ক্যাম্ব্রিজে অধ্যয়ন করিতেছেন।

হিট্‌লারবাদের নিন্দায় জার্ম্মাণ সৈন্যদল

বৃটেন হইতে বেতারে বক্তৃতা

সম্প্রতি বৃটেনস্থ জার্ম্মাণ বন্দীরা বৃটিশ বেতার-কেন্দ্র হইতে হিটলারী শাসন ও নাৎসী বর্ব্বরতার তীব্র নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করে। তাহাদের পরিবারবর্গের উপর জার্ম্মাণ গুপ্ত পুলিশের অত্যাচার এড়াইবার জন্য এই বক্তাদের কেবলমাত্র সংক্ষিপ্ত নাম ঘোষণা করা হইয়াছিল।

জনৈক লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল বলিয়াছেন, "আমি একজন পেশাদার সৈনিক; আদেশ পালনের জন্যই আমি শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছি। আমি আমার ঊর্দ্ধতন কর্ত্তাদের আদেশ পালন করিয়াছি, তার অন্তরে লজ্জিত হইয়াছি। আজ আমি যেসব নিষ্ঠুরতার অনুষ্ঠান দেখিতেছি, তাহাতে আরও বেশী লজ্জিত। জার্ম্মাণ সেনাদল ও নাৎসী দল সম্পূর্ণ ভিন্ন; এই দুইয়ের মধ্যে অবিশ্বাস ও অসন্তোষ বিদ্যমান।"

এক পূর্ব্বতন ইউ-বোট কর্ম্মচারী বলিয়াছেন, "আমি আগাগোড়াই নাৎসী শাসনের বিরোধী ছিলাম। হিটলার দেশের যুবসম্প্রদায়কে নষ্ট ও কলুষিত করিয়া দিয়াছে।"

জনৈক সার্জ্জেণ্ট কর্পোরেল বলেন, তাঁহার বিশ্বাস এই যে, "অধিকাংশ জার্ম্মাণই হিটলারী শাসনের পরিপন্থী; কিন্তু কেবল গুপ্ত পুলিশের ভয়েই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে সাহস পায় না।"

কেরোসিনের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ

সরকারের নূতন নির্দ্দেশ

বিগত ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে কেরোসিন তৈলের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া যে প্রেস কম্যুনিক প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার কতকটা পরিবর্ত্তন করিয়া উল্লিখিত কম্যুনিকে নির্দ্দিষ্ট মূল্যের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত মূল্য ধার্য্য করা হইল:—

দ্রব্যের নাম।	সর্ব্বোচ্চ নির্দ্ধারিত মূল্য।
পেট্রোল ..	১৮/৬ পাই (প্রতি গ্যালন, আনুষঙ্গিক প্রাদেশিক চার্জ)।
কেরোসিন (ভাল) ..	৪।।৯ (৪ গ্যালন খোলা অবস্থায়)।
	৫।/৩ পাই (৪ গ্যালন টিনে ভরা)।
	৶০ (এক বোতল ২৫ আউন্স)।
কেরোসিন (লাল) ..	৪৶০ (৪ গ্যালন খোলা অবস্থায়)।
	৪৸৶৬ পাই (৪ গ্যালন টিনে ভরা)।
	৶৯ পাই (এক বোতল ২২ আউন্স)।

বিচার বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ জন ইউনি

আকস্মিকভাবে পরলোকগমন

বাংলা সরকারের বিচার বিভাগের সেক্রেটারী ও আইন-উপদেষ্টা মিঃ জন্ ইউনি, আই-সি-এস, গত ৯ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় তাঁহার নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন।

মিঃ ইউনি ১৮৯৩ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। এডিনবরা একাডেমী ও এডিনবরা ইউনিভার্সিটিতে তিনি অধ্যয়ন করেন। ১৯১৬ সনের ডিসেম্বর মাসে তিনি সর্ব্বপ্রথম ভারতে আগমন করেন এবং এই প্রদেশে সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে যোগদান করেন। ১৯২৩ সনের ডিসেম্বর হইতে ১৯২৫ সনের জানুয়ারী পর্য্যন্ত ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে অস্থায়ীভাবে কাজ করার পর ১৯২৭ সনের মার্চ্চ মাসে ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন্স জজের পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন। বর্ত্তমান ১৯৪২ সনের জানুয়ারী মাসে তিনি বিচার বিভাগের সেক্রেটারী ও বাংলা সরকারের আইন-উপদেষ্টার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

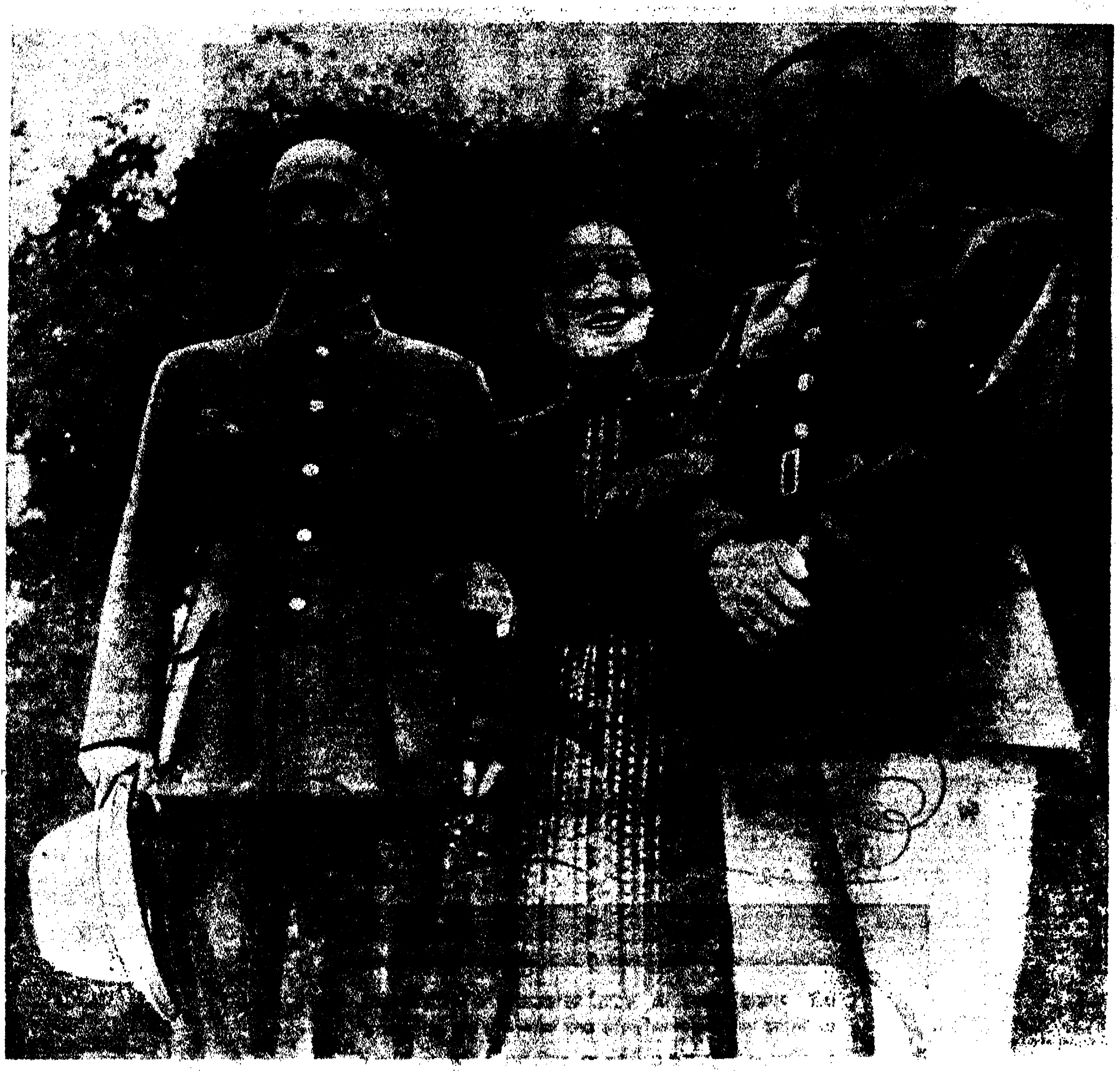

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ABU HENA.

Regd. No. C2532.

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ৪৪শ সংখ্যা] [illegible]বার, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ [এক আনা

ব্যবস্থা-পরিষদে মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর বিবৃতি

দেশের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বর্ণনা

বাঙলার মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী মিঃ এ. কে. ফজলুল হক বিগত ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে একটি সুদীর্ঘ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। এই বর্ণনা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন :—

"গত কয়েক মাস মধ্যে—বিশেষতঃ জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করার পর—গভর্ণমেণ্টকে যে সমুদয় বড় বড় সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, তন্মধ্যে এই প্রদেশে বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও পরিচালনা অন্যতম। এই পরিষদের সদস্যগণ অবগত আছেন যে, প্রত্যক্ষভাবে দেশরক্ষার ব্যাপারে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই; কিন্তু নাগরিকগণের নিরাপত্তার জন্য পরোক্ষ রক্ষণ-ব্যবস্থা যাহাতে যথাযথরূপে সংগঠিত হয়, তজ্জন্য প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের প্রকৃতই বাস্তব দায়িত্ব রহিয়াছে।

গত কয়েক মাসে এই দিক দিয়া কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। যে সমুদয় অঞ্চলে বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই অবলম্বিত হইয়াছিল, সে সমস্ত অঞ্চল ছাড়াও অন্যান্য শহরগুলিতে এ-আর-পি প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থা গত কয়েক মাসের মধ্যে করা হইয়াছে।

যে সমুদয় অঞ্চলে কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই এ-আর-পি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইয়াছে, তথায় গভর্ণমেণ্টের প্রদত্ত উপদেশ মতেই এই প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমানে অবলম্বিত ব্যবস্থার কার্য্যকারিতা পরীক্ষা করিবার উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে এবং অনবরত অভ্যাস ও অনুশীলন দ্বারা যথাসম্ভব অল্প সময়ে এই প্রতিষ্ঠানের কাজ বিশেষ যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করিবার চেষ্টা চলিতেছে। নূতন যে সকল অঞ্চলে সম্প্রতি কাজ আরম্ভ করা হইয়াছে, তথায়ও যথাসম্ভব শীঘ্র সকল প্রকার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করার চেষ্টা হইতেছে।

এ-আর-পি ব্যাপারে এই সমুদয় কর্মীদল ছাড়াও [illegible] কারার পার্টি স্বেচ্ছাসেবকদল ও গৃহরক্ষী অগ্নি-নির্ব্বাপক দল গঠন করা হইয়াছে। মূলতঃ এই সমুদয় গৃহরক্ষী অগ্নি-নির্ব্বাপক দল স্থানীয় কতিপয় বাড়ীর তিন জন হইতে ছয় জন লোক লইয়া গঠিত হয়। গভর্ণমেণ্ট উহাদিগকে একটি [illegible] পাম্প ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি সরবরাহ করেন। তাহাদের একমাত্র ও প্রধান কর্তব্য হইল তাহাদের বাড়ীর নিকটে কোথাও আগুনে বোমা পড়িলে যাহাতে আগুন বিস্তৃত হইয়া না পড়িতে পারে, তাহারই ব্যবস্থা করা। প্রতি ১২৫ জন অধিবাসীর জন্য তিন হইতে ছয় জন লোকের একটি করিয়া দল গঠন করা গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। কোন কোন অঞ্চলে বেশ সন্তোষজনক সাড়া পাওয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ঢাকার ১০,৬৯৬ জন ও চব্বিশ-পরগণার ১০,৭৯১ জন লোক এই কাজে যোগদান করিয়াছে। কলিকাতায় এ পর্য্যন্ত ৫১,৩২১ জন লোক ভর্ত্তি করা হইয়াছে। যদিও এই সংখ্যা কম নহে, তথাপি কলিকাতার অধিবাসী-সংখ্যা বিবেচনা করিয়া আরও অসংখ্য লোককে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ভর্ত্তি করিতে হইবে।

গত কয়েক মাস হইতে অতি জরুরী একটি সমস্যার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইল এ-আর-পি'র কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা। বিভিন্ন শ্রেণীর উপদেষ্টা সকল অঞ্চলেই প্রয়োজন অনুসারে নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের এ-আর-পি স্কুলসমূহে এই সম্পর্কীয় উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থারও পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা হইয়াছে।

এ-আর-পির বিভিন্ন বিভাগের কর্মীদল ও প্রাথমিক শুশ্রূষা-কেন্দ্রসমূহের প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা বেশ সুন্দরভাবেই করা হইয়াছে।

(মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী)

এ-আর-পি ব্যবস্থা শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করা ছাড়াও, গভর্ণমেণ্ট বিপদ-সঙ্কেত জ্ঞাপনেরও সুবন্দোবস্ত করিয়াছেন। বহুসংখ্যক সাইরেন সংযুক্ত করা হইয়াছে, এবং যে সমুদয় অঞ্চলে আক্রমণ হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে, ঐ সব অঞ্চলে ঐগুলি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ কোন কোন লোকের নিকট হইতে এরূপ আপত্তি শুনা যাইবে যে, কোনও বিশেষ সাইরেনের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় নাই। তবুও কিছুদিন পূর্ব্বে বিপদ-সঙ্কেত দেওয়ার যে ব্যবস্থা ছিল, এখন মোটামুটি অবস্থা তাহার চেয়ে অনেক ভাল।

বিপদ-সঙ্কেত জ্ঞাপনের সহিত [illegible]ভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে আলোক-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে গভর্ণমেণ্ট আলোক-নিয়ন্ত্রণের সুস্পষ্ট আদেশ দিয়াছেন এবং প্রদেশের সর্ব্বত্রই [illegible] আলোক নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের এই সব আদেশ যে অতীব জরুরী ও প্রয়োজনীয়, তাহা বিশেষভাবে জনসাধারণকে বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। [illegible] সদস্যগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ এলাকায় এই সমুদয় আদেশ কার্য্যকরী করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী আরও বলেন :—"যদি বিমান আক্রমণ হয়, তাহা হইলে কতক লোক হতাহত হইবেই এবং আমরা এই সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা স্থির করিয়াছি। যে সমুদয় আহত ব্যক্তির চিকিৎসা হাসপাতালে করার প্রয়োজন হইবে তাহাদের চিকিৎসা সরকারীভাবে করা হইবে। এই পরিকল্পনা অনুসারে হাসপাতালে ৮,০০০ আট হাজার রোগীর থাকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

বিমান আক্রমণের পরে কর্পোরেশনের জরুরী নাগরিক ব্যবস্থাসমূহ যাহাতে অব্যাহত থাকে, তজ্জন্য নিম্নলিখিত কার্য্যগুলি করা হইয়াছে :—

(১) অতিরিক্ত সরঞ্জাম ও মজুরসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গঠন করা হইয়াছে। তাহারা স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিয়া প্রয়োজনীয় মেরামত কার্য্য সম্পন্ন করিবে।

(২) জলের কলের কেন্দ্রসমূহে মূল পাইপগুলি ও মেশিন ইত্যাদি এবং ময়লা নিষ্কাশন কেন্দ্রগুলি সুরক্ষিত করা হইয়াছে।

(৩) যদি ময়লা নিষ্কাশন কেন্দ্রের কোন প্রকার ক্ষতি হয়, তাহা হইলে পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতির নির্গমপথের অন্যতর ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

(৪) টালার জলের কলের সঞ্চয়-কেন্দ্র ও ইঞ্জিন-ঘর কৃত্রিম উপায়ে ঢাকিয়া ফেলা হইয়াছে।

(৫) যদি বিমান আক্রমণের ফলে জল-সরবরাহ ব্যবস্থা নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে অন্যতর উপায়ে জলসরবরাহ করার জন্য কলিকাতায় মোট ২,৫০০ আড়াই হাজার নলকূপ খনন করা হইয়াছে। এই সমুদয় নলকূপ সরকারী জায়গায় খনন করা হইয়াছে; সুতরাং বস্তির মধ্যে কোন নলকূপ বসান হয় নাই। এখন বস্তির প্রয়োজনের জন্য আরও ২০০ দুই শত নলকূপ বসানো বিষয় বিবেচনা করা হইতেছে। বর্ত্তমানে আমরা এই সমুদয় নলকূপ কার্য্যকরী অবস্থায় রাখার দায়িত্বও গ্রহণ করিয়াছি এবং ঐগুলির অবস্থাও ক্রমশঃ ভাল হইতেছে। আশা করা যায় যে, অতীতে ইচ্ছাপূর্ব্বক এই সব নলকূপের যে ক্ষতি করা হইয়াছে, ভবিষ্যতে আর ততটা ক্ষতি হইবে না।

(৬) শহরের উপকণ্ঠে কলিকাতা কর্পোরেশনের ধাঙ্গড় শ্রমিকদিগের জন্য বিশেষ কুটীরসমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাতে শতকরা ২৫ জনের থাকার ব্যবস্থা হইবে। শহরের বিভিন্ন অংশে পাকা বাড়ীসমূহও এই উদ্দেশ্যে লওয়া হইয়াছে। সেখানেও শ্রমিকগণের শতকরা ৪০ জন থাকিতে পারিবে।

বিপজ্জনক এলাকায় মিউনিসিপ্যালিটিগুলিকে বাসস্থানের স্বাস্থ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় নাগরিক ব্যবস্থাসমূহ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এবং অন্যান্য বে-সামরিক জনরক্ষা কার্য্যের ব্যাপারে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। খাদ্য সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী সংস্কার ও জলের কল সংরক্ষণ-ব্যবস্থা, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে জলসরবরাহের ভিন্নরূপ ব্যবস্থা ও আবর্জ্জনা নিষ্কাশন ব্যাপারে জরুরী ব্যবস্থা সম্পর্কে মিউনিসিপ্যালিটিগুলি হইতে যে সমস্ত পরিকল্পনা পাওয়া গিয়াছিল, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করতঃ মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগের চীফ ইঞ্জিনিয়ারের অধীনে এ-আর-পি ডিভিশনের তত্ত্বাবধানে কার্য্যে পরিণত করা হইতেছে।

বিমানাক্রমণের ফলে যে সমস্ত বাড়ী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে, সেই সব বাড়ীর অধিবাসীরা যদি নিজেদের মালপত্র ও মূল্যবান অস্থাবর সম্পত্তি নিজেরা রক্ষা করিবার বন্দোবস্ত

[২য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেস-নোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

২৮শে সেপ্টেম্বর—১৯৪২

জ্বালানী তৈলের সমস্যা

যুক্ত-প্রদেশ গভর্ণমেণ্টের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের এক বুলেটিনে বলা হইয়াছে:—

সম-পরিমাণ কেরোসিন ও সরিষার তৈল একত্রে মিশাইয়া (অর্থাৎ অর্দ্ধেক কেরোসিন ও অর্দ্ধেক সরিষার তৈল) "ডিজ্" শ্রেণীর হ্যারিকেন ল্যাণ্টার্ণ ও শহরের রাস্তায় যেসব বাতি জ্বালানো হয় তাহাতে ব্যবহার করিয়া বেশ সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র কেরোসিন তৈল ব্যবহার করিলে যেরূপ ফল পাওয়া যায়, এই মিশ্রণ ব্যবহারে ততটা সুফল ফল অবশ্য পাওয়া যায় না। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই মিশ্রণ ব্যবহারে নিম্নোক্ত অসুবিধাগুলি দেখা দেয়:—

(১) ১২ ঘণ্টাকাল বাতি জ্বলার পর সলিতায় অনেক বেশী পরিমাণে অঙ্গার জমে এবং তাহার ফলে বাতিটি আপনা-আপনি নিভিয়া যায়।

(২) এই মিশ্রণ দ্বারা বাতি জ্বালাইলে ৪ ঘণ্টাকাল পরে স্বভাবতঃই বাতির উজ্জ্বলতা কমিয়া আসে।

প্রথমোক্ত অসুবিধার জন্য বিশেষ কিছু যায়-আসে না; কারণ কোন বাতিই একাদিক্রমে ১২ ঘণ্টার বেশী সময় পর্য্যন্ত জ্বালাইয়া রাখার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও সলিতাটি প্রত্যহই ভালভাবে পরিষ্কার করার প্রয়োজন হইবে। পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাতিতে প্রথম সলিতা লাগাইবার পূর্ব্বে যদি সলিতাটিকে সাবান দিয়া ধুইয়া খুব ভাল করিয়া শুকাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাতে অঙ্গার অপেক্ষাকৃত কম জমা হয় এবং বাতির উজ্জ্বলতা হ্রাস পাওয়ারও অনেকটা প্রতিকার হয়। মিশ্রিত তৈল যদি ল্যাণ্টার্ণে যথাসম্ভব বেশী করিয়া ভর্ত্তি করা যায়, তাহা হইলে আলোকের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়—প্রমাণিত হইয়াছে। যেসব ল্যাণ্টার্ণে কম তৈল লাগে, এই ধরণের ল্যাণ্টার্ণ ব্যবহার করিলে কিম্বা মধ্যে মধ্যে বাতিতে নূতনভাবে মিশ্রণ ভর্ত্তি করার ব্যবস্থা করিলেই উপযোক্তভাবে আলোকের ঔজ্জ্বল্য অব্যাহত রাখা যাইতে পারে।

এই সম্পর্কে আরো গবেষণা চালান হইতেছে। ইতিমধ্যে কেরোসিন সমস্যার সমাধানার্থ জনসাধারণ কেরোসিনের সঙ্গে সমপরিমাণ সরিষার তৈল মিশাইয়া ব্যবহার করিয়া দেখিতে পারেন।

বগুড়া কালেক্টরীতে মুসলমানদের স্বার্থ

কলিকাতার কোনও সংবাদপত্রের গত ১লা জুলাই ও ১লা আগষ্ট তারিখের সংখ্যায় বগুড়া কালেক্টরীতে মুসলমান কর্মচারীদের উপর অবিচার অনুষ্ঠিত হইতেছে বলিয়া যে অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই সম্পর্কে তদন্ত করিয়া নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ অবগত হওয়া গিয়াছে:—

১। কেরাণীদের নিয়োগ ও বদলীর ব্যাপার স্বয়ং কালেক্টর সাহেবই নিয়ন্ত্রণ করেন; সেরিস্তাদারের ইহাতে কোনই হাত নাই। এই ব্যাপারে কর্মচারীদের যোগ্যতা ও কার্য্য পরিচালনার সুবিধার প্রতিই দৃষ্টি রাখা হয়।

২। বগুড়া কালেক্টরীতে বিজয়চন্দ্র রায় নামক কোনও কেরাণী নাই।

৩। বগুড়ার সদর-মহাল ষ্টেটে মোট ২১ জন কর্মচারীর (কেরাণী ও অন্যান্য নিম্নপদস্থ চাকুরিয়াসহ) মধ্যে মোট ৯ জন মুসলমান আছে। অথচ অভিযোগ করা হইয়াছিল যে এইখানে একজনও মুসলমান নাই। আরও অভিযোগ করা হইয়াছে যে, গত ১৬।১৭ বৎসরের মধ্যে একজন মুসলমান আমলাকেও এইখানে বদলী করা হয় নাই। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার ইহাই যে, এম, সামসুদ্দীন আহমদ, মইনুদ্দীন আহমদ, ফজলুর রহমান প্রমুখ কতিপয় মুসলমান বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদে এই স্থানে কাজ করিয়াছিলেন। আরও দেখা যায় যে, ২৬ জন গভর্ণমেণ্ট কর্মচারীর (২১+৫) মধ্যে ১৪ জন মুসলমান।

৪। মৌলবী মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন, মোহাম্মদ হোসেন, মোহাম্মদ মোখলেসুর রহমান, মোহাম্মদ সিদ্দিক হোসেন প্রভৃতি ভদ্রলোক বগুড়া কালেক্টরীর বিভিন্ন শাখায় খুব দায়িত্বপূর্ণ পদে ইতিপূর্ব্বে কাজ করিয়াছেন। মৌলবী সাদৎ আলী খোন্দকার বর্ত্তমানে জনৈক সাব-ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বেঞ্চ-ক্লার্ক হিসাবে কাজ করিতেছেন। মৌলবী সিদ্দিক হোসেন বিচার বিভাগীয় ট্রেনিং লইতেছেন। এতদ্ব্যতীত কতিপয় মুসলমান গ্রাজুয়েট ট্রেজারী অফিসে দায়িত্বশীল কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। আপার ডিভিশনের কয়েকটি পদ ছুটির জন্য খালি হইলে সেইগুলিতে কতকগুলি মুসলমান কেরাণী অস্থায়ীভাবে কাজ করার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

৫। সার্টিফিকেট বিভাগে ২ জন মুসলমান আছেন।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত অধিকাংশ অভিযোগই অস্পষ্ট ও ভিত্তিহীন। যোগ্যতা ও সুবিচারের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ পরীক্ষার পরই নিয়োগ ও বদলীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করা হইয়া থাকে। মুসলমানদের প্রতি কোন অবিচারই অনুষ্ঠিত হয় নাই।

বাঙলার চাউল-সমস্যা

সম্প্রতি কৃষিপণ্য বিক্রয় বিভাগ হইতে চাউলের বিক্রয় সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতের বর্ত্তমান ফসলবৃদ্ধি আন্দোলন, ব্রহ্ম, ইন্দোচীন ও থাইল্যাণ্ড হইতে চাউলের আমদানী বন্ধ হওয়া এবং সেই অভাব পূরণকল্পে দেশে চাউল উৎপাদন সম্পর্কিত অসুবিধাদির উল্লেখ থাকায় রিপোর্টটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। চাউল উৎপাদনের দিক হইতে ভারতবর্ষ যদিও পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, তথাপি পূর্ব্বে প্রতি-বৎসরেই তাহাকে বহু চাউল ও ধান আমদানী করিতে হইত। ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতে মোট ২৯ কোটি ৫ লক্ষ ৩০ হাজার টন চাউল উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে সেই বৎসর ভারত হইতে মাত্র ২ লক্ষ ৫০ হাজার টন চাউল বাহিরে রপ্তানী করা হয়। পক্ষান্তরে ঐ বৎসর ১৩ লক্ষ ৯৮ হাজার টন চাউল ও ধান বাহির হইতে আমদানী হয়।

জমির ফসল বৃদ্ধির জন্য রিপোর্টে উন্নত ধরণের কৃষি-পদ্ধতি ও উন্নত ধরণের বীজ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে প্রতি একর জমিতে মাত্র ৭৩১ পাউণ্ড চাউল উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে ১৯৩৬-৩৭ হইতে ১৯৩৮-৩৯ এই তিন বৎসরে, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, মিসর এবং ইটালীতে একর প্রতি জমি হইতে গড়ে যথাক্রমে, ১ হাজার ৪৮১ পাউণ্ড, ২ হাজার ৩০৭ পাউণ্ড, ২ হাজার ৭৯ পাউণ্ড ও ৩ হাজার পাউণ্ড চাউল পাওয়া যায়।

রিপোর্টে চাষীদিগকে অর্থ ও বিক্রয় ব্যাপারে আরও সাহায্য প্রদানের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, এই ভাবেই চাষীরা তাহাদের ফসলের মূল্যের মোটা অংশ নিজেরা পাইতে পারিবে। অর্থ, ফসল মজুত রাখা ও চাউল ছাঁটাই করার ব্যাপারে রিপোর্টে সমবায় পদ্ধতি অনুসরণ করার আবশ্যকতার কথা বলা হইয়াছে। রিপোর্টে চাউলের শ্রেণী বিভাগ করার পরামর্শও দেওয়া হইয়াছে।

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর বিবৃতি

[১ম পৃষ্ঠার জের]

করিতে না পারে, অথবা যেসব ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকিবে তাহাদের সম্পত্তি রক্ষা করার সম্বন্ধে নজর রাখিবার জন্য এক উদ্ধারকারী দল সংগঠিত করা হইয়াছে। যেসব গৃহকর্ত্তা বিপজ্জনক স্থান হইতে তাহাদের জিনিসপত্র সরাইয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইতে চান, এই প্রতিষ্ঠান তাহাদিগকেও সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিবে।

যদি কলিকাতা শহরের উপর ক্রমাগত ভীষণভাবে বিমানাক্রমণ হয়, তবে স্বভাবতঃই বহুসংখ্যক লোক এক সঙ্গে কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে উদ্বিগ্ন হইবে। এই প্রকার জরুরী সমস্যার সমাধান করিবার জন্য অতিরিক্ত গাড়ী চলাচল করাইতে রেল-কোম্পানীসমূহের সহিত পূর্ব্ব হইতেই বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্ববঙ্গের যাত্রী লোকজনের সাময়িক আশ্রয় ও খাদ্যের সুবন্দোবস্ত করিবার উদ্দেশ্যেও দুইটি ষ্টেশনে আশ্রয়-কেন্দ্র খোলা হইয়াছে।

অতিরিক্ত গাড়ী চালানোর জন্য রেলপথগুলির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। যদি যাত্রীর ভিড় রেলপথগুলির সেই ক্ষমতা ছাড়াইয়া যায়, তবে জনসাধারণ পদব্রজেও কলিকাতা ত্যাগ করিতে পারিবে। এই প্রকার যাত্রীদের সুখ-সুবিধা বিধানার্থে প্রয়োজনীয় কর্মচারী, উপযুক্ত খাদ্য-সম্ভার ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সকল বন্দোবস্ত সহ রাস্তার বিভিন্ন স্থানে মোট ৮৬টি আশ্রয়-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সব কেন্দ্রে প্রসূতিদের জন্য পর্য্যাপ্ত স্বতন্ত্র স্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই আশ্রয়-কেন্দ্রগুলি একই সময়ে দুই লক্ষ যাত্রীর আশ্রয় ও যথেষ্ট সংখ্যক লোকের আহারের ব্যবস্থা করিতে পারিবে। ভাল পানীয় জল সরবরাহের জন্য এই সকল রাস্তায় ৪ মাইল অন্তর কূপ খনন করা হইয়াছে। এই রাস্তাগুলির প্রয়োজনমত সংস্কার সাধনও করা হইয়াছে। এই সকল রাস্তার মধ্যে যেসব নদী রহিয়াছে, সেইগুলির কতকগুলিতে সেতু নির্ম্মাণ করা হইয়াছে এবং অপর কতকগুলিতে খেয়া নৌকার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

অন্যান্য শহর হইতে যেসব রাস্তা বাহির হইয়াছে, সেইগুলিতেও অনুরূপ আশ্রয়-কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হইয়াছে বা হইতেছে।

বর্ত্তমান সনের ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত আনুমানিক ২৮,৫৪,৪২৪৲ নৌকার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে।

বে-সামরিক সরবরাহ ব্যবস্থা

পরিষদের সদস্যগণ নিশ্চয়ই জানেন যে, আমরা সম্প্রতি একটি বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগ খুলিয়াছি এবং আমি আশা করি শীঘ্রই এই বিভাগ পূর্ণোদ্যমে কার্য্যে নিযুক্ত হইবে। এই দিক দিয়া আমাদের সর্ব্বপ্রথম প্রচেষ্টা হইবে এমন অবস্থার সৃষ্টি করা—যাহাতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ এক স্থান হইতে অন্যস্থানে দ্রুত আনা-নেওয়া করা যাইতে পারে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যও সুচারুরূপে পরিচালিত হইতে পারে। আমরা ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে সহযোগিতা চাই। কিন্তু যদি স্বার্থপর লোকেরা ইহাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে চায়, তবে আমাদিগকে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেই হইবে। এই কথাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আমরা সব সময়ে কেবল নিজের উপর নির্ভর করিতে পারি না, এইজন্য অন্যান্য প্রদেশের সাহায্যও আমাদের দরকার এবং আমাদিগকেও সব সময়ে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

বাঙলার বাহির হইতে আমাদিগকে যে সমস্ত দ্রব্য-সম্ভার আমদানী করিতে হইবে, সেই সম্বন্ধে হয়ত সদস্যেরা কিছু শুনিতে চাহিবেন। বাঙলার জন্য নির্দ্ধারিত গত আগষ্ট মাসের গমের পরিমাণ খুব বেশী পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হইবে এই সংবাদ জানিতে পারিয়া আমরা অবিলম্বে প্রতিকার ব্যবস্থার অগ্রসর হই এবং এই আশ্বাস পাইয়াছি যে, কলিকাতার বিশেষ প্রয়োজনের বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করা হইবে। এই সম্পর্কে আসন্ন সময়ের ব্যবস্থা খুব সন্তোষজনক নয়; কিন্তু আমি আশা করি পরিষদ ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, গমের সরবরাহ-নিয়ন্ত্রণের চরম ক্ষমতা আমাদের হাতে নাই। রেল যানবাহনের প্রশ্নটি বিষয় সরকারের সহিত আলোচনা করা হইতেছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

ষ্ট্যালিনগ্রাদের রাজপথে হাতাহাতি সংগ্রাম

ষ্ট্যালিনগ্রাদ অঞ্চলে সঙ্কট অবস্থা

রয়টারের সংবাদদাতা ১৫ই সেপ্টেম্বর লিখিয়াছেন—ষ্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধ চরম অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। জার্ম্মাণদের বিমানের সংখ্যা অনেক বেশী এবং তাহারা শহরের প্রবেশ-পথ পর্য্যন্ত সমগ্র যুদ্ধের এলাকায় বোমা ফেলিতেছে। কোন জনপ্রাণী যাহাতে জীবিত না থাকিতে পারে, তজ্জন্য জার্ম্মাণরা সমগ্র স্থানটিকে খণ্ড খণ্ড ভাগ করিয়া লইয়া বোমাবর্ষণ করিতেছে। রাশিয়ানদের সম্মুখ ব্যূহ, যোগাযোগের পথ ও ভলগা নদীর খেয়াঘাটগুলিতে অবিরাম বোমাবর্ষণ চলিতেছে এবং তাহার ফলে আত্মরক্ষী সৈন্যদের কাজ খুবই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

ষ্ট্যালিনগ্রাদের দক্ষিণে জার্ম্মাণ সৈন্যরা কৌশলের সহিত একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম দখল করিয়াছে এবং উহার পশ্চিম পার্শ্বে ঘাঁটি করিয়া তাহা রক্ষা করিতেছে। ঐ গ্রাম কয়েক বার হাত বদল হইয়াছে এবং উভয় পক্ষেরই ক্ষতি হইয়াছে। ষ্ট্যালিনগ্রাদের পশ্চিমেও যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং জার্ম্মাণরা উত্তর-পশ্চিমদিকে পুনরায় আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। রণক্ষেত্র হইতে সোভিয়েট নিউজ এজেন্সির নিকট প্রেরিত একটি সংবাদে বলা হইয়াছে যে, ষ্ট্যালিনগ্রাদের সম্মুখেই অবিরাম হাতাহাতি যুদ্ধ চলিতেছে। কোন কোন স্থানে রুশীয় সৈন্যগণ পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া জার্ম্মাণদিগকে হটিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছে।

ষ্ট্যালিনগ্রাদের পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে জার্ম্মাণদের আরও চাপ বৃদ্ধি

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা ১৭ই সেপ্টেম্বর জানাইয়াছেন, জার্ম্মাণরা ষ্ট্যালিনগ্রাদের পশ্চিমে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে এই উভয় দিকেই আরও প্রচণ্ডভাবে চাপ দিতেছে এবং ষ্ট্যালিনগ্রাদ হইতে উহাদের যেভাবে বাধাদান করা হইতেছে, তাহা সাধ্যাতিরিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। জার্ম্মাণরা যেভাবে সৈন্য ও সমরোপকরণ আমদানী করিতেছে তাহাতে মনে হয় তাহাদের সরবরাহ ভাণ্ডার অফুরন্ত রহিয়াছে এবং তাহারা যাহাই পাইতেছে তাহাই যুদ্ধে নিয়োগ করিতেছে।

বিমানযোগে রুশসৈন্য আমদানী

অক্ষশক্তি কর্ত্তৃক প্রেরিত সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া রোম রেডিও ১৭ই সেপ্টেম্বর বলে, "ষ্ট্যালিনগ্রাদে সোভিয়েট বাহিনী এখনও পর্য্যন্ত অব্যাহতভাবে প্রচণ্ড বাধা দিয়া যাইতেছে। রাশিয়ানরা এক্ষণে বিমানযোগে নূতন সৈন্য আমদানী করিতেছে।"

সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, মস্কোর পশ্চিমে জার্ম্মাণদের সুরক্ষিত ব্যূহ রেজেভের বিরুদ্ধে রুশ বাহিনীর চাপ প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। শহরের উপকণ্ঠস্থিত প্রধান বিমান-ঘাঁটি এবং শহরের স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর জন্য নির্দ্দিষ্ট যে সৈন্যনিবাসগুলি অনতিকাল পূর্ব্বেও জার্ম্মাণদের করায়ত্ত ছিল, বর্ত্তমানে সোভিয়েট বাহিনী সেগুলি দখল করিয়া লইয়াছে।

ষ্ট্যালিনগ্রাদ যুদ্ধের সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্ত্ত

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা বলিতেছেন,—ষ্ট্যালিনগ্রাদ শহরের উত্তর-পশ্চিম দিকস্থ বহিরংশের বাড়ীগুলি জার্ম্মাণ ট্যাঙ্কবাহী সৈন্যরা দখল করিয়া আছে। শহরের দুই প্রান্ত ভলগা তীর বরাবর ৩৫ মাইলব্যাপী স্থান জুড়িয়া অবস্থিত। রাস্তায় যুদ্ধ চলিতেছে। শহরের বাহিরে পর্ব্বতে পর্ব্বতে ও উপত্যকাভূমিতে অব্যাহত গতিতে যুদ্ধ চলিতেছে।

মোজডক অঞ্চলেও সঙ্গীন অবস্থা

জার্ম্মাণরা নূতন নূতন রিজার্ভ পদাতিক সৈন্য ও ট্যাঙ্ক আমদানী করায় মোজডক অঞ্চলে সোভিয়েট সৈন্যদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়াছে। প্রকাশ, সোভিয়েট রক্ষীবাহিনী গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে পার্ব্বত্য নদীগুলিকে গভীরতর করিয়া তুলিতেছে। নাৎসীবাহিনী ভরোনেজের দক্ষিণে ডন নদীর পশ্চিম তীরস্থ সোভিয়েট সেতুমুখ-সমূহের উপর তাহাদের আক্রমণ অব্যাহত রাখিয়াছে। এক দিনের যুদ্ধেই দুই সহস্র সৈন্য নিহত বা আহত এবং ২০টি ট্যাঙ্ক অকেজো হইয়াছে।

জার্ম্মাণ আক্রমণ প্রতিহত

১৮ই সেপ্টেম্বর মধ্যরাত্রির সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ষ্ট্যালিনগ্রাদের বহির্ভাগে উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। কয়েকটি ছোট ছোট জার্ম্মাণ সৈন্যদল ষ্ট্যালিনগ্রাদের রাজপথসমূহে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়। সোভিয়েট সৈন্যদের সহিত তাহাদের হাতাহাতি যুদ্ধ আরম্ভ হয়। দিনের শেষে সমস্ত জার্ম্মাণ সৈন্যদলের আক্রমণ প্রতিহত হয় এবং তাহারা হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়। দুইদিনের যুদ্ধে ১৫ শত জার্ম্মাণ নিহত হইয়াছে।

ষ্ট্যালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিম উপকণ্ঠে সোভিয়েট বাহিনী জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক ও পদাতিক সৈন্যদলের এক আক্রমণ ব্যর্থ করিয়াছে। এক অঞ্চলে জার্ম্মাণদের দুই ব্যাটালিয়ান সৈন্য একটি রাস্তায় প্রবেশ করে, কিন্তু সোভিয়েট সৈন্যদলের আক্রমণে তাহারা বিতাড়িত হয়। জার্ম্মাণদের ৫০০ সৈন্য নিহত হয়। অপর এক অঞ্চলে জার্ম্মাণদের দুই কোম্পানী সৈন্য ধ্বংস হয় এবং তাহাদের ১২টি ট্যাঙ্কও বিনষ্ট হয়।

ষ্ট্যালিনগ্রাদে সাইবেরিয়ান সৈন্য

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, সাইবেরিয়া হইতে নূতন সৈন্য আসিয়া ষ্ট্যালিনগ্রাদে পৌঁছিয়াছে। রয়টারের নিজস্ব প্রতিনিধি মস্কো হইতে তারযোগে জানাইয়াছেন—সাইবেরিয়া হইতে বেশকম নূতন সৈন্য ষ্ট্যালিনগ্রাদে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাদের মধ্যে উরাল হইতেও অনেকে আসিয়াছে। ইহারা রাশিয়ার সব যুদ্ধেই সামরিক গুণাবলীর জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছে। শীতকালীন অভিযানেই বিশেষ করিয়া ইহাদের খ্যাতি সমধিক। সাইবেরিয়া হইতে আরও সৈন্য ককেশাস, লেনিনগ্রাদ, রজেভ এবং মস্কো রণক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

জার্ম্মাণদের বিমানযোগে নূতন সৈন্য আমদানী

রয়টারের মস্কোর বিশেষ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—"জার্ম্মাণগণ ষ্ট্যালিনগ্রাদ অঞ্চলে বিমানযোগে নূতন নূতন সৈন্য আমদানী করিতেছে।" ইজভেষ্টিয়া পত্রিকার জনৈক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—"জার্ম্মাণরা বিমানযোগে সৈন্য নামাইয়া দিতেছে এবং ইহারা সহস্র সহস্র জার্ম্মাণ সৈন্যের মৃতদেহ ও শত শত চূর্ণবিচূর্ণ ট্যাঙ্ক অতিক্রম করিয়া শহরে প্রবেশ করার জন্য চেষ্টা করিতেছে।"

ষ্ট্যালিনের নূতন ঘোষণা-বাণী

সোভিয়েট হাইকমাণ্ডের সর্ব্বোচ্চ অধ্যক্ষ মঃ ষ্ট্যালিন ষ্ট্যালিনগ্রাদবর্ত্তী প্রত্যেক সৈন্যদলের উপর [illegible] সৈন্যবাহিনীকে আক্রমণ করার নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন। এই আদেশে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেকটি টিলা অধিকারের ফলে কিছু সময় লাভ হইবে এবং এইভাবে এক একদিন সময় লাভের উপরেই ষ্ট্যালিনগ্রাড সংগ্রামের চরম পরিণতি নির্ভর করিতেছে। এই আদেশ প্রচারের পর, জার্ম্মাণগণ যখন একস্থানে আক্রমণে ব্যস্ত ছিল, তখন সোভিয়েট ট্যাঙ্ক ও পদাতিক সৈন্যগণ উহার পার্শ্ববর্ত্তী দুইটি সেক্টরে প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ করে।

রাস্তায় রাস্তায় ও গৃহে গৃহে সঙ্গীন যুদ্ধ

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা ১৮ই সেপ্টেম্বর জানাইতেছেন যে, রণাঙ্গন হইতে শেষ যে সরকারী সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ—ষ্ট্যালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিমে সোভিয়েট সৈন্যদল তুমুল যুদ্ধ চালাইয়া একটি নূতন জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছে। রাস্তায় রাস্তায় ও গৃহে গৃহে বন্দুকে সঙ্গীন চড়াইয়া যুদ্ধ চলিতেছে। আত্মরক্ষাকারীরা দৃঢ়তার সহিত তীব্রভাবে পাল্টা আক্রমণ চালাইবার সময় এক অঞ্চলের রাস্তায় রাস্তায় জার্ম্মাণরা যে সব ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী কামান বসাইয়াছিল, তাহা সোভিয়েট ট্যাঙ্কের চাপে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে। এই আক্রমণ চালাইবার সময় ৪৮টি ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী কামান ধ্বংস হয়।

১৩ লক্ষ জার্ম্মাণ সৈন্য নিহত

১৯শে সেপ্টেম্বর ঘোষিত হইয়াছে যে, একমাত্র দক্ষিণ অভিমুখী অভিযানেই ১৩ লক্ষ জার্ম্মাণ সৈন্য নিহত হইয়াছে। তদুপরি জার্ম্মাণীর অন্যূন চার সহস্র বিমান, অনুমান চার সহস্র কামান এবং তিন সহস্রাধিক ট্যাঙ্কও খোয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ক্ষতিও হইয়াছে। জার্ম্মাণীর ক্ষতির বিবরণ ঘোষণা করিতে গিয়া কম্যুনিষ্ট পার্টির ডেপুটি প্রচার-সচিব মঃ লোজোভস্কি বলেন যে, জার্ম্মাণরা এক্ষণে তাহাদের সমগ্র রিজার্ভ বাহিনী রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিতেছে।

[৫ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

সিভিল পাইওনিয়ার কোর

তরুণদের চাকুরীর বিশেষ সুযোগ

এই প্রদেশে সিভিল পাইয়োনীয়ার কোরের যেসব ইউনিট গঠন করা হইতেছে, তাহাতে চাকুরীর বেশ সুযোগ-সুবিধা রহিয়াছে, তৎপ্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বিভিন্ন সময়ে সংবাদ প্রচার করা হইয়াছে। জনসাধারণের নিকট হইতে এই ব্যাপারে প্রচুর সাড়াও পাওয়া গিয়াছে। সেই জন্য বাঙলার বাহিরে কাজ করার জন্য আরো অতিরিক্ত ইউনিট গঠনের প্রয়োজন হইয়াছে। নিয়োজিত ব্যক্তিদিগকে ভারতের বাহিরে যাইতে হইবে না।

বর্ত্তমানে এই সম্পর্কে যেসব লোক গ্রহণ করা হইবে, তাহাতে তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সংখ্যক লোক যাহাতে নিযুক্ত হইতে পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা হইবে। এই প্রদেশে তপশীলভুক্ত সমাজের সামাজিক গুরুত্বের উপযোগীভাবে অন্যান্য সমাজের তুলনায় তাহাদের নিয়োগের শতকরা হার যাহাতে বজায় থাকে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইবে।

অতিরিক্ত ইউনিটসমূহের নিয়োগের ভার গ্রহণ করিয়াছেন মিঃ ই, ডব্লুসন, আই, পি (সিভিল পাইয়োনীয়ার কোর গঠনের স্পেশাল অফিসার)।

বাঙলা সরকারের নিয়োগ-উপদেষ্টা এবং ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটগণ আবেদনপত্র গ্রহণ করিবেন।

স্পেশাল অফিসারের অফিসের ঠিকানা—শাহবাগ, পোঃ রমনা, জেলা ঢাকা।

এ. আর. পি

আপনার আশ্রয়-কক্ষে

খাদ্যজল, অতিরিক্ত কাপড়, পরিষ্কার নেকড়া, তুলা, আয়োডিন এবং ব্যাণ্ডেজ রেখেছেন তো? যদি না রেখে থাকেন, তবে এখনই ব্যবস্থা করুন।

সাময়িক বিজ্ঞাপনটি কলিকাতা এ, আর, পি পাবলিসিটি সাব-কমিটি কর্ত্তৃক প্রচারিত। কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশন লিমিটেড এর প্রচার-ব্যয় বহন করেছেন।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ফাণ্ডের যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

বিমান-বহরের জন্য প্রায় এক কোটী টাকা সংগৃহীত

সম্প্রতি নিখিল-ভারত বেতার প্রতিষ্ঠানের কলিকাতা কেন্দ্র হইতে স্যার হ্যারী বার্ণ বাঙলার যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্পর্কে বক্তৃতা করিতে যাইয়া বলেন যে, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ফাণ্ডে এ-পর্য্যন্ত মোট ৯৯লক্ষ টাকা চাঁদা স্বরূপ সংগৃহীত হইয়াছে।

এই তহবিলের নামে যেসব জঙ্গী বিমানের নামকরণ করা হইয়াছে, তাহার বৈমানিকেরা যে শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে মিঃ বার্ণ বলেন: "আমরা এইজন্য গর্ব্ব অনুভব করিতে পারি যে, প্রধানতঃ কলিকাতা নগরী তথা বাঙলা প্রদেশ রাজকীয় বিমানবহরে ৪৮টি স্পিটফায়ার বিমান দান করিয়াছে। আরও গর্ব্বের ব্যাপার এই যে, বৃটেনের যুদ্ধে যেসব বিমান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, তন্মধ্যে অনেক বিমানের গায়েই ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ফাণ্ডের নাম লেখা ছিল।"

মিঃ বার্ণ আরো বলেন, "এই ফাণ্ড প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই রয়েল কলিকাতা টার্ফ ক্লাব হইতে বিরাট পরিমাণ সাহায্য প্রদত্ত হয় এবং দশ মাসের মধ্যেই এই ফাণ্ড হইতে পুরা এক স্কোয়াড্রণ স্পিটফায়ারের দাম দেওয়া সম্ভবপর হয়। অতঃপর সাত মাসে আর এক স্কোয়াড্রণ জঙ্গী-বিমানের দামও এই তহবিল হইতে দেওয়া হয়।

"১৯৪১ সালের শেষভাগে বৃটিশ বিমান দফতরের অনুরোধ অনুসারে এই তহবিল বিমানবাহী 'টাইফুন বোমারু' ক্রয়ের ব্যাপারেই অধিকাংশ দান নিয়োজিত করিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন; এবং ইতিমধ্যেই এই শ্রেণীর ৬টি বিমানে এই তহবিলের নাম সন্নিবেশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই ফাণ্ড আরো নানাপ্রকার সাহায্য কার্য্যেও অর্থ দান করিয়াছে। বিমানাক্রমণে বিপন্নদের জন্য ইংলণ্ডের লর্ড মেয়র মহোদয় যে ফাণ্ড খুলিয়াছেন, তাহাতেও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ফাণ্ড হইতে ৪০,০০০৲ দান করা হইয়াছে। সম্প্রতি বাঙলার গভর্ণর বাহাদুরের 'বড়দিনের উপহার' ভাণ্ডারেও মোট ৫০,০০০৲ দান করা হইয়াছে।"

উপসংহারে মিঃ বার্ণ বলেন:

"ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ফাণ্ড অত্যন্ত প্রশংসনীয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈমানিকেরা আমাদের বিমানসমূহ পরিচালনা করিতেছেন এবং আমাদের প্রদত্ত আরও অধিক সংখ্যক বিমান পরিচালনার জন্য আরো বহু বৈমানিক অপেক্ষা করিতেছেন। প্রত্যেকটি টাকা, প্রত্যেকটি আনাই বিজয় নিকটতর করিয়া দিতেছে। এই সংগ্রামে বিজয়লাভ করিতে না পারিলে জীবন আমাদের নিরর্থক হইয়া উঠিবে; জগতে অত্যাচারীদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে; তাহাতে স্বাধীনতার সমস্ত আশা-ভরসাও বিলীন হইয়া যাইবে। আমরা সকলেই গভর্ণমেণ্টকে সর্ব্বপ্রকার আর্থিক ও নৈতিক সাহায্য প্রদান করিয়া এই বিজয় আনয়নে সাহায্য করিতে পারি।"

গভর্ণর-বাহাদুরের প্রশংসা-বাণী

"বড়দিনের উপহার তহবিলে" ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ফাণ্ডের ৫০,০০০৲ টাকা দানের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর উক্ত ফাণ্ড কমিটির চেয়ারম্যান স্যার হ্যারি বার্ণের নিকট যে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বাঙলা দেশবাসীর স্বদেশ-প্রীতি ও যুদ্ধজয়ের দৃঢ়সঙ্কল্পের প্রশংসা করেন।

গভর্ণর বাহাদুর বলেন: "ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ফাণ্ডের কার্য্যকরী কমিটির সদস্যরা 'বড়দিনের উপহার তহবিলে' যে ৫০,০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইবার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি। যেরূপ তৎপরতা ও বদান্যতার সহিত এই কমিটি যুদ্ধকালীন প্রত্যেকটি আবেদনে সাড়া দিয়াছে, তাহাতে বাঙলা দেশের স্বদেশ-প্রীতি ও বিজয়লাভের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্পেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

"ব্যক্তিগত চাঁদা হইতে বৃটিশ বিমান-বাহিনীতে যুদ্ধ-বিমান দান করার পদ্ধতি এই ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ফাণ্ডই প্রবর্ত্তন করে।

"সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সামনে যখন ভীষণ বিপদ ঘনাইয়া আসে, তখন এই ফাণ্ড কর্ত্তৃক তিন স্কোয়াড্রণ স্পিটফায়ার বিমান দান করা হইয়াছিল। এই বিমানগুলি বৃটেনের যুদ্ধে অত্যন্ত কার্য্যকরী অংশ গ্রহণ করে ও কয়েক শত শত্রু-বিমান গুলী করিয়া ভূপাতিত করিতে সমর্থ হয়। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া ফাণ্ড পরে যে কয়টি টাইফুন বোমারু বিমান দান করিয়াছে, তাহা আমাদের আক্রমণাত্মক নবীন নীতিরই প্রতীকস্বরূপ। ইহাদের সাহায্যে আমরা শত্রুর প্রধান প্রধান কারখানা অঞ্চলে ধ্বংস-লীলার অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইয়াছি। এতদ্ব্যতীত এই ফাণ্ড যুদ্ধে নিয়োজিত সৈন্যদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যও প্রায় ৩,০০,০০০৲ দান করিয়াছে।

"এই তহবিলের সৃষ্টি হইতে ইহা নানাভাবে যে মহানুভবতার পরিচয় দিয়াছে, তাহার অন্যতম নমুনা হিসাবে আমি বর্ত্তমানের এই দান গ্রহণ করিতেছি।"

চীন সম্পর্কে চলচ্চিত্র প্রদর্শন

বিভিন্ন জাতির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি

চীনা কনসাল-জেনারেল ডাঃ সি. জে. পাও ও চীনা প্রচার-সচিবের দপ্তরের কলিকাতাস্থ ডিরেক্টার মিঃ সি. এইচ. লোর আমন্ত্রণে গত ১৪ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি হলে চীন সম্পর্কে এক চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে স্থানীয় সাংবাদিকগণ সহ বিভিন্ন জাতির বিশিষ্ট পুরুষ ও মহিলাদের সমাবেশ হয়। চিত্রগুলি সাধারণের নিকট প্রদর্শিত হইবার পূর্ব্বে এই ভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। কার্য্যসূচীটি চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল এবং উহার মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল:—"চুংকিংয়ের পুনরুত্থান", "চাংসার বীরগণ", "আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস" ও "চুংকিংয়ে সম্মিলিত জাতি দিবস।"

বঙ্গীয় চাষী-খাতক আইনের ১৯ ধারার অন্তর্গত (১) উপধারার (খ) ও (গ) প্রকরণ অনুযায়ী ঋণসালিশী পরিচালনার অধিকার খুলনা জেলার সদর মহকুমার ভাঙ্গাবাটী ঋণ-সালিশী বোর্ডকে প্রদান করা হইয়াছে।

প্রকাশ, ব্যবস্থা-পরিষদের বর্ত্তমান অধিবেশন শেষ হইলে পর বাঙলার প্রধান-মন্ত্রী বর্ত্তমান রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান করে আলোচনা করার জন্য দিল্লী গমন করিবেন।

জাপানী শাসনের স্বরূপ

ফিলিপাইনে সৈনিকদের জন্য উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা

গত ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে টোকিও হইতে ইংরেজী ভাষায় বেতারে সংবাদ দেওয়া হয় যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ম্যানিলার চারিদিকের অধিবাসীর সংখ্যা ৬০০,০০০ ছয় লক্ষ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া দশ লক্ষে দাঁড়াইয়াছে। কি প্রকারে এইরূপ লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইল, তাহাও সঙ্গে সঙ্গেই নির্লজ্জভাবে বলা হইয়াছে: "অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকগণকে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপক পরিকল্পনা করা হইয়াছে। প্রত্যেক সৈন্যকেই তাহার পরিবারবর্গকে সঙ্গে লইবার জন্য অনুমতি দেওয়া হইয়াছে; প্রত্যেককেই কিছু জমি দেওয়া হইবে এবং তথায় ফসলাদি উৎপাদন করিবার অধিকার দেওয়া হইবে।"

১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হয়, সেই সপ্তাহে ৬৩টি গাড়ী কলিকাতায় আমদানী হইয়াছে। তন্মধ্যে ৫২টি পাঞ্জাব প্রদেশের, বাকীগুলি অন্যান্য প্রদেশের। ঐ সপ্তাহে পাঞ্জাব হইতে ৮০টি ও অন্যান্য প্রদেশ হইতে ১৯৭টি মহিষ আমদানী হইয়াছে।

গরু ও মহিষের মূল্য যথাক্রমে ১০০—১৬০৲ ও ১৭৫—২৩৯৲ টাকা ছিল। প্রত্যেক গরু দুধ শেষ হইতে আট সের দুধ দান করে। মহিষের দুধ বাদেও ক্ষমতা দশ হইতে বার সের।

নেত্রকোণায় পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

গঠনমূলক কার্য্যে জনগণের সাড়া

ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত দুর্গাপুর সাউথ সার্কেলের এসিষ্টেণ্ট ইন্সপেক্টর মৌলভী এ. কে. এম. ইদ্রিসুল্লাহ ও প্রোপাগাণ্ডা এসিষ্টেণ্ট মৌলভী মফিজ উদ্দিন সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে এই সার্কেলের পল্লী-উন্নয়ন কার্য্য বিশেষ ব্যাপকভাবে অগ্রসর হইতেছে।

গত ৭।৮ জানুয়ারী তারিখে এখানে এক বিরাট পল্লী-উন্নয়ন কনফারেন্স হয়। তাহাতে পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণের চীফ কণ্ট্রোলার, এসিষ্ট্যাণ্ট কণ্ট্রোলার, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট, এস্. ডি. ও এবং প্রায় ৭।৮ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। উক্ত সভায় প্রায় তিন চারি শত টাকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও পুস্তকাদি স্থানীয় ছাত্রছাত্রী ও স্কুলে বিতরণ করা হয়।

কনফারেন্সের পর হইতে পল্লী-উন্নয়ন কার্য্য আরও ব্যাপকভাবে আরম্ভ হইয়াছে। স্থানীয় গাঁওকান্দিয়া ইউনিয়নে প্রায় অর্দ্ধ মাইল লম্বা একটি রাস্তা এবং অন্যান্য প্রত্যেক ইউনিয়নে কমপক্ষে তিনটি করিয়া আদর্শ সমিতিগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। স্থানীয় বাক্লাইল গ্রামে বিশেষ উচ্চাঙ্গের একটি মধ্য-ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিবার সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হইয়াছে।

বড়বাটী গ্রামের নবীহোসেন শেখ ও তাহার কতিপয় সহকর্মী দ্বারা একটি বয়স্ক-শিক্ষা গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা বেশ ভালভাবে কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

গত ২৫শে আগষ্ট হইতে ৪ঠা সেপ্টেম্বর এই কয়দিনের জন্য বাক্লাইল বাজারে একটি পল্লী-উন্নয়ন ট্রেণিং ক্যাম্প খোলা হয়। ইহাতে ৫৮ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত হইয়া দৈনিক দুই বেলা নানা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

এই ট্রেণিং ক্যাম্পে নেত্রকোণার চীফ ইন্সপেক্টর বাবু নীহার রঞ্জন দাশ, গ্রেইড ইন্সপেক্টর মৌলভী আফসর উদ্দিন খান, বিরিসিরির রেভাঃ মিঃ ক্রফট্স, স্থানীয় ভেটারীনারী সার্জন ডাক্তার পি. সি. রায়, এগ্রিকালচার ও সেরি কালচার অফিসার মহোদয়গণের সমবেত চেষ্টায় ও নানা বিষয়ের বক্তৃতা দ্বারা ট্রেণিং ক্যাম্পটিকে বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত করা হয়। গ্রেইড ইন্সপেক্টর সাহেব প্রায় প্রতি দিনই উপস্থিত থাকিয়া নানাবিধ বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন।

বঙ্গীয় পাব্লিক সার্ভিস কমিশন

চেয়ারম্যান্ পদে মিঃ ড্যাশের নিয়োগ

স্যার ই. এন. ব্ল্যাণ্ডী, কে-সি-আই-ই; সি-এস-আই; আই-সি-এস্ বিগত ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে পরলোক গমন করায় তাঁহার স্থলে বাঙলার পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের পদে রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার মিঃ, এ. জে. ড্যাশ, সি-আই-ই; আই-সি-এস নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

মিঃ ড্যাশ ১৯১০ সনে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন এবং ৩২ বৎসরের অধিক কাল এই প্রদেশে বিভিন্ন পদে কাজ করিয়াছেন। ১৯৪১ সনে কিছু দিনের জন্য তিনি বাঙলা গভর্ণমেণ্টের চিফ্ সেক্রেটারীর পদেও কাজ করিয়াছিলেন।

কেন্দ্রীয় পাট-কমিটির এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধের ফলে এক দিকে যেমন পাটের বহু বৈদেশিক বাজার বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তেমনই জাহাজ চলাচলের অসুবিধার দরুণ যে বাজারগুলি খোলা রহিয়াছে, তাহাতেও মাল প্রেরণ করা অসুবিধাজনক হইয়া উঠিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে পাটজাত দ্রব্যাদির এত অভাব ঘটিয়াছে যে, তাহারা বাধ্য হইয়া পাটের পরিবর্ত্তে অন্য জিনিষের খোঁজ করিতেছে। অনেক দেশের অভ্যন্তরে পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি করিবার প্রশ্ন বিশেষ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। [illegible] ইহার মূল্যের বহুলাংশ যায়, তৎসম্পর্কে গত [illegible] উদ্দেশ্যে আসন্ন কেন্দ্রীয় পাট-কমিটি [illegible] বহু বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে নিকটে [illegible] প্রশ্ন প্রেরণ করিয়াছেন।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৩য় পৃষ্ঠার শেষাংশ]

রাজপথে প্রচণ্ড সংগ্রাম

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর ষ্টালিনগ্রাডের পশ্চিম উপকণ্ঠের রাজপথে ঘোরতর সংগ্রাম হয়। এই এলাকার এক স্থানে এক শত ট্যাঙ্কের সাহায্যপুষ্ট জার্ম্মাণ বাহিনী ব্যাপক আক্রমণ চালায়। সোভিয়েট কামানের গোলা বর্ষণে ২৬টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়। কতকগুলি গৃহে আগুন ধরিয়া গেলে সোভিয়েট সৈন্যদল হটিয়া আসে; কিন্তু পরে পরিত্যক্ত গৃহ ও রাস্তাসমূহ পুনরধিকার করে।

ভরোনেজ রণাঙ্গন হইতে একজন সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, ভরোনেজের দক্ষিণে সোভিয়েট বাহিনী প্রবল আক্রমণ চালাইয়াছে। জার্ম্মাণরা দৃঢ়তার সহিত বাধা দিতেছে এবং প্রায়ই পাল্টা আক্রমণ করিতেছে। ভরোনেজের উত্তরে এক স্থানে সোভিয়েট পদাতিক সৈন্যেরা জার্ম্মাণ ব্যূহ ভেদ করিয়াছে।

সিনিয়াভিনো এলাকায় তুমুল যুদ্ধ চলিয়াছে। সোভিয়েট সৈন্যেরা সেখানে জার্ম্মাণ বেষ্টনী ভেদ করিয়া লেনিনগ্রাডের চাপ কমাইবার চেষ্টায় আছে।

রুশীয়দের তীব্র পাল্টা আক্রমণ

বার্লিন হইতে ইঙ্গভোবে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, ষ্টালিনগ্রাডের উত্তরে ডন হইতে ভল্গা নদী পর্য্যন্ত জার্ম্মাণরা পর্য্যন্ত যে ব্যূহ রচনা করিয়াছে, মার্শাল টিমোশেঙ্কো তাহার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করিয়াছেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। ষ্টালিনগ্রাডস্থিত সৈন্যগণ শহরের এলাকার ভিতর দুইটি জায়গা হইতে জার্ম্মাণদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে। ভল্গা নদীর উপর দুইটি পণ্টুন-সেতুর সাহায্যে রুশরা নূতন সৈন্য আনয়ন করিতেছে। শহরের সর্ব্বত্র প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। জার্ম্মাণসূত্রে রণাঙ্গন হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট সৈন্যগণ ডিনামাইট বোঝাই একটি ট্রেণ জার্ম্মাণ ব্যূহের ভিতর ঠেলিয়া দেয়। সেখানে ট্রেণটি বিদীর্ণ হইয়া ভয়াবহ কাণ্ড হইয়াছে।

জার্ম্মাণ সেনাপতি ফন্ ক্লাইষ্ট নিহত?

একটি সোভিয়েট বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, প্রথম জার্ম্মাণ ট্যাঙ্কবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ফন্ ক্লাইষ্ট মজদক এলাকায় নিহত হইয়াছেন।

জেনারেল ফন্ ক্লাইষ্ট ১নং জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক বহরের অধিনায়ক ছিলেন। জেনারেল গুডেরিয়ানের পরেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ট্যাঙ্ক-দক্ষ ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি জেনারেল ফন বকের দক্ষিণদস্ত স্বরূপেই কার্য্য করিতেছিলেন।

জার্ম্মাণ নিউজ এজেন্সী জানাইতেছেন, জেনারেল ফন্ ক্লাইষ্টের নিহত হইবার সংবাদ সত্য নহে।

বে-সামরিক নাগরিকদের ষ্ট্যালিনগ্রাড পরিত্যাগ

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতার ২১শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে জানা যায় যে, বে-সামরিক অধিবাসীরা ষ্ট্যালিনগ্রাড ত্যাগ করিয়াছে। সেবাবিভাগের নার্স ও চিকিৎসকগণ ব্যতীত স্ত্রীলোক ও শিশু সকলকেই ভল্গার পরপারে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ষ্ট্যালিনগ্রাড যাইবার সমস্ত রাস্তা ও উপত্যকা জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক, কামান ও বিমানের খণ্ড-বিখণ্ড ধ্বংসাবশেষে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। জার্ম্মাণরা তাহাদের মৃত সৈনিকদিগকে সমাধিস্থ করার কিম্বা আহতদিগকে রণক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরিত করারও সময় পায় নাই। ষ্ট্যালিনগ্রাডের রক্ষাব্যূহ কতকগুলি ক্ষুদ্র ঘাঁটির সমন্বয়ে গঠিত হইয়াছে এবং এই ঘাঁটিগুলি হইতে পরস্পরের যোগাযোগ রক্ষা করিয়া প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করা হইতেছে। ফলে, প্রতিপক্ষের অভিযানের পথে গুরুতর বাধার সৃষ্টি হইয়াছে। কিঞ্চিদধিক চার সপ্তাহকালের মধ্যে এদিকের সর্ব্বাধিক সৈন্য হতাহত হইয়াছে। তথাপি জার্ম্মাণ সামরিক কর্তৃপক্ষ ডিভিসনের পর ডিভিসন রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিতেছেন। লালফৌজ বাহিনী প্রচণ্ড বিক্রমে সব সময়েই সংগ্রাম করিয়া আসিতেছে।

ভরোনেজ, তুয়াপ্সে ও লেনিনগ্রাড এলাকায় যুদ্ধ

ভরোনেজ ও তুয়াপ্সে এলাকায় লালফৌজের আক্রমণমূলক কর্ম্মতৎপরতার ফলে জার্ম্মাণদিগকে ঐ সব এলাকায় অধিকসংখ্যক রিজার্ভ বাহিনী আমদানী করিতে হইতেছে। লেনিনগ্রাড রণাঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ জার্ম্মাণ ঘাঁটি সিনিয়াভিনোর বিপদাশঙ্কা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

জার্ম্মাণদের পশ্চাদপসরণ

ষ্টালিনগ্রাডের এক অংশে রাস্তার লড়াইতে রক্ষী-সৈন্যেরা জার্ম্মাণদের প্রচণ্ড প্রতিরোধ সত্বেও তাহাদিগকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করে। শহরের নিকটে এক অংশে রুশরা কতকগুলি প্রয়োজনীয় টিলা আবার দখল করিয়াছে।

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা লিখিতেছেন,—রুশরা ষ্টালিনগ্রাডে একটির পর একটি রাস্তা জার্ম্মাণদের হাত হইতে ছিনাইয়া লইতেছে। ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক রাস্তার লড়াই এই শহরে দিবারাত্রি চলিতেছে। এইরূপ কাছাকাছি যুদ্ধে সৈন্য খুব বেশী সংখ্যায় হতাহত হইতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, উপকণ্ঠের একটি রাস্তার রুশরা চারশতের বেশী জার্ম্মাণের মৃতদেহ গণনা করে। মৃতদেহগুলি ফুটপাথ, বাগান ও বাড়ীতে পড়িয়াছিল। ট্যাঙ্ক ও পদাতিক সৈন্যেরা উপত্যকার মধ্য দিয়া ভল্গায় পৌঁছিবার জন্য জার্ম্মাণদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

মাদাগাস্কারের যুদ্ধ

ভিসি গভর্ণমেণ্টের ঘোষণা

ভিসি গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন—মাদাগাস্কারের যুদ্ধে সন্ধি করিবার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যে সর্ত্ত দিয়াছিল, গভর্ণর জেনারেল ম: এনেৎ তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। সুতরাং ঐ স্থানে ফরাসী পক্ষ বাধা দিতে থাকিবে।

বৃটিশ বাহিনী কর্ত্তৃক তামাতাভি বন্দর দখল

পূর্ব্ব আফ্রিকার প্রধান সেনাপতি নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক ইস্তাহার ১৮ই সেপ্টেম্বর প্রকাশ করিয়াছেন—"গত কল্য এক সভায় ফরাসী দূত আমাদের সন্ধিসর্ত্ত মানিয়া লইতে অস্বীকার করেন। সুতরাং যুদ্ধ চলিতেছে। পূর্ব্ব উপকূলে এক শক্তিশালী বাহিনী অবতরণ করিয়াছে এবং আমাদের বাহিনী আজ সকালে দ্বীপের প্রধান বন্দর 'তামাতাভি' দখল করিয়াছে। মিত্রপক্ষীয় সৈন্যগণ বিনা রক্তপাতে বন্দরটি দখল করিতে চাহিলে তাহাদের উপরে গোলা বর্ষিত হয়। অতঃপর বৃটিশ নৌবহর হইতেও গোলা বর্ষণ করা হয় এবং অবশেষে নগরটি আত্মসমর্পণ করে।"

ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের যুদ্ধ-বিরতির আবেদন

১৬ই সেপ্টেম্বর মাদাগাস্কার বেতারে এই খবর ঘোষিত হইয়াছে যে, মাদাগাস্কারের ভিসি কর্ত্তৃপক্ষ যুদ্ধ-বিরতির জন্য আবেদন জ্ঞাপন করিয়াছে। মাদাগাস্কার দ্বীপের রাজধানী আণ্টানানারিভোর বেতারঘাঁটি হইতে ভিসি কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক নিয়োজিত গভর্ণরের এই মর্ম্মে এক ঘোষণা প্রচারিত হয় যে, যুদ্ধ-বিরতি ও সর্ত্তাদির বিষয় আলোচনা আরম্ভ করার জন্য ভিসি বৃটিশ সেনাপতির নিকট দূত প্রেরণ করিতেছেন। পরে ডিয়েগো-সুয়ারেজ বেতার-ঘাঁটি হইতেও এই সংবাদ সমর্থিত হয়। বৃটিশ সেনারা কয়েক মাস পূর্ব্বে এখানে অবতরণের পর হইতে এই স্থান বৃটিশ অধিকারেই রহিয়াছে।

মাদাগাস্কারে বৃটিশ সেনার অগ্রগতি

মাদাগাস্কার হইতে প্রচারিত একটি ইস্তাহারে ১৭ই সেপ্টেম্বর বলা হইয়াছে যে, রাস্তাঘাট সম্বন্ধে বহু অসুবিধার সৃষ্টি করা হইয়া থাকিলেও, বৃটিশ সৈন্যগণ বেশ অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। আণ্টানানারিভোর দিকে অগ্রসর হওয়ার ব্যাপারে এপর্য্যন্ত ফরাসী সেনাদের পক্ষ হইতে অতি সামান্য বাধাই পাওয়া যাইতেছিল। কিন্তু রাস্তাঘাটের অসুবিধাই বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছিল। বৃটিশ সেনাগণ আরিভো পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। মাদাগাস্কারের রাজধানীর অর্দ্ধেক পথে এই স্থানটি অবস্থিত। মাজুঙ্গায় অবস্থিত এলাকায় আরও বহু সৈন্য অবতরণ করিয়াছে। এই সকল সৈন্য সহ আমবাঞ্জা এলাকায় অবস্থিত বৃটিশ সৈন্যগণ উত্তর-পশ্চিম উপকূলের দিকে প্রবল চাপ সৃষ্টি করিতেছে।

বৃটিশ বাহিনী কর্ত্তৃক আরও কয়েকটি স্থান দখল

রয়টারের সামরিক সংবাদদাতা ১৯শে সেপ্টেম্বর জানিতে পারিয়াছেন যে, মাদাগাস্কারে ব্রিটিশ বাহিনী অব্যাহত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। টানাটাভো পর্য্যন্ত ব্রিটিশ বাহিনী কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় নাই। টানাটাভোর শহর সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ বাহিনী কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত মাজুঙ্গা হইতে অগ্রসরমান ব্রিটিশ বাহিনী একমাত্র আরিভোর প্রতিরোধের সম্মুখীন হইয়াছে। ব্রিটিশ বাহিনী আণ্টানানারিভোর অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।

সুদূর-প্রাচ্যের সংগ্রাম

গুয়াডেল-ক্যানালে জাপ-আক্রমণ

যে সমস্ত জাপ সৈন্য গুয়াডাল ক্যানেলের বিমান-অবতরণক্ষেত্র দখলের চেষ্টা করিতেছিল, তুমুল সংগ্রামের পর তাহাদিগকে বিতাড়িত করা হয়। বিমান-অবতরণ-ক্ষেত্রটি দখলের জন্য আক্রমণ আরম্ভের পর জাপানী জঙ্গী ও বোমারু বিমানগুলি অবিরত আক্রমণ চালায় এবং জাপানী যুদ্ধ জাহাজগুলিও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধিকৃত ঘাঁটিগুলির উপর ভীষণ বোমা বর্ষণ করিতে থাকে।

মার্কিণ সৈন্যদের তৎপরতা

মার্কিণ নৌ-সৈন্যগণ মিত্রশক্তি কর্ত্তৃক অধুনা অধিকৃত সলোমন দ্বীপপুঞ্জের গোয়াডেল-কানাল ঘাঁটি রক্ষার জন্য সাফল্যের সহিত জাপানীদের সহিত তীব্র সংগ্রাম করিতেছে। প্রচণ্ড সংগ্রামের পর মার্কিণ সৈন্যরা জাপানীদিগকে বিতাড়িত করে। জাপানীরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গোয়াডেল-কানাল বিমান-ঘাঁটি দখলের চেষ্টা করিতেছিল। ইহার পর মার্কিণ ঘাঁটিগুলির উপর জাপানী জঙ্গী-বিমান ও বোমারু বিমান হইতে বোমা এবং যুদ্ধ জাহাজ হইতে প্রবল গোলাবর্ষণ চলিতে থাকে।

জাপানী জাহাজ বিধ্বস্ত

এলিউশানের কিস্কা এলাকায় বিমান আক্রমণের ফলে দুইটি জাপানী জাহাজ অগ্নিদগ্ধ হইয়াছে। ছয়টি জাপানী বিমান গুলীবিদ্ধ হইয়া ভূপাতিত হইয়াছে। ৫০০ জাপানী সৈন্যও নিহত হইয়াছে।

এলিউশানের এই যুদ্ধে আটটি জাপানী জাহাজ হয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, না হয় ডুবিয়া গিয়াছে।

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, দূরপ্রাচ্যে আরও আটখানা জাপানী জাহাজ নিমজ্জিত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

মার্কিণ নৌ-বহর, বিশেষতঃ সাবমেরিণ ও যুদ্ধ প্লেনের আক্রমণে এ পর্য্যন্ত মোট ২৭২ খানা জাপানী জাহাজ বিধ্বস্ত হইয়াছে; পক্ষান্তরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মাত্র ৫৩ খানা জাহাজ খোয়া গিয়াছে।

মোরস্‌বি বন্দরের আসন্ন বিপদ

নিউগিনিতে প্রচুর সৈন্য ও রসদ সমবেত হওয়াতে মিত্রপক্ষীয় সেনাপতিরা বেশ খানিকটা আশ্বস্ত বোধ করিতেছেন—যদিও নিকট ভবিষ্যতে সুদিনের আশা তাঁহারা করিতেছেন না। মোরস্‌বি বন্দর বর্ত্তমানে বিপদাপন্ন এবং সে বিপদ অতি ভয়াবহ। কিন্তু জাপানীরা এই বন্দর দখলের কার্য্যে দীর্ঘস্থায়ী বাধা পাইয়াছে। কোকোদাবায়োনা অঞ্চলে মিত্রপক্ষের প্রধান বাহিনীর সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বেই জাপানীদের হাজার হাজার সৈন্য হত হইয়াছে।

উত্তর কিয়াংসি প্রদেশে চীনাদের অগ্রগতি

চুংকিংয়ের এক সংবাদে প্রকাশ, উত্তর কিয়াংসির ভেন অংশন সুচোর চারিদিকে যে চীনা সৈন্যেরা কর্ম্ম-তৎপর ছিল, তাহারা সম্প্রতি সুচোর দুই মাইলের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান পুনরধিকার করে। কিন্তু জাপ সৈন্য বন্দী ও প্রচুর রণসম্ভার চীনাদের হস্তগত হয়। ইতিমধ্যে অপর একদল চীনা সৈন্য চেকিয়াং-আনহুই সীমান্তে তুমুল যুদ্ধের পর কয়েকটি স্থান পুনরধিকার করে। এই যুদ্ধে তিন শতাধিক জাপ সৈন্য হতাহত ও কিছু সৈন্য বন্দী হয়।

পল্লী-ঋণ সমস্যার সমাধান

আরামবাগ অঞ্চলে সালিসী-বোর্ডের কার্য্য

হুগলী জেলার আরামবাগ সার্কেলের ঋণ-সালিসী বোর্ডসমূহে যে সমুদয় চিত্তাকর্ষক মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছে, তাহার কয়েকটির বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :—

গোঘাট ঋণ-সালিসী বোর্ড

মোকদ্দমা নং ১১০।৪, সন ১৯৪০ সাল।

মহাজন নিত্যকৃষ্ণ দিদি ডিক্রিমূলে ১৭৫৲ টাকা দাবী করে, দাবীর পরিমাণ ১৭৫৲ টাকা ধার্য্য হয়। এই মোকদ্দমা ১০০৲ টাকায় নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১০ কিস্তিতে টাকা আদায় করিতে হইবে।

মহাজন অধরচন্দ্র দে ধারে ধান দিয়াছিল বলিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করে। বোর্ড আইনের ১৮ ধারার বিধানমতে দাবীর পরিমাণ ৫০৲ টাকা ধার্য্য করে। এই মোকদ্দমা ১০৲ দশ টাকায় নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ৫ বৎসরের কিস্তি দেওয়া হইয়াছে।

মাণিক চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ধান ধার দিয়াছিল বলিয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে বোর্ড ১৮ ধারার বিধানমতে দাবীর পরিমাণ ৫৭৸৵০ আনা ধার্য্য করে ও পরে উহা ২৪৲ টাকায় নিষ্পত্তি করিয়া দেয় এবং ১২ বৎসরের কিস্তি দেওয়া হইয়াছে।

মহাজন রাখাল দত্ত ৪০৲ চল্লিশ টাকার রেজেষ্টারী দলিলমূলে মোকদ্দমা উপস্থিত করে। বোর্ড আসলে ৪০৲ টাকা ও সুদ ২৮৵০ আনা, মোট ৬৮৵০ আনা দাবীর পরিমাণ ধার্য্য করে। পরে এই মোকদ্দমা কেবল আসল টাকায় নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ৭ বৎসরের কিস্তিতে টাকা আদায় হইবে—প্রথম ৬ বৎসর ৬৲ টাকা হিসাবে, সপ্তম বর্ষে ৪৲ টাকা।

মোকদ্দমা নং ৮।১, সন ১৯৪১ সাল।

মহাজন মদনমোহন মুখার্জী দেওয়ানী আদালতে চণ্ডীচরণ পালের বিরুদ্ধে কিস্তিবন্দী তমঃসুকমূলে মং ২২৮॥৵০ আনা দাবীতে এক মোকদ্দমা দায়ের করে। খাতক তাহার ঋণ নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়ার জন্য ঋণ-সালিসী বোর্ডে আবেদন করে। বোর্ড এই নালিশের পূর্ব্বে খাতক মহাজনকে যে টাকা আদায় করিয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দাবীর পরিমাণ ১৬৮৲ টাকা ধার্য্য করে এবং ১০০৲ টাকায় মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিয়া দেয়। পাঁচ বৎসরের কিস্তিতে এই টাকা আদায় করিতে হইবে।

বালী ঋণ-সালিসী বোর্ড

মোকদ্দমা নং ৯৫।৬, সন ১৯৪২ সাল।

খাতক শশধর পাত্র মহাজন সতীশ চন্দ্র সাহার নিকট হইতে বাংলা ১৩৩৫ সনের ১৯শে অগ্রহায়ণ একখানা রেজেষ্টারী দলিলমূলে ১৫০৲ টাকা কর্জ্জ গ্রহণ করিয়াছিল এবং দলিলের সুদের পরিবর্ত্তে মহাজনকে অনুমান ৬॥০ বিঘা জমির ফসল ভোগ করিতে দিয়া ঐ জমি তাহার দখলে ছাড়িয়া দিয়াছিল।

তের বৎসরে মহাজন ঐ জমি হইতে যে ফসল পাইয়াছে তাহার মূল্য হিসাব করিয়া ৫৯৫৲ টাকা ধরা হয় এবং ঋণের পরিমাণ ধার্য্য করা হয় ১০২৲ টাকা। উহা পরে ৪৫৲ টাকায় নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তিন বৎসরের কিস্তিতে এই টাকা আদায় করা হইবে। মহাজন আনন্দচিত্তে খাতকের জমি ছাড়িয়া দিয়াছেন।

একটি প্রেসনোটে প্রকাশ, ব্রহ্ম এবং অন্যান্য দেশ হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের অনেকেই সঙ্গে করিয়া বন্দুক প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া আসিয়াছেন এবং ভারতবর্ষে ব্যবহারযোগ্য যথাযথ লাইসেন্স না লইয়াই উহা নিজের জিম্মায় রাখিয়া দিয়াছেন। ইহা আইন বিরুদ্ধ। ভারতে উহাদের জন্য নূতন লাইসেন্স লইতে হইবে। নূতন লাইসেন্সের জন্য এই সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র অবিলম্বে পুলিশের নিকট জমা দিতে হইবে। সৈন্য বাহিনীর সহিত সংশ্লিষ্ট আশ্রয়প্রার্থীদের অস্ত্রাদি পুলিশের অথবা ক্যাম্প-কম্যাণ্ডারের নিকট দিতেই হইবে।

লাক্ষার মূল্য-নিয়ন্ত্রণ

সরকারী নির্দ্দেশ জারী

বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের ডাইরেক্টর নিম্নোক্ত আদেশ জারী করিয়াছেন :—

ভারতরক্ষা বিধানের ৮১ নিয়মের (২) উপপ্রকরণের (খ) ধারার বর্ণিত ক্ষমতাবলে আমি এতদ্দ্বারা নির্দ্দেশ দিতেছি যে, ১৯৪২ সনের ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে কলিকাতা ও শহরতলীতে লাক্ষার দর নিম্নোক্তরূপ ধার্য্য হইল :—

জিনিষের নাম।	সর্ব্বোচ্চ মূল্য। প্রতিমণ। (টাকা)
ষ্টাণ্ডার্ড ওয়ান শ্রেণীর লাক্ষা ..	৬৬৲
সুপারফাইন শ্রেণীর লাক্ষা ..	৬৮৲
লেমন ও বাটনলাক শ্রেণীর লাক্ষা ..	৭০৲
একেলোনু এ, সি গারনেট লাক্ষা ..	৬৬৲
একেলোনু এস, আই লাক্ষা ..	৭২৲
একেলোনু টি, এ, বি, টি, এন লাক্ষা ..	৭৬৲

অশান্তি সৃজনের পরিণাম

কয়েক স্থানে পাইকারী জরিমানা

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের "কলিকাতা গেজেটের" অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত বাঙলা সরকারের আদেশ অনুযায়ী কান্দুনা মিউনিসিপ্যালিটির অধিবাসীগণের নিকট হইতে ৩০,০০০ ত্রিশ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা আদায় করিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে কংগ্রেস-কর্ম্মিগণ কর্ত্তৃক প্ররোচিত ও উত্তেজিত হইয়া এক উচ্ছৃঙ্খল জনতা পোষ্ট অফিস, রেলওয়ে ষ্টেশন, টেলিগ্রাফের তার ও সম্পত্তি নষ্ট করে। মুন্সেফ কোর্টের কাগজপত্র নষ্ট করা হয় এবং জেলা-বোর্ডের ডিস্পেন্সারিতে অগ্নিসংযোগেরও চেষ্টা পাওয়া হইয়াছিল। তদনুযায়ী বাঙলা সরকার এই আদেশ জারী করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

সেওরিয়া (ঢাকা) এবং বেলডাঙ্গা (মুর্শিদাবাদ) গ্রামের বাসিন্দাগণের নিকট হইতে ৫,০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা করিয়া পাইকারী জরিমানা আদায় করিতে বাঙলা সরকার স্থির করিয়াছেন। হাঙ্গামাকারিগণ রেলওয়ে ষ্টেশন আক্রমণ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিলেন।

টাঙ্গাইলে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব

জনস্বাস্থ্য বিভাগ হইতে প্রকৃত অবস্থা বিশ্লেষণ

সম্প্রতি এক সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রচারিত "টাঙ্গাইলে চিকিৎসক দল" শীর্ষক একটি সংবাদ স্থানীয় কোনও এক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংবাদে বলা হইয়াছিল যে, অতি শীঘ্রই বাঙ্গলা সরকার কর্তৃক টাঙ্গাইলে দুইটি চিকিৎসক দল প্রেরিত হইবে; তাহারা ডাঃ পি, সুর কর্তৃক প্রণীত রিপোর্টের ভিত্তিতে টাঙ্গাইলে চিকিৎসা বিষয়ক সাহায্য প্রদানের কার্য্য চালাইবেন। এই সংবাদে এই ধারণার সৃষ্টি করা হইয়াছে যে, মিঃ জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীও টাঙ্গাইল মহকুমায় ম্যালেরিয়ার বিশিষ্ট প্রকৃতি নির্দ্ধারণার্থ তথায় যাইবেন এবং বাঙ্গলার জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডাইরেক্টরই স্থানীয় পরিস্থিতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য বিশেষভাবে এই দলগুলি পাঠাইয়াছেন।

সত্য কথা এই যে, টাঙ্গাইল সাবডিভিশনে ভীষণ ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবের সংবাদ পাইয়া জনস্বাস্থ্যের ডাইরেক্টর অনতিবিলম্বে জনস্বাস্থ্যের এসিষ্ট্যান্ট ডাইরেক্টরের সহকারী ডাঃ পি সুর, এম-বি, ডি-পি-এইচকে একজন সংক্রামক ব্যাধি-বিশেষজ্ঞসহ এই সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য তথায় প্রেরণ করেন। আক্রান্ত জনগণকে চিকিৎসা করিবার জন্য একদল চিকিৎসকও আক্রান্ত অঞ্চলে প্রেরণ করা হইয়াছিল। জন-স্বাস্থ্যের ডাইরেক্টর যে ডাঃ নিয়োগীকে পাঠাইয়াছিলেন অথবা আর একজন বিশেষজ্ঞ যে ডাঃ নিয়োগীকে সাহায্য করিবার জন্য পাঠানো হইয়াছিল, সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রচারিত এই সংবাদ সত্য নহে। ডাঃ নিয়োগী স্বেচ্ছায় হয়ত তাঁহার নিজ বাসস্থান টাঙ্গাইলে গিয়াছিলেন।

আশ্রয়প্রার্থীদের চাকুরীর সুযোগ-সুবিধা

নিয়োগ-উপদেষ্টার বিবৃতি

বাঙ্গলা সরকারের নিয়োগ-উপদেষ্টা বর্ম্মা, মালয় ও অন্যান্য স্থান হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদিগকে জানাইতেছেন যে, আশ্রয়প্রার্থীদের নাম রেজিষ্টারী করতঃ তাহাদিগকে উপযুক্ত চাকুরী পাইতে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে সরকার আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য একটি "রেজিষ্ট্রেশন্ ব্যুরো" খুলিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকার যোগ্যতাসম্পন্ন লোক প্রয়োজন; এমন কি যাহাদের কোনও যোগ্যতা নাই তাহাদিগকেও উপযুক্ত কাজ যোগাড় করিয়া দেওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করা হইবে। কলিকাতার ৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটস্থ নিয়োগ-উপদেষ্টার অফিসেই এই সম্পর্কে সর্ব্ব-প্রকার অনুসন্ধান করিতে হইবে।

যোগ্যতাসম্পন্ন নার্স ও ডাক্তারদের জন্য চাকুরী খালি আছে। আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে এরূপ লোক থাকিলে, তাঁহারাও চাকুরী পাইতে পারেন। তাঁহারা উল্লিখিত স্থানে নিজেদের নাম লিষ্টিভুক্ত করিবেন। রবিবার ব্যতীত সপ্তাহের অন্যান্য দিনে নিয়োগ-উপদেষ্টার সহিত সাক্ষাৎ করা যাইতে পারে।

যাহাতে শত্রুকে পরাজিত করা যায়, তজ্জন্য প্রত্যেক স্বাস্থ্যবান পুরুষ ও নারীরই করণীয় কার্য্যের যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে। তাহাদের যোগ্যতা যাহাই থাকুক না কেন, সশস্ত্র সেনাবাহিনীর বিভিন্ন বিভাগে তাহারা যোগদান করিতে পারে। বীরত্বপূর্ণ ও বিপজ্জনক কার্য্যের জন্য যাহারা উৎসুক, তাহাদের জন্য চমৎকার সুযোগ রহিয়াছে।

গত ২২শে আগষ্ট তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে প্রেসিডেন্সি বিভাগের জেলাসমূহে মোট ৩০৪ জন কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে বর্দ্ধমান জেলায় মৃত্যুর সংখ্যা ৫৮ জন। ঐ সময়ে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগীর সংখ্যা ছিল ২৩৭।

কলিকাতা ও মফঃস্বলে সেরিব্রোস্পাইনাল রোগের দুই একটা করিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। প্লেগ প্রাদুর্ভাবের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

চীনে কৃষির উন্নতি

যুদ্ধের কারণেও বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই

চুংকিংএর এক সংবাদে প্রকাশ, চীনের কৃষি বিভাগের সহকারী সচিব মিঃ চিয়েন তিয়েনহো ১৯৪১ সালে চীনে নানা রকম ধানের চাষের নিমিত্ত ২,৩২০,৯২৭ মো জমি নিয়োজিত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে চুংকিংয়ের একটি সংবাদপত্রে প্রকাশ, ধানের চাষ ব্যতীত ৪৩১,০২৭ মো জমিতে গমের চাষও হইয়াছে। ফসলের উন্নতির নিমিত্ত চীনে নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করা হইতেছে। চীনের কৃষি ও বন বিভাগের নির্দ্দেশানুসারে ১০০টির উপর কৃষি-প্রতিষ্ঠান এই কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। ১৩০ প্রকার গমের চাষের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। এই উন্নতির ফলে প্রতি মো'তে গমের উৎপাদন বহুলাংশে বর্দ্ধিত হইয়াছে। নানা ফসলের চাষও অনেকখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে; ধানের চাষের ব্যাপারেও অনেক নূতন নূতন উপায় অবলম্বিত হইয়াছে। একই শ্রেণীর জমিতে একাধিক প্রকার ধানের চাষ হইতেছে। ফসলে যাহাতে পোকা না লাগে, সেই বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

কৃষি ও বন বিভাগ হইতে দেশের বিভিন্ন স্থানের পতিত ও আবাদী জমি সমূহ জরীপ করা হইতেছে। বিভিন্ন প্রদেশে কৃষি-বিজ্ঞান কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। এই সকল কেন্দ্র হইতে নূতন সার সরবরাহ করা হইতেছে। তুলার চাষের উন্নতির জন্য আমেরিকা হইতে তুলার বীজ আমদানী করা হইয়াছে। তুলার চাষেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

জাপানী জন-সাধারণের মনোভাব

যুদ্ধের জন্য উৎসাহ-উদ্দীপনার অভাব

"যুদ্ধের জন্য জাপানী জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ উদ্যম নষ্ট হইয়াছে।" মিঃ হানও নমাজী নামক একজন প্রসিদ্ধ ইরাণী ব্যবসায়ী টোকিও হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রয়টারের প্রতিনিধিকে উপরোক্ত অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি আরো বলিয়াছেন:—

"অনবরত সংবাদপত্রসমূহে বিপুল বিজয়লাভের গল্প প্রকাশিত হইতেছে; কিন্তু তাহাতে লোকের মধ্যে উৎসাহ লক্ষিত হয় না। টোকিওতে খাদ্য ও কাপড়ের ভীষণ অভাব দেখা দিয়াছে। পেট্রোল পরিচালিত যান-বাহনাদি প্রায়ই দেখা যায় না এবং গত এপ্রিল মাসে আমেরিকা টোকিওতে যে বিমান আক্রমণ চালাইয়াছিল, সেইজন্য লোকেরা এখন পর্য্যন্তও ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া রহিয়াছে।

"জাপানী কর্ম্মচারিগণের সহিত আমার যে আলাপ হইয়াছে তাহাতে এই মনে হয় যে, জাপানী সৈন্যগণ সোভিয়েট সৈন্য-বাহিনীকে খুব সম্মানের চক্ষে দেখে এবং তাহারা রাশিয়া আক্রমণ করিতে স্বভাবতঃই দ্বিধা করিবে।"

মিঃ নমাজী বিশ্বাস করেন যে, জাপানীরা জার্ম্মাণদিগকে ঘৃণা করে, আবার ভয়ও করে এবং তাহাদের ধারণা যে, যদি জার্ম্মাণী বর্ত্তমান সংগ্রামে জয়ী হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধ অনিবার্য্য। জাপানের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় একথা মনে করে না যে, জাপানের দীর্ঘ দিন যুদ্ধ চালাইবার সামর্থ্য আছে। তাহারা বলে জাপানের সবচেয়ে বড় আশা এই যে, জার্ম্মাণী পরাজিত হউক এবং মিত্রশক্তি এরূপ দুর্ব্বল হউক যে, তাহারা যেন জাপানকে সুবিধাজনক সন্ধি-সর্ত্ত দিতে বাধ্য হয়।

বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট এই প্রদেশের অন্ধত্ব-নিবারণী সমিতিকে এই সর্ত্তে মং ২৭,১৮০৲ টাকা দেওয়া মঞ্জুর করিয়াছেন যে, উক্ত সমিতি ১৯৪২-৪৩ যুদ্ধে এই প্রদেশে পাঁচটি ভ্রাম্যমান চক্ষু-চিকিৎসালয় পরিচালনা করিবে।

সেনাবিভাগের লোকদিগকে বিশেষ ক্ষমতা দান

নূতন অর্ডিন্যান্স জারী

সম্প্রতি মহামান্য বড়লাট বাহাদুর সশস্ত্র-বাহিনী (বিশেষ ক্ষমতা) অর্ডিন্যান্স (১৯৪২ সালের ৪১নং অর্ডিন্যান্স) জারী করিয়াছেন। এই অর্ডিন্যান্স অনুসারে বিধান করা হইয়াছে যে, কোন শান্ত্রী কোন ব্যক্তিকে থামিতে বলিলে সে যদি না থামে অথবা সে যদি এমন কোন কাজ করে অথবা এমন কোন কাজ করিতে চেষ্টা করে কিম্বা সে যদি এমন কোন কাজ করে বলিয়া বিশ্বাস করিতে উদ্যত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়—যে কাজের ফলে কোন সম্পত্তি (যে সম্পত্তি রক্ষা করা উক্ত সামরিক অফিসারের কর্ত্তব্য) বিপন্ন অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে, তাহা হইলে এই অর্ডিন্যান্স অনুসারে উক্ত সামরিক অফিসারের আদেশক্রমে সেনাবিভাগের লোকজনের বিবেচনায় উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যেরূপ বলপ্রয়োগ প্রয়োজন হইবে, তাহারা সেইরূপ বল প্রয়োগ করিবে—এমন কি বল প্রয়োগ করিতে যাইয়া তাহারা তাহার মৃত্যু ঘটাইলেও তাহা আইনসঙ্গত হইবে।

এই অর্ডিন্যান্স অনুসারে বাঙ্গলা দেশের সৈন্যদলের ভারপ্রাপ্ত জেনারেল অফিসার-কম্যাণ্ডিং-ইন্-চীফ যে আদেশ জারী করিয়াছেন, তদনুসারে উপযুক্ত সামরিক অফিসারগণ বর্ত্তমান জরুরী অবস্থায় বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য তাঁহাদের অধস্তন লোকজনকে দিয়া এই অর্ডিন্যান্স অনুসারে প্রদত্ত ক্ষমতা কার্য্যতঃ প্রয়োগ করাইবেন।

সুতরাং এই ব্যাপারটির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে যে, সেনাবিভাগের লোকজন কোন লোককে থামিতে বলিলে সে ব্যক্তি না থামে, তবে তাহার জীবন বিপন্ন হইতে পারে।

ঢাকা দাঙ্গার তদন্ত

সংবাদপত্রের ভ্রান্ত বিবরণীর প্রতিবাদ

ঢাকা দাঙ্গা-তদন্ত কমিটির বৈঠক সম্পর্কে ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল মিঃ জে, এন, মজুমদার এবং মিঃ সৈয়দ বাদরুদ দোজা'দকে যে ফিস্ ও পারিশ্রমিক দেওয়া হইয়াছে, তৎসম্পর্কে স্থানীয় কতিপয় সংবাদপত্রে অতিশয় ভ্রান্তিপূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মিঃ সৈয়দ বাদরুদ দোজা'দকে প্রতিদিন ১৫৩৲ টাকা ও মিঃ জে, এন, মজুমদারকে প্রতি দিন ৫১০৲ টাকা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ের নিয়ম ও হাইকোর্টের ট্যারিফ নিয়মাবলী অনুসারে মিঃ দোজা'র তাঁহার সিনিয়র আইন-ব্যবসায়ীর ফিসের দুই-তৃতীয়াংশ পাইতে ন্যায়তঃ অধিকারী; কিন্তু তাঁহাকে প্রকৃতপক্ষে এক-তৃতীয়াংশেরও কম দেওয়া হইয়াছে।

যাতায়াতের ব্যয় ও দৈনিক ভাতা বাবদে উভয়কেই রেলগাড়ীর প্রথম শ্রেণীর ভাড়া ও প্রতিদিন ৯৲ টাকা করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে সুযোগমত জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেণ্টস্,
বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)।

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর বিবৃতি

[২য় পৃষ্ঠার শেষাংশ]

সিভিক-গার্ড বাহিনী

গতবার পরিষদের বৈঠক শেষ হওয়ার পর দুইটি ব্যবস্থা কার্য্যকরী করা হইয়াছে। উহার একটি হইল সিভিক গার্ড দলের জন্য সংশোধিত ব্যবস্থার প্রচলন ও অপরটি হইল একটি "হোম গার্ড" নামীয় গ্রাম্য প্রতিষ্ঠান সংগঠন।

পরিষদের স্মরণ থাকিতে পারে যে, ১৯৪০ সালের এক অর্ডিন্যান্স বলেই সিভিক-গার্ডস্ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। বাঙলা দেশের অনেকগুলি জেলাতেই এই প্রতিষ্ঠান অত্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছে। কিন্তু কিছুদিন যাবত এই প্রতিষ্ঠান আশানুরূপ কার্য্য করিতেছে না দেখিয়া মনে হওয়ায় আমরা কতকটা উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম। এই প্রতিষ্ঠানের হিতকর কার্য্য সম্পাদনের সম্ভাবনা এত বেশী এবং যেসব জায়গায় ইহা সন্তোষজনকভাবে কার্য্য করিয়াছে সেখানে তাহা এতই আশাপ্রদ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে যে, আমরা মনে করিয়াছিলাম ইহাকে সুচারুরূপে আরও সুগঠিত করিবার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা উচিত। সুতরাং নূতন ভিত্তিতে এই প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠনের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে একজন অভিজ্ঞ পুলিশ কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

সর্ব্বপ্রথমে সিভিকগার্ড বাহিনী একটি অবৈতনিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গঠনেরই পরিকল্পনা ছিল। যেসব বে-সরকারী ভদ্রলোকের উৎসাহ ও প্রেরণা এই আন্দোলনের সাফল্যের জন্য দায়ী, তাঁহাদের প্রচেষ্টাকে কোনরূপে হেয় মনে না করিয়াও এই কথা সুস্পষ্টরূপে বলা যায় যে, এই প্রকার একটি প্রতিষ্ঠানের সাফল্য বিশেষভাবে নির্ভর করে—যেসব স্থানীয় কর্ম্মচারীকে ইহার ভার দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা ইহার প্রতি নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগ দিতে সক্ষম কিনা, সেই প্রশ্নের উপর। অথচ এই প্রকার মনোযোগ ছাড়া কোনও অবৈতনিক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মস্পৃহা অব্যাহত থাকিতে পারে না। কারণ অধিকাংশ স্থানীয় কর্ম্মচারীই সিভিক-গার্ডসদের যথোচিত তত্ত্বাবধানের জন্য ও দৈনন্দিন সাহচর্য্যের জন্য যথেষ্ট সময় করিতে পারেন না। স্থানীয় কর্ম্মচারীদের দৈনন্দিন পরিচালনার অভাবে এবং এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের মধ্যে কিছু অসন্তোষ সৃষ্টি হওয়ার দরুণ এই অবৈতনিক প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া যায় এবং ইহার প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের জন্য আমাদিগকে নূতন পন্থা উদ্ভাবন করিতে হয়।

এই সম্পর্কে প্রথমেই আমরা এডজুট্যান্ট ও কোয়ার্টার-মাষ্টার পদবীধারী একজন লোক নিয়োগ করিয়াছি। ইহাদের কর্ত্তব্য হইল সিভিক-গার্ড বাহিনীর সংগঠন ও উহার কর্ম্মীদিগকে উপযুক্ত ট্রেনিং প্রদান। এতদ্ব্যতীত যাহাতে এই বাহিনীর কর্ম্মদক্ষতা সর্ব্বপ্রকারে অব্যাহত থাকে, তৎপ্রতিও ইঁহারা লক্ষ্য রাখিবেন এবং কর্ম্মীদের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতিও তাঁহাদের লক্ষ্য থাকিবে।

হোম-গার্ড দল

শহরাঞ্চলের জন্য সিভিক-গার্ড বাহিনী গঠিত হইয়াছে। পল্লী-অঞ্চলের জন্য আমরা "হোম-গার্ড" প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছি। পরিষদের মাননীয় সদস্যগণ এই সম্পর্কে অনেক কিছু অবগত আছেন, সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান জরুরী অবস্থার দরুণ যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সমগ্র প্রদেশে একদল নিয়মানুবর্ত্তী কর্ম্মী গড়িয়া তোলাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। আমাদের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে দেশে যদি কোনরূপ অশান্তি-উপদ্রব দেখা দেয়, তবে সেই অশান্তিদমনের ব্যাপারে দেশের জনসাধারণ যাহাতে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করিতে পারে—তজ্জন্য সংবাদপত্রসমূহের মারফৎ এবং অন্য নানাভাবে জনমতের দাবী প্রকাশ পাইয়াছিল।

গণ-আন্দোলন

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর এবং অতঃপর কংগ্রেসী নেতৃবর্গকে গ্রেফ্‌তার করায় দেশের ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপারে যে পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে, তৎসম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ কিছু বলা আমার পক্ষে সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। হয়ত ভবিষ্যতে এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ উপস্থিত হইবে।

আমি নিজে ও আমার সহকর্ম্মীদের মধ্যে অনেকেই গণ-আন্দোলন প্রবর্ত্তন চেষ্টার নিন্দা করিয়াছি এবং জন-সাধারণকে এই আশ্বাসও আমরা প্রদান করিয়াছিলাম যে, যদি এরূপ কোন আন্দোলন আরম্ভ করা হয়, তবে যাহাতে আন্দোলনের গতি রুদ্ধ হয় ও শান্তি-শৃঙ্খলা অব্যাহত থাকে, তজ্জন্য আমরা চেষ্টা করিব। যে ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে সঙ্কট অবস্থা কাটিয়া উঠিতে পারে, যাহাতে এরূপ কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয়, তজ্জন্যও আমরা উৎকণ্ঠিত ছিলাম এবং এই সম্পর্কে আপোষের জন্য আবেদন করিয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এরূপ কোন আপোষ সম্ভবপর হয় নাই এবং যদিও অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙলায় অশান্তি-উপদ্রব ততটা ব্যাপকভাবে আত্ম-প্রকাশ করে নাই, তথাপি কলিকাতা ও প্রদেশের অন্য কোন কোন স্থানে এরূপ গোলমাল দেখা দিয়াছে যে, তাহাতে শঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। হরতাল ও দায়িত্বহীন ছাত্রদল কর্ত্তৃক পরিচালিত বিক্ষোভ প্রদর্শন ছাড়াও, কোন কোন জেলায় রেলপথসমূহ ও রেলের গাড়ী প্রভৃতির ক্ষতি সাধন করিয়া রেল-চলাচলে বিঘ্ন উপস্থিত করার এবং যন্ত্রাদি নষ্ট করার প্রয়াস পাওয়া হইয়াছিল। কলিকাতায় ট্রাম চলাচল-ব্যবস্থা ও নাগরিকদের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় অন্যান্য ব্যবস্থার ক্ষতি সাধনের যে অবিরত চেষ্টা পাওয়া হইতেছে, মাননীয় সদস্যবর্গ নিশ্চয়ই তাহা অবগত আছেন। এতদ্ব্যতীত এ-আর-পি কেন্দ্র ও ওয়ার্ডেনদের অফিস ও আক্রান্ত হইয়াছিল। এই সব অনাচার দ্বারা শত্রুপক্ষকে সাহায্য করা ছাড়া আর অপর কোন সুফলই আনয়ন করিতে পারে না। বহু জেলায় স্থানে স্থানে টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং পোষ্ট অফিসসমূহও আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে সময়ে এই প্রদেশের উপর শত্রু-আক্রমণের সম্ভাবনা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে এবং যে সময়ে সামরিকভাবে আক্রমণাত্মক বা রক্ষণমূলক ব্যবস্থার দিক দিয়া সৈন্যদলের গতিবিধি অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় চলাচল ব্যবস্থা ও সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ন রাখা প্রয়োজন, এরূপ সময়ে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ও ডাক-চলাচলে বিঘ্ন উপস্থিত করা প্রকৃতই সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। যে-সব অঞ্চলে এরূপ ধ্বংসমূলক কার্য্যাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং যেখানে স্থানীয় অধিবাসীরা এরূপ সব অপকর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল কিম্বা যে সব লোক কর্ত্তৃক এই সব কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিল বলিয়া সন্দেহ হইয়াছে অথবা তাহাদিগকে ধৃত করার ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টকে যথোচিত সাহায্য প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছে, সেসব স্থানের অধিবাসীদের উপর পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করিতে হইয়াছে। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ প্রদান করা হইয়াছে যে, তাঁহারা যেন স্থানীয় অধিবাসিগণকে এই সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দেন যে, যেসব স্থানের মধ্য দিয়া রেলপথ বা টেলিগ্রাফের লাইন প্রভৃতি গিয়াছে, সেসব স্থানের অধিবাসীগণকে উক্ত লাইনসমূহ রক্ষার জন্য দায়ী বলিয়া মনে করা হইবে এবং যদি এসব লাইনের কোন ক্ষতি সাধিত হয়, তজ্জন্য তাহাদিগকে জবাবদিহি করিতে হইবে।

এই ধরণের সব অশান্তি-উপদ্রবের ফলে যে সব স্থানে দুর্ভাগ্যবশতঃ পুলিশকে গুলী বর্ষণ করিতে হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে এক্ষণে আমি কিছু বলিতে চাহি না। কারণ, আমার এই বিবৃতি সম্পর্কে আলোচনা করিতে যাইয়া পরিষদের সদস্যগণ যে সব অভিমত প্রকাশ করিবেন, তৎপ্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়াই হয়ত এই সম্পর্কে আলোচনার প্রয়োজন হইতে পারে।

ট্রাইব্যুনাল

এক্ষণে জেল বিভাগ সম্বন্ধে আমি দুই চারিটি কথা বলিব। পরিষদের গত অধিবেশনে নিরাপত্তা বন্দীদের সম্পর্কে আমি যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছিলাম, তদনুসারে তাহাদের বিষয় বিবেচনা করার জন্য এক ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হইয়াছিল। এই ট্রাইব্যুনাল মোট ৩৮২ জন নিরাপত্তা বন্দীর বিষয়ে তদন্ত করিয়া তাঁহাদের রিপোর্ট ও সোপারিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করিয়াছেন। হাইকোর্টের জজ মাননীয় জাষ্টিস্ প্যাংক্রিজ্ এই ট্রাইব্যুনালের সভাপতি ছিলেন। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিনি ট্রাইব্যুনালের রিপোর্টের খসড়া প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এখনও আমরা উক্ত রিপোর্ট ও তাহার সোপারিশসমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখার সময় পাই নাই। যাহা হউক, আমরা বন্দীদের অসুবিধা দূরীকরণার্থে কয়েকটি বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছি। এই সব ব্যবস্থার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—বন্দীদের দৈনিক খাদ্যের এলাউন্স বৃদ্ধি, পোষাক বৃদ্ধি, চিঠিপত্র লেখার বর্দ্ধিত সুযোগ, সাঙ্ঘাতিক রোগে শয্যাশায়ী আত্মীয়কে দেখার জন্য বন্দীদের সাময়িক ছুটী ও তাহাদের পারিবারিক ভাতা সম্পর্কে আরো উদারতর নীতি অনুসরণ।

দুইটি ক্ষেত্রে জেলে গোলযোগের সূত্রপাত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একটি হইতেছে—গত ১৯শে মে তারিখে অনুষ্ঠিত বহরমপুর জেলের গোলযোগ। স্থানীয় অফিসার-গণ এই সম্পর্কে বিশেষ বুদ্ধিমত্তার সহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং এই ব্যাপারে এক্ষণে আমি আর অধিক কিছু বলিতে চাহি না। দ্বিতীয় ঘটনা হইতেছে গত ৩১শে আগষ্ট তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা স্পেশাল জেলের অবাঞ্ছিত গোলযোগ। এই সম্পর্কে ঢাকা বিভাগের কমিশনার ও বঙ্গীয় জেলসমূহের ইন্সপেক্টর-জেনারেল তদন্ত করিয়াছেন এবং শীঘ্রই তাঁহারা তাঁহাদের রিপোর্ট গভর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করিবেন। আমি নিজে ঢাকায় গমন করিয়া গোলযোগের স্থানসমূহ পরিদর্শন ও জেলে অবস্থিত নিরাপত্তা বন্দীবর্গ ও অন্যান্যের সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম। এই সম্পর্কে বর্ত্তমানে আমি কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে চাহি না। কারণ, সাধারণ প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের বহু বিবৃতি সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে এবং ঢাকার মহামান্য-নবাবজাদাগণও এই মর্ম্মে দাবী পেশ করিয়াছেন যে, গোলযোগের কারণ ও ঘটনাবলী এবং কিরূপে নিহত বন্দীদের মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য যেন এক বিশেষ তদন্ত-কমিটী গঠন করা হয়। এই ব্যাপারটি প্রকৃতই অতি দুঃখজনক ঘটনা এবং এ সম্বন্ধে বর্ত্তমানে আমি আর অধিক কিছু বলিতে চাহি না।

এই প্রদেশে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি বেশ সন্তোষজনক রহিয়াছে। দিনাজপুরে প্রতিমা-নিরঞ্জন সম্পর্কে যে বিরোধ ছিল, তাহার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে এবং উভয় সমাজের প্রতিনিধিদের সম্মতি অনুসারে আপোষ ব্যবস্থায় গত ২৮শে জুন তারিখে প্রতিমা-নিরঞ্জন উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। গত জুন মাসের শেষ দিকে ও জুলাই মাসের প্রথমাংশে ঢাকায় নূতনভাবে গোলযোগের সূত্রপাত হইয়াছিল এবং পরিতাপের বিষয় ইহাই যে, উভয় সমাজেরই কতিপয় লোক হতাহত হইয়াছে। গোলযোগ দমনের জন্য স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ত্বরিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং পরে "উপদ্রুত অঞ্চল অর্ডিনান্স" জারী করা হইয়াছিল ও উক্ত অর্ডিনান্স অনুযায়ী পাইকারী জরিমানাও ধার্য্য হইয়াছিল। এই সব গোল-যোগের জন্য দায়ী কাহারা, তাহা আমরা নির্দ্ধারণ করিতে পারি নাই। কতিপয় রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক দল এই গোলযোগ উস্কাইবার জন্য দায়ী বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছে। কিন্তু ঢাকার নাগরিকগণ এ-হেন দাঙ্গা-হাঙ্গামাকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিতে মোটেই প্রস্তুত নহে এবং কোন সময়েই এই সব গোলযোগের ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির মূর্ত্ত হইয়া উঠিতে দেখা যায় নাই। প্রদেশের অন্যান্য অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি পূর্ব্বাপেক্ষা বন্ধুত্বমূলক ছিল—একথা ঘোষণা করিতে পূর্ব্বেই আমি আনন্দ অনুভব করিয়াছি।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ABU HENA.

Regd. No. C. 5532.

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ৪৫শ সংখ্যা] কলিকাতা, ৫ই অক্টোবর, ১৯৪২ [এক আনা

চরম বিজয় সম্বন্ধে দৃঢ় আস্থা

প্রধান-সেনাপতি জেনারেল ওয়াভেলের বক্তৃতা

"বর্মা হস্তচ্যুত হওয়ার পর হইতেই আমি ঐ দেশ পুনর্দখলের পরিকল্পনা করিতেছি। কারণ, জাপানের সহিত যুদ্ধে রণনীতির দিক দিয়া উক্ত এলাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চীনের সহিত যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রয়োজন এবং খোদ্ জাপানের উপর আক্রমণ চালাইবার জন্যও আমাদের ঘাঁটি দরকার।" ভারতের প্রধান-সেনাপতি জেনারেল স্যার আর্চিবল্ড ওয়াভেলের সম্মানার্থ বৃটিশ ও আমেরিকান সংবাদপত্র-প্রতিনিধিগণ প্রদত্ত ভোজ-সভায় গত ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি এই বক্তৃতা করেন।

প্রধান সেনাপতি আরো বলেন—"স্বাভাবিকভাবেই আমি বর্মা পুনর্দখল সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করিতেছি। কিন্তু আমার পরিকল্পনা এখনও প্রকাশ করিতে পারি না। ইহা একটী কঠিন সমস্যা। আমি সরবরাহ সমস্যার সমাধান করিয়া উঠিতে পারি নাই। মিশরের দিকে রোমেলের অগ্রগতি এবং ককেশাস আক্রমণের ফলে তথায় সৈন্য ও সমরোপকরণ প্রেরণ প্রয়োজন হওয়ায় আমি এ-বিষয়ে পিছাইয়া পড়ি। কিন্তু এখন পরিস্থিতির উন্নতি হইয়াছে এবং আমরা প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম পাইতেছি। বর্তমানে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ হইল—জাহাজ চলাচল ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার সংগ্রাম।

"জাপানের রণকৌশল দেখিয়া আমরা বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলাম। কারণ, আমরা ভাবিয়াছিলাম যে, তাহারা রক্ষণশীল রণনীতিই আঁকড়িয়া আছে এবং এত দ্রুতগতিতে অগ্রসর হওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না।

জাপান কি ভারত আক্রমণ করিবে?

"এখন প্রশ্ন হইল, জাপান অতঃপর কি করিবে? আমার মনে হয়, অজগর সর্প যেমন কোনও বড় জন্তু গিলিয়া তাহা হজম করার চেষ্টা করে, জাপানও এখন তাহাই করিবে। আমার মনে হয়, বর্তমান সময়ে তাহারা অষ্ট্রেলিয়া কিম্বা ভারত আক্রমণের ন্যায় বড় রকমের কোনও অভিযান আরম্ভ করিবে না। জাপ বিমান-বহর তাহাদের সর্বাপেক্ষা দুর্বল অংশ বলিয়া আমার ধারণা। তাহাদের বিমান-বহরের বৃহৎ অংশ অধিকৃত এলাকায় নিয়োজিত রাখিতে হইবে। রাশিয়ার গতিবিধির প্রতি নজর রাখার জন্য মাঞ্চুরিয়ায় এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকাতেও তাহাদের বিমান-বহর রাখিতে হইবে। আগে হউক বা পরে হউক, এশিয়ার একটি শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে পরিণত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য জাপানকে প্রথমতঃ রাশিয়ার সম্মুখীন হইতে হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ চীন-অভিযানের পুনরায় অবশ্য পরিসমাপ্তি ঘটাইতে হইবে।

রাশিয়ার গুরুত্ব

জেনারেল ওয়াভেল অতঃপর মন্তব্য করেন—

"সকল সময়েই যুদ্ধ রহিয়াছে রাশিয়া; [illegible] রাশিয়া [illegible] কার্য করিয়াছে। জার্মানির [illegible] ১৯১৭ সালের ন্যায় বর্তমান প্রীষ্ম কালেই [illegible] [illegible] আত্মসমর্পণ করিতে সক্ষম হইবে, [illegible] করিতে পারিলে তাহারা [illegible] শক্তি সঞ্চয় করিয়া [illegible] প্রতিরোধ অথবা যুদ্ধ [illegible] আরম্ভ করিতে পারিবে বলিয়া ধারণা [illegible]। সম্ভবতঃ আগামী বৎসর তাহারা মধ্যপ্রাচ্যে সাঁড়াশী অভিযান চালাইতেও চেষ্টা করিত। অভিযান পরিচালনের ঋতু শেষ হইয়া আসিতেছে; এইসঙ্গে আবহাওয়ার বিষয়ও বিশেষভাবে বিবেচনা করা দরকার।

(জেনারেল স্যার এ. ওয়াভেল)

"আমাকে সকল সময়েই বলা হইয়াছিল যে, গ্রীষ্মকালে পশ্চিম মরুভূমিতে যুদ্ধ করা সম্ভবপর হইবে না; কিন্তু আমরা তাহা করিয়াছি এবং বর্ষাকালে আবিসিনিয়ার অভিযান পরিচালনেও বাধা পাই নাই। যাহা হউক, উত্তরে রুশ-বাহিনী অটুট থাকিলে এবং দক্ষিণে ককেশাস অবিচ্ছিন্ন থাকিলে জার্মানরা তাহাদের উদ্দেশ্য সফল করিতে পারিবে না। রাশিয়া ষ্ট্যালিনগ্রাড হারাইলেও অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হইবে না। নভেম্বরের শেষের দিকে ভলগা নদীর নিম্নাংশের জল জমিয়া যায়; ককেশাসের দক্ষিণাংশে শিখরসমূহে একরকম বরফ পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। জার্মানরা এবছর অথবা আগামী বসন্তকালে ককেশাস অতিক্রম করিতে এবং পারস্যের তৈল-খনি অঞ্চল দখল করিতে পারিবে বলিয়া আমি মনে করি না। ইরাক ভারতের পশ্চিম-সীমান্তে অবস্থিত বলিয়া উহার গুরুত্ব আমার নিকট সর্বাধিক।"

ভারতীয় পরিস্থিতি

বর্তমান ভারতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রধান-সেনাপতি শেষে মন্তব্য করেন:—

"এখানে গোলযোগ চলার সময় যুদ্ধ-প্রচেষ্টার উপর তাহার কিছু প্রভাব পড়িলেও বর্তমানের পরিস্থিতিতে আমি সন্তুষ্ট। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, ভারতবর্ষে প্রতিমাসে ৭০ হাজার লোক সৈন্যদলে যোগ দিতেছে এবং সেনাবাহিনীতে লোকজন যোগদানের আগ্রহ পাওয়া যায় নাই।

[শেষ কলমের নিম্নে দেখুন]

মিঃ চার্চিলের বাণী

মার্শাল চিয়াং-কাইশেকের উচ্চ-প্রশংসা

বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী মিঃ চার্চিল সম্প্রতি মার্শাল চিয়াং কাইশেকের নিকট নিম্নলিখিত বাণী প্রেরণ করিয়াছেন:—

"জাপানীর সহিত বৃটেনের যুদ্ধ ঘোষণার তৃতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে আপনি যে বাণী প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার জন্য আমি সত্যই কৃতজ্ঞ।

"আপনি এক সাহসী এবং অটল-প্রতিজ্ঞ জাতির জননেতা। আপনার দেশবাসিগণ সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর যাবত জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া আসিতেছে। বিশেষভাবে এই জন্যই আপনার প্রশস্ত সমাদরকে আমি সাদরে বরণ করিয়া লইতেছি।

"চৈনিক জনগণের এ-রূপ প্রতিরোধ-শক্তির মূলে প্রেরণা যোগাইয়াছে স্বাধীনতার জন্য আপনার দৃঢ় সংকল্প ও অটল নিষ্ঠা। এই স্বাধীনতার জন্যই আমরা আমাদের সকল শক্তি উৎসর্গীকৃত করিয়াছি। যখন আমাদের প্রেরণার মূলে রহিয়াছে এমন উচ্চ আদর্শ, তখন জয় আমাদের সুনিশ্চিত। যখন সেই বিজয়ের সুপ্রভাত দেখা দিবে (যাহা অবশ্যম্ভাবী), তখন বৃটিশ জাতি চীন-জাতিকে এই বিজয়-সৌধ গড়ায় সহশিল্পীরূপে পরিচয় দিয়া গর্ব অনুভব করিবে।"

"ডেইলি-মেলের" সংবাদে প্রকাশ, বৃটেনে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর সহিত যোগদান করার জন্য আর একদল আমেরিকান সৈন্য আটলান্টিক পার হইয়া ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াছে।

যেসব জাহাজ এই সব সৈন্যকে বহন করিয়া আনিয়াছে, তন্মধ্যে অ-সম বিরাট জাহাজ ছিল। এইগুলি বৃটেন এবং আমেরিকার যুদ্ধ-জাহাজ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া আসে। পথে এই রক্ষণ-কার্যে রাজকীয় বিমান-বাহিনীর উড়োজাহাজও যোগদান করিয়াছিল। জাহাজগুলি সম্পূর্ণ বিনা-বাধায় [illegible] পার হইয়া আসিয়াছে।

১৯৪১ সালের বঙ্গীয় বিক্রয়-কর আইনের বাংলা অনুবাদ বাহির হইয়াছে। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট প্রেসের পাবলিকেশন্‌ ব্রাঞ্চ হইতে উহা ক্রয় করিতে পাওয়া যাইবে।

[২য় কলমের শেষাংশ]

"জার্মানিতে বিমানবাহিনী এবং রাশিয়ার সৈন্য ও সমরোপকরণ ক্ষয়ের ফলে আগামী শীত ঋতুতেই জার্মানির সৈনিক দল অব্যাহতভাবে রাখার সমস্যা দেখা দিবে। জার্মানীর সম-বিভাগের অভিযান নেপোলিয়নের ন্যায়ই ইউরোপে তাহাদের অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। জার্মানদের সুবিধার জন্য ইউরোপে দুর্ভিক্ষ চালানো হইয়াছে। কিন্তু ইউরোপ বিজিত পারিবার পূর্বে আমাদিগকে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইবে। গত মহাযুদ্ধে লোকের যুদ্ধের প্রথমদিকেই আমরা বৃটিশ বাহিনীর ৫০ হাজার দ্বীপ সেনানী হারাইয়াছিলাম। কিন্তু অবশেষে জার্মান বাহিনী ধ্বংস হইয়াছিল।

"বর্তমান যুদ্ধে চরম বিজয় লাভ সম্পর্কে আমার কোনই সন্দেহ নাই। মনোবল ও আত্মপ্রত্যয় অবশ্যই বিজয়ী হইবে। আমেরিকা, বৃটেন, রুশিয়া ও চীন চরম বিজয় লাভ পর্যন্ত যুদ্ধ করিবে।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেস-নোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

— ছুটী —

"ঈদুল্-ফেৎর্" ও পূজাবকাশ উপলক্ষে "বাঙলার কথা" আগামী ১২ই, ১৯শে ও ২৬শে অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত হইবে না।—সম্পাদক।

বাঙলার কথা

৫ই অক্টোবর—১৯৪২

নৌকা-অপসারণ সমস্যা

পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ-বঙ্গে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ব্যাপকভাবে নৌকা-অপসারণের যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তৎসম্পর্কে প্রকৃত তথ্য অবগত না হইয়াই কেহ কেহ নানারূপ বিরুদ্ধ সমালোচনায় অগ্রসর হইয়াছেন। এইরূপ সমালোচনা হয়ত কতকটা স্বাভাবিক। কারণ, একথা অস্বীকার করা যায় না যে, নৌকা-অপসারণ হেতু সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা ও অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু দেশবাসীর অসুবিধা দূরীকরণার্থ সরকার যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য অবগত না থাকাই এ-হেন বিরূপ সমালোচনার মূল কারণ। জাপানী আক্রমণের আশঙ্কার জন্যই এই প্রকার অপসারণ প্রয়োজনীয় বিবেচিত হইয়াছে। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গ এবং পশ্চিম-বঙ্গের কতকাংশ নদীমাতৃক অঞ্চল। এই সব জায়গায় চলাচলের জন্য জল-পথই প্রধান অবলম্বন। বাঙলাদেশের সমুদ্র-তীরবর্ত্তী স্থানের ভৌগলিক অবস্থান অনেকটা ব্রহ্মদেশ ও মালয়ের কোন কোন অঞ্চলের অনুরূপ। এই দুই দেশেই জাপানীরা প্রথমে নৌকা এবং অন্যান্য নদী-পথের যানগুলি হস্তগত করিয়া সৈন্য-সামন্তের জন্য নিয়োগ করিয়াছিল। বাঙলাদেশেও সুবিধা পাইলে তাহারা যে অনুরূপ পন্থাই অবলম্বন করিবে, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। এই জন্যই বাঙলা সরকার বহুসংখ্যক নৌকা অপসারণ করিয়া, আপাততঃ জাপানী-আক্রমণ হইতে যেসব অঞ্চল নিরাপদ বলিয়া মনে হইয়াছে, তথায় লইয়া যাওয়া প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছেন। ইহা সত্য যে, গ্রামবাসিগণ ব্যক্তিগত কাজে তাহাদের নিজেদের গ্রামে এই সব নৌকা আপাততঃ ব্যবহার করিতে পারিবে না; কিন্তু ইহাও সত্য যে, এই সব নৌকার সাহায্যে জাপানীরা তাহাদের গ্রামগুলি জয় করিতেও সমর্থ হইবে না।

নৌকা-অপসারণ হেতু জনসাধারণের যে অসুবিধা দেখা দিয়াছে, তাহা দূরীকরণার্থ সরকার কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথমতঃ ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, নৌকার মালিকগণ ইচ্ছা করিলে নিরাপদ অঞ্চলে নৌকা চালাইতে পারিবে, অথবা নৌকাগুলি সরকারের নিকট একেবারে বিক্রয় করিতে পারিবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ নৌকা বিক্রয়ের ব্যাপারে দায়িত্বসম্পন্ন সরকারী কর্মচারিগণের তদন্তের পর মালিকগণ নৌকার ন্যায্য মূল্য পাইতেছে। নৌকা হস্তান্তরিত করা মাত্রই অধিকারিগণকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নগদ টাকা দেওয়া হইয়া থাকে। যদি নৌকার উপরই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জীবিকা নির্ভর করে, তবে সেই ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণও দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। নৌকা সংগ্রহের ক্ষেত্রে নৌকা আনয়নের জন্য নৌকার মাঝিগণ খোরাকী পাইয়া থাকে এবং নৌকা অপসারণের ফলে যদি তাহারা বেকার হইয়া পড়ে, তবে তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণও দেওয়া হয়। ব্যবসাজীবীদিগকে সাধারণতঃ নৌকা বিক্রী না করিতেই উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। কারণ, নিরাপদস্থানে থাকিয়া স্বাধীনভাবে তাহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের সুযোগ দেওয়া পরিস্থিতিতে সহজসাধ্য হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইতিমধ্যে যে সমস্ত মাঝি তাহাদের নৌকা গভর্ণমেণ্টের নিকট সমর্পণ করিয়াছে, তাহাদিগকে তাহা প্রদান করা হইতেছে। নৌকা অপসারণের ফলে বেকার ব্যবসা-জীবীদের উপজীবিকার অন্যতম পন্থা হিসাবে তাহাদিগকে কেমোফ্লেজ-জাল নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যে নিয়োগের চেষ্টা পাওয়া হইয়া থাকে। গত আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি সময় পর্য্যন্ত মোট ২৮,০০,০০০৲ টাকা ক্ষতিপূরণস্বরূপ দেওয়া হইয়াছে।

অন্যান্যবিধ অসুবিধা দূরীকরণার্থ গভর্ণমেণ্ট অন্যবিধ উপায়েও চেষ্টা করিতেছেন। নির্দ্দিষ্ট এলাকায় একসঙ্গে কয়েকদিনের জন্য কিছু নৌকা লইয়া যাওয়ার অনুমতিপত্র প্রায়ই প্রদান করা হইতেছে এবং নৌকার মালিকগণও এই সুবিধা গ্রহণ করিতেছে। যতদূর সম্ভব সকল মতানৈক্য গ্রামের বৈঠকেই নিষ্পত্তি করা হইতেছে। জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রত্যেক ইউনিয়নে কিছু কিছু নৌকা রাখা হইয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যে যে-সব নৌ-পথ প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেসব স্থানে নৌকা-অপসারণ নীতি অবলম্বিত হয় নাই এবং এই সব স্থানে পূর্ব্ববৎই স্বাধীনভাবে নৌকা চলাচল করিতেছে। নৌকার মালিকদের সকল অভাব-অভিযোগ সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করা হয় এবং তার প্রতিকারের ব্যবস্থাও অবিলম্বে অবলম্বিত হইয়া থাকে।

সুতরাং ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে, এই অবস্থায় জনসাধারণের কি অসুবিধা হইতেছে, সরকার তাহা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেন এবং সহানুভূতির সঙ্গে এই সব অসুবিধার প্রতিকারেরও প্রয়াস পাওয়া হইতেছে। জনসাধারণ এই সরকারী নীতির মর্ম্মোপলব্ধি করিয়া সরকারের সহিত সানন্দে সহযোগিতা করিবেন, ইহাই আশা করা যায়।

বেসামরিক সরবরাহ ও মূল্য-নিয়ন্ত্রণ

নূতন অফিস খোলা হইল

বেসামরিক সরবরাহ ও মূল্য সম্পর্কীয় সকল ব্যাপার পরিচালনার জন্য এই প্রদেশে "ডিরেক্টরেট্ অব্ সাপ্লাইস" নামক একটি নূতন প্রতিষ্ঠান খোলা হইয়াছে। ইহার সদর কার্য্যালয় ১-এফ্ নং মেয়ার্স ষ্ট্রীট, কলিকাতায় স্থাপিত হইয়াছে।

বেসামরিক সরবরাহ ও মূল্য-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীয় কার্য্যাদি ব্যতীতও এই প্রতিষ্ঠান প্রাদেশিক বাণিজ্য ও শ্রম বিভাগের একটি শাখা হিসাবে কাজ করিবে। সুতরাং বেসামরিক সরবরাহ ও উহার মূল্য সম্পর্কীয় প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্যে লিখিত সমস্ত চিঠিপত্র "ডিরেক্টর অব্ সিভিল সাপ্লাইস্, বেঙ্গল"এর নিকট উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কলিকাতা অঞ্চলের এই সম্বন্ধীয় ব্যাপারগুলির পরিচালনার জন্য ১-সি, মেয়ার্স ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ঠিকানায় বেসামরিক সরবরাহ নির্দ্দেশকের একটি পৃথক অফিস খোলা হইবে। সুতরাং কলিকাতা সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি সম্বন্ধে এই অফিসেই চিঠিপত্র পাঠাইতে হইবে।

ইতিপূর্ব্বে মূল্য-নিয়ন্ত্রণকারীর যে অফিস ছিল, তাহা বাতিল করা হইয়াছে এবং এই দুই অফিস দ্বারাই তাহার কার্য্য সম্পন্ন করা হইবে।

উক্ত অফিসেরই টেলিফোন নম্বর "কলিকাতা ৬৮৬২"। টেলিফোনকারীদিগকে কোনও বিশেষ কর্মচারীর নাম বলিয়া না ডাকিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। অবশ্য যদি তাঁহারা নিশ্চিতভাবে তাঁহাদের অনুসন্ধানের বিষয়টি পরিচালনাকারীর নাম জানেন, তবে নাম বলিয়াও ডাকিতে পারেন। অন্যথা অনুসন্ধানের বিষয় বলিয়া দিলে অফিসের এক্সচেঞ্জই তাঁহাদিগকে সঠিক কর্মচারীর সহিত সংযোগ সাধন করিয়া দিবে।

বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্য

হতাহত ও বন্দীদের হিসাব

বিভিন্ন রণাঙ্গনে ভারতীয় সৈন্যদের হতাহতের সংখ্যা নিম্নরূপ:—

নিহত	..	৬,০৩৩
আহত	..	৮,৫৭১
বন্দী	..	৮৪,৮৩১

মোট হতাহত ও ক্ষতির সংখ্যা:—৯৮,৩৮৮।

সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় পরিষদে দেশরক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ সি, এম, জি, অগিল্‌ভী উপরোক্ত হিসাব প্রদান করেন। তিনি বলেন, যুদ্ধ-বন্দীদের সম্বন্ধে যে হিসাব শত্রুপক্ষ হইতে পাওয়া গিয়াছে, তাহাই এখানে বিবৃত করা হইয়াছে। পরিষদের সদস্যের প্রশ্নোত্তরে, নিম্নরূপ হিসাব দেওয়া হইয়াছে:—

মিশর: নিহত ৬০৫, আহত ২,২৭৫, নিখোঁজ ১২,১৫৮, বন্দী ২,৪৭৫।

সুদান ও ইরিত্রিয়া: নিহত ৬০৬, আহত ৩,৯৪৩, নিখোঁজ ৭, বন্দী ১।

প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়া: নিহত ৮১, আহত ২৮২।

ইরাক ও ইরাণ: নিহত ৫৯, আহত ৮৯, নিখোঁজ ৪।

সোমালিল্যাণ্ড: নিহত ৯, আহত ২৮।

ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র: নিহত ৯, আহত ৮, বন্দী ৩২৭।

ব্রহ্ম: নিহত ৪১৭, আহত ১,১৭৩, নিখোঁজ ৩,৩২৭, বন্দী ১।

সমুদ্রে: নিহত ৪, আহত ১, বন্দী ১১৮ জন।

মালয়: নিহত ২০৮, আহত ৭২১, নিখোঁজ প্রায় ৭০,০০০, বন্দী—১৬।

হংকং: আহত ১, নিখোঁজ প্রায় ৪,১৮৭।

ভারতীয় বিমান-বাহিনী সম্পর্কে এক প্রশ্নের উত্তরে ডেপুটী কমাণ্ডার-ইন-চীফ মাননীয় জেনারেল স্যার র‍্যালান হার্টলি বলেন, বর্ত্তমানে ৪টী ভারতীয় স্কোয়াড্রন আছে, ইহার একটীতে অর্দ্ধেক ভারতীয় ও অর্দ্ধেক বৃটিশ বৈমানিক আছে এবং পাঁচটী উপকূল-রক্ষী ভারতীয় বিমান-বাহিনী রহিয়াছে।

ডেপুটী কমাণ্ডার-ইন-চীফ রাষ্ট্রীয় পরিষদে ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় কমিশন-প্রাপ্ত অফিসারদের ও সৈন্যদের বেতনের হার বৃদ্ধির এক পরিকল্পনা ভারত সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

নদীয়ায় উন্নয়ন প্রচেষ্টা

গাংনীতে বহু গঠনমূলক কার্য্যের অনুষ্ঠান

নদীয়া জেলার অন্তর্গত গাংনী সার্কেলের পাট-নিয়ন্ত্রণ ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের সহকারী ইন্‌স্পেক্টর বাবু উপেন্দ্র নাথ দাস, বি-এ, মহাশয়ের পরিচালনায় পল্লী-উন্নয়ন ও অতিরিক্ত খাদ্যশস্য উৎপাদন প্রভৃতি কার্য্য বিশেষ সফলতা ও তৎপরতার সহিত পরিচালিত হইতেছে।

সম্প্রতি বাবু উপেন্দ্র নাথ দাস মহাশয়ের নেতৃত্বে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকগণ ভেটকে ও কাজলা নদীতে প্রায় ৩-৪ মাইল স্থানের কচুরীপানা ধ্বংস করিয়াছে। বিভিন্ন গ্রামে স্থানীয় নেতৃবর্গের উৎসাহে যে সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

৮৩টী সমিতি, ৬৬ নৈশ স্কুল, ৪টী লাইব্রেরী, ২টী সাহায্য চিকিৎসালয়, ১২টী খাদ্য স্টল, ১টী বিরাট ধর্মগোলা স্থাপন করা হইয়াছে। সর্ব্বত্র উৎসাহ ও উদ্দীপনা দৃষ্ট হইতেছে।

চাষী-খাতক আইনের সংশোধন

রায় বাহাদুর কালিকামোহন ঘোষ কৃত।

বিনামী জমিতে খাতক কখন পরিবার মুক্ত করিল, ভূমির সংরক্ষণ (পরিবর্তিত), খাতকের ১৯ক ধারা ও তৎসম্পর্কে উপদেশ, নোটের রেজিস্ট্রী সংশোধনের বিবরণী। মূল্য আড়াই টাকা পর্য্যন্ত ডাক খরচা, অগ্রিম ৩৲ টাকায় ও খাস আমকের বাড়ী বা ৩০ খানা কাগজ রেজিষ্টারী ডাকে পাইবেন।

এস্, কে, ঘোষ, বলাকা ভবন, আমবাগিচা।

রাজকীয় ভারতীয় নৌ-বহরের সম্প্রসারণ

অফিসার ও নাবিকদের জন্য নানাবিধ সুবিধার ব্যবস্থা

ভারতীয় নৌ-বাহিনীর ফ্ল্যাগ-অফিসার কম্যাণ্ডিং ভাইস্-এডমিরাল স্যার হার্বার্ট ফিট্জ্ হার্বার্ট সম্প্রতি সাংবাদিকদের নিকট প্রদত্ত এক বর্ণনায় ভারতীয় নৌ-বিভাগের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন; তিনি বলেন যে, কেবল ভারতীয় নৌ-বহরই ভারতের বিশাল সামুদ্রিক বাণিজ্যকে রক্ষা করিতে সক্ষম। এ্যাডমিরাল ফিট্জ হার্বার্ট বলেন যে, ভারতের সমস্ত বড় বড় বন্দরগুলিকে এক্ষণে বিভিন্ন আকারের নৌ-ঘাঁটিতে পরিণত করা হইয়াছে। এই সকল নৌ-ঘাঁটিতে যে সমস্ত রণতরী বহর রহিয়াছে, উহাদের প্রয়োজনানুযায়ী অফিসার ও লোকজনের বাসস্থানেরও সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

তিনি বলেন,—"এক সপ্তাহকাল পর্যন্ত বিভিন্ন নৌ-প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করিয়া আমি খুব সন্তোষজনক ধারণা গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছি। অফিসার ও নাবিকগণ সকলেই খুব উদ্যোগী ও তাহাদের কর্তব্য সম্বন্ধে যথেষ্ট মনোযোগী।"

এ্যাডমিরাল আরো বলেন যে, যদিও রাজকীয় ভারতীয় নৌ-বহরের সম্প্রসারণ পরিকল্পনা বর্তমানের প্রয়োজনের তাগিদেই করা হইয়াছে, তবুও ভবিষ্যতে ইহার জন্য কি করা প্রয়োজন, তৎসম্বন্ধেও তাঁহার একটা ধারণা রহিয়াছে।

নিরাপত্তার খাতিরে যদিও তিনি বিশদ বিবরণ দিতে সক্ষম নহেন, তবুও তিনি বলেন যে, নৌ-বহরের যথেষ্ট পরিমাণ সম্প্রসারণ করা হইয়াছে। জাহাজ নির্মাণ ও অনুরূপ কার্যাদি যথেষ্ট দ্রুত-গতিতে অগ্রসর হইতেছে।

ভারতের জন্য একটি ক্রুজার স্কোয়াড্রন গড়িয়া তোলার বিশেষ প্রয়োজনীয়তার উপর তিনি জোর প্রদান করেন এবং বলেন: "আমি সকল সময়েই বলিয়াছি যে, যথাসম্ভব সত্বর ভারতের জন্য একটি ক্রুজার স্কোয়াড্রনের দরকার।"

বর্তমান যুদ্ধে ছোট ছোট জাহাজগুলি যে কাজ করিয়াছে, নৌ-সেনাপতি তাহার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে, বর্তমানে আটলাণ্টিকে যে সমস্ত যুদ্ধ চলিতেছে, তাহাতে এই শ্রেণীর ছোট জাহাজের কৃতকার্যতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তিনি ঘোষণা করেন যে, যদিও ভারতীয় নৌ-বহরের অন্তর্গত নিজস্ব বিমান-বাহিনী গঠনের সময় এখনও আসে নাই, তথাপি ভারতীয় নৌ-বহর ও বিমান-বহরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম সহযোগিতা বিদ্যমান রহিয়াছে।

এডমিরালের বেতার-বক্তৃতা

নিখিল-ভারত বেতার-প্রতিষ্ঠানের বোম্বাই কেন্দ্র হইতে এডমিরাল ফিট্জ হার্বার্ট এক বেতার বার্তায় বলিয়াছেন—

আমি এক সপ্তাহ যাবত বোম্বাইয়ে অবস্থান করিতেছি এবং যতটা সম্ভব পরিদর্শন কার্যে এই সময়টুকু নিয়োজিত করিয়াছি। আশা করি অনেকেই জানেন যে, রাজকীয় ভারতীয় নৌ-বহর বর্তমানে বিপুল ভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং এই সম্প্রসারণ কার্য এখনও চলিয়াছে।

ভারতীয় নৌ-বাহিনী যেরূপ দ্রুত সম্প্রসারিত হইয়াছে, তাহাতে ইহার শিক্ষা-ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এই পরিদর্শনে আমি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উপরই বিশেষ নজর দিয়াছি। আমি সহজেই সন্তুষ্ট হইবার পাত্র নহি; কিন্তু তবুও আমি বলিতে পারি যে, এই এক সপ্তাহে আমি বোম্বাইয়ে যাহা দেখিয়াছি, তাহা অতি সন্তোষজনক। অতীব আনন্দ সহকারে আমি আজ বলিতে পারি যে, শিক্ষাকেন্দ্রে সমাগত বিভিন্ন জাতীয় লোকদের মধ্যে প্রশংসনীয় উদ্দীপনা আমি লক্ষ্য করিয়াছি। আজ আজ পর্যন্ত যে কার্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা অতি কঠোর সমালোচককেও সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই।

অতঃপর সৈন্য-শিবিরগুলি পরিদর্শন করিয়াও আমার এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, সৈনিকদের সম্পর্কে কিছুই আর অবহেলা করা হইতেছে না। সৈন্যদের খাওয়া ও পরার উপর যেমন নজর রাখা হয়, ঠিক তেমনি তাহাদের আরাম-আয়াস ও খেলাধুলার প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া হয়।

"ডালহৌসি" নামক জাহাজটিতে কয়েক শত নৌ-সৈন্যকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এই জাহাজটি নিয়তই কর্মকোলাহলমুখরিত। এই স্থানে নাবিকের কর্তব্য সম্বন্ধীয় প্রত্যেকটি দিকের প্রতিই যথোচিত মনোযোগ দেওয়া হয়।

সিগন্যাল স্কুলএর নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইখানে ভারতীয় নৌ-বহর ও রাজকীয় নৌ-বহরের বহু কর্মচারী ও কর্মী সিগন্যালিং ও বেতারে সংবাদ প্রেরণ প্রভৃতি কর্ম শিক্ষা করিতেছে।

"গানারী স্কুলটি" উত্তমরূপে সজ্জিত। এইখানে সৈন্যরা কামান পরিচালনায় আধুনিকতম পদ্ধতিসমূহ এমনভাবে শিক্ষা করিতেছে—যেন তাহারা একটি আধুনিক যুদ্ধ জাহাজের অস্ত্রাগার সংরক্ষণ করিতে পারে।

ভারতবর্ষে ভারতীয় শ্রমিকগণের দ্বারা নির্মিত একটি আধুনিকতম সাবমেরিণ-সন্ধানী জাহাজে চড়িয়া সমুদ্রে ভ্রমণের সৌভাগ্য আমার হইয়াছে। এই সুন্দর ক্ষুদ্র জাহাজটি যেকোনও শত্রু সাবমেরিণের সন্ধান পাইলে তাহাকে ধ্বংস করিতে সমর্থ।

বাণিজ্য জাহাজের অফিসার ও নাবিকগণকে আত্মরক্ষামূলক অস্ত্রশস্ত্র পরিচালনা শিক্ষা দেওয়ার স্কুল পরিদর্শন আর এক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। এইখানে গত ১২ মাস সময়ের মধ্যে ১৬,০০০ অফিসার ও নাবিককে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

ভারতীয় নৌ-বহরের জাহাজ-নির্মাণ ঘাঁটিতে আরও অনেকগুলি সন্তোষজনক ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছি। এইখানে ভারতীয় নৌ-বহর, রাজকীয় নৌ-বহর ও মিত্রপক্ষের অনেকগুলি জাহাজ মেরামত হইতেছিল। ৮,০০০ লোক এখানে সর্বদা কার্যে নিযুক্ত আছে। আমাদের যুদ্ধ-পরিকল্পনার এই অতি প্রয়োজনীয় বিভাগে তাহাদের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা লক্ষ্য করিয়া আমি সবিশেষ মুগ্ধ হইয়াছি।

উপসংহারে আমি শ্রোতৃবর্গকে এই আশ্বাস দিতে পারি যে, তাঁহারা নিশ্চয়ই রাজকীয় ভারতীয় নৌ-বহরের উন্নতি ও সম্প্রসারণের কথা জানিয়া আনন্দিত হইবেন। নৌ-বহরের অফিসার ও নাবিকেরা অতিশয় উৎসাহী ও উদ্যোগী; যদি কখনও তাহাদিগকে কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয়, তখন তাহারা কিছুতেই পশ্চাদপদ হইবে না।

২,০০০ নব-নিযুক্ত লোকের ট্রেনিংএর উপযোগী আরও একটি নূতন শিক্ষাকেন্দ্রের নির্মাণকার্য অতি দ্রুত শেষ হইয়াছে এবং নৌ-বহরের জন্য ভারতীয় যুবকদের শিক্ষা প্রকৃতই দ্রুত-গতিতে অগ্রসর হইতেছে।

আর একটি ব্যাপার ভারতীয় জনসাধারণ শুনিতে উৎসুক হইবেন। ইহা দূর বিদেশে অবস্থিত সৈন্যদের কাছে চিঠি-পত্রের আদান প্রদানের ব্যাপার। মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রিয়জনের চিঠিপত্রের প্রভাব খুবই বেশী। অবশ্য আমি নিজে এই জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন নহি। কেহই যদি আমার কাছে চিঠি না লিখে, তবে আমি মোটেই ক্ষুণ্ণ হইব না। যাহা হউক, এই কথা অস্বীকার করা যায় না যে, চিঠিপত্র আমাদের সৈন্যদের যথেষ্ট সন্তোষসাধন করে এবং নৌ-বিভাগ প্রতি মাসে আমাদের সৈন্যদের কাছে ১৬,০০,০০০ খানা পত্র পাঠাইতে সক্ষম বলিয়া আনন্দিত।

রাজকীয় ভারতীয় নৌ-বহরের বেতন ও ভাতার হার

১লা অক্টোবর হইতে ভারতীয় নৌ-বহরের কমিশন-প্রাপ্ত ও ওয়ারেণ্ট অফিসারদের বেতন ও ভাতা সম্বন্ধীয় নিয়মের যে সংশোধন করা হইয়াছে, তাহাতে তাহারা অত্যন্ত উপকৃত হইবে। বর্তমান বর্ষের প্রারম্ভে নৌ-বহরের সাধারণ নাবিকদের বেতনের হারও যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

সমস্ত কমিশনপ্রাপ্ত অফিসারের জন্য নিম্নোক্ত সুখ-সুবিধার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে:—

বিবাহিত ও অবিবাহিত অফিসারগণ যথাক্রমে বেতনের শতকরা ১০ ভাগ ও ৫ ভাগ ভাড়া স্বরূপ দিলে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিবেন। নিজের দেশের বাহিরে অবস্থিত যে কোনও কর্মচারীকেই ওভারসিজ বেতনের হার অনুযায়ী ভাতা দেওয়ার রীতিও আছে।

বর্তমান নিয়মানুসারে স্থলভাগে অবস্থিত কর্মচারীরা বেতন ছাড়াও একটি "ভাতা" পান—যাহা সমুদ্রে অবস্থিত কর্মচারীরা পান না। কিন্তু এই বৈষম্য এক্ষণে তুলিয়া দেওয়া হইবে। অক্টোবর মাস হইতে সকল অফিসারই ইচ্ছা করিলে নূতন হারে বেতন পাইতে পারেন এবং এই ব্যবস্থায় বিশেষ "ভাতা" উঠাইয়া দেওয়া হইবে।

ভবিষ্যতে চাকুরীর বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বেতনের কোনই প্রভেদ থাকিবে না। ইনজিনিয়ার অফিসার ও অন্যান্য শাখার অফিসারেরা সমান বেতন পাইবেন।

সকল বিভাগের ওয়ারেণ্ট অফিসারদের পদমর্যাদা রাজকীয় নৌ-বহরের ওয়ারেণ্ট অফিসারদের সমান হইবে এবং তাহাদের বেতন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। বাসস্থান, বিদায় প্রভৃতি ব্যাপারে আরও নানাপ্রকার সুবিধা দেওয়া হয়।

সংশোধিত নিয়ম কমিশনপ্রাপ্ত ওয়ারেণ্ট, রেগুলার ও রিজার্ভ শ্রেণীর সকল অফিসারের বেলায়ই কার্যকরী হইবে। সকল কর্মচারীই ইচ্ছা করিলে বর্তমানে প্রচলিত বেতনের স্কেলও বজায় রাখিতে পারেন।

কংগ্রেস মনোভাবের প্রতিক্রিয়া

হিন্দু-সমাজের প্রতি মিঃ সাভারকরের আবেদন

সরকারী কার্যে যে সকল হিন্দু নিযুক্ত আছেন, অথবা যেসব হিন্দু সশস্ত্র সেনা-বাহিনীতে নিয়োজিত রহিয়াছেন, তাঁহারা যাহাতে নিজেদের চাকুরীতে থাকিয়া স্ব স্ব কর্তব্য-সম্পাদনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ থাকেন—এই মর্মে হিন্দু-মহাসভার সভাপতি মিঃ বিনায়ক দামোদর সাভারকর হিন্দু সমাজের প্রতি এক আবেদন প্রচার করিয়াছেন।

তিনি এই আবেদনে বলিয়াছেন—"সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের জন্য আমি এই স্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করিতেছি যে, সাধারণভাবে হিন্দু সংগঠনবাদিগণ এবং বিশেষ করিয়া হিন্দু-মহাসভার অনুবর্তী যেসব লোক মিউনিসিপ্যালিটি ও অন্যান্য সাধারণ প্রতিষ্ঠান, আইনসভা, কাউন্সিল ইত্যাদির সদস্য এবং যাঁহারা সৈন্যবিভাগ, নৌবিভাগ ও বিমান-বাহিনীর কার্যে নিযুক্ত আছেন, কিম্বা যুদ্ধ-উৎপাদনের ও অন্যবিধ সরকারী কার্যে নিয়োজিত রহিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই যেন চাকুরীতে থাকিয়া নিজেদের কর্তব্য অব্যাহতভাবে সম্পাদন করিয়া যাইতে থাকেন। এইরূপে স্ব স্ব কর্তব্য সাধনের দ্বারা তিনি প্রকৃতপক্ষে হিন্দু সমাজের স্বার্থ রক্ষিত হইবে। যদি কেহ এমন অবস্থায় পতিত বলিয়া মনে করেন যে, চাকুরীতে থাকিয়া তাঁহাদের পক্ষে জাতির সেবার কোন সাক্ষাৎ প্রণালী সম্ভব নয়, তথাপি তাঁহারা যেন বিনা দ্বিধায় নিজেদের কর্তব্য করিয়া যাইতে থাকেন। এইরূপ অবস্থায় দেশ ও সমাজ-সেবার কোন সুযোগ তাঁহাদের না থাকিলেও, চাকুরীতে থাকিয়া তাঁহারা পরোক্ষভাবে সমাজের অনিষ্ট রোধ করিতে পারেন। কারণ, তাঁহারা চাকুরী পরিত্যাগ করিলে তাহাতে হিন্দু-বিরোধী ও জাতীয়তার পরিপন্থী লোকের প্রবিষ্ট হওয়ারই সম্ভাবনা রহিয়াছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

ষ্ট্যালিনগ্রাদে রুশীয়দের মরণ-পণ সংগ্রাম

রুশীয়দের পাল্টা আক্রমণ

২২শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, রুশ বাহিনী ষ্ট্যালিনগ্রাদে প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ চালাইয়াছে। জার্ম্মাণদের যে সৈন্যদলগুলি শহরের উত্তর-পশ্চিম উপকণ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের বিতাড়িত করা হইয়াছে।

উভয়পক্ষের গোলাবর্ষণ

জার্ম্মাণ-নিয়ন্ত্রিত প্যারী রেডিও জানাইয়াছে যে, রুশ গোলন্দাজ বাহিনীর দুর্দ্ধর্ষ গোলাবর্ষণের ফলে ষ্ট্যালিনগ্রাদে জার্ম্মাণদের অভিযান প্রতিরুদ্ধ হইতেছে। উভয় পক্ষই ঘোরতর গোলাবর্ষণ করিয়া যুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছে। রাশিয়ানদের বড় ভারী কামান ভল্গার পূর্ব্ব তট হইতে গোলাবর্ষণ করিতেছে।

রাজপথের উপর রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম

মস্কো হইতে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, মার্শাল টিমোশেঙ্কোর সৈন্যগণ প্রতি গজ ভূমির জন্য অতি কঠোর সমরে লিপ্ত হইয়াছে। ষ্ট্যালিনগ্রাদের পথ-ঘাট ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই দুর্গম পথের উপর এই ভয়াবহ যুদ্ধ চলিতেছে। অগ্রবর্ত্তী হওয়ার প্রচেষ্টার জন্য জার্ম্মাণ সেনাগণকে ভয়াবহ মূল্য প্রদান করিতে হইতেছে। সত্বর সময়ে এই নগর অধিকার করিবার বাসনায় মার্শাল ফন বক অবরোধ কার্য্যে ব্যবহৃত হইবার উপযোগী ভারী কামানসমূহ আমদানী করিয়াছেন। ঐ সকল কামান হইতে ষ্ট্যালিনগ্রাদরক্ষী সৈন্যগণের উপর প্রবল গোলাবর্ষণ হইতেছে। জার্ম্মাণ সৈন্যও দলে দলে নিহত হইতেছে। তাহাদের পক্ষে মৃতদেহগুলি অপসারিত করা কিংবা কবরস্থ করার পর্য্যন্ত উপায় নাই।

ষ্ট্যালিনগ্রাদের প্রতিগৃহ রণক্ষেত্রে পরিণত

মস্কো রেডিও ২৩শে তারিখে ঘোষণা করিয়াছে, ষ্ট্যালিনগ্রাদের প্রত্যেকটি গৃহের প্রত্যেকটি কামরা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে এবং গৃহদ্বার সোপানগুলি জার্ম্মাণ সৈন্যের মৃতদেহে পূর্ণ হইয়াছে। পরস্পর গোলাগুলী বর্ষণের পর পুনরায় হাতাহাতি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রুশীয় সৈন্যদল বেয়োনেটের আক্রমণ চালাইয়া কয়েকটি স্থান হইতে আক্রমণকারীদের বিতাড়িত করিয়াছে এবং কয়েকটি রাজপথ পুনরায় দখল করিয়া লইয়াছে।

ষ্ট্যালিনগ্রাদে নূতন রুশীয় সৈন্য

রয়টারের মস্কোর সংবাদদাতা ২৩শে সেপ্টেম্বর জানাইয়াছেন যে, রুশিয়ান গার্ড বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত নূতন সৈন্য দল ষ্ট্যালিনগ্রাদের অভ্যন্তরে উপনীত হইয়াছে।

মস্কো এপতেলারের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ, ষ্ট্যালিনগ্রাদে ঘরবাড়ীগুলির প্রত্যেক কামরায় হাত-বদল হইতেছে। উত্তর-পশ্চিম ষ্ট্যালিনগ্রাদে শত্রুপক্ষের সাংঘাতিক আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছে। এক হাজার জার্ম্মাণ নিহত হইয়াছে।

লেনিনগ্রাড রণক্ষেত্রে সোভিয়েট কামানগুলি শত্রুপক্ষের অনেকগুলি কামানের ঘাঁটি বিধ্বস্ত করিয়াছে।

ফন্ বক পদচ্যুত ?

"ভেন্সকা ডাগ্‌ব্লাডেট্" পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদে বলা হইয়াছে যে, হিটলার মার্শাল ফন্ বককে পদচ্যুত করিয়াছেন।

জার্ম্মাণ সৈন্যদের পলায়ন

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ষ্ট্যালিনগ্রাদ রণাঙ্গনের উত্তর-পশ্চিম সেক্টরে লালফৌজ ধীরে ও নিশ্চিতভাবে নিজেদের সুবিধা করিয়া লইতেছে। ষ্ট্যালিনগ্রাদে উভয় পক্ষই বিরাট ট্যাঙ্ক-বাহিনী নিয়োগ করিয়াছে। রাশিয়ানরা রণাঙ্গনে কতকগুলি প্রথম শ্রেণীর ট্যাঙ্ক নিয়োগ করিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। শহরের বহির্দেশে সোভিয়েট নৌ-সৈন্যেরা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর রক্ষা করিতেছে। তাহারা জার্ম্মাণ-অধিকৃত একটি পাহাড়ের উপর গোলা-বর্ষণ করিয়াছে। নৌ-সৈন্যগণ চূড়ান্তভাবে জার্ম্মাণদের অগ্রবর্ত্তী রক্ষাব্যূহ ভেদ করিয়া পরিখার কিনারায় পৌঁছিলে জার্ম্মাণ সৈন্যরা সটান দৌড় দেয় এবং তিন মাইল দূরে না যাওয়া পর্য্যন্ত থামে নাই।

উলমেন হ্রদ অঞ্চলে যুদ্ধ

উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনেও সংগ্রাম চলিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই অঞ্চলের একটি সেক্টরে জার্ম্মাণ সৈন্যরা পশ্চাদপসরণে বাধ্য হইয়াছে এবং অন্য একটি সেক্টরে সোভিয়েট সৈন্যরা জার্ম্মাণদের ব্যূহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। প্রতিপক্ষের অবিরত গোলাবর্ষণ সত্ত্বেও সোভিয়েট সৈন্যরা মাইন-ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া রাস্তা পরিষ্কার করিতেছে।

দুই সহস্র জার্ম্মাণ সৈন্য নিহত

ষ্ট্যালিনগ্রাদ অঞ্চলে তিন দিনের যুদ্ধে দুই সহস্র জার্ম্মাণ সৈন্য নিহত হইয়াছে। রাস্তায় রাস্তায় ভীষণ হাতাহাতি যুদ্ধ চলিতেছে। ষ্ট্যালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে সোভিয়েট বাহিনী কার্য্যকরী আক্রমণ চালাইয়া কিছুটা অগ্রসর হয়। মোজদক অঞ্চলে জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছে।

জার্ম্মাণদের বিরাট ক্ষতি

সোভিয়েট নিউজ এজেন্সী ২৫শে সেপ্টেম্বর কর্ণেল সাফ্‌রোনোভের উক্তির উল্লেখ করিয়া জানাইয়াছে, পূর্ব্ব সপ্তাহে ষ্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে ২৫ হাজারেরও বেশী জার্ম্মাণ সৈন্য নিহত হইয়াছে।

মধ্যখণ্ডে রুশ অগ্রগতি

মস্কো রেডিও ঘোষণা করিয়াছে, জার্ম্মাণদের প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও মধ্যখণ্ডে লালফৌজ অগ্রসর হইয়াছে। দশ দিনের যুদ্ধে একটি রুশবাহিনী তিনটি জনবহুল স্থান দখল করিয়াছে এবং দুই হাজারের বেশী জার্ম্মাণ সৈন্যের প্রাণনাশ করিয়াছে।

ককেশাসে পুনরায় প্রচণ্ড যুদ্ধ

ককেশাস অঞ্চলে অল্পকালের বিরতির পর নভোরোসিস্ক এবং মজদক এলাকায় যুদ্ধ পুনরায় প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

জার্ম্মাণ আত্মরক্ষা ব্যূহ ভেদ

মস্কো রেডিও ২৬শে সেপ্টেম্বর ঘোষণা করিয়াছে, মধ্যখণ্ডে রুশ সৈন্যরা জার্ম্মাণ আত্মরক্ষা ব্যূহে প্রবেশ করিয়াছে।

ষ্ট্যালিনগ্রাদ রক্ষা পাইতে পারে

ইকহোম হইতে রয়টারের সংবাদদাতা জানাইতেছেন, ষ্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধ সম্পর্কে জার্ম্মাণরা এখন যে ভাবে বক্তব্য প্রকাশ করিতেছে, তাহাতে নগরীটি রক্ষা পাইতে পারে বলিয়া আশা করা যায়। পর পর চারিদিন বার্লিনের সামরিক মুখপাত্র ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভল্গার তীরবর্ত্তী সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ ইতিমধ্যেই আয়ত্তে আসিয়াছে। ষ্ট্যালিনগ্রাদ দখল এখন "মর্য্যাদার" ব্যাপারে দাঁড়াইয়াছে। এরূপ দেখা যাইতেছে যে, জার্ম্মাণীস্থ অধিকাংশ সুইডিশ সংবাদদাতা নগরীর পতন হইবে বলিয়া বিশ্বাস করেন না। নগরী দখলে ব্যর্থতার সংবাদের জন্য জার্ম্মাণী এখন জনসাধারণকে প্রস্তুত করিতেছে। বর্ত্তমানে যে ধরণের প্রচারকার্য্য চালান হইতেছে, তাহা ষ্ট্যালিনগ্রাদ ছাড়িয়া দিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্যই নহে, এক ভীষণ বিপর্য্যয়ের সংবাদের জন্য গলিয়াই মনে হইতেছে। ফন বক শেষের দিকে দুইশত ট্যাঙ্ক লইয়া যে আক্রমণ করিয়াছেন, তাহা নগরীর রাস্তাসমূহে আক্রমণের মধ্যে প্রচণ্ডতম। ইহাই হয়ত তাঁহার শেষ চেষ্টা কিংবা চরম যুদ্ধের আরম্ভ।

ষ্ট্যালিনগ্রাদ অঞ্চলে ঘোরতর সংগ্রাম

মস্কোর ২৬শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ষ্ট্যালিনগ্রাদ অঞ্চলে ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে। জার্ম্মাণগণ বিপুল ক্ষতি স্বীকার করিয়া এক স্থানে সোভিয়েট ব্যূহের অভ্যন্তরে কীলকাকারে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তাহাদিগকে ধ্বংস করা হইতেছে এবং ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে। ষ্ট্যালিনগ্রাদের অপর এক অঞ্চলে লালফৌজ ৬০০ জার্ম্মাণ হত্যা করিয়াছে, ২০টি লরী বিনষ্ট করিয়াছে এবং ৮টি কামানশ্রেণী নিস্তব্ধ করিয়াছে। ষ্ট্যালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিমে জার্ম্মাণ ট্যাঙ্ক বাহিনীর পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছে। মোজদক অঞ্চলে শত্রুপক্ষের দুই রেজিমেণ্ট সৈন্য ৬০টি ট্যাঙ্ক লইয়া সোভিয়েট ঘাঁটিসমূহ আক্রমণ করে এবং এই আক্রমণে জার্ম্মাণদের ৯টি ট্যাঙ্ক ও দুই কোম্পানী সৈন্য বিনষ্ট হয়। নভোরোসিস্কের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে এক গুরুত্বপূর্ণ টিলার জন্য জোর সংগ্রাম হয় এবং জার্ম্মাণদের আক্রমণ ব্যর্থ হয়।

সোভিয়েট বাহিনীর পাল্টা আক্রমণ

এক সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট সৈন্যেরা ষ্ট্যালিনগ্রাদের মধ্যে কয়েকটি বড় বাড়ী পুনরধিকার করিয়াছে।

মজদক রণাঙ্গনের কয়েকটি অংশে রুশরা পাল্টা আক্রমণ করিয়া কিছু অগ্রসর হয়। এক আক্রমণে একটি জার্ম্মাণ ব্যাটালিয়ন বিধ্বস্ত হয়।

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

নৌকা-সংগ্রহের একটি কেন্দ্রে আফ্রিকাবের নৌকাসমূহ সমবেত হইয়াছে।

আক্রমণ আয়োজন করিয়া জার্ম্মাণীর [illegible]।

(এই সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য ২য় পৃষ্ঠার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পাঠ করুন)

আগামী বর্ষে বাঙলায় বহু চাউল উদ্বৃত্ত হইবে

ব্যবস্থা-পরিষদে মাননীয় অর্থ-সচিবের ঘোষণা

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে মিঃ নগেন্দ্র নাথ দাশগুপ্তের প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনাকালে অর্থ-সচিব মাননীয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, আগামী বৎসরে প্রায় তিন হইতে চারি লক্ষ টন (এক কোটি মণের মত) চাউল উদ্বৃত্ত হইবে। মিঃ দাশগুপ্ত খাদ্যদ্রব্য এবং অন্যান্য অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য যাহাতে কার্য্যকরীভাবে ও সুচারুরূপে নিয়ন্ত্রিত হয়, তজ্জন্যই প্রস্তাব আনিয়াছিলেন। ডাঃ মুখার্জীর জবাবের পরে তিনি তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন।

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে মাননীয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী আলোচনা সমাপ্ত করার প্রসঙ্গে বলেন যে, দ্রব্যাদির বিক্রয় সম্পর্কে অনুমতিপত্র লওয়ার প্রথা সম্পূর্ণরূপে তুলিয়া দেওয়ার সুপারিশ গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিতে পারেন না; তবে উহা দেওয়ার সময় যাহাতে পক্ষপাতিত্ব না হয়, অথবা জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধে কিছু করা না হয়, আইন ও বিধিনিষেধ দ্বারা তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। ডাঃ মুখার্জী এই প্রসঙ্গে আরও বলেন যে, বাঙলার অবস্থা এইরূপ শোচনীয় যে, একমাত্র চাউল ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্যই উহাকে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের উপর নির্ভর করিতে হয়। মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও সরবরাহের প্রশ্ন ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। গভর্ণমেণ্ট মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহারা যদি মাল সরবরাহের ব্যবস্থা না করিতে পারেন, তবে উহা কোন কাজেই আসিবে না।

লবণের সমস্যা

চাউল ব্যতীত অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির কথা উল্লেখ করিয়া মাননীয় অর্থ-সচিব মহোদয় বলেন যে, কয়েকমাস পূর্ব্বে লবণ সম্পর্কে বাঙলায় গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়াছিল। গভর্ণমেণ্ট লবণের দর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু যে পর্য্যন্ত না ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা করিয়া অধিক পরিমাণ লবণ আনয়নের ব্যবস্থা করা হয়, ততদিন অবস্থার কোন উন্নতিই হয় নাই। বাঙলার ৭টি লবণের কারখানায় বৎসরে মাত্র ২৫ হাজার মণ লবণ উৎপন্ন হয় এবং সমস্ত বাঙলায় একদিনেই ঐ পরিমাণ লবণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উপকূলবর্ত্তী জেলাসমূহে বৎসরে প্রায় ১০ লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হইত, কিন্তু বাঙলায় বৎসরে মোট ৮০ লক্ষ মণ লবণের প্রয়োজন। ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনার পরে কলিকাতা বন্দর খোলা থাকা পর্য্যন্ত জাহাজযোগে লবণ আনাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জাহাজে আনাইবার অসুবিধা হইলে অন্যরূপ ব্যবস্থা করা হইবে। ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা করিয়া বাঙলায় অধিক পরিমাণে লবণ উৎপন্ন করার পরিকল্পনা করা হইয়াছে এবং উহাতে উপকূলবর্ত্তী স্থানে উৎপন্ন লবণ লইয়া বৎসরে প্রায় ২২ লক্ষ মণ লবণের ব্যবস্থা হইবে। অবশিষ্ট লবণ ভারতের অন্যান্য স্থান হইতে পাওয়া যাইবে।

বাঙলায় চিনি-সমস্যা

মাননীয় অর্থসচিব অতঃপর বলেন,—চিনি সম্পর্কে বাঙলাকে সম্পূর্ণরূপে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের উপর নির্ভর করিতে হয়। ভারত গভর্ণমেণ্ট বিহারে উৎপন্ন চিনি বাঙলার জন্য বরাদ্দ করিয়াছেন। কিন্তু সরবরাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে সমস্যা দেখা দেয় এবং বাঙলা গভর্ণমেণ্ট উহার জন্য যথা সম্ভব তদারক করিয়াছেন। ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট লেখালেখি করিয়া ২,৮০০ টন (৭৬,০০০ মণ) চিনি আনাইবার ব্যবস্থা করা হয়। ইহার সহিত পূর্ব্বের বরাদ্দের কোন সম্পর্ক নাই। বর্ত্তমানে বিহারে গোলযোগপূর্ণ অবস্থার জন্য সরবরাহ-ব্যবস্থার জটিলতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। যানবাহন চলাচল ব্যবস্থা হইতেই বাঙলায় চিনির চালান আসিবে। উহার কোম্পানীর সহিতও বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, এই সকল ব্যবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণ চিনি পাওয়া যাইবে এবং উহা দ্বারা সঙ্কটের অবসান হইবে। সরিষা, ডাল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সম্পর্কে মাননীয় ডাঃ মুখার্জী বলেন যে, এই সকল সম্পর্কেও বাঙলাকে অন্যান্য প্রদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়।

চাউল-সমস্যা

অতঃপর মাননীয় অর্থ-সচিব চাউলের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই গুরুতর সমস্যার সমাধানের জন্য গভর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। তিনি সকলের নিকট এই মর্ম্মে আবেদন করেন যে, উহাকে কোন দলগত বিষয় মনে না করিয়া সকলেই যেন একযোগে উহার সমাধানের জন্য চেষ্টা করেন। চাউল কম পড়িবে বলিয়া বলা হইয়াছে; কিন্তু কৃষি-বিভাগের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, আগামী বৎসরে তিন হইতে চার লক্ষ টন পরিমাণ চাউল প্রয়োজন অপেক্ষা বেশী হইবে।

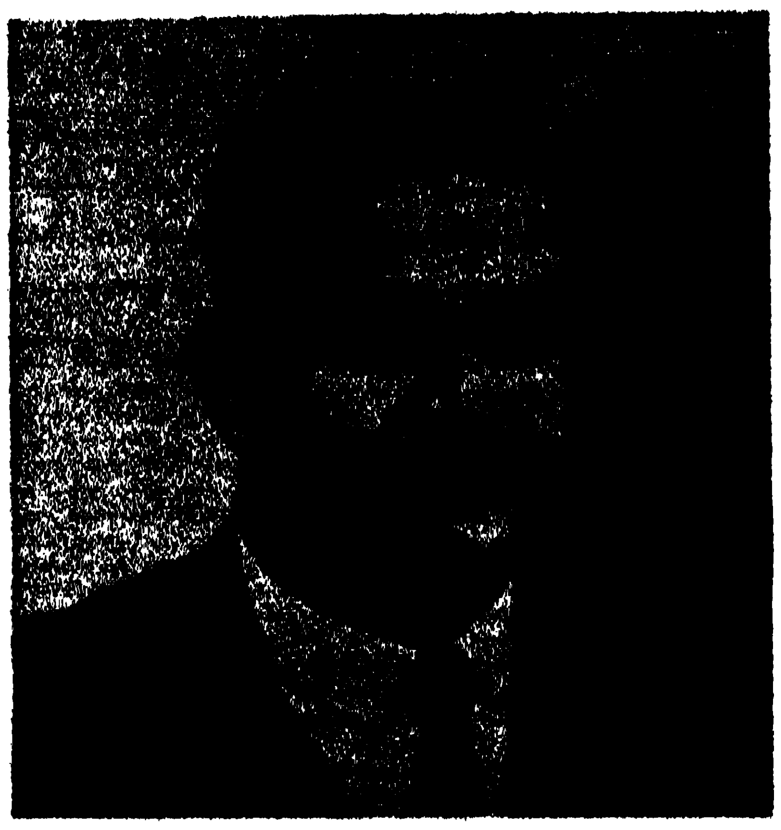

(মাননীয় অর্থ-সচিব)

মাননীয় অর্থ-সচিব ইহার পর জনৈক সদস্যের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন,—"কৃষি-বিভাগের এই হিসাব যে সম্পূর্ণ নির্ভুল, তাহা হয়ত বলা যায় না; কিন্তু অতীতে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, এরূপ হিসাবে খুব বেশী ভুল হয় না। কাজেই বলা চলে—কোথাও কোন গোলযোগ না ঘটিলে আগামী মরসুমে চাউল নিশ্চয়ই উদ্বৃত্ত হইবে।"

সিংহল ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে চাউল রপ্তানীর কথা উল্লেখ করিয়া মাননীয় ডাঃ মুখার্জী বলেন,—"আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য বাঙলাকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের উপর নির্ভর করিতে হয়; কাজেই অন্যান্য প্রদেশে চাউল রপ্তানীর ব্যাপারে আমরা বাধা দিতে পারি না। ভারত গভর্ণমেণ্ট আগামী কয়েক মাসে ৩৫ হাজার টন চাউল চাহিয়াছেন। বাঙলা গভর্ণমেণ্ট এই চাউল সরবরাহ সম্পর্কে এখনও কোন প্রতিশ্রুতি দেন নাই। তবে এই চাউল রপ্তানী সম্পর্কে সদস্যগণ একমত হইবেন বলিয়া আমি আশা করি। কারণ, অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য আমাদিগকে ভারত গভর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিতে হয়।"

মূল্য-নিয়ন্ত্রণ

মাননীয় ডাঃ মুখার্জী অতঃপর মূল্য-নিয়ন্ত্রণ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া বলেন,—"মূল্য-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের উপর এত চাপ পড়িয়াছিল যে, উহা প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার অবস্থা হইয়াছিল। কাজেই ঐ বিভাগ সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠন করিতে হইয়াছে। উহা

[শেষ কলমের নিম্নে দেখুন]

কনেষ্টবলের প্রশংসনীয় বীরত্ব

পলাতক আসামী ধরিতে গিয়া মৃত্যুবরণ

মেদিনীপুর জেলার অধিবাসী কনেষ্টবল আবুল খায়ের সান্যালকে মরণোত্তর বড়লাট বাহাদুর "ভারতীয় পুলিশ মেডেল" পুরস্কার দিয়াছেন।

বড়লাট বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর অফিস হইতে প্রচারিত একটি এশতেহারে প্রকাশ, কনেষ্টবল আবুল খায়ের সান্যাল একটি চৌকিদারের সঙ্গে বর্ত্তমান সনের গত ১৮ই জুন তারিখ রাত্রিতে পাহারা দিতেছিল। কতকগুলি স্ত্রীলোকের মধ্যে একটি লোককে সন্দিগ্ধভাবে দেখিতে পাইয়া সে তাহাকে প্রশ্ন করে ও দেখিতে পায় যে, লোকটি একটি পলাতক আসামী এবং পুলিশ বহু দিন যাবত তাহার সন্ধান করিতেছিল। এই সময় লোকটি তাহাকে লাঠি দ্বারা আক্রমণ করে এবং স্ত্রীলোকগুলিও এই আক্রমণে যোগদান করে। কনেষ্টবলটি তখন চৌকিদারের বর্শা হাতে নেয় ও তাহাকে (চৌকিদারকে) সহকারী সাব-ইন্সপেক্টরকে খবর দিতে নির্দ্দেশ দেয়।

সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর যখন আসিয়া পৌঁছেন, তখন কনেষ্টবলটি ভীষণভাবে আহত হইয়া অচেতন অবস্থায় পড়িয়াছিল। পরে হাসপাতালে তাহার মৃত্যু হয়। পলাতক আসামীটিকেও ভয়ানকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া মৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই আঘাতটি বোধ হয় বর্শা দ্বারাই করা হইয়াছিল। আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে এবং পলাতক আসামীটিকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টাতেই অচেতন হইবার পূর্ব্বে কনেষ্টবলটি তাহাকে বর্শা দ্বারা আঘাত করিয়াছিল।

অপরাধপ্রবণ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত একাধিক আক্রমণকারীর আক্রমণ সত্ত্বেও আবুল খায়ের সান্যাল আসামীকে ধরিবার ব্যাপারে অশেষ বুদ্ধিমত্তা ও সাহস প্রদর্শন করিয়াছিল।

ভারতীয় পুলিশ মেডেল সংক্রান্ত আইন অনুসারে বীরত্বের জন্য এই পুরস্কার প্রদান করা হইল। সাব-ইন্সপেক্টরের নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীর উপযোগী ভাতাও উহার সঙ্গে পাওয়া যাইবে।

কলিকাতায় ঘোড়দৌড়

সরকারী ঘোষণা

আগামী শীত ঋতুতে কলিকাতায় ঘোড়-দৌড়ের অনুমতি দেওয়া হইবে কি না, গভর্ণমেণ্ট উহা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন। সামরিক কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিয়া সরকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ঘোড়-দৌড়ের অনুমতি দেওয়া হইবে। কিন্তু তাঁহারা ইহাও স্পষ্টরূপে জানাইয়া দিতে চান যে, ঘোড়-দৌড়ে যোগদানকারী লোকদিগকে বিমান-আক্রমণ হইতে রক্ষার কোনও প্রকার দায়িত্ব তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারিবেন না বা তাহার জন্য কোনও বিশেষ বন্দোবস্তও করা সম্ভবপর হইবে না।

অধিকন্তু যদি প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহা হইলে ঘোড়-দৌড়ের অনুমতি প্রত্যাহার করিতেও সরকার কুণ্ঠিত হইবেন না।

[২য় কলমের শেষ]

যাহা যাহাতে কেহ ব্যক্তিগতভাবে লাভ না করে, গভর্ণমেণ্ট তাহা দেখিবেন। দুর্নীতি ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ সম্পর্কে ডাঃ মুখার্জী বলেন যে, ঐরূপ যাহাতে না হয়, গভর্ণমেণ্ট তাহাও দেখিবেন। কেহ কোন সন্ধান পাইলে গভর্ণমেণ্টকে জানাইলে গভর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবেন। উপসংহারে ডাঃ মুখার্জী বলেন যে, তাঁহারা রাজনৈতিক গোলযোগের কথাই আলোচনা করিতেছেন। কিন্তু পর্য্যাপ্ত পরিমাণে না হইলেও কেবলমাত্র প্রয়োজনমত নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সম্পর্কে জনসাধারণকে যদি তাঁহারা সন্তুষ্ট করিতে না পারেন, তবে সমস্ত শাসন-ব্যবস্থা অচল হইয়া পড়িবে।

ভারতের পূর্ব্ব-সীমান্তের সেনা-বাহিনী

কর্ত্তব্য সম্পর্কে জেনারেল আরউইনের ঘোষণা

ইষ্টার্ণ আর্মির অধিনায়ক লেফ্‌টেনাণ্ট-জেনারেল এন, এম, এস, আরউইন গত ২৭শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা হইতে সৈন্যদের প্রতি বেতারে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—

আমাদের ইষ্টার্ণ আর্মির সৈন্যদের দুঃসময় যাইতেছে। বর্ত্তমান বৎসরের প্রথমভাগে অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদিগকে ব্রহ্মে অল্পসংখ্যক সৈন্য এবং অপর্য্যাপ্ত মালমসলা লইয়া দুর্বিপাকের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

যুদ্ধ আমাদিগকে ভারতের এমন এক অংশে আনিয়াছে, যেখানে সংবাদ আদান প্রদানের ও যাতায়াতের ব্যবস্থা ভাল নহে এবং ম্যালেরিয়া ও আমাশয়ের প্রকোপ খুব বেশী। বর্ষা আমাদের দারুণ কষ্টের কারণ হইয়াছে; কিন্তু উহা আমাদিগকে আক্রমণের আশঙ্কা হইতে মুক্তিও দিয়াছে।

যখন আমরা বেশ সাফল্যের সহিত সঙ্কট অতিক্রম করিতেছি, তখন পিছন হইতে আমাদের ভারতরক্ষার প্রচেষ্টার উপর ছুরিকাঘাত করা হইতেছে।

ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে কোন এক শ্রেণীর বিরুদ্ধতামূলক কার্য্যকলাপের ফলে আমাদের অসুবিধা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সংবাদ আদান-প্রদানের ও যাতায়াতের পথ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আমাদের অনেক অসুবিধার কারণ ঘটিয়াছে; তন্মধ্যে কিছুকালের জন্য ছুটি রহিত হওয়া অন্যতম। আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য আবহাওয়া, রোগ ও বিরুদ্ধতামূলক কার্য্যকলাপ যেন একত্র ষড়যন্ত্র করিয়াছিল; কিন্তু ঐ সমুদয় আমাদিগকে আমাদের কর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই।

ভারতকে রক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্যের একটা অংশ মাত্র। আমরা মধ্য-প্রাচ্য, ইরাক, ভারত ও অপর যে কোন স্থানে প্রেরিত হই না কেন, আমাদের কার্য্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য আমাদিগকে এবং যাহারা আমাদের ন্যায় মনোভাবসম্পন্ন—যাহারা লোকের স্বাধীনতার বিশ্বাসী ও যাহারা আপনাদের গৃহে শান্তিতে বাস করিতে চাহে—তাহাদিগকে রক্ষা করা।

একণে বর্ষা শেষ হইতে চলিয়াছে; সুতরাং পুনরায় অধিকতর তীব্রভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। আমার ধারণা বর্ত্তমানে আমাদের সম্মুখে এমন কিছু নাই—যাহার ফলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস শিথিল হইতে পারে। আমরা আশা করি আমাদের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে অবস্থার গতি আমাদের অনুকূল হইবে। আক্রমণোদ্যম লাভ করিতে এবং সমর চূড়ান্ত জয় লাভের পথে অগ্রসর হইতে হইলে আমাদিগকে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া কাজ করিতে হইবে। আমাদের রণসম্ভার অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে; আমাদের বিমান-বল বৃদ্ধি পাইতেছে এবং আমাদের মধ্যে অতীত পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের তীব্র সঙ্কল্পেরও উদয় হইতেছে। আমাদের মিত্র আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সৈন্যগণ আমাদের সহিত সহযোগিতা করিতেছে।

ঘনিষ্ঠ সংস্রবের ফলে বৃটিশ ও ভারতীয়দের মধ্যে সম্পর্ক মৈত্রীপূর্ণ ও পারস্পরিক বিশ্বাসপূর্ণ। তথাপি বর্ত্তমান সঙ্কটপূর্ণ সময়ে কোন কোন শ্রেণীর লোক ধ্বংসমূলক ও বিশৃঙ্খলাত্মক কার্য্য দ্বারা যুদ্ধ-প্রচেষ্টার প্রতিবন্ধকতা করা আবশ্যক মনে করিতেছে। দেশের নিরাপত্তার পক্ষে তাহাদের কার্য্যকলাপ কিরূপ ক্ষতিকর, তাহা হয়ত তাহারা উপলব্ধি করে না। জার্ম্মাণদের পদ্ধতিতে নির্ম্মম বর্ব্বরতা দ্বারা এই উপদ্রব দমন করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। আমাদের অবলম্বিত পন্থা হইতেছে পরিমিত বল প্রয়োগ দ্বারা ইহা দমন করা। সৈনিকদিগকে এই পরিমিত বলপ্রয়োগনীতি কার্য্যে পরিণত করিতে হয় বলিয়া তাহাদের উপর গুরুতর দায়িত্ব রহিয়াছে। কারণ তাহাদের দৃঢ়তা ও অকপটতা দ্বারা ভারতের জনসাধারণ আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার উপর শান্তি ও নিরাপত্তা কি পরিমাণ নির্ভর করে, তাহা উপলব্ধি করিবে। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা অসামরিক কার্য্য হইলেও, অনেক সময়ে সৈন্যদিগকে এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। সৈনিকগণ যেভাবে এই কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতেছে, আমি উহার প্রশংসা না করিয়া পারি না। এই প্রসঙ্গে আমি বলিতে চাই যে, পরিমিত বলপ্রয়োগ বলিতে দুর্ব্বলতা বুঝায় না। আমি প্রকাশ্যে সৈনিকদিগকে জানাইতেছি যে, তাহারা নিজেদের বিচারবুদ্ধি অনুসারে লোকের জীবন ও ধন-সম্পত্তি নিরাপদ রাখিবার এবং সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ও যাতায়াতের পথ রক্ষার জন্য যে-কোন উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক বিবেচনা করিবে, তাহাই আমার সমর্থন লাভে সমর্থ হইবে।

বৃটেনের বাহিরে মধ্য-প্রাচ্য, পূর্ব্ব ভারত ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর এই তিনটি মাত্র রণাঙ্গনে বৃটিশ সাম্রাজ্য বাহিনী এবং এক্সিস শক্তিবর্গের সৈন্যদল পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছে। ভবিষ্যতে প্রত্যেক রণাঙ্গনের সৈন্যগণ আমাদের শত্রুদিগকে সত্রস্ত করিবে। পূর্ব্ব ভারতীয় রণাঙ্গনে ভারতের ইষ্টার্ণ আর্মির উপর গুরুতর দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে। জাপানীদের আক্রমণ অভিপ্রায় যাহাতে সফল না হয়, এই সেনাদলকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং আদেশ পাওয়ামাত্রই শত্রুকে ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইতে হইবে।

কয়েকদিন পূর্ব্বে আমি একখানি দৈনিক সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বাক্য পাঠ করিয়া উহা আমার হেডকোয়ার্টারে নীতিবাক্যরূপে গ্রহণ করিয়াছি:—

"যাহা কষ্টসাধ্য তাহা অবিলম্বে সম্পন্ন হইতে পারে। অসম্ভব কার্য্যে কিছু সময় লাগে।" আমি প্রত্যেক সৈনিককে এই নীতিবাক্যের মর্ম্ম অনুধাবন করিতে অনুরোধ করি।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৪র্থ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

মস্কোর ২৮শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ,—২৭শে সেপ্টেম্বর রুশীয় সৈন্যদল ষ্ট্যালিনগ্রাদ, মোজদক এবং সিনিয়াভিনো এলাকায় শত্রুপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে। সোভিয়েট ইস্তাহারের একখানি ক্রোড়পত্রে বলা হইয়াছে যে, একটি সোভিয়েট ট্যাঙ্কবাহিনী দুইটি জার্ম্মাণ আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছে এবং শত্রুপক্ষের পদাতিক বাহিনীর দুইটি কোম্পানীর ধ্বংস সাধন করিয়াছে। অন্য একটি রণাঙ্গনে শত্রুপক্ষের একটি ব্যাটালিয়ান সোভিয়েট সৈন্যদের গোলার আঘাতে ধ্বংস হইয়াছে।

ষ্ট্যালিনগ্রাদে জার্ম্মাণদের ক্ষতি

"সোভিয়েট ওয়ার নিউজে"র সংবাদে প্রকাশ, ষ্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধের প্রথম ত্রিশ দিনে জার্ম্মাণদের দুই লক্ষ সৈন্য নিহত এবং দেড় হাজার ট্যাঙ্ক ধ্বংস হইয়াছে।

অন্যান্য রণাঙ্গনের সংবাদ

মাদাগাস্কারের রাজধানীতে বৃটিশ সৈন্যদের প্রবেশ

বৃটিশ সৈন্যরা ২৪শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৫টায় (লোকাল টাইম) আণ্টানানারিভোয় প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া আণ্টানানারিভোর হইতে বেতারযোগে ঘোষিত হইয়াছে।

ফরাসী গভর্ণরের পলায়ন

ভিসি রেডিয়ো ২৫শে সেপ্টেম্বর ঘোষণা করিয়াছেন বৃটিশ সৈন্যরা মাদাগাস্কারের রাজধানী আণ্টানানারিভোতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই গভর্ণর জেনারেল মঃ আনেট একটি "দুর্ভেদ্য স্থানে" পৌঁছিয়াছেন এবং সেখান হইতেই "আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ" চালাইবেন। বিপদের কালে ঐক্য এবং বীরত্ব রক্ষা করিয়াছে বলিয়া মঃ আনেট জনসাধারণের প্রশংসা করিয়া এক বাণী প্রেরণ করিয়াছেন।

সামরিক শাসন প্রবর্ত্তিত

মাদাগাস্কারে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কোন্ নীতি অবলম্বন করিয়া চলিবেন, সে সম্পর্কে বৃটিশ পররাষ্ট্র বিভাগ হইতে বলা হইয়াছে:—মাদাগাস্কার দখলের জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কেন যে বাধ্য হইয়াছেন, ইতিপূর্ব্বেই তাহা ঘোষণা করা হইয়াছে। যাহা হউক, এই যুদ্ধের ফলে মাদাগাস্কারের অধিকাংশ এবং উহার রাজধানী দখল করা হইয়াছে।

আইন এবং শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে বন্ধুত্বের ভিত্তিতে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত প্রধান-সেনাপতি সেখানে সাময়িকভাবে জঙ্গী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। মাদাগাস্কারে জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় যাহাতে কোন ব্যাঘাত না হয়, তজ্জন্য স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ সাহায্য করিবেন, আশা করা যায়। পূর্ব্বেই ঘোষণা করা হইয়াছে, ফ্রান্সের কর্ত্তৃত্ব কোন প্রকারেই ক্ষুণ্ণ হইবে না এবং ফরাসী পতাকাও সেখানে উড়িতে থাকিবে।

ফরাসী সৈন্যদের পশ্চাদপসরণ

লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষীয় মহলে জানা গিয়াছে, ভিসি গভর্ণমেণ্টের আদেশ অনুসারে মাদাগাস্কারে এখনও যে-সকল সৈন্য রহিয়াছে, তাহারা উপকূলের দক্ষিণাংশে বিভিন্ন স্থানে অথবা পাহাড়ের দিকে পশ্চাদপসরণ করিয়াছে।

২২খানা জাপ জাহাজ নিমজ্জিত

একখানা জাপ ক্রুজারে বোমা নিক্ষেপের সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে। এইখানি লইয়া সলোমনের সংগ্রামে এপর্য্যন্ত অন্ততঃ পক্ষে ২২ খানা জাপ জাহাজ নিমজ্জিত অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আলাস্কা-ক্যানাডের নিকট ক্ষতিগ্রস্ত জাপ ক্রুজারখানা সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশের সময় ক্রুজারখানির সহিত শত্রুপক্ষের অন্য কোন রণতরী ছিল কি না, সে-সম্বন্ধে নৌ-বিভাগীয় বক্তব্যে কোন কথার উল্লেখ দেখা যায় না। ফ্লাইং ফোর্ট্রেস ও বোমারু এই দুই শ্রেণীর বিমান নিয়োগের সংবাদ অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ। আলাস্কা-ক্যানাডের বিমান-ঘাঁটি হইতেই এই সমস্ত বৃটিশ বিমান আক্রমণ চালাইয়াছে। এই সুরক্ষিত ঘাঁটি বিমান-ঘাঁটির অবস্থানহেতু শত্রুপক্ষের নিকট খুব বেশী দূরত্ব নির্দ্ধারিত হইতেছে।

হস্তচালিত তাঁতের বস্ত্রাদি

প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের আয়োজন

আগামী অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে ২১নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে অবস্থিত বাঙলা সরকারের শিল্প-বিভাগের হস্তচালিত তাঁত-শিল্পের একটি প্রদর্শনী খোলা হইবে। অধুনা তাঁত-শিল্পের যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং যেসব প্রতিষ্ঠান এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিবে তাহাদের উৎপাদিত দ্রব্যসম্ভারের সহিত জনসাধারণকে পরিচিত করাই এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান এই প্রদর্শনীতে যোগদান করিবেন, তাহাদিগকে বিনা-ভাড়াই ষ্টল দেওয়া হইবে এবং প্রচার-কার্য্যের সমস্ত ভারও বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষই গ্রহণ করিবেন। এই প্রদর্শনীতে যোগদানে ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন অবিলম্বে ষ্টল-প্রাপ্তির অনুমতিপত্রের জন্য আবেদন করেন ও অন্যান্য বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পত্র লেখেন।

জার্ম্মাণ প্রচার-সচিব ডাঃ গোয়েবলস্ গত ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের "দ্য রাইখ্" পত্রিকায় লিখিয়াছেন—

"এমন অনেক জার্ম্মাণ আছে—যাহারা মিঃ চার্চ্চিলের মত লোককেও প্রশংসা করিতে লজ্জা বোধ করে না—, তাহারা এমন কি তাঁহার আদর্শেও বিশ্বাস করে। ইহা অবশ্য জার্ম্মাণ ন্যায়-নিষ্ঠারই পরিচায়ক। ········ কিন্তু আমাদিগকে ইংরাজ জাতির প্রতি ন্যায়পরায়ণ হইলে চলিবে না; তাহাদিগকে উৎসন্ন করিতে হইবে। কোন প্রকার ভাবপ্রবণতার দ্বারা পরিচালিত হইলে আমাদের চলিবে না। কারণ, সকল প্রকার ন্যায়পরায়ণতা ও মানবিকতার উপর আমরা জাতীয় স্বার্থকে স্থান দিয়াছি।"

দ্বিতীয় রণক্ষেত্রের আয়োজন

[illegible] নিকট বৃটেনের [illegible]-দাবী

বৃটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশন ২৫শে সেপ্টেম্বর [illegible] নিকট এক দাবী প্রচার করিয়া [illegible] অধিবাসীদিগকে অবিলম্বে [illegible] জন্য অনুরোধ করিয়াছে। [illegible] বলা হইয়াছে যে, [illegible] আয়োজন করিতেছে।

[illegible] বলা হইয়াছে যে, [illegible] মধ্যে [illegible] করা হইয়াছে। "[illegible] আরম্ভ হইবে, [illegible] সম্ভবপর নয়; কিন্তু [illegible] আপনাদের [illegible] যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়াছি, তাহা অবশ্যই পালন করিব।"

"বর্দ্ধমানের উপহার" ভাণ্ডার

টার্ণার মরিসন্ কোম্পানীর দান

বাঙ্গলার [illegible] মিঃ এস. ডি. [illegible] (মেসার্স টার্ণার মরিসন এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড) নিকট নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়াছেন:—

"আমি এই কথা জানিয়ে আনন্দিত যে, মেসার্স টার্ণার মরিসন এণ্ড কোম্পানী, লিমিটেড, আমার যুদ্ধ-[illegible] টাকা দান করিয়াছেন। আপনার নিকট আমার অনুরোধ এই যে, [illegible] আমার আন্তরিক [illegible] জ্ঞাপন করিবেন। [illegible] এবং বর্দ্ধমানে আমার [illegible] জন্য আপনারা যে [illegible] দিয়াছেন, তাহা আমি বিস্মৃত হইতে পারি না। [illegible] এই [illegible] জন্য আমি ব্যক্তিগত বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।"

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

বৃটিশ যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও পারস্যোপসাগর তীরবর্তী বন্দরসমূহের মধ্যে সুযোগমত জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিস্তৃত বিবরণ জানার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেন্টস্,
বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)।

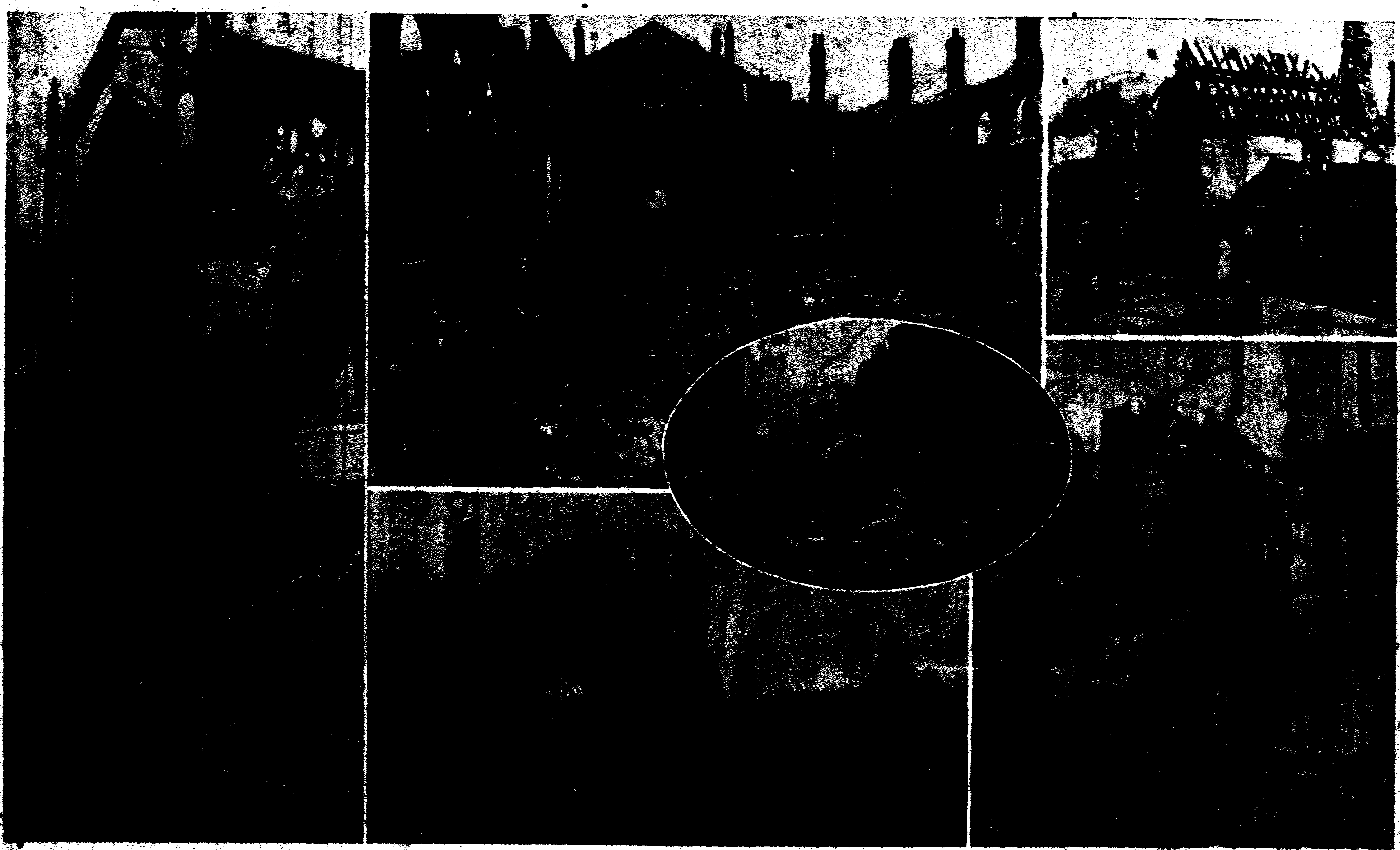

নাৎসী বর্ব্বরতার আকাশাভিযান

জার্মানীর শহরগুলির সামরিক লক্ষ্যবস্তুসমূহের উপর বৃটিশ বিমান-বাহিনী যে সাফল্যজনক আক্রমণ পরিচালনা করিতেছে, তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের নামে নাৎসী বিমান-বহর ইংলণ্ডের যাযাবাবে পবিত্র ধর্মস্থান, বিদ্যা-নিকেতন, প্রাচীন ঐতিহাসিক কীর্তি প্রভৃতির উপর আক্রমণ চালাইয়া তাহাদের বর্বরতার পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিয়াছে। নাৎসী আক্রমণে বিধ্বস্ত এরূপ কয়েকটি স্থানের ছবি এখানে ছাপা হইল। ছবিগুলির পরিচয় হইতেছে :—(১) ইয়র্কের একটি গীর্জা, (২) এক্সেটার নামক স্থানের বাজারের ধ্বংসস্তূপ, (৩) ১৪৯৩ খৃঃ নির্মিত পুরাকীর্তি বাথের "বোরো-হেড ইন্", (৪) এক্সেটার সেণ্ট মুঙ্কু [illegible] কলেজ, (৫) বাথ নামক স্থানে দমকলের লোকেরা আগুন নিভাইতেছে, (৬) বাথের বিখ্যাত মার্কেটের সন্নিহিত স্থানের ধ্বংসস্তূপ।

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS at the Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: ABU HENA.

বাঙলার কথা

৪র্থ বর্ষ, ৪৩শ সংখ্যা] কলিকাতা, ২রা নভেম্বর ১৯৪২ [এক আনা

LIBRARY OF THE BENGAL LEGISLATURE

চীনদেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা

[illegible] মিঃ ওয়েণ্ডেল উইলকীর বক্তৃতা

গত ৭ই অক্টোবর [illegible] বক্তৃতা করিতে যাইয়া মিঃ ওয়েণ্ডেল উইলকি বলিয়াছেন,—"আমার মনে কোনই সন্দেহ নাই যে, যুদ্ধের পরে চীন শিল্প-সম্পদে সম্পদশালী দেশসমূহের অন্যতম দেশে পরিণত হইবে।" মিঃ উইলকি শিল্প-প্রগতি সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া বলেন:—"আমি মনে করি, আমরা এ-সম্পর্কে যে ভুল করিয়াছি অনুরূপ ভুল আপনারা করিবেন না। আপনাদের জেনারেলিসিমোর সহিত আলোচনা করিয়া কারণ নির্দেশের জন্য আমি চীনে আসিয়াছি। আমার মতে যাঁহারা নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা মানবতার মর্য্যাদা ও স্বাধীনতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া গুরুতর সমস্যাসমূহের সমাধানের মত প্রজ্ঞা, দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তার প্রগাঢ়তা রাখেন কিনা, তাহারই উপর মানবজাতির ভবিষ্যৎ আশা ও নিরাশা নির্ভর করিতেছে। জাতিনিচয়ের সমস্যাসমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখা আমেরিকার কর্ত্তব্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ চীনের কথা বলা যাইতে পারে। চীন যাহাতে পূর্ণ স্বাধীনতা পাইতে পারে, তজ্জন্য চেষ্টা করা আমেরিকার উচিত।" মিঃ উইলকি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে আরো বলেন, "সমগ্র মানব জাতি স্বাধীনভাবে স্ব-নির্ব্বাচিত গভর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে সকল প্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত বাস করিতে পারে, যুদ্ধোত্তর কালে যাহাতে এই প্রকার জগত পুনর্গঠিত হয়, তাহারই জন্য আমি আমার জীবনের অবশিষ্টাংশ ব্যয় করিব। পুনর্ব্বার যখন আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তখন আশা করি আমরা যেন শান্তি ও স্থবিধর জগতের স্বাধীন দেশের অধিবাসীরূপে মিলিত হই।"

মিঃ উইলকি মার্শাল চিয়াংকাইশেকের সহিত সাক্ষাৎকারকে "অতীব উৎসাহব্যঞ্জক অভিজ্ঞতা" বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "আমি যাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছি—তাঁহাদের সকলের সম্বন্ধেই আমার উচ্চ ধারণা জন্মিয়াছে, বিশেষতঃ জেনারেল চিয়াংকাইশেকের যাঁহা অর্জ্জন করিতে পারিয়া নিজেকে আশাতীতভাবে সৌভাগ্যবান মনে করিয়াছি। কিন্তু আমি এখানে আসা অবধি [illegible] জনসাধারণ যেরূপ সহৃদয়তার সহিত আমাকে সম্বর্দ্ধিত ও আপ্যায়িত করিয়াছে, তাহাই সর্ব্বোপরি আমার [illegible] স্পর্শ করিয়াছে।"

মিঃ উইলকি উত্তর-পশ্চিম চীনের বিশাল পর্ব্বতশ্রেণীর অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, তিনি [illegible] সৌন্দর্য্যের [illegible]।

[illegible] একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ডাঃ [illegible], মিঃ উইলকিকে একটি ভোজ-সভায় সম্বর্দ্ধিত করিয়া বলেন, মিঃ উইলকি যেমন চীন-প্রবাসী মার্কিণ [illegible] প্রতি [illegible] লইয়া আসিয়াছেন, তেমনই তিনি [illegible] [illegible] চীন [illegible] [illegible] [illegible] লইয়া যাইবেন।

[illegible] [illegible] মিঃ [illegible] [illegible] [illegible] করিয়াছেন।

পার্ল্লী আক্রমণ সম্পর্কে মিঃ উইলকীর অভিমত

এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিঃ উইলকি ঘোষণা করিয়াছেন, "আমার ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, সম্মিলিত জাতিনিচয় কর্ত্তৃক সর্ব্বত্র ব্যাপক আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণের উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। আমরা এখন তাহাদিগকে জয় করিতে প্রস্তুত।"

মিঃ উইলকি বিশেষ জোর দিয়া বলেন যে, ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমত। এ পর্যন্ত ১৩টি দেশ পরিদর্শনের কথার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, "আমি চারিটি বিষয়ে এই সমস্ত দেশের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখিয়াছি। প্রথমতঃ তাহাদের সকলেরই ইচ্ছা মিত্রপক্ষ যুদ্ধে জয়লাভ করুক, দ্বিতীয়তঃ মিত্রপক্ষ এক্ষণে আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করুক, তৃতীয়তঃ যুদ্ধের পরে তাহারা স্বাধীনতা চায় এবং চতুর্থতঃ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি খুঁকি লইতে প্রস্তুত কিনা এবং যুদ্ধের পরে অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বাধীনতা মানিয়া লইবে কিনা তৎসম্পর্কে প্রশ্ন।"

নাটোরে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

আগামীবার জন-সভার অনুষ্ঠান

কিছুদিন হইল নাটোরের অধিবাসী মিঃ [illegible], মুকুল তাঁহার আগমীয়া কাছারিতে বর্ত্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি এবং দেশবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য একটি সভার আয়োজন করেন। উক্ত সভায় নাটোরের এস, ডি, ও মিঃ কে, এ, [illegible] সভাপতিত্ব করেন। সভায় প্রায় সহস্রাধিক গ্রামবাসী পার্শ্ববর্ত্তী বিভিন্ন গ্রাম হইতে উপস্থিত ছিল। সভার প্রারম্ভে মিঃ মুকুল বর্ত্তমান যুদ্ধ-পরিস্থিতি এবং দেশবাসীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। তৎপর অন্যান্য সকলে বক্তৃতা দেওয়ার পর সভাপতি উপস্থিত গ্রামবাসীদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় যাহাতে তাহারা যুদ্ধ পরিচালনায় সাহায্যের জন্য ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেট ও টিকেট প্রভৃতি ক্রয় করিতে অগ্রসর হয়, তজ্জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বুঝাইয়া দেন যে, বর্ত্তমানে খাদ্য-দ্রব্যের সমস্যা অতিশয় সঙ্কটপূর্ণ। যাহাতে দেশবাসী অধিকতর খাদ্যশস্য উৎপাদন করে, তজ্জন্য অনুরোধ করিয়া তিনি বলেন যে, বিদেশ হইতে যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য আমাদের দেশে আমদানি হইত, তাহা যুদ্ধজনিত কারণের জন্য জাহাজের অভাবে ও অন্যান্য কারণে আমদানী হইতেছে না। পল্লী-রক্ষণ সম্বন্ধে এস, ডি, ও মহোদয় উপস্থিত জনসাধারণকে উপদেশ দেন।

[illegible] [illegible] [illegible] একটি [illegible]-নিবাসের [illegible] ৫,০০০ [illegible] টাকা [illegible] করিয়াছে। এই [illegible]-নিবাসের [illegible] হইবে—"[illegible]।" [illegible] [illegible] পক্ষ হইতে আরো [illegible] [illegible]-নিবাসের [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছিল।

মাননীয় মিঃ সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র

কাউন্সিল-প্রেসিডেণ্টের পরলোক গমন

গত ২৭শে অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকার সময়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেণ্ট মাননীয় মিঃ সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র তাঁহার কলিকাতার বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন।

মৃত্যুকালে তাঁহার বাসভবনে মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক, মাননীয় মিঃ পি, এন, ব্যানার্জী, খান বাহাদুর আবদুল হাকিম চৌধুরী, ডাঃ কে, এন্ রায়, মিঃ কে, সি, রায় চৌধুরী, মিঃ কে, শাহাবুদ্দীন, এম, হাবিবুল হক চৌধুরী, খানবাহাদুর এস, মোয়াজ্জেম, মিঃ কে, এম, দাশগুপ্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও কাউন্সিল ডিপার্টমেণ্টের সমস্ত কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় মিঃ মিত্র ১৮৮৮ সনে নোয়াখালীতে জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গ-ভঙ্গের পরে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তাঁহাকে ফরিদপুর জেলায় কিছুকাল অন্তরীণ থাকিতে হয়। ১৯১৩ সনে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে অ্যাডভোকেট হন। ১৯২১ সনে ইনি ওকালতি ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ইনি ১৯২২-২৩ সনে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৯২৪ হইতে ১৯২৬ সন পর্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার স্বরাজ্য দলের পক্ষ হইতে তিনি সদস্য নির্ব্বাচিত হন এবং পরে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। ১৯৩৩-৩৬ সনে ইনি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ইষ্টার্ণ সার্কেলের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। এই সনে ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া উহার প্রেসিডেণ্ট পদেও নির্ব্বাচিত হন। মৃত্যুর পূর্ব্ব সময় পর্যন্ত তিনি এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৪ বৎসর হইয়াছিল। তিনি তাঁহার বিধবা পত্নী ও একমাত্র কন্যাকে রাখিয়া গিয়াছেন।

মাননীয় প্রধান-মন্ত্রীর শোক-প্রকাশ

মাননীয় মিঃ এস, সি, মিত্রের মৃত্যুসংবাদে প্রধান-মন্ত্রী মাননীয় মিঃ এ, কে, ফজলুল হক নিম্নলিখিতরূপ বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন:—

"বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেণ্ট মাননীয় মিঃ সত্যেন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যুতে বাঙালী সমাজ এক অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে হারাইল। দেশসেবার যোগ্যতা বলেই ইনি জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ প্রতিক্রিয়া অনন্যসাধারণ। প্রতিভা হইতে তাঁহাকে কেহই হটাইতে পারিত না। তাহাদের জাতীয় জীবনে যখন [illegible] বড় বহিয়া যাইতেছিল, তখন কংগ্রেসকর্মী হিসাবে তাঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রেসিডেণ্টরূপে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। অকৃত্রিম বন্ধু হিসাবেই আমি তাঁহার মৃত্যুতে গভীর দুঃখ বোধ করিতেছি। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি আমি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঙলা গভর্ণমেণ্টের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে এবং গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে জনসাধারণকে সঠিক সংবাদ সরবরাহ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট "বাঙলার কথা" প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেস-নোট বা সরকারী বিজ্ঞপ্তি অথবা প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য বলিয়া ঘোষিত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য যে সব প্রবন্ধ এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্ব নাই।

বাঙলার কথা

২রা নভেম্বর—১৯৪২

পাটচাষীদের সাহায্য

সম্প্রতি নিম্নোক্ত মর্ম্মে এক সরকারী 'প্রেস-নোট' প্রচারিত হইয়াছে :—

কয়েকজন মাননীয় মন্ত্রী সম্প্রতি দিল্লীতে গমন করিয়া ভারত সরকারের সহিত যে আলোচনা করিয়াছিলেন, তদনুসারে ভারত সরকারের সহযোগিতায় বাঙলা সরকার—পাট চালান দেওয়ার সুবিধা না হওয়া পর্য্যন্ত যাহাতে অল্প পরিমাণ পাটের উৎপাদনকারী চাষিগণ তাহাদের উৎপন্ন পাটের অন্ততঃ কতকাংশ মজুত রাখিতে পারে তজ্জন্য—অল্প সময়ের মেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করিবার একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতেছেন। যাহারা এখন পর্য্যন্তও পাট বিক্রয় করে নাই, মাত্র এই শ্রেণীর ছোট ছোট চাষীকে এই ঋণ ১৮৮৪ সালের "চাষী-ঋণ আইন" অনুসারে প্রদত্ত হইবে। ১৯৪২ সালে তিন বিঘার অনূর্দ্ধ পরিমাণ জমিতে পাটচাষের লাইসেন্সপ্রাপ্ত চাষীদের মধ্যেই এই ঋণ সীমাবদ্ধ থাকিবে। পাটচাষের লাইসেন্সপ্রাপ্ত জমির বিঘাপ্রতি ৫৲ পাঁচ টাকা হারে এই ঋণ মঞ্জুর করা হইবে এবং ঋণের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ১৫৲ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারিবে।

"এই ঋণের জন্য বার্ষিক শতকরা ৬।০ হারে সুদ দিতে হইবে এবং পাট বিক্রয় করার সঙ্গে সঙ্গে অথবা ১৯৪৩ সালের ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে এই ঋণ অবশ্যই পরিশোধ করিতে হইবে। পাঁচ বা ততোধিক সংখ্যক গ্রামবাসী সম্মিলিতভাবে দলীল সম্পাদন করিয়া দিলে এবং ঋণ-প্রার্থীদিগকে ১৯৪২ সালে কি পরিমাণ জমিতে পাট-চাষের লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছিল তাহার প্রমাণ স্বরূপ উক্ত লাইসেন্স দেখাইলেই মাত্র ঋণের টাকা দেওয়া হইবে। ঋণ-গ্রহীতাকে এই সম্পর্কেও একটি বিবৃতি দিতে হইবে যে, যে পরিমাণ টাকা কর্জ চাওয়া হইতেছে তাহার অন্ততঃ দ্বিগুণ মূল্যের পাট তাহার কাছে এখনও মজুত আছে। লাইসেন্সের পৃষ্ঠে গৃহীত ঋণের পরিমাণ লিখিয়া দেওয়া হইবে এবং যথাসময়ে টাকা পরিশোধ না করিলে সংশ্লিষ্ট চাষীকে ১৯৪৩ সালের জন্য পাট উৎপাদনের লাইসেন্স আদৌ দেওয়া হইবে না।

"বিগত ৩রা অক্টোবর তারিখের গভর্ণমেণ্ট ইস্তাহারে বর্ণিত হইয়াছে যে, মফঃস্বল কেন্দ্রে সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর (বটম) পাটের দাম বর্ত্তমানে ৫৲ পাঁচ টাকা; কিন্তু কলিকাতায় ইহার দর ৮৲ আট টাকা। গ্রামাঞ্চলে এই শ্রেণীর পাটের প্রকৃত দাম চাষীরা ৪৲ টাকার বেশী পায় কিনা, সন্দেহ। পাট চালান দেওয়ার ব্যাপারে যান-বাহন সম্পর্কীত অবস্থার ধীরে ধীরে উন্নতি হইতেছে। সুতরাং চাষীরা এখনও আশা করিতে পারে যে, পাট মজুত রাখিতে পারিলে তাহারা বর্দ্ধিত মূল্য পাইবে।"

এই সম্পর্কে মাননীয় প্রধান-মন্ত্রী এক বিবৃতি দান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন :—

"ময়মনসিংহ জেলার কয়েকটি বিভিন্ন অঞ্চল এবং অন্যান্য কয়েকটি জেলার কোন কোন অঞ্চল হইতে আমি যেসব সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে চাষীদের অস্বাভাবিক উচ্চ মূল্যের তুলনায় পাটের অল্প মূল্যের দরুন কিছু দিন যাবৎ যে শোচনীয় দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তৎপ্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে। পাটের মূল্য বৃদ্ধি পাইলেও অদূর-ভবিষ্যতে পাটের মূল্য এই বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে, এরূপ কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না।

এমতাবস্থায় বাঙলা গভর্ণমেণ্ট ময়মনসিংহের পাটচাষী-দিগকে এক কোটি টাকা ঋণ দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই এক কোটি টাকার মধ্যে এক-পঞ্চমাংশ টাকা অর্থাৎ ২০ লক্ষ টাকা ময়মনসিংহের পাটচাষীদিগের জন্য ধার্য্য করা হইয়াছে। যথারীতি সর্ত্তাধীনে এই ঋণ দিবার জন্য জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইবে। আমি আশা করিতেছি যে, সময় পাইলে যত শীঘ্র সম্ভব আমি কতকগুলি অভাবগ্রস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিব। তবে ইতিমধ্যে গভর্ণমেণ্ট যে কৃষি-ঋণ দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহাতে সুসময় ফিরিয়া না আসা এবং আর্থিক অবস্থার আশানুরূপ উন্নতি না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেশবাসিগণ উপকৃত হইবে বলিয়াই আশা করি।"

বিমান-আক্রমণে সাধারণের কর্ত্তব্য

আশ্রয়-গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সরকারী বিবৃতি

বিমান-আক্রমণের সঙ্কেতধ্বনি সত্ত্বেও জনসাধারণ তৎক্ষণাৎ আশ্রয় গ্রহণ করে না, সম্প্রতি বাঙলা সরকার ইহা লক্ষ্য করিয়া সাতিশয় বিচলিত হইয়াছেন। এই শৈথিল্যের মূলে আছে জনসাধারণের বিশ্বাস যে, সম্প্রতি যেসব সঙ্কেতধ্বনি হইয়াছে, সেগুলি প্রকৃত বিমান-আক্রমণের সঙ্কেতধ্বনি নয়, মহড়া মাত্র। এই ধারণা অমূলক এবং বিপজ্জনক। কারণ গত কয়েক মাস যাবত আর কোন মহড়া অনুষ্ঠিত হয় নাই। সম্প্রতি কয়েক বার যে সঙ্কেতধ্বনি করা হইয়াছে, প্রত্যেক সময়েই শত্রুপক্ষের বিমান বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা গিয়াছিল।

বিমান-আক্রমণের সঙ্কেতধ্বনি হওয়া সত্ত্বেও আশ্রয় গ্রহণে অবহেলা যে প্রকৃতই বিপজ্জনক, তৎসম্পর্কে পুনরায় বাঙলা সরকার সাধারণকে সতর্ক করিতেছেন।

মহড়ার জন্য আর বিমান-আক্রমণের সঙ্কেতধ্বনি করা হয় না। শত্রুপক্ষের বিমানের সঠিক আগমন সংবাদ পাওয়ার পরই সাইরেন বাজানো হয়।

জনসাধারণের অবগতির জন্য ইহাও পুনরায় জানান যাইতেছে যে, বিমান-আক্রমণের সঙ্কেতধ্বনি করা মাত্র যাহারা না আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে বঙ্গীয় বিমান-আক্রমণ আইন অনুযায়ী অভিযুক্ত করা যাইতে পারে। বাঙলা সরকার বিশ্বাস করেন, এমন কোন অপ্রীতিকর পথ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে না। কিন্তু অবস্থানুযায়ী ঐরূপ অপ্রীতিকর পথ অবলম্বনে সরকার আদৌ ইতস্ততঃ করিবেন না।

ইণ্ডিয়ান টি এ্যাসোসিয়েশন

যুদ্ধ-ভাণ্ডারে বিরাট দান

বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর ইণ্ডিয়ান টি এ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান, মিঃ জে, জোন্স, সি-আই-ইকে নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করিয়াছেন :—"বঙ্গীয় যুদ্ধ তহবিলে প্রদত্ত আপনাদের ৮৬,০০০৲ ছিয়াশী হাজার টাকার বিরাট দান প্রাপ্ত হইয়া আমি কত আনন্দিত, তাহা প্রকাশ করিবার জন্যই এই পত্র লিখিতেছি। ইণ্ডিয়ান টি এ্যাসোসিয়েশন অর্থ এবং অন্যান্য প্রকারে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় অবিরাম সাহায্য প্রদান করিয়াছে। আমি সেজন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করিয়া পারিতেছি না। এই সময়ে অর্থ সংগ্রহ করা কিরূপ কঠিন কাজ, তাহা আমার জানা আছে। আপনাদের ঐকান্তিক সাহায্যের জন্য আমার গভীর ধন্যবাদ। ইণ্ডিয়ান টি এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যগণ কেহ কেহ মহামান্য সম্রাটের সৈন্যদলে যোগদান করিয়া অন্যান্য রূপে স্বদেশ প্রেমের যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও আমি বিস্মৃত হইতে পারি না।"

অবসরপ্রাপ্ত [illegible] উন্নতিবিধান-কল্পে যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে, বাঙলা সরকার তাহা কার্য্যকরী করিবার জন্য ৩৯,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহা হইতে ২,০০০৲ [illegible] পুরের পরিত্যক্ত [illegible] উপযোগী একটি ওয়ার্ড [illegible] জন্য খরচ হইবে।

যুদ্ধসংবাদ

মিশরে মিত্রপক্ষের আক্রমণ

মধ্যপ্রাচ্যের এক সামরিক বিজ্ঞপ্তিতে ২৪শে অক্টোবর বলা হইয়াছে, "অষ্টম বাহিনী শক্তিশালী বিমান বহরের সহযোগিতায় পূর্ব্ব রাত্রিতে শত্রুকে আক্রমণ করে। প্রচণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হয়। মিত্র পক্ষের বিমানসমূহ এল-আলেমিন এলাকায় শত্রুর বিমান ঘাঁটিগুলির উপর চাপ বজায় রাখে।

মস্কোয়ের বিশেষ সংবাদদাতা অষ্টম বাহিনীর নূতন আক্রমণ সম্পর্কে জানাইয়াছেন যে, এল-আলেমিন এলাকাতেই এই আক্রমণ আরম্ভ করা হইয়াছে।

গোপনে আক্রমণের আয়োজন

অষ্টম বাহিনীর বর্ত্তমান অভিযানের আয়োজন যেরূপ গোপনে করা হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত আর কোন অভিযানই তদ্রূপ গোপন ছিল না। জার্ম্মাণরা হয়ত এ আক্রমণ টের পাইয়া চমকিয়া গিয়াছে।

অষ্টম বাহিনীর তৎপরতা

২৫শে অক্টোবর মধ্যপ্রাচ্যের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ অষ্টম বাহিনী শত্রুর প্রধান সম্মুখ-ব্যূহের কয়েক স্থানে ঢুকিয়া পড়ে। দিনের বেলায় জার্ম্মাণদের পাল্টা আক্রমণ সত্ত্বেও অধিকৃত স্থান রক্ষা করা হয়। বৃটিশ বিমান বহর প্রচণ্ডভাবে শত্রুর স্থলসৈন্য ও যুদ্ধের এলাকার ঘাঁটিগুলির উপর আক্রমণ চালায়।

আক্রমণ আরম্ভের সময় বৃটিশ অষ্টমবাহিনীর অধিনায়ক জে, মণ্টগোমারি বৃটিশ ও মার্কিণ সাংবাদিকদের নিকট স্থল ও বিমানবাহিনীর ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার বিষয় উল্লেখ করেন। অষ্টম বাহিনীর প্রতি এক বাণীতে তিনি বলিয়াছেন, "রোমেল ও তাহার সেনাদলকে নিপাত কর।"

মস্কোয়ের সামরিক সংবাদদাতা বলিয়াছেন যে, কয়েক দিন হইতে দিবারাত্রি বিমান আক্রমণ চালান হইতেছিল এবং ইহাতেই বুঝা গিয়াছিল যে, মিত্রপক্ষ একটা বড় রকম আক্রমণের আয়োজন করিতেছেন। চক্রশক্তিও যে প্রস্তুত হইতেছে, মাল্টার বিমান আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি এবং ক্রত সৈন্যসামন্ত আমদানীর চেষ্টা দেখিয়া তাহাও বুঝা গিয়াছিল। অন্যান্য বার লিবিয়ার মরুভূমিতে এক বড় স্থান জুড়িয়া যুদ্ধ চলিত এবং তাহাতে নূতন নূতন রূপে সৈন্য সাজাইবার সুযোগ পাওয়া যাইত; কিন্তু এবারকার কাটারার নিম্নভূমি ও ভূমধ্যসাগরের মধ্য-বর্ত্তী এলাকায় উহা চলিতেছে। সৈনিক শক্তি এবং অস্ত্রের শক্তির পরীক্ষারই আয়োজন হইতেছে। অষ্টম বাহিনীর যে মনোবল দেখা যাইতেছে, পূর্ব্বে কদাপি তদপেক্ষা বেশী দেখা যায় নাই এবং সৈনারাও ঝাঁপাইয়া পড়িবার সুযোগেরই প্রতীক্ষা করিয়াছে। ব্যাপক যুদ্ধ চালনার উপযোগী আবহাওয়াও দেখা যাইতেছে।

পাঁচখানা ইটালীয় জাহাজ ডুবি

নৌ-বিভাগীয় বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, মিত্রপক্ষীয় উপকূল-রক্ষী বাহিনী মার্শ মাত্রুর নিকটে শত্রু ঘাঁটিতে আক্রমণ চালাইয়াছে। ভূমধ্যসাগরে পাঁচখানা ইটালীয় রসদবাহী জাহাজের নিমজ্জন এবং অপর পাঁচখানার ক্ষতিসাধনের সংবাদ বৃটিশ নৌ-বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া সম্ভবতঃ একখানা ডেষ্ট্রয়ার এবং একখানা পণ্য বাহিনী জাহাজও ডুবিয়াছে। নিমজ্জিত জাহাজের মধ্যে একখানা পেট্রল এবং অন্য তিনখানা খাদ্যদ্রব্য বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। যে ইটালীয় ডেষ্ট্রয়ার ডুবির আশঙ্কা করা যাইতেছে, উহা সম্ভবতঃ জাহাজকে পাহারা দিয়া যাইতেছিল।

জনসাধারণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, সর্ত্তাধীনের মজুত মাল নিঃশেষ হইয়া গেলে পর পোষ্টাফিসে ২০ পৃষ্ঠার পত্রিকাদির পুস্তিকাদের লিপি আর বিক্রয় করা হইবে না। তৎস্থলে ১০ পাতা পত্রিকার লিপি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জানা যায়, ১৫ই ডিসেম্বর অথবা ১৫ই [illegible] পোষ্টাফিসে নূতন লিপি পাওয়া যাইবে। প্রয়োজন মিটিয়া যাওয়ার পর মজুত তিন আনা হইবে।

নাৎসীদের পতন অনিবার্য্য

মিঃ মার্শাল স্মাটসের বক্তৃতা

গত ২১শে অক্টোবর রাত্রে পার্লামেন্টের উভয় সভার যুক্ত-অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী ফিল্ড মার্শাল স্মাটস্ বলেন :—

"রাশিয়ার জার্মাণ বাহিনী শেষ রক্তবিন্দু ঢালিতেছে।" জাপান যুদ্ধের প্রথম দিকে যে সাফল্যলাভ করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়া তিনি বলেন যে, জাপানের পরিণামও জার্মাণীর ন্যায়ই হইবে। যুদ্ধের পর জাপানী-দের হাতে জাপান ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না। জাপান নিজেই তাহার দুরদৃষ্টকে ডাকিয়া আনিয়াছে।

ফিল্ড মার্শাল স্মাটস্ আরো বলেন, "মিত্রশক্তিসমূহের রাশিয়াকে যতটুকু সাহায্য করিবার ক্ষমতা আছে, পুরা-পুরিভাবে এবং যথাসম্ভব সত্বর তাহা করিতে হইবে। এই যুদ্ধের বোঝা রাশিয়ার যতটুকু বহন করার কথা, সে তাহার চেয়ে বেশীই বহন করিতেছে। বর্ত্তমান যুদ্ধ গত যুদ্ধের জের ছাড়া আর কিছু নহে। মাঝখানে যে বিরতি ছিল, তাহা একটা উত্তেজনাপূর্ণ বিশ্রামে কিংবা উৎকণ্ঠায় স্বপ্নে ও শান্তির ভিতর দিয়া কাটিয়াছে। আজ ইতিহাসের অন্যতম চরম গুরুত্বপূর্ণ সময় উপস্থিত। এই সময়ে মিঃ চার্চিচল এক বিরাট অবিনশ্বর জাতির তেজবীর্য্যের মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের সময় নাটকের এক বিরাট অভিনেতারূপে দণ্ডায়মান হইয়াছেন।

"আমরা যুদ্ধের চতুর্থ বৎসরে পৌঁছিয়াছি। আত্ম-রক্ষার পর্য্যায় গত হইয়াছে এবং আক্রমণের পর্য্যায় সুরু হইয়াছে। পরাধীন দেশগুলিতে অত্যাচার, ক্ষুধা ও অন-শনের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে। আমরা এমন এক সময়ের দিকে আগাইয়া যাইতেছি, যখন রণক্ষেত্রে, স্বদেশ এবং শত্রু দেশে, সুদূরপ্রসারী অবস্থার সৃষ্টি হইবে।"

"এপর্য্যন্ত সময় আমাদের অনুকূলেই যাইতেছে। গুরুতর ভাগ্যবিপর্য্যয় এবং নৈরাশ্য সত্ত্বেও আমরা প্রস্তুত হইবার এবং শত্রুকে মারাত্মক আঘাত করিবার মত সময় পাইয়াছি এবং নাৎসী উন্মত্ততাকে পরাভূত করিবার মত শক্তি ও সম্পদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। যে পর্য্যন্ত এই সুন্দর পৃথিবী হইতে নাৎসী রাজত্ব দূর না হয়, সে পর্য্যন্ত আমরা তরবারি কোষবদ্ধ করিব না।"

খাদ্যশস্য বৃদ্ধির আন্দোলন

ময়মনসিংহের পল্লীতে সভার অনুষ্ঠান

গত ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে জামালপুর থানার বাড়ৈ সার্কেলের অধীন শিমলা-বন্দোহর নামক পল্লীতে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছে। সহস্রাধিক পাটচাষী সভায় যোগদান করতঃ সভার উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিল। সাবডিভিসনের প্রোপাগাণ্ডা অফিসার বাবু যতীন্দ্রমোহন দে সরকার বি-এ, মৌঃ মোঃ গফুর রহমান (প্রোপাগাণ্ডা এসিষ্ট্যাণ্ট); বাবু ক্ষিতীশ চন্দ্র দাস (প্রাইমারী মার্ক-েটিং এসিষ্ট্যাণ্ট), বাবু ব্রজেন্দ্র কিশোর মজুমদার (ক্যাম্প এসিষ্ট্যাণ্ট) ও অন্যান্য অফিসারগণ "বর্ত্তমান খাদ্য-সমস্যা ও তাহার প্রতিকার; আরও অধিক খাদ্যশস্য উৎপাদন," "গো-জাতির উন্নতি", "উৎকৃষ্ট সার-প্রয়োগ" পল্লীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ও অর্থকরী কুটীর-শিল্প, মৎস্যের চাষ, হাঁস মুরগী পালন ও শব্জী বাগান প্রভৃতি ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। অতঃপর সভাপতি বাড়ৈ সার্কেলের এসিষ্ট্যাণ্ট ইন্সপেক্টর মৌঃ মোজাম্মেল ইসলাম, বি-এ, সাহেব পাট-নিয়ন্ত্রণ বিভাগের সহিত জেলাবাসীর সম্বন্ধ, বর্ত্তমান পাটের বাজার ও তাহার ভবিষ্যৎ এবং পাট-চাষীদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের নিকট এক [illegible] জানান। উপস্থিত চাষীগণের প্রশস্ত বিবৃতি হইতে জানা গিয়াছে যে, তাহারা অধিক [illegible] [illegible] [illegible] এই [illegible] অধিকতর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আগামী মৌসুমে অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ বলিয়া মনে হইতেছে।

তমলুকে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা

তমলুকে যুদ্ধের তৃতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় প্রার্থনা দিবস সাফল্যের সহিত প্রতিপালিত হইয়াছে। সকালে সিভিক-গার্ড ও পুলিশ কনেষ্টবলগণ স্থানীয় খেলার মাঠে প্যারেড করিয়াছিল। বর্গভীমা এবং অন্যান্য পাঁচটী মন্দিরে সম্মিলিত জাতিসমূহের বিজয় প্রার্থনা করিয়া পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বর্গভীমা মন্দিরে কীর্ত্তন গানও হইয়াছিল।

বৈকালে তমলুক এবং মহিষাদল থানার অধীনস্থ বিভিন্ন গ্রাম হইতে আগত ৫,০০০ হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত একটী শোভাযাত্রা বাহির করা হইয়াছিল। তাহারা "জাপান ধ্বংস হউক" এই ধ্বনি উচ্চারণ করিতে করিতে শহরের বিশিষ্ট পথগুলি পরিভ্রমণ করে। স্থানীয় খেলার মাঠে মুসলমানগণ সম্মিলিতভাবে প্রার্থনা করিয়া-ছিল। মহকুমা-হাকিম মিঃ ডব্লু. এ. শেখ, আই-সি-এস, প্রার্থনায় যোগদান করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যায় মহকুমা-হাকিমের সভাপতিত্বে তমলুক ক্লাবের প্রাঙ্গণে তমলুক এবং মফঃস্বলের অধিবাসিগণের একটী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় নাৎসী এবং ফ্যাসিষ্টদের পাশবিকতার নিন্দা করিয়া এবং মিত্রশক্তিবর্গের জয়-কামনা করিয়া একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় মিঃ শেখ, সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এস. এন. চৌধুরী, সরকারী উকিল এবং মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানও বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

বন্যা

কৃষ্ণবাজারের নিকটে কংসী নদীর বাঁধ ভাঙ্গার ফলে তমলুক মহকুমার অধীনস্থ পাঁশকুড়া থানার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ স্থান বন্যা-পীড়িত হইয়াছিল। সংবাদ পাওয়া মাত্রই মহকুমা-হাকিম মিঃ ডব্লু. এ. শেখ, কম্যুনিকেশনস্ ও ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টের সেচ-শাখার সরকারী ইঞ্জিনীয়ার এবং তমলুকের সার্কেল অফিসার মিঃ এম. হককে সঙ্গে লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং বন্যা-প্রপীড়িত এলাকা পরিদর্শন করেন।

বাঁধের ভাঙ্গনটী চওড়ায় এক শত আশি ফুট ছিল। তাহা সংস্কারের জন্য অবিলম্বে বন্দোবস্ত করা হয়। খয়রাতী দান, বন্যা-পীড়িত লোকদের চাহিদা-অনুযায়ী কৃষি-ঋণ দান, বিনামূল্যে খাদ্য ও পশু-খাদ্য সরবরাহ, ভগ্ন-গৃহ পুনর্নির্মাণ, বীজধান প্রদান, প্রপীড়িত অঞ্চলে চিকিৎসক প্রেরণ ইত্যাদি কার্য্যের জন্য মিঃ শেখ তিনজন কর্ম্মচারী পাঠাইয়াছিলেন। দুইটী ইউনিয়নের গ্রাম-বাসীদের খাদ্যসংস্থান ও গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য টাকা প্রদান করা হইয়াছে।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই সব সাহায্য-প্রদান কার্য্যে সরকারই একমাত্র উদ্যোগী, অন্য কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এই বন্যা-পীড়িত অঞ্চলে সাহায্য-প্রদান কার্য্যে অগ্রসর হয় নাই।

যুদ্ধ-তহবিল

গত মে মাসে মিঃ ডব্লু. এ. শেখ আই-সি-এস, মহকুমা-হাকিমরূপে তমলুকে যাওয়ার পর হইতে এপর্য্যন্ত এই মহকুমায় ২০,৫২৫৲ টাকা বিভিন্ন যুদ্ধ-তহবিলের জন্য চাঁদা আদায় হইয়াছে।

জানা গিয়াছে যে, মিঃ শেখ চাঁদা-দাতাদের ইচ্ছা অনুযায়ী এই মহকুমাবাসীদের পক্ষ হইতে কোন একটা যুদ্ধ-অস্ত্রের নামকরণ "তমলুক" করিবার জন্য মেদিনীপুর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন. এম. খান সাহেবের মধ্যস্থতায় সামরিক কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট অনুরোধ জানাইবেন। সে যুদ্ধ-অস্ত্র পিটিকারার জঙ্গী-বিমান অথবা সৈন্যদের খাদ্য-সরবরাহকারী যান প্রভৃতি কিছু হইবে।

যুদ্ধ তহবিলের সাহায্য কল্পে মেদিনীপুরের প্রাচ্য নৃত্যকলাবিদ মিঃ দিব্যেন্দু বসু, এবং কলিকাতার বীণা চক্রবর্তী, জোৎস্না চক্রবর্তী ও [illegible] চক্রবর্তী মহিষাদল রাজবাটীতে তাঁহাদের নৃত্যকলা প্রদর্শন করেন। ইহাতে ৩,০০০৲ তিন হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। এই

[শেষ কলমের নিম্নে দেখুন]

সামরিক কলেজে শিক্ষার সুযোগ

বাঙলা সরকার কর্ত্তৃক তিনটী বৃত্তি মঞ্জুর

ভারতীয় স্থল-বাহিনী, বিমান-বহর অথবা নৌ-বাহিনীতে কমিশন পাইবার জন্য যে সব ভারতীয় ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবক কেডেট্ কলেজে ভর্ত্তি হইতে চায়, তাহাদিগকে ইংরেজী পদ্ধতিতে শিক্ষা দিবার জন্য দেহরাদুনস্থ প্রিন্স-অব-ওয়েল্‌স্ রয়েল ইণ্ডিয়ান মিলিটারী কলেজে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যে সকল যুবক এই সকল বিভাগের চাকুরী তাহাদের জীবনের পেশা হিসাবে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, এই স্কুল কেবল তাহাদের জন্যই নির্দ্দিষ্ট। প্রার্থীদের পিতামাতা ও অভিভাবকদিগকে এই মর্ম্মে একটি ঘোষণাপত্র সহি করিতে হইবে। এই স্থানে শিক্ষার পদ্ধতি এই রকম হইবে যে, কোনও ছাত্র যদি কেডেট্ কলেজ অথবা নৌ-বহরে ভর্ত্তি হইবার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারে, তবুও সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার জন্য সাধারণ স্কুলে শিক্ষিত ছাত্রদের সমান সুবিধা ভোগ করিবে। এই সম্পর্কে বলা চলে যে, ক্যাম্ব্রিজ সিণ্ডিকেট এই কলেজকে "এ" শ্রেণীর ক্যাম্ব্রিজ স্কুল সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য অনুমোদন করিয়াছেন।

এই কলেজের শীত কালীন সেশন আগামী ১৯৪৩ সনের ২০শে জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হইবে। এই সেশনে যোগদানের জন্য প্রার্থীদিগকে ১৯৪৩ সনের ২০শে জানুয়ারী তারিখে ন্যূনপক্ষে ১১ বৎসর বয়স্ক এবং ঊর্দ্ধপক্ষে ১২ বৎসরের হইতে হইবে। বাঙলার অধিবাসী বা বাঙলায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ভারতীয় ও ইঙ্গ-ভারতীয় অধিবাসিত বালকেরাই কেবল দরখাস্ত করিতে পারিবে। পূর্ব্বোক্ত বৎসরের ফিস্ ১৯৫০৲ টাকা ৭৫০৲ হিসাবে দুই কিস্তিতে প্রত্যেক সেশনের প্রারম্ভে আদায় করিতে হইবে।

এই সম্পর্কে বার্ষিক ১,০০০৲ টাকা হারে বাঙলা সরকার তিনটি বৃত্তি ৩ বৎসর কালের জন্য প্রদান করিবেন। যে সব ছাত্র উক্ত কলেজে ভর্ত্তি হইবে ও যাহাদের পিতা-মাতা এবং অভিভাবকগণ তাহাদের সম্পূর্ণ ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারেন না, তাহারাই এই বৃত্তি পাইবে। একটি বৃত্তি মুসলিম ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।

জাপানী বোমার স্বরূপ

এ-আর-পি কর্ম্মীদের প্রতি সতর্কবাণী

ভারত সরকারের বেসামরিক দেশরক্ষা বিভাগ হইতে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, কয়েকমাস আগে চট্টগ্রামে জাপানীদের বিমান আক্রমণের পর যে সব জায়গায় বোমা পড়িয়াছিল, তাহার চারিদিকে বাদামী অথবা হলুদে ও সবুজ রংএর এক প্রকার পাউডার পড়িয়া থাকিতে দেখা গিয়াছিল। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই পাউডার তীব্র বিস্ফোরক পদার্থের অংশ বিশেষ। উহা চামড়ার সহিত লাগিলে ভয়ানক চুলকানি আরম্ভ হয় এবং সময় সময় উহা হইতে ভয়ানক ঘা হইয়া যায়। কাজেই এ-আর-পি কর্ম্মীরা যেন উদ্ধার-কার্য্যের সময় ঐরূপ পাউডার খালি হাতে না ধরেন। হাতে সর্ব্বদা দস্তানা পরিয়া এই কাজে অগ্রসর হইতে হইবে।

[২য় কলমের শেষ]

নৃত্যানুষ্ঠানে স্থানীয় কর্ম্মচারিবর্গ এবং তমলুক ও মহিষাদলের বিশিষ্ট নাগরিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

জাপ-বিরোধী শোভাযাত্রা

বিভিন্ন ইউনিয়নের প্রায় পাঁচ শত কিষাণ-মজুর লইয়া গঠিত জাপ-বিরোধী একটা শোভাযাত্রা "জাপান ধ্বংস হউক", "জাপানের বিনাশ চাই", "জাপান আমাদের শত্রু" ইত্যাদি ধ্বনি ও পতাকার সুসজ্জিত হইয়া বিভিন্ন রাজপথে ভ্রমণ করে। এই শোভাযাত্রা বাহির হওয়ার অনুকূলতায় মহকুমা হাকিম মিঃ শেখ কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়াছিল। শোভাযাত্রার ফলে জনসাধারণের মনে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা সম্পর্কে নবীন উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছে।

রয়েল বোটানিক গার্ডেন

১৫০-তম বার্ষিকী-গ্রন্থ প্রকাশিত

"কলিকাতার রয়েল বোটানিক্যাল গার্ডেনের ১৫০তম বার্ষিকী গ্রন্থ" সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় বাঙলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর স্যার জন আর্থার হার্বার্ট বলিয়াছেন,—"কলিকাতার এই রয়েল বোটানিক্যাল গার্ডেনের ১৫০তম বার্ষিকী ১৯৩৮ সনের ৬ই জানুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা এই বাগানের ইতিহাসে বিশেষ স্মরণীয় দিন। এই বাগানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সারা পৃথিবীর বহু প্রতিষ্ঠান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের শুভেচ্ছা এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত বহু শিক্ষাপূর্ণ প্রবন্ধাদির সমন্বয়ে এই গ্রন্থের গুরুত্ব বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই প্রবন্ধগুলিতে বহু প্রসিদ্ধ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

"গত ১৫০ শত বৎসর যাবৎ এই উদ্যান যে প্রশংসনীয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়া যেরূপ অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার সমর্থন করি। এই বাগানের আরও বহু বৎসরের সমৃদ্ধিপূর্ণ জীবন আমি কামনা করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, যখন শান্তি আর শুভেচ্ছা পৃথিবীর বুকে আবার প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন এই বাগান আমাদের উদ্ভিদ-বিদ্যা ও বাগান-বিদ্যা সম্পর্কীয় আরও বেশী জ্ঞান বিতরণে সমর্থ হইবে।"

উদ্যানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহার প্রথম ভাগে রহিয়াছে (১) মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর স্যার আর্থার হার্বার্টের ভূমিকা, (২) বাগানের কার্য্যবিবরণী, (৩) ডাঃ কে বিশ্বাসের অভিনন্দনপত্র, (৪) স্যার এ, ডর্লি, হিলের বক্তৃতা, (৫) স্যার জেমস, এইচ, জিনসের প্রশংসাবাণী, (৬) ঢাকার মাননীয় নবাব হবিবুল্লাহ বাহাদুরের অভিভাষণ এবং (৭) খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গের বাণী। দ্বিতীয় ভাগে রহিয়াছে ভারত ও বিদেশের বিভিন্ন উদ্ভিদতত্ত্ববিদ কর্তৃক বিভিন্ন বিষয়ক আটাশটি প্রবন্ধ।

নিরবচ্ছিন্নভাবে সুদীর্ঘ ১৫০ বৎসর যাবৎ ভারতের এই একমাত্র বোটানিক্যাল প্রতিষ্ঠান যে সব প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়াছে, এই পুস্তকে সেই সকল সন্নিবেশিত থাকায় এবং আরও অনেক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি থাকায় ইহার একটি আন্তর্জাতিক গুরুত্ব জন্মিয়াছে। এই পুস্তক কলিকাতার রয়েল বোটানিক গার্ডেনের সহিত জগতের অন্যান্য বিশিষ্ট বোটানিক্যাল প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক দৃঢ়তর করিয়া তুলিবে। এই বাগান ভবিষ্যতে উক্ত ঘনিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে ও বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতের মঙ্গলের জন্য ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য কাজ করিতে আশা করে।

পুস্তকের ছাপা ও চিত্রসমূহ অতি উচ্চাঙ্গের। ইহা বাঙলা গভর্ণমেণ্ট প্রেসের সুনাম গৌরবেরই পরিচয় দিয়াছে।

১০ কোটি টাকার অর্ডার

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানাসমূহে প্রদত্ত হইবে

ঘোষণা করা হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প কারখানাগুলি হইতে ১০ কোটি টাকার যুদ্ধের রসদাদি ক্রয় করিবেন। ১৯৪১-৪২ সালে ক্ষুদ্র কারখানাগুলি পাঁচ কোটি টাকার মাল সরবরাহ করিয়াছে। ক্ষুদ্র কারখানা সম্পর্কে ভারত সরকার কর্তৃক যে প্রাদেশিক সরকার এবং দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের সম্মেলন আহূত হইয়াছিল, তাহার ফলে এই অধিকতর টাকার মাল ক্রয় করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সম্মেলনে কোন কোন্ দ্রব্য ক্রয় করা হইবে, তাহার একটি বিবৃতি করা হইয়াছিল এবং ক্ষুদ্র কারখানাগুলিকে সরঞ্জাম ও অর্থ সাহায্য করিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল।

কলিকাতার গেজেটে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদ ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচনকেন্দ্রসমূহের যে ভোটার তালিকা বর্ত্তমানে বলবৎ আছে, তাহার কার্য্যকাল যুদ্ধ শেষ হইবার পর ১২ মাস পর্য্যন্ত বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

২৪-পরগণায় যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

লক্ষ্মীনারায়ণপুর বাপুলীর-চকে বিরাট সভা

গত ৬ই সেপ্টেম্বর বেলা ৯টার সময় ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত মথুরাপুর থানার অধীন লক্ষ্মীনারায়ণপুর বাপুলীর চক ভুলভবনে এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ২৪-পরগণা জাতীয় যুদ্ধ-ফ্রণ্টের রায় সাহেব অনুকূল চন্দ্র দাস, এম-এল-এ, মহাশয় এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, বর্ত্তমানে দেশের যে সঙ্গীন অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে সকলের একতাবদ্ধভাবে আমাদের দ্বারে আগত শত্রু জাপানের সম্ভাবিত আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। আজ সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জ জাপান ও নাৎসী জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছে। আমাদেরও তাঁহাদের সহিত সহযোগিতা করিয়া দেশকে বাঁচাইতে হইবে। বক্তা সকলকে ভয় না পাইয়া নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহাদের জীবন রক্ষার জন্য কৃষিক্ষেত্র হইতে অধিক শস্য উৎপন্ন করিতে উপদেশ দেন।

৫৩০ খানি এক্সিস পক্ষীয় সাবমেরিণ

এ-পর্য্যন্ত ধ্বংস হইয়াছে

নৌসচিব মিঃ এ, ভি, আলেকজাণ্ডার প্রকাশ করেন যে, যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে এ যাবৎ বৃটিশ অথবা মার্কিণ বাহিনী ৫৩০খানি এক্সিস পক্ষীয় সাবমেরিণ ডুবাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, ১৯৪০ সালের পূর্ব্বে ফরাসী নৌবহর এক্সিস পক্ষীয় যে সকল সাবমেরিণ ডুবাইয়া দিয়াছে অথবা সোভিয়েট বাহিনী যে সকল শত্রুপক্ষীয় সাবমেরিণ ডুবাইয়া দিয়াছে, ঐগুলি পূর্ব্বোক্ত হিসাবে ধরা হয় নাই। আমেরিকানরা আরও কতকগুলি সাবমেরিণ ডুবাইয়া দিয়াছে; কিন্তু ঐগুলি সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণী জানা সম্ভব না হওয়ায় হিসাবে ঐগুলিও ধরা হয় নাই।

ষ্টকহোমের নৌ-সংবাদদাতা জানিতে পারিয়াছেন যে, ৩৫,০০০ পঁয়ত্রিশ হাজার টনের "আমুসন" ও "হাওয়ী" (কিং-জর্জ দ্বিতীয় শ্রেণীর জাহাজ) নামক রণতরীদ্বয়ের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হওয়ার পর এগুলি যথারীতি নৌ-বহরে যোগদান করিয়াছে।

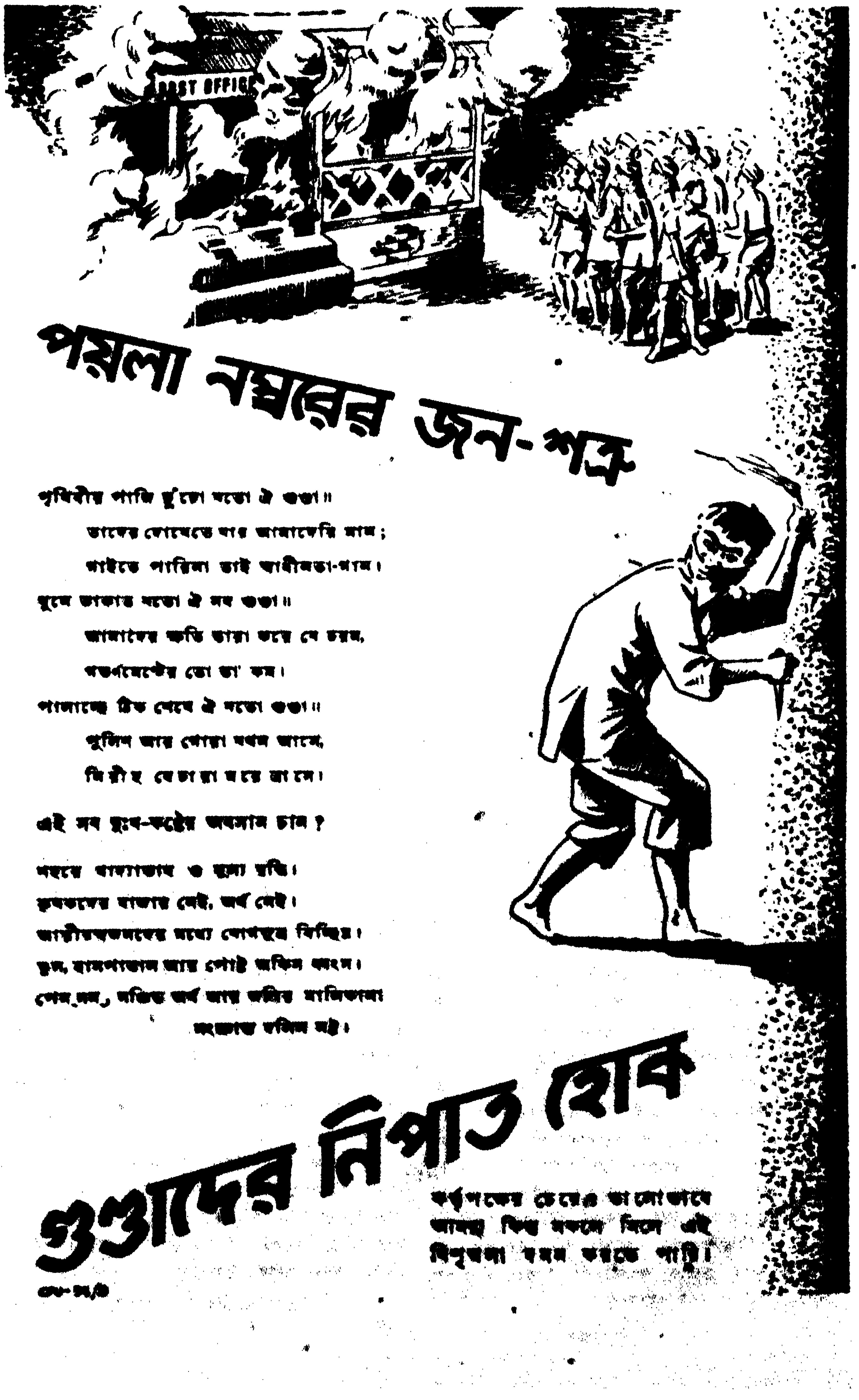

জাতিগঠন ও পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টা

বিভিন্নস্থানে গঠনমূলক কার্য্যের অনুষ্ঠান

বগুড়া—

বগুড়া জেলার চন্দনবাইশার "কর্ম্মী-সঙ্ঘ" নামক প্রতিষ্ঠানটি গত ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে স্থাপিত হইয়া এ যাবৎ যে সব পল্লী-হিতকর কার্য্য করিয়াছে, নিম্নে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। এই প্রতিষ্ঠানটি বাঙ্গলা সরকারের পল্লী-সংগঠন কার্য্যকে জন্ত দেশের প্রসারিত করিবার উদ্দেশ্য রাখে এবং ঐ কার্য্যের সহায়ক হইয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিতে চায়। গত বৎসর সঙ্ঘের জন্মদিনে এই প্রতিষ্ঠানটি কর্ম্মীদিগকে আকুল করে যে, তাহারা কাজের ভিতর দিয়া জীবনে অগ্রসর হইবে, বৃথা আড়ম্বরে কিম্বা বাক্যে বিশ্বাস করিবে না। তৎপর এই কাজের নিশান হস্তে তুলিয়া তাহারা গ্রামে গ্রামে ফিরিয়া কাঁদা জলে ভিজিয়াছে, রৌদ্রে পুড়িয়াছে। তাহারা আপন হাতে মাইলের পর মাইল রাস্তার জঙ্গল কাটিয়াছে, কচুরীপানা তুলিয়াছে, দীন-দুঃখীদের সাহায্য করিয়াছে। কিন্তু সব সময়েই তাহারা অলস নিরাশ্রয় পল্লীবাসীর প্রাণে ও কাণে কাজের বাণী আনিয়া দেওয়াকেও তাহাদের কর্ম্ম-তালিকার এক সুবৃহৎ অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। একদা তাহারা গ্রামে গ্রামে, রাস্তায় রাস্তায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিয়াছে, স্থানীয় হাটবাজারের দিনে হাটবাজারে উপস্থিত হইয়া পল্লীর মুক্তিদের "প্রোগ্রাম" গাহিয়াছে। কর্ম্মী-সঙ্ঘ মনে করে, দিনের পর দিন প্রবল আন্দোলনের ফলেই পল্লীর জাগরণ আসিবে।

এ যাবৎ সঙ্ঘ যে সব কার্য্য করিয়াছে, তাহার একটা বিবরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে:—

রাস্তাঘাট পরিষ্কার	..	৭৬ মাইল
কচুরীপানা ধ্বংস	..	৫টি ডোবা।
সঙ্গীতসহ শোভাযাত্রা	..	২১ বার।
রাস্তানির্ম্মাণ		১টি।
পুল তৈয়ার		১টি।
সভাসমিতি ও বক্তৃতা		৫০টি।
দরিদ্রদের সাহায্য	..	১১ টাকা।
নৈশ-স্কুল পরিচালনা	..	২টি।

সঙ্ঘের তহবিলে এখন জুমারী ২০৲ টাকা পরিমাণ মূল্যের ধান, চাউল ও পাট মজুদ আছে। সঙ্ঘ সম্প্রতি মাত্র ৭খানা গ্রামের উন্নতিকর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছে।

সঙ্ঘ একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, কিন্তু স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড ও জুট রেগুলেশন ডিপার্টমেন্টের কর্ম্মচারীবৃন্দ, সঙ্ঘের কর্ম্মীগণকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। এখানে বলা প্রয়োজন, উপরোক্ত রাস্তা ও পুলটি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ডাক্তার মফিজর রহমান সাহেবের চেষ্টায় হয়। তবে তিনি সঙ্ঘের কর্ম্মিগণের সাহায্যে উক্ত দুইটি কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। বগুড়ার এস্, ডি, ও, মিঃ মকসুদর রহমান গত ৩১শে মার্চ চন্দনবাইশার আসিলে সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট মহোদয় তাঁহাকে সঙ্ঘ পরিদর্শন করিতে অনুরোধ করেন। ইহাতে এস্, ডি, ও, মহোদয় অনুগ্রহপূর্ব্বক স্বীকৃত হইয়া কর্ম্মীদের স্যাকেচ্ পরিদর্শন করেন।

নেত্রকোণা (ময়মনসিংহ)—

বিগত ৭ই সেপ্টেম্বর হইতে ১৭ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ১৫০ জনেরও শিক্ষার্থী নিয়া স্থানীয় বি, ঈ, স্কুল প্রাঙ্গণে জাতীয় [illegible] বাবু [illegible] সিংহ মহাশয়ের সভাপতিত্বে ডেপুটি [illegible] মোঃ [illegible], ডাঃ পি, সি, [illegible], [illegible] উদ্দীন খাঁ, বি-এল, [illegible] ও [illegible] ট্রেনিং ক্যাম্পের উদ্বোধন হয়।

ট্রেনিং ক্যাম্পে স্থানীয় বি, ই, ও বাইরের ট্রেনিংএর ছাত্র ও ছাত্রিগণ সম্পূর্ণ রূপে যোগদান করেন।

বালিকা বিদ্যালয়ের লেডি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিস এফ. এল, মেরিনু মহোদয়ার অনুগ্রহে পর্য্যায়ক্রমে শিক্ষয়িত্রীগণও উক্ত ট্রেনিংএ যোগদান করেন। এখানে শিক্ষার্থিগণ যাহাতে আদর্শ শিক্ষা পাইতে পারেন, তাহার সুবন্দোবস্ত করা হয়।

শেষ দিন শিক্ষার্থীদের একটি পরীক্ষা হয়। স্থানীয় মহকুমা পল্লী-উন্নয়ন সমিতির প্রেসিডেন্ট এস্, ডি, ও, মহোদয়ের, স্বাক্ষরিত সার্টিফিকেট দিবার ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় বি, ই, স্কুলের ছাত্রী কুমারী গৌরীবালা বসাক কৃতিত্বের সহিত সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন।

এই সার্কেলে ২০টি আদর্শ সমিতি স্থাপিত হইয়াছে এবং উক্ত সমিতিগুলিতে মুষ্টিভিক্ষা রীতিমত আদায় হইতেছে। ইতিমধ্যে ৫০০ পাঁচ শতটি পড়ার বই ও ২০টি "ছিঙ্গিং চার্ট" নৈশ বিদ্যালয়সমূহে বিতরণ করা হইয়াছে। স্থানীয় জুট রেগুলেশন বিভাগের কর্ম্মী শ্রীপ্রাণকুমার বসাক, শ্রীশরৎ চন্দ্র সিংহ, শ্রীআলোকনাথ সান্যাল, মৌঃ আব্দুল জব্বার ও মৌঃ ফজলুল হক্ বিশেষ আগ্রহের সহিত জাতীয় জীবন-গঠন কার্য্যে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

টাঙ্গাইল (ময়মনসিংহ)—

পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগে সম্প্রতি মুজাপুর থানার অন্তর্গত সাইটাচড়া গ্রামে অনেক স্থানে জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়। এই কার্য্যে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন এবং কুঠার, দা ইত্যাদি দ্বারা বহু অকেজো বৃক্ষ ও জঙ্গল তাঁহারা নিজ হস্তে কাটিয়াছেন। যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভাসকীর ডি, এস্, ও, বাবু মুক্তিরঞ্জন মজুমদার, এম্, এ, বি, এল, টাঙ্গাইল চার্জের প্রোপাগাণ্ডা অফিসার বাবু পূর্ণ মোহন মুখোপাধ্যায় বি, এ, কৃষিবিভাগের এসিষ্টাণ্ট ইন্সপেক্টর বাবু মনোরঞ্জন ঘোষ, বি, এ, সার্কেল অফিসার বাবু নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী এবং সাইটাচড়া গ্রামের অগ্রগামী বাবু মতিলাল সাহার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই জঙ্গলসমাকীর্ণ গ্রামের অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহেও জঙ্গল পরিষ্কার করার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। যেই সব স্থান পরিষ্কার করা হইয়াছে, তাহাতে শীঘ্রই ধান ও সরিষা জন্মান হইবে। অনেক বাড়ীর চারিদিক এত বেশী জঙ্গলাকীর্ণ ছিল যে, বাড়ীতে আলো বাতাস পর্য্যন্ত ঢুকিতে পারিত না। এই সব বাড়ীতে এখন আলো বাতাস খেলিতে দেখিয়া যাহারা জঙ্গল পরিষ্কারের বিরুদ্ধে ছিল, সকলেই স্বপক্ষে আসিয়াছে। রাস্তাঘাটও অনেক পরিষ্কার হইয়াছে।

গত ২০শে সেপ্টেম্বর বাসাইলপুর থানার অন্তর্গত মরলট গ্রামে বাবু নিত্যানন্দ সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভার অধিবেশন হয়, টাঙ্গাইল চার্জের প্রোপাগাণ্ডা অফিসার বাবু পূর্ণমোহন মুখোপাধ্যায়, বি, এ, ও নাগরপুর এর সার্কেলের প্রোপাগাণ্ডা এসিষ্টাণ্ট মৌঃ আব্দুল আজিজ বিভিন্ন মুক্তারগণ সমভিব্যহারে জনমণ্ডলীকে পল্লী উন্নয়ন, খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সমবায়নীতি, গভর্ণমেণ্টের টেকনিক্যাল ট্রেনিং স্কীম ও ভোলণ্টিয়ারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সরল ভাষায় বক্তৃতা করিয়া সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দেন। পল্লী-উন্নয়ন সমিতিটী এই পর্য্যন্ত ১২টী প্রাম্য বিবাদ মীমাংসা করিয়া অনেক লোককে মোকদ্দমার কবল হইতে রক্ষা করিয়াছে।

কিশোরগঞ্জ (ময়মনসিংহ)—

গত ১লা সেপ্টেম্বর কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত করিমগঞ্জ থানার অধীন [illegible] পল্লী-মঙ্গল সমিতির উদ্যোগে ও স্থানীয় জুট রেগুলেশন সার্কেলের

মিঃ বি, সরকারের প্রচেষ্টায় গুণীয়রকান্দা বোর্ড-স্কুল প্রাঙ্গণে প্রায় ৫০০ শত লোকের সমাবেশে এক জনসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন বক্তা আরও বেশী করিয়া খাদ্যশস্য উৎপাদন করিয়া আসন্ন দুর্ভিক্ষ হইতে নিজদিগকে রক্ষা করিতে এবং বর্ত্তমান সঙ্কটকালে গভর্ণমেণ্টের উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়া জাপান এবং জার্ম্মাণীর অর্দ্ধযোচিত আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য জনগণকে অনুরোধ করেন। গুণীয়রকান্দা সমিতির সেক্রেটারী মহোদয় তাহার সমিতির কার্য্যাবলীর যথাযথ বিবরণ দাখিল করেন:—

১। এই সমিতি বাংলা ১৩৪৯ সনের ১লা শ্রাবণে স্থাপিত হইয়া মুষ্টি ও মতভিক্ষা ফসল প্রভৃতি দিয়া তাহার বর্ত্তমান তহবিল ৫০৲ পঞ্চাশ টাকায় উন্নীত করিয়াছে।

২। প্রায় দুই মাইল নূতন রাস্তা নির্ম্মাণ ও প্রায় ৪ মাইল পুরাতন রাস্তার সংস্কার করিয়াছে।

৩। প্রায় পাঁচ একর জঙ্গল পরিষ্কারপূর্ব্বক খাদ্যশস্য উৎপাদনের উপযুক্ত জমি বাহির করিয়াছে।

৪। স্থানীয় এগ্রিকালচারেল ডিমনষ্ট্রেটর মিঃ এস, আর, খানের উপদেশ ও পরামর্শ ক্রমে প্রত্যেক বাড়ীতে কম্পোষ্ট সারের প্রবর্ত্তন ও যথাযথভাবে গোবর-সারের সংরক্ষণ ব্যবস্থা করিয়াছে।

কুষ্টিয়া (নদীয়া)—

নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুষ্টিয়া মহকুমার অধীন দৌলতপুর থানার গোবরপাড়া গ্রামে ভেড়ামারা সার্কেলের জুট রেগুলেশন ও পল্লী-উন্নয়ন বিভাগ কর্ত্তৃক একটি সমিতি স্থাপিত হয়। ভেড়ামারা সার্কেলের এসিষ্ট্যাণ্ট ইন্সপেক্টার মৌঃ আব্দুল খালেক, বি, এ, ও বি, এল, এ, মৌলবী মোহাম্মদ ইসাকের ঐকান্তিক চেষ্টায় উক্ত সমিতির কার্য্যাবলী সুশৃঙ্খলভাবে চালিত হইতেছে।

সম্প্রতি মৌঃ আব্দুল খালেক ও মৌঃ মোহাম্মদ ইসাকের উদ্দীপনায় ও উক্ত সমিতির সহযোগিতায়, গোবরপাড়া ও দাঁড়েরপাড়া গ্রামের প্রায় ৫০০ শত স্বেচ্ছাসেবকের দ্বারা মথুরাপুর নদী হইতে মথুরাপুর মৌজার ভিতর দিয়া ন্যূনাধিক ১ মাইল লম্বা ও ৯ ফিট প্রস্থ একটী খাল কাটা হইয়াছে। উক্ত খাল প্রায় ১০ হাজার একর জমিতে জল সরবরাহে সাহায্য করিয়া আমন ধানের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছে। ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, গোবরপাড়া, দাঁড়েরপাড়া হইতে আরম্ভ করিয়া আলা-বাড়িয়ার মাঠ দিয়া খোলাদিয়া পর্য্যন্ত বন্যার জল প্রবেশ করিবার উহাই একমাত্র পথ। নৈশ-বিদ্যালয় পরিচালন, মুষ্টি আদায়, ম্যালেরিয়া নিবারণ ইত্যাদি কার্য্যও সুচারুরূপে চলিতেছে। বর্ত্তমান বৎসরে অনাবৃষ্টি ও পরে বন্যা দ্বারা আউশ ধানের সম্পূর্ণ ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও সাময়িক দান হিসাবে যথেষ্ট পরিমাণ ধান্য আদায় হইয়া সমিতির তহবিলে জমা হইয়াছে।

ইংরাজের সেবাব্রতী বাহিনীর একদল গোলন্দাজ সৈনিক জঙ্গলের দুর্গম পার্ব্বত্য অঞ্চলে কামানের ঘাঁটী প্রতিষ্ঠা করিতে অগ্রসর হইতেছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

ষ্ট্যালিনগ্রাদরক্ষী বাহিনীর অজেয় দৃঢ়তা

শ্রমিক এলাকায় জার্ম্মাণ বাহিনী

২০শে অক্টোবর সোভিয়েট ইস্তাহারে প্রকাশ, জার্ম্মাণরা তুমুল যুদ্ধের পর ষ্ট্যালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিম অংশে শ্রমিক এলাকা অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে। সোভিয়েট সৈন্যদল প্রবলভাবে বাধা দেয়; কিন্তু ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনীর সাহায্যে তুমুলভাবে আক্রমণ চালাইয়া জার্ম্মাণ সৈন্যদল উক্ত শ্রমিক এলাকা দখল করে। কিন্তু তাহাদের ক্ষতিও হইয়াছে বিপুল।

ভগ্নস্তূপ দখল ও রক্ষার যুদ্ধ

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে, ষ্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধ এখন ভগ্নস্তূপ দখল ও রক্ষার যুদ্ধে পরিণত হইয়াছে। জার্ম্মাণ বিমান-বহর আরও নূতন বিমান আনিয়া নদীর উপর প্রবল আক্রমণ চালাইতেছে। জার্ম্মাণেরা আরও নূতন সৈন্য আনিয়া ফেলিতেছে এবং শ্রমিক বস্তি এলাকা হইতে ভগ্নস্তূপ অতিক্রমের চেষ্টা করিতেছে। সোভিয়েট সৈন্যরা শত্রুপক্ষের বহু ট্যাঙ্ক ধ্বংস করিতেছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহারা দুই-তিনশত ট্যাঙ্ক ধ্বংস ও বহু সহস্র জার্ম্মাণ সৈন্য নিশ্চিহ্ন করে।

মোজডোকের দক্ষিণ এলাকায় জার্ম্মাণদের সামান্য অগ্রগতি

কৃষ্ণসাগরোপকূলে মোজডোকের দক্ষিণ-পূর্ব্বে জার্ম্মাণরা সামান্য অগ্রসর হইয়াছে এবং সোভিয়েট সৈন্যরা তুমুল হাতাহাতি যুদ্ধের পর দুইটি জনপদ ছাড়িয়া আসিয়াছে। পর্ব্বতাঞ্চলে একটি উচ্চ স্থানের জন্য শত্রুপক্ষের অগ্রগতি ব্যাহত করা হইয়াছে এবং একটি জার্ম্মাণ ব্যাটালিয়ান নিশ্চিহ্ন হইয়াছে।

সোভিয়েট ঘাঁটি অটুট

২১শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, ২৪ ঘণ্টাকালের মধ্যে ষ্ট্যালিনগ্রাদ রক্ষী-বাহিনী সমস্ত স্থানে নিজেদের ঘাঁটি অটুট রাখিয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে প্রবল আক্রমণ চালাইয়া জার্ম্মাণরা লাভবান হইয়াছে বটে, কিন্তু ষ্ট্যালিনগ্রাদ রণাঙ্গনে বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। পুনঃপুনঃ আক্রমণ সহ্য করিয়াও সোভিয়েট রক্ষাব্যূহ অটুট আছে। ভুয়াপসেমুখী প্রবল জার্ম্মাণ অভিযানের প্রতিরোধ করা হইয়াছে এবং রাশিয়ানরা একটি উচ্চভূমি পুনরধিকার করিয়াছে।

ভল্গার অপর তীর হইতে লালফৌজ আমদানী

ভল্গার অপর তীর হইতে লালফৌজ আনা হইতেছে। জার্ম্মাণরা বিমান হইতে নদীতে লালফৌজের জাহাজের উপর ভীষণ আক্রমণ চালাইয়াছে। জার্ম্মাণদের বিমান-আক্রমণ ও মেশিনগান চালান সত্ত্বেও রাশিয়ার জাহাজগুলি ভল্গার অপর তীর হইতে সৈন্যবাহিনী ও রসদপত্র লইয়া নদী পার হইতে সমর্থ হইয়াছে।

জার্ম্মাণ আক্রমণ মন্দীভূত

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা ২৩শে অক্টোবর লিখিয়াছে যে, ষ্ট্যালিনগ্রাদের উত্তর অংশে জার্ম্মাণ সৈন্যদলের আক্রমণবেগ মন্দীভূত হইয়াছে। কারখানা অঞ্চলের তিনটি স্থানে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর সমস্ত জার্ম্মাণ আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছে। দুই দিন তুমুল যুদ্ধের পর সোভিয়েট সৈন্যগণ ষ্ট্যালিনগ্রাদের নিকটবর্ত্তী গ্রামের একটি টিলা দখল করিয়াছে। জার্ম্মাণদের সমস্ত পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছে।

জার্ম্মাণদের সৈন্য নামাইবার চেষ্টা ব্যর্থ

২৩শে অক্টোবর রুশ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, লাডোগা হ্রদে জার্ম্মাণ সৈন্য নামাইবার যে চেষ্টা করা হইয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। তিনটি দলে জার্ম্মাণ বিমানের আবরণপুষ্ট হইয়া উপকূলে পৌঁছিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তন্মধ্যে ষোলটি জাহাজ ধ্বংস হইয়াছে। একটি দলের সকলেই হতাহত হইয়াছে এবং ১০টি জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ১৫টি জার্ম্মাণ বিমান ভূপাতিত হইয়াছে।

ষ্ট্যালিনগ্রাদের কারখানা অঞ্চলে জার্ম্মাণদের পরাজয়

সোভিয়েটের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, ষ্ট্যালিনগ্রাদের কারখানা এলাকায় জার্ম্মাণদের হটাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং জার্ম্মাণির প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। জার্ম্মাণ বিমান-বাহিনী আক্রমণের পথ প্রস্তুত করিয়া দিলে দুই রেজিমেণ্ট জার্ম্মাণ পদাতিক সৈন্য আক্রমণ করে। উক্ত আক্রমণই প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়।

শহরের উত্তর-পশ্চিমে রুশ সেনারা জার্ম্মাণদের দুইটি ঘাঁটি দখল করিয়াছে।

হাতাহাতি যুদ্ধ

ষ্ট্যালিনগ্রাদের উত্তর-পশ্চিমের যুদ্ধ সম্পর্কে বার্লিনের সংবাদে জানা গিয়াছে যে, ঐ স্থানে হাতাহাতি যুদ্ধ চলিতেছে। লালফৌজ জার্ম্মাণ ব্যূহে প্রবেশ করিয়াছে।

চলিবার পথে পৌঁছিবার জন্য চেষ্টা হইয়াছে যে, রুশ সৈন্যরা ডন অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে। বোধ হয় ক্লাটস্কানিয়ার এলাকায় তাহারা ঐ নদী অতিক্রম করিয়াছে।

ককেশাসে পার্ব্বত্যভূমির অতি অসুবিধার মধ্যে যুদ্ধ করিতে হইতেছে, জার্ম্মাণ রেডিয়ো মারফত অনেক শত্রু-সৈন্য তাহার উল্লেখ করিয়াছে। তাহার কথায়—"পর্ব্বতে ভীষণ তুষারপাত হইতেছে। তুষার জমিয়া অনেক ফিট উঁচু হইয়াছে। কোন রাস্তা নাই। এই এলাকার অনেক জায়গাই দুর্গম রহিয়াছে এবং আমাদের পায়ের নীচে সর্ব্বক্ষণ মাটি কাঁপিতেছে। রুশ সৈন্যরা আমাদিগকে সকল স্থানে আক্রমণ করিতেছে। তাহাদের সংখ্যাও অপার।"

জার্ম্মাণ সৈন্যদল বিতাড়িত

২৫শে অক্টোবর মধ্যাহ্নকালীন সোভিয়েট বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, যে জার্ম্মাণ পদাতিক বাহিনী একটি রুশীয় কারখানায় প্রবেশপথ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছিল, ষ্ট্যালিনগ্রাদরক্ষী সৈন্যরা তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছে।

(৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

আর্ট ইন্ ইণ্ডাষ্ট্রি এক্জিবিশন্

তৃতীয় বার্ষিক "আর্ট ইন ইণ্ডাষ্ট্রি" এক্জিবিশনটি এবার বোম্বায়ের স্যার জে. জে. স্কুল অব্ আর্ট-এ অনুষ্ঠিত হবে।

১২,০০০৲ টাকার পুরস্কার ও আমন্ত্রণের জন্য প্রত্যেক শিল্পীকেই প্রতিযোগিতায় যোগ দান করতে সাদরে আহ্বান করা হচ্ছে। এই টাকা থেকেই এক্জিবিশনে প্রদর্শিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছবিটি ৭৫০৲ টাকা পুরস্কার পাবে।

শিল্পীরা যে কেবলমাত্র এই এক্জিবিশনে তাঁদের ছবিগুলি বিক্রী করতে পারেন তাই নয়—এই সুযোগে তাঁদের নিজেদের শিল্প-প্রতিভা ও শিল্প-কুশলতা গভর্ণমেণ্ট বা বড়ো বড়ো শিল্প-প্রতিষ্ঠানের নজরে আনতে পারবেন।

উদীয়মান বা যে কোন পুরাতন প্রথায় কাজ করেন এঁদের এ ব্যাপারে আত্মপ্রকাশের পূর্ণ একটি সুবিধা পাওয়া যাবে এবং প্রত্যেক শিল্পীকেই তা পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বোম্বায়ের স্যার জে. জে. স্কুল অব্ আর্ট-এ এই এক্জিবিশনের জন্য ছবি ইত্যাদি গ্রহণ করার শেষ দিন—২রা জানুয়ারী, ১৯৪৩; এবং বার্ম্মা-শেলের কলিকাতা, করাচী, মাদ্রাজ, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, নাগপুর এবং শেলের অফিসগুলিতে এ বছর এই দিনের পরে ছবি নেওয়া হবে।

বিচারকের তালিকা

বাটা — বেঙ্গল কেমিক্যাল — বার্ম্মা-শেল — সিমেণ্ট মার্কেটিং কোং — ডানলপ — জেনারাল মোটরস্ — ইণ্ডিয়ান টি — লিভার ব্রাদার্স — মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ — রেলওয়ে বোর্ড — ই. ডি. সাসুন — টাটা অয়েল মিলস্ — টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া — গভর্ণমেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া — গভর্ণমেণ্ট অব্ বোম্বে — ভাগ্যচক্র আর্ট ক্লাব।

উদ্যোক্তা — বার্ম্মা-শেল

পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টায় দেশবাসীর কর্ত্তব্য

বিভাগীয় ডিরেক্টরের বিবৃতি

পল্লী-উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় সম্প্রতি নিম্নোক্ত মর্ম্মে একখানা বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন:—

দেশবাসী সকলেই জানেন, গত কয়েক মাস যাবৎ আমরা নিদারুণ মানসিক উদ্বেগের মধ্যে কালযাপন করিতেছি; শত্রু আমাদের দ্বারদেশে উপস্থিত। আমাদের ঘর-বাড়ী, আত্মীয়-পরিজন আসন্ন বিপদের সম্মুখীন। আজও সে বিপদ কাটে নাই এবং তজ্জন্য আমাদিগকে নানাপ্রকার অসুবিধাও ভোগ করিতে হইতেছে। আমাদের জীবনযাত্রার ব্যয় গুরুতররূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বিধাতার কল্যাণে, এই ভীষণ বিপদেও আমরা আশার আলো দেখিতে পাইতেছি। দেখিতে দেখিতে আমাদের সামরিক শক্তি যথেষ্ট বাড়িয়া উঠিয়াছে এবং আমরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত হইয়া উঠিয়াছি। এই আশাই আমাদের সভ্যিকারের নির্ভর এবং এই বিশ্বাসই আমাদের সত্যিকারের বল। বস্তুতঃ এই আত্মবিশ্বাসই সর্ব্বাপেক্ষা বড় শক্তি। আমি দেশের জনগণকে এই আত্মবিশ্বাস দৃঢ়তর করিতে অনুরোধ করি। আমাদের ঘর-বাড়ী ও আত্মীয়-পরিজনদিগকে রক্ষা এবং পল্লীবাসীর দুঃখমোচন করিবার জন্য পূর্ণ উদ্যম ও উৎসাহ লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগকে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মনির্ভরতার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিতে হইবে। পল্লীর জনসাধারণই সমগ্র জাতির বল। অশিক্ষিত পল্লীবাসীকে উন্নত ও আত্মবিশ্বাসে উদ্বোধিত করার উপরই সমগ্র জাতির শত্রু-প্রতিরোধের অমোঘ শক্তি নির্ভর করে।

কাজেই, দেশবাসীর অবগতির জন্য আমি পল্লী-সংগঠনের মৌলিক ধারাগুলি ও উহার কর্মতালিকা পুনর্ব্বার বিশ্লেষণ করিতে ইচ্ছা করি।

অনেকেই হয়ত জানেন যে, ইতিপূর্ব্বে পর পর তিনখানা প্রচারপত্রিকায় আমরা পল্লী-উন্নয়নের অতীত ও বর্ত্তমান সমস্যাগুলির লক্ষণ, কারণ ও সমাধান বিষয়ে নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছিলাম। এই সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ মনোভাব এই যে, রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে যেমন তাহার আত্মবিশ্বাস না থাকিলে এবং চেষ্টা ও যত্নসহকারে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলী পালন না করিলে পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাওয়া ও আরোগ্যলাভ করা সম্ভব নয়, পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টার বেলাতেও সেই কথা খাটে। একথাও আমরা বারবার জোরের সহিত বলিয়া আসিয়াছি যে, পল্লীবাসী সমষ্টিগতভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নূতন প্রণালীতে উৎপাদন, স্বার্থ-সংরক্ষণ ও পরস্পর সহযোগিতার সহিত বসবাস করিতে না শিখিলে তাহাদের দারিদ্র্য ও দুঃখ-দুর্দ্দশা স্থায়ীভাবে দূর করা সম্ভব হইবে না। জনগণের সমবেত প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে পল্লী-সমাজের পুনর্গঠন অসম্ভব। এই বিরাট কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইলে অতীতের সংস্কার বর্জ্জন করিয়া আমাদের প্রত্যেককেই কিছু অতিরিক্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে।

আমাদের পল্লী-সংগঠনের সকল প্রচেষ্টা ও কর্ম্মতালিকার পশ্চাতে যে ভাবধারা রহিয়াছে, তাহাকে নিম্নোক্ত চারিভাগে ভাগ করা যাইতে পারে:—

(ক) মানসিক অবস্থা।—জীবনযাত্রা ও সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন, উন্নততর ও ক্রমবিকাশমান জীবন যাপনের জন্য পল্লীবাসীর মনে তীব্রতর আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করা।

(খ) আত্মপ্রত্যয়।—গ্রামবাসীদের প্রত্যেকের এবং সমবেতভাবে সকলের মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় জন্মাইতে হইবে যে, তাহারা অসহায় জড়পদার্থের মত নহে, তাহাদের মধ্যে লুক্কায়িত আছে বিরাট সম্ভাবনা, তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে অফুরন্ত কর্ম্মশক্তি। উদ্যম ও অধ্যবসায় সহকারে [illegible] তাহাদের প্রয়োজন নাই। তাহাদের অন্তর্নিহিত শক্তি ও [illegible] উদ্বোধিত হইলে [illegible] সম্পূর্ণ [illegible] হইয়া উঠিবে।

(গ) সংগঠন।—গ্রামে গ্রামে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, ধারণা ও সহানুভূতির উপর আস্থা ও শক্তিমান জিয়াশীল দল প্রতিষ্ঠা করা। গ্রাম্য সমাজের শতধা-বিভক্ত বিশৃঙ্খল দুর্ব্বল উপাদানগুলির একত্র সম্মিলনে নিবিড় বন্ধনে দৃঢ় এক নূতন সামাজিক জীবনযাত্রা-প্রণালীর প্রবর্ত্তন করা—যাহাতে পল্লীর সজীবতা ফুটিয়া উঠে।

(ঘ) কর্ম্মতালিকা।—গ্রাম্য জীবনের অভ্যুত্থান ও পুনর্গঠনের জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনাপ্রসূত একটি ক্রমবিকাশমান ও ব্যবহারিক কর্ম্মপদ্ধতি চাই; এবং চাই গ্রাম্য সমাজের নৈতিক, আর্থিক ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিধানার্থে একটি ক্রমবর্দ্ধমান সক্রিয় কর্ম্মতালিকা।

আমাদের পল্লীবাসীর গড়পড়তা মাসিক আয় মাত্র আড়াই টাকা। আমাদের মধ্যে শতকরা মাত্র দশজন লিখিতে পড়িতে পারেন এবং পৃথিবীর অন্যান্য সকল সভ্য জাতির তুলনায় এদেশে শিশু-মৃত্যুর হার প্রায় দ্বিগুণ। এই সমস্যাগুলি নিতান্ত জটিল হইলেও ইহার একটিও এদেশের পক্ষে সাময়িক বা নূতন নহে। এইগুলিকে আয়ত্তে আনিবার একমাত্র উপায় আমাদের ইচ্ছাশক্তি এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। বস্তুতঃ ইহা ছাড়া এই সকল সমস্যা সমাধানের অন্য কোন উপায় নাই।

[illegible] আমরা প্রত্যেকেই আমাদের আয় বাড়াইবার জন্য অতিশয় আগ্রহান্বিত। ইহার দ্বারা এদেশে বর্ত্তমানে এই কথাই বুঝায় যে, কৃষির উন্নতি এবং জমির উৎপাদিকা শক্তি-বৃদ্ধির জন্য আমাদের প্রত্যেকের যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এই কার্য্য মোটেই অসম্ভব নয়। বাস্তবিক পক্ষে আগামী ৪।৫ বৎসরের মধ্যে পল্লীবাসীর গড়পড়তা মাসিক আয় অন্ততঃ দশ টাকা পর্য্যন্ত বাড়াইতে না পারার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণই আমি দেখিতে পাইতেছি না। জমিতে সার প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। আমাদের চাষী ভাইদের মধ্যে অনেকেই এই বিষয়ে তেমন মনোযোগ দেন না। যে [illegible] গোবর ইত্যাদি জমিতে সার প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাঁহারাও ইহা পর্য্যাপ্ত পরিমাণে এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে করেন না। এই সম্পর্কে গোবর অথবা অন্যান্য সার প্রস্তুত করিবার উপকরণের অভাবের কথা উল্লেখ করিয়াই তাঁহারা থামান। কিন্তু বর্ত্তমানে একপ্রকার "মিশ্রসার" প্রস্তুত করিবার উৎকৃষ্ট প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবর্জ্জনা, খড়কুটো, ক্ষেতের ঘাস, কচুরীপানা, গাছের পাতা, আগাছা, ছেঁড়া কাগজ ও ন্যাকড়া প্রভৃতি বাড়ীর অকেজো জিনিসগুলির সহিত প্রচুর মাটি, অল্প পরিমাণ গোবর ও গোমূত্রের সংমিশ্রণে এই "মিশ্রসার" প্রস্তুত হয়। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এই সকল জিনিস এক সঙ্গে মিশাইলে মাত্র তিন মাসের মধ্যে গোবরের অপেক্ষা পরিমাণে অনেকগুণ বেশী এবং উৎকৃষ্টতর মিশ্রসার পাওয়া যায়। সামান্য চেষ্টা ছাড়া ইহা তৈরী করিতে আর কোন খরচ নাই, অথচ ইহা জমিতে প্রয়োগ করিলে প্রথম বৎসরেই জমির ফসল শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং কয়েক বৎসর নিয়মিতরূপে এই সার ব্যবহার করিলে ফসল শতকরা ১০০ ভাগ বা ততোধিক বৃদ্ধিলাভ করে। চীনা ও জাপানী কৃষকেরা বিঘাপ্রতি ১৬ হইতে ১৮ মণ ধান উৎপাদন করে। অথচ তাহাদের জমি এদেশের তুলনায় ভালো উর্ব্বর নয়। এক্ষেত্রে উৎকর্ষের [illegible] একমাত্র কারণ মিশ্রসার যথাযথ প্রস্তুত করিবার প্রণালী তাহারা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছে। আমরাও চেষ্টা করিলে এই পন্থা অনুসরণ করিয়া একাধারে আমাদের জমির ফসল দ্বিগুণ হইতে তিনগুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারি এবং ঘর-বাড়ীও আবর্জ্জনামুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে পারি। অতএব অবিলম্বে আমাদের এই মিশ্রসার প্রবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য।

কৃষি-ঋণ এদেশে ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। অথচ কৃষককে ঋণমুক্ত করিবার কোন সহজ উপায়ও নাই। কারণ প্রতি তৃতীয় বা চতুর্থ বৎসরে অজন্মাহেতু তাহাকে বাধ্য হইয়াই ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। দুরারোগ্য ব্যাধির ন্যায় এই ঋণভার পল্লীবাসীকে সম্পূর্ণভাবে অধীর করিয়া তুলিয়াছে। প্রত্যেক পল্লীবাসীর নিজ নিজ চেষ্টা ছাড়া জগতের কোন শক্তিই স্থায়ীভাবে এই রোগ নিরাময় করিতে পারে না। এই উদ্দেশ্যেই পল্লী-উন্নয়ন ডাইরেক্টরের পরিকল্পনায় গ্রামে গ্রামে "সেভিংস ব্যাঙ্ক" বা "প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড" প্রবর্ত্তনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী তহবিল রাখিবার বিধি-ব্যবস্থা নিতান্তই সহজ। প্রত্যেক চাঁদাদাতাকে একখানা করিয়া স্লিপ বা কার্ড দিতে হইবে। উক্ত স্লিপ বা কার্ডে প্রতি সপ্তাহে বা মাসে তিনি যে চাঁদা দিবেন, তাহা জমা করা হইবে। সেভিংস ব্যাঙ্কের পাস বহির মত এই স্লিপ বা কার্ড চাঁদাদাতার নিকট থাকিবে। [illegible] চাঁদাদাতার নামে জমা থাকিবে। এই টাকা চাঁদাদাতার নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে। সমিতির কোষাধ্যক্ষ বা সম্পাদক চাঁদাদাতার অনুমতি ব্যতীত এই টাকা কখনও তুলিতে পারিবেন না। তবে [illegible] অনিশ্চিত ব্যবসায়ে [illegible] সমিতির অনুমতি লইয়া উক্ত প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড তহবিল হইতে উহার টাকা [illegible] নির্দ্দিষ্ট [illegible] অতিরিক্ত অর্থ [illegible] করিতে পারিবেন। যদি গ্রামের প্রতি পরিবার [illegible] তহবিল খুলিয়া সপ্তাহে অন্ততঃ অর্দ্ধ সের করিয়া [illegible] এবং ফসল কাটিবার সময় ৫০ সের করিয়া ধান ও দশ সের পাট সমিতিতে জমা দেন, তাহা হইলে পরিবার পিছু বাৎসরিক জমার পরিমাণ অনূন ৫৲ টাকা দাঁড়াইবে। আগামী [illegible] এবং [illegible] যাবতীয় [illegible] টাকা [illegible] উহাদের নিজস্ব তহবিল হইয়া জমা থাকিবে। [illegible] পরিবার পিছু অন্ততঃ [illegible] টাকা [illegible] পাওয়া যায়, তাহা হইলে এই তহবিল পরিশেষে পল্লীবাসীদের ঋণমুক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। কারণ, এই তহবিল হইতে চাঁদাদাতা অবস্থাবিশেষে সামান্য সুদে টাকা ধার করিতে পারিবেন।

এই পরিকল্পনা নিছক কল্পনা নয়। পাইপাড়া মহকুমার [illegible] নামক গ্রামে এই পদ্ধতিতে কাজ করিয়া পল্লীর

[১১ পৃষ্ঠায় দেখুন]

এ. আর. পি

আপনি কি

জল এবং বালির বস্তা

আপনার বাড়ীতে আগুন লাগলে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন? যদি না রেখে থাকেন, তবে এখনই উহার বন্দোবস্ত করুন।

[illegible] কর্ত্তৃক প্রচারিত। কলিকাতা [illegible] প্রেস হইতে মুদ্রিত।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ

[৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার জের]

ষ্ট্যালিনগ্রাদের দক্ষিণে একস্থানে জার্ম্মাণ ব্যূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। নগরীর উত্তর-পশ্চিমে যে স্থানটি জার্ম্মাণদের হস্তচ্যুত হইয়াছিল, তাহার পুনর্দ্দখল আর তাহাদের দ্বারা সম্ভব হয় নাই।

মার্শাল টিমোশেঙ্কোর সৈন্যরা ধীর এবং নিশ্চিন্ত-ভাবে অগ্রসর হইতেছে এবং বিশেষ নিপুণতার সহিত জার্ম্মাণদের মাইনক্ষেত্রের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতেছে।

নভোরোসিস্কের দক্ষিণ-পূর্ব্বে শত্রুদের আরও আক্রমণ প্রতিহত হইয়াছে। রুশীয় বাল্টিক নৌ-বাহিনী শত্রুঘাঁটিতে গোলাবর্ষণ করিয়া নয়টি কামানকে নীরব করিয়াছে এবং একটি সামরিক ট্রেণ ধ্বংস করিয়াছে। লেনিনগ্রাদ এলাকায় রুশ গরিলা সৈন্যরা জার্ম্মাণদের তিনখানা রসদবাহী ট্রেণ ধ্বংস করিয়াছে।

ষ্ট্যালিনগ্রাদের উত্তরে পুনরায় ব্যাপক যুদ্ধ

রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ষ্ট্যালিনগ্রাদের উত্তরে পুনরায় ব্যাপকভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। জার্ম্মাণ গোলন্দাজ-বাহিনী সোভিয়েট ঘাঁটির উপর গোলা বর্ষণ করিবার পর জার্ম্মাণগণ দুই হাজার সৈন্য এবং ভারী ট্যাঙ্ক লইয়া আক্রমণ করে। সকল আক্রমণই প্রতিহত হয়।

তিনটি শত্রু জাহাজ নিমজ্জিত

সোভিয়েট বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, বাল্টিক সাগরে শত্রুপক্ষের ৮ হাজার টনের দুইটি এবং কৃষ্ণসাগরে ৫ হাজার টনের একটি জাহাজ নিমজ্জিত করা হইয়াছে।

জার্ম্মাণদের নূতন সৈন্য আমদানী

কয়েকদিনের প্রবল প্রতিকূলতা সত্বেও শত্রু নূতন সৈন্য আমদানী করিতেছে এবং প্রচণ্ড চাপ রক্ষা করিতেছে।

সোভিয়েট মৈশ-ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ষ্ট্যালিন-গ্রাদ এলাকায় সোভিয়েট সৈন্যেরা জার্ম্মাণদের সহিত প্রচণ্ড যুদ্ধ করে। বিপুল ক্ষতি স্বীকার করিয়া জার্ম্মাণরা কারখানা এলাকায় দুইটি রাস্তা দখল করিতে সমর্থ হয়।

প্রশান্ত-মহাসাগরীয় রণাঙ্গন

গুয়াডাল্‌-ক্যানারে জাপানী চাপ

ওয়াশিংটনের ১৯শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, জাপানীরা গুয়াডালক্যানারে আমেরিকান বিমান-ক্ষেত্রটি দখল করিবার জন্য প্রবল চাপ দিতেছে।

সলোমন হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেল যে, এক দ্বীপ ও অন্য দ্বীপের মধ্যে যে জলপথে যুদ্ধ চলিতেছে, তাহাতে মার্কিন রণতরীসমূহ যোগ দিয়াছে।

সোভিয়েটের এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, জাপানীরা গুয়াডালক্যানারে আর সৈন্য নামাইতে পারে নাই। ঐ দ্বীপে চূড়ান্ত আক্রমণ করিবার জন্য জাপানী কামান ও রণতরী সমাবেশ করা হইয়াছে।

দুইখানা মার্কিন ডেষ্ট্রয়ারের সলিল সমাধি

আমেরিকার নৌদপ্তরে ২১শে অক্টোবর ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চলে ২ খানা মার্কিন ডেষ্ট্রয়ার ডোবা গিয়াছে। নাবিকদের উদ্ধার করা হইয়াছে। মার্কিন বোমারু বিমানগুলি জাপানীদের ১ খানা ক্রুজার ও ১ খানা ডেষ্ট্রয়ারকে ঘায়েল করিয়াছে।

টেম্পলটন ও কোকোদা হইতে জাপানের অপসারণ

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রপক্ষীয় হেড-কোয়ার্টার হইতে প্রেরিত সংবাদে জানা যায়, "টেম্পলটনের উত্তর ও কোকোদার দক্ষিণ হইতে সরিয়া যাইবার জন্য জাপানীদিগকে বাধ্য করা হয়।"

দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত মিত্রবাহিনীর সদর-ঘাঁটি হইতে বলা হইয়াছে যে, ওয়েন্‌ষ্ট্যানলি পর্ব্বত-শ্রেণীতে জাপানী সৈন্যরা উপর্য্যুপরি দুই দিন পশ্চাদপসরণ করিল। প্রচণ্ড যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে সুরক্ষিত প্রতিরোধ ঘাঁটি হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

[১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

অশান্তি-উপদ্রব সৃষ্টির পরিণাম

বিভিন্নস্থানে পাইকারী জরিমানা ধার্য্য

বর্দ্ধমান

রেলপথ, টেলিগ্রাফের তার ইত্যাদির ক্ষতিসাধনের জন্য খণ্ডঘোষ থানার এলাকাধীন বোবাই, জলি (মাধব-পুর, পল্লী বাড়ীতু), সগড়া ও ভবিষ গ্রাম হইতে ৮,০০০৲ আট হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা আদায়ের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সরকারী ও রেলওয়ে কর্ম্মচারী এবং মুসলমানগণকে এই জরিমানা দিতে হইবে না।

অরাজকতা সৃষ্টির জন্য আউসগ্রাম থানার এলাকাধীন ভেদুয়া মৌজা হইতে ২,৫০০৲ পঁচিশ শত টাকা পাইকারী জরিমানা আদায়ের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

মুসলমান এবং সরকারী কর্ম্মচারীগণকে এই জরিমানা দিতে হইবে না।

অরাজকতা-সৃষ্টি ও লুণ্ঠনকার্য্যের জন্য মন্তেশ্বর থানার এলাকাধীন পুটশুরী, গুনিতালাসপুর এবং কাশা গ্রাম হইতে ৫,০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা আদায়ের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

সরকারী কর্ম্মচারী, মুসলমান, বাউরী, হাড়ি এবং বাগদীদের এই জরিমানা দিতে হইবে না।

কালনা থানার এলাকাধীন বৈদ্যপুর, বীরহাট, আদুনাবাদ এবং অকালপৌষ গ্রাম হইতে ১০,০০০৲ দশ হাজার টাকা এবং মেমারী থানার এলাকাধীন মণ্ডলগ্রাম ইবং বামুনিয়া গ্রাম হইতে ৫,০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা আদায়ের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

মুসলমান এবং সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে এই জরিমানার কোন অংশ দিতে হইবে না।

জামালপুরস্থ রেল-ষ্টেশন, জামালপুর ডাকঘর এবং থানায় অগ্নি-সংযোগ দ্বারা ক্ষতিসাধন ও অন্যান্য ধ্বংসাত্মক কার্য্যের জন্য জামালপুর থানার এলাকাধীন জৌগ্রাম, কালনা, কাঁকড়া, শ্রীকৃষ্ণপুর ও জোত রামনগ্রাম এবং রায়না থানার এলাকাধীন ভাটিপুর, মুগুরা, জগৎপুর, আড়ুনা, কাবারপড়িয়া, বোদুয়া, ধামশা, বামুনা ও বাকিতা গ্রাম হইতে ১৫,০০০৲ পনর হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা আদায়ের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

মুসলমান এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের এই জরিমানা দিতে হইবে না।

মেদিনীপুর

কাঁথি থানার এলাকাধীন রসিকা, মচিন্দা, ভাঁইটগর এবং কানাইদিঘী গ্রামের অধিবাসিগণের নিকট হইতে ১০,০০০ দশ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা আদায়ের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

মুসলমান এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের এই জরিমানা দিতে হইবে না।

ভগবানপুর থানার এলাকাধীন বাসুদেবপুর, গোপীনাথপুর, ভীমেশ্বরী, ভগবানপুর, কাকুড়া গ্রাম হইতে ১৫,০০০ টাকা এবং মির্জাপুর গ্রাম হইতে ৫,০০০ পাঁচ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা আদায়ের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। স্থানীয় অধিবাসিগণ উপদ্রবমূলক ও ধ্বংসাত্মক কার্য্যে যোগদান করিয়াছিল।

বিশৃঙ্খলতা-সৃষ্টি ও ধ্বংসাত্মক কার্য্যে লিপ্ত থাকার জন্য সুতাহাটা, মহিষাদল, তমলুক, নন্দীগ্রাম ও পাঁশকুড়া থানার এলাকাধীন গ্রামগুলি হইতে পনর হইতে পঞ্চাশ হাজার (১৫,০০০—৫০,০০০) টাকা পাইকারী জরিমানা আদায়ের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ভগবানপুর থানার এলাকাধীন বিভীষণপুর, ইসুফপুর এবং হরিপুর গ্রামের অধিবাসিগণের নিকট হইতেও তিন হাজার টাকা করিয়া পাইকারী জরিমানা আদায়ের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

হুগলী

অরাজকতা-সৃষ্টি ও ধ্বংসাত্মক কার্য্যের অপরাধে হুগলী জেলার বিভিন্ন এলাকার নিম্নোক্তরূপ পাইকারী জরিমানা আদায়ের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে:—

(১) খানাকুল থানার এলাকাধীন মদনপুর ও বাড়-মদনপুরের অধিবাসিগণের নিকট হইতে ১,২০০ বার শত টাকা।

(২) উক্ত থানার এলাকাধীন নতিবপুর গ্রামের অধিবাসিগণ হইতে ৮০০৲ আট শত টাকা।

(৩) গোঘাট থানার এলাকাধীন শ্যামবাজার, বদনগঞ্জ, মাধবপুর এবং বাজুয়ারী গ্রাম হইতে ২,৪০০৲ দুই হাজার চারিশত টাকা।

(৪) উক্ত থানার এলাকাধীন বালী ও কলাগাছিয়া গ্রাম হইতে ১,০০০৲ এক হাজার টাকা।

(৫) আরামবাগ থানার এলাকাধীন বড়-ডোঙ্গল, ডঙ্গল এবং হরকুণ্ডু গ্রামের অধিবাসিগণের নিকট হইতে ১,০০০ এক হাজার টাকা।

অরাজকতা ও অগ্নি-সংযোগের অপরাধে বলাগড় থানার এলাকাধীন জাজানটি গ্রামের অধিবাসিগণের নিকট হইতে ৫,০০০ পাঁচ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা আদায়ের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ফরিদপুর

অরাজকতা-সৃষ্টি ও ধ্বংসাত্মক কার্য্যের জন্য ভাঙ্গা বাজার ও ভাঙ্গা শহর, এবং পাংশা থানার এলাকাধীন পাংশা মৌজা হইতে (পাংশা বাজার বাদ) যথাক্রমে ১৫,০০০ পনর হাজার ও ২,০০০ দুই হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা আদায়ের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

সরকারী কর্ম্মচারী এবং যে সমস্ত মুসলমান তাহার শান্তি-শৃঙ্খলা আনয়নে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে এই জরিমানা দিতে হইবে না।

দিনাজপুর

কংগ্রেসের বর্ত্তমান কার্য্যনীতির অনুসরণে অরাজকতা সৃষ্টির জন্য তপন থানার এলাকাধীন মুরাডাঙ্গা গ্রামের অধিবাসিগণের নিকট হইতে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা পাইকারী জরিমানা আদায়ের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট থানার এলেকায় বালুরঘাট এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী দক্ষিণ চক-ভবানী, খাদিমপুর ও ডাঙ্গা (আত্রাই নদীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী এলেকায়) গ্রামের বাসিন্দাদের উপর ১৫ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা ধার্য্য হইয়াছে। সম্প্রতি যে সকল গোলযোগ হইয়াছে তাহার সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিগণ ব্যতীত সরকারী কর্ম্মচারী ও মুসলমানদিগকে জরিমানার দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে।

ত্রিপুরা

বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টির জন্য কসবা থানার এলাকাধীন নয়নপুর (গুরাইল) ও বাসুদেবপুর (গোপালদি) গ্রামের অধিবাসীদের উপর ২০০৲ টাকা এবং বুড়িচং থানার এলাকাধীন বড়-বিজয়পুর মৌজার অধিবাসিগণের নিকট হইতে ২০০৲ দুই শত টাকা পাইকারী জরিমানা আদায়ের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

বিমান আক্রমণকালীন আলোক-নিয়ন্ত্রণ

আলোক ব্যবহার সম্পর্কে নির্দ্দেশ

বিমান-আক্রমণের সময় বিজলী-বাতি এবং পাখার ব্যবহার সম্পর্কে অনেকের মনেই সন্দেহ থাকায় গভর্ণমেণ্ট এ সম্পর্কে একটী প্রেসনোট ইস্যু করিয়া বিমান-আক্রমণের সময় কি করিতে হইবে, তাহা স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

গৃহের বহির্ভাগে অথবা ঊর্দ্ধে আলোক দৃষ্টিগোচর না হইলে বিমান-আক্রমণের সময় গৃহের মধ্যে আলো জ্বালাইয়া রাখিতে কোন আপত্তি নাই। এরূপ সময়ে গৃহমধ্যে পাখা চালাইয়া রাখিতেও কোন আপত্তি নাই। প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের সুবিধার্থে এবং যাহাতে তাহাদের মানসিক বল অক্ষুণ্ণ থাকে, সে জন্য ইহা খুবই অভিপ্রেত যে, গৃহের বহির্ভাগে আলোক দৃষ্টিগোচর না হইলে আশ্রয়স্থানগুলিতে বিজলীবাতি ও পাখা অথবা কেরোসিন তৈলের আলো প্রজ্বলিত রাখাই যুক্তিযুক্ত হইবে।

উপরোক্ত নির্দ্দেশগুলি অথবা গ্যাসবাতির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইবে না। এই বাতিগুলি হইতে অগ্নিকাণ্ড ঘটিবার এত বেশী সম্ভাবনা রহিয়াছে যে, বিমান আক্রমণের সময় এইগুলিকে জ্বালাইয়া রাখার কোন অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে না। বিমান-আক্রমণের সঙ্কেতধ্বনি করা হইলে সমস্ত গ্যাস বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

মিঃ সি, ই, এস, ফেয়ারওয়েদার, সি-আই-ই, ছুটি লওয়ায় তাঁহার স্থানে কলিকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার মিঃ পি, ডি, এস, কেলী, অস্থায়ীভাবে কলিকাতার পুলিশ-কমিশনারের কাজ করিবেন।

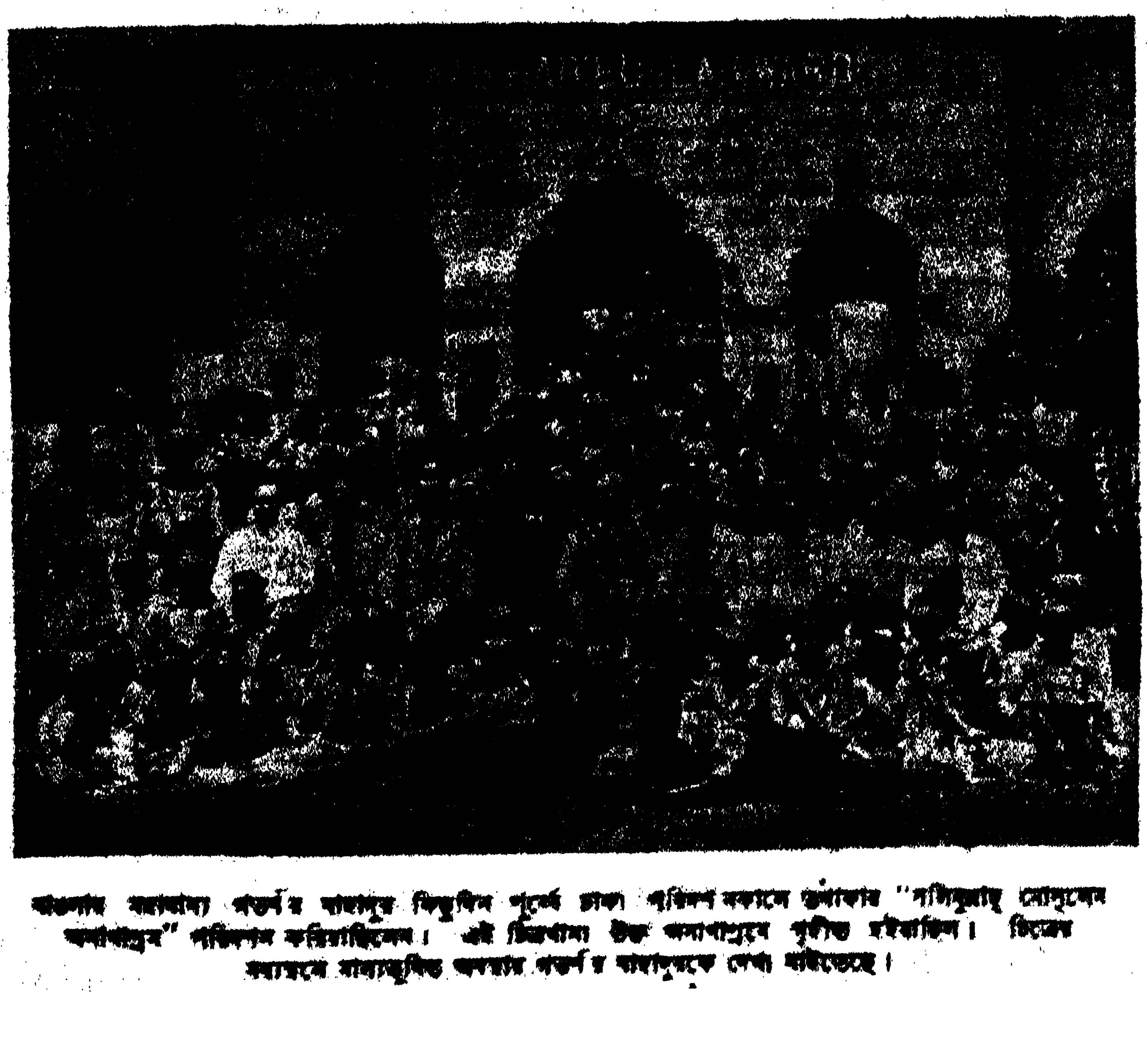

বাংলার মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর কিছুদিন পূর্ব্বে ঢাকা পরিদর্শনকালে তথাকার "নাসিরুল্লাহ্ মোমেনের অনাথাশ্রম" পরিদর্শন করিয়াছিলেন। এই চিত্রখানা উক্ত অনাথাশ্রমে গৃহীত হইয়াছিল। চিত্রের মধ্যস্থলে মাল্যভূষিত অবস্থায় গভর্ণর বাহাদুরকে দেখা যাইতেছে।

সাপ্তাহিক যুদ্ধ-সংবাদ—

[৮ম পৃষ্ঠার শেষ]

কোকোদায় মিত্রপক্ষের সাফল্য

নিউগিনি দ্বীপে মিত্রপক্ষের প্রেরিত এক সংবাদে জানা যায় যে, কোকোদা হইতে ২২ মাইল দক্ষিণে ইওরিবেওয়া গ্রামের নিকট জাপানীরা যে সুদৃঢ় ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছিল, সেখান হইতে তাহাদের হটাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ... জাপানীদের বিপুল ক্ষতি হইয়াছে।

সলোমনে জাপ ক্রুজার ধ্বংস

টোকিওর সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া ... স্বীকার করা হইয়াছে যে, সলোমন দ্বীপপুঞ্জের যুদ্ধে একটি জাপ ক্রুজার গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

জাপ আক্রমণ প্রতিহত

২৬শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, গুয়াডালক্যানালে মার্কিন ব্যূহের ... জাপানীরা ... আক্রমণ চালাইয়াছিল। এই সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করা হইয়াছে।

জাপানীদের ব্যাপক আক্রমণ

২৬শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, জাপানীরা গুয়াডালক্যানালে ... ব্যাপক আক্রমণ করিতেছে।

আমেরিকান বৈমানিকেরা ৭টি জাপানী ... করে এবং ... বিমান ধ্বংস করে।

গুয়াডালক্যানালে ব্যাপকভাবে যুদ্ধ

২৬শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, গুয়াডালক্যানাল দ্বীপে নূতন করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। জাপানী সৈন্যেরা দ্বীপের পশ্চিমদিকে মার্কিন ব্যূহ ভেদের জন্য বার বার চেষ্টা করে। মার্কিন সৈন্যেরা ট্যাঙ্ক ও বড় বড় কামান লইয়া শত্রুপক্ষের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দেয় এবং জাপানীদের ৭টি ট্যাঙ্ক বিধ্বস্ত হয়।

জাপানী সৈন্যেরা গুয়াডালক্যানাল দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম-অংশে অবতরণ করে।

গুয়াডালক্যানাল ঘাঁটি হইতে মার্কিন বিমান-বাহিনী প্রতিপক্ষের জাহাজসমূহের উপর বার বার হানা দেয়। ... জাপানের তিনখানি ক্রুজার ও বোমার আঘাতে একখানি ডেস্ট্রয়ার জখম হয়।

দুইটি জাপ ট্রান্সপোর্ট জাহাজ নিমজ্জিত

নৌবাহিনীর এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে,—মার্কিন নৌবহর সম্প্রতি কিসকা দ্বীপে হানা দেয়। ... দ্বীপের নিকট দুইটি ট্রান্সপোর্ট জাহাজ নিমজ্জিত হয় এবং একটি ডেস্ট্রয়ার ও একটি বাণিজ্য জাহাজ ঐ দ্বীপের নিকট জখম হয়।

[যুদ্ধের অন্যান্য সংবাদ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন]

খাদ্যশস্য নিয়ন্ত্রণের আদেশ

[illegible]দের বিশেষ ক্ষমতা

বাংলার [illegible] সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টার গেজেট [illegible] প্রকাশিত ১৯৪২ সালের খাদ্যশস্য-নিয়ন্ত্রণ [illegible] বিশেষ ক্ষমতাসমূহের দুই আর্কর্ষণ [illegible]। ঐ [illegible] অনুসারে উক্ত আদেশের [illegible] কলিকাতার বেসামরিক সরবরাহের কন্ট্রোলার এবং মফঃস্বলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও মহকুমা হাকিমদের [illegible] বাজার দেখিতে পাওয়া যাইবে।

১। (ক) [illegible] অক্টোবর (১৯৪২) হইতে এই আদেশ বাংলা প্রদেশে কার্য্যকরী হইবে।

(খ) জনসাধারণের সুবিধার জন্য খাদ্যশস্যের গতিবিধি সম্বন্ধে সরকারের পরিচয় থাকা প্রয়োজন। সেই জন্যই এই আদেশ প্রচার করা হইয়াছে। কোন ন্যায়সঙ্গত ব্যবসায়ের পথে বাধা সৃষ্টি করা এই আদেশের উদ্দেশ্য নয়।

(গ) এক চালানে কুড়ি মণের বেশী খাদ্যশস্য যাহারা ক্রয়, বিক্রয় বা আড়তদারি করে, তাহাদের উপরই এই আইন প্রযোজ্য হইবে। কিন্তু যাহারা নিজেরা বা চাষীদের দ্বারা খাদ্যশস্য উৎপন্ন করে, তাহাদের উপর ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

(ঘ) নিম্নলিখিত খাদ্যশস্যগুলির উপর এই আইন প্রযোজ্য হইবে:—

(১) গম এবং গমজাত দ্রব্যাদি (আটা, ময়দা, বাজরা, সুজি ইত্যাদি);
(২) ধান;
(৩) চাউল;
(৪) ভুট্টা;
(৫) যব;
(৬) বজরা;
(৭) জোয়ার, খুট (যে কোন জাতীয়);
(৮) বার্লি;
(৯) "রাগী"।

কিন্তু বর্তমানে এই আদেশ [illegible] ভিন্ন জাতীয় দ্রব্যের উপরই প্রযোজ্য হইবে।

২। যাঁহারা একটি চালানে কুড়ি মণের বেশী খাদ্যশস্য ক্রয়, বিক্রয় বা আড়তদারি করেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে কলিকাতার সরবরাহ বিভাগের কন্ট্রোলার এবং মফঃস্বলে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা মহকুমা হাকিমদের নিকট "বি" ফরমে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করিতে হইবে। উক্ত আবেদনপত্রের ফরম বিনামূল্যেই পাওয়া যাইবে।

ইহার পর "এ" ফরমে বিনামূল্যে একটি লাইসেন্স দেওয়া হইবে। যাহাতে পূজার ছুটির পর যথাসম্ভব শীঘ্র লাইসেন্স ইস্যু করা সম্ভবপর হয়, তজ্জন্য যথাসম্ভব শীঘ্র আবেদন করিতে হইবে।

৩। প্রত্যেক লাইসেন্সধারী ব্যক্তিগণ অবশ্যই—

(ক) লাইসেন্সে নির্দ্দেশিত পন্থায় মজুত [illegible] হিসাব রাখিবেন।

(খ) প্রত্যেক মাসের পনর তারিখের মধ্যে "সি" ফরমে ক্রয়, বিক্রয় ও আড়তদারি কার্য্যের মাসিক হিসাব প্রেরণ করিবেন।

(গ) লাইসেন্সবিহীন বা অন্য কোনরূপে [illegible] ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে উক্ত আনিকারের [illegible] এক চালানে কুড়ি মণের অধিক বিক্রয় করিতে পারিবেন না।

(ঘ) প্রত্যেক [illegible] রসিদ এবং চালান দিবেন। রসিদে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্নিবেশিত থাকিবে:—

(১) বিক্রেতার নাম, ঠিকানা এবং লাইসেন্স নম্বর।
(২) গ্রাহকের নাম, ঠিকানা এবং লাইসেন্স নম্বর।
(৩) ক্রয়-বিক্রয়ের তারিখ।
(৪) বিক্রীত শস্যের পরিমাণ।
(৫) প্রত্যেক মণের দাম এবং মোট কত টাকা হইয়াছে।

[২য় কলমের নিম্নে দেখুন]

পল্লী-উন্নয়ন প্রচেষ্টায় দেশবাসীর কর্তব্য

[৭ম পৃষ্ঠার শেষ]

অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে। অন্যান্য অনেক গ্রামেও এই নিয়মমতে কাজ চলিতেছে। এইরূপে তহবিল গঠন করাই বর্তমানে পল্লীর জনসাধারণের মুক্তির পক্ষে আমাদের সর্ব্বপ্রধান কাজ। কারণ ইহা হইতেই পরিণামে তাহাদের আর্থিক উন্নতি ও কর্ম্মতৎপরতা দেখা দিবে। ইহা হইতেই এই প্রদেশে সত্যিকারের সমবায় প্রথায় আর্থিক বিনিময়াদি ও ব্যাঙ্কিং প্রভৃতি ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে। সপ্তাহে অর্দ্ধ সের পরিমাণ চাউল এবং ফসল উঠাইবার সময় ২০ সের করিয়া ধান ও অনুরূপ অন্যান্য ফসল দিতে কাহারও গায়ে লাগিবে না।

বয়স্কদের আর একটি প্রধান সমস্যা হইল বয়স্কদের শিক্ষা ব্যবস্থা। কারণ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারলাভ না করিলে কি স্বাস্থ্য, কি সম্পদে কোন দিকেই স্থায়ী জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয়। বাহিরের সাহায্যের আশায় বসিয়া না থাকিয়া গ্রাম্য দেশবাসীর এই সম্পর্কে যথাসম্ভব অগ্রগামী হওয়া কর্তব্য। ইহা তাঁহাদের একটি বিশিষ্ট নৈতিক কর্তব্য বলিয়া মনে করা উচিত।

ইতিমধ্যে বয়স্কদের আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে একখানা পুস্তিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। ঐ পুস্তিকার সাহায্যে প্রতি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও কলেজে বয়স্কদের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে এক একটি উপযুক্ত শিক্ষা-কেন্দ্র গঠিত হইতে পারে। এই সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের প্রতি একান্ত অনুরোধ তাঁহারা এ বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করুন। পল্লীবাসীকে শিক্ষিত করিতে ইহাই সর্ব্বপ্রধান উপায়। জাতি-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে গ্রাম্য দেশবাসী ও এই কার্য্যে সাধ্যমত সাহায্য করুন। যদি কেরোসিন তৈলের অভাব হয়, তবে সপ্তাহে অন্ততঃ তিন দিন, এমন কি দুই দিন করিয়াও অপরাহ্ণে বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা বজায় রাখিতে হইবে। শত অসুবিধা সত্ত্বেও বয়স্কদিগের শিক্ষা বন্ধ করা উচিত নহে। বিশেষ করিয়া এদিকে ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের কর্তৃপক্ষের ঐকান্তিক মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে।

গত ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে আকিয়াব বন্দরের উপর বোমাবর্ষণের পর প্রচার করা হইয়াছিল যে, চারিটি বোমারু বিমান খোওয়া গিয়াছে; নিক্ষিপ্ত বোমাগুলি জাহাজের উপর পড়িয়াছে।

একটি প্রেস-নোটে সম্প্রতি বলা হইয়াছে, গৃহীত আলোক-চিত্র হইতে বোঝা যায় যে, একটি জাহাজ প্রকৃতই ডুবিয়া গিয়াছে।

একটি যুদ্ধজাহাজের বিমান-ধ্বংসী কামান ও তীরে রক্ষিত কামান হইতে অবিরত গোলা বর্ষিত হইতে থাকা সত্ত্বেও মিত্রপক্ষীয় বোমারু বিমানগুলি জাপানী জঙ্গী-বিমান বাধা দেওয়ার পূর্ব্বেই নীচে নামিয়া অনেক বোমা নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

[১ম কলমের শেষাংশ]

(ঙ) চালান এবং রসিদের নকল রাখিবেন। সরকারের ভারপ্রাপ্ত কোন কর্মচারী পরিদর্শনের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলে চালান ও রসিদ তাঁহাকে দেখাইতে হইবে।

(চ) ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিগণকে মালের নমুনা গ্রহণ করিতে এবং ক্রয়-বিক্রয় ও আড়তের খাতা পরিদর্শন করিতে যাহাতে অসুবিধা না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

(ছ) ব্যবসার স্থানে মূল্যের তালিকা সাধারণের দৃষ্টিগোচরভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে।

৪। লাইসেন্সের কোন সর্ত্ত ভঙ্গের অপরাধে লাইসেন্স বাতিল এবং উপরন্তু আইনে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। এই আদেশ যেন যথাযথভাবে কার্য্যকরী হয়, তজ্জন্য প্রত্যেক জেলায় [illegible] কর্মচারী নিয়োগ করা হইতেছে।

মেদিনীপুরে যুদ্ধ-প্রচেষ্টা

প্রচার-পত্রিকা প্রকাশ

গত ৬ই সেপ্টেম্বর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের বাসভবনে জেলার সকল প্রকার রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণকে লইয়া এক সভা হয়। মিঃ এন, এম, খান, আই-সি-এস, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি উপস্থিত ভদ্র-মণ্ডলীকে তাঁহাদের বর্তমান মতবিরোধ ভুলিয়া গিয়া বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে সমবেতভাবে কার্য্য করিতে অনুরোধ করেন। ঐ সভায় শ্রীযুক্ত কিশোরীপতি রায়, এম-এল-এ (কংগ্রেস), শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ প্রসাদ মণ্ডল এম-এল-এ, শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র দে (সভাপতি, বার এসোসিয়েশন), খান-সাহেব কবীরুদ্দীন আহমদ (মুস্লিম লীগ) ও শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ সর্ব্বাধিকারী (হিন্দু মহাসভা) প্রমুখ ভদ্র-মহোদয়গণকে লইয়া জেলার সেন্ট্রাল ডাইরেক্টোরেট গঠিত হয়। শ্রীযুক্ত অনুকূল দত্ত সেন্ট্রাল ডাইরেক্টোরেটের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সেন্ট্রাল ডাইরেক্টোরেট "দেশের ডাক" নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন, এম, খান, আই-সি-এস, মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক [illegible] মেদিনীপুর [illegible] একটি শিক্ষায়তন ও আতুরাশ্রম প্রতিষ্ঠার বিষয় আলোচিত হয়। এই জেলায় এরূপ জনহিতকর প্রতিষ্ঠান না থাকায় অবিলম্বে ঐরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই উদ্দেশ্যে ৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ মণ্ডল, এম-এল-এ, এই প্রতিষ্ঠানকে ২,০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন ও ভবিষ্যতে অধিকতর দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

বীরভূম মহিলা যুদ্ধ-কমিটি

লেডী মেরী হার্বার্ট কর্তৃক বিশেষ উল্লেখযোগ্য দান

বীরভূমের মহিলা যুদ্ধ-কমিটির সদস্যারা বীরত্বপূর্ণ মধ্যপ্রাচ্যে সৈন্যদের জন্য যেরূপ পরিশ্রম সহকারে বহুল পরিমাণে হাসপাতালের সরঞ্জাম ও হাতে-বুনা নানাপ্রকার পোষাকাদি প্রদান করিয়াছেন—গত জুলাই মাসের প্রথম ভাগে তাঁহাকে লেডি মেরী হার্বার্ট মহিলা যুদ্ধ-কমিটিকে খুব মোটা রকমের নগদ সাহায্যও প্রেরণ করিয়াছেন। কমিটির ইচ্ছানুসারে এই টাকাটা সৈনিকদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইয়াছে। গত আগষ্ট মাসে এই কমিটি আবার একটি বড় রকমের সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন। বীরভূম মহিলা যুদ্ধ-কমিটির প্রেসিডেন্ট মিসেস এ, এইচ, কোরেশী ও অন্যান্য সদস্যাদিগকে ধন্যবাদ দিতে গিয়া লেডী মেরী হার্বার্ট এই প্রশংসনীয় সাহায্যের জন্য আনন্দ প্রকাশ করেন। সদস্যাদের এই উদ্যম ও বদান্যতার জন্য তিনি তাঁহাদিগকে অভিনন্দন জানান।

বি-আই-এস-এন কোং লিঃ

ব্রিটিশ ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও পারস্যোপসাগর তীরবর্ত্তী বন্দরসমূহের মধ্যে সুবোধমত জাহাজ যাতায়াত করে।

যাত্রীদের ভাড়া, মালের ভাড়া প্রভৃতি বিষয় জানিবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় আবেদন করুন:—

ম্যাকিনন্ ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং,
ম্যানেজিং এজেন্টস্,
বি-আই-এস-এন কোং লিঃ (ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ)।

আজকের গৌরবপূর্ণ রণকার্যে যে সব বৃটিশ ও অষ্ট্রেলিয়ান সৈনিক প্রাণদান করিয়াছেন, তাঁহাদের অমর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ এই স্মৃতি-স্তম্ভ [illegible] মধ্যে নির্মিত হইয়াছিল। এই চিত্রে দেখা যাইতেছে— একজন বৃটিশ ও একজন অষ্ট্রেলিয়ান সৈনিক স্মৃতি-স্তম্ভের সম্মুখে সম্মান প্রদর্শন করিতেছে।

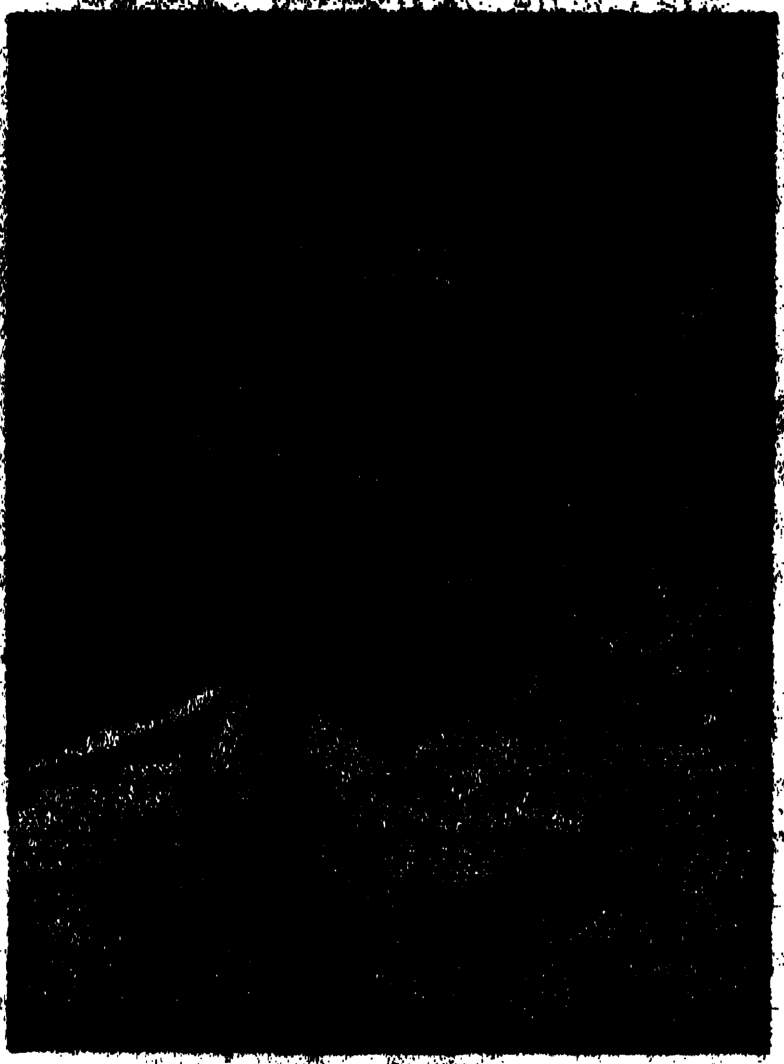

[illegible] সি-আই-ই, এম-সি।

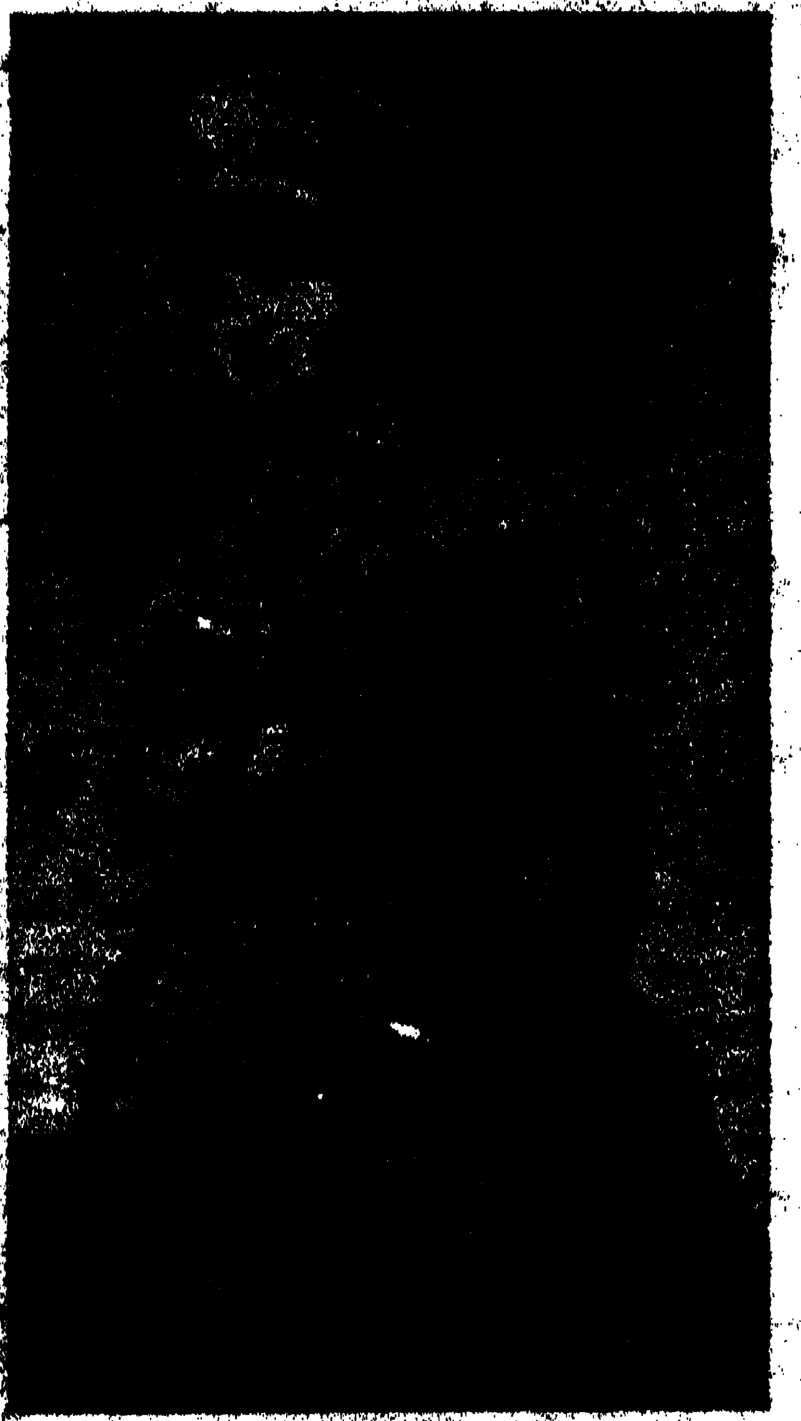

[illegible]

[illegible]

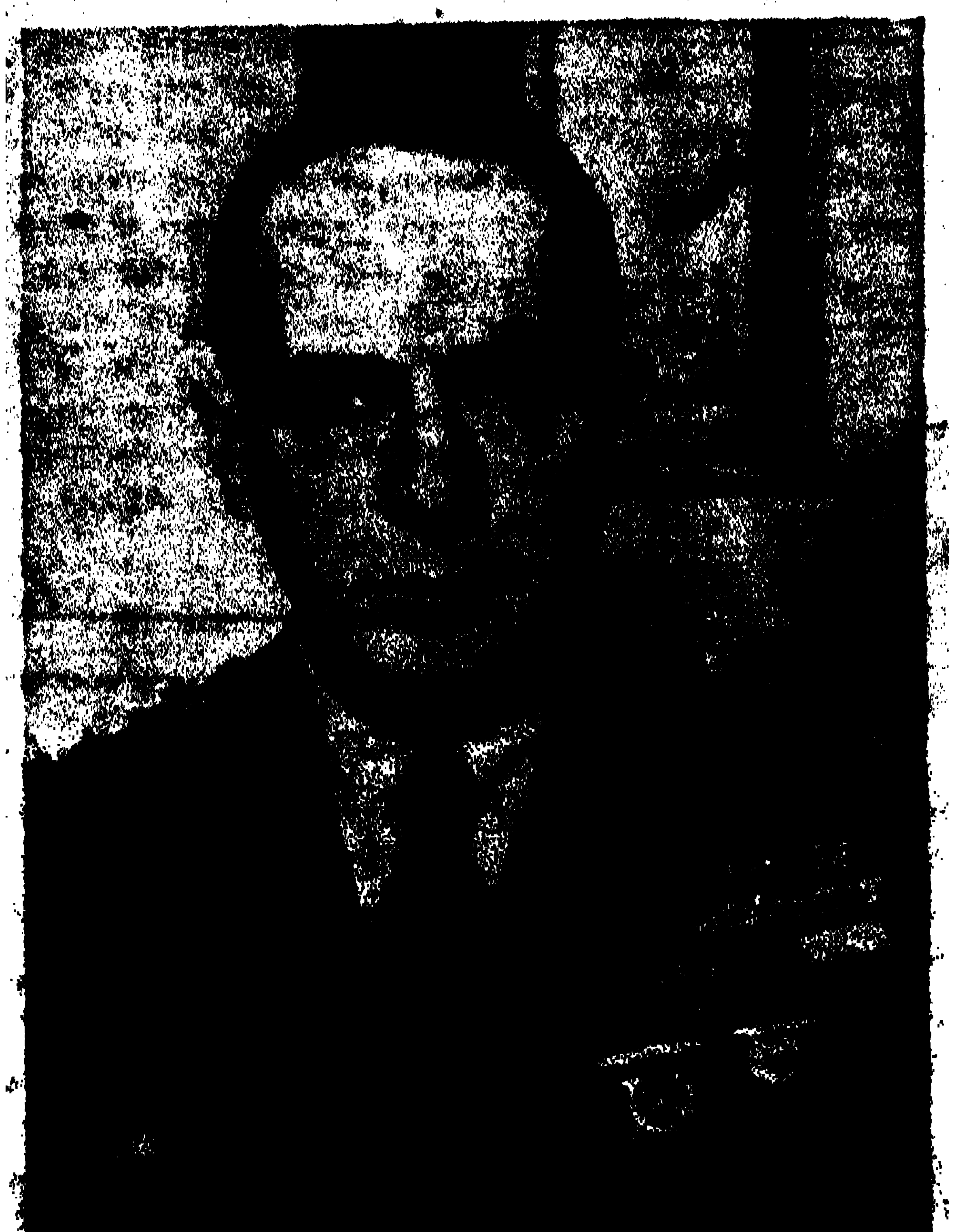

[illegible]

Printed and published by GEORGE WILFRID DAVIS [illegible] Bengal Government Press, Alipore, Bengal. Editor: [illegible]